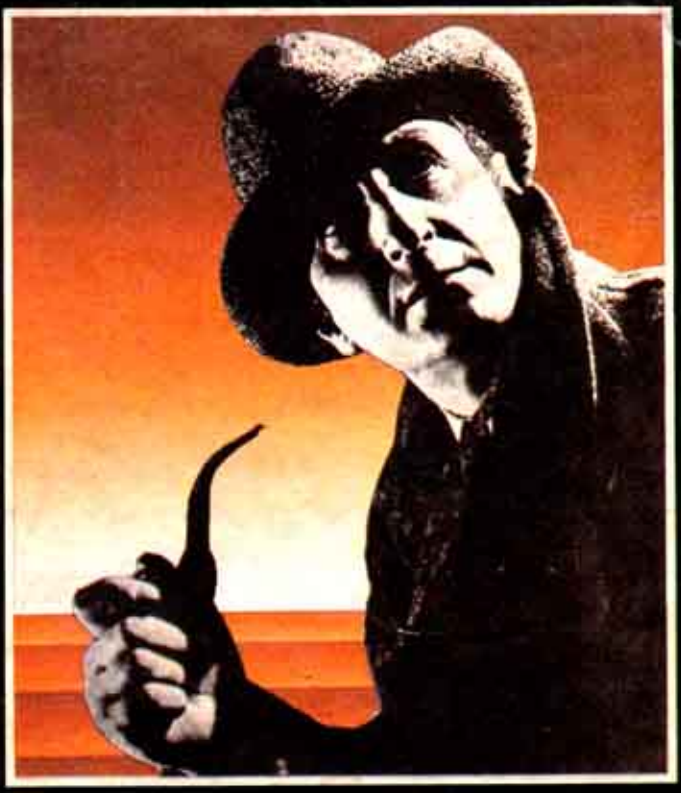

স্যার আর্থার
কোনান ডয়েল

শার্লক হোমস অমনিবাস

শার্লক হোমস অমনিবাস

স্যার আর্থার কোনান ডয়েল

অনুবাদ ঃ মণীন্দ্র দত্ত

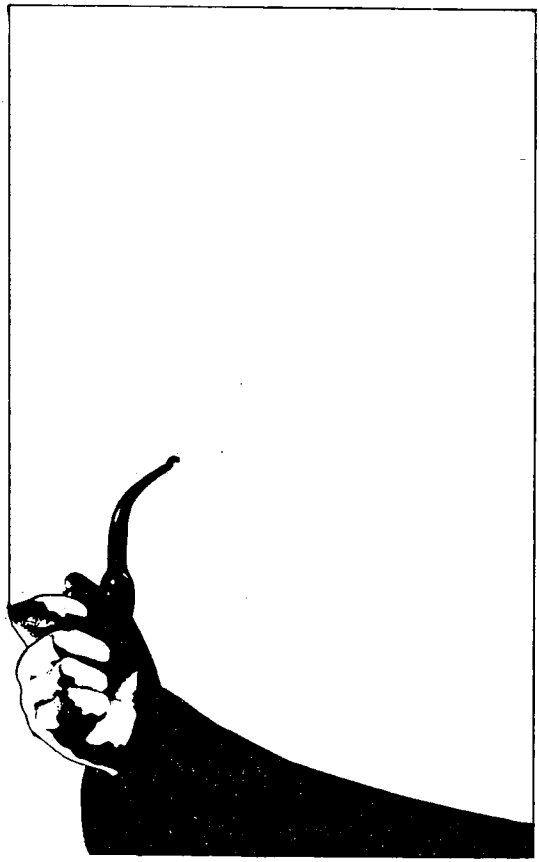

তুলি-কলম ১.কলেজ রো, কলকাতা-৯

সূচীপত্র

রক্ত সমীক্ষা	উপন্যাস	১
(A Study in Scarlet)		
চিহ্ন চতুষ্টয়	,,	৫৯
(The Sign of Four)		
আতংকের উপত্যকা	,,	২৬৩
(The Valley of Fear)		
বাস্কারভিল পরিবারের শিকারী কুকুর	,,	৬৩৫
(The Hound of the Baskervilles)		
শার্লক হোমসের অভিযান		
(The Adventures of Sherlock Holmes)		
বোহেমিয়ার কেলেংকারী	গল্প	১১৮
পরিচয় রহস্য	,,	১৩১
লাল-মাথা সংঘ	,,	১৪০
বস্‌কোম্ব উপত্যকার রহস্য	,,	১৫৩
কমলালেবুর পাঁচটি বীচি	,,	১৬৬
টিয়া পাখির ঠোঁটটি লাল	,,	১৭৬
নীল পদ্মরাগ	,,	১৮৮
বিচিত্র বন্ধনী	,,	১৯৯
যন্ত্রবিদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ	,,	২১৩
উদার চিরকুমার	,,	২২৪
মরকত-মুকুট	,,	২৩৫
দি কপার বীচেস	,,	২৪৮
শার্লক হোমসের স্মৃতিকথা		
(The Memoirs of Sherlock Holmes)		
সিলভার ব্লেজ	,,	৩৪৪
হল্‌দে মুখ	,,	৩৫৮
শেয়ার-দালালের কেরাণী	,,	৩৬৮
গ্লোরিয়া স্কট	,,	৩৭৮
মাসগ্রেভ-পরিবারের অনুষ্ঠান	,,	৩৮৯
রাইগেটের জমিদারবাবুরা	,,	৪০০
অষ্টাবক্র মানুষটি	,,	৪১০

আবাসিক রোগী	গল্প	৪২০
গ্রীক ভাষান্তরিক	,,	৪৩১
নৌ-চুক্তি	,,	৪৪১
শেষ সমস্যা	,,	৪৬০
শার্লক হোমস ফিরে এল		
(The Return of Sherlock Holmes)		
খালি বাড়ি	,,	৪৭১
নরউড-এর স্থপতি	,,	৪৮৩
নিঃসঙ্গ সাইকেল-আরোহী	,,	৪৯৭
মঠ-বিদ্যালয়	,,	৫০৯
নাচিয়ে মানুষের দল	,,	৫২৬
কালো পিটার	,,	৫৪১
চার্লস অগাস্টাস মিলভার্টন	,,	৫৫২
ছয় নেপোলিয়ন	,,	৫৬২
তিন বিদ্যার্থী	,,	৫৭৪
সোনার পিঁস-নে	,,	৫৮৪
থ্রি-কোয়ার্টার নিরুদ্দেশ	,,	৫৯৭
মঠ কৃষিশালা	,,	৬০৮
দ্বিতীয় দাগ	,,	৬২০
শার্লক হোমসের ঘটনা-পঞ্জী		
(The Case-Book of Sherlock Holmes)		
প্রখ্যাত মক্কেলের বিচিত্র ঘটনা	,,	৭২৩
সাদা-মুখ সৈনিকের বিচিত্র ঘটনা	,,	৭৩৬
ম্যাজারিন রত্ন-মণির বিচিত্র ঘটনা	,,	৭৪৭
তিন পাশকপালী ভবন-এর বিচিত্র ঘটনা	,,	৭৫৬
সাসেক্স-এর রক্তচোষার বিচিত্র ঘটনা	,,	৭৬৫
তিন গারিডেব-এর বিচিত্র ঘটনা	,,	৭৭৪
থর সেতুর সমস্যা	,,	৭৮০
হামাগুড়ি দেওয়া লোকটির বিচিত্র ঘটনা	,,	৭৯৭
সিংহ-কেশরের বিচিত্র ঘটনা	,,	৮০৮
গুণ্ঠনবতী আবাসিকার বিচিত্র ঘটনা	,,	৮১৮
শোস্‌কুম্ব ওল্ড প্লেস্‌-এর বিচিত্র ঘটনা	,,	৮২৪
অবসরপ্রাপ্ত রঞ্জকের বিচিত্র ঘটনা	,,	৮৩৪
তার শেষ অভিবাদন		
(His Last Bow)		
উইস্টেরিয়া লজ-এর বিচিত্র ঘটনা	,,	৮৪৩
কার্ডবোর্ড -বাক্সের বিচিত্র ঘটনা	,,	৮৫৯
লাল বৃত্তের বিচিত্র ঘটনা	,,	৮৭১
ক্রস-পার্টিংটন নক্সার বিচিত্র ঘটনা	,,	৮৮২
মুমূর্ষু গোয়েন্দার বিচিত্র ঘটনা	,,	৮৯৮
লেডি ফ্রান্সেস কারফাক্স নিরুদ্দেশ	,,	৯০৭
দানব-পদের বিচিত্র ঘটনা	,,	৯১৮
তার শেষ অভিবাদন	,,	৯৩২

দুটি কথা

www.boiRboi.net

প্রথম কথা ঃ স্মৃতি-চারণ। ১৯৭৮ সাল। কলেজের পুজোর ছুটি আসন্ন। "শার্লক হোমস অমনিবাস"-এর পূর্ণাঙ্গ ভাষান্তরের গুরুদায়িত্ব হাতে নিয়েছি। সেদিন মনে আশঙ্কার অন্ত ছিল না—অপটু দেহ ও ক্ষীয়মান কর্মক্ষমতা নিয়ে এই বিরাট কর্ম-যজ্ঞ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারব তো ! দিনের পর দিন, রাতের পর রাত যখনই সময় ও সুযোগ হয়েছে স্যার আর্থার কোনান ডয়েলকে সামনে রেখে লেখার টেবিলে বসেছি। লেখনী ধরেছি। একটু একটু করে লেখা এগিয়েছে। না, শুধু এগিয়েছে বললে ভুল হবে, স্যার ডয়েলের কাহিনীর চমৎকারিত্বে ও ভাষার যাদুতে স্বচ্ছন্দগতিতে তরতর করে এগিয়েছে লেখনী। কাজের অগ্রগতিতে অনেক সময় নিজেই বিস্মিত হয়েছি। একে একে চারটি খণ্ডই প্রকাশিত হল। অভূতপূর্ব সাড়া মিলল পাঠকদের কাছ থেকে। ছোট-বড় সকলেরই প্রিয় লেখক স্যার আর্থার কোনান ডয়েল ; সকলেরই মন-কেড়ে-নেওয়া চরিত্র মিঃ শার্লক হোমস—বিশ্ব-গোয়েন্দা সাহিত্যের এক অবিস্মরণীয় পুরুষ ; কাল্পনিক চরিত্র, অথচ মনে হয় বুঝি বা রক্ত-মাংসের জীবন্ত মানুষ। তাই বুঝি সকল শ্রেণীর পাঠকই আপন করে নিল 'শার্লক হোমস অমনিবাস'কেও। পশ্চিম বাংলার দূর দূরান্তের নানা বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী থেকে সুদূর বোম্বাই ও ব্যাঙ্গালোরের অবসরভোগী পঞ্চকেশ বৃদ্ধ পর্যন্ত কতজনের কাছ থেকেই না পেয়েছি অযাচিত অভিনন্দন। ৮০-র কলকাতা বই-মেলায় এই বইটিকে কেন্দ্র করে যে আগ্রহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করেছি আমার ভাষান্তর-কর্ম তাতে নতুন প্রেরণা লাভ করেছিল। অখণ্ড সংস্করণ প্রকাশের শুভলগ্নে সকল সাহিত্যরসিক পাঠককে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই।

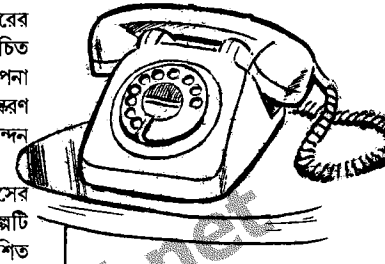

প্রসঙ্গক্রমে অতীত দিনের একটি ঘটনার কথা অবশ্য স্মর্তব্য। "শার্লক হোমসের স্মৃতি কথা" (The Memoirs of Sherlock Holmes)-র অন্তর্ভুক্ত একাদশ গল্পটি (শেষ সমস্যা—The Final Problem) বিলেতের বিখ্যাত স্ট্রাণ্ড ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হলে এবং গল্পের পরিণতিতে শার্লক হোমসের অনিবার্য মৃত্যুর ইঙ্গিত থাকায় তৎকালীন পাঠক সমাজে নিদারুণ চাঞ্চল্য, ক্ষোভ ও প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল। পাঠকের সম্মিলিত দাবীর কাছে লেখককে শেষ পর্যন্ত মাথা নত করতেও হয়েছিল। তারই ফলশ্রুতিতে লেখা হয়েছিল "শার্লক হোমস ফিরে এল" (The Return of Sherlock Holmes) গ্রন্থের প্রথম গল্পটি (খালি বাড়ি—The Empty House)।

দ্বিতীয় কথা ঃ বিশ্বের গোয়েন্দা-সাহিত্যে স্যার আর্থার কোনান ডয়েল স্মরণীয় নাম। তাঁর মত বহুমুখী প্রতিভাধর লেখক বিশ্ব-সাহিত্যেও খুব বেশী নেই ; আর পৃথিবীর সকল প্রান্তের সর্বস্তরের মানুষের কাছ থেকে যে শ্রদ্ধা ও প্রশংসা তিনি লাভ

করেছেন তাও তাঁর বিরল সৌভাগ্যের পরিচয়ই বহন করে। বিশেষ করে অপরাধ-তত্ত্বে এবং পুলিশী তদন্ত-পদ্ধতির উপর তাঁর বিশ্বব্যাপী প্রভাব তো এখন সর্বজনবিদিত। হত্যা-রহস্যের সূক্ষ্ম সূত্র-সংরক্ষণের ব্যাপারে প্লাস্টার-অফ-প্যারিস ব্যবহার ; অপরাধীকে সনাক্ত করার ব্যাপারে পোশাক-পরিচ্ছদের ধূলো পরীক্ষা ; বিভিন্ন ধরনের তামাকের ছাইয়ের গুণাগুণ বিশ্লেষণ ; এবং বিশেষ করে তাঁর সর্বজনস্বীকৃত অনুমানপদ্ধতির প্রয়োগ ঃ শার্লক হোমস কাহিনীগুলির মারফতে এসব ব্যবস্থার প্রতি কোনান ডয়েলই প্রথম মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। চীনে এবং মিশরে তাঁর গোয়েন্দারচনাবলী পুলিশ-ট্রেনিং-এর পাঠ্যপুস্তকরূপে পড়ানো হয়ে থাকে। ফ্রান্সের লায়ন্সে অবস্থিত বিখ্যাত অপরাধ-গবেষণাগারের নামকরণ করা হয়েছে তাঁরই স্মৃতিকে স্মরণ করে। তাঁর বিশ্ব-সমাদৃতির অনুরূপ আরও ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে।

রহস্য-সন্ধানী শার্লক হোমস স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের একটি বিচিত্র সৃষ্টি। রহস্য-সন্ধানের ক্ষেত্রে অবাধ বিচিত্র বিচরণ, ক্ষুরধার শাণিত বুদ্ধি ও দৈহিক কুশলতার অপূর্ব সহাবস্থান, অনন্যসাধারণ আত্মবিশ্বাস, অধ্যবসায় ও নিরলস কর্মোদ্যমে সমৃদ্ধ বিচিত্রকীর্তি এই চরিত্রটির প্রতি সর্ব দেশের সর্ব কালের রোমাঞ্চপ্রিয় পাঠকের এক দুর্নিবার আকর্ষণ। 'শার্লক হোমস অমনিবাস'-এর প্রতিটি পাতায় আগ্রহী পাঠক সেই দুর্দমনীয় আকর্ষণ অনুভব করবেন। তবু অতি সংক্ষেপে কোনান ডয়েলের 'শার্লক হোমস কেন্দ্রিক' সাহিত্য-কীর্তির একটি বিবরণ এখানে রাখছি। ১৮৮৭ ও ১৮৮৯ সালে প্রকাশিত দুটি স্বল্প-পরিসর উপন্যাস A Study in Scarlet এবং The Sign of Four-এই শার্লক হোমসের প্রথম আবির্ভাব। আর আবির্ভাবেই বাজি মাত। ১৮৯১ সাল থেকে The Strand Magazine-এ নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে শার্লক হোমসকে নিয়ে লেখা কাহিনীর পর কাহিনী। তার মোট সংখ্যা সত্তরের কাছাকাছি এবং সংকলন-গ্রন্থের সংখ্যা পাঁচ। এ ছাড়া রয়েছে আরও দুখানি বহুপ্রশংসিত উপন্যাস The Valley of Fear এবং The Hound of the Baskervilles. শার্লক হোমসের বিচিত্র কীর্তিকলাপ সম্পর্কে তার সৃষ্টিকর্তা স্যার কোনান ডয়েল বলেছেন ঃ "সত্যি কথা বলতে কি, যৌবনে প্রথম যারা তার কথা পড়েছেন জীবিত অবস্থায়ই তারা তাদের বয়ঃপ্রাপ্ত ছেলেমেয়েদেরও সেই একই পত্রিকায় সেই একই ধরনের অভিযান-কাহিনী পড়তে দেখেছেন। বৃটিশ পাঠক-সাধারণের ধৈর্য ও অনুরাগের এ এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।"

www.boiRboi.net

১৮৫৯ সালে এডিনবরাতে একটি আইরিশ ক্যাথলিক পরিবারে স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের জন্ম হয়। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডাক্তারী পাশ করে তিনি ১৮৮২ থেকে ১৮৯০ সাল পর্যন্ত সাউথসি অঞ্চলে ডাক্তারী ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকেন। ১৮৯১ সালে গুরুতর ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয়ে মরণোন্মুখ হয়ে পড়েন। তারপরই ডেভনশায়ার প্লেস-এর চেম্বার ছেড়ে দিয়ে দক্ষিণ নরউড-এর একটা বাড়িতে উঠে আসেন এবং সাহিত্যকেই বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেন।

১৯৩০ সালে তাঁর মৃত্যু হলে বৃটিশ রাষ্ট্রনায়ক স্যার উইনস্টন চার্চিল বলেন ঃ "তাঁর প্রতি আমার প্রশংসার শেষ নেই। নিশ্চয়ই প্রতিটি শার্লক হোমস গল্প আমি পড়েছি।" বিখ্যাত সমালোচক এরিক অ্যাম্বলার বলেন ঃ "পঞ্চাশ বছরেরও আগে থেকে আমি প্রথম শার্লক হোমস গল্পগুলি পড়ি। তারা আজও আমাকে আনন্দ দেয়। সে সময়ে পড়া খুব অল্প বই সম্পর্কেই একথা আমি বলতে পারি।"

এরিক অ্যাম্বলারের এই কথাগুলি তো আমারও কথা হতে পারে।

শ্রীম

মার্চ ঃ ১৯৮৮
।। সুদর্শন ।।
৭৮/১২, আর. কে. চ্যাটার্জি রোড,
কলকাতা-৪২

অধ্যায় ১

রক্ত-সমীক্ষা

A Study in Scarlet

[সামরিক চিকিৎসা বিভাগ থেকে অবসরপ্রাপ্ত জন এইচ, ওয়াটসন, এম, ডি-র স্মৃতি-চারণা থেকে পুনর্মুদ্রণ]

১ঃ মিঃ শার্লক হোমস

১৮৭৮ সালে আমি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর অব মেডিসিন ডিগ্রি লাভ করি এবং সেনাবিভাগে সার্জনদের জন্য নির্ধারিত পাঠক্রমে যোগদানের জন্য নেট্‌লি যাত্রা করি। সেখানকার পাঠ শেষ করে যথারীতি সহকারী সার্জনরূপে পঞ্চম নর্দাম্বারল্যাণ্ড রেজিমেণ্টের সঙ্গে যুক্ত হই। সেই সময় ঐ রেজিমেণ্টের কর্মস্থল ছিল ভারতবর্ষে। আমি সেখানে যোগদান করবার আগেই দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ বেধে যায়। বোম্বাইতে জাহাজ থেকে নেমেই জানতে পারলাম আমার রেজিমেণ্ট গিরিবর্ত্মের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে ইতিমধ্যেই শত্রুপক্ষের দেশে প্রবেশ করেছে। আমার মত আরও অনেক অফিসারের সঙ্গে যাত্রা করে নিরাপদেই কান্দাহার পৌঁছলাম এবং আমার রেজিমেণ্টকে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে নতুন কর্মভার গ্রহণ করলাম।

সেই অভিযান অনেকের জন্যই এনে দিল সম্মান আর পদোন্নতি, কিন্তু দুর্ভাগ্য আর বিপদ ছাড়া আমাকে সে আর কিছুই দিল না। আমার বাহিনী থেকে সরিয়ে আমাকে বার্কশায়ার বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত করা হল এবং তাদের সঙ্গেই মাইওয়ান্দের মারাত্মক যুদ্ধে আমি অংশগ্রহণ করলাম। সেখানেই একটি 'যেজাইল' বুলেট আমার কাঁধে বিদ্ধ হয়ে একখানা হাড় ভেঙে চুরমার করে দিল আর সাবক্লেভিয়ান ধমনীটা ঘেঁসড়ে গেল। আমার আর্দালি মারের প্রভুভক্তি আর সাহসের জন্যই খুনে গাজীদের হাত থেকে কোনরকমে বেঁচে গেলাম। একটা ভারবাহী ঘোড়ায় চাপিয়ে সে আমাকে নিরাপদে বৃটিশ লাইনে নিয়ে এল।

যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট এবং দীর্ঘস্থায়ী কষ্টভোগের ফলে দুর্বল অবস্থায় একদল আহত সৈনিকের সঙ্গে আমাকে পেশোয়ারের বেস-হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হল। সেখানেই ধীরে ধীরে সুস্থ হতে লাগলাম। ক্রমে ওয়ার্ডের ভিতরে হাঁটাচলা করা বা বারান্দায় রৌদ্রে একটু-আধটু বেড়াবার মত স্বাস্থ্যও ফিরে পেলাম। হঠাৎ ভারতের অভিশাপ আন্ত্রিক জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়লাম। কয়েক মাস আমার জীবনের কোন আশাই ছিল না। অবশেষে আবার যখন সেরে উঠলাম তখন আমি এতই দুর্বল ও শীর্ণকায় হয়ে পড়লাম যে একটা মেডিক্যাল বোর্ড স্থির করলেন,—আর একটি দিনও নষ্ট না করে আমাকে লণ্ডনে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত। তদনুসারে আমাকে সৈন্যবাহী জাহাজ 'ওরোণ্টেস'-এ তুলে দেওয়া হল এবং তার একমাস পরে পোর্টসমাউথ জেটিতে নামলাম। নষ্টস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের কোন আশাই তখন ছিল না, তবু স্নেহময় সরকার স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য নয় মাস সময় দিলেন।

ইংলণ্ডে আত্মীয়-স্বজন কেউ ছিল না। কাজেই আমি তখন বাতাসের মত স্বাধীন, অবশ্য দৈনিক এগারো সিলিং ছয় পেনি আয়ে একজন লোক যতটা স্বাধীন হতে পারে। এ অবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই আমি লণ্ডনে হাজির হলাম, কারণ লণ্ডন হচ্ছে এমন একটা বড় ডোবা যেখানে সারা সাম্রাজ্যের যত ভ্রমণবিলাসী আর আলস্যপরায়ণ লোকেরা এক দুর্বার টানে এসে মিলিত হয়। স্ট্র্যাণ্ড-এর একটা প্রাইভেট হোটেলে আরামহীন অর্থহীন জীবন কাটতে লাগল। পকেটে যা টাকা ছিল তার তুলনায় একটু বেশী স্বাধীনভাবেই চলতে লাগলাম। ফলে ক্রমে আর্থিক অবস্থা এতই ভীতিপ্রদ হয়ে উঠল যে অবিলম্বেই বুঝতে পারলাম, হয় মহানগরী ছেড়ে কোন গ্রামাঞ্চলে চলে যেতে হবে, আর না হয়, জীবনযাত্রার মান সম্পূর্ণ পাল্টাতে হবে। শেষের বিকল্পটাই বেছে নিলাম। স্থির করলাম, হোটেল ছেড়ে কোন স্বল্পব্যয়সাধ্য অঞ্চলে একটা বাসা নেব।

যেদিন এই সিদ্ধান্ত করলাম সেইদিনই 'ক্রাইটেরিয়ন বার'-এ দাঁড়িয়ে আছি এমন সময় কে যেন কাঁধে হাত রাখল। ফিরে দাঁড়িয়েই চিনতে পারলাম—স্ট্যামফোর্ড, বার্টস-এ আমার অধীনে ড্রেসার ছিল। লণ্ডনের বিপুল জনারণ্যে পরিচিত মুখের দর্শন পাওয়া একজন সঙ্গীহীন লোকের কাছে খুবই সুখকর। এর আগে স্ট্যামফোর্ড আমার বিশেষ বন্ধুস্থানীয় ছিল না, কিন্তু সেদিন তাকে আমি সাগ্রহে অভ্যর্থনা জানালাম। সেও আমাকে দেখে খুশিই হল। আনন্দের আতিশয্যে তাকে 'হোলবর্ণ' এ মধ্যাহ্ন ভোজনের আমন্ত্রণ জানালাম এবং একটা এক্কা-গাড়ি নিয়ে দুজনে যাত্রা করলাম।

লন্ডনের জনবহুল রাজপথ দিয়ে সশব্দে যেতে যেতে সবিস্ময়ে সে প্রশ্ন করল, 'শরীরটাকে কি করে ফেলেছ ওয়াটসন? বাথারির মত শুকিয়ে গেছ, গায়ের রং হয়েছে বাদামের মত।'

আমার অভিযানের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ তাকে দিলাম। সে বিবরণ শেষ হতেই আমরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেলাম।

আমার দুর্ভাগ্যের কাহিনী শুনে সমবেদনার সুরে সে বলল, 'আহা বেচারি! এখন কি করবে?'

'একটা বাসা খুঁজছি', আমি জবাব দিলাম। 'যুক্তি-সঙ্গত ভাড়ায় একটা আরামদায়ক বাসা পাওয়া যায় কিনা সেই সমস্যারই সমাধান করতে চেষ্টা করছি।'

আমার সঙ্গী মন্তব্য করল, 'খুব আশ্চর্য তো! তুমিই দ্বিতীয় ব্যক্তি যে ঐ কথাগুলি আজ আমাকে বললে।'

'প্রথম ব্যক্তিটি কে?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'লোকটি হাসপাতালের কেমিক্যাল লেবরেটরিতে কাজ করে। আজ সকালেই সে দুঃখ করছিল। একটা ভাল বাসা সে পেয়েছে। কিন্তু ভাড়াটা তার আয়ত্তের বাইরে। অথচ একজন অংশীদারও সে পাচ্ছে না।'

আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'সে যদি বাসার এবং ভাড়ার একজন অংশীদার সত্যিই চায়, তাহলে আমিই সেই লোক। সঙ্গীহীন থাকার চাইতে একজন অংশীদার আমারও পছন্দ।'

মদের পাত্রের উপর দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে স্ট্যাম-ফোর্ড বলল, 'শার্লক হোমসকে তুমি এখনও চেন না। স্থায়ী সঙ্গী হিসাবে তুমি হয় তো তাকে পছন্দ করবে না।'

'কেন? তার বিরুদ্ধে কি বলবার আছে?'

'না, তার কোন দোষের কথা আমি বলছি না। তবে তার চিন্তাভাবনাগুলো একটু অদ্ভুত ধরনের—বিজ্ঞানের কতকগুলি শাখায় বেশ উৎসাহী। আমি যতদূর জানি, লোকটি বেশ ভদ্র।'

'ডাক্তারী ছাত্র নিশ্চয়', আমি বললাম।

'না—সে যে কি হতে চায় সেবিষয়ে আমার কোন ধারণাই নেই। আমার বিশ্বাস সে শরীর-সংস্থান বিদ্যায় বেশ পারদর্শী। একজন প্রথম শ্রেণীর রসায়নবিদও বটে। কিন্তু আমি যতদূর জানি সে কোনকালে নিয়মিত কোন ডাক্তারীশাস্ত্রের পাঠ নেয় নি। তার পড়াশুনাও অত্যন্ত অগোছালো আর খামখেয়ালি। কিন্তু নানা বিষয়ে জ্ঞান সে এত সঞ্চয় করেছে যে তার অধ্যাপকদেরও তাক লেগে যায়।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি কি কোনদিন জানতে চাও নি সে কি হতে পারে?'

'না। তার মনের হদিস করা সোজা কাজ নয়। তবে খেয়াল জাগলে তার মুখে কথার খই ফোটে।'

আমি বললাম, 'তার সঙ্গে দেখা করতে চাই। যদি কারও সঙ্গেই বাস করতে হয়, আমি পড়াশুনা-করা চুপচাপ লোকই পছন্দ করি। অত্যধিক গোলমাল বা উত্তেজনা সহ্য করবার মত শক্তি এখনও ফিরে পাই নি। ও দুটো বস্তুই আফগানিস্থানে এত বেশী পেয়েছিলাম যে আর যতদিন বেঁচে থাকব ওতেই চলে যাবে। তোমার ওই বন্ধুর সঙ্গে কেমন করে দেখা হতে পারে?'

সঙ্গী উত্তরে বলল, 'নিশ্চয় সে লেবরেটরিতে আছে। হয় সে সপ্তাহের পর সপ্তাহ সে স্থানই মাড়ায় না, আর না হয় তো সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সেখানে কাজ করে। তুমি চাও তো খাওয়া শেষ করে একসঙ্গেই সেখানে যেতে পারি।'

'নিশ্চয় যাব', আমি বললাম। তারপরই আলোচনা অন্য পথে মোড় নিল।

যে ভদ্রলোকের সহ-বাসিন্দা হবার প্রস্তাব এইমাত্র করলাম, হোলবর্ণ থেকে বেরিয়ে হাসপাতালে যাবার পথে তার সম্পর্কে আরও কিছু বিবরণ স্ট্যামফোর্ড আমাকে জানাল। বলল, 'তার সঙ্গে যদি মানিয়ে চলতে না পার, তাহলে কিন্তু আমাকে দোষ দিও না। মাঝে মাঝে লেবরেটরিতে দেখা-সাক্ষাতের ফলে তার যেটুকু পরিচয় পেয়েছি তার বেশী কিছু আমি জানি না। তুমিই এ প্রস্তাব করেছ, কাজেই আমাকে যেন দায়ী করো না।'

আমি বললাম, 'মানিয়ে চলতে না পারলে সরে গেলেই হবে। তারপর সঙ্গীর দিকে একটু কড়া চোখে তাকিয়ে বললাম, 'দেখ স্ট্যামফোর্ড, মনে হচ্ছে বিশেষ কোন কারণে তুমি এ ব্যাপারে নিজেকে জড়াতে চাইছ না। লোকটির মেজাজ খুব খাপ্পা নাকি? না আর কিছু? রেখে-ঢেকে কথা বলো না।'

সে হেসে বলল, 'অনির্বচনীয়কে ভাষায় প্রকাশ করা সহজ নয়। আমার বিচারে হোমস একটু অতি-বৈজ্ঞানিক ধাতের লোক—প্রায় অনুভূতিহীন। অনিষ্টসাধনের উদ্দেশ্য নয়, শুধুমাত্র ফলাফল সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভের গবেষণার খাতিরেই সে তার বন্ধুকে একচিমটে উদ্ভিজ্জ উপক্ষার খেতে দিচ্ছে, তাও কল্পনা করা যায়। তার প্রতি সুবিচার করতে হলে বলতে হয়, ওই একই কারণে সমান তৎপরতার সঙ্গে সে নিজেও ওটা খেতে পারে। নির্দিষ্ট ও সঠিক জ্ঞানার্জনের প্রতি তার একটা নেশা আছে বলে মনে হয়।'

'এটা তো খুব ভাল কথা।'

'ভাল, তবে বাড়াবাড়ি ঘটতে পারে। যখন কেউ

ব্যবচ্ছেদ-কক্ষে মৃত প্রাণীকে লাঠি দিয়ে পিটতে শুরু করে, তখন সে ব্যাপারটা বড়ই কিম্ভূতকিমাকার হয়ে ওঠে।'

'মৃত প্রাণীকে লাঠির বাড়ি!'

'হ্যাঁ। মৃত্যুর পরে শরীরে আঘাতের দাগ কতটা পড়ে সেটা পরীক্ষা করে দেখবার জন্য তাকে এরকম করতে আমি নিজের চোখে দেখেছি।'

'তারপরেও তুমি বলছ, সে মেডিক্যালের ছাত্র নয়?'

'না। ঈশ্বর জানেন তার পড়াশুনার উদ্দেশ্য কি। কিন্তু আমরা তো এসে পড়েছি। তার সম্পর্কে নিজেই তোমার ধারণা গড়ে নিও।' বলতে বলতে একটা সংকীর্ণ গলিতে মোড় নিয়ে ছোট পাশের দরজার ভিতর দিয়ে হাসপাতালের একটা অংশে প্রবেশ করলাম। এ জায়গা আমার পরিচিত। বিনা সাহায্যেই ঠাণ্ডা পাথুরে সিঁড়ি বেয়ে উঠে লম্বা বারান্দা ধরে এগোতে লাগলাম। দুই পাশে সাদা দেওয়াল আর বাদামী দরজার সারি। প্রায় শেষ প্রান্তে নীচু খিলানওয়ালা যে পথটা বেরিয়ে গেছে সেটা ধরে এগিয়ে গেলেই কেমিক্যাল ল্যাবরেটারি।

উঁচু ঘর। চারদিকে অসংখ্য বোতল। কতক সাজানো, কতক ছড়ানো। এখানে-সেখানে চওড়া নীচু টেবিল। তার উপর বকযন্ত্র, টেস্ট টিউব আর ছোট বুনসেন বাতি, তার থেকে নীল কাঁপা-কাঁপা শিখা বেরুচ্ছে। ঘরে একটিমাত্র ছাত্র কোণের টেবিলে উপুড় হয়ে কাজ করছে। আমাদের পায়ের শব্দ শুনে সে একবার ফিরে তাকাল। তারপরই সোজা দাঁড়িয়ে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল। আমার সঙ্গীর দিকে চোখ ফেলে 'পেয়েছি! পেয়েছি!' বলে চীৎকার করতে করতে সে একটা টেস্ট-টিউব হাতে নিয়ে আমাদের দিকে ছুটে এল। 'এমন একটা রি-এজেন্ট আমি পেয়েছি একমাত্র হিমোগ্লোবিন দ্বারাই যার থেকে তলানি পড়ে, আর কিছুর দ্বারাই নয়।' একটা সোনার খনি আবিষ্কার করলেও বোধ হয় এর চাইতে বেশী আনন্দে তার চোখ-মুখ উদ্ভাসিত হত না।

'ডাঃ ওয়াটসন, মিঃ শার্লক হোমস', আমাদের দু-জনকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে স্ট্যামফোর্ড বলল।

বেশ জোরের সঙ্গে আমার হাত চেপে ধরে সে সাদরে বলল, 'কেমন আছেন? মনে হচ্ছে, আপনি আফগানিস্থানে ছিলেন?'

'সেকথা আপনি জানলেন কেমন করে?' আমি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

মুচকি হেসে সে বলল, 'ও কথা থাক।' এখন সমস্যাটা হচ্ছে হিমোগ্লোবিন নিয়ে। আমার এই নতুন আবিষ্কারের গুরুত্ব আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন?'

আমি জবাব দিলাম, 'রসায়নের দিক থেকে নিঃসন্দেহে ইণ্টারেস্টিং, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে—'

'বলেন কি? চিকিৎসা-আইনের ক্ষেত্রে এতবড় আবিষ্কার গত কয়েক বছরের মধ্যে হয় নি। আপনি কি বুঝতে পারছেন না যে রক্তের দাগের বিষয়ে আমরা একটা অভ্রান্ত পরীক্ষা পেয়ে যাচ্ছি। চলুন তো ওখানে! আগ্রহের আতিশয্যে আমার কোটের আস্তিন চেপে ধরে যে টেবিলে সে কাজ করছিল সেখানে আমাকে টেনে নিয়ে গেল। 'কিছুটা তাজা রক্ত নেওয়া যাক,' বলে একটা লম্বা ভোঁতা সূঁচ আঙুলে ঢুকিয়ে দিল, আর ফোঁটা কয়েক রক্ত একটা পাত্রে ধরে নিল। 'এবার এইটুকু রক্ত এক লিটার জলে মিশিয়ে দিলাম। দেখতে পাচ্ছেন, মিশ্রণটার রং বিশুদ্ধ জলের মত হয়ে গেল। এতে রক্তের অনুপাত দশ লক্ষে একের বেশী হবে না।' কথা বলতে বলতে সে ঐ পাত্রে কয়েক টুকরো সাদা স্ফটিক ফেলে দিয়ে তাতে কয়েক ফোঁটা স্বচ্ছ তরল পদার্থ যোগ করল। দেখতে দেখতে মিশ্রণটায় মেহগেনি রং ধরল, আর কাঁচের পাত্রটার নীচে কিছু বাদামী রঙের তলানি পড়ল।

'হাঃ! হাঃ!' সে হাততালি দিয়ে হেসে উঠল, যেন ছোট শিশু একটা নতুন খেলনা পেয়ে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। 'এটা কি বলুন তো?'

'একটা কোন সূক্ষ্ম পরীক্ষা বলে মনে হচ্ছে', আমি বললাম।

'সুন্দর! সুন্দর! পুরনো ''গুয়াইকাম'' পরীক্ষাটা যেমন গোলমেলে তেমনি অনিশ্চিত। রক্ত কণিকার অনুবীক্ষণিক পরীক্ষাটাও তাই। রক্তের দাগটা কয়েক ঘণ্টা পুরনো হয়ে গেলে তো পরের পরীক্ষাটা একেবারেই মূল্যহীন। অথচ এই পরীক্ষাটা তাজা বা বাসি উভয় রক্তের বেলায়ই সমান কার্যকরী। এই পরীক্ষাটা যদি আগে আবিষ্কৃত হত, তাহলে শত শত লোক যারা আজও পৃথিবীর মাটিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা অনেক আগেই তাদের কৃত অপরাধের শাস্তি ভোগ করত।'

'সত্যি!' আমি আস্তে আস্তে বললাম।

'খুনের মামলাগুলি ক্রমাগত একটি পয়েন্টের উপরই ঝুলে থাকে। হয় তো খুনের কয়েক মাস পরে একটা লোকের উপর সন্দেহ পড়ল। তার কাপড়-চোপড় পরীক্ষা করে বাদামী দাগ পাওয়া গেল। সেগুলো রক্তের দাগ, কাদার দাগ, মরচের দাগ, ফলের দাগ, না আর কিছু? এই প্রশ্ন অনেক বিশেষজ্ঞকেই বিচলিত করেছে। কিন্তু কেন? কারণ কোন নির্ভরযোগ্য পরীক্ষা-ব্যবস্থা ছিল না। এবার ''শার্লক হোমস পরীক্ষা''টা পাওয়া গেল,

সুতরাং আর কোন অসুবিধা রইল না।''

কথা বলার সময় তার চোখ দুটো চকচক করছিল। বুকের উপর হাত রেখে সে এমনভাবে মাথা নীচু করল যেন কল্পনার চোখে দেখা এক সপ্রশংস জনতাকে অভিবাদন জানাচ্ছে।

তার উৎসাহ দেখে বিস্মিত হয়ে আমি বললাম, 'আপনাকে অভিবাদন জানানো উচিত।'

'গত বছর ফ্রাংকফোর্টে ভন বিস্‌কর্ফের কেসটাই ধরুন। এ পরীক্ষাটা তখন চালু থাকলে নির্ঘাৎ তার ফাঁসি হত। আরও ধরুন, ব্রাডফোর্ডের ম্যাসন, কুখ্যাত মুলার ; মঁৎপেলিয়ের-এর লেফেভার এবং নিউ অর্লিয়ান্সের স্যামসন। এ রকম আরও এককুড়ি কেসের কথা আমি বলতে পারি যেখানে এই পরীক্ষায় চূড়ান্তভাবে অপরাধের প্রমাণ হতে পারত।'

স্ট্যামফোর্ড হেসে বলল, 'আপনি দেখছি অপরাধের একটি জীবন্ত পঞ্জিকা। এবিষয়ে আপনি একখানি পত্রিকা বের করতে পারেন। তার নাম দিন ''অতীতের পুলিশী সমাচার''।'

আঙুলের মাথায় একটুকরো প্লাস্টার জড়াতে জড়াতে শার্লক হোমস বলল, 'পত্রিকাটিকে খুব কৌতূহলোদ্দীপক করা যায় কিন্তু।' তারপর হাসিমুখে আমার দিকে তাকিয়ে সে বলে উঠল, 'কিন্তু আমাকে সাবধান হতে হবে। কারণ আমাকে নানারকম বিষয় নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হয়।' সে তার হাতখানা বাড়িয়ে ধরল। দেখলাম, তার সারা হাত কড়া এসিডে বিবর্ণ হয়ে গেছে এবং তাতে আগাগোড়া টুকরো টুকরো প্লাস্টার জড়ানো।

একটা তিন-পায়া উঁচু টুলে নিজে বসে আর একটা টুল পা দিয়ে আমার দিকে ঠেলে দিয়ে স্ট্যামফোর্ড বলল, 'একটা কাজে আমরা এসেছি। আমার এই বন্ধু একটা আস্তানা খুঁজছেন। আপনি বলেছিলেন একজন অংশীদার খুঁজে পাচ্ছেন না, তাই আপনাদের দুজনকে দেখা করিয়ে দিলাম।'

আমার সঙ্গে এক বাসায় থাকার প্রস্তাবে শার্লক হোমসকে খুশিই মনে হল। বলল, 'বেকার স্ট্রীটে একটা ''সুইট'' দেখেছি। আমাদের দুজনের বেশ কুলিয়ে যাবে। আশা করি তামাকের কড়া গন্ধে আপনার আপত্তি হবে না?'

জবাব দিলাম, 'আমি নিজেও ধূমপান করি।'

'তাহলে তো ভালই হল। নানারকম রাসায়নিক পদার্থ আমার কাছে থাকে। মাঝে মাঝে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করি। তাতে আপনার অসুবিধা হবে না তো?'

'মোটেই না।'

'ভেবে দেখি—আমার আর কি দোষ আছে। মাঝে মাঝে আমি চুপচাপ থাকি, পরপর কয়েকদিন হয় তো মুখই খুলি না। তখন যেন মনে করবেন না যে আমি খুব রেগে আছি। স্রেফ আমাকে একা থাকতে দেবেন, ব্যাস সব ঠিক হয়ে যাবে। এবার আপনার কি বলার আছে বলুন। একসঙ্গে থাকবার আগে দুজনেরই পরস্পরের দোষ-ত্রুটিগুলি জানা থাকা ভাল।'

তার জেরায় আমি হেসে উঠলাম। বললাম, 'আমার একটা কুকুরের বাচ্চা আছে। আমার স্নায়ুগুলো খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে, তাই হট্টোগোল পছন্দ করি না। সময়ে অসময়ে ঘুম থেকে উঠি। আলসেমি করি। ভাল অবস্থায় আরও কিছু কিছু দোষ আছে, তবে আপাতত ঐগুলিই প্রধান।'

উদ্বিগ্ন কণ্ঠে সে প্রশ্ন করল, 'হট্টগোল বলতে কি আপনি বেহালা বাজানোটাকে ধরেছেন?

'সেটা বাদকের উপর নির্ভর করে,' আমি জবাব দিলাম। 'বেহালার ভাল বাজনা তো দেবতাদের উপভোগ্য। কিন্তু বাজনা যদি বাজে হয়—'

হো-হো করে হেসে সে বলল, 'বাস, বাস, তাহলে ঠিক আছে। ধরে নিচ্ছি ব্যবস্থাটা পাকা, অবশ্য যদি বাসাটা আপনার পছন্দ হয়।'

'কখন দেখা যায়?'

'কাল দুপুরে এখানে আসুন। একসঙ্গে গিয়ে সব পাকা করে ফেলব,' সে জবাব দিল।

করমর্দন করে আমি বললাম, 'ঠিক আছে। কাল দুপুরে।'

সে আবার কাজে মন দিল। আমরা হোটেলের দিকে পা বাড়ালাম।

হঠাৎ থেমে স্ট্যামফোর্ডের দিকে ঘুরে প্রশ্ন করলাম, 'ভাল কথা, আমি আফগানিস্থান থেকে এসেছি উনি বুঝলেন কি করে?'

একটু রহস্যময় হাসি হেসে সঙ্গী বলল, 'ঐটেই তাঁর বৈশিষ্ট্য। উনি যে কি করে সবকিছু বোঝেন, সেটা আরও অনেকে জানতে চেয়েছে।'

হাত ঘসতে ঘসতে আমি বললাম, 'ওঃ! সেটা তাহলে একটা রহস্য? বেশ আকর্ষণীয় মনে হচ্ছে। আমাদের দুজনের মিলন ঘটিয়েছে বলে তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তুমি তো জান, ''মানুষের উপযুক্ত পাঠ্য বিষয়ই হল মানুষ।''

বিদায় নেবার সময় স্ট্যামফোর্ড বলল, 'তাহলে ওকে

পাঠ কর। যদিও খুব জটিল সমস্যায় পড়বে। আমি বাজি রেখে বলতে পারি, তুমি তাকে যতটা জানতে পারবে তার চাইতে অনেক বেশী সে তোমাকে জানতে পারবে। নমস্কার।'

'নমস্কার।' নবপরিচিতের সম্পর্কে প্রচুর আগ্রহ নিয়ে হোটেলের দিকে পা বাড়ালাম।

২ঃ অনুমান-বিজ্ঞান

তার ব্যবস্থামত পরদিন দেখা করলাম এবং ২২১বি, বেকার স্ট্রীটের ঘরগুলি দেখলাম। দুটো আরামদায়ক শয়ন-কক্ষ, একটা বড় খোলামেলা সুসজ্জিত বসবার ঘর, তাতে দুটো প্রশস্ত জানালা দিয়ে প্রচুর আলো এসে পড়েছে। সব দিক থেকেই বাসাটা ভাল এবং সম-অংশে ভাড়াটাও ন্যায্য বলেই মনে হল। কাজেই সেখানেই কথাবার্তা পাকা করে সঙ্গে সঙ্গে বাসার দখল নিয়ে নিলাম। আমি সেদিন সন্ধ্যায়ই হোটেল থেকে মালপত্র নিয়ে সেখানে গেলাম। শার্লক হোমস পরদিন সকালে কয়েকটা বাক্স্ ও পোর্টম্যাণ্টো নিয়ে হাজির হল। মালপত্র খুলে সাজিয়ে-গুছিয়ে নিতে দু' একদিন কেটে গেল। ধীরে ধীরে দুজনেই নতুন পরিবেশে অভ্যস্ত হয়ে উঠলাম।

www.boiRboi.net

হোমসের সঙ্গে একত্রে বাস করা মোটেই কঠিন নয়। লোকটি চলা-ফেরায় শান্ত, স্বভাবে পরিমিত। রাত দশটার পরে কদাচিৎ জেগে থাকে, আর সকালে আমার ঘুম ভাঙবার আগেই প্রাতরাশ সেরে বাইরে বেরিয়ে যায়। কখনও সারাটা দিন কেমিক্যাল লেবরেটরিতে কাটায়। কখনও বা ব্যবচ্ছেদ-কক্ষে। আবার অনেকদিন শহরের অনুন্নত এলাকাগুলিতে দীর্ঘ পথ হেঁটে বেড়ায়। কাজের নেশা যখন পেয়ে বসে তখন কোন কাজেই সে পিছপা নয়। কখনও বা সম্পূর্ণ উল্টো। দিনের পর দিন বসবার ঘরে সোফায় বসে থাকে। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত মুখে একটা কথা নেই, শরীরের একটু নড়ন-চড়ন নেই। সেসময় তার চোখে এমন একটা ফাঁকা স্বপ্নময় দৃষ্টি দেখেছি যাতে অনায়াসেই সন্দেহ হতে পারত যে নেশাখোর ; কিন্তু তার সংযত ও পরিচ্ছন্ন জীবনযাত্রা দেখে সে ধারণা মনেও ঠাঁই পেত না।

যত দিন কাটতে লাগল, তার সম্পর্কে আমার আগ্রহ এবং তার জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে আমার কৌতূহল ততই বাড়তে লাগল। তার শরীর এবং চেহারাই এমন যে যে-কোন লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই। লম্বায় ছ' ফুটের উপরে, কিন্তু এতই কৃশকায় যে আরও ঢ্যাঙা মনে হয়। যে নেশার ঘোরের কথা এইমাত্র উল্লেখ করেছি সেসময়টা ছাড়া সাধারণভাবে তার চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ এবং অন্তর্ভেদী। বাজপাখির মত সরু নাক, সারা মুখে সদা-সতর্কতা ও স্থির সিদ্ধান্তের আভাষ ফুটিয়ে তোলে। তার মোটা চৌকো থুতনি দৃঢ় চরিত্র মানুষের লক্ষণ। তার দুই হাতে সব সময়ই কালি আর কেমিক্যালের দাগ লেগে থাকত। তা সত্ত্বেও কোন কিছু ছোঁবার বেলায় সে খুবই খুঁতখুঁতে। কাজের যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করবার সময় তার এই স্বভাব আমি অনেক সময় লক্ষ্য করেছি।

এই মানুষটি আমার কৌতূহলকে কতখানি জাগ্রত করেছিল, এবং নিজের সম্পর্কে তার নীরবতাকে ভাঙবার কতটা চেষ্টা আমি বারবার করেছি, সেকথা বললে পাঠক নিশ্চয়ই অনধিকার চর্চার অপরাধে আমার নিন্দা করবেন ; কিন্তু তা করবার আগে মনে রাখতে হবে যে সেসময় আমার জীবন ছিল লক্ষ্যহীন এবং করবার মত কোন কাজও তখন আমার হাতে ছিল না। আমার স্বাস্থ্যের তখন যা অবস্থা তাতে আবহাওয়া অত্যন্ত ভাল না থাকলে আমি বাইরেও বেরোতে পারতাম না। এমন কোন বন্ধুও ছিল না যার সঙ্গে কথা বলে দৈনন্দিন জীবনের এক-ঘেয়েমিকে কাটাতে পারি। সে অবস্থায় এই সঙ্গীটিকে ঘিরে যে ছোটখাট রহস্য ছিল তার সমাধানের চেষ্টায়ই আমি অনেক সময় কাটিয়ে দিতাম।

সে ডাক্তারি পড়ত না। এবিষয়ে স্ট্যামফোর্ড যা বলেছিল আমার একটা প্রশ্নের উত্তরে সে নিজেও সেই উক্তিই সমর্থন করেছে। সে নিয়মিতভাবে এমন কোন পড়াশুনা করে না যাতে সে বিজ্ঞানের একটা ডিগ্রি পাবার উপযুক্ততা অর্জন করতে পারে, অথবা জ্ঞান-রাজ্যে প্রবেশের অন্য যে কোন দ্বার-পথ তার সামনে উন্মুক্ত হতে পারে। কিন্তু কোন কোন পাঠ্য বিষয়ে তার উৎসাহ এতই উল্লেখযোগ্য, এবং খামখেয়ালের দ্বারা সীমিত হলেও তার জ্ঞান এত অসাধারণভাবে প্রচুর ও সূক্ষ্ম যে তার অনেক বক্তব্যই আমাকে বিস্মিত করেছে। কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য সম্মুখে না থাকলে কোন মানুষ এত কঠিন পরিশ্রম করতে বা এত নির্ভুল তথ্য সংগ্রহ করতে পারে না। যারা আবোলতাবোল পড়াশুনা করে তাদের জ্ঞান কদাচিৎ সঠিক হয়ে থাকে। স্পষ্ট কারণ না থাকলে কোন মানুষ ছোটখাট বিবরণ সংগ্রহ করে মনকে বোঝাই করে রাখতে পারে না।

তার অজ্ঞানতাও তার জ্ঞানের মতই উল্লেখযোগ্য। সাম্প্রতিক সাহিত্য, দর্শন বা রাজনীতির সে প্রায় কিছুই জানে না। টমাস কার্লাইল থেকে উদ্ধৃতি দেওয়াতে সে খোলাখুলিই জিজ্ঞেস করে বসল, লোকটি কে এবং কি

করতেন। কথাপ্রসঙ্গে যেদিন বুঝতে পারলাম যে — কোপার্নিকাসীয় মতবাদ এবং সৌর জাগতিক গ্রহ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ সেদিন আমার বিস্ময়ের রইল না পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে—এই শতাব্দীতে কোন সভ্য মানুষ যে সেটা জানে না আমি ভাবতেই পারি নি।

আমার মুখে বিস্ময়ের ভাব লক্ষ্য করে সে বলল, 'মনে হচ্ছে তুমি এতে বিস্মিত হয়েছ। কিন্তু ও তথ্যটা জানবার পরে মনে হচ্ছে, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব ওটা ভুলে যেতে।'

'ভুলে যেতে!'

সে বুঝিয়ে বলতে শুরু করল, 'দেখ, আমি মনে করি মানুষের মস্তিষ্ক গোড়ায় একটা ছোট শূন্য চিলে-কোঠার মত। সেখানে পছন্দসই আসবাব জমানোই উচিত। একমাত্র বোকা লোকই যা কিছু পায় তাই সেখানে জমা করে। ফলে যে জ্ঞান তার পক্ষে দরকারী সেইটেই হয় ভীড়ে হারিয়ে যায়, না হয় অন্য সব জিনিসের সঙ্গে এমনভাবে তালগোল পাকিয়ে যায় যে দরকারের সময় তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। মস্তিষ্কের কুঠুরিতে কি রাখবে না রাখবে সেবিষয়ে দক্ষ কারিগর কিন্তু ভারী সতর্ক। কাজের জন্য দরকারী যন্ত্রপাতি ছাড়া আর কিছু সে সেখানে রাখে না। আর সে যন্ত্রপাতিও সংখ্যায় অনেক বলে সেগুলিকে সে বেশ সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখে। ঐ ছোট কুঠুরিটার বর্ধনশীল দেওয়াল আছে এবং সেটাকে যতদূর খুশি বাড়ানো যায় এ ধারণা কিন্তু ভুল। ঠিক জানবে, এমন একসময় আসে যখন নতুন কোন জ্ঞান পেতে হলেই পুরনো জ্ঞান কিছুটা ছাড়তে হবেই। কাজেই অদরকারী ঘটনা যাতে দরকারী ঘটনাকে মন থেকে ঠেলে সরিয়ে না দেয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন।'

'কিন্তু সৌরজগৎ!' আমি প্রতিবাদ করলাম।

অসহিষ্ণুকণ্ঠে সে বলে উঠল, 'তা দিয়ে আমার কি দরকার? তুমি বলছ আমরা সূর্যের চারদিকে ঘুরছি। বেশ তো, আমরা যদি চন্দ্রের চারদিকে ঘুরতাম তাতে আমি বা আমার কাজের তো তিলমাত্র তফাৎ হত না।'

তার কাজটা কি জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তার হাবভাবে মনে হল প্রশ্নটাকে সে ভালভাবে নেবে না। যা হোক, আমাদের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার কথা ভাবতে ভাবতে তার থেকে কিছু কিছু তথ্য অনুমান করতে চেষ্টা করলাম। সে বলেছে, তার অভীষ্টের সঙ্গে যুক্ত নয় এমন কোন জ্ঞান লাভ করতে সে চায় না। অতএব যা কিছু

রী। যেসব
। হল, তার
নাম। এমন
ফেললাম।
না হেসে

থাকতে পারলাম না। তালিকাটি এইরূপ ঃ

শার্লক হোমস—তার জ্ঞানের সীমা

১, সাহিত্যের জ্ঞান—শূন্য
২, দর্শনের „—শূন্য
৩, জ্যোতির্বিদ্যার „—শূন্য
৪, রাজনীতির „—দুর্বল
৫, উদ্ভিদবিদ্যার „—পরিবর্তনশীল। ধুতুরা, আফিম এবং সাধারণভাবে বিষাক্ত উদ্ভিদ সম্পর্কে পণ্ডিত। কিন্তু উদ্যানবিদ্যার কিছুই জানে না।
৬, ভূতত্ত্বের জ্ঞান—বাস্তব জ্ঞান আছে, কিন্তু সীমিত। একনজরেই বিভিন্নরকম মাটির পার্থক্য বলে দিতে পারে। বেড়িয়ে ফিরে তার ট্রাউজারের দাগ দেখিয়ে সেগুলোর রং ও ঘনত্বের বিচার করে কোন্ দাগ লণ্ডনের কোন্ অঞ্চল থেকে লেগেছে সেটাও আমাকে বলেছে।
৭, রসায়নের „ „—প্রগাঢ়।
৮, শারীর সংস্থান বিদ্যার জ্ঞান—সঠিক, কিন্তু শৃঙ্খলাহীন।
৯, উত্তেজক সাহিত্যের „ „—প্রচুর। এই শতাব্দীর যে কোন লোমহর্ষক ঘটনার প্রতিটি বিবরণ সে জানে বলে মনে হয়।
১০, ভাল বেহালা বাজাতে পারে।
১১, দক্ষ বিলিয়ার্ড খেলোয়াড়, বক্সার এবং অসিচালক।
১২, বৃটিশ আইনের ভাল বাস্তব জ্ঞান আছে।

তালিকাটি এই পর্যন্ত পড়েই হতাশ হয়ে সেটাকে আগুনে ফেলে দিলাম। নিজের মনেই বললাম, 'এই সব সংগুণের সম্মিলন ঘটিয়ে লোকটি কি করতে চাইছে যদি জানতে পারতাম, এবং কি সে কাজ যাতে এগুলি সব দরকার হয় যদি খুঁজে বের করতে পারতাম, তাহলে সেইদণ্ডে এসব চেষ্টা ছেড়ে দিতাম।'

বেহালা বাজাবার ক্ষমতার কথা আগেই বলেছি। সে

www.boiRboi.net

ক্ষমতাও খুবই উল্লেখযোগ্য, কিন্তু তার অন্য সব গুণের মতই খামখেয়ালি। আমি জানি সে রাগ-রাগিণী বাজাতে পারে,—বেশ শক্ত রাগ-রাগিণীও। আমার অনুরোধে সে 'মেণ্ডেলসন-এর লিয়েডার' এবং অন্য প্রিয় রাগ বাজিয়ে আমাকে শুনিয়েছে। কিন্তু একা থাকলে সে কদাচিৎ কোন রাগ-রাগিণী বা পরিচিত সুর বাজায়। সন্ধ্যায় আরাম-কেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে দুই চোখ বন্ধ করে কোলের উপর রাখা বেহালাটায় এলোমেলোভাবে ছড় টানতে থাকে। কখনও তাতে গম্ভীর বিষণ্ণ সুর বাজে, কখনও বা অদ্ভুত এক আনন্দের সুর। স্পষ্টই মনে হয়, তার মনের চিন্তাই যেন সুরের ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু সে বাজনা তার চিন্তার ধারাকে সাহায্য করে, না কি সেগুলো নেহাতই তার খেয়ালের ফল, তা আমি আজও বুঝে উঠতে পারি নি। সেই সব একটানা রুদ্ধ-শ্বাস বাজনার বিরুদ্ধে আমি হয় তো বিদ্রোহ ঘোষণাই করতাম যদি না সে প্রায়শই তার বাজনার শেষে একের পর এক আমার প্রিয় সুরগুলি বাজিয়ে আমার ধৈর্যচ্যুতির ক্ষতিপূরণ করে দিত।

প্রথম সপ্তাহকাল আমাদের কাছে কেউ এলো না। আমার ধারণা হল এই সঙ্গীতিও আমার মত নির্বান্ধব। কিন্তু শীঘ্রই বুঝতে পারলাম, তার পরিচিত জনের সংখ্যা অনেক, আর তারা সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ। তাদের মধ্যে একজন ছিল হলদেটে, ইঁদুরমুখো কালো চোখওয়ালা মানুষ। তার নাম শুনেছিলাম মিঃ লেস্ট্রেড। সপ্তাহে তিন চার দিন সে আসত। একদিন সকালে একটি সুসজ্জিত তরুণী এল এবং আধ ঘণ্টার উপরে কাটিয়ে গেল। সেইদিন বিকেলেই একটি শুটকো পাকা-চুল লোক এল। দেখতে ইহুদী ফেরিওয়ালার মত। মনে হল লোকটা খুব উত্তেজিত। তার পরেই এল একটি নোংরা বয়স্কা স্ত্রীলোক। একদিন এসেছিল এক পাকা-চুল বৃদ্ধ ; আবার কোনদিন বা নকল মলমলের পোশাক-পরা এক রেলের কুলি। এই সব নানা ধরনের লোক যখন হাজির হত তখন শার্লক হোমস আমার কাছ থেকে বসবার ঘরটা ব্যবহারের অনুমতি চেয়ে নিত, আর আমি আমার শোবার ঘরে চলে যেতাম। আমার এই অসুবিধা ঘটানোর জন্য সে সব সময়ই ক্ষমা চেয়ে নিত। বলত, 'কাজের জন্য আমাকে ঘরটা ব্যবহার করতে হচ্ছে। এরা সবাই আমার মক্কেল।' তখনই সোজাসুজি প্রশ্ন করবার সুযোগ পেলেও জোর করে একজনের গোপন কথা জানবার কৌতূহল থেকে নিজেকে নিবৃত্ত করতাম। ভাবতাম, সেকথা উল্লেখ না করার কোন সংগত কারণ হয় তো তার আছে। কিন্তু একদিন নিজে থেকেই সে প্রসঙ্গ উল্লেখ করে সে আমার এই ভ্রান্ত ধারণার অবসান ঘটাল।

আমার বেশ মনে আছে, সেদিনটা ছিল ৪ঠা মার্চ। অন্য দিনের তুলনায় একটু আগেই ঘুম থেকে উঠেছিলাম। দেখলাম, শার্লক হোমসের প্রাতরাশ তখনও সারা হয় নি। গৃহকর্ত্রী আমার দেরীতে ওঠার ব্যাপারে এতই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে তখনও আমার প্রাতরাশ টেবিলে দেওয়া হয় নি, বা আমার কফিও তৈরী হয় নি। মানুষ অনেক সময় অকারণে রেগে যায়। আমিও সেইরকম রাগের সঙ্গে ঘণ্টাটা বাজিয়ে জানিয়ে দিলাম যে আমি তৈরী। তারপর টেবিল থেকে একখানা পত্রিকা টেনে নিয়ে তার উপর চোখ বুলিয়ে সময় কাটাতে লাগলাম। আমার সঙ্গী নীরবে টোস্টে কামড় দিচ্ছিল। একটা প্রবন্ধের শিরোনামের নীচে পেন্সিলের দাগ দেখে স্বভাবতই সেটার উপর দ্রুত চোখ বুলোতে লাগলাম।

প্রবন্ধের শিরোনামটি খুব জবরদস্ত—'জীবনের পুঁথি।' তাতে দেখানো হয়েছে, একজন অনুসন্ধিৎসু লোক সঠিক ও সুশৃঙ্খল পর্যবেক্ষণের ফলে জীবনের কতকিছু জানতে পারে। ব্যাপারটা কিন্তু আমার কাছে চাতুর্য ও অবাস্তবতার একটা খিঁচুড়ি বলে মনে হল। বেশ ধারালো ও তীক্ষ্ণ যুক্তি, কিন্তু সিদ্ধান্তগুলি কষ্ট-কল্পিত ও অতিরঞ্জিত বলে মনে হল। লেখক দাবী করেছেন, একটি আকস্মিক কথা, মাংসপেশীর একটি মোচড় বা চোখের একটু দৃষ্টি থেকেই মানুষের মনের অন্তস্থল পর্যন্ত দেখা যায়। যে মানুষ পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণে সুশিক্ষিত তাকে ঠকানো অসম্ভব। তার সিদ্ধান্তগুলি ইউক্লিডের প্রতিপাদ্যের মতই অভ্রান্ত। কোন নূতন লোকের কাছে তার সিদ্ধান্তগুলি বিস্ময়কর মনে হবেই এবং যতক্ষণ তার অনুসৃত পদ্ধতিগুলি সে না শিখবে ততক্ষণ তাকে একজন যাদুকর বলেই মনে করবে।

লেখক বলেছেন, একজন যুক্তিবিদ একফোঁটা জল থেকে আতলান্তিক মহাসাগর বা নায়েগ্রা জলপ্রপাতের সম্ভাবনাকে অনুমান করতে পারে, যদিও সে ও দুটোর একটাকেও দেখে নি, বা কারও থেকে ওদের সম্পর্কে কিছু শোনেও নি। সব জীবনই একটি প্রকাণ্ড শৃঙ্খল যার একটি গাঁটকে দেখতে পেলেই সমগ্রটাকে জানা যায়। অন্য সব শিল্প-কলার মত 'অনুমান ও বিশ্লেষণ বিজ্ঞান'কেও সুদীর্ঘ অধ্যবসায় দ্বারাই আয়ত্ত করা যায়, এবং যেহেতু জীবন যথেষ্ট দীর্ঘস্থায়ী নয় সেজন্য কোনও মানুষের পক্ষেই এবিষয়ে পরিপূর্ণতা অর্জন করা সম্ভব নয়। কোন সমস্যার নৈতিক ও মানসিক দিকগুলি অত্যন্ত বিঘ্ন-

সঙ্কুল ; কাজেই ছোটখাট সমস্যাগুলিকে আয়ত্তে আনবার চেষ্টাই প্রথমে করা উচিত।

কোন মানুষের সঙ্গে দেখা হলে একনজরেই জানবার চেষ্টা করতে হবে তার অতীত ইতিহাস, তার বাণিজ্য বা অন্য জীবিকার পরিচয়। এরকম চেষ্টা প্রথমে বোকামির পরিচায়ক বলে মনে হতে পারে, কিন্তু ফলে মানুষের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ক্ষুরধার হয় এবং কোথায় চোখ ফেলতে হবে বা কি দেখতে হবে সে শিক্ষা লাভ করা যায়। একটা মানুষের হাতের নখ, তার কোটের আস্তিন, জুতো, ট্রাউজারের হাঁটুর কাছটা, তর্জনী এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উপরকার কড়া, তার কথা, তার শার্টের কফ—এর প্রত্যেকটি থেকেই মানুষের জীবিকার পরিচয় পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত হয়। কোন একটি ক্ষেত্রে এর সবগুলি প্রয়োগ করেও একজন যোগ্য অনুসন্ধানকারী সমস্যার উপর আলোকপাত করতে অসমর্থ হবেন এটা একেবারেই অকল্পনীয়।'

'কী অবর্ণনীয় বাগাড়ম্বর!' চীৎকার করে বলতে বলতে আমি পত্রিকাটা টেবিলের উপর ছুঁড়ে দিলাম। 'জীবনে এরকম বাজে লেখা কখনও পড়ি নি।'

'কোনটার কথা বলছ?' শার্লক হোমস প্রশ্ন করল।

প্রাতরাশ খেতে খেতে ডিমের চামচে দিয়ে দেখিয়ে আমি বললাম, 'কেন, এই প্রবন্ধটা। মনে হচ্ছে তুমি এটা পড়েছ, কারণ এটার নীচে দাগ দিয়েছ। অস্বীকার করছি না যে লেখাটায় মুন্সিয়ানা আছে ; আমি অবশ্য বিরক্ত হয়েছি। এটা নিশ্চয়ই কোন আরামকেদারাশ্রয়ী আলস্য-বিলাসীর উদ্ভট মতবাদ। নিজের নির্জন পড়ার ঘরে বসে তিনি এই সব অবাস্তব কথার জাল বোনেন। এসব একেবারেই অবাস্তব। আমার ইচ্ছা করে, পাতাল-রেলের কোন তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় ঠেলে দিয়ে তাকে বলি, এবার সহযাত্রীদের জীবিকার পরিচয়গুলি দাও তো বাপধন। তার সঙ্গে আমি হাজার পাউন্ড বাজী লড়তে রাজী।'

হোমস শান্তভাবে বলল, 'তাতে তোমার টাকাটাই খোয়াবে। আর প্রবন্ধটার কথা যদি বল, ওটা আমি লিখেছি।'

'তুমি!'

'হ্যাঁ। পর্যবেক্ষণ ও অনুমানের কাজে আমার একটা ঝোঁক আছে। যে-সকল মত আমি ওখানে প্রকাশ করেছি, এবং যেগুলিকে তুমি অত্যন্ত অবাস্তব বলে মনে করছ, সেগুলো অত্যন্ত বাস্তবসম্মত—এত বাস্তব যে আমার রুটি-মাখনের জন্য আমি ওগুলোর উপরই নির্ভর করি।'

'কিন্তু কেমন করে?' নিজের অজ্ঞাতেই প্রশ্ন করলাম।

'দেখ, আমারও একটা জীবিকা আছে। আমার ধারণা এ ব্যাপারে পৃথিবীতে আমি একক। আমি একজন পরামর্শদাতা গোয়েন্দা।' অবশ্য সেটা কি জিনিস তুমি বুঝবে কি না জানি না। এই লণ্ডনে অনেক সরকারী ও বে-সরকারী গোয়েন্দা আছে। এরা যখন পেরে ওঠে না, তখন আমার কাছে আসে, আমি তাদের পথ বাতলে দি। তার সংগৃহীত সাক্ষ্য-প্রমাণাদি আমার কাছে পেশ করে, অপরাধ-ইতিহাসের যে জ্ঞান আমি অর্জন করেছি তারই সাহায্যে আমি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের ঠিক পথে পরিচালিত করতে সক্ষম হই। বিভিন্ন দুষ্কর্মের মধ্যে একটা মূলগত মিল আছে ; ফলে হাজারটা দুষ্কর্মের বিবরণ যদি তোমার নখাগ্রে থাকে তাহলে হাজার এক নম্বর দুষ্কর্মের বিবরণ তুমি উদ্ধার করতে পারবে না এটা হতেই পারে না। লেস্ট্রেড একজন খ্যাতনামা গোয়েন্দা। সম্প্রতি একটা জালিয়াতির মামলা নিয়ে বড়ই গোলমালে পড়েছিল তাই আমার কাছে এসেছিল।'

'আর অন্যরা?'

'বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের পাঠায় বেসরকারী গোয়েন্দা সংস্থা। কোন ব্যাপার নিয়ে গোলমালে পড়লেই তারা আলোকপাতের জন্য আসে। আমি তাদের কাহিনী মন দিয়ে শুনি, তারা আমার মন্তব্যগুলি মন দিয়ে শোনে, তারপর আমার ফীটা পকেটস্থ করি।'

আমি বললাম, 'তুমি কি বলতে চাও, সচক্ষে সব বিবরণ দেখেও যে রহস্যের কিনারা তারা করতে পারে না, তুমি এই ঘরে বসেই তার গিট খুলতে পার?'

'ঠিক তাই। এবিষয়ে আমার কেমন একটা অন্তর্দৃষ্টি আছে। কখনও সখনও এমন কেস আসে যেটা একটু বেশী জটিল। তখন অবশ্য আমাকেও বাইরে বেরিয়ে নিজের চোখে সবকিছু দেখতে হয়। দেখ, আমার কতকগুলি বিশেষ জ্ঞান আছে যেগুলি প্রয়োগ করে আমি আশ্চর্য ফল পাই। এই প্রবন্ধে অনুমানের যেসব নিয়ম উল্লেখ করা হয়েছে এবং যেগুলি তোমার ঘৃণার উদ্রেক করেছে সেগুলি কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে আমার কাছে খুবই মূল্যবান। পর্যবেক্ষণ আমার দ্বিতীয় প্রকৃতি। প্রথম দিন সাক্ষাতের সময় আমি যখন বললাম যে তুমি আফগানিস্থান থেকে এসেছ, তখন তুমি বিস্মিত হয়েছিলে।'

'নিশ্চয় কেউ তোমাকে বলেছিল।'

'মোটেই তা নয়। আমি স্রেফ জানতে পেরেছিলাম যে তুমি আফগানিস্থান থেকে এসেছ। দীর্ঘদিনের অভ্যাসের ফলে চিন্তা-স্রোত এত দ্রুতগতিতে আমার মনে প্রবাহিত হয় যে অন্তবর্তী ধাপগুলো চিন্তা না করেই আমি সরাসরি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি। অবশ্য সে ধাপ-

গুলো তো থাকেই। চিন্তার ধারাটা এই রকম ছিল ; এই ভদ্রলোক ডাক্তার, অথচ চালচলনে সামরিক ভাবভঙ্গী, কাজেই নিশ্চয় সামরিক ডাক্তার। তিনি নিশ্চয় সম্প্রতি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চল থেকে এসেছেন, কারণ তাঁর মুখমণ্ডল বাদামী, অথচ ওটা তাঁর চামড়ার স্বাভাবিক রং নয় যেহেতু তাঁর কব্জী দুটো সাদা। তাঁর বিষণ্ণ মুখ দেখলে স্পষ্টই বোঝা যায় তিনি অনেক দুঃখ-কষ্ট ও রোগ ভোগ করেছেন। তাঁর বাঁ হাতটায় আঘাত লেগেছে কারণ সে হাতটা তিনি অস্বাভাবিকভাবে আড়ষ্ট করে রাখেন। গ্রীষ্ম-মণ্ডলের কোন্ স্থানে একজন ইংরেজ সামরিক ডাক্তারের পক্ষে এরকম কষ্ট ভোগ করা সম্ভব? আর কোথায়ই বা তাঁর হাত আঘাতপ্রাপ্ত হতে পারে? নিশ্চয় আফগানিস্থানে? এই পুরো চিন্তাধারাটি কিন্তু এক সেকেণ্ডও সময় নেয় নি। আমি তখনই মন্তব্য করলাম, তুমি আফগানিস্থান থেকে এসেছ, আর তুমিও বিস্মিত হলে।'

হেসে বললাম, 'তুমি বুঝিয়ে বলার পরে অবশ্য ব্যাপারটা সরলই মনে হচ্ছে। এডগার এলেন পো-র ডিউপিনের কথা মনে পড়ছে। গল্পের বাইরেও এ ধরনের চরিত্র থাকে আমার জানা ছিল না।'

শার্লক হোমস উঠে পাইপটা ধরাল। তারপর বলতে লাগল, 'তুমি নিঃসন্দেহে ভাবছ যে ডিউপিনের সঙ্গে তুলনা করে আমার প্রশংসাই করছ। কিন্তু আমার মতে ডিউপিন খুব সাধারণ স্তরের মানুষ। পনের মিনিট চুপ করে থেকে হঠাৎ একটা যুৎসই মন্তব্য করে বন্ধুকে চমকে দেওয়ার যে কৌশল তিনি দেখান সেটা আসলে কিন্তু বড়ই লোক-দেখানো ও কৃত্রিম। অবশ্য বিশ্লেষণী শক্তি তাঁর ছিল, কিন্তু পো তাঁকে যতখানি বড় বলে কল্পনা করেছেন আসলে তিনি তা নন।'

আমি প্রশ্ন করলাম, 'তুমি কি গাবোরিয়-র বই পড়েছ? তোমার মতে লিকক কি একজন ভাল গোয়েন্দা?'

শার্লক হোমস ঠাট্টার ভঙ্গীতে নাকটা টানল। তারপর রাগতঃ স্বরে বলল, 'লিকক তো একটা মহা আনাড়ি। একটা গুণই তার ছিল,—উৎসাহ। ও বই পড়ে তো আমি কাহিল হয়ে পড়েছিলাম। ব্যাপার কি না, একটি অজানা কয়েদিকে খুঁজে বের করতে হবে। আমি ও কাজ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই করতে পারতাম। লিককের লেগেছিল ছ'মাস বা ওই রকম সময়। গোয়েন্দাদের কি বাদ দেওয়া উচিত সেটা শেখাবার মত পাঠ্য-পুস্তক অবশ্য ও বইখানা হতে পারে।'

যে দুটি চরিত্র আমার প্রিয় তাদের সম্পর্কে এই ধরনের উদ্ধত উক্তি করায় আমি কিছুটা অসন্তুষ্ট হলাম। জানালার কাছে উঠে গিয়ে বাইরের জনবহুল রাস্তার দিকে তাকালাম। মনে মনে বললাম, 'লোকটি চতুর বটে, তবে বড় দাম্ভিক।'

যেন দুঃখের সঙ্গেই সে বলল, 'আজকাল আর অপরাধও নেই, অপরাধীও নেই। আমাদের কাজে এখন আর মস্তিষ্কের প্রয়োজন হয় না। আমি জানি, আমার মধ্যে ও বস্তুটি আমাকে বিখ্যাত করবার পক্ষে পর্যাপ্তই আছে। অপরাধ উদঘাটনের কাজে যতটা পড়াশুনা এবং যতটা মেধা আমি প্রয়োগ করেছি আজ পর্যন্ত অপর কেউ তা করে নি। কিন্তু লাভ কি হল? ধরবার মত কোন অপরাধই ঘটে না। আর যাও বা ঘটে সেটা এতই জলের মত পরিষ্কার যে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের যে কোন অফিসারই তার কিনারা করতে পারে।'

লোকটির কথাবার্তার এই আত্মম্ভরিতা ক্রমেই আমাকে বিরক্ত করে তুলল কাজেই ভাবলাম এ প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করাই শ্রেয়।

একটি দীর্ঘদেহ সাদাসিদে পোশাকের মানুষ রাস্তার অপর দিক ধরে বাড়ির নম্বর দেখতে দেখতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিল। তার হাতে একখানা নীল রঙের বড় খাম। নিশ্চয় কোন সংবাদ নিয়ে এসেছে। তাকে দেখিয়ে আমি বলে উঠলাম, 'লোকটি না জানি কি খুঁজে বেড়াচ্ছে।'

শার্লক হোমস বলল, 'নৌবিভাগের অবসরপ্রাপ্ত সার্জেণ্টের কথা বলছ?'

'খালি বড়াই আর দম্ভ!' মনে মনে ভাবলাম। 'ভাল করেই জানে যে ওর এই অনুমানকে আমি পরখ করে দেখতে পারব না।'

এ কথাগুলি ভাবতে না ভাবতেই লোকটি আমাদের দরজাতেই তার প্রার্থিত নম্বরটি দেখতে পেয়ে দ্রুতপায়ে রাস্তাটা পার হল। আমাদের কানে এল দরজায় ধাক্কার শব্দ, নীচে একটি গম্ভীর কণ্ঠস্বর এবং সিঁড়ি বেয়ে উঠবার ভারী পদধ্বনি।

ঘরের ভিতরে ঢুকে বন্ধুর হাতে চিঠিখানি দিয়ে সে বলল, 'মিঃ শার্লক হোমসের জন্য।'

এতক্ষণে তার মুখোশ খুলে দেবার একটা সুযোগ পাওয়া গেল। আচমকা একটা কথা বলে ফেলবার সময় এরকমটা যে ঘটতে পারে তা তো আর সে ভাবতে পারে নি। সরাসরি লোকটিকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কোথায় কাজ করেন জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?'

রূঢ়কণ্ঠে সে জবাব দিল, 'সেনাবিভাগে, ইউনিফর্মটা মেরামতির জন্য পাঠানো হয়েছে।'

ঈর্ষার দৃষ্টিতে সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে আবার প্রশ্ন

www.boiRboi.net
boiRboi.net

করলাম, 'আপনি কি ছিলেন ?'

'সার্জেন্ট স্যার। রাজকীয় নৌবিভাগের পদাতিক বাহিনী স্যার। কেন জবাব দেবেন না? ঠিক আছে স্যার।'

দুটো গোড়ালি ঠুকে হাত তুলে সে স্যালুট করল। তারপরই চলে গেল।

৩ঃ লরিস্টন গার্ডেন্স-এর রহস্য

স্বীকার করছি, আমার সঙ্গীর মতবাদের বাস্তবতার এই নতুন প্রমাণ আমাকে বিস্মিত করেছিল। তার বিশ্লেষণী শক্তির প্রতি আমার শ্রদ্ধা বহুগুণে বেড়ে গেল। একটা সন্দেহ কিন্তু তখনও মনের কোণে উঁকি দিতে লাগল যে, আমাকে চমকে দেবার জন্য সমস্ত ব্যাপারটাই আগে থেকে সাজানো, অবশ্য আমাকে চমকে দিয়ে তার কি লাভ হবে কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না। তাকিয়ে দেখি, সে চিঠিটা পড়ে ফেলেছে। তার চোখে এমন একটা শূন্য অনুজ্জ্বল দৃষ্টি যে দেখলেই মনে হয় সে তার মনের মধ্যে ডুবে গেছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা, ওটা তুমি জানলে কেমন করে?'

www.BoiRboi.net

সে যেন একটু চটেই বলল, 'কোন্‌টা?'

'কেন? ওই লোকটা যে নৌবিভাগের অবসরপ্রাপ্ত সার্জেন্ট, সেটা?'

'এসব তুচ্ছ কথা বলবার মত সময় নেই,' একটু রূঢ় কণ্ঠেই সে জবাব দিল। তারপরই হেসে বলল, 'এই রূঢ়তার জন্য আমাকে ক্ষমা কর। আমার চিন্তার সুতোটা তুমি ছিঁড়ে ফেলেছিলে। কিন্তু তুমি কি সত্য সত্যই বুঝতে পারো নি যে লোকটি নৌবিভাগের সার্জেন্ট ছিল?'

'মোটেই না।'

'আমি কি করে জানলাম সেটা বোঝানোর চাইতে ওটা জানা অনেক সহজ। তোমাকে যদি বলা হয় দুই আর দুইয়ে যে চার হয় সেটা প্রমাণ কর, তাহলে ব্যাপারটা নিশ্চয়ই একটু কঠিন মনে হবে, অথচ তুমি নিশ্চিত জান যে এটা সত্য। রাস্তার ওপাশে থাকতেই লোকটির হাতের উল্টো পিঠে একটা বড় নীল নোঙরের উল্কি আমার চোখে পড়েছিল। তাতেই সমুদ্রের গন্ধ পেলাম। তার আচরণে এবং দু'দিকে পাকানো গোঁফে ছিল সামরিক গন্ধ। কাজেই পাওয়া গেল নৌবিভাগ। লোকটির মধ্যে কিছুটা ভারিক্কিয়ানা এবং প্রভুত্বের ভঙ্গীও আমার চোখ এড়ায় নি। যেভাবে সে মাথাটা উঁচু করে ছিল এবং হাতের বেতটা ঘোরাচ্ছিল সেটা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছ। তার মুখে চোখে একটা স্থির, সম্ভ্রান্ত, মধ্যবয়স্ক মানুষের ছাপ—এই সব দেখেই মনে হল সে সার্জেন্ট ছিল।'

'চমৎকার।' আমি সোল্লাসে বলে উঠলাম।

হোমস বলল, 'অতি সাধারণ।' যদিও তার কথা শুনে আমার মনে হল, আমার বিস্ময় ও প্রশংসা শুনে সে খুশিই হয়েছে। 'এইমাত্র বলছিলাম যে আজকাল আর অপরাধী নেই। মনে হচ্ছে— আমি ভুল বলেছি। এটা দেখ!' প্রাক্তন সার্জেন্টের দেওয়া চিঠিখানা সে আমার দিকে ছুঁড়ে দিল।

'সে কি!' চোখ বুলিয়েই আমি চীৎকার করে উঠলাম, 'এ যে সাংঘাতিক।'

সে শান্তভাবে বলল, 'একটা অসাধারণ কিছু বলে মনে হচ্ছে। তুমি কি চিঠিটা আমাকে পড়ে শোনাবে?'

নীচের চিঠিটা আমি তাকে পড়ে শোনালাম ঃ

প্রিয় মিঃ শার্লক হোমস,

৩, লরিস্টন গার্ডেন্সে গত রাতে একটি খারাপ ঘটনা ঘটেছে। লরিস্টন গার্ডেন্স বেরিয়েছে ব্রিক্‌স্টন রোড থেকে। প্রায় দুটো নাগাদ আমাদের বীটের পুলিশ সেখানে একটা আলো দেখতে পায়। যেহেতু বাড়িটা তখন খালি ছিল, তার মনে সন্দেহ দেখা দেয়। গিয়ে দেখে দরজা খোলা আর আসবাব-পত্রহীন সামনের ঘরে জনৈক ভদ্রলোকের মৃতদেহ পড়ে আছে। লোকটি সুসজ্জিত। তার পকেটে একটা কার্ড পাওয়া গেছে। তাতে লেখা 'এনক জে, ড্রেবার, ক্লিভল্যান্ড, ওহিও, ইউ, এস, এ.।' কোনরকম ডাকাতি হয় নি এবং ভদ্রলোক কেমন করে মারা গেলেন তারও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। ঘরের মধ্যে রক্তের দাগ আছে, কিন্তু লোকটির দেহে আঘাতের কোন চিহ্নই নেই। তিনি কি করে ঐ খালি বাড়িতে এলেন, কিছুই বুঝতে পারছি না। বস্তুতঃ সমস্ত ব্যাপারটাই যেন ধাঁধার মত। বারোটার আগে যে-কোন সময় আপনি যদি ঐ বাড়িতে আসতে পারেন, আমাকে ওখানেই পাবেন। আপনার নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত সব কিছুই যেমনটি ছিল তেমনটি রেখে দিয়েছি। যদি আসতে না পারেন, আরও বিস্তারিত বিবরণ আপনাকে জানাব। দয়া করে যদি আপনার মতামত পাঠান তাহলে সেটাকে আপনার অসীম অনুগ্রহ বলে বিবেচনা করব।

ভবদীয়

টোবিয়াস গ্রেগসন

বন্ধু মন্তব্য করল, 'স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের অফিসারদের মধ্যে সবচাইতে চালাক-চতুর। সে এবং লেস্ট্রেডই

মন্দের ভাল। দুজনই দ্রুতবুদ্ধি এবং উদ্যমশীল, কিন্তু গতানুগতিক—ভয়ানক গতানুগতিক। তাদের মধ্যে স্বৈরেষিও আছে। দুই পেশাদার সুন্দরীর মতই তারা পরস্পরের প্রতি ঈর্ষাকাতর। এই কেসে তাদের দুজনের হাতেই যদি কিছুটা সুতো ধরিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে ভারি মজা হবে।'

তার শান্তভাবে কথা বলার রকম দেখে আমি বিস্মিত হলাম। চীৎকার করে বললাম, 'আর এক মুহূর্তও নষ্ট করা উচিত নয়। তোমার জন্য একটা গাড়ি ডেকে দেব কি?'

'আমি যাব কি না তাই তো বুঝতে পারছি না। আলসেমি যখন আমার উপর ভর করে তখন আমি একেবারে আলসের গুরুঠাকুর। অবশ্য অন্য সময় আমি খুব চটপটেও হতে পারি।'

'সে কি? তুমি তো এই রকম একটা সুযোগের অপেক্ষায়ই ছিলে।'

'দেখ ভাই, এতে আমার কি লাভ হবে? ধরা যাক, আমি রহস্যটা উদঘাটন করলাম। ঠিক জানবে তখন ঐ গ্রেগসন, লেস্ট্রেড কোম্পানিই সব বাহাদুরিটা পকেটস্থ করবে। বেসরকারী লোকদের এই তো বরাত।'

'কিন্তু তিনি তো তোমার সাহায্য চেয়েছেন।'

'তা চেয়েছে। সে জানে বুদ্ধিতে আমি তার থেকে বড় আর আমার কাছে সেকথা সে স্বীকারও করে। কিন্তু কোন তৃতীয় ব্যক্তির কাছে সেকথা স্বীকার করার আগে সে বরং তার জিভটাই কেটে ফেলে দেবে। যাহোক, তবু যাওয়াই যাক। দেখে আসি ব্যাপারটা। আমার বড়শিতে আমি মাছ ধরব। আর কিছু না পাই, তাদের দেখে একটু হাসতে পারব। চল।'

ওভারকোটটা গায়ে চড়িয়ে এমন তাড়াহুড়া করতে শুরু করল যে মনে হল, উদাসীনতার ভাব কাটিয়ে উদ্যমশীলতা তার উপর ভর করেছে।

'তোমার টুপিটা নিও', সে বলল।

'তুমি বলছ আমাকে যেতে?'

'হ্যাঁ। অবশ্য যদি এর চেয়ে বড় কাজ কিছু না থাকে।'

এক মিনিট পরেই একটা ভাড়াটে গাড়ি নিয়ে আমরা দ্রুত ছুটে চললাম ব্রিক্স্টন রোডের দিকে।

কুয়াসাঢাকা মেঘাচ্ছন্ন সকাল। বাড়িগুলোর মাথায় একটা বাদামী আবরণ ছেয়ে আছে। মনে হচ্ছে, যেন নীচে মেটে রঙের রাস্তায় ছায়া পড়েছে। আমার সঙ্গী খুব খোশ মেজাজে চলেছে। আমি চলেছি নীরবে। একে এই বিষণ্ণ আবহাওয়া, তার উপর চলেছি একটি বেদনাদায়ক কাজে। আমার মন একেবারেই নৈতিয়ে পড়েছে।

হোমস তখন একমনে সংগীতপ্রসঙ্গে কথা বলে চলেছে। তাকে বাধা দিয়েই বললাম, 'হাতের কাজে খুব মন দিচ্ছ বলে তো মনে হয় না।'

সে জবাব দিল, 'এখনও কোন তথ্যই পাই নি। সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগৃহীত হবার আগেই মত গঠন করা মস্ত ভুল। তাতে বিচারশক্তি প্রভাবিত হয়।'

আঙুল বাড়িয়ে আমি বললাম, 'শীঘ্রই তথ্য পেয়ে যাবে। এইটেই ব্রিক্স্টন রোড, আর আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে তাহলে ঐটেই সেই বাড়ি।'

'ঠিক। কোচম্যান, গাড়ি থামাও।' তখনও আমরা শ'খানেক গজ দূরে। কিন্তু তার নির্দেশে সেখানেই নামতে হল। বাকিটা হেঁটে গেলাম।

৩ নম্বর লরিস্টন গার্ডেন্স একটা অশুভ ভয়ংকর চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যে চারটে বাড়ি রাস্তা থেকে কিছুটা দূরে অবস্থিত এটা তাদেরই একটা। চারটে বাড়ির দুটোয় লোক আছে, দুটো খালি। শেষের দুটো বাড়িতে দেখা যাচ্ছে তিন সারি খোলা জানালা, আর এখানে-ওখানে 'ভাড়া দেওয়া হইবে' লেখা কার্ড ঝোলানো। এখানে-ওখানে ছিটানো-ছড়ানো কিছু কিছু ছোট গাছের একটা বাগান বাড়িগুলোকে রাস্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। কাদা ও পাথরের একটা হলদেটে সংকীর্ণ পথ বাগানের ভিতর দিয়ে চলে গেছে। রাতের বৃষ্টিতে সমস্ত জায়গাটাই স্যাঁতসেতে। বাগানের চারধারে তিন-ফুট উঁচু ইটের পাঁচিল। তার উপরে একটুকরো কাঠের রেল বসানো দেওয়ালে হেলান দিয়ে একজন হৃষ্টপুষ্ট পুলিশ কনেস্টবল দাঁড়িয়ে আছে। তাকে ভীড় করে আছে পথচারীদের একটা ছোট দঙ্গল। বকের মত গলা বাড়িয়ে চোখ বড় বড় করে তারা ভিতরে কি ঘটেছে সেটা দেখবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে।

আমি ভেবেছিলাম, শার্লক হোমস সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির ভিতরে ঢুকে রহস্য সমাধানের কাজে লেগে যাবে। সে কিন্তু সেদিক দিয়েই গেল না। সম্পূর্ণ অন্যমনস্কভাবে সে ফুটপাতে পায়চারি করতে লাগল। কখনও মাটির দিকে, কখনও আকাশের দিকে, উল্টো দিকের বাড়িগুলোর দিকে, আবার কখনও বা রেলিংএর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। সবকিছু দেখে ধীরে ধীরে পথটা ধরে—বরং বলা উচিত পথের দু'ধারের ঘাসের উপর দিয়ে হাঁটতে লাগল। চোখ দুটো সারাক্ষণই মাটির দিকে নিবদ্ধ। দু'বার থামল। একবার তার মুখে হাসি দেখলাম। একটা খুশির উল্লাসও

যেন কানে এল। ভিজে আঠালো মাটিতে অনেক পায়ের ছাপ পড়েছে। কিন্তু এপথে তো অনেক পুলিশ যাতায়াত করছে, সুতরাং এর থেকে আমার সঙ্গী যে কি জানবার আশা করছে আমি বুঝতে পারলাম না। কিন্তু তার দ্রুত দর্শন ক্ষমতার এমন সব অসাধারণ প্রমাণ আমি পেয়েছি যাতে আমি নিঃসন্দেহ যে সে এমন অনেক কিছু দেখতে পায় যা আমাদের কাছে থাকে লুকনো।

বাড়ির দরজায়ই একটি লম্বা, সাদা-মুখ, শনের মত চুলওয়ালা লোকের সঙ্গে আমাদের দেখা হল। তার হাতে একটা নোট বুক। ছুটে এসে সে মহা উৎসাহে আমার সঙ্গীর করমর্দন করে বলল, 'আপনি এসে পড়ায় অনুগৃহীত হলাম। দেখুন, কোন কিছুই আমি স্পর্শ করতে দেই নি।'

'ঐটে ছাড়া!' পথটা দেখিয়ে আমার বন্ধু বলল। 'একপাল মোষ ওখান দিয়ে হেঁটে গেলেও এর চাইতে জগাখিচুড়ি হোত না। গ্রেগসন, এটা হতে দেবার আগেই তোমার নিজস্ব সিদ্ধান্তে নিশ্চয়ই উপনীত হয়েছিলে?'

গোয়েন্দাপ্রবর তার কথাটা এড়িয়ে বলল, 'বাড়ির ভিতরে আমার অনেক কাজ ছিল। আমার সহকর্মী লেস্ট্রেড এখানে ছিল। এটা দেখবার ভার তার উপরেই ছিল।'

হোমস আমার দিকে তাকিয়ে বিদ্রূপের ভঙ্গীতে ভুরু দুটো তুলে বলল, 'তুমি এবং লেস্ট্রেড যখন আসরে নেমেছ তখন আর তৃতীয় ব্যক্তির করবার কিছু থাকতে পারে না।

আত্মসন্তুষ্টিতে দুই হাত ঘসতে ঘসতে গ্রেগসন বলল, 'যাকিছু করণীয় সবই তো করেছি বলে মনে হয়। যদিও কেসটা অদ্ভুত আর এ ধরনের কেস আপনি যে ভালবাসেন তাও জানি।'

শার্লক হোমস প্রশ্ন করল, 'তুমি তো ভাড়াটে গাড়িতে এখানে আস নি?'

না।'

'লেস্ট্রেডও নয়?'

'না স্যার।'

'তাহলে চল ঘরটা একবার দেখি।' এই অবান্তর মন্তব্য করে সে বাড়ির ভিতরে ঢুকল। পিছনে গ্রেগসন। তার মুখে বিস্ময়ের ছাপ।

কাঠের পাটাতন-করা ধুলোভরা একটা প্যাসেজ রান্নাঘর ও অফিসের দিকে চলে গেছে। বাঁয়ে ও ডাইনে দুটো দরজা। দেখেই বোঝা যায় একটা দরজা বেশ কয়েক সপ্তাহ যাবৎ বন্ধই আছে। অপর দরজাটি খাবার ঘরের। রহস্যময় ঘটনাটি ঘটেছে সেই ঘরেই। হোমস ভিতরে পা বাড়াল। আমি তাকে অনুসরণ করলাম। মৃত্যুর উপস্থিতির অনুভূতিতে আমার মন আচ্ছন্ন।

একটা বড় চৌকোণা ঘর। আসবাবপত্র কিছুই নেই বলে আরও বড় দেখাচ্ছে। দেওয়ালে ঝকমকে সস্তা কাগজ মোড়া। ছ্যাতলা পড়ে জায়গায় জায়গায় দাগ ধরেছে। কোথাও বা অনেকটা কাগজ খুলে গিয়ে ঝুলে পড়েছে। ফলে নীচেকার হলদে প্লাসটার বেরিয়ে পড়েছে। দরজাটার উল্টো দিকে একটা সৌখিন অগ্নিকুন্ড, তার উপরে নকল শ্বেত পাথরের ম্যান্টেলপিস। তার এককোণে একটা লাল মোমবাতির শেষটুকু বসানো। ঘরের একমাত্র জানালায় এত ধুলো-ময়লা জমেছে যে ঘরের আবছা আলোয় সব কিছুতেই একটা হলদে আভা পড়েছে। সারা ঘরে ধুলোর আস্তরণ পড়ায় সেই হলুদ আভায় আরও বেশী করে চোখে লাগছে।

এ সবই আমি পরে লক্ষ্য করেছি। তখনকার মত আমার সব মনোযোগ পড়ল একটিমাত্র ভয়াবহ নিশ্চল মনুষ্যদেহের প্রতি। দেহটি মেঝেয় পড়ে রয়েছে। দৃষ্টিহীন শূন্য চোখ যেন তাকিয়ে আছে বিবর্ণ শিলিংএর দিকে। লোকটির বয়স হবে বছর তেতাল্লিশ, মাঝারি গড়ন, চওড়া কাঁধ, কালো কোঁকড়ানো চুল, ছোট ঘন দাঁড়ি। পরনে মোটা কাপড়ের কোট ও ওয়েস্টকোট। হালকা রঙের ট্রাউজার, চকচকে কলার ও কফ। ব্রাশ-করা তকতকে একটা টপ হ্যাট তার পাশেই মেঝের উপর পড়ে আছে। দুই হাত মুষ্টিবন্ধ। দুই বাহু ছড়ানো, দেহের নিম্নাংশ একসঙ্গে জড়ানো। দেখে মনে হয় মৃত্যুর বিরুদ্ধে তাকে অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছে। তার শক্ত মুখে বিভীষিকার ছায়া। আমার মনে হল সে মুখে এত তীব্র ঘৃণা ফুটে উঠেছে যা আমি কখনও মানুষের মুখে দেখি নি। দেহের এই উৎকট ভয়ংকর বিকৃতির সঙ্গে নীচু কপাল, থ্যাবড়া নাক ও পুরু-ঠোঁট যুক্ত হয়ে একটি বানর-সুলভ আকৃতি গড়ে উঠেছে। তার দেহের দুমড়ানো অস্বাভাবিক ভঙ্গীর জন্য সেটা যেন আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। নানা ধরনের মৃত্যু আমি দেখেছি, কিন্তু লন্ডনের উপকণ্ঠবর্তী একটি প্রধান রাজপথের এই অন্ধকার ভয়ংকর ঘরে তার যে ভয়াবহ রূপ দেখলাম তা আর কখনো দেখি নি।

ক্ষীণকায় ভোঁদড়-সুলভ আকৃতির লেস্ট্রেড দরজায়ই দাঁড়িয়েছিল। আমাদের দুজনকেই সে অভ্যর্থনা করল। বলল 'এই কেস নিয়ে হুলুস্থুলে পড়ে যাবে স্যার। এমনটি আমি আর দেখি নি। আর আমি কিন্তু ছেলেমানুষ নই।'

www.boiRboi.net

গ্রেগসন বলল, 'কোন সূত্র পাওয়া গেল?'

লেস্ট্রেড জবাব দিল, 'কিচ্ছু না।'

শার্লক হোমস মৃতদেহের কাছে এগিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে ভাল করে পরীক্ষা করল। চারদিকের চাপ চাপ রক্তের দাগ দেখিয়ে বলল, 'তোমরা ঠিক জান কোন ক্ষত নেই?'

উভয় গোয়েন্দাই একসঙ্গে বলে উঠল, 'নিশ্চয়!'

'তাহলে এ রক্ত নিশ্চয় কোন দ্বিতীয় ব্যক্তির—সম্ভবত হত্যাকারীর, অবশ্য যদি হত্যাকাণ্ড সত্যিই ঘটে থাকে। এ প্রসঙ্গে '৩৪ সালে ইউট্রেকট-এ ভ্যান জ্যানসেনের মৃত্যুর পারিপার্শ্বিক ঘটনার কথা আমার মনে পড়েছে। গ্রেগসন, সে কেসটার কথা তোমার মনে আছে?'

'না স্যার।'

'পড়ো—পড়া উচিত। সূর্যের নীচে নতুন কিছু ঘটে না। যা ঘটেছে তা আগেও ঘটেছে।'

কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই তার হালকা আঙুলগুলিও মৃতদেহের সর্বাঙ্গে যেন উড়ে বেড়াচ্ছে—হাত বুলোচ্ছে, চাপ দিচ্ছে, বোতাম খুলছে, পরীক্ষা করছে। কিন্তু চোখে কোন্ সুদূরের আভাষ। পরীক্ষার কাজ অত্যন্ত দ্রুত সমাপ্ত হল। এত তাড়াতাড়ি যে এরূপ পুংখানুপুংখভাবে কাজ করা যায় তা ভাবাই যায় না। সব শেষে সে মৃতের ঠোঁট দুটি শুঁকল, আর দেখল তার পেটেন্ট লেদারের জুতোর তলা।

প্রশ্ন করল, 'একে একেবারেই সরানো হয়নি তো?'

'পরীক্ষার জন্য যতটুকু প্রয়োজন হয়েছে তার বেশী নয়।'

'এবার একে মর্গে পাঠাতে পার', সে বলল। 'আর কিছু জানবার নেই।'

একটা স্ট্রেচার ও চারজন লোক মোতায়েনই ছিল। গ্রেগসনের নির্দেশে তারা ঘরে ঢুকে আগন্তুককে তুলে নিয়ে গেল। তাকে তুলতেই একটা আংটি মেঝের উপর গড়িয়ে পড়ল। লেস্ট্রেড সেটাকে মুঠো করে তুলে হাঁ করে দেখতে লাগল।

'নিশ্চয় এখানে কোন স্ত্রীলোক ছিল' সে চেঁচিয়ে উঠল। 'এটা কোন স্ত্রীলোকের বিয়ের আংটি।'

হাতের তালুতে রেখে আংটিটা সকলেই দেখল। তাকে ঘিরে ধরে আমরাও সেটা দেখলাম। কোন সন্দেহ নেই যে এই খাঁটি সোনার বৃত্তটি একসময় কোন বিয়ের কনের আঙুলে শোভা পেয়েছে।

গ্রেগসন বলল, 'ব্যাপারটা বেশ ঘোরালো হয়ে উঠল। ঈশ্বর জানেন, আগেই যথেষ্ট ঘোরালো ছিল।'

হোমস বলল, 'তুমি কি ঠিক জান, এর ফলে ব্যাপারটা সরলতর হল না? ওটাকে হাঁ করে দেখে কিছু জানা যাবে না। তার পকেটে কি কি পাওয়া গেছে?'

সিঁড়ির একটা নীচু ধাপের উপর বোঝাই করা এক-গাদা জিনিসপত্র দেখিয়ে গ্রেগসন বলল, 'ওখানেই সব আছে। লন্ডনের বার্ড কোম্পানির একটা সোনার ঘড়ি, নং ৯৭১৬৩। বেশ ভারী নিরেট সোনার অ্যালবার্ট চেন। কারুকার্য-করা সোনার আংটি। সোনার পিন—কুকুরের মস্তকাকৃতি, চোখ দুটিতে চুনী বসানো। রুশিয়ান লেদারের কার্ড-কেস, তাতে ক্লিভল্যান্ডের এনক জে, ড্রেবারের কার্ড ভরা। তারই আদ্য অক্ষর ই, জে, ডি, লেখা জামাকাপড়ে। কোন টাকার থলি নেই, কিন্তু সাত পাউন্ড তের শিলিং খুচরো ছিল। বোকাশিওর ''ডেকা-মেরন''-এর একখানা পকেট-সংস্করণ, তার প্রথম পাতায় জোসেফ স্ট্যাঙ্গারসনের নাম। দু'খানি চিঠি—ই, জে, ড্রেবার ও জোসেফ স্ট্যাঙ্গারসনকে লেখা।'

'কোন্ ঠিকানায়?'

'আমেরিকান একস্‌চেঞ্জ, স্ট্যান্ড না চাওয়া পর্যন্ত থাকবে। দু'খানিই এসেছে ''গুইওন স্টীমশিপ কোম্পানি'' থেকে। তাদের জাহাজ যে লিভারপুল থেকে ছাড়া হয়েছে তারও উল্লেখ আছে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, এই ভাগ্য-হীন লোকটির শীঘ্রই নিউ ইয়র্কে ফিরবার কথা।'

'এই স্ট্যাঙ্গারসন সম্পর্কে কোন খোঁজ-খবর করেছ?'

গ্রেগসন বলল, 'সঙ্গে সঙ্গেই করেছি স্যার। সবগুলো খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছি। একজন লোককে পাঠিয়েছি আমেরিকান একস্‌চেঞ্জ-এ। সে এখনও ফেরে নি।'

'ক্লিভল্যান্ডে কাউকে পাঠিয়েছ?'

'সকালেই টেলিগ্রাম করে দিয়েছি।'

'তাতে কি লিখেছ?'

'অবস্থার বিবরণ দিয়ে বলেছি, আমাদের পক্ষে সহায়ক কোন সংবাদ জানালে খুশি হব।'

'তোমরা চূড়ান্ত মনে কর এরকম কোন খবর জানতে চেয়েছ কি?'

'স্ট্যাঙ্গারসনের খবর জানতে চাওয়া হয়েছে।'

'আর কিছু নয়? এমন কোন ঘটনা কি নেই যার উপর কেসটা ঝুলে আছে? আর একবার টেলিগ্রাম করতে পার না?'

আহত গলায় গ্রেগসন বলল, 'আমার যা বলবার সবই বলেছি।'

শার্লক হোমস মুখ টিপে হাসল। তারপর কি যেন বলতে যাবে এমন সময় সামনের ঘর থেকে খুব খুশি-

www.boiRboi.net
boiRboi.net

খুশি ভাবে হাত দুটো ঘসতে ঘসতে লেস্ট্রেড হল-ঘরে ঢুকল।

'মিঃ গ্রেগসন,' সে বলল, 'এই মাত্র একটা খুব বড় রকমের আবিষ্কার করে ফেলেছি। দেওয়ালটাকে ভাল করে পরীক্ষা না করলে সেটা ধরাই পড়ত না।'

কথা বলবার সময় এই ছোটখাটো লোকটির চোখ দুটো জ্বলজ্বল করতে লাগল। সহকর্মীর উপর একহাত নেবার আনন্দ যেন তার চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে।

'আমার সঙ্গে এস' বলে সে দ্রুত সেই ঘরে ফিরে গেল। ভয়ংকর লোকটিকে সরিয়ে নেওয়ায় সে ঘরের আবহাওয়া তখন অনেকটা হাল্কা হয়েছে। 'একবার, ওইখানে দাঁড়াও!'

জুতার তলায় একটা দেশলাইয়ের কাঠি জেবলে সে দেওয়ালের দিকে তুলে ধরল।

'ঐটে দেখ!' বিজয়গর্বে বলল।

আগেই বলেছি, দেওয়ালের অনেক জায়গায়ই কাগজ খুলে খুলে পড়েছে।। ঘরের ঐ বিশেষ কোণটায় অনেক বড় একখণ্ড কাগজ খুলে পড়ায় হলদে প্লাস্টার বেরিয়ে পড়েছে। সেই চৌ-কোণা প্লাস্টারের উপর রক্ত-লাল অক্ষরে একটিমাত্র শব্দ লেখা আছে—

RACHE (রাসে)

www.boiRboi.net

একজন প্রদর্শক যেভাবে তার খেলা দেখায় সেইরকম ভঙ্গীতে গোয়েন্দাপ্রবর চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'এটার বিষয়ে তুমি কি বলছ? ঘরের একেবারে অন্ধকার কোণে রয়েছে বলে এটা কারও চোখে পড়ে নি, এদিকটা দেখার কথাও কেউ ভাবে নি। খুনী নিজের রক্ত দিয়ে এটা লিখেছে। দেখ, দেওয়াল বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়েছে। ব্যাপারটা যে আত্মহত্যা নয় সেটা পরিষ্কার হয়ে গেল। লেখবার জন্য ঐ কোণটা বেছে নেওয়া হল কেন? সেটাও বলছি। ম্যাণ্টেলপিসের উপর ঐ মোমবাতিটা দেখ। ঘটনার সময় ওটা জ্বালান ছিল, আর ওটা জ্বললে ঘরের ঐ কোণটা সবচাইতে অন্ধকার না হয়ে সবচাইতে উজ্জ্বল হয়।'

অসন্তোষের ভাব নিয়ে গ্রেগসন প্রশ্ন করল, 'বেশ তো, তুমি ওটা দেখেছ, কিন্তু তাতে কি বোঝা গেল?'

'কি বোঝা গেল? বোঝা গেল যে লেখক একটি মেয়ের নাম ''রাসেল'' লিখতে চেয়েছিল, কিন্তু লেখাটা শেষ করবার আগেই কোন বিঘ্ন ঘটে। আমার কথাটা বোঝ, এই কেসের কিনারা যখন হবে তখন দেখতে পাবে রাসেল নামের একটি মেয়ে এর সঙ্গে জড়িত আছে। মিঃ শার্লক হোমস, আপনি হাসতে পারেন। আপনি খুব তুখোড় ও চতুর হতে পারেন, কিন্তু সব কথার সেরা কথা হল—পুরনো চাল ভাতে বাড়ে।'

হো-হো করে হেসে উঠে আমার সঙ্গী এই ছোটখাট লোকটির মেজাজ সত্যি খিঁচড়ে দিয়েছিল। তাই সে বলল, 'সত্যি, আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি। তুমি প্রথম এটা দেখেছ, এ কৃতিত্ব অবশ্যই তোমার প্রাপ্য। গত রাত্রের রহস্যের অপর অংশীদারই যে এটা লিখেছে সে-বিষয়েও তোমার সঙ্গে আমি একমত। এ ঘরটা পরীক্ষা করে দেখবার সময় আমি এখনও পাই নি। তোমার অনুমতি নিয়ে সে কাজটা এবার করতে চাই।'

বলতে বলতেই সে পকেট থেকে একটা মাপের ফিতে ও একটা বড় ম্যাগ্নিফায়িং গ্লাস বের করে ফেলল। তারপর এই দুটি হাতিয়ার নিয়ে নিঃশব্দে ঘরময় দাপাদাপি সুরু করে দিল। কখনও থামছে, কখনও হাঁটুগেড়ে বসছে, একবার তো টানটান হয়ে উপুড় হয়ে শুয়েই পড়ল। নিজের কাজে তখন সে এতই মগ্ন যে আমাদের উপস্থিতি পর্যন্ত ভুলে গেল। সারাক্ষণ নিজের সঙ্গেই কথা বলে চলেছে—কখনও উল্লাস, কখনও আর্তনাদ; এই হয় তো শিস দিচ্ছে, আবার পরক্ষণেই উৎসাহে ও আশায় চীৎকার করে উঠছে। তাকে দেখে তখন আমার এক সুশিক্ষিত ভাল জাতের শিকারী কুকুরের কথা মনে হচ্ছিল; শিকারের সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত সেও তো এমনই তীব্র কৌতূহলে ঝোপ-ঝাড়ের ভিতরে এমনিভাবে কখনও এগোয়, কখনও পেছোয়। প্রায় কুড়ি মিনিট ধরে সে তার কাজ চালিয়ে গেল। আমার চোখে সম্পূর্ণ অদৃশ্য দাগগুলির দূরত্ব বেশ যত্ন নিয়ে সঠিকভাবে মাপল। কখনও আবার কেন যে ফিতেটাকে দেওয়ালের গায়েও ব্যবহার করল সেটা তো আমার কাছে দুর্বোধ্য। এক জায়গায় মেঝে থেকে এক-মুঠো ধুলো খুব যত্ন করে তুলে নিয়ে খামে ভরে রাখল। শেষকালে দেওয়ালের লেখার উপর কাঁচটা ধরে প্রতিটি অক্ষরকে সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করে দেখল। কাজ শেষ করে খুশি মনে ফিতে আর কাঁচটা পকেটে রেখে দিল।

হেসে বলল, 'লোকে বলে, বেদনা সহ্য করবার অসীম ক্ষমতাই হল প্রতিভা। এটা খুব বাজে সংজ্ঞা কিন্তু গোয়েন্দাদের কাজে এটা সত্যি খাটে।'

গ্রেগসন এবং লেস্ট্রেড তাদের সৌখীন সহকর্মীর এই সব পায়তাড়া বেশ কৌতূহল ও তাচ্ছিল্যের সঙ্গে লক্ষ্য করছিল। শার্লক হোমসের তুচ্ছতম কাজও যে একটা সুনির্দিষ্ট বাস্তব লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত এ সত্য আমি বুঝতে আরম্ভ করলেও তারা কিন্তু এখনও বুঝতে অপারগ।

দুজনে একসঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, 'এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি?'

আমার বন্ধু জবাব দিল, 'আমি তোমাদের সাহায্য করছি একথা মনে হলেই যে এ কেসের কৃতিত্ব থেকে তোমাদের বঞ্চিত করা হবে। তোমরা এত ভাল কাজ করছ যে জনের হস্তক্ষেপ খুবই দুঃখের কারণ হতে পারে।' একটু স্বরে প্রচুর ঠাট্টা মিশিয়ে সে বলতে লাগল, 'তোমার তদন্তের কাজ কিভাবে চালাচ্ছ যদি আমাকে বল, তাহলে তোমাদের কোনরকম সাহায্য করতে পারলে আমি খুশি হব। ইতিমধ্যে যে কনেস্টবল মৃতদেহটি আবিষ্কার করেছিল, তার সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই। তার নাম-ঠিকানাটা আমাকে দিতে পার?'

লেস্ট্রেড নোট-বুক দেখে বলল, 'জন রাঙ্ক। এখন ডিউটি ছুটি, কেনিংটন পার্ক গেটের ৪৬, অড্‌লি কোর্টে তাকে পাবেন।'

হোমস ঠিকানাটা লিখে নিল।

তারপর বলল, 'চল ডাক্তার। তাকে খুঁজে বের করতে হবে।' গোয়েন্দা-যুগলের দিকে ফিরে বলল, 'খুন হয়েছে। খুনী একজন পুরুষ মানুষ। উচ্চতায় ছ' ফুটের বেশী, বয়সে যুবক, উচ্চতার তুলনায় পা দুটো ছোট, পায়ে চৌকো-মাথা বুট, ঠোঁটে ত্রিচিনোপলি সিগার। একটা চার চাকার গাড়িতে করে শিকারকে নিয়ে সে এখানে এসেছিল। গাড়িটা ছিল এক-ঘোড়ায় টানা, আর ঘোড়াটার তিন পায়ে ছিল পুরনো নাল এবং সামনের এক পায়ে ছিল নতুন নাল লাগানো। খুব সম্ভব খুনীর মুখের রং লাল, আর ডান হাতের আঙুলের নখগুলো বেশ লম্বা। অল্প দোটাকয় লক্ষণ উল্লেখ করলাম। তবে এগুলো তোমাদের কাজে লাগতে পারে।'

লেস্ট্রেড এবং গ্রেগসন পরস্পরের দিকে তাকিয়ে অবিশ্বাসের হাসি হাসল।

লেস্ট্রেড বলল, 'লোকটি যদি খুন হয়ে থাকে, তাহলে কিভাবে খুন করা হয়েছে?'

'বিষ।' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়ে শার্লক হোমস যাবার জন্য পা বাড়াল। দরজার কাছে গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, 'আর একটা কথা লেস্ট্রেড। 'RACHE" হচ্ছে "প্রতিহিংসা'র জার্মান প্রতিশব্দ ; কাজেই মিস রাসেলকে খুঁজতে গিয়ে সময় নষ্ট করো না।'

শব্দের তীরটি ছুঁড়ে দিয়েই সে চলে গেল। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

৪ঃ জন রাঙ্কের জবানবন্দী

৩ নং লরিস্টন গার্ডেন্স থেকে যখন বেরলাম তখন বেলা একটা। শার্লক হোমস নিকটবর্তী টেলিগ্রাফ অফিসে গিয়ে একটা লম্বা তার পাঠাল। তারপর একটা গাড়ি ডেকে গাড়োয়ানকে লেস্ট্রেডের দেওয়া ঠিকানায় যাবার নির্দেশ দিল।

যেতে যেতে সে বলল, 'চোখে-দেখা প্রমাণের মত আর কিছু হয় না। আসলে এ কেস সম্পর্কে আমার মন সব ঠিক করে ফেলেছে। তথাপি যা কিছু জানবার আছে সেসব জানাই ভাল।'

আমি বললাম,, 'তুমি আমাকে বিস্মিত করেছ হোমস। যেরকম নিশ্চয়তার সঙ্গে খুটিনাটি কথা তুমি জানালে, নিশ্চয় আসলে ততটা নিশ্চিত তুমি নও।'

উত্তরে সে বলল, 'ভুলের কোনরকম সুযোগই নেই। ওখানে পৌঁছে প্রথমেই আমি লক্ষ্য করলাম, পথের উপর একটা গাড়ির চাকার দুটো দাগ পড়েছে। এখন, গত রাতের আগে গত এক সপ্তাহ এখানে কোন বৃষ্টি হয় নি। কাজেই যে চাকাগুলির দাগ এত গভীরভাবে মাটিতে বসে গেছে সেগুলি নিশ্চয় গত রাত্রেই সেখানে এসেছিল। ঘোড়ার ক্ষুরের যে দাগ সেখানে রয়েছে তার একটা অন্য তিনটের তুলনায় বেশী গভীর। তা থেকেই বোঝা যায় ক্ষুরের একটা নাল নতুন। যেহেতু বৃষ্টি আরম্ভ হবার পরেও গাড়িটা সেখানে ছিল এবং সকালে কোন সময়ই সেটাকে দেখা যায় নি—একথা গ্রেগসনই বলেছে—সুতরাং অনুমান করা চলে যে রাত্রে ওটা সেখানেই ছিল এবং ওই গাড়িতে করেই দুই ব্যক্তি ও বাড়িতে এসেছিল!'

আমি বললাম,, 'এটা তো বেশ সোজা। কিন্তু অপর লোকটির উচ্চতা?'

'কেন? প্রতি দশজনের ন'জনের ক্ষেত্রেই পদক্ষেপের দৈর্ঘ্য দেখেই তার উচ্চতা বলে দেওয়া যায়। 'হিসাবটা খুবই সোজা। তার বিবরণ দিয়ে তোমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে চাই না। বাইরের মাটিতে এবং ঘরের ধুলোর মধ্যে এই লোকটির পদক্ষেপের দৈর্ঘ্য আমি দেখেছি। তারপর একটা বিশেষ উপায়ে হিসাবটা আমি পরীক্ষা করেও নিয়েছি। কোন লোক যখন দেওয়ালে কিছু লেখে, সাধারণত সে তার চোখের সমান উচ্চতায়ই লেখে। ঐ লেখাটা আছে মেঝে থেকে ছ'ফুটের সামান্য উঁচুতে। বাকিটা তো ছেলেখেলা।'

'আর তার বয়স?' আমি প্রশ্ন করলাম।

একটা লোক যদি অনায়াসে প্রতি পদক্ষেপে সাড়ে চার ফুট পার হতে পারে তাহলে সে নিশ্চয়ই অথর্ব বৃদ্ধ নয়। বাগানের পথে একটা খানা পথ আছে। সেটাও সে পার হয়েছে নিশ্চয়। পেটেন্ট লেদার জুতোর ছাপ রয়েছে চার

www.boiRboi.net

দিকে। তার চৌকোণা ডগার চিহ্নও স্পষ্ট। এর মধ্যে তো রহস্যের কিছু নেই। আমার সেই প্রবন্ধটাতে পর্যবেক্ষণ ও অনুমানের যেসব নীতির উল্লেখ আমি করেছি, তারই কিছু কিছু বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করেছি মাত্র, আর কিছু কি বুঝবার আছে?'

'আঙুলের নখ আর ত্রিচিনোপোলি,' আমি মনে করিয়ে দিলাম।

'একটা মানুষের তর্জনীকে রক্তে ডুবিয়ে দেওয়ালের উপর শব্দটা লেখা হয়েছে। আমার কাঁচের সাহায্যে দেখেছি। লেখার দরুন দেওয়ালের প্লাস্টারে কিছুটা আঁচড় লেগেছে। লোকটির নখ ভালভাবে কাটা থাকলে ওরকমটা হতে পারত না। মেঝে থেকে কিছুটা ছাই আমি সংগ্রহ করেছি। ছাইটা দেখতে কালো এবং পাতলা আঁশযুক্ত। এরকম ছাই একমাত্র ত্রিচিনোপোলি সিগারে হয়। সিগারের ছাই নিয়ে আমি অনেক পড়াশুনা করেছি, ও বিষয়ে একখানা ছোট বইও লিখেছি। আমি গর্ব করেই বলছি, যেকোন পরিচিত ব্যান্ডের সিগার বা তামাকের ছাইয়ের পার্থক্য আমি একবার দেখলেই বলে দিতে পারি। এই সব ছোটখাট ব্যাপার নিয়েই একজন দক্ষ গোয়েন্দা আর লেস্ট্রেড-গ্রেগসনের মধ্যে এত তফাৎ।'

'আর লাল মুখ?' আমি প্রশ্ন করলাম।

www.boiRboi.net

'ওঃ, ওটা তো খুব মোক্ষম চাল। তবে আমি যে নির্ভুল সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বর্তমান অবস্থায় ও বিষয়ে তুমি আমাকে কোন প্রশ্ন করো না।'

কপালে হাত বুলিয়ে আমি বললাম, 'আমার মাথাটা ঘুরছে। যত ভাবছি ততই যেন রহস্য বাড়ছে। খালি বাড়িটাতে দুজন এল কি করে? অবশ্য যদি দুজনের কথা ঠিক হয়। যে গাড়োয়ান গাড়িটা চালিয়েছিল তার কি হল? একজন অপরজনকে বিষ খেতে বাধ্য করল কেমন করে? কোন কিছু ডাকাতি যখন হয় নি, তখন খুনীর উদ্দেশ্য কি ছিল? একটি স্ত্রীলোকের আংটিই বা এল কোথা হতে? সর্বোপরি, পালাবার আগে দ্বিতীয় লোকটি জার্মান ভাষায় ''রাসে'' (RACHE) শব্দটি লিখল কেন? আমি স্বীকার করছি, এই সব ঘটনাকে মিলিয়ে দেবার কোন পথ আমি দেখতে পাচ্ছি না।'

আমার সঙ্গী সমর্থনসূচক হাসি হাসতে লাগল।

বলল, 'পরিস্থিতির অসুবিধাগুলি তুমি পরিষ্কার ভাষায় বেশ ভালভাবেই বলেছ। মূল ঘটনাবলী সম্পর্কে আমার মনস্থির করা হলেও এখনও অনেক কিছুই অস্পষ্ট রয়েছে। বেচারি লেস্ট্রেডের আবিষ্কার সম্পর্কে বলতে পারি, ওটা পুরোপুরি ধাপ্পা। সমাজতন্ত্রের ও গুপ্ত সমিতির ধারণা সৃষ্টি করে পুলিশকে ভুল পথে চালাবার মতলব। ওটা কোন জার্মানের লেখা নয়। লক্ষ্য করলে দেখতে পেতে A অক্ষরটা জার্মান কায়দায়ই লেখা হয়েছে। কিন্তু একজন সত্যিকারের জার্মান সব সময়ই ল্যাটিন কায়দায় লেখে। কাজেই অসংকোচে বলা যায়, ওটা কোন জার্মানের লেখা নয়, কোন অক্ষম নকলনবীশ বাড়াবাড়ি করে বসেছে। সমস্ত তদন্তটাকে ভুল পথে ঘুরিয়ে দেবার একটা ফন্দী মাত্র। কিন্তু ডাক্তার, আর কোন কথা নয়। তুমি তো জান, যাদুকর যদি তার খেলা সবাইকে বুঝিয়ে দেয়, তাহলে আর কেউ তাকে বাহবা দেয় না। আমার কাজের পদ্ধতি যদি সবটা তোমাকে বুঝিয়ে দেই, তাহলে তুমিও আমাকে একজন অতি সাধারণ মানুষ বলে মনে করবে।'

'আমি কখনও তা করব না', আমি উত্তরে বললাম, 'অপরাধতত্ত্বকে তুমি নির্ভুল বিজ্ঞানের এত কাছাকাছি এনে ফেলেছ যে পৃথিবীতে আর কেউ এর চাইতে বেশী কিছু করতে পারবে না।'

এমন আন্তরিকতার সঙ্গে আমি কথাগুলি বললাম যে আমার সঙ্গীর মুখখানি আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। একটা জিনিস আমি এর মধ্যেই লক্ষ্য করেছি যে, একটি মেয়ে তার রূপের প্রশংসা শুনলে যেমন খুশি হয়, নিজের কার্যকলাপের প্রশংসা শুনলে হোমসও তেমনি খুশিতে ঝলমল করে।

সে বলল, 'তোমাকে আর একটি কথা বলছি। পেটেন্ট লেদার এবং চৌকো-ডগা একই গাড়িতে এসেছিল, একই সঙ্গে বন্ধুর মত—সম্ভবত হাত-ধরাধরি করেই পথটা হেঁটেছিল। ঘরে ঢুকে এদিক-ওদিক পায়চারি করেছিল,—বরং বলা যায় পেটেন্ট-লেদার দাঁড়িয়ে ছিল, আর চৌকো-ডগা পায়চারি করেছিল। ধুলোর উপরে এসব দাগই স্পষ্ট। তাই বুঝতে পেরেছি, হাঁটতে হাঁটতে সে ক্রমেই উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। পা ফেলবার ফাঁকটা ক্রমাগতই দীর্ঘ হয়েছে দেখেই সেটা বোঝা যায়। সারাক্ষণ কথা বলছিল এবং ক্রোধে জ্বলছিল। তারপরই দুর্ঘটনাটি ঘটল। আমি যতটা জেনেছি সবই তোমাকে বললাম। বাকিটা এখনও অনুমান মাত্র। অবশ্য এর ভিত্তিতেই কাজ শুরু করা যেতে পারে। এখন তাড়াতাড়ি বেরুতে হবে, কারণ সন্ধ্যায় হ্যালে-র কনসার্টে নর্মান নেরুদার বাজনা শুনতে চাই।'

যতক্ষণ সে এই সব বলছিল ততক্ষণে আমাদের গাড়িটা পরপর অনেকগুলো সরু রাস্তা ও ময়লা গলি পার হয়ে চলেছে। এতক্ষণে সবচাইতে সরু ও সবচাইতে

ময়লা একটা পথে পেঁছে গাড়োয়ান হঠাৎ গাড়িটা থামিয়ে দিল। একটা চিলতে মত জায়গায় একসারি রং-মরা ইঁটের বাড়ি দেখিয়ে সে বলল, 'ওই যে অড্‌লি কোর্ট। আপনারা ফিরে এসে আমাকে এখানেই পাবেন।'

অড্‌লি কোর্ট মোটেই আকর্ষণীয় জায়গা নয়। চিলতে পথটা পেরিয়ে একটা চৌকো মত জায়গা আর সারি সারি জঘন্য বাড়ি। একদল নোংরা ছেলে-মেয়ে আর রংওঠা নানারকম নিশানের ভিতর দিয়ে পথ করে ৪৬ নম্বরে পেঁছলাম। দরজায় পিতলের একটা জাহাজ আঁটা। তার উপরে রাণ্ডের নাম খোদাই করা। খোঁজ নিয়ে জানলাম, কনেস্টবল তখনও বিছানায়। একটা ছোট বসবার ঘরে তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায় একটু বিরক্ত হয়েই সে ঘরে ঢুকল; বলল, 'আমি তো আপিসে রিপোর্ট দিয়ে দিয়েছি।'

পকেট থেকে একটা আধ-গিনি বের করে নাচাতে নাচাতে হোমস বলল, 'আমরা ভেবেছিলাম তোমার মুখ থেকেই সব শুনব।'

সোনার চাকতিটার উপর চোখ রেখে কনেস্টবল বলল, 'আমি যা জানি সব বলব।'

'যেমন যেমনটি ঘটেছিল ঠিক তেমনটি করে সব বল।'

রাণ্ড সোফায় বসে ভুরু দুটো কোঁচকালো। যেন মনে মনে সংকল্প করে নিল, কোন কিছুই যাতে বাদ না পড়ে। তারপর বলতে শুরু করল, 'গোড়া থেকেই বলছি। রাত দশটা থেকে ভোর ছটা পর্যন্ত আমার সময়। এগারটার সময় ''হোয়াইট হার্ট''-এ একটা লড়াই হয়েছিল। তাছাড়া আর সব শান্ত। একটার সময় বৃষ্টি শুরু হল। সেইসময় হল্যান্ড গ্রোভ বীটের হ্যারি মার্চারের সঙ্গে আমার দেখা হয়। দুজনে হেনরিয়েটা স্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছিলাম। একটু পরে—হয় তো দুটো নাগাদ বা তার একটু পরে—ভাবলাম বিক্‌স্টন রোডের দিকটা একটু দেখে আসি। ওদিকটা যেমন নোংরা, তেমনি নির্জন। সারা পথে জন-মনিষ্যির দেখা নেই। শুধু দু-একটা গাড়ি চলছে। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ ঐ বাড়িটার জানালা দিয়ে একটা আলো চোখে পড়ল। আমি জানতাম লরিস্টন গার্ডেন্সের ঐ দুটো বাড়ি খালি আছে। তার মধ্যে একটার শেষ ভাড়াটে টাইফয়েডে মারা গেছে। তাই জানালার আলো দেখে তাজ্জব বনে গেলাম। কিছু একটা গোলমাল হয়েছে বলে সন্দেহ হল। দরজার কাছে পেঁছে—'

সঙ্গী বাধা দিল, 'তুমি থেমে গেলে এবং আবার বাগানের গেটের কাছে ফিরে গেলে। এরকমটা কেন করলে?'

রাণ্ড একটা প্রকাণ্ড লাফ দিয়ে অবাক বিস্ময়ে শার্লক হোমসের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে বলল, 'আরে, ঠিক তাই স্যার। ভগবান জানেন সেকথা আপনি জানলেন কেমন করে? বুঝতেই তো পারছেন, যখন আমি দরজার কাছে পেঁছলাম তখন চারদিকটা এমন নির্জন আর থমথমে যে মনে হল এ অবস্থায় একজন সঙ্গে থাকলে মন্দ হয় না। যদিও কবরের এপারে কোন কিছুকেই আমি ভয় পাই না, তবু কেন জানি মনে হল, ড্রেন পরীক্ষা করতে গিয়ে টাইফয়েড হয়ে যে মারা গেছে এটা হয় তো তারই কাজ। এই ভাবনাই আমাকে ঘুরিয়ে দিল। মার্চারের লণ্ঠনটা চোখে পড়ে কি না দেখবার জন্য আমি গেটের কাছে ফিরে গেলাম। কিন্তু তাকে বা অন্য কাউকেই দেখতে পেলাম না।

'পথে কেউ ছিল না?'

'কোন জীবন্ত প্রাণী নয় স্যার। একটা কুকুর পর্যন্ত না। তখন সাহস করে ফিরে গেলাম এবং ধাক্কা দিয়ে দরজাটা খুলে ফেললাম। ভিতরে চুপচাপ। ঘরের মধ্যে যেখানে আলোটা জ্বলছিল সেখানে গেলাম। ম্যান্টেল-পিসের উপর মোমবাতিটা—একটা লাল মোমবাতি জ্বলছিল আর তারই আলোয় দেখলাম—'

'আমি জানি তুমি কি দেখলে। ঘরের চারপাশটা বারকয়েক ঘুরে তুমি মৃতদেহটার পাশে হাঁটু গেড়ে বসলে। তারপর এগিয়ে গিয়ে রান্নাঘরের দরজাটা ঠেললে, আর তখনই—'

জন রাণ্ড লাফিয়ে উঠল। তার মুখে ভয়, চোখে সন্দেহ। চেঁচিয়ে বলল, 'এসব দেখবার জন্য আপনি কোথায় লুকিয়ে ছিলেন? আমি তো দেখছি, আপনি এমন অনেক কিছুই জানেন যা আপনার জানবার কথা নয়।'

হোমস হেসে উঠল। তার কার্ডখানা কনেস্টবলের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'খুনের দায়ে আমাকেই যেন গ্রেপ্তার করে বসো না। আমিও একটি শিকারী, নেকড়ে নই। মিঃ গ্রেগসন বা মিঃ লেস্ট্রেডের কাছেই সব জানতে পারবে। এখন বলে যাও। তারপর কি করলে?'

রাণ্ড আবার আসনে বসল। তার চোখে তখনও বিস্ময়ের ঘোর। 'গেটের কাছে গিয়ে আমার বাঁশিটা বাজালাম। তাই শুনে মার্চার এবং আরও দুজন ঘটনাস্থলে হাজির হল।'

'তখন কি রাস্তা খালি ছিল?'

'তা—ছিল। কাজের লোক বলতে কেউ ছিল না।'

'তুমি কি বলতে চাও?'

কনেস্টবলের মুখে মুচকি হাসি খেলে গেল। বলল, 'জীবনে অনেক মাতাল আমি দেখেছি, কিন্তু ও ব্যাটার মত পাড় মাতাল কখনও দেখি নি ; আমি যখন বেরিয়ে আসি, সে তখন রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিল, আর কলম্বাইনের ''খোলা নিশান'' বা ঐ জাতীয় কোন গান গলা ফাটিয়ে গাইছিল। ব্যাটা পায়ের উপর দাঁড়াতেই পারছিল না, তার সাহায্য করবে কি।'

'লোকটা কেমন ?' শার্লক হোমস প্রশ্ন করল।

একথায় জন রাণ্ড একটু বিরক্ত হয়ে বলল, 'কেমন আবার ? বেহদ্দ মাতাল হলে যেমন হয়। তখন যদি আমরা ওরকম ব্যস্ত না থাকতাম তাহলে তো শ্রীমানকে থানায় নিয়ে যেতাম।'

হোমস অধীরভাবে বলে উঠল, 'তার মুখ— তার পোশাক—সেসব কি লক্ষ্য কর নি ?'

'তা মনে হয় করেছিলাম। আমি আর মার্চারই তো অতি কষ্টে তাকে সোজা করে দাঁড় করিয়েছিলাম। লোকটা বেশ লম্বা, লাল মুখ, নীচের দিকটা জড়ানো—'

হোমস চেঁচিয়ে বলল, 'ওতেই হবে। তারপর কি হল ?'

পুলিশটি ক্ষুব্ধ গলায় বলল, 'তার দিকে নজর দেওয়ার চাইতে অনেক বড় কাজ আমাদের ছিল। আমি বাজী ধরে বলতে পারি, সে ঠিক বাড়ি পৌঁছেছিল।'

'তার পরনে কি ছিল ?'

'একটা বাদামী ওভারকোট।'

'হাতে একটা চাবুক ছিল ?'

'চাবুক—না।'

'নিশ্চয়ই রেখে এসেছিল।' আমার সঙ্গী নিজের মনেই বলল।

'তারপরই কোন গাড়ি দেখ নি ? বা গাড়ির শব্দ শোন নি ?'

'না।'

'এই নাও তোমার আধ-গিনি।' আমার সঙ্গী উঠে দাঁড়িয়ে টুপিটা হাতে নিল। 'আমার ভয় হচ্ছে রাণ্ড, পুলিশ-লাইনে তুমি কোনদিন উন্নতি করতে পারবে না। দেখ, তোমার মাথাটা শুধু শোভাই নয়, ওটাকে কাজে লাগাতেও হয়। কাল রাতেই তুমি সার্জেন্টের পদ অর্জন করতে পারতে। কাল যে লোকটিকে তুমি হাত ধরে তুলে-ছিলে সেই এই রহস্যের গুরু, আর তাকেই আমরা খুঁজছি। এখন এ নিয়ে তর্ক করে কোন লাভ নেই। আমি বলছি, এটাই ঠিক। চলহে ডাক্তার।'

আমরা গাড়ির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। কনেস্ট-বলটির মনে তখনও অবিশ্বাস থাকলেও সে বেশ অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

বাসার দিকে যেতে যেতে হোমস তিক্ত কণ্ঠে বলে উঠল, 'একেবারে বেহদ্দ বোকা ! ভেবে দেখ, এমন একটা অতুলনীয় সৌভাগ্য ওর হাতের কাছে এসেছিল, অথচ ও সেটাকে কাজে লাগাতে পারল না।'

'আমি কিন্তু এখনও সেই অন্ধকারেই আছি। একথা ঠিক যে, এই রহস্যের দ্বিতীয় পক্ষ সম্পর্কে তোমার ধারণার সঙ্গে এই লোকটির বিবরণ মিলে যাচ্ছে। কিন্তু ঐ বাড়ি থেকে চলে গিয়েও সে আবার ফিরে আসবে কেন ? অপরাধীরাও তো এরকম করে না।'

'ঐ আংটি, বাবা ঐ আংটি। ঐ আংটির জন্যই সে ফিরে এসেছিল। তাকে ধরবার আর কোন পথ যদি না পাই, ওই আংটিটাকেই টোপ হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। ডাক্তার, আমি তাকে পাবই, বলতে পার পেয়ে গেছি। আর এসবের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। তুমি না থাকলে আমি হয় তো সেখানে যেতামই না। আর এমন একটা অভূত-পূর্ব সূক্ষ্ম সমীক্ষা আমার হাতছাড়া হয়ে যেত : রক্ত-সমীক্ষা, কি বল ? একটু কথার মার-প্যাঁচই বা করব না কেন ? জীবনের বর্ণহীন বস্ত্রের ভিতর দিয়ে বোনা হয়েছে হত্যার একগাছি রক্তবর্ণ সুতো। আমাদের কাজ তাকে আবিষ্কার করা, পৃথক করা, তার প্রতিটি ইঞ্চিকে প্রকাশিত করা। কিন্তু এবার লাঞ্চে যেতে হবে আর সেখান থেকে নর্মান নেরুদার উদ্দেশ্যে। তার প্রতিটি কাজ অনবদ্য। কিরকম আশ্চর্জনকভাবে সে "চপিন"-এর সুর বাজায় : ট্রা—লা—লা—লিরা—লিরা—লে—'

গাড়ির মধ্যে হেলান দিয়ে এই সৌখিন শিকারী কুকুর চাতক পাখির মত গান গেয়ে উঠল। আর আমি মানব মনের বিপুল বৈচিত্র্যের চিন্তায় মগ্ন হয়ে রইলাম।

৫ : বিজ্ঞাপন ও আগন্তুক

আমার দুর্বল স্বাস্থ্যের পক্ষে সকালবেলাকার পরি-শ্রমটা একটু বেশীই হয়েছিল। বিকেলবেলাটা তাই খুবই ক্লান্ত লাগছিল। হোমস কনসার্টে চলে গেল, আমি সোফায় শুয়ে কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। সকালবেলাকার ঘটনাবলীতে আমার মন খুবই উত্তেজিত ছিল। যত রাজ্যের অদ্ভুত কল্পনা আর অনুমান সেখানে ঢুঁ মেরে চলেছে। যতবার চোখ বুজি, চোখের সামনে ভেসে ওঠে নিহত লোকটির বিকৃত বেবুনের মত মুখ। ঐ মুখটা আমার মনের উপর এমন একটা অশুভ

www.boiRboi.blogspot.com

প্রভাব বিস্তার করেছিল যার ফলে ঐ মুখের মালিককে যে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা ছাড় আর কিছু অনুভব করা আমার পক্ষে কষ্টকর হয়ে পড়েছিল। মানুষের মুখে যদি জঘন্যতম কোন পাপের প্রকাশ হয়ে থাকে তবে সে মুখ ক্লিভল্যাণ্ডের এনক জে, ড্রেবারের। তথাপি আমি স্বীকার করি, ন্যায় বিচার অবশ্য হওয়া উচিত ; মৃতের দুশ্চরিত্রতার জন্য আইনের চোখে অপরাধীর কোন ক্ষমা থাকতে পারে না।

যতই ভেবেছি ততই মনে হয়েছে, লোকটিকে বিষ-প্রয়োগ করা হয়েছে বলে আমার সঙ্গী যে মত প্রকাশ করেছে সেটা অসাধারণ। মনে পড়ছে, সে মৃতের ঠোঁট দুটো শুঁকেছিল ; নিশ্চয় এমন কিছু সে পেয়েছে যার ফলে তার মনে এই ধারণা জন্মেছে। তাছাড়া, বিষপ্রয়োগ না হলে আর কিভাবে লোকটির মৃত্যু হতে পারে ? মৃত-দেহে আঘাতের বা শ্বাসরোধের কোন চিহ্ন নেই। আবার ভেবে দেখতে হবে, তাহলে কার রক্ত মেঝের উপর পুরু হয়ে ছড়িয়ে ছিল ? ধ্বস্তাধ্বস্তির কোন চিহ্ন পাওয়া যায় নি, বা নিহতের কাছে এমন কোন অস্ত্র ছিল না যা দিয়ে সে প্রতিপক্ষকে আঘাত করতে পারে। এসব প্রশ্নের মীমাংসা যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ হোমস বা আমি কারও পক্ষেই ঘুমনো সহজ নয়। তার শান্ত আত্মবিশ্বাসের ভাব দেখে মনে হচ্ছে এমন একটা সিদ্ধান্তে সে উপনীত হয়েছে যার দ্বারা সব ঘটনারই ব্যাখ্যা করা যায়, যদিও সে সিদ্ধান্ত যে কি এক পলকের জন্যও আমি তা ভাবতে পারছি না।

তার ফিরতে বেশ দেরী হয়েছিল—এত দেরী যে আমি জানতাম ঐ কনসার্ট তাকে এতক্ষণ আটকে রাখতে পারে না। তার আসার আগেই টেবিলে রাতের খাবার দেওয়া হয়েছিল।

আসন গ্রহণ করতে করতে সে বলল, অপূর্ব ! সঙ্গীত সম্পর্কে ডারুইন কি বলেছেন তোমার মনে পড়ে? তিনি বলেছেন, কথা বলতে শেখার আগেই মানুষ গান গাইতে ও গান ভালবাসতে শিখেছিল। সেইজন্যই বোধ হয় গানের দ্বারা আমরা এতটা প্রভাবিত হই। যে কুয়াসাচ্ছন্ন শতাব্দীতে পৃথিবী তার শৈশব অবস্থায় ছিল তার অস্পষ্ট স্মৃতি এখনও আমাদের মনে বাসা বেঁধে আছে।'

'ওটা তো খুব বড় কথা,' আমি মন্তব্য করলাম।

সে বলল, 'প্রকৃতিকে জানতে হলে আমাদের ধারণাকেও প্রকৃতির মত বড় হতে হবে। ব্যাপার কি বল তো? তোমাকে যেন কেমন দেখাচ্ছে। ব্রিক্স্টন রোডের ব্যাপারটা দেখছি তোমাকে খুবই বিচলিত করেছে।'

আমি বললাম, 'সত্যি তাই : আফগ্যানিস্থানের অভি-জ্ঞতার পরে আমার মনটা আরও শক্ত হওয়া উচিত ছিল। মাইওয়ান্দে নিজের চোখে আমার সঙ্গীদের কচুকাটা হতে দেখেছি। তাতে তো এমন বিচলিত হই নি।'

'বুঝতে পারছি। এখানে এমন একটা রহস্য রয়েছে যা কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে। যেখানে কল্পনা নেই, সেখানে ভয়ও নেই। সন্ধ্যার কাগজটা পড়েছ কি ?'

'না।'

'তাতে এবিষয়ে একটা মোটামুটি ভাল বিবরণ দিয়েছে। তবে লোকটিকে তুলবার সময় একটি বিয়ের আংটি যে মেঝেতে পড়েছিল, সেকথা লেখে নি। না লিখে ভালই হয়েছে।'

'কেন ?'

'এই বিজ্ঞাপনটা দেখ। ঘটনার ঠিক পরে সকালেই এটি সব কাগজে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছিলাম।'

কাগজটা সে আমার দিকে ছুঁড়ে দিল। তার নির্দেশ মত জায়গাটা পড়লাম। 'প্রাপ্তি' স্তম্ভে সেটি প্রথম ঘোষণা। তাতে লেখা, 'ব্রিক্স্টন রোডে আজ সকালে হোয়াইট হার্ট ট্যাভার্ন ও হল্যাণ্ড গ্রোভের মধ্যবর্তী রাস্তায় একটি নিরেট সোনার বিয়ের আংটি পাওয়া গিয়াছে। আজ সন্ধ্যা আটটা থেকে ন'টার মধ্যে ২২১ বি, বেকার স্ট্রীটে ডঃ ওয়াটসনের নিকট আবেদন করুন।'

'তোমার নামটা ব্যবহার করেছি বলে ক্ষমা করো। আমার নাম ব্যবহার করলে ওই সব আহাম্মকদের কেউ কেউ হয় তো চিনে ফেলত আর অকারণে নাক গলাত।'

'ঠিক আছে।' আমি বললাম, 'কিন্তু ধরো যদি কেউ আসে, আমার কাছে তো আংটি নেই।'

আমার হাতে একটি আংটি দিয়ে সে বলল, 'আলবৎ আছে। এতেই কাজ চলবে। এটা অবিকল একই রকম।'

'এই বিজ্ঞাপনের ফলে কে আসবে তুমি আশা কর ?'

'কেন ? বাদামী কোট পরা লোকটি—চৌকো ডগা-ওয়ালা জুতোপরা আমাদের সেই লালমুখ বন্ধু। স্বয়ং না এলে কোন স্যাঙাৎকে পাঠাবে।'

'একাজটাকে সে কি খুব বিপজ্জনক বলে মনে করবে না ?'

'মোটেই না। এই কেস সম্পর্কে আমার অভিমত যদি সত্য হয়—অবশ্য এবিষয়ে আমার কোন সন্দেহই নেই—তাহলে সে লোকটি এই আংটি হারানোর পরিবর্তে যে কোন ঝুঁকি নেবেই। আমার মতে ড্রেবারের মৃতদেহের উপর ঝুঁকে পড়বার সময় সে আংটিটি ফেলে দেয়, কিন্তু তখন বুঝতে পারে না। বাড়ি থেকে চলে যাবার পর সেটা বুঝতে পেরেই আবার ফিরে আসে। কিন্তু নিজের

নির্বুদ্ধিতায় মোমব্যাতিটা জেবলে রেখে যাওয়ায় ততক্ষণে সেটা পুলিশের হাতে চলে গেছে। গেটের কাছে তার উপস্থিতিতে পাছে কোনরকম সন্দেহ হয়, তাই সে মাতালের ভান করে। এইবার ওই লোকটার জায়গায় নিজেকে বসাও। দ্বিতীয় চিন্তায় নিশ্চয় তার মনে হয়েছিল যে, হয় তো ঐ বাড়িটা থেকে চলে যাবার পরে পথেই কোথাও আংটিটা হারিয়ে গেছে। সে তখন কি করবে? হারানো জিনিস প্রাপ্তির কলমে ওটার খবর দেখবার আশায় সে নিশ্চয় সান্ধ্য সংবাদপত্রগুলি আগ্রহসহকারে পড়বে। ফলে এই বিজ্ঞাপনের উপর তার চোখ পড়বেই। আনন্দে সে উল্লসিত হয়ে উঠবে। ফাঁদের কথা তার মনে পড়বে কেন? আংটি হারানোর সঙ্গে খুনের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে একথা ভাববার কোন কারণই থাকতে পারে না। আসতেই সে চাইবে। সে নিশ্চয়ই আসবে। এক ঘণ্টার মধ্যেই তাকে আমরা দেখতে পাব।'

'তারপর?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'তাকে মোকাবিলা করার ব্যাপারটা আমার উপরই ছেড়ে দাও। তোমার সঙ্গে কোন অস্ত্র আছে কি?'

'পুরনো একটা সামরিক রিভলবার ও কয়েকটি ক্যার্তুজ সঙ্গে আছে।'

'সেটাকে পরিষ্কার করে গুলি ভরে রাখ। লোকটা বেপরোয়া হয়ে উঠবে। যদিও তাকে আমি অতর্কিতে আক্রমণ করব, তবু যে-কোন পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকা ভাল।'

শোবার ঘরে গিয়ে তার কথামত কাজ করলাম। পিস্তল নিয়ে ফিরে গিয়ে দেখি টেবিল পরিষ্কার করা হয়ে গেছে এবং হোমস যথারীতি বেহালায় ছড় টেনে চলেছে।

আমি ঘরে ঢুকতেই সে বলল, 'ষড়যন্ত্র ক্রমেই ঘণীভূত হচ্ছে। আমেরিকায় যে টেলিগ্রাম করেছিলাম এইমাত্র তার জবাব এল। এ কেসের ব্যাপারে আমার সিদ্ধান্ত নির্ভুল।'

'সেটা কি?' আমি সাগ্রহে প্রশ্ন করলাম।

সে শুধু বলল, 'নতুন তার লাগালেই বেহালাটা ভাল বাজবে। পিস্তলটা পকেটে রাখ। লোকটা এলে খুব সহজভাবে কথা বলো। বাকিটা আমি বুঝব। কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকে যেন ভয় পাইয়ে দিও না।'

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললাম, 'এখন আটটা বাজে।'

'হ্যাঁ। সম্ভবত কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে হাজির হবে। আস্তে দরজাটা খুলে দাও। ঠিক আছে। চাবিটা ভিতরে লাগিয়ে রাখ। ধন্যবাদ! এটা একটা অদ্ভুত পুরনো বই—"ডি জুরে ইণ্টার জেণ্টেস।" কাল একটা স্টলে খুঁজে পেয়েছি। ১৬৪২ সালে লোল্যাণ্ডসের অন্তর্গত লীজ থেকে ল্যাটিন ভাষায় প্রকাশিত। চার্লসের মাথা তখনও তাঁর ঘাড়ের উপরে খাড়া ছিল। সেই সময়েই এই বাদামী মলাটের ছোট বইটাকে বাতিল করা হয়েছিল।'

'মুদ্রকের কে?'

'কে এক ফিলিপ্পি ডি ক্রয়। প্রথম পাতায় খুব অস্পষ্ট কালিতে লেখা "Ex Libris Guliemi Whyte." জানি না কে এই উইলিয়ম হোয়াইট। হয়তো সপ্তদশ শতাব্দীর কোন ধুরন্ধর আইনজীবী। তার লেখায় একটা আইনগত প্যাঁচ আছে। মনে হচ্ছে, লোকটি আসছে।'

কথার সঙ্গে সঙ্গেই ঘণ্টাটা জোরে বেজে উঠল আস্তে উঠে হোমস চেয়ারটাকে দরজার দিকে ঠেলে দিল। শুনতে পেলাম, পরিচারিকা হলের ভিতর দিয়ে এগিয়ে গিয়ে খুট করে তালা খুলে দরজা খুলে দিল।

'ডঃ ওয়াটসন কি এখানে থাকেন?' একটি স্পষ্ট, কর্কশ কণ্ঠের প্রশ্ন কানে এল। পরিচারিকার জবাব শুনতে পেলাম না। কিন্তু দরজা বন্ধ হয়ে গেল এবং একজন কেউ সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এল। পায়ের শব্দ অনিশ্চিত এবং এলোমেলো। কান পেতে শুনে আমার সঙ্গীর চোখেমুখে একটা বিস্ময়ের আভা খেলে গেল। পায়ের শব্দ ধীরে ধীরে প্যাসেজ পার হয়ে এল। আস্তে দরজায় একটা টোকা পড়ল।

'ভিতরে আসুন,' আমি জোরে বললাম।

আমার ডাকে প্রত্যাশিত একটি দুর্ধর্ষ লোকের বদলে একটি কুণ্ঠিতমুখ বৃদ্ধা ঘরে ঢুকল। ঘরের আকস্মিক কড়া আলোয় তার চোখ যেন ঝলসে গেল।

অভিবাদন জানিয়ে সে আমাদের দিকে মিটমিট করে তাকাতে লাগল। হাতের আঙুলগুলো বুঝি বা পকেটের মধ্যেই কাঁপছে। সঙ্গীর দিকে তাকালাম। তার মুখে নিরাশার ছায়া।

সান্ধ্য দৈনিকখানা বের করে বুড়ি আমাদের বিজ্ঞাপনটা দেখাল। তারপর আর একবার মাথা নুইয়ে বলল, 'মশায়রা, এইটে দেখেই এখানে এসেছি। ব্রিক্সটন রোডে একটা সোনার বিয়ের আংটি। এটা আমার মেয়ে স্যালীর আংটি। এই বারো মাস হল তার বিয়ে হয়েছে। সোয়ামি রাজকীয় নৌবহরের সরকার। ফিরে এসে সে যখন দেখবে বৌ-এর হাতে আংটি নেই, তখন কি যে হবে আমি ভাবতেই পারছি না। ভাল সময়েই তার টানাটানি চলে, যখন মদে চুর হয় তখন তো কথাই নেই। কাল রাতে সে সার্কাস দেখতে—'

'এটা তার আংটি কি?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

বুড়ি চেঁচিয়ে উঠল, 'যীশুকে ধন্যবাদ ! আজ রাতে স্বামী স্বস্তি পাবে। ঐ আংটিটাই।'

একটা পেন্সিল হাতে নিয়ে বললাম, 'তোমার ঠিকানা কি ?'

'১৩, ডানকান স্ট্রীট, হাউন্ড্‌স্‌ডিচ। এখান থেকে অনেক পথ।'

সঙ্গে সঙ্গে শার্লক হোমস বলে উঠল, 'কোন সার্কাস আর হাউন্ড্‌স্‌ডিচের মধ্যে তো ব্রিক্‌স্‌টন রোড পড়ে না।'

বুড়ি ঘুরে দাঁড়িয়ে লাল চোখ মেলে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। বলল, 'ভদ্রলোক আমার ঠিকানা জানতে চেয়েছেন। স্যালী থাকে ৩, মেফিল্ড প্লেস, পেকহ্যম-এ।'

'আর তোমার নাম ?'

'আমার নাম সয়ার—মেয়ের নাম ডেনিস, কারণ টম ডেনিস তাকে বিয়ে করেছে। যতদিন সমুদ্রে থাকে ছোকরা খুব চালাক-চতুর। কোম্পানির আর কোন সরকারের ওর মত সুনাম নেই। কিন্তু মাটিতে পা দিলেই 'মেয়েমানুষ আর মদের দোকানে মিলে—'

সঙ্গীর ইঙ্গিতে আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'মিসেস সয়ার, এই তোমার আংটি। নিশ্চয় এটা তোমার মেয়ের। প্রকৃত মালিককে এটা ফিরিয়ে দিতে পারায় আমি খুশি।'

অনেক আশীর্বাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বুড়ি আংটিটা পকেটে ফেলে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে শার্লক হোমস লাফ দিয়ে উঠে তার ঘরে ছুটে চলে গেল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই অলেস্টার আর গলাবন্ধ পরে ফিরে এসে খুব তাড়াতাড়ি বলল, 'আমি ওর পিছু নেব। ও নিশ্চয়ই দলের লোক। ওর সঙ্গে গেলেই তার হদিস মিলবে। আমার জন্য জেগে থেক।' নীচে হলঘরের দরজা বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গেই নীচে নেমে গেল। জানালা দিয়ে আমি দেখতে পেলাম, রাস্তার ওপার দিয়ে বুড়ি দুর্বল পায়ে এগিয়ে চলেছে, আর তার অনুসরণকারী কিছুটা দূরে থেকে তার পিছু নিয়েছে। মনে মনে ভাবলাম, হয় তার সমস্ত সিদ্ধান্তটাই ভুল আর না হয় তো এবার সে রহস্যের একেবারে মাঝখানে গিয়ে পড়বে। আমাকে জেগে থাকতে বলার কোন দরকারই ছিল না, কারণ তার এই অভিযানের ফলাফল না জানা পর্যন্ত ঘুমানো আমার পক্ষে অসম্ভব।

প্রায় ন'টা নাগাদ সে বেরিয়ে গেল। কখন ফিরবে জানি না। তাই বোকার মত বসে পাইপ টানতে টানতে হেনরি মার্জারের ''ভাই ডি বোহেম''-এর পাতা ওল্টাতে লাগলাম। দশটা বাজল। পরিচারিকার পায়ের শব্দ তার শোবার ঘরের দিকে মিলিয়ে গেল। এগারোটা, এবার গৃহকর্ত্রীর পায়ের শব্দও ঐ একই লক্ষ্যপথে আমার দরজার পাশ দিয়ে চলে গেল। প্রায় বারোটা নাগাদ তার সিটকিনির চাবির শব্দ শুনতে পেলাম। ঘরে ঢোকামাত্রই তার মুখ দেখে বুঝলাম, কোন কাজ হয় নি। ফূর্তি ও বিরক্তি পাঞ্জা লড়তে লড়তে একসময়ে ফূর্তিরই জয় হল,—সে হো হো করে হেসে উঠল।

চেয়ারে বসে পড়ে সে চেঁচিয়ে বলে উঠল 'স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের লোকদের এ খবর কিছুতেই জানতে দেব না। তাদের আমি এত ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছি, যে তারা কিছুতেই এর শেষটা আমাকে শুনতে দেবে না। আমি এখন হাসছি, কারণ আমি জানি অচিরেই আমি তাদের দলেই ভিড়ে যাব।'

'ব্যাপার কি ?' আমি জানতে চাইলাম।

'ওঃ, ইচ্ছার বিরুদ্ধেও গল্পটা বলতে বাধা নেই। কিছুদূর গিয়েই ওই জীবটি খোঁড়াতে আরম্ভ করল, আর পায়ে ঘা হবার সব লক্ষণ দেখাতে শুরু করল। একটু পরেই সে থামল এবং একটা চার চাকার গাড়িকে ডাকল। ঠিকানাটা শুনবার জন্য আমি এগিয়ে কাছে গেলাম। কিন্তু তার কোন দরকার ছিল না, কারণ সে এত জোরে ঠিকানাটা ঘোষণা করল যে রাস্তার ওপাশ থেকে শোনা যেত। চীৎকার করে বলল, ''১৩, ডানকান স্ট্রীট, হাউন্ড্‌স্‌ডিচ-এ চালাও।'' ভাবলাম তাহলে তো সবই ঠিক। যাহোক, তাকে গাড়ির ভেতরে উঠতে দেখেই আমি পিছনে উঠে বসলাম। গোয়েন্দামাত্রকেই একাজে খুব দক্ষ হতে হয়। গাড়ি ছুটে চলল। পূর্বকথিত রাস্তায় পৌঁছে তবে রাস টানল। বাড়ির দরজায় পৌঁছেই আমি লাফ দিয়ে নেমে পড়লাম এবং হাওয়া খাবার ভঙ্গীতে রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলাম। রাশ টানতে গাড়িটা থামল। গাড়োয়ান লাফ দিয়ে নীচে নেমে দরজা খুলে দাঁড়াল। কিন্তু কেউ গাড়ি থেকে নামল না। এগিয়ে গিয়ে দেখি, সে পাগলের মত গাড়ির ভিতরটা খুঁজছে আর নানা রকম অশ্রাব্য গালিগালাজ উচ্চারণ করছে। গাড়ির আরোহীর কোন পাত্তাই পাওয়া গেল না। বেচারি তার ভাড়াটাও পাবে কিনা সন্দেহ। ১৩ নম্বরে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, ঐ বাড়ির মালিক কেসুইক নামে এক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক এবং ও অঞ্চলে কেউ সয়ার বা ডেনিসের নামও কখনও শোনে নি।'

আমি সবিস্ময়ে বলে উঠলাম, 'তুমি কি বলতে চাও যে ওই দুর্বল থুত্থুড়ে বুড়ি তোমায় বা গাড়োয়ানের অজ্ঞাতেই চলন্ত গাড়ি থেকে পালিয়েছে ?'

শার্লক হোমস তীক্ষ্মকণ্ঠে বলে উঠল, 'বুড়ি জাহান্নামে যাক। আমরাই যে বুড়ি বনে গিয়েছি। সে

একটি কর্মঠ যুবক। অতুলনীয় অভিনেতা তো বটেই। তার রূপ-সজ্জা অননুকরণীয়। আমি যে তার পিছু নিয়েছি সেটা বুঝতে পেরেই সে কেটে পড়বার এই পথ বেছে নিয়েছিল। বোঝা যাচ্ছে, লোকটা একা নয়, তার এমন সব সাকরেদ আছে যারা তার জন্য যেকোন ঝুঁকি নিতে রাজী। আরে ডাক্তার, তোমাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। আমার কথা শোন, শুয়ে পড়গে।'

সত্যি আমি খুব ক্লান্ত বোধ করছিলাম। তার কথাই শুনলাম। জ্বলন্ত অগ্নি-কুণ্ডের পাশে হোমসকে বসিয়ে রেখে আমি চলে গেলাম। অনেক রাত পর্যন্ত তাঁর বেহালার নীচু করুণ আর্তনাদ আমার কানে এলো। বুঝতে পারলাম, যে বিস্ময়কর রহস্যের সমাধানে সে আত্মনিয়োগ করেছে তখনও সে তার কথাই ভেবে চলেছে।

৬ঃ টোবিয়াস গ্রেগসনের কেরামতি

পরদিন খবরের কাগজগুলি ছিল 'ব্রিক্স্টন রহস্যে' ভরা। সমস্ত কাগজে দীর্ঘ বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে অনেকগুলিতে তার উপরে আবার সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখা হয়েছে। তাতে এমন কিছু তথ্য ছিল যা আমার কাছে নতুন। এই কেস সম্পর্কে খবরের কাগজের অনেক কাটিং ও উদ্ধৃতি এখন আমার 'স্ক্র্যাপ-বুকে' রক্ষিত আছে। এখানে তার কিছু কিছু সংক্ষিপ্ত-সার তুলে দেওয়া হলঃ

'ডেইলি টেলিগ্রাম'-এ মন্তব্য করা হয়েছে যে, অপরাধের ইতিহাসে এরূপ বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দুঃখজনক ঘটনা কদাচিৎ দেখা যায়। মৃত ব্যক্তির জার্মান নাম, উদ্দেশ্যের অভাব, দেওয়ালে অশুভ লিখন এই সব দেখে মনে হয় রাজনৈতিক শরণার্থী এবং বিপ্লবীরাই এ ঘটনার নায়ক। আমেরিকায় সমাজতন্ত্রীদের অনেক শাখা আছে। মৃত ব্যক্তি নিশ্চয় তাদের কোন অলিখিত আইন লংঘন করেছিল। এবং শেষ পর্যন্ত তারা তাকে খুঁজে বের করেছে। প্রসঙ্গত ভেমগেরিকট্, একোয়া টোফানা, কার্বোনারি, ম্যার্কিওনেস ডি রিনভিলিয়ার্স, ডারুইনের মতবাদ, ম্যালথাস-নীত ও র‍্যাটক্লিফ রাজপথে খুনের উল্লেখ করে প্রবন্ধের শেষে সরকারকে ভর্ৎসনা করা হয়েছে এবং ইংলণ্ডে বিদেশীদের উপর কড়া নজর রাখবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

'স্ট্যান্ডার্ড'-এ মন্তব্য করা হয়েছে এ ধরনের বেআইনী অত্যাচার সাধারণতঃ উদারনৈতিক সরকারের আমলেই ঘটে থাকে। জনতার মানসিক অস্থিরতা এবং দুর্বলতা থেকেই এদের উদ্ভব। নিহত ব্যক্তি একজন আমেরিকান ভদ্রলোক। কয়েক সপ্তাহ যাবৎ তিনি মহানগরীতে বাস করছিলেন। তিনি কাম্বারওয়েলের অন্তর্গত টর্কোয়ে টেরেসের ম্যাডাম চার্পেন্টিয়ারের বোর্ডিং-হাউসে থাকতেন। এই দেশভ্রমণের সময় তার সঙ্গে ছিলেন ব্যক্তিগত সচিব মিঃ জোসেফ স্ট্যাঙ্গারসন। এ মাসের ৪ তারিখ মঙ্গলবার গৃহকর্ত্রীকে বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে তারা লিভারপুল এক্স্প্রেস ধরবার উদ্দেশ্যে ইউস্টন স্টেশনে যাত্রা করেন। তারপরেও দুজনকে প্ল্যাটফর্মে দেখা গিয়েছে। সংবাদ অনুসারে, ইউস্টন থেকে অনেক মাইল দূরবর্তী, ব্রিক্স্টন রোডের একটি খালি বাড়িতে মিঃ ড্রেবারের মৃতদেহ আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত তাদের সম্পর্কে আর কিছুই জানা যায় না। কেমন করে তিনি সেখানে এলেন, বা কেমন করে তার মৃত্যু হল, এসব প্রশ্নই এখনও পর্যন্ত রহস্যে আবৃত! স্ট্যাঙ্গারসনের গতিবিধি সম্পর্কেও কিছুই জানা যায় নি। আমরা শুনে সুখী হলাম যে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের মিঃ লেস্ট্রেড ও মিঃ গ্রেগসন এই কেসটি গ্রহণ করেছেন। আশা করা যায় যে এই দুই সুপরিচিত অফিসার অতি শীঘ্রই এ ব্যাপারে আলোকপাত করবেন।

'ডেইলি-নিউজ'-এ বলা হয়েছে, অপরাধটি যে রাজনৈতিক সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। স্বৈরাচার ও সমাজতন্ত্রবিরোধিতা ইউরোপীয় শাসক শক্তিগুলিকে অনুপ্রাণিত করার ফলে এমন বহুলোক আমাদের দেশে চলে এসেছেন যাঁরা অতীত জীবনের তিক্ত স্মৃতির দ্বারা তাড়িত না হলে উচ্চশ্রেণীর নাগরিক হতে পারতেন। ঐসব লোকের মধ্যে এমন একটা কঠোর নিয়ম-নিষ্ঠা প্রচলিত ছিল যেকোনরকম ভাবে সেটা লঙ্ঘিত হলেই তার শাস্তি ছিল মৃত্যু। সচিব স্ট্যাঙ্গারসনকে খুঁজে বের করতে এবং মৃতের অতীত জীবনের বিবরণ জানাতে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে। যে বাড়িতে তিনি বাস করছিলেন তার ঠিকানাটা হস্তগত হওয়ায় একটা বড় কাজ হয়েছে। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের মিঃ গ্রেগসনের তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও উদ্যমের ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে।

প্রাতরাশে বসে শার্লক হোমস ও আমি সবগুলিই একত্রে পড়লাম। মনে হল, এগুলি যেন তাকে প্রচুর মজার খোরাক জোগাল।

'আমি তোমাকে বলেছিলাম, যা কিছুই ঘটুক লেস্ট্রেড আর গ্রেগসনই দইটুকু মারবে।'

'দেখা যাক কি হয়। তার উপরেই তো সব নির্ভর করছে।'

'হা ভগবান! মোটেই তা নয়। লোকটি ধরা পড়লে ওদের জন্যই ধরা পড়বে, আর সে যদি পালিয়ে যায় সেও ওদের চেষ্টা সত্ত্বেও যাবে। এ হচ্ছে, আমরা জিতলেও

ভেড়ের ভেড়ে, হারলেও ভেড়ের ভেড়ে। ওরা যা করবে তাতেই লোক বাহবা দেবে। 'Un not trouve tlouj-ours un plus sot quil I' admire'.

'ব্যাপার কি?' আমি চেঁচিয়ে বললাম, কারণ ঠিক সেই মুহূর্তে হলেও সিঁড়িতে অনেকগুলো পায়ের শব্দ শোনা গেল। গৃহকর্ত্রীর নানারকম বিরক্তিসূচক বাণীও কানে এল।

আমার সঙ্গী গম্ভীরভাবে বলল, 'এটা হচ্ছে গোয়েন্দা পুলিশ বাহিনী বেকার স্ট্রীট ডিভিশন।' তার কথার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত নোংরা একদল বাউণ্ডুলে ছেলে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

'সোজা হয়ে দাঁড়াও!' কর্কশ কণ্ঠে হোমস চেঁচিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে দুটি বাচ্চা বদমাইস কুখ্যাত স্ট্যাচুর মত এক লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ল। 'ভবিষ্যতে শুধু উইগিন্সকে ভিতরে পাঠাবে খবর দিতে, বাকিরা সব রাস্তায় অপেক্ষা করবে। কোন খবর পেয়েছ উইগিন্স?'

একটা ছেলে জবাব দিল, 'না স্যার, পাই নি।'

'পাবে সে আশা আমিও করি নি। কাজ চালিয়ে যাও। এই নাও, তোমাদের পাওনা।' প্রত্যেককে সে এক শিলিং করে দিল। 'এখন চলে যাও। এরপর ভাল খবর নিয়ে আসবে।'

www.RboI.net

সে হাত নাড়তেই তারা সব ইঁদুরের মত লাফাতে লাফাতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। পরক্ষণেই রাস্তায় তাদের কর্কশ গলা শোনা গেল।

হোমস বলল, 'একজন পুলিশের চাইতে ওদের একটা বাচ্চা ভিখারির কাছ থেকে অনেক বেশী কাজ পাওয়া যায়। সরকারী লোক দেখলেই লোকের ঠোঁট বন্ধ হয়ে যায়। এই বাচ্চাগুলো সব জায়গায় যায়, সব কথা শোনে। ওদের বুদ্ধিও সূচের মত তীক্ষ্ণ। শুধু প্রয়োজন ওদের গড়ে তোলা।'

আমি প্রশ্ন করলাম, 'তুমি কি ব্রিক্‌স্টন কেসে ওদের লাগিয়েছ?'

'হ্যাঁ। একটা জিনিস আমি সঠিক জানতে চাই। অবশ্য সেটা সময় সাপেক্ষমাত্র। আরে! এখনই কিছু নতুন সংবাদ শুনতে পাব। রাস্তা দিয়ে গ্রেগসন আসছে। তার চোখে-মুখে খুশি উপছে পড়ছে। জানি, এখানেই আসবে। হ্যাঁ, ওই তো দাঁড়িয়েছে। এসে গেছে!'

ঘণ্টাটা জোরে বেজে উঠল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই গোয়েন্দা-প্রবর এক লাফে তিনটে করে সিঁড়ি পার হয়ে বসবার ঘরে ঢুকল।

হোমসের অনিচ্ছুক হাতটাকে মুচড়ে ধরে চেঁচিয়ে বলল, 'বন্ধু, আমাকে অভিনন্দন জানান। সবকিছু একেবারে দিনের আলোর মত পরিষ্কার করে ফেলেছি।'

সঙ্গীর মুখের উপর একটা দুশ্চিন্তার ছায়া পড়ল। 'তুমি কি ঠিক পথে চলেছ বলে মনে কর?' সে জিজ্ঞাসা করল।

'ঠিক পথ! লোকটাকে হাতকড়া পরিয়ে ফেলেছি।'

'তার নাম কি?'

মাননীয়া মহারাণীর নৌ-বিভাগের সহকারী লেফ্‌টে-ন্যান্ট আর্থার চার্পেণ্টিয়ার', মোটা হাত দুটো ঘসতে ঘসতে বুক ফুলিয়ে গ্রেগসন সদম্ভে কথাগুলি বলল।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে শার্লক হোমস একটুখানি হাসল।

বলল, 'বস। সিগারেট খাও। কি করে এত কাণ্ড করলে জানতে কৌতূহল হচ্ছে। হুইস্কি আর জল চাই কি?'

গোয়েন্দা জবাব দিল, 'পেলে মন্দ হত না।' গত দু'একদিন যা পরিশ্রম গেছে, শরীর একেবারে ভেঙে পড়েছে। শারীরিক পরিশ্রম যত নয়, তার চাইতে বেশী চাপ পড়েছে মনের উপর। মিঃ শার্লক হোমস, আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, কারণ আমরা দুজনেই তো মস্তিষ্কের কারবারী।'

হোমস গম্ভীরভাবে বলল, 'আমাকে বড় বেশী সম্মান দেওয়া হচ্ছে, যাহোক এরকম একটা সন্তোষজনক ফল কিভাবে লাভ করলে খুলে বল তো শুনি।'

গোয়েন্দাটি চেয়ারে বসে মনের সুখে সিগার টানছিল। হঠাৎ অতি-আনন্দের উচ্ছ্বাসে উরুতে একটা থাপ্পড় মেরে বলে উঠল, 'মজার ব্যাপার কি জানেন, নিজেকে, খুব চালাক ভাবলে কি হবে ঐ বোকা লেস্ট্রেড একেবারেই ভুলপথ ধরেছে। সে খুঁজে বেড়াচ্ছে সচিব স্ট্যাঙ্গার-সনকে, অথচ এ অপরাধের সঙ্গে সে কতটুকু জড়িত? যে শিশু এখনও মায়ের পেটে তার চাইতে বেশী নয়। এতদিনে সে যে তাকে পাকড়াও করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

কথাটা ভাবতেই গ্রেগসনের মনে এমন সুড়সুড়ি লাগল যে হাসতে হাসতে তার দম বন্ধ হবার উপক্রম।

'তোমার সূত্রটি কেমন করে পেলে?'

'বলছি, বলছি, সবই বলছি। ডঃ ওয়াটসন, আমরা ছাড়া আর কেউ যেন কথাটি জানতে না পারে। এই মার্কিন ভদ্রলোকের অতীত বৃত্তান্ত জানাটাই হল প্রথম সমস্যা। অন্যরা এ অবস্থায় কি করত, না বিজ্ঞাপনের

BanglaBook.net

উত্তর আসা বা কেউ এসে স্বেচ্ছায় কোন খবর দেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করত। কিন্তু টোবিয়াস গ্রেগসনের কাজের পদ্ধতি সেরকম নয়। আচ্ছা, মৃত লোকটির পাশের টুপিটার কথা আপনার মনে আছে ?'

হোমস জবাব দিল, 'হ্যাঁ। ১২৯, কাম্বারওয়েল রোডের জন আণ্ডারউড অ্যাণ্ড সন্স দ্বারা প্রস্তুত।'

গ্রেগসন যেন খুবই মুষড়ে পড়ল। বলল, 'আপনিও যে সেটা লক্ষ্য করেছেন তা ভাবি নি। আপনি কি সেখানে গিয়েছিলেন ?'

'না।'

'হ্যাঁ!' স্বস্তি ভরা গলায় গ্রেগসন বলল, 'আপাত-দৃষ্টিতে যত তুচ্ছই মনে হোক সুযোগকে অবহেলা করতে নেই।'

হোমস বলল, 'যে নিজে বড় তার কাছে কিছুই তুচ্ছ নয়।'

'যাহোক, আমি আণ্ডারউডের কাছে গিয়ে জানতে চাইলাম ঐ মাপের ও বিবরণের কোন টুপি সে বিক্রি করেছে কি না। খাতাপত্র ওল্টাতেই পেয়ে গেল। টুপিটা সে পাঠিয়েছিল টর্কোয়ে টেরেসের চার্পেণ্টিয়ার্স বোর্ডিং এস্টাব্লিসমেণ্টের মিঃ ড্রেবারকে। সেখানেই তার ঠিকানাটা পেলাম।'

শার্লক হোমস আপন মনেই বলে উঠল, 'চতুর—খুব চতুর!'

গোয়েন্দা বলতে লাগল, 'তারপরই ম্যাডাম চার্পেণ্টিয়ারের সঙ্গে দেখা করলাম। তাকে খুবই বিমর্ষ ও বিষণ্ণ দেখলাম। তার মেয়েও সেই ঘরেই ছিল—অসাধারণ সুন্দরী মেয়ে। তার চোখ দুটো লাল। তার সঙ্গে কথা বলবার সময় তার ঠোঁট কাঁপছিল। সেটা আমার নজর এড়ায় নি। তখনই আমার সন্দেহ হল। মিঃ শার্লক হোমস, আপনি তো জানেন, ঠিক সূত্রটি খুঁজে পেলে মনের কিরকম ভাব হয় স্নায়ুতে কিরকম একটা উত্তেজনা দেখা দেয়। জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনার প্রাক্তন বোর্ডার ক্লিভল্যাণ্ডের মিঃ এনক জে, ড্রেবারের রহস্যজনক মৃত্যুর খবর আপনি শুনেছেন কি ?'

'মা ঘাড় নাড়ল। একটা কথাও বলতে পারল না। মেয়েটি কেঁদে উঠল। বুঝলাম, এরা অনেককিছুই জানে।'

'জিজ্ঞাসা করলাম, 'ট্রেন ধরবার জন্য মিঃ ড্রেবার ক'টার সময় আপনাদের এখান থেকে চলে যান ?'

'উত্তেজনাকে চাপা দেবার জন্য ঢোঁক গিলে সে বলল, 'আটটার সময়। তাঁর সচিব মিঃ স্ট্যাঙ্গারসন বলেছিলেন, দুটো ট্রেন আছে—একটা ৯টা ১৫-তে আর একটা ১১টায়। তিনি প্রথমটাই ধরবেন।'

'সেই কি তাকে আপনি শেষ দেখেছেন ?'

'প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকটির মুখের ভয়ঙ্কর পরিবর্তন ঘটল। মুখখানা কালিবর্ণ হয়ে গেল। কয়েক সেকেণ্ড পরে অনেক কষ্টে একটিমাত্র শব্দই সে উচ্চারণ করতে পারল 'হ্যাঁ,—তখনও তার গলার স্বর ফ্যাঁসফেঁসে অস্বাভাবিক।'

'কয়েক মুহূর্তের নীরবতার পরে মেয়েটি শান্ত স্পষ্ট গলায় বলল, 'মা, মিথ্যার ফল কখনও ভাল হয় না। এই ভদ্রলোকের কাছে সব কথা খুলে বলাই ভাল। মিঃ ড্রেবারকে আমরা আবার দেখেছিলাম।'

'ঈশ্বর তোকে ক্ষমা করুন!' দুই হাত শূন্যে তুলে চেয়ারে বসে পরে ম্যাডাম চার্পেণ্টিয়ার বলে উঠলো, 'তোর ভাইকে তুই খুন করেছিস।'

মেয়েটি দৃঢ়স্বরে বলল, 'আর্থারও চাইত যে আমরা সত্য কথাই বলি।'

'আমি বললাম, 'সব কথাই আমাকে খুলে বল। অর্ধেক বলা না বলার চাইতে খারাপ। তাছাড়া, এ ব্যাপারে আমরা কতটা জানি তাও তো তোমরা জান না।'

'মা কেঁদে বলল, 'এলিস, তোর মাথার দিব্যি, তাই হোক।' আমার দিকে ফিরে বলল, 'স্যার, আপনাকে আমি সব কথাই বলব। আমার ছেলে এই ভয়ংকর ব্যাপারে জড়িয়ে পড়বে এই আশংকাতেই আমি বিহ্বল হয়ে পড়েছি তা মনে করবেন না। সে সম্পূর্ণ নির্দোষ। আমার শুধু ভয়, আপনার চোখে বা অন্যদের চোখে তাকে এ ব্যাপারে জড়িত বলে মনে হতে পারে। কিন্তু সেটা একেবারেই অসম্ভব। তার উন্নত চরিত্র, তার জীবিকা, তার অতীত—সবই এধরনের কাজের পরিপন্থী।'

'আমি বললাম, 'আপনার সবচাইতে ভাল কাজ হ'ল সব কথা খুলে বলা। আপনি বিশ্বাস করুন, আপনার ছেলে যদি নির্দোষ হয়, তার কোন ক্ষতি হবে না।'

'সে বলল, 'এলিস, আমাদের একটু একা থাকতে দাও।' মেয়েটি চলে গেল। সে বলতে লাগল, 'দেখুন স্যার, সব কথা আপনাকে বলবার ইচ্ছা আমার ছিল না। কিন্তু মেয়েটা যখন সব ফাঁস করে দিয়েছে, তখন আর গত্যন্তর নেই। বলাই যখন স্থির করেছি, তখন কিছুই বাদ না দিয়ে সবই আপনাকে বলব।'

'আমি বলব, সেটাই বুদ্ধিমতীর কাজ।'

'মিঃ ড্রেবার প্রায় তিন সপ্তাহ আমাদের সঙ্গে ছিলেন।

তিনি আর তাঁর সচিব মিঃ স্ট্যাঙ্গারসন ইউরোপ পরিভ্রমণে বেরিয়েছেন। তাঁদের প্রত্যেকটি ট্রাংকের উপর 'কোপেনহেগেন' লেবেল আঁটা দেখেছি। তাতে মনে হয় তাঁরা সর্বশেষ সেখানেই ছিলেন। স্ট্যাঙ্গারসন শান্ত, চাপা প্রকৃতির লোক। কিন্তু দুঃখের সঙ্গেই বলছি, তাঁর মালিক সম্পূর্ণ অন্য ধরনের মানুষ। তাঁর স্বভাব অমার্জিত, চাল-চলন জানোয়ারের মত। যেদিন ওঁরা আসেন সেইদিন রাতেই তিনি মদে একেবারে চুর হয়ে পড়েন। পরদিন বেলা বারোটার আগে তাঁর আর হুঁস হয় না। পরিচারিকাদের সঙ্গে তাঁর চাল-চলনও দৃষ্টিকটু ও বে-আব্রু। সবচাইতে দুঃখের কথা, আমার মেয়ে এলিসকেও তিনি সেই চোখেই দেখতে শুরু করলেন এবং একাধিকবার তাঁকে এমন সব কথা বললেন, সৌভাগ্যবশতঃ যেগুলো বোঝবার মত বয়স তার এখনও হয় নি। একসময় তিনি হাত ধরে টেনে তাকে আলিঙ্গন পর্যন্ত করেন। তার নিজের সচিব এই অভদ্র আচরণের জন্য তাকে তিরস্কার করতে বাধ্য হন।'

'আমি প্রশ্ন করলাম, 'এসব আপনি সহ্য করলেন কেন? যখন খুশি বোর্ডারদের তো আপনি ছাড়িয়ে দিতে পারেন বলে আমি জানি।'

'আমার প্রশ্নে ম্যাডাম চার্পেণ্টিয়ারের মুখ লাল হয়ে উঠল। বলল, ঈশ্বরের কৃপায় তার আসার দিনই তাকে নোটিশ দিলেই ভাল করতাম। কিন্তু লোভ বড় দারুণ জিনিস। দিন প্রতি প্রত্যেকে তারা এক পাউন্ড করে দিচ্ছিলেন—সপ্তাহে চৌদ্দ পাউন্ড। তার উপর এখন খদ্দের-পত্তর কম। আমি বিধবা। ছেলেকে নৌ-বিভাগে পাঠাবার খরচও অনেক। তাই টাকাটা হাতছাড়া করতে মন চাইল না। সবই মেনে নিয়েছিলাম। কিন্তু শেষটায় অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হওয়ায় আমি তাকে বাড়ি ছাড়বার নোটিশ দিলাম। তাই তিনি চলে গেলেন।'

'তারপর?'

'তাকে চলে যেতে দেখে মনটা হাল্কা হল। ছেলে তখন ছুটিতে এসেছে। এসব কথা কিছুই তাকে জানালাম না। কারণ সে খুব বদরাগী, আর বোনকে খুব ভালবাসে। তারা চলে যেতে দরজা বন্ধ করে দিয়ে মনে হল মনের উপর থেকে একটা বোঝা নেমে গেল। কিন্তু হায়! এক ঘণ্টার মধ্যেই দরজায় আবার বেল বেজে উঠল। শুনলাম, মিঃ ড্রেবার ফিরে এসেছেন। তিনি খুব উত্তেজিত। মদ খাওয়ার জন্য তাঁর অবস্থা আরও শোচনীয়। যে ঘরে আমি মেয়েকে নিয়ে বসেছিলাম তিনি জোর করে সেই ঘরে ঢুকে ট্রেন পান নি বলে কিছু অবান্তর কথা বললেন। তারপর এলিসের দিকে ফিরে আমার মুখের উপর তাকে বললেন তার সঙ্গে পালিয়ে যেতে। বললেন, 'তোমার বয়স হয়েছে, কোন আইন তোমাকে আটকাতে পারে না, আমার অনেক বাড়তি টাকা আছে। ওই বুড়ি মেয়েটার কথা ভেব না। আমার সঙ্গে এখনই সোজা চলে এস। আমি তোমাকে রাণীর মত রাখব।' বেচারি এলিস আতংকে ছুটে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই তিনি তার হাত ধরে দরজার দিকে টানতে লাগলেন। আমি চীৎকার করে উঠলাম, আর সেই মুহূর্তে আমার ছেলে আর্থার ঘরে ঢুকল। তারপর কি ঘটল আমি জানি না। আমি নানারকম কটূক্তি ও ধ্বস্তাধ্বস্তির শব্দ শুনেছিলাম। কিন্তু ভয়ে মুখ তুলতে পারি নি। যখন মুখ তুললাম তখন দেখি একটা লাঠি হাতে নিয়ে আর্থার দরজায় দাঁড়িয়ে হাসছে। আমাকে সে বলল, 'ভদ্রলোক আর কখনও আমাদের বিরক্ত করবে না। একবার গিয়ে দেখতে হবে তিনি কি করেন।' বলতে বলতে টুপিটা নিয়ে সে রাস্তায় বেরিয়ে গেল। পরদিন মিঃ ড্রেবারের রহস্যজনক মৃত্যুর খবর শুনলাম।'

'অনেকবার ঢোঁক গিলে থেমে থেমে ম্যাডাম চার্পেণ্টিয়ার যা বলেছিলেন এই হল সেই বিবরণ। সময় সময় সে এত নীচু স্বরে কথা বলছিল যে সব শোনাও যায় নি। আমি অবশ্য তার সব কথারই শর্ট-হ্যাণ্ড নোট নিয়েছি, যাতে কোনরকম ভুলের সম্ভাবনা না থাকে।'

শার্লক হোমস হাই তুলে বলল, 'খুবই উত্তেজনাপূর্ণ। তারপর কি হল?'

গোয়েন্দা বলতে লাগলেন, 'ম্যাডাম চার্পেণ্টিয়ার থামল। আমি বুঝতে পারলাম সমস্ত ব্যাপারটা একটা পয়েন্টের উপর নির্ভর করছে। একদৃষ্টিতে স্ত্রীলোকটির চোখের দিকে তাকালাম। মেয়েদের ব্যাপারে এটা অনেক সময়ই খুব কার্যকরী হয়। জানতে চাইলাম, তার ছেলে কখন ফিরেছিল।'

'আমি জানি না,' সে জবাব দিল।

'জানেন না?'

'না। তার কাছে একটা চাবি থাকে। সেটা দিয়ে দরজা খুলে সে নিজেই বাড়িতে ঢোকে।'

'আপনি শুতে যাবার পরে?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি কখন শুতে গিয়েছিলেন?'

'এগারোটায়।'

'অর্থাৎ আপনার ছেলে দুঘণ্টা বাইরে ছিল?'

'হ্যাঁ।'

boiRboi.net

'চার বা পাঁচ ঘণ্টাও হতে পারে?'

'হ্যাঁ।'

'এত সময় সে কি করছিল?'

'আমি জানি না।' সে জবাব দিল। তার ঠোঁট তখন সাদা হয়ে গেছে।

'অবশ্য এর পরে আর সেখানে কিছু করবার ছিল না। লেফটেন্যান্ট চার্পেন্টিয়ার কোথায় আছে খোঁজ করে দুজন অফিসার সঙ্গে নিয়ে সেখানে গেলাম এবং তাকে গ্রেপ্তার করলাম। তার কাঁধে হাত রেখে যখন তাকে নিঃশব্দে আমাদের সঙ্গে আসতে বললাম, সে উদ্ধত সাহসের সঙ্গে বলে উঠল, 'মনে হচ্ছে ঐ পাজী ড্রেবারের মৃত্যুর জন্য আমাকে গ্রেপ্তার করছেন।' তখনও আমরা তাকে কিছুই বলি নি। তাই তার পক্ষে ওকথা উল্লেখ করায় আমাদের সন্দেহ আরও বেড়ে গেল।'

'খুবই স্বাভাবিক' হোমস বলল।

'সে যখন ড্রেবারের পিছু নেয় তখন তার হাতে যে ভারী লাঠিটা ছিল বলে তার মা উল্লেখ করেছে, সেটা তখনও তার হাতেই ছিল। ওক কাঠের একটা মুগুরবিশেষ।'

'তাহলে তোমার বক্তব্যটা কি?'

'দেখুন, আমার বক্তব্য সে ব্রিক্স্টন রোড পর্যন্ত ড্রেবারকে অনুসরণ করে। সেখানে পৌঁছে দুজনের মধ্যে আবার ঝগড়া বাঁধে। সেইসময় ড্রেবারের পেটে লাঠির আঘাত লাগে এবং সে মারা যায়, কিন্তু আঘাতের কোন চিহ্ন মৃতদেহে পড়ে না। বৃষ্টির রাত। কেউ কোথাও ছিল না। চার্পেন্টিয়ার মৃতদেহটাকে টানতে টানতে খালি বাড়িতে নিয়ে যায়। আর মোমবাতি, রক্ত, দেওয়ালের লেখা, এবং আংটি—এসবই পুলিশকে ভুল পথে চালাবার ধোঁকা হতে পারে।'

উৎসাহ দেওয়ার ভঙ্গীতে হোমস বলল, 'চমৎকার! সত্যি গ্রেগসন, বেশ ভালই চালাচ্ছ। তোমাকে আরও বড় কিছু না বানিয়ে ছাড়ছি না।'

গোয়েন্দা গর্বভরে বলল, 'সমস্ত ব্যাপারটা বেশ ভালভাবে গুছিয়ে এনেছি বলে আমার খুব গর্ব হচ্ছে। যুবকটি স্বেচ্ছায় একটা বিবৃতি দিয়েছে। বলেছে, কিছুদূর পর্যন্ত ড্রেবারকে অনুসরণ করবার পর ড্রেবার ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য একটা গাড়িতে উঠে পড়ে। সেখান থেকে বাড়ি ফিরবার পথে একটা পুরনো জাহাজী বন্ধুর সঙ্গে তার দেখা হয় এবং তার সঙ্গে সে অনেকটা পথ হাঁটে। সেই পুরনো জাহাজী বন্ধু কোথায় থাকে জিজ্ঞাসা করা হলে সে কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারে না। আমার তো মনে হয় সব ব্যাপারটাই গাঁটে গাঁটে মিলে যাচ্ছে। লেস্ট্রেড যে ভুল পথে ঘুরে মরছে সেটা ভেবেই আমার আরও বেশী মজা লাগছে। আমার ধারণা, সে বেশী দূর এগোতেও পারবে না। আরে! সে যে সশরীরে হাজির!'

সত্যি লেস্ট্রেড। আমরা যখন কথা বলছিলাম তখন সে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসেছে। এবার ঘরে ঢুকল। তার হাবভাব এবং পোশাকে সাধারণতঃ যে আড়ম্বর থাকে সেটার যেন অভাব দেখা গেল। তার মুখে বিরক্তি ও গোলযোগের আভাষ। তার পোশাক এলোমেলো ও ময়লা। স্পষ্টই বোঝা গেল, সে শার্লক হোমসের সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছিল। সহকর্মীকে দেখেই কেমন যেন বিব্রত ও মুহ্যমান হয়ে পড়ল। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কি করবে বুঝতে না পেরে টুপিটা হাতাতে লাগল। অবশেষে বলল, 'একটা অসাধারণ কেস—একটা দুর্বোধ্য ব্যাপার!'

গ্রেগসন বিজয়গর্বে বলে উঠল, 'তোমার তাই মনে হচ্ছে বুঝি! আমি জানতাম তুমি ঐ সিদ্ধান্তেই পৌঁছবে। সচিব মিঃ জোসেফ স্ট্যাঙ্গারসনের খোঁজ পেয়েছ কি?'

লেস্ট্রেড গম্ভীরভাবে বলল, 'আজ সকাল ছ'টা নাগাদ হ্যালিডেস প্রাইভেট হোটেলে মিঃ জোসেফ স্ট্যাঙ্গারসন খুন হয়েছেন।'

৭ঃ আঁধারে আলো

যে সংবাদ লেস্ট্রেড জানাল সেটা এতই গুরুতর এবং অপ্রত্যাশিত যে আমরা তিনজনই প্রায় হতবাক হয়ে গেলাম। গ্রেগসন চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠতে গিয়ে অবশিষ্ট হুইস্কি ও জল ঢেলে ফেলল। আমি নিঃশব্দে শার্লক হোমসের দিকে তাকালাম। তার ঠোঁট ঠোঁটের উপর চেপে বসেছে। দুই ভুরু চোখের উপর নেমে এসেছে।

'স্ট্যাঙ্গারসনও!' সে অস্ফুটস্বরে বলল, 'ষড়যন্ত্র ঘণীভূত হচ্ছে।'

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে লেস্ট্রেড বলল, 'আগেই যথেষ্ট ঘণ ছিল। আমার তো মনে হচ্ছে কোন সমর-পরিষদে ঢুকে পড়েছি।'

গ্রেগসন তো-তো করে বলে উঠল, 'তুমি—তুমি নিশ্চিত জান খবরটা ঠিক?'

লেস্ট্রেড জবাব দিল, 'এইমাত্র তার ঘর থেকে আমি আসছি। ঘটনাটা আমিই প্রথম আবিষ্কার করি।'

হোমস বলল, 'এবিষয়ে গ্রেগসনের মত আমরা এতক্ষণ শুনছিলাম। তুমি কি দেখেছ বা করেছ, সেটা আমাদের জানাতে কোন আপত্তি আছে কি?'

চেয়ারে বসে লেস্ট্রেড জবাব দিল, 'কোনই আপত্তি নেই। খোলাখুলিই স্বীকার করছি, আমি ভেবেছিলাম ড্রেবারের মৃত্যুর সঙ্গে স্ট্যাঙ্গারসন জড়িত। বর্তমান পরিণতি অবশ্য বুঝিয়ে দিচ্ছে আমার সম্পূর্ণ ভুল হয়েছিল। ঐ ধারণা নিয়েই আমি সচিবের খোঁজে বেরিয়েছিলাম। ৩রা সন্ধ্যা সাড়ে আটটা নাগাদ তাদের দুজনকে ইউস্টন স্টেশনে দেখা গিয়েছিল। রাত দুটোয় ড্রেবারকে পাওয়া গেল ব্রিক্স্টন রোডে। কাজেই আমার কাছে প্রশ্ন হল, ৮টা ৩০ মিঃ থেকে ঘটনার সময় পর্যন্ত স্ট্যাঙ্গারসন কি করছিল এবং তারপরেই বা সে কোথায় গেল—সেটা বের করা। লোকটির বিবরণ দিয়ে লিভারপুলে তার করে দিলাম। তাদের বলে দিলাম, মার্কিন নৌকোগুলোর উপর নজর রাখতে। তারপর ইউস্টনের কাছাকাছি সবগুলি হোটেল ও লজিংহাউসে খোঁজ করলাম। দেখুন, আমি চিন্তা করলাম যে ড্রেবার এবং তার সঙ্গী যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে, তাহলে তার সঙ্গী কাছাকাছি কোথাও রাতটা কাটিয়ে পরদিন সকালে আবার স্টেশনে হাজির হবে—এটাই স্বাভাবিক।'

হোমস মন্তব্য করল, 'আগে থেকেই একটা কোন সাক্ষাতের জায়গা হয়তো তারা স্থির করেছিল।'

'তাই। গতকাল সারাটা সন্ধ্যা এই খোঁজেই কাটালাম। কিন্তু কোন ফল হল না। আজ খুব ভোরেই আবার আরম্ভ করলাম। আটটার সময় লিট্ল জর্জ স্ট্রীটের হ্যালিডেস প্রাইভেট হোটেলে পৌঁছলাম। মিঃ স্ট্যাঙ্গারসন সেখানে আছেন কিনা জানতে চাইলে তারা সঙ্গে সঙ্গেই সম্মতিসূচক জবাব দিল।

তারা আরও বলল, নিশ্চয় আপনারই আসবার কথা ছিল। দুদিন যাবৎ তিনি একজন ভদ্রলোকের জন্য অপেক্ষা করে আছেন।'

'তিনি কোথায় আছেন?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'তিনি উপরতলায় শুয়ে আছেন। ন'টায় ডেকে দিতে বলেছেন।'

'উপরে গিয়ে আমি এখনই তার সঙ্গে দেখা করব,' আমি বললাম।

'ভেবেছিলাম, আমি হঠাৎ উপস্থিত হলে তিনি ঘাবড়ে গিয়ে মুখ ফস্কে কিছু বলে ফেলতেও পারেন। ঘর দেখিয়ে দেবার জন্য পরিচারক আমার সঙ্গে গেল। ঘরটা তিনতলায়, একটা ছোট করিডর ধরে যেতে হয়। ঘরটা দেখিয়ে দিয়ে পরিচারক নীচে নেমে যাচ্ছিল, ঠিক সেইসময় আমি এমন কিছু দেখতে পেলাম যাতে বিশ বছরের অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও আমার কেমন মাথা ঘুরে গেল। দরজার নীচ দিয়ে রক্তের একটা ছোট লাল ফিতে এঁকে বেঁকে এসে প্যাসেজটা পার হয়ে অপরদিকের দেওয়ালের নীচে বেশ খানিকটা জমে আছে। আমি চীৎকার করে উঠতেই পরিচারকটি ফিরে এল। সব দেখে তারও মূর্চ্ছা যাবার উপক্রম। দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল। কিন্তু আমরাও কাঁধ লাগিয়ে দরজা ঠেলে ঢুকে পড়লাম। ঘরের জানালা খোলা, আর তারই নীচে নৈশ-পোশাক পরা একটি লোকের দেহ দলা পাকিয়ে পড়ে আছে। লোকটি মৃত। বেশ কিছুক্ষণ হল মারা গেছে, কারণ হাত-পাগুলো শক্ত এবং ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। তাকে উল্টে দিতেই পরিচারক চিনতে পারল, এই লোকটিই জোসেফ স্ট্যাঙ্গারসন নামে ঘর ভাড়া নিয়েছেন। বাঁদিকে একটা গভীর ক্ষত হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ করে ফেলেছে। তার ফলেই লোকটির মৃত্যু ঘটেছে। তারপরই আসছে এব্যাপারের সবচেয়ে বিস্ময়কর অংশ। নিহত লোকটির উপর কি ছিল আন্দাজ করুন তো।'

শার্লক হোমস উত্তর দেবার আগে আসন্ন বিভীষিকার কল্পনায় আমার শরীর শির্‌শির্ করে উঠল।

সে বলল, 'রক্তের অক্ষরে লেখা 'RACHE (রাসে) শব্দটি।'

আতংকগ্রস্ত গলায় লেস্ট্রেড বলল, 'ঠিক তাই।' কিছুক্ষণ সকলেই চুপ করে রইলাম।

এই অজ্ঞাত আততায়ীর ক্রিয়া-কলাপের মধ্যে এমন একটা শৃঙ্খলা অথচ দুর্বোধ্যতা আছে যার ফলে তার অপরাধ আরও ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করেছে। আমার যে স্নায়ু রণক্ষেত্রেও যথেষ্ট শক্ত ছিল, তাও যেন এই অপরাধের চিন্তায় শির্‌শির্ করতে লাগল।

লেস্ট্রেড বলতে লাগল 'লোকটি চোখেও পড়েছিল। হোটেলের পিছনের আস্তাবল থেকে যে গলিটা চলে গেছে সেই পথ ধরে গোশালার দিকে যাচ্ছিল একটি গোয়ালা ছেলে। সে দেখতে পায়, ওখানে সাধারণত যে মইটা পড়ে থাকে সেটা তিনতলার একটা জানালার সঙ্গে লাগানো। জানালাটা খোলা। একটু এগিয়ে ফিরে তাকাতেই সে দেখতে পায় একটা লোক মই বেয়ে নামছে। সে এত শান্তভাবে ও প্রকাশ্যে নেমে এল যে ছেলেটি ভাবল, লোকটি হয় তো ছুতোর বা হোটেলের কোন যোগানদার। সে আরও ভাবল, লোকটা এত সকালে কাজে এসেছে কেন। এ ছাড়া তার সম্পর্কে আর কিছুই তার মনে আসে নি। তার মোটামুটি মনে আছে যে লোকটি লম্বা, তার মুখ লালচে, পরনে লম্বা বাদামী কোট। খুনের পরেও কিছুক্ষণ সে ওই ঘরে ছিল, কারণ বেসিনে রক্ত-

মেশানো জলের দাগ আমরা দেখতে পেয়েছি, সেখানে সে নিশ্চয় হাত ধুয়েছে, আর চাদরে রয়েছে রক্তের দাগ, যাতে সে ইচ্ছা করে ছুরিটা মুছেছে।

খুনীর বিবরণ শুনে আমি আড়-চোখে হোমসের দিকে তাকালাম, কারণ তার নিজের বিবরণের সঙ্গে এটা হুবহু মিলে গেছে। তার মুখে কিন্তু উল্লাস বা সন্তুষ্টির চিহ্নমাত্র নেই।

সে প্রশ্ন করল 'খুনীকে ধরবার সূত্র পাওয়া যায় এরূপ কোন কিছুই কি ঘরের মধ্যে দেখনি ?'

'কিচ্ছু না। ড্রেবারের টাকার থলিটা স্ট্যাঙ্গারসনের পকেটে ছিল। এটা তো খুবই স্বাভাবিক। কারণ দেনা-পাওনা সব সেই করত। তার মধ্যে আশি পাউন্ড ছিল, কিছুই খোয়া যায় নি। এইসব অসাধারণ অপরাধের উদ্দেশ্য আর যাই হোক ডাকাতি নয়। নিহত লোকটির পকেটে কোন কাগজপত্র বা স্মৃতি-লেখা ছিল না। শুধু ছিল একটা টেলিগ্রাম। ক্লিভল্যান্ডে এক মাস আগের তারিখ দেওয়া। তাতে লেখা, 'জে, এইচ, ইওরোপে আছে।' নীচে কোন নাম লেখা নেই।'

'আর কিছুই ছিল না ?' হোমস প্রশ্ন করল।

'গুরুত্বপূর্ণ কিছুই না। লোকটি যে উপন্যাসখানা পড়তে পড়তে ঘুমিয়েছিল সেখানা বিছানার উপর পড়ে-ছিল। আর তার পাইপটা ছিল পাশেই চেয়ারের উপর। টেবিলের উপর এক গ্লাস জল ছিল, আর জানালার গোবরাটের উপর ছিল একটা টুকরো মলমের বাক্স, তাতে গোটা দুই বড়ি।'

আনন্দে চীৎকার করে শার্লক হোমস চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠল।

'শেষ সূত্র', উল্লাসে চীৎকার করে সে বলল, 'এবার আমার কেস সম্পূর্ণ হল।'

দুই গোয়েন্দা সবিস্ময়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল।

আমার সঙ্গী আত্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে বলতে লাগল, 'যে-সব সুতো মিলে এমন একটা জট পাকিয়েছিল, তার সব-গুলোকে এখন হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েছি। যদিও কিছু কিছু টুকরো ঘটনা এখনও তার মধ্যে ঢোকাতে হবে, তথাপি স্টেশনে ড্রেবার এবং স্ট্যাঙ্গারসন পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পর থেকে স্ট্যাঙ্গারসনের মৃতদেহ আবিষ্কার পর্যন্ত সবগুলি প্রধান ঘটনা সম্পর্কে আমি এতই নিশ্চিত যেন সেগুলোকে আমি নিজের চোখে দেখেছি। আমার জ্ঞানের একটা প্রমাণ তোমাকে দিচ্ছি। সেই বড়িগুলো তোমার কাছে আছে কি ?'

একটা ছোট সাদা বাক্স বের করে লেস্ট্রেড বলল, 'থানায় গিয়ে একটা নিরাপদ জায়গায় রাখবার জন্য মলমের বাক্স, টাকার থলি আর টেলিগ্রামখানা আমি নিয়ে এসেছি। কিছু না ভেবেই বড়িগুলো আমি নিয়ে এসেছি, কারণ সত্যি বলছি ওগুলোর উপর কোন গুরুত্বই আরোপ করছি না।'

হোমস বলল, 'ওগুলো আমাকে দাও দেখি।' তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আচ্ছা ডাক্তার, এগুলো কি সাধারণ বড়ি ?'

সাধারণ মোটেই নয়। মুক্তোর মত রং, ছোট গোল, স্বচ্ছ। আমি বললাম, 'এগুলো এত হাল্কা এবং স্বচ্ছ যে জলে ফেললে গলে যাবে বলে মনে হয়।'

হোমস বলল, ঠিক তাই। দয়া করে নীচে গিয়ে টেরিয়ারটাকে নিয়ে আসবে কি ? ওটা তো অনেকদিন থেকেই ভুগছে, আর গৃহকর্ত্রীও তোমাকে কালই বলেছে ওটাকে সব যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই দিতে।'

আমি নীচে গিয়ে কুকুরটাকে কোলে করে নিয়ে এলাম। তার শ্বাসকষ্ট আর ঝকঝকে চোখ দেখেই মনে হল, ওর শেষের দিন আর বেশী দেরী নেই। ওর বরফের মত সাদা নাকই ঘোষণা করছে যে কুকুর-জীবনের আয়ুষ্কাল ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গেছে। কম্বলের উপর একটা কুশনে ওটাকে রাখলাম।

'এইবার একটা বড়িকে দুটুকরো করে কাটছি,' বলে হোমস একখানা কলমকাটা ছুরি বের করে কথামত কাজ করল। 'ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য অর্ধেকটা বাক্সেই রেখে দিলাম। বাকি অর্ধেকটা এক চামচ জল-ভরা এই মদের গ্লাসে ফেললাম। দেখ, আমার ডাক্তার বন্ধুটি ঠিকই বলেছে। সঙ্গে সঙ্গে বড়িটা গলে গেল।'

কাউকে উপহাস করলে সে যেরকম আহত হয় সেই-রকম ক্ষুব্ধ গলায় লেস্ট্রেড বলল, 'ব্যাপারটা দেখতে ভালই, কিন্তু জোসেফ স্ট্যাঙ্গারসনের মৃত্যুর সঙ্গে এর কি সম্পর্ক আমি তো বুঝতে পারছি না।'

'ধৈর্য, বন্ধু, ধৈর্য ! যথাসময়েই দেখতে পাবে সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। মিশ্রণটাকে স্বাদু করবার জন্য একটু দুধ মিশিয়ে কুকুরটার সামনে ধরলেই ও সবটা চেটে খেয়ে ফেলবে।'

বলতে বলতে সে মদের গ্লাসের মিশ্রণটা একটা পাত্রে ঢেলে টেরিয়ারটার সামনে ধরতেই সে চটপট সেটাকে খেয়ে ফেলল। শার্লক হোমসের একাগ্রতা আমাদের উপর এতই প্রভাব বিস্তার করেছিল যে আমরা নিঃশব্দে বসে জন্তু-টাকে দেখছিলাম আর বিস্ময়কর কোন ফলের প্রত্যাশা করছিলাম। কিন্তু সেরকম কিছুই ঘটল না। কুকুরটা

কুশনের উপর টান-টান হয়ে শ্বাস টানতে লাগল। কিন্তু ঐ পানীয় পান করার ফলে তার মধ্যে ভাল বা মন্দ কোন লক্ষণই দেখা গেল না।

হোমস ঘড়ি বার করে দেখছে। মিনিটের পর মিনিট বিফলে কেটে যাচ্ছে। তার চোখে-মুখে উদ্বেগ ও হতাশার ছায়া পড়েছে। সে ঠোঁট কামড়াচ্ছে, আঙুল দিয়ে টেবিলে টোকা দিচ্ছে, একে একে তীব্র অধৈর্যের সব লক্ষণই তার মধ্যে ফুটে উঠেছে। সে এতই মুষড়ে পড়ছে যে তার জন্য সত্যই আমার দুঃখ হচ্ছিল। কিন্তু সে যে শেষ পর্যন্ত একটা ধাক্কা খেয়েছে তাতে গোয়েন্দা-যুগল অখুশি তো নয়ই বরং মিটি-মিটি হাসছে।

অবশেষে চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে ঘরময় দ্রুতবেগে পায়চারি করতে করতে সে বলে উঠল, 'এটা আকস্মিক যোগাযোগ হতে পারে না। আকস্মিক যোগাযোগ হওয়া অসম্ভব। ড্রেবারের ক্ষেত্রে যে বড়ির সন্দেহ আমি করেছিলাম, স্ট্যাঙ্গারসনের মৃত্যুর পরে সেই একই বড়ি পাওয়া গেছে। অথচ ওগুলো তো জড় পদার্থ। এর কি অর্থ হতে পারে। আমার যুক্তি-শৃঙ্খলটা আগাগোড়াই ভ্রান্ত হতে পারে না। অসম্ভব! অথচ এই হতভাগ্য কুকুরটার কিছুই হল না। ও হো, পেয়েছি! পেয়েছি! আনন্দে চীৎকার করে উঠে সে বাক্‌স্‌টার কাছে ছুটে গেল, অন্য একটি বড়ি কেটে জলে গুলে দুধে মেশাল। টেরিয়ারটার সামনে ধরতেই হতভাগ্য জন্তুটা সেই পানীয়ে ঠোঁট ভেজাতে না ভেজাতেই তার সারা দেহটা থর্‌ থর্‌ করে কেঁপে উঠেই বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত নিজ্জীব হয়ে গেল।

শার্লক হোমস একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বলল, 'নিজের উপরে আরও বিশ্বাস রাখা উচিত ছিল। একটা বিশেষ ঘটনা যদি একটা দীর্ঘ অনুমান-শৃংখলের বিরোধী হয়, তাহলে সে ঘটনাটির অন্য কোন ব্যাখ্যা যে অবশ্যই পাওয়া যাবে—এতদিনেও সেটা অন্তত আমার জানা উচিত। ঐ বাক্‌সের দুটো বড়ির একটা ছিল মারাত্মক বিষ, অন্যটা ছিল সম্পূর্ণ অক্ষতিকর। বাক্‌স্‌টা দেখবার আগেই এটা আমার বোঝা উচিত ছিল।'

এই সর্বশেষ বক্তব্যটি এতই চাঞ্চল্যকর যে তার বুদ্ধি-শুদ্ধি ঠিক আছে কিনা সেবিষয়ে সন্দেহ হতে লাগল। অবশ্য মৃত কুকুরটা প্রমাণ করছে যে তার অনুমানই যথার্থ, আমার মনের কুয়াসাও যেন ক্রমেই কেটে যাচ্ছে। আমি যেন সত্যের একটা অস্পষ্ট অনুভূতি লাভ করেছি।

হোমস বলতে লাগল, 'এসবই তোমাদের কাছে আশ্চর্য মনে হচ্ছে, কারণ তদন্তের একেবারে শুরুতেই যে একমাত্র প্রকৃত সূত্রটি তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছিল তার গুরুত্ব তোমরা বুঝতে পারনি। সৌভাগ্যবশত সেটাকে আমি ধরতে পেরেছিলাম, এবং তারপর থেকে যা কিছু ঘটেছে সবই আমার মূল ধারণাকে সমর্থন তো সে করেছেই, বরং সে সবই তার ন্যায়সংগত পরিণতি। কাজেই যেসব ব্যাপার তোমাদের বিচলিত করেছে এবং কেসটাকে আরও জটিল করে তুলেছে, সেগুলিই আমাকে দেখিয়েছে আলো, আমার সিদ্ধান্তকে করেছে দৃঢ়তর। বিস্ময়করতাকে রহস্যের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা একটা মস্ত বড় ভুল। সবচাইতে সাধারণ অপরাধই প্রায়শঃ সবচাইতে রহস্যময় হয়ে থাকে, কারণ তাতে এমন কোন নতুন বা বিশেষ লক্ষণ থাকে না যার থেকে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। এক্ষেত্রেও মৃতের দেহটা যদি রাস্তায় পাওয়া যেত, যে-সমস্ত ভয়ংকর ও উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা-সমাবেশ সমস্ত ব্যাপারটাকে উল্লেখযোগ্য করে তুলেছে সেসব কিছুই যদি না থাকত, তাহলে এই খুনের রহস্যভেদ করা আরও অনেক বেশী কষ্টসাধ্য হত। এই সব বিস্ময়কর ঘটনার সমাবেশ কেসটাকে কষ্টসাধ্য করার বদলে বরং সহজসাধ্য করে তুলেছে।'

মিঃ গ্রেগসন যথেষ্ট ধৈর্যসহকারে এই ভাষণ শুনছিল। কিন্তু আর সে নিজেকে সংযত রাখতে পারল না। বলে উঠল, 'দেখুন মিঃ শার্লক হোমস, আমরা সকলেই স্বীকার করছি যে আপনি খুব চতুর লোক, আপনার কাজের একটা নিজস্ব পদ্ধতি আছে। কিন্তু এখন আমরা শুধু থিওরি আর ভাষণের চাইতেও বেশী কিছু চাই। কথা হচ্ছে, আসল লোকটি কে। আমার কথা বলেছি। দেখছি, আমার ভুল হয়েছিল। যুবক চার্পেন্টিয়ার দ্বিতীয় ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে না। লেস্ট্রেড ছুটেছিল স্ট্যাঙ্গারসনের পিছনে। দেখা যাচ্ছে, তারও ভুল হয়েছিল। আপনি এখানে কিছু ইঙ্গিত করেছেন, ওখানে কিছু ইঙ্গিত করেছেন, মনে হচ্ছে, আমাদের চাইতে বেশীই আপনি জানেন। কিন্তু এখন আমরা সরাসরি জানতে চাই, এবিষয়ে আপনি কতটা জানেন। একাজ কে করেছে তার নাম কি আপনি বলতে পারেন?'

লেস্ট্রেড বলল, 'আমারও অভিমত যে গ্রেগসন ঠিকই বলেছে স্যার।' আমরা দুজনই চেষ্টা করে বিফল হয়েছি। আমি ঘরে ঢুকবার পরে আপনি একাধিকবার বলেছেন যে প্রয়োজনীয় সব প্রমাণই আপনার কাছে আছে। নিশ্চয়ই আপনি সেগুলি আর চেপে রাখবেন না।'

আমি বললাম, 'আততায়ীর গ্রেপ্তার বিলম্বিত হলে সে নতুন কোন দুষ্কর্মের সুযোগ পেতে পারে।'

এইভাবে সকলে চেপে ধরায় হোমস অস্থিরভাবে ঘরের এদিক-ওদিক হাঁটতে লাগল। মাথাটা বুকের উপর ঝুঁকে পড়েছে, ভুরু দুটো নেমে এসেছে। গভীর চিন্তায় মগ্ন হলেই তার এরকম হয়।

হঠাৎ থেমে আমাদের সামনে এসে সে বলে উঠল, 'আর খুন হবে না। সে সম্ভাবনা একেবারেই বাতিল করে দিতে পার। তোমরা জানতে চেয়েছ, হত্যাকারীর নাম আমি জানি কি না। জানি। শুধু নাম জানাটা কিছু নয়, আসল কথা হচ্ছে তাকে পাকড়াও করা। আশা করছি অতি শীঘ্রই সেটা পারব। যথেষ্ট আশা আছে যে আমার নিজের ব্যবস্থাপনায়ই সেটা সম্পন্ন হবে। কিন্তু খুব সতর্কতায় সঙ্গে কাজ করতে হবে, কারণ একটি খুব সুচতুর ও বেপরোয়া লোকের সঙ্গে আমাদের যুঝতে হবে, এবং আমি প্রমাণ পেয়েছি যে তার এমন একজন সঙ্গী আছে যে তার মতই চতুর। কেউ তার খোঁজ পেয়েছে এটা যতক্ষণ সে না জানতে পারবে ততক্ষণই তাকে পাকড়াও করবার কিছুটা সম্ভাবনা আছে। কিন্তু তিলমাত্র সন্দেহ বোধ করলেই সে নাম পাল্টে এই মহানগরীর চল্লিশ লক্ষ লোকের মধ্যে নিমেষে অদৃশ্য হয়ে যাবে। আপনাদের মনে কোনরকম আঘাত দেবার ইচ্ছে আমার নেই। কিন্তু একথা বলতে আমি বাধ্য যে দুটি লোকের মহড়া নেবার সামর্থ্য সরকারী পুলিশ বাহিনীর নেই, আর সেইজন্যই আপনাদের সহায়তা আমি চাই নি। আমি বিফলকাম হলে অবশ্য আপনাদের বাদ দেওয়ার দায়ভাগ আমাকে বহন করতে হবে। আর সেজন্য আমি প্রস্তুতও আছি। বর্তমানে আমি এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে আমার ব্যবস্থাকে বিপন্ন না করে যখনই আপনাদের সব কথা জানান সম্ভব হবে সেই মুহূর্তেই তা জানিয়ে দেব।'

এই প্রতিশ্রুতিতে বা গোয়েন্দা পুলিশ সম্পর্কে নিন্দাসূচক উল্লেখে গ্রেগসন বা লেস্ট্রেড কাউকেই সন্তুষ্ট মনে হল না। গ্রেগসনের মুখ, তার হলদে চুলের গোড়া পর্যন্ত লাল হয়ে উঠল, আর লেস্ট্রেডের ক্ষুদে চোখ দুটি কৌতূহলে ও ক্ষোভে চকচক করতে লাগল। কেউ কোন কথা বলবার আগেই দরজায় একটা টোকা পড়ল এবং বাউন্ডুলে ছেলেদের দলপতি উইগিন্স ঘরে ঢুকল।

মাথার সামনেকার চুলে হাত রেখে সে বলল, 'স্যার, নীচে গাড়িখানা রেখেছি।'

হোমস বলল, 'লক্ষ্মী ছেলে।' টেবিলের টানা থেকে একজোড়া স্টীলের হাত-কড়া বের করে সে আরও বলল, 'স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে এই ব্যবস্থাটা চালু করা না কেন? দেখ না, এর স্প্রিংটা কী সুন্দর কাজ করবে। মুহূর্তের মধ্যে আটকে ধরবে।'

লেস্ট্রেড মন্তব্য করল, 'হাত-কড়া' পরাবার লোকটিকে খুঁজে বের করতে পারলে পুরনো ব্যবস্থাও মন্দ কাজ করবে না।"

হোমস হেসে বলল, 'খুব ভাল, খুব ভাল। গাড়োয়ান আমার বাক্সগুলো নামাতে নিশ্চয়ই সাহায্য করবে। উইগিন্স, তাকে উপরে আসতে বল।'

আমার সঙ্গী এমনভাবে কথা বলল যেন সে কোথাও ভ্রমণে বের হবে। এতে আমি বিস্মিত হলাম, কারণ এ সম্পর্কে সে তো আমাকে কিছুই বলে নি। ঘরের মধ্যে একটা ছোট পোর্টম্যাণ্টো ছিল। সেটাকে টেনে বের করে সে তাতে পটি আটকাতে লাগল। সেই সময় গাড়োয়ান ঘরে ঢুকল।

সে তখন হাঁটু ভেঙে বসে পটি আঁটছিল। মুখ না ঘুরিয়ে বলল, 'গাড়োয়ান, এই বকলসটা আঁটতে একটু সাহায্য কর তো।'

রুষ্ট, উদ্ধত ভঙ্গীতে এগিয়ে গিয়ে লোকটি কাজে হাত লাগাল। ঠিক সেই মুহূর্তে ক্লিক করে একটা শব্দ হল, ধাতুর কর্কশ আওয়াজ শোনা গেল এবং শার্লক হোমস লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

'ভদ্রমহোদয়গণ', ঝকঝকে চোখ মেলে সে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'মিঃ জেফারসন হোপের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দি,—ইনিই এনক ড্রেবার এবং জোসেফ স্ট্যাঙ্গারসনের হত্যাকারী।'

মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত ব্যাপারটা ঘটে গেল। এত দ্রুত ঘটল যে কোন কিছু বুঝবার সময়ই পেলাম না। সেই মুহূর্তের স্মৃতি এখনও আমার মনে স্পষ্ট হয়ে আছে। হোমসের সগৌরব ঘোষণা, তার কণ্ঠস্বর, গাড়োয়ানের বিহ্বল বিকৃত মুখ, ইন্দ্রজালের মত তার কব্জিতে আটকে-থাকা চকচকে হাত-কড়ার প্রতি তার চোখের দৃষ্টি—সব। দু' এক সেকেণ্ডের মত আমরা সবাই যেন পাথরের মূর্তিতে পরিণত হয়েছিলাম। তারপরই একটা ক্রুদ্ধ দুর্বোধ্য গর্জন করে বন্দী হোমসের মুঠো থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে জানালার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার ধাক্কায় কাঠের ফ্রেম ও কাঁচ ভেঙে গেল। কিন্তু সে সম্পূর্ণ বেরিয়ে যাবার আগেই গ্রেগসন, লেস্ট্রেড এবং হোমস শিকারী কুকুরের মত তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাকে টেনে আনা হল ঘরের মধ্যে। তারপর শুরু হল এক প্রচণ্ড সংঘর্ষ। লোকটি এতই শক্তিশালী ও হিংস্র যে আমাদের চারজনকে সে বারবার ছিটকে ফেলে দিতে লাগল। মনে হচ্ছিল সে যেন মৃগীরোগাক্রান্ত রুগীর মত অমিত বল-

শালী। কাঁচের ভিতর দিয়ে বের হবার চেষ্টায় তার মুখ এবং হাত ভয়ংকরভাবে কেটে গেছে। কিন্তু সে রক্তক্ষয়ের ফলে তার প্রতিরোধশক্তি হ্রাস পায় নি। একসময়ে লেস্ট্রেড যখন তার গলা-বন্ধনীর মধ্যে হাত ঢুকিয়ে তার গলায় ফাঁস আটকাবার উদ্যোগ করে ফেলল, তখন সে বুঝতে পারল আর লড়াই করে কোন লাভ নেই। তৎসত্ত্বেও যতক্ষণ তার হাত আর পা কসে একসঙ্গে বাঁধা না হল ততক্ষণ আমরা নিরাপদ বোধ করছিলাম না। সেটা হয়ে গেলে আমরা হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে দাঁড়ালাম।

শার্লক হোমস বলল, 'ওর গাড়িটা আছে। তাতে চড়িয়েই ওকে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া যাবে।' তারপর স্মিত হেসে সে বলল, 'ভদ্রমহোদয়গণ, আমাদের এই ছোট্ট রহস্যের সমাপ্তি ঘটল। এইবার আপনাদের যদি কোন প্রশ্ন থাকে আমাকে জানান। এখন আর এমন কোন বিপদ নেই যার জন্য আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি অস্বীকার করব।'

অধ্যায় ২

সন্তদের দেশ

৮ঃ বিশাল ক্ষারময় প্রান্তরে

উত্তর আমেরিকা মহাদেশের মধ্যাঞ্চলে একটি শুষ্ক বিকর্ষক মরুভূমি আছে। দীর্ঘকাল ধরে সেই মরুভূমি সভ্যতার অগ্রগতির পথে বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সিয়েরা নেভেডা থেকে সেব্রাস্কা পর্যন্ত এবং উত্তরে ইয়োলোস্টোন নদী থেকে দক্ষিণে কলোরাডো পর্যন্ত বিস্তৃত এক নির্জন নিস্তব্ধতার রাজত্ব। সেই ভয়াবহ অঞ্চলের সর্বত্র আবার প্রকৃতির একরকম চেহারা নয়। সেখানে তুষার-কিরীট উত্তুঙ্গ পর্বতমালা যেমন আছে, তেমনই আছে ছায়াচ্ছন্ন বিষণ্ণ উপত্যকা। উপলবন্ধুর গিরিনালার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত খরস্রোতা নদী। আর আছে বিশাল সব প্রান্তর,—শীতকালে সব বরফে সাদা হয়ে যায়, আবার গ্রীষ্মকালে লবণাক্ত ক্ষারময় ধূলোর আবরণে ধূসর হয়ে ওঠে। কিন্তু সকল অবস্থাতেই একটি বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ থাকে—তা হল অনুর্বরতা, অনতিথেয়তা এবং দুঃখ-দীনতা।

এই নিরাশার দেশে কোন মানুষ বাস করে না। কালে-ভদ্রে কোন ''পনি'' বা ''ব্ল্যাকফিট''-এর দল হয়তো অন্য কোন শিকার-অঞ্চলের সন্ধানে সেদেশে পদক্ষেপ করতে পারে ; কিন্তু দুঃসাহসিকতম মানুষও ওই সব ভয়াবহ প্রান্তরের দৃষ্টিসীমার বাইরে গিয়ে আবার নিজেদের তৃণাচ্ছাদিত দেশে যেতে পারলে খুশিতে ভরে ওঠে। নেকড়ের দল ঝোপে-ঝাড়ে লুকিয়ে থাকে। বাজপাখি মহাশূন্যে পাখা ঝাপটায়। আর কদাকার ধূসর ভল্লুক পাহাড়ের অন্ধকার খাদে খাদ্যের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। সেই জনহীন প্রান্তরে এরাই হল একমাত্র বাসিন্দা। সিয়েরা ব্ল্যাংকোর উত্তরের ঢালু অঞ্চলের চাইতে ভয়ঙ্কর দৃশ্য সারা পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। যতদূর চোখ যায় ক্ষারের আবরণে ঢাকা এক বিশাল সমভূমি প্রসারিতঃ শুধু মাঝে মাঝে কিছু বেঁটে বেঁটে সবুজ ওকের ঝোপ। দিগন্তের দূরতম প্রান্তে দেখা যায় পর্বত-শৃঙ্গের এক দীর্ঘ সারি,—তাদের বন্ধুর শিখরগুলি বরফে আচ্ছাদিত। এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জীবনের বা জীবনের অঙ্গীভূত কোন কিছুর চিহ্নমাত্র নেই,—নীল আকাশে কোন পাখি নেই, একঘেয়ে ধূসর মাটিতে কোন চলাচল নেই,—আছে শুধু নিরবচ্ছিন্ন নিস্তব্ধতা। যতই কান পেতে থাক, সেই বিশাল প্রান্তরে শব্দের ছায়ামাত্র নেই। শুধুই নিস্তব্ধতা—পরিপূর্ণ হৃদয়-বিদারক নিস্তব্ধতা।

বলা হল, সেই বিস্তীর্ণ সমভূমিতে জীবনের অঙ্গীভূত কোন কিছু নেই। কথাটা সত্য নয়। সিয়েরা ব্ল্যাংকো থেকে নীচের দিকে তাকালে দেখা যাবে একটি পথ মরুভূমির বুক চিরে এঁকে বেঁকে সুদূরে হারিয়ে গেছে। বহু অভিযাত্রীর গাড়ির চাকা ও পায়ের দাগ আঁকা আছে সেই পথে। এখানে-ওখানে ছড়িয়ে আছে কিছু সাদা জিনিস, সূর্যের আলোয় চকচক করছে, জমেথাকা ক্ষারের ধূসরতার মধ্যে স্পষ্ট চোখে পড়ছে। এগিয়ে যাও, আর সেগুলিকে পরীক্ষা করে দেখ! সবই হাড়—কতকগুলি বড় আর মোটা, অন্যগুলি ছোট ও চিকন। প্রথমগুলি ষাঁড়ের, অন্যগুলি মানুষের হাড়, চলতে চলতে যারা পথের পাশেই মরে পড়ে আছে তাদের বিক্ষিপ্ত দেহাবশেষে ছাওয়া এই বীভৎস যাত্রাপথ চোখে পড়বে পনেরো শ' মাইল ধরে।

আঠারো শো সাতচল্লিশ সালের ৪ঠা মে তারিখে একটি

নিঃসঙ্গ পথিক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্যই দেখছিল। ঐ রাজ্যের অধিষ্ঠাতা অপদেবতা বা দানবের মতই তার চেহারা। বয়স চল্লিশ কি ষাট বলা শক্ত। মুখ সরু ও বীভৎস, বেরিয়ে-আসা হাড়ের উপর বাদামী কাগজের মত চামড়া টেনে লাগানো ; লম্বা বাদামী চুল ও দাড়িতে সাদা চুলের ডোরাকাটা ; গর্তের মধ্যে বসে-যাওয়া চোখদুটি অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতায় জ্বলছে, মাংসহীন কংকালের মত হাতে একটা রাইফেল। অস্ত্রটার উপর ভর দিয়ে সে দাঁড়িয়েছিল। দীর্ঘ দেহ আর মোটা হাড়ের কাঠামোটা দেখলেই বোঝা যায় তার স্বাস্থ্য মজবুত ও কর্মঠ। তার শুকনো মুখ আর ততোধিক শুকনো হাত-পায়ের উপর থেকে ঝুলে-পড়া পোশাক দেখলেই বোঝা যায় যেন চেহারায় এই জরাজীর্ণ বার্ধক্যের লক্ষণ। লোকটি মৃতপ্রায়—ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় মৃতপ্রায়। দলের কোন চিহ্ন দেখবার ব্যর্থ আশায় সে অনেক কষ্টে পাহাড়ের খাঁড়ি বেয়ে এই উঁচু জায়গাটায় উঠেছে। এখনও তার চোখের সামনে প্রসারিত এক বিশাল লবণাক্ত প্রান্তর আর বন্ধুর পর্বতের শ্রেণী। দলের অস্তিত্ব জানাবার মত ছোট-বড় কোন গাছের চিহ্ন-মাত্রও নেই। সেই বিশাল ভূখণ্ডে আশার চিহ্নমাত্র নেই। উত্তরে, পূবে, পশ্চিমে বিভ্রান্তি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে সে বুঝতে পারল, এবার তার যাত্রার শেষ হবে—এই অনুর্বর পর্বতে তার মৃত্যু আসন্ন। একটা পাথরের উপর বসে পড়ে আপন মনেই সে বলে উঠল, 'আজ থেকে বিশ বছর পরে এইখানে পালকের শয্যার উপরেই বা নয় কেন?'

ধূসর রঙের শালে বাঁধা যে বড় পোঁটলাটা সে ডান কাঁধে ঝুলিয়ে এনেছিল, বসবার আগে সেটাকে এবং অকেজো রাইফেলটাকে মাটিতে রেখে দিল। ভারী পোঁটলাটা বইতে তার কষ্ট হচ্ছিল। তাই সেটা নামাবার সময় ঝুপ করে সশব্দে মাটিতে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে একটা কান্নার শব্দ শোনা গেল। দেখা গেল একটি ভীত ত্রস্ত মুখ, উজ্জ্বল বাদামী চোখ, আর ফুটফুটে দাগওয়ালা দুখানি নিটোল হাত।

তিরস্কারের সুরে একটি শিশুকণ্ঠ বলল, 'তুমি আমাকে মারলে!'

লোকটি অনুতাপের সুরে বলল, 'তাই নাকি! আমি ইচ্ছে করে করিনি।' পোঁটলা খুলে তার ভেতর থেকে বের করল একটি বছর পাঁচেকের ছোট্ট মিষ্টি মেয়েকে। তার সুদৃশ্য জুতো, গোলাপী ফ্রক আর সুতির অ্যাপ্রণ, দেখলেই বোঝা যায় মায়ের যত্নে সে পালিত হয়েছে। মেয়েটির মুখ বিবর্ণ ও শুকনো, তবু তার গোলগাল হাত-পা দেখলেই বোঝা যায় সঙ্গীর মত এত দুঃখ সে পায় নি।

মেয়েটি তখনও মাথাভর্তি সোনালী চুলে হাত ঘসছে দেখে লোকটি উদ্বেগের সঙ্গে বলল, 'এখন কেমন আছ?'

আহত জায়গাটা দেখিয়ে সে গম্ভীরভাবে বলল, 'এইখানটায় চুমু খেয়ে ভাল করে দাও। মা তো তাই করে। মা কোথায়?'

'মা চলে গেছে। তবে শিগ্‌গিরই তার দেখা পাবে।'

ছোট মেয়েটি বলল, 'চলে গেছে! মজার কথা, সে তো ''গুডবাই'' বলে গেল না। যখনই চা খেতে কাকির বাড়ি যায় তখনই তো মা আমাকে ''গুডবাই'' বলে। অথচ তিন দিন তার দেখা নেই। দেখ না, এখানটা ভীষণ শুকনো, তাই-না? এখানে কি জল বা খাবার কিছু নেই?'

'না মা কিচ্ছু নেই। আর একটু সয়ে থাক, তারপরই সব ঠিক হয়ে যাবে। আমার কোলে মাথাটা রাখো, তাহলে ভাল লাগবে। ঠোঁট শুকিয়ে চামড়া হয়ে গেলে কি কথা বলতে ভাল লাগে? আমি বরং তোমাকে এই তাসগুলো দেখাই। বল তো, এগুলো কি?'

দু'টুকরো চকচকে আভ্ হাতে পেয়ে মেয়েটি আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল, 'কী সুন্দর! কী সুন্দর! বাড়ি গিয়ে এগুলো ভাই ববকে দেব!'

লোকটি জোর গলায় বলল, 'শিগগিরই এর চাইতে আরও ভাল জিনিস তুমি দেখতে পাবে। একটু অপেক্ষা কর। সব বলব। তোমার মনে পড়ে কতক্ষণ আগে আমরা নদীটা পেরিয়ে এসেছি?'

'হ্যাঁ, পড়ে।'

'হিসেব মত শিগগিরই আর একটা নদী পার হবার কথা, বুঝলে? কিন্তু কি যেন একটা গোলমাল হয়েছে! কম্পাস, মানচিত্র, বা আর কিছু। ফলে নদী আর পাচ্ছি না। জল ফুরিয়ে গেল। শুধু তোমার জন্য কয়েক ফোঁটা, আর—আর—'

তার অপরিচ্ছন্ন চেহারার দিকে তাকিয়ে গম্ভীরভাবে মেয়েটি বলল, 'তুমি তো মুখও ধুতে পার নি।'

'না। একফোঁটা খেতেও পারি নি। প্রথমে গেলেন মিঃ বেন্ডার, তারপর মিগ্রো পেটে, তারপর মিসেস ম্যাক-গ্রেগর, তারপর জনি হোমস, আর তারপর তোমার মা।'

বহির্বাসে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে মেয়েটি বলে উঠল, 'মা! মাও মরে গেছে!'

'হ্যাঁ। তুমি আর আমি ছাড়া সবাই গেছে। তখন ভাবলাম, এদিকে হয় তো জল পাওয়া যাবে। তাই তোমাকে কাঁধে নিয়ে ছুটলাম। কিন্তু ফল কিছুই হল না। আর

কোন আশা নেই।'

কান্না থামিয়ে তার জলে-ভেজা মুখখানা তুলে মেয়েটি বলে উঠল, 'তুমি কি বলতে চাও, আমরাও মরে যাব?'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

মেয়েটি হঠাৎ আনন্দে হেসে উঠল। বলল, 'একথা আগে বল নি কেন? তুমি আমাকে এমন ভয় দেখিয়ে দিয়েছিলে। মরে গেলে তো আবার মার কাছে যেতে পারব।'

'তা পারবে মা।'

'তুমিও পারবে। মাকে আমি বলব, তুমি খুব ভাল। আমি বাজী ধরছি, একটা বড় জলের কলসি আর গরম দু-পিঠ ভাজা অনেক রুটি নিয়ে স্বর্গের দরজায় মা নিশ্চয় আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। আমি আর বব যে ঐরকম রুটি ভালবাসি। কখন মার সঙ্গে দেখা হবে?'

'জানি না—বেশী দেরী হবে না।' উত্তর দিগন্তের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল লোকটি। আকাশের খিলান-পথে তিনটি ছোট্ট বিন্দু দেখা যাচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে সেগুলি বড় হচ্ছে। দ্রুত এগিয়ে আসছে। অচিরেই দেখা দিল তিনটে বাদামী পাখি। এই দুই পথিকের মাথার উপরে ঘুরতে ঘুরতে সামনের পাহাড়টার উপরে গিয়ে বসল। বাজপাখি—পশ্চিমের শকুন—মৃত্যুর অগ্রদূত।

হাততালি দিয়ে সেগুলিকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে ওদের বদখৎ চেহারার দিকে আঙুল বাড়িয়ে মেয়েটি সানন্দে বলে উঠল, 'মোরগ আর মুরগী। আচ্ছা, এ দেশটা কি ঈশ্বর বানিয়েছে?'

এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে চমকে উঠে লোকটি বলল, 'তা তো বটেই।'

মেয়েটি বলেই চলেছে, 'তিনি ইলিনয় বানিয়েছেন, মিসৌরি বানিয়েছেন। আমি মনে করেছিলাম এ দেশটা অন্য কেউ বানিয়েছেন। দেশটা ভাল হয় নি। জল আর গাছপালা বানাতেই ভুলে গেছে।'

লোকটি ভয়ে ভয়ে বলল, 'একটু প্রার্থনা করলে কেমন হয়?'

সে জবাব দিল, 'এখনও তো রাত হয় নি।'

'তাতে কি। ঠিক নিয়মমাফিক হয় তো হবে না। তা হোক, তিনি কিছু মনে করবেন না। আমরা যখন সমতল-ভূমিতে ছিলাম তখন তুমি গাড়ির মধ্যে প্রতি রাত্রে যেসব বলতে তাই বল।'

বিস্মিত চোখ তুলে মেয়েটি বলল, 'তুমি নিজেও কিছু বল না কেন?'

'আমি সব ভুলে গেছি,' লোকটি জবাব দিল, 'আমার মাথা যখন ওই বন্দুকের অর্ধেকটা ছুঁয়েছে তখন থেকে আর প্রার্থনা করি নি। তবু সময় তো এখনও একেবারে শেষ হয় নি। তুমি প্রার্থনা কর, আমি পাশে দাঁড়িয়ে কোরাসের সময় গলা মেলাব।'

শালটা বিছিয়ে দিতে সে বলল, 'তোমাকে তাহলে হাঁটু গেড়ে বসতে হবে। আমিও বসব। এইভাবে হাত দুটো তোল। এতে মন ভাল হয়।'

তিনটি বাজপাখি ছাড়া আর কেউ সেখানে থাকলে একটা বিচিত্র দৃশ্য দেখতে পেত। সরু শালটার উপর পাশাপাশি হাঁটু গেড়ে বসেছে দুই পথিক—একটি কলমুখর শিশু আর একটি বেপরোয়া কঠোর-হৃদয় অভিযাত্রী। একটি গোলাপী মুখ আর একটি ছমছাড়া চৌকো মুখ নির্মেঘ আকাশের দিকে তুলে ভয়ংকর মহাকালের কাছে অন্তরের আবেদন জানাচ্ছে; দুটি কণ্ঠস্বর—একটি পাতলা ও স্পষ্ট, অপরটি গভীর ও কর্কশ—একসঙ্গে মিলেছে করুণা ও ক্ষমার প্রত্যাশায়। প্রার্থনা শেষ হল। দুজনে পাহাড়ের ছায়ায় বসল। একসময় লোকটির চওড়া বুকের উপর শিশুটি ঘুমিয়ে পড়ল। অনেকক্ষণ সে ঘুমন্ত শিশুটিকে পাহারা দিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারল না। তিন দিন তিন রাত সে বিশ্রামের অবসর পায় নি। ধীরে ধীরে চোখের পাতা নেমে এল শ্রান্ত চোখ দুটিকে ঘিরে। মাথাটা ঝুঁকে পড়ল বুকের উপর। একসময়ে লোকটির পাঁশুটে দাড়ি মিশে গেল মেয়েটির সোনালী চুলের সঙ্গে; দুজন একই গভীর স্বপ্নহীন নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

আর আধঘণ্টা জেগে থাকলে পথিক একটা আশ্চর্য দৃশ্য দেখতে পেত। ক্ষারময় প্রান্তরের দূরতম প্রান্তে একটা ধুলোর ফোয়ারা দেখা দিল। প্রথমে খুব ছোট, দূরবর্তী কুয়াসার মতই দেখতে। ক্রমে সেটা বড় হতে হতে বিস্তৃত হতে হতে একটা সুস্পষ্ট মেঘ হয়ে গড়ে উঠল। সে মেঘ ক্রমে এত বড় হল যে অগণিত চলমান প্রাণীর দ্বারাই সেটা হওয়া সম্ভব। অধিকতর উর্বর অঞ্চল হলে মনে হতে পারত যে তৃণাচ্ছাদিত অঞ্চলে যে দলবদ্ধ বন্যমহিষেরা চরে বেড়ায় তারাই এগিয়ে আসছে। কিন্তু শুকনো অঞ্চলে সেটা একেবারেই অসম্ভব। যে নির্জন খাড়া পাহাড়ের গায়ে দুটি পরিত্যক্ত মানুষ বিশ্রাম করছিল, ধুলোর কুণ্ডলি তার নিকট-বর্তী হতে ক্যানভাসে ঢাকা গাড়ির মাথা আর সশস্ত্র অশ্বা-রোহীর দেহ অস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হল। সেই অস্পষ্ট প্রেত-শরীর পশ্চিম-অভিমুখী এক বিরাট যাত্রী-বহর রূপে প্রকাশিত হল। কিন্তু কি দীর্ঘ যাত্রী-বহর! তার মাথা যখন পাহাড়ের নীচে পৌঁছল, লেজটা তখন দূর দিগন্তে

বিলীয়মান। বিশাল প্রান্তরের বুকে সার বেঁধে ছড়িয়ে আছে মাল-গাড়ী, যাত্রী-গাড়ী, অশ্বারোহী ও পদাতিক মানুষের দল। অসংখ্য নারী বোঝা নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে চলেছে ; বাচ্চার দল টলতে টলতে চলেছে মাল-গাড়ীর পাশে পাশে ; কেউ বা ঢাকনার নীচ থেকে উঁকি মারছে। সাধারণ দেশছাড়ার দল এরা নয়। নিশ্চয় কোন যাযাবর মানুষের দল যারা ঘটনার চাপে বাধ্য হয়ে নতুন দেশের সন্ধানে চলেছে। এই বিরাট মানবযূথের ভিতর থেকে একটা অস্পষ্ট হৈ হট্ট-গোল উঠে বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছে;—শোনা যাচ্ছে, চাকার ঘরঘর শব্দ আর অশ্বের হ্রেষারব। সেই শব্দ যত জোরই হোক, দুটি মৃত্যুপথযাত্রীর ঘুম তাতে ভাঙ্গল না।

দলের সামনে আছে জনা বিশেক বা আরও বেশী অশ্বারোহী। গম্ভীর লৌহদৃঢ় মুখ, হাতে-বোনা পোশাক পরা, হাতে রাইফেল। পাহাড়ের নীচে পৌঁছে তারা থামল। একটা সংক্ষিপ্ত পরামর্শ-সভা বসল।

শক্ত ঠোঁট, দাড়ি-গোঁফ কামানো পাঁশুটে চুলওয়ালা লোকটি বলল, 'ভাইসব, আমাদের ডানদিকে আছে কুয়োগুলি।'

আর একজন বলল, 'সিয়েরা ব্লাংকোর দক্ষিণে গেলে তবেই পাব রিও গ্রান্ডে।'

তৃতীয় ব্যক্তি চীৎকার করে বলল, 'জলের জন্য ভয় করো না। পাহাড়ের বুকে যিনি জলের ধারা বইয়ে দিতে পারেন তিনি তাঁর আপনজনদের পরিত্যাগ করবেন না।'

সকলে একসঙ্গে বলে উঠল, 'আমেন আমেন।'

সকলে যাত্রার উদ্যোগ করতেই তীক্ষ্ণদৃষ্টি এক তরুণ চীৎকার করে উঠে মাথার উপরকার উঁচু-নীচু পাহাড়-টাকে দেখিয়ে দিল। পাহাড়ের উপরে একটুকরো গোলাপী কাপড় উড়ছে;—পিছনের ধূসর পাহাড়শ্রেণীর বুকে সেটাকে খুবই উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। তা দেখে সকলেই ঘোড়ার রাশ টেনে ধরল। পিছন থেকে আরও অশ্বারোহী এসে যোগ দিল। সকলের মুখেই একটি কথা—'লাল চামড়া'।

যে বয়স্ক লোকটিকে ওদের দলপতি বলে মনে হয় সে বলল, 'ইন্‌জুনরা অনেক সংখ্যায় এখানে থাকতে পারে না। পনীদের দেশ আমরা পার হয়ে এসেছি। এই বিরাট পর্বতমালা পার হবার আগে তো আর কোন জাতি থাকতে পারে না।'

দলের একজন বলল, 'ভাই স্ট্যাঙ্গারসন! আমি কি এগিয়ে দেখব ?'

'আমিও—আমিও—' একডজন লোক চেঁচিয়ে উঠল।

'ঘোড়া এখানে রেখে যাও। আমরা এখানেই তোমাদের জন্য অপেক্ষা করব,' বয়স্ক লোকটি বলল। মুহূর্তমধ্যে তরুণ সঙ্গীরা ঘোড়া থেকে নেমে সেগুলিকে বেঁধে রেখে খাড়া পাহাড় বেয়ে উপরে উঠতে লাগল। নিঃশব্দে অতি দ্রুত তারা এগিয়ে চলল নিপুণ স্কাউটের দক্ষতায় ও দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে। নীচের সমতল ভূমি থেকে দেখা গেল, তারা পাহাড় থেকে প্যাহাড়ে লাফিয়ে লাফিয়ে অবশেষে আকাশের গায়ে উঠে দাঁড়াল। যে তরুণটি প্রথম সতর্ক-বাণী উচ্চারণ করেছিল সেই সকলের আগে। হঠাৎ তার সঙ্গীরা দেখল সে যেন সবিস্ময়ে দুই হাত শূন্যে মেলে ধরেছে। কাছে গিয়ে যে দৃশ্য তারা দেখতে পেল তাতে তারাও একইভাবে অভিভূত হয়ে পড়ল।

অনুর্বর পাহাড়গুলির মাথায় যে ছোট উপত্যকাটি তার বুকে দাঁড়িয়ে আছে একটিমাত্র বৃহদায়তন পাথর। সেই পাথরের উপর শুয়ে আছে একটি মানুষ। ঢ্যাঙা, মুখে লম্বা দাড়ি, শরীর শক্ত কিন্তু খুবই শীর্ণ। তার শান্ত মুখ আর নিয়মিত শ্বাস-প্রশ্বাস দেখেই বোঝা যায় সে গভীর নিদ্রায় মগ্ন। পাশে একটি শিশু শুয়ে আছে। গোল সাদা হাত দিয়ে লোকটির বাদামী পেশীবহুল গলাটা জড়িয়ে ধরেছে। সোনালী চুলে ঢাকা মাথাটা রয়েছে তার বুকের ভেলভেটের জামার উপর। তার গোলাপী ঠোঁটের ফাঁকে দেখা যাচ্ছে বরফ-সাদা দাঁতের পাটি। সারা-মুখে শিশুসুলভ হাসির ছটা ছড়িয়ে আছে। তার গোলগাল ছোট দুখানি পায়ে সাদা মোজা আর চকচকে বকলস লাগানো পরিষ্কার জুতো সঙ্গীটির লম্বা শুকনো চেহারার সম্পূর্ণ বিপরীত। এই বিচিত্র-মানব-জুটির মাথার উপরে পাহাড়ের গায়ে বসে আছে তিনটি গম্ভীর বাজপাখি। আগন্তুকদের দেখেই তারা হতাশায় কর্কশ আর্তনাদ করে পাখা ঝাপটাতে ঝাপটাতে চলে গেল।

অলক্ষণে পাখিদের চীৎকারে দুই নিদ্রাতুরের ঘুম ভেঙে গেল। হতবুদ্ধি হয়ে তারা হাঁ করে তাকিয়ে রইল। লোকটি টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়ে নীচের প্রান্তরে তাকাল। ঘুমের আগেও যে স্থানটি ছিল নির্জন এখন এখানে সেখানে অনেক মানুষ ও জন্তুর ভীড়। সেদিকে তাকিয়ে তার চোখে ফুটে উঠল অবিশ্বাসের ভাব। হাড়-বের-করা হাত-খানা চোখের উপর তুলে আপন মনেই বলল, 'মনে হচ্ছে এরই নাম বিকার' ; মেয়েটি তার কোটের কোণাটা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। মুখে কোন কথা নেই, শিশুসুলভ বিস্মিত জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে সবকিছু দেখছে।

উদ্ধারকারী দল শীঘ্রই দুটি পরিত্যক্ত মানুষকে বোঝাতে পারল যে তাদের উপস্থিতিটা স্বপ্ন নয়। এক-জন মেয়েটিকে কাঁধে তুলে নিল, অপর দুজন তার ক্ষীণকায়

www.boiRboi.net

সঙ্গীকে ধরে গাড়ির দিকে নিয়ে চলল।

পথিক বলল, 'আমার নাম জন ফেরিয়ার। একুশজন যাত্রীর মধ্যে ওই মেয়েটি আর আমিই বেঁচে আছি। বাকি সবাই দক্ষিণের পথে ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় কাতর হয়ে মারা গেছে।'

একজন প্রশ্ন করল, 'এটি তোমার মেয়ে?'

লোকটি অবজ্ঞাভরে বলে উঠল, 'তাইতো মনে হচ্ছে। ও এখন আমার মেয়ে, কারণ আমি ওকে রক্ষা করেছি। কেউ ওকে আমার কাছ থেকে নিতে পারবে না। আজ থেকে ওর নাম লুসি ফেরিয়ার।' তারপর দীর্ঘকায় রোদে-পোড়া ওই সব উদ্ধারকারীদের দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'কিন্তু তোমরা কারা? দেখছি তোমরা দলে বেশ ভারী।'

একজন যুবক জবাব দিল, 'প্রায় দশ হাজার। আমরা ঈশ্বরের নির্যাতীত সন্তানের দল—দেবদূত মেরোনার আপন জন।'

পথিক বলল, 'তাঁর কথা আমি কখনও শুনি নি। দেখছি তিনি বেশ বড় একদল লোককে আপন করে নিয়েছেন।'

অপর ব্যক্তি তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল, 'যা পবিত্র তা নিয়ে ঠাট্টা করো না। পেটানো লোহার পাতে মিশরীয় হরফে লিখিত যে পবিত্র পুঁথি পালমিরাতে মহাত্মা জোসেফ স্মিথের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল, আমরা সেই পুঁথির বাণীতে বিশ্বাস করি। ইলিনয় রাজ্যের নৌভু থেকে আমরা আসছি। সেখানে আমাদের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলাম।' এখন হিংস্র নাস্তিকদের হাত থেকে বাঁচবার জন্য এই মরুভূমির বুকে নতুন আশ্রয়ের সন্ধানে এসেছি।'

নৌভুর নাম শুনে জন ফেরিয়ারের মনের পটে অনেক কথা ভেসে উঠল। সে বলল, 'বুঝতে পেরেছি। তোমরা মোর্মোন!'

সবাই একবাক্যে বলে উঠল, 'আমরা মোর্মোন।'

'কোথায় চলেছ তোমরা?'

'জানি না। আমাদের গুরুদেবের ভিতর দিয়ে ঈশ্বরের হাতই আমাদের পরিচালিত করছে। তাঁর সামনে তোমাকে যেতে হবে। তোমাকে নিয়ে কি করা হবে তিনিই বলে দেবেন।'

ততক্ষণে তারা পাহাড়ের নীচে নেমে এসেছে। বিষণ্ণ-মুখ নিরীহ স্ত্রীলোক, শক্ত, হাস্যময় শিশু আর উৎকণ্ঠিত একাগ্রদৃষ্টি পুরুষ—সব যাত্রী চারদিক থেকে তাদের ঘিরে ধরল। আগন্তুকদ্বয়ের একজনের অল্প বয়স আর অপর-জনের নিঃস্বতা দেখে সকলেই বিস্ময়ে ও সমবেদনায় নানা কথা বলতে লাগল। যে তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছিল, সে কিন্তু থামল না, এগিয়েই চলল। পিছনে দল বেঁধে চলল মোর্মোনরা। একখানা ঝকঝকে সুদৃশ্য বড় গাড়ির সামনে এসে সবাই পৌঁছল। এই গাড়িতে ছটা ঘোড়া রয়েছে, যদিও অন্য সব গাড়িতে রয়েছে দুটো, না হয় চারটে ঘোড়া। চালকের পাশে যিনি বসে আছেন তাঁর বয়স ত্রিশ বছরের বেশী হতে পারে না, কিন্তু তাঁর প্রকাণ্ড মাথা আর দৃঢ় মুখাবয়বই বলে দিচ্ছে যে তিনিই দলপতি। একখানি বাদামী মলাটের বই তিনি পড়ছিলেন। জনতা কাছে গেলে বইখানি একপাশে রেখে মনোযোগ দিয়ে সব কথা শুনলেন। তারপর পরিত্যক্ত দুজনের দিকে মুখ ফিরিয়ে গম্ভীরস্বরে বললেন, 'আমাদের ধর্মমতে তোমরা বিশ্বাসী, একমাত্র এই শর্তেই তোমাদের দুজনকে আমাদের সঙ্গে নিতে পারি। আমাদের ঘরে কোন নেকড়ের স্থান হবে না। ছোট পোকা হয়ে ঢুকে সম্পূর্ণ ফলটাকেই কালক্রমে নষ্ট করে ফেলবে সেকথা প্রমাণিত হবার চাইতে বরং এই নির্জন প্রান্তরে তোমার হাড় শুকিয়ে গুঁড়ো হয়ে যাওয়াই ভাল। এই শর্তে আমাদের সঙ্গে আসতে চাও?'

'যে কোন শর্তেই আমি আপনাদের সঙ্গে যাব,' এমন জোর দিয়ে ফেরিয়ার কথাগুলো বলল যে গম্ভীর প্রবীণ লোকগুলোও হাসি সামলাতে পারল না। শুধু দলপতির মুখের কঠোর ভাবের কোন পরিবর্তন হল না।

তিনি বললেন, 'ভাই স্ট্যাংগারসন, ওকে নিয়ে যাও। খাদ্য ও পানীয় দাও। শিশুটিকেও দাও। আমাদের পবিত্র ধর্ম ওকে শিক্ষা দেওয়াই তোমার কাজ হোক। অনেক দেরী হয়ে গেছে। এগিয়ে চল। চল, জিওন চল।'

মোর্মোনের দল চীৎকার করে উঠল, 'চল, চল, জিওন চল।' শব্দগুলি দীর্ঘ যাত্রীদলের মুখে মুখে ঢেউয়ের মত ভাসতে ভাসতে অস্পষ্ট মর্মর ধ্বনির মত বহু দূরে মিলিয়ে গেল। চাবুকের শপাং শপাং আর চাকার ঘর্ঘর ধ্বনি তুলে বড় বড় গাড়িগুলি চলতে শুরু করল। যাত্রী-বহর আবার এঁকে বেঁকে চলল। যে প্রধানের হাতে দুটি ভবঘুরেকে তুলে দেওয়া হয়েছিল সে ওদের নিয়ে নিজের গাড়িতে উঠল। তাদের জন্য খাদ্য তৈরীই ছিল।

সে বলল, 'তুমি এখানে থাকবে। কয়েকদিনের মধ্যেই তোমার শ্রান্তি কেটে যাবে। কিন্তু স্মরণ রেখ, আজ থেকে চিরদিনের মত তুমি আমাদের ধর্মের লোক। ব্রিগহাম ইয়ং এ ধর্মের প্রবক্তা। তিনি ধর্মের বাণী প্রচার করেছেন জোসেফ স্মিথের কণ্ঠস্বরে কণ্ঠ মিলিয়ে। আর তাঁর কণ্ঠস্বরই ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর।'

৯ঃ উটাহ্-র ফুল

বিদেশযাত্রী মোর্মোনরা নিরাপদ আশ্রয়স্থলে পৌঁছবার আগে যে কষ্ট সহ্য করেছিল তার স্মৃতিচারণের স্থান এটা নয়। মিসিসিপির তীর হতে রকি-পর্বতমালার পশ্চিম সানুদেশে পৌঁছতে যে দৃঢ়তার সঙ্গে তাদের সংগ্রাম করতে হয়েছিল ইতিহাসে তা প্রায় অতুলনীয়। বর্বর মানুষ, বর্বর জন্তু, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তি, রোগ-শোক—প্রকৃতির পক্ষে যতরকম বাধা-বিঘ্ন যাত্রাপথে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব—সবকিছুকে তারা অ্যাংলো-স্যাক্সনসুলভ ধৈর্যের সঙ্গে অতিক্রম করেছে। তথাপি সেই দীর্ঘ যাত্রা আর তার সঞ্চিত বিভীষিকা অতিবড় দৃঢ়চেতা মানুষকেও নাড়া দিয়েছে। সূর্যালোকে উদ্ভাসিত উটাহ্-র বিস্তীর্ণ প্রান্তর যখন তাদের পায়ের নীচে ধরা দিল, দলপতির মুখ থেকে যখন তারা শুনল এই তাদের প্রতিশ্রুত দেশ, এবং এই অক্ষত ভূমিই হবে তাদের চিরদিনের বাসভূমি, তখনই আন্তরিক প্রার্থনায় সেখানে হাঁটু ভেঙে বসে পড়ে নি এমন মানুষ তাদের মধ্যে কেউ ছিল না।

ব্রিগহাম ইয়ং শীঘ্রই নিজেকে একজন দক্ষ প্রশাসক ও দৃঢ়চেতা প্রধানরূপে প্রমাণিত করলেন। মানচিত্র আঁকা হল, কর্ম-পঞ্জী তৈরী হল। তাতে ভবিষ্যৎ শহরের রূপরেখা ধরা পড়ল। প্রতিটি মানুষের ক্ষমতা অনুসারে জমি বিলি-বণ্টন করা হল। ব্যবসায়ীকে তার ব্যবসায়ে লাগান হল, শিল্পীরা লাগল নিজ নিজ কাজে। যাদুর স্পর্শে যেন রাস্তাঘাট পার্ক-ময়দান গড়ে উঠল। সারা দেশে সেচের ব্যবস্থা হল, বেড়া দেওয়া হল, ফসল বোনা হল, পরিষ্কার করা হল। ফলে পরবর্তী গ্রীষ্মকালেই সারা দেশ গমের ফসলে সোনার বরণ হয়ে উঠল। নতুন উপনিবেশে সবকিছুরই শ্রীবৃদ্ধি হতে লাগল। সবার উপরে শহরের কেন্দ্রস্থলে যে প্রকাণ্ড মন্দির তারা গড়ল সেটা দিনে দিনে আরও উঁচু, আরও বড় হতে লাগল। যিনি বহু বিপদের ভিতর দিয়ে অভিযাত্রীদলকে নিরাপদে পরিচালিত করে এনেছেন তাঁর উদ্দেশ্যে যে স্মৃতিমন্দির নির্মিত হয়েছে, উষার প্রথম আলোকপাত হতে গোধূলির আঁধার নেমে আসা পর্যন্ত সেখানকার হাতুড়ির ঠং-ঠং আর করাতের ঘস্ ঘস্ আওয়াজের বিরাম নেই।

দুটি পরিত্যক্ত মানুষ জন ফেরিয়ার ও ছোট্ট মেয়েটি মোর্মোনদের মহান তীর্থযাত্রার শেষ দিন পর্যন্ত তাদের সঙ্গেই রয়েছে। মেয়েটিকে সে পালিতা কন্যা হিসাবে গ্রহণ করেছে ও তার সম্পত্তির অংশীদার করেছে। ছোট্ট লুসি ফেরিয়ার প্রধান স্ট্যাঙ্গারসনের গাড়িতে বেশ আরামেই এসেছে। সে গাড়িতে আর ছিল মোর্মোনের তিন স্ত্রী ও তার বদমেজাজী ও চটপটে বারো বছরের এক ছেলে। শিশু-মনের নমনীয়তার গুণে শীঘ্রই মায়ের মৃত্যুর আঘাতকে কাটিয়ে উঠে সে স্ত্রীলোক তিনটির আদরের ধন হয়ে উঠল। ক্যানভাস-ঢাকা চলমান গৃহের নতুন জীবনের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে তার বেশীদিন লাগল না। ইতিমধ্যে ফেরিয়ারও তার দুর্বলতাকে কাটিয়ে উঠে উপকারী চালক ও অক্লান্ত শিকারী হিসাবে স্বীকৃতি পেল। এত দ্রুত সে নতুন সঙ্গীদের শ্রদ্ধা অর্জন করে ফেলল যে, যাত্রার শেষে পৌঁছে সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হল—স্বয়ং ইয়ং এবং চার মুখ্য প্রধান স্ট্যাঙ্গারসন, কেম্বল, জনস্টন ও ড্রেবার ছাড়া অন্য যে কোন অধিবাসীর মত সমান বড় ও সমান উর্বর জমি তাকে দেওয়া হবে।

এইভাবে পাওয়া জমিতে ফেরিয়ার বেশ ভাল একটা কাঠের বাড়ি তুলল। ক্রমে সে বাড়ির এখানে-সেখানে নতুন অংশ জুড়তে কয়েক বছরের মধ্যেই সেটা বেশ বড় বাড়িতে পরিণত হল। সে লোকটি ছিল করিৎকর্মা, হাতের কাজে দক্ষ, ব্যবহারও ভাল। শক্ত-মজবুত শরীর থাকায় জমি চাষ করতে বা তার উন্নতি বিধান করতে সে উদয়াস্ত পরিশ্রম করত। ফলে তার খামারবাড়ি এবং তৎসংলগ্ন সব কিছুরই দ্রুত শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে লাগল। তিন বছরেই তার অবস্থা অন্য প্রতিবেশীদের তুলনায় অনেক ভাল হয়ে উঠল, ছ' বছরে তার অবস্থাই ফিরে গেল, ন' বছরে সে ধনবান হল, আর বার বছরের মধ্যে সারা লবণহ্রদ শহরে তার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে এমন আধ ডজন লোকও খুঁজে পাওয়া ভার হল। ভিতর সমুদ্র থেকে শুরু করে সুদূর ওয়াসাচ পর্বতমালা পর্যন্ত জন ফেরিয়ার হল সবচাইতে পরিচিত নাম।

কেবল একটিমাত্র ব্যাপারে সে তার সহকর্মীদের মনে ব্যথা দিল। কোন যুক্তি বা অনুরোধেই সে অন্য সঙ্গীদের মত স্ত্রীলোক নিয়ে ঘর বাঁধতে রাজী হল না। কেন রাজী হচ্ছে না সেবিষয়ে কোন কারণ সে কখনও দেখাত না, কিন্তু সুদৃঢ় অনমনীয়তার সঙ্গে নিজের সংকল্পে অটল রইল। কেউ কেউ তার বিরুদ্ধে নব দীক্ষিত ধর্মের প্রতি আন্তরিকতার অভাবের অভিযোগ তুলল। কেউবা অর্থলোভ ও খরচে অনিচ্ছা বলেই এটাকে উড়িয়ে দিল। আবার কেউ বলল, নিশ্চয় প্রথম জীবনের কোন ভালবাসার ব্যাপার আছে—হয়তো আটলান্টিকের কূলে কোন সুকুন্তলা মেয়ে বেদনায় শুকিয়ে যাচ্ছে। কারণ যাই হোক, ফেরিয়ার কিন্তু অকৃতদার রয়ে গেল। অন্য সব ব্যাপারেই সে ইয়ং-উপনিবেশের ধর্মকে মেনে চলত। একজন গোঁড়া ধার্মিক ও সরলপ্রাণ মানুষ হিসেবে তার সুনামও হল।

লুসি ফেরিয়ার সেই কাঠের বাড়িতে বড় হতে লাগল। সব কাজেই সে পালক-পিতাকে সাহায্য করে। পাহাড়ের হাওয়া আর পাইন বনের স্নিগ্ধ গন্ধ মায়ের মত তাকে ঘিরে থাকত। বছরের পর বছর যায়, সেও ক্রমেই বড় হয়ে ওঠে, তার গাল আরও লাল হয়, তার পদক্ষেপ আরও স্বচ্ছন্দ হয়। ফেরিয়ারের খামার বাড়ির পাশ দিয়েই বড় রাস্তা চলে গেছে। লুসি যখন ক্ষিপ্রগতিতে গমের ক্ষেতের ভিতর দিয়ে ছুটে যায়, অথবা বাবার বুনোঘোড়ার পিঠে চড়ে পশ্চিম দেশের যে কোন মেয়ের মত সহজ স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীতে তাকে চালায়, তখন তাকে দেখলে যে কোন পথিকেরই বিস্মৃত অতীতের কথা মনে পড়ে যায়।

এমনি করে কুঁড়ি ফুল হয়ে ফুটে উঠল। যে বছর তার বাবা সবচাইতে সম্পন্ন ও ধনী হয়ে উঠল সেই বছরই সেও হয়ে উঠল সারা প্রশান্ত সাগরীয় অঞ্চলের মার্কিন তরুণীর সৌন্দর্যের প্রতীক।

শিশু যে কখন নারীত্বে উপনীত হয়েছে বাবা সেটা প্রথমে বুঝতেই পারে নি। সাধারণতই পারে না। সেই রহস্যময় পরিবর্তন এতই সূক্ষ্ম এবং ক্রমিক যে তারিখ দিয়ে মাপা যায় না। এমন কি সেই মেয়ে নিজেও তা বোঝে না। সহসা একদিন কোন এক কণ্ঠের স্বর বা হাতের ছোঁয়া তার অন্তরলোকে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। সেইদিন সে গর্ব ও শংকার সঙ্গে বুঝতে পারে, তার মধ্যে একটি নবীন বৃহত্তর সত্ত্বা জাগ্রত হয়েছে। সেদিনটি যে ছোট ঘটনাটি তার নবজীবনের ঊষার আবির্ভাবকে ঘোষণা করে তার স্মৃতি সকলেরই মনে আঁকা থাকে। তার ভাগ্যের উপরে এবং অন্য আরও অনেক কিছুর উপরে ভবিষ্যৎ প্রভাব ছাড়াও লুসি ফেরিয়ারের পক্ষে সেইদিনটি ছিল খুবই গুরুতর।

উষ্ণ জুন মাসের সকাল। সাধু-সন্তরা মৌমাছির মত কর্মব্যস্ত। মৌচাককেই যে তাঁরা তাঁদের প্রতীকরূপে বেছে নিয়েছেন। ক্ষেত-খামারে এবং পথে কর্মব্যস্ত মানুষের কলগুঞ্জন। কালিফোর্ণিয়ায় তখন স্বর্ণ-তৃষ্ণা প্রবল হয়ে উঠেছে। স্থলপথে সেখানে যাবার রাস্তা এই শহরেরই ভিতর দিয়ে। তাই ধূলিভরা রাস্তা ধরে পশ্চিম মুখে চলেছে মাল-বোঝাই খচ্চরের দীর্ঘ স্রোত। তাছাড়াও আশেপাশের চারণ-ভূমি থেকে আসছে ভেড়া আর বলদের দল। ক্লান্ত পদক্ষেপে চলেছে শেষহীন যাত্রার ক্লান্ত অভিবাসনার্থী মানুষ ও ঘোড়ার দল। এইসব নানা ধরনের যাত্রীর ভিতর দিয়ে পথ করে সুশিক্ষিত অশ্বারোহীর দক্ষতার সঙ্গে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে লুসি ফেরিয়ার। পরিশ্রমে তার সুন্দর মুখ লাল হয়ে উঠেছে ; তার দীর্ঘ বাদামী চুল হাওয়ায় উড়ছে। বাবার একটা কাজ নিয়ে সে শহরে চলেছে। যৌবনের নির্ভীকতায় সে ছুটে চলেছে। এমন আরও কত দিন গেছে। এখন তার মনের মধ্যে কাজ করছে শুধু কাজ শেষ করবার তাড়া। পথশ্রান্ত অভিযাত্রীরা বিস্ময়ে তার দিকে তাকাচ্ছে। এমন কি পশুচর্মবাহী কাঠখোট্টা নিগ্রো যাত্রীরা পর্যন্ত তাদের স্বাভাবিক কঠোরতাকে একটুখানি হাল্কা করে ম্লানমুখী তরুণীর সৌন্দর্যকে বিস্মিত দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করছে।

শহরের শেষ প্রান্তে পৌঁছে লুসি দেখে, প্রান্তর হতে আগত জনা ছয়েক বুনোমতো দেখতে পশুচালক একপাল বলদ দিয়ে রাস্তা আটকে ফেলেছে। অধৈর্য হয়ে একটু ফাঁক পেয়ে সেখান দিয়েই সে ঘোড়া চালিয়ে দিল। একটু এগিয়ে যেতেই হিংস্রদৃষ্টি লম্বা শিংওয়ালা বলদের দল চারদিক থেকে তাকে ঘিরে ধরল। এসব জন্তু-জানোয়ার চরাতে সে অভ্যস্ত, কাজেই সে অবস্থায় তার কোনরকম ভয় হল না। কোনরকমে সেই পশুর পালকে পার হয়ে যাবার জন্য সে সুযোগ মত একটু একটু করে এগোতে লাগল। দুর্ভাগ্যবশতঃ আকস্মিকভাবেই হোক আর ইচ্ছা করেই হোক একটা জন্তুর শিং ঘোড়াটার পিছন দিকে সজোরে ধাক্কা দিল। ফলে সেটা একেবারে ক্ষেপে উঠল। মুহূর্তের মধ্যে রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে সে পিছনের পায়ে ভর দিয়ে খাড়া হয়ে এমনভাবে লাফাতে লাগল যে খুব দক্ষ চালক ছাড়া যে কেউ আসন থেকে ছিটকে পড়ত। খুবই বিপজ্জনক অবস্থা। উত্তেজিত ঘোড়াটা একেকবার লাফ দেয়, শিংগুলো তার গায়ে বেঁধে। ফলে সে আরো ক্ষেপে যায়। মেয়েটি কোনরকমে জিনে বসে রইল। সেখান থেকে পড়ে যাওয়া মানেই অতগুলো ভীত উদ্‌ভ্রান্ত জন্তুর ক্ষুরের নীচে নৃশংস মৃত্যু। এরকম আকস্মিক দুর্ঘটনায় সে অভ্যস্ত নয়। তার মাথা ঘুরতে লাগল। হাতের রাশ শিথিল হয়ে পড়ল। ধুলোর মেঘে আর লড়াইয়ের জন্তুদের নিঃশ্বাসে দম বন্ধ হয়ে আসছে। এ অবস্থায় হতাশ হয়ে সে হয়তো সব চেষ্টাই ছেড়ে দিত, এমন সময় পাশ থেকে একটি দয়ালু কণ্ঠস্বর তাকে সাহায্যের আশ্বাস দিল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে একটি পেশীবহুল বাদামী হাত ভয়ার্ত ঘোড়াটার রাশ চেপে ধরে বলদের পালের ভিতর দিয়ে পথ করে তাকে বাইরে বের করে দিল।

উদ্ধারকর্তা সসম্মানে বলল, 'আশা করি আপনার আঘাত লাগে নি মিস।'

তার কালো হিংস্র মুখের দিকে তাকিয়ে লুসি উদ্ধতভাবে হেসে উঠল। বলল, 'ভীষণ ভয় পেয়ে গেছি। কে জানত যে কতকগুলো গরুকে দেখে পোক্কো এভাবে ঘাবড়ে যাবে?'

অপর লোকটি ঐকান্তিকভাবেই বলল, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আপনি জিনে ঠিকমতো বসেছিলেন।' দীর্ঘ বর্বর-চেহারার একটি যুবক, একটা বলবান ঘোড়ায় আরোহী, গায়ে শিকারীর পোশাক। কাঁধে একটা রাইফেল ঝোলান। সে আবার বলল, 'মনে হচ্ছে আপনি জন ফেরিয়ারের মেয়ে। তার বাড়ি থেকে আপনাকে ঘোড়ায় চরে বের হতে দেখেছি। তার সঙ্গে দেখা হলে জিজ্ঞাসা করবেন, সেণ্ট লুইসের জেফারসন হোপদের চেনেন কি না। তিনি যদি সেই ফেরিয়ার হন, তাহলে আমার বাবা আর তিনি ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন।'

শান্ত গলায় মেয়েটি বলল, 'আপনি নিজে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে ভাল হত না?'

একথায় যুবকটি বেশ খুশি হয়ে উঠল। কালো চোখ দুটি খুশিতে জ্বলজ্বল করতে লাগল। বলল, 'তাই যাব। দু'মাস আমরা এই পাহাড়ে আছি। কাজেই কারও সঙ্গে দেখা করবার মত অবস্থা আমাদের নয়। তবু এই অবস্থায়ই তার সঙ্গে দেখা করতে হবে।'

মেয়েটি বলল, 'আপনাকে তিনি অনেক ধন্যবাদ দেবেন। আমিও দিচ্ছি। তিনি আমাকে খুব ভালবাসেন। গরুগুলো যদি আমাকে মাড়িয়ে দিত, তিনি সে কষ্ট সহ্য করতে পারতেন না।'

সঙ্গী বলল, 'আমিও পারতাম না।'

'আপনি! আমি তো বুঝতে পারছি না তাতে আপনার কি এসে যেত। আপনি তো আমাদের বন্ধুও নন।'

এই কথায় তরুণ শিকারীর কালো মুখ এমন বিষণ্ণ হয়ে উঠল যে লুসি ফেরিয়ার সজোরে হেসে উঠল।

বলল, 'দেখুন, ওটা আমার মনের কথা নয়। আপনি তো এখন আমাদের বন্ধুই। আপনি নিশ্চয়ই আসবেন, আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন। এবার কিন্তু আমাকে যেতে হবে, নইলে বাবা আর কখনও কোন কাজ দিয়ে আমাকে বিশ্বাস করবে না। বিদায়।'

'বিদায়' মাথার চওড়া টুপিটা তুলে মেয়েটার হাতের উপর ঝুঁকে পড়ে যুবকটি বলল। মেয়েটি তখন বুনো ঘোড়াটার মুখ ঘুরিয়ে পিঠের উপর চাবুক কসে তীরের মত ছুটে চলে গেল। পিছনে একরাশ ধুলো উড়তে লাগল।

বিষণ্ণ হতবাক তরুণ জেফারসন হোপও সঙ্গীদের সঙ্গে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। তারা এসেছে নেভাদা পার্বত্য অঞ্চলে রৌপ্যের সন্ধানে। সদ্য আবিষ্কৃত কয়েকটি ধাতু-স্তরে কাজ শুরু করবার জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহের আশায় লবণহ্রদ শহরে যাচ্ছিল। সঙ্গীদের মত সেও এতদিন কাজ নিয়েই ব্যস্ত ছিল। কিন্তু আজকের এই আকস্মিক ঘটনা তার সমস্ত চিন্তাকে অন্য খাতে বইয়ে দিল। সিয়েরা-র মধুর বাতাসের মত সহজ সরল এই সুন্দরী তরুণী তার আগ্নেয়-গিরিসদৃশ অশান্ত হৃদয়কে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। তরুণী দৃষ্টি-পথের অন্তরালে চলে যেতেই সে বুঝতে পারল তার জীবনে এক নতুন সংকট দেখা দিয়েছে। রৌপ্য-সন্ধান বা অন্য কোন সমস্যাই আর তার কাছে এই নবতম সর্বগ্রাসী সমস্যার মত গুরুত্ব লাভ করবে না। যে ভালবাসা তার অন্তরে উদ্বেল হয়ে উঠেছে তা কোন বালকের আকস্মিক ও পরিবর্তনশীল কল্পনামাত্র নয়, তা হল একটি দৃঢ়-সংকল্প উদ্ধত মানুষের তীব্র বন্য আবেগ। সব কাজে সফল হতেই সে অভ্যস্ত। এখনও সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, মানুষের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের পক্ষে সম্ভব হলে এব্যাপারেও সে অসফল হবে না।

সেই রাতেই সে জন ফেরিয়ারের সঙ্গে দেখা করল। তারপরেও আরও অনেকবার দেখা করল। ক্রমে সেই খামার বাড়িতে সে সকলেরই পরিচিত হয়ে উঠল। গত বারো বছর ধরে জন নিজের কাজে এমনভাবেই ডুবে ছিল যে বাইরের জগতের কোন খবরই সে রাখত না। জেফার-সন হোপ একে একে সব কথাই এমন সুন্দরভাবে তাকে জানাতে লাগল যে লুসি এবং তার বাবা দুজনেরই খুব ভাল লাগল। অভিযাত্রী হিসেবে সে কালিফোর্নিয়ায় গিয়ে-ছিল। সেখানকার সেই উচ্ছৃংখল সুখ-সৌভাগ্যের দিন-গুলিতে অনেক ভিখারীর রাজা হবার, আবার অনেক রাজার ভিখারী হবার অনেক কাহিনী সে বলত। সে কখনও ছিল স্কাউট, কখনও ফাঁদ পেতে বন্যজন্তু ধরেছে, কখনও রুপোর সন্ধানে বেরিয়েছে, আবার কখনও বা ছিল পশুপালক। যেখানে উত্তেজনা ও অভিযান, সেখানেই জেফারসন হোপ। শীঘ্রই সে বৃদ্ধের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠল। তার প্রশংসায় বৃদ্ধ পঞ্চমুখ। লুসি চুপ করে সব শুনত, কিন্তু তার গালের গোলাপী আভা আর চোখের উজ্জ্বল খুশি-ভরা চাউনিই বলে দিত যে তার তরুণী-হৃদয় আর তার নিজের নয়। ওসব লক্ষণ হয় তো তার সরল বাবার চোখে পড়ত না, কিন্তু যে মানুষটি তার হৃদয় জয় করেছে সে ঠিকই বুঝত।

একদিন গ্রীষ্মকালের সন্ধ্যায় ঘোড়া ছুটিয়ে এসে সে সদরে নামল। লুসি দরজায়ই দাঁড়িয়ে ছিল। এগিয়ে এসে তার সঙ্গে মিলিত হল।

লাগামটা বেড়ার উপর ছুঁড়ে দিল। লুসির হাত দু'খানি ধরে তার মুখের পানে তাকিয়ে বলল, 'লুসি, আমি চলে যাচ্ছি। এখন তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে

বলব না, কিন্তু পরের বার যখন আসব তখন আমার সঙ্গে যাবে তো ?'

লজ্জায় লাল হয়ে সে হেসে বলল, 'কখন আবার আসবে ?'

'কয়েক মাস বাইরে থাকব। ফিরে এসে তোমাকে আমার চাই। আমাদের মাঝখানে অন্য কারও স্থান হবে না।'

মেয়েটি প্রশ্ন করল 'কিন্তু বাবা ?'

তিনি সম্মতি দিয়েছেন। অবশ্য খনিগুলোতে ঠিকমত কাজ হওয়া চাই। আর সে-বিষয়ে আমার কোন শংকাই নেই।'

ছেলেটির বুকে মুখ রেখে মেয়েটি অস্ফুট স্বরে বলল, 'তাই বুঝি। তুমি আর বাবা যখন সব ঠিক করে ফেলেছ, তখন তো আর কিছুই বলার নেই।'

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!' বলেই সে নীচু হয়ে তাকে চুম্বন করল। 'তাহলে কথা পাকা। যত দেরী করব, আমার পক্ষে এখান থেকে যাওয়া ততই শক্ত হবে। সবাই গিরিনালায় আমার জন্য অপেক্ষা করছে। বিদায় প্রিয়তমা, বিদায়। দু মাসের মধ্যে আমাকে দেখতে পাবে।'

কথা বলতে বলতে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে একলাফে সে ঘোড়ায় চেপে বসল। তারপর ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলল। একবারও পিছন ফিরে তাকাল না। মনে ভয়, যাকে ছেড়ে যাচ্ছে তার প্রতি ক্ষণেক দৃষ্টিপাতও বুঝি তাকে সংকল্প-চ্যুত করে ফেলবে। সদরে দাঁড়িয়ে মেয়েটি একদৃষ্টিতে তার গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইল। ছেলেটি ক্রমে দৃষ্টি-পথের বাইরে চলে গেলে ধীরে ধীরে মেয়েটি বাড়ির ভিতরে চলে গেল। আজ সে উটাহ্-র সবচাইতে সুখী মেয়ে।

১০ঃ গুরুদেবের সঙ্গে জন ফেরিয়ারের কথা

তিন সপ্তাহ হল জেফারসন হোপ আর তার সঙ্গীরা লবণ হ্রদ শহর থেকে চলে গেছে। যুবকটি ফিরে আসবে আর পালিতা কন্যাটি তার সঙ্গে চলে যাবে—এই চিন্তায় জন ফেরিয়ারের হৃদয় ভারী হয়ে আছে। তথাপি কোন যুক্তি-তর্কে যা সম্ভব হত না, মেয়েটির উজ্জ্বল খুশিভরা মুখ তাই সম্ভব করেছে, সব ব্যবস্থাই সে মেনে নিয়েছে। অনেক দিন থেকেই সে মনে মনে দৃঢ় সংকল্প করেছিল যে, কিছুতেই কোন মোর্মোনের সঙ্গে সে মেয়ের বিয়ে দেবে না। সে বিয়েকে সে বিয়ে বলেই মনে করে না, সে তো লজ্জা ও অপমান। মোর্মোন ধর্ম সম্পর্কে সে যাই ভাবুক না কেন, এক বিষয়ে সে অনমনীয়। অবশ্য এ ব্যাপারে মুখ খোলা চলবে না, কারণ সেকালে সন্তদের দেশে কোনরকম ধর্মবিরোধী কথা বলা ছিল খুবই বিপজ্জনক।

হ্যাঁ, সত্যি বিপজ্জনক যে কোন উঁচুদরের সাধু-সন্তকেও ধর্মবিষয়ে কথা বলতে হয় চুপি চুপি রুদ্ধশ্বাসে, কারণ কখন যে কোন্ কথার কি ভ্রান্ত ব্যাখ্যা হবে আর দ্রুত নেমে আসবে দণ্ডাদেশ তা কেউ বলতে পারে না। একদিন যারা এই ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়েছিল, তারাই এখন স্বেচ্ছায় হয়েছে নির্যাতনকারী—নৃশংস নির্যাতন-কারী। এ ব্যাপারে যে দুর্ভেদ্য ব্যবস্থা উটাহ্ রাজ্যের উপর কালো মেঘের ছায়া ফেলেছে, সেভিলের রোমান ক্যাথ-লিক বিচারালয়, বা জার্মেনীর ভেমগেরিকট্ বা ইতালীর গুপ্ত সমিতিগুলিও তেমন ব্যবস্থা করতে পারে নি।

এই সংগঠন লোকচক্ষুর অন্তরালে রহস্যের আবরণে ঢাকা থাকে বলেই দ্বিগুণ নৃশংস। এ এক সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান সংস্থা, অথচ কেউ তাকে দেখতে পায় না বা তার কথা শুনতে পায় না। যেকেউ গীর্জার বিরুদ্ধা-চরণ করলেই একেবারে উধাও হয়ে যায় ; কেউ জানতেও পারে না সে কোথায় গেল, বা তার কি হল। তার স্ত্রী-পুত্র বাড়িতে অপেক্ষা করে থাকে। কিন্তু গুপ্ত বিচারকের হাতে কি শাস্তি সে ভোগ করেছে সেকথা বলবার জন্য কোন পিতা কোনদিন ফিরে আসে না। একটা অসতর্ক কথা বা আকস্মিক কাজের ফল নিশ্চিত অবলুপ্তি, অথচ যে ভয়ংকর শক্তি সকলকে সর্বক্ষণ ঘিরে রয়েছে তার স্বরূপ কেউ জানে না। কাজেই মানুষ সব সময়েই ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে চলে। এমন কি মনের মধ্যে যত সন্দেহই জমে উঠুক জনহীন প্রান্তরেও সেকথা উচ্চারণ করতে কেউ সাহস করে না।

প্রথম দিকে এই অদৃশ্য নৃশংস শক্তিকে প্রয়োগ করা হত শুধুমাত্র সেই সব দলত্যাগীদের উপর যারা একবার মোর্মোন ধর্ম গ্রহণ করে তার থেকে সরে যেতে বা তাকে ত্যাগ করতে চাইত। কিন্তু পরে এর প্রয়োগ-ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত হল। প্রাপ্তবয়স্কা স্ত্রীলোকের সংখ্যা ক্রমেই কমে যেতে লাগল। এ অবস্থায় বহুবিবাহ-প্রথা অচল হয়ে উঠতে বাধ্য। নানারকম অদ্ভুত গুজব ছড়াতে লাগল। যে সমস্ত অঞ্চলে কোন নিগ্রোকে কখনও দেখা যায় নি সেখানে অভিবাসনার্থীদের খুন এবং সশস্ত্র শিবিরের গুজব শোনা যেতে লাগল। প্রধানদের অন্তঃপুরে নতুন নতুন মেয়েমানুষ দেখা যেতে লাগল—তারা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আর কাঁদে, তাদের চোখে-মুখে অনির্বাণ বিভীষিকার ছাপ। একটু বেশী রাতে যারা পাহাড়ের পথে যাতায়াত করে তারা এমন সব সশস্ত্র মুখোসধারী দলের কথা বলে যারা চোরের মত নিঃশব্দে চলা-ফেরা করে, আর লোকজন দেখলেই অন্ধকারে

গা-ঢাকা দেয়। এই সব গল্প-গুজব ক্রমে স্পষ্ট আকার ধারণ করতে থাকে, বার বার নতুন করে সমর্থিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত নির্দিষ্ট নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। আজও পশ্চিমের বনাঞ্চলে 'ডেনাইট দল' বা 'প্রতিহিংসার দূত' নামগুলি অশুভ ও অমঙ্গলের প্রতীক বলে বিবেচিত হয়।

যে সংগঠন এই সব ভয়ংকর কাজকর্ম চালাত তার সম্পর্কে যতই বেশী জানা যেতে লাগল মানুষের মনে ততই বেশী ত্রাসের সঞ্চার হতে লাগল। এই নিষ্ঠুর সংগঠনের সঙ্গে কারা জড়িত সে কথা কেউ জানত না। ধর্মের নামে এই সব রক্তাক্ত হিংসাত্মক কাজ যারা করত তাদের নাম একান্তভাবে গোপন রাখা হত। যে বন্ধুর কাছে তুমি গুরুদেব ও তার আদর্শ সম্পর্কে তোমার সন্দেহের কথা প্রকাশ করলে সেই হয়ত রাত্রিকালে আগুন ও তলোয়ার নিয়ে দলবলসহ এসে তোমার যোগ্য শাস্তি বিধান করবে। সুতরাং প্রত্যেকেই প্রতিবেশীকে পর্যন্ত ভয় করত, এবং মনের কথা কাউকে বলত না।

একদিন সকালে জন ফেরিয়ার গমের ক্ষেতে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে এমন সময় সদর দরজা খোলার শব্দ শুনতে পেল। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখল একজন দৃঢ়দেহ ধূসর-কেশ মধ্যবয়সী লোক এগিয়ে আসছে। তার বুকের ভিতরটা ধ্বক্ করে উঠল, কারণ আগন্তুক স্বয়ং ব্রিগহাম ইয়ং।

ফেরিয়ার জানত এ পদার্পণ শুভ লক্ষণ নয়। তাই মোর্মোন দলপতিকে স্বাগত জানাবার জন্য সে সত্রাশে ছুটে গেল। তিনি কিন্তু উদাসীনভাবে তার অভিবাদন গ্রহণ করে কঠিন মুখে তাকে অনুসরণ করে বসবার ঘরে ঢুকলেন।

আসনে বসে হাল্কা আঁখি-পল্লবের ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে বললেন, 'ভাই ফেরিয়ার, ভক্তরা সকলেই তোমার পরম বন্ধু। মরুভূমির মধ্যে যখন তুমি ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়েছিলে তখন আমাদের আহার্যের ভাগ তোমাকে দিয়েছি, ঈশ্বর-নির্বাচিত এই উপত্যকায় তোমাকে নিরাপদে নিয়ে এসেছি, ভাল জমি দিয়েছি, আমাদের আশ্রয়ে তুমি ফুলে-ফেঁপে বড় হয়েছ। কেমন কি না?'

'তা ঠিক' জন ফেরিয়ার জবাব দিল।

'এ সবকিছুর বিনিময়ে আমরা শুধু একটি জিনিস চেয়েছিলাম। সেটা হল, তুমি সত্য ধর্ম বরণ করবে এবং সর্বতোভাবে তা পালন করবে। তা করবে বলে তুমি প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলে। কিন্তু অন্য সকলের কথা যদি সত্য হয়, সে প্রতিশ্রুতি তুমি লঙ্ঘন করেছ।'

প্রতিবাদে দুই হাত তুলে ফেরিয়ার বলল, 'কেমন করে আমি লঙ্ঘন করলাম? আমি কি সাধারণ তহবিলে অর্থদান করি নি? আমি কি মন্দিরে উপস্থিত থাকি নি? আমি কি—'

চারদিকে তাকিয়ে ইয়ং বললেন, 'তোমার স্ত্রীরা কোথায়? তাদের ডাক। তাদের আমি সম্ভাষণ জানাব।'

ফেরিয়ার জবাব দিল, 'আমি বিয়ে করি নি একথা ঠিক। কিন্তু স্ত্রীলোকের সংখ্যা ছিল অল্প, আর আমার চাইতে ভাল দাবীদার ছিল অনেকে। আমি তো একেবারে একা ছিলাম না, আমাকে দেখাশুনা করবার জন্য মেয়ে ছিল।'

মোর্মোনদের দলপতি বললেন, 'ঐ কন্যা সম্পর্কেই আমি কিছু বলতে চাই। উটাহ্-র ফুল হয়ে সে ফুটেছে। এখানকার অনেক গণ্যমান্য লোকের নজরে সে পড়েছে।'

জন ফেরিয়ার ভিতরে ভিতরে আর্তনাদ করে উঠল।

'তার সম্পর্কে অনেক গল্প আছে যা আমি বিশ্বাস করতে চাই না। শুনেছি কোন জেন্টিলের কাছে সে বাগদত্তা। এটা নিশ্চয়ই অলস জিহ্বার বাজে গুজব।'

'সাধু জোসেফ স্মিথের নীতি-কথার ত্রয়োদশ নির্দেশে কি বলা হয়েছে? 'সৎ ধর্মের প্রত্যেক কুমারী তার স্বজাতীয় কাউকে বিবাহ করবে; কোন জেন্টিলকে বিবাহ করলে সে গুরুতর পাপ করবে।' তাই যদি হয়, তাহলে তুমি পবিত্র ধর্মে বিশ্বাসী হয়ে তোমার কন্যাকে নিয়ম লঙ্ঘন করতে দেবে তা তো হতে পারে না।'

জন ফেরিয়ার কোন জবাব দিল না। শুধু অসহায়ভাবে হাতের চাবুকটা নাড়াচাড়া করতে লাগল।

'চারজনের পবিত্র পরিষদে স্থির হয়েছে—এই একটি বিষয় দিয়েই তোমার ধর্মবিশ্বাসের পরীক্ষা হবে। মেয়েটি তরুণী, আমরাও চাই না যে কোন পাকা-চুল বৃদ্ধের সঙ্গে তার বিবাহ হোক। এবিষয়ে নির্বাচনের সব অধিকার থেকেও তাকে আমরা বঞ্চিত করব না। আমাদের মত প্রধানদের অনেক গাই-বাছুর আছে, কিন্তু আমাদের ছেলেদের জন্যও উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। স্ট্যাংগারসনের একটি ছেলে আছে, ড্রেবারেরও একটি ছেলে আছে। তাদের যে কেউ তোমার কন্যাকে সানন্দে বরণ করে ঘরে তুলবে। তোমার কন্যা দুজনের একজনকে বেছে নিক। তারা যুবক, ধনী, সৎকর্মে বিশ্বাসী। তুমি কি বল?'

দুই ভুরু এক করে ফেরিয়ার কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'আমাদের কিছুদিন সময় দিন। আমার মেয়ে খুবই ছোট—এখনও তার বিয়ের বয়সই হয় নি।'

আসন থেকে উঠে ইয়ং বললেন, 'একমাস সময় সে

পাবে। ঐ সময় শেষ হলেই তাকে জবাব দিতে হবে।'

দরজা পার হয়ে তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখ লাল. চোখ জ্বলছে। বজ্রকঠিন গলায় বললেন, 'জন ফেরিয়ার, চার পবিত্র প্রধানের নির্দেশের বিরুদ্ধে তোমার ক্ষুদ্র ইচ্ছাকে তুলে ধরার চাইতে সিয়েরা ব্লাংকোর প্রান্তরে তোমার আর তোমার মেয়ের শুষ্ক কংকাল ছড়িয়ে পড়ে থাকাই দেখছি ভাল ছিল।'

শাসনের ভঙ্গীতে হাত তুলে তিনি চলে গেলেন ফেরিয়ার তার ভারী পায়ের শব্দ শুনতে পেল।

হাঁটুর উপর কনুই রেখে সে বসেই ছিল, ভাবছিল। মেয়ের কাছে কথাটা তুলবে কেমন করে। একটি নরম হাত তার হাতের উপর রাখতেই সে মুখ তুলে দেখতে পেল, তার মেয়ে পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তার বিবর্ণ ভীত মুখের দিকে একনজর তাকিয়েই সে বুঝতে পারল, মেয়েটি সব কথাই শুনেছে।

তার চোখের দৃষ্টির জবাবেই সে বলে উঠল, 'আমি সব শুনেছি। তাঁর কণ্ঠস্বর সারা বাড়িময় বেজেছে। বাবা, বাবা, এখন আমরা কি করব?'

মেয়েটিকে কাছে টেনে নিয়ে চওড়া কর্কশ হাত তার বাদামী চুলে বুলিয়ে দিতে দিতে সে বলল, 'ভয় পাস নি। যেমন করে হোক একটা উপায় করতেই হবে। ওর প্রতি তোর মনের টান নিশ্চয় কমে যায় নি, কি বলিস?'

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে সে তার হাত চেপে ধরল। কিছু বলতে পারল না।

'না, নিশ্চয় কমে নি। তোর মুখে অন্য জবাব শুনতে চাই না। সে বড় ভাল ছেলে, সে খৃস্টান ; এরা যতই ভজন-পূজন করুক এদের চাইতে সে অনেক—অনেক ভাল। কালই একদল লোক নেভাদা যাচ্ছে। যে বিপাকে আমরা পড়েছি সেটা জানিয়ে তাকে চিঠি পাঠাব। ছেলেটিকে যদি কিছুমাত্র চিনে থাকি, সব বিদ্যুৎ-টেলিগ্রাফকে হার মানিয়ে সে তৎক্ষণাৎ এখানে ফিরে আসবে।'

বাবার কথা শুনে চোখের জল ফেলতে ফেলতেও লুসি হেসে উঠল।

'সে ফিরে এসে যা ভাল বুঝবে তাই করবে। কিন্তু আমার ভয় যে তোমাকে নিয়ে বাবা। গুরুদেবের বিরোধিতা যারা করে, তাদের সম্পর্কে ভয়ংকর সব কাহিনী শোনা যায়ঃ তাদের ভাগ্যে সর্বদা ভয়ংকর কিছুই ঘটে।'

ফেরিয়ার জবাব দিল, 'কিন্তু এখনও তো আমরা তাঁর বিরোধিতা করি নি। ঝড় যখন উঠবে তখন দেখা যাবে। পরিষ্কার এক মাস সময় আমাদের হাতে আছে। তারপর উটাহ্ থেকে আমরা চলে যাব।'

'উটাহ্ ছেড়ে!'

'তাই তো মনে হয়!'

'কিন্তু এই খামার?'

'যতটা পারি টাকা যোগাড় করব, বাকিটা যাবে। সত্যি কথা বলতে কি লুসি, এই প্রথম আমি একথা ভাবছি না। এখানকার লোকেরা যেভাবে গুরুদেবের পায়ের তলায় পড়ে থাকে, আমি সেরকমভাবে কারও হাতের মুঠোর মধ্যে পড়ে থাকতে পারি না। আমি আমেরিকার স্বাধীন নাগরিক, এসব আমার কাছে নতুন। এ বয়সে আর নতুন কিছু শিখতে পারব না।' এই খামারের ঘাস-পাতা খেতে যদি সে আসে, তাহলে উল্টো দিক থেকে একটা গুলি গিয়ে তার বুকে বিঁধতেও পারে।'

মেয়ে বাধা দিয়ে বলল, 'ওরা আমাদের ছেড়ে দেবে না।'

'জেফারসন আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। তারপর দেখা যাবে। ততদিন মুখ গোমড়া করে থাকিস্ নে মা। কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ফেলিস নে। ফিরে এসে তোকে এভাবে দেখলে সে যে আমাকেই ধরবে। ভয়ের কিছু নেই। বিপদও কোথাও নেই।'

জন ফেরিয়ার সান্ত্বনার কথাগুলি খুব জোর দিয়েই বলল। কিন্তু মেয়ের নজর এড়াল না যে সেদিন রাতেই সে অনেক বেশী সতর্কতার সঙ্গে দরজা বন্ধ করল এবং শোবার ঘরের দেওয়ালে ঝোলানো মরচে-ধরা পুরনো বন্দুকটাকে সযত্নে পরিষ্কার করে গুলি ভরে রাখল।

১১ ঃ পলায়ন

মোর্মোন গুরুদেবের সঙ্গে সাক্ষাতের পরদিন সকালে জন ফেরিয়ার লবণহ্রদ শহরে গেল এবং তার যে পরিচিত লোকের নেভাদা পর্বতে যাবার কথা ছিল তার সঙ্গে দেখা করে জেফারসন হোপের কাছে সংবাদ পাঠাবার ব্যবস্থা করল। আসন্ন বিপদের কথা জানিয়ে তাকে সত্বর এখানে ফিরে আসার কথাও লিখল। সব কাজ সেরে হাল্কা মনে সে বাড়ি ফিরল।

খামারের কাছে পৌঁছেই সদর দরজার দুটি থামের সঙ্গে দুটি ঘোড়াকে বাঁধা দেখে সে বিস্মিত হল। বাড়িতে ঢুকে দুটি যুবককে বসবার ঘর অধিকার করে থাকতে দেখে তার বিস্ময় আরও বেড়ে গেল। একজনের মুখ লম্বা, ফ্যাকাসে। দোলনা-চেয়ারে বসে সে স্টোভের উপর পা তুলে দিয়েছে। অপর যুবক বৃষস্কন্ধ, চেহারা

১ হোরাস সি. কেম্বল একটি বাণীতে এই প্রিয় শব্দ-যুগলের দ্বারা তার একশত পত্নীর কথা উল্লেখ করেছেন।

অমার্জিত। পকেটে হাত ঢুকিয়ে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে একটা জনপ্রিয় সুরে শিস দিচ্ছিল। ফেরিয়ার ঢুকতেই তারা মাথা নেড়ে নমস্কার জানাল। দোলনা-চেয়ারে বসা যুবকটিই প্রথমে কথা বলল।

'আপনি হয় তো আমাদের চেনেন না। এই হচ্ছে প্রধান ড্রেবারের ছেলে, আর আমি জোসেফ স্ট্যাঙ্গারসনের ছেলে। প্রভু যখন হাত বাড়িয়ে আপনাকে সত্য ধর্মের মধ্যে নিয়েছিলেন সেই সময় মরুভূমির পথে আপনি আমার বাবার সঙ্গে এসেছিলেন।'

অপর যুবক আনুনাসিক গলায় বলল, 'যথাসময়ে প্রভু সর্ব জাতিকেই এক শুভ দিনের কাছে টেনে নেবেন। ধীরে ধীরে তিনি সবাইকেই শাণিত করে তুলবেন।'

জন ফেরিয়ার অপ্রসন্ন মুখে মাথা নোয়াল। আগন্তুকদের পরিচয় সে আগেই অনুমান করেছিল।

স্ট্যাঙ্গারসন আবার বলল, 'বাবাদের পরামর্শেই আমরা দুজন এসেছি আপনার কন্যার পাণিপ্রার্থনা করতে। আমাদের দুজনের মধ্যে আপনার ও তার কাকে পছন্দ বলুন। আমার মাত্র চারটি স্ত্রী আছে, আর ভাই ড্রেবারের আছে সাতটি। কাজেই আমার দাবীই বেশী জোরালো!'

অপরজন চেঁচিয়ে উঠল, 'না, না ভাই স্ট্যাঙ্গারসন, কার ক'টা স্ত্রী আছে সেটা তো কথা নয়, আসল কথা হচ্ছে ক'জনকে রাখবার ক্ষমতা আমাদের আছে। বাবা তাঁর কারখানাগুলো আমার হাতে তুলে দিয়েছেন, কাজেই আমিই বেশী ধনী।'

অপরজন সগর্বে বলল, 'কিন্তু আমার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলতর। প্রভুর কৃপায় বাবা যখন সরে পড়বেন তখন তাঁর চামড়া ট্যান করার জমি আর চামড়ার কারখানার মালিক হব আমি। তাছাড়া, আমি বয়সে তোমার চাইতে বড়, গীর্জার পদাধিকারেও উচ্চতর আসনের অধিকারী।'

কাঁচের ভিতরে ছায়ার দিকে হেসে ড্রেবার বলে উঠল, 'সেটা কনেই স্থির করবে। তার সিদ্ধান্তের উপরেই আমরা ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ছেড়ে দেব।'

দুজনের এই সব আলোচনার সময় দরজায় দাঁড়িয়ে জন ফেরিয়ার রাগে জ্বলছিল। দুই আগন্তুকের পিঠে হাতের চাবুকটা মারবার ঝোঁক সে অনেক কষ্টে সামলে নিল।

অবশেষে তাদের দিকে কয়েক পা এগিয়ে সে বলল, 'দেখ, আমার মেয়ে যখন ডেকে পাঠাবে তখন তোমরা এস। ততদিন আর তোমাদের মুখদর্শন করতে চাই না।'

দুই তরুণ মের্মোন সবিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল। তাদের বিচারে তো কনের পাণিপ্রার্থনা নিয়ে দুজনের মধ্যে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা কনে ও তার পক্ষে সর্বোচ্চ সম্মানস্বরূপ।

ফেরিয়ার চেঁচিয়ে বলল, 'এ ঘর থেকে বের হবার দুটি পথ আছে—একটি এই দরজা, আর একটি ওই জানালা। কোন্ পথে যেতে চাও?'

তার বাদামী মুখ তখন দেখতে এমন ভয়ংকর হয়ে উঠেছে এবং শুকনো হাত দুটো এমন শাসানির ভঙ্গীতে উদ্যত হয়েছে যে আগন্তুক দুজন লাফ দিয়ে উঠে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বৃদ্ধ দরজা পর্যন্ত তাদের অনুসরণ করে বিদ্রূপ করে বলল, 'এসব ব্যবস্থা তোমরা কখন করলে আমাকে বলে যাও।'

ক্রুদ্ধকণ্ঠে স্ট্যাঙ্গারসন বলল, 'এর জন্য তোমাকে কষ্ট পেতে হবে। প্রভু এবং চার প্রধান পরিষদকে তুমি অমান্য করেছ। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এর জন্য তোমাকে অনুতাপ করতে হবে।'

ড্রেবার চীৎকার করে বলল, 'ঈশ্বরের হাতে তোমার রেহাই নেই। তিনি আবির্ভূত হয়ে তোমাকে আঘাত করবেন।'

'তাহলে আঘাতটা আমিই শুরু করে দেই,' ফেরিয়ার উত্তেজিতভাবে চেঁচিয়ে উঠল। লুসি হাত চেপে ধরে বাধা না দিলে সে হয়তো বন্দুক আনতে দোতলায় ছুটে যেত। তার হাত ছাড়াবার আগেই ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ তাকে জানিয়ে দিল তারা দুজনেই তার নাগালের বাইরে চলে গেছে।

কপাল থেকে ঘাম মুছতে মুছতে সে বলল, 'ইতর শয়তান! দেখ্ মা, তোকে যদি কবরে শুইয়ে দিতে হয় সেও ভাল, তবু ওদের কারও স্ত্রী হতে দেব না।'

সাহসের সঙ্গে সে জবাব দিল, 'আমিও তাই চাই বাবা। তবে জেফারসন তো শিগগিরই এসে পড়বে।'

'হ্যাঁ। তার আসতে দেরী হবে না। যত শিগগির সে আসে ততই মঙ্গল। এরপর ওরা যে কোন্ পথ নেবে কে জানে।'

সত্যি, এ সময়ে এই একগুঁয়ে বৃদ্ধ আর তার পালিতা কন্যাকে উপদেশ দেবার ও সাহায্য করবার মত একজন লোকের বড়ই প্রয়োজন। উপনিবেশের সমগ্র ইতিহাসে প্রধানদের কর্তৃত্বকে সরাসরি অমান্য করবার ঘটনা আগে আর কখনও ঘটে নি। ছোটখাট দোষ-ত্রুটির জন্যই যখন কঠোর শাস্তি হয়েছে, তখন এই প্রকাশ্য বিদ্রোহীর কপালে কি আছে কে জানে। ফেরিয়ার জানে তার সম্পদ বা পদমর্যাদা কোন কাজেই আসবে না। তার মত সুপরিচিত ও ধনী অনেকেই এর আগে হাওয়া হয়ে

www.boiRboi.net

গেছে, আর তাদের সম্পত্তি গীর্জার অধীনে চলে গেছে। সে সাহসী, তবু আসন্ন বিপদের অস্পষ্ট ছায়া দেখে সেও কাঁপতে লাগল। বিপদ যদি জানা যেত দৃঢ়ভাবে সে তার মোকাবিলা করতে পারত, কিন্তু এই উৎকণ্ঠা তাকে বিচলিত করে তুলল। যদিও এই ভয়কে সে মেয়ের কাছ থেকে গোপন করেই রাখল, সমস্ত ব্যাপারটাকেই বেশ হাল্কা করে দেখাল, তবু ভালবাসার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে মেয়ে ঠিকই দেখতে পেল তার বাবা কেমন অস্থির হয়ে পড়েছে।

সে আশা করেছিল, তার আচরণ সম্পর্কে ইয়ংয়ের কাছ থেকে কোন বাণী বা প্রতিবাদ আসবে। ভুল সে করে নি। কিন্তু সেটা এল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত পথ ধরে। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে সে সবিস্ময়ে দেখতে পেল, তার বিছানা-ঢাকা চাদরে ঠিক তার বুকের উপর একটা ছোট চার-কোণা কাগজের টুকরো পিন দিয়ে আঁটা রয়েছে। বড় বড় ফাঁকা ফাঁকা অক্ষরে তাতে লেখা রয়েছে ঃ

'সংশোধনের জন্য তোমাকে ঊনত্রিশ দিন সময় দেওয়া হল। তারপর—'

লেখার শেষের ঐ টানটি যেকোন ভয়ের চাইতে অধিক ভীতিপ্রদ। ফেরিয়ার কিছুতেই ভেবে পেল না, এই সতর্ক-বাণী তার ঘরে এল কেমন করে। চাকররা ঘুমোয় একটা বাইরের দিকের ঘরে। ঘরের দরজা-জানালা সব বন্ধ ছিল। কাগজটাকে সে হাতের মুঠোয় দলা পাকিয়ে রাখল। মেয়েকে কিছু বলল না। কিন্তু ভয়ে তার বুকের ভিতরটা ঠাণ্ডা হয়ে আসতে লাগল। ইয়ং যে এক মাস সময় দিয়েছিলেন, ঊনত্রিশ দিন তারই অবশিষ্টাংশ। এমন একজন রহস্যময় শক্তির অধিকারী শত্রুর বিরুদ্ধে তার শক্তি বা সাহস কোন্ কাজে লাগবে। যে হাত ঐ পিনটা এঁটে দিয়ে গেছে, সে তার বুকে ছুরি বসিয়েও দিতে পারত, আর কে তাকে খুন করল তা সে কোনদিনই জানতে পারত না।

পরদিন সকালে সে আরও বিচলিত হয়ে পড়ল। তারা প্রাতরাশ খেতে বসেছে, এমন সময় লুসি বিস্ময়ে চীৎকার করে উপরের দিকে দেখাল। সিলিংএর ঠিক মাঝখানে পোড়া লাঠি দিয়ে লেখা রয়েছে একটি সংখ্যা—২৮। মেয়ের কাছে ব্যাপারটা দুর্বোধ্য। সেও কোনরকম আলোকপাত করল না। সেদিন সে সারারাত বন্দুক নিয়ে পাহারা দিল। কিছু দেখতেও পেল না, শুনতেও পেল না। কিন্তু সকলে দেখা গেল, দরজার বাইরে লেখা রয়েছে একটা মস্ত বড় ২৭।

এইভাবে দিনের পর দিন চলে যায়। প্রতিটি সকালেই দেখা যায় অদৃশ্য শত্রুরা তাদের হিসাবের খাতাটা ঠিকই রেখেছে,—বাড়ির যেকোন লোকের চোখে পড়বার মত জায়গায় লেখা আছে এক মাস সময় কালের আর ক'দিন বাকি। মারাত্মক সংখ্যাগুলো কখনও লেখা থাকে দেওয়ালে, কখনও মেঝেতে, আবার কখনও বাগানের গেটে বা রেলিং-এ ঝোলানো প্ল্যাকার্ডের উপরে। অনেক সতর্ক দৃষ্টি রেখেও জন ফেরিয়ার বুঝতে পারে নি, এই প্রাত্যহিক সতর্ক বাণী কোথা থেকে আসে। কুসংস্কার হলেও সংখ্যাগুলি দেখলেই সে শংকিত হয়ে পড়ে। ক্রমেই সে হতশ্রী ও অস্থির হয়ে উঠতে লাগল। তার চোখের দৃষ্টি হয়ে উঠল তাড়া-খাওয়া জন্তুর মত। তার জীবনে এখন একটি মাত্র আশা তরুণ শিকারীর নেভাদা থেকে প্রত্যাবর্তন।

কুড়ি গড়িয়ে পনেরো হল, পনেরো থেকে দশ, কিন্তু অনুপস্থিতের দেখা নেই। ক্রমেই সংখ্যা হ্রাস পেতে লাগল, তবু তার চিহ্নমাত্র নেই। যখনই কোন অশ্বারোহী সশব্দে রাস্তা দিয়ে যায়, বা কোন চালক সঙ্গীদের ডাকে, বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি গেটের কাছে ছুটে যায়, ভাবে এতদিনে বুঝি সাহায্য এল। অবশেষে যখন দেখল পাঁচ গিয়ে চার হল, চার থেকে তিন, তখন সে একেবারে ভেঙ্গে পড়ল, পালাবার সব আশা ছেড়ে দিল। সে জানত, উপনিবেশের চতুঃপার্শ্বস্থ পার্বত্য অঞ্চল সম্পর্কে সীমিত জ্ঞান নিয়ে একাকী সে একেবারেই অসহায়। প্রচলিত রাস্তাগুলি সুরক্ষিত। তার উপর রয়েছে কড়া নজর। পরিষদের অনুমতি ছাড়া সেসব পথে কেউ যেতে পারে না। যেদিক দিয়েই যাবে, মাথার উপরে উদ্যত আঘাত এড়াবার কোন উপায় নেই। তথাপি যে ব্যবস্থাকে সে মেয়ের পক্ষে অসম্মানকর বলে মনে করে তাতে সম্মতি দেবার আগে সে স্বীয় জীবন বিসর্জন দেবে এই দৃঢ় সিদ্ধান্ত থেকে বৃদ্ধ এতটুকু নড়ল না।

একদিন রাতে একাকী বসে নিজের কথাই সে গভীরভাবে ভাবছিল আর বৃথাই তার থেকে উদ্ধারের পথ খুঁজছিল। সেদিন সকালে বাড়ির দেওয়ালে লেখা হয়েছে ২। পরের দিনটিই শেষ দিন। তারপর কি হবে? নানা রকম অস্পষ্ট ভয়ংকর ছবি তার কল্পনায় ভেসে উঠছিল। আর তার মেয়ে? সে না থাকলে তার মেয়ের কি হবে? চারদিক থেকে যে অদৃশ্য বেড়াজাল গুটিয়ে আসছে তা থেকে পালাবার কি কোন পথ নেই? টেবিলের উপর মাথা রেখে নিজের অক্ষমতার কথা ভেবে সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

www.boiRboi.net

ওটা কি? একটা মৃদু খস্‌খস্‌ আওয়াজ তার কানে এল। অনুচ্চ শব্দ, কিন্তু রাত্রের নিস্তব্ধতার জন্য বেশ স্পষ্ট। শব্দটা আসছে দরজার কাছ থেকে। ফেরিয়ার গুড়ি মেরে হলঘরে ঢুকে কান পেতে রইল। কয়েক মুহূর্ত সব চুপ। আবার সেই অনুচ্চ গোপন শব্দ। নিশ্চয় কেউ দরজার পাল্লায় মৃদু টোকা দিচ্ছে। গুপ্ত বিচারালয়ের খুনের আদেশ নিয়ে কি এসেছে কোন মধ্য-রাত্রির ঘাতক? অথবা কেউ কি লিখে দিচ্ছে যে শেষ দিন সমাগত। জন ফেরিয়ারের মনে হল এই স্নায়ুবিধ্বংসী হৃদয়-জল-করা উৎকণ্ঠার চাইতে সাক্ষাৎ মৃত্যু অনেক ভাল। একলাফে এগিয়ে সে হুড়কো তুলে দরজাটাকে খুলে ফেলল।

বাইরে সব শান্ত, স্তব্ধ। সুন্দর রাত, মাথার উপরে তারারা ঝিকমিক করছে। বেড়া এবং গেট দিয়ে ঘেরা ছোট বাগানটি স্পষ্ট চোখে পড়ছে। কিন্তু সেখানে বা রাস্তার উপরে মানুষের চিহ্নমাত্র নেই। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ফেরিয়ার ডাইনে-বাঁয়ে তাকাল। তারপর হঠাৎ নিজের পায়ের কাছে চোখ পড়তেই সবিস্ময়ে দেখতে পেল একটি লোক হাত-পা ছড়িয়ে মেঝের উপর উপুর হয়ে পড়ে আছে।

সে দৃশ্য দেখে সে এতই বিচলিত হয়ে পড়ল যে হাঁক-ডাক করবার ইচ্ছাটাকে চাপা দেবার জন্য সে দেওয়ালে হেলান দিয়ে হাত দিয়ে নিজের গলা চেপে ধরল। প্রথমে ভাবল, এই প্রসারিত দেহটা নিশ্চয় কোন আহত মরণোন্মুখ মানুষের। কিন্তু দেহটা যে সাপের মত নিঃশব্দ গতিতে এঁকে বেঁকে মেঝের উপর দিয়ে হল-ঘরে ঢুকে পড়ল! ভিতরে ঢুকেই লোকটি লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল, দরজাটা বন্ধ করে দিল, আর বিস্মিত বৃদ্ধের চোখে প্রকাশিত হল জেফারসন হোপের রুদ্ধ মুখের সুদৃঢ় ভঙ্গী।

জন ফেরিয়ার ঢোঁক গিলে বলল, 'ঈশ্বর করুণাময়! উঃ, তুমি আমাকে যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে। এভাবে ঘরে ঢোকার মানে কি?'

অপর ব্যক্তি বলল, 'আমাকে খেতে দিন। আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে আমি খাদ্য পানীয় কিছুই গ্রহণ করি নি।' গৃহস্বামীর রাতের খাবারের অবশিষ্ট ঠাণ্ডা মাংস আর রুটি যা টেবিলের উপর তখনও পড়ে ছিল সে একলাফে টেবিলের কাছে গিয়ে সেগুলি গোগ্রাসে গিলতে লাগল। ক্ষুধা মিটাবার পর জিজ্ঞাসা করল, 'লুসি ভাল আছে তো?'

তার বাবা জবাব দিল, 'বিপদের কথা কিছুই সে জানে না।'

'খুব ভাল কথা। সবদিক থেকে এ বাড়ির উপর নজর রাখা হয়েছে। সেইজন্যই আমি এভাবে হামাগুড়ি দিয়ে এসেছি। তাদের চোখ যত সজাগই হোক, এই ওয়াও শিকারীকে ধরবার মত তত সজাগ নয়।'

জন ফেরিয়ার যেন নতুন মানুষ হয়ে উঠল। সে বুঝল, একজন অনুরক্ত সহকারী সে পেয়েছে। যুবকটির হাত ধরে সাদরে ঝাঁকি দিয়ে বলল, 'তুমি আমাদের গর্বের বস্তু। আমাদের বিপদ, আমাদের দুঃখ-কষ্টের অংশ নেবার মত লোক তো বেশী নেই।'

তরুণ শিকারী বলল, 'আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। আপনাকে আমি সম্মান করি। কিন্তু আপনি একা হলে এই ভীমরুলের চাকে মাথা দেবার আগে আমি দু'বার ভাবতাম। লুসিই আমাকে এখানে এনেছে। তার কোন ক্ষতি হবার আগে উটাহ্‌-র হোপ পরিবারের একজন লোক কমে যাবে।'

'আমরা কি করব?'

'আগামীকাল আপনার শেষ দিন। আজ রাতেই কিছু করতে না পারলে আপনি গেলেন। ঈগল গিরিপথে একটা খচ্চর এবং দুটো ঘোড়া আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আপনার কাছে কত অর্থ আছে?'

'স্বর্ণ মুদ্রায় দু'হাজার ডলার আর নোটে পাঁচ হাজার।'

'ওতেই হবে। আমারও সমপরিমাণ অর্থ আছে। পাহাড়ের ভিতর দিয়ে আমাদের কারসন শহরে যেতে হবে। লুসিকে ঘুম থেকে তুলুন। ভালই হয়েছে যে চাকরেরা এ বাড়িতে ঘুমোয় না।'

আসন্ন পথ-পরিক্রমার জন্য কন্যাকে প্রস্তুত করবার জন্য ফেরিয়ার ঘর থেকে চলে গেলে জেফারসন হোপ যেখানে যা কিছু খাদ্যবস্তু পেল সব একটা পুটুলিতে বেঁধে নিল। পাথরের পাত্রে জল ভরে নিল। সে জানে পার্বত্য কুয়োগুলি সংখ্যায় অল্প এবং অনেক দূরে দূরে অবস্থিত। তার কাজ শেষ হতে না হতেই যাত্রার উপযোগী সাজে সজ্জিতা মেয়েকে নিয়ে ফেরিয়ার হাজির হল। প্রেমিক-প্রেমিকার উষ্ণ মিলন হল খুবই সংক্ষিপ্ত। কারণ প্রতিটি মিনিট মূল্যবান, আর করণীয় কাজ রয়েছে অনেক।

'এখনই আমাদের যাত্রা করতে হবে,' অনুচ্চ দৃঢ় কণ্ঠে জেফারসন হোপ বলল। বিপদ কত ভয়ানক তা সে জানে, তথাপি নিজের অন্তরকে ইস্পাত-কঠিন করে তুলেছে বিপদের মোকাবিলা করবার জন্য। 'সামনের এবং পিছনের প্রবেশ-পথের উপর নজর রাখা হয়েছে। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে আমাদের যেতে হবে পাশের জানালা দিয়ে মাঠ পার হয়ে। একবার পথে পড়তে পারলে গিরিপথ আর মাত্র

দু'মাইল। সেখানেই ঘোড়াগুলি রয়েছে। ভোর হবার আগেই পাহাড়ের ভিতর দিয়ে আমরা অর্ধেক পথ পার হয়ে যাব।

'যদি কেউ বাধা দেয়?' ফেরিয়ার বলল।

জামার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা রিভলবারের কুঁদোটা চেপে ধরে হোপ বিকৃত হাসি হেসে বলল, 'সংখ্যায় তারা যদি অনেক বেশী হয়, দু'তিনজনকে আমাদের সঙ্গে নিয়েই যাব।'

ঘরের ভিতরে সব আলো নেভানো হয়েছে। অন্ধকার জানালা দিয়ে ফেরিয়ার ক্ষেতের দিকে তাকাল। এইসব ক্ষেত তারই ছিল, আজ চিরতরে সব ছেড়ে যাচ্ছে। এ ত্যাগ স্বীকারের জন্য সে অনেকদিন থেকেই প্রস্তুত হয়েছিল। বিধ্বস্ত সম্পদের জন্য দুঃখের চাইতে মেয়ের সম্মান ও সুখের চিন্তাই তার কাছে বড় হয়ে দেখা দিল। চারদিক সুখ-শান্তিতে ভরা। গাছের শোঁ-শোঁ শব্দ আর দূর-বিস্তার নিস্তব্ধ শস্যক্ষেত। ভাবতে কষ্ট হয় যে এরই মধ্যে লুকিয়ে আছে মৃত্যু-প্রেত।

ফেরিয়ারের কাছে সোনা ও নোটের থলে। জেফারসন হোপের কাছে যৎসামান্য খাদ্য ও জল, আর লুসির কাছে একটা ছোট বাণ্ডিলে তার অল্প কিছু মূল্যবান জিনিস। অত্যন্ত সন্তর্পণে ও সতর্কতার সঙ্গে জানালাটা খুলে তারা একটু অপেক্ষা করল। একখণ্ড কালো মেঘ রাতটাকে আবছায়ায় ঢেকে ফেললে তারা একে একে বাগানে নামল। রুদ্ধনিঃশ্বাসে হামাগুড়ি দিয়ে তারা বাগান পার হয়ে বেড়ার অন্ধকারে গা-ঢাকা দিল। বেড়ার গা বেয়ে এগোতে এগোতে একেবারে শেষ প্রান্তে পেঁছে গেল। তারপর একটুখানি খোলা জায়গা পার হলেই শস্যক্ষেত। কিন্তু তার আগেই যুবকটি হঠাৎ দুজনকে দু'হাতে টেনে বেড়ার অন্ধকারে নিয়ে গেল। সেখানে তিনজনই নিঃশব্দে কাঁপতে লাগল।

খুব রক্ষে যে প্রান্তরের শিক্ষা জেফারসন হোপকে দিয়েছিল বনবেড়ালের কান। সে আর তার সঙ্গীদ্বয় আত্ম-গোপন করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের কয়েক গজের মধ্যেই শোনা গেল পার্বত্য পেঁচার বিষণ্ণ ডাক। সঙ্গে সঙ্গে সামান্য দূর থেকে তার জবাবে শোনা গেল আর একটা পেঁচার ডাক। ঠিক সেই মুহূর্তে সামনের খোলা জায়গায় দেখা দিল এক ছায়ামূর্তি। তার মুখে ফুটে উঠল আবার সেই বিষণ্ণ সংকেত, আর তা শুনে অন্ধকারের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল দ্বিতীয় মূর্তি।

প্রথম মূর্তি মনে হল দুজনের মধ্যে সেই প্রধান—বলল, 'কাল মাঝ রাতে যখন তিনবার ডাক শোনা যাবে।'

অপরজন বলল, 'ঠিক আছে। ভাই ড্রেবারকে বলব কি?'

'তাকে জানিয়ে দাও। তার থেকে অন্যকে। নয় থেকে সাত।'

'সাত থেকে পাঁচ!' অপরজন বলল। তারপরেই দু'জন দু'দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল। তাদের শেষের কথাগুলি নিশ্চয় কোন সংকেত এবং প্রতি-সংকেত। তাদের পদশব্দ দূরে মিলিয়ে যাওয়া মাত্রই জেফারসন হোপ লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল এবং দুই সঙ্গীকে নিয়ে ফাঁকা জায়গাটা পার হয়ে রুদ্ধশ্বাসে ক্ষেতের ভিতর দিয়ে ছুটতে লাগল। মেয়েটি যখনই চলতে পারছে না তখনই সে তাকে কখনও ধরে কখনও বা প্রায় তুলে নিয়ে এগিয়ে চলল।

মাঝে মাঝে সে হাঁপাতে হাঁপাতে বলছে, 'জোরে! আরও জোরে! সতর্ক প্রহরীদের ভিতর দিয়ে আমরা চলেছি। গতিই এখন একমাত্র ভরসা, জোরে!'

বড় রাস্তায় উঠবার পর তাদের গতি আরও বেড়ে গেল। মাত্র একবার তারা একজনের সামনে পড়েছিল। একটা ক্ষেতের ভিতর লুকিয়ে পড়ায় সে তাদের চিনতে পারে নি। শহরে ঢুকবার আগে তারা পাহাড়ের দিকে যাবার একটা বন্ধুর সংকীর্ণ গলির ভিতর ঢুকে পড়ল। মাথার উপরে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে দুটো কালো পর্বত-চূড়া। তার ভিতর দিয়ে চলে গেছে যে গিরি-সংকট সেটাই ঈগল গিরিপথ, আর সেখানেই বাঁধা আছে ঘোড়াগুলি। বড় বড় পাথরের চাঁইয়ের ভিতর দিয়ে একটা শুকনো গিরি-খাদ ধরে জেফারসন হোপ নির্ভুল দৃষ্টিতে পথ দেখে চলতে চলতে পাহাড়-ঘেরা সেই নির্জন স্থানটিতে পেঁছল যেখানে তিনটি পোষা জন্তুকে সে রেখে গিয়েছিল। মেয়েটিকে বসিয়ে দেওয়া হল খচ্চরের পিঠে, টাকার থলি নিয়ে বৃদ্ধ ফেরিয়ার উঠল একটা ঘোড়ায়, আর জেফারসন হোপ অপর ঘোড়ায় চেপে সেই খাড়া বিপদসংকুল পথ ধরে এগিয়ে চলল।

উদ্দাম বন্য প্রকৃতির মুখোমুখি চলতে যে অভ্যস্ত নয় তার পক্ষে এ পথ হতবুদ্ধিকর। একদিকে বিরাট পাহাড় হাজার ফুট কি তারও বেশী খাড়া উঠে গেছে—কালো, রুক্ষ, ভীতিপ্রদ; তার বন্ধুর বুকের উপর দীর্ঘ কালো স্তম্ভগুলো দাঁড়িয়ে আছে মৃত দানবের পাঁজরের মত। অন্যদিকে ইতস্তত ছড়ানো পাথরের চাঁই আর ধ্বংসস্তূপের ভিতর দিয়ে পথ চলা অসম্ভব। তারই ভিতর দিয়েই চলে গেছে অসমতল পথ। এত সরু পথ যে পর পর লাইন বেঁধে তাদের চলতে হচ্ছে; আর এতই বন্ধুর যে দক্ষ অশ্বারোহী ছাড়া সে পথে আর কেউ চলতেই পারে

না। তথাপি এত বিঘ্ন-বিপদের মধ্যেও পলায়নকারীদের অন্তর অনেকটা হাল্কা হয়ে এসেছে, কারণ প্রতি পদক্ষেপে তারা পিছনে ফেলে আসা নৃশংস স্বেচ্ছাচারিতা থেকে আরও দূরে চলে যাচ্ছে।

শীঘ্রই কিন্তু তারা প্রমাণ পেল যে এখনও সন্তদের এলাকাতেই তারা রয়েছে। গিরি-সংকটের সবচেয়ে নির্জন অংশে পৌঁছে মেয়েটি হঠাৎ চীৎকার করে উপরের দিকে দেখাল। পথের উপরে যে পাহাড়টা ঝুঁকে আছে তার মাথায় আকাশের পটভূমিকায় স্পষ্ট দেখা গেল একটি সঙ্গী-হীন শান্ত্রী দাঁড়িয়ে আছে। তারা লক্ষ্য করবার সঙ্গে সঙ্গেই সেও তাদের দেখে ফেলল। সামরিক কায়দায় সে চীৎকার করে উঠল, 'হুকুমদার ?' নিস্তব্ধ গিরিপথে সে স্বর বাতাসে কাঁপতে লাগল।

পাশে ঝুলিয়ে রাখা রাইফেলে হাত রেখে জেফারসন হোপ বলল, 'নেভাদার যাত্রী।'

তারা দেখতে পেল, যেন তাদের জবাবে সন্তুষ্ট না হয়ে সেই নিঃসঙ্গ শান্ত্রী তাদের দিকে তাক করে বন্দুকে আঙুল রাখল।

প্রশ্ন করল, 'কার অনুমতিতে ?'

ফেরিয়ার উত্তর দিল, 'চার মহাত্মার।' মোর্মোন জীবনের অভিজ্ঞতায় সে জেনেছিল যে তারাই বলবার মত সবচাইতে বড় শক্তি।

'নয় থেকে সাত', শান্ত্রী চেঁচিয়ে বলল।

'সাত থেকে পাঁচ', সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল জেফারসন হোপ। বাগানের মধ্যে শোনা প্রতি-সংকেতটি তার মনে পড়ে গেল।

উপর থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'চলে যাও। প্রভু তোমাদের সহায় হোন।' তার ঘাঁটির পর থেকেই পথটা চওড়া হয়ে গেছে। কাজেই ঘোড়াগুলি জোর কদমে ছুটে চলল। পিছনে তাকিয়ে তারা দেখল, নিঃসঙ্গ শান্ত্রী বন্দুকে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বুঝতে পারল, "প্রভুর প্রিয়জনদের" শেষ ঘাঁটি তারা পার হয়ে এসেছে— সম্মুখে মুক্তি।

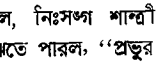

১২ ঃ প্রতিহিংসার দূত

সারারাত তারা পথ চলল জটিল গিরি-সংকটের পাথর ছড়ানো আঁকা-বাঁকা পথে। বারবার তারা পথ হারাল। কিন্তু পার্বত্য অঞ্চলটা হোপ ভাল করেই চেনে, তাই আবার তারা পথ খুঁজে পায়। সকাল হলে তাদের সামনে ফুটে উঠল এক বিস্ময়কর আদিম সৌন্দর্যের দৃশ্য। পরস্পরের কাঁধের উপর দিয়ে দূর দিগন্তের যেদিকে তাকায় সেদিকেই চোখে পড়ে তুষার-কিরীট উত্তুঙ্গ শিখরশ্রেণী। দু'পাশের পর্বত-প্রাচীর এতই খাড়া যে মনে হয় ঝাউ ও পাইন গাছগুলি যেন তাদের মাথার উপর ঝুলে আছে, একটা দমকা বাতাস হলেই হুড়মুড় করে মাথার উপর ভেঙ্গে পড়বে। এ ভয় একেবারে অমূলকও নয়, কারণ ঐভাবে ছিটকে-পড়া গাছ-পাথর অনুর্বর উপত্যকার সর্বত্র পুরু হয়ে ছড়িয়ে আছে। এমন কি তারা যেতে যেতেই দেখল, একটা প্রকাণ্ড পাথর সশব্দে নীচে গড়িয়ে পড়ল। নিস্তব্ধ গিরি-সংকটের পথে পথে উঠল তার প্রতিধ্বনি। তাদের পথশ্রান্ত ঘোড়াগুলি সচকিত হয়ে দুই পা তুলে দাঁড়াল।

পূর্ব দিগন্তে যখন ধীরে ধীরে সূর্য উঠল তখন শিখরের চূড়াগুলি উৎসবের আলোকমালার মত একের পর এক জ্বলে উঠতে লাগল। ক্রমে সেগুলি রক্তবর্ণ হয়ে জ্বলতে লাগল। এই অপূর্ব দৃশ্য দেখে তিন পলাতকের মন আনন্দে ভরে উঠল। নতুন উৎসাহে তারা উদ্দীপিত হয়ে উঠল। গিরিসংকট থেকে বেরিয়ে-আসা একটা পার্বত্য নদীর ধারে তারা থামল ; ঘোড়াগুলোকে জল খাওয়াল ; নিজেরাও দ্রুত হাতে প্রাতরাশ সেরে নিল। লুসি আর তার বাবা হয় তো আর একটু বিশ্রাম করত, কিন্তু জেফারসন হোপ অমোঘ। বলল, 'যেকোন সময় তারা এসে পড়তে পারে। আমাদের সব কিন্তু নির্ভর করছে গতির উপরে। একবার যদি নিরাপদে কারসন পৌঁছতে পারি, তখন সারা জীবন বিশ্রাম নিতে পারব।'

সারাদিন তারা গিরি-সংকট ধরে এগিয়ে চলল। সন্ধ্যায় হিসাব করে দেখল, শত্রুপক্ষের কাছ থেকে ত্রিশ মাইলের বেশী দূরে চলে এসেছে। রাত্রের জন্য তারা একটা ঝুঁকে-পড়া পাহাড়ের নীচটা বেছে নিল। চারদিকের পাহাড় ঠাণ্ডার হাত থেকে তাদের বাঁচাবে। সেখানে তিনজনে গুটি-সুটি মেরে কয়েক ঘন্টা ঘুমিয়ে নিল। ভোর হবার আগেই জেগে উঠে আবার পথে নামল। কোন অনুসরণকারীর চিহ্ন এখনও পর্যন্ত চোখে পড়ে নি। জেফারসনের মনে তাই আশা হল, যে নৃশংস সংগঠনের শত্রুতার কবলে পড়েছিল, এতক্ষণে বোধ হয় তার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে তারা এসে গেছে। সে জানত না তাদের লোহার থাবা কতদূর পৌঁছতে পারে ; জানত না সে থাবা কত দ্রুত তাদের ঘিরে ধরে চূর্ণ করে ফেলবে।

পলায়নের দ্বিতীয় দিন দুপুর থেকেই তাদের খাবারে টান পড়ল। অবশ্য শিকারীর মনে তাতে কোন দুশ্চিন্তা হল না, কারণ এই সব পার্বত্য অঞ্চলে শিকার পাওয়া যায়। এর আগে অনেক সময়ই জীবন ধারণের জন্য তাকে রাই-

কেলের উপরেই নির্ভর করতে হয়েছে। এখন তারা সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার ফুট উঁচুতে উঠেছে। আর বাতাসেও তীব্র ঠাণ্ডা। কাজেই সঙ্গীদের গরম থাকবার একটা ব্যবস্থা করা দরকার। তাই পাথর-ঘেরা কোণ বেছে নিয়ে সে শুকনো ডালপালা জোগাড় করে আগুন জ্বালিয়ে দিল। তারপর ঘোড়াগুলিকে বেঁধে লুসিকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে বন্দুকটাকে তার কাঁধে ঝুলিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল শিকারের সন্ধানে। পিছন ফিরে দেখল, বৃদ্ধ ও তরুণী জ্বলন্ত আগুনের উপর ঝুঁকে বসে আছে, আর জন্তুগুলি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। পরক্ষণেই একটা পাহাড় মাঝখানে পড়ায় তার দৃষ্টিপথের বাইরে চলে গেল।

এক গিরিপথ থেকে আরেক গিরিপথ ধরে মাইল দুই হেঁটেও সে কিছুই পেল না, যদিও গাছের বাকলে চিহ্ন দেখে বা অন্য নানাভাবে সে বুঝতে পারল যে এ অঞ্চলে অনেক ভালুক আছে। অবশেষে দু'তিন ঘণ্টার ব্যর্থ সন্ধানের পর নিরাশ হয়ে যখন সে ফিরে যাবার কথা ভাবছে, এমন সময় উপরের দিকে চোখ মেলে সে এমন একটা দৃশ্য দেখতে পেল যাতে তার হৃদয় আনন্দে নেচে উঠল। তিন চারশ' ফুট উপরে একটা মুখ বের-করা পাথরের উপর ঠিক ভেড়ার মত দেখতে একটা জন্তু দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তার মাথায় দুটো বিরাট শিং। ওই বড়-শিংটা—ঐ নামেই ওগুলোকে ডাকা হয়—হয়তো অদৃশ্য একটা ভেড়ার পালের গোদা। সৌভাগ্যক্রমে জন্তুটা তার বিপরীত দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছিল বলে তাকে দেখতে পায় নি। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে একটা পাথরে রাইফেলটার ভর রেখে অনেক দূর থেকে অব্যর্থ নিশানায় সে ঘোড়া টিপল। জন্তুটা লাফ দিয়ে উঠে পাহাড়ের কিনারে কাঁপতে কাঁপতে দ্রুত বেগে নীচের উপত্যকায় ছিটকে পড়ল।

জন্তুটা খুব ভারী। বয়ে নেওয়া শক্ত। শিকারী তাই তার একটা উরু আর পাশের অংশ কেটে নিল। তারপর বিজয়-চিহ্নটি কাঁধে ফেলে দ্রুত ফিরে চলল, কারণ সন্ধ্যা প্রায় হয়ে এল। ফিরবার উদ্যোগ করতেই সে বুঝতে পারল ব্যাপারটা সহজ নয়। শিকারের আগ্রহে পরিচিত পার্বত্য পথ ছেড়ে সে অনেক দূরে চলে এসেছে। যে পথে এসেছে সে পথ খুঁজে বের করাও সহজ নয়। যে উপত্যকায় সে পৌঁচেছে সেটা বহু গিরিপথ দ্বারা বিভক্ত। সেই সব গিরিপথের সবগুলিই প্রায় একরকম দেখতে। ফলে একটা থেকে আরেকটা পৃথক করে চেনা একেবারেই অসম্ভব। একটা পথ ধরে মাইল খানেক যাবার পরে এমন একটা পার্বত্য নদীর কাছে পৌঁছল যেটা সে আগে কখনও দেখে নি। ভুল পথে এসেছে বুঝতে পেরে সে আর একটা পথ ধরল। কিন্তু ফল একই হল। রাত দ্রুত বাড়ছে। অন্ধকার নামছে। এমন সময় সে একটা পরিচিত গিরিপথে পৌঁছল বটে, কিন্তু ঠিক পথে চলা তখনও সহজ ব্যাপার নয়, কারণ তখনও চাঁদ ওঠে নি, ফলে দুদিকের সুউচ্চ পর্বতশ্রেণী পথকে আরও অস্পষ্ট করে তুলেছে। একে কাঁধে বোঝা, তার উপর পথশ্রমের ক্লান্তি, সে অতি কষ্টে পা ফেলতে লাগল। মনে আশা, প্রতিটি পদক্ষেপ তাকে লুসির নিকট-বর্তী করছে এবং যে খাদ্য সে নিয়ে যাচ্ছে তা বাকিভ্রমণ-কালের পক্ষে যথেষ্ট।

যে গিরিপথে সে ওদের রেখে গিয়েছিল একসময়ে সেই পথের মুখে সে পৌঁছল। অন্ধকারেও চারদিকের পাহাড়ের রেখা সে চিনতে পারল। সে চলে যাবার পর প্রায় পাঁচ ঘণ্টা কেটে গেছে। না জানি কত উৎকণ্ঠার সঙ্গে তারা তার জন্য অপেক্ষা করছে। মনের আনন্দে দুই হাত মুখের কাছে নিয়ে নিজের ফিরে আসবার সংকেত হিসাবে একটা অদ্ভুত শব্দ করল। সে শব্দ চারদিকে প্রতিধ্বনিত হল। চুপ করে সে উত্তরের জন্য কান পাতল। তার নিজের স্বর নিস্তব্ধ গিরিপথে ছড়িয়ে পড়ে অসংখ্য প্রতিধ্বনি হয়ে তারই কানে ফিরে এল। অন্য কোন শব্দ শোনা গেল না। আবার শব্দ করল, আরও জোরে, কিন্তু ফেলে-যাওয়া বন্ধু-দের কাছ থেকে একটা অস্পষ্ট শব্দও ফিরে এল না। এত-ক্ষণে একটা আবছা নামহীন ভয় তাকে ঘিরে ধরল ; পাগলের মত সে ছুটতে লাগল ; উত্তেজনায় মূল্যবান খাদ্য-বস্তুও কাঁধ থেকে ফেলে দিল।

মোড় ঘুরতেই যেখানে আগুন জেলেছিল সেই জায়-গাটা স্পষ্ট দেখতে পেল। পোড়া কাঠের ছাই তখনও ধিকি-ধিকি জ্বলছে। কিন্তু স্পষ্টই বোঝা যায় সে চলে যাবার পরে আর নতুন করে কাঠ দেওয়া হয় নি। চারদিকে মৃত্যুর নিস্তব্ধতা। আশংকা এবার বাস্তব রূপ নিল। সে ছুটতে লাগল। আগুনের কাছে প্রাণীমাত্রও নেই। ঘোড়া, মানুষ, তরুণী—সব নিশ্চিহ্ন। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, তার অনুপস্থিতিতে ভয়ংকর একটা আকস্মিক বিপদ ঘটে গেছে—সে বিপদ সকলকে তার আলিঙ্গনে ঢেকে দিয়েছে, পিছনে চিহ্ন পর্যন্ত রাখে নি।

এই আঘাতে জেফারসন হোপ বিমূঢ় হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল। মাথাটা ঘুরে উঠল। পাছে মাটিতে পড়ে যায় এই ভয়ে সে রাইফেলের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াল। স্বভাবতই সে উদ্যমশীল মানুষ, তাই সাময়িক নিষ্ক্রিয়তা কাটিয়ে উঠতে বেশী সময় লাগল না। অগ্নিকুণ্ডের ভিতর থেকে একটা অর্ধদগ্ধ কাঠ নিয়ে সেটাতে আগুন জ্বালাল, আর তারই আলোয় চারদিকটা পরীক্ষা করে দেখতে লাগল।

www.boiRboi.net

চতুর্দিকে ঘোড়ার ক্ষুরের দাগ দেখেই বোঝা যায় একটা বড় অশ্বারোহী দল পলাতকদের আক্রমণ করেছিল এবং পথের নিশানা দেখেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে তারা লবণ হ্রদ শহরের দিকেই ফিরে গেছে। তারা কি দুজনকেই তুলে নিয়ে গেছে? জেফারসন হোপ সেইটেই ভেবে নিয়েছিল, এমন সময় একটা জিনিস তার চোখে পড়ল যাতে তার সারা শরীর শিউরে উঠল। একটু দূরে লাল মাটির একটা নীচু ঢিবি। আগে ওটা নিশ্চয়ই ওখানে ছিল না। একটা নতুন খোঁড়া কবর ছাড়া ওটাকে আর কিছু বলে ভুল করবার কোন কারণই নেই। আর একটু এগিয়ে তরুণ শিকারী দেখতে পেল, কবরের উপরে একটা লাঠি পোঁতা রয়েছে, আর সেই লাঠির চেরা ডগার মধ্যে আটকে রয়েছে এক-টুকরো কাগজ। কাগজের লেখাটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু সুস্পষ্ট ঃ

জন ফেরিয়ার

লবণ হ্রদ শহরের প্রাক্তন অধিবাসী।
মৃত্যু ৪ঠা আগস্ট, ১৮৬০

মাত্র কিছুক্ষণ আগেও যে বৃদ্ধ লোকটিকে সে রেখে গিয়েছিল সে আর নেই। আর এই তার স্মৃতি-লেখ! জেফারসন হোপ হন্যে হয়ে দ্বিতীয় কবরের খোঁজ করল, কিন্তু তার কোন চিহ্নই দেখতে পেল না। লুসির নিয়তিকে পূর্ণ করবার জন্য অনুসরণকারীরা তাকে তুলে নিয়ে গেছে। কোন প্রধান-পুত্রের অন্তঃপুরে হবে তার স্থান। লুসির অনিবার্য নিয়তি আর তাকে প্রতিরোধ করবার ক্ষমতার কথা ভেবে যুবকটির ইচ্ছা হল—সেও বৃদ্ধের শেষ শান্ত বিশ্রামাগারেই শয্যা গ্রহণ করবে।

সঙ্গে সঙ্গে তার উদ্যমশীল মনোবল হতাশা প্রসূত এই কর্মহীনতাকে ঝেড়ে ফেলে দিল। যদি আর কিছুই করবার না থাকে, বেঁচে থেকে সে প্রতিহিংসা তো নিতে পারবে। দুর্জয় ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে জেফারসনের মনে ছিল দীর্ঘস্থায়ী জিঘাংসার এক অনন্য শক্তি। যে নিগ্রোদের সঙ্গে সে বাস করত হয়তো তাদের কাছ থেকেই এ শক্তি সে অর্জন করেছিল। নিঃসঙ্গ অগ্নিকুণ্ডের পাশে দাঁড়িয়ে সে মনে মনে বলল, নিজের হাতে শত্রুদের উপর পরিপূর্ণ প্রতিশোধ নিতে পারলে তবেই এ দুঃখের অবসান হতে পারে। তার দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি আর শ্রান্তিহীন উদ্যমকে ঐ একটিমাত্র লক্ষ্যসাধনে নিয়োজিত করবার সংকল্প সে গ্রহণ করল। কঠোর ফ্যাকাসে মুখে সে সেইখানে ফিরে গেল যেখানে সে খাদ্যবস্তু ফেলে এসেছিল। আগুনটাকে ভাল করে জেবলে কয়েকদিন চলবার মত মাংস তাতে ঝলসে নিল। তারপর সেই মাংসকে পুটুলিতে বেঁধে শ্রান্ত পা ফেলে ফেলে পাহাড়ের উপর দিয়ে ফিরে চলল প্রতিহিংসার দূতদের পথ ধরে।

ঘোড়ায় চেপে যে পথ সে পার হয়ে এসেছিল, পাঁচ দিন ধরে পায়ে হেঁটে সেই গিরিপথ বেয়ে চলতে তার পা থেকে রক্ত ঝরল, শ্রান্তিতে দেহ ভেঙে পড়তে চাইল। রাত্রিতে পাহাড়ের গায়ে আছড়ে পরে কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নেয়, আবার ভোর হবার আগেই পথে নামে। ষষ্ঠ দিন সে ঈগল গিরিপথে পৌঁছল। সেখান থেকেই শুরু হয়েছিল তাদের ভাগ্যহীন যাত্রা। সেখান থেকে সন্তদের বাড়ির উপর তার চোখ গেল। শ্রান্ত ক্লান্ত দেহ নিয়ে সে রাইফেলের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াল। নীচেকার সুপ্ত প্রসারিত শহরকে লক্ষ্য করে সে তার ক্ষীণ হাতখানা হিংস্রভাবে নাড়তে লাগল। ভাল করে তাকিয়ে দেখতে পেল, কয়েকটি প্রধান প্রধান পতাকা উড়ছে ; উৎসবের অন্য চিহ্নও চোখে পড়ল। সে ভাবতে লাগল, এসবের অর্থ কি। এমন সময় ঘোড়ার ক্ষুরের খটাখট্ শব্দ কানে আসতেই তাকিয়ে দেখল, একজন অশ্বারোহী তার দিকেই আসছে। কাছে এলে চিনতে পারল, সে একজন মোর্মোন, নাম কাউপার ; অতীতে তার অনেক উপকার সে করেছে। লোকটি কাছে এলে লুসি ফেরিয়ারের ভবিতব্য জানবার জন্য সেই প্রথম কথা বলল।

'আমি জেফারসন হোপ, আশা করি আমার কথা তোমার মনে আছে।'

মোর্মোন সবিস্ময়ে তার দিকে তাকাল। সত্যি, এই বীভৎস ফ্যাকাসে মুখ আর হিংস্র উন্মত্ত চোখ, এই ছিন্নবাস অপরিচ্ছন্ন ভবঘুরেকে দেখে অতীতের ফিটফাট শিকারী তরুণ বলে চেনা শক্ত। শেষ পর্যন্ত তার পরিচয় সম্পর্কে নিঃসংশয় হতেই তার বিস্ময় আতংকে পরিণত হল।

সে চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'তুমি কি পাগল যে এখানে এসেছ। তোমার সঙ্গে কথা বলছি বলে আমার জীবনও বিপন্ন হতে পারে। ফেরিয়ারদের পালাবার ব্যাপারে সাহায্য করবার জন্য চার মহাত্মার নামে তোমার বিরুদ্ধে যে পরো-য়ানা বেরিয়েছে।'

হোপ বলল, 'তাদের আমি ভয় করি না, তাদের পরোয়ানাকেও নয়। কাউপার, এবিষয়ে কিছু খবর তুমি নিশ্চয় রাখ। তোমার প্রিয়জনের দিব্যি, আমার কয়েকটি প্রশ্নের জবাব দাও। আমরা অনেক দিনের বন্ধু। ঈশ্বরের দোহাই, আমার প্রশ্নের জবাব দিতে অস্বীকার করো না।'

'কি প্রশ্ন?' মোর্মোন অস্বস্তির সঙ্গে প্রশ্ন করল, 'তাড়াতাড়ি কর। পর্বতেরও কান আছে, আর গাছেরও চোখ আছে।'

'লুসি ফেরিয়ারের কি হয়েছে?'

'গতকাল তরুণ ড্রেবারের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেছে। আরে! কি হল? দাঁড়াও, সোজা হয়ে দাঁড়াও। তুমি যে মরার মত হয়ে গেলে।'

'আমার কথা ছেড়ে দাও,' অস্ফুট স্বরে হোপ বলল। তার ঠোঁট অবধি সাদা হয়ে গেছে। যে পাথরটায় ঠেস দিয়ে সে দাঁড়িয়েছিল, সেটার উপরেই ধপ করে বসে পড়ল। 'বিয়ে হয়ে গেছে, না?'

'গতকাল বিয়ে হয়েছে। বিয়েবাড়িতে সেইজন্যই তো অত পতাকা উড়ছে। কে তাকে পাবে এই নিয়ে তরুণ ড্রেবার আর তরুণ স্ট্যাঙ্গারসনের মধ্যে বচসা হয়। স্ট্যাঙ্গারসন গুলি করে লুসির বাবাকে মেরে ফেলে। ফলে তার দাবীই ভারী হয়ে ওঠে। কিন্তু এ নিয়ে পরিষদে যখন আলোচনা শুরু হয় তখন ড্রেবারই দলে ভারী হয় এবং গুরুদেব কনেকে তার হাতেই তুলে দেন। অবশ্য কেউই তাকে বেশী দিন রাখতে পারবে না। কালই তার মুখে আমি মৃত্যুর ছায়া দেখেছি। সে আর স্ত্রীলোক নেই, একটি প্রেতিনী। তুমি তাহলে ফাঁকিতেই পড়লে?'

'হ্যাঁ, আমি ফাঁকিতেই পড়লাম,' আসন থেকে উঠে জেফারসন হোপ বলল। তার মুখ যেন পাথর কুঁদে তৈরী, এমনি কঠিন আর স্পষ্ট তার মুখের ভাব। এক অশুভ আলোয় চোখ দুটি জ্বলছে।

'কোথায় চললে?'

'কিছু মনে করো না,' সে জবাব দিল। তারপর অস্ত্রটা কাঁধের উপর ঝুলিয়ে গিরিপথ ধরে চলে গেল বন্য পশুদের আবাসস্থল পর্বতের বুকে। সেখানে তার মত হিংস্র ও বিপজ্জনক আর কেউ ছিল না।

মোর্মোনের ভবিষ্যদ্বাণী শীঘ্রই ফলে গেল। বাবার নৃশংস মৃত্যু, অথবা জোর করে অসম্মানজনক বিবাহের ফল, যে কারণেই হোক বেচারি লুসি তারপর আর কোনদিন মাথা তোলে নি, একমাসের মধ্যেই শুকিয়ে মরে গেল। তার মাতাল স্বামী জন ফেরিয়ারের সম্পত্তির লোভেই তাকে বিয়ে করেছিল। কাজেই লুসির মৃত্যুতে সেরকম কিছু দুঃখ তার হল না। কিন্তু তার অন্য স্ত্রীরা তার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করল এবং মোর্মোন-রীতি অনুসারে অন্ত্যেষ্টির আগের রাতটা তার পাশেই বসে কাটাল। খুব সকালে তারা মৃতদেহের চারপাশে গোল হয়ে বসেছিল, এমন সময় অবর্ণনীয় ভয় ও বিস্ময়ের সঙ্গে তারা দেখল যে দরজাটা সম্পূর্ণ খুলে গেল এবং একটি ভীষণ-দর্শন ঝঞ্ঝাহত জীর্ণবাস মানুষ ঘরের মধ্যে ঢুকল। ত্রস্ত নারীদের দিকে কোনরকম দৃষ্টিপাত না করে বা কোন কথা না বলে যে ফ্যাকাসে নীরব দেহে একদিন লুসি ফেরিয়ারের পবিত্র আত্মার বাস ছিল সেইদিকে এগিয়ে গেল। তার উপর ঝুঁকে পড়ে সসম্মানে তার শীতল ললাটে ঠোঁট দুটিকে চেপে ধরল। তারপর হাতখানা তুলে ধরে আঙুল থেকে বিয়ের আংটিটা খুলে নিল। হিংস্র কণ্ঠে গর্জে উঠল, 'এই আংটিসহ ওকে কবর দেওয়া চলবে না।' কেউ চীৎকার-চেঁচামিচি করবার আগেই সে লাফিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে চলে গেল। ঘটনাটা এতই বিস্ময়কর ও সংক্ষিপ্ত যে যারা দেখেছিল তাদের পক্ষেও সেটা বিশ্বাস করা কঠিন, বা অন্যকে বিশ্বাস করানো আরও কঠিন। কিন্তু একথা তো অনস্বীকার্য যে তার বিয়ের কনে হবার একমাত্র চিহ্ন সোনার আংটিটা অদৃশ্য হয়ে গেছে।

কয়েক মাস ধরে জেফারসন সেই পাহাড়ের মধ্যেই বন্য জীবন যাপন করতে লাগল। প্রতিহিংসার যে তীব্র বাসনা তাকে পেয়ে বসেছে তাকেই সে সযত্নে লালন করে চলেছে। শহরে নানা কাহিনী রটতে লাগল যে একটি কিম্ভূত মানুষকে কখনও শহরের উপকণ্ঠে, আবার কখনও নির্জন গিরিপথে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। একদিন একটা বুলেট স্ট্যাঙ্গারসনের জানালা দিয়ে ঢুকে তার এক ফুটের মধ্যে দেওয়ালে বিঁধে যায়। আর একদিন, ড্রেবার যখন পাহাড়ের নীচে দিয়ে যাচ্ছিল তখন একটা মস্ত বড় পাথর তার উপর গড়িয়ে পড়ে। তাড়াতাড়ি ছিটকে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে কোনক্রমে সে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পায়। দুই তরুণ মোর্মোন শীঘ্রই বুঝতে পারল কেন তাদের প্রাণনাশের চেষ্টা করা হচ্ছে। শত্রুকে ধরবার বা মেরে ফেলবার আশায় বার বার তারা পার্বত্য অঞ্চলে অভিযান চালালো। কিন্তু কোনবারই কোন ফল হল না। তখন তারা সতর্কতা অবলম্বন করল।

কখনও তারা একাকী বা রাত্রিবেলা বাইরে বের হত না। তাদের বাড়ির চতুর্দিকে কড়া পাহারারও ব্যবস্থা করল। কিছুদিন পরে অবশ্য এইসব ব্যবস্থা তারা শিথিল করে দিল, কারণ প্রতিপক্ষকে আর দেখাও যেত না, বা তার কথাও কিছু শোনা যেত না। ফলে তাদের আশা হল যে, কালক্রমে তার জিঘাংসাবৃত্তি হয়তো ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে।

কিন্তু মোটেই তা হয় নি। কালক্রমে জিঘাংসাবৃত্তি আরও প্রখর হয়েছে। শিকারীর মন ছিল কঠোর, অনমনীয়। প্রতিহিংসার বাসনা তার মনকে এমনভাবে সম্পূর্ণ গ্রাস করে বসেছিল যে আর কোন ভাবনা-চিন্তার স্থান সেখানে ছিল না। সে ছিল পুরোপুরি বাস্তবপন্থী। শীঘ্রই সে বুঝতে পারল, যেভাবে সে অবিশ্রাম পরিশ্রম করে চলেছে তার লৌহ-কঠিন দেহযন্ত্রও বেশীদিন তা সহ্য করতে পারবে না। এভাবে রোদে-বৃষ্টিতে থেকে থেকে আর ভাল

খাদ্যের অভাবে তার শরীর ক্রমেই ভেঙে পড়ছে। পাহাড়ের মধ্যে কুকুরের মত মরে গেলে তার প্রতিহিংসার কি হবে? অথচ এভাবে চললে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। সে বুঝলো যে তাহলে তো তার শত্রুর উদ্দেশাই সফল হবে। সুতরাং অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে পুরনো নেভাদা খনিতে ফিরে গেল, সেখানে থেকে হৃতস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করে বিনা কষ্টে অভীষ্ট লক্ষ্যে অগ্রসর হতে পারবে—এই আশায়।

তার ইচ্ছা ছিল বড় জোর এক বছর সেখানে কাটাবে। কিন্তু অদৃষ্টপূর্ব ঘটনার চাপে তাকে প্রায় পাঁচ বছর খনিতে কাটাতে হল। অবশ্য এতদিন পরেও তার প্রতি অন্যায়ের স্মৃতি এবং তার প্রতিহিংসার স্পৃহা এতটুকু হ্রাস পায় নি। জন ফেরিয়ারের কবরের পাশে দাঁড়াবার সেই স্মরণীয় রাতে যেমন তীব্র ছিল আজও তাই আছে। একটা নকল নামের আড়ালে আত্মগোপন করে সে লবণ হ্রদ শহরে ফিরে গেল। যাকে সে ন্যায় বলে জেনেছে তাকে পাবার জন্য যদি জীবন যায় তো যাক। সেখানে অনেক দুঃসংবাদ তার জন্য অপেক্ষা করে ছিল। কয়েক মাস আগে 'প্রিয় মানবদলে'র মধ্যে একটি দলাদলি হয়ে গেছে। গীর্জার কিছু তরুণ সদস্য প্রধানদের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। ফলে বেশকিছু অসন্তুষ্ট সদস্য দলত্যাগ করে উটাহ্ ছেড়েছে এবং বাইরে গিয়ে 'জেন্টিল' হয়েছে। ড্রেবার এবং স্ট্যাংগারসনও তাদের মধ্যে আছে। তারা কোথায় গেছে তা কেউ জানে না। গুজবে প্রকাশ, ড্রেবার তার বেশীর ভাগ সম্পত্তি অর্থে রূপান্তরিত করে বেশ ধনী হয়ে চলে গেছে, আর তার সঙ্গী স্ট্যাংগারসন গেছে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র হয়ে। তাদের গতিবিধি সম্পর্কে কিছুই জানবার উপায় নেই।

এমন অসুবিধার সম্মুখীন হলে অনেক প্রতিহিংসা-পরায়ণ লোকই প্রতিশোধের বাসনা পরিত্যাগ করত। জেফারসন হোপ কিন্তু মুহূর্তের জন্যও দ্বিধাবোধ করল না। যে স্বল্প যোগ্যতা তার ছিল তারই সাহায্যে কাজকর্ম জোগাড় করে করে সে যুক্তরাষ্ট্রের শহর থেকে শহরে ঘুরতে লাগল শত্রুর সন্ধানে। বছরের পর বছর কেটে গেল, তার কালো চুল সাদা হয়ে গেল, তবু তার ঘোরার বিরাম নেই।

এক মানবরূপী শিকারী কুকুর যেন। যে লক্ষ্যে সে জীবন উৎসর্গ করেছে, সারা মন তারই উপর নিবদ্ধ। অবশেষে অধ্যবসায়ের পুরস্কার মিলল। একটি জানালা-পথে একটি মুখের প্রতি একটিমাত্র দৃষ্টিপাত। কিন্তু সেই একটিমাত্র দৃষ্টিপাত তাকে বলে দিল, যাদের সন্ধানে সে ঘুরছে তারা আছে ওহিয়োর ক্লিভল্যাণ্ডে। প্রতিহিংসার সব পরিকল্পনা পাকা করে সে ফিরে গেল তার শোচনীয় বাসস্থানে। ওদিকে ড্রেবার কিন্তু জানালা দিয়ে তাকিয়েই পথের বাউণ্ডুলে লোকটাকে চিনতে পেরেছিল, তার দুই চোখে দেখেছিল খুন। স্ট্যাংগারসন তখন তার ব্যক্তিগত সচিব। দুজনে মিলে তখনই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করে জানাল, একজন পুরনো প্রতিদ্বন্দ্বীর ঈর্ষা ও ঘৃণার ফলে তাদের জীবন বিপন্ন হতে বসেছে। সেই সন্ধ্যায়ই জেফারসন হোপ হাজতে বন্দী হল এবং জামিন দিতে না পারায় কয়েক সপ্তাহের জন্য আটক হয়ে রইল। শেষ পর্যন্ত যখন মুক্তি পেল তখন দেখল ড্রেবারের বাড়ি পরিত্যক্ত; সে এবং তার সচিব ইউরোপ যাত্রা করেছে।

প্রতিশোধের চেষ্টা আবার ব্যর্থ হল। আবার অন্তরের সংহত ঘৃণা তাকে অনুসন্ধানে প্ররোচিত করল। অর্থের অভাবের জন্য আবার সে কাজে ফিরে গেল। আসন্ন ভ্রমণের জন্য প্রতিটি ডলার সঞ্চয় করে অবশেষে বেঁচে থাকবার মত অর্থ সংগ্রহ হতেই ইউরোপ যাত্রা করল। সে কোন চাকরের কাজ করেও শহর থেকে শহরে শত্রুদের খুঁজতে লাগল। কিন্তু পলাতকদের দেখা নেই। সেণ্ট পিটার্সবার্গে পৌঁছে দেখে তারা প্যারিস চলে গেছে। সেখানে গিয়ে জানল, এইমাত্র তারা কোপেনহেগেন যাত্রা করেছে। ডেনমার্কের রাজধানীতে পৌঁছতেও তার কয়েকদিন দেরী হয়ে গেল, ততদিনে তারা লণ্ডনে পৌঁচেছে। সাক্ষাৎ মিলল সেখানেই। সেখানে কি ঘটল বৃদ্ধ শিকারীর নিজের বিবরণী উল্লেখ করলেই সেটা ভাল জানা যাবে। আর সে বিবরণী যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা আছে ডঃ ওয়াটসনের জার্নালে। সে জার্নাল তো ইতিপূর্বেই আমাদের অনেক কথা জানিয়েছে।

১৩ঃ জন ওয়াটসন এম, ডি-র স্মৃতি-চারণার অনুবৃত্তি

আমাদের বন্দীর তীব্র প্রতিরোধ কিন্তু আমাদের প্রতি তার হিংস্র মনোভাবের পরিচায়ক বলে মনে হল না, কারণ যখনই সে নিজেকে অসহায় বলে বুঝতে পারল অমনি সে সহজভাবে হেসে উঠল এবং ধস্তাধস্তির সময় সে আমাদের কাউকে আঘাত করে নি বলে আশাও প্রকাশ করল। শার্লক হোমসের দিকে তাকিয়ে বলল, 'মনে হচ্ছে আমাকে থানায় নিয়ে যাবেন। আমার গাড়ি দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। পায়ের বাঁধন খুলে দিলে আমি হেঁটেই সেখানে যেতে পারতাম। আমি আর আগের মত ততটা হাল্কা নই যে আমাকে তুলে নিয়ে যাবেন।'

গ্রেগসন ও লেস্ট্রেড দৃষ্টি বিনিময় করল। তারা

হতে এ প্রস্তাবকে স্পর্ধা বলে মনে করল। কিন্তু হোমস নিঃশব্দে তার কথামত যে তোয়ালে দিয়ে তার গোড়ালি দুটি একসঙ্গে বেঁধেছিলাম সেটা খুলে দিল। সে উঠে পা ছড়াল, যেন নিশ্চিত হতে চাইল যে সত্যি তার পা দুটি খুলে দেওয়া হয়েছে। মনে পড়ল, তাকে প্রথম দেখেই মনে মনে ভেবেছিলাম, এমন শক্তসমর্থ চেহারার মানুষ আমি কদাচিৎ দেখেছি। তার কালো রোদে-পোড়া মুখে দৃঢ়সংকল্প ও শক্তির এমন একটা প্রকাশ আছে যা তার শারীরিক শক্তির মতই দুর্ভেদ্য।

সপ্রশংস দৃষ্টিতে আমার ঘর-সংগীর দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'পুলিশ-প্রধানের পদ যদি কোথাও খালি থাকে, আপনি সে পদের যোগ্য ব্যক্তি। যেভাবে আপনি আমার পিছু নিয়েছিলেন সেটা সতর্কতার পরিচায়ক।

হোমস গোয়েন্দাযুগলকে বলল, 'তোমরা বরং আমার সঙ্গে চল।'

'আমি গাড়িটা চালিয়ে নেব,' লেস্ট্রেড বলল।

'ভাল কথা। গ্রেগসন আমার সঙ্গে ভেতরে বসবে। ডক্টর, তুমিও চল। এই কেসটায় তুমি যথেষ্ট আগ্রহ দেখিয়েছ। কাজেই আমাদের সঙ্গেই থাক।'

আমি সানন্দে সম্মত হলাম। তিনজন একসঙ্গেই নামলাম। বন্দী পালাবার কোন চেষ্টা করল না। ধীরে ধীরে তার নিজের গাড়িতে উঠল। আমরা তাকে অনুসরণ করলাম। লেস্ট্রেড কোচ-বক্সে উঠে ঘোড়ার পিঠে চাবুক কষাল এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দিল। একটা ছোট ঘরে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে একজন পুলিশ-ইন্সপেক্টর বন্দীর নাম এবং যাদের খুনের দায়ে তাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে তাদের নাম লিখে নিলেন। অফিসারটির মুখ ফ্যাকাশে, ভাবলেশ-হীন। একঘেয়ে যান্ত্রিকভাবে তিনি কর্তব্য সম্পাদন করলেন। বললেন, সপ্তাহকালের মধ্যেই বন্দীকে ম্যাজি-স্ট্রেটের সামনে উপস্থিত করা হবে। মিঃ জেফারসন হোপ, আপনি কোন বক্তব্য রাখতে চান কি? অবশ্য আপনাকে সতর্ক করে দেওয়া দরকার যে আপনার সব কথা লিখে নেওয়া হবে এবং সেগুলি আপনার বিরুদ্ধে ব্যবহার করাও হতে পারে।'

বন্দী ধীরে ধীরে বলল, 'অনেক কথা আমার বলবার আছে। ভদ্রমহোদয়গণ, সব কথা আমি আপনাদের কাছে খুলে বলতে চাই।'

ইন্সপেক্টর বলে উঠলেন, 'বিচারের জন্য কথাগুলি তুলে রাখলে ভাল হত না?'

সে জবাব দিল, 'আমার বিচার হয়তো কোনদিনই হবে না। আপনারা চমকে উঠবেন না। আমি আত্মহত্যার কথা ভাবছি না। আপনি তো ডাক্তার?' শেষ প্রশ্নটা করবার সময় সে তার তীক্ষ্ণ কালো চোখ দুটি আমার উপর রাখল।

উত্তর দিলাম, 'হ্যাঁ, আমি ডাক্তার।'

হাত-কড়া পরানো কব্জি দুটো বুকের দিকে ঘুরিয়ে সে হাসিমুখে বলল, 'তাহলে আপনার হাতটা এখানে রাখুন।'

তাই করলাম। সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম বুকের ভিতরে একটা অস্বাভাবিক দপদপানি ও গোলযোগ চলেছে ভিতরে। একটা শক্তিশালী ইঞ্জিন চললে পুরনো ঝরঝরে বাড়ি যেমন থরথর করে কাঁপে, তার বুকের পাঁজরও তেমনিভাবে কাঁপছে। ঘরের নীরবতার মধ্যে ঐ একই জায়গা থেকে আসা একটা একঘেয়ে গুনগুন শব্দও আমি শুনতে পেলাম।

চীৎকার করে বললাম, 'একি! আপনার যে হৃৎপিণ্ডের রক্তবাহিকা ধমনীর স্ফীতিরোগ (aortic aneurisim) হয়েছে।'

সে শান্ত গলায় বলল, 'তারা ওই কথাই বলেছে। এজন্য গত সপ্তাহে একজন ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম। তিনি বললেন, কয়েকদিনের মধ্যে ওটা ফাটবেই। বছরের পর বছর ধরে রোগটা খারাপের দিকেই গেছে। লবণ হ্রদ পার্বত্য অঞ্চলে রোদ-জলে বাইরে কাটানো আর খাদ্যাভাবের ফলেই ওটা হয়েছে। এতদিনে আমার কাজ শেষ করেছি। কখন চলে যাব তা নিয়ে আর মাথাব্যথা নেই। কিন্তু যা করেছি তার বিবরণ রেখে যেতে চাই। লোকে আমাকে একটা সাধারণ খুনী বলে মনে রাখবে সেটা আমি চাই না।'

তাকে কাহিনীটি বলতে দেওয়া উচিত হবে কি না সেবিষয়ে ইন্সপেক্টর ও দুজন গোয়েন্দার মধ্যে একটা দ্রুত আলোচনা হল।

প্রথমোক্ত জন প্রশ্ন করলেন, 'ডাক্তার, আপনি কি মনে করেন এখনি কোন বিপদ ঘটতে পারে?'

'নিশ্চয় পারে,' আমি জবাব দিলাম।

ইন্সপেক্টর বললেন, 'তাহলে তো ন্যায়-বিচারের স্বার্থে আমাদের কর্তব্য একটা বিবৃতি নেওয়া। দেখুন, আপনি ইচ্ছা করলেই সব কথা বলতে পারেন। তবে আবার আপনাকে সতর্ক করে দিচ্ছি, আপনার সব কথাই লেখা হয়ে যাবে।'

একটা আসনে বসতে বসতে বন্দী বলল, 'আপনার অনুমতি নিয়ে আমি বসছি। এই ধমনীস্ফীতি আমাকে অল্পতেই পরিশ্রান্ত করে। আধঘণ্টা আগে যে ধ্বস্তা-

www.boiRboi.net

কবরের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছি, কাজেই আপনাদের কাছে মিথ্যা বলব না। আমার প্রতিটি শব্দ একান্তভাবে সত্য। আপনারা তাকে কিভাবে ব্যবহার করবেন তাতে আমার কিছু আসে-যায় না।'

এই কথা বলে জেফারসন হোপ চেয়ারে হেলান দিয়ে নিম্নলিখিত বিস্ময়কর বিবৃতিটি শুরু করল। এমন শান্ত সুশৃংখলভাবে সে কথা বলতে লাগল যেন ঘটনাগুলি খুবই সাধারণ। এতৎসঙ্গে যুক্ত বিবরণের যথার্থতার সব দায়িত্ব আমি নিচ্ছি, কারণ লেস্ট্রেডের নোটবুক আমি দেখেছি, আর সে নোটবুকে বন্দীর কথাগুলি অবিকল লেখা হয়েছিল।

সে বলতে লাগল, 'এই লোক দুটিকে আমি কেন ঘৃণা করতাম সেটা আপনাদের কাছে অবান্তর। এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে দুটি মানব সন্তানকে—একটি পিতা, অপরটি কন্যা—হত্যার অপরাধে এরা অপরাধী, আর সেই কারণেই তাদের বেঁচে থাকবার কোন অধিকার ছিল না। তাদের অপরাধের পরে এত বেশী দিন পার হয়ে গেছে যে কোন আদালতে তাদের দণ্ডের ব্যবস্থা করা ছিল অসম্ভব। তাদের অপরাধ আমি জানতাম, তাই স্থির করলাম আমি হব একাধারে বিচারক, জুরী এবং জল্লাদ। আপনাদের মধ্যে যদি এতটুকু মনুষ্যত্ব থাকে, আপনারা যদি আমার অবস্থায় পড়েন, তাহলে আপনারাও ঐ কাজই করতেন।

'যে মেয়েটির কথা বললাম, কুড়ি বছর আগে আমাকেই তার বিয়ে করবার কথা ছিল। ঐ ড্রেবারকে বিয়ে করতে সে বাধ্য হয়েছিল। ফলে তার বুক ভেঙে গেল। তার মৃতদেহের আঙুল থেকে বিয়ের আংটিটা আমিই খুলে নিয়েছিলাম। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, মৃত্যুকালে ঐ ড্রেবারের চোখের দৃষ্টি থাকবে আংটিটার উপরে, আর যে অপরাধের জন্য তার শাস্তি হল তাই হবে তার শেষ চিন্তা। আংটিটা সঙ্গে নিয়ে তাকে এবং তার সহযোগীকে অনুসরণ করে আমি দুটো মহাদেশে ঘুরেছি, তবে তাদের ধরতে পেরেছি। তারা ভেবেছিল আমি শ্রান্ত হয়ে সরে যাব, কিন্তু তা যাই নি। কাল যদি আমি মরি,—সেটাই সম্ভব,—একথা জেনে মরব যে পৃথিবীতে আমার কাজ শেষ হয়েছে—ভালভাবেই শেষ হয়েছে। তারা ধ্বংস হয়েছে, এবং আমার হাতেই হয়েছে। আমার আশা করবার, কামনা করবার আর কিছুই নেই।

'তারা ছিল ধনী, আমি দরিদ্র, কাজেই তাদের অনুসরণ করা আমার পক্ষে খুব সহজ ব্যাপার ছিল না। লন্ডনে যখন এলাম আমার পকেট প্রায় ফাঁকা। বুঝলাম, বেঁচে থাকবার জন্য কিছু না কিছু করতেই হবে। গাড়ি চালানো আর ঘোড়া চালানো আমার কাছে পায়ে হাঁটার মতই স্বাভাবিক। তাই এক গাড়ির মালিকের কাছে দরখাস্ত করলাম, কাজও পেয়ে গেলাম। প্রতি সপ্তাহে মালিককে একটি নির্দিষ্ট অর্থ দিতে হবে, তার বেশী যা আয় হবে সেটা আমার। বেশী প্রায়ই কিছু থাকত না। তবু তাই দিয়েই কোনরকমে চালিয়ে নিতাম। পথ চেনাটাই হল সব থেকে শক্ত কাজ। আমার তো মনে হয় যত রকম গোলক-ধাঁধা আজ পর্যন্ত সৃষ্টি হয়েছে, এই শহর তার মধ্যে সবচাইতে গোলমেলে। একটা মানচিত্র সঙ্গে রাখতাম। তারপর একবার যখন বড় বড় হোটেল আর স্টেশনগুলো চিনে ফেললাম, তখন কাজ ভালই চলতে লাগল।

'আমার দুই ভদ্রমোহদয় কোথায় থাকেন সেটা বের করতেই বেশ কিছুদিন কেটে গেল। খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে গেলাম। নদীর ওপারে কাম্বারওয়েলের একটা বোর্ডিং-হাউসে তারা থাকে। একবার যখন সন্ধান পেয়েছি জানতাম তাদের মুঠোর মধ্যে পেয়েছি। মুখে দাড়ি রেখেছি, কাজেই তাদের পক্ষে আমাকে চিনবার কোন সম্ভাবনাই নেই। সুযোগের অপেক্ষায় কুকুরের মত তাদের পিছনে লেগে রইলাম। স্থির করে ফেললাম, এবার আর পালাতে দেব না।

'তবু তারা কিন্তু পালাবার ব্যবস্থা করে ফেলেছিল। লন্ডনে তারা যেখানেই যাক আমি তাদের পায়ে পায়েই ছিলাম। কখনও গাড়ি নিয়ে তাদের অনুসরণ করতাম, কখনও বা পায়ে হেঁটে। অবশ্য প্রথম ব্যবস্থাটাই ভাল, তারা তাতে চোখের বাইরে যেতে পারত না। খুব ভোরে অথবা অধিক রাতেই যা কিছু উপার্জন করতে পারতাম। ফলে মালিকের টাকা বাকি পড়তে লাগল। কিন্তু যাদের খুঁজছি তাদের যদি ধরতে পারি তা হলে আর কিছুরই পরোয়া করি না।

'তারা খুবই চতুর। তাদের যে অনুসরণ করা হতে পারে এটা তারা বুঝেছিল। তাই কখনও তারা কেউ একা বা রাতের বেলায় বের হত না। দুই সপ্তাহ ধরে প্রতিটি দিন তাদের পিছু পিছু গাড়ি চালালাম, কিন্তু বারেকের জন্যও তাদের একা পেলাম না। ড্রেবার অর্ধেক সময়ই মাতাল হয়ে থাকত, কিন্তু স্ট্যাংগারসনকে বাগে পাওয়াই মুশকিল। সকাল-সন্ধ্যা তাদের উপর নজর রেখেছি, কিন্তু সুযোগের দেখা পাই না। তাই বলে আশা ছাড়লাম না। কে যেন আমাকে বলত, লগ্ন আগতপ্রায়। একমাত্র ভয় ছিল, বুকের এইটে আগেই ফেটে গিয়ে আমার কাজকে অসমাপ্ত রেখে না দেয়।

'অবশেষে একদিন রাতে তাদের আবাসস্থল টর্কোয়ে

টেরেস ধরে গাড়িতে চলা-ফেরা করছি, এমন সময় একটা গাড়ি এসে তাদের দরজায় দাঁড়াল। কিছু মালপত্র আনা হল। একটু পরে ড্রেবার ও স্ট্যাণ্গারসন বেরিয়ে আসতেই গাড়ি ছেড়ে দিল। আমিও চাবুক মেরে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম। তাদের উপর সতর্ক দৃষ্টি। মনে অস্বস্তি, তারা হয় তো বাসস্থান পরিবর্তন করছে। ইউস্টন স্টেশনে তারা গাড়ি থেকে নামল। একটা ছোকরাকে ঘোড়াটাকে ধরতে বলে আমিও তাদের পিছু পিছু প্ল্যাটফর্মে গেলাম। শুনতে পেলাম তারা লিভারপুলের ট্রেনের খোঁজ করছে। গার্ড জানাল, একটা এইমাত্র চলে গেল, আর একটা ছাড়তে কয়েক ঘণ্টা দেরী আছে। স্ট্যাণ্গারসন যেন মুষড়ে পড়ল, কিন্তু ড্রেবার এতে খুশিই হল। ভীড়ের মধ্যে আমি তাদের এত কাছে চলে গেলাম যে দুজনের সব কথাই আমি শুনতে পেলাম। ড্রেবার বলল, তার নিজের একটুখানি কাজ আছে, কাজেই স্ট্যাণ্গারসন যদি খানিক অপেক্ষা করে তাহলে সে কাজটা সেরে আসতে পারে। সঙ্গী এতে ক্ষোভ প্রকাশ করে তাকে স্মরণ করিয়ে দিল যে সব সময় একত্র থাকতে তারা অঙ্গীকারবদ্ধ। ড্রেবার জবাবে জানাল যে কাজটা গোপনীয়। কাজেই সে একাই যাবে। তাতে স্ট্যাণ্গারসন কি বলল আমি শুনতে পেলাম না, কিন্তু অপরজন রাগে ফেটে পড়ে স্মরণ করিয়ে দিল যে সে তার মাইনে-করা চাকর ছাড়া কিছুই নয়, কাজেই কোনরকম হুকুম করা তাকে সাজে না। এ কথায় সচিব হাল ছেড়ে দিয়ে বলল যে, শেষ ট্রেন ধরতে না পারলে সে যেন 'হ্যালিডে'স প্রাইভেট হোটেল'-এ তার সঙ্গে মিলিত হয়। ড্রেবার বলল, এগারটার আগেই সে প্ল্যাটফর্মে হাজির হবে। তারপরই সে স্টেশনের বাইরে চলে গেল।

'দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষিত মুহূর্তটি এতদিনে ধরা দিল। শত্রুদের পেলাম হাতের মুঠোয়। একত্র থাকলে তারা পরস্পরকে রক্ষা করতে পারত, কিন্তু একা একা তারা অসহায়। অবশ্য তড়িঘড়ি কোন কাজ করলাম না। ছক তৈরী করাই ছিল। অপরাধী যদি প্রতিপক্ষকে চিনবার সময় না পায়, কেন প্রতিহিংসা তার মাথায় নেমে এসেছে তা বুঝতে না পারে, তা হলে আর প্রতিশোধের মজা রইল কি! আমি যে ছক তৈরী করেছি তাতে যে মানুষ আমার প্রতি অবিচার করেছে তাকে বুঝতে দেওয়া হবে যে তার অতীত পাপই তাকে ধরিয়ে দিয়েছে। ঘটনা-চক্রে কয়েক দিন আগে জনৈক ভদ্রলোক ব্রিক্স্টন রোডের কয়েকটা বাড়ি দেখতে এসে একটা বাড়ির চাবি আমার গাড়িতে ফেলে যান। সেইদিনই সন্ধ্যাবেলা এসে তিনি সেটা নিয়ে যান। কিন্তু সেই ফাঁকে চাবিটার একটা ছাঁচ করে আমি একটা ডুপ্লিকেট চাবি করিয়ে নি। এইভাবে বিরাট মহানগরীর অন্তত একটা এমন স্থান আমার দখলে এল যেখানে কেউ আমাকে বাধা দিতে আসবে না। ড্রেবারকে কি করে সে বাড়িতে নিয়ে যাব, সেই কঠিন সমস্যার সমাধান এবার চাই।

'সে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে লাগল। একটা দুটো মদের দোকানে ঢুকল। শেষেরটায় প্রায় আধঘণ্টা কাটাল। যখন বেরিয়ে এল তখন তার পা টলছে। বোঝা গেল একেবারে চুর হয়েছে। সামনেই একটা গাড়ি ছিল। তাতেই উঠে পড়ল। আমিও গাড়ি ছোটালাম পিছু পিছু, খুব কাছা-কাছি। ওয়াটার্লু সেতু পার হয়ে মাইলের পর মাইল পার হয়ে অবশেষে সবিস্ময়ে দেখলাম যে রাস্তায় তারা আগে ছিল সেখানেই পৌঁছে গেছি। যাহোক, পিছু পিছু গিয়ে বাড়িটা থেকে একশ' গজ মত দূরে গাড়িটা রাখলাম। সে ভিতরে ঢুকল, তার গাড়িটাও চলে গেল। দয়া করে এক গ্লাস জল দিন। কথা বলতে বলতে গলা শুকিয়ে এসেছে।'

তার হাতে গ্লাসটা দিলাম। সে জল খেল।

আবার বলতে লাগল, 'সিকি ঘণ্টা বা কিছু বেশী সময় অপেক্ষা করে রইলাম। এমন সময় ঘরের মধ্যে ধ্বস্তা-ধ্বস্তির আওয়াজ শুনতে পেলাম। পরমুহূর্তে দরজাটা সজোরে খুলে গেল, আর দুজন লোক বেরিয়ে এল,—একজন ড্রেবার, অপরজন একটি তরুণ, তাকে আমি আগে কখনও দেখি নি। তরুণটি ড্রেবারের গলা চেপে ধরেছে। সিঁড়ির মাথায় পৌঁছে সে ড্রেবারকে এমন একটা লাথি মারল যে সে রাস্তায় ছিটকে পড়ল। হাতের লাঠিটা উঁচিয়ে সে চীৎকার করে বলল, 'ব্যাটা কুকুর! মেয়েছেলেকে অসম্মান করবার উচিত শিক্ষা তোকে দিয়ে দেব।' তরুণটি রেগে একেবারে আগুন। মনে হল, সে ড্রেবারকে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে একেবারে তুলোধোনা করে ফেলবে। কিন্তু অভদ্র লোকটা ততক্ষণে সেখান থেকে চম্পট দিয়েছে। মোড় পর্যন্ত ছুটে এসে আমার গাড়িটা দেখতে পেয়েই উঠে পড়ল। বলল, 'হ্যালিডে'স প্রাইভেট হোটেল-এ নিয়ে চল।'

'সে আমার গাড়ির মধ্যে উঠে বসতেই আনন্দে আমার বুক এমনভাবে লাফাতে লাগল যে ভাবলাম শেষ মুহূর্তে বুঝি বুকের রোগটা বেড়ে পড়বে। ধীরে ধীরে গাড়ি চালাতে চালাতে ভাবলাম, কি করা উচিত। সোজা কোন গ্রামাঞ্চলে গিয়ে একটা নির্জন গলিতে তার সঙ্গে শেষ বোঝাপড়া করতে পারি। সেইটেই প্রায় স্থির করে ফেলেছি, এমন সময় সমস্যার সমাধান সেই করে দিল। আবার তার মদের নেশা চাপল। আমাকে আদেশ করল, কোন মদের দোকানের সামনে গাড়ি থামাতে। আমি যেন অপেক্ষা করি —এই কথা বলে সে ভিতরে চলে গেল। দোকান বন্ধ

হওয়া পর্যন্ত সেখানেই কাটাল। যখন ফিরে এল তখন তার অবস্থা দেখেই বুঝলাম এবার কেল্লা ফতে।

'মনে করবেন না যে ঠাণ্ডা মাথায় তাকে খুন করতে চেয়েছিলাম। তা করলে সুকঠোর ন্যায়ের দণ্ডই হত। কিন্তু আমার মন তাতে সায় দিল না। অনেকদিন আগে থেকেই স্থির করে রেখেছিলাম, তাকে বাঁচবার একটা বিকল্প সুযোগ আমি দেব, অবশ্য যদি সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারে। আমার ভ্রাম্যমান জীবনে আমেরিকায় আমি নানা ধরনের চাকরি করেছি। একসময় ইয়র্ক কলেজের গবেষণাগারে দারোয়ান ও ঝাড়ুদারের কাজও করেছি। একদিন অধ্যাপকমশায় বিষ সম্পর্কে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। তখন তিনি ছাত্রদের একটা উপক্ষার জাতীয় জিনিস দেখালেন। দক্ষিণ আমেরিকায় তীরের ফলায় লাগাবার একরকম বিষ থেকে তিনি সেটা প্রস্তুত করেছেন। জিনিসটি এতই তীব্র যে এক গ্রেণ খেলেই মৃত্যু অনিবার্য। বোতলটা আমি ভাল করে দেখে রাখলাম। তারপর সকলে চলে গেলে খানিকটা নিয়ে নিলাম। ওষুধ তৈরীর কাজটা আমি ভালই জানতাম। সেই উপক্ষার জাতীয় জিনিস দিয়ে ছোট ছোট দ্রবনীয় বড়ি বানিয়ে প্রত্যেকটি বড়িকে ঠিক ওই রকম দেখতে আর একটি সাধারণ বড়ির সঙ্গে এক একটা বাক্সে ভরে রাখলাম। সেই সময়েই মনে মনে স্থির করেছিলাম, শুভক্ষণ যখন আসবে তখন ভদ্রলোকরা প্রত্যেকে একটা বাক্স থেকে একটা বড়ি তুলে নেবে, আর যেটা পড়ে থাকবে সেটা আমি খাব। সে ব্যবস্থা হবে হাতের কাছ থেকে গুলি করার মতই মারাত্মক অথচ নির্ঝঞ্ঝাট। সেদিন থেকে বড়ির বাক্সগুলি আমি সব সময় সঙ্গে নিয়ে ফিরতাম। এতদিনে সেগুলি ব্যবহার করবার সময় এল।

'বারোটা বেজে তখন একটার কাছাকাছি। উদ্দাম শীতার্ত রাত। জোরে বাতাস বইছে। প্রবল ধারায় বৃষ্টি নেমেছে। বাইরে বিষণ্ণ প্রকৃতি, কিন্তু আমার অন্তর খুশিতে ভরা। এত খুশি যে আমি হয় তো উচ্ছ্বাসে চীৎকার করে উঠতাম। আপনাদের কেউ যদি কোন জিনিস একান্তভাবে চেয়ে থাকেন, দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে তার জন্য অপেক্ষা করে থাকেন, এবং তারপর হঠাৎ একদিন সেটাকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়ে থাকেন, তাহলেই আমার মনের অবস্থা বুঝতে পারবেন। একটা সিগার ধরালাম। স্নায়ুকে শক্ত রাখবার জন্য জোরে জোরে টানতে লাগলাম। আমার হাত কাঁপছে। সারা দেহ উত্তেজনায় থরথর করছে। গাড়ি চালাতে চালাতে আমি যেন দেখতে পেলাম, ঠিক যেমন এই ঘরে আপনাদের সকলকে দেখছি, বৃদ্ধ ফেরিয়ার ও মিষ্টি লুসি অন্ধকারের ভিতর থেকে আমার দিকে চেয়ে হাসছে। সারা পথ তারা ঘোড়ার দুই দিকে থেকে আমার আগে আগে চলল। ব্রিক্স্টন রোডের বাড়িটার সামনে পৌঁছে গাড়ি থামাল।

'কেউ কোথাও নেই। বৃষ্টির ঝুপ-ঝাপ ছাড়া কোন শব্দও কানে আসে না। ভিতরে তাকিয়ে দেখি, ড্রেবার মদে চুর হয়ে হাত পা গুটিয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে। তার হাঁত ধরে নাড়া দিলাম। বললাম, 'নামবার সময় হয়েছে।'

'ঠিক আছে কোচম্যান,' সে বলল।

'মনে হল সে ভেবেছে আমরা তার কথামত হোটেলে পৌঁছে গেছি। কথাটি না বলে নেমে এল। আমার পিছু পিছু বাগানের পথে পা দিল। তখনও তার শরীর টলছে, তাই তাকে খাড়া রাখতে পাশাপাশি হাঁটতে লাগলাম। দরজা খুলে তাকে নিয়ে সামনের ঘরে ঢুকলাম। সত্যি বলছি সারা পথ বাবা আর মেয়ে আমাদের আগে আগেই হেঁটে এসেছে।

'পা ঠুকতে ঠুকতে সে বলে উঠল, 'এ যে নরকের অন্ধকার।'

'এক্ষুণি আলো জ্বালছি।" বলে দেশলাই ঠুকে সঙ্গে আনা মোমবাতিটা জ্বালালাম। 'তারপর একনজর ড্রেবার,' তার দিকে ঘুরে বাতিটা আমার মুখের উপর ধরে বললাম, 'দেখ তো আমি কে।'

'মদের নেশায় ক্ষীণদৃষ্টি চোখ মেলে মুহূর্তের জন্য সে আমার দিকে তাকাল। তারপর তার চোখে দেখলাম বিভীষিকার ছায়া। তার সারা দেহ কাঁপতে লাগল। বুঝলাম সে আমাকে চিনেছে। বিবর্ণ মুখে সে পিছিয়ে গেল। ভুরুর উপর বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। দাঁতে দাঁতে লেগে শব্দ হতে লাগল। সে দৃশ্য দেখে দেওয়ালে হেলান দিয়ে আমি অনেকক্ষণ ধরে সশব্দে হাসতে লাগলাম। আমি জানতাম, প্রতিশোধ মধুর, কিন্তু মনের যে পরম সন্তোষ সেই মুহূর্তে লাভ করলাম কোনদিন তা আশা করি নি।

'কুকুর কোথাকার।' আমি বললাম, 'লবণ হ্রদ শহর থেকে সেণ্ট পিটার্সবার্গ পর্যন্ত তোকে খুঁজে বেড়িয়েছি। আর আগাগোড়া তুই আমাকে ফাঁকি দিয়েছিস। এইবার তোর সব ঘোরাঘুরির শেষ হবে, কারণ হয় তুই না হয় আমি আর আগামী কালের সূর্যোদয় দেখতে পাব না।' সে ভয়ে কুঁকড়ে আরও পিছনে সরে গেল। তার মুখ দেখে মনে হল সে আমাকে পাগল মনে করেছে। সত্যি সেইমুহূর্তে আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। আমার দেহের নাড়ীগুলো হাতুড়ির আঘাতের মত দপ্ দপ্ করছে। সেই সময় আমার নাক দিয়ে সবেগে ঝরঝর করে অনেকটা রক্ত বেরিয়ে না গেলে আমি হয়তো মূর্ছিত হয়েই পড়তাম।

'দরজা বন্ধ করে দিয়ে চাবিটা তার মুখের সামনে নাচাতে নাচাতে বললাম, 'লুসি ফেরিয়ারকে এখন কেমন মনে হচ্ছে? শাস্তি বড়ই বিলম্বিত হয়েছে, কিন্তু অবশেষে সে এসেছে।' আমার কথা শুনে তার ভীরু ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল। হয় তো সে প্রাণভিক্ষা চাইত, কিন্তু সে ভাল করেই জানত তাতে কোন লাভ হবে না।

'তুমি কি আমাকে খুন করবে?' কোনরকমে সে কথাগুলি বলল।

'খুন কোথায়?' আমি জবাব দিলাম। 'পাগলা কুকুরকে খুন করার কথা কি কেউ বলে? আমার প্রিয়তমাকে যখন তুর নিহত বাবার কাছ থেকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়েছিলি, নিয়ে তুলেছিলি তোর অভিশপ্ত নির্লজ্জ অন্তঃপুরে, তখন কি তাকে দয়া করেছিলি?'

'আমি তার বাবাকে মারি নি', সে চেঁচিয়ে বলল।

বাক্সটা তার দিকে এগিয়ে দিয়ে আমি আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে বললাম, 'কিন্তু তার নিষ্পাপ হৃদয়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছিস তুই। উপর থেকে ঈশ্বর আমাদের বিচার করুন। যেকোন একটা বেছে নিয়ে খেয়ে ফেল্। এর একটায় আছে মৃত্যু, অপরটায় জীবন। যেটা তুই রেখে দিবি সেটা আমি খাব। দেখা যাক, পৃথিবীতে ন্যায়-ধর্ম আছে, না কি আকস্মিকতাই আমাদের শাসন করে।'

সে উন্মাদের মত চেঁচিয়ে উঠে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগল। আমি ছুরি বের করে গলায় চেপে ধরলাম। তখন সে আমার আদেশ পালন করল। অবশিষ্ট বড়িটা আমি খেলাম। তারপর মিনিট খানেকের জন্য দুজন নীরবে মুখোমুখি দাঁড়ালাম।—দেখা যাক কে বাঁচে আর কে মরে। যন্ত্রণার প্রথম সতর্কবাণী যখন বলে দিল যে বিষ প্রবেশ করেছে তার দেহে তখন তার মুখের সেই দৃশ্য কি আমি কোনদিন ভুলতে পারব? তাকে দেখে আমি হেসে উঠলাম, লুসির বিয়ের আংটিটা তার চোখের সামনে তুলে ধরলাম। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য। উপক্ষারের ক্রিয়া বড়ই দ্রুত। যন্ত্রণায় তার সমস্ত শরীর বিকৃত হয়ে উঠল, দুই হাত সামনে ছুঁড়ে দিয়ে সে টলতে লাগল, তারপর বিকৃত চীৎকার করে সশব্দে মেঝের উপর পড়ে গেল। পা দিয়ে তাকে উল্টে দিয়ে তার হৃৎপিণ্ডের উপর হাতটা রাখলাম। কোন গতি নেই। সে মারা গেছে।

'আমার নাক দিয়ে তখনও রক্ত ঝরছে, কিন্তু আমার সেদিকে খেয়াল নেই। সেই রক্ত দিয়ে দেওয়ালে কিছু লিখবার ধারণা আমার মাথায় কেমন করে এল আমি জানি না। হয়তো পুলিশকে ভুলপথে চালাবার দুষ্ট বুদ্ধি থেকেই সেটা হয়েছিল। আমার মন তখন হাল্কা ও খুশিতে ভরা। আমার মনে পড়ল, নিউ ইয়র্কে একজন জার্মানের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল যার উপর RACAE (রাসে) শব্দটা লেখা ছিল, আর তখন সংবাদপত্রে মন্তব্য করা হয়েছিল যে ওটা গুপ্ত সমিতির কাজ। মনে হল, যা নিয়ে নিউ ইয়র্কের মানুষরা ধাঁধায় পড়েছিল, তাতে লণ্ডনের মানুষদেরও নিশ্চয় ধাঁধা লাগবে। তাই নিজের রক্তেই আঙুল ডুবিয়ে দেওয়ালের গায়ে কথাটা লিখে দিলাম। তারপর হাঁটতে হাঁটতে গাড়ির কাছে ফিরে গেলাম। কেউ কোথাও নেই। রাত তখনও উদ্দাম। গাড়ি চালিয়ে কিছুদূর গিয়ে যে পকেটে লুসির আংটিটা রাখতাম সেই পকেটে হাত দিয়ে দেখি, আংটিটা নেই। মাথায় যেন বজ্রাঘাত হল। কারণ আমার কাছে ঐটিই তার একমাত্র স্মৃতি-চিহ্ন। ড্রেবারের মৃতদেহের উপর যখন ঝুঁকেছিলাম তখনই হয়তো সেটা পড়ে গেছে, এই কথা ভেবে আবার ফিরে গেলাম। পাশের একটা রাস্তায় গাড়ি রেখে সাহসের সঙ্গে সেই বাড়িতে গেলাম,—কারণ আংটিটা ফিরে পাবার জন্য আমি সব কিছু করতে পারি। কিন্তু সেখানে পৌঁছামাত্রই বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসা একজন পুলিশ অফিসারের একেবারে হাতের মধ্যে পড়ে গেলাম। কোনরকমে পাড় মাতালের ভান করে তার সন্দেহের হাত থেকে রেহাই পেলাম।

'এইভাবে এনক ড্রেবার শেষ হল। স্ট্যাঙ্গারসনের জন্যও অনুরূপ ব্যবস্থা করে জন ফেরিয়ারের ঋণ শোধ করাই তখন আমার একমাত্র কাজ। জানতাম, সে হ্যালিডে'স প্রাইভেট হোটেলে আছে। সারাদিন তক্কে তক্কে থাকলাম। কিন্তু সে একবারও বাইরে বেরল না। মনে হয়, ড্রেবার ফিরে না আসায় সে একটা কিছু সন্দেহ করেছিল। সে খুব ধূর্ত, সব সময়ই নিজেকে বাঁচিয়ে চলত। কিন্তু ঘরের ভিতরে থাকলেই সে আমার হাত থেকে রেহাই পাবে একথা ভেবে থাকলে সে ভুল করেছিল। তার শোবার ঘরের জানালা কোন্‌টা জেনে নিলাম। পরদিন শেষ রাতে হোটেলের পিছনের গলিতে রাখা একটা মইয়ের সাহায্যে ঊষার আবছা অন্ধকারে তার ঘরে ঢুকলাম। তাকে ঘুম থেকে তুলে বললাম, লণ্ন সমাগত, অনেকদিন আগে যে জীবন তুমি নিয়েছিলে আজ তার বদলা দিতে হবে। ড্রেবারের মৃত্যুর বিবরণ দিয়ে তাকেও বিষাক্ত বড়ির সেই একই সুযোগ দিলাম। বাঁচবার সে সুযোগ না নিয়ে সে বিছানা থেকে লাফ দিয়ে এসে আমার গলা টিপে ধরল। আত্মরক্ষার জন্য আমি তার বুকে ছুরি বসিয়ে দিলাম। যে পথেই যাক, ঐ একই পরিণতি হত, কারণ স্বয়ং ঈশ্বরও তার অপরাধীর হাতে ওই বিষ ছাড়া আর কিছুই তুলে দিতে পারতেন না।

www.boiRboi.net

'আর বিশেষ কিছু বলবার নেই। আমারও সময় ঘনিয়ে এসেছে। যাহোক, তার পরেও পথে পথে গাড়ি চালাতে লাগলাম। উদ্দেশ্য ছিল, এই ভাবে কিছু টাকা জমলেই আমেরিকা ফিরে যাব। আস্তাবলেই দাঁড়িয়েছিলাম, এমন সময় একটা হতচ্ছারা ছেলে আমাকে বলল যে, ২২১ বি, বেকার স্ট্রীটের এক ভদ্রলোক জেফারসন হোপের গাড়িটা ডেকেছেন। কোনরকম সন্দেহ না করেই সেখানে গেলাম। তারপর—এই যুবকটি আমার হাতে চুড়ি পরিয়ে দিলেন, আর এত সুন্দরভাবে কাজটি করলেন যে আমি জীবনে তেমনটি দেখি নি। ভদ্রমহোদয়েরা, আমার কাহিনী এখানেই শেষ। আপনারা আমাকে খুনী মনে করতে পারেন ; কিন্তু আমি মনে করি, আমিও আপনাদেরই মত একজন ন্যায়ের রক্ষক।'

লোকটির বিবৃতি এতই উত্তেজনাপূর্ণ এবং তার বলার ভঙ্গীটি এতই হৃদয়গ্রাহী যে আমরা অভিভূত হয়ে চুপ করে বসে রইলাম। এমন কি যে সরকারী গোয়েন্দারা অপরাধের সব ব্যাপারেই নিস্পৃহ থাকে, তারাও এই লোকটির কাহিনী গভীর মনোযোগসহকারে শুনল। তার বলা শেষ হলে কয়েক মিনিট আমরা স্তব্ধ হয়ে ছিলাম। লেস্ট্রেড তার শর্ট-হ্যান্ড বিবরণীতে শেষ কথাগুলি যোগ করবার সময় পেন্সিলের যে খস-খস আওয়াজ হল তাতেই সে স্তব্ধতা ভাঙল।

শার্লক হোমস বলল, 'একটা বিষয়ে আমি আরও কিছু জানতে চাই। আমি যে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম, তার ফলে আংটিটা নিতে আপনার কোন সঙ্গী এসেছিল?'

বন্দী আমার বন্ধুর দিকে চোখ টিপে ঠাট্টার সুরে বলল, 'আমার গোপন কথা আপনাদের বলতে পারি, তাই বলে অন্যকে তো বিপদে ফেলতে পারি না। বিজ্ঞাপনটা আমিই দেখেছিলাম। ভেবেছিলাম, এটা একটা চালও হতে পারে। আবার আমার প্রত্যাশিত আংটিটাও হতে পারে। আমার বন্ধু স্বেচ্ছায়ই গিয়েছিল। সে যে বেশ নিপুণতার সঙ্গেই তার কাজ করেছে সেটা নিশ্চয়ই আপনি স্বীকার করবেন।'

হোমস সানন্দে বলল, 'সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।'

ইন্সপেক্টর গম্ভীর গলায় বললেন, 'ভদ্রমহোদয়গণ, আইনের বিধান আমাদের মানতেই হবে। বৃহস্পতিবার বন্দীকে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে উপস্থিত করা হবে। আপনাদের সকলেরই সেখানে উপস্থিত থাকা প্রয়োজন। তার আগে পর্যন্ত বন্দীর সব দায়িত্ব আমার।' তিনি ঘণ্টা বাজাতেই দু'জন রক্ষী এসে জেফারসন হোপকে নিয়ে গেল। বন্ধু আর আমিও থানা থেকে বেরিয়ে একটা গাড়ি নিয়ে বেকার স্ট্রীটে ফিরে গেলাম।

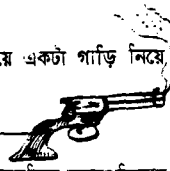

১৪ : উপসংহার

আমাদের সকলকেই বলে দেওয়া হয়েছিল বৃহস্পতিবার ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির থাকতে। কিন্তু বৃহস্পতিবার যখন এল তখন আর আমাদের সাক্ষ্যদানের কোন প্রয়োজন রইল না। একজন মহত্তর বিচারক তখন কেসটা হাতে নিয়েছেন ; জেফারসন হোপকে এমন একটা বিচারালয়ের সামনে ডাকা হয়েছে যেখানে সে ন্যায় বিচারই পাবে। গ্রেপ্তার হবার দিন রাতেই তার স্ফীত ধমনীটা ফেটে যায়। সকালে দেখা যায় সে কারাকক্ষের মেঝেয় সটান শুয়ে আছে। স্মিত হাসিতে মুখখানি উদ্ভাসিত ; যেন মৃত্যুকালে সে একটি সার্থক জীবন ও সুসম্পন্ন কর্মের দিকে তাকাতে পেরেছিল।

পরদিন সন্ধ্যায় আমরা যখন এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলাম, তখন হোমস বলল, 'তার মৃত্যুতে গ্রেগসন আর লেস্ট্রেড ক্ষেপে যাবে। এরপরে তাদের বড় বড় বাগাড়ম্বরের কি হবে?'

আমি বললাম, 'তার গ্রেপ্তারের ব্যাপারে তারা কিছু করতে পারত বলে তো আমার মনে হয় না।'

সঙ্গী তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল, 'তোমার কি মনে হয় না হয় তাতে কার কি যায় আসে। আসল কথা হচ্ছে, তোমার কাজের বহর মানুষকে বোঝাতে তুমি কতটা কি করতে পার।' একটু থেমে অনেকটা সহজভাবে আবার বলল, 'যাই বল, আমি কিন্তু কোন কিছুর জন্যই এ তদন্তটা হাতছাড়া করতাম না। আমার যতদূর মনে পড়ে এর চাইতে ভাল কেস আমি আর পাই নি। ব্যাপারটা সরল, কিন্তু বেশকিছু শেখবার বিষয় এতে ছিল।'

'সরল!' আমি সবিস্ময়ে চেঁচিয়ে বললাম।

আমাকে বিস্মিত হতে দেখে শার্লক হোমস হাসতে হাসতে বলল, 'নিশ্চয়। একে তো অন্য কিছু বলা যায় না। ব্যাপারটা যে মূলত সরল তার প্রমাণ হল, অন্য কোনরকম সাহায্য ছাড়া কেবলমাত্র কয়েকটি সাধারণ অনুমানের ভিত্তিতেই মাত্র তিনদিনের মধ্যে অপরাধীকে ধরতে পেরেছিলাম!'

'সেটা ঠিক', আমি বললাম।

'আগেই তোমাকে বলেছি, যেটা অসাধারণ সেটা সাধারণত অনুসন্ধানের বিষয় না হয়ে সহায়কই হয়ে থাকে। এরকম একটা সমস্যার সমাধান করতে হলে সবচাইতে ভাল পথ হল যুক্তির সূত্র ধরে পিছিয়ে যাওয়া। এটা খুব উপকারী

পদ্ধতি, এবং বেশ সোজাও, কিন্তু মানুষ এটাকে খুব বেশী ব্যবহার করে না। দৈনন্দিন জীবনে যুক্তিটাকে সামনের দিকে টানাই অধিকতর কার্যকরী হয়ে থাকে, তাই মানুষ অন্য পদ্ধতিটাকে অবহেলা করে থাকে। পঞ্চাশজন যদি সংশ্লেষনাত্মক যুক্তির আশ্রয় নেয়, তাহলে মাত্র একজন নেয় বিশ্লেষণাত্মক যুক্তির পথ।'

আমি বললাম, 'সত্যি বলছি, তোমার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'আমি সেটা আশাও করি নি। চেষ্টা করে দেখি, আরও স্পষ্ট করে বলতে পারি কিনা। একটি ঘটনা-শৃংখলের বিবরণ শোনালে অধিকাংশ মানুষই তারপর কি হবে সেটা বলবে।' ঘটনাগুলিকে নিজেদের মনে মনে যোগ করে তারা যুক্তির সাহায্যে তার পরের ঘটনার কথা বলতে পারবে। কিন্তু যদি তুমি ঘটনার পরিণতি বা ফলটা শুধু বল, তাহলে খুব অল্প লোকই আছে যারা তার থেকে চিন্তার সাহায্যে সেই সব অতীত ধাপগুলি বের করতে পারবে যাদের পরিণতিতে ওই ফলটি ঘটেছে। আমি যখন পিছনের দিকে যুক্তি বা বিশ্লেষণাত্মক যুক্তির কথা বলি তখন এই শক্তিকেই বোঝাতে চাই।'

আমি বললাম, 'বুঝতে পেরেছি।'

'এক্ষেত্রেও শুধু ফলটাই তোমাকে দেওয়া হয়েছিল। বাকি সবটাই তোমাকে খুঁজে বের করতে হয়েছে। এইবার আমার যুক্তির ধারার বিভিন্ন ধাপ তোমাকে বোঝাতে চেষ্টা করব। একেবারে গোড়া থেকেই শুরু করি। তুমি জান, আমি পায়ে হেঁটেই ঐ বাড়িতে গিয়েছিলাম। মনের মধ্যে কোন পূর্ব-গৃহীত ধারণা নিয়েও আমি যাই নি। স্বাভাবিকভাবেই রাস্তাটাকে নিয়েই কাজ শুরু করলাম। আগেই তোমাকে বলেছি, রাস্তায় গাড়ির চাকার স্পষ্ট দাগ দেখতে পেলাম এবং অনুসন্ধান করে জানলাম যে রাতে একটি গাড়ি নিশ্চয় সেখানে এসেছিল। চাকাগুলির সংকীর্ণ ব্যবধান দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম, ওটা ছ্যাকড়া গাড়ি, কোন বড়লোকের বড় গাড়ি নয়। ভদ্রজনের ব্রুহাম গাড়ির তুলনায় লণ্ডনের সাধারণ ভাড়াটে গাড়ির পরিসর অনেক ছোট।

'একটা পয়েণ্ট পেয়ে গেলাম। তারপর বাগানের পথ ধরে ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলাম। মাটির পথ। সহজেই যেকোন জিনিসের দাগ পড়ে। তোমাদের চোখে সে পথ হয়তো কর্দমাক্ত পদাবলী ছাড়া আর কিছুই নয় কিন্তু আমার অভিজ্ঞ চোখে প্রতিটি পায়ের চিহ্নই অর্থপূর্ণ। পদচিহ্নের অর্থবোধের আর্টই গোয়েন্দা-বিজ্ঞানের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অথচ অবহেলিত শাখা। সুখের বিষয়, আমি সব সময়ই তার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছি এবং নিয়ত অনুশীলনের ফলে সেটা আমার কাছে দ্বিতীয় প্রকৃতিতে পরিণত হয়েছে। কনেস্টবলদের ভারী পায়ের চিহ্ন আমি দেখতে পেলাম। প্রথমে যে দুজন বাগানের পথ দিয়ে গিয়েছিল তাদের পদচিহ্নও দেখলাম। খুব সহজেই বলা যায় যে, তারাই অন্য সকলের আগে এসেছিল, কারণ অনেক জায়গাতেই অন্য পদচিহ্নের নীচে চাপা পড়ে তাদের পায়ের দাগগুলি একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এইভাবে আমার দ্বিতীয় সূত্রটি পেয়ে গেলাম; বুঝতে পারলাম রাতের অতিথি এসেছিল দুজন,—একজন বেশ উঁচু লম্বা (তার পদক্ষেপের দৈর্ঘ্য থেকেই সেটা বোঝা যায়) অপরজন যে সৌখিন সাজে সুসজ্জিত সেটা বোঝা যায় তার জুতোর ছোট ও সুন্দর ছাপ থেকে।

'ঘরে ঢুকে দ্বিতীয়োক্ত অনুমানটির সমর্থন পাওয়া গেল। সৌখিন জুতো-পরা লোকটি আমার সামনেই পড়েছিল। তাহলে লম্বা লোকটিই খুন করেছে, অবশ্য খুন যদি সত্যই হয়ে থাকে। মৃত ব্যক্তির দেহে আঘাতের কোন চিহ্ন ছিল না, কিন্তু তার মুখে যে উত্তেজনার প্রকাশ ছিল তাতেই আমি নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারলাম যে মৃত্যুর আগেই সে তার নিয়তিকে দেখতে পেয়েছিল। যেসব লোক হৃদযন্ত্রের ব্যাধিতে বা অন্য কোন আকস্মিক কারণে মারা যায় তাদের মুখে কখনও উত্তেজনার চিহ্ন দেখা যায় না। মৃত ব্যক্তির ঠোঁট শুঁকে আমি একটা টক টক গন্ধ পেলাম আর তার থেকেই সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম যে তাকে জোর করে বিষ খাওয়ানো হয়েছে। এবারও তার মুখে ঘৃণা ও ভয়ের প্রকাশ দেখেই আমি অনুমান করলাম যে বিষটা জোর করে খাওয়ান হয়েছে। বর্জন-পদ্ধতির সাহায্যেই এই সিদ্ধান্তে আমি এসেছিলাম, কারণ আর কোন কল্পনার দ্বারা সব ঘটনার ব্যাখ্যা করা যায় না। মনে করো না যে এটা কোনরকম অশ্রুতপূর্ব ব্যাপার। অপরাধের ইতিহাসে জোরপূর্বক বিষ-প্রয়োগ কোন নতুন কথা নয়। ওডেসার ডল্স্কির ঘটনা এবং মঁৎ-পেলিয়েরের লেতুরিয়েরের ঘটনা যেকোন বিষ-বিজ্ঞানীরই অবশ্য মনে পড়বে।

'এইবার বড় প্রশ্নটি দেখা দিল, খুনের উদ্দেশ্য কি। ডাকাতি নয়, কারণ কিছুই খোয়া যায় নি। তবে কি রাজনীতি, নাকি, কোন স্ত্রীলোক? এই প্রশ্নই আমার সামনে দেখা দিল। প্রথম থেকেই দ্বিতীয় সম্ভাবনার দিকেই আমার মন ঝুঁকেছিল। রাজনৈতিক হত্যাকারীরা কাজ শেষ করেই পালিয়ে যায়। এক্ষেত্রে কিন্তু খুব সুপরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে এবং খুনী সারা ঘরময় তার পায়ের চিহ্ন রেখে গেছে। তাতেই বোঝা যায় যে সর্বক্ষণই সে ঘরের মধ্যে ছিল। এরকম সুশৃংখল প্রতিশোধ একমাত্র ব্যক্তিগত অন্যায়ের জন্যই ঘটতে পারে, রাজনৈতিক কারণে নয়।

দেওয়ালের লেখাটা আবিষ্কৃত হবার পর আমার অভিমত দৃঢ়তর হল। ওটা নিশ্চয়ই কোন ফাঁকি। আংটিটা পাবার পরে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে গেল। খুনী নিশ্চয়ই নিহত ব্যক্তিকে কোন মৃত বা অনুপস্থিত স্ত্রীলোকের কথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যই ওটা ব্যবহার করেছিল। ঐ সময়ই আমি গ্রেগসনকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে ক্লিভল্যান্ডে প্রেরিত টেলিগ্রামে সে মিঃ ড্রেবারের অতীত জীবন সম্পর্কে কিছু জানতে চেয়েছে কিনা। তোমার নিশ্চয় মনে পড়ে যে সে নেতিবাচক জবাব দিয়েছিল।

'তখন আমি ঘরটাকে ভালভাবে পরীক্ষা করলাম। তা থেকেই খুনীর উচ্চতা সম্পর্কে আমার ধারণার সমর্থন পেলাম। ত্রিচিনোপলি সিগার এবং বড় বড় নখের তথ্যও তা থেকেই পেলাম। যেহেতু সংঘর্ষের কোন চিহ্নই ঘরের মধ্যে ছিল না, আমি সিদ্ধান্ত করলাম যে মেঝেতে যে রক্ত রয়েছে সেটা প্রবল উত্তেজনার ফলে খুনীর নাক থেকে ঝরে পড়েছে। দেখতে পেলাম রক্তের পথ আর তার পায়ের পথ একসঙ্গে মিশে গেছে। অতিরিক্ত রক্তের চাপ না থাকলে শুধু উত্তেজনার ফলে কোন মানুষের ক্ষেত্রে এরূপ ঘটতে পারে না। তাই আমি ঝুঁকি নিয়েও সিদ্ধান্ত করে বসলাম যে খুনীর চেহারা হৃষ্টপুষ্ট এবং তার মুখ লাল। পরবর্তী ঘটনা প্রমাণ করে যে আমার বিচার নির্ভুলই হয়েছিল।

'সে বাড়ি থেকে এসে আমি সেই কাজটি করলাম গ্রেগসন যেটা অবহেলা করেছে। ক্লিভল্যান্ডের পুলিশের বড়কর্তার কাছে টেলিগ্রাম করে শুধুমাত্র জানতে চাইলাম, এনক ড্রেবারের বিবাহ সংক্রান্ত ঘটনাবলী। চূড়ান্ত জবাব পেলাম। তাতে জানলাম, প্রেমের ব্যাপারে জেফারসন হোপ নামক এক পুরনো প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় প্রার্থনা করে সে ইতিমধ্যেই দরখাস্ত করেছে, আর সেই হোপ এখন ইওরোপেই আছে। এতক্ষণে বুঝতে পারলাম, এ রহস্যের সব সূত্রই আমার হাতে এসে গেছে, এখন শুধু খুনীকে খুঁজে পাওয়া বাকি।

'আমি ইতিমধ্যেই মনে স্থির জেনেছি যে, গাড়ি চালিয়ে যে এসেছিল সেই একই লোক ড্রেবারের সঙ্গে ঘরে ঢুকেছিল। রাস্তায় ঘোড়ার পায়ের দাগ দেখেই আমি বুঝেছিলাম যে, গাড়ির চালক কাছে থাকলে ঘোড়াটা ওভাবে যত্র-তত্র ঘুরে বেড়াতে পারত না। তাহলে গাড়োয়ান বাড়ির ভিতরে ছাড়া আর কোথায় থাকতে পারে? তাছাড়া, একথা মনে করা একেবারেই অবাস্তব যে কোন সুস্থ মস্তিষ্কের লোক তৃতীয় ব্যক্তির চোখের সামনেই ঠাণ্ডা মাথায় একটা খুন করে বসবে। সে লোক তো যেকোন সময়ে বিশ্বাস ভঙ্গ করতে পারে। সর্বোপরি লন্ডন শহরে যদি কোন লোক অপর কারও পিছু নিতে চায় তাহলে গাড়োয়ান সাজার চাইতে ভাল পথ আর কি হতে পারে? এই সব বিবেচনা করে আমি অনিবার্য সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে জেফারসন হোপকে এই মহানগরীর সহিসদের মধ্যেই পাওয়া যাবে।

'একবার যদি সে গাড়োয়ান সেজে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই সে ছেড়ে দেয় নি। আরও ভাববার কথা, হঠাৎ ছেড়ে দিলে তার প্রতি লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হতে পারে। কাজেই অন্তত আরও কিছুদিন ঐ কাজই করতে থাকবে। তার পক্ষে একটা নতুন নামে পরিচয় দেবারও কারণ নেই। যে দেশে কেউ তার আসল নাম জানে না সেখানে নাম ভাড়াবার দরকার কিসের? কাজেই একটা বাউণ্ডুলে গোয়েন্দা বাহিনী গঠন করে লন্ডনের সব গাড়ির মালিকের কাছে নিয়মিত পাঠাতে লাগলাম এবং অবশেষে প্রার্থিত মানুষটিকে তারা ঠিক খুঁজে বের করল। কেমন সুন্দরভাবে তারা কাজ হাসিল করল এবং কত দ্রুত আমি সেটাকে কাজে লাগালাম সে সব কথা নিশ্চয় তোমার মনে আছে। স্ট্যাঙ্গারসনের মৃত্যুটা ছিল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। তবু কোন মতেই সেটাকে ঠেকানো যেত না। তুমি তো জান, সেখান থেকেই আমি বাড়ির সন্ধান পাই যদিও ব্যাপারটা আমি আগেই অনুমান করেছিলাম। বুঝতেই পারছ, সবটাই একটা যুক্তির শৃঙ্খলে বাঁধা; কোন জায়গায় এতটুকু ফাঁক বা ফাঁকি নেই।

আমি জোর গলায় বলে উঠলাম, 'চমৎকার! তোমার এই গুণপনা প্রকাশ্যে স্বীকৃত হওয়া উচিত। এর একটা বিবরণ তোমার প্রকাশ করা উচিত। তুমি যদি না কর তাহলে তোমার হয়ে আমিই করব।'

'তোমার যা ইচ্ছা করতে পার ডাক্তার। এদিকে দেখ!' বলেই একটা কাগজ আমার হাতে দিয়ে সে বলল, 'এটা পড়ে দেখ।'

সেদিনের 'ইকো' পত্রিকার একটা সংখ্যা। তার যে প্যারাগ্রাফটার দিকে সে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল তাতে এই কেসটার কথাই লেখা হয়েছে।

তাতে লেখা আছে, 'মিঃ এনক ড্রেবার ও মিঃ জোসেফ স্ট্যাঙ্গারসনের খুনের অভিযোগে ধৃত হোপের আকস্মিক মৃত্যুতে জনসাধারণ একটি উত্তেজনাপূর্ণ খবর থেকে বঞ্চিত হলেন। এই কেসের বিস্তারিত বিবরণ হয়তো কোন দিনই জানা যাবে না। অবশ্য বিশ্বস্তসূত্রে আমরা অবগত হয়েছি যে এটা দীর্ঘ দিনের একটা নারীঘটিত বিবাদের ফল, এবং প্রেম ও মোর্মোন-ধর্মও এর সঙ্গে জড়িত। মনে হচ্ছে উভয় মৃত ব্যক্তিই যৌবনে সন্তদের দেশের অধিবাসী ছিলেন, আর মৃত বন্দী হোপও এসেছিল লবণ হ্রদ শহর থেকে। এই

কেসের আর কোন ফলাফল থাক বা না থাক, আমাদের গোয়েন্দা পুলিশ দপ্তরের কর্মদক্ষতার সুস্পষ্ট নিদর্শন এ থেকে পাওয়া গেল এবং সব বিদেশীদের পক্ষেও একটা শিক্ষা হয়ে গেল যে, তাদের ঝগড়া-বিবাদকে ইংলণ্ডের মাটিতে টেনে না এনে নিজেদের দেশে মিটিয়ে ফেলাই বুদ্ধিমানের কাজ। এ গোপন কথা এখন সকলেরই জানা যে খুনীকে এমন বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে গ্রেপ্তারের গৌরব সম্পূর্ণ-ভাবেই স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দাযুগল মিঃ লেস্ট্রেড ও গ্রেগসনের প্রাপ্য। জানা গেছে, জনৈক মিঃ শার্লক হোমসের বাড়িতে লোকটিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। মিঃ হোমস এক-জন সৌখিন গোয়েন্দা। এই লাইনে কিছু কিছু বুদ্ধি-মত্তার পরিচয়ও নাকি দিয়েছেন। আশা করা যায় এই সব পরামর্শদাতার সাহায্য পেলে কালক্রমে তাদের কৌশলের কিছুটা আয়ত্ত করতেও পারবেন। আমরা আশা করি, তাদের কার্যের উপযুক্ত স্বীকৃতি হিসাবে এই দুই সরকারী কর্ম-চারীকে যথাযথ প্রশংসার নিদর্শন প্রদান করা হবে।'

'কাজের গোড়াতেই তোমাকে আমি বলি নি?' সহাস্যে শার্লক হোমস বলে উঠল, 'আমাদের রক্ত-সমীক্ষার এই হল নীট ফলঃ তাদের একটা প্রশংসাপত্র পাইয়ে দেওয়া!'

আমি বললাম, 'কিছু ভেব না। সব ঘটনা আমার জার্ণালে লিখে রেখেছি। জনসাধারণ ঠিকই জানতে পারবে। ততদিন দেশের কৃপণ লোকটির মত এই ভেবে সাফল্য সম্পর্কে সন্তুষ্ট থাক যে—

'Populus me sibilat, at mihi plaudo
Ipse domni simul nummos
contemplar in arca'

চিহ্নচতুষ্টয়

The Sign of Four

১ঃ অনুমান-বিজ্ঞান

www.boiRboi.net

শার্লক হোমস ম্যাণ্টেলপিসের কোণা থেকে বোতলটা নিল, আর সুন্দর মরক্কো-চামড়ার কেস থেকে নিল তার হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জ। লম্বা, সাদা, কাঁপা আঙুলে সুঁচটা ঠিকমত লাগিয়ে বাঁ হাতের শার্টের কফটা গুটিয়ে নিল। অসংখ্য সুঁচ ফোটানো চিহ্ন-কণ্টকিত হাত আর কব্জির দিকে কিছুক্ষণ চিন্ততভাবে তাকিয়ে রইল। তারপর সুঁচের ধারালো মুখটা ফুটিয়ে দিয়ে ছোট পিস্টনটায় চাপ দিল। বাস্। খুশির একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ভেলভেট সজ্জিত আরাম-কেদারায় শুয়ে পড়ল।

অনেকদিন ধরেই দেখছি প্রতিদিন তিনবার করে এই কাজ সে করে, তবু এটাকে আমি মনের দিক থেকে মেনে নিতে পারি না। বরং যত দিন যাচ্ছে ততই এ দৃশ্য দেখে আমি বিরক্তি বোধ করছি এবং এর প্রতিবাদ করবার সাহস আমার নেই এ-কথা ভেবে প্রতি রাত্রে বিবেকের দংশন অনুভব করছি। বার বার প্রতিজ্ঞা করেছি এব্যাপারে একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলব, কিন্তু আমার সঙ্গীর মধ্যে এমন একটা ঠাণ্ডা বেপরোয়া ভাব আছে যাতে কোন ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করা প্রায় অসম্ভব। তার অমিত শক্তি, প্রভুত্বব্যঞ্জক আচরণ ও অন্য যেসব অসাধারণ গুণাবলীর পরিচয় আমি পেয়েছি তাতে এসব বিষয়ে প্রশ্ন করবার সাহসই আমার হয়নি।

তথাপি সেদিন বিকালে মধ্যাহ্ন ভোজনের সঙ্গে 'বিউনে' মদ খাবার ফলেই হোক অথবা তার ধীরস্থির আচরণের দরুন আমার অতিরিক্ত মানসিক উত্তেজনার জন্যই হোক, হঠাৎ আমি আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না।

প্রশ্ন করলাম, 'আজ কি মরফিন, না কোকেন?'

পুরনো কালো হরফের বইটাকে বন্ধ করে অলস চোখ দুটি তুলে সে বলল, 'কোকেন' শতকরা সাতভাগ দ্রবণ। একবার চেষ্টা করে দেখবে নাকি?'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলাম, 'মোটেই না। আফগান যুদ্ধের ধকলই এখনও কাটিয়ে উঠতে পারি নি; তার উপর নতুন কোন চাপ সহ্য হবে না।'

সে হেসে বলল, 'হয় তো তুমি ঠিক কথাই বলেছ ওয়াটসন, শরীরের উপর এর প্রতিক্রিয়া হয়তো খারাপ। কিন্তু এর প্রভাব এমন এক দেহাতীত উত্তেজনায় পূর্ণ এবং মনকে এমন স্বচ্ছ করে তোলে যে এর পরোক্ষ প্রভাবের ব্যাপারটা আমার কাছে কিছুই নয়।'

আমি সাগ্রহে বললাম, 'কিন্তু ভেবে দেখ! খরচের দিকটা ভেবে দেখ! তুমি বলছ, এতে তোমার মস্তিষ্ক খোলে, উদ্দীপ্ত হয়; কিন্তু এটা তো একটা রোগসৃষ্টিকারী পদ্ধতি, এর ফলে ক্রমাগত শিরা-উপশিরার পরিবর্তন ঘটে এবং শেষ পর্যন্ত একটা স্থায়ী দুর্বলতায় রূপান্তরিত হতে পারে। তুমি নিজেও এর অশুভ প্রতিক্রিয়ার কথা জান।

নিশ্চয় বোঝ, এতে লাভের চাইতে লোকসান বেশী। যে বিরাট শক্তির তুমি অধিকারী, একটা সাময়িক সুখের জন্য তাকে তুমি বিপন্ন করছ কেন? মনে রেখো, এটা শুধু বন্ধুর প্রতি বন্ধুর উপদেশ নয়, এটা এমন একজনের প্রতি একজন চিকিৎসকের উপদেশ যার শরীরটাকে সুস্থ রাখার কিছুটা দায়িত্ব সেই চিকিৎসকেরও বটে।'

সে অসন্তুষ্ট হল না। বরং আঙুলের ডগাগুলি একত্র করে চেয়ারের হাতলে দুটো কনুই এমনভাবে রাখল যেন কথাগুলো সে উপভোগ করছে।

সে বলল, 'আমার মন জড়তা সহ্য করতে পারে না। আমাকে সমস্যা দাও, কাজ দাও, অত্যন্ত দুর্বোধ্য সাংকেতিক লিপি দাও, বা অত্যন্ত জটিল কোন বিশ্লেষণের কাজ দাও, তাহলে আমি স্বাভাবিক অবস্থায় থাকতে পারি। তখন এইসব কৃত্রিম উত্তেজকের কোন প্রয়োজন হয় না। কিন্তু একঘেয়েভাবে বেঁচে থাকাকে আমি ঘৃণা করি। আমি চাই আমার মন উদ্দীপিত হয়ে উঠুক। তাইতো আমি এই বিশেষ জীবিকাকে বেছে নিয়েছি, বরং বলা চলে সৃষ্টি করেছি, কারণ এ জীবিকায় পৃথিবীতে আমি একমেবাদ্বিতীয়ম্।'

দুই ভুরু তুলে আমি প্রশ্ন করলাম, 'অদ্বিতীয় বেসরকারী গোয়েন্দা?'

সে জবাব দিল, 'একমাত্র বেসরকারী পরামর্শদাতা গোয়েন্দা। অপরাধ আবিষ্কারের পক্ষে আমিই শেষ এবং সর্বোচ্চ আদালত। গ্রেগসন, লেস্ট্রেড বা এথেলনি জোন্‌স্‌রা যখন হালে পানি পায় না—আর সেটাই তাদের পক্ষে স্বাভাবিক—, তখন ব্যাপারটা আমার কাছে আসে। বিশেষজ্ঞের মত আমি ঘটনাগুলি পরীক্ষা করি এবং বিশেষজ্ঞের মতামতই ঘোষণা করি। এসব ব্যাপারে কোন কৃতিত্ব আমি দাবী করি না। কোন সংবাদপত্রে আমার নাম ছাপা হয় না। ঐ কাজ এবং আমার বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগের উপযুক্ত সুযোগ লাভের আনন্দই আমার সর্বোচ্চ পুরস্কার। জেফারসন হোপের কেসে আমার কর্ম-পদ্ধতির কিছু কিছু নমুনা তো তুমি পেয়েছ।'

সাদরে বলে উঠলাম, 'তা ঠিক। জীবনে আর কিছুতেই আমার অমন তাক লাগে নি। এমন কি সে কাহিনী নিয়ে আমি একটা ছোট বইও লিখে ফেলেছি; আর একটা অদ্ভুত নাম দিয়েছি: 'রক্ত-সমীক্ষা।'

সে নিরাশভাবে ঘাড় নাড়ল।

বলল, 'আমি চোখ বুলিয়ে দেখেছি। সত্যি কথা বলতে কি, তোমাকে অভিনন্দন জানাতে পারছি না। অপরাধ-আবিষ্কার একটা সঠিক বিজ্ঞান, অন্ততঃ তাই হওয়া উচিত। কাজেই ঠাণ্ডা, আবেগহীন দৃষ্টিতে তাকে দেখা দরকার। তুমি কিন্তু ঘটনার সঙ্গে রোমান্সের রঙ মিশিয়েছ, ফলে ইউক্লিডের পঞ্চম প্রতিপাদ্যের মধ্যে একটি প্রেমের বা নারী হরণের গল্প ঢুকিয়ে দিলে যা হয় এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।'

আমি আপত্তি জানিয়ে বললাম, 'রোমান্স তো ঘটনার মধ্যেই ছিল। ঘটনাকে আমি বিকৃত করতে পারি না।'

কিছু ঘটনাকে চাপা দেওয়ার দরকার। অন্তত সেগুলিকে লিখবার সময় মাত্রাজ্ঞান থাকা দরকার। কার্ষ থেকে কারণে যাবার যে বিচিত্র বিশ্লেষণী যুক্তির সাহায্যে আমি রহস্যের উন্মোচনে সফল হয়েছিলাম, সেইটেই ছিল একমাত্র উল্লেখযোগ্য বিষয়।'

তাঁকে খুশি করবার জন্য যে কাজের পরিকল্পনা করেছিলাম তার এই বিরূপ সমালোচনায় আমি বিব্রত বোধ করলাম। আরও স্বীকার করছি, আমার পুস্তিকার প্রতিটি লাইনই বিশেষ ক্রিয়া-কলাপের মধ্যে নিবদ্ধ থাকবে, এই দাবীর আত্মম্ভরিতা আমাকে বিরক্তও করেছিল। বেকার স্ট্রীটে তাঁর সঙ্গে যে বৎসরগুলি কাটিয়েছি তখন অনেক সময়ই লক্ষ্য করেছি, আমার বন্ধুর শান্ত আচরণের অন্তরালে একটা অহমিকা প্রচ্ছন্ন রয়েছে। যাহোক, কোন কথা না বলে আমি আমার আহত পায়ের সেবা করতে লাগলাম। কিছুদিন আগে একটা 'যেজাইল' বুলেট এই পায়ে বিঁধেছিল। এখন যদিও আমি হাঁটা-চলা করতে পারি, তবু প্রতিটি ঋতু-পরিবর্তনের সময়ই এতে ব্যথা হয়।

কিছুক্ষণ পরে বুনো গোলাপের শেকড়ের পুরনো পাইপটা ধরিয়ে হোমস বলল, 'সম্প্রতি আমার ব্যবসার ক্ষেত্র ইউরোপে প্রসার লাভ করেছে। গত সপ্তাহে ফ্রাঁসোয়া লে ভিলার্ড আমার সঙ্গে পরামর্শ করেছেন। তুমি হয়তো জান, তিনি এখন ফরাসী গোয়েন্দা সার্ভিসের প্রথম সারির লোক। সেন্টীয়-দ্রুতবোধের সব ক্ষমতাই তাঁর আছে। কিন্তু তাঁর শিল্প-কৌশলের পূর্ণ বিকাশের পক্ষে যে সঠিক জ্ঞান অনিবার্য তাঁর ব্যাপকতা তাঁর নেই। একটা উইল নিয়ে গোলমাল। তবে ব্যাপারটা বেশ আকর্ষণীয়। আমি তাঁকে দুটি অনুরূপ কেসের কথা বলে দিয়েছিলাম,—একটি রিগাতে ১৮৫৭ সালে, আর একটি সেণ্ট লুইসে ১৮৭১ সালে। তার থেকেই তিনি প্রকৃত সমাধানটি পেয়ে গেছেন। আজ সকালেই তাঁর কাছ থেকে এই চিঠিখানা পেয়েছি। এতে তিনি আমার সাহায্যের কথা স্বীকার করেছেন।'

বলতে বলতে একখানা দুমড়ানো বিদেশী চিঠির কাগজ সে আমার দিকে ছুঁড়ে দিল। চোখ বুলিয়ে দেখি, প্রশংসার খই ফুটছে। মাঝে মাঝেই 'magnifiques,'

'coup-de-maitres,' 'tours-de-force' প্রভৃতি শব্দ ফরাসী ভদ্রলোকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসার সাক্ষ্য বহন করছে।'

আমি বললাম, 'ছাত্র যেন শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলছে।'

শার্লক হোমস হাল্কা সুরে বলল, 'আমার সহায়তাকে তিনি বড় বেশী করে দেখেছেন। তিনি নিজেও যথেষ্ট গুণীলোক। একজন আদর্শ গোয়েন্দার পক্ষে যে তিনটি গুণ প্রয়োজন তার দুটি তাঁর আছে। পর্যবেক্ষণ এবং অনুমানের ক্ষমতা তাঁর আছে। অভাব শুধু জ্ঞানের, সেটাও কালক্রমে এসে যাবে। তিনি এখন আমার ছোট বইগুলি ফরাসীতে তর্জমা করছেন।'

'তোমার বই?'

সে হেসে বলল, 'ও হো, তুমি জানতে না বুঝি? হ্যাঁ, কয়েকখানি পুস্তিকা লেখার অপরাধ আমি করে ফেলেছি। সবই বিভিন্ন বিজ্ঞানবিষয়ক। ধর, যেমন এই একখানাঃ "বিভিন্ন রকমের তামাকের ছাইয়ের পার্থক্য-বিষয়ক।" এ পুস্তিকায় আমি একশ' চল্লিশ রকমের সিগার, সিগারেট ও পাইপের তামাকের ছাইয়ের পার্থক্য দেখাতে চেষ্টা করেছি রঙিন ছবির সাহায্যে। অপরাধীর বিচারে এ প্রশ্নটি প্রায়ই দেখা দিচ্ছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই খুব গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হিসাবে কাজও করছে। ধরো, যদি তুমি নিশ্চিত করে বলতে পার যে খুনী কোন ভারতীয় চুরুটে ধূমপান করছিল, তাহলে তোমার অনুসন্ধানের ক্ষেত্র অনেকটাই সীমিত হয়ে গেল। কোন অভিজ্ঞ দৃষ্টির কাছে বাঁধাকপি এবং আলুর মধ্যে যে তফাৎ, ত্রিচিনোপলি তামাকের কালো ছাই আর 'বার্ডস্‌আই'-এর সাদা ছাইয়ের মধ্যে ঠিক ততখানি তফাৎ।'

আমি বললাম, 'ছোট-খাট বিষয়ে তোমার দৃষ্টি অসাধারণ।'

'কারণ তাদের গুরুত্বটা আমি বুঝি। এই দেখ আমার পদচিহ্ন বিষয়ক 'পুস্তিকা।' এতে পদচিহ্ন রক্ষণের ব্যাপারে প্লাস্টার অব প্যারিসের ব্যবহার সম্পর্কেও কিছু মন্তব্য আছে। এই দেখ আর একটা চমৎকার ছোট বই। মানুষের জীবিকা তাদের হাতের গঠনের উপর কিভাবে কাজ করে সেইটে এতে দেখানো হয়েছে। এই বইতে পাথর কাটা, নাবিক, কর্ক-কাটা, মুদ্রক, তাঁতী ও হীরেপালিশদের হাতের লিথোটাইপ ছবি দেওয়া আছে। বিজ্ঞানী গোয়েন্দার কাছে এ জিনিসের বাস্তব মূল্য অনেক,—বিশেষ করে বেওয়ারিশ মৃতদেহ বা অপরাধীর অতীত ইতিহাস আবিষ্কারের ক্ষেত্রে। কিন্তু আমার সখের বিবরণ শুনতে শুনতে তুমি হয়তো পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছ।'

আমি সাগ্রহে বললাম, 'মোটেই না। আমার খুব ভাল লাগছে, বিশেষ করে তোমার দ্বারা এসবের বাস্তব প্রয়োগ দেখবার সুযোগের পরে তো বটেই। কিন্তু এইমাত্র তুমি পর্যবেক্ষণ ও অনুমানের কথা বলেছ। এর একটা তো অন্যটা ছাড়া হয় না।

আরাম-কেদারায় বেশ আরাম করে হেলান দিয়ে পাইপের মুখে নীল ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকাতে পাকাতে সে বলে উঠল, 'কেন হবে না? একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। পর্যবেক্ষণ দ্বারা বুঝতে পারছি আজ সকালে তুমি উইগমোর স্ট্রীট ডাকঘরে গিয়েছিলে, আর অনুমানের সাহায্যে জানতে পেরেছি যে সেখানে গিয়ে একটা টেলিগ্রাম করেছ।'

আমি বললাম, 'ঠিক। দুটোই ঠিক! কিন্তু তুমি সেকথা জানলে কেমন করে আমি বুঝতে পারছি না। হঠাৎই—কথাটা মনে এসেছিল কিন্তু আর কাউকে তো সে-কথা আমি বলিও নি।'

আমার বিস্ময় দেখে মুখ টিপে হাসতে হাসতে সে বলল, 'এতো জলের মত সোজা,—এতই অসম্ভব রকমের সোজা যে কোনরকম ব্যাখ্যাই অপ্রয়োজন। অথচ এর দ্বারা পর্যবেক্ষণ ও অনুমানের মধ্যেকার সীমারেখাকে নির্দেশ করা হয়তো সম্ভব। পর্যবেক্ষণ আমাকে বলেছে যে তোমার পায়ের পাতার উপর খানিকটা লাল মাটি লেগে রয়েছে। উইগমোর স্ট্রীট ডাকঘরের উল্টো দিকের পথের পাথরগুলোকে সরিয়ে দিয়ে এমনভাবে খানিকটা মাটি বের করে ফেলেছে যে সেখানে ঢুকতে গেলে ওই মাটি না মাড়িয়ে উপায় নেই। আমি যতদূর জানি, ঐরকম বিশেষ ধরনের লাল মাটি এতদঞ্চলের আর কোথাও চোখে পড়ে না। এ পর্যন্তই পর্যবেক্ষণ। বাকিটা অনুমান!'

'টেলিগ্রামটা অনুমান করলে কি করে?'

'কেন? সারাটা সকাল আমি তোমার মুখোমুখি বসেছিলাম। কাজেই আমি জানি যে তুমি কোন চিঠি লেখ নি। তাছাড়া, তোমার খোলা ডেস্কের ভিতরে একপাতা ডাকটিকিট এবং একবাণ্ডিল পোস্টকার্ডও দেখতে পাচ্ছি। তাহলে একটা তার করা ছাড়া আর কি কাজে তুমি ডাকঘরে গিয়েছিলে? অন্য বিষয়গুলিকে ছেটে দাও, তাহলে যা থাকবে সেইটেই সত্য।'

একটু ভেবে আমি উত্তর দিলাম, 'এক্ষেত্রে নিশ্চয় তাই। তুমি অবশ্য বলছ ব্যাপারটা সহজতম। তোমার এইসব অভিমতকে যদি কঠিনতর কোন পরীক্ষার সামনে দাঁড় করাই তাহলে কি তুমি আমাকে বেয়াদপ মনে করবে?'

'মোটেই না', সে জবাব দিল; 'বরং তাহলে আমাকে আর দ্বিতীয়বার কোকেন নিতে হবে না। তুমি যেকোন সমস্যা আমার কাছে তুলে ধরো না কেন তাতে আমি খুশিই

www.boiRboi.net

হব।'

'তোমাকে বলতে শুনেছি যেকোন মানুষ যে জিনিস প্রত্যহ ব্যবহার করে তার উপরে তার ব্যক্তিত্বের একটা ছাপ না পড়েই পারে না, এবং সে ছাপ কোন অভিজ্ঞ পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিও এড়াতে পারে না। দেখ, এই ঘড়িটা সম্প্রতি আমার হাতে এসেছে। এই ঘড়ির প্রাক্তন মালিকের চরিত্র ও অভ্যাস সম্পর্কে তোমার অভিমত দয়া করে জানাবে কি?'

ঘড়িটা তার হাতে দিলাম। পরীক্ষাটা প্রায় অসম্ভব মনে করেই মনে মনে একটু আমোদ অনুভব করেছিলাম। ভেবেছিলাম, মাঝেমাঝেই যেরকম আত্মম্ভরিতার সঙ্গে সে কথা বলে তাতে এবার তার বেশ শিক্ষা হয়ে যাবে। ঘড়িটাকে হাতের উপর রেখে প্রথমে সে ডায়ালটাকে ভাল করে দেখল তারপর পিছনের ডালাটা খুলে প্রথমে খালি চোখে ও তারপরে একটা কনভেক্স্ লেন্সের সাহায্যে যন্ত্রপাতিগুলো দেখল। অবশেষে সে যখন ডালাটা বন্ধ করে ঘড়িটা ফিরিয়ে দিল তখন তার মুখের হতাশভাব দেখে আমার পক্ষে হাসি চেপে রাখাই শক্ত হয়ে উঠল।

সে বলল, 'কোন কিছুই নেই। ঘড়িটা সম্প্রতি পরিষ্কার করা হয়েছে তাই দাগ-টাগ মুছে গেছে।'

আমি বললাম, 'ঠিক বলেছ, আমার কাছে পাঠাবার আগেই ঘড়িটা পরিষ্কার করা হয়েছিল।'

মনে মনে ভাবলাম, নিজের ব্যর্থতাকে ঢাকবার জন্য বন্ধুবর একটা বাজে অর্থহীন ওজুহাত দেখিয়েছে। ঘড়িটা পরিষ্কার না করা থাকলেই বা কি এমন সে বুঝতে পারত?

জ্যোতিহীন দুটি স্বপ্নালু চোখে সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'সন্তোষজনক না হলেও আমার অনুসন্ধান একেবারেই ব্যর্থ হয় নি। ভুল হলে তুমি শুধরে দিও। আমার বিবেচনায় ঘড়িটা তোমার দাদার, আর তিনি পেয়েছেন তোমার বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে।'

'ঘড়ির পিছন দিকে এইচ, ডব্লু, লেখা দেখেই নিশ্চয় এটা জেনেছ?'

'ঠিক তাই। ডব্লু, দেখে তোমার নামই মনে পড়ে। ঘড়িটার তারিখ প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেকার এবং অক্ষর দুটিও ঐ একই সময়ে লেখা। কাজেই ঘড়িটা নিশ্চয়ই বিগত পুরুষের। অলংকারপত্র সাধারণত জ্যেষ্ঠপুত্রের উপরই বর্তায়, আর তার নামও বাবার নামের অনুরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। যতদূর মনে পড়ে, তোমার বাবার অনেক আগে মৃত্যু হয়েছে। কাজেই তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কাছেই ঘড়িটা ছিল।'

বললাম, 'এ পর্যন্ত ঠিক আছে। আর কিছু?'

'তিনি খুব অপরিচ্ছন্ন স্বভাবের লোক ছিলেন, খুবই অপরিচ্ছন্ন ও অসতর্ক। ভাল বিষয়-সম্পত্তিই তিনি পেয়েছিলেন। কিন্তু সব সুযোগ নষ্ট করে কিছুদিন খুবই দারিদ্র্যের মধ্যে পড়েছিলেন। মাঝে কিছুদিনের জন্য অবস্থা ফিরলেও শেষটায় সুরাশক্ত হয়ে মারা যান। এই পর্যন্তই জানতে পেরেছি।'

চেয়ার থেকে লাফ দিয়ে উঠে আমি তিক্ত অন্তরে অসহিষ্ণুভাবে ঘরময় খোঁড়াতে লাগলাম।

বললাম, 'হোমস, এটা তোমার উপযুক্ত কাজ হয় নি। তুমি যে এতদূর নামতে পার তা আমি ভাবি নি। আমার দুর্ভাগা দাদার অতীত সম্পর্কে সব খোঁজ-খবর নিয়ে এখন তুমি ভান করছ যে কোন কাল্পনিক উপায়ে এসব তথ্য তুমি অনুমান করেছ। তার পুরনো ঘড়িটা থেকেই তুমি এসব কথা জেনেছ—একথা আমি বিশ্বাস করব এতটা তুমি আশা করতে পার না। তোমার এ আচরণ নিষ্ঠুর। আমি খোলাখুলিই বলতে চাই যে এটা একটা ভণ্ডামি।'

সে সদয়ভাবে বলল, 'ভাই ডাক্তার, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। একটা নৈর্ব্যক্তিক সমস্যা হিসাবে ব্যাপারটাকে দেখতে গিয়ে আমি ভুলে গিয়েছিলাম এটা তোমার কাছে কতদূর ব্যক্তিগত ও বেদনাদায়ক হতে পারে। অবশ্য আমি নিশ্চয় করে বলছি, এই ঘড়িটা হাতে নেবার আগে আমি জানতামও না যে তোমার কোন দাদা আছে।'

'কিন্তু এ কি অবাক ব্যাপার! এসব কথা তুমি জানলে কেমন করে? প্রত্যেক বিষয়ে তোমার কথাগুলি সম্পূর্ণ সত্য।'

'সেটা কপালের গুণ। আমি শুধু সম্ভাবনার কথাই বলতে পারি। কথাগুলি সম্পূর্ণ সঠিক হবে এটা আশা করি নি।'

'এটা কি তাহলে নেহাতই আন্দাজ মাত্র?'

'না, না, আন্দাজ আমি কখনও করি না। ওটা খুব বাজে স্বভাব—যুক্তির ক্ষমতা ওতে নষ্ট হয়। তোমাদের কাছে এসব বিস্ময়কর মনে হয় কারণ তোমরা আমার চিন্তাধারাকে অনুসরণ কর না, বা যেসব তুচ্ছ ঘটনা থেকে বড় বড় অনুমান করা যায় সেগুলি তোমরা পর্যবেক্ষণ কর না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমি প্রথমেই বলেছি যে তোমার দাদা অগোছালো স্বভাবের লোক। ঘড়ির কেসের নীচু দিকটা ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখবে, সেখানে দুটো আঘাতের চিহ্ন তো আছেই, তাছাড়া একই পকেটে টাকা-পয়সা বা চাবির মত শক্ত জিনিস রাখার অভ্যাসের জন্য ওটার গায়ে নানারকম দাগ ও চিহ্ন পড়েছে। এ থেকে এটা অনুমান করা খুব একটা বাহাদুরির ব্যাপার নয় যে যদি কোন লোক পঞ্চাশ গিনি মূল্যের ঘড়িকে ওরকম হেলাফেলা করে ব্যব-

হয় করে তাহলে সে নিশ্চয়ই অসতর্ক এবং অগোছালো স্বভাবের মানুষ। আর এটাও অবান্তর অনুমান নয় যে, এমন মূল্যবান জিনিস যে উত্তরাধিকারসূত্রে পায় তার অন্য-রকম সুব্যবস্থাও নিশ্চয় করা হয়েছিল।'

তার কথা আমি বুঝতে পারছি সেটা জানাবার জন্য মাথা নাড়ালাম।

ইংলণ্ডের বন্ধকী-কারবারীদের এটা প্রচলিত প্রথা যে তেন ঘড়ি নেবার সময় টিকিটের নম্বরটা ঘড়ির কেসের ভিতর দিকে সরু পিন দিয়ে লিখে রাখা হয়। এটা লেবেল লাগানোর চাইতে সুবিধাজনক, কারণ নম্বরটা হারিয়ে যাবার বা বদল হবার কোন ঝুঁকি এতে নেই। এই কেসের ভিতর দিকে কমসে-কম চারটে ঐ রকম নম্বর আমার লেন্সে ধরা পড়েছে। অনুমান—তোমার দাদা মাঝে মাঝেই গাড্ডায় পড়েছেন। পরোক্ষ অনুমান—মাঝে মাঝে তাঁর হাল ফিরেছে, নতুবা তিনি বন্ধক খালাস করতে পারতেন না। সব শেষে, যে ভিতরের প্লেটে চাবির গর্তটা রয়েছে সেটা দেখ। দেখতে পাবে—গর্তটার চারপাশে হাজারটা আঁচড়ের দাগ, চাবিটা ঠিক জায়গায় না লাগাবার দরুন দাগ। কোন সুস্থ মস্তিষ্ক লোকের চাবিতে কখনও ঘড়িতে এরকম আঁচড় কাটে কি? কিন্তু কোন মাতালের ঘড়ি কখনও এরকম দাগ ছাড়া পাবে না। সে ঘড়িতে চাবি দেয় রাত্রিবেলা, আর বেহুঁশ হাতে এই সব আঁচড় পড়ে। এসবের মধ্যে রহস্যের কি আছে বল তো?'

আমি বললাম, 'সবই দিনের আলোর মত পরিষ্কার। তোমার প্রতি যে অন্যায় করেছি সেজন্য আমি দুঃখিত। তোমার আশ্চর্য ক্ষমতার উপর আমার আরও বিশ্বাস থাকা উচিত ছিল। একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি? তোমার হাতে কি এখন কোন তদন্তের কাজ আছে?'

'কিছুই নেই। তাইতো কোকেন। মাথার কাজ ছাড়া আমি থাকতে পারি না। বেঁচে থাকবার আর কি উদ্দেশ্যই বা থাকতে পারে। জানালায় এসে দাঁড়াও। এরকম ভয়াল, ভীষণ, অকেজো দিন কখনও দেখেছ? হলদে কুয়াসাগুলো কুণ্ডলি পাকাতে পাকাতে রাস্তা দিয়ে ছুটে চলেছে বাদামী রঙের বাড়িগুলোর উপর আছড়ে পড়তে। এর চাইতে অধিক গদাময় ও জড় আর কি হতে পারে? ডাক্তার, কাজে লাগাবার ক্ষেত্র যদি না থাকে তাহলে শক্তি থেকে লাভ কি? অপরাধ সাধারণ, জীবন সাধারণ, আর সাধারণ গুণাবলী ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছুরই কোন কাজ নেই।'

উত্তরে আমি মুখ খুলতে যাচ্ছি, এমন সময় আস্তে দরজায় টোকা দিয়ে গৃহকর্ত্রী ঢুকল। তার হাতের স্ফটিকের ট্রে-তে একখানি কার্ড।

আমার সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'স্যার, একটি তরুণী আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী।'

'মিস মেরি মরস্টান,' সে পড়ল। 'হুঁ! নামটা তো মনে পড়ছে না। মিসেস হাডসন, তাকে ভিতরে আসতে বলুন। তুমি যেয়ো না ডাক্তার। আমি চাই তুমি থাকো।'

২ : ঘটনার বিবরণ

মিস মরস্টান দৃঢ় পদক্ষেপে সংযতভাবে ঘরে ঢুকল। সুন্দরী তরুণী, হাতে সুদৃশ্য দস্তানা, পোশাকে সুরুচির পরিচয়। অবশ্য পরিচ্ছেদের সাদামাঠা চেহারা দেখে মনে হয়, তার আর্থিক অবস্থা খুব ভাল নয়। খুব সুন্দরী তাকে বলা চলে না, কিন্তু মুখের ভাবটুকু ভারি মিষ্টি ও কমনীয়, টানা টানা দুটি নীল চোখ মনকে টানে। তিনটি ভিন্ন ভিন্ন মহাদেশের নানা জাতির অনেক স্ত্রীলোক আমি দেখেছি, কিন্তু অন্য কোন মুখে এমন মার্জিত ও সংবেদন-শীল প্রকাশ আমি দেখি নি। শার্লক হোমসের দেওয়া আসনে সে বসল। তখনও তার ঠোঁট কাঁপছে, হাত কাঁপছে; একটা তীব্র উত্তেজনার প্রকাশ যে তার সারা দেহে সেটা আমার দৃষ্টি এড়াল না।

সে বলল, 'মিঃ হোমস, আমি আপনার কাছে এসেছি, কারণ একসময় আমার নিয়োগকর্ত্রী মিসেস সেসিল ফরেস্টার-কে একটি পারিবারিক জটিলতা দূর করার ব্যাপারে আপনি সাহায্য করেছিলেন। আপনার দয়ালু স্বভাব ও কর্মদক্ষ-তার প্রশংসা তিনি করেন।'

চিন্তিতভাবে সে বলল, 'মিসেস সেসিল ফরেস্টার! মনে হচ্ছে তার যৎসামান্য উপকার আমি করেছিলাম। যতদূর মনে পড়ে, কেসটা খুবই সরল ছিল।'

'তিনি কিন্তু তা মনে করেন না। অন্তত আমার কেস সম্পর্কে আপনি সেকথা বলতে পারবেন না। যে অবস্থায় আমি পড়েছি তার চাইতে বিস্ময়কর ও দুর্বোধ্য কোন কিছু আমি ভাবতেও পারি না।'

হোমস দুখানি হাত ঘসতে লাগল। তার দুই চোখ জ্বলজ্বল করছে। সে চেয়ারে ঝুঁকে বসল। তার সুস্পষ্ট বাজপাখির মত মুখের উপর অসাধারণ মনোযোগের আভাষ ফুটে উঠল।

সংক্ষিপ্ত ব্যবসায়িক ভঙ্গীতে সে বলল, 'আপনার কেসটি বলুন।'

বুঝতে পারলাম, আমার খুবই বিব্রত অবস্থা।

চেয়ার ছেড়ে উঠে আমি বললাম, 'আমাকে ক্ষমা কর-বেন।'

আমাকে বিস্মিত করে তরুণী দস্তানা-পরা হাত তুলে

www.boiRboi.net

আমাকে থামিয়ে দিল।

বলল, 'আপনার বন্ধু যদি এখানে থাকেন, তাহলে আমার অশেষ উপকার হতে পারে।'

আমি আবার চেয়ারে বসে পড়লাম।

সে বলতে লাগল, 'সংক্ষেপে ঘটনাগুলি এই। আমার বাবা ছিলেন ভারতীয় বাহিনীর একজন অফিসার। শিশু-কালেই তিনি আমাকে দেশে পাঠিয়ে দেন। আমার মা আগেই মারা গেছেন, ইংলণ্ডে আমাদের কোন আত্মীয়-স্বজনও ছিল না। এডিনবার্গের একটা বোর্ডিং-এ সতেরো বছর বয়স পর্যন্ত বেশ আরামেই ছিলাম। ১৮৭৮ সালে, বাবা তখন তাঁর রেজিমেণ্টের একজন সিনিয়র ক্যাপ্টেন, বারো মাসের ছুটি নিয়ে তিনি বাড়ি এলেন। লণ্ডন থেকে টেলিগ্রাম করে তাঁর নিরাপদে পৌঁছবার খবর জানিয়ে তিনি আমাকে অবিলম্বে ল্যাংহাম হোটেলে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার নির্দেশ দিলেন। বেশ মনে পড়ে, তাঁর সে নির্দেশ ছিল স্নেহ ও ভালবাসায় ভরা। লণ্ডনে পৌঁছে ল্যাংহামে গিয়ে জানলাম, ক্যাপ্টেন মরস্টান সেখানে থাকেন ঠিকই, কিন্তু আগের দিন রাতে তিনি কোথাও বেরিয়ে গেছেন, আর ফেরেন নি। সারাদিন সেখানে অপেক্ষা করেও তাঁর কোন খবর পেলাম না। হোটেলের ম্যানেজারের পরামর্শ মত রাত্রেই পুলিশকে সব জানালাম এবং পরদিন সকালে সব খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিলাম। সব চেষ্টাই ব্যর্থ হল! সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত আমার হতভাগ্য বাবার কোনো খবরই পাই নি। অনেক আশা নিয়ে দেশে এসেছিলেন, ভেবেছিলেন শান্তি পাবেন, আরাম পাবেন, কিন্তু পরি-বর্তে—'

সে গলা চেপে ধরল। কথাটা শেষ না করেই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

নোট-বই খুলে হোমস প্রশ্ন করল, 'তারিখ?'

'১৮৭৮ সালের ৩রা ডিসেম্বর তিনি নিরুদ্দেশ হন, প্রায় দশ বছর আগে।'

'তাঁর মালপত্র?'

'হোটেলেই ছিল। মালপত্রের মধ্যে কিছু জামা কাপড়, কতকগুলি বই, আর আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের অনেকগুলি পুরাতাত্ত্বিক দ্রব্য,—আর এমন কিছু ছিল না যাতে কোন সূত্র পাওয়া যেতে পারে। আন্দামানে তিনি কয়েদি মেটদের ভারপ্রাপ্ত অন্যতম অফিসার ছিলেন।'

'শহরে তাঁর কোন বন্ধু ছিল?'

'আমরা একজনের কথা জানি— তাঁর নিজের রেজি মেণ্ট ৩৪ বোম্বাই পদাতিক বাহিনীর মেজর শোল্‌টো। মেজর কিছুদিন আগেই অবসর নিয়ে আপার নরউডে বাস করছিলেন। তাঁর সঙ্গেও আমরা যোগাযোগ করেছিলাম, কিন্তু তার সহকর্মী যে ইংলণ্ডে এসেছে তাও তিনি জান-তেন না।'

'একটা অসাধারণ ব্যাপার', হোমস মন্তব্য করল।

'অসাধারণ অংশটাই এখনও বলা হয় নি। প্রায় ছ' বছর আগে— সঠিক বলতে গেলে ১৮৮২ সালের ৪ঠা মে —'দি টাইমস' পত্রিকায় একটি বিজ্ঞাপনে মিস মেরি মর-স্টানের ঠিকানা জানতে চেয়ে বলা হয় যে, নিজের স্বার্থেই তার এখন এগিয়ে যাওয়া দরকার। বিজ্ঞাপনে কোন নাম বা ঠিকানা দেওয়া ছিল না। সেই সময়ে আমি সবেমাত্র গভর্ণেসরূপে মিসেস সেসিল ফরেস্টারের পরিবারে ঢুকেছি: তার পরামর্শেই বিজ্ঞাপনের স্তম্ভে আমার ঠিকানা প্রকাশ করলাম। সেইদিনই ডাকযোগে আমার নামে একটা ছোট কার্ডবোর্ডের বাক্‌স্ এল। তার মধ্যে একটা বড় উজ্জ্বল মুক্তো পেলাম। তার সঙ্গে কিছুই লেখা ছিল না। সেই থেকে প্রতি বছর ঐ একই তারিখে একটি অনুরূপ মুক্তো-সমেত একটি অনুরূপ বাক্‌স্ আসে, কিন্তু প্রেরকের কোন সন্ধান মেলে না। একজন বিশেষজ্ঞ বলেছে, মুক্তো-গুলো দুষ্প্রাপ্য এবং বহুমূল্যবান। আপনারাও দেখতে পাবেন যে সেগুলো সত্যি সুন্দর।'

কথা বলতে বলতে একটি বাক্‌স্ খুলে সে এমন ছ'টি উৎকৃষ্ট মুক্তো দেখাল যেমনটি আমি আর কখনও দেখি নি।

শার্লক হোমস বলল, 'আপনার বিবরণ খুবই ইণ্টা-রেস্টিং। আপনার আর কিছু ঘটেছে?'

'হ্যাঁ, আজই ঘটেছে। সেইজন্যই আপনার কাছে এসেছি। আজ সকালে এই চিঠিখানা পেয়েছি। আপনি স্বয়ং চিঠিখানা পড়ুন।'

'ধন্যবাদ,' হোমস বলল। 'দয়া করে খামটাও দিন। ডাকঘরের ছাপ—লণ্ডন, এস, ডব্লু, তারিখ জুলাই ৭। হুম! কোণায় বুড়ো আঙুলের ছাপ— সম্ভবত পিওনের। বেশ ভাল কাগজ। খাম এক প্যাকেটের দাম ছয় পেনি। জিনিস-পত্রে লোকটির বৈশিষ্ট্য আছে। কোন ঠিকানা নেই। 'আজ রাত সাতটায় লাইসিয়াম থিয়েটারের বাইরে তৃতীয় থামের কাছে এসো। যদি বিশ্বাস না হয়, দুজন বন্ধুকে এনো। তোমার প্রতি অনেক অন্যায় করা হয়েছে, তার প্রতি-কার হবে। পুলিশ এনো না। যদি আনো, সব ব্যর্থ হবে। তোমার অজানা বন্ধু।' সত্যি, বেশ ছোটখাট একটা রহস্য। মিস মরস্টান, আপনি কি করতে চান?'

'ঠিক সেই কথাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই।'

'তাহলে আমরা নিশ্চয় যাব—আপনি, আমি এবং হ্যাঁ, ঠিক, ডাঃ ওয়াটসনই ঠিক লোক। পত্রলেখক বলেছে দুজন

বন্ধু। আমরা দুজন এর আগেও একসঙ্গে কাজ করেছি।'

'কিন্তু উনি কি আসবেন?' সে প্রশ্ন করল। তার কণ্ঠস্বরে এবং প্রকাশভঙ্গীতে একটা আবেদনের সুর।

আমি সাগ্রহে বললাম, 'আপনার কোন কাজে লাগলে গর্ব ও আনন্দ বোধ করব।'

সে বলল, 'আপনারা দুজনেই খুব ভাল। আমি নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করি। দুঃখ জানাবার মত কোন বন্ধু আমার নেই। আমি যদি ছ'টায় এখানে আসি, তাহলেই বোধ হয় চলবে?'

হোমস বলল, 'তার বেশী দেরী করবেন না। আর একটা কথা। আচ্ছা, মুস্তোর বাক্সের ঠিকানায় যে যে হাতের লেখা সেটা কি এই একই হাতের লেখা?'

আধ ডজন কাগজ বের করে সে বলল, 'সেগুলি আমি নিয়েই এসেছি।'

'আপনি দেখছি আদর্শ মক্কেল। আপনি ঠিক জিনিসটি বুঝতে পারেন। দেখি।' কাগজগুলি টেবিলের উপর মেলে ধরে সে সবগুলির উপরই দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিল। তারপর বলল, 'চিঠিটা ছাড়া আর সবই বকলমে লেখা। কিন্তু লেখক সম্পর্কে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। দেখুন গ্রীক e অক্ষরটা কেমন ভেঙে যাচ্ছে; আর দেখুন শেষের অক্ষরটা কেমন মোচড় খাচ্ছে। নিঃসন্দেহে সবগুলি একজনেরই লেখা। মিস মরস্টান, মিথ্যা আশা দিতে আমি চাই না, তবু এই হাতের লেখা আর আপনার বাবার হাতের লেখার মধ্যে কি কোন মিল আছে?'

'এর চাইতে আলাদা আর কিছু হতে পারে না।'

'আমি আশা করেছিলাম আপনি এই কথাই বলবেন। তাহলে ছ'টার সময় আপনার দেখা পাচ্ছি। দয়া করে কাগজগুলি আমার কাছে রেখে যান। ততক্ষণ একটু দেখে নেব। এখন মোটে সাড়ে তিনটে। Au revoir'.

আমাদের অতিথিও বলল, 'Au revoir' আমাদের দুজনের দিকেই উজ্জ্বল সদয় দৃষ্টি মেলে সে মুস্তোর বাক্সটা বুকের মধ্যে নিয়ে দ্রুত চলে গেল।

জানালায় দাঁড়িয়ে আমি তাকে রাস্তা দিয়ে দ্রুতপায়ে হেঁটে যেতে দেখলাম। ক্রমে তার ধূসর টুপি আর সাদা পালক সেই জনারণ্যে একটি বিন্দু হয়ে মিশে গেল।

সঙ্গীর দিকে ফিরে বলে উঠলাম, 'কী রমণীয় রমণী!'

সে আবার পাইপ ধরিয়ে চেয়ারে হেলান দিয়েছে। দুই চোখের পাতা নেমে এসেছে। অলস কণ্ঠে বলল, 'তাই নাকি? আমি লক্ষ্য করি নি।'

আমি জোর গলায় বললাম, 'তুমি একটা যন্ত্রবিশেষ—হিসাব-নির্ধারক যন্ত্র। সব সময় তোমার মধ্যে একটা অমানবিকতা দেখা দেয়।'

সে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

বলল, 'সর্ব প্রথমেই দেখতে হবে তোমার বিচার-বুদ্ধি যেন কারও ব্যক্তিগত সদ্‌গুণ দ্বারা প্রভাবিত না হয়। একজন মক্কেল আমার কাছে একটি এককমাত্র সমস্যার একটি অংশবিশেষ। আবেগঘটিত গুণাবলী স্থির যুক্তির বিরোধী। আমি তোমাকে যথার্থ বলছি যে, আমার পরিচিত সবচাইতে মনোহারিণী এক নারী জীবন-বীমার টাকার লোভে তিনটি শিশুকে বিষপ্রয়োগে হত্যার অপরাধে ফাঁসিতে ঝুলেছে, আর আমার পরিচিত সবচাইতে কদাকার মানুষ এমন একজন মানবপ্রেমিক যিনি লন্ডনের গরীব মানুষদের জন্য এ পর্যন্ত প্রায় আড়াই লক্ষ ব্যয় করেছেন'

'এক্ষেত্রে কিন্তু—'

'আমার কথার কোন কিন্তু নেই। একটিমাত্র ব্যতিক্রমই একটি নিয়মকে অপ্রমাণ করে। কখনও কি হাতের লেখা দেখে কারও চরিত্র বুঝবার চেষ্টা করেছ? এই হাতের লেখা দেখে কি বুঝতে পারছ?'

আমি জবাব দিলাম, 'এটা বেশ স্পষ্ট এবং স্বাভাবিক। বৈষয়িক লোক এবং দৃঢ় চরিত্র।'

হোমস মাথা নাড়াল।

বলল, 'তার লম্বা অক্ষরগুলো দেখ। সেগুলো কদাচিৎ অন্য অক্ষর থেকে উপরের দিকে উঠেছে। ঐ d অনায়াসেই একটি a এবং l একটি e মনে হতে পারে। দৃঢ় চরিত্রের লোক যত দুষ্পাঠ্যই লিখুক লম্বা অক্ষরগুলোকে লোকে সবসময়ই আলাদা করে লেখে। তার k অক্ষরের মধ্যে একটা অস্থিরচিত্ততা এবং বড় হাতের অক্ষরগুলোতে আত্মম্ভরিতা প্রকাশ পাচ্ছে। আমি একটু বাইরে যাচ্ছি—কিন্তু বইপত্র ঘাঁটতে হবে। এই বইটা তোমাকে দিয়ে যাচ্ছি—এরকম উল্লেখযোগ্য বই বেশী লেখা হয় নি। উইনউড রীড-এর 'মার্টারডম অব্ ম্যান।' আমি একঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসব।'

বইখানা হাতে নিয়ে জানালায় বসে রইলাম। কিন্তু আমার চিন্তা পড়ে রইল লেখকের দুর্ধর্ষ কল্পনা থেকে অনেক দূরে। আমার মন ছুটে গেল আমাদের সাম্প্রতিক অতিথির দিকে—তার হাসি, তার গভীর মধুর কণ্ঠস্বর, তার জীবনের বিস্ময়কর রহস্যের দিকে। তার বাবার নিখোঁজ হবার সময় যদি তার বয়স সতেরো বছর হয় তাহলে এখন বয়স সাতাশ—এমন একটি মিষ্টি বয়স যখন যৌবনের উন্মাদনার অবসানে এসেছে অভিজ্ঞতা-স্নিগ্ধ

গাম্ভীর্য। বসে বসে ভাবছি। ভাবতে ভাবতে এমন সব ভয়ংকর চিন্তা মাথায় ঢুকল যে ছুটে গিয়ে টেবিলে বসে নিদানতত্ত্বের সর্বশেষ গ্রন্থে ভয়ংকরভাবে ডুবে গেলাম। আমি কি? সেনাবিভাগের একজন সার্জন, একটা রুগ্ন পা আর রুগ্নতর ব্যাংক-হিসাবের মালিক, এসব চিন্তা করছি কোন্ সাহসে? সে তো একটি একক সমস্যার অংশবিশেষ—তার বেশী কিছু নয়। আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন। মানুষের মত তার মোকাবিলা করাই ভাল। কল্পনার আলেয়ার আলোয় তাকে উজ্জ্বল করে তোলার চেষ্টা বৃথা।

৩ ঃ সমাধানের সন্ধানে

সাড়ে পাঁচটা বাজবার আগেই হোমস ফিরে এল। তার মেজাজ তখন বেশ ভাল, ঝকঝকে, উৎসাহী। তার বেলায় অবশ্য এরকম মেজাজের পরেই আসে ভয়াবহ বিষণ্ণতা।

এক কাপ চা ঢেলে দিলাম। সেটা খেতে খেতে সে বলল, 'এ ব্যাপারে কোন বড় কিছু নেই। ঘটনাগুলির একটিমাত্র ব্যাখ্যাই সম্ভব।'

'বল কি! এরই মধ্যে সমাধান করে ফেলেছ?'

'দেখ, সেটা খুব বেশী বলা হয়ে যাবে। এই পর্যন্ত বলতে পারি যে আমি একটা সূত্র আবিষ্কার করেছি। খুবই ইঙ্গিতগর্ভ। অবশ্য খুঁটিনাটি বিষয়গুলি যোগ করতে বাকি আছে। 'দি টাইমস' পত্রিকার পুরনো ফাইল ঘেঁটে জানতে পেরেছি যে ৩৪তম বোম্বাই পদাতিক বাহিনীর প্রাক্তন অফিসার আপার নরউড নিবাসী মেজর শোল্টো ১৮৮২ সালের ২৮শে এপ্রিল মারা গেছেন।'

'হোমস, আমি খুব মোটা বুদ্ধির লোক হতে পারি, কিন্তু এর থেকে কি ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে আমি তো বুঝতে পারছি না।'

'পারছ না? তুমি আমাকে অবাক করলে। তাহলে ব্যাপারটাকে এইভাবে দেখ। ক্যাপ্টেন মরস্টান নিরুদ্দেশ হলেন। লন্ডনে তিনি যার কাছে যেতে পারেন সেরকম একমাত্র লোক মেজর শোল্টো। মেজর শোল্টো বলেছেন তিনি তাঁর লন্ডনে আসার কথা শোনেন নি। চার বছর পরে শোল্টোর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর এক সপ্তাহের মধ্যে ক্যাপ্টেন মরস্টানের মেয়ে একটি মূল্যবান উপহার পায়, আর সেই উপহার পাওয়া বছরের পর বছর চলবার পরে এখন একখানা চিঠিতে বলা হয়েছে তার প্রতি অবিচার করা হয়েছে। বাবাকে হারানো ছাড়া আর কি অবিচার হতে পারে? শোল্টোর মৃত্যুর পর থেকেই বা উপহার শুরু হবে কেন? নিশ্চয় শোল্টোর উত্তরাধিকারী রহস্যের কিছু খবর রাখে এবং কিছুটা ক্ষতিপূরণ করতে চায়। ঘটনাগুলির ব্যাখ্যা করা যায় এরকম কোন বিকল্প অভিমত তোমার আছে কি?'

'কিন্তু এ আশ্চর্য ক্ষতিপূরণ। আর কিরকম অদ্ভুত উপায়ে। তাছাড়া, ছ'বছর আগে না লিখে আজই বা সে চিঠি লিখেছে কেন? আবার চিঠিতে ন্যায় বিচারের কথা বলা হয়েছে। কি ন্যায় বিচার সে পেতে পারে? তার বাবা এখনও বেঁচে আছেন—ওটা ধরে নেওয়া খুবই শক্ত। তার প্রতি আর কোন অবিচার করা হয়েছে বলে তুমিও জান না।'

শার্লক হোমস চিন্তিতভাবে বলল, 'অসুবিধা আছে, নিশ্চয় অসুবিধা আছে। তবে আজকের নৈশ অভিযানই সব সমস্যার সমাধান করে দেবে। আরে, ঐ তো একটা চার-ঘোড়ার গাড়ি এল, তার মধ্যে আছেন মিস মরস্টান. তুমি প্রস্তুত। তাহলে আমরা নীচেই যাই, কারণ সময় পার হয়ে গেছে।'

আমি টুপি আর সবচাইতে ভারী লাঠিটা হাতে নিলাম। কিন্তু দেখলাম শার্লক হোমস টানা থেকে রিভলবারটা বের করে পকেটে রাখল। স্পষ্ট বুঝলাম, আমাদের রাতের কাজটা গুরুতর কিছু হবে বলেই সে মনে করছে।

একটা কালো ক্লোকে মিস মরস্টানের সারা দেহ ঢাকা। তার মুখমণ্ডল সংযত, কিন্তু বিবর্ণ। যে বিস্ময়কর অভিযানে আমরা নামতে যাচ্ছি তাতে কোনরকম অস্বস্তি বোধ না করলে বুঝতে হবে সে স্ত্রীলোকের চাইতে বড়। তথাপি তার আত্ম-সংযম অক্ষুণ্ণই রয়েছে এবং শার্লক হোমস যে কয়েকটি প্রশ্ন করল সঙ্গে সঙ্গে তার জবাবও দিল।

বলল, 'মেজর শোল্টো বাবার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তাঁর চিঠিতে মেজরের অনেক কথার উল্লেখ থাকত। তিনি এবং বাবা আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের সেনাবাহিনীর অধিকর্তা ছিলেন। কাজেই অনেকসময় তাঁদের একত্রে থাকতে হত। ভাল কথা, বাবার ডেস্কে একখানা অদ্ভুত কাগজ পাওয়া গিয়েছিল, সেটা যে কি তা কেউ বুঝতে পারে নি। আমিও মনে করি না যে তার কোনরকম গুরুত্ব আছে। কিন্তু আমার মনে হল আপনি হয়তো ওটা দেখতে চাইবেন, তাই আমি সঙ্গে করে এনেছি। এই নিন।'

হোমস সযত্নে ভাঁজ খুলে কাগজখানা হাঁটুর উপর মেলে ধরল। তারপর ডবল লেন্স দিয়ে সেটাকে ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখতে লাগল।

বলল, 'ভারতে তৈরী দেশী কাগজ। একসময় পিন

দিকে বোর্ডে আটকানো ছিল। এর উপর আঁকা ছবিটা মনে হচ্ছে অসংখ্য হল, করিডর ও অলিন্দ সমন্বিত একটা বড় বাড়ির একটা অংশের নক্‌সা। একজায়গায় লাল কালিতে একটা ছোট ক্রুশ চিহ্ন আঁকা আছে। তার ঠিক উপরেই পেন্সিলে অস্পষ্ট লেখা আছে 'বাঁদিক থেকে ৩·৩৭।' বাঁদিকের কোণায় আছে একটা অদ্ভুত সাংকেতিক চিহ্নঃ একসারিতে চারটি ক্রুশ-চিহ্ন এমনভাবে আঁকা যাতে একটার হাত পরেরটার হাতকে স্পর্শ করে। তার পাশেই মোটা অক্ষরে লেখাঃ 'চারজনের চিহ্ন—যোনাথান স্মল, মহমেৎ সিং, আবদুল্লা খান, দোস্ত আকবর। না, স্বীকার করছি আসল সমস্যার সঙ্গে এর কি সম্পর্ক আমি বুঝতে পারছি না। তথাপি স্পষ্টতই এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ দলিল। সযত্নে একটা পকেট-বুকের মধ্যে রাখা ছিল, কারণ এর দুটো দিকই সমান পরিচ্ছন্ন রয়েছে।'

'তার পকেট-বুকের মধ্যেই এখানা পেয়েছিলাম।'

'মিস মরস্টান, এটাকে যত্ন করে রেখে দিন। আমাদের কাজে লাগতে পারে। এখন আমার সন্দেহ হচ্ছে, গোড়ায় ব্যাপারটাকে আমি যেরকম ভেবেছিলাম এখন দেখছি তার চাইতে গভীরতর এবং সূক্ষ্মতর কিছু হয়ে উঠতে পারে। আমার ধারণাগুলোকে পুনরায় ভেবে দেখতে হবে।'

সে হেলান দিয়ে বসল। তার নেমে আসা ভুরু আর অর্থহীন দৃষ্টি দেখেই বুঝলাম, সে গভীর চিন্তায় মগ্ন। মিস মরস্টান ও আমি আমাদের অভিযানের সম্ভাব্য পরিণতি নিয়ে নিম্নস্বরে আলোচনা করতে লাগলাম। কিন্তু আমাদের বন্ধু যাত্রার শেষ পর্যন্ত দুর্ভেদ্য নীরবতা অবলম্বন করেই রইল।

সেপ্টেম্বরের সন্ধ্যা। তখন সাতটাও বাজে নি। কিন্তু কেমন একটা বিষণ্ণ আবহাওয়া। একটা ঘন কুয়াশা শহরের উপর নীচু হয়ে নেমে এসেছে। মাটি-রং মেঘগুলোও ঝুলে রয়েছে কর্দমাক্ত পথের উপর। স্ট্রান্ড রোড ধরে কুয়াসা-ঢাকা বাতিগুলো মিটমিট করে কর্দমাক্ত পথের উপর একটা অস্পষ্ট আলোর বৃত্ত মাত্র ফেলতে পারছে। দোকানের জানালা দিয়ে বেরিয়ে আসা হলদে আলোগুলি বাষ্পাচ্ছন্ন বাতাসের উপর পড়ে জনবহুল রাজপথে কাঁপা কাঁপা উজ্জ্বলতা বিছিয়ে দিচ্ছে। বিষণ্ণ ও আনন্দিত, বিধ্বস্ত ও উল্লসিত—নানা ধরনের মুখের একটা শেষহীন শোভাযাত্রা যেন চলেছে সেই আলো-আঁধারির পথে। আমার মনে হতে লাগল, সবটাই কেমন যেন ছমছমে ভৌতিক ব্যাপার। সব মানুষের মতই তারা একবার অন্ধকার থেকে আলোয় আবার আলো থেকে অন্ধকারে ছুটে চলেছে। সাধারণত আমি কোনকিছুতেই অভিভূত হই না, কিন্তু একঘেয়ে ভারী সন্ধ্যা আর আমাদের আসন্ন আশ্চর্য ক্রিয়াকান্ড এই দুইয়ে মিলে আমাকে যেন অস্থির ও বিষণ্ণ করে তুলল। মিস মরস্টানের হাবভাবেও বুঝতে পারছিলাম, তারও ঐ একই দশা। একমাত্র হোমসই পারে সব তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে উঠতে। হাঁটুর উপর নোট-বইটা খুলে পকেট-লণ্ঠনের আলোয় মাঝে মাঝে কি সব সংখ্যা আর কথা লিখে চলেছে।

লাইসিয়াম থিয়েটারে পাশের প্রবেশ-পথগুলিতে এরই মধ্যে বেশ ভীড় জমেছে। সম্মুখে গাড়ি আর চার-চাকার গাড়ির অবিশ্রাম স্রোতে সশব্দে আসা-যাওয়া করছে এবং শার্টধারী নর আর শাল পরা হীরকখচিত নারী যাত্রীদের নামিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। আমরা আমাদের লক্ষ্যস্থল তৃতীয় থামের কাছে পৌঁছতে না পৌঁছতেই গাড়োয়ানের পোশাক পরা একটি বেঁটে কালো লোক এসে আমাদের সঙ্গে কথা বলল।

'মিস মরস্টানের সঙ্গে আপনারা এসেছেন?'

তরুণী জবাব দিল, 'আমিই মিস মরস্টান, আর এই দুই ভদ্রলোক আমার বন্ধু।'

একজোড়া আশ্চর্যজনক অন্তর্ভেদী ও জিজ্ঞাসু চোখ তুলে সে আমাদের দিকে তাকাল।

একটা বিশেষ ধরনের গোঁ ধরে বলল, 'ক্ষমা করবেন মিস, নির্দেশ অনুযায়ী আমাকে আপনার কথা দিতে হবে যে আপনার সঙ্গীদের কেউই পুলিশ-অফিসার নন।'

সে জবাব দিল, 'আমি কথা দিচ্ছি।'

সে একটা তীক্ষ্ণ শিস দিতেই একটা রাস্তার ছেলে একখানি চার-চাকার গাড়ি এনে দরজা খুলে দিল। যে লোকটি আমাদের সঙ্গে কথা বলছিল সে কোচ-বক্‌সে উঠে বসল। আমরা গাড়ির মধ্যে ঢুকলাম। ভাল করে বসবার আগেই গাড়োয়ান ঘোড়ার পিঠে চাবুক কশাল। কুয়াসা-ঢাকা রাজপথ ধরে আমরা তীব্র গতিতে ছুটে চললাম।

একটা অদ্ভুত পরিস্থিতি। অজ্ঞাত উদ্দেশ্যে একটা অজ্ঞাত স্থানে আমরা চলেছি। অথচ আমাদের আমন্ত্রণ হয় একটা মস্ত বড় ফাঁকি—যদিও সেটা অভাবনীয়—অথবা আমাদের এই অভিযানের উপর অনেক গুরুতর বিষয় নির্ভর করছে একথা ভাববার যথেষ্ট কারণ আছে। মিস মরস্টানের আচরণ আগের মতই স্থির ও সংযত। আমার আফগানিস্থান অভিযানের স্মৃতি-কথা শুনিয়ে আমি তাকে আমোদে রাখবার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, এ অবস্থায় আমি নিজেই এতখানি উত্তেজিত

হয়ে পড়েছিলাম এবং আমাদের গন্তব্যস্থল সম্পর্কে এতই কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলাম যে আমার গল্পগুলি মাঝে মাঝে গুলিয়ে যাচ্ছিল। আজও সে সগর্বে ঘোষণা করে যে, একটা চাঞ্চল্যকর ঘটনা প্রসঙ্গে আমি বলেছিলাম—গভীর রাতে একটা বন্দুক আমার তাঁবুতে ঢুকতেই আমি সেটাকে তাক করে একটা দো-নলা বাঘের বাচ্চা ছুঁড়েছিলাম। কোন্ দিকে আমরা যাচ্ছি, প্রথম দিকে কিছুটা বুঝতে পারছিলাম। কিন্তু শীঘ্রই দ্রুত গতি, কুয়াসা আর লণ্ডন সম্পর্কে আমার সীমিত জ্ঞানের জন্য খেই হারিয়ে ফেললাম, এবং আমরা যে দীর্ঘ পথ পার হয়ে চলেছি তা ছাড়া আর কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। শার্লক হোমসের কখনও এ ভুল হয় না। গাড়িটা যখন সশব্দে নানা স্কোয়ার ও গলি-পথ দিয়ে ছুটছে তখন সে সবকিছুর নাম বলে দিতে লাগল।

'রোচেস্টার রো', সে বলতে লাগল, 'এবার ভিনসেন্ট' স্কোয়ার ; এই পড়লাম ভকসল ব্রিজ রোডে। মনে হচ্ছে, সারে-র দিকে চলেছি। হ্যাঁ, ঠিক ভেবেছিলাম। এবার ব্রিজে উঠলাম। নদীটা দেখা যাচ্ছে।

চকিতে একবার টেমসের জলধারার দেখা পেলাম। প্রসারিত নিঃশব্দ জলের উপর আলো পড়ে ঝিল্‌মিল্ করছে। আমাদের গাড়ি অপর পারের রাস্তার গোলকধাঁধার ভিতর দিয়ে ছুটতে লাগল।

সঙ্গী বলে উঠল, 'ওয়াণ্ডওয়ার্থ রোড। প্রায়রি রোড। লার্কহল লেন। স্টকওয়েল প্লেস। রবার্ট স্ট্রীট। কোল্ড-হ্যারবার লেন। এ অভিযান আমাদের কোন বিলাসবহুল অঞ্চলে নিয়ে যাচ্ছে বলে মনে হয় না।'

আসলে একটা সন্দেহজনক নিষিদ্ধ পল্লীতেই আমরা হাজির হলাম। একঘেয়ে ইঁটের বাড়ির দীর্ঘ সারি। শুধু মোড়ের মুখে কিছু কিছু ঝকঝকে সরকারী বাড়ির আলোকছটা। তারপর সারি সারি দোতলা বাড়ি, সামনে একটা করে ছোট বাগান। তারপর আবার নতুন দাঁত-বেরকরা ইঁটের বাড়ির শেষহীন দীর্ঘ সারি—বিরাটকায় শহর যেন তার দানবীয় দাঁড়াগুলোকে গ্রামের বুকে ছড়িয়ে দিয়েছে। অবশেষে গাড়ি থামল একটা নতুন পথের তৃতীয় বাড়িটাতে। অন্য কোন বাড়িতেই লোকজন নেই, শুধু যে অন্ধকার বাড়িটার সামনে আমরা নামলাম তার রান্না-ঘরের জানালায় একটিমাত্র আলোর রেখা চোখে পড়ছে। দরজায় ধাক্কা দিতেই একটি হিন্দু ভৃত্য সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে দিল। তার মাথায় হলদে পাগড়ি, সাদা ঢিলে পোশাক আর হলদে চাদর। শহরতলীর একটি তৃতীয় শ্রেণীর বাড়ির অতি সাধারণ দ্বারপথে এই প্রাচ্য মনুষ্যমূর্তিকে বড়ই বেমানান লাগছিল।

সে বলল, 'সাহেব আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।' তার কথার সঙ্গে সঙ্গেই ভিতরকার কোন ঘর থেকে একটা উঁচু তীব্র কণ্ঠস্বর ভেসে এল। শোনা গেল, 'ওদের আমার কাছে নিয়ে আয়।'

৪ঃ টাক-মাথার কথা

একটা অতি সাধারণ বাজে প্যাসেজ ধরে আমরা সেই ভারতীয়টির পিছনে পিছনে এগিয়ে চললাম। প্যাসেজে আলো খুব অল্প, আসবাবপত্রও সামান্য। শেষটায় ডান-দিকের একটা দরজার কাছে পৌঁছে সেটাকে সে খুলে দিল। একটা হলুদ আলোর ঝলকানি আমাদের উপর ঠিকরে পড়ল। সেই আলোর মাঝখানে একটি ছোটখাট লোক দাঁড়িয়ে আছে। তার মাথাটা উঁচু, তার নীচের দিকে চার-দিক ঘুরিয়ে খাড়া খাড়া লাল চুল, মাঝখানে একটা চকচকে টাক। দেখে মনে হয়, ফার-অরণ্যের মাথা ফুঁড়ে পাহাড়ের চূড়া উঁকি দিচ্ছে যেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে নিজের দুই হাত মোচড়াচ্ছে। সর্বক্ষণই সে কাঁপছে—কখনও হাসছে, কখনও চেঁচাচ্ছে, অনবরত এটা-ওটা করছে, মুহূর্তের জন্যও চুপচাপ থাকছে না। তার ঠোঁট ঝুলে পড়েছে, ফলে একপাটি উঁচুনীচু হলদে দাঁত প্রকট হয়ে উঠেছে, আর মুখের উপর হাত তুলে অনবরত সেই দন্তপাতি ঢাকবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। মস্তবড় টাক সত্ত্বেও তাকে যুবক বলেই মনে হয়। বস্তুত, সবে সে ত্রিশ বছরে পা দিয়েছে।

সে অনবরত চেঁচাচ্ছে, 'আমি আপনার চাকর, মিস মরস্টান, আমি আপনাদেরও চাকর, মহাশয়গণ।' দয়া করে আমার এই দীন কুটিরে পদার্পণ করুন। জায়গাটা ছোট, কিন্তু মিস, নিজের মনের মত করে আমি একে সাজিয়েছি। দক্ষিণ লণ্ডনের ভয়ংকর মরুভূমির মধ্যে এটি একটি শিল্প-কলার মরুদ্যান।'

যে ঘরে আমাদের আহ্বান করছিল তার চেহারা দেখে আমরা সকলেই বিস্মিত হলাম। পিতলের উপর একখানা বহুমূল্য হীরে বসালে যেমন বেমানান লাগে, এই বিষণ্ণ বাড়িতে এ ঘরখানাও তেমনি। উজ্জ্বল দামী পরদা ও দেওয়াল-ঢাকনা, তার ফাঁকে ফাঁকে দামী ফ্রেমে-বাঁধা ছবি বা প্রাচ্যদেশীয় পুষ্পপাত্র। লাল-কালোয় মেশানো কার্পেট এত নরম আর পুরু যে পা ফেললেই আস্তে ডুবে যায়, যেন ঘন শেওলার উপর পা পড়েছে। দুটো বড় বাঘের চামড়া

অত্যাড়িভাবে রাখায় প্রাচ্য জাঁকজমকের আভাষ ফুটে উঠেছে। এককোণে মাদুরের উপর রাখা একটা বড় হুকোও ঐ একই ইঙ্গিত বহন করছে। ঘরের ঠিক মাঝখানে প্রায়-অদৃশ্য একটা সোনার তারের সঙ্গে ঝুলছে রুপোর পরিবর্তাকৃতি একটি বাতি। বাতিটা জ্বলছে, আর বাতাসে একটি সূক্ষ্ম সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে।

কাঁপতে কাঁপতে আর হাসতে হাসতে ছোট লোকটি বলল, 'মিঃ থ্যাড্ডিয়ুস শোলটো আমার নাম। আপনি নিশ্চয়ই মিস মরস্টান। আর এই দুই ভদ্রলোক—'

'ইনি মিঃ শার্লক হোমস, আর ইনি ডাঃ ওয়াটসন।'

'ডাক্তার! বটে?' সে উত্তেজিতভাবে চেঁচিয়ে উঠল, 'স্টেথোস্কোপ সঙ্গে আছে? একটা কথা জিজ্ঞাসা করব—কিছু মনে করবেন কি? আমার হৃৎপিণ্ডের একটা ভাল্‌ব সম্পর্কে আমার গুরুতর সন্দেহ আছে, যদি আপনি দয়া করে দেখেন। হৃৎপিণ্ডের বাঁ দিককার রক্তবাহী শিরা জলই আছে, কিন্তু ঐ ভাল্‌বটা সম্পর্কে আপনার মতামত আমার বড় দরকার।'

তার অনুরোধে বুকটা পরীক্ষা করলাম, কিন্তু অস্বাভাবিক কিছু পেলাম না। শুধু বুঝলাম, একটা তীব্র ভয় তাকে পেয়ে বসেছে, কারণ তার আপাদমস্তক অনবরত কাঁপছে।

www.boiRboi.net

বললাম, 'সবই ঠিক আছে। আপনার দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই।'

সে হাল্কাভাবে বলল, 'মিস মরস্টান, আমার উৎকণ্ঠাকে ক্ষমা করবেন। অনেক কষ্ট আমি পেয়েছি, ওই ভাল্‌ব সম্পর্কে আমার দুর্ভাবনা অনেক দিনের, সে দুর্ভাবনা ভিত্তিহীন জেনে খুবই ভাল লাগছে। মিস মরস্টান, আপনার বাবা যদি মনের উপর এতটা চাপ সৃষ্টি না করতেন, তাহলে হয় তো তিনি আজও বেঁচে থাকতে পারতেন।'

এরকম একটা গুরুতর বিষয়কে সে এমন উদাসীনভাবে আল-টপকা বলে ফেলল যে আমার ভীষণ রাগ হল। হয় তো তাকে এক ঘা মেরেই বসতাম। মিস মরস্টান বসে পড়ল। তার সারা মুখ সাদা হয়ে গেছে।

সে বলল, 'মনে মনে আমি জানতাম তিনি মারা গেছেন।'

সে বলল, 'সব খবর আমি আপনাকে দিতে পারি। শুধু তাই নয়, আপনার প্রতি ন্যায়-বিচার করতেও আমি পারি। এবং ভাই বার্থোলোমিউ যাই বলুক, তাই আমি করব। শুধু আপনার সঙ্গী হিসাবে নয়, আমি এখন যা করব বা বলব তার সাক্ষী হিসাবেও আপনার দুই বন্ধুকে এখানে পেয়ে আমি খুব খুশি হয়েছি। আমরা তিনজন মিলে ভাই বার্থোলোমিউর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারব। কিন্তু বাইরের কেউ যেন এর মধ্যে না আসে—কোন পুলিশও নয়, কোন সরকারী লোকও নয়। বাইরের হস্তক্ষেপ ছাড়াই আমরা নিজেদের মধ্যে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে পারি। বাইরে জানাজানি হওয়াটা ভাই বার্থোলোমিউ অপছন্দ করে।'

একটা নীচু সেটির উপর বসে দুর্বল জল-ভরা নীল চোখ দুটি তুলে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সে আমার দিকে পিট পিট করে তাকাতে লাগল।

হোমস বলল, 'আমার কথা বলতে পারি, আপনি যা কিছু বলবেন তা আর কেউ জানবে না।'

আমিও ঘাড় নেড়ে সেই কথাতেই সায় দিলাম।

সে বলল, 'খুব ভাল। খুব ভাল। মিস মরস্টান, আপনাকে এক গ্লাস 'চিয়ার্স্টি' দেব কি? বা 'টোকে'? আর কোনরকম মদ তো আমার কাছে নেই। একটা বোতল খুলব কি? না? বেশ। আশাকরি তামাক খাওয়াতে—বিশেষ করে প্রাচ্যদেশীয় তামাকের মৃদু সৌরভে আপনাদের কোন আপত্তি হবে না।' আমার স্নায়ু কিছুটা দুর্বল, এই হুকো আমার পক্ষে এক মূল্যবান শ্রান্তিহারক।'

মস্তবড় একটা পাত্রে সে আগুন ধরাল, আর গোলাপ জলের ভিতর দিয়ে ধোঁয়া বেরিয়ে আসতে লাগল। আমরা তিনজন অর্ধবৃত্তাকারে বসলাম। আমাদের মাথা ঝুঁকে পড়েছে। থুতনি হাতের উপরে রাখা। আর সেই ছোট্ট কম্পিত দেহ চকচকে উঁচু মাথা-ওয়ালা বিস্ময়কর লোকটি মাঝখানে বসে অস্বস্তির সঙ্গে তামাক খেতে লাগল।

সে বলতে লাগল, 'প্রথম যখন তোমাকে এই চিঠি লিখব স্থির করলাম, তখনই তোমাকে আমার ঠিকানা জানিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু আমার ভয় ছিল, তুমি আমার অনুরোধ অগ্রাহ্য করে অবাঞ্ছিত লোক সঙ্গে নিয়ে আসতে পার। তাই আমি এমন একটা ব্যবস্থা করলাম যাতে আমার লোক উইলিয়ামস তোমাকে আগে দেখতে পায়। তার বিচার-বুদ্ধির উপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে। তাই তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তার মনোমত নাহলে সে যেন এ ব্যাপারে আর অগ্রসর না হয়। এইসব সতর্কতা-মূলক ব্যবস্থার জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন। কিন্তু আমার মত একজন রুচিবান লোকের কাছে পুলিশের চাইতে অশোভন আর কিছু হতে পারে না। ঘোর বস্তুবাদের প্রতি আমার একটা স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা আছে। মূঢ় জনতার সঙ্গে কোন যোগাযোগ আমি রাখি না। দেখতেই পাচ্ছেন, একটা

পরিচ্ছন্ন পরিবেশে আমি বাস করি। নিজেকে আমি শিল্প-কলার একজন পরিপোষক বলতে পারি। ঐটেই আমার দুর্বলতা। এই প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবিখানি খাঁটি 'কোরোট'; যদিও 'সালভাটর রোজা' সম্পর্কে রসিকজনের মনে সন্দেহ থাকতে পারে, 'বুগেরো' সম্পর্কে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। আধুনিক ফরাসী শিল্পরীতিরই আমি পক্ষপাতী।'

মিস মরস্টান বলল, 'ক্ষমা করবেন মিঃ শোলটো, আপনি আমাকে বলতে চান এমন কোন খবর জানবার জন্যই আপনার অনুরোধে আমি এখানে এসেছি। কিন্তু বড়ই দেরী হয়ে গেছে। কাজেই আমাদের সাক্ষাৎকার যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত হোক তাই আমি চাই।'

সে জবাব দিল, 'যতই তাড়াতাড়ি করি, কিছু সময় লাগবেই, কারণ ভাই বার্থোলোমিউর সঙ্গে দেখা করতে আমাদের নরউড যেতেই হবে। আমরা সেখানে যাব এবং ভাই বার্থোলোমিউকে সব কথা বুঝাতে চেষ্টা করব। যে পথ আমি ঠিক মনে করে বেছে নিয়েছি সেজন্য সে আমার উপর খুব রাগ করেছে। কাল রাতেও তার সঙ্গে অনেক বচসা হয়েছে। রাগলে সে যে কত ভয়ংকর হয়ে ওঠে তা আপনারা কল্পনাও করতে পারবেন না।'

আমি সাহস করে বলে উঠলাম, 'নরউড যদি যেতেই হয়, তাহলে আমাদের এখনই রওনা হওয়া উচিত।'

সে হেসে উঠল। হাসির দমকে তার কান পর্যন্ত লাল হয়ে উঠল।

সে চেঁচিয়ে বলল, 'তা তো হবে না। হঠাৎ আপনাদের সেখানে নিয়ে গেলে সে কি বলবে আমি জানি না। না, আমাদের পরস্পরের সম্পর্কটা কি সেটা বুঝিয়ে দিয়ে আপনাদেরও কিছু প্রস্তুত করে নেওয়া দরকার। আমি বলছি, এ কাহিনীতে এমন কিছু বিষয় আছে যা আমি নিজেও জানি না। আমি যতদূর জানি ততদূরই ঘটনাগুলি আপনাদের সামনে উপস্থিত করতে পারি মাত্র।'

'আপনারা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন যে, আমার বাবা মেজর জন শোলটো ছিলেন ভারতীয় সামরিক বাহিনীর প্রাক্তন অফিসার। প্রায় এগারো বছর আগে অবসর নিয়ে তিনি আপার নরউডের 'পণ্ডিচেরি লজে' বাস করতে আসেন। ভারতবর্ষে থাকতে তিনি সমৃদ্ধশালী হয়েছিলেন এবং প্রচুর অর্থ, বহু মূল্যবান প্রত্নতাত্ত্বিক দ্রব্যের সংগ্রহ এবং একদল ভারতীয় চাকর সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। একটা বাড়ি কিনে বেশ জাঁকজমকের সঙ্গে বাস করতে লাগলেন। আমার যমজ ভাই বার্থোলোমিউ আর আমিই তার একমাত্র সন্তান।

'আমার বেশ মনে পড়ে ক্যাপ্টেন মরস্টান অদৃশ্য হওয়ায় প্রবল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। আমরা খবরের কাগজে বিস্তারিত বিবরণ পড়তাম। যখন জানলাম তিনি আমাদের বাবার বন্ধু ছিলেন তখন থেকে তার সামনেই এ বিষয়ে খোলাখুলি আলোচনা করতাম। আসলে কি ঘটে থাকতে পারে সে বিষয়ে আমাদের আলোচনায় তিনিও অংশ গ্রহণ করতেন। তারই বুকের মধ্যে যেসব গোপন খবর তিনি লুকিয়ে রেখেছেন এবং আর্থার মরস্টানের ভাগ্যের কথা যে একমাত্র তিনিই জানতেন, তা আমরা মুহূর্তের জন্যও সন্দেহ করতে পারি নি।

'অবশ্য আমরা এটা জানতাম যে একটা রহস্য, একটা সমূহ বিপদ বাবাকে ঘিরে ধরেছে। তিনি একা বাইরে যেতে ভয় পেতেন, এবং দুজন পুরস্কারবিজয়ী যোদ্ধাকে পণ্ডিচেরী লজের দারোয়ানের কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। যে উইলিয়ামস আজ আপনাদের গাড়ি চালিয়ে নিয়ে এল সেও তাদেরই একজন। এককালে সে ইংলণ্ডের বিজয়ী মুষ্টিযোদ্ধা ছিল। কিসে যে বাবার ভয় তা তিনি কখনও আমাদের বলতেন না। কিন্তু কাঠের পা-ওয়ালা লোকের প্রতি তার একটা স্পষ্ট বিতৃষ্ণা ছিল। একদিন তিনি সত্যি সত্যি একটি কাঠের পা-ওয়ালা লোককে রিভলবার দিয়ে গুলি করেছিলেন, অথচ লোকটি ছিল একজন নিরীহ ব্যবসায়ী। ব্যাপারটা চাপা দিতে আমাদের অনেক টাকা খেসারত দিতে হয়েছিল। আমি আর আমার ভাই এটাকে বাবার একটা খেয়াল বলেই মনে করতাম। কিন্তু পরবর্তী ঘটনাবলী দেখে আমাদের মত পরিবর্তন করতে হয়েছে।

'১৮৮২ সালের গোড়ার দিকে ভারতবর্ষ থেকে একটা চিঠি পেয়ে বাবা মর্মাহত হলেন। প্রাতরাশের টেবিলে চিঠিটা খুলেই তিনি প্রায় মূর্ছিত হয়ে পড়েন এবং সেই-দিন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি অসুস্থ ছিলেন। চিঠিতে কি ছিল আমরা কখনও জানতে পারি নি, কিন্তু তাঁর হাত থেকে দেখেছিলাম যে চিঠিটা সংক্ষিপ্ত এবং হিজিবিজি করে লেখা। অনেক বছর ধরেই তিনি পিলের রোগে ভুগছিলেন। এরপর থেকে অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে যেতে লাগল, এবং এপ্রিলের শেষ নাগাদ আমাদের জানানো হল যে তাঁর জীবনের আর কোন আশা নেই এবং তিনি আমাদের কাছে তাঁর শেষ কথা বলে যেতে চান।

'আমরা যখন ঘরে ঢুকলাম, তিনি অনেকগুলি বালিশে ঠেসান দিয়ে জোরে জোরে নিঃশ্বাস টানছিলেন। তিনি আমাদের দরজায় তালা লাগিয়ে বিছানায় তার দু'পাশে বসতে বললেন। তারপর আমাদের হাত জড়িয়ে ধরে তিনি

একটা আশ্চর্য জবানবন্দী দিলেন। তার কণ্ঠস্বর তখন আবেগ ও বেদনায় ভগ্নপ্রায়। তার নিজের কথায়ই সে জবানবন্দী আপনাদের শোনাতে আমি চেষ্টা করব।

'তিনি বললেন, 'এই পরম মুহূর্তে একটি বিষয়ই আমার মনের উপর চেপে বসে আছে। বেচারি মরস্টানের অন্ধ মেয়ের প্রতি আমার ব্যবহার। যে রত্ন-ভাণ্ডারের অর্ধেক তার প্রাপ্য ছিল, সারা জীবন এক অভিশপ্ত অর্থলোভের বশে আমি তাকে তা থেকে বঞ্চিত করে রেখেছি। অথচ লোভ এমনি অন্ধ আর নির্বোধ যে আমি নিজেও তা ভোগ করি নি। আমি সম্পত্তির অধিকারী এই অনুভূতি আমার কাছে এতদূর প্রিয় হয়ে উঠেছিল যে অন্যের সঙ্গে ভাগ করে সেটা ভোগ করবার চিন্তাও আমার কাছে ছিল অসহ্য। কুইনিনের বোতলের পাশে ওই মুক্তোর মালাটা দেখতে পাচ্ছ? তাকে পাঠাব মনে করেই ওটা তৈরী করিয়েছিলাম, অথচ পাঠাতে পারি নি। বৎসগণ, মেস্তার রত্ন-ভাণ্ডারের একটা ভাল অংশ তাকে দিও। কিন্তু আমার মৃত্যুর আগে তাকে কিছুই পাঠিও না—এমন কি ওই মালাটাও নয়। বলা তো যায় না, আমার মত স্বরূপ অবস্থায় এসেও অনেকে ভাল হয়ে গেছে।

'সে বলতে লাগল, 'এবার বলি মরস্টানের কিভাবে মৃত্যু হল। অনেক বছর ধরেই সে হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতায় ভুগছিল। কিন্তু সেকথা কাউকে জানায় নি। একমাত্র আমি জানতাম। ভারতবর্ষে থাকতে সে আর আমি ঘটনা-ক্রমে বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হই। সব সম্পত্তি আমি ইংলণ্ডে নিয়ে আসি। মরস্টান দেশে পৌঁছে সেই রাতেই তার অংশ দাবী করতে এখানে চলে আসে। স্টেশন থেকে হেঁটে এখানে এলে আমার পুরনো চাকর লাল চৌদার দরজা খুলে দেয়। চৌদার আজ আর বেঁচে নেই। যাহোক, সম্পত্তির ভাগাভাগি নিয়ে আমাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয় এবং বচসা হয়। ভয়ানক রেগে গিয়ে মরস্টান চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠেই হঠাৎ হাত দিয়ে বুকটা চেপে ধরে, তার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যায়, চিৎ হয়ে পড়ে গিয়ে সিন্ধুকের কোণায় লেগে মাথা কেটে যায়। আমি তার উপর ঝুঁকে পড়ে দেখলাম, সে মারা গেছে।

'অনেকক্ষণ পর্যন্ত বিমূঢ়ের মত বসে রইলাম। কি করব কিছুই বুঝতে পারছি না। প্রথমেই মনে হল কাউকে ডাকি। সঙ্গে সঙ্গে ভাবলাম, এ অবস্থায় তো যেকেউ আমাকে তার হত্যাকারী ভাবতে পারে। ঝগড়ার মুহূর্তে তার মৃত্যু, মাথায় আঘাতের চিহ্ন,—সবই তো আমার বিরুদ্ধে যাবে। আবার, কোনরকম সরকারী তদন্ত করানোও সম্ভব নয় কারণ তাহলে ঐ সম্পত্তি সম্পর্কে এমন কিছু তথ্য প্রকাশ পাবে যা আমি গোপন রাখতে বাধ্য। সেই আমাকে বলেছিল যে তার গতিবিধি পৃথিবীর কেউ জানে না। তাই যদি হয়, তাহলে কারও জানবার দরকারই বা কি।

'বসে বসে ভাবছি, এমন সময় মুখ তুলে দেখি আমার চাকর লাল চৌদার দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে সে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল। বলল, 'সাহেব, ভয় পাবেন না। আপনি যে ওনাকে মেরেছেন তা কেউ জানতে পারবে না। আসুন, দেহটা লুকিয়ে ফেলি। তখন আর আপনাকে কে ধরে?' আমি বললাম, 'আমি ওকে মারি নি।' লাল চৌদার মাথা নেড়ে হাসতে লাগল। বলল, 'আমি সব শুনেছি সাহেব। আপনাদের ঝগড়া, তারপর আঘাতের শব্দ—সব শুনেছি। কিন্তু আমার ঠোঁট একেবারে সেলাই করা। বাড়িতে সবাই ঘুমিয়ে আছে। আসুন, দুজনে ওকে সরিয়ে ফেলি।' কর্তব্য স্থির করে ফেললাম। নিজের চাকরই যদি আমার নির্দোষিতা বিশ্বাস না করে, তাহলে জুরীদের বারোজন বোকা ব্যবসায়ীকে আমি সে কথা বিশ্বাস করাব কেমন করে? সেই রাতেই লাল চৌদার আর আমি মৃতদেহের গতি করে ফেললাম। কয়েকদিন পরেই লণ্ডনের সংবাদপত্রে ক্যাপ্টেন মরস্টানের রহস্যময় নিরুদ্দেশের খবর বের হল। আমার কথা শুনে আপনারা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন এব্যাপারে আমার কোন দোষই ছিল না। আমার অপরাধ, আমরা শুধু মৃতদেহটাই লুকিয়ে ফেলি নি, লুকিয়ে রেখেছি সেই সম্পত্তিও, এবং আজও পর্যন্ত মরস্টানের অংশটাও ভোগ করছি। তাই আমি চাই তোমরা এর প্রতিবিধান কর। আমার মুখের আরও কাছে তোমাদের মাথা নামিয়ে আনো। সম্পত্তি লুকানো রয়েছে—'

'মুহূর্তের মধ্যে তার মুখের ভয়ংকর পরিবর্তন ঘটে গেল। দুই চোখ ভাঁটার মতো ঘুরতে লাগল, ঠোঁট ঝুলে পড়ল, আর এমনভাবে তিনি চীৎকার করে উঠলেন যে সে স্বর আমি কোন দিন ভুলব না : 'ওকে তাড়িয়ে দাও। যীশুর দোহাই, ওকে তাড়িয়ে দাও।' যেদিকে তিনি তাকিয়েছিলেন আমাদের পিছনদিককার সেই জানালার দিকে আমরাও ঘুরে তাকালাম। অন্ধকারে কে যেন আমাদের দিকে চেয়ে আছে। কাঁচের উপরে নাকটা যেখানে চেপে আছে তাও আমরা দেখতে পেলাম। মুখময় দাড়ি-গোঁফ, দুই চোখে নিষ্ঠুর বন্য দৃষ্টি, সারা মুখে তীব্র হিংসার জ্বলন্ত প্রকাশ। আমার ভাই আর আমি জানালার দিকে

ছুটে গেলাম, কিন্তু ততক্ষণে লোকটি চলে গেছে। যখন বাবার কাছে ফিরে গেলাম, তখন তার মাথাটা ঢলে পড়েছে, নাড়ি বন্ধ।

সেরাত্রে সারা বাগান তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম, কিন্তু আল্তুকের চিহ্নও দেখতে পেলাম না। শুধু দেখলাম, জানালার নীচে ফুলের বাগানে একটি মাত্র পায়ের চিহ্ন। সেই চিহ্নটি না থাকলে আমরাই হয় তো ভাবতাম যে সেই নিষ্ঠুর মুখ আমাদের কল্পনার সৃষ্টি। কিন্তু আমাদের ঘিরে যে একটা গোপন চক্র কাজ করছে শীঘ্রই তার আরও স্পষ্ট প্রমাণ পেলাম। সকালে দেখি বাবার ঘরের জানালাটা খোলা, তার ক্যাবার্ড ও বাক্স্-পেঁটরা সব তছ-নছ হয়ে আছে, আর তার সিন্ধুকের উপর একটুকরো কাগজ সাটা রয়েছে, তাতে লেখা 'চিহ্নচতুষ্টয়।' কথাটার অর্থ কি বা এই গুপ্ত আগন্তুকই বা কে—তা কোনদিন জানতে পারি নি। যতদূর বুঝতে পারলাম, বাবার কোন জিনিসই চুরি হয় নি, যদিও সবকিছুই হাতড়ানো হয়েছে। জীবিত-কালে যে ভয় বাবাকে তাড়া করে ফিরত, স্বভাবতই আমার ভাই আর আমি এই অদ্ভুত ঘটনাকে তার সঙ্গেই জড়িত বলে মনে করলাম। কিন্তু সব ব্যাপারটা আজও আমাদের কাছে রহস্যময় হয়েই আছে।

ছোট মানুষটি থামল। হুকোটা ধরিয়ে চিন্তিতভাবে কয়েক মুহূর্ত টানল। তার অসাধারণ কাহিনী শুনে আমরা সকলেই স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। বাবার মৃত্যুর সংক্ষিপ্ত বিবরণ শুনে মিস মরস্টানের মুখ মৃতের মত সাদা হয়ে গেল। আমার ভয় হল, সে হয় তো মূর্ছিত হয়ে পড়বে। পাশের টেবিলে রাখা ভেনিসিয় কাঁচের পাত্র থেকে এক'লাস জল ঢেলে তাকে দিলাম। জল খেয়ে সে একটু সুস্থ বোধ করল। শার্লক হোমস ভাবলেশহীন মুখে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে রইল। তার চোখের পাতা দুটি উজ্জ্বল ঝক-ঝকে চোখের উপর নেমে এসেছে। তার দিকে তাকিয়ে আমার মনে পড়ে গেল, আজই সে জীবনের একঘেয়েমী সম্পর্কে তিক্ত অভিযোগ করছিল। অবশেষে এই তো একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে যার সমাধান করতে তাকেও সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে। তার গল্পের সুফল লক্ষ্য করে মিঃ থ্যাডডিউস শোলটো গর্বভরে আমাদের দিকে চেয়ে তামাক টানার ফাঁকে ফাঁকে পুনরায় কথা বলতে শুরু করল।

'বুঝতেই পারছেন, বাবা যে গুপ্তধনের কথা বলে-ছিলেন তার জন্য আমার ভাই আর আমি বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস বাগানের সর্বত্র খুঁড়ে-খুঁড়েও তার কোন হদিস করতে পারলাম না। মৃত্যুর মুহূর্তপূর্বে সেই গুপ্তস্থানটাই তার মুখে এসেছিল। একথা ভেবে আমরা যেন পাগল হয়ে উঠলাম। গুপ্তধন যে কতখানি মূল্যবান তা সেখান থেকে বের-করে আনা মুক্তোর মালাটা দেখেই আমরা বুঝতে পেরে-ছিলাম। মালাটা নিয়ে ভাই বার্থোলোমিউ ও আমি কিছু আলোচনাও করলাম। মুক্তোগুলো নিঃসন্দেহে খুব দামী। সেগুলি হাতছাড়া করা তারও ইচ্ছা ছিল না। কারণ—বন্ধু ভেবেই আপনাদের বলছি—আমার ভাইটিও বাবার এই দোষ কিছুটা পেয়েছে। সে বলল, আমরা মালাটা হাতছাড়া করলে এই নিয়ে নানারকম কথা উঠে শেষ পর্যন্ত আমাদের বিপদ ঘটাতে পারে। অনেক কষ্টে তাকে এই ব্যবস্থায় রাজী করালাম যে, আমরা মিস মরস্টানের ঠিকানা খুঁজে বের করে একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে তাকে একটা করে মুক্তো পাঠাব যাতে সে নিজেকে অন্তত সর্বহারা না ভাবতে পারে।

আমার সঙ্গী আন্তরিকভাবেই বলল, 'খুব ভাল, এটা আপনি খুব ভাল কাজ করেছেন।'

ছোট মানুষটি প্রতিবাদের ভঙ্গীতে হাত নেড়ে বলল, 'আমরা সম্পত্তির অছি মাত্র। এই দৃষ্টিতেই ব্যাপারটাকে আমি দেখেছিলাম, যদিও ভাই বার্থোলোমিউ ঠিক সেভাবে দেখতে চায় নি। আমাদের ধন-সম্পদ প্রচুর ছিল। আরও বেশী আমি চাই নি। তাছাড়া, একজন তরুণীর প্রতি এরকম হীন আচরণ বদরুচিরই পরিচায়ক হত। 'Le mau-vais gout mene an crime' এসব কথা ফরাসীরা ভ্রাবি সুন্দরভাবে বলতে পারে। এবিষয়ে আমাদের মতবিরোধ এতদূর গড়াল যে আমি নতুন বাসা ঠিক করে পুরনো থিং-মৎগার ও উইলিয়ামসকে নিয়ে পণ্ডিচেরী লজ ছেড়ে চলে এলাম। অবশ্য গতকালই শুনতে পেয়েছি যে একটি অত্যন্ত গুরুতর ঘটনা ঘটেছে। গুপ্তধন আবিষ্কৃত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আমি মিস মরস্টানকে চিঠি লিখলাম। এখন আমাদের কাজ হচ্ছে নরউডে গিয়ে আমাদের অংশ দাবী করা। গত রাতেই ভাই বার্থোলোমিউকে আমার মনো-ভাব জানিয়ে দিয়েছি, কাজেই সেখানে আমরা স্বাগত না হলেও প্রত্যাশিত অতিথি।'

মিঃ থ্যাডডিউস শোলটো থামল। মূল্যবান সেটিতে বসে শরীরটাকে অনবরত কাঁপাতে লাগল। আমরা চুপ করে এই নতুন পরিস্থিতির কথাই ভাবছিলাম। এমন সময় হোমস সহসা উঠে দাঁড়াল।

বলল, 'স্যার, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আপনি ঠিকই

করেছেন। তবে বিনিময়ে আমরা হয়তো আপনার অজানা এমন কোন বিষয়ের উপর কিছুটা আলোকপাত করতে পারি। কিন্তু, মিস মরস্টানও এইমাত্র বলেছেন, অনেক দেরী হয়ে গেছে, কাজেই অবিলম্বেই সব কিছু করা দরকার।'

নবপরিচিত ভদ্রলোকটি বেশ স্বচ্ছন্দে ধীরে ধীরে হুকের নলটি গুটিয়ে পর্দার আড়াল থেকে একটা খাব লম্বা টপ-কোট বের করল। তাতে অস্ত্রাখান কলার ও কফ লাগানো। রাতটা খুব গুমোট হওয়া সত্ত্বেও সে কোটটার বোতাম পর্যন্ত সবগুলো বোতাম এঁটে দিল এবং দুপাশে কান-ঝোলা একটি খরগোসের চামড়ার টুপি পরে কান দুটিকে এমনভাবে ঢেকে দিল যে মুখটুকু ছাড়া তার আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না।

পথ দেখিয়ে অগ্রসর হতে হতে সে বলল, 'আমার স্বাস্থ্য খুব খারাপ। আমি একটা জরাজীর্ণ মানুষ।'

গাড়ি বাইরেই দাঁড়িয়েছিল। বেশ বোঝা যায় আমাদের কর্ম-সূচী ঠিক করাই ছিল, কারণ গাড়োয়ান সঙ্গে সঙ্গে দ্রুতগতিতে গাড়ি ছুটিয়ে দিল। থ্যাডডিউস শোলটো অবিশ্রাম বকবক করতে লাগল। গাড়ির চাকার ঘর্ঘর শব্দকে ছাপিয়ে তার স্বর শোনা যেতে লাগল।

www.boiRboi.blogspot.com

বার্থোলোমিউ খুব চালাক লোক। সে কেমন করে গুপ্তধনের সন্ধান পেল বলুন তো? শেষ পর্যন্ত সে এই ধারণাই করল যে সেটা ঘরের ভিতরেই কোথাও আছে। তখন সে পুরো বাড়িটার বর্গফুট কসে ফেলল এবং সব জায়গায় এমনভাবে মাপ-জোপ করল যাতে এক ইঞ্চি জায়গাও বাদ না পড়ে। সে দেখল, বাড়িটার উচ্চতা চুয়াত্তর ফুট, কিন্তু সবগুলো ঘরের উচ্চতা আলাদা করে যোগ করে এবং গর্ত খুঁড়ে মধ্যবর্তী অংশের উচ্চতা নির্ধারণ করেও মোট উচ্চতা সত্তর ফুটের বেশী কিছুতেই হয় না। তাহলে চার ফুটের কোন হিসেব পাওয়া যাচ্ছে না। সেটা তাহলে নিশ্চয় বাড়ির একেবারে ছাদে থাকবে। সুতরাং সে বাড়ির সবচাইতে উঁচু ঘরটার কড়ি এবং সিলিং-এর প্ল্যাস্টারে গর্ত করল। ফলে যা ভেবেছিল ঠিক তাই, সেখানে রয়েছে একটা চিলে-কোঠা—চারদিক আটকানো এবং সকলের অজানা। কোঠার ঠিক মাঝখানে দুটো বরগার উপরে বসানো রয়েছে রত্ন-সিন্দুক। গর্তের ভিতর দিয়ে সেটাকে সে নামিয়ে এনেছে। এখনও সেখানেই আছে। তার হিসেব মত সে রত্নরাজীর মূল্য পাঁচ লক্ষ স্টার্লিং-এর কম নয়।'

ঐ বিরাট অংশটি শুনে আমরা সবাই হাঁ করে পরস্পরের দিকে তাকালাম। মিস মরস্টানের প্রাপ্য যদি আমরা আদায় করতে পারি তাহলে একটি দুঃস্থ গভর্ণেস থেকে সে হয়ে উঠবে ইংলণ্ডের সর্বাপেক্ষা ধনবতী উত্তরাধিকারিণী। এ সংবাদে বন্ধুমাত্রেরই খুশি হবার কথা, কিন্তু লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করছি—স্বার্থপরতা আমাকে চেপে ধরল এবং আমার অন্তর সীসের মত ভারী বোধ হতে লাগল। কোনরকমে কিছু অভিনন্দনের কথা বলে আমি মাথা নীচু করে বিষণ্ণ মনে বসে রইলাম। নবপরিচিতের বকবকানির একটি শব্দও আর আমার কানে ঢুকল না। সে একটা পুরো বিকারগ্রস্থ লোক। আমি যেন স্বপ্নের ঘোরে শুনতে লাগলাম সে তার রোগের অন্তহীন লক্ষণ আর অসংখ্য টোটকা ওষুধের প্রস্তুত প্রণালী ও তাদের 'ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া' সংক্রান্ত খবর অনবরত উদগীরণ করে চলেছে। পকেটের চামড়ার থলেতে কিছু টোটকা ওষুধ সে সঙ্গেও নিয়ে চলেছে। সে রাতে তার প্রশ্নের যেসব জবাব আমি দিয়েছিলাম, আমার বিশ্বাস সেগুলি সে মনে করে রাখে নি। হোমস বলে, দু ফোঁটার বেশী ক্যাস্টর-অয়েল খাবার বিপদ সম্পর্কে তাকে সতর্ক করে দিয়ে আমি নাকি ঘুমের ওষুধ হিসেবে বেশ বড় ডোজে স্ট্রিকনিন খাবার পরামর্শ তাকে দিয়েছিলাম। যাহোক, এই সময় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে আমাদের গাড়ি থেমে গেল আর কোচম্যান লাফ দিয়ে নেমে দরজা খুলে দিল। আমিও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

মিঃ থ্যাডডিউস তাকে হাত ধরে নামতে সাহায্য করে বলল, 'মিস মরস্টান, এইটেই পণ্ডিচেরি লজ।'

৫ : পণ্ডিচেরি লজে দুর্ঘটনা

নৈশ অভিযানের এই শেষ পর্যায়ে যখন আমরা পৌঁছলাম, রাত তখন প্রায় এগারোটা। মহানগরীর স্যাঁতসেতে কুয়াসাকে আমরা পিছনে ফেলে এসেছি। এখানে পরিষ্কার রাত। পশ্চিম দিক থেকে একটা উষ্ণ বাতাস বইছে। আকাশে ভেসে চলেছে ভারী মেঘের দল। তার ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে উঁকি দিচ্ছে আধখানা চাঁদ। চারদিক যতটা পরিষ্কার তাতে কিছুদূর পর্যন্ত বেশ দেখা যায়। কিন্তু আমাদের পথটা আরও আলোকিত করবার জন্য থ্যাডডিউস শোলটো গাড়ির একটা বাতি নামিয়ে নিল।

পণ্ডিচেরি লজ নিজস্ব জমির উপর অবস্থিত। চারদিকে উঁচু পাথরের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। প্রাচীরের উপরে ভাঙা কাঁচের টুকরো বসান। স্বল্পপরিসর লোহার দরজাই একমাত্র প্রবেশ-পথ। সেই দরজায়ই আমাদের পথ প্রদর্শক

ডাক-হরকরার মত ঠুক-ঠুক শব্দ করল।

'কে?' ভিতর থেকে একটা কর্কশ কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

'আমি হে ম্যাকমুর্ডো। এতদিনে আমার টোকা তুমি নিশ্চয় চিনে ফেলেছ।'

একটা ক্ষুব্ধ আওয়াজ এবং চাবির ঝন্‌ঝনানি শোনা গেল। দরজাটা ভিতর দিকে খুলে গেল। দ্বারপথে একটি বেঁটে দৃঢ়বক্ষ মানুষ দাঁড়িয়ে। তার ঝুঁকে-পড়া মুখ আর মিটমিটে অবিশ্বাসী চোখের উপর লণ্ঠনের হলুদ আলো পড়ে চিকচিক করছে।

'আপনি তো মিঃ থ্যাডডিউস। কিন্তু বাকিরা কারা? মালিক তো এদের সম্পর্কে কোন হুকুম দেন নি।'

'দেয় নি ম্যাকমুর্ডো? তুমি তো আমাকে অবাক করলে। কাল রাতেই তো ভাইকে বলে গিয়েছি আমার সঙ্গে ক'জন বন্ধু আসবেন।'

'মিঃ থ্যাডডিউস, আজ তিনি ঘর থেকেই বের হন নি। আর আমিও কোন হুকুম পাই নি। আপনি তো ভাল করেই জানেন, নিয়ম-কানুন আমাকে মানতেই হবে। আপনাকে ঢুকতে দেব, কিন্তু আপনার বন্ধুরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেখানেই থাকবেন।'

অপ্রত্যাশিত বাধা। থ্যাডডিউস শোলটো বিব্রত অসহায়-ভাবে চারদিকে তাকাতে লাগল। তারপর বলল, তুমিই ঠিক বলেছ। কিন্তু এরা আমার বন্ধু, তাছাড়া এই মহিলা তো এত রাতে সদর রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না।'

দারোয়ান অবিচলিতভাবেই বলল, 'খুবই দুঃখিত মিঃ থ্যাডডিউস। এরা আপনার বন্ধু হতে পারেন, কিন্তু মালিকের বন্ধু তো নন। তিনি আমাকে মাইনে দেন কাজ করতে, আমার কাজ আমি করব। আপনার বন্ধু-টন্ধু আমি জানি না।'

আন্তরিকতার সুরে শার্লক হোমস বলে উঠল, 'জান, তুমি ঠিক জান ম্যাকমুর্ডো। এরই মধ্যে আমাকে ভুলে যাবে বলে তো মনে হয় না। চার বছর আগে তোমার সাহায্য-রজনীতে এলিসনের বাড়িতে যে সৌখিন মুষ্টি-যোদ্ধা তোমার সঙ্গে তিন রাউন্ড লড়েছিল তাকেও কি চিনতে পারছ না?'

পুরস্কার-বিজয়ী মুষ্টিযোদ্ধা চীৎকার করে বলে উঠল, 'আরে! মিঃ শার্লক হোমস! ঈশ্বরের দোহাই! আপনাকে কি ভুলতে পারি? তবে ওখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে না থেকে আপনি যদি এগিয়ে এসে চোয়ালের উপর আপনার 'ব্লস-হিট' চালাতেন, তাহলে বিনা প্রশ্নেই আপনাকে চিনে ফেলতাম। আঃ, এমন ক্ষমতা আপনি নষ্ট করেছেন। হ্যাঁ, নষ্টই করেছেন। এপথে এলে আপনি অনেক দূর উঠতে পারতেন।'

হোমস হাসতে হাসতে বলল, 'দেখছ ওয়াটসন, যদি আর সব কাজে বিফল হই, তাহলেও একটা বিজ্ঞানসম্মত জীবিকা এখনও আমার সামনে খোলা আছে। বন্ধু নিশ্চয়ই আর আমাদের ঠাণ্ডায় দাঁড় করিয়ে রাখবে না।'

সে বলল, 'আসুন স্যার, ভিতরে আসুন—বন্ধুদের নিয়েই আসুন। খুব দুঃখিত মিঃ থ্যাডডিউস, কিন্তু হুকুম বড় কড়া। আপনার বন্ধুদের সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে তো ছাড়তে পারি না।'

ভিতরে একটা কাঁকর বিছানো পথ নির্জন মাঠের ভিতর দিয়ে এঁকে বেঁকে একটা মস্তবড় বাড়িতে গিয়ে শেষ হয়েছে। বাড়িটা চৌ-কোণা এবং বৈশিষ্ট্যবর্জিত। সারা বাড়িটা অন্ধকার, শুধু এককোণে একটা ছোট ঘরের জানালায় চাঁদের আলো পড়ে চিকচিক করছে। বাড়িটার বিশালতা, তার বিষণ্ণতা আর মৃত্যুর মত নিস্তব্ধতা—সব মিলিয়ে বুকের ভিতরটা যেন ঠাণ্ডা হয়ে আসে। এমন কি থ্যাডডিউস শোলটোও যেন অস্বস্তি বোধ করছে। তার হাতের লণ্ঠনটা ঠুক-ঠুক করে কাঁপছে।

সে বলল, 'কিছুই বুঝতে পারছি না। নিশ্চয় কোন ভুল হয়েছে। আমি পরিষ্কার করে বার্থোলোমিউকে বলেছি যে আমরা আসব, অথচ জানালায় কোন আলো নেই। এর কি মানে তাতো বুঝতে পারছি না।'

হোমস প্রশ্ন করল, 'তিনি কি সব সময়ই বাড়িটাকে এইভাবে পাহারা দিয়ে রাখেন?'

'হ্যাঁ, বাবার ব্যবস্থাটাই সে অনুসরণ করে চলেছে। জানেন, সে ছিল বাবার আদরের ছেলে। কখনও কখনও আমার মনে হয় বাবা হয় তো তাকে এমন কিছু বলে গেছেন যা আমাকে কোনদিন বলেন নি। ওই যেখানে চাঁদের আলো পড়েছে ওইটেই বার্থোলোমিউর জানালা। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, কিন্তু মনে হচ্ছে ভিতরে কোন আলো নেই।'

'না নেই,' হোমস বলল। 'কিন্তু দরজার পাশের ঐ ছোট জানালাটায় আলোর রেখা দেখতে পাচ্ছি।'

'আঃ, ওটা তো পরিচারিকার ঘর। মিসেস বার্ণস্টোন বুড়ি ওখানে বসে। সেই সব কথা বলতে পারবে। কিন্তু কিছু মনে করবেন না, আপনারা দু-এক মিনিট এখানে অপেক্ষা করুন। সকলে যদি একসঙ্গে ঘরে ঢুকি আর সে যদি আমাদের আসার খবর না জানে তাহলে ভয় পেতে

ফিসফিসে চুপ! চুপ! ওটা কি?'

সে লণ্ঠনটা উঁচু করে ধরল। তার হাত কাঁপছে। ক্রমে আমাদের চারদিকে আলোর বৃত্তগুলি কাঁপতে কাঁপতে ঘুরতে লাগল। মিস মরস্টান আমার কব্জিটা চেপে ধরল। কম্পিত বুকে কান খাড়া করে আমরা দাঁড়িয়ে রইলাম। কালো বাড়িটা থেকে একটা বিষণ্ণ আর্তনাদ রাত্রির স্তব্ধতা ভেদ করে ভেসে এল—একটি ভীত স্ত্রীলোকের কর্কশ ভগ্ন কণ্ঠের আর্তনাদ।

শোলটো বলল, 'মিসেস বার্ণস্টোন। এ বাড়িতে সেই একমাত্র স্ত্রীলোক। এখানে অপেক্ষা করুন। আমি এখনই আসছি।'

দ্রুত দরজার কাছে গিয়ে সে তার বিশেষ ভঙ্গিতে সুরজায় টোকা দিল। আমরা দেখতে পেলাম, একটি লম্বা বৃদ্ধ স্ত্রীলোক দরজা খুলে দিয়ে তাকে দেখেই আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

'ওঃ, মিঃ থ্যাডডিউস, স্যার, আপনি এসেছেন, বড়ই ভাল হয়েছে। আমি ভারি খুশি হয়েছি যে আপনি এসেছেন মিঃ থ্যাডডিউস, স্যার।'

তার উচ্ছ্বসিত উল্লাস-ধ্বনি আমরা শুনতে পেলাম। তারপর দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল এবং তার কণ্ঠস্বর ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল।

www.boiRboi.com

আমাদের পথ-প্রদর্শক লণ্ঠনটা রেখে গিয়েছিল। হোমস সেটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বাড়িটাকে এবং ইতস্তত ছড়ানো বড় বড় জঞ্জাল-স্তূপগুলোকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে লাগল। মিস মরস্টান আর আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। তার হাতখানি আমার হাতে। প্রেম বড়ই বিস্ময়কর সূক্ষ্ম জিনিস। এই তো আমরা দুজন, এর আগে কেউ কাউকে কোনদিন দেখি নি, কোন কথা হয় নি, এমন কি দৃষ্টি-বিনিময় পর্যন্ত নয়, অথচ বিপদের মুহূর্তে আমাদের দুখানি হাত আপনা থেকেই পরস্পরকে কাছে টানল। এতে পরে আমি অবাক হয়েছি, কিন্তু সেই মুহূর্তে আমার মনে হল যে তার কাছে ওভাবে এগিয়ে যাওয়াই আমার পক্ষে স্বাভাবিক, আর সেও আমাকে অনেকবার বলেছে যে, তারও মন তখন আমার কাছেই চেয়েছিল সান্ত্বনা ও আশ্রয়। হাতে হাত ধরে আমরা দাঁড়িয়ে রইলাম, যেন দুটি শিশু; চারদিকের সেই ভয়ংকর পরিবেশের মধ্যেও আমাদের মন শান্তিতে পরিপূর্ণ। চারদিকে তাকিয়ে সে বলল, 'কেমন আশ্চর্য জায়গা!

'মনে হচ্ছে ইংলণ্ডের সব ইঁদুরকে এখানে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। স্বর্ণশিকারীরা যেখানে কাজ করছিল সেই বাল্লাকটের নিকটবর্তী একটা পাহাড়ের পাশে এরকমটা আমি দেখেছি।'

হোমস বলল, কারণটা একই। গুপ্তধন-শিকারীদের চিহ্ন এগুলো। মনে রাখতে হবে যে দীর্ঘ ছয় বছর ধরে তারা এর সন্ধান করেছে। ফলে জমিটা যে পাহাড়ের খাদের মত দেখবে সে আর বিচিত্র কি।'

সেই মুহূর্তে বাড়ির দরজাটা সপাটে খুলে গেল এবং থ্যাডডিউস শোলটো সবেগে বেরিয়ে এল। তার দুই হাত সম্মুখে প্রসারিত, দুই চোখে আতংকের ছায়া।

সে চেঁচিয়ে বলল, 'বার্থোলোমিউর নিশ্চয় কিছু হয়েছে। আমি ভীষণ ভয় পেয়েছি। আমি সহ্য করতে পারছি না।'

প্রকৃতই ভয়ে সে তখন কাঁপছে। অস্তাখান-কলারের ফাঁক দিয়ে তার যে কম্পিত দুর্বল মুখটা উঁকি দিচ্ছিল তাতে একটা আতংকগ্রস্ত অসহায় শিশুর মুখের ছবি যেন ফুটে উঠেছে।

খড়খড়ে দৃঢ় কণ্ঠে হোমস বলল, 'বাড়ির ভিতরে চলুন।'

থ্যাডডিউস শোলটো অনুনয়ের সুরে বলল, 'তাই চলুন। নির্দেশ দেবার ক্ষমতা আর আমার নেই।'

তার পিছনে পিছনে প্যাসেজের বাঁ-হাতি পরিচারিকার ঘরে ঢুকলাম। বৃদ্ধা ঘরময় পায়চারি করছে। তার মুখে ভয়ের চিহ্ন। আঙুলগুলি অস্থিরভাবে নাড়াচাড়া করছে। মিস মরস্টানকে দেখে কিছুটা সান্ত্বনা পেল যেন।

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে সে বলল, 'ঈশ্বর তোমার মিষ্টি মধুর মুখের মঙ্গল করুন। তোমাকে দেখে বড়ই ভাল লাগছে। সারাটা দিন আমার বড় কষ্টে কেটেছে।'

আমাদের সঙ্গী বৃদ্ধার ক্ষীণ হাতটা চাপড়ে দিয়ে সদয় কণ্ঠে কয়েকটি মেয়েলি সান্ত্বনার বাণী শোনাল। তার রক্তশূন্য গাল দুটিতে তাতেই যেন রং ফিরল।

সে বলতে লাগল, 'মালিক ঘর বন্ধ করে রয়েছেন। কোন কথার জবাব দিচ্ছেন না। সারাদিন তার ডাকের অপেক্ষায় রয়েছি, কারণ মাঝে মাঝেই তিনি একা থাকতে ভালবাসেন। কিন্তু ঘণ্টাখানেক আগে আমার ভয় হল যে কিছু একটা গোলমাল হয়েছে, তার উপরের ঘরে গিয়ে চাবির গর্তের ভিতর দিয়ে উঁকি দিলাম। মিঃ থ্যাডডিউস, আপনি উপরে যান, আপনাকে যেতেই হবে, নিজের চোখে দেখতে হবে। সুখে-দুঃখে গত দশ বছর ধরে মিঃ বার্থোলোমিউ শোলটোকে আমি দেখেছি, কিন্তু আজকের মত তার এমন মুখ আমি কোনদিন দেখি নি।'

শার্লক হোমস বাতিটা হাতে নিয়ে পথ দেখিয়ে চলতে লাগল, কারণ থ্যাডিউস শোলটোর তখন দাঁত-কপাটির মত অবস্থা। সে এমনভাবে কাঁপছে যেন হাঁটু ভেঙে পড়ে যাবে। আমি তাই দোতলায় উঠবার সময় তার বগলের নীচটা ধরে রইলাম। উঠতে উঠতে হোমস দু' দু'বার পকেট থেকে লেন্সটা বের করে কতকগুলি চিহ্ন পরীক্ষা করে দেখল। আমার কাছে কিন্তু সে চিহ্নগুলিকে সিঁড়ির কার্পেট হিসেবে ব্যবহার করা নারকেল-পাতার মাদুরের উপরকার ধুলোতে কতকগুলি এলোমেলো দাগ ছাড়া আর কিছুই মনে হয় নি। সে খুব ধীরে ধীরে একটার পর একটা সিঁড়িতে উঠতে উঠতে বাতিটা নীচু করে ধরে বাঁয়ে-ডাইনে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সব দেখতে লাগল। মিস মরস্টান রয়েছে সকলের শেষে ভীত পরিচারিকার সঙ্গে।

তিন ধাপ সিঁড়ির শেষে একটা সোজা লম্বা প্যাসেজ। তার ডান দিকে ভারতীয় পর্দার উপরে একটা বড় ছবি, আর বাঁদিকে তিনটে দরজা। সেই একই ধীর স্থিরভাবে হোমস এগিয়ে চলল। আমরাও তার পিছনে পিছনে চলেছি। আমাদের দীর্ঘ কালো ছায়াগুলি পিছনের কড়িডরে ছড়িয়ে পড়েছে। তৃতীয় দরজাটাই আমরা খুঁজছিলাম। হোমস দরজায় টোকা দিল। কোন সাড়া পেল না। হাতল ঘুরিয়ে দরজা খুলতে চেষ্টা করল। ভিতর থেকে চাবি বন্ধ। চাবি ঘুরানোর ফলে ছিদ্রটা সম্পূর্ণ বন্ধ হয় নি। শার্লক হোমস সেখানটায় নীচু হল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা দম নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

'ওয়াটসন, এর মধ্যে একটা শয়তানি ব্যাপার কিছু আছে।' এমন অভিভূতের মত সে কথা বলল যে তাকে আমি এর আগে কখনও সেরকম দেখি নি। 'দেখ তো কিছু বুঝতে পার কি না?'

ছিদ্রটার কাছে নীচু হয়েই আমি ভয়ে আঁতকে উঠলাম। ঘরের মধ্যে চাঁদের আলো পড়েছে। সবকিছুই দেখা যাচ্ছে। একখানা মুখ সোজা আমার দিকে তাকিয়ে যেন ঝুলছে। ঘরের নীচু দিকটায় ছায়া পড়ায় মনে হচ্ছে মুখটা যেন শূন্যে ঝুলে আছে। অবিকল আমাদের সঙ্গী থ্যাডিউসের মুখ। সেই উঁচু চকচকে মাথা, সেই লাল চুলের গোলাকার গুচ্ছ, সেই রক্তশূন্য মুখ। সমস্ত মুখে একটা ভয়ংকর হাসি ছড়িয়ে আছে,—একটা স্থির অস্বাভাবিক দাঁত-বেরকরা হাসি। স্তব্ধ চন্দ্রালোকিত ঘরে সে হাসি যেকোন ভ্রূকুটি বা মুখ বিকৃতির চাইতেও ভয়ংকর। মুখখানা আমাদের ছোট বন্ধুটির এতই অনুরূপ যে সে সত্যি আমাদের সঙ্গে আছে কিনা দেখবার জন্য আমি ঘুরে তার দিকে তাকালাম। তখনই মনে পড়ল, সে তো আমাদের আগেই বলেছে যে তার ভাই আর সে যমজ।

'এ যে সাংঘাতিক ব্যাপার।' আমি হোমসকে বললাম। 'এখন কি করা যায়?'

সে জবাব দিল, 'দরজা ভাঙতে হবে।' দরজার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সে সমস্ত শরীর দিয়ে তালাটার উপর চাপ দিল।

কড়-কড় করে একটা আর্তনাদ উঠল, কিন্তু দরজা খুলল না। সকলে মিলে আবার চাপ দিতেই হঠাৎ দরজা খুলে গেল। আমরা হুড়মুড় করে বার্থলোমিউ শোলটোর ঘরে ঢুকে পড়লাম।

দেখে মনে হয় যেন একটা রাসায়নিক গবেষণাগার। দরজার উল্টো দিকের দেওয়ালে দু'সারি কাঁচের ছিপিওয়ালা বোতল সাজানো। টেবিলের উপর বুনসেন-বার্ণার, টেস্ট-টিউব ও বক-যন্ত্রের স্তূপ। ঘরের কোণে কোণে বেতের ঝুড়িতে এসিডের বড় বড় কাঁচের পাত্র। তার একটা হয় তো ভেঙে গেছে, বা কোন ছিদ্র হয়েছে, ফলে কালো রঙের একটা তরল পদার্থ গড়িয়ে পড়েছে। একটা বিশ্রী আল-কাতরার মত গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। ঘরের এক পাশে বরগা ও প্লাস্টারের স্তূপের মধ্যে একটা মই দাঁড় করান রয়েছে, আর তার ঠিক উপরেই সিলিং-এ একটা লোক ঢুকবার মত জায়গা ফাঁকা করা হয়েছে। মইয়ের নীচে একটা লম্বা দড়ির কুণ্ডলি অবহেলায় পড়ে আছে।

টেবিলের পাশে একটা কাঠের হাতল-ওয়ালা চেয়ারে বাড়ির মালিক বসে আছে। তার মাথাটা বাঁ কাঁধের উপর ঝুলে পড়েছে। মুখে একটা বীভৎস রহস্যময় হাসি। তার শরীর শক্ত ও ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। স্পষ্টই বোঝা যায় বেশ কয়েক ঘণ্টা আগেই সে মারা গেছে। আমার মনে হল, তার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অদ্ভুতভাবে দুমড়ে-মুচড়ে দেওয়া হয়েছে। টেবিলের উপরে তার হাতের পাশে একটা বিশেষ ধরনের অস্ত্র পড়ে আছে—একটা বাদামী রঙের ঘন-গাঁটওয়ালা লাঠি, হাতুড়ির মত পাথরের মাথা লাগানো, আর মোটা দড়ি দিয়ে কসে জড়ানো। পাশেই একটুকরো ছেঁড়া নোট-পেপার, তাতে কি যেন লেখা। হোমস সেটার উপর চোখ বুলিয়ে আমার হাতে দিল।

অর্থপূর্ণভাবে ভুরু দুটো তুলে সে বলল, 'দেখ।'

লণ্ঠনের আলোয় সেটা পড়ে ভয়ে আমি শিউরে উঠলাম। লেখা আছে, 'চিহ্নচতুষ্টয়।'

প্রশ্ন করলাম, 'ঈশ্বরের দোহাই, এর মানে কি?'

মৃতদেহের উপর ঝুঁকে পড়ে সে বলল, 'মানে হত্যা। আঃ। এইটেই আশা করেছিলাম। চেয়ে দেখ।'

কানের ঠিক উপরে চামড়ায় বেঁধানো একটা লম্বা কালো কাঁটার মত জিনিস সে আঙুল দিয়ে দেখাল।

'এ তো একটা কাঁটার মত দেখতে', আমি বললাম।

'একটা কাঁটাই। তুমি ওটা তুলে আনতে পার। কিন্তু সাবধান, ওটা কিন্তু বিষাক্ত।'

তর্জনী এবং বৃদ্ধার মাঝখানে ধরে সেটাকে তুলে নিলাম। এত অনায়াসে সেটা চামড়া থেকে খুলে এল যে কোন দাগই রইল না। যেখানে কাঁটাটা ফোটানো হয়েছিল সেখানে একটা ছোট্ট রক্ত-বিন্দু মাত্র দেখা গেল।

আমি বললাম, 'আমার কাছে এ যে এক সমাধানের অতীত রহস্য। স্পষ্টতর না হয়ে এ যে ক্রমেই ঘোরালো হয়ে উঠছে।'

সে বলে উঠল, 'ঠিক উল্টো। প্রতি মুহূর্তেই ব্যাপারটা স্পষ্টতর হচ্ছে। একটি সুসংবদ্ধ ঘটনা পেতে হলে আমাদের কয়েকটি হারানো গিঁট আর প্রয়োজন।'

ঘরে ঢুকবার পরে আমাদের সঙ্গীর কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। সে তখনও দরজায়ই দাঁড়িয়ে আছে। যেন আতংকের প্রতিমূর্তি। হাত মোচড়াতে মোচড়াতে সে বিলাপ করছে। সহসা সে তীক্ষ্ণ ক্ষুব্ধ কণ্ঠে চীৎকার করে উঠল।

সে বলল, 'গুপ্তধন নেই। গুপ্তধন চুরি হয়ে গেছে। ওই গর্তের ভিতর দিয়েই আমরা সেটা নামিয়েছিলাম। সেকাজে আমিই তাকে সাহায্য করেছিলাম। আমিই তাকে সর্বশেষ দেখেছি। কাল রাতে এখানেই তাকে রেখে গিয়েছি। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে দরজা বন্ধ করার শব্দও আমি শুনেছি।'

'সেটা কখন?'

'তখন দশটা। এখন সে মৃত। পুলিশ আসবে। আর এ ব্যাপারে আমার হাত আছে বলে সন্দেহ করা হবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি জানি তাই হবে। কিন্তু আপনারা নিশ্চয় তা মনে করেন না। নিশ্চয় আপনারা মনে করেন না যে আমি একাজ করেছি। তাহলে কি আমি আপনাদের এখানে ডেকে আনতাম? ভাই। আমার ভাই! আমি জানি, আমি পাগল হয়ে যাব।'

সে পাগলের মত হাত-পা ছুঁড়তে লাগল।

তার কাঁধে হাত রেখে হোমস বলল, 'মিঃ শোলটো, আপনার ভয়ের কোন কারণ নেই। আমার পরামর্শ শুনুন, গাড়ি নিয়ে থানায় গিয়ে ব্যাপারটা পুলিশ-রিপোর্ট করে আসুন। তাদের সর্বপ্রকারে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিন। আপনার ফিরে আসা পর্যন্ত আমরা এখানে অপেক্ষা করব।'

ছোট মানুষটি বিমূঢ়ভাবে তার কথামত কাজ করল। অন্ধকারে তার সিঁড়ি দিয়ে নামবার শব্দ আমরা শুনতে পেলাম।

৬ ঃ শার্লক হোমসের কেরামতি

হাত ঘসতে ঘসতে হোমস বলল, 'দেখ ওয়াটসন, আমাদের হাতে আধ ঘণ্টা সময় আছে। সময়টা ভালভাবে কাজে লাগাতে হবে। ওই কোণে বসো। তোমার পায়ের ছাপ যেন গোলমাল না বাঁধায়। এবার কাজ শুরু। প্রথম কথা, ওরা কেমন করে এল, আর কেমন করে গেল? কাল রাত থেকে দরজাটা খোলা হয় নি। জানালা দিয়ে কি?' আলোটা সেখানে নিয়ে দ্রষ্টব্য জিনিসগুলির কথা জোর করে ঘোষণা করলেও কথাগুলি সে যেন আমার পরিবর্তে নিজেকেই বলতে লাগল। 'জানালাটা ভিতর থেকে বন্ধ। ফ্রেমটা মজবুত। পাশে কোন কব্জা নেই। জানালাটা খোলা যাক। কাছে কোন জলের পাইপ নেই। ছাদ নাগালের বাইরে। তথাপি একটা লোক জানালা বেয়েই উঠেছে। গত রাত্রে কিছুটা বৃষ্টি হয়েছে। গোবরাটের উপরে একটা ছাঁচে তোলা পায়ের ছাপ রয়েছে। এখানে একটা গোলাকার কাদার দাগ, এখানে মেঝেতেও সেই দাগ, আবার টেবিলের পাশেও। দেখ, দেখ ওয়াটসন! এটা সত্যি একটা ভাল প্রমাণ।'

গোলাকার স্পষ্ট কাদার চাকতিগুলোর দিকে তাকালাম।

বললাম, 'এ তো পায়ের ছাপ নয়।'

'এটা আমাদের কাছে আরও বেশী মূল্যবান। এটা একটা কাঠের পায়ের দাগ। গোবরাটের উপর দেখতে পাচ্ছ একটা জুতোর ছাপ, চওড়া ধাতুর গোড়ালি লাগানো ভারী জুতো, আর তার পাশেই একটা কাঠের পায়ের ছাপ।'

'লোকটির কাঠের পা?'

'ঠিক তাই। কিন্তু আরও একজন আছে—খুব সক্ষম কর্মঠ সহযোগী। ডাক্তার, ঐ দেওয়ালটা তুমি টপকাতে পার?'

খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। বাড়ির ওই কোণটা তখনও চাঁদের আলোয় উজ্জ্বল। আমরা জমি থেকে প্রায় ষাট ফুট উঁচুতে আছি। কিন্তু যেদিকে তাকাই না কেন, ইঁটের দেওয়ালে কোথাও পা রাখবার জায়গা বা কোন ফাটল চোখে পড়ল না।

বললাম, 'এ দেওয়াল টপকানো সম্পূর্ণ অসম্ভব।'

'কোন সাহায্য ছাড়া নিশ্চয় তাই। কিন্তু ধরো যদি

www.boiRboi.net

এখান থেকে তোমার কোন বন্ধু ওই কোণের শক্ত দড়িটা তোমার কাছে ফেলে দিয়ে দড়ির অপর দিকটা দেওয়ালের ওই বড় হুকটার সঙ্গে বেঁধে দেয় তাহলে তো মনে হয় তুমি সক্ষম মানুষ হলে কাঠের পা ইত্যাদি সমেত এখানে উঠে আসতে পার। অবশ্য ঐ একই পথে তুমি নেমেও যেতে পারবে। আর তোমার সহযোগী দড়িটা গুটিয়ে হুক থেকে খুলবে, জানালাটা টেনে দিয়ে ভিতর থেকে বন্ধ করবে, এবং যেপথ দিয়ে এসেছিল সেই পথ দিয়ে বেরিয়ে যাবে।' দড়িটার উপর হাত রেখে সে বলতে লাগল, 'একটা ছোট কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। আমাদের কাঠের পা-ওয়ালা বন্ধুটি ভাল আরোহী বটে, কিন্তু অভিজ্ঞ নাবিক নয়। তার হাতে কড়া পড়ে নি। আমার লেন্সে একাধিক রক্তের দাগ ধরা পড়েছে, বিশেষ করে দড়িটার শেষের দিকে। তার থেকেই বুঝতে পারছি যে এত জোরের সঙ্গে তার হাত পিছলে গিয়েছিল যাতে হাতের চামড়া কেটে গেছে।'

আমি বললাম, 'খুব ভাল কথা। কিন্তু ব্যাপারটা তো আগের থেকে আরও দুর্বোধ্যই হয়ে উঠল। কে এই রহস্যময় সহযোগী? আর ঘরের মধ্যে সে এলই বা কেমন করে?'

হোমস চিন্তিতভাবে বলল, 'হ্যাঁ, সহযোগী! তাকে নিয়ে ভাববার কথা আছে। সেই কেসটাকে সাধারণ ঘটনার ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছে। আমি মনে করি, এই সহযোগী এদেশের অপরাধের ইতিহাসে নতুন পথের সৃষ্টিকর্তা—অবশ্য ভারতবর্ষে এবং—আমার যতদূর মনে পড়ে—সেনেগাম্বিয়াতে অনুরূপ কেসের নজীর আছে।'

আমার কথার জের টেনেই বললাম, 'সে এল কেমন করে? দরজা চাবি-বন্ধ। জানালা নাগালের বাইরে। তবে কি চিমনি দিয়ে এসেছিল?'

সে জবাব দিল, 'ঝাঁঝরিটা এত ছোট যে তার ভিতর দিয়ে মানুষ গলতে পারে না। ও সম্ভাবনার কথা আমি আগেই ভেবে রেখেছি।'

আমি তবু বললাম, 'তাহলে?'

মাথা নেড়ে সে বলল, 'আমার উপদেশ তো তুমি মানবে না। কতবার তোমাকে বলেছি যে অসম্ভবকে বাদ দেবার ফলে যা কিছু অবশিষ্ট থাকে,—সেটা যতই সম্ভাবনামূলক হোক—, সেটাকেই সত্য বলে মেনে নিতে হবে। আমরা জানি, সে দরজা, জানালা বা চিমনির পথে আসে নি। আমরা আরও জানি, ঘরের ভিতরে তার লুকিয়ে থাকাও সম্ভব নয়, কারণ লুকোবার কোন জায়গাই নেই। তাহলে সে এল কোত্থেকে?'

'ছাদের গর্তের ভেতর দিয়ে,' আমি চেঁচিয়ে বললাম।

'ঠিক। তাই সে করেছে। তা করতে সে বাধ্য। তুমি যদি দয়া করে বাতিটা উঁচু করে তোল তাহলে উপরের যে গুপ্ত ঘরে গুপ্তধন ছিল সেটা ভাল করে পরীক্ষা করতে পারি।'

সে মই বেয়ে উঠে দুই হাতে দুটো বরগা ধরে এক ঝাঁকিতে চিলে-কোঠায় উঠে গেল। তারপর উপুর হয়ে শুয়ে পড়ে বাতিটা নিয়ে সেটা ধরে রাখল। আমিও তার মত করেই সেখানে উঠে গেলাম।

যে ঘরে আমরা ঢুকলাম সেটা একদিকে দশ ফুট, অন্যদিকে ছ' ফুট। মেঝেটা দুটো বরগার উপর ভর করে আছে। মাঝখানের ফাঁকটা সরু কড়ি ও প্ল্যাস্টার দিয়ে ভরাট করা। কাজেই তার উপর দিয়ে কাউকে হাঁটতে হলে বরগা থেকে বরগার উপর পা ফেলতে হবে। ছাদটা খানিক-দূর পর্যন্ত উঠে গেছে। আসলে সেটা বাড়ির মূল ছাদের নীচেকার একটা খোলস মাত্র। সেখানে কোনরকম আসবাব নেই। মেঝেতে অনেক বছরের সঞ্চিত ধুলো পুরু হয়ে পড়ে আছে।

একটা বাঁকা দেওয়ালে হাত রেখে শার্লক হোমস বলল, 'এইখানটা দেখ। এটাই হচ্ছে গুপ্ত দ্বার যেটা দিয়ে ছাদে যাওয়া যায়। এটাকে পিছনে ঠেলে দিলেই দেখা যাবে আসল ছাদটা একটু ঢালু হয়ে গেছে। তাহলে এটাই হল সেই পথ যেপথে এক নম্বর ঢুকেছিল। দেখা যাক ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের আর কোন হদিস করা যায় কি না।'

বাতিটাকে সে মেঝেতে নামিয়ে রাখল, আর সেরাত্রে এই দ্বিতীয়বার তার মুখের উপর একটা চকিত বিস্মিত দৃষ্টির ছায়া নেমে আসতে দেখলাম। তার দৃষ্টিকে অনুসরণ করে আমি যা দেখলাম, তাতে পোশাকের নীচেও আমার চামড়া ঠাণ্ডা হয়ে গেল। সারা মেঝেতে পায়ের অনেক ছাপ,—স্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট ও গভীর, কিন্তু মাপে সেগুলি একজন সাধারণ মানুষের পায়ের অর্ধেকও হবে না।

ফিস ফিস করে বললাম, 'হোমস, এই ভীষণ কাজটি করেছে একটি শিশু।'

মুহূর্তে তার আত্মমগ্ন ভাবটা কেটে গেল।

বলল, 'মুহূর্তের জন্য আমি স্তম্ভিত হয়েছিলাম, কিন্তু ব্যাপারটা খুবই স্বাভাবিক। আমার স্মৃতিশক্তি কমে গেছে, অন্যথায় এটা আমার আগেই বলা উচিৎ ছিল। এখানে আর কিছু জানবার নেই। চল, নীচে যাই।'

পুনরায় নীচের ঘরে পৌঁছে আমি সাগ্রহে প্রশ্ন করলাম, 'পায়ের ছাপগুলির ব্যাপারে তোমার অভিমতটা

কি?'

একটু অধৈর্যভাবে সে বলে উঠল, ওয়াটসন, নিজেও একটু-আধটু বিশ্লেষণ করতে শেখ। আমার পদ্ধতি তো তুমি জানই। সেটা প্রয়োগ কর। তাহলে দুজনের ফলাফল মিলিয়ে দেখলে অনেক কিছু শেখা যাবে।'

আমি বললাম, 'ঘটনাগুলির ব্যাখ্যা হতে পারে এমন কিছু আমি ধারণা করতে পারছি না।'

সে কিছু না ভেবেই বলল, 'শীঘ্রই সবকিছু পরিষ্কার বুঝতে পারবে। মনে হচ্ছে এখানে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু নেই। কিন্তু একটা জিনিস দেখতে হবে।'

হুট করে তার লেন্সটা আর একটা মাপবার ফিতে বের করল। হাঁটু ভেঙে বসে লম্বা সরু নাকটা মেঝের তক্তার একেবারে কাছাকাছি নিয়ে সে ঘরময় মেপে বেড়াতে লাগল। তার গোল গোল চোখ দুটো তখন পাখির চোখের মত জ্বলজ্বল করছে। গন্ধ-সন্ধানী শিকারী কুকুরের মত তার গতি এমন দ্রুত, নিঃশব্দ এবং প্রচ্ছন্ন যে আমার মনে হতে লাগল, সে যদি তার শক্তি ও বিচক্ষণতাকে আইন প্রতিষ্ঠার সপক্ষে প্রয়োগ না করে তার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করত তাহলে না জানি কত ভয়ংকর অপরাধী হয়ে উঠত। পরীক্ষা চালাতে চালাতে সে আপন মনে কি যেন বলতে লাগল এবং একসময়ে আনন্দের আতিশয্যে হেসে উঠল।

www.boiRboi.net

বলল, 'আমাদের ভাগ্য প্রসন্ন। আর কোন গোলমাল থাকবার কথা নয়। দুর্ভাগ্যবশত এক নম্বর ক্রিয়োজোট মাড়িয়ে দিয়েছে। ঐ বদ-গন্ধ মালের পাশে তার ছোট পায়ের ছাপ তুমিও দেখতে পাচ্ছ। কাঁচের পাত্রটা ফেটে গিয়ে বস্তুটা বাইরে গড়িয়ে পড়েছে।'

'তাতে কি হল?' আমি প্রশ্ন করলাম।

সে বলল, 'কেন তাকে পেয়ে গেলাম, ব্যাস। এমন কুকুর আমার জানা আছে যে এই গন্ধ শুঁকে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যেতে পারে। একদল কুকুর যদি এক ঝাঁক হেরিং-এর পিছনে সারা দেশময় ছুটতে পারে, তাহলে বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত একটা কুকুর এরকম তীব্র গন্ধকে কতদূর পর্যন্ত অনুসরণ করতে পারে? এটা হয়তো ঐকিক নিয়মের অংকের মত শোনাচ্ছে। কিন্তু এর জবাব থেকেই আমরা জানতে পারব—কিন্তু, আরে! আইনের ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধিরাই যে এসে পড়েছেন।'

নীচে ভারী পদশব্দ এবং উচ্চকণ্ঠের গোলযোগ শোনা গেল। হলের দরজাও সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল।

'হোমস বলল, 'ওরা আসবার আগে তোমার হাতটা বেচারির হাতের এইখানে এবং পায়ের এইখানে রাখ। কি বুঝছ?'

'মাংসপেশীগুলি কাঠের মত শক্ত', আমি বললাম।

'ঠিক তাই। মাংসপেশীগুলিতে স্বাভাবিক 'রিগর মর্টিস' থেকে অনেক বেশী টান ধরেছে। তার সঙ্গে যদি যোগ কর মুখের এই বিকৃতি, এই মরা মানুষের মত হাসি যাকে পুরনো লেখকরা বলতেন 'রাইসাস সার্ডোনিকাস,' তাহলে কোন্ সিদ্ধান্তে তুমি উপনীত হবে?'

আমি বললাম, 'কোন তীব্র উদ্ভিজ্জ উপক্ষার জনিত মৃত্যু,—এমন কোন স্ট্রিকনন জাতীয় দ্রব্য যার থেকে ধনুষ্টঙ্কার হতে পারে।'

'মুখের মাংসপেশীর টান দেখামাত্রই ঐ ধারণাটি আমার মনে এসেছিল। ঘরে ঢুকেই আমি খুঁজতে লাগলাম, কিভাবে বিষটা দেহের মধ্যে ঢুকেছে। তুমি তো দেখেছ, একটা কাঁটা আমি দেখতে পেলাম যেটাকে অনায়াসে খুলির মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। চেয়ে দেখ,' লোকটি চেয়ারে দাঁড়ালে যেদিকটা সিলিং-এর গর্তের দিকে থাকত সেই জায়গাটিতেই কাঁটাটা ফুটিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবার কাঁটাটা পরীক্ষা করে দেখ।'

উত্তেজিতভাবে সেটা নিয়ে লণ্ঠনের আলোর সামনে ধরলাম। কাঁটাটা লম্বা, তীক্ষ্ণ ও কালো ; মুখের কাছটা চক্‌চকে, যেন কোন আঠার মত জিনিস সেখানে শুকিয়ে আছে। ভোঁতা দিকটা ছুরি দিয়ে কেটে গোল করা হয়েছে।

'এটা কি ইংলণ্ডের কোন কাঁটা?' সে প্রশ্ন করল।

'না, নিশ্চয়ই না।'

'এই সব তথ্য থেকে তুমি নিশ্চয়ই একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পার। কিন্তু আসল সৈনিকেরা এসে পড়েছে। কাজেই সহায়ক বাহিনী এবার পশ্চাদপসরণ করুক।'

তার কথার সঙ্গে সঙ্গেই যে পদধ্বনি ক্রমেই নিকটবর্তী হচ্ছিল সেটা এবার সশব্দে প্যাসেজটা পার হল এবং ধূসর সুট-পরা একটি শক্ত-সমর্থ মোটা-সোটা লোক সশব্দে ঘরের মধ্যে ঢুকল। লোকটি লাল-মুখো ও স্থূলকায়। দেখে মনে হয় রক্তের চাপ বেশী। ফোলা-ফোলা চোখের পাতার নীচে দুটি ছোট কুৎকুতে চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। তার পিছনেই ইউনিফর্ম-ধারী একজন ইন্সপেক্টর ও থ্যাডিউস শোলটো। সে বেচারি তখনও হাঁপাচ্ছে।

প্রথম লোকটি ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলল, 'এটা কাজের জায়গা।। জবর কাজের জায়গা। কিন্তু এরা কারা? বাড়িটাকে তো মনে হচ্ছে খরগোসের খোঁয়ারের মত ভর্তি।'

BanglaBook.org

হোমস মৃদুস্বরে বলল, 'মিঃ এথেলনি জোন্স, আমাকে নিশ্চয় চিনতে পারছেন?'

সে ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলে উঠল, 'নিশ্চয়—নিশ্চয় পারছি। আপনিই তো চিন্তাবীর মিঃ শার্লক হোমস। আপনাকে চিনতে পারব না? বিশপ গেট অলংকার-চুরির কেসে কার্য-কারণ-অনুমান-সিদ্ধান্ত বিষয়ে আপনি যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা কোনদিন ভুলব না। একথা ঠিক যে আপনি আমাদের সঠিক পথ দেখিয়েছিলেন, কিন্তু এখন তো আপনি স্বীকার করবেন যে সঠিক পরিচালনার বদলে কপালগুণেই সেটা হয়েছিল।'

'আসলে সেটা খুবই সহজ যুক্তির ব্যাপার ছিল।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। সত্য কথা স্বীকার করতে লজ্জার কি আছে। কিন্তু এসব কি হচ্ছে? ভারি খারাপ! ভারি খারাপ! এখানে তো সবই কঠোর বাস্তব—মতবাদের কোন স্থানই এতে নেই। কি ভাগ্য যে ঘটনাচক্রে অন্য একটি কেসের ব্যাপারে আমি নরউডে এসেছিলাম। সংবাদ যখন পেঁছিল তখন আমি থানায়ই ছিলাম। লোকটির কিসে মৃত্যু হয়েছে বলে মনে করেন?'

হোমস রুক্ষস্বরে বলল, 'ও, এটা তো আমার মতামত প্রকাশের ব্যাপারই নয়।'

www.boiRboi.blogspot.com

'তা নয়, তা নয়। তবু, একথা তো অস্বীকার করতে পারি না যে কখনও কখনও আপনি একেবারে মোক্ষম জায়গাতেই হাত দিতে পারেন। ঠিক আছে বাবা! শুনেছি, দরজা বন্ধ ছিল, অথবা পাঁচ লাখ মূল্যের রত্নাদি চুরি গেছে। জানালাটা কি অবস্থায় ছিল?'

'বন্ধ, তবে গোবরাটের উপর পায়ের ছাপ আছে।'

'আরে বাবা, জানালাটা যখন বন্ধই ছিল তখন আর পায়ের ছাপ দিয়ে কি হবে? এ তো সাধারণ বুদ্ধির কথা। লোকটির মৃত্যু কোন আকস্মিক কারণে হতে পারে; কিন্তু রত্নালংকার যে চুরি গেছে। হ্যাঁ, আমার একটা মতবাদ আছে। কখনও কখনও বিদ্যুৎচমকের মত সেটা আমার মনে আসে। সার্জেন্ট, তুমি বাইরে যাও। মিঃ শোলটো, আপনিও। আমার বন্ধু থাকতে পারেন। হোমস, এবিষয়ে আপনার কি মনে হয়? শোলটোর নিজের কথামতই কাল রাতে সে তার ভাইয়ের সঙ্গে ছিল। ভাই হঠাৎ মারা যেতেই সে রত্ন-ভাণ্ডার নিয়ে সরে পড়েছে। এটা কি রকম মনে হয়?'

'তারপরে মৃত লোকটি বুদ্ধি করে দাঁড়িয়ে উঠল এবং ভিতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল।'

'হুম্। ঐ একটা গলতি আছে বটে। তাহলে সাধারণ বুদ্ধি প্রয়োগ করা যাক। এই থ্যাডডিউস শোলটো ভাইয়ের সঙ্গে ছিল, তাদের মধ্যে ঝগড়াও হয়েছিল, এ পর্যন্ত আমরা জানি। ভাই মারা গেছে। ধনরত্নাদি চুরি গেছে। তাও আমরা জানি। থ্যাডডিউস চলে যাবার পরে অন্য কেউ ভাইকে দেখে নি। তার বিছানায় কেউ শোয় নি। থ্যাডডিউসের মানসিক অবস্থা ভাল নয় সে তো দেখাই যাচ্ছে। আর চেহারাও—মানে, আকর্ষণীয় নয় বুঝতেই পারছেন। থ্যাডডিউসকে ঘিরেই আমি জাল বুনতে শুরু করেছি। জালটা তাকেই ঘিরে ধরছে।'

হোমস বলল, 'সব ঘটনা আপনি এখনও জানতে পারেন নি। এই কাঠের টুকরোটা ছিল লোকটির মাথার খুলিতে। দেখুন, সেখানটায় এখনও দাগ রয়েছে। আমার বিশ্বাস করবার যথেষ্ট কারণ আছে যে টুকরোটা বিষাক্ত। লেখা-সমেত এই কার্ডটা টেবিলের উপর ছিল আর তার পাশেই ছিল পাথুরে-মাথাওয়ালা এই অদ্ভুত যন্ত্রটি। আপনার কথার সঙ্গে এগুলিকে মেলাবেন কেমন করে?'

মোটা গোয়েন্দা গম্ভীরভাবে বলল, 'সবকিছুই আমার বক্তব্যকে সমর্থন করছে। ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক দ্রব্যে বাড়িটা বোঝাই। থ্যাডডিউস এটা এনেছিল এবং এই টুকরোটা যদি বিষাক্তই হয়ে থাকে, অন্য যেকোন লোকের মতই থ্যাডডিউসও খুনের জন্য ওটাকে ব্যবহার করে থাকতে পারে। আর কার্ডটা একটা ভেল্কি মাত্র। একমাত্র প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, সে গেল কেমন করে? আরে, এই তো ছাদেই একটা গর্ত রয়েছে।'

ওই বিশাল বপু নিয়ে বেশ কষ্ট করেই সে মই বেয়ে চিলে-কোঠায় উঠে গেল। পরমুহূর্তেই তার উল্লসিত গলা শোনা গেল। সে বলছে যে গুপ্ত দরজাও খুঁজে পেয়েছে।

ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়ে হোমস বলল, 'ইনিও তাহলে দেখতে জানেন। যুক্তির আলো কখনও-সখনও তার মনের উপরেও পড়ে। Il n'y a pas des sots is incommodes que ceux qui out de Pe pirit।'

মই বেয়ে নীচে নেমে এথেলনি জোন্স আবার বলল, 'দেখলেন তো! মতবাদ অপেক্ষা ঘটনাই বড়। আমার বক্তব্যই প্রমাণিত হল। ছাদে যাবার একটা গুপ্ত দরজা আছে, আর সেটা আংশিক খোলা।'

'আমিই ওটা খুলেছি।'

'ওঃ তাই নাকি! আপনিও তাহলে ওটা দেখেছেন?' একথা জেনে সে বড়ই মুষড়ে পরল। 'যাই হোক, যেই দেখে থাকুন, ভদ্রলোক কিভাবে চলে গেলেন সেটা তো বোঝা গেল। ইন্সপেক্টর!'

'যাই স্যার', প্যাসেজ থেকে উত্তর এল।

মিঃ শোলটোকে উঠে আসতে বল।—মিঃ শোলটো আপনার স্বার্থের খাতিরেই আপনাকে জানাচ্ছি, আপনি যা কিছু বলবেন সবই আপনার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে। আপনার ভাইয়ের হত্যার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে মহামান্য রাজ্ঞীর নামে আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করছি।'

দুই হাত ছুঁড়তে ছুঁড়তে আমাদের সকলের প্রতি চোখের পর এক তাকিয়ে ছোট মানুষটি বলে উঠল, 'দেখুন মশাই! আমি আপনাদের আগেই বলি নি?'

হোমস বলল, 'এ নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না মিঃ শোলটো, আমার বিশ্বাস এ অভিযোগ থেকে আমি আপনাকে মুক্ত করতে পারব।'

গোয়েন্দাপ্রবর প্রায় ধমকের সুরে বলল, 'চিন্তাবীর-মশাই, লম্বা লম্বা প্রতিশ্রুতি দেবেন না। আপনি যা ভাবছেন ব্যাপারটা তার চাইতে ঘোরালো।'

'মিঃ জোন্স, শুধু ওকেই অভিযোগ-মুক্ত করব না, বিনা খরচে আপনাকে সেই দুজনের একজনের নাম ও বিবরণ উপহার দেব যারা গত রাতে এই ঘরে হাজির ছিল। তার নাম—যথেষ্ট প্রমাণসহকারেই বলছি—যোনাথান স্মল। লোকটি লেখাপড়া বিশেষ জানে না, বেঁটে-খাটো, কর্মঠ, ডান পাটা নেই, তার বদলে একটি কাঠের পা ব্যবহার করে, আর সেটাও ভিতর দিকে অনেকটা ক্ষয়ে গেছে। তার বাঁ পায়ের জুতোর তলাটা চৌকোণা ডগাওয়ালা, আর গোড়ালিতে একটা লোহার নাল লাগানো। লোকটি মাঝ-বয়েসী, রোদেপোড়া এবং প্রাক্তন কয়েদি। এই সব লক্ষণ আপনার কিছুটা কাজে লাগতে পারে। তার সঙ্গে আরও যোগ করুন—তার ডান হাতের তালুর অনেকখানি চামড়া উঠে গেছে। অপর লোকটি—'

হোমসের বিবরণ এতই সূক্ষ্ম এবং সঠিক যে মিঃ এথেলনি জোন্স তার দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে পারল না। তবু তাচ্ছিল্যের সুরে বলে উঠল, 'আঁ! অপর লোকটি?'

ঘুরে দাঁড়িয়ে শার্লক হোমস বলল, 'একটি অদ্ভুত মানুষ। শীঘ্রই দুজনকেই আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে পারব বলে মনে হয়। তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে ওয়াটসন।'

সে আমাকে নিয়ে সিঁড়ির মুখে হাজির হল।

বলল, 'এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় আমাদের এখানে আসার মূল উদ্দেশ্যটাই আমরা ভুলে গেছি।'

আমি বললাম, 'আমিও সেই কথাই ভাবছিলাম। মিস মরস্টানের এই শোকার্ত বাড়িতে থাকা ঠিক নয়।'

'না। তুমি তাকে বাড়ি পৌঁছে দাও। লোয়ার কাম্বারওয়েলে মিসেস সেসিল ফরেস্টারের সঙ্গে তিনি থাকেন। জায়গাটা বেশী দূরে নয়। তুমি যদি আবার এখানে ফিরে আসতে চাও, আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করতে পারি। না কি তুমি খুব শ্রান্ত?'

'মোটেই না। এই অদ্ভুত ব্যাপারের আরও খবর না জানা পর্যন্ত আমি বিশ্রাম করতেই পারব না। জীবনের কর্কশ দিক আমি অনেক দেখেছি, কিন্তু আজ রাতের এই উপর্যুপরি বিস্ময়কর চমক আমার মনকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছে। এতদূর যখন এসেছি, তোমার সঙ্গেই এর শেষ পর্যন্ত আমি দেখতে চাই।'

সে বলল, তোমার উপস্থিতি আমার অনেক কাজে লাগবে। আমরা স্বাধীনভাবে কেসটা নিয়ে কাজ করব। এই জোন্স মশায় যে অশ্বডিম্ব প্রসব করতে পারেন করুন। মিস মরস্টানকে তার গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দেবার পরে তুমি যদি ল্যামবেথের নদীর ধারে ৩ নম্বর পিন্‌চিন্ লেনে যাও তো বড় ভাল হয়। সেখান থেকে ডান দিকের তৃতীয় বাড়িতে থাকে শেরমান। তার কাজই হল মৃত পাখির পেটের মধ্যে খড়কুটো ভরে খেলনাপাখি তৈরী করা। তার জানালায় দেখবে, একটা ভোঁদর একটা খরগোসকে ধরে আছে। বুড়ো শেরমানকে ডেকে আমার নাম করে বলবে, টবিকে আমার এখনই চাই। তোমার গাড়িতেই টবিকে নিয়ে আসবে।'

'একটা কুকুর বোধ হয়?'

'হ্যাঁ, একটা অদ্ভুত দো-আঁসলা কুকুর। তার ঘ্রাণের শক্তি বিস্ময়কর। লণ্ডনের গোটা গোয়েন্দা-বাহিনী অপেক্ষা টবির সাহায্য আমার বেশী দরকার।'

বললাম, 'তাকে অবশ্য নিয়ে আসব। এখন একটা বাজে। একটা নতুন ঘোড়া যদি পাই তাহলে তিনটে নাগাদ ফিরতে পারা উচিত।'

হোমস বলল, 'আমিও দেখি, মিসেস বার্ণস্টোন আর ভারতীয় চাকরটির কাছ থেকে কতদূর কি জানা যায়। মিঃ থ্যাডিউস তো বলেছে চাকরটি পাশের চিলে-কোঠায়ই ঘুমোয়। তারপর আমি মহাত্মা জোন্সের কর্মপদ্ধতির পাঠ নেব আর তার স্থূল ঠাট্টার কথাগুলি শুনব। Wir sind gewohnt dass die Menchen verhohnin was sie nicht verstehen. গেটে সব সময়ই মারাত্মক।'

৭ঃ পিপে-কাহিনী

পুলিশ একখানা গাড়ি সঙ্গে করে এনেছিল। সেই গাড়িতে করে মিস মরস্টানকে বাড়িতে পৌঁছে দিলাম।

যতক্ষণ তার পাশে আর একটি দুর্বল স্ত্রীলোক ছিল, ততক্ষণ পর্যন্ত নারীজাতির স্বাভাবিক শক্তিতে সব দুঃখ-দুর্ভোগকে সে শান্ত মুখে সহ্য করেছে ; ত্রস্তা পরিচারিকার পাশে তাকে এতক্ষণ দেখেছি উজ্জ্বল আর সৌম্য। কিন্তু গাড়িতে উঠেই সে প্রথমেই মূর্ছিত হয়ে পড়ল ; তারপরই হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল। রাত্রির অভিযান তাকে একেবারেই কাহিল করে ফেলেছে। পরবর্তীকালে সে আমাকে বলেছে, সেদিন রাতে গাড়িতে যাবার সময় আমাকে তার মনে হয়েছিল নিস্পৃহ ও সুদূরে। কিন্তু আমার মনের মধ্যে তখন যে সংগ্রাম চলছিল, অথবা আত্ম-সংযমের চেষ্টাই যে আমাকে আটকে রেখেছিল, সেকথা সে জানবে কেমন করে! বাগানে আমার হাত যেমন করে তার হাতখানি ধরেছিল, আমার সহানুভূতি, আমার ভালবাসা ঠিক তেমনি করেই তার দিকে ছুটে যেতে চেয়েছিল। আমি মর্মে মর্মে অনুভব করছিলাম, বছরের পর বছর ধরে জীবনের বাঁধাপথে চলেও তার মধুর বীরত্বপূর্ণ চরিত্রের যে পরিচয় আমি জানতে পারতাম না, সেই একটি দিনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাই আমাকে জানিয়ে দিয়েছিল। তথাপি দুটি চিন্তা আমার মুখের সব ভালবাসার কথাকে সেদিন আটকে দিয়েছিল। সে তখন দেহ ও মনে দুর্বল ও অসহায়। সেই অবস্থায় তার উপরে ভালবাসাকে চাপিয়ে দিলে তাতে হয় তো অপ্রস্তুতই করা হত। তার চেয়েও বড় কথা, সে ধনবতী। হোমসের প্রচেষ্টা যদি সফল হয়, সে প্রচুর সম্পদের উত্তরাধিকারিণী হবে। ঘটনা-চক্রে অন্ত-রঙ্গতার সম্ভাবনা ঘটেছে বলেই তার সুযোগ নেওয়া কি একজন আধা-বেতনের সার্জেনের পক্ষে উচিত হত, না সম্মানজনক হত? সে কি আমাকে একজন অতি সাধারণ সৌভাগ্য-শিকারী বলে ভাবত না? যার ফলে এ চিন্তা তার মনেও উদয় হতে পারে এমন কাজের ঝুঁকি আমি নিতে পারি না। এই আগ্রার রত্ন-ভাণ্ডারই আমাদের মধ্যে এক দুরতিক্রমনীয় বাধা হয়ে দাঁড়াল।

প্রায় দুটোর সময় আমরা মিসেস সেমিল ফরেস্টারের বাড়ি পৌঁছলাম। চাকর-বাকররা অনেক আগেই ঘুমিয়ে পড়েছে। মিস মরস্টানের অদ্ভুত চিঠিটা মিসেস ফরেস্টারের মনে এতই রেখাপাত করেছিল যে তিনি মিস মরস্টানের প্রত্যাবর্তনের আশায় তখনও জেগে ছিলেন। নিজেই দরজা খুলে দিলেন। মাঝবয়সী সুদর্শনা মহিলা। এমনভাবে আদর করে তিনি তাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং এমন মায়ের মত স্বরে তিনি তাকে ডাকলেন যে আমার বড় ভাল লাগল। স্পষ্টই বোঝা গেল, সে একজন সাধারণ পোষ্যমাত্র নয়, একজন সম্মানিত বন্ধু। আমার পরিচয় দেওয়ায় মিসেস ফরেস্টার আমাকে আন্তরিকভাবে অনুরোধ করলেন, ভিতরে গিয়ে সব কথা তাকে খুলে বলতে। যে গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার নিয়ে আমি এসেছি সেটা তাকে বুঝিয়ে বললাম। কথা দিলাম, এ ব্যাপারে আমরা কতদূর অগ্রসর হতে পারি সেটা তাকে পরে নিশ্চয় জানিয়ে যাব। গাড়িতে ফিরে আসতে আসতে একবার ফিরে তাকালাম। আমি যেন আজও দেখতে পাই—সিঁড়ির উপর দাঁড়ান পরস্পরের দেহলগ্না দুটি সুদর্শনা নারীমূর্তি, অর্দ্ধোন্মুক্ত দরজা, ঘসা-কাঁচের ভিতর দিয়ে আসা হলের উজ্জ্বল আলো, বায়ুমানযন্ত্র, সিঁড়ির ঝকঝকে রেলিং। একটা বেপরোয়া ভয়ংকর কাজে যখন আমরা ডুবে ছিলাম, সেই সময়ে একটি শান্ত ইংরেজ পরিবারের অপসৃয়মান ছবি আমার মনে শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিল।

ঘটনাগুলির কথা যত ভাবতে লাগলাম, ততই সেগুলি অধিকতর বেপরোয়া ও ভয়ংকর হয়ে উঠতে লাগল। নিস্তব্ধ গ্যাস-আলোকিত রাজপথ ধরে ঘর্ঘর শব্দে যেতে যেতে এই অসাধারণ ঘটনাবলীর পর্যালোচনা করতে লাগলাম। মূল সমস্যাটি তো আছেই। অবশ্য সেটা এখন অনেকটাই পরিষ্কার হয়ে এসেছে। ক্যাপ্টেন মরস্টানের মৃত্যু, মুক্তোগুলো পাঠানো, বিজ্ঞাপন, চিঠি—এসবের উপরেই আলোকপাত হয়েছে। তার ফলে আমরা আর একটা গভীরতর এবং অধিকতর দুঃখজনক রহস্যে উপনীত হয়েছি। ভারতীয় রত্নভাণ্ডার, মরস্টানের মালপত্রের মধ্যে পাওয়া আশ্চর্য নক্সাটা, মেজর শোলটোর মৃত্যুকালীন বিস্ময়কর দৃশ্য, রত্ন-ভাণ্ডার পুনরাবিষ্কার ও তারপরেই আবিষ্কর্তার খুন হওয়া, অপরাধের সঙ্গে যুক্ত উল্লেখযোগ্য চিহ্নগুলি—পায়ের ছাপ, আশ্চর্য অস্ত্র, কার্ডের উপর লেখা ক্যাপ্টেন মরস্টানের নক্সার অনুরূপ একই শব্দ—সবকিছু মিলিয়ে এমন একটা গোলকধাঁধা যে একমাত্র আমার গৃহ সঙ্গীর মত বিশেষ শক্তিসম্পন্ন লোক ছাড়া আর যেকোন লোকই কোন সূত্র খুঁজে পাবার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাশ হতে বাধ্য।

পিন্‌চিন্ লেন একসারি নোংরা দোতলা ইঁটের বাড়ি, ল্যাম্বেথের নীচু অঞ্চলে অবস্থিত। তিন নম্বর বাড়িতে অনেকক্ষণ ধরে কড়া নাড়লাম। শেষটায় জানালার ফাঁক দিয়ে মোমবাতির আলো দেখা গেল। উপরের জানালায় দেখা দিল একখানা মুখ।

মুখটি বলল, 'ব্যাটা ভবঘুরে মাতাল, পালা এখান থেকে। আবার গোলমাল করলে কুকুরের ঘর খুলে তেতাল্লিশটা কুকুর লেলিয়ে দেব।'

আমি বললাম, 'একটা ছেড়ে দিলেই চলবে। আমি সেইজন্যেই এসেছি।'

সে হাউ হাউ করে বলল, 'পালা! ঠিক আছে। আমার ব্যাগে একটা ডান্ডা আছে। সেটাকে দেব তোর মাথায় ফেলে।'

আমি চীৎকার করে বললাম, 'আমি একটা কুকুর চাই।'

মিঃ শেরমান চেঁচিয়ে বলল, 'কি বাজে বকছিস। দেখ, সোজা কথা বলছি। আমি 'তিন' গুণলেই ডান্ডাটা নীচে পড়বে।'

'মিঃ শার্লক হোমস—' আমি সবে বলতে শুরু করেছি, তার আগেই কথাগুলি যাদুমন্ত্রের মত কাজ করল। জানালাটা সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল, আর এক মিনিটের মধ্যে হুড়কো নামিয়ে দরজাটা খোলা হল। মিঃ শেরমান একটি ঢ্যাঙা, শুকনো বৃদ্ধ লোক; ঘাড় ঝুঁকে পড়েছে, পাকানো দড়ির মত গলা, নীল কাঁচের চশমা।

সে বলল, 'মিঃ শার্লকের বন্ধু সব সময়ই স্বাগত। ভিতরে আসুন স্যার। বেঁজিটা থেকে সাবধান, কারণ ওটা কামড়ায়। এই দুষ্টু দুষ্টু! ভদ্রলোককে কামড়ে দিবি নাকি?' খাঁচার শিকের ভিতর দিয়ে মুখ আর লাল চোখ বের করা একটা বেঁজিকে দেখিয়ে সে কথাগুলি বলল।

'ওটাকে নিয়ে ভাববেন না স্যার; ওটা একটা ঢোঁড়া সাপ। ওর এখনও দাঁত ওঠে নি, তাই বাইরে ছেড়ে রেখেছি, গুবড়ে পোকাগুলি খেয়ে ফেলে। প্রথমে আপনার সঙ্গে একটু খারাপ ব্যবহার করেছি বলে কিছু মনে করবেন না; কি জানেন, ছেলেগুলো বড় জ্বালাতন করে, যখন-তখন গলিতে ঢুকে দরজা ধাক্কায়। মিঃ শার্লক হোমসের কি চাই স্যার?'

'তোমার একটা কুকুর তার চাই।'

'বটে! তাহলে নিশ্চয়ই টবি।'

'হ্যাঁ, নাম বলেছিল টবি।'

'বাঁ দিকে ৭ নম্বরে টবি থাকে।'

একটা মোমবাতি নিয়ে সে তার সংগৃহীত বিচিত্র পশু-পরিবারের ভিতর দিয়ে এগোতে লাগল। অস্পষ্ট আলো-আঁধারিতে আমি দেখতে পেলাম, ঘরের সবদিক থেকে মিট-মিটে চোখগুলো আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। এমন কি চালের রুয়োর উপরে পর্যন্ত মুরগীগুলো গম্ভীর হয়ে সার বেঁধে বসে আছে। আমাদের কথাবার্তায় তাদের ঘুমের ব্যাঘাত হওয়ায় তারা শরীরের ভারটা এক পা থেকে আরেক পায়ে চালান করে দিল।

টবি একটি কুৎসিত, লোমস, কান-ঝোলা কুকুর, আধা স্প্যানিয়েল আধা লার্চার বাদামী আর সাদায় মেশানো, দুলতে দুলতে চলে। বুড়ো আমার হাতে একদলা মিশ্রি দিল। সেটা বাড়িয়ে ধরতে প্রথমে একটু ইতস্তত করে তার-পর টবি সেটাকে নিল। এইভাবে তার সঙ্গে একটা আঁতাত হওয়ায় সে আমার সঙ্গে গাড়ি পর্যন্ত গেল এবং আমার সঙ্গে আসতে কোনরকম গোলমাল করল না। 'প্যালেস ক্লক' এ যখন তিনটে বাজল তখন আমি পন্ডিচেরি লজে ফিরে গেলাম। দেখলাম, সহযোগী হিসাবে প্রাক্তন মুষ্টিযোদ্ধা ম্যাকমুর্ডোকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং তাকে আর মিঃ শোলটোকে থানায় চালান করে দেওয়া হয়েছে। দুটি কনেস্টবল ছোট গেটটা পাহারা দিচ্ছিল। গোয়েন্দা প্রবরের নাম বলায় তারা আমাকে কুকুর নিয়ে ঢুকতে দিল।

হোমস দরজায় দাঁড়িয়ে পকেটে দুই হাত ঢুকিয়ে পাইপ টানছিল।

'বাঃ ওটাকে পেয়েছ দেখছি!' সে বলল। 'খুব ভাল কুকুর। এথেলনি জোন্স চলে গেছে। তুমি যাবার পরে অনেক রকম কসরত দেখলাম। শুধু বন্ধু থ্যাডিউস নয়, দরোয়ান পরিচারিকা এবং ভারতীয় চাকরটি—সব্বাইকে সে গ্রেপ্তার করেছে। উপরে একজন সার্জেন্ট ছাড়া এখন শুধু আমরাই আছি। কুকুরটাকে এখানে রেখে উপরে চল।'

হল-টেবিলের সঙ্গে টবিকে বেঁধে রেখে আমরা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলাম। আমরা যেরকম অবস্থায় রেখে গিয়ে-ছিলাম ঘরটা সেইরকমই আছে; শুধু মৃতদেহের উপর একটা চাদর বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। একজন পরিশ্রান্ত পুলিশ-সার্জেন্ট এককোণে বসে আছে।

আমার সঙ্গী বলল, 'সার্জেন্ট, তোমার 'ষাঁড়ের-চোখ' আলোটা আমাকে ধার দাও। এবার এই দড়িটা এমনভাবে আমার গলায় বেঁধে দাও যাতে আলোটা সামনের দিকে ঝুলে থাকে। ধন্যবাদ। এখন আমার জুতো-মোজা খুলে ফেলছি। ওগুলোকে তুমি নীচে নিয়ে যাও ওয়াটসন। আমি একটুখানি বেয়ে উঠব। আর আমার রুমালটা ক্রিয়ো-জোটে চুবিয়ে দাও। ঠিক আছে। এইবার কিছুক্ষণের জন্য আমার সঙ্গে চিলে-কোঠায় উঠে এস।'

গর্তটার ভিতর দিয়ে আমরা উপরে উঠে গেলাম। হোমস পুনরায় ধুলোর ভিতরকার পায়ের ছাপগুলোর উপর আলোটা ফেলল।

বলল, 'আমি চাই, তুমি বিশেষ করে ওই পায়ের ছাপ-গুলোর দিকে নজর দাও। উল্লেখযোগ্য কিছু দেখতে পাচ্ছ কি?'

আমি বললাম, 'ওগুলো হয় কোন শিশুর, আর না

হয় ছোট স্ত্রীলোকের।'

'আকার ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছ?'

'অন্য পায়ের ছাপের মতই তো দেখতে।'

'মোটেই না, দেখ! ধুলোর মধ্যে এই একটা ডান পায়ের ছাপ। এবার ওর পাশেই আমার খালি পায়ের একটা ছাপ রাখছি। দুটোর মধ্যে আসল তফাৎ কি?'

'তোমার আঙুলের ডগাগুলো একসঙ্গে জড়িয়ে গেছে। কিন্তু অপর ছাপে সবগুলি আঙুল আলাদা করে বোঝা যাচ্ছে।'

'ঠিক তাই। আর এইটেই আসল কথা। মনে রেখো। এবার উপরের জানালার কাছে উঠে যাও এবং কাঠের ফ্রেমটা শুঁকে দেখ। আমি এখানেই থাকছি। কারণ এই রুমালটা আমার হাতে আছে।'

তাঁর কথামত কাজ করতেই একটা আলকাতরার গন্ধ নাকে এল।

'ওইখানে পা রেখেই সে বেরিয়ে গেছে। তুমিই যদি তার পাত্তা করতে পার তাহলে টবির কোন অসুবিধাই হবে না। এবার দৌড়ে নীচে যাও, টবিকে খুলে দাও আর রুন্‌ডিনের খোঁজ কর।'

আমি যখন নীচের মাঠে নেমে এলাম ততক্ষণে হোমস ছাদের উপর উঠে গেছে। তাকে দেখে মনে হল, একটা প্রকাণ্ড জোনাকি যেন ছাদের ধার ঘেঁষে হামাগুড়ি দিয়ে চলেছে। কতকগুলি চিমনির আড়ালে অদৃশ্য হয়েই আবার সে দেখা দিল এবং তারপরই বিপরীত দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল। সেদিকে ঘুরে গিয়ে দেখি ছাদের কোণায় সে বসে আছে।

সেখান থেকে চেঁচিয়ে বলল, 'আরে, ওয়াটসন নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক এই জায়গা। নীচে কালো মত ওটা কি?'

'একটা জলের পিপে।'

'উল্টো করে বসানো?'

'হ্যাঁ।'

'কোন মই দেখতে পাচ্ছ?'

'না।'

'লোকটাকে বোকা বানিয়ে দেওয়া যাক। ঘাড় ভাঙা-বার মতই ব্যবস্থা। তবে সে যদি উঠে আসতে পেরে থাকে, তাহলে আমারও নামতে পারা উচিত। জলের পাইপটা তো বেশ শক্তই হয়। যাহোক নেমে তো পড়ি।'

পায়ের খস্‌খস্‌ শব্দ শোনা গেল। লণ্ঠনটা দেওয়াল বেয়ে নেমে আসতে লাগল। তারপর একটা ছোট্ট লাফ দিয়ে পিপের উপর পড়ে সেখান থেকে মাটিতে নামল।

জুতো-মোজা পরতে পরতে বলল, 'বেশ সহজেই তাকে অনুসরণ করা গেল। সারাটা পথ টালিগুলো নড়ে গেছে, আর তাড়াতাড়িতে এইটে সে ফেলে গেছে। তোমাদের ডাক্তারী ভাষায় বলতে গেলে, এইটেতেই আমার 'ডায়েগ-নোসিস' সত্য বলে প্রমাণিত হয়ে গেছে।'

শস্তা পুঁতি-বসানো রঙিন কাঁচের একটা ছোট থলে বা পকেট সে আমাকে দেখাল। দেখতে অনেকটা সিগারেট-কেসের মত। তার মধ্যে ছিল আধ ডজন কালো কাঠের কাঁটা, একদিক তীক্ষ্ণ আর অন্যদিকটা গোল, ঠিক যেমনটি বার্থোলোমিউ শোলটোর মাথার খুলিতে পাওয়া গিয়েছিল।

সে বলল, 'এগুলি সব নারকীয় জিনিস। দেখো, যেন নিজের শরীরে ফুটিয়ে ফেল না। এগুলি হাতে পেয়ে আমি খুব খুশি, কারণ যতদূর মনে হয় এ জিনিস আর তার কাছে নেই। তাই হয় তো অনতি-বিলম্বে তোমার বা আমার চামড়ায় এর একটা ঢুকবার ভয় অনেকটা কমে গেছে। আমাকে হয় তো শীঘ্রই একটা মার্টিনি-বুলেটের মুখোমুখি হতে হবে। ওয়াটসন, ছ' মাইল পথ হাঁটতে পারবে?'

জবাব দিলাম, 'নিশ্চয়।'

'তোমার পায়ে কুলোবে?'

'তা কুলোবে।'

'এই যে কুকুরমশায়! লক্ষ্মী টবি! এটা শোঁকো। টবি, এটা শোঁকো। ক্লিয়োজোট-মাখানো রুমালটা সে কুকুরটার নাকের কাছে ধরল। কুকুরটাও তার লোমশ পা ফাঁক করে এমনভাবে দাঁড়াল যেন কোন মদ্য-বিশেষজ্ঞ একটি খ্যাতনামা ব্র্যাণ্ডের মদের বোতল শুঁকছে। তখন হোমস রুমালটা দূরে ছুঁড়ে দিল, কুকুরটার গলায় বাঁধল একটা শক্ত দড়ি, তারপর সেটাকে নিয়ে গেল জলের পিপের কাছে। সঙ্গে সঙ্গে জন্তুটা বারকয়েক উচ্চৈস্বরে ঘেউ-ঘেউ করেই নাকটাকে মাটিতে ঠেকিয়ে আর লেজটাকে আকাশে তুলে এত দ্রুত রাস্তা ধরে ছুটতে লাগল যে দড়িতে টান পড়ায় আমাদেরও প্রাণপণে ছুটতে হল।

পূবের আকাশ একটু একটু করে সাদা হয়ে আসছে। ঠাণ্ডা, ধূসর আলোয় কিছুটা দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। চৌকোণা মস্ত বড় বাড়িটা তার কালো ফাঁকা জানালা আর উঁচু উঁচু দেওয়াল নিয়ে আমাদের পিছনে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে,—বিষণ্ণ ও পরিত্যক্ত। সোজাসুজি মাঠের ভিতর দিয়ে খানাখন্দ পেরিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ময়লার স্তূপ আর বেঁটে বেঁটে ঝোপঝাড়ে সমস্ত স্থান-

ছিল ধ্বংস-স্তূপের মত দেখাচ্ছে,—যেন এ বাড়ির সঙ্গে তার একটা মিল রয়েছে।

সীমানা-প্রাচীরের কাছে পৌঁছে টবি সতর্কভাবে শুঁকতে শুঁকতে দেওয়ালের ছায়ায় ছায়ায় ছুটতে লাগল এবং একটা ছোট বীচ-গাছে ঢাকা একটা কোণে পৌঁছে দাঁড়িয়ে পড়ল। দুটো দেওয়াল যেখানে মিশেছে সেখানকার কয়েকটা ইট তুলে নেওয়া হয়েছে এবং তার ফলে যে গর্তগুলো হয়েছে সেগুলো বেশ পুরনো হয়ে মসৃণ হয়ে গেছে। দেখলেই মনে হয়, সেগুলিকে প্রায়ই মইয়ের মত ব্যবহার করা হয়। হোমস লাফিয়ে উপরে উঠে আমার কাছ থেকে কুকুরটিকে নিয়ে সেটাকে ও-পাশে নামিয়ে দিল।

আমি দেওয়ালের উপর উঠতেই সে বলল, 'এই তো কাষ্ঠ-পদের হাতের ছাপ রয়েছে। সাদা প্লাস্টারের উপর রক্তের দাগ রয়েছে দেখ। ভাগ্য ভাল যে কাল থেকে বড় কোনো বৃষ্টি হয় নি! তারা আটাশ ঘণ্টা আগে গিয়ে থাকলেও রাস্তায় গন্ধটা থাকবেই।'

ইতিমধ্যে লণ্ডনের রাস্তায় যে পরিমাণ গাড়ি-ঘোড়া চলেছে সেকথা ভেবে আমার মনে যে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল তা স্বীকার করছি। কিন্তু আমার সে আশংকা শীঘ্রই দূরীভূত হল। টবি এতটুকু ইতস্তত করল না বা ডান-বাঁ করল না, সোজা এগিয়ে চলল তার নিজস্ব ভঙ্গীতে। স্পষ্টই বুঝলাম, ক্লিয়োজোটের ঝাঁঝালো গন্ধ আর সব গন্ধকে ছাপিয়ে উঠেছে।

হোমস বলল, 'তাদের মধ্যে একজন হঠাৎই একটা তরল পদার্থে পা দিয়ে ফেলেছে—এই ঘটনার উপরেই আমি সাফল্যের জন্য নির্ভর করেছি তা কিন্তু ভেব না। যতদূর জানতে পেরেছি তাতে এখন নানা দিক থেকেই তাদের খোঁজ পাব। এটা অবশ্য একেবারে হাতের কাছে মিলে গেছে, এবং যেহেতু ভাগ্যই এটাকে হাতে তুলে দিয়েছে, একে অবহেলা করলে অমার্জনীয় অপরাধ হবে। অবশ্য এর ফলে একসময়ে যেমনটি মনে হয়েছিল এখন আর সমস্যাটিকে সেরকম বুদ্ধিদীপ্ত বলে মনে হচ্ছে না। এই অত্যন্ত স্পষ্ট সূত্রটা না পাওয়া গেলে হয়তো এ সমস্যার সমাধান করে কিছুটা কৃতিত্ব দাবী করা যেত।'

'তথাপি কৃতিত্ব আছে, এবং বেশ বেশীই আছে' আমি বললাম। 'আমি তোমাকে নিশ্চিত করেই বলছি হোমস, এক্ষেত্রে যেভাবে তুমি কাজ করেছ তা দেখে জেফারসন হোপের খুনের ব্যাপার অপেক্ষাও আমি বেশী বিস্মিত হয়েছি। এ ব্যাপারটা আরও গভীর এবং আরও দুর্বোধ্য বলে মনে হচ্ছে। যেমন ধরো, এতটা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কাষ্ঠ-পদ লোকটির বিবরণ তুমি কেমন করে দিলে?'

'আহা বৎস! এ তো জলবৎ তরলম্। আমি নাটকীয় হতে চাই না। এ তো অত্যন্ত সাধারণ ও সন্দেহাতীত ব্যাপার। জনৈক কয়েদি-মেটের দুজন উপরওয়ালা অফিসার গুপ্তধন-সংক্রান্ত একটি গোপন খবর জানতে পারে। যোনাথান স্মল নামক একজন ইংরেজ তাদের জন্য একখানি মানচিত্র এঁকে দেয়। তোমার মনে আছে, মিঃ মরস্টানের কাছে যে নক্সাটা ছিল তাতে ঐ নামটা আমরা দেখেছি। তার নিজের পক্ষে এবং তার সহযোগীদের পক্ষে সে তাতে স্বাক্ষর করে। এটাকেই সে নাটকীয়ভাবে চারজনের স্বাক্ষর বলে উল্লেখ করেছে। সেই নক্সার সাহায্যে অফিসারদ্বয়—কিংবা তাদের একজন—রত্নভাণ্ডারের সন্ধান পেয়ে ইংলণ্ডে নিয়ে আসে। অনুমান করা যেতে পারে, যে শর্তে ঐ রত্নভাণ্ডার সে হস্তগত করে তা সে পূর্ণ করে নি। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, যোনাথান স্মল স্বয়ং রত্ন-ভাণ্ডারটি পেল না কেন? জবাব খুব স্পষ্ট। নক্সাতে যে তারিখ রয়েছে সেই সময় মরস্টান কয়েদিদের খুব কাছাকাছি ছিল। যোনাথান স্মল রত্ন-ভাণ্ডার পায় নি, কারণ সে এবং তার সহযোগীরা নিজেরাই ছিল কয়েদি এবং তাদের পক্ষে খালাস পাওয়া সম্ভব হয় নি।'

আমি বললাম, 'কিন্তু এ তো কল্পনা মাত্র।'

'তার চাইতে বেশী। এই একমাত্র প্রকল্প যার দ্বারা সব ঘটনাকে ব্যাখ্যা করা যায়। এবার দেখা যাক, পরবর্তী ঘটনার সঙ্গে এটা কতটা খাপ খায়। রত্ন-ভাণ্ডার পেয়ে মেজর শোলটো কয়েক বছর বেশ শান্তিতেই কাটায়। তারপর ভারতবর্ষ থেকে একটা চিঠি পেয়ে সে ভয়ংকরভাবে ভীত হয়ে পড়ে। সেটা কি চিঠি?'

'সে চিঠিতে জানানো হয় যে যাদের প্রতি অন্যায় করা হয়েছে তারা খালাস পেয়েছে!'

'অথবা পালিয়েছে। সেই সম্ভাবনাই বেশী, কারণ তাদের কয়েদ-কাল কতদিনের সেটা তার জানবার কথা। তখন সে কি করে? একজন কাষ্ঠ-পদ লোকের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করে—খেয়াল রাখবে যে সে একজন শ্বেতকায় লোক, কারণ একজন শ্বেতকায় ব্যবসায়ীকে সে ঐ লোক বলে ভুল করে এবং তাকে লক্ষ্য করে পিস্তলের গুলি পর্যন্ত করে। এখন দেখ, নক্সায় মাত্র একজন শ্বেতকায় লোকের নাম আছে। বাকিরা হয় হিন্দু, না হয় মুসলমান। আর কোন শ্বেতকায় লোক নেই। কাজেই আমরা দৃঢ়প্রত্যয়ে বলতে পারি যে কাষ্ঠ-পদ লোকই

যোনাথান স্মল। যুক্তিটা কি খুব ভ্রান্ত বলে তোমার মনে হয়?'

'নাঃ, বেশ পরিষ্কার আর সংক্ষিপ্ত।'

'আচ্ছা এবার তাহলে নিজেদের যোনাথান স্মলের জায়গায় বসানো যাক। তার দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপারটাকে দেখা যাক। সে ইংলণ্ডে এল দুটো উদ্দেশ্য নিয়ে—এক, তার ন্যায্য পাওনা আদায় করা; আর দুই, যে মানুষ তার প্রতি অবিচার করেছে তার উপর প্রতিশোধ নেওয়া। শোলটোর আস্তানা সে খুঁজে বের করল এবং খুব সম্ভবত বাড়ির ভিতরকার কারও সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করল। সে হচ্ছে খানসামা লাল রাও। তাকে আমরা দেখি নি। মিসেস বার্নস্টোন তাকে খুব ভাল লোক বলে নি। স্মল কিন্তু রত্ন-ভাণ্ডার কোথায় লুকনো আছে সেটা কিছুতেই জানতে পারল না, কারণ একমাত্র মেজর আর একটি মৃত চাকর ছাড়া আর কেউ সে খবর জানত না। হঠাৎ স্মল খবর পেল, মেজর মৃত্যু-শয্যায়। পাছে তার মৃত্যুর সঙ্গেই রত্ন-ভাণ্ডারের গুপ্ত-কথাও হারিয়ে যায় সেই দুশ্চিন্তায় সে পাগলের মত রক্ষীদের বাধা অগ্রাহ্য করে আসন্ন-মৃত্যু লোকটির জানালার কাছে হাজির হয়, কিন্তু দুই ছেলের উপস্থিতির জন্য ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না। মৃত ব্যক্তির প্রতি ঘৃণায় উন্মাদ হয়ে সেই রাত্রেই সে ঐ ঘরে ঢুকে রত্ন-ভাণ্ডার সংক্রান্ত কাগজ-পত্র পাবার আশায় তার সবকিছু তন্ন তন্ন করে খোঁজে, এবং শেষ পর্যন্ত ঐ সংক্ষিপ্ত কথাগুলো লেখা একখানা কার্ড তার উপস্থিতির স্মারক হিসাবে রেখে যায়। এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে সে গোড়া থেকেই ভেবে রেখেছিল যে মেজরকে খুন করতে পারলে তার দেহের উপর এমন একটা চিহ্ন রেখে যাবে যাতে সকলে বুঝতে পারে যে এটা গতানুগতিক খুন নয়, চার সহযোগীর দিক থেকে ন্যায় প্রতিষ্ঠার একটা প্রচেষ্টা। অপরাধের ইতিহাসে এরূপ অদ্ভুত খেয়ালী ধারণার দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যায় এবং সেগুলি অপরাধীর প্রকৃতি সম্পর্কে অনেক মূল্যবান ইঙ্গিতও বহন করে। কথাগুলি ঠিক বুঝতে পারছ?'

'খুব স্পষ্টভাবেই বুঝতে পারছ?'

'এ অবস্থায় যোনাথান স্মল কি করতে পারে? তার একমাত্র কাজ হতে পারে, রত্ন-ভাণ্ডার আবিষ্কারের কোনরকম চেষ্টার উপর গোপনে নজর রাখা। সম্ভবত সে ইংলণ্ড ছেড়ে চলে যায় এবং মাঝে মাঝে আসে। তারপরই চিলেকোঠা আবিষ্কৃত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সে খবর তার কাছে পেঁছে যায়। আবার আমরা বাড়ির ভিতরেই একজন সহযোগীর উপস্থিতি দেখতে পাচ্ছি। কাঠের পা নিয়ে যোনাথানের পক্ষে বার্থোলোমিউ শোলটোর অতটা উঁচু ঘরে পেঁছানো একেবারেই অসম্ভব। অবশ্য সে একজন অদ্ভুত সহযোগীকে সঙ্গে নেয় এবং সব বাধা অতিক্রম করে। কিন্তু হায়! তার খালি পা ক্রিয়োজোটের উপর পড়ে যায়, আর তারই ফলে আসে টবি এবং গোড়ালি-ভাঙা এক আধা-বেতনের অফিসারকে ছ' মাইল খুঁড়িয়ে চলতে হয়।'

'কিন্তু তাহলে তো সহযোগীই খুনটা করে, যোনাথান নয়।'

'ঠিক তাই। বরং ঘরে ঢুকে যেভাবে ছটাছুটি করেছে তাতে তো মনে হয় এতে সে বিরক্তই হয়েছিল। বার্থোলোমিউ শোলটোর প্রতি তার কোন রাগ ছিল না; তাকে ধরে ফেলে তার মুখ বন্ধ করাটাই বেশী পছন্দ করত। ফাঁসির দড়িতে মাথা গলাবার ইচ্ছা তার ছিল না। কিন্তু কোন উপায় ছিল না; তার সঙ্গীর বন্য প্রবৃত্তি জেগে উঠল, বিষও যথারীতি তার কাজ করল; সুতরাং যোনাথান স্মল তার উপস্থিতির চিহ্ন রেখে রত্ন-ভাণ্ডারকে নীচে নামিয়ে দিল; আর নিজেও নেমে গেল। আমি যতদূর বুঝতে পেরেছি এই হচ্ছে ঘটনা-শৃঙ্খল। তার ব্যক্তিগত চেহারা সম্পর্কে এইটুকু বলতে পারি যে সে মাঝ-বয়সী এবং আন্দামানের মত গরম জায়গায় চাকরি করার দরুন নিশ্চয়ই রোদে পোড়া। পদক্ষেপের দৈর্ঘ্য থেকেই তার উচ্চতা পরিমাপ করা যায়; আর জানা যায় যে তার দাড়ি-গোঁফ ছিল। সেইজন্যই জানালায় তাকে দেখে থ্যাডডিউস শোলটো চমকে উঠেছিল। আর কিছু আছে বলে আমার জানা নেই।'

'তার সহযোগী?'

'সেব্যাপারে বিশেষ রহস্য কিছু নেই। তবে শীঘ্রই সেবিষয়েও সবকিছু জানতে পারবে। সকালের বাতাস কি মধুর! চেয়ে দেখ, ঐ মেঘখণ্ডটি ভেসে যাচ্ছে যেন কোন বিরাট চক্রবাক পাখির একটি গোলাপি পালক। সূর্যের লাল রশ্মি, লণ্ডনের মেঘরাশির উপর ছড়িয়ে পড়েছে। অনেকের উপরেই সে কিরণ বর্ষিত হচ্ছে; কিন্তু আমি বাজি ধরে বলতে পারি, তোমার-আমার চাইতেও বিচিত্র উদ্দেশ্যে যারা চলেছে তাদের উপর এ কিরণ বর্ষিত হচ্ছে না। প্রকৃতির বিরাট আদিম শক্তিসমূহের সম্মুখে আমাদের ছোট ছোট আশা-আকাংখা, উদ্যম-প্রচেষ্টা নিয়ে আমরা কত তুচ্ছ, কত ক্ষুদ্র! জাঁ পল পড়েছ?'

'মোটামুটি, কার্লাইলের মারফৎ তাঁকে জেনেছি।'

'ওটা অনেকটা নদীকে ধরে তার উৎস হ্রদে যাওয়ার মত। তিনি একটা খুব বিচিত্র অর্থপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। সেটা হল, নিজের ক্ষুদ্রতার অনুভূতিই হল মানুষের প্রকৃত মহত্বের প্রধান প্রমাণ। তোমার সঙ্গে তো পিস্তল নেই, না কি আছে?'

'আমার লাঠিটা আছে।'

'ওদের খপ্পরে পড়লে ওরকম একটা কিছুর প্রয়োজন হবার সম্ভাবনা আছে। যোনাথানকে তোমার হাতে ছেড়ে দেব ; কিন্তু অপরটি গোলমাল বাধালে গুলি করে মারব।'

কথার সঙ্গে সঙ্গে সে রিভলবার বের করল এবং দুটি চেম্বারে গুলি ভরে সেটাকে ডান-হাতি পকেটে রেখে দিল।

এই সময়ে টবিকে অনুসরণ করে যে আধা-গ্রাম্য পথ ধরে আমরা অগ্রসর হচ্ছিলাম তার দুই দিকে সারি সারি বাড়ি। রাস্তাটা চলে গেছে মহানগরীর দিকে। ক্রমে আমরা বড় রাস্তায় পড়লাম। শ্রমিক এবং বন্দরকর্মীরা পথ চলতে শুরু করেছে। বাড়ির চাকরানিরা পর্দা নামিয়ে সিঁড়ি ঝাড়-পোছ আরম্ভ করে দিয়েছে। পার্কের কোণায় বড় বড় বাড়িতে কাজ-কর্ম শুরু হয়েছে। রুক্ষ চেহারার মানুষগুলি হাত-মুখ ধুয়ে দাড়িতে জামার আস্তিন ঘসতে ঘসতে বেরিয়ে আসছে। নানা ধরনের কুকুর চলা-ফেরা করছে আর আমাদের দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। কিন্তু আমাদের অনন্য টবি ডাইনে-বাঁয়ে কোন দিকে না তাকিয়ে মাটিতে নাক গুঁজে সোজা এগিয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে হঠাৎ ঘেউ-ঘেউ করে উঠছে, হয় তো তখন কোন তীব্র গন্ধ তার নাকে ঢুকেছে।

গ্রেথাম, ব্রিক্সটন, কাম্বারওয়েল পেরিয়ে ওভালের পূর্ব-দিকের ছোট রাস্তাগুলির ভিতর দিয়ে কেনিংটন লেনে পৌঁছলাম। যে লোকগুলিকে আমরা অনুসরণ করছিলাম তারা সম্ভবত আমাদের দৃষ্টি এড়াবার জন্যই একটা অদ্ভুত আঁকা-বাঁকা পথ ধরেছে। ছোট রাস্তা পেলেই তারা বড় রাস্তা থেকে সরে যাচ্ছে। কেনিংটন লেনে পৌঁছে তারা বন্ড স্ট্রীট ও মাইল্‌স্ স্ট্রীট ধরে বাঁ দিকে বাঁক নিল। শেষের রাস্তাটা যেখানে নাইটস্ প্লেসের দিকে মোড় নিচ্ছে সেখানে পৌঁছে টবি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর কি করবে বুঝতে না পারলে কুকুররা সাধারণত যা করে থাকে টবিও সেইভাবে এক কান খাড়া করে আর এক কান নামিয়ে দিয়ে এগোতে আর পিছোতে লাগল। তারপর এক জায়গাতেই ঘুরতে ঘুরতে মাঝে মাঝে সহানুভূতি প্রার্থনা করছে।

হোমস গর্জন করে উঠল, 'কুকুরটা এ রকম করছে কেন? তারা নিশ্চয়ই গাড়িতেও চাপে নি বা বেলুনেও উড়ে যায় নি।'

আমি বললাম, 'তারা হয় তো কিছুক্ষণ এখানে দাঁড়িয়েছিল।'

'ওঃ! তাই হবে। ঐ তো আবার চলতে শুরু করেছে', স্বস্তির সুরে আমার সঙ্গী বলল।

সত্যি সে আবার চলতে শুরু করল। আর এক-বার চারদিকটা শুঁকেই সে যেন হঠাৎ মনস্থির করে ফেলল এবং পুনরায় এমনভাবে ছুটতে আরম্ভ করল যেমনটি আগে করে নি। গন্ধটা বোধ হয় আগের থেকে তীব্রতর হয়েছে, কারণ এখন আর মাটিতে নাক না লাগিয়ে, দাঁড় ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতে চাইছে। হোমসের চোখের ঝিলিক দেখেই বুঝতে পারলাম, আমাদের যাত্রা যে সমাপ্তির মুখে এটা সে বুঝতে পেরেছে।

'নাইন এলমস্' ধরে ছুটতে ছুটতে 'হোয়াইট ঈগল' পান্থনিবাসের পাশ দিয়ে 'ব্রডেরিক অ্যান্ড নেলসন'-এর প্রকাণ্ড কাঠের গোলাটার কাছে পৌঁছে গেলাম। এইখানে এসে কুকুরটা অধীর উত্তেজনায় পাশের গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল। সেখানে তখন করাতীরা কাজ শুরু করে দিয়েছে। কুকুরটা ছুটতে লাগল, করাতের গুঁড়ো আর কাঠের টুকরোর ভিতর দিয়ে, একটা গলি ধরে, একটা পথ ঘুরে, দুটো কাঠের স্তূপের ভিতর দিয়ে। শেষে একটা জয়সূচক চীৎকার করে একলাফে হাত-ট্রলির উপর বসানো একটা মস্ত পিপের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। জিব বের করে চোখ মিটমিট করে টবি পিপেটার উপর বসে যেন প্রশংসা পাবার আশায় আমাদের দুজনের দিকে তাকিয়ে রইল। পিপের গায়ে লাগান লোহার পাতে এবং ট্রলির চাকায় একটা কালো তরল পদার্থ মাখানো ; চারদিকের বাতাস ক্রিয়োজোটের গন্ধে ভারী হয়ে উঠেছে।

শার্লক হোমস ও আমি ফাঁকা দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকালাম। আর তারপরেই দুজন একসঙ্গে হো-হো শব্দে অট্টহাসি হেসে উঠলাম।

৮ ঃ বেকার স্ট্রীটের বাউণ্ডুলে বাহিনী

'এখন কি করবে?' আমি প্রশ্ন করলাম। 'টবি যে অভ্রান্ত নয় তাতো বোঝা গেল।'

টবিকে পিপের উপর থেকে নামিয়ে দিয়ে কাঠের গোলার বাইরে আনতে আনতে হোমস বলল, 'ওর বুদ্ধি-মত ও কাজ করেছে। একটা দিনে লণ্ডন শহরে কত ক্রিয়ো-

www.boiRboi.net

ক্লোরোফর্ম গাড়িতে বোঝাই করা হয়, সেটা ভাবলে কিন্তু আমাদের আসল পথ কোথাও অন্য পথের সঙ্গে গুলিয়ে গিয়ে থাকলে তাতে বিস্ময়ের কি আছে! ক্লিয়োজোট আজকাল খুব বেশী ব্যবহার হয়, বিশেষ করে কাঠকে সিজন করতে। বেচারি টবির কোন দোষ নেই।'

'আবার তাহলে মূল গন্ধ ধরে এগোতে হবে।'

'হ্যাঁ। তবে সৌভাগ্যক্রমে বেশী দূর যেতে হবে না। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, নাইটস্ প্লেসের মোড়ে কুকুরটা যে গোলমালে পড়েছিল তার মানেই ওখান থেকে দুটো পথ দুদিকে চলে গেছে। আমরা ভুল পথ ধরেছিলাম। এবার অন্যটা ধরতে হবে।'

তাতে বিশেষ অসুবিধা হল না। যেখান থেকে তার ভুল শুরু হয়েছিল সেখানে নিয়ে যেতেই টবি একটা পাক ঘুরে নতুন দিক ধরে ছুটল।

আমি বললাম, 'ক্লিয়োজোটের পিপে যেখান থেকে এসেছিল সেখানে নিয়ে হাজির না করে।'

'সেকথাও ভেবেছিলাম। কিন্তু লক্ষ্য করে দেখ, ও ফুটপাত ধরে যাচ্ছে, অথচ পিপে নিশ্চয় এসেছিল রাস্তা ধরে। না, এবার আমরা সঠিক গন্ধ ধরেই চলেছি।'

বেলমণ্ট প্লেস এবং প্রিন্সেস স্ট্রীট ধরে সে নদীতীরের দিকে যেতে লাগল এবং ব্রড স্ট্রীটের শেষ প্রান্তে একেবারে জলের ধারে একটা কাঠের জাহাজঘাটায় গিয়ে পেঁছল। তার একেবারে কিনারায় আমাদের নিয়ে গিয়ে সামনের কালো জলস্রোতের দিকে তাকিয়ে সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল।

হোমস বলল, 'আমাদের কপাল খারাপ। এখানে এসে তারা একটা নৌকো নিয়েছে।'

নদীতে এবং জাহাজ-ঘাটার কিনারে কয়েকটা ছোট ছোট নৌকো ছিল। আমরা টবিকে নিয়ে একে একে তার প্রত্যেকটাতে চড়লাম, কিন্তু বেশ মন দিয়ে শুঁকলেও কোথাওই সে কোনরকম ইঙ্গিত করল না।

ঘাটের কাছে একটা ছোট ইঁটের বাড়ি ছিল। তার দ্বিতীয় জানালা দিয়ে একটা কাঠের প্ল্যাকার্ড বের করা রয়েছে। তাতে বড় বড় অক্ষরে লেখা 'মরডেকাই স্মিথ,' আর তার নিচে লেখা, 'দিনে বা রাতে নৌকো ভাড়া দেওয়া হয়।' দরজার উপরে আর একটা লেখা থেকে জানা গেল যে একটা স্টীমলঞ্চও আছে। জেটির উপরে কয়লার স্তূপ দেখেই তার সত্যতার প্রমাণ মিলল। শার্লক হোমস আস্তে আস্তে চারদিক দেখতে লাগল। তার মুখে একটা বিপদের ছায়া পড়ল।

বলল, 'অবস্থা সুবিধার নয়। যা ভেবেছিলাম ব্যাটারা তার চাইতে ধূর্ত। মনে হচ্ছে তারা সব চিহ্ন ঢেকে দিয়ে গেছে। আমার আশংকা হচ্ছে, আগে থেকেই এখানে সব ব্যবস্থা করা ছিল।'

বাড়িটার দরজার দিকে সে এগোচ্ছিল, এমন সময় দরজাটা খুলে গেল। মাথাভর্তি ঝাঁকড়া চুল একটা বছর ছয়েকের ছেলে দৌড়ে বেরিয়ে এল, আর তার পিছন পিছন এল একটি শক্ত-সমর্থ লাল-মুখ স্ত্রীলোক। হাতে মস্ত একখানা স্পঞ্জ।

সে চেঁচিয়ে বলল, 'জ্যাক, চলে আয়, এসে স্নান করে নে। চলে আয় বলছি ক্ষুদে শয়তান। তোর বাবা এসে যদি এ অবস্থায় দেখে তাহলে আমাকে দশকথা শুনিয়ে দেবে।'

হোমস বেশ কায়দা করে ডাকল, 'কি সুন্দর লক্ষ্মী ছেলে! টুকটুকে গোলাপি গাল! আরে জ্যাক, কি চাই তোমার?'

ছেলেটি একমুহূর্ত কি যেন ভাবল।

তারপর বলল, 'একটা শিলিং চাই।'

'তার বেশী কিছু চাও না?'

একটু ভেবে সে সবজান্তার মত জবাব দিল 'তাহলে দুই শিলিং চাই।'

'তাহলে এই নাও। ধরো!—খুব ভাল ছেলে, মিসেস স্মিথ!'

'যীশু আপনার মঙ্গল করুন স্যার। সত্যি ভাল ছেলে। তবে ভারি দুরন্ত। আমি সামলাতে পারি না, বিশেষ করে আমার মরদটা যখন একটানা দিনকয়েকের জন্য বাইরে চলে যায়।'

নিরাশ কণ্ঠে হোমস বলল, 'সে বাড়ি নেই? বড়ই দুঃখের কথা। আমি যে মিঃ স্মিথের সঙ্গে কথা বলতেই এসেছিলাম।'

'স্যার, গতকাল সকাল থেকে সে বাইরে আছে। সত্যি কথা বলতে কি, তার জন্য আমি খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছি। তবে স্যার, যদি আপনার নৌকোর দরকার হয়, সে ব্যবস্থা আমিই করে দিতে পারব।'

'আমি তার স্টীম-লঞ্চটা ভাড়া করতে চেয়েছিলাম।'

'কি বিপদ দেখুন তো স্যার, ঐ স্টীম-লঞ্চেই তো সে গেছে। তাইতো চিন্তায় পড়েছি, কারণ তাতে যে কয়লা আছে তাতে বড়জোর উলউইচ গিয়ে ফিরে আসা যায়। সে যদি বড় নৌকোটা নিয়ে যেত তাহলে তো চিন্তার কিছু ছিল না। কতবার তো কাজকর্মে সে গ্রেভসেন্ড পর্যন্ত চলে গেছে, বেশী কাজ পড়লে সেখানে থেকেও গেছে।

কিন্তু স্টীম-লঞ্চে যদি কয়লা না থাকে তাহলে সেটা কোন্ কাজে লাগবে?'

'নদীর ভাটিতে কোন জাহাজ-ঘাটা থেকে হয় তো সে কয়লা নিয়েছে।'

'স্যার, নিতে হয়তো পারে, কিন্তু তার রকম-সকম তো জানি। শুনেছি, অল্প কয়েক ব্যাগ কয়লার জন্য তারা যা দাম হাঁকে তাতে অনেক সময়ই সে পিছিয়ে যায়। তাছাড়া, ওই কাঠের পাওয়ালা লোকটাকে আমি দেখতে পারি না। যেমন কদাকার মুখ, তেমনি বড় বড় বাত। কেন যে সে সব সময় এখানে আসে?'

'কাষ্ঠপদ লোক?' হোমস সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ স্যার। একটা বাঁদর-মুখো লোক প্রায়ই আমার বুড়োর কাছে আসে। গত রাতে সেই তো এসে ওকে ডেকে তুলল। তাছাড়া, আমার মরদটাও জানত যে সে আসবে, কারণ সে ইতিমধ্যেই লঞ্চে কয়লা দিয়ে সব ঠিক করে রেখে-ছিল। আপনাকে সোজাসুজিই বলছি স্যার, এসব আমার কেমন ভাল ঠেকছে না।'

কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে হোমস বলল, 'দেখ মিসেস স্মিথ, শুধু শুধুই তুমি ভয় পাচ্ছ। তুমি কি করে বললে যে কাষ্ঠ-পদ লোকটাই রাতের বেলায় এসেছিল? আমি তো বুঝতে পারছি না তুমি এত নিশ্চিত হলে কেমন করে?'

'তার গলা স্যার। তার গলা আমি চিনি,—ভারী আর অস্পষ্ট। সে এসে জানালায় টোকা দিল।—তা রাত তখন প্রায় তিনটে হবে। বুড়ো আমার বড় ছেলে জিমকে ডেকে তুলে কিছু না বলেই চলে গেল। পাথরের উপর কাঠের পায়ের ঠক্‌ঠক্ শব্দও আমি শুনতে পেলাম।'

'কাষ্ঠপদ লোকটা কি একা ছিল?'

'তা ঠিক বলতে পারব না স্যার। আর কাউকে আমি দেখি নি।'

'খুবই দুঃখিত মিসেস স্মিথ, একটা স্টীম-লঞ্চেরই আমার দরকার ছিল। কিন্তু তুমি যা বললে সেই—ভাল কথা, সেটার নাম যেন কি?'

'অরোরা স্যার।'

'ওঃ! পুরনো সবুজ লঞ্চটা—একটা হলুদ টান, পিছনের দিকটা খুব চওড়া?'

'না তো! এ নদীতে ওরকম ছিমছাম ছোট লঞ্চ আর দ্বিতীয়টি নেই। নতুন রং করা হয়েছে—কালোর উপরে দুটো লাল টান।'

'ধন্যবাদ। আশা করি শীঘ্রই মিঃ স্মিথের খবর পাবে। আমি নদীর ভাটিতেই যাচ্ছি। যদি 'অরোরা'-র দেখা পাই, তোমার দুশ্চিন্তার কথা তাকে বলব। তুমি তো বললে কালো চোঙ?'

'না স্যার, কালো চোঙে সাদা পট্টি।'

'ঠিক আছে। দুই পাশ কালো। নমস্কার মিসেস স্মিথ। ওয়াটসন, ঐ একজন মাঝি আর তার ডিঙি রয়েছে। ঐটে নিয়ে আমরা নদী পার হব।'

ডিঙিতে বসে হোমস বলল, 'এ ধরনের লোককে কখনও বুঝতে দিতে নেই যে তাদের দেওয়া খবর আমাদের কোন কাজে লাগতে পারে। যদি একবার সেটা বুঝতে পারে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে শামুকের মত মুখ লুকিয়ে ফেলবে। তুমি যদি না শোনার ভান করো তবেই আসল কথাটি পাবে।'

আমি বললাম, 'আমাদের পথ তো এখন খুব পরিষ্কার!'

'তুমি কি করতে চাও?'

'একটা লঞ্চ ভাড়া করে 'অরোরা'-র খোঁজে ভাটির দিকে যাব।'

'দেখ বন্ধু, সে তো বড় কঠিন কাজ। এখান থেকে গ্রীণউইচ পর্যন্ত নদীর দুই তীরের যেকোন জাহাজ-ঘাটায় সে থামতে পারে। সেতুর নীচে মাইলের পর মাইল অসংখ্য ঘাটের এক গোলক ধাঁধা। তুমি নিজে চেষ্টা করলে সব ঘাটে খোঁজ করতে যে দিনের পর দিন কেটে যাবে।'

'তাহলে পুলিশ লাগাও।'

'না। শেষ মুহূর্তে হয় তো এথেলনি জোন্সকে ডাকতে হবে। লোকটি মন্দ নয়, আর এমন কিছুই আমি করতে চাই না যাতে তার চাকরির কোন ক্ষতি হতে পারে। তবে আমার ইচ্ছা, এতদূর যখন এগিয়েছি এ সমস্যার সমাধান আমি নিজেই করব।'

'তবে কি জাহাজঘাটার লোকদের কাছে খবর চেয়ে কাগজে বিজ্ঞাপন দেবে?'

'খারাপ! তাতে খুব খারাপ হবে। লোকগুলো বুঝতে পারবে যে আমরা পিছু নিয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে তারা দেশ ছেড়ে পালাবে। দেশ ছেড়ে তারা হয় তো যাবেই, কিন্তু যতদিন বুঝবে তারা নিরাপদ ততদিন তাড়াহুড়ো করবে না। জোন্সের উৎসাহই আমাদের কাজে লাগবে। কারণ এ কেস সম্পর্কে তার যা ধারণা সেটা খবরের কাগজে প্রকাশিত হবে। ফলে পলাতকরা মনে করবে যে সকলেই ভুল পথে চলেছে।'

মিলব্যাংক সংশোধনাগারের কাছে ডিঙি থেকে নেমে আমি প্রশ্ন করলাম, 'তাহলে এখন আমরা কি করব?'

'আপাতত এই গাড়িটা ভাড়া করব, বাড়ি ফিরব, প্রাত-

রাশ খাব এবং এক ঘণ্টা ঘুমোব। এটা প্রায় ঠিক যে আজ রাতেই আবার পা বাড়াতে হবে। গাড়োয়ান, টেলিগ্রাফ অফিসের সামনে একটু থামাও। টবিকে সঙ্গে রাখতে হবে, কারণ এখনও তাকে দিয়ে আমাদের কাজ আছে।'

গ্রেট পিটার স্ট্রীট ডাকঘরে গাড়ি থামিয়ে হোমস একটা তার পাঠাল। আবার চলতে শুরু করে সে বলল, 'কাকে তার করলাম বল তো?'

'আমি কিচ্ছু জানি না।'

'জেফারসন হোপ কেসে গোয়েন্দা পুলিশ বাহিনীর যে বেকার স্ট্রীট ডিভিশনকে কাজে লাগিয়েছিলাম তাদের কথা মনে আছে?'

'আচ্ছা!' আমি হাসতে হাসতে বললাম।

'এ কেসেও তারা অমূল্য কাজ করবে। যদি তারা না পারে, তখন অন্য ব্যবস্থা করব, কিন্তু প্রথমে তাদেরই কাজে লাগাব। তারটা করলাম আমার সেই নোংরা ক্ষুদে লেফ্‌-টেন্যান্ট উইগিন্সকে। আশা করি, আমাদের প্রাতরাশ শেষ হবার আগেই তারা সদলবলে হাজির হবে।'

এখন সময় আটটা থেকে ন'টার মধ্যে। সারা রাতের উপর্যুপরি উত্তেজনার প্রবল প্রতিক্রিয়া অনুভব করছিলাম। আমার মন কুয়াসাচ্ছন্ন, দেহ পরিশ্রান্ত। হাঁটছি শ্রান্তভাবে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। যে জীবিকাগত উৎসাহ আমার সঙ্গীকে ঠেলে নিয়ে চলেছে, সেটা তো আমার নেই। সমস্ত ব্যাপারটাকে নিস্পৃহভাবে বুদ্ধিগত সমস্যা হিসাবে দেখতেও আমি পারি না। বার্থোলোমিউ শোলটোর মৃত্যুর ব্যাপারেও যেহেতু তার সম্পর্কে ভাল কিছুই শুনি নি সেজন্য তার হত্যাকারীদের প্রতি কোন তীব্র ঘৃণাও অনুভব করছি না। অবশ্য রত্ন-ভাণ্ডারের কথা আলাদা। সেটা বা তার একটা অংশ ন্যায়ত মিস মরস্টানের প্রাপ্য। সেটা পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা যতক্ষণ আছে ততক্ষণ প্রাণপণে কাজ করতে আমি প্রস্তুত। এ কথা ঠিক, রত্ন-ভাণ্ডার যদি পাই তাহলে সে হয়তো চিরতরে আমার নাগালের বাইরে চলে যাবে। তথাপি যে ভালবাসা ঐ রকম চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত সে তো ক্ষুদ্র স্বার্থপর ভালবাসা। হোমস যদি অপরাধীদের খুঁজতে পরিশ্রম করতে পারে, তাহলে রত্ন-ভাণ্ডারের সন্ধানে উৎসাহিত হবার পক্ষে আমার তো দশগুণ বেশী শক্তিশালী যুক্তি রয়েছে।

বেকার স্ট্রীটে পেঁৗছে স্নানাদি করে বেশ তাজা হয়ে উঠলাম। ঘরে ঢুকে দেখি প্রাতরাশ সাজানো রয়েছে, আর হোমস কফি ঢালছে।

একখানা খোলা সংবাদপত্র দেখিয়ে হাসতে হাসতে সে বলল, 'এই দেখ। উৎসাহী জোন্স আর সর্বত্রগামী রিপোর্টার-সবটাই নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছে। কিন্তু ওসব তো অনেক হয়েছে। আপাতত আগে মাংস আর ডিম খেয়ে নাও।'

তার কাছ থেকে কাগজটা নিয়ে সংক্ষিপ্ত সমাচারটি পড়লাম। তাতে 'হেডিং' দেওয়া হয়েছে 'আপার নরউডের রহস্যময় ব্যাপার।'

গতকাল রাত প্রায় বারোটার সময় ['স্ট্যান্ডার্ড' পত্রিকার মতে] আপার নরউডের পণ্ডিচেরি লজের মিঃ বার্থলোমিউ শোলটোকে এমন অবস্থায় তার ঘরে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে যাহাতে মনে হয় ইহার পশ্চাতে কোন ষড়যন্ত্র আছে। আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি, মিঃ শোলটোর দেহে কোনপ্রকার আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায় নাই, কিন্তু মৃত ভদ্রমহোদয় তাহার পিতার উত্তরাধিকারসূত্রে ভারতীয় মণি-মুক্তার যে মূল্যবান সংগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন সে সমস্তই অপহৃত হইয়াছে। মৃতের ভাই মিঃ থ্যাডডিউস শোলটোর সঙ্গে সেই বাড়িতে উপস্থিত হইয়া মিঃ শার্লক হোমস এবং ডাঃ ওয়াটসনই প্রথম ব্যাপারটা আবিষ্কার করেন। সৌভাগ্যবশত গোয়েন্দা পুলিশ বাহিনীর সুপরিচিত সদস্য মিঃ এথেলনি জোন্স ঐ সময় নরউড থানায় ছিলেন এবং প্রথম সংবাদ পাইবার আধ ঘণ্টার মধ্যেই অকুস্থলে উপনীত হন। সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সুনিয়ন্ত্রিত ও অভিজ্ঞ শক্তিকে অপরাধী আবিষ্কারে নিয়োজিত করা হয় এবং তাহার ফলে পরিচারিকা মিসেস বার্ণস্টোন, লাল রাও নামক ভারতীয় খানসামা এবং ম্যাকমুর্ডো নামক দারোয়ানসহ মৃতের ভ্রাতা থ্যাডডিউস শোলটোকে ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। একথা সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে চোর বা চোরেরা ঐ বাড়ির সঙ্গে খুব ভালভাবেই পরিচিত, কারণ মিঃ জোন্স তাহার বিশেষ জ্ঞান ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তির সাহায্যে চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করিয়াছেন যে দুষ্কৃতকারীরা দরজা বা জানালাপথে ঘরে ঢুকিতে পারে নাই, ঢুকিয়াছে বাড়ির ছাদের পথে একটি ঘরের গুপ্ত দরজার ভিতর দিয়া, কারণ যে ঘরে মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে তাহার সঙ্গে ঐ ঘরের যোগ রহিয়াছে। সুস্পষ্টভাবে আবিষ্কৃত এই ঘটনা চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করিয়াছে যে, ইহা কোন মামুলি চুরি নয়। এই সব ক্ষেত্রে একটিমাত্র উদ্যমশীল শক্তিমান মনের উপস্থিতির যে কত সুবিধা তাহা আইনের রক্ষক এই অফিসারদের তৎপর ও উৎসাহী কর্মধারা হইতেই বোঝা যায়। একথা না ভাবিয়া আমরা পারি না যে, যাহারা আমাদের গোয়েন্দাদের

কেন্দ্রীকরণ চাহেন এবং যে সকল অপরাধের তদন্ত করাই তাহাদের কর্তব্য গোয়েন্দারা যাহাতে তাহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর ও অধিকতর কার্যকরী সংস্পর্শে আসিতে পারেন এরূপ ব্যবস্থাও চাহেন, এই ঘটনা তাহাদের স্বপক্ষে একটি যুক্তি-স্বরূপ।

কফির পেয়ালা হাতে হাসতে হাসতে হোমস বলল, 'বেড়ে লিখেছে, কি বল? তোমার কি মনে হয়?'

'আমার তো মনে হয় যে অল্পের জন্য আমরা গ্রেপ্তারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছি।'

'আমিও তাই মনে করি। পুনরায় যদি তিনি তার উৎসাহের আঘাত হানেন, তাহলে আর আমাদের রক্ষা নেই।'

ঠিক সেই সময় ঘণ্টাটা জোরে বেজে উঠল। শুনতে পেলাম, আমাদের গৃহকর্ত্রী মিসেস হাডসন প্রবল আপত্তি ও হতাশার সঙ্গে আর্তনাদ করছে।

উঠতে উঠতে আমি বললাম, 'ব্যাপার কি হোমস? মনে হচ্ছে ওরা আমাদের ধাওয়া করতেই আসছে।'

'না, না, অতটা নয়। ওটা হচ্ছে বেসরকারী বাহিনী—বেকার স্ট্রীটের বাউণ্ডুলে দল।'

কথার সঙ্গে সঙ্গেই সিঁড়িতে অনেকগুলি খালি পায়ের দ্রুত শব্দ ও উঁচু গলার কচকচি শোনা গেল এবং ডজন-খানেক নোংরা, কুৎসিত ছোট ছোট রাস্তার মস্তান সবেগে ঘরে ঢুকল। সরব প্রবেশ সত্ত্বেও তাদের মধ্যে একটা শৃংখলাবোধ দেখা গেল, কারণ ঢুকেই তারা সার বেঁধে কিসের যেন প্রত্যাশায় আমাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ল। তাদের মধ্যে যে ছেলেটা একটু বেশী লম্বা ও বয়সে বড় সে বেশ ভারিক্কিচালে সামনে এসে দাঁড়াল। সেই কুখ্যাত ক্ষুদে কাকাতাড়ুয়াকে দেখে আমার কেমন হাসি পেয়ে গেল।

সে বলল, 'স্যার, আপনার তার পেয়েই ঝটপট ওদের নিয়ে এসেছি।'

কিছু রৌপ্যমুদ্রা বের করে হোমস বলল, 'ঠিক আছে। দেখ উইগিন্স, ভবিষ্যতে যে কোন খবর ওরা তোমাকে জানাবে আর তুমি জানাবে আমাকে। এইভাবে তোমরা সব্বাই বাড়িতে চড়াও হলে তো চলবে না। যাহোক, আমার নির্দেশগুলি তোমাদের সকলেরই শোনা ভাল। 'অরোরা' নামের একটা স্টীমলঞ্চের গতিবিধি আমি জানতে চাই। মালিক মরডেকাই স্মিথ, কালোর উপরে দুটো লাল টান, আর চোঙটাতে কালোর উপর সাদা পট্টি; নদীর ভাটিতে কোন জায়গায় সেটা আছে। তোমাদের একজন থাকবে মিলব্যাংকের বিপরীত দিকে মরডেকাই স্মিথের ঘাটে। তার কাজ হবে লঞ্চটা ফিরে এলেই খবর দেওয়া। নদীর দুই তীর বরাবর বাকি সব্বাই ছড়িয়ে থাকবে। খোঁজ পাওয়া মাত্রই আমাকে জানাবে। বুঝেছ?'

উইগিন্স বলল, 'হ্যাঁ গভর্নর।'

'পুরনো হারেই মজুরি পাবে। যে ছেলে লঞ্চের খোঁজ পাবে তার এক গিনি। এই নাও একদিনের মজুরি আগাম। এবার কেটে পড়।'

সে প্রত্যেককে এক শিলিং করে দিল। পরক্ষণেই তারা হৈ-চৈ করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। একমুহূর্ত পরেই দেখলাম, তারা রাস্তা দিয়ে ছুটে চলেছে।

টেবিল থেকে উঠে হোমস পাইপটা ধরাল। তারপর বলল, 'লঞ্চটা যদি জলের উপরে থাকে, ওরা নিশ্চয় খোঁজ পাবে। ওরা সব জায়গায় যেতে পারে, সবকিছু দেখতে পারে, সকলের কথা শুনতে পারে। আশা করছি সন্ধ্যার আগেই শুনব ওরা লঞ্চের খবর পেয়েছে। ততক্ষণ অপেক্ষা করে বসে থাকা ছাড়া আমাদের আর কোন কাজ নেই। যে পথের রেখা কেটে গেছে, 'অরোরা' বা মিঃ মরডেকাই স্মিথকে না পাওয়া পর্যন্ত তার খোঁজ মিলবে না।'

'তুমি কি শুতে যাচ্ছ হোমস?'

'না; আমি ক্লান্ত নই। আমার দেহ-যন্ত্রটা একটু অদ্ভুত রকমের। কাজ করে কখনও ক্লান্তি অনুভব করেছি বলে আমার মনে পড়ে না যদিও আলস্য আমাকে পুরোপুরি কাহিল করে ফেলে। আমি এখন ধূমপান করব আর সুন্দরী মক্কেল যে বিচিত্র কাজের ভার আমাদের দিয়েছে সেটা নিয়ে ভাবব। মানুষ যদি কখনও কোন কাজ করে থাকে তবে সেটা আমাদের এই কাজ। কাষ্ঠপদ মানুষ হামেশা দেখা যায় না, কিন্তু অপর লোকটি তো মনে হয় খুবই অসাধারণ।'

'আবার সেই অপর লোকটি!'

'তাকে নিয়ে তোমার কাছে কোন রহস্য সৃষ্টি করতে চাই না। কিন্তু তুমিও নিশ্চয় একটা ধারণা করেছ। এবার তথ্যগুলি বিবেচনা করে দেখ। ক্ষুদে পায়ের ছাপ, জুতোর জন্য আঙুলগুলো জুড়ে যায় নি, খালি পা পাথর-লাগানো কাঠের দণ্ড, অসীম কর্মক্ষমতা, ছোট ছোট বিষাক্ত তীর। এসব থেকে তোমার কি মনে হয়?'

আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'কোন অসভ্য মানুষ! হয় তো যোনাথান স্মলের ভারতীয় সহযোগীদের একজন।'

'মোটেই না,' সে বলল। 'বিচিত্র সব অস্ত্রশস্ত্র দেখে প্রথমে আমিও তাই ভেবেছিলাম; কিন্তু পায়ের ছাপের অদ্ভুত আকার দেখে আমি মত পরিবর্তন করি। ভারতীয় উপদ্বীপের কিছু অধিবাসী ক্ষুদ্রকায় বটে, কিন্তু কারও

www.boiRboi.net

পায়ের চিহ্নই ওরকম হতে পারে না। হিন্দুদের পা লম্বা এবং পাতলা। স্যান্ডেলের চামড়াটা বুড়ো আঙুলে ও অন্য আঙুলের মাঝখানে থাকে বলে স্যান্ডেল-পরা মুসলমানদের পায়ের বুড়ো আঙুল অন্য আঙুল থেকে আলাদা থাকে। এই ছোট তীরগুলিও মাত্র একভাবেই ছোঁড়া যায় বক্র নালের সাহায্যে। এর মধ্যে অসভ্য মানুষ আসে কোত্থেকে।'

'দক্ষিণ আমেরিকার লোক', আমি আন্দাজে বলে উঠলাম।

সে হাত বাড়িয়ে তাক থেকে একটা মোটা বই নামাল।

'বর্তমানে প্রকাশমান গেজেটিয়ারের এখানি প্রথম খণ্ড। এবিষয়ে এটি সর্বশেষ নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। এখানে কি লেখা আছে? 'আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, সুমাত্রার ৩৪০ মাইল উত্তরে বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত।' হুম! হুম। আর কি আছে? আর্দ্র আবহাওয়া, প্রবালের পাহাড়, হাঙর, পোর্টব্লেয়ার, কয়েদি-ব্যারাক, রাটল্যান্ড দ্বীপ, তুলোর গাছ—আঃ! এই তো পেয়েছি। 'কিছু নরবিজ্ঞানী' আফ্রিকার 'বুশম্যান' আমেরিকার 'নিগার ইন্ডিয়ান' এবং 'টেরা ডেল ফুজিয়ান'-দের দাবীকেই বড় বলিয়া মনে করিলেও সম্ভবত আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের আদিম অধিবাসীরাই পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম জাতির গৌরব দাবী করিতে পারে। তাহাদের গড় উচ্চতা চার ফুটের নিচে, যদিও এমন অনেক প্রাপ্ত-বয়স্ক লোক আছে যাহারা আরও অনেক ক্ষুদ্রকায়। তাহারা হিংস্র, বিষণ্ণ, অবাধ্য, যদিও একবার তাহাদের বিশ্বাস অর্জন করিতে পারিলে তাহারা অত্যন্ত বিশ্বস্ত বন্ধু হইয়া উঠে।' এ কথাগুলি লক্ষ্য কর ওয়াটসন। আচ্ছা, এবার শোন। 'তাহারা দেখিতে বীভৎস,—প্রকাণ্ড মাথা, ক্ষুদে হিংস্র চোখ, বিকৃত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। তাহাদের পা এবং হাত অত্যন্ত ছোট। তাহারা এতদূর অবাধ্য আর হিংস্র যে তাহাদিগকে সামান্য মাত্র দলে আনিবার যত চেষ্টা বৃটিশ কর্তৃপক্ষ করিয়াছেন সবই ব্যর্থ হইয়াছে। জলমগ্ন জাহাজের যাত্রীদের কাছে তাহারা জীবন্ত বিভীষিকা। প্রস্তর-শীর্ষ দণ্ড দিয়া তাহারা যাত্রীদের মস্তক বিদীর্ণ করে, বিষাক্ত তীর নিক্ষেপ করিয়া বিদ্ধ করে। নরমাংস ভোজনের অনুষ্ঠানেই এই সব হত্যাকাণ্ডের পরিসমাপ্তি ঘটে।' ওয়াটসন! কী সুন্দর অমায়িক ভদ্রলোকরা। এই লোকটি যদি তার নিজের ইচ্ছামত পথে চলত তাহলে এ ব্যাপারের পরিণতি আরও অনেক বেশী বীভৎস হতে পারত। আমার তো মনে হয় পারতপক্ষে যোনাথান স্মল এরূপ একটি লোককে নিয়োগ করত না।'

'কিন্তু এরকম একটি অসাধারণ সঙ্গী সে পেল কোথায়?'

'সেকথা আমি বলতে পারব না। তবে যেহেতু আমরা মেনে নিয়েছি যে স্মল আন্দামান থেকেই এসেছে, তখন এই দ্বীপবাসী যে তার সঙ্গেই থাকবে তাতে আর আশ্চর্যের কি আছে। যথাসময়ে সবই আমরা জানতে পারব। দেখ ওয়াটসন, দেখে মনে হচ্ছে তুমি আর পারছ না। ওই সোফাটায় শুয়ে পড়। দেখি তোমাকে ঘুম পাড়াতে পারি কি না।'

সে কোণ থেকে বেহালাটা হাতে নিল। আমি সটান শুয়ে পড়তেই সে একটি মৃদু স্বপ্নময় সুরেলা গৎ বাজাতে লাগল। সে গৎ যে তার নিজের সৃষ্টি সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কারণ নতুন নতুন গৎ সৃষ্টির অদ্ভুত ক্ষমতার অধিকারী সে। তাঁর ক্ষীণ বাহু, একাগ্র মুখ আর ছড়ের ওঠা-নামার ছবি এখনও অস্পষ্টভাবে আমার মনে পড়ে। তারপর আমি যেন শান্ত স্বর—সমুদ্রের বুকে পরম শান্তিতে ভাসতে ভাসতে এক স্বপ্নের রাজ্যে উপনীত হলাম। দেখলাম, মিস মরস্টানের মধুর মুখখানি আমার মুখপানে চেয়ে আছে।

৯ : ঘটনার মোড় ঘুরল

যখন ঘুম ভাঙল তখন বিকেল হয়ে গিয়েছে। শরীরে বল ফিরে এসেছে। বেশ ঝরঝরে লাগছে। শার্লক হোমস সেই একইভাবে বসে আছে, শুধু বেহালা রেখে দিয়ে গভীর মনোযোগসহকারে একখানি বই পড়ছে। আমি উঠতেই সে মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকাল। তার মুখ যে তখন কালো এবং গম্ভীর সেটা আমার দৃষ্টি এড়াল না।

সে বলল, 'তুমি বেশ ভালই ঘুমিয়েছ। ভয় হয়েছিল আমাদের কথাবার্তায় তুমি না জেগে ওঠ।'

বললাম, 'কিছুই আমার কানে যায় নি। তাহলে কি নতুন খবর কিছু পেয়েছ?'

'দুঃখের সঙ্গে বলছি, না। স্বীকার করছি, আমি খুব বিস্মিত ও হতাশ হয়েছি। এতক্ষণে কিছু সঠিক খবর আমি আশা করেছিলাম। এইমাত্র উইগিন্স খবর দিয়ে গেল। লণ্ডের কোন চিহ্নই নেই। কাজেই বড় বাধা পড়েছে। এখন যে প্রতিটি ঘণ্টাই মূল্যবান।'

'আমি কিছু করতে পারি কি? আমি এখন বেশ তাজা হয়ে উঠেছি। আরেকটা নৈশ অভিযানের জন্য আমি তৈরী।'

'না; আমাদের কিছুই করবার নেই। অপেক্ষাই করতে হবে। আমরা চলে গেলে সেই ফাঁকে কোন খবর যদি আসে, অকারণে দেরী হবে। তোমার যা ইচ্ছে করতে পার, আমাকে

এখানেই থাকতে হবে।'

'আমি তাহলে কাম্বারওয়েলে গিয়ে মিসেস সেসিল ফরেস্টারের সঙ্গে দেখা করে আসি। গতকালই তিনি আমাকে যেতে বলেছিলেন।'

দুই চোখে স্মিত হাসি ফুটিয়ে হোমস বলল, 'মিসেস সেসিল ফরেস্টারের সঙ্গে বুঝি?'

'তা—মানে—মিস মরস্টানের সঙ্গেও। ঘটনার বিবরণ জানতে তারাও উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে।'

হোমস বলল, 'আমি কিন্তু তাদের কাছে সব কথা বলতাম না। স্ত্রীলোকদের কখনও পুরো বিশ্বাস করতে নেই—সেরা স্ত্রীলোককেও না।'

তার এই মারাত্মক মনোভাবের প্রতিবাদ আমি করলাম না।

বললাম, 'দু' এক ঘণ্টার মধ্যেই আমি ফিরে আসব।

'ভাল কথা! তোমার ভাগ্য প্রসন্ন হোক! কিন্তু আমি বলি কি তুমি যখন নদী পার হবেই তখন টবিকেও ফিরিয়ে নিয়ে এস, কারণ ওটা এখন আর আমাদের কোন কাজে লাগবে বলে তো মনে হয় না।'

কুকুরটাকে সঙ্গে নিয়ে পিনচিনের বুড়োর কাছে তাকে ফিরিয়ে দিলাম। সঙ্গে একটা আধ-গিনিও দিলাম। কাম্বারওয়েলে মিস মরস্টানের সঙ্গে দেখা হল। নৈশ অভিযানের ফলে তাকে একটু শ্রান্ত দেখাচ্ছে। কিন্তু খবর জানতে সে খুবই আগ্রহী। মিসেস ফরেস্টারেরও খুবই কৌতূহল। দুঃখজনক ঘটনার ভয়ংকর অংশগুলি বাদ দিয়ে সবই তাদের বললাম। যেমন, মিঃ শোলটোর মৃত্যুর কথা বললাম, কিন্তু তার সঠিক বিবরণ আর পদ্ধতির উল্লেখমাত্র করলাম না। সব বাদ দিয়েও যা বললাম তাদের চকিত ও বিস্মিত করার পক্ষে তাই যথেষ্ট।

মিসেস ফরেস্টার বলে উঠল 'এ যে এক রূপকথা! একটি বঞ্চিত মহিলা, পাঁচ লক্ষের রত্ন-ভাণ্ডার, একটি কৃষ্ণকায় নরমাংসাশী, আর এক কাষ্ঠপদ দুর্বৃত্ত। শুধু রূপকথার ড্রাগন বা রাজার বদলে এসেছে এরা।'

আমার দিকে উজ্জ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে মিস মরস্টান বলল, 'আর তাকে উদ্ধার করতে এসেছে দুই রাজপুত্র।'

'সত্যি মেরি, এই অনুসন্ধানের উপরেই তোমার সৌভাগ্য নির্ভর করছে। তোমাকে দেখে তো খুব বিচলিত মনে হচ্ছে না। ভাব তো, ধনবতী হওয়ার মানে কি, পৃথিবীটাকে তোমার পায়ের তলায় পাওয়ার মানে কি।'

এত বড় সম্ভাবনার কথা শুনেও তার চোখে-মুখে কোন উল্লাসের চিহ্ন ফুটে উঠল না দেখে আমার বুকের মধ্যে আনন্দের একটা শিহরণ খেলে গেল। বরঞ্চ তার উন্নত মাথাটাকে সে এমনভাবে নাড়ল যাতে মনে হয় যে এসবে তার বিশেষ কিছু যায় আসে না।

সে বলল, 'মিঃ থ্যাডিউস শোলটোর জন্যই আমি উদ্বেগ বোধ করছি। আর সবই তুচ্ছ ব্যাপার। আমি তো মনে করি, তিনি আগাগোড়াই খুব সদয় ও সম্মানজনক আচরণ করেছেন। এই ভয়ংকর ভিত্তিহীন অভিযোগ হতে তাকে মুক্ত করাই আমাদের কর্তব্য।'

সন্ধ্যার সময় কাম্বারওয়েল থেকে রওনা হয়ে যখন বাসায় পেঁছলাম তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। আমার সঙ্গীর বই ও পাইপটা চেয়ারের পাশে পড়ে আছে, কিন্তু সে নেই। একটি চিঠির আশায় এদিক-ওদিক খুঁজলাম। তাও নেই।

মিসেস হাডসন ঘরের পর্দা নামিয়ে দিতে ঘরে ঢুকলে তাকে বললাম, 'মিঃ শার্লক হোমস কি বাইরে গেছে?'

'না স্যার। তিনি তার ঘরে গেছেন স্যার,' গলার স্বর নামিয়ে ফিস ফিস করে সে বলল। 'আপনি কি জানেন স্যার, তার শরীরের জন্য আমার ভয় হচ্ছে?'

'কেন?'

'দেখুন, তিনি যেন কেমন অদ্ভুত হয়ে উঠেছেন। আপনি চলে যাবার পর তিনি হাঁটছেন তো হাঁটছেনই, ঘরের এদিক থেকে ওদিক, ওদিক থেকে এদিক। তার পায়ের শব্দ শুনতে শুনতে আমি বিরক্ত হয়ে উঠলাম। তারপর শুনতে পেলাম, তিনি আপন মনে বিড়বিড় করে কি যেন বলছেন, আর যতবার বেল বাজছে সিঁড়ির মুখে গিয়ে বলছেন, 'দেখুন তো কে এল, মিসেস হাডসন?' তারপর সোজা চলে গেলেন নিজের ঘরে। কিন্তু আমি শুনতে পাচ্ছি সেইভাবেই একটানা হেঁটে চলেছেন। আশা করি তার শরীর খারাপ হয় নি। মাথা ঠাণ্ডা করবার ওষুধের কথা বলতে গিয়েছিলাম, কিন্তু স্যার, তিনি এমনভাবে আমার দিকে তাকালেন যে সে আর কি বলব। তখনই ঘর ছেড়ে চলে এলাম।'

আমি বললাম, 'মিসেস হাডসন, আমার তো মনে হয় না আপনার উদ্বিগ্ন হবার কোন কারণ আছে। এর আগেও তাকে এরকম অবস্থায় আমি দেখেছি। তার মনের মধ্যে এমন একটা কিছু ঢুকেছে যার ফলে সে এমন উতলা হয়ে পড়েছে।'

আমাদের গৃহকর্ত্রীকে হাল্কাভাবে কথাগুলি বললাম, কিন্তু সারা রাত যখন মাঝে মাঝেই তার একঘেয়ে পায়ের শব্দ কানে এল এবং বুঝতে পারলাম তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এই অনিচ্ছাকৃত অকর্মন্যতায় কতখানি বিক্ষুব্ধ হয়ে

www.boiRboi.net

উঠেছে, তখন আমি নিজেও খুব অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে লাগলাম।

প্রাতরাশের সময় তাকে খুব ক্লান্ত ও হতশ্রী দেখাচ্ছিল। তার দুই গালে কেমন একটা জ্বর-জ্বর ভাব ফুটে উঠেছে।

বললাম, 'বুড়োর মত সারা রাত জেগে মনে হচ্ছে। রাতভোর তোমার পদশব্দ শুনেছি।'

সে বলল, 'কিছুতেই ঘুমোতে পারছিলাম না। এই নারকীয় সমস্যা আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। সব বাধা পার হয়ে একটা ছোট বাধায় আটকে যাওয়া কিছুতেই সহ্য হয় না। মানুষগুলো, লণ্ঠ, সব কিছু জানি, অথচ কোনও খবর পাচ্ছি না। অন্য কর্মীদেরও কাজে নামিয়েছি। আমার সাধ্যমত সবরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। নদীর দুই তীর আগাগোড়া সন্ধান করা হয়েছে, কিন্তু কোন খবর নেই। মিসেস স্মিথও স্বামীর খবর পায় নি। অনুমান করতে হবে যে, লণ্ঠটাকে তারা ডুবিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সেপথেও তো বাধা আছে।'

'অথবা মিসেস স্মিথ আমাদের ভুল পথে পাঠিয়েছে।'

'না। সে সম্ভাবনা বাতিল করা যেতে পারে। খোঁজ নিয়ে জেনেছি ওইরকম একটা লণ্ঠ সত্যি আছে।'

'সেটা নদীর উজানে যায় নি তো?'

'সে সম্ভাবনার কথাও ভেবেছি। একদল উজানের দিকে রিচমণ্ড পর্যন্ত খোঁজ করবে। আজ যদি কোন খবর না আসে, কাল আমি নিজে যাব। লণ্ঠের খোঁজে না হোক, লোকগুলোর খোঁজে। কিন্তু নিশ্চয়, নিশ্চয় কোন খবর পাব।'

কিন্তু পেলাম না। উইগিন্সের কাছ থেকে বা অন্য কোন সূত্র থেকে একটা কথাও এল না। নরউড দুর্ঘটনা সম্পর্কে খবরের কাগজে অনেক প্রবন্ধ বের হল। সেগুলি সবই হতভাগ্য থ্যাডডিউস শোলটোর প্রতি বিরূপ মন্তব্য। পরদিন এবিষয়ে একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত হবে, একথা ছাড়া আর কোন নতুন তথ্য সেসব প্রবন্ধে পাওয়া গেল না। সন্ধ্যার সময় হাঁটতে হাঁটতে কম্বারওয়েল গিয়ে দুই মহিলাকে আমাদের বিফলতার বিবরণ দিলাম। ফিরে এসে দেখলাম, হোমস খুবই নিরুৎসাহ ও বিষণ্ণ। আমার প্রশ্নের কোন জবাবই দিল না। সারা সন্ধ্যা বকযন্ত্র গরম করে আর বাষ্পের ক্ষরণ করে এমন একটা জটিল রাসায়নিক বিশ্লেষণে মেতে রইল এবং তার ফলে শেষ পর্যন্ত এমন একটা গন্ধ বের হতে লাগল যে আমি ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেলাম। শেষ রাতের দিকেও টেস্ট-টিউবের টুং-টাং শব্দ শুনে বুঝতে পারলাম যে তার দুর্গন্ধময় পরীক্ষার কাজ তখনও চলেছে।

খুব ভোরে চমকে জেগে উঠে সবিস্ময়ে দেখলাম, সে আমার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। পরনে একটা সাধারণ নাবিকের পোশাক, গলায় একখানা লাল স্কার্ফ জড়ানো।

সে বলল, 'ওয়াটসন, আমি নদীর ভাঁটিতে চললাম। মনে মনে অনেক ভেবে-চিন্তে একটিমাত্র পথই দেখতে পেয়েছি। সেটাকে পরীক্ষা করে দেখতেই হবে।'

'তাহলে আমিও নিশ্চয় তোমার সঙ্গে যাব,' আমি বললাম।

'না ; তুমি আমার প্রতিনিধি হয়ে এখানে থাকলেই আমার বেশী উপকার হবে। আমার যাবার ইচ্ছা ছিল না, কারণ কাল রাতে উইগিন্স নিরাশ করলেও আজ সারা দিনের মধ্যে কোন খবর অবশ্য আসবে। সব চিঠি আর টেলিগ্রাম তুমি খুলে পড়বে এবং কোন খবর এলে তোমার বিবেচনা মত কাজ করবে। তোমার উপর নির্ভর করতে পারি কি?'

'নিশ্চয়।'

'আমি যে কখন কোথায় থাকব তা তোমাকে বলতে পারছি না। কাজেই তুমি আমাকে তার করতে পারবে না। কপাল ভাল হলে হয় তো অধিক দূর যেতে হবে না। ফিরবার আগে কোন খবর পাবই।'

প্রাতরাশের সময় তার কাছ থেকে আর কোন খবর পেলাম না। 'স্ট্যাণ্ডার্ড' খানা খুলে এ ব্যাপারে একটা নতুন ইঙ্গিত পেলাম।

'আপার নরউড দুর্ঘটনা সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস করিবার কারণ ঘটিয়াছে যে গোড়ায় যেরকম ভাবা হইয়াছিল ব্যাপারটা তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী জটিল এবং রহস্য-পূর্ণ। নতুন সাক্ষ্য-প্রমাণ হইতে বোঝা যাইতেছে যে মিঃ থ্যাডডিউস শোলটোর পক্ষে কোনভাবেই এই ব্যাপারেব সঙ্গে জড়িত থাকা অসম্ভব। তাহাকে এবং পরিচারিকা মিসেস বার্ণস্টোনকে গতকাল রাতেই মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। মনে হইতেছে যে প্রকৃত অপরাধীদের সম্পর্কে পুলিশ একটা নতুন সূত্র পাইয়াছে এবং স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের মিঃ এথেলনি জোন্স তাহার কর্মক্ষমতা ও বুদ্ধিমত্তার দ্বারা ঐ সূত্র অনুসরণ করিতেছেন। যেকোন মুহূর্তে নূতন কেহ গ্রেপ্তার হইতে পারে।'

আমি ভাবলাম, এ পর্যন্ত তো খবর ভালই। বন্ধু শোলটো অন্তত নিরাপদ। নতুন সূত্র কি হতে পারে বুঝতে পারছি না। অবশ্য পুলিশ যখনই ভুল করে তখনই

এইরকম কিছু করে।

কাগজখানা টেবিলের উপর ছুঁড়ে দিলাম। সেইমুহূর্তে একটা বিজ্ঞাপন আমার চোখে পড়ল। সেটা এইরকম ঃ

'হারানো—যেহেতু মাঝি মরডেকাই স্মিথ এবং তাহার ছেলে জিম গত মঙ্গলবার সকাল তিনটে নাগাদ 'অরোরা' স্ক্রীম-লঞ্চে স্মিথের জাহাজ-ঘাটা হইতে যাত্রা করিয়াছে, কেহ উক্ত মরডেকাই স্মিথ এবং লঞ্চ 'অরোরা'-র খবর স্মিথের জাহাজ-ঘাটায় অথবা ২২১ বি, বেকার স্ট্রীটে দিতে পারিবে তাহাকে পাঁচশত পাউন্ড দেওয়া হইবে।'

স্পষ্টই এটা হোমসের কাজ। বেকার স্ট্রীটের ঠিকানাই তার প্রমাণ। আমার কাছে লেখাটা খুবই সাদাসিদে মনে হল। পলাতকরা যখন এটা পড়বে তখন তারা এর মধ্যে নিখোঁজ স্বামীর জন্য স্ত্রীর স্বাভাবিক উৎকণ্ঠা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না।

দিন আর কাটতে চায় না। যখনই দরজায় টোকা পড়ে বা রাজপথে পায়ের শব্দ হয় তখনই ভাবি, হয় হোমস ফিরল, আর না হয় তার বিজ্ঞাপনের কোন জবাব এল। বই পড়তে চেষ্টা করলাম, কিন্তু যে শয়তানকে আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি তাদের কথা আর আমাদের বিচিত্র অভিযানের কথাই বার বার মনের মধ্যে ঘুরতে লাগল। একবার ভাবলাম, আমার সঙ্গীর যুক্তিতে কোন বড় রকমের ত্রুটি নেই তো? কোন বড় রকমের আত্ম-প্রতারণায় সে ভুগছে না তো? এটা সম্ভব নয় যে, কতকগুলি ভ্রান্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে তাঁর কল্পনাপ্রবণ মন একটা উদ্ভট অনুমান খাড়া করেছে? কখনও তাঁকে আমি ভুল করতে দেখি নি, কিন্তু তীক্ষ্ণতম বুদ্ধির অধিকারী মানুষও তো কখনও কখনও ভুল করতে পারে। আবার এও ভাবলাম, তার যুক্তির অতিসূক্ষ্মতা—একটা সাদাসিদে সাধারণ ব্যাখ্যা হাতের কাছে থাকা সত্ত্বেও সূক্ষ্ম ও অদ্ভুত ব্যাখ্যার প্রতি ঝোঁকই হয় তো তাঁকে ভুলের পথে টেনে নিয়ে গেছে। অপরপক্ষে, আমি তো নিজের চোখেই ঘটনাগুলি দেখেছি এবং তার অনুমানের স্বপক্ষে যুক্তিগুলি শুনেছি। যখন দেখি যে কিছু আপাত তুচ্ছ ঘটনাসহ একটা দীর্ঘ ঘটনা-শৃংখল একই লক্ষ্যে প্রসারিত, তখন একথা তো না ভেবে পারি না যে শার্লক হোমসের ব্যাখ্যা যদি ভ্রান্ত হতে পারে তাহলে প্রকৃত ব্যাখ্যাটিও সমান আকস্মিক ও বিস্ময়কর হতে বাধ্য।

বিকেল তিনটের সময় ঘণ্টাটা সজোরে বেজে উঠল, হল ঘরে একটা কর্তৃত্বসুলভ গলা শোনা গেল, এবং আমার বিস্মিত দৃষ্টির সামনে হাজির হলেন মিঃ এথেলনি জোন্সের মত মহাশয় ব্যক্তি। যে কর্কশ প্রভুত্বপরায়ণ সাধারণ জ্ঞানের তবিলদার আপার নরউড কেসটাকে প্রভূত আত্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে হাতে নিয়েছিলেন, এখন তার অনেক পরিবর্তন চোখে পড়ল। চোখে-মুখে নৈরাশ্য ; চাল-চলনে ভীরু ও ক্ষমাপ্রার্থী।

বললেন, 'শুভদিন স্যার, শুভদিন। মনে হচ্ছে মিঃ শার্লক হোমস বেরিয়ে গেছেন?'

'হ্যাঁ। কখন ফিরবে তাও জানি না। তবে আপনি নিশ্চয়ই অপেক্ষা করবেন। চেয়ারে বসে একটা চুরুট ধরান।'

'ধন্যবাদ। কোন আপত্তি নেই,' লাল রঙের রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে তিনি বললেন।

'হুইস্কি আর সোডা?'

'বেশ, আধ গ্লাস। অসময়ে বড়ই গরম পড়েছে। আর আমার উপর দিয়ে ধকলও যাচ্ছে খুব। নরউড কেস সম্পর্কে আমার অভিমত তো আপনি জানেন?'

'আপনি বলেছিলেন মনে পড়ে।'

'দেখুন আমি সেটা বদলাতে বাধ্য হয়েছি। মিঃ শোলটোকে ঘিরে জালটাকে বেশ কসে টেনে এনেছিলাম, এমন সময় ঠিক মধ্যিখানের একটা বড় ছিদ্রের ভিতর দিয়ে তিনি পালিয়ে গেলেন। এমন একটা 'অ্যালিবি' তিনি প্রমাণ করলেন যেটাকে খণ্ডন করা গেল না। তার ভাইয়ের ঘর থেকে বের হবার পর থেকে সে সব সময়ই কারও না কারও দৃষ্টি-পথের মধ্যেই ছিল। কাজেই তার পক্ষে ছাদের উপরে ওঠা গুপ্ত দরজার ভিতরে ঢোকা সম্ভবই নয়। কেসটা বড়ই খারাপ। আমার পেশাগত কৃতিত্ব বিপন্ন হতে বসেছে। একটু সাহায্য পেলে বড় ভাল হত।'

আমি বললাম, 'কখনও না কখনও সকলেরই সাহায্যের দরকার হয়।'

ফ্যাসফেঁসে গলায় ফিস ফিস করে তিনি বললেন, 'আপনার বন্ধু মিঃ শার্লক হোমস একটি আশ্চর্য মানুষ স্যার। তিনি অপরাজেয়। এই যুবকটিকে আমি অনেকগুলো কেসে দেখেছি, কিন্তু এমন একটা কেসেও দেখি নি যার উপর তিনি আলোকপাত করতে পারেন নি। তার পদ্ধতিগুলি একটু খামখেয়ালি, আর বড় দ্রুত তিনি একটা সিদ্ধান্তে ঝাঁপ দেন বটে, কিন্তু সবকিছু মিলিয়ে আমি মনে করি যে তিনি একজন খুব সফল অফিসার হতে পারতেন। আরে না, একথা কে শুনল আমি তা গ্রাহ্য করি না। আজ সকালেই তার একটা তার পেয়েছি, তার থেকেই মনে হচ্ছে এই শোলটোর ব্যাপারে তিনি একটা সূত্র খুঁজে পেয়েছেন। এই সেই তার।'

পকেট থেকে টেলিগ্রামটি বের করে আমাকে দিলেন। বারোটার সময় পপলার থেকে পাঠান হয়েছে। তাতে লেখা : 'এখনই বেকার স্ট্রীটে চলে যান। আমি যদি তখনও না ফিরি, অপেক্ষা করবেন। শোলটোর আততায়ী দলের সন্ধান পেয়েছি। শেষ পর্যায়ে যদি এর মধ্যে ঢুকতে চান আজ রাতে আমাদের সঙ্গে আসতে পারেন।'

আমি বললাম, 'ভালই তো মনে হচ্ছে। নিশ্চয় সে আবার হদিশ পেয়েছে।'

জোন্স যেন বেশ খুশি হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ওঃ, তাহলে ভুল করেছিলেন! আরে, মুনিজনেরও ভুল হয়ে থাকে। অবশ্য এসবই শেষ পর্যন্ত বাজে হতে পারে। কিন্তু আইনের অধিকর্তা হিসাবে আমার কর্তব্য কোন সুযোগকেই ফস্কে যেতে না দেওয়া। কিন্তু—কে যেন এসেছে। সম্ভবত তিনি।'

ভারী পা ফেলে কে যেন সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে। নিঃশ্বাস টানতে কষ্ট হলে যেমন হয় সেইরকম একটা ঘড়-ঘড় সাঁই-সাঁই আওয়াজ কানে এল। দু' একবার সে থামল, যেন উঠতে কষ্ট হচ্ছে। অবশেষে দরজায় পৌঁছে ঘরে ঢুকল। যে শব্দ শুনেছিলাম ঠিক তার অনুরূপ চেহারা। একটি বৃদ্ধ লোক, নাবিকের পোশাক পরা, পুরনো পশমী জ্যাকেটটার গলা পর্যন্ত বোতাম-আঁটা। পিঠ নুয়ে পড়েছে, হাঁটু দুটো কাঁপছে, নিঃশ্বাসে বেদনাদায়ক হাঁপানির লক্ষণ। ওক কাঠের একটা মোটা লাঠির উপরে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে। ফুসফুসে হাওয়া টানবার চেষ্টার ফলে কাঁধ দুটো ওঠা-নামা করছে। থুতনির চারধারে একটা রঙিন স্কার্ফ জড়ানো, ফলে মোটা সাদা ভুরু আর লম্বা ধূসর জুলফিতে ঢাকা একজোড়া তীক্ষ্ণ কালো চোখ ছাড়া তার মুখের আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। মোট কথা, আমার মনে হল, সে একজন সম্মানিত দক্ষ নাবিক, এখন বার্ধক্য ও দারিদ্রগ্রস্ত।

প্রশ্ন করলাম, 'কি চাই বাবা?'

বুড় মানুষের মত সে ধীরে ধীরে চারদিকে তাকাল।

তারপর বলল, 'মিঃ শার্লক হোমস আছেন?'

'না ; কিন্তু আমি তার হয়ে কাজ করছি। তার কাছে যদি কিছু বলবার থাকে, আমাকে বলতে পারেন।'

'আমি তার কাছেই বলতে চাই,' সে বলল।

'কিন্তু আমি তো বলেছি, তার হয়েই আমি কাজ করছি। মরডেকাই স্মিথের লণ্ডের ব্যাপার কি?'

'হ্যাঁ। সেটা কোথায় আছে আমি ভাল করেই জানি। যেসব লোককে তিনি খুঁজছেন তারা কোথায় আছে তাও জানি। রত্ন-ভাণ্ডার কোথায় আছে তাও জানি। এ ব্যাপারে আমি সব জানি।'

'তাহলে আমাকে বলুন। আমি তাকে জানিয়ে দেব।'

বুড়ো মানুষরা যেরকম একগুঁয়ে হয় সেইরকম ভাবেই সে আবার বলল, 'আমি তাকেই বলতে চাই।'

'বেশ, তাহলে তার জন্য অপেক্ষা করুন।'

'না, না ; কাউকে খুশি করবার জন্য আমি একটা দিনও নষ্ট করতে পারি না। মিঃ হোমস যখন এখানে নেই ; তখন হোমস নিজেই সব খুঁজে বের করুন। আপনাদের দুজনের কারুর চোখ রাঙানিকেই আমি ভয় করি না। একটা কথাও আমি বলব না।'

সে দরজার দিকে পা বাড়াতেই এথেলনি জোন্স তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।

বললেন, 'একটু দাঁড়াও বন্ধু। খুব গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ তুমি রাখ, তোমাকে তো যেতে দেব না। তুমি চাও বা না চাও, আমাদের বন্ধুবর ফিরে না আসা পর্যন্ত তোমাকে আটকে রাখব।'

বুড়ো লোকটি ছুটে দরজার কাছে গেল, কিন্তু এথেলনি জোন্সকে দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বুঝতে পারল, চেষ্টা করা বৃথা।

লাঠিটা ঠুকতে ঠুকতে চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে আমি দেখা করতে এসেছিলাম, আর আপনারা—যাদের আমি জীবনে দেখি নি—আমাকে ধরে এইরকম ব্যবহার করছেন!'

আমি বললাম, 'আপনার খারাপ কিছু হবে না। যে সময় আপনার নষ্ট হবে সেটা আমরা পুষিয়ে দেব। সোফার উপরে বসুন। আপনাকে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না।'

বিষণ্ণ মুখে ফিরে এসে দুই হাতের উপর মুখ রেখে সে বসে পড়ল। জোন্স আর আমি পুনরায় চুরুট এবং গল্প শুরু করলাম। হঠাৎ হোমসের গলা কানে ঢুকল।

'আমাকেও একটা চুরুট দিতে পারেন।' সে বলল।

দুজনেই চমকে উঠলাম। হোমস বসে মুচকি মুচকি হাসছে।

'হোমস!' আমি চেঁচিয়ে বললাম। 'তুমি এখানে! বুড়ো লোকটি কোথায়?'

'এই তো বুড়ো লোকটি,' একগাদা সাদা চুল সামনে ধরে সে বলল। 'এই তো—পরচুল, জুলফি, ভুরু সব কিছু। ছদ্মবেশটা বেশ ভালই হয়েছিল জানতাম, কিন্তু তোমাদেরও ঠকাতে পারব এতটা আশা করি নি!'

খুব খুশি হয়ে জোন্স চেঁচিয়ে বলল, 'কী দুষ্টু আপনি! আপনি তো একজন দুর্লভ অভিনেতা হতে পারতেন। কাসিটা তো একেবারে কারখানার শ্রমিকদের মত। আর ঐ দুর্বল পা দুখানির দাম তো সপ্তাহে দশ পাউন্ড করে। অবশ্য একবার মনে হয়েছিল যে, চোখের ঐ চাউনিটা যেন চিনি। আমাদের একেবারে ফাঁকি দিতে পারেন নি কিন্তু।'

চুরুট ধরিয়ে সে বলল, 'সারাটা দিন এই ছদ্মবেশে কাজ করেছি। দেখ, অপরাধীদের অনেকেই আমাকে চিনতে শুরু করেছে—বিশেষ করে আমার এই বন্ধু যখন তাদের কাউকে কাউকে শাস্তি দিতে আরম্ভ করেছেন। কাজেই এই রকম কোন না কোন ছদ্মবেশ ধারণ করেই আমাকে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে হয়। আমার তার পেয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ। তার পেয়েই এখানে এসেছি।'

'আপনার কেস কতদূর এগোল?'

'কিছুই এগোয় নি। দুজন কয়েদিকে ইতিমধ্যেই ছেড়ে দিতে হয়েছে। বাকি দুজনের বিরুদ্ধেও কোন প্রমাণ নেই।'

'কোন ভাবনা নেই। তাদের জায়গায় অন্য দুজনকে দেব। কিন্তু আমার কথামত আপনাকে চলতে হবে। সরকারী প্রশংসা আপনি সবটাই নিতে পারবেন, কিন্তু আমার কথামত আপনাকে কাজ করতে হবে। রাজী?'

'নিশ্চয়, শুধু যদি ব্যাটাদের হাতে পাই।'

'বেশ। তাহলে প্রথমেই আমি চাই একখানা দ্রুতগতি পুলিশের নৌকো—একটা স্টীম-লঞ্চ—সাতটার সময় ওয়েস্টমিনিস্টার স্টেয়ার্সে উপস্থিত থাকবে।'

'সে ব্যবস্থা সহজেই হয়ে যাবে। একটা তো ও অঞ্চলে সব সময়ই থাকে। তবু রাস্তা পেরিয়ে একটা টেলিফোন করে সব ব্যবস্থা পাকা করে দেব।'

'আর চাই দুটো শক্ত-সমর্থ লোক; বলা যায় না যদি তারা বাধা দেয়।'

'লঞ্চেই দু'তিন জন থাকবে। আর কি চাই?'

'লোকগুলোকে ধরতে পারলেই রত্ন-ভাণ্ডারও পাওয়া যাবে। আমার তো মনে হয়, এই রত্ন-ভাণ্ডারের অর্ধাংশের যিনি ন্যায়সঙ্গত মালিক সেই তরুণীর কাছে এটিকে স্বয়ং নিয়ে যেতে পারলে আমার এই বন্ধুটি পরম আনন্দ লাভ করবেন। তিনিই এটাকে প্রথম খুলবেন। কি বল ওয়াটসন?'

'আমার পক্ষে সেটা খুবই আনন্দের কথা।'

মাথা নেড়ে জোন্স বলল, 'কাজটা খুবই নিয়মবিরুদ্ধ। অবশ্য সব ব্যাপারটাই তো নিয়মবিরুদ্ধ। তাই ওটুকুও না হয় মেনে নেওয়া যাবে। অবশ্য তারপরে সরকারী তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত রত্ন-ভাণ্ডারটিকে উপযুক্ত হেপাজতে পাঠিয়ে দিতে হবে।'

'নিশ্চয়ই। সে ব্যবস্থা সহজেই করা যাবে। আর একটি কথা। আমার খুব ইচ্ছা স্বয়ং যোনাথান স্মলের মুখ থেকে কিছু বিস্তারিত বিবরণ আমি শুনব। আপনি তো জানেন, আমার কেসের খুঁটিনাটি জানা আমার স্বভাব। এখানে আমার ঘরে বা অন্য কোথাও যথোপযুক্ত পাহারার ব্যবস্থা করে আমি যদি তার সঙ্গে একটি বেসরকারী সাক্ষাৎকারের আয়োজন করি, তাতে কোনও আপত্তি হবে না তো?'

'দেখুন, সব ব্যাপারটাই এখন আপনার হাতে। এই যোনাথান স্মলের অস্তিত্বের কোন প্রমাণও আমার কাছে নেই। যাহোক, তাকে যদি ধরতে পারেন, তাহলে তার সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎকারে আমি কেমন করে আপত্তি করব তা তো বুঝতে পারছি না।'

'তাহলে এই কথা রইল?'

'নিশ্চয়। আর কিছু আছে?'

'আছে। আপনাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। আধ ঘণ্টার মধ্যেই সব তৈরী হয়ে যাবে। ঝিনুক আছে, বন-মোরগের কষা মাংস আছে, আর কয়েক প্রস্থ সাদা মদ আছে। ওয়াটসন, আজ পর্যন্তও তুমি আমার রাঁধুনিগিরির প্রশংসা কর নি।'

১০ : আন্দামানবাসীর জীবনান্ত

খুব আনন্দ করে খাওয়া হল। ইচ্ছা হলে হোমস খুব ভাল কথা বলতে পারে, আর সেরাতে তার ইচ্ছাও হয়েছিল। তার কেমন যেন দিল খুলে গিয়েছিল। এত খোস মেজাজে তাকে আর কখনও দেখি নি। নানা বিষয়ে সে অবিরাম কথা বলতে লাগল,—দৈবঘটনাসম্বলিত নাটক, মধ্যযুগীয় মৃৎশিল্প, স্টাডিভেরিয়াস বেহালা, সিংহলের বৌদ্ধধর্ম এবং ভবিষ্যতের যুদ্ধজাহাজ—প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে এমনভাবে বলল যাতে মনে হবে সে সব বিষয়ে রীতিমত পড়াশুনা করেছে। আগের কয়েকদিন সে যে-রকম মনমরা হয়ে ছিল, সেরাতের খোস মেজাজ যেন তারই প্রতিক্রিয়া। দেখা গেল এথেলনি জোন্সও কাজের বাইরে বেশ সদালাপী। খেতে বসেও বেশ গোগ্রাসে গিললেন। আমাদের কাজ শেষ হবার মুখে,—এই চিন্তার ফলে আমিও বেশ খুশি ছিলাম। হোমসের খুশির ভাব যেন আমার মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল। যেকাজ উপলক্ষে আমরা সকলে

একত্র হয়েছি, খাবার সময় কেউ সেকথা উল্লেখ পর্যন্ত করল না।

টেবিল পরিষ্কার হয়ে গেলে হোমস ঘড়ি দেখল। তারপর তিনটে গ্লাসে পোর্ট ঢালল।

বলল, 'আমাদের ছোট্ট অভিযানের সাফল্যে এই পূর্ণ গ্লাস। কিন্তু এবার আমাদের যেতে হবে। ওয়াটসন, তোমার সঙ্গে পিস্তল আছে?'

'পুরনো সামরিক রিভলবারটা ডেস্কে আছে।'

'তাহলে সেটাই সঙ্গে নাও। তৈরী হয়ে যাওয়াই ভাল। ঐ তো গাড়িটা দরজায় পৌঁছে গেছে। সাড়ে ছ'টায় ওটাকে আসতে বলেছিলাম।'

সাতটার একটু পরেই আমরা ওয়েস্টমিনিস্টার জাহাজ-ঘাটায় পৌঁছলাম। দেখলাম, লঞ্চটা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। হোমস বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সেটাকে দেখতে লাগল।

'এটাকে পুলিশের বোট বলে চিনতে পারার মত কিছু আছে কি?'

'হ্যাঁ; পাশের ঐ সবুজ বাতিটা।'

'তাহলে ওটাকে খুলে ফেল।'

তাই করা হল। আমরা উঠে পড়লাম। নোঙরও তোলা হল। জোন্স, হোমস ও আমি বসলাম পিছনের গলুইতে। হালের পাশে একজন বসল, একজন রইল ইঞ্জিন দেখাশুনা করতে, আর দুজন শক্ত-সমর্থ পুলিশ-ইন্সপেক্টর রইল সামনে।

'কোন্ দিকে যাব?' জোন্স প্রশ্ন করল।

'টাওয়ারের দিকে। জ্যাকবসন্স ইয়ার্ডের উল্টো দিকে থামতে বলুন।'

লঞ্চটা খুবই দ্রুতগামী ছিল। মাল-বোঝাই করা দীর্ঘ সারির পাশ দিয়ে এমন তীরের মত আমরা ছুটে চললাম যে মনে হল সেগুলি বুঝি স্থির হয়ে আছে। একটা স্টীমারকে মেরে যখন আমরা বেরিয়ে গেলাম হোমস তখন খুশিতে হাসতে লাগল।

বলল, 'নদীতে যা কিছু আছে সব আমরা ধরতে পারব?'

'তা হয় তো পারব না। তবে আমাদের হারিয়ে দেবার মত লঞ্চ বেশী নেই।'

'অরোরাকে ধরতেই হবে। দ্রুতগামী লঞ্চ হিসাবে সেটারও নামডাক আছে। দেখ ওয়াটসন, লোকে কি রকম মিথ্যা কথা বলে আমি তোমাকে বলব। তোমার নিশ্চয় মনে আছে একটা ছোট বাধার জন্য আমি কিরূপ চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম?'

'হ্যাঁ।'

'তাইতো একটা রাসায়নিক বিশ্লেষণে ডুবে গিয়ে মনকে পুরো বিশ্রাম দিয়েছিলাম। আমাদের একজন মস্ত-বড় কূটনীতিবিশারদ বলেছেন, কাজের পরিবর্তনই সবচেয়ে বড় বিশ্রাম। ঠিক তাই। জলীয় অঙ্গারকে যখন দ্রব করতে সক্ষম হলাম তখনই শোলটোর সমস্যাটা আবার আমার মাথায় এল এবং সব ব্যাপারটাকেই নতুন করে ভাবতে লাগলাম। আমার ছেলেগুলো নদীর উজান-ভাটি করেও কোন ফল পায় নি। লঞ্চটা কোন ঘাটে লাগে নি বা ফিরেও যায় নি। তাদের সব চিহ্ন মুছে ফেলবার জন্য লঞ্চটাকে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে সে সম্ভাবনা খুবই কম, যদিও অন্য সব চেষ্টা বিফল হলে সেটাও একটা ব্যাখ্যা হতে পারে। আমি জানতাম যে স্মল লোকটা মোটামুটি ধূর্ত, কিন্তু সে যে এরকম সূক্ষ্ম চাল দিতে পারে সেটা আমি ভাবি নি। ও ক্ষমতাটা সাধারণত উচ্চ শিক্ষার ফলেই জন্মে। তখন ভাবলাম, যেহেতু সে কিছুদিন যাবৎ লণ্ডনে আছে—পণ্ডিচেরি লজের উপর সে যে অনেকদিন থেকেই নজর রেখেছে সে প্রমাণ আমরা পেয়েছি—তখন মুহূর্তের মধ্যেই সে লণ্ডন ছেড়ে যেতে পারে না, সবকিছু বিলি-বন্দোবস্ত করতে কিছুটা সময়, অন্তত একটা দিনও তার লাগবেই। সম্ভাবনার কাঁটাটা সেইদিকে ঘোরাই স্বাভাবিক।'

আমি বললাম, 'আমার কাছে কিন্তু যুক্তিটা দুর্বল বলে মনে হচ্ছে। অভিযান শুরু করবার আগেই সব বন্দোবস্ত সে করে রেখেছিল—সেটাই বেশী সম্ভব।'

'না, আমি তা মনে করি না। প্রয়োজনের সময় আশ্রয় নেবার পক্ষে এই ঘাঁটিটা এতই উপযুক্ত যে সেটার প্রয়োজন মিটে না যাওয়া পর্যন্ত সে কোনমতেই ওটা ছাড়তে পারে না। কিন্তু আর একটা কথাও আমার মনে হল। যোনাথান স্মল নিশ্চয় বুঝতে পেরেছিল যে সে যতই ঢেকে-ঢুকে রাখুক না কেন তার সঙ্গীর অদ্ভুত চেহারা নিয়ে নানা রকম গাল-গল্প প্রচারিত হবেই এবং সম্ভবত নরউড ঘটনার সঙ্গেও জড়িত হয়ে পড়বে। এটুকু বুঝবার মত বুদ্ধি তার আছে। অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়েই তারা তাদের প্রধান ঘাঁটি থেকে রওনা দিয়েছে, আর দিনের আলো ফুটবার আগেই সে ফিরে আসতে চাইবে। মিসেস স্মিথের কথা অনুসারে তারা তিনটের পরে লঞ্চে চেপেছে। তখন আলো ফুটতে শুরু করেছে এবং ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই লোক-চলাচল শুরু হয়ে যাবে। কাজেই আমি ভাবলাম যে তারা বেশী দূর যায় নি। স্মিথের মুখ বন্ধ করবার

[illegible] তারা তাকে ভাল অর্থ দেয়, পালাবার জন্য তারা লঞ্চটাকে ভাড়া করে এবং রত্নভাণ্ডারের বাক্স্সহ [illegible] আস্তানায় চলে যায়। কাগজে এবিষয়ে কি [illegible] বের হয়, এবং তাদের কোনরকম সন্দেহ করা [illegible] কিনা এই সব জানবার মত যথেষ্ট সময় পাবার [illegible] দুটো রাত কোনমতে কাটিয়ে রাতের অন্ধকারে তারা [illegible]-এণ্ড বা আরও ভাঁটিতে কোন জাহাজ ধরবে। [illegible] থেকে আমেরিকায় বা কোন উপনিবিশে যাবার [illegible] যে তারা আগে থেকেই করে রেখেছে সেবিষয়ে কোন [illegible] নেই।'

'কিন্তু লঞ্চটা? সেটাকে তো তাদের নিয়ে যেতে [illegible] না।'

'ঠিক তাই। আমার মনে হল, যতই অদৃশ্য হয়ে থাকুক, [illegible] খুব বেশী দূর যায় নি। আমি তখন নিজেকে [illegible] জায়গায় বসালাম এবং তার মত একজন লোকের [illegible] করে ব্যাপারটাকে দেখতে চেষ্টা করলাম। সে হয়তো [illegible] যে পুলিশ যদি তার খোঁজ করে তাহলে লঞ্চটাকে [illegible] পাঠালে বা কোন ঘাটে রাখলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা [illegible]। তাহলে কেমন করে সে লঞ্চটাকে লুকিয়ে রেখেও [illegible] সময় হাতের কাছে পেতে পারে? তার মত অব-[illegible] পড়লে আমি কি করতাম সেটাই ভাবতে লাগলাম। একটা পথই আমার মনে এল। লঞ্চটাকে কোন কারিগর বা মেরামতকারীর হাতে দিয়ে সামান্য কিছু বদলে দিতে বলতাম। সে তখন তার কারখানায় লঞ্চটাকে নিয়ে যাবে এবং কর্মত সেটাকে লুকিয়ে ফেলাই হবে, আবার কয়েক ঘণ্টার নোটিশেই সেটাকে পেতেও পারব।'

'এটা যে বড়ই সরল ব্যাখ্যা হয়ে গেল।'

'এই সরল কথাগুলোকেই তো সব চাইতে বেশী উপেক্ষা করা হয়। যা হোক, স্থির করলাম এই ধারণা অনুযায়ীই কাজ করব। সঙ্গে সঙ্গে এই নাবিকের পোশাক পরে কাজ শুরু করে দিলাম। নদীর ভাটিতে যত মেরামতি কারখানা আছে সবগুলোতে খোঁজ করলাম। পনেরোটাতে কোন হদিস মিলল না, কিন্তু ষোল নম্বরে—অর্থাৎ জ্যাকব-সন্স—জানতে পারলাম যে দুদিন আগে একজন কাষ্ঠপদ লোক হালের ব্যাপারে সামান্য কিছু মেরামতের নির্দেশ দিয়ে 'অরোরা' স্টীম-লঞ্চকে তাদের কাছে রেখে গেছে। কারখানার ফোরম্যান বলল, 'হালের কিছুই হয় নি। ওই যে দেখুন, লাল টানওয়ালা, ওইখানে রয়েছে।' ঠিক সেই-মুহূর্তে সেখানে হাজির হল—হারানো মালিক মরডেকাই স্মিথ ছাড়া আর কে! মদে একেবারে চুর হয়ে আছে। আমি তো তাকে চিনতেই পারতাম না, কিন্তু সেই তার নিজের নাম আর লঞ্চের নাম চেঁচিয়ে বলে উঠল। বলল, 'আজ রাত আটটায় ওটা চাই। মনে থাকে যেন, ঠিক আটটা, কারণ দুজন ভদ্রলোক যাত্রী আছেন, তাদের বসিয়ে রাখা চলবে না।' তারা লোকটিকে বেশ মোটা রকমই দিয়েছে, কারণ টাকার গরম দেখিয়ে সে মজুরদের শিলিংগুলো বাজিয়ে দেখাচ্ছিল। কিছুদূর পর্যন্ত তাকে অনুসরণ করলাম। তারপরই সে একটা মদের দোকানে ঢুকে গেল। কাজেই আবার কারখানার দিকেই ফিরে গেলাম। পথে আমার দলের একটা ছেলেকে পেয়ে তাকে লঞ্চের পাহারায় রেখে এসেছি। সে জলের ধারে অপেক্ষা করবে এবং ওরা রওনা হলেই রুমাল উড়িয়ে সংকেত করবে। আমরা মাঝ নদীতেই থাকব। এর পরেও যদি লোক, রত্ন-ভাণ্ডার সব-কিছু পাকড়াও করতে না পারি তো সে এক তাজ্জব ব্যাপার।'

জোন্স বলল, 'তারা ঠিক লোক কি না জানি না, তবে পরিকল্পনাটা নিখুঁতভাবেই করেছেন। কিন্তু আমার হাতে যদি ব্যাপারটা থাকত আমি একদল পুলিশ নিয়ে জ্যাকবসন্স ইয়ার্ডে যেতাম এবং আসামান্রই তাদের গ্রেপ্তার করতাম।'

'সেটা কোনকালেও ঘটত না। এই স্মল লোকটি খুব ধূর্ত। সে নিশ্চয় একজন খোঁজারুকে আগে পাঠাত এবং সন্দেহের আঁচ পেলেই আবার এক সপ্তাহের মত গা-ঢাকা দিত।'

আমি বললাম, 'কিন্তু মরডেকাই স্মিথের পিছনে লেগে থেকেও তো তুমি তাদের আস্তানার খোঁজ পেতে পারতে।'

'তাতে একটা দিন নষ্ট হত। আমার তো মনে হয় স্মিথের পক্ষে তাদের আস্তানা জানার সম্ভাবনা শতকরা একভাগ মাত্র। যতক্ষণ পর্যন্ত সে মদ আর টাকা পাচ্ছে, ততক্ষণ ঠিকানায় তার প্রয়োজনটা কিসের? তারাই তাকে জানিয়ে দেয় কখন কি করতে হবে। না, সব পথের কথা আমি ভেবে দেখেছি, এটাই শ্রেষ্ঠ পথ।'

কথা বলতে বলতে আমরা টেমস নদীর উপরকার সেতুগুলো একের পর এক পার হয়ে যাচ্ছিলাম। মহানগরী পার হবার সময় সূর্যের শেষ রশ্মিরেখায় সেণ্ট পলস গীর্জার চূড়ায় ক্রশ-চিহ্নটা রক্তিমাভা ধারণ করেছে। সন্ধ্যার আগেই আমরা টাওয়ারে পেঁছে গেলাম।

সারে অঞ্চলের অনেক মাস্তুল আর দাঁড়-দড়া দেখিয়ে হোমস বলল, 'ওইটেই জ্যাকবসন্স ইয়ার্ড। এই আলোক-মালার নীচে খুব আস্তে লঞ্চটা ভেড়াও।' পকেট থেকে

একজোড়া রাতের চশমা বের করে সে অনেকক্ষণ তীরের দিকে তাকিয়ে রইল। শেষে বলল, 'আমার শাল্পী ঠিক খাড়া আছে, কিন্তু রুমালের চিহ্নও নেই।'

জোন্স সাগ্রহে বলে উঠল, 'আমরা যদি আর একটু ভাটিতে গিয়ে তাদের জন্য অপেক্ষা করি তো কেমন হয়?'

ততক্ষণে আমরা সবাই অধীর হয়ে উঠেছি। পুলিশ এবং লঞ্চের লোকেরাও। আসন্ন ঘটনা সম্পর্কে তাদের মনেও একটা আবছা ধারণা ছিল।

হোমস বলল, 'কি যে ঘটবে আমরা জানি না। তাদের পক্ষে ভাটির দিকে যাওয়ার সম্ভাবনাই ষোল আনা। কিন্তু সঠিক করে কিছুই বলা যায় না। এখান থেকে আমরা কারখানায় ঢোকার পথটা দেখতে পাব, কিন্তু তারা আমাদের দেখতে পাবে না। আমরা যেখানে আছি সেখানেই থাকব। দেখ, গ্যাসের আলোর নীচ দিয়ে লোকগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে আসছে।'

'কারখানার কাজ সেরে তারা আসছে।'

'যতসব নোংরা চেহারার হতভাগা। কিন্তু ওদের প্রত্যেকের মধ্যে লুকিয়ে আছে মৃত্যুহীন অগ্নিকণা। ওদের দেখে সেটা বোঝা যায় না। এ ব্যাপারে কোন পূর্বতঃ-সিদ্ধ সম্ভাবনাও নেই। মানুষ এক বিচিত্র গোলকধাঁধা!'

'অনেকে তাকে বলে পশুর ভিতরে লুকানো এক আত্মা।' আমি যোগ করলাম।

হোমস বলল, 'এবিষয়ে উইনউড রীড্ খুব ভাল কথা বলেছেন। তাঁর বক্তব্য, ব্যক্তিগতভাবে একজন মানুষ এক অপার রহস্য হলেও সমষ্টিগতভাবে সে এক গাণিতিক নিশ্চয়তা। দৃষ্টান্তস্বরূপ কোন একজন মানুষের কর্মধারা সম্পর্কে তুমি কোনরকম ভবিষ্যদ্বাণী করতে পার না, দলবদ্ধভাবে তাদের কাজের কথা তুমি সঠিকভাবেই বলে দিতে পার। সংখ্যা তাত্ত্বিকরা তাই বলে থাকে। কিন্তু একখানি রুমাল দেখতে পাচ্ছি না কি? ঐ তো দূরে একটা সাদা মত কি যেন নড়ছে।'

আমি বলে উঠলাম, 'হ্যাঁ, তোমার ছেলেটা। আমি তাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।'

হোমস চেঁচিয়ে উঠল, 'আর ঐ তো 'অরোরা', চলেছে যেন শয়তানের মত! ইঞ্জিনচালক, পুরো দমে চালাও। হলুদ বাতিওয়ালা লঞ্চটাকে তাড়া কর। ঈশ্বরের দোহাই, ওটা যদি আমাদের আগে চলে যায় তাহলে আমি কোন দিন আমাকে ক্ষমা করতে পারব না!'

লঞ্চটা আমাদের চোখকে ফাঁকি দিয়েই কারখানার প্রবেশ পথটা পার হয়ে গেছে। তারপর আমাদের নজরে পড়বার আগেই দু-তিনটে নৌকো পার হয়ে বেশকিছুটা গতি সংগ্রহ করে ফেলেছে। এখন সেটা নদীর তীর ঘেঁসে তীব্র বেগে ভাটির দিকে ছুটে চলেছে। জোন্স গম্ভীরভাবে সেদিকে তাকিয়ে মাথা নাড়তে লাগল।

বলল, 'খুব জোরে ছুটছে। আমি ওকে ধরতে পারব কি না সন্দেহ হচ্ছে।'

'ধরতে হবেই!' দাঁতে দাঁত চেপে হোমস চেঁচিয়ে উঠল। 'বেশী করে কয়লা দাও। যথাসাধ্য জোরে চালাও! লঞ্চ যদি পুড়ে যায় যাক, তবু ওদের পাকড়াও করতেই হবে।'

এবার আমরাও বেশ ছুটে চলেছি। চুল্লিটা গন্-গন্ করছে। শক্তিশালী ইঞ্জিনটা বিরাট একটা ধাতব হৃৎপিণ্ডের মত ধক্-ধক্ ঝম্-ঝম্ শব্দ করছে। লঞ্চের সরু আগাটা নদীর শান্ত জল কেটে এগিয়ে চলেছে। ডাইনে বাঁয়ে ছুটছে উত্তাল ঢেউ। ইঞ্জিনের ধক্-ধক্ আওয়াজের তালে তালে আমাদেরও বুক কাঁপছে। আমাদের লঞ্চের সামনে মস্ত বড় হলুদ লণ্ঠন থেকে একটা দীর্ঘ আলোর রেখা প্রসারিত। ঠিক সামনে জলের উপর একটা কালো ছায়া দেখে বোঝা যাচ্ছে 'অরোরা' কোথায় আছে, আর তার পিছন দিকে উৎসারিত সাদা ফেনার রাশি দেখে বোঝা যাচ্ছে কত জোরে সে ছুটছে। কত বজরা, স্টীমার, মাল-বোঝাই নৌকো যাচ্ছে আর আসছে। তারই ভিতর দিয়ে একটার পিছনে, অন্যটার পাশ কাটিয়ে আমরা ছুটে চলেছি। অন্ধকারে নানা রকম শব্দ কানে আসছে। 'অরোরা' সশব্দে ছুটছে। আমরাও ছুটছি পিছনে পিছনে।

'কয়লা দাও বাবারা, আরও কয়লা দাও!' ইঞ্জিন-ঘরের দিকে তাকিয়ে হোমস চীৎকার করছে। নীচ থেকে তীব্র আলোকছটা তার উদ্বিগ্ন শ্যেন-পক্ষীর মত মুখের উপর ছড়িয়ে পড়েছে। 'যতটা পার বাষ্প সংগ্রহ কর।'

'অরোরা'-র উপর চোখ রেখে জোন্স বলল, 'মনে হচ্ছে আমরা কিছুটা মেরে এনেছি।'

দুর্ভাগ্যবশত ঠিক সেইমুহূর্তে তিনটি বজরাসহ একটা গাদা-বোট আমাদের মাঝখানে এসে জমে গেল। হালটাকে খুব নীচু করে কোনরকমে সংঘর্ষটা বাঁচান গেল, কিন্তু সেটাকে পাশ কাটিয়ে পুনরায় ঠিক পথ ধরতে ধরতে 'অরোরা' প্রায় দুশো গজ এগিয়ে গেছে। কিন্তু তখনও সেটা দৃষ্টিপথের বাইরে যেতে পারে নি। সন্ধ্যার অস্পষ্ট ফিকে আলো ততক্ষণে তারার আলোয় উজ্জ্বল রাত্রিতে পরিণত হয়েছে। বয়লারগুলোর উপর অসম্ভব চাপ পড়েছে। যে প্রচণ্ড শক্তি আমাদের চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে

ঘন কুয়াশার লণ্ঠনের খোলটা থর্ থর্ করে কাঁপছে। পুলের ছিদ্র দিয়ে, ওয়েস্ট ইণ্ডিয়া ডক পেরিয়ে, দীর্ঘ ডেপ্টফোর্ড বাঁচের ভাটি ধরে, আইল্স্ ডগস্কে পরিক্রমা করে আবার উজানের দিকে চলেছি। সম্মুখের কালো ছায়াটা এবার প্রায় পরিষ্কার সুন্দরী 'অরোরা'-র রূপ গ্রহণ করেছে। ক্রস সার্চলাইটটা তার উপর ফেলতেই ডেকের উপরকার লোকগুলোকে পরিষ্কার দেখতে পেলাম। একটা লোক হুইতে বসে দুই হাঁটুর মধ্যেকার একটা কালো জিনিসের উপর ঝুঁকে আছে। তার পাশে শুয়ে আছে একটা কালো বস্তু, মনে হচ্ছে একটা নিউফাউণ্ড-ল্যাণ্ড কুকুর। হালের হাতলটা ধরে আছে ছেলেটা আর চুল্লির রাঙা আলোয় দেখতে পাচ্ছি বুড়ো স্টিয়ারসম্যানকে। কোমর পর্যন্ত খালি গা, প্রাণপণে কয়লা ঠেলছে। আমরা তাদের অনুসরণ করছি কি না সেবিষয়ে প্রথম দিকে তো তাদের সন্দেহ ছিল, কিন্তু এর পরে যখন তাদের প্রতিটি বাঁক, প্রতিটি ঘুরে যাওয়াকেই আমরা অনুসরণ করছি, তখন আর সন্দেহের কোন কথাই নেই। গ্রীনহিথ আমরা তাদের থেকে তিনশ পা পিছিয়ে ছিলাম। ব্লাকওয়ালে গিয়ে সেটা দাঁড়াল বড় জোর দু'শ পঞ্চাশ। তখন বিঘ্নসংকুল জীবনে বহু দেশে বহু জন্তুকে আমি তাড়া করেছি, কিন্তু টেমস নদীর এই ভাটিতে এই উন্মাদ দুরন্তগতি মানুষ-শিকারের মত বন্য উন্মাদনা কোনদিন বোধ করি নি। ধীরে ধীরে এক গজ এক গজ করে তাদের কাছে এগোতে লাগলাম। রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যে তাদের হুলের ফোঁস ফোঁস ঝম ঝম শব্দ আমরা শুনতে পাচ্ছি। গলুইর লোকটা তখনও হামাগুড়ি দিয়ে আছে। তার হাত দুটো কিন্তু কর্মব্যস্ত। মাঝে মাঝেই সে পিছন ফিরে দেখছে আর আমাদের মাঝখানে কতটা দূরত্ব আছে বোঝবার চেষ্টা করছে। আরও কাছে—আরও। জোন্স চীৎকার করে তাদের থামতে বলল। দুটো লণ্ঠই তীর বেগে ছুটছে। আমরা তাদের চাইতে খুব বেশী হলে চার নৌকো পিছনে। আমাদের ডাকে গলুইর লোকটা ডেক থেকে লাফিয়ে উঠল। দুটো মুষ্টিবদ্ধ হাত আমাদের দিকে উঁচিয়ে তীক্ষ্ণ চেরা গলায় শাপ-শাপান্ত করতে লাগল। সে বেশ বড়সর শক্তিশালী লোক। দুই পা ছড়িয়ে দাঁড়াতেই আমি দেখতে পেলাম, তার ডান দিকে উরু থেকে নীচু পর্যন্ত একটা কাঠের পা। তার ক্রুদ্ধ গালি-গালাজের শব্দে ডেকের উপরে একটা বড়সর পুটুলি যেন নড়ে উঠল। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সেটা হয়ে উঠল একটা ক্ষুদে কৃষ্ণকায় মানুষ—আমার দেখা ক্ষুদ্রতম মানুষ। মস্ত বড় একটা বেঢপ মাথা আর একগাদা জটপাকানো এলোমেলো চুল। ঐ অসভ্য বিকৃতদেহ প্রাণীটিকে দেখেই শা করে আমার রিভলবারটা বের করলাম। হোমস তার রিভলবার আগেই বের করেছে। তার সারা শরীর একটা কালো অলস্টার বা কম্বলে এমনভাবে ঢাকা যে শুধু তার মুখটাই দেখা যায়। কিন্তু সেই মুখটাই মানুষের রাত্রির নিদ্রা হরণ করবার পক্ষে যথেষ্ট। সব রকমের পাশবিকতা ও নিষ্ঠুরতায় চিহ্নিত এমন অদ্ভুত চেহারা আমি কখনও দেখি নি। দুটো কুৎকুতে চোখ বিষণ্ণ আলোয় জ্বলছে। পুরু ঠোঁট দুটো দাঁতের পাটি পর্যন্ত ওল্টানো। সেই দু' পাটি দাঁত খিঁচিয়ে জান্তব রোষে সে আমাদের বিরুদ্ধে কটূক্তি করতে লাগল।

হোমস শান্তভাবে বলল, 'হাত তুললেই গুলি করবে।'

ততক্ষণে আমরা এক-নৌকোর ফারাকে পৌঁছে গেছি। দুই দণ্ডায়মান মূর্তিকেই দেখতে পাচ্ছিঃ শ্বেতকায় লোকটি দুই পা ফাঁক করে আর্তকণ্ঠে গালাগালি করে চলেছে ; আর শয়তান বেঁটেটার বীভৎস মুখ আর বড় বড় হলদে দাঁতগুলো লণ্ঠনের আলোয় জ্বলজ্বল্ করছে।

তাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম তাই রক্ষা। আমাদের চোখের সামনেই সে তার ঢাকনার নীচে থেকে ছোট গোলাকার একখণ্ড কাঠ বের করল। খণ্ডটা অনেকটা বুল করবার কাঠের মত। সেটাকে সশব্দে ঠোঁটে ঠেকাতেই আমাদের হাতের দুটো রিভলবার একসঙ্গে গর্জন করে উঠল। সে পাক খেয়ে ঘুরে গিয়ে দুই হাত ঊর্ধ্বে তুলে একটা ঢোঁক গিলেই কাৎ হয়ে নদীতে পড়ে গেল। জলের সাদা ফেনার মধ্যে আমি মুহূর্তের জন্য তার বিষাক্ত ক্রুদ্ধ চোখ দুটো দেখতে পেলাম। ঠিক সেইসময়ই কাষ্ঠপদ লোকটি ঝাঁপিয়ে হালের উপর পড়ে সেটাকে চেপে নীচে নামিয়ে দিতেই লণ্ঠটা সোজা দক্ষিণ তীরের দিকে ছুটে চলল। আমরাও তার গলুইয়ের পাশ কাটিয়ে এগোতে লাগলাম। মুহূর্ত মধ্যে আমরা সেটাকে ধরে ফেললাম। ততক্ষণে লণ্ঠটা প্রায় তীরের কাছে পৌঁছে গেছে। একটা পরিত্যক্ত নির্জন স্থান, দূরবিস্তার জলাভূমির উপর চাঁদের আলো ঝিকমিক করছে, মাঝে মাঝে বন্ধ জলের ডোবা আর পচা ঝোপ জঙ্গল। ঝক ঝক শব্দ করতে করতে লণ্ঠটা কর্দমাক্ত তীরে আটকে গেল। তার সামনের দিকটা আকাশের দিকে উঠে গেছে, আর গলুইটা রয়েছে জলের মধ্যে। পলাতক লোকটি লণ্ঠ থেকে লাফ দিতেই তার কাঠের ঠুঁটো পা সঙ্গে সঙ্গে কাদার মধ্যে সবটা ডুবে গেল। বৃথাই সে এঁকেবেঁকে পাটা তুলতে চেষ্টা করতে লাগল। সামনে বা পিছনে এক পাও যাবার সাধ্য তার নেই। অসহায় ক্রোধে চীৎকার করতে

করতে সে আরেকটা পা দিয়ে কাদার উপর লাথি মারতে লাগল। ফলে তার কাঠের পাটাই ক্রমাগত আরও কাদার ভিতরে ঢুকে যেতে লাগল। আমাদের লণ্ঠটাকে যখন পাশে নিয়ে ভিড়িয়ে দেওয়া হল ততক্ষণে সে কাদার মধ্যে এমন-ভাবে আটকে গেছে যে একগাছা দাঁড়ির প্রান্ত ছুঁড়ে দিয়ে তার কাঁধের চারপাশে জড়িয়ে তবে তাকে বদমাইস মাছের মত আমাদের দিকে টেনে আনতে হল। বাপ-ব্যাটা দুই স্মিথ চুপচাপ লণ্ঠে বসেছিল। আমরা ডাকতেই শান্ত-ভাবে আমাদের লণ্ঠে উঠে এল। 'অরোরা'-কে টেনে তুলে আমাদের গলুইর সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হল। ডেকের উপরে ভারতীয় কারুকার্যখচিত একটা লোহার সিন্দুক পাওয়া গেল। এর মধ্যেই যে শোলটোর অভিশপ্ত রত্ন-ভাণ্ডার রয়েছে সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সিন্দুকের কোন চাবি ছিল না, সেটা বেশ ভারীও। সযত্নে সেটাকে আমাদের কেবিনে স্থানান্তরিত করা হল। পুনরায় ধীরে ধীরে উজানপথে চলতে চলতে সার্চ লাইটটাকে চতুর্দিকেই ফেলা হল, কিন্তু আন্দামান দ্বীপবাসীর চিহ্নমাত্র দেখা গেল না। আমাদের দেশের এই বিচিত্র অতিথির হাড়গুলি তখন টেমস নদীর তলদেশে কালো কাদার মধ্যে শুয়ে আছে।

'এখানে দেখ', কাঠের দরজাটা দেখিয়ে হোমস বলল, 'বড় ঠিক সময়ে পিস্তল থেকে গুলি ছুঁড়েছিলাম। যেখানে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম, ঠিক তার পিছনে আমাদের অতি পরিচিত একটা মৃত্যু-তীর বিদ্ধ হয়ে আছে। গুলি ছুঁড়-বার মুহূর্তেই সেটা আমাদের দুজনের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে। হোমস তার সহজ ভঙ্গীতে হেসে কাঁধটা একটু ঝাঁকুনি দিল, কিন্তু সে রাতে ভয়ংকর মৃত্যু আমাদের কত কাছে এসেছিল সেকথা ভাবতেও আমি যে বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলাম তা অকপটেই স্বীকার করছি।

১১ ঃ আগ্রার রত্ন-ভাণ্ডার

যে লোহার বাক্সটার জন্য সে এত কাণ্ড করল, এত-দিন ধরে অপেক্ষা করে রইল, আমাদের বন্দী কেবিনের মধ্যে তার ঠিক বিপরীত দিকেই বসে ছিল। একটি রোদে-পোড়া বেপরোয়া-চোখ মানুষ, মেহগনি-মুখের অসংখ্য বলি-রেখায় কঠোর মুক্ত-জীবনের কাহিনী লেখা। তার সুদৃঢ় শ্মশ্রুসমন্বিত থুঁতনি দেখেই বোঝা যায় যে, তাকে সহজে সংকল্প থেকে টলানো যায় না। বয়স পঞ্চাশ বা তার কাছা-কাছি, কারণ তার কালো কোঁকড়া চুলে বেশ সাদার ছোপ ধরেছে। শান্ত অবস্থায় তার মুখটা দেখতে খারাপ নয়, কিন্তু একটু আগেই দেখেছি, রাগলে ভারী ভুরু আর উদ্যত থুঁতনি তার মুখকে ভয়ংকর করে তোলে। এখন সে হাত-কড়া-পরা হাত দুটো কোলের উপর রেখে বসে আছে। মাথাটা বুকের উপর পড়েছে। যে বাক্সটা তার যত কিছু দুষ্কর্মের কারণ সেটার দিকে তীক্ষ্ণ মিটিমিটি দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। আমার মনে হল, তার কঠিন মুখে রাগ অপেক্ষা দুঃখই ফুটে উঠেছে বেশী। একবার সে আমার দিকে চোখ তুলে তাকাল। তার চোখে যেন বিদ্রূপের ঝল-কানি।

একটা চুরুট ধরিয়ে হোমস বলল, 'দেখ যোনাথান স্মল, এই পরিণতির জন্য সত্যি আমি দুঃখিত।'

সেও অসংকোচে বলল, 'আমিও স্যার। যা ঘটেছে তাকে আর ফেরানো যাবে না। কিন্তু পবিত্র পৃথির নামে বলছি, মিঃ শোলটোর গায়ে আমি হাত তুলি নি। নরকের কুত্তা ওই বেঁটে টোঙ্গাই তার অভিশপ্ত তীর ছুঁড়ে তাকে মেরেছে। এতে আমার কোন হাত ছিল না স্যার। আত্মীয়ের মৃত্যুর মতই এতে আমি কষ্ট পেয়েছি। বেঁটে শয়তানটাকে এর জন্য দাঁড়টা দিয়ে মেরেছি। কিন্তু যা হবার তাতো হয়েই গেছে। তাকে তো আর আমি ফেরাতে পারব না।'

হোমস বলল, 'একটা চুরুট নাও। তুমি খুব ভিজে গেছ। আমার ফ্লাস্ক থেকে গরম চা নাও। আচ্ছা, তুমি যখন দাঁড় বেয়ে উপরে উঠছিলে, তখন ওই বেঁটে দুর্বল কৃষ্ণকায় লোকটা মিঃ শোলটোকে কাবু করে ধরে রাখতে পারবে এটা তুমি আশা করলে কেমন করে?'

'স্যার, সব ব্যাপারটা আপনি এত জানেন যে মনে হয় আপনি বুঝি সেখানে ছিলেন। প্রকৃত কথা হল, আমি আশা করেছিলাম ঘরটা ফাঁকা পাব। ওবাড়ির সকলের চাল-চলন আমার ভালই জানা ছিল। ঐ সময় মিঃ শোলটো সাধারণত রাতের খাবার খেতে নীচে যান। কোন কথাই আপনার কাছে গোপন করব না। সহজ সত্যই এখন আমার এক-মাত্র রক্ষা-কবচ। বুড়ো মেজর খুন হলে আমি হাল্কা মনেই ফাঁসিতে ঝুলতে পারতাম। তার মৃত্যু নিয়ে এই চুরুট খাওয়ার চাইতে বেশী কিছু ভাবতাম না। কিন্তু এটা বড়ই দুঃখের কথা যে তরুণ শোলটোর জন্যই আমি বন্দী হলাম। তার সঙ্গে তো আমার কোন বিবাদ ছিল না।'

'তুমি এখন স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের মিঃ এথেলনি জোন্সের হেপাজতে। তিনি তোমাকে আমার ঘরে হাজির করবেন। সেখানে আমি তোমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটার একটা প্রকৃত বিবরণ চাইব। তুমি যদি আশা কর যে আমি তোমার কোন কাজে লাগব, তাহলে সব কথা অকপটে খুলে বললে আমার

কিন্তু আমি প্রমাণ করতে পারব যে ঐ বিষ এত দ্রুত কাজ করে যে তুমি ঘরে ঢুকবার অনেক আগেই লোকটির মৃত্যু হয়েছে।'

'তাই হয়েছিল স্যার। জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকে যখন দেখলাম তার মাথাটা ঘাড়ের উপর ঝুলে পড়েছে আর সে আমার দিকে দাঁত বের করে চেয়ে আছে, তখন আমার মনের যে অবস্থা হয়েছিল তেমন আর কোন দিন হয় নি। আমি কাঁপতে লাগলাম। তাড়াতাড়ি পালিয়ে না গেলে টোণ্গাকে নিশ্চয় আমি মেরেই ফেলতাম। ঐ তাড়াতাড়ির ফলেই তার মুখের আর কতকগুলি তীর সে ফেলে গিয়েছিল। আর সেগুলি দেখেই যে আপনি আমাদের খোঁজ পান তা আমি হলপ করে বলতে পারি ; অবশ্য সে খোঁজ আপনি চালিয়ে গেলেন কেমন করে আমি বলতে পারি না। সেজন্য আপনার বিরুদ্ধে আমার কোন নালিশও নেই।' একটা তিক্ত হাসি হেসে সে আবার বলতে লাগল, 'কিন্তু এটা খুবই অদ্ভুত যে পাঁচ লক্ষ টাকার ন্যায্য মালিক হয়েও আমার জীবনের প্রথম অর্ধেকটা কেটেছে আন্দামানে পোতাশ্রয় নির্মাণের কাজে, আর বাকি অর্ধেকটা হয় তো কাটবে ডার্টমুরে নর্দমা কেটে। ব্যবসায়ী আসমতের সঙ্গে যেদিন প্রথম আমার দেখা হয় এবং তার ফলে আগ্রার রত্ন-ভাণ্ডারের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ি, সেটা আমার পক্ষে খুবই অশুভ দিন। ঐ রত্ন-ভাণ্ডার আজ যার হাতে গেছে তার কপালে অভিশাপ ছাড়া আর কিছুই জোটে নি। তার ভাগ্যে জুটেছিল খুন, মেজর শোলটোর ভাগ্যে আতংক ও অপরাধ, আর আমার ভাগ্যে যাবজ্জীবন দাসত্ব।'

এই সময় এথেলনি জোন্সের মুখ ও গর্দান ছোট কেবিনটায় প্রবেশ করল।

সে বলে উঠল, 'বেশ ঘরোয়া আসর মনে হচ্ছে। হোমস, আপনার ফ্লাস্ক থেকে এক চুমুক আমিও নিশ্চয় পেতে পারি। আরে, আমার তো মনে হচ্ছে আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেককে অভিনন্দন জানাতে পারি। বড়ই দুঃখের বিষয় যে ওটাকেও জ্যান্ত পাওয়া গেল না। কিন্তু এছাড়া কোন উপায় ছিল না। আমি বলছি হোমস, এক হাত দেখিয়েছেন বটে। ওকে পর্যুদস্ত করবার আর কোন পথ ছিল না।'

হোমস বলল, 'সব ভাল যার শেষ ভাল ; তবে 'অরোরা' যে এমন দ্রুতগামী লঞ্চ সেটা সত্যি আমার জানা ছিল না।'

'স্মিথ বলেছে, ওটা এই নদীর সব চাইতে দ্রুতগামী লঞ্চ ; ইঞ্জিনের কাজে তাকে সাহায্য করবার মত আর একটা লোক থাকলে আমরা কিছুতেই তাকে ধরতে পারতাম না। সে তো শপথ করে বলছে, নরউড ব্যাপারের সে কিছুই জানে না।'

বন্দী চেঁচিয়ে বলল, 'সত্যি জানে না—একটা কথাও না। তার লঞ্চটা নিয়েছিলাম, কারণ আমি শুনেছিলাম যে ওটা যেন উড়ে চলে। তাকে আমরা কিছুই বলি নি। আমরা তাকে মোটা টাকা দিয়েছিলাম। কথা ছিল, গ্রেভস এণ্ড থেকে ব্রাজিলগামী জাহাজ এসমেরাল্ডা ধরিয়ে দিতে পারলে আরও মোটা বকশিস পাবে।'

'দেখ, সে যদি অপরাধ না করে থাকে, তাহলে আমরাও দেখব যাতে তার প্রতি কোন অবিচার না হয়। আমরা অপরাধীদের ধরতে যতটা ব্যস্ত, তাদের শাস্তির ব্যাপারে ততটা ব্যস্ত নই।' অপরাধীরা ধরা পড়ায় আত্মম্ভরী জোন্স এর মধ্যেই যেরকম চালে কথা বলতে শুরু করেছে তা শুনে আমার হাসি পেল। শার্লক হোমসের মুখে যে ক্ষীণ হাসিটা খেলে গেল তা থেকে বুঝলাম বক্তৃতাটা তারও কানে গেছে।

জোন্স বলতে লাগল, 'ডাঃ ওয়াটসন, শীঘ্রই আমরা ভকসল ব্রীজে পৌঁছে যাব, আর সেখানেই আপনাকে রত্ন-ভাণ্ডার সমেত নামিয়ে দেব। একাজ করতে আমি যে মস্ত বড় একটা দায়িত্ব ঘাড়ে নিচ্ছি সেকথা আপনাকে বলাই বাহুল্য। কাজটা খুবই বে-আইনী ; তবে চুক্তি চুক্তিই। আমি অবশ্য কর্তব্যের খাতিরে একজন ইন্সপেক্টরকে আপনার সঙ্গে দেব, কারণ একটা বহুমূল্যবান বস্তু আপনার সঙ্গে যাচ্ছে। আপনিই তো গাড়িটা চালাবেন?'

'হ্যাঁ, আমিই চালাব।'

'দুঃখের বিষয় যে চাবিটা নেই। তাই প্রাথমিক পরীক্ষাটাও করা সম্ভব হল না। ওহে, চাবিটা কোথায়?'

স্মল সংক্ষিপ্ত জবাব দিল, 'জলের নীচে।'

'হুম! দয়া করে এটুকু না বললেও পারতে। অনেক ধকল তো এর মধ্যেই সইয়েছ। যা হোক, ডাক্তার আপনাকে নিশ্চয়ই সতর্ক করে দিতে হবে না। সিন্দুকটাকে সঙ্গে করে বেকার স্ট্রীটের বাসায় নিয়ে আসবেন। থানার পথে আমরা সেখানেই যাব।'

তারা আমাকে ভকসলে নামিয়ে দিল। সঙ্গে ভারী লোহার বাক্স আর একজন সরল অমায়িক ইন্সপেক্টর। পনের মিনিটের মধ্যেই আমরা মিসেস সেসিল ফরেস্টারের বাড়িতে পৌঁছে গেলাম। এত রাতে আমাদের দেখে পরিচারিকাটি বিস্মিত হয়ে গেল। বলল, তিনি বেরিয়েছেন, ফিরতে রাত হবে। মিস মরস্টান অবশ্য বসবার ঘরেই ছিল। কাজেই বাক্সটা নিয়ে আমি সেখানেই গেলাম। ইন্সপেক্টরটি গাড়িতেই বসে রইল।

জানালার ধারে সে বসে ছিল। পরিধানে সাদা পাতলা জামা, গলায় ও কোমরে লালের ছোপ। সে চেয়ারে হেলান দিয়ে আছে। মিষ্টি ও গম্ভীর মুখের উপর ঘেরা-টোপ দেওয়া মৃদু আলো পড়েছে ; একরাশ চুলের উপরও আলো পড়ে চকচক করছে। একখানি হাত চেয়ারের পাশে ঝুলে পড়েছে ; সারা দেহে ছড়িয়ে আছে একটা গম্ভীর বিষণ্ণতা। আমার পায়ের শব্দে সে উঠে দাঁড়াল। বিস্ময়ে ও আনন্দে ম্লান গাল দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

সে বলল, 'একটা গাড়ি আসার শব্দ শুনে ভেবেছিলাম, মিসেস ফরেস্টার সকাল সকাল ফিরলেন, কিন্তু আপনি আসবেন এতো আমি স্বপ্নেও ভাবি নি। কি সংবাদ এনেছেন ?'

বুকের ভিতরটা যতই ভার হোক, বাক্সটা টেবিলের উপর রেখে উচ্ছ্বসিত আনন্দের স্বরে বললাম, 'সংবাদ অপেক্ষাও বড় কিছু এনেছি। এমন কিছু এনেছি পৃথিবীর সব সংবাদের চাইতেও যা মূল্যবান। আপনার জন্য এনেছি প্রচুর সম্পত্তি।'

সে লোহার বাক্সটার দিকে তাকাল।

শান্ত গলায় প্রশ্ন করল, 'তাহলে এটাই রত্ন-ভাণ্ডার?'

'হ্যাঁ, এই হল আগ্রার বিরাট রত্ন-ভাণ্ডার। এর অর্ধেক আপনার, আর বাকি অর্ধেক থ্যাডডিউস শোলটোর। প্রত্যেকেই কয়েক হাজার করে পাবেন। ভেবে দেখুন, বার্ষিক দশ হাজার পাউণ্ড। সারা ইংলণ্ডে আপনার চাইতে ধনবতী মহিলা অল্পই থাকবে। খুব গৌরবের কথা নয় কি?'

আমার আনন্দের উচ্ছ্বাসটা একটু বেশী হয়ে গেছে বলে মনে হল আর আমার কণ্ঠস্বরের শূন্যতাটাও সে ঠিকই ধরতে পেরেছিল, কারণ ভুরু দুটো একটু তুলে সে সকৌতুকে আমার দিকে তাকাল।

বলল, 'যদি পেয়ে থাকি সেজন্য আপনার কাছে আমি ঋণী।'

'না, না,' আমি বাধা দিলাম, 'আমার কাছে নয়, বরং আমার বন্ধু শার্লক হোমসের কাছে। যতই চেষ্টা করি না কেন, যে সূত্র তার বিশ্লেষণী প্রতিভার উপরেও চেপে বসেছিল তাকে অনুসরণ করা আমার কর্ম নয়। যা অবস্থা, শেষ মুহূর্তে সব তো হাতছাড়া হতে বসেছিল।'

সে বলল, 'ডাঃ ওয়াটসন, দয়া করে বসুন, আমাকে সব কথা বলুন।'

তার সঙ্গে শেষ দেখার পর থেকে যা যা ঘটেছে সবই সংক্ষেপে বললাম। হোমসের তদন্তের নতুন পদ্ধতি, 'অরোরা'-র আবিষ্কার, এথেলনি জোন্সের আগমন, আমাদের সান্ধ্য অভিযান, আর টেমস নদীতে রুদ্ধশ্বাস অনুসরণ। আমাদের অভিযানের পুনরাবৃত্তি সে দুই উজ্জ্বল চোখে মেলে হাঁ করে শুনতে লাগল। যখন বললাম তীরটি কেমন অল্পের জন্য আমাদের রেহাই দিল তখন সে একেবারে সাদা হয়ে গেল ; আমার তো ভয় হল মূর্চ্ছা না যায়।

তাড়াতাড়ি এক গ্লাস জল ঢেলে তাকে দিতেই সে বলে উঠল, 'ও কিছু নয়। আমি এখন ঠিক আছি। আমার বন্ধুদের এমন ভয়ংকর বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছিলাম শুনে খুবই আঘাত পেয়েছিলাম।'

আমি বললাম 'বিপদ তো কেটে গেছে। সে কিছু নয়। দুঃখের খবর আর বলব না। এবার সুখের কথায় আসা যাক। এই তো রত্ন-ভাণ্ডার। এর চাইতে সুখের আর কি হতে পারে? এটা সঙ্গে করে এনেছি এই ভেবে যে, এটাকে সকলের আগে দেখতে আপনি নিশ্চয় আগ্রহী।'

সে বলল, 'তা তো বটেই। খুবই আগ্রহী।' তার কণ্ঠস্বরে কিন্তু কোন ব্যগ্রতা নেই। নিশ্চয়ই তার মনে হয়েছে, যে পুরস্কার লাভের জন্য আমাদের এত মূল্য দিতে হয়েছে তার প্রতি উদাসীনতা দেখালে সেটা তার পক্ষে অভদ্রতা বলে বিবেচিত হতে পারে।

ঝুঁকে পড়ে সে বলল, 'কি সুন্দর বাক্সটা! এটা ভারতীয় কারুকার্য, তাই না?'

'হ্যাঁ ; এটা বেনারসের পিতলের কাজ।'

বাক্সটা তুলবার চেষ্টা করে সে বলে উঠল, 'কী ভারী! বাক্সটারও নিশ্চয় অনেক দাম। চাবিটা কোথায়?'

'স্মল সেটাকে টেমসের জলে ফেলে দিয়েছে।' আমি জবাব দিলাম। 'মিসেস ফরেস্টারের কয়লা ঠেলার লোহাটা আমার চাই।'

বাক্সটার সামনে উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তির আকারে গড়া একটা ভারী আঁকড়া ছিল। তার নীচে লোহাটা ঢুকিয়ে দিয়ে চাড় দিতেই আঁকড়াটা সশব্দে ছিটকে পড়ল। কম্পিত হাতে ডালাটা খুলে ফেললাম। দুজনেই সবিস্ময়ে হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম। বাক্সটা খালি!

বাক্সটা ভারী তো হবেই। লোহার পাতটা সব দিকেই তিনের-দুই ইঞ্চি পুরু। বহুমূল্যবান বস্তু বয়ে নেবার উপযোগী সিন্দুকের মতই শক্ত ও নীরেটভাবে তৈরী। কিন্তু ভিতরে সোনা-দানা বা হীরে-মুক্তোর চিহ্নমাত্র নেই। বাক্সটা একেবারে খালি।

মিস মরস্টান শান্ত গলায় বলল, 'রত্ন-ভাণ্ডার চুরি হয়েছে।'

আর কথা ক'টি শুনলাম। অর্থও বুঝলাম। আমার মনের উপর থেকে একটা প্রকাণ্ড ছায়া যেন সরে গেল। বেকট চূড়ান্তভাবে সরে যাবার আগে আমি জানতাম না, এই অপার রত্ন-ভাণ্ডার আমার উপর কী রকম বোঝা হয়ে চেপে ছিল। এ মনোভাব স্বার্থপর, আনুগত্যহীন, অন্যায়, তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু আমার কেবলই মনে হতে লাগল যে, আমাদের দুজনের মাঝখান থেকে সোনার প্রাচীরটা সরে গেল।

অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আমি বলে উঠলাম, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!'

সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে সে আমার দিকে তাকাল।

জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি ও কথা বললেন কেন?'

তার হাতখানি ধরে বললাম, 'কারণ, আবার তুমি আমার হাতের কাছে এলে।' সে হাতটা সরিয়ে নিল না। 'কারণ, আমি তোমাকে ভালবাসি মেরি, একজন পুরুষ একটি স্ত্রীলোককে যতখানি ভালবাসতে পারে। কারণ, এই রত্ন-ভাণ্ডার, এই ঐশ্বর্য এতদিন আমার মুখকে আটকে রেখেছিল। সেসব আজ দূর হয়েছে, তাই তো তোমাকে বলতে পারছি, তোমাকে আমি কত ভালবাসি। তাই তো বললাম, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!'

'তাহলে আমিও বলি, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!' সে অস্ফুট কণ্ঠে বলল। আমি তাকে কাছে টেনে নিলাম।

রত্ন-ভাণ্ডার যেই হারাক, সে রাতে আমি একটি রত্ন-ভাণ্ডার পেলাম।

১২ ঃ যোনাথান স্মলের বিচিত্র কাহিনী

অনেকক্ষণ সেখানে কাটিয়ে বাইরে এলাম। ধৈর্যের প্রতিমূর্তির মত ইন্সপেক্টরটি তখনও গাড়িতে বসে আছে। খালি বাক্সটা দেখাতেই তার মুখ কালো হয়ে গেল।

বিষণ্ণ সুরে সে বলে উঠল, 'হয়ে গেল পুরস্কার! টাকাই যেখানে নেই, সেখানে পাওনাও নেই। সোনাদানাটা থাকলে আজকের রাতের দরুন স্যাম, ব্রাউন আর আমি অন্তত দশ করে পেতাম।'

আমি বললাম, 'মিঃ থ্যাডডিউস শোলটো ধনী লোক, সোনাদানা মিলুক আর না মিলুক, তিনি তোমাদের পাওনাটা দেবেন।'

ইন্সপেক্টর হতাশভাবে ঘাড় নেড়ে বলল, 'খুব বাজে কাজ হল। মিঃ এথেলনি জোন্সও তাই মনে করবেন।'

তার ভবিষ্যদ্বাণীই ঠিক হল। বেকার স্ট্রীটে পৌঁছে তাকে যখন খালি বাক্সটা দেখালাম, গোয়েন্দাপ্রবর তখন হাঁ করে তাকিয়ে রইল। হোমস, বন্দী আর সে সবেমাত্র পৌঁচেছে। মনে হল, পথে থানায় যাওয়ার ব্যবস্থাটা বোধ হয় পালটানো হয়েছে। আমার সঙ্গী আরাম-কেদারায় শুয়ে তার স্বভাবসিদ্ধ উদার দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, আর স্মল তার বিপরীত দিকে ভাল পায়ের উপর কাঠের পাটা তুলে দিয়ে চুপচাপ বসে আছে। খালি বাক্সটা দেখাতে সে চেয়ারে চিৎ হয়ে পড়ে সশব্দে হেসে উঠল।

এথেলনি জোন্স সক্রোধে বলল, 'এসবই তোমার কাজ স্মল।'

সে সোল্লাসে চীৎকার করে উঠল, 'হ্যাঁ, সবকিছু এমন জায়গায় রেখেছি যেখানে আপনারা কোন দিন হাত দিতে পারবেন না। ওটা আমার সম্পত্তি, আমি যদি না পাই, তাহলে এমন ব্যবস্থাই করব যাতে কেউ না পায়। আমি বলছি, আন্দামানের কয়েদি-ব্যারাকের তিনজন আর আমি ছাড়া আর কোন জীবিত মানুষের ওতে কোন অধিকার নেই। আমি জানি, ওটা আমার ব্যবহারে লাগবে না, ওদেরও না। আগাগোড়া যতটা আমার জন্য ঠিক ততটাই তাদের জন্যও আমি কাজ করেছি। সব সময়ই ওটা যেন আমাদের চারজনের স্বাক্ষর বহন করেছে। আমি জানি, আমি যা করেছি ওরাও চাইত যে আমি তাই করি,—শোলটো বা মরস্টানের আত্মীয়-স্বজনের হাতে পড়ার চাইতে ওটাকে টেমসের জলেই ডুবিয়ে দিত। তাদের ধনী বানাবার জন্য তো আমি আসমতকে মারি নি। চাবিটা যেখানে আছে, বেঁটে টোপ্পা যেখানে আছে, রত্ন-ভাণ্ডারকেও সেখানেই পাবেন। যখন দেখলাম, আপনাদের লণ্ঠ আমাদের ধরে ফেলবেই তখন লুটের মাল নিরাপদ জায়গায় রেখে দিলাম। এ অভিযানের দরুন আপনারা একটা টাকাও পাবেন না।'

এথেলনি জোন্স কড়া গলায় বলল, 'তুমি আমাদের ঠকাবার চেষ্টা করছ স্মল। রত্ন-ভাণ্ডারকে টেমসের জলে ফেলে দিতেই যদি তুমি চাইতে তাহলে তো বাক্সশুদ্ধ ফেলে দেওয়াই তোমার পক্ষে সোজা ছিল।'

বাঁকা-চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে জবাব দিল, 'আমার পক্ষে ফেলে দেওয়া সোজা, আর আপনাদের পক্ষে উদ্ধার করাও সোজা। যে লোকটি আমাকে তাড়া করে ধরবার মত বুদ্ধি রাখে, নদীর তলা থেকে একটা লোহার বাক্স তুলে আনবার মত বুদ্ধি তার নিশ্চয়ই আছে। সেগুলিকে পাঁচ মাইল জুড়ে ছড়িয়ে ফেলেছি, কাজেই এখন তাকে উদ্ধার করা বেশ কঠিন কাজই হবে। একাজ করতে আমার

www.boiRboi.net
boiRboi.net

বুক ভেঙে গেছে। আপনারা যখন এসে পড়লেন তখন আমি আধ-পাগলা হয়ে গিয়েছিলাম। অবশ্য সেজন্য দুঃখ করে কোন লাভ নেই। জীবনে কখনও উঠেছি, কখনও নেমেছি, কিন্তু এটা শিখেছি যে যা গেছে তার জন্য কাঁদতে নেই।'

গোয়েন্দা বলল, 'স্মল, এটা খুব গুরুতর ব্যাপার। ন্যায় প্রতিষ্ঠার চেষ্টাকে বানচাল করার পরিবর্তে তুমি যদি তাকে সাহায্য করতে, তাহলে বিচারের সময় হয় তো তোমার কিছুটা সুবিধা হত।'

প্রাক্তন কয়েদিটা খেঁকিয়ে উঠল, 'বিচার! কিসের বিচার! এ লুটের মাল যদি আমাদের না হয় তো কার? যারা কোন দিন এটার জন্য এতটুকু কষ্ট করে নি তাদেরই হাতে তুলে দেওয়া কি ন্যায়-বিচার? শুনুন তাহলে কেমন করে এটা আমি অর্জন করেছিলাম। দীর্ঘ কুড়ি বছর ম্যালেরিয়া-বিধ্বস্ত জলাভূমিতে কাটিয়েছি, সারাদিন কাজ করেছি গরান-গাছের জঙ্গলে, সারা রাত শেকল-বাঁধা অবস্থায় কাটিয়েছি নোংরা কয়েদি-বস্তিতে; মশায় কামড়েছে, যন্ত্রণায় ছটফট করেছি, প্রতিটি কৃষ্ণকায় পুলিশ খবরদারি করেছে। এইভাবে অর্জন করেছি আগ্রার রত্ন-ভাণ্ডার। আর আজ আমার এত কষ্টের ধন অন্য লোকে ভোগ করবে এটা সহ্য করতে পারি নি বলে আপনারা আমাকে বিচারের কথা শোনাচ্ছেন! আমি বরং বিশবার ফাঁসিতে ঝুলব, অথবা টোঙ্গার তীরগুলো আমার চামড়ায় ঢুকবে, তবু কয়েদির সেলে বসে একথা ভাবতে পারব না যে, যে-অর্থ আমারই হওয়া উচিত ছিল আর একটা লোক প্রাসাদে বসে অনায়াসে সেটা ভোগ করছে।'

স্মলের উদাসীনতার মুখোশ খুলে গেছে। সে অনর্গল বকতে লাগল। চোখ দুটো জ্বলছে। অধীরভাবে হাত-পা নাড়ার ফলে হাত-কড়া দুটো ঠন্‌ঠন্‌ করে বাজছে। লোকটির ক্লোধ এবং উচ্ছ্বাস দেখে আমি বুঝতে পারলাম, এই বঞ্চিত কয়েদি তার খোঁজ পেয়েছে একথা মেজর শোলটো যেদিন প্রথম জানতে পারলেন সেদিন যে তিনি ত্রাসগ্রস্ত হয়েছিলেন সেটা অকারণও নয়, অস্বাভাবিকও নয়।

হোমস শান্তভাবে বলল, 'তুমি ভুলে যাচ্ছ যে আমরা এসব কিছুই জানি না। তোমার কাহিনী আমরা শুনি নি, কাজেই গোড়ায় ন্যায়-বিচার কতখানি তোমার পক্ষে ছিল সেটা বলতেও পারি না।'

'দেখুন স্যার, যদিও আমার হাতে যে এই চুড়ি পড়েছি সেজন্য আপনাকেই ধন্যবাদ দেওয়া দরকার, তবু আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। তথাপি, এজন্য আমার মনে কোন ক্ষোভ নেই। যা হয়েছে ঠিকই হয়েছে। আমার কাহিনী যদি শুনতে চান, কিছুই লুকোব না। যা বলছি, পুরোপুরি সত্যই বলছি। এর প্রতিটি কথাই সত্য। ধন্য-বাদ, গ্লাসটা আমার পাশে রাখুন। গলা শুকিয়ে এলে এক চুমুক করে খাব।'

'আমি নিজে ওরচেস্টার সায়ারের মানুষ। জন্ম পার-শোরের কাছে। আমি জোর করে বলতে পারি, এখনও খোঁজ করলে দেখবেন, সেখানে গাদা গাদা স্মলরা বাস করে। অনেক সময় ভেবেছি একবার জায়গাটা ঘুরে আসব, কিন্তু আসল কথা কি জানেন, কোনকালেই খুব ভাল ছেলে তো ছিলাম না, তাই আমাকে দেখে তারা খুশি হবে কি না সেবিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। তারা সকলেই ধীর-স্থির, গীর্জা-যাওয়া মানুষ, ছোটখাট ক্ষেত-খামার আছে, গ্রামা-ঞ্চলে সকলেই চেনে মানে, আর আমি ছিলাম একটু বাউ-ণ্ডুলে ধরনের। শেষটায় আমার বয়স যখন প্রায় আঠারো, তখন থেকে তাদের আর জ্বালাই নি। একটি মেয়েঘটিত ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে উপায়ান্তর না দেখে মহামান্য রাণীর তৃতীয় বাহিনীতে যোগ দিয়ে ভারতবর্ষে যাত্রা করলাম।

'সেনাবিভাগে বেশী দিন থাকা আমার কপালে ছিল না। সবে সামরিক কায়দায় পা ফেলতে শিখেছি, শিখেছি গাদা বন্দুক চালাতে, এমন সময় একদিন বোকামি করে গেলাম গঙ্গায় সাঁতার কাটতে। ভাগ্য ভাল, আমার কোম্পানির সার্জেন্ট জন হোল্ডার সেসময় জলে ছিলেন, আর তিনি খুব ভাল সাঁতার জানতেন। অর্ধেক নদীতে যেতে না যেতেই আমাকে কুমীরে ধরল এবং দক্ষ সার্জেনের মত আমার ডান পাটা হাঁটুর নিচ থেকে কেটে নিল। ভয়ে এবং অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে আমি মূর্ছা গেলাম। হোল্ডার আমাকে ধরে ফেলে টানতে টানতে তীরে না নিয়ে গেলে ডুবেই মরতাম। পাঁচ মাস হাসপাতালে কাটাবার পর যখন কাটা হাঁটুর সঙ্গে বাঁধা কাঠের পা নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে এলাম, তখন আমাকে অক্ষম বলে সেনা-বিভাগ থেকে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। অন্য কোন কাজকর্মের পক্ষেও তখন আমি অযোগ্য।

'বুঝতেই পারছেন, সে সময়টায় বড়ই দুর্দিন গেছে। তখনও কুড়ি বছর বয়স হয় নি, অথচ আমি হয়ে পড়েছি একটা অকর্মন্য খোঁড়া লোক। যা হোক, শীঘ্রই আমার এই দুর্ভাগ্যই আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিল। আবেল হোয়া-ইট নামক একটি লোক নীলের চাষ করতে সেখানে এসে-ছিল। তার কুলিদের তত্ত্বাবধান ও কাজের দেখাশুনা কর-বার জন্য সে একজন ওভারসিয়র খুঁজছিল। দুর্ঘটনার পর থেকেই আমাদের কর্ণেল আমার উপর সদয় ছিলেন। ঐ

লোকটি ছিল তার বন্ধু। অল্প কথায় বলতে গেলে, কর্ণেল ঐ কাজের জন্য আমার হয়ে উমেদারি করলেন। কাজটাও বেশীর ভাগ ঘোড়ায় চড়েই করতে হয়, কাজেই আমার কাটা পা কোন অসুবিধার কারণ হবে না। যতটা হাঁটু আমার ছিল জিনে বসবার পক্ষে তাই যথেষ্ট। আমার কাজ ছিল চাষের জমিতে ঘোড়ায় চড়ে বেড়ান, মজুরদের কাজের উপর নজর রাখা, আর যারা কাজে ফাঁকি দেয় তাদের নামে রিপোর্ট করা। মাইনেও মোটামুটি ভালই, বাসস্থানও আরামদায়ক, মোটের উপর বাকি জীবনটা নীলের চাষে কাটিয়ে দেব মনে করেই সন্তুষ্ট ছিলাম। মিঃ আবেল হোয়াইটও লোক ভাল, মাঝে মাঝে আমার ছোট বাসায় এসে আমার সঙ্গে বসে তামাক খেত। সেখানকার সাদা মানুষরা পরস্পরকে কাছে পেলে খুশি হয়, যেমনটা এখানে কখনও হয় না।

'কিন্তু সে সুখ বেশী দিন ভাগ্যে সইল না। হঠাৎ কোন কিছু না বলে মহা বিদ্রোহ শুরু হয়ে গেল। এক-মাস ভারতবর্ষ এখানকার সারে বা কেন্টের মতই শান্ত ও শান্তিপূর্ণ ছিল, পরের মাসে দু লক্ষ কালো শয়তান ঝাঁপিয়ে পড়ে সারা দেশটাকে নরক বানিয়ে ফেলল। অবশ্য এসব কথা তো আপনারা ভদ্রমশাইরা আমার চাইতে অনেক বেশী জানেন, জানাই স্বাভাবিক, কারণ পড়াশুনা তো আমার লাইন নয়। আমি যা নিজের চোখে দেখেছি তাই শুধু জানি। আমাদের আবাদটা ছিল উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের সীমান্তবর্তী মুত্রা (মথুরা) নামক স্থানে। রাতের পর রাত জ্বলন্ত বাংলোর আলোয় সারা আকাশ লাল হয়ে যেত। দিনের পর দিন দেখতাম, ইওরোপীয়দের ছোট ছোট দল স্ত্রী পুত্র নিয়ে আমাদের জমির উপর দিয়ে আগ্রার দিকে যাচ্ছে, কারণ সেটাই নিকটবর্তী সেনা-ব্যারাক। মিঃ আবেল হোয়াইট একগুঁয়ে লোক। তার মাথায় ঢুকেছিল যে সমস্ত ব্যাপারটাকে ফেনিয়ে তোলা হয়েছে ; যেমন তাড়াতাড়ি উঠেছে তেমনি তাড়াতাড়ি নেমে যাবে। সারা দেশে চতুর্দিকে যখন আগুন জ্বলছে, সে তখন বারান্দায় বসে পেগের পর পেগ হুইস্কি খাচ্ছে আর চুরুট টানছে। অবশ্য আমরা তার সঙ্গেই ছিলাম—আমি আর ডসন। লেখাপড়ার কাজ আর বিলি ব্যবস্থা ডসন আর তার স্ত্রীই করত। তারপর একদিন আঘাত এল। আমি গিয়েছিলাম অনেক দূরের চাষ দেখতে। সন্ধ্যায় ঘোড়ায় চড়ে ধীরে ধীরে ফিরছি, একটা খাড়া নালার নীচে কি যেন পড়ে থাকতে দেখলাম। ঘোড়া ছুটিয়ে নীচে নামলাম ব্যাপারটা দেখতে। যা দেখলাম তাতে আমার বুকের রক্ত জল হয়ে গেল। পড়ে আছে ডসনের স্ত্রীর দেহ, কুচিকুচি করে কাটা, শেয়াল-কুকুরে অর্ধেকটা খেয়ে ফেলেছে। রাস্তা ধরে আর একটু উঠতেই দেখি ডসন মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। তার হাতে একটা গুলিহীন রিভলবার। তার সামনেই চারটে সিপাই পড়ে আছে। ঘোড়ার রাস টানলাম। কোনদিকে যাব বুঝতে পারছি না। এমন সময় দেখলাম, আবেল হোয়াইটের বাংলো থেকে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলি পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে, ছাদের ভিতর দিয়ে আগুনের শিখা লক্ লক্ করছে। বেশ বুঝলাম, আমি হস্তক্ষেপ করলেও মালিকের উপকার কিছু করতে পারব না, মাঝখান থেকে নিজের প্রাণটাই খোয়াব। সেখান থেকেই দেখতে পেলাম লাল কুর্তাপরা শত শত পিশাচ জ্বলন্ত বাড়িটাকে ঘিরে নাচছে আর হল্লা করছে। তাদের কেউ কেউ আমাকে দেখিয়ে দিতেই দুটো গুলি হুস করে আমার মাথার পাশ দিয়ে ছুটে গেল। তৎক্ষণাৎ ধান-ক্ষেতের ভিতর দিয়ে ছুটলাম। অনেক রাতে আগ্রার প্রাচীরের ভিতরে পৌঁছে তবে নিরাপদ হলাম।

'পরে অবশ্য বুঝলাম সে জায়গাও খুব নিরাপদ নয়। সারা দেশ এক ঝাঁক মৌমাছির মত মেতে উঠেছে। যেখানে ইংরেজরা ছোট ছোট দলে একত্র হতে পারছে সেখানে কেবলমাত্র বন্দুকের সীমানাটুকু পর্যন্ত তাদের দখলে থাকছে। আর সর্বত্র তারা অসহায় পলাতক। সে একশতের বিরুদ্ধে লক্ষের সংগ্রাম। এ সংগ্রামের নিষ্ঠুরতম দিক হল, পদাতিক, অশ্বারোহী, গোলন্দাজ—যাদের সঙ্গে আমরা লড়াই করছি তারা সকলেই আমাদের বাছাই সৈন্য ; তাদের আমরা সব কিছু শিখিয়েছি, আমাদেরই অস্ত্র তাদের হাতে, আমাদেরই বিউগল বাজছে তাদের মুখে। আগ্রায় ছিল থার্ড বেঙ্গল ফুসিলিয়ার্স, কিছু শিখ, দুটো অশ্বারোহী বাহিনী আর কিছু গোলন্দাজ সৈন্য। কেরাণী ব্যবসায়ীদের নিয়ে একটা স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী গঠন করা হয়েছিল। কাঠের পা নিয়ে আমি তাতেই যোগ দিলাম। জুলাইয়ের প্রথম দিকে শাহ্গঞ্জের কাছে আমরা বিদ্রোহীদের বাধা দিলাম। কিছুক্ষণ তাদের হটিয়ে দিতে পারলেও শীঘ্রই আমাদের বারুদ ফুরিয়ে গেল। ফলে আমরাও শহরে ফিরে গেলাম।

'চারদিক থেকে কেবলই খারাপের পর খারাপ সংবাদ আসতে লাগল। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই, কারণ মানচিত্র দেখলেই বুঝতে পারবেন, আমরা ছিলাম গোলযোগের একেবারে মাঝখানে। পূর্বদিকে শ' খানেক মাইল দূরে লক্ষ্ণৌ, দক্ষিণে প্রায় সমান দূরেই কানপুর। চারদিকে নির্যাতন, হত্যা আর ধর্ষণ ছাড়া কিছু নেই।

'আগ্রা শহর একটা বড় জায়গা—ধর্মান্ধ লোক আর হিংস্র শয়তান-পূজকে ঠাসা। আমাদের মুষ্টিমেয় লোক সংকীর্ণ আঁকাবাঁকা গলির মধ্যে হারিয়ে গেল। কাজেই আমাদের নেতা নদীর দিকে অগ্রসর হয়ে আগ্রার পুরনো কিল্লায় সৈন্য সমাবেশ করল। আমি জানি না আপনারা কেউ ঐ পুরনো কিল্লার কথা পড়েছেন কি না। এটা একটা অদ্ভুত জায়গা—আমি যত জায়গায় গিয়েছি তার মধ্যে সব চাইতে অদ্ভুত। প্রথমত, এটা আকৃতিতে বিশাল, ঘেরা জায়গাটা একরের পর একর বিস্তৃত। কিল্লার যেটা নতুন অংশ তাতে আমাদের সেনাদল, স্ত্রীলোক, শিশু, জিনিস-পত্র সব ধরেও অনেকগুলি ঘর বাকি রইল। কিন্তু পুরনো অংশের তুলনায় নতুন অংশটা কিছুই নয়। সেখানে কোন মানুষ যায় না, সবটাই বিছে আর রকম কীটের আবাসস্থল। বড় বড় পরিত্যক্ত হল, ঘোরানো পথ, এদিক ওদিক বাঁকানো দীর্ঘ করিডরের সারি। যে-কোন লোক সহজেই তার মধ্যে হারিয়ে যেতে পারে। সেইজন্যই ওদিক-টায় কেউ যায় না, যদিও কখনও সখনও কোনও দল টর্চ নিয়ে আবিষ্কারের নেশায় মেতে ওঠে।

'পুরনো কিল্লার সামনে দিয়ে নদীটা বয়ে চলেছে বলে সেদিকটা সুরক্ষিত ; কিন্তু দু' দিকে ও পিছনে অনেক-গুলি দরজা থাকায় পুরনো অংশে এবং যে অংশে আমাদের সৈন্যসামন্ত ছিল সব জায়গাতেই সৈন্য মোতায়েন করা দরকার। অথচ আমাদের লোকসংখ্যা খুবই কম ; কিল্লার কোণগুলিতে পাহারা দেবার এবং কামানগুলি দাগবার মত লোকও ছিল না। কাজেই কিল্লার অসংখ্য গেটের প্রত্যেক-টিতে শক্ত পাহারা বসানো ছিল আমাদের পক্ষে অসম্ভব। কিল্লার ঠিক মাঝখানে আমরা একটা কেন্দ্রীয় পাহারা-শিবির বসালাম, আর প্রত্যেকটি গেটের ভার দেওয়া হল একজন শ্বেতকায় ও দু'তিনজন দেশী লোকের উপর। রাত্রির কয়েকটি নির্দিষ্ট ঘণ্টার জন্য কিল্লার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের একটা ছোট বিচ্ছিন্ন দরজা পাহারা দেবার ভার পড়ল আমার উপর। দুজন শিখ সৈন্যকে রাখা হল আমার অধীনে। আমার উপর নির্দেশ হল, কোনরকম বিপদ বুঝ-লেই আমার বন্দুকটা ছুঁড়বো যাতে সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় শিবির থেকে সাহায্য আসতে পারে। কেন্দ্রীয় রক্ষী-শিবিরটা ছিল অন্তত দু'শ পা দূরে, আর আমাদের মাঝ-খানে ছিল অসংখ্য পথ ও করিডরের গোলকধাঁধা। কাজেই সত্য সত্যই কোন আক্রমণ হলে সময় মত সাহায্য পাওয়া যাবে কি না সেবিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল।

'আমি নতুন দলে ঢুকেছি, তার উপর আমার খোঁড়া পা ; কাজেই এই ছোটখাটো নেতৃত্ব পেয়ে আমি বেশ গর্ব-বোধ করেছিলাম। পাঞ্জাবীদের সঙ্গে আমি দুটো রাত্রি পাহারা দিলাম। দুজনই দীর্ঘকায় হিংস্রদর্শন। নাম মহা-মেৎ সিং ও আব্দুল্লা খান। দুজনই পুরনো সৈনিক। চিলিয়ানওয়ালায় আমাদের বিরুদ্ধে লড়েছে। তারা ভালই ইংরেজী বলতে পারত, কিন্তু আমার সঙ্গে বড় একটা কথা বলত না। দুজনে একত্র হয়ে সারা রাত অদ্ভুত শিখ ভাষায় বকবক করতেই তারা ভালবাসত। আমি সাধারণত ফটকের বাইরে গিয়ে প্রশস্ত আঁকাবাঁকা নদীর দিকে তাকিয়ে থাক-তাম, অথবা বিরাট শহরের আলোকমালা দেখতাম। ঢাকের বাদ্য, টমটমের ঘর্ঘর শব্দ, আফিম ও ভাঙ খেয়ে মাতাল-হওয়া বিদ্রোহীদের হৈ-হল্লা—সব কিছুই সারা রাত আমা-দের মনে করিয়ে দিত নদীর ওপারের বিপন্ন প্রতিবেশী-দের কথা। প্রতি দু'ঘণ্টা অন্তর রাত্রির ভারপ্রাপ্ত অফি-সার সবগুলো ঘাঁটি ঘুরে দেখতেন সব কিছু ঠিক ঠিক চলছে কিনা।

'আমার পাহারার তৃতীয় রাতটা ছিল অন্ধকার আর জঘন্য। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। এর মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফটকে দাঁড়িয়ে থাকা বড়ই কঠিন কাজ। শিখ দুজনকে কথা বলাতে বার বার চেষ্টা করেও বিফল হলাম। দুটোর সময় রোঁদের পালা শেষ হল। মুহূর্তের জন্য রাত্রির শ্রান্তিতে ছেদ পড়ল। যখন দেখলাম যে সঙ্গীরা কিছুতেই কথা বলবে না, আমি পাইপটা বের করে দেশ-লাই জ্বালার জন্য বন্দুকটা নামিয়ে রাখলাম। মুহূর্তের মধ্যে শিখ দুজন আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। একজন বন্দুকটা ছিনিয়ে নিয়ে আমার মাথা লক্ষ্য করে তুলল, অপর-জন একখানা লম্বা ছুরি আমার গলায় ছুঁইয়ে দাঁত চেপে বলল, এক পা নড়লেই ছুরিটা বসিয়ে দেবে।

'প্রথমেই আমার মনে হল যে বিদ্রোহীদের সঙ্গে এদের যোগ-সাজস আছে এবং এই হল আর একটা আক্র-মণের সূচনা। আমাদের ফটকটা যদি সিপাইদের হাতে চলে যায়, তাহলে কিল্লার পতন ঘটবে এবং স্ত্রী ও শিশুদের অবস্থা হবে কানপুরের মতই। মশাইরা হয়তো ভাবছেন যে আমি নিজের পক্ষে একটা কেস খাড়া করবার চেষ্টা করছি। কিন্তু বিশ্বাস করুন, ঐ কথা ভাবতে ভাবতে গলায় ছুরির ডগাটা লেগে থাকা সত্ত্বেও চীৎকার করবার জন্য আমি মুখ খুলেছিলাম। জানতাম, সেটাই হয়তো শেষ চীৎকার, তবু কেন্দ্রীয় রক্ষীরা তো সতর্ক হতে পারবে। যে লোকটা আমাকে ধরে ছিল সে বোধ হয় আমার মনোভাব বুঝতে পেরেছিল, কারণ আমি হাঁ করা

ঝুঁকে সে ফিস ফিস করে বলল, 'শব্দ করো না। কিল্লা নিরাপদেই আছে। নদীর এ পারে কোন বিদ্রোহী কুত্তা নেই।'। লোকটার কথাগুলি সত্য বলেই মনে হল। তাছাড়া আমি তো বুঝতে পারছিলাম, কথা বললেই মৃত্যু। লোকটার বাদামী চোখেই সেটা স্পষ্ট দেখতে পেলাম। কাজেই আমি চুপ করে রইলাম। দেখাই যাক, আমার কাছে ওরা কি চায়।

'দুজনের মধ্যে যে লোকটা বেশী লম্বা ও হিংস্র তার নাম আব্দুল্লা খান। সে বলল, 'শোন সাহেব, হয় আমাদের দলে এস, অন্যথায় তোমার ভবলীলা এখনই সাঙ্গ হবে। এত বড় ব্যাপার নিয়ে আমরা এদিক-ওদিক করতে পারব না। হয় তুমি খ্রীস্টানদের ক্রুশ চিহ্নের নামে শপথ করে মনে প্রাণে আমাদের দলে ভিড়বে, আর না হয় আজ রাতেই তোমার দেহটা নালায় ফেলে দিয়ে আমরা বিদ্রোহী ভাইদের সঙ্গে যোগ দেব। মাঝামাঝি কোন পথ নেই। কি চাও—মৃত্যু না জীবন? মনস্থির করতে তোমাকে তিন মিনিট সময় দিচ্ছি, কারণ তার বেশী সময় হাতে নেই, যা কিছু করবার আর একটা রোঁদ আসবার আগেই করতে হবে।'

'আমি বললাম, 'মনস্থির করব কেমন করে? তোমরা আমার কাছে কি চাও তাই তো বল নি। কিন্তু একটা কথা, এই কিল্লার নিরাপত্তার বিরুদ্ধে যদি কিছু বল, আমি তোমাদের দলে নেই। ছুরি চালাতে পার। আমি প্রস্তুত।'

'সে বলল, 'কিল্লার বিরুদ্ধে কোন কথাই নয়। তোমার দেশের মানুষ যে জন্যে এদেশে আসে আমরা তোমাকে তাই করতে বলছি। আমরা তোমাকে ধনী হতে বলছি। আজ রাতে তুমি যদি আমাদের একজন হও, তাহলে এই নাঙ্গা ছুরির নামে শপথ করছি, যে তিন শপথ কোন শিখ কোন দিন লঙ্ঘন করে না তার নামে বলছি, লুটের মালের ন্যায্য অংশ তুমি পাবে। রত্ন-ভাণ্ডারের চার ভাগের এক ভাগ তোমার। এর চাইতে ন্যায্য ভাগ আর কিছু হতে পারে না।

'আমি প্রশ্ন করলাম, কিন্তু 'রত্ন-ভাণ্ডার'টি কি বস্তু? তোমাদের মতই আমিও ধনী হতে চাই, কিন্তু কেমন করে হব সেটা বলে দাও।'

'সে বলল, 'তাহলে তোমাকে শপথ করতে হবে,—তোমার বাবার অস্থির নামে, তোমার মায়ের সতীত্বের নামে, তোমার ধর্মের ক্রুশের নামে শপথ করতে হবে যে, এখন বা ভবিষ্যৎকালে আমাদের বিরুদ্ধে হাত তুলবে না বা কথা বলবে না।'

'সে বলল, 'শপথ করছি, অবশ্য তাতে যদি কিল্লার কোন বিপদ না ঘটে।'

'তাহলে আমার বন্ধু ও আমি শপথ করে বলছি, রত্ন-ভাণ্ডার আমাদের চারজনের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করা হবে, আর তুমি পাবে সিকি অংশ।'

'আমরা তো তিনজন,' আমি বললাম।

'না ; দোস্ত আকবরকেও তার অংশ দিতে হবে। তাদের জন্য যতক্ষণ অপেক্ষা করব ততক্ষণে তোমাকে কাহিনীটা বলতে পারি। মহমৎ সিং, তুমি ফটকে থাক, ওরা এলেই খবর দিও। শোন সাহেব, ব্যাপারটা এই রকম। তোমাকে সব কথা বলছি কারণ আমি জানি যে, ফিরিঙ্গিরা তাদের শপথ মেনে চলে এবং আমরা তোমাকে বিশ্বাস করতে পারি। তুমি যদি একজন মিথ্যেবাদী হিন্দু হতে তাহলে সকল দেবতার নামে শপথ করলেও এই ছুরি তোমার রক্তে স্নান করত আর তোমার দেহটা ডুবে যেত নদীর জলে। কিন্তু শিখ ইংরেজকে জানে, ইংরেজও শিখকে জানে। অতএব কান পেতে শোন আমার কি বলার আছে।

'উত্তর প্রদেশে একজন রাজা আছে যার জমি সামান্য হলেও ধন-সম্পত্তি প্রচুর। বাবার কাছ থেকে সে অনেক পেয়েছে, তার উপর নিজেও অনেক জমিয়েছে, কারণ সে অতি নীচ—সোনা খরচ করার চাইতে সঞ্চয় করতেই সে ভালবাসে। যখন গোলমাল বেঁধে উঠল, তখন সে সিংহ আর বাঘ — সিপাই আর কোম্পানি-রাজ দুইয়ের সঙ্গেই হাত মেলাল। কিন্তু অচিরেই সে বুঝতে পারল, সাদাদের দিন শেষ হয়ে এসেছে ; কারণ সারা দেশ জুড়ে কেবলই শোনা যেতে লাগল তাদের মৃত্যু আর পরাজয়ের কথা। সে খুব হিসেবী লোক। তাই এমন একটা ব্যবস্থা করল যাতে যাই ঘটুক না কেন, অর্ধেক সম্পত্তি তার হাতে থেকেই যাবে। সোনা-রুপো যা কিছু ছিল সব সে প্রাসাদের গুপ্ত-কক্ষে নিজের কাছে রেখে দিল। আর খুব দামী দামী হীরে-মণি-মুক্তো একটা লোহার বাক্সে ভরে একজন বিশ্বাসী চাকরকে বণিকের ছদ্মবেশ পরিয়ে তার সঙ্গে আগ্রায় পাঠিয়ে দিল। যতদিন না দেশে শান্তি ফিরে আসে ততদিন বাক্সটা সেখানেই থাকবে। এই ব্যবস্থায় যদি বিদ্রোহীরা জয়ী হয় তার টাকা-পয়সাগুলো রক্ষা পাবে ; আবার যদি কোম্পানি জয়লাভ করে, তার মণি-মুক্তাগুলো বাঁচবে। এইভাবে সঞ্চিত ধন-রত্নের বাঁটোয়ারা করে সে সিপাইদের সঙ্গে যোগ দিল, কারণ তার রাজ্য-সীমান্তে সিপাইরাই ছিল শক্তিশালী পক্ষ। বিবেচনা কর সাহেব, এর ফলে তার সম্পত্তি দেশের মানুষের উপরেই বর্তালো।

'আসমত নামে পরিচিত এই ছদ্মবেশী বণিক এখন আগ্রা শহরেই আছে। সে কিল্লার ভিতরে ঢুকতে চাইছে।

তার সহযাত্রী হয়ে এসেছে আমার সৎ-ভাই দোস্ত আকবর। সব গোপন কথা সে জানে। দোস্ত আকবর তাকে কথা দিয়েছে আজ রাতে এই ফটক দিয়ে তাকে কিল্লায় ঢুকিয়ে দেবে। একটু পরেই সে এখানে আসবে এবং মেহমত সিং ও আমার সঙ্গে তার দেখা হবে। জায়গাটা নির্জন। তার এখানে আসার কথাও কেউ জানে না। একদিন পৃথিবী সেই বণিক আসমতকে ভুলে যাবে, আর রাজার বিপুল রত্ন-ভাণ্ডার আমাদের চারজনের মধ্যে ভাগ হয়ে যাবে। তুমি কি বল সাহেব?'

'ওরচেস্টারশায়ারে মানুষের জীবন মূল্যবান ও পবিত্র। কিন্তু চারদিকে যেখানে শুধু আগুন আর রক্ত, মুখ ফেরাতেই যেখানে সাক্ষাৎ হয় মৃত্যুর সঙ্গে, সেখানকার কথা আলাদা। বণিক আসমত বাঁচল কি মরল আমার কাছে সেটা বাতাসের মতই তুচ্ছ। রত্ন-ভাণ্ডারের কথায় আমার মনও নেচে উঠল! ভাবলাম, দেশে ফিরে ও দিয়ে আমি কি না করতে পারি। যখন আমার আত্মীয় স্বজনরা দেখবে যে তাদের বখে যাওয়া ছেলেটা পকেট-ভর্তি মোহর নিয়ে ফিরে এসেছে, তখনকার দৃশ্যও আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। কাজেই আমি মনস্থির করেই ফেলেছিলাম। আবদুল্লা খান মনে করল আমি ইতস্তত করছি। তাই সে আরও জোর দিয়ে আমাকে চেপে ধরল।

www.BanglaBook.org

'বলতে লাগল, 'ভেবে দেখ সাহেব, এই লোকটা যদি সৈনিকদের হাতে ধরা পড়ে, সে হয় ফাঁসিতে না হয় গুলিতে মরবে, আর গভর্ণমেণ্ট সব মণি-মুক্তো নিয়ে নেবে। তাতে তো কারও কোন লাভ হবে না। আমরা যদি তাকেই মেরে ফেললাম, তাহলে বাকিটাই বা করব না কেন? মণি-মুক্তো-গুলো কোম্পানির কোষাগারে থাকাও যা আমাদের কাছে থাকাও তাই। যা পাওয়া যাবে তাতে আমরা প্রত্যেকেই বেশ ধনী আর আমীর-ওমরাহ হতে পারব। এ কথা কেউ জানতে পারবে না, কারণ এখানে আমরা অন্য সকলের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। এর চাইতে ভাল সুযোগ আর কোথায় পাওয়া যাবে? এইবার বল সাহেব, তুমি আমাদের দলে থাকবে, না কি তোমাকে আমরা শত্রু মনে করব।'

'আমি মনে-প্রাণে তোমাদের দলে', আমি বললাম।

'আমার আগ্নেয়াস্ত্রটা ফিরিয়ে দিয়ে সে বলল, 'খুব ভাল। আমরা তোমাকে বিশ্বাস করলাম, কারণ আমাদের মতই তুমিও কখনও কথার খেলাপ করবে না। এখন শুধু আমার ভাই আর বণিকের জন্য অপেক্ষা করা।'

'আমি প্রশ্ন করলাম, 'তোমরা যা করতে চাও তা কি তোমার ভাই জানে?'

'মতলবটা তারই। সেই এটা ছকেছে। ফটকে গিয়ে মেহমত সিংহের সঙ্গে আমাদেরও চারদিকে নজর রাখতে হবে।'

'তখনও সমানে বৃষ্টি হচ্ছিল। সবে বর্ষা শুরু হয়েছে। কালো কালো মেঘ আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে। বেশীদূর দৃষ্টি চলে না। আমাদের ফটকের সামনে একটা গভীর খাদ। অনেক জায়গায়ই জল অতি সামান্য, সহজেই পার হওয়া যায়। যে মানুষ পরোয়ানা নিয়ে আসছে তারই প্রতীক্ষায় দুই বেপরোয়া পাঞ্জাবীর সঙ্গে সেখানে দাঁড়িয়ে একটা অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছিল।

'সহসা খাদের ওপারে একটা ঢাকা-দেওয়া লণ্ঠনের আলো চোখে পড়ল। একটা ঢিপির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে পুনরায় আলোটা আমাদের দিকেই ধীরে ধীরে আসতে লাগল।

আমি বলে উঠলাম, 'ঐ তারা আসছে।'

'আবদুল্লা চুপি চুপি বলল, 'তুমি সাহেব যথারীতি বাধা দেবে। কোন মতেই তাকে ভয় পেতে দিও না। আমাদের ওর সঙ্গে ভিতরে যেতে দিও। তুমি এখানেই পাহারায় থেকো। তারপর যা করবার আমরাই করব। লণ্ঠনটা হাতের কাছেই রেখ; যাতে ঢাকনা তুললেই লোকটাকে দেখতে পাই।'

'আলোটা কাঁপতে কাঁপতে এগোচ্ছে। কখনও থামছে, আবার চলছে। শেষ পর্যন্ত খাদের অপর পারে দুটো কালো মূর্তি দেখা গেল। তারা ঢালু পার বেয়ে নীচে নামল, জল পার হল, তারপর ফটকের দিকে অর্ধেক পথ উঠতেই আমি বাধা দিলাম।

'কে যায়?' আমি অনুচ্চস্বরে বললাম।

'বন্ধু,' জবাব এল। লণ্ঠনের ঢাকনা সরাতেই এক ঝলক আলো তাদের উপর পড়ল। প্রথমজন এক লম্বা চওড়া শিখ, তার কালো দাড়ি কোমরবন্ধ পর্যন্ত লম্বা। কোন প্রদর্শনী ছাড়া এত লম্বা লোক আমি আর কখনও দেখি নি। অপরজন ছোটখাটো, মোটা, গোলগাল মানুষ, মাথায় মস্ত বড় হলুদ পাগড়ি, হাতে শালে জড়ানো একটা বাণ্ডিল। সে ভয়ে কাঁপছে, হাত দুটো খিঁচুচ্ছে যেন কম্পজ্বর হয়েছে, মাথাটা একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে দুলছে। আর ইঁদুর গর্ত থেকে বেরুলে যেমন হয় তেমনি তার উজ্জ্বল কুৎকুতে চোখ দুটো চিক্ চিক্ করছে। একে মারবার কথা ভাবতেই আমার বুকটা কেঁপে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে রত্ন-ভাণ্ডারের কথা মনে পড়তেই মনটা পাথরের মত শক্ত হয়ে গেল। আমার সাদা মুখ দেখেই সে আনন্দে

স্কুট শব্দ করে আমার দিকে দৌড়ে এল।

'হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'আশ্রয় দাও সাহেব, অভাগা বন্দিক আসমতকে আশ্রয় দাও। আগ্রার কিল্লায় আশ্রয় পাবার আশায় আমি রাজপুতানা পাড়ি দিয়ে এসেছি। কোম্পানির বন্ধু বলে আমার সব লুট করেছে, আমাকে মেরেছে, গালাগালি করেছে। আজকের রাতটা বড় শুভ, তাই আমি আর আমার এই সামান্য সম্পত্তি নিরাপদ হল।'

'তোমার বাণ্ডিলে কি আছে?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'সে জবাব দিল, 'একটা লোহার বাক্স, তাতে গেরস্থালির দু' একটা ছোটখাট জিনিস আছে যা অন্যের কোন কাজে লাগবে না, কিন্তু হারালে আমার ক্ষতি হবে। তবে আমি একেবারে ভিখারী নই সাহেব। আমাকে আশ্রয় দিলে আমি তোমাকে আর তোমার গভর্ণরকে পুরস্কার দেব।'

'লোকটার সঙ্গে বেশীক্ষণ কথা বলতে আমার সাহস হল না। তার ফোলা-ফোলা ভয়ার্ত মুখখানা যত দেখছি ততই তাকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করবার কথা ভাবাও আমার পক্ষে শক্ত হয়ে উঠছে। তাড়াতাড়ি শেষ করাই ভাল।

'বললাম, 'একে মূল রক্ষী-শিবিরে নিয়ে যাও। দুজন শিখ দু'পাশে থেকে তার কাছে এগিয়ে গেল, দৈত্যটা হাঁটতে লাগল পিছনে, তারা চারজন অন্ধকার ফটকটা পার হয়ে গেল। মৃত্যু বুঝি কখনও মানুষকে এমন করে ঘিরে ধরে নি। আমি লণ্ঠনটা হাতে নিয়ে ফটকে দাঁড়িয়ে রইলাম।

'আমি শুনতে পেলাম, নির্জন করিডর দিয়ে তারা মাপা পা ফেলে এগিয়ে চলেছে। হঠাৎ পায়ের শব্দ থেমে গেল। অনেক গলার স্বর, ধ্বস্তাধ্বস্তি ও আঘাতের শব্দ কানে এল। মুহূর্তমাত্র পরে একটা দ্রুত পায়ের শব্দ আমার দিকে আসতে লাগল। হাঁপাতে হাঁপাতে একটা লোক দৌড়ে আসছে। আমি ভয় পেলাম। দীর্ঘ সোজা পথটার দিকে লণ্ঠনটা ঘোরাতেই দেখি, সেই মোটা লোকটা বাতাসের বেগে ছুটে আসছে। সারা মুখ রক্তে মাখা। তার ঠিক পিছনেই বাঘের মত ছুটে আসছে কালো দাড়িওয়ালা বিশাল শিখটা। তার হাতে একখানা খোলা ছুরি। আমি কখনও কোন মানুষকে ওই ক্ষুদে বণিকটির মত দ্রুত ছুটতে দেখি নি। সে ক্রমাগতই শিখটাকে পিছনে ফেলে ছুটছে। আমি বুঝতে পারলাম, একবার যদি আমাকে পার হয়ে খোলা মাঠে পড়তে পারে, তাহলেই সে বেঁচে যাবে। আমার মনটা নরম হল। কিন্তু আবার সেই রত্ন-ভাণ্ডারের চিন্তা আমাকে কঠিন, কঠোর করে তুলল। যেমনি সে আমার পাশ দিয়ে ছুটে গেল অমনি আমার বন্দুকটা তার দুই পায়ের ফাঁকে ছুঁড়ে দিলাম। গুলি-খাওয়া খরগোসের মত সে দুটো পাক খেয়ে পড়ে গেল। কাঁপতে কাঁপতে পুনরায় উঠে দাঁড়াবার আগেই শিখটা ঝাঁপিয়ে পড়ে হাতের ছুরিটা দু'বার তার বুকে বসিয়ে দিল। লোকটা চীৎকার করল না, হাত-পা ছুঁড়ল না, যেখানে পড়েছিল সেখানেই পড়ে রইল। আমার মনে হল, পড়ে গিয়েই তার ঘাড়টা ভেঙ্গে গিয়েছিল। দেখুন ভদ্রজনরা, আমার কথা রেখেছি। আমার স্বপক্ষে যাক আর নাই যাক, ঠিক যেমনটি ঘটেছিল অক্ষরে অক্ষরে ঠিক তাই বলছি।'

সে থামল। হোমসের তৈরী হুইস্কি-জলের জন্য হাত-কড়া পরা হাত বাড়াল। আমি কিন্তু স্বীকার করছি, ঠাণ্ডা-মাথার খুনের সঙ্গে সে জড়িত ছিল বলেই নয়, যেরকম নিস্পৃহ প্রগল্‌ভতার সঙ্গে সে সব ব্যাপারটা বলে গেল তাতে লোকটাকে দেখে সত্যি আমার ভয় হল। তার কপালে যে শাস্তিই জুটুক, আমার কাছ থেকে কোন সহানুভূতি সে পাবে না। শার্লক হোমস আর জোন্স দুই হাত হাঁটুর উপর রেখে গভীর আগ্রহের সঙ্গে গল্পটা শুনছে। কিন্তু তাদের চোখে-মুখেও সেই একই বিরক্তি ফুটে উঠেছে। সেও হয় তো এটা লক্ষ্য করেছিল। তাই যেভাবে সে পুনরায় বলতে শুরু করল তাতে একটা উপেক্ষার ভাব প্রকাশ পেল।

সে বলতে লাগল, 'কাজটা খুবই খারাপ সন্দেহ নেই। আমি শুধু জানতে চাই, আমার অবস্থায় পড়লে নিজের গলাটা কাটা যাবে জেনেও লুটের অংশ নিতে অস্বীকার করবে এমন মানুষ ক'জন আছে। তাছাড়া, একবার যখন সে কিল্লায় ঢুকেছিল, তখন হয় আমার জীবন আর না হয় তার জীবন যেতই। সে যদি পালিয়ে যেত, ব্যাপারটা জানা-জানি হয়ে পড়ত এবং সামরিক বিচারে আমাকেই গুলি করা হত, কারণ সেসময় মানুষের মধ্যে উদারতা বলে কিছু ছিল না।'

হোমস বলল, 'তোমার গল্পটা বলে যাও।'

'তারপর আব্দুল্লা, আকবর ও আমি তাকে ভিতরে নিয়ে গেলাম। বেঁটেখাট হলেও লোকটা বেশ ভারী ছিল। মেহমত সিং ফটকে পাহারায় রইল। যে স্থানটা শিখরা আগেই ঠিক করে রেখেছিল সেখানে তাকে নিয়ে গেলাম। কিছুটা দূরে আঁকাবাঁকা পথটা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে একটা বড় ফাঁকা হল ছিল। ইঁটের দেওয়ালগুলো ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে। মাটির মেঝেটা একজায়গায় বসে গিয়ে একটা কবরের মত হয়েই ছিল। ভাঙ্গা ইঁট দিয়ে চাপা দিয়ে আসমতকে সেখানেই রেখে এলাম। কাজ শেষ করে সকলে মিলে

গেলাম রত্ন-ভাণ্ডারের কাছে।

'প্রথম আঘাতের পর যেখানে ফেলেছিল রত্ন-ভাণ্ডার সেখানেই পড়ে আছে। আপনার টেবিলের উপর যেটা খোলা পড়ে আছে ওই বাক্সটাই। উপরে যে কাজ-করা হাতলটা রয়েছে তার সঙ্গে সিল্কের দড়ি দিয়ে বাঁধা একটা চাবি ঝুলছিল। বাক্সটা খোলা হলে লণ্ঠনের আলোয় যে-সব মণি-মুক্তো ঝলমল করে উঠল তার কথা ছোটবেলায় পারশোরে থাকতে বইতে পড়েছি আর ভেবেছি। সেগুলির দিকে তাকালে চোখ ঝলসে যায়। চোখে দেখার সাধ মিটে গেলে সব কিছু বের করে একটা তালিকা তৈরী করে ফেললাম। প্রথম শ্রেণীর হীরে ছিল একশ তেতাল্লিশটা, তার মধ্যে—যতদূর মনে পড়ে—একটার নাম ছিল 'শ্রেষ্ঠ মোগল', পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম হীরে সেটা। আর ছিল সাতানব্বুইটা খুব ভাল মরকত মণি এবং ছোট-বড় মিলিয়ে একশ সত্তরটা চুণি। তাছাড়া চল্লিশটা পদ্মরাগ, দু'শ দশটা নীলকান্ত মণি, একষট্টিটা সোলেমানি পাথর এবং অনেকগুলি করে স্ফটিক, বৈদূর্যমণি, পীরোজা ও আরও নানা রকমের পাথর যার নাম তখন আমি জানতাম না, যদিও তারপরে অনেক কিছুই জেনেছি। আরও ছিল, প্রায় তিনশ খুব ভালো মুক্তো, তার মধ্যে বারোটা বসানো ছিল একটা স্বর্ণ-মুকুটে। ভাল কথা, এই শেষেরগুলি বাক্স্ থেকে বের করে নেওয়া হয়েছিল, আমি যখন বাক্স্টা পাই তখন তাতে ছিল না।

'সব ধন-রত্ন গোণা-গাথা হয়ে গেলে সেগুলোকে সিন্দুকে ভরে ফটকের কাছে নিয়ে গেলাম মেহমত সিংকে দেখাতে। তখন আমরা পুনরায় গম্ভীরভাবে শপথ নিলাম, পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করব এবং সব কথা গোপন রাখব। আরও স্থির করলাম, যতদিন দেশে শান্তি ফিরে না আসে ততদিন লুটের মাল কোন নিরাপদ স্থানে রেখে দেওয়া হবে এবং পরে নিজেদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে নেওয়া হবে। তখনি ভাগাভাগি করে কোন লাভ হবে না, কারণ ঐ সব মূল্যবান মণি-মুক্তো আমাদের কাছে দেখলে লোকের সন্দেহ হবে, আর কিল্লার মধ্যে গোপনীয়তা বলে কিছু নেই বা সেগুলো রাখবার মত কোন জায়গাও নেই। সুতরাং বাক্সটাকে সেই হল-ঘরেই নিয়ে গেলাম যেখানে মৃতদেহটা চাপা দেওয়া হয়েছিল। সেখানে সব-চাইতে ভাল দেওয়ালে একটা গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে রত্ন-ভাণ্ডারটা রেখে দিলাম। আর বেশ ভাল করে তার হদিসটা টুকে রাখলাম। পরদিন আমি চারটে নক্সা তৈরী করলাম, প্রত্যেকের জন্য একটা করে, এবং তার তলায় চারজনের নাম স্বাক্ষর করলাম, কারণ আমরা শপথ নিয়েছিলাম যে প্রত্যেকেই চারজনের হয়ে কাজ করব, কখনও একাকি কোন সুবিধা নেব না। বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি, সে শপথ আমি কখনও ভঙ্গ করি নি।

'ভারতীয় বিদ্রোহের কি হল সেকথা আপনাদের বলার কোন প্রয়োজন নেই। উইলসন দিল্লী দখল করলেন, আর স্যার কলিন লক্ষ্ণৌ উদ্ধার করলেন। তারপরেই বিদ্রোহের শিরদাঁড়া ভেঙ্গে গেল। নতুন করে সৈন্য আসতে লাগল। নানাসাহেব সীমান্ত পেরিয়ে পালিয়ে গেল। কর্ণেল গ্রেট-হেডের নেতৃত্বে একদল সৈন্য আগ্রায় এসে পাণ্ডিদের হটিয়ে দিল। ধীরে ধীরে দেশে শান্তি ফিরে আসতে লাগল। আমাদের চারজনেরও আশা হল, লুটের অংশ নিয়ে নিরাপদ দূরে চলে যাবার সময় এসেছে। কিন্তু হায়! মুহূর্তের মধ্যে আমাদের সব আশা চূর্ণ হয়ে গেল। আসমতের হত্যাকারী সন্দেহে আমাদের গ্রেপ্তার করা হল।

'ব্যাপারটা এইভাবে ঘটেছিল। রাজা যখন মণি-মুক্তো সব আসমতের হাতে তুলে দেয় তাকে বিশ্বাসী মনে করেই দিয়েছিল। কিন্তু প্রাচ্যের লোকগুলো সন্দেহপ্রবণ; তাই রাজা অপর একজন অধিকতর বিশ্বাসী চাকরকে তার উপর নজর রাখতে পাঠাল। দ্বিতীয় চাকরের উপর নির্দেশ ছিল, আসমতকে যেন দৃষ্টির বাইরে না যেতে দেয়; সেও তাকে ছায়ার মত অনুসরণ করতে লাগল। সেই রাতেও সে তার পিছু নিয়েছিল এবং ফটক পার হতে দেখেছিল। অবশ্য সে ভেবেছিল, আসমত কিল্লার ভেতরে আশ্রয় পেয়েছে। পরদিন সেও কিল্লায় ঢুকবার অনুমতি পেল, কিন্তু আসমতের সন্ধান পেল না। ব্যাপারটা তার কাছে এতই বিস্ময়কর মনে হল যে সে একজন সার্জেণ্টকে কথাটা বলল। সার্জেণ্ট আবার কথাটা দলপতির কানে তুলল। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক তদন্ত চালিয়ে মৃতদেহটা আবিষ্কার করা হল। এইভাবে যে সময়ে আমরা নিজেদের সম্পূর্ণ নিরাপদ ভাবছিলাম ঠিক সেইমুহূর্তে আমরা চারজনই গ্রেপ্তার হয়ে হত্যার অভিযোগে বিচারের জন্য আনীত হলাম—তিনজন ছিলাম সে রাতে ফটকের পাহরায় আর চতুর্থজন ছিল নিহত ব্যক্তির সঙ্গে। বিচারে মণি-মুক্তো সম্পর্কে একটা কথাও উঠল না, কারণ সেই রাজা ক্ষমতাচ্যুত হয়ে ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত হয়েছিল; কাজেই সে ব্যাপারে কারও কোনরূপ আগ্রহ ছিল না। খুন প্রমাণিত হল এবং আমরা যে তাতে জড়িত ছিলাম তাও নিশ্চিত। তিনজন শিখের যাবজ্জীবন দণ্ড আর আমার হল মৃত্যুদণ্ড। অবশ্য পরে আমার দণ্ডাদেশ হ্রাস করে অন্যদের মতই করা

[illegible]।

কী অদ্ভুত অবস্থায়ই না আমরা পড়লাম। চার-জনকে পা বেঁধে রাখা হল। বাইরে বের হবার ক্ষীণমাত্র আশাও নেই। অথবা আমরা প্রত্যেকেই এমন একটা গোপন খবর জানি যার সদ্ব্যবহার করতে পারলে আমরা রাজ-প্রাসাদে থাকতে পারি। প্রতিটি ক্ষুদে অফিসারের লাথি-ঝাঁটা সহ্য করতে হবে, খেতে হবে ভাত আর জল ; অথচ হাতের রয়েছে প্রচুর সম্পদ, শুধু কুড়িয়ে নিলেই হল। আমাদের তো বুক ফেটে যাবার উপক্রম। হয় তো পাগলই হয়ে যেতাম। কিন্তু আমি চিরদিনই একরোখা ; তাই সব কিছু সয়েও দিন গুণতে লাগলাম।

অবশেষে সেদিন বুঝি এল। আগ্রা থেকে আমাকে পাঠানো হয়েছিল মাদ্রাজে, এবং সেখান থেকে আন্দামানের ভয়ংকর দ্বীপে। সেই উপনিবেশে শ্বেতকায় কয়েদীর সংখ্যা মুষ্টিমেয়। যেহেতু প্রথম থেকেই আমার আচরণ ছিল ভাল, তাই শীঘ্রই বেশকিছুটা সুযোগ-সুবিধা পেলাম। মাউন্ট হ্যারিয়েটের সানুদেশে হোপ টাউনে আমাকে একটা কুঁড়ে-ঘর দেওয়া হল ; আর সেখানে আমাকে নিজের মত থাকতে দেওয়া হল। জায়গাটা ভয়ংকর, ম্যালেরিয়া-বিধ্বস্ত। যে-টুকু জায়গা আমরা পরিষ্কার করে নিয়েছিলাম তার বাইরে সবটাই নরখাদক অসভ্য স্থানীয় লোকদের আস্তানা। যে-কোন সুযোগেই আমাদের লক্ষ্য করে বিষাক্ত তীর ছুঁড়তে তারা সর্বদাই প্রস্তুত। মাটি কোপানো, খাল কাটা, ওলের চাষ, আরও হরেক রকমের কাজ করতে হত। কাজেই সারাদিন খুবই ব্যস্ত থাকতাম। কেবল সন্ধ্যাবেলায়ই যা একটু সময় পেতাম। অন্য অনেক জিনিসের সঙ্গে আমি সার্জেনের জন্য ওষুধ তৈরী করতে শিখেছিলাম এবং ডাক্তারি বিদ্যাও একটু-আধটু আয়ত্ত করেছিলাম। সব সময়ই পালাবার ধান্দায় থাকি। কিন্তু অন্য যেকোন দেশ থেকে শত শত মাইল দূরে সে দেশ। সেখানকার সমুদ্রে বাতাস নেই বললেই হয়। কাজেই পলায়ন দুঃসাধ্য।

'সার্জেন ডাঃ সোমার্টন বেশ চালাক-চতুর যুবক। অন্যান্য যুবক অফিসাররা তার ঘরে জমায়েৎ হয়ে তাস খেলত। আমার ওষুধ তৈরীর ঘরটা ছিল তার বসবার ঘরের পাশেই। দুই ঘরের মধ্যে একটা ছোট জানালা ছিল। অনেক সময় যখন খুব নির্জন লাগত, ঘরের বাতিটা নিভিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের কথাবার্তা শুনতাম, খেলা দেখতাম। নিজে তাস খেলা ভালবাসি, আর খেলার মত খেলা দেখতেও সুখ। সেখানে খেলতে আসত মেজর শোলটো, ক্যাপ্টেন মরস্টান, স্থানীয় সেনাবাহিনীর অধি-নায়ক লেফটেন্যান্ট রোমলি ব্যাউন। তাছাড়া সার্জন নিজে এবং দু' তিনজন জেল-অফিসার। সকলেরই খেলার হাত বেশ পাকা। ছোট আড্ডাটা বেশ ভালই জমত।

'শীঘ্রই একটা জিনিস আমার নজরে পড়ল। খেলায় সৈনিকরা হারত আর অসামরিক লোকরা জিততঃ মনে রাখবেন, আমি বলছি না যে কোনরকম জোচ্চুরি হত, তবে ঐ রকমটাই ঘটত। কারা-বিভাগের লোকগুলো আন্দামানে আসার পর থেকে তাসখেলা ছাড়া আর বিশেষ কিছু করে নি ; পরস্পরের খেলা তারা ঠিক ঠিক বুঝত। কিন্তু অন্যরা খেলত শুধু সময় কাটাবার জন্য, কোনরকমে তাস খেলাই যেন তাদের কাজ। ফলে রাতের পর রাত সৈনিকরা দরিদ্র-তর হতে লাগল। তারা যত হারে ততই বেশী করে খেলার দিকে ঝোঁকে। মেজর শোলটোর অবস্থা হল সবচাইতে শোচনীয়। প্রথম প্রথম সে খেলত নোটে আর স্বর্ণমুদ্রায়। ক্রমে সেটা এসে দাঁড়াল মোটা টাকার হ্যাণ্ডনোটে। কখনও হয় তো কয়েক দান জিতত। হয়তো তার উৎসাহ বাড়াবার জন্যই এরকম করা হত। তারপরই ভাগ্য তার প্রতি আগের চাইতেও বিরূপ হত। সারাদিন ঝড়ো মেঘের মত থমথমে মুখ নিয়ে ঘুরে বেড়াত। ক্রমে সে প্রচুর মদ খেতে শুরু করল।

'একদিন রাতে সে অন্য সব রাতের চাইতেও অনেক বেশী হারল। আমার কুঁড়ে-ঘরে বসেছিলাম। এমন সময় সে এবং ক্যাপ্টেন মরস্টান টলতে টলতে সেই পথ দিয়ে কোয়ার্টারের দিকে যাচ্ছিল। তারা দুজন ছিল ঘনিষ্ঠ বন্ধু, কখনও আলাদা থাকত না। মেজর তার লোকসানের কথা বক্‌বক্‌ করে বলছিল।

'আমার কুঁড়ের পাশ দিয়ে যাবার সময় সে বলল, 'আমি শেষ হয়ে গেছি মরস্টান। আমাকে চাকরি ছেড়ে দিতে হবে। আমার সব গেছে।'

'তার কাঁধটা চাপড়ে দিয়ে অপরজন বলল, 'কি বাজে বকছ। আমার অবস্থাও তো কাহিল, কিন্তু—।' ঐটুকুই শুনতে পেলাম। কিন্তু তাতেই আমার মনে একটা ভাবনা ঢুকে গেল।

'দিন দুই পরে মেজর শোলটো সমুদ্রের ধারে বেড়া-ছিল। সেই সুযোগে তার সঙ্গে কথা বললাম।

'মেজর, আমি আপনার পরামর্শ চাই', আমি বললাম।

'ঠোঁট থেকে চুরুটটা নামিয়ে সে বলল, 'আরে স্মল, ব্যাপার কি?'

'আমি বললাম, 'স্যার, আমি জানতে চাইছি, গুপ্তধন কার হাতে তুলে দেওয়া উচিত। পাঁচ লক্ষ মূল্যের সম্পদ

কোথায় আছে আমি জানি, কিন্তু নিজে সেটা ভোগ করতে পারছি না। তাই ভাবছি, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের হাতে সেটা তুলে দেওয়াই বোধ হয় ভাল, তাহলে হয় তো তারা আমার দণ্ডকাল কমিয়ে দেবে।'

'আমি বাজে কথা বলছি কিনা বুঝবার জন্য চোখ পাকিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'কি বললে স্মল, পাঁচ লক্ষ?'

'ঠিক তাই স্যার—হীরে জহরৎ আর মণি-মুক্তোয়। যেকেউ সেটা পেতে পারে। মজা কি জানেন, প্রকৃত মালিক দেশ থেকে বিতাড়িত, কাজেই সে সম্পত্তি পেতেই পারে না। ফলে যে প্রথম পাবে সম্পত্তি তারই হবে।'

'আমতা আমতা করে সে বলে উঠল, সরকার পাবে স্মল, সরকার পাবে।' কথাগুলি সে থেমে থেমে বলল। তাতেই বুঝলাম, তাকে হাতের মুঠোয় পেয়েছি।

'আমি ঠাণ্ডা গলায় বললাম, 'তাহলে স্যার, আপনি বলছেন বড়লাটকে খবর দিতে?'

'দেখ—দেখ, তাড়াঘড়ি কিছু করো না, তাতে পরে পস্তাতে হতে পারে। সব কথা আমি শুনতে চাই স্মল। ঘটনাটা বল।'

'সামান্য অদল-বদল করে সব কথা তাকে বললাম, যাতে জায়গাটা সে চিনতে না পারে। কথা শেষ হলে সে বিস্মিত মুখে স্থানুর মত দাঁড়িয়ে রইল। তার কুঞ্চিত ঠোঁট দেখেই বুঝলাম, তার মনে ঝড় উঠেছে।

'অবশেষে সে বলল, 'খুবই গুরুতর ব্যাপার স্মল। এবিষয়ে কাউকে একটা কথাও বলো না। তোমার সঙ্গে আমি পরে দেখা করব।'

'দুই রাত্রি পরে সে আর তার ক্যাপ্টেন মরস্টান গভীর রাতে একটা লণ্ঠন হাতে আমার কুঁড়েঘরে এল।

'আমি চাই, ক্যাপ্টেন মরস্টান তোমার মুখ থেকেই সব কথা শুনুক', সে বলল।

'পুনরায় আগের কথাগুলিই বললাম।

'সত্য বলেই মনে হচ্ছে না কি?' সে বলল। 'এর উপর নির্ভর করেই কাজ করা চলে তো?'

'ক্যাপ্টেন মরস্টান ঘাড় নাড়ল।

'মেজর বলল, 'দেখ স্মল, আমার এই বন্ধু আর আমি এবিষয়ে কথা বলেছি। আমরা মনে করি, তোমার এই গোপন ব্যাপারের সঙ্গে সরকারের কোন সম্পর্ক নেই, এটা সম্পূর্ণভাবে তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। কাজেই তুমি যেমন ভাল বুঝবে সেইরকম ব্যবস্থাই করতে পার। তবে প্রশ্ন হচ্ছে এর জন্য তুমি কত দাম চাও? দর-দামে বনলে আমরা এটা নিতে পারি, অন্ততঃ সেকথা ভেবে দেখতে পারি।' নিস্পৃহ ঠাণ্ডাভাবেই সে কথাগুলো বলতে চেষ্টা করছিল, কিন্তু তার দুই চোখ উত্তেজনায় ও লোভে চকচক করছিল।

'তার মতই উত্তেজনা সত্ত্বেও ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিলাম, 'দর-দামের কথা যদি বলেন, তাহলে তো আমার মত পরিস্থিতিতে একটি মাত্র কথাই হতে পারে। আমি চাই, আমাকে এবং আমার তিন সঙ্গীকে আপনারা খালাস পেতে সাহায্য করুন। তখন আপনাদেরও আমরা অংশীদার করে নেব এবং আপনাদের দুজনের মধ্যে ভাগ করে নেবার জন্য সম্পত্তির এক-পঞ্চমাংশ দিয়ে দেব।'

'হুম!' সে বলল। 'পঞ্চম অংশ!' খুব লোভনীয় নয়।'

'প্রত্যেকের ভাগে পঞ্চাশ হাজার করে পড়বে', আমি বললাম।

'কিন্তু আমরা তোমাদের খালাস করে দেব কেমন করে? তুমি তো ভাল করেই জান, তুমি একটা অসম্ভব কিছু চাইছ।'

'আমি জবাব দিলাম, 'মোটেই না। খুব বিস্তারিতভাবেই আমি সব কিছু ভেবে দেখেছি। আমাদের পালাবার পথে একমাত্র বাধা, সমুদ্রযাত্রার উপযোগী যান পাচ্ছি না, বা দীর্ঘদিন চলার মত রসদও যোগাড় করতে পারছি না। কলকাতায় বা মাদ্রাজে প্রচুর ছোট ছোট পাল-তোলা নৌকো এবং ডিঙ্গি পাওয়া যায়। তাতেই আমাদের কাজ চলে যাবে। তারই একটা আপনারা আনিয়ে দিন। রাতের বেলায় আমরা নৌকোয় চাপব। তারপর আপনারা যদি ভারতীয় উপকূলের যেকোন স্থানে আমাদের নামিয়ে দেন তাহলেই আমাদের কাজ শেষ।'

'একজন হলে না হয় হতে পারত', সে বলল।

'আমি বললাম, 'হয় সকলে, নতুবা কেউ নয়। আমরা শপথ করেছি। চারজন সব সময় একসঙ্গে কাজ করব।'

সে বলল, 'দেখ মরস্টান, স্মল এককথার মানুষ। বন্ধুদের কাছ থেকে সে সরে যাবে না। আমার মনে হয় আমরা তাকে বিশ্বাস করতে পারি।'

'অপরজন বলল, 'একটা নোংরা কাজ। তবে, তোমার কথা অনুসারে, যা পাওয়া যাবে তাতে খরচ পুষিয়ে যাবে।'

'মেজর বলল, 'দেখ স্মল, এবিষয়ে চেষ্টা চরিত্র করে তোমার সঙ্গে দেখা করব। কিন্তু সকলের আগে তোমার কথা সত্য কিনা যাচাই করে দেখতে হবে। আমাকে বল বাক্সটা কোথায় লুকনো আছে। আমি ছুটি নিয়ে মাসাস্তিক রসদ-সরবরাহকারী জাহাজে করে ভারতবর্ষে গিয়ে

কিছু দেখে আসব।'

সে যতখানি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে আমি ঠিক ততখানি ঠাণ্ডা হয়ে বললাম, 'এত তাড়াতাড়ি তো হবে না। আমার তিন বন্ধুর সম্মতি নিতে হবে। আবার বলছি, হয় আমরা চারজনই আছি, নইলে কেউ নেই।'

'বজে কথা।' সে চটে উঠল। 'আমাদের কথার মধ্যে তিন কালা আদমি কি করবে?'

'আমি বললাম, 'কালাই হোক আর নীলই হোক, তারা আমার সঙ্গী ; আমরা একসঙ্গেই চলি।'

'সেইখানে, দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারেই সবকিছু নিষ্পত্তি হয়ে গেল। সেখানে মেহমত সিং, আব্দুল্লা খান ও দোস্ত আকবর সকলেই উপস্থিত ছিল। সব ব্যাপারটা পুনরায় আলোচনা করে একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা করা হল। আমরা আগ্রা কিল্লার একাংশের নক্সা তৈরী করে তাতে লুকানো রত্নভাণ্ডারের স্থানটা চিহ্নিত করে দুজন অফিসারকেই দিয়ে দেব। মেজর শোলটো আমাদের কাহিনী যাচাই করতে ভরতবর্ষে যাবে। বাক্সটা পেলে সেটাকে সেখানেই রেখে দিয়ে সমুদ্র-যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় রসদসহ একটা ছোট পালতোলা নৌকো পাঠিয়ে দেবে। নৌকোটা র‍্যাট-দ্বীপে নোঙর করবে আর সেখান থেকেই আমরা যাত্রা করব। ইতিমধ্যে মেজর শোলটো ফিরে এসে কাজে যোগদান করবে। ক্যাপ্টেন মরস্টান তখন ছুটির জন্য দরখাস্ত করবে ও আগ্রায় আমাদের সঙ্গে মিলিত হবে। তখন সেখানেই রত্ন-ভাণ্ডারের ভাগ-বাঁটোয়ারা হবে এবং ক্যাপ্টেনই তার নিজের ও মেজরের অংশটা নেবে। কুরমনবাক্যে আমরা শপথ করে এই ব্যবস্থাকে স্বীকার করে নিলাম। সারারাত কাগজ-কলম নিয়ে বসে কাটালাম। সকালে দুখানা নক্সাই তৈরী হয়ে গেল। চারজনের—অর্থাৎ আব্দুল্লা, আকবর, মেহমত ও আমার—চিহ্ন দিয়ে তাতে স্বাক্ষর করা হল।

'দেখুন ভদ্রমশায়রা, আমার দীর্ঘ কাহিনী শুনে আপনারা নিশ্চয় ক্লান্তি বোধ করছেন। আমার বন্ধু মিঃ জোন্স তো আমাকে নিরাপদে চৌকিতে ঠেলে দেবার জন্য অধীর হয়ে উঠেছেন। যতটা পারি সংক্ষেপে বলছি। শয়তান শোলটো ভরতবর্ষে গেল, কিন্তু আর ফিরে এলো না। তার কিছুদিন পরেই একটা ডাক-জাহাজের যাত্রীদের তালিকায় তার নাম ক্যাপ্টেন মরস্টান আমাকে দেখাল। বিরাট সম্পত্তি রেখে তার কাকা মারা গেছে, তাই সে সামরিক বিভাগের চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। অথচ আমাদের পাঁচজনের সঙ্গে এমন নীচ ব্যবহার সে করল! কিছুদিন পরে মরস্টান আগ্রা গেল এবং যা ভাবা গিয়েছিল ঠিক তাই,—রত্ন-ভাণ্ডার উধাও। বদমাশটা সব চুরি করেছে, যে শর্তে গোপন কথা তাকে জানিয়েছিলাম তার একটিও সে পালন করে নি। সেইদিন থেকে প্রতিশোধ নেবার জন্যই বেঁচে রইলাম। দিনে ঐ চিন্তা। রাতেও ঐ চিন্তা। ঐ এক চিন্তা আমাকে পেয়ে বসল। আইনের ধার ধারি না—ফাঁসির ভয় করি না। কেমন করে পালাব, শোলটোর সন্ধান পাব, তার গলা টিপে ধরব—সেই আমার একমাত্র চিন্তা। আমার কাছে আগ্রার রত্ন-ভাণ্ডারও শোলটোর হত্যার কাছে তুচ্ছ হয়ে গেল।

'জীবনে অনেক কিছুই ধরেছি, আর যা ধরেছি তাই করেছি। কিন্তু অনেক ক্লান্ত বছর পার করে তবে এবার সুযোগ এল। আপনাদের বলেছি, ওষুধ-পত্রের ব্যাপার কিছুটা শিখে ফেলেছিলাম। একদিন একদল কয়েদি জঙ্গলের মধ্যে একটা ক্ষুদে আন্দামানীকে পেয়ে নিয়ে এল। অসুখে মৃতপ্রায় ; মরবার জন্যই নির্জন জঙ্গলে গিয়েছিল। ডাঃ সমার্টন তখন জ্বরে শয্যাশায়ী। বাচ্চা সাপের মত বিষাক্ত হলেও তাকে আমি হাতে তুলে নিলাম। দু' মাস চিকিৎসায় তাকে ভাল করে তুললাম। হাঁটতে-চলতে সক্ষম হল। আমার প্রতি তার একটা টান দেখা গেল। সে আর জঙ্গলে ফিরে গেল না। আমার কুঁড়ের চারধারেই ঘুর ঘুর করতে লাগল। তার কাছ থেকে তার ভাষাও একটু-আধটু শিখে নিলাম। ফলে আমার প্রতি তার টান আরও বেড়ে গেল।

'টোঙ্গা—ওইটেই তার নাম—খুব ভাল মাঝি। তার একটা বড় ডোঙা ছিল। যখন দেখলাম সে আমার প্রতি বিশ্বস্ত, আমার সেবা করতে যেকোন কাজ করতে প্রস্তুত, তখনই খুঁজে পেলাম আমার পলায়নের পথ। তার সঙ্গে আলোচনাও করলাম। একটা নির্দিষ্ট রাতে কোন অরক্ষিত পুরনো জাহাজঘাটায় সে তার ডোঙা ভেড়াবে। তাকে বলে দিলাম, কয়েকটা লাউয়ের খোলভর্তি জল আর বেশ কিছু ওল, নারকেল ও মিষ্টি আলু সঙ্গে নিতে।

'বেঁটে টোঙ্গা সত্যি বিশ্বস্ত। ওরকম বিশ্বস্ত সঙ্গী কারও জোটে না। নির্দিষ্ট রাতে ডোঙা নিয়ে সে জাহাজঘাটায় এল। ঘটনাক্রমে একটা কয়েদি রক্ষী সেখানে উপস্থিত ছিল—সে শয়তান পাঠানটা আমাকে অপমান ও নির্যাতন করবার কোন সুযোগই ছেড়ে দিত না। প্রতিশোধ নেবার প্রতিজ্ঞা আগেই করেছিলাম, এবার সুযোগ পেলাম। মনে হল, দ্বীপ ছেড়ে যাবার আগে ঋণ শোধ করবার জন্যই নিয়তি তাকে আমার সামনে এনে হাজির করল। আমার দিকে পিছন দিয়ে সে সাগর-তীরে দাঁড়িয়েছিল। একটা

হাল্কা বন্দুক ছিল তার কাঁধে। এক আঘাতে তার মাথার ঘিলু বের করে দেবার মত একটা পথ খুঁজলাম, পেলাম না।

'তখন একটা অদ্ভুত চিন্তা আমার মাথায় ঢুকল। বুঝতে পারলাম, কোথায় আছে অস্ত্র। অন্ধকারে বসে পড়ে আমার কাঠের পা'টা খুলে ফেললাম। তিন লাফে তার কাছে হাজির হলাম। বন্দুকটাকে সে কাঁধের উপর তুলল। কিন্তু তার আগেই আমি সজোরে আঘাত করলাম। খুলির সামনের দিকটা সম্পূর্ণ ফেটে গেল। কাঠের পায়ের যে জায়গাটা দিয়ে আঘাত করেছিলাম সেখানে একটা চটা দাগ এখনও দেখতে পাবেন। টাল সামলাতে না পেরে দুজনেই পড়ে গেলাম। যখন উঠে দাঁড়ালাম, দেখলাম, সে ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে আছে। তাড়াতাড়ি ডোঙায় চড়লাম এবং ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই বার-দরিয়ায় পড়লাম। টোঙ্গা তার অস্ত্রশস্ত্র, দেবদেবী, যাবতীয় জিনিসপত্রই সঙ্গে এনেছিল। অন্য জিনিসের সঙ্গে একটা লম্বা বাঁশের বর্শা আর কয়েকটা আন্দামানী নারকেলপাতার মাদুরও ছিল। তা দিয়ে আমি একটা পালের মত তৈরী করলাম। দশদিন আমরা পথ-হারার মত ঘুরলাম। এগারো দিনের দিন একদল মালয়-তীর্থযাত্রী নিয়ে সিঙ্গাপুর থেকে জেড্ডা যাবার পথে এক ব্যবসায়ী আমাদের তুলে নিল। তারা সব সেকেলে মানুষ। শীঘ্রই তাদের সঙ্গে ভাব করে ফেললাম। তাদের একটা খুব ভাল গুণ ছিল ; কোন কিছুই জিজ্ঞাসা করত না ; আমাদের একা থাকতে দিত।

'দেখুন, আমার বেঁটে সঙ্গী আর আমি যত রকম বিপদ-আপদের ভিতর দিয়ে গিয়েছিলাম সেসব বলতে গেলে আপনারা নিশ্চয় আমাকে ধন্যবাদ দেবেন না, কারণ তাহলে সূর্য ওঠা পর্যন্ত আপনাদের এখানে থাকতে হবে। পৃথিবীর এখানে সেখানে ভেসে বেড়াতে লাগলাম। সবসময়ই একটা না একটা বাধা এসে লণ্ডনে যাওয়ার পথে বিঘ্ন ঘটাতে লাগল। তবু আমার লক্ষ্য থেকে আমি কখনও বিচ্যুত হই নি। রাতে শোলটোকেই স্বপ্ন দেখতাম। একশবার আমি ঘুমের মধ্যে তাকে খুন করেছি। অবশেষে তিন চার বছর আগে ইংলণ্ডে পেঁছলাম। শোলটো কোথায় থাকে সেটা বের করতে বিশেষ বেগ পেতে হল না। তখন খোঁজ করতে লাগলাম, সে রত্ন-ভাণ্ডার পেয়েছিল কি না, বা তখনও সেটা তার কাছে আছে কি না। আমাকে সাহায্য করতে পারে এরকম একজনের সঙ্গে ভাব করলাম—কারও নাম করব না, কারণ আর কাউকে আমি গর্তে ফেলতে চাই না—এবং শীঘ্রই জানতে পারলাম যে মণি-মুক্তোগুলো তখনও তার কাছেই আছে। তখন নানাভাবে তার কাছে যাবার চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু সেও খুব ধূর্ত ; তার ছেলেরা এবং খিৎমৎগার ছাড়াও দুজন বিজয়ী মুষ্টি-যোদ্ধা সবসময় তাকে পাহারা দিত।

'একদিন অবশ্য খবর পেলাম সে মৃত্যুমুখে। এইভাবে আমার হাত থেকে সে পালিয়ে যাবে এই চিন্তায় পাগল হয়ে তৎক্ষণাৎ বাগানে ছুটে গেলাম এবং জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম সে বিছানায় শুয়ে আছে, আর তার দুই ছেলে দুই পাশে বসে আছে। আমি হয় তো জানালা দিয়ে ঢুকে তিনজনের সঙ্গেই মুলাকাত করতাম, কিন্তু আমি তার দিকে চাওয়া মাত্রই তার ঠোঁট ঝুলে পড়ল ; বুঝলাম সে মারা গেছে। অবশ্যি সেই রাতেই আমি তার ঘরে ঢুকে কাগজপত্র খুঁজে আনতে চেষ্টা করলাম, মণি-মুক্তোগুলো যেখানে লুকিয়ে রেখেছে তার কোন হদিস পাওয়া যায় কি না। কিন্তু একটা লাইনও কোথাও লেখা নেই। কাজেই বিরক্ত ও বিষণ্ণ মনে ফিরে গেলাম। যাবার আগে মনে হল যদি কখনও আমার শিখ বন্ধুদের সঙ্গে আবার দেখা হয়, তাহলে আমাদের তীব্র ঘৃণার কোন চিহ্ন আমি সেখানে রেখে এসেছি এটা জানলেও তারা খুশি হবে। তাই আমাদের চারজনের চিহ্নটা—ঠিক যেমনটি নক্সার উপরে ছিল—একটা কাগজে এঁটে সেটাকে তার বুকের সঙ্গে পিন দিয়ে এঁটে দিলাম। যে মানুষদের সর্বস্ব সে লুঠ করেছে, তাদের ফাঁকি দিয়েছে, তাদের কোন চিহ্ন না নিয়েই সে কবরে চলে যাবে তা তো হতে পারে না।

'ঐ সময় নানা মেলায় এবং অন্যত্র টোঙ্গাকে কৃষ্ণকায় নরখাদকরূপে দেখিয়ে আমরা জীবিকা অর্জন করতাম। সে কাঁচা মাংস খেত আর রণ-নৃত্য দেখাত ; কাজেই প্রতি-দিনই আমাদের টুপি পেনিতে ভরে যেত। পণ্ডিচেরি লজের সব খবরই আমি রাখতাম। কিন্তু কয়েক বছর ধরে শুধু একটা খবরই পেতাম—তারা তখনও রত্ন-ভাণ্ডারের খোঁজ করেই চলেছে। অবশেষে দীর্ঘ-প্রত্যাশিত খবরটা এল। রত্ন-ভাণ্ডার পাওয়া গেছে। বাড়ির একেবারে মাথায়, মিঃ বার্থোলোমিউ শোলটোর রাসায়নিক গবেষণাগারে। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে গিয়ে জায়গাটা দেখলাম। কিন্তু আমার কাঠের পা নিয়ে অতদূর উঠব কেমন করে বুঝতে পারলাম না। ইতিমধ্যে ছাদের গুপ্ত-দরজার খবর এবং মিঃ শোলটোর রাতের খাবারের সময়টাও আমি জেনে নিয়েছি। আমার মনে হল, টোঙ্গার সাহায্যে অনায়াসেই সব ব্যবস্থা হয়ে যেতে পারে। তার কোমরের সঙ্গে একটা লম্বা দড়ি বেঁধে তাকে সেখানে নিয়ে গেলাম। সে বেড়া-

ঝড়ের মত সব কিছু বেয়ে উঠতে পারে। দেখতে দেখতে সে ছাদের পথ ধরে চলে গেল। দুর্ভাগ্যবশত বার্থোলোমিউ শোলটো তখনও ঘরেই ছিল। আর তাই তার প্রাণটা গেল। টোঙ্গা ভেবেছিল তাকে খুন করে সে জব্বর কাজ করেছে, কারণ আমি দড়ি বেয়ে সেখানে পৌঁছে দেখি সে গর্বভরে বহুরের মত হেঁটে বেড়াচ্ছে। যখন আমি দড়িটা দিয়েই তাকে মারতে শুরু করলাম, আর বেঁটে রক্তচোষা শয়তান বলে গালাগাল করলাম, তখন সে খুবই আশ্চর্য হয়ে গেল। রত্ন-ভাণ্ডারের বাক্সটা নিয়ে সেটাকে নামিয়ে দিয়ে নিজেও নেমে গেলাম। মণি-মুক্তোগুলো যে অবশেষে ন্যায্য মালিকদের কাছেই ফিরে এসেছে সেটা জানাবার জন্য নেমে যাবার আগে চারজনের চিহ্নটা টেবিলের উপর রেখে গেলাম। তখন টোঙ্গা দড়িটা টেনে নিয়ে জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে যে পথ দিয়ে উঠেছিল সেই পথেই নেমে গেল।

'আর কিছু বলবার মত আছে বলে আমি জানি না। একজন নাবিকের মুখে স্মিথের লণ্ঠ 'অরোরা'-র দ্রুতগতির কথা শুনে ভাবলাম, আমাদের পলায়নের পক্ষে এইটেই উপযুক্ত যান। বুড়ো স্মিথের সঙ্গে কথা বললাম। ঠিক হল, নিরাপদে জাহাজে পৌঁছে দিতে পারলে তাকে মোটা টাকা দেব। কোথাও কোন গোলমাল আছে এটা সে বুঝেছিল, কিন্তু আমাদের গোপন কথা সে কিছুই জানত না। এই হচ্ছে প্রকৃত সত্য। ভদ্রমশায়গণ, আপনাদের আনন্দ দেবার জন্য এ কাহিনী আপনাদের বলছি তা মনে করবেন না, আমার কোন উপকারই আপনারা করেন নি। এ কাহিনী বললাম কারণ আমি বিশ্বাস করি যে, কোন কিছু লুকিয়ে না রাখাই আমার পক্ষে আত্মপক্ষ সমর্থনের শ্রেষ্ঠ পথ। পৃথিবী জানুক, মেজর শোলটো আমার প্রতি কি নিদারুণ দুর্ব্যবহার করেছে, আর তার পুত্রের মৃত্যুর ব্যাপারে আমি কত নির্দোষ।'

শার্লক হোমস বলল, 'খুবই আশ্চর্য কাহিনী। একটি উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনার উপযুক্ত বিবরণ। তোমার বিবরণের শেষের দিকটায় আমার কাছে নতুন কিছু নেই, শুধু যে দড়িটা দিয়ে তুমি নেমে এসেছিলে সেটুকু ছাড়া। ওটা আমি জানতাম না। ভাল কথা, আমরা আশা করেছিলাম টোঙ্গার সবগুলি তীরই হারিয়ে গিয়েছিল ; অথচ সে লণ্ঠ থেকে আমাদের লক্ষ্য করে একটা তীর ছুঁড়েছিল।'

'সেই সময়ে তার বাঁকানলে যেটা ছিল তাছাড়া আর সবগুলিই হারিয়ে গিয়েছিল।'

হোমস বলল, 'ঠিক, ঠিক, সেটা ভেবে দেখি নি।' কয়েদি ভদ্রভাবে প্রশ্ন করল, 'আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে কি?'

এথেলনি জোন্স বলল, 'দেখুন হোমস আপনি সম্মানিত ব্যক্তি। আমরা জানি, অপরাধ-তত্ত্বে আপনি পারঙ্গম। কিন্তু কর্তব্য কর্তব্যই ; আপনার ও আপনার বন্ধুর ইচ্ছানুসারে তা থেকে আমি অনেক দূরে সরে এসেছি। এখন আমাদের এই কথাকারকে তালা-চাবির নিরাপদ আশ্রয়ে রাখতে পারলে তবেই আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি। গাড়ি নীচেই অপেক্ষা করছে ; দু'জন ইন্সপেক্টরও নীচে আছে। আপনাদের সাহায্যের জন্য দুজনের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ। অবশ্য বিচারের সময় আপনাদের প্রয়োজন হবে। এখন বিদায়।'

যোনাথান স্মল বলল, 'উভয় ভদ্রমহোদয়গণ, বিদায়।'

বেরিয়ে যেতে যেতে অতি-সতর্ক জোন্স বলল, 'তুমি আগে যাও স্মল। আন্দামান দ্বীপে যাই করে থাক, তোমার ওই কাঠের পা দিয়ে আমার মাথায় যাতে আঘাত করতে না পার সেবিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত হতে চাই।'

কিছুক্ষণ নীরবে বসে ধূমপান করতে করতে আমি বললাম, 'তাহলে আমাদের এই ছোট নাটকের এখানেই যবনিকা পতন। আমার মনে হচ্ছে এই বোধহয় শেষ তদন্ত যাতে তোমার কর্ম-পদ্ধতি লক্ষ্য করবার সুযোগ আমি পেলাম। মিস মরস্টান তার ভাবী স্বামীরূপে গ্রহণ করে আমাকে সম্মানিত করেছে।'

সে দারুণভাবে আর্তনাদ করে উঠল।

বলল, 'এই আশংকা আমিও করেছিলাম। সত্যি আমি তোমাকে অভিনন্দন জানাতে পারছি না।'

আমি একটু আহত হলাম।

প্রশ্ন করলাম, 'আমার পছন্দের ব্যাপারে তোমার অসন্তুষ্ট হবার কোন কারণ আছে কি?'

'মোটেই না। আমি তো মনে করি, আজ পর্যন্ত যত তরুণীকে আমি দেখেছি সে তাদের মধ্যে সব চাইতে মনোরমা ; আর আমরা যে ধরনের কাজ করি তার পক্ষেও সে খুবই উপযোগী হতে পারত। সে ব্যাপারে তার প্রতিভা সন্দেহাতীত ; মনে করে দেখ, তার বাবার অন্য সব কাগজ-পত্রের ভিতর থেকে সে আগ্রার নক্সাটা কেমন সযত্নে রেখে দিয়েছিল। কিন্তু ভালবাসা আবেগের ব্যাপার, আর যা কিছু আবেগ-সম্পর্কিত তাই প্রকৃত নিস্পৃহ যুক্তির বিরোধী। সেই যুক্তিকেই আমি সব কিছুর উপরে স্থান দেই। তাই পাছে আমার বিচার-শক্তি প্রভাবিত হয়, আমি কোনদিনই বিয়ে করব না।'

আমি হাসতে হাসতে বললাম, 'আমি বিশ্বাস করি, আমার বিচার-শক্তি সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে। কিন্তু

তোমাকে খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ, প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। এখন আমি সপ্তাহ-খানেকের জন্য একেবারে খোঁড়া হয়ে যাব।'

আমি বললাম, 'আশ্চর্য! অপূর্ব শক্তিমত্তা ও কর্মোৎসাহের পরেই তোমার মধ্যে নেমে আসে এমন এক মানসিকতা যাকে অন্য লোকের বেলায় আমি আলস্য বলেই উল্লেখ করে থাকি।'

সে বলল, 'ঠিক। আমার মধ্যে একটি আলস্যপরায়ণ এবং একটি কর্মচঞ্চল মানুষের সংমিশ্রণ ঘটেছে। বৃদ্ধ গ্যেটের সেই লাইনগুলি আমার প্রায়ই মনে পড়েঃ

Schade dass die Natur nur einen Mench ans dir schuf.
Denn zum wurdigen Mann war und zum Schelmen der Stoff.

ভালকথা, এই নরউড-প্রসঙ্গেই বলছি, আমার মনে হয়েছিল ঐ বাড়ির ভিতরেও একজন সহযোগী ছিল ; সে খানসামা লাল রাও ছাড়া আর কেউ হতে পারে না ; কাজেই এত বড় করে জাল ফেলে জোন্স অন্তত একটা মাছকে ধরবার একক সম্মানের অধিকারী হয়েছে।'

আমি বললাম, 'সম্মানের ভাগটা কিন্তু ন্যায্য হল না। এ ব্যাপারে সব কিছুই করেছ তুমি। অথচ এর ফলে আমি পেলাম স্ত্রী, জোন্স পেল কৃতিত্ব, কিন্তু তোমার জন্য রইল কি?'

শার্লক হোমস বলল, 'আমার জন্য তো এখনও আছে এই কোকেনের শিশি।' বলেই সে শিশিটার দিকে তার দীর্ঘ সাদা হাতটা বাড়াল।

শার্লক হোমসের অভিযান

The Adventures of Sherlock Holmes

বোহেমিয়ার কেলেংকারি

A Scandal in Bohemia

১

শার্লক হোমসের কাছে সে শুধুই একটি নারী। অন্য কোন নামে তার উল্লেখ করতে হোমসকে আমি কদাচিৎ শুনেছি। ওর চোখে নারীত্ব ছাড়া তার যেন আর কোন অস্তিত্বই নেই। অবশ্য আইরিন অ্যাডলারের প্রতি ওর ভালবাসা বা ওই রকম কোন প্রাণের টান আছে তা কিন্তু নয়। ওর ধীর স্থির মাপা-ওজনের মনের কাছে যেকোনরকম ভাবালুতাই ঘৃণার বস্তু। আমি স্বীকার করি, নির্ভুল বিচার এবং পর্যবেক্ষণের যন্ত্র হিসাবে এই পৃথিবীতে সে অদ্বিতীয় ; কিন্তু প্রেমিক হিসাবে ওর অবস্থা খুবই কাহিল হয়ে পড়ত। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ছাড়া এই সব জলো আবেগের কথা সে উল্লেখ করত না। একজন পর্যবেক্ষকের কাছে বা মানুষের মনের গোপন কথার আবরণ উন্মোচন করার ব্যাপারে এই সব আবেগের জুড়ি নেই। কিন্তু একজন দক্ষ রহস্যসন্ধানী যদি তার নিজের সূক্ষ্ম বিচার-বিবেচনার মধ্যে এই সব আবেগকে স্থান দেয়, তাহলেই সব কিছু তালগোল পাকিয়ে যাবার আশংকা দেখা দেয়। কোন সূক্ষ্ম যন্ত্রের মধ্যে একটি কাঁকর পড়লে বা চশমার পুরু কাঁচে চিড় দেখা দিলে যতটা অসুবিধা হয় তার চাইতে অনেক বেশী অসুবিধা দেখা দেয় যদি ওর মত মানুষের মনে কোন জোরালো আবেগ বাসা বাঁধে। তথাপি একটি নারী ওর মনে বাসা বেঁধেছিল, আর সে নারী হল আইরিন অ্যাডলার।

সম্প্রতি কিছুদিন হোমসের সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ নেই। আমার বিয়ে আমাদের দুজনকে পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। নিজের সুখে আমি ডুবে আছি। জীবনে প্রথম নিজের ঘর-গৃহস্থালি পাওয়া মানুষকে ঘিরে যে ঘর-কুণো স্বভাব গড়ে ওঠে তাতেই আমি মসগুল। আর হোমস তো ওর বেপরোয়া স্বভাবের জন্য এমনিতেই লোকজনের সঙ্গে মিশতে চায় না। সেও তাই আমাদের বেকার স্ট্রীটের বাসায় পুরনো বইয়ের স্তূপের মধ্যে ডুবে আছে। সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটাচ্ছে কখনও কোকেন, কখনও বা উচ্চাকাংখা নিয়ে,—কখনও কোকেনের নিদ্রালুতা, আবার কখনও বা তার তীক্ষ্ণ প্রকৃতির তীব্র আবেগ নিয়ে। আগেকার মতই অপরাধ-তত্ত্বের আলোচনা এখনও ওর মনকে গভীরভাবে আকর্ষণ করে,—দুঃসাধ্য ভেবে সরকারী পুলিশ যেসব ব্যাপারে হাল ছেড়ে দিয়েছে সেই সব সূত্রকে অনুসরণ করতে, সেই সব রহস্যের সমাধান করতেই সে তার প্রচণ্ড শক্তি আর অনন্যসাধারণ পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা নিয়ে

মেতে আছে। মাঝে মাঝে ওর কার্য-কলাপের কিছু কিছু বিবরণ আমার কানে এসেছে ঃ যেমন—ট্রেপফ্ হত্যার ব্যাপারে অডেসা থেকে তাঁর ডাক আসা, ট্রিংকোমালিতে অ্যাট-কিন্‌সন্ ভ্রাতৃদ্বয়ের মৃত্যু-রহস্যের সমাধান, এবং সর্বশেষ হল্যাণ্ডের রাজ-পরিবারের ব্যাপারে তাঁর সার্থক ও সফল অভিযান। অবশ্য দৈনিক সংবাদপত্রের অন্য সব পাঠকদের সঙ্গে ওর এই সব ক্রিয়াকলাপের অংশীদার হওয়া ছাড়া আমার একদা বন্ধু ও সঙ্গীর আর কোন খবরই আমি রাখি না।

একদিন রাত্রে—সেদিন ছিল ১৮৮৮ সালের ২০শে মার্চ—একটি রোগী দেখে ফিরছিলাম (তখন আমি আবার ডাক্তারি শুরু করেছি) পথে পড়ল বেকার স্ট্রীট। সেই অতি-পরিচিত দরজা। আমার পূর্বরাগের দিনগুলি আর 'রক্ত-সমীক্ষা'-র (স্টাডি ইন স্কারলেট) বর্ণিত কালো ঘটনা-বলীর সঙ্গে এই দরজা আমার মনে একসূত্রে গাঁথা। তাই বড় ইচ্ছা হল, হোমসকে একবার দেখে আসি, ওর অসাধারণ শক্তিকে সে এখন কি কাজে লাগাচ্ছে একটু জেনে আসি। ঘরগুলি আলোয় উদ্ভাসিত। মুখ তুলে তাকালাম। পর্দার ওপাশে ওর দীর্ঘ দেহের ছায়া দু'বার সরে গেল। দ্রুত পদক্ষেপে সে পায়চারি করছে,—মাথাটা বুকের উপর ঝুঁকে পড়েছে, পিছনে দু'খানি হাত মুষ্টিবদ্ধ। ওর প্রতিটি চাল-চলন আমার জানা। তাই বুঝতে পারলাম, আবার সে কাজে নেমেছে ; কোকেনের স্বপ্ন থেকে জেগে উঠে নতুন কোন সমস্যার গন্ধে মেতে উঠেছে। ঘণ্টা বাজালাম। তার-পর সেই ঘরে ঢুকলাম যে ঘরের একটি অংশ একদিন আমারই ছিল।

ওর আচরণে কোন উচ্ছ্বাস দেখা দিল না। কখনও দিতও না। তবু আমার মনে হল, আমাকে দেখে সে খুশি হয়েছে। মুখে একটি কথাও বলল না ; কিন্তু সদয় দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে একটি আরাম-কেদারা দেখিয়ে দিল, সিগার-কেসটা ছুঁড়ে দিল, এবং কোণে রাখা স্পিরিট-কেস ও গ্যাসোজিনটা দেখিয়ে দিল। তারপর অগ্নি-কুণ্ডের পাশে দাঁড়িয়ে স্বভাবসিদ্ধ সন্ধানী দৃষ্টি মেলে আমাকে দেখতে লাগল।

বলল, 'উদ্বাহ-বন্ধনে তুমি ভালই আছ। দেখ ওয়াট-সন, আমার মনে হয় আমার সঙ্গে শেষ দেখা হবার পরে ইতিমধ্যে তোমার শরীরে সাড়ে সাত পাউন্ড মাংস লেগেছে।'

আমি জবাব দিলাম, 'সাত পাউন্ড।'

'তাই বুঝি। আমার আর একটু তলিয়ে দেখা উচিত ছিল। তুমি দেখছি আবার প্র্যাকটিস শুরু করেছ। তোমার এ মনোবাসনার কথা তো আগে আমাকে বল নি।'

'তাহলে তুমি জানলে কেমন করে?'

'দেখতে পেলাম। অনুমান করলাম। তুমি যে এর মধ্যে খুব ভিজেছ তাই বা জানলাম কেমন করে? তোমার যে একটি বেঢপ বে-খেয়ালী পরিচারিকা আছে তাই বা আমি জানলাম কেমন করে?'

আমি বলে উঠলাম, 'এটা কিন্তু তোমার বাড়াবাড়ি হচ্ছে হোমস। কয়েক শতাব্দী আগে জন্মালে তোমাকে নিশ্চয় পুড়িয়ে মারা হত। একথা ঠিক যে বৃহস্পতিবারে আমি পদব্রজে একটি গ্রামে গিয়ে ফিরতে খুব কষ্ট পেয়ে-ছিলাম। কিন্তু আমি তো সে পোশাক বদলে এসেছি। তাহলে তুমি ব্যাপারটা আন্দাজ করলে কি করে? আর মেরি জেনের কথা যদি বল, সত্যি সে সংশোধনের বাইরে। আমার স্ত্রী তাকে নোটিশ দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তুমি সেকথা জানলে কি করে আমি তো বুঝতে পারছি না।'

সে মুচকি হেসে দু'খানি লম্বা হাত ঘসতে লাগল।

'ব্যাপারটা কিন্তু খুবই সহজ, সরল', সে বলতে লাগল, 'তোমার বাঁ পায়ের জুতোর মাথায় যেখানে অগ্নি-কুণ্ডের আলো পড়েছে সেখানকার চামড়ায় ছ'টা প্রায় সমান্তরাল দাগ দেখা যাচ্ছে। নিশ্চয় কেউ অত্যন্ত অসাব-ধানে জুতোর ফাঁক থেকে শুকনো কাদা তুলে ফেলতে গিয়ে এই কাণ্ডটি করেছে। আর তার থেকেই আমার দুটি অনুমান—তুমি দুর্যোগের মধ্যে বাইরে গিয়েছিলে, আর তোমার জুতো-পরিষ্কারকারিণী অতীব অসাবধানী। আর তোমার প্র্যাক্‌টিস? কোন ভদ্রলোক আমার ঘরে ঢুকলেই যদি আইডোফর্মের গন্ধ পাওয়া যায়, তার দক্ষিণ তর্জনীতে যদি থাকে সিলভার-নাইট্রেটের কালো দাগ, আর তার টপ্-হ্যাটের পাশটা যদি ফুলে-ফেঁপে দেখিয়ে দেয় কোথায় সে লুকিয়ে রেখেছে তার স্টেথোস্কোপ, তারপরেও যদি তাকে আমি চিকিৎসা-ব্যবসায়ের একজন সক্রিয় সদস্য বলে ঘোষণা না করি, তাহলে তো আমাকে একেবারেই গবেট বনতে হয়।'

এমন অকাতরে সে তার অনুমান-পদ্ধতির ব্যাখ্যা দিল যে আমি না হেসে পারলাম না। বললাম, 'তোমার যুক্তি-গুলো যখনই শুনি মনে হয় এতো একেবারে জলের মত সোজা, এতো আমিও অনায়াসেই পারতাম। অথচ যতক্ষণ তুমি ব্যাপারটা বুঝিয়ে না দাও ততক্ষণ সর্বক্ষেত্রেই আমি একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে যাই। তা সত্ত্বেও আমি কিন্তু বিশ্বাস করি, আমার চোখ দুটো তোমার চোখের মতই

www.boiRboi.net
boiRboi.net

ভাল।'

একটা সিগারেট ধরিয়ে দেহটাকে আরাম-কেদারায় এলিয়ে দিয়ে সে বলতে লাগল, 'ঠিক তাই। তবে কি জান, তুমি দেখ, কিন্তু পর্যবেক্ষণ করো না। দুটোর মধ্যে তফাৎটা কিন্তু খুব স্পষ্ট। ধরো, নীচের হল থেকে এই ঘরে আসবার সিঁড়িগুলো তুমি অনেকবার দেখেছ।'

'প্রায়ই।'

'কত বার?'

'তা, কয়েক শো বার।'

'বল তো, কতগুলো সিঁড়ি?'

'কতগুলো? জানি না।'

'ঠিক তাই। তুমি পর্যবেক্ষণ করো নি, অথচ দেখেছ। ঠিক এই কথাই আমি বলতে চাই। আমি কিন্তু জানি সতেরোটা সিঁড়ি আছে, কারণ আমি দেখেছি এবং পর্যবেক্ষণ করেছি। ভাল কথা, এইসব ছোট-খাটো সমস্যা যখন তোমার ভাল লাগে, এবং আমার দু'একটা আজে-বাজে অভিজ্ঞতার বিবরণও যখন তুমি দয়া করে লিপিবদ্ধ করেছ, তখন এটাও তোমার ভাল লাগতে পারে।' টেবিলের উপরে একসিট মোটা গোলাপী চিঠির কাগজ খোলা পড়ে ছিল। সেটা আমার দিকে ছুঁড়ে দিল সে। 'এই ডাকে এটা এসেছে। জোর গলায় পড়।'

চিঠিতে কোন তারিখ নেই, স্বাক্ষর নেই, বা ঠিকানা নেই।

লেখা আছেঃ 'একটি গুরুতর বিষয়ে আলোচনার জন্য ভদ্রলোক আজ রাত পৌনে আটটার সময় আপনার সঙ্গে দেখা করবেন। ইওরোপের একটি রাজ-পরিবারের যে উপকার আপনি সম্প্রতি করেছেন তাতেই বুঝেছি যে, যে-কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে আপনাকে নির্ভয়ে বিশ্বাস করা চলে। আপনার এই বিবরণ নানা সূত্র থেকে আমরা পেয়েছি। কাজেই ঐ সময়ে আপনার চেম্বারে থাকবেন, এবং আপনার দর্শনার্থী যদি মুখোস পরে থাকেন তাহলে তাকে যেন ভুল বুঝবেন না।'

বললাম, 'বেশ রহস্যজনক ব্যাপার। তোমার কি মনে হয়?'

'কোন তথ্যই এখনও পাই নি। কোন তথ্য ছাড়াই একটা মত খাড়া করা দারুণ ভুলের ব্যাপার। তাতে হয় কি, থিয়োরিকে ঘটনার সঙ্গে খাপ না খাইয়ে, থিয়োরির সঙ্গে খাপ খাওয়াবার জন্য ঘটনাকেই বিকৃত করা হয়। সে-কথা থাক। এখন বলো দেখি, এই চিঠি থেকে তুমি কি অনুমান করতে পার?'

হাতের লেখা এবং যে কাগজে লেখা হয়েছে দুটোকেই ভাল করে পরীক্ষা করতে লাগলাম। তারপর বন্ধুবরের পদ্ধতিকে অনুকরণের চেষ্টা করে মন্তব্য করলাম, 'এই চিঠির লেখক বিত্তবান। প্রতি প্যাকেট আধ ক্রাউনের কমে এই কাগজ পাওয়া যায় না। কাগজটা বিশেষ রকম মজবুত এবং শক্ত।'

হোমস বলে উঠল, 'বিশেষ রকম—ঠিক কথাটি বলেছ। এটা বিলিতি কাগজই নয়। আলোর সামনে ধরো কাগজখানা।'

ধরে দেখতে পেলাম, কাগজের মধ্যে বড় অক্ষরে E -র সঙ্গে ছোট অক্ষরের g একটি P, এবং বড় অক্ষরের G -র সঙ্গে ছোট অক্ষরের t জল-ছাপ আঁকা আছে।

'কি বুঝলে?' হোমস জিজ্ঞেস করল।

'নিশ্চয়ই কাগজ প্রস্তুতকারীর নাম, অথবা তার মনোগ্রাম।'

'হলো না। 'Gt' হলো 'Gesellschaft' এই জার্মান শব্দটির অর্থ হলো 'কোম্পানি'। আমরা যেমন company কে সংক্ষেপে লিখি 'Co' তেমনি জার্মান ভাষায় 'Gt'. P বলতে নিশ্চয়ই 'Papier' বোঝায়। এইবার Eg. 'কণ্টিনেণ্টাল গেজেটিয়ার'-এ একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক।'

তাকের উপর থেকে একটা ভারী বাদামী রঙের বই নামিয়ে হোমস পাতা ওল্টাতে লাগল। 'Eglow, Eglonitz এই পেয়েছি Egria. বোহেমিয়ার একটি জার্মান-ভাষা অঞ্চল, কার্লস্‌বাড থেকে বেশী দূরে নয়। লেখা আছে, 'ওয়ালেনস্টিনের মৃত্যু-স্থান হিসাবে বিখ্যাত। অসংখ্য কাঁচের কারখানা ও কাগজের কল আছে।' হা-হা-হা, বৎস, এবার কি বুঝলে?'

ওর চোখ দুটো জ্বল-জ্বল করতে লাগল। বিজয়-গর্বে তার সিগারেট থেকে একটা নীল ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠতে লাগল।

আমি বললাম, 'কাগজখানি বোহেমিয়ায় প্রস্তুত।'

'ঠিক তাই। যে মানুষটি এই চিঠি লিখেছে সে একজন জার্মান। এই পংক্তিটার অদ্ভুত গঠন-শৈলী লক্ষ্য করো—''আপনার এই বিবরণ নানা সূত্র থেকে আমরা পেয়েছি।'' কোন ফরাসী বা রুশ কখনও এভাবে ঘুরিয়ে লিখত না। এরকম ভাষা-শৈলী জার্মানদের। এইবার বের করতে হবে, যে জার্মান লোকটি বোহেমিয়ার কাগজে চিঠি লেখেন এবং স্বীয় মুখ না দেখিয়ে মুখোস পরতে ভালবাসেন, তিনি কি চান। আরে!—যদি আমার ভুল না হয়ে

থাকে—ঐ তো তিনি আসছেন আমাদের সব সন্দেহ নিরসন করতে।'

কথার সঙ্গে সঙ্গেই শোনা গেল ঘোড়ার ক্ষুরের আর গাড়ির চাকার কর্কশ শব্দ। তারপরই বেজে উঠল ঘণ্টা। হোমস শিস্ দিয়ে উঠল। বলল, 'শব্দ শুনে মনে হচ্ছে ঘোড়া আছে দুটো।' জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বলল, 'ঠিক তাই। ছোট সুন্দর ব্রুহাম গাড়ি আর দুটি ঘোড়া। প্রত্যেকটির দাম দেড়শ গিনি। দেখ ওয়াটসন, এ কেসে আর কিছু না থাক, টাকা আছে।'

'হোমস, আমি তাহলে উঠি।'

'মোটেই না ডাক্তার। যেমন আছ তেমনি থাক। আমার 'বসওয়েল ছাড়া যে আমিই আপনহারা। কেসটা বেশ ইণ্টারেস্টিং মনে হচ্ছে। তোমাকে ছাড়া যাবে না।'

'কিন্তু তোমার মক্কেল—'

'তাঁর কথা ছেড়ে দাও। আমি তোমার সাহায্য চাই, তিনিও চাইতে পারেন। ঐ যে তিনি আসছেন। ঐ আরাম-কেদারাটায় বসে আমাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোন।'

সিঁড়িতে এবং প্যাসেজে একটা ধীর ভারী পদক্ষেপ শোনা যাচ্ছিল। দরজার ঠিক ওপাশে এসে সেটা থেমে গেল। একটা জোরালো ভারী টোকা পড়ল দরজায়।

হোমস বলল, 'ভিতরে আসুন।'

যিনি ঢুকলেন তাঁর উচ্চতা ছ' ফুট ছ' ইঞ্চি থেকে কম নয়। বুকের ছাতি এবং হাত পা হারকিউলিসের মত। পরনেও দামী পোশাক,—এত দামী যে ইংলণ্ডে সেটা কুরুচির পরিচায়ক। হাতের মহুরীতে এবং ডবল-ব্রেস্ট কোটের সামনে অস্ত্রাখানের ভারি পট্টি লাগানো ; পরনের গাঢ় নীল ক্লোকে আগুন-রং সিল্কের লাইনিং দেওয়া ; একটা উজ্জ্বল মরকত মণির ব্রোচ্ দিয়ে সেটা গলার সঙ্গে আটকানো। জুতো জোড়া পায়ের গুলি পর্যন্ত তোলা ; তাতেও বাদামী রঙের দামী ফারের পট্টি লোকটির সারা দেহ জুড়েই বর্বর প্রাচুর্যের প্রকাশ। হাতে একটা বড় টুপি। মুখের উপরিভাগ একটা কালো মুখোসে ঢাকা। নীচের অংশটা দেখে মনে হয় তিনি দৃঢ়চরিত্রের মানুষ,—পুরু ঝোলানো ঠোঁট ও খাড়া থুতনিতে একগুয়েমির স্পষ্ট প্রকাশ।

'আমার চিঠি পেয়েছেন?' ভারী কর্কশ গলায় তিনি বললেন। কথায় স্পষ্ট জার্মান টান। 'আমার আসবার কথা আমি লিখেছিলাম।' কার সঙ্গে কথা বলবেন ঠিক বুঝতে না পেরে তিনি আমাদের দুজনের দিকেই তাকাতে লাগলেন।

হোমস বলল, 'দয়া করে আসন গ্রহণ করুন। ইনি ডাক্তার ওয়াটসন, আমার বন্ধু এবং সহকর্মী, প্রায়ই আমার কাজে সহায়তা করে থাকেন। আমি কার সঙ্গে কথা বলার সম্মান লাভ করেছি বলুন তো?'

'আমাকে আপনি বোহেমিয়ার একজন সম্ভ্রান্ত নাগরিক কাউণ্ট-ভন-ক্রাম বলেই জানবেন। মনে হচ্ছে আপনার বন্ধু এই ভদ্রলোক সম্মানভাজন এবং সুবিবেচক। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে তাঁকে আমি নিশ্চয় বিশ্বাস করতে পারি। অন্যথায় আমি কিন্তু কেবলমাত্র আপনার সঙ্গেই কথা বলতে চাই।'

আমি উঠে দাঁড়াতেই হোমস হাত ধরে আমাকে চেয়ারে বসিয়ে দিল। বলল, 'আপনার বক্তব্যের দুটোই সত্যি, অথবা কোনটাই নয়। আমাকে যা কিছু বলতে চান সবই এই ভদ্রলোকের সামনে বলতে পারেন।'

চওড়া কাঁধটাকে ঝাঁকুনি দিয়ে কাউণ্ট বললেন, 'তাহলে শুরু করছি। দু বছরের জন্য আপনারা এ ব্যাপারে পরিপূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করবেন। তারপর অবশ্য এর আর কোন গুরুত্ব থাকবে না। আপাতত এটুকু বললে অতিশয়োক্তি হবে না যে বিষয়টি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে ইওরোপের ইতিহাসের উপরেও এর প্রভাব পড়তে পারে।'

'আমিও কথা দিলাম', বলল হোমস।

'আমিও।'

আগন্তুক বলতে লাগলেন, 'এই মুখোস পড়েছি বলে আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। যে মাননীয় মহাশয় আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁর ইচ্ছা আপনাদের কাছে আমার পরিচয় যেন গোপন থাকে। সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্বীকার করছি, যে পরিচয় এইমাত্র আপনাদের কাছে ঘোষণা করেছি সেটা ঠিক আমার পরিচয় নয়।'

'সেটা আমি বুঝতে পেরেছি', নিরস গলায় হোমস বলল।

'ব্যাপারটা খুব গোপনীয়। ইওরোপের একটি রাজপরিবার যাতে শেষ পর্যন্ত একটা বড় রকমের কেলেংকারিতে জড়িয়ে না পড়ে সেই জন্যই সব রকম সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। তাহলে খুলেই বলি, বোহেমিয়ার রাজপরিবার মহান 'ওর্মস্টিন বংশ' এই ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত।'

আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে দুই চোখ বুজে হোমস নীচু গলায় বলল, 'সেটাও আমি বুঝতে পেরেছিলাম।'

আমাদের আগন্তুক নিশ্চয় জেনে এসেছিলেন, হোমস সারা ইওরোপের সবচেয়ে ক্ষুরধার বুদ্ধিমান ও উদ্যমশীল লোক। তাই তার এই ঢিলেঢালা এলানো মূর্তি দেখে

তিনি একান্ত বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। ধীরে ধীরে চোখ মেলল হোমস। অস্থিরভাবে তার মক্কেলের বিপুল দেহের প্রতি দৃষ্টিপাত করল।

বলল, 'ইওর ম্যাজেস্টি যদি অনুগ্রহপূর্বক কেসটি খুলে বলেন, তাহলে আপনাকে যথাযথ উপদেশ দেওয়া আমার পক্ষে সহজতর হবে।'

চেয়ার থেকে লাফ দিয়ে উঠে লোকটি তীব্র আবেগে ঘরময় পায়চারি করতে লাগলেন। তারপর বেপরোয়া ভঙ্গীতে মুখ থেকে মুখোসটা খুলে মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। চীৎকার করে বললেন, 'আপনি ঠিক ধরেছেন, আমিই রাজা। সেকথা আর লুকিয়ে রাখবই বা কেন?'

অস্ফুট স্বরে হোমস বলল, 'ঠিকই তো। কেন লুকো-কেন? ইওর ম্যাজেস্টি কথা বলবার আগেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম, বোহেমিয়া-রাজ ক্যাসেল—ফলস্টিনের গ্র্যান্ড ডিউক উইল্‌হেল্‌ম্‌ গট্‌স্‌রিখ, সিগিসমন্ত ভন্‌ ওর্ম-স্টীনের সঙ্গেই আমি কথা বলছি।'

পুনরায় চেয়ারে বসে ধবধবে সাদা উঁচু কপালে হাত বুলোতে বুলোতে আগন্তুক বললেন, 'আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, এসব কাজ স্বয়ং করতে আমি অভ্যস্ত নই। অথচ ব্যাপারটা এতই গোপনীয় যে বিশ্বাস করে অন্য কাউকে একথা বলতেও পারি না, পাছে তার খপ্পরে পড়ে যাই। তাই আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে প্রাগ থেকে আমি ছদ্মবেশে এখানে এসেছি।'

পুনরায় দুই চোখ বুজে হোমস বলল, 'তাহলে দয়া করে পরামর্শ করুন।'

'সংক্ষেপে ব্যাপারটা এই; প্রায় পাঁচ বছর আগে ওয়ারস-তে প্রবাস-যাপনের কালে খ্যাতনাম্নী দুঃসাহসিনী আইরিন অ্যাডলারের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। নামটা নিশ্চয়ই আপনার পরিচিত।'

চোখ না খুলেই হোমস অস্ফুট গলায় বলল, 'ডাক্তার, আমার সূচীনিবন্ধটা খুলে দেখ তো।'

বহু বৎসর যাবৎ যখনই কোন মানুষ বা ঘটনা সম্পর্কে কোন কিছু সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় তখনই হোমস তাকে এই সূচী-নিবন্ধে তালিকাভুক্ত করে রাখে। ফলে কোন বিষয় বা ব্যক্তির উল্লেখমাত্রই সে তার সম্পর্কে মোটামুটি খবরাখবর বলে দিতে পারে। এক্ষেত্রে এই নারীর জীবন-কথা দেখলাম, লেখা রয়েছে জনৈক হিব্রু রব্বির জীবনী এবং গভীর সমুদ্রের মৎস সম্পর্কিত রচনাকার জনৈক স্টাফ-কমান্ডারের জীবনীর ঠিক মাঝখানে।

হোমস বলল, 'দাও তো, আমি নিজেই দেখছি। হুম! ১৮৫৮ সালে নিউ জার্সিতে জন্ম। কন্ট্রাল্টো—হুম। লা স্কালা, হুম। ওয়ারস-র 'ইম্পিরিয়াল অপেরা'-র প্রধানা অভিনেত্রী—ঠিক। অপেরা-মঞ্চ থেকে বিদায়—হ্যাঁ, লন্ডনে বসবাস—ঠিক আছে। মনে হচ্ছে, ইওর ম্যাজেস্টি এই নারীর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন, তাকে কতকগুলি অবি-বেচনাপ্রসূত চিঠিপত্র লিখেছিলেন, এবং এখন সেই চিঠি-গুলি ফেরত চান।'

'ঠিক তাই। কিন্তু কেমন করে—'

'গোপনে কোন বিবাহ হয়েছিল কি?'

'না।'

'কোন আইনগত দলিল বা সার্টিফিকেট?'

'না।'

'তাহলে তো আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না। এই তরুণী যদি ব্ল্যাকমেল করতে বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে তার চিঠিগুলি উপস্থিত করে তাহলেও সেগুলির সত্যতা সে প্রমাণ করবে কেমন করে?'

'হাতের লেখা তো রয়েছে।'

'ফুঃ! ফুঃ! জাল।'

'আমার ব্যক্তিগত চিঠির কাগজ।'

'চুরি গেছে।'

'আমার নিজস্ব সিল-মোহর।'

'নকল করা হয়েছে।'

'আমার ফটোগ্রাফ।'

'কেনা হয়েছে।'

'ফটোগ্রাফে যে আমরা দু'জনই রয়েছি।'

'ওঃ, এটা খুব খারাপ হয়েছে। ইওর ম্যাজেস্টি বড়ই অবিবেচনার কাজ করেছেন।'

'আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম—উন্মাদ!'

'নিজেকে গুরুতরভাবে সন্দেহভাজন করে বসেছেন।'

'আমি তখন ছিলাম যুবরাজ। তরুণ। এখন আমার বয়স মাত্র ত্রিশ।'

'চিঠিগুলি উদ্ধার করতে হবে।'

'আমরা চেষ্টা করেছি, বিফল হয়েছি।'

'আপনাকে অর্থব্যয় করতে হবে। সেগুলো কিনতে হবে।'

'সে বেচবে না।'

'তাহলে চুরি করতে হবে।'

'পাঁচবার চেষ্টা করা হয়েছে। আমার টাকা খেয়ে দু'-বার চোরে সে বাড়ি তচনচ করেছে। একবার তার ভ্রমণের সময় মালপত্র সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। দু'বার

www.boiRboi.net

পথের মাঝখানে অতর্কিতে তাকে আক্রমণও করা হয়েছিল। কিন্তু কোন ফল হয় নি।

'কোন হদিস পাওয়া যায় নি?'

'একেবারেই না।'

হোমস হেসে উঠল। বলল, 'বেশ মজার ব্যাপার দেখছি।'

তিরস্কারের সুরে রাজা বললেন, 'কিন্তু আমার পক্ষে খুবই গুরুতর।'

'তা ঠিক। আচ্ছা, ফটোগ্রাফটি দিয়ে সে কি করতে চায়?'

'আমাকে শেষ করে ফেলতে চায়।'

'কেমন করে?'

'শীঘ্রই আমার বিয়ে হবে।'

'আমিও তাই শুনেছি।'

'স্ক্যান্ডিনেভিয়া-রাজের দ্বিতীয় কন্যা ক্লোটিল্ডা লোট-ম্যান ভন সাক্সেমেনিঙ্গেনের সঙ্গে। তার পরিবারের গোঁড়ামির কথা আপনি জানেন। সে নিজেও পবিত্রতার প্রতিমূর্তি। আমার চরিত্র সম্পর্কে সন্দেহের ছায়ামাত্র সব কিছু ভেস্তে দেবে।'

'আর আইরিন অ্যাডলার?'

'ফটোগ্রাফটি তাঁদের পাঠিয়ে দেবে বলে ভয় দেখিয়েছে। আর তাই সে করবে। আমি জানি, তাই সে করবে। আপনি তাকে জানেন না। তার হৃদয় ইস্পাত-কঠিন।'

'আপনি ঠিক জানেন, ফটো সে এখনও পাঠায় নি?'

'ঠিক জানি।'

'কিন্তু কেন?'

'কারণ সে বলেছে এই বিয়ের কথা যেদিন প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হবে সেইদিন সে ওটা পাঠাবে। আগামী সোমবার হচ্ছে সেই দিন।'

একটা হাত তুলেই হোমস বলল, 'ওঃ, তাহলে আমাদের হাতে এখনও তিনটে দিন আছে। ভালই হয়েছে কারণ বর্তমানে আমার হাতেও দু' একটা জরুরি কাজ আছে। ইওর ম্যাজেস্টি আপাতত লন্ডনেই আছেন তো?'

'নিশ্চয়। আমাকে কাউন্ট ভন ক্রাম ল্যাংহামে পাবেন।'

'আমাদের কাজ কতদূর এগোয় আপনাকে একছত্র লিখে জানিয়ে দেব।'

'দয়া করে তাই দেবেন। খুব উৎকণ্ঠায় থাকব।'

'আচ্ছা, টাকার ব্যাপারটা?'

'আপনি যা চাইবেন?'

'নিঃসর্ত?'

'আপনাকে বলছি, ওই ফটোগ্রাফের জন্য আমার রাজ্যের একটা অংশও আপনাকে দিতে আমি প্রস্তুত।'

'আর—আপাততঃ খরচ-খরচার জন্য?'

ক্লোকের নীচ থেকে শ্যাময়-চর্মের একটা ভারি থলে বের করে তিনি টেবিলের উপর রাখলেন। বললেন, 'এতে তিনশ' পাউন্ডের স্বর্ণমুদ্রা এবং সাতশ' পাউন্ডের নোট আছে।'

হোমস নোট-বুকের পাতায় লিখে একটা রসিদ তাঁর হাতে দিল। প্রশ্ন করল, 'মাদময়জেলের ঠিকানাটা?'

'ব্রায়োনি লজ, সার্পেন্টাইন অ্যাভেনিউ, সেন্ট জন্স উড।'

সেটা টুকে নিয়ে হোমস বলল, 'আর একটি প্রশ্ন। ফটোগ্রাফটা কি কেবিনেট সাইজের?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে ইওর ম্যাজেস্টি, শুভরাত্রি। আশাকরি শীঘ্রই আপনাকে কিছু শুভ সংবাদ জানাতে পারব।'

রাস্তায় রাজকীয় ব্রুহাম গাড়ির চাকার শব্দ মিলিয়ে গেলে আবার বলল, 'শুভরাত্রি ওয়াটসন। আগামীকাল বিকেল তিনটের সময় যদি একবার আস, এবিষয় নিয়ে তোমার সঙ্গে একটু আলোচনা করতে পারি।'

২

ঠিক তিনটেয় আমি বেকার স্ট্রীটে হাজির হলাম। কিন্তু হোমস তখনও ফেরে নি। গৃহকর্ত্রী জানালেন, সকাল আটটার একটু পরেই সে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। ওর ফিরতে যতই দেরী হোক শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করবার সিদ্ধান্ত নিয়েই আমি আগুনের পাশে গিয়ে বসলাম। ব্যাপারটার প্রতি ইতিমধ্যেই আমার বেশ মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে। যদিও যে দুটি অপরাধের বিষয় আমি অন্যত্র লিপিবদ্ধ করেছি তার ভয়াবহতা ও বিস্ময়ের কোনটাই এক্ষেত্রে নেই, তথাপি এই কেসের প্রকৃতি এবং ওর মক্কেলের উচ্চ পদমর্যাদা একে একটা বিশেষ চরিত্র দান করেছে। আসলে যে অনুসন্ধানকার্য সে সম্প্রতি হাতে নিয়েছে তার কথা ছেড়ে দিলেও, যে কোন পরিস্থিতিকে আয়ত্তে আনবার এমন একটা দক্ষতা ও তীক্ষ্ণ সন্ধানী বিচার-শক্তি ওর আছে যার ফলে ওর কর্মপদ্ধতির আলোচনা করতে এবং যেসব দ্রুত সূক্ষ্ম পথে সে অত্যন্ত জটিল রহস্যেরও গ্রন্থি মোচন করে থাকে তাকে অনুসরণ করতে আমি খুবই আনন্দ পেয়ে থাকি। ফলে ওর অনিবার্য

www.boiRboi.net

সাফল্য সম্পর্কে আমি এতই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি যে পরাজয়ের সম্ভাবনা পর্যন্ত আমার মাথায় ঢুকবার পথ পায় না।

চারটের কাছাকাছি সময়ে দরজাটা খুলল। একটা মাতাল-মত ঘোড়ার সহিস ঘরে ঢুকল। মোটা গোঁফ, লালচে মুখ আর ময়লা বিবর্ণ পোশাক। বন্ধুবরের নানা-রকম বিস্ময়কর ছদ্মবেশ ধারণের কথা জানা থাকলেও বার বার তিনবার ভাল করে নিরীক্ষণ করে তবে আমি নিশ্চিন্ত হলাম যে এ-লোক সেই বটে। একবার মাথা নেড়েই সে শোবার ঘরে অদৃশ্য হয়ে গেল। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সে বেরিয়ে এল টুইড-স্যুট শোভিত সম্ভ্রান্ত চেহারা নিয়ে। পকেটের মধ্যে দুই হাত পুরে আগুনের সামনে দুই পা ছড়িয়ে দিয়ে কয়েক মিনিট ধরে সে মনের সুখে হাসতে লাগল।

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে, সত্যি!' বলেই চুপ করল, আবার হাসতে লাগল। হাসতে হাসতে অসহায়ভাবে চেয়ারে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল।

'ব্যাপার কি?'

'ভারী মজার ব্যাপার। সারা সকাল কোথায় ছিলাম, কি করলাম তুমি ভাবতেই পারবে না।'

'কল্পনাও করতে পারছি না। মনে হয়, তুমি মিস আইরিন অ্যাডলারের গতিবিধির উপর, এবং হয় তো তার বাড়ির উপরেও নজর রেখেছিলে।'

'ঠিক তাই; কিন্তু পরিণতি হয়েছে কিছুটা অপ্রত্যাশিত। সবই বলছি, একটা বেকার সহিস সেজে সকাল আটটার একটু পরেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাই। আস্তাবলের মানুষদের মধ্যে একটা অদ্ভুত সহানুভূতি ও সহযোগিতার মনোভাব থাকে। তাদের একজন হয়ে যাও, অমনি যা কিছু জানবার আছে সব জানতে পারবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই 'ব্রায়নি লজ' খুঁজে পেলাম। ছোট দোতলা বাড়ি; একেবারে রাস্তা থেকে উঠেছে। পিছনে বাগান। দরজায় মোটা তালা। ডান দিকে সুসজ্জিত বড় বসবার ঘর, প্রায় মেঝে পর্যন্ত লম্বা জানালা। তাতে এমন সিটকিনি যা একটা ছোট ছেলেও খুলতে পারে। পিছন দিকে উল্লেখযোগ্য কিছু নেই। তবে গাড়ি-ঘরের ছাদ থেকে প্যাসেজের জানালায় পৌঁছনো যায়। ঘুরে ঘুরে সবদিক থেকে বাড়িটাকে দেখলাম, কিন্তু উল্লেখযোগ্য আর কিছুই পেলাম না।

'রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলাম এবং যেমনটি আশা করেছিলাম বাগানের পিছনের গলিতে একটা আস্তাবল পেয়ে গেলাম। সহিসদের সঙ্গে মিশে তাদের ঘোড়ার গা ডলাই-মলাই করে দিলাম; বিনিময়ে পেলাম দুটো পেনি, এক গ্লাস কড়া চা, দুই চুরুট তামাক এবং মিস অ্যাডলার সম্পর্কে যত চাই তত খবর। এছাড়া আশেপাশের আরও আধ ডজন মানুষের জীবনীও আমাকে বাধ্য হয়ে শুনতে হয়েছিল।'

আমি প্রশ্ন করলাম, 'আইরিন অ্যাডলারের কথা কি জেনেছ?'

'আরে, সে তো ও অঞ্চলের সব পুরুষের মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিয়েছে। সার্পেন্টাইন আস্তাবলের প্রতিটি মানুষের মুখে একই কথা—এ গৃহের সে সবচেয়ে মিষ্টি মেয়ে। চুপচাপ থাকে, কনসার্টে গান গায়, প্রতিদিন পাঁচটায় গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যায়, ঠিক সাতটায় ফেরে। গানের দরকার ছাড়া অন্য কোন সময় কদাচিৎ বাইরে যায়। একটিমাত্র পুরুষ তার কাছে আসে। লোকটি সুপুরুষ এবং উদ্যোগী। দিনে একবার আসবেই, কখনও দু'বারও আসে, তার নাম মিঃ গডফ্রে নর্টন, 'ইনার টেম্পল'-এর লোক। কোচম্যানদের বিশ্বাসভাজন হতে পারার কত সুবিধা দেখ। সার্পেন্টাইন আস্তাবল থেকে তারা তাকে অনেকবার গাড়িতে করে নিয়ে গেছে। সুতরাং তার সম্পর্কে সব কিছুই জানে। তাদের সব কথা শোনবার পর আমি আবার ব্রায়নি লজ-এর সামনে বেড়াতে বেড়াতে ভাবতে লাগলাম, কেমন করে অভিযান শুরু করা যায়।

'এই গডফ্রে নর্টন একজন গণ্যমান্য লোক। আইন-ব্যবসায়ী, সেখানেই তো বিপদ। তাদের মধ্যে কি সম্পর্ক? এত ঘন ঘন সে আসেই বা কেন? এই নারী কি তার মক্কেল, না বান্ধবী, না, ঘরণী? মক্কেল হলে নিশ্চয় ফটোগ্রাফখানা তার কাছেই পাচার করে দিয়েছে। বান্ধবী হলে সম্ভাবনা কম। এই প্রশ্নের উপরেই নির্ভর করছে—আমি ব্রায়নি লজ-এই কাজ চালিয়ে যাব, না 'টেম্পল'-এ ভদ্রলোকের চেম্বারের প্রতি নজর দেব। আমার আশংকা হচ্ছে এই সব বিস্তারিত বিবরণ তোমার কাছে একঘেয়ে লাগছে, কিন্তু আসল পরিস্থিতিটা বুঝতে হলে আমার এই সব ছোটখাট অসুবিধার কথা তোমাকে তো জানতেই হবে।'

জবাব দিলাম, 'আমি মন দিয়েই তোমার কথা শুনছি।'

'মনে মনে এই নিয়ে টানা-পোড়েন করছি এমন সময় একখানা ছ্যাকড়া গাড়ি এসে 'ব্রায়নি লজ'-এর সামনে দাঁড়াল। এক ভদ্রলোক লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নামল। লোকটি খুবই সুপুরুষ, উদ্যতনাসা, মুখে গোঁফ। সম্ভবত এর কথাই আমি শুনেছিলাম। তার খুবই তাড়া ছিল। চীৎকার করে কোচম্যানকে অপেক্ষা করতে বলে খোলা দরজা দিয়ে সোজা ভিতরে ঢুকে গেল। মনে হল, এ বাড়িতে সবই তার

চেনা।

'প্রায় আধ ঘণ্টা সময় সে বাড়ির ভিতরে ছিল। বসবার ঘরের জানালা দিয়ে আমি মাঝে মাঝে তাকে দেখতে পাচ্ছিলাম—ঘরের মধ্যে পায়চার্রা করছে, উত্তেজিতভাবে কথা বলছে, হাত নাড়ছে। অবশ্য আইরিনকে একবারও দেখতে পেলাম না। লোকটি বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। তখন আরও উত্তেজিত। গাড়িতে উঠে পকেট থেকে একটা সোনার ঘড়ি বের করে ভাল করে দেখল। তারপর চেঁচিয়ে বলল, ''ভূতের মত চালাও। প্রথমে যাবে রিজেণ্ট স্ট্রীটে 'গ্রস এ্যান্ড হ্যাংকি'-র দোকানে, তারপর এজোয়ার রোডে সেণ্ট মোনিকো গীর্জায়। যদি বিশ মিনিটে পেঁছে দিতে পার তবে আরও আধগিনি পাবে।''

'ওরা চলে গেল। আমি ভাবছি, পিছু নেব কি না, এমন সময় গলি থেকে বেরিয়ে এল একখানি সুন্দর ছোট ল্যাণ্ডো। কোচম্যানের কোটের অর্ধেক বোতাম তখনও লাগানো হয় নি, টাই বাঁধা হয় নি, ঘোড়ার জিন কসা হয় নি। ল্যাণ্ডো এসে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই দরজা খুলে শা করে ছুটে এসে সে গাড়িতে চাপল। মুহূর্তের জন্য তাকে দেখলাম। সত্যি সে সুন্দরী—এমন মুখের জন্য যেকোন পুরুষ মরতে পারে।

www.boiRboi.net

সে চীৎকার করে বলল, ''জন, সেণ্ট মোনিকো গীর্জা। বিশ মিনিটে যদি পেঁছতে পার আধ 'সভারিন' পাবে।''

'বুঝতেই পারছ ওয়াটসন, এ সুযোগ ছাড়া যায় না। শুধু ভাবছি ওর পিছন পিছন দৌড় লাগাব, না ঐ ল্যাণ্ডোর পিছনে চেপে বসব, এমন সময় রাস্তা ধরে একখানা ভাড়াটে গাড়ি এল। আমার নোংরা চেহারা দেখে গাড়োয়ান বার দুই আমার দিকে তাকাল। কিন্তু সে কোনরকম আপত্তি জানাবার আগেই আমি একলাফে গাড়িতে চড়ে বসলাম। বললাম, ''সেণ্ট মোনিকো গীর্জা, বিশ মিনিটে পেঁছতে পারলে আধ 'সভারিন' পাবে।'' তখন বারোটা বাজতে পঁচিশ মিনিট বাকি। হাওয়া যে কোন্ দিকে বইছে ততক্ষণে সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

'আমার গাড়ি জোর ছুটল। এর চাইতে দ্রুততর গতিতে আর কখনও গাড়ি চালিয়েছি বলে মনে করি না। কিন্তু অন্যরা আমার আগেই পেঁছে গেছে। আমি পেঁছে দেখি, ছ্যাকরা গাড়ি আর ল্যাণ্ডো দুই-ই দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের ঘোড়াগুলো হাঁপাচ্ছে। ভাড়া মিটিয়ে গীর্জায় ঢুকে পড়লাম। যে দুজনের পিছু নিয়ে আমি এসেছি তারা ছাড়া আর জন-প্রাণী সেখানে নেই। শুধু সাদা জোব্বা পরা একজন ধর্মযাজক তাদের সঙ্গে কথা-কাটাকাটি করছেন। তারা তিনজন সার বেঁধে বেদীর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আমি একপাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এগোচ্ছি, এমন সময় হঠাৎ তিনজনই আমার দিকে ঘুরে দাঁড়াল এবং গডফ্রে নর্টন তীরবেগে আমার কাছে ছুটে এল।

''ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!'' সে চীৎকার করে উঠল, ''তোমাকে দিয়েই কাজ চলবে। চলে এস। চলে এস।''

''ব্যাপার কি?'' আমি শুধালাম।

''এস বাবা, এস। মাত্র তিন মিনিট। নইলে আইনতঃ সিদ্ধ হবে না।''

'আমাকে প্রায় টানতে টানতে বেদীর কাছে নিয়ে গেল, এবং আমি কোথায় এসেছি জানবার আগেই বুঝতে পারলাম, আমার কানে কানে যে কথাগুলি বলা হচ্ছে সেইগুলিই আমি উচ্চারণ করে যাচ্ছি এবং যে বিষয়ে কিছুই জানি না তারই সাক্ষ্য দিচ্ছি। মোট কথা, কনে আইরিন অ্যাডলার এবং বর গডফ্রে নর্টনের বিবাহবন্ধনকে দৃঢ় করবার কাজে সাধ্যমত সহায়তা করছি। দেখতে দেখতে সবকিছু হয়ে গেল। একপাশে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোক আমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছে, অন্য দিকে দাঁড়িয়ে ভদ্রমহিলা, আর আমার সামনে দাঁড়িয়ে হাসছে ধর্মযাজক। এমন একটা অদ্ভুত পরিস্থিতিতে আমি জীবনে আর কখনও পড়ি নি, আর সেই কথা ভেবেই আমি এতক্ষণ হাসছিলাম। মনে হয়, ওদের বিয়ের লাইসেন্সের ব্যাপারে কোনরকম লৌকিকতার অভাব ছিল ; তাই একজন সাক্ষী ছাড়া ধর্মযাজক ওদের বিয়ে দিতে রাজী হচ্ছিলেন না। সেই সময়ে আমার আবির্ভাবের ফলে বরকে আর সাক্ষী জোগাড় করতে রাস্তায় ছুটতে হল না। কনে আমাকে একটা 'সভারিন' উপহার দিয়েছে। ভাবছি, এই ঘটনাকে স্মৃতি হিসাবে এটিকে আমার ঘড়ির চেনের সঙ্গে পরব।'

আমি বললাম, 'ঘটনা-স্রোত খুবই অপ্রত্যাশিত মোড় নিয়েছে দেখছি। কিন্তু তারপর কি?'

'তারপর আর কি? আমার প্ল্যানটাই ভীষণভাবে ধাক্কা খেল। ভেবেছিলাম নবদম্পতি অবিলম্বেই কোথাও চলে যাবে, আর তাই আমাকেও এখনই যা হোক একটা ব্যবস্থা নিতে হবে। কিন্তু গীর্জার দরজা থেকেই তারা আলাদা হয়ে গেল, বর গেল 'টেম্পল'-এ আর কনে তার নিজের বাড়ি। যাবার সময় বলল ''যথারীতি পাঁচটার সময় পার্কে হাজির হবে।'' আর কিছু শুনতে পেলাম না। দু'জন দু'দিকে চলে গেল ; আমি চলে এলাম আমার ব্যবস্থা করতে।'

'কি ব্যবস্থা?'

ঘণ্টাটা বাজিয়ে সে জবাব দিল, 'কিছু ঠাণ্ডা গো-মাংস আর এক গ্লাস বীয়ার। এত ব্যস্ত ছিলাম যে খাবার কথা ভাবতেই পারি নি। আজ সন্ধ্যার পরে হয় তো আরও ব্যস্ত থাকব। ভাল কথা ডাক্তার, তোমার সহ-যোগিতা কিন্তু আমার চাই।'

'আমি খুবই আনন্দিত হব।'

'আইন অমান্য করতে আপত্তি নেই তো?'

'মোটেই না।'

'গ্রেপ্তার হতেও না?'

'ভাল উদ্দেশ্য সাধনের জন্য হলে নিশ্চয় না।'

'ওঃ, উদ্দেশ্য মহৎ।'

'তাহলে আমি আছি তোমাদের দলে।'

'আমি নিশ্চিত জানতাম তোমার উপর নির্ভর করা চলে।'

'কিন্তু তোমার ইচ্ছাটা কি?'

'মিসেস টার্নার যখন খাবার ট্রে নিয়ে এসেছে, তখন সব কিছুই খুলে বলব। গৃহকর্ত্রী যে সাধারণ খাবার দিয়ে গেল সেদিকে ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে বলতে লাগল, 'হাতে বেশী সময় নেই, তাই খেতে খেতেই বলছি। এখন প্রায় পাঁচটা বাজে। আর দু'ঘণ্টার মধ্যেই আমাদের কর্ম-স্থলে হাজির হতে হবে। মিস আইরিন, মানে ম্যাডাম বেড়িয়ে ফিরবে সাতটায়। তার সঙ্গে 'ব্রায়নি লজ'-এ আমাদের দেখা করতে হবে।'

'তারপর?'

'সেটা আমার উপরেই ছেড়ে দাও। সব ব্যবস্থা আমি করে ফেলেছি। শুধু একটা বিষয়ের উপর আমি জোর দিতে চাই। যাই ঘটুক না কেন, তুমি বাধা দেবে না। বুঝেছ?'

'আমি কি নিরপেক্ষ থাকব?'

'কিছুই করবে না। কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটবে। তাতে যোগ দিও না। ফলে আমাকে ঘরের ভিতরে চালান দেওয়া হবে। চার-পাঁচ মিনিট পরে বসবার ঘরের জানা-লাটা খুলে যাবে। তুমি সেই খোলা জানালার কাছে এসে দাঁড়াবে।'

'ঠিক আছে।'

'আমার দিকে চোখ রাখবে, কারণ আমাকে তুমি ঠিক দেখতে পাবে।'

'ঠিক আছে।'

'তারপর যখন আমি হাত তুলব—বুঝলে—তখন আমি তোমাকে যে জিনিসটা ছুঁড়তে দেব সেইটে ঘরের মধ্যে ছুঁড়ে দেবে এবং সঙ্গে সঙ্গে আগুন আগুন বলে চেঁচিয়ে উঠবে। বুঝতে পারছ?'

'খুব।'

পকেট থেকে লম্বা সিগারের মত দেখতে একটা গোলা-কার বস্তু বের করে সে বলল, 'জিনিসটা ভয়ংকর কিছু নয়। এটা একটা সাধারণ স্মোক-রকেট, দু' দিকেই একটা করে ক্যাপ লাগানো যাতে নিজে থেকেই জ্বলে উঠতে পারে। তোমার কাজ ঐ পর্যন্ত। তুমি যখন আগুন—আগুন বলে চীৎকার করবে তখন আরও অনেকে তাতে যোগ দেবে। তুমি তখন রাস্তাটার শেষ প্রান্তে চলে যাবে, আর দশ মিনিটের মধ্যে আমি তোমার সঙ্গে যোগ দেব। আশা করি আমার কথাগুলো তুমি বুঝেছ?'

'আমি নিরপেক্ষ থাকব, জানালার কাছে যাব, তোমার দিকে নজর রাখব এবং সংকেত পেলেই এটা ছুঁড়ে দেব। তারপর আগুন আগুন—বলে চেঁচিয়ে উঠে রাস্তার কোণে তোমার জন্য অপেক্ষা করব।'

'ঠিক বলেছ।'

'তাহলে তুমি আমার উপর পুরোপুরিই নির্ভর করতে পার।'

'চমৎকার। এবার নতুন যে ভূমিকায় আমাকে অভিনয় করতে হবে তার জন্য তৈরী হবার সময় হয়ে গেছে। আমি আসছি।'

সে শোবার ঘরে অদৃশ্য হয়ে গেল এবং কয়েক মিনি-টের মধ্যে ফিরে এল একজন ভদ্র সরল-প্রাণ ধর্মযাজকের বেশে। তার কালো হ্যাট, ঢোলা ট্রাউজার, সাদা টাই, সহানুভূতি-ভরা হাসি, চোখের দৃষ্টিতে তীক্ষ্ণ উদার কৌতূহল—সব মিলিয়ে এমন মেক-আপ একমাত্র মিঃ জন হেয়ার ছাড়া আর কেউ নিতে পারে না। হোমস যে শুধু তার পোশাক-পরিচ্ছদ পাল্টায় তাই নয়, প্রতিটি নতুন ভূমিকার জন্য সে আচার আচরণ, এমন কি তার আত্মাকে পর্যন্ত পালটে ফেলে। সে যখন অপরাধ-বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠল তখন বিজ্ঞান যেমন হারাল একজন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান লোককে, তেমনি রঙ্গমঞ্চ হারালো একজন সফল অভি-নেতাকে।

সোয়া ছ'টায় আমরা বেকার স্ট্রীট থেকে বেরোলাম এবং আরও পঞ্চাশ মিনিট পরে হাজির হলাম সার্পেন্টাইন অ্যাভেনিউতে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। পথের আলোগুলি একে একে জ্বলে উঠছে। গৃহকর্ত্রীর আগমনের প্রতীক্ষায় আমরা 'ব্রায়নি লজ'-এর সামনের পথে পায়চারি করে

চলেছি। শার্লক হোমসের নিখুঁত বর্ণনা থেকে যেরকম ধারণা করেছিলাম বাড়িটা-ঠিক সেই রকম। তবে ঐ জঙ্গলটাকে আমি যতটা নির্জন হবে বলে মনে করেছিলাম ঠিক তা নয়। বরং একটা শান্ত পরিবেশের ছোট রাস্তা হিসাবে একটু বেশী প্রাণ-চঞ্চল। এক কোণে একদল নেংরা পোশাক-পরা লোক ধূমপান আর হাসাহাসি করছে। ঘুরে বেড়াচ্ছে চাকা-কাঁধে একটা ছুরি-কাঁচি-শানদার। একটি নার্স-গার্লের সঙ্গে ঢলাঢলি করছে দু'জন পাহারাওলা। কয়েকটি সুবেশ যুবক মুখে সিগার ঝুলিয়ে ঘোরাঘুরি করছে।

হাঁটতে হাঁটতেই হোমস মন্তব্য করল, 'দেখ, এই বিয়ে ব্যাপারটাকে বেশ খানিকটা সহজ করে দিয়েছে। ফটো-গ্রফখানা এখন দু-মুখো ছুরির কাজ করবে। আমাদের মক্কেল যেমন চান না যে ওখানা তাঁর রাজকুমারীর চোখে পড়ুক, তেমনি ঐ নারীও চাইবে না যে মিঃ গডফ্রে নর্টন ওখানা দেখুক। এখন প্রশ্ন হল—ফটোগ্রাফখানা আছে কোথায়?'

'কোথায় থাকতে পারে?'

'ফটোখানা সঙ্গে নিয়ে সে ঘুরে বেড়াবে সে সম্ভাবনা খুবই কম, কারণ ওটা কেবিনেট সাইজের এবং একটি স্ত্রী-লোকের পোশাকের মধ্যে সহজে লুকিয়ে রাখবার পক্ষে বেশ বড়। সে জানে, রাজামশাই পথের মাঝখানে তাকে আটক করে খোঁজাখুঁজি করতে পারেন। সেরকম দুটো চেষ্টা ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে। কাজেই ধরে নেওয়া যায়, সে ফটোখানা সঙ্গে নিয়ে ঘোরে না।'

'তাহলে কোথায় রেখেছে?'

'তার ব্যাংকার বা উকিলের কাছে। দুটোই সম্ভব। কিন্তু আমি মনে করি, এর কোনটাই ঠিক নয়। মেয়েরা স্বভাবতই ঢাকাঢাকি ভালবাসে এবং সে কাজটা নিজেরাই করতে চায়। অন্য কারও হাতে ওখানা তুলে দেবে কেন? তাছাড়া, মনে রাখতে হবে যে দু'চারদিনের মধ্যে ফটো-খানাকে কাজে লাগাবার ইচ্ছা তার মনে রয়েছে। কাজেই ওখানাকে সে নিশ্চয়ই হাতের কাছেই রেখেছে। ওটা তার নিজের ঘরেই থাকতে বাধ্য।'

'কিন্তু বাড়িতে দু'বার চোর ঢুকেছে।'

'শ্-শ্। খুঁজতেই শেখে নি।'

'তুমি কেমন করে খুঁজবে?'

'আমি খুঁজবই না।'

'তাহলে?'

'সেই আমাকে দেখিয়ে দেবে।'

'সে কিছুতেই রাজি হবে না।'

'তাকে রাজী হতেই হবে। কিন্তু—চাকার শব্দ শোনা যাচ্ছে। এটা তারই গাড়ি। আমার নির্দেশগুলো অক্ষরে অক্ষরে পালন করো।'

বলতে বলতেই রাস্তার মোড় ঘুরে একটা গাড়ির সাইডলাইটের আলো ছড়িয়ে পড়ল। ছোট সুন্দর ল্যান্ডো-খানি 'ব্রায়নি লজ'-এর সামনে এসে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার কোণ থেকে একটা লোক বকশিসের লোভে ছুটে এল গাড়ির দরজা খুলে দিতে। পরমুহূর্তে ঐ একই আশায় আর একটি লোক ছুটে এসে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল। দুজনের মধ্যে ঝগড়া লেগে গেল। তাতে যোগ দিল দু'জন পাহারাওলা আর ছুরি-কাঁচি-শান্দার লোকটাও। শুরু হয়ে গেল ঘুষোঘুষি। মুহূর্তের মধ্যে গাড়ি থেকে নামবার মুখে আরোহিণী পড়ে গেল সেই জটলার মধ্যে। চারদিকের কিল-চড়-ঘুষির মধ্যে সে দিশেহারা। হোমস ছুটে গেল সেই জটলার মধ্যে মহিলাকে উদ্ধার করতে। কিন্তু সেখানে পৌঁছানমাত্রই সে চীৎকার করে মাটিতে পড়ে গেল। তার সারা মুখ তখন রক্তে মাখামাখি। তাই না দেখে পাহারাওলারা দিল একদিকে ছুট, বাকিরা দিল আর একদিকে ছুট। যে ক'জন ভদ্রবেশী যুবক এতক্ষণ দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল এবার তারা এগিয়ে গেল মহিলাকে সাহায্য করতে আর আহত লোকটির সেবা করতে। তত-ক্ষণে আইরিন অ্যাডলার—ঐ নামেই আমি তাকে ডাকব—দ্রুত পায়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেছে। একেবারে শেষ ধাপে পৌঁছে সে ঘুরে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকাল। হলের উজ্জ্বল আলোর পশ্চাৎ-পটে তাকে তখন চমৎকার দেখাচ্ছে।

'বেচারি ভদ্রলোক কি বেশী আঘাত পেয়েছেন?' সে প্রশ্ন করল।

'ও মরে গেছে', কয়েকজন একসঙ্গে বলে উঠল।

'না, না, এখনও বেঁচে আছে,' আর একজন চীৎকার করে বলল। 'কিন্তু হাসপাতালে নেবার আগেই ও মরে যাবে।'

একজন স্ত্রীলোক বলল, 'মানুষটার খুব সাহস। উনি না থাকলে ওরা ভদ্রমহিলার টাকার থলি আর ঘড়িটা ঠিক হাতিয়ে নিত। দল বেঁধে ওরা এসেছিল। ওরা গুণ্ডা। আঃ! এই তো নিঃশ্বাস পড়ছে।'

'লোকটা তো রাস্তায় পড়ে থাকতে পারে না। ওকে কি ভিতরে নিয়ে যাব ম্যা'ম?'

'নিশ্চয়। ওকে বসবার ঘরে নিয়ে আসুন। সেখানে

boiRboi.net

একটা আরামদায়ক সোফা আছে। এইদিক দিয়ে আসুন।'

জানালার নীচে দাঁড়িয়ে আমি সবই দেখতে লাগলাম। ধরাধরি করে তাকে 'ব্রায়নি লজ'-এর বড় ঘরে নিয়ে শুইয়ে দেওয়া হল। ঘরে আলো জ্বলছে। জানালার পর্দাও সরানো। কাজেই কোচের উপর শায়িত হোমসকে আমি বেশ ভালভাবেই দেখতে পাচ্ছিলাম। সেই মুহূর্তে নিজের অভিনয়ের জন্য তার কোনরকম অনুশোচনা জেগেছিল কি না আমি জানি না, কিন্তু যখন দেখলাম কী মাধুর্য ও করুণার সঙ্গে সেই সুন্দরী আহতের সেবা করছে আর আমরা করছি তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, তখন যে গভীর লজ্জা আমি অনুভব করেছিলাম তেমনটি জীবনে আর কখনও করি নি। অথচ যে ভূমিকায় অভিনয়ের ভার হোমস আমাকে দিয়েছে তার থেকে এখন সরে দাঁড়ানোও যে তার প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। অতএব মনকে শক্ত করে অল্‌স্টারের নীচ থেকে 'স্মোক-রকেট'টা বের করলাম। ভাবলাম, আর যাই করি আমরা তার তো কোন ক্ষতি করছি না। শুধু অপরের ক্ষতি করা থেকে তাকে নিবৃত্ত করছি।

হোমস তখন কোচের উপর উঠে বসেছে। আমি দেখলাম, সে এমন ইঙ্গিত করছে যেন তার আরও বাতাস চাই। একটি পরিচারিকা ছুটে এসে জানালাটা খুলে দিল। আরও দেখলাম, ঠিক সেই মুহূর্তে সে হাত তুলল। ইঙ্গিত পাওয়ামাত্র আমি হাতের রকেটটা ঘরের মধ্যে ছুঁড়ে দিয়েই চীৎকার করে উঠলাম—'আগুন।' আমার মুখ থেকে শব্দটা খসতে না খসতেই সমবেত সর্বজন—ভদ্র, অভদ্র, সহিস, পরিচারিকা—সকলেই একযোগে চেঁচাতে শুরু করল—আগুন! আগুন! পুঞ্জ পুঞ্জ কালো ধোঁয়া পাকিয়ে পাকিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকছে, আর খোলা জানালা দিয়ে বেরিয়ে আসছে। দেখলাম, ভিতরে সকলেই ছোটাছুটি করছে। মুহূর্ত পরে হোমসের কণ্ঠস্বর কানে এল। সে বলছে, এটা কিছু নয়, একটা ভুয়া বিপদ-সংকেত মাত্র। জটলার ভিতর দিয়ে গলে আমি রাস্তার কোণে গিয়ে হাজির হলাম এবং দশ মিনিটের মধ্যেই বন্ধুবর এসে আমার হাত চেপে ধরল। কয়েক মিনিট নীরবে দ্রুত পায়ে হেঁটে আমরা হৈ-হট্টগোল থেকে দূরে একটা নির্জন রাস্তায় এসে পড়লাম। রাস্তাটা গেছে এজেয়ার রোডের দিকে।

'ফটোগ্রাফ পেয়েছ?'

'ডাক্তার, তুমি একেবারে কামাল করে দিয়েছ,' সে মন্তব্য করল। 'এর চেয়ে ভাল আর কিছু করা যেত না। সব কাজ ঠিক ঠিক মতই হয়েছে। কোথায় আছে সেটা জানতে পেরেছি।'

'কেমন করে খোঁজ পেলে?'

'সেই দেখিয়ে দিয়েছে। তোমাকে তো বলেইছিলাম, সেই দেখিয়ে দেবে।'

'আমি কিন্তু যে আঁধারে সেই আঁধারেই রয়ে গেলাম!'

সে হেসে বলল, 'রহস্য সৃষ্টি করতে আমি চাই না। ব্যাপারটা খুবই সরল। তুমি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ রাস্তায় যারা যারা ছিল সকলেই আমাদের লোক। এই সন্ধ্যের জন্যই তাদের কাজে লাগানো হয়েছিল।'

'হ্যাঁ, তা আমারও মনে হয়েছিল।'

'তারপর যখন গোলমাল পাকিয়ে উঠল, কিছুটা গোলানো লাল রং হাতের মুঠোয় নিয়ে আমি ছুটে গিয়ে তার মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়লাম, মাটিতে পড়ে গেলাম, হাতটা মুখে ঘসে দিলাম এবং নিজেকে একটি করুণার পাত্রে পরিণত করে তুললাম। এটা খুবই পুরনো চাল।'

'সেটাও অবশ্য বুঝতে পেরেছিলাম।'

'সবাই আমাকে ভিতরে নিয়ে গেল। আমাকে ভিতরে নিতে সে বাধ্য। তাছাড়া উপায় কি? নিয়ে গেল বসবার ঘরে। আগাগোড়াই ঐ ঘরটার উপরে আমার সন্দেহ ছিল। ঐ ঘর অথবা শোবার ঘর— এই দুটোর যেকোন একটা ঘরে নিশ্চয় বস্তুটি আছে। কিন্তু কোন্ ঘরে? যাহোক, ওরা আমাকে কোচে শুইয়ে দিল, আমি আরও বাতাস চাইলাম, ওরা জানালা খুলতে বাধ্য হল, আর তুমিও মওকা পেয়ে গেলে।'

'তাতে তোমার কি সুবিধা হল?'

'আরে, সেইটেই তো আসল কথা। কোন স্ত্রীলোক যখন বোঝে যে তার ঘরে আগুন লেগেছে, তখন স্বভাবতই তার কাছে সবচাইতে মূল্যবান বস্তুটির কাছেই সে সর্বাগ্রে ছুটে যাবে। এটা তার প্রবৃত্তিগত ব্যাপার এবং একাধিক ক্ষেত্রে আমি এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছি। 'ডালিংটন সবস্‌টিটিউশন স্ক্যাণ্ডাল'-কেসে এটা আমার কাজে লেগেছিল। 'আর্নস্‌ওয়র্থ ক্যাসল'-এর বেলাতেও তাই। বিবাহিত স্ত্রীলোক-মাত্রই সর্বাগ্রে বুকে জড়িয়ে ধরে তার বাচ্চাকে—আর অবিবাহিতা হলে ছোট গয়নার বাক্সের খোঁজে। আমি স্পষ্ট ধরে নিয়েছিলাম, এক্ষেত্রে যে বস্তুটি আমরা খুঁজছি আপাততঃ এ বাড়িতে তার চাইতে মূল্যবান জিনিস ঐ নারীর কাছে আর কিছুই নেই। সে নিশ্চয়ই ওটাকে হস্তগত করতেই ছুটে যাবে। আগুনের বিপদ-সংকেতটা সুন্দরভাবে দেওয়া হয়েছিল। যা ধোঁয়া

বেরুচ্ছিল আর যে পরিমাণ হৈ-হট্টগোল শুরু হয়ে গেলো, তাতে যেকোন ইস্পাতকঠিন স্নায়ুও নড়বড়ে হতে বাধ্য। হলোও তাই। সে ঠিক ঠিক সাড়া দিল। ফটোগ্রাফখানা রাখা ছিল কলিং বেলের ঠিক উপরে একটা ঠেলা-ঢাকনির পিছনের খোপের মধ্যে। মুহূর্তের মধ্যে সে হাজির হল সেখানে। টেনে অর্ধেকটা বের করতেই ফটোটা আমার চোখে পড়ল। যখন আমি চেঁচিয়ে বললাম যে এটা ভুয়া বিপদ-সংকেত, তখনই সে ফটোখানা যথাস্থানে রেখে দিয়ে রকেট-টার দিকে একবার তাকিয়েই ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তারপর আর তাকে দেখি নি। আমি উঠে দাঁড়ালাম, এবং একটা ছুতো করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম। একবার ইতস্তত করলাম, ফটোগ্রাফটা তখনি নেবার চেষ্টা করব কি না। কিন্তু তখনি ঘরে ঢুকল কোচম্যানটা। সে আমার দিকে এমনভাবে তাকাতে লাগল যে আমি আরও অপেক্ষা করাই নিরাপদ মনে করলাম। বেশী তাড়াহুড়ো করলে সব-টাই ভেস্তে যেতে পারে।'

'এখন কি করবে?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'আমাদের অনুসন্ধান কার্যত শেষ। কাল রাজা-মশায়কে সঙ্গে করে ওখানে যাব। ইচ্ছা করলে তুমিও আমাদের সঙ্গী হতে পার। আমাদের নিশ্চয়ই বসবার ঘরে নিয়ে বসানো হবে এবং মহিলার প্রতীক্ষায় কিছু সময় অপেক্ষা করতে হবে। তারপর সম্ভবত সে যখন ঘরে ঢুকবে তখন আমাদেরও সেখানে পাবে না এবং ফটোগ্রাফখানাও নয়। হিজ ম্যাজেস্টি নিজের হাতে ফটোখানা উদ্ধার করতে পেরে নিশ্চয়ই খুশি হবেন।'

'তোমরা কখন যাবে?'

'সকাল আটটায়। তখনও সে ঘুম থেকে উঠবে না। কাজেই আমরা অনেকটা সময় পাব। তাছাড়া তাড়াতাড়িই আমাদের কাজটা সেরে ফেলতে হবে। বলা যায় না, বিয়ের পরে তার জীবন-যাত্রার ধারা সম্পূর্ণ পাল্টে যেতে পারে। এখনই রাজামশায়কে একটা তার করে দিতে হবে।'

বেকার স্ট্রীটে পৌঁছে আমরা দরজার সামনে দাঁড়া-লাম। হোমস চাবির জন্য পকেটে হাত দিল। এমন সময় পথ দিয়ে যেতে যেতে কে যেন বলে উঠলঃ

'শুভ রাত্রি, মিস্টার শার্লক হোমস।'

পথে তখন বেশ কয়েকজন লোক ছিল। কিন্তু মনে হল আলস্টার-পরা একটি একহারা যুবকই যেন শুভরাত্রি কামনা করে অতি দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল।

স্বল্পালোকিত রাজপথের দিকে ভাল করে তাকিয়ে হোমস বলল, 'গলার স্বরটা যেন আগেও শুনেছি। কিন্তু লোকটা কে বুঝতে পারলাম না।'

৩

সে রাতটা বেকার স্ট্রীটেই কাটালাম। সকালে দু-জনে কফি আর টোস্টে মনোনিবেশ করেছি এমন সময় বোহেমিয়া-রাজ দ্রুতবেগে ঘরে ঢুকলেন।

শার্লক হোমসের দুই কাঁধ চেপে ধরে উৎসুকভাবে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি চীৎকার করে বললেন, 'আপনি সেটা পেয়ে গেছেন?'

'এখনও পাই নি।'

'পাবার আশা তো আছে?'

'আশা তো করছি।'

'তাহলে চলুন, আমি আর ধৈর্য রাখতে পারছি না।'

'একটা গাড়ি নিতে হবে।'

'কোন দরকার নেই। আমার ব্রুহাম দাঁড়িয়ে আছে।'

'তাহলে তো সুবিধাই হল।'

আমরা পুনরায় 'ব্রায়নি লজ'-এর দিকে যাত্রা কর-লাম।

হোমস বলল, 'আইরিন অ্যাডলারের বিয়ে হয়ে গেছে।'

'বিয়ে! কবে?'

'গতকাল।'

'কার সঙ্গে?'

'একজন ইংরেজ উকিল, নাম নর্টন।'

'কিন্তু তাকে তো সে ভালবাসে না।'

'ভাল বাসুক, সেই আশাই আমি করি।'

'কেন? সে আশা কর কেন?'

'কারণ তাহলে ইওর ম্যাজেস্টি ভবিষ্যতে সব গোল-যোগ থেকে অব্যাহতি পাবেন। মহিলা যদি স্বামীকে ভালবাসে তাহলে আর ইওর ম্যাজেস্টিকে ভালবাসবে না। আর যদি ইওর ম্যাজেস্টিকে ভাল না বাসে তাহলে ইওর ম্যাজেস্টির ব্যাপারে তার নাক গলাতে আসার কোন কারণই থাকবে না।'

'ঠিক কথা। তবু—! আঃ। ও যদি আমার সমান স্তরের মানুষ হত! কী আশ্চর্য রাণীই না সে হতে পারত!' আবেগে তিনি চুপ করলেন। সার্পেন্টাইন অ্যাভিনিউ পৌঁছবার আগে আর মুখ খুললেন না।

'ব্রায়নি লজ'-এর দরজা খোলাই ছিল। একজন বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক সিঁড়ির উপরে বসে ছিল। আমরা

ব্রুহাম থেকে নামলাম। স্ত্রীলোকটি বিদ্রূপের দৃষ্টিতে আমাদের দেখতে লাগল।

'মিঃ শার্লক হোমস কি?' সে প্রশ্ন করল।

'জিজ্ঞাসু অথচ সচকিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আমার সঙ্গী জবাব দিল, 'আমি মিঃ হোমস।'

'ঠিক। আমার কর্ত্রী বললেন আপনি আসতে পারেন। আজ সকাল ৫·১৫-র ট্রেনে তিনি তাঁর স্বামীকে নিয়ে চেয়ারিং ক্রশ থেকে কণ্টিনেন্টের পথে যাত্রা করেছেন।'

'কী!' উদ্বেগে ও বিস্ময়ে দু' পা পিছিয়ে শার্লক হোমস বলে উঠল, 'তুমি বলতে চাও সে ইংলণ্ড থেকে চলে গেছে?'

'আর কোনদিন ফিরবেন না।'

রাজামশায় কর্কশ কণ্ঠে বললেন, 'আর কাগজপত্র? সব গেল?'

'দেখতে হচ্ছে।' ভৃত্যকে একপাশে সরিয়ে দিয়ে সে দ্রুত ড্রয়িং-রুমে ঢুকে গেল। পিছন পিছন আমরাও ঢুকলাম। সব আসবাবপত্র ইতস্তত ছড়ানো, তাকগুলো খালি, ড্রয়ার সব খোলা। মনে হয়, যাবার আগে মহিলা সবকিছু তচনচ করে খুঁজেছে। হোমস কলিং-বেলের কাছে ছুটে গেল, ঠেলা-ঢাকনিটাকে একটানে ভেঙ্গে ফেলল। তারপর ভিতরে হাত ঢুকিয়ে টেনে বার করল একখানা ফটোগ্রাফ আর একখানা চিঠি। ফটোখানা সান্ধ্য পোশাকে সজ্জিতা আইরিন অ্যাডলারের, আর চিঠিখানার উপরে 'শার্লক হোমস, এস্কোয়ার। না চাওয়া পর্যন্ত এখানেই থাকবে।' বন্ধুবর খাম ছিঁড়ে চিঠিখানা খুলল। আমরা তিনজনেই একসঙ্গে পড়তে লাগলাম। চিঠিতে সময় দেওয়া গতরাত্রি, আর তাতে লেখা ঃ

আমার প্রিয় মিঃ শার্লক হোমস,

আপনার অভিনয় খুব ভাল হয়েছিল। আমাকে সম্পূর্ণ বোকা বানিয়েছিলেন। আগুনের বিপদ-সংকেতের আগে পর্যন্ত আমার কোন সন্দেহই হয় নি। তারপর যখন বুঝতে পারলাম নিজের কতখানি ক্ষতি করে ফেলেছি, তখন ভাবতে বসলাম। মাস কয়েক আগেই আপনার সম্পর্কে আমাকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল। বলা হয়েছিল, রাজা যদি কোন এজেণ্টকে একাজে লাগান তবে সে লোক নিশ্চয় আপনিই হবেন। আপনার ঠিকানাও আমি পেয়েছিলাম। তথাপি এর পরেও আপনি যা জানতে চেয়েছিলেন আমাকে দিয়ে তাই প্রকাশ করিয়েছিলেন। এমন কি সন্দেহ হবার পরেও এরকম একজন দয়ালু প্রবীণ ধর্মযাজক সম্পর্কে কোন খারাপ কিছু ভাবা আমার পক্ষে কষ্টকর ছিল। কিন্তু, আপনি জানেন, একজন অভিনেত্রীর প্রয়োজনীয় শিক্ষা-দীক্ষা আমারও আছে। পুরুষের সাজ আমার কাছে নতুন কিছু নয়। পুরুষের সাজ নিলে যে সুবিধা পাওয়া যায় তার সুযোগ আমি অনেক সময়ই নিয়ে থাকি। কোচম্যান জনকে আপনার উপর নজর রাখতে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে উপরে উঠে গেলাম। আমার বেড়ানোর পোশাকটা পরে নীচে নেমে দেখি আপনি চলে গেছেন।

হ্যাঁ, আপনার দরজা পর্যন্ত আপনাকে অনুসরণ করে নিশ্চিত হলাম যে বিখ্যাত মিঃ শার্লক হোমসের নজর সত্যি আমার উপর পড়েছে। তারপর—কিছুটা হঠকারিতাই বলতে পারেন—আপনাকে শুভ রাত্রি জানিয়ে আমার স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে 'টেম্পল' অভিমুখে যাত্রা করলাম।

আমরা দুজনেই ভেবে দেখলাম, এরূপ একজন দুর্ধর্ষ প্রতিপক্ষ যখন পিছু নিয়েছে তখন পালিয়ে যাওয়াই সঠিক পথ। কাজেই কাল সকালে যখন হাজির হবেন দেখবেন বাসা শূন্য। ফটোগ্রাফের ব্যাপারে আপনার মক্কেলকে নিশ্চিত থাকতে বলবেন। তার চাইতে ভাল একজন লোককেই আমি ভালবাসি, তিনিও আমাকে ভালবাসেন। রাজা তাঁর ইচ্ছামত কাজ করতে পারেন। যার প্রতি তিনি নিষ্ঠুরভাবে অন্যায় করেছেন তার দিক থেকে কোন বাধাই আসবে না। ওখানা নিজের কাছে রেখেছিলাম শুধু নিজেকে রক্ষা করবার জন্য। ভবিষ্যতে যদি তিনি কিছু করতে চান তার হাত থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখবার অস্ত্র ওটা। একখানা ফটোগ্রাফ রেখে গেলাম, হয়তো তিনি কাছে রাখতে চাইবেন। প্রিয় মিঃ শার্লক হোমস, একান্তভাবে আপনার।

আইরিন নর্টন, ওরফে অ্যাডলার

অমরা তিনজন চিঠি পড়া শেষ করতেই রোহেমিয়া-রাজ চীৎকার করে বলে উঠলেন, 'কী স্ত্রীলোক—ওঃ, কী স্ত্রীলোক।' আপনাকে বলি নি, কী দ্রুতবুদ্ধি আর স্থির-সংকল্প তার? কত বড় গুণবতী রাণী সে হতে পারত! এটা কি দুঃখের বিষয় নয় যে সে আমার সমমর্যাদাসম্পন্ন নয়?'

হোমস ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিল, 'আমি মহিলাকে যতটা দেখেছি তাতে তো তাকে ইওর ম্যাজেস্টি থেকে ভিন্ন স্তরের বলেই মনে হয়। আমি দুঃখিত যে ইওর ম্যাজেস্টির কাজটাকে আরও সফল পরিণতিতে নিয়ে যেতে পারলাম না।'

রাজা বললেন, 'আরে মশায়, ব্যাপারটা ঠিক তার উল্টো। এর চাইতে সফল পরিণতি আর কিছু হতে পারে না। আমি জানি তার কথা কখনও মিথ্যা হবে না। ফটো-

www.boiRboi.net

গ্রাফখানা এখন খুবই নিরাপদে রইল। আগুনে পুড়িয়ে ফেললেও এর চাইতে বেশী নিরাপদ হত না।'

'ইওর ম্যাজেস্টির কথা শুনে খুশি হলাম।'

'আপনার কাছে আমি প্রচণ্ডভাবে ঋণী। দয়া করে বলুন, কি করে আপনাকে পুরস্কৃত করতে পারি! এই আংটিটা—আঙুল থেকে মরকত মণির সাপ বসানো আংটিটা খুলে হাতের পাতায় তুলে ধরলেন।

হোমস বলল, 'ইওর ম্যাজেস্টির কাছে এমন কিছু আছে আমার কাছে যার মূল্য এর চাইতেও বেশী।'

'শুধু তার নামটা বলুন।'

'এই ফটোগ্রাফ!'

রাজামশায় সবিস্ময়ে তার দিকে তাকালেন। চীৎকার করে বললেন, 'আইরিনের ফটোগ্রাফ!' আপনি চাইলেই পাবেন।'

'ইওর ম্যাজেস্টিকে ধন্যবাদ। এ ব্যাপারে তাহলে আর কিছু করণীয় নেই। সসম্মানে আপনাকে জানাই শুভ প্রতঃকাল।' নীচু হয়ে সে অভিবাদন জানাল। তারপর রাজার প্রসারিত হাতের দিকে দৃষ্টিপাত পর্যন্ত না করে আমাকে নিয়ে তার চেম্বারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল।

এইভাবে বোহেমিয়া-রাজ একটা বড় রকমের কেলেংকারি থেকে অব্যাহতি পেল এবং একটি নারীর বুদ্ধির কাছে মিঃ শার্লক হোমসের পরিকল্পনাও পরাভব স্বীকার করল। আগে নারীর বুদ্ধিমত্তা নিয়ে সে হাসি-তামাসা করত। কিন্তু ইদানীং আর সেরকম করতে শুনি নি। এবং যখনই সে আইরিন অ্যাডলারের কথা বলে, অথবা তার ফটোগ্রাফের উল্লেখ করে, সব সময়েই সসম্মানে বলে—সেই নারী।

পরিচয়-রহস্য

A Case of Identity

শার্লক হোমসের বেকার স্ট্রীটের বাসায় আমরা দুজন অগ্নিকুণ্ডের দুই পাশে বসেছিলাম। সে বলে উঠল, 'দেখ ভাই, মানুষের মনের কল্পনা যত দূরেই যাক না কেন জীবন তার চাইতে অনন্তগুণ বিস্ময়কর। জীবনের অতি সাধারণ ঘটনাও অনেক সময় কল্পনাকে হার মানায়। হাত ধরাধরি করে জানালা দিয়ে উড়ে গিয়ে এই বিরাট মহানগরীর উপর দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে বাড়ির ছাদগুলোকে আস্তে সরিয়ে ফেলে যদি তার ভিতরকার অদ্ভুত ঘটনাগুলোর উপর দৃষ্টি ফেলতে পারি, তাহলে যেসব আশ্চর্য ঘটনার মিল, পরিকল্পনা, ঘাত-প্রতিঘাত ও বিস্ময়কর ঘটনা-শৃংখলকে যুগ যুগ ধরে কাজ করে যেরকম সব অপ্রত্যাশিত পরিণতির দিকে এগিয়ে যেতে দেখব, তার কাছে ফরমুলা-বাঁধা চিরাচরিত ধারার উপন্যাসগুলিও একান্তই জলো ও একঘেয়ে লাগতে বাধ্য।'

আমি বললাম, 'আমি কিন্তু তোমার কথা মানতে পারছি না। খবরের কাগজের মারফত যেসব ঘটনা আত্মপ্রকাশ করে সেগুলি যথারীতি খুবই সাধারণ স্তরের এবং বোকা-বোকা। পুলিশ রিপোর্টগুলোতে তো বাস্তবতার লেশমাত্র থাকে না। তথাপি স্বীকার করতেই হবে যে সেগুলো আকর্ষণীয়ও নয়, শিল্পসম্মতও নয়।'

হোমস মন্তব্য করল, 'বাস্তবতার আমেজ আনতে হলে কিছুটা নির্বাচন এবং বিবেচনাকে কাজে লাগাতেই হবে। পুলিশ-রিপোর্টে ওইটেরই অভাব থাকে। ওগুলোতে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণের চাইতে ম্যাজিস্ট্রেটের নীরস মন্তব্যের উপরেই জোর দেওয়া হয় বেশী। অথচ একজন রহস্য-সন্ধানীর কাছে সেইটেই আসল বস্তু। সেটার উপর যদি নির্ভর কর তাহলে দেখবে যে সাধারণ ঘটনার চাইতে অস্বাভাবিক আর কিছু নেই।'

আমি সহাস্যে মাথা নাড়লাম। বললাম, 'তোমার এরূপ ভাবনার কারণ আমি বুঝতে পারি। তিন মহাদেশের সর্বত্র যখনই কেউ একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়ে তখন তো তুমিই তাদের বেসরকারী পরামর্শদাতা ও সাহায্যকারী। কাজে কাজেই যা কিছু বিস্ময়কর এবং অসাধারণ তার সঙ্গেই তোমার যোগাযোগ ঘটে। এই যে এখানে'—মেঝে থেকে প্রাতঃকালীন সংবাদপত্রখানা আমি হাতে তুলে নিলাম—'বেশ তো, একটা পরীক্ষাই হয়ে যাক। প্রথম হেডিংটা শোন। 'স্ত্রীর প্রতি স্বামীর নিষ্ঠুরতা।' তার নীচে আধ কলম ছাপা খবর। কিন্তু ওটা না পড়েই বলতে পারি যে সব ব্যাপারটাই আমার জানা। সেই —অন্য একটি স্ত্রীলোক, মদ্যপান, ধাক্কা, আঘাত, ছড়ে যাওয়া, কোন সহৃদয় বোন বা গৃহকর্ত্রী। অত্যন্ত বাজে সাহিত্যিকও এর চাইতে বাজে কিছু লিখতে পারেন না।'

কাগজখানা নিয়ে তার উপর চোখ বুলোতে বুলোতে হোমস বলল, 'তোমার যুক্তির স্বপক্ষে দৃষ্টান্তটি খুবই দুর্ভাগ্যজনক সন্দেহ নেই। এটা হচ্ছে ডান্‌ডাস বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা। ঘটনাক্রমে এই ব্যাপারে কিছু কিছু রহস্য উদ্ঘাটনের কাজে আমাকে লাগানো হয়েছিল। স্বামীটি মোটেই নেশা করে না, অন্য কোন স্ত্রীলোকের

ব্যাপারও নেই। অভিযোগে বলা হয়েছে, প্রতিবার খাবার সময়েই স্বামীটি তার নকল দাঁতগুলি খুলে স্ত্রীর দিকে ছুঁড়ে দেয়। তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে, একজন সাধারণ স্তরের গল্প-লেখকের কল্পনাতেও এরূপ একটি কথা ধরা দেবে না। ডাক্তার, একটিপ নস্যি নাও, আর স্বীকার করো যে তোমার দৃষ্টান্ত দিয়েই আমি তোমার উপর একহাত নিয়েছি।

সোনার নস্য-দানটা আমার দিকে এগিয়ে দিল। তার ঢাকনার মাঝখানে একটা বড় পদ্মরাগমণি বসানো। ওর সাদাসিদে সরল জীবনযাত্রার সঙ্গে মণিটির উজ্জ্বলতা এতই বেমানান যে আমি সেবিষয়ে মন্তব্য না করে পারলাম না।

সে বলে উঠল, 'ওহো, আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে গত কয়েক সপ্তাহ তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয় নি। আইরিন অ্যাডলারের দলিলপত্রের ব্যাপারে আমার সহায়তার জন্য বোহেমিয়া-রাজ এটা আমাকে উপহার দিয়েছেন।'

'আর আংটিটা?' তার আঙুল থেকে যে উজ্জ্বল আলো ঠিকরে বেরুচ্ছিল সেদিকে তাকিয়ে আমি প্রশ্ন করলাম।

'এটি হল্যাণ্ডের রাজ-পরিবারের কাছ থেকে পাওয়া। যদিও আমার দুই একটি ছোট রহস্যের বিবরণ তুমি দয়া করে লিপিবদ্ধ করেছ, তথাপি ব্যাপারটা এতই গোপনীয় যে তোমাকেও সেকথা বলা যাবে না।'

আমি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এখন তোমার হাতে কি কোন কাজ আছে?'

'দশ বারোটা, তবে তার কোনটাই মনকে টানে না। সেগুলো সবই গুরুতর ব্যাপার, কিন্তু মনে আগ্রহ জাগায় না। আসলে আমি প্রায়শই দেখেছি যে সাধারণ ঘটনার মধ্যেই সেই পর্যবেক্ষণ এবং কার্য-কারণের দ্রুত বিশ্লেষণের সুযোগ থাকে যা অনুসন্ধানকে আকর্ষণীয় করে তোলে। অপরাধ যত বড় মাপের হয় সেটা ততই সরল হয়, কারণ তার উদ্দেশ্য মানে মোটিভটা ততই স্পষ্টতর হয়। মার্সেলেস থেকে যে জটিল কেসটা আমার হাতে এসেছে একমাত্র সেটা ছাড়া কড় অপরাধের ঘটনায় এমন কিছু থাকে না যা আগ্রহের সৃষ্টি করতে পারে। অবশ্য এটাও সম্ভব হতে পারে যে আর কয়েক মিনিট কাটতে না কাটতেই একটা ভাল কেস হাতে এসে যাবে, কারণ ঐ আমার জনৈক মক্কেল আসছেন।'

চেয়ার থেকে উঠে দুদিকে সরানো পর্দার ফাঁকে দাঁড়িয়ে সে নীচে লণ্ডনের বৈচিত্র্যহীন রাজপথের দিকে তাকিয়েছিল। তার ঘাড়ের উপর দিয়ে তাকিয়ে আমি দেখতে পেলাম, উল্টোদিকের ফুটপাতে একটি মোটাসোটা স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে আছে। একটা ভারী ফারের গলাবন্ধ তার গলায় জড়ানো, মাথায় একটা লাল-পালক লাগানো চওড়া টুপি ডাচেস্-অফ্-ডেভনশায়ারী স্টাইলে কান পর্যন্ত ঢেকে বাঁকা করে বসানো। সেই সাজ-সজ্জার বর্ম ভেদ করে সে আমাদের জানালার দিকে তাকাল। কেমন যেন ইতস্তত ভাব। শরীরটা বারকয়েক সামনে-পিছনে দুলল। হাতের দস্তানার বোতামগুলো নাড়াচাড়া করল। তারপর হঠাৎ সাঁতারু যেভাবে তীর থেকে ঝাঁপ দেয় ঠিক সেই ভঙ্গীতে সে দ্রুতবেগে রাস্তাটা পার হল, আর আমরা শুনতে পেলাম, কলিং বেলের জোরালো শব্দ।

সিগারেটটা আগুনের মধ্যে ফেলে দিয়ে হোমস বলল, 'এসব লক্ষণ আমি আগেও দেখেছি। রাস্তায় দাঁড়িয়ে এগোনো-পেছনো মানেই ভালবাসাবাসির ব্যাপার। পরামর্শ চাই, কিন্তু ঠিক বুঝতে পারছে না ব্যাপারটা অন্যকে জানানো ঠিক হবে কি না। অবশ্য তার মধ্যেও রকম-ফের আছে। যখন কোন স্ত্রীলোক কোন পুরুষের দ্বারা গুরুতরভাবে নির্যাতিত হয় তখন সে কোনরকম দ্বিধা করে না। সেক্ষেত্রে সাধারণ লক্ষণই হল কর্কশ ঘণ্টাধ্বনি। এক্ষেত্রে মনে হচ্ছে একটা প্রেমের ব্যাপার, মেয়েটা যতটা বিচলিত বা ক্ষুব্ধ, ততটা ক্রুদ্ধ নয়। কিন্তু সে তো নিজেই হাজির হয়েছে আমাদের সন্দেহ নিরসন করতে।'

কথার সঙ্গে সঙ্গে দরজায় একটা টোকা পড়ল এবং বালক-ভৃত্যটি ঘোষণা করল—'মিস্ মেরি সাদারল্যাণ্ড।' ততক্ষণে মহিলাটি স্বয়ং তার ছোট কালো দেহের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে—ছোট পাইলট-বোটের পালতোলা বাণিজ্য জাহাজের মত। শার্লক হোমস তার স্বভাবসিদ্ধ সহজ সৌজন্যের সঙ্গে তাকে স্বাগত জানাল। দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর অভিবাদন জানিয়ে তাকে একটি আরাম কেদারায় বসিয়ে দিয়ে ওর নিজস্ব রীতিতে উদাসীন অথচ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকে দেখতে লাগল।

বলল, 'আপনি কি বুঝতে পারলেন না, চোখের ক্ষীণ দৃষ্টি নিয়ে এত বেশী টাইপ করা আপনার পক্ষে উচিত নয়?'

সে জবাব দিল, 'প্রথমে অসুবিধা হত, কিন্তু এখন আমি না তাকিয়েই বুঝতে পারি কোন অক্ষরটা কোথায় আছে।' তারপরই হঠাৎ নিজের কথাগুলোর পুরো অর্থ হৃদয়ঙ্গম করে সে খুব চমকে উঠল। তার চওড়া মুখের উপর ভয় ও বিস্ময়ের ছায়া পড়ল। চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'মিঃ হোমস, আপনি আমার কথা শুনেছেন, নইলে এসব

জানলেন কেমন করে?'

হোমস হেসে বলল, 'কিছু ভাববেন না। সবকিছু জানাই তো আমার কাজ। অন্যরা যেটা দেখে না, আমি সেটা দেখি। তা না হলে আপনি পরামর্শের জন্য আমার কাছে আসবেন কেন?'

'দেখুন, মিসেস ইথারেজের কাছে আপনার কথা শুনেই আমি এসেছি, আপনার মনে নেই যখন পুলিশ এবং অন্য সকলেই ধরে নিয়েছিল মিসেস ইথারেজের স্বামী মারাই গেছেন তখন আপনি কত সহজে তাঁকে খুঁজে বের করেছিলেন। ওঃ, মিঃ হোমস, আমার বড় আশা আপনি আমার জন্যেও তাই করবেন। আমি ধনী নই, কিন্তু বছরে একশ' পাউন্ড আমার বাঁধা বরাদ্দ, তাছাড়া মেসিনটা চালিয়ে যা পাই তা তো আছেই। মিঃ হোসমার এঞ্জেলের কি হয়েছে জানবার জন্য দরকার হলে আমি সব কিছু দিতে রাজী।'

শার্লক হোমসের দুটো আঙুলের টিপ তেমনি ধরা আছে। ঘরের সিলিং এর দিকে চোখ রেখে সে প্রশ্ন করল, 'আমার কাছে আসতে আপনি এতটা তাড়াহুড়ো করেছিলেন কেন?'

মিস মেরী সাদারল্যান্ডের বোকা বোকা মুখখানিতে আবার একটা চমক খেলে গেল। 'ঠিক বলেছেন, বাড়ি থেকে আমি ছুটে বেরিয়ে এসেছি। মিঃ উইণ্ডিব্যাংক—মানে আমার বাবা—ব্যাপারটাকে এমন হাল্কাভাবে নিলেন যে আমার ভীষণ রাগ হয়ে গেল। তিনি পুলিশের কাছে গেলেন না, আপনার কাছেও এলেন না। তারপর যখন বুঝলাম তিনি কিছুই করবেন না, খালি মুখে বলছেন কিছু হয় নি, তখন আমি বুঝি পাগল হয়ে গেলাম; আমার জিনিসপত্র নিয়ে সোজা চলে এলাম আপনার কাছে।'

'আপনার বাবা?' হোমস বলল, 'নিশ্চয় সৎ বাবা, পদবী যখন আলাদা?'

'ঠিক তাই, আমার সৎ বাবা। আমি তাকে বাবাই বলি, যদিও শুনলে হাসি পায়, কারণ তিনি আমার চাইতে মাত্র পাঁচ বছর দু' মাসের বড়।'

'আপনার মা বেঁচে আছেন?'

'হ্যাঁ, বেঁচে আছেন এবং বহালতবিয়তে আছেন। মিঃ হোমস, বাবার মৃত্যুর পরেই এত তাড়াতাড়ি মা যখন আবার বিয়ে করল, তাও এমন একজনকে যে তার থেকে প্রায় পনেরো বছরের ছোট, তখন আমার মোটেই ভাল লাগে নি। আমার বাবা ছিলেন টোটেনহাম কোর্ট রোডের একজন প্লাম্বার। তিনি যে ব্যবসা রেখে গিয়েছিলেন মা সেটাকে চালাতেন আমাদের ফোরম্যান মিঃ হার্ডির সাহায্যে। কিন্তু মিঃ উইণ্ডিব্যাংক এসে মাকে দিয়ে সে ব্যবসা বিক্রি করিয়ে দিলেন, কারণ তিনি ছিলেন বড়লোক, মদের ব্যবসায়ী। 'গুডউইল' আর সুদ বাবদ চার হাজার সাত শ' পেলেন। বাবা বেঁচে থাকতে এত টাকার কথা ভাবতেও পারেন নি।'

এই সব আবোল-তাবোল, অর্থহীন বিবরণ শুনে শার্লক হোমস অধৈর্য হয়ে উঠবে এইরকমই আমি ভেবেছিলাম। কিন্তু দেখলাম, গভীর মনোযোগের সঙ্গে সে সব কথা শুনছে।

সে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, আপনার নিজের আয়ের কথা যা বলছিলেন সেটা কি এই ব্যবসা থেকে আসে?'

'না, না, স্যার, সেটা সম্পূর্ণ আলাদা। ওটা আমাকে দিয়ে গেছেন অকল্যান্ডের কাকা নেড। টাকাটা লগ্নী করা আছে 'নিউজিল্যাণ্ড স্টক'-এ সাড়ে চার পার্সেণ্ট সুদে। মোট পরিমাণ দু' হাজার পাঁচশ' পাউন্ড। কিন্তু আমার প্রাপ্য শুধু সুদটা।'

হোমস বলল, 'খুব ইণ্টারেস্টিং মনে হচ্ছে। বছরে একশ'র মত একটা মোটা টাকা আপনি পান, তাছাড়া আপনার নিজের উপার্জন আছে, তাহলে তো আপনি নিশ্চয় এখানে-ওখানে বেড়াতে যান, আমোদ-ফূর্তি করেন। আমার তো বিশ্বাস, ষাট পাউন্ডের মত আয় হলেই একটি মহিলার বেশ ভালভাবে চলে যায়।'

'ওর চাইতে আরও অল্পেও আমি চালিয়ে নিতে পারতাম মিঃ হোমস, কিন্তু আপনি তো বোঝেন যতদিন আমি বাড়িতে থাকব ততদিন কারও বোঝা হয়ে থাকতে চাই না। কাজেই যতদিন তাদের সঙ্গে আছি ততদিন তারাই টাকাটা খরচ করেন। অবশ্য এ ব্যবস্থাটা এখনকার মত। মিঃ উইণ্ডিব্যাংক প্রতি তিনমাস অন্তর আমার সুদটা তুলে এনে মার হাতে দেন। টাইপরাইটিং-এ আমার যা উপার্জন হয় তাতেই আমার ভালভাবে চলে যায়। সীট প্রতি দু' পেনি আমি নিই, আর দিনে আমি পনেরো থেকে বিশ সীট টাইপ করতে পারি।'

হোমস বলল, 'আপনার বক্তব্য বেশ পরিষ্কার করেই বলেছেন। ইনি আমার বন্ধু ডক্টর ওয়াটসন। আমার মতই এর সামনেও সব কথা খোলাখুলি বলতে পারেন। এবার বলুন, মিঃ হোসমার এঞ্জেলের সঙ্গে আপনার কি সম্পর্ক?'

মিস সাদারল্যান্ডের মুখে একটা লাল্‌চে আভা ছড়িয়ে পড়ল। জ্যাকেটের কোণা ধরে নাড়াচাড়া করতে করতে বলল, 'গ্যাস-ফিটারদের বল-নাচে তার সঙ্গে আমার প্রথম

দেখা। বাবা বেঁচে থাকতেই তারা টিকিট পাঠাত। পরেও তারা আমাদের কথা ভুলে যায় নি। মাকে টিকিট পাঠাত। কিন্তু আমরা সেখানে যাই এটা মিঃ উইন্ডিব্যাংক চাইতেন না। আমাদের কোনখানে যাওয়াই তিনি পছন্দ করতেন না। কিন্তু একবার আমি স্থির করলাম যাবই। তিনি বাধা দেবার কে? তিনি বললেন, ওরা আমাদের সঙ্গে মেলা-মেশা করবার উপযুক্ত নয়। অথচ আমার বাবার বন্ধুরা সবাই সেখানে যেতেন। তখন তিনি বললেন, আমার ভাল পোশাক নেই। অথচ আমার নতুন লাল মখমলের জামাটা আমি কোনদিন ড্রয়ার থেকেই বের করি নি। শেষটায় যখন কিছুতেই আমাকে ঠেকানো গেল না তখন তিনি ব্যবসার কাজে ফ্রান্সে চলে গেলেন। কিন্তু মা আর আমি আমাদের ফোরম্যান মিঃ হার্ডি'র সঙ্গে গেলাম, আর সেখানেই মিঃ হোসমার এঞ্জেলের সঙ্গে আমার দেখা হল।'

হোমস বলল, 'ফ্রান্স থেকে ফিরে এসে মিঃ উইন্ডিব্যাংক আপনাদের 'বল'-এ যাওয়ার জন্য নিশ্চয় খুব বিরক্তি প্রকাশ করলো?'

'মোটেই না। তিনি বরং সেটাকে ভালভাবেই নিলেন। সব শুনে তিনি হেসে উঠলেন; ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, 'মেয়েদের কোন কাজে বাধা দিয়ে লাভ নেই, কারণ তারা যা চাইবে তা করবেই।'

'তাই বুঝি? তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াল, 'গ্যাসফিটার্স বল'-এ মিঃ হোসমার এঞ্জেল নামক এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আপনার দেখা হল।'

'হ্যাঁ স্যার। সেই রাতেই তার সঙ্গে আমার দেখা। পরদিন তিনি স্বয়ং খোঁজ নিয়ে গেলেন আমরা নিরাপদে বাড়িতে ফিরেছি কি না। তারপরেও আমাদের দেখা হয়েছে —মানে মিঃ হোমস, দুবার আমরা একসঙ্গে বেড়াতে গেছি। কিন্তু তারপরই বাবা বাড়ি ফিরে এলেন, আর মিঃ হোসমার এঞ্জেলও আর আমাদের বাড়ি আসতে পারে নি।'

'আসে নি?'

'দেখুন, আপনি তো বোঝেন, বাবা যে ওসব একেবারেই পছন্দ করেন না। পারলে তিনি অপর কাউকেই বাড়িতে আসতে দিতেন না। তিনি বলেন, মেয়েদের নিজের পারিবারিক পরিবেশ নিয়েই সুখী থাকা উচিত। কিন্তু আমি মাকে বলতাম, মেয়েরা তো নিজেদের পরিবেশও গড়ে তুলতে চায়, অথচ এখনও আমার নিজের কোন পরিবেশই গড়া হল না।'

'কিন্তু মিঃ হোসমার এঞ্জেলের খবর কি? তিনি কি আপনার সঙ্গে দেখা করবার আর কোন চেষ্টাই করেন নি?'

'মানে, এক সপ্তাহের মধ্যেই বাবার পুনরায় ফ্রান্সে যাবার কথা ছিল তো, তাই হোসমার চিঠি লিখে জানিয়েছিল তিনি চলে যাবার আগে আমাদের দেখা সাক্ষাৎ না হওয়াই ভাল। ইতিমধ্যে আমরা চিঠি লিখতাম। সে তো প্রত্যেক দিন লিখত। সকালেই আমি চিঠিগুলি নিয়ে নিতাম, কাজেই বাবা কিছু জানতেই পারতেন না।'

'ঐ সময় কি আপনাদের বিয়ের কথাবার্তা হয়েছিল?'

'হ্যাঁ। প্রথম বেড়াতে বেরিয়েই সেকথা হয়েছিল। হোসমার—মিঃ এঞ্জেল—লেডেনহল স্ট্রীটের একটা অফিসের ক্যাসিয়ার ছিল—আর—'

'কোন্ অফিস?'

'বড়ই দুঃখের কথা মিঃ হোমস, সেটা আমি জানি না।'

'তিনি তখন কোথায় থাকতেন?'

'ওই বাড়িতেই সে ঘুমোত।'

'তার ঠিকানাও আপনি জানেন না?'

'না। শুধু জানি লেডেনহল স্ট্রীট।'

'তাহলে কোন ঠিকানায় চিঠি লিখতেন?'

'লেডেনহল স্ট্রীট ডাকঘরে। সেখান থেকেই সে চিঠি নিয়ে যেত। সে বলত, অফিসের ঠিকানায় চিঠি দিলে সেখানকার অন্য কর্মীরা তাকে ক্ষেপাবে। তাই সে যেমন আমাকে টাইপ করে চিঠি লিখত, আমিও সেইরকম টাইপ করে চিঠি পাঠাতে চাইলাম। কিন্তু সে আপত্তি করত, বলত—আমি নিজ হাতে চিঠিটা লিখলে সেটা হবে আমারই চিঠি, আর টাইপ করলে মনে হবে ঐ যন্ত্রটা দুজনের মাঝখানে আড়াল সৃষ্টি করছে। এ থেকেই বুঝতে পারবেন মিঃ হোমস, সে আমাকে কত ভালবাসত, আমার বিষয়ে কত খুঁটিনাটি কথা ভাবে।'

হোমস বলল, 'এটা খুবই অর্থপূর্ণ। অনেক দিন ধরেই এটাকে আমি ধ্রুব সত্য বলে মানি যে খুঁটিনাটি বিষয়গুলিই সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। মিঃ হোসমার এঞ্জেল সম্পর্কে এই ধরনের আর কোন ছোটখাট কথা আপনি স্মরণ করতে পারেন কি?'

'সে খুব লাজুক মানুষ মিঃ হোমস। দিনের আলো অপেক্ষা সন্ধ্যার পরেই সে আমার সঙ্গে বেড়াতে ভালবাসত। সে বলত, সকলের চোখে পড়তে সে চায় না। সে খুবই ভদ্র। তার কণ্ঠস্বরও খুব শান্ত। সে বলেছে, ছোটবেলায় তার কণ্ঠপ্রদাহ ও গ্রন্থিস্ফীতি রোগ হয়েছিল। ফলে তার কণ্ঠস্বর দুর্বল হয়ে গেছে, আর সে কথাও বলে ফিস্‌ফিস্ করে। সব সময় সে সেজেগুজে

থাকত, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকত। কিন্তু আমার মতই তারও চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ, তাই সে রঙিন চশমা ব্যবহার করে।'

'বেশ কথা। কিন্তু আপনার সৎ পিতা মিঃ উইণ্ডি-ব্যাংক ফ্রান্সে ফিরে গেলে কি হল?'

'মিঃ হোসমার এঞ্জেল আবার আমাদের বাড়িতে এল এবং প্রস্তাব করল যে বাবা ফিরে আসবার আগেই আমরা বিয়ে করব। সে তখন ভীষণ ব্যগ্র হয়ে উঠল। টেস্টামেণ্টে হাত রেখে আমাকে প্রতিজ্ঞা করালো যে যা কিছু ঘটুক আমি সব সময়েই তার অনুগত থাকব। প্রথম থেকেই মা তার পক্ষেই ছিল এবং আমার চাইতেও তাকে বেশী আদর করত। তারপর, যখন তারা এক সপ্তাহের মধ্যেই বিয়ের কথা বলল তখন আমি বাবার কথা তুললাম। কিন্তু তারা দুজনই বলল, বাবার কথা ভাবতে হবে না—তাকে পরে বললেই হবে—মাই তার সঙ্গে বোঝাপড়া করে সব ঠিক করে দেবে। ব্যবস্থাটা কিন্তু আমার খুব পছন্দ হল না মিঃ হোমস। যদিও এব্যাপারে তার কাছ থেকে অনুমতি নেওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না, কারণ তিনি আমার থেকে মাত্র কয়েক বছরের বড়। তবু এভাবে লুকিয়ে কাজটা করতে আমি চাই নি। তাই কোম্পানীর ফরাসী অফিস বদ্-তে বাবাকে চিঠি লিখলাম। কিন্তু সে চিঠি আমার কাছে ফেরৎ এল বিয়ের দিন সকালে।'

'চিঠিটা তিনি 'মিস' করলেন?'

'হ্যাঁ স্যার। চিঠি পৌঁছবার আগেই তিনি ইংলণ্ড রওনা হয়ে গিয়েছিলেন।'

'আহা! বড়ই দুর্ভাগ্যের কথা। আপনাদের বিয়ের দিন ধার্য হয়েছিল শুক্রবার। কোন গীর্জায় কি?'

'হ্যাঁ। তবে খুব অনাড়ম্বরভাবে। কথা ছিল 'কিংস ক্রশ'-এর নিকটবর্তী 'সেণ্ট সেভিয়ার'-এ বিয়েটা হবে এবং তারপরই সেণ্ট প্যাংক্রাস হোটেলে আমরা প্রাতরাশ খাব। যথাসময়ে হোসমার একটা গাড়ি নিয়ে এল। আমাদের দু'জনকে সেই গাড়িতে উঠিয়ে দিয়ে সে নিজে আর একটা গাড়ি নিল। গীর্জায় আমরাই আগে পৌঁছলাম। পরে এল অপর গাড়িটা। তার গাড়ি থেকে নামবার অপেক্ষায় আমরা বসে আছি। কিন্তু সে আর নামে না। কোচম্যান নেমে এসে দেখে, গাড়িতে কেউ নেই! লোকটা বলল সে কিছুই বুঝতে পারছে না, কারণ সে নিজের চোখে তাকে গাড়িতে উঠতে দেখেছে। এটা গত শুক্রবারের কথা, সেই থেকে তাকে আমি দেখি নি, বা এমন কিছু শুনিও নি যাতে তার গতিবিধি সম্পর্কে কিছু আলোকপাত হয়।'

হোমস বলল, 'আপনার প্রতি খুবই অসম্মানজনক ব্যবহার করা হয়েছে।'

'না, না স্যার! এমনভাবে সে আমাকে ছেড়ে যেতে পারে না। তেমন মানুষই সে নয়। সারাটা সকাল সে আমাকে বলেছে, যা কিছু ঘটুক না কেন আমি যেন তার প্রতি অনুরক্ত থাকি। এমন কি যদি সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় তথাপি যেন স্মরণ রাখি যে আমি তাকে কথা দিয়েছি, আর আজ হোক কাল হোক সে প্রতিশ্রুতি দাবী করতে সে আসবেই। বিয়ের দিন সকালে এ ধরনের কথাবার্তা তখন খুবই বিস্ময়কর মনে হয়েছিল, কিন্তু তারপর থেকে যা ঘটেছে তাতে তো সে সবই অর্থপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে।"

'নিশ্চয় মনে হয়। তাহলে আপনার অভিমত হচ্ছে, একটা কোন অপ্রত্যাশিত বিপদ তার ঘটেছে?'

'হ্যাঁ স্যার, আমার বিশ্বাস সে কোন বিপদের আভাষ পেয়েছিল, নাহলে ওরকম কথা বলত না। আর শেষ পর্যন্ত তাই ঘটেছিল।'

'সেটা কি ধরনের বিপদ সেবিষয়ে আপনার কোন ধারণা আছে?'

'না।'

'আর একটি প্রশ্ন। আপনার মা ব্যাপারটা কিভাবে নিলেন?'

'মা খুব রেগে গেল। বলল, আমি যেন আর কখনও এবিষয়ে কোন কথা না বলি।'

'আর আপনার বাবা? তাকে বলেছিলেন?'

'হ্যাঁ। আমার মত তিনিও ভাবলেন একটা কিছু ঘটেছে, তবে শীঘ্রই আমি হোসমারের খবর পাব। তিনি বললেন, গীর্জার দরজা পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে তারপর আমাকে ছেড়ে যাওয়ার কার কি স্বার্থ থাকতে পারে? যদি সে আমার কাছ থেকে টাকা ধার করত, অথবা যদি আমাকে বিয়ে করবার পর আমার টাকাটা হাতিয়ে নিতে পারত, তাহলে না হয় কিছু যুক্তি পাওয়া যেত। কিন্তু টাকার ব্যাপারে হোসমার খুবই স্বাধীনচেতা, আমার একটা শিলিং-এর উপরও সে কখনও নজর দিত না। তাহলে তার কি হল? সে একখানা চিঠিও লিখতে পারছে না কেন? উঃ, ভাবতেও আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি! রাত্রে আমি একটুও ঘুমুতে পারি না।' দস্তানার ভিতর থেকে একটা ছোট রুমাল বের করে সেটা মুখে চেপে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

উঠে দাঁড়িয়ে হোমস বলল, 'কেসটা আমি দেখব এবং

একটা ফয়সালাও যে করতে পারব সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এখন থেকে ব্যাপারটা আমার উপরেই ছেড়ে দিন। আপনি আর এ নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। সবচেয়ে বড় কথা মিঃ হোসমার এঞ্জেল যেমন আপনার জীবন থেকে সরে গেছে, তেমনি আপনার স্মৃতি থেকেও তাকে মুছে ফেলুন।'

'আর কি তাকে দেখতে পাব না?'

'আমার তো মনে হয় না।'

'তাহলে তার কি হয়েছে?

'সেটা আমাকেই ভাবতে দিন। আমি শুধু চাই তার চেহারার একটা নিখুঁত বর্ণনা, আর তার এমন কোন বাড়তি চিঠিপত্র যা আপনার কাজে লাগবে না।'

'গত শনিবারের 'ক্রনিক্‌ল্‌'-এ তার জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম। এই তার কাটিং। আর এই নিন তার চারখানা চিঠি।'

'ধন্যবাদ। আপনার ঠিকানা?'

'৩১ লায়ন প্লেস, কাম্বারওয়েল।'

'মিঃ এঞ্জেলের ঠিকানা তো আপনি কখনও পান নি। আচ্ছা, আপনার বাবার ব্যবসাটা কোথায়?'

'ফেন্‌চার্চ স্ট্রীটের মস্ত বড় মদ আমদানীকারক ওয়েস্ট হাউস এণ্ড মারব্যাংক-এর হয়ে তিনি কাজ করেন।'

'ধন্যবাদ। আপনার বক্তব্য আপনি বেশ গুছিয়েই বলেছেন। কাগজপত্রগুলো রেখে যান। আর আমি যে উপদেশ দিলাম সেটা মনে রাখবেন। ঘটনাটা আগাগোড়াই চাপা পড়ে থাক। আপনার জীবনের উপর তার কোন প্রভাব পড়তে দেবেন না।'

'মিঃ হোমস, আপনি খুব ভাল। কিন্তু আমি তো আপনার কথামত কাজ করতে পারব না। আমি চিরদিন হোসমারেরই থাকব। সে ফিরে এলেই আমাকে পাবে।'

একটা ঢাউস টুপি আর বোকা-বোকা মুখ সত্ত্বেও মেয়েটির সরল বিশ্বাসের মধ্যে এমন একটা মহত্ত্ব ছিল যা আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল। টেবিলের উপর এক-বাণ্ডিল কাগজ রেখে সে চলে গেল। বলে গেল, ডাকলেই সে আবার আসবে।

শার্লক হোমস কয়েক মিনিট চুপ করে বসে রইল। দুটো আঙুলের টিপ তেমনি ধরা আছে। পা দুটো সামনের দিকে ছড়ানো। দৃষ্টি নিবদ্ধ উপরের সিলিং-এ। তারপর তাকের উপর থেকে পুরনো তেলতেলে মাটির পাইপটা নামাল। ওটা তার পরামর্শদাতা। পাইপ ধরিয়ে আবার চেয়ারে হেলান দিল। গাঢ় নীল ধোঁয়ার কুণ্ডলি পাকিয়ে পাকিয়ে উপরে উঠতে লাগল। তার সারা মুখে অসীম অবসন্নতার ছায়া।

সে বলতে লাগল, 'মেয়েটির চরিত্র খুবই ইণ্টারেস্টিং। তার সমস্যাটা অবশ্যই তুচ্ছ। আমার সূচীনিবন্ধের পাতা ওল্টালে এরকম আরও কেস তুমি পাবে। যেমন, '৭৭-এ অ্যাণ্ডোভার-এ, বা গত বছর হেগ-এ। চালটা খুবই পুরনো, তবে দু'একটা নতুন কথাও আছে। কিন্তু নতুন কিছু শেখার আছে ঐ মেয়েটির কাছ থেকে।'

আমি বললাম, 'মনে হচ্ছে তুমি মেয়েটির মধ্যে কিছু দেখতে পেয়েছ যা আমার কাছে অদৃশ্য।'

'অদৃশ্য নয় ওয়াটসন, অলক্ষিত। কোথায় চোখ ফেলতে হবে তুমি জান না, তাই সব গুরুতর জিনিসই অদেখা থেকে যায়। আমি তোমাকে কিছুতেই বোঝাতে পারলাম না যে জামার আস্তিন, আঙুলের নখ বা একটা জুতোর ফিতের গুরুত্ব কতখানি। আচ্ছা বল তো, মেয়েটির আকৃতি থেকে তুমি কি বুঝতে পেরেছ? একটা বর্ণনা দাও তো।'

'ঠিক আছে। শ্লেট-রং চওড়া একটা খড়ের টুপি, তাতে ইঁট-রঙের পালক লাগানো। কালো গুটি-বসানো কালো জ্যাকেট, তার পাড়গুলোতেও কালো দানার কাজ-করা। পোশাকটা বাদামী, বরং বলা যায় কফি-রঙের চাইতেও গাঢ়, ঘাড়ে ও হাতায় লাল মখমলের পাড় বসানো। দস্তানাজোড়া ধূসর রঙের। ডান হাতের তর্জনীটা দস্তানার ফুটো দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। আর জুতোজোড়া আমি লক্ষ্য করে দেখিনি। কানে ছিল ছোট গোল ঝোলানো সোনার কান-পাশা। দেখে মনে হয় অবস্থা বেশ ভাল, বিলাসবহুল ও স্বচ্ছল।'

আস্তে আস্তে হাততালি দিয়ে শার্লক হোমস বলল, 'সত্যি বলছি ওয়াটসন, দিন দিন তোমার খুব উন্নতি হচ্ছে। যদিও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সবই বাদ দিয়েছ, তথাপি তোমার পদ্ধতিটা ঠিক হয়েছে, আর রং দেখবার চোখও হয়েছে। কখনও কোন কিছু মোটামুটিভাবে দেখবে না, সব সময় খুঁটিনাটির প্রতি দৃষ্টি রাখবে। আমার প্রথম দৃষ্টি সব সময়ই পড়ে মেয়েদের জামার আস্তিনের উপর। পুরুষদের বেলায় অবশ্য ট্রাউজারের হাঁটুটাই প্রথম দেখা উচিত। তুমি নিজেও দেখেছ, এই মেয়েটির আস্তিনে পাড় বসানো ছিল, তাতেই দাগটাগগুলো ধরা পড়েছে। কব্জির একটু উপরে—টাইপরাইটারে বসে কাজ করলে যে জায়গাটা টেবিলের সঙ্গে লাগে—একটা ডবল লাইন বেশ স্পষ্ট চোখে পড়ে। হাতে-চালানো সেলাই-কলেও ঐরকম দাগ পড়ে, তবে সেটা বাঁ হাতে, আর তাও বুড়ো আঙুল থেকে অনেকটা দূরে,—এর মত সবচাইতে চওড়া জায়গাটায় নয়।

www.boiRboi.net

তারপর ওর মুখের দিকে তাকালাম। নাকের দু'ধারেই পিঁসনে-র দাগ দেখে সাহস করে বলে ফেললাম দৃষ্টি-ক্ষীণতা আর টাইপরাইটিং-এর কথা। ব্যাস, ও একেবারে চমকে উঠল।'

'আমিও বিস্মিত হয়েছিলাম।'

'কিন্তু ব্যাপারটা খুবই সোজা। যাহোক, এবার আমার বিস্মিত হবার পালা। নীচের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, যে জুতো সে পরে এসেছে তার দু'পাটি আলাদা না হলেও কিছুটা যেন অন্য ধরনের—এক পাটি জুতোর ডগায় কিছুটা কারুকার্য করা, অপরটি সাদাসিদে। এক পাটির পাঁচটা বোতাম-ঘরের শুধু নীচের দুটো বোতাম লাগানো, অন্য পাটির প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চমটা লাগানো। কাজেই তুমি যদি দেখ যে একটি সুসজ্জিতা তরুণী বাড়ি থেকে বেরিয়েছে আলাদা ধরনের দু'পাটি জুতো পরে, তাও অর্ধেক বোতাম লাগানো, তাহলে এটা অনুমান করা শক্ত নয় যে সে খুব তাড়াহুড়ো করে এসেছে।'

আমি সাগ্রহে প্রশ্ন করলাম, 'আর কিছু?'

'বুঝতে পারলাম, বাড়ি থেকে বের হবার আগে সে একটা চিঠি লিখেছিল। তুমি লক্ষ্য করেছ, তার দস্তানার ডান হাতের তর্জনীর মাথাটা ছেঁড়া। কিন্তু এটা হয়তো দেখ নি যে তার দস্তানা এবং আঙুল দুটোতেই বেগুনি রং লেগে ছিল। খুব তাড়াতাড়িতে লিখেছে বলে কলমটা দোয়াতের মধ্যে অনেকটা বেশী ডুবিয়েছে। সেটা নিশ্চয় সকালের ঘটনা, না হলে আঙুলের দাগ অতটা স্পষ্ট থাকত না। এসবই খুব মজার, যদিও একেবারেই প্রাথমিক স্তর। কিন্তু এবার কাজের কথায় আসা যাক। ওয়াটসন, বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত মিঃ হোসমার এঞ্জেলের বিবরণটা আমাকে পড়ে শোনাবে কি?'

ছাপানো কাগজের টুকরোটা আলোর সামনে ধরলাম। তাতে লেখা ঃ '১৪ই সকালে হোসমার এঞ্জেল নামক এক ভদ্রলোক নিখোঁজ হয়েছেন। উচ্চতা ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি, মজবুত গড়ন, পীত বর্ণ, কালো চুল, মাঝখানে ছোট টাক, মোটা কালো জুলফি ও গোঁফ, রঙিন চশমা, ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলে। সর্বশেষ যখন দেখা গেছে তখন পরনে ছিল সিল্কের পটি লাগানো কালো ফ্রক-কোট, কালো ওয়েস্ট-কোট, নোনার অ্যালবার্ট চেন, ধূসর হারিস-টুইডের ট্রাউজার, ইলাস্টিক-বসানো জুতো। যতদূর জানা যায় লেডেনহল স্ট্রীটের কোন অফিসে কাজ করতেন। যদি কেউ সংবাদ দিতে পারেন' ইত্যাদি ইত্যাদি।

হোমস বলল, 'ওতেই হবে।' চিঠিগুলো একবার দেখে নিয়ে আবার বলল, 'এগুলি অতি সাধারণ। মিঃ এঞ্জেলের কোন সূত্রই এতে নেই, শুধু একবার তিনি বলজাক থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তবে একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার আছে যেটা তোমার নজরেও নিশ্চয় পড়েছে।

আমি বললাম, 'চিঠিগুলি টাইপ-করা।'

'শুধু তাই নয়, স্বাক্ষরটাও টাইপ-করা। নীচের দিকে দেখ সুন্দর করে টাইপ-করা 'হোসমার এঞ্জেল।' একটা তারিখ আছে, কিন্তু লেডেনহল স্ট্রীট ছাড়া আর কিছু লেখা নেই। এই সাক্ষরের ব্যাপারটাই খুব ইঙ্গিতপূর্ণ—এমন কি এটাকে আমরা চূড়ান্তও বলতে পারি।'

'কিসের চূড়ান্ত?'

'আরে ভাই, পুরো ব্যাপারটার উপর এর প্রভাব যে কতখানি তা কি তুমি বুঝতে পারছ না?'

'বুঝতে পারছি এ কথা বলতে পারি না। তবে হতে পারে যে, চুক্তিভঙ্গের কোন মামলা হলে যাতে স্বাক্ষরটা করা যায় এটা তিনি চেয়েছিলেন।'

'না, ঠিক তা নয়। যা হোক, আমি দুটো চিঠি লিখব, আর তাতেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাওয়া উচিত। একটা লণ্ডন শহরের কোন ফার্মকে, আরেকটা মেয়েটির সৎবাবা মিঃ উইণ্ডিব্যাংককে। তাকে লিখব, আগামীকাল সন্ধ্যা ছ'টায় তিনি এখানে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে পারেন কি না। মেয়েটির পুরুষ আত্মীয়দের সঙ্গেই আমরা মোকাবিলা করতে চাই। যতক্ষণ চিঠি দুটোর জবাব না আসছে ততক্ষণ আর আমাদের কিছু করণীয় নেই। অতএব ততক্ষণ আমাদের এই ছোট সমস্যাটা তোলাই থাক।'

বন্ধুবরের সূক্ষ্ম বিচার-শক্তি এবং অসাধারণ কর্মদক্ষতায় বিশ্বাস করবার মত এত কারণ আমার হাতে আছে যে, সে এখন যেরকম নিশ্চয়তার সঙ্গে এই বিশেষ রহস্যটার ব্যাপারে মত প্রকাশ করল তার স্বপক্ষে নিশ্চয় কোন জোরালো যুক্তি আছে বলেই আমার মনে হল। মাত্র একবার তাকে আমি পরাস্ত হতে দেখেছি, সেটা হল বোহেমিয়া-রাজ ও আইরিন অ্যাডলারের ফটোগ্রাফের ব্যাপার। কিন্তু যখনই 'চিহ্নচতুষ্টয়'-এর (দি সাইন অব ফোর) অলৌকিক ঘটনাবলী বা 'রক্ত-সমীক্ষা'-র (এ স্টাডি ইন স্কার্লেট) অসাধারণ ঘটনার কথা ভাবি, তখনই আমার মনে হয় যে, ওটা এতই অদ্ভুত এক রহস্য যেটা সেও উদ্ঘাটিত করতে পারে নি।

আমি উঠে পড়লাম। সে তখনও তার কালো মাটির পাইপটি টানছে। আমার মন বলল, আগামীকাল সন্ধ্যায় আবার যখন আসব তখন দেখতে পাব, মিস মেরী সাদার-

www.boiRboi.net

ল্যাণ্ডের নিখোঁজ বরের পরিচয় পাবার উপযোগী সবগুলো সূত্রই তাঁর হাতের মুঠোয় এসে গেছে।

সেই সময় একটা গুরুতর রোগীকে নিয়ে আমি খুবই ব্যস্ত ছিলাম। সারাটা দিন রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসেই কেটে গেল। ঠিক ছ'টার আগে সেখান থেকে ছাড়া পেয়েই একটা ভাড়াটে গাড়িতে চেপে ছুটলাম বেকার স্ট্রীটে। মনে আশংকা ছিল, রহস্য-সমাধানের চূড়ান্ত মুহূর্তে হয় তো উপস্থিত থাকতে পারব না। যা হোক, ঘরে শার্লক হোমসকে পেলাম একা অর্ধনিদ্রিত,—তার দীর্ঘ সরু শরীরটা আরাম-কেদারার ভিতরে কুঁকড়ে পড়ে আছে। ঘরে সাজানো অনেকগুলি বোতল ও টেস্ট-টিউব দেখে এবং হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিডের ঝাঁঝালো গন্ধে বুঝতে পারলাম সারাটা দিন সে তার প্রিয় রাসায়নিক পরীক্ষা নিয়েই কাটিয়েছে।

ঘরে ঢুকে জানতে চাইলাম, 'সমাধান হল?'

'হ্যাঁ। বাইসাল্‌ফেট অব ব্যারাইটা।'

আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'আরে না, না, আমি সেই সমস্যাটার কথা বলছি।'

'ওঃ, সেইটে! আমি ভাবলাম তুমি সল্টের কথা বলছ। আরে, ওটার মধ্যে যে কোন সমস্যাই নেই সে তো আমি কালই বলেছিলাম। তবে কি জান, এই সব স্কাউনড্রেলদের ধরবার মত কোন আইন নেই।'

'লোকটা কে? আর মিস সাদারল্যাণ্ডকে ছেড়েই বা গেল কেন?'

সবে প্রশ্নটা করেছি, হোমস জবাবে মুখও খোলে নি। এমন সময় প্যাসেজে পায়ের ভারি শব্দ এবং দরজায় টোকার শব্দ শুনতে পেলাম।

হোমস বলল, 'মেয়েটির সৎবাবা মিঃ জেমস উইণ্ডিব্যাংক। তিনি আমাকে লিখে জানিয়েছেন ছটায় এখানে হাজির হবেন। আসুন।'

ঘরে ঢুকল একজন শক্ত চেহারার মাঝারি মাপের ভদ্রলোক। বছর ত্রিশেক বয়স, দাড়ি-গোঁফ কামানো, পীতবর্ণ, শান্ত স্বভাব, ধূসর চোখের দৃষ্টি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও অন্তর্ভেদী। আমাদের দুজনের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে তার চকচকে টপ-হ্যাটটা সাইটবোর্ডে রেখে দিল এবং একটু মাথা নুইয়ে সামনের চেয়ারটায় বসে পড়ল।

হোমস বলে উঠল 'শুভ সন্ধ্যা মিঃ জেমস উইণ্ডিব্যাংক, ছটায় আমার সঙ্গে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করে পাঠানো টাইপ-করা চিঠিটা নিশ্চয় আপনার।'

'হ্যাঁ স্যার। আমার একটু দেরী হয়ে গেছে বোধ হয়। কিন্তু আপনি তো জানেন আমাকে অন্যের কাজ করতে হয়। এই তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মিস সাদারল্যাণ্ড আপনাকে বিরক্ত করায় আমি দুঃখিত। আমি মনে করি এধরনের কেলেংকারি বাইরে প্রকাশ না করাই ভাল। আমার ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধেই সে এখানে এসেছে। আপনি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন, মেয়েটি বড়ই আবেগপ্রবণ, সহজেই উত্তেজিত হয়ে পড়ে। একবার কোনদিকে ঝুঁকলে তাকে ঠেকানো বড় শক্ত। অবশ্য আপনাকে দিয়ে কোন ভয় নেই, কারণ আপনি তো আর সরকারী পুলিশের সঙ্গে যুক্ত নন। তথাপি এরকম একটা পারিবারিক দুর্ঘটনা নিয়ে হৈ চৈ হওয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। তাছাড়া, বৃথাই এত সব অর্থব্যয়। হোসমার এঞ্জেলকে আপনি খুঁজে বের করবেন কেমন করে?'

হোমস শান্তস্বরে বলল, 'ঠিক উল্টো। আমার কিন্তু বিশ্বাস, মিঃ হোসমার এঞ্জেলকে আবিষ্কার করতে আমি পারব।'

মিঃ উইণ্ডিব্যাংক চমকে উঠল। তার হাতের দস্তানা পড়ে গেল। বলল, 'আপনার কথা শুনে খুশি হলাম।'

হোমস বলে উঠল, 'এটা খুবই আশ্চর্য যে একজন মানুষের হাতের লেখার মতই একটা টাইপরাইটারেরও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। মেসিন একেবারে নতুন না হলে কোন দুটোতেই সম্পূর্ণ একরকম টাইপ হয় না। কতকগুলি চিঠি বেশী ময়লা হয়ে যায়, আবার কতকগুলি একদিকে ময়লা হয়। দেখুন মিঃ উইণ্ডিব্যাংক, আপনার এই চিঠিতে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই 'e'-র উপরটা একটু অস্পষ্ট এবং 'r' -এর লেজটা একটু ভাঙা। এছাড়া আরও চৌদ্দটা বৈশিষ্ট্য আছে, আর সেগুলো আরও স্পষ্ট।'

উজ্জ্বল দুটি চোখে হোমসের দিকে তাকিয়ে আগন্তুক বলল, 'মেসিনটা একটু পুরানো, তাহলেও আপিসে এতেই আমরা সব চিঠিপত্র লিখি।'

হোমস বলতে লাগল, 'মিঃ উইণ্ডিব্যাংক, এবারে আপনাকে একটা খুব ইণ্টারেস্টিং ব্যাপার দেখাব। শীঘ্রই টাইপরাইটার এবং অপরাধের সঙ্গে তার সম্পর্কের বিষয় নিয়ে আমি একটা প্রবন্ধ লিখব বলে ভাবছি। এ বিষয়ে কিছুটা মনোযোগও আমি দিয়েছি। এখানে আমার কাছে নিখোঁজ লোকটির কাছ থেকে পাওয়া চারখানা চিঠি আছে। সবগুলোই টাইপ করা। প্রত্যেক চিঠিতে 'e'-গুলো অস্পষ্ট এবং 'r' গুলো ভাঙা তো বটেই, এমন কি আমার এই ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা ব্যবহার করলে আপনিও বুঝতে পারবেন যে অন্য যে চৌদ্দটা বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করছি

সেগুলোও এতে আছে।'

মিঃ উইন্ডিব্যাংক চেয়ার ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠে টুপিটা হাতে নিল। বলল, 'মিঃ হোমস, আপনার এইসব আবোল-তাবোল গল্প শুনে আমি সময় নষ্ট করতে পারি না। লোকটাকে যদি ধরতে পারেন ধরুন এবং যখন ধরবেন আমাকে জানাবেন।'

কয়েক পা এগিয়ে দরজার চাবিটা ঘুরিয়ে দিয়ে হোমস বলল, 'নিশ্চয়। তাহলে আপনাকে জানাচ্ছি যে তাকে আমি ধরেছি।'

'কী! কোথায়?' মিঃ উইন্ডিব্যাংক চীৎকার করে উঠল। তার সারা মুখ ছাইয়ের মত সাদা। কলে-পড়া ইঁদুরের মত সে হোমসের দিকে বাঁকা চোখে তাকাতে লাগল।

হোমস শান্তভাবে বলল, 'উঁহু-হু, তা হবে না, সত্যি তা হবে না। আর আপনার পালাবার পথ নেই মিঃ উইন্ডিব্যাংক। ব্যাপারটা জলের মত পরিষ্কার। আপনি বসুন। সব খুলে বলছি।'

আগন্তুক ধপাস্ করে চেয়ারে বসে পড়ল। তার মুখ বিবর্ণ, পাণ্ডুর। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। কোনক্রমে বলল, 'এ ব্যাপারে তো মামলা হয় না।'

'আমারও ধারণা হয় না। কিন্তু মিঃ উইন্ডিব্যাংক, এরকম নিষ্ঠুর, স্বার্থপর হৃদয়হীন খেলা আমি এর আগে দেখি নি। যাহোক, আমি আনুপূর্বিক ঘটনাগুলো বলে যাচ্ছি, কোথাও ভুল থাকলে আপনি প্রতিবাদ করবেন।'

লোকটি জুবুথুবু হয়ে চেয়ারে বসে রইল। মাথাটা বুকের উপর ঝুলে পড়েছে। একেবারেই ভেঙে পড়েছে। ম্যান্টলপিসের কোণায় পা দুটো রেখে দুই হাত পকেটে ঢুকিয়ে হেলান দিয়ে কথা বলতে শুরু করল হোমস। মনে হল, সে নিজেকেই বলছে, আমাদের নয়।

'একটি লোক শুধু টাকার জন্য বয়সে তার চাইতে অনেক বড় একটি নারীকে বিয়ে করল এবং তাদের মেয়েটি যতদিন তাদের সঙ্গে থাকল ততদিন তার টাকাও ভোগ করতে লাগল। তাদের মত অবস্থার লোকের পক্ষে টাকাটা বেশ মোটা অংকের, তাই সেটা হারানো মানে আর্থিক অবস্থায় অনেক ফারাক হওয়া। তাই টাকাটা হাত করা একান্ত দরকার। মেয়েটি সৎ, অমায়িক, স্নেহশীল এবং হৃদয়বতী। একদিকে এইসব গুণ, অন্যদিকে তার বাঁধা আয়, —স্বভাবতই দীর্ঘকাল সে অবিবাহিতা থাকবে না। আর তার বিয়ে মানেই পরিবারের পক্ষে বছরে একশ' পাউন্ড লোকসান। এ লোকসান ঠেকাতে তার সৎবাবা কি করল? সে সোজা পথটাই বেছে নিল। মেয়েটিকে বাড়িতে রেখে যাতে সে তার বয়সী পুরুষের সঙ্গে মিশতে না পারে তার ব্যবস্থা করল। কিন্তু শীঘ্রই বুঝতে পারল, এ ব্যবস্থা চিরকাল চলবে না। মেয়েটি চঞ্চল হয়ে উঠল, নিজের অধিকার ঘোষণা করল এবং শেষ পর্যন্ত একটা 'বল'-এর আসরে যাবার দৃঢ় বাসনা ঘোষণা করল। তার ধূর্ত সৎবাবা তখন কি করল? এমন একটা ফন্দি পাকাল যাতে বুদ্ধির পরিচয় যদি বা মেলে হৃদয়ের স্পর্শ মেলে না। স্ত্রীর যোগসাজসে এবং সহায়তায় সে ছদ্মবেশ ধারণ করল, তীক্ষ্ণ চোখ দুটোকে রঙিন চশমায় ঢাকল, গোঁফ এবং একজোড়া পুরু জুলফির মুখোস আঁটল মুখে, পরিষ্কার কণ্ঠস্বরকে ঢেকে চাপা দিল ফিসফিস আওয়াজে, আর মেয়েটির ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তির সুযোগ নিয়ে আবির্ভূত হল মিঃ হোসমার এঞ্জেল হয়ে, এবং যাতে তার আর কোন প্রেমিক না জুটতে পারে সেই জন্যে নিজেই তার সঙ্গে প্রেম করতে শুরু করে দিল।'

আমাদের আগন্তুক এবারে আর্তনাদ করে উঠল, 'এটা একটা তামাশামাত্র। ও যে এমনভাবে অভিভূত হয়ে পড়বে আমরা ভাবতেও পারি নি।'

'না পারাই সম্ভব। সে যাই হোক, তরুণী মেয়েটি কিন্তু সত্যি সত্যি অভিভূত হয়েছিল। তার সৎবাবার ফ্রান্সে যাওয়া সম্পর্কে সে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ ছিল বলেই এরকম একটা ষড়যন্ত্রের সন্দেহ মুহূর্তের জন্যও তার মনে উদয় হয় নি। ভদ্রলোকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পেরে সে খুবই আত্মপ্রসাদ অনুভব করছিল। তার সঙ্গে যুক্ত হল মায়ের মুখের উচ্চ প্রশংসা। ফলে মেয়েটি একেবারে ভেসে গেল। আর ঠিক তখনই মিঃ এঞ্জেলের যাতায়াত শুরু হল, কারণ বাঞ্ছিত ফল পেতে হলে ব্যাপারটাকে যতদূর সম্ভব এগিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত। দেখা সাক্ষাৎ চলতে থাকল। বিয়ের প্রস্তাবও হল, যাতে মেয়েটির মন অন্য কারও দিকে ঘুরে যেতে না পারে। কিন্তু এ হেন ধোঁকাবাজি তো চিরদিন চলতে পারে না। মিথ্যে মিথ্যে ফ্রান্সে তো বারবার যাওয়া যায় না। কাজেই সমস্ত ব্যাপারটিকে এমন একটা নাটকীয় পরিণতিতে নিয়ে যাওয়া দরকার যাতে মেয়েটির মনে একটা স্থায়ী প্রভাব সৃষ্টি করা যায় এবং আরও বেশ কিছুদিন অপর কোন প্রেমিক সংগ্রহ করা থেকে তাকে বিরত করা যায়। সেই প্রচেষ্টারই ফল 'টেস্টামেন্ট'-এ হাত রেখে আনুগত্যের শপথ করানো এবং বিয়ের দিন সকালে একটা বিপদের সম্ভাবনার উল্লেখ। জেমস উইন্ডিব্যাংক চেয়েছিল, মিস সাদারল্যান্ড হোসমার

এঞ্জেলের প্রতি এতদূর অনুরক্ত থাকুক এবং তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এতটা অনিশ্চিত হোক যাতে অন্তত আগামী দশ বছর সে অন্য কোন পুরুষের দিকে না তাকায়। তাই সে তাকে গীর্জার দরজা পর্যন্ত নিয়ে গেল। কিন্তু তারপর তো আর যেতে পারে না তাই সে অতি পুরনো কায়দায় সুযোগমত গা-ঢাকা দিল, অর্থাৎ গাড়ির এক দরজা দিয়ে ঢুকে আরেক দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। আমার তো মনে হয়, ঘটনাপ্রবাহটি এইরকম, কি বলেন মিঃ উইল্ডব্যাংক?'

হোমসের কথা শুনতে শুনতে আগন্তুক এতক্ষণে কিছুটা সাহস ফিরে পেয়েছে। বিবর্ণ মুখের উপর একটা অবজ্ঞার ভাব এনে সে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল। বলে উঠল, 'তা হতেও পারে, নাও হতে পারে। কিন্তু মিঃ হোমস, আপনার বুদ্ধি যখন এতই তীক্ষ্ণ তখন তাতে এটুকু তীক্ষ্ণতাও থাকা উচিত যাতে আপনি বুঝতে পারেন যে এখন আপনিই আইন ভঙ্গ করছেন, আমি নই। প্রথমাবধি আমি আইনের চোখে কোন অপরাধ করি নি, কিন্তু দরজা চাবিবন্ধ করে আপনি নিজেকে আক্রমণ ও বে-আইনী আটকের অভিযোগে অভিযুক্ত হবার দায়ে ফেলছেন।'

চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুলে দিয়ে হোমস বলল, 'আপনার কথা ঠিক। আইন আপনাকে ছুঁতে পারে না, কিন্তু আপনিই সর্বাপেক্ষা দণ্ডযোগ্য। মেয়েটির কোন ভাই বা বন্ধু থাকলে তাদের কর্তব্য হত আপনার পিঠে চাবুক মারা।' 'বটে।' লোকটির মুখে অবজ্ঞার ভ্রূকুটি দেখে হোমস যেন জ্বলে উঠল, 'মক্কেলের প্রতি আমার কর্তব্যের অংশ এটা নয়, তবু আমার হাতের কাছেই যখন একটা শিকারী-চাবুক রয়েছে, তখন একবার সেটাকে ব্যবহারই করা যাক—' চাবুকটার দিকে দু'পা এগিয়ে গেল সে। কিন্তু তাতে হাত দেবার আগেই সিঁড়িতে দ্রুত পায়ের শব্দ উঠল, হল-ঘরের ভারী দরজা সশব্দে খুলে গেল, এবং জানালা দিয়ে আমরা দেখতে পেলাম মিঃ জেমস উইল্ডব্যাংক প্রাণপণ শক্তিতে রাস্তা দিয়ে ছুটে যাচ্ছেন।

'ব্যাটা পাজির পা-ঝাড়া!' জোর গলায় হেসে উঠে আবার চেয়ারে বসতে বসতে হোমস বলে উঠল, 'এক অপরাধ থেকে আরেক অপরাধ—এমনি করে এমন জঘন্য অপরাধ একদিন ও করবে যে শেষ পর্যন্ত ফাঁসিতে ঝুলতে হবে। কেসটা কিন্তু কোন ব্যাপারেই একেবারে জলো নয়।'

আমি বললাম 'তোমার যুক্তির সবগুলো ধাপ কিন্তু আমি এখনও বুঝতে পারি নি!'

'কি জান, প্রথম থেকেই বোঝা গিয়েছিল যে মিঃ হোসমার এঞ্জেলের অদ্ভুত ক্রিয়া-কলাপের নিশ্চয় কোন জোরালো উদ্দেশ্য আছে। আর এটাও খুব স্পষ্ট যে যতদূর দেখা যাচ্ছে এইসব ঘটনার ফলে লাভবান হচ্ছেন একমাত্র ঐ সৎবাবা। তারপর দেখ, ঐ দুই ব্যক্তি কখনও একসঙ্গে থাকে না, সব সময়ই একজন চলে গেলে তবে অপর জনের আবির্ভাব ঘটে। এটাও ইঙ্গিতপূর্ণ। রঙিন চশমা, অদ্ভুত গলার স্বর আর মোটা জুলপিও তাই—সবগুলিই ছদ্মবেশের পরিপোষক। আমার সবগুলি সন্দেহই দৃঢ়তর হয় স্বাক্ষরটি পর্যন্ত টাইপ করায়। এ থেকে বোঝা যায় যে, তার হাতের লেখা মেয়েটির এতই পরিচিত যে যে-কোন একটুকরো লেখা দেখলেই সে চিনে ফেলবে। ভেবে দেখ, এই সবই বিচ্ছিন্ন ঘটনা—এবং আরও কিছু ছোটখাটো ব্যাপার—সব মিলিয়ে ঐ একই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে।'

'এগুলি তুমি প্রমাণ করলে কেমন করে?'

'একবার লোকটাকে ধরতে পারলে সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করা তো সোজা। যে ফার্মের হয়ে সে কাজ করত সেটা আমার পরিচিত। ছাপানো বিবরণটা সামনে নিয়ে যারা ছদ্মবেশের সহায়ক হতে পারে যেমন গোঁফ, চশমা, গলার স্বর—সেগুলো বাদ দিয়ে যা পাওয়া গেল তেমনি একটা বিবরণ লিখে ঐ ফার্মে পাঠিয়ে জানতে চাইলাম, তাদের অফিসের কোন লোকের সঙ্গে ঐ চেহারা মেলে কি না। ইতিমধ্যে টাইপরাইটারের বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করে ঐ লোকটিকেই চিঠি লিখলাম এখানে আসবার জন্যে। যেমনটি আশা করেছিলাম, টাইপ-করা জবাবই এল এবং ঐ একই রকমের ত্রুটিগুলি পাওয়া গেল। ঐ একই ডাকে ফেনচার্চ স্ট্রীটের ওয়েস্টহাউস এন্ড মারব্যাংক থেকেও চিঠি পেলাম। তারা জানাল, আমার বিবরণ তাদের কর্মচারী জেমস উইল্ডব্যাংকের চেহারার সঙ্গে হুবহু মিলে গেছে। তামাম শোধ!'

'আর মিস সাদারল্যান্ড?'

'এ গল্প বললেও সে বিশ্বাস করবে না। একটা ফার্সি বয়েৎ হয়তো তোমার মনে আছে—'বাঘের বাচ্চাকে ছিনিয়ে নেওয়ার অনেক বিপদ, আর স্ত্রীলোকের মন থেকে তার স্বপ্ন যে কেড়ে নেয় তারও অনেক বিপদ। হাফিজ বা হোরেসের বাণী যেমন অর্থপূর্ণ তেমনি পার্থিব জ্ঞানে সমৃদ্ধ।'

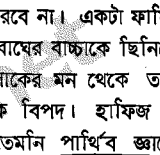

লাল-মাথা সংঘ

The Red-Headed League

গত বছর হেমন্তকালে একদিন আমার বন্ধু মিঃ

শার্লক হোমসের বাড়ি গিয়ে দেখি সে একজন দৃঢ়কায় লাল-মুখ প্রবীণ ভদ্রলোকের সঙ্গে গভীর আলোচনায় ব্যস্ত। লোকটির মাথার চুল আগুনের মত লাল। অসময়ে এসে পড়ার জন্য ক্ষমা চেয়ে আমি বেরিয়ে আসছিলাম, হঠাৎ হোমস আমার হাত ধরে ঘরের ভিতরে টেনে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

সাদরে বলল, 'ভাই ওয়াটসন, তোমার আসবার এর চাইতে উপযুক্ত সময় আর হতে পারে না।'

'তুমি আলোচনায় খুব ব্যস্ত।'

'খুবই ব্যস্ত।'

'তাহলে আমি পাশের ঘরে অপেক্ষা করি।'

'মোটেই না। মিঃ উইলসন, এই ভদ্রলোক আমার অংশীদার ও সাহায্যকারী। এর আগে অনেক কেসেই ইনি আমাকে সাহায্য করেছেন এবং আমার কোন সন্দেহ নেই যে আপনার বেলাও ইনি আমার খুব কাজে লাগবেন।'

দৃঢ়কায় ভদ্রলোক চেয়ার থেকে অর্ধেকটা উঠে তার মেদ-ঢাকা কুৎকুতে চোখের জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে ঝুঁকে পড়ে অভিবাদন জানালেন।

'সোফাটায় বসো', বলে হোমস আবার আরাম-কেদারায় হেলান দিল। দুটো আঙুলের টিপ যথারীতি ধরা আছে। কোন আইনগত বিষয় ভাববার সময় ঐটেই তার রীতি। সে বলতে লাগল, 'আমি জানি ওয়াটসন যা কিছু অসাধারণ, যা কিছু গতানুগতিক দৈনিক জীবনের রীতিনীতির বাইরে তার প্রতি আমার যে আকর্ষণ তুমিও তার অংশীদার। তুমি যে সেসব ভালবাস তার প্রমাণ আমার ক্রিয়াকলাপের বিবরণ লিপিবদ্ধ করার তোমার উৎসাহ। অবশ্য আমার অনেক ছোটখাট কাজকেই তুমি ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে লিখেছ।'

আমি বললাম, 'তোমার ক্রিয়াকলাপের প্রতি আমার আগ্রহ সত্যিই সীমাহীন।'

'তোমার মনে আছে মিস মেরী সাদারল্যান্ডের ছোট সমস্যাটায় হাত দেবার আগে তোমাকে বলেছিলাম যে বিস্ময়কর ফল এবং অসাধারণ ঘটনা-সংস্থানের সন্ধান পেতে হলে বাস্তব জীবনের দ্বারস্থ হতেই হবে ; যেকোন কষ্ট-কল্পনার চাইতেও জীবন অধিকতর দুঃসাহসিক।'

'আমি অবশ্য তোমার সে বক্তব্যে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলাম।'

'তা করেছিলে ডাক্তার, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার মতে তোমাকে আসতেই হবে। তা না হলে এমনভাবে ঘটনার পর ঘটনা আমি তোমার উপর চাপাতে থাকব যে শেষ পর্যন্ত তার চাপে তোমার যুক্তি-বুদ্ধি ভেঙে পড়বে এবং আমার মতকেই ঠিক বলে মেনে নেবে। যা হোক, মিঃ যাবেজ উইলসন আজ সকালেই দয়া করে আমার কাছে এসেছেন এবং এমন একটা ঘটনার বিবরণ দিতে শুরু করেছেন যার চাইতে অসাধারণ কিছু আমি সম্প্রতি শুনি নি। তুমি আমাকে বলতে শুনেছ যে কোন বড় অপরাধ নয় ছোট ছোট অপরাধের সঙ্গেই জড়িয়ে থাকে সব চাইতে বিস্ময়কর ও অসাধারণ ব্যাপার। এমন কি অনেক সময়ই সেসব ক্ষেত্রে কোন সুস্পষ্ট অপরাধ থাকে কিনা সেটাই সন্দেহের বিষয়। যতটা আমি শুনেছি তাতে বর্তমান কেসটি কোন অপরাধের ব্যাপার কিনা সেটাও আমার পক্ষে বলা অসম্ভব। তবে যেসব অসাধারণ ঘটনার কথা আমি আজ পর্যন্ত শুনেছি এটি নিঃসন্দেহে তাদের অন্যতম। মিঃ উইলসন, দয়া করে যদি সমস্ত ব্যাপারটা আর একবার গোড়া থেকে বলেন তো ভাল হয়। আমার বন্ধু ডাঃ ওয়াটসন গোড়ার অংশটি শোনে নি বলেই যে এ অনুরোধ করছি তা নয়, গল্পটার অসাধারণ প্রকৃতির জন্যই এর পুংখানুপুংখ বিবরণ আমি আবার আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই।'

আমাদের মাননীয় মক্কেল বেশ একটু গর্ববোধ করে বুক ফুলিয়ে একটা নিঃশ্বাস ফেললেন। তারপর কোটের ভিতরকার পকেট থেকে একটা ময়লা দুমড়ানো খবরের কাগজ বের করলেন। হাঁটুর উপরে কাগজখানা মেলে ধরে মাথাটা সামনে ঝুঁকিয়ে তিনি যখন বিজ্ঞাপনের কলমটা দেখতে লাগলেন, সেই ফাঁকে আমি ভাল করে লোকটিকে দেখতে লাগলাম, এবং আমার সঙ্গীর রীতি অনুযায়ী তাঁর পোশাক বা চেহারা থেকে কতদূর কি জানা যায় সেটা বুঝতে চেষ্টা করলাম।

অবশ্য তাতে বেশী কিছু লাভ হল না। আমাদের আগন্তুকের মধ্যে বেশ মোটাসোটা, জাঁকজমকপূর্ণ, ধীর গতি একজন অতি সাধারণ বৃটিশ ব্যবসায়ীর লক্ষণগুলিই সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। পরনে ধূসর রঙের মেষ-পালকদের মত ডোরা-কাটা ট্রাউজার, ময়লামত বোতাম-খোলা কালো ফ্রক-কোট, আর পেতলের ভারী অ্যাল-বার্ট-চেন লাগানো ওয়েস্ট-কোট, তার থেকে অলংকারের মত ঝুলছে একটা ছিদ্র-করা চৌকো ধাতুর মুদ্রা। পাশের চেয়ারের উপর রয়েছে একটা টপ-হ্যাট আর ভেলভেট রঙের কুঁচকানো কলার দেওয়া রং-চটা ওভারকোট। মোটকথা, একমাত্র তাঁর উজ্জ্বল লাল মাথা আর মুখের তীব্র বিরক্তি ও অসন্তোষের ছায়া ছাড়া আর কোন উল্লেখযোগ্য লক্ষণই

চোখে পড়ল না।

শার্লক হোমসের ত্বরিৎ দৃষ্টি আমার উপর পড়ল। আমার জিজ্ঞাসু দৃষ্টি লক্ষ্য করে সে হেসে ঘাড় নাড়ল। বলল, 'একসময়ে তিনি দৈহিক শ্রম করতেন, নিয়মিত নস্য নিয়ে থাকেন, একটা সমবায় সংঘের সদস্য, কোন সময়ে চীন দেশেও গিয়েছিলেন, এবং সম্প্রতি বেশ কিছুটা লেখার কাজ করেছেন—এইসব অতি স্পষ্ট ঘটনা ছাড়া আমিও আর কিছু অনুমান করতে পারছি না।'

মিঃ যাবেজ উইলসন চমকে উঠলেন। তার আঙুলটা খবরের কাগজের উপরে, কিন্তু তার দৃষ্টি নিবদ্ধ আমার বন্ধুর দিকে।

তিনি প্রশ্ন করলেন, 'এসব কথা আপনি জানলেন কেমন করে মিঃ হোমস? আমি যে একসময় হাতের কাজ করতাম এটা খুবই সত্যি। জাহাজের ছুতোর মিস্ত্রি হিসাবেই আমি জীবন শুরু করি। কিন্তু সেকথা আপনি জানলেন কেমন করে?'

'আপনার হাতই বলে দিয়েছে। আপনার ডান হাতটা বাঁ হাত অপেক্ষা বড়। ঐ হাত দিয়ে আপনি কাজ করেছেন, তাই ওটার পেশীগুলো বেশী বেড়েছে।'

'কিন্তু নস্য? সমবায়-সংঘ? সেগুলো?'

'নস্যর ব্যাখ্যা দিয়ে আপনার বুদ্ধিকে আমি খাটো করতে চাই না। আর সংঘ? আপনার বুকে লাগানো বৃত্তচাপ আর কম্পাসের পিনই তার পরিচয়।'

'তা বটে, তা বটে। কিন্তু লেখার ব্যাপারটা?'

'আপনার ডান হাতের আস্তিনের কফ্‌টা কেমন উজ্জ্বল দেখাচ্ছে, আর বাঁ হাতের কনুইয়ের যে জায়গাটা লিখতে হলে টেবিলের উপর রাখতে হয় সেখানটায় কেমন একটা মসৃণ দাগ পড়েছে, এর থেকে লেখা ছাড়া আর কি বোঝা যাবে বলুন?'

'তা তো হল। কিন্তু চীন?'

'আপনার ডান কব্জির ঠিক উপরে যে মাছের ছবিটার উল্কি করা আছে ওটা একমাত্র চীনেই করা সম্ভব। উল্কির চিহ্ন নিয়ে আমি কিছু পড়াশুনা করেছি, আর এ সংক্রান্ত সাহিত্যে আমার কিছু অবদানও আছে। মাছের আঁশগুলোতে একটা বিশেষ লাল রং করার কৌশল একমাত্র চীনেরই বৈশিষ্ট্য। তাছাড়া, আপনার ঘড়ির চেন থেকে একটা চৈনিক মুদ্রা ঝুলছে। ওটা দেখেই ব্যাপারটা আরও সহজে বোঝা গেল।'

মিঃ যাবেজ উইলসন হো-হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, 'প্রথমে ভেবেছিলাম কি ভয়ানক বুদ্ধির খেলাই না আপনি খেলেছেন, কিন্তু এখন দেখছি ব্যাপারটা তেমন কিছু নয়।'

হোমস বলে উঠল, 'ওয়াটসন, দেখতে পাচ্ছি সবকিছু ব্যাখ্যা করাটাই ভুল। তুমি তো জান, লোককে যত অজ্ঞানতার অন্ধকারে রাখবে তত তোমার গুরুত্ব বাড়বে।' এতটা সরল হলে আমার যেটুকু সুনাম আছে তার যে একেবারে ভরাডুবি হবে। যা হোক, মিঃ উইলসন, বিজ্ঞাপনটা খুঁজে পেলেন কি?'

কলামের মাঝখানে মোটা লাল আঙুলটা চেপে ধরে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, পেয়েছি। এই যে। এর থেকেই শুরু। আপনি নিজেই এটা পড়ুন।'

তাঁর হাত থেকে কাগজটা নিয়ে পড়তে লাগলামঃ

লাল মাথা লীগের প্রতি—লেবানন, স্পেন, ইউ, এস, এ, নিবাসী স্বর্গত এজেকিয়া হপকিন্সের দানপত্র অনুসারে সম্প্রতি আর একটি পদ শূন্য হইয়াছে। লীগের যেকোন সদস্য নামমাত্র কাজের বিনিময়ে সপ্তাহে চার পাউন্ড বেতনের অধিকারী হইতে পারেন। দেহে মনে সুস্থ এবং একুশ বৎসরের ঊর্ধ্ববয়স্ক সকল লাল মাথাওয়ালা মানুষই এই পদ পাইবার উপযুক্ত। ৭, পোপ্‌স্ কোর্ট, ফ্লীট স্ট্রীটস্থ ঠিকানায় লীগের কার্যালয়ে আগামী সোমবার বেলা এগারটার সময় স্বয়ং উপস্থিত হইয়া ডানকান রসের নিকট আবেদন করুন।

অসাধারণ ঘোষণাপত্রটি দু'বার পড়ে আমি বলে উঠলাম, 'এসবের মানে কি?'

হোমস শরীরটাকে এঁকিয়ে-বেঁকিয়ে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল। মেজাজ খোস্ থাকলেই সে ওরকম করে। সে বলল, 'ব্যাপারটা একটু খাপছাড়া, তাই না? মিঃ উইলসন, এবার সব খুলে বলুন আপনার কথা, আপনার ঘরকন্নার কথা, আপনার উপর এই বিজ্ঞাপনের প্রভাবের কথা। ডাক্তার, তুমি আগে পত্রিকাটির নাম আর তারিখটা লিখে নাও।'

'দি মর্ণিং ক্রনিক্‌ল্, ২৭ এপ্রিল, ১৮৯০। ঠিক দু' মাস আগেকার।'

'ঠিক আছে। মিঃ উইলসন?'

কপালটা মুছে নিয়ে যাবেজ উইলসন বলতে শুরু করলেন, 'হ্যাঁ, আপনাকে তো বলছিলাম মিঃ শার্লক হোমস, যে শহরের সন্নিকটে স্যাক্স-কোবুর্গ স্কোয়ারে আমার একটা ছোট বন্দকী কারবার আছে। বড় ব্যাপার কিছু নয়, এই কোনরকমে খাওয়া-পরাটা চলে যায়। এককালে দু'জন সহকারী ছিল, কিন্তু এখন আছে মাত্র এক-

জন। তাকে অনেক মাইনেই দিতে হত, কিন্তু কাজটা শিখবার জন্য সে আধা মাইনেতেই আসতে রাজী হয়ে গেল।'

শার্লক হোমস জানতে চাইল, 'তা—সে অনুগত ছোকরাটির নাম কি?'

'তার নাম ভিনসেন্ট স্পল্ডিং। ঠিক ছোকরাও সে নয়। তার বয়স বলা শক্ত। কিন্তু মিঃ হোমস, ওরকম আর একটা চটপটে সহকারী পাওয়া কঠিন। আমি ভাল করেই জানি, সহজেই সে আরও উন্নতি করতে পারে। আমি যা দিই তার দ্বিগুণ উপার্জন করতে পারে। কিন্তু বুঝে দেখুন, সে যখন ওতেই সন্তুষ্ট, আমি কেন তার মাথায় সেকথা ঢোকাতে যাব?'

'তা কেন যাবেন? আপনার তো ভাগ্য ভাল, এমন কম পয়সায় একজন লোক পেয়ে গেছেন। এ যুগে এ-রকমটা পাওয়া যায় না। আপনার সহকারীটি আপনার বিজ্ঞাপনের মতই উল্লেখযোগ্য কিনা আমি জানি না।'

মিঃ উইলসন বললেন, 'অবশ্য তার দোষ-ত্রুটিও কিছু আছে। ফটোগ্রাফির নামে একেবারে পাগল। যখন তখন কাজ শেখা শিকেয় তুলে ক্যামেরা নিয়ে ছোটে আর ফিরে এসেই খরগোসের মত ঢুকে পড়ে মাটির নীচের ঘরে ফটো-গুলোকে 'ডেভেলপ' করতে। ঐটেই মস্ত দোষ, নইলে কাজকর্মে ভাল। অন্য কোন দোষও নেই।

'সে এখনও আপনার কাছেই আছে তো?'

'হ্যাঁ। সে থাকে আর একটি বছর চোদ্দর মেয়ে থাকে —সেই তো রান্না-বান্না করে, ঘর-দোর পরিষ্কার রাখে। নিজে আমি বিপত্নীক, কখনও ছেলেপিলে ছিল না। বাড়িতে আমরা ঐ তিনজনই বাসিন্দা। বেশ শান্তিতে আছি। মাথার উপরে একটা ছাদ আছে; কোন ধার-দেনা নেই; ব্যস, আর কি চাই?'

'ঐ বিজ্ঞাপনটাই আমাকে প্রথম ঘরছাড়া করল। আজ থেকে সপ্তাহ আষ্টেক আগে একদিন এই কাগজখানা হাতে নিয়েই স্পল্ডিং অফিসে ঢুকে বললঃ

"মিঃ উইলসন, আঃ! প্রভুর দয়ায় আমি যদি লাল-মাথার মানুষ হতে পারতাম।"

"কেন বলতো?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"কেন? এই দেখুন লাল-মাথা মানুষদের জন্য আর একটা চাকরি খালি হয়েছে। যার ভাগ্যে লেগে যাবে সে তো বেশকিছু হাতিয়ে নেবে। মনে হচ্ছে, প্রার্থীর চাইতে চাকরির সংখ্যা বেশী, তাই ট্রাস্টিরা এত টাকা নিয়ে কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। আমার মাথার চুলের রংটা যদি পাল্টে যেত তাহলেই তো মেরে দিয়েছিলাম কেল্লা।"

"ব্যাপার কি বল তো?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"দেখুন মিঃ হোমস, আমি ঘর-কুণো মানুষ। আমার ব্যবসা বাড়িতে বসেই চালাই, বাইরে ছুটতে হয় না। কাজেই অনেক সময় সপ্তাহের পর সপ্তাহ বাড়ির বাইরে পা ফেলি না। ফলে বাইরে কি হচ্ছে না হচ্ছে তার খবর রাখি না। কাজের কোন নতুন সংবাদ শুনতে ভালই লাগে।"

'সে চোখ বড় বড় করে বলল, "আপনি কি 'লাল মাথা লীগ'-এর কথা কখনও শোনেন নি?"

"না তো!'

"সে কি? খুব আশ্চর্য! আরে, আপনি নিজেই তো ওই শূন্যপদের প্রার্থী হতে পারেন?"

'আমি প্রশ্ন করলাম, "কত মাইনে পাওয়া যাবে?'

"তা—বছরে শ' দুই ডলার হবে। কিন্তু কাজ তো কিছুই না। নিজের অন্য কোন কাজ থাকলে একই সঙ্গে সেটাও করা যাবে।"

'বুঝতেই পারছেন, শুনেই আমার কান খাড়া হয়ে উঠল। কয়েক বছর যাবৎ ব্যবসাও ভাল চলছিল না। কাজেই শ' দুই বাড়তি রোজগার তো বেশ ভালই

আমি বললাম "সব কথা খুলে বলো।"

'আমাকে বিজ্ঞাপনটা দেখিয়ে সে বলল, "নিজেই পড়ে দেখুন, লীগে একটা চাকরি খালি আছে, আর কোথায় আবেদন করতে হবে সে ঠিকানাও আছে যতদূর বোঝা যায়, এজেকিয়া হপকিন্স নামক একজন কোটিপতি মার্কিন ভদ্রলোক এই লীগের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর ধরন-ধারণ একটু অদ্ভুত। তাঁর নিজের মাথা ছিল লাল-চুলে ভরা, আর সব লাল-চুলো মানুষের প্রতিই তাঁর ছিল অগাধ সহানুভূতি। তাই তাঁর মৃত্যুর পরে দেখা গেল, ট্রাস্টিদের হাতে তিনি প্রচুর সম্পত্তি দিয়ে গেছেন এবং নির্দেশ দিয়ে গেছেন যে, সুদের টাকা থেকে সেইসব মানুষদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করে দিতে হবে যাদের চুলের রং লাল। যতদূর শুনেছি তাতে মনে হচ্ছে মাইনে প্রচুর, কিন্তু কাজ কম।"

'আমি বললাম, "কিন্তু লক্ষ লক্ষ লাল-মাথা মানুষই তো আবেদন করবে।"

'সে বলল, "আপনি যত ভাবছেন তত নয়। আসলে বয়স্ক লন্ডনবাসীদের মধ্যেই এটা সীমাবদ্ধ। ঐ মার্কিন ভদ্রলোক প্রথম জীবনে লন্ডন থেকেই যাত্রা শুরু করেছিলেন, তাই পুরনো শহরটার কিছু উপকার করতে চেয়েছেন। তাছাড়া আমি আরও শুনেছি, চুল যদি উজ্জ্বল আগুনের মত লাল না হয়ে হালকা লাল, গাঢ় লাল বা

অন্য রকম হয় তাহলে আবেদন করে কোন লাভ নেই। দেখুন মিঃ উইলসন, যদি আবেদন করতে চান, এখনই চলুন।"

'দেখুন মশাইরা, আপনারাও দেখতে পাচ্ছেন যে আমার মাথার চুলগুলো আগুনের মতই লাল। কাজেই আমার মনে হল, এব্যাপারে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা হলে অন্য যে-কোন লোকের তুলনায় আমার জয়লাভের সম্ভাবনা কিছু-মাত্র কম নয়। তাই আমি তখনই হুকুম দিলাম, ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে এখনই চল আমার সঙ্গে। এক-দিন ছুটি পেয়ে সেও খুশি হল। আমরাও দোকান-পাট বন্ধ করে বিজ্ঞাপনে দৃষ্টমত ঠিকানার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম।

"মিঃ হোমস, সে দৃশ্য আর কখনও দেখব না। উত্তর, দক্ষিণ, পূব, পশ্চিম যেখানেই যার চুলে এতটুকু লালের ছোঁয়াচ আছে, বিজ্ঞাপন দেখে সেই শহরে এসে ভীড় করেছে। লাল-মাথা মানুষের ভীড়ে ফ্লীট স্ট্রীটের দম বন্ধ হবার উপক্রম। পোপ্‌স্‌ কোর্টকে দেখাচ্ছে যেন ফলের দোকানে কমলার পাহাড় জমেছে। একটা বিজ্ঞাপনে যত লোক জমা হয়েছে সারা দেশে তত লোক আছে বলে আমি জানতাম না। খড়, লেবু, কমলা, ইঁট, মেটে, মাটি—সব-রকম রঙের যেন মেলা বসেছে। কিন্তু—স্পল্ডিং আমাকে বলল—আসল উজ্জ্বল আগুন-রঙের চুল কারও নেই। এত লোকের ভীড় দেখে আমি হয় তো আশাই ছেড়ে দিতাম, কিন্তু স্পল্ডিং কোন কথা শুনলো না। গুঁতিয়ে, ধাক্কা দিয়ে, কনুই মেরে সে যে কীভাবে আমাকে ভীড়ের ভিতর দিয়ে এগিয়ে নিয়ে গেল আমি কল্পনাই করতে পারি না। অবশেষে অফিসের সিঁড়ির কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। সিঁড়িতে দু'মুখী স্রোত—একদল আশা নিয়ে উঠছে, আর একদল নিরাশ হয়ে নামছে। যতটা সম্ভব তারই ফাঁক দিয়ে গলে একসময়ে আমরা অফিসের ভিতর ঢুকে পড়লাম।'

মক্কেলটি থামলেন। বড় এক টিপ নস্য নিয়ে স্মৃতিকে ঝালিয়ে নিলেন। হোমস মন্তব্য করল, 'আপনার অভি-জ্ঞতা খুবই হৃদয়গ্রাহী। দয়া করে শুরু করুন।'

'অফিসের মধ্যে একজোড়া কাঠের চেয়ার ও একটা টেবিল ছাড়া আর কিছুই ছিল না। টেবিলের পিছনে বসে ছিলেন একজন ছোটখাট মানুষ, তার চুল আমার চাইতেও লাল। প্রত্যেক প্রার্থীর সঙ্গেই তিনি কয়েকটি কথা বলেন এবং কিছু ত্রুটি বের করে তাকে বাতিল করে দেন। দেখে মনে হল, চাকরি পাওয়া খুব সোজা হবে না। কিন্তু আমাদের সময় যখন এল তখন তিনি অন্যদের তুলনায় আমার প্রতি অধিকতর সদয় হলেন এবং আমরা ঢুকতেই গোপনে কথা বলবার জন্য দরজা বন্ধ করে দিলেন।

"ইনি মিঃ যাবেজ উইলসন," আমার সহকারী বলল, "ইনি লীগের একটি শূন্যপদ পূর্ণ করতে ইচ্ছুক।"

"ইনি এ পদের সম্পূর্ণ উপযুক্ত," অপরজন বলে উঠলেন, "প্রয়োজনীয় সব গুণই এর আছে। এমন ভাল প্রার্থী আর তো দেখেছি বলে মনে পড়ে না।" কয়েক পা পিছিয়ে মাথাটা হেলিয়ে তিনি একদৃষ্টিতে আমার চুলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমার কি রকম লজ্জা করতে লাগল। হঠাৎ একলাফে এগিয়ে এসে আমার হাত মুচরে ধরে আমাকে সাদর অভিনন্দন জানালেন।

'তারপর বললেন, "এরপরেও ইতস্তত করা অন্যায় হবে, তথাপি আর একটু সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য আশাকরি আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।" বলেই দুই হাতে আমার চুল ধরে সজোরে টানতে লাগলেন। যন্ত্রণায় আমি চীৎকার করে উঠলাম। "আপনার চোখে জল এসে গেছে," বলে তিনি আমাকে মুক্তি দিলেন। "সব ঠিক আছে। তথাপি সাবধান হওয়া ভাল, কারণ দু'দুবার পরচুলা পরে আর একবার চুলে রং লাগিয়ে আমাদের ঠকাবার চেষ্টা হয়েছিল। এমন কি মুচিদের রঙিন মোম ব্যবহারের গল্পও আপনাকে শোনাতে পারি যা শুনলে মানুষের প্রতি আপ-নার ঘৃণা হবে।" তিনি জানালার কাছে এগিয়ে গিয়ে তার-স্বরে চীৎকার করে জানিয়ে দিলেন যে, শূন্যপদ পূর্ণ হয়ে গেছে। নীচ থেকে একটা হতাশার আর্তনাদ ভেসে এল। সবাই যে যার মত সরে পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার আর ম্যানেজারের মাথা ছাড়া আর কোন লাল মাথাই সেখানে দেখা গেল না।

"আমার নাম মিঃ ডানকান রস," তিনি বললেন, "আমাদের মহান বন্ধু যে অর্থ-ভাণ্ডার রেখে গেছেন আমিও তার একজন পেন্সনভোগী। আচ্ছা মিঃ উইলসন, আপনি কি বিবাহিত? আপনার কি পরিবার আছে?"

'জবাবে জানালাম—নেই।

'সঙ্গে সঙ্গে তার মুখখানা ম্লান হয়ে গেল।'

"ভাই!" তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, "এটা যে খুবই গুরুতর কথা। আপনার কথা শুনে বড় ব্যথা পেলাম। লাল-মাথাদের বংশ-বিস্তার ও তার ভরণ-পোষনের জন্যই এই অর্থ-ভাণ্ডার। খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয় যে আপনি চিরকুমার।"

'মিঃ হোমস, একথা শুনে আমার তো মুখ হাঁ হয়ে গেল। বুঝলাম, এ চাকরি আমার হল না। কিন্তু কয়েক

মিনিট চিন্তা করে তিনি জানালেন, সব ঠিক হয়ে যাবে।

'বললেন, "অন্যের বেলায় এ বাধা মারাত্মকই হত, কিন্তু আপনার মত যার মাথার চুল তার জন্য আমাদের বিবেচনার একটু হের-ফের করতে হবে বৈকি। কখন আপনি নতুন কার্যভার গ্রহণ করতে পারবেন?"

'আমি বললাম, "একটু মুস্কিল হচ্ছে—আমার একটা ছোট ব্যবসা আছে।"

"ওঃ, সেজন্য আপনি ভাববেন না মিঃ উইলসন," ভিনসেন্ট স্পল্ডিং বলে উঠল, "সে আমি আপনার হয়ে চালিয়ে নেব!"

'আমি প্রশ্ন করলাম, "কতক্ষণ কাজ করতে হবে?"

"দশটা থেকে দুটো।"

'মিঃ হোমস, আমাদের বন্ধকী কারবার চলে সাধারণত সন্ধ্যাবেলা, বিশেষ করে বৃহস্পতি ও শুক্রবার সন্ধ্যায়, ঠিক হপ্তা পাবার আগের দিন। কাজেই বেলার দিকে কিছু উপার্জনের সুযোগ হলে তো আমার পক্ষে সুবিধাই হয়। তাছাড়া, আমার সহকারীটিও ভাল মানুষ, সে যেমন করে হোক চালিয়ে নিতে পারবে।'

"তাহলে তো ভালই হয়," আমি বললাম, "কিন্তু মাইনে কত?"

"সপ্তাহে চার পাউন্ড।"

"কাজটা কি?"

"কাজ নামমাত্র।"

"নামমাত্র বলতে কি বোঝায়?"

"দেখুন, ঐ পুরো সময়টাই আপনাকে অফিসে, অন্তত-পক্ষে এই বাড়িতে থাকতে হবে। কখনও কোথাও গেলেই চাকরিটি একেবারে চলে যাবে। এ ব্যাপারে উইলের নির্দেশ খুব স্পষ্ট। ঐ সময়টাতে অফিস থেকে বেরুলেই উইলের শর্ত লঙ্ঘন করা হবে।"

'আমি বললাম, "দিনে মাত্র চার ঘণ্টার তো ব্যাপার। আমি বাইরে যাব না।"

"কোন ওজুহাত কিন্তু চলবে না" মিঃ ডানকান রস বলে উঠলেন, "অসুখ, জরুরী কাজ, কোন কিছু নয়। এখানে আপনাকে থাকতেই হবে, অন্যথায় চাকরিটি খোয়াবেন।"

"আর—কি কাজ করতে হবে?"

"এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা থেকে কপি করতে হবে। কালি, কলম, ব্লটিং-পেপার আপনি নিয়ে আসবেন, আমরা টেবিল চেয়ার দেব। কাল থেকেই শুরু করতে পারবেন?"

"নিশ্চয়", আমি জবাব দিলাম।

"তাহলে নমস্কার মিঃ যাবেজ উইলসন, ভাগ্যক্রমে যে গুরুত্বপূর্ণ পদ আপনি লাভ করলেন সেজন্য আবার আপনাকে অভিনন্দন জানাই।" তিনি মাথা নোয়ালেন। সহকারীকে নিয়ে আমি বাড়ি চলে এলাম। পথে কোন কথা হল না। নিজের সৌভাগ্যের চিন্তায় আমি তখন মসগুল।

'দেখুন, সারাদিন ব্যাপারটা নিয়ে আমি ভাবলাম। সন্ধ্যার দিকে আবার মন খারাপ হয়ে গেল। আমার কেবলই মনে হতে লাগল, সমস্ত ব্যাপারটাই একটা মস্ত বড় ধাপ্পা বা ফাঁকিবাজী। এরকম একটা উইল যে কেউ করতে পারে, বা এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা থেকে কপি করার মত সোজা কাজের জন্য যে এত টাকা কেউ দিতে পারে—এ যে একেবারে বিশ্বাসের অযোগ্য। ভিনসেন্ট স্পল্ডিং তার সাধ্যমত আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করল। যা হোক, সকালে উঠে স্থির করলাম, একবার দেখাই যাক না ব্যাপারটা কি। এক পেনি দিয়ে একটা কালির বোতল কিনে একটা পাখের কলম আর সাত সিট ফুলস্কেপ কাগজ নিয়ে পোপ্‌স্ কোর্টের দিকে পা বাড়ালাম।'

সবিস্ময়ে ও সানন্দে দেখতে পেলাম, সেখানে সবকিছু ঠিক আছে। আমার জন্য চেয়ার-টেবিলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মিঃ ডানকান রসও উপস্থিত, যাতে আমার কাজের কোন অসুবিধা না হয়। তিনি A অক্ষর থেকে আমাকে কাজ শুরু করিয়ে ঘর থেকে চলে গেলেন। বলে গেলেন, মাঝে মাঝে এসে তিনি দেখে যাবেন সব ঠিক আছে কি না। দুটোর সময় তিনি আমাকে ছুটি দিলেন। আমার কাজের প্রশংসা করলেন এবং আমি বের হতেই দরজায় তালা লাগিয়ে দিলেন।

'মিঃ হোমস, দিনের পর দিন এইরকম চলতে লাগল। শনিবার দিন ম্যানেজার এসে এক সপ্তাহের কাজের জন্য আমাকে চারটি স্বর্ণমুদ্রা দিলেন। পরের সপ্তাহেও তাই, তার পরের সপ্তাহেও প্রতিদিন সকাল দশটায় আমি সেখানে হাজির হই, আর বেলা দুটোয় চলে আসি। ক্রমে ক্রমে মিঃ ডানকান রস সকালের দিকে একবার মাত্র আসতেন; কিছুদিন পরে আসাই বন্ধ করলেন। আমি কিন্তু কখনও মুহূর্তের জন্যও ঘর থেকে বেরোতাম না। কি জানি কখন তিনি এসে পড়েন। বুঝতেই তো পারছেন, চাকরিটা এত ভাল আর আমার পক্ষে এমন উপযোগী, যে আমার পক্ষে কোনরকম ঝুঁকি নেওয়াই অনুচিত।

'আট সপ্তাহ এইভাবে কেটে গেল। ততদিন আমি Abbors, Archery, Armour, Architecture, ও

Attica পর্যন্ত লিখে ফেলেছি এবং আশা করছি অনতিবিলম্বেই B ধরতে পারব। আমার লেখায় একটা তাক প্রায় ভরে উঠেছে। তারপর হঠাৎ একদিন সব শেষ হয়ে গেল।

'শেষ হয়ে গেল?'

'হ্যাঁ স্যার। আজ সকালেই। যথারীতি দশটায় কাজে গিয়েছি। কিন্তু দরজা তালাবন্ধ। তার গায়ে একটা ছোট চৌকোণা কার্ডবোর্ড ঝোলানো। এই সেই কার্ডবোর্ড। আপনি নিজেই পড়ে দেখুন।'

নোট-পেপারের সাইজের একখণ্ড সাদা কার্ডবোর্ড তিনি তুলে ধরলেন। তাতে লেখা:

লাল-মাথা লীগ ভেঙে দেওয়া হল:

৯ই অক্টোবর, ১৮৯০।

শার্লক হোমস ও আমি ওই সংক্ষিপ্ত ঘোষণাটি দেখতে লাগলাম। আমাদের পিছনে একখানি বিষণ্ণ মুখ। দেখতে দেখতে একসময়ে এর হাসির দিকটা আর সব চিন্তাকে ছাপিয়ে এমনভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল যে আমরা দুজনেই হো-হো- করে হেসে উঠলাম।

রাগে আমাদের মক্কেলের আগুনে চুলগুলি খাড়া হয়ে উঠল। তিনি চেঁচিয়ে বললেন, 'এর মধ্যে হাসবার কি আছে? আমাকে দেখে হাসা ছাড়া আর কিছু যদি আপনাদের করবার না থাকে, তাহলে আমি অন্য পথ দেখি।'

লোকটি ততক্ষণে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। তাঁকে হাত ধরে চেয়ারে বসিয়ে হোমস বলল, 'না, সত্যি কোন কিছুর বিনিময়েই আপনার কেস আমি হাতছাড়া করব না। সম্পূর্ণ নতুন ধরনের কেস। তবে, আমাকে ক্ষমা করবেন, ব্যাপারটা কিছুটা হাস্যকরও বটে। এখন বলুন তো, দরজায় কার্ডবোর্ডটা দেখে আপনি কি করলেন?'

'আমি একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তারপর চারদিকের অফিসগুলোতে খোঁজ নিলাম। কেউ কিছু জানে না। শেষ পর্যন্ত গেলাম বাড়ির মালিকের কাছে। তিনি একজন হিসাব-রক্ষক, একতলায় থাকেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, লাল-মাথা লীগের কি হয়েছে। তিনি জানালেন, এরকম কোন প্রতিষ্ঠানের কথা তিনি কখনও শোনেন নি। তখন জিজ্ঞাসা করলাম, মিঃ ডানকান রস কে? তিনি জবাব দিলেন, নামটা তার কাছে নতুন।'

'আমি বললাম, "দেখুন, আমি ৪ নং ঘরের ভদ্রলোকের কথা বলছি।"

"মানে—লাল-মাথা ভদ্রলোক?"

"হ্যাঁ।"

"ওঃ" তিনি বললেন, "তার নাম উইলিয়ম মরিস। তিনি একজন সলিসিটর। নতুন বাড়ি না পাওয়া পর্যন্ত অস্থায়ীভাবে আমার ঘরে ছিলেন। গতকাল তিনি চলে গেছেন।"

"তাকে কোথায় পাওয়া যেতে পারে?"

"তার নতুন অফিসে। ঠিকানাও আমাকে বলে গেছেন। ১৭ কিং এডওয়ার্ড স্ট্রীট, সেন্টপলসের কাছে।"

'মিঃ হোমস, ছুটলাম সেখানে। পৌঁছে দেখি বাড়িটা একটা কৃত্রিম হাঁটুবন্ধনী তৈরীর কারখানা। সেখানকার কেউ মিঃ উইলিয়ম মরিস বা মিঃ ডানকান রসের নামও শোনেন নি।'

হোমস প্রশ্ন করল, 'তারপর আপনি কি করলেন?'

স্যাক্স-কোবর্গ স্কোয়ারে আমার বাড়িতে ফিরে গেলাম। আমার সহকারীর পরামর্শ চাইলাম। সে বিশেষ কিছু বলতে পারল না। শুধু জানাল, অপেক্ষা করলে হয়ত ডাকে খবর পাব। কথাটা আমার ভাল লাগল না। না লড়ে এমন একটা চাকরি খোয়াতে আমি রাজি নই। তাই যেহেতু আমি আগেই শুনেছিলাম যে লোকে বিপদে পড়লে আপনি তাদের সাহায্য করেন। তাই সোজা আপনার কাছে এসেছি।'

হোমস বলল, 'খুব ভাল কাজ করেছেন। আপনার ব্যাপারটা অসম্ভব রকমের আকর্ষণীয়। তাই এটা হাতে পেলে আমি খুশিই হব। আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, আপাতদৃষ্টিতে যেমনটি মনে হচ্ছে তার চাইতে অনেক গুরুতর সমস্যা এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে।'

'নিশ্চয়ই গুরুতর! মিঃ যাবেজ উইলসন বলে উঠলেন, 'সপ্তাহে আমার চার পাউণ্ড লোকসান হল।'

হোমস বলল, 'আপনার ব্যক্তিগত কথা যদি বলেন, তাহলে কিন্তু এই অসাধারণ সংঘের বিরুদ্ধে আপনার কোন অভিযোগ থাকা উচিত নয়। বরং A অক্ষরের অন্তর্গত প্রতিটি বিষয়ের যে জ্ঞান আপনি অর্জন করেছেন তার কথা ছেড়ে দিলেও ইতিমধ্যেই আপনি ত্রিশ পাউণ্ডের মত লাভ করেছেন। আসলে তো আপনার কোন লোকসানই হয় নি।'

'তা হয় নি। কিন্তু আমি তাদের খুঁজে বের করতে চাই। তারা কারা, আর আমার সঙ্গে এই তামাসাই বা তারা করল কেন? তাদের পক্ষে তো তামাসাটা খুবই ব্যয়বহুল, কারণ ইতিমধ্যেই তাদের ত্রিশ পাউণ্ড ব্যয় হয়েছে।'

'আপনার সব প্রশ্নের জবাব আমরা বের করতে চেষ্টা করব। কিন্তু তার আগে আরো দুএকটা প্রশ্ন করব মিঃ

www.boiRboi.net

উইলসন। যে সহকারীটি প্রথম এই বিজ্ঞাপনের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, সে কতদিন হল আপনার কাছে আছে?'

'প্রায় এক মাস।'

'সে এল কেমন করে?'

'একটা বিজ্ঞাপন দেখে।'

'সেই কি একমাত্র আবেদনকারী ছিল?'

'না। আরও একডজন ছিল।'

'তাকেই বেছে নিলেন কেন?'

'কারণ তাকে সস্তায় পাওয়া গেল।'

'অর্ধেক মাইনেতে, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'এই ভিনসেন্ট স্পল্ডিংকে দেখতে কেমন?'

'ছোটখাট, শক্তপোক্ত, চাল-চলনে পাকা, বয়স ত্রিশের কম নয়, অথচ মুখে দাড়ি-গোঁফের রেখা নেই। কপালে একটা এসিডে-পোড়া সাদা দাগ আছে।'

হোমস উত্তেজনায় চেয়ারে উঠে বসল।

বলল, 'আমিও সেরকমটাই ভেবেছিলাম। আচ্ছা, আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, তার কানে রিং পরার মত ফুটো আছে কি না?'

'আছে স্যার। সে বলেছে, ছোটবেলায় একটা জিপ্‌সি ওরকম করে দিয়েছিল।'

'হুম।' বলে হোমস যেন গভীর চিন্তায় ডুবে গেল। পরে বলল, 'সে কি এখনও আপনার কাছে আছে?'

'হ্যাঁ। আমি এইমাত্র তাকে দেখে এসেছি।'

'আপনার অনুপস্থিতিতে কাজকর্ম বেশ ভালভাবে করেছে?'

'সেদিক থেকে বলবার কিছু নেই। তাছাড়া সকালের দিকে কাজও তেমন থাকে না।'

'এই পর্যন্তই থাক মিঃ উইলসন। দু'একদিনের মধ্যেই এবিষয়ে একটা মতামত দিতে পারব। আজ শনিবার, আশা করছি সোমবারের মধ্যেই একটা ফয়সালা করতে পারব।'

আগন্তুক চলে গেলে হোমস আমাকে বলল, 'কি হে ওয়াটসন, কি বুঝলে?'

আমি সোজাসুজি বললাম, 'কিছুই বুঝলাম না। বড়ই রহস্যজনক ব্যাপার।'

হোমস বলল, 'বিষয়টা যত জটিল হয় তার রহস্যও তত হ্রাস পায়। অতি সাধারণ বৈশিষ্ট্যহীন অপরাধই গোলমেলে হয়ে থাকে, যেমন একটা সাধারণ মুখকে খুঁজে বের করাই বেশী শক্ত। কিন্তু যাইহোক, তাড়াঘড়ি করতে হবে।'

আমি প্রশ্ন করলাম, 'তুমি কি করতে চাও?'

সে জবাব দিল, 'ধূমপান করব। ঠিক তিনটে পাইপের মামলা। দয়া করে পঞ্চাশটা মিনিট কোন কথা বলো না।' সে চেয়ারে হেলান দিল। হাঁটু দুটোকে ভাঁজ করে তাঁর বাজপাখির মত নাকের কাছ বরাবর তুলে দিয়ে চোখ বুজল। মুখের কালো মাটির পাইপটা একটা অদ্ভুত পাখির ঠোঁটের মত ঝুলে রইল। মনে হলো সে ঘুমিয়ে পড়েছে। আমিও উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় হঠাৎ সে চেয়ার ছেড়ে এমনভাবে লাফ দিয়ে উঠল, যেন মনে মনে একটা স্থির সিদ্ধান্ত করে ফেলেছে। মুখের পাইপটাকেও নামিয়ে রাখল মেণ্টেল পিসের উপরে।

বলল, 'আজ বিকেলে সেণ্ট জেমস হল-এ সারাসেট-এর বাজনা আছে। কি বল ওয়াটসন, তোমার রোগীরা কয়েক ঘণ্টার জন্য তোমাকে ছেড়ে দিতে পারবে?'

'আজ আমার হাতে কোন কাজ নেই। আর আমার প্র্যাকটিস তো কোনকালেই খুব জমাট নয়।'

'তাহলে টুপিটা নাও, চল। শহরের ভিতর দিয়েই যাব। পথেই যা হোক কিছু খেয়ে নেব। আজকের প্রোগ্রামে জার্মান সঙ্গীতের ব্যবস্থা আছে। ইতালীয় বা ফরাসী সঙ্গীত অপেক্ষা জার্মান সঙ্গীতই আমার বেশী পছন্দ। ওতে মন অন্তর্মুখী হয়, আর আমিও অন্তর্মুখীই হতে চাইছি। চল।'

পাতাল-রেল দিয়ে আমরা অ্যাল্‌ডার্স গেট পর্যন্ত গেলাম। বাগান থেকে একটুখানি হাঁটা পথে সেই স্যাক্স-কোবুর্গ স্কোয়ারে পেঁছিলাম যেখানকার ঘটনাবলীর গল্প আজ সকালে শুনেছি। একটা ছোটখাট অপরিচ্ছন্ন জায়গা, চার সারি ময়লা দোতলা ইঁটের বাড়ি। সামনে একটা রেলিং-ঘেরা মাঠ। সেখানে কিছু ঘাস ও বিবর্ণ লরেল গাছের ঝোঁপ কোনক্রমে ধোঁয়াটে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে আছে। কোণের একটা বাড়িতে বাদামী রঙের বোর্ডের উপর সাদা অক্ষরে লেখা —যাবেজ উইলসন।। বোঝা গেল, এখানেই আমাদের লাল-মাথা মক্কেলের ব্যবসা চলে। বাড়িটার সামনে থেমে শার্লক হোমস ঘাড়টা একদিকে হেলিয়ে উজ্জ্বল চোখ মেলে বাড়িটা দেখতে লাগল। সেইভাবে তাকাতে তাকাতেই সে রাস্তা ধরে খানিকটা এগিয়ে গেল, আবার ফিরে এল। শেষটায় বন্ধকী দোকানের সামনে গিয়ে দু'তিনবার হাতের লাঠিটা জোরে জোরে ঠুকল। তারপর দরজার কাছে পেঁছে টোকা দিল। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে একটি চকচকে চেহারার দাড়ি-গোঁফ কামানো যুবক তাঁকে ভিতরে যেতে

বলল।

'ধন্যবাদ', হোমস বলল, 'আমি শুধু জানতে চাই, কোন্ পথে এখান থেকে স্ট্র্যান্ড-এ যেতে পারি।'

দরজা বন্ধ করতেই সহকারীটি জবাব দিল, 'ডাইনে তৃতীয়, বাঁয়ে চতুর্থ।'

ফিরে যেতে যেতে হোমস মন্তব্য করল, 'চালাক ছোকরা। আমার বিচারে চালাকিতে এ ছোকরা সারা লন্ডনে চতুর্থ স্থানের অধিকারী, আর দুঃসাহসিকতায় তার স্থান তৃতীয় কিনা ঠিক জানি না। এর সম্পর্কে আগেও কিছু কিছু সংবাদ পেয়েছি।'

আমি বললাম, 'সে তো ঠিকই। লাল-মাথা লীগ-এর রহস্য সন্ধানে মিঃ উইলসনের সহকারীর অবদান তো অনেক-খানিই হবার কথা। ওকে একবার দেখবার জন্যই তো তুমি পথের হদিস জিজ্ঞাসা করলে।'

'ওকে দেখতে নয়।'

'তাহলে?'

'ওর ট্রাউজারের হাঁটু দুটো দেখতে।'

'কি দেখলে?'

'যা দেখব বলে আশা করেছিলাম।'

'ফুটপাতটা ঠুকলে কেন?'

'দেখ হে ডাক্তার, এখন দেখবার সময়, কথা বলবার নয়। শত্রুর দেশে আমরা এখন গুপ্তচর। স্যাক্স-কোবুর্গ স্কোয়ার মোটামুটি দেখা হল। এবার এর পিছন দিকের পথগুলো আবিষ্কার করতে হবে।'

নির্জন স্যাক্স-কোবুর্গ স্কোয়ারের মোড় ঘুরতেই যে রাস্তাটায় আমরা পড়লাম সেটা একেবারেই অন্য রকমের—একটা বইয়ের প্রচ্ছদ-পট আর তার পিছনের মলাটের মধ্যে যেমন পার্থক্য থাকে ঠিক তেমনি। শহরের উত্তরে এবং পুবে যাবার যে ক'টি প্রধান রাজপথ আছে—এটি তাদেরই অন্যতম। লোকের অবিশ্রাম যাতায়াতে রাজপথ অবরুদ্ধপ্রায়। পথচারিদের ভীড়ে ফুটপাতগুলো কালো দেখাচ্ছে। সুসজ্জিত দোকান-পাট আর সুউচ্চ অট্টালিকাগুলো দেখলে ভাবাই যায় না যে এর ঠিক পিছনেই রয়েছে আমাদের ছেড়ে-আসা অপরিচ্ছন্ন নির্জন স্কোয়ার।

এককোণে দাঁড়িয়ে বাড়িগুলোর দিকে চোখ রেখে হোমস বলল, 'ভাল করে দেখতে দাও। কোন্ বাড়ির পরে কোন্ বাড়ি আছে আমাকে দেখতে দাও। লন্ডন শহরকে সঠিকভাবে জানা আমার একটা হবি। ওই তো তামাকের দোকান মর্টিমার্স, সংবাদপত্রের ছোট দোকানটি, সিটি এ্যান্ড সুবার্বন ব্যাংকের কোবুর্গ শাখা, নিরামিষ রেস্তোরাঁ আর ম্যাকফারলেন গাড়ি তৈরীর ডিপো। তারপরেই আর একটা ব্লক শুরু। যাক, ডাক্তার, কাজ শেষ, এবার একটু ফুর্তি। একটুকরো স্যান্ডুইচ আর এক কাপ কফি। তারপরই বেহালার রাজ্য—মাধুর্যে আর সুরে ভরপুর। কোন লাল-মাথা মক্কেল তার হেঁয়ালি নিয়ে সেখানে আমাদের বিরক্ত করতে আসবে না।'

বন্ধুবর স্বয়ং একজন উৎসাহী সঙ্গীতশিল্পী। নিজে ভাল বাজাতে পারে তাই নয়, বেশ ভাল সঙ্গীত রচয়িতাও। সারা বিকেল সে আনন্দে মসগুল হয়ে বসে রইল। সঙ্গীতের তালে তালে তার সরু লম্বা আঙুলগুলি নাচতে লাগল। মুখে মৃদু হাসি। চোখে স্বপ্নের আবেশ। যেন তীক্ষ্ণধী, ক্ষিপ্র-গতি রহস্য-শিকারী অপরাধ-বিজ্ঞানী সেই হোমসই নয়। তার এক দেহে এই দ্বৈত চরিত্রের প্রকাশ আমি বার বার দেখেছি। এই কাব্যিক ও দার্শনিক স্বভাবই ক্ষণে ক্ষণে আত্মপ্রকাশ করে তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ ও যাথার্থ্যে। পরিপূর্ণ উদাসীনতা থেকে সহসা সর্বগ্রাসী কর্মতৎপরতায় উত্তীর্ণ হওয়াই তার স্বভাব। আমি ভাল করেই জানি, যখনই সে দিনের পর দিন আরাম কেদারায় শুয়ে তার লেখা আর পুঁথিপত্রের মধ্যে ডুবে থাকে, তখনই সে হয়ে ওঠে সবচাইতে দুর্ধর্ষ। তারপরই শিকারকে তাড়া করবার উল্লাস তাকে পেয়ে বসে। তখনই তার তীক্ষ্ণ বিচার-শক্তি প্রায় বোধির পর্যায়ে উন্নীত হয়ে যায় এবং যারা তাকে চেনে না তাদের চোখে সে হয়ে ওঠে একজন অতিমানব। সেদিন অপরাহ্নে তাকে যখন মন্ত্রমুগ্ধের মত সেন্ট জেমস হলের বাজনা শুনতে দেখলাম, তখনই বুঝলাম যাদের তাড়া করতে সে তৎপর হয়ে উঠেছে এবার তাদের সমূহ বিপদ।

হল থেকে বেরিয়ে হোমস বলে উঠল, 'ডাক্তার, এবার নিশ্চয়ই তুমি বাড়ি ফিরতে চাও?'

'হ্যাঁ, তাহলে তো ভালই হয়।'

'আমারও কিছু কাজ আছে। ঘণ্টাকয়েক লাগবে। কোবুর্গ স্কোয়ারের ব্যাপারটা বেশ গুরুতর।'

'গুরুতর বলছ কেন?'

'একটা খুব বড় রকমের অপরাধ ঘটতে চলেছে। তবে আমার তো বিশ্বাস, ঠিক সময়ে আমরা সেটা ঠেকাতে পারব। আজ শনিবার হয়েই গোলমাল করেছে। আজ রাতেই কিন্তু তোমাকে আমার দরকার হবে।'

'কখন?'

'দশটায় এলেই চলবে।'

'ঠিক দশটায় আমি বেকার স্ট্রীটে হাজির হব।'

www.boiRboi.net

'ঠিক আছে। কিন্তু ডাক্তার, একটু-আধটু বিপদ দেখা দিতে পারে। কাজেই তোমার আর্মি-রিভলবারটা পকেটে নিও।' কথা শেষ করেই হাত নাড়তে নাড়তে সে ভীড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি বিশ্বাস করি, আশপাশের আর পাঁচজন লোকের চাইতে আমার বুদ্ধিশুদ্ধি কম নয়। কিন্তু শার্লক হোমসের সঙ্গে জুটলেই আমার বোকামি যেন আমাকে পেয়ে বসে। এই ব্যাপারে সে যা শুনেছে আমিও তাই শুনেছি, সে যা দেখেছে আমিও তাই দেখেছি, অথচ তার কথা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে শুধু যা ঘটে গেছে তাই নয় যা ঘটতে চলেছে তাও সে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু আমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন জট-পাকানো আর অদ্ভুত মনে হচ্ছে। আমার কেনসিংটনের বাড়িতে যেতে যেতে গাড়িতে বসে সমস্ত ব্যাপারটা আমি আর একবার ভাবলাম। এনসাইক্লোপিডিয়ার লাল-মাথা কপিকারকের অদ্ভুত গল্প থেকে স্যাক্স-কোবুর্গ স্কোয়ার পরিদর্শন ও তার যাবার সময়কার বিপদ-সূচক কথাগুলো পর্যন্ত—সব। আজকের নৈশ অভিযানের উদ্দেশ্য কি? আমাকে সশস্ত্র অবস্থায় যেতে বলছে কেন? কোথায় যেতে হবে? কি করতে হবে? হোমসের মুখ থেকে শুধু এইটুকু ইঙ্গিত পেয়েছি যে, বন্ধকী কারবারওয়ালা এই সহকারীটি একটি দুর্ধর্ষ লোক, যেকোন গভীর চাল সে চলতে পারে। অনেক চেষ্টা করলাম রহস্যের সমাধান করতে, কিন্তু নিরাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে রাতের জন্য অপেক্ষা করে রইলাম।

সওয়া ন'টায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে পার্ক-এর পাশ দিয়ে অক্সফোর্ড স্ট্রীট ধরে বেকার স্ট্রীটে পৌঁছলাম। দরজায় দু'খানা ভারাটে গাড়ি দাঁড়িয়ে। বাড়িতে ঢুকেই উপরে অনেকের গলা শুনতে পেলাম। তাঁর ঘরে ঢুকে দেখি আরও দুজন লোকের সঙ্গে হোমস উত্তেজিতভাবে কথা বলছে। দুজনের একজনকে আমি চিনি—সরকারী পুলিশ এজেন্ট পিটার জোন্স। অপর লোকটির দীর্ঘ সরু শরীর, চিন্তিত মুখ, পরনে চকচকে টুপি ও অতিমাত্রায় সম্ভ্রান্ত একটি ফ্রক-কোট।

'এইতো! আমাদের দল পূর্ণ হল,' বলেই হোমস জ্যাকেটের বোতাম আটকে তাকের উপর থেকে তার ভারি শিকারী-ছুরিটা হাতে নিল। 'ওয়াটসন, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের মিঃ জোন্সকে তুমি নিশ্চয় চেন। আর মিঃ মেরিওয়েদারের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই। আজকের নৈশ অভিযানে ইনিও আমাদের সঙ্গী হবেন।'

জোন্স তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে বললেন, 'ডাক্তার, আবার আমরা দল বেঁধে শিকারে বেরুচ্ছি। আমাদের এই বন্ধুটি শিকারকে তাড়া করতে অদ্বিতীয়। শুধু তিনি বুড়ো কুকুরের সাহায্য চান শিকারের পিছু নিতে।'

বিষণ্ণ গলায় মিঃ মেরিওয়েদার বললেন, 'সবটাই যেন বুনো হাঁস তাড়ানোতে শেষ না হয়।'

পুলিশ এজেন্ট জোর গলায় বলে উঠলেন, 'মিঃ হোমসের উপর আপনি অনেকখানি আস্থা রাখতে পারেন। তাঁর প্রথা-পদ্ধতিগুলো—যদি কিছু না মনে করেন—একটু অতিমাত্রায় পুঁথিগত এবং অদ্ভুত। তবে হ্যাঁ, তাঁর মধ্যে গোয়েন্দাগিরির অনেক গুণই আছে। এটা অত্যুক্তি মোটেই নয় যে দু'একটা ক্ষেত্রে—যেমন শোলটো খুন বা আগ্রার রত্ন-ভাণ্ডার— তিনি সরকারী বাহিনী অপেক্ষা অনেকটা বেশী সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।'

নবাগত ভদ্রলোক সম্মানের সঙ্গেই বললেন, 'ওঃ মিঃ জোন্স, আপনি যখন বলছেন তখন ঠিক আছে। তথাপি আমি অকপটেই বলছি, আজকের 'রাবার'টা আমি খোয়ালাম। গত সাইত্রিশ বছরের মধ্যে এই প্রথম শনিবারের রাত যে রাতে আমার 'রাবার' লাভ করা হল না।'

শার্লক হোমস বলল, 'আমি কিন্তু মনে করি আজ রাতে আপনি যত বড় বাজি রেখে খেলবেন তেমনটি আর কোনদিন খেলেন নি, আর খেলাটাও হবে খুব উত্তেজনাপূর্ণ। মিঃ মেরিওয়েদার, আপনার জন্য বাজি হবে প্রায় ত্রিশ হাজার পাউন্ড। আর মিঃ জোন্স, আপনি পাবেন সেই লোকটিকে যাকে ধরবার জন্য আপনি হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছেন।'

'এই জন ক্লে একজন খুনী, চোর, দাঙ্গাকারী, জালিয়াত। মিঃ মেরিওয়েদার লোকটির বয়স অল্প, কিন্তু দলের শিরোমণি। লন্ডনের যেকোন অপরাধীকে ফেলে তাকেই হাত-কড়া পরাতে চান সকলের আগে। এই জন ক্লে কিন্তু যে-সে লোক নয়। ওর ঠাকুরদা ছিলেন রয়্যাল ডিউক। নিজেও ইটন ও অক্সফোর্ডে পড়াশুনা করেছে। ওর হাতের আঙুল আর মাথার ঘিলু সমান ধূর্ত। ওর আভাষ আমরা প্রতিক্ষেত্রেই পাই, কিন্তু লোকটির সন্ধান কোথাও পাই না। এ সপ্তাহে হয় তো স্কটল্যান্ডের জেল ভেঙ্গে পালাল, আবার পরের সপ্তাহেই দেখা গেল কর্নওয়াল-এ একটা অনাথ-আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য চাঁদা তুলছে। অনেক বছর ধরে ওর পিছনে ছুটছি, কিন্তু কিছুতেই হদিশ করতে পারি নি।'

'আশা করছি আজ রাতে তার সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিতে পারব। মিঃ জন ক্লের সঙ্গে আমারও দু'-

একবার মুলাকাত হয়েছে। আপনার কথাই ঠিক—দলের সে শিরোমণি। যাহোক, দশটা বাজে। এইবার যাত্রা শুরু হোক। আপনারা একটা গাড়িতে উঠুন। আমি আর ওয়াটসন অপর গাড়িতে আপনাদের অনুসরণ করব।'

পথে যেতে যেতে হোমস কোন কথা বলল না। বিকেলে শোনা বাজনার সুরটাই আপন মনে গুন গুন করতে লাগল। ঘর্ঘর শব্দ করতে করতে অগণিত গ্যাসজ্বলা রাস্তার গোলকধাঁধা পেরিয়ে অবশেষে ফ্যারিংডন স্ট্রীটে উপনীত হলাম।

এতক্ষণে বন্ধুবর কথা বলল, 'কাছাকাছি এসে পড়েছি। সঙ্গী মেরীওয়েদার ভদ্রলোক একটা ব্যাংকের ডিরেকটার। এই ব্যাপারের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে জড়িত। ভাবলাম, জোন্সকেও সঙ্গে নিই। নিজের পদের সম্পূর্ণ অযোগ্য হলেও লোকটি মন্দ নয়। অন্তত একটা গুণ তার আছে। লোকটি বুলডগের মত সাহসী, আর একবার কাউকে মুঠোর মধ্যে পেলে চিংড়ির মত তাকে আঁকড়ে ধরবে। এই যে এসে পড়েছি। ওরা হয় তো আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।'

সকালবেলা যে ভীড়ের রাস্তায় এসেছিলাম ঠিক সেইখানেই পৌঁছে গেছি। গাড়ি দুটো ছেড়ে দিয়ে মিঃ মেরিওয়েদারের পিছনে পিছনে একটা সরু পথ পার হলাম। পাশের দরজাটা তিনি খুলে দিলেন। আমরা ভিতরে ঢুকলাম। সামনে একটা ছোট করিডর। সেটার শেষ প্রান্তে একটা মজবুত দরজা। মিঃ মেরিওয়েদার একটু থেমে একটা আলো জ্বালালেন। তারপর একটা অন্ধকার মাটির সোঁদা গন্ধভরা পথ ধরে নীচে নেমে তৃতীয় দরজাটা খুললেন। সামনে একটা প্রকাণ্ড ভল্ট বা গর্ভ-গৃহ। তার মধ্যে থরে থরে সাজানো বড় বড় ঝুরি আর বাক্স।

লণ্ঠনটা হাতে করে উপরে তুলে চারদিকটা দেখে হোমস বলল, 'উপর থেকে বোধ হয় এটাকে ভাঙ্গা যাবে না, কি বলেন?'

'নীচ থেকেও নয়,' বলেই মিঃ মেরিওয়েদার হাতের লাঠি দিয়ে মেঝের পাথরে ঠুকতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, 'আরে! এ যে ফাঁপা মনে হচ্ছে!

হোমস তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল, 'আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, আপনি আস্তে কথা বলুন। আপনি দেখছি আমাদের অভিযানের বারোটা বাজিয়ে দেবেন। আপনাকে অনুরোধ করছি, ভাল মানুষের মত একটা বাক্সের উপর বসে থাকুন। কোন কথা বলবেন না।'

গম্ভীর মিঃ মেরিওয়েদার আহত মনে একটা ঝুড়ির উপর বসে পড়লেন। হোমস মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে হাতের লণ্ঠন আর ম্যাগ্নিফাইং গ্লাসের সাহায্যে পাথরগুলোর মাঝখানের চিঁড়-ফাটগুলো পরীক্ষা করতে লাগল। কয়েক সেকেণ্ড পরেই উঠে দাঁড়িয়ে গ্লাসটা পকেটে রাখল।

বলল, 'অন্তত এক ঘণ্টা সময় আমাদের হাতে আছে। কারণ বন্ধকের কারবারি মশায় ভালভাবে ঘুমিয়ে না পড়া পর্যন্ত ওরা কিছু করবে না। অবশ্য তার পরে ওরা আর এক মিনিট সময়ও নষ্ট করবে না, কারণ যত তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করতে পারবে ততই পালাবার জন্য বেশী সময় হাতে পাবে। ডাক্তার, তুমি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ, লণ্ডনের একটা বৃহৎ ব্যাংকের সিটি শাখার ভল্টে আমরা এখন উপস্থিত আছি। মিঃ মেরিওয়েদার ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান। বর্তমানে লণ্ডনের সবচাইতে দুঃসাহসী অপরাধীদের মনোযোগ যে কেন এই ভল্টের উপর পড়া উচিত তার কারণ তিনিই বুঝিয়ে বলবেন।'

ডিরেক্টরমশাই ফিসফিস করে বললেন, 'এসবই ফরাসী সোনা। এগুলো সরাবার চেষ্টা হতে পারে এই মর্মে কয়েকটা ওয়ার্নিংও আমরা পেয়েছি।'

'আপনাদের ফরাসী সোনা?'

'হ্যাঁ। কয়েক মাস আগে কোন কারণে আমাদের সঞ্চিত তহবিল বাড়াবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। তাই আমরা ব্যাংক অব ফ্রান্স থেকে ত্রিশ হাজার ''নেপোলিয়ন'' ধার করি। সে টাকার বাক্স খোলার যে আমাদের দরকার হয় নি এবং সে সবই যে এখনও ভল্টেই আছে, সে কথাটা জানাজানি হয়ে গেছে। যে ঝুড়িটার উপর আমি বসে তার মধ্যে আছে শিসের পাতের উপর পাতা দু'হাজার ''নেপোলিয়ন''। একটা ব্রাঞ্চ অফিসে যতটা সোনা রাখা যায় আমাদের সঞ্চিত সোনা এখন তার চাইতে অনেক বেশী। তাই এ ব্যাপারে ডিরেক্টরদেরও টনক নড়েছে।'

'সেটা কিছু অন্যায় নয়', হোমস মন্তব্য করল। 'এইবার আমাদের কাজের প্ল্যানটা ঠিক করে ফেলা যাক। আশা করছি, আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই যা ঘটবার ঘটে যাবে। ইতিমধ্যে মিঃ মেরিওয়েদার, একটা পর্দা দিয়ে লণ্ঠনটা ঢেকে দেওয়া দরকার।'

'আমরা অন্ধকারে বসে থাকব?'

'ঠিক তাই। আমি পকেটে করে তাশ এনেছি। ভেবেছিলাম, আমরা যখন জোড়া জোড়া খেলুড়ে আছি, আপনার 'রাবার'টা হয় তো হতে পারবে। কিন্তু এখন দেখছি শত্রুপক্ষের প্রস্তুতি এতদূর এগিয়ে গেছে যে একটা আলো

রাখা এখন নিরাপদ নয়। যাহোক, এবার যার যার পজিসন বেছে নিতে হবে। এরা সব ঘুঘু লোক। কাজেই আমরা সতর্ক না থাকলে ক্ষতি করতে পারে। আমি এই ঝুড়ি-টার পিছনে দাঁড়াব। আপনারা ওগুলোর পিছনে লুকিয়ে পড়ুন। আমি ওদের উপর আলো ফেললেই সঙ্গে সঙ্গে ঘিরে ফেলবেন। ওয়াটসন, ওরা যদি গুলি চালায়, ওদের লাশ ফেলে দিতে কসুর করবে না।'

যে কাঠের বাক্সটার পিছনে আমি লুকিয়েছি তার উপরে রাখলাম আমার রিভলবারটা—একেবারে ঘোড়াটানা অবস্থায়। হোমস লণ্ঠনটা ঢেকে দিল। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে আমরা ডুবে গেলাম। এমন অন্ধকার আমি আগে কখনও দেখি নি। একটা গরম ধাতুর গন্ধ শুধু আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছিল যে আলো একটা আছে, দরকার হলে সেটা মুহূর্তমধ্যে জ্বলে উঠবে।

হোমস চুপি চুপি বলল, 'পালাবার একটিমাত্র পথ ওদের আছে—বাড়িটার ভিতর দিয়ে স্যাক্স-কোবুর্গ স্কোয়ারে। জোন্স, আশা করি আপনাকে যেমন বলেছিলাম সেই মত ব্যবস্থা করেছেন।

'সামনের দরজায় একজন ইন্সপেক্টর ও দুজন অফিসার মোতায়েন করেছি।'

'তাহলে গর্তের মুখ সবদিক দিয়ে বন্ধ। এইবার নিঃশব্দে অপেক্ষা করুন।'

সময় যেন আর কাটে না। পরবর্তীকালে হিসাব করে দেখেছিলাম মাত্র দেড় ঘণ্টা। কিন্তু আমার মনে হয়েছিল, রাত কাবার হয়ে গেছে, ভোর হল বলে। ক্রমে হাত পা অসাড় হয়ে এল। পাশ ফিরতেও সাহস হচ্ছে না। স্নায়ুগুলো যেন উচ্চতম সুরে বাঁধা। শ্রবণ-শক্তি এত তীব্র হয়ে উঠেছে যে, নাদুস-নুদুস জোন্সের ভারি নিঃশ্বাস আর ব্যাংক ডিরেক্টরের ক্ষীণ দীর্ঘশ্বাসের পার্থক্যটুকু পর্যন্ত আমি ঠিক ধরতে পারছিলাম। হঠাৎ আমার চোখে একটা আলোর ঝিলিক লাগল।'

প্রথমে পাথরের উপরে একটা হলদেটে স্ফুলিঙ্গের মত দেখা গেল। ক্রমে সেটা দীর্ঘ একটা হলদে রেখার মত হল। তারপরই—কথা নেই বার্তা নেই—মেঝেয় একটা ফাটল দেখা দিল, আর সেই ফাটল দিয়ে বেরিয়ে এল একখানা হাত—একখানা সাদা প্রায়-মেয়েলি হাত। মাত্র মিনিটখানেক দুমড়ানো আঙুল সমেত সেই হাতখানা মেঝে থেকে বেরিয়ে রইল। তারপরমুহূর্তেই যেমন এসেছিল তেমনিই অকস্মাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল।

কিন্তু সে ক্ষণকালের জন্য মাত্র। একটা খস্ খস্ ঠন্ ঠন্ আওয়াজ করে মেঝের একখানা পাথর উল্টে পড়তেই সেখানে চার-কোণা গর্ত হাঁ করে উঠে চারদিকে লণ্ঠনের আলো ছড়িয়ে পড়ল। গর্তের ভিতর থেকে উঁকি দিল ছোট ছেলের মত একখানা পরিষ্কার মুখ। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারদিকে তাকিয়ে গর্তের দুই পাশে দুখানা হাত রেখে প্রথমে কাঁধ, তারপর কোমর পর্যন্ত উঠল। তারপর একটা হাঁটু তুলল উপরে। পরমুহূর্তে গর্তের পাশে দাঁড়িয়ে সে টেনে তুলল তার সঙ্গীকে—ছোটখাট একটা মানুষ, মুখখানি বিষণ্ণ আর মাথার চুল উজ্জ্বল লাল।

প্রথম লোকটি চুপি চুপি বলল, 'সব ঠিক আছে। বাটালি আর থলে তো আছেই। সর্বনাশ! লাফিয়ে পড় আর্চি, লাফিয়ে পড়। আমি লাফ দিলাম।'

শার্লক হোমস ততক্ষণে লাফ দিয়ে লোকটার কলার চেপে ধরেছে। অপর সঙ্গী লাফিয়ে পড়েছে গর্তের মধ্যে। জোন্স তার স্কার্ট চেপে ধরেছিল। সেটা ফ্যাঁস করে ছিঁড়ে যাবার শব্দ আমি শুনতে পেলাম। লোকটার পিস্তলের ব্যারেলের উপর আলোর ঝলকানি পড়তেই হোমসের শিকারী-ছোরার এক ঘা পড়ল তার কব্জিতে। পিস্তলটা সশব্দে ছিটকে পড়ল পাথরের মেঝের উপর।

'কোন লাভ নেই জন ক্লে', শান্ত গলায় হোমস বলল, 'তোমার আর কোন আশা নেই।'

'তাই দেখছি', স্থির গলায় জবাব এল। 'তবে তোমরা তার কোটের লেজটা পেলেও আমার সঙ্গী ঠিকই পালিয়েছে।'

হোমস বলল, 'তার জন্যও তিনজন লোক ওদিককার দরজায় অপেক্ষা করছে।'

'বটে! বেশ আটঘাট বেঁধেই কাজ করেছ দেখছি। তোমার প্রশংসা করি।'

হোমস বলল, 'আমিও তোমার প্রশংসা করি। লাল-মাথার আইডিয়াটা বেশ অভিনব আর কার্যকর।'

জোন্স বললেন, 'শীঘ্রই তোমার বন্ধুকেও দেখতে পাবে। সে আমার চাইতেও তাড়াতাড়ি গর্ত বেয়ে নামতে পারে। হাত দুটো বাড়াও দেখি, হাত-কড়াটা পরাই।'

'আমার অনুরোধ, আপনার নোংরা হাত দিয়ে আমাকে ছোঁবেন না।' সশব্দে হাত-কড়া পরানোর সময় বন্দী মন্তব্য করল। 'আপনি হয় তো জানেন না, আমার শিরায় রাজ-রক্ত বইছে। আমার সঙ্গে কথা বলবার সময় বলবেন ''স্যার'', বলবেন "অনুগ্রহ করে।"

চোখ কুঁচকে জোন্স বললেন, 'ঠিক আছে। মহাশয় কি অনুগ্রহপূর্বক একটু উপরের দিকে যাত্রা করবেন যাতে ইওর হাইনেসকে থানায় নিয়ে যাবার জন্য আমরা একটা

গাড়ি পেতে পারি।'

জন ক্লে গম্ভীরভাবে বলল, 'এটা অনেক ভাল।' আমাদের তিনজনকে একই সঙ্গে অভিবাদন জানিয়ে সে নিঃশব্দে জোন্সের সঙ্গে চলে গেল।'

ভল্ট থেকে বেরিয়ে আসবার সময় মিঃ মেরিওয়েদার বললেন, 'কি বলে যে ব্যাংক আপনাকে ধন্যবাদ জানাবে বা এ ঋণ শোধ করবে আমি জানি না। একটা দুঃসাহসিক ব্যাংক-ডাকাতিকে আপনি যেভাবে ধরে ফেলে তা ব্যর্থ করে দিয়েছেন তেমনটি আর কখনও শুনি নি।'

হোমস বলল, 'মিঃ জন ক্লে-র সঙ্গে আমারও কিছু বোঝাপড়া করবার আছে। এব্যাপারে আমার যৎসামান্য যা খরচ হয়েছে ব্যাংক সেটা পরিশোধ করে দেবে, এইটুকু আমি আশা করি। অবশ্য এমন একটা অসাধারণ অভিজ্ঞতা যে আমার হল, আর লাল-মাথা লীগের এমন অপূর্ব কাহিনী যে শুনতে পেলাম, সেই তো আমার যথেষ্ট পাওয়া।

পরদিন সকালে এক গ্লাস করে হুইস্কি ও সোডা নিয়ে আমরা বসেছি। হোমস সব ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে লাগল, 'দেখ ওয়াটসন, প্রথম থেকেই এটা আমি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলাম যে, 'লীগ'-এর এই অদ্ভুত বিজ্ঞাপন আর এনসাইক্লোপিডিয়া কপি করার ব্যাপারটার একমাত্র উদ্দেশ্য হতে পারে ওই সাদামাটা বন্ধকী কারবারওয়ালাকে প্রত্যেক দিন কিছু সময়ের জন্য বাড়ির বাইরে আটক রাখা। ব্যবস্থাটা খুবই অদ্ভুত, কিন্ত এর চাইতে ভাল অন্য কোন পন্থা ভাবাও শক্ত। অবশ্য সহযোগীর চুলের রং দেখেই আইডিয়াটা ক্লে-র মাথায় ঢুকেছিল। সপ্তাহে চার পাউণ্ডের টোপ তাকে টানবেই, কিন্তু যারা হাজারের খেলায় নেমেছে তাদের কাছে ওটা কিছুই নয়। ওরা বিজ্ঞাপন দিল। এক ঠগ অস্থায়ী অফিস বসাল, আর এক ঠগ লোকটাকে আবেদন করতে রাজী করল, আর দুজনে মিলে সপ্তাহের প্রতিটি সকাল তাকে বাড়িতে অনুপস্থিত থাকতে বাধ্য করল। যখনই শুনলাম, সহকারীটি আধা মাইনের চাকরি নিয়েছে, তখনই বুঝলাম এর পিছনে নিশ্চয় কোন জোরালো উদ্দেশ্য আছে।'

'উদ্দেশ্যটা ধরলে কেমন করে?'

'বাড়িতে যদি কোন স্ত্রীলোক থাকত তাহলে অন্য কোন ইতর ষড়যন্ত্রের কথা মনে আসত। কিন্তু সে প্রশ্নই ওঠে না। ব্যবসাটা খুবই ছোট, আর বাড়িতেও এমন কিছু ছিল না যার জন্য এমন ব্যাপক ব্যবস্থা ও অর্থব্যয় করার কোন অর্থ হয়। তাহলে আসল উদ্দেশ্যটা বাড়ির বাইরে। সেটা কি হতে পারে? মনে পড়ল, সহকারীটির ফটোগ্রাফির শখ ও যখন-তখন নীচের ঘরের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার চালের কথা। মাটির নীচের ঘর। সেখানেই সূত্রের সন্ধান মিলল। তখন ওই রহস্যময় সহকারীটি সম্পর্কে খোঁজ-খবর করে জানলাম, আমার প্রতিপক্ষ লণ্ডনের একজন ধীর মস্তিষ্ক দুঃসাহসিকতম অপরাধী। ওই ভূগর্ভস্থ ঘরে সে নিশ্চয় এমন কোন কাজ করছে যেটা শেষ করতে কয়েক মাস ধরে দৈনিক কয়েক ঘণ্টা ধরে কাজ করা দরকার। তখনই ভাবলাম, সেটা কি কাজ হতে পারে? অন্য একটা বাড়ি পর্যন্ত সুড়ঙ্গ কাটা ছাড়া আর কিছু আমি ভাবতে পারলাম না।

'এই পর্যন্ত ভেবে গেলাম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করতে। আমি পথের উপর লাঠি ঠোকায় তুমি বিস্মিত হয়েছিলে। আমি জানতে চেষ্টা করেছিলাম, সুড়ঙ্গটা কোন্‌দিকে গেছে —সামনে না পিছনে। সামনে ছিল না। তখন ঘণ্টা বাজালাম এবং যেমনটি আশা করেছিলাম—সহকারীটি সদয় হলেন। এর আগে দু'একবার আমাদের মুলাকাত হয়েছে, কিন্তু কেউ কারও মুখ দেখি নি। এবারও কিন্তু আমি তার মুখের দিকে তাকালাম না। আমি দেখতে চেয়েছিলাম তার হাঁটু দুটো। তুমিও নিশ্চয় লক্ষ্য করেছিলে, তার হাঁটুর কাছটা কেমন ছেঁড়া-খোড়া, কুঁচকানো ও দাগ-লাগা ছিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সুড়ঙ্গ কাটার চিহ্ন ওগুলো। আর একটিমাত্র খবর জানা দরকার—সুড়ঙ্গটা কোন্‌দিকে কোথায় গেছে?' হেঁটে মোড় ঘুরতেই দেখতে পেলাম, সিটি এ্যাণ্ড সুবার্বন ব্যাংক-এর বাড়িটা আমাদের বন্ধুর বাড়ির সঙ্গে লাগোয়া তখনই বুঝলাম সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। কনসার্ট শুনবার পরে তুমি বাড়ি চলে গেলে। আমিও গেলাম স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে, গেলাম ব্যাংকের চেয়ারম্যানের কাছে। তার ফলাফল তো তোমরা নিজের চোখেই দেখলে।'

আমি প্রশ্ন করলাম, 'তারা যে আজ রাতেই কাজটা করবে সেটা কেমন করে জানলে?'

'দেখ, যখন তারা লীগ অফিসটা বন্ধ করে দিল তখনই বোঝা গেল যে মিঃ যাবেজ উইলসন বাড়িতে উপস্থিত থাকলেও তাদের কিছু আসে যায় না, অর্থাৎ সুড়ঙ্গ কাটা শেষ হয়েছে। এবার তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করা দরকার, কারণ দেরী হলে সুড়ঙ্গের ব্যাপারটা ধরা পড়ে যেতে পারে, বা মালকড়িগুলোও চালান হয়ে যেতে পারে। একাজের পক্ষে শনিবারই প্রশস্ত দিন, কারণ তাহলে পালিয়ে যাবার জন্য তারা দুটো দিন সময় পাবে। ঐসব ভেবেই আমি আশা করেছিলাম যে তারা আজ রাতেই আসবে।'

অকপট প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে আমি বললাম, 'সুন্দর যুক্তি তোমার। একটা দীর্ঘ ঘটনা-শৃংখল, অথচ তার প্রতিটি অংশ সত্য।'

একটা হাই তুলে সে জবাব দিল, এরাই তো আমাকে অবসাদ থেকে রক্ষা করে। হায়রে, এরই মধ্যে মনে হচ্ছে আবার যেন অবসাদ আমাকে ঘিরে ধরেছে। আমার জীবনই হল গতানুগতিকভাবে বেঁচে থাকার হাত থেকে পালিয়ে যাবার এক দীর্ঘ প্রয়াস। এইসব ছোটখাট সমস্যা সে প্রয়াসে আমাকে সাহায্য করে।'

আমি বললাম, 'মানব জাতির তুমি কত বড় উপকারী বন্ধু।'

সে তার ঘাড় ঝাঁকুনি দিল। বলল, 'দেখ, আমার মনে হয় শেষ পর্যন্ত এসব কোন কাজেই আসে না। গুস্তাভ ফ্লবার একসময় জর্জ স্যান্ডকে লিখেছিলেন, "মানুষ তুচ্ছ, তার কাজই সব।"

বস্‌কোম্ব উপত্যকার রহস্য
The Boscombe Valley Mistery

www.boiRboi.net

একদা সকালে আমরা—আমার স্ত্রী আর আমি—প্রাতরাশে বসেছি এমন সময় পরিচারিকা একখানা টেলিগ্রাম এনে দিল। শার্লক হোমস পাঠিয়েছে। তাতে লেখাঃ

'তোমার কি কয়েকটা দিন সময় হবে? বস্‌কোম্ব উপত্যকার দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে এইমাত্র পশ্চিম ইংলণ্ড থেকে একটা তার পেয়েছি। তোমাকে সঙ্গী পেলে খুশি হব। বাতাস এবং দৃশ্যপট চমৎকার। ১১-১৫-তে প্যাডিংটন থেকে যাত্রা।'

ওপাশ থেকে আমার দিকে তাকিয়ে আমার স্ত্রী বলল, 'তুমি কি বল? যাবে তো?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না। হাতে এখন অনেক কাজ!'

'ওঃ, তোমার হয়ে আনস্ট্রুথারই কাজগুলো করতে পারবে। কয়েকদিন হল তোমাকে একটু ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে। আমার তো মনে হয় এই স্থানপরিবর্তন তোমার পক্ষে ভালই হবে। তাছাড়া মিঃ শার্লক হোমসের কাজকর্মে তুমি তো সব সময়ই খুব আগ্রহী।'

'আগ্রহী না হলে তো কৃতঘ্নতা হবে। ওই পথ ধরেই তো তোমাকে পেয়েছি। কিন্তু যেতে হলে আমাকে এখনই তল্পি বাঁধতে হবে, হাতে আর মাত্র আধ ঘণ্টা সময় আছে।'

আফগানিস্থানের শিবির-জীবনের অভিজ্ঞতা আমাকে চটপটে সদা-প্রস্তুত পর্যটক হবার শিক্ষাটা অন্তত দিয়েছে। আমার প্রয়োজনও যৎসামান্য। তাই আরও অল্প সময়ের মধ্যেই ব্যাগটি নিয়ে গাড়িতে চেপে বসলাম। গাড়ি সশব্দে প্যাডিংটন স্টেশনের দিকে ছুটল। শার্লক হোমস প্ল্যাটফর্মেই পায়চারি করছিল। তার দীর্ঘ শীর্ণ দেহটা যেন লম্বা ধূসর ট্র্যাভ্‌লিং-ক্লোক আর সুতির আঁট-সাট টুপিতে আরও দীর্ঘ ও শীর্ণ দেখাচ্ছিল।

সে বলল, 'তুমি আসায় খুব ভাল হল। দেখ ওয়াটসন, সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায় এরকম একজনকে সঙ্গী পেলে আমার খুব সুবিধা হয়। স্থানীয় সহায়তা যেটুকু পাওয়া যায় সেটা প্রায়ই হয় অকেজো আর নয় তো পক্ষপাতদুষ্ট। তুমি দুটো কোণার সিট দখল করে বসো, আমি টিকিট কাটতে যাচ্ছি।'

গাড়িতে আমরা একা। শুধু হোমসের সঙ্গে একগাদা খবরের কাগজের স্তূপ। সারা পথ সেইসব কাগজ সে পড়ল, নোট করল আর ভাবল। এইভাবে আমরা রীডিং পেরিয়ে গেলাম। তখন সে হঠাৎ কাগজগুলোকে দলা পাকিয়ে তাকের উপর ছুঁড়ে ফেলল।

আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কেসটা সম্পর্কে কিছু শুনেছ?'

'একটি কথাও না। গত কয়েকদিন আমি কাগজই পড়ি নি।'

'লণ্ডনের কাগজে বিস্তারিত কিছু নেই। তবু কাগজগুলো ভাল করে দেখে নিলাম, যাতে সবকিছু বুঝতে পারা যায়।' যতদূর দেখলাম তাতে মনে হচ্ছে, এও সেই-সব সরল ঘটনারই একটি যেগুলো অনুধাবন করাই সবচাইতে শক্ত।'

'কথাটা যে হেঁয়ালির মত শোনাল।'

'কিন্তু খুবই খাঁটি কথা। অসাধারণত্বই তো একটা সূত্র। একটা অপরাধ যত সাধারণ ও বৈশিষ্ট্যবর্জিত হবে, সেটার সমাধানও হবে ততই শক্ত। অবশ্য এক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তির ছেলের বিরুদ্ধে একটি গুরুতর কেস খাড়া করা হয়েছে।'

'ব্যাপারটা তাহলে খুন?'

'তাই তা ধরে নেওয়া হয়েছে। আমি কিন্তু স্বয়ং সবকিছু না দেখেশুনে কোন কথাই মেনে নেব না। আমি যতটা বুঝতে পেরেছি, অল্প কথায় তোমাকে বলছি, শোন।

'বস্‌কোম্ব উপত্যকা হল হেরফোর্ডশায়ারের অন্তর্গত রস-এর নিকটবর্তী একটি গ্রামাঞ্চল। ঐ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় জমিদার হলেন মিঃ জন টার্নার। অস্ট্রেলিয়া থেকে অনেক টাকা-পয়সা নিয়ে কয়েক বছর আগে তিনি পুরনো

গাঁয়ে ফিরে এসেছেন। তাঁর একটি জোত—মানে হেথার্লি জোত—তিনি চার্লস ম্যাকার্থিকে ভাড়া দেন। ম্যাকার্থিও একসময় অস্ট্রেলিয়াতে ছিলেন। সেখানে দুজনের মধ্যে পরিচয়ও ছিল। কাজেই এখানে এসে নতুন করে বসতি স্থাপন করতে গিয়ে তাঁরা যে পরস্পরের কাছাকাছি থাকবেন এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। দু'জনের মধ্যে টার্নারই অনেক বেশী ধনী, তাই ম্যাকার্থি হলেন তাঁর ভাড়াটে। তাহলেও দুজনের মধ্যে প্রায়ই দেখা-সাক্ষাৎ হত এবং তাঁরা সমান-সমানেই চলতেন। ম্যাকার্থির ছিল একটি আঠারো বছরের ছেলে, আর টার্নারের ছিল ওই একই বয়সের একমাত্র মেয়ে। দুজনই বিপত্নীক। পার্শ্ববর্তী ইংরেজ পরিবারদের সঙ্গেও তাঁদের বিশেষ মেলা-মেশা ছিল না। দুজনই একান্তে অবসর জীবন যাপন করতেন। তবে হ্যাঁ, দুজনই খেলাধুলোর ভক্ত, তাই কাছাকাছি রেসকোর্সে তাঁদের প্রায়ই দেখা যেত। ম্যাকার্থির ছিল দুটো চাকর—একটি পুরুষ ও একটি মেয়ে। টার্নারের সংসার বেশ বড়—অন্তত জনা ছয়েক। পরিবার দুটি সম্বন্ধে এই পর্যন্তই জানতে পেরেছি। এবার ঘটনায় আসা যাক।

'৩রা জুন—মানে গত সোমবার—ম্যাকার্থি তার হেথার্লির বাড়ি থেকে বের হল বেলা তিনটে নাগাদ এবং পায়ে হেঁটে বস্‌কোম্ব পুলে পৌঁছল। বস্‌কোম্ব উপত্যকার ভিতর দিয়ে যে ছোট নদীটা বয়ে চলেছে সেটাই এক জায়গায় বেশ চওড়া হয়ে একটা ছোটখাট হ্রদের সৃষ্টি করেছে। সেটাই বস্‌কোম্ব পুল। সকালে তিনি একজন লোক সঙ্গে নিয়ে রস-এ গিয়েছিলেন। তাকে বলেছিলেন, তার খুব তাড়া রয়েছে, কারণ তিনটের সময় একজনের সঙ্গে দেখা করবার কথা আছে। দেখা করে তিনি আর জীবিত ফিরে আসেন নি।

'হেথার্লি গোলাবাড়ি থেকে বস্‌কোম্ব পুলের দূরত্ব সিকি মাইল। ঐ পথে যাবার সময় দুজন লোক তাঁকে দেখতে পায়। একটি বৃদ্ধা তার নামের উল্লেখ নেই, অপরজন উইলিয়াম ক্রোডার—মিঃ টার্নারের শিকাররক্ষক। দুজন সাক্ষীই বলেছে যে, মিঃ ম্যাকার্থি একাই হাঁটছিলেন। শিকাররক্ষক আরও বলেছে যে, মিঃ ম্যাকার্থি চলে যাবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে তাঁর ছেলে মিঃ জেমস ম্যাকার্থিকে একটা বন্দুক বগলে করে সেই একই পথে যেতে দেখেছে। তার বিশ্বাস, সেসময় বাপকে ওখান থেকে দেখা যাচ্ছিল এবং ছেলে তাঁর দিকেই যাচ্ছিল। সন্ধ্যাবেলা দুর্ঘটনার কথা শুনবার আগে সে আর এবিষয়ে কিছু ভাবে নি।

'শিকাররক্ষক উইলিয়াম ক্রোডারের দৃষ্টিপথের বাইরে চলে যাবার পরেও ম্যাকার্থি-যুগলকে দেখা গেছে। বস্‌কোম্ব পুলের চারদিক ঘন জঙ্গলে ঘেরা, শুধু জলের ধারে ধারে কিছু ঘাস আর নল বন। বস্‌কোম্ব ভ্যালি এস্টেটের কেয়ার-টেকারের চৌদ্দ বছরের মেয়ে পেশেন্স মোরান তখন সেই জঙ্গলে ফুল তুলছিল। সে বলেছে, সেখান থেকে সে জঙ্গলের সীমানায় হ্রদের ধারে মিঃ ম্যাকার্থি ও তাঁর ছেলেকে দেখতে পায়। তার মনে হয়, তাঁরা যেন জোর ঝগড়া করছে। সে শুনতে পায়, মিঃ ম্যাকার্থি ছেলেকে খুব কড়া কড়া কথা বলছে ; সে দেখতে পায়, ছেলে যেন বাপকে মারবার জন্যই হাত তুলেছে। এই দেখে সে ভয় পেয়ে সেখান থেকে দৌড় দেয় এবং বাড়ি পৌঁছে মাকে বলে যে দুই ম্যাকার্থিকে বস্‌কোম্ব পুলের কাছে ঝগড়া করতে দেখে এসেছে। সে আরও জানায় যে, তাঁরা দুজন হয় তো লড়াই শুরু করবে। তার কথা শেষ হতে না হতেই ছোট মিঃ ম্যাকার্থি ছুটতে ছুটতে সেখানে এসে বলে জঙ্গলের মধ্যে সে তার বাবাকে মৃত অবস্থায় দেখে কেয়ার-টেকারের সাহায্যের জন্য এসেছে। সে তখন ভয়ানক উত্তেজিত, হাতে বন্দুক নেই, মাথায় টুপি নেই, ডান হাত আর জামার আস্তিনে তাজা রক্তের দাগ। তার সঙ্গে গিয়ে তারা দেখতে পায় পুলের ধারে ঘাসের উপর তার বাবার মৃতদেহ পড়ে আছে। কোন একটা ভারি ভোঁতা অস্ত্র দিয়ে তাঁর মাথায় বার বার আঘাত করা হয়েছে। আঘাতের চেহারা দেখে মনে হয় ছেলের বন্দুকের কুঁদোর আঘাতেও সেরকম হতে পারে। বন্দুকটা মৃতদেহ থেকে কয়েক পা দূরে ঘাসের উপর পড়ে আছে। এই পরিস্থিতিতে যুবকটিকে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মঙ্গলবার তদন্ত-রিপোর্টে ''সেচ্ছাকৃত হত্যা'' বলে রায় দেওয়া হয়েছে। বুধবার তাকে রস-এ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হয়। তিনি কেসটি দায়রা আদালতে সোপর্দ করেছেন। করোনারের কাছে এবং পুলিশ-আদালতে এই ঘটনাবলীকে এইভাবে উপস্থিত করা হয়েছে।'

আমি বললাম, 'এর চাইতে ঘৃণ্যতর কোন ঘটনা আমি কল্পনাও করতে পারি না। পারিপার্শ্বিক ঘটনার সাক্ষ্য হতে যে অপরাধীকে ধরা যায় এই কেসটিই তার প্রমাণ।'

হোমস চিন্তিতভাবে বলল, 'পারিপার্শ্বিক ঘটনার সাক্ষ্য বড়ই পিচ্ছিল জিনিস। তার উপর নির্ভর করে তুমি হয় তো সরাসরি একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হলে। কিন্তু তোমার দৃষ্টিকোণকে যদি একটুখানি সরিয়ে নাও, দেখবে ঠিক সমান নিশ্চয়তার সঙ্গে তার থেকে একটা সম্পূর্ণ বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। অবশ্য একথা

স্বীকার করতেই হবে যে এক্ষেত্রে সমগ্র ঘটনাবলীই যুবকটির একান্ত বিরুদ্ধে এবং খুব সম্ভবত সেই প্রকৃত অপরাধী। কিন্তু এই অঞ্চলে এমন কিছু লোক আছেন—প্রতিবেশী জমিদার-কন্যা মিস টার্নার তাদের অন্যতম—যারা যুবকটির নির্দোষিতায় বিশ্বাস করেন এবং তার স্বপক্ষে কাজ করবার জন্য লেস্ট্রেডকে নিযুক্ত করেছেন। লেস্ট্রেডকে মনে আছে তো? 'এ স্টাডি ইন স্কার্লেট'-এর সেই লেস্ট্রেড। সেই তো ব্যাপারটা ভাল বুঝতে না পেরে কেসটা আমাকে পাঠিয়েছে। আর সেইজন্য ঘরে বসে পরম শান্তিতে প্রাতরাশ হজম করার পরিবর্তে দুটি মাঝ-বয়সী ভদ্রলোক ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল গতিতে পশ্চিম দিকে ছুটে চলেছে।'

আমি বললাম,, 'সমস্ত ব্যাপারটা এতই পরিষ্কার যে এ কেসে তুমি বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে পারবে বলে মনে হয় না।'

হোমস হেসে বলল, 'এই আপাত পরিষ্কার হওয়াটাই খুব গোলমেলে। তাছাড়া, সেখানে গিয়ে হয়তো আমরা আবার এমন কিছু পরিষ্কার ঘটনার সন্ধান পাব যেগুলো মিঃ লেস্ট্রেডের চোখেই পড়ে নি। অযথা গর্ব যে আমি করি না সেটা ভাল করেই জান। আমি বলছি, তার অভিমতকে প্রমাণ অথবা খণ্ডন করতে এমন পথ আমি বেছে নেব যার সাহায্য নেওয়া তো দূরের কথা, সে পথের কথা সে বুঝতেও অক্ষম। হাতের কাছের দৃষ্টান্তটাই নেওয়া যাক। আমি খুব ভাল করেই জানি তোমার শোবার ঘরের জানালাটা ডান দিকে। কিন্তু এমন স্পষ্ট ব্যাপার কিন্তু মিঃ লেস্ট্রেডের চোখেই পড়বে না।'

'আহা, তার সঙ্গে—'

'দেখ বন্ধু, আমি তোমাকে বেশ ভাল করেই চিনি। সামরিক পরিচ্ছন্নতা যে তোমার বৈশিষ্ট্য তাও জানি। প্রতিদিন সকালে তুমি দাড়ি কামাও, আর এ সময়টা সূর্যের আলোতেই কামাও। এখন যদি দেখি যে তোমার মুখের বাঁদিকের দাড়ি ভাল কামানো হয় নি, চোয়ালের কোণটায় তো একেবারেই নয়, তখন কি এটা খুব স্পষ্ট বোঝা যায় না ঘরের ওদিকটা অপর দিকের তুলনায় স্বল্প আলোকিত। তোমার স্বভাবের একজন মানুষ এরকম অসমান দাড়ি কামানো নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে সেটা আমি কল্পনাও করতে পারি না। না, না, পর্যবেক্ষণ আর অনুমানের একটা তুচ্ছ দৃষ্টান্ত হিসাবে এটা উল্লেখ করলাম মাত্র। এটাই আমার ব্রহ্মাস্ত্র। হয়তো আগামী তদন্তে এটাই আমাদের অনেক কাজে লাগবে। তদন্তে আরও দু'একটা ছোটখাট খবর জানা গেছে। সেগুলোও মনে রাখতে হবে।'

'সেগুলো কি?'

'সঙ্গে সঙ্গেই তাকে গ্রেপ্তার করা হয় নি, হয়েছে হেথার্লি ফার্মে ফেরবার পরে। ইন্সপেক্টর যখন তাকে গ্রেপ্তারের কথা জানালেন তখন সে বলে—সেকথা শুনে সে বিস্মিত হয় নি, আর সেটাই তার প্রাপ্য। করোনারের জুরিদের মনে যদি বা একটু আধটু সন্দেহ ছিল, তার এই কথায় সব নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে যায়।'

আমি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলাম, 'এটা তো স্পষ্ট স্বীকৃতি।'

'না, কারণ তার পরেই নির্দোষিতার ঘোষণা করা হয়।'

'এমন ঘৃণ্য সব ঘটনাবলীর পরেও এধরনের ঘোষণা সন্দেহেরই উদ্রেগ করে।'

'বরং তার উল্টো,' হোমস বলল, 'আমার কাছে কিন্তু এটাই কালো মেঘের ফাঁকে একমাত্র উজ্জ্বল আলোর রেখা। সে যতই নিরপরাধ হোক, সব ঘটনাই যে তার বিরুদ্ধে কথা বলছে এটুকু না বোঝার মত জড়বুদ্ধি সে নয়। সে যদি গ্রেপ্তারের খবর শুনে বিস্মিত হত, বা উষ্মা প্রকাশ করত, তাহলেই বরং আমার মনে সন্দেহ বাসা বাঁধত। কারণ এরূপ পরিস্থিতিতে বিস্ময় বা ক্রোধ কোনটাই স্বাভাবিক নয়। অথচ কোন ষড়যন্ত্রকারীর পক্ষে সেটাই শ্রেষ্ঠ পন্থা। পরিস্থিতিটাকে সহজভাবে মেনে নেওয়ায় বোঝা যাচ্ছে, হয় সে নির্দোষ, আর না হয় সে অত্যন্ত সংযত ও দৃঢ়চরিত্রের লোক। আর নিজের উচিত প্রাপ্য বলে যে মন্তব্য সে করেছে সেটাও অস্বাভাবিক কিছু নয়। আমাদের মনে রাখতে হবে যে সে তখন তার বাবার মৃতদেহের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, আর সেইদিন সন্তানের কর্তব্য ভুলে গিয়ে সে বাবার সঙ্গে কথাকাটাকাটি করেছে, এমন কি—ছোট মেয়েটির গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য অনুসারে—তাঁকে আঘাত করবার জন্য হাত পর্যন্ত তুলেছিল। তার মন্তব্যের ভিতর দিয়ে যে আত্মধিক্কার এবং অনুশোচনা প্রকাশ পেয়েছে আমার তো মনে হয় সেটা দোষী মন অপেক্ষা নির্দোষ মনেরই লক্ষণ।'

আমি মাথা নেড়ে বললাম, 'এর চাইতে তুচ্ছতর সাক্ষের জোরে মানুষকে ফাঁসি দেওয়া হয়।'

'তা হয়। অনেক লোককে অন্যায়ভাবেও ফাঁসি দেওয়া হয়।'

'যুবকটি নিজে কি বলেছে?'

'তার পক্ষসমর্থনকারীদের পক্ষে সেটা খুব উৎসাহব্যঞ্জক নয়। যদিও তাতে দু'একটি ইঙ্গিতপূর্ণ কথা আছে। এই তো সেটা রয়েছে, তুমি নিজেই পড়ে দেখতে পার।'

www.boiRboi.net
BanglaBook.org

কাগজের বাণ্ডিলের ভিতর থেকে একখানা স্থানীয় হারফোর্ডশায়ার পত্রিকা বের করে সামনে মেলে ধরে সেই প্যারাগ্রাফটা সে আমাকে দেখিয়ে দিল যেখানে হতভাগ্য যুবকটি ঘটনা সম্পর্কে তার নিজের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছে। গাড়ির এককোণে হেলান দিয়ে সবটা মনোযোগ-সহকারে পড়লাম। তাতে লেখা আছেঃ

তখন মৃতের একমাত্র পুত্র মিঃ জেমস ম্যাকার্থিকে ডাকা হলে সে এই মর্মে সাক্ষ্য দেয়ঃ 'তিনদিন আমি বাড়িতে ছিলাম না, ব্রিস্টল গিয়েছিলাম। গত ৩রা জুন সোমবার সবেমাত্র বাড়ি ফিরেছি। বাবা তখন বাড়িতে ছিলেন না। পরিচারিকা জানাল, সাহিস জন কবকে নিয়ে তিনি গাড়িতে চড়ে রস-এ গেছেন। আমি বাড়ি ফিরবার কিছুক্ষণ পরেই উঠোনে তাঁর গাড়ির চাকার শব্দ শুনতে পেলাম। জানালা দিয়ে দেখলাম, উঠোন পার হয়ে তিনি দ্রুত বাইরে চলে গেলেন। কোনদিকে গেলেন ঠিক বুঝতে পারলাম না। তখন আমি বন্দুকটা হাতে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বস্‌কোম্ব পুলের দিকে এগোতে লাগলাম। উদ্দেশ্য, অপর দিককার খরগোসের আস্তানাটা একবার দেখে আসা। পথে শিকাররক্ষক উইলিয়াম ক্রোডারের সঙ্গে দেখা হয়। তার সাক্ষ্যেও একথা সে বলেছে। তবে সে বলেছে আমি বাবাকে অনুসরণ করছিলাম সেটা ভুল। তিনি যে আমার সামনের দিকেই ছিলেন আমি জানতাম না। পুল থেকে একশ' গজ দূরে থাকতেই আমি একটা চীৎকার শুনলাম—"কুই!" সে সংকেতটা আমি আর বাবা জানতাম। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে দেখলাম, বাবা পুল-এর ধারে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে দেখে তিনি যেন খুবই বিস্মিত হলেন। চড়া গলায় জানতে চাইলেন সেখানে আমি কি করছি। কথার পৃষ্ঠে কথা হতে হতে চেঁচামেচি, প্রায় ঘুষোঘুষির উপক্রম। আমার বাবা বেশ একটু রগচটা লোক। যখন বুঝলাম তিনি রাগে জ্ঞান হারিয়ে ফেলছেন, আমি সেখান থেকে চলে গেলাম হেথার্লি ফার্মের দিকে। দেড়শ' গজও যাই নি। এমন সময় পিছন থেকে একটা বীভৎস চীৎকার কানে এল। দৌড়ে ফিরে গেলাম। দেখলাম, বাবা মৃতপ্রায় অবস্থায় মাটিতে পড়ে আছেন। মাথাটা সাংঘাতিকভাবে কেটে গেছে। বন্দুক ফেলে দিয়ে তাঁকে কোলে তুলে নিলাম। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মারা গেলেন। কয়েক মিনিট হাঁটু গেড়ে বসে রইলাম। তারপর সাহায্যের জন্য ছুটলাম মিঃ টার্নারের গৃহ-রক্ষকের কাছে, কারণ তার বাড়িটাই সবচাইতে কাছে। ফিরে এসে বাবার কাছে কাউকে দেখতে পাই নি, কি করে যে তিনি আঘাত পেলেন তাও জানি না। বাবা কিছুটা ঠাণ্ডা ও অপ্রীতিকর স্বভাবের মানুষ ছিলেন। ফলে তিনি খুব জনপ্রিয় ছিলেন। তবে আমি যতদূর জানি কোন শত্রুও তাঁর ছিল না। এছাড়া আর কিছু আমি জানি না।'

করোনারঃ মৃত্যুর আগে আপনার পিতা আপনাকে কিছু বলেছিলেন কি?

সাক্ষীঃ কয়েকটা ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথা তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়েছিল, কিন্তু আমি শুধু শুনতে পেয়েছিলাম যে তিনি একটা ইঁদুরের কথা বলছেন।

করোনারঃ তার থেকে আপনি কি বুঝলেন?

সাক্ষীঃ ওকথার কোন মানেই আমি বুঝি নি। আমি মনে করেছিলাম, তিনি প্রলাপ বকছেন।

করোনারঃ আপনি এবং আপনার বাবার মধ্যে ঝগড়াটা হয়েছিল কি নিয়ে?

সাক্ষীঃ আমি এ প্রশ্নের জবাব দিতে চাই না।

করোনারঃ আমার কিন্তু জবাব চাই।

সাক্ষীঃ সেকথা আপনাকে বলা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি সেকথার সঙ্গে পরবর্তী দুঃখজনক ঘটনার কোন সম্পর্ক নেই।

করোনারঃ সেটা আদালত স্থির করবেন। আপনাকে বলা নিষ্প্রয়োজন যে, আপনি যদি আমার প্রশ্নের জবাব দিতে অস্বীকার করেন তাহলে ভবিষ্যতে এ নিয়ে মামলা উঠলে কিন্তু আপনার ক্ষতি হবে।

সাক্ষীঃ তথাপি আমি অস্বীকার করছি।

করোনারঃ 'কুই' চীৎকারটি কি আপনার আর আপনার পিতার মধ্যে একটা সংকেতস্বরূপ?

সাক্ষীঃ হ্যাঁ।

করোনারঃ তাহলে আপনাকে দেখবার আগে, এমন কি আপনি যে ব্রিস্টল থেকে ফিরে এসেছেন সেকথা জানবার আগেই তিনি ওরকম শব্দ করলেন কেন?

সাক্ষী (যথেষ্ট অপ্রস্তুতভাবে)ঃ আমি জানি না।

জনৈক জুরিঃ চীৎকার শুনে ফিরে গিয়ে যখন আপনার পিতাকে মারাত্মক আহত অবস্থায় দেখতে পেলেন, তখন কি সন্দেহজনক কোন কিছুই আপনার চোখে পড়ে নি?

সাক্ষীঃ সঠিক কিছু পড়ে নি।

করোনারঃ আপনি কি বলতে চান?

সাক্ষীঃ ছুটতে ছুটতে খোলা জায়গায় এসে আমি এতই বিচলিত ও উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম যে বাবার কথা ছাড়া আর কিছুই আমি ভাবতে পারি নি। তবু

আমার যেন আবছা মনে পড়ছে যে, ছুটে এগিয়ে যাবার সময় আমার বাঁ দিকে মাটিতে একটা কিছু যেন পড়েছিল। মনে হল ধূসর রঙের একটা জিনিস, একটা কোটের মত, বা একটা চাদরও হতে পারে। বাবাকে ছেড়ে উঠে দাঁড়াবার পর কিন্তু সে জিনিসটা আর দেখতে পেলাম না।

—আপনি কি বলতে চান, আপনি সাহায্যের আশায় সেখান থেকে চলে যাবার আগেই সেটা উধাও হয়ে যায়?

—হ্যাঁ, তাই।

—সেটা ঠিক কি আপনি বলতে পারেন না?

—না। শুধু মনে হয়েছিল একটা কিছু ছিল।

—মৃতদেহ থেকে কতটা দূরে?

—গজ বারো, বা তারও কাছাকাছি।

—জঙ্গলের শেষ প্রান্ত থেকে কত দূর?

—ঐ রকমই।

—তাহলে সেটা সরিয়ে নেওয়া হয়ে থাকলে আপনি তার থেকে গজ বারো দূরে যখন ছিলেন তখনই নেওয়া হয়েছে, কি বলেন?

—হ্যাঁ। তবে আমি তখন সেদিকে পিছন দিয়ে ছিলাম।

সাক্ষীর জেরা এখানেই শেষ হয়েছে।

কাগজটার দিকে চোখ রেখেই আমি বললাম, 'দেখা যাচ্ছে শেষের দিকে মন্তব্যগুলিতে করোনার বেচারি ম্যাকার্থির প্রতি একটু কঠোরই হয়েছেন। তাকে না দেখেই তার বাবার তাকে সংকেত করা বা বাবার সঙ্গে কথা-কাটাকাটির বিস্তারিত বিবরণ দিতে অস্বীকৃত হওয়া এবং বাবার মৃত্যুকালীন কথার অদ্ভুত বিবরণ—সঙ্গত কারণেই করোনার এইসব অসংলগ্নতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এসবই ছেলের বিরুদ্ধেই যাচ্ছে।'

হোমস নিজের মনেই একটু হাসল। কুশন-চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বলল, 'তুমি এবং করোনার দুজনই দেখছি যুবকটির স্বপক্ষের জোরদার পয়েন্টগুলোই তুলে ধরতে চাইছ। তুমি কি বুঝতে পারছ না যে, তোমরা একবার তার প্রখর কল্পনাশক্তির প্রশংসা করছ, আবার পরক্ষণেই তার অভাবের কথা বলছ? কল্পনাশক্তির অভাব এই জন্য বলছি যে জুরির সহানুভূতি আকর্ষণ করতে পারে বাবার সঙ্গে ঝগড়ার এরূপ একটা উদ্ভাবন করতেও যেন সে অক্ষম। তাছাড়া মৃত্যুকালে ইঁদুরের কথার উল্লেখ এবং কাপড় উধাও হয়ে যাবার মত ঘটনা—এইসব তাজ্জব ব্যাপার যদি তারই মস্তিষ্কপ্রসূত হয়ে থাকে তাহলে কল্পনাশক্তির অভাব আছে বৈকি। না হে, আমি বরং কেস-টাকে এইদিক থেকে দেখতে চাই যেন যুবকটি যা কিছু বলেছে সবই সত্য। তারপর বিচার করতে হবে তার পরিণতি কি দাঁড়ায়। কিন্তু আপাতত এই আমার পেট্রার্কের পকেট-সংস্করণ। ঘটনাস্থলে পৌঁছবার আগে আর একটি কথাও আমি উচ্চারণ করব না। সুইন্ডন-এ লাঞ্চ দেবে। দেখছি আর কুড়ি মিনিটের মধ্যেই আমরা সেখানে পৌঁছে যাব।'

সুন্দর স্ট্রাউড উপত্যকার ভিতর দিয়ে, উজ্জ্বল প্রশস্ত সেভার্নের উপর দিয়ে চলতে চলতে অবশেষে বেলা প্রায় চারটে নাগাদ আমরা সুন্দর ছোট মফঃস্বল শহর রস-এ উপনীত হলাম। একটা শুকনো ভোঁদড়ের মত দেখতে ধূর্ত চেহারার লোক প্ল্যাটফর্মে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। গ্রাম্য পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াবার উপযুক্ত অতি সাধারণ পোশাকে সজ্জিত থাকলেও স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের লেস্ট্রেডকে চিনতে আমার কোন কষ্ট হয় নি। গাড়িতে চড়ে তার সঙ্গে আমরা ''হেরফোর্ড আর্মস''-এ হাজির হলাম। সেখানেই আমাদের জন্য একটা ঘর ভাড়া করে রাখা হয়েছিল।

চা খেতে খেতে লেস্ট্রেড বলল, 'গাড়ির ব্যবস্থা করেই রেখেছি। আপনার কাজের ঝোঁক তো আমি জানি, ঘটনাস্থলে উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত আপনি স্বস্তি পাবেন না।'

হোমস বলে উঠল, 'খুব ভাল কাজ করেছেন। আপনারই উপযুক্ত কাজ। তবে সবটাই তো বায়ুর চাপের ব্যাপার।'

লেস্ট্রেড চকিতে চোখ তুলে তাকাল। বলল, 'ঠিক বুঝলাম না।'

'বায়ুমান যন্ত্রটা কি বলে? দেখতে পাচ্ছি—ঊনত্রিশ। একটুও বাতাস নেই, আকাশে একবিন্দু মেঘ নেই। আমার কেস-ভর্তি সিগারেট আছে। সেগুলো শেষ করতে হবে। মফঃস্বলের হোটেলের তুলনায় সোফাটাও বেশ আরামদায়ক। কাজেই আজ রাতের মত গাড়িটা ব্যবহার করতে পারব বলে মনে হয় না।'

লেস্ট্রেড হো-হো করে হেসে উঠল। বলল, 'আপনি নিশ্চয়ই সংবাদপত্র পড়েই সিদ্ধান্ত করে ফেলেছেন। কেসটা একেবারে লাঠির মত সোজা। যতই এর ভিতরে ঢোকা যায় ততই সোজা হয়ে আসে। তবু—একজন মহিলার অনুরোধ তো আর এড়ানো যায় না। তিনি আপনার কথা শুনেছেন এবং আপনার অভিমত চান। আমি তাকে বার বার বলেছি, আমি যা করেছি তার বেশী কিছু আপনি

করতে পারবেন না। কিন্তু তিনি নাছোড়। আরে, কী আশ্চর্য! ঐ তো দরজায় তার গাড়ি এসে দাঁড়াল।'

তার কথা শেষ হবার আগেই একটি সুন্দরী তরুণী দ্রুত পায়ে ঘরে ঢুকল। জীবনে এত সুন্দরী স্ত্রীলোক আমি আর দেখি নি। বেগুনী চোখ দুটো চকচক করছে, ঠোঁট দুখানি উন্মুক্ত, দু গালে গোলাপী আভা। তীব্র উত্তেজনা ও উদ্বেগে স্বাভাবিক সংযমও বুঝি হারিয়ে ফেলেছে।

আমাদের সকলের উপর দৃষ্টি ফেলতে ফেলতে শেষ পর্যন্ত স্ত্রীলোকের তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির গুণে বন্ধুবরের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সে বলে উঠল, 'ওঃ মিঃ শার্লক হোমস! আপনি আসায় আমি যে কত খুশি হয়েছি। সেই কথাটা বলতেই আমি এতদূর এসেছি। আমি জানি, জেমস একাজ করে নি। আমি জানি, তাই আমি চাই এ-কথাটা জেনেই আপনি কাজ শুরু করুন। এবিষয়ে কোন সন্দেহ মনে রাখবেন না। ছেলেবেলা থেকে আমরা পরস্পরকে চিনি, ওর দোষ ত্রুটির কথাও আমি জানি ; কিন্তু একটা মাছিকেও ও আঘাত করতে পারে না, এমনই নরম ওর মন। যে ওকে সত্যই জানে এ অভিযোগ তার কাছে নিতান্তই অবাস্তব।'

শার্লক হোমস বলল, 'মিস টার্নার, আমি আশা করছি তাকে মুক্ত করতে পারব। আমার উপর এটুকু ভরসা রাখতে পারেন যে আমি সাধ্যমত চেষ্টা করব।'

'আপনি তো সাক্ষ্য-প্রমাণগুলো পড়েছেন। আপনি কি কোন সিদ্ধান্তে এসেছেন? কোন ছিদ্র, কোন ফাঁক কি দেখতে পাচ্ছেন না? আপনি নিজে কি মনে করেন না যে সে নির্দোষ?'

'সেইটেই সম্ভব বলে আমি মনে করি।'

মাথা হেলিয়ে উদ্ধত ভঙ্গীতে লেস্ট্রেডের দিকে তাকিয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল, 'হল তো! শুনতে পাচ্ছেন! উনি আমাকে আশা দিলেন।'

ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়ে লেস্ট্রেড বলল, 'আমার আশঙ্কা হচ্ছে আমার সহকর্মী বড় তাড়াতাড়ি তাঁর সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন।'

'কিন্তু তিনি ঠিকই করেছেন। ওঃ! আমি জানি তাঁর কথাই ঠিক। জেমস একাজ করে নি। আর বাবার সঙ্গে তার ঝগড়া? আমি নিশ্চিত জানি, করোনারের কাছে এবিষয়ে সে যে মুখ খোলে নি তার কারণ আমি এর সঙ্গে জড়িত।'

'কেমন করে?' হোমস প্রশ্ন করল।

'এখন কোন কথা লুকোবার সময় নয়। আমাকে নিয়ে জেমস আর তার বাবার মধ্যে অনেক মতপার্থক্য ছিল। মিঃ ম্যাকার্থি চেয়েছিলেন আমাদের বিয়ে হোক। জেমস আর আমি এতদিন ভাই-বোনের মত পরস্পরকে ভালবেসেছি। কিন্তু সে তো এখনও যুবক, জীবনের অতি সামান্যই দেখেছে, তাই—মানে, স্বভাবতই সেরকম কিছু করতে সে এখনও ইচ্ছুক নয়। কাজেই মাঝে মাঝে কথা-কাটাকাটি হত। আমি নিশ্চিত জানি, এটাও সেইরকমই একটা ঝগড়া।'

'আর তোমার বাবা?' হোমস জিজ্ঞাসা করল, 'তিনি কি এ বিয়ের পক্ষপাতী?'

'না, তিনি এর বিরুদ্ধে। মিঃ ম্যাকার্থি ছাড়া আর কেউ এর সপক্ষে নয়।' হোমস তীক্ষ্ণ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাতেই তার তরুণ তাজা মুখের উপর একটা চকিত আভা ছড়িয়ে পড়ল।

হোমস বলল, 'এই খবরের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। সকালে গেলে কি তোমার বাবার সঙ্গে দেখা হবে?'

'মনে হয় ডাক্তার অনুমতি দেবেন না।'

'ডাক্তার?'

'হ্যাঁ। আপনি শোনেন নি? বাবার শরীরটা কয়েক বছর ধরেই ভাল নয়। তার উপর এই ঘটনা তাঁকে একেবারে শেষ করে ফেলেছে। তিনি এখন শয্যাশায়ী। ডাঃ উইলোস বলছেন, তাঁর স্নায়ুমণ্ডলী একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। প্রথম জীবনে ভিক্টোরিয়াতে বাবাকে যারা চিনত তাদের মধ্যে একমাত্র মিঃ ম্যাকার্থিই জীবিত ছিলেন।'

'আচ্ছা! ভিক্টোরিয়া! খুব ভাল কথা।'

'সেখানকার খনিতে।'

'ঠিক, ঠিক। সোনার খনিতে—যেখানে মিঃ টার্নার অর্থ ও বিত্তের মালিক হন।'

'ঠিক বলেছেন।'

'ধন্যবাদ মিস টার্নার। আপনাকে পেয়ে আমার অনেক লাভ হল।'

'কোন সংবাদ পেলে আগামীকাল আমাকে জানাবেন। জেলে জেমসের সঙ্গে দেখা করতে আপনি নিশ্চয় যাবেন। যদি যান, তাকে অবশ্যই বলবেন যে আমি জানি সে নির্দোষ।'

'বলব, মিস টার্নার।'

'এবার আমাকে বাড়ি ফিরতে হবে। বাবা খুব অসুস্থ। আমি কাছে না থাকলে তাঁর চলে না। বিদায়। ঈশ্বর আপনার সহায় হোন।' দ্রুত পায়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে

গেল। আমরা শুনতে পেলাম, রাস্তায় তার গাড়ির চাকার ঘড়-ঘড় শব্দ দূরে মিলিয়ে গেল।

কয়েক মিনিট সকলেই চুপ। বেশ মর্যাদার সঙ্গে কথা বলল লেস্ট্রেড, 'হোমস, আপনার জন্য আমি লজ্জিত বোধ করছি। যেখানে নিরাশা অনিবার্য, সেখানে এরকম আশা-ভরসা কেন দিলেন? আমি কি বিগলিত-হৃদয় নই, কিন্তু আমিও বলছি—এটা নিষ্ঠুরতা।'

হোমস বলল, 'আমি মনে করি জেমস ম্যাকার্থিকে খালাস করবার পথ আমি পাব। জেলে তার সঙ্গে দেখা করবার কোন অনুমতি কি তুমি নিয়েছ?'

'হ্যাঁ। কিন্তু শুধু তোমার আর আমার।'

'তাহলে তো বাইরে যাবার ব্যাপারে আমার মতটা পাল্টাতে হল। ট্রেনে হারফোর্ড পৌঁছে আজ রাতেই তার সঙ্গে দেখা করবার মত সময় আছে কি?'

'যথেষ্ট।'

'তাহলে যাওয়া যাক। ওয়াটসন, তোমার হয়তো একা একা সময় কাটতে চাইবে না। তবে মাত্র ঘণ্টা কয়েকের জন্য আমি বাইরে যাচ্ছি।'

আমিও তাদের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে স্টেশন পর্যন্ত গেলাম। তারপর ছোট শহরের রাস্তায় রাস্তায় কিছুক্ষণ ঘুরে হোটেলে ফিরে গেলাম। সোফায় শুয়ে একখানা হলদে-মলাটের নভেলে মন দিলাম। যে গভীর রহস্যের মধ্যে আমরা পথ খুঁজে বেড়াচ্ছি তার তুলনায় বইয়ের গল্পের প্লটটা এতই সাদামাঠা যে আমার মন বারবারই উপন্যাস থেকে বাস্তবের দিকেই ঘুরে যেতে লাগল। শেষটায় বইটাকে মেঝেয় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সারাটা দিনের ঘটনায় মনোনিবেশ করলাম। যদি ধরে নেওয়া যায় যে, এই ভাগ্যহীন যুবকের কথাগুলিই সত্য, তাহলে তার বাবার কাছ থেকে চলে যাওয়া এবং তাঁর আর্তনাদ শুনে আবার জঙ্গলের কাছে ফিরে আসা, এর মধ্যবর্তী সময়ে কী এক নারকীয় ব্যাপার, কী অদৃষ্টপূর্ব অসাধারণ বিপদপাতই না ঘটে গেল? কী এক সাংঘাতিক নৃশংস ঘটনা। সেটা কি হতে পারে? আঘাতের প্রকৃতি থেকে আমার ডাক্তারী বুদ্ধি কি কিছু আবিষ্কার করতে পারে না? ঘণ্টা বাজিয়ে আঞ্চলিক সাপ্তাহিক পত্রিকাটা চেয়ে নিলাম। তাতে তদন্তের হুবহু বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। ডাক্তারের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাম করোটির পিছন দিকের তৃতীয় হাড়টি এবং পশ্চাৎ করোটির বাম অংশের অর্ধেকটা কোন ভোঁতা অস্ত্রের প্রচণ্ড আঘাতে চুরমার হয়ে গেছে। নিজের মাথার ঐ জায়গাগুলি লক্ষ্য করলাম। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে আঘাত করা হয়েছে পিছন দিক থেকে। সেটা অবশ্য আসামীর কিছুটা সপক্ষেই যায়। কারণ ঝগড়ার সময় তাকে বাবার মুখোমুখিই দেখা গিয়েছিল। অবশ্য, এভাবে বেশীদূর যাওয়া যায় না, কারণ আঘাত করবার ঠিক আগে বাবা হয়তো পিছন ফিরেছিলেন। যাই হোক, হোমসের দৃষ্টিটা এদিকে আকর্ষণ করতে হবে। তারপর আছে মৃত্যুকালে একটা ইঁদুরের উল্লেখ। তার মানে কি? প্রলাপ হতেই পারে না। আকস্মিক আঘাতে মরণাপন্ন লোক সাধারণত প্রলাপ বকে না। না, এটা নিশ্চয়ই তাঁর দুর্ঘটনাটা বোঝাবার একটা চেষ্টা। তিনি কি বোঝাতে চেয়েছিলেন? একটা সম্ভাবিত ব্যাখ্যার জন্য আমার মাথায় হাতুড়ি পিটতে লাগলাম। তারপর আছে ম্যাকার্থির দেখা ধূসর কাপড়ের ঘটনা। এটা যদি সত্য হয়, তাহলে নিশ্চয় খুনী পালাবার সময় তার পোশাকের একটা অংশ, সম্ভবত তার ওভারকোট ফেলে গিয়েছিল এবং দশ-বার পা দূরে ছেলেটি যখন তার দিকে পিছন ফিরে হাঁটুগেড়ে বসেছিল সেই মুহূর্তে সে ফিরে এসে সেটা নিয়ে চলে যায়। সমস্ত ব্যাপারটার রহস্য ও অবাস্তবতাই বোনা কী এক সূক্ষ্ম জাল! লেস্ট্রেডের মতামত শুনে আমি বিস্মিত হই নি। তথাপি শার্লক হোমসের অন্তর্দৃষ্টির উপর আমার বিশ্বাস এত বেশী যে যতক্ষণ পর্যন্ত প্রতিটি নতুন ঘটনা ম্যাকার্থির নির্দোষিতায় তাঁর দৃঢ় প্রত্যয়কে শক্তিশালী করে চলেছে ততক্ষণ আমি আশা ছাড়তে পারি না।

বেশ দেরী করে শার্লক হোমস ফিরল। সে একাই এল। লেস্ট্রেড শহরে তার বাসায় থেকে গেল।

বসতে বসতে সে মন্তব্য করল, বায়ুর চাপ এখনও বেশ উঁচু আছে। আমরা ঘটনাস্থলে যাবার আগে যাতে বৃষ্টি না হয় সেটা খুব দরকার। অথচ যে সূক্ষ্ম কাজে আমরা হাত দিয়েছি তার জন্য দেহ ও মন দুই-ই খুব সতেজ আর সজাগ থাকা দরকার। তাই দীর্ঘ পথযাত্রায় অক্লান্ত অবস্থায় সে কাজ করতে আমি চাই নি। ম্যাকার্থির সঙ্গে দেখা করে এলাম।'

'তার কাছ থেকে কিছু জানতে পারলে?'

'না।'

'কোন আলো সে দেখাতে পারল?'

'মোটেই না। একসময় মনে হল, কে একাজ করেছে তা জেনেও সে তাকে আড়াল করছে। কিন্তু এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে সকলের মত তারও মাথা গুলিয়ে গেছে। সে দেখতে সুন্দর, মনে হয় তার মনটাও ভাল, কিন্তু খুব তীক্ষ্ণধী নয়।'

আমি বললাম, 'মিস টার্নারের মত একটি রমণীয়

www.boiRboi.net

রমণীর সঙ্গে বিয়েতে সে অসম্মত ছিল একথা যদি সত্য হয় তাহলে কিন্তু আমি তার রুচির প্রশংসা করতে পারি না।'

'আহারে! সেখানেই তো ঝুলে রয়েছে একটি বেদনাতুর কাহিনী। এই ছেলেটি ওর প্রেমে উন্মাদ। কিন্তু বছর দুই আগে, যখন সে একেবারে ছেলেমানুষ ছিল এবং মেয়েটিকে ভাল করে জানত না, কারণ সে বছরখানেক বাইরে একটা বোর্ডিং-স্কুলে ছিল। তখন হাঁদারামটা ব্রিস্টলের এক পাঠশালার পরিচারিকার খপ্পরে পড়ে তাকে রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করে। সেকথা কেউ জানে না। এরপর যেকাজ করবার জন্য দরকার হলে সে তার চোখ দুটোও দিতে পারে অথচ যেকাজ করা তার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব বলে সে নিজে জানে, সেই কাজ না করবার জন্য যখন তাকে ভর্ৎসনা করা হয় তখন তার কি রকম উন্মত্তের মত অবস্থা হয় তা নিশ্চয় তুমি কল্পনা করতে পার। শেষ দেখার সময় বাবা যখন তাকে মিস টার্নারের কাছে বিয়ের প্রস্তাব করতে তাড়না করছিলেন তখনই ঐ ধরনের উন্মাদনার বশেই সে আকাশে হাত ছুঁড়ে বাবাকে শাসিয়েছিল। অপরদিকে, তার নিজের কোন আয়-উপার্জন নেই। বাবা খুব কড়া ধাতের লোক। প্রকৃত সত্য জানতে পারলে তিনি ছেলেকে একেবারে পথে বসাবেন। ব্রিস্টলে এই পরিচারিকা স্ত্রীর সঙ্গেই সে বিগত তিনটি দিন কাটিয়ে এসেছে, সেকথা বাবা জানতেন না। এই পয়েণ্টটা লক্ষ্য কর। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। যাহোক, অশুভ থেকে শুভের আবির্ভাব হয়েছে। সেই পরিচারিকা যখন কাগজ পড়ে জানতে পারল যে ছেলেটি ভয়ানক বিপদে পড়েছে এবং তার ফাঁসিও হতে পারে, তখন তাকে চিঠি লিখে জানিয়েছি যে, বারমুডা ডকইয়ার্ডে তার স্বামী আছে, কাজেই তাদের দু'জনের মধ্যে সত্যিকারের কোন বন্ধন নেই। মেয়েটি তাকে মুক্তি দিয়েছে। আমার মনে হয়, অনেক দুঃখের মধ্যেও এই সংবাদটি পেয়ে ম্যাকার্থি কিছুটা সান্ত্বনা লাভ করেছে।

'সে যদি নির্দোষ, তাহলে একাজ করল কে?'

'হ্যাঁ, কে? বিশেষ করে দুটো পয়েণ্টের প্রতি তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। একটি হল—পুল-এর কাছে কারও সঙ্গে নিহত লোকটির দেখা করবার কথা ছিল, আর সে লোকটি নিশ্চয় তার ছেলে নয়, কারণ ছেলে তখন বাইরে এবং সে কবে ফিরবে তা তিনি জানতেন না। দ্বিতীয়টি হল, ছেলের ফিরবার খবর জানবার আগেই নিহত লোকটিকে "কুই" বলে চীৎকার করতে শোনা গিয়েছিল। এই দুটি চূড়ান্ত বিষয়ের উপরেই কেসটির ফলাফল নির্ভর করছে। এস, এবার জর্জ মেরেডিথকে নিয়ে আলোচনা করা যাক। বাকি ছোটখাটো ব্যাপারগুলো আগামীকালের জন্য তোলা থাক।'

হোমসের পূর্বাভাষমতই কোন বৃষ্টি হল না। সকালটা উজ্জ্বল এবং নির্মেঘ। বেলা ন'টার সময় লেস্ট্রেড গাড়ি নিয়ে এল। আমরাও হেথার্লি ফার্ম এবং বস্‌কোম্ব পুল-এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম।

লেস্ট্রেড বলল, 'আজ সকালের একটা গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ আছে। শুনলাম হল-এর মিঃ টার্নার এত অসুস্থ যে তাঁর জীবনসংশয়।'

হোমস বলল, 'বেশ বয়স্ক লোক নিশ্চয়?'

'প্রায় ষাট। বাইরে থাকা কালেই তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে যায়। কিছুদিন থেকেই শরীর খারাপ যাচ্ছিল। এই ঘটনায় আরও আঘাত পেয়েছেন। তিনি ছিলেন ম্যাকার্থির পুরনো বন্ধু। তাছাড়া মস্ত বড় উপকারীও। জানতে পেরেছি, হেথার্লি ফার্মটি তিনি বিনা ভাড়ায় তাকে দিয়েছিলেন।'

'বটে! খুব ইণ্টারেস্টিং তো।' হোমস বলে উঠল।

'তা তো বটেই। আরও নানাভাবে তিনি তাকে সাহায্য করেছেন। এ অঞ্চলের সকলেই তাঁর দয়ার কথা বলাবলি করে।'

সত্যি! আচ্ছা। এটা কি তোমার কাছে একটু বিচিত্র বলে মনে হয় না যে এই ম্যাকার্থি যার নিজের বলতে কিছুই নেই, টার্নার পরিবারের কাছে যার এতটা বাধ্যবাধকতা, সে টার্নারের মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ের কথা বলছে। আর তাও বলছে এমন নিশ্চিতভাবে যেন প্রস্তাবটা করলেই সবকিছু আপ্‌সে হয়ে যাবে। এটা আরও বিস্ময়কর এইজন্যে যে এ বিয়েতে স্বয়ং টার্নারের মত ছিল না। একথা তাঁর মেয়েই আমাদের বলেছে। এর থেকে কি তুমি কিছু অনুমান করতে পার না?'

আমার দিকে চোখ টিপে লেস্ট্রেড বলল, 'অনুমানাদি সবই তো পাওয়া গেছে হোমস, ঘটনাকে নিয়েই হয়েছে বিপদ।'

একটু ইতস্তত করে হোমস বলল, 'ঠিক বলেছ। সত্যি, ঘটনাকে নিয়েই তুমি বিপদে পড়েছ।'

স্ফূর্তির সঙ্গে লেস্ট্রেড বলল, আমি কিন্তু এমন একটা ঘটনাকে মুঠোর মধ্যে পেয়েছি যেটা তুমি ধরতে পার নি।'

'সেটা কি?'

'সেটা এই—সিনিয়র ম্যাকার্থির মৃত্যু হয়েছে জুনিয়র ম্যাকার্থির হাতে, এবং এর বিপরীত সব মতবাদই নিছক

মরীচিকামাত্র।'

হোমস হেসে উঠল। বলল, 'দেখ, কুয়াসা অপেক্ষা মরীচিকার আলোও উজ্জ্বলতর। কিন্তু আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে তাহলে আমাদের বাঁদিকেই বোধহয় হেথার্লি ফার্ম।'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

সুদৃশ্য চওড়া একটা দোতলা বাড়ি। স্লেটের ছাদ। ধূসর দেওয়ালের গায়ে লিচেন-পাতার হল্‌দে অলংকরণ। দরজা বন্ধ। চিমনি ধোঁয়াহীন। মনে হয়, বুঝি এই ভয়ংকর ঘটনার বোঝা এখনও এ বাড়ির উপরে চেপে আছে। পৌঁছবার পরে হোমসের অনুরোধে পরিচারিকা দু'জোড়া জুতো তাঁকে দেখাল,—মৃত্যুর সময়ে তার মালিক যে বুট পড়েছিল সেই জোড়া আর ছেলের বুট এক জোড়া। অবশ্য ঘটনার সময় ছেলে যে বুট পড়েছিল সে জোড়া নয়। সাত-আটটা বিভিন্ন দিক থেকে বুটগুলোর মাপ নিয়ে হোমস বাড়ির বাইরের উঠোনে যেতে চাইল। সেখান থেকে বস্‌-কোম্ব পুল যাবার ঘোরানো পথটা ধরে সবাই এগিয়ে চললাম।

এরকম পরিস্থিতি দেখা দিলেই শার্লক হোমস সহসা একেবারে বদলে যায়। বেকার স্ট্রীটের শান্ত চিন্তাশীল যুক্তিবিদকেই শুধু যারা চেনে এ সময়ে তারা তাকে চিনতেই পারবে না। সারা মুখ আরক্ত। ভ্রূযুগল দুটো কঠিন কালো রেখায় খাড়া হয়ে উঠেছে। তার ভিতর থেকে দুটো চোখ যেন ইস্পাতের মত ঝক্‌ঝক্‌ করছে। মাথা নুয়ে পড়েছে, ঘাড় ঝুঁকে পড়েছে, ঠোঁট দুটি চাপা, লম্বা পেশল গলায় শিরাগুলো ফুলে উঠেছে চাবুকের ছড়ের মত। শিকারকে তাড়া করবার জৈবিক তাড়নায় নাসারন্ধ্র দ্রুত স্ফুরিত হচ্ছে। আর তার সারা মন একটি লক্ষ্যে স্থিরনিবদ্ধ। কেউ কোন কথা বললে বা প্রশ্ন করলে তাঁর কানেই ঢুকছে না। আর ঢুকলেও জবাবে সে অধৈর্যভাবে খেঁকিয়ে উঠছে। নিঃশব্দে সে এগিয়ে চলেছে দ্রুত পায়ে। মাঠ পেরিয়ে জঙ্গলের পাশ দিয়ে পৌঁছলাম বস্‌কোম্ব পুল-এ। একটা স্যাঁতসেতে জলা জায়গা। পথের উপরে এবং দুদিকের ঘাসের বুকে অনেক পায়ের দাগ। হোমস কখনও দ্রুত ছুটছে, কখনও দাঁড়িয়ে পড়ছে, একবার মাঠময় একটা চক্কর দিয়েই এল। লেস্ট্রেড ও আমি তার পিছন পিছনই আছি। গোয়েন্দাপ্রবর নিস্পৃহ ও বিরক্ত। কিন্তু আমি বন্ধুর উপর লক্ষ্য রেখেছি গভীর আগ্রহ নিয়ে। আমি যে জানি, তার প্রতিটি কাজ সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে বাঁধা।

বস্‌কোম্ব পুল আড়াআড়িভাবে প্রায় পঞ্চাশ গজ চওড়া একটা নলবনে ঘেরা জলাশয়। একদিকে হেথার্লি ফার্ম, অন্য দিকে বিত্তবান মিঃ টার্নারের প্রাইভেট পার্ক—এই দুইয়ের সীমান্তে অবস্থিত। অপর প্রান্তবর্তী জঙ্গলের উপর দিয়ে ধনী জমিদারের বাসভবনের লাল চূড়াগুলো আমাদের চোখে পড়ল। পুল-এর হেথার্লি'র দিকে জঙ্গল বেশ ঘন ; জঙ্গলের শেষ প্রান্ত আর হ্রদের নলবনের মাঝখানে বিশ পা চওড়া একটা ঘাসে ঢাকা জমি আগাগোড়া বিছানো রয়েছে। ঠিক যেস্থানে মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল সেটা লেস্ট্রেড আমাদের দেখাল। সেখানকার মাটি এতই ভিজে যে আঘাতের পরে লোকটি যেখানে পড়ে গিয়েছিলেন তার দাগ তখনও স্পষ্ট দেখতে পেলাম। হোমসের উদ্দীপ্ত মুখ আর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেখে মনে হচ্ছিল, পদদলিত ঘাসের বুকে আরও অনেক কিছু দেখবার আছে। গন্ধ-পাওয়া কুকুরের মত সে চারদিকে ছুটতে লাগল। তারপর আমার সঙ্গীকে বলে উঠল, 'তুমি জলে নেমেছ কেন?'

'এই দাঁতওয়ালা লাঠিটা দিয়ে খুঁজে দেখছি, কোন অস্ত্র বা অন্য কিছু পাওয়া যায় কি না।'

'আরে থাম, থাম। সময় বড় কম। তোমার বাঁ পাটা যে একেবারে ঠিক সেই জায়গাতেই ফেলেছ। একটা ছুঁচোরও চোখে পড়ত, কিন্তু ঐ তো নলবনের মধ্যে হারিয়ে গেল। ইস, ওরা সব মোষের মত দল বেঁধে এসে সব ঘোলা করবার আগে যদি আমি এখানে আসতে পারতাম তাহলে সমস্ত ব্যাপারটা কত সহজই না হত। কেয়ার-টেকারকে সঙ্গে করে সবাই এখানে এসে মৃতদেহের চার দিককার ছ' থেকে আট ফুট জায়গার সব পায়ের ছাপ চাপা দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এখানে দেখছি একই পায়ের তিনটে আলাদা আলাদা ছাপ রয়েছে।' পকেট থেকে লেন্স বের করে ভাল করে দেখবার জন্য হোমস ওয়াটার প্রুফের উপর শুয়ে পড়ল। 'এগুলো ছোট ম্যাকার্থির পায়ের দাগ।' দু'বার সে হেঁটে গেছে, আর একবার দ্রুত দৌড়ে গেছে, তাই পায়ের পাতার দাগ কেটে বসেছে, কিন্তু গোড়ালির দাগ প্রায় চোখেই পড়ছে না। এর থেকে তার কাহিনীই প্রমাণিত হয়। বাবাকে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখেই সে দৌড়ে গিয়েছিল। আর এগুলো বাবার পায়ের দাগ,—তিনি এদিক-ওদিক পায়চারি করছিলেন। তাহলে—এটা কি? ছেলে যখন বাবার কথা শুনতে দাঁড়িয়েছিল, এটা তখনকার বন্দুকের কুঁদোর দাগ। আর এটা? হা—হা। এগুলো কি দেখছি? জুতোর ডগা—জুতোর ডগা। আবার চৌকো। সাধারণ বুট নয়। দাগগুলো আসছে, যাচ্ছে, আবার আসছে—নিশ্চয় ক্লোকের জন্য।

কিন্তু কোন্ দিক থেকে এসেছিল? সে এদিক ওদিক ছুটতে লাগল। কখনও পায়ের ছাপ হারিয়ে যায়, আবার দেখা যায়। এগোতে এগোতে সকলে হাজির হলাম জঙ্গলের প্রান্তে, একটা প্রকাণ্ড বীচ-গাছের ছায়ায়। এখানকার সব চাইতে বড় গাছ। পথ দেখতে দেখতে একেবারে শেষটায় পৌঁছে একটা খুশির শব্দ করে হোমস সেখানেই শুয়ে পড়ল। অনেকক্ষণ সেইভাবে থাকল। শুকনো ডাল-পাতা উল্টে দেখছে, খানিকটা ধুলোর মত জিনিস খামে ভরে নিল, লেন্স দিয়ে মাটি পরীক্ষা করল। এমন কি যতদূর হাত যায় গাছের বাকলও ঐ একইভাবে পরীক্ষা করল। শ্যাওলার মধ্যে একটুকরো খাঁজ-কাটা পাথর পড়েছিল। ভাল করে পরীক্ষা করে সেটাও রেখে দিল। তারপর একটা পথ ধরে জঙ্গল পার হয়ে বড় রাস্তায় পড়ল। সেখানে আর পায়ের কোন ছাপ দেখা গেল না।

এতক্ষণে সে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল। বলল, খুবই ইণ্টারেস্টিং কেস। ডান দিকে ওই ধূসর রঙের বাড়িটাই বোধহয় কেয়ার-টেকারের বাসস্থান। আমি একবার ওখানে যাব, মোরানের সঙ্গে কথা বলব, এবং হয় তো একটা চিরকুটও লিখব। তারপর ফিরে যাব লাঞ্চ-এ। তোমরা হাঁটতে হাঁটতে গাড়ির দিকে এগোও। আমি এলাম বলে।'

www.boiRboi.net

দশ মিনিটের মধ্যেই আমরা গাড়ির কাছে পৌঁছে গেলাম। পৌঁছলাম রস-এ। জঙ্গলের মধ্যে কুড়িয়ে পাওয়া পাথরটা তখনও হোমসের হাতে।

পাথরটা দেখিয়ে বলে উঠল, 'লেস্ট্রেড, এটা দেখ তো। এটা দিয়েই খুন করা হয়েছে।'

'আর কোন চিহ্নই তো দেখছি না।'

'চিহ্ন নেই।'

'তাহলে বুঝলে কি করে?'

'এটার নীচে সবে ঘাস গজাতে শুরু করেছিল। তার মানে মাত্র দিনকয়েক আগেই পাথরটাকে ওখানে ফেলা হয়েছিল। কোথা থেকে ওটাকে আনা হয়েছিল তার কোন হদিস নেই। তবে মৃতের আঘাতের সঙ্গে এটার আকারের মিল আছে। আর কোন অস্ত্রের চিহ্ন পাওয়া যায় নি।'

'তাহলে খুনী কে?'

'একজন দীর্ঘকায় ব্যক্তি, ন্যাটা, ডান পা খুঁড়িয়ে হাঁটে, পুরু সোলের শিকারী-বুট ও ধূসর রঙের ক্লোক পরে, ভারতীয় সিগার খায়, সিগার-হোল্ডার ব্যবহার করে, আর পকেটে একটা পেন্সিল-কাটা ভোঁতা ছুরি রাখে। আরও কিছু নিদর্শন আছে, তবে আমাদের তদন্তের পক্ষে এই-গুলিই যথেষ্ট হবে বলে মনে হয়।'

লেস্ট্রেড হেসে উঠল, 'আমার কিন্তু সন্দেহ গেল না। তোমার ব্যাখ্যা ভালই হয়েছে, তবে আমাদের কিন্তু সামাল দিতে হবে একদল পাকা বৃটিশ জুরীকে।'

হোমস শান্ত গলায় বলল, 'সে দেখা যাবে। তুমি তোমার পথে চল, আমি আমার পথে। বিকেলটা আমি ব্যস্ত থাকব। আর সম্ভবত সন্ধ্যার ট্রেনেই লণ্ডনে ফিরে যাব।'

'কেসটা অসমাপ্ত রেখে যাবে?'

'না, শেষ করেই যাব।'

'আর রহস্যটা?'

'সমাধান হয়ে গেছে।'

'অপরাধী কে?'

'যে ভদ্রলোকের বিবরণ দিলাম।'

'কিন্তু তিনি কে?'

'তাকে খুঁজে বের করা নিশ্চয় শক্ত হবে না। অঞ্চলটা জনবহুল নয়।'

লেস্ট্রেড ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'আমি কাজের লোক। একজন ন্যাটা খোঁড়া ভদ্রলোকের খোঁজে আমি সারা মুল্লুক চুঁ মেরে বেড়াতে পারব না। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে।'

হোমস শান্তস্বরে বলল, 'ঠিক আছে। তোমাকে একটা চান্স দিলাম। রইল তোমার বাসা। বিদায়। যাবার আগে তোমাকে একছত্র লিখে জানাব।'

লেস্ট্রেডকে রেখে আমরা হোটেলে ফিরে গেলাম। সেখানে লাঞ্চ প্রস্তুত। হোমস নিশ্চুপ। চিন্তামগ্ন। মুখের উপর একটা বিষণ্ণ ছায়া, যেন বড়ই অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়েছে।

খাওয়া শেষ করে বলল, 'ওয়াটসন, এই চেয়ারে বস। তোমাকে কিছু শোনাতে চাই। কি যে করব ঠিক বুঝতে পারছি না। তোমার পরামর্শ চাই। একটা সিগার ধরাও। আমি বলতে শুরু করি।'

'আরম্ভ কর।'

'দেখ, এই কেসের ব্যাপারে ছোট ম্যাকার্থির বিবরণীর দুটো পয়েণ্ট আমাদের দুজনকেই সঙ্গে সঙ্গে ধাপ্পা দিয়েছে—আমাকে তার সপক্ষে, আর তোমাকে তার বিপক্ষে। একটা হল, তার বাবা তাকে দেখবার আগেই ''কুই!'' বলে চেঁচিয়ে উঠল কেমন করে। অপরটি, মৃত্যুকালে তাঁর মুখে ইঁদুরের উল্লেখ। বুঝে দেখ, ভাঙ্গা ভাঙ্গা ভাবে তিনি কয়েকটি কথাই বলেছিলেন, কিন্তু ছেলের কানে ঐ কথাটি ছাড়া আর কিছু ঢোকে নি। এই দুটি পয়েণ্ট

থেকেই আমাদের গবেষণা শুরু করা যাক। আমরা কিন্তু ধরে নিচ্ছি, ছেলের কথা সর্বৈব সত্য।'

'তাহলে এই "ক্যুই"-র ব্যাপারটা কি?'

'এটা খুবই স্পষ্ট যে এটা ছেলের জন্য করা হয় নি। তাঁর জ্ঞানমতে ছেলে তখন রিস্টলে। ঘটনাক্রমেই সে ওখানে হাজির হয়েছিল। ঐ "ক্যুই!" নিশ্চয়ই তার উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল, আগে থেকেই যার সঙ্গে তাঁর দেখা করবার কথা ছিল। "ক্যুই" সম্পূর্ণভাবে একটি অস্ট্রেলিয় ডাক, অস্ট্রেলিয়দের মধ্যে ও ডাকটা প্রচলিত। কাজেই অনুমান করা চলে যে, ম্যাকার্থি যার সঙ্গে দেখা করতে বস্‌কোম্ব পুল-এ এসেছিলেন তিনিও একসময় অস্ট্রেলিয়ায় ছিলেন।'

'আর ইঁদুরের ব্যাপারটা?'

পকেট থেকে একটুকরো ভাঁজ করা কাগজ বের করে শার্লক হোমস সেটা টেবিলের উপর মেলে ধরল। বলল, 'এখানা' 'ভিক্টোরিয়া' উপনিবেশের মানচিত্র। এটা পাঠাবার জন্য কাল রাতেই আমি রিস্টলে তার করে দিয়েছিলাম।' মানচিত্রের এক অংশ হাত দিয়ে টিপে ধরে সে প্রশ্ন করল, 'কি পড়তে পারছ?'

আমি পড়লাম, ARAT,

সে হাতটা সরিয়ে নিল। 'আর এখন?'

'BALLARAT.'

'ঠিক আছে। তিনি এই শব্দটাই উচ্চারণ করেছিলেন, তবে ছেলের কানে গিয়েছিল শুধু শেষ শব্দাংশ—ARAT মানে একটি ইঁদুর। তিনি বলতে চেষ্টা করেছিলেন খুনীর নাম। বাল্লারাট অমুক—চন্দ্র—অমুক।'

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'আশ্চর্য!'

'কিন্তু খুবই পরিষ্কার। তাহলে কিন্তু আমাদের অনুসন্ধানের ক্ষেত্র খুবই ছোট হয়ে এল। ধূসর রঙের পোশাক হচ্ছে তৃতীয় পয়েন্ট। ছেলের বক্তব্য যদি মেনে নেওয়া হয়, তাহলে সেটাই ঠিক। এবার কিন্তু আমরা অস্পষ্টতা থেকে স্পষ্টতার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হচ্ছি—বাল্লারাট থেকে আগত কোন অস্ট্রেলিয়, পরিধানে ধূসর ক্লোক।'

'ঠিক।'

'তিনি নিশ্চয়ই এমন কেউ যিনি এ অঞ্চলেরই লোক। পুল-এ যাওয়া যায় হয় ফার্ম-এর পথে, আর না হয় জমিদারীর পথে। কোন বিদেশীর পক্ষে ওখানে বেড়াতে আসার সম্ভাবনা খুবই কম।'

'ঠিক বলেছ।'

'এবার আজকের অভিযানের কথায় যাওয়া যাক। ওখানকার জমি পরীক্ষা করে অপরাধীর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কিছু তুচ্ছ বিবরণ আমি ঐ মোটাবুদ্ধির লেস্ট্রেডকে দিয়েছিলাম।'

'কিন্তু তুমি সেসব পেলে কেমন করে?'

'আমার পদ্ধতি তুমি জান। তুচ্ছ ব্যাপার পর্যবেক্ষণের উপরেই তার ভিত্তি।'

'পদক্ষেপের দৈর্ঘ্য থেকে তার উচ্চতার একটা মোটামুটি ধারণা হয়তো করতে পেরেছ। পায়ের ছাপ থেকেও হয়তো বুটের কথাটা বলা যায়।'

'হ্যাঁ বুটগুলো যে একটু বিশেষ রকমের।'

'কিন্তু খোঁড়ার ব্যাপারটা?'

'বাঁ পায়ের তুলনায় ডান পায়ের ছাপটা আগাগোড়াই অস্পষ্ট। ঐ পাথরের উপর তিনি কম ভর দিয়েছেন। কেন? নিশ্চয় খুঁড়িয়ে হাঁটেন—তিনি খোঁড়া।'

'আর তার ন্যাটা হওয়াটা?'

'তদন্তকালে সার্জন আঘাতের যে বিবরণ দিয়েছেন সেটা তো তোমার মনকেও নাড়া দিয়েছে। ঠিক পিছন থেকেই আঘাত করা হয়েছিল, আর করা হয়েছিল বাঁ দিকে। ন্যাটা লোক ছাড়া এরকমটা অন্য কেউ করবে কেন? বাবা আর ছেলের যখন দেখা হয় তখন ওই গাছের আড়ালে তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি তখন ধূমপানও করেছেন। সিগারের ছাই আমি সেখানে পেয়েছি, আর তামাকের ছাই সম্বন্ধে আমার বিশেষ জ্ঞানই বলে দিয়েছে সেটা ভারতীয় সিগার। তুমি তো জান, এবিষয়ে আমি কিছুটা পড়াশুনা করেছি এবং ১৪০টি ভিন্ন ধরনের পাইপ, সিগার ও সিগারেট—তামাকের উপর একটি ছোট প্রবন্ধ লিখেছি। ছাই পেয়েই চারদিকে খুঁজতে লাগলাম এবং শ্যাওলার মধ্যে তার ছুঁড়ে দেওয়া সিগারের টুকরোটাও পেয়ে গেলাম। একটা ভারতীয় সিগার যেটা রোটরডামে পাকানো হয়ে থাকে।'

'আর সিগার হোল্ডার?'

'দেখেই বুঝলাম শেষ টুকরোটা মুখে দেওয়া হয় নি। কাজেই তিনি হোল্ডার ব্যবহার করেন। সিগারের মুখটা দাঁতে না ছিঁড়ে কাটা হয়েছে, কিন্তু পরিষ্কারভাবে কাটা নয়। সুতরাং অনুমান হল, ভোঁতা পেন্সিল-কাটা ছুরি।'

আমি বললাম, 'হোমস, লোকটিকে ঘিরে যে জাল তুমি ফেলেছ তা থেকে পালাবার কোন পথ নেই। সেই সঙ্গে আর একটা নির্দোষ মানুষের জীবন তুমি এমনভাবে বাঁচিয়েছ যেন নিজ হাতে তার ফাঁসির দড়িটাই কেটে দিয়েছ। এ সবকিছুর গতি যে কোন্ দিকে আমি ঠিক

ধরতে পারছি। তাহলে অপরাধী হচ্ছেন—'

'মিঃ জন টার্নার', বসবার ঘরের দরজা খুলে একজন আগন্তুককে পথ দেখিয়ে দিয়ে হোটেলের ওয়েটার বলে উঠল।

যিনি ঘরে ঢুকলেন মনে দাগ কাটবার মতই চেহারা তাঁর। ধীর গতি, খুঁড়িয়ে চলা, নুয়ে পড়া ঘাড়—সবকিছু-তেই বার্ধক্যের লক্ষণ। কিন্তু তাঁর শক্ত সুসজ্জিত পাথরের মত দেহ আর মোটা-হাত-পা দেখলে মনে হয় একদা তিনি দেহে ও মনে প্রভূত শক্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁর জট-পাকানো দাড়ি, ছাই-রঙা চুল আর ঝুলে-পড়া ভ্রূযুগল চেহারায় এনে দিয়েছে মর্যাদা ও ক্ষমতার ছাপ। অথচ তাঁর মুখখানা ছাইয়ের মত সাদা, ঠোঁট ও নাসারন্ধ্রে নীলের ছোপ। একনজর দেখেই বুঝতে পারলাম, কোন পুরাতন মারাত্মক রোগের কবলে তিনি পড়েছেন।

হোমস সাদরে বলল, 'দয়া করে এই সোফায় বসুন। আমার চিঠি পেয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ, কেয়ার-টেকারই এনে দিয়েছিল। আপনি লিখে-ছেন, কেলেঙ্কারি এড়াবার জন্যই আপনি এখানে আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন।'

'আমার মনে হয়েছিল, ''হল''-এ গেলে লোকে নানা কথা বলত।'

www.boiRboi.net

'আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন কেন?' লোকটি বোকা দৃষ্টিতে আমার সঙ্গীর দিকে তাকালেন। তাঁর দুই চোখে নিরাশার ছায়া। মনে হল, প্রশ্নের জবাব যেন তিনি আগেই পেয়ে গেছেন।

কথার জবাব না দিয়ে, হোমস যেন তাঁর দৃষ্টিরই জবাবে বলল, 'হ্যাঁ, ঠিক তাই। ম্যাকার্থির ব্যাপারটা আমি সব জানি।'

বৃদ্ধ লোকটি দুই হাতে মুখ ঢাকলেন। চীৎকার করে বললেন, 'ঈশ্বর আমার সহায় হোন। কিন্তু যুবকটির কোন ক্ষতি হতে আমি দিতাম না। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, দায়রা বিচারে মামলা তার বিরুদ্ধে গেলে সব কথা আমি খুলে বলব।'

হোমস গম্ভীর গলায় বলল, 'আপনার কথা শুনে খুশি হলাম।'

'এখনই সব কথা খুলে বলতাম, শুধু আমার মেয়েটির জন্য পারছি না। আমি গ্রেপ্তার হয়েছি শুনলে ওর মন ভেঙে যাবে—ওর মন ভেঙে যাবে।'

'সেরকমটা নাও ঘটতে পারে।' হোমস বলল।

'কী!'

'আমি সরকারী গোয়েন্দা নই। শুনেছি, আপনার কন্যাই এখানে আমার উপস্থিতি চেয়েছিল। কাজেই তার স্বার্থেই আমি কাজ করছি। যেমন করেই হোক ছোট ম্যাকার্থিকে বাঁচাতেই হবে।'

বৃদ্ধ টার্নার বললেন, 'আমি মৃত্যুপথের পথিক। অনেক বছর ধরে বহুমূত্ররোগে ভুগছি। ডাক্তার বলেছেন, আর একমাসও বাঁচব কিনা সন্দেহ। তথাপি আমার বাড়িতেই আমি মরতে চাই, জেলে নয়।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে হোমস একবাণ্ডিল কাগজ ও কলম নিয়ে টেবিলে গিয়ে বসল। বলল, 'যা সত্য আমাদের বলুন। সব আমি লিখে নিচ্ছি। আপনি তাতে স্বাক্ষর করুন, ওয়াটসন সাক্ষী থাকুক। ব্যাস। ছোট ম্যাকার্থিকে বাঁচাতে শেষ পর্যন্ত প্রয়োজন হলে তবেই আপনার স্বীকা-রোক্তি আমি পেশ করব। আপনাকে আমি কথা দিচ্ছি, একান্ত প্রয়োজন না হলে এটা ব্যবহার করব না।'

বৃদ্ধ বললেন, 'তাই হোক। দায়রা বিচার পর্যন্ত বাঁচব কিনা কে জানে। কাজেই এ অবস্থায় আমার বেশী কিছু আসে যায় না। এলিস যেন মর্মাহত না হয় সেইটে শুধু আমার ইচ্ছা। এবার সবকিছু খুলে বলছি। কার্যত অনেক সময় লাগলেও মুখে বলতে বেশী সময় লাগবে না।

'মৃত ম্যাকার্থিকে আপনারা চেনেন না। সে একটা শয়তানের অবতার। আমি বলছি, এরকম লোকের হাত থেকে ঈশ্বর আপনাদের দূরে রাখুন। কুড়ি বছর ধরে সে আমাকে কব্জা করে রেখেছিল। আমার জীবনটাই সে নষ্ট করে দিয়েছে। কেমন করে আমি তার মুঠোয় গিয়ে পড়-লাম সেই কথাটাই আগে বলছি।

'ষাট দশকের গোড়ার দিকে খনি অঞ্চলের কথা। আমার তখন অল্প বয়স, রক্ত গরম, বেপরোয়া স্বভাব, সবকিছু করতে প্রস্তুত। খারাপ দলে ঢুকে পড়লাম, মদ ধরলাম, কিন্তু কপাল ফিরল না। তখন অন্ধকারের পথ ধরলাম, এককথায় ডাকাত হয়ে উঠলাম। দলে ছিলাম ছ'জন। উচ্ছৃংখল বেপরোয়া জীবন। কখনও একটা স্টেশনে হানা দিতাম কখনও বা মাঝপথে থামিয়ে দিতাম খনিযাত্রী বোঝাই মালগাড়ি। তখন আমার নাম ছিল বাল্লারাটের কালো জ্যাক। আমাদের দলকে এখনও উপনিবেশের লোকেরা স্মরণ করে ''বাল্লারাট গ্যাঙ'' বলে।

'একদিন একটা সোনার চালান যাচ্ছিল বাল্লারাট থেকে মেলবোর্ন। আমরা ওৎ পেতেই ছিলাম, আক্রমণ করলাম। গাড়ির পাহারায় ছিল ছ'জন অশ্বারোহী সৈনিক। আমরাও দলে ছ'জন। বেশ সমানে সমানে। কিন্তু প্রথম আক্রমণেই

ওদের চারটেকে খতম করে দিলাম। অবশ্য মাল হাতিয়ে নেবার আগেই আমাদের তিনটে জোয়ান খতম হল। গাড়ির চালকের মাথায় ঠেকালাম আমার পিস্তল। সে চালক এই ম্যাকার্থি। আজ ভাবি, সেদিন যদি ব্যাটাকে শেষ করে দিতাম! আমি দেখতে পেলাম, তার কুৎকুতে শয়তানী চোখদুটো আমার মুখের উপর নিবদ্ধ, যেন আমার সবকিছু সে মনের মধ্যে গেঁথে নিচ্ছে, তবু কি জানি কেন, তাকে ছেড়ে দিলাম। সব সোনা নিয়ে পালালাম, বড়লোক হলাম, বিনা সন্দেহে ইংলণ্ডে পাড়ি দিলাম। সেখানে দলের সঙ্গীদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। স্থির করলাম, একটি শান্ত সম্ভ্রান্ত জীবনে ফিরে যাব। এই সম্পত্তিটা নিলামে কিনে নিলাম। ভাবলাম যেপথে অর্থ উপার্জন করেছি তার প্রায়শ্চিত্ত করতে যতটুকু পারি মানুষের কল্যাণ করব। বিবাহ করলাম। অল্প বয়সেই স্ত্রীর মৃত্যু হল। কিন্তু তিনি আমাকে দিয়ে গেলেন এলিসকে। শিশুকাল থেকেই তার দুখানি ছোট হাত যেন আমাকে সত্যের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। এক কথায়, আমি নতুন জীবনে উত্তীর্ণ হলাম। সাধ্যমত অতীত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে লাগলাম। সবই ভালয় ভালয় চলছিল, এমন সময় আমাকে চেপে ধরল ম্যাকার্থি।

www.BanglaBook.net

'একটা কাজে শহরে গিয়েছিলাম। সেখানে রিজেন্ট স্ট্রীটে তার সঙ্গে দেখা। গায়ে একটা কোট নেই। পায়ে বুট নেই, এমনি অবস্থা।

'আমার কাঁধে হাত রেখে সে বলল, "আবার জুটলাম জ্যাক। তোমার সঙ্গে এক পরিবারের মতই থাকব। আমরা দুজন, আমি আর আমার ছেলে। তুমি অনায়াসেই আমাদের রাখতে পার। যদিই না রাখ,—ইংলণ্ড বড় ভাল আইনের দেশ, এখানে ডাকলেই একজন পুলিশকে হাতের কাছে পাওয়া যায়।"

'সোজা তারা এখানে এসে উঠল। ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলবার উপায় নেই। আমার সবচাইতে ভাল জমিটায় বিনা ভাড়ায় বাস করতে লাগল। আমার শান্তি নেই, কোনমতেই ভুলতেও পারি না। যেখানেই যাই দেখি তার ধূর্ত বিকৃত মুখ আমার পাশে। এলিস বড় হতে ব্যাপারটা আরও খারাপ হয়ে উঠল। সে বুঝতে পারল আমি পুলিশ অপেক্ষাও বেশী ভয় করি আমার মেয়েকে,—পাছে সে আমার অতীতটা জানতে পারে। তখন সে যা চায় তাই তাকে দিতে হয়। জমি, টাকা, বাড়ি যা সে চাইল বিনা প্রশ্নে সব তাকে দিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এমন একটি বস্তু সে চেয়ে বসল যা আমি তাকে দিতে পারি না। সে এলিসকে চাইল।

'বুঝতেই পারছেন, তার ছেলে তখন বড় হয়েছে। আমার মেয়েও বড় হয়েছে। সকলেই জানে আমার স্বাস্থ্য খারাপ। তার মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল, ছেলেকে সব সম্পত্তির মালিক করতে হবে। কিন্তু সেখানে আমি খুব কড়া। তার অভিশপ্ত রক্তকে আমার রক্তের সঙ্গে মিশতে দেব না। ছেলেটিকে যে আমি অপছন্দ করতাম তা নয়। কিন্তু ওর দেহে আছে তার রক্ত, সেইটেই যথেষ্ট বাধা। আমি কঠোর হয়ে রইলাম। ম্যাকার্থি ভয় দেখাল। আমিও জানালাম, সে যা খুশি করতে পারে। ঠিক হল, এবিষয়ের মীমাংসার জন্য দুজনের বাড়ির মধ্যবর্তী পুল-এ আমরা দেখা করব।

'সেখানে পৌঁছে দেখি, সে তার ছেলের সঙ্গে কথা বলছে। সুতরাং আমি সিগার ধরিয়ে একটা গাছের আড়ালে অপেক্ষা করতে লাগলাম, কতক্ষণে সে একা হবে। কিন্তু তার কথাবার্তা শুনে আমার মাথায় যেন আগুন জ্বলে উঠল। সে তার ছেলেকে ধমকাতে লাগল আমার মেয়েকে বিয়ে করবার জন্য। যেন এ ব্যাপারে মেয়ের মতামতের কোন দাম নেই, যেন সে রাস্তা থেকে ধরে আনা একটা নোংরা মেয়ে। আমি স্বয়ং এবং আমার যা কিছু প্রিয় বস্তু সব এই লোকটার খপ্পরে চলে যাবে ভাবতেই আমি যেন পাগল হয়ে গেলাম। এ বন্ধন কি ছিঁড়ে ফেলা যায় না? আমি তো মরণোন্মুখ, বেপরোয়া। যদিও আমার মন পরিষ্কার এবং দেহও অশক্ত নয়, তবু আমি জানতাম আমার দিন ঘনিয়ে এসেছে। কিন্তু আমার স্মৃতি আর আমার মেয়ে। কোনক্রমে ওই শয়তানী জিহ্বাটাকে বন্ধ করতে পারলেই সব রক্ষা হয়। মিঃ হোমস, আমি তাই করলাম। দরকার হলে আবার করব। মহাপাপ আমি করেছি, কিন্তু তার জন্য সারা জীবনভোর প্রায়শ্চিত্তও তো করেছি। কিন্তু যে জালে আমি জড়িয়েছি সেই জালে আমার মেয়েও জড়িয়ে পড়বে—এ আমি কিছুতেই সইব না। আমি তাকে আঘাত করলাম। একটা ঘৃণ্য বিষাক্ত জন্তুকে মারলে যতটুকু অনুশোচনা হয় তার চাইতে বেশী কিছু আমার হয় নি। তার চীৎকার শুনে ছেলে ছুটে এল। ততক্ষণে আমি জঙ্গলের আড়ালে চলে গেছি। কিন্তু পালাবার সময় যে ক্লোকটা ফেলে গিয়েছিলাম সেটা আনবার জন্য আমাকে আবার সেখানে যেতে হয়েছিল। যা কিছু ঘটেছে এই তার প্রকৃত বিবরণ।'

বৃদ্ধ বিবৃতিতে স্বাক্ষর করলেন। হোমস বলল, 'দেখুন, আপনার বিচার করবার ভার আমার নয়। প্রার্থনা

করি, সে প্রলোভন যেন কখনও না হয়।'

'আমারও সেই প্রার্থনা স্যার। আপনি কি করতে চান?'

'আপনার স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে কিছুই করতে চাই না। আপনি নিজেই বুঝতে পারছেন, দায়রা আদালতের চাইতেও বড় আদালতে শীঘ্রই আপনাকে সব কর্মের জবাবদিহি করতে হবে। আপনার স্বীকারোক্তি আমি রেখে দিলাম। ম্যাকার্থির যদি শাস্তি হয়, তবেই এটা ব্যবহার করতে আমি বাধ্য হব। নইলে কোন মানুষের চোখ কোনদিন এটা দেখতে পাবে না। আর আপনার গোপন কথা? আপনি বাঁচুন আর মরুন, আমাদের কাছে এটা সম্পূর্ণ নিরাপদে থাকবে।'

বৃদ্ধ গম্ভীর স্বরে বলে উঠলেন, 'তাহলে বিদায়! যে শাস্তি আপনারা আজ আমাকে দিলেন তার জন্যে মৃত্যু যেদিন আপনাদের কাছে এসে দাঁড়াবে সেদিন তাকে আপনারা আরও সহজভাবে গ্রহণ করতে পারবেন।' বিরাট শরীরটার সর্বাঙ্গ থর থর করে কাঁপতে লাগল। স্খলিত পদক্ষেপে ধীরে ধীরে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে হোমস বলল, 'ঈশ্বর আমাদের সহায় হোন। অসহায় কীট-পতঙ্গের সঙ্গে নিয়তি এমন রসিকতা করে কেন? এই সব ঘটনার কথা যখনই শুনি তখনই ব্যাঙ্কটারের কথাগুলি মনে করে আমি বলিঃ "ঈশ্বরের অনুগ্রহে ওই চলেছেন শার্লক হোমস।"

হোমস এমন সব আপত্তির খসড়া প্রস্তুত করে আসামী পক্ষের কৌসুলিকে দিয়েছিল যে তারই জোরে দায়রা আদালতের জেমস্ ম্যাকার্থি খালাস পেয়ে গেল। আমাদের সঙ্গে সাক্ষাতের পরে বুড়ো টার্নার আরও সাত মাস বেঁচেছিলেন। এখন তিনি মৃত। পুত্র এবং কন্যা সুখে একসঙ্গে ঘরকন্না করতে পারে এরূপ সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে, কারণ তাদের অতীতকে ঘিরে যে কালো মেঘ রয়েছে সেবিষয়ে তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

কমলালেবুর পাঁচটি বীচি

The five orange pips

'৮২ থেকে '৯০ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যবর্তী বছরগুলিতে শার্লক হোমসের যে সমস্ত কেসের নোট ও রেকর্ড আমি রেখেছি, সেগুলির উপর যখন চোখ বুলাই তখন এতসব বিস্ময়কর ও হৃদয়গ্রাহী বৈশিষ্ট্যের সম্মুখীন আমাকে হতে হয় যে, কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা বেছে নেব সেটা স্থির করা মোটেই সহজ কাজ নয়। অবশ্য তার কতকগুলি খবরের কাগজ মারফৎ ইতিপূর্বেই সাধারণের কাছে প্রচার করা হয়েছে; অন্য কতকগুলি হয় নি তার কারণ আমার বন্ধুর কার্যাবলীর যেসব বিশেষ গুণকে প্রচার করাই ঐসব কাগজের উদ্দেশ্য, ঐসব কেসে সেসব গুণকে সম্যক প্রকাশের কোন সুযোগই ছিল না। আবার এমন কতকগুলি কেস আছে যেগুলিতে তাঁর বিশ্লেষণী দক্ষতা ব্যর্থ হয়েছে; কাজেই বিবরণ হিসেবে সেগুলির শুরু আছে, কিন্তু শেষ নেই। অন্য কতকগুলির ক্ষেত্রে সমস্যার আংশিক সমাধানমাত্র আর তাও হয়েছে তাঁর একান্ত প্রিয় তীক্ষ্ণ যুক্তির সাহায্যে নয়, আন্দাজ আর অনুমানের ভিত্তিতে। এই শেষোক্ত তালিকার মধ্যে এমন একটি ঘটনা আছে যেটি বিস্তারিত বিবরণের দিক থেকে এতই উল্লেখযোগ্য এবং পরিণতির দিক থেকে এতই চমৎকারী যে এখানে তার বিবরণ প্রকাশ করবার লোভ আমি সামলাতে পারছি না। অবশ্য আমি এও জানি যে এই কেসের এমন কয়েকটি বিষয় আছে যার পুরোপুরি সমাধান আজ পর্যন্ত হয় নি এবং সম্ভবত কোনদিন হবেও না।

'৮৭ সালটি ছোট-বড় নানা ধরনের কেসের যে দীর্ঘ তালিকা আমাদের উপহার দিয়েছে তার সব রেকর্ডই আমার কাছে আছে। এই বারো মাসের তালিকায় যেসব শিরোনাম রয়েছে তার মধ্যে "প্যারাডোল চেম্বার"-এর অ্যাডভেঞ্চার, "অ্যামেচার মেণ্ডিক্যান্ট সোসাইটি" যারা একটা আসবাবপত্রের গুদামের ভূগর্ভস্থ ঘরে একটি বিলাসবহুল ক্লাব চালাত, বৃটিশ জাহাজ "সোফি এণ্ডারসন"-এর নিরুদ্দেশ, উফা দ্বীপে গ্রাইস প্যাটার্সনসের দুঃসাহসিক অ্যাডভেঞ্চার, এবং সর্বশেষ ক্যাম্বারওয়েল বিষ প্রয়োগের বিবরণী দেখতে পাচ্ছি। স্মরণ থাকতে পারে যে, এই শেষোক্ত কেসে মৃতের ঘড়িতে চাবি দিতে গিয়ে শার্লক হোমস প্রমাণ করেছিল যে দু'ঘণ্টা আগে ঐ ঘড়িতে চাবি দেওয়া হয়েছিল, কাজেই ঐ সময়ের আগেই মৃত ব্যক্তি শুতে গিয়েছিলেন—আর সেই যুক্তির বলেই ঐ কেসের সমাধান সহজ হয়েছিল। এসব বিবরণই আমি ভবিষ্যতে লিপিবদ্ধ করব। কিন্তু যে বিস্ময়কর ঘটনা-শৃংখলকে বর্ণনা করতে এখন আমি কলম ধরেছি তার মধ্যে যে অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের ছাপ রয়েছে তা কিন্তু কোনটার মধ্যেই নেই।

সেপ্টেম্বরের শেষদিক। অস্বাভাবিক বেগে শুরু হয়েছে বিষুব ক্রান্তিকালীন ঝড়। সারাদিন চলেছে বাতাসের গোঙানি; বৃষ্টির ধারা আছড়ে পড়ছে জানালার

উপর। মানুষের হাতে গড়া বিরাট লণ্ডন শহরের মাঝখানে থেকেও আমাদের মন যেন সেই মুহূর্তে রুটিন-বাঁধা জীবন থেকে দূরে সরে গেছে ; যে প্রচণ্ড প্রাকৃতিক শক্তি পিঞ্জরা-বদ্ধ বন্য পশুর মত সভ্যতার শিকের ভিতর দিয়ে মানব-জাতির প্রতি গর্জন করে চলেছে, সেই মুহূর্তে তার উপস্থিতিকে অস্বীকার না করে যেন উপায় নেই। সন্ধ্যার দিকে ঝড় আরও প্রচণ্ড হয়ে উঠল। বাতাস আর্তনাদ করছে চিমনিতে আটকে-পড়া শিশুর মত। অগ্নিকুণ্ডের এক পাশে বসে শার্লক হোমস মনোযোগসহকারে অপরাধের তালিকা প্রণয়ন করছিল ; অপর দিকে বসে আমি ডুবে গেছি ক্লার্ক রাসেলের চমৎকার সমুদ্রের গল্পে। ক্রমে এক-সময় বাইরের ঝড়ের গর্জন বইয়ের গর্জনের সঙ্গে মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেল,—বাতাসের ঝাপটা যেন বাড়তে বাড়তে সমুদ্র-গর্জনের একটানা শব্দের সঙ্গে মিশে গেল।

আমার স্ত্রী গেছে তার কাকীমার বাড়ি বেড়াতে। কয়েকদিনের জন্য আমিও আবার বেকার স্ট্রীটে আমাদের পুরনো বাসার বাসিন্দা হয়েছি।

সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে আমি বললাম, 'আরে! বেল বাজছে না? এত রাতে কে আসবে? তোমার কোন বন্ধু নয় তো?'

www.boiRboi.net

'তুমি ছাড়া আমার কোন বন্ধু নেই', সে জবাব দিল। 'আগন্তুকদের আমি উৎসাহ দেই না।'

'তাহলে, কোন মক্কেল কি?'

'মক্কেল হলে তো ব্যাপার খুব গুরুতর বলতে হবে। অন্যথায় আজকের মত দিনে এমন অসময়ে কেউ বাইরে পা দেবে না। আমার কিন্তু মনে হচ্ছে, গৃহকর্ত্রীর কোন সখি-টখি হবে।'

শার্লক হোমসের ধারণা ভুল। প্যাসেজে পায়ের শব্দ এবং দরজায় টোকার শব্দ শুনতে পেলাম। লম্বা হাত বাড়িয়ে সে আলোটাকে নিজের দিক থেকে শূন্য চেয়ারটার দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে বলে উঠল, 'আসুন।'

ঘরে ঢুকল একটি যুবক। বড় জোর বাইশ বছর। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সাজগোজ, আচার-আচরণ রুচিসম্মত। হাতের বর্ষাতি থেকে জল ঝরছে, গায়ের ওয়াটারপ্রুফ চকচক করছে। কী দুর্যোগের ভিতর দিয়ে যে সে এসেছে তা দেখলেই বোঝা যায়। বাতির উজ্জ্বল আলোয় সে হোমসকে দেখছে। আমি দেখলাম তার মুখ বিবর্ণ, চোখ দুটো ভারী, যেন একটা তীব্র উৎকণ্ঠা তাকে চেপে ধরেছে।

সোনার পিঁস্‌নেটা চোখে লাগিয়ে সে বলল, 'ক্ষমা করবেন। নিশ্চয়ই অনধিকার প্রবেশ করি নি। তবু বাইরের ঝড়-জলের কিছু নমুনা আপনার পরিচ্ছন্ন ঘরের মধ্যে এনে ফেলেছি।'

হোমস বলল, 'কোট আর বর্ষাতি আমাকে দিন। ঐ হুকে ঝুলিয়ে রাখলে শীঘ্রই শুকিয়ে যাবে। মনে হচ্ছে, আপনি দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল থেকে আসছেন।'

'হ্যাঁ, হরশাম থেকে।'

'আপনার জুতোয় যে কাদা আর চক লেগে আছে সেটা খুব স্পষ্ট।'

'আপনার পরামর্শের জন্য এসেছি।'

'সেটা সহজলভ্য।'

'আর সাহায্য?'

'সেটা সব সময় সহজলভ্য নয়।'

'মিঃ হোমস, আপনার কথা আমি শুনেছি। মেজর প্রেণ্ডারগাস্ট আমাকে বলেছেন, 'ট্যাংকারভিল ক্লাব কেলেং-কারি' থেকে কিভাবে আপনি তাঁকে বাঁচিয়েছিলেন।'

'ওঃ তাই! তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ আনা হয়েছিল যে তিনি তাস নিয়ে ঠকিয়েছিলেন।'

'তিনি বলেছেন, যেকোন সমস্যার সমাধান আপনি করতে পারেন।'

'তিনি অতিশয়োক্তি করেছেন।'

'আরও বলেছেন, আপনি কখনও পরাভূত হন না।'

'চারবার আমি পরাজিত হয়েছি—তিনবার পুরুষের কাছে, আর একবার নারীর কাছে।'

'আপনার সাফল্যের সংখ্যার তুলনায় সে আর ক'টা?'

'এ কথা সত্য যে আমি সাধারণত সফল হয়েই থাকি।'

'তাহলে আমার বেলাও হবেন।'

'দয়া করে আগুনের কাছে চেয়ারটাকে টেনে নিয়ে আপনার বক্তব্যের কিছু বিবরণ আমাকে শোনান।'

'খুব সাধারণ কেস নয়।'

'আমার কাছে যেসব কেস আসে তার কোনটাই সাধারণ নয়। আমিই শেষ আপিল-আদালত।'

'তথাপি স্যার, আমার নিজের পরিবারে যা ঘটেছে তার চাইতে অধিক রহস্যময় ও দুর্বোধ্য ঘটনার কথা আপনি আগে কখনও শুনেছেন কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে।'

হোমস বলল, 'আমার আগ্রহ সত্যই বাড়ছে। গোড়া থেকে আসল ঘটনাগুলো বলুন। পরে আমি প্রয়োজনমত প্রশ্ন করে সব কথা জেনে নেব।'

যুবক চেয়ারটা টেনে নিয়ে ভিজে পা দুটো আগুনের দিকে ছড়িয়ে দিল। বলল, 'আমার নাম জন ওপেন্‌শ্‌।

কিন্তু আমি যতদূর বুঝেছি, আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে আমার বিশেষ কোন যোগ নেই। ব্যাপারটা বংশানুক্রমিক। কাজেই সব কথা আপনাকে বোঝাতে হলে একেবারে গোড়া থেকেই আরম্ভ করতে হবে।

'আমার ঠাকুর্দার দুই ছেলে—জেঠা ইলিয়াস এবং আমার বাবা জোসেফ। কোভেণ্ট্রিতে বাবার একটা কারখানা ছিল। বাইসাইক্‌ল্‌ আবিষ্কারের পরে তিনি সেটাকে বাড়িয়ে তোলেন। "ওপেন্‌শ্‌" টায়ারের পেটেন্টটিও তাঁরই। কালক্রমে তাঁর ব্যবসা এমন জাকিয়ে ওঠে যে তিনি সেটা বেচে দিয়ে মোটা টাকা নিয়ে ব্যবসা থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

'জেঠা ইলিয়াস প্রথম যৌবনেই আমেরিকা পাড়ি দেন এবং ফ্লোরিডার আবাদের মালিক হয়ে বসেন। শোনা যায় সেখানে তিনি বেশ উন্নতি করেন। যুদ্ধের সময় তিনি জ্যাকসনের বাহিনীতে যোগদান করেন তারপর হুডের অধীনে কর্ণেল হন। লী যখন অস্ত্র ত্যাগ করলেন, তখন তিনি পুনরায় আবাদে ফিরে যান। তিন-চার বছর থাকবার পর ১৮৬৯—৭০ সালে তিনি ইউরোপে ফিরে আসেন এবং হরশাম-এর কাছে সাসেকস্‌-এ একটা সম্পত্তি কেনেন। স্টেস্‌-এ তিনি বেশ ভালই গুছিয়ে নিয়েছিলেন। সেসব ছেড়ে আসার কারণ তিনি নিগ্রোদের দেখতে পারতেন না। তাছাড়া তাদের ভোটাধিকার দানের রিপাবলিকান নীতিও তাঁর পছন্দ হয় নি। একটু অদ্ভুত ধরনের মানুষ তিনি,—হিংস্র ও খিটখিটে, রাগলে মুখের আড় থাকে না, আর সব সময় একা একা থাকতে ভালবাসেন। যতদিন তিনি হরশাম-এ ছিলেন, কখনও শহরে গেছেন কিনা সন্দেহ। বাড়ির চারধারে একটা বাগান আর দু-তিনটে মাঠ ছিল, সেখানেই ঘুরে বেড়াতেন। তবে প্রায়ই সপ্তাহের পর সপ্তাহ ঘর থেকেই বেরুতেন না। প্রচুর ব্রাণ্ডি খেতেন, ধূমপানও করতেন খুব। কিন্তু তাঁর কোন দল ছিল না, বন্ধু ছিল না, এমন কি ভাইয়ের সঙ্গেও দেখা-সাক্ষাৎ করতেন না।

'একমাত্র আমাকে তিনি পছন্দ করতেন। তিনি যখন প্রথম আমাকে দেখলেন তখন আমার বয়স বছর বারো। সেটা ১৮৭৮ সালের কথা। তখন তিনি ইংলণ্ডে আট-ন' বছর কাটিয়েছেন। আমার বাবার অনুমতি চাইলেন, আমি যেন তাঁর কাছে গিয়ে থাকি। তখন কিন্তু তিনি আমার প্রতি মোটামুটি সদয় ছিলেন। যখন প্রকৃতিস্থ থাকতেন, আমার সঙ্গে দাবা পাশা খেলতেন। চাকর-বাকর এবং অন্যান্য কাজের লোকদের ব্যাপারে তাঁর প্রতিনিধি হয়ে আমিই সব দেখাশুনা করতাম। ফলে ষোল বছরে পা দিতে না দিতেই আমি হয়ে উঠলাম বাড়ির কর্তা। সব চাবি থাকত আমার কাছে। যেখানে খুশি যেতাম, যা খুশি করতাম। শুধু তাঁর গোপনীয়তায় হাত না পড়লেই হল। আসলে তাঁর একটা ছোট ঘর ছিল,—আজেবাজে জিনিসে ভরা একটা চিলে-কোঠা। ঘরটা সব সময় তালাবন্ধ থাকত। সেই ঘরে তিনি আমাকে বা অন্য কাউকে ঢুকতে দিতেন না। বালকের কৌতূহল নিয়ে চাবির ফুটো দিয়ে উঁকি মেরে দেখেছি, ও ধরনের ঘরে যেমন থাকে সেই রকম এক-গাদা পুরনো ট্রাংক আর কাগজের বাণ্ডিল ছাড়া অন্য কিছু ছিল না।

'একদিন—১৮৮৩ সালের মার্চ মাসে—বিদেশী ডাক-টিকিট লাগানো একখানি চিঠি কর্ণেলের খাবার টেবিলে পড়েছিল। তাঁর কাছে কোন চিঠি সাধারণত আসে না, কারণ সব বিল তিনি নগদ টাকায় মিটিয়ে দিতেন, আর কোন বন্ধু-বান্ধবও তাঁর ছিল না। চিঠিখানা তুলে নিয়ে বললেন, "ইন্ডিয়া থেকে! পণ্ডিচেরির ডাক-ঘরের ছাপ। ব্যাপার কি?" তাড়াতাড়ি চিঠি খুলতেই কমলালেবুর পাঁচটা ছোট ছোট শুকনো বীচি ঠুন ঠুন করে তাঁর নামের ফলকের উপর ছড়িয়ে পড়ল। তা দেখে আমি হেসে উঠলাম। কিন্তু তাঁর মুখের পানে তাকিয়ে সে হাসি আমার ঠোঁটের মধ্যেই আটকে গেল। তাঁর ঠোঁট ঝুলে পড়েছে, চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে। চামড়া ছাইয়ের মত সাদা, হাত কাঁপছে। সেই হাতে ধরা চিঠির দিকে তখনও তিনি হাঁ করে তাকিয়ে আছেন। হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠলেনঃ K. K. K." তারপরই বললেন, "হায় ঈশ্বর, হায় ঈশ্বর, আমার পাপ আমাকে ধরে ফেলেছে।"

'আমি চীৎকার করে উঠলাম, "ওটা কি জেঠামশায়?"

"মৃত্যু" বলেই তিনি চেয়ার থেকে উঠে তাঁর ঘরে চলে গেলেন। সেখানে দাঁড়িয়েই আমি আতংকে হাঁপাতে লাগলাম। খামখানা তুলে নিলাম। ভিতরের ভাঁজে আঠার জায়গাটার ঠিক উপরে লাল কালিতে ইংরেজি K অক্ষরটা তিনবার লেখা। পাঁচটা শুকনো বীচি ছাড়া তার মধ্যে আর কিছু ছিল না। তাঁর এই ভীষণ ভীতির কারণ কি? খাবার টেবিল ছেড়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে গিয়ে দেখি, তিনি নেমে আসছেন। এক হাতে পুরনো মরচে-ধরা একটা চাবি, সম্ভবত চিলেকোঠার, আর অন্য হাতে একটা ছোট পিতলের বাক্স—অনেকটা ক্যাস-বাক্সের মত।

'কি একটা শপথ করে তিনি বললেন, "তারা যা ইচ্ছে করতে পারে, কিন্তু আমিও তাদের মত করে দেব। মেরীকে

বল, আজ আমার একটু আগুন চাই। আর হরশাম-এর উকিল ফোর্ডহামকে পাঠাও।"

'কথামত ব্যবস্থা করলাম। উকিল এসে উপস্থিত হলে আমাকে বললেন উপরের ঘরে যেতে। ঘরে আগুনটা জ্বলছে। চুল্লীতে কাগজ-পোড়া কালো ছাইয়ের স্তূপ। পাশে পিতলের বাক্সটা খোলা পড়ে আছে। সেটা খালি। বাক্সটার দিকে চোখ ফেলতেই চমকে উঠলাম, বাক্সের ডালায় তিনটে K লেখা। সকালে যেমনটি পড়েছিলাম খামের উপরে।

'জেঠা বললেন, "জন, আমার ইচ্ছা তুমি আমার উইলের সাক্ষী হও। সব কিছু সুবিধা এবং অসুবিধা সহ আমার সম্পত্তি আমার ভাইকে অর্থাৎ তোমার বাবাকে দিয়ে যাচ্ছি ; একসময়ে তার কাছ থেকে এটা তোমাতেই বর্তাবে। যদি শান্তিতে সম্পত্তি ভোগ করতে পার, খুব ভাল কথা। যদি বোঝ তা পারছ না, তাহলে আমার পরামর্শ শোন বাবা, তোমার সবচেয়ে বড় শত্রুকে এটা দিয়ে দিও। এরকম একটা দু-ধারওয়ালা বস্তু তোমাকে দিয়ে যাচ্ছি বলে আমি দুঃখিত। কিন্তু ঘটনার স্রোত কোন্ দিকে বইবে আমি তা বলতে পারি না। মিঃ ফোর্ডহাম কাগজের যে জায়গাটা দেখিয়ে দেবেন দয়া করে সেখানে একটা সই করে দাও।"

'নির্দেশমত সই করে দিলাম। উকিল সেটা নিয়ে চলে গেলেন। বুঝতেই পারছেন এই অদ্ভুত ঘটনা আমার উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করল। আমি ভাবতে বসলাম। মনে মনে নানাভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়েও কোন হদিস করতে পারলাম না। অথচ এর ফলে যে ভয়ের ভাবটা মনের মধ্যে ঢুকে বসল সেটাকেও ঝেড়ে ফেলতে পারলাম না। অবশ্য যত দিন কাটতে লাগল, সে ভাবটাও কমে যেতে লাগল। আমাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রারও কোনরকম গোলযোগ দেখা দিল না। আমার জেঠার মধ্যে কিন্তু পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। মদের মাত্রা আগের চেয়েও বেড়ে গেল। লোকের সঙ্গে মেলামেশাও আরও কমে গেল। অধিকাংশ সময়ই ভিতর থেকে তালা দিয়ে নিজের ঘরেই কাটাতেন। কখনও বেরিয়ে আসতেন মাতালের মত। ছুটে বাড়ি থেকে চলে যেতেন বাগানে। একটা রিভলবার হাতে নিয়ে চারদিকে ছুটাছুটি করতেন আর চীৎকার করে বলতেন,—কাউকে তিনি ভয় করেন না, মানুষই হোক আর দানবই হোক, কেউ তাকে ভেড়ার মত খাঁচায় পুরে রাখতে পারবে না। আবার সে ঘোর কেটে গেলেই উত্তেজনায় ছটফট করতে করতে ঘরে ঢুকে ভিতর থেকে দরজায় খিল এঁটে তালা লাগিয়ে দিতেন। আমি দেখেছি, সেসময়ে শীতের দিনেও তাঁর মুখ থেকে ঘাম ঝরছে, যেন এইমাত্র বেসিন থেকে মুখ ধুয়ে এলেন।

মিঃ হোমস, আপনার ধৈর্যকে আর পরীক্ষা করব না। এবার আমার কাহিনী শেষ করছি। একদিন রাত্রে ঐ রকম মাতলামির ঘোরে সেই যে তিনি বেরিয়ে গেলেন আর ফিরলেন না। খুঁজতে খুঁজতে যখন তাঁকে পেলাম, দেখলাম বাগানের নীচে একটা পানা-ঢাকা ডোবার মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে আছেন। দেহে আঘাতের কোন চিহ্ন ছিল না। ডোবার জল ফুট দুই গভীর। কাজেই তাঁর পাগলামির কথা ভেবে জুরীরা আত্মহত্যার রায় দিলেন। কিন্তু আমি তো জানতাম, মৃত্যুর চিন্তামাত্রেই তিনি কেমন সংকুচিত হয়ে পড়তেন। আগ বাড়িয়ে সেই মৃত্যুকে তিনি বরণ করেছেন এ কথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। যা হোক, যা হবার তা তো হল। বাবা সম্পত্তি হাতে পেলেন। ব্যাংকে তাঁর হিসাবে যে চৌদ্দ হাজার পাউণ্ড জমা ছিল সেটাও পেলেন।'

'এক মিনিট', হোমস বাধা দিল, 'আপনার বিবরণ খুবই উল্লেখযোগ্য। আচ্ছা, আপনার জেঠামশায় যেদিন চিঠিখানা পান আর যেদিন তিনি আত্মহত্যা করলেন—সেই তারিখ দুটো বলুন তো?'

'চিঠিটা আসে ১০ই মার্চ ১৮৮৩। তাঁর মৃত্যু হয় সাত সপ্তাহ পরে, ২রা মে রাত্রে।'

'ধন্যবাদ। এবার বলুন।'

'বাবা যখন হরশামের সম্পত্তির দখল নিলেন তখন আমার অনুরোধেই সেই তালাবন্ধ চিলেকোঠাকে ভাল করে পরীক্ষা করলেন। পিতলের বাক্সটা সেখানেই পাওয়া গেল। যদিও তার ভিতরের সবকিছু নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। ডালার ভিতর দিকে একটা কাগজের লেবেল লাগানো, তার উপরেও K.K.K. লেখা। তারও নীচে লেখা "চিঠিপত্র, মেমোরাণ্ডাম, রসিদ ও একখানা রেজিস্টার।" মনে হয়, কর্ণেল ওপেন্‌শ্ এই সব দলিলই নষ্ট করে ফেলেছিলেন। আর বাকি যা পাওয়া গেল, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না। শুধু ছিল অনেকগুলো ইতস্তত ছড়ানো কাগজ আর নোটবুক যাতে জেঠার আমেরিকার জীবনযাত্রার কিছু কিছু কথা আছে। কিছু কাগজপত্র যুদ্ধের সময়কার। তাতে দেখা যায় তিনি ভালভাবেই তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করেছেন এবং সাহসী সৈনিক হিসাবে তাঁর সুনাম হয়েছিল। অন্যগুলি দক্ষিণী রাষ্ট্রসমূহের পুনর্গঠনের সময়কার, প্রধানত রাজনীতি নিয়ে লেখা। উত্তর থেকে যেসকল রাজনীতিবিদ এসেছিলেন, তিনি স্পষ্টতই তাঁদের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন।

'যাহোক, '৮৪-র গোড়ার দিকে বাবা হরশামে বসবাস করতে এলেন। '৮৫-র জানুয়ারি পর্যন্ত ভালভাবেই কাটল। নববর্ষের পরবর্তী চতুর্থ দিনে আমরা প্রাতরাশের টেবিলে বসে আছি, এমন সময় বাবা হঠাৎ সবিস্ময়ে চীৎকার করে উঠলেন। বাবার একহাতে একখানা সদ্যখোলা খাম, অন্য হাতের প্রসারিত পাতায় কমলালেবুর পাঁচটি শুকনো বীচি। কর্নেল প্রসঙ্গে আমার কথাগুলোকে এতদিন তিনি গাঁজাখুরী গল্প বলেই হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এখন সেই একই জিনিস যখন তাঁর বেলায়ও ঘটল তখন তাঁকে কিন্তু বেশ বিচলিত ও শংকিত দেখা গেল।

"এসবের অর্থ কি জান?" তিনি কোনরকমে প্রশ্নটা শেষ করলেন।

'আমি বললাম, "এটা "K.K.K."

খামের ভিতরটা দেখে তিনি চেঁচিয়ে বললেন, "ঠিক তাই। এই অক্ষরগুলিই বটে। কিন্তু তার উপরে একটা কি লেখা?"

'তাঁর কাঁধের উপর দিয়ে উঁকি দিয়ে আমি পড়লাম। "সূর্য-ঘড়ির উপর কাগজপত্রগুলি রেখে দিও।"

"কিসের কাগজ? কোন্ সূর্য-ঘড়ি?" তিনি প্রশ্ন করলেন।

www.boiRboi.net

"বাগানের সূর্য-ঘড়ি। আর কোন সূর্য-ঘড়ি নেই।" আমি বললাম। "আর কাগজপত্র হয় তো যেগুলি নষ্ট করে ফেলা হয়েছে।"

"হুঁ!" জোর করে সাহস দেখিয়ে তিনি বললেন, "এখানে আমরা সভ্য জগতে বাস করি। এধরনের বোকা বানানো এখানে চলবে না। কোথা থেকে এসেছে চিঠিটা?"

"ডাণ্ডি থেকে", পোস্ট-মার্ক দেখে আমি জবাব দিলাম।

"যতসব বাজে ইয়ার্কি" তিনি বললেন, "সূর্য-ঘড়ি আর কাগজপত্র দিয়ে আমরা কি করব। এসব বাজে কথা আমি কানেই তুলব না।"

"আমার তো মনে হয় পুলিশে জানানো উচিত", আমি বললাম।

"আর তাই নিয়ে হাসাহাসি হোক। সেটি হচ্ছে না"

"তাহলে আমিই খবর দেই।"

"না। আমি বারণ করছি। এই বাজে কথা নিয়ে হৈ-চৈ হোক সেটা আমি চাই না।"

"তাঁর সঙ্গে তর্ক করা বৃথা, কারণ তিনি অত্যন্ত একগুঁয়ে মানুষ। যাহোক, নানা দুশ্চিন্তায় মন খুব খারাপ হয়ে গেল। সেইভাবেই দিন কাটতে লাগল।"

'চিঠি আসার পর তৃতীয় দিন বাবা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন পুরনো বন্ধু মেজর ফ্রিবডির সঙ্গে দেখা করতে। তিনি তখন পোর্টসডাউন হিল-এর একটি দুর্গের অধিনায়ক। তাঁর যাওয়াতে আমি খুশি হয়েছিলাম, কারণ আমার মনে হয়েছিল বাড়ির বাইরে গেলেই তিনি বিপদকে এড়াতে পারবেন। সেই ধারণাটাই ভুল হয়েছিল। তাঁর চলে যাবার পর দ্বিতীয় দিনে মেজরের কাছ থেকে একটা টেলিগ্রাম পেলাম। তৎক্ষণাৎ সেখানে যেতে তিনি আমাকে অনুরোধ জানিয়েছেন। একটা গভীর চকের খাদে পড়ে বাবা অজ্ঞান হয়ে গেছেন। তাঁর মাথার খুলি চুরমার হয়ে গেছে। ছুটে গেলাম। কিন্তু বাবার জ্ঞান আর ফিরে এল না। তিনি মারা গেলেন। শুনলাম, সন্ধ্যার সময় তিনি ফেয়ারহাম থেকে ফিরছিলেন, পথ-ঘাট তাঁর অজানা, চকের খাদটাও ঘেরা ছিল না, কাজেই "আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু"-র রায় দিতে জুরীদের কোন দ্বিধাই হয় নি। মৃত্যুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবকিছু ভাল করে পরীক্ষা করে আমিও হত্যার স্বপক্ষে কোন যুক্তি খুঁজে পাই নি। আঘাতের কোন চিহ্ন নেই, পায়ের ছাপ নেই, ডাকাতি নেই। রাস্তায় কোন অপরিচিত লোকেরও উল্লেখ নেই। তথাপি আপনাকে না বললেও হয় তো বুঝতে পারছেন, আমার মন শান্ত হল না; আমি প্রায় নিশ্চিত যে তাকে ঘিরে কোন ষড়যন্ত্রের জাল বোনা হয়েছিল।'

'এই অশুভ পথ ধরে আমি সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হলাম। বলতে পারেন, সম্পত্তি বেচে দিলাম না কেন? আমার জবাব আমার দৃঢ় বিশ্বাস জেঠার জীবনের কোন একটা ঘটনাই আমাদের বিপদের কারণ। কাজেই যে বাড়িতেই বাস করি না কেন তাতে বিপদের কোন হের-ফের ঘটবে না।

'৮৫-র জানুয়ারিতে বাবা মারা গেলেন। তারপর দু'বছর আট মাস পার হয়ে গেছে। হরশামের বাড়িতে বেশ সুখেই দিন কেটেছে। ক্রমে আমি ভাবতে শুরু করলাম, পরিবারের উপর থেকে অভিশাপের মেঘ কেটে গেছে, —বিগত পুরুষের উপর দিয়েই তার অবসান ঘটেছে। কিন্তু হায়, গতকাল সকালে আবার আঘাত এসেছে, ঠিক যে ভাবে এসেছিল বাবার উপরে।'

যুবকটি ওয়েস্টকোটের ভিতর থেকে একখানা দুমড়ানো খাম বের করল। এবং টেবিলের দিকে ঘুরে খামখানা ঝেড়ে কমলালেবুর পাঁচটি শুকনো বীচি তার উপর ছড়িয়ে দিল।

বলল, 'এই দেখুন খাম। পোস্ট-মার্ক আছে লণ্ডন —পশ্চিম বিভাগ। বাবার শেষ চিঠিতে যে বাণী ছিল এর ভিতরেও সেই একই বাণী— 'K.K.K.'' আর তারপর

''সূর্য-ঘড়ির উপর কাগজপত্রগুলি রেখে দিও।''

হোমস প্রশ্ন করল, 'আপনি কি করেছেন?'

'কিছু না।'

'কিছু না?'

ক্ষীণ সাদা হাতের মধ্যে মুখ ঢেকে সে বলে উঠল, 'সত্যি কথা বলতে কি, আমি বড়ই অসহায় বোধ করছি। আমার অবস্থা অনেকটা সাপে তাড়া করা খরগোসের মত। মনে হচ্ছে, এমন একটা অপ্রতিরোধ্য, দুর্লঙ্ঘ্য অশুভ শক্তির কবলে আমি পড়েছি, যার হাত থেকে কোন ভবিষ্যৎ দৃষ্টি বা সতর্কতাই আমাকে রক্ষা করতে পারবে না।'

'দূর! দূর! শার্লক হোমস চীৎকার করে উঠল। আপনাকে সক্রিয় হতে হবে, নইলে সব শেষ। একমাত্র কর্মোদ্যম ছাড়া আর কেউ বাঁচাতে পারবে না। নৈরাশ্যের সময় এখন নয়।'

'পুলিশের সঙ্গে আমি দেখা করেছি।'

'ওঃ?'

'আমার কথা শুনে তারা হাসলেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ইন্সপেক্টরের ধারণা হয়েছে যে চিঠিগুলো সবই তামাসা। জুরীদের কথা ঠিক যে আমার আত্মীয়দের মৃত্যু দুর্ঘটনার ফল, এসব সতর্ক বাণীর সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।'

মুষ্টিবদ্ধ হাত শূন্যে ছুঁড়ে হোমস চেঁচিয়ে উঠল, 'অবিশ্বাস্য অকর্মন্যতা!'

'তাঁরা অবশ্য আমার সঙ্গে একজন পুলিশ দিয়েছেন। সে আমার সঙ্গে বাড়িতে থাকবে।'

'আজ রাতে সে কি আপনার সঙ্গে এসেছে?'

'না। তার উপর আদেশ আছে বাড়িতে থাকবার।'

হোমস পুনরায় বাতাসে হাত ছুঁড়ল।

বলল, 'আমার কাছে এসেছেন কেন? তাছাড়া, সঙ্গে সঙ্গে আসেন নি কেন?'

'আমি জানতাম না। আজই মেজর প্রেন্ডারগাস্টকে আমার বিপদের কথা বলায় তিনিই পরামর্শ দিলেন আপনার কাছে আসতে।'

'দুদিন হল আপনি চিঠি পেয়েছেন। আগেই আমাদের কাজ শুরু করা উচিত ছিল। আচ্ছা আমাদের কাছে যা বললেন এছাড়া আর কোন প্রমাণ কি নেই—আমাদের কাজে লাগতে পারে এমন কোন ইঙ্গিতপূর্ণ বিবরণ?'

'একটা জিনিস আছে' জন ওপেন্‌শ্‌ বলল। কোটের পকেট হাতড়ে একটুকরো বিবর্ণ নীলচে কাগজ বের করে টেবিলের উপর মেলে ধরল। 'আমার মনে পড়েছে, জেঠা যেদিন কাগজগুলি পুড়িয়ে ফেলেছিলেন সেদিন আমি লক্ষ্য করেছিলাম ছাইয়ের মধ্যে দগ্ধাবশিষ্ট কাগজের যে টুকরো টুকরো কোণগুলি ছিল তারও রং ছিল এই রকম। তাঁর ঘরের মেঝেয় এই এক সিট কাগজ পেয়েছিলাম। আমার ধারণা যে কাগজগুলো তিনি পুড়িয়েছিলেন তার মধ্যে থেকে কোনক্রমে উড়ে এসে এখানা ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিল। এতেও বাঁচির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া এর দ্বারা আর কোন সাহায্য পাওয়া যাবে বলে তো মনে হয় না। আমি মনে করি, এটা কোন দিনপঞ্জীর পাতা। হাতের লেখা নিঃসন্দেহে আমার জেঠার।'

হোমস বাতিটা টেনে নিল। দুজনেই কাগজটার উপর ঝুঁকে পড়লাম। একটা পাশ ছেঁড়া-খোঁড়া। দেখলেই বোঝা যায়, কোন বই থেকে ছিঁড়ে নেওয়া। উপরে লেখা 'মার্চ ১৮৬৯' আর নীচে কতকগুলো ধাঁধার মত কথাঃ

৪ঠা। হাডসন এল। একই পুরনো প্ল্যাটফর্ম।

৭ই। সেন্ট অগাস্টিনের ম্যাককলি, প্যারামোর এবং জন সোয়ানের দিকে বাঁচিগুলি চালান দাও।

৯ই। ম্যাককলি হাপিস।

১১ই। জন সোয়ান হাপিস।

১২ই। প্যারামোরের সঙ্গে দেখা হল। সব ভাল।

কাগজখানি ভাঁজ করে আগন্তুককে ফিরিয়ে দিয়ে হোমস বলল, 'ধন্যবাদ। কিন্তু আর একমুহূর্ত সময়ও আপনি নষ্ট করবেন না। আপনার কথা নিয়ে আলোচনারও সময় নেই। এখনই বাড়ি চলে যান এবং কাজ করুন।'

'কি কাজ করব?'

'একটিমাত্র কাজ। সেটা এখনই করতে হবে। যে পিতলের বাক্‌সের কথা আপনি বলেছেন তার মধ্যে এই কাগজখানা রাখবেন। আরও একটুকরো কাগজে এই কথাগুলো লিখে ওর মধ্যেই রাখবেন যে, আপনার জেঠা আর সব কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেলেছেন, শুধুমাত্র এইখানিই আছে। এমনভাবে লিখবেন যাতে তাদের বিশ্বাস হয়। এই কাজ করে নির্দেশ মত বাক্‌সটাকে সূর্য-ঘড়ির উপর রেখে দেবেন। বুঝেছেন?'

'সম্পূর্ণ।'

'আপাতত প্রতিহিংসা বা অন্য কোন কথা ভাববেন না। আমি মনে করি, আইনের পথেই তা নিতে পারব। তাদের জাল আগেই বোনা হয়েছে, এবার আমাদের জাল বুনতে হবে। প্রথম কাজ হবে, আপনার আসন্ন বিপদটাকে দূর করা। দ্বিতীয় কাজ, রহস্যের সমাধান ও অপরাধীর শাস্তি।'

যুবক উঠে দাঁড়াল। ওভারকোট হাতে নিয়ে বলল, 'আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি আমাকে দিয়েছেন নতুন জীবন, নবীন আশা। আপনার পরামর্শমত কাজ নিশ্চয়

করব।'

'মুহূর্তমাত্র সময় নষ্ট করবেন না। সবচেয়ে বড় কথা, ইতিমধ্যে খুব সতর্ক থাকবেন। একটি প্রত্যাসন্ন প্রকৃত বিপদ যে আপনার সামনে রয়েছে সেবিষয়ে সন্দেহ মাত্র নেই। কিভাবে যাবেন?'

'ওয়াটারলু থেকে ট্রেনে।'

'এখনও ন'টা বাজে নি। রাস্তায় ভীড় আছে। মনে হয় আপনি নিরাপদ। তবু সতর্ক থাকা ভাল।'

'আমি সশস্ত্র।'

'খুব ভাল। কাল আপনার কাজ শুরু করব।'

'তাহলে হরশামে আপনার সঙ্গে দেখা করব কি?'

'না। আপনার রহস্য রয়েছে লন্ডনে। সেখানেই তাকে খুঁজব।'

'তাহলে বাক্সটা এবং কাগজপত্রগুলোর খবর নিয়ে দু' একদিনের মধ্যেই আপনার কাছে হাজির হব। প্রত্যেক ব্যাপারেই আপনার পরামর্শ চাই।'

আমাদের সঙ্গে করমর্দন করে সে চলে গেল। বাইরে তখনও চলেছে বাতাসের আর্তনাদ, জানালার উপর পড়ছে বৃষ্টির ঝাপ্টা। এই অদ্ভুত কাহিনীটা যেন ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে আসা একটুকরো শ্যাওলার মতই ওই উন্মত্ত প্রকৃতির বুক থেকেই উঠে এসেছিল, আবার সেখানেই ফিরে গেল।

কিছুক্ষণ পর্যন্ত শার্লক হোমস চুপ করে বসে রইল। তাঁর মাথা সামনে ঝুঁকে পড়েছে, চোখ রয়েছে আগুনের লাল আভার দিকে নিবদ্ধ। তারপর পাইপটা ধরিয়ে চেয়ারে হেলান দিল। একদৃষ্টিতে দেখতে লাগল। নীল ধোঁয়ার রিংগুলো কেমন একে অন্যকে ছাড়িয়ে সিলিং-এর দিকে উঠে যাচ্ছে।

অবশেষে বলে উঠল, 'দেখ ওয়াটসন, আমার মনে হয় এর চাইতে অদ্ভুত কোন কেস আমরা এর আগে পাই নি।'

''চিহ্ন-চতুষ্টয়'' (দি সাইন অব ফোর) ছাড়া।'

'হ্যাঁ, তা বটে। ঐটে ছাড়া। তবু মনে হচ্ছে শোল্টো'দের চাইতেও অধিকতর বিপদের ভিতর দিয়ে হেঁটে চলেছে ওই তরুণ জন ওপেন্‌শ্।'

আমি প্রশ্ন করলাম, 'তুমি কি সে বিপদ সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ধারণা করতে পেরেছ?'

সে জবাব দিল, 'সেবিষয়ে কোন প্রশ্নই থাকতে পারে না।'

'তাহলে কি সে বিপদ? কে এই "K.K.K" আর কেনই বা সে এই অসুখী পরিবারের পিছনে ছুটছে?'

শার্লক হোমস চোখ বুজল। দুটো আঙুলের মাথা এক করে চেয়ারের হাতলে কনুই রেখে বলতে আরম্ভ করল, একটিমাত্র ঘটনাকে পুরোপুরি দেখতে পেলেই একজন আদর্শ যুক্তিবিদের উচিত তার পিছনের সবগুলি ঘটনা-সূত্রকে আবিষ্কার করা। শুধু তাই নয়, আরও উচিত তাদের সবগুলি পরিণতিকেও অনুমান করা। একটিমাত্র হাড় দেখে ক্যুভিয়ের যেমন পুরো জন্তুটার বর্ণনাই দিতে পারতেন, ঠিক সেইরকম যে পর্যবেক্ষক ঘটনা-শৃঙ্খলের একটি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত হতে পেরেছে তার উচিত অগ্রবর্তী এবং পশ্চাদ্বর্তী অন্য সব ঘটনাগুলিকে জানতে পারা। ফলাফলগুলো এখনও আমার হাতের মধ্যে পাই নি, যুক্তির সাহায্যেই সেগুলো ধরা পড়বে। শুধু ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করে সব সমস্যার সমাধান হয় না। রহস্য-সন্ধানের আর্টকে তুঙ্গে তুলতে হলে যুক্তিবিদকে সমস্ত জ্ঞাত ঘটনার সদ্ব্যবহার করতে হবে। তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, আজকের অবৈতনিক শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং বিশ্বকোষ জাতীয় গ্রন্থের ছড়াছড়ির দিনেও সেই সর্বজ্ঞতা কিন্তু এখনও একটি বিরল ঘটনা। একটি লোকের নিজের প্রয়োজনে যা কিছু জানা প্রয়োজন সে জ্ঞান অর্জন করা যে অসম্ভব নয় নিজের বেলায় সেই চেষ্টাই আমি করে চলেছি। মনে পড়ে, আমাদের বন্ধুত্বের প্রথম দিকে একবার তুমি আমার জ্ঞানের সীমাবদ্ধতাকে সঠিকভাবে নির্দেশ করেছিলে।'

আমি হেসে জবাব দিলাম, 'হ্যাঁ, সে একটি অদ্ভুত দলিল। মনে আছে, দর্শন, সৌরবিজ্ঞান ও রাজনীতিতে পেয়েছিল গোল্লা। উদ্ভিদবিদ্যায় নির্ভরতার অযোগ্য, ভূতত্ত্বে কিন্তু শহরের পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে যেকোন মাটির ব্যাপারে পরিপূর্ণ জ্ঞান, রসায়নে অস্থির, শারীরবিদ্যায় শৃংখলাহীন, উত্তেজক সাহিত্য ও অপরাধ-বিবরণে অসাধারণ; তাছাড়া বেহালাবাদক, বক্সার, তলোয়ার খেলোয়াড় আর কোকেন এবং তামাকে আত্মঘাতী। মনে হয়, এইগুলিই আমার বিশ্লেষণের প্রধান প্রধান বিষয় ছিল।'

শেষের কথাটি শুনে হোমস দন্তবিকশিত করে হাসল। তারপর বলল, 'দেখ, তখন বলেছি, এখনও বলছি, মানুষের উচিত ব্যবহারযোগ্য সবকিছু আসবাব মস্তিষ্কের ছোট চিলেকোঠায় মজুত করে রাখা। বাকীগুলো যাতে দরকারের সময় পাওয়া যায় সেইভাবে লাইব্রেরীর গুদাম-ঘরে সরিয়ে রাখলেও চলে। কিন্তু যে কেসটি আজ রাতে আমাদের হাতে এসেছে তার জন্য আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে। তোমার পাশের তাক থেকে আমেরিকান এন্‌সাইক্লোপিডিয়ার K অক্ষরটা দয়া করে বের করে দাও। ধন্যবাদ। এবার আলোচনায় বসা যাক। দেখা যাক কতদূর কি জানা

যায়। প্রথমেই আমাদের ধরে নিতে হবে যে, কর্ণেল ওপেন্‌শ্‌-এর আমেরিকা ছেড়ে আসবার মত যথেষ্ট কারণ ঘটেছিল। তার মত বয়সে মানুষ পরিবর্তন চায় না ; বিশেষ করে ফ্লোরিডার মনোরম আবহাওয়া ছেড়ে একটা প্রাদেশিক ইংলিশ শহরের নির্জন জীবনে স্বেচ্ছায় ফিরে আসা তো নয়ই। ইংলণ্ডে ফিরে এসেও তার এমন একান্ত নির্জনপ্রিয়তা দেখেও সন্দেহ হয় যে তিনি কোন ব্যক্তি বা বস্তু সম্পর্কে সন্ত্রস্ত ছিলেন। কাজেই আমরা অনুমান করতে পারি যে সেই ব্যক্তি বা বস্তুর ভয়েই তিনি আমেরিকা ছেড়েছিলেন। তিনি কিসের ভয় করছিলেন সেটা জানা যাবে তিনি ও তার অনুবর্তীরা যে চিঠিগুলো পেয়েছেন তার থেকে। ঐ চিঠির পোস্ট মার্কগুলি লক্ষ্য করেছ কি?'

'প্রথম চিঠি এসেছিল পণ্ডিচেরি থেকে, দ্বিতীয়টি ডাণ্ডি থেকে, আর তৃতীয়টি লণ্ডন থেকে।'

'পূর্ব লণ্ডন থেকে। তার থেকে কি অনুমান করতে পার?'

'এগুলি সবই সামুদ্রিক বন্দর। কাজেই লেখক কোন জাহাজের যাত্রী ছিলেন।'

'চমৎকার! একটা সূত্র পেয়ে গেলাম। পত্র-লেখক যে জাহাজে ছিল এ সম্ভাবনার বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। এবার আর একটা বিষয় ভাবতে হবে। পণ্ডিচেরির বেলায় ভীতি-প্রদর্শন ও তার পরিণতির মধ্যে সাত সপ্তাহের ব্যবধান, আর ডাণ্ডির বেলায় মাত্র তিন কি চার দিন। এ থেকে কি বোঝা যায়?'

'ভ্রমণ-পথের অধিকতর দূরত্ব।'

'কিন্তু চিঠিও তো অধিকতর দূর স্থান থেকেই এসেছে।'

'তাহলে বুঝতে পারছি না।'

'ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, সেই লোক বা লোকেরা একটি চলমান জাহাজের যাত্রী। মনে হয় উদ্দেশ্য সাধনে উদ্যোগী হয়েই তারা সর্বাগ্রে তাদের অদ্ভুত সতর্ক-বাণী বা প্রতীকটি পাঠিয়ে দিত। লক্ষ্য করে দেখ, ডাণ্ডি থেকে প্রতীকটি পৌঁছবার পরেই কত তাড়াতাড়ি কাজ হাসিল হয়ে গেল। তারা যদি পণ্ডিচেরি থেকে স্টীমারে আসত তাহলে চিঠি আর মানুষ প্রায় একই সঙ্গে পৌঁছত। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সাত সপ্তাহ লাগল। আমার মনে হয়, চিঠি এসেছে মেল-বোটে, আর লেখক এসেছে জাহাজে। তাই এই সময়ের ব্যবধান।'

'তা হওয়া সম্ভব।'

'সম্ভবের চেয়েও বেশী। নতুন কেসটি কেন যে মারাত্মক রকমের জরুরি, আর কেনই বা আমি তরুণ ওপেন্‌শ্‌কে সতর্ক থাকতে বলে দিলাম, সেটা নিশ্চয় এখন বুঝতে পারছ। পত্র-প্রেরকদের পক্ষে এই পথটা আসতে যতটা সময় লাগে ঠিক তার পরমুহূর্তেই তারা আঘাত হানে। এবার চিঠি এসেছে লণ্ডন থেকে, কাজেই বিলম্ব ঘটার কোন কারণ নেই।'

'হায় ঈশ্বর!' আমি চীৎকার করে বললাম, 'এই আবিরাম হত্যাকাণ্ডের অর্থ কি?'

'ওপেন্‌শ্‌ যে কাগজপত্রগুলি নিয়ে এসেছিলেন, জাহাজের যাত্রী বা যাত্রীদের কাছে সেগুলি খুবই মূল্যবান। এখন স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে তারা সংখ্যায় একাধিক। একটিমাত্র লোক করোনারের জুরীদের এমনভাবে ধোঁকা দিয়ে পর পর দুটো খুন করতে পারত না। দলে কয়েকজনই আছে এবং তারা সকলেই বিত্তবান ও দৃঢ়সংকল্পের লোক। তারা চায় কাগজগুলি ফিরে পেতে। এবার বুঝে দেখ, K.K.K. কোন ব্যক্তিবিশেষের নামের আদ্য অক্ষর নয়, এগুলো কোন সমিতির প্রতীক।'

'কিন্তু কোন্ সমিতির?'

'তুমি কি কখনও—' সামনে ঝুঁকে গলা নামিয়ে শার্লক হোমস বলল, 'তুমি কি কখনও ''কু ক্লুক্স ক্লান''-এর নাম শোন নি?'

'না তো!'

হোমস তাঁর হাঁটুর উপরে রাখা বইয়ের পাতা ওল্টাতে লাগল। একটু পরেই বলে উঠল, 'এই যে পেয়েছি। ''কু ক্লুক্স ক্লান।'' বন্দুকের ঘোড়া টানলে যেরূপ শব্দ হয় তার সঙ্গে মিল কল্পনা করেই নামটি উচ্চারণ করা হয়েছে। গৃহযুদ্ধের পরে দক্ষিণী রাজ্যগুলির কতক কতক প্রাক্তন সৈনিক মিলে এই ভয়ংকর গুপ্ত সমিতি স্থাপন করে। দেখতে দেখতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে—বিশেষ করে টেনিসে, লুইসিয়ানা, ক্যারোলিনা, জর্জিয়া আর ফ্লোরিডায় সমিতির শাখা-কার্যালয় গড়ে ওঠে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে, প্রধানত নিগ্রো ভোটারদের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে এবং বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের খুন করা বা দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এই সমিতির শক্তি নিয়োজিত হত। আক্রমণ করবার ঠিক আগে নির্দিষ্ট লোকের কাছে কোন একটা অদ্ভুত উপায়ে সতর্ক-বাণী পাঠিয়ে দেওয়া হত। কখনও পাঠান হত ওক্‌গাছের পল্লব, কখনও কাঁকুড়ের বীচি বা কমলালেবুর বীচি। সেটা পেয়ে নির্দিষ্ট লোক হয় প্রকাশ্যে তার মত-পরিবর্তনের কথা ঘোষণা করত, আর না হয় দেশ থেকে পালিয়ে যেত। কিন্তু যদি সে সাহস করে রুখে দাঁড়াত, তাহলে কোন বিস্ময়কর অদৃষ্টপূর্ব পথে অমোঘ মৃত্যু তাকে আঘাত করত। সমিতির সংগঠন

ব্যবস্থা এতই নিখুঁত আর তার কর্মপন্থা এতই সুশৃংখল যে তার বিরুদ্ধাচরণ করেও কোন লোক বেঁচে গেছে বা দুষ্কৃতকারীরা কোথাও ধরা পড়েছে এরূপ কোন নজির পাওয়া যায় না। স্বয়ং যুক্তরাষ্ট্র সরকার এবং দক্ষিণ অঞ্চলের সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের লোকদের সমবেত চেষ্টা সত্ত্বেও কয়েক বছর সমিতির খুবই বাড়-বাড়ন্ত হল। ঘটনাক্রমে ১৮৬৯ সালে হঠাৎ সে আন্দোলনে ভাটা পড়ল। অবশ্য এখানে সেখানে কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা তখনও ঘটতে লাগল।"

বইখানি নামিয়ে রেখে হোমস বলল, 'লক্ষ্য করে দেখ, ঐ সমিতি ভেঙে যাওয়া আর ওপেন্‌শ্‌-এর কাগজপত্র নিয়ে আমেরিকা থেকে সরে পড়া একই সময়কার ঘটনা। তাদের মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্কও থাকতে পারে। কোন নির্দয় অশরীরী যদি তার নিজের এবং পরিবারের পিছু নিয়ে থাকে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বুঝতেই পারছ, এই রেজিস্টার ও দিনপঞ্জীর পাতায় দক্ষিণের কোন কোন মহাশয় ব্যক্তির নাম হয় তো আছে। কাজেই এগুলি উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত তাদের চোখে ঘুম আসছে না।'

'নাহলে যে পাতাটা আমরা দেখেছি—'

'যা আমরা ভেবেছি ঠিক তাই। যতদূর মনে পড়ছে তাতে লেখা আছে " A.B ও C-কে বাঁচিগুলি পাঠানো হয়েছে"—তার মানে, সমিতির সতর্কবাণী তাদের কাছে পাঠানো হয়েছে। তারপর একে একে লেখা আছে—A এবং B হাঁপিস হয়েছে বা দেশ ছেড়ে পালিয়েছে এবং C-র সঙ্গে দেখা হয়েছে। হয়তো C -র জন্য ভয়াবহ পরিণতি অপেক্ষা করছে। দেখ ডাক্তার, আমি মনে করি এই অন্ধকার জায়গাটাতেই আমরা হয়তো কিছুটা আলো ফেলতে পারি। আর আমি বিশ্বাস করি ইতিমধ্যে তরুণ ওপেন্‌শ্‌-এর একমাত্র কাজ আমি যেমনটি বলেছি তেমনটি করা। আজ রাতে আর কিছু বলবারও নেই, করবারও নেই। কাজেই আমার বেহালাটা দাও। এস, অন্তত আধ ঘণ্টার জন্য এই দুঃখজনক আবহাওয়া এবং আমাদেরই মানুষ বন্ধুদের ততোধিক দুঃখজনক ক্রিয়া-কলাপকে ভুলে থাকতে চেষ্টা করি।'

সকালে মেঘ কেটে গেছে। মহানগরীর উপরে যে আবছা পর্দাটা ঝুলে আছে তার ফাঁক দিয়ে সূর্য ঈষৎ অনুজ্জ্বল কিরণ বিতরণ করছে। নীচে নেমে দেখি শার্লক হোমস প্রাতরাশে বসে গেছে।

সে বলল, 'তোমার জন্য অপেক্ষা করি নি, সেজন্য ক্ষমা করো। বুঝতে পারছি, ওপেন্‌শ্‌কে নিয়ে সারাদিনই ব্যস্ত থাকতে হবে।'

'কিভাবে অগ্রসর হবে?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

'প্রথম অনুসন্ধানের ফলাফলের উপর সবকিছু নির্ভর করছে। হয় তো হরশাম যেতে হতে পারে।'

'প্রথমেই সেখানে যাবে না?'

'না। শহর থেকেই কাজ আরম্ভ করব। ঘণ্টাটা বাজাও, তোমার কফি দিয়ে যাবে।'

টেবিল থেকে ভাঁজ করা খবরের কাগজখানা নিয়ে চোখ বুলোতে লাগলাম। একটা শিরোনামের উপর চোখ পড়তেই আমার বুকের ভিতরটা শির্‌শির্‌ করে উঠল।

চেঁচিয়ে বললাম, 'হোমস, বড়ই দেরী করে ফেললে।'

'অ্যাঃ।' কাপটা নামিয়ে রেখে সে বলল, 'এই ভয়ই আমি করছিলাম। কি হয়েছিল?' শান্তভাবে সে কথা বলল কিন্তু আমি দেখতে পেলাম, সে খুব বিচলিত হয়ে পড়েছে।

'আমি শুধু ওপেন্‌শ্‌-এর নাম আর "ওয়াটারলু সেতুর নিকটে দুর্ঘটনা" এই শিরোনামটাই দেখেছি। পুরো বিবরণটা শোনঃ "গত কাল রাত ন'টা থেকে দশটার মধ্যে ওয়াটারলু সেতুর নিকটে কর্তব্যরত H ডিভিশনের পুলিশ কনেস্টবল সাহায্যের জন্য আর্তনাদ এবং জল ছিটকে ওঠার শব্দ শুনতে পায়। রাতটা ছিল অত্যন্ত ঝড়ো আর অন্ধকার। তাই কয়েকজন পথচারীর সহায়তা সত্ত্বেও কাউকে উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি। সঙ্গে সঙ্গেই বিপদ সংকেত দেওয়া হয় এবং জল-পুলিশের সহায়তায় মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। মৃতের পকেটের খাম থেকে জানা গেছে যুবকটির নাম জন ওপেন্‌শ্‌। হরশামের কাছে তার বাড়ি। অনুমান করা হয়, সে হয়তো ওয়াটারলু স্টেশন থেকে শেষ ট্রেনটি ধরবার জন্য দ্রুত পথ হাঁটছিল। ফলে গাঢ় অন্ধকারে পথ ভুল করে হাঁটতে হাঁটতে নদীতে স্টীম-বোট লাগাবার ছোট ঘাটটি পেরিয়ে জলে পড়ে যায়। শরীরে আঘাতের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় নি এবং যুবকটি একটি দুর্ভাগ্যজনক দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অবশ্য নদীতীরসংলগ্ন ঘাটটির এই অবস্থার প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত।"

কয়েক মিনিট দুজনেই চুপচাপ বসে রইলাম। হোমসকে আর কখনও এতটা বিষণ্ণ ও বিচলিত দেখি নি।

অবশেষে সে কথা বলল, 'আমার গর্বে আঘাত লেগেছে। এখন থেকে এটা আমার ব্যক্তিগত স্বার্থের ব্যাপার হয়ে উঠল। ঈশ্বর যদি আমার স্বাস্থ্যটা ঠিক রাখেন, এ দলকে আমি পাকড়াও করবই। তখন সে আমার সাহায্য চাইতে আসবে, আর আমি তাকে পাঠাব মৃত্যুর মুখে—!' হঠাৎ চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে দুঃসহ আবেগে সে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল। দুই পাণ্ডুর গাল আরক্ত হয়ে উঠেছে। দীর্ঘ শীর্ণ দুখানি হাত কখনও

www.boiRboi.net

একত্র মুষ্টিবদ্ধ হচ্ছে, আবার পরমুহূর্তেই মুষ্টি খুলে যাচ্ছে।

একসময়ে সে চীৎকার করে উঠল, 'ধূর্ত শয়তানের দল। কেমন করে তারা ওকে ঠকিয়ে সেখানে নিয়ে গেল? নদীর তীর তো স্টেশনে যাবার সোজা পথে পড়ে না। এমন দুর্যোগের রাতেও সেতুটা তাদের উদ্দেশ্যের পক্ষে একটু বেশী জনবহুলই ছিল। ওয়াটসন, আমাদের দেখতে হবে শেষ পর্যন্ত কার জিত হয়। আমি চললাম।'

পুলিশের কাছে?'

'না আমিই আমার পুলিশ। জাল বুনেছি আমি, আর মাছ ধরবে তারা, তা হবে না।'

সারাদিন ডাক্তারি কাজে ব্যস্ত ছিলাম। সন্ধ্যার পরেই বেকার স্ট্রীটে ফিরে গেলাম। শার্লক হোমস তখনও ফেরে নি। প্রায় দশটার সময় সে ঘরে ঢুকল। বিবর্ণ শান্ত চেহারা। সাইড বোর্ডের কাছে গিয়ে অর্ধেকটা পাঁউরুটি ছিঁড়ে গোগ্রাসে গিলে ঢকঢক করে অনেকটা জল খেয়ে সেটাকে গলা দিয়ে নামল।

'খুব ক্ষুধার্ত তুমি,' আমি বললাম।

'আমি উপোসী। খাবার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। প্রাতরাশের পর কিছুই পেটে পড়ে নি!'

'কিছুই না?'

'এককামড়ও না। খাবার কথা ভাববার সময়ই ছিল না।'

'কতদূর কি করতে পারলে?'

'ভালই।'

'সূত্র পেয়েছ?'

'হাতের মুঠোর মধ্যে তাদের পেয়েছি। তরুণ ওপেন্‌শ্‌-এর মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে বেশী দেরী হবে না। তাদের শয়তানী চালই আমি তাদের উপর চালব। খুব ভাল ফন্দি বের করেছি।'

'কি বলছ তুমি!'

কাবার্ড থেকে একটা কমলালেবু নিয়ে সেটাকে খুলে কয়েকটা বঁশীচি বের করে টেবিলের উপর রাখল। তার থেকে পাঁচটা তুলে নিয়ে একটা খামের মধ্যে ভরল। খামের ভিতর দিকে লিখল 'S H J O.-র জন্য'। খামটা সিল করে ঠিকানা লিখল 'ক্যাপ্টেন জেমস ক্যালহুন, ''লোনস্টার'' জাহাজ, সাভান্না, জর্জিয়া।'

মুখটিপে হাসতে হাসতে সে বলল, 'বন্দরে প্রবেশ করবার আগেই এ চিঠি সেখানে তার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে। রাতে আর তার ঘুম হবে না। ওপেন্‌শ্‌-এর মত এই চিঠিই হবে তার মৃত্যুদূত।'

'ক্যাপ্টেন ক্যালহুন কে?'

'এই দলের পাণ্ডা। অন্যদেরও ধরব, তবে সেই সর্ব প্রথম।'

'কি করে খোঁজ পেলে?'

সে পকেট থেকে মস্ত এক সিট কাগজ বের করল। আগাগোড়া তারিখ আর নামে বোঝাই।

বলল, 'লয়েড্‌-এর রেজিস্টার আর পুরনো কাগজপত্রের ফাইল ঘেঁটেছি সারাদিন। ৮৩-র জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারিতে যত জাহাজ পণ্ডিচেরিতে নোঙর করেছিল তাদের প্রত্যেকটির গতিবিধি তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি। ঐ দুই মাসে মোটামুটি আকারের ছত্রিশখানা জাহাজ এখানে নোঙর করেছিল। তাদের মধ্যে ''লোনস্টার'' সঙ্গে সঙ্গে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল, কারণ যদিও রিপোর্টে উল্লেখ ছিল যে জাহাজটা লণ্ডনের, কিন্তু তার নামটা ইউনিয়নের কোন স্টেটের।'

'টেক্সাস বোধ হয়?'

'সঠিক জানি না। কিন্তু এটা জানি যে জাহাজটা আমেরিকার।'

'তারপর।'

'তারপর খুঁজলাম ডাণ্ডির রেকর্ড। তা থেকে জানতে পারলাম "লোনস্টার" জাহাজ '৮৫-র জানুয়ারিতে সেখানে ছিল। আমার সন্দেহ নিশ্চিত হয়ে উঠল। তারপর খোঁজ নিলাম, বর্তমানে কোন্ কোন্ জাহাজ লণ্ডন বন্দরে নোঙর করে আছে।'

'সত্যি?'

"লোনস্টার" এখানে এসেছে গত সপ্তাহে। এলবার্ট ডক-এ গিয়ে জানলাম, আজ সকালের জোয়ারেই তাকে নদীপথে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। যাবে সাভান্না। গ্রেভস-এন্ড-এ ফোন করে জেনেছি, একটু আগেই সেখান থেকে ছেড়ে গেছে। যেহেতু এখন বায়ু বহে পুরবৈয়া, এতক্ষণ সে গুডউইন্স ছাড়িয়ে আইল্‌স্‌ অব ওয়াইটের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে।'

'তারপর কি করবে?'

'আরে, তাকে তো হাতের মুঠোয় পেয়ে গেছি। জানতে পেরেছি সে আর তার দুজন সঙ্গীই ঐ জাহাজের একমাত্র খাঁটি আমেরিকান যাত্রী। আর সকলেই ফিনল্যাণ্ড আর জার্মানীর মানুষ। আরও জানতে পেরেছি, তারা তিনজনই কাল রাতে জাহাজ ছেড়ে বাইরে গিয়েছিল। যে স্টিভেডোর জাহাজের মালখালাস করছিল তার কাছ থেকেই খবরটা পাই। তাদের জাহাজ সাভান্না পৌঁছবার আগেই

মেল-বোট এই চিঠি সেখানে পৌঁছে দেবে। আর একটা টেলিগ্রাম সাভান্নার পুলিশকে জানিয়ে দেবে যে, হত্যার অভিযোগে এই তিনজন ভদ্রলোককে অবশ্যই চাই।

মানুষের পাতা ফাঁদ যত ভালই হোক তাতে কোন না কোন ছিদ্র থাকবেই। জন ওপেন্‌শ্‌-এর হত্যাকারীদের হাতে কমলালেবুর বাঁচিগুলি কোনদিনই পৌঁছবে না, আর তারাও কোনদিনই জানতে পারবে না যে তাদের মতই ধূর্ত এবং সংকল্পে দৃঢ় আর একটি মানুষ তাদের পিছু নিয়েছে। সে বছর বিষুবক্রান্তিকালীন ঝড়টা হয়েছিল যেমন দীর্ঘস্থায়ী, তেমনি প্রচণ্ড। সাভান্নার "লোনস্টার" এর সংবাদের জন্য আমরা অনেক দিন অপেক্ষা করে রইলাম, কিন্তু কোন খবরই এল না। শেষটায় শুনলাম, অনেক দূরে অতলান্তিক মহাসাগরের বুকে অনেক দূরবর্তী কোন স্থানে একটা জাহাজের ভাঙা গলুই ঢেউয়ের দোলায় দুলতে দেখা গিয়েছিল। তার গায়ে লেখা ছিল "L.S." দুটি অক্ষর। "লোনস্টার" এর পরিণামের এর বেশী কিছু আমরা কোনদিনই জানতে পারব না।

www.boiRboi.net

টিয়া পাখির ঠোঁটটি লাল

The man with the twisted lip

সেন্ট জর্জেস থিয়োলোজিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ স্বর্গত ইলিয়াস হুইট্‌নি ডি, ডি,-র ভাই ইসা হুইট্‌নি ছিল ভীষণ আফিমখোর। আমি জানি কলেজে পড়বার সময় একটা বোকা খেয়ালের বশেই এই বদ্‌ অভ্যাসটা করে বসেছিল। ডি, কুইন্সির স্বপ্ন ও অনুভূতির বিবরণ পড়ে অনুরূপ ফল লাভের আশায় সে তামাকের সঙ্গে আফিমের আরক মিশিয়ে পান করতে শুরু করল। কিছুদিনের মধ্যেই সে বুঝতে পারল, যেমন আরও অনেকেই বুঝেছে, যে এই অভ্যাসটি করা যত সহজ, ছাড়াটা তত সহজ নয়। তারপর বহু বছর ধরে সে আফিমের কেনা গোলাম হয়ে বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনের ত্রাস ও করুণার পাত্র হয়ে কাটাতে লাগল। আমি তাকে এখন দেখি একটা চেয়ারে কুঁকড়ে বসে থাকে ; হলদে বিবর্ণ মুখ, ঝুলেপড়া চোখের পাতা, উদগ্র চোখের মণি—যেন একদার একটি সম্ভ্রান্ত মানুষের ভগ্নস্তূপ।

একদিন রাতে—'৮৯ সালের জুন মাসে—আমার বাইরের ঘণ্টাটা বেজে উঠল। মানুষের পক্ষে তখন প্রথম হাই তুলে ঘড়ির দিকে তাকাবার সময়। আমি চেয়ারে উঠে বসলাম। আমার স্ত্রী সেলাই এর কাজটা কোলের উপর ফেলে হতাশভাবে আমার দিকে তাকাল।

'কোন রোগী।' সে বলল, 'তোমাকে নিশ্চয় বেরুতে হবে।'

আমি আর্তনাদ করে উঠলাম, কারণ সারাদিন খাটুনির পর সবে ঘরে ফিরেছি।

দরজা খোলার শব্দ, কিছু দ্রুত কথাবার্তা, তারপরই লিনোলিয়ামের উপর দ্রুত পদধ্বনি। আমার ঘরের দরজা খুলে গেল। প্রবেশ করলেন এক মহিলা,—পরনে কালো পোশাক, মুখে কালো অবগুণ্ঠন।

'এত রাতে আসার জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন', বলতে বলতেই তিনি সহসা ছুটে এসে আমার স্ত্রীর গলা জড়িয়ে ধরে তার কাঁধের উপর মুখ রেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন, 'হায়! আমার বড় বিপদ। একটু সাহায্য চাই।'

তার মুখের অবগুণ্ঠন তুলে আমার স্ত্রী বললেন, 'এ কি, এ যে কেট হুইট্‌নি! তুমি আমাকে একেবারে চমকে দিয়েছ কেট। যখন ঘরে ঢুকলে আমি তো বুঝতেই পারি নি তুমি কে।'

'কি করব বুঝতে না পেরে সোজা তোমার কাছে চলে এসেছি।' সব সময়ই এই হয়। পাখিরা যেমন আলোক-স্তম্ভের দিকে ছুটে যায়, বিপদে পড়লে সবাই তেমনি আমার স্ত্রীর কাছে আসে।

'এসে খুব ভাল করেছ। একটু মদ আর জল খাও, আরাম করে বসো, তারপর সব কথা আমাদের বলো। নাকি, জেমসকে শুতে পাঠিয়ে দেব?'

'না, না। ডাক্তারের পরামর্শ এবং সাহায্যও আমি চাই। ব্যাপারটা ইসাকে নিয়ে। দুদিন সে বাড়ি আসে নি। তার জন্য আমার কী যে ভয় করছে।'

এই প্রথম নয়, স্বামীকে নিয়ে গোলমালের কথা তিনি আগেও আমাদের বলেছেন,—আমার কাছে ডাক্তার হিসাবে, আমার স্ত্রীর কাছে পুরনো বান্ধবী ও সহপাঠিনী হিসাবে। ভাল কথায় সাধ মত তাকে সান্ত্বনা দিলাম। স্বামী কোথায় আছে তিনি জানেন কি না? আমরা কি তাকে ফিরিয়ে আনতে পারব?

পারব বলেই মনে হল। তিনি সঠিক খবর রাখেন যে, কিছুদিন হল নেশার ভর হলেই সে শহরের প্রান্তবর্তী একটা আফিমের আড্ডায় জমায়েত হয়। আগে আগে আড্ডা চলত পুরো একদিন। সন্ধ্যা হলেই তোবড়ানো দুমড়ানো শরীর নিয়ে বাড়ি ফিরত। কিন্তু ইদানিং চলে আটচল্লিশ ঘণ্টা। ডকের ফালতু লোকদের সঙ্গে

সেখানেই থাকে, হয় বসে বসে নিঃশ্বাসের সঙ্গে বিষ টানে, আর না হয় ঘুমিয়ে নেশা কাটায়। আপার সোয়ান্ডাম লেনের সেই "বার অব গোল্ড"-এ তাকে নিশ্চয় পাওয়া যাবে। কিন্তু তার মত ভীরু যুবতী তেমন জায়গায় যাবেই বা কেমন করে, আর গুণ্ডাদের মধ্যে থেকে স্বামীকে ধরে আনবেই বা কেমন করে?'

এই তো ব্যাপার। পথও একটিই খোলা। আমি তাকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে যেতে পারি না? তারপরেই মনে হল, তার যাবার দরকারই বা কি? ইসা হুইটনির চিকিৎসক আমি, তার উপর আমার একটা জোর আছে। আমি একাই সব ব্যবস্থা করতে পারব। মহিলাকে কথা দিলাম, তার দেওয়া ঠিকানায় যদি সত্যিই থাকে তাহলে দু'ঘণ্টার মধ্যেই তাকে গাড়ি করে বাড়ি পৌঁছে দেবই। কাজেই দশ মিনিটের মধ্যেই আমার আরামকেদারা আর সুমধুর বসবার ঘর ফেলে বেরিয়ে পড়লাম, এবং একটা গাড়ি নিয়ে পূর্বমুখে ছুটে চললাম একটা অদ্ভুত কাজ নিয়ে। যদিও একমাত্র ভবিষ্যৎই বলতে পারে সে কাজটা কতখানি অদ্ভুত।

প্রথম দিকে অবশ্য বিশেষ কোন অসুবিধা দেখা দিল না। লন্ডন সেতুর পূর্ব দিকে নদীর উত্তর তীর বরাবর যে উঁচু জাহাজঘাটাগুলো দাঁড়িয়ে আছে আপার সোয়ান্ডাম লেন তারই পিছনকার একটা নোংরা গলি। একটা দেশী মদের দোকান ও একটা জিন মদের দোকানের মাঝখান দিয়ে এক সার খাড়া সিঁড়ি নেমে গেছে। তার শেষ প্রান্তে পাহাড়ের গুহার মুখের মত একটা কালো গহ্বর। তার ভিতরেই আমার অভিষ্ট আড্ডাখানা। গাড়িটা নিয়ে বাইরে অপেক্ষা করতে বলে মাতালদের অবিশ্রাম চলার পায়ের চাপে ক্ষয়ে-যাওয়া সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেলাম। দরজার উপরে একটা তেলের বাতি জ্বলছে। তারই কাঁপা-কাঁপা আলোয় ছিটকিনি খুলে একটা লম্বা নীচু ঘরে ঢুকে পড়লাম। বাদামী আফিমের ধোঁয়ায় ঘরের বাতাস ভারী। দুই পাশে অনেকগুলি কাঠের সরু তক্তপোষ মত।

আবছা আলোয় অস্পষ্ট চোখে পড়ল, অদ্ভুত সব ভঙ্গীতে অনেক লোক শুয়ে আছে,—ঘাড় গুঁজে, হাঁটু ভেঙে মাথা পিছনে ঠেলে থুতনি খাড়া করে। কয়েকজনের কালো অনুজ্জ্বল চোখ পড়ল আগন্তুকের দিকে। কালো কালো ছায়ামূর্তির মুখ থেকে আলোর ছোট ছোট লাল বৃত্ত কখনও উজ্জ্বল কখনও আবছা হয়ে জ্বলতে লাগল। আসলে সকলের মুখে ধাতুর পাইপগুলোতে জ্বলন্ত বিষ একবার জ্বলছে, একবার নিভছে। অধিকাংশই চুপচাপ। কেউ আপন মনেই কথা বলছে, অনেকে আবার একসঙ্গে একটা অদ্ভুত চাপা একঘেয়ে গলায় গল্প করছে। তাদের কথাবার্তা যেমন হঠাৎ সোচ্চার হয়ে উঠছে, আবার তেমনি হঠাৎ থেমে যাচ্ছে। সবাই নিজের নিজের কথা বলে যাচ্ছে, অন্যের কথায় কানই দিচ্ছে না। ঘরের একেবারে এক কোণে একটা কাঁসার ধুনুচিতে কয়লার আগুন জ্বলছে। পাশে একটা তে-পায়া কাঠের টুলের উপর বসে আছে একজন দীর্ঘকায় শীর্ণ বৃদ্ধ মানুষ। দুটো কনুই হাঁটুর উপর রেখে আর চোয়ালটা দুই মুঠোর মধ্যে ধরে সে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে আগুনের দিকে।

ঘরে ঢুকতেই একটা মালয়ী চাকর আমার জন্য একটা পাইপ আর খানিকটা আফিম নিয়ে ছুটে এসে একটা শূন্য আসন দেখিয়ে দিল।

আমি বললাম, 'ধন্যবাদ, আমি থাকতে আসি নি। আমার বন্ধু মিঃ ইসা হুইটনি এখানে আছে। আমি তার সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

আমার ডান পাশ থেকে কে যেন নড়েচড়ে হল্লা করে উঠল। আবছা আলোয় দেখতে পেলাম হুইটনি আমার দিকে চেয়ে আছে। মলিন, হতশ্রী, উস্কোখুস্কো।

'হা ঈশ্বর! এ যে ওয়াটসন', সে কথা বলল। আফিমের প্রভাবে তার অবস্থা শোচনীয়। প্রত্যেকটি স্নায়ুতন্ত্রী বুঝি গুঁড়িয়ে গেছে। 'আরে ওয়াটসন, ক'টা বাজে?'

'প্রায় এগারোটা।'

'কবেকার?'

'১৯শে জুন শুক্রবারের।'

'কী সাংঘাতিক! আমি তো জানি আজ বুধবার। আলবৎ আজ বুধবার। কেন ছেলেমানুষ পেয়ে ভয় দেখাচ্ছ বাবা?' দুই হাতে মুখ ঢেকে সে তারস্বরে কেঁদে উঠল।

'আরে বাবা, আমি বলছি আজ শুক্রবার। তোমার স্ত্রী আজ দুদিন তোমার পথ চেয়ে বসে আছে। তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত।'

'সে তো হচ্ছি। কিন্তু তুমি সব গুলিয়ে দিচ্ছ ওয়াটসন। আমি তো কয়েক ঘণ্টা হল এখানে এসেছি—তিন পাইপ, চার পাইপ, ভুলেই যাচ্ছি ক' পাইপ। কিন্তু এবার তোমার সঙ্গে বাড়ি যাব। কেটকে আর ভয় দেখাব না। আহা বেচারি কেট। দেখি তোমার হাতটা বাড়াও তো। তোমার সঙ্গে গাড়ি আছে?'

'হ্যাঁ, গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।'

'তাহলে ওই গাড়িতেই যাব। কিন্তু আমার তো কিছু দেনা হয়েছে। ওয়াটসন, বলতো কত দেনা। আমি তো সব ফুঁকে দিয়েছি। নিজে আর কিছুই করতে পারব না।'

আফিমের অবশকারী কড়া ধোঁয়ার হাত থেকে বাঁচবার

জন্য দম বন্ধ করে ঘরের দুই সারি আসনের ভিতরকার সরু পথ ধরে আমি এগিয়ে গেলাম ম্যানেজারের খোঁজে। ধনুচির পাশে যে লম্বা লোকটি বসেছিল তার পাশ দিয়ে যাবার সময় আমার স্কার্টে যেন একটু টান লাগল। কে যেন চাপা গলায় বলে উঠল, 'আমার পাশ দিয়ে এগিয়ে যাও, তারপর পিছন ফিরে আমাকে দেখ।' কথাগুলো খুব স্পষ্ট শুনতে পেলাম। তাকালাম। আমার পাশের বৃদ্ধ লোকটির কথাই হবে। কিন্তু সে তো নিজের মধ্যেই ডুবে আছে। অত্যন্ত শীর্ণ, মুখময় বলীরেখা, বয়সের ভারে নুব্জ, দুই হাঁটুর মাঝখানে ঝুলে রয়েছে একটা আফিমের পাইপ, বুঝি অবসন্নতার জন্যই আঙুল থেকে খসে পড়েছে। দুই পা এগিয়ে ফিরে তাকালাম। আত্ম-সংযমের সর্বশক্তি নিয়োগ করে তবেই সবিস্ময়ে চীৎকার করে ওঠা থেকে নিজেকে বিরত করতে পারলাম। সে পিছন ফিরে বসে ছিল যাতে আমি ছাড়া আর কেউ তাকে দেখতে না পারে। যখন তার চেহারা ভরে উঠেছে, বলীরেখা মিলিয়ে গেছে, তন্দ্রালু চোখে জ্বলছে আগুন। আমাকে বিস্মিত হতে দেখে অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসে যে-মূর্তিমান দাঁত বের করে হাসছে সে আর কেউ নয়—শার্লক হোমস স্বয়ং। তার কাছে এগিয়ে যাবার ইঙ্গিত করে পরমুহূর্তে যেই সে সঙ্গীদের দিকে আধখানা মুখ ফেরাল, অমনি আবার সেই স্থবির ঠোঁট-ঝোলা বার্ধক্যের প্রতিমূর্তি।

চাপা গলায় বললাম, 'হোমস! এই নরকে তুমি কি করছ?'

সে জবাব দিল, 'যত আস্তে পার কথা বল, আমার শ্রবণশক্তি উত্তম। একান্ত অনুগ্রহ করে যদি ওই মাতাল বন্ধুটির কবল থেকে বেরিয়ে আসতে পার, তাহলে তোমার সঙ্গে একটু আলোচনা করে নিরতিশয় প্রীতিলাভ করতে পারি।'

'বাইরে আমার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।'

'তাহলে দয়া করে ওই গাড়িতে ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দাও। ও যেরকম খোঁড়াচ্ছে তাতে মনে হয় কোন বিপদ ঘটাতে পারবে না। সেইসঙ্গে কোচম্যানের হাত দিয়ে তোমার স্ত্রীকেও একটা চিরকুট পাঠিয়ে জানিয়ে দাও, তুমি আমার সঙ্গে জুটে গেছ। বাইরে একটু অপেক্ষা কর, আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আসছি।'

শার্লক হোমসের অনুরোধ এত স্পষ্ট, আর এতই হুকুমের মত করে অনুরোধটা করে যে আপত্তি করা শক্ত হয়ে পড়ে। তাছাড়া ভেবে দেখলাম হুইট্‌নিকে গাড়িতে তুলে দিতে পারলেই আমার কর্তব্য শেষ। তারপরে বন্ধুবরের অসাধারণ একটি অ্যাডভেঞ্চারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ার চাইতে ভাল আর কিছু হতে পারে না। কয়েক মিনিটের মধ্যেই চিরকুট লিখলাম, হুইট্‌নির বিল শেষ করলাম, তাকে গাড়িতে তুলে দিলাম। গাড়িটা অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। একটু পরেই আফিমের ডেরা থেকে বেরিয়ে এল একটি থুরথুরে বুড়ো। আমি শার্লক হোমসের সঙ্গে রাস্তায় নেমে পড়লাম। কুঁজো পিঠ নিয়ে টলমল পা ফেলতে ফেলতে সে দুটো রাস্তা পার হল। তারপর দ্রুত চারদিকটা দেখে নিয়ে শরীরটা সোজা করে দাঁড়াল এবং প্রাণ খুলে হেসে উঠল।

বলল, 'ওয়াটসন, তুমি হয়তো ধরে নিয়েছ যে, কোকেন ইনজেকসন এবং অন্য আর যেসব ছোটখাট নেশা আমার আছে তার সঙ্গে এবার আফিম টানাটাও যোগ করেছি।'

'তোমাকে ওখানে দেখে সত্যি বিস্মিত হয়েছি।'

'তোমাকে দেখে আমার বিস্ময়ও কম হয় নি।'

'আমি একটি বন্ধুকে খুঁজতে এসেছিলাম।'

'আমি এসেছিলাম শত্রুকে খুঁজতে।'

'শত্রু!'

'হ্যাঁ, আমার একটি স্বাভাবিক শত্রু, নাকি স্বাভাবিক শিকার বলব। সংক্ষেপে, একটি উল্লেখযোগ্য তদন্তের সঙ্গে আমি জড়িয়ে পড়েছি এবং আগেকার মতই আশা করছি এইসব মাতালদের আড্ডায় ঘুরতে ঘুরতেই একটা সূত্র পেয়ে যাব। এই খোঁয়াড়ে যদি কেউ আমাকে চিনতে পারত, তাহলে আমার জীবনের দাম এক কানাকড়িও থাকত না, কারণ এর আগেও কার্যসিদ্ধির জন্য আমাকে এখানে যাতায়াত করতে হয়েছে এবং এর পরিচালক অসভ্য লাসকার আমার উপর প্রতিশোধ নেবে বলে প্রতিজ্ঞা করে আছে। ঐ বাড়িটার পিছন দিকে পল্‌সু জাহাজ-ঘাটার কোণে একটা চোরা-দরজা আছে। জ্যোৎস্না-রাতে ওর ভিতর দিয়ে যেসব বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে তার অনেক কাহিনীই ওর কাছে শুনতে পাবে।'

'সে কি! মৃতদেহের কথা বলছ না তো?'

'হ্যাঁ, মৃতদেহের কথাই। ওই খোঁয়াড়ে যত শয়তানকে নিকেশ করা হয়েছে তাদের প্রত্যেকের জন্য হাজার পাউন্ড পেলে আমরাও ধন্য হয়ে যেতাম। এটাই নদীতীরের জঘন্যতম মৃত্যু-ফাঁদ। আমার আশংকা হচ্ছে, নেভিল সেন্ট ক্লেয়ার ওর ভিতরে ঢুকেছে, কিন্তু কোনদিন আর বের হতে পারবে না। কিন্তু আমাদের ফাঁদ পাতা হবে এখানে!' দুটো আঙুল দাঁতের ফাঁকে ঢুকিয়ে সে জোরে শিস দিল। অনেক দূর থেকে ভেসে এল আর একটা অনুরূপ শিসের শব্দ। একটু পরেই শোনা গেল গাড়ির চাকার ঘড় ঘড় শব্দ আর ঘোড়ার খুরের খটাখট শব্দ। অন্ধকারের

ভিতর থেকে একখানা এক্কাগাড়ি এসে দাঁড়াল। তার পাশের লণ্ঠন থেকে দুটো সোনালী আলোর রেখা ছিটকে পড়ল। হোমস বলল, 'ওয়াটসন আমার সঙ্গে আসছ তো?'

'যদি দরকার বোধ কর।'

'আঃ, বিশ্বাসী সহকর্মীর দরকার সব সময়। লেখকের দরকার আরও বেশী, সেডার্স-এ আমার ঘরটি দুই শয্যা-বিশিষ্ট।'

'সেডার্স?'

'হ্যাঁ। ওটাই মিঃ সেণ্ট ক্লেয়ারের বাড়ি। তদন্ত চালাবার জন্য আমি সেই বাড়িতেই আছি।'

'বাড়িটা কোথায়?'

'কেণ্টের অন্তর্গত লীর নিকটে। সাত মাইল গাড়িতে যেতে হবে।'

'কিন্তু আমি তো একেবারেই অন্ধকারে রয়েছি।'

'তা অবশ্য রয়েছ। শীঘ্রই সবকিছু জানতে পারবে। জন, নেমে পড়। ঠিক আছে। তোমাকে আর দরকার হবে না। এই নাও আধ ক্রাউন। কাল এগারোটা নাগাদ আমাকে খুঁজে নিও। ঠিক আছে। চলি।'

ঘোড়ার পিঠে চাবুক পড়ল। আমরা ছুটে চললাম। অনেকগুলি নির্জন রাস্তা পেরিয়ে একটা চওড়া রেলিং-ঘেরা সেতু পার হলাম। নীচে আঁধারে ঢাকা নদীটা ধীরে বয়ে চলেছে। তারপরেই নির্জন ইণ্ট-পাথরের রাস্তা শুরু। চারদিক নিশ্চুপ। মাঝে মাঝে শোনা যায় পুলিশের নিয়মিত ভারী পায়ের শব্দ আর বিলম্বিত হল্লাকারীদের হৈ-চৈ গান। আকাশে ভেসে চলেছে পাতলা মেঘ আর তার ফাঁকে ফাঁকে এখানে-ওখানে মিটমিট করে জ্বলছে দু'একটা তারা। হোমস নীরবে গাড়ি চালাচ্ছে। মাথাটা বুকের উপর ঝুঁকে পড়েছে। নিজের চিন্তার মধ্যে ডুবে আছে যেন। পাশে বসে আছি আমি। যে সন্ধান-কার্যে তার নিজের শক্তির উপর এতটা চাপ পড়েছে তার বিবরণ জানবার কৌতূহল হচ্ছে, আবার তার চিন্তাস্রোতে ব্যাঘাত ঘটাতেও ভয় হচ্ছে। কয়েক মাইল চলবার পর মফঃস্বলের সারি সারি বাড়ি, ঘরের কাছাকাছি যখন পৌঁছেছি, তখন সে শরীরটাকে ঝাঁকিয়ে দিল, ঘাড়টাকে ঝাঁকুনি দিল এবং পাইপে আগুন দিল। মনে হল, মনে মনে হেসে আত্মপ্রসাদ অনুভব করছে।

বলল, 'ওয়াটসন, নীরব থাকবার চমৎকার ক্ষমতা তোমার! এইজন্যই তোমার সঙ্গ অমূল্য। সত্যি বলছি, কথা বলবার একজন কাউকে কাছে পাওয়া আমার বড় দরকার। আমি শুধু ভাবছি, বাড়ি ফিরে যখন দেখা হবে তখন সেই স্ত্রীলোকটিকে আমি কি বলব।'

'তুমি কিন্তু ভুলে যাচ্ছ যে আমি এব্যাপারে কিছুই জানি না।'

'লী-তে পৌঁছবার আগেই তোমাকে সব কথা বলবার সময় আমি পাব। ব্যাপারটা অসম্ভব রকমের সাদাসিদে, অথচ অগ্রসর হবার মত কোন কিছুই ধরতে পাচ্ছি না। সুতো আছে অনেকটা, কিন্তু তার শেষটা কিছুতেই হাতের মধ্যে পাচ্ছি না। এবার পরিষ্কারভাবে সংক্ষেপে কেসটা তোমাকে বলি, হয়তো আমার কাছে যার সবটাই অন্ধকার তার মধ্যেই তুমি হয়তো একটু আলোর ঝলক দেখতে পাবে।'

'তাহলে শুরু কর।'

'কয়েক বছর আগে—সঠিকভাবে বললে মে, ১৮৮৪—নেভিল সেণ্ট ক্লেয়ার নামক একজন ভদ্রলোক অনেক টাকা-পয়সা নিয়ে লী-তে এলেন। একটা বড় বাড়ি কিনে চারদিকে সাজিয়ে গুছিয়ে বেশ সৌখীনভাবে বাস করতে লাগলেন। ক্রমে প্রতিবেশীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হতে লাগল এবং ১৮৮৭ সালে একজন স্থানীয় মদ্য প্রস্তুতকারীর মেয়েকে বিয়ে করলেন। দুটি সন্তানও হল। তাঁর কাজ-কর্ম কিছু ছিল না। কয়েকটি কোম্পানির সঙ্গে লেন-দেন ছিল। নিয়ম বেঁধে প্রতিদিন সকালে শহরে যেতেন আর ফিরতেন রাতে কান্নন স্ট্রীট থেকে ৫-১৪-র ট্রেনে। মিঃ সেণ্ট ক্লেয়ারের বয়স ৩৭ বছর। পরিমিত স্বভাব, সৎ স্বামী, স্নেহশীল পিতা, সকলের প্রিয়। আরও বলি, যতদূর জানতে পেরেছি, তাঁর মোট ঋণের পরিমাণ ৮৮ পাউণ্ড ১০ শিলিং আর ক্যাপিট্যাল অ্যাণ্ড কাউণ্টিস ব্যাংকে তাঁর জমার পরিমাণ ২২০ পাউণ্ড। কাজেই তাঁর মনের উপর কোনরকম আর্থিক চাপ পড়েছিল সেকথা ভাববার কোনই কারণ নেই।

'গত সোমবার তিনি অন্যান্য দিন অপেক্ষা একটু সকালেই শহরে গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন, তাঁকে দুটো গুরুত্বপূর্ণ কমিশনের কাজ শেষ করতে হবে। আর ছোট ছেলের জন্য এক বাক্স খেলনা ইণ্ট নিয়ে আসবেন। এদিকে, ঘটনাক্রমে সেই সোমবারে তিনি রওনা হবার কিছুক্ষণ পরেই তাঁর স্ত্রী একটি টেলিগ্রাম পেলেন। তাতে লেখা যে মূল্যবান ছোট পার্শেলটি তিনি পাবার আশা করছেন সেটা এবারডীন শিপিং কোম্পানির অফিসে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে। দেখ, লণ্ডনের জ্ঞান যদি তোমার ভাল হয় তাহলে নিশ্চয় জান যে, ঐ কোম্পানির অফিস হচ্ছে ফ্রেস্‌নো স্ট্রীটে। যে আপার সোয়াণ্ডাম লেনে আজ রাতে তুমি আমাকে দেখেছিলে সেই রাস্তা থেকেই বেরিয়েছে ফ্রেস্‌নো স্ট্রীট। লাঞ্চ সেরে মিসেস সেণ্ট

ক্লেয়ার শহরের পথে রওনা হলেন। কিছু কেনাকাটা করে কোম্পানির অফিসে গেলেন। প্যাকেটটি নিলেন। স্টেশনে ফিরবার পথে ঠিক ৪-৩৫ মিনিটের সময় তিনি সোয়ান্ডাম লেন ধরে হাঁটছিলেন। এ পর্যন্ত বুঝতে পেরেছ?'

'খুব পরিষ্কারভাবে।'

'তোমার হয়তো মনে আছে, সোমবারটা ছিল অত্যন্ত গরম দিন। একটা গাড়ির আশায় মিসেস সেণ্ট ক্লেয়ার ধীরে ধীরে হাঁটছিলেন। চারদিককার পরিবেশ তার মোটেই ভাল লাগছিল না। তিনি যখন এইভাবে সোয়ান্ডাম লেন ধরে হাঁটছিলেন, হঠাৎ একটা চীৎকার তার কানে এল। চোখ তুলতেই দেখতে পেলেন, তিনতলার জানালা থেকে তার স্বামী তার দিকে তাকিয়ে আছেন এবং তার মনে হল—ইশারায় তাকে ডাকছেন। দেখে তার তো শরীর হিম হয়ে এল। জানালাটা খোলা ছিল, কাজেই স্বামীর মুখটা তিনি স্পষ্টভাবেই দেখতে পেয়েছিলেন। তার বর্ণনা অনুসারে সে মুখে ভয়ঙ্কর উত্তেজনার আভাষ ছিল। বেপরোয়াভাবে তিনি হাত নাড়তে লাগলেন। তারপর সহসা এমনভাবে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন যে মনে হল পিছন থেকে কোন দুর্বার শক্তি তাকে জোর করে তুলে নিয়ে গেল। একটা বিশেষ পয়েণ্ট তার নজরে পড়েছে যে, যদিও শহরে যাবার সময় তার স্বামীর গায়ে যে কালো কোটটা ছিল তখনও সেইটেই তার গায়ে ছিল, তথাপি তখন তার গলায় কলারও ছিল না, নেকটাইও ছিল না।

'নিশ্চয় তার কোন বিপদ হয়েছে এই মনে করে মিসেস সেণ্ট ক্লেয়ার দ্রুত পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলেন। বুঝতেই পারছ, যে আফিমের আড্ডায় তুমি আজ রাতে আমাকে দেখেছিলে এটা সেই বাড়ি। সামনের ঘরের ভিতর দিয়ে ছুটে গিয়ে তিনি দোতলায় সিঁড়ি বেয়ে উঠতে চেষ্টা করলেন। সিঁড়ির মুখেই দাঁড়িয়েছিল শয়তান লাসকার। তার কথা তোমাকে আগেই বলেছি। একজন সহকারীর সাহায্যে সে তাকে ধাক্কা দিয়ে রাস্তায় বের করে দিল। সন্দেহে ও শংকায় তিনি তখন পাগলের মত হয়ে উঠেছেন। গলি দিয়ে ছুটতে ছুটতে ভাগ্যক্রমে ফ্রেস্‌নো স্ট্রীটে একজন ইন্সেপেক্টর ও জনকয়েক কনস্টেবলকে পেয়ে গেলেন। তারা সবাই বীটে যাচ্ছিল। দুজন কনস্টেবলকে নিয়ে ইন্সপেক্টর মহিলার সঙ্গে গেলেন এবং মালিকের অবিরাম বাধাসত্ত্বেও সেই ঘরে গিয়ে হাজির হলেন যেখানে মিঃ সেণ্ট ক্লেয়ারকে সর্বশেষ দেখা গিয়েছিল। তার কোন চিহ্নও সেখানে নেই। প্রকৃতপক্ষে, সারা তিনতলায় কেবলমাত্র একটি বীভৎস চেহারার পঙ্গু লোক ছাড়া আর কাউকে পাওয়া গেল না। লোকটাকে দেখে মনে হয় ওটাই তার ঘরবাড়ি। সে এবং লাসকার উচ্চৈস্বরে দিব্বি করে বলতে লাগল যে ঐদিন বিকেল থেকে সামনের ঘরে আর কেউ ছিল না। এমন জোর গলায় তারা অস্বীকার করছিল যে ইন্সপেক্টর ইতস্তত করতে লাগলেন। তিনি প্রায় বিশ্বাস করেছিলেন যে মিসেস সেণ্ট ক্লেয়ারের দেখতে ভুল হয়েছিল। এমন সময় মহিলাটি চীৎকার করে টেবিলের উপর রাখা একটা ছোট কাঠের বাক্সের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বাক্সের ডালাটা খুলে ফেলতেই অনেকগুলো ছেলেদের খেলনা-ইঁট ছড়িয়ে পড়ল। তিনি তো এই খেলনা আনবার কথাই বলেছিলেন।

'এই ঘটনা আর পঙ্গু লোকটার হাবভাব মিলিয়ে ইন্সপেক্টরের সন্দেহ হল যে ব্যাপারটা গুরুতর। সবগুলো ঘরে ভালভাবে তল্লাসী চালিয়ে একটা জঘন্য অপরাধের হদিশ পাওয়া গেল। সামনের ঘরটা বসবার ঘরের মত করে সাজানো। পিছনে একটা ছোট শোবার ঘর। তারপরেই একটা জাহাজঘাটা। শোবার ঘরের জানালা আর জাহাজ-ঘাটার মাঝখানে একচিলতে জমি। ভাটার সময় শুকনো থাকে, কিন্তু ভরা জোয়ারের সময় অন্তত সাড়ে চার ফুট জলে ডুবে যায়। শোবার ঘরের জানালাটা বেশ চওড়া এবং নীচ থেকে খোলা যায়। পরীক্ষায় দেখা গেল, জানালার গোবরাটে রক্ত লেগে আছে; শোবার ঘরে কাঠের মেঝেতেও কয়েক ফোঁটা রক্তের দাগ। সামনের ঘরের পর্দার পিছনে মিঃ সেণ্ট ক্লেয়ারের সব পোশাকই পাওয়া গেল, তার জুতো, মোজা, টুপি, ঘড়ি সব। শুধু কোটটা নেই। কোন পোশাকেই ধ্বস্তাধ্বস্তির কোন চিহ্নও নেই। মিঃ সেণ্ট ক্লেয়ারকেও কোথাও পাওয়া গেল না। নিশ্চয় জানালা দিয়েই তাকে পাচার করা হয়েছে, কারণ ও ছাড়া বের হবার আর কোন পথ নেই। জানালার গোবরাটে রক্তের দাগ দেখে একথা ভাববারও কোন কারণ নেই যে নদীতে সাঁতার কেটে সে আত্মরক্ষা করেছে, কারণ দুর্ঘটনার সময় জোয়ার ছিল সবচেয়ে বেশী।

'যেসব শয়তান এ ব্যাপারের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত এবার তাদের কথায় আসা যাক। লাসকারের অতীত ইতিহাস অত্যন্ত জঘন্য। কিন্তু মিসেস সেণ্ট ক্লেয়ারের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, জানালাপথে তার স্বামীর উপস্থিতির কয়েক সেকেণ্ড পরেই তাকে সিঁড়ির মুখে দেখা গেছে। কাজেই এ অপরাধের সঙ্গে তার যোগসাজসের বেশী কিছু প্রমাণ হয় না। সে নিজে বলেছে এ ব্যাপারের কিছুই জানে না; বাড়ির মালিক হিউ বুন কি করেছে না করেছে তাও সে জানে না; আর নিরুদ্দিষ্ট ভদ্রলোকের পোশাকপত্র কিভাবে এল তাও সে বলতে পারবে না।

'ম্যানেজার লাসকার সম্পর্কে এই পর্যন্ত। এবার আফিমের আড্ডায় তিন তলার বাসিন্দা শয়তান পঙ্গু লোকটার কথায় আসা যাক। সেই সর্বশেষ লোক যে নেভিল সেণ্ট ক্লেয়ারকে দেখেছে। তার নাম হিউ বুন। তার বীভৎস মুখ শহরে যাতায়াতকারী সকলেরই পরিচিত। সে একজন পেশাদার ভিখারী, যদিও পুলিশকে ধোঁকা দেবার জন্য মোম-দেশলাইয়ের ব্যবসার একটা ভড়ং করে। তুমি হয়তো লক্ষ্য করেছ, থ্রেড্‌নীড্‌ল্‌ স্ট্রীট ধরে কিছুদূর গেলে বাঁ-হাতি দেওয়ালের গায়ে একটা ছোট কোণ আছে। সেখানে সে রোজ জোড়াসন হয়ে বসে। কোলের উপর থাকে অল্প কিছু মোম-দেশলাই। লোকটাকে দেখলে মানুষের মনে করুণা হয়। তাই তার সামনে পথের উপরে যে তেলচিটে চামড়ার টুপিটা পাতা থাকে তার উপরে রোজই বেশকিছু দান-খয়রাত হয়। লোকটাকে একাধিকবার দেখেছি ; কিন্তু এই কাজ করে যে ফসল সে ঘরে তুলেছে তা জেনে বিস্মিত হয়েছি। তার চেহারাটাই এমন যে যে-কেউ পথ দিয়ে যাক তার উপর চোখ পড়বেই। কমলা রঙের ঝাঁকড়া চুল, একটা ভয়ংকর ঘায়ের দরুন বিকৃত বিবর্ণ মুখ, ঘায়ের টানে উপরের ঠোঁটের বাইরের কোণটা ঠেলে উপরের দিকে উঠে গেছে, বুল-ডগের মত থুতনি, চুলের রঙের সম্পূর্ণ বিপরীত একজোড়া অত্যন্ত তীক্ষ্ণ কালো চোখ,—সব মিলিয়ে সাধারণ ভিক্ষুক হতে সে বেশ স্বতন্ত্র। তার বুদ্ধিও তীক্ষ্ণ। পথচারীরা কোনরকম ঠাট্টা-বিদ্রূপ করলেই সে সঙ্গে সঙ্গে মুখের মত জবাব দিতে পারে, এই লোককেই আমরা জেনেছি আফিমের আড্ডার মালিকরূপে ; আর যে ভদ্রলোকের সন্ধান আমরা করছি ইনিই তাকে শেষ দেখেছেন।

'কিন্তু এ তো পঙ্গু!' আমি বললাম, 'একজন যুবকের বিরুদ্ধে একা সে কী করতে পারে?'

'সে পঙ্গু এই অর্থে যে সে খুঁড়িয়ে হাঁটে ; কিন্তু অন্য সব দিক থেকে সে শক্তিশালী ও বলিষ্ঠদেহ। ওয়াটসন, তোমার ডাক্তারী অভিজ্ঞতা নিশ্চয় বলে যে মানুষের একটি অঙ্গ দুর্বল হলে অন্য অঙ্গ অত্যধিক শক্তিশালী হয়ে তার ক্ষতিপূরণ করে।'

'দয়া করে তোমার কাহিনী বলে যাও।'

'জানালায় রক্ত দেখেই মিসেস সেণ্ট ক্লেয়ার অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। তার উপস্থিতি তদন্তকার্যে কোনরূপ সহায়ক হবে না মনে করে পুলিশ তাকে গাড়িতে করে বাড়ি পৌঁছে দেয়। এই কেসের ভারপ্রাপ্ত ইন্সপেক্টর বার্টন বাড়িটা তন্ন-তন্ন করে পরীক্ষা করেন, কিন্তু এমন কিছুই পান না যাতে এই কেসের উপর কোনরকম আলোকপাত হতে পারে। বুনকে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার না করাটা ভুল হয়েছিল, কারণ তার ফলে স্যাঙাত লাসকারের সঙ্গে যোগাযোগ করবার মত কয়েক মিনিট সময় সে হাতে পেয়েছিল। কিন্তু সে ভুল শোধরাতে বিলম্ব হয় নি। তাকে গ্রেপ্তার করে তল্লাসী করা হল। কিন্তু তাকে জড়াবার মত কিছুই পাওয়া গেল না। তাঁর শার্টের ডান আস্তিনে রক্তের দাগ পাওয়া গিয়েছিল একথা ঠিক। কিন্তু সে তার অঙ্গুরীয়-আঙুলের নখের কাছের কাটা দাগটা দেখিয়ে বলল, সেখান থেকেই রক্তটা লেগেছে। আরও বলল, একটু আগেই সে জানালার কাছে গিয়েছিল ; কাজেই নিঃসন্দেহে সেখান থেকেই দাগটা লেগেছে। মিঃ নেভিল সেণ্ট ক্লেয়ারকে কোনদিন দেখার কথা সে তীব্রভাবে অস্বীকার করে, আর দিব্যি করে বলে যে তার ঘরে ঐ পোশাকপত্রের উপস্থিতি পুলিশের মত তার কাছেও রহস্যজনক। মিসেস সেণ্ট ক্লেয়ার জানালা-পথে তার স্বামীকে দেখতে পেয়েছিলেন একথা বলায় সে বলে যে হয় তিনি পাগল, আর না হয় স্বপ্ন দেখেছিলেন। জোর গলায় বার বার প্রতিবাদ করা সত্ত্বেও তাকে থানায় পাঠিয়ে দিয়ে ভাঁটার সময় কোন নতুন তথ্য পাবার আশায় ইন্সপেক্টর সেই বাড়িতেই থেকে গেলেন।

'পাওয়াও গেল। কিন্তু যা পাওয়া যাবে বলে তারা আশংকা করেছিলেন তা পাওয়া গেল না। কাদার মধ্যে নেভিল সেণ্ট ক্লেয়ারকে পাওয়া গেল না, পাওয়া গেল তার কোট। জোয়ারের জল নেমে যেতেই সেটা চোখে পড়ল। কোটের পকেটে কি পাওয়া গেল বল তো?'

'বলতে পারব না।'

'না, তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। প্রতিটা পকেট পেনি আর আধ-পেনিতে ভর্তি—চার শ' একুশটি পেনি এবং দুশো সত্তরটি আধ-পেনি। জোয়ারের টানে কোটটা ভেসে যায় নি। কিন্তু মানুষের শরীরটা আলাদা ব্যাপার। জাহাজঘাটা আর বাড়িটার মাঝখানে একটা প্রবল ঘূর্ণি আছে। হতেই পারে যে ভারি কোটটা থেকে গেছে, আর পোশাকহীন দেহটা ঘূর্ণির টানে তলিয়ে নদীতে ভেসে গেছে।'

'কিন্তু অন্য সব পোশাক পাওয়া গেল ঘরের মধ্যে, আর শুধু কোটটা পরানো রইল দেহে?'

'তারও জবাব আছে। ধরা যাক, বুন লোকটাই নেভিল সেণ্ট ক্লেয়ারকে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে। কেউ তাকে একাজ করতে দেখে নি। তখন সে কি করবে? প্রথমেই তার মনে হবে, এই গুপ্ত তথ্য প্রকাশের একমাত্র চিহ্ন-পোশাকগুলোর ব্যবস্থা করা দরকার। প্রথমেই কোটটা তুলে ছুঁড়ে ফেলতে গিয়েই তার মনে হয় যে কোটটা জলে না ডুবে গিয়ে ভেসে যেতে পারে। হাতে বেশী সময় নেই,

www.boiRboi.net

কারণ তখন নীচে স্ত্রীলোকটির সঙ্গে যে ধ্বস্তাধ্বস্তি হচ্ছিল তার শব্দ সে শুনতে পাচ্ছিল, এবং সম্ভবত লাসকার স্যাণ্ডাতের কাছে খবর পেয়েছিল যে রাস্তা থেকে পুলিশ ছুটে আসছে। আর একমুহূর্ত সময় নষ্ট করা চলে না। সে তখন ছুটে চলে যায় সেই গোপন আস্তানায় যেখানে ভিক্ষা করে পাওয়া পেনি, আধ-পেনি সব জমিয়ে রেখেছে। কোটের সবগুলো পকেটে যতটা ধরে সব পেনি, আধ-পেনি তাতে ভরে ফেলে, যাতে ভারি হবার দরুন কোটটা জলে ডুবে যায়। কোটটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। অন্য পোশাকও ঐভাবে ছুঁড়ে ফেলে দিত, কিন্তু ইতিমধ্যে নীচের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনে তাড়াতাড়ি জানালাটা বন্ধ করে দিতেই পুলিশ ঘরে ঢুকে পড়ে।'

'ব্যাপারটা শুনতে বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে।'

'দেখ, আর কোন ভাল ব্যাখ্যা যতক্ষণ না পাওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ এটাকে ধরে নিয়েই কাজ করে যেতে হবে। আগেই বলেছি, বুনকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হল। কিন্তু তার বিরুদ্ধে পূর্বাপর কোন অভিযোগই পাওয়া গেল না। বহু বছর ধরে পেশাদার ভিক্ষুক বলেই সে পরিচিত। তার জীবনযাত্রা শান্ত ও নির্দোষ। এখনও পর্যন্ত এর বেশী কিছু বোঝা যাচ্ছে না। নেভিল সেণ্ট ক্লেয়ার আফিমের আড্ডায় কেন গিয়েছিলেন, সেখানে তার কি হল, এখন তিনি কোথায়, তার নিরুদ্দেশ হবার ব্যাপারে হিউ বুনের কতখানি হাত আছে,—এসব প্রশ্নের কোন মীমাংসাই এখনও হয় নি। আমি স্বীকার করছি, আমার অভিজ্ঞতা থেকে এমন কোন কেস স্মরণ করতে পারছি না যেটা প্রথম দৃষ্টিতে এর থেকে সরল হলেও এত কঠিন।'

শার্লক হোমস যখন ঘটনার এই বিবরণ শোনাচ্ছিল, আমরা তখন মহানগরী ছাড়িয়ে শেষ বাড়িগুলিকেও পিছনে ফেলে একটা গ্রাম্য পথের ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে দ্রুত ছুটে চলেছি। দুটো গ্রাম পার হয়ে আমরা থামলাম। ঘরের জানালায় তখনও কিছু কিছু আলো জ্বলছে।

সঙ্গী বলল, 'আমরা লীর উপকণ্ঠে এসে পড়েছি। এই অল্প সময়ে আমরা তিনটি "কাউণ্টি" পার হয়ে এসেছি। মিডলসেক্স্ থেকে যাত্রা শুরু করে সারের একটা কোণা ছুঁয়ে কেণ্টে এসে থেমেছি। গাছের ফাঁক দিয়ে আলো দেখতে পাচ্ছ তো? ওই সেডার্স। বাতির পাশে একটি স্ত্রীলোক উৎকণ্ঠিত হয়ে বসে আছেন। আমাদের ঘোড়ার পায়ের শব্দ যে তিনি শুনতে পেয়েছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

'কিন্তু তুমি বেকার স্ট্রীটে থেকে তদন্ত চালাচ্ছ না কেন?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'কারণ অনেক খোঁজ-খবর এখানেই করতে হবে। মিসেস সেণ্ট ক্লেয়ার দয়া করে দুটো ঘর আমাকে দিয়েছেন। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার, আমার বন্ধু ও সহকর্মীকে তিনি সাদর অভ্যর্থনাই জানাবেন। দেখ ওয়াটসন, ওর সঙ্গে দেখা করতে আমার সংকোচ হচ্ছে, কারণ ওর স্বামীর কোন সংবাদই আমি আনতে পারি নি। আমরা এসে পড়েছি। কে আছ হে? কে আছ?'

অনেকখানি জমির মধ্যে একটা বড় বাড়ির সামনে আমাদের ঘোড়া থামল। একটি ছোকরা দৌড়ে এসে ঘোড়ার কাছে দাঁড়াল। লাফ দিয়ে নেমে হোমসের পিছনে পিছনে কাঁকর-বিছানো একটা ঘোরানো পথ পেরিয়ে বাড়িতে পেঁছলাম। আমরা অগ্রসর হতেই দরজা খুলে গেল। সামনে দাঁড়িয়ে একটি সুন্দরী রমণী। পরনে হালকা মসলিন, গলা ও কব্জির কাছে নরম গোলাপী শিফন বসানো। আলোর সামনে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। এক হাত দরজার উপরে রাখা, অপর হাত উদ্বেগে ঈষৎ তোলা, শরীরটা সামান্য ঝুঁকে পড়েছে, মাথা ও মুখ সামনে বের করা, চোখে উদ্বেগ, ঠোঁট ঈষৎ খোলা—একটি মূর্তিমতী প্রশ্ন যেন।

তিনি চীৎকার করে উঠলেন, 'কি হল? কি হল?' আমরা দুজন আছি দেখে একটু বুঝি আশান্বিত হলেন। কিন্তু পরক্ষণেই আমার সঙ্গীকে মাথা ও ঘাড় নাড়তে দেখে হতাশায় আর্তনাদ করে উঠলেন।

'কোন সুখবর নেই?'

'না।'

'খারাপ খবর?'

'না।'

'তবু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আপনারা ভিতরে আসুন। দীর্ঘ পদযাত্রায় আপনারা খুবই ক্লান্ত।'

'আমার বন্ধু ডাঃ ওয়াটসন। আমার অনেক কেসেই ওর মূল্যবান সাহায্য আমি পেয়েছি। ভাগ্যক্রমে এবারও ওকে পেয়ে গেছি এবং তদন্তের কাজে যুক্ত করতে পেরেছি।'

সাদরে আমার হাত চেপে ধরে তিনি বললেন, 'আপনাকে দেখে খুশি হলাম। যে আকস্মিক আঘাত আমার উপর পড়েছে তার কথা ভেবে যদি কোন ত্রুটি ঘটে দয়া করে মার্জনা করবেন।'

বললাম, 'দেখুন ম্যাডাম, আমি একজন প্রাক্তন সৈনিক। আর তা না হলেও এক্ষেত্রে ক্ষমাপ্রার্থনার কোন প্রয়োজনই নেই। আপনার বা আমার বন্ধুর কোন কাজে লাগলেই আমি খুশি হব।'

একটা আলোকোজ্জ্বল খাবার ঘরে আমরা ঢুকলাম। টেবিলে ঠাণ্ডা খাবার সাজানো। ভদ্রমহিলা বললেন, 'দেখুন মিঃ শার্লক হোমস, দু'একটি সোজা প্রশ্ন আমি করব। দয়া করে সোজা জবাব দেবেন।'

'নিশ্চয় ম্যাডাম।'

'আমার কথা ভাববেন না। আমি চেঁচামেচিও করব না, মূর্ছাও যাব না। আমি শুধু আপনার সত্যিকারের অভিমত জানতে চাই।'

'কোন্ বিষয়ে?'

'মনে-প্রাণে আপনি কি বিশ্বাস করেন, নেভিল বেঁচে আছে?'

প্রশ্নটা শুনে শার্লক হোমস বিব্রত বোধ করল। চেয়ারে গা এলিয়ে দিল।

তার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে ভদ্রমহিলা আবার বললেন, 'খোলাখুলি বলুন।'

'খোলাখুলিই বলছি ম্যাডাম, আমি বিশ্বাস করি না।'

'আপনি কি মনে করেন তিনি মৃত?'

'হ্যাঁ।'

'খুন হয়েছেন?'

'তা বলছি না। তবে—হয়তো তাই।'

'কবে মারা গেছেন?'

'সোমবার।'

'মিঃ হোমস, তাহলে দয়া করে বুঝিয়ে বলুন, তার কাছ থেকে এই চিঠি আমি আজ পেলাম কেমন করে?'

শার্লক হোমস বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠল। যেন গর্জন করে বলল, 'কি বলছেন?'

'হ্যাঁ, আজ।' একটুকরো কাগজ তুলে ধরে তিনি হাসতে হাসতে বললেন।

'চিঠিটা দেখতে পারি?'

'নিশ্চয়।'

আগ্রহের আতিশয্যে চিঠিটা সে ছোঁ মেরে নিয়ে নিল। টেবিলের উপর মেলে ধরে বাতিটা টেনে এনে গভীর মনোযোগসহকারে দেখতে লাগল। চেয়ার ছেড়ে আমিও তার ঘাড়ের উপর দিয়ে দেখছিলাম। মোটা খামের উপর গ্রেভস-এণ্ডের পোস্ট-মার্ক। তারিখটা ঐদিনেরই। বরং বলা যায় আগের দিনের, কারণ মধ্যরাত্রি অনেকক্ষণ পার হয়ে গেছে।

'বাজে হস্তাক্ষর।' হোমস নিজের মনেই বলল, 'ম্যাডাম, এটা নিশ্চয়ই আপনার স্বামীর লেখা নয়?'

'না। কিন্তু ভিতরের চিঠিটা তারই লেখা।'

'বুঝতে পারছি, খামের উপর ঠিকানাটা যেই লিখে থাকুক, উঠে গিয়ে ঠিকানাটা জেনে এসে লিখেছে।'

'কি করে বুঝলেন?'

'আপনিই দেখুন, নামটা স্পষ্ট কালো কালিতে লেখা। লেখার পর আপনা থেকেই শুকিয়েছে। বাকি লেখাটা ধূসর রঙের, তাতেই বোঝা যায় ব্লটিং পেপার ব্যবহার করা হয়েছে। সবটা একবারে লিখে ব্লটিং-পেপার চাপালে কোন লেখাই গাঢ় কালো হত না। নাম লেখার কিছুক্ষণ পরে ঠিকানাটা লেখা হয়েছে। তার একমাত্র অর্থ, ঠিকানাটা সে জানত না। এবার চিঠিটা দেখা যাক। আরে! ভিতরে কি যেন রয়েছে!'

'হ্যাঁ, একটা আংটি। তার মোহরাংকিত আংটি।'

'আপনি ঠিক জানেন এটা আপনার স্বামীর হস্তাক্ষর?'

'এক ধরনের হস্তাক্ষর।'

'এক ধরনের?'

'যখন খুব দ্রুত লেখেন সেইরকম। তার স্বাভাবিক হাতের লেখা থেকে এটা খুবই আলাদা। কিন্তু এ লেখা আমি ভাল করেই চিনি।'

"প্রিয়তমা, ভীত হইও না। সব ঠিক হইয়া যাইবে। একটা প্রকাণ্ড ভুল হইয়া গিয়াছে। শুধরাইতে কিছুদিন সময় লাগিবে। ধৈর্য ধরিয়া অপেক্ষা কর।—নেভিল", বইয়ের ছেঁড়া পাতায় পেন্সিলে লেখা। কাগজটা অক্টেভো সাইজের। কোন জলছাপ নেই। কোন লোক আজই গ্রেভসএণ্ডে ডাকে ফেলেছে। তার বুড়ো-আঙুলটা নোংরা। 'আরে! আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে তাহলে যে লোক খামটা আঠা দিয়ে এঁটেছে সে তখন তামাকপাতা চিবুচ্ছিল। তাহলে ম্যাডাম, এটা যে আপনার স্বামীর হস্তাক্ষর সেবিষয়ে আপনার কোন সন্দেহ নেই?'

'না। কথাগুলো নেভিলেরই লেখা।'

'আজই ডাকে ফেলা হয়েছে গ্রেভসএণ্ডে। দেখুন মিসেস সেণ্ট ক্লেয়ার, মেঘ কেটে এসেছে। যদিও বিপদ কেটে গেছে তা বলতে পারছি না।'

'কিন্তু মিঃ হোমস, তিনি নিশ্চয় বেঁচে আছেন।'

'অবশ্য যদি আমাদের ভুল পথে চালানোর জন্য একটা কোন পাকা জালিয়াতি না হয়। আংটিটা থেকে কিছুই প্রমাণ হয় না। ওটা তার কাছ থেকে নেওয়া হয়ে থাকতে পারে।'

'না, না; এটা—এটা—এটা তারই হাতের লেখা।'

'খুব ভাল কথা। এটা লেখা হয়েছে সোমবারে, আর ডাকে ফেলা হয়েছে মাত্র আজ।'

'তা হতে পারে।'

'তাই যদি হয়, এর মধ্যে অনেককিছু ঘটতে পারে।'

'ওঃ আপনি আমাকে হতাশ করবেন না মিঃ হোমস।

www.boiRboi.net

আমি জানি সে ভাল আছে। তার কোন্ বিপদ হলে আমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারতাম। যেদিন তাকে শেষ দেখি সেদিন সে শোবার ঘরে হাত কেটে ফেলল, আর সঙ্গে সঙ্গে আমি খাবার ঘর থেকে ছুটে উপরে গেলাম সেখানে কি ঘটেছে দেখতে। আপনি কি মনে করেন, এইসব তুচ্ছ ঘটনা যখন আমি বুঝতে পারি, তখন তার মৃত্যু হলে আমি বুঝতে পারতাম না?'

'একজন বিশ্লেষণী যুক্তিবিদের সিদ্ধান্ত অপেক্ষা একটি স্ত্রীলোকের মনোভাব যে অনেক বেশী মূল্যবান সেটা বুঝবার মত অভিজ্ঞতা আমার আছে। আর এই চিঠিটাই আপনার মতের স্বপক্ষে অনেক বড় সাক্ষী। কিন্তু—আপনার স্বামী যদি জীবিত থাকেন এবং চিঠি লিখতে পারেন, তাহলে তিনি আপনার কাছ থেকে দূরে আছেন কেন?'

'এইটেই ধরতে পারছি না। এটা যেন চিন্তার অতীত।'

'সোমবার আপনার কাছ থেকে যাবার আগে কিছু বলেন নি?'

'না।'

'সোয়াণ্ডাম লেনে তাকে দেখে আপনি অবাক হয়েছিলেন?'

'খুবই।'

'জানালাটা খোলা ছিল?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে তো তিনি আপনাকে ডাকতে পারতেন?'

'তা পারতেন।'

'তিনি একটা অস্পষ্ট চীৎকার মাত্র করেছিলেন, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি ভাবলেন, তিনি সাহায্য চাইছেন?'

'হ্যাঁ। তিনি হাত নাড়ছিলেন।'

'কিন্তু সেটা তো বিস্ময়ের চীৎকারও হতে পারে। আপনাকে অপ্রত্যাশিতভাবে দেখতে পেয়ে তিনি হয়তো বিস্ময়ে হাত তুলেছিলেন।'

'তা হতে পারে।'

'আপনার মনে হয়েছিল, কেউ তাকে পিছন থেকে টেনে নিয়ে গেল?'

'খুবই হঠাৎ সে অদৃশ্য হয়ে গেল।'

'তিনি হয় তো পিছন দিকে লাফ দিয়েছিলেন। ঘরে কি আর কোন লোককে আপনি দেখেছিলেন?'

'না। কিন্তু ওই ভয়ংকর লোকটা স্বীকার করেছে সে সেখানে ছিল। আর লাসকার ছিল সিঁড়ির নীচে।'

'ঠিক তাই। যতদূর দেখেছিলেন, আপনার স্বামী তার স্বাভাবিক পোশাকেই ছিলেন?'

'কিন্তু কলার বা টাই ছিল না। আমি স্পষ্ট দেখেছি, তার গলা খালি ছিল।'

'কখনও সোয়াণ্ডাম লেনের কথা তিনি বলেছেন কি?'

'কখনও না।'

'তার আফিম খাওয়ার কোন লক্ষণ কখনও দেখেছেন কি?'

'কখনও না।'

'ধন্যবাদ মিসেস সেণ্ট ক্লেয়ার। এই প্রধান বিষয়গুলি সম্পর্কেই আমি সম্পূর্ণভাবে অবহিত হতে চেয়েছিলাম। এইবার যাহোক কিছু খেয়ে শুয়ে পড়ব, কারণ কাল সারাদিন হয়তো খুব ব্যস্ত থাকতে হবে।'

একটা বড় আরামদায়ক দুই-শয্যার ঘর আমাদের দেওয়া হয়েছিল। রাতের অ্যাডভেঞ্চারের পরে আমি খুবই শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। তাই তাড়াতাড়ি শয্যায় আশ্রয় নিলাম। শার্লক হোমস ভিন্ন ধাতুর মানুষ। কোন অমীমাংসিত সমস্যা মগজে ঢুকলে দিনের পর দিন, এমন কি সাতদিন পর্যন্ত সে বিনা বিশ্রামে কাটাতে পারে। সমস্যাটাকে নেড়েচেড়ে দেখে, ঘটনাগুলোকে নতুন করে সাজায়, ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সেগুলিকে দেখে। যতক্ষণ পর্যন্ত তল খুঁজে না পায় বা বুঝতে পারে যে সংগৃহীত তথ্যাদি যথেষ্ট হয় নি, ততক্ষণ কাজ করেই চলে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারলাম, সে সারারাত বসে কাটাবার আয়োজন করছে। কোট আর ওয়েস্টকোট খুলে একটা নীল রঙের বড় ড্রেসিং-গাউন পরে নিল। বিছানা থেকে সব ক'টা বালিশ এবং সোফা আরাম-কেদারার সব ক'টা কুশন এক জায়গায় জমা করল। তারপর সেগুলি দিয়ে একটা প্রাচ্যদেশীয় শয্যার মত বানিয়ে জোড়াসন হয়ে তার উপর বসল। সামনে রাখল এক আউন্স কড়া তামাক আর এক বাক্স্ দেশলাই। বাতির ম্লান আলোয় দেখলাম, একটা পুরনো গোলাপ কাঠের পাইপ ঠোঁটে চেপে সে নীরবে নিস্পন্দ হয়ে বসে আছে। চোখ দুটো সিলিং-এর এক কোণে নিবদ্ধ। নীল ধোঁয়া পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে। আলো পড়ে তার উদ্ধত শ্যেনপক্ষীর মত মুখরেখা চক-চক করছে। ঘুমোবার আগে পর্যন্ত তাকে এভাবে দেখলাম। হঠাৎ একটা শব্দে ঘুম ভেঙে যেতে দেখি, সেই একইভাবে সে বসে আছে। গ্রীষ্মকালীন সূর্যের আলো তখন ঘরের ভিতর এসে পড়েছে। তখনও তার ঠোঁটের ফাঁকে পাইপটি রয়েছে, ধোঁয়া তখন পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে, সারা ঘর তামাকের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। আর গত রাতে যে কড়া তামাকের স্তূপটি দেখেছিলাম তার কণামাত্র অবশিষ্ট নেই।

'ওয়াটসন, জেগে আছ?' সে প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ।'

'এই সকালে গাড়ি চেপে বেড়াতে যাবে?'

'নিশ্চয়।'

'তাহলে পোশাক পরে নাও। কেউ এখনও ওঠে নি। আস্তাবলের ছেলেটা কোথায় ঘুমোয় আমি জানি। গাড়ি বের করতে অসুবিধা হবে না।'

কথা বলবার সময় সে মুখ টিপে হাসল, তার চোখ-দুটো মিটমিট করতে লাগল,—আগের রাতের গম্ভীর চিন্তাবিদ থেকে এখন সে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক মানুষ।

পোশাক পরতে পরতে ঘড়ি দেখলাম। এখনও কারও না ওঠা আশ্চর্য কিছু নয়। সময় চারটে বেজে পঁচিশ মিনিট। আমার বেশ পরিবর্তন হতেই হোমস ফিরে এসে জানাল, ছেলেটা ঘোড়া জুতছে।

জুতো পরতে পরতে হোমস বলল, 'আমার একটা ছোট থিয়োরি একটু পরীক্ষা করে দেখতে চাই। ওয়াটসন, মনে কর এখন তুমি ইউরোপের সব চাইতে নিরেট বোকার সামনে দাঁড়িয়ে আছ। এক লাথিতে আমাকে এখান থেকে চেয়ারিং ক্রশেই পাঠান উচিত। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, সমস্ত ব্যাপারটার চাবি আমার হাতে এসে গেছে!'

www.boiRboi.net

আমি হেসে বললাম, 'কোথায়?'

'স্নানের ঘরে,' সে জবাব দিল। আমার চোখে অবিশ্বাসের ছায়া দেখে সে বলে উঠল, 'সত্যি বলছি! ঠাট্টা করছি না। এইমাত্র সেখানে গিয়েছিলাম, সেটা নিয়েও এসেছি, আর এই গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগের মধ্যেই সেটা রয়েছে। এবার চল বৎস, দেখা যাক তালায় ঠিক ঠিক লাগে কি না।'

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নীচে নেমে গেলাম। বাইরে সকাল বেলাকার উজ্জ্বল আলো। ঘোড়া আর গাড়ি রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। আধ-ন্যাংটো ছেলেটা দাঁড়িয়ে আছে ঘোড়াটা ধরে। লাফ দিয়ে উঠে বসতেই গাড়ি ছুটে চলল লণ্ডন রোড ধরে। শহরের জন্য সব্জীবোঝাই দু'একখানা গাড়ি রাস্তায় বেরিয়েছে। কিন্তু দু'পাশের বাড়িগুলো নীরব, নির্জীব—যেন এক স্বপ্ননগরী।

চাবুকের আঘাতে ঘোড়াটাকে কদমে চালাতে চালাতে হোমস বলল, 'কতক দিক থেকে কেসটি সত্যিই অসাধারণ। স্বীকার করছি, আমি যেন ছুঁচোর মত কানা হয়ে ছিলাম। তবে একেবারে না শেখার চাইতে দেরীতে শেখাও ভাল।'

সারে অঞ্চলের রাস্তা দিয়ে যখন আমাদের গাড়ি ছুটে চলেছে, তখন কিছু লোক সবেমাত্র জেগে উঠে ঘুম-ঘুম চোখে জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে। ওয়াটারলু ব্রীজ রোড ধরে নদীটা পার হলাম। ওয়েলিংটন স্ট্রীট ধরে এগিয়ে হঠাৎ ডাইনে মোড় নিয়ে বো স্ট্রীটে পড়লাম। শার্লক হোমস পুলিশ বাহিনীর কাছে সুপরিচিত। দরজায় দুজন কনস্টেবল তাঁকে অভিবাদন জানাল। একজন ঘোড়াটা ধরল, আর অন্য জন দরজা খুলে দাঁড়াল।

'ডিউটিতে কে আছেন?' হোমস প্রশ্ন করল।

'ইন্সপেক্টর ব্র্যাডস্ট্রীট, স্যার।'

'এই যে ব্র্যাডস্ট্রীট, কেমন আছ?' পুলিশ অফিসারের পোশাক পরা একজন লম্বা শক্ত-সমর্থ লোক পাথুরে পথ বেয়ে এগিয়ে এলেন। 'তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে ব্র্যাডস্ট্রীট।'

'নিশ্চয়, মিঃ হোমস। আমার ঘরে চলুন।'

একটা ছোট অফিসের মত ঘর। টেবিলে একখানা বড় খাতা। দেওয়ালে ঝোলানো একটা টেলিফোন। ইন্সপেক্টর আসনে বসলেন।

'আপনার জন্য কি করতে পারি, মিঃ হোমস?'

'আমি এসেছি সেই ভিখারী বুনের খোঁজে,—লী-নিবাসী মিঃ নেভিল সেণ্ট ক্লেয়ারের নিখোঁজ হওয়ার সঙ্গে জড়িত আছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।'

'তাকে তো এখানে এনে আরও তদন্তসাপেক্ষে হাজতে রাখা হয়েছে।'

'আমিও তাই শুনেছি। সে কি এখানেই আছে?'

'সেলে।'

'শান্ত হয়ে আছে?'

'কোন গোলমালই করে নি। তবে ওতো একটা নোংরার বেহদ্দ।'

'নোংরা?'

'অনেক চেষ্টা করে তার হাত ধোয়াতে পেরেছি, কিন্তু তার মুখ একেবারে ঝালাইকারের মত কালো। কেসটা মিটে গেলে তাকে আচ্ছা করে নিয়মিত জেল-ধোলাই দিতে হবে। তাকে একবার দেখলে আপনিও আমার সঙ্গে একমত হবেন যে সেটাই তার দরকার।'

'তাকে যে অবশ্য দেখতে চাই।'

'দেখতে চান? কোন অসুবিধা নেই। এইদিকে আসুন। ব্যাগটা এখানেই রেখে যেতে পারেন।'

'না, এটা আমার সঙ্গেই থাক।'

'ভাল কথা। দয়া করে এইদিকে আসুন।' তিনি পথ দেখিয়ে আমাদের নিয়ে চললেন। একটা বন্ধ দরজা খুলে ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে নেমে আমরা একটা চুণকাম করা দালানে পেঁছলাম। তার দুই দিকেই সারি সারি দরজা।

ইন্সপেক্টর বললেন, 'ডাইনের তৃতীয়টা তার। দরজার উপরের দিকেই একটা অংশ নিঃশব্দে ঠেলা দিয়ে খুলে

তিনি ভিতরে তাকালেন। বললেন 'এই যে। ঘুমিয়ে আছে। বেশ ভালভাবেই দেখতে পাবেন।'

আমরা উভয়েই সেই ফাঁকে চোখ রাখলাম। আমাদের দিকে মুখ করে সে শুয়ে আছে। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। ভারী নিঃশ্বাস পড়ছে ধীরে ধীরে। মাঝ-বয়সী মানুষ। যেকাজ সে করে তারই উপযোগী পোশাক। ছেঁড়া কোটের ফাঁক দিয়ে একটা রঙিন সার্ট বেরিয়ে পড়েছে। ইন্সপেক্টর ঠিকই বলেছেন, লোকটা অসম্ভব নোংরা, কিন্তু জমানো ময়লাতেও তার মুখের ভয়াবহ বীভৎসতা ঢাকা পড়েনি। পুরনো ঘায়ের একটা দাগ চোখ থেকে থুতনি পর্যন্ত নেমে গেছে। তার টানে উপরের ঠোঁটের একটা কোণ উল্টে গিয়ে তিনটে দাঁত এমনভাবে বেরিয়ে পড়েছে যাতে মনে হয় যেন সে সব সময় মুখ ভ্যাংচাচ্ছে। খুব উজ্জ্বল লাল একমাথা চুল কপাল ও চোখের উপর ঝুলে পড়েছে।

ইন্সপেক্টর বললেন, 'কেমন সুন্দর, তাই না?'

হোমস বলল, 'সত্যি ওর ধোলাই দরকার। একথা আমি আগেই ভেবেছিলাম, তাই যন্ত্রপাতি সঙ্গে নিয়েই এসেছি।' কথা বলতে বলতেই সে গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগটা খুলল। আবাক হয়ে দেখলাম, তার ভিতর থেকে সে বের করল একটা বড় 'বাথ-স্পঞ্জ'।

ইন্সপেক্টর মুচকি হেসে বললেন, 'হে! হে! আপনি দেখছি বেশ মজার লোক।'

'দয়া করে নিঃশব্দে যদি দরজাটা খুলে দাও, তাহলে অতি সত্বর তাকে অধিকতর ভদ্রবেশে উপস্থিত করতে পারি।'

ইন্সপেক্টর বললেন, 'নিশ্চয় খুলে দেব। ওকে দেখলে বো স্ট্রীটের হাজত সম্পর্কে কোন ভাল ধারণাই হয় না। কি বলেন?' তিনি তালায় চাবি ঘোরালেন। আমরা নিঃশব্দে ভিতরে ঢুকলাম। লোকটি পাশ ফিরে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। হোমস জলের কলসির উপর উপুর হয়ে স্পঞ্জটা ভিজিয়ে নিল এবং দুবার খুব জোরের সঙ্গে সেটাকে কয়েদির মুখের উপর থেকে নীচে ও আড়াআড়ি-ভাবে ঘসে দিল।

তারপর চীৎকার করে বলল, 'কেন্ট জেলার লীর অধিবাসী মিঃ নেভিল সেন্ট ক্লেয়ারের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি।'

জীবনে এরকম দৃশ্য আর কখনও দেখি নি। গাছ থেকে যেমন বাকল খসে পড়ে, স্পঞ্জের ঘসায় লোকটির মুখের চেহারাও তেমনি পাল্টে গেছে। সেই গাঢ় বাদামী রং, মুখ বরাবর সেই বীভৎস ঘায়ের দাগ, সেই ওল্টানো ঠোঁট যা সারা মুখটাকে বিকৃত ভেংচিতে পরিণত করেছিল —সব, সব অদৃশ্য হয়ে গেছে। এক হেঁচকা টানে উঠে এল লাল চুলের গোছা। ঘরের মধ্যে তখন বসে আছে একটি ভদ্র চেহারার মানুষ, বিবর্ণ বিষন্ন মুখ, কালো চুল, পরিষ্কার চামড়া। দু হাতে চোখ মুছতে মুছতে ঘুম ঘুম, বিস্ময়ে সে তাকিয়ে আছে। ধরা পড়ে যাওয়ার ব্যাপারটা বুঝতে পেরে সে চীৎকার করে উঠল। তারপরই বালিশে মুখ ঢেকে উপুড় হয়ে পড়ল।

ইন্সপেক্টর চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, 'হায় ভগবান! এ যে দেখছি হারানো লোকটি। ফটোগ্রাফ দেখেই আমি চিনতে পেরেছি।'

ভাগ্যের হাতে নিজেকে সঁপে-দেওয়া মানুষের মত বেপরোয়া ভঙ্গীতে বন্দী বলল, 'তাই হোক। বলুন তো, আমার বিরুদ্ধে অভিযোগটা কি?'

মুখ বেঁকিয়ে ইন্সপেক্টর বললেন, 'মিঃ নেভিল সেন্ট ক্লেয়ারকে হাওয়া করে দেওয়া— আরে, না, না, আত্মহত্যার চেষ্টা প্রমাণিত না হলে তো সে অভিযোগও করা চলবে না। সাতাশ বছর আমি এ লাইনে আছি, কিন্তু এটা বুঝি সব কিছুকে টেক্কা দিয়েছে।'

'আমি যদি মিঃ নেভিল সেন্ট ক্লেয়ার হই তাহলে তো স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে অপরাধ কিছুই ঘটে নি। সুতরাং আমাকে আটকে রাখা হয়েছে বে-আইনীভাবে।'

হোমস বলল, 'অপরাধ নয়, একটা বড় রকমের ভ্রান্তি ঘটেছে। আপনার স্ত্রীকে বিশ্বাস করা উচিত ছিল।'

কয়েদি আর্তনাদ করে উঠল, 'স্ত্রীর কথা নয়, ছেলে-মেয়েদের কথা। ঈশ্বরের দোহাই, বাবার জন্য তাদের মাথা নীচু হোক এটা আমি চাই না। হা ভগবান! শেষটায় তাই হল। ধরা পড়ে গেলাম! এখন আমি কি করি?'

শার্লক হোমস তার পাশে বসে সাদরে তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল, 'ব্যাপারটা যদি ফয়সালার জন্য আদা-লতে যায়, তাহলে অবশ্য লোক জানাজানি এড়ানো যাবে না। অপর পক্ষে, আপনি যদি পুলিশকে বোঝাতে পারেন যে আপনার বিরুদ্ধে কোন কেস নেই, তাহলে এ নিয়ে খবরের কাগজে হৈ-চৈ হবার কোন কারণ আছে বলে মনে করি না। আপনি সব কথা খুলে বলুন। ইন্সপেক্টর ব্র্যাডস্ট্রীট তার নোটসহ সেটা যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দিক। ব্যাস, তাহলে ব্যাপারটা কোনদিনই আদালতে যাবে না।'

'ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।' কয়েদি আবেগের সঙ্গে বলে উঠল। 'আমি কারাবাস, এমন কি ফাঁসি যেতেও রাজী আছি, শুধু আমার এই শোচনীয় গোপন-কথার পারিবারিক কলংককে ছেলেমেয়েদের কপালে এঁকে দিতে

চাই না।

'আমার এই কাহিনী আপনারাই প্রথম শুনছেন। আমার বাবা ছিলেন চেস্টারফিল্ডারে এক স্কুলশিক্ষক। লেখাপড়া ভালই শিখেছিলাম। প্রথম যৌবনে অনেক দেশ ভ্রমণ করেছি। রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করেছি। শেষ পর্যন্ত লন্ডনের একটি সান্ধ্য পত্রিকার রিপোর্টারের কাজও করেছি। একদিন সম্পাদক আমাকে বললেন, শহরের ভিক্ষাবৃত্তির উপর একটি প্রবন্ধমালা লিখতে। সেখান থেকেই আমার এ্যাডভেঞ্চারের শুরু। প্রবন্ধের মালমশলা যোগাড় করবার জন্য ভিখারীর শিক্ষানবিশী শুরু করে দিলাম। অভিনেতা থাকাকালে মেক-আপের কলাকৌশল ভালই শিখেছিলাম। বরং ওকাজে সাজঘরের মধ্যে আমার বেশ খ্যাতিই হয়েছিল। মুখে রং মাখলাম। নিজেকে যথাসম্ভব করুণার যোগ্য করে তুলবার জন্য মুখে একটা ঘা বানালাম, এবং খানিকটা মাংস-রঙের প্লাস্টার লাগিয়ে ঠোঁটের একটা কোণকে উল্টে ফেললাম। তারপর লাল পরচুলা মাথায় এঁটে উপযুক্ত পোশাক পরে শহরের সব চাইতে ভীড়ের জায়গায় আসন পাতলাম। বাইরে দেশলাই-বিক্রেতা, আসলে ভিখারী। সাত ঘণ্টা এই কাজ করে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে সবিস্ময়ে দেখলাম, ছাব্বিশ শিলিং চার পেনি উপার্জন হয়েছে।

'প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখলাম। একসময় ব্যাপারটা ভুলে গেলাম। কিছুদিন পরে এক বন্ধুর একটা বিলের জামিন হবার ফলে আদালত থেকে পঁচিশ পাউন্ডের একটা পরোয়ানা পেলাম। টাকাটা কিভাবে জোগাড় করব তাই ভেবে সারা হচ্ছি, এমন সময় একটা ফন্দি মাথায় এল। পাওনাদারের কাছ থেকে পক্ষকালের সময় চেয়ে নিলাম, মালিকের কাছ থেকে নিলাম ছুটি, আর ছদ্মবেশ ধারণ করে শহরে ভিক্ষা শুরু করে দিলাম। দশ দিনে টাকা জোগাড় হয়ে গেল। ধার শোধ করে দিলাম।

'দেখুন, মুখে একটু রং মেখে, আর মাটিতে একটা টুপি পেতে চুপচাপ বসে থেকেই যেখানে ভাল রোজগার করা যায় সেখানে সপ্তাহে দু'পাউন্ডের জন্য হাড়-ভাঙ্গা খাটুনিকে স্বীকার করে নেওয়া যে কত কঠিন সেটা নিশ্চয় বুঝতে পারেন। অহংকার আর অর্থের মধ্যে দো-টানা চলল বেশ কিছুদিন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ডলারেরই জয় হল। রিপোর্টিং ছেড়ে দিলাম। পছন্দ-করা কোণটায় বসে দিনের পর দিন বীভৎস মুখ দেখিয়ে মানুষের করুণার উদ্রেক করা আর পকেট ভর্তি করার কাজ চালিয়ে গেলাম। শুধু একটি লোক আমার এই গোপন-কথা জানত। সোয়াণ্ডাম লেনের যে আস্তানায় আমি বাসা নিয়েছিলাম তারই মালিক। সেখান থেকেই রোজ সকালে আমি নোংরা ভিখারী সেজে বেরুতাম আর সন্ধ্যায় সুবেশ ভদ্রলোক সেজে শহরে পা দিতাম। ঐ লোকটা—মানে লাসকারকে—তার ঘরের জন্য ভাল টাকা দিতাম। কাজেই আমি নিশ্চিত ছিলাম যে আমার গুপ্ত কথা নিরাপদই থাকবে।

'শীঘ্রই দেখলাম বেশ মোটা টাকা আমি জমিয়ে ফেলেছি। আমি বলছি না যে লন্ডনের রাস্তার যেকোন ভিখারী বছরে সাতশ' পাউন্ড রোজগার করতে পারে। কিন্তু আমার মেকাপের ক্ষমতা ছিল অসাধারণ আর কথাও বলতে পারতাম রসিয়ে, তাই আমার রোজগার একটু বেশীই হত ; ক্রমে শহরের সকলের কাছে বেশ পরিচিত হয়ে উঠলাম। সারাদিন পেনি আর রৌপ্য মুদ্রার বৃষ্টি হতে লাগল আমার উপর। কোনদিন দু' পাউন্ডের কম রোজগার হলে ভাবতাম দিনটা বাজেই গেল।

যতই ধনী হতে থাকলাম, উচ্চাকাংখাও বাড়তে লাগল। মফস্বলে একটা বাড়ি নিলাম। একটা বিয়েও করে ফেললাম। আমার আসল কারবার নিয়ে কারও মনে কোন সন্দেহই হয় নি। আমার স্ত্রী জানত, শহরে আমার একটা ব্যবসা আছে। কিসের ব্যবসা তা জানত না।

'গত সোমবার। দিনের কাজ শেষ হয়েছে। আফিমের আড্ডার উপরতলায় আমার ঘরে পোশাক পরছি, এমন সময় জানালায় মুখ বাড়িয়ে দেখি, আমার স্ত্রী রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে ; তার দৃষ্টি আমার উপরে নিবদ্ধ। ভয়ে ও বিস্ময়ে আমি চীৎকার করে উঠলাম, মুখটা ঢাকবার জন্য হাত দুটো তুললাম। তারপর ছুটে গিয়ে লাসকারকে ধরলাম, কেউ যেন উপরে আমার কাছে না আসতে পারে। নীচে আমার স্ত্রীর গলার শব্দ শুনতে পেলাম। কিন্তু আমি জানতাম, সে উপরে আসতে পারবে না। তাড়াতাড়ি জামা-কাপড় খুলে ভিখারীর পোশাক পরে ফেললাম। মুখে যথারীতি রং-চং লাগিয়ে পরচুলাটা মাথায় দিলাম। এ ছদ্মবেশ স্ত্রীর চোখেও ধরা পড়বে না। এমন সময় মনে হল, ঘরটা সার্চ হতে পারে, আর তাহলে এইসব পোশাকের জন্য আমি ধরা পড়ে যাব। তাড়াতাড়িতে জোর করে জানালা খুলতে গিয়ে সেদিন সকালে আমার শোবার ঘরে হাতের যে জায়গাটা কেটে ফেলেছিলাম সেই ঘা ফেটে রক্ত বের হতে লাগল। কোটটা তুলে নিলাম। যে চামড়ার থলেতে ভরে দৈনিক রোজগারের টাকা-পয়সা নিয়ে আসতাম, এইমাত্র সেগুলো সব ঐ কোটের পকেটে ভরে-ছিলাম, তাই কোটটা বেশ ভারী ছিল। জানালা দিয়ে কোটটা ছুঁড়ে দিলাম। টেমসের জলে সেটা অদৃশ্য হয়ে

গেল। অন্য সব পোশাক-আসাকও ছুঁড়ে দিতাম, কিন্তু সেইমুহূর্তে কনস্টেবলরা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এল, আর কয়েক মিনিট পরেই মিঃ নেভিল সেণ্ট ক্লেয়ারকে হত্যার অভিযোগে আমাকে গ্রেপ্তার করা হল। আমার স্বরূপ যে কেউ চিনতে পারে নি তাতেই আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

'বুঝিয়ে বলবার মত আর কিছুই নেই। স্থির করেছিলাম ছদ্মবেশটা যতদিন সম্ভব চালিয়ে যাব। তাই মুখটা নোংরাই রেখেছিলাম। আমার স্ত্রী খুবই উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়বে বুঝতে পেরে হাতের আংটিটা খুলে ফেললাম। তারপর যখন দেখলাম কোন কনেস্টবলের চোখ আমার উপর নেই সেই সুযোগে আংটিটা লাসকারের হাতে চালান করে দিলাম। সেইসঙ্গে তাড়াতাড়ি দু'লাইন লিখে স্ত্রীকে জানিয়ে দিলাম, ভয়ের কোন কারণ নেই।'

হোমস বলল, 'সে চিঠি মাত্র গতকাল তার হাতে পৌঁচেছে।'

'হা ভগবান! কী ভাবেই যে সপ্তাহটা তার কেটেছে!'

ইন্সপেক্টর ব্র্যাডস্ট্রীট বললেন, 'এই লাসকারের উপর পুলিশ নজর রেখেছিল। কাজেই তাদের চোখকে এড়িয়ে লাসকার চিঠিটা ডাকে দিতে পারে নি। হয় তো কোন নাবিক খদ্দেরকে সে চিঠিটা দিয়েছিল, আর সেও কয়েকদিন সেটা বেমালুম ভুলে গিয়েছিল।'

ঘাড় নেড়ে হোমস বলল, 'ঠিক তাই। এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আচ্ছা, আপনি কি কখনও ভিক্ষাবৃত্তির অপরাধে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন?'

'অনেকবার। কিন্তু ওসব জরিমানায় আমার কি আসে যায়?'

ব্র্যাডস্ট্রীট বলে উঠলেন, 'যাইহোক, এসব ব্যাপার বন্ধ করতেই হবে। পুলিশকে যদি এটা চাপা দিতে হয় তাহলে হিউ বুনের সঙ্গে আপনার কোন সম্পর্ক রাখা চলবে না।'

'সে তো আমি দিব্বি করেই বলেছি।'

'তাহলে মনে হয় আর কোন কিছু নাও করা হতে পারে। কিন্তু আবার যদি আপনাকে একাজে দেখা যায় তাহলে কিন্তু সব ফাঁস হয়ে যাবে। মিঃ হোমস, ব্যাপারটার ফয়সালা করার জন্য আপনার কাছে আমরা ঋণী। তবে জানতে ইচ্ছা হচ্ছে, কিভাবে আপনি সবকিছু বুঝলেন।'

আমার বন্ধু জবাব দিল, 'বুঝতে পারলাম পাঁচটা বালিসের উপর আসন নিয়ে আর এক আউন্স কড়া তামাক ধ্বংস করে। ওয়াটসন, এখনই যদি গাড়ি চালিয়ে বেকার স্ট্রীটে যাত্রা করি, তাহলে ঠিক প্রাতরাশের সময় পৌঁছতে পারব বলে মনে হয়।'

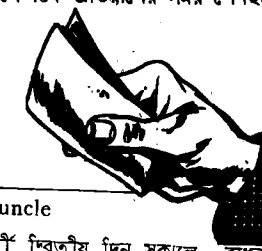

নীল পদ্মরাগ

The Blue carbuncle

খৃস্টমাসের পরবর্তী দ্বিতীয় দিন সকালে বন্ধুবর শার্লক হোমসের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। উদ্দেশ্য তাকে মরশুমের শুভেচ্ছা জানানো। লাল রঙের একটা ড্রেসিং-গাউন পরে সে সোফায় হেলান দিয়ে বসেছিল। ডানদিকে কাছেই একটা পাইপ-র‍্যাক আর হাতের কাছে একগাদা প্রাতঃকালীন সংবাদপত্র ভাঁজ করা, মনে হয় কিছুক্ষণ আগেই সেগুলো পড়া হয়েছে। কোচের পাশে একটা কাঠের চেয়ার, তার সঙ্গে ঝোলানো রয়েছে একটা পুরনো বাজে ফেল্টহ্যাট, ব্যবহারের অযোগ্য, জায়গায় জায়গায় ছেঁড়া। চেয়ারের উপর একখানা লেন্স আর একটা ফর্সেপ্‌স্। দেখে মনে হয়, ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখবার জন্যই টুপিটাকে ওভাবে ঝোলানো হয়েছে।

আমি বললাম, 'তুমি কাজ করছ; আমি হয় তো কাজে বাধা দিলাম।'

'মোটেই না। আমার সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা করার মত একজন বন্ধুকে পেয়ে আমি বরং খুশি হলাম। জিনিসটা খুবই তুচ্ছ' (পুরনো টুপিটার দিকে সে বুড়ো আঙুলটা বাড়াল), 'কিন্তু এর সঙ্গে এমন সব পয়েণ্ট জড়িয়ে আছে যেগুলি খুবই ইণ্টারেস্টিং, এমন কি শিক্ষনীয়ও।'

আরামকেদারায় উপবেশন করে জ্বলন্ত আগুনে হাত দুটো সেঁকতে লাগলাম। বাইরে তীব্র শীত। জানালার উপর ঘন হয়ে বরফ জমেছে। আমি বললাম, 'মনে হচ্ছে এই সাদাসিদে চেহারার টুপিটার সঙ্গে একটা মারাত্মক গল্পের যোগ রয়েছে,—আর এটাকে সূত্র হিসাবে ধরে তুমি কোন রহস্যের সমাধানে উপনীত হবে এবং একটি অপরাধের শাস্তি বিধান করবে।'

শার্লক হোমস সহাস্যে বলল, 'না, না, অপরাধ নয়, একটি খামখেয়ালি ছোট ঘটনামাত্র। অল্প কয়েক বর্গ মাইল জায়গার মধ্যে চল্লিশ লক্ষ লোক যখনই গুণ্ডোগুণ্ডি করতে থাকবে তখনই সেই ঘটনাটি ঘটবে। এক ঝাঁক মানুষের সেই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে নানারকমের ঘটনা

ঘটবে, আর তার থেকে এমন সব ছোট ছোট সমস্যা দেখা দেবে যেগুলি ঠিক অপরাধ নয়, কিন্তু খুবই উল্লেখযোগ্য এবং অদ্ভুত। এ ধরনের ঘটনার অভিজ্ঞতা আমাদের আগেও হয়েছে।'

'যথেষ্ট হয়েছে,' আমি বলে উঠলাম, 'যে ছ'টা কেসের কথা আমি লিখেছি তার মধ্যে তিনটেই তো আইনযোগ্য কোন অপরাধ নয়।'

'ঠিক। তুমি নিশ্চয়ই আইরিন অ্যাডলারের কাগজপত্র উদ্ধারের চেষ্টা, মিস মেরী সাদারল্যান্ডের অদ্ভুত কেস এবং ওল্টানো-ঠোঁট মানুষটির অভিযানের কথা বলছ। দেখ, এই ছোট ব্যাপারটাও যে সেই একই নির্দোষ ঘটনাবলীর অন্তর্ভুক্ত হবে সেবিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক পিটারসনকে তুমি চেন?'

'হ্যাঁ।'

'এটি তারই বিজয়-চিহ্ন।'

'এটা তার টুপি?'

'না, না, এটা তিনি পেয়েছেন। মালিক অজ্ঞাত। আমার মিনতি, একটি বিধ্বস্ত টুপি হিসাবে না দেখে এটাকে তুমি একটা বুদ্ধিদীপ্ত সমস্যা হিসাবে দেখবে। প্রথমে বলা যাক, এটা এল কেমন করে। খৃস্টমাসের দিন সকালে একটা মোটা রাজহাঁসের সঙ্গে এটা এসেছে। হাঁসটা যে এখন পিটারসনের অগ্নিকুণ্ডে সিদ্ধ হচ্ছে সেবিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। ঘটনাগুলো এইরকম। খৃস্টমাসের সকাল চারটে নাগাদ পিটারসন (তুমি তো জান সে একজন সৎ লোক) একটু স্ফূর্তি করে ফিরছিল এবং টোটেনহাম কোর্ট রোড ধরে বাড়ির দিকে যাচ্ছিল। গ্যাসের আলোয় সে দেখতে পেল, একটা সাদা রাজহাঁসকে পিঠের উপর ঝুলিয়ে আরেকটি লম্বামত লোক তার আগে আগে টলতে টলতে চলেছে। সে যখন গুজ স্ট্রীটের মোড়ে পৌঁছল তখন দেখে, ঐ লোকটি এবং একদল বদমাইস লোকের মধ্যে একটা গোলযোগ পাকিয়ে উঠল। তাদের একজন ঘুষি মেরে লোকটার টুপি ফেলে দিল। লোকটিও আত্মরক্ষা করতে লাঠিটা উঁচিয়ে মাথার উপর দিয়ে ঘোরাতেই পিছনের দোকানের জানালার কাঁচ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। আক্রমণকারীদের হাত থেকে লোকটিকে বাঁচাবার জন্য পিটারসন ছুটে গেল। কিন্তু লোকটি করল কি জান, একে তো জানালা ভেঙ্গে পেয়েছে ভয়, তার উপর যখন দেখল ইউনিফর্ম-পরা একজন অফিসারমত লোক তার দিকে ছুটে আসছে তখন সে হাঁসটিকে ফেলে দিল ছুট এবং টোটেনহাম কোর্ট রোডের পিছনদিককার অজস্র গলির গোলকধাঁধার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। তার আগেই পিটারসনকে এগোতে দেখে বদমাইস লোকগুলোও হাওয়া। ফলে রণক্ষেত্র তখন তার দখলে আর সেই সঙ্গে দখলে এল জয়ের ফসল এই ছেঁড়া টুপি আর একটি নিষ্কলঙ্ক খৃস্টমাস-রাজহংস।'

'তিনি নিশ্চয়ই সেগুলি মালিককে ফিরিয়ে দিলেন?'

'ভাইরে, সেখানেই তো সমস্যা। একথা সত্যি যে, পাখিটার বাঁ পায়ের সঙ্গে একটা ছোট কার্ডে লেখা ছিল 'মিসেস হেনরি বেকারের জন্য' ; আর একথাও সত্য যে, টুপিটার লাইনিং-এর উপর স্পষ্ট লেখা আছে দুটি অক্ষর "এইচ, বি,"। কিন্তু আমাদের এই শহরে হাজার "বেকার"রা আছেন, ''হেনরি ''বেকার"রা আছেন কয়েক শ'। কাজেই হারানো বস্তু ফিরিয়ে দেওয়া খুব সোজা নয়।'

'পিটারসন তারপর কি করলেন?'

'তিনি জানতেন, সমস্যা যতই ছোট হোক, তাতেই আমার আগ্রহ থাকে। তাই তিনি টুপি এবং হাঁস দুই আমার কাছে নিয়ে এলেন খৃস্টমাসের সকালে। আজ সকাল পর্যন্ত হাঁসটা আমাদের কাছেই ছিল। তারপর পিটারসনের মনে হল যে অল্প-সল্প বরফ পড়লেও আর অযথা বিলম্ব না করে ওটাকে আহার করাই উচিত। কাজেই হাঁসের পরম নিয়তিকে পূর্ণ করবার অভিপ্রায়ে পিটারসন সেটাকে নিয়ে গেছেন, আর যে অজ্ঞাত ভদ্রলোক তার খৃস্টমাস-ভোজন থেকে বঞ্চিত হয়েছে তার টুপিটি এখনও আমার কাছেই রয়েছে।'

'তিনি কাগজে বিজ্ঞাপন দেন নি?'

'না।'

'তাহলে তার পরিচয় তুমি পাবে কেমন করে?'

'অনুমানের পথে যতটা সম্ভব।'

'টুপি হতে অনুমান?'

'ঠিক।'

'তুমি বোধহয় তামাসা করছ? এই পুরনো ছেঁড়া টুপি থেকে কি বুঝতে পারবে?'

'এই আমার লেন্স। আমার পদ্ধতিও তুমি জান। এই দ্রব্যটি যিনি পরিধান করতেন তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে তুমি অনুমান করতে পার?'

ছিন্ন দ্রব্যটি হাতে নিয়ে একটু অপ্রসন্ন মনেই উল্টে দেখলাম। একটা গোলাকার সাধারণ কালো টুপি, শক্ত, ব্যবহারে মলিন। লাল সিল্কের লাইনিং দেওয়া ছিল, এখন রং জ্বলে গেছে। প্রস্তুতকারকের নাম নেই ; তবে হোমস যেকথা উল্লেখ করেছে, একপাশে "এইচ, বি," অক্ষর দুটি

লেখা আছে। টুপি আটকে রাখবার জন্য তার কানায় ছিদ্র করা আছে, কিন্তু ইলাস্টিকটা নেই। তাছাড়া টুপিটা ছেঁড়া-খোঁড়া, ধুলোয় ভরা, জায়গায় জায়গায় ছোপধরা, যদিও কালি দিয়ে সেগুলোকে ঢেকে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে।

বন্ধুকে টুপিটা ফেরৎ দিয়ে বললাম, 'আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।'

'ঠিক উল্টো ওয়াটসন, তুমি দেখতে পাচ্ছ। শুধু যা দেখতে পাচ্ছ তার থেকে কিছু অনুমান করতে পারছ না। অনুমান করার ব্যাপারে তুমি বড়ই ভীতু।'

'তাহলে দয়া করে তুমিই বল, এই টুপি থেকে কি অনুমান করতে পার।'

টুপিটা তুলে নিয়ে সে তার স্বভাবসিদ্ধ অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে সেটাকে দেখতে লাগল। তারপর বলল, 'যতটা ইঙ্গিতবহ হতে পারত হয়তো এটা তা নয়। তথাপি কয়েকটা অনুমান খুবই স্পষ্ট, আর কয়েকটা এমন যার দিকে সম্ভাবনার পাল্লাটাই ভারী। লোকটি অত্যন্ত বুদ্ধি-দীপ্ত ছিলেন সেটা সহজেই বোঝা যায় ; আর আজ দুর্দিনে পড়লেও গত তিন বছর তিনি যে বেশ অর্থবান ছিলেন তাও বোঝা যায়। তার দূরদৃষ্টি ছিল, যদিও সেটা আগে থেকে অনেক কমে গেছে। মনে হচ্ছে, তার কিছুটা নৈতিক পতনও ঘটেছে। তার সঙ্গে যদি আর্থিক পতনকে যোগ করা যায় তাহলে এই কথাই বলতে হয় যে, তার উপর কোন অশুভ প্রভাব, হয় তো মদ্যপানের প্রভাব পড়েছে। এর থেকে আরও বোঝা যায় যে, তার স্ত্রী আর তাকে ভালবাসে না।'

'হোমস!'

আমার প্রতিবাদকে উপেক্ষা করে সে বলতে লাগল, 'অবশ্য কিছুটা আত্মসম্মান তিনি এখনও বজায় রেখেছেন। তিনি স্বভাবত চুপচাপ বসে কাটান, কদাচিৎ বাইরে যান, মাঝ-বয়সী, চুলের রং কটা, তাও গত কয়েকদিনের মধ্যে কেটেছেন এবং তাতে লাইমক্রিম মাখেন। তার টুপি থেকে এই স্পষ্ট ব্যাপারগুলি অনুমান করা যায়। হ্যাঁ, ভাল কথা, তার নিজের বাড়িতে গ্যাস না থাকাই অত্যন্ত স্বাভাবিক।'

'হোমস তুমি নিশ্চয় তামাসা করছ।'

'মোটেই না। এসব কথা বলে দেবার পরেও সেগুলি কিভাবে জানলাম সেটা তুমি বুঝতে পারছ না—এটা কি সম্ভব?'

'আমি যে খুব নির্বোধ সেবিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। আমি স্বীকার করছি, তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না। যেমন ধর, তুমি কি করে বুঝলে যে তিনি বুদ্ধিমান?'

জবাব দিতে হোমস নিজের মাথায় টুপিটা পড়ল। টুপিটা কপাল ছাড়িয়ে নাকের উপর এসে পড়ল। তখন সে বলল, 'এটা ঘনক্ষেত্র-ঘটিত শক্তির কথা। যে মানুষের মস্তিষ্কটা এত বড়, তার মাথায় কিছু পদার্থ থাকতেই হবে।'

'আর তার আর্থিক অবনতি?'

'এই টুপিটা তিন বছরের পুরনো। এই ধরনের পিছন দিকে বাঁকানো ঢাকনাওয়ালা টুপির প্রচলন তখনই ছিল। খুব ভাল কোয়ালিটির টুপি। সিল্কের পট্টি আর লাইনিংটা দেখ। তিন বছর আগে এই লোকটি এরকম একটা দামী টুপি পরলেও তারপর আর টুপি কেনে নি। তাতেই বোঝা যায় নিশ্চয় তার আর্থিক অবনতি ঘটেছে।'

'হ্যাঁ, সেটা নিশ্চয়ই খুব পরিষ্কার। কিন্তু তার দূরদৃষ্টি আর নৈতিক পতন?'

শার্লক হোমস হেসে উঠল। এ টুপি আটকাবার ইলাস্টিকের দরুন ছোট চাকতি আর ছিদ্রটার উপর আঙুল রেখে বলল, 'এই তার দূরদৃষ্টি। টুপি বিক্রির সময় এগুলো লাগান থাকে না। তিনি যদি বাতাসে টুপি পড়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে সতর্কতা হিসাবে অর্ডার দিয়ে এটা করিয়ে থাকেন তাহলে সেটা নিশ্চয়ই তাঁর দূরদৃষ্টির লক্ষণ। কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেই ইলাস্টিকটা তিনি ছিঁড়ে ফেলেছেন এবং তার জায়গায় আর একটা লাগান নি। তাতেই বোঝা যায় আগে তিনি যতটা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন, এখন আর ততটা নেই। এটাই তো তার চারিত্রিক দুর্বলতার স্পষ্ট প্রমাণ। অপর পক্ষে, টুপির এইসব দাগ তিনি কালি দিয়ে ঢেকে দিতে চেষ্টা করেছেন। তা থেকেই বোঝা যায়, তিনি আত্ম-সম্মানবোধটা একেবারে হারিয়ে ফেলেন নি।'

'তোমার যুক্তি নিশ্চয়ই গ্রহণযোগ্য।'

'অন্য সব কথা, যেমন তিনি মাঝ-বয়সী, তার চুল কটা, সম্প্রতি চুল কেটেছেন, বা লাইম-ক্রিম ব্যবহার করেন, এসব তথ্যই লাইনিং-এর নীচু দিকটা লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। লেন্সটা ফেললেই সেখানে দেখা যাবে নাপিতের কাঁচিতে কাটা অনেক চুলের ডগা। (তা থেকেই চুলকাটা, চুলের রং ও বয়সের আন্দাজ পাওয়া যাবে)। তাছাড়া চুলগুলি সব চটচটে এবং তাতে লাইম-ক্রিমের পরিষ্কার গন্ধও পাওয়া যাবে। লক্ষ্য করে দেখ, টুপির উপরে যে ধুলো জমেছে সেটা রাস্তার কাঁকর-মেশানো ধূসর ধুলো

নয়, ঘরের ভিতরকার নরম বাদামী ধুলো। তা থেকেই বোঝা যায় টুপিটা অধিকাংশ সময়ই ঘরের ভিতর ঝোলানো থাকে।'

'কিন্তু তার স্ত্রীর কথা—তুমি বলেছ তিনি তার স্বামীকে ভালবাসেন না।'

'গত কয়েক সপ্তাহ টুপিটা ব্রাস করা হয় নি। দেখ ওয়াটসন, আমি যদি দেখি যে তোমার টুপিতে এক সপ্তাহের ধুলো জমে আছে আর তোমার স্ত্রী সেই টুপি নিয়ে তোমাকে বাইরে বেরুতে দিচ্ছেন তাহলে তো আমারও আশংকা হবে যে স্ত্রীর ভালবাসা হারাবার দুর্ভাগ্য তোমারও হয়েছে।'

'কিন্তু তিনি তো অকৃতদার হতে পারেন?'

'না, ঝগড়া মেটাবার আবেদন হিসেবে তিনি হাঁসটিকে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছিলেন স্ত্রীকে দেবার জন্য। পাখিটার পায়ে বাঁধা কর্ডটার কথা স্মরণ কর।'

'সব কিছুর জবাবই তো দিলে। কিন্তু বাড়িতে গ্যাস নাই সেটা বুঝলে কোন্ যুক্তিতে?'

'মোমের একটা বা দুটো দাগ হঠাৎ লেগে যেতে পারে। কিন্তু পাঁচ-পাঁচটা দাগ দেখলে আর সন্দেহ থাকে না যে লোকটি প্রায়ই জ্বলন্ত মোমবাতি ব্যবহার করে—হয়তো এক হাতে টুপি আর অন্য হাতে জ্বলন্ত মোমবাতি নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওঠে। মোট কথা গ্যাসের বাতি থেকে তো মোমের দাগ হতে পারে না। এবার হল তো?'

'হ্যাঁ, খুবই সরল ব্যাখ্যা' আমি হেসে বললাম। 'কিন্তু তোমার কথামতই যদি কারও কোন অপরাধ না ঘটে থাকে এবং একটি হাঁস খোয়ানো ছাড়া আর কোন ক্ষতি না হয়ে থাকে, তাহলে এসবই তো অকারণ শক্তিক্ষয়ের সামিল।'

শার্লক হোমস জবাব দিতে মুখ খুলতে যাবে এমন সময় ঘরের দরজা সপাটে খুলে গেল এবং সবেগে ঘরে ঢুকলেন প্রাক্তন সৈনিক পিটারসন। তার দুই গাল রক্তাভ, সারা মুখ বিস্ময়ে বিমূঢ়।

'মিঃ হোমস, সেই হাঁস! সেই হাঁস! হাঁসফাঁস করতে করতে তিনি বললেন।

'এঃ! হাঁসের কি হল? বেঁচে উঠে পাখা মেলে রান্না-ঘরের জানালা দিয়ে উড়ে গেছে কি?' লোকটির উত্তেজিত মুখটা ভাল করে দেখবার জন্য হোমস সোফায় ঘুরে বসল।

'দেখুন স্যার, ওটার পেটের ভিতরে আমার স্ত্রী কি পেয়েছে দেখুন!' সে হাতটা মেলে ধরল। তালুর মাঝখানে একটা উজ্জ্বল ঝকঝকে নীল পাথর, আকারে একটা মটরের থেকেও ছোট, কিন্তু এত খাঁটি আর উজ্জ্বল যে তার অন্ধকার মুঠোর মধ্যে যেন বিদ্যুৎ শিখার মত ঝলমল করছে।

শার্লক হোমস শিস্ দিতে দিতে উঠে বসল। বলল, 'ঈশ্বরের শপথ পিটারসন, এ তো একটা রত্ন-ভান্ডার! আশা-করি আপনার হাতে ওটা কি তা আপনি জানেন?'

'একটা হীরক স্যার! খুব দামী পাথর। নরম কাদার মত কাঁচকে কাটে।'

'শুধু দামী নয়, সবচাইতে দামী।'

আমি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলাম, 'মোরকারের কাউন্ট-পত্নীর নীলপদ্মরাগ নয় তো?'

'ঠিক তাই। সম্প্রতি 'দি টাইমস' পত্রিকায় প্রতিদিন যে বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে আমি তা পড়েছি। তাই এর আকার ও আকৃতি আমি জানি। এটা অনন্য-সাধারণ; বস্তুতঃ এর মূল্য শুধু অনুমানের বিষয়; কিন্তু এরজন্য এক হাজার পাউন্ডের যে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে সেটা নিশ্চয়ই এর প্রকৃত মূল্যের কুড়ি ভাগের এক ভাগও নয়।'

'এক হাজার পাউন্ড! হায় ভগবান!' সৈনিক মহাশয় ধপাস করে চেয়ারে বসে পড়ে আমাদের দুজনের দিকে তাকাতে লাগলেন।

'ওটা তো পুরস্কার। আমি জানি, এর সঙ্গে এমন কিছু মনের ব্যাপার জড়িয়ে আছে যেজন্য এই রত্নটি ফিরে পাবার জন্য কাউন্ট-পত্নী তাঁর অর্ধেক সম্পত্তি দিতেও পশ্চাদপদ হবেন না।'

আমি বললাম, 'যতদূর মনে পড়ছে, ''হোটেল কস্‌মো-পলিটন'' থেকে এটা হারিয়েছিল।'

'ঠিক তাই। পাঁচদিন আগে, ২২শে ডিসেম্বর। মহিলাটির রত্ন-পেটিকা থেকে এটি সরাবার দায়ে জন হর্নার নামে এক মিস্ত্রীকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ এত জোরালো যে মামলাটি দায়রায় সোপর্দ করা হয়েছে। মনে হয়, এখানেই মোটামুটি বিবরণ পাওয়া যাবে।' খবরের কাগজগুলি উল্টে সে তারিখ মেলাতে লাগল। শেষে একখানা কাগজ সামনে মেলে ধরে নীচের প্যারাগ্রাফটা পড়তে লাগলঃ

"হোটেল কস্‌মোপলিটন-রত্ন ডাকাতি। গত ২২ তারিখে মোরকারের কাউন্ট-পত্নীর রত্ন-পেটিকা থেকে নীল পদ্মরাগ নামে পরিচিত মূল্যবান রত্নটি অপহরণের অভিযোগে ২৬ বছর বয়স্ক মিস্ত্রী জন হর্নারকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। হোটেলের প্রধান-পরিচারক জেমস রাইডার তার সাক্ষ্যে বলেছে, ঝাঁকিরর একটা লোহার শিক খুলে যাওয়ায় সেটা ঝালাই করবার জন্য সে ডাকাতির দিন উক্ত হর্নারকে মোরকারের কাউন্ট-পত্নীর ড্রেসিং-রুমে নিয়ে গিয়েছিল। কিছু সময় সে হর্নারের সঙ্গে ছিল। তারপর

অন্যত্র ডাক পড়ায় সে চলে যায়। ফিরে গিয়ে দেখে হর্নার চলে গেছে, দেরাজটা ভাঙা, এবং যে ছোট মরক্কো চামড়ার পেটিকায় কাউণ্ট-পত্নীর রত্নাদি রাখতেন (এটা সে জেনেছে) সেটা ড্রেসিং-টেবিলের উপর খোলা পড়ে আছে। রাইডার সঙ্গে সঙ্গে হৈ-চৈ চীৎকার করে ওঠে এবং সেইদিন সন্ধ্যায়ই হর্নারকে গ্রেপ্তার করা হয়। রত্নটি কিন্তু তার সঙ্গে বা তার ঘরে কোথাও পাওয়া যায় নি। কাউণ্ট-পত্নীর পরিচারিকা ক্যাথেরিন কুসাক তার সাক্ষ্যে বলেছে, ডাকাতির কথা জেনেই রাইডার যে চীৎকার করেছিল তা সে শুনেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে ঘরের অবস্থা সাক্ষীর বর্ণনামতই দেখতে পায়। 'বি' ডিভিশনের ইন্সপেক্টর ব্র্যাডস্ট্রীট তাঁর সাক্ষ্যে বলেন, গ্রেপ্তারের সময় হর্নার উন্মাদের মত বাধা দেয় এবং জোর গলায় নিজের নির্দোষিতার কথা ঘোষণা করে। বন্দীর বিরুদ্ধে পূর্বের ডাকাতির অপরাধে দণ্ড লাভের সাক্ষ্য-প্রমাণ পেয়ে ম্যাজিস্ট্রেট মামলার সরাসরি বিচার না করে দায়রা আদালতে সোপর্দ করেছেন। মামলা চলাকালে হর্নারের আচরণে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ পায়, মামলার শেষে মূর্ছিত হয়ে পড়ে এবং তাকে আদালতের বাইরে বহন করে নিয়ে যাওয়া হয়।"

কাগজখানা একপাশে রেখে হোমস চিন্তিতভাবে বলল, 'হুম! পুলিশ আদালতে এই পর্যন্ত! কিন্তু আমাদের সামনে এখন সমস্যা হল সেই ঘটনা-পরম্পরাকে আবিষ্কার করা যার একদিকে রয়েছে রত্ন-পেটিকা লুণ্ঠন আর অপর দিকে রয়েছে টোটেনহাম কোর্ট রোডে একটি হাঁসের পাকস্থলী। দেখতে পাচ্ছ ওয়াটসন, আমাদের ছোট ছোট অনুমানগুলি এখন হঠাৎ আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ এবং আরও কম নির্দোষ আকার ধারণ করেছে। এই সেই রত্নটি। রত্নটি এসেছে হাঁসের কাছ থেকে, হাঁসটি এসেছে সেই মিঃ হেনরি বেকারের কাছ থেকে যার বাজে টুপি ও অপরাপর বৈশিষ্ট্যের বিবরণ দিয়ে তোমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়েছি। সুতরাং এবার আমাদের সেই ভদ্রলোককে খুঁজে বের করা এবং এই ছোট রহস্যে কি ভূমিকা সে পালন করেছে সেটা স্থির করার কাজে আরও গুরুতরভাবে আত্মনিয়োগ করতে হবে। একাজ করতে সবচাইতে সোজা পথটাই আমরা বেছে নেব আর সেটা যে সান্ধ্য দৈনিকগুলিতে প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপন সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এপথে না হলে তখন অন্য পথে যাওয়া যাবে।'

'কি বলতে চাও?'

'একটা পেন্সিল আর একটুকরো কাগজ দাও। এবার: "গুজ স্ট্রীটের মোড়ে একটি রাজহাঁস ও একটি কালো ফেল্ট-হ্যাট পাওয়া গেছে। আজ সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিটে ২২১-বি বেকার স্ট্রীটে দরখাস্ত করে মিঃ হেনরি বেকার সেগুলি পেতে পারেন।" এটা বেশ পরিষ্কার আর সংক্ষিপ্ত হয়েছে।'

'খুবই। এটা কি আর চোখে পড়বে?'

'দেখ, একজন গরীব মানুষের পক্ষে ক্ষতিটা খুব বেশীই হয়েছে, কাজেই সে নিশ্চয়ই খবরের কাগজের উপর নজর রাখবে। হঠাৎ জানালাটা ভেঙ্গে ফেলে এবং পিটারসনকে আসতে দেখে সে এতই ভয় পায় যে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই তখন ভাবতে পারে নি। কিন্তু তারপর থেকেই ওভাবে হাঁসটাকে ফেলে যাওয়ায় নিশ্চয় তার খুব অনুশোচনা হচ্ছে। তাছাড়া বিজ্ঞাপনে তার নাম প্রকাশিত হওয়ায় সে নিশ্চয় এটা দেখতে পাবে, কারণ তার পরিচিত সকলেই এর প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। ওহে পিটারসন, এখনই বিজ্ঞাপন-এজেন্সির কাছে ছুটে যাও এবং সান্ধ্য দৈনিকগুলিতে এটা প্রকাশের ব্যবস্থা কর।'

'কোন্ কাগজে স্যার?'

'আরে, গ্লোব, স্টার, পলমল, সেণ্ট জেমস গেজেট, ইভনিং নিউজ, স্ট্যান্ডার্ড ইকো এবং আরও যেসব কাগজ তোমার মনে পড়ে।'

'ঠিক আছে স্যার। কিন্তু এই পাথরটা?'

'ওঃ, হ্যাঁ। পাথরটা আমার কাছেই থাক। ধন্যবাদ। হ্যাঁ, আর একটা কথা পিটারসন। ফিরবার পথে একটা হাঁস কিনে আমাকে দিয়ে যেয়ো, কারণ যে হাঁসটাকে এখন তোমরা সপরিবারে ধ্বংস করবে তার বিনিময়ে ওই ভদ্রলোককে তো একটা হাঁস দিতে হবে।'

প্রাক্তন সৈনিকটি চলে গেলে হোমস পাথরটি নিয়ে আলোর সামনে ধরে বলতে লাগল, 'খুব সুন্দর জিনিস। দেখ কেমন ঝকমক করছে। অবশ্য অপরাধের একটা কেন্দ্রবিন্দু এটা। সব দামী পাথরই তো তাই। সেগুলিই তো শয়তানের টোপ, একটি বৃহদাকার প্রাচীন রত্নের প্রতিটি পলই তো এক একটি রক্তাক্ত কর্মের সাক্ষী। এ পাথরটার বয়স এখনও কুড়ি বছর হয় নি। দক্ষিণ চীনের আময় নদীর তীরে এটি পাওয়া যায়। পদ্মরাগ মণির সব বৈশিষ্ট্যই এতে আছে। শুধু চুণির মত লাল না হয়ে এটির রং নীল। অল্পবয়সী হলেও ইতিমধ্যেই এর একটি অশুভ ইতিহাস গড়ে উঠেছে, চল্লিশ গ্রেণ ওজনের এই স্ফটিকগুচ্ছ অঙ্গারখণ্ডটির জন্য দুটি খুন, একটি এসিড নিক্ষেপ, একটি আত্মহত্যা ও কয়েকটি ডাকাতি সংঘটিত হয়েছে। কে ভাবতে পারে যে এমন সুন্দর একটি খেলনা ফাঁসিকাষ্ঠ আর কারাগারের দূত হয়ে আসতে পারে। এখনই এটাকে আমার

সিন্দুকে তালাবন্ধ করছি, আর কাউন্ট-পত্নীকে জানিয়ে দিচ্ছি যে এটা আমার কাছে আছে।'

'তুমি কি মনে কর এই হর্ণার লোকটি নির্দোষ?'

'বলতে পারি না।'

'তাহলে কি এ ব্যাপারের সঙ্গে হেনরি বেকারের কোন যোগ আছে?'

'আমার তো মনে হয় হেনরি বেকার একেবারেই নির্দোষ। যে পাখিটাকে সে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল সেটা যে নিরেট সোনার তৈরী একটা পাখির চাইতেও অনেক অনেক বেশী মূল্যবান হতে পারে এরকম কোন ধারণাই তার ছিল না। আমাদের বিজ্ঞাপনের কোন জবাব এলে একটা খুব সহজ পরীক্ষার দ্বারাই সেটা ধরতে পারব।'

'ততক্ষণ তাহলে তোমার কিছুই করবার নেই?'

'কিছুই না।'

'সেক্ষেত্রে আমি তাহলে ডাক্তারী কাজেই চলে যাই। সন্ধ্যার পরে তোমার নির্ধারিত সময়েই ফিরে আসব। এরকম একটা জটিল ব্যাপারের মীমাংসাটা নিজের চোখে দেখতে চাই।'

'তোমাকে পেলে খুবই খুশি হব। আমি সাতটায় খাই। বন্য কুক্কুট থাকবার কথা। যা সব ঘটেছে তাতে মিসেস হাডসনকে বলতে হবে, ওটার পাকস্থলীটা যেন পরীক্ষা করে দেখে।'

একটা রোগী দেখতে দেরী হয়ে গেল। সাড়ে ছ'টার সামান্য পরে আমি আবার বেকার স্ট্রীটে উদয় হলাম। বাড়িতে পৌঁছে দেখি ফ্যান-লাইটের পথে বেরিয়ে আসা অর্ধবৃত্তাকার আলোর মাঝখানে একটি দীর্ঘ ভদ্রলোক বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। মাথায় স্কচ টুপি, গায়ে থুতনি পর্যন্ত বোতাম আঁটা কোট। আমি পৌঁছানমাত্রই দরজা খুলে গেল, এবং আমরা দুজন একই সঙ্গে হোমসের ঘরে ঢুকলাম।

আরামকেদারা থেকে উঠে হোমস তার স্বভাবসিদ্ধ সহজ ভদ্রতার সঙ্গে আগন্তুককে অভ্যর্থনা জানাল। 'নিশ্চয় মিঃ হেনরি বেকার। দয়া করে আগুনের পাশের চেয়ারটায় বসুন। রাতটা বড়ই ঠাণ্ডা, আর আপনি দেখছি শীত অপেক্ষা গ্রীষ্মেই বেশী অভ্যস্ত। ওয়াটসন, তুমিও দেখছি ঠিক সময়েই এসেছ। মিঃ বেকার, ওটা কি আপনার টুপি?'

'হ্যাঁ স্যার, নিঃসন্দেহে ওটা আমার টুপি।'

তিনি একজন বিশালকায় ব্যক্তি, চওড়া কাঁধ, শক্ত মাথা, প্রশস্ত বুদ্ধিদীপ্ত মুখ, কটা বাদামী রঙের ছুঁচলো দাড়ি। নাকে ও গালে লালের ছোপ, প্রসারিত হাতখানা ঈষৎ কাঁপছে দেখে তার অভ্যাস সম্পর্কে হোমসের উক্তি আমার মনে পড়ে গেল। তার বিবর্ণ ফ্রক কোটটা আগাগোড়া বোতাম আঁটা, কলারটা ওল্টানো, আস্তিন থেকে বেরিয়ে আসা সরু কব্জিতে কফ বা শার্টের চিহ্নও নেই। তিনি কথা বলছেন নীচু গলায় প্রতিটি শব্দ সযত্নে বেছে নিয়ে। শুনলে মনে হয়, লোকটি পণ্ডিত, কিন্তু ভাগ্যের হাতে বড় মার খেয়েছেন।

হোমস বলল, 'কয়েকদিন হয়ে গেল জিনিসগুলি আমরা রেখে দিয়েছি, কারণ আপনার ঠিকানাসহ একটি বিজ্ঞাপন আমরা আশা করেছিলাম। আমরা তো বুঝতেই পারলাম না আপনি বিজ্ঞাপন দেন নি কেন।'

আগন্তুক বেহায়ার মত হেসে উঠলেন। বললেন, 'আগেকার মত এখন আর আমার হাতে প্রচুর শিলিং নেই। যে বদমাইস লোকগুলি আমাকে আক্রমণ করেছিল তারাই যে আমার টুপি আর পাখিটা নিয়ে হাওয়া হয়েছিল এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ ছিল না। কাজেই জিনিসগুলি ফিরে পাবার ব্যর্থ চেষ্টায় আরও কিছু অর্থ ব্যয় করতে আমি চাই নি।'

'খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু একটা কথা—পাখিটাকে আমরা বাধ্য হয়ে খেয়ে ফেলেছি।'

'খেয়ে ফেলেছেন!' আগন্তুক উত্তেজনায় চেয়ার থেকে অর্ধেকটা উঠে পড়লেন।

'হ্যাঁ। না খেয়ে ফেললেও কারও কোন কাজে লাগবে না। কিন্তু আমি মনে করি, সাইডবোর্ডের উপরে অন্য যে পাখিটা রয়েছে সেটাও একই ওজনের, খুব তাজা, এবং আপনার উদ্দেশ্য সব রকমেই সিদ্ধ হবে।'

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মিঃ বেকার বললেন, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়।'

'অবশ্য আপনার পাখিটার পালক, ঠ্যাং, পাকস্থলী ইত্যাদি সবই রেখে দিয়েছি, যদি চান তো—'

লোকটি প্রাণখোলা হাসি হেসে উঠল। বলল, 'আমার অভিযানের স্মৃতি হিসেবে সেগুলি দরকার হতে পারে কিন্তু তার বাইরে আমার ঐ প্রাক্তন বন্ধুর নাড়িভুঁড়ি আমার কোন্ কাজে লাগবে আমি জানি না! না স্যার, বরং আপনার অনুমতি পেলে সাইডবোর্ডের উপর যে উৎকৃষ্ট পাখিটি দেখতে পাচ্ছি সেটার প্রতিই আমি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে চাই।'

শার্লক হোমস ঈষৎ ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়ে বাঁকা চোখে আমার দিকে তাকাল।

তারপর বলল, 'তাহলে এই আপনার টুপি, আর

ওই আপনার পাখি। ভাল কথা, সে পাখিটা কোথায় পেয়েছিলেন সেকথা আমাকে বলতে কি আপনি বিরক্ত বোধ করবেন? আমি খুব কুক্কুটপ্রিয়। কিন্তু আপনার হাঁসের চাইতে বাড়ন্ত হাঁস আমি কদাচিৎ দেখেছি।'

আসন ছেড়ে উঠে নবলব্ধ সম্পত্তিটাকে বগলদাবা করে বেকার বললেন, 'ঠিক বলেছেন স্যার। মিউজিয়ামের নিকটবর্তী আল্‌ফা ইন-এ আমরা জনাকয় প্রায়ই যাই, মানে দিনের বেলা আমাদের মিউজিয়ামের ভিতরেই পাবেন। এ বছর আমাদের হোটেলওয়ালা—তার নাম উইন্ডিগেট—একটা হাঁস-ক্লাব বসিয়েছিলেন। সেখানে সপ্তাহ পিছু কয়েক পেনি করে দেওয়ায় খৃষ্টমাসের সময় আমাদের একটা করে পাখি পাওনা হয়। আমার পেনি পুরোই দেওয়া ছিল। তার পরের ঘটনা তো আপনি সবই জানেন। আপনার কাছে আমি খুব ঋণী হলাম, কারণ এই স্কচ টুপি আমার বয়স বা মর্যাদা কোনটারই উপযোগী নয়।' ভাড়-সুলভ আড়ম্বরের সঙ্গে গম্ভীরভাবে আমাদের উভয়কে অভিবাদন জানিয়ে সে তার পথে চলে গেল।

দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে হোমস বলল, 'মিঃ হেনরি বেকারের এখানেই ইতি। একথা নিশ্চিত যে এ ব্যাপারের কিছুই সে জানে না। তোমার ক্ষিধে পেয়েছে কি ওয়াটসন?'

www.boiRboi.net

'তেমন নয়।'

'তাহলে আমি বলি কি সান্ধ্য ভোজনটাকে নৈশ ভোজনে পরিবর্তিত করা যাক, আর ততক্ষণ টাটকা এই সূত্রটাকে অনুসরণ করা যাক।'

'খুব ভাল কথা।'

বাইরে শীতার্ত রাত। আমরা আলস্টার চাপিয়ে গলা-বন্ধ জড়িয়ে নিলাম। নির্মেঘ আকাশে তারার আলোও যেন শীতে কাঁপছে। পথচারীদের নিঃশ্বাসে ধোঁয়া বেরুচ্ছে পিস্তলের গুলির মত। ডক্টরস্ কোয়ার্টার, উইম্পল্ স্ট্রীট, হার্লে স্ট্রীট পেরিয়ে উইগমোর স্ট্রীটের ভিতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমরা অক্সফোর্ড স্ট্রীটে পড়লাম। আমাদের পায়ের শব্দ বেশ জোরে জোরে বাজতে লাগল। পনেরো মিনিটের মধ্যে আমরা আল্‌ফা ইন্-এর ব্লুম্‌স্‌বেরীতে পৌঁছলাম। হলবর্ণ যাবার একটি রাস্তার উপরে এই হোটেলটি অবস্থিত। দরজাটা ঠেলে বার-এর ভিতরে ঢুকে হোমস সাদা এপ্রোন পরা লাল মুখ মালিককে দু'গ্লাস বীয়ারের অর্ডার দিল।

বলল, 'আপনার হাঁসগুলো যেমন ভাল, আশাকরি বীয়ারও সেইরকম ভাল হবে।'

'আমার হাঁস!' লোকটি বিস্মিত হল।

'হ্যাঁ। আপনার হাঁস ক্লাবের সদস্য মিঃ হেনরি বেকারের সঙ্গে মাত্র আধ ঘণ্টা আগেই আমার কথা হল যে।'

'ওহো, তাই বলুন। কিন্তু দেখুন স্যার, সেগুলো আমাদের হাঁস নয়।'

'বটে! তাহলে কাদের?'

'দেখুন, কোভেণ্ট গার্ডেন-এর একজন বিক্রেতার কাছ থেকে আমি দু'ডজন কিনেছিলাম।'

'বটে! তাদের অনেককে তো আমি চিনি। কে বলুন তো?'

'ব্রেকিনরিজ তার নাম।'

'ওঃ! তাকে আমি চিনি না। আচ্ছা, আপনার স্বাস্থ্য পান করা যাক। আপনার হোটেলের শ্রীবৃদ্ধি হোক। শুভ রাত্রি।'

বাইরে শীতার্ত বাতাসে পা দিয়ে কোটের বোতাম আঁটতে আঁটতে সে বলতে লাগল, 'এবার মিঃ ব্রেকিনরিজ। মনে রেখ ওয়াটসন, যদিও আমাদের একদিকে আছে একটি সাধারণ হাঁস, অপরদিকে কিন্তু আছে একটি মানুষ, যার নির্দোষিতা যদি আমরা প্রমাণ করতে না পারি তাহলে নির্ঘাৎ তার সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড হবে। এমনও হতে পারে যে আমাদের তদন্তের ফলে তার অপরাধই প্রমাণিত হবে। কিন্তু সে যাইহোক, তদন্তের এমন একটা সূত্র ঘটনাক্রমে আমাদের হাতে এসেছে যেটা পুলিশের হাত ফস্কে গেছে। সেই সূত্রকে শেষ পর্যন্ত অনুসরণ করতেই হবে। সুতরাং দক্ষিণ দিকে মুখ ফেরাও—কুইক মার্চ।'

হলবর্ন পার হয়ে এণ্ড্রেল স্ট্রীট ছাড়িয়ে অনেকগুলো আঁকাবাঁকা বস্তির ভিতর দিয়ে কোভেণ্ট গার্ডেন মার্কেটে পৌঁছলাম। একটা বড় দোকানে ব্রেকিনরিজের নাম লেখা। তার মালিকের জুয়াড়ির মত চেহারা, ধারালো মুখ, ছাঁটা ছুঁচলো গোঁফ। একটা ছেলেকে দোকানের ঝাঁপ তুলতে সাহায্য করছিল।

হোমস বলল, 'শুভ সন্ধ্যা। আজ রাতটা বড়ই ঠাণ্ডা।'

দোকানদারটি মাথা নেড়ে আমার সঙ্গীর দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল।

শ্বেত পাথরের ফাঁকা জায়গা দেখিয়ে হোমস বলল, 'দেখছি সব হাঁস বিক্রি হয়ে গেছে।'

'কাল সকালে পাঁচ শ' দিতে পারি।'

'তাতে কাজ হবে না।'

'দেখুন, গ্যাসের আলো জ্বালা যে দোকানটি দেখছেন ওখানে কিছু পেতে পারেন।'

'কিন্তু তিনি যে আপনার কথাই বলেছিলেন।'

'কে?'

''আলফা''-র মালিক।'

'তা বটে। দু' দু' ডজন তাকে পাঠিয়েছিলাম।'

'পাখিগুলো খুব ভাল ছিল। আচ্ছা, সেগুলো কোথায় পেয়েছিলেন?'

এ প্রশ্নে দোকানদারটি রেগে উঠল দেখে আমি বিস্মিত হলাম।

মাথা সোজা করে কোমরে হাত দিয়ে সে বলে উঠল, 'আরে মিস্টার, আপনি কি বলতে চান? যা বলবার সোজাসুজি বলুন।'

'কথা তো খুব সোজা। আমি শুধু জানতে চাই, 'আল্‌ফা'-কে আপনি যে হাঁসগুলি দিয়েছিলেন সেগুলো আপনাকে কে বেচেছিল?'

'তা আপনাকে বলব না। তারপর?'

'বেশ তো, এটা এমন কিছু গুরুতর ব্যাপার নয়। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না এরকম একটা তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে আপনি এমন গরম হচ্ছেন কেন?'

'গরম! আমার মত বিরক্ত হতে হলে আপনিও গরম হতেন। ভাল টাকা দিয়েছি, ভাল মাল কিনেছি, ব্যাস, সেখানেই শেষ হয়ে গেল। তা নয়, ''সে হাঁসগুলো কোথায়?'' ''হাঁসগুলো কাকে বিক্রি করেছ?'' ''সে হাঁসগুলোর জন্য কত দাম চাও?'' এমন সব সাত-সতেরো শুনলে মনে হয় পৃথিবীতে বুঝি ওগুলো ছাড়া আর হাঁস নেই।'

হোমস হাল্কাভাবে বলল, 'দেখুন, কারা কি খোঁজ-খবর করছে তার সঙ্গে আমার কোন যোগ নেই। আপনি যদি না বলেন, বাজিটা মারা গেল, ব্যাস। পাখির ব্যাপারে আমি কিন্তু যা বলব তা বলবই। আমি পাঁচ পেনি বাজি ধরেছি, যে পাখিটা খেয়েছি সেটা গাঁয়ের পাখি।'

'তাহলে আপনি পাঁচ পেনি হেরে গেছেন। ওটা শহরের পাখি,' দোকানদার সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল।

'তা তো মনে হয় না।'

'আমি বলছি তাই।'

'আপনার কথা আমি বিশ্বাস করি না।'

'আপনি কি মনে করেন পাখির ব্যাপারে আপনি আমার থেকে বেশী জানেন? বাচ্চা বয়স থেকে আমি পাখি নিয়ে নাড়াচাড়া করছি। আমি বলছি, 'আল্‌ফা'-তে যেগুলো পাঠানো হয়েছিল সেগুলো সব শহুরে পাখি।'

'আপনি আমাকে সেকথা বিশ্বাস করাতে পারবেন না।'

'বেশ, বাজী রাখবেন?'

'তাতে আপনার টাকাই যাবে, কারণ আমি জানি যে আমার কথাই ঠিক। আমি বাজি ধরছি একটা স্বর্ণমুদ্রা! যাতে আর কখনও এরকম একগুঁয়ে না হন সে শিক্ষা আপনাকে দিতে চাই।'

দোকানদার মুখ টিপে হেসে বলল, 'বিল, খাতাগুলো নিয়ে আয়।'

ছোকরাটি একখানা পাতলা খাতা ও একখানা মোটা খাতা দু'খানাই ঝোলানো বাতির নীচে রাখল।

দোকানদার বলল, 'দেখুন অভ্রান্ত মশায়, ভেবেছিলাম সব হাঁস ফুরিয়ে গেছে, কিন্তু এখনই দেখতে পাবেন যে আমার দোকানে এখনও একটি আছে। এই ছোট খাতাটা দেখছেন?'

'এটা কি?'

'যাদের কাছ থেকে মাল কিনি-এটা তাদের তালিকা। দেখতে পাচ্ছেন? এই পাতার এইখানে আছে গ্রামের লোক-দের নাম আর তাদের নামের পাশে যে সংখ্যা আছে সেটা হল বড় লেজারের যে পাতায় তাদের হিসাব আছে তার পৃষ্ঠা সংখ্যা। এবার লাল কালিতে লেখা আরেকটা পাতা দেখতে পাচ্ছেন? এটা হচ্ছে শহরের সরবরাহকারীদের তালিকা। এবার, তৃতীয় নামটা দেখুন। জোরে পড়ে শোনান।'

'মিসেস ওকশট, ১১৭ ব্রিক্সটন রোড ২৪৯,' হোমস পড়ল।

'ঠিক আছে। এবার লেজার খুলুন।'

হোমস নির্দিষ্ট পাতাটি খুলে পড়ল, "এইতো পেয়েছি, ''মিসেস ওকশট, ১১৭ ব্রিক্সটন রোড, ডিম ও হাঁস-মুরগী সরবরাহকারী।'

'ওখানে শেষ কি লেখা আছে?'

''ডিসেম্বর ২২। চব্বিশটা হাঁস ৭ শিলিং ৬ পেনি দরে।''

'ঠিক তাই। এইবার বুঝুন। আর তার নীচে?'

''বিক্রি করা হয় 'আল্‌ফা'-র মিঃ উইন্ডিগেটকে ১২ শিলিং দরে।''

'এরপর কি বলতে চান?'

শার্লক হোমসকে খুব দুঃখিত দেখাল। পকেট থেকে একটা স্বর্ণমুদ্রা বের করে পাথরের উপর ছুঁড়ে দিল। তারপর এমনভাবে বেরিয়ে এল যেন তার বিরক্তি কথায় প্রকাশিতব্য নয়। কয়েক গজ এগিয়ে একটা ল্যাম্প-পোষ্টের নীচে এসে সে দাঁড়াল এবং এমন প্রাণখোলা নিঃশব্দ হাসি হাসতে লাগল যেটা তারই একান্ত বৈশিষ্ট্য।

তারপর বলল, 'যখনই কোন মানুষের ঐরকম ছাটের গোঁফ দেখবে এবং তার পকেটে দেখতে পাবে রেসের বই উঁকি দিচ্ছে, তখনই জানবে বাজির কথা হলেই সে টোপ গিলবে। আমি জোর গলায় বলতে পারি এক শ' পাউন্ডও যদি তার সামনে ফেলে দিতাম তাহলেও এত পরিপূর্ণ বিবরণ আমি পেতাম না যেটা সে বাজির নেশায় অনায়াসেই আমাকে জানিয়ে দিল। দেখ ওয়াটসন, মনে হচ্ছে আমাদের কাজ শেষ হয়ে এসেছে। এখন একটি মাত্র বিষয় স্থির করতে হবে—মিসেস ওকশটের কাছে আজ রাতেই যাব, না সেটা আগামীকালের জন্য রেখে দেব। ঐ খেঁকি লোকটা যা বলল তাতে বোঝা যাচ্ছে আমরা ছাড়া আরও অনেকে এব্যাপারে নাক গলাচ্ছে। কাজেই আমার উচিত—'

তার কথা শেষ হবার আগেই যে দোকান থেকে আমরা এইমাত্র বেরিয়ে এলাম সেখানে একটা জোর হট্টগোল শোনা গেল। পিছন ফিরে দেখলাম, ঝুলন্ত বাতির থেকে ছিটকে পড়া হলুদে আলোর বৃত্তের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে একটা ছোটখাট ইঁদুর-মুখো লোক, আর দোকানদার ব্রেকিনরিজ দরজায় দাঁড়িয়ে প্রবলভাবে সে বেচারিকে ঘুষি দেখাচ্ছে।

সে চীৎকার করে বলছে, 'তোমার মত অমন অনেক হাঁসওয়ালা দেখেছি। তোমরা সব জাহান্নামে যাও। ফের যদি হাঁস-হাঁস করে আমাকে বিরক্ত কর তাহলে কুকুর লেলিয়ে দেব, হ্যাঁ। মিসেস ওকশটকে নিয়ে এস, যা বলবার তাকেই বলব। তুমি কে হে? তোমার কাছ থেকে কি আমি হাঁস কিনেছি?'

লোকটি প্যান-প্যান করতে লাগল 'না, না, তা নয়, তবে ওই হাঁসের মধ্যে একটা ছিল আমার।'

'বেশ তো, সেই মিসেস ওকশটের কাছ থেকেই চেয়ে নাও গে।'

'সে যে বলল তোমার কাছে চাইতে?'

'ভাল জ্বালা। ইচ্ছা হয় তুমি প্রুশিয়ার রাজার কাছে চাও গে, তাতে আমার কি? খুব হয়েছে; এখন ভাগো হিঁয়াসে।' সে ক্রুদ্ধভাবে এগিয়ে যেতেই অপর লোকটি অন্ধকারে গা-ঢাকা দিল।

হোমস ফিসফিস করে বলে উঠল, 'আচ্ছা, ব্রিক্সটন রোডে যাওয়ার হাত থেকে বোধ হয় বাঁচা গেল। চলে এস, দেখা যাক এই লোকটার কাছ থেকে কিছু আদায় হয় কিনা।' আলোকিত দোকানের সামনে ইতস্তত ভীড় করা লোকগুলোকে ঠেলে দ্রুত এগিয়ে সে ছোটখাট লোকটাকে ধরে ফেলল। তার কাঁধে হাত রাখতেই সে লাফ দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। গ্যাসের আলোয় দেখতে পেলাম, তার মুখ একেবারে সাদা হয়ে গেছে।

কাঁপা গলায় সে বলে উঠল, 'আপনি কে? কি চান?'

শান্ত গলায় হোমস বলল, 'ক্ষমা করবেন, ঐ দোকানদারকে এইমাত্র যেসব কথা আপনি বলছিলেন সেগুলো আমার কানে এসেছে। মনে হয় এবিষয়ে আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি।'

'আপনি?· আপনি কে? আপনি এসব জানলেন কেমন করে?'

'আমার নাম শার্লক হোমস। অন্য লোক যা জানে না তা জানাই আমার কাজ।'

'কিন্তু এবিষয়ে কিছু তো আপনার জানবার কথা নয়।'

'ক্ষমা করবেন, আমি সব জানি। আপনি এমন একটা হাঁসের খোঁজ করছেন যেটা ব্রিক্সটন রোডের মিসেস ওকশট বিক্রি করেছে দোকানদার ব্রেকিনরিজকে, সে আবার বিক্রি করেছে "আল্‌ফা"র মিঃ উইন্ডিগেটকে, সে বিক্রি করেছে তার ক্লাবকে এবং মিঃ হেনরি বেকার সেই ক্লাবের একজন সদস্য।'

'ওঃ স্যার, আপনার সংগে সাক্ষাৎ করতেই তো আমি চেয়েছি', দুই কম্পিত হাত বাড়িয়ে লোকটি বলে উঠল। 'এ ব্যাপারে আমার যে কত আগ্রহ তা আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না।'

রাস্তা থেকে একটা চার চাকার গাড়ি ডেকে শার্লক হোমস বলল, 'এই ঝড়ে বাজারের মধ্যে না দাঁড়িয়ে একটা গরম ঘরে বসে এ বিষয়ে আলোচনা করাই ভাল। কিন্তু এ বিষয়ে আরও এগোবার আগে দয়া করে যদি বলেন, কাকে সাহায্য করতে আমরা চলেছি—'

লোকটি একমুহূর্ত ইতস্তত করে বাঁকা চোখে তাকিয়ে বলল, 'আমার নাম জন রবিন্সন।'

হোমস মিষ্টি গলায় বলল, 'উঁ হু হু, আসল নাম বলুন। ওসব ওরফে নাম নিয়ে কাজ করা যায় না।'

আগন্তুকের সাদা গাল দুটি লাল হয়ে উঠল। সে বলল, 'তাহলে বলি, আমার আসল নাম জেমস রাইডার।'

'ঠিক তাই। হোটেল কসমোপলিটান-এর প্রধান পরিচারক। দয়া করে গাড়িতে উঠুন। আপনি যা যা জানতে চান সব বলব।'

অর্ধেক ভয় অর্ধেক আশায় ভরা চোখে লোকটি একবার হোমসের দিকে একবার আমার দিকে তাকাতে লাগল। তার সামনে সৌভাগ্যের দরজা না বিপদের বেড়াজাল সেটা যেন ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। ধীরে ধীরে সে গাড়িতে উঠল। আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমরা বেকার স্ট্রীটের বসবার

ঘরে উপনীত হলাম। সারা পথ আর কোন কথাই হয় নি। কিন্তু আমাদের নবাগত সঙ্গীটির ভারী নিঃশ্বাস এবং অনবরত দু হাত জড়িয়ে ধরা ও খুলে ফেলা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল তার স্নায়ুর উপর কিরকম চাপ পড়েছে।

ঘরে ঢুকে হোমস সানন্দে বলে উঠল, 'এসে পড়েছি। আজকের এই আবহাওয়ায় আগুনটার খুবই দরকার। মিঃ রাইডার, আপনার বেশ শীত করছে মনে হচ্ছে। ওই বাস্কেট চেয়ারটায় বসুন। আপনার ব্যাপারটা মেটাবার আগে আমি চটিটা পরে নিচ্ছি। হ্যাঁ, এইবার বলুন। আপনি জানতে চান সে হাঁসগুলোর কি হল, এই তো?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'বরং বলা যাক একটা হাঁস। নিশ্চয় সেই একটা পাখির ব্যাপারেই আপনার আগ্রহ—সাদা রং, লেজে কালো টান।'

রাইডার আবেগে কাঁপতে লাগল। চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'ঠিক স্যার। বলতে পারেন সে পাখিটা কোথায় গেল?'

'এখানেই এসেছিল।'

'এখানে?'

'হ্যাঁ। পাখিটা খুব উল্লেখযোগ্য। আপনার যে ওটার ব্যাপারে খুব আগ্রহ হবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। মারা যাবার পরে পাখিটা একটা ডিম দিয়েছে—হৃষ্টপুষ্ট উজ্জ্বল একটি ছোট নীল ডিম। এমনটি কখনও দেখা যায় না। আমার মিউজিয়ামে সেটা রেখে দিয়েছি।'

আগন্তুক টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়ে ডান হাত দিয়ে ম্যান্টেলপিসটা চেপে ধরল। হোমস সিন্দুকের তালা খুলে নীল পদ্মরাগ মণিটা তুলে ধরল। সেটা নক্ষত্রের মত ঝলমলিয়ে উঠল। রাইডার হাঁ করে সেটা দেখতে লাগল, যেন দাবী জানাবে কি অস্বীকার করবে ঠিক বুঝতে পারছে না।

হোমস শান্তভাবে বলল, 'রাইডার, খেলা শেষ। আরে, সোজা হয়ে দাঁড়াও, নইলে আগুনের মধ্যে পড়ে যাবে যে। ওয়াটসন, ওকে ধরে চেয়ারে বসিয়ে দাও তো। দোষ করে শাস্তি এড়িয়ে যাবার মত রক্তের জোর ওর নেই। একমাত্রা ব্র্যান্ডি ওকে দাও। ঠিক আছে। এবার ওকে একটু মানুষের মত দেখাচ্ছে। কী চিংড়ি মাছরে বাবা!'

পা টলে লোকটা প্রায় পড়েই যাচ্ছিল। ব্র্যান্ডি খেয়ে গালে একটু রং লাগল। ত্রস্ত চোখ মেলে অভিযোক্তার দিকে তাকিয়ে রইল।

'সবগুলো সূতোই আমার হাতের মধ্যে এসেছে। প্রয়োজনীয় সব প্রমাণও পেয়েছি। তোমার বলবার মত বিশেষ কিছু বাকি নেই। তবু কেসটা পূর্ণ করবার জন্য যেটুকু বাকি আছে বলে ফেল। মোরকারের কাউন্ট-পত্নীর এই নীল পাথরের কথা তুমি আগেই শুনেছিলে?'

ভাঙা গলায় সে বলল, 'ক্যাথারিন কুসাক আমাকে বলেছিল।'

'তাই বুঝি! মাননীয় মহিলার পরিচারিকা। দেখ, হঠাৎ বড়লোক হবার লোভ সংবরণ করা তোমার পক্ষে শক্ত। তোমার আগেও তোমার চাইতে অনেক ভাল লোকের পক্ষেও শক্ত হয়েছে। কিন্তু যেপথ তুমি নিয়েছিলে সেটা সুবিবেচনার পরিচায়ক নয়। রাইডার, দেখতে পাচ্ছি তোমার মধ্যে একটা ক্ষুদে শয়তান বাসা বেঁধে আছে। তুমি জানতে যে মিস্টি হর্ণার এ ধরনের ব্যাপারে আগেও ধরা পড়েছে, কাজেই সন্দেহটা তার উপর পড়বে। তখন তুমি কি করলে? তুমি আর তোমার সহযোগিনী কুসাক মহিলার ঘরে ঢুকে একটু হাত সাফাইয়ের কাজ করলে। তারপর ঐ লোকটাকে ডেকে পাঠাবার ব্যবস্থা করলে। আর সে চলে গেলে রত্ন-পেটিকাটি খুলে রেখে হৈ-চৈ শুরু করে দিলে। ফলে ঐ হতভাগ্য লোকটি গ্রেপ্তার হল। তখন তুমি—'

সহসা রাইডার মেঝের উপর উপুড় হয়ে পড়ে বন্ধুবরের হাঁটু জড়িয়ে ধরল। আর্তনাদ করে বলল, 'ঈশ্বরের দোহাই, দয়া করুন। আমার বাবার কথা—আমার মায়ের কথা ভাবুন। একথা শুনলে তাদের বুক ভেঙে যাবে। এর আগে আর কখনও আমি পাপ করি নি। ভবিষ্যতেও করব না। আমি দিব্বি করছি। বাইবেলের নামে দিব্বি করছি। দয়া করে এটাকে আদালতে নেবেন না। খৃস্টের দোহাই, নেবেন না।'

হোমস কড়া গলায় বলল, 'চেয়ারে গিয়ে বস। এখন পায়ে ধরা তো সোজা। কিন্তু বেচারি হর্ণার, যে বিনা অপরাধে কাঠগড়ায় যাচ্ছিল তার কথাতো একবারও ভাব নি।'

'মি হোমস, আমি পালিয়ে যাব। এদেশ থেকেই চলে যাব। তাহলেই তার বিরুদ্ধে মামলা ফেঁসে যাবে।'

'হুম। পরে কথা হবে। এখন তোমার পরবর্তী কাজের একটা সত্য বিবরণ দাও। হাঁসের পেটে পাথরটা গেল কেমন করে? হাঁসটাই বা খোলা বাজারে গেল কেমন করে? সত্য কথা বল, কারণ সেইটেই তোমার বাঁচবার একমাত্র আশা।'

রাইডার তার শুকনো ঠোঁটের উপর জিভটা বুলিয়ে নিল। তারপর বলতে লাগল, 'ঠিক যেমনটি ঘটেছিল তেমনটি বলব স্যার। হর্ণার গ্রেপ্তার হতেই মনে হল, এখনই পাথরটা সরিয়ে ফেলা দরকার। আমাকে ও আমার

ঘরখানা তল্লাসী করবার কথা কখন যে পুলিশের মাথায় ঢুকবে তা তো বলা যায় না। হোটেলের ভিতরে এমন কোন নিরাপদ ঘর নেই। একটা কাজের ছুতো করে বেরিয়ে আমার বোনের বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম। সে ওকশট নামক একজনকে বিয়ে করে ব্রিক্সটন রোডে থাকত। সেখানে সে বিক্রির জন্য পাখি পুষত। সারাটা পথ যাকে দেখি তাকেই মনে হয় পুলিশ বা গোয়েন্দা। ফলে সেই শীতের রাতেও ব্রিক্সটন রোডে পৌঁছবার আগেই আমার মুখ বেয়ে ঘাম ঝরতে লাগল। বোন জিজ্ঞেস করল, ব্যাপার কি, আমি এ রকম ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছি কেন। বললাম, হোটেলের রত্ন-ডাকাতির জন্য আমি খুব উতলা হয়ে পড়েছি। তারপর বাড়ির পিছনে গিয়ে একটা পাইপ ধরিয়ে ভাবতে লাগলাম, কি করলে সবচেয়ে ভাল হয়।

'একসময় আমার মড্স্লি নামে এক বন্ধু ছিল। সে একেবারে গোল্লায় গিয়েছিল এবং পেণ্টনভিলে দিন কাটাচ্ছিল। একদিন সে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে কথায় কথায় চোরদের কথা এবং কিভাবে তারা চোরাই মাল পাচার করে সেকথাও বলছিল। তার কিছু কিছু ব্যাপার স্যাপার আমি জানতাম, তাই মনে করলাম যে সে আমাকে ফাঁসাবে না। তাই মনস্থির করে ফেললাম,— কিলবার্নে তার কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বলব। পাথরটাকে কি করে টাকায় পরিবর্তিত করা যায় সেটা সেই আমাকে দেখিয়ে দেবে। কিন্তু নিরাপদে তার কাছে পৌঁছব কি করে? মনে পড়ল, হোটেল থেকে বেরোবার সময় কী যন্ত্রণা আমার হচ্ছিল। যে কোন মুহূর্তে আমাকে ধরে তল্লাসী হতে পারে। অথচ পাথরটা তখনও আমার ওয়েস্টকোটের পকেটে। সেই সময়ে আমি দেওয়ালে হেলান দিয়ে আমার পায়ের কাছে ঘুরে বেড়ানো হাঁসগুলোকে দেখছিলাম। হঠাৎ এমন একটা ফন্দি আমার মাথায় এসে গেল যার দ্বারা যে-কোন উঁচু গোয়েন্দাকে আমি হার মানাতে পারব।

'কয়েক সপ্তাহ আগে বোন আমাকে বলেছিল যে বড়দিনের উপহারস্বরূপ তার একটা বাছাই হাঁস আমি পেতে পারি। আমি জানতাম বোনটির যা কথা তাই কাজ। অতএব আমার হাঁস আমি এখনই নেব এবং তার ভিতরে করেই পাথরটাকে কিলবার্নে নিয়ে যাব। উঠোনে একটা ছোট চালাঘর ছিল। একটা বেশ বড় সাদা, লেজের দিকে ডোরাকাটা হাঁসকে তাড়িয়ে চালাঘরের পিছনে নিয়ে গেলাম। হাঁসটাকে জাপটে ধরে ঠোঁট ফাঁক করে যতদূর আঙুল ঢোকে পাথরটাকে তার গলা দিয়ে ঠেলে নামিয়ে দিলাম। হাঁসটা ঢোক গিলল। আমি বুঝতে পারলাম, পাথরটা খাদ্যনালী বেয়ে পাকস্থলীতে চলে গেল। হাঁসটা কিন্তু পাখা ঝাপটাতে লাগল। বোন ছুটে এসে ব্যাপার কি জানতে চাইল। তার সঙ্গে কথা বলবার জন্য ঘুরে দাঁড়াতেই পাজি হাঁসটা ছিটকে গিয়ে অন্য হাঁসের সঙ্গে মিশে গেল।

'সে জিজ্ঞাসা করল, "পাখিটাকে নিয়ে কি করছিলে জেম?"

'আমি বললাম, "বড়দিনে তুমি আমাকে একটা হাঁস দেবে বলেছিলেনা? তাই দেখছিলাম কোন্‌টা সবচাইতে মোটাসোটা।"

সে বলল, "এই কথা! তোমার জন্য একটা আলাদা করেই রেখেছি। সেটাকে আমরা বলি—জেমের হাঁস। ওই যে ওখানে একটা বড় সাদা হাঁস দেখছ, ওইটে। ওরকম ছাব্বিশটা আছে। একটা তোমার, একটা আমাদের আর দু'ডজন বাজারের জন্য।"

"ধন্যবাদ ম্যাগি," আমি বললাম। ''তোমার কাছে যখন সবই সমান, যেটা এইমাত্র ধরেছিলাম আমি সেইটেই চাই।"

'সে বলল, "অন্যটা কিন্তু তিন পাউণ্ড বেশী ওজনের। তোমার জন্যই ভাল করে খাইয়ে মোটা করা হয়েছে।"

"তা হোক। আমি এইটেই চাই। আর এটাকে এখনই নিয়ে যাব" আমি বললাম।'

'বিরক্ত হয়ে সে বলে উঠল, "যা খুশি কর। তাহলে কোন্‌টা চাও?"

''ঝাঁকের ঠিক মাঝখানে যেটা আছে—ওইযে লেজের দিকে ডোরাকাটা সাদাটা।"

"বেশ। ওটাকে জবাই করে নিয়ে যাও।"

'দেখুন মিঃ হোমস, তার কথামত কাজ সেরে হাঁসটাকে নিয়ে ছুটলাম কিলবার্ন। স্যাণ্ডাতকে সব কথা খুলে বললাম, কারণ তার মত লোককে ও কথা বলা শক্ত কিছু নয়। সে তো হেসে দম আটকে মরে আর কি। তারপর একটা ছুরি এনে হাঁসটার পেট চিরে ফেললাম। আমি যেন অথৈ জলে পড়লাম। পাথরের চিহ্নমাত্র সেখানে নেই। বুঝলাম একটা ভয়ংকর ভুল হয়ে গেছে। হাঁসটাকে ফেলেই ছুটলাম বোনের বাড়ি। পিছনের উঠোনে গিয়ে দেখি একটা হাঁসও নেই।

'চীৎকার করে বললাম, "ম্যাগি, হাঁসগুলো কোথায়?"

"দোকানদারের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি।"

"কোন্ দোকানদার?"

"ব্রেকিনরিজ। কোভেণ্ট গার্ডেন-এ তার দোকান।"

"আমি যেটা বেছে নিয়েছিলাম সেইরকম লেজের দিকে

ডোরা-কাটা আর কোন হাঁস ছিল কি?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"হ্যাঁ জেম, ডোরা-কাটা ল্যাজওয়ালা দুটো হাঁস ছিল। সে দুটোকে আমি কখনও আলাদা করে চিনতে পারতাম না।"

'সবই জলের মত পরিষ্কার দেখতে পেলাম। যত জোরে পা চলে ছুটতে ছুটতে ব্রেকিনরিজের কাছে গেলাম। কিন্তু সে পাবার সঙ্গে সঙ্গেই সবগুলো হাঁস বেচে দিয়েছে। কার কাছে বেচেছে সে সম্পর্কে একটা কথাও বলতে চাইল না। আপনারাও তো তার কথাগুলি শুনেছেন। যতবার গেছি, ওই একই জবাব দিয়েছে। আমার বোন ভাবছে, আমি পাগল হয়ে গেছি। এক এক সময় নিজেরই মনে হয়, পাগলই হয়ে গেছি। আর এখন—এখন আমি একটা দাগী চোর, অথচ যেজন্য আমার চরিত্র পর্যন্ত খোয়ালাম তা আমি স্পর্শও করি নি। ঈশ্বর আমার সহায় হোন! দুই হাতে মুখ ঢেকে সে ফুলে ফুলে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

অনেকক্ষণ নীরবে কাটল। শুধু শোনা গেল তার ভারী নিঃশ্বাস আর টেবিলের কোণায় শার্লক হোমসের আঙুলের পরিমিত তাল ঠোকার শব্দ। তারপর বন্ধুবর উঠে দরজাটা খুলে দিল।

'বেরিয়ে যাও!' সে বলল।

'কি! ওঃ, ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।'

'আর একটা কথা নয়, বেরিয়ে যাও।'

আর কোন কথার প্রয়োজনও ছিল না। সিঁড়িতে খট খট আওয়াজ, দরজা বন্ধ করার ঝন্ ঝন্ শব্দ, আর রাস্তায় ধাবমান পদধ্বনি শোনা গেল।

মার্টির পাইপটার দিকে হাত বাড়িয়ে হোমস বলল, 'দেখ ওয়াটসন, পুলিশের গাফিলতির ক্ষতিপূরণ করবার জন্য তারা তো আমাকে পয়সা দেয় না। হর্নার যদি বিপন্ন হত, সে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু এ ব্যাটা তার বিরুদ্ধে আর যাবে না, কাজেই মামলা ফেঁসে যাবেই। মনে হতে পারে যে আমি একটা অন্যায় করছি, কিন্তু এও তো হতে পারে যে আমি একটি মানুষকে রক্ষা করলাম। এই লোকটি আর কখনও অন্যায় কাজ করবে না। সে ভীষণ ভয় পেয়েছে। এখন যদি তাকে জেলে পাঠাও, সে সারা জীবনের মত জেল-ঘুঘু হয়ে যাবে। তাছাড়া, এই তো ক্ষমার সময়। ঘটনাক্রমে একটা অদ্ভুত খেয়ালি-সমস্যা আমাদের হাতে এসেছিল। সমাধানই তার একমাত্র পুরস্কার। দয়া করে যদি ঘণ্টাটা বাজাও ডাক্তার, তাহলে আমরা আর একটা তদন্ত শুরু করতে পারি,—তারও প্রধান উপাদান একটি পাখি।'

বিচিত্র বন্ধনী

The speckled band

গত আট বছর ধরে আমার বন্ধু শার্লক হোমসের কর্মপদ্ধতির পর্যালোচনা প্রসঙ্গে যে সত্তরটির বেশী কেসের বিবরণ আমি লিপিবদ্ধ করে রেখেছি সেগুলির উপর চোখ বুলোতে গিয়ে দেখছি তাদের মধ্যে অনেকগুলি বিয়োগান্ত কিছু হাসির খোরাক, বহুসংখ্যক বিস্ময়কর, কিন্তু কোনটাই গতানুগতিক নয়; কারণ অর্থ উপার্জন অপেক্ষা শিল্পানুরাগের বশেই সে কাজ করে, আর তাই অস্বাভাবিক বা অদ্ভুত ঘটনা না হলে তার সঙ্গে নিজেকে সে জড়িতই করে না। এইসব বিচিত্র ঘটনার মধ্যেও স্টোক মোরানের বিখ্যাত রয়লট পরিবারের সঙ্গে জড়িত অদ্ভুত ঘটনার মত আর একটা ঘটনাও আমি স্মরণ করতে পারি না। আলোচ্য ঘটনাগুলি ঘটেছিল হোমসের সঙ্গে আমার পরিচয়ের প্রথম দিকে যখন বেকার স্ট্রীটে আমরা দুই অবিবাহিত যুবক একই বাসায় বাস করতাম। যদি সেসময় এ ঘটনার সবকিছু গোপন রাখবার প্রতিশ্রুতি আমি না দিতাম, তাহলে হয়তো আরও অনেক আগেই একে আমি প্রকাশ করতাম। অবশ্য যে মহিলার কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম গত মাসে তার অকাল মৃত্যুর ফলে আজ আমি সে প্রতিশ্রুতি থেকে মুক্তি পেয়েছি। তাছাড়া ঘটনাগুলিকে এখন প্রকাশ করাও দরকার, কারণ ডাঃ গ্রিম্‌স্‌বি রয়লটের মৃত্যু সম্পর্কে এমন সব গুজব বহুলভাবে রটেছে বলে আমার কানে এসেছে, যাতে সমস্ত ব্যাপারটা প্রকৃত সত্য অপেক্ষাও ভয়ংকর হয়ে দেখা দিয়েছে।

১৮৮৩ সালের এপ্রিলের গোড়ার দিকে একদিন ঘুম ভাঙতেই দেখি শার্লক হোমস সাজ-সজ্জা করে আমার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। সাধারণত সে দেরীতেই ঘুম থেকে ওঠে; ম্যান্টেলপিসের উপরে ঘড়িতে তখন মাত্র সোয়া সাতটা বাজে; তাই বিস্ময়ের সঙ্গে, এবং হয়তো বা একটু বিরক্তির সঙ্গেও আমি তার দিকে মিট মিট করে তাকালাম, কারণ আমি নিজে সব সময় নিয়মমাফিক চলি।

সে বলল, 'তোমাকে ডেকে তুললাম বলে খুবই দুঃখিত ওয়াটসন, কিন্তু আজ সকালে এটা সকলেরই বিধিলিপি। মিসেস হাডসনকে ডেকে তোলা হয়েছে, তিনি আমাকে তুলেছেন, আর আমি তোমাকে।'

'তাহলে ব্যাপার কি? আগুন নাকি?'

'না, একজন মক্কেল। একটি তরুণী খুবই উত্তেজিত অবস্থায় এখানে এসে আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে। দেখ, তরুণীরা যখন এত ভোরে মহানগরীর পথে পা দেয় এবং ঘুমন্ত লোককে ঘুম থেকে ঠেলে তোলে তখন বুঝতে হবে খুব জরুরী কিছু বলতেই তারা আসে। সত্যি যদি কেসটা ইণ্টারেস্টিং হয় তাহলে আমি ঠিক জানি, তুমি গোড়া থেকেই কেসটা জানতে চাইবে। তাই ভাবলাম, তোমাকে ডেকে একটা সুযোগ দেওয়া উচিত।'

'প্রিয় বন্ধু, কোন কিছুর জন্যই এ সুযোগ আমি হারাতে চাই না।'

হোমসের পেশাগত তদন্তকার্যগুলির অনুধাবন করা এবং অন্তর্দৃষ্টির মত দ্রুতগতি অথচ ন্যায়-বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত অনুমানের সাহায্যে যেভাবে সে সমস্যাগুলির সমাধান করে তার প্রশংসা করা অপেক্ষা তীব্রতর আনন্দ আমি আর কিছুতেই পাই না। তাড়াতাড়ি পোশাক চড়িয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই তৈরী হয়ে বন্ধুর সঙ্গে বসবার ঘরে হাজির হলাম। কালো পোশাক পরা একটি মহিলা জানালার ধারে বসে ছিল। তার মুখ গুণ্ঠনে ঢাকা। আমরা ঘরে ঢুকতেই সে উঠে দাঁড়াল।

হোমস আশ্বাসের সুরে বলল, 'শুভ দিন ম্যাডাম। আমার নাম শার্লক হোমস। ইনি আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সহযোগী ডাঃ ওয়াটসন। আমার মতই এর সামনেও অসংকোচে সব কথা বলতে পারেন। বাঃ! মিসেস হাডসন বুদ্ধি করে আগুনটা জেলে দিয়েছেন দেখে খুশি হয়েছি। দয়া করে আগুনের কাছে এগিয়ে বসুন। দেখতে পাচ্ছি আপনি কাঁপছেন। আপনার জন্য এক পেয়ালা গরম কফির অর্ডার দিচ্ছি।'

অনুরোধ মত আসন পরিবর্তন করে স্ত্রীলোকটি নীচু গলায় বলল, 'আমি ঠাণ্ডার জন্য কাঁপছি না।'

'তাহলে?'

'ভয় মিঃ হোমস, ত্রাস।' কথা বলতে বলতে সে মুখের আবরণ তুলে দিল। দেখলাম তার অবস্থা সত্যি শোচনীয়; মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, চোখ দুটি চঞ্চল ও ভয়ার্ত, ঠিক যেন শিকারী তাড়িত জন্তু। তার চোখ-মুখ ও শরীরের গঠন দেখে মনে হয় তার বয়স ত্রিশ বছর; কিন্তু চুলে অকালেই পাক ধরেছে, মুখমণ্ডল শ্রান্ত ও হতশ্রী। শার্লক হোমস তার দ্রুত ব্যাপক দৃষ্টিপাতে তাকে আগাগোড়া দেখে নিল।

সামনে ঝুঁকে তার হাতের উপর চাপড় দিতে দিতে সান্ত্বনার সুরে বলল, 'আপনার কোন ভয় নেই। শীঘ্রই সব ঠিক করে দেব। এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। দেখছি, আপনি আজ সকালের ট্রেনে এসেছেন।'

'আপনি কি আমাকে চেনেন?'

'না। তবে আপনার বাম দস্তানার মুঠোয় একখানা ফিরতি-টিকিটের অর্ধাংশ দেখতে পাচ্ছি। খুব সকালেই রওনা দিয়েছিলেন। তবে রাস্তা খারাপ হলেও স্টেশনে পৌঁছবার আগে এক্কা গাড়িতে অনেকটা পথ এসেছেন।'

মহিলাটি চমকে উঠে আমার সঙ্গীর দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইল।

সে হেসে বলল, 'দেখুন ম্যাডাম, এতে রহস্যের কিছু নেই। আপনার জ্যাকেটের অন্তত সাত জায়গায় কাদা ছিটকে লেগেছে। দাগগুলি খুবই সদ্য লেগেছে। একমাত্র এক্কাগাড়ি ছাড়া আর কোন গাড়িতে এভাবে কাদা ছেটে না, আর তাও চালকের বাঁ দিকে বসলে তবেই কাদা লাগে।'

তরুণী বলল, 'আপনার যুক্তি যাই হোক, আপনার কথাগুলি ঠিক। ছ'টার আগে আমি বাড়ি থেকে বেরিয়েছি, লেদারহেড পৌঁচেছি ছ'টা বেজে কুড়ি মিনিটে এবং সেখান থেকে প্রথম ট্রেন ধরে ওয়াটারলু পৌঁচেছি। স্যার, এ চাপ আমি আর সহ্য করতে পারছি না। এভাবে চলতে থাকলে আমি পাগল হয়ে যাব। আমি নির্ভর করতে পারি এরকম কেউ নেই—কেউ নেই, শুধু একজন ছাড়া; সে আমার কথা ভাবে, কিন্তু সে বেচারি কিছুই করতে পারবে না। আপনার কথা আমি শুনেছি মিঃ হোমস; মিসেস ফারিনটোসের কাছে আপনার কথা শুনেছি; তার চরম বিপদের দিনে আপনি তাকে সাহায্য করেছিলেন। তার কাছ থেকেই আপনার ঠিকানা পেয়েছি। স্যার, আপনি কি আমাকেও সাহায্য করতে পারেন না? যে ঘন অন্ধকার চারদিক থেকে আমাকে ঘিরে ধরেছে তার উপরে একটু আলো ফেলতে পারেন না? আপনার কাজের পুরস্কার দেবার ক্ষমতা আমার বর্তমানে নেই; কিন্তু দু'এক মাসের মধ্যেই আমার বিয়ে হবে, অনেক টাকা আমার হাতে আসবে; আপনি দেখবেন, তখন আমি অকৃতজ্ঞ হব না।'

হোমস ডেস্কের কাছে গিয়ে তালা খুলে একটা ছোট কেস-বুক বের করে দেখতে লাগল।

দেখতে দেখতে বলল, 'ফারিনটোস, হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়ছে। উপলমণি-খচিত একটা টায়রার ব্যাপার। ওয়াটসন, মনে হচ্ছে সেটা তুমি আসার আগের ব্যাপার। ম্যাডাম, আপনাকে শুধু এইটুকু বলতে পারি, আপনার বন্ধুর ব্যাপারের মতই আপনার কেসটাও আমি যত্নের সঙ্গেই

দেখব। আর পুরস্কার? আমার কাজই আমার পুরস্কার। তবে এ ব্যাপারে আমার যা খরচ হবে সেটা আপনি সুবিধামত যখন হয় দেবেন। কিন্তু এখন দয়া করে সব ব্যাপারটা খুলে বলুন যাতে এবিষয়ে আমরা একটা ধারণা গড়ে তুলতে পারি।'

'হায়!' আগন্তুক বলল, 'আমার ভয় এতই অস্পষ্ট, আমার সন্দেহ এমন সব ছোটখাট ব্যাপারের উপর প্রতিষ্ঠিত যে অন্য যেকোন লোকের কাছেই সেসব অতি তুচ্ছ বলে মনে হবে; এমন কি যার কাছে সাহায্য চাইবার, পরামর্শ চাইবার দাবী আমার সবচাইতে বেশী, সেও আমার সব কথাকেই দুর্বল-স্নায়ু স্ত্রীলোকের অলস কল্পনা বলে মনে করে। আমার আসল ভয় তো সেখানেই। অবশ্য এত কথা সে মুখে বলে না, কিন্তু তার সান্ত্বনার বাক্য তার এড়াবার দৃষ্টি দেখেই আমি সব বুঝতে পারি। মিঃ হোমস, আমি শুনেছি, মানব মনের বিচিত্র শয়তানির গভীরেও আপনার দৃষ্টি চলে। তাই যে বিপদ আমাকে ঘিরে ধরেছে তার মধ্যে কিভাবে আমি পথ চলব সেবিষয়ে আপনি নিশ্চয় পরামর্শ দিতে পারবেন।'

'আমি সবরকমে চেষ্টা করব ম্যাডাম।'

'আমার নাম হেলেন স্টোনার। বি-পিতার সঙ্গে আমি বাস করি। সারের পশ্চিম সীমান্তবর্তী স্টোক মোরানের রয়লটরা ইংলণ্ডের প্রাচীন স্যাক্সন-পরিবারগুলির অন্যতম। আমার বি-পিতা সেই পরিবারের সর্বশেষ জীবিত বংশধর।'

হোমস মাথা নাড়ল। বলল, 'নামটা আমার পরিচিত।'

'একসময় এরা ইংলণ্ডের অন্যতম ধনী পরিবার ছিল। তাদের জমিদারী সীমান্ত পেরিয়ে উত্তরে বার্কশায়ার এবং পশ্চিমে হ্যাম্পশায়ার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গত শতাব্দীতে পরপর চারজন বংশধর অনেক কিছু উড়িয়ে-পুড়িয়ে দেয়, আর রিজেন্সির আমলে একজন জুয়ারী পরিবারের ধ্বংসের কাজটা সম্পূর্ণ করে। কয়েক একর জমি আর দশো বছরের পুরনো বাড়ি ছাড়া আজ আর কিছুই নেই। তাও মোটা টাকার মর্টগেজে বাঁধা পড়েছে। শেষ জমিদার কোনরকমে টেনে টুনে ভিখারি-জমিদারের ভয়ংকর জীবন যাপন করলেন। কিন্তু তার একমাত্র পুত্র আমার বি-পিতা যখন বুঝতে পারলেন যে নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়েই চলতে হবে, তখন তিনি একজন আত্মীয়ের কাছ থেকে টাকা ধার করে ডাক্তারী ডিগ্রী নিলেন এবং কলকাতা গিয়ে কর্ম-দক্ষতায় ও চরিত্রগুণে বড় রকমের প্র্যাকটিস জমিয়ে ফেললেন। যাহোক, তার বাড়িতে পরপর ডাকাতি হওয়ায় ক্রোধের বশে তিনি তার খানসামাকে পিটিয়ে মেরে ফেলেন এবং অল্পের জন্য মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই পান। ফলে, দীর্ঘ কারাবাসের শেষে বিষণ্ণ ও হতাশ হৃদয়ে ইংলণ্ডে ফিরে আসেন।

'ভারতবর্ষে থাকাকালে ডাঃ রয়লট আমার মা মিসেস স্টোনারকে বিয়ে করেন। তিনি ছিলেন বেঙ্গল আর্টিলারির মেজর-জেনারেল স্টোনারের তরুণী বিধবা। আমার বোন জুলিয়া আর আমি যমজ-বোন। মার পুনর্বিবাহের সময় আমাদের বয়স ছিল মাত্র দু'বছর। তার প্রচুর অর্থ ছিল, বছরে এক হাজারের কম নয়। আমরা যখন ডাঃ রয়লটের সঙ্গে থাকতাম তখনই মা সব অর্থ তাকে দানপত্র করে দেয়। তাতে শর্ত থাকে যে আমাদের বিয়ে হয়ে গেলে আমরা বার্ষিক একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পাব। ইংলণ্ডে ফিরে আসার কিছুদিন পরেই আমার মা মারা যান—আট বছর আগে ক্রয়ের নিকটে একটা রেল-দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু ঘটে। তখন ডাঃ রয়লট লণ্ডনে চিকিৎসা-ব্যবসার চেষ্টা ত্যাগ করে আমাদের নিয়ে স্টোক মোরানের পৈত্রিক বাসভবনে চলে এলেন। মা যে পরিমাণ অর্থ রেখে গিয়েছিল আমাদের সবরকম প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে তা যথেষ্ট। কাজেই আমাদের সুখী হওয়ার পথে কোন বাধাই ছিল না।

'কিন্তু এই সময়ে আমাদের বি-পিতার মধ্যে একটা ভয়ংকর পরিবর্তন দেখা দিল। স্টোক মোরানের একজন রয়লট পরিবারের পুরনো ভবনে ফিরে আসায় যেসব প্রতিবেশী প্রথমে খুবই উল্লসিত হয়েছিল, তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা বা যাতায়াত-বিনিময় করার পরিবর্তে তিনি নিজেকে বাড়ির মধ্যে আবদ্ধ রাখতেন। আর যাদের সঙ্গে ঘটনাক্রমে দেখা হয়ে যেত তাদের সঙ্গেই ভীষণ ঝগড়া বিবাদ করতেন। ক্রোধকে প্রায় বাতিকে পরিণত করা এ পরিবারের পুরুষদের বংশানুক্রমিক ধারা। তার উপর আমার বি-পিতা দীর্ঘকাল গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ছিলেন বলে তার বেলায় সে বাতিক তীব্রতর হয়ে উঠেছিল। তারপর অনেকগুলি লজ্জাজনক ঝগড়া হয়ে গেল, দুটো তো পুলিশ-কোর্ট পর্যন্ত গড়াল। শেষ পর্যন্ত তিনি সারা গ্রামের ত্রাসস্বরূপ হয়ে উঠলেন। গ্রামের লোক তাকে দেখলেই পালিয়ে যেত। কারণ তিনি অমিত বলশালী লোক ছিলেন আর তার ক্রোধ ছিল সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণের অতীত।

'গত সপ্তাহে একজন স্থানীয় কামারকে তিনি প্যারাপেটের উপর দিয়ে নদীর মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেন। তখন অনেক টাকা দিয়ে সকলের মুখ বন্ধ করে আমি কোনরকমে একটা প্রকাশ্য কেলেংকারী এড়াতে পেরেছিলাম।

ভবঘুরে জিপসির দল ছাড়া তার অন্য কোন বন্ধু নেই। পারিবারিক জমিদারীর একমাত্র অবশেষ কয়েক একর কাঁটাগাছে ভর্তি জমিতে তিনি তাদের তাঁবু ফেলে থাকতে দেন, তার বিনিময়ে তাদের তাঁবুতে আতিথ্য গ্রহণ করেন ; কখনও কখনও সপ্তাহের পর সপ্তাহ তাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ান। ভারতীয় জীব-জন্তুর প্রতি তার একটা ঝোঁক আছে। একজন লোক সেগুলি পাঠায়। এখন তার হেপাজতে আছে একটা চিতা আর বেবুন। তার জমিতেই সেগুলো অবাধে চড়ে বেড়ায়। গ্রামবাসীরা মালিকের মতই তাদের ভয় করে চলে।

'বুঝতেই পারছেন বোন জুলিয়া ও আমার জীবনে কোন সুখ ছিল না। বাড়িতে কোন চাকর থাকত না ; দীর্ঘদিন বাড়ির সব কাজ আমরাই করতাম। মৃত্যুকালে বোনের বয়েস হয়েছিল ত্রিশ বছর, কিন্তু আমার মতই তার চুলেও পাক ধরেছিল।'

'আপনার বোন তাহলে মারা গেছে?'

'ঠিক দুবছর আগে সে মারা গেছে। তার মৃত্যুর ব্যাপারেই আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই। আমাদের জীবনযাত্রার যে বিবরণ দিলাম তার থেকেই বুঝতে পারছেন, আমাদের মত বয়স এবং অবস্থার কোন লোকের সঙ্গে কারো দেখা সাক্ষাতের সম্ভাবনা ছিল খুবই অল্প। আমাদের এক মাসি ছিল ; মায়ের এক অবিবাহিতা বোন। তার নাম মিস অনোরিয়া ওয়েস্টফাইল। সে হ্যারোর নিকটে থাকত। মাঝে মধ্যে অল্পদিনের জন্য তার কাছে আমাদের যেতে দেওয়া হত। দুবছর আগে বড়দিনের সময় জুলিয়া সেখানে গিয়েছিল। সেখানেই একজন নৌ-বিভাগীয় অর্ধবেতনের মেজরের সঙ্গে তার পরিচয় হয় এবং তাদের বিয়ের কথা পাকা হয়। বোন ফিরে এলে বিপিতা সে খবর জেনেও বিয়েতে কোনরকম আপত্তি করেন না। কিন্তু বিয়ের নির্দিষ্ট দিনের আগে একপক্ষকালের মধ্যেই সেই ভয়ংকর ঘটনাটি ঘটল যার ফলে আমার একমাত্র সঙ্গিনী হতে আমি বঞ্চিত হলাম।'

শার্লক হোমস চোখ বুজে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে ছিল। মাথাটা কুশনের মধ্যে ডুবে গেছে। এবার সে চোখের পাতা অর্ধেকটা খুলে অতিথির দিকে তাকাল।

বলল, 'দয়া করে সংক্ষেপে বলুন।'

'আমার পক্ষে সংক্ষেপে বলাই সহজ, কারণ সেই ভয়ংকর সময়ের প্রত্যেকটি ঘটনা আমার স্মৃতিকে অবশ করে রেখেছে। আগেই বলেছি, বাড়িটা খুবই পুরনো এবং তার একটা অংশেই এখন লোক বাস করে। এ অংশের শোবার ঘরগুলি সবই একতলায় আর বসবার ঘরগুলি বাড়ির মাঝখানের অংশে অবস্থিত। শোবার ঘরগুলির প্রথমটা ডাঃ রয়লটের, দ্বিতীয়টা আমার বোনের আর তৃতীয়টা আমার। ঘরগুলির ভিতর দিয়ে কোন যাতায়াতের ব্যবস্থা নেই, কিন্তু সবগুলিরই দরজা একই করিডরের দিকে। আমার বক্তব্য ঠিকমত বোঝাতে পেরেছি তো?'

'খুব ভালভাবেই পেরেছেন।'

'তিনটে ঘরের জানালা লনের দিকে খোলে। সেই মারাত্মক রাতে ডাঃ রয়লট সকাল সকালই তার ঘরে ঢুকেছিলেন, যদিও আমরা জানতাম যে তিনি ঘুমোন নি, কারণ তিনি যে কড়া ভারতীয় চুরুট খেতেন তার গন্ধে আমার বোন অস্বস্তি বোধ করছিল। তাই সে ঘর ছেড়ে আমার ঘরে এসে আসন্ন বিয়ের ব্যাপারে কথাবার্তা বলতে লাগল। এগারোটার সময় সে যাবার জন্য উঠল, কিন্তু দরজার কাছে গিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পিছনে তাকাল।

'বলল, "বল তো হেলেন, মাঝরাতে তুই কি কোন শিসের আওয়াজ শুনতে পাস?"

"নাতো!" আমি বললাম।

"তুই নিজে নিশ্চয়ই ঘুমের মধ্যে শিস দিতে পারিস না?"

"নিশ্চয়ই না। কিন্তু কেন বল্ তো?"

"কারণ গত কয়েক রাত ধরেই ভোর তিনটে নাগাদ রোজই আমি একটা চাপা স্পষ্ট শিস শুনতে পাই। আমার ঘুম পাতলা, তাই ওতেই আমার ঘুম ভেঙে যায়। কোথা থেকে শিসটা আসে বলতে পারি না—হয়তো পাশের ঘর থেকে, অথবা হয়তো লন থেকে। তখনই ভেবেছি জিজ্ঞাসা করব, তুইও সে শিস শুনেছিস কি না।"

"না, আমি শুনি নি। হয় তো ওই সব জিপসিদের কাণ্ড।"

"তা হতে পারে। কিন্তু শিসটা লন থেকে এলে তো তোরও শোনা উচিত?"

"আরে, আমি যে তোর চাইতে গাঢ় ঘুম ঘুমোই।"

"যাক গে, এটা এমন কিছু গুরুতর ব্যাপার নয়।" আমার দিকে চেয়ে সে হাসল, তারপর আমার দরজাটা বন্ধ করে দিল। একটু পরেই চাবি ঘোরাবার শব্দ শুনলাম।'

হোমস বলল, 'বটে, আপনারা কি সর্বদাই রাত্রে ঘরে তালা দেন?'

'সব সময়।'

'কিন্তু কেন?'

'আপনাকে তো বলেছি, ডাক্তারের একটা চিতা ও একটা বেবুন আছে। দরজায় তালা না লাগালে আমরা নিরাপদ বোধ করতাম না।'

'ঠিক কথা। এবার বলে যান।'

'সেরাতে আমার ঘুম এল না। আসন্ন দুর্ভাগ্যের একটা অস্পষ্ট অনুভূতি যেন আমাকে চেপে ধরেছিল। আমার বোন আর আমি যমজ সেকথা নিশ্চয় আপনার মনে আছে। এরকম দুটি মনের মধ্যে যে সূক্ষ্ম বন্ধন গড়ে ওঠে তাও আপনি জানেন। সে এক দুর্যোগের রাত। বাইরে বাতাস গর্জন করছে, বৃষ্টির ধারা জানালার উপর আছড়ে পড়ছে। হঠাৎ সেই ঝড়ের গর্জনের মধ্যে একটি ভয়ার্ত স্ত্রীলোকের চীৎকার শোনা গেল। চিনতে পারলাম আমার বোনের কণ্ঠস্বর। বিছানা থেকে লাফ দিয়ে নেমে একটা শাল জড়িয়ে ছুটে করিডরে গেলাম। দরজা খুলতেই একটা চাপা শিস যেন শুনতে পেলাম, ঠিক যেমনটি আমার বোন বলেছিল। কয়েক মুহূর্ত পরেই একটা ঝন্-ঝন্ শব্দ শুনলাম, কোন ধাতুর জিনিস পড়লে যেমনটি হয়। দৌড়ে অগ্রসর হতেই বোনের ঘরের দরজাটা খুলে গিয়ে কব্জার উপর নড়তে লাগল। ঘরের ভিতর থেকে কি বেরিয়ে আসবে বুঝতে না পেরে আমি সভয়ে তাকিয়ে রইলাম। করিডরের আলোয় দেখলাম আমার বোন এসে দাঁড়িয়েছে। তার মুখ ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে, দুই হাত বুঝি আশ্রয় খুঁজছে, সমস্ত দেহটা মাতালের মত সামনে-পিছনে দুলছে। ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলাম, আর সেই মুহূর্তে হাঁটু ভেঙ্গে সে মাটিতে পড়ে গেল। তীব্র যন্ত্রণায় সে ছটফট করতে লাগল ; সবগুলি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ভয়ানক খিঁচুনি দেখা দিল। প্রথমে ভাবলাম, সে আমাকে চিনতে পারে নি। কিন্তু তার উপর ঝুঁকে পড়তেই সহসা সে এমনভাবে চীৎকার করে উঠল যা আমি কোনদিন ভুলব না, "হায় ঈশ্বর! হেলেন! ব্যান্ড! চিত্র-বিচিত্র ব্যান্ড!" আরও কিছু বলবার ব্যর্থ চেষ্টা সে করল। হাতের আঙ্গুলগুলি ডাক্তারের ঘরের দিকে বাতাসে ঠুকতে লাগল। সেইসময় শরীরটা নতুন করে মুচড়ে উঠে তার বাক্‌রোধ হয়ে গেল। বি-পিতাকে ডাকতে ডাকতে ছুটে বেরিয়ে গেলাম। ড্রেসিং-গাউন পরা অবস্থায় তিনিও দ্রুতগতিতে তার ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিলেন। বোনের কাছে যখন ফিরে গেলাম সে তখন অচৈতন্য। তিনি তার মুখে ব্রান্ডি দিলেন, গ্রাম থেকে ডাক্তারকেও ডাকলেন, কিন্তু সব চেষ্টাই ব্যর্থ হল। ধীরে ধীরে তার অবস্থা খারাপ হতে লাগল। চৈতন্য আর ফিরল না। সে মারা গেল। এই হল আমার আদরের বোনের ভয়াবহ পরিণাম।'

'এক মিনিট', হোমস বলল: 'এই শিস আর ধাতব শব্দ সম্পর্কে আপনি কি নিশ্চিত? শপথ করে বলতে পারেন?'

'তদন্তের সময় কাউন্টি-করোনারও আমাকে এই প্রশ্নই করেছিলেন। আমার খুবই ধারণা যে আমি শিস শুনেছি, তবে ঝড়ের কড়কড় আর পুরনো বাড়ির মরমর শব্দে আমার ভুলও হয়ে থাকতে পারে।'

'আপনার বোন যথাযথ পোশাকে ছিলেন?'

'না, তার পরনে ছিল রাত্রিবাস। ডান হাতে ছিল দেশলাইয়ের একটা পোড়া কাঠি, আর বাঁ হাতে একটা দেশলাই।'

'যাতে বোঝা যায়, একটা বাতি জ্বালিয়ে চারদিকে তাকিয়েই তিনি চীৎকার করে ওঠেন। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। করোনার কি সিদ্ধান্তে এসেছিলেন?'

'তিনি বেশ যত্নসহকারেই কেসটা তদন্ত করেন। কারণ এতদঞ্চলে ডাঃ রয়লটের চরিত্র কুখ্যাতি অর্জন করেছিল ; কিন্তু মৃত্যুর কোন সন্তোষজনক কারণই তিনি খুঁজে পান নি। আমার সাক্ষ্য থেকেই প্রমাণ হয়, দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল আর মোটা লোহার শিক সমেত পুরনো ধাঁচের খড়খড়ি ছিল জানালায়। প্রতি রাত্রে সেগুলি বন্ধ করা হত। দেওয়ালে টোকা মেরে মেরে দেখা হয়েছে, সব জায়গাই নীরেট ; মেঝে পরীক্ষা করেও সেই একই ফল পাওয়া গেছে। চিমনিটা চওড়া বটে, কিন্তু চারটে লোহার জাল দিয়ে আটকানো। কাজেই এটা নিশ্চিত যে মৃত্যুর সময় আমার বোন সম্পূর্ণ একা ছিল। তাছাড়া, তার শরীরে আঘাতের কোন চিহ্নও ছিল না।'

'তবে কি বিষ?'

'ডাক্তাররা সে পরীক্ষাও করেছেন, কিন্তু কোন ফল হয় নি।'

'তাহলে এই ভাগ্যহীনা মহিলার কেমন করে মৃত্যু হল বলে আপনি মনে করেন?'

'আমার বিশ্বাস, নিছক ভয়, স্নায়বিক আঘাতেই তার মৃত্যু ঘটেছে, কিন্তু কি দেখে সে ভয় পেয়েছিল তা বুঝতে পারছি না।'

'ঐ সময়ে জিপসিরা কি জমিতে ছিল?'

'হ্যাঁ, কেউ না কেউ সবসময়ই থাকে।'

'আচ্ছা। ওই যে "ব্যান্ড—চিত্র-বিচিত্র ব্যান্ড" চেঁচিয়ে উঠেছিলেন, তার অর্থ কি?'

'কখনও মনে হয়েছে, ওগুলি বিকার অবস্থায় অর্থ-

হীন প্রলাপ ; আবার কখনও ভেবেছি, একদল (ব্যান্ড) লোকের কথা, হয় তো বা জিপসিদের কথাই সে বলেছিল। তাদের অনেকেই যেরকম ফুটকি ফুটকি চিত্র-বিচিত্র রুমাল মাথায় বাঁধে তাই দেখেই ওই বিশেষণটি তার মনে এসেছিল কি না জানি না।'

উত্তর শুনে সন্তুষ্ট না হওয়া লোকের মত হোমস ঘাড় নাড়তে লাগল।

'অনেক গভীর জলের ব্যাপার', সে বলল ; 'দয়া করে বলে যান।'

'তারপর দুটো বছর পার হয়ে গেছে। আমার জীবন দিন দিন নির্জনতর হয়ে উঠেছে। এক মাস আগে আমার এক বহুবছরের পুরনো বন্ধু আমার পাণিগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করে। তার নাম আর্মিটেজ—পার্সি আর্মিটেজ, রীডিং-এর নিকটবর্তী ক্রেণওয়াটারের মিঃ আর্মিটেজের দ্বিতীয় পুত্র। আমার বি-পিতা বিয়েতে আপত্তি করেন নি। আগামী বসন্তকালেই আমাদের বিয়ে হবে। দুদিন আগে আমাদের বাড়ির পশ্চিমের অংশে কিছু মেরামতি কাজ হবে বলে আমার শোবার ঘরের দেওয়ালটা ভাঙ্গা হয়েছে। কাজেই আমার বোনের ঘরে আমাকে যেতে হয়েছে। যে বিছানায় সে ঘুমিয়েছে তাতেই আমাকে ঘুমতে হবে। কাল রাতে তখনও আমি জেগে জেগে তার ভয়ংকর নিয়তির কথাই ভাবছিলাম, এমন সময় রাত্রির স্তব্ধতার মধ্যে সহসা আমি সেই চাপা শিস শুনতে পেলাম যা তার মৃত্যুদূত হয়ে একদিন এসেছিল। তখন আমার অবস্থাটা কল্পনা করুন। লাফ দিয়ে উঠে আলো জ্বালালাম, কিন্তু ঘরের মধ্যে কিছুই দেখতে পেলাম না। এত ভয় পেয়েছিলাম যে আর শুতে পারি নি। তখনই পোশাক পরে তৈরী হলাম। দিনের আলো ফুটতে না ফুটতেই চুপি চুপি নীচে নামলাম, বিপরীত দিকের "ক্রাউন ইন"-এর কাছ থেকে এক্কা নিয়ে লেদারহেড পৌঁছলাম। সেখান থেকে আজই সকালে এখানে এসেছি একটিমাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে,—আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আপনার পরামর্শ প্রার্থনা।'

আমার বন্ধু বলল, 'বুদ্ধিমতীর মত কাজ করেছেন। কিন্তু আপনি আমাকে সব কথা বলেছেন কি?'

'হ্যাঁ, সব।'

'মিস স্টোনার, সব কথা আপনি বলেন নি। আপনার বি-পিতাকে আপনি আড়াল করে রেখেছেন।'

'মানে, আপনি কি বলতে চান?'

উত্তরে হোমস অতিথির হাঁটুর উপর রাখা হাতের কব্জির উপর থেকে কালো লেসের সবটুকু পিছনে ঠেলে দিল। সাদা কব্জির উপরে পাঁচটা ছোট ছোট স্পষ্ট দাগ।—চারটে আঙুল ও একটা বুড়ো আঙুলের দাগ স্পষ্টভাবে আঁকা রয়েছে।

'আপনাকে নিষ্ঠুরভাবে লাঞ্ছিত করা হয়েছে', হোমস বলল।

মহিলাটির মুখ লাল হয়ে উঠল। আহত কব্জিটা সে ঢেকে দিল। বলল, 'তিনি বড় কঠোর লোক। নিজের অপরিসীম শক্তির কথা বোধ হয় তিনি নিজেই জানেন না।'

অনেকক্ষণ পর্যন্ত সব চুপচাপ। হোমস দু হাতের উপর থুতনি রেখে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের দিকে তাকিয়ে রইল।

অবশেষে সে বলল, 'খুবই ঘোরালো ব্যাপার। আরও হাজারটা বিবরণ না জানা পর্যন্ত কর্মপদ্ধতিই স্থির করা যাবে না। অথচ মুহূর্তমাত্র সময়ও নষ্ট করা চলবে না। আজই যদি আমরা স্টোক মোরান যাই, তাহলে আপনার বি-পিতার অজ্ঞাতে ঘরগুলি দেখা সম্ভব হবে কি?'

'কতকগুলি জরুরি কাজে তিনি আজ শহরে আসবেন বলেছিলেন। সম্ভবত সারাদিনই তিনি বাইরে থাকবেন, কাজেই আপনাদের কাজে কোন বাধা হবে না। এখন একজন পরিচারিকা আছে, তবে সে এতই বুড়ী এবং বোকা যে তাকে অনায়াসেই সরিয়ে দিতে পারব।'

'চমৎকার। ওয়াটসন, এ যাত্রায় তোমার আপত্তি নেই তো?'

'মোটেই না।'

'তাহলে আমরা দুজনই যাচ্ছি। আপনি কি করবেন?'

'শহরে যখন এসে পড়েছি, দু' একটা কাজ সারব। তবে বারোটার ট্রেনেই আমি ফিরব, কাজেই আপনাদের পৌঁছবার আগেই আমি সেখানে হাজির থাকব।'

'বিকেলের গোড়ায়ই আমাদের আশা করতে পারেন। আমারও কয়েকটা ছোটখাট কাজ আছে। আপনি একটু অপেক্ষা করে প্রাতরাশ খেয়ে যাবেন তো?'

'না, আমাকে এখনই যেতে হবে। সব বিপদের কথা আপনাকে বলতে পেরে আমার মনটা বেশ হালকা বোধ হচ্ছে। আজ বিকেলেই আবার আপনাদের দেখা পাবার আশায় অপেক্ষা করে থাকব।' মুখের উপর কালো গুণ্ঠনটা টেনে দিয়ে সে ঘর থেকে চলে গেল।

চেয়ারে হেলান দিয়ে শার্লক হোমস প্রশ্ন করল, 'কিরকম বুঝছ ওয়াটসন?'

'আমার তো মনে হয় ব্যাপারটা খুবই রহস্যময় এবং অশুভ।'

'যথেষ্ট রহস্যময় এবং যথেষ্ট অশুভ।'

'তথাপি ঘরের মেঝে ও দেওয়াল ঠিক আছে এবং দরজা, জানালা ও চিমনি অনতিক্রমণীয়,—মহিলার এই কথাগুলি যদি ঠিক হয়, তাহলে তার রহস্যজনক মৃত্যুর সময় তার বোন নিঃসন্দেহে একাকী ছিলেন।'

'তাহলে এইসব নিশাকালীন শিসের কি হবে? মৃত্যু-পথযাত্রিনীর অদ্ভুত কথাগুলিরই বা কি হবে?'

'আমি জানি না।'

'রাত্রিকালে এই শিস, জিপসিদের সঙ্গে বৃদ্ধ ডাক্তারের মেলামেশা, সৎ-মেয়েদের বিয়েতে বাধা দেওয়ার ব্যাপারে ডাক্তারের বিশেষ কোন স্বার্থ থাকা, মৃত্যুকালে একটা বন্ধনীর কথা উল্লেখ, এবং সবশেষে মিস হেলেন স্টোনার কর্তৃক একটা ধাতব শব্দ শোনা (সম্ভবত খড়খড়িগুলোকে উপরে আটকে রাখবার জন্য ব্যবহৃত কোন ধাতব শিক থেকেই শব্দটা হয়েছে),— এইসব ভাবনাগুলোকে একত্র যোগ করলে একথা মনে করবার স্বপক্ষে যথেষ্ট কারণ পাওয়া যায় যে, এইসব দিক দিয়েও রহস্যের কিনারা করা যেতে পারে।'

'জিপসিরা আবার কি করল?'

'বুঝতে পারছি না!'

'এরকম ভাবনার মধ্যে অনেক ত্রুটি দেখতে পাচ্ছি।'

'আমিও পাচ্ছি। ঠিক এই কারণেই আজ স্টোক মোরান যাচ্ছি। নিজে দেখতে চাই, ত্রুটিগুলো সত্যি মারাত্মক, উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু—এ কি শয়তানী কাণ্ড।'

আমাদের দরজাটা হঠাৎ সজোরে খুলে গেল, আর সেই ফাঁকা জায়গায় দেখা দিল একটা প্রকাণ্ড মানুষ। তাকে দেখেই আমার সঙ্গী সবিস্ময়ে শেষের কথাগুলি বলে উঠল। তার পোশাক-পরিচ্ছদে চাকুরিজীবী ও কৃষিজীবীর একটা অদ্ভুত সংমিশ্রণ,—কালো টপ-হ্যাট, লম্বা ফ্রক-কোট, একজোড়া উঁচু মোজা, আর হাতে দুলছে একটা শিকারী-চাবুক। লোকটা এত লম্বা যে তার টুপি দরজার চৌকাঠ ছুঁয়েছে আর এত চওড়া যে চৌকাঠের এদিক-ওদিক আটকে গেছে। হাজার বলিরেখায় অংকিত, রোদে পুড়ে তামাটে, এবং সবরকম নীচ প্রবৃত্তির চিহ্ন মাখানো মস্ত বড় একটা মুখ আমাদের দুজনের উপর ঘুরতে লাগলঃ গর্তে-বসা হলদে দুটি চোখ আর তীক্ষ্ণ মাংসহীন উঁচু নাক দেখে হিংস্র বৃদ্ধ বাজপাখির কথাই মনে পড়ে।

প্রেতমূর্তি প্রশ্ন করল, 'তোমাদের মধ্যে হোমস কে?'

আমার সঙ্গী শান্তস্বরে বলল, 'আমার নাম।'

'আমি স্টোক মোরানের ডাঃ গ্রিমসবি রয়লট।'

'বটে ডাক্তার,' হোমস মৃদুকণ্ঠে বলল, 'দয়া করে বসুন।'

'বসাবসির দরকার নেই। আমার সৎ-মেয়ে এখানে এসেছে। তার খোঁজেই আমি এসেছি। সে তোমাকে কি বলেছে?'

'আজ একটু ঠাণ্ডা পড়েছে,' হোমস বলল।

'সে তোমাকে কি বলেছে?' বৃদ্ধ সক্রোধে চেঁচিয়ে বলল।

আমার বন্ধু নির্বিবাদে বলে উঠল, 'শুনেছি জাফরান ফুল ভালই ফুটেছে।'

নবাগত এক পা এগিয়ে শিকারী-চাবুকটা দোলাতে দোলাতে বলল, 'আঃ! কেন সময় নষ্ট করছ? তোমাকে আমি চিনি, বদমাস। তোমার কথা আগেই শুনেছি। তুমি অনধিকারচর্চাকারী হোমস।'

আমার বন্ধু হাসল।

'অহেতুক হস্তক্ষেপকারী হোমস।'

হোমস পরমানন্দে মুচকি মুচকি হাসতে হাসতে বলল, 'আপনার কথাবার্তাগুলো ভারী মজার। যাবার সময় দরজাটা বন্ধ করে যাবেন, কারণ শীঘ্রই বৃষ্টি হবে।'

'কথা শেষ হলেই চলে যাব। আমার ব্যাপারে নাক গলাতে এসো না। আমি জানি মিস স্টোনার এখানে এসেছিল। আমি তার পিছু পিছুই এসেছি। রাগলে কিন্তু আমি খুব ভয়ংকর। এই দেখ।' দ্রুত এগিয়ে এসে আগুনের শিকটা তুলে নিয়ে তার মস্ত বড় দুই বাদামী হাতের চাপে সেটাকে বেঁকিয়ে ফেলল।

'আমার থাবার বাইরে থেকো', খেঁকিয়ে উঠে বাঁকানো শিকটাকে অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দিয়ে সে ঘর থেকে চলে গেল।

হোমস হাসতে হাসতে বলল, 'খুব অমায়িক লোক। তার মত আমি মোটাসোটা নই, কিন্তু এখানে থাকলে তাকে দেখিয়ে দিতে পারতাম যে আমার থাবাটা তার চাইতে অধিক দুর্বল নয়।' কথা বলতে বলতে লোহার শিকটাকে তুলে নিয়ে হঠাৎ একটা চাপ দিয়ে আবার সোজা করে ফেলল।

'লোকটার স্পর্ধা দেখ, আমাকে সরকারী গোয়েন্দাদের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলতে চায়। এই ঘটনা আমাদের তদন্ত-কার্যকে আরও মজাদার করে তুলল আশা করি, আমাদের ছোট বান্ধবী তাকে অনুসরণ করবার সুযোগ এই পশু-টাকে দিয়ে যে অপরিণামদর্শিতার পরিচয় দিয়েছে তাতে

www.boiRboi.net

তার কোন ক্ষতি হবে না। ওয়াটসন, এবার প্রাতরাশ দিতে বলি। তারপর আমি হাঁটতে হাঁটতে 'চিকিৎসক সমিতি'তে যাব ; সেখানে নিশ্চয়ই এমন কিছু তথ্য পাব যাতে এ-ব্যাপারে আমার কিছুটা সুবিধা হয়।'

প্রায় একটার সময় শার্লক হোমস ভ্রমণ সেরে ফিরল। তার হাতে এক শিট নীল কাগজ, তাতে অনেকরকম নোট আর সংখ্যা লেখা।

সে বলল, 'মৃতা স্ত্রীর উইলখানা দেখলাম। তার সঠিক অর্থ নির্ধারণ করার জন্য উইলে উল্লেখিত লগ্নীগুলির বর্তমান মূল্য বের করতে অনেক অংক কষতে হয়েছে। স্ত্রীর মৃত্যুর সময় মোট আয় ছিল ১১০০ পাউন্ডের কিছু কম। কৃষি-পণ্যের দর পড়ে যাওয়ায় এখন সেটা ৭৫০ পাউন্ডের বেশী নয়। বিয়ে হলে প্রত্যেক মেয়ে ২৫০ পাউন্ড আয় দাবী করতে পারে। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, যদি দুটি মেয়েই বিয়ে করত তাহলে এই রূপবানদের কোন-রকমে বেঁচে থাকবার মত সংস্থান মাত্র থাকত, আর যে-কোন একজনই তাকে যথেষ্ট ঘায়েল করতে পারত। আমার সকালের কাজটা বৃথা যায় নি, কারণ এটা প্রমাণ হয়েছে যে বিয়েতে বিঘ্ন সৃষ্টি করায় তার স্বার্থই সবচাইতে বেশী। কিন্তু ওয়াটসন, ব্যাপারটা গুরুতর, অকারণে সময় নষ্ট করা উচিত নয়, বিশেষ করে বুড়ো যখন টের পেয়েছে যে আমরাও এটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি। সুতরাং তুমি প্রস্তুত হলেই একটা গাড়ি ডেকে আমরা ওয়াটারলু যাত্রা করতে পারি। তোমার রিভলবারটা পকেটে নিলে বাধিত হব। যে ভদ্রলোক লোহার শিক বাঁকিয়ে গিঁট দিতে পারে, তার বিরুদ্ধে একটা এলিস নং ২-ই মোক্ষম যুক্তি। সেটা আর একটা দাঁতের ব্রাশ, ব্যাস্—আর কিছু চাই না।'

ভাগ্যক্রমে ওয়াটারলুতে পৌঁছেই লেদারহেডের ট্রেনটা পেয়ে গেলাম। সেখানে স্টেশনের সরাইখানা থেকে একটা গাড়ি ভাড়া করে সারের সুন্দর গলিপথ ধরে চার-পাঁচ মাইল চালিয়ে গেলাম। পরিষ্কার দিন ; আকাশে উজ্জ্বল সূর্য আর কিছু পালকের মত মেঘ। গাছে গাছে আর পথের ধারের ঝোপঝাড়ে নতুন পাতা গজিয়েছে। ভিজে মাটির গন্ধে বাতাস ভরপুর। অন্তত আমার কাছে বসন্তের এই মধুর পরিবেশ আর আমাদের অশুভ অভিযানের মধ্যে-কার বৈসাদৃশ্য বড়ই বিস্ময়কর লাগছিল। আমার সঙ্গী গাড়ির সামনে বসে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে ছিল। তার হাত জোড় করা, টুপিটা চোখের উপর নামানো, থুতনিটা বুকের উপর ঝুলে পড়েছে। হঠাৎ চমকে উঠে আমার কাঁধে হাত রেখে প্রান্তরের ওদিকটা দেখাল।

'ওই দেখো', সে বলল।

ঢালু জমির উপরে অসংখ্য গাছে ছাওয়া একটা পার্ক। তার শীর্ষদেশে একটা ঘন কুঞ্জ। ডালপালার ফাঁকে ফাঁকে অতি প্রাচীন প্রাসাদের ধূসর ত্রিকোণ ছাদ আর উঁচু চূড়াগুলো মাথা বের করে আছে।

'স্টোক মোরান', সে বলল।

চালক বলল, 'হ্যাঁ স্যার, ডাঃ গ্রিমসবি রয়লটের ভবন।'

হোমস বলল, 'ওখানে কিছু কিছু বাড়ি তৈরীর কাজ হচ্ছে ; সেখানেই আমরা যাব।'

বাঁ দিকে কিছুটা দূরে একসারি ছাদ দেখিয়ে চালক বলল ; 'ঐ হচ্ছে গ্রাম, আপনারা যদি ঐ ভবনে যেতে চান তাহলে এই পৈঠার উপর দিয়ে মাঠের ভিতরকার পায়ে-চলা পথ ধরলে অনেক তাড়াতাড়ি যেতে পারবেন। ঐ ওখানে, যেখানে মহিলাটি হাঁটছেন!'

হাত তুলে দুচোখ আড়াল করে হোমস বলল, 'ঐ মহিলাই বোধ হয় মিস স্টোনার। হ্যাঁ, আমারও মনে হচ্ছে তোমার কথামতই যাওয়া ভাল।'

গাড়ি থেকে নেমে ভাড়া মিটিয়ে দিলাম। গাড়িটা সশব্দে লেদারহেডের দিকে ফিরে গেল।

পৈঠা বেয়ে উঠতে উঠতে হোমস বলল, 'আমিও ভেবে-ছিলাম, গাড়োয়ানটা ধরে নেবে যে আমরা বাড়ি তৈরীর ব্যাপারে অন্য কোন কাজে এসেছি। তাই সে বকবক করে নি। শুভ অপরাহ্ন মিস স্টোনার। দেখুন আমরা ঠিক কথা রেখেছি।'

আমাদের সকালের মক্কেল দ্রুত এগিয়ে এল। তার মুখে আনন্দের আভা। সাদরে করমর্দন করে বলল, 'আপ-নাদের জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম। ডাঃ রয়লট শহরে গেছেন ; সন্ধ্যার আগে ফিরবার সম্ভাবনা কম।'

হোমস বলল, 'ডাক্তারের সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে।' অল্প কথায় সে ঘটনার বিবরণ দিল। শুনতে শুনতে মিস স্টোনারের মুখ সাদা হয়ে গেল।

চীৎকার করে বলল, 'হায় ঈশ্বর! তিনি আমাকে অনু-সরণ করেছেন।'

'তাই তো মনে হয়।'

'তিনি এত ধূর্ত যে তাকে এড়ানো কখনই সম্ভব নয়। জানি না ফিরে এসে তিনি কি বলবেন?'

'তিনি নিজেকে রক্ষা করে চলবেন, কারণ তিনি জানেন যে তার চাইতেও ধূর্ত কোন লোক হয়তো তারও পিছু নিয়েছে। আজ রাতে তার কাছ থেকে দূরে থাকবেন। তিনি

যদি বলপ্রয়োগ করেন, আমরা আপনাকে হ্যারোতে আপনার মাসির কাছে নিয়ে যাব। এদিকে যেটুকু সময় হাতে আছে তার সদ্ব্যবহার করতে হবে। কাজেই যে ঘরগুলো পরীক্ষা করতে চাই সেখানে আমাদের নিয়ে চলুন।'

বাড়িটা ধূসর শেওলা-ঢালা পাথরে তৈরী। মাঝখানের অংশটা উঁচু, দু' দিকে দুটো বাঁকানো অংশ কাঁকড়ার দাঁড়ার মত ছড়ানো। তারই একটা অংশের জানালাগুলো ভাঙা, কাঠের বোর্ড দিয়ে ঢাকা দেওয়া ; ছাদের কতক অংশও ভেঙে পড়েছে। ধ্বংসের ছবি। মাঝখানের অংশটা মেরামতির ফলে কিছুটা ভাল। তবে ডান দিকের অংশটাই অপেক্ষাকৃত আধুনিক ; জানালার খড়খড়ি এবং চিমনি দিয়ে বেরনো নীল ধোঁয়া দেখেই বোঝা যায় এই অংশেই পরিবারের লোকেরা বাস করে। শেষের দেওয়ালে কিছু ভরা বাঁধা আছে, পাথরের দেওয়াল কিছুটা ভাঙাও হয়েছে, কিন্তু সেসময় কোন মিস্ত্রির দেখা পেলাম না। হোমস এবারো-খেবরো নলের উপর দিয়ে ধীরে ধীরে বারকয়েক চলে গেলো। গভীর মনোযোগের সঙ্গে জানালার বাইরের দিকটা পরীক্ষা করতে লাগল।

'ধরে নিচ্ছি, এই জানালাটা আপনি যে ঘরে ঘুমুতেন সেই ঘরের, মাঝেরটা আপনার বোনের ঘরের এবং মূল বাড়ির পরেরটা ডাঃ রয়লটের ঘরের। কি বলেন?'

'ঠিক তাই। কিন্তু এখন আমি মাঝের ঘরে ঘুমই।'

'ভাল কথা, শেষের দেওয়ালটা মেরামতের কোন জরুরী প্রয়োজন আছে বলে তো মনে হয় না।'

'কোন প্রয়োজনই ছিল না। আমার বিশ্বাস, এটা আমাকে আমার ঘর থেকে সরাবার একটা ছুতো।'

'আঃ! কথাটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ। আচ্ছা, এই সরু অংশটার অপরদিকে যে করিডর গেছে তার উপরেই তো এই তিনটি ঘরের দরজা! তাতে জানালাও আছে নিশ্চয়?'

'আছে খুব ছোট ছোট। এত ছোট যে তার ভিতর দিয়ে কেউ গলতে পারবে না।'

'যেহেতু রাত্রে আপনারা দুজনই দরজায় তালাবন্ধ করতেন। তখন ওদিক থেকে ঘরে ঢোকা সম্ভব নয়। দয়া করে আপনারা ঘরে ঢুকে খড়খড়িগুলো বন্ধ করে দিন তো!'

মিস স্টোনার তাই করল। হোমস খোলা জানালাটা ভাল করে দেখে নানাভাবে খড়খড়ি খুলতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। এমন কোন ফাঁক নেই যার ভিতর দিয়ে ছুরি ঢুকিয়ে হুড়কোটা তোলা যায়। তখন লেন্স দিয়ে কব্জাগুলো পরীক্ষা করল। সবই নিরেট লোহার, শক্ত করে দেওয়ালের মধ্যে ঢোকানো। বিচলিতভাবে থুতনিটা ঘসতে ঘসতে সে বলল, 'হুম! আমার ধারণার মধ্যে সত্যি কিছু ত্রুটি আছে। আটকানো থাকলে এ খড়খড়ি কেউ খুলতে পারবে না। আচ্ছা, দেখা যাক ভিতর দিকটায় কোনরকম আলোকপাত করতে পারে কি না।'

একটা ছোট পাশ-দরজা দিয়ে চুণকামকরা দালানে পড়লাম। তার উপরেই তিনটে শোবার ঘরের দরজা। হোমস তৃতীয় ঘরটা পরীক্ষা করতে চাইল না। কাজেই আমরা দ্বিতীয় ঘরে গেলাম। সেই ঘরেই মিস স্টোনার এখন ঘুমোন, আর সেই ঘরেই তার বোনের মৃত্যু হয়। সুন্দর ছোট ঘরটি। পুরনো গ্রামাঞ্চলের বাড়ির মত নীচু সিলিং আর হা-করা অগ্নিকুণ্ড। এককোণে একটা বাদামী রঙের টানাওয়ালা কাঠের সিন্দুক, অপর কোণে সাদা রঙের খাট, আর জানালার বাঁ দিকে একটা ড্রেসিং-টেবিল। এছাড়া দুটো ছোট বেতের চেয়ার আর মাঝখানে চৌকোণা উইলটন কার্পেট। ব্যাস, এই হল ঘরের আসবাব। চার-দিকের বোর্ড এবং দেওয়ালের প্যানেল বাদামী পোকায়-খাওয়া ওক কাঠের তৈরী। সেগুলি এত পুরনো আর রং-চটা যে মূল বাড়ি তৈরীর সময় থেকেই আছে বলে মনে হয়। হোমস একখানা চেয়ার এককোণে টেনে নিয়ে চুপ করে বসল। তার চোখ দুটো উপরে, নীচে, চারদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল। ঘরের সবকিছু সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল।

একটা মোটা ঘণ্টা টানার দড়ি বিছানার পাশে ঝুলছিল। তার ঝোপ্পাটা একেবারে বালিশের উপরেই ছিল। সেটাকে দেখিয়ে হোমস প্রশ্ন করল, 'এই ঘণ্টার সঙ্গে কোথাকার যোগাযোগ?'

'এটা পরিচারিকার ঘরে চলে গেছে।'

'অন্য সব জিনিসের তুলনায় এটা নতুন লাগছে।'

'হ্যাঁ, বছর দুই আগে এটা বসানো হয়েছে।'

'আপনার বোন এটা চেয়েছিলেন বুঝি?'

'না, সে কখনও এটা ব্যবহার করেছে বলে শুনি নি। আমাদের যা দরকার আমরা নিজেরাই নিতাম।'

'সত্যি, ওখানে এত সুন্দর একটা ঘণ্টা টানার দড়ি রাখা একেবারেই অদরকারী বলে মনে হচ্ছে। কয়েক মিনিটের জন্য ক্ষমা করবেন, আমি নিজে একবার মেঝেটা পরীক্ষা করব।' লেন্সটা হাতে নিয়ে সে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে দ্রুত সামনে-পিছনে হামাগুড়ি দিতে দিতে বোর্ডের মাঝখানকার ফাটলগুলি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। ঘরের কাঠের প্যানেলগুলিও সেইভাবেই পরীক্ষা করল। শেষটায় খাটের কাছে হেঁটে গিয়ে কিছুক্ষণ সেটার দিকে

একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তারপর দেওয়ালটাকে উপর থেকে নীচে ভাল করে দেখল। তারপর ঘণ্টা টানার দড়িটা হাতে নিয়ে একটা হেঁচকা টান দিল।

'আরে, এটা যে অকেজো', সে বলে উঠল।

'এটা বাজবে না?'

'না; এমন কি এটার সঙ্গে কোন তারের যোগও নেই। খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার। দেখ, ভেণ্টিলেটারের মুখের ঠিক উপরে একটা হুকের সঙ্গে এটা আটকানো।'

'অদ্ভুত ব্যাপার! আগে তো কখনও লক্ষ্য করি নি।'

দড়িটাকে টেনে হোমস আপন মনেই বলতে লাগল, 'খুবই অদ্ভুত! এ ঘরেও একটা কি দুটো অদ্ভুত জিনিস আছে। যেমন, এমন বোকা মিস্ত্রি কে আছে যে আর একটা ঘরের মধ্যে ভেণ্টিলেটার বসাবে, যখন ঐ একই পরিশ্রমে বাইরের খোলা বাতাস পাওয়া সম্ভব!'

'সেটাই তো আধুনিক ব্যবস্থা', মহিলা বলল।

'ঘণ্টা টানার দড়িটা লাগানোর সময়ই এটা করা হয়েছিল, না?' হোমস বলল।

'হ্যাঁ, সেইসময়ই কয়েকটা ছোটখাট পরিবর্তন করা হয়।'

'পরিবর্তনগুলি দেখছি খুবই বিশেষ ধরনের—নকল ঘণ্টার দড়ি, ভেণ্টিলেটার আছে অথচ তাতে হাওয়া খেলে না। মিস স্টোনার, আপনার অনুমতি নিয়ে এবার ভিতরের ঘরটা দেখব।'

ডাঃ গ্রিমসবি রয়লটের ঘরটা তার সৎ-মেয়ের ঘর অপেক্ষা বড়, কিন্তু আসবাবপত্র সেইরকমই সাদাসিদে। একটা শোবার-খাট, একটা বই-ভর্তি ছোট কাঠের শেলফ্; বইগুলি বেশীর ভাগই বিজ্ঞান-বিষয়ক, বিছানার পাশে একখানা আরাম-কেদারা, দেওয়ালে পিঠ-দেওয়া একটা কাঠের চেয়ার, একটা গোল টেবিল, আর একটা বড় লোহার সিন্দুক—এইগুলিই আমার চোখে পড়ল। হোমস কিন্তু ধীরে ধীরে চারদিক ঘুরে ঘুরে সবকিছু বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে দেখতে লাগল।

সিন্দুকটায় টোকা দিয়ে প্রশ্ন করল, 'এর মধ্যে কি আছে?'

'আমার বি-পিতার ব্যবসা-সংক্রান্ত কাগজপত্র।'

'ওঃ! তাহলে আপনি এর ভিতরটা দেখেছেন?'

'একবার দেখেছিলাম, কয়েক বছর আগে। মনে আছে, এটা কাগজে ভর্তি ছিল।'

'তার মানে, এর মধ্যে কোন বিড়াল ছিল না?'

'না। কিন্তু এ কী অদ্ভুত কথা!'

'আচ্ছা, এটা দেখুন তো!' সে সিন্দুকের উপর থেকে একটা ছোট দুধের পেয়ালা তুলে নিল।

'না, আমরা বিড়াল পুষি না। তবে একটা চিতা ও একটা বেবুন আছে।'

'হ্যাঁ, তা তো বটেই! আচ্ছা, চিতা তো একটা বড় বিড়াল মাত্র; আমি তো জোর গলায় বলতে পারি এক পেয়ালা দুধে কখনও তার প্রয়োজন মেটে না। আর একটা বিষয়ও আমি ভাল করে বুঝে নিতে চাই।' কাঠের চেয়ারের নীচে বসে পড়ে সে গভীর মনোযোগ সহকারে তার আসনটা পরীক্ষা করতে লাগল।

'ধন্যবাদ। এরও মীমাংসা হয়ে গেল', উঠে দাঁড়িয়ে লেন্সটা পকেটে রেখে সে কথাগুলো বলল। 'আরে! এই তো আর একটা কৌতূহলের বস্তু।'

তার দৃষ্টি-আকর্ষণকারী বস্তু একটা কুকুর-মারা চাবুক। বিছানার এককোণ থেকে ঝুলছে। চাবুকটা গোল করে এমনভাবে বাঁধা যাতে একটা দড়ির ফাঁস তৈরী হয়েছে।

'ওয়াটসন, ওটা সম্পর্কে তোমার কি মনে হয়?'

'ওটা তো একটা মামুলি চাবুক। তবে ওটাকে এভাবে গিঁট দেওয়া হয়েছে কেন জানি না।'

'সত্যি খুব মামুলি কি? হায়রে। পৃথিবীটা বড়ই খারাপ; আর ধূর্ত লোক যখন অপরাধ নিয়ে মাথা খাটায় তখন সেটা হয় সবচাইতে খারাপ মিস স্টোনার, মনে হচ্ছে যথেষ্ট দেখা হয়েছে। আপনি অনুমতি করলে এবার একটু লনটায় যাব।'

তদন্তের দৃশ্য থেকে চলে আসবার সময় বন্ধুর মুখটা এমন কঠিন এবং ভুরু দুটো এমনভাবে কুঁচকে উঠেছিল যে আর কখনও সেরকম দেখি নি। বারকয়েক লনের এ-ধার ও-ধার হাঁটলাম। যতক্ষণ পর্যন্ত তার দিবাস্বপ্ন না ভাঙল ততক্ষণ মিস স্টোনার বা আমি কেউই তার চিন্তাস্রোতে বাধা দিলাম না।

সেই বলে উঠল, 'মিস স্টোনার, সব ব্যাপারেই আপনি সম্পূর্ণভাবে আমার কথামত চলবেন, এটা কিন্তু একান্তই আবশ্যিক।'

'নিশ্চয়ই চলব।'

'ব্যাপারটা খুবই গুরুতর। কোনরকম ইতস্তত করলে চলবে না। এই কথা শোনার উপর আপনার জীবন নির্ভর করতে পারে।'

'কথা দিচ্ছি, আমি আপনার হাতের মুঠোয়।'

'প্রথম কথা, আমার বন্ধু এবং আমি রাতটা আপনার ঘরে কাটাব।'

www.boiRboi.net

মিস স্টোনার এবং আমি দুজনেই সবিস্ময়ে তার দিকে তাকালাম।

'হ্যাঁ, তাই হবে।'

'বুঝিয়ে বলছি। মনে হচ্ছে দূরের ওটাই গ্রামের সরাইখানা?'

'হ্যাঁ, ওটাই "ক্রাউন"।'

'খুব ভাল। ওখান থেকে আপনাদের জানালাগুলো দেখা যাবে?'

'নিশ্চয়।'

'আপনার বি-পিতা ফিরে এলে মাথা ধরার অজুহাতে নিজের ঘরে থাকবেন। যখন বুঝবেন তিনি রাতের মত শুতে গেছেন তখন জানালার খড়খড়ি খুলে দিয়ে আঁকড়াটাও খুলে দেবেন, সংকেত হিসেবে বাতিটা জানালার উপর রাখবেন, এবং তারপর আপনার যা কিছু প্রয়োজন হতে পারে সব নিয়ে আপনার আগেকার ঘরে চলে যাবেন। মেরামতির কাজ সত্ত্বেও একটা রাত যে সে ঘরে আপনি কাটাতে পারবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

'হ্যাঁ, সে সহজেই পারব।'

'বাকিটা আমাদের হাতে ছেড়ে দিন।'

'কিন্তু আপনারা কি করবেন?'

'আজকের রাতটা আপনার ঘরে কাটাব, আর যে শব্দ আপনাকে বিব্রত করছে তার কারণ অনুসন্ধান করব।'

আমার সঙ্গীর আস্তিনের উপর হাত রেখে মিস স্টোনার বলল, 'মিঃ হোমস, মনে হচ্ছে আপনি মনে মনে সব ঠিক করে ফেলেছেন।'

'বোধ হয় ফেলেছি।'

'তাহলে দয়া করে বলুন, আমার বোনের মৃত্যুর কারণ কি?'

'সেকথা বলবার আগে স্পষ্টতর প্রমাণ পাওয়া দরকার।'

'অন্তত এইটুকু তো বলতে পারেন, আমার ধারণা ঠিক কি না যে সে আকস্মিক ত্রাসের ফলে মারা গেছে।'

'না, আমি তা মনে করি না। আমি মনে করি এর চাইতেও বাস্তবতর কোন কারণ ছিল। কিন্তু আর নয় মিস স্টোনার, এবার আমরা যাব, কারণ ডাঃ রয়লট ফিরে এসে আমাদের দেখতে পেলে এতদূর আসাটাই বৃথা হয়ে যাবে। বিদায়। সাহস অবলম্বন করুন। আমি যা বলেছি সেইভাবে চললে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে আপনি যে বিপদের আশংকা করছেন শীঘ্রই আমরা তাকে দূর করতে পারব।'

"ক্রাউন ইন"-এ একটা শোবার ঘর ও বসবার ঘর ভাড়া করতে আমাদের কোন অসুবিধা হল না। ঘর দুটো উপর-তলায়, কাজেই আমাদের জানালা থেকে প্রশস্ত পথের ফটক এবং স্টোক মোরান জমিদার বাড়ির বাসযোগ্য অংশ পরিষ্কার দেখা যায়। সন্ধ্যাবেলা ডাঃ গ্রিমসবি রয়লটকে গাড়ি করে যেতে দেখলাম। ছোট চালক-ছেলেটার পাশে তার বিশাল দেহ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিল। ভারী লোহার গেটটা খুলতে ছেলেটার একটু কষ্ট হচ্ছিল। তখন ডাক্তারের গলার কর্কশ গর্জন আমাদের কানে এল। যেরকম রেগে তিনি ছেলেটার দিকে ঘুষি পাকালেন তাও দেখতে পেলাম। গাড়িটা চলে গেল। কয়েক মিনিট পরে গাছপালার ফাঁক দিয়ে হঠাৎ একটা আলো ঠিকরে পড়ল। কোন একটা বসবার ঘরে বাতি জ্বালানো হয়েছে।

অন্ধকারের মধ্যে দুজন বসে ছিলাম। হোমস বলল, 'ওয়াটসন, আজ রাতে তোমাকে সঙ্গে নিতে একটু বাধ বাধ ঠেকছে। সত্যি আজ বিপদের ঝুঁকি আছে।'

'আমার দ্বারা কোন সাহায্য হবে কি?'

'তোমার উপস্থিতি অমূল্য হয়ে দেখা দিতে পারে।'

'তাহলে আমি নিশ্চয় যাব।'

'খুব ভাল কথা।'

'বিপদের কথা বলছ। এটা ঠিক যে ঐসব ঘরে তুমি এমন অনেক কিছু দেখেছ যা আমার চোখে পড়ে নি।'

'না, বরং আমি মনে করি আমি কিছু বেশী অনুমান করতে পেরেছি। নইলে আমি যা যা দেখেছি তুমিও সেসবই দেখেছ।'

'একমাত্র ঘণ্টা টানার দড়িটা ছাড়া উল্লেখযোগ্য আর কিছুই আমি দেখি নি। কিন্তু তাতে কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে তাতো আমার কল্পনায়ও আসছে না।'

'তুমি তো ভেন্টিলেটারটাও দেখেছ?'

'হ্যাঁ, কিন্তু দুটো ঘরের মাঝখানে একটা ছোট ফাঁক থাকা এমন কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার বলে তো আমার মনে হয় না। ফাঁকটা এত ছোট যে একটা ইঁদুরও তার ভিতর দিয়ে যেতে পারে না।'

'আমি কিন্তু স্টোক মোরানে আসবার আগেই জানতাম একটা ভেন্টিলেটার দেখতে পাব।'

'বৎস হোমস।'

'আরে হ্যাঁ, আমি জানতাম। তোমার মনে পড়ে, মহিলা তার বিবৃতিতে বলেছিলেন যে, তার বোন ডাঃ রয়লটের চুরুটের গন্ধ পেত। সঙ্গে সঙ্গেই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে দুটো ঘরের মাঝখানে নিশ্চয় কোন যোগাযোগ আছে। সেটা খুব ছোট কিছুই হবে, অন্যথায় করোনারের তদন্তে

তার উল্লেখ থাকত। আমি অনুমান করেছিলাম একটা ভেণ্টিলেটার।'

'কিন্তু তাতে কি ক্ষতি হতে পারে?'

'দেখ, তারিখগুলোর মধ্যেও একটা অদ্ভুত মিল আছে। একটা ভেণ্টিলেটার বসানো হল, একটা দড়ি ঝোলানো হল, আর বিছানায় শুয়ে একটি মহিলার মৃত্যু হল। এটা তোমার মনে দাগ কাটে নি?'

'এখনও আমি এগুলির মধ্যে কোন সম্পর্ক দেখতে পাচ্ছি না'।

'বিছানাটায় অদ্ভুত কিছু দেখতে পেয়েছ?'

'না।'

'খাটটা মেঝের সঙ্গে আটকানো। এর আগে কখনও ওভাবে আটকানো দেখেছ?'

'দেখেছি এমন কথা বলতে পারি না।'

'মহিলা বিছানাটাকে সরাতে পারতেন না। ভেণ্টিলেটার এবং দড়িটার দিক থেকে খাটটাকে সব সময় একই স্থানে থাকতেই হবে। ওটাকে আমি দড়িই বললাম, কারণ ঘণ্টা বাজাবার জন্য ওটার কথা কখনও ভাবা হয় নি।'

আমি জোরে বলে উঠলাম, 'হোমস, আমি যেন তোমার বক্তব্যকে অস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি। আর একটি সূক্ষ্ম এবং ভয়ংকর অপরাধ বন্ধ করতে খুব ঠিক সময়ে তুমি এখানে এসেছ।'

'যথেষ্ট সূক্ষ্ম এবং যথেষ্ট ভয়ংকর। একজন চিকিৎসক যখন অপরাধ করে, সে হয় সেরা অপরাধী।' তার শক্তি আছে, জ্ঞান আছে। পামার এবং প্রিচার্ড ছিল চিকিৎসা-ব্যবসায়ের মাথার উপরে। এই লোক আঘাত করেছে আরও গভীরে; কিন্তু ওয়াটসন, আমি তো মনে করি আমরা আঘাত করতে পারব তার চাইতেও গভীরে। রাত শেষ হবার আগেই অনেক ভয়ংকর ঘটনা ঘটবে, কাজেই ভালয় ভালয় শান্তিতে কিছুক্ষণ পাইপ টেনে নি, আর কয়েকটা ঘণ্টা স্ফূর্তিতে কাটিয়ে দিই এস।'

ন'টা নাগাদ গাছের ফাঁক দিয়ে আসা আলোটা নিভে গেল। জমিদার বাড়ির দিকটা অন্ধকারে ঢেকে গেল। ধীরে ধীরে দু'ঘণ্টা সময় পার হয়ে গেল। এগারোটার ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ আমাদের ঠিক মুখোমুখি একটা উজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে হোমস বলল, 'ঐ আমাদের সংকেত। মাঝখানের জানালা থেকে আলোটা আসছে।'

বের হবার মুখে সে হোটেলের মালিককে বলল যে একটু রাত করেই জনৈক পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি এবং রাতটা হয়তো সেখানেই থাকব। অন্ধকার রাস্তায় নেমে এলাম। ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপ্টা লাগছে মুখে। অন্ধকারের মধ্যে একটি হলুদে আলো আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল এক গুরুগম্ভীর লক্ষ্যের দিকে।

সামনের মাঠে ঢুকতে কোন অসুবিধা হল না, কারণ পার্কের পুরনো পাঁচিলের অনেক জায়গাই মেরামতের অভাবে ভেঙে ফাঁক হয়ে আছে। গাছের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে লন পেরিয়ে জানালার ভিতর দিয়ে ঢুকতে যাচ্ছি, এমন সময় একসার লরেল-ঝোপের ভিতর থেকে তীরবেগে ছুটে এল একটি বীভৎস বিকৃত শিশু; কম্পিত দেহে ঘাসের উপর পড়েই অতি দ্রুত ছুটে লন পার হয়ে অন্ধকারে মিশে গেল।

'হায় ভগবান!' আমি চুপি চুপি বললাম, 'ওটাকে দেখেছ?'

মুহূর্তের জন্য হোমসও আমার মতই চমকে উঠেছিল। উত্তেজনায় তার হাতটা আমার কব্জির উপর চেপে বসে গেল। তারপরই চাপা হাসি হেসে সে আমার কানের কাছে ঠোঁট রাখল।

অস্ফুটভাবে বলল, 'ভারী মজার সংসার। ওটা হল বেবুন।'

ডাক্তারের স্নেহধন্য বিচিত্র পোষা জন্তুদের কথা আমি ভুলে গিয়েছিলাম। একটা চিতাও আছে। যেকোন মুহূর্তে সেটা আমাদের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়তে পারে। স্বীকার করছি, হোমসের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে যখন জুতো সমেত পিছলে ঘরের মধ্যে পড়লাম তখন যেন মনের মধ্যে খানিকটা স্বস্তি ফিরে এল। আমার সঙ্গী নিঃশব্দে খড়খড়ি বন্ধ করে বাতিটাকে টেবিলের উপর রেখে ঘরের চারদিকটা দেখতে লাগল। দিনের বেলায় যেরকম দেখে গিয়েছিলাম সব সেই রকমই আছে। তখন গুড়ি মেরে আমার কাছে এগিয়ে এসে হাতটাকে ভেঁপুর মত করে আমার কানে কানে এত আস্তে ফিস ফিস করতে লাগল যে, কোনরকমে আমি কথাগুলি বুঝতে পারছিলাম।

'তিলমাত্র শব্দ হলে আমাদের পরিকল্পনার বারোটা বেজে যাবে।'

আমি ঘাড় নেড়ে বোঝালাম যে শুনতে পেয়েছি।

'আলো নিভিয়ে আমাদের বসে থাকতে হবে। নইলে ভেণ্টিলেটারের ফাঁক দিয়ে সে আলোটা দেখতে পাবে।"

আবার ঘাড় নাড়লাম।

'ঘুমিও না। তোমার জীবনটাই এর উপর নির্ভর করতে পারে। যখনই প্রয়োজন হবে তৎক্ষণাৎ ব্যবহার কর-

boiRboi.net

বার জন্য পিস্তলটা তৈরী রাখ। আমি বিছানার পাশে বসব, আর তুমি বসবে ঐ চেয়ারে।'

রিভলবারটা বের করে টেবিলের এক কোণে রাখলাম।

হোমস একখানা লম্বা সরু বেত সঙ্গে করে এনেছিল। সেটাকে বিছানায় নিজের পাশে রাখল। তার পাশে রাখল এক বাক্স দেশলাই আর একটা মোমবাতি। তারপর সে বাতিটা নিভিয়ে ফেলল। আমরা অন্ধকারে বসে রইলাম।

সেই ভয়াবহ প্রতীক্ষার কথা কেমন করে ভুলব? কোন শব্দ শুনতে পাচ্ছি না, এমন কি নিঃশ্বাসের শব্দও না। অথচ জানি, আমার বন্ধুও আমার মতই স্নায়বিক উত্তেজনা নিয়ে আমার কয়েক ফুটের মধ্যেই খোলা-চোখে বসে আছে। খড়খড়ি বন্ধ করায় আলোর ক্ষীণ রেখাও মুছে গেল; আমরা পরিপূর্ণ অন্ধকারে অপেক্ষা করতে লাগলাম। বাইরে থেকে মাঝে মাঝে কোন রাতজাগা পাখির ডাক ভেসে আসছে; একবার তো আমাদের জানালার কাছেই বিড়ালের মত একটা দীর্ঘ গর্‌ গর্‌ আওয়াজ শুনে বুঝলাম যে চিতাটা ছাড়া অবস্থায়ই রয়েছে। অনেক দূর থেকে গীর্জার ঘড়িতে প্রতি পনের মিনিট অন্তর ঘণ্টা বাজছিল। এক একটা ঘণ্টা বাজতে কত দীর্ঘ সময় লাগে। বারোটা, একটা, দুটো, তিনটে,—তখনও আমরা অনাগত ঘটনার প্রতীক্ষায় নিঃশব্দে বসে আছি।

হঠাৎ ভেন্টিলেটারের দিকটায় একটা চকিত আলোর ঝলকানি দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। তারপরই তেল পোড়ার ও ধাতু গরম করার তীব্র গন্ধ নাকে এল। পাশের ঘরে কে যেন একটা কালো লণ্ঠন জ্বালালো। চলাফেরার মৃদু শব্দ শুনলাম। তারপর আবার সব চুপচাপ। শুধু গন্ধটা তীব্রতর হচ্ছে। আধ ঘণ্টা কান খাড়া করে বসে রইলাম। তারপর আবার একটা শব্দ শোনা গেল—কেটলি থেকে ক্রমাগত বাষ্প বের হবার সময় যেরকম শব্দ হয় ঠিক সেইরকম মৃদু শান্ত শব্দ। শব্দটা শোনা মাত্রই হোমস বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে দেশলাই জ্বালাল এবং হাতের বেতটা দিয়ে ঘণ্টা টানার দড়িটার উপর ভয়ংকরভাবে আঘাত করতে লাগল।

ভীষণভাবে চীৎকার করে বলতে লাগল, 'দেখতে পাচ্ছ ওয়াটসন, এটাকে দেখতে পাচ্ছ?'

আমি কিছুই দেখতে পাই নি। হোমস যখন আলো জ্বালাল তখন একটা চাপা মৃদু শিস শুনতে পেয়েছিলাম, কিন্তু হঠাৎ আলোর ঝলকানি চোখে এসে পড়ায় আমার বন্ধু কাকে এমন নির্দয়ভাবে মারছে তা আমার পক্ষে বলা অসম্ভব। অবশ্য আমি দেখতে পেলাম, ভয় ও ঘৃণায় পরিপূর্ণ তার মুখ মারাত্মকরকম সাদা হয়ে গেছে। আঘাত বন্ধ করে সে ভেন্টিলেটারের দিকে তাকিয়েছিল। এমন সময় রাত্রির স্তব্ধতার বুক থেকে একটা ভয়ংকর চীৎকার উঠল। সেরকম চীৎকার আর আমি কখনও শুনি নি। চীৎকারের শব্দ ক্রমেই বাড়তে লাগল। যন্ত্রণা, ভয় ও ক্রোধের একটা কর্কশ চীৎকার একত্র মিলেছে এক ভয়ংকর আর্তনাদে। লোকে বলে নীচের গ্রামাঞ্চলে—এমন কি দূরবর্তী গীর্জায় পর্যন্ত সেই চীৎকারে মানুষ ঘুম থেকে জেগে উঠেছিল। সে চীৎকার শুনে আমাদের বুকের ভিতরটাও হিম হয়ে গিয়েছিল। আমি একদৃষ্টিতে হোমসের দিকে তাকিয়েছিলাম। তারপর একসময় সে চীৎকারের শেষ প্রতিধ্বনি নৈঃশব্দের মধ্যেই মিলিয়ে গেল।

আমি ঢোক গিলে বললাম, 'এর অর্থ কি?'

হোমস জবাব দিল, 'এর অর্থ খেলা শেষ। এবং শেষ পর্যন্ত এটা হয়তো ভালই হল। পিস্তলটা বের কর, আমরা ডাঃ রয়লটের ঘরে ঢুকব।'

গম্ভীর মুখে সে বাতিটা ধরিয়ে করিডর ধরে এগিয়ে চলল। দু'বার দরজায় আঘাত করল, কেউ সাড়া দিল না। তখন সে হাতল ঘুরিয়ে ঘরে ঢুকল। গুলি-ভরা পিস্তল হাতে নিয়ে আমি তার পিছনে।

এক আশ্চর্য দৃশ্য আমাদের চোখে পড়ল। টেবিলের উপরে একটা কালো লণ্ঠন বসানো। তার ঢাকনা অর্ধেকটা খোলা। ফলে একটা আলোর রেখা হাট করে খোলা লোহার সিন্দুকের উপর পড়েছে। টেবিলের পাশে একটা কাঠের চেয়ারে ডাঃ গ্রিমস্‌বি রয়লট বসে আছে। পরনে লম্বা ধূসর ড্রেসিং গাউন। তার নীচে খোলা পদ-সন্ধি দেখা যাচ্ছে, পা দুটো গোড়ালিবিহীন টার্কিস চটিতে ঢোকানো। তার কোলের উপর পড়ে আছে কাঠের ছোট মুঠি সমেত সেই লম্বা দড়ি যেটা আমরা দিনের বেলায় দেখেছিলাম। তার থুতনি উপর দিকে ঠেলে উঠেছে, আর দুটি চোখের ভয়ার্ত কঠিন দৃষ্টি সিলিং-এর এককোণে আটকে আছে। আর ভুরুর উপরে চারদিক ঘিরে একটা অদ্ভুত হলদে বন্ধনী, তাতে বাদামী ফুটকী বসানো। দেখে মনে হয় সেটা মাথার চারদিকে চেপে বসেছে। আমরা ঘরে ঢুকলেও সে কোন শব্দ করল না বা নড়ল না।

'বন্ধনী। ফুটকী বসানো চিত্র-বিচিত্র বন্ধনী।' হোমস ফিস ফিস করে বলল।

আমি এক পা এগিয়ে গেলাম। মুহূর্ত মধ্যে সেই বিচিত্র শিরোভূষণ নড়ে উঠল, আর তার চুলের ভিতর থেকে খাড়া হয়ে উঠল একটা জঘন্য সরীসৃপের চ্যাপ্টা

হীরকাকৃতি মাথা আর ফোলানো গলা।

হোমস চেঁচিয়ে উঠল, 'একটা কাল-কেউটে। ভারতবর্ষের সবচাইতে মারাত্মক সাপ। এর আঘাতে দশ সেকেণ্ডের মধ্যেই সে মারা গেছে। সত্য সত্যই হিংসা হিংসুককেই প্রত্যাঘাত করে, অন্যের জন্য যে ফাঁদ পাতে সে নিজেই সেই ফাঁদে পড়ে। এস, আগে এই জীবটাকে তার আস্তানায় ঢুকিয়ে দি ; তারপর মিস স্টোনারকে কোন নিরাপদ আশ্রয়ে স্থানান্তরিত করে স্থানীয় পুলিশকে জানিয়ে দেব।'

কথা বলতে বলতে সে ক্ষিপ্রগতিতে মুতের কোলের উপর থেকে কুকুরের চাবুকটা তুলে নিয়ে তার ফাঁসটা সাপের গলায় পরিয়ে দিল। তারপর সেটাকে জোর করে টেনে এনে লোহার সিন্দুকের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে ডালাটা বন্ধ করে দিল।

এই হল স্টোক মোরানের ডাঃ গ্রিমসবি রয়লটের মৃত্যুর প্রকৃত বিবরণ। কেমন করে ভীতা মেয়েটিকে এই দুঃসংবাদ আমরা জানালাম, কেমন করে সকালের ট্রেনেই তাকে হ্যারোতে তার মাসির সযত্ন আশ্রয়ে রেখে এলাম, কেমন করে ধীরে ধীরে সরকারী তদন্তের ফলে প্রমাণ হল যে অবিবেচকের মত একটা বিপজ্জনক পোষা জীব নিয়ে খেলা করতে গিয়েই তার এই গতি হল,—এসব কথা বলে এই অতি দীর্ঘ বিবরণকে আর বাড়াবার কোন প্রয়োজন নেই। এই কেস সম্পর্কে আর সামান্য যা কিছু আমার জানবার ছিল সেটা পরদিন ফেরবার পথেই শার্লক হোমস আমাকে বলেছিল।

সে বলতে লাগল, 'আমি একটা সম্পূর্ণ ভুল সিদ্ধান্তে এসেছিলাম। দেখ ওয়াটসন, এর থেকেই প্রমাণ হয়, অপ্রচুর তথ্যের উপর নির্ভর করে অনুমান করা কতদূর বিপজ্জনক। জিপসিদের উপস্থিতি আর "বন্ধনী" শব্দটার ব্যবহারই আমাকে ভুল পথে চালাবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। অবশ্য এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে দেশলাইয়ের আলোয় যে ভীষণ দৃশ্য সে দেখেছিল তাকে বোঝাবার জন্যই সে ঐ শব্দটা ব্যবহার করেছিল। তবে এটুকু কৃতিত্ব আমি দাবী করতে পারি, যে মুহূর্তে আমি পরিষ্কার বুঝতে পারলাম যে ঐ ঘরের বাসিন্দা যে বিপদের ভয়ই করুক না কেন সেটা জানালা বা দরজা দিয়ে আসতে পারে না, সেই মুহূর্তেই আমার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করলাম। তোমাকে আগেই বলেছি, আমার দৃষ্টি খুব তাড়াতাড়ি গিয়ে পড়ল ভেণ্টিলেটার আর বিছানা পর্যন্ত ঝোলানো ঘণ্টা-টানার দড়ির উপর। তারপর যখন দেখলাম, দড়িটা অকেজো এবং বিছানাটা মেঝের সঙ্গে আঁটা, সঙ্গে সঙ্গে সন্দেহ হল দড়িটাকে রাখা হয়েছে কোন কিছুকে ভেণ্টিলেটারের ফাঁকের ভিতর দিয়ে ঢুকিয়ে বিছানা পর্যন্ত নিয়ে যাবার প্রয়োজনীয় সেতু হিসাবে। মুহূর্তমধ্যে একটা সাপের কথা আমার মনে এল এবং তার সঙ্গে যখন ভারতবর্ষ থেকে ডাক্তারের কাছে নানারকম জীবজন্তুর পাঠানোর খবরটা যোগ করলাম, তখনই বুঝলাম আমি ঠিক পথই ধরেছি। এমন বিষ প্রয়োগ করতে হবে যা হয়তো রাসায়নিক পরীক্ষায় ধরা পড়বে না—এরকম ধারণা প্রাচ্য দেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত এক-জন ধূর্ত নিষ্ঠুর লোকের মাথায় আসাই সম্ভব। এধরনের বিষ যেরূপ দ্রুতগতিতে কাজ করে সেটাও তার পক্ষে সুবিধাজনক। যে দুটি ছোট কালো ছিদ্র-পথে বিষাক্ত ফণা কাজ করে তাকে ধরতে পারার মত তীক্ষ্ণদৃষ্টি করোনার বিরল। তারপর শিসের কথাও ভাবলাম। অবশ্য সকালের আলোয় শিকারের চোখে পড়বার আগেই সাপটাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। যে দুধ আমরা দেখেছি সম্ভবত তার সাহায্যেই প্রয়োজন মত সময়ে সাপটাকে ফিরিয়ে নেবার শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। উপযুক্ত সময়ে সাপটাকে ভেণ্টি-লেটারের পথে ছেড়ে দেওয়া হত এই নিশ্চিত বিশ্বাসে যে সে দড়ি বেয়ে নেমে বিছানায় যাবে। বিছানার অধিকারীকে সে কামড়াতে পারে আবার না কামড়াতেও পারে। হয়তো এক সপ্তাহ ধরে প্রতিটি রাতেই সে রেহাই পাবে। কিন্তু আজ হোক কাল হোক সর্পদংশনের শিকার তাকে হতেই হবে।

'তার ঘরে ঢুকবার আগেই এইসব সিদ্ধান্ত আমি করে-ছিলাম। তার চেয়ারটা পরীক্ষা করে দেখলাম সে প্রায়ই ওটার উপর উঠে দাঁড়াত। ভেণ্টিলেটার পর্যন্ত যাতে হাত পৌঁছয় তার জন্যই এটা দরকার হত। তবু যেটুকু সন্দেহ ছিল, সিন্দুক, দুধের পেয়ালা, আর চাবুকের দাঁড়ির ফাঁস দেখে তাও একদম দূর হল। সাপটাকে সিন্দুকে ঢুকিয়ে তাড়াতাড়ি ডালা বন্ধ করতে যে শব্দ হত মিস স্টোনার সেই ধাতব শব্দই শুনেছিল। একবার মনস্থির করার পর সমস্ত ব্যাপারটাকে প্রমাণ করবার জন্য আমি কোন পথ অবলম্বন করেছি তা তো তুমি জানই। সাপের হিস্ হিস্ শব্দ শুনলাম, তুমিও যে শুনেছিলে সেবিষয়ে সন্দেহ নেই, আর সঙ্গে সঙ্গে আলো জেবলে সেটাকে আক্রমণ করলাম।'

'ফলে সেটা ভেণ্টিলেটারের ভিতর দিয়ে ফিরে গেল।'

'ফলে অপরদিকে তার মনিবকেই আক্রমণ করল। আমার বেতের কয়েকটা আঘাত বেশ জোরেই লেগেছিলঃ ফলে

তার সাপের স্বভাব জেগে ওঠে এবং প্রথম যাকে দেখতে পায় তার উপরই ছোবল মারে। এইভাবে অবশ্য ডাঃ গ্রিমস্বি রয়লটের মৃত্যুর জন্য পরোক্ষভাবে আমিও দায়ী, আর সেজন্য আমার বিবেকের উপর খুব বেশী চাপ পড়বে এমন কথাও আমি বলছি না।'

যন্ত্রবিদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ

The Engineer's Thumbs

আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের গত কয়েক বছরের মধ্যে যতগুলি সমস্যা সমাধানের জন্য আমার বন্ধু শার্লক হোমসের কাছে এসেছে, তার মধ্যে দুটি এসেছে আমার মারফতে—একটি মিঃ হেথার্লির বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের সমস্যা, আর অন্যটি কর্ণেল ওয়ারবার্টনের পাগলামির সমস্যা। তার মধ্যে দ্বিতীয়টি যেকোন তীক্ষ্ণ মৌলিক পর্যবেক্ষকের পক্ষে একটি সূক্ষ্ম ক্ষেত্র হতে পারত, কিন্তু অপরটি এতই বিস্ময়কর ও নাটকীয় যে আমার বন্ধু যেসব ন্যায়ানুমান পদ্ধতির সাহায্যে অদ্ভুত অদ্ভুত সব ফল পেয়েছে সেগুলি প্রয়োগের সুযোগ বড় একটা না থাকলেও ঘটনাটি একান্তভাবেই উল্লেখযোগ্য। আমি জানি, সংবাদপত্রে গল্পটা একাধিকবার বলা হয়েছে, কিন্তু এই ধরনের অন্য সব বিবরণের মতই ছাপার অক্ষরে মাত্র আধ-কলমের মধ্যে সবটা বলার জন্য কাহিনীটা ভালভাবে ফুটে উঠতে পারে না। চোখের সামনে ঘটনাগুলি একে একে ঘটতে থাকে, প্রতিটি নতুন আবিষ্কার একটি করে ধাপ এগিয়ে পূর্ণ সত্যের দিকে অগ্রসর হওয়ায় রহস্যটা ধীরে ধীরে উন্মোচিত হতে থাকে, তখনই কাহিনীটা প্রকৃতপক্ষে আশ্চর্যরূপ ধারণ করে। সেসময় ঘটনাগুলি আমার মনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল ; দু'বছর পার হয়ে যাবার পরেও সে প্রভাব এতটুকু হ্রাস পায় নি।

'৮৯ সালের গ্রীষ্মকাল। কিছুদিন আগেই আমার বিয়ে হয়েছে। সেই সময়ই আলোচ্য ঘটনাগুলি ঘটেছিল। আমি তখন ডাক্তারী ব্যবসায়ে ফিরে গেছি এবং হোমসকে তার বেকার স্ট্রীটের বাসায় পাকাপাকিভাবে ছেড়ে এসেছি। অবশ্য আমি নিয়মিতভাবেই তার ওখানে যাই, এবং মাঝে-মধ্যে তার বাউণ্ডুলে স্বভাব কাটিয়ে তাকেও আমাদের বাসায় নিয়ে আসি। আমার পসার বেড়েছে। যেহেতু আমি প্যাডিংটন স্টেশনের কাছেই থাকি, পুলিশ বিভাগ থেকেও কিছু কিছু রোগী পাই। তেমনি ঐকজনকে একটা দীর্ঘস্থায়ী যন্ত্রণাদায়ক রোগ থেকে সারিয়েছিলাম বলে সে আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ ; জানাশোনা কারও অসুখ করলে সে তাকে আমার কাছেই পাঠাতে চেষ্টা করে।

একদিন সকাল সাতটার কিছু আগে দরজায় পরিচারিকার টোকা শুনে আমার ঘুম ভেঙে গেল। সে জানাল, প্যাডিংটন থেকে দুটি লোক এসেছে, বসবার ঘরে অপেক্ষা করছে। তাড়াতাড়ি পোশাক পরে নিলাম, কারণ অভিজ্ঞতা থেকে আমি জেনেছি যে, রেলের কেসগুলি কদাচিৎ তুচ্ছ হয়ে থাকে। তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এলাম। নামতেই পূর্বপরিচিত গার্ডমশাই ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দরজাটা শক্ত করে বন্ধ করে দিল।

ঘাড়ের উপর দিয়ে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ফিস ফিস করে বলল, তাকে এখানে নিয়ে এসেছি। এখন ভালই আছে।'

তার রকম-সকম দেখে মনে হল, বুঝি কোন অদ্ভুত জন্তুকে এনে আমার ঘরে বন্দী করে রেখেছে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'ব্যাপার কি ?'

সে তেমনিভাবেই বলল, 'একটি নতুন রোগী। যাতে পালিয়ে যেতে না পারে তাই নিজেই নিয়ে এসেছি। ওই ঘরে আছে—বেশ ভালই আছে। আমি তাহলে চলি ডাক্তার, কারণ আপনার মত আমারও তো "ডিউটি" আছে !' আমাকে ধন্যবাদ জানাবার সময় না দিয়েই আমার বিশ্বস্ত টাউটটি চলে গেল।

ঘরে ঢুকে দেখলাম, একটি ভদ্রলোক টেবিলের ধারে বসে আছে। তার পরনে টুইডের পোশাক। সাদা কাপড়ের টুপিটা আমার বইয়ের উপর রেখেছে। একটা হাতের চারদিকে রক্তের দাগ-মাখা একখানা রুমাল জড়ানো। বয়সে তরুণ। মনে হয় পঁচিশের বেশী নয়। বেশ শক্ত পুরুষোচিত মুখ, কিন্তু এখন অত্যন্ত বিবর্ণ। দেখে মনে হয় তার ভিতরে একটা তীব্র উত্তেজনা চলেছে, আর প্রাণপণ শক্তিতে সে তাকে চাপা দিতে চেষ্টা করছে।

লোকটি বলল, 'এত সকালে আপনাকে ঘুম থেকে তোলার জন্য আমি দুঃখিত ডাক্তার। কিন্তু রাত্রে আমার একটা গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটেছে। সকালেই ট্রেনে এসেছি। প্যাডিংটনে একজন ডাক্তারের খোঁজ করায় একজন সদাশয় ভদ্রলোক আমাকে সঙ্গে করে এখানে নিয়ে এলেন। পরিচারিকাকে আমার কার্ড দিয়েছিলাম, কিন্তু এখন দেখছি সে টেবিলের উপরেই কার্ডটা ফেলে গেছে।'

সেটা তুলে নিয়ে চোখ বুলালাম। 'মিঃ ভিক্টর হেথার্লি,

হাইড্রলিক ইঞ্জিনীয়ার, ১৬এ, ভিক্টোরিয়া স্ট্রীট (৪র্থ তল)' এই হল প্রাতঃকালীন অতিথির নাম, পরিচয় ও ধাম। আমার লাইব্রেরি-চেয়ারে বসে বললাম, 'আপনাকে বসিয়ে রাখার জন্য আমি দুঃখিত। শুনলাম, সারা রাত গাড়িতে এসেছেন। সত্যিই বড়ই একঘেয়ে ব্যাপার।'

'ওহো, আমার রাতটাকে কিন্তু একঘেয়ে বলা যায় না,' বলে সে হেসে উঠল। চেয়ারে হেলান দিয়ে সারা শরীর কাঁপিয়ে উচ্চৈঃস্বরে সে প্রাণ খুলে হাসতে লাগল। আমার ডাক্তারী প্রবৃত্তিগুলো সেই হাসির বিরুদ্ধে মাথা-চাড়া দিয়ে উঠল।

চীৎকার করে বললাম, 'হাসি থামান। ঠিক হয়ে বসুন।' কাঁচের পাত্র থেকে খানিকটা জল ঢেলে দিলাম।

তাতে কোন কাজ হল না। একটা বড় রকমের সংকট কেটে যাবার পর একজন শক্ত মানুষের মধ্যে মূর্ছারোগের যে ধরনের বিকার দেখা দেয় এও তাই। ধীরে ধীরে সে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল। তখন সে খুব শান্ত, চোখ মুখ গরমে লাল হয়ে উঠেছে।

ঢোঁক গিলে সে বলল, একেবারেই বোকার মত ব্যবহার করেছি।'

'কিছু না। এটা খান।' খানিকটা ব্র্যান্ডি জলে মিশিয়ে দিলাম। তার রক্তহীন গালে আবার আভা ফিরে এল।

'এখন ভাল আছি।' সে বলল। 'ডাক্তার, দয়া করে আমার বুড়ো আঙুলটা দেখুন,—মানে বুড়ো আঙুলটা যেখানে ছিল আর কি।'

রুমালখানা খুলে সে হাতটা বাড়িয়ে দিল। সেদিকে তাকিয়ে আমার শক্ত স্নায়ুগুলোও কেঁপে উঠল। চারটে আঙুল বেরিয়ে আছে, আর আছে একটা ভয়ংকর লাল নরম জায়গা, যেখানে বুড়ো আঙুলটা থাকা উচিত ছিল সেটাকে একেবারে গোড়া থেকে কেটে বা উপড়ে ফেলা হয়েছে।

'হা ঈশ্বর!' আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'এ যে সাংঘাতিক ক্ষত। নিশ্চয় প্রচুর রক্তপাত হয়েছে।'

'হ্যাঁ, তা হয়েছে। এটা করবার সময় আমি মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলাম। মনে হয় অনেকক্ষণ অজ্ঞান ছিলাম। জ্ঞান ফিরে এলে দেখি, তখনও রক্ত পড়ছে। তাই রুমালের একটা কোণ কব্জির সঙ্গে শক্ত করে জড়িয়ে কাঁচ পাতা দিয়ে এটাকে বেঁধে দিয়েছি।'

'চমৎকার। আপনার সার্জেন হওয়া উচিত ছিল।'

'এটা হাইড্রলিকসের ব্যাপার, কাজেই আমার এক্তিয়ারের মধ্যেই পড়ে।'

ক্ষতটা পরীক্ষা করে বললাম, 'খুব ভারী ধারালো অস্ত্র দিয়ে এটা করা হয়েছে।'

'একটা কাটারি জাতীয় জিনিস', সে বলল।

'এটা দুর্ঘটনা নিশ্চয়ই?'

'মোটেই না।'

'সে কি! মারাত্মক আক্রমণ!'

'খুবই মারাত্মক।'

'আপনি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন।'

ক্ষতটাকে ধুয়ে পরিষ্কার করে দিলাম। তারপর তুলোর প্যাড আর কার্বলিকযুক্ত ব্যাণ্ডেজ দিয়ে ভাল করে জড়িয়ে দিলাম। কোনরকম কাতর-শব্দ না করে সে চিৎ হয়ে শুয়ে রইল, যদিও মাঝে মাঝে ঠোঁটটা কামড়ে ধরছিল।

কাজ শেষ করে বললাম, 'কেমন লাগছে?'

'অপূর্ব! আপনার ব্র্যান্ডি ও ব্যাণ্ডেজের জোরে আমি এখন নতুন মানুষ। আমি খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু আমাকে তো সহ্য করতে হয়েছে অনেক কিছু।'

'ওসব কথা এখন না বলাই ভাল। ওতে আপনার স্নায়ুর উপর চাপ পড়ছে।'

'না, না, এখন আর কিছু হবে না। পুলিশকে তো সব কথা বলতেই হবে।' কিন্তু—এটা আপনার আর আমার মধ্যে—আমার ক্ষতটাই জোরালো প্রমাণ হিসাবে উপস্থিত না থাকলেও যদি তারা আমার কথা বিশ্বাস করত তাহলেই আমি বিস্মিত হতাম। কারণ ব্যাপারটা সত্যি অসাধারণ, এবং তাকে সমর্থন করবার মত যথেষ্ট প্রমাণও হাতে নেই। আর যদি তারা আমার কথা বিশ্বাসও করে, তবু যে সূত্রগুলি আমি তাদের দিতে পারব সেগুলি এতই অস্পষ্ট যে সুবিচার পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।

আমি বলে উঠলাম, 'আরে! কোন সমস্যার সমাধান যদি আপনি চান তাহলে আমি সুপারিশ করছি, পুলিশের কাছে যাবার আগে আমার বন্ধু মিঃ শার্লক হোমসের সঙ্গে দেখা করুন।'

আগন্তুক বলল, 'ও হো, ভদ্রলোকের নাম তো আমিও শুনেছি। তিনি যদি ব্যাপারটা হাতে নেন তাহলে আমি খুব খুশি হব। অবশ্য সেইসঙ্গে পুলিশের সাহায্যও আমি নেব। আপনি কি তার কাছে একখানা সুপারিশপত্র দেবেন?'

'তার চাইতে বেশীই দেব। আপনাকে সঙ্গে করে তার কাছে নিয়ে যাব।'

'আপনার কাছে খুবই কৃতজ্ঞ থাকব।'

'একটা গাড়ি ডেকে দুজন একসঙ্গেই প্রাতরাশ খাবার

www.boiRboi.net

মত সময়েই আমরা হাজির হব। আপনার মত আছে তো?'

'হ্যাঁ। কিন্তু আমার সব কথা না বলা পর্যন্ত আমি স্বস্তি পাচ্ছি না।'

'তাহলে চাকরকে পাঠিয়ে দিই একটা গাড়ি ডাকতে। আমি এখনি আসছি।' দোতলায় উঠে সংক্ষেপে সব কথা আমার স্ত্রীকে বলে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আমরা গাড়িতে চেপে বসলাম। নতুন সঙ্গীকে নিয়ে ছুটলাম বেকার স্ট্রীটের উদ্দেশ্যে।

যেমন আশা করেছিলাম, শার্লক হোমস ড্রেসিং-গাউন পরে তার বসবার ঘরে পায়চারি করতে করতে 'দি টাইমস'-এর শোক-সংবাদ পড়ছে। গত দিনের যত দগ্ধাবশেষ সিগারেট ও চুরুটের টুকরো সযত্নে কুড়িয়ে ম্যান্টেলপিসের কোণে রাখা ছিল সেগুলিকে একসঙ্গে গুঁড়িয়ে সে তার প্রাক-প্রাতরাশ পাইপ থেকে ধূমপান করছিল। তার শান্ত সহৃদয় ভঙ্গীতে সে আমাদের অভ্যর্থনা করল, শূকর-মাংসের টুকরো ও ডিমের অর্ডার দিল এবং আমাদের সঙ্গেই খাওয়ায় মন দিল। সে পাট চুকে গেলে নব-পরিচিতকে একটি সোফায় বসিয়ে, তার মাথার নীচে একটা বালিস দিয়ে এক গ্লাস ব্র্যান্ডি ও জল তার হাতের কাছে রেখে দিল।

www.boiRboi.net

বলল, 'মিঃ হেথার্লি, বেশ বুঝতে পারছি আপনার উপর দিয়ে অনেক ধকল গেছে। দয়া করে ওখানে শুয়ে আরাম করুন। যতটা পারেন বলুন, কিন্তু শ্রান্ত বোধ করলেই থেমে যাবেন এবং এই উত্তেজক পানীয় খেয়ে নিজেকে তাজা রাখবেন।'

আমার রোগী বলল, 'ধন্যবাদ। ডাক্তারের ব্যান্ডেজের পরেই আমি অন্য মানুষ হয়ে গেছি, আর আপনার প্রাত-রাশেই আমার চিকিৎসা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। আপনার মূল্যবান সময় বেশী আমি নেব না। এখনই আমার বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা বলতে শুরু করছি।'

শ্রান্ত ভারী চোখের পাতায় একান্ত আগ্রহী ভাবকে চাপা দিয়ে হোমস বড় আরামকেদারায় বসল। আমি বসলাম তার উল্টো দিকে। আমাদের অতিথি যে বিচিত্র কাহিনী বলল, চুপচাপ বসে দুজনে তাই শুনতে লাগলাম।

সে বলল 'আপনাদের জানা দরকার, আমি মাতাপিতা-হীন এবং অবিবাহিত, লন্ডনের বাসায় একলা থাকি। জীবিকার বিচারে আমি একজন হাইড্রলিক ইঞ্জিনীয়ার, গ্রীনউইচের বিখ্যাত ফার্ম ভেনার অ্যান্ড ম্যাথুসে শিক্ষা-নবীশ হিসাবে সাত বছর কাজ করে আমার কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। দু বছর আগে আমার কার্যকাল শেষ হওয়ায় এবং বাবার মৃত্যুতে বেশকিছু অর্থলাভ ঘটায় আমি নিজস্ব ব্যবসা শুরু করবার অভিপ্রায়ে ভিক্টোরিয়া স্ট্রীটে ঘর ভাড়া করলাম।

'স্বাধীনভাবে ব্যবসা শুরু করলে প্রথম দিকের অভিজ্ঞতা ভয়াবহ হয়ে থাকে তা আমি জানি। আমার বেলায় সেটা বিশেষভাবেই ভয়াবহ হয়ে দেখা দিল। দুই বছরের মধ্যে তিনটে পরামর্শ এবং একটা ছোট কাজ মাত্র জুটল। তাতে মোট আয় হল সাতাশ পাউন্ড দশ শিলিং। প্রতিদিন সকাল ন'টা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত সেই আস্তানায় বসে থাকতে থাকতে শেষ পর্যন্ত আমার মন ভেঙে গেল ; বুঝতে পারলাম, আমার দ্বারা ব্যবসা হবে না।

'গতকাল সবে আপিস থেকে উঠব উঠব করছি, এমন সময় কেরাণী ঘরে ঢুকে জানাল, ব্যবসাসংক্রান্ত ব্যাপারে আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য একজন ভদ্রলোক অপেক্ষা করছে। সে একখানা কার্ড দিল, তাতে নাম লেখা "কর্ণেল লাইস্যান্ডার স্টার্ক।" তার পিছন পিছন ঘরে ঢুকল কর্ণেল স্বয়ং। দেখতে মাঝারির চাইতে একটু উঁচু, কিন্তু অত্যন্ত কৃশ। অত কৃশকায় লোক কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। সারা মুখ সরু হতে হতে নাক আর থুতনিতে ঠেকেছে, গালের চামড়া ঠেলে-ওঠা হাড়ের উপর টান-টান করে আঁটা। এটা অবশ্য কোন রোগের ফলে নয়, তার চেহারাই ওই রকম শুকনো। চোখ দুটো উজ্জ্বল, পদক্ষেপ দ্রুত এবং চাল-চলনে সপ্রতিভ। পোশাক সাধারণ কিন্তু পরিচ্ছন্ন। বয়স, আমার মনে হয়, ত্রিশ অপেক্ষা চল্লিশের বেশী কাছে।

'একটা জার্মান টানে সে বলল, "মিঃ হেথার্লি তো? আপনার নাম যিনি সুপারিশ করেছেন তার মতে আপনি শুধু আপনার ব্যবসাতেই কৃতী নন, আপনি সুবিবেচক এবং কোন গোপন কথাকে গোপন রাখতে সক্ষম।"

এরকম কথা শুনলে যেকোন যুবকেরই খুশি হবার কথা। আমিও খুশি হয়ে মাথা নোয়ালাম। প্রশ্ন করলাম, "এরকম প্রশংসা কে করেছে জানতে পারি কি?"

"দেখুন, ঠিক এই মুহূর্তে সেটা আপনাকে না বলাই ভাল। ঐ একই সূত্র থেকে আমি আরও জেনেছি যে আপনি মাতাপিতাহীন ও অবিবাহিত, লন্ডনে একলা থাকেন।"

'আমি জবাব দিলাম, "ঠিক কথা। কিন্তু ক্ষমা করবেন, আমার ব্যবসাগত গুণের সঙ্গে এর কি সম্পর্ক আমি তো বুঝতে পারছি না। যতদূর মনে হয় ব্যবসায়িক ব্যাপারেই আপনি আমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলেন।"

"নিশ্চয়ই। আপনি দেখবেন, আমি সংলগ্ন কথাই বলছি। একটা ব্যবসায়িক কাজেই আমি আপনার কাছে এসেছি; কিন্তু পরিপূর্ণ গোপনীয়তা একান্তভাবে প্রয়োজন—মনে রাখবেন, পরিপূর্ণ গোপনীয়তা। পরিবারের মধ্যে যে বাস করে তার চাইতে যে একলা থাকে তার কাছেই সে গোপনীয়তা বেশী আশা করা যায়।"

'আমি বললাম, "কোন কথা গোপন রাখার প্রতিশ্রুতি যদি আমি দিয়ে থাকি, তাহলে তার উপর আপনি সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারেন।"

'সে কঠোর দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। মনে হল, দেখি নি।'

এমন সন্দেহ ও জিজ্ঞাসাভরা চোখ আমি আগে কখনও

"হ্যাঁ, প্রতিজ্ঞা করছি।"

"অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ—সর্বকালের জন্য নিঃশর্ত পরিপূর্ণ বাক্যহীনতা? কথায় বা লেখায় এবিষয়ের উল্লেখ-মাত্র থাকবে না?"

"কথা তো আপনাকে দিয়েছি।"

"খুব ভাল।" হঠাৎ সে লাফ দিয়ে উঠে বিদ্যুতের মত তীরবেগে ঘরটা পেরিয়ে একধাক্কায় দরজাটা খুলে ফেলল। না, বাইরে কেউ নেই।

'ফিরে এসে সে বলল, "ঠিক আছে। আমি জানি কেরাণীরা অনেক সময় মনিবদের ব্যাপারে কৌতূহলী হয়। এবার আমরা নিশ্চিন্তে কথা বলতে পারব।" চেয়ারটাকে আমার কাছে টেনে এনে সে আবারও সেইরকম জিজ্ঞাসু ও চিন্তান্বিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

'মাংসহীন লোকটির এই অদ্ভুত আচরণে একটা বিতৃষ্ণা ও ভয়ের অনুভূতি আমার মধ্যে জেগে উঠতে লাগল। একটি মক্কেল হারাবার ভয় সত্ত্বেও আমার অধৈর্যকে চেপে রাখতে পারলাম না।

'বললাম, "দয়া করে কাজের কথা বলুন মশায়, আমার সময়ের দাম আছে।" শেষের কথাগুলির জন্য ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করুন, কিন্তু কথাগুলি আমার ঠোঁট দিয়ে বেরিয়ে গেল।'

"একরাতের কাজের জন্য পঞ্চাশ গিনি হলে আপনার পোষাবে কি?"

"খুব ভাল পোষাবে।"

"বললাম বটে একরাতের কাজ, এক ঘণ্টার বললেই সঠিক হত। একটা অচল হাইড্রলিক স্ট্যাম্পিং মেসিন সম্পর্কে আপনার মতামত প্রয়োজন। যন্ত্রটার কি হয়েছে বলে দিলে আমরা নিজেরাই ঠিক করে নিতে পারব। এই কাজ সম্পর্কে আপনার মতামত কি?"

"কাজটা হাল্কা, কিন্তু মজুরিটা প্রচুর।"

"ঠিক তাই। আমাদের ইচ্ছা আজ শেষ ট্রেনেই আপনি চলুন।"

"কোথায়?"

"বার্কশায়ারের অন্তর্গত আইফোর্ডে। জায়গাটা রীডিং থেকে সাত মাইলের মধ্যে অক্সফোর্ডশায়ার সীমান্তের নিকটে অবস্থিত। প্যাডিংটন থেকে ট্রেনে উঠলে ১১:১৫ মিনিট নাগাদ সেখানে পৌঁছতে পারবেন।"

"খুব ভাল।"

"আমি গাড়ি নিয়ে আপনাদের সঙ্গে দেখা করব।"

"তার মানে, গাড়িতে চড়তে হবে?"

"হ্যাঁ। আমাদের ছোট জায়গাটা গ্রামের ভিতরে। আইফোর্ড স্টেশন থেকে ঝাড়া সাত মাইল পথ।"

"তাহলে তো মাঝ রাতের আগে সেখানে পৌঁছানো যাবে না। তারপরে আর ফিরবার ট্রেন নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে না। রাতটা কাটাতেই হবে।"

"তা হবে। আপনার একটু বিশ্রামের ব্যবস্থা আমরা করে দিতে পারব।"

"সেটা খুব অসুবিধা। অন্য কোন সুবিধাজনক সময়ে গেলে হয় না?"

"আমরা চাই আপনি ঐ সময়েই যান। আপনার কিছু অসুবিধা হবে বলেই তো আপনার মত একজন অখ্যাত যুবককে আমরা এমন অর্থ দিচ্ছি যা দিয়ে আপনার ব্যবসার অনেক বড় বড় মাথাকেও কেনা যায়। অবশ্য আপনি যদি এ ব্যাপার থেকে সরে দাঁড়াতে চান, তার সময় এখনও যথেষ্ট আছে।"

'আমি পঞ্চাশ গিনি এবং আমার প্রয়োজনের কথাটা ভাবলাম। বললাম, "না, না, তা নয়। আপনাদের ইচ্ছা-মত কাজ করতে আমি রাজি আছি। কিন্তু আমাকে দিয়ে আপনারা কি করাতে চান সেটা আমি আরও একটু স্পষ্টভাবে জানতে চাই।"

"সে তো চাইবেনই। আপনার কাছ থেকে মন্ত্রগুপ্তির যে শপথ আমরা আদায় করে নিয়েছি তাতে আপনার কৌতূহল হওয়াই তো স্বাভাবিক। সব কিছু না জেনে আপনি কাজে হাত দেবেন সেটা আমি চাই না। আচ্ছা, আমরা আড়িপাতার হাত থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ তো?"

"সম্পূর্ণ।"

"তাহলে ব্যাপারটা এই রকম। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, সাজিমাটি একটা খুব মূল্যবান পদার্থ এবং

ইংলণ্ডের মাত্র দুই একটি জায়গায় তা পাওয়া যায়।"

"সেইরকমই শুনেছি।"

"কিছুদিন আগে রীডিং-এর দশ মাইলের মধ্যে একটা ছোট জমি আমি কিনেছি। জমিটা খুবই ছোট। আমার ভাগ্য ভাল, সেই জমিতে সাজিমাটির আকর আছে বলে আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু ভাল করে পরীক্ষা করে দেখেছি, আমার জমিতে সঞ্চিত সাজিমাটির পরিমাণ খুবই সামান্য, কিন্তু তারই লাগোয়া ডান দিকে এবং বাঁ দিকে দুটো বড় বড় সাজিমাটির আকর আছে, আর সে দুটিই আছে আমার প্রতিবেশীদের জমিতে। তাদের জমিতে যে সোনার মত দামী জিনিস রয়েছে এ তথ্য সেই ভালমানুষদের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। স্বভাবতই তারা ঐ জমির প্রকৃত মূল্য জানবার আগেই সেটা কিনে নেওয়া আমার স্বার্থেই প্রয়োজন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ঐ জমি কিনবার মত মূলধন আমার ছিল না। কয়েকজন বন্ধুকে এই গোপন তথ্য জানালে তারা পরামর্শ দিল, আগে আমরা নিঃশব্দে এবং গোপনে আমার জমির আকরকে তুলে তার থেকে যে টাকা পাওয়া যাবে তাই দিয়ে পার্শ্ববর্তী জমিগুলি কিনতে পারব। কিছুদিন যাবৎ সেই কাজই আমরা করছি এবং এই কাজে সুবিধার জন্য একটি হাইড্রলিক প্রেস যন্ত্র বসিয়েছি। আপনাকে আগেই বলেছি, ঐ যন্ত্রটি বিকল হয়ে গেছে এবং সেইজন্যই আপনার পরামর্শ আমাদের দরকার। আমরা বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে এই তথ্য গোপন রেখেছি। কিন্তু আমাদের ছোট বাড়িতে হাইড্রলিক ইঞ্জিনীয়ার যাতায়াত করছে একথা জানাজানি হয়ে গেলে লোকের মনে নানারকম সন্দেহ দেখা দেবে এবং তার ফলে প্রকৃত তথ্য যদি ফাঁস হয়ে যায় তাহলে ওই জমি পাওয়ার এবং আমাদের পরিকল্পনা মত কাজ করার আশায় জলাঞ্জলি দিতে হবে। সেইজন্যই আপনাকে দিয়ে শপথ করিয়ে নিয়েছি যে আজ রাতে আপনার আইফোর্ড যাবার কথা আপনি কোন মানুষকে বলবেন না। আশা করি সব কথা আমি পরিষ্কারভাবে বোঝাতে পেরেছি?"

"সবই ঠিক ঠিক বুঝেছি," আমি বললাম "শুধু একটি কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আমি তো জানি, খনি থেকে কাঁকর তোলার মতই সাজিমাটিও কেটে তুলতে হয়। তাহলে সেকাজে হাইড্রলিক প্রেস কিসে লাগবে?"

'সে অন্যমনস্কভাবে বলে উঠল, "ওহো! আমাদের একটা নিজস্ব পদ্ধতি আছে। যান্ত্রিক চাপের সাহায্যে আমরা ইঁটে পরিণত করি, যাতে তাতে কি আছে না জানিয়েই সেগুলিকে স্থানান্তরিত করা যায়। কিন্তু সে-কথা থাক। মিঃ হেথার্লি, আপনাকে আমি সব কথা খুলে বললাম, আর আপনাকে আমি কতখানি বিশ্বাস করি তাও তো দেখলেন।" কথা বলতে বলতে সে উঠে দাঁড়াল। "তাহলে ১১-১৫ মিনিটে আইফোর্ডে আপনাকে আশা করছি।"

"আমি নিশ্চয় সেখানে থাকব।"

"আর কোন প্রাণীকে একটি কথাও নয়।" শেষবারের মত একটা দীর্ঘ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আমার হাতটা চেপে ধরে দ্রুতপায়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

'দেখুন, তখন সমস্ত ব্যাপারটাকে ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে গিয়ে আমার এই আকস্মিক কার্যভার সম্পর্কে আমি খুবই বিস্মিত বোধ করলাম। একদিকে অবশ্য আমি খুব খুশিই হয়েছিলাম, কারণ আমার কাজের মজুরি আমি নিজে চাইলে যা হত এটা তার অন্তত দশগুণ বেশী এবং এই কাজ থেকে পরে আমি আরও কাজ পেতে পারি। অন্য দিকে, আমার পৃষ্ঠপোষকের মুখ এবং চাল-চলন আমার মোটেই ভাল লাগে নি; তাছাড়া আমার এই মধ্যরাত্রে যাওয়া এবং সে সম্পর্কে কাউকে কোন কথা না বলার ব্যাপারে তার এত বেশী উৎকণ্ঠার স্বপক্ষে সাজিমাটি তোলার যে ব্যাখ্যা সে দিয়েছে তাকেও আমি যথেষ্ট বলে মনে করতে পারছিলাম না। যাহোক, সব ভয় ঝেড়ে ফেলে পেট ভরে খেয়ে প্যাডিংটন পৌঁছলাম এবং মুখ বন্ধ রাখার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে যাত্রা করলাম।

'রীডিং-এ শুধু গাড়ি নয়, স্টেশনও বদলাতে হল। যাইহোক, যথাসময়েই আইফোর্ডে যাবার শেষ ট্রেনটি ধরে এগারোটার পরে একটা ছোট স্বল্পালোকিত স্টেশনে পৌঁছলাম। আমিই একমাত্র যাত্রী সেখানে নামলাম। লণ্ঠন হাতে একটি মাত্র নিদ্রাতুর পোর্টার ছাড়া কেউ প্লাটফর্মে ছিল না। অবশ্য ছোট গেট দিয়ে বেরিয়েই আমার সকাল বেলার পরিচিত মানুষটিকে অপর দিকে গাছের নীচে অপেক্ষা করতে দেখলাম। কোন কথা না বলে সে আমার হাত ধরে গাড়ির কাছে টেনে নিয়ে গেল। গাড়ির দরজা খোলাই ছিল। দু'দিকের জানালা তুলে দিয়ে কাঠের উপর মৃদু আঘাত করতেই আমরা দ্রুত ছুটতে লাগলাম।'

'ঘোড়া কি একটা ছিল?' হোমস প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ একটিমাত্র।'

'গায়ের রং লক্ষ্য করেছিলেন?'

'হ্যাঁ, গাড়িতে উঠবার সময় পাশের আলোয় দেখে-

ছিলাম। বাদামী রং।'

'শ্রান্ত, না তাজা?'

'খুব তাজা এবং চকচকে।'

'ধন্যবাদ, আপনার কথার মাঝখানে বাধা দেওয়ার জন্য দুঃখিত। দয়া করে আপনার এই কৌতূহলজনক ঘটনাটা বলে যান।'

'আমরা ছুটে চললাম। অন্তত এক ঘণ্টা কেটে গেল। কর্ণেল লাইস্যান্ডার স্টার্ক বলেছিল, মাত্র সাত মাইল পথ ; কিন্তু যে হারে আমরা ছুটেছি এবং যতটা সময় লেগেছে তাতে মনে হয় বারো মাইলের কাছাকাছি। সারাক্ষণ সে নীরবে আমার পাশে বসে রইল। যখনই তার দিকে তাকিয়েছি দেখেছি সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাকে দেখছে। পৃথিবীর ঐ অংশ গ্রামের রাস্তাটা মোটেই ভাল নয়, কারণ আমরা ভীষণভাবে ঝাঁকুনি খাচ্ছিলাম। আমরা কোনখান দিয়ে চলেছি দেখবার জন্য জানালার ভিতর দিয়ে বাইরে তাকাতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু জানালায় ঘসা কাঁচ থাকার দরুন মাঝে মাঝে একটা আলোর ঝলকানি ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাই নি। যাত্রার একঘেয়েমি ভাঙবার জন্য মাঝে মাঝে আমি দুই একটা কথা বলবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু কর্ণেল মাত্র একটি শব্দে জবাব দেওয়ায় আলোচনা ঝিমিয়ে পড়েছে। অবশেষে উঁচুনীচু পথের বদলে মসৃণ পাকা রাস্তা দেখা দিল এবং গাড়িটা থামল। কর্ণেল লাইস্যান্ডার স্টার্ক লাফ দিয়ে নেমে পড়ল। আমিও নামলাম। আমাকে টেনে নিয়ে সে অতি দ্রুত সামনের খোলা চাঁদনি-ফটকের মধ্যে ঢুকে গেল। মনে হল, আমরা যেন গাড়ি থেকে সোজা হলে ঢুকে গেলাম, ফলে পলকের জন্যও বাড়িটার সম্মুখ ভাগ দেখতে পেলাম না। দরজার চৌকাঠ পার হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের পিছনে দরজাটা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। গাড়িটা চলে গেল। চাকার ঘর্ঘর শব্দ অস্পষ্টভাবে আমার কানে আসতে লাগল।

'বাড়ির ভিতরটা গাঢ় অন্ধকার। চাপা গলায় কি যেন বলতে বলতে কর্ণেল দেশলাইয়ের জন্য অন্ধকারে হাতড়াতে লাগল। হঠাৎ দালানের অপর প্রান্তে একটা দরজা খুলে গেল এবং সোনালী আলোর একটা দীর্ঘ রশ্মি আমাদের উপর এসে পড়ল। আলোটা ছড়িয়ে পরল। একটি স্ত্রীলোক এল বাতি হাতে নিয়ে। বাতিটাকে মাথার উপর ধরে মুখ বাড়িয়ে সে আমাদের দেখতে লাগল। সে দেখতে সুন্দরী। কালো পোশাকের উপর আলো পড়ে চকচক করছে। পোশাকটা বেশ দামী কাপড়ের। বিদেশী ভাষার এমন সুরে সে কয়েকটি কথা বলল যেন কিছু জিজ্ঞাসা করছে। জবাবে আমার সঙ্গী ক্রুদ্ধভাবে ধমক দিতেই সে এমনভাবে চমকে উঠল যে বাতিটা হাত থেকে প্রায় পড়ে যাচ্ছিল। কর্ণেল স্টার্ক তার কাছে গিয়ে কানে কানে কি যেন বলে সে যে ঘর থেকে এসেছিল সেই ঘরেই তাকে ঠেলে দিল। তারপর বাতিটা নিয়ে আমার কাছে এল।

'আরেকটা দরজা খুলে দিয়ে সে বলল, "দয়া করে কয়েক মিনিটের জন্য এই ঘরে অপেক্ষা করুন।" সাদাসিদে-ভাবে সাজানো একটি নিরিবিলি ঘর। মাঝখানে একটা গোল টেবিলের উপর কিছু জার্মান বই ছড়ানো। কর্ণেল স্টার্ক দরজার পাশের হারমোনিয়ামটার উপর বাতিটা নামিয়ে রাখল। "আপনাকে মুহূর্তমাত্রও বসিয়ে রাখব না", বলেই সে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

'টেবিলের উপরে রাখা বইগুলি দেখছিলাম। জার্মান না জানলেও বুঝতে পারলাম, দুখানা বিজ্ঞানের বই, বাকিগুলো কবিতার বই। গ্রামাঞ্চলের দৃশ্য দেখবার আশায় জানালার কাছে গেলাম। কিন্তু শক্ত করে হুড়কো আটকানো একটা ওক-কাঠের খড়খড়ি দিয়ে জানালাটা বন্ধ। বাড়িটা অসম্ভব রকমের চুপচাপ। দালানের কোথাও একটা পুরনো ঘড়ি সজোরে টিকটিক করছে, তাছাড়া আর সব মৃত্যুর মত স্তব্ধ। একটা অস্পষ্ট অস্বস্তি যেন আমাকে ঘিরে ধরছে। এই জার্মান লোকগুলো কারা? লোকালয়ের বাইরে এই অদ্ভুত জায়গায় তারা কি করছে? জায়গাটাই বা কোথায়? শুধু জানি, জায়গাটা আইফোর্ড থেকে দশ মাইলটাক দূরে, কিন্তু সেটা উত্তরে না দক্ষিণে, পূর্বে না পশ্চিমে কিছুই জানি না। অবশ্য রীডিং বা অন্য কোন বড় শহর হয়তো দশ মাইলের মধ্যেই আছে। কাজেই জায়গাটা একেবারে পরিত্যক্ত হতে পারে না। কিন্তু এখানকার সম্পূর্ণ নিস্তব্ধতা দেখে বোঝা যায় এটা গ্রামাঞ্চল। মাথাটাকে চাঙ্গা রাখবার জন্য চাপা গলায় একটা সুর ভাঁজতে ভাঁজতে এবং পঞ্চাশ গিনি উপার্জন তো হচ্ছে এই কথা ভাবতে ভাবতে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলাম।

'সহসা এই চরম স্তব্ধতার মধ্যেও কোনরকম শব্দ না করে ঘরের দরজাটা ধীরে ধীরে খুলে গেল। স্ত্রীলোকটি সেই ফাঁকে এসে দাঁড়াল। তার পিছনে হলের অন্ধকার, তার উৎসুক সুন্দর মুখের উপর আমার বাতির হলুদ আলো। একনজরে দেখেই বুঝতে পারলাম সে ভয়ে কাতর। তা দেখে আমার বুকের ভিতরটা শির্‌শির্‌ করে উঠল। একটা কাঁপা আঙুল তুলে সে আমাকে চুপ করে থাকার ইঙ্গিত করল। ভীত ঘোড়ার মত বার বার পিছনের অন্ধকারে তাকাতে তাকাতে সে ভাঙ্গা ইংরেজীতে কয়েকটা

www.boiRboi.net

কথা ফিস ফিস করে আমাকে বলল।

'যথেষ্ট চেষ্টা করে নিজেকে সংযত রেখে সে বলল, "আমি চলে যাব। আমি চলে যাব। এখানে থাকব না। এখানে আপনারও মঙ্গল নেই।"

'আমি বললাম, "কিন্তু ম্যাডাম, যেকাজে এসেছি তা তো এখনও করা হয় নি। যন্ত্র না দেখে তো আর আমি যেতে পারি না।"

'সে বলতে লাগল, "অপেক্ষা করে আপনার কোন লাভ নেই। দরজা দিয়ে চলে যান। কেউ বাধা দেবে না।" আমি হেসে ঘাড় নাড়ছি দেখে হঠাৎ সে সব সংযম ঝেড়ে ফেলে দুই হাত এক করে আমার দিকে এগিয়ে এল। ফিস ফিস করে বলল, "ঈশ্বরের দোহাই। এখান থেকে চলে যান। দেরী হলে আর যেতে পারবেন না!"

'কিন্তু আমি স্বভাবতই রগ-চটা, বাধা বিঘ্ন দেখলেই সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়ি। পঞ্চাশ গিনি ফি, শ্রান্তিকর পদ-যাত্রা আর আসন্ন অশুভ রাত্রি—সব কথাই ভাবলাম। সবই বৃথা যাবে? কাজ শেষ না করে, প্রাপ্য অর্থ না নিয়ে কেন পালিয়ে যাব? কি জানি, স্ত্রীলোকটির তো মাথা খারাপও হতে পারে! সুতরাং আমি স্বীকার করি আর না করি তার হাব-ভাব আমাকে যথেষ্ট বিচলিত করলেও আমি জোরের সঙ্গে মাথা নেড়ে সেখানে থাকবার ইচ্ছাই প্রকাশ করলাম। সে আবারও অনুরোধ করতে যাচ্ছিল, এমন সময় মাথার উপর দরজার শব্দ হল, সিঁড়িতে অনেকগুলো পায়ের শব্দ শোনা গেল। মুহূর্তকাল কানপেতে হতাশ-ভাবে দুই হাত তুলে যেমন নিঃশব্দে অকস্মাৎ সে এসেছিল তেমনিভাবেই অদৃশ্য হয়ে গেল।

'ঘরে ঢুকল কর্ণেল লাইস্যান্ডার স্টার্ক ও একটি মোটা বেঁটে লোক। তার থুতনির ভাঁজে ...ছাঁটা দাড়ি। তাকে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল মিঃ ফার্গুসন বলে।

'কর্ণেল বলল, "ইনি আমার সেক্রেটারি ও ম্যানেজার। ভাল কথা, আমার যেন মনে হচ্ছে এইমাত্র দরজাটা বন্ধ করে গিয়েছিলাম। আপনার ঠাণ্ডা লাগছিল বোধ হয়।"

আমি বললাম, "ঠিক উল্টো। ঘরটা একটু গুমোট লাগাতে আমিই দরজাটা খুলে দিয়েছি।"

'সে আমার দিকে একবার সন্দেহের চোখে তাকাল। বলল, "এবার তাহলে কাজ শুরু করা যাক। মিঃ ফার্গুসন ও আমি আপনাকে যন্ত্রটা দেখাতে নিয়ে যাব।"

"টুপিটা তাহলে পরে নিই।"

"না, না, যন্ত্রটা বাড়ির মধ্যেই আছে।"

"কি বললেন? আপনারা কি বাড়ির মধ্যেই সাজিমাটি কাটেন নাকি?"

"না, না, এখান থেকেই চাপটা সৃষ্টি করি। কিন্তু সে-কথা থাক। আপনার কাজ শুধু যন্ত্রটা পরীক্ষা করে কি খারাপ হয়েছে আমাদের বলা।"

'একসঙ্গেই উপরে উঠে গেলাম। বাতি হাতে কর্ণেল আগে, মোটা ম্যানেজার ও আমি পিছনে। একটা পুরনো বাড়ির গোলকধাঁধা। করিডর, দালান, সংকীর্ণ ঘোরানো সিঁড়ি, নীচু নীচু দরজা; বংশ বংশ ধরে মানুষের পায়ে পায়ে তার চৌকাঠের নীচে গর্ত হয়ে গেছে। একতলার উপরে কোন ঘরে কার্পেট বা আসবাবপত্রের চিহ্নও নেই, দেওয়াল থেকে পলস্তরা খসে পড়ছে, জায়গায় জায়গায় সবুজ সাঁতাপড়া দাগ। আমি অবিচলিতভাবে দেখতে লাগলাম বটে, কিন্তু মহিলাটির সতর্কবাণী অগ্রাহ্য করলেও সেটা আমি ভুলি নি; তাই দুজন সঙ্গীর উপরই কড়া নজর রাখলাম। ফার্গুসন বিষণ্ণ ও চুপচাপ রয়েছে, কিন্তু তার যৎসামান্য কথাবার্তায়ই বুঝতে পারছি যে সেও গ্রাম্য লোক।

'অবশেষে একটা নীচু দরজার সামনে থেকে কর্ণেল লাইস্যান্ডার স্টার্ক তার তালাটা খুলল। ভিতরে একটা চৌকোণা ঘর, তাতে একসঙ্গে তিনজন লোক ধরে না। ফার্গুসন বাইরে রইল, কর্ণেল আমাকে ভিতরে ডেকে নিল।

'সে বলল, "প্রকৃতপক্ষে এখন আমরা হাইড্রলিক প্রেসটার ভিতরেই আছি। এত ছোট ঘরের সিলিংটাই হচ্ছে পিস্টনের নীচু দিকটা, বেশ কয়েক টন ওজনের বেগে এটা এই ধাতব মেঝের উপর আছড়ে পড়ে। বাইরে চার-পাশে যে জলাধারগুলি রয়েছে তাতে ধাক্কা লেগে সেই বেগ কেমন করে বৃদ্ধি পেয়ে ছড়িয়ে পড়ে সে তো আপনার জানাই আছে। যন্ত্রটা চলছে ঠিকই, কিন্তু কেমন যেন আটকে যাচ্ছে, যার ফলে যথেষ্ট বেগ সঞ্চারিত হচ্ছে না। আপনি হয় তো ভাল করে দেখে কেমন করে ঐ ত্রুটি দূর করা যায় সেটা আমাদের বলে দিতে পারবেন।"

'তার হাত থেকে বাতিটা নিয়ে যন্ত্রটাকে আগাগোড়া ভাল করে দেখলাম। যন্ত্রটা সত্যি বিরাট, প্রচুর চাপ সঞ্চার করতে সক্ষম। বাইরে গিয়ে লেভারগুলোতে চাপ দিতেই একটা হুশ-হুশ শব্দ হতে লাগল। তাতেই বুঝতে পার-লাম, একটা ছোট ছিদ্রপথে পাশের একটা চোঙ দিয়ে জলটা ঠেলে বেরিয়ে যাচ্ছে। পরীক্ষা করে দেখলাম, একটা চালক-শিকের মাথায় বসানো রবারের চাকতিটা কুঁচকে যাওয়ার গর্তটা ঠিক মত আটকে থাকছে না। এটাই হল চাপ কমে

www.boiRboi.net
boiRboi.net

যাওয়ার কারণ। সঙ্গীদের ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললাম। তারা মনোযোগ দিয়ে শুনল, কি করে তারা সেটা ঠিকঠাক করে নেবে সেবিষয়ে কিছু প্রশ্নও করল। সবকিছু বুঝিয়ে দিয়ে যন্ত্রটার সেই প্রধান ঘরে ফিরে এলাম। নিজের কৌতূহল মেটাবার জন্য সবটা আবার ভাল করে দেখলাম। এক নজরেই স্পষ্ট বোঝা গেল, সাজিমাটির গল্পটা একেবারেই বানানো, কারণ সে ধরনের কাজের জন্য এমন বিরাট একটা যন্ত্র বসানো হয়েছে একথা ভাবাই যায় না। দেওয়ালগুলো কাঠের হলেও মেঝেটা লোহার পাতে তৈরী। সেটা পরীক্ষা করে দেখলাম, তার উপর অনেক ধাতব গুঁড়ো জমে আছে। জিনিসটা সত্যিই কি দেখবার জন্য নীচু হয়ে সেটাকে আঁচড়াতেই জার্মান ভাষায় একটা চীৎকার আমার কানে এল। চেয়ে দেখি, কর্ণেলের বীভৎস মুখ আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

"ওখানে কি করছেন?" সে প্রশ্ন করল।

একটা মস্ত বড় গল্প ফেঁদে আমাকে ঠকানোয় তখন আমার খুব রাগ হয়েছে। বললাম, "আপনাদের সাজিমাটি দেখছি। মনে হচ্ছে, যন্ত্রটা সত্যি কি কাজে ব্যবহার করা হয়েছে জানতে পারলে আমার পক্ষে পরামর্শ দেওয়া সহজ হত।"

www.boiRboi.net

'কথাগুলো বলে ফেলেই আমার বক্তব্যের হঠকারিতায় নিজেরই অনুতাপ হতে লাগল। তার মুখটা তখন শক্ত হয়ে উঠেছে, দুটো ধূসর চোখে ঝলসে উঠেছে হিংসার আগুন।

"খুব ভাল কথা," সে বলল। "যন্ত্রটার সম্পর্কে সবকিছুই আপনি জানতে পারবেন।" বলেই এক পা পিছিয়ে সে ছোট দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে দিয়ে চাবিটা ঘুরিয়ে দিল। ছুটে গিয়ে হাতলটা ঘোরালাম। হাতলটা আটকানো, অনেক টানাটানিতেও এতটুকু নড়ল না। আমি চেঁচিয়ে বললাম, "হ্যালো! হ্যালো! আমাকে বের হতে দিন!"

'তখন সেই স্তব্ধতার মধ্যে এমন একটা শব্দ শুনতে পেলাম যাতে আমার প্রাণটা খাঁচা ছাড়বার উপক্রম করল। লেভারের শব্দ আর ছিদ্রগুলো চোঙের হুশ-হুশ আওয়াজ। সে ইঞ্জিনটা চালিয়ে দিয়েছে। মেঝের পাতটা পরীক্ষা করবার সময় আলোটা যেখানে রেখেছিলাম সেখানেই ছিল। তার আলোয় দেখলাম, কালো সিলিংটা নেমে আসছে,—ধীরে ধীরে, কাঁপতে কাঁপতে, কিন্তু—সেকথা আমার চাইতে বেশী কেউ জানে না—এমন জোরের সঙ্গে যাতে এক মিনিটের মধ্যেই আমাকে দলে-পিষে একেবারে ছাতু করে ফেলবে। আর্তনাদ করে দরজার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম, নখ দিয়ে তালাটাকে আঁচড়াতে লাগলাম। কর্ণেলকে অনুরোধ করলাম দরজা খুলতে, কিন্তু লেভারের ভ্রূক্ষেপহীন কর্কশ আওয়াজে আমার আর্তস্বর ডুবে গেল। সিলিংটা আমার মাথা থেকে আর মাত্র দু'এক ফুট উপরে। হাত তুলে তার শক্ত আবরণ অনুভব করছিলাম। তখন চকিতে আমার মনে হল, শরীরটাকে যেভাবে রাখব তার উপরই মৃত্যুযন্ত্রণার পরিমাণটা নির্ভর করবে। উপুড় হয়ে থাকলে চাপটা পড়বে শিরদাঁড়ার উপর। সে ভয়াবহ অবস্থার কথা মনে হতেই আমি শিউরে উঠলাম। অন্যভাবে থাকলে হয় তো সহজতর হবে, কিন্তু চিৎ হয়ে শুয়ে চোখের সামনে সেই মারাত্মক কালো ছায়াটাকে নেমে আসতে দেখার মত স্নায়ুর জোর আমার আছে কি? আর দাঁড়িয়ে থাকতেও পারছি না। এমন সময় একটা জিনিসের উপর চোখ পড়ায় মনের মধ্যে একটা ক্ষীণ আশার সঞ্চার হল।

'আগেই বলেছি, মেঝে এবং সিলিং লোহার হলেও দেওয়ালটা ছিল কাঠের। দ্রুত চারদিকে চোখ ঘোরাতেই দুটো কাঠের মাঝখানে হলদে আলোর একটা সরু রেখা আমার চোখে পড়ল। ছোট প্যানেলটাকে চাপ দিয়ে পেছনে সরিয়ে দিতে আলোটা ক্রমেই ছড়িয়ে পড়তে লাগল। প্রথমে ভাবতেই পারি নি যে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচবার মত একটা দরজা সেখানে ছিল। পরমুহূর্তেই সেটার ভিতর দিয়ে ঝাঁপ দিয়ে অর্ধ-মূর্ছিত হয়ে ওপারে গিয়ে পড়লাম। প্যানেলটা আবার ঠিক জায়গায় বসে গেল। আর ঠিক সেই-মুহূর্তে বাতিটা চুরমার হওয়ার শব্দে ও তার কয়েক-মুহূর্ত পরেই দুটো ধাতু খণ্ডের ঠোকাঠুকির শব্দেই বুঝতে পারলাম কত অল্পের জন্য আমি বেঁচে গেছি।

'আমার হাত ধরে কেউ প্রাণপণে টানাটানি করাতেই আমার জ্ঞান ফিরে এল। দেখলাম, একটা সরু করিডরের পাথরের মেঝেতে আমি পড়ে আছি, আর একটি স্ত্রীলোক, ঝুঁকে পড়ে বাঁ হাত দিয়ে আমাকে টানছে। তার ডান হাতে একটা মোমবাতি। যার সতর্ক-বাণী বোকার মত প্রত্যাখ্যান করেছিলাম এ সেই দয়ালু বন্ধু।

'হাঁপাতে হাঁপাতে সে বলল, "আসুন! আসুন! মুহূর্তের মধ্যে ওরা এসে পড়বে। দেখবে আপনি সেখানে নেই। আঃ! এ মূল্যবান সময় নষ্ট করবেন না। চলে আসুন।"

'এবার অন্তত তার পরামর্শ উপেক্ষা করলাম না। কোনমতে উঠে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে করিডর দিয়ে ছুটতে ছুটতে একটা ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলাম। তারপর আর একটা চওড়া দালান। সেখানে পৌঁছানমাত্রই কানে এল

অনেক পায়ের শব্দ আর দুটো উচ্চ কণ্ঠস্বর—একটা আমাদের তলায়, অপরটি নীচের তলায়। মহিলা থেমে গিয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। তারপর দরজা খুলে একটা শোবার ঘরে ঢুকে পড়ল। ঘরের জানালা দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছে।

'সে বলল, ''এই আপনার একমাত্র সুযোগ। অনেকটা উঁচু হলেও আপনি হয় তো লাফ দিয়ে নামতে পারবেন।''

'তার কথার সঙ্গে সঙ্গে দালানের শেষ প্রান্তে একটা আলোর রেখা দেখা গেল। দেখলাম, কর্ণেল লাইস্যান্ডার স্টার্ক ছুটে আসছে। তার এক হাতে লণ্ঠন, অপর হাতে একখানা কসাইয়ের ছুরি। ছুটে শোবার ঘরের ওপাশে গিয়ে জানালাটা সম্পূর্ণ খুলে বাইরে তাকালাম। চাঁদের আলোয় বাগানটা শান্ত, মধুর, মনোরম দেখাচ্ছে। ত্রিশ ফুটের বেশী নীচে হবে না। জানালার গোবরাটের উপর উঠেও আমার উদ্ধারকারিণী এবং পশ্চাদ্ধাবনকারী শয়তানদের মধ্যে কি কথা হয় না শোনা পর্যন্ত লাফ দিতে ইতস্তত করতে লাগলাম। তার প্রতি যদি খারাপ ব্যবহার করা হয়, তাহলে যেকোন ঝুঁকি নিয়েও তার সাহায্যে ছুটে যেতেই হবে। একথা ভাবতে না ভাবতে সে দরজার কাছে পৌঁছে তার পাশ দিয়েই অগ্রসর হল। কিন্তু সে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে লোকটাকে থামাতে চেষ্টা করল।

'সে ইংরেজিতে বলে উঠল, ''ফ্রিট্‌জ্‌! ফ্রিট্‌জ্‌! শেষবারের মত তোমার প্রতিজ্ঞা স্মরণ কর। তুমি বলেছিলে এরকম আর হবে না। উনি চুপ করেই থাকবেন। উনি চুপ করেই থাকবেন।''

তার হাতের ভিতর থেকে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করতে করতে সে চীৎকার করে বলে উঠল, ''তুমি আমাদের শেষ করে ফেলবে। ও অনেক কিছু দেখে ফেলেছে। আমি বলছি, আমাকে যেতে দাও।'' মহিলাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে সে জানালার কাছে ছুটে এসে হাতের ধারালো অস্ত্র দিয়ে আমাকে আঘাত করল। আমি তখন ঝুলে পড়েছি। শুধু হাত দুটো রয়েছে গোবরাটের উপর। সেই অবস্থায় আঘাতটা পড়ল। একটা বোবা বেদনা অনুভব করলাম। হাতের মুঠি খুলে গেল। নীচের বাগানে ছিটকে পড়লাম।

'কোনরকম আঘাত না লাগায় উঠে দাঁড়িয়েই প্রাণপণে ঝোঁপ-জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ছুটতে লাগলাম। বুঝতে পারছি, তখনও আমি বিপদ-মুক্ত হই নি। দৌড়তে দৌড়তে হঠাৎ আমার মাথা ঘুরতে লাগল। খুব অসুস্থ বোধ করলাম। হাতটা যন্ত্রণায় দপ্‌দপ্‌ করছে। সেদিকে তাকাতেই সেই প্রথম দেখলাম আমার বুড়ো আঙুলটা একেবারে কেটে গেছে। ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরে পড়ছে। রুমালটা তার চারদিকে বাঁধতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু হঠাৎ কানের ভিতরটা বোঁ-বোঁ করে উঠল। পরমুহূর্তেই অজ্ঞান হয়ে গোলাপবাগের মধ্যে পড়ে গেলাম।

'কতক্ষণ অচেতন অবস্থায় ছিলাম বলতে পারব না। নিশ্চয় অনেকক্ষণ হবে, কারণ যখন জ্ঞান ফিরে পেলাম, তখন চাঁদ ডুবে গেছে, সকালের আলো দেখা দিয়েছে। পোশাক শিশিরে ভিজে গেছে, কাটা বুড়ো আঙুল থেকে রক্ত পড়ে জামার আস্তিন জবজবে হয়ে গেছে। যন্ত্রণার সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্তমধ্যে রাত্রের অভিযানের সব কথা মনে পড়ে গেল। তখনও হয় তো অনুসরণকারীদের হাত থেকে আমি নিরাপদ হই নি এই কথা ভেবে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। কিন্তু চারদিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে দেখলাম, সে বাড়িও নেই, সে বাগানও নেই। বড় রাস্তার ধারে একটা ঝোপের মধ্যে পড়েছিলাম। একটু দূরেই একটা লম্বা বাড়ি। সেখানে পৌঁছে দেখি, গতকাল রাতে যে স্টেশনে এসেছিলাম এটা সেই স্টেশন। হাতের কুৎসিত ক্ষতটা না থাকলে ঐ ক'টি ভয়ংকর ঘণ্টার ঘটনাবলীকে একটা দুঃস্বপ্ন বলেই মনে হত।

'আবিষ্টের মত স্টেশনে গেলাম। সকালের ট্রেনের খোঁজ করলাম। একঘণ্টার মধ্যেই রীডিং-এর গাড়ি আসবে। দেখলাম এখানে পৌঁছবার সময় যে পোর্টারটি ছিল এখনও সেই পোর্টারটিই কর্তব্যরত। সে কখনও কর্ণেল লাইস্যান্ডার স্টার্কের নাম শুনেছে কিনা জিজ্ঞাসা করে জানলাম, নামটা তার কাছে অপরিচিত। কাল রাতে আমার জন্য যে গাড়িটা অপেক্ষা করছিল সেটা সে দেখেছে কি? না, তাও দেখে নি। কাছে কোন থানা আছে কি? সে জানাল তিন মাইল দূরে আছে।

'আমি যেরকম দুর্বল ও অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম, তাতে অতটা পথ যাওয়া সম্ভব নয়। স্থির করলাম, থানায় যাবার আগে শহরে যাব। ছ'টার একটু পরেই শহরে পৌঁছলাম। প্রথমেই গেলাম ক্ষতস্থানের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে। তারপর ডাক্তারই দয়া করে আমাকে এখানে নিয়ে এসেছেন। কেসটা আপনার হাতে তুলে দিচ্ছি। আপনি যা বলবেন তাই করব।'

এই অসাধারণ কাহিনী শুনে দুজনেই কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। তারপর শার্লক হোমস তাকের উপর থেকে একখানা মোটা সাধারণ বই নামাল। এতেই সে সব কাটিং জুড়ে রাখে।

সে বলল, 'এই একটা বিজ্ঞাপন। এটা দেখতে

আপনি আগ্রহী হতে পারেন। প্রায় এক বছর আগে সব সংবাদপত্রে এটা বেরিয়েছিল। শুনুন। "মিঃ জেরেমিয়া হেলিং এ মাসের ৯ই তারিখে নিরুদ্দেশ হয়েছেন। বয়স ২৬, হাইড্রলিক ইঞ্জিনিয়ার। রাত দশটায় বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন। তারপর থেকে কোন খবর নেই। পরনে ছিল" " ইত্যাদি ইত্যাদি। আরে! মনে হচ্ছে সেই কর্ণেল শেষবারের মত তার যন্ত্রটা মেরামত করাতে চেয়েছিল।'

আমার রোগী বলে উঠল, 'হায় ঈশ্বর! মেয়েটির কথার মানেটা বোঝা যাচ্ছে।'

'ঠিক তাই। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে কর্ণেল একজন ঠান্ডা মাথার বেপরোয়া মানুষ। তার খেলার পথে যে বাধা দেবে তাকেই সে সরিয়ে দিতে কৃতসংকল্প। পাকা জলদস্যু যেমন দখলকারী জাহাজের কোন লোককে বাঁচতে দেয় না ঠিক তেমনি। যা হোক, প্রতিটি মুহূর্ত এখন মূল্যবান। কাজেই আপনাদের যদি মত হয় তাহলে আই-ফোর্ডে যাত্রা করবার আগে আমরা এখুনি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে যাব।'

ঘণ্টা তিনেক পরে রীডিং থেকে বার্কশায়ার গ্রামে যাবার পথে আমরা সকলেই ট্রেনে একত্র হয়েছি। শার্লক হোমস, হাইড্রলিক ইঞ্জিনিয়ার, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ইন্স-পেক্টর ব্র্যাডস্ট্রীট, জনৈক সাদা পোশাকের পুলিশ এবং আমি গ্রামাঞ্চলের বারুদ-কারখানার একখানা মানচিত্র আসনের উপর মেলে দিয়ে ব্র্যাডস্ট্রীট তার আঁকার সরঞ্জাম নিয়ে আইফোর্ডকে কেন্দ্র করে একটা বৃত্ত আঁকতে ব্যস্ত।

সে বলল, 'এই তো পেয়েছি। দশ মাইল ব্যাসার্ধ নিয়ে বৃত্তটা আঁকা হয়েছে। স্থানটা এই লাইনের কোথাও হবেই। আপনি তো দশ মাইল বললেন, না স্যার?'

'এক ঘণ্টার পথ।'

'আপনি কি মনে করেন অজ্ঞান অবস্থায় আপনাকে তারা এতটা পথ বয়ে নিয়ে এসেছিল?'

'নিশ্চয়ই তাই। আমার যেন আবছা-আবছা মনে পড়ছে আমাকে তুলে কোথাও নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।'

আমি বললাম, 'আমি বুঝতে পারছি না, বাগানে আপনাকে অজ্ঞান অবস্থায় পেয়েও তারা ছেড়ে দিল কেন। হয় তো স্থানীলোকটির অনুনয়ে তার মন নরম হয়েছিল।'

'সেটা তো সম্ভব বলে মনে হয় না। ওরকম নির্মম মুখ আমি জীবনে দেখি নি।'

ব্র্যাডস্ট্রীট বলল, 'সব ঠিক করে ফেলব। বৃত্তটা তো এঁকেই ফেলেছি, এখন শুধু জানতে হবে, এর ঠিক কোন্ স্থানটিতে বাছাধনদের পাওয়া যাবে।'

হোমস শান্তভাবে বলল, 'আমার তো মনে হয় ঠিক সেই স্থানটিতেই আমি আঙুল রাখতে পারি।'

ইন্সপেক্টর চেঁচিয়ে উঠল, 'বটে! এখনই! আপনি তাহলে ধরে ফেলেছেন। আসুন, পরস্পরের অভিমত মিলিয়ে দেখা যাক। আমি বলছি, দক্ষিণ দিকে, কারণ ঐ অঞ্চলটাই জনবিরল।'

আমার রোগী বলল, 'আমি বলছি পূব দিকে।'

সাদা পোশাকের লোকটি বলল, 'আমার মত—পশ্চিম। ওদিকটায় শান্ত ছোট গ্রাম আছে।'

আমি বললাম, 'আর আমার মত—উত্তর, কারণ সেদিকে কোন পাহাড় নেই, আর আমাদের বন্ধু বলেছেন গাড়িটা কোন সময়ই উপরের দিকে ওঠে নি।'

ইন্সপেক্টর হেসে বলল, 'আরে, প্রত্যেকেরই মত যে ভিন্ন ভিন্ন। আপনি কার স্বপক্ষে ভোট দেবেন?'

'আপনারা সকলেই ভুল করেছেন।'

'কিন্তু সকলেরই তো ভুল হতে পারে না।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, পারে।' বৃত্তটার কেন্দ্রস্থলে আঙুল রেখে সে বলল, 'আমি বলছি—এইখানে। এইখানেই তাকে পাওয়া যাবে।'

হেথার্লি ঢোঁক গিলে বলল, 'তাহলে বারো মাইল গাড়ি চলা।'

'ছ' মাইল যাওয়া, আর ছ' মাইল আসা। এর চাইতে সোজা আর কিছু হতে পারে না। আপনিই তো বলেছেন, যখন গাড়িতে চড়েন ঘোড়াটা তাজা এবং চকচকে ছিল। এই খারাপ রাস্তায় বারো মাইল চলবার পর তা কি সম্ভব?'

ব্র্যাডস্ট্রীট চিন্তিত মুখে বলল, 'এটা একটা কথা বটে। কিন্তু দলটার কাজ নিয়ে তো কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।'

হোমস বলল, 'মোটেই না। ওরা ব্যাপকভাবে জাল মুদ্রা তৈরী করে। আর ঐ যন্ত্রটাকে ব্যবহার করে রুপোর বদলে যে মিশ্র ধাতু ব্যবহার করে সেটা তৈরী করার কাজে।'

ইন্সপেক্টর বলে উঠল, 'ঠিক। কিছুদিন থেকেই আমরা জানতে পেরেছিলাম যে একটা ধূর্ত দল একাজ করে চলেছে। হাজার হাজার আধ ক্রাউন তারা বাজারে ছেড়েছে। রীডিং পর্যন্ত তাদের পাত্তা পেয়েছি, কিন্তু তারপর আর খোঁজ পাই নি। কারণ খুব পাকা হাতে তারা নিজেদের আড়াল করে রেখেছে। ভাগ্য ভাল, এবার বাছাধনদের ঠিক ধরে ফেলব।'

ইন্সপেক্টর ভুল করেছিল। ন্যায়-বিচারের হাতে ধরা পড়বার পাত্র তারা নয়। আইফোর্ড স্টেশনে পৌঁছতে পৌঁছতেই দেখতে পেলাম, গাছপালার পিছনে একটা

বিশাল ধোঁয়ার স্তম্ভ আকাশে কুণ্ডলি পাকিয়ে উঠছে—যেন মস্ত বড় একটা উটপাখির পাখা গ্রামটার উপর ছড়িয়ে আছে।

ট্রেনটা ছেড়ে যেতে ব্র্যাডস্ট্রীট জিজ্ঞাসা করল, 'কোন বাড়িতে আগুন লেগেছে কি?'

স্টেশন মাস্টার বলল, 'হ্যাঁ স্যার।'

'কখন লেগেছিল?'

'শুনলাম রাতেই লেগেছিল, কিন্তু এখন খুব খারাপ অবস্থা, সারা বাড়িটাই জ্বলছে।'

'ওটা কার বাড়ি?'

'ডাঃ বীচারের।'

ইঞ্জিনিয়ার বলে উঠল, 'ডাঃ বীচার কি জার্মান? খুব সর্ খাড়া নাক?'

স্টেশন-মাস্টার হো-হো করে হেসে উঠল, 'না স্যার, ডাঃ বীচার ইংরেজ, এ অঞ্চলে তার চাইতে মোটা ওয়েস্ট-কোট আর কেউ পরে না। কিন্তু তার সঙ্গে একটি ভদ্রলোক থাকে, শুনেছি একটি রোগী, সে বিদেশী, দেখলে মনে হয় একটু বার্কশায়ারমাংস খেলে তার ক্ষতি হবে না।'

স্টেশন-মাস্টারের কথা শেষ হবার আগেই আমরা সকলে অগ্নিকাণ্ডের দিকে ছুটে চললাম। রাস্তাটা একটা নীচু পাহাড়ের উপর উঠলে দেখা গেল, আমাদের সামনে একটা মস্ত বড় চুনকাম-করা বাড়ি; তার প্রতিটি দরজা-জানালা দিয়ে আগুনের শিখা বের হচ্ছে; আর সামনের বাগানে তিনটি আগুন নেভানোর ইঞ্জিন আগুন নেভাবার ব্যর্থ চেষ্টা করে চলেছে।

তীব্র উত্তেজনায় হেথার্লি চেঁচিয়ে উঠল, 'ওই তো! ওই তো কাঁকরবিছানো পথ, আর ওই গোলাপ-ঝাড় যেখানে আমি পড়েছিলাম। ওই দ্বিতীয় জানালা থেকেই আমি লাফ দিয়েছিলাম।'

হোমস বলল, 'হ্যাঁ, তাদের উপর প্রতিশোধ আপনি ভালই নিয়েছেন। এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে আপনার তেলের বাতিটা মেসিনের চাপে ভেঙে গিয়েই কাঠের দেওয়ালে আগুন লেগে যায়। আর আপনাকে তাড়া করতে তারা এতই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল যে যথাসময়ে সেদিকে তারা নজর দিতেই পারে নি। এখন এই ভীড়ের মধ্যে আপনার গত রাতের বন্ধুদের পান কি না একটু খুঁজে দেখুন। অবশ্য আমার আশংকা, এতক্ষণে তারা শ'খানেক মাইল পাড়ি দিয়েছে।'

হোমসের আশংকাই সত্য হয়েছে, কারণ সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত সেই সুন্দরী স্ত্রীলোক, শয়তান জার্মান বা বিষণ্ণ ইংরেজ—কারও সম্পর্কে একটি কথাও শোনা যায় নি। সেদিন খুব ভোরে জনৈক কৃষক দেখেছে, কয়েকজন যাত্রী ও কয়েকটা ভারি বাক্স নিয়ে একখানা গরুর গাড়ি রীডিং-এর দিকে ছুটে গেছে; কিন্তু তার পরেই পলাতকদের সব চিহ্ন সম্পূর্ণ মুছে গেছে। এমন কি হোমসের কলা-কৌশল ও তাদের গতিবিধি সম্পর্কে কোন সূত্র আবিষ্কার করতে ব্যর্থ হয়েছে।

অগ্নি-নির্বাপক দলের লোকেরা বাড়ির ভিতরকার বিস্ময়কর, সব ব্যবস্থাদি দেখে বিচলিত বোধ করেছে। আরও বেশী বিচলিত হয়েছে তিনতলার জানালার গোবরাটের উপর একটা সদ্য-ছিন্ন বুড়ো আঙুল দেখতে পেয়ে। সূর্যাস্ত নাগাদ তাদের চেষ্টা ফলবতী হল। আগুন নিভল। কিন্তু তার আগেই বাড়ির ছাদটা ভেঙে পড়েছে এবং সমস্ত স্থানটা এমন একটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে যে, যে-যন্ত্রটার জন্য আমাদের ভাগ্যহীন নব-পরিচিত লোকটিকে এতখানি মূল্য দিতে হয়েছিল, মাত্র কয়েকটি দুমড়ানো চোঙ আর লোহার পাইপ ছাড়া তার আর কোন চিহ্নই ছিল না। বাইরের একটা ঘরে বিপুল পরিমাণ নিকেল এবং টিন মজুত থাকলেও পূর্বে উল্লেখিত বড় বড় বাক্সগুলির ভিতরে রাখবার মত কোনরকম মুদ্রাই সেখানে পাওয়া গেল না।

আমাদের হাইড্রলিক ইঞ্জিনীয়ার কেমন করে বাগান থেকে এতটা পথ দূরে চলে এসেছিল যেখানে প্রথম তার জ্ঞান ফিরে আসে, সেটা হয় তো চিরদিন রহস্যাবৃতই থেকে যেত যদি না একটা নরম টিপি একটা সরল গল্প আমাদের বলত। স্পষ্টই বোঝা গেল, দুটি মানুষ তাকে বয়ে নিয়ে গিয়েছিল, একজনের পা দুটো খুব ছোট, অপর জনের পা দুটো অস্বাভাবিক রকমের বড়। মোটের উপর এটা খুবই সম্ভব যে নিঃশব্দ ইংরেজটি তার সঙ্গীর তুলনায় কম সাহসী এবং কম মারাত্মক হওয়ায় অজ্ঞান মানুষটিকে বিপদমুক্ত করতে স্ত্রীলোকটিকে সাহায্য করেছিল।

লণ্ডনে ফিরে যাবার জন্য যার যার আসনে বসতেই ইঞ্জিনীয়ার দুঃখের সঙ্গে বলে উঠল, 'দেখুন, আমার খুব লাভ হল বটে। বুড়ো আঙুলটা গেল, পঞ্চাশ গিনি ফি-ও গেল। কিন্তু পেলাম কি?'

হোমস হেসে বলল, 'অভিজ্ঞতা। আপনি জানেন, তার পরোক্ষ মূল্য অনেক। শুধু তাকে ভাষায় প্রকাশ করবেন, তাহলেই জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলিতে রমণীর সঙ্গী হিসাবে আপনার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে।'

www.boiRboi.net

উদার চিরকুমার
The noble bachelor

যে সম্মানিত সমাজে দুর্ভাগিনী কনেটিকে বাস করতে হয়, তাদের মধ্যে লর্ড সেণ্ট সাইমনের বিবাহ ও তার আশ্চর্য পরিণতি নিয়ে আলোচনা অনেকদিন বন্ধ হয়ে গেছে। নতুনতর কুৎসা এসে তাকে ঢেকে দিয়েছে, তার তীক্ষ্ণতর বিবরণ এসে মুখরোচক গাল-গল্পকে এই চার বছরের পুরনো নাটক থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে। যেহেতু আমি বিশ্বাস করি যে সম্পূর্ণ তথ্য জনসাধারণের কাছে প্রকাশিত হয় নি, এবং যেহেতু সে রহস্য-সমাধানের ব্যাপারে আমার বন্ধু শার্লক হোমসের অনেকখানি অংশ ছিল, সেই হেতু সেই উল্লেখযোগ্য ঘটনার একটা ছোট বিবরণ লিপিবদ্ধ না করলে তার স্মৃতি-কথা সম্পূর্ণ হতে পারে না।

আমার বিয়ের কয়েক সপ্তাহ আগেকার কথা। তখনও আমি বেকার স্ট্রীটে হোমসের সঙ্গে একই বাসায় থাকি। একদিন সান্ধ্য-ভ্রমণ সেরে বাসায় ফিরে সে দেখল, টেবিলের উপর তার জন্য একখানা চিঠি আছে। আমি সারাদিন বাসায়ই ছিলাম। আবহাওয়া হঠাৎ বর্ষার দিকে ঝুঁকেছে আর হেমন্তের বাতাস বেশ জোরে বইতে শুরু করেছে। ফলে আমার আফগান অভিযানের স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে যে বুলেটটা দেহের মধ্যে নিয়ে ফিরেছি সেটাও মাঝে মাঝেই মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। একটা আরাম কেদারায় শরীর ও আরেকটায় পাদুটো রেখে একগাদা খবরের কাগজ নিয়ে পড়েছিলাম। শেষটায় দিনের খবর গিলে গিলে বিরক্ত হয়ে সবগুলোকে একপাশে সরিয়ে রেখে টেবিলের উপরে রাখা খামখানার মস্তবড় প্রতীকচিহ্ন ও মোহরের উপর চোখ রেখে অলসভাবে ভাবছিলাম, আমার বন্ধুর এই মহান পত্রলেখক কে হতে পারে।

সে ঘরে ঢুকতেই বলে উঠলাম, 'এই একখানা খুব সৌখিন চিঠি। যতদূর মনে পড়ে, সকালের ডাকে তো চিঠি এসেছে একজন জেলে আর একজন জোয়ার পরীক্ষকের কাছ থেকে।'

সে হেসে বলল, 'হ্যাঁ, আমার চিঠি-পত্রে একটা বৈচিত্র্যের আমেজ থাকে আর যেগুলো সাধারণ মানুষের কাছ থেকে আসে সেগুলিই বেশী আকর্ষণীয়। দেখে মনে হচ্ছে এটা তো সেই সব অবাঞ্ছিত সামাজিক নিমন্ত্রণের অন্যতম যেগুলি মানুষ হয় গ্রহণ করে বিরক্ত হয়, আর না হয় মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করে।'

সিল ভেঙ্গে সে চিঠিখানা পড়তে লাগল।

'আরে, দ্যাখ, এটাতে হয় তো কিছুটা আকর্ষণ থাকতে পারে।'

'তাহলে সামাজিক নয়?'

'না, পরিষ্কার ব্যবসায়িক।'

'কোন মহান মক্কেলের কাছ থেকে?'

'ইংলণ্ডের মহত্তমদের অন্যতম।'

'তোমাকে অভিনন্দন জানাই বন্ধু।'

'ওয়াটসন, কোনরকম ভান না করেই তোমাকে বলছি, আমার মক্কেলের পদমর্যাদা অপেক্ষা তার কেসের আকর্ষণই আমার কাছে বড়। মনে হচ্ছে, এই নতুন তদন্তের কাজে সেটার অভাব হবে না। তুমি তো অনেকক্ষণ যাবৎ বেশ পরিশ্রম করেই খবরের কাগজ পড়ছিলে, তাই না?'

ঘরের কোণে এক বাণ্ডিল কাগজ দেখিয়ে আমি অনুতাপের সুরে বললাম, 'সেইরকম তো মনে হচ্ছে। আর কিছুই করবার ছিল না।'

'ভাগ্য ভাল, তুমি হয় তো আমাকে খবরগুলো জানাতে পারবে। অপরাধের খবর আর শোক-সংবাদ ছাড়া আর কিছুই আমি পড়ি নি। শেষেরটা খুবই শিক্ষাপ্রদ। কিন্তু সাম্প্রতিক খবরগুলি যদি তুমি ঠিক মত অনুধাবন করে থাক তাহলে লর্ড সেণ্ট সাইমন ও তার বিয়ের খবর নিশ্চয়ই পড়েছ?'

'ও হ্যাঁ, গভীর আগ্রহের সঙ্গেই পড়েছি।'

'ভাল কথা। আমার হাতের এই চিঠিটা লর্ড সেণ্ট সাইমনের কাছ থেকে এসেছে। আমি তোমাকে চিঠিটা পড়ে শোনাব; বিনিময়ে তুমি সবগুলি খবরের কাগজ পড়ে এতদসংক্রান্ত যা কিছু সব আমাকে জানাবে। তিনি লিখেছেন:

প্রিয় মিঃ শার্লক হোমস,

লর্ড ব্যাকওয়াটার আমাকে বলেছেন যে আপনার বিচার ও বিবেচনার উপর আমি পূর্ণ আস্থা রাখতে পারি। তাই আমি স্থির করেছি আপনার সঙ্গে দেখা করে আমার বিবাহের ব্যাপারে যে বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটেছে সেবিষয়ে আলোচনা করব। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের মিঃ লেস্ট্রেড ব্যাপারটা হাতে নিয়েছেন; কিন্তু তিনি আমাকে জানিয়েছেন যে আপনার সহযোগিতায় তাঁর কোন আপত্তি নেই, বরং তিনি মনে করেন তাতে ভালই হবে। বিকেল চারটের সময় আপনার সঙ্গে দেখা করব। সেই সময় আপনার অন্য কোন কাজ থাকলে আশাকরি সেটা মুলতুবি রাখবেন, কারণ এ ব্যাপারটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

আপনার বিশ্বস্ত
রবার্ট সেণ্ট সাইমন

www.boiRboi.net
boiRboi.net

'গ্রসভেনর ম্যানসন' থেকে চিঠিটা পালকের কলমে লেখা। দুর্ভাগ্যক্রমে মাননীয় লর্ডের ডান হাতের কণিষ্ঠায় বাইরের দিকে কালির ছোপ লেগে গিয়েছিল' ; চিঠিখানা ভাঁজ করতে করতে হোমস বলল।

'লিখেছেন চারটেয়। এখন তিনটে বাজে। এক ঘণ্টার মধ্যেই তিনি এসে পড়বেন।'

'তাহলে তোমার সহায়তায় এবিষয়ে স্পষ্ট ধারণা করে নেবার মত সময় হাতে আছে। খবরের কাগজগুলো উল্টে কালানুক্রমিকভাবে প্রয়োজনীয় অংশগুলোকে সাজাও। ততক্ষণে দেখে নিচ্ছি আমাদের মক্কেলটি কে।' ম্যান্টেল-পিসের পাশ থেকে একটা লাল-মলাটের বই সে তুলে নিল। তারপর চেয়ারে বসে হাঁটুর উপরে বইখানা মেলে ধরে সে বলল, 'এই তো তিনি। রবার্ট ওয়ালসিংহাম ডি ভেরে সেন্ট সাইমন, ডিউক অব ব্যালমোরালের দ্বিতীয় পুত্র। তার বয়স একচল্লিশ বছর, বিয়ের পক্ষে উপযুক্ত বয়স। প্রাক্তন মন্ত্রিসভায় উপনিবেশ দপ্তরের উপ-সচিব ছিলেন। তার বাবা ডিউক একসময়ে পররাষ্ট্র দপ্তরের সচিব ছিলেন। প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারসূত্রে তাঁরা পেয়েছেন প্ল্যান্টাজেনেট বংশের রক্ত, আর অন্য দিক থেকে টিউডর বংশের। না, এসবের মধ্যে জ্ঞাতব্য তথ্য কিছু নেই। ওয়াটসন, ভাল-রকম তথ্যের জন্য দেখছি তোমার উপরেই নির্ভর করতে হচ্ছে।'

আমি বললাম, 'প্রত্যাশিত তথ্য আহরণে আমার বিশেষ অসুবিধা হবে না, কারণ ঘটনাগুলি সাম্প্রতিক-কালের এবং ব্যাপারটাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তোমার হাতে অন্য একটা তদন্তের কাজ ছিল, আর একটা কাজের মধ্যে অন্য কাজ ঢুকিয়ে দেওয়া তুমি পছন্দ কর না, তাই এ ব্যাপারে তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ভয় পেয়েছিলাম।'

'ওহো, গ্রসভেনর স্কোয়ারের আসবাবের গাড়ির ছোট সমস্যাটার কথা বলছ। সেটার সমাধান হয়ে গেছে—আর প্রথম থেকেই ব্যাপারটা স্পষ্টই ছিল। এখন দয়া করে তোমার সংবাদপত্র নির্বাচনের ফলাফলটা দাও।

'এই হচ্ছে প্রথম বিজ্ঞপ্তি। কয়েক সপ্তাহ আগেকার তারিখের "মর্নিং পোস্ট"-এর ব্যক্তিগত স্তম্ভে প্রকাশিত হয়েছিল। লেখা আছে, "ডিউক অব ব্যালমোরালের দ্বিতীয় পুত্র লর্ড রবার্ট সেণ্ট সাইমনের সঙ্গে ইউ, এস, এ, ক্যাল, সানফ্রান্সিস্কোর এলয়সিয়াস ডোরান এস্কোয়ারের একমাত্র কন্যা মিস্ হ্যাটি ডোরানের বিবাহ স্থির হইয়াছে এবং গুজব যথার্থ হইলে শীঘ্রই সম্পন্ন হইবে।" এই সব।'

দীর্ঘ সরু পা দুটো আগুনের দিকে ছড়িয়ে দিয়ে হোমস বলল, 'সংক্ষিপ্ত এবং সঠিক।'

'ঐ একই সপ্তাহের একটি অভিজাত পত্রিকায় এর একটি বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল। এই তো পেয়েছি। "বিবাহের বাজারে শীঘ্রই রক্ষাকবচের দাবি উঠবে, কারণ বর্তমানের খোলা বাজার নীতি আমাদের দেশীয় মালের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতেছে। একের পর এক গ্রেট ব্রিটেনের সম্ভ্রান্ত পরিবারসমূহের পরিচালনার ভার আটলান্টিকের অপর প্রান্ত হইতে আগত সুন্দরী ভগ্নীদের হাতে চলিয়া যাইতেছে। এই মনোরমা আক্রমণকারিণীরা যে সমস্ত পুরস্কার বহন করিয়া লইয়া গিয়াছে তাহার তালিকায় বিগত সপ্তাহে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার যোগ করা হইয়াছে। কুড়ি বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া ছোট দেবতাটির তীর হইতে আত্মরক্ষা করিবার পর লর্ড সেণ্ট সাইমন এখন ক্যালিফোর্নিয়ার জনৈক লক্ষপতির মনোরমা কন্যা মিস্ হ্যাটি ডোরানের সহিত তাঁহার আসন্ন বিবাহের কথা সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়াছেন। মিস্ ডোরান পিতার একমাত্র কন্যা। ওয়েস্ট-বেরি হাউসের উৎসবে তাহার কমনীয় দেহলতা এবং রমণীয় মুখ অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শোনা যাইতেছে, তাহার বিবাহের যৌতুক ছয় অংকের উপরে উঠিবে ; ইহা ছাড়া ভবিষ্যতে আরও আশা তো আছেই। এ গোপন কথা সকলেই জানে যে গত কয়েক বৎসরের মধ্যেই ডিউক অব ব্যালমোরাল তাহার ছবিগুলি বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছেন ; যেহেতু বার্চমুরের ছোট একটি জমিদারী ছাড়া লর্ড সেণ্ট সাইমনের আর কোন নিজস্ব সম্পত্তি নাই, সেই হেতু একথা সহজেই বোঝা যায়, যে-বিবাহ বন্ধনের দ্বারা ক্যালিফোর্নিয়ার উত্তরাধিকারিণী অতি অনায়াসে রিপাব্লি-ক্যান মহিলা হইতে একজন বৃটিশ নাগরিকায় রূপান্তরিত হইবেন এবং তাহার ফলে একমাত্র তিনিই লাভবান হইবেন না।"

হোমস হাই তুলতে তুলতে বলল, 'আর কিছু আছে ?'

'নিশ্চয় ; প্রচুর আছে। 'মর্নিং পোস্ট'-এর আর একটি মন্তব্যে বলা হয়েছে, বিবাহ-অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ অনাড়ম্বর-ভাবে হবে, হ্যানোভার স্কোয়ারে সেণ্ট জর্জে হবে, মাত্র আধ-ডজন বিশিষ্ট বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করা হবে, এবং বিয়ের পরে সকলেই লাংকাস্টার গেটে মিঃ এলয়সিয়াস ডোরানের সুসজ্জিত নতুন বাড়িতে ফিরে যাবে। দু'দিন পরে—মানে গত বুধবারে—একটা সংক্ষিপ্ত ঘোষণা দেখা যাচ্ছে, বিয়ে হয়ে গেছে এবং লর্ড ব্যাকওয়াটারের পিটার্সফিল্ডের

নিকটস্থ বাড়িতে মধুচন্দ্রিকা যাপন করা হবে। কনের নিরুদ্দেশের আগে এই বিজ্ঞপ্তিগুলিই বেরিয়েছে।'

চমকে হোমস প্রশ্ন করল, 'কিসের আগে বললে?'

'মহিলাটির নিরুদ্দেশ হবার।'

'কখন সে নিরুদ্দেশ হল?'

'প্রাতরাশের সময়।'

'বটে! ব্যাপারটা তো বেশ আকর্ষণীয় মনে হচ্ছে, বেশ নাটকীয়।'

'হ্যাঁ; আমার কাছেও অসাধারণ বলে মনে হয়েছে।'

'অনুষ্ঠানের আগে অনেকে উধাও হয়; কখনও মধুচন্দ্রিকার সময়েও হয়। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি উধাও হবার আর কোন ঘটনা স্মরণ করতে পারছি না। দয়া করে বিস্তারিত বিবরণ বল।'

'আগেই সতর্ক করে দিচ্ছি; বিবরণ খুবই অসম্পূর্ণ।'

'হয় তো আমরা সে অসম্পূর্ণতা কিছুটা কমাতে পারব।'

'গতকালের একটা প্রাতঃকালীন সংবাদপত্রের একটি প্রবন্ধে সমস্ত ব্যাপারটা তুলে ধরা হয়েছে। তার শিরোনাম "সৌখিন বিবাহে অসাধারণ ঘটনা।" প্রবন্ধটা পড়ে শোনাচ্ছি:

www.boiRboi.net

"লর্ড রবার্ট সেণ্ট সাইমনের বিবাহকে কেন্দ্র করিয়া যেসব বিস্ময়কর ও বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটিয়াছে তাহাতে তাহার পরিবার এক মহা আতংকে নিপতিত হইয়াছে। গতকল্যকার সংবাদপত্রেই ঘোষণা করা হইয়াছে যে পূর্ব দিন সকালে অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। অথচ যে সমস্ত গুজব প্রতিনিয়তই ছড়াইতেছিল এইমাত্র তাহার সমর্থন পাওয়া গেল। বন্ধুরা ব্যাপারটা চাপা দেবার চেষ্টা করিলেও জনসাধারণের মনোযোগ এই ঘটনার প্রতি এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছে যে সকলের আলোচনার বস্তু এই ঘটনাকে চাপা দিয়ে কোন সুফল পাওয়া যাইবে না।

"হ্যানোভার স্কোয়ারে সেণ্ট জর্জ গীর্জায় সম্পন্ন এই অনুষ্ঠান খুবই অনাড়ম্বরে হইয়াছে। কনের পিতা মিঃ এলয়সিয়াস ডোরান, ব্যালমোরাণের ডাচেস, লর্ড ব্যাকওয়াটার, লর্ড ইউস্টেস ও লেডি ক্লারা সেণ্ট সাইমন (বরের ছোট ভ্রাতা ও ভগ্নি) এবং লেডি এলিসিয়া হুইটিংটন ছাড়া আর কেহই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না। তারপর সকলেই ল্যাংকাস্টার গেটে মিঃ এলয়সিয়াস ডোরানের বাড়িতে যান। সেখানে প্রাতরাশের ব্যবস্থা হইয়াছিল। শোনা যাইতেছে যে সেইখানে জনৈকা স্ত্রীলোক কিঞ্চিৎ গোলযোগের সৃষ্টি করে। স্ত্রীলোকটির নাম জানা যায় নাই, কিন্তু লর্ড সেণ্ট সাইমনের উপর তাহারও কিঞ্চিৎ দাবী আছে এই কথা বলিয়া সে বাড়িতে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে। অনেকক্ষণ ধরিয়া গোলমাল চলিবার পরে খানসামা ও সহিস মিলিয়া তাহাকে বাহির করিয়া দেয়। সৌভাগ্যক্রমে এই অবাঞ্ছিত ঘটনার পূর্বেই কনে বাড়িতে প্রবেশ করিয়াছিল এবং সকলের সংগে প্রাতরাশেও বসিয়াছিল, হঠাৎ সে অসুস্থতার কথা বলিয়া তাহার ঘরে চলিয়া যায়। অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে ফিরিয়া না আসায় কিছু কথা ওঠায় তাহার পিতা সেই ঘরে গিয়া পরিচারিকার নিকট শুনিতে পায় যে, সে ক্ষণমাত্র সময়ের জন্য ঘরে ঢুকিয়ে আলস্টার ও বনেটটি লইয়া দ্রুত বাহির হইয়া গিয়াছে। একজন সহিস জানায় যে ঐ রকম পোশাক-পরা জনৈক মহিলাকে সে বাড়ি হইতে চলিয়া যাইতে দেখিয়াছে; কিন্তু সে যে কনে তাহা সে স্বীকার করে না। সে ভাবিয়াছিল, বরযাত্রীদলের কেহ হইবে। কন্যা নিরুদ্দেশ হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া মিঃ এলয়সিয়াস ডোরান জামাতার সংগে পরামর্শ করিয়া পুলিশে খবর দেন। পুলিশ জোর তদন্ত চালাইতেছে এবং শীঘ্রই এই অসাধারণ ঘটনার কিনারা হইয়া যাইবে। অবশ্য গতকাল অধিক রাত্রি পর্যন্তও নিরুদ্দিষ্ট মহিলার গতিবিধি জানা যায় নাই। এবিষয়ে কোন অসদুদ্দেশ্যের গুজবও শোনা যাইতেছে। ঈর্ষাবশত বা অপর কোন উদ্দেশ্যে কনের এই বিস্ময়কর নিরুদ্দেশ ঘটাইয়াছে এরূপ সন্দেহে পুলিশ নাকি গোলযোগের সূত্রপাতকারিণী সেই স্ত্রীলোকটিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।"

'এই কি সব?'

'আর একটি প্রাতঃকালীন কাগজে আরও একটি অর্থপূর্ণ খবর আছে।'

'খবরটা কি?'

'গোলযোগ সৃষ্টিকারিণী মিস ফ্লোরা মিলার সত্য সত্যই গ্রেপ্তার হয়েছে। মনে হয়, একসময় সে "এলগ্রো"-তে নর্তকী ছিল এবং কয়েক বছর যাবৎ বরকে চিনত। আর কোন বিবরণ পাওয়া যায় নি। সমস্ত কেসটা এখন তোমার হাতে,—অন্তত সংবাদপত্রগুলিতে সেইরকমই মন্তব্য করা হয়েছে।'

'বেশ আকর্ষণীয় কেস বলেই মনে হচ্ছে। কোন কিছুর জন্যই এ কেস আমি হাতছাড়া করতাম না। কিন্তু ওয়াটসন, ঘণ্টাটা বাজছে, আর ঘড়িতেও চারটে বেজে কয়েক মিনিট। নিশ্চয়ই আমাদের মাননীয় মক্কেল। এ ঘর থেকে চলে যাবার কথা স্বপ্নেও ভেবো না ওয়াটসন। অন্তত

আমার স্মৃতিশক্তিকে সাহায্য করবার জন্যও একজন সাক্ষী আমার চাই।'

দরজা খুলে ছোকরা চাকরটা ঘোষণা করল, 'লর্ড রবার্ট সেণ্ট সাইমন।' একজন ভদ্রলোক ঘরে ঢুকল। মনোরম, সংস্কৃতিসিন্ধ মুখ, একটু বা মলিন, নাকটা উঁচু, ঠোঁটের কাছটায় একটু রুষ্ট ভাব। চোখ দুটি স্থির, পুরোপুরি খোলা। দেখেই মনে হয়, এ লোক আদেশ করতেই অভ্যস্ত এবং সে আদেশ পালিতও হয়। হাব-ভাবে চটপটে তবু তার চেহারায় কেমন একটা বয়সের ছাপ পড়েছে ; সামনে একটু ঝুঁকে চলে এবং হাঁটুটা একটু যেন বেঁকে যায়। টুপিটা খুলতেই দেখা গেল, মাথার চুলেও নীচের দিকটা পাক ধরেছে এবং মাথার উপরে ফাঁকা হয়ে এসেছে। পোশাকের সযত্ন বিন্যাসে বিলাসিতার ছোয়াচ– উঁচু কলার, কালো ফ্রক-কোট, সাদা ওয়েস্টকোট, হলুদ দস্তানা, পেটেণ্ট-লেদারের জুতো আর হাল্কা রঙের মোজা। সে ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে ঢুকল। মাথাটা বাঁ থেকে ডাইনে ঘোরালো। সোনার চশমার সুতোটা ডান হাতে দোলাতে লাগল।

দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানিয়ে হোমস বলল, 'শুভ দিন লর্ড সেণ্ট সাইমন। দয়া করে বসুন। ইনি আমার বন্ধু ও সহকারী ডাঃ ওয়াটসন। আগুনের কাছে এগিয়ে বসুন, তারপর কথাবার্তা হোক।'

'মিঃ হোমস, নিশ্চয় বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা আমার পক্ষে খুবই বেদনাদায়ক। বড়ই আঘাত পেয়েছি। শুনেছি এই ধরনের কয়েকটি ব্যাপারের সুরাহা করেছেন।' অবশ্য এই ধরনের উঁচু সমাজের ব্যাপারে সেগুলি নয়।'

'না, আমি বরং নীচে নামছি।'

'আবার বলুন।'

'আমার সর্বশেষ মক্কেল একজন রাজা।'

'বটে! আমি জানতাম না। কোন দেশের রাজা?'

'স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার রাজা।'

'সে কি! তারও কি স্ত্রী হারিয়েছিল নাকি?'

হোমস ভদ্রভাবে বলল, 'আপনি নিশ্চয়ই চান, আপনার বেলায় যে গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি আমি দিয়েছি, অন্য মক্কেলের বেলাতেও সে গোপনীয়তা রক্ষা করেই চলব।'

'নিশ্চয়! ঠিক! খুব ঠিক কথা। আমি ক্ষমা চাইছি। আমার কেস সম্পর্কে আপনি যা কিছু জানতে চাইবেন সব জানাতে আমি প্রস্তুত।'

'ধন্যবাদ। খবরের কাগজে যতটা বেরিয়েছে তা জেনেছি, কিন্তু তার বেশী কিছু নয়। মনে হচ্ছে সেসবই সত্য বলে ধরে নিতে পারি,—ধরুন, কনের নিরুদ্দেশ সম্পর্কে এই প্রবন্ধটা।'

লর্ড সেণ্ট সাইমন সেটার উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, যতটা লেখা হয়েছে তা ঠিক।'

'কিন্তু একটা মতামত দেবার আগে আমার যে আরও কিছু জানা দরকার। আমি মনে করি, আপনাকে প্রশ্ন করেই আমি সব তথ্য সরাসরি জানতে পারব।'

'বেশ তো, প্রশ্ন করুন।'

'মিস হ্যাটি ডোরানের সঙ্গে আপনার কবে প্রথম দেখা হয়?'

'এক বছর আগে, সানফ্রান্সিস্কোতে।'

'আপনি কি যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ করছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'তখন কি আপনাদের বিয়ের কথা হয়েছিল?'

'না।'

'কিন্তু আপনাদের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল তো?'

'তার সঙ্গ আমাকে আনন্দ দান করত, আর সেটা সে বুঝত।'

'তার বাবা খুব ধনবান।'

'সে বলেছিল, প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ধনীশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।'

'কিভাবে এত টাকা তার হল?'

'খনির দৌলতে। কয়েক বছর আগে তাঁর কিছুই ছিল না। তারপর সোনার সন্ধান পেলেন, টাকা ঢাললেন, আর লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে গেলেন।'

'আচ্ছা, এই তরুণী সম্পর্কে—মানে আপনার স্ত্রীর চরিত্র সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?'

সম্ভ্রান্ত লোকটি চশমাটাকে আরও জোরে দোলাতে দোলাতে আগুনের দিকে তাকিয়ে রইল। বলল, 'দেখুন মিঃ হোমস, বাবা ধনী হবার আগেই আমার স্ত্রী বিশ বছরে পা দিয়েছিল। সেই সময় সে খনির শিবিরে ইচ্ছামত ঘুরে বেড়াত, পাহাড়-পর্বত-জঙ্গলে ছুটোছুটি করত ; কাজেই তার শিক্ষাদীক্ষা স্কুল-মাস্টারের পরিবর্তে প্রকৃতির কাছেই হয়েছে। ফলে ইংলণ্ডে যাকে আমরা উচ্ছৃংখল মেয়ে বলি সে তাই,—শক্তপোক্ত, উদ্দাম ও অবাধ, সর্বপ্রকার বিধি-নিষেধ হতে মুক্ত। সে উদ্দাম—আগ্নেয়গিরিসদৃশই বলতে চাই। অতি দ্রুত সে মনস্থির করতে পারে এবং সিদ্ধান্তকে কার্যে পরিণত করতে সে ভয়হীন। অপর দিকে, অন্তরের দিক থেকে সে একটি মহীয়সী মহিলা একথা মনে না

করলে কিছুতেই আমার সম্মানিত নামের সঙ্গে তার নাম যুক্ত করতাম না (এইখানে সে একটু রাজকীয় কাশি কাশল)। আমি বিশ্বাস করি শৌর্যপূর্ণ আত্মত্যাগে সে সক্ষম এবং অসম্মানজনক সবকিছুর প্রতি সে বিতৃষ্ণ।'

'তার ফটোগ্রাফ আপনার কাছে আছে?'

'সঙ্গে নিয়েই এসেছি।' একটা লকেট খুলে একটি সুন্দরী নারীর একখানি মুখের ছবি আমাদের দেখাল। ফটোগ্রাফ নয়, হাতির দাঁতের উপর আঁকা। উজ্জ্বল কালো চুল, বড় বড় কালো চোখ, সুন্দর মুখশ্রী—সব কিছুই শিল্পী সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। হোমস আগ্রহের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে লকেটটা দেখল। তারপর লকেটটা বন্ধ করে লর্ড সাইমনকে ফিরিয়ে দিল।

'তারপর তরুণী লণ্ডনে এলেন এবং নতুন করে আপনাদের পরিচয় হল?'

'হ্যাঁ, তার বাবা লণ্ডনের গত মরশুমের সময় তাকে এখানে নিয়ে আসেন; বারকতক আমাদের দেখা হয়, বিয়ের কথাবার্তা হয় এবং তাকে বিয়ে করি।'

'শুনেছি, তিনি বেশ মোটা রকম যৌতুক নিয়ে এসেছেন।'

'যৌতুক ভালই। আমাদের পরিবারের যেরকম হয়ে থাকে তার চাইতে বেশী নয়।'

'অবশ্য সেটা আপনারই থাকছে, কারণ বিয়েটা তো হয়েই গেছে?'

'আমি কিন্তু সত্যি সেবিষয়ে কোনরকম খোঁজ-খবর করি নি।'

'না করাই স্বাভাবিক। বিয়ের আগের দিন কি মিস্ ডোরানের সঙ্গে আপনি দেখা করেছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'তার মন ভাল ছিল?'

'এত ভাল আর কখনও ছিল না। ভবিষ্যৎ জীবনে আমরা কি করব সেবিষয়ে অনেক কথাই সে বলেছিল।'

'বটে। খুবই ইণ্টারেস্টিং। আচ্ছা, বিয়ের দিন সকালে?'

যথাসম্ভব ভালই ছিল—অন্ততঃ অনুষ্ঠানের পর পর্যন্ত!'

'তার পর কি তার মধ্যে কোনরকম পরিবর্তন দেখেছিলেন?'

'দেখুন, সত্য কথা বলতে কি, তারপরই প্রথম সেইসব লক্ষণ দেখলাম যাতে বোঝা যায় যে তার মেজাজ কিছুটা চড়া হয়েছে। ঘটনাটা অবশ্য এত তুচ্ছ যে উল্লেখ করবার মত নয় এবং সম্ভবত এ কেসের সঙ্গে তার কোন যোগও নেই।'

'তাহলেও দয়া করে বলুন।'

'আরে, খুবই ছেলেমানুষি ব্যাপার। গীর্জার মণ্ডপের দিকে যাবার সময় তার হাত থেকে ফুলের তোড়াটা পড়ে যায়। সে তখন সবে প্রথম সারির কাছে পৌঁচেছে, তাই সেটা আসনের নীচেই পড়ে। সামান্য দেরী হল। তারপরই জনৈক ভদ্রলোক তোড়াটা তুলে তার হাতে দিল। তোড়াটার কিছুই হয় নি। তথাপি যখন তাকে তোড়াটা কেমন করে পড়ল জিজ্ঞাসা করলাম তখনই সে যেন কেমন আচমকা জবাব দিল। তারপর গাড়িতে বাড়ি ফিরবার পথেই তাকে এই তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে খুব উত্তেজিত মনে হল।

'বটে! প্রথম সারিতে একটি ভদ্রলোক ছিলেন বলছেন। তাহলে অনিমন্ত্রিত লোকও সেখানে ছিল?'

'তা তো ছিলই। গীর্জা খোলা থাকলে তো আর অন্য লোকের ঢোকা বারণ করা যায় না।'

'ভদ্রলোকটি আপনার স্ত্রীর কোন বন্ধু নয় তো?'

'না না; আমি সৌজন্যের খাতিরে ভদ্রলোক বলছি, আসলে অতি সাধারণ একটি মানুষ। তাকে আমি ভাল করে দেখিও নি। কিন্তু আমরা বোধহয় মূল বক্তব্য থেকে অনেকটা সরে এসেছি।'

'বোঝা যাচ্ছে যেরকম উৎফুল্ল হৃদয়ে লেডি সেণ্ট সাইমন বিবাহ-অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে সে মন নিয়ে তিনি ফেরেন নি। বাবার বাড়িতে ফিরে তিনি কি করলেন?'

'পরিচারিকার সঙ্গে কথা বলতে দেখেছিলাম।'

'পরিচারিকাটি কে?'

'তার নাম এলিস। সে আমেরিকান, ক্যালিফোর্নিয়া থেকে তার সঙ্গেই এসেছিল।'

'খুব বিশ্বাসী?'

'একটু অতিরিক্ত বিশ্বাসী। আমার মনে হত, মনিব তাকে একটু বেশী স্বাধীনতাই দিয়ে থাকে। অবশ্য আমেরিকাতে এসব ব্যাপারকে লোকে অন্য চোখে দেখে।'

'এলিসের সঙ্গে তিনি কতক্ষণ কথা বলেছিলেন?'

'কয়েক মিনিট। আমার তখন অন্য কাজ ছিল।'

'তাদের কথাবার্তা আপনি শুনতে পেয়েছিলেন কি?'

'লেডি সেণ্ট সাইমন "দাবী ঝেড়ে দেওয়া"র মত কি একটা যেন বলছিল। এরকম ইতর ভাষা সে মাঝে মাঝে ব্যবহার করত। সে কি বলতে চেয়েছিল আমি জানি না।'

'আমেরিকার ইতর ভাষা কখনও কখনও খুবই অর্থ-

পূর্ণ হয়ে থাকে। চাকরাণীর সঙ্গে কথা বলা শেষ করে আপনার স্ত্রী কি করেছিলেন?'

'সে প্রাতরাশের ঘরে হেঁটে গিয়েছিল।'

'আপনার বাহুলগ্না হয়ে?'

'না, একাকী। এসব ব্যাপারে সে একটু স্বাধীনচেতা। তারপর দশ মিনিটের মত বসে থাকবার পরই সে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে সকলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে ঘর ছেড়ে চলে গেল। আর ফিরে এল না।'

'কিন্তু এই চাকরাণী এলিস তো সাক্ষী দিয়েছে, তিনি তার ঘরে গেলেন, লম্বা আলস্টারে কনের পোশাক ঢাকলেন, মাথায় টুপি পরলেন এবং বাইরে গেলেন।'

'ঠিক তাই। একটু পরেই তাকে দেখা গেল হাইড পার্কে, সঙ্গে সেই ফ্লোরা মিলার যে এখন হাজতে, এবং ঐদিন সকালে যে মিঃ ডোরানের বাড়িতে গোলমাল করেছিল।'

'ঠিক, ঠিক। এই তরুণী এবং তার সঙ্গে আপনার সম্পর্কের বিষয়ে আমি কিছু জানতে চাই।'

লর্ড সেণ্ট সাইমন ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়ে ভুরুজোড়া তুললেন। 'কয়েক বছর যাবৎ আমাদের মধ্যে একটা বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল—বলতে পারি বেশ ঘনিষ্ট বন্ধুত্ব। সে ছিল ''এলেগ্রো''-তে। আমি কখনও তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করি নি, আর তারও আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করার মত কিছু থাকতে পারে না। কিন্তু মিঃ হোমস, মেয়েমানুষকে তো আপনি চেনেন। ফ্লোরা বেশ ভাল মেয়ে, তবে বড়ই মাথা-গরম, আর আমার প্রতি খুবই অনুরক্ত। যখন শুনল আমি বিয়ে করছি, তখন আমাকে সাংঘাতিক সব চিঠি লিখতে লাগল। সত্য কথা বলতে কি, পাছে গীর্জায় কোন কেলেংকারি হয় সেই ভয়েই বিয়েটা এত অনাড়ম্বরভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আমার ফিরে আসার ঠিক পরেই সে মিঃ ডোরানের বাড়িতে গিয়ে হাজির হল। জোর করে বাড়িতে ঢুকবার চেষ্টা করল। আমার স্ত্রীকে যাচ্ছেতাই ভাষায় গালাগালি করতে লাগল, এমন কি তাকে ভয়ও দেখাল। এরকম একটা কিছু ঘটতে পারে বুঝতে পেরে আগে থেকেই চাকর-বাকরদের আমি বলে রেখেছিলাম। তারাই জোর করে তাকে বাড়ির বাইরে বার করে দেয়। যখন বুঝতে পারল গোলমাল করে কোন লাভ হবে না, তখন সে শান্ত হল।'

'আপনার স্ত্রী এসব শুনেছিলেন?'

'কপাল ভাল, সে কিছুই শোনে নি।'

'আর পরবর্তীকালে এই স্ত্রীলোকটির সঙ্গেই তাকে হাঁটতে দেখা গেল।'

'হ্যাঁ। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের মিঃ লেস্ট্রেড এটাকেই খুব গুরুতর বলে মনে করছেন। তিনি ভাবছেন, ফ্লোরা আমার স্ত্রীকে ভুলিয়ে নিয়ে একটা ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা করেছে।'

'তা, সেরকম হতেও পারে।'

'আপনিও কি তাই মনে করেন?'

'আপনি নিজেও কি এটাকে সম্ভব বলে মনে করেন না?'

'আমি মনে করি না, ফ্লোরা একটা মাছিকেও আঘাত করতে পারে।'

'কিন্তু ঈর্ষা মানুষের চরিত্রকে বড়ই বদলে দেয়। আচ্ছা, আসলে এ-বিষয়ে আপনি কি মনে করেন?'

'দেখুন, আমি এসেছি এসবের একটা ব্যাখ্যা খুঁজতে, দিতে নয়। সব কথাই আপনাকে খুলে বললাম। তবু যখন জানতে চাইছেন, আমার মতামতটাই বলছি। আমি মনে করি, এই ঘটনার উত্তেজনা এবং এত বড় একটা সামাজিক মর্যাদায় উন্নীত হবার সচেতনতা আমার স্ত্রীর মধ্যে একটা স্নায়বিক গোলযোগ সৃষ্টি করেছে।'

'সোজা কথায় তিনি হঠাৎ মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন?'

'দেখুন, যখন ভাবি সে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে—আমার দিক থেকে বলব না, এমন অনেক কিছু থেকে যা অন্য অনেকে চেয়েও পায় নি, তখন তো আর কোনভাবেই এর ব্যাখ্যা করতে পারি না।'

হোমস হেসে বলল, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়, সেটাও একটা ভাববার মত ধারণা বটে। দেখুন, লর্ড সেণ্ট সাইমন, আমার তো মনে হচ্ছে সব তথ্যই আমি পেয়ে গেছি। তবু একটা প্রশ্ন আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই। প্রাতরাশের টেবিলে আপনি যেখানে বসেছিলেন সেখান থেকে জানালার বাইরেটা দেখা যায় কি?'

'রাস্তার অপর দিকটা এবং পার্কটা আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম।'

'ঠিক তাই। তাহলে আর আপনাকে আটকে রাখব না। আমি পরে আপনাকে সব কথা জানাব।'

উঠতে উঠতে আমাদের মক্কেল বলল, 'এ সমস্যার সমাধান করবার সৌভাগ্য যেন আপনার হয়।'

'সমাধান করে ফেলেছি।'

'অ্যাঁ! কি বললেন?'

'বলছি, সমাধান করে ফেলেছি।'

'তাহলে আমার স্ত্রী কোথায়?'

www.boiRboi.net
boiRboi.net

'সেসব খুঁটিনাটিও শীঘ্রই জানাব।'

লর্ড সেণ্ট সাইমন ঘাড় নাড়লেন। প্রাচীন রাজকীয় পদ্ধতিতে অভিবাদন জানিয়ে সে বলে উঠল, 'আমার তো ভয়, এ সমস্যার সমাধান করতে আপনার বা আমার চাইতে বিজ্ঞতর মাথার দরকার।' বলেই সে চলে গেল।

শার্লক হোমস হাসতে হাসতে বলল, 'তার নিজের মাথার সঙ্গে একসারিতে বসিয়ে লর্ড সেণ্ট সাইমন আমার মাথাটাকে সম্মানিত করেছেন। এত সব জেরার পরে হুইস্কি, সোডা আর চুরুট আমার চাই। আমি কিন্তু মক্কেলটি ঘরে ঢুকবার আগেই আমার সিদ্ধান্ত করে ফেলেছিলাম।'

'বন্ধু হোমস!

'এধরনের আরও কয়েকটি কেস আমি আগেও দেখেছি। তবে পূর্বেই বলেছি তার কোনটারই এত চটপট মীমাংসা হয় নি। জেরা করার ফলে আমার অনুমানটি নিশ্চিত রূপ ধারণ করেছে। পারিপার্শ্বিক ঘটনার সাক্ষ্য অনেক সময় চূড়ান্ত হয়ে দেখা দেয়; থরোর দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে বলা যায়, দুধের মধ্যে ট্রাউট মাছ পেলে যেমন হয়।'

'কিন্তু তুমি যা শুনলে সবই তো আমিও শুনলাম।'

'তা শুনলে, কিন্তু পূর্বেকার ঘটনাগুলি তো তুমি জান না, আর সেগুলিই আমাকে সাহায্য করেছে বেশী। কয়েক বছর আগে এবারডিন-এ অনুরূপ একটা ঘটনা ঘটেছিল। প্রায় একই রকম আর একটা ঘটনা ঘটেছিল মিউনিকে ফরাসী-প্রুশিয়া যুদ্ধের আগের বছর। এটাও এই রকমই একটা—আরে! এ যে লেস্ট্রেড! শুভ অপরাহ্ণ! লেস্ট্রেড! সাইডবোর্ডে একটা বাড়তি গ্লাস আছে, আর বাক্সের মধ্যে আছে চুরুট।'

সরকারী গোয়েন্দার পরনে ছিল নাবিকদের পশমী কুর্তা ও গলাবন্ধ। ফলে তাকে নাবিকের মতো দেখাচ্ছে। হাতে ছিল একটা কালো ক্যানভাসের ব্যাগ। সংক্ষেপে কুশল বিনিময় করে সে আসনে বসে চুরুটটা ধরাল।

চোখ মিটমিট করে হোমস জিজ্ঞাসা করল, 'কি হল হে? তোমাকে যেন মনমরা দেখাচ্ছে।'

'সত্যি মনরমা। ঐ নাটকীয় সেণ্ট সাইমন বিয়ের কেস। আমি তো তার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'সত্যি! তুমি আমাকে বিস্মিত করলে।'

'এরকম জটিল ব্যাপারের কথা কে কবে শুনেছে? প্রতিটি সূত্রই আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে যাচ্ছে। সারাটা দিন এই নিয়ে খেটেছি।'

পশমী কুর্তার উপর হাত রেখে হোমস বলল, 'সেই-জন্যই এমন ভিজে গেছ।'

'হ্যাঁ, সার্পেণ্টাইনের ধারে ধারে হেঁটেছি।'

'হা ঈশ্বর! কিসের জন্য?'

'লেডি সেণ্ট সাইমনের মৃতদেহের সন্ধানে।'

শার্লক হোমস চেয়ারে হেলান দিয়ে হো হো করে হেসে উঠল।

জিজ্ঞাসা করল, 'ট্রাফালগার স্কোয়ারের ফোয়ারার তলাটা খুঁজেছ কি?

'কেন? আপনি কি বলতে চান?'

'কারণ, এই মহিলাকে যদি একটায় পাওয়া যায়, তবে অন্যটায়ও পাওয়া যেতে পারে।'

লেস্ট্রেড ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে আমার সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে খেঁকিয়ে উঠল, 'মনে হচ্ছে আপনি সব জেনে বসে আছেন।'

'এইমাত্র ঘটনাগুলো শুনলাম; কিন্তু আমি মনস্থির করে ফেলেছি।'

সত্যি! তাহলে আপনি বলছেন, এব্যাপারের সঙ্গে সার্পেণ্টাইনের কোন যোগ নেই?'

'আমার তো মনে হয় একেবারেই না।'

'তাহলে সেখানে এটা পেলাম কি করে দয়া করে বুঝিয়ে দেবেন কি?' বলতে বলতে সে থলেটা খুলে মেঝের উপর ঢেলে দিল। সিল্কের বিয়ের পোশাক, সাদা সার্টিনের একজোড়া জুতো, এবং কনের মালা ও ওড়না—সব কিছুই জলে ভিজে বিবর্ণ হয়ে গেছে। 'আর, এই,' সেই স্তূপের উপর একটা নতুন বিয়ের আংটি রেখে সে বলল, 'এই একটি ছোট্ট শুপুরি যেটা আপনাকে ভাঙতে হবে মিস্টার হোমস।'

বাতাসে নীল ধোঁয়ার রিং ছুঁড়তে ছুঁড়তে আমার বন্ধু বলল, 'এগুলি কি সার্পেণ্টাইন থেকে এনেছ?'

'না। একজন রক্ষী এগুলিকে নদীর কিনারে ভাসতে দেখে। এ পোশাক তার বলেই সনাক্ত করা হয়েছে। তাই আমার মনে হল, পোশাক যখন সেখানে পাওয়া গেল, মৃত-দেহটা অনেক দূরে যাবে না।'

'ঐ একই চমৎকার যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা চলে যে প্রত্যেক মানুষের দেহ তার পোশাকের আলমারির কাছা-কাছিই পাওয়া যাবে। আচ্ছা, বল তো এর দ্বারা তুমি কোথায় পেঁছবে বলে আশা কর?'

'এই নিরুদ্দেশের ব্যাপারে ফ্লোরা মিলারকে জড়াবার মত কোন প্রমাণে।'

'সে প্রমাণ পাওয়া খুব শক্ত হবে বলে আমার মনে হচ্ছে।'

'হচ্ছে বুঝি?' তিক্তস্বরে লেস্ট্রেড বলে উঠল। 'হোমস, আমি কিন্তু মনে করি তোমার অনুমানগুলি মোটেই বাস্তব নয়। তাছাড়া এই দুই মিনিটের মধ্যেই তুমি দুটো ভুল করেছ। এই পোশাক মিস ফ্লোরা মিলারকে জড়িয়েছে।'

'কেমন করে?'

'এই পোশাকের ভিতরে একটা পকেট আছে। পকেটে একটা কার্ড-কেস আছে। সেই কার্ড-কেসের মধ্যে একটা চিঠি আছে। এই সেই চিঠি।'

সামনের টেবিলে সেটা রেখে বলল, 'শোন। "সব কিছু ঠিক করে আমার সঙ্গে দেখা করবে। এখনই চলে এস। এফ, এইচ, এম,।" এখন আমার অভিমত হল, ফ্লোরা মিলার লেডি সেন্ট সাইমনকে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে এবং সেই তার নিরুদ্দেশের জন্য দায়ী। অবশ্য অন্য লোকেরও যোগ-সাজস আছে সেটা নিঃসন্দেহ। তার আদ্য অক্ষরে স্বাক্ষরিত এই চিঠিটি দরজার কাছ থেকেই কোনরকমে তার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল আর সেটাই তাকে তাদের খপ্পরে নিয়ে ফেলে।'

www.boiRboi.net

হোমস হাসতে হাসতে বলল, 'খুব ভাল কথা লেস্ট্রেড। সত্যি তোমার চিন্তা খুবই সুন্দর। দেখি তো চিঠিটা।' উদাসীনভাবেই সে চিঠিটা হাতে নিল। সঙ্গে সঙ্গেই তার মনোযোগ একাগ্র হয়ে উঠল। আনন্দে চেঁচিয়ে বলল, 'এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।'

'হা-হা, তাই মনে হচ্ছে তো?'

'খুব মনে হচ্ছে। তোমাকে সাদর অভিনন্দন জানাচ্ছি।'

লেস্ট্রেড সগৌরবে উঠে দাঁড়িয়ে মাথা নীচু করেই আর্তনাদ করে উঠল, 'এ কি? তুমি যে উল্টো দিকটা দেখছ!'

'ঠিক উল্টো। ঐটেই ঠিক দিক।'

'ঠিক দিক? তোমার মাথা খারাপ হয়েছে! এই তো এধারে পেন্সিল দিয়ে চিঠিটা লেখা হয়েছে।'

'আর উল্টো দিকে এই যেটা একটা হোটেল-বিলের অংশ বলে মনে হচ্ছে, আমার আগ্রহ সেটাকে নিয়ে।'

'ওখানে তো কিছুই নেই। ও আমি আগেই দেখেছি,' লেস্ট্রেড বলল। "অক্ট, ৪ঠা, ঘর ৮ শিলিং, প্রাতরাশ ২ শিলিং ৬ পেনি, ককটেল ১ শিলিং, লাঞ্চ ২ শিলিং ৬ পেনি, শেরি ৮ পেনি।" এতে তো আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।'

'না পাবারই কথা। তৎসত্ত্বেও এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। চিঠিটাও গুরুত্বপূর্ণ, অন্তত তার আদ্য অক্ষরগুলি। তাই আবার তোমাকে অভিনন্দন জানাই।'

উঠতে উঠতে লেস্ট্রেড বলল, 'অনেক সময় নষ্ট করেছি। কঠোর পরিশ্রমে আমি বিশ্বাস করি, অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসে সুন্দর সুন্দর মতের জাল বুনতে নয়। শুভদিন মিঃ হোমস; দেখা যাক আমাদের মধ্যে কে আগে সমস্যার তলদেশে পৌঁছতে পারে।' সব জিনিসগুলি গুছিয়ে থলেয় ভরে সে দরজার দিকে পা বাড়াল।

প্রতিদ্বন্দ্বী চলে যাবার আগেই হোমস টেনে টেনে বলল, 'লেস্ট্রেড, তোমাকে একটা ইঙ্গিত দিচ্ছি। এব্যাপারের আসল সমাধান তোমাকে বলছি। লেডি সেন্ট সাইমন একটা অলীক কল্পনা। এ নামের কেউ নেই, কোনদিন ছিলও না।'

লেস্ট্রেড বিষণ্ণ চোখে আমার সঙ্গীকে দেখল। তারপর আমার দিকে ফিরে তিনবার নিজের কপালে টোকা মেরে গম্ভীরভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে দ্রুত চলে গেল।

সে দরজাটা বন্ধ করবার সঙ্গে সঙ্গেই হোমস দাঁড়িয়ে ওভারকোটটা পরে নিল। বলল, 'বাইরের কাজ সম্পর্কে লোকটা যা বলে গেল তার মধ্যে কিছু বস্তু আছে। কাজেই ওয়াটসন, কিছুক্ষণের জন্য আমি বাইরে যাচ্ছি, তুমি আবার কাগজের মধ্যে ডুবে যাও।'

শার্লক হোমস যখন চলে গেল তখন পাঁচটা বেজে গেছে। কিন্তু একাকী থাকবার সময় আমার হল না, কারণ ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই জনৈক ময়রার লোক একটা মস্ত বড় চ্যাপ্টা বাক্স নিয়ে এসে হাজির হল। একটি যুবককে সে সঙ্গে করেই এনেছিল। তার সাহায্যে বাক্সটা খুলে আমাদের ভাড়াটে বাসার মেহগনি টেবিলে বিলাসবহুল রাতের খাবার সাজাতে লাগল। ঠাণ্ডা বন-মোরগের এক-জোড়া কাটলেট, একটা ফিজেন্ট আর pate-de-foie gras pie আর ধুলো-ঝুলমাখা কয়েকটা পুরনো বোতল। এই সব বিলাস সামগ্রী সাজিয়ে দিয়ে দুই আগন্তুক আরব্য রজনীর জিনের মত অদৃশ্য হয়ে গেল। শুধুমাত্র বলে গেল, এসবেরই দাম দেওয়া হয়েছে এবং এই ঠিকানার জন্যই অর্ডার দেওয়া হয়েছে।

ন'টার ঠিক আগে শার্লক হোমস হঠাৎ ঘরে ঢুকল। মুখটা বেশ গম্ভীর, তবে তার চোখে এমন একটা আলো ছিল যা দেখে মনে হল তার সিদ্ধান্ত তাকে নিরাশ করে নি।

হাত ঘসতে ঘসতে সে বলল, 'খাবারটা তাহলে দিয়ে

গেছে দেখছি।'

'মনে হচ্ছে আরও অতিথি তুমি আশা করছ। ওরা পাঁচ জনের মত খাবার সাজিয়েছে।'

সে বলল, 'হ্যাঁ, মনে হচ্ছে কেউ কেউ এসে পড়বে। কিন্তু আমি আশ্চর্য হচ্ছি লর্ড সেণ্ট সাইমন এখনও আসে নি। আরে! ঐ তো সিঁড়িতে তার পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি।'

'সত্যি, আমাদের সকালবেলাকার আগন্তুক চশমাটাকে আরও জোরে জোরে দোলাতে দোলাতে সশব্দে ঘরে ঢুকল। তার সম্ভ্রান্ত মুখের উপর একটা বিচলিত ভাব।'

হোমস বলল, 'আমার চিঠি তাহলে আপনার কাছে পেঁাচেছিল?'

'হ্যাঁ। স্বীকার করছি, চিঠির বিষয়বস্তু আমাকে অত্যন্ত বিস্মিত করেছে। যা লিখেছেন তার সপক্ষে ভাল প্রমাণ আপনার হাতে আছে কি?,

'যতটা ভাল হওয়া সম্ভব।'

লর্ড সেণ্ট সাইমন চেয়ারে বসে কপালের উপর হাত রাখল।'

অস্পষ্টভাবে বলে উঠল, 'তারই পরিবারের একজনের এই অসম্মানের কথা শুনে ডিউক কি বলবেন?'

'এটা একান্তই দুর্ঘটনা। এতে কোন অসম্মান আছে বলে আমি স্বীকার করি না।'

'আহা, আপনি ব্যাপারটাকে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছেন।'

'আমি তো কারও দোষ দেখতে পাচ্ছি না। আমি তো বুঝতে পারি না মহিলাটি আর কি করতে পারতেন ; যদিও যেরকম তাড়াহুড়ো করে কাজটি তিনি করেছেন সেটা নিঃসন্দেহে দুঃখজনক। নিজের মা না থাকায় এই সংকট-মুহূর্তে তাকে সুপরামর্শ দেবার কেউ ছিল না।'

লর্ড সেণ্ট সাইমন টেবিলের উপর টোকা দিতে দিতে বলল, 'কিন্তু এ যে অপমান স্যার, প্রকাশ্য অপমান।'

'এরূপ অভূতপূর্ব পরিস্থিতিতে পতিত বেচারি মেয়েটির কথা আপনাকে বিবেচনা করতেই হবে।'

'কোনরকম বিবেচনা আমি করব না। আমি সত্যি রেগে গেছি ; আমাকে লজ্জাজনকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে।'

হোমস বলে উঠল, 'একটা ঘণ্টা বাজার শব্দ যেন শুনলাম। ঠিক। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পাচ্ছি। লর্ড সেণ্ট সাইমন, ব্যাপারটাকে উদার দৃষ্টিতে দেখতে আমি যদি আপনাকে প্ররোচিত করতে না পারি, তাই আমি একজন অ্যাডভোকেটকে এখানে ডেকেছি। আশাকরি, সেকাজে তিনি সফল হবেন।' দরজা খুলে সে একটি ভদ্রমহিলা ও একজন ভদ্রলোককে স্বাগত জানাল। বলল, 'লর্ড সেণ্ট সাইমন, মিঃ এবং মিসেস ফ্রান্সিস হে মুলটনের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। মনে হয়, মহিলাটির সঙ্গে আপনার আগেই দেখা হয়েছে।'

নবাগতদের দেখেই আমাদের মক্কেল আসন থেকে লাফিয়ে উঠে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার দুই চোখ নীচের দিকে নিবদ্ধ, হাতটা ফ্রক-কোটের বুকের ভিতরে ঢোকানো। আহত মর্যাদার প্রতিমূর্তি যেন। মহিলাটি দ্রুত এক পা এগিয়ে তার দিকে হাত বাড়াল, কিন্তু সে কিছুতেই চোখ তুলে তাকাল না। কিন্তু মহিলাটির মুখে যে আবেদন ফুটে উঠেছিল তাকে অস্বীকার করা খুবই কঠিন।

সে বলল, 'তুমি রাগ করেছ রবার্ট! দেখ, আমি বুঝি, রাগ করবার যথেষ্ট কারণ তোমার আছে।'

লর্ড সেণ্ট সাইমন তিক্তকণ্ঠে বলল, 'দয়া করে কোন-রকম ক্ষমা আমার কাছে চেও না।'

'আমি জানি, তোমার প্রতি সত্যি খারাপ ব্যবহার করেছি। যাবার আগে তোমাকে সব কথা বলা আমার উচিত ছিল। কিন্তু তখন আমি কেমন যেন হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলাম। ফ্রাংককে এখানে আবার দেখবার পর থেকেই আমি যে কি করেছি আর কি বলেছি তা আম নিজেই জানি না। আমি যে বেদীর সামনেই পড়ে যাই নি, তাতেই আমি অবাক হয়ে গেছি।'

'মিসেস মুলটন, সব ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলবার সময় আপনি হয় তো চান আমার বন্ধু ও আমি এঘর থেকে চলে যাই।'

অদ্ভুত ভদ্রলোকটি বলল, 'আমার মতামত যদি শোনেন, আমি বলি কি, এ ব্যাপারে আমরা ইতিমধ্যেই বড় বেশী গোপনীয়তা অবলম্বন করেছি। আমি তো চাই, সারা ইওরোপ এবং আমেরিকা ব্যাপারটা জানুক।' লোকটি ছোটখাট, বলিষ্ঠ, রোদে-পোড়া, ধারালো মুখ আর চটপটে স্বভাব।

মহিলাটি বলতে শুরু করল, 'তাহলে আমার কাহিনী আগাগোড়াই বলছি।

'৮১ সালে রকি পর্বতমালার নিকটে ম্যাককয়ারের তাঁবুতে তখন বাবার কাজ চলছিল। তখনই ফ্রাংকের সঙ্গে আমার দেখা হয়। আমাদের দুজনের বিয়ের কথাও হয়। একদিন বাবা একটা খনির সন্ধান পায় এবং প্রচুর অর্থের মালিক হয়। কিন্তু বেচারি ফ্রাংকের কপালে কিছুই জোটে

না। বাবা যত ধনী হতে লাগল, ফ্রাংক ততই দরিদ্র হতে লাগল। শেষটায় বাবা আমাদের বিয়ে ভেঙে দিয়ে আমাকে নিয়ে ফ্রিস্কোতে চলে গেল। ফ্রাংকও ছাড়বার পাত্র নয় সেও সেখানে গিয়ে হাজির হল। বাবার অজ্ঞাতে আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ চলতে লাগল। বাবা জানলে হয় তো পাগল হয়ে যেত, তাই আমরা নিজেরাই সব ঠিক করলাম। ফ্রাংক বলল, সে চলে গিয়ে অর্থ সঞ্চয় করবে এবং যতদিন বাবার সমান অর্থের মালিক না হবে ততদিন ফিরবে না। তখন আমিও কথা দিলাম, তার জন্যে অপেক্ষা করে থাকব যতদিন সে বেঁচে থাকবে ততদিন অন্য কাউকে বিয়ে করব না। সে বলল, "তাহলে আমাদের বিয়েটা হয়েই যাক না, তাহলে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারব। ফিরে না আসা পর্যন্ত তোমার স্বামীত্বের দাবী করব না।" কথা পাকা হয়ে গেল। সব সুব্যবস্থাই সে করল, একজন পাদ্রীও হাজির হলেন। বিয়ে হয়ে গেল। তারপর ফ্রাংক চলে গেল ভাগ্যান্বেষণে আর আমি ফিরে গেলাম বাবার কাছে।

'তারপর যখন ফ্রাংকের খবর পেলাম সে তখন মণ্টানায়, তারপর গেল এরিজোনায় এবং তারপর নিউ মেক্সিকোতে। তারপরই খবরের কাগজে একটা লম্বা খবর বেরুল যে, এপাশে ইণ্ডিয়ানরা একটা খনি-শিবির আক্রমণ করে এবং সেখানে নিহতদের তালিকায় ফ্রাংকের নামও ছিল। খবর শুনে আমি মূর্ছা গেলাম এবং কয়েক মাস অসুস্থ অবস্থায় কাটালাম। বাবা ফ্রিস্কোর অর্ধেক ডাক্তার দিয়ে আমার চিকিৎসা করালো। বৎসরাধিক কাল আর কোন খবর এল না। কাজেই ফ্রাংকের মৃত্যু সম্পর্কে আমার মনে কোন সন্দেহই রইল না। তারপর লর্ড সাইমন ফ্রিস্কোতে এল, আমরা লণ্ডনে এলাম, আবার বিয়ের কথা হল। বাবা খুব খুশি। আমার কিন্তু কেবলই মনে হতে লাগল, যে হৃদয় বেচারি ফ্রাংককে দিয়েছি সেখানে আর কারও স্থান হবে না।

'তথাপি লর্ড সেণ্ট সাইমনের সঙ্গে বিয়ে হলে তার প্রতি আমার কর্তব্য নিশ্চয়ই করতাম। ভালবাসার উপর কোন জোর চলে না। কিন্তু কর্তব্য তো আমাদের হাতে। এই বিশ্বাস নিয়েই তার সঙ্গে গীর্জার বেদীতে গেলাম যে, আমার পক্ষে যতখানি ভাল স্ত্রী হওয়া সম্ভব তা নিশ্চয় হব। কিন্তু বেদীর রেলিং-এর কাছে আসতেই যখন চোখে পড়ল প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে ফ্রাংক আমার দিকে তাকিয়ে আছে, তখন আমার মনের অবস্থা কি হল আপনারা নিশ্চয় কল্পনা করতে পারেন। প্রথমে ভাবলাম, এ তার প্রেতমূর্তি। কিন্তু পুনরায় তাকিয়ে দেখলাম, সে তখনও সেখানে আছে, তার দুই চোখে যেন জিজ্ঞাসা ফুটে উঠেছে তাকে দেখে আমি খুশি হয়েছি, না দুঃখিত। আমি যে সেখানেই পড়ে যাই নি এটাই আশ্চর্য। মনে হল, সবকিছু ঘুরছে। পাদ্রীর কথাগুলো কানের ভিতরে মৌমাছির গুঞ্জনের মত শোনাতে লাগল। কি করব কিছুই বুঝে উঠছি না। অনুষ্ঠান বন্ধ করে দিয়ে গীর্জায় একটা কেলেংকারি করব? আবার তার দিকে তাকালাম। মনে হল, সে যেন আমার কথা বুঝতে পেরেছে, কারণ ঠোঁটের উপর আঙ্গুল তুলে সে আমাকে চুপ করে থাকতে বলল। তখন দেখলাম, সে একটা কাগজে কি যেন লিখছে। বুঝলাম আমাকেই লিখছে। বের হবার সময় তার সীটির কাছ দিয়ে যাবার কালে ফুলের তোড়াটা তার উপর ফেলে দিলাম ; সেও সেটা ফিরিয়ে দেবার সময় চিঠিটা আমার হাতে গুঁজে দিল। তাতে একটিমাত্র লাইন লেখা ছিল, সে সংকেত করলেই যেন আমি তার সঙ্গে মিলিত হই। সেই মুহূর্তে আমার মনে কোন সন্দেহ রইল না যে এখন তার প্রতি কর্তব্যই আমার প্রথম করণীয়। মনে মনে স্থির করলাম, সে যা বলবে তাই করব।

'বাড়ি ফিরে পরিচারিকাকে সব কথা বললাম। সে তাকে ক্যালিফোর্নিয়ায় থাকতেই চিনত এবং তার প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ছিল। তাকে নির্দেশ দিলাম, কাউকে কিছু না বলে আমার টুকিটাকি জিনিস ও আলস্টারটা যেন ঠিক রাখে। আমি বুঝি, লর্ড সেণ্ট সাইমনকে বলা আমার উচিত ছিল, কিন্তু তার মা ও ঐসব বড় বড় লোকের সামনে ওকথা বলা আমার পক্ষে অসাধ্য কাজ। স্থির করলাম, এখন তো পালাই, পরে সব জানাব। টেবিলে দশ মিনিট বসতে না বসতেই জানালা দিয়ে ফ্রাংককে রাস্তার ও-পাশে দেখতে পেলাম। সে আমাকে ইঙ্গিত করে পার্কের ভিতরে হাঁটতে লাগল। আমি সেখান থেকে সরে গিয়ে দরকারী সব জিনিস নিয়ে তাকে অনুসরণ করলাম। পথে একটি স্ত্রীলোক লর্ড সেণ্ট সাইমন সম্পর্কে কি যেন বলতে লাগল। যতটুকু শুনলাম তাতে মনে হল বিয়ের আগে তার কোন গোপন ব্যাপার ছিল। কোনরকমে তার হাত এড়িয়ে ফ্রাংককে ধরে ফেললাম। একটা গাড়িতে উঠে সোজা চলে গেলাম তার গর্ডন স্কোয়ারের বাসায়। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরে আমার সত্যিকারের বিয়ে হল। "এপাশে"-দের হাতে ফ্রাংক বন্দী হয়েছিল। সেখান থেকে পালিয়ে সে ফ্রিস্কো চলে যায়। সেখানে গিয়ে শোনে যে তাকে মৃত ভেবে আমি ইংলণ্ডে চলে এসেছি। তখন সে ইংলণ্ডে আসে এবং আমার দ্বিতীয় বিবাহের দিন সকালেই তার সঙ্গে আমার

www.boiRboi.net

সাক্ষাৎ ঘটে।'

আমেরিকান লোকটি বলল, 'সংবাদটা খবরের কাগজেই পড়েছিলাম। তাতে নাম ও গীর্জার উল্লেখ ছিল। কিন্তু কনের বাড়ির ঠিকানা ছিল না।'

'তারপর ভবিষ্যৎ কর্তব্য সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে অনেক কথা হল। ফ্রাংক সব কথা খোলাখুলি জানানোর পক্ষপাতী, কিন্তু আমার ভারী লজ্জা করতে লাগল। ইচ্ছা হল, সেখান থেকেই উধাও হয়ে যাই যাতে তাদের সঙ্গে আর কখনও দেখা না হয়। শুধু বাবাকে একখানা চিঠি লিখে জানিয়ে দিলেই হবে যে আমি বেঁচে আছি। ঐসব লর্ড ও লেডিরা প্রাতরাশের টেবিল ঘিরে বসে আছেন আমার ফেরবার প্রতীক্ষায়—একথা ভাবতেই আমার ভয় করতে লাগল। কাজেই ফ্রাংক আমার বিয়ের পোশাকগুলিকে একটা বাণ্ডিলে বেঁধে এমন জায়গায় ফেলে এল যাতে কেউ কোনদিন খুঁজে না পায়। আমরা হয় তো আগামীকালই প্যারিসে চলে যেতাম ; কিন্তু এই ভালমানুষ মিঃ হোমস আজ সন্ধ্যায় আমাদের বাসায় গিয়ে হাজির হলেন। কেমন করে তিনি আমাদের খোঁজ পেলেন জানি না। তিনি দয়া করে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিলেন যে, আমারই ভুল হয়েছে এবং ফ্রাংকের কথাই ঠিক, এবং এখনও সব কিছু গোপন রাখলে আমাদের অন্যায় হবে। তিনিই প্রস্তাব করলেন, লর্ড সেণ্ট সাইমনের সঙ্গে নিভৃতে কথা বলবার ব্যবস্থা তিনিই করে দেবেন। তাই আমরা সোজা তাঁর বাসায় চলে এসেছি।'

লর্ড সেণ্ট সাইমন তার কঠোর মনোভাব একটুও শিথিল করে নি। ভুরু কুঁচকে ঠোঁট কামড়ে এই দীর্ঘ বিবরণ সে শুনেছে।

এবার সে বলল, 'ক্ষমা করবেন, আমার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে এভাবে প্রকাশ্যে আলোচনা করা আমার রীতি নয়।'

'তাহলে কি তুমি আমাকে ক্ষমা করবে না?' যাবার আগে আমার সঙ্গে করমর্দন করবে না?'

'ওঃ, নিশ্চয়, তুমি যদি আনন্দ পাও, নিশ্চয় করব।' হাতটা বাড়িয়ে এগিয়ে আসা আর একখানা হাতকে সে নিস্পৃহভাবে চেপে ধরল।

হোমস বলল, 'আমি কিন্তু আশা করেছিলাম, বন্ধু হিসাবে আপনারা সকলেই আমাদের সঙ্গে নৈশ ভোজনে যোগদান করবেন।'

লর্ড মহোদয় জবাব দিল, 'এটা আপনি বড় বেশী আশা করেছেন। এই সব ব্যাপারকে মেনে নিতে আমি বাধ্য, কিন্তু তাই বলে এ নিয়ে আমি স্ফূর্তি করব এটা আশা করতে পারেন না। আপনার অনুমতি নিয়ে এবার সবাইকে শুভরাত্রি জানাতে চাই।' সকলকে একটিমাত্র অভিবাদন জানিয়ে সে ঘর থেকে চলে গেল।

তখন শার্লক হোমস বলল, 'জ্যাশার্কির আপনাদের সঙ্গ লাভের সম্মান আমাকে দেবেন। মিঃ মুলটন, কোন আমেরিকানের সঙ্গ পেলেই আমি খুব আনন্দিত হই কারণ আমি তাদেরই একজন যারা বিশ্বাস করে যে, দূর অতীত কালের একজন রাজার নির্বুদ্ধিতা এবং একজন মন্ত্রীর ভুল সত্ত্বেও আমাদের সন্তান-সন্ততিরা একদিন "ইউনিয়ন জ্যাক" এবং "স্টারস্ এ্যাণ্ড স্ট্রাইপস্"-এর সংমিশ্রণে তৈরী একই পতাকার তলে একই বিশ্বব্যাপী দেশের নাগরিক হয়ে উঠবে।'

আগন্তুকরা চলে যাবার পরে হোমস বলল, 'এই কেসটি বেশ আকর্ষণীয়, কারণ এর থেকেই বোঝা যায়, যে ব্যাপারটা প্রথম দৃষ্টিতে খুবই দুর্বোধ্য মনে হয় পরে কত সহজেই তাকে ব্যাখ্যা করা যায়। এর চাইতে দুর্বোধ্য আর কিছুই হতে পারে না। এই মহিলা ঘটনার যে বিবরণ দিল তার চাইতে স্বাভাবিকও আর কিছু হতে পারে না। অথচ স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের মিঃ লেস্ট্রেডের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এর চাইতে বিস্ময়েরও আর কিছু হতে পারে না।'

'তোমার তাহলে কোনরকম ভুল হয় নি?'

'প্রথম থেকেই দুটি কথা আমার কাছে খুবই স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছিল, —এক, বিবাহ-অনুষ্ঠানে মহিলাটির পূর্ণ সম্মতি ছিল, আর দুই, বাড়ি ফিরবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই সেজন্য তার মনে অনুতাপ দেখা দিয়েছিল। স্বভাবতই সকালবেলায় এমন কিছু ঘটেছিল যাতে তার মনের পরিবর্তন দেখা দেয়। সেটা কি? বাইরে গিয়ে সে কারও সঙ্গে কথা বলতে পারে না, কারণ সারাক্ষণই সে বরের সঙ্গে ছিল। তাহলে সে কি কাউকে দেখেছিল? তা যদি হয়, সে নিশ্চয় আমেরিকা থেকে আগত কোন লোক, কারণ এ-দেশে যেরূপ অল্প সময় সে কাটিয়েছে তাতে কারও সঙ্গে এতটা ঘনিষ্ঠতা তার হতে পারে না যার ফলে তাকে দেখামাত্রই সে তার পরিকল্পনাকে সম্পূর্ণ পাল্টে ফেলতে পারে। বুঝতেই পাচ্ছ, বাতিলকরণ পদ্ধতির সাহায্যে এই সিদ্ধান্তই আমরা করেছি যে কোন আমেরিকানকেই সে দেখেছিল। তাহলে কে সেই আমেরিকান, আর তার উপর এতটা প্রভাবই বা সে বিস্তার করে কেমন করে? সে প্রেমিক হতে পারে ; স্বামীও হতে পারে। তরুণী বয়স থেকেই তার জীবন কেটেছে অরণ্যে-পর্বতে, অদ্ভুত পরিবেশের মধ্যে। লর্ড সেণ্ট সাইমনের বক্তব্য শোনবার আগেই এ

পর্যন্ত আমি জানতাম। সে যখন আমাকে জানাল, প্রথম সারির লোকটির কথা, কনের হাব-ভাবের পরিবর্তনের কথা, ফুলের তোড়া ফেলে দিয়ে চিঠি নেবার অত্যন্ত সরল পদ্ধতির কথা, এবং বিশ্বাসী পরিচারিকার আশ্রয় গ্রহণের কথা, তখনই সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। সে কোন লোকের সঙ্গেই চলে গেছে, আর সে লোক হয় তার প্রেমিক, না হয় পূর্বতন স্বামী। পরেরটাই সত্য হবার সম্ভাবনা বেশী।'

'কিন্তু তাদের তুমি পেলে কেমন করে?'

'সেটা খুবই শক্ত হত, কিন্তু বন্ধু লেস্ট্রেডের হাতেই সে খবরটা মিলল, যদিও তার মূল্য সে নিজেই জানত না। আদ্য অক্ষরগুলি নিশ্চয়ই খুব গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু তার চাইতেও মূল্যবান হল এই খবরটা জানতে পারা যে, এক সপ্তাহের মধ্যে লন্ডনের একটা নাম-করা হোটেলের বিল সে মিটিয়ে দিয়েছে।'

'নাম-করা হোটেল বুঝলে কিসে?'

'বুঝলাম দামের বহর দেখে। একটা শয্যার ভাড়া আট শিলিং আর একগ্লাস শেরীর দাম আট পেনি—খুব ব্যয়-বহুল হোটেলের কথাই মনে করিয়ে দেয়। এত বেশী দাম লন্ডনের খুব বেশী হোটেলে নেই। নর্দাম্বারল্যান্ড এভেনিউর দ্বিতীয় হোটেলের খাতা পরীক্ষা করেই জানতে পারলাম, ফ্রান্সিস এইচ মুলটন নামক জনৈক মার্কিন ভদ্রলোক আগের দিনই হোটেল ছেড়ে চলে গেছে ; তার নামে যেসব জিনিসের দাম লেখা হয়েছে সেটা দেখেই মনে পড়ল যে ডুপ্লিকেট বিলেও ঐসব জিনিস ও দামেরই উল্লেখ ছিল। হোটেলে নির্দেশ ছিল, তার চিঠিপত্র ২২৬, গর্ডন স্কোয়ারে পাঠাতে হবে। সেখানেই গেলাম, আর ভাগ্যক্রমে প্রেমিক যুগলকে পেয়েও গেলাম। তাদের কিছু পিতৃসুলভ পরামর্শ দিয়ে বললাম, সাধারণ মানুষের কাছে, বিশেষ করে লর্ড সেন্ট সাইমনের কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বলাই তাদের উচিত, আর সেটা সব দিক থেকেই ভাল হবে। তার সঙ্গে এখানে এসে দেখা করতে তাদের নিমন্ত্রণ করলাম এবং তুমি তো দেখলে সে তার কথা রেখেছে।'

আমি বললাম, 'তাতে কিন্তু ভাল কিছু হয় নি। তার আচরণ খুব সুন্দর হয় নি।'

'আঃ! ওয়াটসন', হোমস হেসে বলল, 'এত পূর্ব-রাগ ও বিবাহের পরেও একমুহূর্তে স্ত্রী এবং সম্পত্তি হতে বঞ্চিত হলে তোমার আচরণও খুব সুন্দর হত না। আমার তো মনে হয়, লর্ড সেন্ট সাইমনকে খুবই করুণার দৃষ্টিতে বিচার করা উচিত এবং ভাগ্যকে ধন্যবাদ দেওয়াও উচিত যেন ঐ পরিস্থিতিতে আমাদের কখনও না পড়তে হয়। চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসো, আর আমার বেহালাটা দাও, কারণ এই নিরানন্দ হেমন্ত-সন্ধ্যাটাকে কিভাবে কাটাব সেইটেই এখন একমাত্র সমস্যা যার সমাধান করতে হবে।'

মরকত-মুকুট

The beryel coronet

একদিন সকালে আমাদের ধনুকাকৃতি জানালা দিয়ে রাস্তার দিকে চোখ রেখে দাঁড়িয়েছিলাম। একসময় বলে উঠলাম, 'দেখ হোমস, একটি পাগল রাস্তা দিয়ে আসছে। কি দুঃখের কথা বল তো, আত্মীয়রা ওকে একলা ছেড়ে দিয়েছে।'

আমার বন্ধু ধীরে ধীরে আরাম-কেদারা থেকে উঠল। ড্রেসিং-গাউনের পকেটে হাত ঢুকিয়ে পিছনে এসে দাঁড়িয়ে আমার কাঁধের উপর দিয়ে নীচে তাকাল।

ফেব্রুয়ারী মাসের উজ্জ্বল সকাল। মাটির উপরে আগের দিনের জমা বরফ তখনও রয়েছে। তার উপরে শীতের সূর্য-কিরণ পড়ে ঝক ঝক করছে। বেকার স্ট্রীটের মাঝখানটা গাড়ি-ঘোড়া চলার দাগে-দাগে ক্ষত-বিক্ষত ; কিন্তু রাস্তার দুই পাশে এবং ফুটপাতের কিনারে স্তূপীকৃত বরফ এখনও সাদা হয়ে জমে আছে। বাঁধানো পথটুকু চেঁছে পরিষ্কার করা হলেও এখনও এত পিছল যে যাত্রী-সমাগম খুবই সামান্য। আসলে যে পাগলাটে লোকটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল সে ছাড়া আর কেউই স্টেশনের দিক থেকে এদিকে আসছে না।

লোকটির বয়স পঞ্চাশ ; লম্বা, সৌম্য, আকর্ষণীয় চেহারা। পরিধানে গম্ভীর অথচ দামী পোশাক,—কালো ফ্রক-কোট, চকচকে টুপী, পরিষ্কার বাদামী মোজা, মুক্তো-সাদা ট্রাউজার। কিন্তু পরিচ্ছদ ও চেহারায় যে মর্যাদা ফুটে উঠেছে, তার চাল-চলন তার সম্পূর্ণ বিপরীত, কারণ সে দ্রুতবেগে দৌড়ে আসছিল, আর মাঝে মাঝে ছোট ছোট লাফ দিচ্ছিল,—হাঁটতে অনভ্যস্ত কোন পরিশ্রান্ত লোক ঠিক যেরকম করে থাকে। দৌড়তে দৌড়তে সে হাত দুটিকে তুলছিল আর নামাচ্ছিল, মাথাটা এদিক-ওদিক দোলাচ্ছিল এবং মুখটাকে অসম্ভব রকম কুঞ্চিত করছিল।

আমি প্রশ্ন করলাম, 'লোকটার কি হয়েছে বল তো? ও যে বাড়ির নম্বর খুঁজছে।'

হাত ঘসতে ঘসতে হোমস বলল, 'আমার বিশ্বাস সে এখানেই আসছে।'

'এখানে?'

'হ্যাঁ। বরং আমি মনে করি ব্যবসায়িক পরামর্শের জন্যই সে আমার কাছে আসছে। মনে হচ্ছে, লক্ষণগুলো আমি চিনি। কেমন? তোমাকে বললাম না?' তার কথার সঙ্গে সঙ্গেই লোকটা হাঁপাতে হাঁপাতে আমাদের দরজার দিকে ছুটে এসে ঘণ্টাটা বাজাল। ঘণ্টার শব্দ সারা বাড়িতে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

কয়েক মুহূর্ত পরেই সে আমাদের ঘরে ঢুকল। সে তখনও হাঁপাচ্ছে আর নানারকম অঙ্গভঙ্গি করছে। কিন্তু তার দুটি চোখে বেদনা ও হতাশা এতই প্রকট যে আমাদের হাসি মুহূর্তের মধ্যে ভয় ও করুণায় রূপান্তরিত হল। কিছুক্ষণ তার মুখ দিয়ে কোন কথাই বের হল না। বুদ্ধির শেষ সীমান্তে উপনীত মানুষের মত সে শরীর দোলাতে দোলাতে চুল ধরে টানতে লাগল। তারপর হঠাৎ লাফ দিয়ে এত জোরে দেওয়ালে মাথা ঠুকতে লাগল যে আমরা ছুটে গিয়ে তাকে ধরে জোর করে ঘরের মাঝখানে নিয়ে এলাম। শার্লক হোমস তাকে আরাম-কেদারায় বসিয়ে তার পাশে বসে হাতের উপর হাত রেখে এমন সহজ সান্ত্বনার সুরে কথা বলতে লাগল যা সে খুব ভালভাবেই করতে জানে।

সে বলল, 'আপনি আমার কাছে এসেছেন আপনার কাহিনী বলতে, তাই নয় কি? ছুটে আসার জন্য আপনি খুব শ্রান্ত। দয়া করে সুস্থ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। তারপর আপনার কোন ছোটখাট সমস্যার কথা যদি বলেন, আমি আনন্দের সঙ্গে তার সমাধানের চেষ্টা করব।'

ভিতরের আবেগকে চাপবার জন্য তখনও তার বুকটা ওঠা-নামা করছে। সেইভাবে সে আরও দু'এক মিনিট বসে রইল। তারপর রুমালটাকে ভুরুর উপর বুলিয়ে ঠোঁটটাকে চেপে ধরে আমাদের দিকে তাকাল।'

বলল, 'আপনারা বোধহয় আমাকে পাগল ভাবছেন?'

হোমস জবাব দিল, 'আমি তো দেখছি, আপনি খুব বিপদে পড়েছেন।'

'ঈশ্বর জানেন, সত্যি বিপদে পড়েছি! এতই আকস্মিক আর ভয়ংকর সে বিপদ যা আমার মাথাটা গুলিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।' প্রকাশ্য কলংকের ব্যাপার হলে আমি সামাল দিতে পারতাম, যদিও আমার চরিত্র আজও পর্যন্ত নিষ্কলঙ্ক। ব্যক্তিগত দুঃখ-বেদনা তো সব মানুষেরই বিধিলিপি। কিন্তু ওই দুটো একসঙ্গে এমন ভীতিপ্রদ আকার নিয়ে এসেছে যে আমার আত্মাকে পর্যন্ত নাড়া দিয়েছে। তাছাড়া, আমি তো একা নই। এই ভয়ংকর ব্যাপারের হাত থেকে রেহাই পাবার কোন উপায় যদি না পাওয়া যায় তাহলে এদেশের সম্ভ্রান্ত লোক মাত্রই বিপন্ন হবে।'

হোমস বলল, 'স্যার, দয়া করে স্থির হোন। আপনি কে, আপনার কি হয়েছে, দয়া করে খুলে বলুন।'

আগন্তুক জবাব দিল, 'আমার নাম হয়তো আপনারা শুনেছেন। আমি আলেকজান্ডার হোল্ডার, থ্রিডনিড্‌ল স্ট্রীটের হোল্ডার এণ্ড স্টিভেনসন ব্যাংকিং ফার্মের অংশীদার।'

নামটা আমাদের কাছে সুপরিচিত। লণ্ডন শহরের দ্বিতীয় সর্ববৃহৎ বেসরকারী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র পার্টনারের নাম। তাহলে কি এমন ঘটল যাতে লণ্ডনের একজন অগ্রগণ্য নাগরিক এমন করুণার পাত্র করে তুলেছে? কৌতূহলের সঙ্গেই আমরা অপেক্ষা করছিলাম। অবশেষে আর একবার চেষ্টা করে সে তার কাহিনীটা বলবার জন্য প্রস্তুত হল।

সে বলতে লাগল, 'আমি জানি সময় মূল্যবান। তাই পুলিশ ইন্সপেক্টর যখন বললেন যে আপনার সহযোগিতা আমার প্রয়োজন তখনই আমি ছুটতে ছুটতে এখানে চলে এসেছি। পাতাল-রেলে বেকার স্ট্রীটে পৌঁছে সেখান থেকে পায়ে হেঁটে আসছি। কারণ বরফের উপর দিয়ে গাড়ি বড় আস্তে চলে। ব্যায়াম করা তো অভ্যাস নেই, তাই দম ফুরিয়ে গিয়েছিল। এখন অনেকটা ভাল বোধ করছি। এবার যত সংক্ষেপে অথচ যত পরিষ্কারভাবে পারি ঘটনাগুলি আপনাকে বলছি।

'আপনি ভালভাবেই জানেন, সফল ব্যাংকিং ব্যবসা যতটা নির্ভর করে মূলধনের অর্থকরী নিয়োগের ক্ষমতার উপর ততটাই নির্ভর করে আমানতকারীর সংখ্যা ও তাদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ বৃদ্ধির উপর। অর্থলগ্নীর অর্থকরী পদ্ধতিগুলির অন্যতম হল সংশয়াতীত জামিনে ঋণদান। গত কয়েক বছর এই ধরনের বেশ ভাল কাজ আমরা করেছি। বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারকে তাদের চিত্রাবলী, গ্রন্থাগার অথবা চিত্রিত ধাতু-ফলক জামিন রেখে বিস্তর টাকা আগাম দিয়েছি।

গতকাল সকালে ব্যাংকে আমার অফিসে বসেছিলাম, এমন সময় একজন কেরাণী একখানি কার্ড এনে দিল। নামটা দেখেই আমি চমকে উঠলাম। সে নাম — দেখুন, এমন কি আপনাকেও এর চাইতে বেশী বলতে পারব না যে সারা পৃথিবীতে এ নাম সর্বজন পরিচিত — ইংলণ্ডের

শ্রেষ্ঠ, মহত্তম, সর্বাপেক্ষা গৌরবময় নামগুলির অন্যতম। তাই এই সম্মানে আমি অভিভূত হয়ে পড়লাম। তিনি ঘরে ঢুকলে সেই কথাই তাকে বলতে চেষ্টাও করলাম। কিন্তু একটা অপ্রীতিকর কাজকে দ্রুত নিষ্পন্ন করবার বাসনায় তিনি সরাসরি ব্যবসায়িক কথায়ই প্রবৃত্ত হলেন।

'বললেন, "মিঃ হোল্ডার, শুনেছি আপনারা টাকা আগাম দিয়ে থাকেন।"

'আমি জবাব দিলাম, "জামিন ভাল হলে ফার্ম টাকা দেয়।"

'তিনি বললেন, "অবিলম্বে পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড আমার একান্ত প্রয়োজন। আমি অবশ্য এই সামান্য অর্থের দশগুণ আমার বন্ধুদের কাছ থেকেই কর্জ করতে পারতাম, কিন্তু সেটা ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পাওয়াই আমি পছন্দ করছি এবং সে কাজটা নিজেই করতে চাই। আপনি সহজেই বুঝতে পারেন আমার মত লোকের পক্ষে কোনরকম বাধ্যবাধকতার মধ্যে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়।"

'আমি প্রশ্ন করলাম, "কত দিনের জন্য টাকাটা চান জানতে পারি কি?"

"আগামী সোমবার আমার একটা মোটা টাকা পাবার কথা আছে। আপনি যে অর্থ দেবেন এবং তার জন্য যা সুদ ধার্য করবেন তখন একসঙ্গে মিটিয়ে দেব। কিন্তু টাকাটা আমার এখুনি পাওয়া চাই।"

'আমি বললাম, "আমার ব্যক্তিগত তহবিল থেকে আপনাকে অবিলম্বে টাকাটা দিতে পারলে খুশি হতাম, কিন্তু এতটা ভার আমার পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়। আবার ফার্মের নামে যদি ব্যবস্থা করতে হয় তাহলে আমার অংশীদারের প্রতি সুবিচারের জন্য আপনার ক্ষেত্রেও ব্যবসা-সুলভ সতর্কতাগুলি অবশ্যই অবলম্বন করতে হবে।"

"আমিও তাই চাই" চেয়ারের পাশে রাখা একটা চৌকো কালো মরোক্কো-চামড়ার বাক্স তুলে তিনি বললেন। "আপনি নিশ্চয় মরকত-মুকুটের কথা শুনেছেন?"

''সারা সাম্রাজ্যের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান বেসরকারী সম্পত্তির অন্যতম", আমি বললাম।

"ঠিক।" তিনি বাক্সটি খুললেন। নরম, মাংস-রং ভেলভেটের মধ্যে রক্ষিত আছে সেই আশ্চর্য রত্নালঙ্কার যার নাম তিনি এইমাত্র উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন, 'উনচল্লিশটি বৃহদাকার মরকত মণি এতে আছে, আর যে সোনার পাতের উপর এগুলি বসানো আছে তার দাম গণনাতীত। সর্বনিম্ন দাম ধরলেও এই মুকুটের দাম আমার প্রার্থিত টাকার দ্বিগুণ হবে। জামিন হিসাবে এটাকেই আপনার কাছে রাখতে আমি প্রস্তুত।"

মূল্যবান বাক্সটি হাতে নিয়ে আমি বিব্রতভাবে মহামান্য মক্কেলের দিকে তাকালাম।

'তিনি প্রশ্ন করলেন, "দাম সম্পর্কে আপনার সন্দেহ হচ্ছে কি?"

"মোটেই না। আমার শুধু সন্দেহ—"

''এইটা হাতছাড়া করা উচিত হবে কিনা। সেবিষয়ে আপনি নিশ্চিত থাকুন। চারদিনের মধ্যে এটাকে খালাস করে নিতে পারব এবিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিত না হলে এটাকে হাতছাড়া করার কথা আমি স্বপ্নেও ভাবতাম না। এটা শুধুমাত্র নিয়ম রক্ষার ব্যাপার। জামিনটা যথেষ্ট তো?"

"প্রচুর।"

"দেখুন তো মিঃ হোল্ডার, আমার সম্পর্কে সবকিছু শুনে আপনার উপরে আমার তো বিশ্বাস জন্মেছে এটা তারই বড় প্রমাণ। আমি আশাকরি এব্যাপারে আপনি বিচক্ষণতার সঙ্গে সবরকম গল্প-গুজব থেকে বিরত থাকবেন; তাছাড়াও সর্বপ্রকার সতর্কতার সঙ্গে এই মুকুটকে রক্ষা করবেন, কারণ এটার কোনরকম ক্ষতি হলে যে একটা প্রকাশ্য কেলেংকারির সৃষ্টি হবে সেকথা আপনাকে বলাই বাহুল্য।" এটার কোন ক্ষতি হওয়া এবং এটা সম্পূর্ণ হারিয়ে যাওয়া সমান গুরুতর কারণ এগুলির সঙ্গে মেলাবার মত মরকত মণি পৃথিবীতে আর নেই; কাজেই এর কোনটা হারিয়ে গেলে আর নতুন করে বসানো যাবে না। যাহোক, পূর্ণবিশ্বাসের সঙ্গেই এটা আপনার কাছে রেখে যাচ্ছি। সোমবার সকালে আমি স্বয়ং এটাকে ফিরিয়ে নেব।"

'বুঝলাম যে আমার মক্কেল চলে যাবার জন্যে খুবই ব্যস্ত; তাই আর কোন কথা না বলে ক্যাসিয়ারকে ডেকে পঞ্চাশ হাজার পাউন্ডের নোট দেবার নির্দেশ দিলাম। যাহোক, আবার যখন একা হলাম, মূল্যবান বাক্সটা তখনও আমার সামনে টেবিলের উপর রয়েছে। এই বাক্সটাকে নিয়ে যে প্রচন্ড দায়িত্ব আমি ঘাড়ে নিয়েছি সেবিষয়ে আমার মনে দুশ্চিন্তা দেখা দিল। এটা একটা জাতীয় সম্পদ, কাজেই এর যদি কোন দুর্ভাগ্য দেখা দেয় তাহলে যে একটা ভয়ংকর কেলেংকারি দেখা দেবে সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এতবড় দায়িত্ব গ্রহণ করায় আমার মনে অনুশোচনা দেখা দিল। কিন্তু তখন তো অনেক দেরী হয়ে গেছে। কাজেই আমার ব্যক্তিগত সিন্দুকে সেটাকে তালাবন্ধ করে রেখে আবার কাজে মন দিলাম।

'সন্ধ্যাবেলায় মনে হল এতবড় একটা মূল্যবান বস্তু

আপিসে রেখে চলে যাওয়া অবিবেচনার কাজ হবে। ব্যাংকের সিন্দুক তো এর আগেও ভাঙা হয়েছে, আমারটাও যে হবে না তা কে বলতে পারে? যদি হয়, কী ভয়ংকর অবস্থায় আমি পড়ব! তাই স্থির করলাম, পরবর্তী কয়েকটা দিন ওটাকে সঙ্গে নিয়েই যাতায়াত করব, যাতে ওটা কোনসময়ই হাতছাড়া না হতে পারে। এই অভিপ্রায়ে একটা গাড়ি ডেকে রত্নালংকারটি সঙ্গে নিয়ে স্ট্রেথামের বাড়ির দিকে রওনা দিলাম। দোতলায় উঠে আমার ড্রেসিং-রুমের দেরাজে ওটাকে তালাবন্ধ না করা পর্যন্ত আমি যেন ভাল করে নিঃশ্বাসও নিতে পারছিলাম না।

'মিঃ হোমস, এবার আমার গৃহস্থালির কথা কিছু বলি, কারণ সেখানকার পরিস্থিতিটাও আপনার ভাল করে বোঝা দরকার। আমার ঝাড়ুদার এবং বালক-ভৃত্য বাড়ির বাইরে ঘুমোয়, কাজেই তাদের গোড়াতেই বাদ দেওয়া যায়। তিনটি পরিচারিকা অনেক বছর যাবৎ আমার কাছে আছে, তাদের বিশ্বস্ততা সম্পূর্ণভাবে সন্দেহের অতীত। লুসি পার নামে আর একটি পরিচারিকা কয়েকমাস আগে কাজে বহাল হয়েছে। খুব চমৎকার প্রশংসাপত্র নিয়ে সে এসে-ছিল, আর তার কাজেও আমি সন্তুষ্ট। মেয়েটি সুন্দরী; যারাই মাঝেমধ্যে বাড়িতে এসেছে তারাই তার প্রতি আসক্ত হয়েছে। তার মধ্যে ঐ একটি মাত্র ত্রুটিই আমরা লক্ষ্য করেছি, তাছাড়া আর সবদিক থেকে সে খুবই ভাল মেয়ে।

'এ তো গেল চাকরদের কথা। আমার পরিবার খুব ছোট, তাই তাদের কথা বলতে বেশী সময় লাগবে না। আমি মৃতদার, একমাত্র ছেলে আর্থার। সে আমাকে হতাশ করেছে মিঃ হোমস, ভীষণভাবে হতাশ করেছে। কোন সন্দেহ নেই যে সব দোষ আমার। লোকে বলে আমিই তাকে নষ্ট করেছি। হয় তো তাই। প্রিয়তমা স্ত্রী মারা গেলে মনে হল, সেই তো আমার একমাত্র ভালবাসার ধন। মুহূর্তের জন্যও তার মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে গেলে আমি সহ্য করতে পারতাম না। তার কোন ইচ্ছাই আমি অপূর্ণ রাখি নি। হয়তো আমি আর একটু শক্ত হলে আমাদের দুজনের পক্ষেই ভালই হত। কিন্তু আমি তো ভালর জন্যেই সব করেছিলাম।

'স্বভাবতই আমি চেয়েছিলাম, আমার পরে সেই আমার ব্যবসা দেখবে; কিন্তু ব্যবসাতে তার মন ছিল না। সে ছিল বেপরোয়া বাউণ্ডুলে; আর সত্য কথা বলতে কি বেশী টাকার লেনদেনের ব্যাপারে আমি তাকে বিশ্বাসও করতাম না। অল্প বয়সের সময় সে একটি সম্ভ্রান্ত ক্লাবের সদস্য হয় এবং তার মনোরম আচার-আচরণের জন্য বহু ধনী অমিতব্যয়ী লোকের সঙ্গে তার ঘনিষ্টতা হয়। সে তাসের জুয়া খেলতে শিখল, ঘোড়দৌড়ে টাকা ওড়াতে লাগল। ক্রমে বার বার আমাকে অনুরোধ করতে শুরু করল তার মাসোহারার টাকা আগাম দিতে, যাতে ঋণ শোধ করে নিজের সম্মান বজায় রাখতে পারে। যে সাংঘাতিক দলে সে ভিড়ে গিয়েছিল তার থেকে বেরিয়ে আসবার জন্য সে একাধিকবার চেষ্টাও করেছে, কিন্তু তার বন্ধু স্যার জর্জ বার্নওয়েলের প্রভাব বার বার তাকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে গেছে।

'অবশ্য স্যার জর্জ বার্নওয়েলের মত লোক যে তার উপর প্রভাব বিস্তার করবে তাতে আমি বিস্মিত হই নি। প্রায়ই সে তাকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসত, আর তার ব্যবহারে আমি নিজেই আকৃষ্ট না হয়ে পারি নি। সে আর্থারের থেকে বয়সে বড়, খুব কাজের লোক, সব জায়গায় গেছে, সব কিছু দেখেছে, চমৎকার কথা বলতে পারে, দেখতে খুবই সুপুরুষ। কিন্তু তার ব্যক্তিগত চাক-চিক্যের কথা ছেড়ে দিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় যখন তার কথা ভাবি, তখনই তার পুরুষ ভাষণ ও চোখের দৃষ্টি দেখে আমার মনে হয় যে তার মত লোককে গভীরভাবে অবিশ্বাস করাই উচিত। আমি তাই মনে করি, আর মানব-চরিত্র সম্পর্কে স্ত্রীলোকের দ্রুত অন্তর্দৃষ্টির গুণে আমার ছোট্ট মেরিও তাই মনে করে।

'এখনও তার বিবরণ দেওয়া বাকি। সে আমার ভাইঝি। কিন্তু পাঁচ বছর আগে আমার ভাইয়ের মৃত্যু হলে সে যখন পৃথিবীতে একেবারে একা তখনই আমি তাকে দত্তক নিলাম এবং সেই থেকে তাকে মেয়ের মতই দেখে আসছি। আমার ঘরে সে যেন একটি সূর্যরশ্মি—মিষ্টি, অনুরাগী, সুন্দরী যেমন আশ্চর্য ব্যবস্থাপিকা ও গৃহিণী, তেমনি শান্ত, স্নিগ্ধ ও নম্র। সে আমার ডান হাত। তাকে ছাড়া আমার যে কি হত আমি জানি না। শুধু একটি বিষয়ে সে আমার ইচ্ছার বিরোধিতা করেছে। আমার ছেলে দু'বার তাকে বিয়ে করতে চেয়েছে, কারণ সে তাকে একান্তভাবেই ভালবাসে, কিন্তু প্রতিবারই সে আপত্তি জানিয়েছে। আমার মনে হয়, একমাত্র সেই পারত তাকে সৎপথে ফিরিয়ে আনতে, আর এই বিয়ে হয় তো তার জীবনটাকেই বদলে দিতেও পারত। কিন্তু আজ, হায়! বড্ড দেরী হয়ে গেছে—চিরদিনের মতই দেরী হয়ে গেছে!

'মিঃ হোমস, আমার বাড়িতে যারা বাস করে তাদের কথা তো শুনলেন, এবার আমার দুর্দশার কাহিনী বলছি।

'সেরাতে আহারের পর ড্রয়িং-রুমে বসে আমরা কফি খাচ্ছিলাম, সেইসময় আর্থার ও মেরিকে আমার অভিজ্ঞতা

কথা এবং আমাদের বাড়িতে যে বহুমূল্যবান সম্পদ আছে তার কথা বললাম। শুধু আমার মক্কেলের নামটা চেপে গেলাম। লুসি পারই কফি এনেছিল ; কিন্তু আমি নিশ্চয় বলতে পারি সে তখন সেখান থেকে চলে গিয়েছিল ; তবে দরজাটা বন্ধ ছিল কিনা সঠিক বলতে পারব না। মেরি দেখতে চাইল। কিন্তু আমি আর ওটাকে নাড়াচাড়া করতে চাইলাম না।

"ওটাকে কোথায় রেখেছ?" আর্থার প্রশ্ন করল।

"আমার দেরাজে।"

"তা ভাল। তবে রাত্রে বাড়িতে চুরি না হলেই হয়" সে বলল।

"তালা দেওয়া আছে" আমি জবাব দিলাম।

"যেকোন পুরনো চাবি দেরাজে লাগে। আমি যখন ছোট ছিলাম, বক্সরুমের ক্যাবার্ডের চাবি দিয়ে আমি নিজেই ওটা খুলেছি।"

"ওরকম আবোল-তাবোল বলাই ওর স্বভাব, তাই ওর কথা নিয়ে আমি মাথা ঘামাতাম না। যাহোক, গম্ভীর মুখে আমার পিছনে সে আমার ঘরে এল।

চোখ নীচু করে বলল, "দেখ বাবা, আমাকে দুশো পাউন্ড দিতে পার কি?"

www.boiRboi.net

'আমি সোজা জবাব দিলাম, "না, পারি না ; টাকার ব্যাপারে তোমার প্রতি অনেক উদারতা দেখিয়েছি।'

'সে বলল, "তুমি দয়া করেছ, সেটা ঠিক। কিন্তু এ টাকাটা যে চাই-ই, নইলে ক্লাবে যে আমি আর মুখ দেখাতে পারব না।"

"তাহলে তো ভালই হয়", আমি চেঁচিয়ে বললাম।

'সে বলল, "তা ঠিক। কিন্তু আমি অপমানিত হয়ে সেখান থেকে চলে আসি তা তো তুমি চাও না। সে অপমান আমি সহ্য করব না। টাকাটা আমার চাই। তুমি যদি না দাও, আমি অন্য পথ দেখব।"

'আমার খুব রাগ হল, কারণ সে-মাসে এই তার তৃতীয় দাবী। চেঁচিয়ে বললাম, "আমার কাছ থেকে একফার্দিং-ও পাবে না।" তারপর আর একটি কথাও না বলে সে মাথা নুইয়ে ঘর থেকে চলে গেল।

'সে চলে গেলে দেরাজ খুলে দেখলাম সব ঠিক আছে, তারপর আবার চাবি দিয়ে দিলাম। তারপর সব ঠিক আছে কিনা দেখবার জন্য বাড়ির চারদিকটা ঘুরে দেখলাম। একাজটা সাধারণত মেরিই করে থাকে, কিন্তু সেরাতে কাজটা আমারই করা উচিত বলে ভেবেছিলাম। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে দেখলাম হলের পাশের জানালায় মেরি দাঁড়িয়ে আছে। আমি তার কাছে যেতে জানালাটা বন্ধ করে দিল।

একটু বিচলিতভাবে আমার দিকে তাকিয়ে সে বলল, "বলতো বাপি, লুসিকে তুমি কি আজ রাতে বাইরে যাবার অনুমতি দিয়েছ?"

"নিশ্চয়ই না।"

"এইমাত্র সে পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকল। পাশের দরজায় সে যে কারও সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এটা তো ভাল নয়। এসব বন্ধ করা দরকার।"

"সকালেই তুমি তাকে বলো। অথবা যদি চাও, আমিও বলতে পারি। ভাল করে দেখেছ তো, সব কিছু আটকানো আছে?"

"খুব ভাল করে দেখেছি বাপি।"

"আচ্ছা, শুভ রাত্রি।" তাকে চুম্বন করে শোবার ঘরে চলে গেলাম। একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

'মিঃ হোমস, এই ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত সবকিছুই আপনাকে বলতে চেষ্টা করছি। যদি কোন বিষয় অস্পষ্ট মনে হয়, দয়া করে প্রশ্ন করবেন।'

'বরং আপনার বিবরণ অতিশয় প্রাঞ্জল।'

'এবার কাহিনীর যে অংশটা বলব সেটা যেন খুবই প্রাঞ্জল হয় তাই আমি চাই। আমার ঘুম খুব গাঢ় নয়। মনের উদ্বেগ নিঃসন্দেহে সেরাতে আমার ঘুমকে আরও পাতলা করে দিয়েছিল। রাত দুটো নাগাদ বাড়িতে একটা শব্দ শুনে আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমি ভালভাবে জাগবার আগেই শব্দটা থেমে গিয়েছিল। কিন্তু মনের মধ্যে এমন একটা ধারণা রেখে গিয়েছিল যেন কোনখানে একটা জানালা আস্তে বন্ধ হয়ে গেল। শুয়ে শুয়েই কান খাড়া করে রইলাম। হঠাৎ সভয়ে শুনতে পেলাম, পাশের ঘরে খুব আস্তে আস্তে চলার স্পষ্ট পায়ের শব্দ। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বিছানা থেকে উঠে ড্রেসিংরুমের দরজায় উঁকি দিলাম।

আর্তনাদ করে উঠলাম, "আর্থার! শয়তান! চোর! তুমি ঐ মুকুটে হাত দিতে সাহস করলে?"

'ঘরে অনুজ্জ্বল আলো জ্বলছিল। আমার ছেলে শুধু শার্ট আর ট্রাউজার পরা অবস্থায় সেই আলোর পাশে দাঁড়িয়েছিল। তার হাতে মুকুট। মনে হল প্রাণপণ শক্তিতে সেটাকে সে মুচড়ে বাঁকাতে চেষ্টা করছে। আমার চীৎকার শুনে সে মুকুটটাকে হাত থেকে ফেলে দিল। তার মুখ মৃত্যুর মত সাদা হয়ে গেল। সেটাকে তুলে নিয়ে ভাল করে দেখতে লাগলাম। তিনটে মরকত মণি সমেত মুকুটের

একটি কোণ খোয়া গেছে।

'রাগে জ্ঞান হারিয়ে আমি চীৎকার করে উঠলাম, "বদমাস! তুমি এটাকে নষ্ট করলে! চিরকালের মত আমাকে অপমানিত করলে! যে মণিগুলো চুরি করেছ তা কোথায়?"

"চুরি!" সেও চীৎকার করে বলল।

"হ্যাঁ, তুমি চোর।" তার কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে আমি গর্জে উঠলাম।

'সে বলল, "কিছুই খোয়া যায় নি। খোয়া যেতে পারে না।"

"তিনটে খোয়া গেছে। আর তুমি জান সেগুলি কোথায়। চোরের সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে কি মিথ্যাবাদীও বলতে হবে? আমি কি স্বচক্ষে দেখি নি যে তুমি আরও একটা খুলে নিতে চেষ্টা করছ?"

'সে বলল, "অনেক গালাগালি করেছ আর সহ্য করব না। তুমি যখন আমাকে অপমানই করেছ তখন আর একটি কথাও আমি বলব না। সকালেই তোমার বাড়ি ছেড়ে চলে যাব। পৃথিবীতে নিজের পথ আমি নিজেই দেখে নেব।"

'দুঃখে, ক্ষোভে উন্মাদের মত চীৎকার করে বললাম, "সেটা পুলিশের হাতেই ছেড়ে দিতে হবে। ব্যাপারটা আমি আগাগোড়া তদন্ত করব।"

"আমার কাছ থেকে কিছুই জানতে পারবে না।" এমন রাগের সঙ্গে সে কথাগুলো বলল যেটা তার পক্ষে স্বাভাবিক নয়। "যদি পুলিশকে ডাকতে চাও, তারা এসে যা পারে তা করুক।"

'ততক্ষণে সারা বাড়ি জেগে উঠেছে, কারণ রাগে আমার গলা খুবই চড়ে গিয়েছিল। মেরিই প্রথম ছুটে আমার ঘরে ঢোকে। মুকুটটা আর আর্থারের মুখ দেখেই সে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পারে, এবং আর্তনাদ করে জ্ঞান হারিয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে। চাকরাণীকে পুলিশ ডাকতে পাঠালাম এবং সঙ্গে সঙ্গে তদন্তের ভার তাদের হাতে ছেড়ে দিলাম। দুই হাত ভাঁজ করে আর্থার চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। ইন্সপেক্টর ও একজন কনেস্টবলকে বাড়িতে ঢুকতে দেখে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, তার বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ আনা আমার উদ্দেশ্য কি না। আমি জবাবে বললাম, ক্ষতিগ্রস্থ মুকুটটা জাতীয় সম্পদ, কাজেই এখন আর এটা কারও ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, প্রকাশ্য ব্যাপার। আমার তখন দৃঢ়সংকল্প, আইন তার নিজের পথেই চলুক।

'সে বলল, "অন্তত এখনই আমাকে গ্রেপ্তার হতে দিও না। পাঁচ মিনিটের জন্যও যদি আমি একবার বাড়ি থেকে বাইরে যেতে পারি তাহলে তোমার আমার দুজনেরই ভাল হবে।"

"যাতে তুমি পালিয়ে যেতে পার, বা হয় তো চুরির মাল লুকিয়ে ফেলতে পার" আমি বললাম। তারপর আমার ভয়াবহ অবস্থা উপলব্ধি করে আমি তাকে বললাম যে এর ফলে শুধু আমার সম্মান নয়, আমার চাইতে অনেক বড় একজনের সম্মান বিপন্ন হবে; তাছাড়া এর ফলে এমন একটা কেলেংকারির সৃষ্টি হবে যাতে সমস্ত জাতিটা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠবে। তিনটে হারানো পাথর নিয়ে সে কি করেছে শুধু এইটুকু যদি সে আমাকে বলে তাহলে হয় তো এসব কিছুই এড়ানো যায়।

'আমি বললাম, "ব্যাপারটার মুখোমুখি দাঁড়ালে তোমার কোন ক্ষতি নেই; তুমি তো ধরাই পড়েছ, স্বীকারোক্তি করলে তোমার অপরাধ কিছু বাড়বে না। মরকত মণিগুলো কোথায় আছে সেকথা বলে তুমি যদি সাধ্যমত ঘটনার প্রতিকার করতে চেষ্টা কর, তাহলে সবকিছু ক্ষমা করা হবে, ভুলে যাওয়া হবে।"

'ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, "যারা চায় তাদের জন্য তোমার ক্ষমা তুলে রাখো।" বুঝলাম, সে এতই, কঠোর যে আমার কথায় কোন কাজ হবে না। তার জন্য একটি পথই খোলা আছে। ইন্সপেক্টরকে ডেকে আর্থারকে তার হেপাজতে দিয়ে দিলাম। তখনই খোঁজা শুরু হল। তার শরীর, ঘর, এবং বাড়ির যেকোন জায়গায় মণিগুলো লুকিয়ে রাখা সম্ভব সর্বত্র খোঁজা হল, কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না। হতভাগা ছেলেটাও মুখ খুলল না,—না আমাদের উপরোধে, না ভীতি প্রদর্শনে। আজ সকালেই তাকে হাজতে পোরা হয়েছে; আমিও পুলিশের সঙ্গে প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সেরে সোজা আপনার কাছে এসেছি; আপনাকে অনুরোধ করছি, এই রহস্যের সমাধানে আপনার ক্ষমতা প্রয়োগ করুন। পুলিশ খোলাখুলিই স্বীকার করেছে যে, বর্তমানে তারা কিছুই করতে পারবে না। খরচপত্র যা খুশি করবেন। ইতিমধ্যেই এক হাজার পাউণ্ডের একটা পুরস্কার আমি ঘোষণা করেছি। হায় ঈশ্বর! আমি কি করব! এক রাতে আমি সম্মান হারিয়েছি, আমার মণিগুলি হারিয়েছি, আমার ছেলেকে হারিয়েছি। ওঃ, আমি এখন কি করব!'

দুই হাতে মাথাটা চেপে ধরে সামনে-পিছনে দুলতে দুলতে অসহ্য দুঃখে বিচলিত ছোট শিশুর মত সে নিজের মনেই কথা বলতে লাগল।

দুটি ভুরুকে একত্র জোড়া করে এবং চোখ দুটোকে আগুনের দিকে নিবদ্ধ করে শার্লক হোমস কয়েক মিনিট চুপচাপ বসে রইল।

তারপর প্রশ্ন করল, 'আপনার কাছে লোকজন আসে?'

'কেউ না, শুধু আমার অংশীদার ও তার পরিবারের লোকেরা এবং আর্থারের জনৈক বন্ধু। স্যার জর্জ বার্নওয়েল সম্প্রতি কয়েকদিন এসেছিল। আর কেউ না।'

'আপনি কি সমাজে খুব যাতায়াত করেন?'

'আর্থার করে। মেরি আর আমি বাড়িতেই থাকি। আমরা কেউই ওসব পছন্দ করি না।'

'একটি তরুণীর পক্ষে সেটা অস্বাভাবিক।'

'তার স্বভাবই শান্ত। তাছাড়া সে একেবারে তরুণীও নয়। তার বয়স চব্বিশ বছর।'

'আপনার কথায় মনে হয় এব্যাপারে সেও খুব আঘাত পেয়েছে।'

'ভয়ংকর। আমার চাইতে সে বেশী আঘাত পেয়েছে।'

'আপনার ছেলের অপরাধ সম্পর্কে আপনাদের কারও কোনরূপ সন্দেহ নেই?'

'কেমন করে থাকবে? আমি নিজের চোখে তাকে মুকুট হাতে দেখেছি।"

www.boiRboi.net

'সেটাকে খুব চূড়ান্ত প্রমাণ বলে আমি মনে করি না। মুকুটের বাকিটা কোনরকম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল কি?'

'হ্যাঁ, সেটাকে মোচড়ানো হয়েছিল।'

'একথা ভাবতে পারেন না যে সে ওটাকে সোজা করবার চেষ্টা করেছিল?'

'ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন! তার আর আমার জন্য যা করা সম্ভব তাই আপনি করছেন। কিন্তু কাজটা খুবই শক্ত। সেখানে সে কি করছিল? সে যদি নির্দোষই হবে তাহলে সেকথা বলে নি কেন?'

'ঠিক। আর সে যদি দোষীই হবে তাহলে একটা মিথ্যে বানিয়ে বলে নি কেন? আমার তো মনে হয় তার এই চুপ করে থাকাটা দুদিকেই কাটে। এই ব্যাপারের কয়েকটা বিশেষ দিক আছে। যে শব্দ শুনে আপনার ঘুম ভেঙেছিল সেবিষয়ে পুলিশের কি মত?'

'তারা মনে করেন আর্থার শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করার ফলে শব্দটা হয়ে থাকতে পারে।'

'সম্ভবপর গল্পই বটে! যেন একটা লোক পাপ কাজ করবার আগে দরজাটা এমনভাবে বন্ধ করবে যাতে বাড়ি শুদ্ধ লোক জেগে ওঠে। মণিগুলো অদৃশ্য হবার ব্যাপারে তাঁরা কি বলেন?'

'সেগুলো পাবার আশায় তাঁরা এখনও কাঠের পাটাতন ঠুকছেন আর আসবাবপত্রে ফুটো করছেন।'

'বাড়ির বাইরে কোথাও খুঁজে দেখার কথা তাঁরা ভেবেছেন কি?'

'হ্যাঁ, তারা অসাধারণ উৎসাহ প্রদর্শন করছেন। সারা বাগানটাকে তছনছ করে খুঁজছেন।'

হোমস বলে উঠল, 'আচ্ছা মশায়, এটা কি আপনি বুঝতে পারছেন না যে পুলিশ বা আপনি ব্যাপারটাকে প্রথমে যেরকম মনে করছিলেন, আসলে এটা তার চাইতে অনেক গভীর ব্যাপার? আপনাদের কাছে এটা খুব সরল ঘটনা বলে মনে হয়েছিল, কিন্তু আমার কাছে ব্যাপারটা অসম্ভব জটিল। আপনার ধারণাটার কথাই ভেবে দেখুন। আপনি মনে করেন, আপনার ছেলে বিছানা থেকে নামল, অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে আপনার শোবার ঘরে গেল, আপনার দেরাজ খুলল, মুকুটটা বের করল, তার থেকে একটা অংশ গায়ের জোরে ভেঙে নিয়ে অন্য জায়গায় চলে গেল, ঊনচল্লিশটার মধ্যে তিনটে মণিকে এমনভাবে লুকিয়ে রাখল যে কেউ খুঁজে পেল না, এবং তারপরে বাকি ছত্রিশটা নিয়ে সেই ঘরে ফিরে এল যেখানে তার ধরা পড়বার সমূহ সম্ভাবনা। আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, এসব কি বিশ্বাসযোগ্য ব্যাপার?'

ব্যাংক-মালিক হতাশভাবে বলে উঠল, 'আর কি ভাবা যায়? তার উদ্দেশ্য যদি সাধু হয়ে থাকে, তাহলে সেকথা সে খুলে বলছে না কেন?'

হোমস জবাব দিল, 'সেটা বের করা আমাদের কাজ। কাজেই মিঃ হোল্ডার, আপনি যদি রাজি হন তাহলে আমরা দুজন স্ট্রেথামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করব এবং খুঁটিনাটিগুলো আরও ভালভাবে দেখতে ঘণ্টাখানেক সময় ব্যয় করব।'

আমার সঙ্গী তাদের অভিযানে আমাকেও সঙ্গী হতে বলল। আমার আগ্রহও যথেষ্টই ছিল। যে কাহিনী শুনলাম তাতে আমার কৌতূহল এবং সহানুভূতিও গভীরভাবে আলোড়িত হয়েছিল। স্বীকার করছি, ব্যাংক-মালিকের পুত্রের অপরাধ তার হতভাগ্য পিতার মতই আমার কাছেও অত্যন্ত স্পষ্ট। তথাপি হোমসের বিচারশক্তির উপর আমার বিশ্বাস এতই দৃঢ় যে যতক্ষণ পর্যন্ত সে গৃহীত ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট না হচ্ছে ততক্ষণ আশা করবার যথেষ্ট কারণ আছে। দক্ষিণ শহরতলীতে যাবার সারাটা পথ সে কোন কথাই বলল না ; সারাক্ষণ বুকের উপর থুতনি রেখে টুপিটাকে চোখের উপর নামিয়ে গভীর চিন্তায়

মগ্ন হয়ে বসে রইল। আশার একটুখানি আলো দেখতে পেয়ে আমাদের মক্কেলের মনটাও তাজা হয়ে গেল। এমন কি ব্যবসার কথা নিয়ে আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ আলোচনাও করল। কিছুটা রেলপথে, তার চাইতেও অল্প কিছুটা পায়ে হেঁটে আমরা মিঃ হোল্ডারের বাসভবন ফেয়ারব্যাংকে পৌঁছলাম।

ফেয়ারব্যাংক শ্বেত পাথরের একটি প্রমাণ-আকারের চৌকোণা বাড়ি রাস্তা থেকে একটু দূরে অবস্থিত। দুটো বড় লোহার গেট দিয়ে প্রবেশ-পথটা বন্ধ। সেখান থেকে দুটো গাড়ির পথ বাড়ির দিকে চলে গেছে। মাঝখানে বরফঢাকা লন। ডান দিকে একটা ছোট ঝোপ। তারপর থেকেই দুই সারি পরিষ্কার কেয়ারির ভিতর দিয়ে একটা সরু রাস্তা চলে গেছে রান্নাঘরের দরজা পর্যন্ত। সেই পথেই ফেরিওয়ালারা যাতায়াত করে। বাঁ দিকে একটা গলি চলে গেছে আস্তাবল পর্যন্ত। গলিটা বাড়ির অন্তর্গত জমির ভিতরে নয়, একটা স্বল্প-ব্যবহৃত প্রকাশ্য পথ। আমাদের দরজায় দাঁড় করিয়ে রেখে সে সারা বাড়িটা ঘুরে দেখল। সামনেটা দেখে নিয়ে ফেরিওয়ালাদের পথ ধরে পিছনের বাগানে গিয়ে আস্তাবলের গলিতে পড়ল। এতে তার এত বিলম্ব হতে লাগল যে মিঃ হোল্ডার ও আমি খাবার ঘরে ঢুকে আগুনের পাশে বসে তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। চুপচাপ বসেছিলাম। এমন সময় দরজা খুলে একটি তরুণী ঘরে ঢুকলো। সে মাঝারি অপেক্ষা একটু বেশী উঁচু, একহারা ; তার চুল ও চোখ কালো, ত্বকের বিবর্ণতার জন্য আরও বেশী কালো দেখাচ্ছিল। কোন স্ত্রীলোকের মুখে এরকম মারাত্মক বিবর্ণতা আমি আর কখনও দেখেছি বলে মনে হয় না। তার ঠোঁট দুখানি রক্তহীন, কেঁদে কেঁদে চোখ দুটো ফুলে গেছে। তাকে দেখে মনে হল, ব্যাংক-মালিক অপেক্ষাও তার দুঃখ গভীরতর। সেটা আরও বেশী চোখে পড়ল, কারণ স্পষ্টতই সে দৃঢ় চরিত্রের স্ত্রীলোক, তার আত্মসংযমের শক্তি অসাধারণ। আমার উপস্থিতিকে উপেক্ষা করে সে সোজা তার পিতৃব্যের কাছে এগিয়ে গেল। মেয়েদের মধুর মমতায় তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

সে প্রশ্ন করল, 'তুমি আর্থারকে ছেড়ে দেবার নির্দেশ দিয়েছ, তাই না বাপি?'

'না তো মা, ব্যাপারটা আগাগোড়া তদন্ত হওয়া দরকার।'

'কিন্তু আমি নিশ্চিত জানি সে নির্দোষ। মেয়েদের মনকে তো তুমি জান। আমি জানি, কোন ক্ষতি সে করে নি। অতটা কঠোর হওয়ার জন্য পরে তুমি দুঃখ পাবে।'

'সে যদি নির্দোষ, তাহলে চুপ করে আছে কেন?'

'কে জানে? হয় তো তুমি তাকে সন্দেহ করেছ বলেই সে রাগ করেছে।'

'তাকে মুকুট হাতে দেখেও আমি সন্দেহ না করি কেমন করে?'

'সে হয়তো ওটা শুধু দেখবার জন্যই হাতে নিয়েছিল। আমার কথা শোন। সত্যি সে নির্দোষ। ব্যাপারটা শেষ কর। ও বিষয়ে আর কোন কথা বলো না। আমার প্রিয় আর্থার জেলে যাবে ভাবতেও কষ্ট হয়।'

'মণিগুলো না পাওয়া পর্যন্ত ব্যাপারটা ছেড়ে দেব না। কখনও না। মেরি, আর্থারের প্রতি মমতায় তুমি দেখতে পাচ্ছ না এর ফল আমার পক্ষে কত ভয়াবহ। চাপা দেওয়া তো দূরের কথা, আরও গভীরভাবে তদন্ত করার জন্য আমি লন্ডন থেকে এই ভদ্রলোককে এনেছি।'

আমার দিকে তাকিয়ে সে প্রশ্ন করল, 'এই ভদ্রলোক?'

'না, এর বন্ধু। তিনি একা থাকতে চাইলেন। এখন তিনি বাড়িটা ঘুরে আস্তাবলের গলিতে এসেছেন।'

'আস্তাবলের গলি?' সে তার কালো চোখের ভুরু তুলে তাকাল। 'সেখানে তিনি কি পাবেন বলে আশা করেন? ওঃ, এই বুঝি তিনি। আমি বিশ্বাস করি, আমি যা সত্য বলে জানি আপনি তাই প্রমাণ করতে পারবেন। আমার ভাই আর্থার এব্যাপারে নির্দোষ।'

জুতো থেকে বরফ ঝেড়ে ফেলবার জন্য মাদুরের কাছে গিয়ে হোমস বলল, 'আপনার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। আপনার মত আমিও বিশ্বাস করি যে আমরা সেটা প্রমাণ করতে পারব। নিশ্চয় মিস মেরি হোল্ডারের সঙ্গে আমি কথা বলছি। আপনাকে দু'একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?'

'এই ভয়ংকর অবস্থা দূর করতে যদি তাতে সুবিধা হয়, নিশ্চয় পারেন।'

'কাল রাতে আপনি কিছু শোনেন নি?'

'আমার কাকা উচ্চৈঃস্বরে কথা বলবার আগে কিছুই শুনি নি। তাঁর গলা শুনেই আমি নেমে আসি।'

'আগের রাতে সব জানালা-দরজা আপনি বন্ধ করেছিলেন? সবগুলো জানালাই ভাল করে বেঁধে দিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'আজ সকালে কি সবগুলোই বাঁধা ছিল?'

'হ্যাঁ।'

www.boiRboi.net

'আপনাদের চাকরাণীর একজন প্রেমিক আছে কি? কাল রাতে আপনি কি কাকাকে বলেছিলেন যে, তার সঙ্গে দেখা করতে সে বাইরে গিয়েছিল?'

'হ্যাঁ। সেই ড্রয়িং-রুমে অপেক্ষা করেছিল এবং মুকুট সম্পর্কে কাকার কথাগুলো শুনে থাকতে পারে।'

'বটে। আপনি বলতে চান, প্রেমিককে একথা বলতেই সে বাইরে গিয়েছিল। তারপর দুজনে মিলে এই ডাকাতির মতলব আঁটে।'

ব্যাংক-মালিক অধীরভাবে বলে উঠল, 'এসব বাজে কথার ফল কি হবে? আপনাকে তো বলেছি, আর্থারের হাতে মুকুট আমি নিজে দেখেছি।'

'একটু অপেক্ষা করুন মিঃ হোল্ডার। সে কথায় পরে আসছি। মিস হোল্ডার, এই মেয়েটার কথাই হোক। আপনি তাকে রান্নাঘরের দরজা দিয়ে ফিরতে দেখেছেন?'

'হ্যাঁ। রাতের মত দরজাটা ঠিকমত আটকানো হয়েছে কি না দেখতে গিয়ে চোখে পড়ল, সে নিঃশব্দে ভিতরে ঢুকে গেল। আবছা আলোয় লোকটাকে দেখতে পেলাম।'

'তাকে আপনি চেনেন?'

'খুব চিনি। সে তো সব্জীওয়ালা, আমাদের সব্জী দেয়। তার নাম ফ্রান্সিস প্রস্পার।'

www.boiRboi.net

হোমস বলল, 'সে দরজার বাঁ দিকে দাঁড়িয়েছিল—মানে, দরজায় পৌঁছতে যতটা আসা দরকার তার চাইতেও একটু বেশী এগিয়ে?'

'হ্যাঁ, তাই।

'তার একটা পা কাঠের?'

তরুণীর কালো চোখের তারায় একটা ভয় যেন ঝিলিক দিয়ে উঠল। বলল, 'আরে আপনি দেখছি যাদুকর! সেকথা আপনি কেমন করে জানলেন?' সে হেসে উঠল। কিন্তু হোমসের ব্যগ্র পাতলা মুখে কোন হাসি ফুটল না।

সে বলল, 'এবার আমি উপরে যেতে চাই। তার আগে বাড়ির বাইরেটা আর একবার ঘুরে দেখব। উপরে যাবার আগে নীচের জানালাগুলো দেখলে বোধ হয় ভাল হয়।'

দ্রুত পায়ে সে একটা থেকে আর একটা জানালায় হাঁটতে লাগল। শুধু হল থেকে আস্তাবলের গলির দিককার বড় জানালাটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। সেটাকে খুলে শক্তিশালী ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস দিয়ে গোবরাটটাকে খুব ভাল করে পরীক্ষা করল। তারপর বলল, 'এবার আমরা উপরে যাব।'

ব্যাংক-মালিকের ড্রেসিং-রুম একটা সাধারণভাবে সাজানো ছোট ঘর—তাতে রয়েছে একটা ধূসর কার্পেট, একটা বড় দেরাজ-টেবিল আর একখানা বড় আয়না। হোমস প্রথমেই দেরাজ-টেবিলের কাছে গিয়ে তালাটার দিকে তাকাল।

'কোন্ চাবি দিয়ে এটাকে খোলা হয়?' সে জিজ্ঞাসা করল।

'সেকথা তো আমার ছেলে আগেই বলেছে—গুদামঘরের কাবার্ডের চাবিটা দিয়ে।'

'সেটা কি এখানে আছে?'

'ড্রেসিং-টেবিলের উপরে আছে।'

চাবিটা নিয়ে শার্লক হোমস দরজাটা খুলে ফেলল। বলল, 'তালাটা খুলতে কোন শব্দ হয় না। তাই আপনার ঘুম ভাঙে নি। এই বাক্সটার মধ্যেই বোধ হয় মুকুটটা আছে। সেটা একবার দেখতে চাই।' বাক্সটা খুলে মুকুটটা বের করে সে টেবিলের উপর রাখল। রত্ন-শিল্পের এক অপূর্ব নিদর্শন। যে ছত্রিশটা পাথর রয়েছে সেরকম পাথর আমি কোনদিন দেখি নি। মুকুটের একটা কোণ দুমড়ানো, সেখান থেকে তিনটে মণিসহ খানিকটা অংশ ভেঙে নেওয়া হয়েছে।

হোমস বলল, 'দেখুন মিঃ হোল্ডার, মুকুটের যে কোণটা হারিয়েছে এটা হচ্ছে অনুরূপ আর একটা কোণ। দয়া করে এদিকটা ভাঙুন তো।'

ব্যাংক-মালিক ভয়ে কুঁকড়ে উঠল। বলল, 'সে চেষ্টার কথা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না।'

'তাহলে আমি চেষ্টা করব।' হঠাৎ হোমস সেটাকে ভাঙতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। পরে বলল, 'মনে হচ্ছে একটু বেঁকেছে; কিন্তু আমার আঙুলগুলো অসাধারণ শক্ত হওয়া সত্ত্বেও এটা ভাঙতে অনেক সময় লাগবে। কাজেই একজন সাধারণ লোকের পক্ষে এটা সম্ভবই নয়। আচ্ছা মিঃ হোল্ডার, আমি এটা ভাঙতে পারলে কি হত বলুন তো? পিস্তলের গুলির মত একটা শব্দ হত। অথচ আপনি কি আমাকে বলেন নি যে, আপনার বিছানার কয়েক গজের মধ্যে ব্যাপারটা ঘটেছে, কিন্তু আপনি কিছুই শুনতে পান নি?'

'কি বলব কিছুই ভাবতে পারছি না। আমার কাছে সবই অন্ধকার।'

'আর একটু অগ্রসর হলেই অন্ধকার ফিকে হয়ে আসবে। আপনি কি বলেন মিস হোল্ডার?'

'স্বীকার করছি, কাকার মত আমিও কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'আপনি যখন তাকে দেখতে পেয়েছিলেন তখন তার পায়ে জুতো বা চটি ছিল না তো?'

'ট্রাউজার ও শার্ট ছাড়া পরনে আর কিছুই ছিল না।'

'ধন্যবাদ। তদন্তকালে ভাগ্য আমাদের প্রতি খুবই প্রসন্ন হয়েছে। এর পরেও যদি সব সমস্যা মেটাতে না পারি সে আমাদের দোষ। মিঃ হোল্ডার, আপনার অনুমতি নিয়ে বাড়ির বাইরে তদন্তকার্যটা চালিয়ে যেতে চাই।'

তার নির্দেশ মতই সে একা গেল, কারণ সে বলল যে অনাবশ্যক পায়ের দাগ পড়লে তার কাজের অসুবিধা হবে। এক ঘণ্টার মত কাজ করে যখন সে ফিরে এল তখন তার পা বরফে ভারী হয়ে উঠেছে, আর তার চেহারা হয়েছে বিদ্‌ঘুটে।

বলল, 'মিঃ হোল্ডার, যা কিছু দেখবার সবই দেখলাম। এবার আমার বাসায় ফিরে গেলেই ভাল হয়।'

'কিন্তু মিঃ হোমস, মণিগুলো কোথায়?'

'বলতে পারব না।'

ব্যাংক-মালিক দুই হাত মুচড়ে বলে উঠল, 'সেগুলো কোনদিন পাব না! কিন্তু আমার ছেলের কি হবে? আপনি আমাকে আশা দিয়েছিলেন?'

'আমার বক্তব্য অপরিবর্তিতই আছে।'

'ঈশ্বরের দোহাই! তাহলে কাল রাতে আমার বাড়িতে যে ঘটনাটি ঘটল সেটা কি?'

www.boiRboi.net

'কাল সকালে ন'টা থেকে দশটার মধ্যে যদি আমার বেকার স্ট্রীটের বাসায় আসেন, তাহলে ব্যাপারটা খোলসা করবার যথেষ্ট চেষ্টা করব। কথা ছিল, মণিগুলো ফিরিয়ে দেব এই শর্তে আপনি আমাকে সাদা চেক দেবেন এবং তাতে টাকার অংক কি বসবে তার কোন সীমা আপনি নির্দেশ করবেন না।'

'ওগুলো ফিরে পেলে আমার যথাসর্বস্ব দিতে পারি।'

'খুব ভাল কথা। চেষ্টা করে দেখা যাক। বিদায়! সন্ধ্যার আগেই আর একবার এখানে আসতেও পারি।'

বুঝতে পারছিলাম যে এ ব্যাপারে আমার বন্ধু মনস্থির করে ফেলেছে, কিন্তু তার সিদ্ধান্তগুলি যে কি তা আমি কল্পনাও করতে পারি না। বাসায় ফিরবার পথে কথাটা তুলতে বারকয়েক চেষ্টা করলাম, কিন্তু প্রতিবারই সে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল। হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিলাম। আবার যখন আমাদের ঘরে ফিরে গেলাম তখনও তিনটে বাজে নি। তাড়াতাড়ি সে তার ঘরে চলে গেল এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই ভবঘুরের বেশে ফিরে এল। জামার কলার তোলা, চকচকে কোট, লাল গলাবন্ধ, ছেঁড়া জুতো, ভবঘুরের পাক্কা নিদর্শন।

অগ্নিকুণ্ডের উপরকার আয়নায় নিজেকে দেখে নিয়ে সে বলল, 'মনে হচ্ছে এতেই চলে যাবে। তুমি সঙ্গে থাকলে ভালই হত ওয়াটসন, কিন্তু তা হবে না। হয় ঠিক পথেই যাব, নয় তো সবই হবে আলেয়ার অনুসরণ। দেখা যাক, কোনটা ঠিক হয়। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসতে পারব বলে আশা করছি।' সাইডবোর্ডের উপর থেকে একটুকরো গো-মাংস কেটে নিয়ে দু'টুকরো রুটির মধ্যে ফেলে সেটাকে স্যাণ্ডুইচ বানিয়ে পকেটে ঢুকিয়ে সে তার অভিযানে বেরিয়ে গেল।

সবে চা-পর্ব শেষ করেছি, এমন সময় পাশে ইলাস্টিক-লাগানো একটা জুতো হাতে ঝুলিয়ে সে ফিরে এল। মেজাজ বেশ শরিফ মনে হল। জুতোটাকে এককোণে ছুঁড়ে দিয়ে এক কাপ চা খেল।

সে বলল, 'এখান দিয়েই যাচ্ছিলাম, তাই ঢুকে পড়লাম। এখনই চলে যাব।'

'কোথায়?'

'ওয়েস্ট এণ্ডের অপর দিকে। ফিরতে দেরী হতে পারে। বেশী দেরী হলে আমার জন্য বসে থেক না।'

'কাজ কেমন চলছে?'

'এই কোনরকম। অভিযোগ করবার মত কিছু পাই নি। এখান থেকে বেরিয়ে স্ট্রেথাম গিয়েছিলাম, কিন্তু বাড়িতে যাই নি। সমস্যাটা ভারি সুন্দর, কোন কিছুর জন্যই এটাকে হাতছাড়া করতে চাই না। যাকগে, এখানে বসে গল্প করলে তো চলবে না। আগে এইসব বাজে পোশাকগুলো ছাড়তে হবে, তারপর আমার সম্মানিত ব্যক্তিত্বে ফিরে যেতে হবে।'

বুঝতে পারলাম, কথার যতটুকু ধরা পড়েছে, তার খুশি হবার কারণটা তার চাইতে বেশী শক্তিশালী। চোখ দুটো মিট মিট করছে, বিবর্ণ গালে যেন রঙের ছোঁয়া লেগেছে। দ্রুতপায়ে সে উপরে উঠে গেল। কয়েক মিনিট পরে হলের দরজা বন্ধ হবার শব্দ শুনে বুঝলাম, সে তার মনের মত অভিযানে বেরিয়ে গেল।

মধ্যরাত্রি পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম, কিন্তু তার ফিরবার কোন চিহ্ন নেই। তখন আমার ঘরে শুতে গেলাম। কোন কাজে লেগে পড়লে দিনের পর দিন বাইরে কাটান তার পক্ষে নতুন কিছু নয়; তাই তার এই বিলম্বে আমি বিস্মিত হই নি। কত রাতে সে এসেছিল তা আমি জানি না কিন্তু পরদিন সকালে যখন প্রাতরাশের জন্য নীচে নামলাম, দেখি এক হাতে এক পেয়ালা কফি আর অন্য হাতে খবরের কাগজ নিয়ে সে বসে আছে। কি চেহারায়, কি পোশাকে একেবারেই ঝকঝকে তকতকে।

সে বলল, 'ওয়াটসন, তোমাকে ছাড়াই শুরু করে দিয়েছি বলে ক্ষমা কর। কিন্তু তোমার নিশ্চয় মনে আছে যে আমাদের মক্কেলের আজ সকালেই আসবার কথা আছে।'

আমি বললাম, 'সে কি? এখন তো ন'টা বেজে গেছে। একটা ঘণ্টার শব্দ যেন শুনলাম। এই লোকই তিনি হলে আশ্চর্য হব না।'

সত্য সত্যই আমাদের বন্ধু সেই ব্যাংক-মালিক। তার পরিবর্তন দেখে আমি মর্মাহত হলাম। তার চওড়া এবং শক্ত-গড়নের মুখটা একেবারে চুপসে ঝুলে পড়েছে। মনে হলো চুল আরো সাদা হয়ে গেছে। এমন শ্রান্তি ও অবসন্নতা নিয়ে সে ঘরে ঢুকল যে তার পূর্বদিন সকালবেলাকার হা-হুতাশের চাইতে সেটা অনেক বেশী বেদনাদায়ক মনে হল। আরাম-কেদারাটা এগিয়ে দিতেই সে ধপ্ করে তাতে বসে পড়ল।

সে বলল, 'জানি না এমন কি আমি করেছি যার জন্য আমার এই কঠোর শাস্তি। মাত্র দু'দিন আগেও আমি ছিলাম সুখী ও সমৃদ্ধ, এ জগতে কোন চিন্তা-ভাবনা আমার ছিল না। এখন এই বয়সে সবাই আমাকে ছেড়ে গেছে, অসম্মান আমার মাথায় নেমে এসেছে। এক দুঃখের পিছনে পিছনে আর এক দুঃখ আসে। আমার ভাইঝি মেরিও আমাকে ছেড়ে গেছে।'

'ছেড়ে গেছে?'

'হ্যাঁ। তার বিছানায় কেউ শোয় নি। তার ঘর খালি। হলের টেবিলের উপর আমার জন্য এই চিঠিটা শুধু ছিল। শুধু কাল রাতে তাকে বলেছিলাম, তাও রাগ করে নয়, বলেছিলাম বড় দুঃখে, সে যদি ছেলেটাকে বিয়ে করত তাহলে সে হয়তো ভাল হয়ে যেত। হয়তো একথা বলা আমার পক্ষে বুদ্ধির কাজ হয়নি। এই কথাই সে তার চিঠিতে উল্লেখ করেছে:

প্রিয় পিতৃব্য,—আমি বুঝতে পারছি আমার জন্যই তোমার এই বিপদ ঘটেছে। আমি যদি অন্যরূপ কাজ করতাম তাহলে হয়তো এ দুর্ভাগ্য দেখা দিত না। এই চিন্তা মনের মধ্যে নিয়ে তোমার বাড়িতে আর আমি সুখে কাটাতে পারব না, তাই তোমাকে চিরদিনের মত ছেড়ে যাচ্ছি! আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা করো না, কারণ সবই পণ্ডশ্রম হবে এবং তাতে আমার ক্ষতিও হবে। জীবনে ও মৃত্যুতে একান্তভাবেই তোমার অনুরক্ত,

—মেরি

'এ চিঠির অর্থ কি মিঃ হোমস? আপনি কি মনে করেন সে আত্মহত্যার কথা লিখেছে?'

'না না, সেরকম কিছু নয়। এইটেই সবচাইতে ভাল সমাধান। মিঃ হোল্ডার, আমি মনে করি, আপনার দুর্দশার অবসান হতে চলেছে।'

'অ্যাঁ! আপনি তাই বলছেন! মিঃ হোমস, আপনি নিশ্চয় কিছু শুনেছেন, নিশ্চয় কিছু জেনেছেন। মণিগুলো কোথায়?'

'সেগুলির প্রতিটির দাম এক হাজার পাউণ্ড হলে কি খুব বেশী বলে মনে করেন?'

'আমি দশ হাজার দেব।'

'তার প্রয়োজন হবে না। তিন হাজার টাকায়ই মিটে যাবে। আর সামান্য কিছু পুরস্কার হয়তো লাগবে। চেক বইটি কি আপনার সঙ্গে আছে? তাহলে ঐ চার হাজার পাউণ্ডের চৈকই কাটুন।'

বিস্ময়-চকিত মুখে ব্যাংক-মালিক সেইরকম চেকই কেটে দিল। হোমস তার ডেস্কের কাছে গিয়ে তার ভিতর থেকে তিনটে মণি বসানো একটা তিনকোণা সোনার টুকরো করে টেবিলের উপর ফেলে দিল।

আনন্দে চীৎকার করে উঠে আমাদের মক্কেল সেটাকে জাপটে ধরল।

ঢোঁক গিলতে গিলতে বলে উঠল, 'পেয়েছেন! বেঁচে গেছি, আমি বেঁচে গেছি!'

যত তীব্র ছিল তার দুঃখ ঠিক তেমনি তীব্র হল তার সুখ। মণিগুলোকে সে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল।

শার্লক হোমস কঠোরভাবে বলল, 'মিঃ হোল্ডার, আরও কিছু ঋণ আপনার আছে।'

'ঋণ!' সে কলম হাতে নিল। 'বলুন কত টাকা, লিখে দিচ্ছি।'

'না। ঋণটা আমার কাছে নয়। সেই সদাশয় যুবক, আপনার ছেলে, তার কাছে আপনাকে ক্ষমা চাইতে হবে। এব্যাপারে যে আচরণ সে করেছে আমার ছেলে থাকলে তার অনুরূপ আচরণে আমি গর্ব অনুভব করতাম।'

'তাহলে আর্থার ওগুলো নেয় নি?'

'কাল আপনাকে বলেছি, আজও বলছি, একাজ সে করে নি।'

'আপনি ঠিক জানেন! তাহলে এক্ষুণি তার কাছে চলুন, তাকে বলি যে আসল সত্য জানা গেছে।'

'সে আগেই জানে। সবকিছু স্পষ্ট করে বুঝতে পেরেই আমি তার সঙ্গে দেখা করি। প্রকৃত কথাটা সে যখন কিছুতেই বলল না তখন আমিই তাকে সব কথা বললাম। তখন সে স্বীকার করে যে আমার কথাই ঠিক।

সেইসঙ্গে তখনও আমি জানতাম না এমন কিছু খুঁটিনাটি কথাও আমাকে বলে। অবশ্য আজ সকালে আপনি যে খবর এনেছেন তাতে হয়তো সে মুখ খুলতে পারে।'

ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে বলুন কি সেই অসাধারণ রহস্য!'

'বলব ; কেমন করে ধাপে ধাপে রহস্যের সমাধান করেছি সব বলব। তার আগে প্রথমেই সেই কথাটা বলতে চাই যেটা আমার পক্ষে বলা এবং আপনার পক্ষে শোনা সবচেয়ে শক্ত। স্যার জর্জ বার্ণওয়েল এবং আপনার ভাইঝি মেরির মধ্যে একটা বোঝাপড়া ছিল। এবার তারা দুজন একসঙ্গে পালিয়েছে।'

'আমার মেরি? অসম্ভব!'

'দুর্ভাগ্যের বিষয়, সম্ভবের চাইতেও বেশী, এটা নিশ্চিত। আপনার পরিবারের সকলের সঙ্গে মিশতে দেবার আগে আপনি বা আপনার ছেলে কেউই ঐ লোকটার আসল চরিত্র জানতেন না। সে ইংলণ্ডের জঘন্যতম লোকদের অন্যতম—জুয়া খেলে সর্বস্বান্ত, একটা বেপরোয়া শয়তান, মন বা বিবেকহীন একটা মানুষ। আপনার ভাইঝি এধরনের লোক কখনও দেখে নি। তাই সে যখন তার কাছে আনুগত্যের কথা বলল—যেকথা এর আগে সে আরও অনেককেই বলেছে, তখন আপনার ভাইঝি এই ভেবে গর্ববোধ করল যে সেই প্রথম তার অন্তরকে ছুঁতে পেরেছে। শয়তানটা তো সবই জানে। ক্রমে মেয়েটি তার হাতের পুতুল হয়ে উঠল এবং প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় তার সঙ্গে দেখা করতে লাগল।'

ছাইয়ের মত সাদা মুখে ব্যাংকমালিক চেঁচিয়ে উঠল, 'একথা আমি বিশ্বাস করতে পারি না, বিশ্বাস করবও না।'

'তাহলে সেরাতে আপনার বাড়িতে কি ঘটেছিল শুনুন। আপনি আপনার ঘরে চলে গেলেন ভেবে সে নিঃশব্দে নীচে নেমে গিয়ে আস্তাবলের গলির দিককার জানালা দিয়ে তার প্রেমিকের সঙ্গে কথা বলে। সেখানে প্রেমিকটি এত বেশী সময় দাঁড়িয়েছিল যে তার পায়ের দাগ বরফের মধ্যে একেবারে বসে যায়। মেয়েটি তাকে মুকুটের কথা বলে। শুনেই সোনার জন্য তার শয়তানী লালসা জেগে ওঠে এবং মেয়েটাকেও দলে টানে। সে যে আপনাকে ভালবাসে সে-বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু এমন অনেক মেয়ে আছে যাদের বেলায় প্রেমিকের ভালবাসা অন্য সব ভালবাসাকে ভুলিয়ে দেয়, এবং আমি মনে করি আপনার ভাইঝিও তাদেরই একজন। কি করতে হবে না হবে সব কথা শুনে নেবার আগেই আপনাকে নীচে নামতে দেখে সে তাড়াতাড়ি জানালাটা বন্ধ করে দেয় এবং একজন পরিচারিকার কাঠের পাওয়ালা প্রেমিকের কাছে অভিসারে যাওয়ার কথা বলে ; অবশ্য সেকথাটাও সর্বৈব সত্য।

'আপনার সঙ্গে কথা হবার পরেই আপনার ছেলে আর্থার শুতে যায়। কিন্তু ক্লাবের ধারের কথা ভেবে দুশ্চিন্তায় তার ভাল ঘুম হয় না। মাঝরাতে নিজের ঘরের দরজার সামনে মৃদু পায়ের শব্দ শুনে তার ঘুম ভেঙে যায়। উঠে বাইরে তাকিয়ে সবিস্ময়ে দেখে তার বোন পা টিপে টিপে এগিয়ে চলেছে। শেষটায় সে আপনার ড্রেসিং-রুমের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে যায়। বিস্ময়ে পাথর হয়ে ছেলেটা গায়ে কিছু জড়িয়ে ব্যাপারটা দেখবার জন্য অন্ধকারে অপেক্ষা করতে থাকে। ইতিমধ্যে মেয়েটি ঘর থেকে বেরিয়ে এল। প্যাসেজের আলোয় আপনার ছেলে দেখতে পেল, বহুমূল্যবান মুকুটটা তার হাতে। সে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। আপনার ছেলে সভয়ে ছুটে গিয়ে আপনার দরজার নিকটবর্তী পর্দার আড়ালে লুকোয়। সেখান থেকে নীচের হলে কি ঘটছে না ঘটছে সব দেখা যায়। সে দেখল, মেয়েটি নিঃশব্দে জানালা খুলে অন্ধকারে অপেক্ষমান একজনের হাতে মুকুটটা তুলে দিল। তারপর জানালাটা পুনরায় বন্ধ করে যেখানে ছেলেটি পর্দার আড়ালে লুকিয়েছিল তার পাশ দিয়েই দ্রুতপায়ে নিজের ঘরে ফিরে গেল।

'আপনার ছেলে আপনার ঐ ভাইঝিকে ভালবাসত। তাই তার এই ভয়ংকর স্বরূপ উদ্ঘাটিত হবার ভয়ে এতক্ষণ সে কিছুই করতে পারে নি। কিন্তু যেমুহূর্তে মেয়েটি অদৃশ্য হয়ে গেল, তখনই সে বুঝতে পারল আপনার পক্ষে কি মর্মান্তিক দুর্ভাগ্যের সূচনা হতে চলেছে এবং এর প্রতিবিধান করা কতদূর গুরুত্বপূর্ণ। সঙ্গে সঙ্গে যে অবস্থায় সে ছিল সেই অবস্থায় খালি পায়ে ছুটে নীচে গেল এবং জানালাটা খুলে লাফিয়ে বরফের উপর পড়ে গলি ধরে ছুটতে লাগল। চাঁদের আলোয় একটা ছায়ামূর্তি তার চোখে পড়ল। স্যার জর্জ বার্নওয়েল পালাবার চেষ্টা করল, কিন্তু আর্থার তাকে ধরে ফেলল। দুজনের মধ্যে লড়াই শুরু হল। মুকুটের একটা দিক আপনার ছেলের হাতে, অপর দিকটা প্রতিপক্ষের হাতে। ধ্বস্তাধ্বস্তির সময় আপনার ছেলে স্যার জর্জকে আঘাত করে এবং তার চোখের উপরটা কেটে যায়। এমন সময় হঠাৎ একটা শব্দ হয় এবং মুকুটটা আপনার ছেলের হাতে এসে যায়। তৎক্ষণাৎ ঘুরে গিয়ে সে আবার ছুটতে থাকে। তারপর জানালা বন্ধ করে উপরে উঠে আপনার ঘরে ঢোকে। তখনই তার

চোখে পড়ে যে ধ্বস্তাধ্বস্তিতে মুকুটটা দুমড়ে গেছে এবং সে সেটাকে সোজা করতে চেষ্টা করতে থাকে। আর ঠিক সেই সময় আপনি ঘটনাস্থলে উপনীত হন।'

ব্যাংক-মালিক হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'এও কি সম্ভব?'

'সেই মুহূর্তে যখন সে আপনার কাছ থেকে আশা করেছিল সাদর ধন্যবাদ, তখন আপনি তাকে গালাগালি করায় স্বভাবতই তার রাগ হয়। মেয়েটিকে হাতেনাতে ধরিয়ে না দিয়ে সব কথা আপনাকে খুলে বলাও যায় না। যদিও তার কাছ থেকে তখন তার মেয়েটির কোন সহানুভূতি প্রাপ্য নয়, তথাপি সে মহৎ ঔদার্যের পরিচয় দিয়ে তার কীর্তি গোপন রাখল।'

মিঃ হোল্ডার বলল, 'তাই বুঝি মুকুটটা দেখেই মেয়েটা আর্তনাদ করে মূর্ছা গেল। হায় ঈশ্বর! আমি কি মহামূর্খ। ছেলেটা তো পাঁচ মিনিটের জন্য বাইরে যেতে চেয়েছিল। সে হয়তো খুঁজে দেখতে চেয়েছিল কাগড়ার জায়গায় হারানো টুকরোটা পড়ে আছে কিনা। আর কি নিষ্ঠুরভাবে আমি তাকে ভুল বুঝেছি!'

হোমস হাসতে লাগল, 'এ বাড়িতে পৌঁছে প্রথমেই আমি চারদিকটা ভাল করে দেখতে গিয়েছিলাম, বরফের উপর কোন পায়ের চিহ্ন পাওয়া যায় কি না। আমি জানতাম আগের রাত থেকে নতুন করে বরফ পড়ে নি এবং এত বেশী ঠাণ্ডা পড়েছে যে চিহ্নগুলি মুছেও যাবে না। ফেরিওয়ালাদের পথ দিয়ে হেঁটে দেখলাম সেখানে অনেক পায়ের ছাপ এলোমেলো হয়ে মিশে গেছে। তার ঠিক পরে রান্নাঘরের দরজার ওপাশে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে একটি লোকের সঙ্গে কথা বলছে ; একদিকে একটা গোল ছাপ পড়ায় বোঝা গেল তার একটা পা কাঠের। আরও বুঝতে পারলাম, হঠাৎ তাদের আলোচনায় বাধা পড়েছিল কারণ স্ত্রীলোকটি দ্রুত দরজার দিকে দৌড়ে গিয়েছিল—তার আঙ্গুলের গভীর দাগ আর গোড়ালির হাল্কা দাগই তার প্রমাণ—এবং কাঠের পা আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে চলে গিয়েছিল। তখনই আমি ভাবলাম আপনি যে পরিচারিকা ও তার প্রেমিকের কথা আমাকে বলেছিলেন এরা তারাই ; অনুসন্ধানেও তা প্রমাণ হল। বাগানটা ঘুরে যেতে যেতে আরও কিছু বিক্ষিপ্ত পায়ের দাগ দেখলাম, মনে হল সেগুলো পুলিশের পায়ের দাগ। কিন্তু যখন আস্তাবলের গলিতে পড়লাম তখনই দেখতে পেলাম আমার সম্মুখে বরফের উপর লেখা রয়েছে একটি দীর্ঘ জটিল কাহিনী।

'সেখানে রয়েছে একটা বুট-পরা লোকের দুজোড়া পায়ের ছাপ ; সানন্দে লক্ষ্য করলাম একটি খালি-পা লোকের দুজোড়া পায়ের ছাপও রয়েছে। আপনি যতটুকু আমাকে বলেছিলেন তা থেকেই সঙ্গে সঙ্গে আমার দৃঢ় প্রত্যয় হল যে দ্বিতীয় দুজোড়া পায়ের ছাপ আপনার ছেলের। প্রথমজন দুদিকটাই হেঁটেছে, কিন্তু দ্বিতীয়জন দ্রুত দৌড়েছে ; এবং যেহেতু তার পায়ের ছাপগুলো কোথাও কোথাও বুটের ছাপের উপর পড়েছে, তাতেই বোঝা যায় একজন অপর জনকে ধাওয়া করেছে। চিহ্নগুলোকে অনুসরণ করে দেখলাম সবগুলিই হল-ঘরের জানালায় পৌঁচেছে। সেখানে অপেক্ষা করে করে বুট জোড়া বরফের মধ্যে একেবারে বসে গেছে। সেখান থেকে শ'খানেক গজ দূরে গলির অপর প্রান্তে গেলাম। দেখলাম, বুট জোড়া হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়েছে, বরফের স্তূপ এমন এবড়ো-খেবড়ো হয়েছে যেন লড়াই হয়েছে, এবং কয়েক ফোঁটা রক্তও পড়েছে। বুঝলাম, আমি ভুল করি নি। বুট জোড়া তখন গলিপথ ধরে ছুটে গেছে। সেখানেও রক্তের দাগ দেখে বোঝা গেল সেই আহত হয়েছে। বড় রাস্তায় পৌঁছে দেখি, ফুটপাত পরিষ্কার করা হয়েছে, কাজেই সে সূত্রটার সেখানেই সমাপ্তি।

'আপনার নিশ্চয় মনে আছে, বাড়ির ভিতরে ঢুকে হল-ঘরের জানালার গোবরাট এবং চৌকাঠ আমার লেন্স দিয়ে ভাল করে পরীক্ষা করেছিলাম। বেশ বোঝা গেল, কেউ একজন সেখান দিয়ে বাইরে গেছে। আবার ভিতরে ঢুকতে গিয়ে যেখানে ভিজে পা ফেলা হয়েছে সেখানে পায়ের পাতার উপরের দিকে একটা স্পষ্ট চিহ্নও দেখতে পেলাম। এই সব দেখে মনে মনে সমস্ত ব্যাপারটা সম্পর্কে একটা ধারণা করে নিলাম। একজন লোক জানালার বাইরে অপেক্ষা করছিল আর কেউ তার মণিগুলো এনে দিল। ঘটনাটা আপনার ছেলের চোখে পড়ে গেল। সে চোরকে তাড়া করলে দুজনে ধ্বস্তাধ্বস্তি হয়। দুজন দুই কোণ ধরে মুকুটটাকে টানে। ফলে দুজনের মিলিত শক্তিতে মুকুটটার যে ক্ষতি হয় তারা যে কেউ এককভাবে তা করতে পারত না। মুকুটটা সে ছিনিয়ে নিল, কিন্তু তার একটা অংশ প্রতিপক্ষের হাতেই রয়ে গেল। এ পর্যন্ত বেশ পরিষ্কার। প্রশ্ন হল লোকটা কে এবং তাকে মুকুটটা এনেই বা দিল কে?

'এটা আমার একটা পুরনো নীতি যে অসম্ভবকে বাদ দিলে যা কিছু অবশিষ্ট থাকে, যতই অযৌক্তিক হোক সেটাকেই সত্য বলে মনে করতে হবে। আমি যখন জানি যে আপনি কখনও মুকুটটাকে সেখানে নিয়ে যেতে পারেন

না, তখন বাকি রইল শুধু আপনার ভাইঝি আর পরিচারিকারা। ওটা যদি পরিচারিকাদের কাজ হবে তাহলে আপনার ছেলে তাদের পরিবর্তে নিজেকে অভিযুক্ত হতে দেবে কেন? সেরকম কোন কারণই থাকতে পারে না। যেহেতু সে তার বোনকে ভালবাসত সেইহেতু সে কথাটা গোপন রাখবে—এটা খুব চমৎকার ব্যাখ্যা, বিশেষ করে গোপন কথাটা যখন নিন্দনীয়; যখন মনে পড়ল আপনি তাকে জানালায় দেখেছিলেন এবং পুনরায় মুকুটটা দেখেই সে মূর্ছা গিয়েছিল, তখনই বুঝলাম আমার অনুমান নিশ্চিত।

'তারপর প্রশ্ন হল, তার সহযোগী কে হতে পারে? নিশ্চয়ই কোন প্রেমিক, কেন না তাছাড়া আপনার প্রতি তার ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা আর কে ছাড়িয়ে যেতে পারে? আমি জানতাম, আপনি কদাচিৎ বাইরে যান এবং আপনার বন্ধুর সংখ্যা খুবই সীমিত। তার মধ্যে একজন হল স্যার জর্জ বারওয়েল। আমি আগেই শুনেছিলাম, নারীঘটিত ব্যাপারে লোকটার দুর্নাম আছে। নিশ্চয় সেই ওই বুট জুতো পরেছিল এবং হারানো মণিগুলো রেখেছিল। যদিও সে জানত যে আর্থার তাকে দেখে ফেলেছে, তথাপি সে মনে করতে পারে যে সে নিরাপদ, কারণ নিজের পরিবারকে না জড়িয়ে তার পক্ষে একটা কথাও বলা সম্ভব নয়।

'দেখুন, এর পরে আমি কি করতে পারি সেটা আপনিও বুঝতে পারেন। একটা বাউণ্ডুলে ভবঘুরে সেজে আমি স্যার জর্জের বাড়ি গেলাম এবং সেখানে খানসামার সঙ্গে আলাপ জমিয়ে জানতে পারলাম যে আগের রাতে তার মনিবের মাথায় আঘাত লেগেছে। তারপর নগদ ছয় শিলিং দিয়ে স্যার জর্জের একজোড়া ফেলে-দেওয়া জুতো কিনে নিয়ে সোজা স্ট্রেথাম চলে গেলাম এবং মিলিয়ে দেখলাম জুতো জোড়া দাগের সঙ্গে ঠিক ঠিক মিলে গেল।'

মিঃ হোল্ডার বলল, 'গতকাল সন্ধ্যায় ছেঁড়া পোশাক পরা একটা ভবঘুরেকে গলিতে দেখেছিলাম।'

'ঠিক। আমিই সেই। লোকটাকে যখন পাওয়া গেল, তখন আমি বাসায় ফিরে পোশাক বদলালাম। তারপর আমাকে যে ভূমিকায় অভিনয় করতে হল সেটা খুবই শক্ত। বুঝতে পারলাম, কেলেংকারি এড়াতে হলে মামলা-মকদ্দমার পথে যাওয়া চলবে না; আবার ওরকম একজন পাক্কা শয়তান সহজেই বুঝতে পারবে যে এব্যাপারে আমাদের হাত বাঁধা। যাহোক, তার সঙ্গে দেখা করলাম। প্রথমে অবশ্য সে সবই অস্বীকার করল। সব ঘটনা যখন খুলে বললাম, সেতো একেবারে গর্জে উঠল, দেওয়াল থেকে একটা অস্ত্র হাতে নিল। আমি তাকে ঠিকই চিনতাম; তাই সে আঘাত করবার আগেই পিস্তলের নল ঠেকালাম তার মাথায়। তখন সে একটু সিধে হল। তখন তাকে বললাম, পাথরগুলোর জন্য তাকে ন্যায্য দাম দেব—প্রতিটি মণির জন্য এক হাজার পাউণ্ড করে। সঙ্গে সঙ্গে সে দুঃখে ফেটে পড়ল। বলল, 'হায়! হায়! সর্বনাশ করেছি! আমি যে ছ'শ পাউণ্ডে তিনটেই বিক্রি করে দিয়েছি।' তখন তাকে মামলায় জড়াব না এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে লোক সেগুলো কিনেছিল তার ঠিকানা জোগাড় করলাম। গেলাম তার কাছে। অনেক দর-কষাকষির পর পাথর প্রতি এক হাজার করে দিয়ে সেগুলিকে হস্তগত করলাম। সেখান থেকে আপনার ছেলের সঙ্গে দেখা করে তাকে জানালাম যে সব ঠিক হয়ে গেছে। তারপর সারাদিনের কঠোর পরিশ্রম সেরে প্রায় দুটো নাগাদ শয্যায় আশ্রয় নিলাম।'

আসন ছেড়ে উঠে ব্যাংক-মালিক বলল, 'এই একটি দিন ইংলণ্ডকে একটা মস্ত বড় প্রকাশ্য কেলেংকারির হাত থেকে রক্ষা করেছে। স্যার, আপনাকে ধন্যবাদ জানাবার ভাষা আমার জানা নেই। কিন্তু আপনি যা করেছেন তার পরেও আমি অকৃতজ্ঞ হব না। এ যাবৎকাল আমি যা কিছু শুনেছি, আপনার কৃতিত্ব সে সবকিছুকে ছাপিয়ে গেছে। এখনই আমি ছুটে যাব আমার ছেলের কাছে, তার প্রতি যে অবিচার করেছি তার জন্য ক্ষমা চেয়ে নেব। বেচারি মেরি সম্পর্কে আপনি যা বললেন তাতে মনে বড় ব্যথা পেয়েছি। সে যে এখন কোথায় আছে সে তো আপনিও জানেন না।'

হোমস বলল, 'একটা কথা কিন্তু সহজেই বলা যায় যে স্যার জর্জ বারওয়েল যেখানে আছে, সেও সেখানেই আছে। আর এও নিশ্চিত যে তার পাপ যাই হোক শীঘ্রই তারা যথোপযুক্ত শাস্তি পাবে।'

দি কপার বীচেস
The Copper Beeches

'ডেইলি টেলিগ্রাফ-এর বিজ্ঞাপনের পাতাটা একপাশে ছুঁড়ে দিয়ে শার্লক হোমস বলে উঠল, 'যে মানুষ আর্টের জন্যেই আর্টকে ভালবাসে সে তো অনেক সময়ই সবচাইতে কম গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বাপেক্ষা নিম্নমানের শিল্প-কর্মের মধ্যেই তীব্রতম সুখের আস্বাদ পেয়ে থাকে। এই সত্যটাকে

তুমি এতখানি উপলব্ধি করতে পেরেছ দেখে আমি খুব খুশি হয়েছি ওয়াটসন। আমি দেখছি আমাদের কেসের এই যে-সব ছোট ছোট বিবরণ তুমি তুলে ধরেছ, এবং আমি বলতে বাধ্য, অনেক ক্ষেত্রে তাতে বেশ রং-চং লাগিয়েছ, তাতে যেসব বিখ্যাত কেস এবং চাঞ্চল্যকর মামলার সঙ্গে আমি জড়িত ছিলাম সেগুলিকে প্রাধান্য না দিয়ে তুমি বরং প্রাধান্য দিয়েছ সেই সব ঘটনাকে যেগুলি এমনিতে তুচ্ছ হয়েও যার ভিতর দিয়ে আমার বিশেষ কর্মক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত অনুমান ও যুক্তিগত সংশ্লেষণ-ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ বেশী পাওয়া গেছে।'

আমি হেসে বললাম, 'তথাপি কিন্তু চাঞ্চল্য সৃষ্টির যে অভিযোগ আমার বিবরণগুলির বিরুদ্ধে করা হয়েছে তার থেকে আমি সম্পূর্ণ মুক্ত একথা বলতে পারি না।'

যখনই চিন্তাশীলতার পরিবর্তে তর্কের মনোভাব তাকে পেয়ে বসে তখনই সে মাটির পাইপটার বদলে চেরীকাঠের লম্বা পাইপটা পছন্দ করে। আমার কথার পরে চিমটে দিয়ে একখণ্ড জ্বলন্ত অঙ্গার তুলে নিয়ে পাইপটা ধরিয়ে সে বলল, 'এসব ক্ষেত্রে যে কঠোর যুক্তি-জালই একমাত্র উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য তার পরিবর্তে তোমার বিবরণীতে জীবনের রং লাগাতে গিয়েই তুমি হয় তো ভুল করেছ।'

www.boiRboi.net

অনেক সময়ই আমি লক্ষ্য করেছি যে একগুয়েমী আমার বন্ধুর অদ্ভুত চরিত্রের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ-ক্ষেত্রেও তার সেই একগুয়েমীতে আহত হয়ে আমি ঠাণ্ডা গলায় মন্তব্য করলাম, 'আমার কিন্তু মনে হয় এ ব্যাপারে আমি তোমার প্রতি পূর্ণ সুবিচারই করেছি।'

তার স্বভাব মত আমার কথার বদলে মনোভাবের জবাব দিতেই যেন সে বলল, 'না, এটা স্বার্থপরতা বা অহমিকার কথা নয়। আমরা আর্টের জন্য পূর্ণ সুবিচার যদি দাবী করে থাকি, সেটা করেছি এই কারণে যে আর্ট একটা নৈ-ব্যক্তিক জিনিস এমন জিনিস যা আমারও নাগালের বাইরে। অপরাধ সচরাচরই ঘটে। যুক্তিই বিরল। কাজেই অপরাধ অপেক্ষা যুক্তির উপরই জোর দেওয়া উচিত। যেটা হওয়া উচিত ছিল একটা বক্তৃতামালা তাকে তুমি টেনে নামিয়েছ একটা কাহিনী-সংকলনের স্তরে।

সেদিনটা ছিল প্রথম বসন্তের এক শীতার্ত সকাল। প্রাতরাশের পরে বেকার স্ট্রীটের পুরনো বাসায়—আমরা চেরীকাঠের অগ্নিকুণ্ডের দুই পাশে বসেছিলাম। ঈষৎ পিঙ্গল রঙের বাড়িগুলোর মাথায় একটা ঘন কুয়াসা পাক খাচ্ছিল, আর ভারী হলদে পর্দার ভিতর দিয়ে ওপারের জানালাগুলো আবছা-আবছা দেখা যাচ্ছিল। আমাদের গ্যাসটা জ্বালানো ছিল। সাদা চাদরের উপর তার আলো পড়ে চীনামাটির ও ধাতুর বাসনগুলি চকচক করছিল, কারণ প্রাতরাশের টেবিলটা তখনও পরিষ্কার করা হয় নি। একটার পর একটা সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনের কলমের মধ্যে ডুব দিয়ে সারাটা সকাল শার্লক হোমস চুপ করেই ছিল। অবশেষে বিজ্ঞাপন হাতড়ানো ছেড়ে দিয়ে আমার সাহিত্যিক ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে একটি তিক্ত-মধুর বক্তৃতা শুরু করে দিল।

অগ্নিকুণ্ডের দিকে তাকিয়ে লম্বা পাইপ থেকে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে সে আবার শুরু করল, 'সেইসঙ্গে একথাও বলি যে তোমার বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যসৃষ্টির অভিযোগ উঠতেই পারে না, করণ তুমি দয়া করে যেসব কেসের প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছ তার মধ্যে বেশ অনেকগুলিই আইনগত অর্থে অপরাধ বলে গণ্য হতে পারে না। যে সামান্য ব্যাপারে আমি বোহেমিয়া-রাজকে সাহায্য করতে চেষ্টা করেছি, কুমারী মেরি সাদারল্যাণ্ডের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, বাঁকাঠোঁট লোকটার সমস্যা, চির-কুমারের কাহিনী —সেসবই তো আইনের আওতার বাইরের ব্যাপার। কিন্তু আমার তো আশংকা হয় যে চাঞ্চল্যকে বাদ দিলে তুমি হয় তো নগণ্যের দিকেই ঝুঁকে পড়তে।'

আমি বললাম, 'পরিণতি হয় তো তাই হত, কিন্তু পদ্ধতিগুলোকে আমি তো নতুন ও আকর্ষণীয় বলেই মনে করি।'

'হায়, প্রিয় বন্ধু, সাধারণ মানুষ অর্থাৎ দেখবার চোখ নেই যে বিরাট জনতার, দাঁত দেখে যারা তাঁতি চিনতে পারে না, বা বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল দেখে চিনতে পারে না ছাপাখানার কর্মী, তারা সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও অনুমানের কি ধার ধারে! অবশ্য তুমি যদি তুচ্ছ ঘটনা নিয়েই মেতে থাক সেজন্য তোমাকে দোষ দিতে পারি না, কারণ বড় বড় কেসের দিন আর নেই। মানুষ, বিশেষ করে অপরাধপ্রবণ মানুষ, আজ উদ্যম ও মৌলিকতা হারিয়ে ফেলেছে। আমার যেটুকু সামান্য পশার আছে তাও তো মনে হচ্ছে হারানো শিসের পেন্সিল উদ্ধার করা আর বোর্ডিং-স্কুলের তরুণী-দের পরামর্শ দেওয়ার কাজে পরিণত হয়েছে। মনে হচ্ছে শেষ-কালে একেবারে নীচের ধাপে নেমে গেছি। আমার তো মনে হচ্ছে আজ সকালে এই যে চিঠিটা পেয়েছি এতেই আমার বারোটার ঘণ্টা বেজে গেছে। এটা পড়!' একটা দুমড়ানো চিঠি সে আমার দিকে ঠেলে দিল।

চিঠিটায় মণ্টেগু প্লেস থেকে গত সন্ধ্যার তারিখ দেওয়া। তাতে লেখা : প্রিয় মিঃ হোমস, গৃহশিক্ষিকার চাকরির যে প্রস্তাব আমার কাছে এসেছে সেটা আমার পক্ষে গ্রহণ করা

উচিত কি না এবিষয়ে আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে আমি খুব উদ্‌গ্রীব। আপনার অসুবিধা না হলে আগামীকাল সাড়ে দশটায় আপনার সঙ্গে দেখা করতে যাব।

আপনার বিশ্বস্ত
ভায়োলেট হাণ্টার

'তরুণীটিকে তুমি চেন?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'আমি চিনি না।'

'এখন তো সাড়ে দশটা বাজে।'

'হ্যাঁ, আর ঐ তো তিনিই যে ঘণ্টা বাজালেন সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।'

'তুমি যা ভাবছ ব্যাপারটা তার চাইতেও বেশী আকর্ষণীয় হতে পারে। তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, নীল পদ্মরাগের যে ঘটনা প্রথমে নেহাৎই খেয়াল বলে মনে হয়েছিল সেটা শেষ পর্যন্ত কি রকম গুরুতর তদন্তে রূপ নিয়েছিল। এ কেসেও ব্যাপারটা সেরকম হতে পারে।'

'বেশ, তাই আশা করা যাক। এখনই তো আমাদের সন্দেহের নিরসন হবে। কারণ আমার ভুল না হয়ে থাকলে তিনি তো হাজির।'

তার কথার সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলে গেল এবং একটি তরুণী ঘরে ঢুকল। তার পরিচ্ছদ সাদাসিদে কিন্তু পরিচ্ছন্ন, উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত মুখ, তাতে টিটিভের ডিমের মত ফুট ফুট দাগ, আর আচরণে এই পৃথিবীতে নিজের পথ নিজে করে নেওয়া স্ত্রীলোকের মত চটপটে ভাব।

আমার সঙ্গী উঠে তাকে অভ্যর্থনা জানাতেই সে বলল, 'আপনাকে বিরক্ত করলাম বলে ক্ষমা করবেন। একটা খুবই অদ্ভুত অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে। যেহেতু পরামর্শ চাইবার মত বাপ-মা বা অন্য কোন আত্মীয় আমার নেই, তাই ভাবলাম আপনি হয় তো দয়া করে আমার কি করা উচিত তা বলে দেবেন।'

'মিস হাণ্টার, দয়া করে আসন গ্রহণ করুন। আপনার জন্য কিছু করতে পারলে আমি খুশি হব।'

বুঝতে পারলাম, এই নতুন মক্কেলটির চাল চলন ও কথাবার্তায় হোমস বেশ সন্তুষ্ট হয়েছে। অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে তাকে আগাগোড়া দেখে নিয়ে সে তার কাহিনী শুনবার জন্য চোখের পাতা নামিয়ে দুই আঙুলের টিপটি যথারীতি একত্র করে ভাল হয়ে বসল।

সে বলতে লাগল, 'পাঁচ বছর যাবৎ আমি কর্ণেল স্পেন্স মুনরোর পরিবারে গৃহশিক্ষক ছিলাম। দু'মাস আগে নোভাস্কোটিয়ার অন্তর্গত হ্যালিফ্যাক্সে চাকরি পেয়ে তিনি ছেলেমেয়েদের নিয়ে আমেরিকা চলে গেছেন। ফলে আমি বেকার হয়ে পড়েছি। নিজে বিজ্ঞাপন দিয়েছি, বিজ্ঞাপনের জবাব দিয়েছি, কিন্তু কোন ফল হয় নি। ক্রমে যৎসামান্য যা সঞ্চয় করেছিলাম তাও ফুরিয়ে এল। কি করব ভেবে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়লাম।

'ওয়েস্ট এণ্ডএ গৃহশিক্ষিকাদের "ওয়েস্টয়্যাওয়ে'জ" নামক একটি প্রতিষ্ঠান আছে। আমার উপযোগী কোন কাজের সন্ধান পাওয়া যায় কিনা সেই খোঁজে সপ্তাহে একদিন করে আমি সেখানে যেতাম। ঐ প্রতিষ্ঠানের নাম ওয়েস্টয়্যাওয়ে, কিন্তু আসলে সেটা চালান মিস স্টোপার। তিনি তাঁর নিজের ছোট আপিসটাতে বসেন আর কর্মপ্রার্থিনী মহিলারা পাশের ঘরে অপেক্ষা করেন। তারপর একজন করে তাঁর ঘরে গেলে তিনি "লেজার" মিলিয়ে দেখেন তাদের উপযোগী কোন কাজের খোঁজ আছে কিনা।

'দেখুন, গত সপ্তাহে সেখানে গেলে সেই ছোট ঘরে যথারীতি আমার ডাক পড়লে গিয়ে দেখি সেখানে মিস স্টোপার একা নন, তাঁর পাশে বসে আছেন বিশালদেহ এক ভদ্রলোক। হাসি ভরা মুখ, ভারী থুতনিটা ভাঁজে ভাঁজে গলা পর্যন্ত নেমে গেছে, নাকের উপর একজোড়া চশমা। যে মহিলারা ঘরে ঢুকছেন তাদের তিনি সাগ্রহে নিরীক্ষণ করছেন। আমি ঘরে ঢুকতেই তিনি চেয়ারে প্রায় লাফ দিয়ে দ্রুত মিস স্টোপারের দিকে মুখ ফেরালেন:

'বললেন, 'এতেই হবে। এর চাইতে ভাল কিছু আমি চাইতে পারি না। চমৎকার! চমৎকার!" তিনি খুবই উৎসাহিত হয়ে উঠলেন এবং একান্ত সদয়ভাবে দুই হাত ঘসতে লাগলেন। তার চেহারায় এমন একটা আয়েসের ভাব ছিল যে দেখলেই ভাল লাগে।

'তিনি প্রশ্ন করলেন, "আপনি কি চাকরি খুঁজছেন মিস?"

''আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"গৃহশিক্ষিকার চাকরি?"

''আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কত মাইনে চান?"

"এর আগে কর্ণেল স্পেন্স মুনরোর বাড়িতে মাসে চার পাউণ্ড পেতাম।"

"ওঃ, ঠিক আছে, ঠিক আছে। ঘাম হচ্ছে, বড্ড ঘাম হচ্ছে!" গরমে পুড়ে যাওয়া লোকের মত মোটা মোটা হাত দুটো শূন্যে ছুঁড়ে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন। "এমন একটি মনোহারিণী গুণবতী মহিলাকে এত কম মাইনে দেবার প্রস্তাব লোকে করে কেমন করে?"

'আমি বললাম "দেখুন স্যার, আপনি যেরকম ভাবছেন

আমার বিদ্যে হয় তো তার চাইতে কম। সামান্য ফরাসী, সামান্য জার্মান, সংগীত আর অংকন—"

"দূর, দূর!" তিনি চেঁচিয়ে বললেন, "ওসব প্রশ্নই অবান্তর। আসল কথা হল, একটি মহিলার উপযোগী চাল-চলন আপনার আছে কি না? এককথায়—আছে: তা যদি না থাকে তাহলে যে শিশু একদিন দেশের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করবে তাকে লালন-পালন করবার উপযুক্ত আপনি নন। কিন্তু তা যদি আপনার থাকে তাহলে কোন ভদ্রলোক কেমন করে আপনাকে তিন অংকের নীচে কোন কিছু গ্রহণের প্রস্তাব করতে পারে? দেখুন ম্যাডাম, আমার কাছে আপনার মাইনে হবে শুরুতেই বছরে একশ' পাউণ্ড।"

'বুঝতেই পারছেন মিঃ হোমস, তখন আমার যেরকম কপর্দকহীন অবস্থা তাতে এরকম একটা প্রস্তাবকে সত্য বলে মনে করাই শক্ত। ভদ্রলোক অবশ্য আমার চোখে একটা অবিশ্বাসের ছায়া দেখতে পেয়ে পকেট-বইটা খুলে একটা নোট বের করলেন।

'মনোরম ভঙ্গীতে তিনি হাসতে লাগলেন। সে হাসিতে তার মুখের সাদা ভাঁজের মধ্যে চোখ দুটো যেন চকচকে চাকতির মত দেখতে হল। তিনি বললেন, 'মহিলাদের রাহা-খরচের যৎসামান্য ব্যয়-নির্বাহ ও জামা-কাপড় কেনবার জন্য মাইনের অর্ধেক টাকা অগ্রিম দেওয়াই আমার রীতি।"

'মনে হল এরকম একজন আকর্ষণীয় ও সুবিবেচক লোক আমি আগে কখনও দেখি নি। দোকানদারদের কাছে আমার কিছু ঋণও ছিল। কাজেই কিছু টাকা আগাম পেলে খুবই সুবিধা হোত। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে এমন একটা অস্বাভাবিকতা রয়েছে যে কথা দেবার আগে আর একটু বিস্তারিত জানবার ইচ্ছা আমার মনে জাগল।

'জিজ্ঞাসা করলাম, "স্যার, আপনি কোথায় থাকেন জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?"

"হ্যাম্পশায়ার। মনোরম গ্রাম্য পরিবেশ। 'দি কপার বীচেস'—উইনচেস্টার থেকে পাঁচ মাইল দূরে। আপনাকে বলছি, জায়গাটা মনোরম, আর পুরনো পল্লী-নিবাসটিও সুন্দর।"

"আর আমার কাজ স্যার? আমার কাজ কি হবে জানতে পারলে খুশি হতাম।"

"একটি শিশু—ঠিক ছ' বছর বয়সের নেচে-কুঁদে বেড়ানো একটি ছোট শিশু। আঃ, চটি জুতো দিয়ে আর শোলা মারতে তাকে যদি দেখতেন! মার! মার! মার! চোখের পলক ফেলবার আগেই তিনটে সাবাড়!" চেয়ারে হেলান দিয়ে তিনি হেসে উঠলেন। সে হাসি চোখ থেকে কান পর্যন্ত বিস্তৃত হল।

'শিশুটির আমোদের রকম-সকম শুনে আমি একটু বিচলিত হয়েছিলাম, কিন্তু বাপের হাসি দেখে মনে হল তিনি বোধ হয় ঠাট্টা করছেন।

'আমি প্রশ্ন করলাম, "তাহলে আমার একমাত্র কাজ হল একটিমাত্র শিশুর ভার নেওয়া।"

'তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, "না, না, একমাত্র নয় একমাত্র নয়। আপনার কাজ হবে, আপনি নিজেও হয় তো সেটা বুঝতে পারছেন, আমার স্ত্রীর ছোটখাট নির্দেশগুলি মেনে চলা, অবশ্য একটি মহিলার পক্ষে সম্মানের সঙ্গে যেসব নির্দেশ মান্য সম্ভব। আপনার কোন অসুবিধা হবে না তো?"

"নিজেকে কাজে লাগাতে পারলে আমি খুশিই হব।"

"ঠিক তাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রথমেই পোশাকের কথা বলা যাক। আমরা সৌখীন মানুষ...সৌখীন, কিন্তু দয়ালু-হৃদয়। আমরা যদি কোন পোশাক দিয়ে আপনাকে পরতে বলি, তাহলে আমাদের সেই খেয়ালে আপনি আপত্তি করবেন না, কি বলেন?"

'তার কথায় যথেষ্ট বিস্মিত হয়ে বললাম, "না।"

"অথবা যদি এখানে বসতে, বা ওখানে বসতে বলি, তাতে আপনি কিছু মনে করবেন না তো?"

"না না।"

"অথবা আমাদের বাড়িতে আসবার আগে আপনার চুলগুলিকে বেশ ছোট করে কাটতে যদি বলি?"

'নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। আপনি তো দেখতে পাচ্ছেন মিঃ হোমস, কী সুন্দর গোছ আমার চুলের আর তাতে কী সুন্দর বাদামী আভা। সকলেই আমার চুলের প্রশংসা করে। এইভাবে হঠাৎ সে চুল ছেঁটে ফেলবার কথা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না।

'বললাম, "আমি মনে করি সেটা একেবারেই অসম্ভব।" ছোট ছোট দুটো চোখের দৃষ্টি মেলে তিনি আগ্রহভরে আমাকে দেখছিলেন। দেখলাম, আমার কথা শুনে তার মুখের উপর দিয়ে একটা ছায়া খেলে গেল।

'তিনি বললেন, "কিন্তু আমি মনে করি, এটা একান্তভাবেই প্রয়োজন। আমার স্ত্রীর একটা খেয়াল, আর আপনি তো জানেন ম্যাডাম, মহিলাদের খেয়াল মেনে চলতে হবেই। তাহলে আপনি চুল কাটবেন না?"

'আমি দৃঢ়ভাবে জবাব দিলাম, "না স্যার, সত্যি আমি

www.boiRboi.net

তা পারব না।"

"ওঃ বেশ ; তাহলে তো ফয়সালা হয়েই গেল। ব্যাপারটা খুবই দুঃখজনক, কারণ অন্য সব দিক থেকেই আপনি ভালভাবে কাজটা করতে পারতেন। মিস স্টোপার, এ অবস্থায় আরও কয়েকটি তরুণীকে আমি পরীক্ষা করে দেখতে চাই।"

'এতক্ষণ পর্যন্ত পরিচালিকা তাঁর কাগজপত্র নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। আমাদের কাউকে একটা কথাও বলেন নি। কিন্তু এবার তিনি এমন বিরক্তিভরা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন যাতে আমার সন্দেহ হল আমার এই অস্বীকৃতির ফলে তার একটা মোটা কমিশন মারা গেল।

'তিনি প্রশ্ন করলেন, "আপনার নাম কি আমাদের খাতায় রাখতে চান?"

"আপনি যদি চান, মিস স্টোপার।"

"দেখুন, নামটা রাখা বেকার, কারণ আপনি তো খুব ভাল প্রস্তাবগুলিকেই এইভাবে প্রত্যাখ্যান করবেন", তিনি কঠোর গলায় বললেন। আপনার জন্য এরকম আর একটা কাজের সংবাদ আমরা দিতে পারব, এ আপনি আশাই করতে পারেন না। আপনার শুভ হোক মিস হাণ্টার।" তিনি টেবিলের উপরকার ঘণ্টাটা বাজিয়ে দিলেন। চাকর এসে আমাকে বাইরে নিয়ে গেল।

'দেখুন মিঃ হোমস, বাসায় ফিরে যখন দেখলাম ক্যাবার্ডে সামান্যই খাবার আছে, আর টেবিলের উপর পড়ে রয়েছে দু'তিনটে বিল, তখন নিজেরই মনে হল যে আমি খুব বোকামি করে ফেলেছি। যতই হোক, এই লোকগুলির হয়তো অদ্ভুত সব খেয়াল আছে, আর অসাধারণ সব বিষয়ে তারা অপরের আনুগত্যও আশা করে, কিন্তু এই খামখেয়ালের দাম দিতেও তো তারা প্রস্তুত। ইংলণ্ডের খুব কম গৃহশিক্ষিকাই বছরে এক শ' পাউণ্ড পেয়ে থাকে। তাছাড়া এ চুল নিয়ে আমি করবই বা কি? অনেককে তো ছোট চুলেই ভাল দেখায়। হয়তো আমিও তাদেরই একজন হতাম। পরদিন মনে হল আমি ভুলই করেছি, এবং তার পরদিন সেবিষয়ে আমি নিশ্চিত হলাম। সব গর্ব জয় করে স্থির করেই ফেললাম যে, সেই প্রতিষ্ঠানে ফিরে গিয়ে খোঁজ নেব চাকরিটা তখনও খালি আছে কি না। এমন সময় ভদ্রলোকের এই চিঠিটা পেলাম। চিঠিটা আমার সঙ্গেই আছে : আপনাকে পড়ে শোনাচ্ছিঃ

দি কপার বীচেস, উইনচেস্টারের নিকটে

প্রিয় মিস হাণ্টার,

মিস স্টোপার অনুগ্রহ করে আপনার ঠিকানাটি দিয়েছেন। তাই আপনার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করেছেন কিনা জানবার জন্য এই চিঠি লিখছি। আমার মুখ থেকে আপনার সব কথা শুনে আমার স্ত্রী আপনার প্রতি খুবই আকৃষ্ট হয়েছেন ; তার খুবই ইচ্ছা আপনি এখানে আসেন। আমাদের খামখেয়ালির জন্য আপনার ছোটখাট যেসব অসুবিধা হবে তার ক্ষতিপূরণ বাবদ আপনাকে প্রতি তিন মাসে ত্রিশ পাউণ্ড বা বছরে ১২০ পাউণ্ড দিতে আমরা ইচ্ছুক। অবশ্য আমাদের খেয়ালগুলি কষ্টদায়ক কিছু নয়। একটা বিশেষ ধরনের নীল রং আমার স্ত্রীর খুব প্রিয়, তাই তিনি চাইবেন যে সকালে বাড়ির ভিতরে আপনি ঐ রঙের পোশাক পরবেন। অবশ্য পোশাকটা আপনাকে টাকা খরচ করে কিনতে হবে না, কারণ আমার আদরের মেয়ে এলিসের (সে এখন ফিলাডেলফিয়াতে আছে) ঐ রকম একটা পোশাক আছে, আর আমার মনে হয় সেটা আপনার মাপমতই হবে। তারপর এখানে-ওখানে একটু বসা, অথবা অন্য যেসব বিষয়ের উল্লেখ আমি করেছি, তাতে আপনার কোনরকম অসুবিধা হবার কথা নয়। আপনার চুলের ব্যাপারটা অবশ্য নিঃসন্দেহে দুঃখজনক, বিশেষ করে যখন আপনাকে যেটুকু সময় দেখেছি তাতে আপনার চুলের প্রশংসা না করে আমি পারি নি। কিন্তু সে ব্যাপারে আমাকে যে অনড় থাকতেই হবে। আমি শুধু আশা করব যে বর্ধিত বেতন হয় তো আপনার সে ক্ষতিকে পুষিয়ে দেবে। শিশুটির দরুন আপনার কাজ তো খুবই হাল্কা। সুতরাং চলে আসতে চেষ্টা করুন। আমার ছোট গাড়ি নিয়ে উইনচেস্টারে আপনার সঙ্গে দেখা করব। ট্রেনের সময়টা জানাবেন।

আপনার বিশ্বস্ত

জেফ্রো রুক্যাস্‌ল্‌

'মিঃ হোমস, এইমাত্র চিঠিটা পেয়েছি। আমি স্থির করেছি কাজটা নেব। তথাপি ভাবলাম, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার আগে সমস্ত ব্যাপারটা আপনার বিবেচনার জন্য উপস্থিত করা উচিত।'

হোমস হেসে বলল, 'দেখুন মিস হাণ্টার, আপনি যদি মনস্থির করে থাকেন তাহলে তো ব্যাপারটা মিটেই গেল।'

'কিন্তু আপনি নিশ্চয় আমাকে প্রত্যাখ্যান করতে বলবেন না?'

'স্বীকার করছি, এটা এমন চাকরি নয় যার জন্য আমার কোন বোন আবেদন করুক এটা আমি চাইতে পারি।'

'একথার অর্থ কি মিঃ হোমস?'

'আহা, আমার হাতে তো সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই, কাজেই

কিছুই বলতে পারি না। আপনি নিজে নিশ্চয়ই কিছু একটা ভেবেছেন?'

'দেখুন, আমার তো মনে হয় একটিমাত্র সমাধানই সম্ভব। মিঃ রুক্যাস্‌ল্‌কে দেখে খুব দয়ালু সহৃদয় লোক বলেই মনে হয়। এটা কি হতে পারে না যে তার স্ত্রী উন্মাদ ; পাছে তাকে পাগলা-গারদে পাঠাতে হয় তাই তিনি ব্যাপারটা চাপা দিয়ে রাখতে চান এবং পাগলামিটা যাতে বেড়ে গিয়ে প্রকাশ না পায় সেজন্য তার সব খেয়াল-খুশিকে মানিয়ে চলেন?'

'এ রকম সমাধানই সম্ভবপর—বস্তুত অবস্থাদি শুনে মনে হয় এটাই সর্বাধিক সম্ভব। কিন্তু সে যাই হোক, একটি তরুণীর পক্ষে বাড়ির পরিবেশটা সুখকর বলে মনে হয় না।'

'কিন্তু টাকাটা, মিঃ হোমস, টাকাটা?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয় মাইনেটা ভাল—খুব বেশী ভাল। আর সেইজন্যই তো আমি অস্বস্তি বোধ করছি। যেখানে ৪০ পাউণ্ডেই মনোমত লোক পাওয়া যেত সেখানে তারা ১২০ পাউণ্ড দেবে কেন? এর পিছনে নিশ্চয় কোন জোড়ালো কারণ আছে।'

'আমি ভেবেছি, সব কথা আপনাকে জানালে পরবর্তী-কালে আপনার সাহায্যের দরকার হবে কি না সেটা আপনি বুঝতে পারবেন। আপনি আমার পিছনে আছেন এটা বুঝতে পারলে আমি অনেক বেশী জোর পাব।'

'ও হো, তা সে মনের জোর নিয়ে আপনি যেতে পারেন। গত কয়েক মাসের মধ্যে যেসব সমস্যা কাছে এসেছে আপনার ছোট্ট সমস্যাটি তার মধ্যে সবচাইতে বেশী ইণ্টারেস্টিং একথা আপনাকে নিশ্চয় করে বলতে পারি। যদি কোনরকম সন্দেহ হয়, বা কোন বিপদে পড়েন—'

'বিপদ। কি বিপদ আপনি দেখছেন?'

হোমস গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বলল, 'বিপদের স্বরূপ জানলে তো সেটা আর বিপদই থাকত না। কিন্তু দিনে হোক, রাতে হোক, আপনার একটা তার পেলেই আমি সাহায্য করতে ছুটে যাব।'

'তাই যথেষ্ট।' মুখের উপর থেকে উদ্বেগের সব ছায়া ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সে চটপট চেয়ার থেকে উঠে পড়ল। 'এবার সহজ মনে আমি হ্যাম্পশায়ার চলে যাব। এখনই মিঃ রুক্যাস্‌ল্‌কে চিঠি লিখব, আজ রাতেই চুল ছেঁটে ফেলব এবং কালই উইনচেস্টার যাত্রা করব।' হোমসকে আরও কয়েকটা কৃতজ্ঞতার বাণী শুনিয়ে আমাদের দুজনকে শুভরাত্রি জানিয়ে সে দ্রুত চলে গেল।

সিঁড়িতে তার দ্রুত দৃঢ় পদক্ষেপের শব্দ শুনতে শুনতে আমি বললাম, 'ওকে দেখে নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে সক্ষম একটি তরুণী বলেই মনে হয়।'

হোমস গম্ভীরভাবে বলল, 'বাঁচিয়ে চলবার প্রয়োজনও দেখা দেবে। কিছুদিনের মধ্যেই তার ডাক না এলে বুঝব আমারই ভুল হয়েছে।'

অচিরেই বন্ধুর ভবিষ্যদ্বাণী ফলে গেল। একপক্ষ পার হয়ে গেল। প্রায়শই তার কথা মনে পড়ে আর ভাবি, এই নিঃসঙ্গ স্ত্রীলোকটি না জানি মানব অভিজ্ঞতার কোন্ বিচিত্র কাণাগলিতে ছিটকে পড়েছে। অসাধারণ বেতন, আশ্চর্য সব শর্ত, হাল্কা কাজ,—সবকিছুই একটা অস্বাভাবিক কিছুর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছে। অবশ্য সেটা খামখেয়ালিপনা কিংবা ষড়যন্ত্র, লোকটি মানব-দরদী না দুরাচার, সেটা বোঝা আমার সাধ্যাতীত। আর হোমস? প্রায়ই সে দুই ভুরু কুঁচকে উদাসভাবে একটানা আধঘণ্টা ধরে বসে থাকে। আমি ঐ ব্যাপারটার উল্লেখ করলেই হাত নেড়ে ব্যাপারটাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দেয়, অধৈর্যভাবে বলে ওঠে, 'মাল-মশলা! মাল-মশলা! মাল-মশলা চাই। কাদা না পেলে তো ইঁট গড়তে পারি না।' অথচ শেষ পর্যন্ত প্রতিবারই সে বলে তার কোন বোনের পক্ষেই এ চাকরি নেওয়া কদাচ উচিত নয়।

অবশেষে টেলিগ্রামটা এল একদিন অনেক রাতে। আমি তখন সবে শুতে যাবার কথা ভাবছি, আর হোমস তার চিরাচরিত সারা রাতব্যাপী গবেষণার কাজে সবে মেতে উঠেছে। সাধারণত এরকম পরিস্থিতিতে রাতে তাকে একটা বক-যন্ত্র আর টেস্ট-টিউবের উপর ঝুঁকে পড়া অবস্থায় রেখে যাই, আর সকালে প্রাতরাশ খেতে নেমে এসে তাকে সেই একই অবস্থায় দেখতে পাই। হলদে খামটা খুলে লেখাটার উপর চোখ বুলিয়েই হোমস সেটা আমার দিকে ছুঁড়ে দিল।

'ব্র্যাডশ থেকে ট্রেনের সময়টা দেখে নাও,' বলেই সে রাসায়নিক গবেষণার দিকে পিছন ফিরল।

তারটা সংক্ষিপ্ত ও জরুরী।

দয়া করে কাল দুপুরে উইনচেস্টার-এর ব্ল্যাক সোয়ান হোটেল-এ আসুন [তাতে লেখা]। অবশ্য আসবেন। আমি বিমূঢ়।

হাণ্টার

চোখ তুলে হোমস জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে?'

'যাবার তো ইচ্ছে।'

'তাহলে সময়টা দেখে নাও।'

র‍্যাডশ'র পাতায় চোখ বুলিয়ে বললাম, 'সাড়ে ন'টায় একটা ট্রেন আছে। ১১-৩০-এ উইনচেস্টার পৌছবার কথা।'

'তাহলে ঠিক হবে। এসিটোনের বিশ্লেষণটা তাহলে আপাতত তোলা থাক, কারণ সকালে আমাদের সম্পূর্ণ কর্মক্ষম থাকতে হবে।'

পরদিন এগারোটা নাগাদ আমরা ইংলণ্ডের পুরনো রাজধানীর দিকে এগিয়ে চলেছি। সারা পথ হোমস প্রাতঃকালীন সংবাদপত্রগুলোর মধ্যেই ডুবে ছিল। হ্যাম্পশায়ার সীমান্ত পার হতেই সেগুলো ছুঁড়ে দিয়ে সে প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রশংসা শুরু করে দিল। বসন্তকালের চমৎকার দিন। হাল্কা নীল আকাশের বুকে গুচ্ছ গুচ্ছ লোমের মত সাদা মেঘগুলো পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে ভেসে চলেছে। সূর্য উজ্জ্বল কিরণ দিচ্ছে। বাতাসে এমন একটা উৎসাহের স্পর্শ রয়েছে যাতে মানুষের কর্মোদ্যম ক্ষুরধার হয়ে ওঠে। আণ্ডারশট-এর চতুর্দিকব্যাপী পাহাড়শ্রেণী পর্যন্ত বিস্তৃত গ্রামাঞ্চল জুড়ে গোলাবাড়ির ছোট ছোট লাল ও ধূসর রঙের ছাদগুলি নবপত্রশোভিত গাছপালার হাল্কা সবুজ বনরেখার ভিতর দিয়ে উঁকি দিচ্ছে।

বেকার স্ট্রীটের কুয়াসা থেকে সদ্য-মুক্তি পাওয়া মনের উৎসাহে আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'কী সতেজ আর সুন্দর তাই না?'

হোমস গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল।

বলল, 'তুমি কি জান ওয়াটসন যে আমার মত মনের গঠন যাদের তাদের এই একটা অভিশাপ যে আমার বিশেষ বিষয়বস্তুর দৃষ্টিকোণ থেকেই আমাকে সবকিছু দেখতে হয়। তুমি এই সব ছাড়া ছাড়া বাড়ি-ঘর দেখছ, আর তাদের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হচ্ছ। কিন্তু ওগুলোকে দেখে আমার মনে একটি চিন্তাই হচ্ছে—সেটা হল ওদের পরস্পর বিচ্ছিন্নতা আর ওখানে কোন অপরাধ করে অব্যাহতি পাবার সম্ভাবনা।'

আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'হায় ঈশ্বর। এই সব সুন্দর পুরনো বাড়িগুলোর সঙ্গে অপরাধকে জড়াবে কে?'

'এই সব দেখলে আমার মনে কিন্তু আতংক হয়। ওয়াটসন, অভিজ্ঞতা থেকে আমার এই বিশ্বাস হয়েছে যে এই রকম হাস্যময় সুন্দর গ্রামাঞ্চলে যেসব পাপ কাজ সংঘটিত হয়েছে, লণ্ডনের দীনতম এবং জঘন্যতম গলিতেও পাপের সেরকম ভয়ংকর রেকর্ড পাওয়া যায় না।'

'তোমার কথায় আতংকিত হচ্ছি।'

'আর তার কারণও খুবই স্পষ্ট। আইন যা করতে পারে না, শহরের জনমতের চাপ তা পারে। যেকোন জঘন্য গলিতেও একটি লাঞ্ছিত শিশুর আর্তনাদে, বা একটা মাতালের মুষ্টাঘাতের শব্দেই প্রতিবেশীদের সহানুভূতি ও ক্ষোভ জেগে ওঠে, এবং ন্যায়-প্রতিষ্ঠার সমগ্র ব্যবস্থাটাই এত হাতের কাছে থাকে যে নালিশের একটিমাত্র কথায়ই তা সচল হয়ে ওঠে, আর তার ফলে অপরাধ ও কাঠগড়ার মধ্যে ব্যবধান থাকে মাত্র একটি ধাপের। কিন্তু ঐ সব নির্জন বাড়িগুলোর দিকে তাকাও, প্রত্যেকটি বাড়ির চারদিকে মাঠ, অধিকাংশ অধিবাসীই দরিদ্র, অজ্ঞ, আর আইনজ্ঞান রহিত। ভেবে দেখ তো, এই সব জায়গায় বছরের পর বছর ধরে কী নারকীয় নিষ্ঠুরতা ও গুপ্ত নৃশংসতার কার্যাবলী সংঘটিত হতে পারে। এই যে মহিলাটি আমাদের সাহায্যপ্রার্থিনী হয়েছেন তিনি যদি উইনচেস্টারে থাকতেন তাহলে তার জন্য আমার কোন আশংকাই হত না। এই যে পাঁচ মাইল গ্রামাঞ্চলের দূরত্ব এতেই যত বিপদ। তথাপি এটা ঠিক যে ব্যক্তিগতভাবে তার কোন ভয় নেই।'

'তা নেই। তিনি যদি আমাদের সঙ্গে দেখা করতে উইনচেস্টার আসতে পারেন, তাহলে তো পালিয়েও যেতে পারেন।'

'ঠিক তাই। চলা-ফেরার স্বাধীনতা তার আছে।'

'তাহলে ব্যাপারটা কি। তুমি কি কোন ব্যাখ্যা দিতে পার না?'

'সাতটা আলাদা আলাদা ব্যাখ্যা অবশ্য বের করেছি। প্রত্যেকটা দিয়েই আমাদের জানা সবগুলি ঘটনার ব্যাখ্যা করা যায়। নতুন কোন খবর পেলেই তবেই স্থির করা যাবে তাদের মধ্যে কোন্ ব্যাখ্যাটা ঠিক। আর সে নতুন খবর আমরা শিগগিরই পাব; দেখ, ওই হল গীর্জার চূড়া। মিস হাণ্টারের বক্তব্য আমরা একটু পরেই জানতে পারব।'

স্টেশনের অনতিদূরে হাই স্ট্রীটে অবস্থিত 'র‍্যাক সোয়ান' একটি সুখ্যাত সরাইখানা। তরুণীটি সেখানেই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। সে একটি বসবার ঘর ভাড়া নিয়েছিল; সেখানেই টেবিলে আমাদের দুপুরের খাবার সাজানো ছিল।

আগ্রহসহকারে সে বলল, 'আপনারা আসায় খুবই আনন্দিত হয়েছি। আপনাদের অনেক অনুগ্রহ। আমি যে কি করব কিছুই জানি না। আপনাদের উপদেশ আমার কাছে অত্যন্ত মূল্যবান।'

'আপনার কি হয়েছে দয়া করে বলুন।'

'নিশ্চয় বলব, এবং তাড়াতাড়িই বলব, কারণ মিঃ রুক্যাস্‌ল্‌কে কথা দিয়ে এসেছি, তিনটের আগেই ফিরব।

তার অনুমতি নিয়ে সকালেই শহরে এসেছি। তবে কেন এসেছি তা তিনি জানেন না।'

'তাহলে পর পর সব কথা বলে যান।' হোমস তার শীর্ণ লম্বা পা দুটো আগুনের দিকে ছড়িয়ে দিয়ে শোনবার জন্য আরাম করে বসল।

'প্রথমেই বলতে পারি, মোটামুটিভাবে মিঃ এবং মিসেস রুক্যাস্‌লের কাছ থেকে কোনরকম খারাপ ব্যবহার আমি পাই নি। তাদের প্রতি সুবিচারের খাতিরে একথা বলতেই হবে। কিন্তু তাদের আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, এবং তাদের নিয়ে মনে স্বস্তিবোধও করছি না।'

'আপনি কী বুঝতে পারছেন না?'

'তাদের আচরণের কারণ। কিন্তু ঘটনাগুলি যেভাবে ঘটেছে তেমনি শুনুন। আমি যখন পৌঁছলাম মিঃ রুক্যাস্‌ল্ এখানেই আমার সঙ্গে দেখা করলেন এবং তার এক্কাগাড়ি চালিয়ে আমাকে ''কপার বীচেস''-এ নিয়ে গেলেন। তিনি যেমন বলেছিলেন বাড়িটার অবস্থান সত্যি সুন্দর, কিন্তু বাড়িটা সুন্দর নয়; একটা বড় চৌকোণা বাড়ি, চুণকাম করা, কিন্তু জলে ও খারাপ আবহাওয়ার ফলে স্যাঁতা-পরা দাগে ভর্তি। চারদিকে মাঠ। তারপরে তিন দিকে জঙ্গল আর চারদিকে একটা মাঠ নেমে গেছে সাদাম্পটন হাই-রোড পর্যন্ত। বাড়িটার সামনের দরজা থেকে প্রায় একশ' গজ দূর দিয়ে রাস্তাটা বেঁকে গেছে। সামনের জমিটা এই বাড়ির সংলগ্ন সম্পত্তি, কিন্তু চারদিকের জঙ্গল লর্ড সাদারটনের সংরক্ষিত সম্পত্তির অংশবিশেষ। হল-ঘরের দরজার ঠিক সামনে একঝাড় কপার বীচ গাছ থাকায়ই বাড়িটার ঐ নাম দেওয়া হয়েছে।

'আমার মনিব নিজেই গাড়ি চালিয়ে গেলেন। তিনি আগের মতই সদয় ব্যবহার করলেন। সন্ধ্যায় তাঁর স্ত্রী ও শিশুটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। মিঃ হোমস, আপনার বেকার স্ট্রীটের ঘরে বসে যে অনুমান আমরা করেছিলাম সেটা কিন্তু সত্য নয়। মিসেস রুক্যাস্‌ল্ উন্মাদ নন। আমি তো দেখলাম তিনি নীরব, বিবর্ণ স্বামী অপেক্ষা বয়সে অনেক ছোট আমার মনে হয় তার বয়স ত্রিশের বেশী নয়, আর ভদ্রলোকের বয়স পঁয়তাল্লিশের কম হতেই পারে না। তাদের কথাবার্তা থেকে জানতে পেরেছি, সাত বছর হল তাদের বিয়ে হয়েছে, ভদ্রলোক বিপত্নীক ছিলেন। আর তাঁর প্রথমা স্ত্রীর একমাত্র মেয়েই ফিলাডেলফিয়াতে আছে। মিঃ রুক্যাস্‌ল্ আমাকে গোপনে বলেছিল যে সৎমায়ের প্রতি অকারণ বীতরাগের জন্যই সে তাদের ছেড়ে গেছে। মেয়েটির বয়স তখন কুঁড়ি বছরের কম ছিল না। বেশ বুঝতে পারি, তার বাবার যুবতী স্ত্রীর কাছে থাকতে সে অস্বস্তি বোধ করছে।

মিসেস রুক্যাস্‌ল্‌কে কি প্রকৃতিতে আর কি আকৃতিতে বৈশিষ্ট্যহীন বলেই মনে হয়েছে। তার সম্পর্কে আমার ভাল-মন্দ কোন ধারণাই জন্মে নি। তার কোন অস্তিত্বই নেই। সহজেই বোঝা যায়, স্বামী ও ছোট ছেলের প্রতি তিনি তীব্রভাবে অনুরক্ত। তার ছোট ধূসর চোখ দুটি অনবরত একজন থেকে অপর জনের উপর ঘুরে বেড়ায়, আর তাদের কোনরকম ছোটখাট প্রয়োজন বুঝতে পারলেই তিনি সেটা সম্ভবত মেটাতে চেষ্টা করেন। ভদ্রলোকও তার স্বভাবসিদ্ধ হৈ-চৈএর ভিতর দিয়েই তার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করেন। মোটামুটি তাদের দেখে একটি সুখী দম্পতি বলেই মনে হয়। তথাপি স্ত্রীলোকটির মনে কোনরকম গোপন দুঃখ আছে। অনেক সময়ই গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে যান, তার মুখের উপর একটা বিষণ্ণতার আভাষ ছড়িয়ে পড়ে। অনেকবার তাকে আমি চোখের জল ফেলতে দেখেছি। এক একসময় মনে হয়েছে, ছেলেটির কথা ভেবেই এই মনোকষ্ট, কারণ এরকম একটি বখে-যাওয়া বদমেজাজী বাচ্চা আমি জীবনে দেখি নি। দেখতে বয়সের তুলনায় অনেকটা ছোট, আবার মাথাটা বেঢপ রকমের বড়। কখনও সে আবেগে অসভ্যর মত ব্যবহার করে, আবার কখনও গোঁ ধরে গুম হয়ে বসে থাকে—এই দোটানার মধ্যেই তার জীবন কাটে। তার চাইতে দুর্বলতর প্রাণীদের যন্ত্রণা দেওয়াতেই তার আনন্দ। ইঁদুর, পাখি ও পোকা-মাকড় ধরবার নতুন নতুন কৌশল উদ্ভাবনের ক্ষমতা তার অপরিসীম। কিন্তু মিঃ হোমস, তার বিষয়ে আমি কিছু বলতে চাই না, কারণ আমার গল্পের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।'

বন্ধু মন্তব্য করল, 'আপনার কাছে প্রাসঙ্গিক হোক আর না হোক, বিস্তারিত বিবরণই আমি ভালবাসি।'

'গুরুত্বপূর্ণ কোন কিছুই যাতে বাদ না পড়ে সে চেষ্টা আমি করব। এ বাড়িতে যে অশোভন জিনিসটা প্রথমেই আমার চোখে পড়ে সেটা হল চাকরদের চেহারা ও চাল-চলন। ভৃত্য আছে মাত্র দুজন, একটি পুরুষ ও তাঁর স্ত্রী। টোলার, সেটাই তার নাম, একটি কর্কশ, কদাকার লোক। তার চুল ও জুলফি পাঁশুটে রঙের, আর গায়ে সব সময়ই মদের গন্ধ। আমি এ বাড়িতে আসার পরে দু'বার তাকে মদে চুর হতে দেখেছি, কিন্তু মিঃ রুক্যাস্‌লের সেদিকে কোন দৃষ্টি নেই। তার স্ত্রী খুব ঢ্যাঙা ও শক্তিমতী, খিটখিটে মুখ, মিসেস রুক্যাস্‌লের মতই চুপ-

চাপ, কিন্তু তার মত কমনীয় নয়। দুজনে মিলে এক অসহ্য দম্পতি, তবে ভাগ্য ভাল যে আমার অধিকাংশ সময় কাটে নার্সারিতে আর আমার ঘরে ; দুটি ঘরই বাড়ির এক কোণে পাশাপাশি অবস্থিত।

'কপার বীচেস'এ আসার পর দুটো দিন বেশ শান্তিতেই কেটেছে। তৃতীয় দিন প্রাতরাশের পরেই মিসেস রুক্যাস্‌ল্‌ নীচে নেমে এসে স্বামীর কানে কানে কি যেন বললেন।

'আমার দিকে ঘুরে তিনি বললেন, ''ওঃ, হ্যাঁ, মিস হাণ্টার, আমার খেয়াল মেটাতে আপনি যে চুল ছেটে ফেলেছেন সেজন্য আমরা খুবই বাধিত হয়েছি। আপনাকে জোর দিয়েই বলছি, এর ফলে আপনার চেহারা তিলমাত্রও ক্ষুণ্ন হয় নি। এখন আমরা দেখতে চাই, গাঢ় নীল রঙের পোশাকটা আপনাকে কেমন মানায়। আপনার ঘরে বিছানার উপর সেটা মেলা রয়েছে ; আপনি যদি দয়া করে সেটা পরে আসেন তাহলে আমরা দুজন অত্যন্ত বাধিত হব।'

'যে পোশাকটা আমার জন্য রাখা হয়েছিল তার রংটা অদ্ভুত ধরনের নীল। কাপড়টা উৎকৃষ্ট ; একধরনের মলমল, কিন্তু অপর কেউ যে সেটা পরেছে তার অভ্রান্ত চিহ্ন রয়েছে। আমার মাপ নিয়ে তৈরী করা হলেও বুঝি এর চাইতে ভাল গায়ে হত না। পোশাকটা দেখে মিঃ ও মিসেস রুক্যাস্‌ল্‌ এমনভাবে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলেন যে বড়ই বাড়াবাড়ি করছেন বলে মনে হল। ড্রয়িং-রুমেই তারা আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ঘরটা খুব বড়, বাড়ির সামনের দিকে আগাগোড়া টানা, ঘরের তিনটে জানালা মেঝে পর্যন্ত নামানো। মাঝখানের জানালার কাছে একটা চেয়ার পাতা ছিল জানালার দিকে পিছন করে। আমাকে সেই চেয়ারে বসতে বলে মিঃ রুক্যাস্‌ল্‌ ঘরের এধার থেকে ওধার পর্যন্ত আসা-যাওয়া করতে করতে একটার পর একটা এমন সব হাসির গল্প বলতে লাগলেন যেমনটি আমি আগে কখনও শুনি নি। আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না তাকে কেমন কৌতুকজনক দেখাচ্ছিল। আমিও হাসতে হাসতে একেবারে শ্রান্ত হয়ে পড়লাম। মিসেস রুক্যাস্‌লের মধ্যে হাস্যরস বলতে কিছু নেই, কাজেই তিনি একটুও না হেসে মুখের উপর একটা বিষণ্ণ ব্যাগ্রভাব ফুটিয়ে দুটো হাত কোলের উপর রেখে বসে রইলেন। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে হঠাৎ রুক্যাস্‌ল্‌ বলে উঠলেন যে, দিনের কাজ শুরু করবার সময় হয়ে গেছে এবং আমি পোশাক ছেড়ে বাচ্চা এডোয়ার্ডের কাজে নার্সারিতে চলে যেতে পারি।

'দুদিন পরে ঠিক একই অবস্থায় ঐ একই অভিনয় আবার হল। আবার আমি পোশাক বদলালাম, আবার জানালায় গিয়ে বসলাম, এবং আবারও মনিবের হাসির গল্প শুনতে শুনতে প্রাণখুলে হাসলাম। তার গল্পের ঝুলিও যেমন অফুরন্ত, বলার ভঙ্গীও তেমনি অননুকরণীয়। তারপর একখানা হলদে মলাটের উপন্যাস আমার হাতে দিয়ে এবং তার পাতায় যাতে আমার ছায়া না পড়ে সেইভাবে আমার চেয়ারটা একপাশে একটু ঘুরিয়ে দিয়ে তিনি আমাকে জোর গলায় পড়তে বললেন। একটা অধ্যায়ের মাঝখান থেকে শুরু করে প্রায় মিনিট দশেক পড়ে গেলাম। তখন হঠাৎ একটা পংক্তির মাঝখানেই তিনি আমাকে পড়া থামিয়ে পোশাক বদলাবার আদেশ দিলেন।

'আপনি সহজেই কল্পনা করতে পারেন মিঃ হোমস, এই অসাধারণ অভিনয়ের অর্থ বুঝবার জন্য আমি কতদূর কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। আরও লক্ষ্য করলাম, ওরা সব সময়ই খুব সতর্কতার সঙ্গে আমার মুখটাকে জানালার উল্টো দিকে রেখে আমাকে বসতে দেয়। কাজেই আমার পিছন দিকে তখন কি ঘটে সেটা জানবার একটা তীব্র ইচ্ছা আমার মনে জাগল। প্রথমে মনে হল, সেটা অসম্ভব। কিন্তু শীঘ্রই একটা উপায় আবিষ্কার করলাম। আমার হাত-আয়নাটা ভেঙে যাওয়ায় একটা ফন্দী মাথায় এসে গেল। একটুকরো ছোট কাঁচ আমার রুমালের ভিতরে লুকিয়ে নিলাম। পরের দিন হাসতে হাসতে একসময় রুমালটাকে চোখের সামনে তুলে ধরে একটু কায়দা করে আমার পিছনদিকের সবকিছু দেখে নিলাম। স্বীকার করছি আমি হতাশ হলাম। সেখানে কিছুই ছিল না।'

'অন্তত প্রথমে তাই মনে হয়েছিল। দ্বিতীয় দৃষ্টিতে দেখতে পেলাম সাদাম্পটন রোডের উপরে একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে। লোকটি ক্ষুদ্রকায়, মুখে গোঁফ দাড়ি আছে, এবং তার দৃষ্টি আমার দিকেই নিবদ্ধ। রাস্তাটা গুরুত্বপূর্ণ বড় রাস্তা ; সাধারণতই সেখানে লোক চলাচল করে। কিন্তু এই লোকটি আমাদের মাঠের সীমানার রেলিং-এ ভর দিয়ে একাগ্র দৃষ্টিতে আমাকেই দেখছিল। রুমাল নামিয়ে মিসেস রুক্যাস্‌লের দিকে তাকিয়ে দেখি, সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। মুখে তিনি কিছুই বললেন না, কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস, আমার হাতে যে আয়না ছিল সেটা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এবং আমার পিছনে কি ছিল তাও দেখতে পেয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

'বললেন, "জেফ্রো, একটা অসভ্য লোক দাঁড়িয়ে মিস

হান্টারের দিকে তাকিয়ে আছে।"

মিঃ রুক্যাস্‌ল্‌ প্রশ্ন করলেন, "আপনার কোন বন্ধু নয়তো মিস হান্টার?"

"না। এ অঞ্চলে কাউকে আমি চিনি না।"

"কী অসভ্য লোকটা! দয়া করে ঘুরে দাঁড়িয়ে ইঙ্গিতে ওকে চলে যেতে বলুন।"

"ওদিকে দৃষ্টি না দেওয়াই কি ভাল নয়?"

"না, না, তাকে সর্বক্ষণ এখানে পায়চারি করতে দিতে পারি না। দয়া করে ঘুরে দাঁড়িয়ে ওকে চলে যেতে বলুন।"

'কথামতই কাজ করলাম। সেইমুহূর্তেই মিসেস রুক্যাস্‌ল্‌ও জানালার পর্দা টেনে নামিয়ে দিলেন। এটা এক সপ্তাহ আগের কথা। তারপর থেকে আর আমি জানালায় বসি নি, নীল পোশাকটা পরি নি, অথবা লোকটাকেও রাস্তায় দেখি নি।'

হোমস বলে উঠল, 'বলে যান, বলে যান। আপনার বিবরণ খুবই ইন্টারেস্টিং লাগছে।'

'যেসব ঘটনার কথা আমি বলছি আপনার কাছে সেগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও সম্পর্কহীন বলে মনে হবে বলে আমার আশংকা হচ্ছে। কপার বীচ-এ আসার প্রথম দিনই মিঃ রুক্যাস্‌ল্‌ আমাকে নিয়ে রান্নাঘরের দরজার নিকটবর্তী একটা ছোট বাইরের ঘরে নিয়ে যান। কাছে যেতেই শিকলের ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ এবং একটা বড় জন্তুর চলাফেরার আওয়াজ শুনতে পেলাম।'

'দু'খানা তক্তার মাঝখানের একটা ফুটো দেখিয়ে মিঃ রুক্যাস্‌ল্‌ বললেন, "ভিতরে তাকিয়ে দেখুন। খুব সুন্দর নয়?"

'ভিতরে তাকালাম। দেখতে পেলাম দুটো জ্বলন্ত চোখ আর অন্ধকারে বসে থাকা একটা অস্পষ্ট মূর্তি।

'আমি চমকে ওঠায় মনিব হেসে বললেন, "ভয় পাবেন না; ওটা কালো, আমার কুকুর। বললাম বটে আমার, কিন্তু একমাত্র আমার সাহিস টোলারই ওকে বাগ মানাতে পারে। দিনে একবার মাত্র ওকে খেতে দিই, তাও পরিমাণে বেশী নয়, কাজেই ওটা সবসময়ই ক্ষিধেয় জ্বলতে থাকে। রোজ রাতে টোলার ওটাকে ছেড়ে দেয়; কোন অনধিকার প্রবেশকারী যদি ওর থাবার নীচে পড়ে তাহলে ঈশ্বর তার সহায় হোন। আপনার ভালর জন্যই বলছি, কোন কারণেই রাতের বেলা চৌকাঠের বাইরে পা ফেলবেন না, কারণ তাহলেই আপনার জীবন সংশয় হবে।"

'সতর্ক-বাণীটা অকারণ ছিল না। দুদিন পরে রাত প্রায় দুটো নাগাদ আমার শোবার ঘরের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিলাম। চমৎকার জ্যোৎস্নালোকিত রাত, বাড়ির সামনেকার মাঠটা যেন রুপোর পাতে মোড়া, একেবারে দিনের মত পরিষ্কার। মুগ্ধ হয়ে সেই শান্ত সৌন্দর্য উপভোগ করছিলাম, এমন সময় চোখে পড়ল, কপার বীচ গাছের ছায়ায় কি যেন নড়ছে। চাঁদের আলোয় বেরিয়ে এলে তাকে আমি দেখতে পেলাম। একটা প্রকাণ্ড কুকুর, বাছুরের মত বড়, হলদেটে রং, ঝুলন্ত চোয়াল, কালো নাক, আর ঠেলে বেরিয়ে-আসা বড় বড় হাড়। মাঠের উপর দিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটতে হাঁটতে অপরদিকের ছায়ায় মিলিয়ে গেল। সেই ভয়ংকর নিশ্চুপ শাস্ত্রীকে দেখে আমার বুকের ভিতরটা এমন ঠান্ডা হয়ে এল যা কোন চোরকে দেখলেও কিছুতেই হত না।

'এবার একটা আশ্চর্য অভিজ্ঞতার কথা আপনাদের বলব। আপনারা জানেন, লন্ডনেই আমার চুল ছেঁটে ফেলেছিলাম। সেই চুল একটা বড় তাল পাকিয়ে ট্রাংকের নীচে রেখে দিয়েছিলাম। একদিন সন্ধ্যায় ছেলেটি ঘুমিয়ে পড়লে মনের খুশিতে ঘরের আসবাবপত্রগুলি ভাল করে দেখে আমার জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখলাম। ঘরে একটা পুরনো টানা-ওলা আলমারি ছিল। উপর দিককার দুটো টানা ছিল খোলা ও খালি, আর নীচেরটা ছিল তালা দেওয়া। জামা কাপড়েই প্রথম দুটো ভর্তি হয়ে গেল। অথচ তখনও অনেক কিছু রাখতে বাকি। তাই তৃতীয় টানাটা ব্যবহার করতে না পারায় অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। একসময়ে মনে হল, হয়তো অসাবধানতাবশতই সেটা আটকে রাখা হয়েছে। কাজেই আমার চাবির গোছা নিয়ে সেটা খুলতে চেষ্টা করলাম। প্রথম চাবিটাই ঠিক মত লেগে গেল। টানাটা খুলে ফেললাম। তার মধ্যে ছিল একটিমাত্র জিনিস। আমি নিশ্চিত জানি, সেটা যে কি তা আপনারা কল্পনাও করতে পারবেন না। সেটা আমারই চুলের তাল।

হাতে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলাম। সেই একই রং, সেই একই গোছা। কিন্তু এ যে অসম্ভব। আমার চুল টানার মধ্যে তালাবন্ধ হল কেমন করে? কাঁপা হাতে ট্রাংকটা খুললাম। তার তলা থেকে আমার চুলটা তুললাম। দুটো চুল পাশাপাশি রাখলাম। হুবহু এক। আশ্চর্য নয় কি? ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেলাম। এর কি অর্থ কিছুই বুঝতে পারলাম না। চুলটাকে আবার টানার মধ্যে রেখে দিলাম। তারা যে টানা তালা দিয়ে রেখেছিলেন সেটা খুলে অন্যায় করেছি একথা ভেবে রুক্যাস্‌ল্‌ দম্পতিকে এ বিষয়ে কিছুই

বললাম না।

'মিঃ হোমস, আপনি হয়তো লক্ষ্য করেছেন যে, সবকিছু খুঁটিয়ে দেখাই আমার স্বভাব। শীঘ্রই সমগ্র বাড়িটার একটা নক্সা মনের মধ্যে এঁকে নিলাম। বাড়িটার একটা অংশে কোন লোক বাস করত না। টোলার দম্পতির আবাসস্থলে যাবার মুখে যে দরজাটা আছে সেটার মুখ এই সুইটের দিকে খোলে কিন্তু সেটা সবসময়ই তালাবন্ধ থাকে। যাহোক, সিঁড়ি বেয়ে উঠবার সময় সেই দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসবার মুখে চাবির গোছা হাতে মিঃ রুক্যাস্‌লের সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল। তাকে যেরকম আমুদে লোক বলে আমি জানতাম এখন তার মুখ দেখে তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন লোক বলে মনে হল। গাল দুটি লাল, রাগে ভুরু কুঁচকে গেছে, আবেগে কপালের শিরাগুলো ফুলে উঠেছে। দরজায় তালা লাগিয়ে তিনি আমার পাশ দিয়ে দ্রুত চলে গেলেন। আমার সঙ্গে একটি কথাও বললেন না, বা চোখ তুলে চাইলেন না।

'আমার কৌতূহল বাড়ল। শিশুটিকে সঙ্গে নিয়ে মাঠে বেড়াতে বের হলাম। হাঁটতে হাঁটতে সেইদিকে চলে গেলাম যেখান থেকে বাড়ির এই অংশের জানালাগুলো দেখা যায়। একসারিতে চারটে জানালা, তিনটে একেবারেই অপরিষ্কার, আর চতুর্থটির পর্দা তোলা। দেখলেই বোঝা যায়, সবই পরিত্যক্ত। ইতস্তত পায়চারি করতে করতে মাঝে মাঝে সেদিকে তাকাচ্ছি, এমন সময় মিঃ রুক্যাস্‌লে এসে হাজির। সেই আগেকার মত খুশি আর আমুদে মানুষ।

'বললেন, ''আঃ! আপনার সঙ্গে একটা কথাও না বলে চলে গিয়েছিলাম বলে আমাকে অভদ্র ভাববেন না। ব্যবসার চিন্তায় খুবই মগ্ন ছিলাম।''

'তাকে বললাম, ''আমি কিছু মনে করি নি।'' বললাম, "ভাল কথা, ওখানে দেখছি আপনার অনেকগুলি বাড়তি ঘর রয়েছে ; তার একটির পর্দাও তোলা দেখছি।"

'তিনি বললেন, "ফটোগ্রাফি আমার একটা হবি, ওখানে আমার ডার্করুম করেছি। আপনি দেখছি সবদিকেই নজর রাখেন। একথা কে বিশ্বাস করবে? একথা কি কেউ কোনদিন বিশ্বাস করবে?" ঠাট্টার সুরেই কথাগুলি তিনি বললেন, কিন্তু তার চোখে তখন ঠাট্টার ছায়ামাত্র ছিল না। সে চোখে সন্দেহ দেখলাম, বিরক্তি দেখলাম, কিন্তু ঠাট্টা নয়।

'দেখুন মিঃ হোমস, যে মুহূর্তে বুঝলাম যে ঐ ঘরগুলোতে এমন কিছু আছে যা আমাকে জানতে দেওয়া হবে না, তখনই সেটা জানবার জন্য আমি যেন জ্বলে উঠলাম। এর মধ্যে কৌতূহল থাকলেও সবটাই কৌতূহল নয়। তার চেয়েও বেশী একটা কর্তব্যবোধ—এই বোধ যে ওখানে ঢুকতে পারলেই কিছু কল্যাণ সাধিত হবে। লোকে স্ত্রীলোকের তৃতীয় নয়নের কথা বলে। হয়তো সেই তৃতীয় নয়নই আমার মনে এই বোধকে জাগিয়েছিল। মোটকথা, একটা কিছু ছিল ; আর আমি একান্তভাবে ওই নিষিদ্ধ দরজা পার হবার একটা সুযোগ খুঁজতে লাগলাম।

'মাত্র গতকালই সে সুযোগ এল। আপনাকে জানিয়ে রাখি, মিঃ রুক্যাস্‌ল্‌ ছাড়া টোলার ও তার স্ত্রীকেও ওই পরিত্যক্ত ঘরে কি সব করতে দেখেছি। একদিন দেখলাম, একটা বড় কালো কাপড়ের ব্যাগ নিয়ে সে দরজা দিয়ে আসছে। ইদানীং সে খুব মদ খাচ্ছে ; গতকাল সন্ধ্যায় সে তো মদে চুর হয়ে ছিল। আমি যখন সিঁড়ি বেয়ে উপরে আসি তখন দরজায় চাবি লাগানো ছিল। কোন সন্দেহ নেই যে সেই চাবিটা ওখানে ফেলে গেছে। মিঃ ও মিসেস রুক্যাস্‌ল্‌ তখন নীচে ছিলেন। ছেলেটিও তাদের কাছে। কাজেই আমার সামনে সুবর্ণ সুযোগ। তালার ভিতরে চাবিটা আস্তে ঘুরিয়ে দিলাম, দরজা খুললাম এবং ভিতরে ঢুকে পড়লাম।

'সামনেই একটা ছোট দালান। দেওয়ালে কাগজ নেই, মেঝেতে কার্পেট নেই। একেবারে শেষ প্রান্তে দালানটা ডান দিকে বেঁকে গেছে। সেই মোড়ের মাথায় একসারিতে তিনটে দরজা, তার মধ্যে প্রথম ও তৃতীয়টা খোলা। প্রত্যেকটা দিয়ে ঢুকেই একটা করে ফাঁকা ঘর, ধুলোয় ভরা আর বিষাদমাখা। একটা ঘরে দুটো জানালা, অন্যটায় একটা। সব জানালাতেই এত পুরু হয়ে ধুলো জমেছে যে সাঁঝের আলো খুব অস্পষ্টভাবে তার ভিতর দিয়ে ঘরে ঢুকছে। মাঝখানের দরজাটা বন্ধ। তার বাইরে লোহার পাতের একটা চওড়া হুড়কো আড়াআড়িভাবে আটকানো। তার একটা দিক দেওয়ালের আংটার সঙ্গে তালাবন্ধ করা, আর অপর দিকটা শক্ত দড়ি দিয়ে বাঁধা। তারপরেও দরজায় তালা লাগানো। চাবিটা সেখানে ছিল না। নিশ্চয় এই অবরুদ্ধ দরজার বিপরীত দিকেই রয়েছে বাইরের দিকের পর্দা-ফেলা জানালাটা। অথচ দরজার নীচেকার ফাঁক দিয়ে আসা আলোর ঝিলিক দেখে বুঝতে পারলাম, ঘরটা অন্ধকার নয়। নিশ্চয়ই একটা স্কাই-লাইট আছে যার ভিতর দিয়ে উপর থেকে আলো এসে পড়েছে। এই কুটিল দরজাটার দিকে তাকিয়ে আমি দালানে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম না জানি কি রহস্য এর অন্তরালে ঢাকা রয়েছে, এমন সময়

সহসা ঘরের মধ্যে পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। দরজার নীচের ফাঁক দিয়ে যেটুকু আবছা আলো আসছিল তাতেই চোখে পড়ল, একটা ছায়া কখনও পিছনে, কখনও সামনে সরে যাচ্ছে। মিঃ হোমস, সে দৃশ্য দেখে আমার মধ্যে একটা উন্মত্ত অর্থহীন ভীতি জেগে উঠল। উত্তেজিত স্নায়ুর চাপ সহ্য করতে না পেরে সহসা ঘুরে দাঁড়িয়েই আমি ছুটতে লাগলাম—একটা ভয়ংকর হাত যেন আমাকে তাড়া করছে এইভাবে স্কার্টটা চেপে ধরে ছুটতে লাগলাম। দালান পেরিয়ে দরজার ভিতর দিয়ে ছুটতে ছুটতে সোজা পড়লাম মিঃ রুক্যাস্‌লের হাতের মধ্যে। তিনি বাইরেই অপেক্ষা করছিলেন।

'হেসে বললেন, "তাহলে তুমি! দরজা খোলা দেখে আমিও তাই ভেবেছিলাম।"

'হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম, "বড্ড ভয় পেয়েছি।"

"আদরের মেয়েটি। আমার আদরের মেয়েটি!"—আপনি ভাবতে পারবেন না তার কথায় কত আদর, কত সান্ত্বনা—"কিসে আপনার এত ভয়?"

'কিন্তু তার কণ্ঠস্বরে যেন একটু বেশী আদরের ছোঁয়াচ। তিনি কিছুটা বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিলেন। আত্মরক্ষার বিষয়ে খুবই সতর্ক হয়ে গেলাম।

'জবাবে বললাম, "ওই খালি দিকটায় গিয়ে আমি বোকামি করেছি। এই আবছা আলোয় ওদিকটা এতই নির্জন আর ভৌতিক যে ভয় পেয়েই পালিয়ে এসেছি। উঃ জায়গাটা কি ভীষণ স্তব্ধ!"

'তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, "শুধুই এই?"

"কেন? আপনি কি মনে করেন?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"এ দরজাটা তালাবন্ধ করে রাখি কেন বলুন তো?"

"জানি না তো।"

"বিনা কাজে যাতে কেউ না ঢোকে তার জন্য। বুঝতে পেরেছেন?" তখনও তার মুখে সেই সদাশয় হাসি।

"সত্যি বলছি, একথা জানলে...."

"বেশ, এবার থেকে জেনে রাখুন। আর কখনও যদি ওই চৌকাঠ মাড়ান—" মুহূর্তের মধ্যে তার মুখের হাসি ক্রোধে কঠোর হয়ে উঠল। দানবের মত মুখ করে সজোরে বলে উঠলেন, "তাহলে আপনাকে কুকুরটার মুখে ফেলে দেব।"

'এতই ভয় পেয়েছিলাম যে তার পরে কি করেছি নিজেই জানি না। হয়তো ছুটে আমার ঘরে চলে গিয়েছিলাম। আর কিছুই মনে নাই। শুধু একসময় আমার বিছানায় পড়ে থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগলাম। তখনই আপনাকে মনে পড়ল মিঃ হোমস। কারও পরামর্শ ছাড়া সেখানে বাস করা আমার পক্ষে অসম্ভব। ওই বাড়ি, ওখানকার পুরুষ, স্ত্রীলোক, চাকর, এমন কি শিশুটিকে পর্যন্ত আমার ভয়! তারা সবাই আমার কাছে ভয়ংকর। মনে হল, আপনি এলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। অবশ্য ওবাড়ি থেকে পালিয়ে যেতে পারতাম, কিন্তু তখন আমার কৌতূহলও ভয়ের মতই আমাকে চেপে ধরেছে। তখনই মনস্থির করে ফেললাম, আপনাকে একটা তার করে দেব। টুপি ও পোশাক পরে আধ মাইল দূরবর্তী তার অফিসে গেলাম। অনেকটা স্বস্তি নিয়ে ফিরে এলাম। বাড়ির দরজার কাছে পৌঁছতেই একটা ভয়ংকর সন্দেহ মনে এল, কুকুরটা যদি ছাড়া থাকে। তখনি মনে পড়ল, সেদিন রাতে টোলার মদ খেয়ে বেহুঁস হয়ে পড়ে ছিল। আমি তো জানি, এ বাড়িতে একমাত্র সেই ওই বন্য জন্তুটাকে বাগে রাখতে পারে বা তাকে ছেড়ে রাখতে সাহস করে। নিরাপদেই ভিতরে ঢুকে গেলাম। আপনাকে দেখতে পাব এই চিন্তায়ই অর্ধেক রাত জেগে কাটিয়ে দিলাম। আজ সকালে উইনচেস্টার আসবার অনুমতি পেতে কোন অসুবিধা হয় নি। তবে তিনটের আগেই আমাকে ফিরতে হবে, কারণ মিঃ ও মিসেস রুক্যাস্‌ল্ কোথাও বেরোবেন আর তাদের ফিরতে রাত হবে। কাজেই আমাকেই ছেলেটির দেখাশোনা করতে হবে। মিঃ হোমস, আমার অভিযানের কথা তো আপনাকে সবই বললাম। এখন আপনি যদি বলেন এসবের অর্থ কি, বা আমি এখন কি করব, তাহলে আমি খুশি হতে পারি।'

হোমস ও আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত এই অসাধারণ কাহিনী শুনছিলাম। এবার বন্ধু উঠে দাঁড়াল ও দুই পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল। তার মুখে তখন সুগভীর গাম্ভীর্য ফুটে উঠেছে।

'টোলার কি এখনও মাতাল হয়ে আছে?' সে জিজ্ঞাসা করল।

'হ্যাঁ। তার স্ত্রী মিসেস রুক্যাস্‌ল্‌কে বলছিল ওকে নিয়ে সে আর পারছে না।'

'খুব ভাল। আর রুক্যাস্‌ল্ দম্পতি আজ রাতে বাইরে যাবেন?'

'হ্যাঁ।'

'ভাল শক্ত তালা লাগানো কোন ভূগর্ভস্থ ঘর আছে কি?'

'হ্যাঁ মদের ঘর আছে।'

www.boiRboi.net
boiRboi.net

'মিস হাণ্টার, এব্যাপারে আগাগোড়াই আপনি সাহসী ও বুদ্ধিমতী মেয়ের মতই কাজ করেছেন। আরও একটা কাজ করতে পারবেন? আপনাকে একজন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্ত্রীলোক না মনে করলে আপনাকে একাজ করতে বলতাম না।'

'চেষ্টা করব! কাজটা কি?'

'আমার বন্ধু ও আমি সাতটা নাগাদ কপার বীচেস-এ হাজির হব। ততক্ষণে রুক্যাস্‌ল্‌ দম্পতি নিশ্চয় বেরিয়ে যাবেন। আর আশা করি টোলার তো অকেজো হয়েই থাকবে। বাকী রইল মিসেস টোলার। সে হয়েতা চেঁচামেচি করতে পারে। আপনি যদি কোন কাজের ছুতোয় তাকে ভূগর্ভের ঘরে পাঠিয়ে বাইরে থেকে চাবি লাগিয়ে দিতে পারেন, তাহলে আমাদের কাজের অনেক সুবিধে হয়।'

'তা করতে পারব।'

'চমৎকার! এবার সমস্ত ব্যাপারটা আগাগোড়া ভেবে দেখতে হবে। অবশ্য একটিমাত্র ব্যাখ্যাই সম্ভব। অন্য কারও পরিবর্ত হিসাবেই আপনাকে সেখানে আনা হয়েছে, আর আসল লোককে ঐ ঘরে বন্দী করে রাখা হয়েছে। এটা খুব স্পষ্ট। সেই বন্দীটি যে কে সেবিষয়েও আমার কোন সন্দেহ নেই। সে নিশ্চয় তার মেয়ে মিস এলিস রুক্যাস্‌ল্‌, আমি যদি সঠিক মনে রাখতে পেরে থাকি সে আমেরিকা চলে গেছে বলে বলা হয়েছে। এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, উচ্চতা, গঠন ও চুলের রঙের দিক থেকে তার সঙ্গে আপনার মিল আছে বলেই আপনাকে বেছে নেওয়া হয়েছে। খুব সম্ভব কোনরকম অসুখের জন্য তার চুল কেটে ফেলা হয়েছিল, তাই আপনাকেও চুল বিসর্জন দিতে হয়েছে। ঘটনার একটা অদ্ভুত যোগাযোগের ফলেই আপনি তার চুলগুলি দেখতে পেয়েছিলেন। রাস্তার লোকটি নিঃসন্দেহে তার কোন বন্ধু— সম্ভবত তার প্রণয়ী। এবিষয়েও কোন সন্দেহ নেই যে, যেহেতু আপনি মেয়েটির পোশাক পরেছেন, দেখতেও তারই মত এবং যেহেতু যখনই সে আপনাকে দেখেছে তখনই আপনি উচ্চকণ্ঠে হেসেছেন ও পরে আপনি যেভাবে তাকে চলে যেতে ইশারা করেছেন, তাতেই সে বুঝতে পেরেছে যে মিস রুক্যাস্‌ল্‌ সেখানে খুব সুখে আছে এবং লোকটির অনুরাগ সে আর কামনা করে না। সে যাতে রাতের বেলায় মেয়েটির সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করতে না পারে সেই জন্যই রাতের বেলায় কুকুরটাকে ছেড়ে রাখা হয়। এ পর্যন্ত খুবই পরিষ্কার। একমাত্র গুরুতর পয়েণ্ট হল শিশুটির স্বভাব-চরিত্র।'

আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'তার সঙ্গে এব্যাপারের সম্পর্ক কি?"

'প্রিয় ওয়াটসন, বাপ মায়ের চরিত্র পাঠের মাধ্যমে শিশুর গতি প্রকৃতি নির্ধারণের ব্যাপারে চিকিৎসক হিসাবে তোমরাই তো ক্রমাগত নতুন নতুন আলোকপাত করছ। তুমি কি বুঝতে পারছ না যে তার বিপরীতটাও সমানভাবে সত্য। আমি তো অনেক সময়ই ছেলেমেয়েদের চরিত্র পাঠের মাধ্যমে বাপ-মায়ের চরিত্রের হদিস করেছি। এই শিশুটির স্বভাব অসম্ভব রকমের নিষ্ঠুর —নিষ্ঠুরতার জন্যই সে নিষ্ঠুর। এই নিষ্ঠুরতা সে তার হাস্যময় বাবার কাছ থেকে পেয়ে থাকুক, আমার তাই ধারণা, অথবা তার মার কাছ থেকে পেয়ে থাকুক, বেচারি মেয়েটির পক্ষে দুই-ই সমান কষ্টকর হয়ে উঠেছে।'

আমাদের মক্কেল বলে উঠল, 'আপনি ঠিক ধরেছেন মিঃ হোমস। হাজারো কথা আমার মনে পড়ছে, আর বুঝতে পারছি যে আপনি ঠিক জায়গায় আঘাত করেছেন। ওঃ, ওই বেচারিকে সাহায্য করতে আমাদের যেন একমুহূর্ত সময়ও নষ্ট না হয়।'

'চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে, কারণ একটি অত্যন্ত ধূর্ত লোকের সঙ্গে আমাদের লড়তে হচ্ছে। সাতটার আগে আমরা কিছুই করতে পারি না। সেই সময় আমরা আপনার সঙ্গে মিলিত হব। তারপরই অচিরেই রহস্যের সমাধান হয়ে যাবে।'

আমরা কথামতই কাজ করলাম। পথিপার্শ্বের একটা সরাইখানায় বসে আমাদের ফাঁদটা ছকে নিয়ে ঠিক সাতটায় কপার বীচ-এ পৌঁছলাম। মিস হাণ্টার হাসিমুখে দরজায় দাঁড়িয়ে না থাকলেও অস্ত-সূর্যের আলোয় পালিশকরা ধাতুর মত ঝকঝকে পত্রসম্বলিত বৃক্ষশ্রেণী দেখেই বাড়িটা আমরা চিনতে পারতাম।

হোমস প্রশ্ন করল, 'সে ব্যবস্থাটা করতে পেরেছেন কি?'

দরজায় ধাক্কা দেওয়ার একটা জোরালো শব্দ নীচ থেকে ভেসে এল। মিস হাণ্টার বলল, 'ওই তো নীচের কুঠুরিতে আটক মিসেস টোলার। তার স্বামী রান্নাঘরের কম্বলে শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে। আর এগুলো হচ্ছে মিঃ রুক্যাস্‌লের ডুপ্লিকেট চাবির গুচ্ছ।'

হোমস সোৎসাহে বলে উঠল, 'খুব ভাল কাজ করেছেন দেখছি। এবার পথ দেখান। অচিরেই এই কালো ঘটনার শেষ দেখতে চাই।'

সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে দরজার তালা খোলা হল। একটা দালান ধরে এগিয়ে মিস হাণ্টার বর্ণিত বাধার সামনে হাজির হলাম। দড়ি কেটে হোমস আড়াআড়িভাবে রাখা

হুড়কোটা সরিয়ে ফেলল। তারপর পর পর অনেকগুলো চাবি তালায় লাগাল, কিন্তু কোন ফল হল না। ভিতর থেকেও কোন শব্দ শোনা গেল না। সব চুপচাপ দেখে হোমসের মুখে মেঘ ঘনিয়ে এল।

সে বলল, 'আমার বিশ্বাস বেশী দেরী আমরা করি নি। মিস হাণ্টার, আমি মনে করি আপনাকে রেখে শুধু আমাদেরই ভিতরে ঢোকা ভাল। ওয়াটসন, দরজায় কাঁধ লাগাও তো, দেখি ভিতরে ঢুকতে পারি কি না।'

পুরনো দরজা আমাদের দুজনের চাপে ভেঙে পড়ল। দুজনে একসঙ্গে ঘরে ঢুকলাম। ঘর খালি। একটা ছোট খড়ের বিছানা, ছোট টেবিল ও এক ঝুড়ি-ভর্তি জামাকাপড় ছাড়া কোন আসবাবপত্রও নেই। উপরের স্কাইলাইটটা খোলা। বন্দী উধাও।

হোমস বলল, 'কেউ শয়তানী করেছে। মিস হাণ্টারের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে শিকারকে নিয়ে পালিয়েছে।'

'কিন্তু কেমন করে?'

'স্কাই-লাইটের ভিতর দিয়ে। এখনই দেখতে হবে কেমন করে সে একাজ করল।' একলাফে সে ছাদে উঠে গেল। চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'ঠিক তাই, একটা লম্বা হাল্কা মই ছাদের সঙ্গে লাগানো রয়েছে। এই পথেই সে কাজ সেরেছে।'

মিস হাণ্টার বলল, 'কিন্তু সে তো অসম্ভব। রুক্যাস্‌ল্‌-রা যখন বেরিয়ে যান তখন তো মইটা ওখানে ছিল না।'

'সে ফিরে এসে একাজ করেছে। আমি বলছি, লোকটা যেমন ধূর্ত, তেমনি সাংঘাতিক। আর ওই যে সিঁড়িতে যার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে সে যদি এই লোকই হয় তাহলেও আমি খুব বিস্মিত হব না। ওয়াটসন, মনে হচ্ছে তোমার পিস্তলটাও ঠিক রাখাই ভাল।'

তার মুখ থেকে কথাগুলো বের হবার আগেই একটি লোক ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল। খুব মোটা গোলগাল মানুষ, হাতে একটা ভারী লাঠি। তাকে দেখেই মিস হাণ্টার আর্তনাদ করে দেওয়ালের কাছে সরে গেল। কিন্তু শার্লক হোমস একলাফে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

বলল, 'শয়তান, তোমার মেয়ে কোথায়?'

মোটা লোকটি চারদিকে চোখ বুলিয়ে খোলা স্কাইলাইটের দিকে তাকাল।

চীৎকার করে বলল, 'সেকথা তো আমিই তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি চোরের দল। যতসব গুপ্তচর আর চোর। তোমাদের ঠিক ধরেছি, কি বল? এখন তোমরা আমার কব্জায়। উচিত শাস্তি দেব।' ঘুরে দাঁড়িয়ে সশব্দে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল।

'কুকুরটাকে আনতে গেল।' মিস হাণ্টার চীৎকার করে বলল।

আমি বললাম, 'আমার কাছে রিভলবার আছে।'

'সামনের দরজাটা বন্ধ করে দেওয়াই ভাল,' হোমস বলে উঠল। আমরা সবাই দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলাম। হলে পৌঁছবার আগেই কুকুরের ঘেউ ঘেউ ডাক শুনতে পেলাম। তারপরই যন্ত্রণা-কাতর একটা চীৎকার আর সেইসঙ্গে এমন একটা ভীষণ শব্দ যা শুনলেই বুক কাঁপে। পাশের দরজা দিয়ে লাল-মুখ একটি বুড়োমত লোক কাঁপতে কাঁপতে আর টলতে টলতে ঘরে ঢুকল।

সে চেঁচিয়ে বলল, 'হা ঈশ্বর! কে যেন কুকুরটাকে ছেড়ে দিয়েছে। দুদিন ওটাকে কিছু খেতে দেওয়া হয় নি। তাড়াতাড়ি! তাড়াতাড়ি! নইলে অনেক দেরী হয়ে যাবে।'

হোমস ও আমি ছুটে বাইরে গেলাম। আমাদের পিছন পিছন ছুটল টোলার। ওই তো, প্রকাণ্ড ক্ষুধার্ত জন্তুটা রুক্যাস্‌লের গলায় তার কাল মুখটা ডুবিয়ে দিয়েছে, আর সে মাটিতে পড়ে যন্ত্রণায় ছটফট করছে আর কাতরাচ্ছে। একদৌড়ে গিয়ে কুকুরটার মাথার খুলি উড়িয়ে দিলাম। সেটা উল্টে পড়ে গেল, কিন্তু তার সাদা ধারালো দাঁতগুলো তখনও লোকটার গলার খাঁজের মধ্যে ঢুকে রয়েছে। অনেক কষ্টে তাদের ছাড়িয়ে দিলাম। তারপর তার ভীষণভাবে ক্ষত-বিক্ষত দেহটাকে বাড়ির মধ্যে নিয়ে ড্রয়িংরুমের সোফায় শুইয়ে দিলাম। তার স্ত্রীকে সংবাদটা দেবার জন্য টোলারকে পাঠিয়ে দিয়ে তার যন্ত্রণার উপশমের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগলাম। সবাই তাকে ঘিরে রয়েছি, এমন সময় দরজা খুলে ঘরে ঢুকল একটা ঢ্যাঙা শক্তপোক্ত স্ত্রীলোক!

'মিসেস টোলার!' মিস হাণ্টার বলে উঠল।

'হ্যাঁ মিস। ফিরে এসে উপরে আপনাদের কাছে যাবার আগেই মিঃ রুক্যাস্‌ল্‌ আমাকে ঘর থেকে উদ্ধার করেছিলেন। হায় মিস, বড়ই দুঃখের কথা যে আপনার এই প্যাঁচের ব্যাপারটা আমাকে আগে জানান নি, তাহলে তো আমি বলে দিতাম যে এইসব পণ্ডশ্রম।'

'আচ্ছা!' তার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে হোমস বলল। 'বোঝাই যাচ্ছে এ ব্যাপারে মিসেস টোলারই সকলের চাইতে বেশী জানে।'

'হ্যাঁ স্যার, আমি জানি, আর যা জানি, সবই আপনাদের বলতে রাজী।'

'তাহলে দয়া করে এইখানে বস, সব কথা শুনি। কারণ স্বীকার করছি যে কয়েকটি বিষয়ে আমি এখনও অন্ধকারে আছি।'

সে বলল, 'এখনই সব পরিষ্কার করে দিচ্ছি। নীচের কুঠুরি থেকে ছাড়া পেলে তো অনেক আগেই সব পরিষ্কার করে দিতাম। এ নিয়ে যদি কোর্ট পুলিশ হয়, তাহলে মনে রাখবেন যে একমাত্র আমিই আপনাদের বান্ধবীর সহায় ছিলাম, আর এলিসেরও আমি বন্ধু।'

'বাবা আবার বিয়ে করার পর থেকেই এ বাড়িতে মিস এলিসের সুখ ছিল না। তাকে খুব অবহেলা করা হত, আর কোন ব্যাপারেই তার কোন কথাই শোনা হত না। তবু এক বান্ধবীর বাড়িতে মিঃ ফাউলারের সঙ্গে দেখা হবার আগে পর্যন্ত খারাপ কিছু ঘটে নি। যতদূর জেনেছি, উইল অনুসারে মিস এলিসেরও নিজস্ব অধিকার রয়েছে। কিন্তু সে এতই শান্ত ও ধৈর্যশীল যে সে কোনদিন এ সম্পর্কে কোন কথা বলে নি ; এবং সবকিছুই মিঃ রুক্যাস্‌লের হাতে ছেড়ে দিয়েছে। তিনিও জানতেন, মেয়েকে নিয়ে কোন গোলমাল হবে না। কিন্তু যখনই এমন একটি স্বামীর আবির্ভাবের সম্ভাবনা দেখা দিল যে আইন মোতাবেক তার প্রাপ্য সবকিছুই দাবী করে বসবে, তখনই বাবার মনে হল যে সেটা বন্ধ করতেই হবে। প্রথমে তিনি মেয়েকে দিয়ে একটা দলিল সই করাতে চাইলেন যাতে সে বিয়ে করুক আর নাই করুক, তিনি যথারীতি তার অর্থাদি ব্যবহার করবেন। যখন সে তাতে রাজী হল না তখনই তিনি মেয়ের উপর অত্যাচার শুরু করলেন। ফলে তার মস্তিষ্কঘটিত জ্বর দেখা দিল এবং ছয় সপ্তাহ ধরে মৃত্যুর সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছিল ; অবশেষে সে সুস্থ হয়ে ওঠে, কিন্তু শুকিয়ে একেবারে কাঠ হয়ে যায়। তার সুন্দর চুলও কেটে ফেলা হয়। কিন্তু প্রণয়ী যুবকটির মনের তাতে কোন পরিবর্তন হয় না ; সে প্রকৃত মানুষের মতই তার অনুরক্ত রইল।'

হোমস বলল, 'তোমার কথাতেই ব্যাপারটা মোটামুটি পরিষ্কার হয়ে গেল। বাকিটা আমি অনুমান করে নিতে পারব। যতদূর মনে হয় তারপরই মিঃ রুক্যাস্‌ল্‌ এই আটক রাখার ব্যবস্থা করলেন. কি বল?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'আর লন্ডন থেকে মিস হাণ্টারকে নিয়ে আসা হল মিঃ ফাউলারের অবাঞ্ছিত পীড়াপীড়ির হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য।'

'ঠিক তাই স্যার।'

'কিন্তু একজন সৎ নাবিকের মতই অধ্যবসায়শীল মিঃ ফাউলার বাড়িটাকে অবরোধ করেছিল এবং তোমার সঙ্গে দেখা করে নানারকম যুক্তির সাহায্যে—যে যুক্তি ধাতব বা অন্য রকমেরও হতে পারে—তোমাকে বোঝাতে সক্ষম হল যে তার আর তোমার স্বার্থ এক।'

মিসেস টোলার শান্তভাবে বলল, 'মিঃ ফাউলার খুবই মিষ্টভাষী ও খোলা হাতের মানুষ।'

'আর এইভাবেই সে এমন বন্দোবস্ত করে ফেলল যাতে তোমার মরদের মদের কোনরকম অভাব না ঘটে, আর তোমার মনিব বাইরে যাওয়ামাত্রই একটা মই যেন হাজির থাকে।'

'যেমনটি ঘটেছিল আপনি তেমনটিই বললেন স্যার।'

হোমস বলল, 'মিসেস টোলার, সব গোলমাল পরিষ্কার করে দেওয়ার জন্য তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ। ঐ তো স্থানীয় ডাক্তার ও মিঃ রুক্যাস্‌ল্‌ আসছেন। আমার তো মনে হয় এখন এ বাড়িতে আমাদের উপস্থিতি বাঞ্ছনীয় নয়। অতএব ওয়াটসন, মিস হাণ্টারকে সঙ্গে করে আমাদের উইনচেস্টার ফিরে যাওয়াই ভাল।'

এবং এইভাবেই সদর দরজার সম্মুখে কপার বীচ-বৃক্ষ শোভিত একটি অলক্ষুণে বাড়ির রহস্যের সমাধান হয়ে গেল। মিঃ রুক্যাস্‌ল্‌ ভগ্নদেহ নিয়ে বেঁচে রইলেন প্রধানত তার বিশ্বস্ত স্ত্রীর সেবাযত্নের ফলে। পুরনো চাকর দুজনকে নিয়েই তারা এখনও বসবাস করছেন, কারণ রুক্যাস্‌লের অতীত জীবনের এত কথা তারা জানে যে তাদের পরিত্যাগ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। পালিয়ে যাবার পরদিনই বিশেষ লাইসেন্সক্রমে সাদাম্পটনে মিঃ ফাউলার ও মিস রুক্যাস্‌লের বিয়ে হয়ে গেছে। মিঃ ফাউলার এখন সরকারী চাকরি নিয়ে মরিশাস দ্বীপে আছে। বন্ধু হোমস কিন্তু আমাকে হতাশ করেছে। যেমুহূর্তে মিস ভায়োলেট হাণ্টার তার অন্যতম সমস্যার কেন্দ্র হতে বিচ্যুত হয়ে পড়ল তখন থেকেই তার প্রতি হোমসের আর কোন আগ্রহই দেখা গেল না। মিস হাণ্টার এখন ওয়াল-সাল-এর একটি বেসরকারী স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা। আমার বিশ্বাস, সেখানে তিনি যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছেন।

www.boiRboi.net

আতংকের উপত্যকা

The Valley of Fear

১ঃ সতর্ক-বাণী

'আমি তো মনে করি—' আমি বললাম।

'যে আমার এই রকম করা উচিত', শার্লক হোমস অধীর-ভাবে বলে উঠল। দীর্ঘ যন্ত্রণা-বিদ্ধ মানুষদের একজন বলে আমি নিজেকে মনে করি। কিন্তু স্বীকার করছি, তার এই বিদ্রূপাত্মক মন্তব্যে আমিও বিরক্তি বোধ করলাম।

একটু কঠিন গলায় বললাম, 'সত্যি হোমস, মাঝে মাঝে তুমি বড়ই অকরুণ হয়ে ওঠ।'

নিজের চিন্তায় সে এতই মগ্ন হয়ে ছিল যে তখনই আমার ক্ষোভের কোন জবাব দিল না। প্রাতরাশ অভুক্ত রেখেই দুই হাতের উপর ঝুঁকে পড়ে সে খাম থেকে সদ্য-খোলা একটুকরো কাগজের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। তারপর খামটা হাতে নিয়ে সেটাকে আলোর সামনে মেলে ধরে খুব যত্নসহকারে ভিতর বাহির দুই-ই পরীক্ষা করে দেখল।

www.boiRboi.net

চিন্তিতভাবে বলল, 'এটা পোর্লকের লেখা। যদিও এর আগে মাত্র দু'বার এ হাতের লেখা আমি দেখেছি, তথাপি এটা যে পোর্লকের লেখা সে-বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। গ্রীক 'e' অক্ষরের উপরকার আঁকড়ির বৈশিষ্ট্যটা খুবই স্পষ্ট। আর চিঠিটা যদি পোর্লকেরই হয়, তাহলে নিশ্চয়ই খুব গুরুত্বপূর্ণ।'

সে যেন নিজের সঙ্গেই নিজে কথা বলছে। কিন্তু তার কথাগুলো শুনে আমার মনে যে আগ্রহের সৃষ্টি হল তাতে বিরক্তির ভাবটা মিলিয়ে গেল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'পোর্লক কে?'

'পোর্লক হচ্ছে একটা ছদ্মনাম, একটি চিহ্নমাত্র; তার অন্তরালে লুকিয়ে আছে এমন একটি মানুষ যে ধরা-ছোঁয়ার সম্পূর্ণ বাইরে। আগের একটা চিঠিতে সে আমাকে জানিয়েছে, নামটা তার নিজের নয়; সেই সঙ্গে সে চ্যালেঞ্জ করেছে, এই মহানগরীর লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিতর থেকে পারি তো আমি যেন তাকে খুঁজে বার করি। পোর্লক নিজে ততটা গুরুতর লোক নয়, কিন্তু এমন একজন মহাপুরুষের সঙ্গে তার যোগা-যোগ আছে যার ফলে তার গুরুত্ব বেড়েছে। মাছের সঙ্গে যেমন হাঙর, শেয়ালের সঙ্গে যেমন সিংহ—যা কিছু তুচ্ছের সঙ্গে যেমন দুর্জয়,—তেমন একটা সম্পর্ক কল্পনা করে নাও। শুধু দুর্জয় নয় ওয়াটসন, শয়তান—পাক্কা শয়তান। আর সেইজন্যই তার সঙ্গে আমি মোকাবিলা করতে চাই। তোমাকে অধ্যাপক মোরিয়ার্টির কথা আমি বলি নি?'

'বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অপরাধী,—যেমন বিখ্যাত তেমনি জনসাধারণের কাছে অজ্ঞাত।'

হোমস বলল, 'দেখ ওয়াটসন, মোরিয়ার্টিকে অপরাধী বললে তুমি আইনের চোখে কুৎসাপ্রচারকারী বিবেচিত হবে, আর সেখানেই ব্যাপারটার গৌরব এবং বিস্ময়। সর্বকালের শ্রেষ্ঠ পরিকল্পনাকারী, যে-কোন শয়তানীর সংগঠক, রসাতলের নায়ক, আর এমন বুদ্ধির অধিকারী যা যে কোন জাতির ভাগ্যকে গড়তে বা ভাঙতে পারে—এমনি মানুষ সে। কিন্তু সর্বপ্রকার সন্দেহের সে ঊর্ধ্বে, সব সমালোচনার অতীত, ব্যবস্থাপনা ও আত্ম-অবলুপ্তির ক্ষমতা তার অসাধারণ। কাজেই তার সম্পর্কে যে কথাগুলি তুমি বলেছ তার ফলে চরিত্র-হননের অভিযোগে আদালতে তোমার বিরুদ্ধে নালিশ দায়ের করে সে তোমার এক বছরের পেন্সন ক্ষতিপূরণ হিসাবে আদায় করে নিতে পারবে। যে বই বিশুদ্ধ গণিতের এতখানি বিরল উচ্চতায় উঠেছে যে তার সমালোচনা করবার মত লোক বৈজ্ঞানিক জগতে কেউ নেই, তিনি কি সেই—The Dynamics of an Asteroid-এর বিখ্যাত গ্রন্থকার নন? তাকে কি মিথ্যা অপবাদ দেওয়া যায়? পরনিন্দুক ডাক্তার আর অকারণে নিন্দিত অধ্যাপক—এই তো হবে তোমাদের দুজনের পরিচয়। ওয়াটসন, এরই নাম প্রতিভা। কিন্তু ছোটখাট মানুষগুলো যদি আমাকে রেহাই দেয় তাহলে একদিন তার সঙ্গে আমার দেখা হবেই।'

আমি সানন্দে বলে উঠলাম, 'তাকে দেখতে আমিও যেন সেখানে উপস্থিত থাকি। কিন্তু তুমি বলছিলে পোর্লকের কথা।'

'হ্যাঁ, ঠিক। ঐ তথাকথিত পোর্লক মূল শৃংখলের একটি যোগসূত্রমাত্র। শুধু তোমাকেই একান্তে বলছি—পোর্লক খুব শক্ত যোগসূত্র নয়। আমি যতদূর বুঝতে পেরেছি গোটা শৃংখলের মধ্যে সেই একমাত্র দুর্বল বিন্দু।'

'কিন্তু কোন শৃংখলই তার দুর্বলতম বিন্দু অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হতে পারে না।'

'ঠিক বলেছ ওয়াটসন। আর সেইখানেই পোর্লকের গুরুত্ব। ঠিক পথে চলবার প্রাথমিক প্রেরণায় এবং মাঝে-মধ্যে

বাঁকা পথে একটা করে দশ-পাউণ্ড নোট তাকে পাঠানোর ফলে উৎসাহিত হয়ে দু' একবার সে আমাকে মূল্যবান আগাম খবর দিয়েছে,—এমন মহামূল্যবান খবর যা অপরাধীর উপর প্রতিশোধ গ্রহণে সাহায্য না করে অপরাধ সম্পর্কে সতর্ক করে দেয় এবং অপরাধ নিবারণ করতে সাহায্য করে। সংকেত-বোধিকাটা পাওয়া গেলেই আমরা বুঝতে পারতাম যে এই চিঠিটাও অনুরূপ কোন আগাম সংবাদই বটে।'

হোমস পুনরায় কাগজখানাকে একটা অব্যবহৃত প্লেটের উপর মেলে ধরল। আমি দাঁড়িয়ে উঠে তার পিছন থেকে ঝুঁকে সেই অদ্ভুত লেখাগুলো দেখতে লাগলাম। লেখা আছে :

৫৩৪	C	১৩	১২৭	৩৬	৩১	৪	১৭	২১	৪১
ডগলাস	১০৯	২১৩	৫	৩৭	বার্লস্টোন				
	২৬	বার্লস্টোন	৯	১২৭	১২১				

'এর অর্থ কি হোমস ?'

'নিশ্চয় কোন গোপন খবর পাঠাবার চেষ্টা।'

'সংকেত-বোধিকা সাংকেতিক-লিপির মানে কি ?'

'এক্ষেত্রে কিছুই না।'

"এক্ষেত্রে" বলছ কেন ?'

'কারণ অনেক সংকেতই আমি অনায়াসে পড়তে পারি। পদ্ধতিটা খুব কাঁচা হলেও ওতে বুদ্ধি শ্রান্ত হয় না, বরং বেশ খেলে। কিন্তু এটা আলাদা ব্যাপার। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, এগুলো কোন বইয়ের একটি পাতার শব্দের নির্দেশ। কোন্ বইয়ের কত পাতা না জানা পর্যন্ত আমি শক্তিহীন।

'কিন্তু "ডগলাস", এবং "বার্লস্টোন" কেন ?'

'কারণ শব্দগুলি বইয়ের ঐ পাতায় নেই।'

'তাহলে বইয়ের কথাটা উল্লেখ করে নি কেন ?'

'ভাই ওয়াটসন, যে জন্মগত শঠতা নিয়ে খেলা করতে তোমার বন্ধুর আনন্দ, সেই সহজাত তীক্ষ্ণবুদ্ধির ফলেই তুমিও কখনও সংকেত-লিপি ও সংকেত-বোধিকা একই খামে পাঠাবে না। কোনক্রমে চিঠিটা ধরা পড়লেই তুমি মরেছ। আর এ ব্যবস্থায় দুটো হাতছাড়া না হলে ক্ষতির কোন সম্ভাবনা নেই। দ্বিতীয় দফা ডাক আসার সময় হয়ে গেছে। সে ডাকে অধিকতর ব্যাখ্যাসহ আর একটা চিঠি, অথবা—এবং সেই সম্ভাবনাই বেশী—এই সংখ্যাগুলির দ্বারা নির্দেশিত বইটিই যদি না আসে তাহলে খুবই বিস্মিত হব।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই হোমসের হিসাব মত কাজ হল। বালক-ভৃত্য ডাক বিলি করতে এসে প্রত্যাশিত চিঠিখানা দিল।

খাম খুলে হোমস বলল, 'একই হাতের লেখা।' চিঠির ভাঁজ খুলে সে সোল্লাসে বলে উঠল, 'একেবারে স্বাক্ষরিত। ওয়াটসন, ব্যাপারটা ক্রমেই পরিষ্কার হচ্ছে।'

কিন্তু চিঠির বয়ানের উপর চোখ বুলিয়ে তার চোখের পাতার আঁধার নেমে এল।

'আরে, এ যে খুবই নৈরাশ্যজনক ! আমাদের সব আশাই বুঝি বিফলে যায়।'

'সে লিখেছে, "প্রিয় মিঃ হোমস, এবিষয়ে আমি আর অগ্রসর হতে চাই না। ব্যাপার খুবই বিপজ্জনক। তিনি আমাকে সন্দেহ করেন। আমি দেখতে পাচ্ছি, তিনি আমাকে সন্দেহ করছেন। আপনাকে সংকেত-বোধিকা পাঠাবার জন্য সবে এই চিঠির ঠিকানাটা লিখেছি, এমন সময় সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে তিনি এসে হাজির। চিঠিটা ঢাকা দিয়ে দিলাম। চিঠিটা যদি তিনি দেখে ফেলতেন, তাহলে আমার কপালে কষ্ট ছিল। কিন্তু তার চোখে দেখেছি সন্দেহের ঝিলিক। দয়া করে সংকেত-লিপিকা পুড়িয়ে ফেলবেন। ওটা তো এখন আপনার কোন কাজেই লাগবে না।—ফ্রেড পোর্লক।'

চিঠিখানা আঙুল দিয়ে দলা পাকাতে পাকাতে ভ্রূকুটি-কুটিল দৃষ্টিতে আগুনের দিকে তাকিয়ে হোমস কিছুক্ষণ বসে রইল :

অবশেষে বলল, 'হয় তো সবই বাজে কথা। সবই তার অপরাধী বিবেকের কথা। সে নিজে বিশ্বাসঘাতক বলেই অপরের চোখে সন্দেহের ছায়া দেখেছে।'

'সেই অপরজন নিশ্চয়ই অধ্যাপক মোরিয়ার্টি ?'

'নিশ্চয়। দলের কেউ যখনই বলে "তিনি" তখনই বুঝবে কার কথা তারা বলছে। সকলের কাছে মাত্র একজনই প্রধান "তিনি"।

'কিন্তু সে কি করতে পারে ?'

'হুম ! এটা একটা বড় প্রশ্ন। ইওরোপের প্রথম সারির অন্যতম মস্তিষ্ক যখন তোমার বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে ওঠে, আর তার পিছনে থাকে অন্ধকারের সব শক্তি, তখন অনেক কিছুই ঘটতে পারে। যাই হোক, বন্ধু পোর্লক ভয় পেয়ে সব গুলিয়ে ফেলেছে। সে লিখছে, সেই অশুভ উপস্থিতির ঠিক আগেই সে খামের উপর ঠিকানাটা লিখেছিল। দয়া করে চিঠির লেখা আর খামের লেখাটা মিলিয়ে দেখ তো। একটি স্পষ্ট এবং দৃঢ় ; অপরটি প্রায় পড়াই যায় না।'

'চিঠিটা সে লিখল কেন ? না লিখলে কি হত ?'

'চিঠিটা লিখেছে কারণ সে আশংকা করেছিল, এ ব্যাপারে আমি খোঁজ খবর করতে পারি এবং তাকে বিপদে ফেলতেও পারি।'

'তা অবশ্য ঠিক', আমি বললাম। তারপর মূল সংকেত-লিপিটা তুলে নিয়ে দেখতে দেখতে বললাম, 'অবশ্য এমন একটা গুরুতর গোপন কথা এই কাগজটাতে লেখা থাকবে অথচ মানুষ তার অর্থ উদ্ধার করতে পারবে না, তা তো হতে পারে না।'

শার্লক হোমস না খেয়েই তার প্রাতরাশ সরিয়ে রেখে তার গভীর চিন্তার সঙ্গী কড়া পাইপটায় আগুন ধরাল।

হেলান দিয়ে সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আশ্চর্য! হয় তো তোমার মেকিয়াভেলি-সুলভ বুদ্ধিকে হার মানিয়েছে এমন কিছু এর মধ্যে রয়েছে। বিশুদ্ধ যুক্তির আলোয় সমস্যা-টাকে বিবেচনা করা যাক। এই লোকটি একটি বইয়ের কথা উল্লেখ করেছে। সেখান থেকেই শুরু করা যাক।'

'শুরুটা খুবই অস্পষ্ট।'

'কিছুটা স্পষ্ট করা যায় কি না দেখা যাক। মনটাকে এর উপর 'ফোকাস' করলে কিন্তু ততটা দুর্ভেদ্য মনে হয় না। বইটা সম্পর্কে কতটা আমরা জানতে পেরেছি?'

'কিছুই না।'

'আরে না, না, তুমি যতটা খারাপ ভাবছ তা কিন্তু নয়। সংকেত-লিপির শুরুতেই একটা বড় ৫৩৪ আছে, তাই না? আপাতত ধরে নিতে পারি যে সংকেত-লিপিতে ৫৩৪ পৃষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে বইটা খুবই মোটা। এটা একটা লাভ হল। এই বৃহদায়তন বইটা সম্পর্কে আর কি জানা যাচ্ছে? পরবর্তী চিহ্ন হচ্ছে C। এটার কি অর্থ হতে পারে ওয়াটসন?'

'নিঃসন্দেহে দ্বিতীয় অধ্যায় (Chapter)।'

'তা নয় ওয়াটসন। তুমি নিশ্চয় আমার সঙ্গে একমত হবে যে পৃষ্ঠা-সংখ্যা দেওয়া থাকলে অধ্যায়ের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আরো ভেবে দেখ, ৫৩৪ পৃষ্ঠায় যদি মাত্র দ্বিতীয় অধ্যায়ে পৌঁছি, তাহলে প্রথম অধ্যায়ের দৈর্ঘ্য অসহনীয় হয়ে পড়ে।'

'কলম! (Column)' আমি চেঁচিয়ে উঠলাম।

'চমৎকার ওয়াটসন। আজ সকালে তোমার বুদ্ধি যে একেবারে ঝকঝক করছে। এটা যদি কলম না হয় তো আমি একটি আস্ত বোকা। তাহলে দুটো জিনিস দেখা যাচ্ছে,—একটা বড় বই, দুই কলমে ছাপা। প্রত্যেকটি কলম খুবই দীর্ঘ, কারণ চিঠিতে একটি শব্দের সংখ্যা দেওয়া হয়েছে দুশ' তিরানব্বই। যুক্তির সাহায্যে যতটা জানা সম্ভব আমরা কি তার শেষ সীমায় পৌঁচেছি?'

'আমার তো তাই মনে হয়।'

'নিশ্চয় নিজের প্রতি তুমি অবিচার করছ। বুদ্ধিটাকে আর একটু ঝকঝকে করে তোল হে ওয়াটসন। আর একটু প্রবাহ। বইটা যদি দুষ্প্রাপ্য কিছু হত, সে নিশ্চয় সেটা আমাকে পাঠিয়ে দিত। তা না করে সে চেয়েছিল এই চিঠিতে আমাকে সূত্রটা পাঠাতে। চিঠিতে তাই লিখেছে। এর থেকে মনে হয়, সেও ভেবেছে যে বইটা পেতে আমার কোন অসুবিধা হবে না। বইটা তার নিজের আছে, তাই সে ধরে নিয়েছে যে বইটা আমার কাছেও থাকবে। মোটকথা, বইটা খুবই সাধারণ।'

'তোমার কথা খুব যুক্তিযুক্ত বলেই মনে হচ্ছে।'

'তাহলে আমাদের তদন্তের ক্ষেত্র অনেকটা সীমিত হয়ে তিনটিতে ঠেকেছে,—একটা বড় বই, দু'কলমে ছাপা এবং সাধারণভাবে ব্যবহৃত।'

আমি বিজয়গর্বে চেঁচিয়ে বললাম, 'বাইবেল।'

'বেশ ওয়াটসন, বেশ! অবশ্য যদি অনুমতি কর তো বলি, যথেষ্ট বেশ নয়। অবশ্য মোরিয়ার্টি'র একজন সহযোগীর হাতের কাছে থাকার মত একটা বইয়ের নাম করতে হলে এছাড়া আর কোন বইয়ের নাম আমিও করতে পারতাম না। কিন্তু ঐ পবিত্র গ্রন্থের এত অসংখ্য সংস্করণ আছে যে কোন দুটি বইয়ের একই পৃষ্ঠাসংখ্যা থাকবে একথা সেও ভাবতে পারে না। কাজেই ওটা এমন একটা বই হবে যার সব কপিই এক রকম। সে নিশ্চয় করেই জানে যে তার বইয়ের ৫৩৪ পৃষ্ঠা আমার বইয়ের ৫৩৪ পৃষ্ঠার সঙ্গে হুবহু মিলে যাবে।'

'খুব কম বইয়ের বেলাতেই সে-রকমটা ঘটতে পারে।'

'ঠিক। এইখানেই আমাদের যুক্তির পথ। আমাদের তদন্তের ক্ষেত্র সীমিত হয়ে দাঁড়াল—এমন একটা নির্দিষ্ট মানের বই যা যে-কোন লোকের কাছেই থাকা সম্ভব।'

'ব্র্যাডশ'!'

'তাতেও অসুবিধা আছে ওয়াটসন। 'ব্র্যাডশ'-এর শব্দ-ভাণ্ডার খুবই সীমিত, তার সাহায্যে সাধারণভাবে কোন সংবাদ পাঠানো সম্ভব নয়। কাজেই 'ব্র্যাডশ' বাতিল। ঐ একই কারণে অভিধানও গ্রহণযোগ্য নয়। তাহলে আর কি বাকি রইল?'

'পঞ্জিকা।'

'চমৎকার ওয়াটসন। তুমি ঠিক ধরেছ। একখানা পঞ্জিকা! প্রথমে 'হুইটেকার'স এলমানাক'-এর দাবী বিবেচনা করে দেখা যাক। এটা সকলেই ব্যবহার করে। এর উপযুক্ত সংখ্যক পৃষ্ঠা আছে। এটা দুই কলমে ছাপা। গোড়ার দিকে শব্দ-সংখ্যা সীমিত থাকলেও আমার যদ্দুর মনে পড়ে শেষের দিকে কথার একেবারে ফুলঝুরি ছুটেছে।' ডেস্ক থেকে বইখানা তুলে নিল। 'এই তো ৫৩৪ পৃষ্ঠা, কলম দুই; দেখতে পাচ্ছি বৃটিশ ভারতের বাণিজ্য ও সম্পদ নিয়ে অনেক কথা লেখা। ওয়াটসন, কথাগুলো টুকে নাও। তের সংখ্যক শব্দ হল 'মারহাট্টা'। খুব শুভ সূচনা নয় মনে হচ্ছে। একশ' সাতাশ হচ্ছে 'গভর্ণমেণ্ট'; শব্দটা অর্থবহ বটে, কিন্তু আমাদের বা অধ্যাপক মরিয়ার্টি'র দিক থেকে কিছুটা অবান্তর। আচ্ছা, আবার চেষ্টা করা যাক। মারহাট্টা সরকার কি করে? হায়! হায়! পরের 'শুয়োরের কুচি' কোন আশা নেই ওয়াটসন! আমরা শেষ।'

ঠাট্টার সুরে কথাগুলো বললেও তার লোমশ ভুরু যেভাবে কুঁচকে উঠেছে তা দেখেই বোঝা যায় সে কতখানি হতাশ ও

বিরক্ত হয়েছে। আমিও অসহায়ভাবে আগুনের দিকে চোখ রেখে বসে রইলাম। দীর্ঘ সময় চুপচাপ থাকার পর হোমস হঠাৎ সানন্দে চেঁচিয়ে উঠল। ছুটে গিয়ে কাবার্ড থেকে একখানা হলদে-মলাটের বই নিয়ে এসে সে চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'ওয়াটসন, হাল আমলের দিকে বড় বেশী নজর দিয়েই আমরা ভুল করেছি। সময়কে পেরিয়ে গেছি বলেই তার সাজা আমাদের পেতে হল। ৭ই জানুয়ারি দেখেই আমরা নতুন পঞ্জিকা খুলে বসেছি। কিন্তু পোল্‌ডের পক্ষে পুরনো পঞ্জিকার সাহায্য নেবার সম্ভাবনাই অধিক। চিঠি লিখে সব কথা জানাতে পারলে সে হয় তো তাই জানাত। এবার দেখা যাক ৫৩৪ পৃষ্ঠায় কি আছে। তেরো নম্বর হচ্ছে 'There' ভাল কথা। একশ' সাতাশ নম্বর হচ্ছে 'is'—'There is'—হোমসের চোখ দুটো উত্তেজনায় জ্বলছে; শব্দগুলো গোণবার সময় তার সরু আঙুলগুলো কাঁপতে লাগল—'danger' হা! হা! চমৎকার। লিখে নাও ওয়াটসন, লিখে নাও। 'বিপদের সম্ভাবনা—দেখা দিতে পারে—খুব—শীঘ্র—একটি।' তারপর রয়েছে 'ডগলাস' নামটি—'ধনী'—গ্রাম্য—এখন—বার্লস্টোন—হাউস—বার্লস্টোন—নিশ্চয়—আসন্ন।' কি হে ওয়াটসন, বিশুদ্ধ চিন্তা ও তার ফলাফল সম্পর্কে কি বুঝছ? সঙ্গী-বিক্রেতার কাছে যদি লরেল লতার মালা পাওয়া যেত, তাহলে এখনই বিলিকে একটা পাঠিয়ে দিতাম।'

www.boiRboi.net

হাঁটুর উপরে রাখা ফুলস্কেপ কাগজে তার নির্দেশ মত ঐ বিচিত্র চিঠির বয়ানগুলো লিখে আমি হাঁ করে সেগুলি দেখছিলাম। বললাম, 'বক্তব্যকে বোঝবার কী অদ্ভুত ঘোরানো পদ্ধতিরে বাবা।'

হোমস বলল, 'ঠিক উল্টো। অতি সুষ্ঠুভাবে সে কাজটি করছে। একটিমাত্র কলমের শব্দ সঞ্চয় করে বক্তব্যকে প্রকাশ করতে হলে প্রত্যেকটি শব্দই ঠিক ঠিক পাবার আশা করা যায় না। চিঠির প্রাপকের বুদ্ধির উপরে তোমাকে কিছুটা নির্ভর করতেই হবে। বক্তব্যটা কিন্তু খুবই স্পষ্ট। ডগলাস নামক জনৈক ধনী গ্রাম্য ভদ্রলোকের বিপদ আসন্ন, এ বিষয়ে সে নিশ্চিত। আমাদের কৌশলী বিশ্লেষণের এই তো মোদ্দা ফল।

আশানুরূপ ফললাভ করতে না পারলে হোমস যখন মনক্ষুণ্ণ হয়, তেমনি এক্ষেত্রে তার সাফল্যেও সে একজন প্রকৃত শিল্পীসুলভ নৈর্বাক্তিক-আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। ঠিক সেই মুহূর্তে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল বিলি; তার সঙ্গে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড।

আশির দশকের একেবারে গোড়ার দিকে এমন দিন ছিল যখন এলেক ম্যাকডোনাল্ড আজকের মত দেশজোড়া খ্যাতি অর্জন করে নি। সে তখন গোয়েন্দা বিভাগের একজন বিশ্বস্ত তরুণ কর্মী। কয়েকটি কেসে ইতিমধ্যেই কিছুটা নাম করেছে। তার দীর্ঘ শক্ত দেহ-কাঠামো প্রভৃতি শারীরিক শক্তির পরিচয় বহন করে। তার মস্তবড় মাথার খুলি আর গভীর উজ্জ্বল একজোড়া চোখ সেই তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সাক্ষ্য দেয় যা তার লোমশ ভুরুর ভিতর থেকে ঝিকমিকিয়ে উঠছে। সে একজন নীরব অথচ সঠিক কর্মী, স্বভাবে সতর্ক, কথায় এবার্ডনীয় টান। ইতিমধ্যেই হোমস দু'বার তার সাফল্যের সহায়ক হয়েছে। অবশ্য তাতে হোমসের একমাত্র পুরস্কার সমস্যা-সমাধানের বুদ্ধিগত আনন্দমাত্র। সেই কারণে সৌখীন সহকর্মীটির প্রতি এই স্কচ ভদ্রলোক গভীর শ্রদ্ধা ও সহৃদয়তা পোষণ করে এবং বিপদে পড়লেই হোমসের সঙ্গে পরামর্শ করে তার সে মনোভাবকে খোলাখুলিভাবেই প্রকাশ করেও থাকে। মাঝারি মাপের মানুষরাই আত্মম্ভরী হয়ে থাকে কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধি মানুষরা অতি সহজেই প্রতিভাকে স্বীকার করে। আর ম্যাক-ডোনাল্ডের মাথায় যেটুকু বুদ্ধি নিশ্চয়ই আছে যাতে সে উপলব্ধি করেছে যে এমন একটি মানুষের সাহায্য ভিক্ষায় কোন হীনতা থাকতে পারে না যে কি ক্ষমতায় আর কি অভিজ্ঞতায় সারা ইওরোপে আজ অদ্বিতীয়। হোমস স্বভাবত বন্ধুপরায়ণ নয়, কিন্তু এই স্কচ ভদ্রলোকটিকে সে ভালবাসে এবং তাকে দেখে খুশি হয়ে বলল, 'মিঃ ম্যাক, শিকার ধরতে আপনি একটু আগেই এসে পড়েছেন। যাহোক, শিকারের ব্যাপারে আপনার সৌভাগ্য কামনা করি। আশংকা হচ্ছে কোন বিপদ দেখা দিয়েছে।'

ইন্সপেক্টর তার পরিচিত হাসি হেসে বলল, 'আমি কিন্তু মনে করি মিঃ হোমস, 'আশংকার' বদলে 'আশা' কথাটা ব্যবহার করলেই বোধ হয় ঠিক হত। না, না, ধূমপান করব না, ধন্যবাদ। এখনই আমাকে বেরুতে হবে, কারণ যে কোন কেসের প্রথম দিকটাই যে মূল্যবান সেকথা তো আপনি নিজেই খুব ভাল করে জানেন। কিন্তু—কিন্তু'—

ইন্সপেক্টর হঠাৎ থেমে গেল। টেবিলের উপর রাখা কাগজের টুকরোটার উপর অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল। ঐ কাগজটাতেই একটু আগে ধাঁধার মত চিঠিটা আমি টুকে রেখেছিলাম।

'ডগলাস!' সে আমতা-আমতা করে বলে উঠল, 'বার্লস্টোন! এসব কি মিঃ হোমস? আরে মশায়, এ যে ভোজবাজী! কী আশ্চর্য! এসব নাম আপনি কোথায় পেলেন?'

'এটা একটা সাংকেতিক লিপি, এইমাত্র আমি আর ডাঃ ওয়াটসন এর সমাধান করেছি। কিন্তু কেন—এ নাম দুটো কি দোষ করল?

অবাক বিস্ময়ে আমাদের দুজনের দিকে দৃষ্টিপাত করতে করতে ইন্সপেক্টর বলল, 'শুধু এইটুকু যে বার্লস্টোন জমিদার বাড়ির মিঃ ডগলাস আজ সকালে নৃশংসভাবে খুন হয়েছেন।'

২ঃ মিঃ শার্লক হোমসের আলাপচারী

এই ধরনের নাটকীয় মুহূর্তের জন্যই আমার বন্ধুর বেঁচে থাকা। এই বিস্ময়কর ঘোষণার ফলে সে মর্মাহত হয়েছে বা উত্তেজিত হয়েছে একথা বললে অত্যুক্তি করা হবে। তার চেহারায় নিষ্ঠুরতার লেশমাত্র নেই। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে উত্তেজক ওষুধ ব্যবহারের ফলে সে যে খুবই নিরাসক্ত হয়ে উঠেছে সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তথাপি তার হৃদয়াবেগে ভাটা পড়লেও তার চিন্তাশক্তি কিন্তু তীব্রভাবে ক্রিয়াশীল। এই আকস্মিক ঘোষণায় যে আতঙ্ক আমি নিজের মধ্যে অনুভব করেছি তার মুখে তার ছায়ামাত্র পড়ে নি বরং হাতের দ্রবন থেকে স্ফটিকখণ্ড নীচে পড়তে দেখে একজন রসায়নবিদের মুখে যে শান্ত ও সাগ্রহভাব ফুটে ওঠে তার মুখেও সেই ভাবের প্রকাশ।

'অসাধারণ!' সে বলে উঠল, 'অসাধারণ।'

'আপনাকে তো বিস্মিত মনে হচ্ছে না?'

'মিঃ ম্যাক, আমার আগ্রহ জেগেছে, কিন্তু আমি বিস্মিত হই নি। বিস্মিত হব কেন? একটি দায়িত্বসম্পন্ন লোকের কাছ থেকে আমি একখানি বেনামী চিঠি পেলাম। তাতে আমাকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে একটি নির্দিষ্ট ভদ্রলোকের বিপদ আসন্ন। এক ঘণ্টার মধ্যেই জানতে পারলাম, বিপদ সত্যই ঘটেছে—লোকটি মারা গেছে। তাই এ ব্যাপারে আমার আগ্রহ জেগেছে, কিন্তু—আপনি যেমন বলছেন—বিস্মিত আমি হই নি।'

কয়েকটি সংক্ষিপ্ত কথায় সে সাংকেতিক চিঠির বিষয়টি ইন্সপেক্টরকে বুঝিয়ে দিল। দুই হাতের উপর থুঁতনি রেখে ম্যাকডোনাল্ড চুপ করে বসে রইল। তার ধূসর রঙের মোটা ভুরু দুটো একত্র মিশে জট পাকিয়ে গেল।

সে বলল, 'আজ সকালে আমি বার্লস্টোনেই যাচ্ছিলাম। আপনারা মানে আপনি আর আপনার এই বন্ধু আমার সঙ্গে যেতে ইচ্ছুক কি না সেকথা জিজ্ঞাসা করতেই আমি এসেছিলাম। কিন্তু আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, লণ্ডনে থেকেই আমরা বেশী কাজ করতে পারব।'

'আমি কিন্তু তা মনে করি না', হোমস বলল।

ইন্সপেক্টর চেঁচিয়ে বলল, 'রেখে দিন ওসব কথা মিঃ হোমস। দু'এক দিনের মধ্যেই বার্লস্টোন রহস্যের কথা ফলাও করে প্রকাশ করা হবে। কিন্তু ঘটনাটি ঘটবার আগেই সেকথা বলতে পারে এমন লোক যখন লণ্ডনেই রয়েছে, তখন আর এর রহস্যটা কোথায় আছে? সেই লোকটিকে ধরতে পারলেই তো সবকিছু জানা যাবে।'

'সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই মিঃ ম্যাক। কিন্তু পোলক বলে কথিত সেই ভদ্রলোকটিকে আপনি ধরবেন কেমন করে?'

হোমসের দেওয়া চিঠিটা সে আর একবার পড়ল।

'কাম্বারওয়েলে ডাকে ফেলা হয়েছে—এর থেকে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। আপনি বলতে চান, নামটাও ছদ্মনাম। কাজেই সূত্র কিছু নেই। আচ্ছা, আপনি বললেন না, তাকে টাকা পাঠিয়েছেন?'

'দু' বার।'

'কিন্তু কেমন করে?'

'কাম্বারওয়েল ডাকঘরে।'

'কে সেটা নিতে আসে জানবার চেষ্টা করেছেন কি?'

'না।'

ইন্সপেক্টরকে বিস্মিত ও কিছুটা মর্মাহত মনে হল।

'কেন?'

'কারণ আমি সব সময় কথা রাখি। তার প্রথম চিঠি পেয়েই আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, কখনও তাকে খুঁজবার চেষ্টা করব না।'

'আপনি কি মনে করেন তার পিছনে আর কেউ আছে?'

'আমি জানি আছে।'

'যে অধ্যাপকের কথা আপনি বলে থাকেন তিনিই কি?'

'ঠিক তাই।'

ইন্সপেক্টর ডোনাল্ড মৃদু হাসল। চোখের পাতা নাচাতে নাচাতে সে আমার দিকে তাকাল।

'মিঃ হোমস, আপনাকে খোলাখুলিই বলছি, সি. আই. ডি. দপ্তরে আমরা সবাই মনে করি যে এই অধ্যাপককে নিয়ে আপনার মাথায় একটা পোকা সব সময় ঘুর্-ঘুর্ করছে। এ ব্যাপারে আমিও কিছুটা খোঁজ-খবর করেছি। তাকে তো একজন খুবই সম্মানিত, শিক্ষিত ও ধীসম্পন্ন লোক বলেই মনে হয়।'

'আপনি ধী-শক্তি চিনতে পেরেছেন দেখে আনন্দিত বোধ করছি।'

'আরে মশাই, চিনতে যে আমাকে হবেই। আপনার কথা শুনে আমি তার সঙ্গে দেখা করেছিলাম। গ্রহণ সম্পর্কে তার সঙ্গে আমার কিছু আলোচনা হয়েছিল। অবশ্য আলোচনাটা কেমন করে উঠল মনে করতে পারছি না। যাহোক, তার কাছে একটা প্রতিক্ষেপক লণ্ঠন ও একটা গ্লোব ছিল। তাই দিয়ে এক মিনিটের মধ্যে তিনি সব বুঝিয়ে দিলেন। তিনি আমাকে একটা বইও দিয়েছিলেন। কিন্তু বলতে দ্বিধা নেই যে এবাউডিনে লেখাপড়া করলেও বইটা আমার পক্ষে একটু শক্ত। তার যেরকম পাতলা মুখ, পাকা চুল আর গম্ভীর কথাবার্তা তাতে তিনি একজন জবর মন্ত্রী হতে পারতেন। বিদায় নেবার সময় তিনি যখন আমার কাঁধে হাত রাখলেন তখন মনে হল, নিরুত্তাপ, নিষ্ঠুর জগতে যাত্রা শুরু করবার পরমুহূর্তে পিতা যেন সন্তানকে আশীর্বাদ করছেন।

হোমস মুখটিপে হেসে দুই হাত ঘসতে লাগল।

সে বলে উঠল, 'অপূর্ব! অপূর্ব! বন্ধু ম্যাকডোনাল্ড, বলুন তো এই সুন্দর হৃদয়গ্রাহী সাক্ষাৎকারটি কি অধ্যাপকের পড়ার ঘরেই হয়েছিল?'

'ঠিক তাই।'

'খুব সুন্দর ঘরটি, তাই না?'

'খুব সুন্দর—সত্যি খুব সুন্দর মিঃ হোমস।'

'আপনি তার লেখার ডেস্কের সামনে বসেছিলেন?'

'ঠিক।'

'সূর্যের আলো পড়েছিল আপনার চোখে, আর তার মুখ ছিল ছায়ায় ঢাকা?'

'দেখুন, সময়টা ছিল সন্ধ্যা; তবে মনে পড়ছে, বাতিটা আমার মুখের উপর রাখা ছিল।'

'তাই হবে। অধ্যাপকের মাথার উপরে একখানা ছবি আপনার নজরে পড়েছিল কি?'

'মিঃ হোমস, কিছুই আমার নজর এড়ায় না। হয় তো এ শিক্ষাটা আপনার কাছ থেকেই পেয়েছি। হ্যাঁ, একটা ছবি আমি দেখেছিলাম—দুই হাতের উপর মুখ রেখে একটি তরুণী যেন আপনার দিকে কটাক্ষপাত করছে।'

'ছবিটা জাঁ বাপ্তিস্তে গ্রুজের আঁকা।'

ইন্সপেক্টর বেশ আগ্রহ প্রকাশ করল।

আঙুলের মুখগুলো একত্র করে চেয়ারে হেলান দিয়ে হোমস বলতে লাগল, 'জাঁ বাপ্তিস্তে গ্রুজ একজন ফরাসী চিত্রকর। ১৭৫০ থেকে ১৮০০ সালের মধ্যে তার বেশ খ্যাতি হয়। অবশ্য এখানে আমি তার চিত্রকর্মের কথাই বলতে চাইছি। তার সমকালের লোকেরা তার সম্পর্কে যে উচ্চ ধারণা পোষণ করত আধুনিক সমালোচনায়ও তার সমর্থনই রয়েছে।'

ইন্সপেক্টরের চোখ দুটি নিস্পৃহ হয়ে উঠল।

'এর চেয়ে আমরা কি—' সে বলল।

হোমস বাধা দিল, 'সেই কথাতেই যাচ্ছি। আপনি যাকে বার্লস্টোন রহস্য বলছেন আমার সব কথাই তার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে এবং গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট। বস্তুত, একে তার কেন্দ্রবিন্দুও বলা যায়।'

ম্যাকডোনাল্ড মৃদু হেসে আবেদনের ভঙ্গীতে আমার দিকে তাকাল।

'মিঃ হোমস, আপনার চিন্তাধারা আমার পক্ষে একটু দ্রুতগতিতেই চলে। আপনি দু' একটা ধাপ বাদ দিয়ে যান, আর সে শূন্যস্থান আমি পূর্ণ করতে পারি না। ভূ-ভারতে এই মৃত চিত্রকর এবং বার্লস্টোনের ঘটনাবলীর মধ্যে কি সম্পর্ক থাকতে পারে বলুন?'

হোমস বলল, 'গোয়েন্দার কাছে সব জ্ঞানই প্রয়োজনীয়। এমন কি ১৮৬৫ সালে গ্রুজের আঁকা "La Jaune Fille a L'agneau" নামক একটি ছবি পোর্টালিসের নীলামে চার হাজার পাউণ্ড দামে বিক্রয় হয়েছিল, এই তুচ্ছ ঘটনা থেকেই আপনার মনে একটা চিন্তার ধারা প্রবাহিত হতে পারে।'

আসলেও তাই হল। ইন্সপেক্টর পুনরায় সত্যসত্যই আগ্রহী হয়ে উঠল।

হোমস বলতে লাগল, 'আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, কয়েকটি বিশ্বাসযোগ্য কোষ-পুস্তক থেকেই অধ্যাপকের মাইনের পরিমাণটা জানা যায়। সেটা বার্ষিক সাতশ'।'

'তাহলে এত বড় বাড়ি তিনি কিনলেন—'

'ঠিক কথা। কেমন করে কিনলেন?'

ইন্সপেক্টর চিন্তিত মুখে বলল, 'ঠিক, এটা তো ভাববার কথা। মিঃ হোমস, তারপর বলুন। খুব ভাল লাগছে। চমৎকার।'

হোমস হাসল। প্রকৃত শিল্পীর মতই আন্তরিক প্রশংসার কথায় হোমস সবসময়ই খুব খুশি হয়ে ওঠে।

সে প্রশ্ন করল, 'তাহলে বার্লস্টোন যাবার কি হবে?'

ঘড়িটা দেখে ইন্সপেক্টর বলল, 'এখনও সময় আছে। দরজায় আমার গাড়ি রয়েছে। ভিক্টোরিয়ায় পৌঁছতে কুড়ি মিনিটও লাগবে না। কিন্তু ছবিটা সম্পর্কে একটা কথা মিঃ হোমস। আমার মনে হয় আপনি আমাকে একদিন বলেছিলেন যে আপনি কখনও অধ্যাপক মোরিয়ার্টির সঙ্গে দেখা করেন নি।'

'না, কখনও করি নি।'

'তাহলে তার ঘরের কথা আপনি জানলেন কেমন করে?'

'আঃ, সে অন্য কথা। তিনবার আমি তার ঘরে গিয়েছি। তার মধ্যে দু'বার বিভিন্ন অজুহাতে তার জন্য অপেক্ষা করে সে আসার আগেই চলে এসেছি। একবার—দেখুন, একজন সরকারী গোয়েন্দার কাছে সেবারকার কথা আমি বলতে চাই না। শেষবার তার অনেক কাগজ-পত্র আমি নেড়ে-চেড়ে দেখেছিলাম, আর তাতে লাভও হয়েছিল অপ্রত্যাশিত রকমের।'

'সন্দেহজনক কিছু পেয়েছিলেন কি?'

'মোটেই না। আর তাতেই আমি অবাক হয়েছিলাম। যাহোক, এখন নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন ছবিটার কথা কেন তুলেছি। এর থেকেই বোঝা যায় তিনি খুব ধনীলোক। এত ঐশ্বর্য তিনি পেলেন কোথায়? তিনি অবিবাহিত। তার ছোট ভাই পশ্চিম ইংলণ্ডের একজন স্টেশন মাস্টার। তার চাকরির দাম বছরে সাতশ'। অথচ তিনি একখানি গ্রুজের মালিক।'

'অর্থাৎ?'

'পরবর্তী অনুমান খুবই সহজ।'

'আপনি বলতে চান যে তার প্রচুর আয়, আর সেটা আসে বে-আইনী পথে?'

'ঠিক। অবশ্য এরকম ভাববার আরও অনেক কারণ আছে—ডজন-ডজন সূক্ষ্ম সুতো অস্পষ্টভাবে একই কেন্দ্রে গিয়ে মিশেছে, আর সেইখানে সুযোগের অপেক্ষায় ওৎ পেতে বসে আছে একটি নিশ্চল বিষাক্ত প্রাণী। আমি কেবলমাত্র গুজের কথা বললাম কারণ এটা আপনার নিজের অভিজ্ঞতার ব্যাপার।'

'দেখুন মিঃ হোমস, আমি স্বীকার করছি আপনি যা বলছেন সেটা খুবই কৌতূহলজনক। অথবা তার চেয়েও বেশী—এটা খুবই আশ্চর্যজনক। কিন্তু যদি পারেন আরও একটু পরিষ্কার করে বলুন ঃ আসলে ব্যাপারটা কি? জালিয়াতি, নকল মুদ্রা তৈরী, না চুরি? টাকাটা আসছে কোথা থেকে?'

'আপনি কখনও যোনাথান ওয়াইল্ডের কথা পড়েছেন কি?'

'দেখুন, নামটা চেনা-চেনা লাগছে। কোন উপন্যাসের চরিত্র—নয় কি? উপন্যাসের গোয়েন্দাদের নিয়ে আমি মোটেই মাথা ঘামাই না—ওরা তো অনেক কিছুই করে, কিন্তু কেমন করে যে করে তা কখনও আপনাকে বুঝতে দেয় না। সবই যেন প্রেরণার ব্যাপার, বিচার-বুদ্ধির নয়!'

'যোনাথান ওয়াইল্ড গোয়েন্দাও নয়, উপন্যাসের চরিত্রও নয়। সে একজন পাক্কা অপরাধী, বিগত শতাব্দীতে ১৭৫০ বা তার কাছাকাছি সময়ের লোক।'

'তাহলে তো তাকে দিয়ে আমার কোন কাজ হবে না। আমি কাজের লোক।'

'মিঃ ম্যাক, আপনার জীবনের সব চাইতে কাজের কাজ হবে তিন মাসের জন্য একটা ঘরে বন্ধ থেকে প্রতিদিন বারো ঘণ্টা করে অপরাধের ইতিবৃত্ত পাঠ করা। সব কিছু—এমন কি অধ্যাপক মোরিয়ার্টিও ঘুরে ঘুরে আবির্ভূত হয়। লণ্ডনের সমস্ত দুষ্কৃতকারীর নেপথ্য শক্তি ছিল যোনাথান ওয়াইল্ড,—শতকরা পনেরো হারে কমিশন নিয়ে সে তাদের সকলের কাছে তার মস্তিষ্ক আর সংগঠনকে বিক্রি করত। পুরনো টাকাই ঘুরে ঘুরে চলে আর বারে বারে সেই একই 'পাখি' ফিরে ফিরে আসে। এসবই আগেও ঘটেছে, ভবিষ্যতেও ঘটবে। মোরিয়ার্টি সম্পর্কে আপনাকে এমন আরও দু' একটি কথা বলছি যা আপনার ভাল লাগতে পারে।'

'আপনার কথা নিশ্চয় ভাল লাগবে।'

'বহু লোককে নিয়ে গড়া তার দল। দলের একদিকে আছে এই মতিচ্ছন্ন নেপোলিয়ন, অন্য দিকে আছে শত শত পরাজিত যোদ্ধা, পকেটমার, ধাপ্পাবাজ ও জুয়াড়ী—, আর এ দু'য়ের মাঝখানে আছে সব রকমের সম্ভাবিত দুষ্কার্য। তার প্রধান সেনাপতি হচ্ছে কর্ণেল সেবাস্টিয়ান মোরান, তার নিজের মতই নেপথ্যচারী, সুরক্ষিত এবং আইনের ধরা-ছোঁয়ার সম্পূর্ণ বাইরে। সে তাকে কত মাইনে দেয় বলুন তো?'

'আমি শুনতেই চাই।'

'বছরে দু'হাজার। এরই নাম মস্তিষ্কের মূল্য—এটাই হল মার্কিনী ব্যবসায়িক নীতি। ঘটনাক্রমেই এসব বিবরণ আমি জানতে পেরেছি। আমাদের প্রধানমন্ত্রীও এত অর্থ পান না। এর থেকেই মোরিয়ার্টির মুনাফা এবং তার কাজের বহরের একটা ধারণা আপনি করতে পারবেন। আর একটা কথা। সম্প্রতিকালে মোরিয়ার্টি যেসব চেক কেটেছে—মানে তার গৃহস্থালী সংক্রান্ত লেন-দেনের ব্যাপারে যেসব নির্দোষ সাধারণ চেক কেটেছে সেগুলি সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়ে জানতে পেরেছি, চেকগুলো ছ'টা ভিন্ন ভিন্ন ব্যাংকের উপর কাটা হয়েছে। এর থেকে কি বুঝছেন?'

'নিশ্চয়ই খুব অদ্ভুত। কিন্তু আপনি এর থেকে কি জানলেন?'

'জানলাম তার অগাধ সম্পদ সম্পর্কে কোন গল্প-গুজব প্রচলিত হোক এটা সে চায় না। তার কি আছে তা যেন কোন একজন লোক না জানতে পারে। তার যে বিশটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে সেবিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই—অবশ্য তার সম্পত্তির মোটা অংশই দেশের বাইরে ডয়েট্‌স্ ব্যাংকে বা ক্রেডিট লিয়নে-তে থাকারই সম্ভাবনা। যদি কখনও একটি বা দুটি বছর সময় করতে পারেন তখন অধ্যাপক মোরিয়ার্টিকে নিয়ে একটু পড়াশুনা করবেন, এই আমার অনুরোধ।'

কথাগুলো শুনতে শুনতে ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড কেমন যেন অভিভূত হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ তার স্বচ-সুলভ বাস্তব-বুদ্ধি আবার তাকে বর্তমানের প্রয়োজনের মধ্যে ফিরিয়ে আনল।

সে বলল, 'মিঃ হোমস, আপনার চিত্তাকর্ষক ঘটনার বিবরণ শুনে আমরা আসল কথাই ভুলে গিয়েছি। আপনার কথার আসল বক্তব্য হল—অধ্যাপক আর এই অপরাধের মধ্যে একটা যোগসূত্র রয়েছে। জনৈক পোর্লকের কাছ থেকে পাওয়া সতর্ক-বাণী থেকেই আপনি এটা জানতে পেরেছেন। আমাদের বর্তমান বাস্তব প্রয়োজনের দিক থেকে আর কিছু আমরা জানতে পারি কি?'

'অপরাধের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু ধারণা হয় তো করতে পারি। আপনার মূল মন্তব্য অনুসারে এটি একটি দুর্বোধ্য—অন্ততপক্ষে ব্যাখ্যাবিহীন—খুনের ঘটনা। এখন এই খুনের মূল কেন্দ্র যদি আমাদের সন্দেহের অনুরূপই হয়ে থাকে, তাহলে দুটো বিভিন্ন উদ্দেশ্য থাকতে পারে। প্রথমত, আমি বলতে চাই যে, মোরিয়ার্টি খুব কঠোর হাতে তার দলকে শাসন করে থাকে। তার দলের শৃংখলা অলংঘনীয়। তার বিধানে একটিমাত্র শাস্তির উল্লেখ আছে। সেটা মৃত্যু। এখন আমরা মনে করতে পারি যে এই নিহত লোকটি—এই ডগলাস, যার আসন্ন দুর্ভাগ্যের কথা প্রধান-অপরাধীর কোন

সহযোগী পূর্বেই অবগত হয়েছিল, কোন না কোনভাবে দল-নায়কের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল! তারই পরিণতি এই দণ্ড। দলের সকলের মনে মৃত্যু-ভয় জাগাবার জন্য এ শাস্তির কথা সকলকে জানিয়েও দেওয়া হবে।'

'মিঃ হোমস, এ তো একটা হল।'

'অপরটি হ'ল মোরিয়ার্টি ব্যবসায়িক প্রয়োজনেই এ হত্যা-কাণ্ডের পরিকল্পনা করেছিল। কোন রকম ডাকাতি হয়েছে কি?'

'আমি তো শুনি নি।'

'যদি হয়ে থাকে তাহলে সেটা প্রথম ধারণার বিরুদ্ধে এবং দ্বিতীয় ধারণার স্বপক্ষে যাবে। লুটের মালের বখড়ার প্রতিশ্রুতিতে অথবা নগদ টাকার বিনিময়ে মোরিয়ার্টিকে দিয়ে একাজ করিয়ে নেওয়া হয়ে থাকতে পারে। এর যে কোনটাই হতে পারে। কিন্তু যাই হোক না কেন, অথবা যদি তৃতীয় আর কোন ব্যবস্থাও হয়ে থাকে, সব কিছুরই সমাধান খুঁজতে হবে বার্লস্টোনে গিয়ে। ভদ্রলোককে আমি ভালই চিনি। এখানে সে এমন কিছুই রাখে নি যাকে ধরে আমরা তার কাছে পৌঁছতে পারি।'

চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে ম্যাকডোনাল্ড বলল, 'তাহলে বার্লস্টোনেই আমরা যাব। ইতিমধ্যেই যথেষ্ট বিলম্ব হয়ে গেছে। তৈরী হবার জন্য আপনাদের পাঁচ মিনিট সময় দিলাম। ব্যাস।'

www.boiRboi.net

'ঐ আমাদের পক্ষে যথেষ্ট', হোমস চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে পোশাক বদলাবার জন্য যেতে যেতে বলল, 'মিঃ ম্যাক, পথে যেতে যেতেই সব কিছু আপনার কাছ থেকে শুনে নেব।'

'সব কিছু, অবশ্য আমাদের খুবই হতাশ করল। তবু যেটুকু জানলাম তাতেই বোঝা গেল যে কেস আমাদের হাতে এসেছে তা যে কোন দক্ষ লোকের গভীরতম মনোযোগের উপযুক্ত। অতি সংক্ষিপ্ত হলেও উল্লেখযোগ্য সেই বিবরণ শুনতে শুনতে হোমসের চোখ-মুখ জ্বলজ্বল্ করতে লাগল। দুখানি সরু হাত সে অনবরত ঘসতে লাগল। অনেকগুলি কর্মহীন সপ্তাহ আমরা পার হয়ে এসেছি। যে ক্ষমতা দীর্ঘ অব্যবহারের ফলে তার অধিকারীর কাছে বিরক্তিকর হয়ে ওঠে, অবশেষে বুঝি তার উপযুক্ত একটা বিষয় হাতে পাওয়া গেল। অব্যবহারে ক্ষুরের ধার ভোঁতা হয়ে যায়, তাতে মরচে ধরে। কাজের ডাক এলে শার্লক হোমসের চোখ দুটো জ্বলজ্বল্ করে, ম্লান গাল দুটিতে রঙের ছোপ ধরে, আর তার সারা মুখ যেন ভিতরের একটা আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সাসেক্সে আমাদের জন্য যে সমস্যাটি অপেক্ষা করে আছে সে সম্পর্কে ম্যাকডোনাল্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সে গাড়িতে বসে সামনে ঝুঁকে এক মনে শুনতে লাগল। খুব ভোরের দুধের গাড়ির মারফৎ পাওয়া একটি লিখিত বিবরণের উপর নির্ভর করেই ইন্সপেক্টর আমাদের ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিচ্ছিল। মফস্বল থেকে সাহায্যের ডাক এলে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে সাধারণত একটু গড়িমসি হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে স্থানীয় অফিসার হোয়াইট ম্যাসন তার ব্যক্তিগত বন্ধু হওয়ায় ম্যাকডোনাল্ডকে খবরটা খুব তাড়াতাড়িই দেওয়া হয়েছিল। শহরের দক্ষ কর্মীদের সাধারণত ঠাণ্ডা খবরের উপরেই কাজ করতে হয়।

চিঠিখানা সে আমাদের পড়ে শোনাল। প্রিয় ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড, তোমার সাহায্যের জন্য প্রয়োজনীয় সরকারী নির্দেশ একটি আলাদা খামে গেল। এটা তোমার নিজের জন্য। সকালে কোন্ ট্রেনে তোমরা বার্লস্টোন আসছ তার করে জানাবে। তা হলে আমি তোমাদের সঙ্গে দেখা করব, অথবা যদি আমি খুব ব্যস্ত থাকি, অন্য লোক পাঠাব। কেসটা গোলমেলে। রওনা হতে মুহূর্তমাত্র বিলম্ব করো না। মিঃ হোমসকে আনতে পারলে অবশ্য নিয়ে এস। তার মনের মত একটা কাজ তিনি পাবেন। একটি মৃত ব্যক্তি জড়িত না থাকলে সমগ্র ব্যাপারটাকে একটা নাটক বলে তোমার মনে হতে পারত। আবার বলছি, ব্যাপারটা গোলমেলে।'

হোমস বলল, 'দেখছি আপনার বন্ধু বোকা নয়।'

'না স্যার। হোয়াইট ম্যাসন খুব চটপটে লোক, অবশ্য আমার বিচার যদি ঠিক হয়।'

'আর কিছু আছে?

'শুধু এইটুকু যে সাক্ষাতে সে সবই জানাবে।'

'তাহলে মিঃ ডগলাসকেই বা কোথায় পেলেন, আর তার নৃশংস হত্যার ঘটনাই বা জানলেন কেমন করে?'

'সঙ্গে পাঠানো সরকারী রিপোর্ট থেকে পেয়েছি। "নৃশংস" কথাটা অবশ্য তাতে নেই। ওটা স্বীকৃত সরকারী ভাষা নয়। তাতেই জন ডগলাস নামটাও পেয়েছি। তাতে বলা হয়েছে বন্দুকের গুলিতে তার মাথায় আঘাত লেগেছে। ঘটনাটা যে গতকাল মধ্যরাত্রির কাছাকাছি সময়ে ঘটেছে তাও ওতেই বলা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে, এটি নিঃসন্দেহে খুনের ব্যাপার, কিন্তু কাউকে গ্রেপ্তার করা হয় নি; কেসটাতে বেশকিছু গোলমেলে অথচ অসাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এখনও পর্যন্ত এছাড়া আর কিছুই আমরা জানি না মিঃ হোমস।'

'মিঃ ম্যাক, সেক্ষেত্রে আপনার অনুমতি নিয়ে এখানেই এবিষয়ে আলোচনার ইতি করছি। অনুপযুক্ত তথ্যের উপরে আগাম মতামত খাড়া করবার প্রলোভন আমাদের বৃত্তির কলংকস্বরূপ। বর্তমানে দুটি জিনিস আমি নিশ্চিতভাবে পাচ্ছি: লণ্ডনে একটি শক্তিমান মস্তিষ্ক আর সাসেক্সে একটি নিহত মানুষ। এই দুইয়ের মাঝখানে যে যোগসূত্র আছে তারই সন্ধানে আমরা যাত্রা করছি।'

৩ঃ বার্লস্টোনের দুর্ঘটনা

আপনাদের অনুমতি নিয়ে এবার কিছুক্ষণের জন্য আমার তুচ্ছ ব্যক্তিত্বকে দূরে সরিয়ে দিয়ে পরবর্তীকালে আমরা যা জেনেছি তারই আলোয় আমাদের ঘটনাস্থলে পৌঁছবার আগে যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছিল তার বিবরণ দেব। একমাত্র এই পথেই আমি সংশ্লিষ্ট মানুষগুলিকে এবং যে বিচিত্র পটভূমিকায় তাদের ভাগ্যের খেলা চলেছিল তাকেও পাঠকের সামনে সঠিক ভাবে তুলে ধরতে পারব।

সাসেক্স কাউন্টির উত্তর সীমান্তবর্তী কতকগুলি আধা-কাঠের ঘর-বাড়ি নিয়ে গড়ে উঠেছে অতি প্রাচীন ছোট বার্লস্টোন গ্রাম। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এর কোন পরিবর্তন ঘটে নি। কিন্তু গত কয়েক বছরে এর ছবির মত সৌন্দর্য আর অবস্থান অনেক বিত্তবান অধিবাসীকে আকর্ষণ করেছে। ফলে তাদের বড় বড় বাড়িগুলি গাছ-গাছালির ফাঁক দিয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। স্থানীয় লোকেরা মনে করে এই সব গাছ-পালা উইণ্ড মহারণ্যেরই শেষ প্রান্ত এবং সংখ্যায় কমতে কমতে উত্তরের চকের খনিতে গিয়ে শেষ হয়েছে; এই বর্ধিত জন-সংখ্যার প্রয়োজন মেটাতে অনেকগুলি দোকান-পাট গড়ে উঠেছে। কাজেই বার্লস্টোন যে শীঘ্রই একটি প্রাচীন গ্রাম থেকে একটি আধুনিক শহরে রূপান্তরিত হবে তার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এখানকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের এটি কেন্দ্রস্থল, কারণ কেন্টসীমান্তবর্তী নিকটতম প্রধান স্থান টানব্রীজ ওয়েলস্ এখান থেকে পূর্ব দিকে মাত্র দশ কি বারো মাইল দূরে অবস্থিত।

শহর থেকে আধ মাইলখানেক দূরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বীচ গাছের জন্য বিখ্যাত একটি পুরনো পার্কের মধ্যে প্রাচীন বার্লস্টোন জমিদার বাড়িটি অবস্থিত। এই প্রাচীন অট্টালিকার একটি অংশ প্রথম ধর্মযুদ্ধের সময়কার যখন লাল রাজার কাছ থেকে পাওয়া জমিদারীর ঠিক কেন্দ্রস্থলে হুগো দ্য কাপ্‌স একটি উপদুর্গ নির্মাণ করেছিল। ১৫৪৩ সালের অগ্নিকাণ্ডে সেটি ধ্বংস হয়ে যায় এবং জ্যাকোবিয়ানদের আমলে যখন সেই সামন্ত দুর্গের ধ্বংসাবশেষের উপর একটি ইঁটের তৈরী পল্লী-ভবন নির্মিত হয় তখন সেই দুর্গের কিছু পোড়া পাথর তাতে ব্যবহার করা হয়েছিল। বহু ত্রিকোণাগ্র জানালা ও ছোট ছোট হীরকাকৃতি জানালা শোভিত সেই জমিদার বাড়ি তার নির্মাণকর্তা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যেরকমটি রেখে গিয়েছিল আজও প্রায় সেইরকমই আছে। যে দুটি পরিখা একসময়ে এর দুর্গ-সদৃশ পূর্বতন অট্টালিকাকে বেষ্টন করে থাকত তার বাইরের পরিখাটা শুকিয়ে এখন সব্জী-বাগানে পরিণত হয়েছে। ভিতরের পরিখাটা এখনও বাড়িটাকে চারদিকে ঘিরে রয়েছে। চল্লিশ ফুট প্রশস্ত হলেও তার জল এখন কয়েক ফুট মাত্র গভীর। যে ছোট নদীর জল এই পরিখাতে পড়ে সেটা পরিখা ছাড়িয়ে বহুদূর পর্যন্ত প্রবাহিত। তাই পরিখার জল ঘোলা হলেও খানা-খন্দের মত অস্বাস্থ্যকর নয়। একতলার জানালাগুলো পরিখার জল থেকে মাত্র এক ফুট উঁচু। একটি টানা সেতুর উপর দিয়ে বাড়ির একমাত্র প্রবেশ-পথ। সেতুর শিকল এবং চরকি অনেকদিন আগেই মরচে ধরে ভেঙে গিয়েছিল। কিন্তু জমিদার-বাড়ির সর্বশেষ অধিবাসীরা উৎসাহের বশে সেতুটাকে পুনরায় মেরামত করেছিল। ফলে টানা সেতুটা শুধু যে কাজ চালাবার মত হয়েছে তাই নয়, প্রতি সন্ধ্যায় সেটাকে তোলা হয় এবং প্রতি সকালে আবার নামিয়ে দেওয়া হয়। এইভাবে জমিদার বাড়ির প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক কালের ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তনের ফলে রাত্রিকালে সমস্ত বাড়িটা একটা দ্বীপে পরিণত হয়। আর যে রহস্য শীঘ্রই সারা ইংলণ্ডের মনোযোগ আকর্ষণ করবে তার সঙ্গে এই ব্যবস্থার একটা প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে।

বেশ কয়েক বছর ঐ বাড়িতে কোন লোক বাস করত না। ফলে বাড়িটা একটা সুদৃশ্য ধ্বংস-স্তূপে পরিণত হতে বসেছিল। তারপর একদিন ডগলাস-পরিবার এসে ঐ বাড়িতে বসবাস শুরু করল। পরিবারে মাত্র দুটি লোক—জন ডগলাস ও তার স্ত্রী। কি চরিত্রে কি ব্যক্তিত্বে ডগলাস একজন উল্লেখযোগ্য মানুষ। বয়স প্রায় পঞ্চাশ বছর। কিন্তু শক্ত চোয়াল, কঠোর মুখ, চকচকে গোঁফ, তীক্ষ্ণ ধূসর দুটি চোখ এবং পেশীবহুল মজবুত দেহ-কাঠামোতে যৌবনের শক্তি ও কর্ম-ক্ষমতার কোন অভাব পরিলক্ষিত হয় না। সে স্বভাবে হাসিখুশি, সকলের প্রতি সদয়, কিন্তু চাল-চলনে একটু বেখাপ্পা ধরনের। দেখেশুনে মনে হয় সমাজের যে স্তরে সে মানুষ হয়েছে সেটা সাসেক্সের এই পল্লী-সমাজ থেকে অনেকটা নীচু স্তরের। তথাপি অপেক্ষাকৃত ভদ্র প্রতিবেশীরা তার সম্পর্কে কিছুটা কৌতূহল ও দূরত্ব বজায় রেখে চললেও সাধারণ গ্রামবাসীদের মধ্যে অচিরেই সে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠল। স্থানীয় সব ব্যাপারেই সে মোটা চাঁদা দেয়; তাদের তামাকের মজলিসে ও অন্য সব অনুষ্ঠানে যোগ দেয়; এবং চমৎকার সুরেলা গলা থাকায় কেউ অনুরোধ করলেই প্রাণ খুলে গান গায়। দেখে মনে হয় তার প্রচুর অর্থ আছে এবং তা উপার্জিত হয়েছে ক্যালিফোর্ণিয়ার সোনার খনি থেকে। তার নিজের ও তার স্ত্রীর কথাবার্তা থেকে একথাও জানা গেছে যে একসময়ে সে আমেরিকায় ছিল। উদার স্বভাব ও সকলের সঙ্গে মেলামেশার ফলে তার সম্পর্কে যে ভাল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে, যে কোন বিপদ সম্পর্কে একান্ত উদাসীনতার সুনাম যুক্ত হয়ে সেটা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। অশ্বারোহী হিসাবে সে খুবই বাজে। তথাপি যেকোন ঘোড়-দৌড়ে সে যোগ দেবে এবং প্রথম সারিতে থাকবার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় ভীষণভাবে আঘাত পেতেও পিছপা হবে না।

যাজকের বাসভবনে আগুন লাগলে স্থানীয় দমকল বাহিনী যখন অসম্ভব বলে হাল ছেড়ে দিয়েছিল তখন সে-বাড়ির সম্পত্তি রক্ষার জন্য নির্ভয়ে সে-বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল। ফলে পাঁচ বছরের মধ্যে জমিদার-বাড়ির জন ডগলাস সারা বার্লস্টোনে একটি পরিচিত নাম হয়ে উঠল।

তার স্ত্রীও পরিচিতদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয় ছিল। অবশ্য ইংরেজ প্রথা অনুসারে কেউ পরিচয় করিয়ে না দিলে কোন নবাগত পরিবারে অভ্যাগতার সংখ্যা সাধারণতই খুব সামান্য হয়ে থাকে। তার স্ত্রীর তাতে কিছু অসুবিধা ঘটে নি, কারণ সে স্বভাবতই নির্জনতাপ্রিয় এবং স্বামী-পরিবার নিয়েই সর্বক্ষণ ব্যস্ত। সকলেই জানে সে ইংরেজ মহিলা। লণ্ডনে যখন ডগলাসের সঙ্গে তার পরিচয় হয় তখন সে মৃতদার। সে সুন্দরী, দীর্ঘাঙ্গী, গাঢ়বর্ণা ও একহারা। স্বামী অপেক্ষা বয়সে কুড়ি বছরের ছোট হলেও বয়সের এই অমিল তাদের দাম্পত্য সুখের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে নি। কখনও কখনও অবশ্য ঘনিষ্ঠ মহল থেকে এরকম মন্তব্য শোনা গেছে যে দুজনের মধ্যে বোঝাপড়াটা বোধ হয় সম্পূর্ণ হয় নি, কারণ স্বামীর অতীত জীবন সম্পর্কে হয় সে উদাসীন আর না হয় সেবিষয়ে সে সামান্যই জানে। কেউ কেউ এরূপ মন্তব্যও করেছে যে, মিসেস ডগলাস কখনও কখনও অত্যধিক স্নায়ুর চাপে ভোগেন এবং স্বামীর ফিরতে বেশী রাত হলে তাঁর অস্বস্তি প্রকাশ করেন। শান্ত পল্লী অঞ্চলে সকলেই গুজব ভালবাসে। তাই জমিদার-বাড়ির মহিলার এই দুর্বলতা নিয়ে নানা রকম আলোচনা চলে। তারপর একদিন ঘটনাচক্রে এই দুর্বলতার ব্যাপারটা যখন একটা বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করল তখন মানুষের স্মৃতিপটে সেটা আরও বৃহৎ আকার নিয়ে দেখা দিল।

ঐ বাড়িতে আরও একটি লোক মাঝে মাঝে এসে থাকত। যে বিস্ময়কর ঘটনার বিবরণ এখন দেওয়া হবে সেই সময়ে সেখানে তার উপস্থিতির ফলে জনসাধারণের কাছে তার নামটাও ছড়িয়ে পড়ল। সে হল হ্যাম্পস্টেডের হেল্‌স্ লজের সেসিল জেমস বার্কার। সেসিল বার্কারের দীর্ঘ ঢিলে-ঢালা চেহারা বার্লস্টোন গ্রামের পথে খুবই পরিচিত, কারণ জমিদার-বাড়িতে সে প্রায়ই স্বাগত অতিথি হয়ে আসত। তার প্রতি সকলের আরও নজর পড়ত এই জন্য যে মিঃ ডগলাসের অজ্ঞাত অতীত জীবনের সেই একমাত্র বন্ধু যাকে তার নতুন ইংরেজ পরিবেশে দেখা যেত। বার্কার নিজে নিঃসন্দেহে একজন ইংরেজ। তার কথাবার্তায় এটাও স্পষ্ট যে আমেরিকাতেই ডগলাসের সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় হয় এবং সেখানে তার সঙ্গে সে খুব ঘনিষ্ঠভাবে বাস করত। তাকে দেখে মনে হয় সে একজন ধনবান লোক এবং অবিবাহিত। বয়সে ডগলাসের চাইতে ছোট, বড় জোর পঁয়তাল্লিশ। দীর্ঘ, খাড়া দেহ, চওড়া বুক, দাড়ি-গোঁফ কামানো মুষ্টিযোদ্ধার মত মুখ, ঘন কালো ভ্রূযুগল, আর এমন একজোড়া প্রভুত্বব্যঞ্জক কালো চোখ যা তার দু'খানি সক্ষম হাতের সহায়তা ছাড়াই একটা বিরুদ্ধ জনতার ভিতর দিয়ে তাকে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে। সে ঘোড়ায় চড়ে না, শিকারও করে না। কখনও পাইপটা মুখে দিয়ে গ্রামের পথে পথে ঘুরে বেড়িয়ে, কখনও গৃহস্বামীর সঙ্গে, কখনও বা গৃহস্বামিনীর সঙ্গে ঘোড়ায় চেপে সুন্দর পল্লী-অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে দিন কাটায়। খানসামা এমেস বলে, 'সহজ সরল হাত-খোলা ভদ্রলোক, কিন্তু আমি বাবা তার ধারে কাছেও নেই।' সে ডগলাসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু; তার স্ত্রীর সঙ্গেও তার বন্ধুত্ব কম নয়। সে বন্ধুত্ব অনেক সময়ই স্বামীর পক্ষে এতটা বিরক্তির কারণ হয়ে ওঠে যে সে বিরক্তি চাকর বাকরদেরও নজরে পড়ে। এই হচ্ছে সেই তৃতীয় ব্যক্তি যে দুর্ঘটনার সময় পরিবারের একজন ছিল। এই প্রাচীন বাড়ির অন্য অধিবাসীদের মধ্যে শুধুমাত্র ভদ্র, শ্রদ্ধেয় ও কর্মক্ষম এমেস এবং মহিলাটির গৃহস্থালীর সহকারিণী হাসিখুশি আমুদে স্বভাবের মিসেস এলেনের উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে। ৬ই জানুয়ারি রাতের ঘটনাবলীর সঙ্গে বাড়ির অপর ছ'জন ভৃত্যের কোন সম্পর্ক নেই।

সাসেক্স পুলিশের সার্জেন্ট উইলসন স্থানীয় থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার। তার কাছে প্রথম বিপদ-সংকেত পৌঁছে এগারোটা পঁয়তাল্লিশে। মিঃ সেসিল বার্কার অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে থানায় পৌঁছে তীব্রভাবে ঘণ্টা বাজাতে থাকে। জমিদার-বাড়িতে একটা ভয়ংকর দুর্ঘটনা ঘটেছে এবং মিঃ জন ডগলাস খুন হয়েছে। রুদ্ধশ্বাসে এই কথাই সে জানায়। সঙ্গে সঙ্গেই সে দ্রুত বাড়ি ফিরে যায়। কয়েক মিনিট পরেই পুলিশ-সার্জেন্ট সেখানে হাজির হয়। একটা ভয়ংকর কিছু ঘটতে যাচ্ছে এই বলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করবার ত্বরিৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করবার পর বারোটার কিছু পরেই সে ঘটনাস্থলে পৌঁছয়।

জমিদার-বাড়িতে পৌঁছে সার্জেন্ট দেখে যে টানা সেতুটা নামানো আছে, জানালায় আলো জ্বলছে, আর সারা বাড়ি গোলমালে ও আতংকে থমথম করছে। সাদা-মুখ চাকরগুলো হল-ঘরে জড়সড় হয়ে আছে, আর ভীত খানাসামাটি দরজায় দাঁড়িয়ে হাত মোচড়াচ্ছে। একমাত্র সেসিল বার্কারই আত্মস্থ ও সংযত আছে। প্রবেশ-পথের নিকটতম দরজাটা খুলে দিয়ে সেই সার্জেন্টকে ইঙ্গিত করে তাকে অনুসরণ করতে। সেই-মুহূর্তে এলেন ডাঃ উডগ্রাম, তৎপর ও দক্ষ চিকিৎসক। তিনজন একসঙ্গে সেই ঘরে ঢুকল। আতংকগ্রস্ত খানসামাও তাদের পিছন পিছন ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল যাতে চাকরাণীরা সেই ভয়ংকর দৃশ্য দেখতে না পায়।

হাত-পা ছড়িয়ে দিয়ে নিহত লোকটি ঘরের মাঝখানে চিৎ হয়ে পড়ে আছে। একটিমাত্র গোলাপী রঙের ড্রেসিং-গাউনে

www.boiRboi.net

তার রাত্রিকালীন পোশাক আবৃত ছিল। খালি পায়ে ছিল চটি। তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে ডাক্তার টেবিল থেকে হাত-বাতিটা নামিয়ে নিল। তাকে পলকমাত্র দেখেই সে বুঝতে পারল যে তার আর কোন প্রয়োজন নেই। লোকটিকে সাংঘাতিকভাবে আঘাত করা হয়েছে। তার বুকের উপর একটা অদ্ভুত অস্ত্র পড়ে ছিল,—এমন একটা বন্দুক যার নলটা ঘোড়ার সামনে ফুটখানেক করাত দিয়ে চেরা। পরিষ্কার বোঝা যায় খুব কাছে থেকে মুখের উপর গুলি করা হয়েছিল ; ফলে তার মাথাটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। বন্দুকের ঘোড়াগুলোকে তার দিয়ে একসঙ্গে বাঁধা হয়েছে যাতে সবগুলো গুলি একসঙ্গে ছুটে গিয়ে আঘাতকে আরও মারাত্মক করে তুলতে পারে।

এত বড় প্রচণ্ড একটা দায়িত্ব সহসা ঘাড়ে এসে পড়ায় স্থানীয় পুলিশ কর্মচারিটি খুবই বিচলিত ও বিব্রত হয়ে পড়ল।

সভয়ে সেই ভয়ংকর মাথাটার দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় সে বলল, 'উর্ধ্বতন কর্তারা না আসা পর্যন্ত আমরা কিছুই স্পর্শ করব না।'

সেসিল বার্কার বলল, 'আমি বলছি, এখনও পর্যন্ত কিছুই স্পর্শ করা হয় নি। আমি যেমনটি দেখেছিলাম, আপনিও ঠিক তেমনটি দেখছেন।'

'সেটা কখন ?' সার্জেন্ট তার নোট-বই বের করল।

'ঠিক সাড়ে এগারোটা। তখনও পোশাক ছাড়ি নি। আমার শোবার ঘরে আগুনের পাশে বসেছিলাম, এমন সময় শব্দটা শুনলাম। খুব জোর শব্দ নয়—কেমন যেন চাপা। ছুটে নীচে গেলাম। ঘরে পৌঁছুতে ত্রিশ সেকেণ্ডও লেগেছে বলে মনে হয় না।'

'দরজা কি খোলাই ছিল ?'

'হ্যাঁ, খোলা ছিল। বেচারি ডগলাসকে যেমন দেখছেন এইভাবেই শুয়ে ছিল। টেবিলের উপর মোমবাতিটা জ্বলছিল। কয়েক মিনিট পরে আলোটা আমিই জেলেছিলাম।'

'আর কাউকে দেখেন নি ?'

'না। আমার পিছনেই মিসেস ডগলাসের সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসার শব্দ শুনে আমি ছুটে বাইরে গিয়ে তাকে আটকাই, যাতে এই ভয়ংকর দৃশ্য দেখতে না পান। গৃহকর্ত্রী মিসেস এলেন এসে তাকে নিয়ে যায়। ততক্ষণে এমেস এসে পৌঁছুলে আমরা দৌড়ে এ ঘরে ফিরে আসি।'

'কিন্তু আমি তো নিশ্চিতভাবে শুনেছি যে সারারাত টানা সেতুটা তোলা থাকে।'

'ঠিক। আমি না নামানো পর্যন্ত সেটা তোলাই ছিল।'

'তাহলে হত্যাকারী পালাবে কেমন করে ? সে প্রশ্নই তো ওঠে না। মিঃ ডগলাসই নিজেকে গুলি করেছেন।'

'প্রথমে আমাদেরও তাই ধারণা হয়েছিল। কিন্তু দেখুন।' বার্কার পর্দাটা সরিয়ে দেখাল, হীরকাকৃতি লম্বা জানালাটা আগাগোড়া খোলা। 'আর এটাও দেখুন।' সে অনেকটা নীচু হয়ে দেখাল, কাঠের গোবরাটের উপর একটা জুতোর তলায় রক্তাক্ত ছাপ পড়েছে। 'বাইরে যাবার সময় কেউ এখানে দাঁড়িয়ে ছিল।'

'আপনি বলতে চান কেউ পরিখা পেরিয়ে চলে গেছে ?'

'ঠিক তাই।'

'তাহলে—আপনি যদি খুনের আধ মিনিটের মধ্যেই ঘরে ঢুকে থাকেন, তাহলে সেইমুহূর্তে সে নিশ্চয় জলের মধ্যেই ছিল।'

'সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমি যদি তখন জানালার কাছে ছুটে যেতাম! কিন্তু দেখতেই তো পাচ্ছেন, ওটা পর্দা দিয়ে ঢাকা, তাই ওকথাটা আমার মনেই আসে নি। তারপরই মিসেস ডগলাসের পায়ের শব্দ শুনতে পাই এবং তাকে ঘরে ঢুকতে বাধা দেই। এ ভয়ংকর দৃশ্য তিনি সহ্য করতে পারতেন না।'

'খুবই ভয়ংকর!' বিচূর্ণিত মাথাটা ও তার চারপাশের ভয়ংকর দাগগুলোর দিকে তাকিয়ে ডাক্তার বললেন। বার্লস্টোন রেলওয়ে দুর্ঘটনার পরে এরকম ভীষণ আঘাত আমি আর কখনও দেখি নি।'

পুলিশ সার্জেন্টের ধীরগতি গ্রাম্য বুদ্ধি তখনও খোলা জানালার কথাই ভাবছিল। এবার সে বলে উঠল, 'সাঁতরে পরিখা পার হয়ে লোকটি পালিয়েছে আপনার এ-কথা না হয় মানলাম,—কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, সেতুটা যখন তোলাই ছিল তাহলে সে বাড়িতে ঢুকল কেমন করে ?'

'আহা, সেটাই তো প্রশ্ন,' বার্কার বলল।

'কখন ওটা তোলা হয়েছিল ?'

'প্রায় ছ'টার সময়,' খানসামা এমেস জবাব দিল।

সার্জেন্ট বলল, 'শুনেছি সাধারণত সূর্যাস্তের সময়ই ওটা তোলা হয়ে থাকে। বৎসরের এই সময়ে সেটা তো ছ'টা না হয়ে সাড়ে চারটার কাছাকাছি হবার কথা।'

এমেস বলল, 'মিসেস ডগলাসের কয়েকজন অতিথি চা খেতে এসেছিলেন। তাই তারা চলে না যাওয়া পর্যন্ত ওটা তুলতে পারি নি। তারপর আমি নিজে শিকলটা গুটিয়েছিলাম।'

সার্জেন্ট বলল, 'তাহলে ব্যাপারটা এই রকম দাঁড়াচ্ছে। বাইরে থেকে যদি কেউ এসে থাকে—যদি তারা এসে থাকে—তারা ছ'টার আগেই সেতু পার হয়ে ভিতরে ঢুকেছিল এবং এগারোটার পরে মিঃ ডগলাস ঘরে ঢোকা পর্যন্ত কোথাও লুকিয়ে ছিল।'

'ঠিক তাই। মিঃ ডগলাস রোজ রাতে শেষবারের মত

বাড়ির চারদিক ঘুরে দেখতেন সব ঠিক আছে কি না। সেই সময়ই তিনি এ ঘরে এসেছিলেন। লোকটি অপেক্ষাতেই ছিল। সুযোগমত গুলি করে বন্দুকটা ফেলে জানালা দিয়ে পালিয়ে যায়। আমি তো এইরকমই বুঝেছি—কারণ অন্য কোনভাবে ঘটনার ব্যাখ্যা হয় না।'

মৃত ব্যক্তির পাশে মেঝেতে একটা কার্ড পড়ে ছিল। সার্জেন্ট সেটা তুলে নিল। কার্ডের উপর আদ্য অক্ষর V. V. এবং তার নীচে ৩৪১ সংখ্যাটা কালি দিয়ে লেখা।

সেটা তুলে ধরে সে প্রশ্ন করল, 'এটা কি ?'

বার্কার সকৌতূহলে সেটার দিকে তাকাল।

বলল, 'এটা তো আগে আমার চোখে পড়ে নি! নিশ্চয় খুনী ফেলে গেছে।'

'ভি. ভি. ৩৪১। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!'

'ভি. ভি. কি? হয়তো কারও নামের আদ্য অক্ষর। ডাঃ উড, ওখানে কি পেলেন ?'

অগ্নিকুণ্ডের সামনে কম্বলের উপর একটা প্রমাণ সাইজের হাতুড়ি পড়ে ছিল—সাধারণত যে ধরনের হাতুড়ি মজুররা ব্যবহার করে থাকে। ম্যান্টেলপিসের উপর রাখা পিতলের মাথাওয়ালা পেরেকের একটা বাক্সের প্রতি সেসিল বার্কার সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

বলল, 'মিঃ ডগলাস গতকাল ছবিগুলি নতুন করে ঝোলাচ্ছিলেন। আমি নিজে তাকে দেখেছি চেয়ারের উপরে দাঁড়িয়ে এই বড় ছবিটা লাগাতে। সেই জন্যই হাতুড়িটা আনা হয়েছিল।'

বিব্রতভাবে বিচলিত মাথাটা চুলকোতে চুলকোতে সার্জেন্ট বলল, 'কম্বলের উপরে যেখানে ওটা ছিল সেইখানেই রেখে দেওয়া ভাল। এ রহস্যের তলদেশে পৌঁছতে পুলিশ বাহিনীর সেরা সব মস্তিষ্কের প্রয়োজন হবে। লণ্ডনের হাত না পড়লে এ ব্যাপার শেষ হবে না।' হাত-বাতিটা তুলে নিয়ে সে ধীরে ধীরে ঘরের চারদিকে হাঁটতে লাগল। জানালার পর্দাটা একদিকে সরিয়ে হঠাৎ সে উত্তেজিতভাবে চীৎকার করে উঠলো, 'হ্যালো! এসব পর্দা কখন নামানো হয়েছিল ?'

খানসামা বলল, 'যখন আলো জ্বালা হয়েছিল। চারটের কিছু পরেই।'

'নিশ্চয় এখানে কেউ লুকিয়েছিল।' সে আলোটা নীচু করে ধরতেই এক কোণে কাদা-মাখা জুতোর ছাপ স্পষ্ট চোখে পড়ল। 'মিঃ বার্কার, আমি বলতে বাধ্য যে এর দ্বারা আমার অভিমতই সমর্থিত হচ্ছে। মনে হচ্ছে চারটের পরে যখন পর্দা নামানো হয় এবং ছটার আগে যখন সেতুটা তোলা হয় সেই সময়ে লোকটি বাড়িতে ঢুকেছিল। এই ঘরটাই তার প্রথমে নজরে পড়ে, তাই এই ঘরেই সে ঢুকে পড়ে। লুকোবার মত আর কোন জায়গা না পেয়ে সে এই পর্দার আড়ালে আত্মগোপন করে। এ তো বেশ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। সম্ভবত তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাড়িতে চুরি করা, কিন্তু মিঃ ডগলাস হঠাৎ তার সামনে এসে পড়ায় তাকে খুন করে পালিয়ে যায়।'

বার্কার বলল, 'আমি তো তাই মনে করি। কিন্তু আমি বলি কি, আমরা কি মূল্যবান সময় বৃথা নষ্ট করছি না? লোকটি পালাবার আগেই আমাদের বাইরে গিয়ে সর্বত্র খোঁজ করা দরকার নয় কি ?'

সার্জেন্ট একমুহূর্ত ভাবল।

'সকাল ছ'টার আগে কোন ট্রেন নেই, কাজেই রেলপথে সে পালাতে পারবে না। সম্পূর্ণ ভিজে পা নিয়ে যদি সে রাস্তায় নামে তাহলে অনেকেই তাকে লক্ষ্য করবে। যাই হোক, আর কেউ না আসা পর্যন্ত আমি এ স্থান ত্যাগ করতে পারি না। কিন্তু আমি মনে করি সব ব্যাপারটা খোলাখুলি না বোঝা পর্যন্ত আপনাদের কারোর এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত নয়!'

ডাক্তার বাতিটা নিয়ে মৃতদেহটা ভাল করে দেখছিল। সে প্রশ্ন করল, 'এ চিহ্নটা কিসের? খুনের সঙ্গে এর কি কোন সম্পর্ক থাকতে পারে ?'

মৃত ব্যক্তির ডান হাতটা ড্রেসিং-গাউন থেকে বের করা অবস্থায় কনুই পর্যন্ত সম্পূর্ণ খোলা ছিল। হাতের মাঝামাঝি জায়গায় বাদামী রঙের একটা আশ্চর্য নক্সা আঁকা রয়েছে—একটি বৃত্তের মাঝখানে একটি ত্রিভুজ। চর্বি-রঙের চামড়ার উপরে নক্সাটা খুবই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

চশমার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে ডাক্তার বলল, 'এটা তো উল্কি নয়। এরকম কিছু আমি কখনও দেখি নি। গরু-ছাগলকে যেমন ছাপ দেওয়া হয়, একেও তেমনি কোন এক সময়ে ছাপ দেওয়া হয়েছিল। এর অর্থ কি ?'

সেসিল বার্কার বলল, 'এর অর্থ আমিও জানি না। গত দশ বছরই ডগলাসের হাতে এই 'চিহ্নটা' আমি দেখেছি।'

খানসামা বলল, 'আমিও দেখেছি। কর্তা যখনই জামার আস্তিন গুটাতেন তখনই ঐ চিহ্নটা আমি দেখেছি। অনেক সময় অবাক হয়ে ভেবেছি এটা কি হতে পারে।'

সার্জেন্ট বলল, 'যাই হোক, খুনের সঙ্গে তাহলে ওটার কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু ব্যাপারটা বড়ই অদ্ভুত। এ কেসের সব কিছুই অদ্ভুত। আরে, আবার কি হল ?'

খানসামা সবিস্ময়ে চীৎকার করে মৃত ব্যক্তির ছড়ানো হাতের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

ঢোক গিলে বলল, 'ওরা বিয়ের আংটিটা নিয়ে গেছে।'

'কি ?'

'সত্যি। কর্তা সব সময়ই বাঁ হাতের কণিষ্ঠায় সোনার বিয়ের আংটিটা পরে থাকতেন। তার ঠিক উপরে থাকত

সোনার পিণ্ড বসানো আংটিটা, আর কুণ্ডলী পাকানো সাপের মত আংটিটা থাকত তৃতীয় আঙুলে। দুটো আংটিই আঙুলে রয়েছে, কিন্তু বিয়ের আংটিটা উধাও।'

বার্কার বলল, 'ও ঠিকই বলছে।'

সার্জেন্ট বলল, 'তুমি কি বলতে চাও বিয়ের আংটিটা অন্য আংটির নীচে ছিল?'

'সব সময়ই থাকত।'

'তাহলে খুনী অথবা অন্য যেই হোক, প্রথমে পিণ্ড বসানো আংটিটা খুলে তারপর বিয়ের আংটিটা খুলেছে এবং পিণ্ড-বসানো আংটিটা পরে আবার পরিয়ে দিয়েছে?'

'তাই হবে।'

উপযুক্ত গ্রাম্য পুলিশটি মাথা নাড়ল।

সে বলল, 'মনে হচ্ছে লণ্ডন থেকে এসে যত তাড়াতাড়ি কেসটা হাতে নেয় ততই মঙ্গল। হোয়াইট ম্যাসন চালাক লোক। স্থানীয় যেকোন ব্যাপারে হাত দিতে সে কখনও পিছ-পা হয় নি। অনতিবিলম্বেই সে আমাদের সাহায্য করতে এখানে হাজির হবে। কিন্তু আমি মনে করি কোন কিছু করবার আগে লণ্ডনে খবর পাঠাতে হবে। মোট কথা, একথা স্বীকার করতে আমার কোন লজ্জা নেই যে আমাদের মত লোকের পক্ষে ব্যাপারটা একটু গোলমেলে।'

৪ঃ অন্ধকার

www.boiRboi.net

বার্লস্টোনের সার্জেন্ট উইলসনের জরুরি ডাক পেয়ে সাসেক্সের প্রধান গোয়েন্দা যখন সকাল তিনটেয় একটা এক-ঘোড়ার গাড়ি চেপে হেডকোয়ার্টার থেকে এসে পৌঁছল ঘোড়াটা তখন রুদ্ধশ্বাসে হাঁপাচ্ছে। সকাল পাঁচটা চল্লিশের ট্রেনে সে স্কটল্যাণ্ডইয়ার্ডে খবর পাঠিয়েছিল, আর আমাদের অভ্যর্থনা করবার জন্য বারোটার সময় বার্লস্টোন স্টেশনে হাজির ছিল। মিঃ হোয়াইট ম্যাসন শান্তশিষ্ট আয়েসী ধরনের লোক; পরনে একটা ঢিলে টুইডের স্যুট, পরিষ্কার-কামানো লালচে মুখ, বলিষ্ঠ গড়ন, পাটি-জড়ানো মোটা পা। দেখতে অনেকটা ছোটখাট জোতদারের মত, বা অবসরপ্রাপ্ত শিকার-রক্ষকের মত, অথবা একজন পদস্থ পুলিশ অফিসার ছাড়া অন্য যে কারও মত।

সে বার বার বলতে লাগল, 'সত্যি একটা ভয়ংকর কাণ্ড মিঃ ম্যাকডোনাল্ড। খবর পেলেই খবরের কাগজের লোকেরা এসে মাছির মত ঘিরে ধরবে। আমি আশা করছি তারা এসে নাক গলিয়ে সূত্র-টুত্রগুলো গুলিয়ে ফেলবার আগেই আমাদের কাজ শেষ করে ফেলব। এরকম আর কোন ঘটনা তো আমার স্মরণে আসছে না। মিঃ হোমস অবশ্য কিছু কিছু বুঝতে পারবেন। ডাঃ ওয়াটসন, আপনিও পারবেন, কারণ কাজ শেষ করবার আগে ডাক্তারদের কথাও শুনতে হবে বৈকি। ওয়েস্টভিল আর্মস-এ আপনাদের ঘর ঠিক করা আছে। এছাড়া আর কোন ব্যবস্থাই এখানে নেই। তবে শুনেছি ওটাও ভাল এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। এই লোকটা আপনাদের জিনিস-পত্র নিয়ে যাবে। আপনারা এদিকে আসুন।'

সাসেক্সের এই গোয়েন্দাপ্রবর খুব ব্যস্তসমস্ত ভদ্রলোক। দশ মিনিটের মধ্যে আমাদের থাকবার বন্দোবস্ত হয়ে গেল। আরও দশ মিনিটের মধ্যেই সরাইখানার বসবার ঘরে বসে পূর্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনাগুলি আমাদের জানিয়ে দেওয়া হল। ম্যাকডোনাল্ড মাঝে মাঝে নোট নিল। হোমস চুপচাপ বসে রইল। একজন উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী যেভাবে একটি বিরল ও মূল্যবান ফুলকে পর্যবেক্ষণ করে তার চোখে-মুখেও সেই বিস্ময় ও সশ্রদ্ধ প্রশংসা ফুটে উঠল।

কাহিনী শেষ হলে সে বলল, 'অসাধারণ! খুব অসাধারণ! এর চাইতে অদ্ভুত লক্ষণযুক্ত কোন ঘটনাই আমি মনে করতে পারছি না।'

হোয়াইট ম্যাসন সানন্দে বলে উঠল, 'মিঃ হোমস, আমি জানতাম আপনি এই কথাই বলবেন। সাসেক্সে আমরা তিলমাত্র বিলম্ব করি নি। আজ সকাল তিনটে থেকে চারটের মধ্যে সার্জেন্ট উইলসনের কাছ থেকে কেসটা বুঝে নেবার সময় পর্যন্ত কি কি ঘটেছিল সবই আপনাকে বলেছি। অবশ্য এতটা তাড়াহুড়া করবার দরকার ছিল না, কারণ ঠিক সেই-মুহূর্তে আমাদের কিছুই করবার ছিল না। সার্জেন্ট উইল-সনই সব ঘটনা সংগ্রহ করেছিলেন। আমি সেগুলি মিলিয়ে দেখেছি, তা নিয়ে ভেবেছি এবং হয় তো দু' একটা যোগও করেছি।

হোমস সাগ্রহে প্রশ্ন করল, 'কি কি করেছেন?'

'মানে, প্রথমেই হাতুড়িটা পরীক্ষা করেছি। ডাঃ উডও আমাকে সাহায্য করেছেন। তাতে কোন আঘাতের চিহ্নই দেখতে পাই নি। আমি আশা করেছিলাম, মিঃ ডগলাস যদি হাতুড়িটা দিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে থাকেন তাহলে ওটাকে মাদুরের উপর ফেলে দেবার আগে তিনি নিশ্চয়ই ওটা দিয়ে খুনীকে আঘাত করেছেন। কিন্তু ওতে কোন দাগ লেগে নেই।'

ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড বলল, 'তাতে অবশ্য কিছুই প্রমাণ হয় না। হাতুড়ির আঘাতে অনেক খুনের ক্ষেত্রেই দেখা গেছে হাতুড়িতে কোন দাগ নেই।'

'ঠিক। এতে প্রমাণ হয় না যে হাতুড়ি ব্যবহার করা হয় নি। কিন্তু হাতুড়িতে দাগ থাকতেও পারত এবং তাহলে আমাদের সুবিধা হত। যাহোক, বাস্তবক্ষেত্রে কোন দাগ ছিল না। তারপর বন্দুকটা পরীক্ষা করলাম। তাতে ছিল ছররা গুলি এবং সার্জেন্ট উইলসনই বলেছেন যে সব-ক'টা ঘোড়া তার দিয়ে একসঙ্গে বাঁধা ছিল যাতে শেষের ঘোড়াটা টানলেই

দুটো নল থেকেই গুলি ছোটে। এ ব্যবস্থা যার মাথায়ই আসুক সে স্থির করেই নিয়েছিল যে গুলি ফস্কাবার কোন ঝুঁকিই সে নেবে না। করাত-কাটা বন্দুকটা দু'ফুটের বেশী লম্বা নয়; অনায়াসেই সেটাকে কোটের নীচে লুকিয়ে আনা যায়। বন্দুক-প্রস্তুতকারকের পুরো নামটাও পাওয়া যায় নি; দুটো নলের মাঝখানে "পি-ই-এন" অক্ষর তিনটি ছাপা আছে, নামের বাকি অংশটা করাত দিয়ে কেটে ফেলা হয়েছে।"

হোমস প্রশ্ন করল, 'একটা বড় "পি", মাথায় আঁকড়ি দেওয়া—"ই" এবং "এন" অপেক্ষাকৃত ছোট?'

'ঠিক তাই।'

'পেনসিলভেনিয়া স্মল আর্ম কোম্পানি—বিখ্যাত আমেরিকান প্রতিষ্ঠান' হোমস বলল।

হোয়াইট ম্যাসন হাঁ করে আমার বন্ধুর দিকে তাকাল,—হার্লে স্ট্রীটের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এক কথায় কোন জটিল সমস্যার মীমাংসা করে দিলে ক্ষুদে গ্রাম্য ডাক্তার যেমনভাবে তার দিকে তাকায় ঠিক তেমনিভাবে।

'এটা আমাদের খুব কাজে লাগবে মিঃ হোমস। আপনি ঠিক ধরেছেন। আশ্চর্য—আশ্চর্য! পৃথিবীর সব বন্দুক-প্রস্তুতকারীর নাম কি আপনি মুখস্ত করে রেখেছেন নাকি?'

হোমস হাত নেড়ে ব্যাপারটা থামিয়ে দিতে চাইল।

হোয়াইট ম্যাসন কিন্তু বলেই চলল, 'এটা যে আমেরিকান শট-গান সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মনে হচ্ছে কোথায় যেন পড়েছি। আমেরিকার কোন কোন অঞ্চলে এইভাবে বন্দুকের নল কেটে ব্যবহার করা হয়। বন্দুকের উপরের নামটা ছাড়া বাকি কথাগুলো আমার মনেও এসেছিল। তাহলে একটা প্রমাণ পাওয়া গেল, যে লোকটা বাড়িতে ঢুকে গৃহকর্তাকে খুন করেছে সে একজন আমেরিকান।'

ম্যাকডোনাল্ড মাথা নাড়ল। বলল, 'আপনি বড় বেশী ছুটছেন। এ বাড়িতে কোন অপরিচিত লোক যে ঢুকেছিল তার কোন প্রমাণই তো এখনও পাওয়া যায় নি।'

'কেন? খোলা জানালা, গোবরাটে রক্তের দাগ, অদ্ভুত একটা কার্ড, এক কোণে জুতোর ছাপ, বন্দুক।'

'সবই তো সাজানো ব্যাপার হতে পারে। মিঃ ডগলাস স্বয়ং একজন আমেরিকান, অন্তত দীর্ঘকাল আমেরিকায় ছিলেন। মিঃ বার্কারও তাই। মার্কিন ধরনের কাজ-কর্মের জন্য বাইরে থেকে একজন আমেরিকান আমদানী করার তো কোন প্রয়োজন দেখি না।'

'খানসামা এমেস—'

'তার সম্পর্কে কি বলতে চান? সে কি বিশ্বাসযোগ্য?'

'স্যার চার্লস চ্যাণ্ডোসের সঙ্গে দশ বছর ছিল—পাথরের মত খাঁটি। পাঁচ বছর আগে জমিদার-বাড়ি নেবার পর থেকেই সে ডগলাসের সঙ্গে আছে। এ ধরনের বন্দুক এ বাড়িতে সে কোনদিন দেখে নি।'

'বন্দুকটা লুকনো ছিল। তার জন্যই নল কেটে ফেলা হয়েছিল। যাতে যেকোন বাক্সে ধরে যায়। কেমন করে সে শপথ করে বলবে যে এ বাড়িতে ওরকম বন্দুক ছিল না?'

'অন্তত সে কখনও দেখে নি।'

ম্যাকডোনাল্ড তার স্কচ মাথাটাকে তথাপি নাড়তে লাগল। বলল, 'তবু আমি মানতে পারি না যে এ বাড়িতে কেউ ঢুকেছিল। যদি ধরে নেওয়া যায় যে বন্দুকটা আগে থেকেই এ বাড়িতে আনা হয়েছিল এবং এই সব বিচিত্র ঘটনা বাইরের একটি লোক এসে করেছে তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়ায় ভাল করে চিন্তা করে দেখুন। আরে বাবা, এটা একেবারেই অভাবনীয়। সাধারণ বুদ্ধির অতীত। মিঃ হোমস, আপনি তো সবই শুনেছেন, আপনার অভিমতটাই বলুন।'

হোমস বিচারকের ভঙ্গীতে বলল, 'বেশ, মিঃ ম্যাক, আপনার বক্তব্যই আগে বলুন।'

'যদি ধরেই নেওয়া যায় যে এরকম কেউ আছে তাহলেও সে চোর নয়। আংটি আর কার্ড থেকে মনে হয় কোন ব্যক্তিগত কারণে পূর্বপরিকল্পনা অনুসারে হত্যা করা হয়েছে। ভাল কথা। একটি লোক খুনের সুচিন্তিত উদ্দেশ্য নিয়েই বাড়িতে ঢুকল। আর কিছু না জানলেও এটা সে জানে যে বাড়িটা চারদিকে জলবেষ্টিত হওয়ায় তার পক্ষে পালিয়ে যাওয়া খুব শক্ত। কি অস্ত্র সে বেছে নেবে? নিশ্চয় বলবেন, পৃথিবীর সবচাইতে নিঃশব্দ অস্ত্র। তাহলে সে আশা করতে পারে যে কাজ শেষ করে জানালা দিয়ে দ্রুত চলে গিয়ে পরিখা পার হয়ে ধীরেসুস্থে পালাতে পারবে। এটা বুঝতে পারি। কিন্তু এটা কি সহজবোধ্য যে সে এমন একটা অস্ত্র বেছে নেবে যাতে সবচেয়ে বেশী শব্দ হয়, যার ফলে বাড়ির সব মানুষ অতি দ্রুত ছুটে সেখানে গিয়ে হাজির হতে পারে এবং এই সম্ভাবনাই যেখানে সর্বাধিক যে পরিখা পার হবার আগেই সে সকলের দৃষ্টিগোচর হয়ে পড়বে? এটা কি বিশ্বাসযোগ্য কথা মিঃ হোমস?'

আমার বন্ধু চিন্তিতভাবে জবাব দিল, 'আপনার বক্তব্য বেশ জোরালো ভাবেই তুলে ধরেছেন। মিঃ হোয়াইট ম্যাসন, লোকটি পরিখার জল পার হয়ে গিয়ে থাকলে পরিখার অপর পারে সেরকম কোন চিহ্ন আছে কি না দেখবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে আপনি অপর পারটি পরীক্ষা করে দেখেছিলেন কি না এ প্রশ্ন আপনাকে করতে পারি কি?'

'কোন চিহ্ন ছিল না মিঃ হোমস। কিন্তু পরিখা পাথরে বাঁধানো, কাজেই কোন চিহ্ন থাকবে আশাও করা যায় না।'

'কোন পায়ের দাগ বা চিহ্ন?'

'কিছু না।'

'আচ্ছা! মিঃ হোয়াইট ম্যাসন, এখনই আমরা যদি সে বাড়িতে যাই, কোন আপত্তি হবে কি? হয় তো সেখানে এমন কিছু পেয়ে যেতে পারি যাতে কোন হদিস মিলতে পারে।'

'এ প্রস্তাব আমিই করতে যাচ্ছিলাম মিঃ হোমস। তবে আমি মনে করলাম যে সেখানে যাবার আগে সব আপনাকে জানানো দরকার। আমি মনে করি, যদি কিছু আপনার নজরে পড়ে—' হোয়াইট ম্যাসন সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে সৌখীন লোকটির দিকে তাকাল।

ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড বলে উঠল, 'এর আগেও মিঃ হোমসের সঙ্গে আমি কাজ করেছি। তিনি খেলতে জানেন।'

হোমস হেসে বলল, 'অন্তত আমি যাকে খেলা মনে করি। কোন কেস আমি হাতে নিই ন্যায়ের লক্ষ্যে পৌঁছতে এবং পুলিশের কাজে সাহায্য করতে। যদি কখনও সরকারী বাহিনী থেকে নিজেকে আলাদা করে থাকি, তাহলে তার কারণ তারাই আমার কাছ থেকে নিজেদের আলাদা করে নিয়েছে। তাদের কাঁধে বন্দুক রেখে শিকারের বাসনা আমার কোনদিনই নেই। মিঃ হোয়াইট ম্যাসন, সেই সঙ্গে এও জানবেন যে আমার নিজের মত করে কাজ করবার এবং আমার সময় মত ফলাফল—সম্পূর্ণ ফল, ভাগে ভাগে নয়—জানবার অধিকার আমি সব সময় দাবী করে থাকি।'

হোয়াইট ম্যাসন সাদরে বলল, 'আমি জানি আপনার উপস্থিতিতে আমরা সম্মানিত। যা কিছু আমরা জানি সব আপনাকে দেখাব। আসুন ডাঃ ওয়াটসন। আশা করি সময়মত আমরাও আপনার বইতে একটু স্থান পাব।'

পরিপাটি গ্রাম্য পথ ধরে হাঁটতে লাগলাম। পথের দু'ধারে ছেঁটে-দেওয়া দেবদারু গাছের সারি। অদূরেই দুটো প্রাচীন পাথরের স্তম্ভ কালের ছোঁয়ায় মলিন, শ্যাওলায় ঢাকা। তাদের মাথায় দুটো বিকৃত বস্তু—একসময়ে হয়ত বার্লস্টোনের কাপ্‌স-অরণ্যের লক্ষনোন্মুখ দুটো সিংহই ছিল। চারদিকে এমন তৃণাচ্ছাদিত ভূমি ও ওক গাছের সারি যা শুধু ইংলণ্ডের পল্লী অঞ্চলেই দেখতে পাওয়া যায়। তার ভিতর দিয়ে আঁকাবাঁকা পথ ধরে কিছুটা হেঁটে হঠাৎ একটা বাঁক নিতেই আমাদের সামনে দেখা দিল যকৃৎ-রঙের ইটে-গড়া লম্বা নীচু জ্যাকোবীয় বাড়িটা—তার দুই পাশে ছাঁটা দেবদারু গাছের পুরনো ধরনের বাগান। আর একটু অগ্রসর হতেই দেখা দিল কাঠের টানা সেতু আর সুদৃশ্য চওড়া পরিখা। শীতকালের রৌদ্র পরিখার শান্ত জল গলানো রূপোর মত ঝক্‌ঝক্ করছে। এই প্রাচীন জমিদার-বাড়ি তৈরী হবার পর তিনটি শতাব্দী পার হয়ে গেছে, কত জন্ম ও ঘরে-ফেরা কত পল্লী-নৃত্য ও শৃগাল শিকারীদের জমায়েত। কী আশ্চর্য যে বাড়িটার এই বৃদ্ধ বয়সে এর দেওয়ালে দেওয়ালে এমন একটা ভীষণ ঘটনার ছায়া পড়েছে। অথচ ঐ শিখরসদৃশ বিচিত্র ছাদ আর ঝুলেপড়া ত্রিকোণ অলংকরণ বুঝি এই ভীষণ ভয়ংকর ষড়যন্ত্রেরই উপযুক্ত আবরণ। বাড়িটার বড় বড় জানালার সারি আর ফিকে রঙের টানা সম্মুখ ভাগটা দেখতে দেখতে আমার মনে হল, এরূপ শোকাবহ ঘটনার এর চাইতে উপযুক্ত পটভূমি আর কিছু হতে পারে না।

হোয়াইট ম্যাসন বলল, ঐ সেই জানালা,—টানা সেতুর ঠিক ডান দিকে। গত রাতের মত আজও ওটা খোলাই আছে।'

'একটা লোকের যাবার পক্ষেও তো ওটা বেশ সরু মনে হচ্ছে।'

'আর যাই হোক, লোকটা মোটা ছিল না। মিঃ হোমস, আপনার অনুমানের সাহায্য ছাড়াই একথা আমরা বলতে পারি। কিন্তু আপনি বা আমি ঠিকই চলে যেতে পারব।'

হোমস পরিখার কিনারা পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে সামনে তাকাল। তারপর পাথর বাঁধানো ধার ও তার পাশের ঘাসের সীমানা পরীক্ষা করে দেখল।

হোয়াইট ম্যাসন বলল, 'আমি ভাল করেই দেখেছি মিঃ হোমস, ওখানে কিছুই নেই; কোন মানুষের নামবার চিহ্নও নেই। কিন্তু চিহ্ন সে রাখবেই বা কেন?'

'ঠিক। কেন রাখবে? জল কি সব সময়ই ঘোলা থাকে?'

'সাধারণত এই রকমই রং। নদীর স্রোতে কাদা আসে।'

'এটা কতটা গভীর?'

'প্রত্যেক দিকে দুফুটের মত, আর মাঝখানে তিন ফুট।'

'তাহলে এটা পার হতে লোকটার ডুবে যাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না।'

'না; একটা শিশুও এতে ডুবতে পারে না।'

টানা সেতুটা পার হলে একটা শুকনো পাকানো দড়ির মত লোক আমাদের ভিতরে নিয়ে গেল। সে খানসামা এমেস। বেচারি বুড়ো মানুষটা এই আঘাতে যেন সাদা হয়ে গেছে। তখনও কাঁপছে। লম্বা বিষণ্ণ গ্রাম্য সার্জেন্টটি তখন সেই দুর্ভাগা ঘরে পাহারা দিচ্ছে। ডাক্তার চলে গেছে।

হোয়াইট ম্যাসন জিজ্ঞাসা করল, 'কোন নতুন খবর আছে সার্জেন্ট উইলসন?'

'না স্যার।'

'তুমি এখন বাড়ি যেতে পার। অনেক কষ্ট করেছ। দরকার হলে তোমাকে ডেকে পাঠাব। খানসামাটি বরং বাইরে অপেক্ষা করুক। তাকে বলে যাও, সে যেন মিঃ বার্কার, মিসেস ডগলাস ও গৃহকর্ত্রীকে জানিয়ে দেয় যে শীঘ্রই আমরা তাদের সঙ্গে কথা বলব। এবার, ভদ্রমহোদয়গণ! প্রথমে আমার নিজের অভিমত আপনাদের শোনাচ্ছি, তারপর আপনারা নিজ নিজ মতামত গঠন করতে পারবেন।'

এই গ্রাম্য বিশেষজ্ঞটিকে আমার ভাল লাগল। ঘটনা সম্পর্কে তার জ্ঞান নির্ভরযোগ্য; তার সাধারণ বুদ্ধিও শান্ত

www.boiRboi.net

এবং স্পষ্ট। ফলে তার লাইনে সে ভালই অগ্রসর হতে পারবে। হোমস একাগ্র মনে তার কথা শুনছিল। সরকারী মুখপাত্রটির কথায় তার মুখে যে অধৈর্যভাব ফুটে ওঠে সেটা এর বেলায় দেখা যাচ্ছে না।

'ভদ্রমহোদয়গণ, আমাদের প্রথম প্রশ্ন—এটা আত্মহত্যা না খুন। কেমন তাই নয় কি? যদি আত্মহত্যা হয়ে থাকে তাহলে আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যে এই লোকটি শুরুতেই তার বিয়ের আংটিটা খুলে লুকিয়ে রাখে; তারপর ড্রেসিং গাউন পরে এখানে আসে, কোন লোক পর্দার ওপাশে অপেক্ষা করেছিল এই ধারণা সৃষ্টি করবার জন্য এক কোণে পা দিয়ে কাদা মাখিয়ে দেয়, জানালাটা খোলে, গোবরাটের উপর রক্ত মাখিয়ে—'

'এ সম্ভাবনাকে আমরা নিশ্চয় বাতিল করে দিতে পারি।' ম্যাকডোনাল্ড বলল।

'আমিও তাই মনে করি। আত্মহত্যার প্রশ্নই ওঠে না। তাহলে খুন করা হয়েছে। আমাদের স্থির করতে হবে, বাড়ির বাইরের অথবা ভিতরের কোন লোক সেকাজ করেছে।'

'আগে যুক্তিটা শোনা যাক।'

'দু দিকেই যথেষ্ট গোলমাল আছে, অথচ দুটোর একটা হতেই হবে। প্রথমে ধরে নিচ্ছি বাড়ির ভিতরকার কোন লোক বা একাধিক লোক কাজটা করেছে। এমন একটা সময়ে তারা লোকটিকে এখানে পেয়েছিল যখন সব কিছু চুপচাপ অথচ কেউ ঘুমোয় নি। তারপর পৃথিবীর সবচাইতে অদ্ভুত এবং সশব্দ অস্ত্র দিয়ে কাজটি সমাধা করল যেন ঘটনাটা সকলকে জানাবার জন্যই—অথচ ঐ অস্ত্রটা এ বাড়িতে কেউ কখনও দেখে নি। আরম্ভটা খুব সম্ভবপর বলে মনে হচ্ছে কি?'

'না, মনে হচ্ছে না।'

'আচ্ছা, তাহলে আমরা সকলেই একমত যে বিপদের সংকেত পাবার এক মিনিটের মধ্যেই বাড়ির সব লোক—শুধুমাত্র মিঃ সেসিল বার্কার নয়, যদিও তিনিই প্রথম এসেছিলেন বলে দাবী করেছেন, সেই সঙ্গে এমেস এবং অন্য সবাই—ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। আপনারা কি বলতে চান যে ওইটুকু সময়ের মধ্যে দোষী লোকটি এক কোণে পায়ের ছাপ রাখল, জানালাটা খুলল। গোবরাটে রক্তের দাগ লাগাল, মৃত ব্যক্তির আঙুল থেকে বিয়ের আংটিটা খুলে নিল, এবং আরও অনেক কিছু করল? এটা অসম্ভব!'

'হোমস বলল, 'আপনি খুব পরিষ্কারভাবে ব্যাপারটা বলেছেন। আমি আপনার সঙ্গে একমত।'

'দেখুন, তাহলে এই সিদ্ধান্তেই আমরা ফিরে যেতে বাধ্য যে বাইরের কোন লোক একাজ করেছে। এখানেও আমাদের অনেক বড় অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে, কিন্তু আর যাই হোক সেগুলো অসম্ভব নয়। এই লোকটি বাড়ির মধ্যে ঢুকেছিল চারটে ত্রিশ মিনিট থেকে ছ'টার মধ্যে—অর্থাৎ গোধূলি এবং সেতুটা তুলে নেবার সময়ের মধ্যে। কয়েকজন অতিথি এসেছিলেন বলে দরজাটা খোলাই ছিল, কাজেই তার ঢুকবার পথে কোন বাধা ছিল না। সে একজন সাধারণ চোর হতে পারে, অথবা মিঃ ডগলাসের বিরুদ্ধে তার কোন ব্যক্তিগত আক্রোশও থাকতে পারে। যেহেতু মিঃ ডগলাস তার জীবনের অধিকাংশ সময় আমেরিকায় কাটিয়েছেন, এবং যেহেতু এই বন্দুকটি আমেরিকান অস্ত্র বলেই মনে হয়, সেই হেতু ব্যক্তিগত আক্রোশ থাকার সম্ভাবনাই সমধিক। সে লুকিয়ে ঘরে ঢোকে, কারণ এই ঘরই সে প্রথম দেখতে পায়, এবং পর্দার আড়ালে লুকিয়ে থাকে। রাত এগারোটা পর্যন্ত সে সেখানেই লুকিয়ে থাকে। সেই সময় মিঃ ডগলাস ঘরে ঢোকেন। সাক্ষাৎকার খুব ক্ষণস্থায়ী হয়েছিল, অবশ্য যদি কোন সাক্ষাৎকার ঘটে থাকে, কারণ মিসেস ডগলাস বলেছেন যে তার স্বামী তার কাছ থেকে যাবার মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনি গুলির শব্দ শুনেছেন।'

'মোমবাতিটাও তাই বলে', হোমস বলল।

'ঠিক। নতুন মোমবাতিটার আধ ইঞ্চির বেশী পোড়ে নি। আক্রান্ত হবার আগেই তিনি মোমবাতিটা টেবিলের উপর রেখেছিলেন, অন্যথায় তার ভূপতিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মোমবাতিটাও পড়ে যেত। এর থেকে বোঝা যায় ঘরে ঢোকামাত্রই তিনি আক্রান্ত হন নি। মিঃ বার্কার যখন ঘরে ঢোকেন তখন বাতিটা জ্বালানো এবং মোমবাতিটা নেভানো ছিল।'

'এসবই বেশ পরিষ্কার।'

'আচ্ছা। এবার এর ভিত্তিতেই সব ব্যাপারটা আমরা নতুন করে গড়ে তুলতে পারি। মিঃ ডগলাস ঘরে ঢুকলেন। মোমবাতিটা রাখলেন। পর্দার আড়াল থেকে একটি লোক বেরিয়ে এল। তার হাতে বন্দুক। সে বিয়ের আংটিটা দাবী করল—কেন তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন, কিন্তু ঐ রকমটাই হওয়া চাই। মিঃ ডগলাস সেটা দিয়ে দিলেন। তারপর হয় ঠাণ্ডা মাথায়, আর না হয় ধ্বস্তাধ্বস্তির সময়ে—হয় তো মাদুরের উপরে পাওয়া হাতুড়িটা ডগলাস হাতে নিয়েছিলেন—সে এইরকম ভয়ংকরভাবে ডগলাসকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। সে বন্দুকটা ফেলে দেয় এবং মনে হয় এই অদ্ভুত কার্ডটা "ভি. ভি. ৩৪১"-এর অর্থ যাই হোক,—এটাও ফেলে দেয়। তারপর সে জানালা দিয়ে নেমে পরিখা পার হয়ে পালিয়ে যায়। আর ঠিক সেইমুহূর্তে সেসিল বার্কার দেখতে পান যে খুন হয়েছে। এটা কি রকম মনে করেন মিঃ হোমস?'

'খুবই কৌতূহলজনক, কিন্তু কেমন যেন ঠিক মনে ধরছে না।'

'আরে মশাই, এছাড়া আর যা কিছু ভাবা যাক সে যে আরও মনে ধরবে না, নইলে এসব কথাই তো একেবারে

অর্থহীন', ম্যাকডোনাল্ড কথাগুলি বলে উঠল। 'একজন **লোকই** লোকটিকে খুন করেছে ; সে **যেই** হোক না কেন, **তার** যে অন্যভাবেও একাজ করা উচিত ছিল সেটা আমি **স্পষ্ট করেই** প্রমাণ করে দিতে পারি। নীরবতাই যখন তার পালাবার একমাত্র সুযোগ, তখন সে একটা বন্দুক ব্যবহার করল,—**এর** অর্থ কি ? মিঃ হোমস, আপনি যখন বলেছেন যে মিঃ হোয়াইট ম্যাসনের বক্তব্য আপনার মনঃপুত হচ্ছে না, তখন আপনাকেই পথ দেখাতে হবে।'

এই দীর্ঘ আলোচনার সময় হোমস বসে বসে সব দিকে নজর রেখেছিল। সব কথাই সে শুনেছে। সেই সঙ্গে তার তীক্ষ্ণ চোখ দুটি ঘুরেছে কখনও ডাইনে, কখনও বাঁয়ে। গভীর চিন্তায় কুঞ্চিত হয়েছে তার ললাট।

মৃতদেহের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে সে বলল, 'মিঃ ম্যাক, একটা সিদ্ধান্তে আসবার আগে আরও কিছু তথ্য আমি জানতে চাই। ইস্ ! আঘাতগুলো সত্যি ভয়াবহ। খুব অল্পক্ষণের জন্য খানসামাকে একটু ডাকবেন কি ?.....এমেস, শুনলাম মিঃ ডগলাসের হাতের উপর এই অদ্ভুত চিহ্নটা—বৃত্তের মধ্যে একটা ত্রিভুজের ছাপ—তুমি অনেকবারই দেখেছ ?'

'প্রায়ই দেখেছি স্যার।'

'এটার মানে কি সেবিষয়ে কোন আলোচনা কখনও শোন নি ?'

'না স্যার !'

'এটা দেবার সময় নিশ্চয় খুব যন্ত্রণা হয়েছিল। নিঃসন্দেহে এটা একটা পোড়া দাগ। দেখ এমেস, মিঃ ডগলাসের চোয়ালের কোণে একটুকরো প্লাস্টার দেখতে পাচ্ছি। উনি বেঁচে থাকতে এটা তুমি দেখেছ ?'

'হ্যাঁ স্যার, কাল সকালে দাড়ি কামাবার সময় কেটে গিয়েছিল।'

'এর আগে কখনও দাড়ি কামাতে কোথাও কেটে গেছে বলে তুমি জান ?'

'অনেক দিনের মধ্যে তো নয়ই।'

'ইঙ্গিতপূর্ণ !' হোমস বলল। 'নেহাৎ ঘটনাচক্রেই এটা ঘটে থাকতে পারে, আবার এও মনে করা যেতে পারে যে কোন বিপদের আশংকাজনিত স্নায়বিক উত্তেজনার ফলেই এটা ঘটেছে। আচ্ছা এমেস, গতকাল ওর ব্যবহারে কোন রকম অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করেছিলে কি ?'

'স্যার, ওকে কিছুটা চঞ্চল ও উত্তেজিত মনে হয়েছিল।'

'হুঁ ! আঘাতটা তাহলে একেবারেই অপ্রত্যাশিত নাও হতে পারে। খানিকটা যেন এগুনো গেছে, কি বলেন ? মিঃ ম্যাক, আপনি কি কোন প্রশ্ন করবেন ?'

'না মিঃ হোমস ; ব্যাপারটা ঠিক হাতেই আছে।'

'আচ্ছা. এবার তাহলে এই কার্ডটায় যাওয়া যাক—"ভি. ভি. ৩৪১"। মোটা কার্ডবোর্ড। এরকম জিনিস বাড়িতে আর আছে ?'

'আমার তো মনে হয় না।'

হোমস ডেস্কের কাছে এগিয়ে গেল। প্রতিটি বোতল থেকে একটু কালি ব্লটিং পেপারে ঢালল। বলল, 'এ ঘরে এটা ছাপা হয় নি। এটা কাল কালি, অপরটা লালচে। লেখা হয়েছে মোটা কলমে, এগুলো সরু। না, আমি বলছি কার্ডটা অন্যত্র প্রস্তুত হয়েছে। এমেস, লেখাটার কোন মানে করতে পার ?'

'না স্যার, কিছুই পারি না।'

'আপনি কি মনে করেন মিঃ ম্যাক ?'

'এক ধরনের গুপ্ত সমিতির কথা আমার মনে হচ্ছে। বাহুতে এই প্রতীক চিহ্নও সেই কথাই বলে।'

হোয়াইট ম্যাসন বলল, 'আমারও তাই ধারণা।'

'উত্তম। এটাকেই আমরা কার্যকরী প্রকল্প হিসেবে ধরে নিতে পারি। তারপর দেখা যাক অসুবিধাগুলি দূর হয় কি না। ঐ ধরনের সমিতির কোন লোক বাড়িতে ঢুকে মিঃ ডগলাসের জন্য অপেক্ষা করে রইল এবং এই অস্ত্র দিয়ে তার মাথাটা প্রায় গুঁড়ো করে পরিখা পার হয়ে পালিয়ে গেল। যাবার আগে মৃত ব্যক্তির পাশে একখানা কার্ড রেখে গেল যাতে সেটা খবরের কাগজে প্রকাশ হলে সমিতির অন্য সদস্যরা জানতে পারে যে প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছে। এগুলো বেশ মিলে যাচ্ছে। কিন্তু অন্য সব অস্ত্র ফেলে এই বন্দুকটা কেন ?'

'ঠিক।'

'আর আংটিটাই বা গেল কেন ?'

'ঠিক তো।'

'এবং কেউ গ্রেপ্তার হল না কেন ? এখন দুটো বেজে গেছে। আমি ধরেই নিচ্ছি, ভোর থেকে চল্লিশ মাইলের মধ্যে প্রতিটি কনস্টেবল জনৈক ভিজে যাওয়া অপরিচিত লোককে খুঁজে বেড়াচ্ছে ?'

'ঠিক তাই মিঃ হোমস।'

'দেখুন, কাছাকাছি যদি কোন গুপ্ত আশ্রয় না থাকে, বা হাতের কাছে বদলাবার মত পোশাক না পায়, তাহলে তো কেউ না কেউ তাকে পাবেই। অথচ এখনও পর্যন্ত কেউ তাকে পায় নি।' জানালার কাছে গিয়ে হোমস তার লেন্স দিয়ে গোবরাটের উপরকার রক্তের দাগ পরীক্ষা করতে লাগল। স্পষ্টই এটা জুতোর দাগ। খুবই চওড়া—প্রায় উত্তানপাদ বলা চলে। আশ্চর্য, কারণ এই কাদা-মাখা কোণে যে পায়ের ছাপ দেখা যাচ্ছে তার পাতা আরও অনেক সুগঠিত। অবশ্য সবই খুব অস্পষ্ট। 'পাশের টেবিলের নীচে এটা কি ?'

'মিঃ ডগলাসের ড্রেসিং গাউন,' এমেস বলল।

'ডাম্বেল—এখানে তো একটা রয়েছে। অপরটা কোথায় ?'

'আমি জানি না মিঃ হোমস। একটাও থেকে থাকতে পারে। কয়েক মাস হল ও দুটো আমি দেখি নি।'

'একটা ডাম্বেল—' হোমস গম্ভীরভাবে বলল। সেই-মুহূর্তে দরজায় জোর আঘাত শোনা গেল। একটা লম্বা, রোদে-পোড়া, শক্ত সমর্থ পরিষ্কার কামানো লোক ভিতরে ঢুকে আমাদের দিকে তাকাল। আমার অনুমান করতে কোন কষ্ট হল না ইনিই সেই সেসিল বার্কার যার কথা আগেই শুনেছি। তার বড় বড় চোখ দুটো জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমাদের সকলের মুখের উপর দিয়ে দ্রুত ঘুরে বেড়াতে লাগল।

সে বলল, 'আপনাদের আলোচনায় বাধা দেওয়ার জন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু সর্বশেষ সংবাদ আপনাদের শোনা দরকার।'

'কেউ গ্রেপ্তার হয়েছে ?'

'সে সৌভাগ্য হয় নি। কিন্তু তারা তার বাইসাইকেলটা পেয়েছে। লোকটা তার বাইসাইকেলটা ফেলে গেছে। একবার দেখবেন আসুন। হলের দরজা থেকে একশ' গজের মধ্যেই আছে।'

আমরা দেখতে পেলাম, সবুজ ঝোপের ভিতর থেকে বের করে আনা বাইসাইকেলটা ঘিরে তিন-চারজন সহিস ও কুঁড়ে লোক দাঁড়িয়ে আছে। বহু-ব্যবহৃত একটা রুজ-হোয়াইটওয়ার্থ, সদ্য সদ্য অনেক পথ চালানো হয়েছে। একটা থলের মধ্যে একটা স্প্যানার ও তেলের পাত্র রয়েছে, কিন্তু মালিকের কোন হদিস নেই।

ইন্সপেক্টর বলল, 'এই জিনিসগুলি যদি নম্বর-দেওয়া আর রেজেস্ট্রিকরা হত তাহলে পুলিশের খুব কাজে লাগত। কিন্তু যা পেয়েছি তাতেই আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। সে কোথায় গেছে যদি জানতে নাও পারি, সে কোথা থেকে এসেছিল সেটা হয় তো জানতে পারব। কিন্তু লোকটা এটাকে ফেলে গেল কোন্ বুদ্ধিতে ? আর এটা ছাড়া সে গেলই বা কেমন করে ? এ কেসে কোনরকম আলোর রেখাই তো দেখতে পাচ্ছি না মিঃ হোমস।'

আমার বন্ধু চিন্তিতভাবে বলল, 'পাই নি কি ? কি আশ্চর্য !'

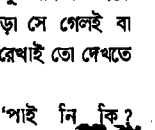

৫ঃ নাটকের কুশীলবগণ

বাড়িতে পুনরায় প্রবেশ করবার পরে হোয়াইট ম্যাসন জিজ্ঞাসা করল, 'যা কিছু দেখবার সব দেখেছেন তো ?'

ইন্সপেক্টর বলল, 'আপাতত', আর হোমস ঘাড় নাড়ল।

'তাহলে এবার হয় তো বাড়ির লোকজনদের জবানবন্দী শুনতে চাইবেন। খাবার ঘরটা সেজন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। এমেস, দয়া করে তুমিই প্রথম এস। যা জান খুলে বল।'

খানসামার বিবরণ খুবই সহজ, সরল। সবকিছুতেই তার আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া গেল। পাঁচ বছর আগে মিঃ ডগলাস যখন প্রথম বার্লস্টোনে আসেন তখন থেকেই সে এখানে কাজ করছে। সে জানত মিঃ ডগলাস একজন ধনী ভদ্রলোক ; আমেরিকাতেই তিনি টাকা-পয়সা করেন। তিনি ছিলেন দয়ালু ও বিবেচক মনিব—হয় তো সব কিছুই এমেসের মনোমত নয়, কিন্তু সব কিছু তো আর মেলে না। মিঃ ডগলাসের মধ্যে কোন ভয়ের লক্ষণ সে কখনও দেখে নি—বরং তার জানার মধ্যে তিনিই সর্বাপেক্ষা নির্ভীক লোক। তিনি প্রাচীন রীতিনীতির পক্ষপাতী, তাই পুরনো বাড়ির প্রাচীন রীতি অনুসারেই তিনি প্রতি রাতে টানা সেতুটা তুলে রাখবার হুকুম দিয়েছিলেন। মিঃ ডগলাস কদাচিত লণ্ডনে বা গ্রামের বাইরে যেতেন, কিন্তু খুনের আগের দিন তিনি কেনা-কাটার জন্য টার্নব্রীজ ওয়েল্‌সে গিয়েছিলেন। এমেস লক্ষ্য করেছে সেদিন থেকেই তিনি যেন কিছুটা চঞ্চল ও উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন, কারণ তাকে যেন অধৈর্য ও রুক্ষ মনে হচ্ছিল, অথচ সেরকম হওয়া তার পক্ষে স্বাভাবিক নয়। সেরাতে শুতে না গিয়ে সে বাড়ির পিছনকার ভাঁড়ার ঘরে গিয়েছিল, এমন সময় খুব জোরে ঘণ্টা বাজবার শব্দ শুনতে পায়। সে গুলির শব্দ শোনে নি, আর শোনা সম্ভব নয়, কারণ ভাঁড়ার এবং রান্না-ঘর বাড়ির একেবারে পিছন দিকে অবস্থিত এবং কয়েকটা বুদ্ধদ্বার ঘর ও একটা লম্বা দালান পেরিয়ে সেখানে যেতে হয়। ঘণ্টার জোর শব্দ শুনে গৃহকর্ত্রী তার ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল। দুজনে একসঙ্গেই বাড়ির সামনের দিকে গিয়েছিল। সিঁড়ির নীচে পৌঁছেই তারা দেখতে পায় মিসেস ডগলাস নেমে আসছেন। না, তিনি খুব দ্রুত আসছিলেন না—তিনি যে খুব একটা বিচলিত হয়েছেন সেরকমও মনে হয় নি। তিনি সিঁড়ির নীচে নামামাত্রই মিঃ বার্কার পড়ার ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে আসেন এবং মিসেস ডগলাসকে বাধা দিয়ে ফিরে যেতে অনুরোধ করেন।

'ঈশ্বরের দোহাই, আপনার ঘরে ফিরে যান !' তিনি চেঁচিয়ে বললেন, 'বেচারি জ্যাক মারা গেছে। আপনার কিছুই করবার নেই। ঈশ্বরের দোহাই, ফিরে যান !'

সিঁড়িতেই কিছু অনুনয়-বিনয়ের পরে মিসেস ডগলাস চলে যান। তিনি চীৎকার-চেঁচামেচি করেন নি। গৃহকর্ত্রী মিসেস এলেন তাকে উপরে নিয়ে যায় এবং শোবার ঘরে তার কাছেই থাকে। তখন এমেস ও মিঃ বার্কার পড়ার ঘরে যায় এবং সেখানে সব কিছুই পুলিশ এসে যেমনটি দেখেছে সেইরকমই দেখতে পায়। সেসময় মোমবাতিটা জ্বালানো ছিল না, কিন্তু বাতিটা জ্বলছিল। তারা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিল, কিন্তু রাতটা ছিল খুব অন্ধকার, তাই কিছুই দেখা বা শোনা যায় নি। তখন তারা ছুটে হল-ঘরে

www.boiRboi.net

যায়। সেখানে সে টানা সেতু নামাবার চরকি-কলটা ঘুরিয়ে দেয়। মিঃ বার্কার পুলিশ ডাকতে যান।

মোটামুটিভাবে এই হল খানসামার সাক্ষ্য।

গৃহকর্ত্রী মিসেস এলেনের বিবরণ এমেসের বক্তব্যেরই সমর্থক। যে ভাঁড়ার ঘরে এমেস কাজ করছিল তার থেকে মিসেস এলেনের ঘর বাড়ির সম্মুখভাগ থেকে কিছুটা কাছে। সে শুতে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছিল এমন সময় জোর ঘণ্টার শব্দ তার মনযোগ আকর্ষণ করে। সে কানে একটু কম শোনে। হয় তো সেইজন্যই বন্দুকের শব্দটা শুনতে পায় নি। তবে একথা ঠিক যে পড়ার ঘরটা বেশ কিছুটা দূরে। তার মনে পড়ছে যেন একটা শব্দ শুনতে পেয়েছিল। সেটাকে সে দরজার শব্দ মনে করেছিল। সেটা অনেক সময় আগেকার কথা—ঘণ্টা বাজবার অন্তত আধ ঘণ্টা আগে। মিঃ এমেস যখন বাড়ির সম্মুখ দিকে ছুটে যায়, সেও তার সঙ্গে গিয়েছিল। সে দেখতে পায়, মিঃ বার্কার খুব বিবর্ণ ও উত্তেজিতভাবে পড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। মিসেস ডগলাস সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসবার সময় তিনি তাকে বাধা দেন। তিনি তাকে ফিরে যেতে অনুরোধ করেন, তিনিও জবাব দেন, কিন্তু তিনি কি বলেছিলেন তা শোনা যায় নি।

মিসেস এলেনকে তিনি বলেছিলেন, 'ওকে উপরে নিয়ে যাও। ওর কাছে থাক!'

www.boiRboi.net

কাজেই সে তাকে নিয়ে শোবার ঘরে চলে যায় এবং সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে। তিনি খুব উত্তেজিতভাবে থর্ থর্ করে কাঁপতে থাকেন, কিন্তু নীচে যাবার চেষ্টা করেন না। শোবার ঘরের আগুনের পাশে ড্রেসিং-গাউন পরা অবস্থায়ই তিনি দুই-হাতের মধ্যে মাথা গুঁজে ঠায় বসেছিলেন। প্রায় সারা রাত মিসেস এলেন তার কাছেই ছিল। বাকি দাস-দাসীরা সকলেই শুতে চলে গিয়েছিল এবং পুলিশ আসার আগে কোন বিপদের কথাই তারা শুনতে পায় নি। বাড়ির একেবারে শেষ প্রান্তে তারা ঘুমোয়, কাজেই কোন কিছু না শুনতে পাওয়াই স্বাভাবিক।

গৃহকর্ত্রীর কথা এই পর্যন্ত—জেরার ফলে সে হা-হুতাশ ও বিস্ময় প্রকাশ ছাড়া নতুন কিছুই বলতে পারে নি।

মিসেস এলেনের পরে সাক্ষী হিসাবে এল মিঃ সেসিল বার্কার। আগের রাতের ঘটনা সম্পর্কে যেকথা সে ইতিপূর্বে পুলিশের কাছে বলেছে, তাছাড়া নতুন কিছুই তার বলবার ছিল না। ব্যক্তিগতভাবে সে বিশ্বাস করে যে, খুনি জানালা দিয়েই পালিয়েছে। তার মতে রক্তের দাগই এ ব্যাপারে চূড়ান্ত প্রমাণ। তাছাড়া সেতুটা যখন তোলা ছিল তখন পালাবার আর কোন পথই ছিল না। তারপর খুনীর কি হল, সাইকেলটা সত্যি তার হলে সেটা সে নিয়ে গেল না কেন, এসব কথার কোন ব্যাখ্যা সে দিতে পারে নি। লোকটা নিশ্চয়ই পরিখার জলে ডুবে মরে নি, কারণ কোন জায়গায়ই জল তিন ফুটের বেশী গভীর নয়।

তার নিজের মনে খুন সম্পর্কে একটা নির্দিষ্ট অভিমত আছে। ডগলাস খুব চাপা লোক; তার জীবনের এমন কিছু অধ্যায় আছে যে বিষয়ে সে কখনও কোন কথা বলে না। যৌবনকালে সে আয়ার্ল্যাণ্ড থেকে আমেরিকা চলে যায়। সেখানে তার অবস্থা ভাল হয়। বার্কারের সঙ্গে তার প্রথম দেখা হয় ক্যালিফোর্নিয়ায়। সেই সময় বেনিটো কেনিয়ন নামক জায়গায় একটি সফল খনির ব্যবসায় তারা অংশীদার ছিল। তাদের ব্যবসা বেশ ভালই চলছিল। হঠাৎ ডগলাস সব কিছু বেচে দিয়ে ইংলণ্ডে রওনা হয়। সেই সময় সে বিপত্নীক ছিল। পরবর্তীকালে বার্কার টাকা-পয়সা গুছিয়ে লণ্ডনে চলে আসে। এইভাবে আবার তাদের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। ডগলাস অনেক সময়ই বলত যে একটা বিপদ তার উপরে ঝুলছে। কালিফোর্নিয়া থেকে তার হঠাৎ চলে আসা এবং ইংলণ্ডের এই নির্জন স্থানে বাড়ি ভাড়া করে থাকাও সেই বিপদের সঙ্গে জড়িত। সে মনে করত, কোন গুপ্ত সমিতি, কোন নির্মম সংগঠন তাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে এবং তাকে না মেরে ফেলা পর্যন্ত তারা থামবে না। ডগলাসের কিছু কিছু কথা থেকেই তার এই ধারণা হয়েছে, যদিও সে কখনও বলে নি সেটা কোন্ সমিতি বা কেমন করে সেই সমিতিকে সে চটিয়েছে। তার ধারণা প্ল্যাকার্ডের লেখাগুলোতে ঐ গুপ্ত সমিতিরই উল্লেখ রয়েছে।

ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড প্রশ্ন করল, 'কালিফোর্নিয়ায় আপনি ডগলাসের সঙ্গে কতদিন ছিলেন?'

'মোট পাঁচ বছর।'

'আপনি বলছেন তিনি অবিবাহিত ছিলেন?'

'সে বিপত্নীক ছিল।'

'কখনও কি শুনেছেন তাঁর প্রথমা স্ত্রী কোন দেশের মহিলা?'

'না। মনে পড়ে সে বলেছিল, মহিলা সুইডেনীয় ছিলেন। তার ছবি আমি দেখেছি। তিনি খুব সুন্দরী ছিলেন। আমার সঙ্গে দেখা হবার এক বছর আগে তিনি নিউমোনিয়ায় মারা যান।'

'তাঁর অতীত জীবন আমেরিকার কোন বিশেষ অঞ্চলের সঙ্গে জড়িত কি?'

'তাকে শিকাগোর কথা বলতে শুনেছি। ঐ শহরটা সে ভালই চিনত। সেখানে কাজও করেছে। কয়লা ও লোহা উৎপাদনকারী জেলাগুলির কথাও তার মুখে শুনেছি। প্রথম যৌবনে সে অনেক জায়গায় ঘুরেছে।'

'তিনি কি রাজনীতিক ছিলেন? ঐ গুপ্ত সমিতির সঙ্গে রাজনীতি জড়িত ছিল কি?'

'না। রাজনীতি নিয়ে সে মাথা ঘামাত না।'

'তিনি কোন পাপ কাজে লিপ্ত ছিলেন বলে কি আপনার ধারণা?'

'ঠিক উল্টো। তার মত সোজা লোক আমি জীবনে দেখি নি।'

'কালিফোর্নিয়ায় থাকতে তার জীবনে কৌতূহলজনক কিছু ঘটেছিল কি?'

'পার্বত্য অঞ্চলের খনিতে থাকতে ও কাজ করতেই সে ভালবাসত। যেখানে লোকসমাগম হয় সেখানে সে পারতপক্ষে যেত না। সেইজন্যই তো প্রথমে আমার সন্দেহ হয় কেউ তার পিছনে লেগেছে। তারপর যখন সে হঠাৎ ইউরোপ যাত্রা করল তখনই আমি সে বিষয়ে নিশ্চিত হলাম। আমার বিশ্বাস কোনরকম বিপদ-সংকেত সে পেয়েছিল। তার চলে আসার এক সপ্তাহের মধ্যে আধ ডজন লোক তার খোঁজ-খবর করেছিল।'

'কি ধরনের লোক?'

'মানে বেশ শক্তিশালী কঠোর-দর্শন মানুষ। তারা খনিতে এসে তার গতিবিধি জানতে চেয়েছিল। আমি তাদের বলেছিলাম, সে ইউরোপে গেছে, কিন্তু কোথায় তাকে পাওয়া যাবে তা আমি জানি না। দেখেই বুঝেছিলাম তারা তার ভালর জন্য আসে নি।'

'লোকগুলো কি আমেরিকান—কালিফোর্নিয়ার অধিবাসী?'

'দেখুন, কালিফোর্নিয়ার লোকদের সম্পর্কে আমি কিছু জানি না। তবে তারা অবশ্যই আমেরিকান। কিন্তু তারা কেউ খনির লোক নয়। তাঁরা যে কি তাও জানি না। তারা চলে গেলে আমি খুশিই হয়েছিলাম।'

'সেটা কি ছ'বছর আগেকার কথা?'

'সাতের কাছাকাছি।'

'আর কালিফোর্নিয়ায় আপনারা একসঙ্গে ছিলেন পাঁচ বছর। তাহলে ব্যবসাটা কম করেও এগারো বছরের?'

'তাই হবে।'

'খুব গুরুতর ঝগড়া না হলে এত দীর্ঘকাল সেটা কেউ জিইয়ে রাখে না। কোন তুচ্ছ কারণে এরকমটা ঘটতে পারে না।'

'আমি মনে করি এটা তাকে সারা জীবন তাড়া করেছে। কখনও তার মন থেকে মোছে নি।'

'কিন্তু কোন লোকের মাথার উপরে যদি একটা বিপদ ঝুলে থাকে এবং তার স্বরূপও যদি সে জানে, তাহলে আপনার কি মনে হয় না যে সে পুলিশের আশ্রয় নেবে?'

'হয় তো এমন কোন বিপদ যার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় না। একটা জিনিস আপনাদের জানা উচিত। সে সব সময় সশস্ত্র থাকত। তার রিভলবারটি কখনও পকেটের বাইরে থাকত না। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা এই যে গত রাতে সে ড্রেসিং-গাউন পড়ে ছিল এবং রিভলবারটাকে শোবার ঘরে রেখে গিয়েছিল। আমার মনে হয়, সেতুটা তোলা হয়ে গেলে সে নিজেকে নিরাপদ ভাবত।'

ম্যাকডোনাল্ড বলল, 'তারিখগুলো আর একটু স্পষ্ট করে বলুন। ডগলাস কালিফোর্নিয়া ছেড়েছেন ছ' বছর হল। আপনি আসেন পরের বছর, তাই নয় কি?'

'তাই।'

আর পাঁচ বছর হল তিনি বিবাহ করেছেন। তাহলে তার বিয়ের সময়ই আপনি নিশ্চয় ফিরে এসেছিলেন।'

'প্রায় একমাস আগে। আমিই তার নিত-বর হয়েছিলাম।'

'আপনি মিসেস ডগলাসকে তার বিয়ের আগে চিনতেন কি?'

'না, চিনতাম না। দশ বছর আমি ইংলণ্ডের বাইরে ছিলাম।'

'তারপরে তো আপনি তার অনেক কিছুই দেখেছেন?'

বার্কার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে গোয়েন্দার দিকে তাকাল।

বলল, 'তারপরে ডগলাসের অনেক কিছুই আমি দেখেছি। মিসেস ডগলাসকেও দেখেছি কারণ কোন লোকের সঙ্গে দেখা করতে হলে তার স্ত্রীকেও দেখতেই হয়। আপনি যদি কল্পনা করে থাকেন—'

'মিঃ বার্কার, আমি কিছুই কল্পনা করি নি। এই কেসের ব্যাপারে যে-কোনরকম খোঁজ-খবর নিতে আমি বাধ্য। কাউকে আঘাত দিতে আমি চাই নি।'

বার্কার রাগতভাবে বলল, 'কোন কোন খোঁজ-খবরই আপত্তিকর।'

'আমরা শুধু তথ্যগুলি চাই। আপনার এবং সংশ্লিষ্ট সকলের স্বার্থেই সব কিছু পরিষ্কার হওয়া দরকার। মিঃ ডগলাস কি তার স্ত্রীর সঙ্গে আপনার বন্ধুত্বকে সম্পূর্ণ অনুমোদন করতেন?'

বার্কারের মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠল। দু'খানা শক্ত হাত কাঁপতে কাঁপতে একত্র সন্নিবদ্ধ হল।

সে চেঁচিয়ে বলল, 'এ ধরনের প্রশ্ন করবার কোন অধিকার আপনার নেই। যে বিষয়ে তদন্ত করতে আপনি এসেছেন তার সঙ্গে এর কি সম্পর্ক?'

'প্রশ্নটা আমি আবার করছি।'

'বেশ। আমি জবাব দেব না।'

'আপনি জবাব না দিতে পারেন, কিন্তু আপনার জানা দরকার যে আপনার জবাব না দেওয়াটাই একটা জবাব, কারণ লুকোবার মত কিছু না থাকলে আপনি আপত্তি করতেন না।'

বার্কার একমুহূর্ত দাঁড়াল। তার মুখ কঠিন হয়ে উঠল।

মোটা কালো ভ্রূযুগল গভীর চিন্তায় নেমে এল। তারপর হেসে মুখ তুলল।

'দেখুন, বুঝতে পারছি আপনারা নিজ নিজ কর্তব্য পালন করছেন, সুতরাং আপনাদের কাজে বাধা সৃষ্টি করবার কোন অধিকার আমার নেই। আমি শুধু চাই এ নিয়ে মিসেস ডগলাসকে আপনারা বিরক্ত করবেন না, কারণ এমনিতেই অনেক কষ্ট তিনি পেয়েছেন। আমি বলতে পারি, পৃথিবীতে বেচারি ডগলাসের একটিমাত্র দোষ ছিল—সেটা তার ঈর্ষা। সে আমাকে ভালবাসত—কোন মানুষ বন্ধুকে এর চাইতে বেশী ভালবাসতে পারে না। সে তার স্ত্রীর প্রতিও অনুরক্ত। সে চাইত আমি এখানে আসি। অনবরতই আমাকে ডেকে পাঠাত। অথচ তার স্ত্রী আর আমি যদি একসঙ্গে বসে কথা বলতাম, বা আমাদের মধ্যে যদি কোন সহানুভূতি দেখা দিত, তাহলেই ঈর্ষার ঢেউ তার উপর দিয়ে বয়ে যেত। মুহূর্তের মধ্যে সে দিশেহারা হয়ে যা খুশি বলতে থাকত। সেজন্য অনেকবার প্রতিজ্ঞা করেছি আর এখানে আসব না, কিন্তু তারপরই সে অনুতাপ করে ক্ষমা চেয়ে এমনভাবে চিঠি লিখত যে আমাকে আসতেই হত। কিন্তু ভদ্রমহোদয়গণ, আমার এই শেষ কথাগুলো আপনারা বিশ্বাস করুন, তার চাইতে অনুরাগিণী বিশ্বস্ত স্ত্রী কোনদিন কোন মানুষের ছিল না—এবং এও বলতে পারি যে কোন বন্ধুই আমার চাইতে অধিক বিশ্বস্ত হতে পারে না।'

www.boiRboi.net

যথেষ্ট উচ্ছ্বাস ও আবেগের সঙ্গেই কথাগুলি বলা হয়েছিল, কিন্তু ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড বিষয়টি ছাড়ল না।

সে বলল, 'আপনি জানেন, মৃত ব্যক্তির বিয়ের আংটি তার আঙুল থেকে খুলে নেওয়া হয়েছে?'

'তাই তো মনে হয়,' বার্কার বলল।

"মনে হয়" মানে কি? আপনি জানেন এটা সত্য।'

লোকটি বিচলিত ও অস্থিরচিত্ত হয়ে পড়ল।

"মনে হয়" বলতে আমি বোঝাতে চেয়েছি, তিনি যে নিজেই আংটিটা খুলে নিয়েছিলেন তাও হতে পারে।'

'আংটিটা খোয়া গেছে, তা সে যেই নিয়ে থাকুক, তাতেই কি মনে হয় না যে বিবাহ এবং এই শোকাবহ ঘটনা পরস্পর জড়িত?'

বার্কার চওড়া কাঁধ দুটো ঝাঁকি দিয়ে বলল, 'কিসে কি মনে হয় আমি জানি না। কিন্তু আপনি যদি এই কথাই বলতে চান যে এর ফলে এই মহিলার সম্মানের হানি ঘটতে পারে'—মুহূর্তের জন্য তার চোখ দুটো জ্বলে উঠল, তারপরই আপ্রাণ চেষ্টায় নিজের আবেগকে সে সংযত করল—'তাহলে আপনি ভুল করছেন।'

ম্যাকডোনাল্ড উদাসীনভাবে বলল, 'বর্তমানে আপনাকে আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই।'

শার্লক হোমস বলে উঠল, 'একটি ছোট কথা বলবার আছে। আপনি যখন ঘরে ঢোকেন তখন টেবিলের উপর একটিমাত্র মোমবাতি জ্বলছিল, তাই তো?'

'হ্যাঁ, তাই।'

'সেই আলোয় আপনি দেখলেন, একটি সাংঘাতিক ঘটনা ঘটেছে?'

'ঠিক।'

'তৎক্ষণাৎ আপনি সাহায্যের জন্য ঘণ্টা বাজালেন?'

'হ্যাঁ।'

'খুব দ্রুত সাহায্য এসে গেল?'

'এক মিনিট বা কাছাকাছি সময়ের মধ্যেই।'

'অথচ তারা এসে দেখল, মোমবাতিটা নিভে গেছে এবং বাতিটা জ্বালানো হয়েছে। এটা বেশ উল্লেখযোগ্য মনে হচ্ছে।'

বার্কার আবার অস্থিরচিত্ত হয়ে উঠল।

একটু থেমে সে বলল, 'আমি তো এতে উল্লেখযোগ্য কিছু দেখছি না মিঃ হোমস। মোমবাতির আলোটা খুব অস্পষ্ট ছিল। আমার প্রথম চিন্তাই হয়েছিল একটা ভাল আলোর ব্যবস্থা করা। বাতিটা টেবিলের উপরেই ছিল। তাই জ্বালিয়ে দিলাম।'

'এবং ফুঁ দিয়ে মোমবাতিটা নিভিয়ে দিলেন?'

'ঠিক।'

হোমস আর কোন প্রশ্ন করল না। বার্কার আমাদের প্রত্যেকের উপর সতর্ক দৃষ্টি ফেলে—আমার মনে হল সে দৃষ্টিতে একটা উদ্ধত ভাব রয়েছে—মুখ ঘুরিয়ে ঘর থেকে চলে গেল।

ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড একটি চিঠি পাঠিয়ে জানিয়েছিল, সে মিসেস ডগলাসের সঙ্গে তাঁর ঘরেই দেখা করবে। কিন্তু মিসেস ডগলাস উত্তরে জানিয়েছেন যে তিনি খাবার ঘরেই আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন। তিনি ঘরে ঢুকলেন। বছর ত্রিশেক বয়সের দীর্ঘাঙ্গী সুন্দরী, অত্যন্ত সংযত ও আত্মস্থ। কৌতূহলী জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে তিনি তাঁর বিষণ্ণ করুণ চোখ দুটি আমাদের সকলের উপর বুলিয়ে নিলেন। তারপরই হঠাৎ কথা বললেন।

'আপনারা কোন সন্ধান পেলেন কি?'

তাঁর কণ্ঠস্বরে আশা অপেক্ষা আশংকার ছাপই বেশী ফুটে উঠেছিল—এটা কি আমার কল্পনামাত্র?

ইন্সপেক্টর বলল, 'আমরা সব রকম ব্যবস্থাই নিয়েছি মিসেস ডগলাস। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে কোনরকম অবহেলাই করা হবে না।'

মৃত মানুষের মত গলায় তিনি বললেন, 'অর্থের জন্য ভাববেন না! আমার ইচ্ছা যেন সর্ব প্রকার চেষ্টাই করা হয়।'

'আপনি হয় তো এমন কিছু বলতে পারেন যাতে ব্যাপারটার উপর কিছুটা আলোকপাত হয়।'

'আমি তা মনে করি না। তবে আমি যা জানি সবই আপনাদের বলব।'

'মিঃ সেসিল বার্কারের কাছে আমরা শুনেছি আপনি নিজে কিছুই দেখেন নি—মানে, ঘটনাস্থলে আপনি একবারও যান নি?'

'না। সিঁড়ির মুখ থেকেই সে আমাকে ফিরিয়ে দেয়। আমার ঘরে ফিরে যেতে অনুরোধ করে।'

'ঠিক তাই। আপনি গুলির শব্দ শুনেছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নীচে নেমে এসেছিলেন।'

'ড্রেসিং-গাউনটা পরে নেমে এসেছিলাম।'

'মিঃ বার্কার আপনাকে সিঁড়িতে বাধা দিয়েছিলেন গুলির শব্দ শুনবার কতক্ষণ পরে?'

'কয়েক মিনিট হতে পারে। সেই মুহূর্তে সময়ের খেয়াল রাখা কঠিন। সে আমাকে আর না এগোতে অনুরোধ করে। সে বলে আমি কিছুই করতে পারব না। তখন গৃহকর্ত্রী মিসেস এলেন আমাকে উপরে নিয়ে যায়। সবই যেন একটা দুঃস্বপ্নের মত।'

'আপনি গুলির শব্দ শোনবার আগে আপনার স্বামী কত সময় নীচে ছিলেন সে সম্পর্কে কোনরকম আন্দাজ করতে পারেন কি?'

www.boiRboi.net

'না, তা বলতে পারি না। সে ড্রেসিং-রুম থেকেই গিয়েছিল। তার কোন রকম সাড়া আমি পাই নি। রোজ রাতে সে বাড়িটা ঘুরে দেখত, কারণ অগ্নিকাণ্ড সম্পর্কে তার একটা ভয় ছিল। ঐ একটি ব্যাপারেই তাকে আমি বিচলিত থাকতে দেখেছি।'

'মিসেস ডগলাস, আমিও ঐ ব্যাপারটাতেই আসতে চাইছি। আচ্ছা, ইংলণ্ডেই তো আপনার স্বামীর সঙ্গে পরিচয় হয়, তাই না?'

'হ্যাঁ। পাঁচ বছর হল আমাদের বিয়ে হয়েছে।'

'আমেরিকায় থাকাকালীন এমন কোন কথা কি তিনি বলেছেন যার ফলে তাঁর কোন বিপদ ঘটতে পারে?'

জবাব দেবার আগে মিসেস ডগলাস ভাল করে ভেবে নিলেন।

অবশেষে বললেন, 'হ্যাঁ। আমার সব সময়ই মনে হত, তার মাথার উপরে একটা বিপদ ঝুলছে। সে বিষয় নিয়ে সে আমার সঙ্গে আলোচনা করতে চাইত না। আমার প্রতি বিশ্বাসের অভাবের জন্য নয়—আমাদের মধ্যে পরিপূর্ণ ভালবাসা ও বিশ্বাস ছিল—আমাকে সব রকম বিপদের আশংকা থেকে দূরে রাখবার জন্যই সে ওরকম করত। সে মনে করত, সব কথা জানলে আমি দিনরাত তাই নিয়ে দুশ্চিন্তা ভোগ করব। তাই সে চুপচাপ থাকত।'

'তাহলে ব্যাপারটা আপনি বুঝলেন কেমন করে?'

মিসেস ডগলাসের মুখখানা সঙ্গে সঙ্গে হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'কোন স্বামী সারাজীবন তার গোপন কথা লুকিয়ে রাখবে আর যে স্ত্রী তাকে ভালবাসে তার মনে কোন সন্দেহ দেখা দেবে না, এ কি হতে পারে? নানাভাবে আমি এটা জেনেছি। তার আমেরিকার জীবনের কতকগুলি ঘটনা সম্পর্কে কিছুই সে বলতে চাইত না—এর থেকে জেনেছি। তার কতকগুলো সতর্কতামূলক ব্যবস্থা থেকে জেনেছি। হঠাৎ বলে-ফেলা কতকগুলো কথা থেকে জেনেছি। অপ্রত্যাশিত নতুন লোকের দিকে সে যেভাবে চাইত তার থেকে জেনেছি। এবিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত ছিলাম যে তার কিছু শক্তিশালী শত্রু আছে, সে বিশ্বাস করত যে তারা তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে এবং সেইজন্য সে সব সময়ই নিজেকে সুরক্ষিত রাখার চেষ্টা করত। এবিষয়ে আমি এতই নিশ্চিত ছিলাম যে বছরের পর বছর তার ফিরতে প্রত্যাশিত সময়ের চাইতে বিলম্ব ঘটলেই আমি ভীত হয়ে পড়তাম।'

হোমস বলে উঠল, 'কোন্ কোন্ কথা আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল সেটা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?'

মহিলা উত্তর দিলেন, "আতংকের উপত্যকা"। তাকে প্রশ্ন করলেই এই কথাটা সে বলত। "আমি আতংকের উপত্যকায় ছিলাম। এখনও তার থেকে বের হতে পারি নি।" "কোন দিন কি আতংকের উপত্যকা থেকে বের হতে পারব না?"—যখনই তাকে অস্বাভাবিক রকমের চিন্তিত দেখেছি তখনই আমি এ প্রশ্ন তাকে করেছি। সে জবাব দিয়েছে "কখনও কখনও মনে হয় কোনদিন আমরা বের হতে পারব না।"

'নিশ্চয়ই আপনি তাকে জিজ্ঞাসা করেছেন, আতংকের উপত্যকা বলতে তিনি কি বোঝেন?'

'করেছি; সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ গম্ভীর হয়ে যেত। ঘাড় নাড়তে নাড়তে সে বলত, "তার ছায়ায় আমরা একজন আছি এই যথেষ্ট খারাপ। ঈশ্বর করুন সে ছায়া যেন তোমার উপরেও না পড়ে। ওটা হয় তো সত্যি এমন একটা উপত্যকা যেখানে সে একসময়ে ছিল এবং যেখানে তার জীবনে একটা ভয়ংকর কিছু ঘটেছিল—সেবিষয়ে আমি নিশ্চিত—কিন্তু এর বেশী আর কিছু আমি বলতে পারব না।'

'কোন নাম তিনি কখনও উল্লেখ করেন নি?'

'হ্যাঁ, তিন বছর আগে শিকারে গিয়ে দুর্ঘটনায় পড়লে একবার তার জ্বর-বিকার দেখা দিয়েছিল। আমার মনে আছে তখন বার বার একটি নাম সে উচ্চারণ করত। ক্রোধ

এবং আতংকের সঙ্গেই করত। নামটা হল ম্যাকগিন্টি—বডিমাস্টার ম্যাকগিন্টি। ভাল হয়ে উঠলে তাকে আমি জিজ্ঞাসা করেছি বডিমাস্টার ম্যাকগিন্টি কে, আর সে কার বডিমাস্টার? সে হেসে জবাব দিয়েছিল, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমার নয়।" এইটুকু মাত্রই তার কাছ থেকে জানতে পেরেছি। কিন্তু বডিমাস্টার ম্যাকগিন্টি ও আতংকের উপত্যকার মধ্যে নিশ্চয় কোন সংযোগ আছে।'

ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড বলল, 'আর একটি কথা। লণ্ডনের একটি বোর্ডিং হাউসে মিঃ ডগলাসের সঙ্গে আপনার দেখা হয় এবং সেখানেই আপনাদের বিয়ের কথা হয়, তাই নয় কি? এই বিয়ের ব্যাপারে কোন রোম্যান্স মানে গোপন বা রহস্যজনক কিছু ছিল কি?'

'রোম্যান্স ছিল। চিরকালই থাকে। কিন্তু রহস্যজনক কিছু ছিল না।'

'তার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না?'

'না; আমি সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলাম।'

'আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন তার বিয়ের আংটিটা খোয়া গেছে। এর মানে কি? ধরুন তার অতীত জীবনের কোন শত্রু তাকে খুঁজতে খুঁজতে এসে খুন করেছে। সে ক্ষেত্রেও তার বিয়ের আংটিটা নিয়ে যাবার কি কারণ থাকতে পারে?'

'আমি শপথ করে বলতে পারি', মুহূর্তের জন্য মহিলাটির ঠোঁটের উপর হাসির একটি সূক্ষ্ম ছায়া ঝিলিক দিয়ে উঠল।

তিনি জবাব দিলেন, 'আমি ঠিক বলতে পারছি না। ব্যাপারটা খুবই অসাধারণ।'

ইন্সপেক্টর বলল, 'ঠিক আছে। আপনাকে আর আটকে রাখব না। এরকম সময়ে আপনাকে বিরক্ত করতে হল বলে আমরা দুঃখিত। আরও কিছু কথা অবশ্যি আছে, তবে সেগুলি যথাসময়ে আপনাকে জানালেই হবে।'

তিনি উঠে দাঁড়ালেন। যে দ্রুত জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দিয়ে এইমাত্র তিনি আমাদের দেখছিলেন সেই দৃষ্টি আবার আমি লক্ষ্য করলাম। তিনি যেন এই প্রশ্নই করতে চাইছিলেন: "আমার সাক্ষ্য শুনে আপনারা কি বুঝলেন?" অভিবাদন জানিয়ে তিনি ঘর থেকে চলে গেলেন।

ঘরের দরজাটা বন্ধ হতেই ম্যাকডোনাল্ড চিন্তিতভাবে বলল, 'মহিলাটি সুন্দরী—খুবই সুন্দরী। এই বার্কার লোকটি এখানেই মজেছে। সে স্ত্রীলোকের কাছে আকর্ষণীয়ও বটে। সে নিজেই স্বীকার করেছে, মৃত ব্যক্তি ঈর্ষান্বিত হয়েছিল এবং ঈর্ষার কারণ কি ছিল সেটাও ভাল করেই জানত। তারপর ঐ বিয়ের আংটি। ওটাকে ভুললে চলবে না। যে মানুষ একজন মৃতের আঙুল থেকে বিয়ের আংটি খুলে নিতে—এ বিষয়ে মিঃ হোমস কি বলেন?'

আমার বন্ধু দুই হাতের উপর মাথা রেখে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে বসেছিল। এখন উঠে ঘণ্টা বাজাল।

খানসামা ঘরে ঢুকলে বলল, 'এমেস, মিঃ সেসিল বার্কার এখন কোথায় আছেন?'

'দেখছি স্যার।'

একটু পরেই ফিরে এসে জানাল, বার্কার বাগানে আছে।

'আচ্ছা এমেস, কাল রাতে স্টাডিতে যখন তোমার সঙ্গে দেখা হয় তখন মিঃ বার্কারের পায়ে কি ছিল মনে করতে পার কি?'

'প্যারি মিঃ হোমস। তার পায়ে ছিল শোবার ঘরের চটি। পুলিশে খবর দিতে যাবার সময় আমিই বুটজোড়া এনে দিয়েছিলাম।'

'সে চটিজোড়া এখন কোথায় আছে?'

'হল-ঘরের চেয়ারের নীচে আছে।'

'খুব ভাল কথা এমেস। আমাদের জানা দরকার কোন্‌টা মিঃ বার্কারের পায়ের ছাপ, আর কোন্‌টা বাইরের লোকের।'

'ঠিক কথা স্যার। আমি আরও লক্ষ্য করেছিলাম যে চটি জুতোয় রক্তের দাগ লেগেছিল, যেমন আমার জুতোয়ও লেগেছিল।'

'ঘরের যা অবস্থা তাতে সেইটেই স্বাভাবিক বলে মনে হয়। ঠিক আছে এমেস। দরকার হলে তোমাকে ডাকব।'

কয়েক মিনিট পরে আমরা স্টাডিতে ঢুকলাম। হোমস হল-ঘর থেকে চটিজোড়া নিয়ে এসেছিল। এমেস ঠিকই বলেছিল, দুপাটি জুতোর তলাই রক্তে কাল হয়ে আছে।

জানালার আলোয় দাঁড়িয়ে চটিজোড়া খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে সে আপন মনেই বলে উঠল, 'আশ্চর্য! খুবই আশ্চর্য তো!'

বিড়ালের মত একলাফে ঝুঁকে পড়ে সে জানালার গোবরাটের রক্তের ছাপের উপর একপাটি চটি রাখল। একেবারে মিলে গেল। নীরবে সহকর্মীদের দিকে তাকিয়ে সে হাসল।

উত্তেজনায় ইন্সপেক্টরের চেহারাই পাল্টে গেল। রেলিং-এর উপর লাঠি চালালে যেরকম শব্দ হয় তার মুখের স্থানীয় উচ্চারণে কথাগুলি সেইরকম খট্‌খট্‌ করতে লাগল।

সে চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'আরে মশায়! আর কোন সন্দেহ নেই। জানালার ছাপ বার্কারই করেছে। যে কোন জুতোর ছাপের চাইতে এটা চওড়া। মনে পড়ছে আপনি বলেছিলেন এটা উত্তানপাদ। এইতো তার ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। কিন্তু উদ্দেশ্যটা কি মিঃ হোমস—উদ্দেশ্যটা কি?'

আমার বন্ধুও চিন্তিতভাবে পুনরাবৃত্তি করল, 'হ্যাঁ, উদ্দেশ্যটা কি?'

হোয়াইট ম্যাসন মুখ টিপে হেসে আত্মতুষ্টিতে তার মোটা হাত দুটো ঘসতে লাগল।

বলে উঠল, 'বলেছিলাম না একটা ভয়ংকর ঘনা। ঘটনাটা সত্যি ভয়ংকর।'

৬ঃ আলোর রেখা

তিনজন গোয়েন্দার অনেক খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে তদন্ত করবার ছিল, তাই আমি একাই গ্রামের সরাইখানায় আমাদের আস্তানায় ফিরে গেলাম। তবে যাবার আগে ঐ বাড়ির সংলগ্ন প্রাচীন ধরনের অদ্ভুত বাগানটার মধ্যে একটু হেঁটে বেড়ালাম। নানা রকম অদ্ভুত আকৃতিতে ছাঁটা সারি সারি বুনো ঝাউ গাছ দিয়ে চারদিক ঘেরা। তার ভিতরে একটি সুন্দর চত্বরের মাঝখানে একটি সূর্য ঘড়ি। স্থানটা এতই মনোরম ও শান্ত যে আমার শ্রান্ত দেহটা যেন জুড়িয়ে গেল। ওরকম একটা পরম শান্তিময় পরিবেশে সেই অন্ধকার পড়ার ঘর আর তার মেঝেতে চিৎ হয়ে পড়ে থাকা রক্তাক্ত দেহটাকে কি স্মৃতির আর কি বিস্মরণে একটা আজগুবি দুঃস্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। অথচ বাগানের ভিতর ঘুরে ঘুরে আমার মনটাকে যখন তার গভীর প্রশান্তির মধ্যে ডুবিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছিলাম, তখন এমন একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল যার ফলে আবার সেই শোকাবহ ঘটনার মধ্যেই আমাকে ঠেলে দিল এবং আমার মনের উপর একটা অশুভ ছায়া ফেলল।

আগেই বলেছি, সুসজ্জিত ঝাউ গাছের সারি বাগানটাকে ঘিরে রয়েছে। বাড়ির দিক থেকে বাগানের একেবারে শেষ প্রান্তে সেই গাছের সারি ক্রমশঃ ঘন হয়ে একটা বেড়ার সৃষ্টি করছে। সেই বেড়ার ওধারে এমনভাবে একটি পাথরের আসন রয়েছে যেটা বাড়ির দিক থেকে কেউ এলে তার চোখেই পড়বে না। সেখানে পৌঁছতেই আমার কানে এল, পুরুষ-কণ্ঠের কিছুটা মন্তব্য আর নারী-কণ্ঠের একটুকরো হাসির তরঙ্গ। বেড়ার একেবারে শেষ প্রান্তে পৌঁছতেই আমার চোখ পড়ল মিসেস ডগলাস ও সেই বার্কার লোকটার উপরে। তারা কেউই তখনও আমার উপস্থিতি টের পায় নি। মহিলাটিকে দেখে আমি চমকে উঠলাম। খাবার ঘরে তখন তাকে ধীর, স্থির ও বিচক্ষণ মনে হয়েছিল। এখন দুঃখের মুখোস খুলে পড়েছে। তার চোখ দুটি বেঁচে থাকার আনন্দে চকচক্ করছে; সঙ্গীর কোন কথায় তার মুখখানা এখনও স্ফূর্তিতে কাঁপছে। লোকটি সামনে বসে আছে। দুখানি হাত একত্র করে হাঁটুর উপরে রাখা। সুন্দর মুখের উপরে হাসির ঝিলিক খেলছে। সেই-মুহূর্তে—কিন্তু মুহূর্তমাত্র বিলম্বে—আমাকে দেখেই তারা যেন আবার গাম্ভীর্যের মুখোস মুখে এঁটে দিল। দু'জনের মধ্যে অতি দ্রুত দু' একটা কথা হল; তারপরই বার্কার আমার দিকে এগিয়ে এল।

সে বলল, 'ক্ষমা করবেন, আমি কি ডাঃ ওয়াটসনের সঙ্গে কথা বলছি?'

খুব উদাসীনভাবে আমি মাথা নোয়ালাম। আমি জোর করে বলতে পারি আমার মনের ভাব তাতেই বেশ স্পষ্ট করে প্রকাশ পেয়েছিল।

'আমরাও ভেবেছিলাম আপনিই হবেন, কারণ মিঃ শার্লক হোমসের সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব সর্বজনবিদিত। দয়া করে এসে মিসেস ডগলাসের সঙ্গে একটু কথা বলবেন কি?'

কঠিন মুখে আমি তাকে অনুসরণ করলাম। মনের চোখে মেঝের উপর পড়ে-থাকা ক্ষত-বিক্ষত দেহটা আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। আর এখানে এই শোকাবহ ঘটনার মাত্র কয়েক ঘন্টা পরেই তার স্ত্রী এবং নিকটতম বন্ধু তারই বাগানের একটি ঝোপের আড়ালে বসে একত্রে হাসাহাসি করছে। আমি সংযতভাবে মহিলার সঙ্গে কথা বললাম। খাবার ঘরে তার দুঃখে আমি দুঃখিত হয়েছিলাম। এখন তার আবেদনমাখা চোখের দিকে তাকালাম নিরুত্তাপ চোখে।

তিনি বললেন, 'আমার আশংকা হচ্ছে আপনি আমাকে নির্মম নিষ্ঠুর ভাবছেন।'

আমি ঘাড়টা ঝাঁকুনি দিলাম।

বললাম, 'সেটা আমার কোন ব্যাপারই নয়।'

'হয় তো একদিন আপনি আমার প্রতি ন্যায়-বিচার করবেন। শুধু যদি জানতেন—'

বার্কার তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'ডাঃ ওয়াটসনের তো জানবার কোন প্রয়োজন নেই। তিনি তো নিজেই বলেছেন, এটা তার ব্যাপারই নয়।'

'ঠিক তাই', আমি বললাম। 'কাজেই অনুমতি করুন আমি এখন চলি।'

মিনতি-ভরা গলায় মহিলা চেঁচিয়ে বললেন, 'একটু দাঁড়ান, ডাঃ ওয়াটসন। একটি প্রশ্ন আমি করতে চাই যার জবাব দেবার অধিকার আপনার চাইতে বেশী পৃথিবীতে আর কারও নেই, আর সেই জবাবের উপর আমার অনেক-কিছু নির্ভর করছে। মিঃ হোমসকে এবং পুলিশের সঙ্গে তার সম্পর্ককে আপনি সকলের চাইতে ভাল জানেন। ধরুন একান্ত গোপনে কোন কথা যদি তাকে জানান হয়, তাহলে সে কথা গোয়েন্দাদের জানিয়ে দেওয়া কি তার পক্ষে অনিবার্যভাবেই প্রয়োজন?'

বার্কার সাগ্রহে বলল, 'হ্যাঁ, সেইটেই কথা, এ ব্যাপারে তিনি স্বাধীনভাবে এসেছেন, না তাদের সঙ্গী হয়ে এসেছেন?'

'এ প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করা আমার পক্ষে উচিত হবে কিনা আসলে সেইটেই আমি জানি না।'

www.boiRboi.net

'ডাঃ ওয়াটসন, আমি অনুরোধ করছি—মিনতি করছি, নিশ্চিতভাবে বলছি এ ব্যাপারে আপনি যদি সঠিক পথ দেখান তাহলে আমাদের উপকার—অশেষ উপকার করবেন।'

মহিলাটির কণ্ঠস্বরে এমন একটা আন্তরিকতার সুর বেজেছিল যে সেইমুহূর্তে তার সব চপলতা ভুলে গিয়ে তার ইচ্ছামত কাজই করলাম।

আমি বললাম, 'তদন্তের ব্যাপারে মিঃ হোমস স্বাধীনভাবেই কাজ করেন। তিনিই তার প্রভু, স্বীয় বিচার-বুদ্ধি অনুসারেই কাজ করেন। সেই সঙ্গে একই কেসে কার্যরত সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গেও তিনি সহযোগিতা করেই চলেন; কোন অপরাধীর শাস্তিবিধানের ব্যাপারে সহায়ক হতে পারে এরূপ কোন কথাই তিনি তাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখেন না। এর বেশী আমি কিছু বলতে পারি না। বরং আমি বলি, বিস্তারিত খবর জানতে হলে আপনি মিঃ হোমসের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।'

এই কথা বলে আমি টুপিটা তুলে নিয়ে পথে নামলাম। ওরা দু'জন তখনও বেড়ার আড়ালেই বসে রইল। বেড়ার একেবারে শেষ প্রান্তে গিয়ে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, তারা তখনও আগ্রহের সঙ্গে আলাপ করছে। তারা আমার দিকেই তাকাচ্ছিল। মনে হল আমার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিষয় নিয়েই তারা কথা বলছে।

সব ব্যাপারটা হোমসকে জানালে সে বলল, 'তাদের কোন গোপন কথাই আমি শুনতে চাই না।' সারা বিকেলটা জমিদার বাড়িতে সহকর্মীদ্বয়ের সঙ্গে আলোচনায় কাটিয়ে পাঁচটা নাগাদ যখন সে এক-পেট ক্ষিদে নিয়ে ফিরল তখন তার জন্য চা-খাবারের অর্ডার দিলাম। 'কারও বিশ্বাসভাজন হতে আমি চাই না ওয়াটসন, কারণ বলা যায় না তো, যদি ষড়যন্ত্র ও হত্যার অভিযোগে কাউকে গ্রেপ্তার করতে হয়।'

'তুমি কি মনে কর সেরকম হতে পারে?'

'দেখ ভাই ওয়াটসন, এই চতুর্থ ডিমটিকে নিশ্চিহ্ন করে তবেই সমস্ত ব্যাপারটা তোমার সামনে উপস্থিত করার জন্য তৈরী হব। আমি বলছি না যে ব্যাপারটার কোন কিনারা হয়েছে—মোটেই তা হয় নি,—তবে হারানো ডায়েলটার খোঁজ যখন মিলেছে—'

'ডায়েল!'

'সে কি ভাই ওয়াটসন, এও কি সম্ভব যে তুমি এখনও বুঝতে পার নি যে ওই হারানো ডায়েলের উপরেই কেসটা ঝুলছে? আরে, আরে, এজন্য তোমার এতটা মুষড়ে পড়বার কিছু নেই, কারণ—আমাদের দু'জনের মধ্যেই বলছি—ইন্সপেক্টর ম্যাক বা স্থানীয় বুদ্ধিমান গোয়েন্দাটিও এই ঘটনার অপরিসীম গুরুত্ব উপলব্ধি করছে বলে আমি মনে করি না। একটি ডায়েল, ওয়াটসন! একটি ডায়েলসহ একজন ক্রীড়া-বিদের কথা ভাব। মনে মনে কল্পনা কর তার একপেশে ফল—শিরদাঁড়ায় ফাটল ধরবার সমূহ সম্ভাবনা। মারাত্মক ওয়াটসন, মারাত্মক।'

মুখ-ভর্তি টোস্ট নিয়ে সে বসে রইল। আমার বুদ্ধিশুদ্ধি কেমন যেন গুলিয়ে গেল। তাই দেখে তার দুটি চোখ দুষ্টুমিতে ঝিলিক দিতে লাগল। তার ক্ষুধার প্রবলতা থেকেই তার সফলতার পরিচয় পাচ্ছি। কারণ আমি তো দেখেছি, যখনই কোন সমস্যা নিয়ে তার ব্যর্থকাম মন মাথা কুটে মরেছে তখনই কত দিন-রাত সে না খেয়ে কাটিয়েছে; আর সমস্ত মনোযোগকে একত্র সন্নিবদ্ধ করার কঠোরতায় তার শুকনো দেহটা আরও উগ্র হয়ে উঠেছে। অবশেষে পুরনো গ্রাম্য সরাইখানার আগুনের পাশে বসে একটা পাইপ ধরিয়ে সে ধীরে ধীরে থেমে থেমে ঘটনার বিবরণ দিতে লাগল—সেটা যেন সুচিন্তিত কোন বিবৃতি অপেক্ষা সোচ্চার কোন চিন্তারই প্রকাশ।

'মিথ্যা ওয়াটসন,—একটা প্রকাণ্ড, প্রচণ্ড অপ্রয়োজন, ক্ষমাহীন মিথ্যা—একেবারে শুরুতেই এই মিথ্যার সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ। বার্কারের মুখের সমস্ত গল্পটাই মিথ্যা। মিসেস ডগলাসও বার্কারের গল্পকে সমর্থন করেছেন। সুতরাং তিনিও মিথ্যাবাদী। দু'জনই মিথ্যাবাদী ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। কাজেই আমাদের সামনে সমস্যাটা খুবই পরিষ্কার—কেন তারা মিথ্যে বলছে? আর কি সেই সত্য যাকে তারা প্রাণপণে চাপা দিতে চেষ্টা করছে? এস, ওয়াটসন, তুমি আর আমি চেষ্টা করে দেখি, মিথ্যাকে পার হয়ে সত্যকে আবিষ্কার করতে পারি কি না।'

'আমরা কেমন করে জানলাম যে তারা মিথ্যে বলছে? কারণ এটা এমন একটা বাজে গাল-গল্প যা স্পষ্টতই সত্য হতে পারে না। ভেবে দেখ! যে গল্প আমাদের বলা হয়েছে তদনুসারে খুনের পরে এক মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে খুনী মৃত ব্যক্তির আঙুল থেকে অপর একটি আংটির নীচ থেকে ওই আংটিটা খুলে নিয়েছে, অপর আংটিটা আবার পরিয়ে দিয়েছে—ওরকম একটা কাজ সে কখনও করতে পারেই না—এবং মৃতের পাশে ওই অদ্ভুত কার্ডটা ফেলে গেছে। আমি বলছি এটা একেবারেই অসম্ভব। তুমি হয়তো তর্ক তুলতে পার—কিন্তু ওয়াটসন, তোমার বিচার-বুদ্ধির প্রতি এটুকু শ্রদ্ধা আমার আছে যে তা তুমি করবে না—যে লোকটিকে খুন করবার আগেই আংটিটা খোলা হয়েছিল। কিন্তু মোমবাতিটা এত অল্প সময় জ্বালান ছিল যাতে মনে হয় যে উভয়ের সাক্ষাৎকারটা খুব বেশী সময়ের জন্য হয় নি। ডগলাসের নির্ভীক চরিত্র সম্পর্কে আমরা যা শুনেছি তাতে কি মনে হয় যে এত সহজেই সে তার বিয়ের আংটিটা দিয়ে দেবে, বা সেটা তার পক্ষে একেবারেই সম্ভব? না, না, ওয়াটসন, বাতিটা জ্বালাবার পরে খুনী বেশ কিছু সময় মৃতের

পাশে একাকী ছিল। সেবিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু বন্দুকের গুলিই মৃত্যুর কারণ বলে মনে হয়। সুতরাং যে সময়ের কথা আমাদের বলা হয়েছে তার কিছু সময় আগেই গুলিটা করা হয়েছিল। কিন্তু এ বিষয়ে তো কোন রকম ভুল হতে পারে না। সুতরাং আমাদের সামনে দেখা দিচ্ছে একটা সুচিন্তিত ষড়যন্ত্র—যে দু'জন গুলির শব্দ শুনেছে অর্থাৎ মিঃ বার্কার ও মিসেস ডগলাসের ষড়যন্ত্র। তার উপরে আমি যদি দেখাতে পারি যে পুলিশের সামনে একটা মিথ্যা সূত্র তুলে ধরবার জন্য বার্কার ইচ্ছা করেই জানালার গোবরাটে রক্তের ছাপ এঁকে রেখেছিল, তাহলে তুমি নিশ্চয় স্বীকার করবে যে সমস্ত ব্যাপারটা তার বিরুদ্ধেই ঘোরালো হয়ে উঠেছে।

এইবার আমাদের জানতে হবে খুনটা ঠিক কখন হয়েছিল। সাড়ে দশটা পর্যন্ত দাসদাসীরা বাড়ির মধ্যে চলাফেরা করছিল, কাজেই তার আগে নিশ্চয়ই নয়। পৌনে এগারোটা নাগাদ তারা যার যার ঘরে চলে গিয়েছিল। যায় নি শুধু এমেস, সে ছিল রান্নাঘরে। বিকেলে তুমি চলে আসার পরে আমি কতকগুলি জিনিস পরীক্ষা করে দেখেছি যে সবগুলো দরজা বন্ধ থাকলে পড়ার ঘরে ম্যাকডোনাল্ড যতই শব্দ করুক রান্নাঘর থেকে সেটা আমি শুনতে পাই নি। অবশ্য গৃহকর্ত্রীর ঘর থেকে ব্যাপারটা অন্যরকম। দালান থেকে ঘরটা বেশী দূরে নয় এবং খুব জোরে শব্দ করা হলে আমি সেখান থেকে অস্পষ্টভাবে শুনতে পাচ্ছিলাম। খুব সামনে থেকে গুলি করলে বন্দুকের শব্দটা কিছুটা জড়িয়ে যায়। এক্ষেত্রেও নিঃসন্দেহে তাই হয়েছিল। শব্দটা খুব জোরে হয় নি, তথাপি রাত্রির নিস্তব্ধতায় নিশ্চয় এমেস এলেনের ঘরে পৌঁছেছিল। সে নিজেই বলেছে কানে কম শোনে, কিন্তু তবুও সে তার সাক্ষ্যে বলেছে যে বিপদ-সংকেত বাজবার আধ ঘণ্টা আগে সে দরজা বন্ধ করবার মত একটা শব্দ শুনেছিল। বিপদ-সংকেত বাজবার আধ ঘণ্টা আগে মানে পৌনে এগারোটা। আমার কোন সন্দেহ নেই যে সে বন্দুকের শব্দই শুনেছিল এবং ঠিক সেই সময়ই খুনটা হয়েছিল। তাই যদি হয় তাহলে এবার আমাদের জানতে হবে, মিঃ বার্কার ও মিসেস ডগলাস যদি প্রকৃতই খুনী না হয়ে থাকে তাহলে পৌনে এগারোটার সময় বন্দুকের শব্দ শুনে নীচে নেমে আসা থেকে সোয়া এগারোটার সময় ঘণ্টা বাজিয়ে দাসদাসীদের ডাকা পর্যন্ত তারা কি করছিল। তারা কি করছিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই বা বিপদের সংকেত-জ্ঞাপক ঘণ্টা বাজায় নি কেন? এই প্রশ্নের মুখোমুখি আমরা দাঁড়িয়েছি, আর এর জবাব যখন পাওয়া যাবে তখনই সমস্যা-সমাধানের পথে আমরা কিছুটা এগিয়ে যাব।'

আমি বললাম, 'এ দু'জনের মধ্যে যে একটা বোঝাপড়া আছে সেবিষয়ে আমিও নিশ্চিত। স্বামীর মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে যে স্ত্রীলোক বসে বসে হাসি-ঠাট্টা করতে পারে সে বড়ই হৃদয়হীনা।'

'ঠিক তাই। ঘটনার যে বিবরণ সে দিয়েছে তাতেও স্ত্রী হিসেবে তার মুখ খুব উজ্জ্বল হয় না। তুমি জান, স্ত্রীজাতির সর্বৈব প্রশংসার মানুষ আমি নই। কিন্তু জীবনের অভিজ্ঞতা আমাকে শিখিয়েছে যে স্বামীর প্রতি তিলমাত্র অনুরাগ থাকলে কোন মানুষের মুখের কথায় স্ত্রী কখনও স্বামীর মৃতদেহ রেখে দূরে চলে যায় না। ওয়াটসন, আমি যদি কোনদিন বিয়ে করি তাহলে আমার স্ত্রীর মনে অন্তত এটুকু অনুভূতি সৃষ্টি করতে পারব যাতে আমার মৃতদেহ যখন মাত্র কয়েক গজ দূরে পড়ে থাকবে তখন সে তার গৃহকর্ত্রীর সঙ্গে সেখান থেকে চলে যেতে পারবে না। ব্যাপারটার নাটকীয়তা বড়ই দুর্বল, কারণ স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক বিলাপের এই অভাব অতিবড় শিক্ষানবীশ তদন্তকারীরও চোখ এড়াতে পারে না। আর কোন কিছু যদি না থাকত তাহলেও শুধু এই ঘটনাটাই আমার মনে একটা পূর্ব-পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের আভাষ এনে দিত।'

'তুমি তাহলে নিশ্চিতভাবেই মনে কর যে বার্কার ও মিসেস ডগলাসই হত্যার জন্য দায়ী?'

আমার দিকে পাইপটা নাড়তে নাড়তে হোমস বলল, 'ওয়াটসন, তুমি বড়ই বিপজ্জনকভাবে একেবারে সরাসরি প্রশ্ন কর। যেন গুলির মত এসে লাগে। তুমি যদি বলতে চাও যে মিসেস ডগলাস ও বার্কার খুনের প্রকৃত তথ্য জানে এবং লুকোতে চেষ্টা করছে, তাহলে তোমাকে মন খুলে জবাব দিতে পারি। আমি নিশ্চিত তাই তারা করছে। কিন্তু তোমার মারাত্মক বক্তব্যটা অত সহজ নয়। তোমার বক্তব্যের পথে কি কি অসুবিধা আছে সেটা আলোচনা করা যাক।'

'আমাদের ধরে নিতে হবে যে এই দুটি নারী-পুরুষ অবৈধ প্রেমের বন্ধনে বাঁধা পড়েছে এবং তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে-থাকা লোকটিকে সরিয়ে দিতে তারা কৃতসংকল্প। এই ধারণাটা কিন্তু খুবই ফাঁকা, কারণ দাসদাসী ও অন্যদের যথাযথ জিজ্ঞাসাবাদ করেও এর স্বপক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। বরং স্বামী-স্ত্রী যে পরস্পরের প্রতি খুবই অনুরক্ত ছিল তার প্রমাণ অনেক পাওয়া গেছে।'

'আমি নিশ্চিত জানি সেটা সত্য হতে পারে না,' বাগানের হাস্যময়ী সুন্দর মুখখানির কথা ভেবে আমি বললাম।

'অন্তত তাদের দেখে তাই মনে হয়েছে। যাহোক, আমরা ধরে নিচ্ছি এই দুটি নর-নারী অসম্ভব চতুর, এ বিষয়ে তারা সকলকে ফাঁকি দিয়েছে এবং স্বামীকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছে। সে এমন একটি লোক যার মাথার উপর বিপদ ঝুলছিল—'

'সেও তো তাদের মুখ থেকেই শোনা।'

হোমসকে চিন্তিত মনে হল।

'তা বটে। তুমি এমন একটা অভিমত খাড়া করতে

চাইছ যাতে গোড়া থেকে তারা যা কিছু বলেছে সবই মিথ্যা প্রতিপন্ন হচ্ছে। তোমার ধারণা অনুসারে কোন অদৃশ্য ক্ষতির সম্ভাবনা, কোন গুপ্ত সমিতি, বা আতংকের উপত্যকা বা মনিব অমুক ম্যাক বা ঐ ধরনের কিছু কখনও ছিল না। দেখ, সেটা ভাল, একেবারে খোলাখুলি কথা। দেখা যাক, ঐ ধারণাই বা আমাদের কোথায় নিয়ে যায়। খুনের ব্যাখ্যার জন্যই তারা এই বিবরণটি বানিয়ে বলেছে। তারপর একজন বাইরের লোকের অস্তিত্ব প্রমাণ করবার জন্য পার্কের মধ্যে একটা সাইকেল রেখে দিয়েছে। জানালার গোবরাটে রক্তের দাগও ঐ ধারণাই পোষণ করে। মৃতদেহের পাশের কার্ডও তাই বলে। ওটা হয়তো বাড়ির মধ্যেই লেখা হয়েছিল। সবই তোমার ধারণার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। কিন্তু ওয়াটসন, এবার এমন কতকগুলো বেয়ারা কথা এসে পড়ছে যেগুলোকে তোমার ধারণার সঙ্গে খাপ খাওয়ানো যায় না। খুনের জন্য সব অস্ত্র ফেলে একটা মাথা-কাটা বন্দুক—তাও আবার আর্মেরিকায় তৈরী—ব্যবহার করা হল কেন? আর কি করে এতদূর নিশ্চিত হল যে বন্দুকের শব্দ শুনেও কেউ সেখানে হাজির হবে না? এটা তো সম্পূর্ণ আকস্মিক যে মিসেস এলেন দরজা বন্ধ হবার শব্দ শুনেও খোঁজ-খবর নিতে আসে নি। তোমার ঐ অপরাধী যুগল এসব করল কেন?'

'স্বীকার করছি সেটা আমি ঠিক বোঝাতে পারছি না।'

'তাছাড়া, একটি স্ত্রীলোক আর তার প্রেমিক যদি স্বামীকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে তাহলে কি মৃত্যুর পরে তার হাতের বিয়ের আংটিটা খুলে নিয়ে এমন খোলাখুলি নিজেদের দোষকে প্রচার করে? সেটা কি তোমার কাছে খুব সম্ভবপর বলে মনে হয় ওয়াটসন?'

'না, তা হয় না।'

'আবার আরও ভেবে দেখ, লুকিয়ে একটা বাইসাইকল ফেলে যাবার কথা তোমার মনে এলেও তুমি কি এরকম একটা কাজ সত্যি করবে, অত্যন্ত বোকা গোয়েন্দাও সহজে যেটাকে একটা ভড়কি বলে ধরে ফেলতে পারে, কারণ কাজ সেরে পালাবার জন্য ঐ বাইসাইকলটাই তো আসামীর সর্বপ্রথম প্রয়োজন হবার কথা?'

'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'অথচ এমন কোন ঘটনা ঘটতেই পারে না মানুষের বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। আচ্ছা, সত্য বলে ধরে না নিয়েই নিছক মনের খেলা হিসেবে আমি একটা নতুন চিন্তার ধারার কথা বলছি। আমি স্বীকার করছি এটা নিছক কল্পনামাত্র। তবে অনেক সময়ই তো কল্পনা থেকেই সত্য জন্ম নেয়।

'আমরা ধরে নিচ্ছি এই ডগলাসের জীবনে একটা গোপন পাপ, প্রকৃতই লজ্জাজনক কোন গোপন পাপ ছিল। আরও ধরে নিচ্ছি, তারই ফলে কোন প্রতিশোধকামী বাইরে থেকে এসে তাকে খুন করে। যে কারণেই হোক—আমি স্বীকার করছি সে কারণটা আমি এখন বুঝতে পারছি না—প্রতিশোধ-কামী মৃত ব্যক্তির বিয়ের আংটিটা নিয়ে যায়। যতদূর মনে হয় এই প্রতিশোধস্পৃহার জন্ম লোকটির প্রথম বিবাহের সময়ে এবং ঐ রকম কোন কারণেই আংটিটা অপহৃত হয়েছে। খুনী চলে যাবার আগেই বার্কার ও মিসেস ডগলাস ঘরে ঢোকে। খুনী তাদের বোঝাতে সক্ষম হয় যে তাকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করলে একটা জঘন্য কেলেঙ্কারি প্রকাশিত হয়ে পড়বে। তার কথা মেনে নিয়েই তাকে চলে যেতে দেওয়া হয়। সেজন্য তারা হয়তো সেতুটা নামিয়ে দেয়, কারণ নিঃশব্দেই ওটা নামানো যায়, এবং তারপরে আবার তুলে দেয়। সে পালিয়ে যায়, এবং যে কারণেই হোক মনে করে যে বাইসাইকলের বদলে পায়ে হেঁটে যাওয়াই তার পক্ষে নিরাপদ। সুতরাং সে যন্ত্রটাকে এমন একটা জায়গায় রেখে যায় যেখানে সে নিরাপদে চলে যাবার আগে সেটা কারও চোখে পড়বে না। এ পর্যন্ত কিন্তু আমরা সম্ভাবনার সীমানার মধ্যেই আছি, তাই নয় কি?'

কিছুটা ইতস্ততভাবে আমি বললাম, 'হ্যাঁ, এরকম হতে পারে তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

'আমাদের মনে রাখতে হবে ওয়াটসন, যাই ঘটে থাকুক সেটা খুবই অসাধারণ কিছু। আচ্ছা, আবার আমাদের ধারণার ক্ষেত্রেই ফিরে যাই। খুনী চলে যাবার পরে এই নর-নারীযুগল—তারা অপরাধী নাও হতে পারে—বুঝতে পারল যে তারা এমন একটা অবস্থায় পড়েছে যেখান থেকে তারাই যে খুন করে নি বা তার সমর্থন করে নি সেটা প্রমাণ করা খুব শক্ত হবে। তারা খুব তাড়াতাড়ি যেমন করে হোক ব্যাপারটার মোকাবিলা করতে চাইল। বার্কারের রক্তমাখা চার্ট দিয়ে জানালার গোবরাটে ছাপ দিয়ে দিল যাতে বোঝানো যায় ঐ পথে খুনী পালিয়েছে। শুধু তারা দু'জনই বন্দুকের শব্দ শুনেছে, কাজেই সাধারণভাবেই তারা বিপদ-ঘণ্টাটা বাজিয়ে দিল,—অবশ্য ঘটনার আধঘণ্টা পরে।'

'এসব তুমি প্রমাণ করবে কেমন করে?'

'দেখ, বাইরের কোন লোক হলে তাকে খোঁজ করে ধরা যেতে পারে। সেটাই তো হবে সবচাইতে কার্যকরী প্রমাণ। তা যদি না হয়—দেখ, বিজ্ঞানের ঝুলি তো একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় নি। আমি তো মনে করি ঐ পড়ার ঘরে একটা সন্ধ্যা যদি আমি একাকী কাটাতে পারি তাহলে অনেকটা এগোতে পারব।'

'একটা সন্ধ্যা একাকী!'

'আমি এখনই সেখানে যাচ্ছি। এমেসের সঙ্গে সব ব্যবস্থা করে এসেছি। সেই ঘরে বসে থেকে দেখব তার পরিবেশ কোন রকম প্রেরণা জোগায় কিনা। আমি প্রেততত্ত্বে বিশ্বাসী।

বন্ধু ওয়াটসন, তুমি হাসছ। আচ্ছা, দেখা যাক। ভাল কথা, তোমার সেই বড় ছাতাটা এনেছ তো?'

'এই তো রয়েছে।'

'দেখ, ওটা আমি ধার নিতে পারি তো?'

'নিশ্চয়—কিন্তু এমন শোচনীয় অস্ত্র কেন! যদি বিপদ ঘটে—'

'ভাই ওয়াটসন, গুরুতর কিছু ঘটবে না, নইলে নিশ্চয় তোমার সাহায্য নিতাম। তবে ছাতাটা নেব। আপাতত টানব্রিজ ওয়েলস থেকে আমার সহকর্মীদের ফিরে আসা পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। ওই বাইসাইকলটির সম্ভাবিত মালিকের খোঁজে তারা সেখানে গেছে।'

ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড ও হোয়াইট ম্যাসনের অভিযান থেকে ফিরে আসতে রাত হয়ে গেল। উল্লসিত হয়ে ফিরে এসে তারা জানাল, তদন্ত-কার্য অনেক দূর এগিয়েছে।

ম্যাকডোনাল্ড বলল, 'আরে মশায় স্বীকার করছি, বাইরের কোন লোক মোটেই এব্যাপারে আছে কিনা আমার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। কিন্তু এখন সে সন্দেহ কেটে গেছে। বাইসাইকলটা সনাক্ত করা হয়েছে, আর লোকটির বিবরণ জানা গেছে। কাজেই অনেকটা পথ আমরা এগিয়ে গেছি।'

হোমস বলল, 'এটা আমার কাছে শেষের শুরুর মত শোনাচ্ছে। সর্বান্তঃকরণে আপনাদের দু'জনকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।'

'দেখুন, আগের দিন টানব্রিজ ওয়েলসে যাবার পর থেকেই মিঃ ডগলাসকে বিচলিত দেখা যায়। তাই সেখান থেকেই আমি শুরু করি। নিশ্চয় টানব্রিজেই তিনি বিপদের কথা জানতে পারেন। কাজেই পরিষ্কার বুঝতে পারলাম, কোন লোক যদি বাইসাইকল নিয়ে এসেই থাকে তাহলে আশা করা যেতে পারে যে সে টানব্রিজ ওয়েলস থেকেই এসেছিল। বাইসাইকলটা সঙ্গে নিয়ে গিয়ে হোটেলগুলোয় দেখলাম। সঙ্গে সঙ্গে "ঈগল কমার্শিয়াল"-এর ম্যানেজার সেটাকে সনাক্ত করে জানাল, দু'দিন আগে হারগ্রেভ নামক যে লোকটি সেই হোটেলে একটি ঘর ভাড়া নিয়েছিল ওটা তার। এই বাই-সাইকল আর একটা ছোট চামড়ার ব্যাগই তার সম্বল ছিল। সে লণ্ডন থেকে এসেছে বলে তার নাম রেজিস্ট্রি করিয়েছে, কিন্তু কোন ঠিকানা দেয় নি। ব্যাগটা লণ্ডনে তৈরী এবং তার ভিতরকার জিনিসপত্রগুলিও বৃটিশ, কিন্তু লোকটি স্বয়ং নিঃসন্দেহে একজন আমেরিকান।'

হোমস সানন্দে বলে উঠল, 'বেশ, বেশ। আমি যখন বন্ধুর সঙ্গে বসে বসে ধারণার জাল বুনছিলাম, আপনারা দেখছি তখন কাজের কাজ করে ফেলেছেন। মিঃ ম্যাশ, এর কাছ থেকে আমরা করিৎকর্মা হবার শিক্ষা নিতে পারি।'

ইন্সপেক্টর খুশি হয়ে বলল, 'হ্যাঁ, তা বলতে পারেন মিঃ হোমস।'

আমি বললাম, 'এ সবই কিন্তু তোমার ধারণার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে।'

'সে হতেও পারে, নাও হতে পারে। আগে শেষটা শুনি মিঃ ম্যাক। এই লোকটিকে সনাক্ত করার মত কিছু কি পাওয়া যায় নি?'

'সেটা এতই সামান্য যে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে যাতে ধরা না পড়ে সে-বিষয়ে লোকটি খুবই সতর্ক ছিল। কোন কাগজ নেই, চিঠিপত্র নেই, এমন কি পোশাক-পরিচ্ছদের কোন চিহ্নও নেই। তার শোবার ঘরের টেবিলের উপর গ্রামাঞ্চলের একটা সাইকেল-মানচিত্র শুধু পড়ে ছিল। গতকাল সকালে প্রাতরাশ খেয়েই সে বাইসাইকলে চেপে হোটেল থেকে চলে যায়। তারপর আমরা খোঁজ-খবর না করা পর্যন্ত তার আর কোন খোঁজই নেই।'

হোয়াইট ম্যাসন বলে উঠল, 'তাতেই তো গোলমালে পড়েছি মিঃ হোমস। তাকে নিয়ে যাতে কোন হৈ-চৈ না হয় এটাই যদি সে চাইত তাহলে তো ফিরে এসে একজন ভালো-মানুষ পর্যটকের মত হোটেলে থাকাই তার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। এখন যা দেখছি, তার জানা উচিত ছিল যে হোটেলের ম্যানেজার তার নামে পুলিশে রিপোর্ট করবেই এবং তার অদৃশ্য হয়ে যাওয়াকে এই খুনের সঙ্গে জড়িত করাও হবে।'

'এরকম একটা ভাবাই স্বাভাবিক। তথাপি এখনও পর্যন্ত তার বুদ্ধিরই প্রশংসা করতে হয়, কারণ সে ধরা পড়ে নি। কিন্তু তার বিবরণ—সেটার কি হল?'

ম্যাকডোনাল্ড নোট-বই বার করল।

'তারা যতটা বিবরণ দিতে পেরেছে সবই এতে আছে। তারা যে লোকটিকে ভাল করে লক্ষ্য করেছিল তা মনে হয় না; তবু কুলি, কেরাণী এবং পরিচারিকা সকলেই একমত যে তার মোটামুটি বর্ণনা এতে আছে। লোকটি উচ্চতায় প্রায় পাঁচ ফুট ন' ইঞ্চি, পঞ্চাশের মত বয়স, মাথার চুল কিছু কিছু পাকা, ধূসর গোঁফ, বাঁকা নাক, আর সকলেরই বর্ণনা অনুসারে মুখটা হিংস্র ও ভীতিপ্রদ।'

হোমস বলে উঠল, 'আরে, ভাষাগুলো বাদ দিলে, এ যে দেখছি প্রায় স্বয়ং ডগলাসেরই বর্ণনা। তারও পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়স, চুল ও গোঁফ পাকা, আর উচ্চতাও ঐ রকমই। আর কিছু জেনেছেন?'

'তার পরিধানে ছিল চেন-লাগানো জ্যাকেটসহ ভারী ধূসর রঙের স্যুট; তাছাড়া একটা ছোট হলদে ওভারকোট ও একটা নরম টুপি।'

'আর বন্দুকটা?'

www.boiRboi.net

'সেটা লম্বায় দু'ফুটেরও কম। অনায়াসেই তার চামড়ার ব্যাগের মধ্যে ধরে যেতে পারে। সেটাকে অনায়াসেই তার ওভারকোটের ভিতরেও নেওয়া চলে।'

'এসব কিছুতে কেসটার কতখানি সুবিধা হবে বলে আপনি মনে করেন?'

ম্যাকডোনাল্ড বলল, 'দেখুন মিঃ হোমস, লোকটিকে যখন ধরতে পারব—আপনি নিশ্চিত জানবেন তার বর্ণনা জানবার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তারযোগে সর্বত্র প্রচার করে দিয়েছি—তখনই ব্যাপারটা ঠিক মত বিচার করতে পারব। তবু ইতিমধ্যেই আমরা অনেকটা এগিয়েছি। আমরা জেনেছি যে হারগ্রেভ নামে নিজের পরিচয় দিয়ে জনৈক আমেরিকান দু'দিন আগে একটি বাইসাইকল ও একটি চামড়ার ব্যাগ নিয়ে টানব্রিজ ওয়েলসে এসেছিল। তার ব্যাগের ভিতর ছিল একটি মাথা-কাটা বন্দুক। কাজেই খুনের উদ্দেশ্য নিয়েই সে এসেছিল। গতকাল সকালে বন্দুকটাকে ওভার-কোটের ভিতর লুকিয়ে বাইসাইকলে চেপে এই জায়গার উদ্দেশে সে যাত্রা করে। আমরা যতদূর জেনেছি কেউ তাকে আসতে দেখে নি, কিন্তু পার্কের দরজায় পৌঁছতে তাকে গ্রামের ভিতর দিয়েই যেতে হবে এমন কোন কথা নেই। তাছাড়া রাস্তায় তো অনেক সাইকল-আরোহীই চলে। সম্ভবত তৎক্ষণাৎ সে সাইকলটাকে সেই লরেল-ঝোপের ভিতর লুকিয়ে রাখে যেখানে সেটাকে পাওয়া গেছে, এবং সম্ভবত নিজেই সেখানে লুকিয়ে থেকে বাড়িটার উপর নজর রাখে, কখন মিঃ ডগলাস বেরিয়ে আসেন। একটা বাড়ির ভিতরে ব্যবহার করার পক্ষে বন্দুক ঠিক সুবিধাজনক অস্ত্র নয়, কিন্তু সে হয় তো চেয়েছিল বাইরেই ওটা ব্যবহার করবে। সেক্ষেত্রে এর কতকগুলি সুবিধাও রয়েছে, যেমন লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়া অসম্ভব, আর ইংলণ্ডের যেকোন শিকার-অঞ্চলে বন্দুকের শব্দ এতই সচরাচর শোনা যায় যে সেটা বিশেষকরে কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করবে না।'

হোমস বলল, 'এ সবই খুব পরিষ্কার।'

'কিন্তু মিঃ ডগলাস বাইরে এলেন না। তখন সে কি করবে? বাইসাইকলটা রেখে সন্ধ্যার আবছায়ায় বাড়ির দিকে অগ্রসর হল। সে দেখল, সেতুটা ফেলা আছে, আর আশে-পাশে কেউ নেই। সেই সুযোগ সে নিল। অবশ্য কারও সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে একটা কিছু উদ্দেশ্য বলে দিলেই হবে—এটাও নিশ্চয় ভেবেছিল। কারও সঙ্গে দেখা হল না। প্রথম যে ঘরটি দেখতে পেল তার ভিতরেই ঢুকে পড়ে পর্দার আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। সেখানে থেকেই দেখতে পেল, টানা সেতুটা তোলা হয়ে গেল। তখনই বুঝল, পরিখা পার হয়েই তাকে পালাতে হবে। সোয়া এগারোটা পর্যন্ত সেখানেই সে অপেক্ষা করে রইল। এমন সময় স্বাভাবিক নৈশ রোঁদে মিঃ ডগলাস সেই ঘরে ঢুকলেন। সে তাকে গুলি করে পূর্ব ব্যবস্থামত পালিয়ে গেল। সে জানত, হোটেলের লোকেরা পুলিশের কাছে তার বাইসাইকলের বর্ণনা দেবে এবং সেটাই তার বিরুদ্ধে একটা সূত্র হয়ে উঠবে। তাই বাইসাইকলটাকে সেখানেই রেখে অন্য কোন উপায়ে লণ্ডন অথবা পূর্ব-ব্যবস্থামত অন্য কোন নিরাপদ আশ্রয়স্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। এটা কি রকম মনে করেন মিঃ হোমস?

'দেখুন মিঃ ম্যাক, যতদূর শোনা গেল ততদূর সবই বেশ ভাল এবং খুব পরিষ্কার। এটা আপনার দিককার কাহিনী। আমার দিককার কথা হল, উল্লেখিত সময়ের আধ ঘণ্টা আগে খুনটা হয়েছিল; মিসেস ডগলাস এবং মিঃ বার্কার কোন কিছু লুকোবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে; তারা খুনীকে পালাতে সাহায্য করেছে—অথবা অন্তত এটা ঠিক যে সে পালাবার আগেই তারা সে ঘরে ঢুকেছিল—এবং জানালা দিয়ে তার পালাবার সাক্ষ্য প্রমাণ নিজেরাই তৈরী করেছে; তাছাড়া খুব সম্ভব তারাই সেতুটা নামিয়ে দিয়ে তার যাবার রাস্তা করে দিয়েছে। প্রথম অর্ধেকের এই হচ্ছে আমার ভাষ্য।'

দু'জন গোয়েন্দাই মাথা নাড়তে লাগল।

লণ্ডনের গোয়েন্দা বলল, 'দেখুন মিঃ হোমস, এটা সত্য হলে আমরা কিন্তু এক রহস্য থেকে ধাক্কা খেয়ে আর এক রহস্যের মধ্যে পড়ব।'

হোয়াইট ম্যাসন যোগ করল, 'এবং আরও জটিল রহস্যের মধ্যে। মহিলাটি জীবনে কখনও আমেরিকায় ছিলেন না। একজন আমেরিকান খুনীর সঙ্গে তার এমন কি সম্পর্ক থাকতে পারে যার জন্য তিনি তাকে রক্ষা করতে চাইবেন।'

হোমস বলল, 'এ সব অসুবিধার কথা আমি প্রকাশ্যেই স্বীকার করছি। আজ রাতে আমি নিজের মত করে একটু তদন্ত করতে চাই। সম্ভবত তার ফলে আমাদের দুই তরফেরই কিছু সুবিধা হবে।'

'আমরা কি আপনাকে সাহায্য করতে পারি মিঃ হোমস?'

'না, না! অন্ধকার আর ডাঃ ওয়াটসনের ছাতা। আমার প্রয়োজন খুবই সামান্য। আর এমেস—বিশ্বস্ত এমেস—নিঃসন্দেহে আমাকে সাহায্য করবে। আমার সব রকম চিন্তার সূত্র একটি মূল প্রশ্নের দিকেই আমাকে অনিবার্যভাবে নিয়ে চলেছে—একজন ক্রীড়াবিদ লোক একটিমাত্র ডাম্বেলের মত অস্বাভাবিক একটা যন্ত্রের সাহায্যে তার ব্যায়াম করবে কেন?'

হোমস তার একক অভিযান শেষ করে যখন ফিরল তখন রাত অনেক। আমরা একটা দুই শয্যাবিশিষ্ট ঘরে শুতাম। ঐ ছোট গ্রাম্য সরাইখানায় এইটেই সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা; আমি ঘুমিয়েই পড়েছিলাম। তার ঘরে ঢোকার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল।

বললাম, 'হোমস নতুন কিছু পেলে?'

মোমবাতিটা হাতে নিয়ে সে নীরবে আমার পাশে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর তার দীর্ঘ শীর্ণ দেহটা আমার দিকে ঝুঁকে পড়ল।

ফিস ফিস করে বলল, 'ওয়াটসন, তোমাকে বলছি, একজন উন্মাদ, এমন একজন যার মস্তিষ্ক নরম হয়ে গেছে, এমন একজন নির্বোধ যার মনের জোর একেবারেই হারিয়ে গেছে,—তার সঙ্গে একই ঘরে ঘুমুতে কি ভয় পাবে?'

আমি সবিস্ময়ে জবাব দিলাম, 'মোটেই না।'

সে বলল, 'আ, এটা ভাগ্যের কথা।' সে রাতে আর একটি কথাও সে বলল না।

৭ঃ সমাধান

পরদিন সকালে প্রাতরাশের পর আমরা ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড ও মিঃ হোয়াইট ম্যাসনের দেখা পেলাম স্থানীয় পুলিশ-সার্জেন্টের ছোট বসবার ঘরে। তারা তখন আলোচনায় ব্যস্ত। তাদের সামনের টেবিলের উপর একগাদা চিঠি ও টেলিগ্রামের স্তূপ। তারা সেগুলিকে সযত্নে আলাদা আলাদা করে তালিকা তৈরী করছিল। তিনটি তাড়া একপাশে রাখা হয়েছে।

হোমস উৎফুল্লভাবে প্রশ্ন করল, 'পলাতক সাইকেল আরোহীর খোঁজ এখনও চলছে? সে বদমাসের সর্বশেষ খবর কি?'

ম্যাকডোনাল্ড সখেদে চিঠিপত্রের স্তূপটা দেখাল।

'এখন পর্যন্ত লিচেস্টার, নটিংহাম, সাদাম্পটন, ডার্বি, ইস্টহাম, রিচমণ্ড, ও আরও চৌদ্দটি স্থান থেকে তার খবর এসেছে। তার মধ্যে ইস্টহাম, লিচেস্টার ও লিভারপুল—এই তিন জায়গায় তাকে পরিষ্কার সনাক্ত করা হয়েছে এবং গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। হলুদ কোট-পরা পলাতকে দেশটা যেন ছেয়ে গেছে।'

হোমস সহানুভূতির সুরে বলে উঠল, 'আহা রে! দেখুন মিঃ ম্যাক, মিঃ হোয়াইট ম্যাসন, আপনিও শুনুন, আমি আপনাদের একটা আন্তরিক পরামর্শ দিতে চাই। আপনাদের নিশ্চয় মনে আছে, এই কেসটায় আপনাদের সঙ্গে যখন যোগ দেই তখন আমার শর্ত ছিল, অর্ধ-প্রমাণিত কোন সিদ্ধান্ত আপনাদের জানাব না, আর যতক্ষণ পর্যন্ত আমার সিদ্ধান্তের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত না হব ততক্ষণ আমি আমার মত করে কাজ করে যাব। সেই হেতু বর্তমানে আমার মনের সব কথা আপনাদের বলব না। অপর পক্ষে, আমি বলেছিলাম, এ ব্যাপারে আমি আপনাদের সঙ্গে কোনরকম লুকোচুরিও খেলব না। কাজেই একটা অনর্থক কাজে আর একটি অপ্রয়োজনীয় মুহূর্তের জন্যও আপনাদের শক্তিকে বৃথা নষ্ট হতে দেওয়া আমি উচিত বলে মনে করি না। তাই এই সকালে আপনাদের একটা পরামর্শ দিতে এসেছি। মাত্র তিনটি শব্দে আমার পরামর্শটা আপনাদের শোনাচ্ছি ঃ কেসটি পরিত্যাগ করুন।'

ম্যাকডোনাল্ড ও হোয়াইট ম্যাসন তাদের বিখ্যাত সহকর্মীর দিকে সবিস্ময়ে তাকাল।

'আপনি এটাকে নৈরাশ্যজনক মনে করেন?' ইন্সপেক্টর চেঁচিয়ে বলল।

'আপনাদের কেসটাকেই আমি নৈরাশ্যজনক মনে করি। সত্যে পৌঁছবার কোন আশা নেই—সেকথা মনে করি না।'

'কিন্তু এই সাইকলারোহী। সে তো মনগড়া নয়। তার বর্ণনা, তার ব্যাগ, তার বাইসাইকল আমরা পেয়েছি। লোকটা নিশ্চয় কোথাও আছে। তাকে কেন পাওয়া যাবে না?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে সে কোথাও আছে। আর তাকে পাওয়া যাবে তাতেও কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি চাই না ইস্টহাম বা লিভারপুলে আপনারা অযথা শক্তি ক্ষয় করেন। সঠিক ফললাভের কোন সোজা রাস্তা পাব বলেই আমি বিশ্বাস করি।'

'আপনি কি যেন লুকিয়ে রাখছেন। এটা কিন্তু আপনার অন্যায় মিঃ হোমস।' ইন্সপেক্টর বিরক্ত হয়ে উঠেছে।

'আমার কর্ম-পদ্ধতি আপনি জানেন মিঃ ম্যাক। তবে যত অল্প সময় সম্ভব ততক্ষণই কথাটা লুকনো থাকবে। খুঁটিনাটি বিষয়গুলি একদিক থেকে মিলিয়ে নিতে চাই, আর সেটা এখুনি করা যাবে। তারপর আমার সব ফলাফল আপনাদের হাতে তুলে দিয়ে আমি নমস্কার জানিয়ে লণ্ডনে ফিরে যাব। এর অন্যথা হবে না, কারণ আপনাদের কাছে আমার অনেক ঋণ; আমার অভিজ্ঞতা থেকে এর চাইতে অধিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও কৌতূহলজনক ঘটনার কথা আমি স্মরণ করতে পারছি না।'

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না মিঃ হোমস। কাল রাতে টানব্রিজ ওয়েলস থেকে ফিরে আপনার সঙ্গে যখন দেখা করি তখন আপনি আমাদের সিদ্ধান্তের সঙ্গে মোটামুটি একমত ছিলেন। তার পরে এমন কি ঘটল যার জন্য এ কেস সম্পর্কে আপনি সম্পূর্ণ নতুন ধারণা পোষণ করছেন?'

'দেখুন, আপনার প্রশ্নের উত্তরেই বলছি। আগের কথামতই কাল রাতে কয়েকঘণ্টা সময় আমি জমিদার বাড়িতে ছিলাম।'

'বেশ তো; তারপর কি হল?'

এই মুহূর্তে ও প্রশ্নের একটা সাধারণ উত্তরই আপনাকে দিতে পারি। ভাল কথা, স্থানীয় তামাকের দোকানীর কাছ থেকে মাত্র এক পেনি দাম দিয়ে কেনা এই পুরনো বাড়ির একটা খুব সংক্ষিপ্ত অথচ পরিষ্কার ও হৃদয়গ্রাহী বিবরণ আমি ইতিমধ্যে পড়ে ফেলেছি। পুরনো জমিদার বাড়ির ছবি

www.boiRboi.net

তাঁকা একখানা পুস্তিকা হোমস তার ওয়েস্ট-কোটের পকেট থেকে বের করল। 'প্রিয় মিঃ ম্যাক, চারপাশের ঐতিহাসিক পরিবেশের সঙ্গে সচেতনভাবে যুক্ত হতে পারলে তবেই যে কোন তদন্ত কার্য প্রভূত পরিমাণে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। হতাশ হবেন না। আমি নিশ্চিত করে বলছি, সাদামাঠা বিবরণ থেকেই মনের উপরে অতীতের একটা ছবি ফুটে উঠবে। অনুমতি করেন তো একটু নমুনা শোনাই। প্রথম জেমসের রাজত্বকালের পঞ্চম বর্ষে নির্মিত এবং অধিকতর প্রাচীন একটি অট্টালিকার ভগ্নস্তূপের উপর দণ্ডায়মান বার্লস্টোনের এই জমিদার বাড়ি পরিখাবেষ্টিত জ্যাকোবিয় বাসভবনের সুন্দরতম বর্তমান নিদর্শনগুলির অন্যতম—"

'আপনি আমাদের বোকা বানাচ্ছেন মিঃ হোমস।'

'ধীরে মিঃ ম্যাক, ধীরে!—এই প্রথম আপনার মধ্যে রাগের লক্ষণ দেখলাম। ঠিক আছে, আপনার যখন এতই আপত্তি, বিবরণটি হুবহু পড়ব না। কিন্তু আমি যদি বলি, একজন পার্লামেন্টীয় কর্ণেল ১৬৪৪ সালে এ বাড়ি দখল করেছিলেন, গৃহযুদ্ধের সময় চার্লস কয়েকদিন এ বাড়িতে লুকিয়ে ছিলেন, এবং সবশেষে দ্বিতীয় জর্জ এ বাড়ি পরিদর্শনে এসেছিলেন, তাহলে আপনি নিশ্চয় স্বীকার করবেন যে এই প্রাচীন ভবনটির সঙ্গে নানা ধরনের স্বার্থ জড়িয়ে আছে।'

এতে আমি কোনরকম সন্দেহ প্রকাশ করছি না মিঃ হোমস, কিন্তু এসবের সঙ্গে তো আমাদের কাজের কোন সম্পর্ক নেই।'

'নেই নাকি? সত্যি নেই নাকি? প্রিয় মিঃ ম্যাক, দৃষ্টির প্রসারতা আমাদের জীবিকার অন্যতম প্রধান গুণ। বিভিন্ন ধারণা নিয়ে খেলা এবং বাঁকাভাবে জ্ঞানের প্রয়োগ—অনেক সময় আশ্চর্য ফল দেয়। যদিও অপরাধ আমার অবসর বিনোদনের বিষয়, তথাপি আপনার চাইতে আমি বয়সে বড় এবং হয়তো আমার অভিজ্ঞতাও বেশী। কাজেই আমার এই মন্তব্যের জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন।'

গোয়েন্দাটি আন্তরিকতার সঙ্গেই বলল, 'সেকথা সকলের আগে আমিই স্বীকার করছি। স্বীকার করি আপনি ঠিক জায়গায়ই পৌঁছে থাকেন, কিন্তু আপনার পদ্ধতিটা বড়ই ঘোরালো—প্যাঁচালো।'

ঠিক আছে, ঠিক আছে, অতীতের ইতিহাসকে ফেলে এবার বর্তমানের ঘটনায় আসছি। আগেই বলেছি, কাল রাতে আমি জমিদার বাড়িতে গিয়েছিলাম। মিঃ বার্কার বা মিসেস ডগলাস কাউকে দেখতে পাই নি। তাদের বিরক্ত করবার কোন প্রয়োজনও আমার ছিল না। তবে মহিলাটির মধ্যে কোনরকম শোকের প্রকাশ দেখা যায় নি এবং তিনি বেশ ভালভাবেই রাতে ভোজন-পর্ব শেষ করেছেন—একথা শুনে বেশ খুশিই হয়েছিলাম। আমি বিশেষভাবে ভালমানুষ মিঃ এমেসের সঙ্গে দেখা করতেই গিয়েছিলাম। তার সঙ্গে কিছুটা ভদ্রতার বিনিময়ের পর অন্য কাউকে না জানিয়েই সে আমাকে পড়ার ঘরে কিছুক্ষণ একাকি থাকতে দিয়েছিল।'

'কী! সেটার সঙ্গে!' আমি চীৎকার করে উঠলাম।

'না, না, এখন সব ঠিক হয়ে গেছে। মিঃ ম্যাক, আমি খবর পেয়েছি মৃতদেহ সরিয়ে নেবার অনুমতি আপনিই দিয়েছিলেন। ঘরটা তখন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে এবং সেখানে পনেরো মিনিট থেকে আমি অনেক কিছু জেনেছি।'

'সেখানে কি করেছিলেন?'

'দেখুন, এই সাধারণ বিষয় নিয়ে আর রহস্যের সৃষ্টি করব না। আমি নিখোঁজ ডাম্বেলটার খোঁজ করলাম। এই কেসের ব্যাপারেও জিনিসটা আমার কাছে সব সময়ই বেশ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে। অবশেষে সেটা পেয়েছি।'

'কোথায়?'

'আঃ! সেখানেই তো আমরা অজানার তীরে এসে দাঁড়িয়েছি। আমাকে আর একটু—আর সামান্য একটু অগ্রসর হতে দিন, তারপর—আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি—আমি যা জানি তার সবটাই আপনারাও জানতে পারবেন।'

ইন্সপেক্টর বলল, 'আপনার শর্তমত কাজ করতে আমরা বাধ্য। কিন্তু আপনি যখন কেসটাই পরিত্যাগ করতে বললেন—আচ্ছা, কেসটা আমরা পরিত্যাগ করব কেন?'

'প্রিয় মিঃ ম্যাক, শুধু এই সহজ কারণে যে তদন্তের লক্ষ্য সম্পর্কেই আপনাদের কোন ধারণা নাই।'

'বার্লস্টোন জমিদারীর মিঃ জন ডগলাসের হত্যা সম্পর্কে আমরা তদন্ত করছি।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই করছেন। তবে বাইসাইকলে সওয়ার সেই রহস্যময় ভদ্রলোকের খোঁজ নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। আমি বলছি, তাতে কোন লাভ হবে না।'

'তাহলে আপনি আমাদের কি করতে বলেন?'

'আপনারা যদি রাজী থাকেন তাহলে ঠিক কি করতে হবে বলে দিতে পারি।'

'দেখুন আমি একথা বলতে বাধ্য যে আপনার চাল-চলন একটু অদ্ভুত হলেও তার পিছনে সবসময়ই যুক্তি থাকে। আপনি যেরকম পরামর্শ দেবেন আমি তাই করব।'

'আর আপনি, মিঃ হোয়াইট ম্যাসন?'

গ্রাম্য গোয়েন্দাটি অসহায়ভাবে একবার এদিক একবার ওদিক তাকাতে লাগল। মিঃ হোমস ও তার কার্য-পদ্ধতি দুই-ই তার কাছে নতুন।

অবশেষে সে বলল, 'ঠিক আছে। ইন্সপেক্টরের পক্ষে যা ভাল আমার পক্ষেও তাই ভাল।'

'চমৎকার!' হোমস বলে উঠল। 'তাহলে আমি বলি কি, আপনারা দু'জনেই মনের সুখে গ্রামাঞ্চলে একটু বেড়িয়ে

আসুন। শুনেছি, বার্লস্টোন ব্রীজ থেকে উইল্ডের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী খুবই মনোরম। দুপুরের খাবারটা কোন হোটেলে নিশ্চয়ই পেয়ে যাবেন। তবে আমি তো এ অঞ্চলটা চিনি না, তাই কোন ভাল হোটেলের নাম করতে পারছি না। সন্ধ্যায় শ্রান্ত কিন্তু খুশি মনে—'

সক্রোধে চেয়ার ছেড়ে উঠে ম্যাকডোনাল্ড বলে উঠল, 'আরে মশাই, এ যে ঠাট্টাকেও হার মানাচ্ছেন!'

সানন্দে তার কাঁধটা চাপড়ে দিয়ে হোমস বলল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। যেমনভাবে ইচ্ছে দিনটা কাটিয়ে দিন। যা খুশি করুন, যেমন খুশি যান, কিন্তু সন্ধ্যা হবার আগেই এখানে আমার সঙ্গে অতি অবশ্য দেখা করবেন—মনে রাখবেন মিঃ ম্যাক, অতি অবশ্য।'

'এটা অবশ্য অনেকটা বুদ্ধিমানের মত কথা।'

'আমি সদুপদেশই দিয়েছি। তবে আমি জোর করছি না। শুধু দরকারের সময় আপনারা এখানে এলেই হল। কিন্তু আপাতত আমরা বিদায় নেবার আগে আমি চাই আপনি মিঃ বার্কারকে একটা চিঠি লিখুন।'

'মানে?'

'যদি চান তো চিঠির কথাগুলি আমিই বলে দিচ্ছি। তৈরী?'

'প্রিয় মহাশয়, আমার মনে হচ্ছে পরিখাটা শুকিয়ে ফেলা আমাদের কর্তব্য। আশা করছি, সেখানে আমরা এমন কিছু পেতে পারি—'

ইন্সপেক্টর বলে উঠল, 'অসম্ভব। আমি তো অনুসন্ধান করেছি।'

'ধীরে মশাই ধীরে। দয়া করে আমি যা বলছি তাই করুন।'

'ঠিক আছে বলুন।'

'আশা করছি সেখানে আমরা এমন কিছু পেতে পারি যা আমাদের তদন্তের সহায়ক হবে। আমি সব ব্যবস্থা করেছি; কাল খুব সকালে মজুররা নদীর খাতটা অন্য পথে ঘুরিয়ে দিয়ে কাজ শুরু করবে—'

'অসম্ভব।'

'খাতটা অন্যপথে ঘুরিয়ে কাজ শুরু করবে; পূর্বাহ্নেই ব্যাপারটা আপনাকে জানিয়ে দেওয়া উচিত বিবেচনা করলাম।'

'এবার স্বাক্ষর করুন; তারপর চারটে নাগাদ লোক মারফৎ পাঠিয়ে দিন। সেইসময় আমরা এই ঘরে মিলিত হব। ততক্ষণ আমরা প্রত্যেকে যার যা খুশি করতে পারি, কারণ আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি যে এই তদন্ত এখানে এসেই আপাতত থেমে গেছে।'

আবার যখন আমরা একত্র সমবেত হলাম তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। হোমস খুব গম্ভীর, আমি কৌতূহলী, আর গোয়েন্দাযুগল স্বভাবতই চিন্তিত ও বিরক্ত।

আমার বন্ধু গম্ভীর স্বরে বলল, 'ভদ্রমহোদয়গণ, আমি চাই আমার সঙ্গে আপনারাও সব কিছু যাচাই করে নিন; আপনারা নিজেরাই বিচার করে দেখুন আমার সংগৃহীত তথ্যাদির দ্বারা আমার সিদ্ধান্ত সমর্থিত হয় কি না। আজকের রাতটা খুব ঠাণ্ডা; আমাদের অভিযান কতক্ষণ চলবে আমি জানি না; তাই বলছি, সকলেই ভাল করে গরম পোশাক পরে নিন: অন্ধকার হবার আগেই আমাদের স্ব স্ব স্থানে পৌঁছতে হবে; কাজেই আপনাদের অনুমতি নিয়ে আমরা এখনই যাত্রা শুরু করব।'

জমিদার বাড়ির পার্কের বাইরের সীমানা বরাবর অগ্রসর হয়ে এমন একটা জায়গায় আমরা পৌঁছলাম যেখানে বেড়ার রেলিং-এ খানিকটা ফাঁক রয়েছে। তার ভিতর দিয়ে ঢুকে হোমসের পিছু পিছু এগিয়ে আমরা প্রধান ফটক ও টানা সেতুর প্রায় উল্টো দিকের একটা ঝোপের কাছে উপস্থিত হলাম। সেতুটা তোলা হয় নি। হোমস হামাগুড়ি দিয়ে লরেলের বেড়ার পিছনে বসে পড়ল। আমরা তিনজন তাকে অনুসরণ করলাম।

ম্যাকডোনাল্ড রুক্ষ স্বরে জিজ্ঞাসা করল, 'এখন আমরা কি করব?'

হোমস জবাব দিল, 'ধৈর্য ধরে বসে থাকব আর যথাসম্ভব কম শব্দ করব।'

'কিন্তু আমরা এখানে এলাম কেন? সত্যি বলছি, সব কথা আপনার খোলাখুলি বলা উচিত ছিল।'

হোমস হাসল।

বলল, 'ওয়াটসন বলে থাকে, আমি নাকি বাস্তব জীবনের নাট্যকার। মাঝে মাঝে আমার ভিতরকার শিল্পীমন জেগে ওঠে এবং একটি সফল মঞ্চ-নাটকের দাবী জানায়। সত্যি বলছি মিঃ ম্যাক, আমাদের তদন্তের ফলাফল যাতে গৌরবময় হয়ে উঠতে পারে তেমনভাবে দৃশ্য-সংস্থাপন না করতে পারলে আমাদের এই জীবিকা বড়ই নীরস ও কঠিন হয়ে পড়ত। সরাসরি অভিযোগ, ঘাড়ের উপর পাশবিক আঘাত—এ দিয়ে কি নাটকের পরিণতি জমে? কিন্তু দ্রুত অনুমান, সূক্ষ্ম ফাঁদ, আসন্ন ঘটনার সুদক্ষ পূর্বাভাষ, সাহসিক সিদ্ধান্তের বিজয়দৃপ্ত সপ্রমাণ—আমাদের জীবন ভোর কর্মধারার এগুলিই কি গর্ব এবং গৌরব নয়? এই মুহূর্তে পরিবেশের জাঁকজমকে আর শিকারী-সুলভ প্রত্যাশায় আপনাদের বুকও তো উত্তেজনায় কাঁপছে। আমি যদি সময়-সারনির মত সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট হতাম তাহলে এই উত্তেজনা কোথায় পেতেন? মিঃ ম্যাক, আমি শুধু একটু ধৈর্য ধরতে বলছি, তাহলেই সব পরিষ্কার বুঝতে পারবেন।'

সকৌতুকে হাল ছেড়ে দিয়ে লণ্ডনের গোয়েন্দা বলল, 'আশা করি ঠাণ্ডায় মৃত্যুলাভ করবার আগেই গর্ব, গৌরব ও বাকিরা সবাই এসে পড়বে।'

ঐ কথায় সায় দেবার মত যথেষ্ট কারণ আমাদের সকলেরই ছিল, কারণ আমাদের প্রতীক্ষা দীর্ঘ ও বিরক্তিকর হয়ে উঠছিল। ধীরে ধীরে প্রাচীন বাড়িটায় লম্বা গম্ভীর মুখের উপরে ছায়াগুলো কালো হয়ে এল। পরিখা থেকে একটা ঠাণ্ডা ভিজে বাতাস এসে আমাদের হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে তুলল; আমাদের দাঁতে দাঁতে সুর বাজতে লাগল। ফটকের উপর একটিমাত্র বাতি জ্বলছে, আর খুনে পড়ার ঘরে একটা স্থির আলো দেখা যাচ্ছে। আর সব কিছু অন্ধকার, নিথর।

হঠাৎ ইন্সপেক্টর বলে উঠল, 'আর কতক্ষণ এভাবে চলবে? আর কিসের জন্যই বা আমরা অপেক্ষা করে আছি?'

কিছুটা কড়া গলায় হোমস জবাব দিল, 'আর কতক্ষণ চলবে সেবিষয়ে আপনাদের মত আমারও কোন ধারণা নেই। অপরাধীরা যদি রেলগাড়ির মত নির্দিষ্ট সময় মেনে চলত তাহলে নিঃসন্দেহে আমাদের সকলেরই খুব সুবিধা হত। আর কিসের জন্য আমরা—দেখুন, ওরই জন্য আমরা অপেক্ষা করে আছি।'

সে যখন কথা বলছিল তখন পড়ার ঘরের উজ্জ্বল হলুদে আলোটা একজন লোকের এদিক ওদিক যাতায়াতের ফলে মাঝে মাঝেই আড়াল হয়ে যাচ্ছিল। যে লরেল ঝোপের পাশে আমরা বসেছিলাম সেটা জানালার ঠিক উল্টো দিকে এবং তার দূরত্বও একশ' ফুটের বেশী নয়। এই সময়ে কব্জার শব্দ করে জানালাটা খুলে গেল। আমরা অস্পষ্টভাবে দেখতে পেলাম একটি মানুষের মাথা ও ঘাড়ের কালো রেখা। সে বাইরের অন্ধকারে তাকিয়ে আছে। কয়েক মিনিট সে চোরের মত চুপি চুপি বাইরে তাকাতে লাগল, যেন সে চাইছে আর কেউ তাকে দেখতে না পাক। তারপর সে সামনে ঝুঁকলো। চতুর্দিকের একান্ত স্তব্ধতার জন্য জলের আলোড়নের একটা মৃদু শব্দ আমাদের কানে এল। দেখে মনে হল, হাতের একটা কিছু দিয়ে সে পরিখার জল নাড়ছে। তারপর হঠাৎ জেলে যেভাবে মাছকে ডাঙায় তোলে ঠিক সেইভাবে সে একটা কিছু টেনে নিল—একটা প্রকাণ্ড গোল বস্তু যেটাকে খোলা জানালা দিয়ে টেনে ভিতরে নেবার সময় ঘরের আলোটা ঢেকে গেল।

'এইবার!' হোমস চেঁচিয়ে উঠল, 'এইবার।'

সবাই উঠে দাঁড়ালাম। অসাড় হাত-পা নিয়ে কোনরকমে তার পিছনে ছুটতে লাগলাম। আর সে? প্রয়োজনের সময় যে শারীরিক শক্তির অগ্নিদীপ্তি তাকে অদৃষ্টপূর্ব এক কর্মক্ষম ও শক্তিশালী মানুষে পরিণত করে তারই প্রেরণায় সে দ্রুতগতিতে সেতুটা পার হয়ে খুব জোরে ঘণ্টাটা বাজিয়ে দিল। ও-পাশ থেকে খিল খোলার শব্দ শোনা গেল। দ্বারপথে বিস্মিত এমেসকে দেখা গেল। কোন কথা না বলে তাকে একপাশে ঠেলে দিয়ে হোমস ঘরের মধ্যে ঢুকল। আমরাও পেছনে পেছনে গেলাম। যার জন্য এতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছিলাম ঘরের মধ্যে সেই দাঁড়িয়ে আছে।

টেবিলের উপরকার তেলের বাতিটার উজ্জ্বল আলোই আমরা বাইরে থেকে দেখেছিলাম। বাতিটা এখন সেসিল বার্কারের হাতে। আমরা ঢুকতেই সে বাতিটা আমাদের দিকে বাড়িয়ে ধরল। তার শক্ত দৃঢ়সংকল্প, পরিষ্কার-কামানো মুখ আর ভয়ংকর চোখ দুটি বাতির আলোয় চকচক করতে লাগল।

সে চীৎকার করে বলল, 'এসব শয়তানীর অর্থ কি? এখানে আপনারা কি চান?'

হোমস ক্ষিপ্রগতিতে চারদিকে চোখ বুলিয়েই লেখার টেবিলের নীচে ঝুঁকে ফেলে দেওয়া দড়ি দিয়ে বাঁধা একটা ভিজে বাণ্ডিলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

'এইটে চাই মিঃ বার্কার—ডায়েল বেঁধে ভারীকরা এই বাণ্ডিলটা যেটা আপনি এইমাত্র পরিখার জল থেকে তুললেন।'

বার্কার হতভম্বের মত হোমসের দিকে তাকাল।

'এটার কথা আপনি জানলেন কেমন করে?'

'কারণ ওটা আমিই ওখানে রেখেছিলাম।'

'আপনি রেখেছিলেন! আপনি!'

হোমস বলল, 'হয় তো আমার বলা উচিত "একটা সরিয়ে আর একটা রেখেছিলাম।" ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড, আপনার হয় তো মনে আছে একটি ডায়েল দেখতে না পেয়ে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। সেদিকে আপনার দৃষ্টিও আকর্ষণ করেছিলাম। কিন্তু অন্য ঘটনার চাপে পড়ে আপনি সেটা ভেবে দেখবার সময় করে উঠতে পারেন নি। ভেবে দেখলে কিন্তু তার থেকে অনেক কথা জানতে পারতেন। জল যেখানে কাছেই রয়েছে আর একটা ভারী জিনিসও খোয়া গেছে, তখন এটা ধরে নেওয়া খুব অসম্ভব নয় যে কোন জিনিস জলের নীচে ডুবিয়ে রাখা হয়েছে। অন্তত ধারণাটা একবার পরীক্ষা করে দেখা অবশ্যই কর্তব্য। কাজেই এমেসের সাহায্যে—সেই আমাকে এ· ঘরে ঢুকতে দিয়েছিল—এবং ডাঃ ওয়াটসনের ছাতার বাঁকানো বাঁটের সাহায্যে গত রাত্রেই এই বাণ্ডিলটা জল থেকে তুলে আমি পরীক্ষা করে দেখেছি। অবশ্য এটাকে কে ওখানে রেখেছিল সেটা প্রমাণ করাই সবচাইতে আগে দরকার। আগামীকাল পরিখাটা শুকিয়ে ফেলা হবে এই ঘোষণার দ্বারা সহজেই সেকাজও করা হয়েছে'। ঘোষণার অনিবার্য ফলস্বরূপ বাণ্ডিলটা যেই লুকিয়ে রাখুন না কেন, অন্ধকার হওয়া মাত্রই নিশ্চয় সে ওটাকে জল থেকে তুলে নেবে। সে সুযোগ কে গ্রহণ করেছে তার অন্তত চারজন সাক্ষী আমাদের রয়েছে। কাজেই মিঃ বার্কার, এবার আপনার কথা বলার পালা।'

শার্লক হোমস ভিজে ব্যাণ্ডলটা টেবিলের উপর ব্যাতির পাশে রেখে দাড়িটা খুলে ফেলল। তার ভিতর থেকে একটা ডাম্বেল বের করে সেটাকে ঘরের এককোণে রাখা জোড়ার অপরটির দিকে গড়িয়ে দিল। তারপর বের করল একজোড়া জুতো। আঙুলের দিকটা দেখিয়ে বলল, "দেখতেই পাচ্ছেন এটা আমেরিকায় তৈরী।" এবার টেবিলের উপর রাখল একখানা দীর্ঘ, মারাত্মক ছাপে-ভরা ছুরি। সব শেষে বের করল এক ব্যাণ্ডল জামা-কাপড়—একপ্রস্থ তলাকার জামা, মোজা, ধূসর রঙের টুইডের স্যুট এবং একটি বেঁটে হলুদ ওভারকোট।

হোমস বলল, 'জামা-কাপড়গুলি সবই সাধারণ, কেবলমাত্র ওভারকোটটি ছাড়া। ওটা কিন্তু অনেক ইঙ্গিত বহন করছে।' কোটটাকে আলোর দিকে ধরে তার লম্বা শীর্ণ আঙুলগুলো তার উপরে চালাতে লাগল। 'দেখতে পাচ্ছেন, এই ভিতরের পকেটটা লাইনিং-এর ভিতর দিয়ে এতখানি প্রসারিত যাতে একটা মাথা-কাটা পাখি-মারা বন্দুকের যথেষ্ট জায়গা হতে পারে। গলার কাছে দর্জির নামের পার্টি লাগানো রয়েছে—নিয়েল, পোশাক-প্রস্তুতকারক, ভারমিসা, ইউ. এস. এ.। স্থানীয় রেকর্টারের গ্রন্থাগারে সারা বিকেল পড়াশুনা করে এটুকু বাড়তি জ্ঞান সঞ্চয় করেছি যে ভারমিসা হল যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বিখ্যাত কয়লা ও লোহার খনি-অঞ্চলের একটি সমৃদ্ধশালী ছোট শহর। আমার মনে আছে মিঃ বার্কার যে কয়লাখনি অঞ্চলের প্রসঙ্গে আপনি মিঃ ডগলাসের প্রথমা স্ত্রীর কথা উল্লেখ করেছিলেন। কাজেই তারপরে এরূপ অনুমান করা খুব অবান্তর হয় না যে মৃত ব্যক্তির পাশে পাওয়া কার্ডের উপরে লেখা ভি. ভি. ভারমিসা ভ্যালিরই দুটি আদ্য অক্ষর, বা এই উপত্যকাই বহুবার শোনা সেই আতংকের উপত্যকা হতে পারে যেখান থেকে খুনের দূতদের পাঠানো হয়েছে। এ পর্যন্ত বেশ পরিষ্কার। এবার আপনার পালা। মিঃ বার্কার, এবার আপনার ব্যাখ্যা শুনতে চাই।'

মহান গোয়েন্দার এই বিবৃতির সময় সেসিল বার্কারের মুখের ভাব একটা দেখবার মত দৃশ্য। ক্রোধ, বিস্ময়, আতংক এবং অস্থিরতার ছায়া পর পর তার মুখের উপর দিয়ে বয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত সে কঠিন বিদ্রূপের আশ্রয় নিল।

মুখ সিঁটকে বলল, 'আপনি তো অনেক কিছুই জানেন মিঃ হোমস, আপনিই আরও কিছু শোনালেই তো ভাল হত।'

'মিঃ বার্কার, কোন সন্দেহ নেই যে আমি আরও অনেক কিছুই বলতে পারি, কিন্তু সেকথাগুলো আপনার মুখেই ভাল শোনাবে।'

'ওঃ আপনি তাই মনে করেন বুঝি? দেখুন, আমি শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে এখানে যদি গোপন কথা কিছু থেকে থাকে সেটা আমার গোপন কথা নয়, কাজেই সেটা জানাবার দায়ও আমার নয়।'

ইন্সপেক্টর শান্তভাবে বলল, 'দেখুন মিঃ বার্কার, আপনি যদি এই লাইন ধরেন তাহলে পরোয়ানা এনে আপনাকে গ্রেপ্তার করার আগে পর্যন্ত আপনাকে আমাদের নজরবন্দী হয়ে থাকতে হবে।'

বার্কার উদ্ধতভাবে বলল, 'আপনাদের যা খুশি তাই করতে পারেন।'

মনে হল আলোচনা বুঝি সেখানেই শেষ হয়ে গেল, কারণ তার পাথরের মত মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যায় যে কোনরকম পদ্ধতিতেই তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে দিয়ে আর কিছু বলানো যাবে না। অবশ্য একটি স্ত্রী-কণ্ঠের শব্দে এই অচল অবস্থার অবসান ঘটল। আধ-খোলা দ্বার-পথে দাঁড়িয়ে মিসেস ডগলাস সব কথাই শুনছিলেন। এবার তিনি ঘরে ঢুকে বললেন, 'সেসিল, আমাদের জন্য তুমি অনেক করেছ। তার ফল ভবিষ্যতে যাই হোক, তুমি যথেষ্ট করেছ।'

শার্লক হোমস গম্ভীরভাবে বলল, 'যথেষ্ট, যথেষ্টর চাইতেও বেশী। ম্যাডাম, আপনার প্রতি আমার সবরকম সহানুভূতি আছে। তাই আপনাকে একান্তভাবে অনুরোধ করছি আমাদের সাধারণ বুদ্ধির উপর কিছুটা আস্থা রাখুন, আর স্বেচ্ছায় পুলিশকে সব কথা খুলে বলুন। হতে পারে, আমার বন্ধু ডাঃ ওয়াটসনের মারফৎ যে ইঙ্গিত আপনি আমাকে পাঠিয়েছিলেন তদনুসারে কাজ না করায় আমারই ভুল হয়েছে, কিন্তু সে সময়ে আমার বিশ্বাস করবার যথেষ্ট কারণ ছিল যে আপনি স্বয়ং প্রত্যক্ষভাবে এই খুনের সঙ্গে জড়িত। এখন আমি নিশ্চিত জানি যে তা নয়। সেইসঙ্গে এটাও ঠিক যে এখনও অনেক কিছুই বোঝা যায় নি। তাই আমি জোরের সঙ্গে জানাচ্ছি, আপনি মিঃ ডগলাসকে বলুন তার সব কথা আমাদের বলতে।'

হোমসের কথা শুনে মিসেস ডগলাস বিস্ময়ে চীৎকার করে উঠলেন। গোয়েন্দাযুগল ও আমার মুখ থেকেও তারই প্রতিধ্বনি বেরিয়েছিল। এমন সময় দেখলাম একটা মানুষ যেন দেওয়ালের ভিতর থেকে বেরিয়ে ঘরের কোণের অন্ধকার থেকে সামনে এসে দাঁড়াল। মিসেস ডগলাস ঘুরে দাঁড়িয়ে মুহূর্তের মধ্যে তার গলা জড়িয়ে ধরল। বার্কার ধরল তার প্রসারিত হাত।

তার স্ত্রী বললেন, 'এই পথই ভাল জ্যাক, আমি নিশ্চিত জানি এই পথই ভাল।'

শার্লক হোমস বলল, 'ঠিক তাই মিঃ ডগলাস, আমিও নিশ্চিতভাবে বলছি, আপনিও বুঝতে পারবেন যে এই পথই শ্রেষ্ঠ।'

অন্ধকার থেকে হঠাৎ আলোয় এলে মানুষ যেরকম মিটমিট

করে তাকায় লোকটি সেইরকম বিমূঢ় দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল। তার মুখখানি দেখবার মত—বড় বড় ধূসর দুটি চোখ, একজোড়া শক্ত, ছোটকরে ছাঁটা আধুসর গোঁফ, চৌকো ঠেলে-আসা থুতনি, আর একখানি খুশিভরা মুখ। সে আমাদের সকলের দিকেই একবার ভাল করে তাকাল। তারপর আমাকে বিস্মিত করে দিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এসে এক বাণ্ডিল কাগজ আমার হাতে দিল।

আধা ইংরেজ ও আধা আমেরিকান গলায় সে বলল, 'আপনার কথা আমি শুনেছি।' তার গলার স্বর বেশ শান্ত ও মনোরম। 'এ দলের আপনি লিপিকার। দেখুন ডাঃ ওয়াটসন, এরকম একটা কাহিনী যে এর আগে কখনও আপনার হাত দিয়ে বের হয় নি সেজন্য আমি আমার শেষ ডলারটি পর্যন্ত বাজী রাখতে পারি। কাহিনীটা আপনি আপনার মত করেই বলবেন, তবে ঘটনাগুলো সবই এতে আছে এবং এগুলো হাতে থাকলে আপনার পাঠকের অভাব হবে না। দু'দিন আমাকে আটক রাখা হয়েছিল, সেই সময়েই দিনের আলোয়—একটা ইঁদুরের গর্তে যতটা আলো পাওয়া সম্ভব—সব কথা আমি লিখেছি। সেগুলো আপনাকে দিলাম—আপনাকে আর আপনার পাঠককে। এতেই আতংকের উপত্যকার কাহিনী পাবেন।'

শার্লক হোমস শান্তভাবে বলল, 'সে তো অতীতের কথা মিঃ ডগলাস। এখন আমরা আপনার বর্তমানের কথা শুনতে চাই।'

'নিশ্চয়ই শুনবেন স্যার' ডগলাস বলল। 'বলতে বলতে ধূমপান করতে পারি তো? ধন্যবাদ মিঃ হোমস। যতদূর মনে পড়ে আপনি নিজেও তো ধূমপান করেন; তাই দুটো দিন পকেটে তামাক নিয়ে বসে আছি অথচ পাছে তামাকের গন্ধে ধরা পড়ে যাই তাই খেতে পারছি না—এ যে কি অবস্থা আপনি তা বুঝতে পারবেন।' ম্যান্টেলপিসে হেলান দিয়ে সে হোমসের দেওয়া চুরুটটা টানতে লাগল। 'মিঃ হোমস, আপনার নাম শুনেছি, কিন্তু কখনও ভাবি নি আপনার সঙ্গে দেখা হবে।' আমার কাগজগুলো দেখিয়ে সে বলল, 'ওগুলো দেখবার আগে আপনি নিশ্চয় স্বীকার করবেন যে আমি নিজেই একটা টাটকা খবর হয়ে এসেছি।'

ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড পরম বিস্ময়ে নবাগতের দিকে তাকিয়েছিল।

আর থাকতে না পেরে চেঁচিয়ে বলল, 'দেখুন, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনি যদি বার্লস্টোন জমিদারীর মিঃ জন ডগলাস, তাহলে এই দু'দিন ধরে আমরা কার খুনের তদন্ত করে বেড়াচ্ছি, আর আপনিই বা এখন কোন্ গগন থেকে এসে উদয় হলেন? আপনি যেন মেঝে ফুঁড়ে ভানুমতীর খেল্-এর মত সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন।'

তিরস্কারের ভঙ্গীতে তর্জনী তুলে হোমস বলল, 'আঃ মিঃ ম্যাক, তবু আপনি রাজা চার্লসের লুকিয়ে থাকার বিবরণ সম্বলিত চমৎকার স্থানীয় সংগ্রহ-গ্রন্থখানি পড়ে দেখবেন না! সেকালের দিনে লুকিয়ে থাকবার উপযুক্ত স্থান ছাড়া লোকে লুকোত না। আর যে লুকোবার জায়গা একবার ব্যবহৃত হয়েছে সেটা আবারও ব্যবহার করা যেতে পারে। আমি আগেই ভেবেছিলাম, মিঃ ডগলাসকে এই ছাদের নীচেই পাওয়া যাবে।'

ইন্সপেক্টর রেগে বলল, 'আর এতটা সময় ধরে আপনি আমাদের সঙ্গে এইভাবে ফাঁকিবাজী করেছেন? অর্থহীন জেনেও এই তদন্তে আমাদের অযথা শক্তিক্ষয় করতে দিয়েছেন?'

'প্রিয় মিঃ ম্যাক, প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি মুহূর্তও নয়। মাত্র কাল রাতেই আমি মনস্থির করতে পেরেছি। যেহেতু আজ সন্ধ্যার আগে আমার সিদ্ধান্ত প্রমাণ করা সম্ভব ছিল না, তাই তো আপনাকে আর আপনার সহকর্মীকে আজকের দিনটা ছুটি নিতে বলেছিলাম। বলুন, এর চাইতে বেশী আমি আর কি করতে পারতাম? পরিষ্কার জলে যখন এই জামা-পোশাকগুলো পেলাম তৎক্ষণাৎ আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে মৃতদেহটি মিঃ জন ডগলাসের হতেই পারে না, ওটা নিশ্চয়ই টানব্রিজ ওয়েলস থেকে আগন্তুক সেই বাইসাইকলা-রোহীর দেহ। আর কোন সিদ্ধান্তই সম্ভব ছিল না। সুতরাং তখনই আমাকে ভাবতে হয়েছিল, তাহলে মিঃ জন ডগলাস কোথায় গেল। এ অবস্থায় এটা ভাবাই স্বাভাবিক যে তার স্ত্রী এবং বন্ধুর সহযোগিতায় এমন একটা ঘরে তাকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে যেখানে পালিয়ে থাকবার সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে, এবং সবকিছু শান্ত হয়ে গেলেই সে সেখান থেকে পালিয়ে চলে যাবে।'

মিঃ ডগলাস কথাগুলো সমর্থনের ভঙ্গীতে বলল, 'আপনার বিবরণ প্রায় যথাযথই হয়েছে। আমি ভেবেছিলাম আপনাদের বৃটিশ আইনকে ফাঁকি দেব, কারণ সে আইনে আমার কি ব্যবস্থা হবে ঠিক জানি না; তাছাড়া আমি দেখলাম ঐ কুকুরগুলোকে আমার পথ থেকে সরিয়ে দেবার এই সুযোগ। মনে রাখবেন, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত লজ্জিত হবার মত, বা দরকার হলে আবারও করতে পারব না এমন কোন কাজ আমি করি নি। তবে আমার কাহিনী শুনবার পরে সেটা আপনারাই বিচার করবেন। আমাকে সতর্ক করে কোন লাভ নেই ইন্সপেক্টর, সত্যের মাটিতে দাঁড়াতে আমি প্রস্তুত।'

'একেবারে গোড়া থেকে শুরু করব না। সেসব তো ওতেই আছে'—আমার হাতের কাগজের বাণ্ডিলটা দেখাল— আর ওটাও এক আশ্চর্য কাহিনী। মোটামুটি ব্যাপারটা এই রকম: এমন কিছু লোক আছে যারা সম্যক কারণেই আমাকে ঘৃণা

করে এবং আমাকে ধরবার জন্য শেষ ডলার পর্যন্ত দিতে পারে। যতদিন আমি বেঁচে আছি এবং তারা বেঁচে আছে, ততদিন এই পৃথিবীতে আমি নিরাপদ নই। তাদের তাড়া খেয়ে আমি শিকাগো থেকে কালিফোর্নিয়ায় গেছি; সেখান থেকে তারা আমাকে আমেরিকা-ছাড়া করেছে। কিন্তু যখন বিয়ে করে এই শান্তির নীড়ে বসবাস শুরু করলাম, তখন ভেবেছিলাম আমার শেষের দিনগুলি শান্তিতেই কাটবে। আমার স্ত্রীকে অতীতের কথা কিছুই বলি নি। কেন তাকেও এর মধ্যে টেনে আনব বলুন? তাহলে যে জীবনে আর কখনও সে স্বস্তি পেত না, সব সময়েই বিপদের ভয়ে দিন কাটাত। অবশ্য আমার মনে হয় সে কিছু জানত, কারণ আমি হয় তো কালে-ভদ্রে মুখ ফসকে দু' একটা কথা বলে থাকতে পারি,—কিন্তু গতকাল আপনারা তার সঙ্গে দেখা করবার আগে আসল ব্যাপার সে কিছুই জানত না। সে যা জানত সবই আপনাদের বলেছে; বার্কারও তাই করেছে; কিন্তু ঘটনার রাতে সব কিছু বুঝিয়ে বলবার মত সময় আমার ছিল না। আমার স্ত্রী এখন সবই জানে; হয় তো আরও আগেই তাকে সব কথা বললেই আমি ভাল করতাম। কিন্তু তুমি তো জান প্রিয়ে', —মুহূর্তের জন্য স্ত্রীর হাতখানি সে নিজের হাতের মধ্যে নিল— 'কথাগুলি বড়ই নির্মম; তবু যা কিছু করেছি ভালর জন্যই করেছি।'

'দেখুন ভদ্রমহোদয়গণ, এই ঘটনার আগের দিন আমি টানব্রিজ ওয়েলস্ গিয়েছিলাম এবং ক্ষণেকের জন্য একটি লোককে রাস্তায় দেখতে পেয়েছিলাম। শুধু ক্ষণেকের দেখা, কিন্তু আমার দৃষ্টি খুব সজাগ, লোকটিকে চিনতে আমার ভুল হয় নি। সে হচ্ছে আমার সবচাইতে বড় শত্রু—এত বছর ধরে সে হরিণের পিছনে ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত আমাকে তাড়া করে চলেছে। বুঝলাম বিপদ আসন্ন, তাই বাড়ি ফিরেই সব ঠিক করে ফেললাম। ভেবেছিলাম নিজের শক্তিতেই সব বিপদ কাটিয়ে উঠতে পারব। এমন এক সময় ছিল যখন সারা যুক্তরাষ্ট্রের লোক আমার সৌভাগ্যের কথা বলত। সে ভাগ্য যে এখনও আমার সঙ্গেই আছে সেবিষয়ে আমার কোন সন্দেহ ছিল না।

'পরদিন সারাক্ষণ খুব সজাগ রইলাম, একবারও পার্কে গেলাম না। না গিয়ে ভালই করেছিলাম, অন্যথায় আমি কিছু করবার আগেই তার পাখি-মারা বন্দুক দিয়ে আমাকেই সে গুলি করত। সেতুটা তোলা হয়ে গেলে—প্রতিদিন সন্ধ্যায় সেতুটা তোলা হলেই আমি যেন শান্তি ফিরে পেতাম—বিপদের চিন্তা আমার মাথা থেকে চলে গেল। সে যে বাড়িতে ঢুকে আমার জন্য অপেক্ষা করে থাকতে পারে সেটা আমি ভাবতেই পারি নি। প্রতিদিনের অভ্যাস মত যখন ড্রেসিং-গাউনটা চড়িয়ে বাড়িটা ঘুরে দেখছিলাম, তখন পড়ার ঘরে ঢোকা মাত্রই বিপদের গন্ধ পেলাম। আমি মনে করি, মানুষের জীবনে যখন কোন বিপদ আসে—আমার জীবনে অনেক বিপদের মুহূর্ত এসেছে—তখন একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তাকে সতর্ক করে দেয়। পরমুহূর্তেই জানালার পর্দার নীচে একটা জুতো দেখতে পেলাম। সব কিছু বুঝতে আর বাকি রইল না।

'আমার হাতে শুধু একটা মোমবাতি। কিন্তু খোলা দরজা দিয়ে হলের বাতি থেকে প্রচুর আলো আসছিল। মোমবাতিটা ফেলে দিয়ে ম্যান্টেলের উপর রাখা হাতুড়িটার জন্য লাফ দিলাম। সেইমুহূর্তে সেও আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। একটা ছুরির ঝিলিক চোখে পড়ল। আমিও হাতুড়িটা ছুঁড়ে মারলাম। তারপর কোথায় সেটা লাগল জানি না, কিন্তু ছুরিটা সশব্দে মেঝের উপর পড়ে গেল। পাকাল মাছের মত ক্ষীপ্রগতিতে সে টেবিলের ও-পাশে ঘুরে গিয়েই কোটের নীচ থেকে বন্দুক বের করল। ঘোড়া টানার শব্দ কানে এল, কিন্তু সে গুলি ছুঁড়বার আগেই আমি বন্দুকটা ধরে ফেললাম। আমি ধরেছিলাম বন্দুকের নলটা। মিনিটখানেক দু'জনে বন্দুক নিয়ে টানাটানি চলল। যার মুঠো আলগা হবে তারই মৃত্যু। তার হাতের মুঠো কখনও আলগা হয় নি। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ সময় সে বন্দুকের কুঁদোটা নীচের দিকে চেপে রেখেছিল। হয়তো আমিই ঘোড়াটা টেনে-ছিলাম। অথবা হয় তো দু'জনের টানাটানিতেই ঘোড়াটা সরে গিয়েছিল। যেভাবেই হোক, দুটো নলের মুখ দিয়ে সব গুলি তার মুখে গিয়ে লাগল। টেড বল্ড্উইনের ক্ষতবিক্ষত মুখের দিকে আমি হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম। শহরে তাকে আমি চিনেছিলাম, আবার যখন সে আমার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তখনও তাকে চিনতে পেরেছিলাম, কিন্তু তখন যে অবস্থায় তাকে দেখলাম তাতে তার নিজের মা-ও তাকে চিনতে পারত না। অনেক কঠোর কাজ জীবনে করেছি, কিন্তু তাকে দেখে আমারও যেন মাথা ঘুরে গেল।

'টেবিলে ভর দিয়ে কোনরকমে দাঁড়িয়েছিলাম, ছুটতে ছুটতে নেমে এল বার্কার। আমার স্ত্রীর নেমে আসার শব্দ শুনতে পেয়ে ছুটে দরজার কাছে গিয়ে তাকে বাধা দিলাম। কোন স্ত্রীলোকের সে দৃশ্য দেখা উচিৎ নয়। তাকে কথা দিলাম, শীঘ্রই তার কাছে যাব। বার্কারকে দু'একটা কথা বললাম—এক নজর দেখেই সে সব বুঝতে পারল—তারপর বাড়ির অন্য সকলের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু কারও দেখা নেই। তখন বুঝলাম তারা কিছু শুনতে পায় নি এবং যা কিছু ঘটেছে জানি শুধু আমরা তিনজন।

'ঠিক সেই মুহূর্তে ফন্দিটা আমার মাথায় এল। তার চমৎকারিত্বে আমিই চমকে উঠলাম। লোকটার আস্তিন সরে গিয়েছিল, তার হাতের উপরে "আভানা"-র প্রতীক-চিহ্ন আঁকা রয়েছে। এই দেখুন।'

আমরা যাকে ডগলাস বলে জানি সেই লোকটি তার নিজের কোট ও আস্তিন তুলে বৃত্তের মধ্যে একটা ত্রিভুজ আঁকা দেখাল—ঠিক যেমনটি দেখেছিলাম মৃত ব্যক্তির হাতে।

'এটা দেখেই ফন্দিটা আমার মাথায় আসে। সব যেন ভেসে উঠল। তার উচ্চতা, চুল এবং দেহ-গঠন সবই প্রায় আমার মত। বেচারি! তার মুখ তো চিনবারই উপায় নেই। তখন এইসব পোশাক নিয়ে এলাম। পনেরো মিনিটের মধ্যে বার্কার এবং আমি দুজনে মিলে আমার ড্রেসিং-গাউনটা তাকে পরিয়ে দিলাম। আপনারা যেভাবে দেখেছিলেন সেইভাবে সে পড়ে রইল। তার সব জিনিসপত্র একটা বাণ্ডিলে-বেঁধে হাতের কাছে ভারী জিনিস যেটা পেলাম সেটাকেই তার সঙ্গে ঝুলিয়ে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। যে কার্ডটা আমার মৃতদেহের পাশে রাখবে বলে সে সঙ্গে করে এনেছিল সেটা তার পাশেই পড়ে রইল। আমার আংটিগুলো তার আঙুলে পরানো হল, কিন্তু বিয়ের এই আংটিটা'— সে তার পেশীবহুল হাতটা মেলে ধরল—'দেখতেই পাচ্ছেন ওটা আঙুলে একেবারে বসে গেছে। বিয়ের দিন থেকে এটা কোনদিন আঙুল থেকে খুলি নি এবং ফাইল দিয়ে না কেটে ওটা খোলাও যাবে না। ওটা আঙুল থেকে খুলে দিতে চাইতাম কি না জানি না, কিন্তু দিতে চাইলেও পারতাম না। কাজেই ও নিয়ে আর মাথা ঘামালাম না। বরং উপর থেকে একটুকরো প্লাস্টার এনে এখন আমার আঙুলে যেখানে আংটিটা পরা আছে সেইরকম স্থানে লাগিয়ে দিলাম। মিঃ হোমস, আপনার সব সতর্কতা সত্ত্বেও এইটে আপনার চোখে পড়ে নি, কারণ, প্লাস্টারটুকু খুলে নিলেই দেখতে পেতেন তার নীচে কোন ক্ষত নেই।

'এই হচ্ছে তখনকার পরিস্থিতি। কিছুদিন লুকিয়ে থেকে তারপর কোথাও গিয়ে আমার স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হতে পারলেই বাকি জীবনটা শান্তিতে কাটাবার একটা সুযোগ আমরা পেতাম। আমি পৃথিবীর মাটিতে বেঁচে থাকতে ওই শয়তানগুলো আমাকে স্বস্তিতে থাকতে দিত না। কিন্তু ওরা যখন সংবাদপত্রে দেখত যে বল্ডুইন তার শিকারকে ঠিকই ধরেছে, তাহলেই আমার সব আপদের শান্তি হত। বার্কারকে ও আমার স্ত্রীকে এতকথা পরিষ্কার করে বোঝাবার মত যথেষ্ট সময় তখন আমার হাতে ছিল না, কিন্তু তারা যেটুকু বুঝেছিল তাই আমাকে সাহায্য করবার পক্ষে যথেষ্ট। লুকোবার জায়গাটার সব কিছুই আমার জানা ছিল; এমেসও সব জানত, কিন্তু বর্তমান ঘটনার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক যে থাকতে পারে সেটা তার মাথায় আসে নি। আমি সেখানে লুকিয়ে পড়লাম, আর বাকিটা করবার ভার রইল বার্কারের উপর।

'সে তখন কি করল সেটা আশা করি আপনারাই বুঝে নিতে পারবেন। জানালাটা খুলে দিয়ে সে গোবরাটের উপর এমনভাবে ছাপ এঁকে দিল যাতে মনে হবে যে খুনী ওই পথে পালিয়েছে। কাজটা একটু শক্ত বই কি কিন্তু সেতুটা যখন তোলা রয়েছে তখন তো ও ছাড়া আর কোন পথ ছিল না। তারপর সব ব্যবস্থা ঠিকঠাক করে সে প্রাণপণে ঘণ্টা বাজাতে লাগল। তারপর কি ঘটল আপনারা সবই জানেন—এবং হে ভদ্রমহোদয়গণ, এখন আপনাদের যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। আমি আপনাদের সত্য কথা—আগাগোড়া সত্য কথাই বলেছি, সুতরাং হে ঈশ্বর, আমার সহায় হও! আপনাদের কাছে আমার একটাই জিজ্ঞাস্য ঃ ইংরেজ আইনে আমার অবস্থা কি হবে?'

'ইংরেজ আইন প্রধানত ন্যায়ের আইন। সে আইনের কাছ থেকে আপনার ন্যায্য প্রাপ্যের চাইতে খারাপ কিছু আপনি পাবেন না। কিন্তু আমি জানতে চাইছি, আপনি যে এখানে বাস করছেন, বা কেমন করে আপনার বাড়িতে ঢোকা যায়, অথবা আপনার দেখা পাবার জন্য কোথায় লুকিয়ে থাকা প্রয়োজন—এত কথা এই লোকটা জানল কেমন করে?'

'সেবিষয়ে আমি কিছুই জানি না।'

হোমসের মুখ খুব সাদা ও গম্ভীর হয়ে উঠল।

সে বলল, 'আমার আশংকা, গল্পটা এখনও শেষ হয় নি। ইংরেজ আইনের চাইতে, এমন কি আপনার আমেরিকান শত্রুদের চাইতেও বড় বিপদ আপনার আসতে পারে। মিঃ ডগলাস, আপনার সামনে সমূহ বিপদ আমি দেখতে পাচ্ছি। আমার পরামর্শ শুনুন—খুব সতর্ক হয়ে থাকুন।'

এবার—হে আমার দীর্ঘ-বিড়ম্বিত পাঠকবর্গ, আমি অনুরোধ করছি কিছুক্ষণের জন্য আমার সঙ্গে চলুন—সাসেক্সের অন্তর্গত বার্লস্টোন জমিদার বাড়ি থেকে অনেক দূরে খৃস্টীয় যে বৎসরে এমন একটি ঘটনাবহুল অভিযান আমরা করলাম যার পরিণতিতে পেলাম জন ডগলাস নামে পরিচিত একটি লোকের একটি আশ্চর্য কাহিনী, সেসময় থেকে অনেক দূরে অতীতে। আমার সঙ্গে ফিরে চলুন সময়ের বিচারে আজ থেকে বিশ বছর আগে, আর স্থানের বিচারে পশ্চিম দিকে কয়েক হাজার মাইল দূরে। তাহলেই এমন একটি আশ্চর্য ও ভয়ংকর কাহিনী আপনাদের শোনাতে পারব যা এতখানি আশ্চর্য ও ভয়ংকর যে আমি বললেও সে ঘটনাকে বিশ্বাস করা আপনাদের পক্ষে কঠিন হবে। মনে করবেন না যে একটা গল্প শেষ না করেই আর একটা গল্প আপনাদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছি। পড়তে পড়তেই বুঝতে পারবেন তা নয়। সেই দূর অতীতের ঘটনার বিবরণ যখন শেষ করব এবং আপনারাও যখন অতীতের এই রহস্যের সমাধান করবেন, তখন বেকার স্ট্রীটের সেই ঘরে আবার আমরা মিলিত হব যেখানে আরও অনেক আশ্চর্য ঘটনার মতই এই ঘটনাটিও পরিণতি খুঁজে পাবেন।

www.boiRboi.blogspot.com

অংশ ২

দি স্কাউরারস্

১ঃ মানুষটি

দিনটি ছিল ১৮৭৫ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি। তীব্র শীত পড়েছে; গিলমার্টন পর্বতমালার গিরিপথগুলিতে পুরু হয়ে বরফ জমেছে। অবশ্য বাষ্পচালিত লাঙলের সাহায্যে রেল-পথটাকে পরিষ্কার করা হয়েছে এবং দীর্ঘ সারিবদ্ধ কয়লা-খনি ও লৌহ-খনির শ্রমিক বস্তিগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাকারী সান্ধ্য ট্রেনটি খাড়া ঢালু পথ বেয়ে আর্তনাদ করতে করতে ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠছিল। ঢালু পথটা সমতলের স্ট্যাগ-ভিল থেকে ভারমিসা উপত্যকার মাথায় অবস্থিত কেন্দ্রীয় শহর ভারমিসার দিকে চলে গেছে। সেখান থেকে রেলপথটা হঠাৎ নীচে নামতে নামতে বার্টন'স্ ক্রসিং, হেমডেল ও পুরোপুরি চাষী অঞ্চল মার্টনের দিকে চলে গেছে। রেলপথটা সিঙ্গল লাইন হলেও মাঝে মাঝেই অসংখ্য সাইডিং রয়েছে এবং প্রত্যেকটা সাইডিং-এ কয়লা ও লৌহ-খনির বোঝাই ট্রাকের দীর্ঘ সারি দেখলেই বোঝা যায় কী পরিমাণ লুকনো সম্পদ সেখানে রয়েছে যার টানে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের এই একান্ত পরিত্যক্ত নির্জন প্রান্তরে দলের পর দল কর্কশ মানুষদের এই কর্মচঞ্চল জীবনযাত্রা গড়ে উঠেছে।

জায়গাটা সত্যি নির্জন ছিল। যে অগ্রপথিক প্রথম এখানে পদার্পণ করেছিল সে কল্পনাও করতে পারে নি যে কালো পাথর ও গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ এই বিষণ্ণ অঞ্চলটির সঙ্গে তুলনা করলে সুন্দরতম তৃণভূমি এবং অত্যন্ত সরস জলীয় চারণভূমিও সম্পূর্ণ মূল্যহীন বলে মনে হতে পারে। দুই পাশের অন্ধকার ও প্রায় দুষ্প্রবেশ্য অরণ্যের মাথায় দুই দিক থেকে মাথা তুলেছে পর্বতমালার সুউচ্চ শিখর, সাদা বরফ আর খাঁজ-কাটা পাথর, এবং তার মাঝখানে গড়ে উঠেছে একটি দীর্ঘ, আঁকাবাঁকা, অসরল প্রান্তর। ছোট ট্রেনটি এই উপত্যকা বেয়েই ধীরে ধীরে যেন হামাগুড়ি দিয়ে উঠছিল।

প্রধান যাত্রী-গাড়িটাতে সবেমাত্র তেলের বাতিগুলি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে; দীর্ঘ, খোলা গাড়িটাতে বিশ-ত্রিশটি যাত্রী বসেছিল। তাদের অধিকাংশই মজুর, উপত্যকার নিম্নাঞ্চলে দিনের খাটুনি সেরে বাড়ি ফিরছিল। তাদের মধ্যে অন্তত ডজনখানেক লোকের অপরিচ্ছন্ন মুখ আর হাতের নিরাপত্তা লণ্ঠন দেখলেই বোঝা যায় তারা খনি-মজুর। দল বেঁধে বসে ধূমপান করতে করতে ওরা নীচু গলায় কথাবার্তা বলছিল আর মাঝে মাঝেই গাড়ির বিপরীত দিকের দু'জন লোকের দিকে তাকাচ্ছিল। তাদের ইউনিফর্ম আর ব্যাজ দেখলেই বোঝা যায় যে তারা পুলিশের লোক। এছাড়া গাড়িতে আর ছিল মজুর শ্রেণীর কয়েকটি স্ত্রীলোক ও দু'-একজন সাধারণ যাত্রী যারা স্থানীয় ছোটখাট দোকানদারও হ'তে পারে। কিন্তু না, গাড়ির এক কোণে একটি যুবক একলাটি বসেছিল। এই মানুষটিকেই আমাদের দরকার। তাকে ভাল করে দেখুন, কারণ সে দেখবার মতই লোক।

সত্তেজ চেহারার মাঝারি গড়নের যুবক, যতদূর মনে হয়, বয়স ত্রিশ বছরের খুব বেশী নয়। চশমার ভিতর দিয়ে চার-পাশের লোকগুলোকে দেখছে, আর বড় বড় তীক্ষ্ণ খুশিমাখা ধূসর চোখ দুটো মাঝে মাঝেই অনুসন্ধিৎসায় ঝিকমিক করছে। দেখলেই বোঝা যায়, সে সামাজিক ও সরল প্রকৃতির মানুষ, সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতেই উৎসুক। যে কেউ তাকে দেখলেই বুঝতে পারবে মিলেমিশে চলাই তার অভ্যাস, সকলের সঙ্গে কথা বলাই তার প্রকৃতি; সে উপস্থিতবুদ্ধিসম্পন্ন ও সদা-হাস্যময়। তথাপি যে তাকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে লক্ষ্য করবে সে তার চোয়ালের দৃঢ়তা ও ঠোঁটের কঠোর বাঁধন দেখে সেই ভেবে সতর্ক হবে যে এ-সবের অন্তরালে একটা গভীরতা আছে, এবং এই সুদর্শন বাদামী চুলের আইরিশ যুবকটি যে সমাজেই পরিচিত হোক না কেন সেখানেই ভাল হোক আর মন্দ হোক একটা গভীর ছাপ রেখে যাবে।

পাশে খনি-মজুরটির কাছে দু'একটি হাল্কা মন্তব্য করে সংক্ষিপ্ত রূঢ় জবাব পাবার পর যাত্রীটি অস্বস্তিকর নীরবতার মধ্যে ডুবে গিয়ে জানালার বাইরে অপসৃয়মান দিগন্ত-রেখার দিকে তাকিয়ে রইল। দিগন্তরেখাটি মোটেই মনোরম নয়। ক্রমবর্ধমান অন্ধকারের ভিতর দিয়ে পাহাড়ের গায়ের জ্বলন্ত চুল্লির লাল আভা ফুটে উঠেছিল। দুই দিকেই বড় বড় ধাতুমল ও পোড়া কয়লার ঢিপি দাঁড়িয়ে আছে, আর তাদের উপর মাথা তুলেছে কয়লা-খনির উঁচু উঁচু সব চিমনি। লাইনের পাশে পাশে এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে গায়ে-গায়ে লেগে-থাকা হতশ্রী কাঠের বাড়িগুলো; ভিতরের আলোয় তাদের জানালাগুলো স্পষ্ট চোখে পড়ছে। মাঝে মাঝে যখনই ট্রেনটা থামছে তখনই সেখানে ভীড় করছে ওই সব বাড়ির কালো কালো বারান্দারা। ভারমিশা জেলার লোহা ও কয়লাপ্রধান এই উপত্যকা আয়েসী বা সংস্কৃতিবান লোকদের বসবাসের উপযুক্ত নয়। সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে আদিমতম জীবন-সংগ্রাম, কঠোর ক্রিয়াকর্ম, আর সেকাজ যারা সম্পাদন করে সেই সব কর্কশ, সবল কর্মীদের রুক্ষ চিহ্ন।

যাত্রী যুবকটি যখন বাইরের বিষণ্ণ প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে-ছিল তখন তার মুখে বিরক্তি ও আগ্রহের যে আভাষ ফুটে উঠেছিল তাতেই বোঝা যায় যে এই দৃশ্য তার কাছে নতুন। মাঝে মাঝেই সে পকেট থেকে একখানা মোটা চিঠি বের করে পড়ছিল আর পাশে কিছু কিছু নোট লিখছিল। একবার কোমরের পিছন থেকে এমন একটা বস্তু বের করল যেটা তার মত নরম প্রকৃতির একটা মানুষের কাছে থাকবে বলে কেউ

আশা করতে পারে না। বস্তুটা একটা খুব বড় মাপের নৌ-বিভাগীয় রিভলবার। সেটাকে আলোর সামনে কাত করে ধরতেই ভিতরকার তামার গুলির ঝলকানিতেই বোঝা গেল রিভলবারটা গুলিভরা। খুব দ্রুত সেটাকে সে আবার গুপ্ত পকেটে ভরে ফেললেও পাশের বেঞ্চিতে বসা একজন শ্রমিক সেটা দেখে ফেলল।

সে বলল, 'ওহে সাঙাৎ, তুমি দেখছি বেশ তৈরী হয়েই আছ।'

যুবকটি অপ্রস্তুতভাবে একটু হাসল।

বলল, 'ঠিক। আমি যেখান থেকে আসছি সেখানে অনেক সময়ই এগুলো কাজে লাগে।'

'সেটা কোথায় ?'

'আমি সর্বশেষ আসছি শিকাগো থেকে।'

'এ অঞ্চলে নতুন বুঝি ?'

'হ্যাঁ।'

মজুরটি বলল, 'সময়ে বুঝতে পারবে ওটা এখানেও দরকার।'

'আচ্ছা! তাই বুঝি ?' যুবকটি আগ্রহ প্রকাশ করল।

'এখানকার খবর কিছু শোন নি ?'

'সেরকম কিছু নয়।'

'সে কি ? আমার তো ধারণা সারা দেশই জানে। শিগগিরই শুনতে পাবে। এখানে এসেছ কেন ?'

'শুনেছি ইচ্ছা করলেই এখানে কাজ পাওয়া যায়।'

'তুমি কি শ্রমিক সংঘের লোক ?'

'নিশ্চয়।'

'তাহলে মনে হয় কাজ পেয়ে যাবে। বন্ধুবান্ধব কেউ আছে ?'

'এখনও হয় নি, তবে বন্ধুত্ব করবার মত ব্যবস্থা আছে।'

'কি রকম ?'

"প্রাচীন মুক্ত-মানব সংঘের" (Ancient Order of Freeman) সদস্য আমি। সব শহরেই তাদের একটা 'আস্তানা' আছে, আর আস্তানা যদি পাই তাহলে বন্ধুও পেয়ে যাব।'

এ কথায় সঙ্গীটির উপর অদ্ভুত ফল ফলল। সে সন্দেহ-জনকভাবে গ্যাড়ির অন্য যাত্রীদের দিকে তাকাল। খনি-মজুররা তখনও নীচু গলায় আলাপ আলোচনা করছে। পুলিশ-অফিসার দুজন ঝিমুচ্ছে। মজুরটি যুবক যাত্রীটির আরও কাছে সরে এসে হাত বাড়িয়ে দিল।

বলল, 'এখানে হাত রাখ।'

দুজন পরস্পরের হাত চেপে ধরল।

'দেখছি তুমি সত্যি কথাই বলেছ। তবু নিশ্চিত হওয়া ভাল।'

সে তার ডান হাতটা ডান ভুরুর কাছে তুলল। সঙ্গে সঙ্গে যুবকটি তার বাঁ হাতটা বাঁ ভুরুর কাছে তুলল।

মজুরটি বলল, 'অন্ধকার রাত বড়ই অসুবিধাজনক।'

অপর জন জবাব দিল, 'হ্যাঁ নবাগতের ভ্রমণের পক্ষে।'

'ঠিক আছে। আমি ভাই স্ক্যানলান, আস্তানা ৩৪১, ভারমিসা উপত্যকা। তোমাকে এদেশে দেখে খুশি হলাম।'

'ধন্যবাদ। আমি ভাই জন ম্যাকমুর্ডো, আস্তানা ২৯, শিকাগো। বডিমাস্টার জে. এইচ. স্কট। আমার ভাগ্য ভাল যে এত তাড়াতাড়ি একটি ভাইয়ের দেখা পেয়ে গেলাম।'

'দেখ, চারদিকে আরও প্রচুর আছে। ভারমিসা উপত্যকায় আমাদের 'সংঘের' যেমন বোলবোলাও, যুক্তরাষ্ট্রের আর কোথাও তেমনটি পাবে না। তোমার মত লোকের আমাদের দরকার। কিন্তু আমি তো বুঝতে পারছি না 'শ্রমিক সংঘে' তোমার মত একজন চালাক লোকের কোন কাজ জুটল না কেন।'

ম্যাকমুর্ডো বলল, 'কাজ তো ছিল প্রচুর।'

'তাহলে ছাড়লে কেন ?'

ম্যাকমুর্ডো পুলিশের দিকে মাথা নেড়ে হাসল। 'এ বাছারা জানতে পারলে বিপদ হবে।'

স্ক্যানলান সহানুভূতিসূচক শব্দ করল।

চুপি চুপি শুধাল, 'কোন গান্ডা ?'

'গভীর।'

'কোন খতরনাক কাজ ?'

'তার চাইতে বেশী ?'

'খুনটুন নয় তো ?'

যা বলা উচিত তার চাইতে বেশী বলে ফেলে বিস্মিত হবার ভাব দেখিয়ে ম্যাকমুর্ডো বলল, 'এসব কথা বলার সময় এখনও হয় নি। শিকাগো ছেড়ে আসার ব্যাপারে আমার নিজস্ব কারণ আছে, আপাতত এইটুকু জেনেই সন্তুষ্ট থাক। এসব প্রশ্ন করবার তুমি কে হে ?'

আকস্মিক ভয়ংকর ক্রোধে তার ধূসর চোখ দুটো চশমার কাঁচের ভিতর দিয়ে ঝকঝক করে উঠল।

'ঠিক আছে স্যাঙাত। দোষের কথা কিছু বলি নি। তুমি যাই করে থাক তাতে কেউ কিছু মনে করবে না। ত এখন কোথায় যাচ্ছ ?'

'ভারমিসায়।'

'সেটা এখান থেকে তৃতীয় হল্ট। কোথায় উঠবে ?'

ম্যাকমুর্ডো একখানা খাম বের করে কালি-পড়া তেলের বাতিটার দিকে তুলে ধরল।

'এই যে ঠিকানা—জ্যাকব স্যাফ্‌টার, শেরিডান স্ট্রীট। শিকাগোর পরিচিত একটি লোক এই বোর্ডিং-হাউসটার কথা বলে দিয়েছে।'

'দেখ, আমি ওটা চিনি না, আর ভারমিসা আমার এলাকার

www.boiRboi.net

বাইরে। আমি হবসন'স প্যাচ-এ থাকি, আর সেখানেই আমরা আড্ডা গেড়েছি। তবে বিদায় নেবার আগে তোমাকে একটা ছোট্ট পরামর্শ দিচ্ছি। ভারমিসায় যদি কোন বিপদে পড়, সোজা ইউনিয়ন হাউসে গিয়ে ম্যাকগিন্টি কর্তার সঙ্গে দেখা করো। সে হচ্ছে ভারমিসা 'আস্তানার' বডিমাস্টার; আর ব্ল্যাক জ্যাক ম্যাকগিন্টি না চাইলে এ অঞ্চলে কিছুই ঘটতে পারে না। চলি স্যাঙাত। যেকোন সন্ধ্যায় 'আস্তানায়' তোমার সঙ্গে আবার দেখা হতেও পারে। কিন্তু আমার কথাগুলি মনে রেখো, বিপদে পড়লেই ম্যাকগিন্টি কর্তার সঙ্গে দেখা করো।'

স্ক্যানলান নেমে গেল; ম্যাকমুর্ডোও আবার তার নিজের চিন্তায় ডুব দিল। রাত নামছে; মাঝেমাঝেই জ্বলন্ত চুল্লির আগুন অন্ধকারে সশব্দে লাফাচ্ছে। আর তারই বিষণ্ণ পট-ভূমিকায় চিরন্তন ঘট-ঘটাং আওয়াজের তালে তালে ঘুরন্ত চরকি-কলগুলোর সঙ্গে সঙ্গে কালো কালো মূর্তিগুলো কখনও উপুড় হচ্ছে, কখনও খাড়া হচ্ছে, কখনও বেঁকছে, কখনও ঘুরছে।

'মনে হয় নরক বোধ হয় ওই রকমই দেখতে,' একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

ম্যাকমুর্ডো মুখ ফিরিয়ে দেখল একটি পুলিশ তার আসনের কাছে সরে এসে বাইরের জ্বলন্ত প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে আছে।

www.boiRboi.com

পুলিশটি বলে উঠল, 'সেইজন্যই আমি মেনে নিচ্ছি যে নরক ওই রকমই একটা কিছু হবে। আমাদের পরিচিত জনা কয়েকের চাইতেও বড় শয়তান যদি ওখানে থেকে থাকে তাহলে সেটা আমার পক্ষে আশার অতিরিক্ত। যুবক, মনে হচ্ছে আপনি এ অঞ্চলে নতুন এসেছেন?'

'কেন? তাতে কি হল?' ম্যাকমুর্ডো রুক্ষ গলায় জবাব দিল।

'একটু হল মিস্টার; বন্ধু চিনে নিতে একটু সাবধান হবার পরামর্শ আপনাকে দেওয়া উচিত বলে মনে করি। আমি যদি আপনি হতাম তাহলে মাইক স্ক্যানলান বা তার দলবলকে দিয়ে শুরু করতাম বলে মনে হয় না।'

'কে আমার বন্ধু হল না হল তাতে আপনার কি?' ম্যাক-মুর্ডো এমনভাবে গর্জন করে উঠল যে গাড়ির সবাই সে তর্কাতর্কি শুনতে সেখানে জড় হল। 'আমি কি আপনার পরামর্শ চেয়েছি, না কি আপনি মনে করেন, আমি এখনও মায়ের দুধ খাই যে আপনার পরামর্শ ছাড়া চলতে পারব না? আপনাকে জিজ্ঞাসা করলে তবেই কথা বলবেন, আর প্রভুর দিব্যি আমার বেলায় সেজন্য আপনাকে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হবে!'

মুখটা তুলে সে পাহারাওয়ালাটির দিকে খেঁকি কুকুরের মত দাঁত বের করে তাকাল।

পুলিশ দুটি মোটা সোটা ভাল মানুষ; তাদের বন্ধুভাবকে এরকম তীব্রভাবে প্রত্যাখ্যান করায় দুজনই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল।

একজন বলল, 'আপনি রাগ করবেন না। আপনাকে দেখেই মনে হচ্ছে এখানে আপনি নবাগত, তাই আপনার ভালর জন্যই একটু সতর্ক করে দিচ্ছিলাম।'

ম্যাকমুর্ডো রাগে চেঁচিয়ে উঠল, 'আমি এ অঞ্চলে নতুন বটে, কিন্তু আপনাদের মত লোকের কাছে নতুন নই। দেখছি সব জায়গাতেই আপনারা এক, কেউ না চাইলেও উপদেশের ঝুড়ি চাপিয়ে দেন।'

একজন পুলিশ মুখ খিঁচিয়ে বলল, 'অচিরেই আপনার আরও পরিচয় পাব বলেই মনে হচ্ছে। আমার বিচারে যদি ভুল না হয়ে থাকে তাহলে নির্ঘাৎ আপনি একজন খাঁটি বাছাই মাল...।'

অপরজন মন্তব্য করল, 'আমিও তাই ভাবছি। মনে হচ্ছে আবার আমাদের দেখা হবে।'

ম্যাকমুর্ডো চীৎকার করে বলল, 'ভাববেন না যে আমি আপনাদের ভয় করি। আমার নাম ম্যাকমুর্ডো—বুঝলেন? যদি আমার দেখা পেতে চান, জ্যাকব শ্যাফটারের বোর্ডিং, শেরিডান স্ট্রীট, ভারমিসা, এই ঠিকানায় আমাকে পাবেন। আপনাদের কাছে আমি কোন কিছুই লুকোচ্ছি কি? দিনে বা রাতে সব সময়ই আপনাদের মুখোমুখি হবার সাহস আমার আছে। সেকথা ভুলে যাবেন না।'

নবাগতের এই নির্ভর আচরণ দেখে খনি-মজুরদের মধ্যে সহানুভূতি ও প্রশংসার গুঞ্জন উঠল; আর পুলিশ দুজন ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়ে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা শুরু করে দিল। কয়েক মিনিট পরেই ট্রেনটা স্বল্পালোকিত ডিপোতে দাঁড়াল, আর যাত্রীরা সবাই নেমে গেল, কারণ ভারমিসাই এ লাইনের সবচাইতে বড় শহর। চামড়ার হাত-থলেটা নিয়ে ম্যাকমুর্ডো অন্ধকারে পা বাড়াতে যাচ্ছে এমন সময় একটি খনি-মজুর তাকে ডাকল।

সে সভয়ে বলল, 'ঈশ্বরের দিব্যি স্যাঙাত, পুলিশের সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হয় তা তুমি জান। তোমার কথা শুনতে খুব ভাল লাগছিল। তোমার হাত-থলেটা আমাকে দাও। আমি তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। শ্যাফটারের বোর্ডিং-এর পাশ দিয়েই আমার বস্তিতে যাবার পথ।'

প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে চলে যাবার আগে মজুররা সবাই একযোগে বন্ধুভাবে তাকে 'শুভরাত্রি' জানাল। ভারমিসায় পদার্পণ করবার আগেই উদ্ধত ম্যাকমুর্ডো সেখানকার একটি চরিত্র হয়ে দাঁড়াল।

সারা দেশটাই তখন সন্ত্রাসে ভরা, কিন্তু শহরটার অবস্থা বুঝি আরও খারাপ। দীর্ঘ উপত্যকা জুড়ে প্রকাণ্ড সব চুল্লি

আর বায়ুতাড়িত ধোঁয়ার মেঘের একটা বিষণ্ণ গাম্ভীর্য ছড়িয়ে রয়েছে। পাহাড়ের গায়ে বিরাটাকার সব গর্তের পাশে যেসব ঢেউ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে তারা যেন মানুষের শক্তি আর শ্রমশীলতারই উপযুক্ত স্মারক। কিন্তু শহরটা বুঝি কদর্যতা ও নোংরামির একেবারে শেষ ধাপে নেমে গেছে। গাড়ির চাকায় চাকায় চওড়া রাস্তাটা গোলা বরফের একটা ভয়ংকর পিণ্ডে পরিণত হয়েছে। গলি-পথগুলো সংকীর্ণ ও উঁচু-নীচু। অসংখ্য গ্যাসের বাতি আছে বটে, কিন্তু তাতে শুধু এলোমেলো নোংরা কাঠের বাড়িগুলোর দীর্ঘ সারিটাই ভাল করে চোখে পড়ে। প্রত্যেকটি বাড়ির সামনে রাস্তার দিকে একটা করে বারান্দা আছে। দুজনে যখন শহরের মধ্যেখানে পৌঁছল তখন একসারি আলোকিত দোকান ও অনেকগুলো শুঁড়িখানা ও জুয়োর আড্ডা। আড্ডাতেই মজুররা তাদের কষ্টোপার্জিত মোটা মাইনে খরচ করে থাকে।

যে শুঁড়িখানাটা মর্যাদায় প্রায় একটা হোটেলের মত দেখতে সেদিকে আঙুল বাড়িয়ে পথ-প্রদর্শক বলল, 'ওইটেই ইউনিয়ন হাউস। জ্যাক ম্যাকগিণ্টি ওখানকার কর্তা।'

'তিনি লোক কেমন?' ম্যাকমুর্ডো জিজ্ঞাসা করল।

'সে কি! তুমি কি কর্তার কথা কখনও শোন নি?'

'তুমি তো জান এদেশে আমি নতুন এসেছি; কাজেই তার কথা শুনব কি করে?'

'দেখ, আমি মনে করতাম ইউনিয়নের বাইরেও তার নামটা পরিচিত। নামটা প্রায়ই কাগজে ওঠে কি না।'

'কেন?'

'মানে'—মজুরটি গলা নীচু করল—'ব্যাপার-স্যাপারের জন্য।'

'কিসের ব্যাপার-স্যাপার?'

'হায় ঈশ্বর, তুমি দেখছি নেহাৎই ভাল মানুষ; অবশ্য একথা বলছি বলে কিছু মনে করো না। এসব অঞ্চলে তুমি একই ধরনের ব্যাপারের কথা শুনতে পাবে, আর সেটা হল স্কাউরার (Scowrer)-দের ব্যাপার।'

'ঠিক বলেছ, শিকাগোতে থাকতে স্কাউরারদের কথা আমি পড়েছি। খুনীদের দল, তাই না?'

মজুরটি ভয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। সঙ্গীর দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'যদি জীবনের মায়া থাকে তো চুপ কর! আরে বাবা, খোলা রাস্তায় দাঁড়িয়ে ওকথা বললে এখানে তুমি বেশী দিন বেঁচে থাকতে পারবে না। এর চেয়ে অনেক ছোট কথার জন্য অনেককে মেরে লাশ করে দিয়েছে।'

'দেখ, আমি তো কিছুই জানি না। শুধু যা কাগজে পড়েছি তাই বললাম।'

'তুমি যে সত্যি কথা পড় নি তা বলছি না।' কথা বলবার সময় লোকটা ভয়ে ভয়ে চারদিকে তাকাল, যেন তার আশংকা আছে যে অন্ধকারেও কোন বিপদ লুকিয়ে থাকতে পারে। 'লোককে মারলেই যদি খুন হয়, তাহলে ঈশ্বর জানেন এখানে খুন হয় এবং বেশাকিছু হয়। কিন্তু খবরদার, এর সঙ্গে জ্যাক ম্যাকগিণ্টির নামকে কখনও জড়িও না, কারণ সব কথাই তার কানে যায়, আর কাউকে ছেড়ে কথা বলার মত লোক সে নয়। যেখানে তুমি যাবে সেটা ওই বাড়িটা—ঐ যে রাস্তার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। আর বুড়ো জ্যাকব শ্যাফটার যে ওটা চালায় তার মত সৎ লোক তুমি এ শহরে পাবে না।'

'তোমাকে ধন্যবাদ', বলে ম্যাকমুর্ডো নব-পরিচিতের সঙ্গে করমর্দন করে হাত-থলেটা হাতে নিয়ে সেই বাস-ভবনের পথে পা বাড়িয়ে দিল এবং দরজায় সশব্দে আঘাত করল। সঙ্গে সঙ্গে যে দরজা খুলে দিল সে তার প্রত্যাশার একেবারেই বিপরীত।

একটি স্ত্রীলোক, যুবতী এবং অপূর্ব সুন্দরী। সুইডিস্ গড়ণ, সুশ্রী ও সুকেশী, কালো চোখ দুটি বড় সুন্দর। আগন্তুকের দিকে ভাল করে তাকাতেই যে বিস্ময় ও খুশি-খুশি হতচকিতভাব তার মনে জাগল তার ফলে একটা রঙের আভা তার বিষণ্ণ মুখে ছড়িয়ে পড়ল। খোলা দরজার উজ্জ্বল আলোর ফ্রেমে তাকে দেখে ম্যাকমুর্ডোর মনে হল এমন সুন্দর একখানি ছবি সে আর কখনও দেখে নি; চারদিকের জঘন্য ও নোংরা পরিবেশের জন্যই যেন সে আরও বেশী আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। খনির কালো কালো ধাতু-মলের স্তূপের উপরে একটা মনোহর ভায়োলেট ফুল ফুটলেও সেটা এর চাইতে অধিক বিস্ময়কর মনে হত না। সে এতই মোহিত হয়ে পড়েছিল যে কোন কথা না বলে হাঁ করে তাকিয়েইছিল। মেয়েটিই প্রথম নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল।

মনোরম সুইডিস টান মিশিয়ে সে বলল, 'আমি ভেবেছিলাম বাবা এসেছে। আপনি কি তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন? বাবা শহরে গেছে। যেকোন মুহূর্তেই ফিরে আসবে।'

ম্যাকমুর্ডো প্রকাশ্য বিস্ময়েই তার দিকে তাকিয়ে ছিল; শেষ পর্যন্ত এই উদ্ধত আগন্তুকের সামনে অস্বস্তি বোধ করায় মেয়েটিই চোখ নামাল।

তখন সে বলল, 'না মিস, তার সঙ্গে দেখা করার কোন তাড়া নেই। তবে আপনাদের এখানে থাকবার কথাই আমাকে বলে দিয়েছে। তখন ভেবেছিলাম জায়গাটা আমার ভাল লাগতে পারে, এখন দেখছি ভাল লাগবে।'

মেয়েটি হেসে বলল, 'আপনি খুব দ্রুত মনস্থির করতে পারেন।'

সে জবাব দিল, 'অন্ধ না হলে যে কেউই পারত।'

এই প্রশংসায় মেয়েটি হেসে উঠল।

বলল, 'ভিতরে আসুন। আমি মিঃ শ্যাফ্‌টারের মেয়ে মিস এটি শ্যাফ্‌টার। আমার মা নেই, আমিই বোর্ডিংটা চালাই। বাবা না ফেরা পর্যন্ত আপনি সামনের ঘরে স্টোভের পাশে বসতে পারেন। ওই তো, বাবা এসে গেছে; আপনি ওর সঙ্গেই কথাবার্তা পাকা করুন।'

একজন স্থূলকায় বয়স্ক লোক হাঁটতে হাঁটতে এল। কয়েকটি কথায় ম্যাকমুর্ডো তার কাজের কথা বুঝিয়ে বলল। শিকাগো থেকে মারফি নামক একজন তাকে এই ঠিকানা দিয়েছে। সে আবার অপর কারও কাছ থেকে ঠিকানাটা পেয়েছিল। বুড়ো শ্যাফ্‌টার রাজি হল। আগন্তুক কোন-রকম দর-দস্তুর করল না, সব শর্তই মেনে নিল এবং বোঝা গেল তার টাকার কমতি নেই। সপ্তাহ প্রতি আগাম বারো ডলারের বিনিময়ে সেখানে তার থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হল। এইভাবে ম্যাকমুর্ডো, যে নিজের স্বীকারোক্তি মতেই একজন আইনের হাত থেকে পলাতক আসামী, শ্যাফ্‌টারদের গৃহে আশ্রয় পেল, আর এখান থেকেই শুরু হল একটা দীর্ঘ অন্ধকারময় ঘটনা-শৃংখল যার পরিসমাপ্তি ঘটল আর একটি বহুদূরবর্তী দেশে।

২ঃ বডিমাস্টার

ম্যাকমুর্ডো এমনই লোক যে খুব তাড়াতাড়ি নিজের প্রভাব বিস্তার করতে পারে। সে যেখানে যায় সেখানেই আশেপাশের লোক তাকে চিনে ফেলে। এক সপ্তাহের মধ্যেই সে শ্যাফ্‌টারদের বোর্ডিং-এর সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ লোক হয়ে উঠল। সেখানে দশ বারোজন বোর্ডার থাকত; তারা সৎ ফোরম্যান বা দোকানের সাধারণ কেরাণী; এই আইরিশ যুবকটির তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাতুর লোক। সন্ধ্যায় সকলে যখন জমায়েত হত, তখন তার চুটকিই হত সবচাইতে রসালো, তার কথাবার্তা ঝকঝকে, আর তার গান সবচাইতে সরেস। সে ছিল জন্ম-আড্ডাবাজ, এমন একটা চুম্বক-শক্তি তার ছিল যার দ্বারা সে সকলের ভিতর থেকেই হাস্যরস টেনে বের করতে পারে। কিন্তু সেই সঙ্গে বার বার সে হঠাৎ এমন তীব্র ক্রোধ প্রকাশের ক্ষমতা প্রদর্শন করে—যেমনটি করেছিল রেলের কামরায়—যাতে পরিচিত সকলেই তাকে শ্রদ্ধা ও ভয় করতে বাধ্য হয়। আইন ও তৎসংশ্লিষ্ট সব কিছুর প্রতি সে এত তীব্র ঘৃণা প্রদর্শন করে যে তাতে বোর্ডাররা কেউ কেউ খুশি হয়, আবার অন্যরা আতংকিত হয়ে ওঠে।

প্রথম থেকে সে খোলাখুলিভাবেই বাড়ির মেয়েটির প্রশংসা করতে লাগল। ফলে সে স্পষ্টভাবেই বুঝিয়ে দিল, যে-মুহূর্তে তার রূপ ও লাবণ্য তার চোখে পড়েছে তখন থেকেই সে তার হৃদয় জয় করে নিয়েছে। প্রেম-নিবেদনের ব্যাপারেও সে পিছ-পা নয়। দ্বিতীয় দিনেই সে মেয়েটিকে জানাল যে সে তাকে ভালবাসে, এবং সেই থেকে তাকে নিরুৎসাহ করবার জন্য মেয়েটির কি বলবার থাকতে পারে সেটাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে সেই একই কথা তাকে বার বার শোনাতে লাগল।

সে চেঁচিয়ে বলত, 'অন্য কেউ! সেরকম কেউ থাকলে তার কপালে দুঃখ আছে। সে অন্য কোথাও খুঁজে দেখুক। অন্যের জন্যে আমি কি আমার জীবনের এই সুযোগ এবং আমার মনের বাসনাকে হারাব? এটি! তুমি বার বার "না" বলতে পার, কিন্তু এমন একদিন আসবে যখন তুমি "হ্যাঁ" বলবে; আর অপেক্ষা করবার মত বয়স আমার আছে।' তার আইরিস বাকপটুত্ব ও রমণীয় স্তাবকতার জন্য সে একজন বিপজ্জনক প্রেমিক। তাকে ঘিরে অভিজ্ঞতা ও রহস্যের এমন একটা মোহ ছিল যা মেয়েদের আগ্রহ এবং শেষ পর্যন্ত তাদের ভালবাসাকে আকর্ষণ করে। যে মোনাঘান জেলা থেকে সে এসেছে তার সুন্দর উপত্যকার কথা আর সুদূর রমণীয় দ্বীপের কথা সে বলত, এখানকার ময়লা আর বরফের পরিবেশের তুলনায় সেসব দ্বীপের নীচু পাহাড় আর সবুজ প্রান্তর আরও সুন্দর মনে হত। উত্তরাঞ্চলের নানা শহর ও ডেট্রয়ট শহরের জীবন-যাত্রার কথা সে খুব ভাল জানত; জানত মিচিগান ও বাফেলো শহরের উচ্ছৃংখল শিবির-জীবনের কথা; এবং সব শেষে জানত শিকাগোর জীবন-যাত্রার কথা, কারণ সেখানে সে একটা করাত-কলে কাজ করত। তারপর তাতে লাগল রোমান্সের ছোঁয়া; সেই বড় শহরে তার জীবনে কত সব বিচিত্র ঘটনা ঘটেছে যা এতই বিস্ময়কর ও গোপনীয় যে বলাও চলে না। ইচ্ছা করে সে হঠাৎ সে দেশ ছেড়ে আসার, পুরোনো সব সম্পর্ক ছিন্ন করার এবং দেশ থেকে দেশান্তরে পালিয়ে শেষে এই ভয়ংকর উপত্যকায় উপনীত হবার কথা বলত, আর এটি শুনত; তার কালো চোখ দুটি করুণায় ও সহানুভূতিতে জ্বলজ্বল করত—আর ঐ দুটি থেকেই কত দ্রুত আর কত সহজেই না প্রেম জন্মলাভ করে।

ম্যাকমুর্ডো শিক্ষিত মানুষ; হিসাব-লেখার একটা অস্থায়ী চাকরি জুটে গেল। সেকাজে সারাদিনই তার বাইরে বাইরে কাটে, ফলে "প্রাচীন মানব-সংঘে"র (Ancient Order of Freeman) এই আস্তানার প্রধানের সঙ্গে দেখা করবার কোন সুযোগই তার এখনও পর্যন্ত হয় নি। দলের সদস্য যে মাইক স্ক্যানলানের সঙ্গে ট্রেনের মধ্যে তার দেখা হয়েছিল সে একদিন সন্ধ্যায় দেখা করতে এসে এ-কথা তাকে মনে করিয়ে দিল। স্ক্যানলান দেখতে ছোট-খাটো, মুখের গড়ণ টানাটানা, স্নায়ু দুর্বল আর চোখ দুটো কালো। ম্যাকমুর্ডোর সঙ্গে আবার দেখা হওয়ায় তাকে বেশ খুশি মনে হলে। দু'এক পাত্র হুইস্কি সে টানবার পরে সে তার সাক্ষাতের উদ্দেশ্যটা জানাল।

বলল, 'দেখ ম্যাকমুর্ডো, তোমার ঠিকানাটা মনে ছিল, তাই দেখা করতে এলাম। খুবই আশ্চর্যের কথা যে তুমি

এখনও বাডিমাস্টারের সঙ্গে দেখা করো নি। ম্যাকগিণ্টি কর্তার সঙ্গে এখনও দেখা করো নি কেন বলতো ?'

'দেখ, আমি একটা চাকরি পেয়েছি। তাই খুব ব্যস্ত আছি।'

'অন্য কাজের সময় না পেলেও তার জন্য তোমাকে সময় করতেই হবে। আরে বাবা, তুমি কি পাগল হয়েছ যে এখানে আসার পরে প্রথম সকালেই ইউনিয়ন হাউসে গিয়ে নিজের নাম রেজিস্ট্রি করাও নি! তার বিষ-নজরে যদি পড়—মানে সেরকমটা যেন না ঘটে—এই আর কি।'

ম্যাকমুর্ডো কিছুটা বিস্মিত হল।

'দু বছরের বেশী হল আমি আস্তানার সদস্য হয়েছি, কিন্তু কাজকর্ম যে এত জরুরী তাতো কখনও শুনি নি।'

'হয় তো শিকাগোতে নয়।'

'কিন্তু সোসাইটি তো একটাই।'

'তাই নাকি?' স্ক্যানলান তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল। তার চোখে একটা অশুভ ছায়া।

'নয় কি?'

'এক মাসের মধ্যে তুমিই সেটা বলতে পারবে। শুনলাম, আমি ট্রেন থেকে নামবার পরে একজন পাহারাওয়ালার সঙ্গে তোমার কথা হয়েছিল।'

'তুমি কি করে জানলে?'

'জেনে গেলাম; কি জান, এখানে ভাল-মন্দ সব খবরই জানাজানি হয়ে যায়।'

'ঠিকই শুনেছ। কুকুরগুলোকে জানিয়ে দিয়েছি আমি ওদের কি মনে করি।'

'প্রভুর দিব্যি, তুমি ম্যাকগিণ্টির মনের মানুষ হতে পারবে!'

'সে কি—সেও কি পুলিশকে ঘৃণা করে নাকি?'

স্ক্যানলান হো-হো করে হেসে উঠল।

উঠতে উঠতে সে বলল, 'আরে বাপু, তার কাছে গিয়েই দেখ না। দেখা না করলে সে তোমাকেই ঘৃণা করবে, পুলিশকে নয়! এখন বন্ধুর পরামর্শ শোন; এখনই চলে যাও।'

ঘটনাচক্রে সেই সন্ধ্যায়ই আরও একজনের সঙ্গে দেখা হলে সেও ওই এক-কথাই বলল। হয়তো এটির প্রতি তার মনযোগ আগের চাইতে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। অথবা হয় তো রুমে রুমে তাদের দুজনের ব্যাপারটা ভালমানুষ সুইডিস গৃহ-কর্তাটিরও চোখে পড়েছিল; কিন্তু কারণ যাই হোক, বোর্ডিং-হাউসের মালিক যুবকটিকে তার নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে গেল এবং কোনরকম ভূমিকা না করে সরাসরি কথাটা তুলল।

বলল, 'দেখুন মিস্টার, আমার মনে হচ্ছে আমার এটির উপর আপনার নজর পড়েছে। কথাটি কি ঠিক, না কি আমারই ভুল?'

যুবকটি জবাব দিল, 'হ্যাঁ, কথাটা ঠিক।'

'দেখুন, গোড়াতেই আপনাকে বলতে চাই যে এতে কোন ফল হবে না। আপনার আগেই অন্য কেউ পা বাড়িয়েছে।'

'এটি আমাকে বলেছে।'

'দেখুন, সে ঠিক কথাই বলেছে! কিন্তু লোকটি কে তা কি বলেছে?'

'না; আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কিন্তু সে বলতে চায় নি।'

'আমিও সাহস করে বলতে চাই না। হয় তো সে চায় নি যে আপনি ভয় পেয়ে সরে যান।'

'ভয়!' ম্যাকমুর্ডো মুহূর্তের মধ্যে জ্বলে উঠল।

'হ্যাঁ বন্ধু! তাকে ভয় করায় আপনার লজ্জার কিছু নেই। সে টেডি বল্ডুইন।'

'কিন্তু লোকটা কি?'

'সে স্কাউরারদের একজন কর্তা।'

'স্কাউরার! তাদের কথা আগেও শুনেছি। সব জায়গায়ই স্কাউরারদের কথা, আর সব সময়ই চুপে চুপে! আপনাদের কিসের ভয়? এই স্কাউরাররা কারা?'

এই ভয়ংকর সোসাইটির কথা বলার সময় অন্য সবাই যেমন করে থাকে বোর্ডিং-হাউসের পরিচালকও সেইভাবে গলার স্বর নীচু করল।

বলল, 'স্কাউরাররা হচ্ছে "প্রাচীন মুক্ত-মানব সংঘ।"

যুবকটি চমকে উঠল।

'সে কি, আমি নিজেও তো ওই "সংঘের" সদস্য।'

'আপনি! আগে জানলে কিছুতেই আপনাকে এখানে জায়গা দিতাম না—সপ্তাহে একশ' ডলার দিলেও না।'

'কিন্তু "সংঘের" দোষ কি?' তার কাজ তো দান-ধ্যান করা আর বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠা করা। নিয়মাবলী তো তাই বলে।'

'অন্য জায়গায় হয় তো তাই। এখানে নয়।'

'এখানে কি?'

'এখানে ওটা একটা খুনী সমিতি; ঠিক তাই।'

ম্যাকমুর্ডো অবিশ্বাসের হাসি হেসে উঠল।

জিজ্ঞাসা করল, 'সেটা আপনি প্রমাণ করবেন কেমন করে?'

'প্রমাণ! পঞ্চাশটা খুনেও কি প্রমাণ হয় না? মিলম্যান ও ফ্যান শর্স্ট, নিকলসন পরিবার। আর বুড়ো মিঃ হিয়াম ও ছোট্ট বিলি জেমস, এবং আরও অনেকের ব্যাপারটা কি? প্রমাণ! এই উপত্যকায় এমন কোন স্ত্রী-পুরুষ কি আছে যে একথা জানে না?'

ম্যাকমুর্ডো সাগ্রহে বলল, 'দেখুন, আমি চাই হয় আপনার বক্তব্য প্রত্যাহার করুন, না হয় সেটা প্রমাণ করুন। আমি এ ঘর ছেড়ে যাবার আগেই দুটোর যেকোন একটা

আপনাকে করতেই হবে। নিজেকে আমার জায়গায় বসান। এ শহরে আমি নবাগত। আমি এমন একটি সমিতির সদস্য যাকে আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ বলেই জানি। যুক্তরাষ্ট্রের দূর-দূরান্তে আপনি এ সমিতির দেখা পাবেন, আর সর্বত্রই সেগুলি নির্দোষ। এখন আমি এখানে ঐ সমিতিতে যোগ দেবার কথা ভাবছি, আর আপনি বলছেন যে এটা আর "স্কউরারস্" নামক খুনী সমিতি আসলে একই। মিঃ শ্যাফ্টার, আমি মনে করি আপনার উচিত হয় আমার কাছে ক্ষমা চাওয়া আর নয় এটা প্রমাণ করা।'

'দেখুন মিস্টার, আমি শুধু এই কথাই বলতে পারি যে সারা পৃথিবী একথা জানে। একটার যারা কর্তা তারাই অন্যটারও কর্তা। এদের একটাকে যদি আপনি আঘাত করেন তাহলে অন্যটি আপনাকে আঘাত করবে। অনেক-বারই এর প্রমাণ আমরা পেয়েছি।'

'এসব তো গুজব! আমি চাই প্রমাণ!' ম্যাকমুর্ডো বলল।

'বেশী দিন এখানে থাকলে নিজেই প্রমাণ পাবেন। কিন্তু আমি ভুলে যাচ্ছি যে আপনিও ওদেরই একজন। শীঘ্রই আপনিও অন্য সবার মতই খারাপ হয়ে উঠবেন। কিন্তু মিস্টার, আপনি অন্য জায়গা দেখুন। এখানে আপনাকে রাখতে পারব না। এদেরই একজন আমার এটির সঙ্গে ভাব করতে আসে, অথচ তাকে ফিরিয়ে দেবার সাহস আমার নেই। এর পরেও এদেরই আরেক জনকে বোর্ডার হিসাবে রাখা কি খারাপ কাজ হবে না? হ্যাঁ, আজ রাতের পরে আপনি আর এখানে শোবার জায়গা পাবেন না!'

কাজেই ম্যাকমুর্ডো বুঝতে পারল, একটা আরামদায়ক বাসস্থান এবং তার ভালবাসার মানুষ—এই দুইয়ের কাছ থেকেই তার উপর নেমে এসেছে নির্বাসনদণ্ড। এই সন্ধ্যায়ই বসবার ঘরে মেয়েটিকে একলা পেয়ে তাকে নিজের বিপদের কথাগুলি বলল।

বলল, 'তোমার বাবা নির্ঘাৎ আমাকে নোটিশ দেবেন। এটা যদি শুধু একটা ঘরের কথা হত আমি মোটেই পরোয়া করতাম না; কিন্তু এটি, যদিও মাত্র এক সপ্তাহ হল তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেছে, তথাপি তুমি আমার জীবনস্বরূপ; তোমাকে ছেড়ে আমি বাঁচব না।'

মেয়েটি বলল, 'চুপ, মিঃ ম্যাকমুর্ডো, ও কথা বলবেন না! আমি তো আপনাকে বলেছি, বড়ই দেরী করে আপনি এলেন। আরও একজন আছে; তাকে আমি এখনও বিয়ের কথা দেই নি বটে, কিন্তু কাউকেও সেকথা দিতে পারি না।'

'এটি, ধরো যদি আমি প্রথম আসতাম, তাহলে কি আমি সে সুযোগ পেতাম?'

মেয়েটি দুই হাতের মধ্যে মুখ লুকোল।

ফুঁপিয়ে বলে উঠল, 'ঈশ্বরের কৃপায় তুমি যদি প্রথম আসতে।'

সেইমুহূর্তেই ম্যাকমুর্ডো তার সামনে নতজানু হয়ে বসল।

চীৎকার করে বলল, 'ঈশ্বরের দোহাই এটি, ঐ কথাই থাক! একটা কথার জন্য কি তোমার ও আমার জীবন তুমি নষ্ট করবে? নিজের মনকে মেনে চল প্রিয়ে!—কি বলছ সেটা বুঝবার আগেই যদি কাউকে কোন কথা দিয়ে থাক তবু তার থেকে তোমার মনের নির্দেশই অধিকতর নির্ভরযোগ্য।'

নিজের দুখানি শক্ত বাদামী হাতে সে এটির সাদা হাত-খানি জড়িয়ে ধরলো।

'শুধু বল তুমি আমার হবে, তাহলেই দুজনে মিলে আমরা অবস্থার মোকাবিলা করব।'

'এখানে নয় তো?'

'হ্যাঁ, এখানে।'

'না, না, জ্যাক!' ম্যাকমুর্ডো তখন দুই হাতে তাকে জড়িয়ে ধরল। 'এখানে আমরা থাকতে পারি না। আমাকে অনেক দূরে নিয়ে যেতে পার না?'

মুহূর্তের জন্য ম্যাকমুর্ডোর মুখের উপর একটা দ্বন্দ্বের ছায়া পড়েই সেটা পাথরের মত শক্ত হয়ে উঠল।

সে বলল, 'না, এখানেই। এটি, যেখানে আছি ঠিক এখানেই সমস্ত জগতের বিরুদ্ধেও আমি তোমাকে রক্ষা করব।'

'কেন আমরা দুজন এখান থেকে চলে যেতে পারি না?'

'না এটি, এখান থেকে আমি যেতে পারি না।'

'কিন্তু কেন?'

'আমি বিতাড়িত হয়েছি একথা মনে হলে আর কখনও আমি মাথা তুলে দাঁড়াতে পারব না। তাছাড়া, ভয়েরই বা কি আছে? আমরা কি স্বাধীন দেশের মানুষ নই? তুমি যদি আমাকে ভালবাস আর আমি ভালবাসি তোমাকে, তাহলে কে আমাদের মাঝখানে দাঁড়াতে সাহস করবে?'

'তুমি জান না জ্যাক। মাত্র কয়েকদিন তুমি এখানে এসেছ। এই বল্ডুইনকে তুমি চেন না। ম্যাকগিণ্টি আর তার স্কাউরারদের তুমি চেন না।'

ম্যাকমুর্ডো বলে উঠল, 'না, তাদের আমি চিনি না, আর আমি তাদের ভয়ও করি না, বিশ্বাসও করি না। প্রিয়ে, দুর্ধর্ষ লোকের সঙ্গে আমি বাস করেছি, কিন্তু তাদের ভয় করার বদলে শেষ পর্যন্ত তারাই আমাকে ভয় করেছে—সব সময়ই তাই হয়েছে এটি। এটা তো পাগলামি ছাড়া কিছু নয়। তোমার বাবার কথাই যদি ঠিক হয়, এই লোকগুলি উপত্যকা জুড়ে একটার পর একটা অপরাধ করে চলেছে, আর সবাই যদি তাদের পরিচয়ও জানে, তাহলে তাদের কারও বিচার হচ্ছে না কেন? আমার কথার জবাব দাও এটি?'

www.boiRboi.net

'কারণ তাদের বিরুদ্ধে কেউ সাক্ষী দিতে সাহস করে না। সাক্ষী দেবার পরে এক মাসও সে বেঁচে থাকে না। তাছাড়া তাদের দলের লোকেই শপথ করে সাক্ষী দেয় যে অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধের ঘটনাস্থল থেকে অনেক দূরে ছিল। জ্যাক, এসব তুমি নিশ্চয় পড়েছ। আমি তো জানতাম, যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেকটি কাগজে এসব কথা লেখা হত।'

'দেখ, কিছু কিছু আমি ঠিকই পড়েছি, কিন্তু আমি মনে করতাম যে এ সবই গাল-গপ্প। হয় তো এই লোকগুলো যা করছে তার কোন সঙ্গত কারণ আছে। হয়তো তাদের প্রতি অন্যায় করা হয়েছিল এবং এছাড়া আত্মরক্ষার আর কোন পথ তাদের ছিল না।'

'ওঃ জ্যাক, তুমিও ওরকম কথা আমাকে শুনিও না। সেও এই কথাই বলে—সেই অপরজন।'

'বল্ডুইন – সেও ওই কথা বলে, সত্যি?'

'সেইজন্যই তো তাকে আমি এত ঘৃণা করি। জ্যাক, এখন তোমাকে সত্যি কথা বলছি; সমস্ত অন্তর দিয়ে তাকে আমি ঘৃণা করি; কিন্তু তাকে ভয়ও করি। ভয় করি আমার জন্য, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, তাকে ভয় করি আমার বাবার জন্য। আমি জানি, মনের কথা বললে আমাদের কপালে অনেক দুঃখ আছে। তাই তো আধা কথা দিয়ে তাকে ঠেকিয়ে রেখেছি। আসলে ঐটেই আমাদের একমাত্র ভরসা। কিন্তু জ্যাক, তুমি যদি আমাকে নিয়ে পালিয়ে যেতে, তাহলে বাবাকে সঙ্গে নিতে পারতাম আর এই দুষ্ট লোকগুলোর কবল থেকে মুক্ত হয়ে সারা জীবন সুখে কাটাতে পারতাম।'

ম্যাকমুর্ডোর মুখের উপর আবার দ্বন্দ্বের ছায়া পড়ল। আবারও সে মুখ পাথরের মত শক্ত হয়ে উঠল।

'এটি, তোমার কোন ক্ষতি হবে না—তোমার বাবারও না। আর ওই দুষ্ট লোকদের কথায় বলি, আশা করি আমাদের ছাড়াছাড়ি হবার আগেই তুমি দেখতে পাবে যে ওদের মধ্যে যে সব চাইতে খারাপ আমি তার চাইতে কম যাই না।'

'না, না, জ্যাক। যেকোন স্থানেই আমি তোমার উপর ভরসা রাখব।'

ম্যাকমুর্ডোর মুখে তিক্ত হাসি ফুটে উঠল।

'হা ঈশ্বর, তুমি তো আমার সম্পর্কে কিছুই জান না! তোমার মন নিষ্পাপ, তাই আমার মনের মধ্যে যে কি হচ্ছে তা তুমি কল্পনাও করতে পার না! কিন্তু, আরে, কে এলো?'

হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল, আর একটি যুবক এমনভাবে হেলতে-দুলতে ঢুকল যেন সেই বাড়ির মালিক। যুবকটি সুদর্শন, চটপটে, এবং বয়সে ও গঠনে ম্যাকমুর্ডোরই অনুরূপ। চওড়া কোণওয়ালা কালো ফেল্ট হ্যাটটা তখনও তার মাথায়ই রয়েছে; তার নীচে একখানি সুন্দর মুখ, তাতে দুটি হিংস্র, প্রভুত্বব্যাঞ্জক চোখ আর বাজপাখির ঠোঁটের মত বাঁকা একটি নাক। স্টোভের পাশে উপবিষ্ট দুটি যুবক-যুবতীর দিকে সে বর্বর চোখে তাকাল।

এটি সভয়ে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

বলল, 'আপনাকে দেখে খুশি হলাম মিঃ বল্ডুইন। আপনি বোধ হয় কিছুটা আগেই এসে পড়েছেন। আসুন, বসুন।'

দুই হাত কোমরে রেখে বল্ডুইন ম্যাকমুর্ডোর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েই রইল।

তারপর সরাসরি প্রশ্ন করল, 'লোকটা কে?'

'আমার একজন বন্ধু মিঃ বল্ডুইন—এখানকার নতুন বোর্ডার। মিঃ ম্যাকমুর্ডো, আপনাকে মিঃ বল্ডুইনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে পারি কি?'

দুটি যুবকই অপ্রসন্নভাবে পরস্পরের প্রতি মাথা নাড়ল।

বল্ডুইন বলল, 'আশা করি আমাদের সম্পর্কের কথা মিস এটি আপনাকে বলেছে?'

'আপনাদের মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে বলে আমি জানতাম না।'

'জানতেন না? আচ্ছা, তাহলে এবার জানতে পারবেন। আমার কাছ থেকেই জেনে নিন, এই যুবতী মহিলাটি আমার; আর—বাইরে গেলে দেখতে পাবেন, আজকের সন্ধ্যাটি বেড়াবার পক্ষে খুবই ভাল।'

'ধন্যবাদ; তবে এখন বেড়াতে যাবার কোনরকম বাসনা আমার নেই।'

'নেই বুঝি?' লোকটির হিংস্র চোখ দুটি ক্রোধে জ্বলতে লাগল। 'মিঃ বোর্ডার, একটা লড়াইয়ের বাসনা আছে কি?'

লাফ দিয়ে উঠে ম্যাকমুর্ডো বলল, 'তা আছে। এর চাইতে স্বাগত প্রস্তাব আর কিছু হতে পারে না।'

বেচারি বিচলিত এটি চেঁচিয়ে উঠল, 'ঈশ্বরের দোহাই জ্যাক! ঈশ্বরের দোহাই! জ্যাক, জ্যাক, ও তোমার ক্ষতি করবে!'

একটা কটূক্তি করে বল্ডুইন বলল 'ওঃ, একেবারে "জ্যাক," তাই বুঝি! এর মধ্যেই এতদূর এগিয়েছে, কি বল?'

'ও টেড, আমার কথা শোন—দয়া কর! টেড, আমার জন্য, আমাকে যদি কখনও ভালবেসে থাক, উদার হও, ক্ষমা কর!'

ম্যাকমুর্ডো শান্তভাবে বলল, 'এটি, তুমি এখান থেকে চলে গেলে আমরা ব্যাপারটার ফয়সালা করে ফেলতে পারি। অথবা, মিঃ বল্ডুইন, আপনিও তো আমার সঙ্গে রাস্তায় নামতে পারেন। বাইরে সুন্দর সন্ধ্যা, আর পাশের বাড়িটার পরেই একটা খোলা মাঠও আছে।'

www.boiRboi.net

তার শত্রু বলল, 'তোমাকে ঠাণ্ডা করতে আমার হাত ময়লা করবার দরকার হবে না। এখান থেকে যাবার আগেই তোমাকে বুঝিয়ে দিয়ে যাব যে এ দেশের মাটিতে পা না দিলেই তুমি ভাল করতে।'

ম্যাকমুর্ডো চেঁচিয়ে বলল, 'সে বোঝাপড়ার জন্য এই তো উপযুক্ত সময়।'

'আমার সময় আমিই বেছে নেব মিস্টার। সেটা আমার উপরেই ছেড়ে দাও। এখানে তাকাও।' হঠাৎ সে জামার আস্তিন গুটিয়ে তার পুরোবাহুর উপরে ছাপ-মারা একটা অদ্ভুত চিহ্ন দেখাল। একটি বৃত্তের মাঝখানে একটি ত্রিভুজ। 'এটার অর্থ কি জান?'

'জানি না, জানতেও চাই না।'

'ঠিক আছে, জানবে। আমি কথা দিচ্ছি। আর জানতে বেশী দেরীও হবে না। মিস এটি হয় তো এবিষয়ে তোমাকে কিছু বলতে পারে। আর তুমি এটি, তোমাকে নতজানু হয়ে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। শুনতে পাচ্ছ মেয়েটা? নতজানু হয়ে। আর তখন আমি বলে দেব তোমার কি শাস্তি! তুমি বীজ বুনেছ—আর প্রভুর দিব্যি, তোমাকেই যাতে ফসল কাটতে হয় সে ব্যবস্থা আমি করব!' সক্রোধে সে দুজনের দিকে তাকাল। তারপর বাইরের দিকে পা বাড়াল। একটু পরেই বাইরের দরজাটা তার পিছনে সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল।

www.boiRboi.net

ম্যাকমুর্ডো ও মেয়েটি কয়েক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপরই এটি ম্যাকমুর্ডোকে জড়িয়ে ধরল।

'আঃ, জ্যাক, তোমার কি সাহস! কিন্তু কোন ফল হবে না—তোমাকে পালাতেই হবে। আজই রাতে—জ্যাক—আজই রাতে! সেই তোমার একমাত্র আশা। সে তোমার জীবন নেবে। তার দুটো ভয়ংকর চোখেই আমি তা দেখেছি। তাদের ডজন খানেকের বিরুদ্ধে তুমি একলা কি করবে? বিশেষ করে যখন ম্যাকগিন্টি কর্তা ও তার আস্তানার দলবল রয়েছে তার পিছনে?'

ম্যাকমুর্ডো তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে তাকে চুম্বন করল; তারপর আস্তে তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিল।

'এখানে প্রিয়ে, এখানে! আমার জন্য বিচলিত হয়ো না, ভীত হয়ো না। আমি নিজেও একজন "ফ্রীম্যান" তোমার বাবাকেও একথা জানাতে চাই। হয় তো আমি এদের চাইতে কিছু ভাল নই। কাজেই আমাকে সাধুপুরুষ বানিও না। এসব কথা শুনে তুমিও হয় তো আমাকে ঘৃণা করবে।'

'তোমাকে ঘৃণা করব জ্যাক! জীবন থাকতে তা পারব না। আমি শুনেছি, এখানে ছাড়া অন্য কোথাও "ফ্রীম্যান" হলে কোন দোষ নেই; তাহলে সেজন্য তোমাকে আমি খারাপ ভাবব কেন? কিন্তু জ্যাক, তুমিও যখন "ফ্রীম্যান" তখন ম্যাকগিন্টির কাছে গিয়ে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব কর না কেন? তাই যাও জ্যাক, শীঘ্র যাও। তোমার সব কথা আগে বলো, নইলে ঐ কুকুরগুলো তোমার পিছনে লাগবে।'

ম্যাকমুর্ডো বলল, 'আমিও তাই ভাবছি। এখনই গিয়ে সব পাকা করে ফেলব। তোমার বাবাকে বলে দিও, আজকের রাতটা আমি এখানেই ঘুমোব, তারপর সকালে অন্য একটা বাসা দেখে নেব।'

ম্যাকগিন্টির শুঁড়িখানার পানশালায় যথারীতি ভীড় জমে উঠেছে, কারণ সারা শহরের ইতর লোকদের সেটাই প্রিয় আড্ডাখানা। লোকটি সকলেরই প্রিয়, কারণ তার স্বভাবটি সাদামাঠা ও হাসিখুশি। অবশ্য সেটা মুখোশ মাত্র; তার আড়ালে অনেক কিছুই সে ঢেকে রাখে। তবে জনপ্রিয়তা ছাড়াও সারা শহর এবং নীচেকার উপত্যকার ত্রিশ মাইল ও তার পার্শ্ববর্তী পাহাড় অঞ্চল পর্যন্ত সকলেই তাকে এত ভয় করে যে তার ফলেই তার শুঁড়িখানায় সব সময় ভীড় লেগে থাকে, কারণ কেউই তার শুভেচ্ছাকে উপেক্ষা করতে পারে না।

সকলেই বিশ্বাস করে যে সব গুপ্ত শক্তিকে ম্যাকগিন্টি নির্মমভাবে প্রয়োগ করে থাকে। তাছাড়াও সে একজন উচ্চ-পদস্থ কর্মচারী, মিউনিসিপ্যালিটির কাউন্সিলার, ও পথ-দপ্তরের কমিশনার। গুণ্ডা-বদমাসদের ভোটেই সে এইসব পদ পেয়েছে, আর তারাও বিনিময়ে তার কাছ থেকে অনেক সুযোগসুবিধা পাবে বলে আশা করে। বাড়ি-ভাড়া ও করের হার অত্যন্ত বেশী, পূর্ত বিভাগের কাজ কুখ্যাতভাবে উপেক্ষিত, ঘুষখোর হিসাব-পরীক্ষক দ্বারা হিসাবপত্র কলুষিত। সৎ নাগরিকদের ভয় দেখিয়ে মোটা টাকা আদায়; অথচ পাছে আরও বিপদ ঘটে তাই তারা মুখ বুজে থাকে। এইভাবে বছরের পর বছর ম্যাকগিন্টি কর্তার হীরের পিনের আকার ক্রমেই বড় হতে থাকে, তার অধিকতর ঝকঝকে পোশাকের সোনার চেনটা ওজনে বাড়তে থাকে, আর তার শুঁড়িখানাটা বাড়তে বাড়তে মার্কেট স্কোয়ারের একটা পুরো অংশই দখল করতে বসেছে।

সুইং-ডোরটা ঠেলে ম্যাকমুর্ডো পানশালায় ঢুকল। ভিতরের ভীড় ঠেলে এগিয়ে গেল। তামাকের ধোঁয়া ও মদের গন্ধে ঘরটা আচ্ছন্ন। চারদিকে উজ্জ্বল আলোর সমারোহ। প্রতিটি দেওয়ালের রং-চঙে গিল্টি করা বড় বড় আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে সে আলো আরও অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ধাতুর পাত-বসানো চওড়া কাউন্টারের পাশে অপেক্ষমান আড্ডাধারীদের জন্য পানীয় তৈরীর কাজে বেশ কিছু উর্দি-পরা লোক কর্মব্যস্ত। একেবারে শেষপ্রান্তে বার-এর উপর শরীরটা রেখে ঠোঁটের সূক্ষ্ম কোণে সিগারটা

ধরে একটি লম্বা, শক্তিশালী, ভারী গড়নের লোক দাঁড়িয়েছিল। সে লোক স্বয়ং বিখ্যাত ম্যাকগিণ্টি ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। দেখতে লোমশদেহ দৈত্যের মত, গালের হাড় পর্যন্ত দাড়ি, কলার পর্যন্ত নেমে এসেছে একগোছা দাঁড়কাকের মত চুল। গায়ের রং ইতালীয়দের মত ধোঁয়াটে, অদ্ভুত কালো রঙের দুটো চোখ, আর তার সঙ্গে বাঁকা দৃষ্টি মিশে কেমন যেন একটা শয়তানী চেহারা ফুটে উঠেছে। কিন্তু অন্য সব দিক থেকে দেখলে তার সুবিন্যস্ত দেহের গঠন, সুন্দর মুখমণ্ডল ও দিলখোলা ব্যবহার, সকলের সঙ্গে মিলে-মিশে চলা এই আমুদে লোকটির সঙ্গে বেশ খাপ খেয়েছে। যে কেউ তাকে দেখে বলবে, তার কাটাকাটা কথাগুলো রুক্ষ হলেও লোকটি কিন্তু সরল ও সৎ। কিন্তু যখনই ওই দুটি গভীর, অনুতাপবিহীন মরা কালো চোখ কারও উপর পড়ে তখনই সে ভিতরে ভিতরে কুঁকড়ে ওঠে; বুঝতে পারে সে একটা গোপন অনর্থের অসীম সম্ভাবনার মুখোমুখি হয়েছে; আর তার পিছনে রয়েছে এমন শক্তি, সাহস ও কৌশল যে সে সম্ভাবনা আরও হাজার গুণ মারাত্মক হতে পারে—

লোকটিকে ভাল করে দেখে নিয়ে ম্যাকমুর্ডো তার স্বভাব-সিদ্ধ নির্বিকার স্পর্ধায় দুই হাতে ভীড় ঠেলে এগিয়ে গেল এবং ঐ শক্তিমান উপরওয়ালার ছোটখাটো তামাসার কথায়ও যারা হেসে গড়িয়ে পড়ছিল সেই সাঙ্গপাঙ্গদের সরিয়ে সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ও পাশের মারাত্মক কালো চোখ দুটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাতেই নবাগত যুবকের দুঃসাহসী দুটো ধূসর চোখের নির্ভীক দৃষ্টিও চশমার কাঁচের ভিতর দিয়ে তার উপরেই পড়ল।

'ওহে যুবক, তোমাকে কখনও দেখেছি বলে তো মনে হয় না!'

'আমি এখানে নতুন এসেছি মিঃ ম্যাকগিণ্টি।'

'একজন ভদ্রলোককে যথাযোগ্যভাবে সম্বোধন করতে না পারার মত নতুন তো তুমি নও।'

দলের ভিতর থেকে একজন বলে উঠল, 'উনি কাউন্সিলার ম্যাকগিণ্টি যে।'

'আমি দুঃখিত কাউন্সিলার। এখানকার রীতিনীতি আমি জানি না। তবে আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতেই এসেছি।'

'বেশ তো, দেখা কর। এই তো আমাকে দেখছ। আমাকে দেখে কি-রকম মনে হয়?'

'এত অল্প সময়ে কিছু বলা শক্ত। যদি আপনার অন্তরটাও আপনার দেহের মতই বড় হয়, আর আপনার আত্মাটা হয় মুখের মতই সুন্দর, তাহলেই আমি সন্তুষ্ট,' ম্যাকমুর্ডো বলল।

'আরে, তোমার কথায় দেখছি আইরিশ টান আছে,' বেশ জোরেই পান-শালার মালিক কথাগুলি বলল। স্পর্ধিত আগন্তুককে খুশি করতে অথবা নিজের মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করতে সে কথাগুলি বলল তা ঠিক বোঝা গেল না। 'আমার চেহারা তাহলে তোমার ভাল লেগেছে?'

'নিশ্চয়', ম্যাকমুর্ডো বলল।

'কেউ কি তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'কে সে?'

'ভারমিসার ৩৪১ আস্তানার ভাই স্ক্যানলান।' ইতিমধ্যেই এক গ্লাস পানীয় তাকে দেওয়া হয়েছিল। সেটাকে ঠোঁটের কাছে ধরে চুমুক দিতে দিতে হাতের কণিষ্ঠাটি তুলে বলল, 'আপনার স্বাস্থ্য পান করছি কাউন্সিলার আর আশা করছি আমাদের ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক।'

ম্যাকগিণ্টি বেশ খুঁটিয়ে তাকে দেখছিল। ঘন কালো ভুরু দুটি তুলে বলল, 'ওহো, ব্যাপারটা তাহলে এই রকম, তাই না? তাহলে তো একটু ভাল করে খোঁজ নিতে হচ্ছে মিস্টার—'

'ম্যাকমুর্ডো।'

'একটু কাছে সরে এস মিঃ ম্যাকমুর্ডো, কারণ এখানে আমরা কাউকে বিশ্বাস করি না, বা কারও কথাও বিশ্বাস করি না। কিছুক্ষণের জন্য ওদিকটায় আড়ালে চল।'

চারদিকে পিপে দিয়ে সাজানো একটা ছোট ঘর। ম্যাক-গিণ্টি সাবধানে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে একটা পিপের উপরে বসল। চিন্তিতভাবে সিগারটা দাঁতে কাটতে কাটতে অস্বস্তিকর চোখ দুটো দিয়ে সঙ্গীকে ভাল করে দেখতে লাগল। কয়েক মিনিট একেবারেই চুপচাপ বসে রইল।

একটি হাত কোটের পকেটে রেখে অন্য হাতে বাদামি গোঁফে তা দিতে দিতে ম্যাকমুর্ডো সানন্দেই সে পরীক্ষাটাকে মেনে নিল। হঠাৎ ম্যাকগিণ্টি নীচু হয়ে একটা অলুক্ষণে রিভলবার বের করল।

বলল, 'এদিকে দেখ হে রসিক পুরুষ, কোনরকম চালাকি যদি করেছ, হাতে হাতেই শাস্তি মিলবে।'

মর্যাদার সঙ্গে ম্যাকমুর্ডো বলল, "ফ্রীম্যান"-দের "আস্তানা"র বডি-মাস্টারের পক্ষে একজন নবাগত ভাইয়ের প্রতি এক আশ্চর্য স্বাগত সম্ভাষণই বটে!'

ম্যাকগিণ্টি বলল, 'আরে, সেইটেই তো তোমাকে প্রমাণ করতে হবে। যদি না পার তাহলে ঈশ্বর তোমার সহায় হোন। তুমি কোথায় দলে ঢুকেছিলে?'

'আস্তানা ২৯, শিকাগো।'

'কবে?'

'২৪শে জুন, ১৮৭২।'

'বডিমাস্টার কে?'

www.boiRboi.net
boiRboi.net

'জেমস এইচ. স্কট।'

'জেলার শাসনকর্তা কে?'

'বার্থোলোমিউ উইলসন।'

'হুম! তুমি বেশ চটপটে আছ। এখানে কি করছ?'

'কাজ করছি, যেমন আপনি করেন, তবে অনেক ছোট কাজ।'

'খুব তাড়াতাড়ি পাল্টা জবাব দিতে পার দেখছি।'

'হ্যাঁ, বরাবরই আমি বাকপটু।'

'কাজেও পটু কি?'

'কাজ যারা ভাল জানে তাদের মধ্যে আমার নামও আছে।'

'ঠিক আছে, তুমি যেরকম ভাবছ তার চাইতে আগেই তোমাকে পরীক্ষা করা হতে পারে। এ অঞ্চলে 'আস্তানা'র কাজকর্ম সম্পর্কে কিছু শুনেছ কি?'

'শুনেছি এখানে ভাই হওয়া শক্ত।'

'ঠিকই শুনেছ ম্যাকমুর্ডো। শিকাগো ছেড়েছ কেন?'

'সেকথা বলার আগে যেন আমার ফাঁসি হয়।'

ম্যাকগিণ্টি চোখ খুলল। এরকম জবাব শুনতে সে অভ্যস্ত নয়। তার বেশ মজা লাগছে।

'আমাকে সেকথা বলবে না কেন?'

'কারণ কোন ভাই অপর ভাইয়ের কাছে মিথ্যা বলতে পারে না।'

'তাহলে আসল ব্যাপারটা এত খারাপ যে বলা চলে না।'

'ইচ্ছা করলে সেভাবেও বলতে পারেন।'

'দেখ মিস্টার, যে লোক তার অতীতের কথা জানাতে পারে না, বডিমাস্টার হিসেবে তাকে তো আমি "আস্তানায়" ঢোকাতে পারি না।'

ম্যাকমুর্ডো বিচলিত হল। তারপর ভিতরের পকেট থেকে খবরের কাগজের একটা জীর্ণ কাটিং বের করল।

বলল, 'একজন সহকর্মীর উপর তদ্বি করবেন না তো?'

ম্যাকগিণ্টি সরোষে চেঁচিয়ে বলল, 'এধরনের কথা আমাকে বললে তোমার মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেব।'

ম্যাকমুর্ডো নরম হয়ে বলল, 'আপনি ঠিকই বলেছেন কাউন্সিলার। আমার ক্ষমা চাওয়া উচিত। কিছু না ভেবেই কথাটা বলে ফেলেছি। আমি জানি, আপনার হাতে আমি নিরাপদ। এই কাটিংটা দেখুন।'

'৭৪ সালের নববর্ষ সপ্তাহে শিকাগোর মার্কেট স্ট্রীটের লেক স্যালুন-এ জোনাস পিণ্টো নামক একটি লোকের গুলিবিদ্ধ হবার বিবরণের উপর ম্যাকগিণ্টি চোখ বুলিয়ে নিল।

কাগজটা ফেরৎ দিয়ে প্রশ্ন করল, 'তোমার কাজ?'

ম্যাকমুর্ডো মাথা নাড়ল।

'তাকে গুলি করেছিলে কেন?'

'ডলার তৈরীর ব্যাপারে সাম খুড়োকে আমি সাহায্য করছিলাম। হয় তো আমার ডলারগুলো তার মত নিখুঁত হত না, তবে সেগুলোও দেখতে ভালই ছিল আর তৈরীতে খরচও কম হত। এই পিণ্টো লোকটা সেসব বস্তু চালাবার কাজে আমাকে সাহায্য করত—'

'কি কাজ?'

'মানে, ডলারগুলোকে বাজারে ছাড়ার কাজ আর কি। তারপর সে ভেগে পড়তে চাইল। হয়তো কাজ ছেড়েও দিয়েছিল। আমি আর অপেক্ষা করি নি। তাকে খুন করে কয়লা-খনি অঞ্চলে পালিয়ে গেলাম।'

'কয়লা-খনি অঞ্চলে কেন?'

'কারণ কাগজে পড়েছিলাম যে ঐ সব অঞ্চলে পুলিশের কড়াকড়ি কম।'

ম্যাকগিণ্টি হাসল।

'তুমি প্রথমে ছিলে ডলার-জালিয়াত, তারপরে খুনী, আর তারপরেও এখানে এসেছ সাদর অভ্যর্থনা পাবার আশা করে?'

ম্যাকমুর্ডো জবাব দিল, 'অনেকটা সেই রকমই তো আশা।'

'দেখ, মনে হচ্ছে তুমি অনেকদূর যেতে পারবে। ভাল কথা, এখনও কি ডলার বানাতে পার?'

ম্যাকমুর্ডো পকেট থেকে আধ ডজন মুদ্রা বের করে বলল, 'এগুলো কোনদিনই ওয়াশিংটন টাকশাল থেকে বেরোয় নি।'

'বল কি হে!' সেগুলিকে তার গরিলার মত লোমশ মস্ত বড় হাতে নিয়ে আলোর সামনে তুলে ধরল। 'কোন তফাৎ বুঝতে পারছি না। হায় ঈশ্বর, মনে হচ্ছে তোমাকে দিয়ে অনেক কাজ হবে। বন্ধু ম্যাকমুর্ডো, আমাদের দলে দু'একজন খারাপ লোকেরও দরকার, কারণ মাঝে মাঝে আমাদেরও লড়াইয়ে নামতে হয়। যারা আমাদের কোণঠাসা করতে চাইছে তাদের যদি পাল্টা আক্রমণ করতে না পারি তাহলে শীঘ্রই দেওয়ালে আমাদের পিঠ ঠেকে যাবে।'

'আশা করি তাদের সরিয়ে দেবার কাজে আমার যা করবার তা আমি করব।'

'তোমার স্নায়ু বেশ শক্ত বলে মনে হয়। যখন এই পিস্তলটা তোমার দিকে তাক করেছিলাম তখন তুমি মোটেই বিচলিত হও নি।'

'আমার তো কোন বিপদ তখন ছিল না।'

'তাহলে কার?'

'আপনার কাউন্সিলার।' কুর্তার পাশ-পকেট থেকে ম্যাকমুর্ডো একটা পিস্তল বের করল। 'সারাক্ষণই আপনার উপর নজর রেখেছিলাম। আমার গুলি আপনার মতই দ্রুত হত বলে মনে করি।'

ম্যাকগিণ্টি প্রথমে রাগে লাল হয়ে তারপরেই হো-হো করে হেসে উঠল।

'হা ঈশ্বর!' সে বলল, 'এমন অদ্ভুত ভয়ের কথা অনেক-দিন শুনি নি। মনে হচ্ছে তোমাকে নিয়ে "আন্তানা" গর্ব করতে পারবে। আরে, তুমি আবার কি চাও? পাঁচ মিনিটও কি একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে নিরিবিলিতে কথা বলতে পারব না? যখন-তখন এসে তোমরা নাক গলাবে?'

পানশালার পরিচারক থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'আমি দুঃখিত কাউন্সিলার, তবে মিঃ টেড বল্ডুইন এসেছেন। তিনি বললেন, এইমুহূর্তে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।'

এ খবরের কোন দরকার ছিল না, কারণ পরিচারকের ঘাড়ের উপর দিয়ে স্বয়ং সেই লোকের শক্ত নিষ্ঠুর মুখটাই উঁকি দিল। পরিচারককে ধাক্কা দিয়ে বের করে সে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে ম্যাকমুর্ডোর দিকে তাকিয়ে বলল, 'বটে, আমার আগেই এখানে এসে গেছ। কাউন্সিলার, এই লোকটার বিষয়ে তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে।'

পিপে থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ম্যাকগিণ্টি বলল, 'না, না, এসব চলবে না। বল্ডুইন, এ আমাদের একটি নতুন ভাই, তাকে তো এভাবে বরণ করা চলবে না। হাত বাড়াও বাপু, মিটিয়ে নাও।'

'কখনও না।' বল্ডুইন রাগে ফেটে পড়ল।

ম্যাকমুর্ডো বলল, 'উনি যদি মনে করেন যে আমি ওর প্রতি কোন অন্যায় করেছি তাহলে ওর সঙ্গে লড়তে আমি রাজী আছি। আমি চাই কব্জির লড়াই, তবে উনি যদি তাতে খুশি না হন, তাহলে উনি যেভাবে চাইবেন সেইভাবে আমি লড়ব। কাউন্সিলার, বডিমাস্টার হিসাবে বিচারের ভারটা আমি আপনার উপরেই ছেড়ে দিচ্ছি।'

'ব্যাপারটা কি?'

'একটি তরুণী মহিলা। নিজের ইচ্ছামত পছন্দ করবার অধিকার তার আছে।'

'আছে না কি?' বল্ডুইন চেঁচিয়ে বলল।

"আন্তানার"র দুই ভাইয়ের মধ্যে যখন কথা, তখন আমি বলছি, আছে' কর্তাই কথাগুলি বলল।

'এটাই কি তোমার রুলিং?'

দৃষ্টুমি করে তাকিয়ে ম্যাকগিণ্টি বলল, 'হ্যাঁ, ভাই টেড বল্ডুইন। তুমি কি এতে আপত্তি করতে চাও?'

'জীবনে এর আগে যাকে কখনও দেখ নি তার জন্য কি এমন একজনকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে যে পাঁচ বছর তোমার পাশে ছিল? জ্যাক ম্যাকগিণ্টি, সারা জীবনের মত বডিমাস্টার হও নি, আর ঈশ্বরের দিব্যি, আবার যখন ভোট হবে—'

কাউন্সিলার বাঘের মত তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বল্ডুইনের গলা চেপে ধরে একটা পিপের উপর তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। ম্যাকমুর্ডো বাধা না দিলে ম্যাকগিণ্টি হয়তো গলা টিপেই মেরে ফেলত।

তাকে টেনে সরিয়ে দিতে দিতে সে বলল, 'ঠাণ্ডা হোন কাউন্সিলার, ঈশ্বরের দোহাই, ঠাণ্ডা হোন!'

ম্যাকগিণ্টি তাকে ছেড়ে দিল। ভীত কম্পিত বল্ডুইন হাঁপাতে লাগল। তার সারা শরীর এমনভাবে কাঁপতে লাগল যেন সে মৃত্যু-গহ্বর হতে ফিরে এসেছে। যে পিপেটার উপর তাকে ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছিল সেটার উপরেই বসে পড়ল।

'টেড বল্ডুইন, অনেকদিন থেকেই তুমি এটা চাইছিলে, আজ পেয়ে গেলে', ম্যাকগিণ্টি চেঁচিয়ে বলল। তার চওড়া বুকটা দ্রুত ওঠা-নামা করতে লাগল। 'তুমি হয়তো ভেবেছ, ভোটের ফলে আমি যদি বডিমাস্টারের পদটা হারাই তাহলে তুমিই সেটা পাবে। "আন্তানা"ই সেটা ঠিক করবে। কিন্তু যতদিন আমি দলপতি আছি ততদিন আমার বা আমার রুলিং-এর বিরুদ্ধে আমি কাউকে মুখ খুলতে দেব না।'

গলায় হাত বুলাতে বুলাতে বল্ডুইন কোনরকমে বলল, 'তোমার বিরুদ্ধে তো আমার কিছু বলার নেই।'

সঙ্গে সঙ্গে দিলখোলা খুশির ভঙ্গীতে অপরজন বলে উঠল, 'আরে তাহলে তো আবার আমাদের মধ্যে ভাব হয়ে গেল; এব্যাপারের এখানেই শোধবোধ হয়ে যাক।'

তাকের উপর থেকে শ্যাম্পেনের বোতলটা পেড়ে সে তার কর্কটা খুলে ফেলল।

তিনটে বড় গ্লাসে ভরতে ভরতে বলল, 'ঠিক আছে, এস আমরা "আন্তানা"র ঝগড়ার নামে একটু পান করি। তুমি তো জানই, এর পরে আমাদের মধ্যে আর কোন মনোমালিন্য থাকতে পারে না। এবার আমার গলার আপেলে বাঁ হাত রেখে তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি টেড বল্ডুইন, অপরাধটা কি?'

বল্ডুইন জবাব দিল, 'আকাশ মেঘাচ্ছন্ন।'

'এবার একেবারেই পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

'আমিও তাই চাই।'

দুজনে গেলাসে চুমুক দিল। বল্ডুইন আর ম্যাকমুর্ডোর মধ্যেও পানীয় বিনিময় হল।

হাত ঘষতে ঘষতে ম্যাকগিণ্টি চেঁচিয়ে বলল, 'কালো রক্তের ব্যাপার এখানেই শেষ হল। এরপরেও বাড়াবাড়ি করলে তোমাদের "আন্তানা"র শাস্তি পেতে হবে; এখানে সে শাস্তিটা যে খুব কড়া ভাই বল্ডুইন তা জানে। আর ভাই ম্যাকমুর্ডো, গণ্ডগোল পাকালে তুমিও শীঘ্রই সেটা জানতে পারবে।'

বল্ডুইনের দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে ম্যাকমুর্ডো বলল, 'বিশ্বাস করুন, সেরকম কিছু আমি সহজে করব না। আমি

যেমন ঝগড়া করতে জানি, তেমনি ক্ষমা করতেও জানি। সকলেই বলে, এটা আমার আইরিশ রক্তের গুণ। কিন্তু আমার দিক থেকে সব চুকে গেছে, আমার মনে কোন আক্রোশ নেই।'

বল্ডুইনকে সেই প্রসারিত হাতে হাতটা রাখতেই হল, কারণ ভয়ংকর কর্তার মারাত্মক দৃষ্টি তার উপর নিবদ্ধ ছিল। কিন্তু তার গম্ভীর মুখ দেখেই বোঝা যায় অপর জনের কথায় সে মোটেই প্রভাবিত হয় নি।

ম্যাকগিণ্টি দুজনেরই কাঁধ চাপড়ে দিল।

বলল, 'আ! এই মেয়েগুলো! ভাব তো, আমাদেরই দুটো বাচ্চুর মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে সেই পেটিকোট। এতে তো শয়তানেরই মজা। এ ব্যাপারটা তোমাদের নিজেদেরই মিটিয়ে নিতে হবে, কারণ এটা আমার এক্তিয়ারের বাইরে। মেয়েমানুষ ছাড়াই অনেক ঝক্কি বড়িমাস্টারের পোয়াতে হয়। ভাই ম্যাকমুর্ডো, তুমি আস্তানা ৩৪১ এ যোগ দেবে। আমাদের রীতিনীতিগুলো শিকাগো থেকে আলাদা। শনিবার রাতে আমাদের সভা আছে; সেখানে হাজির হলেই তোমাকে ভারমিসা উপত্যকার সমিতির সভ্য করে নেব।'

৩ঃ আস্তানা ৩৪১ ভারমিসা

যে সন্ধ্যায় এতগুলি উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা ঘটল তার পরদিনই বৃদ্ধ জ্যাকফ শ্যাফ্‌টারের বাসা ছেড়ে ম্যাকমুর্ডো শহরের একেবারে শেষ প্রান্তে বিধবা ম্যাকনামারার আশ্রয়ে গিয়ে উঠল। ট্রেনে যে লোকটির সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল সেই স্ক্যানলানও কিছুদিনের মধ্যে ভারমিসায় এসে হাজির হল এবং দুজন একই জায়গায় বাসা বাঁধল। বাড়িতে আর কোন বোর্ডার ছিল না; গৃহকর্ত্রীও সাদাসিধে বৃদ্ধা আইরিশ মহিলা, তাদের ব্যাপারে নাক গলাত না; কাজেই তাদের খুশিমত কথাবার্তা বলতে বা কাজকর্ম করতে কোন অসুবিধা হত না, আর যাদের কিছু গোপন কাজকর্ম করতে হয় তাদের পক্ষে এটা খুবই সুবিধাজনক। শ্যাফ্‌টার শেষ পর্যন্ত এতদূর নরম হল যে ম্যাকমুর্ডোকে তার হোটেলে এসে খাবার অনুমতি দিল, ফলে এটির সঙ্গে তার যোগাযোগ অক্ষুণ্ণই রইল। বরং যতই দিন যেতে লাগল সে যোগাযোগ ততই ঘনিষ্ঠতর ও গাঢ়তর হতে লাগল। নিরাপদ বুঝে ম্যাকমুর্ডো তার নতুন বাসার শোবার ঘরে জাল মুদ্রার ছাঁচগুলো বের করল এবং নানাভাবে গোপনতা রক্ষার প্রতিশ্রুতি করিয়ে "আস্তানা"র অনেক ভাইকে এনে সেগুলো দেখাতে লাগল। তারাও প্রত্যেকেই যাবার সময় কিছু কিছু জালমুদ্রা পকেটে করে নিয়ে যেতে লাগল। মুদ্রাগুলিও এমন সুকৌশলে তৈরী যে সেগুলি চালাতে কখনও কোন অসুবিধা বা বিপদই হত না। এমন একটা আশ্চর্য বিদ্যা জানা সত্ত্বেও ম্যাকমুর্ডো কেন যে কাজকর্ম করে তার সঙ্গীদের কাছে এটা একটা চিরন্তন বিস্ময়; সে অবশ্য তাদের সকলকেই বলে থাকে যে দৃশ্যত কোন কাজকর্ম না করেই যদি সে দিন কাটায় তাহলে অচিরেই পুলিশ তার পিছনে লাগবে।

একজন পুলিশ অবশ্য ইতিমধ্যেই তার পিছনে লেগেছিল, কিন্তু ভাগ্যক্রমে সে ঘটনাটি এই দুঃসাহসী লোকটির কোন ক্ষতি না করে বরং ভালই করেছে। প্রথমত মুলাকাতের পরে সে প্রায় প্রতিদিনই ম্যাকগিণ্টির পানশালায় হাজিরা দিত; আর সেখানে সমবেত সেই সাংঘাতিক লোকগুলোর সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠল যারা নিজেদের মধ্যে পরস্পরকে 'বাচ্চু' বলে ডাকে। করিৎকর্মা চালচলন আর অকুতভয় কথাবার্তার জন্য সে সকলেরই প্রিয় হয়ে উঠল, আর একদিন পানশালার ঘরের মধ্যে একটা ঘরোয়া লড়াইতে বিপক্ষকে এমন ধোলাই দিল যে গুণ্ডাদলের সকলেই তাকে শ্রদ্ধা করতে শিখল। তারপর আর একটা ঘটনার ফলে তার শ্রদ্ধার মাত্রা আরও বেড়ে গেল।

একদিন রাতে ভীড় যখন বেশ জমে উঠেছে তখন পানশালার দরজাটা খুলে গেল এবং 'কোল অ্যাণ্ড আয়রণ পুলিশ' বিভাগের নীল ইউনিফর্ম ও উঁচু টুপি পরা একটি লোক ভিতরে ঢুকল। সাধারণ পুলিশ বিভাগ এতদঞ্চলের সংগঠিত গুণ্ডামীর মোকাবিলায় সম্পূর্ণ অসহায় বোধ করায় সাহায্য করার জন্য রেলওয়ে এবং করলাখনির মালিকরা এই বিশেষ পুলিশ বিভাগটি গঠন করেছে। সে ঢুকতেই সকলে চুপ মেরে গেল। অনেকেই বাঁকা চোখে তাকে দেখতেও লাগল। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে পুলিশ আর দুষ্কৃতকারীদের সম্পর্কটা বিচিত্র; তাই ইন্সপেক্টর স্বয়ং যখন তার খরিদ্দারদের দলে ভিড়ে গেল তখনও কাউণ্টারের পিছনে উপবিষ্ট ম্যাকগিণ্টির চোখে মুখে কোন বিস্ময় ফুটে উঠল না।

পুলিশ-অফিসার বলল, 'সোজা একটা হুইস্কি, কারণ আজ রাতে বেশ কড়া শীত পড়েছে। কাউন্সিলার, আপনার সঙ্গে কি আগে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে বলে মনে করেন?'

ম্যাকগিণ্টি বলল, 'আপনি তো নতুন ক্যাপ্টেন?'

'ঠিক তাই। দেখুন কাউন্সিলার, শহরে আইন-শৃংখলা বজায় রাখতে আমরা আপনার উপর এবং অন্যান্য প্রধান নাগরিকদের উপরেই ভরসা করছি। আমার নাম ক্যাপ্টেন মারভিন—"কোল অ্যাণ্ড আয়রণ"-এর।'

ম্যাকগিণ্টি ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'আপনাদের ছাড়াই আমরা ভাল চালাতে পারতাম। শহরের নিজস্ব পুলিশই তো রয়েছে, কাজেই আমদানী-করা মালের কোন দরকার ছিল না। আপনারা তো পুঁজিপতিদের মাইনে করা হাতিয়ার, গরীব নাগরিকদের উপর ডাণ্ডা মারতে আর গুলি চালাতেই তো আপনাদের ভাড়া করা হয়েছে।'

www.boiRboi.net

পুলিশ অফিসারটি লঘুসুরেই বলল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, এ নিয়ে আমরা তর্ক করতে চাই না। আমি আশা করি, সকলেই যার যার কর্তব্য করে যাব ; অবশ্য কর্তব্যটা সকলের চোখে এক নয়।' গ্লাসটা শেষ করে বাইরে যাবার জন্য পা বাড়াতেই ম্যাকমুর্ডোর মুখের উপর তার চোখ পড়ে গেল। সেও পাশে দাঁড়িয়ে তাকেই দেখছিল। ম্যাকমুর্ডোকে উপর-নীচ ভাল করে দেখে সে বলে উঠল, 'আরে! আরে! এ যে পুরনো মুখ দেখছি!'

ম্যাকমুর্ডো ছিটকে সরে গেল।

বলল, 'জীবনে কোন কালেই আমি আপনার বা আপনার দলের কারও বন্ধু ছিলাম না।'

পুলিশ-ক্যাপ্টেন হেসে বলল 'পরিচয় থাকলেই সব সময় বন্ধু হয় না। তুমি নির্ঘাৎ শিকাগোর জ্যাক ম্যাকমুর্ডো ; সেটা অস্বীকার করো না।'

ম্যাকমুর্ডো ঘাড় ঝাঁকুনি দিল।

বলল, 'অস্বীকার করছি না। আপনি কি মনে করেন আমার নামের জন্য লজ্জা পাবার কিছু আছে?'

'তা তো নিশ্চয়ই আছে।'

দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করে সে গর্জে উঠল, 'আপনি কি বলতে চান?'

'না, না জ্যাক, হুমকি দিয়ে আমাকে কাবু করতে পারবে না। এই কয়লা খনিতে আসবার আগে আমি শিকাগোতে অফিসার ছিলাম। সেখানকার যে কোন দাগীকে দেখলেই আমি চিনতে পারি।'

ম্যাকমুর্ডোর মুখ বদলে গেল।

বলে উঠল, 'আপনি তাহলে শিকাগো সেন্টমালের মারভিন!'

'তোমার সেবার জন্য সেই পুরনো টেডি মারভিন। সেখানকার জোনাস পিন্টো হত্যাকাণ্ডের কথা আমরা কেউই ভুলি নি।'

'আমি তাকে গুলি করি নি।'

'করো নি বুঝি? সাক্ষী-সাবুদ বেশ নিরপেক্ষই ছিল, কি বল? অবশ্য তার মৃত্যুটা একটু অসাধারণভাবেই ঘটেছিল, নইলে তো তারা তোমাকে ঘায়েল করতেই পারত। যাক গে, সেসব পুরনো কথা ; এখন তোমাকে চুপি চুপি বলছি—যদিও একথা বলা আমার পক্ষে ঠিক নয় তোমার বিপক্ষে কোন স্পষ্ট প্রমাণ তারা পায় নি, আর ইচ্ছা করলে কালই শিকাগো ফিরে যাবার পথ তোমার সামনে খোলা।'

'যেখানে আছি ভালই আছি।'

'আরে, একটা সুখবর দিলাম, আর তুমি আমাকে একটা ধন্যবাদও দিলে না!'

'তা বটে, আপনি হয় তো ভাল ভেবেই কথাটা বলেছেন, তাই আপনাকে ধন্যবাদ জানাই,' ম্যাকমুর্ডো খোলা মনেই কথাগুলো বলল।

ক্যাপ্টেন বলল, 'যতদিন দেখব তুমি সোজাপথে চলছ ততদিন আমি চুপ করেই থাকব ; কিন্তু বাপু, এরপরেও যদি বাঁকা পথ ধরো তাহলে কিন্তু ব্যাপারটা অন্য রকম হবে। আচ্ছা, শুভরাত্রি—শুভরাত্রি কাউন্সিলার।'

সে ঘর থেকে চলে গেল, ততক্ষণে সে একটি স্থানীয় মহামস্তান সৃষ্টি করে ফেলেছে। শিকাগোতে ম্যাকমুর্ডোর কার্যকলাপ নিয়ে আগে থেকেই কানাঘুষা চলছিল। সকলের চোখে 'হিরো' হয়ে উঠবার অনিচ্ছাবশতঃই এতদিন সে সবরকম প্রশ্নকে হেসে এড়িয়ে গেছে। কিন্তু আজ ব্যাপারটা সরকারী-ভাবে সমর্থিত হতে পানশালার মস্তানরা তাকে ঘিরে ধরে সাদরে হাত ঝাঁকাতে লাগল। সেই থেকেই তার চলাফেরা সম্পূর্ণ বেপরোয়া হয়ে উঠল। আকণ্ঠ মদ গিলেও সে ঠিক থাকতে পারে ; কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় সঙ্গী স্ক্যানলান যদি তাকে বাড়ি নিয়ে না যেত তাহলে এই মাতাল মস্তানটিকে পানশালায়ই রাতটা কাটাতে হত।

কোন এক শনিবার রাতে ম্যাকমুর্ডোকে "আস্তানা"র সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল। সে ভেবেছিল, শিকাগো-ফেরৎ বীর হিসাবে বিনা অনুষ্ঠানেই সে পার পেয়ে যাবে ; কিন্তু ভারমিসায় এমন কতকগুলি আচার-অনুষ্ঠান আছে যা নিয়ে তারা গর্ববোধ করে ; কাজেই প্রত্যেক নবাগত-কেই সেগুলো মানতে হয়। ইউনিয়ন হাউসের একটা বড় ঘরে সকলে জমায়েত হল। জনা ষাট মত সদস্য ভারমিসায় হাজির হল ; অবশ্য এটাই সংগঠনের পুরো সদস্য-সংখ্যা মোটেই নয়, কারণ এই উপত্যকায়ই আরও কতকগুলি 'আস্তানা" রয়েছে ; তাছাড়া পার্বত্য অঞ্চলের দু পাশেও আরও কিছু আছে। কোন গুরুতর ব্যাপার ঘটাতে হলেই এইসব আস্তানার মধ্যে সদস্য-বিনিময় হয়ে থাকে, কারণ তার ফলে যে কোন অঞ্চলেই নবাগত অপরিচিত সদস্যদের দিয়ে দুষ্কার্যগুলি করানোর সুবিধা হয়। সারা কয়লা-খনি অঞ্চলে কম করেও মোট পাঁচশ' সদস্য ওখানে ছড়িয়ে রয়েছে।

জমায়েত-ঘরে একটা লম্বা টেবিলের চারপাশে সকলে বসেছে। পাশেই আর একটা টেবিলে বোতল আর গ্লাস সাজানো রয়েছে। অনেকেরই চোখ সেদিকে। প্রধানের আসনে বসেছে ম্যাকগিণ্টি। তার এলোমেলো কালো চুলের উপর একটা চওড়া কালো ভেলভেটের টুপি, আর গলায় জড়ানো একটা লাল রঙের ছোট চাদর। দেখলে মনে হয় সে যেন কোন পৈশাচিক অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করছে। তার ডাইনে ও বাঁয়ে বসেছে "আস্তানা"র পদস্থ কর্মীরা, তাদের মধ্যে টেড বন্ডুইনের নিষ্ঠুর সুন্দর মুখটাও দেখা যাচ্ছে। প্রত্যেকেই মর্যাদা অনুযায়ী এক একটা চাদর বা পদক পরে আছে। প্রায়

সকলেই পরিণত বয়সের মানুষ, আর বাদবাকি সবাই আঠারো থেকে পঁচিশ বছরের যুবক,—উর্ধতন সহকর্মীদের আদেশ-নির্দেশ তারাই পালন করে থাকে। বয়স্ক লোকদের মধ্যে অনেককে দেখলেই তাদের ভিতরকার বাঘের মত উচ্ছৃংখল মনটাকে চেনা যায়; সাধারণ সদস্যদের দেখে বিশ্বাস করা শক্ত যে এইসব কৌতূহলী খোলা-মুখের যুবকরা আসলে একদল ভয়ংকর খুনী, আর তাদের মনগুলি এমনভাবে নীতিভ্রষ্ট হয়েছে যার ফলে এই সব কাজকর্মে তারা একটা নৃশংস গর্ববোধ করে এবং এই সব নাটের যিনি গুরু তাকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করে। তাদের স্বভাবে এতদূর বিকৃতি ঘটেছে যে, যে-লোক তাদের কোন ক্ষতি করে নি, এবং অনেক ক্ষেত্রেই যাকে তারা জীবনে কোনদিন চোখেও দেখে নি, স্বেচ্ছায় তার বিরুদ্ধে লাগাটাকেই একটা গৌরবজনক কাজ বলে মনে করে। কাজ হাসিল করার পরে কার আঘাতে লোকটি মরেছে তাই নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে এবং নিহত লোকটার আর্তনাদ ও শারীরিক বিকৃতির বর্ণনা করে উল্লাস বোধ করে। প্রথম প্রথম এইসব কাজের ব্যবস্থা তারা গোপন করত, কিন্তু যে সময়কার কাহিনী আমরা বলছি তখন তারা সম্পূর্ণ প্রকাশ্যেই সব কিছু করছে; আইনের হাত বার বার পরাস্ত হওয়ায় তারা একদিকে যেমন বুঝতে পেরেছে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে কেউ রাজী হবে না, অন্য দিকে তারা আরও বুঝেছে যে তাদের স্বপক্ষে কথা বলবার মত অসংখ্য সাক্ষী পাওয়া যাবে এবং যুক্তরাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ আইনজীবীদের নিজেদের স্বপক্ষে নিয়োগ করবার মত প্রচুর অর্থপূর্ণ সিন্দুকও তাদের আছে। গত দশ বছরে তারা যত অপরাধ করেছে তার একটি ক্ষেত্রেও কারও কোন শাস্তি হয় নি। স্কাউরারদের একমাত্র বিপদ আসতে পারে স্বয়ং আক্রান্ত শত্রুর দিক থেকে। সংখ্যায় তারা যতই মুষ্টিমেয় হোক এবং যতটা অতর্কিত অবস্থায়ই আক্রান্ত হোক, তারাও আক্রমণকারীকে পাল্টা আঘাত করতে পারে এবং অনেকক্ষেত্রে করেছে।

ম্যাকমুর্ডোকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল তার সামনে একটা কঠিন পরীক্ষা আসছে। কিন্তু কেউই তার স্বরূপ বলে দেয় নি। দুজন ভাই গম্ভীরভাবে তাকে একটা বাইরের ঘরে নিয়ে গেল। কাঠের পার্টিশনের ওপারে বহুকণ্ঠের কলগুঞ্জন তার কানে আসছিল। দু'একবার নিজের নামটাও কানে এল। সে বুঝতে পারল, তাকে নিয়েই কথা হচ্ছে। একজন রক্ষী ঘরে ঢুকল, তার বুকের উপর একটা সবুজ সোনালী চাদর জড়ানো।

সে বলল, 'বডিমাস্টারের আদেশ, একে ভাল করে বেঁধে, চোখ ঢেকে নিয়ে যেতে হবে।' তখন তিনজনে মিলে তার কোটটা খুলে ফেলল, ডান হাতের আস্তিন গুটিয়ে দিল এবং শেষটা কনুইয়ের উপর বরাবর একটা দড়ি দিয়ে ভাল করে পেঁচিয়ে বাঁধল। তারপর একটা পুরু কালো টুপি দিয়ে মাথা ও মুখের উপরের দিকটা ঢেকে দিল যাতে সে কিছুই না দেখতে পায়। তারপর তাকে সভা-কক্ষে নিয়ে যাওয়া হল।

চোখ ঢাকা থাকায় চারদিক নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। চারদিকে লোকের কলরব কানে আসছে। তারপর কানের আবরণ ভেদ করে ভেসে এল ম্যাকগিন্টির একঘেয়ে দূরাগত কণ্ঠস্বর।

'জন ম্যাকমুর্ডো, তুমি কি ইতিমধ্যেই "প্রাচীন মুক্ত-মানব সংঘের" সদস্য হয়েছ?'

মাথা নীচু করে সে সম্মতি জানাল।

'তোমার আস্তানার নম্বর কি ২৯, শিকাগো?'

সে আবার মাথা নীচু করল।

'অন্ধকার রাত বড়ই অস্বাস্তকর', কণ্ঠস্বর বলল।

'হ্যাঁ, নবাগতের চলাফেরার পক্ষে,' সে জবাব দিল।

'ঘন মেঘ করেছে।'

'হ্যাঁ, ঝড় আসছে।'

'ভাইরা সব খুশি তো?' বডিমাস্টার প্রশ্ন করল।

সম্মতির গুঞ্জন শোনা গেল।

ম্যাকগিন্টি বলল, "ভাই, তোমার সংকেত ও প্রতি-সংকেতের দ্বারাই তুমিও বুঝতে পারছ যে যথার্থই তুমি আমাদের একজন। যাহোক, আমরা তোমাকে জানিয়ে দিতে চাই যে, এই জেলায় এবং এ অঞ্চলের অন্যান্য জেলায় এমন অনুষ্ঠান আছে এবং আমাদের এমন কতকগুলি কর্তব্য আছে যা অবশ্য পালনীয়। তুমি কি পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত আছ?'

'আছি।'

'তোমার মন কি কঠিন?'

'হ্যাঁ।'

'এক পা এগিয়ে সেটা প্রমাণ কর।'

কথাগুলো বলার সঙ্গে সঙ্গে দুটো কঠিন বিন্দু তার চোখের উপর এমনভাবে চাপ দিল যাতে সে বুঝতে পারল যে চোখ দুটো না হারিয়ে সামনে অগ্রসর হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। তথাপি দৃঢ়সংকল্পে মনস্থির করে পা বাড়াতেই সে চাপটা মিলিয়ে গেল। একটা প্রশংসার মৃদু গুঞ্জনও শোনা গেল।

কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'ওর মন ঠিকই কঠিন। তুমি যন্ত্রণা সইতে পার?'

'অন্যে যতটা পারে,' সে জবাব দিল।

'পরীক্ষা কর।'

একটা তীব্র যন্ত্রণা তার পুরোবাহুকে বিদ্ধ করলেও আপ্রাণ চেষ্টায় সে চীৎকার করা থেকে নিজেকে বিরত রাখল। আকস্মিক আঘাতে মূর্চ্ছা যাবার উপক্রম হলেও যন্ত্রণা চাপতে সে ঠোঁট কামড়ে দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করে রইল।

বলল, 'আরও বেশী সহ্য করতে পারি।'

এবার প্রশংসার গুঞ্জন উচ্চতর হল। প্রথম আবির্ভাবেই এর চাইতে ভাল পরিচয় "আস্তানা"র আর কেউ কখনও দিতে পারে নি। সকলে পিঠ চাপড়াতে চাপড়াতে তার মুখের ঢাকনা খুলে দিল। ভাইদের সকলের অভিনন্দন শুনতে শুনতে চোখ মিট মিট করে সে হাসতে লাগল।

ম্যাকগিণ্টি বলল, 'শেষ কথা ভাই ম্যাকমুর্ডো। গোপনীয়তা ও বিশ্বস্ততার শপথ তুমি নিয়েছ। সে শপথ ভঙ্গের শাস্তি যে তৎক্ষণাৎ অনিবার্য মৃত্যু তা অবগত আছ তো?'

'আছি,' ম্যাকমুর্ডো বলল।

'যে কোন অবস্থায় এখানকার মত বডিমাস্টারের নির্দেশ পালন করতে তুমি রাজী আছ?'

'আছি।'

'তাহলে ভারমিসার আস্তানা ৩৪১-এর নামে তার সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে ও সব বিতর্কে যোগ দিতে তোমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছি। ভাই স্ক্যানলান, টেবিলে মদের পাত্রগুলি সাজাও, আমরা এই সার্থক ভাইয়ের নামে পান করব।'

ম্যাকমুর্ডোকে তার কোটটা ফিরিয়ে দেওয়া হল, কিন্তু সেটা পরবার আগে সে তার ডান হাতটা পরীক্ষা করে দেখল। হাতটায় তখনও খুবই ব্যথা করছিল। দেখল, পুরোবাহুর মাংসের উপরে গাঢ় লাল রঙের একটা বৃত্ত ও তার মধ্যে একটা ত্রিভুজ গরম লোহা দিয়ে এঁকে দেওয়া হয়েছে। দু'একজন প্রতিবেশী তাদের হাতের আস্তিন গুটিয়ে নিজ নিজ হাতে "আস্তানার" অনুরূপ প্রতীক-চিহ্ন দেখাল।

একজন বলল, 'এ কষ্ট আমরা সবাই পেয়েছি, তবে তোমার মত সাহসের সঙ্গে কেউ সহ্য করতে পারি নি।'

'ধুর্। এতো কিছুই নয়।' মুখে বললেও জ্বালা-যন্ত্রণা কিছু কমে নি তখনও।

অভিষেক-অনুষ্ঠানের পরে মদ্যপান-পর্ব শেষ হলে "আস্তানার"র কাজকর্ম শুরু হল। শিকাগোর গতানুগতিক অনুষ্ঠানে অভ্যস্ত ম্যাকমুর্ডো মনের বিস্ময় চেপে রেখে কান খাড়া করে সব শুনতে লাগল।

ম্যাকগিণ্টি বলল, 'কর্ম-সূচীর প্রথম দফা হল মার্টন জেলার আস্তানা ২৪৯-এর বিভাগীয় প্রধান উইণ্ডল্-এর এই চিঠিখানা পড়া। সে লিখেছে ঃ

"প্রিয় মহাশয়, এই স্থানের নিকটবর্তী কয়লা-খনির মালিক 'রে অ্যাণ্ড স্টুর্মাস-এর অ্যাণ্ড্রু রে-কে শায়েস্তা করতে হবে। আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে, পাহারাওয়ালা খতমের ব্যাপারে আমাদের দুজন ভাই আপনাদের যে সেবা করেছে, আপনাদের "আস্তানা"র কাছে তার প্রতিদান আমাদের পাওনা রয়েছে। আপনি যদি দুটি ভাল লোক পাঠান তাহলে এই আস্তানার খাজাঞ্চি হিগিন্স তাদের ভার নেবে। তার ঠিকানাও আপনি জানেন। কখন এবং কোথায় কাজ হাসিল করতে হবে তাও সেই দেখিয়ে দেবে।—আপনার মুক্তি-অনুরাগী জে, ডব্লু, উইণ্ডল্, ডি, এম, এ, ও, এফ।" যখনই আমরা দু'একটি লোক ধার চেয়েছি, উইণ্ডল্ কখনও প্রত্যাখ্যান করে নি, তাই আমরাও তাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারি না।'

ম্যাকগিণ্টি থামল। তারপর দুটি একঘেয়ে হিংস্র চোখ মেলে ঘরের চারদিক তাকাল। 'স্বেচ্ছায় এ কাজের ভার কে নেবে?'

কয়েকটি যুবক হাত তুলল। তাদের দিকে তাকিয়ে বডিমাস্টার সম্মতি-সূচক হাসি হাসল।

'তোমাকে দিয়েই হবে বাঘা করম্যাক। গত বারের মত ভালভাবে যদি হাত চালাতে পার তাহলে কোন ভুল হবে না। আর তুমি উইলসন?'

'আমার পিস্তল নেই, স্বেচ্ছাসেবকটি বলল; সে বিশ বছরেরও কম বয়েসী একটি বালকমাত্র।

'এই তোমার পয়লা নম্বর, তাই না? দেখ, কখনও না না কখনও রক্ত দিতেই হবে। এটাতে তোমার শুরুটা হবে। আর পিস্তলের কথা, ওটা যথাসময়েই পেয়ে যাবে। যদি তোমরা সোমবারে সেখানে হাজির হও তাহলেই যথেষ্ট। ফিরে এলে প্রচুর অভ্যর্থনা পাবে।'

'এবারের জন্য কোন পুরস্কার কি পাব?' প্রশ্ন করল করম্যাক। জন্তুর মত দেখতে একটি যুবক। মুখটা কালো, খাড়া চেহারা। স্বভাবের হিংস্রতার জন্যই তার ডাক-নাম দেওয়া হয়েছে 'বাঘা'।

'পুরস্কারের কথা ভেব না। সম্মানের জন্যই কাজটা কর। হয় তো কাজ শেষ হলে বাক্সের তলায় গোটা কয়েক ডলার থাকতেও পারে।'

'লোকটা কি করেছে?' তরুণ উইলসন জিজ্ঞাসা করল।

'লোকটা কি করেছে সেটা তোমার জানবার দরকার নেই। তার বিচার সেখানেই হয়ে গেছে। সেটা আমাদের কোন ব্যাপার নয়। আমাদের একমাত্র করণীয় তাদের হয়ে কাজটা করে দেওয়া, যেমন তারাও আমাদের জন্য করে থাকে। আর সে ব্যাপারেও বলি, পরের সপ্তাহেই এখানকার কিছু কাজ হাসিল করতে মার্টন আস্তানা থেকেও দুজন ভাই এখানে

আসছে।'

একজন জানতে চাইল, 'তারা কারা?'

'সেকথা জিজ্ঞাসা না করাই বুদ্ধিমানের কাজ। তুমি কিছু জানও না, তাই তোমাকে কিছু বলতে হবে না। আর তাই কোন গোলমালও হবে না। কিন্তু তারা এমনই মানুষ যে একবার কাজে হাত দিলে ঠিক হাসিল করে দেবে।'

টেড বন্ডুইন বলে উঠল, 'তার দরকারও হয়ে পড়েছে! এখানকার লোকজন বড়ই বেয়াড়া হয়ে উঠেছে। এই তো গেল সপ্তাহেই ফোরম্যান ব্লেকার আমাদের তিনজনকে উড়িয়ে দিয়েছে। অনেকদিনই এটা তার পাওনা হয়েছে, এবার সেটা পুরোপুরিই পাবে।'

'কি পাবে?' ম্যাকমুর্ডো পাশের লোকটিকে কানে কানে বলল।

লোকটি হেসে বলল, 'বড় বন্দুকের একটা কার্তুজের ব্যাপার আর কি। ভাই, আমাদের ব্যাপার-স্যাপার কেমন বুঝছ?'

যে দুষ্টচক্রের সভ্য সে হয়েছে তার প্রভাব এর মধ্যেই ম্যাকমুর্ডোর পাপ মনের উপর বেশ কিছুটা পড়েছে।

সে বলল, 'ভালই লাগছে। হিম্মৎ যার আছে এটা তার পক্ষে উপযুক্ত জায়গা।'

যারা চারদিকে বসেছিল তাদের কয়েকজন কথাটা শুনে খুব তারিফ করল।

টেবিলের অপর প্রান্ত থেকে লোমশ বডিমাস্টার চেঁচিয়ে বলল, 'কি হচ্ছে ওখানে?'

'আমাদের নতুন ভাই স্যার; আমাদের কাজকর্ম তার ভাল লাগছে।'

ম্যাকমুর্ডো তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়াল।

'মহামান্য প্রভু, আমি বলতে চাই, লোকের প্রয়োজন হলে "আস্তানা"-র সাহায্যের জন্য আমাকে নির্বাচন করলে আমি গৌরব বোধ করব।'

এতে সকলেই তাকে খুব বাহবা দিল। সকলেরই মনে হল, দিগন্তে একটি নতুন সূর্য সবে দেখা দিয়েছে। প্রাচীন কেউ কেউ ভাবল, অগ্রগতিটা বড় দ্রুত হয়ে যাচ্ছে।

সভাপতির পাশে উপবিষ্ট শকুন-মুখো পাকা-চুল বৃদ্ধ সেক্রেটারি হ্যারাওয়ে বলল, 'আমি প্রস্তাব করছি, "আস্তানা" যতদিন তাকে কাজে না লাগাচ্ছে ততদিন ভাই ম্যাকমুর্ডোর অপেক্ষা করা উচিত।'

ম্যাকমুর্ডো বলল, 'নিশ্চয়, আমিও তাই বলতে চেয়েছি। আমি তো আপনাদের হাতের লোক।'

সভাপতি বলল, 'তোমার সময়ও আসবে ভাই। কাজ করতে ইচ্ছুক সদস্য হিসাবে তোমার নাম আমরা চিহ্নিত করে রেখেছি; আমাদের বিশ্বাস, এ অঞ্চলে তুমি ভাল কাজই করবে। আজ রাতে একটা ছোট কাজ আছে; তুমি ইচ্ছা করলে তাতে হাত লাগাতে পার।'

'যে কোন ভাল কাজের জন্যই আমি অপেক্ষা করে আছি।'

'যাই হোক, আজ রাতে তুমি এসো। এখানে আমাদের অবস্থাটা তাহলে কিছুটা জানতে পারবে। ব্যাপারটা পরে জানাব। এদিকে—' কার্য-সূচীটার দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল—'সভার সামনে আরও দু'একটা বিষয় বলার আছে। প্রথমত, খাজাঞ্চির কাছে জানতে চাই ব্যাংকে আমাদের কত আছে। জিম কার্ণয়্যাওয়ের বিধবার পেন্সনের ব্যাপারটা রয়েছে। "আস্তানা"র কাজেই তার মৃত্যু ঘটেছে; তাই বিধবার যাতে ক্ষতি না হয় সেটা আমাদের দেখতে হবে।'

ম্যাকমুর্ডোর পাশের লোকটি তাকে জানাল, 'তারা যখন গত মাসে মার্লে ক্রীক-এর চেন্টার উইলফক্সকে খুন করতে চেষ্টা করেছিল সেই সময় জিম গুলিতে মারা যায়।'

সামনের ব্যাংকের বই দেখে খাজাঞ্চি বলল, 'এই মুহূর্তে তহবিলের অবস্থা ভালই। সম্প্রতি ফার্মগুলি বেশ উদার হয়েছে। ঝামেলা না করার জন্য ম্যাক্স লিণ্ডার কোং পাঁচ শ' দিয়েছে। ওয়াকার ব্রাদার্স এক শ' পাঠিয়েছিল, কিন্তু নিজের দায়িত্বেই সেটা ফেরৎ পাঠিয়ে আমি পাঁচ শ' চেয়েছি। বুধবারের মধ্যে কোন খবর না পেলে তাদের মেসিন বিগড়ে যেতে পারে। গত বছর আগুন লাগিয়ে দেওয়ায় তবে তারা সিধে হয়েছিল। তারপর ওয়েস্ট সেকশন কোলিং কোম্পানিও তাদের বার্ষিক দস্তুরি দিয়ে দিয়েছে। যেকোন দায় মেটাবার মত যথেষ্ট অর্থ আমাদের হাতে আছে।'

একজন ভাই জিজ্ঞাসা করল, 'আর্চি সুইণ্ডনের খবর কি?'

'সব বেচে দিয়ে সে জেলা ছেড়ে চলে গেছে। বুড়ো শয়তান একটা চিঠি লিখে জানিয়ে গেছে, একদল ব্ল্যাক-মেলারের তাঁবেদার হয়ে মস্ত বড় খনির মালিক হওয়ার চাইতে নিউ ইয়র্কে রাস্তার মোড়ের স্বাধীন ঝাড়ুদার হওয়াও অনেক ভাল। তার কপাল ভাল যে চিঠিটা আমাদের হাতে আসবার আগেই সে ভেগে পড়েছে। আশা করি এই উপত্যকায় আর সে মুখ দেখাতে সাহস করবে না।'

সভাপতির মুখোমুখি টেবিলের অপর প্রান্তে একটি বয়স্ক লোক বসেছিল। পরিষ্কার কামানো দয়ালু মুখ, সুন্দর ভুরু। সে দাঁড়িয়ে বলল, 'খাজাঞ্চি মশাই, যে লোকটিকে আমরা অঞ্চল ছাড়া করেছি তার সম্পত্তি কে কিনেছে জিজ্ঞাসা

করতে পারি কি ?'

'নিশ্চয় পারেন ভাই মরিস। সে সম্পত্তি কিনেছে স্টেট এ্যান্ড মার্টন কাউণ্টি রেলরোড কোম্পানি।'

'আর ঠিক একই উপায়ে গত বছর টডম্যান এবং লীর যে কয়লা খনিগুলি বিক্রি হয়েছিল সেগুলি কে কিনেছিল ?'

'ওই একই কোম্পানি, ভাই মরিস।'

'সম্প্রতিকালে চুম্যানসন, শুমান, ভ্যান ডেহের এবং অ্যাটউড প্রমুখ ভদ্রলোকদের যেসব লোহার কারখানা বিক্রি হয়েছে সেগুলো কে কিনেছে ?'

'সে সবগুলোই কিনেছে ওয়েস্ট গিলমারটন জেনারেল মাইনিং কোম্পানি।'

সভাপতি বলল, 'ভাই মরিস, মালিকরা যখন সেগুলিকে জেলার বাইরে বয়ে নিয়ে যেতে পারবে না, তখন কারা সেগুলো কিনল তা জেনে আমাদের তো কিছুই যায়-আসে না।'

'পূজ্যপাদ প্রভু আপনার প্রতি পূর্ণ সম্মান রেখেই আমি মনে করি যে এতে আমাদের অনেক কিছুই যায়-আসে। দীর্ঘ দশ বছর ধরে এই ব্যবস্থা চলেছে। ক্রমাগতই আমরা ছোটখাটো লোকদের ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে বিতাড়িত করছি। তার ফল কি হচ্ছে ? তাদের জায়গায় পাচ্ছি "রেলরোড" বা "জেনারেল আয়রণ"-এর মত বড় বড় কোম্পানি যাদের ডিরেক্টররা নিউ ইয়র্কে বা ফিলাডেলফিয়াতে থাকে বলে আমাদের তোয়াক্কাই করে না। ব্যবসাগুলি স্থানীয় মালিকদের হাতছাড়া করছি বটে, কিন্তু, তাদের পরিবর্তে বাইরে থেকে নতুন লোক আসছে। ফলে ব্যবস্থাটা আমাদের পক্ষেই বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। ছোট ব্যবসায়ীরা আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারত না। তাদের না ছিল টাকা, না ছিল ক্ষমতা। যদি তাদের একেবারে ছিবড়ে করে না ফেলতাম তাহলে তারা আমাদের আওতায় এখানেই থেকে যেত। কিন্তু এই সব বড় বড় কোম্পানি যদি বোঝে যে আমরা তাদের লাভের পথে বিঘ্ন ঘটাচ্ছি তাহলে আমাদের ধরে ধরে আদালতে হাজির করতে তারা চেষ্টা বা অর্থব্যয়ে ত্রুটি করবে না।'

এই অলক্ষুণে কথাগুলি শুনে সকলেই চুপ করে গেল ; বিষন্ন দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে প্রত্যেকের মুখই গম্ভীর হয়ে উঠল। এতদিন তারা এতই সর্বশক্তিমান ও অপ্রতিরোধ্য ছিল যে পিছন থেকে কখনও পাল্টা আঘাত আসতে পারে এ চিন্তাই তাদের মন থেকে নির্বাসিত হয়ে গিয়েছিল। এবার কিন্তু তাদের ভিতরকার সব চাইতে বেপরোয়া লোকটির বুকেও ঠাণ্ডা মেরে গেল।

বক্তা তখনও বলে চলেছে, 'আমি পরামর্শ দেই, ছোটখাট লোকদের উপর থেকে আমাদের চাপ কমানো হোক। যেদিন তারা সকলেই বিতাড়িত হবে সেদিন এ সমিতির শক্তিও ভেঙে পড়বে।'

অপ্রিয় সত্য জনপ্রিয় হয় না। বক্তা আসন গ্রহণ করলে সকলেই রাগে চীৎকার করতে লাগল। বিষন্ন মুখে ম্যাকগিণ্টি উঠে দাঁড়াল।

বলল, 'ভাই মরিস, আপনি সব সময়ই কড়া কথার মানুষ। "আস্তানা"র সদস্যরা যতদিন এককাট্টা থাকবে ততদিন যুক্তরাষ্ট্রে এমন কোন শক্তি নেই যে তাদের স্পর্শ করতে পারে। আদালতে একথা কি আমরা অনেকবার প্রমাণ করি নি ? আমি আশা করি ছোট কোম্পানির মত বড় কোম্পানিগুলিও লড়াইয়ের চাইতে টাকা দেওয়াটাই সোজা মনে করবে। এবার ভাইসব ' বলতে বলতে ম্যাকগিণ্টি কালো ভেলভেটের টুপি ও চাদরটা খুলে ফেলল 'আজকের সন্ধ্যার মত "আস্তানা"র কাজ শেষ হয়েছে ; একটা ছোট কাজ বাকী আছে, যাবার আগে সেটাই বলতে চাই। এবার ভাই-ভাই মিলেমিশে আমোদ-ফুর্তি শুরু হোক।'

মানব প্রকৃতি বড়ই বিচিত্র। এই লোকগুলির কাছে খুন-জখম জলভাতের মত ; বারে বারে তারা কত পরিবারের পিতাকে খুন করেছে, অথচ তার বিরুদ্ধে তাদের ব্যক্তিগত কোন আক্রোশ ছিল না ; খুনের সময় তার ক্রন্দনরতা স্ত্রী বা অসহায় ছেলেমেয়েদের জন্য এতটুকু সহানুভূতি তাদের মনে জাগে নি। অথচ কোমল বা করুণ সুরের গান শুনে তাদের চোখেও জল আসে। ম্যাকমুর্ডোর গলা খুব ভাল। এতদিন যদিবা সে "আস্তানা"র লোকদের শুভেচ্ছালাভে বঞ্চিত হয়েও থাকে, আজ তার মুখে 'আমি স্টাইলের ধারে বসে আছি মেরি' এবং 'আলান নদীর তীরে তীরে' প্রভৃতি গান শুনে সকলে এতই রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল যে সকলের শুভেচ্ছা পেতে তার আর বিলম্ব হল না। প্রথম রাতেই নবাগত সদস্যটি ভাইদের মধ্যে সব চেয়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠল, এবং অগ্রগাত ও উচ্চপদের জন্য তার নামটিও চিহ্নিত হয়ে রইল। একজন সৎ সদস্য হওয়া ছাড়াও দলের একজন সফল সদস্য হবার মত আরও অনেক গুণ ছিল তার। সন্ধ্যা পার হবার আগেই সেকথা প্রমাণ করবার সুযোগও তাকে দেওয়া হল। হুইস্কির বোতল অনেক 'রাউণ্ড' ঘুরে গেল ; লোকজন সব বেহেড ও বেহুশ হয়ে উঠল, এমন সময় আবার তাদের কিছু বলবার জন্য বডিমাস্টার উঠে দাঁড়াল।

সে বলতে লাগল 'বাচ্চুরা, এই শহরের একটি লোকের

ছাঁটাই দরকার আর সেকাজটা যাতে হয়ে যায় সেটা তোমাদেরই দেখতে হবে। "হেরাল্ড" পত্রিকার জেমস স্ট্যাঙ্গারের কথা বলছি। তোমরা নিশ্চয় দেখেছ, আবার সে আমাদের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে শুরু করেছে?'

সম্মতিসূচক গুঞ্জন শোনা গেল, কেউ কেউ দিব্যিও করল। ওয়েস্টকোটের পকেট থেকে ম্যাকগিন্টি একটুকরো কাগজ বের করল।

সে পড়তে লাগল। "আইন ও শৃঙ্খলা! কয়লা ও লোহ অঞ্চলে সন্ত্রাস। বারো বছর আগে প্রথম হত্যাকাণ্ডেই প্রমাণিত হয়েছিল যে আমাদের মধ্যে একটি সংগঠিত পাপ-চক্রের অস্তিত্ব আছে। সেই থেকে এ অত্যাচার কখনও থামে নি; বরং আজ সেটা এমন অবস্থায় পৌঁচেছে যে আমরা সভ্য জগতের কলংক হয়ে উঠেছি। এই পরিণতির জন্যই কি ইওরোপের স্বেচ্ছাচারী শাসনের হাত থেকে পালিয়ে আসা বিদেশীদের আমাদের মহান কোলে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে? যারা তাদের আশ্রয় দিয়েছে, আজ কি তাদের দেশের উপরেই তারা অত্যাচার চালাবে? স্বাধীনতার প্রতীক তারকাখচিত পবিত্র পতাকার ছায়ার নীচে তারা কি সন্ত্রাস ও আইন শৃংখলা-হীনতার এমন অবস্থা সৃষ্টি করবে যার কথা পূর্বদেশের কোন জরাজীর্ণ রাজত্বেও সংঘটিত হয়েছে শুনলে আমাদের মন ত্রস্ত হয়ে উঠত? লোকগুলি আমাদের পরিচিত। সংগঠনও প্রকাশ্য। আর কতদিন আমরা এসব সহ্য করব? আমরা কি চিরকাল—' না, এসব বাজে কথা অনেক পড়েছি!' কাগজটা টেবিলের উপর নাড়তে নাড়তে সভাপতি চীৎকার করে বলে উঠল। 'আমাদের নিয়ে এই সব কথা সে লিখছে। আমি তোমাদের জিজ্ঞাসা করতে চাই, তাকে আমরা কি করব?'

'তাকে খুন করুন!' একজন হিংস্র কণ্ঠ চীৎকার করে উঠল।

সুন্দর ভুরু ও কামানো মুখের ভাই মরিস বলল, 'আমি এর প্রতিবাদ করছি। ভাইসব, আমি বলছি এ উপত্যকায় আমাদের হাত বড় বেশী ভারী হয়ে উঠেছে; এমন একটা সময় আসবে যখন আত্মরক্ষার জন্য আমাদের নিশ্চিহ্ন করতে প্রতিটি মানুষ ঐক্যবদ্ধ হবে। জেমস স্ট্যাঙ্গার একজন বৃদ্ধ। এই শহরে ও জেলায় সকলেই তাকে শ্রদ্ধা করে। এই উপত্যকার যা কিছু ভাল তার প্রতীক তার কাগজ। এ লোকটাকে মারলে সমস্ত যুক্তরাষ্ট্রে এমন আলোড়নের সৃষ্টি হবে যার পরিণামে আমরাই ধ্বংস হয়ে যাব।'

ম্যাকগিন্টি চীৎকার করে উঠল, 'মিস্টার পশ্চাৎ-পদ, কেমন করে তারা আমাদের ধ্বংস করবে? পুলিশকে দিয়ে? কিন্তু এটা তো ঠিক যে তাদের অর্ধেক আমাদের কেনা, আর বাকি অর্ধেক আমাদের ভয় করে; না কি আদালত আর বিচারকদের দিয়ে? এর আগেও কি সে চেষ্টা হয় নি? আর তাতে ফল কি দাঁড়িয়েছে?'

ভাই মরিস বলল, 'বিচারক লীঙ্কের হাতে বিচারের ভার পড়তে পারে।'

ম্যাকগিন্টিও চেঁচিয়ে বলল, 'আমি একটা আঙুল তুললেই সব কিছু আগাগোড়া সাফ-সাফাই করে ফেলতে দুশো লোককে আমি এই শহরে কাজে লাগাতে পারি।' তারপরই সহসা গলার স্বর চড়িয়ে আর তার মোটা কালো ভুরুদুটোকে একটা হিংস্র কটাক্ষে বাঁকিয়ে বলে উঠল 'এদিকে তাকান ভাই মরিস, কিছুদিন ধরেই আপনার উপর আমি চোখ রেখেছি। আপনার কাজে মন নেই, তাই অন্যের মনও আপনি তুলে নিতে চান। আপনার নিজের নাম যেদিন আমাদের কার্য-সূচীতে স্থান পাবে সেটা আপনার পক্ষে বড়ই দুর্দিন হবে ভাই মরিস। আর আমি ভাবছি, আপনার নামটা সেখানে রাখাই আমার উচিত।'

মরিসের মুখ মরার মত সাদা হয়ে গেল। সে এমনভাবে চেয়ারে বসে পড়ল যে মনে হল তার হাঁটু দুটো বুঝি সরে গেছে। কাঁপা হাতে গ্লাসটা তুলে এক চুমুক খেয়ে তবে সে কথা বলতে পারল।

'পূজ্যপাদ প্রভু, অনুচিত কিছু যদি বলে থাকি তার জন্য আপনার কাছে এবং এখানে উপস্থিত সব ভাইয়ের কাছে আমি ক্ষমা চাইছি। আমি একজন বিশ্বস্ত সদস্য,—সেকথা আপনারা সকলেই জানেন—পাছে "আস্তানা"র কোন বিপদ দেখা দেয় সেই আশংকাতেই কথাগুলি বলেছি। কিন্তু পূজ্যপাদ প্রভু, আমার নিজের অপেক্ষা আপনার বিচার বুদ্ধির উপরেই আমি বেশী ভরসা রাখি; কথা দিচ্ছি আর কখনও আপনার ক্রোধের কারণ হব না।

তার বিনীত কথাগুলি শুনে বড়িমাস্টারের রাগ পড়ে গেল।

'ভাল কথা ভাই মরিস। আপনাকে শিক্ষা দেওয়ার দরকার হলে আমিই দুঃখিত হতাম। কিন্তু যতদিন আমি এ আসনে আছি, কথায় ও কাজে আমাদের "আস্তানা"কে ঐক্যবদ্ধ রাখবই। তারপর, বাচ্চুরা,' সভাস্থ লোকদের দিকে তাকিয়ে সে বলতে লাগল, 'আমি শুধু বলতে চাই— স্ট্যাঙ্গারকে যদি তার পুরো প্রাপ্য দেওয়া হয় তাহলে এমন সব গোলযোগ দেখা দেবে যেটা আমরা পোয়াতে চাই না। সব সম্পাদকরা একঝাট্টা, কাজেই প্রত্যেকটি সংবাদপত্র পুলিশ ও সৈন্যদের জন্য হাঁকডাক শুরু করে দেবে। কিন্তু আমি মনে করি যে

যে তোমরা তাকে বেশ কড়াভাবে শাসন করতে পার। ভাই বল্ডুইন, একাজের ভারটা তুমি নেবে কি?'

'নিশ্চয়!' যুবকটি সাগ্রহে বলল।

'কতজনকে সঙ্গে নেবে?'

'আধ-ডজন আর দরজায় পাহারা দেবার জন্য দুজন। গাউয়ার, তুমি চল, আর তুমি ম্যানসেন, তুমি স্ক্যানলান, এবং উইলাবিরা দুজন।'

সভাপতি বলল, 'নতুন ভাইকে আমি কথা দিয়েছি, সেও যাবে।'

টেড বল্ডুইন এমন দৃষ্টিতে ম্যাকমুর্ডোর দিকে তাকাল যাতে বোঝা গেল সে কিছু ভোলে নি, বা ক্ষমাও করে নি।

রুক্ষ গলায় বলল, 'বেশ, ইচ্ছা করলে সে যেতে পারে। এই যথেষ্ট। যত তাড়াতাড়ি কাজ শুরু করতে পারি ততই ভাল।'

হৈ-হল্লা, চীৎকার-চেঁচামেচিওমাতাল গলার টুকরো টুকরো গানের মধ্যে সভা ভাঙল। পানশালায় তখনও মাতালদের ভীড়; ভাইদের অনেকেই সেখানে থেকে গেল। যে ছোট দলটার উপর কাজের ভার পড়েছে তারা রাস্তায় নেমে গেল এবং যাতে লোকের দৃষ্টি না পড়ে সেজন্য দুজন ও তিন জনের সারি বেধে এগিয়ে চলল। তীব্র শীতের রাত। কুয়াসা-ঢাকা তারা-ভরা আকাশে আধখানা চাঁদ জ্বলজ্বল্ করছে। একটা উঁচু বাড়ির সামনে পৌঁছে তারা থামল। উজ্জ্বল-আলোকিত জানালার মাঝখানে সোনালী অক্ষরে 'ভারমিসা হেরাল্ড' কথা দুটি লেখা রয়েছে। ভিতর থেকে ছাপাখানার ঘটাং ঘটাং শব্দ ভেসে আসছে।

বল্ডুইন ম্যাকমুর্ডোকে বলল, 'তুমি এখানে, নীচে এই দরজায় দাঁড়াও, আর নজর রাখ রাস্তাটা যেন আমাদের জন্য খোলা থাকে। আর্থার উইলাবি তোমার কাছে থাকতে পারে। অন্য সবাই আমার সঙ্গে এস। কোন ভয় নেই বাচ্চুরা, কারণ এই মুহূর্তে আমরা যে ইউনিয়নের পানশালায় উপস্থিত আছি তার ডজনখানেক সাক্ষী আছে।'

প্রায় মাঝরাত। বাড়ির পথের যাত্রী দু'একজন মাতাল ছাড়া রাস্তা নির্জন। দলটা রাস্তা পার হল। তারপর ধাক্কা মেরে সংবাদপত্র অফিসের দরজাটা খুলে বল্ডুইন ও তার দলবল সামনের সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত উপরে উঠে গেল। ম্যাকমুর্ডো ও অপর একজন নীচে রইল। উপরের ঘর থেকে সাহায্যের জন্য চীৎকার ভেসে এল; তারপরই শোনা গেল পদাঘাত ও চেয়ার পড়ার শব্দ। মুহূর্ত পরেই একটি পাকা চুল লোক ছুটে সিঁড়ির ল্যাণ্ডিং-এ এল। সেখান থেকে নামবার আগেই সে ধরা পড়ে গেল; তার চশমাটা গড়াতে গড়াতে ম্যাকমুর্ডোর পায়ের কাছে এসে পড়ল। ধপাস করে একটা শব্দ হল। তারপরই আর্তনাদ। লোকটি উপুড় হয়ে পড়ে গেল আর আধ ডজন লাঠি খটাখট শব্দে তার উপর পড়তে লাগল। লোকটি কাতরাচ্ছে। তার লম্বা সরু হাত-পা আঘাতের ফলে থর থর করে কাঁপছে।

শেষ পর্যন্ত অন্যরা থামল, কিন্তু বল্ডুইন তখনও তার নিষ্ঠুর মুখে নারকীয় হাসি ফুটিয়ে লোকটির মাথা লক্ষ্য করে আঘাত করতে লাগল, আর সে বেচারী দুই হাত দিয়ে যথাসাধ্য নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে লাগল। তার সাদা চুলে চাপ চাপ রক্তের দাগ। বল্ডুইন তখনও তার শিকারের উপর উপুড় হয়ে আছে, আর তার শরীরের কোন একটা অংশ ফাঁকা পেলেই সেখানটায় মারাত্মকভাবে আঘাত করছে। এমন সময় ম্যাকমুর্ডো সিঁড়ি বেয়ে ছুটে এসে তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল।

বলল, 'লোকটিকে মেরে ফেলবে যে। ছেড়ে দাও!'

বল্ডুইন সবিস্ময়ে তার দিকে তাকাল।

চেঁচিয়ে বলল, 'তুমি গোল্লায় যাও! "আস্তানা"য় তুমি নতুন এসেছ, তুমি বাধা দেবার কে হে? সরে যাও!' সে পুনরায় লাঠি তুলতেই ম্যাকমুর্ডো তার হিপ-পকেট থেকে শা' করে পিস্তলটা বের করল।

চীৎকার করে বলল, 'তুমি সরে যাও! আমার গায়ে হাত দিলে তোমার মুণ্ডুটাই উড়িয়ে দেব। আর "আস্তানা"র কথাই যদি তুললে, বডিমাস্টারের আদেশ ছিল না, যে লোকটাকে খুন করা হবে না? কিন্তু তুমি যা করছ সেটা খুন ছাড়া আর কি?'

দলের একজন বলল, 'ঠিক কথাই বলেছে।'

নীচের লোকটি হঠাৎ চীৎকার করে উঠল, 'ঈশ্বরের দোহাই, তোমরা তাড়াতাড়ি কর। সব জানালায় আলো জ্বলে উঠেছে; পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সারা শহর তোমাদের তাড়া করতে আসবে।'

সত্যি সত্যি রাস্তায় হট্টগোল শোনা যাচ্ছিল। একদল ছাপাখানার লোক নীচের হলে জমায়েত হয়ে কাজে নামবার জন্য তৈরী হচ্ছিল। সম্পাদকের আহত নিথর দেহটা সিঁড়ির মাথায় ফেলে রেখে দুষ্কৃতকারীরা ছুটে নীচে নেমে রাস্তা ধরে দ্রুত পালিয়ে গেল। ইউনিয়ন হাউসে পৌঁছে কতক লোক ম্যাকগিণ্টির পানশালার ভীড়ে মিশে গেল এবং পরস্পরের মুখে মুখে পানশালার অপর প্রান্তে কর্তাকে খবর পৌঁছে দিল

যে কাজটা ভালভাবেই হাসিল করা হয়েছে। ম্যাকমুর্ডোসহ অন্যরা অলি-গলিতে ঢুকে নানারকম ঘুর-পথে যার যার বাড়ি চলে গেল।

৪ঃ আতংকের উপত্যকা

পরদিন সকালে যখন ম্যাকমুর্ডোর ঘুম ভাঙল তখন স্বাভাবিক কারণেই "আন্তানা"য় ভীত হবার কথাই তার মনে পড়ল। মদের প্রভাবে মাথাটা তখনও টনটন্ করছে. আর হাতের যেখানটায় ছাপ মারা হয়েছিল সে জায়গাটা গরম হয়ে ফুলে উঠেছে। নিজস্ব একটা আয়ের ব্যবস্থা থাকায় সে নিয়মিতভাবে কাজে যেত না ; কাজেই বেশ দেরীতে প্রাতরাশ সেরে বন্ধুকে একখানা লম্বা চিঠি লিখে সকালটা বাড়িতেই কাটাল। তারপর 'ডেইলি হেরাল্ড' পড়ল। শেষ মুহূর্তে সন্নিবেশিত একটা বিশেষ কলমে সে পড়ল. "হেরাল্ড" কার্যালয়ে আক্রমণ। সম্পাদক গুরুতর আহত।' তারপর ঘটনার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সে বিবরণ যিনি লিখেছেন তার চাইতে সে নিজেই ভাল জানে। বিবরণের শেষে মন্তব্য করা হয়েছে ঃ

ব্যাপারটা এখন পুলিশের হাতে, কিন্তু তাদের চেষ্টায় অতীতের চাইতে ভাল কোন ফল হবে এটা আশা করা যায় না। কয়েকজনকে চিনতে পারা গেছে। তাই আশা করা যায় যে তাদের সাজাও হতে পারে। একথা বলাই বাহুল্য যে এই আক্রমণের পিছনে এমন একটা কুখ্যাত সমিতি রয়েছে যেটা দীর্ঘকাল ধরে এখানকার সমাজ-জীবনকে কব্জা করে রেখেছে এবং যার বিরুদ্ধে "হেরাল্ড" একটা আপোষহীন সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে। মিঃ স্ট্যাঙ্গারের বন্ধুরা শুনে সুখী হবেন, তিনি নিষ্ঠুর ও পাশবিকভাবে আক্রান্ত হলেও এবং তাঁর মাথায় গুরুতর আঘাত করা হয়ে থাকলেও তাঁর জীবনের আশু কোন বিপদ নেই।

নীচের দিকে আরও লেখা হয়েছে যে কার্যালয়ের সুরক্ষার জন্য কোল অ্যাণ্ড আয়রণ পুলিশ'-এর একজন উইনচেস্টার রাইফেলধারী রক্ষীকে মোতায়েন করা হয়েছে।

কাগজটা রেখে ম্যাকমুর্ডো গত রাতের অতিরিক্ত মদ্যপানের দরুন স্খলিত হাতে পাইপে আগুন ধরাচ্ছিল এমন সময় বাইরে একটা করাঘাত হল এবং গৃহকর্ত্রী তার হাতে একটা চিঠি দিল। এই মাত্র একটা ছেলে চিঠিটা দিয়ে গেছে। স্বাক্ষরবিহীন চিঠিতে লেখা আছে ঃ

আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই, কিন্তু সেটা আপনার বাড়িতে না হলেই ভাল হয়। মিলার পাহাড়ের উপরিস্থিত পতাকাদণ্ডের পাশে আমাকে পাবেন। যদি এখনই সেখানে আসেন তাহলে আমার কাছে এমন কিছু পাবেন যা আপনার পক্ষে শোনা এবং আমার পক্ষে বলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

একান্ত বিস্ময়ে ম্যাকমুর্ডো দুবার চিঠিটা পড়ল ; কি যে এর অর্থ আর কেই বা এর লেখক তা সে কল্পনাও করতে পারল না। মেয়েলি হাতের লেখা হলে না হয় বুঝতে পারত, অতীত জীবনে যেসব খেলার সঙ্গে তার যথেষ্ট পরিচয় ছিল এও তেমনি কোন খেলার সূচনা। কিন্তু এ তো একজন পুরুষের লেখা, আর লোকটি বেশ শিক্ষিতও বটে। কিছুটা দ্বিধার পর শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা কি সেটা জেনে নেওয়াই স্থির করল।

মিলার পাহাড় শহরের একেবারে মাঝখানে অবস্থিত একটি অপরিচ্ছন্ন পাবলিক পার্ক। গ্রীষ্মকালে সেখানে অনেক লোকজন ভীড় করে, কিন্তু শীতকালে খুবই নির্জন থাকে। পাহাড়টার মাথা থেকে অপরিচ্ছন্ন ফাঁকা ফাঁকা শহরের প্রায় সবটাই নজরে আসে। তাছাড়া নীচেকার আঁকা-বাঁকা উপত্যকা, তার দুপাশের বরফের উপর কালো ছায়া বিছিয়ে রাখা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত খনি ও কারখানা, এবং তার পিছনের অরণ্যশোভিত বরফ ঢাকা শিখর শ্রেণী—সবই দৃশ্য-গোচর হয়। দু পাশের সবুজ বেড়ার ভিতর দিয়ে ঘুরে ঘুরে ওঠা পথ বেয়ে ম্যাকমুর্ডো গ্রীষ্মকালীন হৈ-হল্লার কেন্দ্র নির্জন রেস্টুরেণ্টটায় হাজির হল। তার পাশেই একটা পতাকাদণ্ড, আর তার নীচেই একটি লোক—টুপিটা মুখের উপর নামানো আর ওভারকোটের কলারটা উপরের দিকে তোলা। সে মুখ ফেরাতেই ম্যাকমুর্ডো দেখতে পেল লোকটি ভাই মরিস আগের রাতে বডিমাস্টার যার উপর খুব রেগে গিয়েছিল। দেখা মাত্রই দুজনের মধ্যে "আন্তানা"র সংকেত বিনিময় হল।

প্রবীণ লোকটি যেরকম দ্বিধার সঙ্গে কথা বলল তাতেই বোঝা যায় সে খুব অস্বস্তি বোধ করছে। সে বলল, 'মিঃ ম্যাকমুর্ডো আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে। আপনি এসে খুব ভাল করেছেন।'

'চিঠিতে আপনার নাম লেখেন নি কেন?'

'সতর্ক হওয়া ভাল মিস্টার। আজকালকার দিনে কিসে যে কি হবে তা কেউ জানে না। কাকে বিশ্বাস করব আর কাকে করব না তাও জানা শক্ত।'

www.boiRboi.net

"আস্তানা"র ভাইদের নিশ্চয় বিশ্বাস করা চলে ?'

মরিস সজোরে চেঁচিয়ে বলল, 'না, না, সব সময় নয়। আমরা যা কিছু বলি এমন কি যা ভাবি, তা পর্যন্ত ঐ ম্যাকগিণ্টি লোকটার কাছে পৌঁছে যায়।'

ম্যাকমুর্ডো দৃঢ়কণ্ঠে বলল, 'দেখুন, আপনি তো ভাল করেই জানেন যে গত রাতেই আমি বডিমাস্টারের প্রতি বিশ্বস্ততার শপথ নিয়েছি। আপনি কি আমাকে সে বিশ্বাস ভাঙতে বলেন ?'

মরিস দুঃখিত হয়ে বলল, 'এই যদি আপনার অভিমত হয় তাহলে আমি শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য আপনি যে কষ্ট ভোগ করলেন সেজন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু এমন একটা অবস্থায় আমরা পৌঁচেছি যেখানে দুজন স্বাধীন নাগরিক পরস্পরের কাছে মনের কথাও বলতে পারে না।'

ম্যাকমুর্ডো তার সঙ্গীটিকে ভাল করে দেখছিল ; এবার সে একটু সহজ হয়ে উঠল।

বলল, 'আমি অবশ্য আমার কথাই বলেছি। আপনি তো জানেন, আমি এখানে নবাগত, এসব ব্যাপারের কিছুই জানি না। মিঃ মরিস, আমার পক্ষে মুখ খোলা ঠিক নয়, তবে আপনি যদি কিছু বলতে চান তো আমি শুনতে রাজী আছি।'

তিক্তকণ্ঠে মরিস বলল, 'তারপর সেকথা কর্তা ম্যাকগিণ্টির কানে তুলে দেবেন।'

ম্যাকমুর্ডো বলল, 'এটা কিন্তু আমার প্রতি আপনি অন্যায় করছেন। আমি যে "আস্তানা"র প্রতি বিশ্বস্ত সেকথা আপনাকে খোলাখুলিই বলেছি, কিন্তু আপনি বিশ্বাস করে গোপনে আমাকে যা বলবেন সেটা অন্য কাউকে বলে দেব এতটা ছোট আমি নই।' তবে গোড়ায়ই বলে রাখি, আপনি আমার সাহায্য বা সহানুভূতি কোনটাই নাও পেতে পারেন।'

মরিস বলল, 'ও দুটোর কোনটাই চাওয়া আমি ছেড়ে দিয়েছি। আমি যা বলতে চাই তার ফলে আমার জীবনটাই আপনার হাতের মুঠোয় চলে যাবে।' কিন্তু আপনি যত খারাপই হোন—গত রাতেই আমার মনে হয়েছে যে আপনি সবচেয়ে খারাপ হবার পথেই নেমেছেন—তবু এপথে আপনি নতুন, কাজেই আপনার বিবেক এখনও ওদের মত কঠিন নাও হতে পারে। তাই আপনার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলাম।'

'আপনার কি বলার আছে ?'

'আমাকে ফাঁসিয়ে দিলে আপনিও গোল্লায় যাবেন।'

'বলেছি তো, তা করব না।'

'তাহলে আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, শিকাগোতে ফ্রীমেনস সোসাইটিতে যোগ দিয়ে যখন সেবা ও আনুগত্যের শপথ নিয়েছিলেন, তখন কি আপনার একবারও মনে হয়েছিল যে পরিণামে আপনাকে পাপের পথে নামতে হবে ?'

ম্যাকমুর্ডো জবাব দিল, 'আপনি যদি একে পাপ বলেন।'

'পাপ বলি !' মরিসের গলা আবেগে কাঁপতে লাগল। 'একে আর কিছু বললে বুঝব আপনি এদের সামান্যই দেখেছেন। কাল রাতে আপনার বাবার বয়সী একটি লোককে যখন এমনভাবে পেটানো হল যে তার পাকাচুল বেয়ে রক্ত গড়াল, সেটা কি পাপ ? সেটা কি পাপ—না কি সেটাকে আর কিছু বলবেন ?'

ম্যাকমুর্ডো বলল, 'অনেকে বলবে এটা যুদ্ধ। দুটি শ্রেণীর মধ্যে যুদ্ধ, কাজেই প্রত্যেকেই যথাসাধ্য আঘাত করবেই।'

'আচ্ছা, শিকাগোতে ফ্রীমেনস সোসাইটিতে যোগ দেবার সময় এ ধরনের কাজের কথা ভেবেছিলেন কি ?'

'না, আমি বলতে বাধ্য যে তা ভাবি নি।'

'ফিলাডেলফিয়াতে যোগ দেবার সময় আমিও ভাবি নি। সেটা ছিল একটা কল্যাণমূলক সংঘ, যেখানে সকলে মিলতে পারে। তারপর এই জায়গাটার কথা শুনলাম—প্রথম যখন নামটা আমার কানে এসেছিল সেই মুহূর্তটাকে ধিক ! —এবং নিজের উন্নতির জন্যই এখানে এলাম। হায় ভগবান ! নিজের উন্নতির জন্য ! আমার স্ত্রী ও তিনটি শিশু সঙ্গে এল। মার্কেট-স্কোয়ারে একটা শুকনো জিনিসের দোকান খুললাম। দোকান ভালই চলতে লাগল। ক্রমে জানাজানি হয়ে গেল যে আমি একজন "ফ্রীম্যান", ফলে স্থানীয় আস্তানায় যোগ দিতে বাধ্য হলাম, ঠিক যেমন কাল রাতে আপনি যোগ দিলেন। আমার পুরোবাহুতে লজ্জার প্রতীক আঁকা আছে, যদিও মনের মধ্যে আঁকা পড়েছে আরও খারাপ কিছু। বুঝতে পারলাম, এক মহাশয়তানের হাতে পড়ে পাপের কুটীল-চক্রে বাঁধা পড়েছি। কি করতে পারি আমি ? অবস্থার উন্নতির জন্য যে কথাই বলি তাকেই বিশ্বাসঘাতকতা বলে গণ্য করা হয়, ঠিক যেমনটি হয়েছিল কাল রাতে। চলেও যেতে পারি না। কারণ আমার যথাসর্বস্ব আছে ঐ দোকানে। ভাল করেই জানি, সমিতি ত্যাগ করা মানেই মৃত্যু। ঈশ্বর জানেন, আমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের কি হবে ! কী ভয়ংকর ! কী ভয়ংকর !' দুই হাতে সে মুখ ঢাকল। তার সারা শরীর অবরুদ্ধ কান্নায় কাঁপতে লাগল।

ম্যাকমুর্ডো ঘাড় ঝাঁকুনি দিল।

বলল, 'এ কাজের পক্ষে আপনি বড়ই নরম। এ কাজ

আপনার জন্য নয়।'

'আমার বিবেক ছিল, ধর্ম ছিল, কিন্তু ওরা আমাকে দলে নিয়ে অপরাধী বানাল। আমাকে একটা কাজের ভার দেওয়া হয়েছিল। আপত্তি করলে কি হত তা আমি জানতাম। হয় তো আমি কাপুরুষ। হয়তো আমার অসহায় স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের ভাবনাই আমাকে কাপুরুষ করেছে। যাই হোক, আমি গেলাম। সেদিনটা আমাকে চিরকাল তাড়া করে ফিরবে। দূরের পাহাড়ের উপরে এখান থেকে কুড়ি মাইল দূরে একটা নির্জন বাড়ি। কাল যেমন আপনাকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছিল, তেমনি আমাকেও দরজার বাইরে পাঠিয়ে দিল। একাজে তারা আমার উপর ভরসা করতে পারে নি। অন্যরা ভিতরে ঢুকে গেল। যখন বেরিয়ে এল তখন তাদের কব্জি পর্যন্ত রক্তে লাল। আমরা যখন চলে আসি তখনও একটি শিশু আর্তনাদ করতে করতে আমাদের পিছনে ছুটছিল। পাঁচ বছরের সেই ছেলেটি নিজের চোখে বাবাকে খুন হতে দেখেছে। সেই নৃশংস দৃশ্য দেখে আমার মূর্চ্ছিত হবার মত অবস্থা, তথাপি আমাকে মুখের উপর সাহস ও হাসি ফোটাতে হয়েছিল, কারণ আমি জানতাম যে তা না করলে কোন দিন রক্তাক্ত হাতে তারা আমার বাড়ি থেকেই বেরিয়ে আসবে, আর আমার ছোট ফ্রেড তার বাবার জন্য চীৎকার করতে থাকবে। কিন্তু ততক্ষণে আমি অপরাধী বনে গিয়েছি—একটা খুনের অংশীদার হয়েছি ; এ পৃথিবীতে তখন আমি সব হারিয়েছি, সব হারিয়েছি অন্য জগতেও। আমি একজন সৎ ক্যাথলিক। কিন্তু পুরোহিত যখন শুনল যে আমি স্কাউরারদের একজন তখন সে আমার সঙ্গে কথাটি বলল না ; আমাকে গীর্জা থেকে বহিষ্কৃত করা হল। এই আমার বর্তমান অবস্থা। আজ দেখছি, আপনিও সেই পথ ধরে নেমে যাচ্ছেন ; তাই জিজ্ঞাসা করছি, এর শেষ পরিণতি কি ? আপনিও কি ঠাণ্ডা মাথায় খুনী হবেন, না এসব বন্ধ করতে কিছু করতে পারবেন ?'

ম্যাকমুর্ডো হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি করবেন ? পুলিশে খবর দেবেন ?'

মরিস বলল, 'পাগল ! ও কথা ভাবলেও আমার প্রাণ যাবে।'

ম্যাকমুর্ডো বলল, 'ঠিক আছে। বুঝতে পারছি, আপনি দুর্বল লোক, তাই ব্যাপারটাকে বড় করে দেখছেন।'

'বড় করে ! আরও কিছুদিন এখানে থাকলেই সব বুঝতে পারবেন। ঐ উপত্যকার দিকে তাকান। দেখুন, শত শত চিমনির ধোঁয়ায় সব কিছু ঢেকে গেছে। আমি বলছি এ খানকার মানুষের মাথার উপরে ওর চাইতে ঘন ও নীচু খুনের ধোঁয়া নেমে আসছে। এটা আতংকের উপত্যকা —মৃত্যুর উপত্যকা। সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত মানুষের মনে আতঙ্ক বাসা বেঁধে আছে। অপেক্ষা করুন, নিজেই একদিন সব বুঝতে পারবেন।'

ম্যাকমুর্ডো উদাসীনভাবে বলল, 'আরও কিছুদিন দেখে আমার কথা আপনাকে জানাব। একটা কথা খুব পরিষ্কার যে আপনি এ জায়গার উপযুক্ত লোক নন। কাজেই যত তাড়াতাড়ি সব বেচে দিতে পারেন—তাতে ডলার প্রতি এক ডাইমও (১১০ ডলার) যদি দর পান তাতেই আপনার মঙ্গল। আপনি আমার নিরাপত্তার জন্যই কথাগুলি বলেছেন, কিন্তু ঈশ্বরের দিব্যি। আমি যদি মনে করতাম যে আপনি একজন গুপ্তচর—'

মরিস করুণভাবে চীৎকার করে উঠল, 'না, না !'

'ঠিক আছে, ওসব কথা এখন থাক। আপনার কথা আমার মনে থাকবে। হয় তো একদিন আমার কাজেও লাগবে। আশা করি, আমার ভালর জন্যই কথাগুলি আপনি বলেছেন। এবার আমি বাড়ি ফিরব।'

মরিস বলল, 'যাবার আগে একটা কথা। আমরা এখানে এসেছি এটা হয়তো কেউ দেখে ফেলেছে। ওরা হয় তো জানতে চাইবে আমাদের মধ্যে কি কথা হয়েছে।'

'হুঁ্যা, ঠিক বলেছেন।'

'আমার দোকানে কেরাণীর চাকরির প্রস্তাব আপনাকে দিয়েছি।'

'আর আমি প্রত্যাখ্যান করেছি। এইজন্য আমরা এখানে এসেছিলাম। আচ্ছা, চলি ভাই মরিস ; ভবিষ্যতে আপনার অবস্থা যেন আরও ভাল হয়।'

সেদিন বিকালে বসবার ঘরে স্টোভের পাশে বসে ধূমপান করতে করতে ম্যাকমুর্ডো গভীর চিন্তায় ডুবে ছিল, এমন সময় দরজাটা হাট হয়ে খুলে গেল আর সেখানে দেখা দিল কর্তা ম্যাকগিণ্টির বিশাল দেহটা। সংকেত-বিনিময়ের পরে সে যুবকটির মুখোমুখি বসে স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইল। ওপক্ষ থেকেও তেমনি পাল্টা দৃষ্টিপাত চলল।

শেষটায় সে বলল, 'ভাই ম্যাকমুর্ডো, সাধারণত আমি কারও সঙ্গে দেখা করি না। যারা আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে তাদের নিয়েই বড্ড ব্যস্ত থাকতে হয়। কিন্তু ভাবলাম একটা কথার ব্যাপারে তোমার বাড়িতেই তোমার সঙ্গে দেখা করে আসি।'

ক্যাবার্ড থেকে হুইস্কির বোতলটা নামিয়ে ম্যাকমুর্ডো সাদরে জবাব দিল, 'এখানে আপনাকে দেখে গর্ববোধ করছি

কাউন্সিলার। এ সম্মান আমি আশা করি নি।'

'হাতটা কেমন আছে?' কর্তা জিজ্ঞাসা করল।

ম্যাকমুর্ডো একটা বিকৃত মুখভঙ্গী করল।

বলল, 'ওটা কিছুতেই ভুলতে পারছি না। কিন্তু ওটা কি সত্যি দরকারী?'

অপরজন জবাব দিল, 'হ্যাঁ, যারা অনুগত, যারা ওটাকে মেনে চলে এবং "আস্তানা"র পক্ষে সহায়ক হয় তাদের পক্ষে ওটা দরকারী। আজ সকালে মিলার পাহাড়ের উপরে ভাই কি কথা বলছিলে?'

প্রশ্নটা এতই আকস্মিক যে জবাবটা তৈরী থাকায় তার পক্ষে ভালই হল। সে সশব্দে হেসে উঠল।

'মরিস জানত না যে বাড়িতে বসেই আমি উপার্জন করতে পারি। আর তার এসব জানবার কথাও নয়, কারণ আমাদের চাইতে অনেক বেশী বিবেক তার আছে। তবে বুড়োর মনটা ভাল। সে ভেবেছিল আমি খুব অসুবিধায় পড়েছি, তাই একটা শুকনো জিনিসের দোকানে কেরাণীর চাকরির কথা বলছিল।'

'ওঃ, তাই বুঝি?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

'আর তুমি সে প্রস্তাব বাতিল করেছ?'

'নিশ্চয়ই। শোবার ঘরে বসে চার ঘণ্টা কাজ করলেই কি আমি ওর দশগুণে বেশী উপায় করতে পারি না?'

'তা তো বটেই। কিন্তু মরিসকে নিয়ে আর বেশী দিন চলা যাবে না।'

'কেন?'

'সেটা বলব না। এখানকার লোকদের পক্ষে এইটুকুই যথেষ্ট।'

'তা হতে পারে, কিন্তু আমার পক্ষে যথেষ্ট নয় কাউন্সিলার,' ম্যাকমুর্ডো সাহসের সঙ্গে বলল। 'যদি মানুষ চিনবার ক্ষমতা থাকে তাহলে সেটা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন।'

লোমশ দৈত্যটি রুদ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। মুহূর্তের জন্য তার লোমশ হাতের দৃঢ়মুষ্টি গ্লাসটাকে এমনভাবে চেপে ধরল যেন সেটাকে সঙ্গীর মাথা লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারবে। পরক্ষণেই উচ্চৈঃস্বরে হো-হো করে হেসে উঠল।

বলল, 'সত্যি, তুমি একটি আজব চীজ। ঠিক আছে, তুমি যখন কারণ জানতে চাইছ তখন বলছি। মরিস এই "আস্তানা"র বিরুদ্ধে তোমাকে কিছু বলেনি?'

'না।'

'আমার বিরুদ্ধে?'

'না।'

'দেখ, তার কারণ সে তোমাকে বিশ্বাস করতে পারে নি। কিন্তু মনে-প্রাণে সে দলের প্রতি অনুগত নয়। আমরা সেটা ভাল করেই জানি, তাই তার উপর নজরও রেখেছি, সময় হলেই সাবধান করে দেব। মনে হচ্ছে, সময় হয়ে এসেছে। আমাদের খোঁয়াড়ে রুগ্ন ভেড়ার জায়গা নেই। কিন্তু তুমি যদি অবিশ্বস্ত লোকের সঙ্গে মেলামেশা কর তাহলে তোমাকেও আমরা অবিশ্বস্ত বলে মনে করতে পারি। বুঝেছ?'

ম্যাকমুর্ডো বলল, 'তার সঙ্গে মেলামেশা করার কোন সুযোগই হবে না, কারণ আমি লোকটিকে পছন্দ করি না। আর অবিশ্বাসের কথা, আপনি ছাড়া আর কেউ হলে সেকথা সে দুবার উচ্চারণ করার সুযোগ পেত না।'

গ্লাসটা শেষ করে ম্যাকগিণ্টি বলল, 'ঠিক আছে, তাই যথেষ্ট। তোমাকে একটু সাবধান করে দিতেই আমি এসেছিলাম, সে কাজ হয়ে গেল।'

ম্যাকমুর্ডো বলল, 'জানতে পারি কি, আমি যে মরিসের সঙ্গে কথা বলেছি তা আপনি জানলেন কেমন করে?'

ম্যাকগিণ্টি হাসল।

বলল, 'এ শহরের কোথায় কি হচ্ছে সেটা জানাই আমার কাজ। সবকিছুই যে আমার কানে আসে সেটা জেনে রাখাই তোমার পক্ষে ভাল। আচ্ছা, সময় হয়ে গেল, যাবার আগে শুধু বলি—'

কিন্তু তার কথাগুলি অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে বাধা পেল। দরজাটা হঠাৎ সশব্দে খুলে গেল এবং পুলিশের টুপির নীচ থেকে তিনটি ভ্রূকুটিকুটীল তীক্ষ্ণ মুখ তাদের উপর দৃষ্টিপাত করল। ম্যাকমুর্ডো লাফিয়ে উঠে রিভলবারটা অর্ধেক বের করেই থমকে গেল, কারণ সে বুঝতে পারল যে দুটো উইনচেস্টার রাইফেল তার মাথা লক্ষ্য করে তাক করা হয়েছে। ছয়-ঘরা রিভলবার হাতে ইউনিফর্ম-পরা একটি লোক ঘরে ঢুকল। লোকটি ক্যাপ্টেন মারভিন, শিকাগো পুলিশের প্রাক্তন ও "কোল অ্যান্ড আয়রণ কনস্টেবুলারি"র বর্তমান অফিসার। ম্যাকমুর্ডোর দিকে একটুখানি হেসে সে মাথা নাড়ল।

বলল, 'শিকাগোর মিঃ চূড়ামণি ম্যাকমুর্ডো. আমি জানতাম তুমি আবার জড়িয়ে পড়বে। ভাল থাকতে ভাল লাগে না, কেমন? এখন টুপিটা নিয়ে আমাদের সঙ্গে চলে এস।'

ম্যাকগিণ্টি বলল, 'ক্যাপ্টেন মারভিন, এর মূল্য আপনাকে দিতে হবে। আমি জানতে চাই, এভাবে ঘরের ভিতর ঢুকে সৎ ও আইন-মেনে চলা মানুষকে হয়রানি

করবার আপনি কে?'

পুলিশ-ক্যাপ্টেন বলল, 'কাউন্সিলার ম্যাকগিগিন্ট, আপনি এ ব্যাপারের বাইরে। আমরা আপনার জন্য আসি নি, এসেছি এই লোক ম্যাকমুর্ডোর জন্য। আমাদের কর্তব্য পালনে সাহায্য করাই আপনার উচিত, বাধা দেওয়া নয়।'

কর্তা বলল 'সে আমার বন্ধু, তার কাজের কৈফিয়ৎ আমিই দেব।'

পুলিশ-ক্যাপ্টেন বলল 'নিশ্চয় দেবেন মিঃ ম্যাকগিগিন্ট, শীঘ্রই আপনার নিজের কাজের জন্যই কৈফিয়ৎ দেবেন। এই লোক ম্যাকমুর্ডো এখানে আসার আগেও বদমাশ ছিল, এখনও বদমাশই আছে। পাহারাওয়ালা, ওর উপর লক্ষ্য রেখ, আমি ওর অস্ত্রটা নিয়ে নিচ্ছি।'

ম্যাকমুর্ডো শান্তভাবে বলল, 'এই আমার পিস্তল। ক্যাপ্টেন মারভিন, যদি শুধুমাত্র আপনি আর আমি মুখোমুখি হতাম, তাহলে এত সহজে আমাকে কায়দা করতে পারতেন না।'

ম্যাকগিগিন্ট প্রশ্ন করল, 'আপনার পরোয়ানা কোথায়? ঈশ্বরের দিব্যি, আপনার মত লোকেরা যতদিন পুলিশ বিভাগ চালাবে ততদিন কি রাশিয়া আর কি ভারমিসা সর্বত্রই মানুষের এই হাল হবে। ওটা পুঁজিবাদী শক্তির উপর আক্রমণ, আমার তো মনে হয়, এরকম আক্রমণের কথা আরও শুনতে পাবেন।'

www.boiRboi.net

'কাউন্সিলার, আপনার কর্তব্য আপনি যথাসাধ্য পালন করুন। আমরাও আমাদের কর্তব্য করব।'

ম্যাকমুর্ডো জিজ্ঞাসা করল, 'আমার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ?'

"হেরাল্ড"-এর কার্যালয়ে বৃদ্ধ সম্পাদক স্ট্যাঙ্গারকে মারপিটের সঙ্গে যুক্ত থাকা। এটা যে খুনের অভিযোগ নয় সে জন্য তুমি দায়ী নও।'

ম্যাকগিগিন্ট হেসে বলল 'তার বিরুদ্ধে এইটেই যদি অভিযোগ হয় তাহলে সে অভিযোগ এখনই তুলে নিলে আপনার অনেক ঝামেলা বেঁচে যাবে। মাঝ রাত পর্যন্ত এই লোকটি আমার পানশালায় আমার সঙ্গে বসে "পোকার" খেলেছে। আর একথা প্রমাণ করতে একডজন সাক্ষী আমি হাজির করতে পারি।'

'সেটা আপনার ব্যাপার, ইচ্ছা করলে আগামীকাল আদালতে এব্যাপারের মীমাংসা করতে পারেন। ম্যাকমুর্ডো, চলে এস. আর যদি মাথায় বন্দুকের কুঁদোর গুঁতো না খেতে চাও তাহলে চুপচাপ চলে এস। মিঃ ম্যাকগিগিন্ট আপনিও তফাৎ থাকুন, কারণ কর্তব্য পালনে কোনরকম বাধা আমি বরদাস্ত করব না।'

ক্যাপ্টেনের মুখে এমন দৃঢ়সংকল্পের ছাপ ফুটে উঠল যে ম্যাকমুর্ডো ও তার কর্তা দুজনই অবস্থাটা মেনে নিতে বাধ্য হল। বিদায়ের আগে কর্তা বন্দীর কানে কানে কি যেন বলল।

'ওটার ব্যাপারে—' জাল মুদ্রার ছাঁচটার কথা বোঝাতে সে বুড়ো আঙুলটা উপরের দিকে তুলে দেখাল।

ম্যাকমুর্ডো চুপিচুপি বলল, 'ঠিক আছে।' মেঝের নীচে নিরাপদ স্থানেই সেটা লুকনো ছিল।

করমর্দন করে কর্তা বলল, 'আপাতত বিদায়। উকিল রীলির সঙ্গে দেখা করে তোমার পক্ষ সমর্থনের ব্যবস্থা আমিই করব। আমি কথা দিচ্ছি ওরা তোমাকে আটকাতে পারবে না।'

'সেবিষয়ে আমিও বাজি রাখতে পারব না। তোমরা দুজন বন্দীকে পাহারা দাও; কোনরকম চালাকির চেষ্টা করলে গুলি করবে। যাবার আগে আমি বাড়িটা একবার সার্চ করব।'

মারভিন তাই করল কিন্তু লুকনো ছাঁচটার কোন হদিস পেল না। সে নেমে এলে সকলে ম্যাকমুর্ডোকে নিয়ে হেডকোয়ার্টারে চলে গেল।

অন্ধকার নেমে এসেছে। তীব্র ঠান্ডা হাওয়া বইছে। রাস্তাঘাট প্রায় জনশূন্য। শুধু কিছু লোক তাদের অনুসরণ করতে করতে অন্ধকারে অদৃশ্য থাকবার সুযোগে চীৎকার করে বন্দীকে শাপ-শাপান্ত করতে লাগল।

তারা চেঁচিয়ে বলছে, 'অভিশপ্ত স্কাউরারকে বিনা বিচারে মৃত্যুদন্ড দাও!' 'মৃত্যুদন্ড দাও।' তাকে যখন ধাক্কা মেরে পুলিশ-ডিপোতে ঢোকানো হল তখনও তারা হেসে হেসে তাকে ধিক্কার জানাতে লাগল। ভারপ্রাপ্ত ইন্সপেক্টর কর্তৃক গতানুগতিক সংক্ষিপ্ত জিজ্ঞাসাবাদের পর তাকে হাজতে পাঠিয়ে দেওয়া হল। সেখানেই সে বল্ডুইন ও আগের রাতের অপর তিনজন দুষ্কৃতকারীর দেখা পেল। সকলেই বিকেলে গ্রেপ্তার হয়েছে এবং পরদিন সকালে বিচারের জন্য অপেক্ষা করছে।

আইনের এই ভিতরকার দুনেরি মধ্যেও ফ্রীমেন সোসাইটি'র দীর্ঘ হাত প্রসারিত হতে কোন বাধা হয় নি। অনেক রাতে একজন জেলার এসে তাদের বিছানার জন্য এক আঁটি খড় দিয়ে গেল। তার ভিতর থেকে বের হল দু বোতল হুইস্কি, কয়েকটা গ্লাস আর এক জোড়া তাস। সকালবেলাকার পরীক্ষার জন্য কোনরকম দুশ্চিন্তা না করে সারা রাত তারা হুল্লোড় করে কাটাল।

বিচারের ফল দেখেই বোঝা গেল দুশ্চিন্তার কোন কারণও ছিল না। সাক্ষ্য-প্রমাণ যা পাওয়া গেল তার জোরে ম্যাজিস্ট্রেট বোধ হয় এমন কোন শাস্তির বিধান দিতে পারল না যাতে মামলাটাকে উচ্চতর আদালতে নিয়ে যাওয়া যায়। অপর দিকে, কম্পোজিটার ও ছাপাখানার অন্য লোকরা স্বীকার করতে বাধ্য হল যে আলো ছিল খুব অল্প আর তারা নিজেরাও খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছিল, কাজেই আক্রমণকারীদের ঠিক ঠিক ভাবে সনাক্ত করা তাদের পক্ষে শক্ত, যদিও তারা বিশ্বাস করে যে এই অভিযুক্তরা তাদের মধ্যে ছিল। যে চতুর এটর্নিকে ম্যাকগিণ্টি নিযুক্ত করেছিল তার জেরার মুখে তাদের সাক্ষ্য আরও ধোঁয়াটে হয়ে উঠল। আহত লোকটি ইতিমধ্যেই তার সাক্ষ্যে বলেছে, হঠাৎ আক্রমণে সে এতই বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল যে প্রথম যে-লোক তাকে আঘাত করেছিল তার মুখে যে গোঁফ ছিল এছাড়া আর কিছুই সে বলতে পারে না। সে আরও বলেছে যে তাদের সে স্কাউরার বলে চিনতে পেরেছে যেহেতু স্থানীয় আর কারও তার প্রতি শত্রুতা থাকতে পারে না; তাছাড়া তার খোলাখুলিভাবে লেখা সম্পাদকীয় প্রবন্ধের জন্য অনেকদিন থেকেই তাকে ভয় দেখানো হচ্ছিল। অপর দিকে, উচ্চপদস্থ মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ কাউন্সিলার ম্যাকগিণ্টসহ ছজন নাগরিকের ঐক্যবদ্ধ দ্বিধাহীন সাক্ষে স্পষ্টই জানা গেল যে, আক্রমণ হবার অন্ততঃ একঘণ্টা সময় পরে পর্যন্ত অভিযুক্তরা ইউনিয়ন হাউসে তাদের সঙ্গে বসে তাস খেলেছে। বলাই বাহুল্য, অভিযুক্তদের প্রতি যে অসুবিধার সৃষ্টি করা হয়েছিল তার জন্য বিচারকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে প্রায় ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং ক্যাপ্টেন মারভিন ও পুলিশদের অত্যুৎসাহের কার্যত নিন্দা করে তাদের সকলকে মুক্তি দেওয়া হল।

আদালত-কক্ষে যখন এই রায়কে সরবে স্বাগত জানানো হচ্ছিল তখন সেখানে ম্যাকমুর্ডো অনেক পরিচিত মুখই দেখতে পেল। "আস্তানা"র ভাইরা হেসে হেসে হাত নাড়তে লাগল। লোকগুলি যখন সারি বেঁধে কাঠগড়া থেকে নেমে গেল তখন অন্য কিছু লোক ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বিষণ্ণ নয়নে সেখানে বসেছিল। মুক্ত বন্দীরা যখন তাদের পাশ দিয়ে চলে গেল তখন উপবিষ্ট লোকদের মধ্য থেকে একটি ছোটখাটো কালো দাড়িওয়ালা শক্ত চেহারার মানুষ নিজের ও বন্ধুদের মনের চিন্তাকে ভাষায় প্রকাশ করল।

সে বলল, 'অভিশপ্ত খুনীর দল। আমরা তোদের দেখে নেব!'

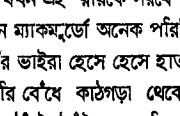

৫ঃ অন্ধকারতম দিন

সঙ্গীদের মধ্যে জ্যাক ম্যাকমুর্ডোর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির যেটুকু বাকি ছিল তার গ্রেপ্তার ও মুক্তিলাভেই তার পূরণ হয়ে গেল। "আস্তানা"য় যোগদানের প্রথম রাতেই একটা লোক এমন কাজ করে বসল যাতে তাকে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির হতে হল, এটা সমিতির ইতিহাসে একটা নতুন রেকর্ড। ইতিমধ্যেই একজন সদানন্দ সঙ্গী, স্ফূর্তিবাজ মদখোর ও চড়া মেজাজের মানুষ বলে তার সুনাম রটেছে। সকলেই জেনেছে যে স্বয়ং সর্বশক্তিমান কর্তার কাছ থেকেও কোন অপমান হজম করতে সে রাজী নয়। তাছাড়াও সঙ্গীদের মনে এ ধারণা সে সৃষ্টি করতে পেরেছে যে, একটা রক্তক্ষয়ী পরিকল্পনা তৈরী করবার মত মস্তিষ্ক, বা সেটাকে কার্যে পরিণত করতে সক্ষম একজোড়া হাত একমাত্র সে ছাড়া দলের আর কারও নেই। প্রবীণরা বলাবলি করে থাকে, 'সেই হবে আসল কাজের উপযুক্ত বাচ্চু'; কবে তাকে সেকাজে লাগানো যাবে সেজন্য তারা অপেক্ষা করেই আছে। ম্যাকগিণ্টির হাতে লোকের অভাব নেই, কিন্তু এ লোকটা যে অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী তা সে বুঝতে পেরেছে। তার মনে হয়, সে যেন একটা হিংস্র শিকারী কুকুরকে বেঁধে রেখেছে। ছোটখাটো কাজের জন্য অন্য লোক আছে, কিন্তু একদিন সে এই জীবটিকে শিকারের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেবে। টেড বল্ডুইন সহ "আস্তানা"র জনাকতক সদস্য নবাগত লোকটির এই দ্রুত উত্থানে ক্ষুব্ধ হয়েছে, তাকে ঘৃণাও করে, কিন্তু তার কাছ থেকে দূরে দূরেই থাকে, যেহেতু এই লোকটি যেমন হাসতে পারে তেমনি পারে লড়াই করতে।

কিন্তু সঙ্গীদের কাছে খ্যাতির পেলেও তার পক্ষে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ অন্য এক জায়গায় খ্যাতির সে হারিয়েছে। এটি শ্যাফটারের বাবা তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখে নি, এমন কি তাকে বাড়িতে ঢুকতেও দেয় না। এটি নিজে তাকে খুব ভালবাসে; সে তাকে ছাড়তে পারে নি; কিন্তু অপরাধী বলে গণ্য একটা লোকের সঙ্গে বিয়ে হলে তার পরিণাম কি হবে নিজের সুবুদ্ধিবলেই সে সেটা বুঝতে পারে। সারা রাত না-ঘুমিয়ে কাটিয়ে একদিন সকালে সে স্থির করল, শেষবারের মত ম্যাকমুর্ডোর সঙ্গে দেখা করবে এবং যে অশুভ প্রভাব তাকে তিল তিল করে শুষে খাচ্ছে তার হাত থেকে তাকে উদ্ধার করতে সাধ্যমত চেষ্টা করবে। ম্যাকমুর্ডো এর আগে অনেকবারই এটিকে তার বাড়ি যেতে বলেছে। সেদিন সে সোজা তার বাড়ি গেল এবং যে ঘরটাকে সে বসবার ঘর হিসাবে ব্যবহার করে সেখানে ঢুকল। দরজার

দিকে পিছন ফিরে একটা টেবিলের সামনে সে বসে ছিল ; সামনে একখানা খোলা চিঠি। একটা মেয়েলি দুষ্টবুদ্ধি হঠাৎ তার মাথায় এল—এটির বয়স তখন মাত্র উনিশ। ম্যাকমুর্ডো দরজা খোলার শব্দটা শুনতে পায় নি। এটি পা টিপেটিপে এগিয়ে গিয়ে আস্তে তার কাঁধের উপর হাত রাখল।

ম্যাকমুর্ডোকে চমকে দিতেই সে চেয়েছিল, সে চমকে গিয়েওছিল কিন্তু চমকটা এটির পক্ষেও বড় কম হল না। বাঘের মত লাফ দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েই ডান হাতে সে এটির গলা টিপে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে অপর হাত দিয়ে সামনের চিঠিটাকে দলা পাকিয়ে নিল। শুধু মুহূর্তমাত্র সে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। তারপরই সে হিংস্রতা তার সমস্ত শরীরটাকে বিকৃত করে তুলেছিল—বেচারি এটি তার শান্ত জীবনে এরকম হিংস্রতার পরিচয় কখনও পায় নি বলেই ভয়ে কুঁকরে সে ছিটকে সরে গিয়েছিল—তার পরিবর্তে ম্যাকমুর্ডোর মুখে ফুটে উঠল বিস্ময় ও আনন্দ।

ভুরুটো মুছতে মুছতে সে বলে উঠল 'তুমি! কী আশ্চর্য, আমার হৃদয়ের রাণী, তুমি এসেছ আমার কাছে, আর আমি তোমাকে গলা টিপে মারতে গেছি!' দুহাত বাড়িয়ে সে বলল, 'এস প্রিয়ে, আমাকে ক্ষমা কর।'

কিন্তু লোকটির চোখে-মুখে অপরাধীর যে আতঙ্ক সে মুহূর্তের জন্যও দেখতে পেয়েছে তার প্রভাব এটি তখনও সামলে উঠতে পারে নি ঃ নারীসুলভ প্রবৃত্তিই তাকে বলে দিয়েছে, এ তো চমকে-ওঠা মানুষের সাধারণ ভয় নয়, এ যে অপরাধ—হ্যাঁ—অপরাধ ও আতংক!

সে চেঁচিয়ে বলল, 'তোমার কি হয়েছে জ্যাক? আমাকে দেখে এভাবে আঁতকে উঠলে কেন? জ্যাক, তোমার বিবেক যদি পরিষ্কার থাকত, তাহলে আমার দিকে ওভাবে তুমি তাকাতে পারতে না।'

'সত্যি, আমি অন্য কথা ভাবছিলাম ; তুমি যখন তোমার পরীর মত পা দুটি ফেলে আস্তে আস্তে আসছিলে—'

'না, না, শুধু তাই নয়, আরও কিছু আছে।' হঠাৎ তার মনে একটা সন্দেহ জাগল। 'দেখি তো তুমি কি চিঠি লিখছিলে।'

'না এটি, চিঠি দেখাতে পারব না।'

তার সন্দেহ এবার নিশ্চিত হল।

সে চেঁচিয়ে বলল, 'তাহলে অন্য কোন মেয়েকে লিখছিলে! আমি বুঝতে পেরেছি। নইলে আমার কাছে লুকোবে কেন? তবে কি তোমার স্ত্রীকে লিখছিলে? তুমি এখানে নতুন এসেছ, কেউ তোমাকে চেনে না—আমিই বা কি করে জানব যে তুমি বিবাহিত নও?'

'আমি বিবাহিত নই। শোন, আমি শপথ করছি। পৃথিবীতে তুমিই আমার জীবনের একমাত্র নারী। খৃস্টের ক্রুশের নামে শপথ করছি।'

ঐকান্তিক আবেগে তার মুখ এমন সাদা হয়ে গেল যে এটি তার কথায় বিশ্বাস না করে পারল না।

তবু সে আবার বলল, 'তাহলে চিঠিটা আমাকে দেখাতে চাইছ না কেন?'

ম্যাকমুর্ডো বলল, কেন তা বলছি। আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এটা কাউকে দেখাব না। তোমাকে কথা দিলে যেমন তা ভাঙতে পারি না, তেমনি যাদের কাছে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি তাদের কাছেও আমি কথা রাখতে চাই। এটা "আন্তানা"র ব্যাপার, তাই তোমার কাছেও গোপনীয়। কাঁধে হাত রাখায় কেন আঁতকে উঠেছিলাম তা কি বুঝতে পারছ না? কোন গোয়েন্দার হাতও তো হতে পারত।'

এটি বুঝল, ম্যাকমুর্ডো সত্য কথাই বলছে। এটিকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে চুমোয় চুমোয় তার সব ভয় ও সন্দেহ সে দূর করে দিল।

'এবার আমার পাশে এখানে বস। রাণীর পক্ষে সিংহাসনটা যদিও অদ্ভুত তবু তোমার গরীব প্রেমিক এর চাইতে ভাল সিংহাসন কোথায় পাবে। একদিন হয় তো আরও ভাল ব্যবস্থা করতে পারব। বলি, এবার মনটা শান্ত হয়েছে তো?'

'যতদিন মনে হবে দোষীদের দলের তুমিও একজন, ততদিন মন শান্ত হবে কেমন করে জ্যাক? না জানি কোন্ দিন শুনব যে খুনের দায়ে তুমি কাঠগড়ায় উঠেছ? কালই তো আমাদের একজন বোর্ডার তোমার কথায় বলছিল—স্কাউরার ম্যাকমুর্ডো। কথাটা শুনে আমার বুকে যেন ছুরি বিঁধল।'

'কথায় কি আসে যায়।'

'কিন্তু কথাগুলো যে সত্যি।'

'দেখ তুমি যতটা খারাপ ভাবছ তা নয়। আমরা গরীব মানুষ, নিজেদের মত করে আমাদের অধিকার আদায়ের চেষ্টা করছি মাত্র।'

এটি দুই হাতে প্রেমিকের গলা জড়িয়ে ধরল।

'এসব ছেড়ে দাও জ্যাক! আমার জন্য— ঈশ্বরের জন্য, ছেড়ে দাও! একথা বলতেই আমি এখানে এসেছি। শোন জ্যাক, নতজানু হয়ে তোমাকে মিনতি করছি, একাজ ছেড়ে দাও।'

এটিকে তুলে বুকে চেপে ধরে ম্যাকমুর্ডো তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগল।

'দেখ প্রিয়ে, তুমি কি বলছ তুমি নিজেই জান না। এ কাজ কেমন করে ছেড়ে দেব? ছেড়ে দেওয়া মানেই তো শপথ ভঙ্গ করা, সঙ্গীদের পরিত্যাগ করা। আমার অবস্থা যদি বুঝতে তাহলে কখনও একথা বলতে না। তাছাড়া আমি ছাড়তে চাইলেই কি ছাড়া পাব? তুমি কি মনে কর যে, "আস্তানা" কখনও সব গোপন কথা জানবার পরেও কোন সদস্যকে দল ছেড়ে চলে যেতে দেবে?'

সব আমি ভেবেছি জ্যাক। একটা মতলবও স্থির করেছি। বাবা কিছু টাকা জমিয়েছে। এ জায়গা তারও আর ভাল লাগছে না; এই সব লোকদের ভয় আমাদের জীবনকে অন্ধকারে ঢেকে দিয়েছে। বাবাও চলে যেতে প্রস্তুত। আমরা ফিলাডেলফিয়া বা নিউইয়র্কে পালিয়ে যাব। সেখানে ওদের হাত থেকে নিরাপদে থাকতে পারব।'

ম্যাকমুর্ডো হেসে উঠল।

"আস্তানা"র হাত অনেক লম্বা। তুমি কি মনে কর সে হাত এখান থেকে ফিলাডেলফিয়া বা নিউইয়র্কে প্রসারিত হতে পারে না?'

'তাহলে চল পশ্চিমে, বা ইংলণ্ডে, বা সুইডেনে যেখান থেকে বাবা এসেছিল। এই আতংকের উপত্যকা ছেড়ে যে-কোন স্থানে।'

বৃদ্ধ ভাই মরিসের কথা ম্যাকমুর্ডোর মনে পড়ল।

সে বলল, 'ঠিক, এই দ্বিতীয়বার এই উপত্যকার ঐ নামটা শুনলাম। ছায়াটা বেশ ভারী হয়েই তোমাদের অনেকের মাথায় নেমেছে।'

'আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে আঁধারে ঢেকে দিয়েছে। তুমি কি মনে কর টেড বল্ডুইন আমাদের ক্ষমা করেছে? তোমাকে যদি সে ভয় না করত তাহলে আমাদের কপালে কি ছিল ভাবতে পার? কালো কালো দুটো ক্ষুধার্ত চোখ মেলে সে যখন আমার দিকে তাকায়, তখন সে দৃষ্টি যদি তুমি দেখতে!'

'ঈশ্বরের দিব্যি, আমার চোখে যদি কখনও পড়ে তাহলে তাকে আচ্ছা শিক্ষা দিয়ে দেব। কিন্তু ভেবে দেখ লক্ষ্মী মেয়েটি, এখান থেকে আমি যেতে পারি না। কিছুতেই পারি না। এ ব্যাপারে এটাই আমার শেষ কথা। তবে তুমি যদি আমার পথ আমাকেই বেছে নিতে দাও, তাহলে এর ভিতর থেকে সসম্মানে বেরিয়ে যাবার একটা পথ করতে পারি।'

'এসব ব্যাপারে সম্মান বলে কিছু নেই।'

'দেখ, এটা হচ্ছে তোমার দিককার কথা। কিন্তু তুমি যদি আমাকে ছ' মাস সময় দাও, তাহলে এমন ব্যবস্থা আমি করতে পারব যাতে এখান থেকে গেলেও অন্যের মুখের দিকে তাকাতে লজ্জার কোন কারণ থাকবে না।'

মেয়েটি সানন্দে হেসে উঠল।'

'ছ' মাস!' সে চেঁচিয়ে বলল, 'কথা দিচ্ছ?'

'দেখ, সাত বা আট মাসও হতে পারে। তবে বড় জোর এক বছরের মধ্যে আমরা এ উপত্যকা ছেড়ে চলে যাব।'

এর চাইতে বেশী আর এটি আদায় করতে পারল না। কিন্তু এই বা কম কি! বর্তমানের অন্ধকারকে আলোকিত করতে এই তো এক সুদূর আলোকবর্তিকা। তার জীবনে জ্যাক ম্যাকমুর্ডোর আবির্ভাবের পর থেকে এই প্রথম হাল্কা হৃদয়ে সে তার পিতৃগৃহে ফিরে গেল।

মনে হতে পারে যে একজন সদস্য হিসাবে সমিতির সব কার্যকলাপই তাকে জানানো হবে, কিন্তু ম্যাকমুর্ডো অচিরেই বুঝতে পারল যে প্রতিষ্ঠানটি এই একটিমাত্র "আস্তানা"র চাইতে অনেক বিস্তৃত ও জটিল। এমন কি কর্তা ম্যাকগিণ্টিও অনেক কিছু জানে না। এই গলিরই আর এক প্রান্তে "হবসন্‌স্ প্যাচ"-এ জেলা প্রতিনিধি নামে একজন কর্মকর্তা থাকে গোটা কয়েক "আস্তানা"র উপর যার প্রভুত্ব এবং সে-প্রভুত্বকে সে ইচ্ছামত যখন-তখন কাজে লাগায়। ম্যাকমুর্ডো মাত্র একবার তাকে দেখেছে। লোকটি ছোটখাটো, ধূর্ত, মাথার চুল পাকা, চাল-চলনে ইঁদুরের মত ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, চোখের বাঁকা দৃষ্টি ঘৃণায় ভরা। তার নাম ইভান্স পট; ভারমিসার বড় কর্তা পর্যন্ত তাকে সমীহ ও ভয় করে চলে, ঠিক যেমনটি বোধ হয় করত বিপুল দেহ দাঁতন ক্ষুদে কিন্তু ভয়ংকর রোবেসপিয়েরকে দেখে।

একদিন ম্যাকমুর্ডোর সহ-বাসিন্দা স্ক্যানলান ম্যাকগিণ্টির কাছ থেকে একটা চিঠি পেল। সঙ্গে ইভান্স পটের একটা চিঠি। চিঠিতে পট জানিয়েছে ললার ও এণ্ড্রুস নামক দুজন ভাল লোককে এই নির্দেশ দিয়ে পাঠান হচ্ছে যে তারা এতদঞ্চলে কাজ করবে, অবশ্য কি উদ্দেশ্যে তাদের পাঠান হচ্ছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। তাদের পক্ষে কাজ শুরু করবার সময় না আসা পর্যন্ত বডিমাস্টার কি তাদের থাকবার ও অন্যবিধ আরামের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করতে পারবেন? ম্যাকগিণ্টি লিখেছে, ইউনিয়ন হাউসে কারও পক্ষে লুকিয়ে থাকা সম্ভব নয়, কাজেই ম্যাকমুর্ডো ও স্ক্যানলান যদি কয়েক দিনের জন্য লোক দুটিকে তাদের বোর্ডিং-হাউসে রাখতে পারে তাহলে সে বাধিত হবে।

সেদিন সন্ধ্যায় একটা করে হাত-থলি নিয়ে দুজন এসে হাজির হল; ললার বয়স্ক লোক ধূর্ত, চুপচাপ, আত্মমগ্ন; পরনে পুরনো কালো ফ্রক-কোট ও নরম ফেল্ট-হ্যাট;

এলোমেলো পাঁশুটে দাঁড়ি। সব মিলিয়ে ভ্রমণশীল প্রচারকের মত চেহারা। সঙ্গী এণ্ড্রুস প্রায় বালক, খোলামেলা মুখ, স্ফূর্তিবাজ; দেখলেই মনে হয় ছুটিতে বেড়াতে বেরিয়েছে এবং প্রতিটি মিনিট উপভোগ করতে চায়। দুজনের কেউই মদ খায় না এবং সব দিক থেকেই সমিতির আদর্শ সদস্য। কিন্তু একটি বাদে: তারা হত্যাকারী, অনেকবারই প্রমাণ করেছে যে এই খুনে সমিতির তারা সবচাইতে সক্ষম যন্ত্রস্বরূপ। ললার ইতিমধ্যেই এই ধরনের চোদ্দটি কাজ সমাধা করেছে, আর এণ্ড্রুস তিনটি।

ম্যাকমুর্ডো দেখল, তাদের অতীত কার্যকলাপ নিয়ে কথাবার্তা বলতে তারা সদাই প্রস্তুত। সেসব কথা তারা এমন সলজ্জ গৌরবের সঙ্গে বলে যেন সৎ ও নিঃস্বার্থভাবে মানুষের সেবা করছে। কিন্তু বর্তমানে কি কাজ নিয়ে এসেছে সেবিষয়ে তারা একেবারেই নির্বাক।

ললার বুঝিয়ে বলল, 'তারা আমাদের নির্বাচন করেছে কারণ আমি বা এই ছেলেটি কেউই মদ খাই না। দরকারী কথার বাইরে আমরা কিছু বলব না এটা তারা জানে। আপনারা আমাদের ভুল বুঝবেন না, আমরা জেলাপ্রতিনিধির আদেশ পালন করছি মাত্র।'

চারজন একসঙ্গে রাতের খাবার খাচ্ছিল। ম্যাকমুর্ডোর সঙ্গী স্ক্যানলান বলল, 'নিশ্চয়, আমরা সবাই তো একই দলের লোক।'

'ঠিক কথা। সময় না আসা পর্যন্ত আমরা চার্লি উইলিয়ামস, বা সাইমন বার্ডের হত্যা বা অতীতের অন্য সব কাজের কথা নিয়েই আলোচনা করব। কিন্তু আসল কাজ শেষ না করা পর্যন্ত সেবিষয়ে কোন কথা নয়।'

ম্যাকমুর্ডো দিব্যি করে বলল, 'এখানকার প্রায় আধ ডজন লোকের নাম আমি করতে পারি। আপনারা আয়রণ হিলের জ্যাক নক্সের খোঁজে আসেন নি তো? সে যাতে তার পাওনাটা পায় সেটা আমিও চাই।'

'না, সে নয়।'

'অথবা হেরমান স্টুস?'

'না, সেও নয়।'

'দেখুন, আপনারা বলতে না চাইলে আমরা বলাতে পারব না। কিন্তু জানতে পারলে খুশি হতাম।'

ললার হেসে মাথা নাড়ল। তাকে ভজানো যাবে না।

অতিথিদের নীরবতা সত্ত্বেও স্ক্যানলান ও ম্যাকমুর্ডো স্থির করল, এরা যেটাকে 'মজা' বলছে সেই কাজটার সময় তারা দুজন নিশ্চয় উপস্থিত থাকবে। সুতরাং একদিন শেষ রাতের দিকে ম্যাকমুর্ডো শুনতে পেল ওরা দুজন সিঁড়ি দিয়ে চুপি চুপি নেমে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে স্ক্যানলানকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তার পোশাক বদলাতে গেল। পোশাক পরে এসে দেখে, দরজাটা খোলা রেখে ওরা চলে গেছে। তখনও ভোর হয় নি। বাতির আলোয় কিছুটা দূরে দুজনকে রাস্তায় দেখতে পেল। বরফের উপর নিঃশব্দে পা ফেলে তারা সতর্কভাবে ওদের অনুসরণ করল।

বোর্ডিং-হাউসটা শহরের প্রায় শেষ প্রান্তে। শীঘ্রই তারা শহর পেরিয়ে চৌ-মাথায় পৌঁছল। সেখানে তিনটি লোক অপেক্ষা করছিল। ললার ও এণ্ড্রুস তাদের সঙ্গে সামান্য কিছু কথাবার্তা বলল। তারপর সকলেই এগিয়ে চলল। কাজটা নিশ্চয়ই বেশ বড় গোছের, তাই অনেক লোকের দরকার হয়েছে। সেখান থেকে কয়েকটি রাস্তা বিভিন্ন খনির দিকে চলে গেছে। আগন্তুকরা "ক্লো হিল" যাবার পথ ধরল। "ক্লো হিল" একটা মস্ত বড় প্রতিষ্ঠান এবং বেশ শক্ত হাতে পরিচালিত। এই প্রতিষ্ঠান তাদের উৎসাহী ও নির্ভীক নতুন ইংরেজ ম্যানেজার জোসিয়া এইচ ডানের চেষ্টায় এখানকার দীর্ঘদিনের ত্রাসের রাজত্বের মধ্যেও কিছুটা আইন-শৃংখলা বজায় রাখতে পেরেছিল।

দিনের আলো ফুটতে শুরু করল। শ্রমিকরা কেউ একাকী, কেউ বা দল বেঁধে কালো পথ ধরে লাইন করে এগিয়ে চলেছে।

ম্যাকমুর্ডো ও স্ক্যানলান যাদের অনুসরণ করে এসেছে তাদের উপর চোখ রেখে শ্রমিকদের সঙ্গে মিশে এগিয়ে চলল। মাথার উপরে ঘন কুয়াশা জমে আছে। তার বুক চিরে হঠাৎ বাষ্প-চালিত হুইস্‌লটা আর্তনাদ করে উঠল। এটা খাঁচাগুলি নেমে আসার ও দিনের কাজ শুরু হবার দশ মিনিটের সতর্কধ্বনি।

যখন তারা সুড়ঙ্গের চারদিককার খোলা জায়গাটায় পৌঁছল তখন সেখানে শ' খানেক মজুর অপেক্ষা করছে। তীব্র ঠাণ্ডায় তারা কেউ জোরে জোরে পা ঠুকছে, কেউ বা আঙুল মটকাচ্ছে। আগন্তুক দলটি একসঙ্গে ইঞ্জিন-ঘরের ছায়ায় গিয়ে দাঁড়াল। স্ক্যানলান ও ম্যাকমুর্ডো ধাতুমলের একটা স্তূপের উপর উঠে দাঁড়াল। সেখান থেকে সব কিছু বেশ ভাল চোখে পড়ে। তারা দেখল, দাড়িওয়ালা বিশালবপু স্কচ খনি-ইঞ্জিনীয়ার মেজিস ইঞ্জিন-ঘর থেকে বেরিয়ে এসে খাঁচাগুলো নামিয়ে দেবার জন্য হুইস্‌ল বাজাল। ঠিক সেইসময়ে একটি লম্বা পলকা গঠনের যুবক সাগ্রহে খনিমুখের দিকে অগ্রসর হল। তার মুখখানি সপ্রতিভ পরিষ্কার করে কামানো। এগিয়ে আসতেই ইঞ্জিন-ঘরের নীচে দাঁড়ান নীরব নিশ্চল দলটার উপরে তার চোখ পড়ল। মুখ ঢাকবার

জন্য লোকগুলি তাদের টুপি নামিয়ে দিয়েছে আর কলার তুলে দিয়েছে। মুহূর্তের জন্য মৃত্যুর একটা আভাষ বুঝি ম্যানেজারের মনের উপর তার শীতল হাতখানি রেখেছিল। পরমুহূর্তেই সে ভাব ঝেড়ে ফেলে এই অনধিকার প্রবেশকারী আগন্তুকের প্রতি তার কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল।

অগ্রসর হয়ে প্রশ্ন করল, 'কে তোমরা? এখানে ঘোরা-ফেরা করছ কেন?'

কোন জবাব এল না। এণ্ড্রুস কয়েক পা এগিয়ে তার পেটে গুলি করল। অপেক্ষমান একশ' মজুর পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত নিশ্চল অসহায় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দুই হাতে ক্ষত-স্থানটা চেপে ধরে ম্যানেজার শরীরটাকে ভাঁজ করে টলতে টলতে এগিয়ে যেতেই আর একজন খুনী গুলি চালাল। সঙ্গে সঙ্গে সে পোড়া কয়লার স্তূপের মধ্যে কাত হয়ে পড়ে হাত-পা ছুঁড়তে লাগল। এ দৃশ্য দেখে স্কচ মেঞ্জিস রাগে চীৎকার করে একটা লোহার স্প্যানার নিয়ে অগ্রসর হতেই দুটো গুলি এসে তার মুখে লাগল আর সঙ্গে সঙ্গে তাদের পায়ের কাছেই সে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ল। তখন কিছু মজুর সামনের দিকে ছুটে গেল আর করুণা ও ক্রোধের একটা অস্পষ্ট হাহাকার শোনা গেল। কিন্তু আগন্তুকদের দু'জন তাদের ছয়-ঘরা রিভলবার থেকে জনতার মাথার উপর দিয়ে গুলি ছুঁড়তেই তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল এবং কিছু লোক পাগলের মত ছুটতে ছুটতে ভারমিসায় তাদের বাড়িতে ফিরে গেল। তারপর কিছু সাহসী লোক যখন একত্র হয়ে আবার খনিতে ফিরে গেল, খুনীর দল তখন সকালের কুয়াশার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে; আর এক শ' লোকের চোখের সামনে যারা দু' দুটো খুন করল শপথ নিয়ে তাদের সনাক্ত করবার মত একটি সাক্ষীও পাওয়া গেল না।

স্ক্যানলান ও ম্যাকমুর্ডোও ফিরে গেল। স্ক্যানলান কিছুটা মুষড়ে পড়েছে, কারণ নিজের চোখে এই প্রথম সে খুন দেখল এবং ব্যাপারটা যেরকম মজাদার হবে বলে সে আশা করেছিল আসলে মোটেই সেরকমটা মনে হল না। তারা যখন দ্রুতপায়ে শহরে ফিরতে ব্যস্ত তখনও মৃত ম্যানেজারের স্ত্রীর বুকফাটা আর্তনাদ তাদের কানে বাজছিল। ম্যাক-মুর্ডোও অভিভূত ও নীরব ছিল, কিন্তু সঙ্গীর এই দুর্বলতার প্রতি কোনরকম সহানুভূতি দেখাল না।

সে বার বার বলতে লাগল, 'আসলে এটা তো একটা যুদ্ধের ব্যাপার। ওদের আর আমাদের মধ্যে একটা যুদ্ধ ছাড়া আর কি? আর যেখানে পারব আমরা তো পাল্টা আঘাত করবই।'

সেদিন রাতে ইউনিয়ন হাউসের "আস্তানা" কক্ষে জোর হৈ হুল্লোড় হল। তার কারণ, ক্রো হিল খনির ম্যানেজার ও ইঞ্জিনীয়ারকে হত্যার ফলে ঐ প্রতিষ্ঠানটিও জেলার অপরাপর ভীতিগ্রস্ত কোম্পানিগুলির দলে নাম লেখাবে এবং ঘুষ দিয়ে "আস্তানা"কে হাতে রাখতে আগ্রহী হবে। তাছাড়া আরও একটি কারণ ছিল। এই "আস্তানা"র কর্মীরাও এখান থেকে অনেক দূরে আরও একটি বিজয়গৌরব অর্জন করে এসেছে। ভারমিসায় একটা আঘাত হানতে জেলা-প্রতিনিধি যখন পাঁচটি সৎকর্মীকে পাঠায় তখন তার পাল্টা দাবী ছিল, গিলমার্টন জেলার সর্বজনপরিচিত ও জনপ্রিয়তম খনি-মালিক স্টেক রয়াল-এর উইলিয়াম হ্যালেসকে খুন করবার জন্য ভারমিসা থেকে তিনজনকে গোপনে নির্বাচিত করে সেখানে পাঠাতে হবে। সকলেই বিশ্বাস করত সারা পৃথিবীতে উইলিয়াম হ্যালেসের কেউ শত্রু নেই, কারণ সব দিক থেকেই সে ছিল একজন আদর্শ মালিক। কিন্তু সে কর্মদক্ষতার উপরে সব সময়ই জোর দিত এবং সেইজন্যই কয়েকজন মাতাল ও আলস্যপরায়ণ চাকুরেকে বরখাস্ত করেছিল, আর তারা ছিল এই সর্বশক্তিমান সমিতির সদস্য। তার দরজার বাইরে কফিনের বিজ্ঞপ্তি টাঙিয়েও তাকে নরম করা যায় না এবং তারই ফলে একটি স্বাধীন সভ্য দেশে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল।

সেই দণ্ডাদেশ এবার যথাযথভাবে পালিত হল। বডিমাস্টারের পাশে সম্মানের আসনে উপবিষ্ট টেড বলডুইন ছিল সে দলের প্রধান। তার ফোলা মুখ আর চকচকে রক্তের মত লাল চোখই নিদ্রাহীনতা ও মদ্যপানের সাক্ষী দিচ্ছে। দুজন সঙ্গীসহ সে আগের রাতটা পাহাড়ে কাটিয়েছে। সকলেরই চেহারা বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত। কিন্তু সহকর্মীরা তাদের সাদর অভ্যর্থনা জানাল। উল্লাস ও উচ্চহাসির সঙ্গে সে কাহিনী বার বার বলা হতে লাগল। রাতের বেলায় লোকটি যখন বাড়ি ফিরছিল তখন তারা একটা খাড়া পাহাড়ের মাথায় এমন একটা জায়গা ঘাঁটি করে তার জন্য অপেক্ষা করছিল যেখানে ঘোড়াটাকে হাঁটিয়েই নিতে হবে। শীতের জন্য এত গরম জামা তার গায়ে ছিল যে পিস্তলে হাত দেবার সময়ও সে পেল না। ঘোড়া থেকে টেনে নামিয়ে তারা তাকে বারবার গুলি করল।

তারা কেউ লোকটিকে চিনত না। কিন্তু খুনের মধ্যে একটা চিরন্তন নাটক আছে, আর তারা গিলমার্টনের স্কাউরারদের দেখিয়ে দিল যে ভারমিসার লোকদের উপর ভরসা করা চলে। এমন সময় ঘটল একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা, কারণ নিশ্চুপ দেহটাকে লক্ষ্য করে যখন তারা রিভলবার থেকে পর পর গুলি ছুঁড়ছিল তখন আচমকা একটি

লোক ও তার স্ত্রী সেখানে গিয়ে হাজির হয়। প্রথমে কথা হয় তাদেরও গুলি করে মারা হোক ; কিন্তু তারা নির্দোষ আর খনির সঙ্গেও তাদের কোন সম্পর্ক নেই, কাজেই তাদের কড়া হুকুম দেওয়া হল তক্ষুণি চলে যেতে ও এবিষয়ে চুপচাপ থাকতে, নইলে কপালে অনেক দুঃখ আছে। অন্য সব কঠোর হৃদয় মালিকদের প্রতি সতর্ক-বাণী হিসাবে রক্তাক্ত মৃতদেহটা সেখানেই ফেলে রেখে তিনটি মূর্তিমান প্রতিহিংসা দ্রুত পাহাড়ের মধ্যে আত্মগোপন করল। নিশ্ছিদ্র প্রকৃতি সেখান থেকেই খাড়া নেমে গেছে চুল্লি ও ধাতুমলের স্তূপগুলোর একেবারে কিনারায়।

স্কাউরারদের কাছে সে এক মহাদিবস। উপত্যকার উপরে ছায়া ঘনতর হয়ে নেমেছে। কিন্তু অভিজ্ঞ সেনাপতি যেমন জয়ের মুহূর্তেই নিজ শক্তিকে দ্বিগুণিত করে যাতে শত্রুপক্ষ বিপর্যয়ের পরে নিজেদের শক্তিশালী করে তুলবার সুযোগ না পায়, ঠিক সেইরকম আক্রমণের ঘটনাস্থলের উপর উৎকণ্ঠ, ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টি রেখে কর্তা ম্যাকগিগিণ্ট বিরোধীদের উপর নতুন আক্রমণের ছক কষতে লাগল। সেই রাত্রেই আধা-মাতালদের আসর যখন ভাঙল তখনই সে ম্যাকমুর্ডোর কাঁধের উপর হাত রেখে তাকে ভিতরের সেই ঘরে নিয়ে গেল যেখানে তাদের দুজনের প্রথম দেখা হয়েছিল।

www.boiRboi.net

সে বলল, 'শোন বাচ্চু, শেষ পর্যন্ত তোমার উপযুক্ত একটা কাজ হাতে এসেছে। তোমাকে নিজের হাতে সে কাজ সমাধা করতে হবে।'

'একথা শুনে গর্ববোধ করছি', ম্যাকমুর্ডো জবাব দিল।

'দুজনকে তুমি সঙ্গে নিতে পার—ম্যাণ্ডার্স আর রীলি। তাদের আগেই জানিয়ে দিয়েছি। চেস্টার উইলকক্সের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া না হওয়া পর্যন্ত এ জেলায় আমাদের স্বস্তি নেই। তাকে যদি ফেলতে পার তাহলে তুমি কয়লাখনি অঞ্চলের প্রত্যেকটি "আস্তানা"র ধনবাদার্হ হবে।'

'যথাসাধ্য চেষ্টা করব। কিন্তু লোকটা কে, তাকে পাবই বা কোথায়?'

মুখের কোণা থেকে তার আধা-চিবানো, আধা-পোড়ানো অবিনশ্বর সিগারটা নামিয়ে ম্যাকগিগিণ্ট নোটবুকের একটা পাতা ছিঁড়ে তাতে একটা ছবি আঁকতে শুরু করল।

'সে আয়রণ ডাইক কোম্পানির চিফ্ ফোরম্যান। খুব কড়া লোক, যুদ্ধ ফেরৎ। কালা-সার্জেণ্ট, সারা মুখে ক্ষত-চিহ্ন। তাকে নিতে দু'দুবার চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু, সুবিধা হয় নি, বরং কর্ণয়্যাওয়ে তাতে মারা গেছে। এবার সে-কাজের ভার তোমাকে নিতে হবে। এই হচ্ছে বাড়িটা, আয়রণ ডাইক চৌ-মাথায় একেবারে একটেরে, ঠিক যেমনটি এই মানচিত্রে দেখতে পাচ্ছ, আশেপাশে আর কোন বাড়ি নেই। দিনের বেলা সুবিধা হবে না। লোকটা সশস্ত্র থাকে, আর কোনরকম জিজ্ঞাসাবাদ না করেই সোজা গুলি করে বসে। তবে রাত্রে—ওখানেই তাকে পাবে ; বাড়িতে আর থাকে তার স্ত্রী, তিনটি শিশু আর একটি ভাড়াটে চাকরানি। কোনরকম বাদ-বিচার করতে পারবে না। মরলে সকলেই মরবে, নয়তো সকলেই বেঁচে যাবে। সামনের দরজায় এক বস্তা বিস্ফোরক পাউডার রেখে যদি একটা দেশলাইয়ের কাঠি তাতে ছোঁয়াতে পার—'

'লোকটা কি করেছে?'

'বললাম তো, জিম কার্ণয়্যাওয়েকে গুলি করেছিল।'

'গুলি করেছিল কেন?'

তা দিয়ে তোমার কি দরকার? রাত্রে কার্ণয়্যাওয়ে এই বাড়িটার আশেপাশে ছিল, আর সেও তাকে গুলি মেরেছে। তোমার পক্ষে এই তো যথেষ্ট। তোমাকে তার বদলা নিতে হবে।'

দুটি স্ত্রীলোক ও শিশুরাও সেখানে থাকে। তাদেরও কি উড়িয়ে দিতে হবেই?'

'হবেই তো, নইলে লোকটাকে পাবে কেমন করে?'

'তাদের প্রতি বড়ই অবিচার করা হবে, তারা তো কোন দোষ করে নি।'

'এসব কেমনধারা কথা? তুমি কি তাহলে পিছিয়ে যেতে চাও?'

'ধীরে কাউন্সিলার, ধীরে। আজ পর্যন্ত এমন কী আমি বলেছি বা করেছি যাতে আপনার এ ধারণা হতে পারে যে আমার নিজস্ব "আস্তানা"র বডিমাস্টারের আদেশ আমি অমান্য করব? ন্যায় কি অন্যায়, সেটা তো আপনার ব্যাপার।'

'তাহলে একাজে তুমি নামছ?'

'নিশ্চয় নামছি।'

'কবে?'

'দেখুন, বাড়িটা দেখে নিয়ে আমার "প্ল্যান" ঠিক করবার জন্য একটা কি দুটো রাত আমাকে সময় দিন। তারপর—'

তার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে ম্যাকগিগিণ্ট বলল, ঠিক আছে। দিন-ক্ষণ তোমার উপরেই ছেড়ে দিলাম। শুভ সংবাদটি যখন এনে দেবে সেটি হবে এক মহান দিন। এই শেষ আঘাতে সকলেই নতজানু হবে।'

আকস্মিকভাবে যে কাজের ভার তার হাতে এসে পড়েছে ম্যাকমুর্ডো অনেকক্ষণ ধরে তা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করল। পার্শ্ববর্তী উপত্যকায় এখান থেকে প্রায় পাঁচ মাইল দূরের একটি একটেরে বাড়িতে চেস্টার উইলকক্স বাস করে।

আক্রমণের প্রস্তুতি হিসাবে সেই রাতেই সে একাকি সেখানে চলে গেল। সবকিছু দেখেশুনে যখন সে ফিরে এল তখনও দিনের আলো রয়েছে। পরদিন সে দুই সহকারী ম্যাণ্ডার্স ও রীলির সঙ্গে আলোচনা করল। বেপরোয়া দুই যুবক এতই উল্লসিত হয়ে উঠল যেন তারা হরিণ-শিকারে যাচ্ছে। দুটি রাত পার করে তারা তিনজন শহরের বাইরে মিলিত হল। তিনজনই সশস্ত্র। একজনের হাতে পাহাড়-ফাটানো পাউডার-বোঝাই একটা বস্তা। রাত প্রায় দুটোয় তারা সেই নির্জন বাড়িটাতে হাজির হল। জোর বাতাস বইছে। তিনপোয়া চাঁদের মুখের উপর দিয়ে ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘ দ্রুত ভেসে চলেছে। আগেই তাদের শিকারী কুকুর সম্পর্কে প্রস্তুত থাকতে বলে দেওয়া হয়েছিল। তাই হাতের পিস্তল বাগিয়ে ধরে খুব সতর্কভাবে তারা অগ্রসর হতে লাগল। বাতাসের আর্তনাদ ছাড়া কোথাও কোন শব্দ নেই। মাথার উপরকার বৃক্ষশাখার আন্দোলন ছাড়া কোথাও কোন গতিরও চিহ্ন নেই। ম্যাকমুর্ডো নির্জন বাড়িটার দরজায় কান পাতল। ভিতরে সব চুপচাপ। বস্তাটাকে দরজায় হেলান দিয়ে রেখে নিজের ছুরি দিয়ে তাতে একটা ফুটো করে সেখানে একটা সলতে ঢুকিয়ে দিল। সেটা জ্বলে উঠতেই সঙ্গীদের নিয়ে সে ছুটে চলে গেল। কিছুটা দূরে গিয়ে একটা গর্তের মধ্যে আরাম করে আশ্রয় নিতে না নিতেই বিস্ফোরণের তুমুল গর্জন আর ধ্বসে-পড়া বাড়িটার নীচে হুড়মুড় শব্দ শুনেই তারা বুঝতে পারল কাজ ফতে হয়েছে। সমিতির রক্ত-কলংকিত ইতিহাসে এর চাইতে পরিষ্কার কাজের কোন নজির নেই। কিন্তু হায়! এমন সুসংগঠিত ও সাহসের সঙ্গে সম্পাদিত কাজটা একেবারেই বৃথা হয়ে গেল। যাদের শিকার হবার কথা তাদের ভাগ্যের নির্দেশে এবং তাকে যে হত্যার জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে এটা বুঝতে পেরে চেস্টার উইলকক্স ঠিক আগের দিনই সপরিবারে একটা নিরাপদ ও অজানা বাসায় চলে গিয়েছিল, আর সেখানে তাদের উপর নজর রাখবার জন্য একজন পুলিশ-রক্ষীও মোতায়েন করা হয়েছিল। বিস্ফোরণে ধ্বংস হল একটা জনশূন্য বাড়ি, আর যুদ্ধ-ফেরৎ কালা-সার্জেণ্ট যথারীতি আয়রণ ডাইকের মজুরদের আইন-শৃংখলা শিক্ষা দিতে লাগল।

ম্যাকমুর্ডো বলল, 'তাকে আমার হাতেই ছেড়ে দেওয়া হোক। সৈ আমার লোক, আর তাকে পাবও ঠিকই; তার জন্যে যদি একবছরও অপেক্ষা করতে হয় তাও সই।'

"আন্তানা"র পূর্ণ সভায় ধন্যবাদ ও আস্থা প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল এবং আপাতত ব্যাপারটার সেখানেই ইতি হল। কয়েক সপ্তাহ পরে খবরের কাগজে যখন প্রকাশিত হল যে, গুপ্ত আক্রমণের ফলে উইলকক্স গুলিবিদ্ধ হয়েছে তখন সকলেই বুঝতে পারল, ম্যাকমুর্ডো তখনও তার অসমাপ্ত কাজেই ব্যস্ত ছিল।

এই হল 'সোসাইটি অব ফ্রীমেন"-এর কর্ম-পদ্ধতি, আর এই হল স্কাউরারদের কাজকর্ম যার সাহায্যে তারা এই সমৃদ্ধ জেলাটার সর্বত্র তাদের ত্রাসের রাজত্ব বিস্তার করেছে এবং তাদের ভয়ংকর উপস্থিতি দীর্ঘকাল ধরে এখানকার অধিবাসীদের তাড়া করে ফিরছে। আরও অপরাধের উল্লেখ করে এই বইয়ের পাতাগুলোকে কলংকিত করে কি হবে? এই লোকগুলি ও তাদের কর্ম-পদ্ধতি সম্পর্কে আমি কি যথেষ্ট বলি নি? এই সব কাজের কথা ইতিহাসে লেখা আছে এবং এর বিস্তারিত বিবরণ ইচ্ছা হলেই যে কেউ পড়ে নিতে পারে। সেসব পড়লেই পুলিশ কর্মচারী হাণ্ট এবং ইভান্সের খুনের কথা জানা যাবে। যেহেতু এরা সমিতির দুজন সদস্যকে সাহস করে গ্রেপ্তার করেছিল, সেইজন্য ভারমিসা আস্তানায় দুটো আক্রমণের পরিকল্পনা করা হয় এবং দুটি অসহায় নিরস্ত্র মানুষকে ঠাণ্ডামাথায় খুন করা হয়। মিসেস লারবিকে গুলি করার ঘটনাও লিখিত আছে। কর্তা ম্যাকগিণ্টর আদেশে তার স্বামীকে পিটিয়ে মৃতপ্রায় অবস্থায় ফেলে যাবার পরে মিসেস লারবি যখন তার সেবা করছিল তখনই তাকে গুলি করা হয়। ঐ একই ভয়াবহ শীতকালে পর পর জেংকিন্স ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রথমে ছোটকে ও তারপরে বড়কে খুন করা হয়, জেমস মারডকের দেহকে বিকৃত করা হয়, স্ট্যাপহাউস পরিবারকে বিস্ফোরকের সাহায্যে উড়িয়ে দেওয়া হয় এবং স্টেণ্ডালদের খুন করা হয়। আতংকের উপত্যকার উপর গাঢ়তর ছায়া নেমে আসে। স্রোতস্বিনী নদী ও ফুটন্ত ফুলের সমারোহ নিয়ে বসন্তকাল এল। দীর্ঘকাল লৌহ-মুষ্টিতে আবদ্ধ থাকবার পরে প্রকৃতিতে এসেছে নতুন আশার দিন। কিন্তু সন্ত্রাসের জোয়ালে বাঁধা নরনারীর জীবনে আশার চিহ্নমাত্র ছিল না। তাদের মাথার উপরকার মেঘ '৭৫ সালের প্রথম গ্রীষ্মের মত এত ঘনকালো ও আশাহীন হয়ে আর কোনদিন দেখা দেয় নি।

৬ঃ বিপদ

ত্রাসের রাজত্ব চরমে উঠেছে। ম্যাকমুর্ডো ইতিমধ্যেই আভ্যন্তরীণ ডিয়েকন পদে নিযুক্ত হয়েছে। ম্যাকগিণ্টর পরে তারই একদিন বডিমাস্টার হবার সম্ভাবনা। সহকর্মীদের যে কোন সভার পক্ষে সে এতই দরকারী হয়ে পড়েছে যে তার সহায়তা ও পরামর্শ ছাড়া কিছুই করা হয় না। অবশ্য

www.boiRboi.net

"ফ্রীমেন"দের মধ্যে সে যতই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে, ভারমিসার পথে তাকে দেখে জনসাধারণের রুষ্ট ভ্রূকুটি ততই কুটিলতর হচ্ছে। তাদের সন্ত্রাস সত্ত্বেও নাগরিকরা সাহসে ভর করে অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়ে উঠছে। "আস্তানা"য় গুজব এসে গেছে যে, 'হেরাল্ড' কার্যালয়ে গোপন জমায়েত হয়েছে এবং আইনানুগ লোকদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। কিন্তু ম্যাকগিণ্টি ও তার লোকজন এসব সংবাদে বিচলিত হয় নি। তারা অগণিত, দৃঢ় সংকল্প ও সশস্ত্র। প্রতিপক্ষ বিচ্ছিন্ন ও শক্তিহীন। অতীতের মতই এসব চেষ্টাই শেষ পর্যন্ত উদ্দেশ্যহীন আলোচনায় শেষ হবে এবং সম্ভবত কিছু ধর-পাকড় হবে। ম্যাকগিণ্টি, ম্যাকমুর্ডো ও অন্য সাহসী সদস্যরা এই কথাই বলাবলি করতে লাগল।

মে মাসের এক শনিবারের সন্ধ্যা। শনিবারের রাতে "আস্তানা"তেই জমায়েত হয়ে থাকে। সেখানে যোগ দিতে ম্যাকমুর্ডো বাড়ি থেকে বের হবে এমন সময় দলের দুর্বলতর সদস্য মরিস তার সঙ্গে দেখা করতে এল। তার কপালে দুশ্চিন্তার রেখা ; সদয় মুখখানি বিষণ্ণ ও বিকৃত।

'আপনার সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলতে পারি কি মিঃ ম্যাকমুর্ডো ?'

'নিশ্চয়।'

'একবার আপনার কাছে আমার মনের কথা প্রকাশ করেছিলাম ; স্বয়ং কর্তা এসে সে-বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা সত্ত্বেও আপনি সেকথা তাকে বলেন নি—এটা আমি ভুলি নি।'

'আপনি যখন আমাকে বিশ্বাস করেছিলেন, তখন আমি আর কি করতে পারতাম ? কিন্তু আপনার কথার সঙ্গে তো আমি একমত হই নি।'

'তা আমি ভালই জানি। কিন্তু এখানে একমাত্র আপনার কাছেই ভরসা করে কথা বলতে পারি। একটা কথা এখানে গোপন করে রেখেছি'—সে বুকের উপর হাত রাখল—'তার জন্যালায় আমার জীবন যেতে বসেছে। আমি ছাড়া আপনারা কেউ যদি সেকথা জানতেন তাহলেই ছিল ভাল। সেকথা যদি বলি তাহলে নির্ঘাৎ খুনোখুনি হবে। যদি না বলি, তাহলে আমরা সবাই শেষ হয়ে যাব। ঈশ্বর আমার সহায় হোন, আমার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেতে বসেছে !'

ম্যাকমুর্ডো আগ্রহসহকারে লোকটিকে দেখতে লাগল। তার সমস্ত শরীর কাঁপছে। গ্লাসে খানিকটা হুইস্কি ঢেলে তার হাতে দিল।

বলল, 'আপনার মত লোকের এই ওষুধ দরকার। এবার আপনার কথা বলুন।'

মরিস গ্লাসে চুমুক দিল। তার ফ্যাকাসে মুখে রঙের আভা দেখা দিল।

সে বলল, 'একটিমাত্র বাক্যেই কথাটা আপনাকে বলতে পারি। আমাদের পিছনে গোয়েন্দা লেগেছে।'

ম্যাকমুর্ডো সবিস্ময়ে তার দিকে তাকাল।

বলল, 'আপনি কি পাগল হয়েছেন ! পুলিশ আর গোয়েন্দা তো এখানে গিজ্-গিজ্ করছে। কিন্তু আমাদের কোন্ ক্ষতিটা তারা আজ পর্যন্ত করতে পেরেছে ?'

'না, না, এ জেলার কোন লোকের কথা আমি বলছি না। আপনার কথাই ঠিক, তাদের আমরা চিনি, আর তারা কিছু করতেও পারে না। কিন্তু পিংকারটনদের কথা কি আপনি শুনেছেন ?'

'ঐ নামের লোকের কথা পড়েছি বটে।'

'তাহলে আমার কথা শুনুন, এরা পিছনে লাগলে আর রক্ষা নেই। এটা কোন দায়-সারা গোছের সরকারী প্রতিষ্ঠান নয়। এটা একান্তই অর্থকরী প্রতিষ্ঠান, কাজেই হাতে হাতে ফল চায় এবং যেন তেন প্রকারেন ফল আদায়ও করে। কোন পিংকারটন যদি একাজে হাত দিয়ে থাকে তাহলে আমাদের ধ্বংস করবেই।'

'আমরাই তাকে খুন করব।'

'এই তো, এই চিন্তাই প্রথম আপনার মাথায় এসেছে ! "আস্তানা"তেও তাই হবে। আপনাকে বলি নি যে, খুনোখুনিতেই এর পরিণতি ?'

'নিশ্চয়, খুন হবে তো কি হল ? এখানে কি হামেশাই খুন হয় না ?'

'তা হয়, কিন্তু যাকে খুন করা হবে আমি তাকে দেখিয়ে দিতে পারব না। তাহলে আমি কখনও শান্তি পাব না। অথচ আমাদের নিজেদের জীবনই বিপন্ন হতে পারে। ঈশ্বরের দোহাই, আমি এখন কি করব ?' কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যন্ত্রণায় সে ছটফট করে বেড়াতে লাগল।

কিন্তু তার কথায় ম্যাকমুর্ডো অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ল। সহজেই বোঝা যায় আসন্ন বিপদ ও তার প্রতিকার সম্পর্কে মরিসের সঙ্গে সে একমত। মরিসের কাঁধ চেপে ধরে সে সজোরে তাকে ঝাঁকুনি দিতে লাগল।

উত্তেজনায় চীৎকার করে বলে উঠল, 'দেখুন মশাই, বৃদ্ধা স্ত্রীর মত রাত জেগে বসে শুধু গজর-গজর করলে কোন লাভ হবে না। আসল কথা বলুন। লোকটা কে ? সে কোথায় আছে ? তার কথা আপনি জানলেন কেমন করে ? আমার কাছেই বা এসেছেন কেন ?'

'আপনার কাছে এসেছি, কারণ আপনার পরামর্শ আমি

চাই। আপনাকে বলেছি যে এখানে আসার আগে পূর্বে দেশে আমার একটা দোকান ছিল। সেখানে আমার অনেক ভাল ভাল বন্ধু ছিল। তাদের একজন টেলিগ্রাফ অফিসে চাকরি করে। গতকাল এই চিঠিটা তার কাছ থেকে পেয়েছি। পৃষ্ঠার এই উপরের অংশটার কথা বলছি। নিজেই পড়ে দেখুন।'

ম্যাকমুর্ডো পড়তে লাগল ঃ

'আপনাদের ওখানে স্কাউরারদের অবস্থা কেমন ? খবরের কাগজে তাদের অনেক কথাই পড়ি। নিজেদের মধ্যে বলেই বলছি, শীঘ্রই আপনার কাছ থেকে নতুন খবর শোনবার আশা রাখি। পাঁচটা বড় কর্পোরেশন ও দুটো রেলরোড বেশ গরজের সঙ্গেই একাজ হাতে নিয়েছে। তারা কাজের লোক, কাজেই আপনি বাজি রাখতে পারেন তারা কাজ হাসিল করবেই। তারা অনেক দূর এগিয়েছে। তাদের নির্দেশক্রমে পিংকারটন কাজের ভার নিয়েছে এবং তাদের সেরা লোক বার্ডি এডোয়ার্ডস কাজ শুরু করে দিয়েছে। অবিলম্বে ওদের কার্যকলাপ বন্ধ করতেই হবে।'

'এবার পুনশ্চটা পড়ুন।'

'অবশ্য আপনাকে যা লিখছি সেটা আমি কাজের সূত্রে জেনেছি, কাজেই সব ব্যাপার এতে নেই। প্রতিদিন অদ্ভুত সব সাংকেতিক চিঠি হাতে আসে, অথচ তার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝি না।'

অশান্ত হাতে চিঠিটা ধরে ম্যাকমুর্ডো চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে রইল। মুহূর্তের জন্য কুয়াশাটা একটু সরে গিয়েছিল ; সম্মুখে অতল খাদ।

সে জিজ্ঞাসা করল, 'এ চিঠির কথা আর কেউ জানে ?'

'আমি কাউকে বলি নি।'

'কিন্তু এই লোকটি—আপনার বন্ধু—তার কি এমন কেউ এখানে আছে যার কাছে সে চিঠি লিখে থাকে ?'

'তা তো দু' একজন নিশ্চয়ই আছে।'

'"আস্তানা"র ভিতরেই ?'

'খুব সম্ভব।'

'এইজন্যে জিজ্ঞাসা করছি যে, এই লোকটির—মানে বার্ডি এডোয়ার্ডসের কোন বিবরণ হয় তো সে লিখে জানাতে পারে। তাহলে আমরা তার খোঁজ করতে পারতাম।'

'তা হয় তো পারতাম। কিন্তু আমার মনে হয় না সে তাকে চেনে। সে তো কেবলমাত্র কাজের সূত্রে যেটুকু জেনেছে তাই আমাকে লিখেছে। এই পিংকারটন লোকটিকে সে চিনবে কেমন করে ?'

হঠাৎ ম্যাকমুর্ডো ভীষণভাবে চমকে উঠল।

চেঁচিয়ে বলল, 'হায় ঈশ্বর! ঠিক ধরেছি তাকে। আমি কী বোকা যে এতক্ষণ চিনতে পারি নি! কিন্তু এবার ভাগ্য খুলেছে। সে কোন ক্ষতি করবার আগেই তাকে টিট্ করব। দেখুন মরিস, এটা আমার কাছে রেখে যাবেন কি ?'

'নিশ্চয়, শুধু আপনি নিলেই হয়!'

'খুব নেব। আপনি সরে দাঁড়ান, আমি সব করছি। এমন কি আপনার নাম পর্যন্ত করা হবে না। চিঠিটা যেন আমার কাছেই এসেছে এইভাবে সব দায় আমার ঘাড়েই নেবো।'

'আমিও তো তাই চাই।'

'তাহলে ওই কথাই পাকা ; আপনি চুপচাপ থাকুন। আমি এখনই "আস্তানা"য় যাব। বুড়ো পিংকারটন যাতে নিজের জন্য দুঃখিত হয় সে ব্যবস্থা অচিরেই করছি।'

'লোকটিকে খুন করবেন না তো ?'

'বন্ধু মরিস, যত কম জানবেন আপনার বিবেক ততই মুক্ত থাকবে এবং ততই আপনি ভাল ঘুমতে পারবেন। কোন প্রশ্ন করবেন না ; সব ব্যবস্থা আপসে হয়ে যাবে। সব ব্যাপারটা আমার মুঠোয় এসে গেছে।'

দুঃখিতভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে মরিস চলে গেল।

যাবার আগে আর্তকণ্ঠে বলল, 'মনে হচ্ছে, তার রক্ত যেন আমার হাতেই লেগেছে।'

কঠিন হাসি হেসে ম্যাকমুর্ডো বলল, 'আত্মরক্ষা কিন্তু খুন নয়। হয় সে যাবে, না হয় আমরা যাব। মনে হচ্ছে লোকটাকে বেশী দিন এই উপত্যকায় থাকতে দিলে সে আমাদের সবাইকে শেষ করে দেবে ভাই মরিস, আপনাকেই আমরা এবার বডিমাস্টার নির্বাচিত করব, কারণ আপনিই "আস্তানা"কে রক্ষা করলেন।'

কিন্তু তার কাজকর্ম দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, মুখে যাই বলুক আসলে নবাগতকে নিয়ে সে অনেক বেশী চিন্তিত। তার কারণ তার অপরাধী বিবেক হতে পারে ; পিংকারটন সংগঠনের সুনাম হতে পারে ; বড় বড় ধনী কর্পোরেশনগুলো যে স্কাউরারদের নিশ্চিহ্ন করার কাজে নেমেছে এ জ্ঞানও হতে পারে ; কিন্তু কারণ যাই হোক, তার কাজের ধারা দেখে মনে হচ্ছে সে চরম পরিস্থিতির জন্য তৈরী হচ্ছে। বাড়িটা ছেড়ে যাবার আগে আপত্তিকর সব কাগজপত্র সে নষ্ট করে ফেলল। তারপর নিজেকে

নিরাপদ মনে করে খুশির দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কিন্তু বিপদের আশংকা তখনও তার মন থেকে যায় নি, কারণ "আস্তানা"য় যাবার পথে সে বুড়ো শ্যাফটারের বাড়িতে ঢুকল। বাড়িতে ঢোকা তার নিষেধ ছিল। কিন্তু জানালায় টোকা দিতেই এটি বেরিয়ে এল। তার প্রেমিকের চোখ থেকে আইরিশ শয়তানির ঝিলিক মুছে গেছে। তার গম্ভীর মুখ দেখেই সে তার বিপদ অনুমান করল।

চেঁচিয়ে বলল, 'নিশ্চয় কিছু হয়েছে! হায় জ্যাক, তুমি নির্ঘাত বিপদে পড়েছ!'

'না, না, খুব খারাপ কিছু নয় প্রিয়ে। কিন্তু খারাপ হবার আগেই আমাদের এখান থেকে চলে যাওয়া ভাল।'

'চলে যাব!'

'একদিন তোমাকে কথা দিয়েছিলাম এখান থেকে চলে যাব। মনে হচ্ছে সে দিন আসন্ন। আজ রাতেই খবর পেয়েছি—খারাপ খবর—এবং বুঝতে পারছি যে বিপদ আসছে।'

'পুলিশ।'

'না, পিংকারটন। কিন্তু প্রিয়ে, সেটা যে কি জিনিস, বা আমাদের মত লোকের কাছে ওর অর্থ যে কি তা তুমি জান না। এব্যাপারে আমি অনেকটা জড়িয়ে পড়েছি, কিন্তু যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এর হাত থেকে বের হতে হবে। তুমি বলেছিলে, আমি গেলে তুমিও আমার সঙ্গে যাবে।'

'ও জ্যাক, তাহলেই তুমি বেঁচে যাবে।'

'এটি, কোন কোন ব্যাপারে আমি একটি সৎ লোক। পৃথিবীর বিনিময়েও তোমার সুন্দর মাথার একগাছি চুলও আমি নষ্ট করব না, অথবা মেঘের উপরে যে সোনার সিংহাসনে তোমাকে আমি সব সময় দেখি সেখান থেকে কোনদিন তোমাকে এক ইঞ্চি নীচে নামাব না। তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করবে?'

কোন কথা না বলে এটি তার হাতে হাত রাখল।

'তাহলে আমি যা বলি তাই শোন, আর যা করতে বলি তাই কর, কারণ সেটাই আমাদের একমাত্র পথ। এ উপত্যকায় এবার অনেক কিছু ঘটবে। সেটা আমি হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি। আমাদের অনেককেই যার যার পথ দেখতে হবে। অন্তত আমাকে তো দেখতে হবেই। আর দিনে বা রাতে যখনই আমি যাব, তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।'

'তোমার পরেই আমি যাব জ্যাক।'

'না না, তোমাকে আমার সঙ্গেই যেতে হবে। এই উপত্যকার পথ যদি আমার সামনে বন্ধ হয়ে যায় এবং আমি যদি ফিরে আসতে না পারি তাহলে তোমাকে এখানে ফেলে আমি যাব কেমন করে? তাছাড়া, তখন হয় তো পুলিশের ভয়ে আমাকে লুকিয়ে থাকতে হবে; সেক্ষেত্রে তোমার খবরই বা পাব কেমন করে? তাই আমার সঙ্গেই তোমাকে যেতে হবে। যেখান থেকে আমি এসেছি সেখানকার অনেক ভাল মেয়েমানুষকে আমি চিনি; যতদিন আমাদের বিয়ে না হয় ততদিন তাদের কাছে তোমাকে রেখে দেব। তুমি কি আসবে?'

'হ্যাঁ জ্যাক, যাব।'

'তুমি তো আমাকে বিশ্বাস করলে সেজন্য ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। এ বিশ্বাসের অমর্যাদা যদি আমি করি, তাহলে আমি যেন নরকের শয়তান হই। শোন এটি, শুধু একটি কথা তোমাকে লিখে জানাব, আর সেটা পেলেই সব কিছু ছেড়ে সোজা ডিপোর ওয়েটিং-হলে চলে যাবে এবং আমি না যাওয়া পর্যন্ত সেখানেই অপেক্ষা করবে।'

'দিনেই হোক আর রাতেই হোক, তোমার চিঠি পেলেই আমি যাব জ্যাক।'

পালাবার ব্যবস্থা করা গেল একথা ভেবে মনে খানিকটা স্বস্তি বোধ করে ম্যাকমুর্ডো "আস্তানা"য় চলে গেল। জমায়েত শুরু হয়ে গেছে। কাজেই সংকেত ও পাল্টা-সংকেতের ভিতর দিয়েই বাইরের ও ভিতরের সুরক্ষিত পাহারা ভেদ করে তাকে ভিতরে ঢুকতে হল। ঢুকতেই সকলে তাকে সানন্দে অভ্যর্থনা করল। লম্বা ঘরটা লোকে ভরে গেছে। তামাকের ধোঁয়ার কুণ্ডলির ভিতর দিয়ে তার চোখে পড়ল বডিমাস্টারের এলোমেলো কালো চুল, বলড্রইনের নিষ্ঠুর অমিত্রসুলভ মুখ, সেক্রেটারি হারয়্যাওয়ের শকুন-মুখ এবং "আস্তানা"র নেতৃস্থানীয় আরও ডজনখানেক মানুষ। যে সংবাদ নিয়ে সে এসেছে তা নিয়ে সকলেই আলোচনা করতে পারবে ভেবে তার মনটা খুশি হল।

সভাপতি চেঁচিয়ে বলল, 'তোমাকে দেখতে পেয়ে আমরা খুশি হলাম ভাই। এমন একটা বিষয় আমাদের সামনে আছে যার সুরাহা করতে সলোমনের মত বিচারক দরকার।'

সে আসন গ্রহণ করতেই পাশের একজন বুঝিয়ে বলল, 'ল্যাণ্ডার আর ইগানের কথা হচ্ছে। স্টাইলস্ টাউনে বুড়ো ক্র্যাবকে গুলি করবার জন্য "আস্তানা"র পক্ষ থেকে লোকটার মাথার উপর যে টাকাটা ঘোষণা করা হয়েছিল সে টাকাটা এরা দুজনই দাবী করছে। কিন্তু বুলেটটা আসলে কে ছুঁড়েছিল তা কে বলে দেবে?'

ম্যাকমুর্ডো উঠে দাঁড়িয়ে হাত তুলল। তার মুখের ভাব দেখে সকলের মনোযোগ সেখানে এসেই জমে গেল। প্রত্যাশায় চারদিক একেবারে চুপচাপ।

গম্ভীর গলায় সে বলল, 'পূজ্যপাদ প্রভু, জরুরি কথা আছে।'

ম্যাকগিন্টি বলল, 'ভাই ম্যাকমুর্ডো জরুরি কথা বলবার অগ্রাধিকার চাইছে। "আস্তানা"র নিয়ম অনুযায়ী এ দাবীকে মানতেই হবে। ঠিক আছে ভাই, আমরা তোমার কথা শুনতে প্রস্তুত।'

ম্যাকমুর্ডো পকেট থেকে চিঠিটা বের করল।

বলল, 'পূজ্যপাদ প্রভু ও ভাইসব, আজ আমি দুঃসংবাদ বহন করে এনেছি। তবে বিনা সতর্ক-বাণীতে সকলের অজ্ঞাতে আঘাত নেমে এসে আমাদের সকলকে ধ্বংস করে দেওয়ার চাইতে সে বিষয় অবহিত ও আলোচিত হওয়া অনেক ভাল। আমার কাছে সংবাদ এসেছে যে যুক্তরাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও ধনী প্রতিষ্ঠানগুলি আমাদের ধ্বংস করতে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, এবং এই মুহূর্তে জনৈক বাঁড এডোয়ার্ডস নামধারী পিংকারটন গোয়েন্দা এই উপত্যকায় এমন সব সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহের কাজে লিপ্ত আছে যার সাহায্যে আমাদের অনেকের গলায় ফাঁসির দড়ি ঝুলতে পারে এবং এই ঘরের প্রতিটি লোককে কয়েদির ঘরে পাঠাতে পারে। এই পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্যই আমি অগ্রাধিকার দাবী করেছি।'

সমস্ত ঘরে মৃত্যুর স্তব্ধতা নেমে এল। সে স্তব্ধতা ভাঙল সভাপতি।

সে প্রশ্ন করল, 'এর স্বপক্ষে তোমার কাছে কি প্রমাণ আছে ভাই ম্যাকমুর্ডো?'

ম্যাকমুর্ডো বলল, 'আমার হাতে এই যে চিঠিটা এসেছে তাতেই প্রমাণ রয়েছে।' চিঠির অংশটা সে জোরে জোরে পড়ল। 'এ চিঠির বিষয়ে আর কোন কথা প্রকাশ না করতে বা চিঠিটা আপনাদের হাতে না দিতে আমি সত্যবদ্ধ। কিন্তু আমি আপনাদের নিশ্চিত করে বলতে পারি যে "আস্তানা"র স্বার্থ ক্ষুণ্ন হতে পারে এমন আর কোন কথা চিঠিতে নেই। বিষয়টা যেভাবে আমার কাছে পৌঁচেছে সেইভাবেই আপনাদের সামনে রাখছি।'

একজন প্রবীণ ভাই বলল, 'সভাপতি মশাই, আমি বলছি; বার্ডি এডোয়ার্ডসের কথা আমিও শুনেছি; পিংকারটন সার্ভিসের সেরা লোক বলে তার খ্যাতি আছে।'

ম্যাকগিন্টি প্রশ্ন করল, 'কেউ তাকে চেন?'

ম্যাকমুর্ডো বলল, 'হ্যাঁ, আমি চিনি।'

সমস্ত হলটা বিস্ময়ে গুনগুন করে উঠল।

মুখের উপর একটা গর্বের হাসি ফুটিয়ে সে বলতে লাগল, 'আমার বিশ্বাস সে আমাদের হাতের মুঠোর মধ্যেই রয়েছে। আমরা যদি বুদ্ধির সঙ্গে দ্রুত কাজ করতে পারি তাহলে ব্যাপারটা সহজ হবে। আপনাদের আস্থা ও সহায়তা পেলে আমাদের ভয় পাবার কিছু নেই।'

'আমাদের ভয় পাবার কি আছে? আমাদের ব্যাপার সে কিই বা জানতে পারে?'

'দেখুন কাউন্সিলার, সকলেই যদি আপনার মত একনিষ্ঠ হত তাহলে একথা আপনি বলতে পারতেন। কিন্তু এই লোকটির পিছনে রয়েছে পুঁজিবাদীদের কোটি কোটি ডলার। আপনি কি মনে করেন আমাদের "আস্তানা"গুলোর মধ্যে এমন কোন দুর্বল লোক নেই যাকে ডলার দিয়ে কেনা যায়? সেই সব গোপন খবর ফাঁস করে দেবে—হয় তো এর মধ্যে ফাঁস করে দিয়েছে। প্রতিকারের একটিমাত্র পথই আছে।'

'কোনদিন সে এই উপত্যকা ছেড়ে যেতে পারবে না,' বল্ডুইন বলে উঠল।

ম্যাকমুর্ডো মাথা নাড়ল।

বলল, 'ঠিক বলেছ ভাই বল্ডুইন। আমাদের দুজনের মধ্যে অনেক মতানৈক্য আছে, কিন্তু আজ রাতে তুমি ঠিক কথাটি বলেছ।'

'তাহলে সে কোথায় আছে? তাকে আমরা চিনব কেমন করে?'

ম্যাকমুর্ডো সাগ্রহে বলল, 'পূজ্যপাদ প্রভু, আমি আপনাকে বলতে চাই, "আস্তানা"র এই প্রকাশ্য সভায় এরকম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা করা ঠিক নয়। ঈশ্বর না করুন, এখানে যদি আমি কারও উপর সন্দেহের কথা বলি, আর সে লোকটা যদি ঘুণাক্ষরেও সেকথা জানতে পারে, তাহলে তাকে কব্জা করার আর কোন সুযোগই থাকবে না। তাই "আস্তানা"র কাছে আমার আবেদন, সভাপতি মশাই আপনি নিজে, ভাই বল্ডুইন ও অপর পাঁচজনকে নিয়ে একটি ট্রাস্টি কমিটি গঠন করা হোক। তাহলেই আমি যা জানি এবং যা আমি করণীয় বলে মনে করি সে সম্পর্কে খোলা-খুলিভাবে কথা বলতে পারি।'

এ প্রস্তাব সঙ্গে সঙ্গে গৃহীত হল এবং কমিটিও মনোনীত হল। সভাপতি ও বল্ডুইন ছাড়া কমিটিতে থাকল শকুন-মুখো সেক্রেটারি হ্যারয়্যাওয়ে, পাশবিক যুবক খুনী বাঘা করম্যাক, খাজাঞ্চি কার্টার এবং নির্ভীক ও বেপরোয়া উইলাবি ভ্রাতৃদ্বয়।

"আস্তানা"র স্বাভাবিক হৈ-হুল্লোড় খুব সংক্ষেপে ও ঢিলেঢালাভাবে শেষ হল। সকলেরই মনের উপর একটা মেঘ নেমে এসেছে। অনেকেই এই প্রথম বুঝতে পারল, যে শান্ত আকাশের নীচে তারা এতকাল বাস করে এসেছে, সেখানে এবার বিচার নেমে আসছে প্রতিশোধের মেঘ হয়ে। যে

সন্ত্রাসকে তারা এতকাল অপরের মধ্যে ছড়িয়ে এসেছে সেটা তাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে এমনভাবে মিশে গিয়েছিল যে পাল্টা আঘাতের কথা তারা কোনদিনই ভাবে নি। তাই সে আঘাত এখন একেবারে মাথার উপরে উদ্যত হওয়ায় তারা খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছে। সকাল সকাল জমায়েত ভেঙে দিয়ে তারা চলে গেল। সভা করতে সেখানে রয়ে গেল শুধু নেতারা।

সাতটি মানুষ যার যার আসনে স্তব্ধ হয়ে বসল। অন্য সকলে চলে গেলে ম্যাকগিগিন্ট বলল, 'এবার ম্যাকমুর্ডো।'

ম্যাকমুর্ডো কথা বলল, 'এইমাত্র বলেছি যে বাঁড়ি এডোয়ার্ডসকে আমি চিনি। বলাই বাহুল্য যে ঐ নামে সে এখানে চলাফেরা করে না। সে যে সাহসী সেটা নিঃসন্দেহ, কিন্তু সে পাগল নয়। এখানে তার পরিচয় স্টিভ উইলসন নামে, থাকে "হবসন'স প্যাচ"-এ।'

'তুমি কেমন করে জানলে?'

'যেহেতু তার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। তখন একথা মনে হয় নি, বা এ চিঠিটা না পেলে এখনও মনে হত না; কিন্তু এখন আমি নিশ্চিত যে এই সে লোক। বুধবারে যখন কাজে গিয়েছিলাম তখন গাড়িতে তার সঙ্গে দেখা হয়। সে জানায়, সে একজন সাংবাদিক। তখন আমি সেকথা বিশ্বাস করেছিলাম। "নিউ ইয়র্ক প্রেস"-এর জন্য সে স্কাউরারদের সম্পর্কে এবং তথাকথিত আক্রমণ সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে চাইল। তার কাগজের জন্য সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সে আমাকে নানা রকম প্রশ্ন করতে লাগল। বুঝতেই পারছেন, আমি কিছুই বলি নি। সে বলল, "এজন্য টাকা দেব এবং ভাল টাকা।" তাকে খুশি করবার জন্য আমি অনেক কিছু বললাম, আর সে আমার হাতে একটা কুড়ি ডলারের বিল তুলে দিল। তারপর বলল, "আমি যা চাই তা জানাতে পারলে এর দশগুণ পাবে।"

'তুমি তাকে কি বলেছ?'

'আজে-বাজে যা মনে এসেছে।'

'সে যে সংবাদপত্রের লোক নয় তা বুঝলে কেমন করে?'

'বলছি। সে "হবসন'স প্যাচ"-এ নেমে গেল। আমিও নামলাম। ঘটনাক্রমে টেলিগ্রাফ বুরো থেকে সে বেরিয়ে গেল আর আমিও ঢুকলাম।

'সে চলে গেলে অপারেটর বলল, "দেখুন, দেখুন, আমার তো মনে হয় এর জন্য দ্বিগুণ মাশুল নেওয়া উচিত।" আমি বললাম, "আমারও তাই মনে হচ্ছে। লোকটি এমনভাবে ফর্মটা পূরণ করেছে যে আমাদের মনে হল সেগুলো চীনা ভাষাও হতে পারে।" কেরাণীটি বলল, "প্রত্যেকদিনই সে এইরকম একখানা করে কাগজ ছাড়ে।" আমি বললাম, "ঠিক, এটা তার সংবাদপত্রের জন্য পাঠানো বিশেষ খবর; পাছে অন্য কেউ খবরটা মেরে দেয় তাই সে খুব সতর্কতার সঙ্গে পাঠায়।" তখন অপারেটারের এই কথাই মনে হয়েছিল এবং আমিও তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু এখন আমি অন্য কথা ভাবছি।'

ম্যাকগিগিন্ট বলল, 'ঈশ্বরের দিব্যি, আমারও মনে হচ্ছে তোমার কথাই ঠিক। কিন্তু এব্যাপারে আমাদের কি করা উচিত বলে তুমি মনে কর?'

একজন বলে উঠল, 'এখনই গিয়ে তাকে সাবাড় করে দেই না কেন?'

'ঠিক, যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভাল।'

ম্যাকমুর্ডো বলল, 'কোথায় তাকে পাওয়া যাবে জানতে পারলে এই মুহূর্তেই আমি রওনা হতে চাই। সে "হবসন'স প্যাচ"-এ থাকে কিন্তু বাড়িটা আমি চিনি না। অবশ্য আপনারা যদি আমার পরামর্শ শোনেন, তাহলে আমার মাথায় একটা ফন্দি আছে।'

'বেশ তো, বলে ফেল।'

'কাল সকালে আমি "প্যাচ"-এ যাব। অপারেটারের সাহায্যে তাকে খুঁজে নেব। মনে হয়, সে তার হদিস দিতে পারবে। তারপর তাকে বলব যে আমি নিজেও একজন ফ্রীম্যান। টাকা নিয়ে "আস্তানা"র সব খবর তাকে বলে দিতে চাইব। আমি নিশ্চিত, তাতেই সে কাত হবে। তাকে বলব, কাগজপত্র সব আমার বাড়িতে আছে, কিন্তু লোকজন থাকতে তাকে নিয়ে সেখানে গেলে আমার জীবন বিপন্ন হবে। কাজেই সে যেন রাত দশটায় আমার কাছে যায়, তখনই সব কিছু দেখতে পাবে। এর পরে সে নির্ঘাৎ আসবে।'

'তারপর?'

'তার পরের ব্যবস্থা আপনারা করবেন। বিধবা ম্যাকনামারার বাড়িটা নির্জন। সে ইস্পাতের মত সৎ, আর একটা থামের মত নির্বাক। বাড়িতে থাকি শুধু স্ক্যানলান ও আমি। সে যদি আমার কথামত কাজ করতে রাজি হয়—সেকথা আপনাদের আমি আগেই জানিয়ে দেব—তাহলে ন'টার মধ্যেই আপনারা সাতজনই সেখানে হাজির থাকবেন। নিশ্চয় সে ফাঁদে পা দেবে। তারপরেও যদি সে জীবন নিয়ে ফিরে যায়—তাহলে বাঁড়ি এডোয়ার্ডসের ভাগ্যের কথা সে জীবনভোর বলে বেড়াতে পারবে।'

ম্যাকগিগিন্ট বলল, 'পিংকারটনদের দলে একটা সদস্যপদ শূন্য হবে, নইলে সবই ভুল। তাহলে ওই কথাই রইল

ম্যাকমুর্ডো। কাল ন'টায় আমরা তোমার ওখানে যাচ্ছি। তুমি তার পিছনে একবার দরজাটা বন্ধ করে দিও, আর বাকিটা ছেড়ে দিও আমাদের হাতে।'

বার্ডি এডোয়ার্ডসের ফাঁদ

ম্যাকমুর্ডো ঠিকই বলেছিল, যে বাড়িটায় সে থাকে সেটা খুবই নির্জন এবং যে কাজের মতলব তারা এঁটেছে তার পক্ষে খুব উপযোগী। বাড়িটা শহরের একেবারে শেষ প্রান্তে রাস্তা থেকে বেশ কিছুটা ভিতরে অবস্থিত। অন্য কারও বেলায় ষড়যন্ত্রকারীরা সোজা লোকটাকে ডেকে এনে পিস্তলের গুলিগুলো তার শরীরে ঝেড়ে দিত ; এমন তারা অনেকবার করেছে। কিন্তু এক্ষেত্রে লোকটা কতদূর কি জেনেছে, কেমন করে জেনেছে এবং নিয়োগকর্তাদেরই বা কতটা জানিয়েছে, এসব কথাই তার কাছ থেকে বের করা একান্ত দরকার। এমন তো হতেই পারে যে ইতিমধ্যেই দেরী হয়ে গেছে এবং কাজ যা করবার তাও করা হয়ে গেছে। তা যদি হয়ে থাকে তাহলে তো লোকটার উপরে শুধু প্রতিশোধ নেওয়াই হবে। কিন্তু তারা আশা করছে যে গোয়েন্দাপ্রবর এখনও গুরুতর কিছু জানতে পারে নি ; কারণ তা না হলে ম্যাকমুর্ডো তাকে যৎসামান্য বাজে খবর যা সরবরাহ করেছে সেগুলো লিখে পাঠাবার ঝামেলা সে পোয়াত না। যাই হোক, এসবই তার মুখ থেকে জানা দরকার। একবার কব্জা করতে পারলে যেমন করে হোক তার মুখ খোলাতেই হবে। অনিচ্ছুক সাক্ষীকে নিয়ে এই তারা প্রথম নাড়াচাড়া করছে না।

কথামতই ম্যাকমুর্ডো "হবসন'স প্যাচ"-এ গেল। সেদিন সকালে পুলিশ তার উপরে কড়া নজর রাখল এবং ক্যাপ্টেন মারভিন—যার সঙ্গে শিকাগোতে তার পূর্ব পরিচয় ছিল—ডিপোতে অপেক্ষা করার সময় তাকে ডেকেওছিল। সে কোন কথা না বলে চলে এসেছে। কাজ সেরে বিকেলে ফিরে এসে ইউনিয়ন হাউসে ম্যাকগিন্টির সঙ্গে দেখা করল।

বলল, 'সে আসছে।'

'খুব ভাল', ম্যাকগিন্টি বলল। দৈত্যটির পরনে শার্টস্লিভ, মস্ত বড় ওয়েস্টকোটের ফাঁক দিয়ে চেন ও সিলগুলো ঝকঝক করছে, এবং দাঁড়ির ফাঁক দিয়ে একটা হীরে ঝিকমিক করছে। পানশালা চালিয়ে ও রাজনীতি করে কর্তা বেশ ধনী ও শক্তিমান হয়ে উঠেছে। ফলে গত রাতে তার চোখের সামনে কারাগার বা ফাঁসির দড়ির যে ছবি ফুটে উঠেছে সেটা আরও ভয়ংকর মনে হচ্ছে।

উদ্বেগের সঙ্গে সে বলল, 'তোমার কি মনে হয় সে অনেক কিছু জেনেছে ?'

ম্যাকমুর্ডো গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল।

'বেশ কিছুদিন হল সে এখানে এসেছে অন্তত ছ' সপ্তাহ হল। আমার তো মনে হয় শুধু হালচাল বুঝতেই সে এখানে আসে নি। রেলরোড-এর টাকার জোরে এতদিন ধরে যদি সে আমাদের মধ্যে থেকে কাজ চালিয়ে থাকে তাহলে তো আমার মনে হয় সে ভাল ফসলই কেটেছে এবং সেগুলো পাঠিয়েও দিয়েছে।'

ম্যাকগিন্টি চীৎকার করে উঠল, 'না, "আস্তানা"য় একটিও দুর্বল লোক নেই। প্রত্যেকেই ইস্পাতের মত কঠিন। তবে হ্যাঁ, ঈশ্বর জানেন ঐ ঘৃণিত জীব মরিস আছে। তাকে কেমন মনে কর ? কেউ যদি আমাদের ফাঁসিয়ে থাকে তবে সে ঐ লোকটা। ভাবছি সন্ধ্যার আগেই কয়েকটা বাচ্চুকে পাঠাব যাতে ঠেঙিয়ে তার কাছ থেকে কোন কথা আদায় করতে পারে।'

ম্যাকমুর্ডো বলল, 'তাতে অবশ্য ক্ষতি কিছু নেই। অস্বীকার করি না যে মরিসকে আমি পছন্দ করি এবং তার কোনরকম ক্ষতি হলে আমি দুঃখিত হব। "আস্তানা"র ব্যাপার নিয়ে দু'একবার সে আমার সঙ্গে কথাবার্তাও বলেছে। আপনার বা আমার মত করে সে হয় তো ব্যাপারগুলোকে দেখে না, তবু তাকে মুখ-পাতলা লোক বলে মনে হয় না। সে যাই হোক, আপনাদের কথার মধ্যে আমি থাকতে চাই না।'

ম্যাকগিন্টি দিব্যি গেলে বলে উঠল, 'বুড়ো শয়তানকে আমি ঢিট্ করবই। গত এক বছর ধরে আমি তার উপর নজর রেখেছি।'

ম্যাকমুর্ডো বলল, 'দেখুন এ ব্যাপারে আপনি যা ভাল বুঝবেন তাই করবেন। কিন্তু যাই করুন আগামীকাল করবেন কারণ এই পিংকারটন-ঝামেলাটা না মেটা পর্যন্ত আমাদের চুপচাপ থাকতে হবে অন্তত আজকের দিনটা আমরা পুলিশের মৌ-চাকে ঢিল ছুঁড়তে পারি না।'

ম্যাকগিন্টি বলল, 'ঠিক কথাই বলেছ। তাছাড়া তার হৃৎপিণ্ডটা উপড়ে নেবার আগে বার্ডি এডোয়ার্ডসের কাছ থেকেও জেনে নিতে পারব সব খবরাখবর সে কার কাছ থেকে পেয়েছে। সে কি আমাদের ফাঁদের গন্ধ পেয়েছে ?'

ম্যাকমুর্ডো হেসে উঠল।

বলল, 'মোক্ষম জায়গায় তাকে ধরেছি বলেই তো মনে হয়। স্কাউরারদের খোঁজ পেলে সে তাদের আস্তায় যেতেও

www.boiRboi.net
boiRboi.net

রাজি। আমি তার টাকা নিয়েছি—' ম্যাকমুর্ডো দাঁত বের করে একতাড়া ডলার-নোট বের করল—'আর কাগজপত্র দেখাবার পরে আরও পাবে।'

'কোন্ কাগজপত্র?'

'আরে কাগজপত্র কিছুই নেই। আমি তাকে ধাপ্পা দিয়ে গঠনতন্ত্র, নিয়মাবলী ও সদস্য-ফর্মের কথা বলেছি। যাবার আগে সে সব কিছু জেনে নিতে চায়।'

ম্যাকগিণ্টি কঠিন কণ্ঠে বলল, 'তাহলে সে ঠিকই সেখানে যাবে। কাগজপত্র সব তাকে সেখানে পৌঁছে দিলে না কেন, একথা জিজ্ঞাসা করে নি?'

'বলেন কি? আমি একটি সন্দেহজনক লোক না? সব কাগজপত্র কি আমি সঙ্গে নিয়ে বেড়াব? আজই ক্যাপ্টেন মারভিন ডিপোতে আমার সঙ্গে কথা বলে নি?'

ম্যাকগিণ্টি বলল, 'ঠিক, সেকথাও শুনেছি। মনে হচ্ছে এ কাজের ভারি দিকটা তোমার ঘাড়েই চাপবে। তাকে মেরে একটা পুরনো খাদের নীচে অনায়াসেই ফেলে দিতে পারি। কিন্তু যাই করি না কেন, "হবসন'স প্যাচ"-এ যে লোকটা থাকে তাকে তো এড়িয়ে যেতে পারব না. আর তুমিও আজ সেখানেই থাকবে।'

ম্যাকমুর্ডো কাঁধ ঝাঁকুনি দিল।

বলল 'কাজটা ঠিক মত করতে পারলে তারা কিছুতেই খুন প্রমাণ করতে পারবে না। অন্ধকারে সে যখন বাড়িতে ঢুকবে কেউ তাকে দেখতে পাবে না, আর ফিরে যেতেও কেউ দেখবে না। দেখুন কাউন্সিলার, আমার ফন্দিটা আপনাকে বলছি, সেইভাবে আপনারা সব ব্যবস্থা করবেন। আপনারা সময় মত হাজির হবেন। সে দশটায় আসবে। তিনবার টোকা দেবে আর আমি তাকে দরজা খুলে দেব। তারপর তার পিছনে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দেব। ব্যাস, সে তখন আমাদের হাতের মধ্যে।'

'এ তো বেশ সহজ, সরল।'

'তাই। কিন্তু তার পরের কথাটাই ভাববার। সে বড় কঠিন ঠাঁই। সব সময় সশস্ত্র হয়ে চলে। আমি তাকে ধোঁকা দিলেও সে বেশ তৈরী হয়েই আসবে। ভেবে দেখুন, ঘরে ঢুকেই সে সাতটি লোককে দেখতে পাবে, অথচ সে আশা করবে মাত্র আমাকে। সঙ্গে সঙ্গে সে গুলি চালাবে এবং কেউ না কেউ আহত হবে।'

'তা হতে পারে।'

'আর সেই গোলমাল শুনে শহরের সব পুলিশ হাজির হবে।'

'মনে হচ্ছে তুমি ঠিকই বলেছ।'

'আমি কিন্তু এইভাবে কাজটা করতে চাই। আপনারা সকলে বড় ঘরটায় থাকবেন—যে ঘরে বসে আপনার সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল। আমি তাকে দরজা খুলে দেব, দরজার পাশের ঘরে তাকে বসিয়ে কাগজপত্র আনতে চলে যাব। সেই সুযোগে পরিস্থিতিটা আপনাদের জানিয়ে দেব। তারপর কিছু নকল কাগজপত্র নিয়ে তাকে দেব। সে যখন কাগজগুলো পড়তে থাকবে তখন লাফ দিয়ে পড়ে তার হাত চেপে ধরব যাতে সে পিস্তল বের করতে না পারে। তখন আমার ডাক শুনে আপনারা দ্রুত সে ঘরে ঢুকবেন। আপনারা যত তাড়াতাড়ি আসতে পারবেন ততই ভাল, কারণ সেও আমার মতই জোয়ান লোক এবং আমাকেও বেকায়দায় ফেলতে পারে। তবে যেমন করে পারি আপনারা আসা পর্যন্ত তাকে ধরে রাখবই।'

ম্যাকগিণ্টি বলল, 'ফন্দিটা খুব ভাল। "আন্তানা" এজন্য তোমার কাছে ঋণী থাকবে। মনে হচ্ছে, আমি যখন সভাপতির পদ ছেড়ে যাব তখন আমার জায়গায় কে আসবে তার নামটা আমি বলে যেতে পারব।'

ম্যাকমুর্ডো বলল, 'নিশ্চয় কাউন্সিলার, আমি তো একজন নতুন সদস্য মাত্র।' কিন্তু এই মহাপুরুষটির প্রশংসা-বাণীর বিষয়ে সে আসলে কি ভাবল সেটা তার মুখ দেখেই বোঝা গেল।

বাড়ি ফিরে আসন্ন সংকট-সন্ধ্যার জন্য সে নিজেকে প্রস্তুত করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। প্রথমেই তার "স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসন" রিভলবারটাকে পরিষ্কার করল, তেল দিল এবং তাতে গুলি ভরল। তারপর যে ঘরে গোয়েন্দাটিকে ফাঁদে ফেলা হবে সেটাকে ভাল করে পর্যবেক্ষণ করল। ঘরটা বেশ বড়। মাঝখানে একটা লম্বা টেবিল। এককোণে একটা স্টোভ। অপর দুটি দিকেই জানালা আছে। জানালায় কোন খড়খড়ি নেই—শুধু হাল্কা পর্দা ঝোলানো। সবকিছু মনোযোগ সহকারে দেখল। এরকম একটা গোপনীয় কাজের পক্ষে ঘরটা যে বড়ই খোলামেলা এটা সে নিশ্চয়ই বুঝতে পারল। তবে ঘরটা রাস্তা থেকে অনেকটা দূরে হওয়ায় তাতে কিছু যায়-আসে না। সবশেষে, সহ-বাসিন্দার সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করল। স্ক্যানলান নিজে স্কাউরার হলেও ছোটখাটো নিরুপদ্রব মানুষটি এতই দুর্বল প্রকৃতির যে কখনও সহকর্মীদের মতামতের বিরুদ্ধে যেতে পারে না। বরং মাঝে মাঝে যেসব খুনোখুনির কাজে তাকে বাধ্য হয়ে যোগ দিতে হয় সেগুলিকে সে অত্যন্ত ভয়ের চোখে দেখে। ম্যাকমুর্ডো অল্প কথায় তাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল।

'মাইক স্ক্যানলান, আমি যদি তুমি হতাম তাহলে আজ

রাতের মত ছুটি নিয়ে এ ব্যাপারে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে যেতাম। সকালের আগেই এখানে খুন-খারাপি শুরু হবে।'

স্ক্যানলান বলল, 'ঠিকই বলেছ। ইচ্ছার অভাব নয়, আমার মনের জোরেরই অভাব। ঐ কয়লাখনির ম্যানেজার ডানকে যখন খুন হতে দেখেছিলাম তখন সে দৃশ্য আমি সহ্য করতে পারি নি। তোমার বা ম্যাকগিণ্টির মত আমি এসব কাজের উপযুক্ত নয়। "আস্তানা" যদি খারাপ ভাবে না নেয়, তাহলে তোমার পরামর্শ মতই আমি চলব এবং আজ রাতের মত এখান থেকে চলে যাব।'

ব্যবস্থা মতই সকলে এসে হাজির হল। বাইরে থেকে দেখতে সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সুন্দর পোশাক পরিচ্ছদ, কিন্তু তাদের মুখ দেখলেই বোঝা যায় ঐ সব নির্মম মুখ আর অনুতাপহীন চোখে যা লেখা আছে তাতে বাড়ি এডোয়ার্ডসের জীবনের কোন আশাই নেই। ঘরে এমন একটি লোকও নেই যার হাত এর আগে ডজনখানেক করে রক্তে লাল হয় নি। কসাই যেমন নির্মম চিত্তে ছাগল জবাই করে এরাও তেমনি নির্মমভাবে মানুষ খুন করে। কি চেহারায় আর কি পাপকর্মে এদের মধ্যে সেরা হল দুর্ধর্ষ কর্তা স্বয়ং। সেক্রেটারি হ্যারয়্যাওয়ে ঢ্যাঙা নিষ্ঠুর লোক, লম্বা অস্থিসার গলা আর টলটলে হাত-পা সংঘের টাকা পয়সার ব্যাপারে সব রকম দুর্নীতির ঊর্ধ্বে কিন্তু তার বাইরে কোন রকম ন্যায় বা নীতির ধার ধারে না। খাজাঞ্চি কার্টার মাঝবয়েসী লোক, কিছুটা উদাসীন ও বিরক্ত মুখ আর হলদে কাগজের মত চামড়া। লোকটি দক্ষ সংগঠক, আর প্রতিটি আক্রমণের প্রায় সব খুঁটিনাটি ব্যবস্থাই তার ষড়যন্ত্রকারী মস্তিষ্ক থেকে উদ্ভূত। উইলাবি ভাই দুটি আসল কাজের লোক, অল্প বয়স, সংকল্পে দৃঢ় মুখমণ্ডল। আর তাদের সঙ্গী বাঘা করম্যাকের যেমন ভারী কালো চেহারা, তেমনি তার হিংস্র প্রকৃতির জন্য সহকর্মীরা পর্যন্ত তাকে ভয় করে চলে; সেদিন রাতে পিংকারটন গোয়েন্দাকে হত্যা করবার জন্য এই লোক-গুলো ম্যাকমুর্ডোর ঘরে জমায়েত হল।

ম্যাকমুর্ডো টেবিলে হুইস্কি সাজিয়ে দিল। কাজে হাত দেবার আগে সকলেই তাড়াতাড়ি চাঙ্গা হয়ে নিল। বল্ডুইন ও করম্যাক প্রায় আধা মাতাল হয়ে পড়ল; মদের ঝোঁকে ভিতরকার হিংস্রতা যেন ফুটে বেরুতে লাগল। বসন্ত কালের রাত এখনও বেশ ঠাণ্ডা; করম্যাক জ্বলন্ত স্টোভের উপর হাত দুটো রাখল।

দিব্যি গেলে সে বলে উঠল, 'এতেই হবে।'

তার অর্থ বুঝতে পেরে বল্ডুইন বলল, 'ওটার সঙ্গে কসে বাঁধতে পারলেই তার মুখ থেকে সব কথা বের করা যাবে।'

ম্যাকমুর্ডো বলল, 'কোন চিন্তা নেই, কথা ঠিকই বের করব।' লোকটির মনোবল ইস্পাত-কঠিন। আসন্ন কর্ম-কাণ্ডের পুরো বোঝাটাই তার ঘাড়ে, অথচ চাল-চলনে কেমন শান্ত অবিচলিত। সেটা লক্ষ্য করে সকলেই তার প্রশংসা করতে লাগল।

তার কথায় সায় দিয়ে কর্তা বলল, 'তুমিই তাকে শায়েস্তা করতে পারবে। তুমি যতক্ষণ তার গলা টিপে না ধরছ ততক্ষণ ঘুণাক্ষরেও কিছু যেন বুঝতে না পারে। বড়ই দুঃখের বিষয় যে তোমার জানালায় খড়খড়ি নেই।'

ম্যাকমুর্ডো সব ক'টা জানালার কাছে গিয়ে পর্দাগুলো টান-টান করে নামিয়ে দিল।

'এখন নিশ্চয় কেউ কিছু দেখতে পাবে না। সময়ও হয়ে এসেছে।'

সেক্রেটারি বলল, 'হয় তো সে আসবেই না। হয় তো বিপদের আভাষ পেয়ে গেছে।'

ম্যাকমুর্ডো জবাবে বলল, 'ভয় করবেন না, সে আসবেই। তাকে দেখতে আপনারা যতখানি ব্যগ্র, সেও এখানে আসতে ততখানি ব্যগ্র। ওই শুনুন।'

সকলেই মোমের পুতুলের মত চুপ হয়ে গেল। কারও কারও হাতের গ্লাস ঠোঁটের কাছেই থেমে গেল। দরজায় সশব্দে তিনটে টোকা পড়ল।

'চুপ!'

ম্যাকমুর্ডো সতর্কতার ভঙ্গীতে হাতটা তুলল। সকলেরই চোখে খুশির বিদ্যুৎ খেলে গেল। যার যার হাত পড়ল লুকানো অস্ত্রের উপর।

'যদি বাঁচতে চান, একটি কথা নয়', নীচু গলায় কথাগুলি বলে—ম্যাকমুর্ডো ঘর থেকে চলে গেল। যাবার আগে দরজাটা ভাল করে টেনে দিয়ে গেল।

কান খাড়া করে খুনীরা অপেক্ষা করতে লাগল। গুণতে লাগল সহকর্মীর প্রতিটি পদক্ষেপের শব্দ। শুনতে পেল, সে বাইরের দরজাটা খুলছে। সম্ভাষণের কয়েকটা কথাও শোনা গেল। তারপর শুনতে পেল ঘরের মধ্যে একটা বিচিত্র পায়ের শব্দ ও একটি অপরিচিত কণ্ঠস্বর। মুহূর্তকাল পরে ভেসে এল সজোরে দরজা বন্ধ করার ও তালায় চাবি ঘোরাবার শব্দ। শিকার ফাঁদে পড়েছে। বাঘা করম্যাক ভয়ংকরভাবে হেসে উঠল, আর সঙ্গে সঙ্গে কর্তা ম্যাকগিণ্টি তার মস্ত বড় থাবা দিয়ে করম্যাকের মুখ চেপে ধরল।

ফিস ফিস করে বলল, 'চুপ কর, বোকা কোথাকার! তুমিই সব ভেস্তে দেবে দেখছি।'

পাশের ঘরে কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। তার যেন শেষ

নেই। তারপর দরজা খুলে দেখা দিল ম্যাকমুর্ডো একটা আঙুল ঠোঁটের উপর রেখে।

টেবিলের একেবারে শেষ প্রান্তে গিয়ে সে সকলের দিকে তাকাতে লাগল। তার মুখে একটা সূক্ষ্ম পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। চাল-চলন দেখে মনে হচ্ছে সে একটা মহৎ কাজ করতে চলেছে। মুখে ফুটে উঠেছে পাথরের দৃঢ়তা। তীব্র উত্তেজনায় চশমার ভিতর দিয়ে চোখ দুটি জ্বলছে। সে হয়ে উঠেছে এক সুস্পষ্ট নায়ক। সকলে গভীর আগ্রহে তার দিকে চেয়ে আছে, কিন্তু সে একটি কথাও বলছে না। তখনও সেই একই অদ্ভুত দৃষ্টিতে সকলকে একে একে দেখছে।

শেষ পর্যন্ত কর্তা ম্যাকগিন্টিই চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আরে, সে কি এখানে আছে? বাঁড়ি এডোয়ার্ডস কি এখানে?'

ম্যাকমুর্ডো ধীরে ধীরে জবাব দিল, "হ্যাঁ, বাঁড়ি এডোয়ার্ডস এখানেই আছে। আমিই বাঁড়ি এডোয়ার্ডস।'

এই সংক্ষিপ্ত কয়েকটি কথার পরে সারা ঘরে এমন নিরিড় স্তব্ধতা নেমে এল যে মনে হল ঘরটা বুঝি জনশূন্য। স্টোভের উপর বসানো কেটলিটার শব্দ বেড়ে গিয়ে যেন কানে বাজতে লাগল। যে লোকটি তাদের সকলের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করেছে তার দিকে তাকিয়ে সাতটা ফ্যাকাসে মুখ আতংকে যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। পরক্ষণেই জানালার ঝোলানো পর্দাগুলো ছিঁড়ে ফেলে ঝনঝনাৎ শব্দে তার কাঁচ ভেঙে প্রতিটি জানালার ভিতর দিয়ে একটা করে রাইফেলের নল ঝিকমিকিয়ে উঠল। তাই না দেখে কর্তা ম্যাকগিন্টি আহত ভালুকের মত গর্জে উঠে আধ-খোলা দরজার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সেখানেও তার মোকাবিলা করল একটা তাক-করা রিভলবার; তার পিছনে ঝিকমিক করছে কোল অ্যান্ড আয়রণ পুলিশের ক্যাপ্টেন মারভিনের দুটি তীক্ষ্ণ নীল চোখ। কর্তা কুঁকড়ে পিছিয়ে গিয়ে তার চেয়ারেই বসে পড়ল।

ম্যাকমুর্ডো নামে পরিচিত লোকটি বলে উঠল, 'ওখানেই তুমি নিরাপদ কাউন্সিলার। আর তুমি বল্ডুইন বন্দুকের উপর থেকে হাতটা না তুললে তুমি শুধু ফাঁসিওয়ালাকেই ফাঁকি দিতে পারবে। হাত বের কর, নইলে সৃষ্টিকর্তা প্রভুর নামে—ঠিক আছে, ওতেই হবে। চল্লিশটি সশস্ত্র লোক বাড়িটাকে ঘিরে রেখেছে; কাজেই হিসেব করলেই বুঝতে পারবে তোমাদের অবস্থাটা কি। মারভিন, ওদের বন্দুকগুলো নিয়ে নাও।'

এতগুলো বন্দুকের সামনে বাধা দেবার কোন প্রশ্নই দেখা দিল না। সকলকেই নিরস্ত্র করা হল। বিস্মিত, বিচলিত, ভীরুর মত তারা টেবিলের চারধারেই বসে রইল।

যে লোকটি তাদের ফাঁদে ফেলেছে সে বলতে লাগল, 'ছাড়াছাড়ি হবার আগে তোমাদের একটা কথা বলতে চাই। মনে হচ্ছে, আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াবার আগে তোমাদের সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না। ততদিন পর্যন্ত ভাল করে ভেবে দেখবার জন্য তোমাদের কিছু বলব। এবার তো বুঝতে পেরেছ আমি কে। তাই এখন সব কথাই খুলে বলতে পারি। আমিই পিংকারটন দলের বাঁড়ি এডোয়ার্ডস। তোমাদের দলটাকে ভাঙবার জন্য আমাকে মনোনীত করা হয়। খুবই বিপজ্জনক এক শক্ত খেলায় আমি নেমেছিলাম। আমার নিয়োগকর্তারা এবং এই ক্যাপ্টেন মারভিন ছাড়া আর একটি প্রাণীও, এমন কি আমার নিকটতম ও প্রিয়তম জনরাও জানত না যে আমি এ খেলায় নেমেছি। কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আজ খেলা শেষ হয়েছে এবং আমিই জিতেছি।'

সাতটি বিবর্ণ কঠিন মুখ তার দিকে তাকাল। তাদের চোখে ফুটে উঠল অনপসরণীয় ঘৃণা। সে নির্মম ভীতির অর্থ সে বুঝতে পারল।

'তোমরা হয় তো মনে করছ, খেলা এখনও শেষ হয় নি। দেখ, সে ঝুঁকি আমি নিচ্ছি। তোমাদের মধ্যে অনেকেরই আর কিছু করার থাকবে না। তোমরা ছাড়া আরও ষাট জনও আজ রাতেই জেলের ঘর দেখতে পাবে। আজ বলছি, একাজ হাতে নেবার সময় আমি ভাবতে পারি নি যে তোমাদের মত এরকম একটা সমিতি কোথাও থাকতে পারে। আমি ভেবেছিলাম, এ-সবই খবরের কাগজের রটনা, আর আমি সেটাই প্রমাণ করে দেব। তারাই আমাকে বলে দিয়েছিলেন যে আমাকে "ফ্রীম্যান"দের মোকাবিলা করতে হবে। তাই আমি শিকাগো চলে যাই এবং "ফ্রীম্যান" সমিতির সভ্য হই। তখন আমি আরও নিশ্চিন্ত হলাম যে এসবই কাগজের রটনা, কারণ শিকাগোর সমিতিতে আমি খারাপ কিছুর বদলে বরং অনেক কিছু ভালই দেখলাম। যাই হোক, আমার কাজ তো শেষ করতে হবেই, তাই কয়লা-খনি উপত্যকায় চলে এলাম। এখানে পৌঁছে বুঝতে পারলাম যে আমার ধারণা ভুল এবং এখানকার কাজে অভিনবত্ব কিছু নেই। সব কিছু জানার জন্য এখানে থেকে গেলাম। শিকাগোতে আমি কোনদিন কাউকে খুন করি নি। জীবনে কখনও জাল মুদ্রা বানাই নি। তোমাদের যেগুলো দিতাম সে সবই সাচ্চা। আর তার জন্য আমাকে যে অর্থব্যয় করতে হয়েছে তা সার্থকেই লেগেছে। তোমাদের বিশ্বাস অর্জন করবার জন্যই আমি ছল করে বলেছিলাম যে আইন আমাকে পিছন থেকে তারা করছে। আমার সব ব্যবস্থাই বেশ কার্যকরী হয়েছিল।

www.boiBhoi.net

"এইভাবে তোমাদের নারকীয় "আস্তানা"য় ঢুকে পড়লাম এবং তোমাদের বৈঠকে যোগ দিতে লাগলাম। কেউ কেউ বলতে পারে যে, আমিও তোমাদের মতই খারাপ লোক। তোমাদের যখন বাগাতে পেরেছি তখন যার যা খুশি বলুক। কিন্তু আসল সত্যটা কি? যেদিন আমি তোমাদের দলে ভিড়লাম সেইদিনই তোমরা বৃদ্ধ স্ট্যাঙ্গারকে পিটলে। সময়ের অভাবে আমি তাকে সতর্ক করে দিতে পারি নি, কিন্তু বলুইন, তুমি যখন তাকে মেরেই ফেলতে তখন আমিই তোমাকে ঠেকিয়েছিলাম। তোমাদের মধ্যে আমার আসনকে অটুট রাখবার জন্য যেসব কাজের প্রস্তাব আমি করেছি তা এই ভেবেই করেছি যে সে কাজগুলো আমি ঠেকাতে পারব। ডান এবং মেঞ্জিসকে বাঁচাতে পারি নি, কারণ তখনও পর্যন্ত আমি বিশেষ কিছুই জানতাম না; কিন্তু তার খুনীদের যাতে ফাঁসি হয় সে ব্যবস্থা আমি করব। চেস্টার উইলকক্সকে আমিই সতর্ক করে দিয়েছিলাম, ফলে আমি যখন তার বাড়িটা উড়িয়ে দেই তখন সে লোকজন নিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। হয় তো আরও অনেক অপরাধই আমি ঠেকাতে পারি নি, কিন্তু তোমরা যদি পিছনে তাকিয়ে একটু ভেবে দেখ, কতবার তোমাদের শিকার নির্দিষ্ট পথ ছেড়ে অন্য পথে বাড়ি ফিরেছে অথবা তোমরা যখন তার খোঁজে গিয়েছ সে তখন শহরে পাড়ি দিয়েছে, অথবা যখন তোমরা তাকে বাইরে ধরবে বলে আশা করেছ তখন সে বাড়ির মধ্যেই থেকে গেছে, তাহলেই আমার কাজের কিছু কিছু নিশানা পাবে।'

দাঁতে দাঁত চেপে ম্যাকগিণ্টি হিস্-হিস্ করে বলল, 'পাজি বিশ্বাসঘাতক!'

'আরে জন ম্যাকগিণ্টি, আমাকে গালাগালি দিলে যদি তোমার যন্ত্রণা কমে তো দাও। তুমি আর তোমার সাকরেদরা এ অঞ্চলের মানুষ ও ঈশ্বরের শত্রু। যেসব অসহায় নরনারীকে তোমরা হাতের মুঠোয় চেপে ধরেছিলে তাদের হয়ে একজন কাউকে তোমাদের সামনে আসতেই হত। মাত্র একটি পথেই সেকাজ করা যেত, আর তাই আমি করেছি। তুমি আমাকে "বিশ্বাসঘাতক" বলছ কিন্তু আমার ধারণা হাজার হাজার মানুষ আমাকে বলছে "পরিত্রাতা" যে তাদের রক্ষা করতে নরকে পর্যন্ত গিয়েছিল। তিন তিনটে মাস আমাকে ওখানে থাকতে হয়েছে। বিনিময়ে যদি ওয়াশিংটনের রাজকোষও আমার হাতে তুলে দেওয়া হয় তবুও দ্বিতীয়বার ওভাবে তিনটে মাস আমি কাটাতে চাই না। প্রতিটি লোক প্রতিটি গোপন খবর যতক্ষণ এই হাতের মুঠোয় না পেয়েছি ততক্ষণ বাধ্য হয়ে আমাকে থাকতে হয়েছে। যদি না জানতে পারতাম যে আপনার গুপ্ত পরিচয় প্রকাশ পেতে চলেছে তাহলে হয়তো আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতাম। কিন্তু শহরে এমন একটা চিঠি পৌঁছে গেল যাতে তোমরা হয় তো সবাই ধরে ফেলতে পারতে। কাজেই তখনই আমাকে কাজে নামতে হল এবং দ্রুত কাজ শেষ করতে হল। তোমাদের কাছে আর কিছু বলার নেই। শুধু বলি, আমার সময় যখন আসবে তখন এই উপত্যকার জন্য যা করতে পেরেছি সেকথা ভেবে আমি শান্তিতে মরতে পারব। তারপর, মারভিন, তোমাকে আর আটকে রাখব না। এদের গ্রেপ্তার করে কাজ শেষ কর।

'আর যৎসামান্যই বলার আছে। মিস এটি শ্যাফ্টারের ঠিকানায় পৌঁছে দেবার জন্য স্ক্যানলানের হাতে একখানি সিল-করা চিঠি দেওয়া হল। সবজান্তা হাসি হেসে ভুরু কুঁচকে স্ক্যানলান চিঠিটা নিল। খুব ভোরে একটি সুন্দরী নারী ও আষ্টেপৃষ্ঠে ঢাকা একটি পুরুষ রেলরোড কোম্পানি কর্তৃক প্রেরিত একটি বিশেষ ট্রেনে চড়ে বসল এবং দ্রুতগতিতে একটানা চলে সেই বিপদের দেশটা পার হয়ে গেল। আতংকের উপত্যকায় এটি ও তার প্রেমিকের সেই শেষ পদক্ষেপ! দশ দিন পরে শিকাগোতে তাদের বিয়ে হয়ে গেল, আর সে বিয়ের সাক্ষী হল বুড়ো জ্যাকব শ্যাফ্টার।'

স্কাউরারদের অনুগামীরা যাতে আইন-রক্ষকদের ভীতি প্রদর্শন করতে না পারে সেজন্য সেখান থেকে অনেক দূরে নিয়ে স্কাউরারদের বিচার করা হল। বৃথাই তারা লড়ল। সারা অঞ্চলটাকে চুষে 'ব্ল্যাকমেল' করে যে অর্থ তারা সঞ্চয় করেছিল, তাদের আইনের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য "আস্তানা"র সেই অর্থ জলের মত ব্যয় করা হল। যে লোক তাদের জীবনের, প্রতিষ্ঠানের ও পাপকর্মের প্রতিটি খুঁটি-নাটির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল তার শান্ত, স্পষ্ট ও আবেগহীন বিবৃতি অপরাধীদের পক্ষ সমর্থনকারীদের সব রকম অপচেষ্টা সত্ত্বেও অবিচলিত থেকে গেল: অবশেষে এত বছর পরে তারা ভেঙেচুরে ছড়িয়ে গেল। উপত্যকার বুক থেকে চিরদিনের মত মেঘ উড়ে গেল। ম্যাকগিণ্টির ভাগ্যে জুটল ফাঁসির কাঠ, শেষ মুহূর্তেও তার দাপাদাপি আর হুমকি। তার আটজন প্রধান অনুচরেরও ওই একই দশা হল। পঞ্চাশ জনেরও বেশী পেল নানা সময়কালের কারাদণ্ড। বার্ডি এডোয়ার্ডসের কাজ সমাপ্ত হল।

কিন্তু তবু—সে ঠিকই ভেবেছিল খেলা সেখানেই শেষ হল না। আরও এক হাত খেলা বাকি ছিল, আরও এক হাত এবং তারপরেও এক হাত। বলুইন ফাঁসির কাঠ থেকে রেহাই পেয়েছিল। উইলাবি

www.boiRboi.net

ভ্রাতৃদ্বয়ও তাই। দলের আরও কয়েকজন নৃশংস সদস্যও তাই। দশ বছর তারা এ জগতের বাইরে ছিল, তারপর এল সেইদিনটি যেদিন তারা আবার ছাড়া পেল,—এডোয়ার্ডস দলের লোকদের ভাল করেই চিনত, তাই সে বুঝতে পেরেছিল যে সেই দিনটিতেই তার শান্তিপূর্ণ জীবনের অবসান হবে। যা কিছু তারা পবিত্র মনে করে তার নামে তারা শপথ করেছিল, সহকর্মীদের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে তারা ম্যাক-মুর্ডোর রক্ত নেবেই। সে প্রতিজ্ঞা রাখতে তারা চেষ্টার ত্রুটি করে নি। তার জীবননাশের দুটো চেষ্টা এত অল্পের জন্য ফস্কে গেল যে তৃতীয় চেষ্টায় তারা সফল হতই। এই আশংকায় এডোয়ার্ডস্ শিকাগো ছাড়তে বাধ্য হল। শিকাগো থেকে পালিয়ে নাম ভাড়িয়ে গেল কালিফোর্নিয়ায়। সেখানেই এটি এডোয়ার্ডসেরে মৃত্যু হলে কিছুদিনের জন্য তার জীবনের আলো আবার নিভে গেল। আরও একবার সে প্রায় মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে গেল। তারপরেও সে ডগলাস নাম নিয়ে একটি নির্জন খাদে কাজে লাগল এবং, বার্কার নামক জনৈক ইংরেজ অংশীদারের সহযোগিতায় প্রচুর ধনসম্পত্তির মালিক হল। অবশেষে খবর এল শিকারী কুকুরের দল আবার তার পিছু নিয়েছে এবং সেও ঠিক সময়মত ইংলণ্ডে পাড়ি দিল। আর সেখানেই জন ডগলাসের আবির্ভাব ঘটল। দ্বিপক্ষের একটি উপযুক্ত সঙ্গিনীকে বিয়ে করে পাঁচ বছর সাসেক্সের একজন গ্রাম্য ভদ্রলোকের জীবন সে যাপন করল আর সে জীবন একদিন যে বিস্ময়কর ঘটনাবলীর মধ্যে পরিণতি লাভ করল সেকথা আমরা আগেই শুনেছি।

উপসংহার

পুলিশ-কোর্টের বিচারে জন ডগলাসের মামলা উর্দ্ধতন আদালতে পাঠান হল। দায়রা আদালতে সে আত্মরক্ষার জন্য লোকটিকে মেরেছিল বলে তাকে মুক্তি দেওয়া হল। হোমস তার স্ত্রীকে লিখল, 'যেভাবে পারেন তাকে ইংলণ্ডের বাইরে নিয়ে যান। যাদের হাত থেকে তিনি পালিয়ে এসেছেন তাদের চাইতে অধিক বিপজ্জনক শক্তি এখানে আছে। ইংলণ্ডে আপনার স্বামীর জীবন নিরাপদ নয়।'

দুমাস পার হয়ে গেল। মামলার কথা আমরা প্রায় ভুলেই গিয়েছি। এমন সময় একদিন সকালে আমাদের চিঠির বাক্সে একটা রহস্যজনক চিঠি পাওয়া গেল। অদ্ভুত চিঠিটায় লেখা, 'প্রিয় আমার! মিঃ হোমস! প্রিয় আমার!' কোন ঠিকানা নেই, কোন স্বাক্ষরও নেই। চিঠি পড়ে আমি হেসে উঠলাম, কিন্তু হোমসের মুখে অনভ্যস্ত গাম্ভীর্য।

'শয়তানি, ওয়াটসন!' কথা দুটি বলে সে ভুরু কুঁচকে অনেকক্ষণ বসে রইল।

সেদিন একটু বেশী রাতে গৃহকর্ত্রী মিসেস হাডসন এসে জানাল, একজন ভদ্রলোক হোমসের সঙ্গে দেখা করতে চায়, আর ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তার পিছন-পিছনেই ঘরে ঢুকল পরিখা-বেষ্টিত জমিদারবাড়ির বন্ধু মিঃ সেসিল বার্কার। তার মুখ অস্থির, হতশ্রী।

সে বলল, 'মিঃ হোমস, আমি খারাপ খবর এনেছি—ভয়ংকর খবর।'

'এই ভয়ই আমি করছিলাম', হোমস বলল।

'আপনি কি কোন তার পেয়েছেন?'

'কোন লোকের কাছ থেকে চিঠি পেয়েছি।'

'বেচারা ডগলাসের চিঠি। ওরা বলছে তার নাম এডোয়ার্ডস। কিন্তু আমার কাছে সে চিরকালই বেনিটো কেনিয়ন-এর জ্যাক ডাগলাসই থাকবে। আপনাকে আগেই বলেছিলাম, তিন সপ্তাহ আগে ওরা "পালমিরা" জাহাজে দক্ষিণ আফ্রিকা যাবার জন্য একসঙ্গে যাত্রা করেছিল।'

'ঠিক।'

'জাহাজটা গতকাল রাতে কেপ টাউন পৌঁছে। আজই সকালে মিসেস ডগলাসের কাছ থেকে এই তার পেয়েছি:

"সেণ্ট হেলেনার অদূরে ঝড়ের সময় জাহাজ থেকে পড়ে জ্যাক মারা গেছে। কিভাবে দুর্ঘটনা ঘটল তা কেউ জানে না আইভি ডগলাস।"

হোমস চিন্তিতভাবে বলল, 'ওঃ, এইভাবে ঘটেছে, তাই না? দেখুন, ব্যাপারটা যে খুব ভালভাবে সাজানো হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

'আপনি বলতে চান কোন রকম দুর্ঘটনা ঘটে নি?'

'একেবারেই না।'

'তাকে খুন করা হয়েছে?'

'নিশ্চয়!'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে। সেই নারকীয় স্কাউরারদের দল, প্রতিহিংসা-পরায়ণ অভিশপ্ত দুষ্কৃতকারীর দল—'

হোমস বলল, 'না, না মশায়, এর মধ্যে একটা পাকা হাত আছে। নলকাটা বন্দুক বা ছ'ঘরা রিভলবারের ব্যাপার নয়। ব্লাশের টান দেখলেই চেনা শিল্পীর নাম বলে দেওয়া যায়। মেরিয়ার্টির হাতের কাজ দেখলেই আমি বলে দিতে পারি। এ অপরাধ ঘটানো হয়েছে লণ্ডন থেকে, আমেরিকা থেকে নয়।'

'কিন্তু কি উদ্দেশ্যে?'

'কারণ এমন লোক কাজটা করেছে যার অকৃতকার্য হলে চলে না—'

'যে কাজে সে হাত দেবে তাই সফল হবে—এই সত্যের উপরেই সে লোকের প্রতিষ্ঠার ভিত্তি। একটা শক্তিমান মস্তিষ্ক ও একটা প্রকাণ্ড সংগঠনকে একটি মাত্র লোককে নিশ্চিহ্ন করার কাজে লাগান হয়েছে। এ যেন হাতুড়ি দিয়ে সুপুরি ভাঙা - শক্তির এক অবিশ্বাস্য অপচয়—কিন্তু সুপুরিটাকে খুব ভালভাবেই চূর্ণ করা হয়েছে।'

'এ ব্যাপারের মধ্যে সে লোকটি এল কেমন করে?'

'আমি শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে, এ কাজ-কারবারের প্রথম কথাটি আমরা জানতে পেরেছি তারই একজন সহকারীর কাছ থেকে। এই আমেরিকানদের ভাল পরামর্শই দেওয়া হয়েছিল। ইংলণ্ডে একটা কাজ ফতে করবার জন্য অন্য যে কোন বিদেশী অপরাধীর মতই তারা এই মহান অপরাধ-বিশেষজ্ঞকে অংশীদাররূপে গ্রহণ করে। সেই মুহূর্তেই তাদের শিকারের মৃত্যু অনিবার্য হয়ে ওঠে। প্রথম সে শিকারকে খুঁজে বের করবার কাজে তার বিধি-ব্যবস্থাগুলিকে কাজে লাগিয়েই সন্তুষ্ট থাকে। তারপর ব্যাপারটা কিভাবে পরিচালনা করতে হবে সেই নির্দেশ দেয়। সব শেষে যখন সে খবরের কাগজে তার প্রতিনিধির পরাজয়ের বিবরণ পড়ল, তখনই স্বয়ং আবির্ভাব হয়ে তুলির শেষ টানটি দিল। বার্লস্টোন জমিদার বাড়িতেই এই লোককে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলাম, যে বিপদ আসছে সেটা অতীত বিপদের চাইতেও বড়। সেকথা তো আপনিও শুনেছেন তখন। তখন আমি ঠিক বলি নি?'

'অসহায় ক্রোধে বার্কার হাতের মুঠি দিয়ে কপালে আঘাত করতে লাগল।

'আপনি কি বলতে চান, এই অন্যায় আমাদের সয়ে যেতে হবে? আপনি কি বলতে চান, এই শয়তানের রাজার সঙ্গে কেউ কোন দিন এঁটে উঠতে পারবে না?'

'না আমি তা বলছি না' হোমস বলল; তার চোখ দুটি তখন যেন বহুদূর ভবিষ্যতের দিকে নিবদ্ধ। 'আমি বলছি না যে তাকে পরাস্ত করা যাবে না। কিন্তু আমাকে সময় দিতে হবে—সময় দিতে হবে।'

আরও কয়েক মিনিট আমরা সকলেই নিঃশব্দে বসে রইলাম; কিন্তু সেই ভয়ংকর দুটি চোখ তখনও যবনিকা ভেদ করার কাজে সমান সচেষ্ট।

www.boiRboi.net

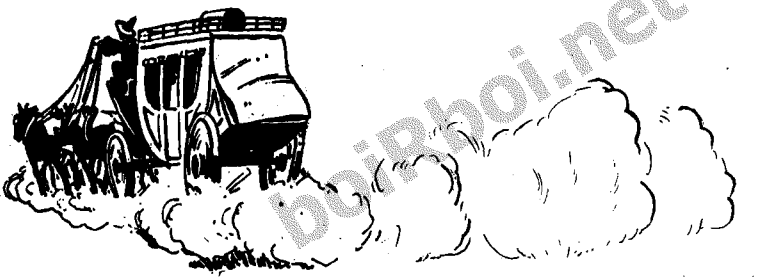

শার্লক হোমসের স্মৃতিকথা

The Memoirs of Sherlock Holmes

সিলভার ব্লেজ

Silver Blaze

একদিন সকালে দুজনে প্রাতরাশে বসেছি এমন সময় হোমস বলে উঠল, 'ওয়াটসন, এবার আমাকে যেতে হবে।'

'যেতে হবে! কোথায়?'

'ডার্টমুরে—কিংস পাইল্যান্ডে।'

আমি বিস্মিত হলাম না। আসলে, এই অসাধারণ কেসটি নিয়ে সারা ইংলণ্ড জুড়ে আলোচনার ঢেউ বয়ে গেলেও সে যে ইতিমধ্যেই এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে নি সেটাই বিস্ময়কর। থুতনিটাকে বুকের উপর চেপে দুটো ভুরুকে কুঁচকে মিলিয়ে দিয়ে সারাটা দিন সে ঘরময় পায়চারি করেছে; বার বার পাইপে কড়া তামাক ঠেসেছে; আমার কোন প্রশ্ন বা মন্তব্যে কানই দেয় নি। আমাদের সংবাদ-সরবরাহকারী লোকটি প্রতিটি সংবাদপত্রের নতুন নতুন সংস্করণ পাঠিয়েছে, আর সেগুলির উপর একবারমাত্র চোখ বুলিয়েই সে ঘরের কোণে ছুঁড়ে দিয়েছে। তথাপি যতই সে চুপ করে থাকুক, কি নিয়ে যে সে মাথা ঘামাচ্ছিল সেটা আমি ভালই জানতাম। তার বিশ্লেষণী শক্তিকে চ্যালেঞ্জ জানাবার মত একটি সমস্যাই জনসাধারণের সামনে ছিল,—সেটা হল ওয়েসেক্স কাপের প্রিয় ঘোড়ার বিস্ময়কর অন্তর্ধান আর তার ট্রেনারের শোচনীয় মৃত্যু। কাজেই সে যখন হঠাৎ সেই নাটকের ঘটনাস্থলে যাবার ইচ্ছা ঘোষণা করল, তখন সেটাই ছিল আমার কাছে প্রত্যাশিত আর সেটাই আশা করছিলাম।

বললাম, 'তোমার আপত্তি না থাকলে তোমার সঙ্গে যেতে পারলে আমি খুব খুশি হতাম।'

'প্রিয় ওয়াটসন, সঙ্গী হলে তুমি আমাকে অনুগ্রহই করবে। আমি তো মনে করি, তোমার সময়টা অপব্যয় করা হবে না, কারণ এই কেসটায় এমন সব বিষয় আছে যা একে অদ্বিতীয় করে তুলেছে। তা দেখ, প্যাডিংটন থেকে ট্রেন ধরবার মত সময়টুকুমাত্র আমাদের হাতে আছে, কাজেই যেতে যেতেই এবিষয়ে বিশদ আলোচনা হবে। তোমার উৎকৃষ্ট দূরবীণটা যদি সঙ্গে নাও তাহলে অনুগৃহীত হব।'

তারপরের ঘটনা। ঘণ্টাখানেক বা তার কিছু পরে দু'জন এক্সিটারগামী একটি প্রথম শ্রেণীর গাড়ির এক কোণে আসীন হলাম, আর শার্লক হোমস কানঢাকা টুপিতে তার তীক্ষ্ম কৌতূহলী মুখটাকে ঢেকে প্যাডিংটন থেকে সংগৃহীত এক বাণ্ডিল সংবাদপত্রের মধ্যে ডুব দিল। যখন রীডিংকে অনেকটা পিছনে ফেলে এসেছি তখন শেষ সংবাদ-পত্রখানাকেও আসনের নীচে ছুঁড়ে দিয়ে তার সিগার-কেসটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিল।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ঘড়ির দিকে চোখ রেখে বলল, 'বেশ ভালই চলেছি। বর্তমানে আমাদের গতিবেগ ঘণ্টায় সাড়ে তিপ্পান্ন মাইল।'

আমি বললাম, 'সিকি মাইলের থামগুলো তো দেখি নি।'

'আমিও দেখি নি। কিন্তু এ লাইনে টেলিগ্রামের থাম-গুলো আছে ষাট গজ অন্তর অন্তর; তারপর তো হিসাবটা খুবই সহজ। আশা করি জন স্ট্রেকারের খুন ও "সিলভার ব্লেজ"-এর অন্তর্ধানের বিষয় তুমি ইতিমধ্যেই পড়ে নিয়েছ?'

"টেলিগ্রাফ" এবং "ক্রনিকল"-এ যা বেরিয়েছে তা দেখেছি।'

'এটা এমন একটা কেস যেখানে নতুন সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহের চাইতে সংগৃহীত তথ্যের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণেই বিচারকের কলা-কৌশলকে ব্যবহার করা উচিত। এই বিয়োগান্ত ঘটনাটি এতই অসাধারণ, এতই সম্পূর্ণ, এবং অনেকের কাছেই এর ব্যক্তিগত গুরুত্ব এত বেশী যে হাজার রকমের অনুমান, আন্দাজ ও কল্পনার চাপে আমরা ভুগছি। তত্ত্বাভিলাষী ও সাংবাদিকদের উচ্ছ্বাস থেকে নির্ভেজাল, অনস্বীকার্য ঘটনার কাঠামোকে পৃথক করে দেখাই আসল অসুবিধা। সেই দৃঢ় ভিত্তির উপর নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে তারপর যথাযথ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া এবং সমস্ত রহস্যের মূল কোথায় সেটা নির্ণয় করাই আমাদের কর্তব্য। মঙ্গলবার সন্ধ্যায়ই ঘোড়ার মালিক কর্ণেল রস এবং তদন্ত-কারী অফিসার ইন্সপেক্টর গ্রেগরির দুটো তার আমি পেয়েছি। দুজনই আমার সহযোগিতা চেয়েছেন।'

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'মঙ্গলবার সন্ধ্যা! আর এখন

বৃহস্পতিবার সকাল। তুমি গতকাল যাও নি কেন?'

'কারণ আমি একটা ভুল করেছিলাম। ভাই ওয়াটসন, তোমার স্মৃতিকথার ভিতর দিয়ে যারা আমাকে চেনে তারা ছাড়া আর সকলেই জানে যে এরকম ভুল আমার হামেশাই হয়ে থাকে। আসল কথা হল, ইংলণ্ডের সবচাইতে নাম-করা একটা ঘোড়াকে দীর্ঘ দিন লুকিয়ে রাখা সম্ভব, বিশেষ করে উত্তর ডার্টমুরের মত একটি বিরল লোকবসতি অঞ্চলে এটা আমি ভাবতেই পারি নি। গতকাল প্রতিটি ঘণ্টায় আমি আশা করেছি শুনতে পাব যে ঘোড়াটিকে পাওয়া গেছে এবং ঘোড়া যে অপহরণ করেছিল সেই লোকই জন স্ট্রেকারের হত্যাকারী। কিন্তু যখন আর একটা সকাল আসার পরেও দেখলাম যে, যুবক ফিট্‌জ্‌রয় সিম্পসনকে গ্রেপ্তার করা ছাড়া আর কিছুই করা হয় নি, তখনই মনে হল এইবার আমার কাজে নামবার সময় হয়েছে। তবু আমি মনে করি, গতকালটি বৃথা যায় নি।'

'তাহলে একটা মত তুমি খাড়া করেছ?'

'অন্তত এই কেসের মূল ঘটনাগুলোকে আমি মুঠোর মধ্যে পেয়েছি। সেগুলি আমি তোমার কাছে পর পর বলে যাচ্ছি, কারণ অন্যের কাছে বলতে গেলেই যে কোন কেস বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাছাড়া, যেখান থেকে আমরা শুরু করছি সেটা না দেখালে তো তোমার সহযোগিতা আমি আশা করতে পারি না।'

কুশনে হেলান দিয়ে বসে আমি চুরুট টানতে লাগলাম, আর সামনে ঝুঁকেপড়ে দীর্ঘ শীর্ণ তর্জনীকে বার বার বাঁ হাতের পাতায় ঠুকে ঠুকে আমাদের এই অভিযানের অন্তরালবর্তী ঘটনাবলীর একটা খসড়া সে আমার সামনে তুলে ধরল।

সে বলতে লাগল, 'সিলভার ব্লেজ' ইসোনমি বংশের ঘোড়া এবং তার বিখ্যাত পূর্বপুরুষের মতই উজ্জ্বল তার সাফল্যের বিবরণ। তার বয়স এখন পাঁচ বছর; প্রতি বছরই তার ভাগ্যবান মালিক কর্ণেল রসকে এনে দিয়েছে ঘোড়-দৌড়ের প্রতিটি পুরস্কার। দুর্ঘটনার আগে পর্যন্ত ওয়েসেক্স কাপের সেটাই পয়লা নম্বরের ঘোড়া, আর বাজি হয়েছিল তিনে এক। আগাগোড়াই সে ছিল রেসুড়েদের খুব প্রিয়। আজ পর্যন্ত সে তাদের নিরাশ করে নি। তাই তার উপর প্রভূত অর্থ বাজী ধরা হয়েছিল। কাজেই স্পষ্ট-তই দেখা যাচ্ছে, পরবর্তী মঙ্গলবারে পতাকা নামাবার মুহূর্ত পর্যন্ত সিলভার ব্লেজের উপস্থিতিকে আটকানোর ব্যাপারে অনেকেরই প্রচুর স্বার্থ ছিল।

'অবশ্য কর্ণেলের ট্রেনিং-এর আস্তাবল যেখানে অবস্থিত সেই কিংস পাইল্যাণ্ডের লোকেরা ব্যাপারটা ভালই বুঝতে পেরেছিল। তাই প্রিয় ঘোড়াটির পাহারার ব্যাপারে সব রকম সতর্কতাই অবলম্বন করা হয়েছিল। ট্রেনার জন স্ট্রেকার একজন অবসরপ্রাপ্ত জকি। অতিমাত্রায় ভারী হয়ে যাবার আগে সে কর্ণেল রসের ঘোড়া নিয়েই দৌড়ত। কর্ণেলের কাছে সে পাঁচ বছর জকি হিসাবে কাজ করেছে এবং সাত বছর ট্রেনার হিসাবে এবং সব সময়ই একজন সৎ উৎসাহী কর্মী হিসাবে নিজের পরিচয় রেখেছে। আস্তা-বলটি ছোট। মোট মাত্র চারটি ঘোড়া থাকে। তাই স্ট্রেকারের অধীনে কাজ করে তিনটে ছেলে। তাদের মধ্যে একজন সারা রাত আস্তাবলে বসে কাটায়, অপর দুজন চিলেকোঠায় ঘুমোয়। তিনজনেরই চরিত্র নিখুঁত। জন স্ট্রেকার বিবাহিত। আস্তাবল থেকে প্রায় দুশো গজ দূরে একটা ছোট বাড়িতে সে থাকে। ছেলেপুলে নেই, একটি দাসী আছে; ভাল-ভাবেই তার দিন চলে। অঞ্চলটা খুব নির্জন। উত্তরদিকে প্রায় আধ মাইল দূরে ট্যাবিস্টকের জনৈক কণ্ট্রাক্টর কতক-গুলি ছোট ছোট বাড়ি তৈরী করেছে। যেসব মানুষ অথর্ব, বা যারা ডার্টমুরের খোলা হাওয়া পেতে চায় এ ধরনের মানুষরা সেখানে থাকতে পারে। ট্যাবিস্টক আস্তাবল থেকে দু'মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। আবার জলাভূমিটা পেরিয়ে প্রায় দু'মাইল দূরে আছে কেপল্‌টনের বড় ট্রেনিং-কেন্দ্রটি। লর্ড ব্যাকওয়াটার তার মালিক, আর সেটি চালায় সাইলাস ব্রাউন। অন্য সব দিকেই জলাভূমিটি সম্পূর্ণ নির্জন। শুধু মাঝে মাঝে কিছু ভ্রাম্যমান জিপসিদের বাস। দুর্ঘটনার দিন গত সোমবার রাতের এই হল সাধারণ পরিবেশ।

'সেদিন সন্ধ্যায় অনুশীলনের ঘোড়াগুলিকে যথারীতি জল খাইয়ে ন'টা নাগাদ আস্তাবলে তালা দেওয়া হয়। দুটি ছেলে হেঁটে ট্রেনারের বাড়ি চলে যায় রাতের খাবার খেতে; পাহারায় থাকে তিন নম্বর ছেলে নেড হাণ্টার। ন'টার কয়েক মিনিট পরে দাসী এডিথ বাক্সটার ছেলেটির রাতের খাবারের জন্য এক ডিস রান্না মাংস আস্তাবলে পৌঁছে দেয়। আস্তাবলেই জলের কল আছে, তাই সে কোন পানীয় নিয়ে যায় না। তাছাড়া, পাহারারত ছেলেটি জল ছাড়া আর কিছু পান করবে না, এটাই নিয়ম। পথটা চলে গেছে জলাভূমির ভিতর দিয়ে, রাতটা অন্ধকার তাই দাসীর হাতে একটা লণ্ঠন ছিল।

'এডিথ বাক্সটার আস্তাবলের ত্রিশ গজের মধ্যে পৌঁচেছে, এমন সময় অন্ধকারের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে একটি লোক তাকে থামতে বলে। লোকটি লণ্ঠনের হলদে

আলোর বৃত্তের মধ্যে এসে দাঁড়ালে দেখতে পেল লোকটির চেহারা ভদ্রলোকের মত, পরনে ধূসর রঙের টুইডের স্যুট, মাথায় কাপড়ের টুপি। তার পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত চামড়ার ঢাকনা, হাতে গুলবসানো ভারী লাঠি। অবশ্য সবচাইতে বেশী করে যেটা তার চোখে পড়ল সে হল লোকটির অস্বাভাবিক পাণ্ডুর মুখ আর চাল-চলনের স্নায়বিক অস্থিরতা। মনে হল, তার বয়স ত্রিশের নীচে নয়, বরং কিছুটা বেশী।

'সে প্রশ্ন করল, "আমি কোথায় এসেছি বলতে পার? আমি তো প্রায় স্থির করেছিলাম এই জলাভূমিতেই রাতটা কাটাব, এমন সময় তোমার লণ্ঠনের আলো দেখতে পেলাম।"

'দাসী বলল, "কিংস পাইল্যাণ্ড আস্তাবলের কাছে আপনি এসে পৌঁচেছেন।"

"অ্যাঁ, বটে! ভাগ্যের কী খেলা!" লোকটি চেঁচিয়ে বলল, "আমি জানি আস্তাবলের একটা ছেলে প্রতি রাতে সেখানে একলা ঘুমোয়। তুমি নিশ্চয় তার রাতের খাবার নিয়ে চলেছ। আচ্ছা, একটা নতুন পোশাকের দাম উপার্জন করতে নিশ্চয় তুমি চাও?" ওয়েস্ট-কোটের পকেট থেকে একটুকরো ভাঁজ-করা কাগজ সে বের করল। "সেই ছেলেটাকে আজ রাতেই এটা পৌঁছে দেবে; তাহলেই তুমি পাবে একটি সুন্দর ফ্রক।"

'লোকটির বাড়াবাড়ি দেখে সে খুব ভয় পেয়ে ছুটে চলে যায় জানালাটার কাছে। রোজই সে জানালার ভিতর দিয়েই খাবারটা দেয়। জানালাটা খোলাই ছিল। হাণ্টারও ভিতরকার ছোট টেবিলটার পাশে বসেছিল। সবে ছেলেটার কাছে ঘটনার বিবরণ দিতে শুরু করেছে, এমন সময় আগন্তুক সেখানে হাজির হল।

'জানালার ভিতর দিকে তাকিয়ে সে বলল, "শুভ সন্ধ্যা; তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।" মেয়েটি দিব্যি করে বলেছে যে, তার হাতের মুঠোর ভিতর থেকে বেরিয়ে-আসা একটা ছোট কাগজের প্যাকেটের কোণা সে তখন দেখতে পেয়েছিল।

"এখানে আপনার কি কাজ?" ছেলেটা প্রশ্ন করল।

'লোকটি উত্তর দিল, "এমন কাজ যাতে তোমার পকেটে কিছু আসতে পারে। ওয়েসেক্স কাপের জন্য এখানকার দুটো ঘোড়ার নাম রয়েছে—সিলভার ব্লেজ আর বেয়ার্ড। আমাকে সোজাসুজি টিপস্‌টা দিয়ে দাও; তাতে তোমার লোকসান হবে না। একথা কি ঠিক যে পাঁচ ফার্লং যেতে বেয়ার্ড অন্য ঘোড়াটাকে একশো গজ এগিয়ে যেতে দেবে, আর তার উপরেই বাজী রাখা হয়েছে?"

'ছেলেটি চীৎকার করে বলল, "তাহলে তুমি ঐ সব বেহায়া টাউটদের একজন। কিংস পাইল্যাণ্ডে তাদের আমরা কি হাল করি দেখাচ্ছি!" এক লাফে আস্তাবল পার হয়ে সে কুকুরটার বাঁধন খুলে দিতে ছুটে যায়। মেয়েটি বাড়িতে পালিয়ে যায়। কিন্তু ছুটতে ছুটতে একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখে, আগন্তুক জানালা দিয়ে ঝুঁকে রয়েছে। অবশ্য পরমুহূর্তে হাণ্টার যখন কুকুর নিয়ে বেরিয়ে আসে তখন লোকটি চলে গেছে। ছেলেটা চারদিকে অনেক ছুটো-ছুটি করেও তার কোনরকম হদিস করতে পারে নি।'

আমি বলে উঠলাম, 'এক মিনিট! কুকুর নিয়ে ছুটে যাবার সময় ছেলেটা কি আস্তাবলের দরজা খোলা রেখে গিয়েছিল?'

আমার সঙ্গী মৃদুস্বরে বলল, 'চমৎকার ওয়াটসন, চমৎকার! এই কথাটার গুরুত্ব আমার মনেও এমনভাবে আঘাত করেছিল যে ব্যাপারটার ফয়সালা করবার জন্য গত-কালই ডার্টমুরে একটা বিশেষ তার পাঠিয়েছিলাম। যাবার আগে ছেলেটা দরজায় তালা লাগিয়েই গিয়েছিল। আরও বলি, জানালাটাও একটা লোক ঢুকবার মত বড় নয়।'

'সঙ্গীরা ফিরে না আসা পর্যন্ত হাণ্টার অপেক্ষা করে। তারপর ট্রেনারকে খবর পাঠিয়ে সব কথা জানায়। বিবরণ শুনে স্ট্রেকার খুবই উত্তেজিত হয়ে ওঠে, যদিও এর প্রকৃত অর্থ ঠিক অনুধাবন করতে পারে না। একটা অস্পষ্ট অস্বাচ্ছন্দ্য তাকে পেয়ে বসল। রাত একটায় ঘুম ভেঙে উঠে মিসেস স্ট্রেকার দেখে সে পোশাক পরছে। প্রশ্ন করলে বলে, ঘোড়ার জন্য দুশ্চিন্তায় তার ঘুম হচ্ছে না, তাই এক-বার আস্তাবলে গিয়ে দেখে আসবে সব ঠিক আছে কি না। জানালার উপর বৃষ্টির ছাঁটের শব্দ শুনতে পেয়ে মিসেস তাকে বাড়িতেই থাকতে বলল, কিন্তু সে অনুরোধে কান না দিয়ে বড় ম্যাকিনটোসটা টেনে নিয়ে সে বাড়ি থেকে চলে যায়।

'সকাল সাতটায় ঘুম ভাঙতে মিসেস স্ট্রেকার দেখল, তার স্বামী তখনও ফেরে নি। তাড়াতাড়ি পোশাক পরে দাসীকে ডেকে নিয়ে সে আস্তাবলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। দরজা খোলা; চেয়ারের উপর সম্পূর্ণ অবস্থায় কুণ্ডলি পাকিয়ে পড়ে আছে হাণ্টার; প্রিয় ঘোড়ার জায়গাটা শূন্য; তার কোন চিহ্ন নেই।

'ঘোড়ার সাজ পরানোর ঘরের উপরকার খড়-কাটবার চিলে-কোঠায় যে ছেলে দুটো ঘুমিয়েছিল তাদের তাড়াতাড়ি ডেকে তোলা হল। দুজনেই ঘুমকাতুরে, তাই রাত্তিরে তারা কিছুই শুনতে পায় নি। হাণ্টারকে নিশ্চয় কোন

জোরালো ওষুধ খাওয়ানো হয়েছিল। তার কাছ থেকে মাথামুণ্ডু কিছুই জানা গেল না। অগত্যা তাকে সেইরকমই ঘুমন্ত অবস্থায় রেখে অপর দুটি ছেলে ও দুটি স্ত্রীলোক পলাতকদের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। তখনও তাদের মনে আশা, ট্রেনার হয় তো কোন কারণে খুব সকালেই ঘোড়াটাকে অনুশীলন করাতে বাইরে নিয়ে গেছে। কিন্তু বাড়ির নিকটস্থ যে গোল পাহাড় থেকে আশ-পাশের সবটা জলাভূমিই দেখতে পাওয়া যায় সেটার মাথায় উঠে তারা ঘোড়ার কোন চিহ্ন তো দেখতে পেলই না, উপরন্তু এমন কিছু তাদের নজরে পড়ল যাতে তাদের খটকা লাগল, হয় তো কোন দুঃখজনক ঘটনার সম্মুখীন হতে তারা চলেছে।

'আস্তাবল থেকে সিকি-মাইল দূরে একটা কাঁটা-ঝোপের উপরে জন স্ট্রেকারের ওভারকোটটা উড়ছে। তার ঠিক পরেই জলাভূমিতে বড় বাটির মত আকৃতির একটা গর্ত ছিল। দেখা গেল, তার তলায় পড়ে রয়েছে হতভাগ্য ট্রেনারের মৃতদেহ। কোন ভারী অস্ত্রের নারকীয় আঘাতে মাথাটা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। উরুতে একটা আঘাতের চিহ্ন,—অত্যন্ত ধারালো কোন অস্ত্রের দ্বারা লম্বা করে কাটা। অবশ্য দেখেই বোঝা যায়, স্ট্রেকার আত্মরক্ষার জন্য আক্রমণকারীর সঙ্গে খুবই লড়েছিল। তার ডান হাতের ছোট ছুরিটা হাতল পর্যন্ত জমাট রক্তে মাখানো, আর তার বাঁ হাতের মুঠোয় ধরা ছিল একটা লাল-কালো সিল্কের গলবন্ধনী। দাসী চিনতে পারল, আগের দিন সকালে যে আগন্তুক আস্তাবলে এসেছিল ওটা তারই গলায় ছিল।

'আচ্ছন্নভাব কাটিয়ে ওঠার পরে হাণ্টারও নিশ্চিতভাবে গল-বন্ধনীর মালিকানা সম্পর্কে একই কথা বলল। সে সমান নিশ্চয়তার সঙ্গে আরও বলল যে, জানালায় দাঁড়িয়ে থাকার সময়েই সে নিশ্চয় রান্না করা মাংসে ওষুধ মিশিয়ে দিয়ে আস্তাবলকে প্রহরীশূন্য করে দিয়েছিল।

'দুজনের মধ্যে ধ্বস্তাধ্বস্তির সময় নিরুদ্দিষ্ট ঘোড়াটা যে সেখানেই ছিল তারও যথেষ্ট প্রমাণ সেই গর্তের ভিতরকার কাদার উপরেই পাওয়া গেল। কিন্তু সেই সকাল থেকেই ঘোড়াটি উধাও। প্রচুর পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে, ডার্টমুরের বেদেরা সকলেই সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে, তথাপি কোন হদিস মেলে নি। এদিকে আস্তাবলের ছেলেটার ভুক্তাবশিষ্ট পরীক্ষা করে তাতে প্রচুর পরিমাণে আফিমের গুঁড়ো পাওয়া গেছে, অথচ সে রাতে বাড়ির অন্য সবাই সেই একই খাবার খেলেও তাদের কারও কিছু হয় নি।

'জল্পনা-কল্পনাকে বাদ দিলে এই হল ঘটনার মোটামুটি বিবরণ। এবার বলছি পুলিশ এ ব্যাপারে এ পর্যন্ত কি করেছে তার বিবরণ।

'এই কেসের ভারপ্রাপ্ত অফিসার ইন্সপেক্টর গ্রেগরি একজন অতি দক্ষ কর্মচারী। শুধু একটু কল্পনার জোর থাকলে নিজের লাইনে সে অনেক উঁচুতে উঠতে পারত। ঘটনাস্থলে পৌঁছেই সে সেই মানুষটিকে খুঁজে বের করে গ্রেপ্তার করেছে যার উপর স্বভাবতই সন্দেহটা গিয়ে পড়ে। অবশ্য তাকে খুঁজে পাওয়া কিছু শক্ত নয়, কারণ এতদঞ্চলে সে খুবই পরিচিত। দেখা যাচ্ছে তার নাম ফিট্‌জ্‌রয় সিম্পসন। উচ্চ বংশের সন্তান। ভাল লেখাপড়া শিখেছে। কিন্তু রেস খেলায় সর্বস্ব হারিয়ে এখন লণ্ডনের স্পোর্টিং ক্লাবগুলোতে হিসাবনবীশের কাজ করে জীবিকানির্বাহ করে। তার নিজস্ব বাজীর হিসাবের বইতে দেখা যায়, পাঁচ হাজার পাউণ্ড সে বাজী রেখেছে ঐ প্রিয় ঘোড়াটার বিরুদ্ধে।

'গ্রেপ্তারের পরে সে স্বেচ্ছায় জবানবন্দী দিয়েছে যে, কিংস পাইল্যাণ্ডের ঘোড়া এবং কেপল্‌টন আস্তাবলে সাইলাস ব্রাউনের অধীনস্থ দ্বিতীয় প্রিয় ঘোড়া ডেসবরো সম্পর্কে প্রাথমিক খোঁজ-খবর সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সে ডার্টমুর গিয়েছিল। আগের রাতে সে যে পূর্ব-বর্ণনামত কাজ করেছিল তাও সে অস্বীকার করতে চেষ্টা করে নি। তবে সে আরও বলেছে যে তাজা খবর সংগ্রহ করতেই সে গিয়েছিল, কোনরকম অসৎ উদ্দেশ্য তার ছিল না। গল-বন্ধনীর কথা বলতেই তার মুখ সাদা হয়ে যায়। নিহত লোকটির হাতের মধ্যে সেটা যে কেমন করে গেল তার কোন ব্যাখ্যাই সে দিতে পারে নি। তার ভিজে জামা-কাপড় থেকেই বোঝা যায়, আগের রাতে সে ঝড়ের মধ্যে বাইরে বেরিয়েছিল, আর তার হাতে যে "পেনাং উকীল" মার্কা শিসে-ভরা লাঠিটা ছিল সেটা ঠিক এমনই একটা অস্ত্র যার উপর্যুপরি আঘাতে তেমন ভয়ংকর ক্ষত হওয়া সম্ভব যার ফলে ট্রেনারের মৃত্যু ঘটেছে!

'অপর পক্ষে, তার শরীরে কোন আঘাতের চিহ্নই পাওয়া যায় নি, অথচ স্ট্রেকারের ছুরির চেহারা দেখে মনে হয় যে, আক্রমণকারীদের অন্তত একজনের দেহে তার চিহ্ন থাকবেই! ওয়াটসন, সংক্ষেপে এই হল ব্যাপার। এখন তুমি যদি এ ব্যাপারে কোনরূপ আলোকপাত করতে পার তাহলে তোমার কাছে আমি অশেষভাবে কৃতজ্ঞ থাকব।'

হোমস তার স্বভাবসিদ্ধ স্পষ্টতার সঙ্গে যে বিবরণ আমার কাছে তুলে ধরল, খুবই অনুগ্রহসহকারে তা আমি শুনলাম। অধিকাংশ ঘটনাই আমার জানা হলেও তাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব বা পারস্পরিক যোগ আমি পূর্বে সঠিক

অনুধাবন করতে পারি নি।

আমি বললাম, 'আচ্ছা, এটা কি হতে পারে না যে, স্ট্রেকারের দেহের ছুরির ক্ষতটা তার নিজের ছুরিতেই ঘটেছে? মস্তিষ্কে আঘাতের ফলে দেহের যে আক্ষেপ শুরু হয় তার ফলে কি এটা সম্ভব নয়?'

হোমস বলল, 'সম্ভবের চাইতেও বেশী, এরকমটা হতেই পারে। সেক্ষেত্রে আসামীর স্বপক্ষের একটি প্রধান যুক্তিই নষ্ট হয়ে যায়।'

আমি বললাম, 'আমি কিন্তু এখনও বুঝতে পারছি না, পুলিশের বক্তব্যটা কি।'

আমার সঙ্গী জবাব দিল, 'আমার তো আশংকা, যাই বলা যাক না কেন তার বিরুদ্ধেই গুরুতর আপত্তি উঠতে পারে। ধরা যাক পুলিশ এই রকমটা অনুমান করছে ঃ এই ফিটজ্‌রয় সিম্পসন আস্তাবলের ছেলেটাকে আফিম খাইয়ে অচৈতন্য করে যেকোন প্রকারে একটা ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে আস্তাবলের দরজা খুলে ঘোড়াটাকে বের করে নিয়ে যায়। ঘোড়াটাকে লুকিয়ে ফেলাই যে তার উদ্দেশ্য সেটা তো খুবই স্পষ্ট। ঘোড়ার লাগামটা পাওয়া যায় নি। তাহলে সিম্পসনই সেটা নিয়েছে। তারপর দরজা খোলা রেখে জলাভূমির উপর দিয়ে সে ঘোড়াটাকে নিয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় হয় ট্রেনারের সঙ্গে তার দেখা হয়ে যায়, অথবা সে তাকে ধরে ফেলে। স্বাভাবিকভাবেই একটা গোলমালের সৃষ্টি হয়। সিম্পসন তার ভারী লাঠির আঘাতে ট্রেনারের মাথা ভেঙে দেয়, কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য স্ট্রেকার যে ছোট ছুরিটা ব্যবহার করে তাতে সিম্পসনের কোন আঘাতই লাগে না। তারপর চোর হয় নিজেই ঘোড়াটাকে নিয়ে কোন গুপ্ত স্থানে লুকিয়ে রেখেছে, আর না হয় তো দুজনের ঝগড়ার সময় ঘোড়াটা ছুটে চলে গিয়ে এখনও জলাভূমির পথে বিপথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পুলিশের কাছে ব্যাপারটা এইরকমই মনে হয়েছে। এটা অবশ্য সম্ভবপর নয়, কিন্তু অন্য সব ব্যাখ্যা তো আরও অসম্ভব। যাহোক, একবার ঘটনাস্থলে পৌঁছতে পারলে ব্যাপারটা আঁচ করতে পারবই। তার আগে আমরা যেখানে আছি তার চাইতে বেশী দূরে যেতে পারব বলে তো আমার মনে হয় না।'

ট্যাবিস্টকের ছোট শহরে পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। একটা ঢালের মধ্য-চিহ্নের মত ডার্টমুরের প্রকাণ্ড বৃত্তের ঠিক মাঝখানে শহরটি অবস্থিত। দুটি ভদ্রলোক স্টেশনে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। একজন লম্বা, ফর্সা সিংহের মত চুল আর দাঁড়ি, গভীর দৃষ্টিসম্পন্ন হাল্কা নীল রঙের দুটি চোখ ; অপরজন ছোটখাট, সদাসতর্ক, খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, গায়ে ফ্রক-কোট, পায়ে চামড়ার পদ-বন্ধনী, ছোট করে ছাঁটা গোঁফ, চোখে চশমা। দ্বিতীয় জন বিখ্যাত খেলোয়াড় কর্নেল রস, আর প্রথমজন ইন্সপেক্টর গ্রেগরি, ইংরেজ গোয়েন্দা বিভাগে দ্রুত নাম করে ফেলেছে।

কর্নেল বলল, 'আপনি আসায় খুব খুশি হয়েছি মিঃ হোমস। যা কিছু করা সম্ভব ইন্সপেক্টর তা করেছেন। কিন্তু আমি চাই, বেচারি স্ট্রেকারের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে এবং আমার ঘোড়াটিকে খুঁজে বের করতে যেন চেষ্টার কোনরকম ত্রুটি না হয়।'

হোমস জিজ্ঞাসা করল, 'নতুন কিছু ঘটেছে কি?'

ইন্সপেক্টর বলল, 'দুঃখের সঙ্গে বলছি, আর কিছুই আমরা করতে পারি নি। বাইরে একখানা গাড়ি রেখেছি। দিনের আলো থাকতে থাকতেই আপনি নিশ্চয় ঘটনাস্থলটি দেখতে চান। অতএব যেতে যেতেই বাকি কথা বলা যাবে।'

মিনিটখানেক পরেই আরামদায়ক ল্যান্ডোতে চেপে আমরা সকলে ডেভনশায়ার শহরের ভিতর দিয়ে ঘর্‌ঘর্‌ শব্দে এগিয়ে চললাম। ইন্সপেক্টর গ্রেগরি নিজের কথাই বলে চলল, মুখে মাঝে মাঝেই রকমারি মন্তব্যের ফোয়ারা। হোমস মাঝে-মধ্যে দু'একটা প্রশ্ন আর বিস্ময়সূচক শব্দ করল মাত্র। কর্নেল রস টুপিটা চোখের উপর নামিয়ে দিয়ে দুই হাত ভেঙে পিছনে হেলান দিয়ে বসে রইল। আর আমি একাগ্র মনে দুই গোয়েন্দার কথা শুনতে লাগলাম। গ্রেগরি তার ব্যাখ্যা শোনাচ্ছিল। ট্রেনে আসতে আসতে হোমস যা আগেই আমাকে বলেছিল সেই একই কথা।

সে বলতে লাগল, 'ফিটজ্‌রয় সিম্পসনকে ঘিরে জাল বেশ গুটিয়ে আনা হয়েছে। আমার তো বিশ্বাস সেই আসল লোক। সঙ্গে সঙ্গে একথাও মানি যে প্রমাণগুলো শুধুই পরিবেশগত। যে কোন নতুন ঘটনা তাকে উল্টে দিতে পারে।'

'স্ট্রেকারের ছুরির ব্যাপারটা কি?'

'আমরা তো এই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছি যে পড়ে গিয়ে সে নিজেই নিজেকে আঘাত করেছে।'

'আসতে আসতে আমার বন্ধু ডাঃ ওয়াটসনও ঐ কথাই বলছিল। তাহলে তো সেটা সিম্পসনের বিরুদ্ধেই যাবে।'

'সে তো নিঃসন্দেহে। তার কাছে কোন ছুরি নেই। তার দেহে ক্ষতের কোন চিহ্ন নেই। অবশ্য তার বিরুদ্ধেও অনেক কথা বলার আছে। প্রিয় ঘোড়াটি নিখোঁজ হবার ব্যাপারে তার যথেষ্ট স্বার্থ ছিল ; আস্তাবলের ছেলেটাকে সে যে বিষপ্রয়োগ করেছে সে সন্দেহও রয়েছে ;

সে যে ঝড়ের ভিতরে বাইরে ছিল সেটা নিঃসন্দেহ ; তার হাতে একটা ভারী লাঠি ছিল ; আর তার গল-বন্ধনী পাওয়া গেছে মৃতের হাতের মুঠোয়। আমি তো মনে করি জুরির কাছে যাবার মত যথেষ্ট প্রমাণ আমাদের আছে।'

হোমস মাথা নাড়ল। বলল, 'যেকোন কুশলী কৌঁসুলি এসব প্রমাণকে ছিঁড়ে তচ্‌নচ্‌ করে দেবে। ঘোড়াটাকে সে আস্তাবল থেকে বাইরে নিয়ে যাবে কেন? তার ক্ষতি করবার ইচ্ছা থাকলে সেখানেই করল না কেন? তার কাছে কি ডুপ্লিকেট চাবি পাওয়া গেছে? কোন্ কেমিস্ট তার কাছে আফিমের গুঁড়ো বিক্রি করেছে? সবচাইতে বড় কথা, এ অঞ্চলে নবাগত একটি লোক কোথায় লুকিয়ে রাখবে—বিশেষ করে এরকম একটা ঘোড়া? আস্তাবলের ছেলেটাকে দেবার জন্য দাসীকে যে কাগজখানা সে দিতে চেয়েছিল সে সম্পর্কেই বা তার বক্তব্য কি?'

'সে বলছে ওটা দশ-পাউণ্ডের একটা নোট ছিল। তার থলিতে একটা পাওয়াও গেছে। কিন্তু আপনার অন্য অসুবিধাগুলি যতটা দুর্ভেদ্য মনে হচ্ছে ততটা নয়। এ জেলায় সে নবাগত নয়। গ্রীষ্মকালে দু'বার সে ট্যাবিস্টকে থেকেছে। আফিমটা সম্ভবত লণ্ডন থেকে আনা হয়েছিল। চাবিটাকে তো কাজ ফুরুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেই হল। আর ঘোড়াটা জলাভূমির কোন পুরনো খনিতে বা যে-কোন গর্তের মধ্যে পড়ে থাকতে পারে।

'গল-বন্ধনীটা সম্পর্কে সে কি বলে?'

'স্বীকার করেছে ওটা তার, তবে ওটা সে হারিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু এই কেসে একটা নতুন তথ্য সংযোজিত হয়েছে যাতে আস্তাবল থেকে ঘোড়াটাকে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা খোলসা হতে পারে।'

হোমস কান খাড়া করল।

'এমন কতকগুলি চিহ্ন দেখতে পেয়েছি যাতে বোঝা যায়, সোমবার রাতে খুনের জায়গা থেকে মাইল খানেকের মধ্যে একদল বেদে তাঁবু ফেলেছিল। মঙ্গলবারই তারা চলে যায়। এখন, যদি ধরে নেওয়া যায় যে সিম্পসন আর ঐ বেদেদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া ছিল, তাহলে কি এটা হতে পারে না যে পিছন থেকে তাড়া খেয়ে সে ঘোড়াটাকে ঐ বেদেদের হাতে তুলে দিয়েছে এবং সেটা এখনও তাদের কাছেই আছে?'

'নিশ্চয়ই হতে পারে।'

'বেদেদের খোঁজে জলাভূমিটা তোলপাড় করা হচ্ছে। তাছাড়া দশ মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে ট্যাবিস্টকের যেখানে যত আস্তাবল এবং বাইরের ঘর আছে সব পরীক্ষা করে দেখেছি।'

'শুনেছি, কাছে আর একটা ট্রেনিং-আস্তাবল আছে?'

'হ্যাঁ ; সে ব্যাপারটাকেও অবহেলা করা উচিত নয়। বাজীর ব্যাপারে তাদের ঘোড়া ডেস্‌বরো ছিল দ্বিতীয়, কাজেই এই প্রিয় ঘোড়া উধাও হবার ব্যাপারে তাদেরও স্বার্থ ছিল। শুনেছি ট্রেনার সাইলাস ব্রাউন মোটা বাজী ধরেছিল, আর সে তো বেচারা স্ট্রেকারের বন্ধু ছিল না। আমরা অবশ্য আস্তাবলটা পরীক্ষা করেছি এবং তাকে জড়াবার মত কিছুই পাই নি।'

কেপ্‌লটন আস্তাবলের স্বার্থের সঙ্গে এই সিম্পসনকে জড়াবার মত কিছুই কি পাওয়া যায় নি?'

'কিছুই না।'

হোমস গাড়িতে হেলান দিল। কথাবার্তাও থামল। কয়েক মিনিট পরেই চাজা বের করা লাল ইটের একটা পরিচ্ছন্ন ছোট বাড়ির সামনে কোচয়ান গাড়িটা থামাল। কিছুটা দূরে মাঠ পেরিয়েই আর একটা ধূসর টালিতে ছাওয়া লম্বা বাড়ি। আর সব দিকেই দূর দিগন্ত পর্যন্ত জলাভূমির নীচু রেখা প্রসারিত। শুকনো ফার্ণের জন্য তাতে ব্রোঞ্জের রং লেগেছে। মাঝে মাঝে চোখে পড়ে ট্যাবিস্টকের গৃহচূড়া আর পশ্চিম দিকে কেপ্‌লটন আস্তাবলকে ঘিরে কয়েকটা বাড়ি। আমরা সবাই লাফ দিয়ে বাইরে এলাম। হোমস কিন্তু আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে নিজের চিন্তার মধ্যে সম্পূর্ণ ডুবে গিয়ে হেলান দিয়ে বসেই রইল। তার হাতটা ধরতেই সে চমকে জেগে উঠে গাড়ি থেকে নামল।

কর্ণেল রস সবিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়েছিল। তার দিকে মুখ ফিরিয়ে হোমস বলল, 'মাফ করবেন, আমি দিবাস্বপ্ন দেখছিলাম।' তার হাল-চাল আমি ভালই জানি। তাই তার চোখের উজ্জ্বল আভা আর চাপা উত্তেজনা দেখেই বুঝলাম যে একটা সূত্র সে খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু কোথায় যে পেল সেটা কিছুতেই আন্দাজ করতে পারলাম না।

গ্রেগরি বলল, 'মিঃ হোমস, আপনি নিশ্চয় এখনই ঘটনাস্থলে যেতে চান?'

'আমি কিন্তু আরও কিছু সময় এখানে থেকে দু' একটা বিষয় বিস্তারিতভাবে জানতে চাই। স্ট্রেকারকে তো এখানেই আনা হয়েছে?'

'হ্যাঁ, তাকে দোতলায় শুইয়ে রাখা হয়েছে। কাল তদন্তের তারিখ।'

'কর্ণেল রস, কয়েক বছর যাবৎই তো সে আপনার কাছে চাকরি করছিল?'

'তার আচরণ সর্বদাই খুব ভাল ছিল।'

'ইন্সপেক্টর, মৃত্যুর সময় তার পকেটে কি কি ছিল তার একটা তালিকা নিশ্চয় করেছেন?'

'আপনি হয় তো সেগুলি দেখতে চাইবেন তাই জিনিস-গুলি বসবার ঘরে রেখে দিয়েছি।'

'দেখতে পেলে খুশি হব।'

সারি বেঁধে সামনের ঘরে ঢুকে আমরা মাঝখানের টেবিলের চারপাশে বসলাম। একটা চৌকো টিনের বাক্সের তালা খুলে ইন্সপেক্টর একগাদা জিনিস আমাদের সামনে রাখল। একবাক্স দেশলাই, দুই ইঞ্চি লম্বা একটা চর্বির মোমবাতি, বুনো গোলাপের শেকড় দিয়ে তৈরী একটা A. D. P. পাইপ, লম্বা করে কাটা আধ আউন্স ক্যাভেন্ডিস তামাক সমেত শীল মাছের চামড়ার তৈরী একটা পাউচ, সোনার চেন-ওয়ালা রুপোর ঘড়ি, পাঁচটি সোনার মোহর, একটা এলুমিনিয়ামের পেন্সিল-কেস, কয়েক টুকরো কাগজ আর হাতির দাঁতের হাতল-ওয়ালা সূক্ষ্ম খোলা ফলার একখানি ছুরি, তাতে লেখা 'উইঞ্জ অ্যান্ড কোং, লন্ডন।'

ছুরিটা তুলে নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে হোমস বলল, 'খুব অসাধারণ ছুরি তো! রক্তের দাগ দেখে মনে হচ্ছে এই ছুরিটাই মৃতের মুঠোর মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল। ওয়াটসন, এটা নিশ্চয় তোমার লাইনের ছুরি।'

আমি বললাম, 'এটাকে আমরা বলি ছানি-কাটার ছুরি।'

'আমিও তাই ভেবেছিলাম। সূক্ষ্ম কাজের জন্য সূক্ষ্ম ফলা। মারপিটের সময় কোন লোক এরকম একটা ছুরি সঙ্গে নেবে এটা খুবই আশ্চর্য, বিশেষত যখন ফলাটা ভেঙে ছুরিটাকে পকেটেও রাখা যাবে না।'

ইন্সপেক্টর বলল, 'যে কর্কের খাপ দিয়ে ফলার মুখটা ঢাকা ছিল সেটা মৃতদেহের পাশেই পাওয়া গেছে। তার স্ত্রী বলেছে, ছুরিটা কয়েকদিন যাবৎ ড্রেসিং-টেবিলেই ছিল; ঘর থেকে যাবার সময় সে ওটা তুলে নিয়ে যায়। অস্ত্র হিসাবে খুবই ঠুনকো হলেও হয় তো সেইমুহূর্তে ওর চাইতে ভাল কিছু সে হাতের কাছে পায় নি।'

'খুব সম্ভব। আর এই কাগজগুলো?'

'তার মধ্যে তিনখানি খড়-ব্যবসায়ীদের সই-করা হিসাব। একখানি কর্ণেল রসের নির্দেশ-নামা। অপর একখানি বন্ড স্ট্রীটের ম্যাডাম লেসুরিয়ার কর্তৃক উইলিয়াম ডার্বিশায়ারের বরাবর সম্পাদিত সাঁইত্রিশ পাউন্ড পনের শিলিং-এর একটি টুপিওয়ালীর হিসাব। মিসেস স্ট্রেকার বলেছেন, ডার্বিশায়ার তার স্বামীর বন্ধু; তার চিঠিপত্র অনেক সময়ই এখানকার ঠিকানায় আসত।'

হিসাবটি দেখতে দেখতে হোমস বলল, 'ম্যাডাম ডার্বি-শায়ারের রুচি বেশ ব্যয়বহুল। একটিমাত্র পোশাকের জন্য বাইশ গিনি—দামটা খুবই বেশী। যাহোক, আর তো জান-বার কিছু নেই, এবার আমরা ঘটনাস্থলে যেতে পারি।'

আমরা বসবার ঘর থেকে বের হতেই বাইরে অপেক্ষমানা জনৈক মহিলা এক পা এগিয়ে ইন্সপেক্টরের জামার হাতার উপর হাত রাখল। তার মুখ উস্কোখুস্কো, কৌতূহলী; সাম্প্রতিক বিভীষিকার ছাপ আঁকা।

সে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'তাদের কি পেয়েছেন? তাদের কি দেখেছেন?'

'না মিসেস স্ট্রেকার; তবে লন্ডন থেকে মিঃ হোমস এসেছেন আমাদের সাহায্য করতে; সম্ভবপর সবকিছুই আমরা করব।'

হোমস বলে উঠল, 'মিসেস স্ট্রেকার, সামান্য কিছুদিন আগে প্লিমাথের একটা গার্ডেন-পার্টিতে নিশ্চয় আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল।'

'না স্যার; আপনি ভুল করেছেন।'

'বটে! আমি কিন্তু দিব্যি করে কথাটা বলতে পারি। উটপাখির পালকের পাড়-বসানো ঘুঘু-রং সিল্কের একটা পোশাক আপনি পরেছিলেন।'

মহিলাটি জবাব দিল, 'ও রকম পোশাক আমার কোন কালেও ছিল না স্যার।'

'ওঃ, তাহলে তো কোন কথাই নেই', এই বলে দুঃখ প্রকাশ করে হোমস ইন্সপেক্টরের পিছনে পিছনে বাইরে চলে গেল। জলাভূমির ভিতর দিয়ে কিছুদূর এগোতেই আমরা সেই গর্তটার কাছে পৌঁছে গেলাম যার মধ্যে মৃতদেহটা পাওয়া গিয়েছিল। তার পাশের কাঁটাগাছের ঝোপের উপ-রেই কোটটা ঝুলছিল।

হোমস বলল, 'শুনেছি সে রাতে বাতাস ছিল না।'

'না; কিন্তু খুব বৃষ্টি হয়েছিল।'

'তাহলে তো ওভারকোটটা কাঁটা-ঝোপের উপর থেকে না উড়ে সেখানে পড়ে থাকারই কথা।'

'হ্যাঁ, কোটটা ঝোপের উপর পড়েই ছিল।'

'খুবই ইন্টারেস্টিং। মনে হচ্ছে, মাটিতে অনেক পায়ের দাগ পড়েছে। সোমবার রাত থেকে অনেক পা যে এখানে পড়েছে তাতে তো কোন সন্দেহ নেই।'

'সেখানে একপাশে একটা মাদুর পাতা হয়েছে। আমরা সবাই তার উপরেই দাঁড়িয়েছি।'

'চমৎকার।'

'স্ট্রেকারের একটা বুট, ফিট্‌জ্‌রয় সিম্পসনের একপাটি জুতো আর সিলভার ব্লেজের পায়ের একটা ঢালাই নাল এই ব্যাগে আছে।'

'প্রিয় ইন্সপেক্টর, আপনি দেখছি নিজেকে ছাড়িয়ে গেছেন।'

ব্যাগটা হাতে নিয়ে হোমস গর্তের মধ্যে নামল এবং মাদুরটাকে বেশ মাঝখানে সরিয়ে নিল। তারপর উপুর হয়ে শুয়ে পড়ে দুই হাতের উপর থুতনিটা রেখে কাদার উপর পায়ের দাগগুলো সযত্নে পরীক্ষা করতে লাগল।

হঠাৎ সে বলে উঠল, 'আরে, এটা কি?'

অর্ধদগ্ধ একটা দেশলাইয়ের কাঠি, কাদায় এমনভাবে মাখামাখি হয়েছে যে প্রথমে একটুকরো কাঠ বলে মনে হয়েছিল।

ইন্সপেক্টর বিব্রত মুখে বলল, 'ভাবতেও পারছি না এ জিনিসটা কি করে আমার দৃষ্টি এড়িয়ে গেল।'

'এটা কাদার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে ছিল। আমি এটাকে খুঁজছিলাম বলেই দেখতে পেয়েছি।'

'কি! আপনি এটাকে এখানে পাবেন আশা করেছিলেন?'

'ভেবেছিলাম পেতেও পারি।' ব্যাগের ভিতর থেকে জুতো বের করে সে মাটির ছাপের সঙ্গে সেগুলো মিলিয়ে দেখতে লাগল। তারপর গর্তের কোণায় হাত রেখে হিঁচড়ে উপরে উঠে ফার্ণ গাছ ও ঝোপের মধ্যে হামাগুড়ি দিতে লাগল।

ইন্সপেক্টর বলল, 'আর কোন পথ ওদিকে নেই। সব দিকেরই একশো গজ পর্যন্ত আমি খুব ভাল করে মাটি পরীক্ষা করে দেখেছি।'

উঠে দাঁড়িয়ে হোমস বলল, 'তাই বুঝি! তাহলে তো আপনার কথায় পরেও সেকাজ আর একবার করার ধৃষ্টতা আমার থাকা উচিত নয়। তবে অন্ধকার হবার আগেই জলাভূমির উপর দিয়ে আমি একটু হাঁটতে চাই, যাতে আগামীকাল পথটা চিনতে পারি। আর সৌভাগ্যের চিহ্ন স্বরূপ এই ঘোড়ার নালটা আমার পকেটেই রেখে দিলাম।'

আমার সঙ্গীর শান্ত সুশৃংখল কাজের ধারা দেখে কর্ণেল রস কিছুটা অধৈর্য হয়ে উঠেছিল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'ইন্সপেক্টর, আমার ইচ্ছা আপনি আমার সঙ্গে আসুন। কয়েকটি বিষয়ে, বিশেষ করে জনসাধারণের স্বার্থে কাপের প্রতিযোগিতা থেকে আমাদের ঘোড়ার নামটা প্রত্যাহার করা কর্তব্য কি না সে বিষয়ে আপনার পরামর্শ চাই।'

হোমস দৃঢ়কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠল, 'নিশ্চয়ই না। আমি চাই নামটা যেমন আছে থাকুক।'

কর্ণেল মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানাল। বলল, 'আপনার মতামত জেনে খুব খুশি হলাম স্যার। আপনার বেড়ানো শেষ হলে বেচারি স্ট্রেকারের বাড়িতেই আমাদের পাবেন। সেখান থেকে একসঙ্গেই আমরা ট্যাবিস্টকে ফিরতে পারব।'

ইন্সপেক্টরকে সঙ্গে নিয়ে সে চলে গেল। হোমস আর আমি জলাভূমির ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলাম। কেপল্‌টনের আস্তাবলের পিছনে সূর্য অস্ত যাচ্ছিল। আমাদের সামনে প্রসারিত দীর্ঘ প্রান্তর স্বর্ণবর্ণে রঞ্জিত; শুধু বিবর্ণ ফার্ন আর কাঁটা ঝোপের উপর সন্ধ্যার দীপালোক পড়ে সেগুলি উজ্জ্বল রক্তিমাভা ধারণ করেছে। কিন্তু আমার সঙ্গী তখন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন, প্রাকৃতিক দৃশ্যের মনোহারিত্ব তার উপর কোনরকম রেখাপাতই করতে পারল না।

অবশেষে সে বলল, 'ওয়াটসন, ব্যাপারটাকে এইভাবে ভাবা যাক। জন স্ট্রেকারকে কে খুন করেছে, এই মুহূর্তে সে প্রশ্নটা থাক। ঘোড়াটার কি হল সেটাই ভাবা যাক। যদি ধরে নেওয়া যায় যে, দুর্ঘটনার সময় বা পরে সে বাঁধন ছিঁড়ে পালিয়ে গেছে, তাহলে কোথায় গেছে? ঘোড়া দলবদ্ধভাবে থাকতে ভালবাসে। প্রবৃত্তিগতভাবে হয় সে কিংস পাইল্যান্ডে ফিরে আসবে, নয় তো কেপল্‌টনে চলে যাবে। জলাভূমির মধ্যে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াবে কেন? তাহলে তো এতক্ষণে তাকে দেখাই যেত। বেদেরাই বা তাকে চুরি করবে কেন? ওরা তো গোলমাল দেখলেই সেখান থেকে সরে পড়ে, কারণ পুলিশের হাঙ্গামা ওরা পোয়াতে চায় না। তাছাড়া, এ ধরনের একটা ঘোড়াকে তারা যখন বিক্রী করতেও পারবে না, তখন তো এ ঘোড়া লুকিয়ে তাদের লাভ নেই কিছুই, অথচ ঝক্কি ষোল আনা। এবিষয়ে নিশ্চয়ই কোন সন্দেহ নেই।'

'সেটা তাহলে কোথায় গেল?'

'আগেই বলেছি, হয় কিংস পাইল্যান্ডে নয় তো কেপল্‌টনেই সে গেছে। কিংস পাইল্যান্ডে যখন নেই, তখন সে কেপল্‌টনেই আছে। আপাতত এটাকেই যদি সঠিক বলে ধরে নেওয়া যায়, দেখা যাক তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়ায়। ইন্সপেক্টরই বলেছে, জলাভূমির এদিকটা কঠিন ও শুকনো। কিন্তু কেপল্‌টনের দিকটা ক্রমশঃ ঢালু হয়ে গেছে। এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছ, ওদিকে একটা লম্বা খাদ রয়েছে। সোমবার রাতের বৃষ্টিতে খাদটা নিশ্চয়ই

ভিজেছে। আমাদের ধারণা যদি ঠিক হয় তাহলে ঘোড়াটা নিশ্চয়ই ওই খাদ পার হয়েছে এবং ওখানেই তার পায়ের দাগ আমাদের খুঁজতে হবে।'

কথা বলতে বলতেই আমরা দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিলাম। কয়েক মিনিট পরেই আমরা সেই খাদে পেঁছে গেলাম। হোমসের অনুরোধে আমি খাদের ডান পার ধরে এগোতে লাগলাম আর সে বাঁ পার ধরে এগোতে লাগল। পঞ্চাশ পাও এগোই নি এমন সময় হোমসের চীৎকার শুনে তাকিয়ে দেখি, সে হাত নেড়ে আমাকে ডাকছে। তার সামনের ভিজে মাটিতে ঘোড়ার পায়ের দাগ স্পষ্ট চোখে পড়ছে। তার পকেট থেকে বের করা নালটাও সেই দাগের সঙ্গে হুবহু মিলে গেছে।

হোমস বলল, 'কল্পনার কত দাম তাই দেখ। এই গুণটিই গ্রেগরির নেই। কি ঘটে থাকতে পারে সেটা কল্পনা করে তদনুযায়ী কাজ করেই দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের কল্পনাই ঠিক। এগিয়ে চল।'

ভিজে খাদটা পার হয়ে আরও সিকি মাইলটাক শক্ত শুকনো মাঠ পার হলাম। আবার কিছুটা ঢালু মাঠ পার হতেই পায়ের দাগ দেখতে পেলাম। পরবর্তী আধ মাইল পথে কোন দাগ নেই। কিন্তু কেপলটনের কাছাকাছি গিয়ে সে দাগ আবার দেখতে পেলাম। ব্যাপারটা প্রথমে হোমসের চোখেই পড়েছিল। সেদিকে আঙুল বাড়িয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার চোখে মুখে জয়ের উল্লাস। ঘোড়ার পায়ের দাগের পাশে পাশে একটা মানুষের পায়ের দাগও দেখা যাচ্ছে।

আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'এর আগে ঘোড়াটা একা ছিল।'

'ঠিক তাই। ঘোড়াটা একাই ছিল। আরে! এটা কি?'

পায়ের সবগুলো দাগ হঠাৎ বাঁক নিয়ে কিংস পাইল্যান্ডের দিকে ঘুরে গেছে। হোমস শিস দিয়ে উঠল। দুজনে সেই দাগ ধরে এগোতে লাগলাম। তার চোখ পথের উপরেই নিবদ্ধ। আমি ঘটনাক্রমে এক পাশে তাকাতেই সবিস্ময়ে দেখলাম, সেই একই পায়ের দাগ বিপরীত দিক থেকে এগিয়ে এসেছে।

সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই হোমস বলল, 'ওয়াটসন, এবারকার কেরামতি তোমার। আমাদের অনেক পথ হাঁটা তুমি বাঁচিয়ে দিয়েছ, কারণ এই পথ ধরেই আমাদের আবার ফিরে আসতে হত। এবার চল, ফিরতি পথ ধরেই অগ্রসর হই।'

বেশীদূর যেতে হল না। কেপলটনের আস্তাবলের দরজায় পেঁছবার অ্যাসফল্টের বাঁধানো পথে গিয়েই সে পায়ের দাগ শেষ হয়েছে। আমরা এগিয়ে যেতেই ভিতর থেকে একজন সহিস ছুটে এল।

'এখানে কারও ঘোরাফেরা আমরা পছন্দ করি না', সে বলল।

ওয়েস্টকোটের পকেটে সবগুলি আঙুল ঢুকিয়ে হোমস বলল, 'আমি শুধু একটা প্রশ্ন করতে চাই। আচ্ছা, সকাল পাঁচটায় যদি আসি, তাহলে তোমার মনিব কিং সাইলাস ব্রাউনের সঙ্গে দেখা করার পক্ষে খুব বেশী সকাল হয়ে যাবে কি?'

'কি আশ্চর্য, কেউ এলে তিনি নিশ্চয় দেখা করবেন, কারণ চিরকাল তিনি সকলের আগে ঘুম থেকে ওঠেন। ঐ তো, আপনার প্রশ্নের জবাব দিতে তিনিই আসছেন। না স্যার, না। ওর সামনে আপনার টাকা নিলে আমার পদমর্যাদায় ঘা লাগবে। কিছু দিতে হয় পরে দেবেন।'

পকেট থেকে বের করা আধ-গিনিটা শার্লক হোমস আবার পকেটেই রেখে দিল। ওদিকে দরজা পার হয়ে বেরিয়ে এল হিংস্র-দর্শন একটি বয়স্ক লোক। তার হাতে একটা শিকারী-চাবুক।

সে চেঁচিয়ে বলল, 'ব্যাপার কি ডসন? বাজে গল্পগাছা রাখ। তোমার কাজে যাও! আর আপনারা—আপনাদের এখানে কি চাই?'

হোমস মিষ্টি গলায় বলল, 'মশায়, মিনিট দশেক আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'প্রতিটি ভবঘুরের সঙ্গে কথা বলবার সময় আমার নেই। আমরা চাই না যে কোন উটকো লোক এখানে আসে। আপনারা চলে যান, নইলে কুকুর লেলিয়ে দেব।'

হোমস ঝুঁকে পড়ে ট্রেনারের কানে কানে ফিস ফিস করে কি যেন বলল। লোকটি চমকে উঠল। তার সমস্ত মুখ লাল হয়ে গেল।

চীৎকার করে বলল, 'মিথ্যে কথা! নারকীয় মিথ্যে!'

'ভাল কথা! এ নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে চেঁচামেচি করব, না আপনার বসার ঘরে গিয়ে কথা হবে?'

'ওঃ! বেশ, ভিতরে আসুন।'

হোমস হেসে বলল, 'ওয়াটসন, মিনিট কয়েকের বেশী তোমাকে আটকে রাখব না। মিঃ ব্রাউন, আপনার যেমন অভিরুচি।'

মিনিট কুড়ি পরে হোমস আর ট্রেনার যখন ভিতর থেকে ফিরে এল, তখন তার মুখের সব লাল ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। এত অল্পক্ষণের মধ্যে সাইলাস ব্রাউনের এতটা পরিবর্তন

হয়েছে যে-রকমটা এর আগে কখনও দেখি নি। মুখ ছাই-য়ের মত সাদা, ভুরুর উপর বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে, হাত কাঁপছে, আর শিকারী-চাবুকটা কাঁপছে ঝড়ো হাওয়ায় পাতার মত। সেই ধমকানো উদ্ধতভাব কোথায় মিলিয়ে গেছে। প্রভুর পাশে কুকুর যেমন চলে তেমনি ভঙ্গীতে সে আমার সঙ্গীর পাশে পাশে ফিরে এল।

বলল, 'আপনার নির্দেশ মতই কাজ হবে। নিশ্চয় হবে।'

তার উপরে চোখ রেখে হোমস বলল, 'যেন ভুল না হয়।'

তার দৃষ্টিতে ক্ষতির আভাস পেয়ে লোকটি কুঁকড়ে গেল।

'না, না, কোন ভুল হবে না। ঠিক পৌঁছে যাবে। তার আগে রংটা বদলে দেব কি?'

হোমস কি যেন ভাবল, তারপর হো-হো করে হেসে উঠল। বলল, 'না, তা করবেন না। এ বিষয়ে আপনাকে লিখব। এখন কোন চালাকি নয়, নইলে—'

'বিশ্বাস করুন, আমাকে বিশ্বাস করুন।'

'নিজের জিনিসের মতই সেদিন ওটাকে দেখাশোনা করবেন।'

www.boiRboi.net

'আমার উপর নির্ভর করতে পারেন।'

'হ্যাঁ, আমিও তাই মনে করি। আচ্ছা, কাল আমার চিঠি পাবেন।' বলেই হোমস ঘুরে দাঁড়াল। লোক-টির প্রসারিত কাঁপা হাতের দিকে ফিরেও তাকাল না; আমরা কিংস পাইল্যান্ডের দিকে পা বাড়ালাম।

দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে হোমস বলল, 'মাস্টার সাইলাস ব্রাউনের মত দম্ভ, ভীরুতা ও ইতরতার এমন অদ্ভুত মিশ্রণ আমি আর কোথাও দেখি নি।'

'ঘোড়াটা তাহলে তার কাছেই আছে।'

'প্রথমে ফসকে বেরিয়ে যেতেই চেষ্টা করেছিল; কিন্তু সেদিন সকালে তার সমস্ত কাজের এমন নিখুঁত বিবরণ দিলাম যে তার আর কোন সন্দেহই রইল না যে আমি সব কিছু নিজে দেখেছি। অবশ্য তুমিও লক্ষ্য করেছ যে জুতোর দাগের সামনের দিককার যে বিশেষ ধরনের চৌকো ভাব সেটা তার বুটের সঙ্গে হুবহু এক। তাছাড়া, কোন চাকর-বাকর নিশ্চয়ই একাজ করতে সাহস করত না। একে একে সব বিবরণই তাকে শোনালাম। অভ্যাস মত সেদিনও সেই প্রথম বাইরে এসে একটা নতুন ঘোড়াকে জলাভূমিতে ঘুরতে দেখে; তার কাছে এগিয়ে গিয়ে সাদা কপাল দেখে ঘোড়াটাকে চিনতে পারে (সাদা কপাল থেকেই ঘোড়াটার নামকরণ করা হয়েছে "সিলভার ব্লেজ"); যে ঘোড়ার উপরে সে অনেক টাকা বাজী রেখেছে তাকে হারাবার মত একটি-মাত্র ঘোড়া ঘটনাচক্রে তার হাতে এসে পড়ায় তার বিস্ময়ের সীমা রইল না। তাকে একথাও বললাম যে, প্রথমে সে ঘোড়াটাকে কিংস পাইল্যান্ডে ফিরিয়ে দেবার কথাই ভেবে-ছিল, কিন্তু ঘোড়-দৌড় শেষ না হওয়া পর্যন্ত ঘোড়াটাকে লুকিয়ে রাখার কথা শয়তানই তাকে বলে দেয় আর সেও ঘোড়াটাকে নিয়ে কেপল্‌টনে লুকিয়ে রাখে। সব কথা বিস্তারিতভাবে বলায় সে রণে ভঙ্গ দেয় এবং নিজেকে বাঁচাবার কথাটাই বড় করে দেখে।'

'কিন্তু তার আস্তাবলে তো তল্লাসী চালান হয়েছে।'

'আরে তার মত পুরনো ঘোড়াওয়ালাদের অনেক রকম ছল-চাতুরি জানা থাকে।'

'কিন্তু এখন তো ঘোড়াটার ক্ষতি হলেই তার লাভ। এ অবস্থায় ঘোড়াটাকে তার হেপাজতে রেখে যেতে তুমি ভয় পাচ্ছ না?'

'ভাইরে, চোখের মণির মত সে ঘোড়াটাকে পাহারা দেবে। ঘোড়াটাকে নিরাপদে ফিরিয়ে দিলে তবেই সে ক্ষমা পেতে পারে একথা সে জানে।'

'কর্ণেল রসকে তো দয়া দেখাবার মত লোক বলে মনে হয় না।'

'ব্যাপারটা তো কর্ণেল রসের হাতে নয়। আমি আমার পথে কাজ করি, এবং যতটা ইচ্ছা ঠিক ততটাই প্রকাশ করি। বেসরকারী হবার এইটেই সুবিধা। ওয়াটসন, তুমি লক্ষ্য করেছ কিনা জানি না, কিন্তু কর্ণেলের আচরণ আমার কাছে একটু উদ্ধত মনে হয়েছে। এবার তাকে নিয়ে একটু মজা করতে চাই। ঘোড়ার ব্যাপারে তাকে কিছু বলো না।'

'নিশ্চয়ই না, তোমার অনুমতি ছাড়া কিছুই বলব না।।'

'অবশ্য জন স্ট্রেকারের খুনিকে আবিষ্কারের তুলনায় এটা খুবই সামান্য ব্যাপার।'

'এবার তাহলে সেই কাজে লাগবে তো?'

'ঠিক উল্টো। রাতের ট্রেনেই আমরা দুজন লণ্ডনে ফিরছি।'

বন্ধুর কথা শুনে আমি তো অবাক। মাত্র কয়েক ঘণ্টা হল ডেভনশায়ার এসেছি; এমন চমৎকারভাবে তদন্তকার্য শুরু করবার পরেই সে এটা ছেড়ে দেবে কেন আমি কিছু-তেই বুঝতে পারলাম না। ট্রেনারের বাড়িতে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত তার মুখ থেকে আর একটা কথাও বের করতে পার-

লাম না। কর্ণেল এবং ইন্সপেক্টর আমাদের জন্যই বসবার ঘরে অপেক্ষা করছিল।

হোমস বলল, 'বন্ধু, আজ আমি মাঝরাতের ট্রেনে শহরে ফিরে যাচ্ছি। আপনাদের ডার্টমুরের সুন্দর বাতাস অনেকটা নিঃশ্বাসের সঙ্গে টেনে নিয়েছি।'

ইন্সপেক্টর চোখ মেলে তাকাল। কর্ণেলের ঠোঁট বিদ্রূপে বাঁকা হয়ে উঠল।

সে বলল, 'বেচারি স্ট্রেকারের খুনিকে গ্রেপ্তারের আশা তাহলে আপনি ছেড়ে দিলেন?'

কাঁধটা ঝাঁকুনি দিয়ে হোমস বলল, 'সেপথে অনেক বিঘ্ন নিশ্চয়ই আছে। আমি অবশ্য আশা করছি, মঙ্গলবারে আপনার ঘোড়া দৌড়বে ; আর তাই আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনার জকিকে তৈরী রাখবেন। মিঃ জন স্ট্রেকারের একখানা ফটো কি চাইতে পারি?'

ইন্সপেক্টর পকেটের খামের ভিতর থেকে একখানা ফটো বের করে তার হাত দিল।

'প্রিয় গ্রেগরি, আমার যা কিছু দরকার সবই আপনি আগে থেকে বুঝতে পারেন। ওয়াটসন, তুমি একটু সময় এখানে অপেক্ষা কর, সেই ফাঁকে আমি দাসীকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করে আসি।'

www.boiRboi.net

বন্ধু ঘর থেকে চলে গেলে কর্ণেল রস স্পষ্টই বলে উঠল, 'একথা আমি বলবই যে আপনাদের লণ্ডন-সহযোগী আমাকে হতাশ করেছে। সে আসার পর থেকে আমরা একটুও এগিয়েছি বলে মনে হয় না।'

আমি বললাম, 'আপনার ঘোড়া দৌড়বে, অন্তত এ আশ্বাসটুকু তো পেয়েছেন।'

কর্ণেল ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, সে আশ্বাস পেয়েছি। তবে ঘোড়াটা পেলেই বেশী খুশি হতাম।'

বন্ধুর সমর্থনে আরও কিছু বলতে যাচ্ছি, এমন সময় সে ঘরে ঢুকল।

সে বলল, 'মহাশয়গণ, এবার আমি ট্যাবিস্টকের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত।'

আমরা যখন গাড়িতে উঠি তখন আস্তাবলের একটি ছোকরা গাড়ির দরজা খুলে দিল। হঠাৎ কি মনে করে হোমস ঝুঁকে পড়ে তার হাতের উপর হাত রাখল।

বলল, 'তোমাদের খোঁয়ারে তো কয়েকটা ভেড়া আছে, সেগুলো কে দেখাশোনা করে?'

'আমি করি স্যার।'

'ইদানীং সেগুলির মধ্যে কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করেছ কি?'

'দেখুন স্যার, সে বলবার মত কিছু নয় ; তবে তিনটে ভেড়া খোঁড়া হয়ে গেছে স্যার।'

দেখলাম, হোমস খুব খুশি ; মুখ টিপে হাসতে হাসতে সে দুই হাত ঘসতে লাগল।

আমার হাতে চিমটি কেটে সে বলে উঠল, 'ওয়াটসন, তীরটা লেগেছে, অনেকদূরে হলেও লেগেছে। গ্রেগরি, ভেড়াদের এই আশ্চর্য রোগের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কোচয়ান, গাড়ি চালাও!'

বন্ধুর ক্ষমতা সম্পর্কে কর্ণেল রস যে মনোভাব পোষণ করছিল তখনও তার চোখে-মুখে তারই প্রকাশ ফুটে উঠল। কিন্তু ইন্সপেক্টরের মুখ দেখে বুঝলাম, তার মনোযোগ উদ্দীপিত হয়ে উঠেছে।

সে প্রশ্ন করল, 'সেটাকে আপনি কি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন?'

'খুবই মনে করি।'

'আর কোন কিছুর প্রতি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করতে চান কি?'

'রাতের বেলায় কুকুরটার অদ্ভুত আচরণের প্রতি।'

'রাতে তো কুকুরটা কিছুই করে নি।'

শার্লক হোমস মন্তব্য করল, 'সেটাই তো অদ্ভুত ঘটনা।'

চারদিন পরে হোমস আর আমি আবার উইনচেস্টার-গামী ট্রেনে চেপে বসেছি ওয়েসেক্স কাপের ঘোড়-দৌড় দেখতে। পূর্বব্যবস্থামত স্টেশনের বাইরে কর্ণেল রসের সঙ্গে আমাদের দেখা হল ; তার ছোট গাড়িতে চেপে আমরা শহর ছাড়িয়ে রেস-কোর্সে পৌঁছলাম। তার মুখ গম্ভীর, চালচলন ভীষণ উদাসীন।

'আমার ঘোড়ার টিকিটিও দেখতে পাই নি', সে বলল।

হোমস প্রশ্ন করল, 'ঘোড়াটা দেখলে আপনি চিনতে পারবেন?'

কর্ণেল খুব রেগে বলল, 'কুড়ি বছর একাজ করছি, এ ধরনের প্রশ্ন কেউ কোনদিন করে নি। সাদা কপালে আর ফুট-ফুট পা দেখে একটা শিশুও "সিলভার ব্লেজ"কে চিনতে পারে।'

'বাজী কেমন হয়েছে?'

'সেটা খুব অদ্ভুত। কাল পনেরোতে এক, কিন্তু দাম কমতে কমতে এখন তিনে একও পাবে না।'

হোমস বলে উঠল, 'হুম! স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, কেউ কেউ জেনে গেছে।'

গাড়িটা যখন ঢাকা মাঠের মধ্যে 'গ্র্যান্ড স্ট্যান্ড'-এর কাছে পৌঁচেছে, তখন যোগদানকারী ঘোড়াগুলির নাম দেখবার জন্য কার্ডের দিকে তাকালাম। তাতে লেখাঃ

ওয়েসেক্স প্লেট। প্রত্যেকে ৫০ গিনি, চার ও পাঁচ বছর বয়স্কদের জন্য অতিরিক্ত ১০০০ গিনি। দ্বিতীয় ৩০০ পাউন্ড। তৃতীয় ২০০ পাউন্ড। নতুন কোর্স (এক মাইল পাঁচ ফারলং)।

১। মিঃ হিথ নিউটনের—দি নিগ্রো (লাল টুপি, নারুচিনি রঙের জামা)।

২। কর্ণেল ওয়ার্ডলর—পিউজিলিস্ট (গোলাপি টুপি, নীল-কালো জামা)

৩। লর্ড ব্যাকওয়াটারের—ডেসবরো (হলদে টুপি ও হাতা)।

৪। কর্ণেল রসের—সিলভার ব্লেজ (কালো টুপি, লাল জামা)।

৫। বালমোরালের ডিউকের—আইরিস (হলদে ও কালো ডোরা)।

৬। লর্ড সিঙ্গলফোর্ডের—র‍্যাসপার (বেগুনি টুপি, কালো হাতা)।

কর্ণেল বলল, 'অন্য ঘোড়ার নাম খারিজ করে দিয়ে আমরা আপনার কথার উপরেই ভরসা করেছি।'

দর্শকরা চীৎকার করে উঠল, 'সিলভার ব্লেজ-এ পাঁচে চার! সিলভার ব্লেজ-এ পাঁচে চার! ডেসবরো-তে পনেরো-তে পাঁচ! মাঠে পাঁচে চার!'

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'ওই তো সংখ্যাগুলো দেখা যাচ্ছে। ছ'টাই আছে।'

প্রভূত উত্তেজনার সঙ্গে কর্ণেল চেঁচিয়ে বলল, 'ছ'টাই আছে। তাহলে আমার ঘোড়াও দৌড়বে। কিন্তু তাকে তো দেখতে পাচ্ছি না। আমার জকি তো ছোটে নি।'

'মাত্র পাঁচটা ছুটেছে। নিশ্চয় এই সেই ঘোড়া।'

বলতে বলতেই একটা পিঙ্গল রঙের শক্তিশালী ঘোড়া ঘেরা পার হয়ে আমাদের সামনে দিয়ে ছুটে চলে গেল। তার পিঠে কর্ণেলের সুপরিচিত লাল-কালো জামা।

মালিক চেঁচিয়ে উঠল, 'ওটা তো আমার ঘোড়া নয়। ও জন্তুটার সারা গায়ে তো একটাও সাদা লোম নেই। এ আপনি কি করেছেন মিঃ হোমস?'

অবিচলিতভাবে বন্ধু বলল, 'ঠিক আছে, কেমন ছোটে সেটা আগে দেখি।' আমার দূরবীনের ভিতর দিয়ে কয়েক মিনিট তাকিয়ে হঠাৎ সে চেঁচিয়ে উঠল, 'সাবাস! চমৎকার স্টার্ট নিয়েছে! ঐ যে ওরা, বাঁক ঘুরে আসছে!'

আমাদের গাড়ি থেকে সব কিছু সুন্দর দেখা যাচ্ছে। ছ'টি ঘোড়া এত কাছাকাছি আসছে যে মনে হয় কার্পেট দিয়ে তাদের ঢেকে দেওয়া যাবে। কিন্তু অর্ধেক পথ পার হতেই কেপল্‌টন্‌ আস্তাবলের হলদেটা সামনে এগিয়ে গেল। যা হোক, আমাদের কাছে আসতে আসতেই ডেসবরোর ঘোড়া পিছিয়ে পড়ল, আর কর্ণেলের ঘোড়া প্রচণ্ড বেগে ছুটে তাকে ছ'লাফ পিছনে ফেলে বালমোরালের ডিউকের আইরিস-কে তৃতীয় স্থানে ঠেলে দিল।

দুই চোখের উপর হাত রেখে কর্ণেল হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'আমার ঘোড়া বলেই তো মনে হচ্ছে। স্বীকার করছি, এর মাথা-মুণ্ডু কিছুই আমি বুঝতে পারছি না। রহস্যটাকে বড় বেশী সময় জিইয়ে রাখা হচ্ছে না কি মিঃ হোমস?'

'ঠিকই বলেছেন কর্ণেল। সবই জানতে পারবেন। চলুন সকলে মিলে ঘোড়াটাকে দেখে আসি। যে ঘেরা জায়গাটায় শুধু ঘোড়ার মালিক ও তার বন্ধুদের ঢুকতে দেওয়া হয় সেখানে পৌঁছে হোমস বলল, 'এই আপনার ঘোড়া। মদের আরক দিয়ে ওর মুখ আর পাগুলো ভাল করে ধুয়ে দিন, তাহলেই দেখতে পাবেন, এই সেই পুরনো সিলভার ব্লেজ।'

'আপনি যে আমাকে শ্বাস ফেলতে দিচ্ছেন না!'

'একজন জালিয়াতের কাছে আমি ওকে পাই এবং যেমনটি তাকে পেয়েছি ঠিক সেইভাবেই দৌড়ে যোগ দেবার ব্যবস্থা করেছি।'

'স্যার, আপনি বিস্ময়কর কাজ করেছেন। ঘোড়াটিকে বেশ সক্ষম ও সুস্থ দেখাচ্ছে। এর চাইতে ভাল একে জীবনে দেখি নি। আপনার ক্ষমতায় সন্দেহ করেছিলাম বলে হাজারবার আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি। আমার ঘোড়া উদ্ধার করে দিয়ে আপনি আমার বড়ই উপকার করেছেন। ঠিক এইভাবে যদি জন স্ট্রেকারের খুনিকে বের করে দিতে পারতেন তাহলে আরও উপকৃত হতাম।'

'তাও করেছি,' হোমস শান্তভাবে বলল।

কর্ণেল ও আমি সবিস্ময়ে তার দিকে তাকালাম। 'তাকে ধরেছেন! তাহলে সে কোথায়?'

'সে এখানেই আছে।'

'এখানে! কোথায়?'

'এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে।'

কর্ণেল রাগে লাল হয়ে উঠল। বলল, 'মিঃ হোমস, স্বীকার করছি আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু এই-

মাত্র আপনি যা বললেন সেটাকে খুব বাজে ঠাট্টা বা অপমান মনে করতে আমি বাধ্য।'

শার্লক হোমস হেসে উঠল। বলল, 'কর্ণেল, এ অপরাধের সঙ্গে আপনাকে তো আমি জড়াই নি। আসল খুনি আপনার ঠিক পিছনেই দাঁড়িয়ে আছে।'

কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে সে ঘোড়াটার চকচকে ঘাড়ের উপর হাত রাখল।

কর্ণেল ও আমি একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'ঘোড়া!'

'হ্যাঁ ঘোড়া। অবশ্য ঘোড়াকে আমি দোষ দিই না, কারণ আত্মরক্ষার জন্য একাজ ওকে করতে হয়েছিল। আরও বলি, জন স্ট্রেকার আপনার বিশ্বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য ছিল। কিন্তু ঐ ঘণ্টা বাজল। পরের দৌড়েও আমার কিছু জিতবার আছে। তাই এ ঘটনার দীর্ঘতর ব্যাখ্যা পরবর্তী কোন উপযুক্ত সময়ের জন্য মুলতুবি রাখছি।'

সেদিন সন্ধ্যায় লন্ডনে ফিরবার পথে একখানি পুলম্যান গাড়ির কোণে আমরা বসেছিলাম। সেই সোমবার রাতে ডার্টমুরের ট্রেনিং আস্তাবলগুলিতে যা যা ঘটেছিল এবং যেপথে সে রহস্য সে উদ্‌ঘাটন করেছিল, আমার সঙ্গীর মুখে তার বর্ণনা শুনতে শুনতে কর্ণেল রস ও আমার কাছে পথটা বেশ সংক্ষিপ্তই মনে হয়েছিল।

সে বলল, 'সংবাদপত্রের রিপোর্টের উপর নির্ভর করে যেসব মতামত আমি গড়ে তুলেছিলাম সেসবই যে সম্পূর্ণ ভুল হয়েছিল সেকথা স্বীকার করছি। অবশ্য সেসব রিপোর্টে অন্য সব বিবরণের চাপে আসল সত্য ঢাকা পড়লেও তার ভিতরেই কিন্তু ইঙ্গিতগুলো ছিল। ডেভনশায়ার যাবার আগে এই ধারণাই আমার মনে বদ্ধমূল ছিল যে ফিট্‌জ্‌রয় সিম্পসনই আসল অপরাধী, যদিও তার বিরুদ্ধে যে যথেষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই সেটাও আমি বুঝতে পেরেছিলাম।

গাড়িতে চেপে ট্রেনারের বাড়ি পৌঁছানমাত্রই রান্না করা মাংসের গুরুত্ব আমার কাছে ধরা পড়ল। তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, তোমরা সকলে নেমে গেলেও আমি চিন্তাভিভূত হয়ে গাড়িতেই বসেছিলাম। তখন আমি নিজের মনেই বিস্মিত হচ্ছিলাম যে, এরকম একটা সূত্র আমার দৃষ্টি এড়াল কেমন করে।'

কর্ণেল বলল, 'এখনও পর্যন্ত আমি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'এটাই ছিল আমার যুক্তি-শৃংখলের প্রথম কথা। গুঁড়ো আফিম কখনও স্বাদহীন হয় না। বিস্বাদ না হলেও স্বাদটা বোঝা যায়। সাধারণ খাদ্যের সঙ্গে মিশিয়ে দিলেও যে খাচ্ছে সে নিশ্চয় ধরতে পারবে এবং বাকি খাবারটা খাবে না। ঝোলই হচ্ছে এমন রান্না যাতে স্বাদটাকে চাপা দেওয়া যায়। এটা কোন মতেই ধারণা করা যায় না যে, অপরিচিত সিম্পসন সেই রাতেই ট্রেনারের বাড়িতে মাংস রান্নার ব্যবস্থা করে দেবে। কিংবা স্বাদ গন্ধ চাপা দেবার মত একটা রান্না যে-রাতে আস্তাবলে পাঠানো হবে ঠিক সেই রাতেই ঘটনাচক্রে সে গুঁড়ো আফিম নিয়ে সেখানে হাজির হবে, ঘটনার এরূপ আকস্মিক যোগাযোগও একান্তই অসম্ভব। এরকমটা ভাবাই যায় না। কাজেই এ কেস থেকে সিম্পসনকে বাদ দেওয়া হয়। এবার আমাদের মনোযোগ পড়ল স্ট্রেকার ও তার স্ত্রীর উপর, কারণ একমাত্র তারাই সেরাতের জন্য রান্না-করা মাংসের ব্যবস্থা করতে পারে। আস্তাবলের ছেলেটির খাবার আলাদা করে নিয়ে তারপর তাতে আফিম মেশানো হয়েছিল, কারণ বাড়ির অন্য সকলে ঐ একই মাংস খেয়েও কোন রকম খারাপ ফল পায় নি। দাসীর অজান্তে একাজ করা দু'জনের মধ্যে কার পক্ষে সম্ভব?

'এ প্রশ্নের মীমাংসা করবার আগেই কুকুরটার নীরবতার ব্যাপারটা আমার মাথায় ঢোকে, কারণ একটা অনুমান অনিবার্যভাবেই আর একটাকে মনে করিয়ে দেয়। সিম্পসনের ঘটনায় আমি জানতে পারি যে আস্তাবলে একটা কুকুর থাকত ; অথচ একটা লোক আস্তাবলে ঢুকে ঘোড়াটা নিয়ে চলে গেল কিন্তু কুকুরটা সেরকম ঘেউ-ঘেউ করল না যাতে চিলে-কোঠায় ঘুমন্ত ছেলে দুটো জেগে ওঠে। স্বভাবতই মনে হল, সে রাত্রির আগন্তুক এমন কেউ যাকে কুকুরটা ভালভাবেই চেনে।

'আমি তখনই বুঝলাম, প্রায় নিশ্চিন্ত হলাম, যে গভীর রাতে জন স্ট্রেকারই আস্তাবলে ঢুকে সিলভার ব্লেজকে বাইরে নিয়ে যায়। কিন্তু কেন? তার উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই খারাপ ছিল, অন্যথায় নিজের আস্তাবলের ছেলেটাকে সে ওষুধ খাওয়াবে কেন? তবু প্রকৃত কারণটা কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না। প্রচুর অর্থের আশায় ট্রেনাররা এজেন্টের মারফৎ নিজ নিজ ঘোড়ার বিরুদ্ধে অনেক টাকার বাজী ধরে জোচ্চুরি করে সে ঘোড়াকে জিততে দেয় নি, এমন ঘটনা এর আগে অনেক ঘটেছে। কখনও তারা জকির সাহায্য নেয়, কখনও বা অন্য কোন সূক্ষ্মতর ও নিশ্চিততর পথ অবলম্বন করে। এক্ষেত্রে উদ্দেশ্যটা কি? আশা করেছিলাম, তার পকেটের জিনিসপত্র থেকে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারব।

'ঠিক তাই হয়েছে। মৃতের হাতের মধ্যে যে অদ্ভুত

ছুরিটা পাওয়া যায় সেটার কথা আপনারা নিশ্চয়ই ভুলে যান নি। কোন সুস্থ মানুষ নিশ্চয়ই ও রকম একটা ছুরিকে অস্ত্র হিসাবে বেছে নেবে না। ডাক্তার ওয়াটসনই আমাদের বলেছে যে শল্যচিকিৎসায় খুব সূক্ষ্ম অস্ত্রোপচারের জন্য এ ধরনের ছুরি ব্যবহার করা হয়। সেরাতেও একটা সূক্ষ্ম অস্ত্রোপচারের জন্যই ওটা ব্যবহার করার কথা ছিল। কর্ণেল রস, ঘোড়-দৌড়ের ব্যাপারে ব্যাপক অভিজ্ঞতার ফলে আপনি নিশ্চয় জানেন, চামড়ার ঠিক নীচে ঘোড়ার উরুসন্ধির শিরায় এমনভাবে ছোট একটা দাগ কাটা যায় যাতে কোনরকম চিহ্নই থাকে না। কোন ঘোড়ার উপর এই ব্যবস্থা প্রয়োগ করলে সেটা কিছুটা খোঁড়া হয়ে পড়বে ; ফলে অনুশীলনের সময় পায়ে একটু টান ধরবে বা একটু বাতের ছোঁয়া লাগবে, কিন্তু খুব বেশী কিছু ঘটবে না।'

কর্ণেল চেঁচিয়ে উঠল, 'নারায়ণ! পলিজ!'

'জন স্ট্রেকার ঘোড়াটাকে কেন জলাভূমিতে নিয়ে গেল এখানেই তার ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। ছুরিটা চালালেই এ-রকম একটা বলবান জন্তুর চীৎকারে গভীরতম নিদ্রায় আচ্ছন্ন লোকেরও ঘুম ভেঙে যাবেই। তাই একাজটা খোলা জায়গায় করাই একান্ত দরকার।'

কর্ণেল চেঁচিয়ে বলল, 'আমি কি অন্ধ! বুঝতে পারছি কেন তার মোমবাতির দরকার হয়েছিল, আর কেনই বা দেশলাই জেলেছিল।'

'ঠিক তাই। তার জিনিসপত্র পরীক্ষা করে শুধু যে অপরাধের পদ্ধতিটা পেয়ে গেলাম তাই নয়, ভাগ্যক্রমে তার উদ্দেশ্যও জানা গেল। পৃথিবীর বাস্তব মানুষ হিসাবে আপনিও জানেন কর্ণেল যে কোন মানুষ অন্যের বিল পকেটে নিয়ে বেড়ায় না। আমরা সকলেই যার যার নিজের বিল মেটাতেই ব্যস্ত। সঙ্গে সঙ্গে বুঝে ফেললাম, স্ট্রেকার দ্বৈত জীবন যাপন করে, তার আর একটা গৃহস্থালী আছে। বিল থেকেই বোঝা যায়, এ ব্যাপারে একটি মহিলা জড়িত আর তার রুচি ব্যয়বহুল। কর্মচারীদের ব্যাপারে আপনি যতই উদার হোন, এটা কখনও আশা করা যায় না যে তারা গৃহিণীদের জন্য কুড়ি গিনি দামের বেড়াবার পোশাক কিনতে পারে। মিসেস স্ট্রেকারকে প্রশ্ন করে জেনেছি, এ-রকম পোশাকের কথা সে জানে না। যখন বুঝলাম যে সে পোশাক কখনও তার কাছে পৌঁছয় নি তখন পোশাক-বিক্রেতার ঠিকানাটা টুকে নিলাম। ভাবলাম, স্ট্রেকারের ফটোগ্রাফসহ সেখানে গেলেই কল্পিত ডার্বিশায়ারকে ছেঁটে বাদ দিতে পারব।

'তারপর থেকে সবটাই সহজ। স্ট্রেকার ঘোড়াটা নিয়ে খাদের মধ্যে নামল, কারণ সেখান থেকে আলো দেখা যাবে না। সিম্পসন পালাবার সময় গল-বন্ধনীটা ফেলে যায়, আর স্ট্রেকার সেটা কুড়িয়ে নেয়, সম্ভবত ঘোড়ার পা বাঁধবার জন্য। খাদে নেমে সে ঘোড়ার পিছনে গিয়ে আলো জ্বালাতেই কিছুটা সেই হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে ভয় পেয়ে এবং কিছুটা আসন্ন বিপদের জান্তব অনুভূতিতে সে পা ছুঁড়তে থাকে এবং তার পায়ের ইস্পাতের নাল সজোরে স্ট্রেকারের কপালে আঘাত করে। সূক্ষ্ম কাজের সুবিধার জন্য বৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও সে আগেই ওভারকোট খুলে ফেলেছিল। ছিটকে পড়তেই তার নিজেরই ছুরি উরুর মধ্যে আমূল বসে যায়। সব ব্যাপার বেশ পরিষ্কার হল তো?'

কর্ণেল চেঁচিয়ে বলল, 'আশ্চর্য! আশ্চর্য! মনে হয় আপনি বুঝি সশরীরে সেখানে উপস্থিত ছিলেন।'

'স্বীকার করছি, আমার শেষ তীরটি বেশ দূর থেকে ছোঁড়া! ভাবলাম, স্ট্রেকারের মত একজন চতুর লোক কখনও একটু অনুশীলন না করে শিরাকাটার মত একটা সূক্ষ্ম কাজে হাত দেবে না। তাহলে কাকে দিয়ে সে হাত পাকাবে? হঠাৎ চোখ পড়ল ভেড়াগুলোর উপরে আর একটা প্রশ্ন করেই অবাক বিস্ময়ে বুঝতে পারলাম আমার অনুমানই ঠিক।'

'মিঃ হোমস, সব ব্যাপারটাই আপনি পরিষ্কার করে বলেছেন।'

'লণ্ডনে ফিরে পোশাকওয়ালার সঙ্গে দেখা করলাম। একবার দেখেই সে স্ট্রেকারকে চিনতে পারল। চমৎকার খদ্দের। নাম ডার্বিশায়ার। স্ত্রী খুব চালু মহিলা। দামী পোশাকের প্রতি তার ভয়ানক ঝোঁক। এই স্ত্রীলোকটিই যে তাকে আকণ্ঠ ঋণে ডুবিয়েছে এবং এই শোচনীয় ষড়যন্ত্রে লিপ্ত করেছে সেবিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই।'

কর্ণেল বলল, 'একটা কথা ছাড়া আর সবই তো বললেন। ঘোড়াটা কোথায় ছিল?'

'আরে, ঘোড়াটা ছুটে চলে যায় এবং আপনারই কোন প্রতিবেশী তার তত্ত্বাবধান করে। এব্যাপারে আপনাকে একটু ক্ষমা-ঘেন্না করে নিতে হবে। এই তো ক্ল্যাপহ্যাম জংশন, আর আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে তাহলে দশ মিনিটের মধ্যেই আমরা ভিক্টোরিয়া স্টেশনে পৌঁছে যাব। কর্ণেল, আপনি যদি আমাদের ঘরে গিয়ে একটু ধূমপান করতে রাজী হন তাহলে আপনার আর কিছু জানবার থাকলে আনন্দের সঙ্গে সেসবই আপনাকে বলব।'

www.boiRboi.net

হলদে মুখ
Yellow Face

আমার সংগীর অসাধারণ ক্ষমতার ফলস্বরূপ যেসব কেসের আমি শ্রোতামাত্র, এবং ঘটনাক্রমে কোন কোন আশ্চর্য নাটকের অভিনেতাও বটে, তাদের উপর ভিত্তি করে রচিত এই সব সংক্ষিপ্ত রেখাচিত্রগুলি প্রকাশের বেলায় আমি যে তার পরাজয় অপেক্ষা সাফল্যের কথাই বলব সেটাই স্বাভাবিক। অবশ্য তার খ্যাতির জন্য একথা বলছি না, কারণ যখনই সে বিমূঢ় হয়ে পড়ে তখনই তার কর্ম-শক্তি ও সর্বত্রগামী বুদ্ধির বিস্ময়কর প্রকাশ ঘটে। একথা বলছি এইজন্য যে যেখানে সে ব্যর্থ হয় সেখানে অন্য কেউই সফল হয় না এবং সে কাহিনী অমীমাংসিত অবস্থায়ই চিরকাল থেকে যায়। অবশ্য কখনও কখনও এমনও ঘটেছে যে সে ভুল করলেও সত্য আবিষ্কৃত হয়েছে। সেধরনের আধডজন কেসের বিবরণ আমার কাছে আছে। তার মধ্যে দ্বিতীয় দাগের ঘটনা এবং যে ঘটনাটি আমি বলতে বসেছি সেই দুটোই সবচাইতে অধিক আকর্ষণীয়।

শার্লক হোমস কখনও ব্যায়ামের জন্য ব্যায়াম করে না। তার মত মাংসপেশীর শক্তি খুব অল্প লোকেরই আছে ; আর আমি যতদূর দেখেছি, তার ওজনের মুষ্টিযোদ্ধাদের মধ্যে নিঃসন্দেহে সে অন্যতম। কিন্তু উদ্দেশ্যহীন দৈহিক পরিশ্রমকে সে শক্তির অপচয় বলে মনে করে এবং ব্যবসায়-গত উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য ছাড়া সে কদাচিৎ নড়াচড়া করে। তখন কিন্তু সে সম্পূর্ণ শ্রান্তিহীন ও ক্লান্তিহীন। সব কাজে তার সংযম উল্লেখযোগ্য। তার আহার এত সামান্য আর অভ্যাসগুলি এতই সাধারণ যে প্রায় কৃচ্ছ্রসাধনের পর্যায়ে পড়ে। মাঝে মাঝে কোকেন ব্যবহার করা ছাড়া অন্য কোন দোষ তার নেই ; তাও হাতের কেস যখন কমে যায় এবং সংবাদপত্রগুলির কোন আকর্ষণ থাকে না, একমাত্র তখনই জীবনের একঘেয়েমির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবেই সে কোকেনের আশ্রয় নিয়ে থাকে।

একদা প্রথম বসন্তে সে এতই হাল্কা মেজাজে ছিল যে আমার সঙ্গে পার্কে বেড়াতে বের হল। তখন সবে বুনো দেবদারু গাছে সবুজ অংকুর বের হতে শুরু করেছে, আর বাদাম গাছের সরু মুখে পঞ্চপর্ণী পাতার আভাষ দেখা যাচ্ছে। প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে দু'জন প্রায় নিঃশব্দে হেঁটে বেড়ালাম। পরস্পরকে যারা ঘনিষ্ঠভাবে জানে এ নৈঃশব্দ তাদেরই উপযোগী। আবার যখন বেকার স্ট্রীটে ফিরে গেলাম তখন প্রায় পাঁচটা বাজে।

দরজা খুলে দিয়ে ছোকরা চাকরটা বলল, 'ক্ষমা করবেন স্যার, আপনার খোঁজে একটি ভদ্রলোক এসেছিলেন স্যার।'

হোমস তিরস্কারের ভঙ্গীতে আমার দিকে তাকাল। বলল, 'বিকেলে বেড়ানোর এই ফল! ভদ্রলোক কি চলে গেছেন?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'তাকে ভিতরে গিয়ে বসতে বল নি?'

'হ্যাঁ স্যার। ভিতরে গিয়েছিলেন।'

'কতক্ষণ অপেক্ষা করলেন?'

'আধ ঘণ্টা স্যার। ভদ্রলোক খুবই অস্থির ছিলেন স্যার। যতক্ষণ এখানে ছিলেন, এই হাঁটছেন আর এই পা ঠুকছেন। আমি দরজার বাইরে ছিলাম স্যার, সব শুনতে পেয়েছি।' অবশেষে প্যাসাজে বেরিয়ে চেঁচিয়ে বললেনঃ "লোকটা কি কোন দিন ফিরবে না?" ঠিক এই কথাগুলিই বলেছিলেন স্যার। আমি বললাম, "আপনি আর একটু অপেক্ষা করুন।" তিনি বললেন, "তাহলে আমি খোলা হাওয়ায় অপেক্ষা করব ; এখানে আমার দম আটকে আসছে। শিগগিরই ফিরে আসব।" এই কথা বলেই তিনি উঠে দাঁড়ালেম আর বাইরে চলে গেলেন। আমার কোন কথাই শুনলেন না।'

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে হোমস বলল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, তুমি যথাসাধ্যই করেছ। ওয়াটসন, খুবই দুঃখের কথা। একটা কেস আমার খুবই দরকার, আর লোকটির অধৈর্য ভাব দেখে মনে হচ্ছে বিষয়টা গুরুতর। আরে! টেবিলের উপরকার পাইপটা তো তোমার নয়! নিশ্চয় সে ফেলে গেছে। বুনো গোলাপ কাঠের তৈরী পুরনো পাইপ ; সুন্দর লম্বা ডাঁটিটা তাম্রকূটবিলাসীদের ভাষায় স্ফটিক দিয়ে তৈরী। আসল স্ফটিকের মুখ-ওয়ালা ক'টা পাইপ লণ্ডন শহরে আছে আমি জানি না। অনেকে মনে করে আসল স্ফটিকের ভিতরে একটি মাছি থাকে। আরে, নকল স্ফটিকের মধ্যে নকল মাছি ভরে দেওয়া তো একটা পুরো ব্যবসা। যা হোক, বহুমূল্যবান এই পাইপটা যখন ফেলে গেছে, বুঝতে হবে তার মন খুবই বিক্ষিপ্ত।'

আমি প্রশ্ন করলাম, 'কি করে বুঝলে যে এটাকে সে বহুমূল্যবান বলে মনে করে?'

'দেখ, আমি ধরে নিচ্ছি যে, পাইপটা কিনতে তার লেগেছিল সাত শিলিং ছয় পেন্স। তারপর দেখ, এটাকে দু'বার মেরামত করা হয়েছেঃ একবার কাঠের অংশটা, আর একবার স্ফটিকের অংশটা। বুঝতেই পারছ, রুপোর ব্যান্ড দিয়ে দু'বার মেরামতিতে নিশ্চয়ই মূল দামের চাইতে বেশীই খরচ পড়েছে। সে টাকায় একটা পাইপ না কিনে

যখন পুরনোটাকে মেরামত করাই সে শ্রেয় মনে করেছে, তাতেই বোঝা যায় এটাকে সে অনেক মূল্য দেয়।'

হোমস পাইপটাকে হাতের মধ্যে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তার স্বভাবসিদ্ধ চিন্তিত মুখে সেটার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে আমি প্রশ্ন করলাম, 'আর কিছু বলবে?'

কোন অধ্যাপক কংকালের উপর বক্তৃতা করবার সময় যেরকম করে থাকে সেইভাবে লম্বা সরু তর্জনী দিয়ে পাইপটাকে ঠুকতে ঠুকতে সে সেটাকে তুলে ধরল।

বলল, 'অনেক সময় একটা পাইপ অসাধারণ মনোযোগ আকর্ষণ করে থাকে। ঘড়ি এবং জুতোর ফিতে ছাড়া আর কিছুতেই এতটা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য থাকে না। খুব উল্লেখযোগ্য বা গুরুতর কোন ইঙ্গিত অবশ্য এর থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। পাইপের মালিক স্পষ্টতই একজন পেশীবহুল লোক, ন্যাটা, চমৎকার দাঁতের পাটি, উদাসীন স্বভাব, আর ব্যয় সংকোচের কোন প্রয়োজন তার নেই।'

কোনরকম ভাবনা-চিন্তা না করেই বন্ধুবর এই সংবাদগুলি সরবরাহ করল। আমি কিন্তু দেখলাম, আমার উপর দৃষ্টিনিবন্ধ করে সে দেখছে তার যুক্তিকে আমি অনুসরণ করতে পারছি কিনা।

আমি বললাম, 'তুমি কি মনে কর যে সাত শিলিং দামের পাইপ টানলেই লোকটা বড়লোক হয়ে গেল?'

হাতের তেলোয় খানিকটা তামাক ঠুকে বের করে হোমস জবাব দিল, 'এই "গ্রসভেনর"-মিকচারের দাম আউন্স প্রতি আট পেনি। এর অর্ধেক দামেই যখন সে চমৎকার তামাক পেতে পারে, তখন তার ব্যয়-সংকোচের কোন প্রয়োজন আছে বলে তো মনে হয় না।'

'আর কিছু তথ্য?'

'ল্যাম্প আর গ্যাসের আগুনে পাইপ ধরানো তার অভ্যাস। চেয়ে দেখ, পাইপের একটা দিক একেবারে পুড়ে গেছে। নিশ্চয়ই দেশলাইয়ের কাঠিতে ওরকমটা হত না। দেশলাইটাকে কেউ পাইপের পাশে ধরবে কেন? তাও আবার পাইপের ডান দিকে। তার থেকেই বুঝতে পেরেছি যে লোকটি ন্যাটা। নিজের পাইপটা ল্যাম্পের আগুনে ধরাও, দেখবে ডান-হাতি লোক বলে তুমি স্বাভাবিকভাবেই বাঁদিকটা আগুনের দিকে রাখবে। কোন এক সময়ে তুমি এর অন্যথা করতে পার, কিন্তু বারে বারে করবে না। অথচ এ পাইপটার বেলায় সব সময়ই তাই করা হয়েছে। তারপর দেখ, স্ফটিকের উপর দাঁতের দাগ বসে গেছে। পেশীবহুল শক্তিশালী কোন লোকের দাঁত থাকলে তবেই একাজ সম্ভব। কিন্তু আমি যদি ভুল না করে থাকি, তবে সিঁড়িতে তার পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। সুতরাং পাইপ অপেক্ষাও অধিক আকর্ষণীয় আলোচনার বিষয় আমরা পাচ্ছি।'

মুহূর্ত পরেই দরজা খুলে গেল এবং একটি দীর্ঘদেহ যুবক ঘরে ঢুকল। গাঢ় ধূসর রঙের সুট সুন্দরভাবে পরা, হাতে বাদামি রঙের সুতোর টুপি। দেখে মনে হয় বয়স ত্রিশ বছর; আসলে আরও বছর কয়েক বেশী।

একটু বিব্রতভাবে সে বলল, 'ক্ষমা করবেন, আমার বোধ হয় দরজায় নক্ করা উচিত ছিল। হ্যাঁ, নিশ্চয় উচিত ছিল। আসলে আমি একটু মুষড়ে পড়েছি, আর সেজন্যই এসব ঘটেছে বলে ধরে নেবেন।' চোখ ঝল্‌সে যাওয়া মানুষের মত সে কপালের উপর হাত রেখে একটা চেয়ারে ধপাস করে বসে পড়ল।

হোমস তার সহজ সরল গলায় বলল, 'দেখতে পাচ্ছি বিগত দু'একটা রাত আপনি ঘুমোন নি। মানুষের স্নায়ুর উপরে তাতে কাজের চাইতে, এমন কি স্ফূর্তির চাইতেও বেশী চাপ পড়ে। কিভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি তা জানতে পারি কি?'

'আপনার পরামর্শই আমার চাই স্যার! আমি জানি না কি করব। আমার সমস্ত জীবনটা ভেঙ্গে তচ্‌নচ্ হয়ে গেছে।'

'আমাকে কি পরামর্শদাতা গোয়েন্দা হিসাবে নিয়োগ করতে চান?'

'শুধু তাই নয়, একজন বুদ্ধিমান, জাগতিক জ্ঞানসম্পন্ন লোক হিসাবে আমি আপনার মতামত চাই। আমি জানতে চাই, এরপরে আমার কি করা উচিত। আমি আশা করি ঈশ্বরের ইচ্ছায় আপনি আমাকে তা বলতে পারবেন।'

থেমে থেমে তীব্র উচ্ছ্বাসের সঙ্গে সে কথাগুলি বলছিল। আমার মনে হচ্ছিল, কথা বলতে তার খুব কষ্ট হচ্ছে এবং আগাগোড়াই তার প্রবৃত্তির ঘাড়ে চেপে আছে।

সে বলতে লাগল, 'খুবই লজ্জার ব্যাপার। অপরিচিত জনের কাছে কেউ পারিবারিক কথা বলতে চায় না। যে দু'জন লোককে আমি আগে কখনও দেখিনি তাদের সঙ্গে নিজের স্ত্রীর চরিত্র নিয়ে আলোচনা করা ভয়ংকর ব্যাপার। বাধ্য হয়ে সেকাজ করা আরও ভয়ংকর। কিন্তু আমার সহ্যের শেষ সীমায় এসে পৌঁচেছি। তাই পরামর্শ আমার চাই।'

হোমস বলে উঠল, 'প্রিয় মিঃ গ্র্যাস্ট মুনরো—'

আগন্তুক এক লাফে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল। চীৎকার করে বলল, 'সে কি! আপনি আমার নাম

জানেন?'

হোমস হেসে বলল, 'নিজেকে যদি অজ্ঞাত রাখতে চান তাহলে বলি টুপির লাইনিং-এর উপর নাম লিখবেন না, অথবা যার সঙ্গে কথা বলবেন টুপিটা তার দিকে ঘুরিয়ে ধরবেন। আমি বলতে চাই, এই ঘরে বসে আমার বন্ধু ও আমি অনেক বিস্ময়কর গুপ্ত কথা শুনেছি এবং অনেক বিচলিত চিত্তে শান্তি ফিরিয়ে আনার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে ; আশা করি আপনার জন্যও সেটুকু আমরা করতে পারব। সময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই আর বিলম্ব না করে আপনার কেসের পূর্ণ বিবরণ আমাদের কাছে রাখুন, এ অনুরোধ কি আপনাকে করতে পারি?'

সে বলল, 'মিঃ হোমস, আমার বক্তব্য নিম্নরূপ। তিন বছর হল আমি বিবাহিত। এই সময়কালে আমার স্ত্রী ও আমি অন্য যেকোন দম্পতির মতই পরস্পরকে ভালবেসেছি, সুখে জীবন কাটিয়েছি। চিন্তায়, বাক্যে ও কর্মে আমাদের মধ্যে কখনও বিরোধ দেখা দেয়নি। কিন্তু এখন, গত সোমবার থেকে, হঠাৎ আমাদের দুজনের মধ্যে একটা প্রাচীর গড়ে উঠেছে, আমি দেখতে পাচ্ছি তার জীবনে ও চিন্তায় এমন কিছু দেখা দিয়েছে যার কিছুই আমি জানি না ; আমার কাছে সে যেন পথের এক ক্ষণিকের দেখা স্ত্রীলোকমাত্র। পরস্পর থেকে আমরা দূরে সরে গেছি। কিন্তু কেন—তাই আমি জানতে চাই।

'অন্য কথা বলবার আগে একটি কথার উপরেই আমি জোর দিতে চাই মিঃ হোমস, এফি আমাকে ভালবাসে। সে-বিষয়ে কোন ভুল করবেন না। সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে সে আমাকে ভালবাসে—আজও আগের মতই ভালবাসে। সেটা আমি জানি, আমি অনুভব করি। সেবিষয়ে কোনরকম তর্ক করতে আমি চাই না। কোন স্ত্রীলোক যখন তাকে ভালবাসে, পুরুষ মানুষ সহজেই তা বলতে পারে। কিন্তু একটা গোপন কিছু আমাদের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে। সেটা দূর না হওয়া পর্যন্ত আমরা আগের মত হতে পারব না।'

একটু অধৈর্য হয়ে হোমস বলল, 'মিঃ মুনরো দয়া করে ঘটনাগুলি বলুন।'

'এফির ইতিহাস আমি যতটা জানি আপনাকে বলছি। তার সঙ্গে যখন আমার প্রথম দেখা হয় সে তখন বিধবা, যদিও খুবই অল্প বয়স—মাত্র পঁচিশ। তখন তার নাম ছিল মিসেস হেব্রন। অল্প বয়সে সে আমেরিকা চলে যায় এবং সেখানে আটলান্টা শহরে বাস করত। সেখানেই সে এই হেব্রনকে বিয়ে করে। মিঃ হেব্রন একজন উকিল, রোজগারও ভাল। তাদের একটি ছেলে ছিল। হঠাৎ সেখানে ভয়ংকরভাবে পীত জ্বর দেখা দিল। স্বামী ও পুত্র তাতেই মারা গেল। তার ডেথ-সার্টিফিকেট আমি দেখেছি। তার ফলেই আমেরিকার উপর তার বিতৃষ্ণা এল এবং মিডলসেক্সের পিনারে এক অবিবাহিতা মাসির সঙ্গে বাস করবার জন্য ফিরে এল। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে তার স্বামী তাকে ভাল অবস্থাতেই রেখে গিয়েছিল ; প্রায় চার হাজার পাঁচশো পাউন্ড তার মূলধন ছিল ; তার স্বামী সে মূলধনকে এমন ভালভাবে গচ্ছিত রেখেছিল যে তার থেকে গড় আয় শতকরা সাত ভাগ। পিনারে মাত্র ছ'মাস কাটাবার পরেই তার সঙ্গে আমার দেখা হয় ; আমরা পরস্পরের প্রেমে পড়ি এবং কয়েক সপ্তাহ পরেই আমাদের বিয়ে হয়।

'আমি নিজে একজন ব্যবসায়ী ; সাত থেকে আটশো আমার আয়। কাজেই আমাদের অবস্থা বেশ ভালই। তাই বছরে আশি পাউন্ড ভাড়ায় নরউডি-তে একটা ভাল বাসা নিলাম। শহরের খুব কাছে হলেও জায়গাটা বেশ গ্রাম-গ্রাম। আমাদের বাসার একটু উপরেই একটা সরাইখানা ও দুটো বাড়ি, আর আমাদের সামনে মাঠের ওপারে ছোট বাসা। স্টেশনে যাবার অর্ধেক পথের আগে এ ছাড়া আর কোন ঘরবাড়ি নেই। বছরের অন্য সময়ে ব্যবসা উপলক্ষ্যে আমাকে শহরে যেতে হয়। কিন্তু গ্রীষ্মকালে আমার কাজ খুবই কম। তাই সেসময়টা আমার স্ত্রী আর আমি মনের সুখে আমাদের সেই গ্রাম্য-ভবনে বাস করতাম। আপনাকে বলছি, এই অভিশপ্ত ব্যাপারটা ঘটবার আগে পর্যন্ত আমাদের দুজনের মধ্যে একটা ছায়া পর্যন্ত ছিল না।

'আরও অগ্রসর হবার আগে একটা কথা আপনাকে বলা উচিৎ। বিয়ের পরে আমার স্ত্রী তার সব সম্পত্তি আমার নামে হস্তান্তর করে দেয়। আমি আপত্তি করেছিলাম, কারণ আমি বুঝতে পারছিলাম, আমার ব্যবসার অবস্থা খারাপ হলে সমস্ত ব্যাপারটা ভারি বিসদৃশ দেখাবে। যাহোক, তার ইচ্ছামতই সেটা করা হয়েছিল। দেখুন ছ' সপ্তাহ আগে সে আমার কাছে এসেছিল।

সে বলল, "জ্যাক, আমার টাকা নেবার সময় তুমি বলেছিলে কখনও আমার টাকার দরকার হলে তোমার কাছে চাইতে।"

'আমি বললাম, "নিশ্চয়। এসবই তো তোমার।"

'সে বলল, "বেশ, আমি একশো পাউন্ড চাই।"

'একথায় আমি কিছুটা বিচলিত বোধ করলাম, কারণ আমি ভেবেছিলাম একটা নতুন পোশাক বা ঐ রকম একটা

কিছু সে চাইবে।

'জিজ্ঞাসা করলাম, "তোমার কিসের দরকার ?"

'খেলাচ্ছলেই যেন সে বলল, "ওঃ, তুমি কিন্তু বলেছিলে তুমি আমার ব্যাংকার মাত্র ; কিন্তু তুমি তো জান ব্যাংকার কখনও প্রশ্ন করে না।"

আমি বললাম, "এটা যদি সত্যি তোমার মনের কথা হয়, তাহলে টাকাটা নিশ্চয় পাবে।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটা সত্যি আমার মনের কথা।"

"কি জন্যে টাকাটা চাই তা আমাকে বলবে না ?"

"কোন দিন হয়তো বলব জ্যাক, কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে নয়।"

'ঐ জবাবেই আমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হল, যদিও সেই প্রথম আমাদের মধ্যে একটা কিছু গোপন থেকে গেল। তাকে একটা চেক দিলাম এবং ও বিষয়ে কোন কথাই আর মনে আনতাম না। পরের ঘটনার সঙ্গে এর হয়তো কোন যোগ নেই, তবু এটা উল্লেখ করা আমার কাছে উচিত বলে মনে হল।'

'দেখুন, এই মাত্র আপনাকে বলেছি যে আমাদের বাড়ির অনতিদূরে একটা কটেজ আছে। মাঝখানে শুধু একটা মাঠ, কিন্তু সেখানে পৌঁছতে হলে রাস্তা ধরে গিয়ে একটা গলিতে ঢুকতে হয়। তার একটু দূরেই ফার গাছের একটা সুন্দর ছোট কুঞ্জ আছে। সেখান পায়চারি করতে আমি খুব ভালবাসি, কারণ গাছ-গাছালিরা সব সময়ই প্রতিবেশীর মত। আট মাস যাবৎ কটেজটি খালি পড়ে ছিল। এটা খুবই দুঃখের কথা, কারণ একটি সুন্দর দোতলা বাড়ি, পুরনো কালের ফটক, হলদে ফুলের লতা—সব মিলিয়ে সুন্দর বাড়িটি। অনেক সময়েই ওটার সামনে দাঁড়িয়ে ভেবেছি, কী সুন্দর ছোট একটি বাসভবন এটা হতে পারে।

'দেখুন, গত সোমবার সন্ধ্যায় ওই পথে বেড়াতে বেড়াতে দেখলাম, গলি থেকে একটা খালি ভ্যান বেরিয়ে গেল, আর ফটকের সামনেকার ঘাসে-ঢাকা জমিতে একবোঝা কার্পেট ও অন্যান্য জিনিস ইতস্তত পড়ে আছে। স্পষ্টই বোঝা গেল যে, শেষ পর্যন্ত কটেজটা ভাড়া হয়েছে। বাড়িটার পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে নিষ্কর্মা লোকের মতই থেমে গিয়ে চারদিকে চোখ বুলোতে লাগলাম। আমাদের এত কাছে কি ধরনের লোক বাস করতে এল সেটাই যেন আঁচ করতে চাইলাম। তাকাতেই হঠাৎ মনে হল, দোতলার জানালা দিয়ে একখানি মুখ আমাকেই দেখছে।

'সে মুখে কি ছিল তা আমি জানি না মিঃ হোমস, কিন্তু আমার মনে হল যেন আমার শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত নেমে গেল। আমি বেশ কিছুটা দূরে ছিলাম বলে সে মুখের গড়ন ঠিক বুঝতে পারি নি, কিন্তু সে মুখে অস্বাভাবিক, অমানবিক কিছু ছিল। অন্তত আমার সেই ধারণাই হয়েছিল। ফলে যে লোক আমাকে দেখছিল আরও কাছ থেকে তাকে ভাল করে দেখবার জন্য আমি দ্রুতগতিতে সামনে এগিয়ে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গেই মুখটা অদৃশ্য হয়ে গেল। ব্যাপারটা এমন হঠাৎ ঘটল যে মনে হল, কেউ যেন তাকে ঘরের অন্ধকারের মধ্যে তুলে নিয়ে গেল। পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে আমি ব্যাপারটা নিয়ে ভাবলাম, আমার ধারণাটাকে বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করলাম। সে মুখ কোন পুরুষের না স্ত্রীলোকের আমি বলতে পারব না। কিন্তু যা আমাকে সবচাইতে আকৃষ্ট করেছিল সে হল তার রং। কালসিটে বিবর্ণ হলুদ বর্ণ, মুখের ভাব কেমন যেন সাজানো ও কঠিন; সবটাই বিস্ময়কর রকমের অস্বাভাবিক। আমি এতই বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম যে, ঐ বাড়ির অপর লোকজনদের ভাল করে দেখতে কৃতসংকল্প হলাম। এগিয়ে দরজায় টোকা দিতেই একটি লম্বা শুকনো স্ত্রীলোক দরজা খুলে দিল। তার মুখ কর্কশ ও অপ্রীতিকর।

'উত্তরাঞ্চলীয় উচ্চারণে সে প্রশ্ন করল, "আপনার কি চাই ?"

'আমার বাড়ির দিকে মুখটা ঘুরিয়ে বললাম, "আমি ঐ বাড়িতে থাকি, আপনাদের প্রতিবেশী। দেখছি আপনারা এইমাত্র এসে পৌঁচেছেন, তাই ভাবলাম যদি আপনাদের কোনরকম সাহায্য করতে পারি—"

"ওঃ, দরকার হলেই আপনাকে জানাব," বলেই সে আমার মুখের উপর দরজাটা বন্ধ করে দিল।

এরূপ অভদ্র উত্তরে বিরক্ত হয়ে আমি বাড়ি ফিরে গেলাম। সারাটা সন্ধ্যা বিষয়ান্তরে মনোনিবেশের চেষ্টা করা সত্ত্বেও জানালার সেই ভূতুরে মুখ আর স্ত্রীলোকটির রূঢ়তাই বার বার মনে পড়তে লাগল। স্থির করলাম, প্রথম বিষয়টি সম্পর্কে আমার স্ত্রীকে কিছু বলব না। সে খুবই দুর্বল-স্নায়ু ও উত্তেজনাপ্রবণ স্ত্রীলোক। কাজেই আমার মনে যে অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে সেও তার অংশীদার হোক এটা আমি চাই নি। ঘুমোবার আগে তাকে জানালাম যে, কটেজে লোক এসেছে। সে কোন কথাই বলল না।

'সাধারণত আমি অত্যন্ত গভীর ঘুম ঘুমোই। আমাদের পরিবারে এটা একটা প্রচলিত ঠাট্টা যে, কোন কিছুতেই রাতে আমার ঘুম ভাঙে না। কিন্তু সেদিনকার ছোট্ট অভিযানের ফলে আমার মনে যে সামান্য উত্তেজনা হয়েছিল

সেজন্যই কি না জানি না, সেরাতে আমার ঘুমটা খুবই পাতলা ছিল। আধা স্বপ্নে আমি যেন অস্পষ্টভাবে অনুভব করছিলাম যে, ঘরের মধ্যে একটা কিছু হচ্ছে; ক্রমে যেন দেখলাম, আমার স্ত্রী সাজগোজ করে ঢিলে জামা ও টুপি পরল। এই অসময়ের সাজগোজ দেখে ঘুমের ঘোরেই বিস্ময় বা ক্রোধসূচক কোন কিছু বলবার জন্য সবে আমার ঠোঁট দুটি ফাঁক হয়েছে, এমন সময় সহসা আমার আধ-খোলা দুটি চোখ মোমবাতির আলোয় উজ্জ্বল তার মুখের উপর পড়ল। বিস্ময়ে আমি বোবা হয়ে গেলাম। তার মুখে এমন একটা ভাব দেখলাম যা আগে কখনও দেখি নি--যে রকম মুখের ভাব তার হতেই পারে না। তার মুখ মারাত্মক রকমের ফ্যাকাসে; জোরে জোরে শ্বাস পড়ছে; টুপিটা বাঁধতে বাঁধতে বাঁকা চোখে বিছানার দিকে তাকিয়ে দেখছে আমার ঘুম ভাঙে কি না। তারপর আমি তখনও ঘুমিয়ে আছি মনে করে সে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মুহূর্তকাল পরে একটা জোর ক্যাচর-ক্যাচর শব্দ শুনতে পেলাম। সে শব্দ একমাত্র সদর দরজার কব্জা থেকেই আসতে পারে। বিছানায় উঠে বসলাম। আমি যে সত্যি জেগে আছি সেটা বুঝবার জন্য খাটের রেলের উপর হাতটা ঠুকতে লাগলাম। তারপর বালিশের তলা থেকে ঘড়িটা বের করলাম; ভোর তিনটে। ভোর তিনটের সময় আমার স্ত্রী গ্রামের পথে বেরিয়ে গেল কেন।

'মনে মনে ব্যাপারটা নাড়াচাড়া করে একটা সম্ভবপর ব্যাখ্যা আবিষ্কারের চেষ্টায় প্রায় কুড়ি মিনিট বসে কাটালাম। যত ভাবি ব্যাপারটা ততই অসাধারণ ও দুর্বোধ্য মনে হতে থাকে। এই সব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি এমন সময় পুনরায় দরজা বন্ধ হবার এবং সিঁড়িতে তার উপরে উঠে আসার পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম।

'সে ঘরে ঢুকলে জিজ্ঞাসা করলাম, "কোথায় গিয়েছিলে এফি?"

'আমার কথা শুনে সে ভীষণভাবে চমকে উঠে চাপা গলায় ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। তার সেই চমকে ওঠা, সেই কান্না আমাকে সবচাইতে বেশী বিচলিত করে তুলল, কারণ তার মধ্যে একটা অবর্ণনীয় অপরাধের ছাপ ছিল। আমার স্ত্রী সরল দিল-খোলা স্বভাবের মানুষ। তাকে চোরের মত নিজের ঘরে ঢুকতে দেখে এবং স্বামীর কথায় এভাবে আঁতকে উঠে কাঁদতে দেখে আমার সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

'স্নায়বিক হাসি হেসে সে চেঁচিয়ে বলল, "তুমি জেগে আছ জ্যাক? সে কি? আমি তো ভেবেছিলাম কিছুতেই তোমার ঘুম ভাঙবে না।"

'দৃঢ়কণ্ঠে শুধালাম, "কোথায় গিয়েছিলে?"

"তুমি বিস্মিত হয়েছ দেখে আমি অবাক হই নি", সে বলল। আমি দেখলাম, টুপির বাঁধন খোলবার সময় তার আঙুলগুলি কাঁপছে। "কি জান, এরকম কাজ আমি জীবনে কখনও করেছি বলে মনে পড়ে না। ব্যাপার কি জান, মনে হল আমার যেন দম আটকে আসছে; খোলা হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিতে ভারী ইচ্ছা হল। সত্যি বলছি, বাইরে না গেলে আমি হয় তো মূর্ছা যেতাম। কয়েক মিনিট দরজায় দাঁড়িয়েছিলাম। এখন বেশ সুস্থ বোধ করছি।"

'আমাকে এই কাহিনী শোনাবার সময় সে কিন্তু একবারও আমার দিকে তাকায় নি, আর তার গলার স্বর ছিল স্বাভাবিক অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। স্পষ্টই বুঝতে পারলাম সে মিথ্যা কথা বলছে। কোন জবাব না দিয়ে আমি দেওয়ালের দিকে মুখ ফেরালাম। অন্তরে বড় আঘাত পেয়েছি। মনের মধ্যে হাজার বিষাক্ত সন্দেহ কিলবিল করতে লাগল। আমার স্ত্রী আমার কাছে কি লুকোতে চাইছে? এই আশ্চর্য অভিযানে সে কোথায় গিয়েছিল? বুঝলাম প্রকৃত ব্যাপার না জানা পর্যন্ত আমার মনে শান্তি ফিরে আসবে না। তবু একবার যখন সে মিথ্যা বলেছে, আর তাকে কোন কিছুই জিজ্ঞাসা করলাম না। বাকি সারাটা রাত বিছানায় এপাশ ওপাশ করে কাটালাম। একটার পর একটা ব্যাখ্যা মনে আসে, পরক্ষণেই মনে হয় সেটা আগেরটার চাইতেও অবাস্তব।

'সেদিন আমার শহরে যাবার দরকার ছিল, কিন্তু মনমেজাজ এতই খারাপ যে ব্যবসাতে মন দিতে পারলাম না। স্ত্রীকেও আমার মতই বিচলিত দেখলাম। মাঝে-মাঝেই সে যেভাবে বাঁকা চোখে আমার দিকে তাকাচ্ছিল তাতেই বুঝতে পারলাম, আমি যে তার কথা অবিশ্বাস করেছি সেটা সে বুঝতে পেরেছে এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে। প্রাতরাশের সময় দুজনের মধ্যে কোন কথাই হল না। তারপরেই ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। সকাল বেলাকার খোলা হাওয়ায় চিন্তা করে যদি এ ব্যাপারের একটা হদিস করতে পারি এই আশায়।

'ক্রিস্ট্যাল প্যালেস পর্যন্ত চলে গেলাম। মাঠে ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে বেলা একটা নাগাদ নরউডিতে ফিরলাম। ঘটনাক্রমে সেই কটেজের পাশ দিয়েই ফিরছিলাম। আগের দিন যে আশ্চর্য মুখ আমার দিকে তাকিয়েছিল যদি একটিবার তাকে দেখতে পাই সেই আশায় জানালার দিকে তাকাবার জন্য সেখানে দাঁড়ালাম। মিঃ হোমস, আমার বিস্ময়টা

কল্পনা করুন, ঠিক সেইসময় হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল এবং আমার স্ত্রী বেরিয়ে এল।

'তাকে দেখে বিস্ময়ে আমি হতবাক হয়ে গেলাম। কিন্তু দু'জনের চোখাচোখি হতে তার মুখে যে প্রতিক্রিয়া দেখতে পেলাম আমার মনের ভাব তার তুলনায় কিছুই নয়। মনে হল, সেইমুহূর্তে সে একবার পুনরায় বাড়ির মধ্যে ঢুকে যেতে চাইল, কিন্তু তখন আর লুকোবার চেষ্টা বৃথা বুঝতে পেরে সে দুই ঠোঁটে হাসি নিয়ে এগিয়েই এল। তার অত্যন্ত ফ্যাকাসে মুখ আর ভয়ার্ত চোখই প্রমাণ করে দিল যে সে হাসি মিথ্যা।

'সে বলে উঠল, "আরে জ্যাক! নতুন প্রতিবেশীদের কোনরকম সাহায্য করতে পারি কি না সেটা জানতে এইমাত্র এ বাড়িতে এসেছিলাম। আমার দিকে অমন করে তাকিয়ে আছ কেন জ্যাক? তুমি কি আমার উপর রাগ করেছ?"

'আমি বললাম, "তাহলে কাল রাতে তুমি এখানেই এসেছিলে?"

'সে চীৎকার করে উঠল, "কি বলছ তুমি?"

"তুমি এখানেই এসেছিলে, আমি নিশ্চিত জানি। এরা কারা যে অত রাতে তাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলে?"

"আগে কখনও এ বাড়িতে আসি নি।"

'আমি চীৎকার করে বললাম, "যেটাকে মিথ্যা বলে জান সেকথা কেমন করে আমাকে বলছ? কথা বলতে তোমার গলার স্বরই বদলে যাচ্ছে। আমি কি কখনও তোমার কাছে কিছু গোপন করেছি? এ বাড়িতে আমি ঢুকব। সমস্ত ব্যাপারটা আমি আগাগোড়া বুঝতে চাই।"

'অসংযত উচ্ছ্বাসের সঙ্গে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "না, না, জ্যাক, ঈশ্বরের দোহাই!" আমি তথাপি দরজার দিকে এগিয়ে যেতেই সে উন্মাদের মত সজোরে হাতটা চেপে ধরে আমাকে টেনে ধরল।

'চীৎকার করে বলতে লাগল, "তোমাকে অনুরোধ করছি জ্যাক, একাজ করো না। কথা দিচ্ছি, একদিন তোমাকে সব কথা বলব। আজ যদি তুমি এ বাড়িতে ঢোক, তাহলে তার ফলে দুঃখ ছাড়া আর কিছুই পাবে না।" তারপর আমি যতই তাকে ঠেলে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করেছি ততই সে পাগলের মত অনুনয়-বিনয় করতে করতে আমাকে জড়িয়ে ধরেছে।

'আর বার বার চেঁচিয়ে বলছে, "আমাকে বিশ্বাস কর জ্যাক। এই একটিবার আমাকে বিশ্বাস কর। সেজন্য তোমাকে কখনও অনুশোচনা করতে হবে না। তুমি তো জান, তোমার ভালোর জন্য না হলে কোন কিছুই তোমার কাছে আমি গোপন করতাম না। এই একটা ব্যাপারের উপর আমাদের সমস্ত জীবন নির্ভর করছে। আমার সঙ্গে বাড়ি ফিরে চল, সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি যদি জোর করে এ বাড়িতে ঢোক, তাহলে তোমার-আমার মধ্যে সব শেষ হয়ে যাবে।'

'তার আচরণে এতটা ঐকান্তিকতা ও নৈরাশ্য ছিল যে তার কথায় আমার গতি রুদ্ধ হল। দোলাচলচিত্তে আমি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম।

'অবশেষে বললাম, "তোমাকে বিশ্বাস করতে পারি এক শর্তে, একটিমাত্র শর্তে। সেটা হল, এখন থেকেই এ রহস্যের অবসান হবে। তোমার গোপন কথা তোমারই থাক। কিন্তু তোমাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে, নৈশ অভিযান আর চলবে না, এবং আমার অজ্ঞাতে কিছুই করবে না। তুমি যদি প্রতিজ্ঞা কর, ভবিষ্যতে আর কিছু ঘটবে না, তাহলে অতীতের সব কিছু ভুলে যেতে আমি রাজী।'

'স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সে বলল, "আমি জানতাম তুমি আমাকে বিশ্বাস করবে। তোমার যেমন ইচ্ছা তাই হবে। চলে এসো, ওগো, বাড়ি চলে এসো।" জামার আস্তিন চেপে ধরে সে আমাকে কটেজ থেকে নিয়ে গেল। যেতে যেতে একবার ফিরে তাকালাম। দোতলার জানালা থেকে সেই হলদে কালসিটে মুখ আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। ঐ জীবটির সঙ্গে আমার কিসের যোগাযোগ থাকতে পারে? অথবা গতকাল যে অভদ্র কর্কশ স্ত্রীলোকটিকে আমি দেখেছি তার সঙ্গেই বা স্ত্রীর কি সম্পর্ক? এ একটা অদ্ভুত গোলকধাঁধা, অথচ আমি জানি, এ গোলকধাঁধার সমাধান না করতে পারলে আমার মনে কখনও শান্তি ফিরে আসবে না।

'এরপর দু'দিন আমি বাড়িতে কাটালাম। আমার স্ত্রী চুক্তিমতই চলতে লাগল, কারণ আমি যতদূর জানি সে এই দু'দিন বাড়ি থেকে বের হয় নি। কিন্তু তৃতীয় দিনে আবার যথেষ্ট প্রমাণ পেলাম, যে গোপন প্রভাব তাকে তার স্বামী ও কর্তব্য হতে দূরে নিয়ে যাচ্ছে তার হাত থেকে তাকে নিবৃত্ত করার পক্ষে তার প্রতিজ্ঞা যথেষ্ট নয়।

'সেদিন আমি শহরে গিয়েছিলাম। সাধারণত আমি ৩.৩৬ ট্রেনে ফিরি। তার পরিবর্তে সেদিন ফিরলাম ২.৪০-এর ট্রেনে। বাড়িতে ঢুকতেই দাসী বিভ্রান্ত মুখে হলঘরে ছুটে এল।

'জিজ্ঞাসা করলাম, "তোমাদের কর্ত্রী কোথায়?"

'সে জবাব দিল, "মনে হচ্ছে তিনি বেড়াতে বেরিয়েছেন।"

'আমার মনে তৎক্ষণাৎ সন্দেহ দেখা দিল। সে সত্যি বাড়িতে আছে কি না দেখবার জন্য আমি ছুটে উপরে উঠে গেলাম। উঠতে উঠতে উপরের একটা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখি, যে দাসীর সঙ্গে এইমাত্র কথা বলছিলাম সে মাঠ পেরিয়ে কটেজের দিকে ছুটে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে সবই বুঝতে পারলাম। আমার স্ত্রী সেখানেই গেছে, আর দাসীকে বলে গেছে আমি ফিরলেই যেন তাকে ডেকে দেয়।

'রাগে জ্বলতে জ্বলতে ছুটে নীচে নেমে বাইরে বের হলাম। এ ব্যাপারের একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলতেই হবে। দেখলাম, আমার স্ত্রী ও দাসী গলি দিয়ে ছুটতে ছুটতে আসছে। তাদের সঙ্গে কথাটি বললাম না। ঐ কটেজে আছে সেই রহস্য যা আমার জীবনের উপর কালো ছায়া ফেলেছে। প্রতিজ্ঞা করলাম, যা ঘটে ঘটুক, এ রহস্যের অবসান ঘটাবই। দরজায় পৌঁছে টোকা পর্যন্ত দিলাম না, হাতল ঘুরিয়ে ভিতরে ঢুকে গেলাম।

'একতলায় সব কিছু শান্ত, স্তব্ধ। রান্নাঘরে কেটলিটা উনুনের উপর টগবগ করে ফুটছে, একটা বড় কালো বিড়াল ঝুড়ির মধ্যে গুটিয়ে শুয়ে আছে, কিন্তু আগের দিন দেখা স্ত্রীলোকটির কোন চিহ্ন নেই। পাশের ঘরে ছুটে গেলাম। সেটাও একই রকম পরিত্যক্ত। ছুটে উপরে গেলাম, সেখানেও দুটো ঘরই শূন্য, পরিত্যক্ত। সারা বাড়িতে কেউ নেই। ঘরের আসবাবপত্র এবং ছবিগুলি সবই অতি সাধারণ ও রুচিবিহীন, শুধু যে ঘরের জানালায় সেই অদ্ভুত মুখটা দেখেছিলাম সেটা ছাড়া। সে ঘরটা বেশ আরামদায়ক ও সুরুচির পরিচায়ক। সেই ঘরে মেন্টেলপিসের উপরে দেখলাম আমার স্ত্রীর একখানি পূর্ণবয়ব ফটোগ্রাফ। আমারই অনুরোধে মাত্র তিন মাস আগে ফটোখানি তোলা হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে আমার সব সন্দেহ তীব্র, তিক্ত শিখায় জ্বলে উঠল।

'বাড়িটা যে একেবারেই জনশূন্য সেবিষয়ে নিশ্চিত হবার জন্য অনেকক্ষণ সেখানে থাকলাম। তারপর চলে গেলাম। বুকের মধ্যে এত বড় বোঝা পূর্বে কখনও বোধ করি নি। বাড়িতে ঢোকামাত্রই আমার স্ত্রী হলঘরে এল। কিন্তু আমি তখন এতদূর আহত ও ক্রুদ্ধ যে তার সঙ্গে কথাটিও বললাম না। ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে পড়ার ঘরে ঢুকে গেলাম। কিন্তু দরজা বন্ধ করবার আগেই সেও সে ঘরে প্রবেশ করল।

'সে বলল, "প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছি বলে আমি খুব দুঃখিত জ্যাক। কিন্তু আমি নিশ্চিত জানি, সব কথা শুনলে তুমি আমাকে ক্ষমা করবে।"

'আমি বললাম, "তাহলে সব কথা আমাকে বল।"

'সে কেঁদে উঠল, "আমি পারব না জ্যাক, আমি পারব না।"

"ওই কটেজে কে আছে, কাকে তুমি ওই ফটোগ্রাফ দিয়েছ, সেকথা যদি আমাকে না বল তাহলে আমাদের পরস্পরের উপর বিশ্বাস কখনও ফিরে আসবে না", এই কথা বলে তার কাছ থেকে নিজেকে ছিনিয়ে আমি বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছি। মিঃ হোমস, এটা গতকালের কথা। সেই থেকে তাকে আমি দেখি নি, বা এই অদ্ভুত ব্যাপারের আর কিছু জানিও না। আমাদের মধ্যেও এই প্রথম বিচ্ছেদের ছায়া নেমেছে এবং আমাকে এতই বিচলিত করেছে যে সকলের মঙ্গলের জন্য কি করা উচিত কিছুই বুঝতে পারছি না। হঠাৎ আজ সকালে মনে হল, একমাত্র আপনিই আমাকে ঠিক পরামর্শ দিতে পারেন। তাই আপনার কাছে ছুটে এসেছি এবং আপনার হাতে নিজেকে নিঃসংশয়ে সঁপে দিচ্ছি। যদি এমন কোন কথা থাকে যা আমি পরিষ্কার করে বলতে পারি নি, দয়া করে সেবিষয়ে প্রশ্ন করুন। কিন্তু সকলের আগে তাড়াতাড়ি বলুন আমি কি করব। এ দুঃখ আমি সহ্য করতে পারছি না।'

হোমস ও আমি পরিপূর্ণ মনোযোগের সঙ্গে এই অসাধারণ বিবরণ শুনলাম। গভীর আবেগে দিশেহারা মানুষের মতই কেটে কেটে, ভেঙে ভেঙে কথাগুলি বলা হয়েছে। আমার সঙ্গী হাতের উপর থুতনি রেখে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল।

অবশেষে বলল, 'জানালায় যাকে আপনি দেখেছেন সেটা যে একজন পুরুষ মানুষের মুখ একথা কি আপনি হলফ করে বলতে পারেন?'

'প্রতিবারই আমি বেশ কিছুটা দূর থেকে দেখেছি, কাজেই হলফ করে কিছু বলা আমার পক্ষে অসম্ভব।'

'যাই হোক, সে মুখ দেখে আপনার নিশ্চয়ই ভাল লাগে নি।'

'মুখের রংটা অস্বাভাবিক আর গড়নেও কেমন যেন অদ্ভুত কাঠিন্য। কাছে এগিয়ে যেতেই সেটা সহসা অদৃশ্য হয়ে যায়।'

'কতদিন আগে আপনার স্ত্রী একশো পাউন্ড চেয়েছিলেন?'

'প্রায় দু'মাস।'

'তার প্রথম স্বামীর ফটোগ্রাফ আপনি কখনও দেখেছেন?'

'না ; তার মৃত্যুর কিছুদিন পরেই আটলাণ্টায় একটা বড় অগ্নিকাণ্ড ঘটে এবং তার কাগজপত্র সব নষ্ট হয়ে যায়।'

'অথচ ডেথ-সার্টিফিকেটটা তার কাছে ছিল। আপনিই বলেছেন সেটা দেখেছেন।'

'হ্যাঁ, অগ্নিকাণ্ডের পরে সে একটা ডুপ্লিকেট সংগ্রহ করে।'

'আমেরিকায় আপনার স্ত্রীকে চিনত এমন কারও সঙ্গে আপনার কখনও দেখা হয়েছে?'

'না।'

'দ্বিতীয়বার সেখানে যাবার কথা তিনি কখনও বলেছেন?'

'না।'

'বা সেখান থেকে কোন চিঠি পেয়েছেন?'

'আমি যতদূর জানি—না।'

'ধন্যবাদ। এবার এ ব্যাপারটা নিয়ে আমি একটু ভাবতে চাই। কটেজটি যদি স্থায়ীভাবে পরিত্যক্ত হয়ে থাকে, তাহলে কিছুটা অসুবিধা দেখা দেবে। অপরপক্ষে, এবং আমি মনে করি সেটাই বেশী সম্ভব, যদি বাড়ির অধিবাসীরা গতকাল আগে থেকে আপনার আসার খবর জেনে আপনি সে বাড়িতে ঢুকবার আগেই বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়ে থাকে, তাহলে এতক্ষণে তারা ফিরে আসতেও পারে এবং সেক্ষেত্রে সহজেই ব্যাপারটার মীমাংসা হয়ে যাবে। কাজেই আমি পরামর্শ দিচ্ছি, আপনি নরউইতে ফিরে যান, এবং কটেজের জানালাগুলি আবার পরীক্ষা করুন। যদি মনে করেন যে বাড়িতে লোক আছে তাহলে জোর করে ঢুকবেন না ; বরং আমার বন্ধুকে ও আমাকে একটা তার করে দেবেন। তার পাবার একঘণ্টার মধ্যেই আমরা আপনার সঙ্গে মিলিত হব এবং অচিরেই সমস্ত ব্যাপারটার একেবারে গোড়ায় পৌঁছতে পারব।'

'আর সেটা যদি এখনও খালি থাকে?'

'সেক্ষেত্রে কাল আমি নিজেই গিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলব। গুড বাই। যতক্ষণ না জানতে পারছেন যে উতলা হবার সত্যি কোন কারণ আছে ততক্ষণ উতলা হবেন না।'

মিঃ গ্র্যাণ্ট মুনরোকে দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে ফিরে এসে সঙ্গী বলল, 'ওয়াটসন, আমার তো আশংকা হচ্ছে ব্যাপারটা শোচনীয়। তুমি কি বুঝলে?'

আমি জবাব দিলাম, 'শুনতে কুৎসিত লাগল।'

'ঠিক। এর মধ্যে ব্ল্যাকমেলের ব্যাপার আছে। তা যদি না হয় তাহলে আমার বুঝতেই ভুল হয়েছে।'

'কিন্তু ব্ল্যাকমেলটা করছে কে?'

'দেখ, ওই বাড়ির একটিমাত্র আরামদায়ক ঘরে যিনি থাকেন এবং তার অগ্নিকুণ্ডের উপরে মহিলাটির ফটোগ্রাফ যিনি রেখে দিয়েছেন, সেই জীবটিই এর নায়ক। আমি বলছি ওয়াটসন, ঐ জানালা ও হলদে কার্নিসটে মুখকে ঘিরে একটা রহস্য আছে। পৃথিবীর বিনিময়েও এ কেসটা আমি হাতছাড়া করতে চাইব না।'

'কোন অনুমান কি করেছ?'

'করেছি, তবে অস্থায়ী। কিন্তু সে অনুমান সঠিক না হলেই আমি বিস্মিত হব। স্ত্রীলোকটির প্রথম স্বামী ওই কটেজে আছে।'

'একথা মনে করছ কেন?'

'দ্বিতীয় স্বামীর ঐ বাড়িতে ঢোকার ব্যাপারে তার যে উন্মত্ত উৎকণ্ঠা সেটাকে আর কিভাবে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি? আমি যতদূর বুঝেছি ব্যাপারটা এই রকম: আমেরিকাতে এই স্ত্রীলোকটির বিয়ে হয়েছিল। তার স্বামীর কতকগুলি ঘৃণার্হ দোষ দেখা দেয়, অথবা বলা যেতে পারে, তার কোন ঘৃণ্য রোগ জন্মে এবং সে কুষ্ঠরোগী বা জড়বুদ্ধি হয়ে পড়ে। অবশেষে তার কাছ থেকে পালিয়ে সে ইংলণ্ডে ফিরে আসে এবং নাম পাল্টে নতুন করে জীবন শুরু করে। তিন বছর হল তার বিয়ে হয়েছে। অপর কোন লোকের ডেথ-সার্টিফিকেট স্বামীকে দেখিয়ে সে নিজেকে নিরাপদ ভেবে বেশ নিশ্চিন্ত ছিল। এই অবস্থায় হঠাৎ তার প্রথম স্বামী, অথবা যতদূর মনে হয় সেই অকর্মন্য লোকটার প্রতি অনুরক্তা কোন নীতিবর্জিতা স্ত্রীলোক তার সন্ধান পায়। তারা ওর স্ত্রীকে চিঠি লিখে এখানে এসে সব কথা ফাঁস করে দেবে বলে ভয় দেখায়। সে তখন একশো পাউণ্ড চেয়ে নিয়ে তাই দিয়ে তাদের মুখ বন্ধ করতে চেষ্টা করে। তা সত্ত্বেও তারা এসে হাজির হয় এবং স্বামী যখন কথাপ্রসঙ্গে ঐ কটেজের নবাগতদের কথা বলে তখনই সে বুঝতে পারে যে তাকে অনুসরণ করেই ওরা এসেছে। স্বামী ঘুমিয়ে পড়া পর্যন্ত সে অপেক্ষা করে এবং তার পরেই তারা যাতে তাকে শান্তিতে থাকতে দেয় একথা বোঝাবার জন্য সেখানে ছুটে যায়। কাজ হাসিল না হওয়ায় পরদিন সকালে আবার যায় এবং ফেরবার পথে স্বামী তাকে দেখে ফেলে। সে তখন আর কখনও সেখানে যাবে না বলে স্বামীকে কথা দেয় ; কিন্তু দু'দিন পরে ঐ দুটি ভয়ংকর প্রতিবেশীর হাত থেকে মুক্তি লাভের আশায় সে আর একবার চেষ্টা করে এবং সম্ভবত

তাদের দাবী অনুসারেই ফটোগ্রাফখানি সঙ্গে নিয়ে যায়। আলোচনার মাঝখানেই দাসী এসে খবর দেয় যে মনিব ফিরে এসেছে। স্ত্রী তখন বুঝতে পারে যে তার স্বামী এবার সোজা এ বাড়িতে হানা দেবে। তাই সে তাড়াতাড়ি অধিবাসী -দু'জনকে পিছনের দরজা দিয়ে নিকটবর্তী ফার-কুঞ্জের মধ্যে পাঠিয়ে দেয়। সেইজন্যই স্বামী গিয়ে বাড়িটাকে পরিত্যক্ত অবস্থায় দেখতে পায়। আজ সন্ধ্যায় স্বামী যখন ফার-কুঞ্জে বেড়াতে যাবে তখনও যদি তারা সেখানেই থেকে থাকে তাহলে আমি খুবই বিস্মিত হব। আমার এই অনুমান সম্পর্কে তোমার কি মত?'

'সবটাই তো কল্পনামাত্র।'

'কিন্তু সবগুলো ঘটনাকেই এর মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। এমন কোন নতুন ঘটনা যদি জানা যায় যার ব্যাখ্যা এর মধ্যে মেলে না, তখন তো পুনর্বিবেচনার অনেক সময় পাওয়া যাবে। আপাতত নরউডি থেকে আমাদের বন্ধুর নতুন বাণী না পাওয়া পর্যন্ত আমরা আর কিছু করতে পারছি না।'

আমাদের কিন্তু বেশী সময় অপেক্ষা করতে হল না। চা-পর্ব শেষ করবার পরেই তারা হাজির। তাতে লেখাঃ 'কটেজে এখনও লোক রয়েছে। 'জানালায়' আবার সেই মুখ দেখেছি। সাতটার ট্রেনে হাজির থাকব, আর আপনার না আসা পর্যন্ত কিছু করব না।'

আমরা যখন গাড়ি থেকে নামলাম, সে প্ল্যাটফর্মেই অপেক্ষা করছিল। স্টেশনের বাতির আলোয় দেখলাম, সে খুবই ফ্যাকাসে হয়ে গেছে এবং উত্তেজনায় কাঁপছে।

আমার বন্ধুর আস্তিনে হাত রেখে সে বলল, 'মিঃ হোমস, ওরা এখনও সেখানে আছে। আসার সময় কটেজে আলো দেখেছি। এইবার একটা চূড়ান্ত মীমাংসা করে ফেলব।'

পথের দুই পাশে গাছের সারি। অন্ধকারে সেই পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে হোমস প্রশ্ন করল, 'আপনি তাহলে কি করতে চান?'

'জোর করে বাড়িতে ঢুকে আমি দেখতে চাই সেখানে কে আছে। আমি চাই, সাক্ষী হিসাবে আপনারা দু'জনই সেখানে উপস্থিত থাকুন।'

'এ রহস্যের সমাধান না করাই মঙ্গল—আপনার স্ত্রীর এই সতর্ক-বাণী সত্ত্বেও কি আপনি একাজ করতে কৃত-সংকল্প?'

'হ্যাঁ, আমি কৃতসংকল্প।'

'দেখুন, আমিও মনে করি আপনার পথই ঠিক। সীমা-হীন সন্দেহ অপেক্ষা সত্যই শ্রেয়। আমাদের এখনই যাওয়া উচিত। অবশ্য আইনের দিক থেকে আমরা ভীষণভাবে অন্যায় করছি, তথাপি আমি মনে করি এক্ষেত্রে তাও করা উচিত।'

অন্ধকার রাত। বড় রাস্তা থেকে গলিতে ঢুকবার মুখেই ঝির ঝির করে বৃষ্টি শুরু হল। গলিটা এবড়ো-খেবড়ো, দুই পাশে ঝোপ-ঝাড়। মিঃ গ্র্যাণ্ট মুনরো অধৈর্য হয়ে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। আমরা যথাসম্ভব তাকে অনুসরণ করছি।

গাছের ফাঁক দিয়ে একটা আলোর ছটা দেখিয়ে সে বলল, 'ওগুলো আমার বাড়ির আলো, আর এই সেই কটেজ যাতে আমি এখনই ঢুকবো।'

গলির একটা মোড় ঘুরতেই বাড়িটার কাছে পৌঁছে গেলাম। দরজাটা পুরোপুরি বন্ধ নয়। দোতলার একটা জানালা দিয়ে উজ্জ্বল আলো দেখা যাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম একটি ছায়া চলাফেরা করছে।

গ্র্যাণ্ট মুনরো চেঁচিয়ে বলল, 'ঐ সেই জীব; আপনারাও দেখতে পাচ্ছেন ওখানে লোক আছে। আমার পিছনে আসুন। এখনই সব জানতে পারব।'

আমরা দরজার দিকে অগ্রসর হলাম। হঠাৎ অন্ধকারের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে একটি স্ত্রীলোক সোনালী আলোয় এসে দাঁড়াল। অন্ধকারে তার মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম না, কিন্তু তার দুই হাত অনুনয়ের ভঙ্গীতে প্রসারিত।

সে কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'ঈশ্বরের দোহাই জ্যাক, যেয়ো না। আমার মন বলেছিল আজ সন্ধ্যায় তুমি আসবে। প্রিয়তম! ভাল করে ভেবে দেখ। আর একবার আমাকে বিশ্বাস কর। এজন্য কখনও তোমাকে অনুশোচনা করতে হবে না।'

কঠোর স্বরে সে বলল, 'তোমাকে আমি অনেক বিশ্বাস করেছি এফি! আমাকে যেতে দাও। আমি যাবই। আমার বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে চিরদিনের মত এ ব্যাপারের মীমাংসা করতে চাই।'

স্ত্রীকে সে একপাশে ঠেলে দিল। তার পিছনে পিছনে আমরাও এগিয়ে গেলাম। দরজা খুলে ফেলতেই একটি বয়স্কা স্ত্রীলোক ছুটে এসে তার সামনে পথ আটকে দাঁড়াল। ধাক্কা দিয়ে সে তাকেও সরিয়ে দিল। মুহূর্ত পরেই আমরা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলাম। গ্র্যাণ্ট মুনরো উপরের আলোকিত ঘরটায় ঢুকল; তার পায়ে পায়ে আমরাও ঢুকলাম।

www.boiRboi.net

সুসজ্জিত আরামদায়ক ঘর। দুটো মোমবাতি জ্বলছে টেবিলে, আরও দুটো মেণ্টেলপিসের উপরে। এক কোণে একটা ডেস্কের উপর ঝুঁকে যে বসে আছে তাকে একটি ছোট মেয়ে বলেই মনে হল। তার মুখ ছিল উল্টো দিকে ; কিন্তু আমরা দেখলাম তার পরনে একটা লাল ফ্রক, আর হাতে লম্বা সাদা দস্তানা। সে হঠাৎ ঘুরে বসতেই বিস্ময়ে ও আতংকে আমি আর্তনাদ করে উঠলাম। যে মুখ সে আমাদের দিকে তুলে ধরল তাতে একটা অদ্ভুত কালসিটে আভা ; সারাটা মুখ ভাবলেশহীন। মুহূর্তকাল পরেই কিন্তু রহস্যের সমাধান হয়ে গেল। একটুখানি হেসে হোমস একটি হাত মেয়েটির কানের পিছনে নিতেই তার মুখের উপর থেকে একটা মুখোস খসে পড়ল, আর বেরিয়ে এল একটি কয়লা-কালো ছোট নিগ্রো মেয়ে, পরমানন্দে তার সাদা সাদা দাঁতগুলি সে আমাদের বিস্মিত মুখের উপর মেলে ধরল। তার খুশির প্রতি সহানুভূতিতে আমি হো-হো করে হেসে উঠলাম, কিন্তু গ্র্যাণ্ট মুনরো হাত দিয়ে নিজের গলা চেপে ধরে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল।

চেঁচিয়ে বলল, 'হায় ঈশ্বর! এসবের মানে কি?'

'আমি এর মানে বলে দিচ্ছি,' গর্বিত কঠিন মুখে ঘরের মধ্যে ছুটে এসে মহিলাটি বলল, 'আমার বিচারের বিরুদ্ধে তুমি আমাকে বলতে বাধ্য করলে। এখন দু'জনকেই এর ভার বইতে হবে। আটলাণ্টায় আমার স্বামী মারা গেছে। কিন্তু আমার সন্তান বেঁচে আছে।'

'তোমার সন্তান!'

বুকের ভিতর থেকে একটা বড় রুপোর লকেট বের করে বলল, 'খোলা অবস্থায় এটা তুমি দেখ নি।'

'আমি ভেবেছিলাম, এটা খোলা যায় না।'

একটা স্প্রিং-এ চাপ দিতেই ঢাকনাটা খুলে গেল। ভিতরে একটি লোকের ছবি। খুবই সুদর্শন ও বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। কিন্তু সে যে আফ্রিকার বংশধর তার শারীরিক গঠনে রয়েছে তার অভ্রান্ত নিদর্শন।'

মহিলা বলতে লাগল, 'ইনি হলেন আটলাণ্টার জন হেব্রন। তার চাইতে মহত্তর কোন লোক পৃথিবীতে আসে নি। তাকে বিয়ে করবার জন্য স্বজাতির কাছ থেকে নিজেকে আমি বিচ্ছিন্ন করেছিলাম ; কিন্তু তার জীবদ্দশায় এক মুহূর্তের জন্যও সে কারণে আমি অনুশোচনা করি নি। এটা আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমাদের একমাত্র সন্তান আমার জাতির মত না হয়ে তার জাতির মত হল। এরকম বিয়েতে অনেক সময়ই এরকম হয়ে থাকে। তবে ছোট লুসি তার বাবার চাইতেও অনেক বেশী কালো হয়েছে। কিন্তু কালো হোক আর সাদা হোক, সে যে আমার ছোট্ট প্রিয় মেয়েটি, তার মায়ের বড় প্রিয়।' একথা শুনে ছোট মেয়েটি ছুটে গিয়ে মহিলাটির পোশাক জড়িয়ে ধরল।

সে বলতে লাগল, 'আমি তাকে আমেরিকায় রেখে এসেছিলাম, তার একমাত্র কারণ তখন তার শরীর দুর্বল ছিল এবং হয় তো আবহাওয়ার পরিবর্তন তার পক্ষে ক্ষতিকর হত। যে বিশ্বস্ত স্কচ স্ত্রীলোকটির কাছে তাকে রেখে এসেছিলাম সে একসময়ে আমাদের দাসী ছিল। কিন্তু জ্যাক, ঘটনাক্রমে যখন তুমি আমার কাছে এলে, আর আমি তোমাকে ভালবাসলাম, তখন আমার সন্তানের কথা তোমাকে জানাতে আমার ভয় হল। ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করুন, আমার ভয় হয়েছিল যে সেকথা জানালে হয় তো তোমাকে হারাতে হবে ; তাই তোমাকে বলবার সাহস আমার হয় নি। দু'জনের মধ্যে একজনকে বেছে নিতে গিয়ে দুর্বলতাবশত আমার ছোট মেয়েটির কাছ থেকেই আমাকে সরে আসতে হল। তিন বছর আমি তার অস্তিত্বকে তোমার কাছ থেকে গোপন করে রেখেছি। কিন্তু নার্সের কাছ থেকে তার সব খবরই আমি পেতাম ; জানতাম যে সে ভাল আছে। যাহোক, শেষ পর্যন্ত আর একবার মেয়েটিকে দেখবার একটা উদগ্র বাসনা আমাকে পেয়ে বসল। অনেক চেষ্টা করলাম, কিন্তু সে বাসনাকে তাড়াতে পারলাম না। বিপদ জেনেও অন্তত কয়েক সপ্তাহের জন্য হলেও মেয়েকে এখানে নিয়ে আসাই স্থির করলাম। নার্সকে একশো পাউণ্ড পাঠিয়ে তাকে এই কটেজের বিবরণ জানিয়ে দিলাম, যাতে আমাকে কোনরকমভাবে না জড়িয়েও সে 'প্রতিবেশী' হয়ে এখানে থাকতে পারে। মেয়েটিকে জানালায় দেখলেও যাতে এ অঞ্চলে একটি কালো মেয়ে এসেছে বলে কোনরকম গালগল্প না ছড়াতে পারে সেজন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে নির্দেশ পাঠালাম, সারাদিন ওকে যেন বাড়ির মধ্যেই রাখা হয় এবং ওর মুখ আর হাত যেন ঢেকে রাখা হয়। আরও কম সতর্ক হলেই বোধ হয় বুদ্ধির পরিচয় দিতাম। কিন্তু পাছে তুমি সত্য কথাটা জেনে ফেল এই ভয়ে আমি আধা পাগল হয়ে গিয়েছিলাম।

'তুমিই আমাকে প্রথম বলেছিলে যে কটেজে লোক এসেছে। সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করাই আমার উচিত ছিল। কিন্তু উত্তেজনায় ঘুমুতে পারছিলাম না। তাই তোমার ঘুম ভাঙানো খুব শক্ত জেনেই শেষ পর্যন্ত সেই রাতেই বেরিয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু তুমি আমাকে যেতে দেখলে,

www.boiRboi.net

আর সেখানেই শুরু হল আমার বিপদ। পরদিন তুমি ইচ্ছা করলেই আমার গোপন কথা জানতে পারতে, কিন্তু উদারতাবশতই তুমি তা করো নি। অবশ্য তিন দিন পরে তুমি যখন সদর দরজা দিয়ে ও বাড়িতে ঢুকলে তখন মেয়েকে নিয়ে নার্স কোনরকমে পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যায়। অবশেষে আজ রাতে তুমি সবই জানলে ; এবার আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি, আমাদের মানে আমার সন্তান ও আমার কি হবে?' মেয়ের দুটি হাত জড়িয়ে ধরে সে জবাবের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

'দীর্ঘ দু'মিনিট পরে গ্র্যাণ্ট মুনরো নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল এবং তার কাছ থেকে যে জবাব এল সেটা ভাবতেও আমার ভাল লাগে। ছোট শিশুটিকে কোলে তুলে চুমু খেল ; তারপর অপর হাতটি স্ত্রীর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল।

বলল, 'বাড়িতে আরাম করে বসে এবিষয়ে আলোচনা করা যাবে। আমি খুব ভাল মানুষ নই এফি, আমি মনে করি যে, তুমি আমাকে যা মনে করেছ তার চাইতে আমি ভাল।'

হোমস ও আমি গলি পর্যন্ত তাদের সঙ্গে গেলাম। চলে আসবার সময় বন্ধুবর আমার আস্তিন চেপে ধরল। বলল, 'নরউবি থেকে লণ্ডনেই আমাদের অনেক কাজ আছে বলে আমি মনে করি।'

সেদিন অনেক রাতে জ্বলন্ত মোমবাতি হাতে তার শয়ন-কক্ষে যাবার আগে পর্যন্ত এ কেস সম্পর্কে সে আর একটি কথাও বলে নি।

তখন সে বলল, 'ওয়াটসন, যদি কখনও তোমার মনে হয় যে, নিজের ক্ষমতার উপর আমি অতিরিক্ত আস্থা স্থাপন করছি, বা একটা কেসে যতটা মনোযোগ দেওয়া দরকার তা দিচ্ছি না, তখন দয়া করে অস্পষ্ট স্বরে আমার কানে উচ্চারণ করো "নরউবি," তাহলেই তোমার কাছে আমি অশেষরূপে কৃতজ্ঞ থাকব।'

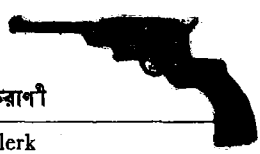

শেয়ার-দালালের কেরাণী

Stock Broker's Clerk

বিয়ের কিছুদিন পরেই প্যাডিংটন জেলায় একটি ওষুধের দোকান কিনেছি। দোকানের প্রাক্তন মালিক বৃদ্ধ মিঃ ফার্কুহার একসময় ব্যবসা বেশ ভালই চালিয়েছিলেন। কিন্তু বয়স হয়ে যাওয়ায় এবং হাত-পা কাঁপা রোগে ভোগার দরুন তার ব্যবসাতে বেশ ভাটা পড়ে। সাধারণ মানুষ স্বভাবতই বিশ্বাস করে যে অপরের রোগ যে সারাবে তাকে সুস্থ থাকতে হবে ; আর যে ওষুধে নিজেরই রোগ সারে না, স্বভাবতই মানুষ তার ওষুধের গুণাগুণ সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে ওঠে। এইভাবে তিনি যতই দুর্বল হয়ে পড়লেন ততই তার ব্যবসা খারাপ হতে লাগল। অবশেষে আমি যখন সেটা কিনে নিলাম তখন তার আয় 'বার্ষিক বারোশ' থেকে কিঞ্চিদধিক তিনশ'তে নেমে গেছে। যা হোক, নিজের বয়স ও শক্তির উপর আমার ভরসা ছিল, তাই মনে জোর ছিল যে কয়েক বছরের মধ্যেই প্রতিষ্ঠানটি আবার ফেঁপে উঠবে।'

সেখানে ডাক্তারি শুরু করবার তিনটি মাস এতই কাজে ব্যস্ত ছিলাম যে বন্ধু শার্লক হোমসের সঙ্গে দেখাই হয় নি। ব্যস্ততার জন্য আমিও বেকার স্ট্রীটে যেতে পারি নি, আর কাজের প্রয়োজনে ছাড়া সেও বড় একটা কোথাও যায় না। সুতরাং জুন মাসের এক সকালে যখন প্রাতরাশ সেরে "ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্ণাল" পড়ছিলাম, তখন দরজায় ঘণ্টার শব্দ এবং তারপরই আমার পুরনো বন্ধুর উচ্চগ্রামের কিছুটা কর্কশ কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে চমকে উঠলাম!

ঘরের মধ্যে পা ফেলেই সে বলে উঠল, 'প্রিয় ওয়াটসন, তোমাকে দেখে ভারি আনন্দ হল। আশা করি মিসেস ওয়াটসন "চিহ্ন-চতুষ্টয়"-এ *Sign of Four* বর্ণিত আমাদের অভিযান জনিত সামান্য উত্তেজনা থেকে এখন সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করেছেন।'

সাদরে কর-মর্দন করে বললাম, 'অনেক ধন্যবাদ, আমরা দু'জনই খুব ভাল আছি।'

দোলনা-চেয়ারে বসে পড়ে সে আবার বলল, 'আরও আশা করছি যে, আমাদের ছোটখাটো সমস্যায় তুমি আগে যে আগ্রহ দেখাতে ডাক্তারি পশারের ঝামেলায় সেটা সম্পূর্ণ মুছে যায় নি।'

আমি জবাব দিলাম, 'ঠিক উল্টো ; গত রাত্রেও পুরনো নোটগুলোর উপর চোখ বুলিয়েছি আর কিছু কিছু ঘটনাকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করে রেখেছি।'

'আশা করি তোমার সংকলনের ব্যাপারটা বন্ধ হয়ে যায় নি?'

'মোটেই না। ঐ ধরনের আরও কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারলে আর কিছুই চাই না।'

'ধর, যদি আজই হয়?'

'হ্যাঁ, তুমি চাইলে আজই।'

'বার্মিংহাম পর্যন্ত যেতে হলেও?'

'নিশ্চয়, যদি তুমি চাও।'

'আর তোমার ডাক্তারি?'

'প্রতিবেশীটি কোথাও গেলে তার কাজ আমি করে দিই। সে ঋণ শোধ করতে তিনি সর্বদাই প্রস্তুত।'

'বাঃ! এর চাইতে আর ভাল কিছু হতে পারত না।' চেয়ারে হেলান দিয়ে আধ-বোঝা চোখের পাতার নীচ দিয়ে তীক্ষ্ণভাবে তাকিয়ে হোমস কথাগুলি বলল। 'মনে হচ্ছে সম্প্রতি তুমি অসুস্থ হয়েছিলে। গ্রীষ্মকালীন ঠাণ্ডা সব সময়ই একটু গোলমাল করে।'

'ভীষণ ঠাণ্ডা লেগে গত সপ্তাহে তিন দিন বাড়িতে বন্দী হয়ে ছিলাম। আমি অবশ্য ভেবেছিলাম তার সব চিহ্ন মুখ থেকে মুছে ফেলেছি।'

'তা ফেলেছ। তোমাকে যথেষ্ট সুস্থই দেখাচ্ছে।'

'তাহলে তুমি সেকথা জানলে কেমন করে?'

'ভাইরে, আমার পদ্ধতি তো তুমি জান।'

'তাহলে অনুমান করেছ?'

'নিশ্চয়।'

'কি থেকে?'

www.boiRboi.net

'তোমার পায়ের চটি থেকে।'

পায়ের নতুন পেটেন্ট লেদারের চটির দিকে তাকালাম। 'এর থেকে কেমন করে— ?' আমার কথার মাঝখানে প্রশ্নটা করবার আগেই হোমস জবাব দিল।

বলল, 'তোমার চটিজোড়া নতুন। কয়েক সপ্তাহের বেশী আগের কেনা হতে পারে না। জুতোর যে তলা দুটো এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি সেটা কেমন যেন ঈষৎ ঝলসানো। প্রথম ভাবলাম, জুতো জোড়া ভিজে গিয়েছিল এবং শুকোতে গিয়ে ঝলসে গেছে। কিন্তু জুতোর যেখানে গোড়ালির চাপ পড়ে তার কাছে দোকানির ছাপ-মারা একটুকরো গোল কাগজ এখনও আঁটা রয়েছে। জলে ভিজলে ওটা নিশ্চয় উঠে যেত। তাহলে তুমি নিশ্চয় আগুনের দিকে পা বাড়িয়ে দিয়ে বসে ছিলে। কোন সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষ জুন মাসের এরকম বর্ষাতেও ওকাজ কখনও করবে না।'

হোমসের সব যুক্তির মতই এটাও বুঝিয়ে দেওয়া খুবই সহজ মনে হল। আমার মুখে আমার চিন্তার ছবি দেখতে পেয়ে তার হাসিতে একটু তিক্ততার ছোঁয়া লাগল।

সে বলল, 'কোন কিছু বোঝাবার সময় বোধ হয় আমি নিজেকেই ভুলে যাই। অকারণে কোন কিছু ঘটলেই সেটা অধিক চিত্তাকর্ষক হয়ে থাকে। তাহলে তুমি বার্মিংহাম যাচ্ছ তো?'

'নিশ্চয়, কিন্তু কেসটা কি?'

'সেটা ট্রেনেই শুনতে পাবে। আমার মক্কেল চার-চাকার গাড়ি নিয়ে বাইরে অপেক্ষা করছে। তুমি কি এখনই আসতে পারবে?'

'মুহূর্তের মধ্যে।' প্রতিবেশীকে একখানা চিঠি লিখে ব্যাপারটা আমার স্ত্রীকে জানাবার জন্য দ্রুত দোতলায় উঠে গেলাম এবং দরজার কাছেই হোমসের সঙ্গে মিলিত হলাম।

পিতলের ফলকটা দেখিয়ে সে বলল, 'তোমার প্রতিবেশী ডাক্তার?'

'হ্যাঁ। আমার মত সেও এটা কিনেছে।'

'বেশ পুরনো প্রতিষ্ঠান?'

'ঠিক আমারটার মতই। বাড়িটা তৈরী হবার সময় থেকেই এ দুটো আছে।'

'আচ্ছা! তাহলে তো দুটোর মধ্যে ভালটাই তুমি বাগিয়েছ।'

'আমি তাই মনে করি। কিন্তু তুমি জানলে কেমন করে?'

'সিঁড়িগুলো দেখে হে বাপু। ওর সিঁড়ির চাইতে তোমার সিঁড়ির ধাপগুলো তিন ইঞ্চি বেশী ক্ষয়ে গেছে। কিন্তু গাড়িতে উপবিষ্ট এই ভদ্রলোকই আমার মক্কেল মিঃ হল পাইক্রফ্‌ট! তার সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই। কোচয়ান, ঘোড়ার পিঠে চাবুক কসাও, কারণ ট্রেন ধরবার মত সময়টুকু মাত্র আমাদের হাতে আছে।'

আমার সামনে উপবিষ্ট লোকটির দেহ সুগঠিত, গায়ের রং উজ্জ্বল, বয়সে যুবক, দিল-খোলা সজ্জনসুলভ মুখে কোঁকড়ানো হলদে ছোট গোঁফ। মাথায় ঝকঝকে টপ্‌-হ্যাট আর কালো রঙের পরিচ্ছন্ন সুটেই তার চরিত্রের প্রকাশ—একজন চটপটে যুবক নাগরিক। সেই শ্রেণীর এক-জন যাদের অবজ্ঞা করে বলা হয় "কক্‌নি" অথচ যাদের ভিতর থেকেই আসে আমাদের সেরা স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী এবং এই দ্বীপের অন্য যে কোন শ্রেণীর লোক অপেক্ষা যাদের ভিতর থেকেই বেরিয়ে আসে আমাদের সেরা ব্যায়াম-বীর ও ক্রীড়াবীদের দল। তার গোলাকার বঙ্কিম মুখ স্বভা-বতই আনন্দে ভরপুর, তথাপি আমার মনে হল যেন তার মুখের দুটি কোণ আধা-হাসি আধা-দুঃখে একটু-খানি ঝুলে পড়েছে। অবশ্য একখানি প্রথম শ্রেণীর কামরায় বসে বার্মিংহামে যাত্রা করবার আগে পর্যন্ত জানতেই পারলাম না কোন্ বিপদে পড়ে সে শার্লক হোমসের কাছে ছুটে এসেছে।

হোমস মন্তব্য করল, 'সত্তর মিনিট সময় আমাদের পথ

চলতে হবে, অতএব মিঃ হল পাইক্রফ্‌ট্‌ ঠিক আমার কাছে যেভাবে বলেছেন সেইভাবে, অথবা সম্ভব হলে আরও একটু বিস্তারিতভাবে, আপনার অতিশয় আকর্ষণীয় অভিজ্ঞতার কথা আমার বন্ধুকেও বলুন। ঘটনাগুলোকে পর পর আর একবার শুনলে আমারও কাজে লাগবে। দেখ ওয়াটসন, এটা এমন একটা কেস যার মধ্যে কিছু গুরুত্ব থাকতেও পারে, আবার নাও থাকতে পারে ; কিন্তু এর মধ্যে অন্তত সেই সব অস্বাভাবিক ও আকস্মিক ব্যাপার আছে যা তোমার-আমার কাছে সমান প্রিয়। আচ্ছা মিঃ পাইক্রফ্‌ট্‌, আর আপনাকে বাধা দেব না।'

আমাদের তরুণ সঙ্গী চোখ মিট্‌ মিট্‌ করে আমার দিকে তাকাল।

তারপর বলতে শুরু করল, 'এই গল্পের সবচাইতে খারাপ দিকটা এই যে আমি একেবারে পাড় বোকা বনে গিয়েছি। অবশ্য হয়তো সবই ঠিক হয়ে যাবে ; আর এছাড়া অন্য কিছু আমি করতে পারতাম বলে মনে হয় না ; কিন্তু যদি চাকরিটাও হারাই আর বিনিময়েও কিছু না পাই, তাহলে বুঝব সত্যি আমি একটি আকাট মুখ্যু। ডাক্তার ওয়াটসন আমি ভাল গল্প বলতে পারি না, তবু আমার মত করেই বলছি।

'ড্রেপার্স গার্ডেন্সের কক্সন অ্যান্ড উড হাউস কোম্পানিতে আমি চাকরি করতাম, কিন্তু ভেনেজুয়েলার ঋণের দরুন বসন্তকালের শুরুতেই কোম্পানি উঠে গেল এবং আমিও একেবারে বেকার হয়ে গেলাম। পাঁচ বছর তাদের কাছে ছিলাম, কাজেই কোম্পানির পতন ঘটলে বুড়ো কক্সন আমাকে একটা খুব ভাল প্রশংসা-পত্র দিল। অবশ্য তখন আমরা সাতাশজন কেরাণীই পথে বসেছি। এখানে-ওখানে অনেক চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমার মত বসে-যাওয়া ছেলে আরও অনেক ছিল। কাজেই আরও দীর্ঘ সময় সেই দুর্দিন চলল। কক্সন-এ থাকতে আমি সপ্তাহে সাত পাউন্ড করে পেতাম এবং সত্তর পাউন্ড জমিয়েছিলাম। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সেসবই ফুরিয়ে যাবার দাখিল হল। এমন অবস্থা হল যে বিজ্ঞাপনের জবাবে দরখাস্ত করবার খাম বা তাতে এঁটে দেবার টিকিট যোগাড় করাই শক্ত হয়ে উঠল। নানা অফিসের সিঁড়ি ভেঙে উঠতে-নামতে জুতোর তলা ক্ষয়ে গেল, কিন্তু চাকরি যে দূর অস্ত্‌ সেই দূর অস্ত্‌ই রয়ে গেল।

'অবশেষে লম্বার্ড স্ট্রীটের মস্ত বড় কোম্পানির কাগজের দালালী প্রতিষ্ঠান "মসন অ্যান্ড উইলিয়াম্‌স্‌"-এ একটা কর্মখালির সন্ধান পেলাম। আমি জোর দিয়েই বলতে পারি যে EC আপনাদের লাইনের ব্যাপার নয়, কিন্তু আমি আপনাদের বলছি যে, এটা লন্ডনের সবচাইতে বিত্তশালী প্রতিষ্ঠান। বিজ্ঞাপনের জবাব কেবলমাত্র চিঠিতেই দেওয়া চলবে। চাকরির তিলমাত্র প্রত্যাশা না করেই প্রশংসাপত্র ও দরখাস্ত পাঠিয়ে দিলাম। ফেরৎ ডাকেই জবাব এল। তাতে বলা হয়েছে, পরবর্তী সোমবারে হাজির হলেই তৎক্ষণাৎ আমি নতুন চাকরিতে যোগদান করতে পারি, অবশ্য যদি আমার চেহারা সন্তোষজনক হয়। এসব ব্যবস্থা কিভাবে হয় কেউ জানে না। অনেকে বলে, ম্যানেজার দরখাস্তের স্তূপের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে যেটা প্রথম হাতে ঠেকে সেটাই তুলে নেয়। যাই হোক, এবার ইনিংসটা আমার দখলে এবং এর চাইতে বেশী খুশি হতে আমি কখনও চাই নি। প্রাপ্তি সপ্তাহান্তে এক পাউন্ড করে বৃদ্ধি, কিন্তু কাজ ঠিক কক্সনেরই মত।

'এবার আসছি গোটা ব্যাপারের বিচিত্র অংশে। আমি থাকতাম হ্যাম্পস্টেডের দিকে—ঠিকানা ছিল ১৭, পটার্স টেরেস। চাকরির প্রতিশ্রুতি পাবার পরে সেদিন সন্ধ্যায় ঘরে বসে ধূমপান করছিলাম, এমন সময় বাড়ির কর্তী একটা কার্ড হাতে নিয়ে ঢুকল। তাতে ছাপার অক্ষরে লেখাঃ 'আর্থার পিন্সার—ফিনান্সিয়াল এজেন্ট।" নামটা এর আগে কখনও শুনি নি। আমার সঙ্গে তার কিসের দরকার তাও বুঝতে পারলাম না। তবু তাকে পাঠিয়ে দিতে বললাম। লোকটি ঘরে ঢুকলো,—মাঝারি গড়ন, কালো চুল, কালো চোখ, কালো দাড়ি, নাকের কাছটা চক্‌চক্‌ করছে। সময়ের মূল্য খুব বোঝে এমনি ভাব দেখিয়ে সে সব কথাগুলি সরাসরি বলতে লাগল।

"মিঃ হল পাইক্রফ্‌ট্‌ তো?" সে বলল।

"হ্যাঁ স্যার", আমি জবাব দিলাম। তারপর তার দিকে চেয়ারটা এগিয়ে দিলাম।

"আগে কক্সন অ্যান্ড উড হাউস-এ কাজ করতেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"এখন মসন-এ আছেন?"

"ঠিক তাই।"

'সে বলল, "দেখুন, ব্যাপার হল কি, আপনার অর্থনৈতিক দক্ষতার কতকগুলি প্রকৃতই অসাধারণ গল্প আমি শুনেছি। কক্সন-এর ম্যানেজার পার্কারের কথা নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে? তার মুখে তো আপনার সুখ্যাতি ধরে না।"

'এ কথা শুনে আমি খুশিই হয়েছিলাম। অফিসের কাজে আমি সর্বদাই কিছুটা চটপটে ছিলাম। কিন্তু এই

মহানগরীতে আমার সম্পর্কে এধরনের আলোচনা হয় এ আমি স্বপ্নেও ভাবি নি।'

'সে বলল, "আপনার স্মৃতিশক্তি খুব প্রখর তো?"

'বিনীতভাবে জবাব দিলাম, "মোটামুটি ভাল।"

'সে প্রশ্ন করল, "বেকার থাকাকালে আপনি কি শেয়ার-মার্কেটের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন?"

"হ্যাঁ; প্রতিদিন সকালে স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকা পড়ি।"

'সে চেঁচিয়ে বলল, "এই, এই হল কাজের কাজ! এইভাবেই লোকের উন্নতি হয়। আপনাকে যদি একটু পরীক্ষা করি, কিছু মনে করবেন কি? দেখাই যাক! এয়ারশায়ার্সের দাম কত?"

"একশ' পাঁচ থেকে একশ' সোয়া পাঁচ।"

"আর নিউজিল্যান্ড কনসলিডেটেড?"

"একশ' চার।"

"আর বৃটিশ ব্রোকন্ হিলস্?"

"সাত থেকে সাড়ে সাত।"

'দুই হাত তুলে সে চেঁচিয়ে উঠল, "চমৎকার! যেমনটি শুনেছিলাম ঠিক তাই। আরে বাবা, মসন-এর কেরাণী হওয়ার চাইতে অনেক অনেক বড় আপনি।"

'বুঝতেই পারছেন, তার এই উচ্ছ্বাস দেখে আমি বিস্মিত হলাম। বললাম, "দেখুন মিঃ পিন্নার, আপনি যেরকম বলছেন অন্য লোক কিন্তু আমার সম্পর্কে সেরকম ভাবে না। এই চাকরিটা পেতে আমাকে অনেক লড়াই করতে হয়েছে, আর এটা পেয়ে আমি বেশ খুশি।"

"ফুঃ! এর চাইতে অনেক উপরে আপনাকে উঠতে হবে। আপনার আসল জায়গা আপনি খুঁজে পান নি। এবার বলছি আমি কেন এসেছি। আমি যে প্রস্তাব করছি আপনার ক্ষমতার বিচারে সেটা খুবই নগণ্য, কিন্তু মসন-এর সঙ্গে তুলনায় সেটা অন্ধকারের পাশে আলোর মত। দেখাই যাক। মসন-এ কখন যাচ্ছেন?"

"সোমবার।"

"হা! হা! আমি বলছি, আপনি মোটেই সেখানে যাবেন না।"

"মসন-এ যাব না?"

"আজ্ঞে না। সেদিন থেকে আপনি হবেন ফ্রাংকো মিডল্যান্ড হার্ডওয়ার কোম্পানি লিমিটেড-এর বিজনেস-ম্যানেজার—ব্রুসেল্স্-এ একটি ও সান রেমো-তে একটি বাদ দিলেও ফ্রান্সের শহরে ও গ্রামে যে কোম্পানির একশ' চৌত্রিশটা শাখা আছে।"

'এবার আমার দম বন্ধ হবার উপক্রম। বললাম, "আমি তো এর নামও শুনি নি।"

"না শোনাই সম্ভব। মূলধনই ব্যক্তিগতভাবে সংগৃহীত হয়েছে বলে ব্যাপারটা গোপন রাখা হয়েছে। তাছাড়া এরকম একটা সৎ উদ্যোগের সঙ্গে সাধারণ মানুষকে না জড়ানোই ভাল। আমার ভাই হ্যারি পিন্নার এর উদ্যোক্তা এবং শেয়ার-বিতরণের পর সেই ম্যানেজিং ডিরেক্টররূপে বোর্ডে যোগদান করেছে। সে জানত আমি এখানে এসেছি; তাই আমাকে জানিয়েছে, সস্তায় একটি ভাল লোক—একটি উদ্যমশীল পোড়-খাওয়া যুবককে খুঁজে বের করতে। পার্কার আপনার কথা বলতেই এই রাতে এখানে হাজির হয়েছি। শুরুতে আপনাকে যৎসামান্য অর্থাৎ পাঁচশ' দেওয়া হবে—"

'আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, "বছরে পাঁচশ'!"

"শুরুতে তাই। তবে আপনার এজেন্টরা যত "বিজনেস" করবে তার উপর শতকরা এক ভাগ বাড়তি কমিশন আপনি পাবেন, এবং আমার কথা বিশ্বাস করুন, তাতেও আপনি আপনার মাইনের চাইতে বেশীই পাবেন।"

"কিন্তু আমি তো লোহা-লক্কড়ের কিছুই জানি না।"

"আহা বাবাজি, আপনি অংক তো জানেন।"

'আমার মাথা এমন ঘুরতে লাগল যে চেয়ারে স্থির হয়ে বসতে পারছিলাম না। কিন্তু হঠাৎ একটা সন্দেহ আমার মনে ঝিলিক দিল।

'বললাম, "আপনাকে সব কথা খোলাখুলি বলাই ভাল। মসন আমাকে মাত্র দু'শ' দেবে, কিন্তু মসন নিরাপদ। এখন, সত্য কথা বলতে কি, আপনাদের কোম্পানি সম্পর্কে আমি এত কম জানি—"

"আঃ! চালাক, খুব চালাক। যেন আনন্দের উচ্ছ্বাসে লোকটি চেঁচিয়ে উঠল। "আপনার মত লোকই আমরা চাই। কথায় আপনাকে পারা যাবে না, আর তাই তো চাই। এই নিন একশ' পাউন্ডের একখানা নোট; যদি মনে করেন আপনি আমার প্রস্তাবে রাজী, তাহলে আপনার মাইনের আগাম হিসাবে এটাকে পকেটে পুরে ফেলুন।"

'আমি বললাম, "খুবই ভাল প্রস্তাব। কখন কাজে যোগ দিতে হবে?"

'সে বলল, "কাল একটায় বার্মিংহামে হাজির হবেন। আমার পকেটে একটা চিঠি আছে; সেটা নিয়ে আমার ভাইকে দেবেন। কোম্পানির অস্থায়ী অফিস করা হয়েছে ১২৬-বি, কর্পোরেশন স্ট্রীটে; সেইখানে তাকে পাবেন। যদিও সেই আপনাকে পাকাপাকিভাবে নিয়োগ করবে, তবে আপনাকে বলেই বলছি, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

'আমি বললাম, "সত্যি, কি বলে যে আপনাকে

কৃতজ্ঞতা জানাব মিঃ পিন্নার।"

"কিছু দরকার নেই বাবাজি। আপনি আপনার প্রাপ্যই পেলেন। আর দু'একটা ছোটখাট কাজ—নেহাৎই নিয়মমাফিক ব্যাপার—আপনার সঙ্গে সেরে নিতে চাই। এই তো আপনার কাছেই একটু কাগজ রয়েছে। দয়া করে এর উপর লিখে দিন, "ন্যূনতম পাঁচশত পাউন্ড বেতন ফ্রাংকোমিডল্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড-এর বিজনেস ম্যানেজার রূপে কাজ করিতে আমি সম্পূর্ণ ইচ্ছুক।"

'তার কথামতই কাজ করলাম। সেও কাগজটা পকেটে পুরল।

'তারপর বলল, "আরও একটা ব্যাপার আছে। মসন-এর ব্যাপারে আপনি কি করতে চান?"

'আনন্দে মসন-এর কথা ভুলেই গিয়েছিলাম।

'বললাম, "চিঠি লিখে পদত্যাগ করব।"

"ঠিক এটাই আমি চাই না। আপনাকে নিয়ে মসন-এর ম্যানেজারের সঙ্গে আমার একটু গণ্ডগোল হয়েছে। আপনাকে চেয়ে নেবার জন্য আমি তার কাছে গিয়েছিলাম। তাতে তিনি খুব অসন্তুষ্ট হন—তার প্রতিষ্ঠানের চাকরি থেকে আপনাকে ভাঙিয়ে নেবার অপরাধে আমাকে অভিযুক্ত করেন। শেষ পর্যন্ত আমারও মাথা গরম হয়ে গেল। বললাম, 'ভাল লোক নিতে হলে ভাল মাইনে দিতে হয়।' তিনি বললেন, 'আপনাদের বেশী দামের চাইতে আমাদের অল্প দামই সে নেবে।' আমি বললাম, 'বেশ, বাজী রাখছি, আমার প্রস্তাব পাবার পরে আপনারা তার টিকিটিও দেখতে পাবেন না।' তিনি বললেন, 'বেশ, রইল বাজী। নর্দমা থেকে আমরা তাকে টেনে তুলেছি। এত সহজে সে আমাদের ছেড়ে যাবে না।' ঠিক এই কথাগুলিই সে বলেছে।"

'আমি চীৎকার করে বললাম, "অভদ্র বদমাস! জীবনে তাকে আমি কোন দিন চোখেও দেখি নি। তার প্রতি আমার কিসের দায়িত্ব? আপনি যদি না চান তাকে আমি কিছুই লিখব না।"

"খুব ভাল! তাহলে ওই কথাই পাকা!" চেয়ার থেকে উঠে সে বলল, "আমার ভাইয়ের জন্য এরকম একজন লোক পেয়ে আমি খুবই আনন্দিত। এই আপনার একশ' পাউন্ড অগ্রিম আর এই চিঠিটা। ঠিকানাটা টুকে নিন, ১২৬-বি কর্পোরেশন স্ট্রীট, আর মনে রাখবেন কাল একটায় আপনার সাক্ষাৎকার। শুভ রাত্রি। আপনার উপযুক্ত সব সৌভাগ্য আপনার করায়ত্ত হোক।"

'যতদূর মনে পড়ছে আমাদের মধ্যে এইরকম কথাবার্তাই হয়েছিল। ডাঃ ওয়াটসন, এই অসাধারণ সৌভাগ্যে আমি যে কতদূর খুশি হয়েছিলাম সে তো বুঝতেই পারছেন। এই কথা ভাবতে ভাবতেই অর্ধেক রাত বসে কাটালাম। পরদিন এমন একটা ট্রেনে চেপে বার্মিংহাম গেলাম যাতে সাক্ষাৎকারের জন্য যথেষ্ট সময় হাতে থাকে। নিউ স্ট্রীটের একটা হোটেলে জিনিসপত্র রেখে প্রদত্ত ঠিকানা অভিমুখে যাত্রা করলাম।

'নির্দিষ্ট সময়ের পনেরো মিনিট আগেই পৌঁছে গেলাম। ভাবলাম তাতে আর ক্ষতি কি। দুটো বড় দোকানের মাঝখানের পথটাই ১২৬-বি। একটু এগোলেই একটা ঘোরানো সিঁড়ি। সিঁড়ি বেয়ে উঠলেই অনেক-গুলো ফ্ল্যাট,—হয় কোম্পানির অফিস, নয় তো নানা বৃত্তির লোকদের ভাড়া দেওয়া। দেওয়ালের নীচে ভাড়াটেদের নাম লেখা রয়েছে। কিন্তু ফ্রাংকো-মিডল্যান্ড হার্ডওয়ার কোম্পানি লিমিটেড নামটা কোথাও নেই। কয়েক মিনিট দাঁড়ালাম। আমার তো অবস্থা সঙ্গীন। সব ব্যাপারটাই একটা বিরাট ধাপ্পা নাকি! এমন সময় একটি লোক এসে আমার নাম ধরে ডাকল। আগের দিন রাতে যাকে দেখে-ছিলাম ঠিক তার মতই দেখতে,—সেই একই চেহারা ও কণ্ঠস্বর, তবে দাড়ি-গোঁফ কামানো এবং চুলটা অপেক্ষাকৃত পাতলা।

'সে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কি মিঃ হল পাইক্রফ্‌ট?"

'আমি বললাম, "হ্যাঁ।"

"ওহো! আমি আপনার জন্যই অপেক্ষা করছি। তবে আপনি একটু আগে এসে পড়েছেন। সকালেই আমার ভাইয়ের কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছি। সে তো আপনার জোর প্রশংসা করেছে।"

"আপনাদের অফিসটা খুঁজছিলাম, এমন সময় আপনি এসে পড়লেন।"

"আমাদের নামটা এখনও লেখা হয় নি, কারণ মাত্র গত সপ্তাহেই এই অস্থায়ী ঘর আমরা পেয়েছি। আমার সঙ্গে আসুন। সব কথা হবে।"

'তার পিছন পিছন গিয়ে একটা খুব উঁচু সিঁড়ির একেবারে মাথায় পৌঁছে গেলাম। সেখানে দুটো ফাঁকা ধুলো-ভরা ছোট ছোট ঘরে সে আমাকে নিয়ে ঢুকল। ঘরে কার্পেট নেই, পর্দা নেই। আমি ভেবেছিলাম একটা খুব বড় অফিস হবে, ঝকঝকে টেবিল থাকবে, সার সার কেরাণী থাকবে। শুধু দু'খানা চেয়ার আর একটা ছোট টেবিল, একখানা লেজার আর একটা বাজে কাগজের ঝুড়ি —এই হল সাকুল্যে আসবাব-পত্র।

'আমার লম্বা মুখ দেখে নব পরিচিত লোকটি বলল,

www.boiRboi.net

'হতাশ হবেন না মিঃ পাইক্রফ্‌ট্‌। রোম একদিনে তৈরী হয় নি। হাতে আমাদের প্রচুর টাকা থাকলেও অফিসের পিছনে এখনও বেশী টাকা ঢালি নি। দয়া করে বসুন, আর চিঠিখানা দিন।"

'চিঠিটা তাকে দিলাম। খুব যত্ন সহকারে সে সেটা পড়ল।

"মনে হচ্ছে আমার ভাই আর্থারকে আপনি খুব বেশী রকম প্রভাবিত করেছেন", সে বলল। "অথচ আমি জানি তার বিচার-বুদ্ধি বেশ তীক্ষ্ণ। কি জানেন, সে শপথ নেয় লন্ডনের নামে, আর আমি বার্মিংহামের নামে। এবার থেকে তার পরামর্শমতই চলব। আমি বলছি, আপনার নিয়োগ পাকা বলেই মনে করবেন।"

"আমাকে কি করতে হবে?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"যথাসময়ে আপনি প্যারিসের বড় ডিপোর ভারপ্রাপ্ত হবেন; ফ্রান্সের একশ' চৌত্রিশজন এজেন্টের দোকানে সেখান থেকে চালান হবে ইংলন্ডের সব রকম মাটির বাসন। সপ্তাহখানেকের মধ্যেই মাল কেনা শুরু হয়ে যাবে। ইতিমধ্যে আপনি বার্মিংহামে থেকে কাজ চালিয়ে যান।"

"কি কাজ?"

'উত্তরে সে ড্রয়ার থেকে একখানা বড় লাল বই টেনে বের করল। তারপর বলল, "এই হচ্ছে প্যারিসের বাণিজ্য-পঞ্জী। মানুষের নাম অনুসারে বিভিন্ন ব্যবসার তালিকা এতে আছে। আমার ইচ্ছা, বইখানা আপনি বাড়ি নিয়ে যান, আর লোহা-লক্কড় বিক্রেতাদের নাম ও ঠিকানায় টিক দিয়ে রাখুন। সেগুলো পেলে আমার অনেক কাজ হবে।"

'আমি বললাম, "এতে তো শ্রেণীবদ্ধ তালিকা নিশ্চয়ই আছে।"

"সেগুলো নির্ভরযোগ্য নয়। তাদের কাজের পদ্ধতি আমাদের থেকে ভিন্ন। এই কাজ করতে থাকুন যাতে সোমবার বারোটার সময় তালিকাগুলি আমি পেতে পারি। শুভ দিন মিঃ পাইক্রফ্‌ট্‌; উৎসাহ ও বুদ্ধির পরিচয় যদি দিতে পারেন, তাহলে দেখবেন এ কোম্পানি মনিব হিসাবে ভালই।"

'বুকের মধ্যে নানা বিরুদ্ধভাবের ঘাত-প্রতিঘাত নিয়ে সেই বড় বইটা বগলে নিয়ে হোটেলে ফিরলাম। একদিকে, নিয়োগপত্র পাকা হয়েছে: পকেটেও এক শ' পাউন্ড এসেছে। অন্যদিকে, অফিসের চেহারা, দেওয়ালে নামের অনুপস্থিতি এবং অন্য যেসব জিনিস একজন ব্যবসায়ীর চোখে পড়ে থাকে সে সব কিছু থেকে আমার নিয়োগকর্তাদের সম্পর্কে একটা খারাপ ধারণা আমার মনে সৃষ্টি হয়েছে। যাহোক, যা থাকে কপালে টাকা তো পেয়েছি; সুতরাং কাজে লেগে গেলাম। সারা রবিবারটা খুব খাটলাম, তবু সোমবার নাগাদ মাত্র H পর্যন্ত পৌঁছতে পারলাম। মালিকের কাছে ফিরে গেলাম। সেই অগোছালো ঘরেই তাকে পেলাম। আমাকে বলা হল, বুধবার পর্যন্ত ঐ একই কাজ করে আবার সেখানে হাজির হতে। বুধবারেও কাজ শেষ হল না; কাজেই শুক্রবার পর্যন্ত—মানে গতকাল পর্যন্ত ঠেলতে হল। তখন সেটা নিয়ে আবার হাজির হলাম মিঃ হ্যারি পিন্সারের কাছে।

'সে বলল, "অনেক ধন্যবাদ। কাজের কষ্টটা আমি বোধ হয় ছোট করে দেখেছিলাম। এই তালিকাটি আমার খুব কাজে লাগবে।"

"অনেক সময় লেগেছে।" আমি বললাম।

'সে বলল, "এবার আসবাবপত্রের দোকানের তালিকা তৈরী করুন, কারণ তারাই তো মাটির জিনিসপত্র বেচে।"

"খুব ভাল কথা।"

"আগামীকাল সন্ধ্যা সাতটায় এখানে এসে আমাকে জানাবেন কাজ কতটা এগোল। অতিরিক্ত পরিশ্রম করবেন না। সারা দিনের পরিশ্রমের পর সন্ধ্যায় ডে'স মিউজিক হল-এ ঘণ্টা দুই কাটালে আপনার কোন ক্ষতি হবে না।" কথা বলতে বলতে সে হাসতে লাগল। আমার দেখে চমক লাগল যে, তার বাঁ দিকের দ্বিতীয় দাঁতটা বেশ বাজে রকমে সোনা দিয়ে বাঁধানো।'

শার্লক হোমস আনন্দে হাত ঘসতে লাগল, আর আমি সবিস্ময়ে আমাদের মক্কেলের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম।

'সে বলল, "ডাঃ ওয়াটসন, আপনি বিস্মিত হতে পারেন, কিন্তু ব্যাপারটা এই রকম। লন্ডনে অপর মক্কেলের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে যখন জানাই যে আমি মসন-এ যোগ দিচ্ছি না, তখনও সে হেসে উঠেছিল, আর সেই সময় আমার চোখে পড়েছিল যে তার দাঁতও ঠিক একইভাবে সোনা দিয়ে বাঁধানো। অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রেই সোনার চিক-চিকটা আমার চোখে পড়েছিল। তার সঙ্গে যখন মিলে গেল যে গলার স্বর এবং চেহারাও এক রকম, শুধু ক্ষুর বা পরচুলার সাহায্যে যেগুলো বদলানো যায় সেইটেই পার্থক্য, তখনই আমার সন্দেহ হয় যে এরা দু'জন একই লোক। অবশ্য দুই ভাই একরকম হতে পারে, কিন্তু তাই বলে একই দাঁত একইভাবে বাঁধানো হতে পারে না। সে নমস্কার করে আমাকে বিদায় দিল। আমিও রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। আমার তখন মাথা-মুণ্ডু সব গুলিয়ে গেছে। হোটেলে

ফিরে গিয়ে বেসিনের ঠাণ্ডা জলে মাথা ধুয়ে সব ব্যাপারটা ভাবতে বসলাম। কেন সে আমাকে লণ্ডন থেকে বার্মিংহাম পাঠাল ; কেন সে আমার আগেই সেখানে গিয়ে হাজির হল ; আর কেনই বা নিজেই নিজেকে চিঠি লিখল ? কিছুই আমার বোধগম্য হল না, বা এর কোন অর্থই আমি বুঝতে পারলাম না। তখন হঠাৎ মনে হল, আমার কাছে যা অন্ধকার, মিঃ শার্লক হোমসের কাছে তা আলোর মত পরিষ্কারও হতে পারে। রাতের ট্রেন ধরবার মত সময় তখনও হাতে ছিল। ভাবলাম, এই ট্রেনে শহরে এসে সকালে তার সঙ্গে দেখা করে আপনাদের সঙ্গে বার্মিংহাম ফিরব।'

শেয়ার-দালালের কেরাণী তার বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা শেষ করবার পর কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। তারপর পানীয় বিশেষজ্ঞ আঙুরের রসে প্রথম চুমুক দেবার পরে তার মুখে যেমন একযোগে খুশি ও সমালোচনার ভাব ফুটে ওঠে ঠিক সেই রকম মুখ করে শার্লক হোমস কুশনে হেলান দিয়ে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করল।

বলল, 'বেশ চমৎকার, কি বল ওয়াটসন ? এর মধ্যে এমন সব ব্যাপার রয়েছে যা আমাকে খুশি করেছে। ফ্রাংকো-মিডল্যাণ্ড হার্ডওয়ার কোম্পানি লিমিটেড-এর অস্থায়ী অফিসে মিঃ আর্থার হ্যারি পিন্নারের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার যে আমাদের উভয়ের কাছেই বেশ চিত্তাকর্ষক হবে, আশা করি সেবিষয়ে আমার সঙ্গে তুমি একমত হবে।'

আমি প্রশ্ন করলাম, 'কিন্তু আমরা কেমন করে দেখা করব।'

হল পাইক্রফ্‌ট্ সানন্দে বলে উঠল, 'খুব সহজে। আপনারা যেন আমার দুটি চাকরিপ্রার্থী বন্ধু ; আপনাদের যদি সেই পরিচয়ে আমি ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কাছে নিয়ে যাই, সেটা খুবই কি স্বাভাবিক ব্যাপার হবে না ?'

হোমস বলল, 'ঠিক বলেছেন! বটেই তো! ভদ্রলোককে একবার দেখতে চাই, আর তার চালাকির কোন প্রতিবিধান করতে পারি কিনা তাও দেখতে চাই। আপনার মধ্যে এমন কি গুণ আছে মশাই যাতে আপনার সেবা তার কাছে এতই মূল্যবান হয়ে উঠল। অথবা এটা কি সম্ভব—' জানালা দিয়ে হাঁ করে তাকিয়ে সে হাতের নখ কামড়াতে লাগল। নিউ স্ট্রীটে পেঁছবার আগে তার মুখ থেকে আর একটা কথাও বের করা গেল না।'

সেদিন সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ আমরা তিনজন কর্পোরেশন স্ট্রীট ধরে হাঁটতে হাঁটতে কোম্পানির অফিসের দিকে চলেছি।

আমাদের মক্কেল বলল, 'ঠিক সময়ের আগে সেখানে গিয়ে কোন লাভ নেই। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, আমার সঙ্গে দেখা করতেই সে আসে, কারণ যে সময় সে বলে দেয় তার আগে পর্যন্ত জায়গাটা সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত থাকে।'

হোমস মন্তব্য করল, 'এটা খুবই ইঙ্গিতপূর্ণ।'

কেরাণীটি চেঁচিয়ে বলল, 'ঈশ্বর সাক্ষী, সেকথা আমিই আপনাকে বলেছি। আরে! ওই তো আমাদের আগে আগেই সে হেঁটে যাচ্ছে।'

একটি ছোটখাট, সুদর্শন, সুসজ্জিত লোককে সে দেখিয়ে দিল। রাস্তার অপর পাশ দিয়ে সে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিল। দেখলাম, এপাশে যে ছোকরাটি সান্ধ্য দৈনিকের সর্বশেষ সংস্করণটি ফেরি করছিল, লোকটি তার দিকে একবার তাকিয়ে ছ্যাকড়া গাড়ি ও বাসের ভীড়ের ভিতর দিয়ে ছুটে গিয়ে তার কাছ থেকে একখানি কাগজ কিনল। তারপর সেখানাকে হাতে চেপে ধরে একটা দরজা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

হল পাইক্রফ্‌ট্ চেঁচিয়ে বলল, 'ঐ সে যাচ্ছে! যেখানে সে ঢুকল ওটাই কোম্পানির অফিস। আমার সঙ্গে আসুন। খুব সহজেই একটা ফয়সালা হয়ে যাবে।'

তাকে অনুসরণ করে পাঁচতলায় উঠলাম। একটা আধ-খোলা দরজার সামনে পেঁছে আমাদের মক্কেল দরজায় টোকা দিল। ভিতর থেকে গলার স্বর ভেসে এল, 'ভিতরে আসুন।' আমরাও হল পাইক্রফ্‌টের বর্ণনার অনুরূপ একটা ফাঁকা অসজ্জিত ঘরে ঢুকলাম। একটা টেবিলে যে লোকটি বসে আছে তাকেই আমরা রাস্তায় দেখেছি। আমাদের দিকে চোখ তুলে তাকাতেই আমার মনে হল, দুঃখের চিহ্ন-কণ্টকিত এবং দুঃখের চাইতেও বেশী এমন কোন আতংকের চিহ্ন তার মুখে আঁকা রয়েছে যা সারা জীবনেও কোন মানুষের জীবনে কচিৎ কখনও আসে। কপাল ঘামে চকচক করছে, গাল দুটি মাছের পেটের মত অসম্ভব সাদা, দুটি চোখে অর্থহীন বিস্মিত দৃষ্টি। তার কেরাণীর দিকে সে এমনভাবে তাকাল যেন চিনতেই পারছে না। আর আমাদের পথ প্রদর্শকের চোখে-মুখে এমন বিস্ময় ফুটে উঠল যে বুঝতে পারলাম, এটা কোনমতেই তার নিয়োগকর্তার স্বাভাবিক চেহারা নয়।

সে চেঁচিয়ে বলল, 'আপনাকে অসুস্থ দেখাচ্ছে মিঃ পিন্নার।'

অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করে শুকনো ঠোঁট জিভ দিয়ে চাটতে চাটতে সে বলল, 'হ্যাঁ, আমি খুব সুস্থ নই। এ কাদের আপনি সঙ্গে করে এনেছেন ?'

কেরাণীটি সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'একজন মিঃ হ্যারিস, বারমণ্ডসি-তে থাকেন, অপরজন এই শহরেরই মিঃ প্রাইস। দু'জনই আমার বন্ধু ও বহু-অভিজ্ঞ। কিছুদিন হল এদের চাকরি নেই। তাই ওরা আশা করছেন আপনি হয়তো এই কোম্পানিতে ওদের একটা কাজের ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন।'

একটা ভৌতিক হাসি হেসে মিঃ পিন্নার চীৎকার করে বলে উঠলেন, 'খুবই সম্ভব! হ্যাঁ, আপনাদের জন্য কিছু করতে পারব সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মিঃ হ্যারিস, আপনি ঠিক কোন্ লাইনের লোক?'

হোমস বলল, 'আমি হিসাবরক্ষক।'

'ওঃ, আচ্ছা, এরকম একজন লোকই আমাদের চাই। আর আপনি মিঃ প্রাইস?'

'কেরাণী', আমি জবাব দিলাম।

'খুবই আশা করছি কোম্পানি আপনাদের নিয়ে নিতে পারবে। এবিষয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত হয়ে গেলেই আপনাদের জানিয়ে দেব। আমার অনুরোধ, এবার আপনারা যান। ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে একটু একা থাকতে দিন।"

শেষ কথাগুলো যেন হঠাৎ তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল। মনে হল, যে সংযম সে এতক্ষণ রক্ষা করে এসেছিল হঠাৎ সেটা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। হোমস ও আমি পরস্পরের দিকে তাকালাম। হল পাইক্রফ্‌ট্ টেবিলের দিকে এক পা এগিয়ে গেল।

বলল 'মিঃ পিন্নার, আপনি বোধ হয় ভুলে গেছেন, আপনার কাছ থেকে কাজের নির্দেশ নেবার জন্য আমার এখানে আসার কথা ছিল।'

লোকটি এবার অপেক্ষাকৃত শান্ত গলায় বলল, 'নিশ্চয়, মিঃ পাইক্রফ্‌ট্ নিশ্চয়। একটু অপেক্ষা করুন। আপনার বন্ধুরাও আপনার সঙ্গে নিশ্চয় থাকতে পারেন। যদি একটু ধৈর্য ধরে থাকেন আমি তিন মিনিটের মধ্যেই আপনাদের সামনে হাজির হব।' খুব ভদ্রভাবে সে উঠে দাঁড়াল। ঘরের একেবারে শেষের একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবার আগে মাথা নীচু করে আমাদের অভিবাদন করল। তারপর দরজাটা ওপাশ থেকে বন্ধ করে দিল।

হোমস ফিস ফিস করে বলল, 'কি ব্যাপার? আমাদের ফাঁকি দিল নাকি?'

'অসম্ভব', পাইক্রফ্‌ট্ জবাব দিল।

'কেন?'

'দরজার ওপাশে আর একটা ঘর আছে।'

'তার কোন বেরুবার দরজা নেই?'

'না।'

'সেটা কি সাজানো-গোছানো?'

'কাল তো ফাঁকাই ছিল।'

'তাহলে ওখানে সে কি করছে? ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না। কোন মানুষ যদি আতংকে তিনভাগ পাগল হয়ে থাকে তবে তার নাম পিন্নার। লোকটা ওরকম ভেঙে পড়েছে কেন?'

আমি বললাম, 'উনি সন্দেহ করছেন আমরা গোয়েন্দা।'

হোমস মাথা নাড়ল। বলল, 'সে তো পরে ফ্যাকাসে হয় নি, আমরা যখন ঘরে ঢুকি তখনই সে ফ্যাকাসে ছিল। এরকম তো হতে পারে যে—'

ভিতরের দরজার দিক থেকে একটা জোর ঠক্-ঠক্ আওয়াজে তার বক্তব্য বাধা পেল।

কেরাণী চেঁচিয়ে উঠল, 'নিজের দরজায় নিজেই কেন সে ঠক্‌ঠক্ করছে?'

এবার আরও জোরে ঠক্‌ঠক্ শব্দ হল। সবাই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে দরজার দিকে তাকালাম। হোমসের দিকে তাকিয়ে দেখি, তার মুখ কঠিন হয়ে উঠেছে ; তীব্র উত্তেজনায় সে সামনে ঝুঁকে পড়েছে। তারপর হঠাৎ শোনা গেল একটা অস্পষ্ট গর্-গর্ শব্দ এবং তারপরেই কাঠের মেঝের উপর কোন কিছু পড়ার একটা শব্দ। হোমস পাগলের মত এক লাফে ঘরটা পেরিয়ে দরজায় ধাক্কা দিল। সেটা ভিতর থেকে বন্ধ। তার দেখাদেখি আমরা সকলেই সমস্ত শরীরের ভর দিয়ে দরজায় চাপ দিলাম। প্রথমে একটা কব্জা খুলে গেল তারপর আর একটা, তারপরই দরজাটা সশব্দে ভেঙে পড়ল। তার উপর দিয়ে ছুটে আমরা ভিতরের ঘরে ঢুকলাম।

ঘরটা ফাঁকা।

কিন্তু আমাদের সে ভুল শুধু মুহূর্তের জন্য। এক কোণে, যে ঘর আমরা ছেড়ে এসেছি সেই ঘরের সবচেয়ে কাছের কোণটিতে আরও একটা দরজা ছিল। একলাফে সেটার কাছে গিয়ে হোমস দরজাটা এক ধাক্কায় খুলে ফেলল। একটা কোট ও ওয়েস্টকোট মেঝেয় পড়ে আছে। আর ফ্রাংকো-মিডলান্ড হার্ডওয়ার কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর নিজেরই গ্যালিস গলায় জড়িয়ে দরজার পিছন-দিককার একটা হুকের সঙ্গে ঝুলে রয়েছে। হাঁটু দুটি উপরের দিকে তোলা ; মাথাটা শরীর থেকে একটা ভয়ংকর কোণ সৃষ্টি করে ঝুলছে ; দরজার গায়ে তার গোড়ালি লেগে যে খট-খট শব্দ হয়েছিল তার ফলেই আমাদের কথা-

বার্তা বাধা পেয়েছিল। মুহূর্তের মধ্যে কোমর জড়িয়ে ধরে আমি তার দেহটা তুলে ধরলাম ; যে ইলাস্টিক বন্ধনীটা তার গলায় কালসিটে-পড়া খাঁজের মধ্যে বসে গিয়েছিল, হোমস এবং পাইক্রফ্‌ট্‌ সেটা খুলে দিল। ধরাধরি করে তাকে অপর ঘরটায় নিয়ে শুইয়ে দেওয়া হল। মুখখানা স্লেটের মত রং ধরেছে ; প্রতিটি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে বেগুনী ঠোঁট দুটি ফুলে ফুলে উঠছে মাত্র পাঁচ মিনিট আগেও সে যা ছিল তার এক ভয়াবহ ভগ্নস্তূপ যেন।

হোমস বলল, 'ওকে কেমন দেখছ ওয়াটসন?'

ঝুঁকে পড়ে তাকে পরীক্ষা করলাম। নাড়ী দুর্বল ও কাটা-কাটা, কিন্তু শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রমেই লম্বা হতে লাগল। চোখের পাতা একটু একটু কাঁপতে লাগল, আর তার নীচে একটা সরু সাদা বল দেখা দিল।

আমি বললাম, 'অবস্থা খুবই সঙ্গীন হয়েছিল, তবে বেঁচে যাবেন। জানালাটা খুলে দাও আর জলের পাত্রটা দাও।' তার কলারটা খুলে মুখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপ্টা দিয়ে হাত দুটোকে ওঠা-নামা করাতে লাগলাম। অবশেষে সে একটা লম্বা স্বাভাবিক নিঃশ্বাস ছাড়ল।

একটু সরে গিয়ে বললাম, 'এবার ধীরে ধীরে ঠিক হয়ে যাবে।'

www.boiRboi.net

দুটো হাত ট্রাউজারের পকেটে ঢুকিয়ে থুতনিটা বুকের উপর চেপে হোমস টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে রইল।

বলল, 'আমার তো মনে হয় এবার পুলিশ ডাকা উচিত। তবু আমি স্বীকার করছি, আমার ইচ্ছা একটা পুরো কেসই তাদের উপহার দেই।'

মাথার মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে পাইক্রফ্‌ট্‌ বলল, 'আমার কাছে তো সবটাই এক অপূর্ব রহস্য। আমাকে এখানে এরা ডেকেই বা আনল কেন, আর তারপরে—'

হোমস অধৈর্যভাবে বলে উঠল, 'ফুঃ! সবই তো যথেষ্ট পরিষ্কার। এটাই হল শেষ আচমকা চাল।'

'তাহলে বাকীটা আপনি বুঝতে পেরেছেন?'

'আমার তো মনে হয় সেটা বেশ পরিষ্কার। তুমি কি বল ওয়াটসন?'

ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম, 'আমি কিন্তু স্বীকার করছি, এখনও আমি অগাধ জলে।'

'ওহো, তুমি যদি প্রথম থেকে ঘটনাগুলি বিচার কর, তাহলে তো একটিই সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়।'

'তোমার মতে সেটা কি?'

'দেখ, সমস্ত ব্যাপারটা দুটো পয়েন্টের উপর ঝুলে রয়েছে। এই ভয়ংকর কোম্পানিতে যোগদানের জন্য পাইক্রফ্‌ট্‌ যে ঘোষণা-পত্রটি লিখেছে, সেটা হল প্রথম। তুমি কি বুঝতে পারছ না, বিষয়টা কতখানি ইঙ্গিতবহ?'

'ঠিক ধরতে পারছি না।'

'ভেবে দেখ, ওকে দিয়ে তারা ওটা লেখাল কেন? ব্যবসায়ের অঙ্গ হিসাবে নিশ্চয়ই নয়, কারণ এধরনের ব্যবসা সাধারণত মৌখিক হয়ে থাকে এবং এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হবার কোন কারণ নেই। আমার তরুণ বন্ধুকে বলছি, আপনিও কি বুঝতে পারছেন না যে, আপনার হাতের লেখার একটা নমুনা সংগ্রহ করতে তারা খুবই ব্যগ্র হয়ে পড়ে এবং তা করবার এছাড়া আর কোন উপায় তাদের হাতে ছিল না।'

'কিন্তু কেন?'

'ঠিক কথা। কেন? সে প্রশ্নের জবাব পেলেই আমাদের ছোট সমস্যাটি নিয়ে খানিকটা অগ্রসর হওয়া যাবে। কেন? কারণ একটিমাত্র হতে পারে। নিশ্চয় কেউ আপনার হাতের লেখা নকল করতে চেয়েছিল এবং সেই-জন্যেই একটা নমুনার দরকার হয়েছিল। এবার যদি আমরা দ্বিতীয় পয়েন্টে যাই, তাহলে দেখতে পাব যে একটা আর একটার উপর আলোকপাত করছে। দ্বিতীয় পয়েন্ট হল মিঃ পিন্নারের অনুরোধ। তিনি আপনাকে পদত্যাগ না করতে অনুরোধ করলেন, যাতে সেই গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজারকে এই প্রত্যাশায় রাখা যায় যে, জনৈক মিঃ হল পাইক্রফ্‌ট্‌—যাকে তিনি কখনও দেখেন নি—সোমবার সকালে তার অফিসে হাজির হবেন।'

আমাদের মক্কেল চেঁচিয়ে বললেন, 'হায় ভগবান! কী কানার হদ্দই আমি ছিলাম!'

'হাতের লেখার ব্যাপারটাই ভেবে দেখুন। মনে করুন, শূন্য পদের জন্য আপনি যে হাতের লেখায় দরখাস্ত করে-ছিলেন তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন হস্তাক্ষরে লেখা নিয়ে কেউ যদি আপনার পরিবর্তে সেখানে হাজির হয়, তাহলেই তো ধরা পড়ে যাবে। তাই যেটুকু সময় সে পেয়েছে তার মধ্যেই সেই ধূর্ত লোকটি আপনার হাতের লেখা নকল করতে শিখে ফেলেছে। কাজেই সেদিক থেকে সে সম্পূর্ণ নিরাপদ। আমার অনুমান সে অফিসের কেউ কোনদিন আপনাকে চোখে দেখে নি। তাই নয় কী?'

হল পাইক্রফ্‌ট্‌ আর্তনাদ করে উঠল, 'একজনও না!'

'খুব ভাল। ঐ বিষয়টা আপনি যাতে ভালভাবে ভেবে না দেখেন, এবং আপনার নকল সত্ত্বা যে মসন-এর অফিসে কাজ করছে এ-কথা আপনাকে বলে দিতে পারে এমন কারও সঙ্গে যাতে আপনার যোগাযোগ না ঘটে সেইটেই

হল আসল দরকার। তাই তারা মাইনের একটা মোটা অংশ আগাম দিয়ে আপনাকে মিডল্যান্ডে পাঠিয়ে দিল, এবং আপনার ঘাড়ে এত বেশী কাজ চাপিয়ে দিল যাতে আপনি লন্ডনে ফিরে যেতে না পারেন, কারণ লন্ডনে গেলেই তাদের সব খেলা আপনি ফাঁস করে দিতে পারেন। এ তো খুবই সোজা ব্যাপার।'

'কিন্তু এই লোকটি তার নিজের ভাই সাজতে গেল কেন?'

'দেখুন, সেটাও খুব পরিষ্কার। স্পষ্টতই তারা সংখ্যায় মাত্র দু'জন। অপরজন আপনার পরিচয় দিয়ে অফিসে ঢুকেছে। এই লোকটি সাজল চাকরির দালাল। কিন্তু তারপরই বুঝতে পারল যে তাদের ষড়যন্ত্রের সঙ্গে একটি তৃতীয় ব্যক্তিকে না পেলে সে আপনার মনিব পাবে কোথায়। কিন্তু দলে লোক বাড়াতে সে খুবই অনিচ্ছুক। তখন সে যতটা পারল চেহারাটা পাল্টে নিল। মনে ভেবে নিল, যেটুকু মিল রইল সেটাকে পরিবারগত মিল বলেই চালিয়ে দেওয়া যাবে। দাঁতের সোনা-বাঁধানো ব্যাপারটা না থাকলে সম্ভবত আপনার মনেও কোনরকম সন্দেহ দেখা দিত না।'

হল পাইক্রফ্‌ট্ দুই হাত আকাশে মুষ্টিবদ্ধ করে বলে উঠল, 'হে ভগবান! এখানে আমি এইভাবে বোকা বনেছি, আর ওদিকে অন্যজন হল পাইক্রফ্‌ট্ তখন মসন-এ কি করেই না চলেছে? এখন আমাদের কি করা উচিত মিঃ হোমস? বলুন, কি করব!'

'মসন-এ তার করতে হবে।'

'শনিবারে বারোটায় অফিস বন্ধ হয়ে যায়।'

'ঠিক আছে। কোন দরোয়ান বা চাকর হয় তো সেখানে থাকে—'

'ঠিক কথা। মূল্যবান সরকারী কাগজপত্র থাকে বলে একজন স্থায়ী প্রহরী সেখানে থাকে। আমার মনে পড়ছে, লন্ডনে এ ধরনের আলোচনা আমি শুনেছি।'

'খুব ভাল। আমরা তাকেই তার করে দেব। তাহলেই সব ঠিক আছে কিনা এবং আপনার নামে কোন কেরাণী সেখানে কাজ করেছে কিনা তা জানা যাবে। এটা তো পরিষ্কার হয়ে গেল। কিন্তু আমাদের দেখামাত্রই একজন নাটের গুরু সঙ্গে সঙ্গে পাশের ঘরে গিয়ে ফাঁসিতে ঝুলে পড়ল কেন—সেটা তো বোঝা গেল না।'

'এই কাগজটা!' আমাদের পিছনে কর্কশ গলায় কে যেন বলে উঠল। লোকটা তখন উঠে বসেছে। তার মুখ ভীষণ সাদা। কিন্তু চোখে বুদ্ধির দীপ্তি ফিরে এসেছে। দুই হাত দিয়ে গলায় জড়ানো লাল ব্যান্ডটা তখনও বারে বারে ঘসছে।

প্রচণ্ড উত্তেজনায় হোমস উল্লসিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'কাগজটা! ঠিক বটে! আমি কি নির্বোধ! নিজেদের কথা নিয়েই এত ভাবছি যে মুহূর্তের জন্যও কাগজটার কথা মাথায় ঢোকে নি। নিশ্চয় ওর মধ্যেই রহস্য লুকিয়ে রয়েছে।' টেবিলের উপর খবরের কাগজখানা মেলে ধরতেই তার ঠোঁট থেকে একটা জয়ের উল্লাস ফেটে পড়ল।

চেঁচিয়ে বলল, 'এদিকে দেখ ওয়াটসন। এটা লন্ডনের "ইভনিং স্ট্যান্ডার্ড" পত্রিকার একটি প্রথম দিককার সংস্করণ। আমরা যা খুঁজছি তা এখানেই রয়েছে। হেডলাইনগুলো দেখ—"নগরে অপরাধ। মসন অ্যান্ড উইলিয়মস-এ খুন। বিরাট ডাকাতির চেষ্টা। অপরাধী আটক।" ওয়াটসন, পূর্ণ বিবরণ শুনতে আমরা সকলেই সমান আগ্রহী। তাই তুমি সবটা জোরে জোরে পড়।'

যেরকমভাবে ছাপা হয়েছে তাতেই বোঝা গেল যে এটাই শহরের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ। বিবরণটি নিম্নরূপঃ

'আজ অপরাহ্নে মহানগরীতে একটি দুঃসাহসিক ডাকাতির চেষ্টা করা হয়। তাতে একজন নিহত হয় এবং অপরাধী ধরা পড়ে। কিছুদিন যাবৎ মোট দশ লক্ষ স্টার্লিং-এরও অধিক মূল্যের সরকারী লগ্নিসংক্রান্ত কাগজপত্র বিখ্যাত ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান মসন অ্যান্ড উইলিয়মসের হেফাজতে থাকত। এর ফলে যে দায়িত্ব প্রতিষ্ঠানের উপর পড়েছিল সে সম্পর্কে ম্যানেজার খুবই সচেতন ছিলেন। সাম্প্রতিক কলা-কৌশল সমন্বিত সিন্দুকের ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং কোম্পানির বাড়িতে সর্বসময়ের জন্য একজন সশস্ত্র প্রহরী নিযুক্ত করা হয়েছিল। দেখা যাচ্ছে, গত সপ্তাহে হল পাইক্রফ্‌ট্ নামক একজন নতুন কেরাণী নিয়োগ করা হয়। আরও দেখা যাচ্ছে, এই লোকই কুখ্যাত জালিয়াত ও সিঁধেল চোর বেডিংটন ছাড়া অপর কেউ নয়। সে ও তার ভাই পাঁচ বছর সশ্রম কারাবাসের পর সম্প্রতি খালাস পেয়েছিল। কি করে যে মিথ্যে নাম ভাঁড়িয়ে সে অফিসে কাজ যোগাড় করল সেটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তবে সেই সুযোগে সে বিভিন্ন তালার ছাঁচ তৈরী করিয়েছে এবং স্ট্রং-রুম ও সিন্দুকগুলোর অবস্থানগুলো ভালভাবে জেনে নিয়েছে।

'শনিবার দিন কেরাণীরা ঠিক দুপুরেই অফিস থেকে চলে যাবে, এটাই মসন-এর চিরাচরিত নিয়ম। কাজেই সিটি পুলিশের সার্জেন্ট টিউসন একটা বেজে কুড়ি মিনিটের

সময় একটি লোককে কার্পেটের ব্যাগ হাতে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামতে দেখে কিছুটা বিস্মিত হয়। ফলে তার মনে সন্দেহ জাগে। সে তখন লোকটার পিছু নেয় এবং কনেস্টবল পোলকের সাহায্যে তাকে গ্রেপ্তার করে। সঙ্গে সঙ্গেই বোঝা যায় যে একটা বড় রকমের দুঃসাহসিক ডাকাতি হয়ে গেছে। প্রায় এক লক্ষ টাকা মূল্যের আমেরিকান রেলওয়ে বন্ড এবং অন্যান্য খনি ও কোম্পানির বহু টাকার শেয়ারপত্র ঐ বাগের মধ্যে পাওয়া যায়। বাড়িটা তল্লাসী করে হতভাগ্য প্রহরীর দেহটা দুমড়ানো অবস্থায় একটা বড় সিন্দুকের মধ্যে পাওয়া যায়। সার্জেন্ট টিউসনের তৎপরতা ব্যতীত সোমবার সকালের আগে ঐ দেহ কিছুতেই আবিষ্কৃত হত না। পিছন থেকে হাতুড়ির আঘাত মেরে লোকটির মাথার খুলি একেবারে ভেঙে ফেলা হয়েছে। এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, কোন কিছু ফেলে যাওয়ার অজুহাতে বেডিংটন পুনরায় বাড়িতে ঢোকে এবং প্রহরীকে খুন করে তাড়াতাড়ি বড় সিন্দুকটা ভেঙে লুটের মাল নিয়ে সরে পড়ে। বর্তমানে যতদূর দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হয় তার সহকর্মী তার ভাই এ ব্যাপারে তার সঙ্গে ছিল না। অবশ্য পুলিশ তার খোঁজেও যথেষ্ট তল্লাসি চালাচ্ছে।'

জানালার নীচে জড়সড় হয়ে বসে থাকা বিমূঢ় লোকটার দিকে তাকিয়ে হোমস বলল, 'সে ব্যাপারে পুলিশের পরিশ্রম আমরা কিছুটা লাঘব করতে পারি। ওয়াটসন, মানব চরিত্র এক অদ্ভুত মিশ্রণ। দেখতেই পাচ্ছ, একটা খুনে বদমায়েসের জন্য তার ভায়ের মনে এত গভীর স্নেহ সঞ্চিত থাকতে পারে যার ফলে সেই ভাইয়ের ফাঁসি নিশ্চিত জেনে সে নিজেও আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। যা হোক, আমাদের সামনে অন্য কোন পথ খোলা নেই। ডাক্তার ও আমি এখানে পাহারায় থাকছি। আর মিঃ পাইক্রফ্‌ট্, আপনি যদি দয়া করে বেরিয়ে গিয়ে পুলিশকে খবর দেন।'

গ্লোরিয়া স্কট

The Gloria Scott

একদা শীতকালের রাতে আমরা অগ্নিকুণ্ডের দুই পাশে বসেছিলাম। এমন সময় বন্ধু শার্লক হোমস বলল, 'ওয়াটসন, এই যে কাগজপত্রগুলি দেখছ, আমি মনে করি এগুলোর উপর যদি একটু চোখ বুলাও তাহলে সে পরিশ্রমটা বৃথা যাবে না। এগুলো অসাধারণ "গ্লোরিয়া স্কট" ঘটনার নথি-পত্র।' আর এই সেই চিঠি যা পড়ে জাস্টিস-অব-পিস ট্রেভর ভয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গিয়েছিলেন।'

ড্রয়ার থেকে একটা ছোট দাগ-ধরা গোল কৌটো বের করে তার মুখের ফিতে খুলে আধখানা শ্লেট-রঙের কাগজ লেখা একটা ছোট চিঠি সে আমার হাতে দিল।

তাতে লেখাঃ "লণ্ডনে খাদ্য-পক্ষির সরবরাহ ক্রমাগতই বেড়ে চলেছে। আশা করছি, প্রধান-রক্ষক হাডসনকেই মাছি-মারা বিষের এবং তোমার মুরগির জীবন রক্ষার সব রকম নির্দেশ গ্রহণ করতে বলা হয়েছে।'

এই রহস্যময় চিঠি থেকে চোখ তুলে দেখলাম, আমার মুখের ভাব দেখে হোমস মুচকি হাসছে।

সে বলল, 'তোমাকে একটু বিভ্রান্ত মনে হচ্ছে।'

'এ চিঠি পড়ে ভয় পাবার কি আছে আমি তো বুঝতে পারছি না। আমার কাছে বরং এটাকে খাপছাড়া ভিন্ন আর কিছু মনে হচ্ছে না।'

'খুবই সম্ভব। তথাপি আসল ঘটনাটা কিন্তু তাই। সেই সুস্থ সবল বৃদ্ধ লোকটি চিঠিটার ঘায়ে এমনভাবে পড়ে গিয়েছিলেন যেন ওটা একটা পিস্তলের হাতল।'

বললাম, 'তোমার কথা শুনে কৌতূহল বাড়ছে। কিন্তু এইমাত্র তুমি একথা বললে কেন যে এই কেসের বিবরণটা ভাল করে পড়ে নেবার বিশেষ কারণ আছে?'

'কারণ এই কেসটার জন্যই সর্বপ্রথম আমাকে নিয়োগ করা হয়েছে।'

'অপরাধ-বিজ্ঞানের প্রতি তার মন কেমন করে প্রথম আকৃষ্ট হয়েছিল, আমার সঙ্গীর কাছ থেকে সে তথ্য জানবার চেষ্টা আমি অনেকবার করেছি, কিন্তু এর আগে কখনও তাকে এরকম খোলা মনে পাই নি। এখন সে আরামকেদারায় বসে নথি-পত্রগুলো তার হাঁটুর উপর মেলে ধরেছে। তারপর পাইপে আগুন দিয়ে ধূমপান করতে করতে সেগুলোর পাতা ওল্টাতে লাগল।

সে প্রশ্ন করল, 'ভিক্টর ট্রেভরের কথা কি কখনও আমার কাছে শোন নি? যে দু' বছর কলেজে ছিলাম তখন সেই ছিল আমার একমাত্র বন্ধু। দেখ ওয়াটসন, আমি কোন কালেই খুব মিশুকে ছিলাম না। বরং নিজের ঘরে পায়চারি করতে করতে আমার নিজের মত করে চিন্তার জাল বুনতেই ভালবাসতাম। কাজেই আমার সমবয়সীদের সঙ্গে কখনও খুব একটা মিশতাম না। অসি-চালনা ও বক্সিং ছাড়া অন্য কোন খেলাধূলায়ও আমার রুচি ছিল না; আর পড়াশুনার ব্যাপারে তো আমার পথ অন্য সবার থেকে একেবারেই আলাদা; কাজেই আমাদের মধ্যে যোগা-

যোগের কোন সূত্রই ছিল না। একমাত্র ট্রেভরের সঙ্গেই পরিচয় হয়েছিল, আর সেটাও ঘটেছিল একদিন সকালে আমার গীর্জায় যাবার পথে তার শংকরজাতীয় কুকুরটি আমার গোড়ালির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার দুর্ঘটনার সূত্রে।

'বন্ধুত্ব গড়ে তোলবার পক্ষে পদ্ধতিটা খুবই গদ্যময়, কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যাপারটা ফলপ্রসূ হয়েছিল। গোড়ালির ব্যথায় দশদিন আমি শয্যাশায়ী ছিলাম, আর ট্রেভর আমার খোঁজ-খবর নিতে প্রায়ই আসত। প্রথম প্রথম মিনিট-খানেকের একটু কথাবার্তা, কিন্তু ক্রমেই সাক্ষাতের সময় দীর্ঘতর হতে লাগল এবং শেষ পর্যন্ত দু'জন ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠলাম। বেশ হাসিখুশি সুস্থ মানুষটি, উৎসাহ উত্তেজনায় ভরপুর, অনেক বিষয়েই আমার ঠিক বিপরীত। কিন্তু ক্রমে বুঝলাম আমাদের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে মিলও আছে। তাছাড়া যখন জানলাম, সেও আমার মতই বন্ধুহীন, তখন মিলনের সূত্র গড়ে উঠল। অবশেষে সে আমাকে নরফোকের অন্তর্গত ডোনিথোপের পৈত্রিক ভবনে আমন্ত্রণ করল এবং আমিও এক মাসের দীর্ঘ ছুটির সময়টা তার আতিথ্য গ্রহণ করলাম।

'বৃদ্ধ ট্রেভর ছিলেন বিত্তশালী বিচক্ষণ লোক, একজন জে. পি. এবং ভূস্বামী। ডোনিথোপ হচ্ছে ব্রড্‌স্ অঞ্চলের ল্যাংমেয়ারের ঠিক উত্তরে অবস্থিত একটি ছোট পল্লী। পুরনো ধাঁচের, বেশ ছড়ানো-ছিটানো, ওক কাঠের কড়ি আর ইঁটের দেওয়াল দিয়ে তৈরী ; তরুবীথি সজ্জিত একটা পথ বাড়ি পর্যন্ত চলে গেছে। জলাভূমিতে বুনো হাঁস শিকারের প্রচুর সুযোগ, ভাল মাছ ধরবার ব্যবস্থাও আছে ; যতদূর জেনেছি পূর্ববর্তী কোন ভাড়াটের কাছ থেকে পাওয়া একটি ছোট কিন্তু সুনির্বাচিত বইয়ের গ্রন্থাগার, আর একজন মোটামুটি রাঁধুনিও আছে। কাজেই এ হেন জায়গায় যদি কেউ একটি মাস মনের সুখে কাটাতে না পারে তাহলে বুঝতে হবে সে খুবই খুঁতখুঁতে স্বভাবের মানুষ।

'বৃদ্ধ ট্রেভর বিপত্নীক। আমার বন্ধুই তার একমাত্র ছেলে। শুনেছি একটি মেয়ে ছিল, বার্মিংহামে বেড়াতে গিয়ে ডিপথেরিয়ায় মারা যায়। বাবাকে আমার খুবই ভাল লেগেছিল। সংস্কৃতির ধার ধারতেন না, কিন্তু দেহে ও মনে ছিলেন খুবই শক্তিশালী। পুঁথি-পত্র কখনও পড়েন নি, কিন্তু অনেক দেশ ঘুরেছেন, পৃথিবীর অনেক কিছু দেখেছেন এবং যেখানে যা কিছু জেনেছেন তা মনে রেখেছেন। দেহের দিক থেকে তিনি সুগঠিত, শক্ত সমর্থ মানুষ, মাথাভর্তি ধূসর চুল, বাদামী রঙের পোড়-খাওয়া মুখ, আর দুটি নীল চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণতায় প্রায় হিংস্র-তার কাছাকাছি। তথাপি দয়ালু ও দানশীল বলে গ্রামাঞ্চলে তার সুনাম ছিল, এবং বিচারকের আসন থেকে প্রদত্ত দণ্ডাদেশের বেলায়ও তার উদারতার খ্যাতি ছিল।

'সেখানে যাবার অল্প কিছুদিন পরে একদিন সন্ধ্যায় নৈশ ভোজনের পরে পোর্টের গ্লাস নিয়ে সকলে বসে আছি, এমন সময় যুবক ট্রেভর করল কি, আমি যে ইতিমধ্যেই পর্যবেক্ষণ ও অনুমানের নিয়মিত চর্চা করছিলাম সে সব কথা বাবাকে বলে দিল। অবশ্য তখনও পর্যন্ত কিন্তু আমি জানতামই না, এই সব চর্চা আমার জীবনকে কতখানি প্রভাবিত করবে। বৃদ্ধ লোকটি নিশ্চয়ই ভাবলেন যে, আমার দু' একটি কৃতকর্মের যে বিবরণ সে দিয়েছে সেগুলি একান্তই অতিরঞ্জিত।

'ঠাট্টা করেই তিনি হেসে বলে উঠলেন, "দেখুন তো মিঃ হোমস, আমার মত একটি চমৎকার বিষয়বস্তু থেকে আপনি কিছু অনুমান করতে পারেন কি না।"

'আমি জবাব দিলাম, "আমার তো মনে হয় অনুমান করবার মত বিশেষ কিছু নেই। তবে এইটুকু বলতে পারি যে গত বারো মাস যাবৎ কোন লোকের দ্বারা আক্রান্ত হবার আশংকায় আপনার দিন কাটছে।"

'তার ঠোঁটের হাসি মিলিয়ে গেল। গভীর বিস্ময়ে তিনি আমার দিকে তাকালেন।'

বললেন, "আরে, কথাটা তো সত্যি।" ছেলের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, "তুমি তো জান ভিক্টর, লুঠেরাদের দলটাকে যখন আমরা ভেঙে দেই, তারা তখন ছুরি মারবে বলে শাসিয়েছিল ; স্যার এডোয়ার্ড হবির উপর সত্যি সত্যি আক্রমণও হয়েছিল। সেই থেকে আমিও খুব সতর্কভাবেই চলি। কিন্তু আপনি তা জানলেন কেমন করে তা তো বুঝতে পারছি না।"

'আমি জবাব দিলাম, "আপনার খুব সুন্দর একখানা লাঠি আছে। তার উপরকার লেখা দেখে বুঝলাম, এক বছরের বেশী আগে আপনি ওটা ব্যবহার করতেন না। কিন্তু পরে লাঠির মাথায় একটা গর্ত করিয়ে তার মধ্যে গলানো শিসে ভর্তি করিয়ে নিয়েছেন, যাতে লাঠিটা একটা মোক্ষম অস্ত্র হয়ে উঠতে পারে। তখনি মনে মনে চিন্তা করলাম, কোন বিপদের ভয় না করলে এ ধরনের সতর্কতা আপনি অবলম্বন করতেন না।"

'তিনি হেসে প্রশ্ন করলেন, "আর কিছু ?"

''যৌবনে আপনি অনেক বক্সিং লড়েছেন।"

"এটাও ঠিক। আপনি জানলেন কেমন করে ? আমার নাকটা কি ঘুষির চোটে খানিকটা বেঁকে গেছে ?"

'আমি বললাম, "না। আপনার কান দেখে বুঝেছি। আপনার কান দুটো যেভাবে ভোঁতা আর শক্ত হয়ে গেছে সেটা বক্সিং-লড়া লোকের লক্ষণ।"

"আর কিছু?"

"আপনার চামড়ার অবস্থা দেখে বুঝতে পারছি, আপনি অনেকদিন খনিতে কাজ করেছেন।"

"যা কিছু অর্থ সবই সোনার খনির দৌলতে!"

"আপনি নিউজিল্যান্ডে ছিলেন।"

"ঠিক বলেছেন।"

"জাপানেও গিয়েছিলেন।"

"ঠিক কথা।"

"নামের আদ্য অক্ষরগুলি J.A. এরকম একজনের সঙ্গে একসময় আপনার খুব ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল; কিন্তু পরবর্তীকালে আপনি তাকে সম্পূর্ণ ভুলে যেতে চেয়েছেন।"

'মিঃ ট্রেভর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন, একটা অদ্ভুত উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি মেলে তাঁর বড় বড় নীল চোখ দুটি আমার দিকে নিবদ্ধ করলেন, এবং তার পরই মেঝেতে ছড়ানো বাদামের খোসার উপর উপুড় হয়ে পড়ে গিয়ে মূর্ছা গেলেন।

www.boiRboi.net

'বুঝতেই পারছ ওয়াটসন, এতে তাঁর ছেলে ও আমি কতখানি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। অবশ্য রোগ-লক্ষণটা বেশীক্ষণ স্থায়ী হল না। তাঁর কলারটা খুলে গ্লাস থেকে চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিতেই তিনি বার দুই চোঁক গিলে উঠে বসলেন।

'জোর করে মুখে হাসি টেনে বললেন, "আঃ বাবাজীরা। আশাকরি আপনারা খুব ভয় পান নি। আমাকে দেখতে শক্ত-সমর্থ হলেও হার্টের মধ্যে এমন একটা দুর্বল স্থান আছে যা আমাকে অল্পেতেই মাটিতে ফেলে দেয়। আপনি এসব কাণ্ড কি করে করেন মিঃ হোমস, তা আমি জানি না, কিন্তু মনে হচ্ছে বাস্তবের বা কল্পনার ক্ষেত্রে যত গোয়েন্দা আছে তারা সকলেই আপনার কাছে শিশু। এটাই আপনার জীবনের সত্যিকারের পথ মশাই। এবিষয়ে পৃথিবীর অন্তত কিছুটাও দেখেছে এমন একজন মানুষের কথা আপনি মেনে নিতে পারেন।"

'তুমি বিশ্বাস কর ওয়াটসন, আমার শক্তির অতিশয়োক্তি-ভরা বর্ণনা দিয়ে সেদিন যে পরামর্শ তিনি দিয়েছিলেন তার থেকেই সর্ব প্রথম আমার মনে হয়েছিল যে, সেদিন পর্যন্ত যেটা ছিল আমার কাছে একটা খেয়াল-খুশির খেলামাত্র সেটাকে বোধ হয় একটা বৃত্তি হিসাবেই গ্রহণ করা যেতে পারে। অবশ্য সেইমুহূর্তে গৃহকর্তার আকস্মিক অসুস্থতায় এতদূর বিব্রত হয়ে পড়েছিলাম যে অন্য কিছু তখন মাথায়ই আসে নি।'

'আমি বললাম, "আশা করি আপনি ব্যথা পেতে পারেন এমন কিছু আমি বলি নি।"

"দেখুন, একটা খুব নরম জায়গাতেই আপনি হাত দিয়েছেন। আমি কি জানতে পারি, আপনি এসব কিভাবে জেনেছেন আর কতটাই বা জেনেছেন? তার কথায় তখন ঠাট্টার আভাষ থাকলেও একটা শঙ্কিত দৃষ্টি তার চোখের পিছন থেকে উঁকি দিচ্ছিল।

'আমি বললাম, "এ তো খুব সহজ ব্যাপার! নৌকোয় মাছটা তুলবার সময় আপনি যখন জামার হাতা গোটালেন, তখন দেখলাম কনুইয়ের বাঁকের কাছে উল্কি করে লেখা রয়েছে 'J.A.' অক্ষর দুটো এখনও পড়া যায়, তবে এখন কিছুটা অস্পষ্ট হয়ে যাওয়ায় ও তার চার পাশের চামড়ার দাগ দেখে স্পষ্টই বুঝতে পারলাম যে অক্ষর দুটো মুছে ফেলবার চেষ্টা করা হয়েছে। এর থেকেই বোঝা গেল যে, অক্ষর দুটো এক সময় আপনার খুব প্রিয় ছিল, কিন্তু পরে আপনি চেয়েছেন সেগুলোকে ভুলে যেতে।"

'স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তিনি চেঁচিয়ে বললেন, "কি অদ্ভুত আপনার দৃষ্টি! আপনি যা বলেছেন ঠিক তাই। কিন্তু সেকথা থাক। পুরনো ভালবাসার ভূত সব ভূত অপেক্ষা মারাত্মক। বরং বিলিয়ার্ড খেলার ঘরে চলুন আর শান্ত মনে একটা চুরুট ধরান।"

'সেদিন থেকে সব রকম সহৃদয়তার মধ্যেও মিঃ ট্রেভরের চাল-চলনে আমার প্রতি একটা সন্দেহের ছোঁয়া লেগে রইল। এমন কি তাঁর ছেলেও সেটা লক্ষ্য করেছিল। সে বলল "গভর্নরকে তুমি এমন ঘুরিয়ে দিয়েছ যে তুমি কি জানো আর কি জানো না সেবিষয়ে তিনি আর কখনও নিশ্চিন্ত হতে পারবেন না।" আমি জানি, মনের সন্দেহের ভাবটা তিনি ইচ্ছা করে দেখাতেন না, কিন্তু সন্দেহটা তাঁর মনের উপর এমনভাবে চেপে বসেছিল যে প্রতিটি কাজের ভিতর দিয়েই সেটা উঁকি দিত। অবশেষে যখন নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারলাম যে আমি তাঁর অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠেছি তখনই সেখানে অবস্থানের অবসান ঘটালাম। যা হোক, চলে আসবার দিন এমন একটা ঘটনা ঘটল যা পরিণামে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিল।

'বাগানের লনে চেয়ারে বসে তিনজনই রোদ পোয়াতে পোয়াতে অদূরবর্তী বোর্ডস্ অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রশংসা করছিলাম, এমন সময় দাসী এসে খবর দিল, বাইরে

একজন লোক মিঃ ট্রেভরের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

"তাঁর নাম কি?" গৃহস্বামী প্রশ্ন করলেন।

"নাম বলেন নি।"

"তার কি চাই তাহলে?"

"তিনি বললেন, আপনি তাকে চেনেন। তিনি খুব অল্প সময় আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।"

"তাকে এখানে নিয়ে এস।" ক্ষণকাল পরেই লোকটি এল। শুকনো মুখ, চাল-চলন চাটুকারের মত, লেংচে লেংচে হাঁটে। পরনে বুক-খোলা জ্যাকেট, আস্তিনে আলকাতরার দাগ, লাল-কালো চেক-কাটা শার্ট, মোটা কাপড়ের ট্রাউজার, আর একজোড়া ভারী বুট বিশ্রীভাবে পরা। সরু, বাদামী মুখে শঠতার ছাপ। সব সময়েই মুখে হাসিটি লেগেই আছে। ফলে উঁচুনীচু হলদে দাঁতগুলি বেরিয়ে পড়ে। নাবিকদের মত কুঁকড়ে যাওয়া হাত দুটি অর্ধেকটা ঢাকা। সে যখন ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে লন পার হয়ে আসছিল তখনই মিঃ ট্রেভরের গলার মধ্যে কেমন একটা হিক্কার মত শব্দ হল। চেয়ার থেকে লাফ দিয়ে উঠে তিনি দৌড়ে বাড়ির মধ্যে চলে গেলেন। এক মুহূর্তের মধ্যেই তিনি ফিরে এলেন। আমার পাশ দিয়ে যাবার সময় ব্র্যান্ডির কড়া গন্ধ আমার নাকে এল।

www.boiRboi.blogspot.com

"তিনি বললেন, "তারপর, বলুন আপনার জন্য কি করতে পারি?"

'নাবিকটি চোখ কুঁচকে তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মুখে সেই দাঁত-বের-করা হাসি।

'প্রশ্ন করল, "আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না?"

'মিঃ ট্রেভর বিস্মিত গলায় বললেন, "অরে, তাই তো, নিশ্চয় হাডসন!"

'নাবিক বলল, "হ্যাঁ স্যার, হাডসন। তা, ত্রিশ বছরেরও বেশী হবে আপনাকে শেষ দেখেছি। আপনি তো বেশ নিজের বাড়িতে বসে আছেন, আর আমি এখনও মাথার ঘাম পায়ে ফেলে নোনা মাংস কুড়িয়ে খাচ্ছি।"

'নাবিকটির কাছে এগিয়ে গিয়ে নীচু গলায় মিঃ ট্রেভর বললেন, "দূর, পুরনো দিনের কথা আমি ভুলি নি।" তারপর গলার স্বর তুলে বললেন, "রান্নাঘরে চলে যাও, প্রচুর খাদ্য ও পানীয় পাবে। তোমার জন্য একটা কাজও জোগাড় করে দিতে পারব।"

'মাথার চুলে হাত বুলিয়ে নাবিকটি বলল, "ধন্যবাদ স্যার। দু'বছর বাউণ্ডুলের মত পথে পথে ঘুরেছি। হাতেও কিছু নেই। একটু বিশ্রামের বড় দরকার। ভাবলাম, মিঃ বেড্‌ডোজের কাছে বা আপনার কাছে সে সবই পাব।"

'মিঃ ট্রেভর চেঁচিয়ে উঠলেন, "আঃ! মিঃ বেড্‌ডোস কোথায় তুমি জানো?"

"স্যার, আপনাদের আশীর্বাদে সব পুরনো সঙ্গীদের খোঁজ খবরই আমি রাখি।" বাঁকা হাসির সঙ্গে এই কথাগুলি বলে লোকটি ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে দাসীর পিছন-পিছন রান্না ঘরে চলে গেল। মিঃ ট্রেভর আমতা-আমতা করে আমাদের বোঝালেন, খনির কাজে যাবার সময় জাহাজে ঐ লোকটি তাঁর সঙ্গী ছিল। তারপর আমাদের বাগানে রেখেই তিনি বাড়ির ভিতরে চলে গেলেন। একঘণ্টা পরে বাড়িতে ঢুকে দেখলাম, খাবার ঘরের সোফার উপর তিনি মদে বেহুঁস হয়ে পড়ে আছেন। সমস্ত ঘটনাটাই আমার মনে একটা কুৎসিত ধারণার সৃষ্টি করল। কাজেই পরদিন ডোনিথ্রোপ ছেড়ে আসতে আমার কোনরকম দুঃখ হল না, কারণ আমি বুঝতে পারছিলাম আমার উপস্থিতিতে বন্ধুটি খুবই বিব্রতবোধ করছে।

'দীর্ঘ ছুটির প্রথম মাসেই এইসব ঘটনা ঘটেছিল। লণ্ডনে আমার ঘরে ফিরে গিয়ে জৈব রসায়নের কয়েকটি পরীক্ষণ-কার্য নিয়েই বাকি সাত সপ্তাহ কাটিয়ে দিলাম। যাহোক হেমন্তকালের মাঝামাঝি নাগাদ ছুটি যখন প্রায় ফুরিয়ে এসেছে সেইসময় একদিন বন্ধুর কাছ থেকে একটা তার পেলাম। আমার পরামর্শ ও সাহায্য তার খুব দরকার একথা জানিয়ে সে আমাকে ডোনিথ্রোপে ফিরে যেতে অনুরোধ জানিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সব কাজ ফেলে রেখে পুনরায় উত্তরে যাত্রা করলাম।

'স্টেশনে সে এক্কা গাড়ি নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করল। এক নজরেই বুঝলাম, এই দুটো মাস তার পক্ষে খুবই দুঃখে কেটেছে। কেমন যেন শুকনো ও দুশ্চিন্তা-গ্রস্ত হয়ে পড়েছে। যে আনন্দমুখর হৈ-চৈ-র জন্য তার খ্যাতি ছিল সেটা একেবারেই হারিয়ে গেছে।

"গভর্নর মৃত্যুশয্যায়", এই তার প্রথম কথা।

আমি চীৎকার করে বললাম, "অসম্ভব! ব্যাপার কি?"

"সন্ন্যাস রোগ। স্নায়বিক আঘাত। সারাদিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই চলেছে। ফিরে গিয়ে তাঁকে জীবিত দেখতে পাব কি না সন্দেহ।"

'বুঝতেই পারছ ওয়াটসন, এই অপ্রত্যাশিত সংবাদে আমি আতংকিত হয়ে পড়লাম।'

"কিসে এরকমটা হল?"

"আরে, সেইটেই তো কথা। গাড়িতে উঠে পড়, যেতে যেতেই কথা হবে। তুমি চলে যাবার আগের সন্ধ্যায় যে লোকটি এসেছিল তাকে মনে পড়ে?"

"খুব।"

"সেদিন কাকে আমরা বাড়িতে ঢুকতে দিয়েছিলাম জান?"

"আমার কোন ধারণা নেই।"

"সে একটি শয়তান হোমস!" সে চেঁচিয়ে বলল। আমি বিস্মিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালাম।

"হ্যাঁ, সে একটি মূর্তিমান শয়তান! সেই থেকে একটি ঘণ্টাও আমাদের শান্তিতে কাটে নি—একটিও না। সেদিন সন্ধ্যার পর থেকেই গভর্নর আর মাথা তোলেন নি। তাঁর জীবনটা ধ্বংস হয়ে গেছে, বুক ভেঙে গেছে, আর এ-সব কিছু ওই অভিশপ্ত হাডসনের জন্য।"

"এত ক্ষমতা সে পেল কেমন করে?"

"সেই কথাই তোমাকে বলতে চাই। হায় দয়ালু, দানশীল সৎ মানুষ বৃদ্ধ গভর্নর! কেমন করে যে তিনি এই বদমায়েসের খপ্পরে পড়লেন? তুমি এসে পড়ায় আমি যে কত খুশি হয়েছি হোমস। তোমার বিচার-বুদ্ধি ও সুবিবেচনার উপর আমার যথেষ্ট ভরসা আছে। আমি জানি, তোমার পরামর্শ আমার খুবই কাজে লাগবে।"

'সমতল গ্রাম্য পথ ধরে আমরা ছুটে চলেছি। আমাদের সম্মুখে রডসের দূর-বিস্তার প্রান্তর অস্তগামী সূর্যের রক্তিমাভায় উদ্ভাসিত। বাঁদিকের একটা ঝোপের আড়ালে জমিদার-বাড়ির উঁচু চিমনি ও পতাকা-দণ্ডটি চোখে পড়ল।

সঙ্গী বলতে লাগল, "বাবা লোকটাকে বাগানের মালী করে দিল। কিন্তু তাতে সে সন্তুষ্ট না হওয়ায় তাকে খানসামা করে দিল। সমস্ত বাড়িটাই যেন তার হাতের মুঠোয় এইভাবে সে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াত, যা খুশি তাই করত। দাসীরা তার বিরুদ্ধে মাতলামী ও খিস্তি-খেউরের অভিযোগ করতে লাগল। এই সব অসুবিধার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ বাবা তাদের সকলেরই মাইনে বাড়িয়ে দিল। ছোট-খাট শিকারের জন্য লোকটা বাবার সবচাইতে ভাল বন্দুকটা নিয়ে নৌকো করে বেড়িয়ে পড়ত। আর এসবই করত এমন একটা নক্কারজনক উদ্ধত ভঙ্গীতে যে সে যদি আমার সমবয়সী হত তাহলে আমি দিনে বিশবার তাকে ঘুষি মেরে মাটিতে ফেলে দিতাম। সত্যি বলছি হোমস, নিজেকে অনেক কষ্টে আমি সংযত করে রেখেছি; এখন কিন্তু আমি নিজেকেই প্রশ্ন করছি যে নিজেকে আর একটু ছেড়ে দিলেই অধিকতর বুদ্ধিমানের কাজ হত কি না।

"দেখ, অবস্থা ক্রমেই খারাপ থেকে আরও খারাপ হয়ে চলল, আর ঐ পশু হাডসনটা দিনে দিনে এমনই অসহ্য হয়ে উঠল যে শেষ পর্যন্ত একদিন আমার সামনেই বাবার একটা প্রশ্নের রূঢ় জবাব দেওয়ামাত্রই তাকে ঘাড় ধরে ঘর থেকে বের করে দিলাম। সে চুপচাপ চলে গেল, কিন্তু তার কালসিটেপড়া মুখ আর বিষাক্ত চোখ দুটো এমন ভীতি উচ্চারণ করে গেল যা জিহ্বা দিয়ে উচ্চারিত হল না। এই ঘটনার পরে বেচারা বাবার সঙ্গে লোকটার কি কথা হয়েছিল আমি জানি না, কিন্তু পরদিন বাবা আমার কাছে জানতে চাইল হাডসনের কাছে ক্ষমা চাইতে আমি রাজী কি না। বুঝতেই পারছ, আমি আপত্তি জানালাম, এবং জানতে চাইলাম, ঐ হতভাগাটাকে তিনি তার প্রতি ও বাড়ির অন্য সকলের প্রতি এধরনের যা-ইচ্ছে-তাই করবার অধিকার দিলেন কেমন করে।"

'বাবা বলল, "দেখ বাবা, কথা বলা সহজ, কিন্তু আমার যে কি অবস্থা তা তো তুমি জান না। কিন্তু ভিক্টর, তুমিও জানবে। যা থাকে কপালে, সব তোমাকে জানাব। তোমার এই হতভাগ্য বাবার ক্ষতি তুমি নিশ্চয় চাও না। চাও কি?" বাবা খুবই বিচলিত হয়ে পড়ল। সারাদিন পড়ার ঘরের দরজা বন্ধ করে রইল। জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম, ব্যস্তভাবে কি যেন লিখছে।

'সেদিন সন্ধ্যায় এল পরম মুক্তি। হাডসন জানাল, সে আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছে। নৈশ ভোজনের পর আমরা খাবার ঘরেই বসেছিলাম। এমন সময় ঘরে ঢুকে আধ-মাতাল লোকের মত গাঢ় স্বরে সে তার মনোবাসনা জানাল।

বলল, "নরফোকে তো যথেষ্ট হল, এবার হ্যাম্পশায়ারে মিঃ বেড্‌ডোসের কাছে চলে যাব। জোর করে বলতে পারি, আমাকে দেখলে তিনিও আপনার মতই খুশি হবেন।"

"হাডসন, তুমি আমার প্রতি বিরূপ হয়ে চলে যাচ্ছ না তো?" বাবা এমন বিনীতভাবে কথাগুলো বলল যে রাগে আমার রক্ত টগবগ করে ফুটতে লাগল।

'বাঁকা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে গোমড়া-মুখে বলল, "আমার কাছে এখনও কেউ ক্ষমা চায় নি।"

'আমার দিকে ফিরে বাবা বলল, "ভিক্টর, তুমি নিশ্চয় স্বীকার করবে যে তুমি এই লোকটির প্রতি খারাপ ব্যবহার করেছ?"

'আমি জবাব দিলাম, "ঠিক উল্টো। আমি মনে করি, আমরা দু'জনই ওর প্রতি অসাধারণ সংযমের পরিচয় দিয়েছি।"

'লোকটা ফোঁস করে উঠল, "ওহো পরিচয় দিয়েছ, না? খুব ভাল স্যাঙ্গাত। দেখা যাবে!" ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে সে ঘর থেকে চলে গেল। আধঘণ্টা পরে বাড়ি থেকেও চলে গেল। বাবাকে রেখে গেল এক শোচনীয় স্নায়বিক অস্থির-

তার মধ্যে। রাতের পর রাত আমি তাকে ঘরের মধ্যে পায়চারি করে কাটাতে দেখেছি। অবশ্য বাবা ক্রমে নিজের উপর আস্থা ফিরে পাচ্ছিল, এমন সময় এল মারাত্মক আঘাত।

'আমি সাগ্রহে প্রশ্ন করলাম, "কেমন করে?"

"খুবই অসাধারণভাবে। গতকাল সন্ধ্যায় বাবার নামে একখানা চিঠি এল। তাতে ফর্ডিংব্রীজ ডাক-ঘরের ছাপ মারা। চিঠি পড়েই বাবা দুই হাতে মাথা চাপড়াতে চাপড়াতে পাগলের মত ঘরময় ঘুরতে লাগল। শেষটা আমিই তাকে ধরে নিয়ে সোফায় বসাতেই দেখি, তার মুখ এবং চোখের পাতা একদিকে ঝুলে পড়েছে। বুঝলাম, বাবা পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ডাঃ ফোর্ডহ্যাম এল; বাবাকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হল। কিন্তু ততক্ষণে পক্ষাঘাত আরও ছড়িয়ে পড়েছে। চেতনা ফিরে আসবার কোন লক্ষণই নেই। আমার তো মনে হচ্ছে, তাকে জীবিত দেখতে পাব না।"

'আমি চেঁচিয়ে বললাম, "তোমার কথায় খুবই ভয় পাচ্ছি, ট্রেভর। চিঠিটার মধ্যে এমন কি ছিল যার ফল এমন ভয়ংকর হতে পারে?"

"কিছুই না। সেইটেই তো আরও দুর্ভেদ্য। চিঠিটা খুবই খাপছাড়া ও তুচ্ছ। হা ভগবান! এই আশংকাই আমি করছিলাম।"

'কথা বলতে বলতে পথের বাঁক ঘুরতেই আবছা আলোয় দেখলাম, বাড়ির সবগুলি পর্দা নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। ছুটে দরজার কাছে যেতেই বন্ধুর মুখখানা দুঃখে ফুলে ফুলে উঠতে লাগল,—কালো পোশাক-পরা একটি লোক ভিতর থেকে বেরিয়ে এল।

'ট্রেভর জিজ্ঞাসা করল, "ডাক্তার, কখন ঘটল?"

"তুমি চলে যাবার ঠিক পরেই।"

"জ্ঞান ফিরেছিল কি?"

"সব শেষ হবার এক মুহূর্ত আগে।"

"আমাকে কিছু বলে গেছেন কি?"

"শুধু এইটুকু যে, জাপানী আলমারির পিছনের ড্রয়ারে কাগজপত্রগুলি আছে।"

'আমার বন্ধু ও ডাক্তার মৃত্যুর ঘরের দিকে উঠে গেল। আমি পড়ার ঘরে বসে মনের মধ্যে সমস্ত বিষয়টাকে নাড়াচাড়া করতে লাগলাম। মনটা ভারি খারাপ হয়ে গেল। এই ট্রেভর অতীত জীবনে কি ছিলেন: মুষ্টিযোদ্ধা, ভ্রমণকারী, স্বর্ণখনি সন্ধানী; এই ক্ষুর-মুখো নাবিকের কব্জায় তিনি গেলেন কেমন করে? হাতে অর্ধেক মুছে-যাওয়া দুটো অক্ষরের কথা বলতেই তিনি মূর্ছা গেলেন কেন? কেনই বা ফর্ডিংব্রীজ থেকে আসা চিঠিটা পড়েই আতংকে তিনি মারা গেলেন? তখন মনে পড়ল যে, ফর্ডিংব্রীজ হ্যাম্পশায়ারের অন্তর্গত এবং যে মিঃ বেড্‌ডোসের সঙ্গে নাবিকটি দেখা করতে গিয়েছিল, সম্ভবত ব্ল্যাকমেল করবার উদ্দেশ্য নিয়েই, তিনিও হ্যাম্পশায়ারেই থাকেন। তাহলে চিঠিটা এসেছে হয় নাবিক হাডসনের কাছ থেকে—সে নিশ্চয় জানিয়েছে যে তাদের মধ্যে যে গুপ্ত কথা ছিল সেটা সে ফাঁস করে দিয়েছে, অথবা চিঠিটা এসেছে বেড্‌ডোসের কাছ থেকে—নিশ্চয় সে পুরনো সঙ্গীকে সতর্ক করেছে যে প্রতিশোধ আসন্ন। এ পর্যন্ত বেশ পরিষ্কারই মনে হল। কিন্তু তাহলে ছেলের বর্ণনামত চিঠিটা তুচ্ছ ও খাপছাড়া হবে কেমন করে? নিশ্চয়ই সে পড়তে ভুল করেছে। তা যদি হয়, তাহলে বুঝতে হবে, চিঠিটা সুকৌশলে এমন কোন সাংকেতিক ভাষায় লেখা যার আসল অর্থ এক, কিন্তু শোনায় অন্য রকম। সত্যি যদি চিঠিটায় কোন গোপন অর্থ লুকানো থাকে, তাহলে নিশ্চয় আমি সেটাকে বার করতে পারব! ঘণ্টাখানেক সেই অন্ধকার ঘরে চিন্তামগ্ন হয়ে বসেছিলাম। অবশেষে ক্রন্দনরতা একটি দাসী বাতি নিয়ে ঘরে ঢুকল, আর তার পিছনে পিছনেই এল আমার বন্ধু ট্রেভর। তার মুখ বিবর্ণ হলেও আঘাতটা কাটিয়ে উঠেছে। আমার হাঁটুর উপরে যে কাগজগুলো দেখছ এগুলোই ছিল তার হাতে। আমার বিপরীত দিকে বসে বাতিটাকে টেবিলের কোণে টেনে নিয়ে একটা ছোট চিঠি আমার হাতে দিল। যেমন দেখতে পাচ্ছ, এক তা ধূসর কাগজে লেখা রয়েছে: "লণ্ডনে খাদ্য-পক্ষির সরবরাহ ক্রমাগতই বেড়ে চলেছে, আশা করছি, প্রধান-রক্ষক হাডসনকেই মাছি-মারা বিষের এবং তোমার মুরগির জীবন রক্ষার সব রকম নির্দেশ গ্রহণ করতে বলা হয়েছে।"

'আমি জোর করে বলতে পারি, এই মুহূর্তে তোমার মুখে যে বিমূঢ়ভাব ফুটে উঠেছে, এই চিঠিটা প্রথম পড়বার পরে আমার মুখেও সেই ভাবই ফুটে উঠেছিল। খুব যত্নসহকারে চিঠিটা আবার পড়লাম। আমি যা ভেবেছিলাম নিশ্চয় তাই হবে,—বিভিন্ন শব্দের এই বিচিত্র সমাবেশের অন্তরালে নিশ্চয় কোন বিকল্প অর্থ লুকিয়ে রাখা হয়েছে। অথবা এরকমটাও কি হতে পারে যে, "মাছি-মারা বিষ" বা "খাদ্য-পক্ষি" প্রভৃতি শব্দগুলির কোন পূর্ব-নির্দিষ্ট অর্থ আছে? সে ধরনের অর্থ নিশ্চয়ই খুশিমত আরোপ করা, কাজেই সে সম্পর্কে কোনরকম অনুমান করাই সম্ভব নয়, তবু কেন জানি না সেরকমটা বিশ্বাস করতে আমার

মন চায় নি, বরং "হার্ডসন" নামটা থাকায় আমার মনে হয়েছিল যে চিঠির বিষয়বস্তু আমার অনুমানেরই অনুরূপ, অর্থাৎ নাবিকটি নয়, বেড্‌ডোসই চিঠির লেখক। চিঠিটা উল্টো দিক থেকে পড়ে দেখতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু তাতেও কোন হদিস মিলল না। একটি করে শব্দ বাদ দিয়ে পড়ে দেখলাম, তাতেও কোনরকম আলোকপাত হল না। তারপরই চোখের নিমেষে ধাঁধার চাবিটা যেন আমার হাতে এসে গেল। দেখলাম, প্রথম শব্দ থেকে শুরু করে প্রতি তৃতীয় শব্দটি সাজালে চিঠির যে বক্তব্য প্রকাশ পায় বৃদ্ধ ট্রেভরকে নৈরাশ্যে ডুবিয়ে দেবার পক্ষে তাই যথেষ্ট।

'সংক্ষিপ্ত অথচ তীক্ষ্ণ সেই সতর্ক-বাণী সঙ্গীকে পড়ে শোনালাম:

"The game is up. Hudson has told all. Fly for your life."

(খেলা শেষ। হার্ডসন সব বলে দিয়েছে। বাঁচতে চাও তো পালাও।)

'ভিক্টর ট্রেভর কাঁপতে কাঁপতে দুই হাতে মুখ ঢেকে বলে উঠল, "আমারও তাই মনে হয়। এ যে মৃত্যুর চেয়েও শোচনীয়, কারণ এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে অসম্মান। কিন্তু "প্রধান-রক্ষক" ও "খাদ্য-পক্ষি" এগুলোর অর্থ কি?"

"চিঠির বক্তব্যের দিক থেকে কোন অর্থই নেই। তবে চিঠির প্রেরকের হদিস করবার মত কোন উপায় যদি আমাদের না থাকে, তাহলে সেদিক থেকে এগুলির যথেষ্ট অর্থ আছে। দেখতেই পাচ্ছ সে চিঠিটা আরম্ভ করেছে এই ভাবে: 'The..... game..... is' ইত্যাদি। তারপরই তার কাজ হল প্রতিটি শূন্যস্থানে দুটো করে শব্দ বসিয়ে দেওয়া। স্বভাবতই যে সমস্ত শব্দ তার প্রথম মনে আসবে সেইগুলিই সে ব্যবহার করবে। এখন যেহেতু এই শব্দগুলির অধিকাংশই শিকার-সংক্রান্ত, সুতরাং তুমি এ-বিষয়ে নিশ্চিত হতে পার যে সে হয় একজন উৎসাহী শিকারী না হয় প্রজনন-বিজ্ঞানে অনুরাগী। এই বেড্‌ডোস সম্বন্ধে তুমি কিছু জান কি?"

'সে বলল, "তাই তো, তুমি বললে মনে পড়ছে। প্রতি বছর হেমন্তকালে লোকটা তার নিজস্ব জঙ্গলে শিকারে যেতে বাবাকে আমন্ত্রণ জানাত।"

আমি বললাম, "তাহলে তো চিঠিটা যে তার কাছ থেকেই এসেছে সেটা নিঃসন্দেহ। এবার আমাদের খুঁজে বার করতে হবে কি সেই গোপন কথা যা নাবিক হার্ডসন এই দু'জন ধনবান শ্রদ্ধেয় মানুষের মাথার উপর ঝুলিয়ে রেখেছিল।

'বন্ধু চেঁচিয়ে বলে উঠল, "হায় হোমস, আমার ভয় হচ্ছে সে গোপন কথা নিশ্চয়ই পাপের ও লজ্জার! কিন্তু সে গোপন কথা তোমাকে শোনাতে হবে না। বাবা যখন বুঝতে পারলেন যে হার্ডসনের হাতে তার বিপদ আসন্ন, তখনই তিনি এই বিবৃতিটি রচনা করেন। ডাক্তারের কাছে তিনি যা বলেছিলেন সেই অনুসারে জাপানী আলমারির ভিতরেই এটা পেয়েছি। এটা নিয়ে আমাকে পড়ে শোনাও, কারণ নিজে এটা পড়বার মত শক্তি বা সাহস কোনটাই আমার নেই।"

'ওয়াটসন, এই কাগজগুলিই সে আমাকে দিয়েছিল। সেদিন রাত্রে পুরনো পড়বার ঘরে বসে তাকে যেমন শুনিয়েছিলাম, তেমনি আজ আবার তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি। দেখতেই পাচ্ছ চিঠির উপরে লেখা রয়েছে:

"১৮৫৫ সালের ৮ই অক্টোবর তারিখে ফলমাউথ থেকে ছেড়ে যাবার পরে ৬ই নভেম্বর তারিখে উত্তর দ্রাঘিমা ১৫°২৯′ ও পশ্চিম দ্রাঘিমা ২৫°১৪′ অঞ্চলে তার ধ্বংসের সময় পর্যন্ত 'গ্লোরিয়া স্কট' জাহাজের সমুদ্র-যাত্রার কিছু বিবরণ।" বিবৃতিটি একটা চিঠির আকারে নিম্নরূপে লেখা:

'আমার প্রিয়, প্রিয় পুত্র,—আজ আসন্ন অসম্মান যখন আমার জীবনের শেষ বছরগুলোকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন করতে শুরু করেছে, তখন একান্ত সত্যতা ও সততার সঙ্গে আমি লিখছি, আইনের ভীতি নয়, গ্রামাঞ্চলে আমার মর্যাদার অবলুপ্তি নয়, যারা আমাকে ভালবাসে তাদের চোখে আমার পতনও নয়, আমার অন্তরকে বিদীর্ণ করেছে এই একটি মাত্র চিন্তা যে আমার জন্য তোমার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে যাবে, কারণ, তুমি আমাকে ভালবাস এবং আমি আশা করি আমাকে শ্রদ্ধা না করবার মত কোন কারণ তোমার নেই। যে আঘাত চিরদিনই আমার মাথার উপরে ঝুলেছিল, আজ যদি সে আঘাত নেমেই আসে, সেক্ষেত্রে আমার বাসনা এই যে তুমি এই চিঠি পড়ে আমার কাছ থেকেই সরাসরি জেনে নেবে আমার অপরাধ কতখানি। অপর পক্ষে, বিপদ যদি ভালোয় ভালোয় কেটে যায় (দয়াময় সর্বশক্তিমান ভগবান তাই যেন করেন!) সেক্ষেত্রে ঘটনাক্রমে যদি এই কাগজখানা অক্ষত থেকে যায় এবং তোমার হাতে পড়ে, তাহলে যা কিছু তোমার কাছে পবিত্র তার নামে তোমার মায়ের স্মৃতির নামে, এবং তোমার-আমার মধ্যে যে ভালবাসা আছে তার নামে তোমাকে অঙ্গীকারবদ্ধ করছি যে তৎক্ষণাৎ তুমি এটাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করবে এবং আর কখনও এর

কথা বারেকের জন্যও মনে আনবে না।

'এর পরেও যদি তোমার চোখ দুটি এই চিঠি পড়ে, তাহলে আমি জানব যে ইতিপূর্বেই আমার স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে এবং আমার বাড়ি থেকে আমাকে টেনে বার করা হয়েছে, অথবা যেটা অধিকতর স্বাভাবিক—কারণ তুমি জান আমার হৃৎপিণ্ডটি দুর্বল—মৃত্যুতে আমার মুখ চিরদিনের মত বন্ধ হয়ে গেছে। যেকোন অবস্থাতেই প্রকৃত ঘটনাকে চাপা দেবার সময় এখন পার হয়ে গেছে। তাই আমি যা বলব তার প্রতিটি শব্দই উলঙ্গ সত্য; আর করুণার প্রত্যাশী বলেই একথা আমি শপথ করে বলছি।

'বাবা, আমার নাম ট্রেভর নয়। প্রথম বয়সে আমি ছিলাম জেমস আর্মিটেজ। এখন তুমি বুঝতে পারছ, কয়েক সপ্তাহ আগে তোমার কলেজের বন্ধুটি যখন আমার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলল যাতে মনে হয়েছিল যে সে আমার গোপন কথা অনুমান করতে পেরেছে তখন কেন আমি এতটা বিচলিত হয়েছিলাম। আর্মিটেজ নামেই লণ্ডনের একটা ব্যাংকিং হাউসে ঢুকেছিলাম এবং ঐ আর্মিটেজ নামেই দেশের আইন ভঙ্গের অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে দীপান্তরদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলাম। আমার প্রতি নিষ্ঠুর হয়ো না বাবা। অন্যের দরুন কৃত একটা ঋণ পরিশোধের জন্য এই নিশ্চিত বিশ্বাসেই আমি যে টাকা আমার নয় সেটা ব্যবহার করেছিলাম যে ধরা পড়বার আগেই টাকাটা আমি পূরণ করে রাখতে পারব। কিন্তু নিদারুণ দুর্ভাগ্য আমার পিছু নিল। যে টাকা পাব বলে ভরসা করেছিলাম সেটা হাতে এল না এবং যথাসময়ের আগেই হিসাব-পত্র পরীক্ষিত হবার ফলে টাকা সরানোটা ধরা পড়ে গেল। হয়তো আরও কিছুটা উদারতার সঙ্গে সে অপরাধের বিচার হতে পারত, কিন্তু তিরিশ বছর আগে আইনের ব্যবস্থা অনেক বেশী কঠোর ছিল। তাই তেইশতম জন্মদিনে আরও সাঁইত্রিশজন দণ্ডিত আসামীর সঙ্গে একটা দাগী আসামীর মত শৃংখলিত অবস্থায় অস্ট্রেলিয়াগামী জাহাজ "গ্লোরিয়া স্কট"-এর মাঝের ডেকে চড়ে চালান হয়ে গেলাম।

'সেটা '৫৫ সালের কথা। ক্রিমিয়ার যুদ্ধ তখন জোর কদমে চলেছে এবং পুরনো আসামী-পরিবহণকারী জাহাজগুলোকে কৃষ্ণসাগরীয় অঞ্চলে যানবাহন হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। কাজেই সরকার বাধ্য হয়ে বন্দীদের পাঠানোর জন্য অপেক্ষাকৃত ছোট ও অনুপযোগী জাহাজ ব্যবহার করছিলেন। "গ্লোরিয়া স্কট" চীনের চা-বাণিজ্যের কাজেই নিযুক্ত ছিল। "গ্লোরিয়া স্কট" খুবই পুরনো ধাঁচের ৫০০ টনের জাহাজ। তাতে ছিল আটত্রিশটি জেল-ঘুঘু ছাড়াও ছাব্বিশজন নাবিক, আঠারোজন সৈনিক, একজন ক্যাপ্টেন, তিনজন মেট, ডাক্তার, পাদরি ও চারজন ওয়ার্ডার। আমরা যখন ফলমাউথ থেকে যাত্রা করি তখন জাহাজে মোটমাট প্রায় একশোটি প্রাণী ছিল।

'কয়েদীদের জন্য নির্দিষ্ট সেলের দেওয়ালগুলি সাধারণ পুরু ওক কাঠের তৈরী হয়ে থাকে, কিন্তু এ জাহাজের দেওয়ালগুলি ছিল পাতলা ও ভঙ্গুর। আমার ঠিক পিছনের দিকের সেলে যে লোকটি ছিল, জাহাজঘাটা দিয়ে আসবার সময়ই তাকে আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছিলাম। যুবকটির মুখে গোঁফ-দাড়িহীন, দীর্ঘ সরু নাক ও পুরু ঠোঁট। উদ্ধত ভঙ্গীতে মাথাটা তুলে সদম্ভে পা ফেলে ফেলে সে হাঁটে। সবচাইতে উল্লেখযোগ্য তার দেহের অসাধারণ উচ্চতা। আমাদের কারও মাথাই তার কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছত বলে মনে হয় না। আমার নিশ্চিত ধারণা, তার উচ্চতা মাপলে সাড়ে ছ' ফুটের কম হবে না। এতগুলি বিষণ্ণ, ক্লান্ত মুখের মধ্যে তার উৎসাহ ও সংকল্পে ভরা মুখখানা দেখলে সত্যি অবাক লাগত। তাকে দেখে আমার মনে হত, এ যেন তুষার ঝড়ের মধ্যে একটি অগ্নিশিখা। তাকে আমার প্রতিবেশীরূপে পেয়ে খুশি হলাম। আরও খুশি হলাম যখন গভীর রাতে সে আমার কানের কাছে ফিস ফিস করে কথা বলল এবং দেখলাম যে আমাদের দু'-জনের মধ্যেকার দেওয়ালে সে এর মধ্যেই একটা ফোঁকর কেটে ফেলেছে।

'সে বলল, "ওহে সাঙাৎ, তোমার নাম কি? আর এখানেই বা এসেছ কেন?"

'জবাব দিয়ে আমি তার পরিচয় জানতে চাইলাম।

'সে বলল, "আমি জ্যাক প্রেণ্ডারগাস্ট; ঈশ্বরের দোহাই, আমার সঙ্গে কাজ করবার আগেই আমার নাম শুনলে তুমি আমাকে আশীর্বাদ করবে।"

'মনে পড়ল তার ঘটনাটা আমি আগেই শুনেছিলাম, কারণ আমার গ্রেপ্তারের কিছুদিন আগেই সে ঘটনা নিয়ে সারা দেশে হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছিল। ভাল পরিবারের ছেলে, কর্ম-দক্ষতাও প্রচুর, কিন্তু অভ্যাসগুলি ছিল দুরারোগ্য রকমের খারাপ। অত্যন্ত সুকৌশলে জালিয়াতির দ্বারা লণ্ডনের প্রধান প্রধান ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে সে প্রচুর টাকা ঠকিয়ে নিয়েছিল।

'সে গর্বভরে বলে উঠল, "ওহো! আমার সে ব্যাপারের কথা তাহলে তোমার মনে আছে?"

"খুবই মনে আছে।"

''তাহলে তো তার আসল অংশটাও জান?''

"সেটা কি?"

''তখন আমি প্রায় আড়াই লক্ষ মেরে দিয়েছিলাম, কেমন কিনা?"

''তাই শুনেছিলাম।"

"কিন্তু তার কিছুই উদ্ধার করা যায় নি, কি বল?"

''না।"

'এবার সে প্রশ্ন করল, "আচ্ছা, সে টাকাটা কোথায় আছে বলে মনে কর?"

'আমি বললাম, "আমি কিছুই জানি না।"

'সে জোরে বলে উঠল, "ঠিক আমার বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর ফাঁকে। ঈশ্বরের দিব্যি, তোমার মাথায় যত চুল আছে তার থেকে বেশী পাউন্ড জমা আছে আমার নামে। দেখ বাপু, তোমার যদি টাকা থাকে, আর সে টাকা ব্যবহার করতে ও ছড়াতে যদি তুমি জান, তাহলে তুমি যা খুশি তাই করতে পার। অবশ্য তুমি ভাবতে পার, যে-মানুষ যা খুশি তাই করতে পারে সে কেন একটা চীনের উপকূলে চলাচলকারী জাহাজের ইঁদুরে-ভরা, মাছি-ওড়া পুরনো খাঁচার পচা গর্তের মধ্যে শেকল পরে বসে আছে? না মশাই, সে লোক তার নিজের পথ দেখবেই, স্যাঙাতদেরও দেখাবে। আমার কথায় ভরসা রাখ। তাকে আঁকড়ে থাক। দেখবে সে তোমাকে ঠিক পথে নিয়ে যাবে।"

'তার কথার ধরনই এই রকম। প্রথমে মনে করলাম, সবই বাজে কথা। কিন্তু কিছুদিন পরেই আমাকে ভাল করে বাজিয়ে নিয়ে এবং সব রকম উপায়ে আমাকে দিয়ে দিব্যি করিয়ে নিয়ে সে জানাল যে সত্যি সত্যি জাহাজটা দখল করে নেবার একটা ষড়যন্ত্র পাকানো হচ্ছে। জাহাজে উঠবার আগেই ডজনখানেক কয়েদী মিলে ষড়যন্ত্রটা গড়ে তোলেঃ প্রেণ্ডারগাস্ট সে দলের নায়ক, আর তার অর্থই তাদের প্রেরণা।

'সে বলল, "আমার একজন অংশীদার ছিল। এমন ভাল লোক কদাচিৎ মেলে। তার কাছে মাল-কড়িও কিছু আছে। আর এই মুহূর্তে সে কোথায় আছে বল তো? সে কি? আরে, সেই তো এ জাহাজের পাদরি, ছোটখাট লোক নয়! একটা কালো কোট ও কাগজপত্র নিয়েই সে জাহাজে চেপেছে। তার পেঁটরায় যে টাকা আছে তা দিয়ে জাহাজের তলা থেকে মাথা পর্যন্ত সব কেনা যায়। নাবিকরা সকলেই তার সঙ্গে একাত্মা। জাহাজে কাজের চুক্তিনামায় সই করবার আগেই নগদ টাকা ছড়িয়ে সে তাদের কিনে রেখেছে। দু'জন ওয়ার্ডার এবং দ্বিতীয় মেট মার্সারও তার দলে। দরকার মনে করলে স্বয়ং ক্যাপ্টেনকেও সে দলে আনতে পারবে।"

"আমাদের তাহলে কি করতে হবে?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

'সে বলল, "তুমি কি মনে কর? দর্জিরা যা পারে নি, সেইভাবে বাকী সৈন্যদের জামা আমরা লাল করে দেব।"

"কিন্তু তারা তো সশস্ত্র", আমি বললাম।

''বাপু হে, আমরাও সশস্ত্র হব। আমাদের মধ্যে যতজন মায়ের ছেলে আছে তাদের প্রত্যেকের জন্য আছে একজোড়া করে পিস্তল। নাবিকদের সহায়তা সত্ত্বেও যদি আমরা এই জাহাজ দখল করতে না পারি, তাহলে বুঝতে হবে আমাদের সবাইকে কোন যুবতী শিক্ষয়িত্রীর বোর্ডিং স্কুলে পাঠাবার সময় হয়েছে। আজ রাতেই তোমার বাঁ দিকের স্যাঙাতের সঙ্গে কথা বলে দেখ, তার উপর ভরসা করা চলে কিনা।"

'তাই করলাম। দেখলাম, আমার প্রতিবেশী যুবকটির অবস্থাও আমার মতই, তার অপরাধও জালিয়াতি। তার নাম ইভান্স, অবশ্য পরে সে আমার মতই নাম পাল্টেছে। এখন সে দক্ষিণ ইংলণ্ডের একজন ধনী ও সমৃদ্ধশালী লোক। আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় হিসাবে সেও ষড়যন্ত্রে যোগ দিতে রাজী হল। ক্রমে উপসাগর পার হবার আগে দেখা গেল যে মাত্র দু'জন কয়েদী এই গোপন ষড়যন্ত্রের বাইরে রয়েছে। তাদের মধ্যে একজন খুব দুর্বলচিত্ত, তাই আমরা তাকে বিশ্বাস করতে সাহস করি নি, অপরজন পাণ্ডু-রোগে ভুগছিল, কাজেই সে আমাদের কোন কাজেই আসত না।

'গোড়া থেকেই আমাদের জাহাজ দখল করার পথে কোন বাধাই ছিল না। নাবিকগুলো সকলেই ছিল গুণ্ডা-প্রকৃতির লোক, বেছে বেছে তাদের কাজে নেওয়া হয়েছিল। নকল পাদরি আমাদের উৎসাহিত করতে সেখানে আসত। তার হাতে থাকত একটা কালো ব্যাগ। সকলে মনে করত তাতে পুঁথিপত্র ঠাসা। এত ঘন ঘন সে আসতে লাগল যে তৃতীয় দিনেই আমাদের প্রত্যেকের বিছানার নীচে একটা উখো, একজোড়া পিস্তল, এক পাউন্ড বারুদ ও কুড়িটা বুলেট জমিয়ে ফেললাম। ওয়ার্ডারদের দুজন প্রেণ্ডার-গাস্টের লোক আর দ্বিতীয় মেটটি তার ডান হাত। ক্যাপ্টেন, দুজন মেট, দু'জন ওয়ার্ডার, লেফটেন্যাণ্ট মার্টিন, তার কুড়িজন সৈনিক ও ডাক্তার—শুধু এরাই ছিল আমাদের বিপক্ষে। তথাপি, যতই নিরাপদ হোক, সতর্কতা-মূলক ব্যবস্থার ব্যাপারে আমরা কোনরূপ অবহেলা করব

না স্থির করলাম। স্থির হল, রাত্রিকালে হঠাৎ আক্রমণ করা হবে। কিন্তু আমরা যেরূপ আশা করেছিলাম তার চাইতে দ্রুততর গতিতেই ব্যাপারটা ঘটে গেল এবং ঠিক এইভাবে ঘটল:

'কাজ শুরু করবার পরবর্তী তৃতীয় সপ্তাহে একদিন সন্ধ্যাবেলা ডাক্তারবাবু নীচে নেমে এলেন একজন অসুস্থ কয়েদীকে দেখতে। তার বাংকের নীচে হাত পড়তেই তিনি বুঝতে পারলেন সেখানে পিস্তল আছে। তিনি চুপচাপ থাকলে হয়তো সব ব্যাপারটাই ভেস্তে দিতে পারতেন; কিন্তু তিনি ছিলেন দুর্বল ধাতের ছোটখাট মানুষটি, তাই তিনি বিস্ময়ে চীৎকার করে উঠলেন এবং এমনই ফ্যাকাসে হয়ে গেলেন যে লোকটি মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তাকে জড়িয়ে ধরল। দ্বিতীয়বার চীৎকার করবার আগেই তাকে নিকেশ করে বিছানার সঙ্গে বেঁধে ফেলা হল। ডেকে যাবার দরজাটা খুলেই তিনি নেমে এসেছিলেন; আমরা সবেগে ডেকে উঠে গেলাম। দু'জন শান্ত্রীকে গুলি করে মারা হল। যে কর্পোর্যালটি ছুটে এসেছিল অবস্থাটা জানতে তারও সেই দশা হল। দরবার-কক্ষের দরজায় আরও দু'জন সৈনিক ছিল। বোধ হয় তাদের বন্দুকে গুলিভরা ছিল না, কারণ তারা আমাদের দেখেও গুলি ছুঁড়ল না। বেয়নেট উঁচিয়ে আক্রমণের উদ্যোগ করতেই তাদেরও গুলি করা হল। তখন আমরা ক্যাপ্টেনের ঘরের দিকে ছুটলাম। দরজা ঠেলে ঢুকতেই ভিতরে একটা গুলির শব্দ হল। টেবিলের উপর পিন দিয়ে আটকানো অতলান্তিক মহাসাগরের মানচিত্রের উপর মাথা রেখে ক্যাপ্টেন পড়ে আছে, আর ধূমায়িত পিস্তল হাতে তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে পাদরি সাহেব। মেট দু'জনও নাবিকদের হাতে ধরা পড়ল এবং সমস্ত ব্যাপারটার মীমাংসা হয়ে গেল।

'সেই ঘরের পাশেই দরবার-কক্ষ। সবাই মিলে সেখানে ভীড় করে সেটির উপর শুয়ে পড়লাম। আবার আমরা মুক্তি পেয়েছি—এই অনুভূতি আমাদের তখন পাগল করে তুলেছে। সবাই মিলে মহা কলরব জুড়ে দিল। চারদিকে আলমারি সাজানো। নকল পাদরি উইলসন তার একটার পাল্লা ভেঙে ফেলে ডজনখানেক বাদামী শেরীর বোতল বের করল। বোতলের মুখগুলি ভেঙে গ্লাসে শেরী ঢেলে মুখে তুলতে যাব, এমন সময় মুহূর্তমধ্যে কোনরকম সতর্ক হবার আগেই কানে এল অনেক বন্দুকের শব্দ; ঘরটা ধোঁয়ায় এমনভাবে আচ্ছন্ন হয়ে গেল যে টেবিলের ওপারে কিছুই দেখা গেল না। ধোঁয়া সরে গেলে দেখা গেল, বধ্যভূমিতে পরিণত হয়েছে। উইলসন ও অপর আটজন একে অপরের উপর পড়ে কাতরাচ্ছে। টেবিলের উপর লাল রক্ত ও বাদামী শেরীর সেই দৃশ্যের কথা ভাবলে এখনও আমি অসুস্থ বোধ করি। সে দৃশ্য দেখে আমরা এতদূর ভীত হয়ে পড়েছিলাম যে প্রেণ্ডারগাস্ট না থাকলে আমরা হয়ত রণে ভঙ্গ দিতাম। ষাঁড়ের মত গর্জে উঠে যে ক'জন সঙ্গী অবশিষ্ট ছিল তাদের নিয়ে সে দরজার দিকে ছুটে গেল। দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে দেখি, দশজন সৈন্যসহ লেফ্‌টেন্যান্ট জাহাজের পিছন দিকের পাটাতনের উপর দাঁড়িয়ে আছে। সেলুন-টেবিলের উপরকার ঝোলানো ঘুলঘুলিটা একটু খোলা রয়েছে আর সেই ফাঁক দিয়েই তারা আমাদের উপর গুলি চালিয়েছে। বন্দুকে নতুন করে গুলি ভরবার আগেই আমরা তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। তারাও মরদের মতই লড়ল। কিন্তু জয় হল আমাদেরই। পাঁচ মিনিটেই সব শেষ। হায় ঈশ্বর! সে জাহাজের মত কসাইখানা কি কোন দিন কোনখানে ছিল? প্রেণ্ডারগাস্ট তখন ক্রোধে পিশাচ হয়ে উঠেছে। শিশুদের যেমন করে লোকে অনায়াসে টেনে তোলে তেমনিভাবে সে জীবিত-মৃত নির্বিশেষে সৈন্যদের তুলে তুলে সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দিল। একজন সার্জেন্ট গুরুতর আহত হওয়া সত্ত্বেও অনেকক্ষণ ধরে সাঁতার কাটতে লাগল। তারপর কে যেন কৃপাপরবশ হয়ে তার মাথার খুলিটা উড়িয়ে দিল। যুদ্ধ শেষ হলে দেখা গেল, শত্রুপক্ষের মধ্যে ওয়ার্ডার, মেট ও ডাক্তার ছাড়া আর কেউ বেঁচে নেই।

'তাদের নিয়েই ঝগড়া বেধে উঠল। আমাদের মধ্যে অনেকেই মুক্তিলাভ করে খুশি হলেও বিবেককে হত্যার পক্ষপাতী ছিল না। বন্দুকধারী প্রতিপক্ষকে আঘাত করা এক কথা, কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় নরহত্যার সমর্থন করা অন্য কথা। আমরা আটজন, পাঁচজন কয়েদি ও তিনজন নাবিক, বললাম, সে আমরা হতে দেব না। কিন্তু প্রেণ্ডারগাস্ট ও তার সঙ্গীদের মন গলানো গেল না। সে বলল, সব শেষ করে দেওয়াই আমাদের পক্ষে নিরাপদ হওয়ার একমাত্র পথ; সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে জিভ নাড়বার সুযোগ সে কাউকে দেবে না। আমাদেরও প্রায় কয়েদীদের দশা হবার জোগাড়, এমন সময় সে বলল, আমরা ইচ্ছা করলে একটা নৌকো নিয়ে চলে যেতে পারি। এ প্রস্তাব আমরা লুফে নিলাম, কারণ এই রক্ত-তৃষ্ণার কাণ্ডকারখানা আমরা আর সহ্য করতে পারছিলাম না। বুঝতে পারলাম, দেরী করলে অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে উঠবে। আমাদের প্রত্যেকের জন্য একটা করে নাবিকের পোশাক, এক পিপে জল, দুটো বাক্স

—একটায় নোনা মাংস, আরেকটায় বিস্কুট, এবং একটা কম্পাস দেওয়া হল। প্রেণ্ডারগাস্ট একটা চার্ট ছুঁড়ে দিয়ে বলল, তোমরা সবাই লঘিমা ১৫° উত্তর এবং দ্রাঘিমা ২৫° পশ্চিম অঞ্চলে বিধ্বস্ত জাহাজের নাবিক। তারপর নৌকোর কাছি কেটে দিয়ে আমাদের ছেড়ে দিল।

'বাছা আমার, এবার শুরু করছি আমার কাহিনীর সব চাইতে বিস্ময়কর অংশ। লড়াইয়ের সময় নাবিকরা জাহাজের অগ্রভাগটাকে পিছনে ঘুরিয়ে দিয়েছিল। আমরা জাহাজ থেকে নৌকায় উঠবার পরে আবার তারা জাহাজের মুখটা ঠিক করে দিল। সেইসময় উত্তর-পূর্ব কোণ থেকে একটা বাতাস উঠে আসায় জাহাজটা ধীরে ধীরে আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে লাগল। আমাদের নৌকো দীর্ঘ শান্ত ঢেউয়ের তালে তালে নাচতে লাগল। দলের মধ্যে ইভান্স ও আমিই ছিলাম সবচাইতে বেশী লেখাপড়া জানা লোক। তাই তখন আমরা কোথায় রয়েছি এবং কোন্ উপকূলের দিকে আমরা এগোব, সেই সব সমস্যা নিয়েই দু'জন সলা-পরামর্শ করতে লাগলাম। সমস্যাটা ভাববার মতই বটে, কারণ কেপ দ্য ভার্দে আমাদের থেকে প্রায় ৫০০ মাইল উত্তরে, এবং আফ্রিকার উপকূল প্রায় ৭০০ মাইল পূর্বে। সব দিক বিবেচনা করে আমরা মনে করলাম যে যেহেতু বাতাসটা উত্তর দিকেই ঘুরছে তখন সিয়েরা লিওনই সবচাইতে ভাল এবং সেই দিকেই মুখ ঘুরিয়ে দিলাম। হঠাৎ একসময় জাহাজটার দিকে তাকিয়ে দেখি, তার বুক থেকে একটা গাঢ় কালো ধোঁয়ার মেঘ উঠে আকাশ-পটে একটা দৈত্যাকার মহীরুহের মত ঝুলে রয়েছে। কয়েক সেকেণ্ড পরেই একটা বজ্রের গর্জন আমাদের কানের উপর আছড়ে পড়ল, আর ধোঁয়াটা পাতলা হয়ে এলে "গ্লোরিয়া স্কট"-এর চিহ্ন মাত্রও দেখতে পেলাম না। মুহূর্তের মধ্যে নৌকোর মুখ ঘুরিয়ে দিয়ে প্রাণপণে বৈঠা টেনে দুর্ঘটনার স্থলটির দিকে এগিয়ে চললাম। সমুদ্রের বুকে তখনও সেখানে একরাশ ধোঁয়া ছড়িয়ে রয়েছে।

দীর্ঘ এক ঘণ্টা সময় লাগলো সেখানে পৌঁছতে। প্রথমেই আশংকা হল, অনেক দেরী হয়ে গেছে, বুঝি কাউকে বাঁচানো যাবে না। একটা ভাঙা নৌকো, অনেকগুলো বাক্স আর কাঠের টুকরো ঢেউয়ের তালে তালে দুলছে। তাই দেখেই বুঝলাম, কাছেই কোথাও জাহাজটা ডুবেছে। কিন্তু চারিদিকে কোথাও জীবনের চিহ্নমাত্র নেই। হতাশ হয়ে আমরা ফিরেই যাচ্ছিলাম, এমন সময় কোন সাহায্য-প্রার্থীর আর্তনাদ শুনে দেখি, কিছুটা দূরে একখণ্ড ভাঙা কাঠের উপর একটা লোক সটান শুয়ে আছে। তাকে টেনে নৌকোয় তোলা হল। সে ঐ জাহাজেরই যুবক নাবিক হার্ডসন। তার শরীর এমনভাবে পুড়ে গেছে, আর সে এতই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে যে, পরদিন সকালের আগে সে ঘটনার কোন বিবরণই দিতে পারল না।

জানা গেল, আমরা চলে আসার পর প্রেণ্ডারগাস্ট ও তার দল অবশিষ্ট পাঁচজন কয়েদীকে হত্যা করেঃ দু'জন ওয়ার্ডারকে গুলি করে জাহাজ থেকে ফেলে দেয় ; তৃতীয় মেটের ভাগ্যেও তাই ঘটে। তারপর প্রেণ্ডারগাস্ট মাঝের ডেকে নেমে এসে নিজের হাতে হতভাগ্য সার্জেনের গলাটা কেটে ফেলে। বাকি রইল শুধু প্রথম মেট। লোকটা সাহসী ও কর্মঠ। সে যখন দেখল, কয়েদীটা রক্তাক্ত ছুরি হাতে তার দিকে এগিয়ে আসছে, তখন সে শিকল ছুঁড়ে ফেলে দিল। আগে থেকেই সেটাকে সে ঢিলে করে রেখেছিল। তারপর ডেকের উপর থেকে ছুটতে ছুটতে সে জাহাজের পিছনের দিকে ঢুকে গেল।

'একডজন কয়েদী তার খোঁজে পিস্তল হাতে নীচে নেমে দেখল, একটা দেশলাইয়ের বাক্স হাতে নিয়ে সে একটা খোলা বারুদের পিপের কাছে বসে আছে। ওরকম একশ'টা পিপে জাহাজে ছিল। সে জোরগলায় বলল, তার উপর কোনরকম অত্যাচার হলে সে সবাইকে বারুদের মুখে উড়িয়ে দেবে। মুহূর্তকাল পরেই ঘটল বিস্ফোরণ। হার্ডসন অবশ্য মনে করে, কোন কয়েদির লক্ষ্যভ্রষ্ট গুলিই এর কারণ, মেটের হাতের দেশলাই নয়। কারণ যাই হোক, "গ্লোরিয়া স্কট" শেষ হয়ে গেল, আর শেষ হয়ে গেল তার দখলদার সেই শয়তান।

'বাবা আমার, অল্প কথায় এই হল সেই ভয়ংকর ব্যাপারের ইতিহাস যার সঙ্গে আমিও জড়িয়ে পড়েছিলাম। পরদিন একটি অস্ট্রেলিয়াগামী দুইমাস্তুলের জাহাজ "হটস্পার" আমাদের তুলে নিল। আমরা যে একটি বিধ্বস্ত যাত্রীবাহী জাহাজের যাত্রী একথা বিশ্বাস করতে ক্যাপ্টেনের কোন অসুবিধা হল না। নৌ-বিভাগ জানল, মালবাহী জাহাজ "গ্লোরিয়া স্কট" সমুদ্রে নিখোঁজ হয়েছে। তার প্রকৃত পরিণতি সম্পর্কে একটি কথাও কোন দিন প্রকাশ পেল না। চমৎকার সমুদ্র-ভ্রমণের পর "হটস্পার" আমাদের সিডনিতে নামিয়ে দিল। ইভান্স ও আমি নাম পাল্টে খনির পথে যাত্রা করলাম। সব রকম জাতির মানুষ তখন সেখানে ভীড় জমিয়েছে। কাজেই পূর্ব পরিচয় গোপন রাখতে আমাদের কোন অসুবিধাই হল না।

'বাকীটা বলার কোন দরকার নেই। আমরা অর্থবান হলাম, অনেক দেশ ঘুরলাম, ধনী উপনিবেশবাসী হিসাবে

ইংলণ্ডে ফিরে এলাম এবং গ্রামাঞ্চলে ভূ-সম্পত্তি খরিদ করলাম। বিশ বছরের অধিককাল শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করেছি, আশা করেছি আমাদের অতীত চিরদিনের মত মুছে গেছে। কল্পনা কর, তারপর একদিন যে নাবিক আমার সঙ্গে দেখা করতে এল তাকে যখন সেই লোক বলে আমি চিনতে পারলাম যাকে বিধ্বস্ত জাহাজের ভাঙা কাষ্ঠখণ্ডের উপর থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল, তখন আমার মনের অবস্থা কেমন হয়েছিল। যেমন করেই হোক সে আমাদের খুঁজে বের করেছে এবং আমাদের আতংককে উপজীবিকা করে বাঁচবার সংকল্প করেছে। এবার তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারবে কেন আমি তার সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখতে এতটা সচেষ্ট ছিলাম। আর আজ যখন সে নিজে মুখে আমাকে শাসিয়ে তার অপর শিকারের কাছে চলে গেছে, তখন আমার মনে যে ভয় বাসা বেঁধেছে তার প্রতি কিছুটা সহানুভূতি তুমি নিশ্চয় দেখাবে।'

'তার নীচে প্রায় দুষ্পাঠ্য কাঁপা হাতে লেখা রয়েছে, "বেড্‌ডোস সাংকেতিক চিঠিতে জানিয়েছে, H সব বলে দিয়েছে। সদাশয় প্রভু, আমাদের আত্মাকে কৃপা কর!"

'সেদিন রাতে এই বিবরণই আমি যুবক ট্রেভরকে শুনিয়েছিলাম। দেখ ওয়াটসন, ঐ পরিবেশে ব্যাপারটা বেশ নাটকীয় বলেই মনে হয়েছিল। কিন্তু ভাল মানুষটির বুক ভেঙে যায় এবং সে তারই অঞ্চলে চা-বাগানের ব্যবসা করতে চলে যায়। শুনেছি, সেখানে সে ভালই আছে। ভয়-দেখানো চিঠিটা পাবার পর থেকে সেই নাবিক ও বেড্‌ডোসের কোন খবর পাওয়া যায় নি। দুজনই সম্পূর্ণভাবে নিখোঁজ হয়ে গেছে। পুলিশের কাছেও কোন নালিশ করা হয় নি ; মনে হয় বেড্‌ডোস শাসানিটাকে অকারণেই ভুল বুঝেছিল। হাডসনকে কিছুদিন আনাচে-কানাচে ঘুরতে দেখা গিয়েছিল ; তাই পুলিশের ধারণা, সে বেড্‌ডোসকে খুন করে পালিয়েছে। আমার মতে কিন্তু এর উল্টোটাই ঠিক। হার্ডসন বিশ্বাসঘাতকতা করে তার মুখোশ খুলে দিয়েছে এই বিশ্বাসে সে মরিয়া হয়ে তার উপরেই প্রতিশোধ নিয়েছে এবং হাতের কাছে অর্থ-বিত্ত যা পেয়েছে তাই নিয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। ডাক্তার, এ-কেসের এই হল ঘটনাবলী ; যদি মনে কর তোমার সংকলনে এগুলো কাজে লাগবে, তাহলে সানন্দে সবকিছু তোমার হাতেই তুলে দিচ্ছি।'

মাসগ্রেভ-পরিবারের অনুষ্ঠান
The Musgrave Ritual

বন্ধু শার্লক হোমসের চরিত্রের একটা সামঞ্জস্যহীনতা প্রায়ই আমার চোখে পড়ে। চিন্তার ক্ষেত্রে তার মত পরিচ্ছন্ন ও সুশৃংখল লোক বিরল। পোশাক-পরিচ্ছদেও সে মোটামুটি ফিটফাট। কিন্তু ব্যক্তিগত আচার-আচরণে সে এতদূর নোংরা যা যেকোন সহ-অধিবাসীকে পাগল করে তুলবার পক্ষে যথেষ্ট। আমি নিজেও যে সেসব ব্যাপারে খুব প্রথাগত তা নয়। স্বভাবতই আমার চরিত্রে একটা বাউণ্ডুলেপনা আছে ; তার সঙ্গে আফগানিস্তানের কঠোর-কঠিন জীবনযাত্রা যুক্ত হয়ে আমার স্বভাবকে এমন করে তুলেছে যা একজন চিকিৎসককে মানায় না। তবু আমার বেলায় সবকিছুরই একটা সীমা আছে। কিন্তু যখন দেখি একটা মানুষ কয়লা রাখার পাত্রে চুরুট রেখে দিচ্ছে, এক-পাটি পারসিক চটির ডগায় রাখছে তামাক, এবং যেসব চিঠির জবাবই দেওয়া হয়নি সেগুলোকে ছুরি দিয়ে কাঠের ম্যাণ্টেলপিসের মাঝখানটায় গেঁথে রেখেছে, তখন তো নিজেকে মহাপুরুষ বলে মনে হয়। আমি তো সব সময়ই মনে করি যে, পিস্তলের নিশানা পরীক্ষার খেলাটা খোলা-মাঠেই হওয়া উচিত। কিন্তু হোমস যখন তার অদ্ভুত খেয়ালের বশে তার ছোট পিস্তল ও একশ' কার্তুজ ভরা একটা বাক্স নিয়ে আরাম-কেদারায় বসে এবং পরপর গুলি ছুঁড়ে বিপরীত দিকের দেওয়ালটাকে দেশাত্মবোধক V.R (Victoria Regina =রাণী ভিক্টোরিয়া) অক্ষর দুটি দ্বারা সুশোভিত করে, তখন আমি তো তীব্রভাবে অনুভব করি যে এর দ্বারা ঘরের আবহাওয়া বা চেহারা কোনটারই উন্নতি ঘটে নি।

'আমাদের ঘরগুলি সব সময়ই রাসায়নির দ্রব্যাদি ও অপরাধ-ঘটিত নানাবিধ জিনিসে ঠাসা থাকত। অনেক-ক্ষেত্রেই সেগুলি সম্ভব-অসম্ভব নানা জায়গায় ছড়িয়ে থাকত, কখনও মাখনের ডিসে, কখনও তার চাইতেও অবাঞ্ছিত জায়গায়। সবচাইতে বড় সমস্যা হল তার কাগজপত্র। কাগজপত্র নষ্ট করে ফেলবার ব্যাপারে, বিশেষ করে তার অতীত কেসসমূহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাগজ-পত্রের ব্যাপারে তার একটা ভয়ংকর ভীতি ছিল। অথচ প্রতি এক বা দু'বছরে মাত্র একটিবারই ওই সব কাগজপত্র সাজিয়ে-গুছিয়ে শ্রেণীবিভাগ করে রাখার মত শক্তি সে সঞ্চয় করতে পারত। এই খুশিমত-লেখা স্মৃতি-কথার মধ্যেই কোথাও আমি লিখেছি, যে-সমস্ত উল্লেখযোগ্য কাজের সঙ্গে তার নাম জড়িত সেগুলো সমাধা করবার সময় তার উচ্ছ্বসিত কর্মশক্তি যেন শতধারায় ছড়িয়ে পড়ে, আবার ঠিক তার পরে এমন অবসাদ তাকে ঘিরে ধরে যে তখন সে তার বেহালা আর বই নিয়েই পড়ে থাকে ; সোফা

থেকে টেবিলে যাওয়া ছাড়া কোনরকম নড়াচড়া করে না। এইভাবে মাসের পর মাস তার কাগজপত্র জমতে থাকে, ক্রমে ঘরের প্রতিটি কোণ পাণ্ডুলিপির বাণ্ডিলে ভরে উঠতে থাকে ; অথচ সেগুলিকে কিছুতেই পুড়িয়ে ফেলা চলবে না, বা মালিক ছাড়া আর কেউ সেগুলি সরিয়ে ফেলতেও পারবে না।

একদিন শীতের রাতে আমরা অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসেছিলাম। কথাপ্রসঙ্গে আমি বললাম, প্রয়োজনীয় অংশগুলি তার মোটা খাতাটায় সেঁটে দেওয়ার কাজ যখন সে শেষ করে ফেলেছে তখন আর দুটো ঘণ্টা সে নিশ্চয়ই ঘরটাকে আরেকটু বাসযোগ্য করে তোলার কাজে ব্যয় করতে পারে। আমার অনুরোধের যৌক্তিকতাকে অস্বীকার করতে না পেরে বেজার মুখ করে সে তার শোবার ঘরে গেল এবং একটু পরেই একটা বড় টিনের বাক্স টানতে টানতে ফিরে এল। ঘরের মাঝখানে এনে একটা টুলের উপর সেটাকে রেখে ঢাকনাটা খুলে দিল। আমি দেখতে পেলাম, আলাদা-আলাদা প্যাকেটে লাল ফিতে দিয়ে বাঁধা কাগজের বাণ্ডিলে সেটার তৃতীয়াংশ ভর্তি হয়েই আছে।

দুষ্টুমি-ভরা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'ওয়াটসন, এর মধ্যে যথেষ্ট ঘটনার বিবরণ রয়েছে। আমার মনে হয়, এই বাক্সে কি আছে জানলে তুমিই হয় তো আমাকে এর থেকে কিছু ফেলে দিতে বলবে, নতুন কিছু ভরতে বলবে না।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'তাহলে এগুলি তোমার আগেকার কাজের বিবরণ তো ? আমার অনেক সময়ই মনে হয়েছে, ওই সব কেসের বিবরণগুলি যদি পেতাম।'

আদর করে একটার পর একটা বাণ্ডিল তুলতে তুলতে সে বলল, 'ঠিক ধরেছ ভাই ; আমার জীবনীকার আমাকে বিখ্যাত করে তুলবার আগেই এ কেসগুলি আমি করেছিলাম। দেখ ওয়াটসন, সব ক্ষেত্রেই যে আমি সফল হয়েছি তা নয়, তবে অনেকগুলির মধ্যেই ছোটখাট সুন্দর সমস্যা রয়েছে। এই হল টার্লেটন খুনীদের বিবরণ, এটা মদ্য-ব্যবসায়ী ভ্যাম্বেরির কেস, রুশ বৃদ্ধার অভিযানের কাহিনী, অ্যালুমিনিয়ম-ক্রাচের অদ্ভুত ঘটনা, আর মুগুর-পাওয়ালা রিকোলেটি ও তার ঘৃণ্য স্ত্রীর পূর্ণ বিবরণ। এবং এই যে—আরে !·····

বাক্সটার ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে ছোটদের খেলনা রাখার মত পাশে ঢাকনাওয়ালা একটা ছোট কাঠের বাক্স বের করল। তার ভিতর থেকে বের করল একটুকরো কোঁচকানো কাগজ একটা সেকেলে ধরনের পেতলের চাবি, তারের বল-লাগানো একটুকরো কাঠ এবং তিনটে মরচে-ধরা ধাতুর চাকতি।

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সে হেসে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হে, এগুলো দেখে কি মনে হয় ?'

'একটা বিচিত্র সংগ্রহ।'

'খুবই বিচিত্র, এবং একে জড়িয়ে যে গল্পটি ঝুলছে সেটা তোমার কাছে আরও বিচিত্র বলে মনে হবে।'

'তাহলে এগুলোরও একটা ইতিহাস আছে ?'

'এত বেশী আছে যে এগুলিই ইতিহাস হয়ে উঠেছে।'

'কি বলতে চাইছ ?'

শার্লক হোমস জিনিসগুলোকে একটা একটা করে তুলে টেবিলের কোণায় সাজিয়ে রাখল। তারপর পুনরায় চেয়ারে বসে পড়ে দুই চোখে খুশির আলো ছড়িয়ে সেগুলিকে দেখতে লাগল।

বলল, 'মাসগ্রেভ-পরিবারের অনুষ্ঠানের কাহিনীকে মনে করিয়ে দেবার মত এই জিনিসগুলিই মাত্র এখন আমার কাছে আছে।'

একাধিকবার তাকে এই কেসের উল্লেখ করতে আমি শুনেছি, যদিও তার বিস্তারিত বিবরণ কখনই সংগ্রহ করতে পারি নি।

তাই বললাম, 'বিবরণটা যদি শোনাও তাহলে খুশি হব।'

সে দুষ্টুমি করে চেঁচিয়ে বলল, 'আর এই বাজে কাগজের বাক্সটাকে অক্ষত রেখে দেবে ? ওয়াটসন, তোমার পরিচ্ছন্নতা-তো এতটা চাপ সইতে পারবে না। কিন্তু তুমি যদি তোমার ইতিহাসের বইতে এই কেসটাকে যোগ কর তাহলে আমি খুশিই হব, কারণ এর মধ্যে এমন কিছু জিনিস আছে যার ফলে শুধু এ দেশের নয়, অন্য যেকোন দেশের অপরাধের বিবরণীতে এর স্থান হবে অদ্বিতীয়। এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ঘটনাটির উল্লেখ না থাকলে আমার অকিঞ্চিৎকর কার্যাবলীর সংকলন নিশ্চয়ই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

"গ্লোরিয়া স্কট"-এর ঘটনা এবং যে দুঃখী লোকটির পরিণামের কথা তোমাকে বলেছি তার সঙ্গে আমার কথোপকথনের ফলে কেমন করে আজ যে-বৃত্তি আমার জীবনের অবলম্বন হয়ে উঠেছে তার প্রতি প্রথম আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল সেকথা হয়তো তোমার মনে আছে। আজ তুমি দেখতে পাচ্ছ যে, আমার নাম সর্বত্র সুপরিচিত, কি জনসাধারণ কি সরকারী দপ্তর সর্বত্রই সন্দেহজনক ঘটনার ক্ষেত্রে আমিই সাধারণত শেষ বিচারক বলে স্বীকৃত।

www.boiRboi.net

এমন কি আমার সঙ্গে যখন তোমার প্রথম পরিচয় হয় অর্থাৎ "রক্ত সমীক্ষা"য় (A Study in Scarlet) তুমি যে ঘটনাকে স্মরণীয় করে রেখেছ সেই সময়েও আমি খুব অর্থকরী না হলেও একটা মোটামুটি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছি। তুমি ভাবতেও পার না যে, এ-পথ প্রথম দিকে আমার কাছে কত বন্ধুর ছিল এবং সাফল্য অর্জনের জন্য আমাকে কতদিন অপেক্ষা করে থাকতে হয়েছিল।

'প্রথম লন্ডনে এসে আমি বৃটিশ মিউজিয়মের ঠিক বাঁকটার মুখে মন্টেগু স্ট্রীটে একটা বাসা পাই। হাতে প্রচুর অবসর। বিজ্ঞানের যেসব শাখা এ লাইনে আমাকে আরও দক্ষ করে তুলতে পারবে সেইসব বই পড়েই তখন সময় কাটত। প্রধানত প্রাক্তন সহপাঠী ছাত্রদের মারফত মাঝে মাঝে দু' চারটে কেস হাতে আসত, কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষের দিকে আমাকে ও আমার কর্মপদ্ধতিকে নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা হত। এই ধরনের তৃতীয় কেসই হল মাসগ্রেভের পূজা-পদ্ধতির ঘটনাকে নিয়ে। সেই অভূতপূর্ব ঘটনা-শৃঙ্খল তখন যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল এবং যেসব বড় বড় ব্যাপার তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল সেখান থেকেই আমার বর্তমান প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ শুরু হয়েছিল।

'রেজিন্যাল্ড মাসগ্রেভ আমার সঙ্গে এক কলেজেই পড়ত এবং তার সঙ্গে আমার যৎসামান্য পরিচয়ও ছিল। স্নাতকশ্রেণীর ছাত্রদের কাছে সে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল না, যদিও ছাত্ররা যাকে তার অহংকার বলে মনে করত আমার কিন্তু মনে হত সেটা তার স্বভাবগত আত্মপ্রত্যয়ের অভাবকে ঢাকবার জন্য প্রচেষ্টা মাত্র। তার চেহারা খুবই অভিজাত-সুলভ, সরু উঁচু নাক, বড় বড় চোখ, আচরণে আভিজাত্যের প্রকাশ। এ রাজ্যের একটি অন্যতম প্রাচীন বংশের সে সন্তান।

তার পূর্বপুরুষেরা বিগত ষোড়শ শতাব্দীতে উত্তরাঞ্চলীয় মাসগ্রেভ-বংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পশ্চিম সাসেক্সে বসবাস শুরু করে। সে অঞ্চলের হার্লস্টোনের জমিদার-বাড়ি সম্ভবত এদেশের প্রাচীনতম বাসভবন। জন্মস্থানের স্পর্শ যেন সব সময় তাকে ঘিরে থাকত। তার ম্লান তীক্ষ্ণ মুখ আর উন্নত মাথার দিকে তাকালেই আমার মনে পড়ে যেত ধূসর খিলান আর বড় বড় জানালা আর সামন্ত-তান্ত্রিক জীবনযাত্রার নানা সম্মানার্হ ক্ষয়িষ্ণু বিধি-ব্যবস্থার কথা। মাঝে মাঝেই আমাদের মধ্যে কথাবার্তা হত। মনে পড়ছে, অনেক সময়ই সে আমার পর্যবেক্ষণ ও অনুমান পদ্ধতির প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশ করত।

'চার বছর তার সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ ছিল না। তারপর একদিন সকালে সে আমার মন্টেগু স্ট্রীটের ঘরে এসে হাজির হল। একটুখানি বদলে গেছে। কেতাদুরস্ত যুবকের মতই সাজ-পোশাক—সব সময়ই সে একটু বাবু ধরনের—এবং আগেকার মতই শান্ত, শিষ্ট আচরণ।

'সহৃদয় কর-মর্দনের পরে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "তোমার সব খবর কি মাসগ্রেভ?"

'সে বলল, "বাবার মৃত্যু সংবাদ তুমি হয় তো শুনেছ। দু' বছর আগে তিনি চলে গেছেন। তখন থেকে হার্লস্টোনের বিষয়-সম্পত্তি আমাকেই দেখাশোনা করতে হচ্ছে। তাছাড়া জেলার সদস্য হিসাবে খুবই ব্যস্ত থাকতে হয়। হোমস, তোমার যে সমস্ত ক্ষমতা দিয়ে তুমি আমাদের তাক লাগিয়ে দিতে, শুনেছি এখন নাকি তুমি সে ক্ষমতাকে বাস্তবে প্রয়োগ করছ।"

'বললাম, "হ্যাঁ, বুদ্ধির দৌলতে জীবিকা অর্জনের পথই বেছে নিয়েছি।"

"শুনে খুশি হলাম, কারণ এসময়ে তোমার পরামর্শ আমার কাছে খুবই মূল্যবান। হার্লস্টোনে কিছু কিছু অদ্ভুত ব্যাপার ঘটছে। পুলিশ তার উপর কোনরকম আলোকপাতই করতে পারছে না। সত্যি সে এক অসাধারণ দুর্বোধ্য ব্যাপার।"

"ওয়াটসন, তুমি নিশ্চয়ই কল্পনা করতে পার, কী আগ্রহ নিয়ে আমি তার কথাগুলো শুনলাম। বেশ কয়েক-মাস নিষ্কর্মা অবস্থায় থেকে যে সুযোগের অপেক্ষায় আমি হা-পিত্যেস করে বসেছিলাম, সেই সুযোগ আমার হাতের মধ্যে এসেছে। মনে মনে আমার বিশ্বাস ছিল, যেখানে অন্যরা অকৃতকার্য হয়েছে আমি সেখানে কৃতকার্য হতে পারব। এতদিনে আত্ম-পরীক্ষার সুযোগ পেলাম।"

'বললাম, "দয়া করে সব কথা খুলে বল।"

'রেজিন্যাল্ড মাসগ্রেভ আমার উল্টোদিকে বসে আমার দেওয়া সিগারেটে আগুন ধরাল।

'তারপর বলতে শুরু করল, "তোমার জানা দরকার যে আমি অবিবাহিত হলেও হার্লস্টোনে আমাকে অনেক দাস-দাসী রাখতে হয়েছে। বাড়িটা এত বড় আর ছড়ানো-ছিটানো যে তত্ত্ব-তালাস করতে অনেক লোকজনের দরকার। তাছাড়া শিকারের মরশুমে অনেক লোকজনও আসে। কাজেই হাত টানলে চলে না। মোট আটটি দাসী, রাঁধুনি, খানসামা, দুটি চাকর ও একটি ছোকরা। বাগান আর আস্তাবলের জন্য অবশ্য আলাদা লোক আছে।

"এই সব লোকজনের মধ্যে খানসামা রাল্টনই সব চাইতে পুরনো লোক। বাবা যখন তাকে প্রথম চাকরি দেন

তখন সে ছিল একজন বেকার স্কুল-শিক্ষক। কর্মোদ্যম ও চরিত্রগুণে শীঘ্রই সে বাড়ির পক্ষে অপরিহার্য হয়ে উঠল। বাড়ন্ত গড়নের সুন্দর যুবক, চমৎকার কপাল, এবং যদিও সে বিশ বছর যাবৎ আমাদের কাছে আছে এখনও তার বয়স চল্লিশের বেশী হবে না। সে বেশ কয়েকটা ভাষা বলতে পারে এবং প্রায় সব রকম তারের যন্ত্র বাজাতে পারে। কাজেই এটা খুবই আশ্চর্য যে, নিজের চেহারার সুবিধা এবং অসাধারণ গুণপনা সত্ত্বেও সে এতকাল এ ধরনের কাজ নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে আছে। তবে আমার মনে হয়, সে বেশ আরামেই আছে এবং কোনরকম পরিবর্তন ঘটাবার মত উৎসাহ ও উদ্যম তার নেই। যারা আমাদের বাড়িতে আসে সকলেই হার্লস্টোনের খানসামার কথা মনে করে রাখে।

"কিন্তু এই সর্বাঙ্গসুন্দর লোকটির একটি ত্রুটি আছে। তার মধ্যে অল্পবিস্তর ডন জুয়ানের ভাব আছে। বুঝতেই পারছ, তার মত একটা লোকের পক্ষে শান্ত গ্রামাঞ্চলে সে ভূমিকা পালন করা খুব শক্ত ব্যাপার নয়।

"তার বিয়ের পরে অবশ্য সব ঠিক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বিপত্নীক হবার পর থেকেই তাকে নিয়ে আমাদের অসুবিধার শেষ নাই। কয়েকমাস আগে আমাদের দ্বিতীয় দাসী র‍্যাশেল হাউয়েলসের সঙ্গে যখন তার বিয়ের কথা হল তখন আশা করেছিলাম সে আবার সংসারী হবে। কিন্তু তারপরেই তাকে ছেড়ে দিয়ে সে আমাদের প্রধান পক্ষী-রক্ষকের মেয়ে জ্যানেট ট্রেগেলিসকে নিয়ে পড়েছে। র‍্যাশেল খুব ভাল মেয়ে, কিন্তু ওয়েলসের মানুষদের মতই তার মেজাজটা উত্তেজনাপ্রবণ। হঠাৎ তার মাথার গোলমাল দেখা দিয়েছে এবং এখন—অন্তত গতকাল পর্যন্ত—সে তার পূর্ব-সপ্তার এক কালো-চোখ ছায়ার মত বাড়িময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। হার্লস্টোনে এই আমাদের প্রথম নাটক। কিন্তু দ্বিতীয় নাটক এসে এটাকে আমাদের মন থেকে সরিয়ে দিল, আর তার প্রস্তাবনা হল খানসামা ব্রাণ্টনের অপমান ও বরখাস্তের ভিতর দিয়ে।

"ব্যাপারটা এইভাবে ঘটেছে। আগেই বলেছি, লোকটি বুদ্ধিমান, আর বুদ্ধিই তার কাল হল, কারণ নানা অব্যাপারেসু ব্যাপারে তার মনে একটা অদম্য কৌতূহলের উদ্রেক হত। তার ফলে সে কতদূর পর্যন্ত যেতে পারে আমার ধারণা ছিল না। কিন্তু নেহাতই আকস্মিক একটা ঘটনায় আমার চোখ খুলে গেল।

"আগেই বলেছি যে আমাদের বাড়িটা বেশ ছড়ানো। গত সপ্তাহের একদিন রাতে—সঠিক বলতে গেলে বৃহস্পতিবার রাতে—খাবারের পরে বোকার মত এক কাপ কড়া কফি পান করায় কিছুতেই ঘুম আসছিল না। রাত দুটো পর্যন্ত লড়াই করে যখন বুঝলাম যে ঘুমের চেষ্টা বৃথা, তখন যে উপন্যাসটা পড়ছিলাম সেটাতেই মন দেবার জন্য মোমবাতি জ্বাললাম। বইটা ছিল বিলিয়ার্ড খেলার ঘরে। তাই ড্রেসিং-গাউনটা গায়ে চড়িয়ে সেদিকেই পা বাড়ালাম।

"বিলিয়ার্ড খেলার ঘরে যেতে রুয়েক ধাপ সিঁড়ি ভেঙে নেমে লাইব্রেরী ও বন্দুক-ঘরে যাবার পথের উপর দিয়ে যেতে হয়। যেতে যেতে নীচে তাকিয়ে যখন দেখলাম লাইব্রেরীর খোলা দরজা দিয়ে একটা আলোর ছটা এসে পড়েছে তখন আমি কি রকম বিস্মিত হলাম তা তো বুঝতেই পারছ। শুতে যাবার আগে আমি নিজে বাতি নিভিয়ে দরজা বন্ধ করে গিয়েছিলাম। স্বভাবতই, প্রথমেই আমার মনে হয়েছিল চোরের কথা। হার্লস্টোনের অলিন্দ-পথের দেওয়ালে দেওয়ালে নানা ধরনের পুরনোকালের অস্ত্রশস্ত্র ঝোলানো থাকে। তার ভিতর থেকে একটা টাঙ্গি হাতে নিয়ে মোমবাতিটা রেখে পা টিপে-টিপে পথটা পার হয়ে খোলা দরজায় উঁকি দিলাম।

"লাইব্রেরিতে খানসামা ব্রাণ্টন। বেশ সুসজ্জিত অবস্থায় সে একটা আরাম-কেদারায় বসে আছে। মানচিত্রের মত দেখতে একটুকরো কাগজ তার হাঁটুর উপর মেলা। গভীর চিন্তায় মগ্ন অবস্থায় কপালটা হাতের উপর ঝুঁকে রয়েছে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে তাকে দেখতে লাগলাম। টেবিলের কোণে রাখা ছোট মোমবাতিটার আলোয় দেখলাম সে বেশ সুসজ্জিত অবস্থায় আছে। হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে সে পাশের দেরাজের কাছে গেল এবং চাবি ঘুরিয়ে একটা দেরাজ টেনে বার করল। তার ভিতর থেকে একখানা কাগজ নিয়ে নিজের জায়গায় ফিরে গেল এবং মোমবাতির আলোর সামনে সেখানা মেলে ধরে তীক্ষ্ণ মনোযোগের সঙ্গে পড়তে লাগল। সে এরকম শান্তভাবে আমাদের পারিবারিক দলিলপত্র পরীক্ষা করছে দেখে আমি ক্ষুব্ধ হয়ে এক পা অগ্রসর হতেই ব্রাণ্টন মুখ তুলে দেখতে পেল, আমি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছি। সে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। তার মুখ ভয়ে সাদা হয়ে গেল। গোড়ায় যে চার্টের মত কাগজখানা সে পড়ছিল সেটাকে বুকের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল।

'আমি বললাম, "বটে! এইভাবে তুমি তোমার উপর ন্যস্ত বিশ্বাসের প্রতিদান দিচ্ছ! কালই তুমি চাকরি ছেড়ে চলে যাবে।"

'সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত লোকের মত দৃষ্টি মেলে আমাকে অভিবাদন জানিয়ে একটি কথাও না বলে পাশ কাটিয়ে চলে

গেল। মোমবাতিটা তখনও টেবিলে ছিল ; তারই আলোয় ব্রাণ্টন যে কাগজখানা দেরাজ থেকে বের করে এনেছিল সেটাকে ভাল করে দেখলাম। কাগজখানা মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয় দেখে আমি বিস্মিত হলাম। সেটা মাসগ্রেভ পরিবারে অনুষ্ঠান নামক একটি বিশেষ প্রাচীন লোকাচারে ব্যবহৃত প্রশ্নোত্তরের একটি নকল মাত্র। এই অনুষ্ঠানটি আমাদের পরিবারের একটি বৈশিষ্ট্য। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে প্রত্যেক মাসগ্রেভকেই প্রাপ্তবয়স্ক হবার কালে এই অনুষ্ঠান পালন করতে হয়। কাজেই এটা পারিবারিক ব্যাপার। প্রত্নতাত্ত্বিকের কাছে হয় তো আমাদের বংশ-পরিচয় এবং অপরাপর দায়িত্বের মত এরও কিছুটা মূল্য আছে, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে তো এর কোনই দাম নেই।'

'আমি বললাম "কাগজখানার কথায় না হয় পরে আসা যাবে।"

একটু ইতস্তত করে সে বলল, 'তুমি যদি সত্যি প্রয়োজন মনে কর তো তাই হবে। এবার আমার কথায়ই ফিরে যাই। ব্রাণ্টনের ফেলে-যাওয়া চাবি দিয়ে দেরাজটা বন্ধ করে বেরিয়ে যাবার জন্য ঘুরতেই সবিস্ময়ে দেখলাম, খানসামাটি ফিরে এসে আমার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে।

'আবেগমথিত গলায় সে বলে উঠল, "মিঃ মাসগ্রেভ, স্যার, অসম্মান আমি সইতে পারি না স্যার। যেকাজ আমি করি তার তুলনায় অনেক বেশী গর্ব নিয়ে আমি চলি। অসম্মান আমার কাছে মৃত্যুতুল্য। আপনি যদি আমাকে হতাশার পথে ঠেলে দেন স্যার, তাহলে আমার রক্ত আপনার মাথায় পড়বে, সত্যি পড়বে। যা ঘটে গেছে তারপরে আপনি যদি আমাকে রাখতে না চান, তাহলে, ঈশ্বরের দোহাই, আমি যেন স্বেচ্ছায় যাচ্ছি এইভাবে আপনাকে এক মাসের নোটিশ দেবার সুযোগ আমাকে দিন। সে আমার সইবে মিঃ মাসগ্রেভ, কিন্তু পরিচিত লোকজনের চোখের সামনে আমাকে তাড়িয়ে দেবেন, সে আমি সহ্য করতে পারব না।"

'আমি বললাম, "কোনরকম সুবিবেচনার যোগ্য তুমি নও। তুমি অত্যন্ত জঘন্য কাজ করেছ। যাহোক, অনেকদিন তুমি এ পরিবারে আছ, তাই সকলের সামনে তোমাকে অপদস্থ করতে আমি চাই না। কিন্তু এক মাস খুব বেশী সময়। এক সপ্তাহের মধ্যে তুমি চলে যাবে এবং সেজন্য যে কোন কারণ তুমি দেখাতে পার।"

'হতাশ কণ্ঠে সে বলল, "মাত্র এক সপ্তাহ স্যার ? একপক্ষকাল—অন্তত একপক্ষকাল সময় দিন।"

'আমি পুনরায় বললাম, "ঠিক এক সপ্তাহ। এতেই তোমার প্রতি যথেষ্ট উদার ব্যবহার করা হল বলে মনে করো।"

'ভেঙ্গে-পড়া মানুষের মত বুকের মধ্যে মুখটা গুঁজে সে চলে গেল। আমিও বাতি নিভিয়ে ঘরে ফিরে গেলাম।'

'এরপর দুদিন পর্যন্ত ব্রাণ্টন খুব মনোযোগ দিয়ে কাজকর্ম করল। আমিও অতীত ঘটনা নিয়ে কোনরকম উচ্চবাচ্য না করে সে কেমন করে অসম্মানকে চাপা দেয় তাই দেখবার জন্য সকৌতূহলে অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু তৃতীয় দিন সকালে চিরাচরিত ব্যবস্থামত প্রাতরাশের পরে আমার কাছ থেকে সারা দিনের কাজকর্মের নির্দেশ নেবার জন্য সে হাজির হল না। খাবার ঘর থেকে চলে যাবার সময় দাসী র‍্যাশেল হাউয়েলসের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তোমাকে আগেই বলেছি যে সম্প্রতি সে রোগ থেকে উঠেছে। তাকে এতই ম্লান ও ফ্যাঁকাসে দেখাচ্ছিল যে কাজে আসার জন্য তাকে আমি বকুনি দিলাম।

'বললাম, "তোমার শুয়ে থাকা উচিত। আরও শক্তি সঞ্চয় করে তবে আসবে।"

'এমন অদ্ভুতভাবে সে আমার দিকে তাকাল যে তার মাথা খারাপ হয়েছে বলে আমার সন্দেহ হল।'

'সে বলল, "আমি তো যথেষ্ট বল পাচ্ছি মিঃ মাসগ্রেভ।"

'আমি বললাম, "ডাক্তার কি বলেন সেটাই আমাদের দেখতে হবে। এখনই কাজ বন্ধ কর। আর নীচে নেমে বল যে আমি ব্রাণ্টনের সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

'সে বলল, "খানসামা তো চলে গেছে।"

"চলে গেছে ! কোথায় চলে গেছে ?"

"চলে গেছে। কেউ তাকে দেখে নি। তার ঘরেও নেই। হ্যাঁ—হ্যাঁ, সে চলে গেছে—সে চলে গেছে !" চীৎকার করে হাসতে হাসতে সে দেওয়াল ঘেঁসে পড়ে গেল। তার এই আকস্মিক বিকারের আক্রমণে আতংকিত হয়ে লোকজন ডাকবার জন্য আমি ঘণ্টার দিকে ছুটে গেলাম। মেয়েটিকে তার ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। তখনও সে চীৎকার করছে আর ফুলে ফুলে কাঁদছে। ব্রাণ্টনের খোঁজ করতে লাগলাম। সে যে উধাও হয়েছে সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তার বিছানায় কেউ শোয় নি ; আগের রাতে তার ঘরে যাবার পরে কেউ তাকে দেখে নি ; অথচ কেমন করে সে বাড়ি ছেড়ে গেল তাও বোঝা যাচ্ছে না ; কারণ সকাল বেলায় তার জানালা ও দরজা বন্ধ ছিল। তার জামা-কাপড়, তার ঘড়ি, এমন কি টাকা-পয়সা পর্যন্ত ঘরেই রয়েছে—কিন্তু সে সচরাচর যে কালো সুটটি পরে সেটাও নিখোঁজ হয়েছে। তার

চটিজোড়া উধাও, কিন্তু বুট-জোড়া রেখে গেছে। রাতের বেলায় খানসামা ব্রাণ্টন তাহলে গেল কোথায়? আর এখন সে আছেই বা কেমন?

'আমরা অবশ্য বাড়ির একতলা থেকে চিলে-কোঠা অবধি খুঁজেছি, কিন্তু তার চিহ্ন পর্যন্ত কোথাও নেই। আগেই বলেছি, এই পুরনো বাড়িটা যেন একটা গোলকধাঁধা, বিশেষ করে এর মূল অংশটা যেখানে এখন কেউ বাসও করে না। কিন্তু সমস্ত ঘর-বারান্দা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও নিখোঁজ লোকটার কোন পাত্তা মেলে নি। জিনিসপত্র সব ফেলে রেখে সে চলে গেছে, এটা আমার কাছে অবিশ্বাস্য বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু সে গেল কোথায়? স্থানীয় পুলিশকে ডেকেছিলাম, কোন ফল হয় নি। আগের রাতে বৃষ্টি হয়েছিল। বাড়ির চারদিকের লন এবং পথ সব আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি, কিন্তু সব বৃথা। এই রকম অবস্থায় একটা নতুন ঘটনা এসে আমাদের সব মনোযোগের মূল রহস্য ঘুরিয়ে দিল।

'দু'দিন ধরে র‍্যাশেল হাউয়েল্‌স্ খুবই অসুস্থ; কখনও বিকারগ্রস্ত, কখনও বা মূর্চ্ছিত; তাই রাতের বেলা তার পাশে জেগে থাকবার জন্য একটি নার্স ঠিক করা হয়েছে। ব্রাণ্টনের নিখোঁজ হবার তৃতীয় রাত্রে রোগিণীকে ভালভাবে ঘুমুতে দেখে নার্স আরাম-কেদারায় শুয়ে একটুখানি ঘুমিয়ে পড়েছিল। খুব ভোরে ঘুম ভাঙতেই দেখে বিছানা খালি, জানালা খোলা, আর রোগিণী নিশ্চিহ্ন। তৎক্ষণাৎ আমাকে ডেকে তোলা হল। সঙ্গে সঙ্গে দুটি চাকরকে সঙ্গে নিয়ে নিখোঁজ মেয়েটির সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম। সে যে কোন্ দিকে গেছে বোঝা শক্ত ছিল না, কারণ তার জানালার নীচ থেকেই তার পায়ের দাগ অনুসরণ করে লন পার হয়ে আমরা হ্রদের ধারে গিয়ে পৌঁছলাম। ঠিক সেখান থেকেই পায়ের দাগ মুছে গেছে, অথচ সেখান থেকেই বাইরে যাবার পাকা রাস্তা শুরু। হ্রদের জল আট ফুট গভীর। কাজেই যখন দেখতে পেলাম, তার তীরে পৌঁছেই বিকারগ্রস্ত মেয়েটির পায়ের দাগ মিলিয়ে গেছে, আমাদের তখনকার মনের অবস্থা তুমি বুঝতেই পারছ।

'সঙ্গে সঙ্গে জেলেদের ডাকা হল। তারা মৃতদেহটার খোঁজে জলে নামল। কিন্তু তার কোন হদিস মিলল না। অপরপক্ষে, একটা অপ্রত্যাশিত বস্তু তুলে আনল। একটা কাপড়ের থলে আর তার মধ্যে একখণ্ড পুরনো মরচে-ধরা রং-চটা ধাতুর পাত ও কতকগুলো মেটে-রঙের পাথর বা স্ফটিকের টুকরো। হ্রদের জলে এই অদ্ভুত জিনিসগুলি ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না এবং গতকাল যথাসম্ভব খোঁজ-খবর করেও র‍্যাশেল হাউয়েল্‌স্ বা রিচার্ড ব্রাণ্টনের পরিণামের কথা আমরা কিছুই জানতে পারি নি। স্থানীয় পুলিশ বিমূঢ়, আর আমি এসেছি তোমার কাছে শেষ ভরসা হিসাবে।"

'ওয়াটসন, তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছ কতখানি আগ্রহের সঙ্গে এই অসাধারণ ঘটনাবলী আমি শুনেছিলাম, এবং সেগুলিকে একসঙ্গে গেঁথে এমন একটা সূত্র উদ্ভাবনের জন্য চেষ্টা করেছিলাম যাকে কেন্দ্র করে সব ঘটনা ঝুলে ছিল।

'খানসামা চলে গেছে। দাসী চলে গেছে। দাসী খানসামাকে ভালবাসত, কিন্তু পরে তাকে ঘৃণা করবার মত যথেষ্ট কারণ তার ছিল। ওয়েল্‌স্‌বাসীর রক্ত তার দেহে, তাই তার স্বভাব উগ্র ও আবেগপ্রবণ। লোকটির অন্তর্ধানের পর তাই সে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু অদ্ভুত বস্তুসমেত একটা থলে সে হ্রদের জলে ছুঁড়ে ফেলেছিল। এই বিষয়গুলিই বিবেচনা করতে হবে, অথচ এর কোনটাই মূল ব্যাপার নয়। এই ঘটনা-শৃঙ্খলের শুরু কোথায়? সেখানেই আছে—এই জট-পাকানো শিকলের শেষ পরিণতি।'

'আমি তখন বললাম, "মাসগ্রেভ, চাকরি হারাবার ঝুঁকি নিয়েও তোমাদের খানসামা যে কাগজখানা পড়া জরুরী বলে মনে করেছিল সেটা আমি দেখতে চাই।"

'সে জবাব দিল, "আমাদের এই অনুষ্ঠান একটা অবাস্তব ব্যাপার। তবে একটা প্রাচীনতার ছাপ এতে আছে। সেই অনুষ্ঠানের প্রশ্নোত্তরের একটা নকল আমার কাছে রয়েছে, তুমি ইচ্ছা করলে চোখ বুলিয়ে নিতে পার।"

'ওয়াটসন, এই যে কাগজখানা তুমি দেখছ এটাই সে আমাকে দিয়েছিল। আর এই সেই আশ্চর্য প্রশ্নোত্তর প্রত্যেক মাসগ্রেভ-বংশধরকে বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে যার সম্মুখীন হতে হয়। ঠিক যেমনটি লেখা রয়েছে সেইভাবেই তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছিঃ

"এটা কার ছিল?

"যে চলে গেছে তার।

"এটা কে পাবে?

"যে আসবে সে।

"কোন্ মাস ছিল?

"প্রথম থেকে ষষ্ঠ।

"সূর্য কোথায় ছিল?

"ওক গাছের মাথায়।

www.boiboi.net

"ছায়া কোথায় ছিল?

"দেবদারুর নীচে।

"কেমন করে এসেছিল?

"উত্তরে দশ এবং দশ, পূর্বে পাঁচ এবং পাঁচ, দক্ষিণে দুই এবং দুই, পশ্চিমে এক এবং এক, আর তাই নীচে।

"এর বিনিময়ে আমরা কি দেব?

"আমাদের যথাসর্বস্ব।

"কেন দেব?

"নির্ভরতার জন্য।"

'মাসগ্রেভ কথা বলল, "মূল কাগজে কোন তারিখ নেই, তবে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের বানান অনুসারে লিখিত। অবশ্য আমার আশংকা হচ্ছে, রহস্য-সমাধানের কাজে এর থেকে তোমার কোন লাভ হবে না।"

'আমি বললাম, "অন্তত আর একটা রহস্য তো এর থেকে পেলাম, আর সেটা প্রথমটা থেকেও বেশী আকর্ষণীয়। এমনও হতে পারে যে, একটার সমাধানেই অপরটির সমাধানও মিলবে। দেখ মাসগ্রেভ, তোমাদের খানসামাটি খুবই চতুর লোক, এবং তার প্রভুদের দশ পুরুষের চাইতে তার অন্তর্দৃষ্টি স্বচ্ছতর—একথা যদি বলি তাহলে আমাকে ক্ষমা করো।"

www.boiRboi.net

'মাসগ্রেভ বলল, "তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না। আমার তো মনে হয় এ কাগজটার কোন বাস্তব গুরুত্বই নেই।"

"কিন্তু আমার কাছে এটা খুবই বাস্তব বলে মনে হচ্ছে, আর আমি মনে করি ব্রাণ্টনেরও সেই মত। যে রাতে তুমি তাকে ধরে ফেলেছিলে, সম্ভবত তার আগেই সে কাগজখানা দেখেছিল।"

"খুবই সম্ভব। ওটাকে লুকোবার কোন চেষ্টাই আমরা করি নি।"

"আমার মনে হয়, সেদিন সে শেষ মুহূর্তে নিজের স্মৃতিকে ঝালিয়ে নিতে চেয়েছিল। আরও মনে হয়, তার কাছে মানচিত্র বা চার্ট জাতীয় একটা কিছু ছিল যা সে পাণ্ডুলিপির সঙ্গে মিলিয়ে নিচ্ছিল এবং তুমি হাজির হওয়ায় সেটাকে পকেটে পুরে ফেলে।"

"ঠিক কথা আমাদের পরিবারের এই প্রাচীন অনুষ্ঠান দিয়ে সে কি করবে? আর এই অর্থহীন বাক্যগুলিরই বা মানে কি?"

'আমি বললাম, "সেটা বের করতে খুব কষ্ট হবে বলে মনে করি না। তোমার অনুমতি হলে আমরা সাসেক্স যাবার প্রথম ট্রেনটি ধরতে চাই এবং ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে ব্যাপারটার গভীরে প্রবেশ করতে চাই।"

'সেদিন বিকেলেই দু'জনে হার্লস্টোন পৌঁছলাম। সম্ভবত সেই বিখ্যাত প্রাচীন অট্টালিকার ছবি তুমি দেখেছ এবং তার বর্ণনাও পড়েছ। তাই আমি শুধু এইটুকু বলব যে, বাড়িটার আকৃতি ইংরেজি অক্ষর L এর মত, তার লম্বা বাহুর দিকটা অপেক্ষাকৃত আধুনিক অংশ এবং ছোট বাহুর দিকটাই মূল বাড়ি যার সঙ্গে অন্যটা পরে যুক্ত হয়েছে। সেই পুরনো অংশের মাঝ-বরাবর ভারী লিণ্টেল-টানা দরজার উপর খোদাই করে তারিখ লেখা ১৬০৭, কিন্তু বিশেষজ্ঞরা এবিষয়ে একমত যে সে বাড়ির বরগা ও পাথরের দেওয়াল তার চেয়েও পুরনো। অত্যধিক মোটা দেওয়াল আর ক্ষুদে ক্ষুদে জানালার জন্য বোধ হয় মাসগ্রেভ পরিবারের লোকেরা বিগত শতাব্দীতে নতুন অংশটি তৈরী করে। পুরনো অংশটা কখনও-কখনও ব্যবহার হলেও গুদাম-ঘর বা ভূগর্ভস্থ কুঠুরি হিসাবেই ব্যবহার করা হয়। প্রাচীন ধরনের সব গাছে সজ্জিত একটা সুন্দর বাগান বাড়িটার চারদিক ঘিরে রয়েছে, আর যে হ্রদের কথা আমার মক্কেল উল্লেখ করেছে সেটা বৃক্ষ শ্রেণীর খুব কাছে—বাড়িটা থেকে প্রায় দু'শ' গজ দূরে।

'দেখ ওয়াটসন, এর মধ্যেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যে এর মধ্যে তিনটি স্বতন্ত্র রহস্য নেই, রহস্য একটি মাত্র, এবং আমি যদি মাসগ্রেভ বংশের অনুষ্ঠান-মন্ত্রটি ঠিক মত পড়তে পারি তাহলেই সে সূত্রটি আমার হাতের মুঠোয় এসে যাবে যার সাহায্যে আমি খানসামা ব্রাণ্টন ও দাসী হাউয়েলসের প্রকৃত তথ্যে পৌঁছতে পারব। সুতরাং সেদিকেই আমার সর্বশক্তি নিয়োগ করলাম। খানসামাটি এই প্রাচীন সংকেতটি জানবার জন্য এতটা আগ্রহী হল কেন? তার কারণ নিশ্চয় এই—এর মধ্যে সে এমন কিছু দেখতে পেয়েছে যা বংশ বংশ ধরে গ্রাম্য জমিদারদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে, অথচ যার থেকে তার কিছু ব্যক্তিগত সুবিধা হবে বলে আশা করেছে। সেটা তাহলে কি, এবং তার দ্বারা তার ভাগ্যই বা কিভাবে প্রভাবিত হয়েছে?

'অনুষ্ঠান-মন্ত্রটি পড়ে আমি পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলাম যে, মাপজোকগুলো নিশ্চয় এমন কোন স্থানকে নির্দেশ করছে বাকি দলিলটায় যার উল্লেখ রয়েছে, এবং সেই স্থানটা যদি খুঁজে বার করতে পারি তাহলে মাসগ্রেভ বংশের পূর্বপুরুষরা কোন্ রহস্যকে এমন একটা অদ্ভুত অনুষ্ঠানের পবিত্রতার আবরণে ঢেকে রাখা প্রয়োজন মনে করেছিলেন সেটাকে জানবার পথেও আমরা অনেকখানি এগিয়ে যেতে পারব। গোড়াতেই দুটো নির্দেশ আমরা

পাচ্ছি,—একটা ওক, অন্যটা দেবদারু। ওক গাছটি সম্পর্কে কোন প্রশ্নই ওঠে না। বাড়ির ঠিক সামনে পথের বাঁ দিকে দাঁড়িয়ে আছে এক ওক-বনস্পতি—ও রকম একটা অপূর্ব মহীরুহ আমি কদাচিৎ দেখেছি।

'গাছটার পাশ দিয়ে যেতে যেতে আমি বললাম, "ওই অনুষ্ঠান-মন্ত্র যখন রচিত হয়েছিল গাছটা তখনও ওখানে ছিল?"

'সে জবাব দিল, "খুব সম্ভব নর্মান বিজয়ের সময়ও ওটা ওখানে ছিল। ওটার বেড় তেইশ ফুট।"

'এখানেই আমার নির্দিষ্ট একটা পয়েন্ট পেয়ে গেলাম।

'প্রশ্ন করলাম, "কোন প্রাচীন দেবদারু গাছ তোমাদের আছে?"

"ওই ওখানে একটা খুব প্রাচীন দেবদারু গাছ ছিল, কিন্তু দশ বছর আগে গাছটা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় এবং কেটে ফেলা হয়।"

"গাছটা কোথায় ছিল দেখাতে পার?"

"হ্যাঁ।"

"আর কোন দেবদারু গাছ নেই?"

"প্রাচীন গাছ নেই, তবে অনেক বাঁচ-গাছ আছে।"

"গাছটা কোথায় ছিল দেখতে চাই।"

'একটা ছোট গাড়িতে আমরা যাচ্ছিলাম। বাড়িতে না ঢুকে মক্কেল সঙ্গে সঙ্গে আমাকে মাঠের মধ্যে সেইখানে নিয়ে গেল যেখানে একদা দেবদারু গাছটা ছিল। স্থানটা ওক গাছ ও বাড়ির প্রায় মাঝামাঝি জায়গায়। মনে হল, আমার তদন্ত বেশ ভালই অগ্রসর হচ্ছে।

'আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "দেবদারু গাছটা কতটা উঁচু ছিল সেটা জানা বোধ হয় অসম্ভব?"

"আমি এখনই বলে দিতে পারি। গাছটা ছিল চৌষট্টি ফুট উঁচু।"

'আমি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম, "কেমন করে জানলে?"

"আমার বৃদ্ধ শিক্ষক যখনই ত্রিকোণমিতির অংক দিতেন তখনই উচ্চতা পরিমাপের অংক দিতেন। তাই ছেলেবেলায়ই জমিদারীর ভিতরকার সব গাছ ও বাড়ির অংক আমি কসে ফেলেছিলাম।"

'একেই বলে ভাগ্যের অপ্রত্যাশিত স্পর্শ। আশাতিরিক্ত দ্রুতগতিতে সব মালমশলা আমার হাতে আসতে লাগল।

প্রশ্ন করলাম, "বল তো, তোমাদের খানসামা কি কখনও এ ধরনের প্রশ্ন করেছে?"

'রেজিন্যাল্ড মাসগ্রেভ সবিস্ময়ে আমার দিকে তাকাল। বলল, "তুমি মনে করিয়ে দিলে তাই বলছি, কয়েক মাস আগে আমাদের সাহিসের সঙ্গে তর্কাতর্কির প্রসঙ্গে ব্রাণ্টন গাছটার উচ্চতা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল।"

"খবরটা খুবই চমৎকার ওয়াটসন, কারণ এর থেকেই বুঝতে পারলাম যে আমি ঠিক পথেই চলেছি।" সূর্যের দিকে তাকালাম। আকাশে সূর্য ঢলে পড়েছে। হিসাব করে দেখলাম, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সূর্য প্রাচীন ওক গাছটার একেবারে মাথায় শাখা-প্রশাখার উপর এসে পড়বে। তাহলেই অনুষ্ঠান-মন্ত্রের একটা শর্ত পূর্ণ হবে। আর দেবদারুর ছায়া নিশ্চয় ছায়ার শেষপ্রান্ত বোঝায়, অন্যথায় গাছের গুঁড়িটাকেই নির্দেশ হিসাবে বেছে নেওয়া হত। কাজেই এর পরেই আমাকে খুঁজে দেখতে হবে সূর্য ওক গাছটাকে ছাড়িয়ে যাবার পর দেবদারু গাছের ছায়ার শেষ প্রান্ত কোথায় পড়ে।'

'কিন্তু হোমস, সেটা তো খুব শক্ত কাজ হবার কথা, কারণ গাছটা তো তখন সেখানে আর নেই।'

'দেখ, অন্তত এটুকু আমি জানতাম যে ব্রাণ্টন যদি সেকাজ পেরে থাকে তাহলে আমিও পারব। তাছাড়া, আসলে কাজটা শক্ত ছিল না। মাসগ্রেভের সঙ্গে তাদের পড়ার ঘরে গিয়ে নিজেই ছুরি দিয়ে এই কাঠের গোঁজটা তৈরী করলাম এবং এক গজ অন্তর অন্তর গিঁট-দেওয়া এই লম্বা দড়িটা তার সঙ্গে বাঁধলাম। তারপর ছ' ফুট লম্বা একটা মাছ-ধরা ছিপ নিয়ে মক্কেলের সঙ্গে যেখানে দেবদারু গাছটা ছিল সেখানে গেলাম। সূর্য তখন ওক গাছের মাথায় আলো ফেলেছে। ছিপটাকে দাঁড় করিয়ে তার ছায়ার দিকটা মাপলাম। ছায়াটা ন'ফুট লম্বা।

'হিসাবটা কিন্তু খুবই সোজা। ছ'ফুট একটা লাঠির ছায়া যদি ন'ফুট হয়, চৌষট্টি ফুট গাছের ছায়াটা হবে ছিয়ানব্বুই ফুট এবং দুটো ছায়া নিশ্চয় একই রেখায় হবে। ততটা দূরত্ব মেপে দেখা গেল, আমরা প্রায় বাড়ির দেওয়ালের কাছে পৌঁছে গেছি। সেইখানে কাঠের গোঁজটাকে মাটিতে পুঁতে দিলাম। তারপর যখন দেখতে পেলাম গোঁজটার ঠিক দু' ইঞ্চির মধ্যে খানিকটা গোলাকার নীচু জমি রয়েছে, তখন যে আমার কি আনন্দ হল সে তো তুমি বুঝতেই পারছ ওয়াটসন। বুঝতে পারলাম ব্রাণ্টনই মাপ-জোক করে এই চিহ্নটি করেছিল। অতএব আমি তাকে ঠিক ধাওয়া করে চলেছি।

'এবার সেখানে থেকে পা ফেলতে লাগলাম। অবশ্য তার আগেই আমার পকেট-কম্পাসের সাহায্যে চারটি দিক আমি ঠিক করে নিয়েছি। বাড়ির দেওয়াল বরাবর সমান্তরাল রেখায় প্রতি পায়ে দশবার করে পদক্ষেপ করে ঠিক সেই

জায়গাতে আবার একটা গোঁজ পুঁতলাম। তারপর বেশ সতর্কতার সঙ্গে পূব দিকে পাঁচ পা এবং দক্ষিণ দিকে দু' পা করে এগোলাম। এইভাবে পৌঁছে গেলাম পুরনো দরজার একেবারে চৌকাঠের কাছে। পশ্চিম দিকে দু' পায়ের মানে তাহলে দাঁড়াল যে এবার আমাকে পাথর-বাঁধানো পথ ধরে দু' পা যেতে হবে, আর এইটেই হল অনুষ্ঠান মন্ত্রে নির্দেশিত স্থান।

'ওয়াটসন, জীবনে কখনও আমি হতাশার এমন শীতল প্রবাহ অনুভব করি নি। সেই মুহূর্তে আমার মনে হল যে, আমার হিসাবে নিশ্চয়ই কোন মৌলিক ভুল হয়েছে। অস্তগামী সূর্যের আলো এসে পড়েছে সে পথের উপর অথচ চোখের সামনে দেখছি, বহুপদলাঞ্ছিত যে পুরনো ধূসর রঙের পাথর দিয়ে পথটা বাঁধানো সেগুলি সবই সিমেন্ট দিয়ে শক্তভাবে গাঁথা এবং সেগুলি নিশ্চয়ই বহু বৎসর ধরে অনড় অবস্থায় রয়েছে। ব্রাণ্টন তাহলে এখানে কিছু করে নি। মেঝেটা ঠুকে ঠুকে দেখলাম, সব জায়গায় একই রকম শব্দ, কোনরকম ফাটল বা গর্তের চিহ্নমাত্র নেই। আমি কোন্ পথে অগ্রসর হচ্ছি সেটা বুঝতে পেরে এবং আমার মতই উত্তেজিত হয়ে মাসগ্রেভ আমার হিসাবটা পরীক্ষা করবার জন্য তার পাণ্ডুলিপিটা বের করল।

www.banglainternet.com

"আর তাই নীচে," সে চেঁচিয়ে উঠলঃ "তুমি কিন্তু 'আর তাই নীচের' কথাগুলি বাদ দিয়েছ।"

'আমি ভেবেছিলাম এর অর্থ সেখানে খুঁড়তে হবে, কিন্তু এবার বুঝতে পারলাম যে আমার ভুল হয়েছিল। চীৎকার করে আমি বললাম, "তাহলে এর নীচে একটা ভূগর্ভস্থ কুঠুরি আছে?"

"হ্যাঁ। এ বাড়ি যতদিনের সেটাও ততদিনের পুরনো। এই দরজা দিয়ে ঢুকেই নীচে।"

'একটা ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেলাম। আমার সঙ্গী দেশলাইয়ের কাঠি ঠুকে এক কোণে পিপের উপরে রাখা বড় লণ্ঠনটা জ্বালাল। এক মুহূর্তে বুঝতে পারলাম, অবশেষে আমরা ঠিক জায়গায় পৌঁছে গেছি, আর সম্প্রতি কেবলমাত্র আমরাই যে এখানে এসেছি তা নয়।

'কাঠের গুদাম হিসাবে ঘরটা ব্যবহার করা হত। কিন্তু যেসব কাঠের টুকরো মেঝেয় ছড়ানো ছিল সেগুলিকে এক-পাশে সরিয়ে রেখে মাঝখানে বেশ খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করা হয়েছে। সেখানে পড়ে রয়েছে একখানা বড় ভাঁরী পাথরের টালি। তার মাঝখানে একটা মড়চে-ধরা লোহার আংটা লাগানো। আর তাইতে জড়ানো রয়েছে একটা পুরু মেষপালকদের চৌখুপিকাটা গলাবন্ধ।

'আমার মক্কেল চেঁচিয়ে উঠল, "হা ভগবান! এটা যে ব্রাণ্টনের গলাবন্ধ তা আমি হলফ করে বলতে পারি, এটা তাকে পরতে দেখেছি। সে বদমাসটা এখানে কি করছিল?"

'আমার কথামত দু'জন পুলিশকে ডেকে পাঠান হল। তারপর গলাবন্ধটা ধরে সেই টালিটাকে টেনে তুলতে চেষ্টা করলাম। আমার টানে একটুখানি নড়ল মাত্র। তখন একজন কনস্টেবলের সহায়তায় সেটাকে এক পাশে সরাতে সক্ষম হলাম। নীচে একটা কালো সুড়ঙ্গের মুখ যেন হা করে আছে। সকলেই নীচে উঁকি দিলাম আর মাসগ্রেভ হাঁটু গেড়ে বসে লণ্ঠনটা নামিয়ে ধরল। সাত ফুট গভীর চার বর্গফুট মাপের একটা চতুষ্কোণ ছোট ঘর দেখতে পেলাম। তার একপাশে রয়েছে একটা মজবুত পেতলে বাঁধানো কাঠের বাক্স। তার ডালাটা উপরের দিকে লাগানো। আর এই অদ্ভুত পুরনো ধরনের চাবিটা তালার ভিতর থেকে বেরিয়েছিল। বাক্সটার উপরে পুরু ধুলো জমেছিল। তাতে ছিল স্যাঁতা-পড়া দাগ। পোকায় কেটে বাক্সের কাঠকে ঝাঝরা করে দিয়েছে। ফলে তার ভিতরে অজস্র ছত্রাক জন্মেছে। আমার কাছে যেরকম দেখছ এইরকম কতকগুলি ধাতুর চাকতি নিশ্চয়ই পুরনো মুদ্রা—বাক্সটার তলায় ছড়িয়েছিল। এ ছাড়া আর কিছু ছিল না।

'ঠিক সেই মুহূর্তে পুরনো বাক্সটার কথা আমাদের মনে ছিল না, কারণ আমাদের সবক'টি চোখ তখন নিবদ্ধ ছিল বাক্সটার পাশে কুঁকড়ে-পড়ে-থাকা জিনিসটার উপর। সেটা কালো স্যুট পরা একটা মানুষের দেহ। লোকটা হাঁটুর উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে। তার কপাল বাক্সের কোণায় ঝুলে রয়েছে, আর দুটো হাত ছড়িয়ে রয়েছে বাক্সটার দুই পাশে। ফলে সব রক্ত তার মুখে উঠে এসেছে। সে অবস্থায় সেই বিকৃত যকৃৎ-রঙের মুখটা কেউ চিনতে পারত না, কিন্তু দেহটাকে ধরে খাড়া করে তুলতেই তার উচ্চতা, তার পোশাক ও তার চুল দেখেই আমার মক্কেল বুঝতে পারল যে, এই তাদের নিখোঁজ খানসামা। কয়েকদিন আগেই সে মারা গেছে, কিন্তু কেমন করে তার এই ভয়ংকর পরিণতি ঘটল সেটা বুঝবার মত কোন আঘাত বা আঁচড়ের দাগ তার দেহে ছিল না। ভূগর্ভস্থ কুঠুরি থেকে তার দেহটা যখন নিয়ে আসা হল, তখন আমরা যে দুর্ভেদ্য সমস্যা নিয়ে কাজ শুরু করেছিলাম তারই অনুরূপ আর একটি দুর্ভেদ্য সমস্যা আমাদের সামনে দেখা দিল।

'আমি স্বীকার করছি ওয়াটসন, এতদূর পর্যন্ত আমার তদন্তের ফলাফল দেখে আমাকে নিরাশ হতে হয়েছিল। আমি ভরসা করেছিলাম যে, অনুষ্ঠানমন্ত্রে উল্লেখিত স্থানটি

বের করতে পারলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু সেখানে তো আমি ঠিকই হাজির হয়েছিলাম, অথচ এতটা ব্যাপক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করে মাসগ্রেভদের পূর্বপুরুষ কোন বস্তু লুকিয়ে রেখেছিল সেটা তো এখনও জানতে পারলাম না। এটা ঠিকই যে ব্রাণ্টনের পরিণামের উপর আমি আলোকপাত করতে পেরেছি, কিন্তু এখনও তো আমাকে জানতে হবে, কেমন করে তার এই পরিণাম ঘটল এবং নিখোঁজ স্ত্রীলোকটিই বা এ ব্যাপারে কোন্ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ঘরের কোণের একটা ছোট পিপের উপর বসে সমস্ত বিষয়টা আর একবার খুব সতর্কভাবে চিন্তা করতে লাগলাম।

'এ রকম ক্ষেত্রে আমার পদ্ধতি তো তুমি জান ওয়াটসন: আমি নিজেকে লোকটার জায়গায় বসাই, এবং প্রথমে তার বুদ্ধির পরিমাপ করে নিয়ে কল্পনা করতে চেষ্টা করি, অনুরূপ অবস্থায় আমি নিজে কি করতাম। এক্ষেত্রে অবশ্য ব্রাণ্টনের বুদ্ধি প্রথম শ্রেণীর হওয়াতে বিষয়টা বেশ সহজ হয়েছিল, কারণ জ্যোতির্বিদদের ভাষায় যাকে ব্যক্তিগত সমীকরণ বলে তার দরুন কোনরকম বিশেষ ছাড় দেওয়ার কোন প্রয়োজনই এক্ষেত্রে ছিল না। সে জেনেছিল যে মূল্যবান কিছু দ্রব্য লুকনো আছে। সে স্থানটাও বের করেছিল। তখন সে দেখল যে ঢাকা-দেওয়ার পাথরটা এতই ভারি যে একার পক্ষে সেটাকে নড়ানো সম্ভব নয়। তারপর সে কি করবে? বিশ্বাসযোগ্য কোন লোক থাকলেও দরজার খিল না খুলে এবং ধরা পড়বার যথেষ্ট ঝুঁকি না নিয়ে বাইরের কোনরকম সাহায্য পাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। যদি পাওয়া যায় তবে বাড়ির ভিতর থেকে একজন সাহায্যকারী জোগাড় করাই ভাল। কিন্তু কার সাহায্য চাইবে? মেয়েটি তার প্রতি অনুরক্ত ছিল। আর কোন মেয়ের প্রতি খারাপ ব্যবহার করে থাকলেও শেষ পর্যন্ত তার ভালবাসা যে সে হারাতে পারে এ সত্য মানুষ কখনও স্বীকার করতে চায় না। কাজেই সে নিশ্চয়ই হাউয়েলসের প্রতি কিছুটা অনুরাগ দেখিয়ে তার সঙ্গে ভাব জমিয়ে তাকেই সাহায্যকারিণী হিসাবে বেছে নেবে। রাতের বেলা দু'জনে ভূগর্ভস্থ কুঠুরিতে যাবে এবং দ্বৈত শক্তির বলে পাথরটাকে সরাবে। এ পর্যন্ত নিজের চোখে দেখার মত করে আমি তাদের গতিবিধি অনুসরণ করতে পারলাম।

'কিন্তু একটি স্ত্রীলোক সমেত দু'জনের পক্ষে ঐ পাথরটা তোলা খুবই শক্ত কাজ। একজন কর্মঠ সাসেক্স পুলিশ আর আমিও ঐ কাজটি করতে হিমসিম খেয়েছিলাম। কাজের সুবিধার জন্য তারা আর কি করতে পারে? নিশ্চয়ই আমি নিজে যা করতাম তাই। উঠে গিয়ে মেঝেয় ছড়ানো কাঠের খণ্ডগুলো সযত্নে পরীক্ষা করতে লাগলাম। সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যাশিত বস্তুটি পেয়ে গেলাম। অনেকগুলো কাঠের দুটো প্রান্তই চ্যাপ্টা হলেও প্রায় তিন ফুট লম্বা একটা কাঠের একটা প্রান্তে এমন স্পষ্ট খাঁজ রয়েছে যা দেখলে মনে হয় ওখানটায় কোন ভারি জিনিসের চাপ পড়েছিল। বোঝা যাচ্ছে যে, পাথরটা টেনে তুলবার সময় তারা লোহার আংটার মধ্যে কাঠের টুকরো ঢুকিয়ে নিয়েছে এবং শেষটায় সুড়ঙ্গের মুখ যখন ভিতরে ঢুকবার মত যথেষ্ট খোলা হয়েছে তখন একটা কাঠের খণ্ডকে আড়াআড়িভাবে সুড়ঙ্গের মুখে ফেলে তার উপরে পাথরটাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। তার ফলেই কাঠের টুকরোটার এক প্রান্তে খাঁজ সৃষ্টি হয়েছে, কারণ পাথরটার সমস্ত চাপ সেই প্রান্তের উপর পড়েছে। এ পর্যন্তও আমার গতি-পথ বেশ নিরাপদ।

'কিন্তু এবার? এবার আমি এই মধ্যরাত্রির নাটককে গড়ে তুলব কেমন করে? স্পষ্টত মাত্র একজনই সুড়ঙ্গ-পথে নামতে পারে—আর সে জন ব্রাণ্টন। মেয়েটি নিশ্চয় উপরে অপেক্ষা করছিল। ব্রাণ্টন তখন বাক্সের তালা খুলল, তার ভিতরকার জিনিসগুলি নিশ্চয় তার হাতে তুলে দিল—কারণ সেগুলি বাক্সের মধ্যে পাওয়া যায় নি, এবং তার পরে কি ঘটল?

'এই স্ত্রীলোকটি যখন দেখল, যে পুরুষ তার প্রতি অন্যায় করেছে—হয় তো বা আমরা যতটা জেনেছি তার চাইতে বেশী অন্যায়ই করেছে—সে তার হাতের মুঠোয় এসে পড়েছে তখন এই আবেগপ্রবণ সেল্টিয় স্ত্রীলোকের অন্তরে প্রতিহিংসার ধিকি ধিকি জ্বলা আগুন কি সহসা শত শিখায় প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছিল? অথবা কাঠটা আকস্মিক ভাবে সরে গিয়ে পাথরটা পড়ে গিয়েছিল এবং তার ফলে অবরুদ্ধ সুরঙ্গের ভিতরেই ব্রাণ্টনের সমাধি রচিত হয়েছিল? ব্রাণ্টনের এই ভাগ্য-বিড়ম্বনায় মেয়েটি চুপ করে ছিল, এটাই কি তার একমাত্র অপরাধ? অথবা তার হাতেরই প্রচণ্ড ধাক্কায় কাঠটা সরে গিয়ে পাথরটা সজোরে আছড়ে পড়েছিল? সে যাই হোক না কেন আমি যেন স্ত্রীলোকটিকে দেখতে পাচ্ছি: গুপ্তধনের বাক্সটা দুই হাতে আঁকড়ে ধরে ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে পাগলের মত সে উপরে ছুটছে, হয় তো পিছন থেকে আসা একটা অস্পষ্ট আর্তকণ্ঠ তার কানে বাজছে, আর দুই হাত দিয়ে পাগলের মত প্রস্তর খণ্ডের উপর আঘাত করতে করতে তার বিশ্বাসহন্তা প্রেমিকের জীবন ধীরে ধীরে স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে।

'পরদিন সকালে তার ফ্যাকাসে মুখ, বিধ্বস্ত স্নায়ু

আর বিকারগ্রস্ত উচ্চ হাসির দমকের এই হল গোপন কথা। কিন্তু বাক্সটার মধ্যে কি ছিল? আর তা নিয়ে সে কি করেছে? আমার মক্কেল হ্রদের তলা থেকে যে পুরনো ধাতুর চাকতি আর পাথরের টুকরোগুলো তুলেছে, হয় তো সেগুলিই বাক্সে ছিল। নিজের অপরাধের শেষ চিহ্ন মুছে ফেলবার জন্য প্রথম সুযোগেই ওগুলোকে সে জলে ফেলে দিয়েছিল।

'কুড়ি মিনিট স্তব্ধ হয়ে বসে সমস্ত ব্যাপারটা ভাবলাম। মাসগ্রেভ তখনও লণ্ঠন দুলিয়ে সুড়ঙ্গের মধ্যে চোখ রেখে খুবই বিবর্ণ মুখে দাঁড়িয়েছিল।

'বাক্সের মধ্যে যে ক'টা মুদ্রা তখনও ছিল সেগুলি হাতে নিয়ে সে বলল, "এগুলো প্রথম চার্লসের মুদ্রা। কাজেই বুঝতে পারছ আমাদের পারিবারিক অনুষ্ঠানের যে সময় আমরা নির্ধারণ করেছি সেটাই ঠিক।"

'সহসা অনুষ্ঠান-মন্ত্রের প্রথম দুটি প্রশ্নের অর্থ উপলব্ধি হওয়ায় আমি চেঁচিয়ে বলে উঠলাম, "প্রথম চার্লসের আরও কিছু আমরা পেতে পারি। হ্রদ থেকে যে থলেটা তুলেছ তার ভিতরকার জিনিসগুলো একবার দেখতে চাই।"

আমরা তার পড়ার ঘরে উঠে গেলাম। ভাঙা-চোরা জিনিসগুলো সে আমার সামনে রাখল। সে যে কেন এগুলোকে তুচ্ছ জিনিস বলে মনে করেছে, জিনিসগুলো দেখেই তা বুঝতে পারলাম, ধাতুখণ্ডটা প্রায় কালো হয়ে গেছে, আর পাথরগুলোও ম্যাটমেটে ও অনুজ্জ্বল। এক-টাকে নিয়ে জামার আস্তিনে ঘসতেই হাতের মুঠোয় ছায়ার মধ্যে সেটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত ঝকঝক করে উঠল। ধাতুর জিনিসটা ছিল একত্রিত করা দুটো আংটির মত আকারের, কিন্তু সেটাকে দুমড়ে বাঁকিয়ে অন্য রকম করে ফেলা হয়েছে।

আমি বললাম, "তোমাকে স্মরণে রাখতে হবে যে রাজার মৃত্যুর পরেও ইংলণ্ডে রাজার দলের প্রভাব ছিল, এবং অবশেষে যখন তারা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় তখন সম্ভবত তাদের অনেক মূল্যবান সম্পত্তি মাটিতে পুঁতে রেখে গিয়েছিল ; আশা করেছিল, দেশে শান্তি ফিরে এলে পুনরায় এসে সেগুলি পাবে।"

'আমার বন্ধু বলল, "আমাদের পূর্বপুরুষ স্যার র‍্যাল্‌ফ্‌ ম্যাসগ্রেভ একজন নামকরা অশ্বারোহী যোদ্ধা ছিলেন ; দ্বিতীয় চার্লসের পরিভ্রমণের সময় তিনি তাঁর দক্ষিণ হস্ত ছিলেন।"

'আমি বললাম, "অ্যাঁ, সত্যি! দেখ, যে সর্বশেষ সূত্রটি আমরা খুঁজছি এর থেকেই সেটা পাওয়া যাবে। খুবই দুঃখজনক পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে হলেও এমন একটা স্মৃতি-চিহ্ন তুমি পেতে চলেছ যার আপাত-মূল্য যথেষ্ট তো বটেই, ঐতিহাসিক নিদর্শন হিসাবে যার গুরুত্ব আরও অনেক বেশী, আর সেজন্য তোমাকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি।"

'সবিস্ময়ে ঢোক গিলে সে বলল, "সেটা কি?"

"ইংলণ্ডের রাজাদের প্রাচীন মুকুট অপেক্ষা ছোট নয়।"

"মুকুট!"

"ঠিক তাই। অনুষ্ঠান-মন্ত্রে কি বলা হয়েছে চিন্তা কর। তাতে কি আছে? 'এটা কার ছিল?' 'যে চলে গেছে তার।' ঘটনাটা চার্লসের মৃত্যুর পরবর্তীকালের। তারপর 'এটা কে পাবে?' 'যে আসবে সে।' তিনি নিশ্চয় দ্বিতীয় চার্লস—তাঁর আবির্ভাবের আভাষ তখনই পাওয়া গিয়েছিল আমি তো মনে করি, আঘাতে আঘাতে বিকৃত-আকার এই মুকুটই একদা স্টুয়ার্ট বংশীয় রাজাদের মাথায় শোভা পেত।"

"তাহলে এটা হ্রদের ভিতরে গেল কেমন করে?"

"হ্যাঁ, এ প্রশ্নের জবাব দিতে কিছুটা সময় লাগবে" এই কথা বলে অনুমিত সমগ্র ঘটনা-পরম্পরা ও আমার নিজের গড়ে-তোলা প্রমাণের একটা চিত্র তুলে ধরলাম। আমার বিবরণ শেষ হবার আগেই সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে এল ; আকাশে উজ্জ্বল চাঁদের আলো ঝলমল করতে লাগল।

'স্মৃতি-চিহ্নটিকে কাপড়ের থলের মধ্যে ভরে মাসগ্রেভ প্রশ্ন করল, "তাহলে চার্লস ফিরে এসে তাঁর মুকুটটি পেলেন না কেন?"

"এবার তুমি এমন একটা পয়েণ্ট তুলেছ যাকে সম্ভবত আমরা কোনদিনই পরিষ্কার করে বোঝাতে পারব না। এমনও হতে পারে যে, মাসগ্রেভ পরিবারের যিনি এই গোপন কথা জানতেন ইতিমধ্যেই তিনি মারা যান এবং অনবধানতা বশতঃ আসল অর্থ না বুঝিয়ে দিয়ে এই নির্দেশ-নামা তাঁর বংশধরদের জন্য রেখে যান। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত এটা পিতা থেকে পুত্রে হস্তান্তরিত হয়ে এসেছে, এবং শেষ পর্যন্ত এমন একটি লোকের হাতে এসে পৌঁচেছিল যে এর ভিতরকার রহস্য উদ্‌ঘাটন করলেও তাকে কার্যে পরি-ণত করতে গিয়ে প্রাণ হারাল।"

'ওয়াটসন, এই হল মাসগ্রেভ-পরিবারের অনুষ্ঠানের কাহিনী। মুকুটটি এখনও হার্লস্টোনেই আছে—যদিও কিছু আইনঘটিত গোলমাল তাদের পোয়াতে হয়েছে এবং বেশ মোটা অর্থ ব্যয় করে তবে সেটা রাখবার অধিকার

পেয়েছে। আমার নাম করে বললে তারা সানন্দেই সেটা তোমাকে দেখাবে, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। সেই স্ত্রীলোকটির সম্পর্কে আর কোনদিন কিছু শোনা যায় নি। সম্ভবত সে ইংলণ্ড ছেড়েই চলে গেছে, এবং নিজেকে ও তার অপরাধের স্মৃতিকে বয়ে নিয়ে গেছে সমুদ্রপারের কোন দেশে।

রাইগেটের জমিদারবাবুরা

The Reigate Squires

'৮৭-এর বসন্তকালে প্রচণ্ড খাটুনির ফলে আমার বন্ধু মিঃ শার্লক হোমসের স্বাস্থ্যের যে হাল হয়েছিল তার থেকে সেরে উঠতে বেশ কিছুদিন সময় লাগল। নেদারল্যাণ্ড-সুমাত্রা কোম্পানির পুরো ব্যাপার এবং ব্যারন মপার্টুইসের বিরাট ষড়যন্ত্রের কথা সাধারণের মন থেকে এখনও মুছে যায় নি; তাছাড়া সেগুলি রাজনীতি ও আর্থিক ব্যাপারের সঙ্গে বড় বেশী ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। কাজেই তার কোনটাই এই রেখাচিত্র সিরিজের অন্তর্ভুক্ত হবার উপযোগী বিষয়বস্তু নয়। কিন্তু তার পরোক্ষ পরিণতি হিসাবে এমন একটি অভূতপূর্ব জটিল সমস্যার উদ্ভব হল যার ফলে যেসব অস্ত্র নিয়ে বন্ধুবর সারা জীবন ধরে অপরাধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে চলেছে তাদেরই অন্যতম একটি নতুন অস্ত্রের মূল্য পরীক্ষা করে দেখবার সুযোগ সে পেয়ে গেল।

আমার লিখিত বিবরণে দেখতে পাচ্ছি, ১৪ই এপ্রিল আমি লায়ন্স থেকে একটা টেলিগ্রাম পাই এবং জানতে পারি যে হোটেল ডিউলং-এ হোমস অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে; চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই রোগীর ঘরে পৌঁছে তার রোগলক্ষণগুলো তেমন কঠিন কিছু নয় দেখে স্বস্তি বোধ করলাম। অবশ্য তৎকালীন একটা তদন্ত-কার্যের কঠিন চাপে তার লোহার মত শরীরও ভেঙে পড়েছে। দু'মাসের বেশী সময় ধরে তদন্ত কার্যটা চলেছিল। তখন সে কোনদিনই পনেরো ঘণ্টার কম কাজ করে নি। সে নিজে আমাকে বলেছে, সে ব্যাপারে একাধিকবার তাকে একটানা পাঁচ দিন পর্যন্ত কাজ করতে হয়েছে। সে পরিশ্রম যতই জয়যুক্ত হোক, তা কিন্তু প্রচণ্ড খাটুনির প্রতিক্রিয়া থেকে তাকে রক্ষা করতে পারে নি। এক সময়ে সারা ইওরোপে যখন তার নাম ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল এবং অভিনন্দন-সূচক টেলিগ্রামে তার ঘরটি যখন আক্ষরিক অর্থেই গোড়ালি পর্যন্ত ভরে উঠেছিল, তখন আমি তাকে দেখলাম এক তীব্রতম অবসাদের শিকাররূপে। তিনটি শতাব্দী ধরে পুলিশের সব চেষ্টা যেখানে ব্যর্থ হয়েছে সেখানে সে লাভ করেছে সফলতা, এবং ইউরোপের সর্বাধিক কৌশলী জোচ্চোরকেও সে বুদ্ধির লড়াইতে প্রতিটি পদক্ষেপে হারাতে সক্ষম হয়েছে, এ জ্ঞানও তাকে তার স্নায়বিক অবসন্নতার হাত থেকে বাঁচাতে পারে নি।

তিন দিন পরে দু'জন একত্রে বেকার স্ট্রীটে ফিরে গেলাম। বুঝতে পারলাম, কোথাও বায়ু-পরিবর্তনে যেতে পারলে বন্ধুর পক্ষে খুব ভাল হত, আর সেদিক থেকে এই বসন্তকালে কোন গ্রামাঞ্চলে সপ্তাহখানেক কাটিয়ে আসার কথাটা আমারও খুব মনে ধরল। আমার পুরনো বন্ধু কর্ণেল হেটার একসময় আফগানিস্থানে আমার চিকিৎসাধীন ছিল। এখন সে সারের অন্তর্গত রাইগেটে একটা বাড়ি নিয়ে বাস করছে। তার ওখানে গিয়ে কিছুদিন থাকবার জন্য সে অনেকবার আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। শেষ বারে সে আরও জানিয়েছে যে, আমার বন্ধু যদি সঙ্গী হতে চায় তাহলে তাকেও সে সাদরে অভ্যর্থনা করবে। তাকে রাজী করাতে হয়তো একটুখানি কৌশলের দরকার হত কিন্তু হোমস যখন শুনল যে বন্ধুটি অবিবাহিত এবং সেখানে সব ব্যাপারে তাকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হবে, তখন সে আমার প্রস্তাবে সম্মত হল এবং লায়ন্স থেকে আসার এক সপ্তাহ পরেই আমরা কর্ণেলের বাড়িতে হাজির হলাম। হেটার চমৎকার এক বৃদ্ধ সৈনিক। জগতের অনেক কিছু সে দেখেছে। এবং আমি যেমনটি আশা করেছিলাম, অনতিবিলম্বে সে বুঝতে পারল যে হোমস ও তার মধ্যে প্রচুর মিল আছে।

যেদিন আমরা সেখানে পৌঁছই সেদিন রাতে আহারাদির পরে সকলে কর্ণেলের বন্দুক-ঘরে বসেছিলাম; হোমস একটা সোফায় গা এলিয়ে দিল, আর হেটার ও আমি তার আগ্নেয়াস্ত্রের ছোট অস্ত্রাগারটি দেখতে লাগলাম।

হঠাৎ সে বলে উঠল, 'ভাল কথা, এর থেকে একটা পিস্তল আমি দোতলায় নিয়ে যাব; যদি কোন গোলমাল হয় তাহলে কাজে লাগবে।'

'গোলমাল!' আমি বললাম।

'হ্যাঁ, সম্প্রতি এ অঞ্চলে একটা গোলমাল ঘটেছে। গত সোমবার জেলার অন্যতম ধনী লোক বুড়ো অ্যাক্টনের বাড়িতে লোক ঢুকেছিল। বড় রকমের কোন ক্ষতি হয় নি, তবে লোকগুলো এখনও বেপাত্তা।'

কর্ণেলের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে হোমস জিজ্ঞাসা করল, 'কোন সূত্র পাওয়া গেছে কি?'

'এখনও কিছু পাওয়া যায় নি। কিন্তু মিঃ হোমস, ব্যাপারটা খুবই তুচ্ছ, গ্রামাঞ্চলের ছোটখাট অপরাধ আর কি, এতবড় আন্তর্জাতিক খ্যাতির পরে আপনার মনোযোগের পক্ষে এটাকে খুবই সামান্য বলে মনে হবে।'

হোমস হাত নেড়ে প্রশংসাটাকে উড়িয়ে দিল, যদিও তার হাসি দেখে বোঝা গেল এতে সে খুশী হয়েছে।

'আকর্ষণীয় কিছু আছে কি?'

'আমার তো মনে হয় না। চোররা লাইব্রেরিটা তচনচ করেছে, কিন্তু পরিশ্রম পোষায় নি। সমস্ত ঘরটা একেবারে লণ্ডভণ্ড করে ফেলেছে, টানাগুলো ভেঙেছে, তাকগুলো ওলোট-পালোট করেছে, আর তার ফলে পোপের "হোমার" একখণ্ড, দুটো এনামেল-করা ব্যাতি-দান, একটা হাতির দাঁতের চিঠি-চাপা, কাঠের একটা ছোট ব্যারোমিটার আর একটা পাকানো সুতোর গুলি উধাও হয়ে গেছে।'

'কী অদ্ভুত বস্তু-সমাবেশ।' আমি চেঁচিয়ে বললাম।

'দেখা যাচ্ছে, বেচারিরা যা হাতের কাছে পেয়েছে তাই হাতিয়েছে।'

সোফায় শুয়েই হোমস হেঁকে উঠল।

'জেলা পুলিশের উচিৎ এর থেকে একটা কিনারা করা। আরে, এটা তো স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে—'

কিন্তু আমি আঙুল তুলে তাকে সতর্ক করে দিলাম।

'ভাইরে, তুমি এখানে এসেছ বিশ্রাম নিতে। তোমার স্নায়ুগুলো যখন চুরমার হতে বসেছে, ঈশ্বরের দোহাই, তখন কোন নতুন সমস্যা নিয়ে পড়ো না।'

হাস্যকর আত্মসমর্পণের ভঙ্গীতে কর্ণেলের দিকে তাকিয়ে হোমস ঘাড় ঝাঁকুনি দিল। তাদের আলোচনাও কম মারাত্মক পথে মোড় নিল।

যাহোক, আমার সবরকম ডাক্তারি সতর্কতার ব্যর্থতাই ছিল নিয়তির লিখন। কারণ পরদিন সকালেই সমস্যাটা এমনভাবে আমাদের ঘাড়ের উপর এসে পড়ল যে তাকে উপেক্ষা করাই সম্ভব হল না, আর আমাদের গ্রামে বেড়াতে আসাটা এমন একটা বাঁক নিল যা আমরা কেউই ভাবতে পারি নি। আমরা প্রাতরাশে বসেছিলাম, এমন সময় কর্ণেলের খানসামা বেয়াদপভাবে সেখানে ছুটে এল।

হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'খবর শুনেছেন স্যার? কানিংহামের বাড়িতে স্যার!'

কফির কাপটা হাতে ধরে রেখেই কর্ণেল চেঁচিয়ে উঠল, 'চুরি?'

'খুন!'

কর্ণেল শিস দিয়ে উঠল। বলল, 'হা ঈশ্বর! কে খুন হল? জে, পি, না তার ছেলে?'

'তাঁরা কেউ না স্যার। তাদের কোচয়ান উইলিয়াম। একেবারে বুকে গুলি লেগেছে স্যার, একটা কথাও বলতে পারে নি।'

'তাকে কে গুলি করল?'

'চোর স্যার। গুলির মতই সে হাওয়া হয়ে গেছে। লোকটা সবে ভাঁড়ার ঘরে ঢুকেছে এমন সময় উইলিয়াম সেখানে হাজির হয়, আর প্রভুর সম্পত্তি বাঁচাতে গিয়ে প্রাণে মারা যায়।'

'কখন?'

'গত রাতে স্যার, বারোটার কাছাকাছি সময়ে।'

শান্তভাবে প্রাতরাশে হাত লাগাতে লাগাতে কর্ণেল বলল, 'তাহলে একবার সেখানে যেতে হচ্ছে।' খানসামা চলে গেলে সে আবার বলল, 'খুবই খারাপ ব্যাপার। এই বুড়ো কানিংহাম এখানকার একজন বড় জমিদার, আর মানুষটিও খুব ভাল। সে সহজে ছাড়বে না, কারণ লোকটা তার কাছে অনেকদিন ধরে কাজ করছে, আর খুব ভাল চাকর। অ্যাস্টনের বাড়িতে যারা ঢুকেছিল এরাও নিশ্চয় সেই শয়তানের দল।'

হোমস চিন্তিতভাবে বলল, 'আর ঐ একই ধরনের অদ্ভুত জিনিসগুলো চুরি করেছে তো?'

'ঠিক তাই।'

'হুম! জগতের সবচাইতে সোজা কথাটাই এর দ্বারা প্রমাণিত হতে পারে। কিন্তু সে যাই হোক, প্রথম দৃষ্টিতে ব্যাপারটা বেশ একটু বিস্ময়কর বলে মনে হয় না কি? গ্রামাঞ্চলে চুরি করতে বেরিয়ে একদল চোর মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র বেছে নেবে এটাই তো প্রত্যাশিত। একই অঞ্চলে সিঁধ না কেটে। কাল রাতে আপনি যখন সাবধানে থাকার কথা বলছিলেন তখন আমার মনে হয়েছিল যে ইংলণ্ডের গ্রামে সে চোরের দলের সেই-টেই বোধ হয় শেষ অভিযান; এখন দেখছি আমার এখনও অনেক কিছু শিখতে বাকি আছে।'

কর্ণেল বলল, 'আমার মনে হয় এসব কোন স্থানীয় দলের কাজ। সেক্ষেত্রে অবশ্য অ্যাস্টন আর কানিংহামদের বাড়িই তাদের যাবার মত জায়গা, কারণ এ অঞ্চলে তাদের জমিদারীই অন্য সকলের চাইতে বড়।'

'আর সবচাইতে বড় ধনীও?'

'হ্যাঁ, তাই হবার কথা; কিন্তু কয়েক বছর ধরে তাদের

মধ্যে যে মামলা চলছে তাতেই দু'জনের রক্ত চুষে একেবারে ছিবড়ে করে ফেলেছে বলে আমার অনুমান। বুড়ো অ্যাক্টন কানিংহামের জমিদারীর অর্ধেকটাই তার বলে দাবী করছে আর সেই মওকায় উকিলরা দু'হাতে টাকা লুটছে।'

হোমস হাই তুলে বলল, 'কোন স্থানীয় বদমাস হলে তার হদিস করা খুব শক্ত কাজ হবে না। ঠিক আছে ওয়াটসন, এসব নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে চাই না।'

দরজাটা খুলে দিয়ে খানসামা বলল, 'ইন্সপেক্টর ফরেস্টার স্যার।'

একটি চটপটে তীক্ষ্ণ-মুখ যুবক ঘরে ঢুকল। বলল, 'গুডমর্ণিং কর্ণেল। আশা করি অনধিকার প্রবেশ করি নি। তবে শুনলাম বেকার স্ট্রীটের মিঃ হোমস এখানে আছেন।'

কর্ণেল হাত বাড়িয়ে আমার বন্ধুকে দেখিয়ে দিল আর ইন্সপেক্টর অভিবাদন জানাল।

'আমি ভাবলাম মিঃ হোমস যে আপনি হয়তো সেখানে একটু যাবেন।'

হোমস হেসে বলল, 'নিয়তি তোমার বিরুদ্ধে ওয়াটসন। দেখুন ইন্সপেক্টর ঐ ব্যাপার নিয়েই আমরা কথা বলছিলাম, এমন সময় আপনি এলেন। হয় তো আপনি কিছু বিবরণ আমাদের শোনাতে পারবেন।' পরিচিত ভঙ্গীতে সে চেয়ারে হেলান দিল, আর আমিও বুঝলাম তাকে আটকাবার কোন আশা নেই।

'অ্যাক্টনের ব্যাপারে আমরা কোন সূত্রই পাই নি। কিন্তু এখানে কাজে লাগাবার মত প্রচুর সূত্র আমাদের হাতে এসেছে। প্রতিটি জায়গায় যে একই দল কাজ করেছে সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।'

'হ্যাঁ!'

'হ্যাঁ স্যার। কিন্তু বেচারি উইলিয়াম কিরওয়ানকে গুলি করেই সে হরিণের মত ছুটে পালিয়ে গেছে। মিঃ কানিংহাম তাকে দেখেছেন শোবার ঘরের জানালা দিয়ে। আর মিঃ এলেক কানিংহাম তাকে দেখেছেন পিছনের দালান থেকে। পৌনে বারোটার সময় হৈ চৈ শুরু হয়। মিঃ কানিংহাম সবে বিছানায় শুয়েছেন, আর মিঃ এলেক ড্রেসিং-গ্রাউন পরে পাইপ খাচ্ছিলেন। তারা দু'জনই শুনতে পান, কোচয়ান উইলিয়াম সাহায্যের জন্য চেঁচাচ্ছে, আর মিস্টার এলেক কি হল দেখবার জন্য দৌড়ে নীচে চলে যান। পিছনের দরজা খোলাই ছিল। সিঁড়ির নীচে পৌঁছে তিনি দেখতে পান, বাইরে দু'জন লোক লড়াই করছে। একজন গুলি ছুঁড়তেই অপরজন পড়ে গেল, আর খুনী বাগান পেরিয়ে ঝোপ-ঝাড় টপকে ছুটে চলে গেল। লোকটা যখন রাস্তায় পড়ল তখন মিঃ কানিংহাম শোবার ঘরের জানালা থেকে তাকে দেখতে পান ; সঙ্গে সঙ্গেই সে দৃষ্টির বাইরে চলে যায়। মিস্টার এলেকও মরণোন্মুখ লোকটাকে সাহায্য করবার জন্য তার উপর ঝুঁকে পড়লেন আর সেই সুযোগে বদমাশটা হাওয়া হয়ে গেল। লোকটা মাঝারি মাপের আর তার পরনে ছিল কালো পোশাক, এছাড়া আর কোন ব্যক্তিগত সূত্র আমাদের হাতে নেই ; তবে আমরা জোর তদন্ত চালাচ্ছি, আর লোকটা যদি আগন্তুক হয়ে থাকে তাহলে শীঘ্রই তাকে খুঁজে বার করতে পারব।'

'উইলিয়াম সেখানে কি করছিল? মৃত্যুর আগে সে কি কিছু বলেছে?'

'একটা কথাও না। সে তার মায়ের সঙ্গে বাসাবাড়িতে থাকে। লোকটা খুবই বিশ্বস্ত। আমাদের মনে হচ্ছে, সব কিছু ঠিকঠাক আছে কি না দেখবার জন্যই সে ও বাড়িতে গিয়েছিল। বুঝতেই পারছেন, অ্যাক্টনদের ব্যাপারটার ফলে সকলেই সতর্ক হয়ে গিয়েছিল। ডাকাতটা হয় তো সবে দরজাটা খুলে ফেলেছে—তালাটা ভেঙে ফেলা হয়েছে—ঠিক তখনই উইলিয়াম তাকে দেখতে পায়।'

বাইরে যাবার আগে উইলিয়াম কি তার মাকে কিছু বলেছিল?'

'সে খুব বৃদ্ধ আর কালা, কাজেই তার কাছ থেকে কিছুই জানা যায় নি। এই আকস্মিক আঘাত তাকে হতবুদ্ধি করে ফেলেছে। তাছাড়া যতদূর জানি, তার বুদ্ধি কোন সময়ই ধারাল ছিল না। তবে একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস পাওয়া গেছে। এটা দেখুন!

নোট-বইয়ের ভিতর থেকে একটুকরো ছেঁড়া কাগজ বের করে সেটা তার হাঁটুর উপর মেলে ধরল।

'মৃত লোকটির বুড়ো আঙুল ও তর্জনীর ফাঁকে এটা পাওয়া গেছে। এটা একখণ্ড বড় কাগজ থেকে ছেঁড়া একটা টুকরো বলে মনে হচ্ছে। লক্ষ্য করে দেখুন এতে যে সময়ের উল্লেখ রয়েছে ঠিক সেই সময়ই বেচারির জীবনান্ত হয়। বুঝতেই পারছেন, হয় খুনী তার হাত থেকে কাগজের বাকি অংশটা ছিঁড়ে নিয়েছে, আর নয় তো সেই খুনীর কাছ থেকে এটুকু ছিঁড়ে রেখেছে। পড়লেই মনে হয় যেন আগে থেকেই একটা যোগাযোগ করা হয়েছিল।'

হোমস কাগজের টুকরোটা হাতে নিল।

ইন্সপেক্টর বলতে লাগল, 'যদি ধরে নেওয়া যায় যে আগে থেকেই যোগাযোগ করা হয়েছিল, তাহলে তো বোঝাই যাচ্ছে যে সৎ লোক বলে যথেষ্ট সুনাম থাকলেও উইলিয়াম কিরওয়ানের সঙ্গে চোরের একটা যোগসাজস ছিল। সে

হয় তো চোরের সঙ্গে সেখানে মিলিত হয়েছিল, এমন কি দরজা ভাঙার ব্যাপারে তাকে সাহায্যও করেছিল এবং তারপরই তাদের মধ্যে ঝগড়া বেঁধে যায়।

গভীর মনোযোগ দিয়ে হোমস কাগজের টুকরোটা দেখছিল। বলল, 'এই লেখাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যা ভেবেছিলাম জল তার থেকে অনেক বেশী গভীর।' সে দুই হাতের উপর মাথাটা রাখল, আর লন্ডনের বিখ্যাত বিশেষজ্ঞের উপর তার মামলার এই ফলাফল দেখে ইন্সপেক্টর মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

তখন হোমস বলে উঠল, 'চোর ও চাকরের মধ্যে যোগসাজস এবং এটি সাক্ষাৎ-ব্যবস্থার একটি চিরকুট—এ বিষয়ে আপনি যে মন্তব্য করেছেন সেটা খুবই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক এবং খুব অসম্ভব কল্পনাও নয়। কিন্তু এই লেখাটা পড়লে মনে হয়—' আবার দুই হাতের মধ্যে মাথাটা ডুবিয়ে কয়েক মিনিট সে গভীর চিন্তায় ডুবে রইল। যখন মুখ তুলল, সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম যে তার গালে রঙের ছোপ লেগেছে, এর চোখ দুটি অসুখের আগের মতই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আগেকার মত উৎসাহভরেই সে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

বলল, 'কি মনে হয় বলছি! এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণের উপর একটু চোখ বুলিয়ে নিতে চাই। এর মধ্যে এমন কিছু আছে যা আমাকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করছে। কর্ণেল, আপনি যদি অনুমতি করেন তো আপনাকে ও বন্ধু ওয়াটসনকে রেখে আমি একবার ইন্সপেক্টরের সঙ্গে বেরিয়ে গিয়ে আমার দুই একটি ছোট ধারণার সত্যতা যাচাই করে দেখতে চাই। আধ ঘণ্টার মধ্যেই এখানে ফিরে আসব।'

দেড় ঘণ্টা কাটিয়ে ইন্সপেক্টর একাকি ফিরে এল।

বলল, 'মিঃ হোমস বাইরের মাঠটার এপার-ওপার চষে বেড়াচ্ছেন। তাঁর ইচ্ছা আমরা চারজনই সে বাড়িতে যাই।'

'মিঃ কানিংহামের বাড়ি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কেন?'

ইন্সপেক্টর ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'আমি ঠিক জানি না স্যার। তবে নিজেদের মধ্যেই বলছি, মিঃ হোমস এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন নি। তিনি অদ্ভুত আচরণ করছেন, আর অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন।'

আমি বললাম, 'এ নিয়ে আপনি শঙ্কিত হবেন না। আমি জানি তার পাগলামিও একটা নীতি মেনে চলে।'

ইন্সপেক্টর অস্ফুটস্বরে বলল, 'একথা আপনি বলতে পারেন, কিন্তু কর্ণেল, তিনি যেন আগুনের মত জ্বলছেন, কাজেই আপনি প্রস্তুত থাকলে আমরা এখনই রওনা হতে পারি।'

গিয়ে দেখলাম, বুকের উপর থুতনিটা ডুবিয়ে দুটি হাত ট্রাউজারের পকেটে ঢুকিয়ে দিয়ে হোমস মাঠের এপার-ওপার পায়চারি করছে।

সে বলল, 'ব্যাপারটা ক্রমেই আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে। ওয়াটসন, তোমার গ্রামে বেড়াতে আসা সার্থক হয়েছে। সকালটা চমৎকার কাটল।'

কর্ণেল বলল, 'অপরাধের ঘটনাস্থলে নিশ্চয়ই গিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ, ইন্সপেক্টর ও আমি মোটামুটি ঘুরে দেখেছি।'

'কিছু পেলেন?'

'দেখুন, অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আমরা দেখেছি। চলুন, হাঁটতে হাঁটতেই সব বলছি। প্রথমেই হতভাগ্য লোকটির মৃতদেহ আমরা দেখলাম। যেমন বলা হয়েছে, রিভলবারের গুলিতেই যে তার মৃত্যু হয়েছে সেটা ঠিক।'

'তাহলে সেবিষয়ে কি আপনার সন্দেহ ছিল?'

'আহা, সব কিছুই পরীক্ষা করে দেখা ভাল। আমাদের তদন্ত বিফল হয় নি। তারপর আমরা মিঃ কানিংহাম ও তার ছেলের সঙ্গে দেখা করি। খুনী বাগানের ঝোপ-ঝাড় ভেঙে ঠিক কোন্ জায়গা দিয়ে পালিয়ে যায় সেটা তারাই আমাদের দেখিয়েছেন। সেটা খুবই দরকারী।'

'স্বভাবতই।'

তারপর দেখতে গেলাম বেচারির মাকে। সে খুবই বৃদ্ধ আর দুর্বল, কাজেই তার কাছ থেকে কোন খবরই পাওয়া গেল না।'

'আপনাদের তদন্তের ফলাফল কি হল?'

'হল এই দৃঢ় বিশ্বাস যে অপরাধটা খুবই অদ্ভুত। হয় তো আমাদের ঘটনাস্থল পরিদর্শনের ফলে ব্যাপারটা ততটা অস্পষ্ট থাকবে না। ইন্সপেক্টর, আমার তো মনে হয়, যেহেতু মৃতের হাতের টুকরো কাগজটায় ঠিক তার মৃত্যুর সময়টাই লেখা আছে তখন সেটা যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেবিষয়ে আমরা দু'জনই একমত।'

'এর থেকেই একটা সূত্র পাওয়া উচিত মিঃ হোমস।'

'সূত্র পাওয়া গেছে। ঐ চিরকুট যেই লিখে থাকুক সেই লোকই অত রাতে উইলিয়াম কিরওয়ানকে বিছানা থেকে ডেকে এনেছিল। কিন্তু সে কাগজের বাকি অংশটা কোথায়?'

ইন্সপেক্টর বলল, 'সেটা পাবার আশায় জায়গাটাতে আমি খুব সতর্কভাবে তল্লাস করেছি।'

'মৃতের হাত থেকে সেটা ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে। সেটা পেতে তারও এতটা আগ্রহ হল কেন? কারণ সেটা তাকে এ ব্যাপারের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলবে। তাহলে সেটা নিয়ে সে কি করবে? তার একটা কোণ যে মৃতের মুঠোর মধ্যে রয়ে গেল সেটা লক্ষ্য না করেই সে যে ওটাকে পকেটে ঢুকিয়ে ফেলবে সেটাই স্বাভাবিক। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, কাগজের বাকি অংশটা পেলেই এ রহস্য-সমাধানের পথে আমরা অনেকটা এগিয়ে যেতে পারি।

'ঠিক। কিন্তু অপরাধীকে ধরবার আগে তার পকেটটা পাব কেমন করে?'

'ঠিক ঠিক, সেটাই তো ভাববার কথা। আরও একটা কথা আছে। চিরকুটটা উইলিয়ামকে পাঠানো হয়েছিল। সে লিখেছে সে ওটা নিজে নিয়ে যায় নি, কারণ তাহলে তো বক্তব্যটা সে মুখেই বলতে পারত। তাহলে চিরকুটটা কে নিয়ে গিয়েছিল? না কি সেটা ডাকে এসেছিল?'

ইন্সপেক্টর বলল, 'অনুসন্ধান করে জেনেছি, গতকাল বিকেলের ডাকে উইলিয়াম একটা চিঠি পায়। খামটা সে নষ্ট করে ফেলেছে।'

ইন্সপেক্টরের পিঠে চাপড় মেরে হোমস চেঁচিয়ে উঠল, 'চমৎকার! আপনি ডার্কপিওনের সঙ্গে দেখা করেছেন! আপনার সঙ্গে কাজ করেও আনন্দ। এই হচ্ছে বাসা-বাড়িটা, আর কর্ণেল, আর একটু গেলেই আপনাকে ঘটনাস্থলটা দেখাতে পারি।'

নিহত লোকটি যেখানে বাস করত সেই সুন্দর কুটীরটি পেরিয়ে সারিবদ্ধ ওক গাছের ভিতরকার রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে আমরা সুন্দর পুরনো 'কুইন আন' ভবনের সামনে হাজির হলাম। দরজার লিণ্টেলের উপর মালপ্লাকেদের তারিখ খোদাই করা রয়েছে। হোমস ও ইন্সপেক্টর বাড়িটা ঘুরিয়ে দেখাতে দেখাতে আমাদের নিয়ে পাশের দরজাটায় উপস্থিত হল। দরজার সামনেই একটা বাগান, আর তার-পরেই রাস্তা বরাবর ঝোপের সারি। রান্নাঘরের দরজায় একজন কনস্টেবল দাঁড়িয়েছিল।

হোমস বলল, 'দরজাটা খুলুনতো অফিসার। তাহলে এই সিঁড়িতে দাঁড়িয়েই যুবক মিঃ কানিংহাম ঠিক যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি সেইখানে দু'জনকে ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে দেখেছিলেন। বৃদ্ধ মিঃ কানিংহাম ছিলেন ঐ জানালাটায়—বাঁ দিক থেকে দ্বিতীয়টা—আর ঐ ঝোপের ঠিক বাঁ দিক দিয়ে লোকটাকে পালিয়ে যেতে দেখেছিলেন। ছেলেও তাই দেখেছেন। ঝোপটা রয়েছে বলেই এবিষয়ে দু'জনই নিশ্চিত। তারপর মিঃ এলেক দৌড়ে গিয়ে আহত লোকটির পাশে বসে পড়েন। দেখতেই পাচ্ছেন কাজটা খুবই শক্ত, তাই এমন কোন চিহ্নই নেই যা দেখে আমরা অগ্রসর হতে পারি।'

সে কথা বলতে বলতেই বাড়িটার কোণ ঘুরে দু'জন লোক বাগানের পথ ধরে এগিয়ে এল। একজন প্রবীণ লোক, তার মুখ মজবুত ও রেখাঙ্কিত এবং চোখ দুটো ভারি; অপরজন যুবক; তার উজ্জ্বল হাসিভরা মুখ ও ঝকঝকে পোশাক যে কাজ উপলক্ষ্যে আমরা সেখানে হাজির হয়েছিলাম তার সম্পূর্ণ বিপরীত।'

সে হোমসকে বলল, 'এখনও এই চলছে? আমি তো ভেবেছিলাম আপনাদের মত লণ্ডনবাসীদের কখনও ভুল হয় না। কিন্তু আপনারা তো খুব চটপট কাজ করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না।'

হোমস সকৌতুকে বলল, 'আঃ, আমাদের একটু সময় তো দেবেন।'

যুবক এলেক কানিংহাম বলল, 'সে তো আপনি চাইতেই পারেন। আমার তো মনে হচ্ছে এখনও আমরা কোন সূত্রই পাই নি।'

ইন্সপেক্টর জবাব দিল, 'একটিমাত্র পেয়েছি। আমরা ভাবছি যে শুধু লোকটাকে যদি—হায় ঈশ্বর! কি ব্যাপার মিঃ হোমস?'

বেচারি বন্ধুবরের মুখটা হঠাৎ ভয়ঙ্কর ভাব ধারণ করেছে। তার চোখ উল্টে গেছে, সমস্ত শরীর যন্ত্রণায় বেঁকে যাচ্ছে; একটা চাপা আর্তনাদ করে সে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। তার এই আকস্মিক গুরুতর রোগের আক্রমণে আতঙ্কিত হয়ে আমরা তাকে ধরাধরি করে রান্নাঘরে নিয়ে গেলাম। সেখানে একটা বড় চেয়ারে শুয়ে কয়েক মিনিট সে জোরে জোরে নিঃশ্বাস টানতে লাগল। অবশেষে তার দুর্বল স্বাস্থ্যের জন্য সলজ্জ ক্ষমা ভিক্ষা করে সে পুনরায় উঠে দাঁড়াল।

বলল, 'ওয়াটসনই আপনাদের বলে দেবে যে আমি সবেমাত্র একটা গুরুতর অসুখ থেকে উঠেছি। এই ধরনের আকস্মিক স্নায়ুবিক রোগের আক্রমণ আমার মাঝে মাঝেই হয়ে থাকে।'

বৃদ্ধ কানিংহাম জিজ্ঞাসা করল, 'আমার গাড়ি করে কি আপনাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেব?'

'দেখুন, আমি যখন এখানে উপস্থিত রয়েছি তখন একটা বিষয়ে আমি নিশ্চিত হতে চাই। খুব সহজেই

আমরা সেটাকে প্রমাণ করতে পারি।'

'সেটা কি?'

'দেখুন, আমার মনে হয় এটা খুবই সম্ভব যে বেচারি উইলিয়াম এ বাড়িতে এসেছিল চোর ঢুকবার পরে, আগে নয়। আপনারা ধরেই নিয়েছেন যে, দরজাটা জোর করে খোলা সত্ত্বেও ডাকাত বাড়ির ভিতর ঢোকেই নি।'

মিঃ কানিংহাম গম্ভীরভাবে বলল, 'আমার ধারণা সেটা খুবই স্পষ্ট। আমার ছেলে এলেক তখনও শুতে যায় নি, কাজেই কেউ বাড়িতে চলাফেরা করলে সে নিশ্চয় শুনতে পেত।'

'তিনি কোথায় বসেছিলেন?'

'আমরা ড্রেসিং-রুমে বসে ধূমপান করছিলাম।'

'সেটা কোন্ জানালা?'

'বাঁ দিক থেকে শেষ, বাবার ঘরের জানালার পরেরটা।'

'নিশ্চয় দুটো আলোই জ্বলছিল?'

'নিঃসন্দেহে।'

হোমস হেসে বলল, 'এইখানে কয়েকটি বিশেষ পয়েণ্ট উঠছে।। এটা কি খুবই অসাধারণ ব্যাপার নয় যে একটা চোর—আর এমন চোর যার পূর্ব অভিজ্ঞতা রয়েছে—ভেবেচিন্তে এমন একটা সময়ে কোন বাড়িতে ঢুকবে যখন আলো দেখে সে বুঝতে পারছে যে পরিবারের দু'জন লোক তখনও জেগে রয়েছে?'

'সে নিশ্চয় খুব ঠাণ্ডা মাথার লোক।'

মিস্টার এলেক বলল, 'দেখুন, ঘটনা যদি অদ্ভুত ধরনেরই না হবে তাহলে তো তার ব্যাখ্যার জন্য আপনার কাছে ছুটে যেতে বাধ্য হতাম না। কিন্তু উইলিয়ামের হাতে পড়বার আগেই লোকটা মালপত্র লুঠ করেছে বলে আপনার যে ধারণা সেটাকে আমি একান্তই অবাস্তব বলে মনে করি। তাহলে কি জায়গাটাকে আমরা অগোছালো দেখতাম না, বা যেসব জিনিস সে নিয়েছিল সেগুলি খোয়া যেত না?'

হোমস বলল, 'সেটা নির্ভর করছে জিনিসগুলি কি ছিল? আপনাকে মনে রাখতে হবে যে আমরা এমন একটা চোরকে নিয়ে পড়েছি যে খুবই অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ এবং একটা নিজস্ব পদ্ধতি অনুসারে কাজ করে বলেই মনে হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ লক্ষ্য করুন অ্যাক্টনের বাড়ি থেকে কী সব অদ্ভুত ধরনের জিনিস সে নিয়েছে—কি নিয়েছে? একটা সুতোর বল, একটা চিঠিচাপা এবং আরও কি সব আজে বাজে জিনিস আমি জানিও না।'

বৃদ্ধ কানিংহাম বলল, 'দেখুন মিঃ হোমস, আমরা সম্পূর্ণ আপনাদের মুঠোর মধ্যে। আপনি বা ইন্সপেক্টর যা করতে বলবেন তাই করা হবে।'

হোমস বলল, 'প্রথমতঃ আমার ইচ্ছা, আপনার তরফ থেকে একটি পুরস্কার ঘোষণা করুন, কারণ কত টাকার পুরস্কার ঘোষণা করা হবে সেটা স্থির করতে সরকারী কর্মচারিদের কিছুটা সময় লাগবে, আর সেসব কাজ খুব তাড়াতাড়ি হয়ও না। আপনার সই করতে যদি আপত্তি না থাকে আমি এই মুসাবিদাটা করেই রেখেছি। আমি মনে করি, পঞ্চাশ পাউণ্ডই যথেষ্ট।'

হোমসের হাত থেকে কাগজ ও পেন্সিল নিয়ে জে, পি, বলল, 'আমি স্বেচ্ছায় পাঁচশ' দিতাম।' ফর্মটার উপর চোখ বুলিয়ে সে আরও বলল, 'আরে, এতো ঠিক ঠিক লেখা হয় নি।'

'খুব তাড়াহুড়ো করে লিখেছি তো।'

'দেখুন আপনি শুরু করেছেন ঃ "যেহেতু মঙ্গলবার ভোর পৌনে একটায় চেষ্টা হয়েছিল—" ইত্যাদি। আসলে হবে, পৌনে বারোটায়।'

তার এই ভুলে আমি ব্যথা পেলাম, কারণ আমি তো জানি এই ধরনের বিচ্যুতিতে হোমস অন্তরে কী নিদারুণ আঘাত পাবে। ঘটনার ব্যাপারে সঠিক হওয়াটাই তার বিশেষত্ব, কিন্তু সাম্প্রতিক অসুস্থতা তাকে বড়ই নাড়া দিয়েছে, আর এই ছোট ঘটনাটিই আমাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল যে সাবেক অবস্থায় ফিরে যেতে তার এখনও অনেক দিন লাগবে। মুহূর্তের জন্য হোমস বিব্রত বোধ করল, ইন্সপেক্টর ভুরু ওল্টালো, আর এলেক কানিংহাম হো হো করে হেসে উঠল। অবশ্য বৃদ্ধ ভদ্রলোক ভুলটি সংশোধন করে কাগজখানা হোমসের হাতে ফিরিয়ে দিল।

বলল, 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এটা ছাপবার ব্যবস্থা করুন। আমি মনে করি আপনার ব্যবস্থাটি খুবই চমৎকার।'

হোমস সযত্নে কাগজখানা তার পকেট-বইতে রেখে দিল।

তারপর বলল, 'খুব ভাল হয় যদি এবার আমরা একসঙ্গে বাড়িটা ঘুরে দেখি এবং নিশ্চিত হই যে এই মাথা খারাপ চোরটি শেষ পর্যন্ত কোন কিছুই নিয়ে যায় নি।'

বাড়িতে ঢুকবার আগে যে দরজাটা জোর করে খোলা হয়েছিল হোমস সেটা পরীক্ষা করল। স্পষ্টই দেখা গেল, একটা বাটালি বা শক্ত ছুরি ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে তালাটাকে চাড় দিয়ে তুলে আনা হয়েছে। কাঠের ভিতরে ছুরি ঢোকাবার দাগও আমরা দেখতে পেলাম।

সে প্রশ্ন করল, 'আপনারা তাহলে হুড়কো ব্যবহার

করেন না?'

'কোন দিন তার দরকার হয় নি।'

'আপনারা কুকুর পোষেন না?'

'পুষি, তবে সেটাকে বাড়ির অপর দিকে শেকলে বেঁধে রাখা হয়।'

'চাকররা কখন শুতে যায়?'

'দশটা নাগাদ।'

'শুনেছি উইলিয়ামও সাধারণত ওই সময়ই শুয়ে পড়ত?'

'হ্যাঁ।'

'এটা খুবই আশ্চর্য যে এই বিশেষ রাতে সে জেগে-ছিল। মিঃ কানিংহাম, এবারে যদি দয়া করে বাড়িটা আমা-দের দেখান তাহলে খুশী হব।'

একটা পাথর-বসানো দালান; তার থেকে রান্নাঘর বেরিয়েছে, আর একটা কাঠের সিঁড়ি সোজা বাড়ির দোতলায় উঠে গেছে। সিঁড়িটা যেখানে শেষ হয়েছে তার ল্যাণ্ডিং-এর বিপরীত দিক থেকে কারুকার্য-করা একটা দ্বিতীয় সিঁড়ি সম্মুখস্থ হল পর্যন্ত উঠে গেছে। আর ওই ল্যাণ্ডিং থেকেই যাওয়া যায় ড্রয়িং-রুমে এবং মিঃ কানিংহাম ও তার ছেলের ঘর সহ সবগুলি শোবার ঘরে। হোমস খুব ধীরে ধীরে হাঁটছিল আর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বাড়িটার স্থাপত্যকর্ম লক্ষ্য করছিল। তার মুখের ভাব দেখেই আমি বলে দিতে পারি যে একটা কড়া গন্ধ সে শুঁকছে, কিন্তু তার অনুমান যে কোন্ দিকে তাকে নিয়ে যাচ্ছে সে সম্পর্কে কোন কল্পনাই আমার মাথায় আসে নি।

একটু অধৈর্য হয়ে মিঃ কানিংহাম বলল, 'মাননীয় মহাশয়, এসব তো একেবারেই অপ্রয়োজনীয়। সিঁড়ির শেষে ঐটে আমার ঘর, আর তার পরেরটা আমার ছেলের। আমাদের কোনরকম জানান না দিয়ে চোরের পক্ষে এখানে আসা সম্ভব কি না সে বিচারের ভার আপনার উপরেই ছেড়ে দিলাম।'

যেন একটু কুটিল হাসি হেসে বলল, 'আমার কিন্তু মনে হচ্ছে, আর একবার চক্কর মেরে আপনাকে নতুন সূত্র বের করতে হবে।'

'তবু আমি কিন্তু আপনাকে বলব ঠাট্টাটাকে আরও একটু এগিয়ে নিয়ে যেতে। যেমন ধরুন, আমি দেখতে চাই শোবার ঘরের জানালা থেকে সামনের কতটা দেখা যায়। মনে হচ্ছে এটাই আপনার ছেলের ঘর, ধাক্কা দিয়ে সে দরজাটা খুলে ফেলল—'আর ঐটে হচ্ছে ড্রেসিং-রুম, গোল-মালের সময় যেখানে বসে তিনি ধূমপান করছিলেন। সে ঘরের জানালা থেকেই বা কতটা দেখা যায়? শোবার ঘর পেরিয়ে ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে সে অন্য ঘরটার চারদিকে চোখ ফেরাল।

মিঃ কানিংহাম কড়া গলায় বলল, 'আশা করি এবার আপনি সন্তুষ্ট হয়েছেন?'

'ধন্যবাদ; মনে হচ্ছে আমার যা দেখার তা দেখে নিয়েছি।'

'তাহলে, যদি সত্যি দরকার হয় তো সকলেই আমরা ঘরে যেতে পারি।'

'অবশ্য যদি খুব অসুবিধা বোধ না করেন।'

'জে, পি, কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে পথ দেখিয়ে সকলকে তার ঘরে নিয়ে গেল। সাদাসিদেভাবে সাজানো একটা সাধারণ ঘর। ঘরের ভিতর দিয়ে জানালাটার দিকে এগিয়ে যাবার সময় হোমস পিছিয়ে পড়ল এবং শেষটায় সে আর আমি পড়লাম দলের সকলের শেষে। বিছানার পায়ের কাছে একটা ছোট চৌকো টেবিল ছিল; তার উপর ছিল এক ডিস কমলালেবু ও একটা কাঁচের জলের পাত্র। সেটার পাশ দিয়ে যাবার সময় আমি অবাক্ত বিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম যে হোমস আমার সামনে ঝুঁকে পড়ে ইচ্ছা করে ধাক্কা মেরে সব কিছু ফেলে দিল; গ্লাসটা হাজার টুকরোয় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল, আর ফলগুলি ঘরময় ছড়িয়ে পড়ল।

সে শান্ত গলায় বলে উঠল, 'ওয়াটসন, এটা কি করলে! কার্পেটটা যে একেবারে নষ্ট করে ফেললে।'

বুঝতে পারলাম, যে কারণেই হোক বন্ধুবর চাইছে যে দোষটা আমার ঘাড়ে চাপাই, তাই হতভম্বের মত নীচু হয়ে ফলগুলি কুড়োতে লাগলাম। অন্য সকলেও তাই করল এবং টেবিলটাকে আবার পায়ার উপর বসিয়ে দিল।

'হ্যালো!' ইন্সপেক্টর চেঁচিয়ে ডাকল, 'তিনি গেলেন কোথায়?'

হোমস অদৃশ্য হয়েছে।

যুবক এলেক কানিংহাম বলল, 'এখানে একটু অপেক্ষা করুন। আমার তো মনে হয় লোকটির মাথা বিগড়ে গেছে। আমার সঙ্গে এস তো বাপি, দেখে আসি তিনি কোথায় গেলেন!'

তারা ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ইন্সপেক্টর, কর্ণেল ও আমি পরস্পরের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম।

সরকারী কর্মচারিটি বলল, 'আমি দিব্যি করে বলছি, মিস্টার এলেকের সঙ্গে আমি একমত। এটা তার অসুস্থতার ফল হতে পারে, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে—'

'বাঁচাও! বাঁচাও! খুন! একটা আকস্মিক আর্তনাদে

তার কথা থেমে গেল। ওটা আমার বন্ধুর কণ্ঠস্বর বলে বুঝতে পেরে আমি শিউরে উঠলাম। পাগলের মত ঘর থেকে ছুটে গেলাম ল্যান্ডিং-এর উপর। যে ঘরটা আমরা প্রথম দেখেছিলাম সেই ঘর থেকে আর্তনাদটা আসছিল। সে আর্তনাদ ততক্ষণে একটা কর্কশ বোবা চীৎকারে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। সেখান থেকে ছুটে গেলাম পাশের ড্রেসিং-রুমে। শার্লক হোমস মাটিতে পড়ে আছে, আর দুই কানিংহাম তার উপর ঝুঁকে পড়েছে ; যুবকটি দুইহাতে তার গলা টিপে ধরেছে, আর বুড়োটা তার একটা হাতের কব্জি মুচড়ে দিচ্ছে। মুহূর্তের মধ্যে আমরা তিনজন জোর করে তাদের হোমসের কাছ থেকে সরিয়ে দিলাম, আর হোমসও কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল। তার মুখ কালো হয়ে গেছে, সারা শরীর শ্রান্তিতে টলছে।

সে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'ইন্সপেক্টর, এদের গ্রেপ্তার করুন!'

'কিসের অভিযোগে?'

'কোচয়ান উইলিয়াম কিরওয়ানকে হত্যার অভিযোগে।'

ইন্সপেক্টর বিহ্বলভাবে তার দিকে তাকাল, তারপর বলল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে মিঃ হোমস, আপনি নিশ্চয়ই সত্যি সত্যি চান না যে—'

'থামুন মশায় ; ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখুন!' হোমস সংক্ষেপে চেঁচিয়ে বলল।

সত্যি, মানুষের মুখের উপর অপরাধের এরকম সুস্পষ্ট স্বীকৃতি আমি আর কখনও দেখি নি। বুড়ো যেন হক-চকিয়ে ঝিমিয়ে পড়েছে, তার বলিরেখাকিংত মুখে একটা ভারি বিষণ্ণতার ছায়া। অপর দিকে, ছেলের সেই চটপটানি ফটফটানি কোথায় চলে গেছে ; তার দুই কালো চোখে ঝকঝক করছে একটা ভয়ংকর বন্য শ্বাপদের হিংস্রতা ; সুন্দর মুখটা বিকৃত হয়ে উঠেছে। ইন্সপেক্টর কোন কথা না বলে দরজার কাছে গিয়ে বাঁশিতে ফুঁ দিল। সে ডাক শুনে দু'জন কনস্টেবল হাজির হল।

সে বলল, 'আমার আর কোন পথ নেই মিঃ কানিংহাম। আমি বিশ্বাস করি, এসবই একটা অবাস্তব ভ্রান্তি বলে প্রমাণ হতে পারে, কিন্তু আপনি তো বুঝতে পারছেন যে —আরে, করছেন কি, ওটা ফেলে দিন।' ইন্সপেক্টর হাত বাড়িয়ে আঘাত করতেই যুবকটির হাতের রিভলবারটা সশব্দে মেঝেতে ছিটকে পড়ল, তার ঘোড়া টেপা আর হল না।

হোমস দ্রুতগতিতে সেটাকে পা দিয়ে চেপে ধরে বলল, 'ওটা রেখে দিন, বিচারের সময় কাজে লাগবে। কিন্তু আমরা আসলে খুঁজছিলাম এইটে।' একখণ্ড দুমরানো কাগজ সে তুলে ধরল।

'কাগজের বাকি অংশটা?' ইন্সপেক্টর চেঁচিয়ে উঠল।

'ঠিক তাই।'

'এটা কোথায় ছিল?'

'ঠিক সেখানে যেখানে থাকবে বলে আমি নিশ্চিত ছিলাম। শীঘ্রই সব ব্যাপারটা আপনাদের বুঝিয়ে বলব। আমার মনে হয় কর্ণেল, আপনি ও ওয়াটসন এখন ফিরে যেতে পারেন ; আর বড় জোর এক ঘণ্টার মধ্যেই আমি আপনাদের সঙ্গে মিলিত হব। কয়েদীদের সঙ্গে ইন্সপেক্টর ও আমার কিছু কথা আছে ; তবে লাঞ্চের সময় ঠিক হাজির হব।'

শার্লক হোমস তার কথা রেখেছিল, কারণ বেলা একটা নাগাদ সে কর্ণেলের ধূমপানের ঘরে আমাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল। তার সঙ্গে ছিল ছোটখাটো একজন বয়স্ক ভদ্রলোক ; তাকে মিঃ অ্যাক্টন বলে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল ; প্রথম চুরিটা এর বাড়িতেই হয়েছিল।

হোমস বলল, 'এই ছোট ব্যাপারটা যখন বুঝিয়ে দেব তখন মিঃ অ্যাক্টন উপস্থিত থাকুন এটা আমার ইচ্ছা, কারণ এবিষয়ে তারও খুবই আগ্রহ থাকবারই কথা। প্রিয় কর্ণেল, আমার ভয় হচ্ছে যে, আমার মত একটি বুড়ো শকুনকে বাড়িতে ডেকে এনেছেন বলে আপনি হয়তো অনুশোচনা করছেন।'

কর্ণেল সাদরে জবাব দিল, 'বরং ঠিক তার উল্টো। আপনার কর্মপদ্ধতিকে জানবার সুযোগ পেয়েছি বলে আমি গর্বিত বোধ করছি। স্বীকার করছি, আপনার কাজের ধারা আমার প্রত্যাশাকে ছাড়িয়ে গেছে ; কিভাবে যে আপনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন তাতো আমি ভেবেই পাচ্ছি না। আমি তো এখনও পর্যন্ত একটা সূত্রের ছায়াও দেখতে পাই নি।'

'আমার ভয় হচ্ছে, আমার ব্যাখ্যা আপনাদের মোহ-মুক্তি ঘটাতে পারে। কিন্তু বন্ধু ওয়াটসনই হোন, কিংবা আমার কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে বুদ্ধিদীপ্ত আগ্রহ আছে এমন যেকোন লোকই হোন, কারও কাছ থেকে কোন কিছু না লুকোনই আমার চিরদিনের স্বভাব। কিন্তু তার আগে যেহেতু ড্রেসিং-রুমে যে ধাক্কা খেয়েছি তাতে বড়ই কাহিল হয়ে পড়েছি, তাই কর্ণেলের দেওয়া একটু ব্রান্ডি পেলে বড়ই উপকার হত। সম্প্রতি আমার শক্তির উপর বড় বেশী চাপ পড়েছে।'

'আশাকরি ঐ ধরনের কোন স্নায়বিক আক্রমণ আর

হয় নি।'

শার্লক হোমস প্রাণ খুলে হেসে উঠল। বলল, 'সে কথায় যথাসময়েই আসছি। যথাযথ কালক্রম অনুসারেই ঘটনার বিবরণ আপনাদের সামনে রাখব ; যেসব বিষয় আমাকে সিদ্ধান্তের দিকে নিয়ে গেছে তাও আপনাদের দেখাব। যদি আমার কোন অনুমান আপনাদের কাছে বোধগম্য না হয় তাহলে দয়া করে সেকথা জানাবেন।

'অনেকগুলি ঘটনার মধ্যে কোন্‌গুলি আকস্মিক আর কোন্‌গুলি অনিবার্য সে বুঝতে পারাই অপরাধীকে খুঁজে পাওয়ার পক্ষে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। অন্যথায় আপনার উৎসাহ ও মনোযোগ কেন্দ্রায়িত না হয়ে ইতস্তত ছড়িয়ে যাবে। এখন এই ঘটনায় প্রথম থেকেই আমার মনে তিলমাত্রও সন্দেহ ছিল না যে মৃত ব্যক্তির হাতে পাওয়া কাগজের টুকরোর মধ্যেই রহস্যের চাবি খুঁজতে হবে।

'কিন্তু সে ব্যাপারে যাবার আগে একটা ঘটনার প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এলেক কানিংহামের বিবরণ যদি সত্য হয়, খুনী যদি উইলিয়াম কিরওয়ানকে গুলি করেই সঙ্গে সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে একথা সুস্পষ্ট যে সে মৃত ব্যক্তির হাত থেকে কাগজের টুকরোটা ছিঁড়ে নিতে পারে না। আর যদি না নিয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চয় এলেক কানিংহাম নিজেই সেটা নিয়েছে, কারণ বৃদ্ধ লোকটি যখন নীচে নেমে এসেছে ততক্ষণে চাকররাও অনেকে সেখানে হাজির হয়েছে। বিষয়টা খুবই সরল, কিন্তু ইন্সপেক্টর সেদিকে দৃষ্টি দেন নি, কারণ তিনি গোড়া থেকেই এই ধারণা নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন যে এ ব্যাপারের সঙ্গে জেলার গণ্যমান্য লোকদের কোন সম্পর্কই নেই। এখন একটি বিষয়ে আমি সব সময়ই সতর্ক থাকি যে কোনরকম পূর্ব-সিদ্ধান্ত আমি মনের মধ্যে পুষে রাখি না এবং ঘটনাপ্রবাহ আমাকে যেদিকে নিয়ে যায় শান্তভাবে সেইদিকেই অগ্রসর হই। সেইজন্যই তদন্তের প্রথম ধাপেই এ ব্যাপারে মিঃ কানিংহামের ভূমিকা কতটা সেবিষয়ে আমার মনে প্রশ্ন জেগেছিল।

'এবার আমি ইন্সপেক্টরের দেওয়া কাগজের ছেঁড়া টুকরোটা খুব ভাল করে পরীক্ষা করলাম। সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে এটা একটা খুব উল্লেখযোগ্য দলিলের অংশবিশেষ। এই সেই দলিল। এর মধ্যে বেশ ইঙ্গিতপূর্ণ কিছু আছে বলে কি আপনাদের মনে হয় না ?'

কর্ণেল বলল, 'চিঠিটা দেখতে কেমন যেন সামঞ্জস্যহীন।'

হোমস বলে উঠল, 'দেখুন মশাইরা, দু'জন লোক যে একটার পর একটা শব্দ বসিয়ে চিঠিখানা লিখেছে সেবিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। যদি আমি "at" ও "to" শব্দ দুটির জোরালো t-র প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি এবং "quarter" ও "twelve" শব্দ দুটির হাল্কাভাবে লেখা t-র সঙ্গে তাদের তুলনা করতে বলি, তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাপারটা আপনারা বুঝতে পারবেন। ঐ শব্দ চারটিকে সামান্য বিশ্লেষণ করলেই আপনারা দৃঢ়তম আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বলতে পারবেন যে "learn" ও "aym be" লেখা হয়েছে জোরালো হাতে, আর "what" লেখা হয়েছে হাল্কা হাতে।'

কর্ণেল বলে উঠল, 'হা ঈশ্বর, এ যে একেবারে দিনের আলোর মত পরিষ্কার! কী আশ্চর্য! এ ভাবে দু'জনে মিলে একটা চিঠি লিখলই বা কেন ?'

'স্পষ্টতই পুরো ব্যাপারটা একটা পাপ কাজ, তাই একজন অপরজনকে অবিশ্বাস করে বলেই স্থির করে যে, যাই করা হোক তাতে দু'জনেরই সমান হাত থাকবে। এখন, দু'জনের মধ্যে যে "at" ও "to" শব্দ দুটি লিখেছে সেই যে দলের পান্ডা সেটাও পরিষ্কার।'

'সেটা কি করে বুঝলেন ?'

'একটা হাতের লেখার সঙ্গে আর একটা হাতের লেখার তুলনা করলেই সেটা অনুমান করা যায়। কিন্তু শুধু মাত্র অনুমানের চাইতেও আরও নিশ্চিত কারণ আমাদের হাতে আছে। এই চিঠির টুকরোটা মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করলে আপনাদেরও এই সিদ্ধান্তেই আসতে হবে যে, যার হাতের লেখা জোরালো সেই তার সবগুলো কথা আগে লিখেছে, এবং মাঝে মাঝে ফাঁক রেখে দিয়েছে যাতে অপরজন সেগুলো পূর্ণ করতে পারে। এই ফাঁকগুলো সব সময় যথেষ্ট রাখা হয় নি, আর সেইজন্যই দেখতে পাবেন যে দ্বিতীয় লোকটি লিখবার সময় 'at' ও 'to' মাঝখানে বসাতে গিয়ে তার "quarter" শব্দটিকে চেপে লিখেছে ; এ থেকেই বোঝা যায় ঐ শব্দ দুটি আগে থেকেই লেখা হয়েছিল। যে লোকটি তার সবগুলি কথা আগে লিখেছে সেই যে সমস্ত ষড়যন্ত্রটা করেছে এটা তো নিঃসন্দেহ।'

'চমৎকার।' মিঃ অ্যাক্টন চেঁচিয়ে বলল।

'কিন্তু এহ বাহ্য' হোমস বলল। 'এবার আমরা এমন একটা বিষয়ে যাব যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনারা হয় তো জানেন না, যে আজকাল বিশেষজ্ঞরা হাতের লেখা দেখে একটা মানুষের বয়স প্রায় ঠিক-ঠিক বলে দিতে পারে। স্বাভাবিক অবস্থায় একটা লোককে তার সত্যিকারের দশকে মোটামুটি বিশ্বাসযোগ্যভাবেই ফেলা যায়। স্বাভাবিক অবস্থায় বলছি এই জন্য যে, ভগ্নস্বাস্থ্য ও শারীরিক

দুর্বলতার ফলে একটি অসুস্থ যুবকের বেলায়ও বার্ধক্যের চিহ্নগুলি প্রকাশ পেতে পারে। এক্ষেত্রে একজনের হাতের লেখা বেশ স্পষ্ট ও জোরালো, আর অপর জনের লেখার কেমন যেন পিঠ-ভাঙা চেহারা, যাতে t-র ক্রুশ-চিহ্নের মত চেহারাটা বদলে গেলেও পড়তে কোন অসুবিধা হয় না। এসব দেখেই আমরা বলতে পারি যে, একজন যুবক ও অপরজন বয়সে প্রবীণ, যদিও সম্পূর্ণ স্থবির নয়।'

'চমৎকার!' মিঃ অ্যাক্টন আবার চেঁচিয়ে উঠল।

'অবশ্য আরও একটা বিষয় আছে যেটা আরও সূক্ষ্ম ও আরও আকর্ষণীয়। এই দুটো হাতের লেখার মধ্যে বেশ কিছুটা মিল আছে। লেখা দুটো এমন দু'জনের যাদের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক আছে। গ্রীক e-অক্ষর থেকেই এটা আপনাদের চোখে ধরা পড়তে পারে, কিন্তু আমার কাছে এমন অনেক ছোটখাটো বিষয় আছে যেগুলি ঐ একই ইঙ্গিত বহন করে। এই দুটো লেখার মধ্যে যে একটা পারিবারিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় সেবিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। অবশ্য এই কাগজটা পরীক্ষা করে আমি যেসব সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি তার প্রধান প্রধানগুলি আপনাদের জানালাম। আরও তেইশটি এমন ধরনের অনুমান আমি করেছি যেগুলো আপনাদের চাইতে বিশেষজ্ঞদের কাছেই আকর্ষণীয়। সে সবগুলি থেকে এই একই ধারণা আমার মনে গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে যে বাবা ও ছেলে এই দুই কানিংহাম মিলেই চিঠিখানা লিখেছে।

'এ পর্যন্ত অগ্রসর হবার পর আমার পরবর্তী পদক্ষেপ হল এই অপরাধের বিস্তারিত বিবরণগুলি পরীক্ষা করা এবং তার থেকে কতটা সহায়তা আমরা পেতে পারি সেটা দেখা। ইন্সপেক্টরকে সঙ্গে নিয়ে সে বাড়িতে গেলাম এবং যা কিছু দেখবার ছিল সবই দেখলাম। একান্ত প্রত্যয়ের সঙ্গেই বুঝতে পারলাম যে, চার গজের কিছুটা দূর থেকে ছোঁড়া রিভলবারের গুলিতেই নিহত লোকটির শরীরের ক্ষতটা সৃষ্টি হয়েছে। তার জামা-কাপড়ে কোনরকম বারুদের দাগ পাওয়া যায় নি। সুতরাং স্পষ্টই বোঝা যায়, ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে করতে গুলিটা ছোঁড়া হয়েছিল—এলেক কানিংহামের একথাটা মিথ্যা। আবার, যে জায়গাটা দিয়ে লোকটা পালিয়ে রাস্তায় পড়ে সেবিষয়েও বাবা ও ছেলে একমত। কিন্তু ঘটনাক্রমে সেই জায়গাটায় একটা চওড়া নালা আছে, তার তলাটা ভিজে। অথচ সেই নালায় যখন কোন জুতোর চিহ্ন পাওয়া যায় নি তখনই আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত হলাম যে কানিংহামরা আবারও মিথ্যাকথা বলেছে; শুধু তাই নয়, আরও নিশ্চিত হলাম যে ঘটনাস্থলে কোন অপরিচিত লোকেরই আগমন ঘটে নি।

'এবার আমাকে ভাবতে হল, এই অসাধারণ অপরাধের উদ্দেশ্য কি হতে পারে। সেটা জানবার আগে প্রথমেই আমি মিঃ অ্যাক্টনের বাড়ির প্রথম চুরির রহস্য সমাধানে সচেষ্ট হলাম। কর্ণেলের কথা থেকে আমি জানতে পেরেছিলাম যে, মিঃ অ্যাক্টন ও কানিংহামদের মধ্যে একটা মামলা চলছে। সঙ্গে সঙ্গেই আমার মনে হল, মামলায় কাজে লাগতে পারে এরকম কিছু দলিলপত্র হস্তগত করার উদ্দেশ্যেই তারা আপনার লাইব্রেরিতে ঢুকেছিল।'

মিঃ অ্যাক্টন বলল, 'ঠিক তাই। তাদের এই উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোন রকম সন্দেহই থাকতে পারে না। তাদের অর্ধেক সম্পত্তির উপর আমার সুস্পষ্ট দাবী রয়েছে; একটা বিশেষ দলিল হস্তগত করতে পারলে—সৌভাগ্যবশতঃ সেটা আমার সলিসিটরের সিন্দুকে রক্ষিত ছিল—আমার মামলাকে তারা নিঃসন্দেহে কাঁচিয়ে দিতে পারত।'

হোমস হেসে বলল, 'ঠিক বলেছেন। সেই সাংঘাতিক বেপরোয়া প্রচেষ্টায় আমি কিন্তু যুবক এলেকের হাতই দেখতে পেয়েছি। কোন কিছু না পেয়ে ঘটনাটাকে একটা সাধারণ চুরি মনে করে সন্দেহটাকে ঘুরিয়ে দেবার প্রচেষ্টায় হাতের কাছে যা কিছু পেয়েছে তাই নিয়ে তারা সরে পড়ে। এ পর্যন্ত যথেষ্ট পরিষ্কার, কিন্তু তখনও অনেক কিছুই অস্পষ্ট রয়ে গেছে। সব চাইতে বেশী করে যেটা আমি খুঁজছিলাম সে হল ঐ চিরকুটের হারানো অংশটা। আমি নিশ্চিত বুঝেছিলাম যে, মৃতের হাত থেকে এলেকই ওটা ছিঁড়ে নিয়েছে, আর এটাও প্রায় নিশ্চিত যে তার ড্রেসিং-গাউনের পকেটেই সেটাকে ঢুকিয়ে দিয়েছে। তাছাড়া আর কোথায় রাখবে? তখন একমাত্র প্রশ্ন হল সেটা তখনও সেখানেই আছে কি না। যেমন করেই হোক সেটাকে খুঁজে পেতেই হবে, আর সেই উদ্দেশ্যে সকলে সে বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম।

'আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, দুই কানিংহাম রান্নাঘরের দরজার বাইরে আমাদের সঙ্গে মিলিত হল। ওই কাগজটার কথা তাদের মনে না করিয়ে দেওয়াটাই তখন সবচাইতে বেশী জরুরী: অন্যথায় তারা কালবিলম্ব না করে সেটাকে নষ্ট করে ফেলবে। ইন্সপেক্টর ওই চিঠিটার গুরুত্বের কথা তাদের প্রায় বলতে যাচ্ছিল, ঠিক তখনই সৌভাগ্যক্রমে একটা ফিটের মত হয়ে আমি মাটিতে পড়ে যাই এবং আলোচনাও অন্য দিকে মোড় নেয়।

কর্ণেল হাসতে হাসতে বলল, 'হায় ঈশ্বর! আপনি কি বলতে চান যে আমাদের সবটা সহানুভূতিই মাঠে মারা

গেছে? আপনার ফিট একটা নকল ব্যাপার?'

এই যে লোকটি নিত্য নতুন নতুন চাতুর্যের পরিচয় দিয়ে চিরকাল আমাকে বোকা বানিয়ে এসেছে তার দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে আমি বলে উঠলাম, 'ব্যবসায়িক দিক থেকে বলতে গেলে, ব্যাপারটা কিন্তু খাসা হয়েছিল।'

সে বলল, 'এই আর্টটা কিন্তু অনেক সময় বেশ কাজে লাগে। সে ভাবটা কাটিয়ে উঠে আমি কিন্তু বেশ কায়দা করে বুড়ো কানিংহামকে দিয়ে "twelve" শব্দটা লিখিয়ে নিলাম যাতে এই কাগজটায় লেখা "twelve" -এর সঙ্গে সেটাকে মিলিয়ে দেখতে পারি।'

আমি বলে উঠলাম, 'উঃ, আমি কী গাধা!'

হোমস হেসে বলল, 'আমি দেখেছিলাম, আমার সেই কষ্ট দেখে তুমিও খুব কষ্ট পাচ্ছিলে। আমার প্রতি সহানুভূতির বশে তুমি কষ্ট পাচ্ছিলে দেখে আমারও কষ্ট হচ্ছিল। তারপর দোতলায় উঠে ঐ ঘরটায় ঢুকে দেখতে পেলাম, ড্রেসিং-গাউনটা দরজার পিছনে ঝোলানো রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে চালাকি করে টেবিলটা উল্টে ফেলে দিয়ে মুহূর্তের জন্য তাদের মনোযোগকে সেইদিকে আকৃষ্ট করে সাট করে সরে গিয়ে আমি পকেটগুলো পরীক্ষা কবতে লাগলাম। ঠিক প্রত্যাশিত জায়গাতেই কাগজটা সবে পেয়েছি এমন সময় দুই কানিংহাম আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং আমার বিশ্বাস তোমার মত বন্ধুর দ্রুত সহায়তা না পেলে সেখানেই আমাকে খুন করে ফেলত। মনে হচ্ছে যেন যুবকটি এখনও আমার গলা টিপে ধরে আছে আর তার বাবা কাগজটা আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নেবার জন্য আমার কব্জিটা মুচড়ে দিচ্ছে। তখন তারা বুঝতে পেরেছে যে আমি সব জেনে ফেলেছি; কাজেই পরিপূর্ণ নিরাপত্তা বোধ থেকে হঠাৎ পরিপূর্ণ হতাশার মধ্যে পড়ে গিয়ে তারা একেবারেই বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল।

'খুনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে পরে আমি বুড়ো কানিংহামের সঙ্গে কথা বলেছি। তাকে বশ মানানো অনেকটা সোজা; কিন্তু তার ছেলে একটা পাক্কা শয়তান, হাতের কাছে একটা রিভলবার পেলে তার নিজের বা অন্য যে কোন লোকের মাথার ঘিলু উড়িয়ে দিত। কানিংহাম যখন বুঝতে পারল যে তার বিরুদ্ধে মামলাটা খুবই জোরালো তখন সে সব আশা ছেড়ে দিয়ে সব কথাই খুলে বলল। মনে হচ্ছে, তারা বাপ-বেটা যে রাতে মিঃ অ্যাক্টনের বাড়িতে চড়াও হয়েছিল সেই সময় উইলিয়াম গোপনে তাদের পিছু নিয়েছিল, এবং এইভাবে তাদের দু'জনকে কব্জা করে সব কথা ফাঁস করে দেবার ভয় দেখিয়ে তাদের ব্ল্যাকমেল করতে থাকে। কিন্তু মিস্টার এলেকের সঙ্গে এধরনের খেলা করা খুবই বিপজ্জনক। সেই সময়ে সমগ্র পল্লী অঞ্চলে চুরির যে আতংক ছড়িয়ে পড়েছিল তারই সুযোগ নিয়ে তাদের পক্ষে অবাঞ্ছিত এই লোকটিকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার যে পরিকল্পনা সে করেছিল তার মধ্যে যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় রয়েছে। উইলিয়ামকে ভুলিয়ে ডেকে এনে গুলি করা হল। তারা যদি সবটা চিরকুট হাতাতে পারত এবং ছোটখাট কয়েকটা ব্যাপারে আর একটু মনোযোগী হত, তাহলে সম্ভবত কোনরকম সন্দেহই দেখা দিত না।'

'আর সেই চিরকুটটা?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

শার্লক হোমস দুটি টুকরো একত্রে জোড়া-লাগানো কাগজটা আমাদের সামনে রাখল।

তুমি শুধু একবার ঃ রাত পৌনে বারোটায়।

পূর্বদিকের গেটে আস তাহলে ঃ এমন কিছু জানতে পারবে

যাতে তুমি খুবই বিস্মিত হবে এবং এও হতে পারে যে তোমার এবং অ্যানি মরিসনেরও তাতে খুব উপকার

হবে। কিন্তু এবিষয়ে কাউকে কিছু বলো না

'আমিও এই ধরনের একটা কিছুই আশা করেছিলাম। অবশ্য এলেক কানিংহাম, উইলিয়াম কিরওয়ান এবং অ্যানি মরিসনের মধ্যে সম্পর্ক কি ছিল তা আমরা এখনও পর্যন্ত জানি না। ফলাফল দেখে বোঝা যাচ্ছে যে ফাঁদ বেশ সুকৌশলেই পাতা হয়েছিল। p অক্ষরে এবং g-র লেজের দিক বংশানুক্রমিকতার ছাপ দেখে আপনারা যে খুশি না হয়ে পারবেন না সেবিষয়ে আমি নিশ্চিত। বুড়োর লেখায় i অক্ষরের মাথায় ফুটকির অনুপস্থিতিও লক্ষ্য করবার মত বৈশিষ্ট্য। ওয়াটসন, আমার মনে হচ্ছে যে গ্রামাঞ্চলে আমাদের নির্জন বিশ্রাম খুবই সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে, এবং অনেক বেশী উদ্দীপনা নিয়ে কালই আমি বেকার স্ট্রীটে ফিরে যাব।'

অষ্টাবক্র মানুষটি

The Crooked Man

আমার বিয়ের কয়েকমাস পরে এক গ্রীষ্মের রাতে অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসে শেষ পাইপটি টানতে টানতে একখানা উপন্যাসের পাতায় চোখ বুলাচ্ছিলাম। সারাদিন খুব

খাটুনি গেছে। স্ত্রী আগেই দোতলায় উঠে গেছে। কিছুক্ষণ আগে হলের দরজা বন্ধ করার শব্দে বুঝতে পেরেছি, চাকররাও শুতে গেছে। আসন থেকে উঠে পাইপ থেকে ছাই ঝেড়ে ফেলছি এমন সময় হঠাৎ ঘণ্টা বেজে উঠল।

ঘড়ির দিকে তাকালাম। পৌনে বারোটা। এত রাতে কোন অতিথি আসতে পারে না। নির্ঘাৎ কোন রোগী, আর তার মানেই সারা রাত জাগরণ। বিকৃত মুখে হলে ঢুকে দরজা খুললাম। সবিস্ময়ে দেখি, সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে শার্লক হোমস।

সে বলল, 'এই যে ওয়াটসন, জানতাম তোমাকে ঠিক ধরতে পারব।'

'আরে ভাই, আগে ভিতরে এস।'

'তুমি খুব বিস্মিত হয়েছ তো! সে আর আশ্চর্য কি! কিন্তু এখন আশ্বস্ত হয়েছ নিশ্চয়! হুম! তুমি দেখছি এখনও কুমার-জীবনের আর্কেডিয়া মিকচারই খাচ্ছ! তোমার কোটের উপরকার পেঁজা তুলোর মত ছাই দেখে তো ভুল হবার জো-টি নেই। তুমি যে একসময় ইউনিফর্ম পরতে অভ্যস্ত ছিলে সেটা বলাও খুবই সহজ; যতকাল আস্তিনের মধ্যে রুমাল গুঁজে রাখার অভ্যাস তোমার থাকবে ততদিন তুমি কেতাদুরস্ত বেসামরিক নাগরিক হতে পারবে না। আজ রাতটা এখানে আমার থাকার একটা ব্যবস্থা করতে পারবে কি?'

'আনন্দের সঙ্গে।'

'তুমি বলেছিলে একজনের মত একটা ব্যাচেলার কোয়ার্টার তোমার আছে, আর দেখতে পাচ্ছি বর্তমানে কোন অতিথি তোমার বাড়িতে নেই। তোমার হ্যাট-স্ট্যান্ডই সেকথা ঘোষণা করছে।'

'তুমি এখানে থাকলে খুবই খুশী হব।'

'ধন্যবাদ। তাহলে একটা শূন্য পেগ পূর্ণ করে নিতে চাই। কিন্তু তুমি বাড়িতে একজন বৃটিশ কাজের লোক রেখেছ দেখে দুঃখিত বোধ করছি। সে তো বদের বাসা। নর্দমা পরিষ্কার করে না আশা করি?'

'না, গ্যাসে কাজ করে।'

'আহা, তোমার লাইনোলিয়ামের উপর যেখানটায় আলো পড়ে সেখানটাতেই জুতোর নালের দুটো দাগ বসিয়ে দিয়েছে। না, ধন্যবাদ, আমি ওয়াটারলু থেকে খেয়েই এসেছি, তবে তোমার সঙ্গে মনের খুশীতে একটা পাইপ টানব।'

আমার পাউচটা তার হাতে দিলাম; সেও আমার উল্টো দিকে বসে বেশ কিছু সময় নীরবে ধূমপান করতে লাগল। আমি ভালভাবেই জানি, গুরুতর কোন কাজ না থাকলে এত রাতে সে আমার কাছে আসত না, তাই সে কাজের কথায় না আসা পর্যন্ত আমি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে সে বলে উঠল, 'দেখছি এখন তুমি বেশ কর্মব্যস্ত আছ।'

'সত্যি, সারাটাদিন খুব ব্যস্ত ছিলাম' আমি জবাবে বললাম। 'জানি তোমার কাছে বোকামি বলেই মনে হবে তবু বলছি, সেকথা তুমি কেমন করে অনুমান করলে আমি সত্যি বুঝতে পারছি না।'

হোমস আপন মনেই মুখ টিপে হাসতে লাগল।

তারপর বলল, 'ভাই ওয়াটসন, তোমার সব অভ্যাসগুলোই তো জানার সুবিধা আমার হয়েছে। দূরত্ব অল্প হলে তুমি হেঁটেই যাও, আর বেশ দূরে যেতে হলেই গাড়ি নাও। দেখতে পাচ্ছি অনেক ব্যবহার সত্ত্বেও তোমার জুতো ধুলোয় নোংরা হয় নি, কাজেই তুমি এখন ডাক্তারি ব্যাপারে এতই ব্যস্ত যে গাড়ি না নিয়ে পারছ না সেটা সন্দেহ না করে তো পারি না।'

'চমৎকার!' আমি চেঁচিয়ে বললাম।

'খুবই প্রাথমিক,' সে বলল। 'একজন যুক্তিবিদ্ এমন ফল দেখাতে পারে যা তার প্রতিবেশীর কাছে বিস্ময়কর বলে মনে হয়ে থাকে, কারণ সেই অনুমানের ভিত্তিস্বরূপ একটা ছোট বিষয়কে সে উপেক্ষা করেছে। এটাও সেইরকমই একটা দৃষ্টান্ত। ভাই হে, তোমার এই সব আকর্ষণীয় ছোট ছোট রেখাচিত্রগুলির কোন কোনটা সম্পর্কেও ওই একই কথা বলা চলে। তুমিও তো সমস্যার কিছু কিছু অংশ নিজের হাতেই রেখে দাও, কখনও পাঠকদের জানতে দাও না। এখন আমিও ঐ সব পাঠকদের অবস্থায় পড়েছি। মানুষের মস্তিষ্ককে বিচলিত করবার মত যেসব বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছে তাদেরই অন্যতম একটি ঘটনার অনেকগুলো সূত্রই আমার এই হাতের মধ্যে পেয়েছি, কিন্তু এমন দু' একটির হদিস পাচ্ছি না যেগুলি আমার অভিমতকে পূর্ণ করবার জন্য একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু ওয়াটসন, সে সূত্রগুলি পেতেই হবে, আমি তাদের পাবই!' তার চোখ দুটো জ্বলতে লাগল, আর তার পাতলা গালে ঈষৎ রঙের ছোপ লাগল। মুহূর্তের জন্য তার তীক্ষ্ণ, তীব্র প্রকৃতির উপর থেকে আবরণটা যেন সরে গেল, কিন্তু সে শুধু মুহূর্তের জন্য। আবার যখন দেখলাম, তখন তার মুখে সেই নিগ্রোসুলভ নির্বিকারত্ব যার জন্য অনেকেই তাকে মানুষের বদলে যন্ত্র বলে মনে করে।

সে বলল, 'সমস্যাটার মধ্যে অনেক আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য আছে ; এমন কি অসাধারণ বৈশিষ্ট্যও বলতে পারি। ইতিমধ্যেই ব্যাপারটা তলিয়ে দেখেছি, এবং মনে হচ্ছে যেন একটা সমাধানও দৃষ্টিগোচর হয়েছে। সেই শেষ ধাপে তুমি যদি আমার সঙ্গী হতে পার তাহলে আমার অনেক উপকার হবে।'

'সে তো আনন্দের কথা।'

'আগামীকালই তুমি কি এল্ডারশট পর্যন্ত যেতে পারবে ?'

'জ্যাকসন আমার প্র্যাকটিসের ভার নেবে, সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।'

'খুব ভাল। আমি ১১-১০-এ ওয়াটারলু থেকে যাত্রা করতে চাই।'

'তাহলে তো হাতে যথেষ্ট সময় আছে।'

'যদি তোমার খুব ঘুম না পেয়ে থাকে, তাহলে যা ইতিমধ্যে ঘটেছে এবং আর কি কি করণীয় আছে তার একটি বিবরণ তোমাকে শোনাব।'

'তুমি আসার আগে ঘুম পেয়েছিল, কিন্তু এখন আমি সম্পূর্ণ সজাগ।'

'এই সমস্যার পক্ষে অবশ্য-প্রয়োজনীয় কোন অংশ বাদ না দিয়ে গল্পটাকে আমি যতদূর সম্ভব সংক্ষেপ করব। হয় তো এবিষয়ে কিছু বিবরণ তুমি পড়েছ। এল্ডারশটে রয়াল ম্যালোজ রেজিমেণ্টের কর্ণেল বার্কলের খুনের কথাই আমি বলছি। সে ব্যাপারে তদন্তের ভারও আমি নিয়েছি।'

'এবিষয়ে আমি কিছুই শুনি নি।'

'স্থানীয় লোক ছাড়া অন্য কারও মনোযোগ এখনও সেদিকে বিশেষ আকৃষ্ট হয় নি। মাত্র দু' দিন আগেকার ঘটনা। সংক্ষেপে ঘটনাগুলি নিম্নরূপ ঃ

'তুমি তো জান, "রয়াল ম্যালোজে" বৃটিশ সেনাবাহিনীর অন্তর্গত বিখ্যাত আইরিশ রেজিমেণ্টগুলির অন্যতম। এই রেজিমেণ্টটি ক্রিমিয়াতে এবং সিপাহী বিদ্রোহের সময় আশ্চর্য কাজ করেছে এবং তখন থেকে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। সোমবার রাত পর্যন্তও এর সেনাপতি ছিলেন প্রবীণ সাহসী যোদ্ধা জেমস বার্কলে। সাধারণ সৈনিক হিসাবে জীবন শুরু করে সিপাহী বিদ্রোহের সময় নিজ শৌর্যের বলে তিনি কমিশনের মর্যাদা লাভ করেন এবং একদা যে রেজিমেণ্টের বন্দুকধারী সৈনিকমাত্র ছিলেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত হয়েছিলেন তারই সেনাপতি।

'সার্জেণ্ট থাকাকালেই কর্ণেল বার্কলে বিয়ে করেন ; তার স্ত্রী—তার প্রাকবিবাহ নাম ছিল মিস ন্যান্সি ডেভয়—ছিলেন ঐ একই কোম্পানির এক প্রাক্তন পতাকাবাহী সার্জেণ্টের মেয়ে। সহজেই বোঝা যায় যে এই তরুণ দম্পতি যখন নতুন পরিবেশে প্রবেশ করল তখন কিছু কিছু সামাজিক সংঘর্ষ দেখা দিয়েছিল। অবশ্য মনে হয় যে তারা খুব তাড়াতাড়িই নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছিলেন, এবং আমি যতদূর জানি, স্বামী যেমন তার সহকর্মী অফিসারদের মধ্যে জনপ্রিয় ছিলেন, মিসেস বার্কলেও রেজিমেণ্টের মহিলাদের মধ্যে সেইরকম জনপ্রিয় ছিলেন। আমি আর একটু যোগ করতে পারি যে মহিলাটি পরমা সুন্দরী এবং ত্রিশ বছরেরও আগে বিয়ে হলেও আজও তার চেহারা মনে ধরার মত।

'দেখে তো মনে হয় কর্ণেল বার্কলের পারিবারিক জীবন আগাগোড়াই বেশ সুখের ছিল। মেজর মারফির কাছ থেকেই আমি সব কথা জেনেছি। তিনিও আমাকে নিশ্চিত করে বলেছেন যে তাদের দু'জনের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির কথা তিনি কখনও শোনেননি। তিনি মনে করেন, মোটামুটিভাবে বার্কলের প্রতি তার স্ত্রীর অনুরাগের চাইতে স্ত্রীর প্রতি বার্কলের অনুরাগই ছিল বেশী। এক-দিনের জন্যও স্ত্রী কাছে না থাকলে তিনি অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করতেন। অপরদিকে ভক্তিমতী ও বিশ্বস্ত হওয়া সত্ত্বেও মহিলাটির এতটা দুর্দমনীয় আসক্তি ছিল না। কিন্তু রেজিমেণ্টের সকলেই তাদের মাঝ-বয়সী আদর্শ দম্পতি বলে মনে করত। তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে এমন কিছুই ছিল না যা দেখে পরবর্তীকালের একটি বিয়োগান্ত ঘটনার জন্য তারা প্রস্তুত হতে পারে।

'কর্ণেল বার্কলের নিজেরও কতকগুলি বিশেষ গুণ আছে বলে মনে হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় তিনি একজন চটপটে, আমুদে প্রবীণ সৈনিক, কিন্তু অতীতে দেখা গেছে যে কতকগুলি বিশেষ অবস্থায় তিনি যথেষ্ট মারমুখী ও প্রতিহিংসাপরায়ণ হতে পারেন। অবশ্য তার চরিত্রের এই দিকটা কখনও তার স্ত্রীর প্রতি ব্যবহৃত হয় নি। তার চরিত্রের আরও একটা দিক মেজর মারফির নজরে এসেছে, এবং যে পাঁচজন অফিসারের সঙ্গে আমি কথা বলেছি তাদের মধ্যেও তিনজনই আমাকে সেকথা বলেছে ঃ মাঝে মাঝেই কেমন একটা অদ্ভুত ধরনের মানসিক অবসাদ তাকে পেয়ে বসে। মেজরের নিজের কথায়ই বলি ঃ মেসের টেবিলে হৈ-হল্লা করতে করতে হঠাৎ যেন একটা অদৃশ্য হাত তার মুখের সব হাসি মুছে ফেলে দেয়। সেই অবস্থা যখন দেখা দেয় তখন দিনের পর দিন তিনি একটা গভীর বিষণ্ণ-

তার মধ্যে ডুবে থাকেন। এই দিকটা এবং কতকগুলি কু-সংস্কারের ছোঁয়া—তার চরিত্রের একমাত্র এই অস্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যগুলিই তার সহকর্মী অফিসারদের নজরে পড়েছে। শেষোক্ত বৈশিষ্ট্যের লক্ষণ হল, তিনি একাকী থাকতে, বিশেষ করে অন্ধকার হবার পরে, অপছন্দ করেন। তার পুরুষোচিত চরিত্রের এই শিশুসুলভ বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রায়ই নানারকম জল্পনা-কল্পনা হয়ে থাকে।

'কয়েক বছর হল রয়াল ম্যালোজ-এর প্রথম বাহিনী (সেটাই পুরনো ১১৭তম বাহিনী) এল্ডারশটে মোতায়েন হয়েছে। বিবাহিত অফিসাররা সেনা-ব্যারাকের বাইরে থাকে ; কর্ণেল আগাগোড়াই উত্তর শিবির থেকে আধ মাইলটাক দূরবর্তী "লেসিন" নামক একটা ভিলাতে বাস করতেন। বাড়িটা নিজস্ব জমির উপর তৈরী, তবে তার পশ্চিম দিকটার দূরত্ব রাজপথ থেকে ত্রিশ গজের বেশী নয়। চাকর বলতে একটি কোচয়ান ও দুটি দাসী। প্রভু, প্রভু-পত্নী আর তারা তিনজনই বাড়ির একমাত্র বাসিন্দা, কারণ বার্কলে-দম্পতির কোন সন্তান নেই এবং আবাসিক অতিথি কেউ বড় একটা আসত না।

'এবার গত সোমবার রাত ন'টা থেকে দশটার মধ্যে লেসিনে যা যা ঘটেছিল তা বলছি।

'মনে হয় মিসেস বার্কলে রোম্যান ক্যাথলিক গীর্জার সদস্যা ছিলেন এবং সেণ্ট জর্জ গিল্ড প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন। গরীব লোকদের পুরনো জামা-কাপড় সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে ওয়াট স্ট্রীট চ্যাপেলের সঙ্গে সহযোগিতায় গিল্ডটি গঠিত হয়েছিল। সেদিন রাত আট-টায় গিল্ডের একটা সভা ছিল। সেখানে হাজির হবার জন্য মিসেস বার্কলে তাড়াতাড়ি রাতের খাবার শেষ করেন। তিনি বাড়ি থেকে যাবার সময় স্বামীর সঙ্গে কিছু গতানুগতিক কথাবার্তা যা বলেছিলেন সেগুলি কোচয়ান শুনতে পেয়েছিল। তিনি শীঘ্রই ফিরে আসবেন, একথাও স্বামীকে বলেছিলাম। তখন তিনি পাশের ভিলার বাসিন্দা মিস মরিসনকে ডাকেন এবং দু'জন একসঙ্গে সভায় চলে যান। চল্লিশ মিনিট ধরে সভা চলে। পথে মিস মরিসনকে তার দরজায় ছেড়ে দিয়ে পৌনে ন'টায় মিসেস বার্কলে বাড়ি ফেরেন।

'লেসিনে একটা ঘরকে সকালবেলাকার ঘর হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ঘরটার মুখ রাস্তার দিকে এবং একটা ভাঁজ-করা বড় কাঁচের দরজা লনের দিকে খোলে। লনটা ত্রিশ গজ চওড়া এবং উপরে রেল বসানো একটা নীচু দেওয়ালের দ্বারা রাজপথ থেকে আলাদা করা। বাড়ি ফিরে মিসেস বার্কলে ওই ঘরেই ঢোকেন। খড়খড়িগুলো বন্ধ করা হয়নি, কারণ রাতে ঘরটা বড় একটা ব্যবহার করা হত না। মিসেস বার্কলে নিজেই বাতিটা ধরালেন এবং ঘণ্টা বাজিয়ে পরিচারিকা জেন স্টুয়ার্টকে ডেকে এক কাপ চা দিতে বললেন। এটা কিন্তু তার স্বাভাবিক অভ্যাসের বিরোধী। কর্ণেল খাবার ঘরে বসেছিলেন, কিন্তু স্ত্রী ফিরে এসেছে শুনে সকালবেলাকার ঘরে তার কাছে গেলেন। কোচয়ান তাকে হল পার হয়ে সে ঘরে ঢুকতে দেখেছে। তারপর তাকে আর জীবিত অবস্থায় দেখা যায় নি।

'দশ মিনিট পরে চা নিয়ে দরজার কাছে পৌঁছে দাসী সবিস্ময়ে শুনতে পায়, তার প্রভু ও প্রভু-পত্নীর মধ্যে প্রচণ্ড তর্কাতর্কি চলেছে। দরজায় টোকা দিয়ে কোন সাড়া না পেয়ে হাতল ঘুরিয়ে দেখে দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। স্বভাবতই সে তখন দৌড়ে নীচে গিয়ে রাঁধুনীকে বলে এবং কোচয়ানকে সঙ্গে নিয়ে দুটি স্ত্রীলোক হলে ঢুকে শুনতে পায়, ঝগড়া তখনও সমানে চলেছে। তারা সকলেই একমত যে মাত্র দুটো গলাই শোনা যাচ্ছিল—একটা বার্কলের, আর একটা তার স্ত্রীর। বার্কলের কথা-গুলো অস্পষ্ট ও আচমকা শোনা যাচ্ছিল। অপর দিকে মহিলার গলা ছিল তীক্ষ্ণ এবং যখনই তিনি উঁচু পর্দায় কথা বলছিলেন তখনই পরিষ্কার সব শোনা যাচ্ছিল। তিনি বার বার বলছিলেন, 'তুমি কাপুরুষ! এখন কি করা যাবে? আমার জীবন আমাকে ফিরিয়ে দাও। তোমার সঙ্গে একই বাতাসে আমি আর নিঃশ্বাস নেব না। তুমি কাপুরুষ! তুমি কাপুরুষ!' এই ধরনের টুকরো টুকরো কথার শেষে হঠাৎ পুরুষের গলায় একটা মারাত্মক চীৎকার শোনা গেল, আর তারপরই একটা পতনের শব্দ এবং স্ত্রী-কণ্ঠের আর্ত চীৎকার। একটা বিয়োগান্ত ঘটনা ঘটেছে বুঝতে পেরে কোচয়ান দরজার দিকে ছুটে যায় এবং সেটা ভাঙতে চেষ্টা করে। ভিতর থেকে আর্তনাদের পর আর্তনাদের শব্দ আসতে থাকে। যা হোক, সে দরজা ভাঙতে পারে না, আর স্ত্রীলোক দুটিও ভয়ে এতই বিচলিত হয়ে পড়ে যে তারা কোন রকম সাহায্য করতে পারে না। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তেই সে দৌড়ে হলের দরজা দিয়ে বেরিয়ে ঘুরে লনে চলে যায়। ঘরের লম্বা ফরাসী জানালাগুলো সেই-দিকেই খোলে। জানালার একটা দিক খোলা ছিল। গ্রীষ্ম-কালে সেটা খুবই স্বাভাবিক। কোচয়ান বিনা আয়াসেই ঘরে ঢুকে যায়। প্রভু-পত্নীর আর্তনাদ থেমে গেছে ; তিনি একটা কৌচের উপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। আর চেয়ারের হাতলের উপর পা দুটি এলিয়ে দিয়ে চুল্লি ঢাক-

নার কোণায় মেঝেতে মাথা রেখে নিজেরই রক্তস্রোতের মধ্যে মরে পড়ে আছেন হতভাগ্য সৈনিক!

'কোচয়ান যখন বুঝল যে মনিবের জন্য তার আর কিছুই করার নেই তখন তার প্রথম চিন্তাই হল দরজাটা খুলে দেওয়া। কিন্তু তখনই একটা অপ্রত্যাশিত ও অদ্ভুত অসুবিধা দেখা দিল। চাবিটা দরজার ভিতর দিকেও ছিল না, বা ঘরের মধ্যে কোথাও সেটা পাওয়া গেল না। সুতরাং সে আবার জানালা দিয়ে বেরিয়ে যায় এবং পুলিশ ও ডাক্তার সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসে। এ অবস্থায় স্বভাবতই মহিলাটির উপরেই সবচাইতে বেশী সন্দেহ পড়ে। তিনি তখনও অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন। সেই অবস্থায়ই তাকে তার ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। কর্ণেলের দেহটাকে সোফার উপর শুইয়ে দিয়ে দুর্ঘটনা স্থলটাকে ভাল করে পরীক্ষা করা হয়।

'মাথার পিছন দিকে দু'ইঞ্চি মত লম্বা একটা থেঁতলানো আঘাতের ফলেই হতভাগ্য প্রবীণ লোকটির মৃত্যু হয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে, একটা ভোঁতা অস্ত্র দিয়ে তাকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করা হয়েছিল। সে অস্ত্রটা কি সেটা অনুমান করাও কঠিন হল না। মৃতদেহের পাশেই মেঝের উপরে হাড়ের হাতল-ওয়ালা কাঠের শক্ত একটা কোঁদা বড় মুগুর পড়েছিল। কর্ণেল যেসব বিভিন্ন দেশে যুদ্ধ করেছেন সেখান থেকে নানা ধরনের সব অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে এনেছেন; পুলিশ মনে করে, এই মুগুরটিও তার সেই সব বিজয়-স্মারকের অন্যতম। চাকররা বলেছে তারা সেটাকে আগে কখনও দেখে নি, কিন্তু বাড়িতে এত অসংখ্য স্মৃতি-চিহ্ন সংগৃহীত রয়েছে যে তার মধ্যে এই একটি কারও নজরে না পড়তেও পারে। মিসেস বার্কলের কাছে, বা মৃতের কাছে, অথবা ঘরের অন্য কোথাও নিখোঁজ চাবিটা পাওয়া যায় নি, একমাত্র এই দুর্বোধ্য ঘটনাটি ছাড়া পুলিশ ঘরের ভিতরে আর উল্লেখযোগ্য কিছুই পায়নি। এল্ডারশট থেকে একজন চাবিওয়ালাকে ডেকে এনে পরে দরজাটা খোলা হয়।

'দেখ ওয়াটসন, ঠিক এই পরিস্থিতিতে মেজর মারফির অনুরোধে গত মঙ্গলবার সকালে পুলিশের প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করবার জন্য আমি এল্ডারশটে যাই। তুমি নিশ্চয় স্বীকার করবে যে সমস্যাটা বেশ আকর্ষণীয়; কিন্তু তদন্তে নেমে অচিরেই বুঝতে পারলাম যে, প্রথম দৃষ্টিতে যতটা মনে হয়েছিল আসলে ব্যাপারটা আরও বেশী অসাধারণ।

'ঘরটা পরীক্ষা করবার আগে চাকরদের জেরা করে যা জানতে পেরেছি সেসবই তোমাকে বললাম। পরিচারিকা জেন স্টুয়ার্ট আর একটা নতুন কথা বলেছে। তোমার নিশ্চয়ই মনে পড়েছে, ঝগড়ার শব্দ শুনে সে নীচে নেমে যায় এবং অন্য চাকরদের নিয়ে ফিরে আসে। সে বলছে, প্রথমবার যখন সে একা ছিল তখন তার মনিব ও মনিব-পত্নীর গলা এত নীচু ছিল যে কিছুই শুনতে পায় নি; তাদের মধ্যে যে ঝগড়া হচ্ছে এটা সে বুঝেছিল তাদের থেকে নয়, তাদের গলার স্বর থেকে। আমি চেপে ধরায় তার মনে পড়ে যায় যে, বার দুই সে মহিলাটিকে 'ডেভিড' কথাটা উচ্চারণ করতে শুনেছে। এ ঘটনাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এর থেকে হঠাৎ ঝগড়ার একটা কারণের হদিস আমরা পেতে পারি। তোমার নিশ্চয় মনে আছে যে কর্ণেলের নাম জেমস।

'এই ব্যাপারে একটা জিনিস বাড়ির চাকর ও পুলিশের উপর গভীর রেখাপাত করেছে। সেটা হচ্ছে কর্ণেলের মুখের বিকৃতি। তাদের বিবরণ অনুসারে একটা মানুষের মুখে ভয় ও আতংকের যতদূর ভয়ংকর ভাব ফুটে ওঠা সম্ভব সে মুখে তাই ফুটে উঠেছিল। তার মুখ এতই ভীষণ আকার ধারণ করেছিল যে তা দেখেই একাধিক লোক মূর্চ্ছা গেছে। নিশ্চয় তিনি তার পরিণাম দেখতে পেয়েছিলেন, আর তাই তীব্র আতংক তাকে পেয়ে বসেছিল। কর্ণেল হয় তো দেখতে পেয়েছিলেন যে তার স্ত্রী তাকে মারাত্মকভাবে আক্রমণ করতে উদ্যত,—পুলিশের এই ধারণার সঙ্গেও এটা বেশ খাপ খেয়ে যায়। ক্ষতটা তার মাথার পিছন দিকে হয়েছে, এ আপত্তিও টেকে না, কারণ তিনি হয় তো আঘাতটা এড়াবার জন্য ঘুরে গিয়েছিলেন। মস্তিষ্কের বিকার-জনিত জ্বরের আক্রমণে সাময়িকভাবে উন্মাদ হয়ে পড়ায় মহিলাটির কাছ থেকে কোন কথাই জানা যায় নি।

'পুলিশের কাছ থেকে আমি জেনেছি, মিস্ মরিসন (সেই রাতে যিনি মিসেস বার্কলের সঙ্গে বেরিয়েছিলেন) বলেছেন যে, তার সঙ্গিনী কি কারণে এরকম বদ-মেজাজ নিয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন তা তিনি জানেন না।

'দেখ ওয়াটসন, এই সব তথ্য সংগ্রহ করে তার মধ্যে কোন্‌গুলো সত্যনির্ধারক আর কোন্‌গুলো নেহাৎই আকস্মিক তা বুঝবার চেষ্টায় আমি অনেকগুলো পাইপ পুড়িয়ে ছাই করেছি। দরজার চাবিটার অদ্ভুত অন্তর্ধানই যে এব্যাপারে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ও ইঙ্গিতপূর্ণ পয়েন্ট সেবিষয়ে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। খুবই সতর্কভাবে তল্লাসী চালিয়েও ঘরের মধ্যে সেটাকে পাওয়া

যায় নি। সুতরাং নিশ্চয় সেটাকে ঘর থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু কর্ণেল, বা তার স্ত্রী কেউই যে সেটা নিতে পারেন না এ তো খুবই পরিষ্কার। সুতরাং নিশ্চয় কোন তৃতীয় ব্যক্তি ঘরে ঢুকেছিল, আর সেই তৃতীয় ব্যক্তি একমাত্র জানালা দিয়েই ঘরে ঢুকতে পারে। আমার মনে হল, ঘর ও লনটা ভাল করে পরীক্ষা করলে হয়তো সেই রহস্যময় ব্যক্তিটির কিছু হদিস মিলতে পারে। তুমি তো আমার পদ্ধতিগুলি জান ওয়াটসন। তাদের কোনটাই প্রয়োগ করতে আমি বাকি রাখলাম না। শেষ পর্যন্ত কিছু হদিসও মিলল, কিন্তু আমি যেরকমটা পাব বলে আশা করেছিলাম পেলাম তার ঠিক বিপরীত। ঘরে একটা লোক ছিল, আর সে এসেছিল রাস্তা থেকে লন পেরিয়ে। তার পায়ের পাঁচটা পরিষ্কার ছাপ পেয়েছিলাম,—একটা রাস্তার উপরে ঠিক যেখানটায় সে নীচু দেওয়ালটা টপকেছে, দুটো লনে এবং যে জানালা দিয়ে সে ঢুকেছিল তার কাছের একটা ছোপ-ধরা বোর্ডের উপর দুটো খুব অস্পষ্ট ছাপ। স্পষ্টতই সে ছুটে লনটা পার হয়েছিল, কারণ গোড়ালি অপেক্ষা তার আঙুলের দাগগুলো বেশী গভীর। কিন্তু সে লোকটি আমাকে বিস্মিত করে নি। বিস্মিত করেছে তার সঙ্গী।'

'তার সঙ্গী!'

www.boiRboi.net

হোমস পকেট থেকে টিসু-পেপারের একটা লম্বা শিট বের করে সযত্নে হাঁটুর উপর মেলে ধরল।

প্রশ্ন করল, 'এর থেকে কি বুঝতে পারছ?'

কাগজটা কোন ছোট জন্তুর পায়ের ছাপে ভর্তি। তাতে পাঁচটা পায়ের পাতার স্পষ্ট ছাপ রয়েছে; ওগুলো দীর্ঘ নখের পরিচায়ক; আর সমস্ত ছাপটা আকারে বড় জোর একটা বড় চামচের মত।

'একটা কুকুর', আমি বললাম।

'কখনও কি শুনেছ যে কুকুর পর্দা বেয়ে ওঠে? এই জন্তুটি যে সে কাজ করেছে তার স্পষ্ট নিদর্শন আমি পেয়েছি।'

'তাহলে কি বাঁদর?'

'কিন্তু এ তো বাঁদরের পায়ের ছাপ নয়।'

'তাহলে কি হতে পারে?'

'কুকুর নয়, বেড়ালও নয়, বাঁদরও নয়, এমন কি আমাদের পরিচিত কোন জীবই নয়। পায়ের ছাপের মাপ থেকেই আমি এটা বুঝতে পেরেছি। এই দেখ চারটে ছাপ যেখানে জন্তুটা নিশ্চল দাঁড়িয়েছিল। দেখতে পাচ্ছ যে পায়ের সম্মুখ থেকে পিছন পর্যন্ত পনেরো ইঞ্চির কম নয়। তার সঙ্গে গলা ও মাথার দৈর্ঘ্য যোগ কর, তাহলেই এমন একটা জীব পাবে যার দৈর্ঘ্য দু'ফুটের কম নয়—বরং লেজ থাকলে কিছুটা বেশীই হবে। এবার আরেকটা মাপ লক্ষ্য কর। এখানে জন্তুটা চলছে, কাজেই তার পদক্ষেপের দৈর্ঘ্য আমরা পাচ্ছি। প্রতিটি পদক্ষেপের দৈর্ঘ্য প্রায় তিন ইঞ্চি। এর থেকেই বুঝতে পারছ যে জীবটির দেহটা লম্বা, কিন্তু পাগুলো ছোট। বুদ্ধি করে কোন লোমও ফেলে যায় নি। তবে তার চেহারা আমি যেরকম বলেছি সেইরকমই হবে, সে পর্দা বেয়ে উঠতে পারে এবং মাংসাশী।'

'সেটা কি করে বুঝলে?'

'যেহেতু সে পর্দা বেয়ে উঠেছিল। জানালায় একটা ক্যানারি পাখির খাঁচা ঝুলছিল; মনে হয় পাখিটাকে ধরাই তার লক্ষ্য ছিল।'

'তাহলে জন্তুটা কি?'

'আরে, ওটার একটা নাম দিতে পারলে তো সমস্যা সমাধানের পথে অনেকটাই এগিয়ে যেতে পারতাম। মোটের উপর ওটা হয় তো বেজি জাতীয় কোন জন্তু অথচ সেরকম জন্তু আমি যতগুলি দেখেছি তার চাইতে বড়।'

'কিন্তু এই অপরাধের সঙ্গে তার সম্পর্ক কি?'

'সেটাও এখনও বোঝা যাচ্ছে না। তবে বুঝতেই তো পারছ, আমরা অনেক কিছুই জানতে পেরেছি। আমরা জেনেছি, একটা লোক রাস্তায় দাঁড়িয়ে বার্কলে-দম্পতির ঝগড়া দেখছিল,—খড়খড়ি তোলা ছিল এবং ঘরে আলো জ্বলছিল। আমরা আরও জেনেছি, সে দৌড়ে লন পার হয়ে একটা অদ্ভুত জন্তুকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢোকে এবং হয় সে কর্ণেলকে আঘাত করে, অথবা এও হতে পারে যে তাকে দেখেই নিছক ভয়েই কর্ণেল পড়ে যান এবং চুল্লির ঢাকনার কোণায় লেগে তার মাথা কেটে যায়। আর শেষ কথা, আগন্তুক যাবার সময় চাবিটা সঙ্গে নিয়ে যায়।'

আমি বললাম, 'তোমার এই সব আবিষ্কারের ফলে ব্যাপারটা তো আগের চাইতেও গোলমেলে হয়ে উঠেছে।'

'ঠিক তাই! এর ফলেই দেখা যাচ্ছে যে প্রথম যেরকমটা ভাবা গিয়েছিল ব্যাপারটা তার চাইতে অনেক বেশী গভীর। সবকিছু ভেবেচিন্তে আমি এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে কেসটাকে অন্য দিক থেকে দেখতে হবে। কিন্তু সত্যি ওয়াটসন তোমাকে অনেকক্ষণ জাগিয়ে রেখেছি; এসব কথা তো কাল এল্ডারশট যাবার পথেই তোমাকে বলতে পারতাম।'

'ধন্যবাদ, কিন্তু তুমি এতটা এগিয়েছ যে আর থামা চলে না।'

'এটা ঠিক যে সাড়ে সাতটার সময় মিসেস বার্কলে

যখন বাড়ি থেকে যান তখন স্বামীর সঙ্গে তার সদ্ভাবই ছিল। মনে হচ্ছে তোমাকে আগেই বলেছি যে তিনি কখনই স্বামীর প্রতি অতিরিক্ত অনুরাগিণী ছিলেন না, কিন্তু কোচয়ান শুনেছে যে তিনি স্বামীর সঙ্গে বেশ বন্ধুত্বপূর্ণভাবেই কথা বলেছিলেন। এখন এটা তো ঠিক যে বাড়ি ফিরেই তিনি যে ঘরটায় গেলেন সেখানে তার স্বামীর সঙ্গে দেখা হবার সম্ভাবনা প্রায় ছিলই না, একজন উত্তেজিত স্ত্রীলোকের মতই সঙ্গে সঙ্গে তিনি চায়ের হুকুম করলেন এবং শেষ পর্যন্ত স্বামী তার কাছে আসামাত্রই তিনি প্রচণ্ড অভিযোগে একেবারে ফেটে পড়লেন। সুতরাং সাড়ে সাতটা থেকে ন'টার মধ্যে এমন কিছু ঘটেছিল যাতে স্বামীর প্রতি তার মনোভাব সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছিল। কিন্তু ঐ দেড় ঘণ্টা সময় মিস মরিসন সারাক্ষণই তার সঙ্গে ছিলেন। সুতরাং নিশ্চিতভাবেই বোঝা যাচ্ছে যে তিনি অস্বীকার করলেও এ ব্যাপারে অনেক কিছু তিনি নিশ্চয় জানেন।

'আমার অনুমান, এই যুবতী ও বৃদ্ধ সৈনিকটির মধ্যে কিছুটা যাতায়াত ছিল ; আর যুবতীটি এখন সেকথা স্ত্রীর কাছে স্বীকার করেছেন। স্ত্রীর ক্রুদ্ধ প্রত্যাবর্তন এবং কোন কিছু ঘটনা সম্পর্কে মেয়েটির অস্বীকৃতি—এই দুইয়েরই ব্যাখ্যা এই অনুমানে পাওয়া যাচ্ছে। বাইরে থেকে যেসব কথা শোনা গিয়েছিল তার সঙ্গেও এটা সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যবিহীন নয়। কিন্তু অন্য দিকে রয়েছে ডেভিডের নামোল্লেখ এবং স্ত্রীর প্রতি কর্ণেলের সর্বজনবিদিত অনুরাগের কথা যার ফলে ও ধরনের কোন সন্দেহের কথাই উঠতে পারে না। আরও রয়েছে একটি তৃতীয় লোকের আকস্মিক আবির্ভাব, যদিও আগেকার ঘটনাবলীর সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নাও থাকতে পারে। সঠিক পদক্ষেপ খুব সোজা ব্যাপার নয় তবে মোটামুটিভাবে কর্ণেল ও মিস মরিসনের মধ্যে কোন ব্যাপার ছিল এ ধারণা বাতিল করার পক্ষপাতী হলেও আমি কিন্তু দৃঢ়ভাবেই বিশ্বাস করি যে মিসেস বার্কলের মনে কেন তার স্বামীর প্রতি বিদ্বেষ দেখা দিল সে খবর ঐ যুবতীটি রাখেন। সুতরাং স্বভাবতই আমি মিস মরিসনের সঙ্গে দেখা করে তাকে বুঝিয়ে বললাম যে তিনি যেসব ঘটনা জানেন সেবিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত ; তাকে আরও বললাম যে সমস্ত ব্যাপারটার ফয়সালা না হলে তার বন্ধু মিসেস বার্কলেকে খুনের দায়ে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হতে পারে।

'মিস মরিসন একটা ছোটখাটো আকাশচারিণী মেয়ে, তার চোখ দুটি ভীরু, ভীরু, মাথার চুল নীল ; কিন্তু তাই বলে চালাকি ও সাধারণ বুদ্ধিতেও কম যান না। আমার কথা শুনে কিছুক্ষণ বসে বসে ভাবলেন, তারপর হঠাৎ মানসিক দৃঢ়তার ভাব এনে একটা উল্লেখযোগ্য বিবৃতি দিয়ে বসলেন। তোমার সুবিধার জন্য সেটাকে সংক্ষেপে বলছি।

'তিনি বললেন, "বন্ধুর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি যে এ ব্যাপারে কোন কথা বলব না, আর প্রতিজ্ঞা প্রতিজ্ঞাই। কিন্তু তার বিরুদ্ধে যখন এরকম একটা গুরুতর অভিযোগ উঠেছে এবং যখন অসুস্থতার জন্য সে বেচারির মুখ বন্ধ হয়ে গেছে, তখন যেহেতু কথা বললে তাকে সত্যি সত্যি সাহায্য করা হবে তখন আমি মনে করি যে সে প্রতিজ্ঞা থেকে আমি মুক্ত। সোমবার রাতে কি কি ঘটেছিল সব আপনাকে হুবহু বলব।

"পৌনে ন'টা নাগাদ আমরা ওয়াট স্ট্রীট মিশন থেকে ফিরছিলাম। আমাদের হাডসন স্ট্রীট ধরে আসতে হয়েছিল, আর সে রাস্তাটা খুবই নির্জন। রাস্তার বাঁ-হাতি একটি মাত্র বাতি ছিল। আমরা যখন বাতিটার কাছে পৌঁছেছি তখন দেখলাম সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে একটি লোক আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে, তার এক কাঁধে ঝোলানো বাক্সের মত একটা জিনিস। লোকটিকে দেখে বিকলাঙ্গ বলে মনে হল, কারণ মাথাটা নীচু করে হাঁটু দুটি বেঁকিয়ে সে হাঁটছিল। আমরা যখন তার পাশ দিয়ে যাচ্ছি তখন বাতিটার চক্রাকার আলোয় সে মুখ তুলে আমাদের দিকে তাকিয়েই হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে ভয়ংকর গলায় চীৎকার করে উঠল, "হা ঈশ্বর, এ যে ন্যান্সি।" মিসেস বার্কলের মুখ মরার মত সাদা হয়ে গেল ; সেই ভীষণ-দর্শন লোকটি যদি তাকে ধরে না ফেলত তাহলে সে হয় তো পড়েই যেত। আমি পুলিশ ডাকতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু সবিস্ময়ে দেখলাম মিসেস বার্কলে খুব ভদ্রভাবে লোকটির সঙ্গে কথা বলছে।

'কাঁপা গলায় সে বলে উঠল,—"আমি তো ভেবেছিলাম হেনরি, ত্রিশ বছর আগেই তুমি মারা গেছ।"

"তাই তো গিয়েছি", লোকটি বলল। যে স্বরে সে কথা বলল তা শুনলেই ভয় হয়। তার মুখটা কালো, ভীতিপ্রদ ; তার দুটি চোখের জ্বলন্ত দৃষ্টি যেন স্বপ্নের মধ্যেও আমাকে তাড়া করে। তার চুল ও গোঁফ সাদা, সমস্ত মুখটা শুকনো আপেলের মত বলী-রেখায় ভরা।

'মিসেস বার্কলে বলল, "তুমি একটু এগিয়ে যাও ভাই, এই লোকটির সঙ্গে আমি দু'একটা কথা বলতে চাই। এতে ভয়ের কিছু নেই।" কথাগুলি বেশ সাহসের সঙ্গে বলতে চাইলেও তখনও তার মুখ মরার মত বিবর্ণ এবং

ঠোঁট দুটো এমনভাবে কাঁপছে যে মুখ দিয়ে বের হচ্ছে না।

'আমি তার কথামতই কাজ করলাম, তারা কয়েক মিনিটের জন্য এক সঙ্গে হাঁটতে লাগল। তারপর যখন সে রাস্তা থেকে নেমে এল তখন তার চোখ দুটো জ্বলছে। দেখলাম, সেই বিকলাঙ্গ হতভাগ্য লোকটি ল্যাম্পপোস্টের পাশে দাঁড়িয়ে দুটি মুষ্টিবদ্ধ হাত এমনভাবে আকাশের দিকে ছুঁড়ছে যেন ক্রোধে পাগল হয়ে গেছে। মিসেস বার্কলে আর কোন কথা বলল না ; শুধু যখন এই দরজার সামনে এলাম তখন আমার হাত ধরে মিনতি করে বলল, এই ঘটনার কথা যেন কাউকে না বলি। আরও বলল, "ও আমার একটি পুরনো বন্ধু, আজ পৃথিবীর পথে অনেক নীচে নেমে গেছে।" যখন প্রতিজ্ঞা করলাম যে কিছুই বলব না তখন সে আমাকে চুমো খেল। তারপর থেকে তাকে আর দেখিনি। সব কথাই আপনাকে বললাম ; পুলিশের কাছে এসব কথা গোপন রেখেছিলাম কারণ তখন আমি প্রিয় বান্ধবীর এত বড় বিপদের কথা বুঝতে পারি নি। এখন বুঝতে পারছি, সব কিছু জানালে তারই ভাল হবে।"

'এই হল তার বিবৃতি। বুঝতেই পারছ ওয়াটসন, আমার কাছে এ যে আঁধার রাতের আলোক-শিখা। এতদিন যা কিছু ছিল বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন, সব যেন ঠিক ঠিক জায়গায় খাপ খেয়ে গেল ; সমগ্র ঘটনা-পরম্পরাকে আমি যেন আবছাভাবে দেখতে পেলাম। যে লোকটি মিসেস বার্কলের উপর এতখানি প্রভাব বিস্তার করেছে তাকে খুঁজে বের করাই হল আমার পরবর্তী কাজ। সে যদি এখনও এল্ডারশটে থেকে থাকে তাহলে কাজটা খুব শক্ত হবে না। সেখানে বেসামরিক লোকের সংখ্যা খুব বেশী নয়, আর একটি বিকলাঙ্গ লোক সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। একটা পুরো দিন তাকে খুঁজেছি, আর সন্ধ্যাবেলা—হ্যাঁ ওয়াটসন, আজই সন্ধ্যাবেলা—তাকে পেয়েছি। লোকটির নাম হেনরি উড ; যে রাস্তায় মহিলাদের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল সেখানকার বস্তিতেই সে থাকে। মাত্র পাঁচ দিন হল সে এখানে এসেছে। রেজিস্ট্রেশন-এজেন্টের পরিচয় দিয়ে তার বাড়িউলির সঙ্গে আমার খুবই আকর্ষণীয় কথাবার্তা হয়েছে। পেশাগতভাবে লোকটি একজন বাজিকর, প্রমোদ-অভিনেতা ; রাত হলেই সে বিভিন্ন ভোজনালয়ে গিয়ে কিছু কিছু খেলা দেখিয়ে লোককে আনন্দ দেয়। একটা জন্তুকে বাক্সে ভরে সঙ্গে নিয়ে যায়। ঐ জন্তুটা সম্পর্কে দেখলাম বাড়িউলি খুবই শংকিত, কারণ ওরকম জন্তু সে আগে কখনও দেখে নি। তার কথামত, লোকটি কোন কোন খেলায় জন্তুটাকে ব্যবহার করে। এসব কথা বলে সে বিস্ময় প্রকাশ করল যে এরকম একটা বাঁকা চোরা শরীর নিয়ে সে এখনও বেঁচে আছে কেমন করে ; তাছাড়া লোকটি নাকি অনেক সময়ই অদ্ভুত ভাষায় কথা বলে, এবং গত দুই রাত ধরে সে তাকে তার শোবার ঘরে গোঙিয়ে গোঙিয়ে কাঁদতেও শুনেছে। টাকা-পয়সার ব্যাপারে সে খুবই ভাল, তবে যে টাকাটা সে জমা রেখেছে তার মধ্যে একটা মুদ্রা নকল বলে মনে হয়। সেটা সে আমাকে দেখিয়েছে ওয়াটসন, সেটা একটা ভারতীয় টাকা।

'সুতরাং আমাদের অবস্থাটা কি রকম এবং কেন তোমার সহায়তা চাইছি সেটা নিশ্চয় তুমি বুঝতে পারছ ভাই। এটা খুবই পরিষ্কার যে মহিলা দুটি চলে যাবার পরে এই লোকটি কিছুদূর পর্যন্ত তাদের অনুসরণ করে, জানালা দিয়ে স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া দেখতে পায়, ছুটে বাড়িতে ঢোকে এবং ঐ জন্তুটা বাক্স থেকে বেরিয়ে পড়ে। এ পর্যন্ত সব ঠিক আছে। কিন্তু এই জগতে সেই এক-মাত্র লোক যে আমাদের ঠিক ঠিক বলতে পারে ঐ ঘরের মধ্যে কি কি ঘটেছিল।'

'আর তুমি সেকথা তাকে জিজ্ঞাসা করতে চাও ?'

'নিশ্চয়, তবে একজন সাক্ষীর সামনে।'

'আর আমিই কি সেই সাক্ষী ?'

'যদি তুমি রাজী থাক। যদি সে সব কথা খুলে বলে তো খুব ভাল। যদি বাগড়া দেয়, তাহলে তো গ্রেপ্তারি পরোয়ানার জন্য আবেদন করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।'

'কিন্তু তুমি কি করে জানলে যে আমরা ফিরে যাওয়া পর্যন্ত সে সেখানে থাকবে ?'

'বুঝতেই পারছ, সে ব্যবস্থাও করেছি। বেকার স্ট্রীট বাহিনীর একটা ছেলেকে তার উপর খাড়া পাহারা রেখে এসেছি। লোকটি যেখানেই থাক, ছেলেটা চোরকাঁটার মত তার পিছনে লেগে থাকবে। কাল আমরা তাকে হাডসন স্ট্রীটেই পাব ওয়াটসন। কিন্তু এদিকে তোমাকে যদি আরও রাত পর্যন্ত বসিয়ে রাখি তাহলে যে আমি নিজেই অপরাধী বনে যাব।'

দুপুর নাগাদ আমরা দুর্ঘটনা-স্থলে হাজির হলাম এবং সঙ্গীর নেতৃত্বে তৎক্ষণাৎ হাডসন স্ট্রীটে গেলাম। মনের আবেগ চেপে রাখতে হোমস দক্ষ, তথাপি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম সে চাপা উত্তেজনায় অধীর হয়ে উঠেছে, আর আমি আধা খেলোয়াড়ি মনোভাব এবং আধা বুদ্ধি-দীপ্ত আনন্দের আশায় মশগুল হয়ে উঠলাম। যখনই কোন তদন্তকার্যে হোমসের সঙ্গী হই এই মিশ্র মনোভাব তখনই

আমাকে পেয়ে বসে।

দুধারে সারি সারি সাদাসিদে দোতলা ইঁটের বাড়ি-গুলোর ভিতরকার ছোট রাস্তাটায় বাঁক নিয়েই সে বলল, 'এই রাস্তাটা। আরে! ঐ তো সিম্পসন খবর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।'

আমাদের দিকে ছুটে এসে ছেলেটা চেঁচিয়ে বলল, 'সে ভিতরেই আছে মিঃ হোমস।'

তার মাথায় হাত বুলিয়ে হোমস বলল, 'খুব ভাল, সিম্পসন! চলে এস ওয়াটসন। এই বাড়িটা।' নিজের কার্ডটা সে পাঠিয়ে দিল। তাতে লিখে দিল, গুরুতর কাজে সে এসেছে। একটু পরেই যাকে দেখতে এসেছি তার সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়ালাম। আবহাওয়া গরম হওয়া সত্ত্বেও সে একটা চুল্লির উপর ঝুঁকে বসেছিল। ছোট ঘরটাও যেন একটা জ্বলন্ত চুল্লি। লোকটি চেয়ারের উপর এমনভাবে এঁকেবেঁকে জুবুথুবু হয়ে বসেছিল যে দেখলেই বিকলাঙ্গতার যে আভাষ মনে জাগে তাকে ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। সে আমাদের দিকে মুখটা ফেরালো। সে মুখ এখন জীর্ণ ও ধোঁয়াটে হলেও এক সময়ে নিশ্চয় খুবই সুন্দর ছিল। পিত্তাধিক্যজনিত হলুদেটে চোখে সে আমাদের দিকে সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল এবং কোন কথা না বলে বা চেয়ার থেকে না উঠে দুটো চেয়ার দেখিয়ে দিল।

'আপনি নিশ্চয় ভারতবর্ষপ্রত্যাগত মিঃ হেনরি উড?' হোমস সবিনয়ে বলল। 'কর্ণেল বার্কলের মৃত্যুর সেই ছোট ব্যাপারটা নিয়ে আপনার কাছে এসেছি।'

'সেসব কথা আমি কি করে জানব?'

'সেইটেই তো আমিও জানতে চাই। আপনি কি জানেন যে, ব্যাপারটা না মিটে গেলে আপনার প্রাক্তন বান্ধবী মিসেস বার্কলের হয় তো খুনের দায়ে বিচার হবে?'

লোকটি ভীষণভাবে চমকে উঠল।

চীৎকার করে বলল, 'আমি জানি না আপনি কে, বা কেমন করে এসব জেনেছেন, কিন্তু আপনি কি হলফ করে বলতে পারেন যে আপনার কথাগুলি সত্যি?'

'সে কি! জ্ঞান ফিরে এলেই তারা মহিলাটিকে গ্রেপ্তার করবার জন্য অপেক্ষা করছে।'

'হায় ভগবান! আপনি নিজেও কি পুলিশ?'

'না।'

'তাহলে এ ব্যাপারে আপনার কি দরকার?'

'ন্যায় যাতে প্রতিষ্ঠিত হয় সেটা দেখা সকলেরই দরকার।'

'আমার কথায় বিশ্বাস করুন, সে নির্দোষ।'

'তাহলে আপনি দোষী?'

'না, আমিও নই।'

'তাহলে কর্ণেল জেমস বার্কলেকে খুন করেছে কে?'

'নিয়তিই তাকে খুন করেছে। কিন্তু একটা কথা মনে রাখবেন, আমি যদি তার মাথার খুলিটা উড়িয়ে দিতাম—সে বাসনাই আমার মনে ছিল—তাহলেও আমার হাতে তার ন্যায্য পাওনাই সে পেত। নিজের অপরাধী বিবেকের আঘাতে যদি সে ধরাশায়ী না হত তাহলে বলা যায় না হয় তো তার রক্তে আমার আত্মাই কলংকিত হত। আপনি কি চান আমি সে কাহিনী বলি? দেখুন, সে কাহিনী না বলার কোন কারণ নেই, যেহেতু এতে আমার লজ্জা পাবার কোন কারণ নেই।'

'দেখুন স্যার, ব্যাপারটা এই রকম। আজ আমাকে দেখছেন উটের মত পিঠ, আর বুকের সবগুলো হাড় বাঁকা, কিন্তু এমন একদিন ছিল যখন কর্পোরাল হেনরি উড ছিল ১১৭তম পদাতিক বাহিনীর সব চাইতে চটপটে মানুষ। তখন আমরা ছিলাম ভারতবর্ষের সেনা-ব্যারাকে, ধরুন জায়গাটার নাম ভুর্তি। যে বার্কলে সেদিন মারা গেল সে ছিল আমার বাহিনীরই সার্জেন্ট, আর সারা রেজিমেন্টের মক্ষিরাণী—হ্যাঁ, সে ছিল সর্বাপেক্ষা সুন্দরী জীবিত যুবতী—ছিল পতাকাবাহী সার্জেন্টের মেয়ে ন্যান্সি ডেভয়। দুজন পুরুষ তাকে ভালবাসত, আর সে ভালবাসত এক-জনাকে; আজ চুল্লির পাশে তালগোল পাকিয়ে বসে থাকা এই অসহায় জীবটিকে দেখার পর যদি আমার মুখে শোনেন যে আমার দুটি চোখের জন্যই সে আমাকে ভালবেসেছিল, তাহলে হয়তো আপনি একটুখানি হাসবেন।'

'যাই হোক, সে মনে-প্রাণে আমাকে চাইলেও তার বাবার ইচ্ছায় সে বার্কলেকে বিয়ে করে। আমি তখন একটা কাণ্ডজ্ঞানহীন বেপরোয়া যুবক আর তার ছিল শিক্ষা, ছিল তলোয়ার চালনার খ্যাতি। কিন্তু মেয়েটি আমার প্রতিই অনুরাগিণী হয়ে রইল এবং হয় তো আমিই তাকে পেতাম, এমন সময় সিপাহী বিদ্রোহ দেখা দিল, আর সারাটা দেশ যেন নরক হয়ে উঠল।

'আধা-ব্যাটারি গোলন্দাজ সৈন্য, এক কোম্পানি শিখ, আর বেশ কিছু বেসামরিক পুরুষ ও নারীসহ আমাদের পুরো রেজিমেন্টটাই ভুর্তি-তে আটকা পড়ে গেল। হাজার হাজার বিদ্রোহী আমাদের ঘিরে ফেলেছে; ইঁদুর ভর্তি খাঁচার চারিদিকের কুকুরের মতই তাদের তীক্ষ্ন দৃষ্টি। দ্বিতীয় সপ্তাহ নাগাদ আমাদের জলও ফুরিয়ে গেল। জেনারেল নীলের বাহিনী তখন সেই অঞ্চল দিয়ে যাচ্ছিল।

কেমন করে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায় সেটাই হল সমস্যা। অথচ আমাদের বাঁচবার সেইটেই একমাত্র পথ। কারণ এতগুলি নারী ও শিশুকে সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধ করে সেখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আশাই করা যায় না। সুতরাং আমি নিজে বেরিয়ে গিয়ে জেনারেল নীলকে আমাদের বিপদের কথা জানাবার দায়িত্ব নিতে রাজী হলাম। আমার প্রস্তাব গৃহীত হল। সার্জেন্ট বার্কলের সঙ্গে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করলাম। সার্জেন্ট বার্কলে সে অঞ্চলটাকে অন্য সকলের চাইতে ভাল চিনত। তাই সে আমাকে এমন একটা পথের খসড়া করে দিল যে পথ ধরে আমি বিদ্রোহীদের ব্যূহ ভেদ করে বেরিয়ে যেতে পারব। সেদিন রাত দশটায় আমি যাত্রা করলাম। হাজারটা জীবনকে বাঁচাতে হবে ; কিন্তু সে রাতে দেওয়ালটা টপকাবার সময় মাত্র একটি জীবনের কথাই আমি ভাবছিলাম।

'একটা নদীর শুকনো খাত বেয়ে আমার যাবার পথ। আশা করেছিলাম সে পথ দিয়ে গেলে শান্ত্রীরা আমাকে দেখতে পাবে না। কিন্তু হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে এগোতে একটা বাঁক পার হতেই ছ'জন শান্ত্রীর সামনে পড়ে গেলাম। অন্ধকারে ঘাপটি মেরে তারা আমার জন্যই অপেক্ষা করে ছিল। মুহূর্তের মধ্যে একটা প্রচণ্ড আঘাতে হতচেতন হয়ে পড়লাম। আমার হাত-পা বেঁধে ফেলা হল। কিন্তু আসল আঘাতটা লাগল আমার মনে, মাথায় নয়, কারণ জ্ঞান ফিরে পাবার পরে তাদের কথাবার্তা শুনে এটুকু বুঝতে পারলাম যে আমার সহকর্মী যে আমাকে এই পথ দিয়ে যাবার ছক এঁকে দিয়েছিল, আমার প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করে একটি দেশীয় চাকরের সাহায্যে আমাকে শত্রুদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছে।

'যাকগে, সেসব কথা বলে আর লাভ কি। জেমস বার্কলে সেদিন কি করেছিল তাতো জানলেন। পরদিনই জেনারেল নীল ভুরুতি-কে অবরোধ-মুক্ত করেন। কিন্তু বিদ্রোহীরা আমাকে তাদের আস্তানায় নিয়ে গেল, এবং তার অনেক অনেক বছর পরে আমি আবার সাদা মানুষের মুখ দেখতে পেলাম। তারা আমাকে অনেক যন্ত্রণা দিয়েছে, ফলে পালাবার চেষ্টা করেছি, আবার ধরা পড়েছি, আবার অত্যাচার হয়েছে। আমার কি হাল হয়েছে সে তো নিজেই দেখতে পাচ্ছেন। বিদ্রোহীদের মধ্যে যারা নেপালে পালিয়ে গিয়েছিল তারাই আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেল। তারপর যখন দার্জিলিং-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন সেখানকার পার্বত্য অধিবাসীরা বিদ্রোহীদের খুন করল আর আমি তাদের ক্রীতদাস হলাম। সুযোগ বুঝে সেখান থেকেও একদিন পালালাম, এবং দক্ষিণের বদলে উত্তর দিকে চলে গিয়ে আফগানদের দেশে পৌঁছলাম। সেখানে বেশ কয়েক বছর ধরে ঘুরতে ঘুরতে পাঞ্জাবে ফিরে গেলাম। সেখানে প্রধানত দেশীয় লোকদের সঙ্গেই বাস করতাম এবং যে সব যাদুর খেলা ইতিমধ্যে শিখে নিয়েছিলাম তাই দেখিয়েই জীবিকা নির্বাহ করতে লাগলাম। আমার মত একটা হত-ভাগ্য বিকলাঙ্গ লোকের পক্ষে ইংলণ্ডে ফিরে গিয়ে, বা পুরনো সহকর্মীদের সঙ্গে পরিচয় করে কি লাভ হবে? এমন কি প্রতিশোধ নেবার বাসনাও আমাকে দেশে ফেরাতে পারল না। বরং আমি চাইলাম যে আমাকে এইভাবে একটা শিম্পাঞ্জীর মত লাঠি দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে বেঁচে থাকতে দেখার চাইতে, ন্যাল্স ও পুরনো সঙ্গীসাথীরা জানুক যে হ্যারি উড যুদ্ধ করে মারা গেছে। আমি যে মারা গেছি সেবিষয়ে তাদের কোন সন্দেহ ছিল না, আর আমিও তাই চেয়েছিলাম। শুনেছিলাম সে বার্কলে ন্যাল্সিকে বিয়ে করেছে এবং রেজিমেণ্টে তার দ্রুত পদোন্নতি ঘটেছে। কিন্তু তাও আমাকে মুখ খোলাতে পারে নি।

'কিন্তু হায়, মানুষ যখন বুড়ো হয় তখন তার ঘরের টান বাড়ে। বছরের পর বছর ধরে আমি ইংলণ্ডের উজ্জ্বল সবুজ মাঠ ও ঝোপঝাড়ের স্বপ্ন দেখেছি। শেষ পর্যন্ত স্থির করলাম, মরবার আগে সেসব দেখে যাব। দেশে পাড়ি দেবার মত অর্থ সঞ্চয় করে এখানে চলে এলাম, কারণ এখানে সৈনিকরা থাকে, তাদের আচার-আচরণ আমি জানি, কিসে তারা মজা পায় তাও জানি ; ফলে বেঁচে থাকবার মত উপার্জনে কোন অসুবিধা হল না।'

শার্লক হোমস বলল, 'আপনার বিবরণ খুবই চিত্তা-কর্ষক। মিসেস বার্কলের সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে, আপনারা পরস্পরকে চিনেছেন, সেকথা আমি আগেই শুনেছি। আমার তো মনে হয়, তারপর আপনি মিসেস বার্কলেকে অনুসরণ করে বাড়ি পর্যন্ত গেলেন এবং জানালা দিয়ে দুজনকে ঝগড়া করতে দেখলেন। আমার কোন সন্দেহ নেই যে সেই সময় আপনার প্রতি মিঃ বার্কলের অপকর্মের কথা তিনি তার মুখের উপর বলে দেন। আর আপনিও আবেগে অভিভূত হয়ে এক দৌড়ে লনটা পার হয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েন।'

'ঠিক তাই স্যার। আর আমাকে দেখেই তার মুখের এমন একটা ভাব হল যেরকম আমি আর কখনও কোন মানুষের মুখে দেখি নি। সঙ্গে সঙ্গে সে উল্টে পড়ে গেল আর তার মাথাটা চুল্লির ঢাকনায় ঠুকে গেল। কিন্তু পড়ে যাবার আগেই তার মৃত্যু হয়েছিল। ঐ চুল্লির আলোয়

www.boiRboi.net

যেমন আমি বইটা পড়তে পারি ঠিক তেমনি তার মুখে আমি মৃত্যুর স্পষ্ট ছায়া দেখেছিলাম। আমাকে দেখাটাই বুলেট হয়ে তার অপরাধী বুককে বিদ্ধ করেছিল।'

'তারপর?'

'তারপর ন্যান্সি মূর্ছা গেল আর আমিও দরজা খুলে সাহায্য লাভের উদ্দেশ্যে তার হাত থেকে চাবিটা নিলাম। কিন্তু তখনই আমার মনে হল যে, এসব ঝামেলা ফেলে আমার চলে যাওয়াই উচিত, কারণ সমস্ত ব্যাপারটাই আমার বিরুদ্ধে যেতে পারে ; তাছাড়া ধরা পড়লে আমার সব কথা ফাঁস হয়ে যাবে। তাড়াতাড়িতে চাবিটা আমার পকেটেই ঢুকিয়ে ফেলি, আর টেডি ততক্ষণে পর্দা বেয়ে উঠেছিল বলে তাকে তাড়া করতে গিয়ে লাঠিটাও ফেলে আসি। সেটাকে আবার বাক্সে ভরেই যত তাড়াতাড়ি পারি দৌড়ে সেখান থেকে চলে যাই।'

'টেডি কে?' হোমস প্রশ্ন করল।

'লোকটি ঝুঁকে পড়ে ঘরের কোণ থেকে একটা খোপের মত জিনিস ধরে টান দিল, আর মুহূর্তের মধ্যে বেরিয়ে এল একটা সুন্দর লালচে-বাদামী জীব। সরু, দ্রুতগামী, বেঁজির মত পা, লম্বা সরু নাক, আর এমন সুন্দর দুটি লাল চোখ যেমনটি আর কোন জন্তুর মুখে আমি আজ পর্যন্ত দেখি নি।

'এ তো একটা বেঁজি।' আমি চেঁচিয়ে বললাম।

লোকটি বলল, 'কেউ কেউ তাই বলে, আবার কেউ কেউ বলে মিশর দেশের ইকনিউমন। আমি বলি সাপ-ধরা ; টেডি এত দ্রুত গোখরো সাপ ধরতে পারে! বিষ-দাঁত ভাঙা একটা গোখরো আমার আছে, ভোজনশালায় অভ্যাগতদের খুশী করতে টেডি রোজ সেটাকে ধরে। আপনার আর কিছু জানবার আছে স্যার?'

'দেখুন, মিসেস বার্কলে যদি গুরুতর বিপদে পড়েন তাহলে হয় তো আবার আপনার কাছে আসতে হবে।'

'সেক্ষেত্রে অবশ্য আমিই এগিয়ে যাব।'

'কিন্তু তা যদি না হয় তাহলে ভদ্রলোক যতই খারাপ কাজ করে থাকুন, একটা মৃত লোকের কুৎসা নতুন করে তুলে তো কোন লাভ নেই। আপনি তো অন্তত এটুকু জেনে খুশি হয়েছেন যে নিজের অপকর্মের জন্য জীবনের ত্রিশটা বছর তিনি বিবেকের তীব্র গ্লানি সহ্য করেছেন।' আরে, ওই তো রাস্তার ওধার দিয়ে মেজর মারফি যাচ্ছেন! বিদায় উড।' গতকাল থেকে নতুন কিছু ঘটেছে কিনা জানতে ইচ্ছা করছে।'

রাস্তার মোড়ে পেঁছবার আগেই আমরা মেজরকে ধরে ফেললাম।

মেজর বলল, 'এই যে হোমস, নিশ্চয় শুনেছেন যে সব গোলমাল মিটে গেছে?'

'কি রকম?'

'এই মাত্র তদন্ত শেষ হয়েছে। ডাক্তারী পরীক্ষায় চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, সন্ন্যাস রোগই মৃত্যুর কারণ। কাজেই বুঝতেই পারছেন, কেসটা খুবই সরল।'

হোমস হেসে বলল, 'সত্যি, আশ্চর্য রকমের ভাসা ভাসা। চল ওয়াটসন, এল্ডারশটে আমাদের আর কোন কাজ আছে বলে মনে হয় না।'

স্টেশনের দিকে হাঁটতে হাঁটতে আমি বললাম, 'কিন্তু একটা কথা। স্বামীটির নাম জেমস, অপর জন তো হেনরি, তাহলে ডেভিডের কথা এল কোত্থেকে?'

'ভাই ওয়াটসন, আমাকে যেরকম আদর্শ যুক্তিবিদরূপে তুমি চিত্রিত করে থাক আমি যদি সত্যি তাই হতাম তাহলে ঐ একটি শব্দ থেকেই সব গল্পটা আমার বোঝা উচিত ছিল। ওটা একটা তিরস্কারের ভাষা।'

'তিরস্কারের ভাষা?'

'হ্যাঁ। তুমি তো জান ডেভিড মাঝে-মাঝে একটু বিপথে যেত ; একবার তো ঠিক সার্জেন্ট জেমস বার্কলের পথেই পা দিয়েছিল। উঁড়িয়া ও বাথ্‌সেবার ব্যাপার-স্যাপার মনে আছে তো? আমার আশঙ্কা হয়, আমার বাইবেলের জ্ঞানে মরচে ধরেছে, কিন্তু স্যামুয়েলের প্রথম বা দ্বিতীয় পুঁথিতে গল্পটা পাবে।

আবাসিক রোগী
The Resident Patient

পরস্পর অসংলগ্ন যে স্মৃতি-কথাগুলি আমি লিখছি তার ভিতর দিয়ে আমার বন্ধু মিঃ শার্লক হোমসের মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলিই আমি ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছি। সে-গুলির উপর চোখ বুলোতে গিয়ে দেখছি, আমার উদ্দেশ্য সর্বতোভাবে পূরণ করবার মত দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া খুবই কঠিন। কারণ যেসব মামলার ক্ষেত্রে হোমস তার বিশ্লেষণাত্মক যুক্তি-প্রয়োগের চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটিয়েছে, এবং তার বিশেষ তদন্ত-পদ্ধতির মূল্যকে সপ্রমাণ করেছে, সেখানে মূল ঘটনাবলী প্রায়ই এত তুচ্ছ ও সাধারণ যে সেগুলিকে আমি জনসাধারণের সামনে তুলে ধরবার উপ-

যুক্ত বলে মনে করতে পারি নি। অপরপক্ষে, এরকমটা প্রায়ই ঘটেছে যে এমন কোন কোন তদন্তকার্যে সে আত্ম-নিয়োগ করেছে যেখানে ঘটনাসমূহ যেমন উল্লেখযোগ্য তেমনি নাটকীয়, কিন্তু সেই সব ঘটনার কারণ-নির্ধারণের ব্যাপারে তার ভূমিকা ততটা উল্লেখযোগ্য নয় যতটা তার জীবনীকার হিসাবে আমি আশা করে থাকি। তার ইতিহাস-কার হিসাবে এই যে উভয়-শংকট আমাকে আগাগোড়া সন্ত্রস্ত করে রেখেছে তার দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'রক্ত-সমীক্ষা' (A Study in Scarlet) শীর্ষক রচনায় এবং পরবর্তীকালের 'গ্লোরিয়া' স্কট-এর হারিয়ে যাওয়া নিয়ে লেখা রচনায় যে সাধারণ কাহিনী আমি লিপিবদ্ধ করেছি তাদের উল্লেখ করা যেতে পারে। যে ব্যাপারটা নিয়ে আমি এখন লিখতে বসেছি তাতে আমার বন্ধুর ভূমিকা যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য নাও হতে পারে, কিন্তু ঘটনাবলীর সামগ্রিক সত্য এতই উল্লেখযোগ্য যে এই স্মৃতি-কথা সিরিজ থেকে এটাকে বাদ দিতে আমি পারলাম না।

অক্টোবরের একটা বৃষ্টি-ঝরা দিন। জানালার খড়খড়ি-গুলো অর্ধেক নামানো। সোফার উপর কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে হোমস সকালের ডাকে-আসা একখানা চিঠি বার বার পড়ে চলেছে। চাকরি উপলক্ষ্যে বেশ কিছুদিন ভারতবর্ষে কাটানোর ফলে আমি ঠাণ্ডার চাইতে গরম সহ্য করতেই অভ্যস্ত ;' ফলে তাপমাত্রার ৯০° ডিগ্রি আমার কাছে মোটেই কষ্টকর নয়। কিন্তু আজকের কাগজের খবরগুলো খুবই বাজে। পার্লামেন্টের অধিবেশন শেষ হয়েছে। সকলেই শহরের বাইরে চলে গেছে। নিউ ফরেস্ট-এর নির্জন পথ বা সাউথ সি-র কংকরময় সৈকত আমারও মনকে টানছে। কিন্তু ব্যাংকের হিসাবে টান পড়ায় ছুটিতে বেড়ানোটা আপাতত স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়েছি, আর আমার বন্ধুর তো ওসব বালাই নেই,—কি গ্রামাঞ্চল কি সমুদ্র—কারও প্রতি তার তিলমাত্র আকর্ষণ নেই। পঞ্চাশ লক্ষ লোকের একেবারে মাঝখানে শুয়ে থেকে তার স্নায়ুতন্তুগুলিকে তাদের মধ্যেই প্রসারিত করে দিয়ে প্রতিটি অমীমাংসিত অপরাধের গুজব বা সন্দেহমাত্রেই উত্তেজিত হয়ে উঠতেই সে ভালবাসে তার বহুবিধ গুণাবলীর মধ্যে প্রকৃতির প্রতি আকর্ষণের কোন স্থান নেই। যদি কখনও শহরের অপরাধীকে ধাওয়া করতে গিয়ে সহকারীর খোঁজে তাকে গ্রামে যেতে হয় তাহলে সেই-টেই তার কাছে একমাত্র বায়ু পরিবর্তন।

হোমস চিঠিটা নিয়ে এতই মগ্ন হয়ে আছে যে তার সঙ্গে কোন আলোচনাই চলবে না ভেবে বাজে খবরের কাগজটা একপাশে ছুঁড়ে দিয়ে আমি চেয়ারে হেলান দিয়ে দিবা-স্বপ্ন দেখতে লাগলাম। হঠাৎ সঙ্গীর কণ্ঠস্বরে আমার চিন্তায় ছেদ পড়ল।

সে বলে উঠল, 'তুমিই ঠিক ওয়াটসন, এভাবে একটা বিতর্কের মীমাংসা করার চেষ্টা খুবই অযৌক্তিক।'

'অত্যন্ত অযৌক্তিক।' আমি চেঁচিয়ে উঠলাম ; কিন্তু পরমুহূর্তেই যখন বুঝতে পারলাম যে আমার মনের গভীরে যে চিন্তা চলছিল সে তারই প্রতিধ্বনি করেছে তখন অবাক বিস্ময়ে তার দিকে তাকালাম।

বললাম, 'এটা কি করে হল হোমস? এ তো আমার কল্পনারও বাইরে।'

আমার বিচলিতভাব দেখে হোমস প্রাণ খুলে হাসতে লাগল।

বলল, 'তোমার নিশ্চয় মনে আছে, কিছুক্ষণ আগে পো-র রেখাচিত্রগুলির একটা অংশ তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছিলাম ; তাতে লেখা আছে, একজন দক্ষ চিন্তাবিদ্ তার সঙ্গীর না-বলা চিন্তাধারাকে অনুসরণ করে চলেছে ; তখন তুমি ব্যাপারটাকে লেখকের একটা বিশেষ শক্তি বলে মন্তব্য করে-ছিলে। আর আমি যখন বললাম যে আমি হামেশাই ও-রকমটা করে থাকি তখন তুমি অবিশ্বাস প্রকাশ করেছিলে।'

'না তো!'

'ভাই ওয়াটসন, মুখে কর নি, কিন্তু দুটো ভুরু দিয়ে নিশ্চয় করেছিলে। কাজেই যখন দেখলাম কাগজটা নীচে ফেলে দিয়ে তুমি চিন্তার মধ্যে ডুব দিলে তখন তোমার সেই চিন্তাধারাকে পাঠ করবার সুযোগ পেয়ে আমি খুশি হলাম. আর তার পরেই আমি যে তোমার চিন্তার সঙ্গে একাত্ম হয়েছিলাম সেটা প্রমাণ করবার জন্যই হঠাৎ তোমার চিন্তা-ধারায় ছেদ ঘটালাম।'

কিন্তু তার কথায় আমি সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। বললাম, 'যে দৃষ্টান্তটা তুমি আমাকে পড়ে শুনিয়েছিলে তাতে লোকটির কার্যকলাপ থেকেই যুক্তিবিদ্ তার সিদ্ধান্ত-গুলি টানছিল। যতদূর মনে পড়ে, লোকটি পাথরের স্তূপের উপর হোঁচট খেয়ে পড়ল, আকাশের তারাদের দিকে তাকাল, ইত্যাদি। কিন্তু আমি তো চেয়ারে চুপচাপ বসে-ছিলাম, তাহলে তোমাকে চিন্তার সূত্র দিলাম কেমন করে?'

'তুমি নিজের প্রতিই অবিচার করছ। মানুষের চোখ-মুখগুলো দেওয়াই হয়েছে ভাবপ্রকাশের জন্য, আর তোমার চোখ-মুখ খুবই বিশ্বস্ত সেবক।'

'তুমি কি বলতে চাও, আমার চিন্তাকে ধরতে পার?'

'হ্যাঁ, বিশেষ করে তোমার চোখ দেখে। তোমার দিবা-স্বপ্নটা কিভাবে শুরু হয়েছিল, মনে করতে পার কি?'

'না, পারি না।'

'তাহলে আমি বলে দিচ্ছি। কাগজটা ফেলে দিতেই তোমার প্রতি আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছিল। তারপর আধ মিনিটকাল তুমি নির্বিকার মুখে বসেছিলে। তারপরই তোমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হল জেনারেল গর্ডনের সদ্য-বাঁধানো ছবিটার দিকে। তখন তোমার মুখভঙ্গীর নিয়ত পরিবর্তন থেকেই বুঝতে পারলাম, তোমার মনে একটা চিন্তার ধারা বয়ে চলেছে। কিন্তু সেটা বেশীদূর অগ্রসর হল না। তোমার চোখ চলে গেল তোমার বইগুলোর উপরে রাখা হেনরি ওয়ার্ড বীচার-এর না-বাঁধানো ছবিটার দিকে। তুমি দেওয়ালটার দিকে তাকালে, আর তার অর্থটা খুবই পরিষ্কার। তুমি ভাবছিলে, ছবিটা বাঁধানো হলে দেওয়ালের ওই ফাঁকা জায়গাটা ভরে যাবে এবং ওদিককার গর্ডনের ছবিটার ঠিক মুখোমুখি বসবে।'

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'আমার চিন্তাকে তুমি আশ্চর্য ভাবে অনুসরণ করেছ!'

'এ পর্যন্ত ভুল পথে যাওয়াই কঠিন ছিল। কিন্তু এবার তোমার চিন্তা বিচারের দিকে ফিরে গেল; তুমি এমনভাবে সেদিকে তাকালে যাতে মনে হল তুমি তার চোখ-মুখের ভঙ্গী থেকে তার চরিত্রটা বুঝতে চেষ্টা করছ। তখন তোমার চোখের কুঞ্চন থেমে গেলেও তুমি তাকিয়েই রইলে, আর তোমার মুখ চিন্তাবিষ্ট হয়ে উঠল। বীচারের জীবনের ঘটনাগুলি তুমি মনে করছিলে। আমি জানতাম, গৃহ-যুদ্ধের সময় উত্তর অঞ্চলের পক্ষ সমর্থন করে যে আদর্শ সে গ্রহণ করেছিল সেটাকে বাদ দিয়ে ওকাজ তুমি করতে পার না, কারণ আমাদের অধিকতর উচ্ছৃংখল লোকেরা সে-সময় যেভাবে তাকে গ্রহণ করেছিল তাতে তুমি যে উচ্ছ্বসিত ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলে তা আমার মনে আছে। ব্যাপারটা নিয়ে তুমি এতই উত্তেজিত হয়েছিলে যে আমি জানি সে ঘটনাকে বাদ দিয়ে তুমি বিচার সম্পর্কে ভাবতেই পার না। একমুহূর্ত পরে যখন দেখলাম, তোমার চোখ ছবিটা থেকে সরে গেছে, তখন আমার সন্দেহ হল, তোমার মন আবার গৃহযুদ্ধে ফিরে গেছে। তারপরে যখন দেখলাম, তোমার ঠোঁটদুটি দৃঢ়নিবদ্ধ, চোখ দুটো জ্বলছে, আর দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ, তখনই নিশ্চিত বুঝলাম, সেই বেপরোয়া সংগ্রামে দুটি পক্ষই যে সাহসিকতা দেখিয়েছিল তুমি সেটাই ভাবছ। কিন্তু তারপরই আবার তোমার মুখ বিষণ্ণ হয়ে উঠল; তুমি মাথা নাড়তে লাগলে। তুমি নিশ্চয় সেই যুদ্ধের শোকাবহতা, ভয়ংকরতা ও জীবনের অকারণ অপচয়ের কথাই ভাবছিলে। নিঃশব্দে তোমার পুরনো ক্ষতের উপর গিয়ে পড়ল আর একটা হাসি তোমার ঠোঁটের উপর কাঁপতে লাগল, তখন আমি বুঝতে পারলাম যে একটা আন্তর্জাতিক সমস্যার মীমাংসা করবার এই পদ্ধতির হাস্যকর দিকটা তোমার মনে ধরা পড়েছে। ঠিক সেই জায়গাতেই আমি তোমার সঙ্গে একমত হলাম যে এটা অযৌক্তিক, আর আমার সব অনুমানগুলি যে ঠিক হয়েছে তা দেখে আমি খুশী হয়েছি।'

'সম্পূর্ণ ঠিক!' আমি বললাম। 'আর এখন তুমি সব কিছু বুঝিয়ে দেবার পরেও স্বীকার করছি, আমার বিস্ময় আগের চাইতে এতটুকু কমে নি।'

'ভাই ওয়াটসন, এটা যে খুবই বাইরের ব্যাপার সেটা তোমায় নিশ্চয় করেই বলতে পারি। সেদিন যদি তুমি আমার কথায় অবিশ্বাস প্রকাশ না করতে তাহলে তোমার চিন্তায় ছেদ ঘটাতাম না। কিন্তু আজকের সন্ধ্যায় চমৎকার হাওয়া দিয়েছে। লণ্ডনের পথে পথে একটু ঘুরে বেড়ালে কেমন হয়?'

ছোট ঘরটায় বসে থাকতে থাকতে আমিও হাঁপিয়ে উঠেছিলাম, সানন্দে তার কথায় সম্মতি দিলাম। ফ্লীট স্ট্রীট ও স্ট্র্যাণ্ডের পথে পথে নিয়ত পরিবর্তনশীল বিচিত্র জীবনের জোয়ার-ভাঁটা দেখতে দেখতে দুজন একসঙ্গে তিন ঘণ্টা ধরে ঘুরে বেড়ালাম। প্রতিটি খুঁটিনাটির প্রতি তীক্ষ্ম দৃষ্টি এবং অনুমানের সূক্ষ্ম ক্ষমতায় সমৃদ্ধ হোমসের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আলোচনা আমাকে আবিষ্ট ও আনন্দিত করে রাখল।

পুনরায় বেকার স্ট্রীটে ফিরতে দশটা বেজে গেল। দরজায় একটা ব্রুহাম গাড়ি দাঁড়িয়ে।

হোমস বলল, 'হুম! মনে হচ্ছে ডাক্তারের গাড়ি—সাধারণ চিকিৎসক। খুব বেশীদিনের প্র্যাকটিস নয়, কিন্তু কাজ ভালই করছেন। মনে হচ্ছে আমাদের সঙ্গে কোন পরামর্শ করতে এসেছেন। ভাগ্য ভাল যে ফিরে এসেছি!'

হোমসের অনুমান পদ্ধতির সঙ্গে আমি খুবই পরিচিত, কাজেই তার যুক্তিকে অনুসরণ করতে অসুবিধা হল না। ব্রুহামের ভিতরে একটা বেতের ঝুড়ি ঝোলানো ছিল, গাড়ির আলোয় তার ভিতরকার নানা রকমের ডাক্তারি যন্ত্রপাতি দেখে তার ভিত্তিতেই যে সে এই দ্রুত অনুমান করছে তা বুঝতে পারলাম। উপরে আমাদের জানালায় আলো দেখে বুঝলাম, এত রাতে কেউ আমাদের কাছেই এসেছে। একজন সমবৃত্তিক চিকিৎসক কি হেতু এত রাতে আমাদের কাছে এসেছে সেবিষয়ে কৌতূহল নিয়েই হোমসের পিছনে পিছনে আমাদের নিভৃত কক্ষে প্রবেশ করলাম।

ঘরে ঢুকতেই একটি বিবর্ণ বাঁকা-মুখ, ধূসর গোঁফ-ওয়ালা লোক অগ্নিকুণ্ডের পাশের চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল। তার বয়স তেত্রিশ বা চৌত্রিশের বেশী না হবারই কথা, কিন্তু তার কুৎসিত মুখ আর অস্বাস্থ্যকর গায়ের রং দেখে এমন একটা জীবন-যাত্রার কথা মনে হয় যার ফলে তার শক্তি ক্ষয়িত হয়েছে, যৌবন লুণ্ঠিত হয়েছে। তার চাল-চলনে স্নায়বিক দুর্বলতা ও লাজুকতার প্রকাশ ; চেয়ার থেকে উঠবার সময় ম্যাণ্টেলপিসের উপর যে সরু সাদা হাতখানা সে রেখেছিল সে হাত একজন ডাক্তারের চাইতে একজন শিল্পীকেই বেশী মানায়। তার পোশাক শান্ত ও গম্ভীর, কালো ফ্রক-কোট, গাঢ় ট্রাউজার ও নেকটাইতে একটুখানি রঙের ছোঁয়া।

হোমস সানন্দে বলে উঠল, "শুভ সন্ধ্যা ডাক্তার, মাত্র অল্প কয়েক মিনিট আপনাকে অপেক্ষা করতে হয়েছে দেখে খুশী হলাম।'

'আমার কোচয়ানের সংগে কথা বলেছেন বুঝি?'

'না, সাইড-টেবিলে যে মোমবাতিটা রয়েছে সেটা দেখে বলছি। দয়া করে আসন গ্রহণ করুন। কিভাবে সাহায্য করতে পারি বলুন।'

অতিথি বলল, 'আমার নাম ডক্টর পার্সি ট্রেভেলিয়ান : ৪০৩, ব্রুক স্ট্রীট-এ থাকি।'

আমি প্রশ্ন করলাম, 'আপনি কি স্নায়ুতন্ত্রের দুর্বোধ্য বিরূপ প্রতিক্রিয়ার উপর লিখিত পুস্তিকার লেখক?'

তার লেখাটা আমার পরিচিত জানতে পেরে তার বিবর্ণ গাল দুটি খুশিতে আরক্ত হয়ে উঠল।

সে বলল, 'পুস্তিকাটির কথা এত কম শুনেছি যে মনে করেছিলাম ওটার মৃত্যু ঘটেছে। আমার প্রকাশকও বইটির বিক্রি সম্পর্কে খুবই নৈরাশ্যজনক হিসাব দিয়েছে। মনে হচ্ছে আপনিও একজন চিকিৎসক?'

'অবসরপ্রাপ্ত সামরিক সার্জন।'

'স্নায়বিক রোগ নিয়ে গবেষণাই আমার হবি। ঐ বিষয় নিয়ে বিশেষভাবে গবেষণা করার ইচ্ছাই আমার ছিল, কিন্তু, বুঝতেই তো পারছেন, প্রথম প্রথম হাতের কাছে যা পাওয়া যায় তাই ধরা উচিত। অবশ্য সেটা অবান্তর বিষয়। মিঃ শার্লক হোমস, আপনার সময় যে কত মূল্যবান তা আমি বুঝি। ব্যাপার কি জানেন, সম্প্রতি আমার ব্রুক স্ট্রীটের বাড়িতে এমন সব অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে এবং আজ রাতে সেটা এমন একটা পর্যায়ে এসে পৌঁচেছে যে আপনার পরামর্শ ও সহায়তা চাইতে আর একটি ঘণ্টাও অপেক্ষা করা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছিল।'

শার্লক হোমস আসনে বসে পাইপ ধরাল। বলল, 'আমাদের দুজনের কাছেই আপনি সুস্বাগত। যেসব ঘটনা আপনাকে বিচলিত করেছে, দয়া করে তার বিস্তারিত বিবরণ আমাকে বলুন।'

ডাঃ ট্রেভেলিয়ান বলল, 'দু' একটা ঘটনা এতই তুচ্ছ যে সেগুলো বলতেও আমার লজ্জা করছে। কিন্তু ব্যাপারটা এতই দুর্বোধ্য এবং সেটা সম্প্রতি যেদিকে বাঁক নিয়েছে সেটা এতই ব্যাপক যে সব কথাই আপনাকে খুলে বলছি, তারপর কোনটা দরকারী কোনটা নয় সেটা আপনিই স্থির করবেন।'

'শুরুতেই আমার কলেজ-জীবনের কিছু কথা বলতে আমি বাধ্য। আমি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, বুঝলেন, আর যদি বলি যে আমার অধ্যাপকরা আমার ছাত্র জীবন খুবই সম্ভাবনাপূর্ণ বলে মনে করতেন তাহলে আশা করি আপনি মনে করবেন না যে অকারণে আমার নিজের স্তুতি-গান করছি। গ্রাজুয়েট হবার পর গবেষণার কাজে আত্ম-নিয়োগ করে কিংস কলেজ হাসপাতালে একটি ছোটখাট স্থান করে নিলাম। ভাগ্যক্রমে অপস্মার রোগের নিদান-তত্ত্ব নিয়ে আমার গবেষণা সকলেরই প্রচুর আগ্রহ সৃষ্টি করল এবং শেষ পর্যন্ত একমাত্র আপনার বন্ধু স্নায়ুরোগের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার উপর লিখিত যে পুস্তিকাটির উল্লেখ করলেন তার জন্য রুশ পিংকারটন পুরস্কার ও মেডেল লাভ করলাম। তখন এই রকম একটা ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যে আমার সামনে একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে—একথা বললেও খুব বেশী বলা হবে না।

'কিন্তু মূলধনের অভাবই আমার সামনে একটা মস্ত বড় বাধা হয়ে দাঁড়াল। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন, উচ্চাকাঙ্খী যে কোন বিশেষজ্ঞকে কাভেণ্ডিস স্কোয়ার অঞ্চলের গোটা বারো রাস্তার মধ্যে যে-কোন একটাতে কাজ শুরু করতেই হবে, আর সেটা ঘর ভাড়া এবং আসবাব-পত্রাদির দরুন অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ। এই সব প্রাথমিক খরচ ছাড়াও কয়েক বছর ধরে সব খরচ নিজেকেই চালাতে হবে এবং একটি ভদ্রগোছের গাড়ি ও ঘোড়া ভাড়া করতে হবে। এত সব ব্যয় তখন আমার ক্ষমতার একেবারেই বাইরে, তাই আশা করলাম যে দশ বছর ধরে টেনেটুনে চলতে পারলে যে টাকা জমবে তা দিয়ে হয় তো একটা নামের ফলক বসাতে পারব। কিন্তু হঠাৎ এমন একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটল যাতে আমার সামনে একটা সম্পূর্ণ নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে গেল।

'আমার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্লেসিংটন নামক

এক ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। একদিন সকালে তিনি আমার ঘরে ঢুকেই সরাসরি ব্যবসায়িক কথা-বার্তায় ডুবে গেলেন।

'তিনি বললেন, "আপনিই তো পার্সি ট্রেভেলিয়ান যিনি পড়াশুনায় খুব ভাল ছাত্র ছিলেন এবং সম্প্রতি একটা বড় রকমের পুরস্কার লাভ করেছেন?"

'আমি মাথা নীচু করলাম।

'তিনি বলতে লাগলেন, "আমাকে খোলাখুলি জবাব দিন, কারণ তাতে আপনারই লাভ হবে। জীবনে সফলতা অর্জন করবার মত সব দক্ষতাই আপনার আছে। কিন্তু কৌশল জানা আছে কি?"

'প্রশ্নটার আকস্মিকতায় আমি না হেসে পারলাম না।

'বললাম, "যতটা থাকা দরকার তা আছে বলেই তো বিশ্বাস করি।"

"কোনরকম বদঅভ্যাস? পান-দোষ নেই তো?"

'আমি বললাম, "আজ্ঞে মোটেই না।"

"ঠিক আছে! ঠিক আছে! এসব প্রশ্ন করতে আমি বাধ্য। এত সব গুণ থাকা সত্ত্বেও আপনি প্র্যাকটিস করছেন না কেন?"

'আমি কাঁধ ঝাঁকুনি দিলাম।

'তিনি তাড়াহুড়ো করে উঠলেন, "আসুন, পথে আসুন! সেই পুরনো কাহিনী। মাথায় যত আছে পকেটে তত নেই, এই তো? যদি আপনাকে ব্রুক স্ট্রীটে বসিয়ে দিতে পারি তো কেমন হয়?"

'আমি বিস্মিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালাম।

'তিনি বললেন, "আরে, আমার জন্যই বলছি, আপনার জন্য নয়। সব কথাই খোলাখুলি বলব। তাতে যদি আপনার সুবিধা হয়, তাহলে আমারও সুবিধা হবে। খাটাবার মত কয়েক হাজার আমার আছে, বুঝলেন, আর সেটা আপনার পিছনেই ঢালতে চাই।"

'আমি ঢোক গিলে বললাম, "কিন্তু কেন?"

"এও একটা ফাটকা, তবে অনেক ফাটকার চাইতেই নিরাপদ।"

"তাহলে আমাকে কি করতে হবে?"

''সব বলব। আমিই বাড়ি নেব, আসবাবপত্র দিয়ে সাজাব, পরিচারিকার মাইনে দেব, সব খরচ চালাব। আপনার একমাত্র কাজ সেজেগুজে কনসাল্টিংরুমে চেয়ারে বসে থাকা। আমিই আপনার পকেট-খরচ ও সব কিছু দেব! তারপর যা উপার্জন করবেন তার তিন-চতুর্থাংশ আমাকে দেবেন আর বাকি এক-চতুর্থাংশ নিজের জন্য রাখবেন।"

'মিঃ হোমস, এই ব্লেসিংটন লোকটি যে প্রস্তাব নিয়ে আমার কাছে এলেন সেটা খুবই বিস্ময়কর। তিনি কিভাবে দর-কষাকষি করলেন, আলোচনা চালালেন তার বিবরণ দিয়ে আপনাকে বিরক্ত করব না। শেষ পর্যন্ত প্রায় তার প্রস্তাবিত শর্তেই একদিন একটা বাড়িতে উঠে প্র্যাকটিস আরম্ভ করলাম। তিনি স্বয়ং এসে একজন আবাসিক রোগীর মত আমার সঙ্গে বাস করতে লাগলেন। এমন ভাব দেখাতেন যেন তার হৃৎপিণ্ড খুবই দুর্বল, তাই সব সময় ডাক্তারের চোখের সামনে থাকা দরকার। দোতলার দুটো সবচাইতে ভাল ঘরকে তিনি নিজের বসবার ঘর ও শোবার ঘর করে নিলেন। অদ্ভুত স্বভাবের লোক, কারও সঙ্গে মেলামেশা করেন না, কদাচিৎ বাইরে যান। এমনিতে কোন-রকম নিয়ম মেনে চলেন না। কিন্তু একটা ব্যাপারে যেন মূর্তিমান নিয়মানুবর্তিতা। প্রতিদিন সন্ধ্যায় ঠিক একই সময়ে কনসাল্টিং-রুমে ঢোকেন, খাতাপত্র দেখেন, উপার্জনের গিনিপ্রতি পাঁচ শিলিং তিন পেনি রেখে বাকি সবটা নিয়ে নিজের ঘরের সিন্দুকে ভর্তি করেন।

'একটা কথা জোর দিয়েই বলতে চাই, এ ফাটকা খেলায় তাকে কখনও অনুশোচনা করতে হয় নি। প্রথম থেকেই প্রচেষ্টা সফল। হাসপাতালে থাকতে কয়েকটা রোগী ভাল করে যে সুনাম অর্জন করেছিলাম তার জোরেই অতি দ্রুত একেবারে প্রথম সারিতে উঠে গিয়েছি, এবং গত দু'এক বছরেই তাকে ধনী করে তুলেছি।

'মিঃ হোমস, আমার অতীত ইতিহাস এবং মিঃ ব্লেসিংটনের সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা এই পর্যন্তই। তারপর এমন কি ঘটেছে যার জন্য আজ রাতে আপনার কাছে এসেছি সেটা বলাই এখন বাকি।

'কয়েক সপ্তাহ আগে একদিন মিঃ ব্লেসিংটন যেন খুবই উত্তেজিত অবস্থায় আমার ঘরে এলেন। তিনি ওয়েস্ট এন্ড অঞ্চলে একটা চুরির কথা বলতে বলতে অকারণেই খুব উত্তেজিত হয়ে উঠলেন এবং জানালেন যে আমাদের সব দরজা জানালায় আরও মজবুত হুড়কো লাগাতে আর একটা দিনও বিলম্ব করা উচিত নয়। একটা পুরো সপ্তাহ তিনি অদ্ভুত অস্থিরতার মধ্যে কাটালেন; অনবরত জানালা দিয়ে বাইরে তাকান আর রাতের খাবারের আগে অল্প-স্বল্প যেটুকু হাঁটাচলা করতেন তাও বন্ধ করে দিলেন। তার ভাবগতিক দেখে মনে হল, কোন কিছু বা কোন লোক সম্পর্কে তিনি সাংঘাতিক ভীত হয়ে পড়েছেন, কিন্তু সে-বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করলেই এমন চটে যেতেন যে আমি সে আলোচনা বন্ধ করতে বাধ্য হলাম। ধীরে ধীরে সময়ের

সঙ্গে তার সে ভয়টা কেটে গেল বলে মনে হল। তিনি আবার পুরনো অভ্যাস মতই চলতে লাগলেন। এমন সময় একটা নতুন ঘটনা তাকে একেবারে শয্যাশায়ী করে ফেলেছে। এখনও সেই করুণ অবস্থায়ই তিনি আছেন।

'ঘটনাটা এই। দুদিন আগে যে চিঠিটা পেয়েছি সেটা আপনাকে পড়ে শোনাচ্ছি। চিঠিতে ঠিকানাও নেই তারিখও নেই।

'চিঠিতে লেখা আছে, "বর্তমানে ইংলণ্ডের বাসিন্দা জনৈক রুশ ভদ্রলোক ডাঃ পার্সি ট্রেভেলিয়ানের চিকিৎসার সুযোগ পেলে খুশি হবেন। কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি অপস্মার রোগে আক্রান্ত হয়েছেন, আর এটা সর্বজনবিদিত যে ডাঃ ট্রেভেলিয়ান এ রোগের একজন বিশেষজ্ঞ। ডাঃ ট্রেভেলিয়ানের যদি ঐ সময় বাড়িতে থাকার সুবিধা হয় তাহলে তিনি আগামীকাল সন্ধ্যা সোয়া ছ'টায় উপস্থিত হবেন।"

এই চিঠি পেয়ে আমি খুবই আগ্রহান্বিত হলাম, কারণ অপস্মার রোগ নিয়ে গবেষণার প্রধান অসুবিধাই হল ঐ রোগের বিরলতা। কাজেই আপনি সহজেই বিশ্বাস করতে পারেন যে যথানির্দিষ্ট সময়ে চাকরটি যখন রোগীকে নিয়ে ঘরে ঢুকল তখন আমি কনসাল্টিং-রুমেই ছিলাম।

www.boiRboi.net

'লোকটি বয়সে প্রবীণ, কৃশকায়, শান্ত, সাধারণ একজন রুশ সম্ভ্রান্ত লোক বলতে যে ধারণা হয় মোটেই সেরকম নয়। বরং তার সঙ্গীকে দেখে আমি বেশী আকৃষ্ট হলাম। দীর্ঘদেহ যুবক, বিস্ময়করভাবে সুদর্শন, গাঢ় হিংস্র মুখ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও বুক হারকিউলিসের মত। প্রাচীন লোকটির হাতের নীচ দিয়ে হাত বাড়িয়ে তাকে ধরে সে ঘরে ঢুকল এবং এমন আলতোভাবে তাকে চেয়ারে বসিয়ে দিল যেটা তার চেহারা দেখে আশা করাই যায় না।

'ভাঙ্গা-ভাঙ্গা ইংরেজীতে সে বলল, "আমি ঘরে ঢুকেছি বলে ক্ষমা করবেন ডাক্তার। ইনি আমার বাবা ; ওঁর স্বাস্থ্য নিয়ে আমরা বড়ই বিব্রত হয়ে পড়েছি।"

'তার সন্তানসুলভ উদ্বেগ আমাকে স্পর্শ করল। বললাম, "রোগীকে দেখবার সময় আপনি কি কাছে থাকতে চান?"

'আতংকে চেঁচিয়ে উঠল, "না, না, কোন মতেই না। ওটা আমার পক্ষে এতদূর যন্ত্রণাদায়ক হবে যে সেকথা আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না। সেই ভয়ংকর অবস্থায় বাবাকে চোখে দেখলে আমি প্রাণে বাঁচব না। আমার স্নায়ুগুলি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। আপনার অনুমতি পেলে, যখন আমার বাবাকে পরীক্ষা করবেন তখন আমি ওয়েটিং-রুমে থাকব।"

'তার কথায় সম্মতি জানাতে যুবকটি চলে গেল। তখন রোগী ও আমি তার রোগ নিয়ে আলোচনায় ডুবে গেলাম। বিস্তারিত নোটও দিলাম। তার বুদ্ধি খুব প্রখর নয়, উত্তরগুলিও প্রায়ই খুব অস্পষ্ট। আমার মনে হল আমাদের ভাষার উপর সীমিত দখলই এর কারণ। আমি বসে লিখছি এমন সময় হঠাৎ তিনি আমার প্রশ্নের জবাব দেওয়া বন্ধ করলেন। তার দিকে চোখ ফেরাতেই চমকে উঠলাম। চেয়ারে একদম সোজা হয়ে বসে সম্পূর্ণ নির্বিকার কঠিন মুখে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। আবার তিনি সেই রহস্যময় রোগের কবলে পড়েছেন।

'প্রথমেই আমার মনে করুণা ও আতংকের উদ্রেগ হল। আর, সভয়ে বলছি, পর মুহূর্তেই দেখা দিল ব্যবসায়িক সন্তুষ্টি। রোগীর নাড়ির গতি ও দেহের তাপ নোট করলাম, মাংসপেশীর কঠিনতা পরীক্ষা করলাম, স্বতস্ফূর্ত দৈহিক পরিবর্তনগুলোও লক্ষ্য করলাম। এসব বিষয়ে বিশেষ অস্বাভাবিক কিছুই চোখে পড়ল না ; সবই আমার পূর্ব-অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলে গেল। এসব ক্ষেত্রে নাইট্রেট অব এমিল শুঁকিয়ে আমি খুব ভাল ফল পেয়েছি, এক্ষেত্রেও সেটা আর একবার পরীক্ষা করে দেখবার একটা চমৎকার সুযোগ পেয়ে গেলাম। বোতলটা ছিল নীচের তলায় আমার ল্যাবরেটরিতে। তাই রোগীকে চেয়ারে বসিয়ে রেখেই সেটা আনতে দৌড়ে নীচে চলে গেলাম। সেটা খুঁজে পেতে সামান্য দেরী হল—ধরুন পাঁচ মিনিট—আর তার পরেই ফিরে গেলাম। ঘর ফাঁকা, রোগী উধাও। তা দেখে আমার বিস্ময়টা কল্পনা করুন।

'অবশ্য আমার প্রথম কাজই হল ছুটে ওয়েটিং-রুমে ধাওয়া করা। ছেলেও উধাও। হলের দরজাটা চেপে দেওয়া, কিন্তু বন্ধ নয়। যে চাকরটা রোগীদের আমার ঘরে পৌঁছে দেয় সে নতুন, আর খুব চটপটেও নয়। সে নীচেই বসে থাকে, কনসাল্টিং-রুমের ঘণ্টা বাজালে রোগীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে ছুটে উপরে আসে। সেও কিছু শুনতে পায় নি। সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন যেন রহস্যময় হয়ে উঠল। একটু পরেই মিঃ ব্রেসিংটন ভ্রমণ সেরে ফিরলেন। এ ব্যাপারে তাকে কিছুই বললাম না, কারণ সত্যি কথা বলতে কি, ইদানীং তার সঙ্গে আমার বাক্যালাপ প্রায় ছিলই না।

'দেখুন সে রুশ ভদ্রলোক ও তার ছেলেকে আর কখনও দেখতে পাব এ আমি কখনও ভাবতে পারি নি। কাজেই আজ সন্ধ্যায় ঠিক সেই একই সময়ে যখন তারা দুজন ঠিক আগের মতই আমার ঘরে এসে ঢুকলেন, আমার তখনকার

বিস্ময় আপনি নিশ্চয় অনুমান করতে পারেন।

'আমার রোগী বললেন, "ডাক্তার, গতকাল এমন হঠাৎ চলে যাওয়ার জন্য আপনার কাছে বার বার ক্ষমা চাইছি।"

'আমি বললাম, "সত্যি বলছি, আমিও খুবই আশ্চর্য হয়েছিলাম।"

'তিনি বললেন, "ব্যাপার কি জানেন, আমার ফিটের অবস্থাটা যখনই কেটে যায় তখনই তার আগেকার সব ব্যাপার মনের মধ্যে কেমন যেন ঝাপ্‌সা হয়ে যায়। আমার মনে হল, যেন একটা অপরিচিত ঘরে আমি জেগে উঠেছি, আর সেইজন্যই আপনার অনুপস্থিতির সময়ে কেমন একটু আচ্ছন্নের মত রাস্তায় নেমে গিয়েছিলাম।"

'ছেলে বলে উঠল, "আর বাবাকে ওয়েটিং-রুমের দরজার পাশ দিয়ে যেতে দেখে আমিও ভাবলাম যে রোগী দেখা শেষ হয়ে গেছে। বাড়িতে পৌঁছে ক্রমে আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম।"

'আমি হেসে বললাম, "ক্ষতি কিছু হয় নি, তবে আমি খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। যা হোক, এখন আপনি যদি দয়া করে ওয়েটিং-রুমে চলে যান, তাহলে আমাদের আলোচনা শুরু করতে পারি। কাল তো হঠাৎ সব বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।"

www.boiRboi.net

'প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে বুড়ো ভদ্রলোকের রোগ-লক্ষণ নিয়ে তার সঙ্গে আলোচনা করলাম। তারপর ওষুধ লিখে দিলে তিনি ছেলের হাতে ভর দিয়ে চলে গেলেন।'

'আগেই বলেছি, রোজই ঠিক এই সময়েই মিঃ ব্লেসিংটন বেড়াতে যান। একটু পরেই তিনি বাড়িতে ঢুকে দোতলায় চলে গেলেন। মুহূর্তকাল পরেই আমি শুনতে পেলাম, তিনি ছুটে নীচে নেমে আসছেন। আতংকে উন্মাদের মত তিনি ঝড়ের বেগে আমার কনসালটিং-রুমে ঢুকলেন।

'চেঁচিয়ে বললেন, "আমার ঘরে কে ঢুকেছিল?"

'আমি বললাম, "কেউ না।"

'তিনি আর্তনাদ করে উঠলেন, "মিথ্যে কথা! উপরে আসুন; দেখে যান।"

'তার রুষ্ট কথাবার্তায় কান দিলাম না, কারণ মনে হল তিনি তখন আতংকে দিশেহারা। দোতলায় উঠে তিনি হালকা কার্পেটের উপর কয়েকটা পায়ের ছাপ দেখালেন।

'চেঁচিয়ে বললেন, "আপনি কি বলতে চান এগুলো আমার পায়ের ছাপ?"

'সত্যি পায়ের ছাপগুলো তার পায়ের চাইতে অনেক বড়, আর খুবই সদ্য-সদ্য পড়েছে। আপনি জানেন আজ বিকেলে জোর বৃষ্টি হয়েছে, আর আমার রোগীরা ছাড়া আর কেউ বাড়িতে আসে নি। ব্যাপারটা তাহলে এইরকম দাঁড়ায় যে, আমি যখন রোগীকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম তখন তার ছেলে কোন অজ্ঞাত কারণে ওয়েটিং-রুম থেকে দোতলায় আমার আবাসিক রোগীর ঘরে উঠে গিয়েছিল। কেন কিছুতেই হাত দেওয়া হয় নি, বা কেউ কিছু নিয়েও যায় নি, কিন্তু পায়ের ছাপই প্রমাণ করে, কেউ যে ঘরে ঢুকেছিল সেটা সন্দেহাতীত ঘটনা।

'এ ব্যাপারে যতটা উত্তেজিত হওয়া সম্ভব বলে আমার মনে হয় মিঃ ব্লেসিংটনকে তার চাইতে অনেক বেশী উত্তেজিত মনে হল, অবশ্য যেকোন লোকের মানসিক শান্তি নষ্ট করার পক্ষে ব্যাপারটা যথেষ্ট। প্রকৃতপক্ষে তিনি চেয়ারে বসে কাঁদতে লাগলেন আর আবোল-তাবোল কথা বলতে লাগলেন। আপনার সঙ্গে দেখা করার পরামর্শও তিনিই দিলেন, আর প্রস্তাবটা আমার কাছেও সমীচীনই মনে হল, কারণ তিনি ব্যাপারটাকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিলেও ঘটনাটা যে একটু অদ্ভুত ধরনের সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যদি আমার ব্রুহামে চড়ে আমার সঙ্গে একবার যান তাহলে তাকে অন্তত কিছুটা সান্ত্বনা দিয়ে আসতে পারবেন, যদিও এই অদ্ভুত ঘটনার কোন ব্যাখ্যা দিতে পারবেন বলে আশা করি না।'

শার্লক হোমস এমন একাগ্র চিত্তে এই দীর্ঘ বিবরণ শুনল যে আমি বুঝতে পারলাম, ঘটনাটা তাকে খুবই আগ্রহী করে তুলেছে। তার মুখখানি অন্যদিনের মতই অবিচলিত, কিন্তু চোখের পাতা দুটি আরও ভারী হয়ে চোখের উপর নেমে এসেছে। পাইপের মুখ থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলি আরও ঘন হয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে। আগন্তুকের বক্তব্য শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই হোমস কোন কথা না বলে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল, আমার টুপিটা তুলে আমার হাতে দিল, টেবিল থেকে নিজের টুপিটা নিল এবং ডাঃ ট্রেভেলিয়ানের পিছনে পিছনে দরজার দিকে এগোল। পনেরো মিনিটের মধ্যেই ব্রুক স্ট্রীটে ডাক্তারের বাড়ির দরজায় আমাদের নামিয়ে দেওয়া হল। ওয়েস্ট এণ্ড-এ ভাল পশার জমলে যে ধরনের বাড়ির কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক বাড়িটা ঠিক সেই রকম—গুরুগম্ভীর আর চ্যাপ্‌টা-মুখো। চাকরটা দরজা খুলে দিল; আমরাও চওড়া কার্পেটমোড়া সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগলাম।

কিন্তু একটা অদ্ভুত বাঁধা পেয়ে আমরা দাঁড়িয়ে পড়লাম। সিঁড়ির একেবারে উপরে আলোটা হঠাৎ নিভিয়ে দেওয়া হল, আর অন্ধকারের ভিতর থেকে একটা কর্কশ

কাঁপা কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

'আমার হাতে পিস্তল আছে, সত্যি বলছি, আপনারা আর অগ্রসর হলে গুলি করব।'

ডাঃ ট্রেভেলিয়ান চেঁচিয়ে বলল, "মিঃ ব্লেসিংটন, ব্যাপারটা কিন্তু সত্যি অমানুষিক হয়ে উঠছে।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে কণ্ঠস্বর বলল, 'ওঃ ডাক্তার আপনি? কিন্তু আর যারা এসেছেন? তারা আসল লোক তো?'

বুঝতে পারলাম, অন্ধকারে বসে কেউ আমাদের খুব ভাল করে লক্ষ্য করছে।

অবশেষে কণ্ঠস্বর বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সব ঠিক আছে। আপনারা উপরে আসতে পারেন। আমার সতর্কতামূলক ব্যবস্থা আপনাদের বিরক্তি ঘটানোর জন্য আমি দুঃখিত।'

কথা বলতে বলতে সে সিঁড়ির গ্যাসের আলোটা আবার জ্বালিয়ে দিল। আমাদের সামনে একটি অদ্ভুত-দর্শন লোককে দেখতে পেলাম। তার চেহারা দেখে ও গলার স্বর শুনেই বোঝা যায় যে তার স্নায়ুগুলি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। লোকটি বেশ স্থূলকায়; দেখে মনে হয় এক-সময় আরও বেশী স্থূলকায় ছিল; মুখের চামড়া জায়-গায় জায়গায় শিকারী কুকুরের গালের মত ঝুলে পড়েছে। গায়ের রঙে রুগ্নতার আভাষ, আর মাথার যৎসামান্য ধূসর চুল তীব্র ভয়ে যেন খাড়া হয়ে উঠেছে। হাতে একটা পিস্তল ছিল, কিন্তু আমরা অগ্রসর হতেই সেটাকে পকেটে ঢুকিয়ে দিল।

সে বলল, 'শুভ সন্ধ্যা মিঃ হোমস, আপনার আগমনে অতিশয় বাধিত হলাম। আপনার পরামর্শের দরকার আমার যতটা তত আর কোনদিন কারও হয় নি। আশা করি আমার ঘরে এই অবাঞ্ছিত অনধিকার প্রবেশের কথা ডাঃ ট্রেভেলিয়ান আপনাকে বলেছেন?'

হোমস বলল, 'তা বলেছেন। মিঃ ব্লেসিংটন, এই লোক দুটি কে, আর আপনাকে পর্যুদস্ত করতেই বা তারা চাইছে কেন?'

আবাসিক রোগী আমতা-আমতা করে বলল, 'দেখুন, মানে, সেটা বলা খুব শক্ত। সে প্রশ্নের জবাব আপনি আমার কাছ থেকে আশা করতে পারেন না মিঃ হোমস।'

'আপনি কি বলতে চান, আপনি জানেন না?'

'দয়া করে ভিতরে আসুন। অনুগ্রহ করে ভিতরে পদার্পণ করুন।'

সে আমাদের শোবার ঘরে নিয়ে গেল। ঘরটা বড় এবং আরামদায়কভাবে সজ্জিত।

বিছানার শেষ প্রান্তে একটা বড় কালো বাক্স দেখিয়ে সে বলল, 'ওটা দেখতে পাচ্ছেন। মিঃ হোমস, আমি কোন-কালে ধনী ছিলাম না,—ডাঃ ট্রেভেলিয়ানই আপনাকে বলতে পারবেন যে সারা জীবনে মাত্র একবার ছাড়া কখনও কোন লগ্নি করি নি। ব্যাংকারদের উপর আমার আস্থা নেই। কোন ব্যাংকারকে আমি কোনদিন বিশ্বাস করি না। নিজে-দের মধ্যে বলছি, আমার যা কিছু সব ঐ বাক্সেই আছে। কাজেই কোন অজ্ঞাত লোক জোর করে ঘরে ঢুকলে আমার অবস্থাটা কেমন হয় তা তো বুঝতেই পারছেন।'

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মিঃ ব্লেসিংটনের দিকে তাকিয়ে হোমস ঘাড় নাড়তে লাগল।

বলল, 'আপনি যদি আমাকে ঠকাতে চেষ্টা করেন তা-হলে তো আপনাকে পরামর্শ দেওয়া সম্ভব নয়।'

'কিন্তু আমি তো আপনাকে সব কথাই বলেছি।'

হোমস বিরক্তির সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'শুভ-রাত্রি ডাঃ ট্রেভেলিয়ান।'

ভগ্ন কণ্ঠে ব্লেসিংটন বলল, 'আমাকে কোন পরামর্শ দেবেন না?'

'স্যার, আপনাদের আমার একমাত্র পরামর্শ—সত্য কথা বলুন।'

এক মিনিটের মধ্যেই রাস্তায় নেমে আমরা বাড়ির পথ ধরলাম। অক্সফোর্ড স্ট্রীট পার হয়ে হার্লে স্ট্রীটের অর্ধেকটা পথ পার হবার পরে আমার সঙ্গী প্রথম মুখ খুলল।

'দেখ ওয়াটসন, একটা বোকা লোকের ডাক শুনে তোমাকে ঘর থেকে টেনে এনেছি বলে আমি দুঃখিত। অবশ্য এর গভীরে একটা আকর্ষণীয় ব্যাপারও রয়েছে।'

'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না,' আমি স্বীকার করলাম।

'দেখ, এটা তো খুবই পরিষ্কার যে দুটি লোক—হয় তো আরও বেশী, কিন্তু অন্তত দুজন—যে কারণেই হোক এই ব্লেসিংটন নামক লোকটিকে ধরতে কৃতসংকল্প। এ-বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই যে, প্রথম ও দ্বিতীয় দুই দিনই দলের একজন একটা আশ্চর্য কৌশলে ডাক্তারকে ব্যস্ত রেখেছে এবং অপরজন ব্লেসিংটনের ঘরে ঢুকেছে।'

'আর অপস্মার রোগ!'

'ওটা সম্পূর্ণ নকল ব্যাপার, যদিও আমাদের বিশে-ষজ্ঞকে সেকথা সাহস করে বলি নি। ও রোগ-লক্ষণটা নকল করা খুবই সহজ। আমি নিজেও করেছি।'

'তারপর?'

'ব্লেসিংটন যে দু'দিনই ঐ সময় বাড়ির বাইরে ছিল সেটা নেহাৎই আকস্মিক যোগাযোগ। ওয়েটিং-রুমে আর কোন রোগী থাকবে না সেবিষয়ে নিশ্চিত হবার জন্যই রোগীকে দেখাবার ঐ রকম একটা অস্বাভাবিক সময় তারা বেছে নিয়েছিল। ঘটনাচক্রেই ব্লেসিংটনের প্রাত্যহিক স্বাস্থ্য-ভ্রমণের সময়টা ঐ সময়ের সঙ্গে মিলে গেছে। তার থেকেই বোঝা যায় যে তারা ব্লেসিংটনের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গে খুব পরিচিত নয়। অবশ্য লুঠতরাজ করাই যদি তাদের উদ্দেশ্য হত তাহলে তারা কিছুটা খোঁজাখুঁজি নিশ্চয়ই করত। তাছাড়া এদের দেখে যেরকম প্রতিহিংসাপরায়ণ শত্রু বলে মনে হয় তাতে এই লোকটির এরকম দুটি শত্রু আছে অথচ সে তার খবরই রাখে না এটা অভাবনীয়। সুতরাং আমার মত হচ্ছে, সে ভাল করেই জানে এই লোকরা কারা এবং নিজের কোন কারণেই সেকথাটা গোপন রাখতে চায়; তবে এটা খুবই সম্ভব যে আগামীকাল সে আরও বেশী করে মুখ খুলবে।'

আমি বলে উঠলাম, 'আচ্ছা, এরকম আর একটা বিকল্প কি হতে পারে না যেটা হাস্যকর রকমের অসম্ভব হলেও একেবারে অচিন্ত্যনীয় নয়? এরকম কি হতে পারে না যে অপস্মার রোগগ্রস্ত বৃশ ভদ্রলোক ও তার ছেলের কাহিনী সবটাই ডাঃ ট্রেভেলিয়ানের বানানো। নিজের কোন উদ্দেশ্যেই সে ব্লেসিংটনের ঘরে গিয়েছিল?'

গ্যাসের আলোয় লক্ষ্য করলাম, আমার এই নতুন প্রস্তাব শুনতে হোমসের মুখে একটা পুলকিত হাসি খেলে গেল।

সে বলল, 'ভাইরে, প্রথমেই একথাটা আমার মনে হয়েছিল, কিন্তু অবিলম্বেই ডাক্তারের কাহিনীর স্বপক্ষে অনেক প্রমাণ আমি পেয়ে গেলাম। যুবকটি সিঁড়ির কার্পেটে যে পায়ের ছাপ ফেলেছে সেই একই ছাপ সে রেখে গেছে ঘরের ভিতরেও। যদি আমি বলি যে, তার জুতো জোড়া ব্লেসিংটনের জুতোর মত ছুঁচলো নয়, চৌকো-মুখ, এবং ডাক্তারের জুতো অপেক্ষা এক ইঞ্চি ও তার এক-তৃতীয়াংশ লম্বা, তাহলে তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে যে লোকটি সেই যুবক না হয়ে যায় না। কিন্তু এ আলোচনা রেখে এবার আমরা ঘুমুতে পারি, কারণ কাল সকালে যদি ব্রুক স্ট্রীট থেকে আরও কিছু খবর না পাই তাহলেই আমি বিস্মিত হব।'

শার্লক হোমসের ভবিষ্যদ্বাণী বেশ নাটকীয়ভাবেই সফল হল। পরদিন সকাল সাড়ে সাতটায়, সবে দিনের প্রথম আলো ফুটেছে এমন সময় দেখি সে ড্রেসিং-গাউন পরে আমার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

সে বলল, 'ওয়াটসন, আমাদের জন্য একখানা ব্রুহাম অপেক্ষা করছে।'

'কি ব্যাপার?'

'ব্রুক স্ট্রীট মামলা।'

'কোন নতুন খবর?'

খড়খড়ি তুলতে তুলতে সে বলল, 'বিয়োগান্ত', কিন্তু স্বার্থবোধক। এটা দেখ—নোটবুকের একটা পাতায় পেন্সিল দিয়ে লেখা, 'ঈশ্বরের দোহাই। এখনি চলে আসুন—পি, টি," এটা লিখবার সময় আমাদের ডাক্তার বন্ধুটি খুবই মুস্কিলে পড়েছিল। চলে এস ভাই, কারণ এটা খুবই জরুরি ডাক।'

পনেরো মিনিটের মধ্যেই আমরা ডাক্তারের বাড়িতে পৌঁছে গেলাম। আতংকিত মুখে ছুটতে ছুটতে বাইরে এসে সে আমাদের সঙ্গে দেখা করল। কপালের দুটো রগ চেপে ধরে সে চেঁচিয়ে বলল, 'ওঃ, এ কী ব্যাপার!'

'কি হয়েছে?'

'ব্লেসিংটন আত্মহত্যা করেছে।'

হোমস শিস দিয়ে উঠল।

'হ্যাঁ, রাতের বেলায় সে গলায় দড়ি দিয়েছে!'

ডাক্তারের পিছনে পিছনে তার ওয়েটিং-রুমে গিয়ে ঢুকলাম।

সে বলতে লাগল, 'আমি কি করছি আমি নিজেই জানি না। উপরে পুলিশ এসে গেছে। ব্যাপারটা আমাকে সাংঘাতিকভাবে নাড়া দিয়েছে।'

'আপনি কখন দেখলেন?'

'প্রতিদিন খুব সকালেই তাকে এক কাপ চা দিয়ে আসতে হয়। সাতটা নাগাদ দাসী ঘরে ঢুকে দেখে, হতভাগ্য লোকটি ঘরের মাঝখানে ঝুলছে। যে হুক থেকে ভারী বাতিটা ঝোলানো থাকে তাতেই সে দড়িটা বেঁধেছে, আর গতকাল যে বাক্সটা আমাদের দেখিয়েছিল তার উপর থেকেই ঝাঁপ দিয়েছে।'

একমুহূর্তকাল হোমস গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে রইল।

তারপর বলল, 'আপনার অনুমতি নিয়ে আমি উপরে উঠে সমস্ত ব্যাপারটা দেখতে চাই।' দুজনই উপরে উঠে গেলাম। পিছনে ডাক্তার।

শোবার ঘরের দরজা দিয়ে ঢুকতেই একটা ভয়ংকর দৃশ্য আমাদের চোখে পড়ল। আগেই বলেছি, ব্লেসিংটনকে দেখতে একটু মোটাসোটা লাগে। হুক থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় তার সেই স্থূলত্ব এতদূর বৃদ্ধি পেয়েছে যে তাকে

দেখলে আর মানুষ বলেই মনে হয় না। পালক-তোলা মুরগির বাচ্চার মত গলাটা লম্বা হয়ে গেছে, আর তার সঙ্গে তুলনায় দেহের বাকি অংশটা আরও মোটা ও অস্বাভাবিক দেখাচ্ছে। শুধুমাত্র নাইট-ড্রেসটা তার পরনে ; ফুলে-ওঠা গোড়ালি ও শুকনো পা দুটো তার ভিতর থেকে বিসদৃশভাবে বেরিয়ে আছে। তার পাশে দাঁড়িয়ে জনৈক পুলিশ ইন্সপেক্টর পকেট-বইতে কি সব নোট করছিল।

আমার বন্ধুটি ঢুকতেই সে বলে উঠল, 'আরে মিঃ হোমস, আপনাকে দেখে খুশি হলাম।'

হোমস বলল, 'শুভ সকাল ল্যানার। নিশ্চয় আমাকে অবাঞ্ছিত বাইরের লোক মনে করছ না। এই পরিণতির পূর্বেকার ঘটনাগুলি সব শুনেছ কি?'

'হ্যাঁ কিছু কিছু শুনেছি।'

'তোমার কি মনে হয়?'

'আমি যতদূর বুঝতে পারছি, ভয়েই লোকটির বুদ্ধি-শুদ্ধি লোপ পেয়েছিল। দেখতেই পাচ্ছেন, বিছানায় যে বেশ ভালভাবেই ঘুমিয়েছিল তার চিহ্ন বেশ স্পষ্ট চোখে পড়ছে। আপনি তো জানেন মোটামুটিভাবে ভোর পাঁচটাতেই বেশীর ভাগ আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে। প্রায় ঐ সময়েই সেও গলায় ফাঁস লাগিয়েছিল। মনে হচ্ছে বেশ ভেবে-চিন্তেই কাজটা করা হয়েছে।'

আমি বললাম, 'মাংসপেশীগুলি যেরকম শক্ত হয়ে গেছে তা দেখে আমি বলতে চাই যে প্রায় তিন ঘণ্টা হল সে মারা গেছে।'

হোমস প্রশ্ন করল, 'ঘরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু চোখে পড়েছে কি?'

'হাত ধোবার স্ট্যান্ডের উপর একটা স্ক্রু ড্রাইভার ও কয়েকটা স্ক্রু পেয়েছি। সারারাত প্রচণ্ড ধূমপান করেছে বলেও মনে হয়। চুল্লির ভিতর থেকে সিগারের এই চারটে পোড়া অংশ বের করেছি।'

হোমস বলল, 'হুম! তার সিগার-হোল্ডারটা পেয়েছ কি?'

'না, সেরকম কিছু দেখি নি।'

'আর সিগার-কেস?'

'হ্যাঁ, এটা তার কোটের পকেটে ছিল।'

সিগার-কেসটা খুলে হোমস ভিতরকার অবশিষ্ট একটি মাত্র সিগার তুলে শুকল।

'আঃ, এটা তো হাভানা আর বাকিগুলো সেই বিশেষ ধরনের সিগার যা ওলন্দাজরা তাদের পূর্বভারতীয় উপনিবেশ থেকে আমদানি করে থাকে। তুমি তো জান, সেগুলি সাধারণত খড় দিয়ে জড়ানো থাকে এবং অন্য সব ব্রান্ডের সিগার অপেক্ষা দৈর্ঘের তুলনায় বেশী সরু হয়ে থাকে।' সিগারের পোড়া অংশ ক'টা তুলে নিয়ে সে পকেট লেন্স দিয়ে পরীক্ষা করে দেখল।

বলল, 'এর মধ্যে দুটো হোল্ডারে লাগিয়ে এবং আর দুটো হোল্ডার ছাড়া খাওয়া হয়েছে। দুটোর মুখ ভোঁতা ছুরি দিয়ে কাটা হয়েছে, আর দুটোর মুখ বেশ ভাল দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে। মিঃ ল্যানার, এটা আত্মহত্যা নয়, এটা খুন ; পূর্বপরিকল্পিতভাবে ঠান্ডা মাথায় খুন করা হয়েছে।'

'অসম্ভব!' ইন্সপেক্টর চীৎকার করে উঠল।

'কিন্তু কেন?'

'গলায় ফাঁস লাগিয়ে এমন বিশ্রীভাবে কেউ একজনকে খুন করবে কেন?'

'সেটাই তো আমাদের খুঁজে বের করতে হবে।'

'তারা ঘরে ঢুকল কেমন করে?'

'সামনের দরজা দিয়ে।'

'সকালে দরজা বন্ধ-ছিল।'

'তাহলে তারা চলে গেলে বন্ধ করা হয়েছিল।'

'আপনি কি করে জানলেন?'

'আমি তাদের চিহ্ন দেখেছি। এক মুহূর্তের জন্য আমাকে ক্ষমা করুন, আশা করি এ ব্যাপারে আরও কিছু তথ্য আপনাদের জানাতে পারব।'

দরজার কাছে গিয়ে তার চিরাচরিত সুশৃংখলভাবে তালাটা উল্টে দেখল। তারপর তালার নীচের দিক থেকে চাবিটা বের করে সেটাও ভাল করে দেখল বিছানা, কার্পেট, চেয়ার, ম্যান্টেলপিস, মৃতদেহ, দড়ি—পরপর সব কিছু পরীক্ষা করে তবে সে সন্তুষ্ট হল এবং আমার ও ইন্সপেক্টরের সহায়তায় দড়ি কেটে মৃতদেহটাকে নামিয়ে সশ্রদ্ধভাবে সেটাকে একটা কাপড় দিয়ে ঢেকে দিল।

সে জিজ্ঞাসা করল, 'দড়িটা এল কোত্থেকে?'

বিছানার নীচ থেকে একটা বড় বান্ডিল বের করে ডাঃ ট্রেভেলিয়ান বলল, 'এর থেকে কেটে নেওয়া হয়েছে। ওঁর ভীষণ আগুনের ভয় ছিল, তাই সিঁড়িতে আগুন লাগলে যাতে জানালা দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারেন সেজন্য দড়িটা সব সময় কাছে রাখতেন।'

হোমস চিন্তিতভাবে বলল, 'এতে তাদের অনেক হাঙ্গামা বেঁচেছে। হ্যাঁ, আসল ঘটনা খুবই পরিষ্কার, বিকেলের মধ্যেই যদি সব কিছু আপনাদের বুঝিয়ে দিতে না পারি তাহলে আমি নিজেই বিস্মিত হব। ম্যান্টেলপিসের

উপরে ব্লেসিংটনের যে ফটোটা রয়েছে ওটা আমি নিয়ে যাচ্ছি, কারণ এটা তদন্তের কাজে লাগতে পারে।'

ডাক্তার চেঁচিয়ে বলল, 'কিন্তু আপনি তো কিছুই বললেন না।'

হোমস বলল, 'ওহো, ঘটনাবলী সম্পর্কে তো কোন সন্দেহই থাকতে পারে না। তিনটি লোক জড়িত আছে: যুবক, বৃদ্ধ ও তৃতীয় একজন, যদিও তার হদিস এখনও পাই নি। বলা বাহুল্য যে প্রথম দুজনই রুশ কাউণ্ট ও তার ছেলে সেজে এসেছিল, কাজেই তাদের পুরো বিবরণ তো আমাদের জানাই আছে। বাড়ির ভিতরকার কারও সহযোগিতায় তারা ঘরে ঢুকেছিল। ইন্সপেক্টর, আমার পরামর্শ যদি শোনেন, ঐ বালক-ভৃত্যটিকে গ্রেপ্তার করুন; কারণ আপনিই তো বলেছেন ডাক্তার যে ছোকরাটি খুব অল্পদিন হল আপনার এখানে কাজে লেগেছে।'

ডাঃ ট্রেভেলিয়ান বলল, 'ক্ষুদে শয়তানটাকে পাওয়া যাচ্ছে না; দাসী ও রাঁধুনি একটু আগেই তার খোঁজ করছিল।'

হোমস ঘাড় ঝাঁকুনি দিল।

বলল, 'এ নাটকে তার ভূমিকাও খুব ছোট নয়। তিনটি লোক পা টিপে টিপে সিঁড়ি দিয়ে উঠল, বয়স্ক লোকটি আগে, তারপর যুবকটি, সকলের পিছনে অজ্ঞাত লোক—'

'হোমস!' আমি হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলাম।

'আঃ, একটার উপর একটা পায়ের ছাপ যেভাবে পড়েছে তাতে এবিষয়ে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। গত রাতেই সেগুলি ভালভাবে দেখেশুনে নিয়েছি। মিঃ ব্লেসিংটনের ঘরের কাছে গিয়ে দেখল, ঘর তালাবন্ধ। একটা তার দিয়ে চাবি ঘুরিয়ে তালাটা খুলে ফেলল। তালাটার কোন্‌খানটায় চাপ দেওয়া হয়েছিল সেটা এই দাগ দেখে বিনা লেন্সেই তুমি বুঝতে পারবে।'

'ঘরে ঢুকে প্রথমেই তারা মিঃ ব্লেসিংটনের গলা টিপে ধরল। হয় সে ঘুমিয়ে ছিল, নয় তো আতংকে তার শরীর এতই অবশ হয়ে পড়েছিল যে সে চেঁচাতেও পারে নি। তাছাড়া, দেওয়ালগুলোও বেশ পুরু, কাজেই একবার আর্তনাদ করে থাকলেও সেটা হয় তো শোনাই যায় নি।

'বেশ বুঝতে পারছি, তাকে কব্জা করবার পরে একটা পরামর্শ-বৈঠকের মত বসেছিল। সম্ভবত আইনগত ব্যাপার নিয়েই আলোচনা হয়েছিল। আলোচনাটা বেশ কিছুক্ষণ চলেছিল, কারণ সেই সময়ই এই সিগারগুলো খাওয়া হয়েছিল। বুড়ো লোকটি ওই বেতের চেয়ারে বসেছিল; সেই সিগার-হোল্ডার ব্যবহার করেছিল। যুবকটি বসেছিল ওখানটায়, সে ছাই ঝেড়েছিল ঐ টানাটার গায়। তৃতীয় লোকটি পায়চারি করেছে। মনে হচ্ছে, ব্লেসিংটন সোজা হয়ে বিছানায় বসেছিল, অবশ্য সেবিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত নই।

'যাহোক, তারা ব্লেসিংটনকে ধরে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিয়ে কাজ শেষ করল। ব্যাপারটা আগে থেকেই এমনভাবে স্থির করা হয়েছিল যে আমার বিশ্বাস ফাঁসিকাঠ হিসাবে ব্যবহার করবার জন্য পুলি-জাতীয় কোন জিনিস তারা সঙ্গে করেই এনেছিল, আর সেইজন্যই স্ক্রু ড্রাইভার ও স্ক্রুও এনেছিল। অবশ্য দুকটা চোখে পড়ায় আর সেসব হাঙ্গামায় যায় নি! কাজ শেষ করে তারা হাওয়া হয়ে গেল, আর তাদের সহযোগী দরজায় হুড়কো লাগিয়ে দিল।

গভীর আগ্রহে আমরা রাতের কার্য-কলাপের এই বিবরণ শুনলাম। এমন সব সূক্ষ্ম ও সামান্য চিহ্ন থেকে হোমস তার সিদ্ধান্তগুলি টানছিল যে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার পরেও তার সব কথা আমরা ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। ইন্সপেক্টর সঙ্গে সঙ্গেই ছোকরা-চাকরটির খোঁজে চলে গেল, আর হোমস ও আমি প্রাতরাশের জন্য বেকার স্ট্রীটে ফিরে গেলাম।

খাওয়া শেষ করে সে বলল, 'তিনটে নাগাদ আমি ফিরব। ঐ সময় ইন্সপেক্টর ও ডাক্তার এখানে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। এ ব্যাপারে যদি কিছুটা অস্পষ্টতা এখনও থেকে থাকে, আশা করছি তখন সেটা পরিষ্কার করে দিতে পারব।'

অতিথিরা যথাসময়েই এল, কিন্তু বন্ধুরা আসতে পৌনে চারটে বেজে গেল। অবশ্য তার মুখ দেখেই বুঝতে পারলাম, সব ঠিক ঠিক মতই হয়েছে।

'ইন্সপেক্টর, কোন খবর আছে?'

'ছোকড়াকে ধরেছি স্যার।'

'চমৎকার, আর আমি লোকদুটোকে ধরেছি।'

'ধরা পড়েছে!' তিনজনই চেঁচিয়ে উঠলাম।

'অন্তত তাদের পাত্তা মিলেছে। যেমনটি ভেবেছিলাম, এই বেনামী ব্লেসিংটন হেড-কোয়ার্টারের খুবই পরিচিত: তার হত্যাকারীরাও তাই। তাদের নাম বিড্‌ল্, হেওয়ার্ড ও মোফাট।'

'ওয়ার্দিংডন ব্যাংক ডাকাতির দল', ইন্সপেক্টর বলল।

'ঠিক', হোমস বলল।

'ঐ ব্লেসিংটন তাহলে সাটন?'

'ঠিক তাই', হোমস বলল।

'সে কি, তাহলে তো সবকিছুই জলের মত সোজা হয়ে

গেল', ইন্সপেক্টর বলল।

কিন্তু ট্রেভেলিয়ান ও আমি অবাক হয়ে পরস্পরের দিকে তাকালাম।

হোমস বলতে লাগল, 'ওয়ার্দিংডন ব্যাংকের ব্যাপারটা সকলের নিশ্চয় মনে আছে ; দলে ছিল পাঁচজন, এই চার-জন আর পঞ্চম ব্যক্তির নাম কার্টরাইট। কেয়ারটেকার টবিনকে খুন করে চোররা সাত হাজার পাউন্ড নিয়ে সরে পড়ে। এটা ১৮৭৫ সালের ঘটনা। পাঁচজনকেই গ্রেপ্তার করা হয়, কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যায় না। দলের সবচাইতে বাজে লোক এই ব্রেসিংটন বা সাটন গুপ্তচরের কাজ নেয়। তার সাক্ষ্যের জোরে কার্ট রাইটের ফাঁসি হয় এবং অপর তিনজনের পনেরো বছরের কারাদণ্ড। পুরো শাস্তি ভোগ করার কয়েক বছর আগেই সম্প্রতি তারা জেল থেকে বেরিয়েই সেই বিশ্বাসঘাতককে খুঁজে বের করে সহকর্মীর মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে সচেষ্ট হয়ে ওঠে। দু'বার তাকে ধরবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়, এবং তৃতীয়বারে কাজ হাসিল করে। ডাঃ ট্রেভেলিয়ান, বুঝিয়ে বলবার মত আর কিছু আছে কি?'

ডাক্তার বলল, 'আমি তো মনে করি সবকিছুই আপনি চমৎকারভাবে বুঝিয়ে বলেছেন। যেদিন সে খবরের কাগজে তাদের খালাস পাবার খবরটা পড়ে সেইদিনই যে সে খুব বিচলিত হয়ে পড়েছিল সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।'

'ঠিক তাই। চুরির কথা যা সে বলেছিল সেটা একটা ধাপ্পা মাত্র।'

'কিন্তু এসব কথা সে আপনাকে বলে নি কেন?'

'দেখুন, পুরনো স্যাঙাৎদের প্রতিহিংসাপরায়ণতার কথা সে ভালই জানত, তাই যতদিন পারা যায় নিজের পরিচয় সকলের কাছ থেকেই গোপন রাখতে চেষ্টা করছিল। অতীত লজ্জাজনক বলেই সেকথা সে বলতে পারে নি। কিন্তু লোকটা যতই পাষণ্ড হোক, সে কিন্তু তখনও বৃটিশ আইনের আশ্রয়েই ছিল। তবে কি জান ইন্সপেক্টর, সেই আশ্রয় তাকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হলেও শীঘ্রই দেখতে পাবে যে তার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে ন্যায়ের তরবারি উদ্যত আছে।'

ব্রুক স্ট্রীটের ডাক্তার ও তার আবাসিক রোগীপ্রসঙ্গে অদ্ভুত ঘটনাবলীর এখানেই ইতি। সেদিন রাত থেকেই ঐ তিন খুনীর কোন সন্ধান পুলিশ পায় নি, তবে স্কট-ল্যান্ড ইয়ার্ডের অনুমান, কয়েক বছর আগে পর্তুগালের উপকূলে ওপের্তো থেকে কয়েক লীগ উত্তরে যে হতভাগ্য স্টিমার 'নোরা ক্রিনা' সমস্ত যাত্রীসহ নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল, তার যাত্রীদের মধ্যে তারাও ছিল। সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে ছোকরা-চাকরটার বিরুদ্ধে আনীত মামলা ভেস্তে গেল এবং 'ব্রুক স্ট্রীট রহস্য' বলে কথিত এই বিবরণ আজ পর্যন্ত ছাপার অক্ষরে কোথাও প্রকাশিত হয় নি।

গ্রীক ভাষান্তরিক

The Greek Interpreter

মিঃ শার্লক হোমসের সঙ্গে আমার পরিচয় দীর্ঘ-দিনের এবং ঘনিষ্ঠ। কিন্তু এর মধ্যে আমি কখনও তাকে তার আত্মীয়-স্বজনের কথা এবং তার প্রথম জীবনের কথা বলতে শুনি নি। তার এই মৌনতা আমার উপর একপ্রকার অমানুষিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। ফলে কখনও কখনও আমার মনে হয়েছে যে, সে একটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা-মাত্র, তার মস্তিষ্ক আছে কিন্তু হৃদয় নেই, তার বুদ্ধি যতটা প্রখর মানবিক সহানুভূতির অভাবও ততখানি। স্ত্রী-জাতির প্রতি বীতরাগ এবং নতুন বন্ধুত্ব স্থাপনে অনিচ্ছা—এ দুটিই তার আবেগবিহীন চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, কিন্তু নিজের আত্মীয়-স্বজনের কথা এভাবে সম্পূর্ণ চেপে যাওয়া যেন তার থেকেও বেশী আবেগহীনতার পরিচয়। ক্রমে আমি তো বিশ্বাসই করতাম না যে সে পিতৃমাতৃহীন, তার কোন আত্মীয়-স্বজনও বেঁচে নেই। কিন্তু একদিন আমাকে একেবারে অবাক করে দিয়ে সে আমার কাছে তার ভাইয়ের কথা বলতে শুরু করল।

একটি বসন্তকালের সন্ধ্যায় চা-পানের পরের ঘটনা। নানা রকম বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন ঘটনা নিয়ে আমাদের মধ্যে কথা-বার্তা হচ্ছিল। গল্‌ফ ক্লাব থেকে শুরু করে গ্রহণের বক্রতার পরিবর্তন পর্যন্ত নানা বিষয় পার হয়ে অবশেষে আলো-চনা শুরু হল বংশগত সাদৃশ্য ও উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া প্রবণতার প্রশ্ন নিয়ে। আলোচ্য বিষয় ছিল, একটি ব্যক্তির কোন বিশেষ গুণ কতটা উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া, আর কতটা তার প্রথম জীবনের শিক্ষাদীক্ষার ফল।

আমি বললাম, 'তুমি আমাকে যতদূর বলেছ তাতে একথা বেশ স্পষ্ট যে তোমার ক্ষেত্রে তোমার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা এবং অনুমানের অদ্ভুত কুশলতা একান্তভাবে তোমারই নিজস্ব সুশৃংখল শিক্ষার ফল।'

সে চিন্তিতভাবে জবাব দিল, 'কতকটা তাই। আমার পূর্বপুরুষরা ছিলেন গ্রাম্য জমিদার, আর তাদের জীবন-

যাত্রাও ছিল তাদের শ্রেণীরই অনুরূপ। কিন্তু তথাপি আমার জীবন যে অন্যদিকে মোড় নিয়েছে সেটাও আমার শিরায়ই রয়েছে এবং সম্ভবত আমার ঠাকুরমার কাছ থেকেই এটা আমি পেয়েছি।' ঠাকুরমা ছিলেন ফরাসী শিল্পী ভার্ণেৎ-এর বোন। রক্তে যদি শিল্পের নেশা থাকে তবে তা অদ্ভুত রূপান্তর গ্রহণ করতে পারে।'

'কি করে বুঝলে যে এটা উত্তরাধিকার-সূত্রে পাওয়া?'

'কারণ আমার ভাই মাইক্রফ্‌টের মধ্যে এটা আমার চাইতেও বেশী পরিমাণে আছে।'

এটা আমার কাছে একটা খবর বটে। ইংলণ্ডে যদি এ-রকম বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী আর একটি লোক থাকে তাহলে পুলিশ বা জনসাধারণ তার কথা শোনে নি কেন? প্রশ্নটা করবার সময় আমি এমন ইঙ্গিত করলাম যে আমার বন্ধুর বিনয়ই ভাইকে নিজের চাইতে বড় বলে মেনে নিতে সাহায্য করেছে। আমার ইঙ্গিতে হোমস হেসে উঠল।

বলল, 'ভাই ওয়াটসন, বিনয়কে যারা একটা গুণ বলে মনে করে আমি তাদের সঙ্গে একমত নই। যুক্তিবিদ্‌দের পক্ষে সব কিছুকেই সঠিক দৃষ্টিতে দেখা উচিত; নিজের শক্তিকে বড় করে দেখা যেমন সত্য থেকে সরে যাওয়া, নিজেকে ছোট করে দেখাও তাই। সুতরাং আমি যখন বলছি মাইক্রফ্‌টের পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা আমার চাইতে ভাল তখন ধরে নিতে পার যে আমি সঠিক ও আক্ষরিক সত্যই বলছি।'

'সে কি তোমার চাইতে ছোট?'

'সাত বছরের বড়।'

'তাহলে সে এমন অপরিচিত রয়েছে কেন?'

'নিজের মহলে সে খুবই সুপরিচিত।'

'কে কোথায়?'

'দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ধরো, ডায়োজিনিস ক্লাব।'

প্রতিষ্ঠানটির নাম আমি কখনও শুনি নি। আমার মুখে হয় তো সে ভাব প্রকাশ পেয়েছিল, কারণ শার্লক হোমস ঘড়ি বের করল।

'ডায়োজিনিস ক্লাব লণ্ডনের সব চাইতে বিচিত্র ক্লাব, আর মাইক্রফ্‌ট্ বিচিত্র মানুষদের অন্যতম। পৌনে পাঁচটা থেকে আটটা বাজতে কুড়ি মিনিট আগে পর্যন্ত সে সবদিনই সেখানে থাকে। এখন ছ'টা বাজে; এই সুন্দর সন্ধ্যায় যদি একটু হাঁটতে রাজী থাক তাহলে আনন্দের সঙ্গে তোমাকে দুটো বিচিত্র বস্তুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে পারি।'

পাঁচ মিনিট পরে আমরা রাজপথ ধরে রিজেন্ট সার্কাসের দিকে হাঁটতে লাগলাম।

সঙ্গী বলল, 'তুমি তো আশ্চর্য হচ্ছ, মাইক্রফ্‌ট্ তার ক্ষমতাকে গোয়েন্দার কাজে লাগায় না কেন। তার কারণ ও কাজ করতে সে অক্ষম।'

'কিন্তু তুমি তো বলেছিলে—!'

'বলেছিলাম যে পর্যবেক্ষণ ও অনুমানের ব্যাপারে সে আমার চাইতে বড়। যদি আরামকেদারায় শুয়ে যুক্তি-প্রয়োগ করাটাই গোয়েন্দার কলা-কৌশলের প্রথম ও শেষ কথা হত, তাহলে আমার ভাই পৃথিবীর সব চাইতে বড় অপরাধতাত্ত্বিক হতে পারত। কিন্তু তার না আছে সে অভিলাষ, না আছে উৎসাহ। নিজের সিদ্ধান্তকে প্রমাণ করবার জন্য সে এক পাও নড়তে চাইবে না; তার সিদ্ধান্ত যে সঠিক এটা প্রমাণ করবার হাঙ্গামা পোহানো অপেক্ষা সেটাকে ভুল বলে মেনে নিতেও সে রাজী। অনেকবার অনেক সমস্যা নিয়ে আমি তার কাছে গিয়েছি, আর এমন ব্যাখ্যা পেয়েছি যেটা শেষ পর্যন্ত সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু কোন মামলাকে বিচারক বা জুরির সামনে উপস্থিত করার আগে যেসব বাস্তব দিক ঠিক করে নেওয়া দরকার সেগুলির ব্যবস্থা করতে সম্পূর্ণ অক্ষম।'

'তাহলে এটা তার জীবিকা নয়?'

'মোটেই না। আমার কাছে যেটা জীবিকার উপায়, তার কাছে সেটা একজন শিল্পানুরাগীর অবসর বিনোদনের হবি মাত্র। সংখ্যার ব্যাপারে তার ক্ষমতা অসাধারণ; অনেক-গুলি সরকারী বিভাগের কাগজপত্র সে অডিট করে থাকে। মাইক্রফ্‌ট্ পল মল-এ থাকে, এবং প্রতিদিন সকালে মোড় ঘুরে হেঁটে হোয়াইট হলে যায় আর সন্ধ্যায় ফিরে আসে। বছরের পর বছর সে আর কোন রকম ব্যায়াম করে না, এবং তার বাসস্থানের ঠিক বিপরীত দিকে অবস্থিত ডায়োজিনিস ক্লাব ছাড়া আর কোথাও যায় না।'

'এরকম কোন নাম তো স্মরণ করতে পারছি না।'

'না পারাই স্বাভাবিক। তুমি তো জান, লণ্ডনে এমন অনেক লোক আছে যার কেউ বা লাজুক স্বভাবের জন্য, আবার কেউ বা মানুষের প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ অন্য কারও সঙ্গে মিশতে চায় না। তাই বলে তারা কিন্তু আরামদায়ক আসন বা সর্বাধুনিক সাময়িকপত্রের প্রতি বিমুখ নয়। তাদের সুবিধার জন্যই ডায়োজিনিস ক্লাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, আর এখন সেখানে শহরের যত সব অসামাজিক ও ক্লাব-বোধবিরহিত মানুষেরা ভিড়েছে। সেখানে কোন সদস্যকেই অন্যের প্রতি তিলমাত্র নজর দেবার অনুমতি দেওয়া হয় না। একমাত্র "আগন্তুক কক্ষ" ছাড়া আর

কোথাও কোন অবস্থাতেই গল্প করারও অনুমতি নেই। আর এই সব অপরাধ কমিটির গোচরীভূত হলে যে গল্প করে তাকে ক্লাব থেকে বহিষ্কৃত করা হয়। আমার ভাই তার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ; আর সেখানকার পরিবেশ আমার তো খুব ভাল লাগে।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা পল মল পেঁছিলাম এবং সেণ্ট জেমসের প্রান্ত থেকে সেই রাস্তা ধরে হাঁটা শুরু করলাম। কার্লটন থেকে কিছুটা দূরে একটা দরজার সামনে শার্লক হোমস দাঁড়াল এবং আমি যেন কোন কথা না বলি সেবিষয়ে সতর্ক করে দিয়ে হলের দিকে অগ্রসর হল। কাঁচের প্যানেলের ভিতর দিয়ে দেখলাম একটা মস্ত বড় জাঁকজমকপূর্ণ ঘরের মধ্যে একদল লোক যার যার মত একটা কোণ বেছে নিয়ে বসে বসে কাগজও পড়ছে। হোমস আমাকে নিয়ে একটা ছোট ঘরে ঢুকল। ঘরটা পল মল-এর উপরে। তারপর মিনিট খানেক আমাকে একলা রেখে আবার যখন একজন লোককে সঙ্গে করে ফিরে এল তখন বুঝতে পারলাম সে তার ভাই ছাড়া আর কেউ নয়।

মাইক্রফ্‌ট্‌ হোমস দেখতে শার্লকের চাইতে অনেক বেশী বড় ও মজবুত। তার শরীর বেশ মোটাসোটা কিন্তু মুখটা ভারী হলেও তার ভাইয়ের মুখে ভাবপ্রকাশের যে তীক্ষ্ণতা উল্লেখযোগ্যভাবে বিদ্যমান তার কিছুটা সেখানেও চোখে পড়ে। তার হাল্কা জল রঙের চোখে যেন সেই সুদূরপ্রসারী আত্মসন্ধানী দৃষ্টিও রয়েছে যেটা আমি একমাত্র শার্লকের চোখেই দেখেছি, যখন সে কোন কাজে তার সর্বশক্তি নিয়োগ করে।

সিল মাছের ডানার মত চওড়া চ্যাপ্টা একখানা হাত বের করে সে বলল, 'আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ায় খুশি হলাম। আপনি যখন থেকে তার ইতিবৃত্তকার হয়েছেন তখন থেকেই সব জায়গায় শার্লকের নাম শুনি।' ভাল কথা শার্লক, আমি আশা করেছিলাম জমিদার বাড়ির কেস নিয়ে আলোচনার জন্য তুমি গত সপ্তাহে আমার সঙ্গে দেখা করবে। আমার তো মনে হয়েছিল তুমি কিছুটা গভীর জলে পড়েছিলে।'

আমার বন্ধু হেসে বলল, 'না, আমিই তার সমাধান করে ফেলেছি।'

'লোকটি নিশ্চয় অ্যাডাম্‌স্‌?'

'হ্যাঁ, অ্যাডাম্‌স্‌ই বটে!'

'সেবিষয়ে প্রথম থেকেই আমি নিশ্চিত ছিলাম।' দু জনে ক্লাবের ধনুকাকৃতি জানালাটার পাশে গিয়ে বসল। মাইক্রফ্‌ট্‌ বলল 'মানুষকে যে জানতে চায় তার পক্ষে এইটেই উপযুক্ত জায়গা। তাকিয়ে দেখ, কত বিচিত্র ধরনের মানুষ! যেমন ধর, ঐ যে দুটি লোক আমাদের দিকেই আসছে, তাদের দিকে তাকাও।'

'বিলিয়ার্ড-মার্কার ও অপর জনের কথা বলছ?'

'ঠিক। অপর জন সম্পর্কে কি বুঝছ?'

লোক দুটি জানালার উল্টো দিকে থামল। ওয়েস্ট-কোটের পকেটের উপর কিছু চকের দাগ, একজনের মধ্যে বিলিয়ার্ডের ঐ একটি মাত্র চিহ্নই আমি দেখতে পেলাম। অপর লোকটি ছোটখাট, রং ময়লা, টুপিটা পিছনের দিকে ঠেলে দেওয়া এবং বগলের নীচে কতকগুলি বাণ্ডিল।

শার্লক বলল, 'কোন প্রাক্তন সৈন্য বলে মনে হচ্ছে।'

'আর খুব সম্প্রতি ছাড়া পেয়েছে,' ভাইটি মন্তব্য করল।

'দেখতে পাচ্ছি, ভারতবর্ষে চাকরি করত।'

'নন-কমিশন্‌ড্‌ অফিসার।'

শার্লক বলল, 'অনুমান করছি, রয়্যাল আর্টিলারি।'

'এবং বিপত্নীক।'

'কিন্তু একটি সন্তান আছে।'

'সন্তানদল, হে দাদা, সন্তান দল।'

'খুব হয়েছে,' আমি হেসে বললাম। 'বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে।'

হোমস জবাব দিল, 'একটা লোকের যদি ঐ রকম চাল-চলন হয়, চেহারায় কর্তৃত্বের প্রকাশ ফুটে ওঠে, চামড়া রোদে-পোড়া হয়, তাহলে সে যে সৈনিক তাও বেসরকারী নয়, এবং ভারতবর্ষ থেকে বেশী দিন হল আসে নি—এ কথাগুলো বলা নিশ্চয়ই খুব শক্ত নয়।'

মাইক্রফ্‌ট্‌ মন্তব্য করল, 'সে যে এখনও "অ্যামুনিশান বুট্‌স্‌" পরে আছে তাতেই বোঝা যায় যে খুব বেশী দিন আগে সে চাকরি ছাড়ে নি।'

'তার চলনটা অশ্বারোহীর মত নয়, অথচ ভুরুর একদিকের চামড়ার হাল্কা রং দেখেই বোঝা যায় সে একদিক কাত করে টুপি পরত। তার শরীরের যা ওজন তাতে সে সুড়ঙ্গ-খনক হতে পারে না। সুতরাং তাকে গোলন্দাজ হতেই হবে।'

'তারপর অবশ্য তার শোকের পোশাক দেখেই বোঝা যায় প্রিয়জন কাউকে সে হারিয়েছে। সে যে নিজেই বাজার করছে তা থেকেই বোঝা যায় সেই প্রিয়জন তার স্ত্রীই হবে। দেখতেই পাচ্ছ, ছেলেমেয়েদের জন্যই কেনাকাটা করছে। ওর মধ্যে একটা ঝুমঝুমি রয়েছে ; সুতরাং বোঝা যাচ্ছে একটি সন্তান খুবই ছোট। হয় তো প্রসব করতে গিয়েই স্ত্রীর

মৃত্যু হয়েছে। তার বগলে ছবির বই থাকায় বোঝা যাচ্ছে আরও একটি সন্তানের কথা অবশ্য চিন্তা করতে হবে।'

বন্ধু যে বলেছিল ভাই তার চাইতেও তীক্ষ্ণতর শক্তির অধিকারী তার অর্থটা যেন এবার বুঝতে পারছি। সে আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল। মাইক্রফ্‌ট্‌ কাছিমের খোলার কৌটো থেকে একটিপ নস্যি নিয়ে একখানা বড় লাল রেশমের রুমাল দিয়ে কোটের উপর উড়ে আসা শস্যকণা-গুলি ঝেড়ে ফেলতে লাগল।

এক সময় বলল, 'ভাল কথা শার্লক, আমার পরামর্শের জন্য এমন একটা অদ্ভুত সমস্যা আমার কাছে এসেছে যেটা তোমার খুবই মনোমত হবে। আসলে সমস্যাটা নিয়ে লেগে থাকবার মত উৎসাহই আমার নেই, তবে ব্যাপারটা বিচার-বিশ্লেষণ করে ভারি মজা পেয়েছি। যদি ব্যাপারটা শোনবার ইচ্ছা তোমার থাকে—'

'দেখ মাইক্রফ্‌ট্‌, খুব আনন্দের সঙ্গেই আমি শুনতে চাই।'

ভাই পকেট-বুকের পাতা ছিঁড়ে কি যেন লিখল, তারপর বেল বাজিয়ে সেটা ওয়েটারের হাতে দিল।

সে বলল, 'মিঃ মেলাসকে আসতে লিখলাম। সে আমার উপর তলায় থাকে। আমার সঙ্গে সামান্য পরিচয় ছিল। সেই সূত্রেই বিপদে পড়ে আমার কাছে এসেছিল। আমি যতদূর জানি, মিঃ মেলাস জাতিতে গ্রীক ও একজন খ্যাতনামা ভাষাবিদ্‌। আদালতে ভাষান্তরিকের কাজ করে এবং প্রাচ্যদেশীয় কোন ধনী লোক নরদাম্বার অ্যাভেনিউ-এর হোটেলে তাদের গাইডের কাজ করে সে জীবিকা অর্জন করে। আমি মনে করি, সে নিজে এসে নিজের মত করে তার অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা বললেই ভাল হবে।'

কয়েক মিনিট পরেই একজন ছোটখাট মজবুত গড়নের লোক আমাদের সঙ্গে মিলিত হল। তার অলিভ-রঙের মুখ আর কয়লা-কালো চুল দেখেই বোঝা যায় সে দক্ষিণ অঞ্চলের লোক, যদিও তার কথাবার্তা একজন শিক্ষিত ইংরেজের মতই। সে সাগ্রহে শার্লক হোমসের সঙ্গে করমর্দন করল। যখন শুনল যে এই বিশেষজ্ঞটি তার কাহিনী শুনতে ইচ্ছুক তখন তার কালো চোখ দুটি খুশিতে চিকচিক করে উঠল।

সে আর্তকণ্ঠে বলল, 'পুলিশ আমার কথায় প্রত্যয় করে বলে আমি বিশ্বাস করি না—সত্যি বলছি বিশ্বাস করি না। যেহেতু একথা তারা এর আগে কখনও শোনে নি তাই তারা মনে করে যে এ জিনিস হতে পারে না। কিন্তু আমি তো জানি, মুখে স্টিকিং-প্ল্যাস্টার লাগানো লোকটার কি হল না জানা পর্যন্ত আমার মনের শান্তি আসবে না।'

'আমি কান পেতে আছি', শার্লক হোমস বলল।

মিঃ মেলাস বলতে লাগল, 'এখন বুধবার সন্ধ্যা ; তা হলে সোমবার রাতে—মাত্র দুদিন আগে, বুঝলেন—এসব ঘটেছিল। আমার এই প্রতিবেশী আপনাকে হয় তো বলেছেন যে আমি একজন ভাষান্তরিক। আমি সব ভাষায় অনুবাদ করি—প্রায় সব—কিন্তু যেহেতু আমি জন্মসূত্রে গ্রীক, আর আমার নামটাও গ্রীসদেশীয়, সেই হেতু ওই বিশেষ ভাষার সঙ্গেই আমি প্রধানতঃ জড়িত। অনেকদিন ধরেই আমি লন্ডনের প্রধান গ্রীক ভাষান্তরিকের কাজ করছি, আর হোটেলগুলোতেও আমার নাম খুবই পরিচিত।

'প্রায়শই এরকম ঘটনা ঘটে যে বিদেশীরা বিপদে পড়লে, অথবা পর্যটকরা অনেক রাতে পৌঁছে আমার দরকার বোধ করলে খুব অসময়েও আমাকে ডেকে পাঠানো হয়। কাজেই গত সোমবার রাতে মিঃ লাটিমার নামক জনৈক কেতাদুরস্ত পোশাকে সজ্জিত যুবক যখন আমার ঘরে গিয়ে দরজায় অপেক্ষমান ছ্যাকরা গাড়িতে করে তার সঙ্গে আমাকে যেতে অনুরোধ করল তখন আমি বিস্মিত হই নি। সে বলল, একটি গ্রীক বন্ধু ব্যবসা উপলক্ষ্যে তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে, কিন্তু সে তো নিজের ভাষা ছাড়া আর কোন ভাষায়ই কথা বলতে পারে না, তাই একজন ভাষান্তরিকের সহায়তা অনিবার্যভাবে প্রয়োজন। তার কথায় বুঝলাম যে তার কেন্‌সিংটনের বাড়িটা খুব কাছেই। তারও খুব তাড়া ছিল। সে যেন আমাকে এক-রকম টেনে নামিয়েই গাড়িতে চড়ে বসল।

'গাড়িতে বসে একটু পরেই সন্দেহ হল সেটা একটা সুসজ্জিত বড় গাড়ি। যে সাধারণ চার-চাকার ছ্যাকরা গাড়ি লন্ডনের লজ্জাস্বরূপ তার তুলনায় গাড়িখানি অনেক বেশী প্রশস্ত, আর সাজসজ্জা পুরনো হলেও বেশ দামী। মিঃ লাটিমার বসেছে আমার উল্টো দিকে। চেরিংক্রশের ভিতর দিয়ে শ্যাফ্‌ট্‌স্‌বেরি অ্যাভেনিউ ধরে আমরা এগিয়ে চললাম। অক্সফোর্ড স্ট্রীটে পড়বার পরে আমি সাহস করে বলেই ফেললাম যে কেন্‌সিংটন যাবার পক্ষে এটা খুবই ঘোরা পথ। এমন সময় আমার সঙ্গীর অস্বাভাবিক আচরণে আমার কথা বন্ধ হয়ে গেল।

'পকেট থেকে শিসে-ভর্তি একটা ভীষণ-দর্শন মুগুর বের করে যেন তার ওজন আর শক্তি পরীক্ষা করবার জন্য সেটাকে সামনে ও পিছনে ঝোলাতে লাগল। তারপর কোন কথা না বলে সেটাকে আসনের পাশে রাখল। তখন প্রতিটি দিকের জানালা খুলতেই আমি সবিস্ময়ে দেখলাম যে সে-

গুলি এমনভাবে কাগজ দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয়েছে যে বাইরের কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

'সে বলল, "মিঃ মেলাস, আপনাকে কিছু দেখতে দেওয়া হচ্ছে না বলে আমি দুঃখিত। আসলে কোথায় আমরা চলেছি সেটা যাতে আপনি দেখতে না পান তাই আমরা চাই। আপনি আবার কখনও পথ চিনে সেখানে যেতে পারলে আমাদের পক্ষে অসুবিধা হতে পারে।'

'বুঝতেই পারছেন এধরনের কথা শুনে আমি হক-চকিয়ে গেলাম। আমার সঙ্গী একজন শক্তিশালী বৃষস্কন্ধ যুবক। সঙ্গে একটা অস্ত্র রয়েছে। তার সঙ্গে লড়াই করে সুবিধা করতে পারব না।

'কোন মতে বললাম, "এটা খুবই অস্বাভাবিক আচরণ মিঃ লাটিমার। আপনার বোঝা উচিত যে আপনি সম্পূর্ণ বেআইনী কাজ করছেন।"

'সে বলল, "একটু বেশী সুযোগ নিচ্ছি· সেবিষয়ে সন্দেহ নেই, তবে আপনাকে পুষিয়ে দেব। কিন্তু আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি মিঃ মেলাস, আজ রাতে কখনও যদি চেঁচামেচি করেন বা অন্য কোনভাবে আমার স্বার্থ-বিরোধী কাজ করেন, তাহলে কিন্তু ভাল হবে না। মনে রাখবেন, আপনি এখন কোথায় আছেন তা কেউ জানে না, আর এই গাড়িতেই হোক কি আমার বাড়িতেই হোক, এখন আমার হাতের মধ্যে এসে পড়েছেন।"

'তার কথাগুলি শান্ত, কিন্তু এমন কর্কশভাবে সে কথাগুলি বলছিল যেটা ভয়ের কারণ। চুপচাপ বসে আমি শুধু ভাবতে লাগলাম, আমাকে এভাবে তুলে নিয়ে আসার কি কারণ থাকতে পারে। কারণ যাই হোক, একটা কথা খুবই পরিষ্কার যে, বাধা দিয়ে কোন লাভ হবে না, কাজেই দেখাই যাক ভাগ্যে কি আছে।

'প্রায় দু'ঘন্টা ধরে চলেও কোথায় যে চলেছি তা এত-টুকু ঠাহর করতে পারলাম না। কখনও পাথরের খট্ খট শব্দে বুঝতে পারছিলাম রাস্তাটা পাথরে বাঁধানো, কখনও বা গাড়িটার নিঃশব্দ গতিতে বুঝতে পারছিলাম রাস্তাটা অ্যাসফল্টে মোড়া ; কিন্তু এইটুকু শব্দের পার্থক্য ছাড়া এমন কোন চিহ্ন কোথাও ছিল না যা দেখে বুঝতে পারা যায় যে আমরা কোথায় আছি। প্রতিটি জানালার উপর-কার কাগজে আলো প্রবেশের পথ বন্ধ, তার উপর কাঁচের সামনে নীল পর্দা টেনে দেওয়া হয়েছে। সওয়া সাতটায় আমরা পল মল ছেড়েছিলাম, আর ঘড়িতে যখন ন'টা বাজতে দশ মিনিট বাকি তখন গাড়িটা থামল। সঙ্গী জানালাটা নামিয়ে দিল। নীচু খিলানওয়ালা একটা দরজা চোখে পড়ল ; তার মাথায় একটা বাতি জ্বলছে। আমাকে তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নামাতেই দরজাটা খুলে গেল। বাড়িতে ঢুকেই আমার একটা আবছা ধারণা হল যে সেখানে একটা লন এবং আমার দু'পাশে গাছের সারি রয়েছে। সেটা কারও নিজস্ব জমি কিম্বা আসল গ্রামাঞ্চল ঠিক বলতে পারব না।

'ভিতরে একটা রঙিন গ্যাসের বাতি ছিল। কিন্তু সেটা এতই মৃদু যে হলটা বেশ বড় আর ছবি দিয়ে সাজানো, এছাড়া আর বিশেষ কিছুই চোখে পড়ল না। যে লোকটি দরজা খুলে দিল তাকেও কিছুটা দেখতে পেলাম। লোকটি ছোটখাট, কুৎসিত ও মাঝবয়সী, ঘাড় দুটি গোল। আমাদের দিকে ফিরে দাঁড়াতেই তার চোখে আলো পড়াতে বুঝতে পারলাম, সে চশমা পরেছে।

"হ্যারল্ড, ইনিই কি মিঃ মেলাস?" সে বলল।

"হ্যাঁ।"

"খুব ভাল করেছ! খুব ভাল করেছ! মিঃ মেলাস, আশা করি আপনি কিছু মনে করেন নি। কিন্তু আপনাকে ছাড়া আমাদের চলছিল না। আমাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করলে আপনার কোন ক্ষোভের কারণ থাকবে না ; কিন্তু যদি চালাকির চেষ্টা করেন, তাহলে ঈশ্বর আপনার সহায় হোন!"

'মাঝে মাঝে চাপা হাসির সঙ্গে থেমে থেমে লোকটি কথা বলছিল। কিন্তু যেকারণেই হোক তাকে দেখে আমার ভয় হোল।

জিজ্ঞাসা করলাম, "আমাকে দিয়ে আপনাদের কি দর-কার?"

"আমাদের অতিথি একজন গ্রীক ভদ্রলোককে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হবে এবং তার উত্তরগুলো আমাদের জানাতে হবে। কিন্তু আপনাকে যা বলতে বলা হবে তার বাইরে একটি কথাও বলবেন না, অন্যথায়"—এইখানে আবার সেই চাপা হাসি শোনা গেল—"আপনার মানব জন্মই বৃথা হয়ে যাবে।"

'বলতে বলতেই দরজা খুলে সে আমাকে একটা ঘরে নিয়ে গেল। ঘরটা খুবই দামী দামী আসবাবে সুসজ্জিত —কিন্তু আলোর ব্যবস্থা সেই একটিমাত্র আধা-ওল্টানো বাতি। ঘরটা বেশ বড়, আর যেভাবে কার্পেটের মধ্যে আমার পা ডুবে যাচ্ছিল তাতেই তার ঐশ্বর্য মালুম হল। আরও চোখে পড়ল ভেলভেট মোড়া চেয়ার, একটা উঁচু শ্বেতপাথরের ম্যান্টেলপিস এবং দেখে মনে হল এক কোণে রয়েছে একপ্রস্থ জাপানী অস্ত্রশস্ত্র। বাতিটার ঠিক নীচে

একটা চেয়ার ছিল। প্রবীণ লোকটি ইঙ্গিতে আমাকে সেখানে বসতে বলল। যুবকটি আগেই চলে গিয়েছিল, হঠাৎ সে আর একটা দরজা দিয়ে ফিরে এল, তার সঙ্গে ঢিলে ড্রেসিং-গাউন পরা একটি ভদ্রলোক। ধীর পায়ে সেও আমাদের দিকে এগিয়ে এল। সে যখন অস্পষ্ট আলোর বৃত্তের মধ্যে এসে দাঁড়াল তখন তাকে ভাল করে দেখতে পেয়ে তার মুখ দেখে আমি আতংকে শিউরে উঠলাম। তার মুখে মৃত্যুর পান্ডুরতা, শরীর ভয়ংকর রকমের কৃশ, বেরিয়ে-আসা উজ্জ্বল চোখ দুটি দেখে মনে হয় তার শরীরের জোর অপেক্ষা মনের জোর বেশী। কিন্তু এই সব দৈহিক দুর্বলতার চিহ্ন অপেক্ষাও যা আমাকে বেশী করে চমকে দিয়েছিল সে তার মুখ ; সারা মুখে অদ্ভুত-ভাবে স্টিকিং-প্লাস্টারের পটি লাগানো, আর একটা বড় পটি মুখের উপর আটকানো।

এই অদ্ভুত লোকটি চেয়ারে বসল ; অবশ্য বসল না বলে পড়ে গেল বলাই ঠিক। সঙ্গে সঙ্গে প্রবীণ লোকটি চেঁচিয়ে বলল, "হ্যারল্ড, স্লেটটা আছে তো? ওর হাত খুলে দিয়েছ? এবার তাহলে পেন্সিলটা দাও। মিঃ মেলাস, আপনি প্রশ্ন করুন, উনি তার উত্তর লিখে দেবেন। প্রথমেই জিজ্ঞাসা করুন, উনি দলিলপত্রে সই করতে রাজী আছেন কি না।"

'লোকটির চোখে আগুন জ্বলে উঠল।'

'গ্রীক ভাষায় সে স্লেটে লিখল, "কখনও না।"

যথেচ্ছাচারীর নির্দেশে প্রশ্ন করলাম, "কোন শর্তেই নয়?"

"শুধু যদি দেখি যে আমার সামনেই আমার পরিচিত কোন গ্রীক পুরোহিতের দ্বারা তার বিয়ে দেওয়া হল তবেই।"

'লোকটি সেই একই বিষাক্ত ভঙ্গিতে চাপা হাসি হাসল।'

"তাহলে আপনার কপালে কি আছে জানেন?"

"নিজের জন্য আমি ভাবি না।"

"কিছু বলা, কিছু লেখা আমাদের সেই বিচিত্র সংলাপের প্রশ্নোত্তরের এই হল কিছু নমুনা। বার বার আমি প্রশ্ন করলাম, তিনি দলিলে সই করবেন কিনা, আর প্রতিবারই সেই একই উদ্ধত জবাব পেলাম। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা সৎ চিন্তা আমার মাথায় এল। প্রতিটি প্রশ্নের সঙ্গে আমার নিজস্ব ছোট ছোট পংক্তি জুড়ে দিতে লাগলাম— দুজনের একজনও কিছু বুঝতে পারে কি না পরীক্ষা করবার জন্য প্রথম দিকে কিছু আজে-বাজে প্রশ্ন জুড়ে দিলাম, এবং যখন দেখলাম যে তারা কোন রকম ওজর-আপত্তি করল না, তখন একটা বিপজ্জনক খেলায় নামলাম। আমাদের সংলাপ অনেকটা এই ধরনের হতে লাগল :

"এই ধরনের একগুয়েমিতে আপনার ভাল হবে না। আপনি কে?"

"আমি কেয়ার করি না। আমি লন্ডনে নবাগত।"

"আপনার কপালে অনেক দুঃখ আছে। কতদিন এখানে এসেছেন?"

"তাই হোক। তিন সপ্তাহ।"

"এ সম্পত্তি কখনও আপনার হবে না। আপনার কষ্ট কি?"

"শয়তানরাও সে সম্পত্তি পাবে না। ওরা আমাকে অভুক্ত রেখেছে।"

"সই করলেই আপনাকে ছেড়ে দেব। এটা কার বাড়ি?"

"আমি কখনও সই করব না। আমি জানি না।"

"আপনি তার কোন উপকারই করছেন না। আপনার নাম কি?"

"একথা তার মুখ থেকেই শুনতে চাই। ক্রাটিডেস।"

"সই করলেই তাকে দেখতে পাবেন। আপনি কোথা থেকে আসছেন?"

"তাহলে কোন দিনই তার সঙ্গে দেখা হবে না। এথেন্স।"

'মিঃ হোমস, আর পাঁচ মিনিট সময় পেলেই তাদের নাকের ডগার নীচে বসেই আমি সব খবর বের করে নিতাম। ঠিক পরের প্রশ্নটা থেকেই হয়তো ব্যাপারটা পরিষ্কার বোঝা যেত, কিন্তু সেই মুহূর্তে দরজা খুলে একটি স্ত্রীলোক ঘরে ঢুকল। তাকে ভাল করে দেখতে না পেলেও এটুকু বুঝলাম যে সে বেশ লম্বা ও সুশ্রী, মাথার চুল কালো, আর পরনে ঢিলে সাদা গাউন।

'সে ভাঙা ভাঙা উচ্চারণে ইংরেজীতে বলল, "হ্যারল্ড! আমি আর থাকতে পারলাম না। উপরটা এত নির্জন যে— আরে, হে ভগবান, এ যে পল!"

'শেষের কথাগুলি গ্রীক ভাষায় বলা হল। সঙ্গে সঙ্গে লোকটি আপ্রাণ চেষ্টায় ঠোঁটের উপরকার পটিটা ছিঁড়ে ফেলে আর্তকণ্ঠে "সোফি! সোফি!" বলে ডাকতে ডাকতে ছুটে গিয়ে স্ত্রীলোকটিকে জড়িয়ে ধরল। শুধু মুহূর্তের জন্য তাঁরা পরস্পরের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হল, কারণ যুবকটি জোর করে স্ত্রীলোকটিকে ঠেলতে ঠেলতে ঘরের বাইরে নিয়ে গেল, আর প্রধান লোকটি খুব সহজেই অস্থিসার শিকারটিকে বাগে এনে অপর দরজা দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে গেল। মুহূর্তের জন্য সে ঘরের মধ্যে আমি একা।

বাড়িটার বিষয়ে হয় তো কোন সূত্র পেতে পারি এই আশায় আমি লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। ভাগ্য ভাল যে পা বাড়াই নি, কারণ চোখ তুলতেই দেখলাম, প্রবীণ লোকটি আমার উপর চোখ রেখে দরজার মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

'সে বলল, "এতেই হবে মিঃ মেলাস। বুঝতেই পারছেন, খুবই গোপনীয় একটা বিষয়ে আপনাকে আমরা বিশ্বাস করেছি। আমাদের যে বন্ধুটি গ্রীক জানে এবং এই আলোচনার সূত্রপাত করেছিল তাকে বাধ্য হয়ে প্রাচ্য দেশে ফিরে যেতে না হলে আপনাকে কষ্ট দিতাম না। তার জায়গায় একজন কাউকে খুঁজে পাওয়া আমাদের পক্ষে খুবই দরকার হয়ে পড়েছিল, আর ভাগ্যক্রমে সেই সময়ই আপনার ক্ষমতার কথা আমরা শুনি।"

'আমি মাথা নীচু করে অভিবাদন জানালাম।'

'আমার কাছে এগিয়ে এসে সে বলল, "পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রা নিন ; আশা করি এটা আপনার উপযুক্ত দর্শনীই হবে। কিন্তু মনে রাখবেন," আমার বুকে আস্তে টোকা দিয়ে চাপা হাসির সঙ্গে যোগ করল, "যদি একটা মানুষের কাছেও একথা বলেন—মনে রাখবেন, একটা মানুষ—তাহলে ঈশ্বর যেন আপনার আত্মাকে করুণা করেন!"

'এই সাধারণ চেহারার লোকটি আমার মনে যে কী ঘৃণা ও আতংকের সৃষ্টি করল তা আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না। বাতির আলোটা তার উপর পড়ায় এবার তাকে আরও ভালভাবে দেখতে পেলাম। গায়ের রং অপাণ্ডুর, ছোট ছুঁচলো, দাড়ি জট-পাকানো ও অযত্নরক্ষিত। মাংসপেশী হঠাৎ কুঁচকে যাওয়া রোগে (St Vitus's dance) আক্রান্ত মানুষের মত, তার ঠোঁট ও চোখ অনবরতই কুঁচকে যায়, আর কথা বলার সময় মুখটাকে সামনের দিকে বাড়িয়ে দেয়। তার ঐ অদ্ভুত টুকরো টুকরো হাসিও যে ঐ একই রোগের লক্ষণ সেকথাও আমি না ভেবে পারলাম না। কিন্তু তার আসল আতংক দুটি চোখঃ ইস্পাতের মত ধূসর দুটি চোখ চকচক করছে, তার অতল গভীরে যেন লুকিয়ে আছে একটা উৎকট, দুর্দমনীয় নিষ্ঠুরতা।

'সে আরও বলল, "আপনি এবিষয়ে কিছু বললে আমরা ঠিকই জানতে পারব, খবরাখবরের সব ব্যবস্থা আমাদের আছে। এখন আপনার জন্য গাড়ি অপেক্ষা করছে আর আমার বন্ধুটিই আপনাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।"

'দ্রুতগতিতে হল পার করে আমাকে গাড়িতে বসানো হল। ক্ষণকালের জন্য সেই একই বাগান ও গাছপালা চোখে পড়ল। মিঃ লাটিমার আমার পায়ে পায়ে এসে বিনা বাক্যব্যয়ে উল্টো দিকের আসনে বসে পড়ল। গাড়ির জানালা তুলে দিয়ে আবার শুরু হল আমাদের সীমাহীন যাত্রা এবং শেষ পর্যন্ত ঠিক মধ্যরাত্রির পরে গাড়িটা থামল।

সঙ্গী বলল, "মিঃ মেলাস, আপনাকে এখানেই নামতে হবে। আপনার বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে আপনাকে ছেড়ে দিতে হচ্ছে বলে আমি দুঃখিত, কিন্তু আর কোন পথ নেই। এই গাড়িকে অনুসরণ করবার কোনরকম চেষ্টা করলে শেষ পর্যন্ত আপনারই ক্ষতি হবে।"

'কথা বলতে বলতেই সে দরজা খুলে দিল। আমি লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নামতে না নামতেই কোচয়ান ঘোড়ার পিঠে চাবুক কসাল, আর ঘর্‌ঘর্‌ শব্দ করে গাড়িটা চলে গেল। অবাক হয়ে চারদিকে তাকালাম। একটা ঢিবি মতন জায়গায় আমি দাঁড়িয়ে, চারদিকে ফার্জ গাছের কালো ঝোঁপ ইতস্তত ছড়ানো। অনেক দূরে একসারি ঘরবাড়ি, উপরের জানালায় কয়েকটা আলো জ্বলছে। অপর দিকে রেলের লাল সংকেত-আলো চোখে পড়ল।

'যে গাড়িতে এসেছিলাম সেটা অদৃশ্য হয়ে গেছে। দাঁড়িয়ে চারদিক দেখছি আর ভাবছি কোথায় এলাম, এমন সময় চোখে পড়ল, অন্ধকারের মধ্যে কে যেন আমার দিকে এগিয়ে আসছে। কাছে এলে বুঝলাম, সে একজন রেলের কুলি।

'জিজ্ঞাসা করলাম, "এটা কোন্ জায়গা বলতে পার?"

'সে বলল, "ওয়াণ্ড্‌স্‌ওয়ার্থ কমন।"

''শহরে যাবার কোন গাড়ি পাব কি?"

'সে বলল, "মাইলটাক হেঁটে ক্ল্যাপহ্যাম জংশনে গেলে পাবেন। ভিক্টোরিয়াগামী শেষ ট্রেন ধরবার সময় এখনও আছে।"

'মিঃ হোমস, এইভাবেই আমার অভিযান শেষ হয়েছিল। যা আপনাকে বললাম তার বাইরে কোথায় গিয়েছিলাম, কাদের সঙ্গে কথা বলেছিলাম সেসব কিছুই আমি জানি নি। কিন্তু আমি জানি, একটা চক্রান্ত চলছে, আর পারলে সেই দুঃখী লোকটিকে আমি সাহায্য করতে চাই। পরদিন সকালেই মিঃ মাইক্রফ্‌ট্‌ হোমসকে সব কথা বলেছি এবং পরে পুলিশকেও জানিয়েছি।

এই অসাধারণ কাহিনী শোনবার পরে বেশ কিছুক্ষণ সকলেই চুপচাপ বসে রইলাম। তারপর শার্লক ভাইয়ের দিকে তাকাল।

'কিছু করা হয়েছে কি?' সে প্রশ্ন করল।

পাশের টেবিল থেকে মাইক্রফ্‌ট্‌ "ডেইলি নিউজ" খানা তুলে নিল।

"এথেন্স থেকে আগত ইংরেজী বলতে অক্ষম ক্লাটিডেস নামক জনৈক গ্রীক ভদ্রলোকের গতিবিধি সম্পর্কে যিনি কোন খবর দিতে পারবেন তাকে পুরস্কৃত করা হবে। প্রথম নামটি সোফি এরকম কোন গ্রীক মহিলার খবর জানালেও অনুরূপ পুরস্কার দেওয়া হবে। এক্স ২৪৭৩।" সব দৈনিক সংবাদপত্রেই এই বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। কোন জবাব আসে নি।'

'গ্রীক দূতাবাসের খবর কি?'

'সেখানেও খোঁজ করেছি। তারা কিছু জানে না।'

'তাহলে তো এথেন্স পুলিশের বড় কর্তাকে তার করতে হয়।'

আমার দিকে ফিরে মাইক্রফ্‌ট্‌ বলল, 'পরিবারের সব শক্তি শার্লকই করায়ত্ত করে রেখেছে। অতএব, তুমিই কেসটা নাও, আর কোন ফল পেলে আমাকে জানিও।'

চেয়ার থেকে উঠে বন্ধুবর বলল, 'নিশ্চয়। তোমাকেও জানাব, মিঃ মেলাসকেও জানাব। কিন্তু মিঃ মেলাস, বুঝতেই পারছেন যে আপনার অবস্থায় পড়লে আমি কিন্তু খুবই সতর্ক হয়ে চলতাম, কারণ এই বিজ্ঞাপনগুলো দেখেই তারা বুঝতে পারবে যে তাদের কথা আপনি রাখেন নি।'

একসঙ্গে বাড়ি ফিরবার পথে হোমস টেলিগ্রাফ আপিসে গিয়ে কয়েকটা তার পাঠাল।

তারপর একসময় বলল, 'জান ওয়াটসন, আমাদের সন্ধ্যাটা একেবারে বিফলে যায় নি। অনেকগুলি ইণ্টারেস্টিং কেসই আমি এইভাবে মাইক্রফ্‌টের কাছ থেকে পেয়েছি। এইমাত্র যে সমস্যাটার কথা শুনলাম, তার একটিমাত্র সমাধানই সম্ভব হলেও কেসটির বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আছে।'

'তুমি কি এর সমাধান করতে পারবে বলে আশা কর?'

'দেখ, যতটা জেনেছি তাতে বাকীটা যদি না জানতে পারি তো সেটাই আশ্চর্য। যেসব ঘটনা শুনলাম তাকে ব্যাখ্যা করবার মত কোন অভিমত তোমার মনের মধ্যেও নিশ্চয় গড়ে উঠেছে।'

'বেশ আবছা-আবছা হলেও উঠেছে।'

'তাহলে তোমার কি ধারণা?'

'আমার মনে হয় হ্যারল্ড লাটিমার নামক এই ইংরেজ যুবক এই গ্রীক মেয়েটিকে নিয়ে এসেছে।'

'কোথা থেকে নিয়ে এসেছে?'

'সম্ভবত এথেন্স থেকে।'

শার্লক হোমস ঘাড় নাড়ল। 'এই যুবকটি এক অক্ষরও গ্রীক ভাষা বলতে পারে না। মহিলাটি কিন্তু ইংরেজী ভালই বলে। তার থেকে অনুমান—মেয়েটি কিছুদিন ইংলণ্ডে ছিল, কিন্তু ছেলেটি কখনও গ্রীসে যায় নি।

'তাহলে আমাদের ধরে নিতে হবে যে, মেয়েটি ইংলণ্ডে বেড়াতে এসেছিল, আর এই হ্যারল্ড তাকে নিয়ে পালিয়েছে।

'এটার সম্ভাবনাই বেশী।'

'তখন ভাই—মনে হয় তাদের মধ্যে এটাই সম্পর্ক—এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে গ্রীস থেকে এসেছে এবং অবিবেচকের মত ঐ যুবক তার প্রবীণ সহযোগীর খপ্পরে পড়েছে। তারা তাকে পাকড়াও করে মেয়েটির সব বিষয়-সম্পত্তি—সম্ভবত ভাইটি তার ট্রাস্টি—তাদের হাতে তুলে দেবার জন্য তাকে দিয়ে কোন দলিলপত্রে সই করিয়ে নিতে চাইছে। সে তাতে রাজী নয়। তার সঙ্গে কথাবার্তা চালাবার জন্য একজন ভাষান্তরিকের প্রয়োজন। সেজন্য আরও একজনকে দিয়ে চেষ্টা করবার পর তারা মিঃ মেলাসকে ধরেছে। মেয়েটিকে তার ভাইয়ের আসার কথা জানায় নি; ঘটনাক্রমেই সে সেটা জেনে ফেলেছে।'

হোমস চেঁচিয়ে উঠল, 'চমৎকার, ওয়াটসন। মনে হচ্ছে তুমি সত্যের কাছাকাছিই পৌঁছেচ। বুঝতে পারছ, এখন সব কিছুই আমাদের হাতের মধ্যে এসে গেছে। শুধু ভয়, তারা চোরাগোপ্তা আক্রমণ চালাতে পারে। কিন্তু যদি যথেষ্ট সময় তারা দেয় তাহলে তাদের আমরা ধরবই।'

'কিন্তু এই বাড়িটা কোথায় তা কেমন করে জানব?'

'দেখ, আমাদের অনুমান যদি ঠিক হয়, আর মেয়েটির নাম যদি সোফি ক্লাটিডিস হয়, তাহলে তাকে বের করতে অসুবিধা হবার কথা নয়। ভাই এখানে সম্পূর্ণ নবাগত, কাজেই আমাদের প্রধান আশা বোনকে নিয়ে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, মেয়েটির সঙ্গে হ্যারল্ডের এই সম্পর্ক গড়ে উঠবার পরেও বেশ কিছুদিন কেটে গেছে—অন্তত কয়েক সপ্তাহ তো বটেই,—কারণ ভাইটি গ্রীসে বসে সেকথা শুনে এখানে আসবার মত যথেষ্ট সময় হাতে পেয়েছে। এর সবটা সময় ওরা যদি একই বাড়িতে বাস করে থাকে তাহলে মাইক্রফ্‌টের বিজ্ঞাপনের কোন না কোন জবাব অবশ্যই পাব।'

কথা বলতে বলতে বেকার স্ট্রীটের বাড়িতে পৌঁছে গেলাম। সিঁড়ি বেয়ে হোমসই প্রথম উঠল। আমাদের ঘরের দরজা খুলেই সে চমকে উঠল। তার ঘাড়ের উপর দিয়ে তাকিয়ে আমিও বিস্মিত হলাম। তার ভাই মাইক্রফ্‌ট হাতলওয়ালা চেয়ারে বসে ধূমপান করছে।

আমাদের বিস্মিত মুখের দিকে তাকিয়ে সে বলে উঠল, 'এস শার্লক। আপনিও আসুন। আমার কাছ থেকে

www.boiRboi.net

তুমি এতটা উৎসাহ আশা কর নি, তাই না শার্লক? কিন্তু যেকারণেই হোক এই কেসটা আমার মনে ধরেছে।'

'তুমি এখানে এলে কেমন করে?'

'একটা গাড়ি চেপে তোমাদের পার হয়ে এসেছি।'

'নতুন কিছু ঘটেছে নাকি?'

'বিজ্ঞাপনের একটা জবাব পেয়েছি।'

'আঃ!'

'হ্যাঁ, তোমরা চলে আসার কয়েক মিনিট পরেই পেলাম।'

'কি পেলে?'

মাইক্রফ্‌ট্‌ এক শিট কাগজ বের করল।

বলল, 'দুর্বল-দেহ কোন মাঝ-বয়সী লোকের হাতে রয়্যাল ক্রিম কাগজে জো-পেন দিয়ে লেখা এই সেই চিঠি। এতে লেখা, "মহাশয়, আজকের তারিখের বিজ্ঞাপনের জবাবে আপনাকে জানাই, উল্লেখিত তরুণীটিকে আমি খুব ভাল চিনি। আপনি যদি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন তাহলে তার বেদনার্ত ইতিহাসের কিছু বিবরণ আপনাকে জানাতে পারি। বর্তমানে সে বেকেনহাম-এর দি মার্টল্‌স্‌-এ বাস করেছে।—আপনার বিশ্বস্থ জে, ডাভেন-পোর্ট।"

মাইক্রফ্‌ট্‌ হোমস বলল, 'লোয়ার ব্রিক্সটন থেকে লিখেছে। আচ্ছা শার্লক, এখুনি তার কাছে গিয়ে সব কিছু জানা দরকার নয় কি?'

'প্রিয় ভাই মাইক্রফ্‌ট্‌, বোনের গল্প অপেক্ষা ভাইয়ের জীবন অনেক বেশী মূল্যবান। আমি মনে করি, ইন্সপেক্টর গ্রেগসনের জন্য আমাদের স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে যাওয়া দরকার; এবং সেখান থেকে সোজা বেকেনহাম। আমরা জানি, একটি লোককে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে, তাই একটি ঘণ্টাও এখন খুবই মূল্যবান।'

আমি বললাম, 'যাবার পথে মিঃ মেলাসকে তুলে নেওয়া ভাল। আমাদেরও একজন ভাষান্তরিকের দরকার হতে পারে।'

'চমৎকার!' শার্লক হোমস বলে উঠল। 'একটা চার-চাকার গাড়ি ডাকতে ছোকরাটাকে পাঠাও। আমরা এখুনি রওনা হব।' কথা বলতে বলতেই সে টেবিলের টানাটা খুলল। আমি লক্ষ্য করলাম, রিভলবারটা পকেটে রাখল। আমার চাউনির জবাবে বলল, 'হ্যাঁ। যতদূর শুনেছি তা থেকেই বলছি, একটা ভয়ংকর দলের সঙ্গে আমরা বোঝাপড়া করতে চলেছি।'

পল মল্‌-এ মিঃ মেলাসের আবাসে যখন পৌঁছলাম তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে। এইমাত্র একজন ভদ্রলোক তাকে ডাকতে এসেছিল। সে চলে গেছে।

মাইক্রফ্‌ট্‌ হোমস প্রশ্ন করল, 'কোথায় গেছেন বলতে পার?'

যে স্ত্রীলোকটি দরজা খুলে দিয়েছিল, সে বলল, 'আমি জানি না স্যার। শুধু জানি একখানা গাড়িতে চেপে তিনি ভদ্রলোকটিকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন।'

'ভদ্রলোক কি কোন নাম বলেছিলেন?'

'আজ্ঞে না।'

'লম্বা, সুদর্শন একটি যুবক কি?'

'আজ্ঞে না স্যার; ভদ্রলোক ছোটখাট, চোখে চশমা, সরু মুখ কিন্তু চাল-চলন খুব ভাল, কারণ কথা বলার সময় সারাক্ষণ তিনি হাসছিলেন।'

শার্লক হোমস হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'চলে এস! ব্যাপার ক্রমেই গুরুতর হয়ে উঠছে! স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের দিকে যেতে যেতে সে বলতে লাগল, 'ঐ লোকগুলো আবার মেলাসকে পাকড়াও করেছে। গত রাতের অভিজ্ঞতা থেকেই তারা বুঝেছে যে লোকটি মোটেই সাহসী নয়। তার কাছে হাজির হয়ে শয়তানটা তাকে ভয় দেখিয়েই বশ করে ফেলেছে। তার পেশাগত কাজই তারা তাকে দিয়ে করাবে সেবিষয়ে সন্দেহ নেই; কিন্তু কাজ হয়ে গেলে বিশ্বাস ঘাতকতার জন্য তাকে শাস্তি দিতেও পারে।'

আমরা আশা করেছিলাম, গাড়ির চাইতে ট্রেনে গেলে আমরা একই সময়ে বা আগেই বেকেনহামে পৌঁছে যাব। কিন্তু স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে পৌঁছে ইন্সপেক্টর গ্রেগসনকে পেতে এবং সেই বাড়িতে ঢুকবার আইনগত বিধি-ব্যবস্থা করতেই এক ঘণ্টার বেশী কেটে গেল। লন্ডন ব্রীজ পৌঁছতেই বাজল পৌনে দশটা, আর সাড়ে চারটেয় আমরা বেকেনহাম প্লাটফর্মে ট্রেন থেকে নামলাম। আধ মাইলটাক গাড়ি ছুটিয়ে পৌঁছলাম 'দি মার্টল্‌স্‌'-এ—একটা বড় কালো বাড়ি রাস্তার দিকে পিছন ফিরে নিজস্ব জমির উপর দাঁড়িয়ে আছে। গাড়িটাকে ছেড়ে দিয়ে একসঙ্গে উপরে উঠে গেলাম।

ইন্সপেক্টর বলল, 'জানালাগুলো সব অন্ধকার। মনে হচ্ছে বাড়িটা পরিত্যক্ত।'

হোমস বলল, 'পাখিরা উড়ে গেছে, বাসা খালি।'

'একথা বলছেন কেন?'

'ঘণ্টাখানেকের মধ্যে মাল বোঝাই একখানা গাড়ি গেছে।'

ইন্সপেক্টর হাসল। 'গেটের বাতির আলোয় চাকার দাগ আমিও দেখেছি কিন্তু আপনি মালপত্র পেলেন

কোথায় ?'

'তুমি হয় তো উল্টো দিকের চাকার দাগগুলিই দেখেছ। কিন্তু যে চাকাগুলি বাইরের দিকে গেছে সেগুলি এতই গভীর যে নিশ্চিত করেই বলা যায় যে গাড়িতে বিস্তর মাল-পত্র বোঝাই ছিল।'

ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়ে ইন্সপেক্টর বলল, 'ঐখানেই আপনি আমাকে ছাড়িয়ে গেছেন। দরজাটা ভেঙে ভিতরে ঢোকা সহজ নয়। কেউ শুনতে পায় কি না সেই চেষ্টাই করা যাক।'

সে দরজায় জোর শব্দ করল, ঘণ্টাটা টানল, কিন্তু কোন ফল হল না। হোমস কোথায় যেন গিয়েছিল, মিনিট কয়েক পরেই ফিরে এল।

বলল, 'একটা জানালা খুলেছি।'

যেরকম কায়দা করে বন্ধুবর ছিটকানিটা খুলেছে সেটা দেখে ইন্সপেক্টর মন্তব্য করল, 'মিঃ হোমস, আপনি যে গায়ের জোরের বিপক্ষে না গিয়ে স্বপক্ষে এসেছেন সেটা আপনার দয়া। যা হোক, এ পরিস্থিতিতে আমন্ত্রণের অপেক্ষায় না থেকে ঢুকে পড়াই ভাল।'

একের পর এক আমরা সকলেই একটা বড় ঘরে ঢুকলাম। মিঃ মেলাস নিশ্চয় এই ঘরেই এসেছিল। ইন্সপেক্টর তার লণ্ঠনটা জ্বালাতে তার আলোয় আমরা তার বর্ণনা মতই দুটো দরজা, পর্দা, বাতিটা ও একপ্রস্থ জাপানী অস্ত্র-শস্ত্র দেখতে পেলাম। টেবিলের উপর পড়ে আছে দুটো গ্লাস, ব্র্যাণ্ডির একটা খালি বোতল এবং ভুক্তাবশিষ্ট কিছু খাবার।

হঠাৎ হোমস জিজ্ঞাসা করল, 'ওটা কি ?'

সবাই চুপ করে থেকে কান পাতলাম। আমাদের মাথার উপর থেকে একটা অনুচ্চ গোঙানির শব্দ আসছে। হোমস ছুটে দরজা পেরিয়ে হলে ঢুকল। শব্দটা দোতলা থেকে আসছে। সে উপরে ছুটল, ইন্সপেক্টর ও আমি তার পিছু নিলাম, আর তার ভাই মাইক্রফ্‌ট্‌ তার মোটা শরীর নিয়ে যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের অনুসরণ করতে লাগল।

তেতলায় উঠে সামনে পড়ল তিনটে দরজা। মাঝখানের দরজা দিয়েই সেই অশুভ শব্দটা আসছে, কখনও অস্পষ্ট গোঙানিতে ডুবে যাচ্ছে, আবার কখনও কর্কশ কণ্ঠ ধ্বনিত হচ্ছে। দরজাটা তালা দেওয়া, কিন্তু চাবিটা বাইরেও রয়েছে। দরজাটা সপাটে খুলে হোমস সবেগে ভিতরে ঢুকে সেই মুহূর্তেই গলায় হাত দিয়ে বেরিয়ে এল।

চেঁচিয়ে বলল, 'কাঠকয়লা জ্বলছে! একটু সময় দিতে হবে। তাহলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

ভিতরে উঁকি মেরে দেখলাম, ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা ছোট পিতলের ত্রিপদীর উপর আবছা নীল আলোটা কেঁপে কেঁপে জ্বলছে তাতেই ঘরটায় আলো হয়েছে। সেই আলোক-শিখার একটা কালসিটে অস্বাভাবিক বৃত্ত মেঝের উপর ছায়া ফেলেছে, আর তারই অদূরে আবছা অন্ধকারে দেখতে পেলাম দুটি মূর্তি দেওয়ালের গায়ে কুঁকড়ে লেগে আছে। খোলা দরজা দিয়ে একটা ভয়ংকর বিষাক্ত বাষ্প বেরিয়ে আসায় সকলেরই দম আটকে আসতে লাগল, সকলেই অনবরত কাশতে লাগল। তাজা বাতাসে নিঃশ্বাস নেবার জন্য হোমস ছুটে সিঁড়ির মাথায় চলে গেল এবং পরক্ষণেই ঘরের মধ্যে ঢুকে জানালাটা খুলে দিল এবং পিতলের ত্রিপদীটাকে বাগানে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

আবার ছুটে বেরিয়ে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'এক মিনিটের মধ্যেই আমরা ঢুকতে পারব। মোমবাতিটা কোথায় ? এ অবস্থায় দেশলাই জ্বালানো বোধ হয় ঠিক হবে না। মাইক্রফ্‌ট্‌, দরজার কাছে আলোটা উঁচু করে ধর, তাহলেই আমরা ওদের বের করে আনতে পারব।'

আমরা ছুটে গিয়ে বিষে হতচেতন লোক দুটোকে টানতে টানতে সিঁড়ির ল্যাণ্ডিং-এ নিয়ে গেলাম। দুজনেরই ঠোঁট নীল হয়েছে, চেতনা লোপ পেয়েছে, মুখ ফুলে উঠেছে। আর চোখ দুটি ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে। আসলে তাদের চোখ-মুখ এতদূর বিকৃত হয়েছে যে কালো দাড়ি আর মজবুত শরীর না হলে তাদের একজনকে সেই গ্রীক ভাষাতত্ত্বিক বলে চিনতেই পারতাম না। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগেই যে ডায়োজিনিস ক্লাবে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিল। তার হাত-পা বেশ শক্ত করে বাঁধা, একটা চোখের উপরের দিকে প্রচণ্ড আঘাতের চিহ্ন। অপর জনও ওই একরকমভাবেই বাঁধা ; লোকটি দীর্ঘকায়, শুকিয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেছে, মুখের উপর অদ্ভুতভাবে লাগানো স্টিকিং-প্লাস্টারের অনেকগুলো পটি। শুইয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার গোঙানি থেমে গিয়েছিল। একনজর দেখেই বুঝলাম, অন্তত তার বেলায় আমাদের সাহায্য আসতে বড়ই বিলম্ব হয়ে গেছে। মিঃ মেলাস অবশ্য তখনও বেঁচে ছিল। এমনিয়া ও ব্র্যাণ্ডির সাহায্যে এক ঘণ্টার মধ্যেই তাকে চোখ মেলতে দেখে এবং যে অন্ধকার উপত্যকায় সব পথ গিয়ে মেশে আমারই হাত যে তাকে সেখান থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে একথা জেনে আমার আর খুশির সীমা রইল না।

যে কাহিনী সে বলল সেটা খুবই সরল এবং আমাদের

অনুমানকেই সমর্থন করল। আগন্তুক তার ঘরে ঢুকেই আস্তিনের ভিতর থেকে একটা রিভলবার বের করে তাকে তৎক্ষণাৎ মেরে ফেলবে বলে ভয় দেখাতেই সে এমন ঘাবড়ে যায় যে লোকটি দ্বিতীয়বার তাকে তুলে নিয়ে যায়। আসলে মুখে চাপা হাসি সেই শয়তান এই হতভাগ্য ভাষাবিদের উপর এমন সম্মোহনী প্রভাব বিস্তার করেছিল যে তার কথা বলতে গিয়ে তখনও সে বেচারির হাত কাঁপছিল, মুখ সাদা হয়ে গিয়েছিল। তাকে দ্রুত বেকেনহামে নিয়ে গিয়ে প্রথম-বারের চাইতেও নাটকীয়ভাবে তাকে দিয়ে দ্বিতীয় দফায় ভাষান্তরিকের কাজ করানো হয়। সেই সময়ে ইংরেজ দুজন তাদের বন্দীকে দাবী না মানলে মেরে ফেলবে বলে ভয় দেখায়। শেষ পর্যন্ত যখন তারা দেখল যে, কোন কিছুতেই ভয় পাবার লোক সে নয় তখন তারা তাকে আবার কারাগারে ছুঁড়ে দেয় এবং মেলাসকে তার বিশ্বাস-ঘাতকতার জন্য গালমন্দ করে একটা লাঠির ঘায়ে তাকে হতচেতন করে ফেলে। তার পর থেকে আমরা তার উপর উপুর হয়ে পড়ে থাকতে দেখা পর্যন্ত আর কিছুই তার মনে পড়ে না।

এই হল গ্রীসদেশীয় ভাষান্তরিকের অদ্ভুত কাহিনী। এর কিছুটা এখনও রহস্যময়। যে ভদ্রলোক বিজ্ঞাপনের জবাব দিয়েছিল তার সঙ্গে যোগাযোগ করে আমরা আরও জেনেছিলাম যে, ঐ হতভাগ্য তরুণী গ্রীসের একটি ধনী পরিবারের মেয়ে ; কয়েকটি বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে ইংলণ্ডে এসেছিল। সেখানেই হ্যারল্ড লাটিমার নামক এক-জন যুবকের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটে এবং সেই যুবক তার উপর এতদূর প্রভাব বিস্তার করে ফেলে যে শেষ পর্যন্ত মেয়েটি তার সঙ্গে পালিয়ে যায়। বন্ধুরা এই ঘটনায় দুঃখিত হলেও এথেন্সে তার ভাইকে খবরটা জানিয়েই তাদের কর্তব্য শেষ করল এবং সব কিছু ভুলে গেল। ভাইটি ইংলণ্ডে এসে আবিষ্কারের মত লাটিমার ও তার সহযোগীর খপ্পরে পড়ে গেল। সহযোগীটির নাম উইলসন কেম্প, তার অতীত ইতিহাস অত্যন্ত খারাপ। এরা দুজন দেখল যে ইংরেজী না জানার দরুন সে অসহায়ভাবে তাদের মুঠোর মধ্যে এসে গেছে, তখন তারা ওকে আটক করে রাখল, এবং নানা রকমভাবে উৎপীড়ন করে খেতে না দিয়ে তারা নিজের ও বোনের সম্পত্তি লিখিয়ে নিতে সচেষ্ট হল। মেয়েটিকে না জানিয়েই তারা ওকে বাড়িতে আটক করল, এবং যাতে ক্বচিৎ কখনও দেখা হয়ে গেলেও মেয়েটি তাকে চিনতে না পারে সেই উদ্দেশ্যেই তার মুখময় প্লাস্টারের পটি লাগিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু ভাষান্তরিক প্রথম যেদিন সে বাড়িতে যায় সেইদিনই প্রথম দর্শনেই নারীর স্বাভাবিক পর্যবেক্ষণ শক্তির গুণেই সে ভাইকে চিনতে পারে। কিন্তু বেচারি মেয়েটিও কার্যতঃ বন্দিনী, কারণ একমাত্র কোচয়ান ও তার স্ত্রী ছাড়া কাছাকাছি আর কেউ থাকত না ; তাছাড়া তারা দুজনই ছিল ষড়যন্ত্রকারীদের হাতের পুতুল ! তারা যখন বুঝতে পারল যে তাদের গোপন ব্যাপার ফাঁস হয়ে গেছে তখন দুই শয়তান মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে মাত্র কয়েক ঘণ্টার নোটিশে ঐ সুসজ্জিত ভাড়া-করা বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে। তবে যাবার আগে যে লোক তাদের আদেশ অমান্য করেছে এবং যে লোক তাদের বিশ্বাসভঙ্গ করেছে দুজনের উপরই প্রতিহিংসা চরিতার্থ করে গেছে।

কয়েক মাস পরে খবরের কাগজের একটা অদ্ভুত কাটিং বুদাপেস্ট থেকে আমাদের কাছে এল। তাতে লেখা ছিল, দুজন ইংরেজ একটি স্ত্রীলোককে নিয়ে ভ্রমণের কালে শোচনীয়ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। দেখে মনে হয়, তাদের দুজনকেই ছুরিকাঘাত করা হয়েছিল। হাঙ্গেরীয় পুলিশের ধারণা, নিজেদের মধ্যে কলহের ফলেই তারা পরস্পরকে মারাত্মক আঘাত করেছে। আমার কিন্তু মনে হয়, এ ব্যাপারে হোমসের চিন্তাধারা অন্য রকম ; সে আজও মনে করে যে কেউ যদি গ্রীসের সেই মেয়েটিকে কখনও খুঁজে পায় তাহলে জানতে পারবে, তার প্রতি ও তার ভাইয়ের প্রতি যে অন্যায় করা হয়েছিল, এইভাবেই তার প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছে।

নৌ-চুক্তি
The Naval Treaty

তিনটি আকর্ষণীয় কেস বিয়ের ঠিক পরবর্তী জুলাই মাসটাকে স্মরণীয় করে রেখেছে। ঐ তিনটি কেসেই শার্লক হোমসের সহযোগী হিসাবে থেকে তার পদ্ধতিকে অনু-ধাবন করবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আমার সংকলন-পঞ্জীতে কেস তিনটিকে তিনটি শিরোনামে উল্লে-খিত দেখতে পাচ্ছি—'দ্বিতীয় কলংকের অভিযান', 'নৌ চুক্তির অভিযান' এবং 'ক্লান্ত ক্যাপ্টেনের অভিযান।' তার মধ্যে প্রথম কেসটির গুরুত্ব এত বেশী, এবং রাজ্যের প্রথম শ্রেণীর এত বেশী পরিবার তার সঙ্গে জড়িত যে আগামী বেশ কিছুদিন সেটাকে সাধারণের কাছে প্রকাশ করা অসম্ভব। অবশ্য আজ পর্যন্ত যত কেসে হোমস আত্ম-

নিয়োগ করেছে তার অন্য কোনটাতেই হোমসের বিশ্লেষণী পদ্ধতির এমন স্পষ্ট প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়নি, অথবা তার সহযোগীদের মনে এত গভীরভাবে রেখাপাত করে নি। যে সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে সে প্যারিস পুলিশ মহলে দুর্বুকের কেস এবং দানজিগের খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞ ফ্রিজ ভন ওয়াল্ডবাউমের কেসের প্রকৃত ঘটনাবলী উদ্ঘাটিত করেছিল তার প্রায় আক্ষরিক প্রতিবেদন এখনও আমার কাছে আছে। কী আশ্চর্য যে তারা দুজনই কিছু পার্শ্ব-সমস্যাকে নিয়েই তাদের শক্তির অপব্যয় করেছিল। কিন্তু নতুন শতাব্দী আসবার আগে সে কাহিনী বলা নিরাপদ নয়। তাই আমার তালিকার দ্বিতীয় কেসে চলে যাচ্ছি ; একসময়ে এ কেসটিও জাতীয় গুরুত্ব অর্জন করেছিল এবং এমন কতকগুলি ঘটনার দ্বারা চিহ্নিত হয়েছিল যার ফলে কেসটি সম্পূর্ণ অভূতপূর্ব বৈশিষ্ট্য লাভ করেছিল।

স্কুল জীবনে পার্সি ফেল্‌প্‌স্‌ নামক একটি ছেলের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। ছেলেটির বয়স আমার মতই, যদিও সে পড়ত দুটো শ্রেণী উপরে। ছেলেটি খুবই প্রতিভাবান ; স্কুলের প্রায় সবগুলি পুরস্কার সেই নিয়ে যেত, এবং শেষ পর্যন্ত একটা বৃত্তিলাভ করে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায় কেম্ব্রিজ চলে গেল। মনে পড়ে, তার আত্মীয়-স্বজনও ছিল বড় বড় লোক ; সেই অল্প বয়সেও আমরা জানতাম যে রক্ষণশীল দলের মস্তবড় রাজনীতিক লর্ড হোল্ডহার্স্ট তার মামা। এই সব বড় বড় আত্মীয়তা কিন্তু স্কুলে তার কোন কাজে আসে নি ; বরং খেলার মাঠে তাকে তাড়া করতে এবং উইকেট দিয়ে তার পায়ের গুলিতে আঘাত করতে আমরা একটা তীব্র মজা পেতাম। বাইরের জগতে কিন্তু অবস্থাটা দাঁড়াল অন্যরকম। শুনেছিলাম, নিজের যোগ্যতা ও আত্মীয়স্বজনের প্রভাবের বলে পররাষ্ট্র দপ্তরে সে খুব ভাল চাকরি পেয়েছে। তারপর অবশ্য তার কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম, কিন্তু নিম্নলিখিত চিঠিখানি আবার তার অস্তিত্বকে মনে করিয়ে দিল :

'ব্রায়ারব্রী, ওকিং।

প্রিয় ওয়াটসন,—তুমি যখন তৃতীয় শ্রেণীতে পড়তে তখন পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র 'বেঙাচি' ফেল্‌প্‌স্‌কে তোমার নিশ্চয় মনে আছে। হয়তো আরও শুনেছ যে মামার প্রতিপত্তির দরুন পররাষ্ট্র দপ্তরে একটা ভাল চাকরি পেয়ে বিশ্বাস ও সম্মানের সঙ্গেই কাজ করছিলাম, কিন্তু হঠাৎ একটা ভয়ংকর দুর্ভাগ্য এসে সব কিছু নষ্ট করে দিতে বসেছে।

'সেই ভয়াবহ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ লেখার কোন দরকার নেই। আমার অনুরোধ যদি তুমি রাখতে পার, তাহলে হয় তো তোমার কাছে নিজের মুখেই সব খুলে বলতে পারব। নয় সপ্তাহ যাবৎ মস্তিষ্ক-বিকার-জনিত রোগে ভুগে সবেমাত্র আরোগ্য লাভ করেছি ; কিন্তু এখনও অত্যন্ত দুর্বল। তোমার বন্ধু মিঃ হোমসকে সঙ্গে নিয়ে আমার এখানে কি একবার আসতে পার না ? যদিও কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে আর কিছু করবার নেই। তবু এবিষয়ে তার মতামত আমি জানতে চাই। তাকে নিয়ে আসতে চেষ্টা করো এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। যতক্ষণ এই ভয়ংকর উৎকণ্ঠার মধ্যে আছি প্রতিটি মিনিট যেন এক একটি ঘণ্টা বলে মনে হচ্ছে। তাকে আরও বলো, আরও আগেই যে তার পরামর্শ চাই নি তার কারণ এ নয় যে তার প্রতিভাকে আমি মর্যাদা দেই না ; তার কারণ, আঘাত আসবার পর থেকেই আমার মাথার ঠিক ছিল না। এখন আবার মাথাটা পরিষ্কার হয়েছে, কিন্তু এবিষয়ে বেশী চিন্তা করতে সাহস হয় না, পাছে অসুখটা আবার দেখা দেয়। এখনও এতই দুর্বল যে, বুঝতেই পারছ, চিঠিটা অন্য কাউকে দিয়ে লেখাচ্ছি। খুব চেষ্টা করে তাকে নিয়ে এস।

তোমার প্রাক্তন সতীর্থ
পার্সি ফেল্‌প্‌স্‌।'

চিঠিটা পড়ে আমি বিচলিত বোধ করলাম ; হোমসকে নিয়ে যাবার কথাটা যেভাবে সে বার বার উল্লেখ করেছে সত্যি তা করুণার যোগ্য। আমি এতই বিচলিত হয়েছিলাম যে কাজটা শক্ত হলেও আমি চেষ্টা করে দেখতাম। তবে আমি তো ভালই জানি যে, হোমস তার শিল্পকে এতই ভালবাসে যে মক্কেল তার সাহায্য পেতে যতটা আগ্রহী, সাহায্য করতে সেও ঠিক ততটাই আগ্রহী। আমার স্ত্রীও আমার সঙ্গে একমত হল যে, সমস্ত ব্যাপারটা হোমসকে জানাতে আর একমুহূর্তও বিলম্ব করা উচিত নয় ; কাজেই প্রাতরাশের একঘণ্টার মধ্যেই আমি আর একবার বেকার স্ট্রীটের সেই পুরনো ঘরে ফিরে গেলাম।

ড্রেসিং-গাউন পরিহিত হোমস তখন তার সাইড-টেবিলে একটা রাসায়নিক পরীক্ষা নিয়ে খুবই ব্যস্ত ছিল। বুন্‌সেন বার্ণারের নীল আলোয় একটা মস্ত বড় ষড়যন্ত্রে কী যেন টগবগ করে ফুটছিল, আর পরিশোধিত জল ফোঁটায় ফোঁটায় একটা দু-লিটার পাত্রে জমা হচ্ছিল। আমি যখন ঘরে ঢুকলাম বন্ধুবর তাকিয়েও দেখল না ; আমিও পরীক্ষাটিকে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করে একটা চেয়ারে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। একটা ছোট নলকে কখনও এ-বোতলে কখনও ও-বোতলে ডুবিয়ে কয়েক ফোঁটা করে বের করে

নিচ্ছে ; শেষ পর্যন্ত কিছুটা মিশ্রণ একটা টেস্ট টিউবে ভরে নিয়ে টেবিলের কাছে চলে গেল। তার ডান হাতে একটুকরো লিটমাস-পেপার।

এতক্ষণে সে কথা বলল, 'একটা সন্ধিক্ষণে তুমি এসেছ ওয়াটসন। এই কাগজটা যদি নীল থাকে তো ভাল ; আর যদি লাল হয়ে যায় তো তার অর্থ একটা লোকের জীবন।' সেটাকে টেস্ট-টিউবে ডুবিয়ে দিতেই সব জিনিসটা ঘোলাটে লালে পরিণত হল। 'হুম! এইরকমই ভেবেছিলাম!' সে চেঁচিয়ে বলল, 'এক মুহূর্তের মধ্যেই আসছি ওয়াটসন। পারসিক চটির ভিতরে তামাক রয়েছে। নিয়ে নাও।' ডেস্কে ফিরে গিয়ে কয়েকখানা টেলিগ্রাম লিখে ছোকরা-চাকরটাকে দিয়ে দিল। তারপর আমার বিপরীত দিকের চেয়ারটায় হেলান দিয়ে হাঁটুটা ভেঙে তার লম্বা শীর্ণ পা দুটোকে দুই হাতের আঙুল দিয়ে জড়িয়ে ধরল।

বলল, 'খুবই সাধারণ একটা খুন। তুমি নিশ্চয় কোন ভাল খবর এনেছ বলে মনে হচ্ছে। ওয়াটসন, তুমি তো দেখছি অপরাধের সমুদ্র-পারের এক ঝঞ্ঝাহত পাখি। কি ব্যাপার?'

চিঠিখানা দিলাম। গভীর মনোযোগের সঙ্গে সে পড়ল।

www.boiRboi.net

চিঠিখানা ফেরৎ দিয়ে বলল, 'এতে তো বিশেষ কিছু নেই। আছে কিছু?'

'প্রায় কিছুই নেই।'

'অথচ লেখাটা ইণ্টারেস্টিং।'

'কিন্তু হাতের লেখাটা তো তার নিজের নয়।'

'ঠিক। কোন মেয়ের লেখা।'

'নিশ্চয় কোন পুরুষের লেখা,' আমি চেঁচিয়ে বললাম।

'না, একটি মেয়ের লেখা। আর সে মেয়ে এক বিরল চরিত্রের অধিকারিণী। দেখ, তদন্ত শুরু করবার আগেই বুঝতে পারছি যে তোমার বন্ধু এমন একজনের ঘনিষ্ট সান্নিধ্যে এসেছেন, যিনি ভালই হোন আর মন্দই হোন এক অসাধারণ চরিত্রের মানুষ। এ ব্যাপারে এর মধ্যেই বেশ উৎসাহ বোধ করছি। তুমি যদি তৈরী হয়ে এসে থাক, তাহলে এখনই আমরা ওকিং যাত্রা করব। এই বিপন্ন কূটনীতিক ও যে মহিলাকে দিয়ে তিনি চিঠি লিখিয়েছেন তাদের একবার দেখতে চাই।'

সৌভাগ্যক্রমে ওয়াটার্লুতে সঙ্গে সঙ্গেই একটা ট্রেন পেয়ে গেলাম, এবং এক ঘণ্টার মধ্যেই ফার গাছ ও বুনো ঝোপ-ঝাড়ে ভর্তি ওকিং-এ পৌঁছে গেলাম। স্টেশন থেকে কয়েক মিনিটের পথ বেরিয়েই অনেকখানি জায়গার উপরে মস্তবড় একটা একটুকরো বাড়ি ব্রায়ারব্রী। কার্ড পাঠিয়ে দিতেই সুসজ্জিত ড্রয়িং-রুমে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই একটি মজবুত গড়নের লোক এসে পরম সমাদরে আমাদের অভ্যর্থনা জানাল। তার বয়স তিরিশের চাইতে বেশী—চল্লিশের কাছাকাছি, কিন্তু গাল দুটি এতই রক্তিম আর চোখ দুটি এতই চটুল যে তাকে দেখলেই একটি মোটাসোটা দুষ্টুমি বুদ্ধিওয়ালা ছেলের কথাই মনে পড়ে।

সাগ্রহে আমাদের সঙ্গে করমর্দন করে সে বলল, 'আপনারা আসায় ভারি খুশি হয়েছি। সারাটা সকাল পার্সি আপনাদের খোঁজ করছিল। বেচারি বুড়ো খোকা, যে কোন খড়-কুটোই সে আঁকড়ে ধরছে। ওর বাবা-মা আমাকেই আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে বলল, কারণ এবিষয়ে কোনরকম কথা বলাই তাদের পক্ষে খুবই বেদনাদায়ক।'

হোমস মন্তব্য করল, 'আমরা এখনও তো কিছুই জানি না। মনে হচ্ছে, আপনি এ পরিবারের কোন লোক নন।'

নবপরিচিত লোকটির চোখে বিস্ময় ফুটে উঠল। তার পরই সে মুখ নীচু করে হেসে উঠল।

বলল, 'আমার লকেটে 'J. H.' লেখাটা নিশ্চয় আপনার চোখে পড়েছে। তাই মুহূর্তের জন্য আমার মনে হল যে আপনি খুবই বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। আমার নাম জোসেফ হ্যারিসন ; আমার বোন অ্যানির সঙ্গে শীঘ্রই পার্সির বিয়ে হবে, তাই অন্তত বৈবাহিক সূত্রে আমি এ পরিবারের একজন আত্মীয় হব। আমার বোনকে পার্সির ঘরেই পাবেন ; গত দু'মাস ধরে তার কী প্রাণঢালা সেবাই না সে করেছে। চলুন, আমরা বরং ভিতরেই যাই ; সে তো খুবই অধৈর্য হয়ে আপনাদের অপেক্ষায় আছে।'

যে ঘরে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল সেটাও ড্রয়িং-রুমের সঙ্গে একই তলায় অবস্থিত। ঘরটা আধা বসার ঘর, আধা শোবার ঘরের মত করে সাজানো ; ঘরের প্রতিটি কোণে কোণে ফুলের সমারোহ। অত্যন্ত বিবর্ণ, শীর্ণ একটি যুবক খোলা জানালার পাশে সোফায় শুয়ে আছে। জানালা দিয়ে বাগানের সুগন্ধ ও বসন্তের সতেজ বাতাস ভেসে আসছে। তার পাশে একটি স্ত্রীলোক বসেছিল। আমরা ঢুকতেই সে উঠে দাঁড়াল।

জিজ্ঞাসা করল, 'পার্সিকে ছেড়ে আমি কি চলে যাব?'

তাকে আটকাবার জন্য যুবকটি তার হাত চেপে ধরল। সাদরে বলে উঠল, 'ওয়াটসন, কেমন আছ? ওই গোঁফ দেখে তোমাকে আমি কিছুতেই চিনতে পারতাম না, আর আমাকেও যে তুমি চিনতে পারতে না সেটাও নিশ্চিত। মনে

হচ্ছে, ইনিই তোমার বিখ্যাত বন্ধু মিঃ শার্লক হোমস।'

অল্প কথায় হোমসের পরিচয় দিয়ে আমরা বসলাম। মজবুত গঠনের যুবকটি চলে গেছে, কিন্তু শয্যাশায়ী লোকটি হাত ধরে থাকায় বোনটি তখনও রয়েছে। তার চোরা চাহনি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, একটু বেঁটে ও মোটা, কিন্তু সুন্দর অলিভ-বর্ণা, বড় বড় কালো ইতালীয় চোখ, আর একঢাল কালো চুল। তার গায়ের উজ্জ্বল রঙের পাশে সঙ্গীর সাদা মুখখানি আরও জীর্ণ ও হতশ্রী দেখাচ্ছে।

সোফার উপরেই উঠে বসে সে বলল, 'আপনাদের সময় নষ্ট করব না। আর ভূমিকা না বাড়িয়ে আসল কথাটাই বলব। মিঃ হোমস, জীবনে সুখ ও সফলতা দুইই পেয়েছিলাম, কিন্তু বিয়ের ঠিক প্রাক্কালে একটা ভয়ংকর আকস্মিক দুর্ভাগ্য আমার জীবনের সব আশা ভরসাকে তচনচ করে দিয়েছে।

'ওয়াটসন হয় তো আপনাকে বলেছে, আমি পররাষ্ট্র দপ্তরে ছিলাম এবং আমার মামা লর্ড হোল্ডহার্স্টের প্রতিপত্তির দরুন বেশ দায়িত্বশীল পদেই উঠেছিলাম। মামা যখন এ দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী হলেন তখন তিনি আমাকে কয়েকটি দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার দিয়ে বাইরে পাঠান ; আমিও সেগুলিকে সফল পরিণতিতে নিয়ে যেতে সক্ষম হওয়ায় আমার দক্ষতা ও কুশলতায় তাঁর পরিপূর্ণ আস্থা জন্মে।'

'প্রায় দশ সপ্তাহ আগে—সঠিক বলতে গেলে ২৩শে মে তারিখে—তিনি আমাকে তাঁর নিজস্ব ঘরে ডেকে পাঠান। আমার অতীত কাজকর্মের প্রশংসা করে জানান যে, আরও একটা দায়িত্বপূর্ণ নতুন কাজ আমাকে করতে হবে।'

'তার দেরাজ থেকে একখণ্ড গোল—পাকানো ধূসর কাগজ বের করে তিনি বললেন, 'এটাই হল ইংলণ্ড ও ইতালীর মধ্যে সম্পাদিত গোপন চুক্তির মূল দলিল। আমি দুঃখের সঙ্গে বলছি যে এ সম্পর্কে কিছু কিছু গুজব ইতিমধ্যেই সংবাদপত্রে প্রচারিত হয়েছে। আর কিছু যাতে প্রকাশ না পায় সেটা দেখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সব দলিলপত্রের বিষয়বস্তু জানবার জন্য ফরাসী বা রুশ দূতাবাসগুলি প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে প্রস্তুত। এগুলির একটা প্রতিলিপি তৈরী করার একান্ত প্রয়োজন দেখা না দিলে কিছুতেই এগুলিকে আমার দেরাজ থেকে বের করতাম না। তোমার আপিসে তোমার একটা ডেস্ক আছে না ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তাহলে এই চুক্তিনামাটা নিয়ে তাতে তালাবন্ধ করে রাখো। আমি আপিসকে বলে দেব, যাতে সকলে চলে যাবার পরেও তুমি থাকতে পার, এবং অন্য কেউ যাতে না দেখতে পায় এমনভাবে সুবিধামত সময়ে এটার প্রতিলিপি তৈরী করতে পার। কাজ শেষ হয়ে গেলে মূল ও প্রতিলিপি দুটোকেই আবার তালাবন্ধ করে রেখে যাবে এবং কাল সকালে নিজের হাতে সেগুলো আমাকে দেবে।'

'আমি কাগজগুলো নিলাম এবং—'

'মাফ করবেন, এক মিনিট।' হোমস বলল, 'এই কথাবার্তার সময় আপনি কি একাই সেখানে ছিলেন ?'

'সম্পূর্ণ একা।'

'ঘরটা বেশ বড় ?'

'প্রত্যেক দিকেই ত্রিশ ফুট।'

'ঘরের মাঝখানে ?'

'হ্যাঁ, মোটামুটি তাই।'

'আর কথাবার্তা বেশ নীচু গলায় হচ্ছিল ?'

'মামা খুবই আস্তে কথা বলেন। আর আমি তো প্রায় কিছু বলিই নি।'

'ধন্যবাদ' চোখ বুজে হোমস বলল ; 'দয়া করে বলে যান।'

'তার কথামতই কাজ করলাম এবং অন্য করণিকরা চলে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে রইলাম। আমার ঘরের একজন করণিক চার্লস গরতের কিছু বকেয়া কাজ করার ছিল, তাই তাকে ঘরে রেখে আমি খেতে চলে গেলাম। যখন ফিরলাম তখন সে চলে গেছে। আমারও তাড়াতাড়ি কাজটা শেষ করবার ইচ্ছা ছিল, কারণ জোসেফ—মানে মিঃ হ্যারিসন যাকে এইমাত্র আপনারা দেখলেন—তখন শহরেই ছিল এবং কথা ছিল যে এগোয়োটার ট্রেনে সে ওকিং ফিরে যাবে, আর সম্ভব হলে আমিও সেই ট্রেনটাই ধরব।

'চুক্তি-নামাটা পড়েই বুঝতে পারলাম, এটা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে সেবিষয়ে মামা যা বলেছেন সেটা মোটেই অত্যুক্তি নয়। বিস্তারিত বিবরণের মধ্যে না গিয়েও বলতে পারি, এতে ত্রি-পাক্ষিক মৈত্রী-চুক্তি সম্পর্কে গ্রেট বৃটেনের মনোভাব ব্যাখ্যা করা হয়েছে, এবং যদি কখনও ভূমধ্যসাগরে ফরাসি নৌ-বহর ইতালীয় নৌবহরের পরিপূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করে সেক্ষেত্রে গ্রেট বৃটেনের নীতি কি হবে তারও আভাষ দেওয়া হয়েছে। এতে যে সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে সবই নৌ-বিভাগ সংক্রান্ত। সকলের শেষে রয়েছে উচ্চপদাধিকারী ব্যক্তিদের স্বাক্ষর। সমস্তটার উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে আমি প্রতিলিপি তৈরীর কাজে বসলাম।

'দলিলটা দীর্ঘ, ফরাসী ভাষায় লেখা এবং ছাব্বিশটা স্বতন্ত্র ধারা সম্বলিত। যত তাড়াতাড়ি পারি

নকল করতে লাগলাম। কিন্তু ন'টা ধারা নকল করতেই ন'টা বেজে গেল। কাজেই ট্রেন ধরার আর কোন আশা রইল না। সারা দিনের কাজের ধকলের পরে সবে খেয়ে এসেছি, কাজেই কেমন যেন ঘুম-ঘুম লাগতে লাগল। এক পেয়ালা কফি পেলে মাথাটা পরিষ্কার হত। সিঁড়ির ঠিক নীচের ছোট ঘরটায় একজন পিওন-মত লোক সারা রাত থাকে ; কোন পদস্থ কর্মচারী বাড়তি কাজের জন্য থেকে গেলে সে তার স্পিরিট-ল্যাম্পে কফি তৈরী করে দেয়। কাজেই তাকে ডাকবার জন্য ঘণ্টাটা বাজালাম।

'কিন্তু আমাকে বিস্মিত করে দিয়ে উঠে এল রুক্ষ-মুখ একটি বয়স্কা স্ত্রীলোক, পরনে এপ্রণ। সে জানাল, পিওনের স্ত্রী সে, ঠিকে কাজ করে। তাকেই কফির অর্ডার দিলাম।

'আরও দুটো ধারা লিখবার পরে যখন ঘুমের ভাবটা আরও বেড়ে গেল তখন পা দুটো টান করবার জন্য উঠে ঘরময় হাঁটতে লাগলাম। তখনও কফি আসে নি। এত দেরী হচ্ছে কেন ভাবতে ভাবতে দরজাটা খুলে করিডর ধরে এগিয়ে গেলাম। যে ঘরে আমি কাজ করছিলাম সেখান থেকে বাইরে যাবার একমাত্র পথ একটি স্বল্পালোকিত দালান। তার শেষ প্রান্ত থেকে একটা ঘোড়ানো সিঁড়ি নেমে গেছে। তার নীচের দালানেই পিওনের ঘর। সিঁড়ি দিয়ে নামতে মাঝপথে একটা ছোট ল্যান্ডিং থেকে সমকোণ আর একটা দালান বেরিয়ে গেছে। সেই দালান থেকে আর একটা ছোট সিঁড়ি দিয়ে গেলেই একটা পাশের দরজা আছে। সাধারণত চাকর-বাকররাই দরজাটা ব্যবহার করে ; করণিকরা যখন চার্লস স্ট্রীট থেকে আসে তারাও রাস্তা সংক্ষেপ করার জন্য সেটা ব্যবহার করে থাকে।

শার্লক হোমস বলল, 'ধন্যবাদ। আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি।'

'একটা কথা আপনার নজরে আনা খুবই দরকার। সিঁড়ি দিয়ে নেমে ঘরে ঢুকে দেখি, পিওন অঘোরে ঘুমুচ্ছে, স্পিরিট-ল্যাম্পের উপর বসানো কেটলির জল টগবগ করে ফুটছে, সারা মেঝেতে জল ছড়িয়ে আছে। হাত বাড়িয়ে ঘুমন্ত লোকটাকে ধাক্কা দিতে যাব, এমন সময় তার মাথার উপর একটা ঘণ্টা সজোরে বেজে উঠল, আর সে চমকে জেগে উঠল।

'আমার দিকে তাকিয়ে বিমূঢ়ভাবে বলল, মিঃ ফেলপ্‌স্, স্যার!'

'আমার কফিটা তৈরী হয়েছে কিনা দেখতে এসেছিলাম।'

'কেটলিতে জল ফুটতে দিয়ে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম স্যার।' সে আমার দিকে তাকাল, তারপর তাকাল কম্পিত ঘণ্টাটার দিকে। তার মুখে ক্রমবর্ধমান বিস্ময়।

'সে প্রশ্ন করল, 'স্যার, আপনি তো এখানে, তাহলে ঘণ্টাটা বাজাল কে?'

'ঘণ্টা!' আমি বললাম। 'এটা কিসের ঘণ্টা?'

'যে ঘরে আপনি কাজ করছিলেন সেই ঘরের ঘণ্টা।'

'একটা ঠাণ্ডা হাত যেন আমার গলাটা চেপে ধরল। যে-বহুমূল্যবান চুক্তি-পত্রটি টেবিলের উপর খোলা পড়ে আছে সে ঘরে তাহলে কেউ ঢুকেছে। সিঁড়ি বেয়ে উঠে দালান বরাবর আমি পাগলের মত ছুটে গেলাম। করিডরে কেউ ছিল না মিঃ হোমস। আর সব কিছু যেমনটি রেখে গিয়েছিলাম ঠিক তেমটিই ছিল, শুধু দরকারী দলিলটাই ডেস্কের উপর থেকে কে যেন নিয়ে গেছে। নকলটা পড়ে ছিল, আসলটা উধাও।'

হোমস চেয়ারে বসে হাত ঘসতে লাগল। বুঝতে পারলাম, সমস্যাটা তার মনে ধরেছে।

বলল, 'তখন আপনি কি করলেন?'

'মুহূর্তের মধ্যেই বুঝতে পারলাম যে পাশের দরজা দিয়ে ঢুকে সিঁড়ি বেয়েই নেমে এসেছিল। অন্য পথে এলে তার সঙ্গে আমার নিশ্চয়ই দেখা হত।'

'আপনি কি নিশ্চিত যে সারাক্ষণ সে ঐ ঘরে অথবা যে করিডরটাকে আপনি স্বল্পালোকিত বলে বর্ণনা করলেন সেখানে লুকিয়ে থাকতে পারে না?'

'সেটা একেবারেই অসম্ভব। ঐ ঘরে বা করিডরে একটা ইঁদুরও লুকিয়ে থাকতে পারে না। লুকোবার মত কোন আড়ালই নেই।'

'ধন্যবাদ। তারপর বলুন।'

'আমার বিবর্ণ মুখ দেখে ভয় পাবার মত কিছু ঘটেছে আশংকা করে পিওনটিও ততক্ষণে উপরে উঠে এসেছে। তখন দুজনে করিডর ধরে চার্লস স্ট্রীটে যাবার খাড়া সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত নেমে গেলাম। দরজাটা বন্ধ, কিন্তু তালাটা খোলা। দরজা খুলে ছুটে বাইরে গেলাম। আমার স্পষ্ট মনে আছে, নিকটবর্তী গীর্জায় তখন তিনটে ঘণ্টা বেজেছিল। তখন রাত পৌনে দশটা।'

শার্টের আস্তিনে কি যেন লিখে হোমস বলল, 'এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।'

'গাঢ় অন্ধকার রাত। বৃষ্টি পড়ছিল। চার্লস স্ট্রীটে লোকজন ছিল না, কিন্তু তার শেষ প্রান্তে হোয়াইট হলে যথারীতি প্রচুর লোকজন চলছে। খালি মাথায় আমরা

ফুটপাথ ধরে ছুটতে লাগলাম এবং বেশ কিছুটা দূরে একটা মোড়ে একজন পুলিশকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম।

'আমি রুদ্ধশ্বাসে বললাম, 'একটা ডাকাতি হয়ে গেছে। পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে একটা অত্যন্ত মূল্যবান দলিল চুরি গেছে। এপথে কেউ গেছে?'

'সে বলল, 'আজ্ঞে, আমি পনেরো মিনিট যাবৎ এখানে দাঁড়িয়ে আছি ; এই সময়ের মধ্যে একটিমাত্র লোক এখান দিয়ে গেছে—একটি স্ত্রীলোক, লম্বা বয়স্কা, গায়ে পেইস্লি-শাল।"

'পিওন বলে উঠল, 'সে তো আমার স্ত্রী। আর কেউ যায় নি?'

'কেউ না।'

'চোর তাহলে নির্ঘাৎ অন্যপথে গেছে', বলেই পিওন আমার আস্তিন ধরে টান দিল।

'তার কথা আমার মনে ধরল না। তাছাড়া, আমাকে অন্যদিকে নিয়ে যেতে তার এই চেষ্টায় আমার সন্দেহ বেড়ে গেল।

আমি চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'স্ত্রীলোকটি কোন্ দিকে গেছে?'

'আজ্ঞে, তা তো জানি না। আমি তাকে যেতে দেখেছি বটে, কিন্তু তাকে বিশেষ লক্ষ্য করবার তো কোন কারণ ছিল না। তার খুব তাড়াহুড়ো বলে মনে হল।'

'এটা কতক্ষণ আগেকার কথা?'

'তা খুব বেশীক্ষণ নয়।'

'ধরো পাঁচ মিনিট?'

'তা, পাঁচ মিনিটের বেশী হবে না।'

'পিওন চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'আপনি বৃথাই সময় নষ্ট করছেন স্যার ; এখন যে প্রতিটি মুহূর্তই মূল্যবান। আমার কথা শুনুন, এর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। বরং রাস্তার অন্য প্রান্তে চলুন। ঠিক আছে, আপনি যদি না যান, তাহলে আমিই যাব', বলেই সে অন্য দিকে চলে গেল।

'কিন্তু আমি ছুটে গিয়ে তার আস্তিন চেপে ধরলাম।'

'আমি প্রশ্ন করলাম, 'তুমি কোথায় থাক?'

'সে জবাব দিল, '১৬নং আইভি লেন, ব্রিক্সটন। কিন্তু মিঃ ফেল্‌প্‌স, মিথ্যে সন্দেহের পিছনে ছুটবেন না। রাস্তার অন্যদিকে চলুন। দেখাই যাক, কিছু শোনা যায় কি না।'

'তার পরামর্শ শুনলে ক্ষতির কিছু নেই। পুলিশটিকে সঙ্গে নিয়ে দুজনে ছুটলাম। রাস্তায় প্রচুর গাড়ি-ঘোড়া চলেছে, অনেক লোক আসছে যাচ্ছে ; কিন্তু এই বৃষ্টির রাতে সকলেরই নিরাপদ আশ্রয়ে যাবার তাড়া। আমাদের কোন হদিস দিতে পারে এমন কোন ভ্রমণকারীকে পাওয়া গেল না।

'তখন আপিসে ফিরে গিয়ে সিঁড়ি ও দালান তন্ন-তন্ন করে খুঁজেও কোন ফল হল না। ঘরে যাবার করিডরে এক ধরনের নরম লাইনোলিয়াম পাতা, যার উপর সহজেই দাগ পড়ে। আমরা সেটাকে ভাল করে লক্ষ্য করলাম, কিন্তু কোন পায়ের চিহ্ন দেখতে পেলাম না।'

'সারা সন্ধ্যাই কি বৃষ্টি হচ্ছিল?'

'প্রায় সাতটা থেকে।'

'তাহলে যে স্ত্রীলোকটি ন'টা নাগাদ ঘরে ঢুকল তার কর্দমাক্ত জুতোর কোন দাগ পাওয়া গেল না কেন?'

'এ প্রশ্নটা আপনি তুলেছেন দেখে খুশি হলাম। আমার মনেও তখন প্রশ্নটা উঠেছিল। ঠিকে স্ত্রীলোকেরা আপিসে কাজে আসবার সময় জুতো খুলে চটি পরে নেয়।'

'তাহলে তো ব্যাপারটা বেশ বোঝাই গেল। সে রাতে বৃষ্টি হলেও কোন চিহ্ন পাওয়া যায় নি, কেমন তো? ঘটনাগুলি খুবই আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। আচ্ছা, তারপর আপনি কি করলেন?'

আমরা ঘরটাও পরীক্ষা করলাম। কোন গুপ্ত দরজা থাকা সম্ভবই নয়। আর জানালাগুলিও মাটি থেকে প্রায় ত্রিশ ফুট উঁচুতে! দুটো জানালাই ভিতর থেকে আটকানো। মেঝেতে কার্পেট পাতা, তাই কোন চোর-দরজা থাকার সম্ভাবনা নেই। ঘরের সিলিংও সাধারণভাবে চুণকাম করা। আমার জীবনটা বাজী রেখেও বলতে পারি, কাগজপত্র যেই চুরি করে থাকুক সে এসেছিল দরজা দিয়েই।'

'আর অগ্নি-কুণ্ডটা?'

'ওসব নেই। একটা স্টোভ আছে। ঘণ্টার দড়িটা আমার ডেস্কের ঠিক ডান দিকে একটা তারের সঙ্গে ঝোলানো। ঘণ্টা যেই বাজিয়ে থাকুক তাকে ডেস্ক পর্যন্ত যেতেই হবে। কিন্তু অপরাধী ঘণ্টা বাজাতে যাবে কেন? সেটা তো এক আশ্চর্য রহস্য।'

'ঘটনাটা সত্যি অস্বাভাবিক। আপনি তারপর কি কি করলেন? আগন্তুক ঘরে কিছু ফেলে গেছে কি না—সিগারের পোড়া অংশ, দস্তানা, বা চুলের কাঁটা, বা এই ধরনের কোন তুচ্ছ জিনিস—সেটা জানবার জন্য নিশ্চয় ঘরটা ভাল করে পরীক্ষা করলেন?'

'না, সেরকম কিছুই ছিল না।'

'কোন গন্ধ ?'

'দেখুন, গন্ধের কথাটা আমাদের মনে হয় নি।'

'কিন্তু এ ধরনের তদন্তের কাজে তামাকের গন্ধ আমাদের কাছে খুবই মূল্যবান।'

'আমি নিজে ধূমপান করি না, তাই মনে হয় তামাকের গন্ধ থাকলে আমি বুঝতে পারতাম। কাজেই কোনরকম সূত্রই পাওয়া যাচ্ছে না। একটিমাত্র ঘটনা হাতের কাছে পাচ্ছি,—পিওনের স্ত্রী, তার নাম মিসেস ট্যাঙ্গে, খুব দ্রুত সেখান থেকে বাইরে চলে যায়। ঐ সময়েই স্ত্রীলোকটি বাড়ি যায়, এছাড়া তার চলে যাওয়ার আর কোন ব্যাখ্যাই পিওন দিতে পারে নি। পুলিশ ও আমি একমত হলাম যে, কাগজগুলো স্ত্রীলোকটির কাছেই আছে এটা ধরে নিয়ে আমাদের উচিত কাগজপত্র সরিয়ে ফেলবার আগেই তাকে আটক করা।

'ততক্ষণে খবরটা স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে পেঁাছে গেছে এবং গোয়েন্দা মিঃ ফরবেস তৎক্ষণাৎ হাজির হয়ে মহা উৎসাহের সঙ্গে মামলাটা হাতে নিল। একটা গাড়ি ভাড়া করে আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমরা ঠিকানামত বাড়িতে পেঁাছে গেলাম। একটি তরুণী দরজা খুলে দিল। পরে জানলাম, সে মিসেস ট্যাঙ্গের বড় মেয়ে। তার মা তখনও ফেরে নি। আমরা সামনের ঘরে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

মিনিট দশেক পরে দরজায় টোকা পড়ল। তখন আমাদের একটা গুরুতর ভুল হল আর সে দোষ আমার! দরাজাটা নিজেরা না খুলে মেয়েটিকে খুলতে দিয়েছিলাম। তার কথা আমরা শুনতে পেলাম, 'মা, দুটি লোক তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য অপেক্ষা করছেন।' আর পরমুহূর্তেই দ্রুত চলে যাবার পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। ফরবেস সপাটে দরজাটা খুলে ফেলল ; আমরা দৌড়ে পিছনের ঘর বা রান্না-ঘরে ঢুকলাম ; স্ত্রীলোকটি আমাদের আগেই সেখানে পেঁাছে গেছে। সে উদ্ধত দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকাল। তারপর হঠাৎ আমাকে চিনতে পেরে তার মুখে পরম বিস্ময় ফুটে উঠল।

'উচ্চকণ্ঠে বলল, 'সে কি! আপিসের মিঃ ফেল্‌প্‌স্‌ নয়!'

'আমার সঙ্গী বলল, 'আরে, আরে, আমাদের কি মনে করে এভাবে পালিয়ে চলে এসেছ?'

'সে বলল, 'আমি তো ভেবেছিলাম দালাল। জনৈক ব্যবসায়ীর সঙ্গে আমাদের একটা গোলমাল চলছে।'

'ফরবেস বলল, 'উঁহু, সেটা ঠিক নয়। আমাদের বিশ্বাস করবার যথেষ্ট কারণ আছে যে পররাষ্ট্র দপ্তরের কিছু মূল্যবান কাগজ তুমি হাতিয়েছ এবং সেটা পাচার করবার জন্যই এখানে ছুটে এসেছ। তল্লাসীর জন্য তোমাকে আমাদের সঙ্গে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে যেতে হবে।'

'বৃথাই সে প্রতিবাদ করল, বাধা দিল। একটা চারচাকার গাড়ি আনিয়ে আমরা তিনজন উঠে বসলাম। তার আগে রান্নাঘরটা পরীক্ষা করা হল, বিশেষ করে রান্নাঘরের উনুনটা, পাছে যে মুহূর্তটি সে একা ছিল তখন কাগজপত্রগুলো নষ্ট করে ফেলে থাকে। কিন্তু ছাই বা টুকরো কাগজের কোন চিহ্নই পাওয়া গেল না। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে পেঁাছেই তাকে একটি মেয়ে-তল্লাসীদারের হাতে তুলে দেওয়া হল। তীব্র উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। মেয়েটি রিপোর্ট নিয়ে ফিরে এল। কাগজপত্রের কোন চিহ্নই নেই।

'তখনই সর্বপ্রথম আমার অবস্থার ভয়াবহতা যেন পূর্ণ শক্তিতে আমাকে চেপে ধরল। এতক্ষণ কাজ নিয়ে ছিলাম, তাই চিন্তাশক্তি স্তিমিত হয়েছিল। চুক্তি-পত্রটা উদ্ধার করার ব্যাপারে আমি এতদূর নিশ্চিত ছিলাম যে ফেরৎ না পেলে তার ফলাফল কি দাঁড়াবে সেকথা ভাবতেও সাহস হয় নি। কিন্তু যখন আর কিছুই রইল না তখনই নিজের অবস্থাটা বুঝবার মত সময় পেলাম। ভয়ংকর অবস্থা! ওয়াটসনই আপনাকে বলবে যে স্কুলে থাকতেই আমি দুর্বল-স্নায়ু ও অনুভূতিপ্রবণ ছিলাম। আমার প্রকৃতিই ঐ রকম। আমার মামা ও মন্ত্রীসভায় তার সহকর্মীদের কথা মনে হল ; তাকে নিজেকে এবং আমার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে কী লজ্জায় আমি ফেলেছি তাও মনে হল। একথা ঠিক যে একটা আকস্মিক অসাধারণ ঘটনার আমি শিকার হয়েছি ; কিন্তু তাতে কি যায়-আসে? যেখানে কূটনৈতিক স্বার্থ জড়িত, সেখানে দুর্ঘটনার কোন ক্ষমা নেই। আমি শেষ হয়ে গেলাম, লজ্জাজনকভাবে, আশাহীনভাবে শেষ হয়ে গেলাম। আমি তখন কি করেছিলাম জানি না। হয় তো কোন দৃষ্টিকটু দৃশ্যের অবতারণা করেছিলাম। অস্পষ্টভাবে মনে পড়ে, একদল কর্মচারি আমাকে ঘিরে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছে। একজন আমাকে গাড়িতে চাপিয়ে ওয়াটারলু স্টেশনে নিয়ে যায় এবং ওকিংগামী ট্রেনে তুলে দেয়। আমার বিশ্বাস ডাঃ ফেরিয়ারের সঙ্গে দেখা না হলে সে হয় তো সারাটা পথই আমার সঙ্গে আসত। ডাঃ ফেরিয়ার কাছেই থাকেন এবং ঐ ট্রেনেই আসছিলেন। ডাক্তার দয়া করে আমার ভার নিয়েছিলেন তাই রক্ষা, কারণ স্টেশনেই আমি রোগাক্রান্ত হই এবং বাড়ি পেঁাছবার আগেই আমি প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছিলাম, প্রলাপ বক-

ছিলাম।

'ডাক্তার যখন ঘণ্টা বাজিয়ে এখানকার সকলকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলল এবং তারা আমাকে এই অবস্থায় দেখল, তখন এখানকার অবস্থা আপনি নিশ্চয় কল্পনা করতে পারেন। এই বেচারি অ্যানি ও আমার মা একেবারেই ভেঙে পড়ল। স্টেশনে গোয়েন্দার কাছ থেকে ডাক্তার যতদূর শুনেছিলেন তার থেকেই ঘটনার মোটামুটি বিবরণ সকলকে বললেন, কিন্তু তাতে অবস্থার কোন উন্নতি হল না। সকলেই বুঝতে পারল, আমার এ রোগ দীর্ঘ দিন চলবে। তাই জোসেফকে পোটলা-পুটলি নিয়ে এই সুন্দর ঘরটা থেকে সরিয়ে দেওয়া হল, আর এটাকে আমার জন্য রোগীর ঘরে পরিণত করা হল। 'মিঃ হোমস, ন' সপ্তাহের বেশী আমি এখানে অচৈতন্য হয়ে শুয়ে আছি, মস্তিষ্ক-বিকারজনিত জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকছি। এই মিস হ্যারিসন না থাকলে এবং ডাক্তারের চিকিৎসা না পেলে আজ হয় তো আপনার সঙ্গে কথা বলার সুযোগই আমি পেতাম না। মিস হ্যারিসন আমাকে দেখছে সমস্তটা দিন, আর একটি নার্স আমাকে দেখছে সারাটা রাত, কারণ রোগের আক্রমণ যখন হয় তখন আমি যা কিছু করে বসতে পারি। ধীরে ধীরে বুদ্ধিটা পরিষ্কার হয়ে এলেও মাত্র তিনদিন হল আমার স্মৃতিশক্তি পুরোপুরি ফিরে এসেছে। কখনও মনে হয়, না এলেই বুঝি ভাল ছিল। ভাল হয়ে আমি প্রথমেই মিঃ ফরবেসকে চিঠি লিখলাম। কেসটা তার হাতেই ছিল। তিনি এখানে এসে বললেন, যদিও সব কিছুই করা হয়েছে তবু এখনও পর্যন্ত কোন সূত্রই আবিষ্কৃত হয় নি। পিওন ও তার স্ত্রীকে নানাভাবে পরীক্ষা করেও এ-ব্যাপারে বিশেষ কোন আলোকপাত করা যায় নি। তারপর পুলিশের সন্দেহ পড়ে যুবক গরতের উপর। আপনার নিশ্চয় মনে আছে সে-রাতে গরত কাজের সময়ের পরেও অনেকক্ষণ আপিসে ছিল। তার এই বাড়তি সময় আপিসে থাকা এবং তার ফরাসী নামের জন্যই তার উপর সন্দেহ আসে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে সে চলে না যাওয়া পর্যন্ত আমি কাজই আরম্ভ করি নি তাছাড়া তারা সকলেই হুগোনাট-বংশসম্ভূত হলেও সহানুভূতি ও ঐতিহ্যে আপনার আমার মতই ইংরেজ। তাকে এ ব্যাপারে জড়াবার মত কিছুই পাওয়া যায় নি। কাজেই ব্যাপারটা সেখানেই চাপা পড়ে গেছে। 'মিঃ হোমস, শেষ ভরসা হিসাবে আমি আপনার দিকেই তাকিয়ে আছি। আপনিও যদি বিফল হন, তাহলে আমার সম্মান আমার প্রতিপত্তি সব চিরদিনের মত বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে।'

দীর্ঘ বিবৃতি দেওয়ার ফলে পরিশ্রান্ত হয়ে লোকটি কুশনে শরীর এলিয়ে দিল। নার্স তাকে এক গ্লাস উত্তেজক ওষুধ খাইয়ে দিল। মাথাটা পিছন দিকে হেলিয়ে চোখ দুটি বুজে হোমস এমনভাবে চুপ করে বসে রইল সেটা যে কোন অপরিচিত লোকের কাছে উদাসীনতা বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আমি তো জানি এটা তার তীব্র মনঃসংযোগেরই লক্ষণ।

অবশেষে সে বলল, 'আপনার বিবরণ এতদূর পরিষ্কার যে আমার প্রশ্ন করবার কোন সুযোগই আপনি রাখেন নি। তবু আমার একটা গুরুতর প্রশ্ন আছে। আপনাকে যে এই বিশেষ কাজটি করতে হবে সেবিষয়ে কাউকে কিছু বলেছিলেন কি?'

'কাউকে না।'

'ধরুন, এই মিস হ্যারিসনকেও না?'

'না। নির্দেশ পাওয়া এবং কাজ শুরু করার মাঝে আমি তো ওকিং-এ আসিই নি।'

'ঘটনাক্রমে কোন পরিচিত লোক আপনার সঙ্গে দেখা করতেও যায় নি?'

'কেউ না।'

'তাদের মধ্যে কেউ কি আপিসে যাবার পথটা চেনে?'

'হ্যাঁ, চেনে ; তাদের সকলকেই পথটা দেখান হয়েছে।

'অবশ্য এই নৌ-চুক্তি সম্পর্কে আপনি যদি কাউকে কিছু না বলে থাকেন, তাহলে এ সব প্রশ্নই অবান্তর।'

'আমি কিছুই বলি নি।'

'পিওনটি সম্পর্কে কিছু জানেন কি?'

'সে একজন প্রাক্তন সৈনিক, এছাড়া আর কিছুই জানি না।'

'কোন্ রেজিমেণ্টের?'

'তা শুনেছি—কোল্ডস্ট্রীম গার্ডস-এর।'

'ধন্যবাদ। বাকি বিবরণ ফরবেসের কাছ থেকেই পাব। কর্তৃপক্ষ ঘটনার বিবরণ জোগাড় করেন চমৎকার, কিন্তু সব সময় সেগুলোকে সুবিধামত কাজে লাগাতে পারেন না। বাঃ! গোলাপের মত এমন সুন্দর জিনিস হয় না!'

কোচের পাশ দিয়ে সে খোলা জানালাটার কাছে গেল। একটা সুন্দর গোলাপের ঢলে-পড়া ডাঁটাটা তুলে ধরে লাল ও সবুজের সুন্দর সংমিশ্রণটা ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগল। আমার কাছে এটা তার চরিত্রের একটা নতুন দিক। এর আগে কখনও কোন প্রাকৃতিক বস্তুর প্রতি তার এত গভীর আগ্রহ আমি দেখি নি।

খড়খড়ির উপর হেলান দিয়ে সে বলল, 'ধর্মের মত

আর কোথাও অনুমানের প্রয়োজন এত বেশী নেই। যুক্তিবিদ্ তার উপরে একটা সঠিক বিজ্ঞান গড়ে তুলতে পারে। আমার তো মনে হয়, ঈশ্বরের কল্যাণময়তার সবচাইতে বড় প্রমাণ এই সব ফুল। আর যা কিছু, আমাদের শক্তি, আমাদের কামনা, আমাদের খাদ্য, এ সব কিছু বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন। কিন্তু এই গোলাপটি বাড়তি। এর গন্ধ, এর বর্ণ জীবনের অলংকার, তার শর্ত নয়। একমাত্র কল্যাণময়তাই সেই বাড়তি সম্পদ আমাদের দিতে পারে। তাই আমি আবার বলছি, ফুলের কাছে আমাদের অনেক প্রত্যাশা।'

হোমসের এই কাণ্ডকারখানা দেখে পার্সি ফেল্‌প্‌স্ ও তার নার্সের মুখে বিস্ময় ও গভীর হতাশা ফুটে উঠল। গোলাপটাকে দুই আঙুলে ধরে সে যেন একটা দিবাস্বপ্ন দেখছিল। কয়েক মিনিট এইভাবে চলবার পর তরুণীটি কথা বলল।

একটু কর্কশ গলায়ই সে প্রশ্ন করল, 'এ রহস্য সমাধানের কোন সম্ভাবনা কি আপনি দেখতে পাচ্ছেন মিঃ হোমস?'

চমকে উঠে জীবনের বাস্তবতায় ফিরে এসে সে জবাব দিল, 'ওঃ, রহস্য! দেখুন, কেসটা যে খুব কঠিন ও জটিল সেটা অস্বীকার করা অসম্ভব। তবে আপনাদের এইটুকু কথা দিতে পারি যে, আমি ব্যাপারটা ভাল করে দেখব এবং উল্লেখযোগ্য কিছু পেলেই আপনাদের জানাব।'

'কোন সূত্র দেখতে পাচ্ছেন কি?'

'আপনারা সাতটা সূত্র দিয়েছেন, কিন্তু সেগুলিকে পরীক্ষা করে না দেখা পর্যন্ত তাদের মূল্য সম্পর্কে কিছুই বলতে পারব না।'

'কাউকে সন্দেহ করেন কি?'

'সন্দেহ করি নিজেকে—'

'কি বললেন?'

'পাছে বেশী তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাই।'

'তাহলে লন্ডনে ফিরে গিয়েই আপনার সিদ্ধান্তগুলিকে পরীক্ষা করে দেখুন।'

হোমস উঠতে উঠতে বলল, 'আপনার পরামর্শটি চমৎকার মিস হ্যারিসন। ওয়াটসন, আমার তো মনে হয় সেই ভাল। মিথ্যা আশ্বাসের উপর ভরসা করবেন না মিঃ ফেল্‌প্‌স্। ব্যাপারটা খুবই জট-পাকানো।'

কূটনীতিক ভদ্রলোক চেঁচিয়ে বলল, 'আপনাকে আবার না দেখা পর্যন্ত আমি জ্বর-বিকারেই ভুগব।'

'ঠিক আছে, কাল এই একই ট্রেনে আমি আসব; তবে আমার রিপোর্টটা নেতিবাচক হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী।'

আমাদের মক্কেল বলল, 'আসার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বলে ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। একটা কিছু করা হচ্ছে, এটা জেনেই আমি যেন নতুন জীবন ফিরে পাচ্ছি। ভাল কথা, লর্ড হোল্ডহার্স্টের কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছি।'

'আচ্ছা! তা তিনি কি বললেন?'

'তিনি নিরুত্তাপ, কিন্তু কঠোর নন। আমি জানি, এই কঠিন অসুখের জন্যই তিনি আমার প্রতি কঠোর হতে পারেন নি। তিনি বার বার বলেছেন যে ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ; সেই সঙ্গে আরও জানিয়েছেন, যতদিন আমার স্বাস্থ্য ভাল না হচ্ছে এবং আমার দুর্ভাগ্যজনিত ক্ষতিকে পূরণ করবার সুযোগ না পাচ্ছি, ততদিন আমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন কিছু করা হবে না—আমার ভবিষ্যৎ বলতে তিনি অবশ্য আমার কর্মচ্যুতির কথাই বলতে চেয়েছেন।'

হোমস বলল, 'এ তো খুবই যুক্তিপূর্ণ ও বিবেচনা-প্রসূত কথা। চল হে ওয়াটসন, শহরে ফিরে যাই। একটা গোটা দিনের কাজ আমাদের হাতে রয়েছে।'

মিঃ জোসেফ হ্যারিসন গাড়ি চালিয়ে আমাদের স্টেশনে পৌঁছে দিল এবং শীঘ্রই একটা পোর্টসমাউথগামী ট্রেনে আমাদের যাত্রা শুরু হল। হোমস গভীর চিন্তায় ডুবে গেল। ক্ল্যাপহ্যাম জংশন পার হবার আগে আর মুখ খুলল না।

'এই সব রেল-পথে লন্ডন আসতে খুব ভাল লাগে। লাইনগুলো খুব উঁচু, তাই নীচের দিকে তাকিয়ে বাড়িগুলোকে বেশ দেখা যায়।'

আমি ভাবলাম, হোমস ঠাট্টা করছে, কারণ সেখানকার দৃশ্য খুবই বাজে। কিন্তু একটু পরেই সে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলল।

'পাথরের উপরকার ঐসব বড় বড় পৃথক পৃথক বাড়িগুলোর দিকে চেয়ে দেখ, মনে হবে যেন শিসে-রঙের সমুদ্রের বুকে ইঁট-রঙের দ্বীপপুঞ্জ।'

'ওগুলো সব বোর্ড স্কুল।'

'সব আলোকস্তম্ভরে বাবা! ভবিষ্যতের আলোর দিশারী! সব বীজ-কোষ, প্রতিটির মধ্যে রয়েছে ছোট ছোট উজ্জ্বল বীজ, তার ভিতর থেকেই বেরিয়ে আসবে ভবিষ্যতের বিজ্ঞতর, মহত্তর ইংলন্ড। মনে হচ্ছে, ঐ ফেল্‌প্‌স্ লোকটি মদ খায় না?'

'মনে তো হয় না।'

'আমিও মনে করি না। কিন্তু সব রকম সম্ভাবনাকেই

হিসাবের মধ্যে ধরতে হবে। বেচারি গভীর গাড্ডায় পড়েছে, কখনও তাকে তীরে নিয়ে যেতে পারবে কি না সেটাই সমস্যা। মিস হ্যারিসনকে কেমন মনে কর?'

'খুব তেজী মেয়ে।'

'হ্যাঁ, তবে ভাল মেয়ে, তা যদি না হয় তাহলে আমারই ভুল। সে আর তার ভাই নরদাম্বারল্যান্ড অঞ্চলের কোন লোহার কারখানার মালিকের একমাত্র সন্তান। গত শীতকালে বেড়াতে বেরিয়ে ফেল্‌প্‌সের সঙ্গে মেয়েটির বিয়ের কথা হয় এবং ফেল্‌প্‌সের আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য ভাইকে নিয়ে সে এখানে চলে আসে। তারপরই এই দুর্ঘটনা, মেয়েটি প্রেমিকের সেবা-যত্নের জন্য থেকে গেল, আর ভাই জোসেফও বাড়ির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের আকর্ষণে থেকেই গেল। তুমি জান, কিছু কিছু তদন্ত আমি নিজেই করে থাকি। কিন্তু আজকের দিনটি হবে তদন্তে ঠাসা।'

'আমার প্র্যাকটিস—' আমি বলতে গেলাম।

কিছুটা কড়া গলায় হোমস বাধা দিয়ে বলল, 'অবশ্য আমার কেসের চাইতে তোমার কেসকে যদি অধিকতর আকর্ষণীয় বলে মনে কর তাহলে—'

'আমি কিন্তু বলতে চেয়েছিলাম যে এখন তো বছরের সবচাইতে মন্দার মরশুম, কাজেই আমার প্র্যাকটিস দু' একটা দিন আমাকে ছাড়া ভালই চলে যাবে।'

পুনরায় খোসমেজাজে ফিরে গিয়ে সে বলল, 'চমৎকার। তাহলে আমরা একযোগেই ব্যাপারটায় মাথা গলাব। আমার মনে হচ্ছে, ফরবেসের সঙ্গে দেখা করেই আমাদের কাজ শুরু করা উচিত। যেসব বিস্তারিত বিবরণ আমরা চাই সে সবই হয় তো সে আমাদের বলতে পারবে, আর তখনই আমরা বুঝতে পারব, কোন্ দিক থেকে আমাদের এগোতে হবে।'

'তুমি তো বললে একটা সূত্র পেয়েছ।'

'দেখ, সূত্র তো কয়েকটাই আছে, কিন্তু আরও তদন্ত করে তবে তো তাদের মূল্য যাচাই করতে হবে। যে অপরাধের কোন উদ্দেশ্য থাকে না তার হদিস করা বড় শক্ত। কিন্তু এটা উদ্দেশ্যবিহীন নয়। এ কাজের ফলে কার লাভ হবে? ফরাসী রাষ্ট্রদূত আছেন, রুশ রাষ্ট্রদূত আছেন, আবার এমন লোকও আছেন যিনি এদের যে-কোন একজনের কাছে সেটা বিক্রি করতে পারেন, আর আছেন লর্ড হোল্ডহার্স্ট।'

'লর্ড হোল্ডহার্স্ট!'

'দেখ এরকমটা তো হতেই পারে যে একজন রাজপুরুষ এমন একটা অবস্থার মধ্যে পড়ে গেছে যে আকস্মিক দুর্ঘটনায় এরকম একটা দলিল নষ্ট করে ফেলতে সে মোটেই দুঃখিত নয়।'

'লর্ড হোল্ডহার্স্টের মত সম্মানিত একজন রাজপুরুষ নিশ্চয় একাজ করবেন না।'

'এটা একটা সম্ভাবনামাত্র, আর আমরা সে সম্ভাবনাকে অগ্রাহ্য করতে পারি না। আজই আমরা লর্ড মহোদয়ের সঙ্গে দেখা করব; দেখি তিনি কিছু বলতে পারেন কিনা। ইতিমধ্যেই আমি তো কাজ শুরু করেই দিয়েছি।'

'দিয়েছ?'

'হ্যাঁ, ওকিং স্টেশন থেকেই লণ্ডনের প্রতিটি সান্ধ্য দৈনিকপত্রে তার করে দিয়েছি। এই বিজ্ঞাপনটা প্রত্যেক কাগজে বের হবে।'

নোট বইয়ের একটা ছেঁড়া পাতা সে আমার হাতে দিল। তাতে পেন্সিলে লেখা আছেঃ

'দশ পাউণ্ড পুরস্কার।—যে গাড়ি ২৩শে মে সন্ধ্যা পৌনে দশটা নাগাদ চার্লস স্ট্রীটের পররাষ্ট্র দপ্তরের দরজায় বা তার কাছাকাছি জায়গায় কোন যাত্রীকে নামিয়ে দিয়েছে তার নম্বরটা চাই। আবেদন করুন, ২২১-বি, বেকার স্ট্রীট।'

'তুমি কি নিশ্চিত জান যে চোর গাড়ি করে এসেছিল?'

'যদি না হয়, তাতে তো ক্ষতি নেই। কিন্তু ফেল্‌প্‌সের কথা যদি ঠিক হয় যে ঘরে বা করিডরে লুকিয়ে থাকবার মত কোন জায়গা নেই তাহলে লোকটা নিশ্চয় বাইরে থেকে এসেছিল। এমন বৃষ্টির রাতে একটা লোক বাইরে থেকে এল অথচ তার যাওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই পরীক্ষা করে দেখা গেল লাইনোলিয়ামের উপর কোন ভিজে দাগ নেই, তখন তো এটাই সম্ভব যে সে গাড়ি করে এসেছিল। হ্যাঁ, গাড়ির কথা আমরা স্বচ্ছন্দে অনুমান করতে পারি।'

'যুক্তিসঙ্গত বলেই মনে হচ্ছে।'

'যেসব সূত্রের কথা বলেছিলাম এটা তার অন্যতম। এর থেকে আরও কিছু জানা যেতে পারে। তারপর অবশ্য ঘণ্টাটা আছে—এক্ষেত্রে ওটা একটা বিশেষ ঘটনা। ঘণ্টাটা বাজল কেন? চোরই কি বাহাদুরি দেখাবার জন্য ওটা বাজিয়েছিল? অথবা ওটা আকস্মিক? অথবা ওটা কি—?' যে নীরব গভীর চিন্তা থেকে একটু আগে উঠেছিল আবার তার মধ্যেই তলিয়ে গেল। তার সব রকম ভাবভঙ্গী আমি চিনি বলেই বুঝতে পারলাম, হঠাৎ একটা নতুন সম্ভাবনা তার মনে আলোকপাত করেছে।

তিনটে বেজে কুড়ি মিনিটে আমাদের স্টেশনে পৌঁছেই

তাড়াতাড়ি ভোজনালয়ে খাওয়াটা সেরে তৎক্ষণাৎ স্কট-ল্যান্ড ইয়ার্ডে চলে গেলাম। হোমস আগেই ফরবেসকে তার করে দিয়েছিল ; সে আমাদের অভ্যর্থনা করবার জন্যই অপেক্ষা করছিল। লোকটি ছোটখাট, ধূর্ত, মুখের ভাব তীক্ষ্ণ, কিন্তু প্রসন্ন নয়। আমাদের সঙ্গে প্রতিটি আচরণে বেশ কিছুটা কাঠিন্য দেখা গেল, বিশেষ করে আমাদের আগমনের উদ্দেশ্যটা যখন সে জানতে পারল।

রুক্ষ গলায় বলে উঠল, 'আপনার কর্মপদ্ধতির কথা আমি আগেই শুনেছি মিঃ হোমস। পুলিশ আপনার হাতে যেসব খবর তুলে দেয় সেগুলো আপনি সহজেই গ্রহণ করেন, তারপর নিজেই কেসটার ফয়সালা করে পুলিশের ঘাড়ে অখ্যাতিটুকু চাপাতে চেষ্টা করেন।'

হোমস বলল, 'ঠিক উল্টো। বিগত তিপ্পান্নটা কেসের মধ্যে আমার নাম প্রকাশিত হয়েছে মাত্র চারটি কেসে, উন-পঞ্চাশটি কেসেই সবটুকু খ্যাতি ভোগ করেছে পুলিশ। এটা না জানার জন্য আমি আপনাকে দোষ দিচ্ছি না; কারণ আপনি বয়সে তরুণ, অনভিজ্ঞ ; কিন্তু নতুন কর্মক্ষেত্রে যদি উন্নতি করতে চান তাহলে আমার সঙ্গেই কাজ করবেন, আমার বিরুদ্ধে নয়।'

মনোভাবের পরিবর্তন করে গোয়েন্দাটি বলল, 'দু একটা ইঙ্গিত পেলে আমি খুশিই হব। এখনও পর্যন্ত এ কেসের কিছুই করতে পারি নি।'

'আপনি কি কি করেছেন?'

'পিওন ট্যাঙ্গের পিছনে লোক লাগিয়েছি। সে সুখ্যাতি নিয়েই 'গার্ডস্' ছেড়ে এসেছে, আর আমরাও তার বিরুদ্ধে কিছু পাই নি। অবশ্য তার স্ত্রীটি বজ্জাত। আমার তো মনে হয় সে যেরকম ভাব দেখাচ্ছে তার চাইতে অনেক বেশী সে জানে।'

'তার পিছনে লোক লাগিয়েছেন কি?'

'আমাদের একটি স্ত্রীলোককে লাগিয়েছি। মিসেস ট্যাঙ্গে মদ খায় সেই অবস্থায় আমাদের স্ত্রীলোকটি দু'বার তার সঙ্গে দেখা করেছে, কিন্তু কিছুই বের করতে পারে নি।'

'শুনেছি তাদের বাড়িতে দালালরা যাতায়াত করে?'

'তা ঠিক, তবে টাকাটা মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

'টাকাটা এল কোত্থেকে?'

'সে সব ঠিক আছে। তার পেন্সন পাওনা ছিল। তাদের টাকার টানাটানির কোন লক্ষণ আমরা পাই নি।'

'মিঃ ফেল্‌প্‌স্ কফির ঘণ্টা বাজালে সে কেন গিয়েছিল তার কারণ কিছু বলেছে?'

'সে বলেছে, তার স্বামী খুব ক্লান্ত ছিল, তাই সে তাকে রেহাই দিতে চেয়েছিল।'

'ঠিক, একটু পরেই স্বামীকে তার চেয়ারে যে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখা গিয়েছিল তার সঙ্গে কথাগুলো মিলে যাচ্ছে। তাহলে স্ত্রীলোকটির স্বভাবচরিত্র ছাড়া তাদের বিরুদ্ধে আর কিছুই নেই। সেরাতে সে এত তাড়াতাড়ি চলে গিয়েছিল কেন জিজ্ঞাসা করেছিলেন কি? তার তাড়াহুড়ো ভাবটা পুলিশ-কনেস্টবলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।'

'অন্যদিনের চাইতে দেরী হয়ে গিয়েছিল বলেই সে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে চেয়েছিল।'

'মিঃ ফেল্‌প্‌স্ ও আপনি তার চাইতে অন্ততঃ কুড়ি মিনিট পরে যাত্রা করেও তার আগেই সে বাড়িতে পৌঁছে গিয়েছিলেন, এ ব্যাপারটার প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন কি?'

'সে বলেছে, বাস আর গাড়ির মধ্যে সময়ের তফাৎ তো হবেই।'

'বাড়িতে পৌঁছেই সে ছুটে পিছনের রান্নাঘরে চলে গিয়েছিল কেন, সেটা খুলে বলেছে কি?'

'কারণ দালালদের পাওনা মিটিয়ে দেবার মত টাকাটা তার কাছে ছিল।'

'দেখছি, সব প্রশ্নেরই একটা জবাব তার আছে। সেখান থেকে চলে যাবার সময় কারও সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল কি না, অথবা চার্লস স্ট্রীটের আশেপাশে কাউকে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছিল কি না, সেটা কি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন?'

'কনস্টেবল ছাড়া আর কাউকে সে দেখে নি।'

'আচ্ছা। তাকে তো ভালভাবেই জেরা করেছেন দেখছি। আর কি কি করেছেন?'

'এই নয় সপ্তাহ ধরে করণিক গরতের পিছনে লোক ঘুরছে, কিন্তু কোন লাভ হয় নি। তার বিরুদ্ধে কিছুই পাওয়া যায় নি।'

'আর কিছু?'

'না, কাজ চালাবার মত আর কিছুই পাই নি—কোন রকম প্রমাণই নয়।'

'ঘণ্টাটা কিভাবে বাজল সেবিষয়ে কিছু ভেবেছেন কি?'

'দেখুন, স্বীকার করছি এখানে আমি পরাস্ত হয়েছি। সেখানে গিয়ে এভাবে যে ঘণ্টা বাজিয়েছে সে যেই হোক, খুব ঠাণ্ডা মাথার লোক।'

'সত্যি, কাজটা খুবই অদ্ভুত। আপনি যা যা বললেন সেজন্য অনেক ধন্যবাদ। লোকটাকে যদি আপনার হাতে

তুলে দিতে পারি, তাহলেই আমার কাছ থেকে খবর পাবেন। চলহে ওয়াটসন।'

আপিস থেকে বেরিয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'এখন আমরা কোথায় যাব?'

'এবার আমরা যাব ক্যাবিনেট মন্ত্রী এবং ইংলণ্ডের ভাবী প্রধানমন্ত্রী লর্ড হোল্ডহার্স্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।'

আমাদের ভাগ্য ভাল লর্ড হোল্ডহার্স্ট তখনও ডাউনিং স্ট্রীটে তার ঘরেই ছিল। হোমস তার কার্ড পাঠাতে সঙ্গে সঙ্গেই উপর থেকে আমাদের ডাক এল। রাজপুরুষটি তার অভ্যস্ত পুরাকালীন সৌজন্যের সঙ্গেই আমাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে অগ্নিকুণ্ডের দুই পাশে দুখানি বিলাসবহুল আরামকেদারায় বসতে দিল। আমাদের দুজনের মাঝখানে দণ্ডায়মান তার একহারা দীর্ঘদেহ, সুগঠিত ভাবগম্ভীর মুখ, আর অকালে সাদার ছিঁটে লাগা কোঁকড়া চুল দেখে মনে হল সে একটি অসাধারণ মানবগোষ্ঠীর প্রতিনিধি, এমন একজন সম্ভ্রান্ত লোক যে প্রকৃতই সম্ভ্রান্ত।

হেসে বলল, 'আপনার নাম আমার পরিচিত মিঃ হোমস। আর আপনার আগমনের উদ্দেশ্য আমি জানি না সে ভানও করব না। আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করবার মত একটি-মাত্র ঘটনাই এখানকার আপিসে ঘটেছে। আপনি কার স্বপক্ষে কাজ করছেন, প্রশ্ন করতে পারি কি?'

হোমস জবাব দিল, 'মিঃ প্যার্সি ফেল্‌পসের পক্ষে।'

'আহা বেচারি ভাগ্নে আমার! বুঝতেই পারছেন, এই সম্পর্কের জন্যই তাকে কোনরকম আশ্রয় দেওয়া আমার পক্ষে আরও অসম্ভব হয়ে পড়েছে। আশংকা হচ্ছে, এই ঘটনা তার জীবনের উন্নতির পথে অত্যন্ত ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াবে।'

'কিন্তু দলিলটা যদি পাওয়া যায়?'

'আহা, তাহলে তো ভিন্ন কথা।'

'লর্ড হোল্ডহার্স্ট, আপনাকে দু'একটি প্রশ্ন করতে চাই।'

'আমার সাধ্যমত আপনাকে যে-কোন খবর জানাতে পারলে আমি খুশি হব।'

'এই ঘরেই কি দলিলটি নকল করবার নির্দেশ আপনি দিয়েছিলেন?'

'এই ঘরেই।'

'তাহলে নিশ্চয় অন্য কেউ সেটা শুনতে পায় নি?'

'সে প্রশ্নই ওঠে না।'

'চুক্তি-পত্রটি নকল করতে দেবার অভিপ্রায় আপনার আছে, একথা কি কখনও কাউকে বলেছিলেন?'

'কখনও না।'

'সেবিষয়ে আপনি নিশ্চিত?'

'পুরোপুরি।'

'দেখুন, আপনি যখন কাউকে বলেন নি, মিঃ ফেল্‌প্‌স্‌ও কখনও বলেন নি, এবং এবিষয়ে অন্য কেউ কিছু জানত না, তখন সে ঘরে চোরের উপস্থিতি নেহাৎই আকস্মিক। সুযোগ পেয়ে সে জিনিসটা হাতিয়ে নেয়।'

রাজপুরুষ হাসল। বলল, 'ওটা আমার এক্তিয়ারের বাইরে।'

হোমস একমুহূর্ত কি যেন ভেবে বলল, 'আপনার সঙ্গে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করতে চাই। শুনেছি আপনি আশংকা প্রকাশ করেছিলেন যে, এই চুক্তি-পত্রের বিবরণ ফাঁস হয়ে গেলে তার ফল খুবই ভয়াবহ হতে পারে।'

রাজপুরুষের মুখের উপর একটা ছায়া পড়ল। 'ফল সত্যি খুব ভয়াবহ।'

'সেরকম কিছু ঘটেছে কি?'

'এখনও ঘটে নি।'

'ধরুন, চুক্তি-পত্রটা যদি ফরাসী বা রুশ পররাষ্ট্র দপ্তরে পৌঁছে যেত, তাহলে আপনি সেটা শুনতে পেতেন?'

লর্ড হোল্ডহার্স্ট বিকৃতমুখে বলল, 'শোনা উচিত।'

'যেহেতু প্রায় দশ সপ্তাহ পার হয়ে গেল অথচ এবিষয়ে কিছুই শোনা যায় নি, সুতরাং এটা অনুমান করা অন্যায় হবে না যে কারণ যাই হোক চুক্তিপত্রটি তাদের হাতে পৌঁছয় নি?'

লর্ড হোল্ডহার্স্ট কাঁধ ঝাঁকুনি দিল।

'মিঃ হোমস, আমরা নিশ্চয়ই ভাবতে পারি না যে ফ্রেমে বাঁধিয়ে টাঙিয়ে রাখার জন্যই চোর সেটা চুরি করেছে।'

'হয় তো সে আরও ভাল দামের অপেক্ষায় আছে।'

'সে যদি আরও কিছুদিন অপেক্ষা করে তাহলে কোন দামই পাবে না। কয়েক মাস পরে চুক্তিপত্রটা আর গোপন থাকবে না।'

হোমস বলল, 'সেইটেই সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কথা। অবশ্য এরকমও ভাবা যেতে পারে যে চোর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিল—'

তার দিকে দ্রুত দৃষ্টি ঘুরিয়ে রাজপুরুষ প্রশ্ন করল, 'যেমন, মস্তিষ্কবিকারজনিত জ্বর, কি বলেন?'

অবিচলিত গলায় হোমস বলল, 'আমি সেকথা বলি নি। আচ্ছা লর্ড হোল্ডহার্স্ট, আপনার অনেকখানি মূল্য-

যান সময় নষ্ট করলাম, এবার বিদায় নিতে চাই।'

'অপরাধী যেই হোক, আপনার তদন্ত-কার্য যেন সফল হয়,' দরজায় দাঁড়িয়ে মাথা নুইয়ে আমাদের বিদায় জানাবার সময় সম্ভ্রান্ত লোকটি কথাগুলি বলল।

সেখান থেকে বেরিয়ে হোয়াইট হলে এসে হোমস বলল, 'চমৎকার লোকটি। কিন্তু ঠাঁট বজায় রাখতে তাকে অনেক লড়াই করতে হচ্ছে। লোকটি মোটেই ধনী নয়, অথচ দায়-দায়িত্ব অনেক। তুমি কি লক্ষ্য করেছ যে তার জুতো জোড়া রি-সোল করা হয়েছে? ওয়াটসন, তোমার নিজের কাজ ক্ষতি করে আর তোমাকে আটকে রাখব না। বিজ্ঞাপনের জবাব না পাওয়া পর্যন্ত আজ আর কিছুই করব না। তবে আজ যে ট্রেনে গিয়েছিলাম সেই একই ট্রেনে কালও তুমি যদি আমার সঙ্গে ওকিং যাও তাহলে খুবই বাধিত হব।'

কথামত পরদিন সকালে তার সঙ্গে দেখা করলাম এবং একসঙ্গে ওকিং যাত্রা করলাম। সে জানাল, বিজ্ঞাপনের কোন জবাব আসে নি এবং সে কেসের উপর নতুন করে কোনরকম আলোকপাতও হয় নি। সে ইচ্ছা করলেই মুখের উপর রেড ইণ্ডিয়ানসুলভ এমন একটা অবিচলিতভাব আনতে পারে যে তাকে দেখে বুঝতেই পারলাম না, কেস-টার ব্যাপারে সে খুশি, কি অখুশি। মনে পড়ছে, সে কথা বলেছিল শুধু পরিমাপের বার্টিলন-পদ্ধতি নিয়ে এবং ফরাসী পণ্ডিতের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিল।

মক্কেলকে তার বিশ্বস্ত নার্সের হেপাজতেই পাওয়া গেল, তবে দেখতে আগের চাইতে অনেকটা ভাল। আমরা ঢুকতেই সে সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের অভ্যর্থনা করল। তাতে তার কোনরকম কষ্ট হল না।

'কোন খবর আছে?' সে সাগ্রহে প্রশ্ন করল।

হোমস বলল, 'যেমন ভেবেছিলাম, আমার রিপোর্ট নেতিবাচক। ফরবেসের সঙ্গে দেখা করেছি, আপনার মামার সঙ্গে দেখা করেছি, দু'একটা ধারাবাহিক তদন্তেও হাত দিয়েছি। তাতে কিছু ফল পাওয়া যেতে পারে।'

'আপনি তাহলে আশা ছাড়েন নি?'

'কোন মতেই না।'

মিস হ্যারিসন জোর গলায় বলে উঠল, 'একথা বলার জন্য ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। আমরা যদি সাহস ও ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করি, তাহলে সত্য প্রকাশিত হবেই।'

পুনরায় কোচে বসে ফেল্‌প্‌স্‌ বলল, 'আমাদের বলবার মত আপনার কিছু না থাকলেও আপনাকে বলবার মত আমাদের কিছু কথা আছে।'

'আমি আশা করেছিলাম তাই থাকবে।'

'সত্যি, গতরাতে একটা দুঃসাহসিক ঘটনা ঘটেছে। খুব সাংঘাতিক কিছুও হতে পারত। বলতে বলতে তার মুখের ভাব গম্ভীর হয়ে উঠল, তার চোখে ফুটে উঠল আতংকের মত একটা দৃষ্টি। সে বলল 'আপনি কি জানেন আমার অজ্ঞাতেই আমি একটা দানবীয় ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র হয়ে উঠেছি? আর আমার জীবন ও সম্মানই সে ষড়যন্ত্রের লক্ষ্য?'

'বটে!' হোমস জোর গলায় বলল।

'কথাটা শুনতে অবিশ্বাস্য, কারণ, আমি যতদূর জানি এ জগতে আমার কোন শত্রু নেই। কিন্তু গত রাতের অভিজ্ঞতা থেকে অন্য কোন সিদ্ধান্তেই তো আমি যেতে পারি না।'

'দয়া করে সেটা বলুন।'

'আপনার জানা দরকার যে গত রাতই প্রথম রাত যখন নার্স ছাড়াই ঘরে আমি একাকি ঘুমিয়েছি। এত ভাল বোধ করছিলাম যে ভাবলাম, নার্স না হলেও চলবে। অবশ্য ঘরে একটা নৈশ-আলো জ্বলছিল। দেখুন, ভোর প্রায় দুটো নাগাদ একটু হাল্কা ঘুম এসেছে এমন সময় হঠাৎ একটা ক্ষীণ শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল। ইঁদুর কাঠ কাটলে যেমন শব্দ হয় অনেকটা সেইরকম শব্দ। শব্দের ঐ কারণটাই অনুমান করে কিছুক্ষণ কান পেতে রইলাম। শব্দটা ক্রমেই বাড়তে লাগল। তারপর হঠাৎ জানালা থেকে একটা তীক্ষ্ণ ধাতব শব্দ বেরিয়ে এল। আমি বিস্ময়ে উঠে বসলাম। শব্দটা যে কিসের সেবিষয়ে কোন সন্দেহ রইল না। কোন একটা যন্ত্রকে জানালার শার্শির ফাঁক দিয়ে ঢুকিয়ে দেবার জন্যই প্রথম দিককার অস্পষ্ট শব্দটা হয়েছিল, আর দ্বিতীয় শব্দটা হয়েছিল খিলটাকে চাপ দিয়ে খুলতে গিয়ে।

'প্রায় দশ মিনিট চুপচাপ, ঐ শব্দে আমার ঘুম ভেঙ্গেছে কিনা বুঝবার জন্যই যেন লোকটি অপেক্ষা করছিল। তারপর জানালাটা ধীরে ধীরে খুলে যাবার একটা কেঁচর-কেঁচর শব্দ শুনতে পেলাম। আর সহ্য করতে পারলাম না, কারণ আমার স্নায়ুগুলো আর আগের মত নেই। বিছানা থেকে একলাফে গিয়ে জানালার খড়খড়ি খুলে ফেললাম। একটা লোক জানালায় গুঁড়ি মেরে বসে আছে। তাকে ভাল করে দেখতে পেলাম না, কারণ বিদ্যুৎগতিতে সে ছুটে চলে গেল। একটা জোব্বা ধরনের কিছু তার পরনে ছিল। তাতে তার মুখের নীচু দিকটাও ঢাকা ছিল; একটা বিষয়ে আমি নিশ্চিত যে তার হাতে একটা অস্ত্র ছিল।

মনে হল একটা লম্বা ছুরি। আমি স্পষ্ট দেখেছি, সে দোড় দেবার জন্য ঘুরে দাঁড়াতেই সেটা চক্ চক্ করে উঠেছিল।'

'খুব ইণ্টারেস্টিং', হোমস বলল। 'তারপর আপনি কি করলেন?'

'শরীরে জোর থাকলে সোজা তার পিছু নিতাম। কিন্তু তখনকার পরিস্থিতিতে আমি ঘণ্টা বাজিয়ে বাড়িশুদ্ধ সকলকে জাগিয়ে তুললাম তাতে কিছুটা সময় লাগল, কারণ ঘণ্টাটা বাজে রান্না-ঘরে আর চাকর-বাকররা সকলেই ঘুমোয় দোতলায়। যা হোক, আমি চীৎকার করতে লাগলাম, আর তাই শুনে জোসেফ নেমে এল এবং অন্য সকলকে জাগিয়ে তুলল। জোসেফ ও সহিস জানালার বাইরে ফুল-গাছ তলায় পায়ের দাগ দেখতে পায়, কিন্তু ইদানীং আব-হাওয়া এতই শুকনো চলেছে যে ঘাসের উপর দিয়ে সে চিহ্ন দেখে দেখে আর অগ্রসর হতে পারল না। তবে তারা বলেছে, রাস্তা বরাবর যে কাঠের বেড়াটা আছে তার একটা জায়গায় এমন চিহ্ন রয়েছে যাতে বোঝা যায় যে কেউ সেটার উপর চড়েছিল এবং তার ফলে রেলিং-এর মাথাটা ভেঙে গেছে। এখনও স্থানীয় পুলিশকে কিছু বলি নি, কারণ আমার মনে হল যে সকলের আগে আপনার পরামর্শ নেওয়া দরকার।'

www.boiRboi.net

আমাদের মক্কেলের এই কাহিনী শার্লক হোমসের উপর অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করল। চেয়ার ছেড়ে উঠে অসং-যত উত্তেজনায় সে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল।

এই দুঃসাহসিক ঘটনা তাকে বেশ কিছুটা নাড়া দিলেও ফেল্‌প্‌স্ হেসে বলল, 'দুর্ভাগ্য কখনও একা আসে না।'

হোমস বলল, 'আপনার প্রাপ্যই আপনি পেয়েছেন। আমার সঙ্গে বাড়িটার চারধারে একটু হাঁটতে পারবেন কি?'

'নিশ্চয়ই। একটু রোদ আমিও চাই। জেসেফও সঙ্গে থাকবে।'

'আর আমিও,' মিস হ্যারিসন বলে উঠল।

মাথা নেড়ে হোমস বলল, 'না, আমি চাই আপনি যেখানে আছেন ঠিক সেখানেই বসে থাকুন।'

ক্ষুব্ধ মনে তরুণী তার আসনে বসে পড়ল। তার ভাই অবশ্য আমাদের সঙ্গে যোগ দিল। চারজন একসঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। বাগান ঘুরে তরুণ কুটনীতিকের জানালার বাই-রের দিকটায় গেলাম। সে যেমন বলেছিল, ফুলগাছতলায় পায়ের চিহ্ন ছিল, কিন্তু সেগুলো অত্যন্ত অস্পষ্ট ও মোছা-মোছা। মুহূর্তের জন্য নীচু হয়ে সেগুলি দেখে হোমস কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

বলল, 'এর থেকে কিছু বোঝা যাবে বলে মনে হয় না। বরং চলুন, বাড়ির চারদিকটা ঘুরে দেখি, চোর বিশেষ করে এই ঘরটাই বেছে নিয়েছিল কেন। আমার তো মনে হয় বসবার ঘর বা খাবার ঘরের বড় বড় জানালার দিকেই তার নজর পড়া উচিত ছিল।'

মিঃ জোসেফ হ্যারিসন বলল, 'সেগুলো রাস্তা থেকে দেখা যায়।'

'হ্যাঁ, তা বটে। এই তো একটা দরজা রয়েছে। এটা দিয়ে তো ঢুকবার চেষ্টা করতে পারত। এ দরজাটা কোন্ কাজে ব্যবহার হয়?'

'যারা মালপত্র বেচতে আসে এটা তাদের দরজা। অবশ্য রাতের বেলায় এটা তালাবন্ধ থাকে।'

'এ ধরনের বিপদে কি এর আগে কখনও পড়েছেন?'

'কদাপি নয়,' আমাদের মক্কেল বলল।

'দামী বাসনপত্র কি বাড়িতে রাখেন? বা এমন কিছু যাতে চোরের নজর পড়তে পারে?'

'দামী কিছুই রাখা হয় না।'

পকেটে হাত ঢুকিয়ে এবং তার পক্ষে অস্বাভাবিক একটা ঔদাসিন্যের ভাব নিয়ে হোমস সারাটা বাড়ি ঘুরে দেখল। একসময়ে জোসেফ হ্যারিসনকে বলল, 'ভাল কথা, একটা জায়গা তো আপনি দেখেছেন যেখান দিয়ে লোকটা বেড়া টপকেছিল। চলুন তো জায়গাটা দেখি।'

যুবকটি আমাদের নিয়ে সেই জায়গাটায় গেল যেখানে বেড়ার উপরকার একটা কাঠের রেলিং ভেঙে গেছে। একটা কাঠের টুকরো ঝুলেও রয়েছে। হোমস টুকরোটা টেনে নিয়ে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখল।

'আপনি কি মনে করেন এটা কাল রাতে ভেঙেছে? টুকরোটা কিন্তু বেশ পুরনো দেখাচ্ছে, তাই নয় কি?'

'দেখে তো তাই মনে হয়।'

'ও পাশে কেউ যে লাফিয়ে পড়েছে সেরকম কোন চিহ্নও নেই। না, এখানে আর কিছু পাওয়া যাবে না। চলুন, শোবার ঘরে গিয়েই আলোচনা করা যাবে।'

ভাবী শ্যালকের হাতের উপর ভর দিয়ে পার্সি ফেল্‌প্‌স্ খুব ধীরে ধীরে হাঁটছিল। হোমস দ্রুতগতিতে বাগানটা কোণাকুণি পার হল। ফলে অন্যরা আসার অনেক আগেই আমরা শোবার ঘরের জানালার কাছে পৌঁছে গেলাম।

কঠোর ভঙ্গীতে হোমস বলল, 'মিস হ্যারিসন, আপনি যেখানে আছেন সারাটা দিন সেখানেই থাকবেন। যা কিছু ঘটুক, আপনি সারাটা দিন এখানেই থাকবেন। এটা অত্যন্ত

দরকারী।'

মেয়েটি সবিস্ময়ে বলল, 'নিশ্চয়ই মিঃ হোমস, আপনি চাইলে তাই করব।'

'যখন শুতে যাবেন এ ঘরের দরজায় বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে চাবিটা নিজের কাছে রাখবেন। কথা দিন, একাজ করবেন?'

'কিন্তু পার্সি?'

'তিনি আমাদের সঙ্গে লন্ডন যাবেন।'

'আর আমি এখানে থাকব?'

'তার জন্যই এটা দরকার। এতেই আপনি তার উপকার করতে পারবেন। শিগ্‌গির! কথা দিন!'

সে সম্মতি জানিয়ে ঘাড় নাড়ল। ঠিক তখনই অপর দুজন এসে হাজির হল।

ভাই ডেকে বলল, 'অ্যানি, ওখানে চুপচাপ বসে আছ কেন? বাইরে রোদ্দুরে এস।'

'না, ধন্যবাদ জোসেফ। আমার সামান্য মাথা ধরেছে। এই ঘরটা খুবই ঠাণ্ডা ও আরামদায়ক।'

আমাদের মক্কেল প্রশ্ন করল, 'মিঃ হোমস, এখন কি করতে চান?'

'দেখুন, এই ছোট ঘটনার তদন্ত করতে গিয়ে আমরা যেন মূল তদন্তের কথাটা ভুলে না যাই। আপনি যদি আমাদের সঙ্গে লন্ডনে আসতে পারেন, তাহলে আমার পক্ষে খুব সুবিধা হয়।'

'এখনি?'

'মানে, আপনার সুবিধামত যত তাড়াতাড়ি পারেন।'

'তাতে যদি আপনার সুবিধা হয়, আমি যাবার মত শক্তি সঞ্চয় করতে পেরেছি বলে মনে হয়।'

'সুবিধা? খুব বেশী সুবিধা হবে।'

'আপনি হয় তো আমাকে সেখানেই রাত কাটাতে বলবেন।'

'আমি সেই প্রস্তাবই করতে যাচ্ছিলাম।'

'তাহলে তো আমার রাতের বন্ধু যদি আবার আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে, তাহলে দেখবে পাখি উড়ে গেছে। মিঃ হোমস, আমরা সবাই এখন আপনার হাতের মুঠোয়, আপনি যা করতে বলবেন তাই করা হবে। আপনি কি চান, আমার দেখাশুনা করবার জন্য যোসেফ আমাদের সঙ্গে চলুক?'

'না, না; আপনি তো জানেন আমার বন্ধু ওয়াটসন একজন চিকিৎসক, সেই আপনাকে দেখবে। আপনি অনুমতি করেন তো, এখানে লাঞ্চ সেরে তিনজন একসঙ্গে শহরে যাত্রা করি।'

তার প্রস্তাবমতই সব ব্যবস্থা করা হল। হোমসের নির্দেশানুযায়ী মিস হ্যারিসন অবশ্য কোন ওজুহাত দেখিয়ে ঘর ছেড়ে গেল না। আমার বন্ধুর এই রণ-কৌশলের উদ্দেশ্য কি আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। একটা উদ্দেশ্য হতে পারে তরুণীটিকে ফেল্‌প্‌সের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা। স্বাস্থ্য ফিরে পাবার আনন্দে এবং কিছু কাজে অংশ নেবার সম্ভাবনায় খুশি হয়ে ফেল্‌প্‌স্‌ খাবার ঘরে আমাদের সঙ্গেই লাঞ্চ খেল। হোমস কিন্তু আরও একটা আকস্মিক বিস্ময় আমাদের জন্য হাতে রেখে দিয়েছিল। একসঙ্গে স্টেশন পর্যন্ত এসে আমাদের দুজনকে গাড়িতে তুলে দিয়ে সে শান্তভাবে জানাল যে, ওকিং ছেড়ে যাবার কোন অভিপ্রায় তার নেই।

সে বলল, 'যাবার আগে আরও দু' একটা বিষয় আমি পরিষ্কার করে নিতে চাই। মিঃ ফেল্‌প্‌স্‌, সেকাজে আপনার অনুপস্থিতিই বরং আমার সহায়ক হবে। ওয়াটসন, লন্ডনে পৌঁছে তুমি যদি সঙ্গে সঙ্গে এই বন্ধুটিকে নিয়ে বেকার স্ট্রীটে যাও এবং আমি হাজির না হওয়া পর্যন্ত তার সঙ্গে সেখানেই থাক, তাহলে আমি বাধিত হব। সৌভাগ্যক্রমে তোমরা দুজন স্কুল-জীবনের পুরনো বন্ধু, কাজেই অনেক কথাই তোমাদের বলার আছে। মিঃ ফেল্‌প্‌স্‌ আজ রাতটা বাড়তি শোবার ঘরটায় থাকতে পারবেন। কাল প্রাতরাশের সময়ই আমি তোমাদের সঙ্গে মিলতে পারব, কারণ ট্রেনটা আটটার সময় আমাকে ওয়াটারলু পৌঁছে দেবে।'

ফেল্‌প্‌স্‌ খেদের সঙ্গে বলে উঠল, 'কিন্তু লন্ডনে আমাদের তদন্তের কাজ কখন হবে?'

'সেটা কাল সকালে করা যাবে। আমি মনে করি, এই মুহূর্তে এখানে থাকা আমার পক্ষে অনেক বেশী জরুরী।'

গাড়িটা প্লাটফর্ম ছেড়ে চলতে শুরু করলে ফেল্‌প্‌স্‌ চেঁচিয়ে বলল, 'ব্রায়ারব্রীতে ওদের বলে দেবেন যে আগামীকাল রাতে আমি ফিরতে পারব বলে আশা করি।'

'আমার ব্রায়ারব্রী যাবার আশা খুবই কম', বলতে বলতে হোমস সানন্দে আমাদের লক্ষ্য করে হাত নাড়তে লাগল। আমরা বিদ্যুৎগতিতে স্টেশনটা পার হয়ে গেলাম।

পথে ফেল্‌প্‌স্‌ ও আমি ব্যাপারটা নিয়ে অনেক আলোচনা করলাম কিন্তু আমরা কেউ এই নতুন গতি-পরিবর্তনের কোন সন্তোষজনক কারণ বের করতে পারলাম না।

'আমার মনে হয় কাল রাতের চুরির কোন সূত্র সে খুঁজে বের করতে চায়, অবশ্য যদি চোর এসে থাকে। আমি কিন্তু তাকে সাধারণ চোর বলে মনে করি না।'

'তাহলে তোমার কি ধারণা?'

'আমার কথাকে তোমরা দুর্বল স্নায়ুর বিকার বলে মনে করতে পার, কিন্তু আমার বিশ্বাস, আমাকে ঘিরে একটা গভীর রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র চলেছে, এবং আমার বুদ্ধির অগম্য কোন না কোন কারণে ষড়যন্ত্রকারীদের লক্ষ্য আমার জীবন। কথাটা শুনতে বহুবাড়ম্বর ও অবাস্তব মনে হতে পারে কিন্তু ঘটনাগুলো বিচার করে দেখ। শোবার ঘরে তো লুঠ করবার মত কোন জিনিস পাবার আশা নেই, তবু চোর সেই ঘরেরই জানালা ভাঙবার চেষ্টা করবে কেন? আর হাতে একখানা লম্বা ছুরি নিয়েই বা সে আসবে কেন?'

'তুমি ঠিক জান, সেটা চোরের সিঁদকাটি নয়?'

'আরে না, একটা ছুরি। তার ফলার ঝকমকানি আমি স্পষ্ট দেখেছি।'

'কিন্তু এ রকম শত্রুতা নিয়ে তোমার পিছনে কেউ লাগবে কেন?'

'আঃ, সেইটেই তো সমস্যা।'

'দেখ, হোমসেরও যদি ঐ একই মত হয়, তাহলে তো তার কাজের একটা কারণ পাওয়াই যাচ্ছে; নয় কি? ধরো, তোমার ধারণাই যদি ঠিক হয়, তাহলে যে লোক কাল রাতে তোমার জীবননাশের চেষ্টা করেছিল, হোমস যদি আজ তাকে ধরতে পারে তাহলেই তো নৌ-চুক্তিটি কে নিয়েছে সেটা জানবার পথে সে অনেকটা এগিয়ে যেতে পারবে। তোমার দুজন শত্রু আছে, তাদের একজন দলিল চুরি করবে আর অপর জন তোমার প্রাণনাশের চেষ্টা করবে,—এটা ধারণা করা অবাস্তব।'

'কিন্তু মিঃ হোমস তো বললেন রায়ারস্ত্রী যাবেন না।'

'আমি বললাম, 'আমি তাকে বেশ কিছুদিন ধরে চিনি, যথেষ্ট কারণ ছাড়া সে কোন কাজ করে না।' তারপরই আমাদের আলোচনা বিষয়ান্তরে চলে গেল।

কিন্তু আমার পক্ষে দিনটা খুবই ক্লান্তিকর হয়ে উঠল। দীর্ঘ অসুস্থতার পর ফেল্‌প্‌স্‌ তখনও খুব দুর্বল; সাম্প্রতিক দুর্ভাগ্য তাকে আরও খুঁতখুঁতে ও স্নায়বিক বিকারগ্রস্ত করে তুলেছে। তার মনকে এই ব্যাপার থেকে সরিয়ে নেবার জন্য আফগানিস্তান, ভারতবর্ষ, সামাজিক সমস্যা এবং আরও অনেক কিছুর প্রতি তার মনোযোগ আকর্ষণের জন্য বৃথাই আমি চেষ্টা করে গেলাম; সে ঘুরে ফিরে সেই একই হারানো চুক্তিপত্রের কথায়ই ফিরে যায়; শুধু চিন্তা করে, কল্পনা করে, অনুমান করে হোমস কি করছে, লর্ড হোল্ডহার্স্ট কি করছে, সকালে কি সংবাদ আমরা পাব। সন্ধ্যা যতই গড়িয়ে যেতে লাগল, তার উত্তেজনাও ক্রমেই যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠল।

প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, হোমসের উপর আপনার যথেষ্ট ভরসা আছে তো?'

'আমি তাকে অদ্ভুত অদ্ভুত সব কাজ করতে দেখেছি।'

'কিন্তু এ রকম অন্ধকারে ঢাকা কোন কিছুর উপর তো তাকে কখনও আলোকপাত করতে হয় নি?'

'হ্যাঁ হয়েছে; আমি জানি সে এমন সব সমস্যার সমাধান করেছে যেখানে তোমার কেসের চাইতেও কম সূত্র তার হাতে ছিল।'

'কিন্তু আর কোথাও তো এতবড় স্বার্থ জড়িত ছিল না?'

'স্বার্থ কতটা আমি জানি না। তবে এটা নিশ্চিত জানি, ইওরোপের তিনটি রাজ-পরিবারের খুবই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নিয়েও সে কাজ করেছে।'

'কিন্তু ওয়াটসন, তুমি তো তাকে ভাল করেই জান। তিনি এমনই একটি দুর্বোধ্য মানুষ যে তার সম্বন্ধে আমি ঠিক ঠিক ভাবতেই পারি না। তুমি কি মনে কর, আশা আছে? তুমি কি মনে কর, এ ব্যাপারে তিনি সফল হবেন বলে আশা করেন?'

'সে তো কিছুই বলে নি।'

'সেটাই তো খারাপ লক্ষণ।'

'বরং ঠিক উল্টো। আমি দেখেছি, যখন সে ভুল পথে যায়, তখন সাধারণতঃ সেকথা বলে দেয়। কিন্তু যখন সে একটা গন্ধ পায়, অথচ সেটাই যে ঠিক সেবিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হতে পারে না, তখনই সে অত্যন্ত স্বল্পবাক হয়ে ওঠে। কিন্তু ভাই, আমরা এ নিয়ে ভেঙে পড়লে তো অবস্থার সুরাহা হবে না; কাজেই আমার অনুরোধ রাখ, এখন শুতে যাও এবং সকালে বেশ তাজা মন নিয়ে অবস্থার মোকাবিলার জন্য তৈরী হয়ো।'

শেষ পর্যন্ত সঙ্গীটিকে আমার পরামর্শমত কাজ করাতে পারলাম বটে, কিন্তু আমি জানতাম যে সে যে পরিমাণ উত্তেজিত হয়ে আছে তাতে ঘুমের খুব আশা নেই। আসলে, তার মানসিক অবস্থা বুঝে আমার মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল, কারণ আমি নিজেও অর্ধেক রাত পর্যন্ত বিছানায় এপাশ-ওপাশ করে কাটালাম, বিচিত্র সমস্যাটা নিয়ে অনেক ভাবলাম। শুয়ে শুয়ে অভিমত খাড়া করলাম, আবার তাদের প্রত্যেকটি আগেরটার চাইতে অধিকতর অসম্ভব বলে বাতিল করে দিলাম। কিন্তু হোমস ওকিং-এ থেকে গেল কেন? মিস হ্যারিসনকেই বা সারাদিন রোগীর ঘরে থাকতে বলল কেন? সে যে রায়ারস্ত্রীর লোকজনদের কাছাকাছিই থাকতে চায় সেটা সেখানকার লোকজনরা যাতে জানতে না পারে সে ব্যাপারেই বা সে এতটা সতর্ক হয়েছে

কেন? এ সব কিছুকে বুঝবার মত একটা ব্যাখ্যা আবিষ্কারের চেষ্টায় মাথায় লাঠি মারতে মারতে একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম।

যখন ঘুম ভাঙ্গল তখন সাতটা বাজে। সঙ্গে সঙ্গে ফেল্‌প্‌সের ঘরে গেলাম। সারা রাত না ঘুমোনোর ফলে সে আরও হতশ্রী ও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তার প্রথম প্রশ্নই হল, হোমস ফিরেছে কিনা।

আমি বললাম, 'সে যখন আসবে বলেছে ঠিক তখনই আসবে, একমুহূর্ত আগেও নয়, পরেও নয়।'

আমার কথাই ঠিক হল। আটটার একটু পরেই একখানা গাড়ি একেবারে দরজার গায়ে এসে দাঁড়াল, আর তা থেকে নামল আমাদের বন্ধু। জানালায় দাঁড়িয়ে আমরা দেখলাম, তার বাঁ হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা এবং মুখটা শক্ত ও ফ্যাকাসে। সে বাড়িতে ঢুকল, কিন্তু দোতলায় উঠে আসতে বেশ একটু দেরী হল।

ফেল্‌প্‌স্‌ চেঁচিয়ে বলল, 'তাকে একটি বিধ্বস্ত লোকের মত দেখাচ্ছে।'

আমি স্বীকার করতে বাধ্য হলাম যে তার কথাটা ঠিক। বললাম, 'তবে আসল সূত্র হয় তো এই শহরেই রয়েছে।'

ফেল্‌প্‌স্‌ আর্তনাদ করে উঠল।

বলল, 'জানি না সেটা কি; তবে তার ফিরে আসায় আমি অনেক কিছু আশা করেছিলাম। কিন্তু গতকাল তার হাতটা কি ওভাবে বাঁধা ছিল? ব্যাপার কি?'

বন্ধু ঘরে ঢুকলে আমি প্রশ্ন করলাম, 'তুমি আহত হও নি তো হোমস?'

মাথা নেড়ে আমাদের দুজনকে গুড মর্ণিং জানিয়ে সে জবাবে বলল, 'ধ্যুৎ, নিজের অসাবধানতার ফলেই একটুখানি ছড়ে গেছে মাত্র। মিঃ ফেল্‌প্‌স্‌, আজ পর্যন্ত যত কেসের তদন্ত করেছি আপনার এই কেস তাদের মধ্যে জঘন্যতম।'

'আমিও আশংকা করেছিলাম যে আপনি এটার নাগাল পাবেন না।'

'অভিজ্ঞতা যা হয়েছে সেটা কিন্তু খুবই উল্লেখযোগ্য।'

আমি বললাম, 'ব্যাণ্ডেজটা তো দুঃসাহসিক অভিযানের কথাই বলছে। আসলে কি ঘটেছে বলবে কি?'

'প্রাতরাশের পরে হবে ভাই ওয়াটসন। মনে রেখ আজই সকালে দীর্ঘ তিরিশ মাইল আমি সারের বাতাস খেতে খেতে আসছি। কোচয়ানের বিজ্ঞাপনের কোন জবাব বোধ হয় আসে নি? ঠিক আছে, ঠিক আছে, সবগুলিই যে লাগবে তা তো আশা করা চলে না।'

টেবিল পাতাই ছিল। আমি ঘণ্টা বাজাতে যাচ্ছি, এমন সময় মিসেস হাডসন চা ও কফি নিয়ে ঘরে ঢুকল। কয়েক মিনিট পরেই সে খাবারগুলো নিয়ে এল, আর আমরাও টেবিলটা ঘিরে বসে পড়লাম,—হোমস কাক-ক্ষুধার্ত, আমি কৌতূহলী, আর ফেল্‌প্‌স্‌ গোমড়া-মুখ।

মুরগীর ঝোলের পাত্রটা খুলে হোমস বলল, 'মিসেস হাডসন অবস্থা বুঝেই ব্যবস্থা করেছেন। তার খাদ্য-তালিকাটি ছোট, কিন্তু প্রাতরাশ সম্পর্কে তার ধারণা একটি স্কচ স্ত্রীলোকেরই উপযুক্ত। ওয়াটসন, তোমার ওটায় কি আছে?'

'শূকর-মাংস ও ডিম,' আমি জবাব দিলাম।

'খুব ভাল! আপনি কি নেবেন মিঃ ফেল্‌প্‌স্‌: মুরগির ঝোল, ডিম, না কি নিজেই ইচ্ছামত তুলে নেবেন?'

'ধন্যবাদ, আমি কিছু খাব না', ফেল্‌প্‌স্‌ বলল।

'আরে, সে কি হয়! আপনার সামনের পাত্রটাই চেখে দেখুন।'

'ধন্যবাদ, সত্যি আমি খেতে পারব না।'

চোখে দুষ্টুমির হাসি ফুটিয়ে হোমস বলল, 'ঠিক আছে। কিন্তু আমাকে সাহায্য করতে কোন আপত্তি নেই তো?'

ফেল্‌প্‌স্‌ ঢাকনাটা তুলল। তুলেই চীৎকার করে উঠল। যে প্লেটটার দিকে সে হাঁ করে তাকিয়ে রইল তার মুখটাও তখন সেইরকমই সাদা হয়ে গেছে। প্লেটের ঠিক মাঝখানে রয়েছে গোল করে পাকানো একখণ্ড নীলাভ ধূসর কাগজ। সেটাকে তুলে নিয়ে দুই চোখ দিয়ে সে যেন গিলতে লাগল; তারপর সেটাকে বুকে চেপে ধরে আনন্দে চেঁচাতে চেঁচাতে ঘরময় নেচে বেড়াতে লাগল। তারপর একটা হাতলওয়ালা চেয়ারে বসে পড়ল। নিজের আবেগেই এতদূর দুর্বল ও ক্লান্ত হয়ে পড়ল যে পাছে সে মূর্ছিত হয়ে পড়ে সেই আশংকায় আমরা তার গলায় ব্র্যাণ্ডি ঢেলে দিলাম।

তার কাঁধটা চাপড়াতে চাপড়াতে হোমস সান্ত্বনার স্বরে বলল, 'ঠিক আছে! ঠিক আছে! এটাকে আপনার সামনে হঠাৎ তুলে দেওয়াটা ঠিক হয় নি। কিন্তু ওয়াটসনই আপনাকে বলে দেবে যে, একটু নাটকীয়তার লোভ আমি সামলাতে পারি না।'

ফেল্‌প্‌স্‌ তার হাতখানি ধরে চুম্বন করল। চেঁচিয়ে বলল, 'ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। আপনি আমার সম্মান রক্ষা করেছেন।'

হোমস বলল, 'আরে, আমার নিজের সম্মানই যে যেতে

বসেছিল। নিশ্চিত জানবেন, একটা কমিশনকে ভণ্ডুল করাটা আপনার কাছে যেমন ঘৃণার্হ, একটা সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ হওয়াটা আমার কাছে তেমনই ঘৃণার্হ।

মূল্যবান দলিলটাকে ফেল্‌প্‌স্‌ তার কোটের একেবারে ভিতরকার পকেটে ঢুকিয়ে রাখল।

'আপনার প্রাতরাশে আর বাধার সৃষ্টি করতে আমি চাই না ; তবু এটাকে কি করে পেলেন এবং এটা কোথায় ছিল, সেকথা জানবার জন্য আমি যেন মরে যাচ্ছি।'

শার্লক হোমস এক কাপ কফি খেয়ে শূকর-মাংস ও ডিমে মনোনিবেশ করল। তারপর উঠে পাইপটা ধরিয়ে আবার চেয়ারে স্থির হয়ে বসল।

'প্রথমে কি করলাম এবং পরে কিভাবে কাজ হাসিল করলাম সবই বলব। আপনাদের স্টেশনে ছেড়ে দিয়ে সারে-র আশ্চর্য সুন্দর দৃশ্যাবলী দেখতে দেখতে হাঁটতে লাগলাম এবং সুন্দর ছোট গ্রাম রিপ্লে-তে গিয়ে একটা সরাইখানায় ঢুকে এক পেয়ালা চা খেলাম। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে সেখান থেকেই ফ্লাস্কটা ভরে নিলাম এবং এক প্যাকেট স্যাণ্ডউইচ পকেটে পুরলাম। সন্ধ্যা পর্যন্ত সেখানে কাটিয়ে আবার ওকিংয়ের পথে যাত্রা করলাম, এবং সূর্যাস্তের ঠিক পরেই ব্রায়ারব্রীর অদূরস্থ বড় রাস্তায় হাজির হলাম।

'রাস্তাটা জনশূন্য হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে রইলাম—মনে হয় রাস্তাটায় কোন সময়ই বেশী লোক চলাচল করে না—এবং তারপর বেড়া টপকে মাঠে নামলাম।

'দরজাটা নিশ্চয় খোলা ছিল ?' ফেল্‌প্‌স্‌ তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করল।

'তা ছিল ; তবে এসব ব্যাপারে আমার একটা অদ্ভুত রুচি আছে। যেখানে তিনটে ফার গাছ দাঁড়িয়ে আছে আমি সেই জায়গাটা বেছে নিলাম এবং তাদের আড়ালে থেকে এমনভাবে দেওয়ালটা পার হলাম যাতে বাড়ির কেউ আমাকে দেখতে না পায়। অপর দিককার ঝোপগুলোর ভিতরে ঢুকে পড়ে হামাগুড়ি দিয়ে একটার পর একটা ঝোপ পার হলাম—আমার ট্রাউজারের হাঁটুর কাছটার অভদ্র অবস্থাটা দেখুন—এবং শেষ পর্যন্ত আপনার শোবার ঘরের জানালার ঠিক বিপরীত দিককার রডোড্রেনড্রন গাছগুলোর কাছে পৌঁছে গেলাম। সেখানেই শুয়ে পড়ে পরবর্তী অবস্থার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

'আপনার ঘরের খড়খড়ি নামানো ছিল না। দেখলাম, মিস হ্যারিসন টেবিলে বসে পড়ছেন। পৌনে দশটার সময় তিনি বই বন্ধ করে, খড়খড়ি আটকে দিয়ে চলে গেলেন। তার দরজা বন্ধ করার শব্দ শুনতে পেলাম, তিনি যে তালায় চাবিটা ঘোরালেন তাও নিশ্চিত বুঝতে পারলাম।

'চাবি ?' ফেল্‌প্‌স্‌ আবেগের সঙ্গে বলে উঠল।

'হ্যাঁ, মিস হ্যারিসনকে আমিই নির্দেশ দিয়ে এসেছিলাম, শুতে যাবার সময় তিনি যেন দরজাটায় বাইরে থেকে তালা দিয়ে চাবিটা সঙ্গে নিয়ে যান। আমার প্রতিটি নির্দেশ তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। তার সহযোগিতা না পেলে ও কাগজটা আপনার কোটের পকেটে ঢুকত না। তিনি চলে গেলেন, আলো নিভে গেল, আর আমি রডোড্রেনড্রন ঝোপের মধ্যে পড়ে রইলাম।

'রাতটা ছিল সুন্দর ; তবু এভাবে অপেক্ষা করে থাকা খুবই ক্লান্তিকর। অবশ্য জলার ধারে শিকারের জন্য অপেক্ষা করার সময় শিকারী যে উত্তেজনা অনুভব করে এ কাজেও সেই ধরনের উত্তেজনার স্পর্শ পাওয়া যায়। বড় দীর্ঘ সে প্রতীক্ষা—কি জান ওয়াটসন, 'বিচিত্রিত বন্ধনী' (Speckled Band)-র ছোট সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে সেই মারাত্মক ঘরে তুমি আর আমি যেরকম দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করেছিলাম ঠিক সেই রকম। ওকিং এর গীর্জায় একটা ঘড়ি আছে। সেটা প্রতি পনেরো মিনিট অন্তর বাজে। একাধিকবার আমার মনে হয়েছে যে, ঘড়িটা বুঝি বন্ধ হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত ভোর দুটো নাগাদ হঠাৎ হুড়কো সরাবার একটা মৃদু শব্দ এবং চাবির কেঁচর-কেঁচর শব্দ শুনতে পেলাম। মুহূর্তকাল পরে চাকরদের দরজাটা খুলে গেল এবং মিঃ জোসেফ হ্যারিসন চাঁদের আলোয় বাইরে এসে দাঁড়াল।'

'জোসেফ !' ফেল্‌প্‌স্‌ চেঁচিয়ে উঠল।

'তার মাথাটা খালি হলেও একটা কালো আলখাল্লা এমনভাবে ঘাড়ের উপর দিয়ে পড়েছে যাতে বিপদ দেখা দেওয়ামাত্র মুখটা ঢেকে ফেলা যায়। দেওয়ালের ছায়ার আড়ালে সে পা টিপে টিপে হেঁটে জানালায় পৌঁছেই একটা লম্বা ফলাওয়ালা ছুরি শার্শির ফাঁক দিয়ে ঢুকিয়ে দিয়ে খিলটায় চাপ দিতে লাগল। জানালাটা খুলে যেতেই ছুরিটাকে খড়খড়ির ফাটলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে হুড়কোটাকে উপরের দিকে ঠেলে দিয়ে সেটাকে সম্পূর্ণ খুলে ফেলল।

আমি যেখানটায় শুয়েছিলাম সেখান থেকে ঘরের ভিতরটা এবং তার প্রতিটি চলাফেরা বেশ স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছিলাম। ম্যান্টেলপিসের উপর রাখা মোমবাতি দুটো জ্বালিয়ে দরজাটার কাছাকাছি এগিয়ে দিয়ে কার্পেটের কোণটা তুলে ধরল। নীচু হয়ে সেখান থেকে একটুকরো

চৌকো বোর্ড তুলে নিল, সাধারণত যে ধরনের কাঠের টুকরো জল-কলের মিস্ত্রিরা গ্যাসপাইপের সংযোগ খুলবার জন্য ব্যবহার করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে এই টুকরোটা দিয়েই নীচে রান্নাঘরে গ্যাস সরবরাহের পাইপটা যেখান থেকে বেরিয়ে গেছে সেই T সংযোগটা খোলা হল। তখন সে সেই গুপ্তস্থান থেকে গোলা-পাকানো কাগজটা টেনে বের করে নিল, এবং তারপর কার্পেটটা ঠিকঠাক করে মোমবাতিদুটো নিভিয়ে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সোজা এসে ধরা দিল আমার দুই বাহুর মধ্যে কারণ আমি তো জানালার বাইরে তার প্রতীক্ষায়ই দাঁড়িয়ে ছিলাম।

'দেখুন, এই মাস্টার জোসেফকে আমি যতটা শয়তান ভেবেছিলাম সে তার চাইতেও বড় শয়তান। ছুরি বাগিয়ে সে আমাকে আক্রমণ করল। দুইবার তাকে মাটিতে ফেলে দিলাম, আমার হাতটা কেটে গেল, তবে তাকে বাগে আনতে পারলাম। লড়াইয়ের পরেই তার যে চোখটা অক্ষত ছিল তাতে যেন 'খুন' ঠিকরে বেরুতে লাগল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে আমার কথা মেনে নিয়ে কাগজগুলো দিয়ে দিল। মাল হাতে পেয়ে তাকে ছেড়ে দিলাম। তবে আজ সকালেই ফরবেসকে 'তার' করে সব কথা জানিয়ে দিয়েছি। সে যদি তড়িঘড়ি এসে পাখিকে পাকড়াও করতে পারে তো খুব ভাল। কিন্তু যদি, আমি তো সেই সন্দেহই করছি, সে দেখে যে পৌঁছবার আগেই বাসা খালি হয়ে গেছে তবে সেটা তো সরকারের পক্ষে আরও ভাল। আমি তো মনে করি, কি লর্ড হোল্ডহার্স্ট, কি মিঃ পার্সি ফেল্‌প্‌স্‌ দুজনই চাইবেন যে ব্যাপারটা যেন পুলিশ আদালত পর্যন্ত না গড়ায়।'

আমাদের মক্কেল ঢোক গিলে বলল, 'হে ঈশ্বর! আপনি কি বলতে চান, এই যন্ত্রণাবিদ্ধ দীর্ঘ দশ সপ্তাহকাল ধরে চুরি-করা কাগজ-পত্র আমারই ঘরে আমার পাশেই ছিল?'

'তাই ছিল।'

'আর জোসেফ! জোসেফ একটা শয়তান! একটা চোর!'

'হুম! আমার তো ভয়, তার চেহারা দেখে বোঝা না গেলেও জোসেফের চরিত্র অত্যন্ত বিপজ্জনক। আজ সকালে তার কাছ থেকে যা শুনেছি তাতে তো দেখা যাচ্ছে স্টক-মার্কেটে মোটা লোকসান দিয়ে এখন নিজের ভাগ্য ফেরাতে সে যা কিছু করতে প্রস্তুত। লোকটা অত্যন্ত স্বার্থপর। তাই সুযোগ পাওয়ামাত্র সে তার বোনের সুখ বা আপনার সুনাম কোনটাকেই পরোয়া করে নি।'

পার্সি ফেল্‌প্‌স্‌ চেয়ারে হেলান দিয়ে শুয়ে পড়ল। বলল, 'আমার মাথা ঘুরছে; আপনার কথা আমাকে হতচকিত করে দিয়েছে।'

নীতিশিক্ষার ভঙ্গীতে হোমস মন্তব্য করল, 'আপনার কেসে অনেক বেশী প্রমাণ থাকাটাই ছিল তার প্রধান অসুবিধা। ভাবান্তর প্রমাণগুলি আসল প্রমাণকে চেপে রেখে-ছিল। যেসব ঘটনা আমাদের সামনে উপস্থাপিত হয়েছিল, তার ভিতর থেকে প্রয়োজনীয়গুলিকে বেছে নিয়ে সেগুলি-কে পরপর একসঙ্গে জুড়ে দিয়ে এই উল্লেখযোগ্য ঘটনা শৃঙ্খল গড়ে তুললাম। প্রথম থেকেই জোসেফের উপর আমার সন্দেহ পড়েছিল। তার কারণ সেদিন রাতে তার সঙ্গে একত্রে বাড়ি ফিরবার ইচ্ছা আপনার ছিল এবং সে-ক্ষেত্রে যেহেতু পররাষ্ট্র দপ্তরটা সে ভালই চেনে তার পক্ষে ফেরার পথে একবার আপনার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। তারপর যখন শুনলাম, কেউ একজন শোবার ঘরটাতে ঢুকতে খুবই উৎসুক, অথচ একমাত্র জোসেফের পক্ষেই সে ঘরে কিছু লুকিয়ে রাখা সম্ভব—আপনার বিবৃতিতেই বলেছিলেন যে আপনি ডাক্তারকে নিয়ে বাড়ি ফিরবার পরেই জোসেফকে অন্য ঘরে সরিয়ে দিয়ে-ছিলেন—তখনই আমার সন্দেহ নিশ্চিতরূপ নিল, বিশেষ করে নার্সের অনুপস্থিতির সুযোগেই যখন ঘরে ঢুকবার প্রথম চেষ্টাটা করা হয়েছিল, আর তাতেই বুঝতে পেরে-ছিলাম যে, অন্যায়-প্রবেশকারী বাড়ির সব খোঁজখবরই রাখে।

'আমি কী কানা!'

'আমার বিচার-বুদ্ধিমতে এ কেসের ঘটনাগুলি এই রকমঃ এই জোসেফ হ্যারিসন চার্লস স্ট্রীটের দিককার দরজা দিয়ে দপ্তরে ঢোকে এবং পথ জানা থাকায় আপনি ঘর থেকে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই আপনার ঘরে ঢুকে পড়ে। সেখানে কাউকে না দেখে ঘণ্টাটা বাজায়, আর ঠিক সেই মুহূর্তেই টেবিলের উপরের কাগজটা তার নজরে পড়ে। একটু চোখ বুলিয়েই সে বুঝতে পারে যে আকস্মিকভাবেই একটা বহুমূল্যবান রাষ্ট্রীয় দলিল তার হাতে এসে পড়েছে। তখন সে বিদ্যুৎগতিতে সেটাকে পকেটে পুরেই ঘর থেকে চলে যায়। আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে, ঘুমন্ত পিওন যখন ঘণ্টার ব্যাপারটা আপনাকে বলে তখন বেশ কয়েক মিনিট পার হয়ে গেছে এবং সেই ফাঁকে চোর হাওয়া হয়ে গেছে।

'সে প্রথম ট্রেন ধরেই ওকিং-এ ফিরে আসে এবং চুরির মাল পরীক্ষা করে যখন বুঝতে পারে যে তার মূল্য অনেক, তখন একটা নিরাপদ জায়গায় সেটাকে লুকিয়ে রাখে। তার ইচ্ছা ছিল, দু'একদিনের মধ্যেই সেটাকে বের করে নিয়ে ফরাসী দূতাবাসে, বা অন্য যেখানে গেলে আরও বেশী দাম পাওয়া যাবে সেখানে নিয়ে যাবে। এমন সময় ঘটল আপনার

www.boiRboi.net

আকস্মিক প্রত্যাবর্তন। মুহূর্তমাত্র সময় না দিয়ে তাকে তল্পি-তল্পাসহ ঘর থেকে সরিয়ে দেওয়া হল, আর সেই থেকে অন্তত আপনারা দুজন সে ঘরে সারাক্ষণ থেকেছেন বলে সে তার সম্পত্তি হস্তগত করবার কোনরকম সুযোগই পায় নি। এ পরিস্থিতি তাকে পাগল করে তুলল। অবশেষে তার মাথায় একটা ফন্দি এল। চুরি করে ঘরে ঢুকবার চেষ্টা করল, কিন্তু আপনি সজাগ থাকায় সে চেষ্টাও ব্যর্থ হল। আপনার হয় তো মনে আছে, সেরাতে আপনার স্বাভাবিক পানীয়টুকুও আপনি গ্রহণ করেন নি।'

'মনে আছে।'

'মনে হয়, সেই পানীয়কে কার্যকরী করার কোনরকম ব্যবস্থা সে করেছিল এবং সেইজন্যই ভরসা করেছিল যে সেরাতে আপনি অচৈতন্য হয়েই থাকবেন। অবশ্য আমি আরও বুঝতে পারলাম যে নিরাপদে যখনই সম্ভব হবে তখনই সে আবার ঐ একই চেষ্টা করবে। আপনি ঘর ছেড়ে যাওয়ায় বাঞ্ছিত সুযোগটি তার হাতে এসে গেল। মিস হ্যারিসনকে সারাদিন সেই ঘরে রেখে দিয়েছিলাম, যাতে আমরা ফিরে যেতে পারি একথা তার মনে না আসে। তারপর চারদিক পরিষ্কার হয়ে গেছে এই ধারণাটা তার মনে ঢুকিয়ে দিয়ে আমি পূর্ব-বর্ণনামত সব দিক নজর রাখলাম। আমি জানতাম যে কাগজগুলো সম্ভবত ঘরের মধ্যেই আছে, কিন্তু সেগুলির খোঁজে সমস্ত ঘরের পাটাতন ও দেওয়াল ভেঙে তচনচ করতে আমি চাই নি। তাই গুপ্তস্থান থেকে সেটা বের করবার সুযোগ দিয়ে নিজেকে অনেক ঝামেলার হাত থেকে বাঁচালাম। আর কোন বিষয়ে কি বুঝিয়ে বলতে হবে?'

আমি প্রশ্ন করলাম, 'দরজা দিয়েই যখন ঢুকতে পারত প্রথম রাতে সে জানালা দিয়ে ঢুকবার চেষ্টা করেছিল কেন?'

'দরজায় পেঁছতে তাকে সাতটা শোবার ঘর পেরিয়ে যেতে হবে। অপর পক্ষে খুব সহজেই সে বাগানের পথে বেরিয়ে যেতে পারবে। আর কিছু?'

ফেল্‌প্‌স্‌ প্রশ্ন করল, 'আপনি কি মনে করেন না যে তার কোনরকম খুনের অভিপ্রায় ছিল? ছুরিটা নেহাৎই একটা অস্ত্রমাত্র।'

কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে হোমস বলল, 'তা হতে পারে আমি শুধু এইটুকু নিশ্চিত করে বলতে পারি যে, মিঃ জোসেফ হ্যারিসন এমন এক ভদ্রসন্তান যার করুণার উপর আস্থা স্থাপন করতে আমি সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক।'

শেষ সমস্যা
The Final Problem

যে অনন্যসাধারণ গুণাবলীতে আমার বন্ধু শার্লক হোমস বিভূষিত তারই লিপিকার হিসাবে এই শেষ কথাগুলি লিখবার জন্য ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আজ কলম ধরেছি। 'রক্ত সমীক্ষা' (Study in Scarlet)-র সমকালে তার সঙ্গে আকস্মিক পরিচয়ের দিনটি থেকে 'নৌ-চুক্তি' (Naval Treaty) -তে তার হস্তক্ষেপের সন্দেহাতীত ফলস্বরূপ একটি গুরুতর আন্তর্জাতিক জটিলতার অবসান ঘটেছিল সেই সময় পর্যন্ত তার সঙ্গে থেকে যেসব বিচিত্র অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল, সামঞ্জস্যহীনভাবে এবং আমার মতে অত্যন্ত অক্ষম হাতে তার কিছু কিছু বিবরণ লিপিবদ্ধ করবার চেষ্টা আমি করেছি। আমার ইচ্ছা ছিল সেখানেই ইতি টানব এবং যে ঘটনা আমার জীবনে এতখানি শূন্যতার সৃষ্টি করেছে যে দুটি বৎসর পার হয়ে যাবার পরেও তার এতটুকুও পূর্ণ হল না সে ঘটনা সম্পর্কে কিছুই বলব না। কিন্তু কর্ণেল জেমস মরিয়ার্টি তার সাম্প্রতিক সব চিঠিতে যেভাবে তার ভাইয়ের স্মৃতিকে সমর্থন করে চলেছে তাতে পুনরায় কলম ধরতে আমি বাধ্য হয়েছি। ঘটনাগুলি ঠিক যেভাবে ঘটেছিল সেটা জনসাধারণের সামনে উপস্থিত করা ছাড়া আমার অন্য উপায় নেই। সে ব্যাপারে প্রকৃত সত্য একমাত্র আমিই জানি। আমি আরও জানি যে, আজ এমন সময় এসেছে যখন সে ঘটনাবলীকে অপ্রকাশিত রাখলে কোন শুভ উদ্দেশ্যই সাধিত হবে না। আমি যতদূর জানি, সংবাদপত্রে মাত্র তিনটি বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে ; ১৮৯১ সালের ৬ই মে তারিখের জার্নাল দ্য জেনিভ-এ, ৭ই মে তারিখে ইংরেজী সংবাদপত্রে প্রকাশিত রয়টার-এর প্রতিবেদনে এবং সর্বশেষ যে চিঠিগুলোর উল্লেখ করেছি তাতে তার মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় বিবরণ ছিল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, আর শেষেরটাতে ঘটনাকে যে সম্পূর্ণভাবে বিকৃত করা হয়েছে সেটাই আমি দেখাতে চাই। অধ্যাপক মরিয়ার্টি ও মিঃ শার্লক হোমসের মধ্যে আসলে কি ঘটেছিল সেকথা আমিই সর্বপ্রথম প্রকাশ করেছি।

স্মরণ থাকতে পারে যে, বিয়ের পরে এবং চিকিৎসা-ব্যবসায় শুরু করার পরে হোমস ও আমার মধ্যে একসময় যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তাতে কিছুটা ভাঁটা পড়ে। যদিও তার তদন্তকার্যে একজন সঙ্গীর প্রয়োজন বোধ করলেই সে মাঝে-মধ্যে আমার কাছে আসত, কিন্তু সেধরনের দেখাসাক্ষাৎ ক্রমেই এতদূর কমে এল যে ১৮৯০ সালের পুরো একটি বছরে মাত্র তিনটি কেসের বিবরণ আমি লিপিবদ্ধ করতে পেরেছি। সে বছর শীতকালে এবং ১৮৯১ সালের বসন্তকালে সংবাদপত্রে দেখেছিলাম যে-কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে ফরাসী সরকার তাকে নিয়োগ করেছে। নরবোন এবং নিমেস থেকে লিখিত

হোমসের যে দুখানি চিঠি পাই তা থেকেও বুঝতে পেরেছিলাম যে তাকে বেশ কিছুদিন ফ্রান্সে থাকতে হবে। কাজেই ২৪শে এপ্রিল সন্ধ্যাবেলায় সে যখন আমার রোগী দেখার ঘরে এসে ঢুকল তখন আমি বেশ একটু বিস্মিত হলাম। মনে হল, তাকে আগের থেকে আরও ফ্যাকাশে ও কৃশ দেখাচ্ছে।

কথা নয়, আমার দৃষ্টির জবাবেই সে বলে উঠল, 'হ্যাঁ, সম্প্রতি বড় বেশী ছোটাছুটি করতে হচ্ছে। খুবই কাজের চাপ পড়েছে। খড়খড়িগুলো বন্ধ করে দিলে তোমার আপত্তি আছে কি?'

টেবিলের যে আলোয় আমি পড়ছিলাম সেটাই ঘরের একমাত্র আলো। হোমস চারদিকের দেওয়াল ঘুরে সবগুলো খড়খড়ি নামিয়ে দিয়ে ভাল করে আটকে দিল।

'কোন কিছুর ভয় করছ না কি?' প্রশ্ন করলাম।

'সত্যি তাই।'

'কিসের ভয়?'

'হাওয়া-বন্দুকের।'

'ভাই হোমস, কি বলছ তুমি?'

'তুমি তো আমাকে ভাল করেই চেন ওয়াটসন। তুমি তো জান, অল্পে ঘাবড়াবার পাত্র আমি নই। আবার এটাও তো ঠিক যে, বিপদ যখন ঘাড়ে চেপে বসে তখনও তাকে অস্বীকার করা সাহসিকতা নয়, নির্বুদ্ধিতা। একটা দেশলাই পাব কি? সিগারেটের ধোঁয়াটা নিঃশ্বাসের সঙ্গে টেনে নিয়ে সে যেন বেশ খানিকটা স্বস্তি বোধ করল।

বলল, 'এত রাতে আসার জন্য ক্ষমা চাইছি, কিন্তু তোমার কাছে আর একটি প্রার্থনা আছে। ব্যাপারটা যদিও খুব অসামাজিক ও অদ্ভুত, তবু এখনই তোমার বাড়ির পিছনকার বাগানের দেওয়াল টপকে চলে যাবার অনুমতি আমাকে দাও ভাই।'

'কিন্তু এসবের অর্থ কি?' আমি প্রশ্ন করলাম।

সে হাতটা মেলে ধরল। বাতির আলোয় দেখতে পেলাম, তার দুটো আঙ্গুলের গাঁট কেটে রক্ত ঝরছে।

সে হেসে বলল, 'দেখতে পাচ্ছ, সবটাই ফাঁকা আওয়াজ নয়। বরং এতই কঠোর বাস্তব যে তাকে মানতেই হবে। মিসেস ওয়াটসন আছে কি?'

'সে কয়েকদিনের জন্য বাইরে গেছে।'

'বটে! তুমি তাহলে একা?'

'সম্পূর্ণ একা।'

'তাহলে তো অনায়াসেই প্রস্তাব করতে পারি যে, এক সপ্তাহের জন্য আমার সঙ্গে কন্টিনেন্টে চল।'

'কোথায়?'

'আরে, যেখানে হয়। আমার কাছে সবই সমান।'

এসবই কিছুটা অদ্ভুত। উদ্দেশ্যহীন ছুটি কাটানো হোমসের স্বভাব নয়। তাছাড়া তার ফ্যাকাসে, জীর্ণ মুখ দেখেই বুঝতে পারছিলাম, তার স্নায়ুর উপর অত্যন্ত বেশী চাপ পড়েছে। আমার চোখে জিজ্ঞাসার আভাষ দেখে দুটো আঙ্গুলের মাথা একত্র করে হাঁটুর উপর কনুই রেখে সে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে লাগল।

'অধ্যাপক মরিয়ার্টির কথা কি কখনও শুনেছ?' সে বলল।

'না।'

'আহা, সে মালের প্রতিভা ও বিস্ময়ই তো সেখানে।' সে জোর গলায় বলে উঠল। 'লোকটা সারা লণ্ডনে ছড়িয়ে আছে, অথচ কেউ তার নামও শোনে নি। এইজন্য সে অপরাধের ইতিহাসে একেবারে তুঙ্গে উঠে বসেছে। দেখ ওয়াটসন, সত্য করেই বলছি, এই লোকটাকে যদি পরাস্ত করতে পারতাম, যদি পারতাম তার হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করতে, তাহলে বুঝতাম যে আমার জীবন সাফল্যের চূড়ায় উঠেছে, আর তাই এবার জীবনের অন্য কোন শান্ত পথে ফিরে যাওয়াই আমার উচিত। নিজেদের মধ্যে বলছি ওয়াটসন, সম্প্রতি যেসব কেসে আমি স্ক্যান্ডিনেভিয়ার রাজপরিবারকে এবং ফরাসী প্রজাতন্ত্র সরকারকে সাহায্য করতে সক্ষম হয়েছি তার ফলে আজ আমার যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে আমার আকাংখিত শান্ত জীবনে ফিরে গিয়ে রাসায়নিক গবেষণায় আত্মনিয়োগ করতে আমি পারতাম কিন্তু ওয়াটসন, যখনই ভাবি যে অধ্যাপক মরিয়ার্টির মত একটা লোক এখনও বিনা বাধায় লণ্ডনের রাজপথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তখন আর আমার পক্ষে বিশ্রাম নেওয়া বা চুপচাপ চেয়ারে বসে থাকা সম্ভব নয়।'

'সে লোকটা করেছে কি?'

'বড়ই অসাধারণ তার জীবন। সৎ বংশে তার জন্ম, লেখাপড়াও করেছে প্রচুর, আর প্রকৃতিদত্ত একটা অদ্ভুত গাণিতিক শক্তিরও অধিকারী। কুড়ি বছর বয়সে "বাইনোমিয়াল থিয়োরেম"-এর উপর সে যে প্রবন্ধটি লেখে সেটাই এখনও সারা ইওরোপে প্রচলিত। সেই প্রবন্ধের জন্যই একটা ছোট বিশ্ববিদ্যালয়ে সে গণিতের প্রধান অধ্যাপকের পদ পায়। তার সামনে তখন এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। কিন্তু লোকটার মধ্যে রয়েছে নিষ্ঠুরতার একটি বংশানুক্রমিক প্রবণতা। তার রক্তে আছে অপরাধের নেশা; তার অসাধারণ মানসিক শক্তি সে নেশাকে প্রশমিত না করে

বরং আরও বাড়িয়ে একটা সীমাহীন বিপজ্জনক পর্যায়ে ঠেলে তুলেছে। বিশ্ববিদ্যালয় শহরে তাকে ঘিরে কিছু কিছু কালো গুজব ছড়াতে থাকলে সে অধ্যাপক-পদে ইস্তফা দিতে বাধ্য হয় এবং লণ্ডনে এসে সামরিক শিক্ষণ-কেন্দ্র খুলে বসে। বাইরের জগৎ এইটুকুই জানে, কিন্তু আমি তোমাকে এখন যা বলতে যাচ্ছি সেটা আমি নিজে আবিষ্কার করেছি।

'তুমি তো জান ওয়াটসন, লণ্ডনের অপরাধী জগতের উঁচু মহলের খবর আমি যতটা জানি তা আর কেউ জানে না। গত কয়েক বছর যাবৎ আমি ক্রমাগত বুঝতে পারছিলাম যে, অপরাধীদের পিছনে একটা কোন শক্তি রয়েছে এমন একটা সুগভীর সংগঠক শক্তি যা সব সময় আইনের পথকে অবরোধ করে দাঁড়ায় এবং অপরাধীকে আশ্রয় দেয়। বার বার বিচিত্র সব মামলায়—জালিয়াতি, ডাকাতি, খুন—এই শক্তির উপস্থিতিকে আমি অনুভব করেছি ; আর ব্যক্তিগতভাবে আমার পরামর্শ নেওয়া হয় নি এমন অনেক অনাবিষ্কৃত অপরাধের ক্ষেত্রে তারই ক্রিয়াশীল হাতকে আমি অনুমানের সাহায্যে ধরতে পেরেছি। যে যবনিকা তাকে ঘিরে রেখেছে, বছরের পর বছর সেটাকে তুলবার চেষ্টা আমি করেছি ; শেষ পর্যন্ত একসময়ে আমার হাতের সুতো ধরে এগোতে এগোতে হাজার চালাকির গলি-পথে ঘুরে ঘুরে হাজির হয়েছি গণিত-জগতের বিখ্যাত গুণধর প্রাক্তন অধ্যাপক মরিয়ার্টির দরবারে।

'ওয়াটসন, অপরাধ জগতের সে এক নেপোলিয়ন। এক মহানগরের যত পাপ কাজ ধরা পড়েছে তার অর্ধেকের সংগঠক সে, আর যেগুলি ধরা পড়ে নি তার প্রায় সবগুলির পিছনেই সে আছে। সে প্রতিভাধর, দার্শনিক, বিমূর্ত চিন্তাবিদ্। তার মস্তিষ্ক প্রথম শ্রেণীর। জালের কেন্দ্রস্থিত মাকড়শার মত সে চুপচাপ বসে থাকে ; কিন্তু সে জালের তন্তু হাজার দিকে প্রসারিত, আর তার প্রতিটির যে কোন কম্পন সে ভালভাবেই বুঝতে পারে। নিজের হাতে সে কিছুই করে না। শুধু পরিকল্পনা করে। কিন্তু তার কর্মী অসংখ্য এবং অত্যন্ত সুগঠিত। ধর, একটা অপরাধ করতে হবে, একটা দলিল সরিয়ে ফেলতে হবে, একটা বাড়িতে গুলি চালাতে হবে, একটা মানুষকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে হবে,—কথাটা অধ্যাপকের কাছে পৌঁছে দেওয়া হল, ব্যাস, ব্যাপারটা সংগঠিত হয়ে কার্যে পরিণত হল। যে কাজটা করল সে হয় তো ধরা পড়ল। সেক্ষেত্রে তার জামিন বা পক্ষ সমর্থনের জন্য টাকার ব্যবস্থা হল। কিন্তু যে কেন্দ্রীয় শক্তি সে লোকটিকে ব্যবহার করল সে কখনও ধরা পড়ে না—এমন কি তাকে সন্দেহ পর্যন্ত করা যায় না। ওয়াটসন, এই সংগঠনটিকে আমি অনুমানের সাহায্যে পেয়েছি এবং সর্বশক্তি নিয়োগ করে তার মুখোশ খুলে দিতে, তাকে ধ্বংস করতে সচেষ্ট হয়েছি।

'কিন্তু অধ্যাপককে এমন সুকৌশলে চারদিকে নিরাপদ ব্যবস্থায় ঘিরে রাখা হয়েছে যে যতই করি না কেন আদালতে তার শাস্তিবিধান করবার মত সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ অসম্ভব। আমার ক্ষমতা তো তুমি জান ভাই ওয়াটসন, কিন্তু তিন মাস চেষ্টার পরে আমি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছি যে, অবশেষে এমন একজন প্রতিপক্ষ পেয়েছি যে বুদ্ধির বিচারে আমার সমকক্ষ। তার অপরাধকে দেখে আমার যে আতংক তা তার নিপুণতার প্রতি আমার প্রশংসার কাছে হার মেনেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেও একটা ভুল করে বসল—ছোট ভুল, খুবই ছোট ভুল—কিন্তু আমি যখন তার পিছু নিয়েছি তখন সে ভুলটুকু করাও তার উচিত হয় নি। আমিও সুযোগ পেয়ে গেলাম, এবং সেখান থেকে শুরু করে তার চারদিকে এমনভাবে জাল বুনেছি যে এখন শুধু টেনে তুললেই হয়। তিন দিনের মধ্যেই, অর্থাৎ আগামী সোমবারেই সব ব্যবস্থা পাকা হয়ে যাবে এবং দলের সব বড় বড় পাণ্ডাসহ অধ্যাপক স্বয়ং পুলিশের হাতে ধরা পড়বে। তারপর হবে এ শতাব্দীর সবচাইতে বড় ফৌজদারি মামলা, চল্লিশটির বেশী রহস্যের মীমাংসা হবে, আর তাদের সকলের জন্য নেমে আসবে ফাঁসির দড়ি।—কিন্তু বুঝতেই তো পারছ, আমরা যদি আটঘাট না বেঁধে অগ্রসর হই তাহলে হয় তো শেষ মুহূর্তেও তারা আমাদের হাত থেকে ফসকে গলে যেতে পারে।

'দেখ, অধ্যাপক মরিয়ার্টির অজ্ঞাতে যদি একাজটা করতে পারতাম তাহলেই সবচাইতে ভাল হত। কিন্তু সে বড় সেয়ানা লোক। তাকে ফাঁদে ফেলবার জন্য যা কিছু করেছি তার প্রতিটি পদক্ষেপ সে জানতে পেরেছে। বার বার সে জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু প্রতিবারই বুদ্ধির খেলায় আমি তাকে মেরে দিয়েছি। তোমাকে বলছি বন্ধু, সেই নীরব প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিস্তারিত বিবরণ যদি লেখা হত, তাহলে গোয়েন্দা ইতিহাসের পাতায় সে বিবরণ আঘাত-প্রত্যাঘাতের উজ্জ্বলতম নিদর্শন হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করত। এর আগে আর কখনও আমি এত উঁচুতে উঠি নি, আবার এর আগে আর কোন প্রতিপক্ষও আমাকে এমন কঠিনভাবে চেপে ধরতে পারে নি। সে আঘাত করেছে গভীরে, আমি তাকে আঘাত করেছি আরও

গভীরে। আজ সকালেই শেষ ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা হয়েছে ; সব কিছু পাকা করতে আর মাত্র তিনটি দিন চাই। আমার ঘরে বসে এই বিষয় নিয়েই চিন্তা করছিলাম, এমন সময় দরজা খুলে গেল, আর অধ্যাপক মরিয়ার্টি এসে দাঁড়াল আমার সামনে।

'আমার স্নায়ু মোটামুটি আঘাত সইতে সক্ষম, কিন্তু ওয়াটসন, আমি স্বীকার করছি, যে লোকটি আমার চিন্তাকে এতখানি আচ্ছন্ন করেছিল তাকেই আমার ঘরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমি চমকে উঠলাম। তার চেহারা আমার পরিচিত। বেশ লম্বা, একহারা, কপালটা বেঁকে চূড়ার মত উঠে গেছে, চোখ দুটো গর্তের মধ্যে অনেকখানি বসানো। মুখটা পরিষ্কার করে কামানো, বিবর্ণ, ঋষি-সুলভ, সব মিলিয়ে অধ্যাপকের ছাপ। দুটো কাঁধ অনেক পড়াশুনার দরুন গোলাকার, মুখটা সামনের দিকে ঝুঁকে আছে, অদ্ভুত একটা সর্পীল ভঙ্গীতে সব সময় ধীরে ধীরে এদিক-ওদিক দুলছে। দুটো কোঁচকানো চোখে কৌতূহলী দৃষ্টি দিয়ে সে আমাকে দেখতে লাগল।

'তারপর বলল, "আপনার কপালটা আরও সুগঠিত হবে আশা করেছিলাম। আহা, ড্রেসিং-গাউনের পকেটে গুলি-ভরা আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে আঙুল দিয়ে সেটা নাড়াচাড়া করা খুবই বিপজ্জনক অভ্যাস।"

'আসল ব্যাপার কি জান, তাকে ঢুকতে দেখেই আমি নিজের সমূহ বিপদ বুঝতে পেরেছিলাম। চুপ করে থাকাই তার হাত থেকে বাঁচবার একমাত্র উপায়। মুহূর্তের মধ্যে রিভলবারটাকে দেরাজ থেকে বের করে পকেটে ভরে নিলাম এবং কাপড়ের ভিতর থেকেই তার দিকে তাক করলাম। তার এই মন্তব্য শুনে অস্ত্রটাকে বের করে সগর্বে টেবিলের উপর রেখে দিলাম। সে তখনও মিটি মিটি হাসছে ; কিন্তু তার চোখে এমন কিছু ছিল যা দেখে বুঝতে পারলাম যে অস্ত্রটাকে ওখানে রেখে ভালই করেছি।

'সে বলল, "আপনি নিশ্চয় আমাকে চেনেন না ?"

'আমি জবাব দিলাম, "ঠিক উল্টো। আপনাকে খুব ভাল করেই চিনি। দয়া করে চেয়ারে বসুন। আপনার যদি কিছু বলার থাকে, পাঁচ মিনিট সময় দিতে পারি।"

'সে বলল, "আমি যা বলতে চাই সে তো ইতিমধ্যেই বুঝতে পেরেছেন।"

'আমি জবাব দিলাম, "তাহলে সম্ভবত আমার জবাবও আপনার মনে ধরা পড়েছে।"

"আপনি তাহলে অনড় ?"

"সম্পূর্ণ।"

'সে পকেটে হাত ঢোকাতেই আমিও টেবিল থেকে পিস্তলটা তুলে নিলাম। কিন্তু সে শুধু একখানা স্মারক-পুস্তক বের করল ; তাতে কিছু তারিখ লেখা।

'সে বলল, "৪ঠা জানুয়ারি আপনি আমার পথে এসে দাঁড়ালেন, ২৩ তারিখে আপনি আমাকে অসুবিধায় ফেলেছিলেন ; ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে সে অসুবিধা চরমে তুললেন ; মার্চের শেষ নাগাদ আমার পরিকল্পনাগুলো বাধা পেতে লাগল ; আর এখন এপ্রিলের শেষে আপনার অবিরাম উৎপীড়ণ আমাকে এমন এক অবস্থায় ফেলেছে যে আমার স্বাধীনতা পর্যন্ত বিপন্ন হতে বসেছে। পরিস্থিতি একেবারেই অচল হয়ে পড়েছে।"

'আমি প্রশ্ন করলাম, "আপনি কোন পরামর্শ দেবেন কি ?"

'মুখটা দুলিয়ে সে জবাব দিল, "এসব আপনাকে বন্ধ করতে হবে। সত্যি বন্ধ করতে হবে, তা জানবেন।"

'আমি বললাম, "সোমবারের পরে।"

"ধ্যেৎ! ধ্যেৎ!" সে বলল। "আপনার মত বুদ্ধিমান একজন লোক নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে এ অবস্থার একটিমাত্র ফলই হতে পারে। আপনার সরে দাঁড়ানো দরকার। আপনি এমনভাবে সব কিছু করেছেন যে মাত্র একটি পথই আমাদের সামনে খোলা আছে। যেভাবে সমস্ত ব্যাপারটাকে আপনি পরিচালনা করেছেন বুদ্ধিগতভাবে সেটাকে আমি উপভোগ করেছি, এবং সহজভাবেই বলছি যে কোন চরম ব্যবস্থা অবলম্বনে বাধ্য হলে সেটা আমার পক্ষে দুঃখের কারণ হবে। আপনি হাসছেন মশাই, কিন্তু সত্যি আমি দুঃখিত হব।"

'আমি বললাম, "বিপদ আমার জীবিকার অঙ্গ।"

'সে বলল, "এ তো বিপদ নয়, এ যে অনিবার্য ধ্বংস। আপনি শুধু একটি ব্যক্তির পথে বাধা নন, আপনি একটি মহা শক্তিমান সংগঠনের পথে বাধা ; আর আপনি যতই চতুর হন না কেন, সে যে কত শক্তিমান সেটা আপনি বুঝতে পারেন নি। মিঃ হোমস, আপনাকে সরে দাঁড়াতেই হবে, অন্যথায় আপনি পদদলিত হবেন।"

'আমি উঠে বললাম, "আমার আশংকা হচ্ছে, এই সংলাপের আনন্দ উপভোগের জন্য আমার জন্য অন্যত্র যে গুরুত্বপূর্ণ কাজ অপেক্ষা করছে সেটাকে আমি উপেক্ষা করে চলেছি।"

'সেও উঠে দাঁড়াল। বিষণ্ণ মুখে মাথা নাড়তে নাড়তে নীরবে আমার দিকে চেয়ে রইল।

অবশেষে সে বলল, "দেখুন, ব্যাপারটা খুবই দুঃখের,

কিন্তু আমার যা করার তা করেছি। আপনার খেলার প্রতিটি চাল আমি জানি। সোমবারের আগে আপনি কিছুই করতে পারবেন না। মিঃ হোমস, এটা আপনার আর আমার মধ্যে দ্বৈত-যুদ্ধ। আপনি আশা করছেন আমাকে কাঠগড়ায় তুলবেন। আমি বলছি, কোন দিন আমি কাঠগড়ায় দাঁড়াব না। আপনি আশা করছেন, আমাকে পরাস্ত করবেন। আমি বলছি, কোন দিন আপনি আমাকে পরাস্ত করতে পারবেন না। যদিই আমাকে ধ্বংস করবার মত চাতুর্য আপনার থাকে, তাহলে নিশ্চিত জানবেন, আমিও আপনাকে ধ্বংস করব।"

'আমি বললাম "মিঃ মরিয়ার্টি, আপনি আমার অনেক প্রশংসা করলেন। তার প্রত্যুত্তরে এই বলে আমিও আপনার প্রশংসা করতে চাই যে, পূর্বোক্ত ঘটনা সম্পর্কে যদি নিশ্চিত হতে পারি তাহলে জনসাধারণের স্বার্থের খাতিরে শেষোক্ত ঘটনাকে আমি আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করব।"

"একটার জন্য আপনাকে কথা দিতে পারি, কিন্তু অন্যটার জন্য নয়" ; এই বলে গর্জে উঠেই সে আমার দিকে পিছন ফিরে চোখ মিট মিট করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

'এই হল অধ্যাপক মরিয়ার্টির সঙ্গে আমার বিশেষ সাক্ষাৎকার। স্বীকার করছি, এর ফলে আমার মনের উপর একটা বিষণ্ণতার ছায়া পড়েছে। তার সঠিক ললিত বাকভঙ্গীতে এমন একটি আন্তরিকতা প্রকাশ পায় যেটা নেহাৎই একটা গুণ্ডার পক্ষে সম্ভব নয়। অবশ্য তুমি বলবে, "তার হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য পুলিশের সাহায্য নিচ্ছ না কেন?" তার কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস সে আঘাত আসবে তার অনুচরদের কাছ থেকে। সেবিষয়ে আমার হাতে যথেষ্ট প্রমাণ আছে।'

'তুমি তো ইতিমধ্যেই আক্রান্ত হয়েছ?'

'ভাই ওয়াটসন, পায়ের নীচে ঘাস গজাতে দেবার মত লোক অধ্যাপক মরিয়ার্টি নয়। একটা কাজে দুপুর নাগাদ অক্সফোর্ড স্ট্রীটে গিয়েছিলাম। বেণ্টিংক স্ট্রীট থেকে ওয়েলবেক স্ট্রীট ক্রসিং-এর দিকে যাবার মোড়টার কাছে পৌঁছতেই একটা দুই-ঘোড়ার গাড়ি দুরন্ত বেগে ছুটতে ছুটতে হঠাৎ বাঁক ঘুরে বিদ্যুৎগতিতে আমার উপর এসে পড়ল। আমি একলাফে ফুটপাথে উঠে গেলাম এবং এক সেকেণ্ডের ভগ্নাংশ সময়ের জন্য বেঁচে গেলাম। গাড়িটা মেরিলবোন লেন থেকে মোড় ঘুরে মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর থেকে ফুটপাথ ধরেই চলতে লাগলাম। কিন্তু ভেরে স্ট্রীট ধরে হাঁটতে হাঁটতে একটা বাড়ির ছাদ থেকে একখানা ইঁট এসে আমার ঠিক পায়ের কাছে পড়ে ভেঙ্গে খানখান হয়ে গেল। পুলিশ ডেকে স্থানটা পরীক্ষা করালাম। মেরামতের জন্য বাড়ির ছাদে পাথর ও ইঁট জমা করা ছিল ; আর তারা আমাকে বোঝাতে চাইল যে একটা ইঁট বাতাসে ছিটকে নীচে পড়ে গেছে। আসল ব্যাপারটা আমি তো ভালই জানি, কিন্তু কিছু তো প্রমাণ করা যাবে না। এই ঘটনার পরে একটা গাড়ি নিয়ে পল মল-এ ভাইয়ের ঘরে গিয়ে সেখানেই সারাটা দিন কাটালাম। তার পরই তোমার এখানে চলে আসি। এবারেও একটা গুণ্ডা মুগুর নিয়ে আমাকে আক্রমণ করল। একঘুষিতে তাকে ধরাশায়ী করে পুলিশের হেফাজতে দিয়ে দিলাম। কিন্তু আমি তোমাকে সম্পূর্ণ নিশ্চয়তার সঙ্গে বলতে পারি, যে ভদ্রলোকের সামনের দাঁতের পাটিতে আঘাত করে আমার আঙুলের গাঁটগুলি ছড়ে গেছে, আর যে অবসরপ্রাপ্ত গণিতশিক্ষক দশ মাইল দূরে ব্ল্যাক-বোর্ডের উপর কোন সমস্যার সমাধান কষছে—এ দুজনের মধ্যে কোন যোগাযোগ কোন দিনই আবিষ্কৃত হবে না। কাজেই তোমার ঘরে ঢুকেই আমার প্রথম কাজ যদি হয়ে থাকে তোমার ঘরের খড়খড়িগুলো বন্ধ করা, এবং সামনের দরজাটা এড়িয়ে অন্য কোন আড়ালের দরজা দিয়ে তোমার বাড়ি থেকে বেড়িয়ে যাবার অনুমতি চাইতে যদি আমি বাধ্য হয়ে থাকি, তাহলেও তুমি বিস্মিত হয়ো না ওয়াটসন।'

বন্ধুর সাহসের প্রশংসা আমি অনেক সময়ই করেছি। কিন্তু এই মুহূর্তে একটা আতংকপূর্ণ দিনের ঘটনাবলীর বিবরণ সে যেভাবে শান্ত হয়ে বসে দিয়ে গেল তাতে তার সাহসের প্রশংসা যেন আমার মনের মধ্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

'রাতটা এখানেই থাকবে তো?' আমি বললাম।

'না বন্ধু ; আজ রাতে আমি একজন বিপজ্জনক অতিথি হয়ে উঠতে পারি। আমার কাজের ছক ঠিক করাই আছে, সবই ঠিক ঠিক মত হয়ে যাবে। এখন ব্যাপারটা এতদূর গড়িয়েছে যে আমার সহায়তা ছাড়াই পুলিশ গ্রেপ্তার করা পর্যন্ত যেতে পারবে, অবশ্য বিচারের সময় আমাকে দরকার হবে। সুতরাং বুঝতেই পারছ, পুলিশ তার খুশি মত কাজ শুরু করবার আগে যে কয়েকটা দিন হাতে আছে সে ক'টা দিনের জন্য বাইরে কোথাও চলে যাওয়াই আমার পক্ষে মঙ্গল। কাজেই তুমি যদি আমার সঙ্গে কণ্টিনেন্টে যাও তাহলে খুবই খুশি হব।'

আমি বললাম, 'আমার ব্যবসা এখন মন্দা ; তা ছাড়া আমার প্রতিবেশী খুবই সুবিবেচক। আমি আনন্দের

সঙ্গেই তোমার সঙ্গে যাব।'

'কাল সকালেই যাত্রা করতে পারবে?'

'যদি প্রয়োজন হয়।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব প্রয়োজন। তাহলে আমার নির্দেশগুলো জেনে নাও। আমার অনুরোধ, সেগুলিকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে, কারণ এখন তুমি এক চতুরতম দুর্বৃত্ত ও ইওরোপের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী এক অপরাধী সংঘের বিরুদ্ধে "ডাবলস্"-এর খেলায় নেমেছ। শোন, তোমার যা কিছু মালপত্র ঠিকানা না লিখে একজন বিশ্বাসী লোক দিয়ে আজ রাতেই ভিক্টোরিয়া স্টেশনে পাঠিয়ে দেবে। সকালে একখানা গাড়ি ডাকাবে। যে গাড়ি ডাকতে যাবে তাকে বলে দেবে সেখানে উপস্থিত প্রথম বা দ্বিতীয় গাড়িটা যেন না নেয়। লাফ দিয়ে গাড়িতে উঠেই একটুকরো কাগজে ঠিকানা লিখে কোচয়ানকে দিয়ে বলবে সে যেন কাগজটা ফেলে না দেয়। তারপর সোজা চলে যাবে লোদার আর্কেডের স্ট্র্যান্ডের দিকে। ভাড়াটা হাতেই রাখবে এবং গাড়িটা থামামাত্রই আর্কেডের ভিতর দিয়ে এমনভাবে ছুটবে যাতে সোয়া ন'টার সময় অপর দিকটায় পৌঁছতে পার। সেখানে দেখতে পাবে ফুটপাথ ঘেঁসে একটা ছোট ব্রুহাম গাড়ি অপেক্ষা করছে। চালকের পরনে ভারী কালো জোব্বা, কলারের কাছটায় লাল দাগ। সেই গাড়িতে উঠে বসলেই কন্টিনেন্টাল এক্সপ্রেসের সময় মতই ভিক্টোরিয়াতে পৌঁছে যাবে।'

'তোমার সঙ্গে কোথায় দেখা হবে?'

'স্টেশনে। সামনের দিক থেকে প্রথম শ্রেণীর দ্বিতীয় গাড়িটাই আমাদের জন্য রিজার্ভ করা থাকবে।'

'তাহলে গাড়িটাই আমাদের মিলনস্থল?'

'হ্যাঁ।'

রাতটা থেকে যেতে হোমসকে অনেক করে বললাম কিন্তু কোন লাভ হল না। বেশ বুঝতে পারলাম, সে জানত যে-বাড়িতে সে থাকবে তারই বিপদ হবে, আর সেই-জন্যই সে চলে গেল। সকালবেলাকার ব্যবস্থা সম্পর্কে খুব তাড়াতাড়ি কয়েকটি কথা বলেই সে আমাকে নিয়ে বাগানে গেল এবং দেওয়াল টপকে মার্টিমার স্ট্রীটে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে শিস দিয়ে একটা গাড়ি ডেকে তাতে উঠে চলে গেল।

সকালে হোমসের নির্দেশগুলি অক্ষরে অক্ষরে পালন করলাম। আগে থেকেই আমার জন্য তৈরী হয়ে দাঁড়িয়েছিল এ ধরনের গাড়ি যাতে না হয় সেদিকে নজর রেখেই একটা গাড়ি ডাকিয়ে আনলাম। প্রাতরাশের পরেই যাত্রা করলাম এবং লোদার আর্কেডে পৌঁছেই রুদ্ধশ্বাসে ছুটতে লাগলাম। কালো জোব্বায় ঢাকা একজন মোটাসোটা চালক সহ একটা ব্রুহাম দাঁড়িয়েই ছিল। আমি গাড়িতে ওঠামাত্রই সে ঘোড়ার পিঠে চাবুক কসে ঘর্ঘর শব্দে ভিক্টোরিয়া স্টেশনে পৌঁছে গেল। আমি নামতেই সে গাড়িটাকে ঘুরিয়ে দ্রুত চলে গেল। আমার দিকে একবার ফিরেও তাকাল না।

এ পর্যন্ত সব কাজই চমৎকারভাবে সমাধা হল। আমার মালপত্র পেয়ে গেলাম; হোমসের নির্দেশমত গাড়িটা পেতেও কোন অসুবিধা হল না, বিশেষত সে ট্রেনে মাত্র ঐ একটি কামরাই 'সংরক্ষিত' ছিল। আমার একমাত্র উদ্বেগ হল হোমস তখন এসে পৌঁছয় নি। স্টেশনের ঘড়িতে দেখলাম, ট্রেন ছাড়তে আর মাত্র সাত মিনিট বাকি। নানা যাত্রী ও ছুটি-ভোগকারীদের মধ্যে আমার বন্ধুর ছোট মূর্তিটাকে বৃথাই খুঁজে ফিরলাম। তার চিহ্নও নেই। একজন মাননীয় ইতালীয় পুরোহিত ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে কুলিকে বোঝাতে চেষ্টা করছিল যে তার মালপত্র ভায়া প্যারিস বুক করতে হবে। তাকে সাহায্য করতে কয়েক মিনিট গেল। তারপর আর একবার চারদিক খুঁজে আমার কামরায় ফিরে গেলাম। কী আশ্চর্য, বাইরে টিকিট ঝোলানো সত্ত্বেও কুলিটা সেই নুব্জদেহ ইতালীয় বন্ধুটিকেই আমার ভ্রমণ-সঙ্গী করে রেখে গেছে। সে যে এ কামরায় অনধিকার প্রবেশ করেছে সেকথা বলেও কোন লাভ হল না, কারণ আমার ইতালীয় ভাষার জ্ঞান তার ইংরেজী জ্ঞান অপেক্ষাও সীমিত। কাজেই হাল ছেড়ে দিয়ে উৎকণ্ঠার সঙ্গে বন্ধুর জন্য বাইরে তাকালাম। রাতের বেলায় সে হয় তো আবার আক্রান্ত হয়েছে, একথা মনে হতেই একটা ভয় যেন আমার শরীরটাকে ঠাণ্ডা করে দিল। সব দরজা বন্ধ হয়ে গেল, বাঁশী বাজল, এমন সময়—

কে যেন বলে উঠল, 'ভাই ওয়াটসন, তুমি আমাকে গুড মর্ণিং পর্যন্ত জানালে না যে।'

সীমাহীন বিস্ময়ে আমি ঘুরে দাঁড়ালাম। বৃদ্ধ পুরো-হিতও আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে আছে। মুহূর্তের মধ্যে মুখের বলিরেখা মিলিয়ে যেতে লাগল, নাকটা থুতনির কাছ থেকে উঠে গেল, নীচের বাড়ানো ঠোঁটটা স্বস্থানে ফিরল আর মুখের কাঁপুনিও থেমে গেল, অস্বচ্ছ চোখ দুটোতে আগুন জ্বলে উঠল, নুব্জ দেহটা শটান হল।

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'হা ভগবান! তুমি যে আমাকে চমকে দিয়েছ!'

সে চুপি চুপি বলল, 'এখনও সব রকম সতর্কতার প্রয়োজন। বিশ্বাস করবার যথেষ্ট কারণ আছে যে তারা হন্যে হয়ে আমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। স্বয়ং মরিয়ার্টিও

আছে সে দলে।'

হোমস কথা বলতে বলতেই ট্রেনটা চলতে শুরু করল। পিছনে তাকিয়ে দেখতে পেলাম, একটি লম্বা লোক দুই হাতে ভীড় ঠেলে দ্রুত ছুটে আসছে এবং হাত নেড়ে ট্রেনটাকে থামাতে বলছে। কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে, কারণ গাড়ির গতি তখন বেড়ে গেছে ; দেখতে দেখতে আমরা স্টেশনটা পার হয়ে গেলাম।

হোমস হেসে বলল, 'দেখছ তো, সাবধান হয়েছিলাম বলেই সব ভালয় ভালয় কেটে গেল। উঠে দাঁড়িয়ে সে ছদ্মবেশের কালো জোব্বা ও টুপি খুলে একটা হাত-ব্যাগে ভরে ফেলল।

'সকালের কাগজটা দেখেছ ওয়াটসন ?'

'না।'

'তাহলে বেকার স্ট্রীটের খবরটা দেখ নি ?'

'বেকার স্ট্রীট ?'

'গত রাতে তারা আমাদের ঘরে আগুন দিয়েছিল। তবে বড় ধরনের ক্ষতি হয় নি।'

'কী সাংঘাতিক কথা হোমস! এ যে অসহ্য।'

'তাদের মুগুরওয়ালা গ্রেপ্তার হওয়ায় তারা আমার খোঁজ হারিয়ে ফেলেছিল। নইলে আমি আমার ঘরে ফিরে গিয়েছি একথা তারা ভাবত না। মনে হচ্ছে, তারা তোমার উপরেও নজরটা রেখেছে, আর সেই জন্যই মরিয়ার্টি ভিক্টোরিয়া পর্যন্ত এসেছিল। আসার পথে কিছু ভুল কর নি তো ?'

'তুমি যেমনটি বলেছিলে ঠিক তেমনটি করেছি।'

'ব্রুহামখানা পেয়েছিলে ?'

'হ্যাঁ, দাঁড়িয়েই ছিল।'

'কোচয়ানকে চিনতে পেরেছিলে ?'

'না।'

'আমার ভাই মাইক্রফ্‌ট্‌। এসব ক্ষেত্রে কোন ভাড়াটে লোকের উপর ভরসা না করাই ভাল। কিন্তু এখন আমাদের ভাবতে হবে, মরিয়ার্টিকে নিয়ে কি করব।'

'এটা যখন এক্সপ্রেস ট্রেন, আর ওপারে যাবার নৌকোটার সময় যখন এর সঙ্গে বাঁধা, তখন তো মনে হচ্ছে তাকে ঠিকই ফাঁকি দেওয়া গেছে।'

'ভাই ওয়াটসন, আমি যখন বলেছিলাম যে বুদ্ধির দৌড়ে এই লোকটাকে আমার সমকক্ষ বলে ধরে নিতে পার, তখন আমার কথার অর্থ তুমি বুঝতে পার নি। আমি যদি কারও পিছু নিতাম তাহলে এমন একটা ছোট বাধায়ই হাল ছেড়ে দিতাম একথা তুমি নিশ্চয়ই ভাববে না। কাজেই, তাকে এত ছোট মনে করছ কেন ?'

'সে এখন কি করবে ?'

'আমার এখন কি করা উচিত!'

'বেশ তো, তুমি কি করতে চাও ?'

'একটা স্পেশালের ব্যবস্থা করতে হবে।'

'কিন্তু তার তো দেরী হয়ে গেছে।'

'দেরী হয় নি। ট্রেনটা ক্যান্টারবেরিতে থামে ; আর নৌকোটা ছাড়তেও সব সময়ই অন্তত পনেরো মিনিটের মত দেরী হয়। সেখানেই সে আমাদের ধরে ফেলবে।'

'এতে তো মনে হচ্ছে যেন আমরাই অপরাধী। তার চাইতে সে এলেই তাকে ধরিয়ে দেওয়া হোক।'

'তাহলে তো তিন মাসের সব কাজই পণ্ড হয়ে যাবে। বড় মাছটাকে ঠিকই ধরব, কিন্তু ছোটগুলো যে জাল থেকে এদিক-ওদিক ছিটকে বেরিয়ে যাবে। সোমবারে যে তাদের সকলকেই হাতে পাওয়া চাই। না, গ্রেপ্তার করা চলবে না।'

'তাহলে কি চলবে ?'

'আমরা ক্যান্টারবেরিতে নেমে যাব।'

'তারপর ?'

'তারপর গ্রামের পথে পথে নিউহ্যাভেন যাব এবং সেখান থেকে ওপারে ডিয়েপ্পে-তে। মরিয়ার্টি আবারও তাই করবে আমি হলে যা করতাম। প্যারিসে পৌঁছে সে আমাদের মালপত্রের উপর লক্ষ্য রাখবে এবং ডিপোতে দুদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। ইতিমধ্যে আমরা একজোড়া কার্পেট ব্যাগের ব্যবস্থা করে নেব, যেসব দেশের ভিতর দিয়ে যাব সেখানকার দ্রব্যজাত ব্যবহার করব এবং লুক্সেমবুর্গ ও ব্রুসল্‌স্‌ হয়ে ধীরে সুস্থে সুইজারল্যাণ্ডে প্রবেশ করব।'

আমি একজন পুরনো পর্যটক, কাজেই মালপত্র হারালেও আমার খুব অসুবিধা হবার কথা নয়। কিন্তু যে লোকটার ইতিহাস অনুচ্চারণীয় অপরাধে মসিলিপ্ত তার কাছ থেকে এভাবে পালিয়ে বেড়াবার কথা ভাবতেও আমি বিরক্ত বোধ করছিলাম। যা হোক, এসব বিষয় হোমস যে আমার চাইতে ভাল বোঝে সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং আমরা ক্যান্টারবেরিতে নেমে পড়লাম ; কিন্তু হায়, নিউহ্যাভেনের ট্রেন ধরতে আমাদের একঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে।'

যে লাগেজ-ভ্যানে আমার জামাকাপড় ছিল সেটা ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। বিমর্ষচিত্তে সেইদিকেই তাকিয়েছিলাম। এমন সময় আমার আস্তিনে টান দিয়ে হোমস রেল-লাইনের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

'এরই মধ্যে, দেখতে পাচ্ছ,' সে বলল।

অনেক দূরে কেন্টের জঙ্গলের ভিতর থেকে একটা পাতলা ধোঁয়ার কুণ্ডলি উঠছে। এক মিনিট পরেই দেখা গেল, একটা গাড়ি ও ইঞ্জিন সামনের বাঁক ঘুরে স্টেশনের দিকে এগিয়ে আসছে। আমরা কোনরকমে একগাদা মাল-পত্রের পিছনে লুকিয়ে পড়লাম, আর তখনই গাড়িটা সগর্জনে ঘটাং ঘটাং শব্দ করতে করতে আমাদের মুখে একঝলক গরম হাওয়া ছড়িয়ে দিয়ে চলে গেল।

একটা পয়েন্টের উপর গাড়িটা তখন দুলছে। সেদিকে চোখ রেখে হোমস বলল, 'ঐ সে চলে যাচ্ছে। বুঝতেই পারছ, আমাদের বন্ধুর বুদ্ধিরও সীমা আছে। আমার মত করে অনুমান করে তদনুযায়ী যদি সে কাজ করত তাহলে একটা মোক্ষম আঘাত হানতে পারত।'

'আমাদের ধরতে পারলে সে কি করত?'

'আমাদের খুন করতে সে চেষ্টা করত সেবিষয়ে তিল-মাত্র সন্দেহ নেই। যাই হোক, এটা এমন খেলা যাতে দু-জনই খেলতে পারে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা আগেভাগে এখানেই লাঞ্চ খেয়ে নেব, নাকি নিউহ্যাভেন-এ পেঁাছে বুফে-র সময় পর্যন্ত উপোশ করে থাকব।'

সেরাতেই ব্রুসেল্‌স্ পেঁাছে সেখানে দু'দিন কাটিয়ে তৃতীয় দিনে হাজির হলাম স্ট্রাসবুর্গ-এ। সোমবার সকালে হোমস লন্ডন পুলিশকে একটা তার করে দিল। সন্ধ্যায় হোটেলে ফিরে দেখি আমাদের জন্য জবাবটা এসে গেছে। খাম ছিঁড়ে হোমস তারটা খুলল, আর তারপরই তিক্তকণ্ঠে অভিশাপ দিতে দিতে সেটাকে আগুনে ছুঁড়ে দিল।

'আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল', সে আর্তনাদ করে উঠল। 'সে পালিয়েছে।'

'মরিয়ার্টি?'

'শুধু তাকে ছাড়া বাকি সমস্ত দলটাকেই ধরেছে। সেই তাদের বোকা বানিয়েছে। অবশ্য আমি দেশ ছেড়ে চলে আসায় তার সঙ্গে তাল ঠুকবার মত কেউ ছিল না। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম, শিকার তাদের হাতে তুলেই দিয়ে এসেছি। ওয়াটসন, আমার মনে হয় এ অবস্থায় তোমার ইংলন্ডে ফিরে যাওয়াই ভাল।'

'কেন?'

'কারণ এখন থেকে সঙ্গী হিসাবে আমি খুবই বিপজ্জনক। এই লোকটির হাতে এখন কোন কাজ নেই। লন্ডনে ফিরে গেলে সে শেষ হয়ে যাবে। তার চরিত্র যদি আমি ঠিকমত বুঝে থাকি তাহলে সে এখন সর্বশক্তি নিয়োগ করে আমার উপর প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করবে। আমাদের সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারে একথা সে আমাকে বলেও-ছিল; মনে হচ্ছে, সে যা বলেছে তাই করবে। কাজেই আমার পরামর্শ শোন, লন্ডনে ফিরে গিয়ে ডাক্তারিতে মন দাওগে।'

সে যেমন একজন পুরনো অভিযাত্রী, তেমনি একজন পুরনো বন্ধুও বটে। আমার আবেদনে সে সাড়া দিল। স্ট্রাসবুর্গের খাবার হলে বসে আধ ঘণ্টা ধরে এ নিয়ে আলোচনা করে সেই রাতেই আবার যাত্রা শুরু করে জেনিভা পেঁাছলাম।

চমৎকার একটি সপ্তাহ ধরে রোন-এর উপত্যকায় বেড়াতে গেলাম; সেখান থেকে লিউক-এ বাঁক নিয়ে বরফে ঢাকা জেম্মি গিরিবর্ত্মের উপর দিয়ে ইন্টারলাকেন পার হয়ে মীরিঙ্গেন-এ পেঁাছলাম। সে যাত্রা বড়ই মনোরম; নীচে বসন্তকালীন সবুজের সমারোহ, আর মাথার উপরে শীতের নিষ্কলংক সাদার সমাবেশ; তবু স্পষ্টই বুঝতে পার-ছিলাম, তার সামনে যে একটা ছায়া ঘনিয়ে আসছে সেকথা সে মুহূর্তের জন্যও ভোলে নি। আল্পসের শান্ত গ্রামা-ঞ্চলেই হোক আর নির্জন গিরিবর্ত্মেই হোক আশেপাশের প্রতিটি মানুষকে সে যেরকম দ্রুত দৃষ্টিতে তীক্ষ্ণভাবে খুঁটিয়ে দেখছিল তা থেকেই আমি বলে দিতে পারি যে, আমরা যেখানেই যাই না কেন যে-বিপদ আমাদের পায়ে পায়ে ঘুরছে তাকে যে কিছুতেই এড়ানো যাবে না এটা সে খুব ভাল করেই বুঝতে পেরেছিল।

মনে পড়ে, একদিন জেম্মি গিরিবর্ত্ম পার হবার সময় বিষণ্ণ ডোবেস্‌সির সীমান্ত ধরে হেঁটে চলেছি, এমন সময় একটা প্রকাণ্ড পাথরের চাঁই আমাদের ডান দিকের পাহাড় থেকে খসে সবেগে নীচে নামতে নামতে সশব্দে আমাদের পিছনকার হ্রদের জলে গিয়ে পড়ল। মুহূর্তের মধ্যে হোমস ছুটে পাহাড়ের উপরে উঠে পড়ল এবং একটা উঁচু শিখরের উপর দাঁড়িয়ে গলা বের করে চারদিক দেখতে লাগল। গাইড তাকে অনেক বোঝাল যে বসন্তকালে এখানে এ ধরনের পাথরের ধ্বস্ হামেসাই ঘটে থাকে, কিন্তু কোন ফল হল না। সে মুখে কিছু বলল না, কিন্তু আমার দিকে তাকিয়ে এমনভাবে হাসতে লাগল যাতে বোঝা গেল যে সে জানত যে এই রকমটাই ঘটবে।

কিন্তু এত সতর্কতা সত্ত্বেও সে কিন্তু কখনও মুষড়ে পড়ে নি। বরং আগে কখনও তাকে এমন খোশ মেজাজে দেখি নি। বার বার সে একই কথা বলতে লাগল: যদি সে শুধু এইটুকু জানতে পারত যে ইংলন্ডের সমাজ অধ্যা-পক মরিয়ার্টির হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে, তাহলেই সে

সানন্দে তার এই জীবিকার উপর যবনিকা টেনে দেবে।

'সে বলেছে, 'দেখ ওয়াটসন, একথা বলতে পারি যে আমার বেঁচে থাকাটা একেবারেই বৃথা যায় নি। আজ রাতেই যদি আমার ইতিহাস শেষ হয়ে যায়, তাহলেও শান্ত মনে আমি তার পাতা উল্টে যেতে পারব। আমি ছিলাম বলেই লণ্ডনের বাতাস মধুরতর হয়েছে। আমি জানি, এক হাজারেরও বেশী ক্ষেত্রে আমার শক্তিকে আমি কখনও ভুল পথে পরিচালিত করি নি। যে সমস্ত ব্যক্তিক সমস্যার জন্য আমাদের কৃত্রিম সমাজ-ব্যবস্থাই দায়ী সেগুলি অপেক্ষা যেসব সমস্যা প্রকৃতির কাছ থেকে পেয়েছি, ইদানিংকালে সেগুলির দ্বারাই আমি অধিক প্রলুব্ধ হয়েছি। কি জান ওয়াটসন, ইওরোপের সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক ও সক্ষম অপরাধীর গ্রেপ্তার বা বিনষ্টির দ্বারা আমার জীবন যেদিন সাফল্যমণ্ডিত হবে সেইদিনই তোমার স্মৃতি-কথাও সমাপ্ত হবে।'

আর যৎসামান্য যা বলার বাকি আছে সেটা আমি সংক্ষেপে অথচ সঠিকভাবেই বলব। স্বেচ্ছায় এবিষয়ের অবতারণা আমি করতাম না ; কিন্তু আমি জানি, কোন বিবরণ যাতে বাদ না পড়ে সে ব্যাপারে আমি দায়াবদ্ধ।

৩রা মে ছোট গ্রাম মীরিঙ্গেন-এ পেঁাছে আমরা বুড়ো পিটার স্টীলারের 'এংলিশার হফ'-এ উঠলাম। হোটেলের মালিক বুদ্ধিমান লোক, চমৎকার ইংরেজি বলতে পারে, কারণ তিন বছর সে লণ্ডনের গ্রস্‌ভেনর হোটেলে ওয়েটারের কাজ করেছে। তার পরামর্শমত পাহাড় পার হয়ে রোজেনলই গ্রামে রাতটা কাটাবার জন্য ৪ঠা বিকেলে সেখান থেকে যাত্রা করলাম। আমাদের বিশেষভাবে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছিল, কোন কারণেই আমরা যেন পাহাড়ের মাঝামাঝি উপরকার রাইনকেনবাক প্রপাতের পাশ দিয়ে না যাই ; আর যদি সেটা দেখতেই হয় তাহলে যেন আর একটা পথে ঘুরে যাই।

জায়গাটা সত্যি ভয়াবহ। গলিত বরফে ফুলে-ফেঁপে ওঠা জলস্রোত একটা প্রকাণ্ড খাদের মধ্যে আছড়ে পড়ছে, আর সেখান থেকে জলীয় বাষ্প কুণ্ডলি পাকিয়ে পাকিয়ে উপরে উঠছে, ঠিক অগ্নিদগ্ধ বাড়ির ধোঁয়ার কুণ্ডলির মত। যে গহ্বরের মধ্যে জলস্রোতটা সবেগে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে সেটা একটা প্রকাণ্ড খাদ ; তার চারদিকটা চকচকে কালো কালো পাথরে ঘেরা ; ক্রমশঃ সরু হতে হতে একটা ফেনায়মান ফুটন্ত অতলস্পর্শ জলাধারে পরিণত হয়েছে, আর সেই উদ্বেলিত জলরাশি তার কর্কশ মুখের ভিতর থেকে শতধারায় উৎসারিত হয়ে চলেছে। দীর্ঘ সবুজ জলধারা অবিশ্রাম সবেগে নীচে পড়ছে আর বিচ্ছুরিত বাষ্পরাশির ঘন কম্পমান যবনিকা হিস হিস শব্দে অবিশ্রাম উপরে উঠছে। তার অবিরাম ঘূর্ণন ও গর্জনে যে-কোন মানুষের মাথা ঝিম ঝিম করে ওঠে। পাহাড়ের কিনারায় দাঁড়িয়ে আমাদের থেকে অনেক নীচে কালো পাথরের বুকে ভেঙে-পড়া সেই জলরাশির ঝলকানি আমরা দেখেছিলাম আর শুনেছিলাম গহ্বরের ভিতর থেকে উৎসারিত জলকণার সঙ্গে বেরিয়ে আসা অর্ধ-মানবিক শব্দরাজি।

প্রপাতকে ঘিরে অর্ধ-বৃত্তাকারে পথটাকে কেটে বের করা হয়েছে, ফলে তার একটা সম্পূর্ণ দৃশ্যই দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু পথটা হঠাৎই শেষ হয়ে যাওয়ায় পথিককে সেই একই পথে ফিরে যেতে হয়। ফিরবার জন্য সবে মোড় ঘুরেছি এমন সময় একটি সুইস্ ছোকরা একটা চিঠি হাতে দৌড়ে এল। যে হোটেল আমরা এইমাত্র ছেড়ে এসেছি চিঠিতে সেই হোটেলের ছাপমারা, উপরে মালিকের হাতে আমার নাম লেখা। চিঠি পড়ে জানতে পারলাম আমরা চলে আসার কয়েক মিনিট পরেই ক্ষয়রোগের আক্রমণে জীবনের প্রায় শেষপ্রান্তে উপনীত একটি ইংরেজ মহিলা সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। শীতকালটা ডাভোজ প্লাজ-এ কাটিয়ে লুসার্ণে বন্ধুর কাছে যাবার পথে হঠাৎ রক্ত-বমন শুরু হয়েছে। দেখে মনে হচ্ছে আর কয়েক ঘণ্টার বেশী তিনি বাঁচবেন না, তবু একজন ইংরেজ ডাক্তারকে পাশে পেলে তিনি কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা পাবেন, কাজেই আমি যদি ফিরে যেতে পারি, ইত্যাদি ইত্যাদি। ভালমানুষ স্টীলার পুনশ্চ দিয়ে জানিয়েছে, যেহেতু মহিলাটি কোনমতেই কোন সুইস ডাক্তারকে দেখাতে রাজী হচ্ছেন না, এবং এ ব্যাপারে তারও একটা বড় রকমের দায়িত্ব রয়েছে, সেই হেতু আমি তার অনুরোধ রাখলে তিনি নিজেও খুবই অনুগৃহীত বোধ করবেন।

'এ আবেদনকে উপেক্ষা করা যায় না। বিদেশে মরণাপন্ন একটি স্বদেশের স্ত্রীলোকের এ অনুরোধ উপেক্ষা করা অসম্ভব। তবু হোমসকে একা রেখে যেতে আমার যথেষ্ট আপত্তি। শেষ পর্যন্ত স্থির হল, পথপ্রদর্শক ও সঙ্গী হিসাবে সে ওই সুইস ছোকরাকে কাছে রাখবে এবং আমি মীরিঙ্গেন-এ ফিরে যাব। বন্ধুটি আরও কিছুক্ষণ প্রপাত দেখে কাটিয়ে ধীরে ধীরে পাহাড়ের উপর উঠে রোজেনলই চলে যাবে আর সন্ধ্যা নাগাদ সেখানেই আমি তার সঙ্গে দেখা করব। আমি যখন চলে আসি হোমস তখন একটা পাথরে পিঠ রেখে হাত দুখানি ভাঁজ করে এক-দৃষ্টিতে জলপ্রবাহ দেখছিল। এ জগতে আমার ভাগ্যে সেই

তাকে শেষ দেখা।

একেবারে নীচে পা দেবার আগে একবার ফিরে তাকালাম। সেখান থেকে জল-প্রপাতটা দেখা সম্ভব নয়, কিন্তু যে ঘোরানো পথটা পাহাড়ের মাথার উপর দিয়ে সেখানে নেমে গেছে সেটা দেখতে পেলাম। মনে পড়ছে, একটি লোক সেই পথ ধরে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিল। তার পিছনকার সবুজের পশ্চাৎপটের উপর স্পষ্ট কালো মূর্তিটা আমি দেখতে পেয়েছিলাম। যে উৎসাহ নিয়ে সে হেঁটে যাচ্ছিল সেটা আমার দৃষ্টিও আকর্ষণ করেছিল, কিন্তু দ্রুতগতিতে আমার নিজের কাজে যাবার তাড়া থাকায় তার কথা ভুলেই গেলাম।

একঘণ্টার কিছু পরে আমি মীরিংগেন পেঁছিলাম। বৃদ্ধ স্টীলার হোটেলের সামনেই দাঁড়িয়েছিল।

দ্রুত তার কাছে পেঁছে আমি বললাম, আশা করি মহিলাটি ভালই আছেন?'

তার মুখের উপর বিস্ময় ফুটে উঠল, আর তার ভুরুর প্রথম কাঁপন দেখেই আমার বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা বুঝি জমে শিসে হয়ে গেল।

পকেট থেকে চিঠিখানা বের করে বললাম, 'এ চিঠি আপনি লেখেন নি? হোটেলে একটি রুগ্ন ইংরেজ মহিলা আসে নি?'

সে চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'নিশ্চয়ই না। কিন্তু এর উপরে তো হোটেলের ছাপ রয়েছে। ও হো! আপনারা চলে যাবার ঠিক পরেই সেই দীর্ঘকায় ইংরেজ ভদ্রলোক এসেছিলেন, এটা তাহলে তিনিই লিখেছেন। তিনি বললেন—'

কিন্তু হোটেল-মালিকের কৈফিয়ৎ শোনার সময় আমার ছিল না। ভয়ের তাড়নায় আমি গ্রামের পথ ধরে ছুটতে শুরু করলাম। একটু আগেই যেপথে নেমে এসেছিলাম সেই পথেই আবার উঠতে লাগলাম। নামতে সময় লেগেছিল একঘণ্টা, অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও আরও দু'ঘণ্টা কাটিয়ে তবে আবার রাইকেনবাঙ্ক জলপ্রপাতের ধারে উপস্থিত হলাম। যে পাথরটার পাশে হোমসকে ছেড়ে গিয়েছিলাম তার গায়ে হোমসের লোহা-বাঁধানো লাঠিটা তেমনি দাঁড় করানো রয়েছে, কিন্তু লোকটির চিহ্নমাত্র নেই। বৃথাই অনেক হাঁক-ডাক করলাম। আমার কণ্ঠস্বর চারদিকের পাহাড়ে প্রতিহত হয়ে বার বার শুধু প্রতিধ্বনি হয়েই ফিরে এল।

লোহা-বাঁধানো লাঠিটা দেখেই আমার মাথা ঘুরে গেল, শরীর ঠাণ্ডা হয়ে এল। সে তাহলে রোজেনলই-তে যায় নি। সে তাহলে ওই তিন ফুট চওড়া রাস্তায়ই দাঁড়িয়েছিল; তার একদিকে পাথরের প্রাচীর, আর অন্যদিকে অতলস্পর্শ খাদ। ঠিক এই অবস্থাতেই শত্রু তাকে আক্রমণ করেছিল। সুইস ছোকরাটাও কোথাও নেই। হয়তো সেও মরিয়ার্টির ভাড়া-করা লোক, দুজনকে একত্র রেখেই চলে গেছে। কিন্তু তারপর কি হয়েছে? কে আমাকে বলে দেবে তারপর কি হয়েছে?

সম্বিত ফিরে পেতে আমি দু'এক মিনিট দাঁড়িয়েছিলাম, কারণ ভয়াবহ ঘটনা আমাকে বিমূঢ় করে ফেলেছিল। তারপরই হোমসের নিজস্ব পদ্ধতিগুলো আমার মনে পড়ে গেল, আর সেগুলি প্রয়োগ করেই এক শোকাবহ ঘটনার ব্যাখ্যা খুঁজতে চেষ্টা করতে লাগলাম। হায়! সমস্ত ব্যাপারটা কতই না সরল! কথা বলতে বলতে আমরা পথটার শেষপ্রান্ত পর্যন্ত যাই নি; যেখানে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম তার চিহ্ন লোহা-বাঁধানো লাঠিটার মুখেই করা আছে। অবিশ্রাম বাষ্পের স্পর্শে জায়গাটার কালো মাটি এতই নরম হয়ে আছে যে একটা পাখি বসলেও তার পায়ের ছাপ আঁকা পড়বে। পথটার শেষ পর্যন্ত দু সারি পায়ের দাগ আমার সামনের দিকে চলে গেছে কিন্তু কোন পদচিহ্নই ফেরার পথে আসে নি। শেষের কয়েক গজ জায়গা যেন চষে-চষে কাদা করে ফেলা হয়েছে, গর্তটার মুখে যেসব ঝোপঝাড় ও ফার্ণগাছ ছিল সব দুমড়ে মুচড়ে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে ভাল করে দেখতে চেষ্টা করলাম। জলের বাষ্পীয়ধারা আমার চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। তারই মধ্যে দেখতে পেলাম, পাথরের কালো প্রাচীরের গায়ে জলকণাগুলি চকচক করছে, আর অনেক নীচে তীব্র জলধারার উজ্জ্বল আভাষ। চীৎকার করে ডাকলাম; আমার কানে ফিরে এল জলপ্রপাতের সেই একই অর্ধ-মানবিক কান্নার রোল।

কিন্তু এটাই বোধ হয় ছিল নিয়তির বিধান যে আমার বন্ধু ও সহকর্মীর কাছ থেকে শেষ সম্ভাষণ-বাণী আমি পাবই। আগেই বলেছি, তার লোহাবাঁধানো লাঠিটা পথের উপরে বেরিয়ে আসা একটা পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে রাখা ছিল। সেই পাথরের উপর একটা চকচকে জিনিস আমার চোখে পড়ল। হাত বাড়িয়ে সেটা তুলে নিতেই বুঝলাম সে উজ্জ্বলতা তার সিগারেট-কেস থেকে আসছিল। সেটা তুলে নিতেই সিগারেট-কেসটা দিয়ে চাপা দেওয়া একটুকরো চৌকো-কাগজ উড়ে মাটিতে পড়ল। ভাঁজ খুলে দেখি, নোট বইয়ের তিনটে পাতা ছিঁড়ে সে আমাকে চিঠি লিখে গেছে। তার স্বভাবসিদ্ধ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী চিঠিতে দেওয়া নির্দেশ এতই সঠিক এবং হাতের লেখা এত

www.boiRboi.net

স্পষ্ট ও দৃঢ় যে মনে হয় বুঝি নিজের পড়ার ঘরে বসেই চিঠিটা লিখেছে।

সে লিখেছে ঃ 'প্রিয় ওয়াটসন, মিঃ মরিয়ার্টির সৌজন্যেই তোমাকে এই কয়েক পংক্তি লিখছি। আমাদের মধ্যে যেসব কথা আছে তার চূড়ান্ত আলোচনার জন্য সে আমার সুবিধার অপেক্ষায় আছে। কিভাবে সে ইংরেজ পুলিশকে ফাঁকি দিয়েছে এবং আমাদের সব গতিবিধির খবর রেখেছে তার একটি রেখাচিত্র সে আমাকে জানিয়েছে। তার গুণাবলী সম্পর্কে যে উচ্চ ধারণা আমি পোষণ করতাম এতে তাই নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। তার উপস্থিতির কুফল থেকে সমাজকে মুক্ত করতে আমি পারব এই চিন্তায় আমার আনন্দ, যদিও আমার আশংকা আছে যে তার জন্য যে-মূল্য আমাকে দিতে হবে সেটা আমার বন্ধুদের কাছে এবং বিশেষ করে প্রিয় বন্ধু ওয়াটসন, তোমার কাছে হবে খুবই বেদনাদায়ক। অবশ্য আমি তো তোমাকে আগেই বলেছি যে আমার জীবন সাফল্যের উচ্চতর চূড়ায় উঠেছে তাই আমার কাছে সে জীবনের এর চাইতে কাম্য পরিণতি আর কিছুই হতে পারে না। আসলে, তোমাকে যা কথা খুলেই বলছি, আমি ঠিকই জানতাম যে মরিয়ার্টির থেকে আসা চিঠিটা একটা ধাপ্পামাত্র ; আর তোমাকে যে সেই পত্রানুযায়ী কাজের জন্য যেতে দিয়েছিলাম তারও কারণ আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে এই ধরনের একটা পরিণতি ঘটতে পারে। ইন্সপেক্টর প্যাটারসনকে বলো, ঐ দলটার শাস্তিবিধানের জন্য যেসব কাগজপত্র দরকার সেগুলিকে নীল খামে ভরে তার উপরে 'মরিয়ার্টির' লিখে 'এম'-মার্কা খোপে রেখে দিয়েছি। ইংলণ্ড ছাড়বার আগেই আমার সমস্ত সম্পত্তির হস্তান্তরের ব্যবস্থা করে সে দলিলপত্র আমার ভাই মাইক্রফটের হাতে দিয়ে এসেছি। দয়া করে মিসেস ওয়াটসনকে আমার প্রীতি জানিও, আর বিশ্বাস রেখ, প্রিয় ভাই আমার,

তোমার একান্ত বিশ্বস্ত,
শার্লক-হোমস।'

তারপরেও যেটুকু বাকি রইল সে তো কয়েকটিমাত্র কথায়ই বলা যায়। বিশেষজ্ঞগণের পরীক্ষার ফলে সন্দেহাতীতভাবেই জানা গেছে যে, এ অবস্থায় যা অনিবার্য তাই ঘটেছে, ব্যক্তিগত লড়াই চলাকালে দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরে এবং সেই অবস্থায়ই উল্টে নীচে পড়ে যায়। মৃতদেহ দুটি উদ্ধারের কোনরকম চেষ্টা করাই সম্ভব নয় ; ফলে তাদের যুগের সর্বাপেক্ষা ভয়ংকর অপরাধী এবং আইনের সর্বাগ্রগণ্য সমর্থক দুজনই বহুনিম্নের ঘূর্ণায়মান জলরাশি ও উচ্ছ্বলিত ফেনপুঞ্জময় বিরাট কটাহে চিরদিনের মত ঘুমিয়ে রইল। সেই সুইস ছোকরাকে আর কখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি ; কাজেই সেও যে মরিয়ার্টির বেতনভুক অসংখ্য কর্মীগোষ্ঠিরই একজন তাতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। তার সাংগপাংগদের কথায় বলি, হোমসের সংগৃহীত সাক্ষ্যপ্রমাণ কিভাবে তাদের সংগঠনের মুখোশ খুলে দিয়েছিল এবং সেই প্রয়াত লোকটির হাত কিভাবে তাদের উপর চেপে বসেছিল সেকথা জনসাধারণের নিশ্চয় স্মরণ আছে। মামলা-প্রসংগে তাদের ভয়ংকর প্রধানটি সম্পর্কে খুব অল্প কথাই জানা গেছে ; তবু যে আজ তার জীবনের ইতিহাসকে আমি এমন স্পষ্ট করে তুলে ধরতে বাধ্য হয়েছি তার কারণ সেই সব অপরিণামদর্শী বীরপুরুষের দল যারা সেই মানুষটির স্মৃতিকে মুছে ফেলবার জন্য বার বার তাকেই আক্রমণ করেছে যাকে আমি চিরদিনই আমার পরিচিত জনদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও বিজ্ঞতম লোক বলেই মনে করব।

www.boiRboi.net

শার্লক হোমস ফিরে এল

The Return of Sherlock Holmes

খালি বাড়ি

The Empty House

১৮৯৪ সালের বসন্তকালে অত্যন্ত অস্বাভাবিক ও দুর্বোধ্য অবস্থার মধ্যে মাননীয় রোনাল্ড অ্যাডেয়ার-এর হত্যাকাণ্ড সারা লণ্ডন শহরকে কৌতূহলী করে তুলেছিল ; সৌখীন সমাজকে করে তুলেছিল বিষণ্ণ। পুলিশী তদন্তের ফলে এই অপরাধের যে সব বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল সে সবই সাধারণ মানুষরা জানতে পেরেছে ; কিন্তু সে সময়ে অনেক কিছুই চেপে রাখা হয়েছিল, কারণ সরকার পক্ষের সাক্ষ্য-প্রমাণগুলি এত বেশী শক্তিশালী ছিল যে সব ঘটনাকে তুলে ধরার কোন দরকারই হয় নি। কিন্তু প্রায় দশ বছর পরে আজ আমাকে সেই উল্লেখযোগ্য ঘটনা-শৃংখলের হারানো যোগসূত্রগুলি তুলে ধরবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। অপরাধটি এমনিতেই আগ্রহ-উদ্দীপক, কিন্তু তার যে অকল্পনীয় পরিণতি আমার দুঃসাহসিক জীবনের অন্য যে কোন ঘটনার চাইতে আমার মনকে তীব্রভাবে নাড়া দিয়েছিল, বিস্মিত করেছিল, তার তুলনায় সে আগ্রহ তো কিছুই নয়। এমন কি দীর্ঘ বিরতির পরে আজও সে কথা ভাবলে আমার রোমাঞ্চ হয় ; সেদিন আনন্দ, বিস্ময় ও অবিশ্বাস্যতার যে আকস্মিক জোয়ার আমার মনকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তাকে যেন আমি নতুন করে উপলব্ধি করি। একটা অত্যন্ত বিশিষ্ট মানুষের চিন্তা ও কার্যকলাপের যে ছবি আমি মাঝে মাঝে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরেছি তাতে যারা কিছু পরিমাণ আগ্রহ দেখিয়েছেন তাদের কাছে আমার নিবেদন, আমার সব কথা এতদিন তাদের না জানানোর জন্য তারা যেন আমাকে দোষী না করেন, কারণ সেই লোকটির নিজের মুখের সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞায় আবদ্ধ না হলে সব কথা তাদের অবগত করানোটাকেই আমার প্রথম কর্তব্য বলে মনে করতাম ; মাত্র সেদিন গত মাসের তিন তারিখে সে নিষেধাজ্ঞাটি তুলে নেওয়া হয়েছে।

সহজেই কল্পনা করা যেতে পারে যে শার্লক হোমসের সঙ্গে নিবিড় ঘনিষ্ঠতার ফলে অপরাধ সম্পর্কে আমি গভীরভাবে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলাম। তার নিখোঁজ হবার পরে যে সমস্ত সমস্যা জনসাধারণের সামনে উপস্থিত হয়েছে সব সময়ই সেগুলি আমি যত্ন করে পড়েছি ; এমন কি আত্মতুষ্টির জন্য সেই সব সমস্যার সমাধানের জন্য একাধিকবার তার পদ্ধতিগুলিকে প্রয়োগের চেষ্টাও করেছি ; অবশ্য তাতে বিশেষ সফলতা লাভ করতে পারি নি। কিন্তু অন্য কোন ঘটনাই রোনাল্ড অ্যাডেয়ার-এর শোচনীয় মৃত্যুর মত এত বেশী আমাকে কৌতূহলী করে তুলতে পারে নি। বিচারকালীন যে সব সাক্ষ্য-প্রমাণের ফলে এক বা একাধিক অজ্ঞাতপরিচয় লোকের বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃত হত্যার রায় দেওয়া হয়েছিল সেগুলি পড়তে পড়তে আমি যেন নতুন করে উপলব্ধি করলাম শার্লক হোমসের মৃত্যুতে সমাজের কত বড় ক্ষতি হয়েছে। আমি জানি, এই বিস্ময়কর ঘটনাবলীর মধ্যে এমন কিছু ছিল যা তাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করত এবং ইওরোপের প্রথম অপরাধ-বিশেষজ্ঞের সুনিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণ ও সদাসতর্ক মন পুলিশী প্রচেষ্টার সহায়ক হত, অথবা হয় তো তাদের সঠিক পথনির্দেশ করতে পারত। সারা দিন গাড়িতে বসে ঘুরতে ঘুরতে এই ঘটনাটির কথাই ভাবলাম, কিন্তু কোন ব্যাখ্যাই আমার কাছে উপযুক্ত বলে মনে হল না। বিচারের শেষে যে সব ঘটনা জনসাধারণের গোচরীভূত হয়েছিল, দুইবার বলা গল্পের পুনরুল্লেখের ঝুঁকি নিয়ে এখানে সেগুলির পুনরাবৃত্তি করছি।

মাননীয় রোনাল্ড অ্যাডেয়ার ছিল অস্ট্রেলিয়ার কোন একটি উপনিবেশের তৎকালীন গভর্নর মেনুথ-এর আর্ল-এর দ্বিতীয় পুত্র। চোখের ছানিতে অস্ত্রপচারের জন্য অ্যাডেয়ার-এর মা তখন সবে অস্ট্রেলিয়া থেকে ফিরে এসেছে। ছেলে রোনাল্ড ও মেয়ে হিল্ডাকে নিয়ে মহিলা তখন ৪২৭ পার্ক লেন-এ থাকে। যুবকটি ভাল সমাজে চলাফেরা করত ; যতদূর জানা যায় তার কোন শত্রু ছিল না ; বিশেষ কোন চারিত্রিক দোষও ছিল না। কার্সটেয়ার্স-এর মিস এডিথ-উড্‌লির সঙ্গে তার বিয়ের কথা ছিল, কিন্তু মাস কয়েক আগে পারস্পরিক সম্মতিক্রমেই সে বিয়ে ভেঙে গিয়েছিল এবং তার ফলে কারও কারও মনে গভীর কোন রেখাপাত হয়েছিল বলেও মনে হয় নি। এ ছাড়া তার জীবনযাত্রা

সংকীর্ণ চিরাচরিত পথেই চলছিল, কারণ তার স্বভাব ছিল শান্তশিষ্ট, আর তার প্রকৃতি ছিল আবেগরহিত। তবু ১৮৯৪ সালের ৩০শে মার্চ রাত দশটা থেকে এগারোটা কুড়ির মধ্যে অত্যন্ত বিস্ময়কর ও অপ্রত্যাশিতভাবে এই সহজ সরল অভিজাত যুবকের উপরেই নেমে এল মৃত্যু।

রোনাল্ড অ্যাডেয়ার তাস খেলতে ভালবাসত। খেলতও অনবরত। তবে কখনও এমন বাজি রাখত না যাতে তার কোনরকম ক্ষতি হতে পারে। সে ছিল বল্‌ড্‌ইন, ক্যাভেন্ডিস ও ব্যাগাটেল তাসের আড্ডার সভ্য। জানা গেল যে, মৃত্যুর দিন ডিনার-এর পরে শেষোক্ত আড্ডায় সে এক "রবার" হুইস্ট খেলেছিল। বিকেলেও সেখানে খেলেছিল। সহ-খেলুড়ে মিঃ মারে, স্যার জন হার্ডি ও কর্নেল মোরান-এর সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে তারা হুইস্ট খেলেছিল, আর তাসও মোটামুটি সমানই পড়েছিল। অ্যাডেয়ার হয় তো পাঁচ পাউন্ড হেরেছিল, তার বেশী নয়। সে যথেষ্ট বিত্তের অধিকারী, কাজেই এ ধরনের হারে তার কিছু যায় আসে না। প্রায় প্রতিদিনই কোন না কোন ক্লাবে সে খেলে, কিন্তু সে খুব সতর্ক খেলুড়ে, আর সাধারণতই খেলতে বসে জেতে। সাক্ষ্য থেকে জানা যায়, কয়েক সপ্তাহ আগে কর্নেল মোরান-এর সঙ্গে জুটি বেঁধে খেলতে বসে সে সত্যি সত্যি গডফ্রে মিলনার ও লর্ড বাল্‌মোরাল-এর কাছ থেকে ৪২০ পাউন্ড জিতেছিল। বিচারকালে তার তৎকালীন ইতিহাস এই পর্যন্ত জানা যায়।

হত্যার দিন সন্ধ্যায় ঠিক দশটার সময় সে ক্লাব থেকে ফিরে আসে। জনৈক আত্মীয়ের সঙ্গে সন্ধ্যাটা কাটাবার জন্য তার মা ও বোন বাইরে গিয়েছিল। চাকরানি তার সাক্ষ্যে বলেছে, দোতলার সামনের ঘরে তার ঢুকবার শব্দ সে শুনেছে ; সাধারণত সেই ঘরটাকেই সে বসবার ঘর হিসাবে ব্যবহার করে। তাই সেখানে সে আগুন জেবলেই রেখেছিল, আর ধোঁয়া হচ্ছিল বলে জানালাটা খুলে দিয়েছিল। এগারোটা কুড়ি মিনিটে লেডি মেনুথ ও তার মেয়ের আসার আগে সে ঘরে আর কোন শব্দ শোনা যায় নি। শুভরাত্রি জানাবার জন্য মহিলা ছেলের ঘরে ঢুকবার চেষ্টা করে। দরজা ছিল ভিতর থেকে বন্ধ ; তাদের ডাকাডাকি ও ধাক্কাধাক্কিতেও কোন সাড়া মেলে না। লোকজন ডেকে দরজা ভাঙ্গা হল। দেখা গেল, হতভাগ্য যুবকটি টেবিলের কাছে পড়ে আছে। রিভলবারের গুলিতে মাথাটা ভয়ংকরভাবে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে, কিন্তু ঘরের মধ্যে কোন অস্ত্র পাওয়া যায় নি। টেবিলের উপর পড়ে ছিল ১০ পাউন্ডের দু'খানা ব্যাংক-নোট এবং স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রায় ১৭ পাউন্ড ১০ শিলিং—বিভিন্ন ছোট ছোট পরিমাণে সাজানো। এক তা' কাগজে কিছু সংখ্যা ও ক্লাব-এর বন্ধুদের নামও লেখা ছিল ; তার থেকেই অনুমান করা হয় যে, মৃত্যুর আগে তাস-খেলায় হার-জিতের একটা হিসাব কসবার চেষ্টা সে করছিল।

বিস্তারিত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে ঘটনাটা আরও জটিল হয়ে দেখা দিল। প্রথমত, যুবকটি কেন যে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল তার কোন কারণ খুঁজে পাওয়া গেল না। হত্যাকারীই সে কাজটা করে তারপর জানালা দিয়ে পালিয়ে গেছে—এ রকম একটা সম্ভাবনা ছিল। জানালা থেকে অন্তত বিশ ফুট নীচে মাটি, আর সেখানে ছিল প্রস্ফুটিত জাফরান ফুলের কেয়ারি। সেই ফুলের উপরে বা মাটিতে কোন চিহ্নই পাওয়া যায় নি ; অথবা বাড়ি থেকে রাস্তা পর্যন্ত যে ছোট ঘাসে-ঢাকা জমি সেখানেও কোন চিহ্ন ছিল না। কাজেই স্পষ্টতই বোঝা যায় যে যুবকটি নিজেই দরজাটা বন্ধ করেছিল। কিন্তু তার মৃত্যুটা ঘটল কেমন করে? কোনরকম চিহ্ন না রেখে তো কেউ জানালা পর্যন্ত বেয়ে উঠতে পারে না। যদি ধরে নেওয়া যায় যে কেউ জানালা দিয়ে গুলি ছুঁড়েছিল, তাহলে তো বলতে হয় যে-লোক রিভলবার দিয়ে এ রকম মারাত্মক আঘাত হানতে পারে সে খুব পাকা শিকারী। তাছাড়া, পার্ক লেন একটি জনবহুল পথ ; বাড়ির একশ' গজের মধ্যে একটা গাড়ির আড্ডাও রয়েছে। কেউ গুলির শব্দ শুনতে পায় নি। অথচ একটি লোক মারা গেল ; পাওয়া গেল একটা রিভলবারের বুলেট যার আঘাতে সঙ্গে সঙ্গেই লোকটির মৃত্যু ঘটল। এই হল পার্ক লেন রহস্যের বিবরণ। ব্যাপারটা আরও জটিল হয়ে দেখা দিয়েছিল কোন রকম উদ্দেশ্যের অভাবে, কারণ—আগেই বলেছি—যুবক অ্যাডেয়ার-এর কোন শত্রু ছিল বলে জানা যায় নি, আর ঘরের ভিতরকার টাকা-পয়সা বা মূল্যবান সামগ্রী অপহরণের কোন চেষ্টাও করা হয় নি।

সারা দিন এই ঘটনাগুলিকেই মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করতে লাগলাম, চেষ্টা করতে লাগলাম যাতে এমন একটা থিয়োরি বের করতে পারি যার দ্বারা সব কিছুকেই ব্যাখ্যা করা যায়, এবং যে পদ্ধতি অনুসরণ করলে সব চাইতে কম বাধার সম্মুখীন হতে হয় তাকে খুঁজে বের করতে চেষ্টা করলাম। আমার বেচারি বন্ধুবর তো সেটাকেই প্রত্যেক তদন্তকার্যের গোড়াকার কথা বলে মনে করত। স্বীকার করছি যে আমি মোটেই অগ্রসর হতে পারি নি। সন্ধ্যাবেলায় পার্কের ভিতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে প্রায়

ছ'টা নাগাদ পার্ক লেন-এর অক্সফোর্ড স্ট্রীট-এর দিকটায় গিয়ে পৌঁছলাম। পথের উপর একদল বাউণ্ডুলে লোক একটা বিশেষ জানালার দিকে তাকিয়ে ছিল। যে বাড়িটা দেখতে গিয়েছিলাম তারাই আমাকে সে বাড়িটা দেখিয়ে দিল। রাঙা চশমা চোখে একটি লিক্‌লিকে ঢ্যাঙা লোক —আমার জোর মনে হয়েছিল যে লোকটি একজন সাদা পোশাক পরা গোয়েন্দা—কি যেন বলছিল আর অন্য সকলে তাকে ঘিরে ধরে মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনছিল। যতটা সম্ভব তাদের কাছে এগিয়ে গেলাম, কিন্তু তার কথাগুলি অবাস্তব মনে হওয়ায় বিরক্ত হয়ে সেখান থেকে সরে এলাম। সরতে গিয়েই আমার পিছনে দাঁড়ানো একটি বিকৃতদেহ বয়স্ক লোকের সঙ্গে আমার ধাক্কা লাগল এবং তার হাতের কয়েকখানা বই নীচে পড়ে গেল। মনে পড়ছে যে, সেই বইগুলো কুড়িয়ে দিতে গিয়ে একটা বইয়ের নাম আমার নজরে পড়ে গেল—"বৃক্ষ-পূজার উৎস (The Origin of Tree Worship)"। দেখেই আমার মনে হল, লোকটি পুস্তক-প্রেমিক এবং ব্যবসার খাতিরেই হোক আর সখের জন্যই হোক সে অপ্রচলিত বিরল সব বই সংগ্রহ করে বেড়ায়। এই আকস্মিক দুর্ঘটনার জন্য তার কাছে ক্ষমা চাইতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু স্পষ্টই বুঝতে পারলাম, দুর্ভাগ্যবশতঃ যে বইগুলো আমার ধাক্কা লেগে পড়ে গিয়েছিল সেগুলো তার চোখে অত্যন্ত মূল্যবান বস্তু। ঘৃণায় গর্জে উঠেই সে মুখ ঘুরিয়ে চলতে শুরু করল ; তার বাঁকানো পিঠ ও সাদা জুলুফি ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

৪২৭ নং পার্ক লেন-এর বাড়িটা পর্যবেক্ষণ করেও সমস্যার কোন সুরাহা হল না। একটা নীচু দেওয়াল ও রেলিং দিয়ে বাড়িটা রাস্তা থেকে আলাদা করা ; সব মিলিয়ে দেওয়ালটা পাঁচ ফুটের বেশী উঁচু নয়। কাজেই যে কোন লোকের পক্ষেই বাগানে ঢোকা খুবই সহজ ; কিন্তু জানালাটা একান্তভাবেই অনধিগম্য, কারণ অত্যন্ত সক্ষম লোকের পক্ষেও বেয়ে উঠবার মত কোন জলের পাইপ বা অন্য কিছু সেখানে ছিল না। অত্যন্ত বিচলিত চিত্তে কেনসিংটন-এ ফিরে এলাম। পড়ার ঘরে পাঁচ মিনিটও বসি নি, এমন সময় চাকরানি ঘরে ঢুকে জানাল, একটি লোক আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে। কী আশ্চর্য, লোকটি আর কেউ নয়, আমার সেই বিচিত্র বৃদ্ধ পুস্তক-সংগ্রহকারী ; সাদা চুলের ফ্রেমের ভিতর থেকে তার বিশীর্ণ, কুঞ্চিত মুখখানি বেরিয়ে আছে ; আর অন্তত ডজনখানেক মহামূল্যবান বই সে ডান বগলের নীচে চেপে ধরে আছে।

একটা অদ্ভুত কর্কশ গলায় সে বলল, "আমাকে দেখে আপনি দেখছি অবাক হয়েছেন স্যার।"

স্বীকার করলাম, তা হয়েছি।

"দেখুন, আমারও তো একটা বিবেক আছে স্যার ; যখন দেখলাম আপনি এই বাড়িতে ঢুকলেন, তখন আমিও আপনার পিছু পিছু এলাম ; ভাবলাম, ভিতরে ঢুকে দয়ালু ভদ্রলোকটিকে একবার দেখে আসি আর বলে আসি যে আমি যদি একটু রুক্ষ ব্যবহার করেও থাকি তবু আমার কোন খারাপ অভিপ্রায় ছিল না, এবং আমার বইগুলো কুড়িয়ে দেবার জন্য তার কাছে আমি খুবই কৃতজ্ঞ।"

আমি বললাম, "তুচ্ছ জিনিসকে বড় বেশী বাড়িয়ে বলছেন। জিজ্ঞাসা করতে পারি কি, আপনি আমার পরিচয় জানলেন কেমন করে ?"

"কি জানেন স্যার, আমি আপনার একজন প্রতিবেশী ; চার্চ স্ট্রীট-এর মোড়েই আমার ছোট বইয়ের দোকানটা দেখতে পাবেন ; আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ায় খুব খুশি হলাম। মনে হচ্ছে আপনিও বই সংগ্রহ করে থাকেন স্যার ; এই তো রয়েছে 'বৃটিশ বার্ডস্' 'ক্যাটালাস', 'দি হোলি ওয়ার'-এর প্রত্যেকটাই তো দামী বই। পাঁচ খণ্ড বই হলেই দ্বিতীয় তাকের ঐ ফাঁকটা ভর্তি করতে পারেন। দেখতে বড়ই খারাপ লাগছে ; নয় কি স্যার ?"

পিছনের তাকটা দেখবার জন্য মাথাটা ঘুরিয়ে নিলাম। আবার যখন মুখ ফেরালাম, দেখি পড়ার টেবিলের ওপাশে দাঁড়িয়ে শার্লক হোমস আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে। সোজা হয়ে দাঁড়ালাম, অবাক বিস্ময়ে কয়েক সেকেণ্ড হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম, আর তারপরই মনে হল জীবনে এই প্রথম ও শেষবারের মত আমি নিশ্চয় মূর্চ্ছা গিয়েছিলাম। এ কথা নিশ্চিত যে একটা ধূসর কুয়াসা আমার চোখের সামনে দুলে উঠেছিল এবং সেটা যখন সরে গেল তখন দেখলাম, আমার কলারের বোতাম খোলা আর আমার ঠোঁটে তখনও ব্র্যাণ্ডির স্বাদ লেগে রয়েছে। ফ্লাস্কটা হাতে নিয়ে হোমস আমার চেয়ারের উপর ঝুঁকে রয়েছে।

অতি-পরিচিত কণ্ঠস্বর বলে উঠল, "প্রিয় ওয়াটসন, তোমার কাছে আমি হাজারবার ক্ষমাপ্রার্থী। তুমি যে এতটা বিচলিত হয়ে পড়বে তা আমি ভাবতে পারি নি।"

তার হাতটা চেপে ধরলাম।

"হোমস ?" চেঁচিয়ে বলে উঠলাম। "সত্যি কি তুমি ? এ কি সত্যি যে তুমি বেঁচে আছ ? এও কি সম্ভব যে সেই ভয়ংকর গহ্বর থেকে তুমি বেরিয়ে আসতে পেরেছিলে ?"

"একটু সবুর কর !" সে বলল। "এ সব আলোচনা করবার মত অবস্থা তুমি সত্যি ফিরে পেয়েছ তো ? আমার

এই অকারণ নাটকীয় আবির্ভাব তোমাকে অত্যন্ত বেশী বিচলিত করে ফেলেছে।"

"আমি ঠিক আছি। কিন্তু হোমস, সত্যি বলছি আমি যেন নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছি না। ঈশ্বর জানেন, তুমি যে আমার পড়ার ঘরে এসে দাঁড়িয়েছ এ যেন ভাবতেই পারছি না!" আবার তার আস্তিন শুদ্ধু পেশী-বহুল সরু হাতটা চেপে ধরলাম। "ঠিক আছে, আর যাই হোক, এটা তোমার আত্মা নয়। ভাইরে, তোমাকে দেখে কী যে ভাল লাগছে। বস। তারপর বল সেই ভয়ংকর খাদের ভিতর থেকে তুমি জীবন্ত বেরিয়ে এলে কেমন করে।"

আমার উল্টো দিকে বসে তার সেই পুরনো বেপরোয়া ভঙ্গীতে সে একটা সিগারেট ধরাল। বই-বিক্রিওলার ফ্রক-কোটটা তখনও তার গায়েই রয়েছে, কিন্তু তার বাদ-বাকি অস্তিত্বটা একরাশ সাদা চুল ও একগাদা পুরনো বইয়ের রূপ নিয়ে টেবিলের উপর পড়ে আছে। হোমসকে যেন আগের চাইতেও শীর্ণ ও তীক্ষ্ন মনে হচ্ছে ; তার খাড়া নাকের উপরকার মৃত্যু-সাদা ছোপটা দেখেই বুঝতে পারলাম, ইদানীং তার স্বাস্থ্য খুব একটা ভাল যাচ্ছে না।

সে বলল, "একটু টান-টান হয়ে শুতে পেরে বড়ই ভাল লাগছে ওয়াটসন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটা পা তুলে চলাফেরা করা একটা ঢ্যাঙা লোকের পক্ষে মোটেই মজার ব্যাপার নয়। কি জান ভাই, এ সব সাজগোজের ব্যাখ্যা হিসাবে শুধু এইটুকুই বলতে চাই যে আজ রাতে একটা কঠিন ও বিপজ্জনক কাজ আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে। সে কাজটা সারা হয়ে যাবার পরে সব ব্যাপারটা তোমাকে বুঝিয়ে বলাটাই ভাল হবে।"

"আমার খুবই কৌতূহল হচ্ছে। এখনই সব কথা শুনতে চাই।"

"আজ রাতে আমার সঙ্গে থাকছ তো?"

"যখন বলবে, যেখানে যেতে বলবে, আমি আছি।"

"এই তো আগেকার দিনের মত কথা। যাবার আগে কিছু খেয়ে নেবার মত সময় আমাদের হাতে আছে। হ্যাঁ, এবার সেই খাদের কথা। সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে আমার কোন বড় রকমের অসুবিধাই হয় নি, আর তার খুব সহজ কারণটি এই যে সে খাদের মধ্যে আমি কখনও পড়িই নি।"

"কখনও পড়ই নি?"

"না ওয়াটসন, মোটেই পড়ি নি। তোমার জন্য যে চিরকুটটা লিখে রেখে গিয়েছিলাম তার প্রতিটি কথাই সত্য। যে সংকীর্ণ পথটা ধরে সেখান থেকে নিরাপদে বেরিয়ে আসা যায় সেই পথের উপর স্বর্গত অধ্যাপক মরিয়ার্টির অশুভ মূর্তিটা দেখেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে আমার জীবনের শেষ সময় উপস্থিত হয়েছে। তার দুটি ধূসর চোখে দেখেছিলাম এক দুর্লংঘ্য নিয়তি। কাজেই তার সঙ্গে কিছু বাক্য-বিনিময় করে একটা চিরকুট লিখবার সৌজন্যমূলক অনুমতি চেয়ে নিলাম। সেই চিরকুটটাই তুমি পরে পেয়েছিলে। আমার সিগারেটের বাক্স ও লাঠিটাসহ চিরকুটটা সেখানে রেখে পথটা ধরে হাঁটতে লাগলাম। মরিয়ার্টি সব সময়ই আমার পিছনে ছিল। একেবারে শেষ প্রান্তে পৌঁছে ঘুরে দাঁড়ালাম। সে কোন অস্ত্র বের করল না, আমার দিকে ছুটে এসে লম্বা হাত বাড়িয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরল। সে জানত যে তার খেলা সাঙ্গ হয়েছে, তাই আমার উপর প্রতিশোধ নিতে তখন সে বদ্ধপরিকর। জলপ্রপাতের কিনারে দাঁড়িয়ে দুজন কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি করলাম। বারিৎসু বা জাপানী ধরনের কুস্তির কিছু প্যাঁচ আমার জানা ছিল। অনেক সময়ই সেটা আমার কাজে লেগেছে। আমি তার হাতের ভিতর দিয়ে গলে গেলাম ; আর সে ভয়ংকরভাবে চীৎকার করে কয়েক সেকেণ্ড পাগলের মত মাটিতে পা ঠুকল, দুই হাত বাড়িয়ে বাতাসকে আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করল। কিন্তু এত চেষ্টা সত্ত্বেও টাল সামলাতে না পেরে উল্টে নীচে পড়ে গেল। জলের কিনারে দাঁড়িয়ে মুখ নীচু করে অনেকটা নীচে পর্যন্ত তাকে পড়ে যেতে দেখলাম। তারপরই একটা পাথরে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে গিয়ে সে সশব্দে জলের মধ্যে পড়ে গেল।

সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে হোমস কথাগুলি বলে গেল। আমি অবাক বিস্ময়ে শুনতে লাগলাম।

"কিন্তু পায়ের দাগ!" আমি চেঁচিয়ে বললাম। "আমি যে নিজের চোখে দেখেছি, পথ ধরে দুজন এগিয়ে গেছে ; কিন্তু কেউ ফেরে নি।"

সেটা এইভাবে ঘটেছিল। অধ্যাপক উধাও হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমার মনে হয়েছিল, নিয়তি কী অদ্ভুত সৌভাগ্য আমার জন্য বয়ে এনেছে। আমি জানতাম, একমাত্র মরিয়ার্টিই আমার হত্যার শপথ নেয় নি। এমন অন্তত আরও তিনটে লোক আছে যাদের মনে আমার উপর প্রতিহিংসা নেবার বাসনা তাদের নেতার মৃত্যুতে তীব্রতর হবে। তারা সকলেই অত্যন্ত ভয়ংকর প্রকৃতির লোক। একজন না একজন আমার খোঁজ পাবেই। অপর পক্ষে, সারা জগৎ যদি জেনে যায় যে আমি মারা গিয়েছি, তাহলে এই লোকগুলোও ব্যাপারটাকে হাল্কাভাবে নেবে ; তারা প্রকাশ্যে

ঘুরে বেড়াবে এবং দু'দিন আগে হোক পরে হোক আমি তাদের শেষ করে ফেলতে পারব। আমি যে এখনও বেঁচে আছি সে কথা ঘোষণা করবার সময় আসবে সেই দিন। মস্তিষ্ক এত দ্রুত কাজ করে যে অধ্যাপক মরিয়ার্টি রাইকেনবাক জলপ্রপাতের নীচে পৌঁছবার আগেই এ সব চিন্তা আমার মাথায় খেলে গিয়েছিল।

"উঠে দাঁড়িয়ে পিছনকার পাহাড়ের দেওয়ালটাকে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলাম। এ ঘটনার যে হুবহু বিবরণ তুমি প্রকাশ করেছিলে কয়েক মাস পরে সেটা আমি আগ্রহ-সহকারে পড়েছি। তাতে তুমি লিখেছ যে পাহাড়ের দেওয়ালটা ছিল খাঁজবিহীন খাঁড়াই। সেটা আক্ষরিক অর্থে সত্য নয়। পা রাখবার মত কয়েকটা জায়গা তাতে ছিল এবং একটা আলসের মতও ছিল। পাহাড়টা এত উঁচু যে তার সবটা বেয়ে উপরে ওঠা একেবারেই অসম্ভব ; আবার কোনরকম পায়ের চিহ্ন না রেখে ভিজে পথটা ধরে চলাও সমান অসম্ভব। এ কথা ঠিক যে আমি পায়ের জুতো উল্টো করে পরে নিতে পারতাম ; এ রকম অবস্থায় সে কাজ আমি অনেকবার করেছি ; কিন্তু তিন জোড়া পা একই দিকে চলে গেছে দেখলে অনেকের মনেই সন্দেহ দেখা দিত। কাজেই সব দিক চিন্তা করে ঠিক করলাম যে পাহাড় বেয়ে ওঠার ঝুঁকিই নিতে হবে। ব্যাপারটা খুব মজাদার নয় ওয়াটসন। নীচে জলপ্রপাত গর্জন করে চলেছে। আমি কল্পনাপ্রবণ লোক নই, কিন্তু তোমাকে বলেই বলছি ওয়াটসন, আমি যেন শুনতে পেলাম খাদের নীচ থেকে মরিয়ার্টির কণ্ঠস্বর আমাকে ডাকছে। একটু ভুল হলেই জীবনান্ত হবে। একাধিকবার যেই আমার হাতের টানে ঘাসের গুচ্ছ উপড়ে উঠে এসেছে, অথবা পাহাড়ের ভেজা গর্তের মধ্যে পাটা পিছলে গেছে, অমনি মনে হয়েছে এই বুঝি গেলাম। কিন্তু ধীরে ধীরে উপরে উঠতে লাগলাম ; শেষ পর্যন্ত নরম সবুজ শেওলায় ঢাকা এমন একটা তাকের মত জায়গায় পৌঁছে গেলাম যেখানে সকল দৃষ্টির অগোচরে বেশ আরাম করে শুয়ে থাকা যায়। প্রিয় ওয়াটসন, তোমার দলবল নিয়ে তুমি যখন অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে অত্যন্ত অনুপযুক্তভাবে আমার মৃত্যুর ব্যাপারে তদন্ত করছিলে তখন আমি সেখানেই শরীরটাকে টান-টান করে শুয়ে ছিলাম।

"শেষ পর্যন্ত তোমাদের যত সব অনিবার্য ও একান্ত ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে তোমরা হোটেলে ফিরে গেলে, আর আমি সেখানে একা পড়ে রইলাম। ভেবেছিলাম আমার অভিযান বুঝি শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা আমাকে বুঝিয়ে দিল যে তখনও অনেক বিস্ময় আমার জন্য জমা হয়ে আছে। একটা প্রকাণ্ড পাথর উপর থেকে গড়িয়ে আমার ঠিক পাশ দিয়ে পথের উপর নেমে ছিটকে সেই খাদের মধ্যে গিয়ে পড়ল। মুহূর্তের জন্য মনে হয়েছিল বুঝি একটি আকস্মিক ঘটনা, কিন্তু পরমুহূর্তেই উপরে তাকিয়ে আকাশের পটভূমিতে একটি মানুষের মাথা আমি দেখতে পেলাম ; সঙ্গে সঙ্গে আর একটা পাথর এসে ঠিক যে তাকটার উপর আমি শুয়ে-ছিলাম তার উপরে আমার মাথাটার ফুট খানেকের মধ্যে আছড়ে পড়ল। অর্থটা খুব স্পষ্টই বোঝা গেল। মরিয়ার্টি একা ছিল না। অধ্যাপক যখন আমাকে আক্রমণ করে তখন তার একজন স্যাঙাতও পাহারায় ছিল, আর একনজরেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম সে স্যাঙাতটি কী সাংঘাতিক লোক। আমার অগোচরে কিছুটা দূরে থেকে সে তার বন্ধুর মৃত্যু ও আমার উদ্ধারের সাক্ষী হয়ে ছিল। অনেক-ক্ষণ অপেক্ষা করবার পর পাহাড়টা ঘুরে তার চূড়ায় উঠে সে সেই কাজটিই হাসিল করতে চেয়েছিল যেটা তার বন্ধু করে উঠতে পারে নি।

"ওয়াটসন, সমস্ত ব্যাপারটা ভেবে নিতে আমার বেশী সময় লাগল না। আবার দেখলাম, সেই ভয়ংকর মুখটা পাহাড়ের উপর থেকে উঁকি দিচ্ছে ; বুঝলাম যে এবার আর একটা পাথর নেমে আসবে। কোন রকমে আবার সেই পাথরের উপরেই নেমে গেলাম। ভেব না যে ঠাণ্ডা মাথায় আমি এ সব করতে পারতাম। উপরে উঠে যাওয়ার চাইতে এ কাজটা ছিল শতগুণ বেশী শক্ত। কিন্তু বিপদের কথা ভাববার সময় ছিল না, কারণ আমি যখন সেই তাকের কিনারা ধরে ঝুলে পড়লাম তখনই আরও একটা পাথর সশব্দে আমার পাশ দিয়ে নীচে নেমে গেল। মাঝামাঝি পর্যন্ত নেমে হাতটা ফস্‌কে গেল, কিন্তু ঈশ্বরের আশীর্বাদে ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত দেহে আমি পথের উপর নেমে পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে পালালাম। অন্ধকারে দশ মাইল পাহাড়ি পথ পার হলাম এবং এক সপ্তাহ পরে ফ্লোরেন্স-এ পৌঁছলাম। তখন আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে আমার কি হল সে কথা পৃথিবীতে কেউ জানল না।

"আমার একজনমাত্র সহযোগী ছিল—আমার দাদা মাইক্রফ্‌ট। প্রিয় ওয়াটসন, তোমার কাছে অনেক অনেক ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি ; কিন্তু তখন সবচাইতে বড় কথাই ছিল যে সকলে জানুক আমি মারা গিয়েছি ; আর এটা তো খুবই ঠিক যে সে খবরটা সত্য বলে না জানলে আমার শোচনীয় পরিণতির অমন একান্ত বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ

তুমিও কিছুতেই লিখতে পারতে না। গত তিন বছরে অনেক বারই তোমাকে চিঠি লিখবার জন্য কলম হাতে নিয়েছি, কিন্তু প্রত্যেকবারই ভয় হয়েছে যে আমার প্রতি স্নেহবশত হয় তো এমন কিছু অবিবেচনার কাজ তুমি করে বসবে যাতে আমার সব গোপনতা ফাঁস হয়ে পড়বে। সেই একই কারণে আজ সন্ধ্যায় তুমি যখন আমার বইগুলো ফেলে দিলে তখনও আমি দূরে সরে গেলাম, তখন আমার অনেক বিপদ ; তোমার দিক থেকে কোনরকম বিস্ময় বা উচ্ছ্বাস প্রকাশ পেলেই হয় তো আমার আসল পরিচয়ের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হত, আর তার ফল হত অত্যন্ত শোচনীয় ও অপূরণীয়। আর মাইক্রফটের কথায় বলি, আমার তখন খুবই টাকার দরকার ছিল আর সেই জন্যই তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হয়েছিল। এদিকে লন্ডনের ঘটনাবলীও আমি যেরকমটা আশা করেছিলাম সে পথে গেল না, কারণ মরিয়ার্টির দলবলের বিচারে তার সেই দুটি বিপজ্জনক স্যাঙাতই ছাড়া পেয়ে গেল যারা আমার সবচাইতে প্রতিহিংসাপরায়ণ শত্রু। কাজে কাজেই দু'বছরের জন্য তিব্বত ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লাম, মনের সুখে লাসা দেখলাম, এমনকি প্রধান লামার সঙ্গেও কিছুদিন কাটালাম। সিগারসন নামক জনৈক নরওয়েবাসীর উল্লেখ-যোগ্য সব আবিষ্কারের কাহিনী হয় তো তুমিও পড়েছ, কিন্তু তাতে যে তোমার বন্ধুর সংবাদই পেয়েছিলে সে কথা তুমিও নিশ্চয় বুঝতে পার নি। তারপর গেলাম পারস্যে, মক্কা দেখলাম, খার্তুম-এ খলিফার সঙ্গেও অল্প সময়ের জন্য দেখা করলাম, আর সে বিবরণ যথাসময়ে পররাষ্ট্র দপ্তরে পাঠিয়েও দিলাম। ফ্রান্স-এ ফিরে এসে কয়লার উপাদান নিয়ে গবেষণার কাজে কয়েক মাস কাটা-লাম ; কাজটা করেছিলাম দক্ষিণ ফ্রান্স-এর মঁৎপেলিয়ের গবেষণাগারে। সন্তোষজনকভাবে কাজটা শেষ করবার পরে যখন জানতে পারলাম আমার একটিমাত্র শত্রু এখন লন্ডনে আছে তখনই এখানে ফিরবার উদ্যোগ করছি এমন সময় এই পার্ক লেন রহস্যের খবর পেয়ে আমার যাত্রাকে ত্বরান্বিত করে ফেললাম। ঘটনাটি নিজগুণেই আমার মনক টেনে-ছিল ; তাছাড়াও ভাবলাম যে কাজটা হাতে নিলে কতক-গুলি বিশেষ ব্যক্তিগত সুযোগসুবিধাও পেয়ে যাব। তৎক্ষণাৎ লন্ডনে ফিরে এলাম, আত্মপরিচয়ে বেকার স্ট্রীটে আত্মপ্রকাশ করলাম, মিসেস হাডসন চীৎকার-চেঁচামেচি শুরু করে দিল, আর দেখতে পেলাম যে মাইক্রফট্ আমার ঘরটি ও কাগজ-পত্রগুলো ঠিক যেভাবে ছিল সেইভাবেই রেখে দিয়েছে। প্রিয় ওয়াটসন, এইভাবে আজ বেলা দু'টোর সময় আমার সেই পুরনো ঘরের সেই পুরনো হাতল-চেয়ারে শুয়ে শুয়ে শুধু এই আশাই করছিলাম যে আমার পুরনো বন্ধু ওয়াটসন অনেক সময়ই যে চেয়ারটার শোভাবর্ধন করত তাকে যদি সেখানে দেখতে পেতাম।"

এপ্রিল মাসের সেই সন্ধ্যায় এই আশ্চর্য কাহিনীটি মন দিয়ে শুনলাম—যে দীর্ঘ দেহ ও তীক্ষ্ণ সাগ্রহ মুখ আর কোন দিন দেখতে পাব বলে আশাও করি নি তার প্রত্যক্ষ উপস্থিতির দ্বারা প্রত্যায়িত না হলে সে কাহিনী হয় তো আমার কাছেও একান্তভাবেই অবিশ্বাস্য বলে মনে হত। যেমন করেই হোক আমার প্রিয়-বিয়োগের দুঃসংবাদও সে জেনেছে ; কথার বদলে আচরণের ভিতর দিয়েই সে তার সহানুভূতি প্রকাশ করল। বলল, "প্রিয় ওয়াটসন, কাজই দুঃখের শ্রেষ্ঠ প্রতিরোধক। আজ রাতে আমাদের দুজনের জন্যই একটা কাজ আমার হাতে আছে ; সে কাজটা যদি সাফল্যের সঙ্গে সমাধা করতে পারি তাহলে পৃথিবীতে বেঁচে থাকার একটা সঙ্গত কারণ পাওয়া যাবে।" বৃথাই তাকে এ বিষয়ে আরও কিছু বলতে বললাম। সে শুধু জবাব দিল, "সকালের আগেই অনেক কিছু শুনতে ও দেখতে পাবে। আমাদের বিগত তিন বছরের কথা জমে আছে। খালি বাড়িটাতে উল্লেখযোগ্য অভিযান শুরু হবে সাড়ে ন'টায় ; ততক্ষণ পর্যন্ত সেই কথাই চলুক।"

নির্দিষ্ট সময়ে পকেটে রিভলবার ও বুকের মধ্যে অভিযানের শিহরণ নিয়ে গাড়িতে তার পাশে বসে চলতে চলতে যেন পুরনো দিনগুলিকে ফিরে পেলাম। হোমস রুক্ষভাবে চুপচাপ বসে আছে। রাস্তার আলো তার গম্ভীর মুখের উপর পড়ায় দেখতে পেলাম তার ভুরু দুটি চিন্তায় আনত, আর ঠোঁটের উপর ঠোঁট চেপে বসেছে। লন্ডনের অপরাধ জগতের অন্ধকার জঙ্গলে কোন্ বন্য পশুকে শিকার করতে আমরা চলেছি তা আমি জানি না, কিন্তু এই দক্ষ শিকারীর ভাবভঙ্গী দেখে বুঝতে পারছি যে অভিযানটি বেশ গুরুতর রকমের ; তাছাড়া তার ঋষি-কল্প গাম্ভীর্যকে ভেদ করে মাঝে মাঝে যে ব্যঙ্গের হাসি ফুটে বেরুচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে যে যার উদ্দেশ্যে এই শিকার-যাত্রা তার কপাল বড় মন্দ।

ভেবেছিলাম বেকার স্ট্রীটেই আমরা চলেছি, কিন্তু ক্যাভেণ্ডিস স্কোয়ারের মোড়েই হোমস গাড়িটা থামাল। লক্ষ্য করলাম যে গাড়ির বাইরে পা দেবার সময় সে বেশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ডাইনে ও বাঁয়ে একবার চোখ বুলিয়ে নিল ; তারপর প্রতিটি রাস্তার মোড়েই একবার করে বেশ ভালভাবে দেখে নিল কেউ তার পিছু নিয়েছে কি না।

আমাদের যাত্রা-পথটাও অদ্ভুত। লণ্ডনের অলি-গলির জ্ঞান হোমসের অসাধারণ ; এ ক্ষেত্রে এমন সব পাখির আলয় ও আস্তাবলের সারির ভিতর দিয়ে নিশ্চিত পদ-ক্ষেপে দ্রুত গতিতে সে এগিয়ে চলল যাদের অস্তিত্বের কোন খবরই আমার জানা ছিল না। শেষ পর্যন্ত একটা ছোট রাস্তায় গিয়ে পড়লাম। তার দুই পাশে সব পুরনো বিষণ্ণ-দর্শন বাড়িঘর। সেই পথ ধরে এগিয়ে গিয়ে পড়লাম ম্যাঞ্চেস্টার স্ট্রীট-এ এবং সেখান থেকে ব্ল্যান্ড-ফোর্ড স্ট্রীট-এ। এখানে দ্রুত মোড় ঘুরে সে একটা সংকীর্ণ গলিতে পড়ল, কাঠের ফটক পেরিয়ে একটা পরিত্যক্ত উঠোনে ঢুকল, তারপর চাবি ঘুরিয়ে একটা বাড়ির পিছনের দরজাটা খুলে ফেলল। দুজন একসঙ্গে ঢুক-লাম। সে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

জায়গাটা নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ; কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে এটা খালি বাড়ি। আমাদের পায়ের চাপে কাঠের পাটাতনে ক্যাচর-ক্যাচর শব্দ হতে লাগল। হাত বাড়িয়ে দেওয়াল ছুঁয়ে বুঝতে পারলাম যে দেওয়ালের গা থেকে কাগজগুলো ফিতের মত ঝুলছে। ঠাণ্ডা সরু আঙুল দিয়ে আমার কোমরটা জড়িয়ে ধরে হোমস আমাকে নিয়ে একটা লম্বা হলের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলল। দরজার উপরকার অস্পষ্ট ঘুলঘুলির আলোটা চোখে পড়ল। এখানে এসেই হোমস হঠাৎ ডান দিকে ঘুরে গেল, আর আমরাও একটা বড়, চৌকো খালি ঘরে প্রবেশ করলাম। ঘরের কোণগুলো গাঢ় ছায়ায় ঢাকা, কিন্তু বাইরের রাস্তার আলো পড়ে ঘরের ভিতরটা ঈষৎ আলোকিত। কাছাকাছি কোন বাতি ছিল না ; জানালায় জমে ছিল পুরু ধুলো ; কাজেই ভিতরে আমরা পরস্পরের আকৃতিটা শুধু দেখতে পাচ্ছিলাম। সঙ্গীটি আমার কাঁধে হাত রেখে তার ঠোঁট নিয়ে এল কানের কাছে।

"আমরা কোথায় এসেছি জান?" সে ফিস্ ফিস্ করে বলল।

আবছা জানালা দিয়ে তাকিয়ে জবাব দিলাম, "ওটা নিশ্চয়ই বেকার স্ট্রীট।"

"ঠিক। আমরা আছি ক্যাম্‌ডেন হাউস-এ। বাড়িটা আমাদের পুরনো বাসার ঠিক উল্টো দিকে।"

"কিন্তু এখানে এসেছি কেন?"

"কারণ এখান থেকে ঐ চমৎকার বাড়িটার একটা ভাল ছবি পাওয়া যায়। প্রিয় ওয়াটসন, তোমাকে যাতে কেউ দেখতে না পায় সে বিষয়ে বেশ সতর্ক হয়ে তুমি কি একটু কষ্ট স্বীকার করে জানালাটার আরও একটু কাছে এগিয়ে যাবে এবং সেখান থেকে আমাদের সেই পুরনো ঘরগুলোর দিকে একবার তাকাবে যেখান থেকে আমাদের অনেক ছোটখাট অভিযানের সূত্রপাত ঘটেছে? তোমাকে অবাক করে দেবার যে ক্ষমতা আমার ছিল এই তিন বছরের অনুপস্থিতিতে সেটা একেবারেই চলে গেছে কি না সেটা একবার দেখব।"

পা টিপে টিপে এগিয়ে পরিচিত জানালাটার ভিতর দিয়ে তাকালাম। সেখানে চোখ পড়তেই আমি আঁতকে উঠলাম ; গলা দিয়ে একটা বিস্ময়ের চীৎকার বেরিয়ে গেল। জানালার পর্দা নামানো ; ঘরে একটা কড়া আলো জ্বলছে। ঘরের মধ্যে চেয়ারে উপবিষ্ট একটি মানুষের ছায়া জানালার উজ্জ্বল পর্দার উপর কালো কঠিন রেখায় ফুটে উঠেছে। মাথার ভঙ্গী, কাঁধের চৌকো ভাব, আর টানা-টানা দেহ-গঠন—এ সব কোন মতেই ভুল হবার নয়। মুখটা অর্ধেক ঘোরানো থাকার ফলে এমন একটি কালো সিলুয়েটের সৃষ্টি হয়েছে যে রকম ছবি বাঁধিয়ে রাখতে আমাদের ঠাকুর্দারা ভাল-বাসতেন। হোমসের একটি সঠিক প্রতিকৃতি। আমি এতই বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলাম যে লোকটি সত্যি আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে কি না নিশ্চিত হবার জন্য আমার হাতটা তার দিকে বাড়িয়ে দিলাম। নীরব হাসিতে সে তখন কাঁপছে।

"কি হল?" সে বলল।

"হা ঈশ্বর!" আমি চেঁচিয়ে বললাম। "এ যে বিস্ময়কর!"

সে বলল, "আমি বিশ্বাস রাখি যে আমার সীমাহীন বিচিত্র কর্মক্ষমতা বয়সের চাপে শুকিয়ে যায় নি অথবা গতানুগতিকতায় অকেজো হয়েও যায় নি।" নিজের সৃষ্টিকে ঘিরে শিল্পীর মনে যে আনন্দ ও গর্ব থাকে তারই প্রকাশ ধ্বনিত হল তার কণ্ঠস্বরে। "সত্যি একেবারে আমার মতই হয়েছে, তাই না?"

"আমি শপথ করে বলতেও রাজী আছি যে ওটা তুমিই।"

"এ কাজের কৃতিত্ব অবশ্য গ্রেনোব্‌ল্-এর মঁসিয়ে ভাস্কার মুনিয়ের-এর প্রাপ্য। কয়েকটা দিন খেটে তিনিই ছাঁচটা তৈরী করেছেন। মূর্তিটা মোমের। বাকি কাজটা আমিই করেছি আজ বিকেলে বেকার স্ট্রীটে হাজির থেকে।"

"কিন্তু কেন?"

"প্রিয় ওয়াটসন, তার কারণ আমি যখন সত্যি অন্যত্র রয়েছি তখন যাতে কিছু লোক ভাবে যে আমি ওখানেই আছি সেটা চাইবার স্বপক্ষে আমার অত্যন্ত জোরালো

যুক্তি ছিল।"

"অর্থাৎ তুমি ভেবেছিলে যে তোমার ঘরের উপর নজর রাখা হয়েছিল?"

"আমি জানতাম নজর রাখা হয়েছিল।"

"কারা রেখেছিল?"

"আমার পুরনো শত্রুরা ওয়াটসন। যাদের নেতা রাইকেনবাক-এর জলে শুয়ে আছে সেই মনোহর দলটি। তোমাকে মনে রাখতে হবে যে তারা জানত, একমাত্র তারাই জানত যে আমি এখনও বেঁচে আছি। তারা বিশ্বাস করে আছে যে আজ হোক কাল হোক আমার ঘরে আমি ফিরে আসবই। তারা আগাগোড়াই নজর রেখেছিল ; আর আজ সকালে তারা আমাকে আসতে দেখেছে।"

"তুমি কেমন করে জানলে?"

"কারণ জানালা দিয়ে তাকিয়ে তাদের শাল্লীকে আমি চিনতে পেরেছি। বেচারি নিরীহ মানুষ ; নাম পার্কার ; পেশায় ডাকাত ; আর ইহুদিদের বেহালা খুব ভাল বাজাতে পারে। তাকে আমি থোরাই কেয়ার করি। কিন্তু আমার দুশ্চিন্তা তার পিছনকার দুর্ধর্ষ লোকটিকে নিয়ে। লোকটি মরিয়ার্টির প্রাণের বন্ধু, সেই পাহাড়ের উপর থেকে পাথর গড়িয়ে ফেলেছিল লন্ডনের সবচাইতে ধূর্ত ও বিপজ্জনক দুর্বৃত্ত সে। ওয়াটসন, আজ রাতে সেই লোকটিই আমার পিছনে লাগবে ; কিন্তু আমরা যে তার পিছনে লেগেছি সে লোকটি এ বিষয়ে কিছুই জানে না।"

আমার বন্ধুর পরিকল্পনাটা ক্রমশ প্রকাশ পেতে লাগল। এই সুবিধাজনক জায়গা থেকে নজরদারদের উপর নজর রাখা হচ্ছে, আর যারা পিছু নিয়েছে তাদের পেছনেই লাগা হচ্ছে। দূরের ঐ কোণাকুনি ছায়াটা হচ্ছে টোপ, আর আমরা হলাম শিকারী। অন্ধকারে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দুজন দেখতে লাগলাম। আমাদের সামনে দিয়ে কত লোকের দ্রুত আসা-যাওয়া। হোমস নিঃশব্দ, নিশ্চল ; কিন্তু আমি বলতে পারি, সে অত্যন্ত সজাগ আছে, আর চলমান যাত্রীর স্রোতের উপর তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে। রাতটা যেমন ঠাণ্ডা তেমনই দুর্যোগপূর্ণ ; লম্বা রাস্তা বরাবর বাতাস তীক্ষ্ণস্বরে শিস্ দিতে দিতে বয়ে চলেছে। অনেক লোকের আসা-যাওয়া ; তাদের অনেকেরই শরীর কোট ও গলাবন্ধে ঢাকা। দু' একবার মনে হল এ ধরনের লোককে যেন আগেও দেখেছি ; বিশেষ করে দুটি লোকের উপর আমার নজর পড়ল। রাস্তার অদূরে একটা বাড়ির দ্বারপথে তারা বাতাসের হাত থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্য আশ্রয় নিয়েছে বলে মনে হল। তাদের প্রতি বন্ধুর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু অধৈর্য হয়ে কি যেন বলেই সে আবার রাস্তার দিকে চোখ ফেলল। একাধিক বার সে পা ঠুকল, আঙুল দিয়ে দেওয়ালে দ্রুত টোকা দিতে লাগল। স্পষ্ট বুঝতে পারলাম ক্রমেই তার অস্বস্তি বাড়ছে ; তার পরিকল্পনা বুঝি বা আশানুরূপভাবে কাজ করছে না। শেষ পর্যন্ত মধ্য রাত্রি যতই এগিয়ে আসতে লাগল, রাস্তাটা যতটা খালি হতে লাগল, ততই নিয়ন্ত্রণাতীত উত্তেজনায় সে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল। তাকে কিছু বলতে গিয়ে আলোকিত জানালাটার উপর চোখ তুলে তাকাতেই আগেকার মতই একটা পরম বিস্ময় আমাকে পেয়ে বসল। হোমসের বাহুটা চেপে ধরে উপরের দিকটা দেখালাম।

চেঁচিয়ে বললাম, "ছায়াটা নড়ছে!"

আসলে এবার আর পার্শ্বদৃশ্য নয়, তার পিঠটাই আমাদের দিকে ফেরানো।

সে বলল, "নড়েছে তো বটেই। আরে ওয়াটসন, আমি এমনই এক হাস্যাস্পদ আনাড়ি যে একটা অচল মূর্তিকে খাড়া করে ইওরোপের সবচাইতে তীক্ষ্ণধী লোককে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করব? দু' ঘণ্টা হল আমরা এ ঘরে আছি ; এর মধ্যে মিসেস হাডসন আটবার অর্থাৎ প্রতি পনেরো মিনিটে একবার করে মূর্তিটার অবস্থান বদলে দিয়েছে। যাতে তার ছায়াটা কখনও চোখে না পড়ে সেজন্য সামনের দিক থেকে সে কাজটা করে। আঃ!" উত্তেজনায় কর্কশ শব্দ করে সে একবার শ্বাস নিল। আবছা আলোয় দেখলাম তার মাথাটা সামনে ঝুঁকে পড়েছে, একান্ত মনোযোগের ফলে শরীরটা শক্ত হয়ে উঠেছে। সেই লোক দুটি হয় তো তখনও দ্বারপথেই কুঁকড়ে দাঁড়িয়ে ছিল, কিন্তু আমি আর তাদের দেখতে পেলাম না। আমাদের সামনেকার উজ্জ্বল হলুদ পর্দার ঠিক মাঝখানে একটি কালো মূর্তি ছাড়া আর সব কিছু স্তব্ধ, অন্ধকার। সেই একান্ত নৈঃশব্দের মধ্যে আবার শুনতে পেলাম অবদমিত তীব্র উত্তেজনার প্রকাশস্বরূপ একটা অস্পষ্ট হিস্ হিস্ শব্দ। মুহূর্তকাল পরেই সে আমাকে টানতে টানতে সবচাইতে অন্ধকার কোণটায় নিয়ে গেল। হাত দিয়ে সে তখন আমার মুখটাকে চেপে ধরেছে। তার হাতের আঙুলগুলো কাঁপছে। বন্ধুকে কখনও এতখানি বিচলিত হতে দেখি নি ; অথচ অন্ধকার পথটা তখনও নির্জন ও নিশ্চল অবস্থায়ই পড়ে আছে।

তার তীক্ষ্ণতর ইন্দ্রিয় যেটা আগেই ধরতে পেরেছিল, হঠাৎ আমিও সেটা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠলাম। চুপি চুপি পা ফেলার একটা নীচু শব্দ আমার কানে এল ;

বেকার স্ট্রীটের দিক থেকে নয়, শব্দটা আসছে যে বাড়িতে আমরা লুকিয়ে আছি তারই পিছন দিক থেকে। একটা দরজা খুলে আবার বন্ধ হয়ে গেল। মুহূর্তকাল পরে বারান্দা দিয়ে এগিয়ে আসার শব্দ শোনা গেল ; নিঃশব্দে পা ফেলার চেষ্টা সত্ত্বেও বাড়িটা খালি থাকায় তার প্রতিধ্বনি বেশ কর্কশ শোনাল। হোমস হামাগুড়ি দিয়ে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল ; রিভলবারের হাতলে হাতটা রেখে আমিও তাই করলাম। অন্ধকারের ভিতর দিয়ে তাকিয়ে খোলা দরজার কালো রঙের চাইতে এক পোচ বেশী কালো একটি লোকের অস্পষ্ট রেখাচিত্র দেখতে পেলাম। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে সে ঝুঁকে পড়ে হামাগুড়ি দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকল। অশুভ মূর্তিধারী লোকটি আমাদের তিন গজের মধ্যে এসে গেল। সে লাফিয়ে পড়লে তার মোকাবিলা করার জন্য তৈরী হলাম। কিন্তু তখনই বুঝতে পারলাম যে আমাদের উপস্থিতির কথা সে জানে না। আমাদের একেবারে পাশ ঘেঁসে এগিয়ে সে চুপি চুপি জানালার কাছে গেল। খুব আস্তে নিঃশব্দে জানালাটাকে আধা ফুট তুলে দিল। সেই ফাঁকটুকু দিয়ে রাস্তার আলোটা পুরোপুরি তার মুখে এসে পড়ল। মনে হল লোকটি উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠেছে। চোখ দুটো তারার মত জ্বল্ জ্বল্ করছে ; সারা শরীর কাঁপছে। লোকটি বয়স্ক, সরু খাড়া নাক, উঁচু টাকওয়ালা কপাল, মস্ত বড় পাকানো গোঁফ। মাথার অপেরা-হ্যাটটা পিছন দিকে ঠেলে দেওয়া, খোলা ওভারকোটের ফাঁক দিয়ে সান্ধ্য পোশাকের শার্টের সামনের দিকটা দেখা যাচ্ছে। মুখটা শুকনো ও ধোঁয়াটে, মোটা মোটা দাগে ভর্তি। হাতে একটা লাঠির মত জিনিস ছিল, কিন্তু সেটাকে মেঝের উপর রাখবার সময় ঠং করে একটা ধাতব শব্দ হল। তারপর সে ওভারকোটের পকেট থেকে একটা ভারী বস্তু বের করে এমন সব ক্রিয়াকান্ড করতে লাগল যার ফলে শেষ ক্লিক্ করে একটা জোরালো কর্কশ শব্দ হল, যেন একটা স্প্রিং বা খিল ঠিক জায়গায় বসে গেল। তখন সে মেঝের উপর হাঁটু ভেঙে বসে সামনে ঝুঁকে পড়ে শরীরের সমস্ত ভার ও জোর দিয়ে একটা 'লেভার'-এর উপর চাপ দিল : ফলে একটা চাকা ঘোরার শব্দ হতে হতে একসময় আরও জোরে ক্লিক্ করে একটা শব্দ হয়ে থেমে গেল। তখন সে সোজা হয়ে দাঁড়াল ; দেখলাম, তার হাতে বন্দুকের মত একটা বস্তু ধরা রয়েছে, তবে তার বাঁটটা একটু অদ্ভুত আকারের। বন্দুকের পিছন দিকটা খুলে তার ভিতরে কিছু একটা ভরে আবার বন্ধ করে দিল। তারপর হাঁটু ভেঙে বসে বন্দুকের কুঁদোটাকে জানালার তাকের উপর বসিয়ে দিল। দেখতে পেলাম, তার লম্বা গোঁফটা কুঁদোটার উপর ঝুলে পড়েছে, আর বাইরে তাকিয়ে তার চোখটা জ্বলছে। কুঁদোটাকে কাঁধের উপর তুলে নিয়ে তার দৃষ্টির অদূরে পরিষ্কার দাঁড়িয়ে থাকা হলুদ পশ্চাৎ-পটের উপর কালো মূর্তিধারী বিস্ময়কর শিকারীটিকে দেখে খুশীর যে ছোট্ট নিঃশ্বাসটি সে ফেলল তাও আমি শুনতে পেলাম। মুহূর্তের জন্য সে নিশ্চল, কাঠ-কাঠ হয়ে রইল। তারপরই তার আঙ্গুলটা বন্দুকের ঘোড়ার উপর চেপে বসল। একটা অদ্ভুত জোরালো শাঁ-শাঁ শব্দ হল ; কাঁচ ভাঙার ঝন্-ঝন্ শব্দ উঠল ; আর ঠিক সেই মুহূর্তে হোমস বাঘের মত শিকারী লোকটার পিঠের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে সপাটে মেঝেতে ফেলে দিল। পরমুহূর্তেই উঠে দাঁড়িয়ে সে হোমসের গলাটা চেপে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে আমি রিভলবারের হাতল দিয়ে তার মাথায় আঘাত করতেই সে আবার মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল। আমি তাকে চেপে ধরতেই আমার বন্ধুটি সজোরে একটা বাঁশি বাজিয়ে দিল। বাঁধানো পথের উপর দৌড়ে আসার খট্-খট্ শব্দ শোনা গেল ; ইউনিফর্মধারী দুজন পুলিশ ও সাদা পোশাকের একটি গোয়েন্দা ছুটতে ছুটতে সামনের ফটকটা পেরিয়ে ঘরে ঢুকল।

"লেস্ট্রেড, তুমি?" হোমস বলল।

"হ্যাঁ মিঃ হোমস, কাজটা আমি নিজের হাতেই নিয়েছি। আপনি আবার লণ্ডনে ফিরে এসেছেন দেখে খুব ভাল লাগছে স্যার।"

"কিছু বেসরকারী সাহায্য তোমাদের দরকার বলে মনে করছি। এক বছরে তিনটি হত্যাকাণ্ডের কোন কিনারা হল না, এটা তো চলতে পারে না লেস্ট্রেড। কিন্তু 'মোল্‌সি রহস্য'-এর ব্যাপারটা তো তুমি বেশ অল্প সময়েই—মানে, বেশ ভালভাবেই মোকাবিলা করেছিলে।"

সকলেই উঠে দাঁড়ালাম। আমাদের বন্দীটি ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছে। তার দু' পাশে দুটি দশাসই কনেস্টবল দাঁড়িয়ে। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু পথচারী রাস্তায় জমা হতে শুরু করেছে। হোমস জানালাটার কাছে এগিয়ে গিয়ে সেটাকে বন্ধ করে দিয়ে পর্দাটা নামিয়ে দিল। লেস্ট্রেড দুটো মোমবাতি বের করল, আর পুলিশরা তাদের লণ্ঠনের ঢাকনা খুলে দিল। এতক্ষণে বন্দীটিকে ভালোভাবে দেখতে পেলাম।

একটি একান্ত পুরুষোচিত অথচ অশুভ মুখ আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। মুখের ঊর্ধ্বভাগে দার্শনিকসুলভ

একজোড়া ভুরু, আর নীচে ইন্দ্রিয়াসক্ত মানুষের মত একটি মুখ। দেখলেই মনে হয়, ভাল হোক আর মন্দ হোক কোন বৃহৎ কর্মের শক্তি নিয়েই লোকটি জীবন শুরু করেছিল। কিন্তু তার নিষ্ঠুর নীল চোখ ও তার আনত বিদ্বেষপরায়ণ পাতা, অথবা তার হিংস্র, উদ্ধত নাক ও ভয়ংকর মোটা ভুরুর দিকে তাকালে প্রকৃতির সুস্পষ্ট বিপদ-সংকেত না দেখে উপায় নেই। আমাদের দিকে সে নজরই দিল না, তার দুটি চোখই হোমসের উপর স্থিরনিবদ্ধ; তার দৃষ্টিতে ঘৃণা ও বিস্ময় সম-অংশে প্রকাশমান। বিড়-বিড় করে সে শুধু বলতে লাগল, "তুমি শয়তান! তুমি ধূর্ত—ধূর্ত শয়তান!"

কুঁচকানো কলারটা ঠিক করতে করতে হোমস বলল, "আরে কর্ণেল যে! পুরনো নাটকে সংলাপ আছে 'প্রেমিক-দের মিলনেই পথের শেষ।' রাইকেনবাক জলপ্রপাতের উপরকার তাকের উপর শুয়ে থাকবার সময় সেই যে তোমার সদয় মনোযোগ আমার উপর পড়েছিল তারপর আর কখনও তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে বলে তো মনে হয় না।"

কর্ণেল তখনও স্বপ্নাচ্ছন্নের মত আমার বন্ধুর দিকেই তাকিয়ে ছিল। "তুমি একটি ধূর্ত, ধূর্ত শয়তান!" এ ছাড়া আর কোন কথাই সে বলতে পারল না।

হোমস বলল, "এখনও আপনাদের সঙ্গে একে পরিচয় করিয়ে দেই নি। এই ভদ্রলোক হচ্ছেন কর্ণেল সেবাস্টিয়ান মোরান, মহামান্য মহারাণীর ভারতীয় বাহিনীর প্রাক্তন কর্মী" তার মত ভাল শিকারী আমাদের পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যে আর একজনও পাওয়া যাবে না। কর্ণেল, যদি বলি যে তোমার বাঘ-শিকারের তালিকা আজও প্রতিদ্বন্দ্বীবিহীন, আশা করি তাহলে সঠিক কথাই বলা হবে?"

হিংস্র বৃদ্ধটি কোন কথা বলল না, শুধু আমার বন্ধুর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। দুটি বন্য চোখ ও খোঁচা-খোঁচা দাড়িতে তাকেও একটি বাঘের মতই দেখাচ্ছিল।

হোমস বলল, "আমার এই অতি সরল কৌশল এরকম একটি বুড়ো শিকারীকে ঠকাতে পেরেছে দেখে আমি অবাক হয়েছি। এ কৌশল তো তোমার জানা থাকবারই কথা।" একটা ছাগলছানাকে গাছের নীচে বেঁধে রেখেছিল রাইফেল নিয়ে গাছের উপরে বসে কখন বাঘটা শিকারের লোভে এসে হাজির হবে তার জন্য তুমি কি কখনও অপেক্ষা করে থাক নি? এই খালি বাড়িটাই আমার গাছ। আর তুমি হলে বাঘ। পাছে একাধিক বাঘ এসে হাজির হয় অথবা তোমার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, সেজন্য তুমি তো হাতের কাছে বাড়তি বন্দুকও রাখতে। এরাই,—" চারদিক দেখিয়ে সে বলতে লাগল, "আমার বাড়তি বন্দুক। কাজেই তুলনাটা হুবহু মিলে যাচ্ছে।"

ক্রোধে গর্জে উঠে কর্ণেল মোরান সামনে ঝাঁপিয়ে পড়তেই কনস্টেবলরা তাকে পিছনে টেনে নিল। তার মুখ তখন তীব্র ক্রোধে ভয়ংকর হয়ে উঠেছে।

হোমস বলল, "আমি স্বীকার করছি যে একদিক থেকে তুমি আমাকে একটু অবাক করে দিয়েছ। তুমি যে নিজেই এই খালি বাড়িটা ও তার সুবিধাজনক সামনের জানালাটা ব্যবহার করবে সেটা আমি আশা করি নি। আমি ভেবে-ছিলাম তুমি রাস্তা থেকেই কাজটা সারবে, আর সেই জন্যই আমার বন্ধু লেস্ট্রেড ও তার লোকরা সেখানেই তোমার জন্য অপেক্ষা করে ছিল। এটুকু ব্যতিক্রম ছাড়া আর সব কিছু আমার প্রত্যাশামতই ঘটেছে।"

কর্ণেল মোরান সরকারী গোয়েন্দার দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

বলল, "আমাকে গ্রেপ্তার করবার মত যথেষ্ট কারণ আপনার থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে, কিন্তু এই লোকটার বকবকানি আমাকে কেন শুনতে হবে তার কোনই কারণ থাকতে পারে না। আইনের হাতে যদি আমি ধরা পড়ে থাকি তাহলে আইনগত ব্যবস্থাই নেওয়া হোক।"

লেস্ট্রেড বলল, "দেখুন, এটা খুবই যুক্তিপূর্ণ কথা। মিঃ হোমস, আমরা চলে যাবার আগে আপনার আর কিছু বলবার আছে কি?"

শক্তিশালী হাওয়া-বন্দুকটাকে মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিয়ে হোমস তার কলকব্জা পরীক্ষা করে দেখছিল।

বলল, "একটা প্রশংসনীয় অদ্ভুত অস্ত্র—নিঃশব্দ অথচ প্রচণ্ড শক্তিধর। অন্ধ জার্মান যন্ত্রবিদ্ ভন হার্ডারকে আমি চিনতাম। পরলোকগত অধ্যাপক মরিয়ার্টির নির্দেশমত এই অস্ত্র সে বানাত। অনেক বছর ধরেই এর অস্তিত্বের কথা আমি জানতাম, যদিও এর আগে কখনও এটাকে নেড়ে-চেড়ে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয় নি। লেস্ট্রেড, এটার প্রতি এবং এতে যে বুলেট খাপ খায় তার প্রতি তোমার বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করছি।"

দলবলসহ দরজার দিকে যেতে যেতে লেস্ট্রেড বলল, "সেদিকে আমাদের দৃষ্টি অবশ্য থাকবে মিঃ হোমস। আপনার আর কি বলার আছে?"

"শুধু জিজ্ঞাসা করতে চাই, কোন্ অভিযোগটা তুমি পছন্দ করতে চাও?"

"কোন্ অভিযোগ স্যর? কেন, অবশ্যই মিঃ শার্লক হোমসকে হত্যার চেষ্টার অভিযোগ।"

"হল না লেস্ট্রেড। আমি মোটেই এ ব্যাপারের মধ্যে

থাকতে চাই না। এই উল্লেখযোগ্য গ্রেপ্তারের কৃতিত্ব তোমার —একমাত্র তোমার। হ্যাঁ লেস্ট্রেড, আমি তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি! তোমার স্বভাবসিদ্ধ কৌশল ও সাহসিকতার মিশ্রণের ফলেই তুমি তাকে হাতের মধ্যে পেয়েছ।"

"হাতের মধ্যে পেয়েছি? কাকে মিঃ হোমস?"

"সারা পুলিশ বাহিনী যে লোকটাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে —গত মাসের ৩০ তারিখে ৪২৭ নং পার্ক লেন-এর তিন তলার সামনের দিককার খোলা জানালা দিয়ে একটা হাওয়া-বন্দুক থেকে গুলি ছুঁড়ে যে লোক মাননীয় রোনাল্ড অ্যাডেয়ারকে হত্যা করেছে—এই সেই কর্ণেল সেবাস্টিয়ান মোরান। লেস্ট্রেড, এটাই আসল অভিযোগ। ওয়াটসন, ভাঙা জানালা দিয়ে আসা ঠাণ্ডা বাতাস যদি সহ্য করতে পার, তাহলে আমি মনে করি যে আমার পড়ার ঘরে বসে একটা সিগারেট টানতে টানতে আধ ঘণ্টা সময় বেশ আনন্দে কাটিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

মাইক্রফ্‌ট্ হোমসের তত্ত্বাবধান ও মিসেস হাডসনের প্রত্যক্ষ যত্নের ফলে আমাদের পুরনো আবাস অপরিবর্তিতই ছিল। এ কথা সত্য যে ঘরে ঢুকেই একটা অপ্রত্যাশিত পরিচ্ছন্নতা আমার নজরে পড়ল, কিন্তু পুরনো জিনিসগুলো সব যথাস্থানেই রাখা ছিল। এককোণে রসায়নাগার ও এসিড-কলংকিত টেবিলটা তেমনি আছে। তাকের উপরে সারি সারি সাজানো রয়েছে সেই সব টুকিটাকির বই ও রেফারেন্স-বই যেগুলো পুড়িয়ে ফেলতে পারলে আমাদের অনেক নাগরিক-বন্ধুই খুশি হত। নানান নক্সা, বেহালার বাক্স, পাইপ রাখার দণ্ড—এমন কি যে পারসিক চটিতে তামাক রাখা হত—চারদিকে তাকাতে সে সব কিছুই আমার চোখে পড়ল। ঘরের অধিবাসী দু'জন—এক মিসেস হাডসন, আমরা ঘরে ঢুকতেই তার মুখখানি হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল; অপরজন সেই আশ্চর্য নকল মূর্তি, আজকের সান্ধ্য অভিযানে যার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমার বন্ধুর একটি মোম-রঙের প্রতিকৃতি; এমন আশ্চর্যভাবে গড়া হয়েছে যে মূলের সঙ্গে হুবহু মিলে গেছে। একটা ছোট ঘোরানো টেবিলের উপর মূর্তিটাকে দাঁড় করানো হয়েছে; হোমসের পুরনো ড্রেসিং-গাউন দিয়ে এমনভাবে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে যে রাস্তা থেকে দেখলে আসল বলে ভুল না করে উপায় নেই।

হোমস বলল, "মিসেস হাডসন, আশা করি সব রকম সতর্কতামূলক ব্যবস্থাই তুমি নিয়েছিলে?"

"হাঁটুর উপর ভর দিয়ে আমি ওটার কাছে গিয়েছি স্যার, ঠিক যেমনটি আপনি বলেছিলেন।"

"চমৎকার। কাজটা তুমি খুব ভালভাবেই করেছ। বুলেটটা কোথায় লেগেছে দেখেছ কি?"

"হ্যাঁ স্যার। আমার ভয় হচ্ছে যে আপনার এত সুন্দর মূর্তিটাই নষ্ট হয়ে গেছে, কারণ বুলেটটা ভিতর দিয়ে সোজা গিয়ে দেওয়ালের উপর পড়ে চ্যাপ্টা হয়ে গেছে। আমি সেটাকে কার্পেটের উপর থেকে কুড়িয়ে এনেছি। এই দেখুন।"

হোমস সেটা আমার দিকে তুলে ধরল। "দেখতেই পাচ্ছ ওয়াটসন, রিভলবারের একটা নরম বুলেট। এখানেই তো বুদ্ধির পরিচয়—একটা হাওয়া-বন্দুক থেকে এ রকম জিনিস ছোঁড়া হবে তা কে ভাবতে পারে? ঠিক আছে মিসেস হাডসন, তোমার সাহায্যের জন্য আমি খুবই বাধিত। ওয়াটসন, আমি চাই তুমি তোমার পুরনো আসনটা আর একবার গ্রহণ কর, কারণ কয়েকটা বিষয় নিয়ে তোমার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই।"

আগেকার ফ্রক-কোটটা খুলে ফেলে আবার সে পুরনো দিনের হোমস সেজে বসেছে; সকল মূর্তির গা থেকে ইঁদুর-রঙা ড্রেসিং-গাউনটা খুলে নিয়ে গায়ে চড়িয়েছে।

প্রতিকৃতির বিচূর্ণিত কপালটা দেখতে দেখতে হেসে উঠে সে বলল, "বুড়ো শিকারী তার স্নায়ুর স্থিরতা বা চোখের তীক্ষ্ণতা কোনটাই হারায় নি।"

"মাথার পিছন দিকে ঠিক মাঝখানে আঘাত করে মস্তিষ্ক ফুঁটো করে চলে গেছে। ভারতবর্ষের মধ্যে সে ছিল শ্রেষ্ঠ লক্ষ্যবিদ্, আর আমার তো মনে হয় তার চাইতে ভাল লক্ষ্যবিদ্ লণ্ডনেও কেউ নেই। নামটা শুনেছ কি?"

"না, শুনি নি।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, খ্যাতি এমনই হয়ে থাকে! কিন্তু আমার যতদূর মনে পড়ে অধ্যাপক জেমস মরিয়ার্টির নামও তো তুমি আগে শোন নি, অথচ এ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মস্তিষ্কের অধিকারী যারা সে তো তাদেরই একজন। তাকের উপর থেকে আমার জীবনী-পঞ্জীখানা একবার দাও তো।"

চেয়ারে হেলান দিয়ে সিগার থেকে প্রচুর ধূম্রজাল উদ্গীরণ করতে করতে সে অলসভাবে পাতা ওল্টাতে লাগল।

বলল, "আমার M অক্ষরের সংগ্রহটা খুবই ভাল। একমাত্র মরিয়ার্টিই যে কোন একটি অক্ষরকে বিখ্যাত করবার পক্ষে যথেষ্ট; আরও আছে কয়েদী মরগান, শোচনীয় অখ্যাতির অধিকারী মেরিভিউ, আর সেই ম্যাথুজে চেয়ারিং ক্রস-এর বিশ্রাম-কক্ষে এক ঘুষিতে যে আমার বাঁ দিকের শ্বদন্তটাকে উপড়ে ফেলেছিল; আর সব শেষে

আছে আমার আজ রাতের বন্ধুটি।"

সে বইটা আমার হাতে দিল। আমি পড়তে লাগলাম: "মোরান সেবাস্টিয়ান, কর্ণেল। বেকার। বেঙ্গালোর পায়োনীয়ার্স-এর প্রাক্তন কর্মী। জন্ম লন্ডনে, ১৮৪০-এ। একদা পারস্যের বৃটিশ মন্ত্রী স্যার অগাস্টাস মোরান, সি. বি.-র পুত্র। শিক্ষা ইটন ও অক্সফোর্ড-এ। জোয়াকি অভিযানে, আফগান অভিযানে, চরসিয়ার, শেরপুর ও কাবুলে সেনাদলে কাজ করেছে। Heavy Games of the Western Himalayas, ১৮৮১, Three Months in the Jungle, ১৮৮৪; —এই দুখানি গ্রন্থের লেখক। ঠিকানা: কর্ণওয়াল স্ট্রীট। ক্লাব: দি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান, দি ট্যাংকার-ভিল, দি ব্যাগাটেলি কার্ড ক্লাব।"

পাশে হোমসের পরিষ্কার হাতে লেখা: "লন্ডনের দ্বিতীয় সাতিশয় বিপজ্জনক ব্যক্তি।"

বইটা তার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললাম, "অবাক হবার মতই ব্যাপার। লোকটির জীবন তো একজন সম্মানিত সৈনিকের জীবন।"

হোমস জবাব দিল, "তা ঠিক। কিছুদূর পর্যন্ত সে ভাল কাজই দেখিয়েছে। সর্বদাই তার স্নায়ু ছিল লৌহদৃঢ়। ভারতবর্ষে এখনও গল্প শোনা যায় যে নর্দমার ভিতর হামাগুড়ি দিয়ে সে একটা আহত মানুষ-খেকো বাঘের পিছনে ধাওয়া করেছিল। দেখ ওয়াটসন, এক ধরনের গাছ আছে যেগুলি কিছুদূর পর্যন্ত বেশ ভালভাবে বেড়ে উঠেই হঠাৎ কেমন যেন অশোভন রকমের খাপছাড়া আকৃতি নেয়। মানুষের মধ্যে এ রকমটা তুমি প্রায়ই দেখতে পাবে। আমার একটা থিয়োরি আছে যে একটি ব্যক্তির বেড়ে ওঠার মধ্যে তার পূর্বপুরুষদের সকলেরই প্রভাব প্রসারিত হয়ে থাকে, এবং ভাল বা মন্দের দিকে এই ধরনের আকস্মিক মোড় নেওয়ার মধ্যে তার বংশধারার কোন প্রবল প্রভাবই প্রতিফলিত হয়ে থাকে। একটি মানুষ যেন তার পরিবারের ইতিহাসের একটি সংক্ষিপ্ত-সার।"

"এটা নিশ্চয়ই তোমার কল্পনামাত্র।"

"সে যাই হোক, কথাটার উপর আমি বিশেষ জোর দিতে চাই না। কারণ যাই হোক, মোরান ভুল পথে যেতে শুরু করল। প্রকাশ্যে কোন কেলেংকারী না করলেও ভারতবর্ষে তার টেকা দায় হয়ে উঠল। অবসর নিয়ে সে লন্ডনে ফিরে এল, আর এখানেও তার অখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। সেই সময়ই অধ্যাপক মরিয়ার্টি তাকে খুঁজে বের করল এবং সাময়িকভাবে তাকে দলপতি বানিয়ে দিল। মরিয়ার্টি দরাজ হাতে তাকে টাকা দিতে লাগল, আর এমন দু'একটি বড় ধরনের কাজে তাকে ব্যবহার করল যেটা কোন সাধারণ অপরাধীর পক্ষে করা সম্ভব নয়। ১৮৮৭ সালে লডার-এর মিসেস স্টেয়ার্ট-এর মৃত্যুর কিছু কিছু কথা তোমার নিশ্চয় মনে আছে। নেই? দেখ, তার পিছনেও যে মোরান ছিল সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত; অবশ্য কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। এমন কৌশলের সঙ্গে কর্ণেলকে আড়াল করে রাখা হত যে মরিয়ার্টির দলটা যখন ভেঙে গেল তখনও তাকে জড়ানো গেল না। সেদিনটার কথা তোমার নিশ্চয় মনে আছে যেদিন তোমার ঘরে ঢুকেই হাওয়া-বন্দুকের ভয়ে আমি খড়খড়িটা নামিয়ে দিয়েছিলাম? সেদিনও তুমি নিশ্চয় আমাকে কল্পনাপ্রবণই ভেবেছিলে। কিন্তু আমার কাজ আমি ভালই বুঝেছিলাম, কারণ এই বিশেষ বন্দুকটির কথা আমি জানতাম, আর এও জানতাম যে তার পিছনে রয়েছে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ লক্ষ্যবিদ্। আমরা যখন সুইজারল্যান্ডে ছিলাম, তখনও মরিয়ার্টিকে নিয়ে সে আমাদের পিছু নিয়েছিল এবং নিঃসন্দেহে সেই লোকই রাইকেনবাক জলপ্রপাতের পার্শ্ববর্তী তাকের উপর-কার সেই অশুভ পাঁচটি মিনিট আমাকে উপহার দিয়েছিল।

"তুমি ধরে নিতে পার যে কোন রকমে যাতে তাকে পাকড়াও করতে পারি তারই সুযোগ লাভের আশায় ফ্রান্স পরিভ্রমণের সময় আমি বিশেষ মনোযোগ দিয়ে খবরের কাগজগুলি পড়তাম। সে যতদিন লন্ডনের বুকে স্বাধীন-ভাবে চলাফেরা করে বেড়াবে ততদিন আমার পক্ষে বেঁচে থাকা এক বিড়ম্বনা। তার ছায়া দিন-রাত আমাকে ঘিরে থাকবে, এবং আগে হোক পরে হোক একদিন তার সুযোগ আসবেই। আমিই বা কি করতে পারি? দেখামাত্রই তাকে গুলি করতেও পারি না, কারণ তাহলে তো আমাকেই কাঠ-গোড়ায় উঠতে হত। কোন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আবেদন করেও লাভ নেই। একটা প্রমাণহীন সন্দেহের ভিত্তিতে তো তারা কিছুই করতে পারবে না। কাজেই কিছুই আমি করতে পারি না। তবু অপরাধসংক্রান্ত খবরের উপর নজর রাখতে লাগলাম। ভাবলাম, একদিন না একদিন তাকে ধরতে পারবই। তারপর ঘটল রোনাল্ড-অ্যাডেয়ার-এর মৃত্যু। শেষ পর্যন্ত সুযোগ হাতে এল। আমি যতদূর জানতাম, তাতে এটা যে কর্ণেল মোরান-এর কাজ সেটা কি একেবারে সুনিশ্চিত নয়। ছেলেটির সঙ্গে সে তাস খেলেছে; ক্লাব থেকেই তার পিছু নিয়ে বাড়ি পর্যন্ত গেছে; খোলা জানালা দিয়ে তাকে গুলি করেছে। এ বিষয়ে এতটুকু সন্দেহ থাকতে পারে না। বুলেটগুলোই তার গলায় ফাঁসির দড়ি পরাবার পক্ষে যথেষ্ট। সঙ্গে সঙ্গেই এখানে চলে এলাম। শাল্পীটি

আমাকে দেখে ফেলে। আমি জানতাম, আমার উপস্থিতির কথা সে নিশ্চয় কর্ণেলকে জানাবে। আমার আকস্মিক প্রত্যাবর্তনকে তার এই অপরাধের সঙ্গে জড়াতে সে ভুল করল না এবং স্বভাবতই খুব ভয় পেয়ে গেল। আমি নিশ্চিত জানতাম, এই মুহূর্তেই আমাকে তার পথ থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা সে করবে এবং সেজন্য তার ঐ মারাত্মক অস্ত্রটাই ব্যবহার করবে। তার জন্য জানালায় একটা চমৎকার শিকার রেখে দিলাম এবং পুলিশকে জানিয়ে দিলাম যে তাদের দরকার হতে পারে। ভাল কথা ওয়াটসন, দ্বারপথে তাদের উপস্থিতি তুমি ঠিকই ধরতে পেরেছিলে। এদিকে সব কিছুর উপর নজর রাখবার জন্য এই সুবিধাজনক স্থানটা বেছে নিলাম ; তখন কিন্তু আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি যে ঠিক এই স্থানটিকেই সেও তার আক্রমণ চালাবার জন্য বেছে নেবে। এবার বল তো ভাই ওয়াটসন, ব্যাখ্যা করবার মত আর কিছু বাকি আছে কি ?"

"আছে," আমি বললাম। "কর্ণেল মোরান কোন্ উদ্দেশ্যে মাননীয় রোনাল্ড অ্যাডেয়ারকে হত্যা করেছিল সেটা কিন্তু তুমি বুঝিয়ে বল নি।"

"ওহো ! ভাই ওয়াটসন, সে কথায় কিন্তু কল্পনার এমন একটা রাজ্যে আমাদের পদার্পণ করতে হয় যেখানে অত্যন্ত যুক্তিবাদী মনও ভুল করে বসতে পারে। প্রাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণের উপর নির্ভর করে প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধারণা গড়ে তুলতে পারে, আর তোমার ধারণা আমার ধারণার মতই সত্য হতে পারে।"

"তাহলে তুমিও নিশ্চয় একটা ধারণা করেছ ?"

"আমি তো মনে করি এখানেও কোন অসুবিধা দেখা দেবার কথা নয়। সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে জানা গেছে যে সহ-খেলুড়ে হিসাবে কর্ণেল মোরান ও যুবক অ্যাডেয়ার অনেক টাকা জিতে নিয়েছিল। মোরান নির্ঘাৎ খেলায় অসদুপায় অবলম্বন করত—এটা আমি অনেক দিন থেকেই জানতাম। আমার বিশ্বাস, খুন হবার দিনই অ্যাডেয়ার ধরতে পারে যে মোরান খেলায় জোচ্চুরি করছে। খুব সম্ভব গোপনে সে এ নিয়ে মোরানের সঙ্গে কথা বলেছে এবং তাকে ভয় দেখিয়েছে যে সে যদি স্বেচ্ছায় ক্লাবের সদস্য-পদ ছেড়ে না দেয় ও আর কখনও তাস খেলবে না বলে প্রতিজ্ঞা না করে তাহলে তার জোচ্চুরির কথা প্রকাশ করে দেবে। অ্যাডেয়ার-এর মত একটা অল্প-বয়সের ছেলে যে তার চাইতে বয়সে অনেক বড় একজন সুপরিচিত লোকের মুখোশ খুলে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই একটা মারাত্মক কেলেংকারী কাণ্ড করে বসবে সেটা স্বাভাবিক নয়। সম্ভবত আমি যে রকমটা ভেবেছি সেই ভাবেই সে কাজ করেছে। ক্লাব থেকে বহিষ্কৃত হওয়া মানেই মোরান-এর সর্বনাশ, কারণ তাসখেলায় জোচ্চুরি করে উপার্জিত টাকায়ই তার দিন চলে। তাই অ্যাডেয়ার যখন বাড়ি ফিরে কত টাকা সে ফেরৎ দিয়ে দেবে তার হিসাব কষবার চেষ্টা করেছিল কারণ সহ-খেলুড়ের জোচ্চুরির টাকায় সে ভাগ বসাতে চায় না, তখনই মোরান তাকে খুন করল। পাছে মহিলারা হঠাৎ ঘরে ঢুকে এই সব নাম ও টাকা-পয়সা নিয়ে সে কি করছে তা জানতে চায় তাই সে দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিল। এটা চলবে তো ?"

"তুমি যে সত্যকেই ধরতে পেরেছ সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই।"

"বিচারকালেই এটা সমর্থিত বা মিথ্যা প্রমাণিত হবে। ইতিমধ্যে আর যাই ঘটুক কর্ণেল মোরান আর আমাদের বিরক্ত করতে আসবে না ; ভন হার্ভার-এর বিখ্যাত হাওয়া-বন্দুকটি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড সংগ্রহশালার শোভা বর্ধন করবে ; আর লণ্ডনের জটিল জীবন-যাত্রায় যে প্রচুর পরিমাণ ছোট ছোট সমস্যা ছড়িয়ে আছে সেগুলোর তদন্ত-কার্যে মিঃ শার্লক হোমস পুনরায় নির্বিঘ্নে আত্মনিয়োগ করতে পারবে।

নরউড-এর স্থপতি
The Norwood Builder

"একজন অপরাধ বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিকোণ থেকে বলছি, পরলোকগত অধ্যাপক মরিয়ার্টির মৃত্যুর পর লণ্ডন বড়ই একঘেয়ে আকর্ষণহীন শহর হয়ে উঠেছে," কথাগুলি বলল মিঃ শার্লক হোমস।

"অনেক সৎ নাগরিকই তোমার সঙ্গে একমত হবেন বলে আমি মনে করি না" আমি জবাব দিলাম।

প্রাতরাশের টেবিল থেকে চেয়ারটা পিছনে ঠেলে দিয়ে সে হেসে বলল, "ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি স্বার্থপর হতে চাই না। সমাজ নিশ্চয়ই লাভবান হয়েছে, ক্ষতিও কারও হয় নি, অবশ্য বেচারি বেকার অপরাধ-বিশেষজ্ঞ ছাড়া, কারণ তার তো কাজই চলে গেছে। সে লোকটি কর্মক্ষেত্রে হাজির থাকলে প্রাতঃকালীন সংবাদপত্রে সীমাহীন সম্ভাবনার খবর পাওয়া যেত। দেখ ওয়াটসন, অনেক সময়ই পাওয়া যেত একটি ক্ষুদ্রতম চিহ্ন, বা অত্যন্ত অস্পষ্ট

একটা ইঙ্গিত, অথচ তা থেকেই আমি বুঝতে পারতাম যে তার পিছনে রয়েছে একটি বিরাট অশুভ মস্তিষ্ক, ঠিক যে ভাবে মাকড়শার জালের প্রান্তদেশে সামান্যমাত্র কম্পন থেকেই তার কেন্দ্রে লুকিয়ে থাকা শয়তান মাকড়শার উপস্থিতির কথা বোঝা যায়। ছিচকে চুরি, তুচ্ছ আক্রমণ, উদ্দেশ্যবিহীন অত্যাচার—মূল সূত্রটি যার হাতে থাকে এ সব কিছুকে নিয়েই সে একটি পূর্ণাঙ্গ ঘটনাকে গড়ে তুলতে পারে। উচ্চতর অপরাধ জগতের বিজ্ঞানী ছাত্রের কাছে যে সব সুযোগ-সুবিধা তখন লন্ডনে ছিল ইওরোপের আর কোন রাজধানীতে তা ছিল না। কিন্তু এখন—" বর্তমান অবস্থার প্রতি হাল্কা নিন্দার ভঙ্গীতে সে কাঁধ দুটিকে ঝাঁকুনি দিল।

যে সময়ের কথা বলছি তখন সবে কয়েকমাস হল হোমস ফিরে এসেছে, আর তার অনুরোধে আমিও ব্যবসাপত্র বেচে দিয়ে বেকার স্ট্রীটের পুরনো বাড়িতে ফিরে এসেছি। ভার্নিয়ার নামক একজন তরুণ ডাক্তার আমার কেন্‌সিংটন-এর ছোট ব্যবসাটা কিনে নিয়েছে এবং আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে তিলমাত্র আপত্তি না জানিয়েই সর্বোচ্চ যে দাম আমি সাহস করে চেয়েছিলাম তাই সে আমাকে দিয়েছিল —যদিও কয়েক বছর পরেই ঘটনাটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যখন জানতে পারলাম যে ভার্নিয়ার হোমসের দূর সম্পর্কের আত্মীয় আর আসলে আমার বন্ধুই টাকাটা দিয়েছিল।

সে যে রকমটা বলল আমাদের যৌথ জীবনযাত্রার কয়েকটি মাস কিন্তু ততখানি ঘটনাবিরল ছিল না, কারণ আমার টুকিটাকি লেখার উপর চোখ বুলিয়ে দেখতে পাচ্ছি যে সেই সময় প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মুরিলোর কাগজপত্র-সংক্রান্ত কেসটি রয়েছে ; আর রয়েছে ওলন্দাজ জাহাজ "ফ্রিস্‌ল্যান্ড"-এর চাঞ্চল্যকর ঘটনা যাতে আমাদের দুজনেরই প্রায় জীবনান্ত হতে বসেছিল। তার উদাসীন ও গর্বিত স্বভাবের জন্য সর্বদাই সে জন-সমাদরের প্রতি বিরূপ ; আমার উপর কঠোর শর্ত আরোপ করে সে বলেছে তার সম্পর্কে, তার কর্ম-পদ্ধতি ও সাফল্য সম্পর্কে আমি যেন আর একটি কথাও না বলি—অবশ্য আমি আগেই বলেছি যে সম্প্রতি সে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়েছে।

খেয়ালী প্রতিবাদটি জানাবার পরে মিঃ শার্লক হোমস তার চেয়ারে হেলান দিয়ে অলসভাবে সকালবেলাকার খবরের কাগজের ভাঁজ খুলছিল, এমন সময় ঘণ্টাটা সজোরে বেজে ওঠায় আমাদের মনোযোগ সেই দিকে আকৃষ্ট হল। সঙ্গে সঙ্গে একটা ফাঁকা ঢাকের বাজনার মত শব্দ হল ; মনে হল কেউ বুঝি বাইরের দরজার উপর ঘুষি চালাচ্ছে। সেটা খুলে যেতেই সবেগে হল ঘরে প্রবেশ, সিঁড়িতে দ্রুত পা ফেলার খট্‌-খট্‌- শব্দ, আর মুহূর্তকাল পরেই যেন ছিটকে ঘরে ঢুকল একটি উত্তেজিত যুবক—চোখ দুটি বিস্ফারিত, মুখ বিবর্ণ আলুথালু বেশ, অনবরত শ্বাস টানছে। পর পর আমাদের দুজনের দিকে তাকিয়ে আমাদের সপ্রশ্ন দৃষ্টি দেখে সে বুঝতে পারল যে এভাবে বিনানুমতিতে হঠাৎ ঘরে ঢোকার জন্য তার ক্ষমা চাওয়া উচিত।

চেঁচিয়ে বলল, "আমি দুঃখিত মিঃ হোমস। আমাকে দোষী করবেন না। আমি প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছি। মিঃ হোমস, আমিই হতভাগ্য জন হেক্টর ম্যাকফার্লেন।"

সে এমনভাবে কথাটা বলল যেন তার নাম শুনলেই তার আগমন ও চালচলন সব বোঝা যাবে, কিন্তু আমার সঙ্গীর নির্বিকার মুখ দেখেই বুঝতে পারলাম যে আমার মতই সেও কিছুই বুঝতে পারে নি।

সিগারেট-কেসটা এগিয়ে দিয়ে হোমস বলল, "একটা সিগারেট খান মিঃ ম্যাকফার্লেন। আমি বুঝতে পারছি, আপনার এই সব লক্ষণ দেখে আমার বন্ধু ডাঃ ওয়াটসন একটা উত্তেজনা-নিবারক ওষুধ অবশ্য দেবেন। কয়েকদিন যাবৎ আবহাওয়াটা বড়ই গরম যাচ্ছে। এবার যদি কিছুটা সুস্থ বোধ করে থাকেন, তাহলে এই চেয়ারটায় বসে ধীরে ধীরে শান্তভাবে বলুন আপনি কে এবং কি চান। এমনভাবে আপনার নামটি বললেন যেন আমার সেটা চেনা উচিত, কিন্তু আপনাকে বলছি যে আপনি অবিবাহিত, একজন সলিসিটর, ভ্রাতৃসংঘের সদস্য ও হাঁপানির রোগী—এ ছাড়া আপনার সম্পর্কে আর কিছুই আমি জানি না।"

আমার বন্ধুর চিন্তাধারার সঙ্গে আমি পরিচিত, কাজেই তার এই সিদ্ধান্তগুলি অনুধাবন করতে আমার কোন অসুবিধা হল না ; লোকটির বেশবাসের অপরিচ্ছন্নতা, আইনের কাগজপত্র, ঘড়ির কারুকার্য ও ঘন ঘন শ্বাস টানা দেখেই হোমস ঐ সব সিদ্ধান্ত করেছে। আমাদের মক্কেল অবশ্য বিস্ময়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

হ্যাঁ মিঃ হোমস, এ সব কথাই ঠিক ; তবে তার উপরেও এই মুহূর্তে আমি লন্ডনের সবচাইতে ভাগ্যহীন মানুষ। ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে পরিত্যাগ করবেন না মিঃ হোমস। আমার কাহিনী শেষ করবার আগেই যদি তারা আমাকে গ্রেপ্তার করতে আসে তাহলে আমাকে একটু সময় দিতে বলবেন যাতে সব সত্যটি আপনাকে

বলতে পারি।" বাইরে থেকে আপনি আমার জন্য কাজ করছেন এ কথা জানতে পারলে খুশি মনে আমি জেলে যেতে পারব।"

"আপনাকে গ্রেপ্তার করবে!" হোমস বলল। "এটা তো খুবই সস্তো—মজার কথা। কোন্ অভিযোগে আপনাকে গ্রেপ্তার করা হবে বলে মনে করেন?"

"লোয়ার নরউড-এর মিঃ জোনাস্ ওল্ডএকরকে হত্যার অভিযোগে।"

আমার সঙ্গীর মুখে সহানুভূতির ভাব ফুটে উঠল ; তবে আমার মনে হল তার সঙ্গে একটা তুষ্টির ভাবও মিশে ছিল।

হোমস বলল, "কী আশ্চর্য! এই মুহূর্তেই প্রাতরাশের টেবিলে আমার বন্ধু ডাঃ ওয়াটসনকে বলেছিলাম যে আমাদের সংবাদপত্রগুলো থেকে চাঞ্চল্যকর সংবাদগুলো সব উধাও হয়ে গেছে।"

আমাদের অতিথি কাঁপা হাতটা বাড়িয়ে হোমসের হাঁটুর উপর থেকে "ডেইলি টেলিগ্রাফ" খানা তুলে নিল।

"এই কাগজখানা যদি আপনি দেখতেন স্যার, তাহলে একনজরেই বুঝতে পারতেন কি সংবাদ নিয়ে এই সকালে আপনার কাছে আমি এসেছি। আমার মনে হচ্ছে, আমার নাম ও আমার দুর্ভাগ্যের কথা বুঝি সব মানুষের মুখে মুখে ফিরছে।" মাঝখানের পাতাটা বের করবার জন্য সে কাগজটার পাতা ওল্টালো। "এই যে। আপনার অনুমতি নিয়ে এটা আপনাকে পড়ে শোনাচ্ছি। মন দিয়ে শুনুন মিঃ হোমস। শিরোনামাগুলি হল ঃ 'লোয়ার নরউড-এ রহস্যজনক ব্যাপার। একজন বিখ্যাত স্থপতি নিখোঁজ। খুন ও অগ্নিসংযোগের সন্দেহ। অপরাধী সম্পর্কে একটি সূত্র।' এই সূত্র ধরে তারা এর মধ্যেই কাজ শুরু করে দিয়েছে মিঃ হোমস ; আমি জানি এ সূত্রের অভ্রান্ত লক্ষ্য আমি। লন্ডন ব্রীজ স্টেশন থেকে তারা আমার পিছু নিয়েছে। আমি ঠিক জানি আমাকে গ্রেপ্তার করবার ব্যাপারে তারা শুধু গ্রেপ্তারী পরোয়ানার জন্য অপেক্ষা করছে। এতে আমার মায়ের বুক ভেঙে যাবে—তার বুকটা ভেঙে যাবে!" ভয়ের যন্ত্রণায় সে হাত দুটি মোচড়াতে লাগল ; চেয়ারে বসে সামনে-পিছনে দুলতে লাগল।

হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত এই লোকটিকে আমি সাগ্রহে দেখতে লাগলাম। দেখতে সুশ্রী, শণের মত চুল, ভয়ত্রস্ত নীল চোখ, পরিষ্কার কামানো মুখ ও দুর্বল, স্পর্শকাতর ঠোঁট। বছর সাতাশ বয়স, পোশাকে ও চাল-চলনে ভদ্র। পাতলা গ্রীষ্মকালীন ওভারকোটের পকেট থেকে বেরিয়ে আসা এক বান্ডিল স্ট্যাম্প-পেপারই তার জীবিকার কথা ঘোষণা করছে।

হোমস বলল, "যতটা সময় হাতে আছে কাজে লাগাতে হবে। ওয়াটসন, দয়া করে কাগজখানা নিয়ে আলোচ্য অনুচ্ছেদটি পড়ে আমাকে শোনাবে কি?"

আমাদের মক্কেল কর্তৃক উল্লেখিত ভয়াবহ শিরোনামগুলির নীচ থেকে নিম্নলিখিত বিবরণটি আমি পড়তে লাগলাম ঃ

গতকাল শেষ রাতের দিকে, অথবা আজ খুব ভোরে, লোয়ার নরউড-এ এমন একটা ঘটনা ঘটেছে যা থেকে একটা গুরুতর অপরাধের আভাষ পাওয়া যাচ্ছে বলে আশংকা হচ্ছে। মিঃ জোনাস ওল্ডএকর ঐ শহরতলী অঞ্চলের একজন সুপরিচিত বাসিন্দা ; অনেক বছর ধরে তিনি সেখানে একজন স্থপতি হিসাবে ব্যবসা করছেন। মিঃ ওল্ডএকর অবিবাহিত মানুষ, বয়স বাহান্ন বছর, সিডেনহাম রোডের মোড়ে "ডিপডেন হাউস"-এ বাস করেন। অনেক কাল ধরেই সকলে জানে যে লোকটি খেয়ালী প্রকৃতির, যথেষ্ট গোপনীয়তার সঙ্গে অবসর জীবন যাপন করেন। ব্যবসায়ে প্রচুর টাকা জমাবার পরে তিনি কার্যত ব্যবসা থেকে অবসর নিয়েছেন। বাড়ির পিছনে একটা ছোট কাঠের গোলা এখনও আছে। গতকাল রাত প্রায় বারোটা নাগাদ একটা হৈ-চৈ শোনা যায় যে একটা কাঠের গাদায় আগুন লেগেছে। শীঘ্রই দমকল এসে পড়ে ; কিন্তু শুকনো কাঠ এত জোরে জ্বলতে থাকে যে পুরো গাদাটা ভস্মীভূত হবার আগে সে আগুন থামানো সম্ভব হয় নি। এ পর্যন্ত ঘটনাটাকে একটা সাধারণ দুর্ঘটনা বলেই মনে হলেও এমন কতকগুলি নতুন সূত্র পাওয়া গেছে যাতে একটা গুরুতর অপরাধের আভাষ পাওয়া যাচ্ছে। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাস্থলে ব্যবসার মালিকের অনুপস্থিতিতে সকলেই বিস্ময় প্রকাশ করে এবং খোঁজখবর নিয়ে জানা যায় যে তিনি বাড়ি থেকেও উধাও হয়েছেন। তার ঘরটা পরীক্ষা করে দেখা যায় যে বিছানায় কেউ ঘুমোয় নি, সিন্দুকটা খোলা পড়ে আছে, অনেকগুলি দরকারী কাগজ ঘরময় ছড়ানো, আর সব চাইতে বড় কথা, ঘরে মারাত্মক ধ্বস্তাধ্বস্তির চিহ্ন রয়েছে, কিছু কিছু রক্তের দাগও পাওয়া গেছে, হাতলে রক্ত-মাখা একটা ওক কাঠের বেড়াবার লাঠিও সেখানে ছিল। জানা গেছে যে অনেক রাতে একজন লোক মিঃ জোনাস ওল্ডএকর-এর সঙ্গে দেখা করতে তার শোবার ঘরে এসেছিল এবং যে লাঠিটা পাওয়া গেছে সেটা লোকটির সম্পত্তি বলে সনাক্ত করা হয়েছে। লোকটি

লন্ডনের একজন তরুণ সলিসিটর, নাম হেক্টর ম্যাকফার্লেন ; ৪২৬, গ্রেশাম বিল্ডিংস, ই, সি.-র গ্রাহাম অ্যান্ড ম্যাকফার্লেন-এর ছোট অংশীদার। পুলিশ বিশ্বাস করে যে তাদের হাতে যে সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে তাতে অপরাধের সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যের সন্ধান মিলেছে এবং ঘটনাটি যে চাঞ্চল্যকর পরিণতিতে পৌঁছবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

পরবর্তী সংবাদ—সংবাদ ছাপতে দেবার সময় গুজব শোনা গেল যে মিঃ জোনাস ওল্ডএকর-এর হত্যার অভিযোগে মিঃ জন হেক্টর ম্যাকফার্লেনকে ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অন্তত এটা ঠিক যে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বেরিয়ে গেছে। নরউডে তদন্তের ফলে আরও কিছু গুরুতর ঘটনার সন্ধান পাওয়া গেছে। হতভাগ্য স্থপতির ঘরে ধ্বস্তাধ্বস্তির চিহ্ন ছাড়াও এখন জানা যাচ্ছে যে তার একতলার শোবার ঘরের ফরাসী জানালাটা খোলা অবস্থায় পাওয়া গেছে এবং নানান চিহ্ন দেখে মনে হচ্ছে যেন একটা ভারী বস্তুকে সেখান দিয়ে টানতে টানতে কাঠের গাদার কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত আরও বলা হচ্ছে যে আগুনের পোড়া কাঠ-কয়লার মধ্যে কোন বস্তুর দগ্ধাবশেষ পাওয়া গেছে। পুলিশের থিয়োরি হচ্ছে—একটি অত্যন্ত চাঞ্চল্যকর অপরাধ সংঘটিত হয়েছে, লোকটিকে তার শোবার ঘরে মুগুর দিয়ে আঘাত করে হত্যা করা হয়েছে, তার কাগজ-পত্র হাতানো হয়েছে, তার মৃতদেহটাকে টানতে টানতে কাঠের গাদার কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং তারপর অপরাধের সব চিহ্ন মুছে ফেলার জন্য কাঠের গাদায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড-এর ইন্সপেক্টর লেস্ট্রেড-এর অভিজ্ঞ হাতেই তদন্ত পরিচালনার ভার দেওয়া হয়েছে। তিনি তার স্বভাবসিদ্ধ উৎসাহ ও বিবেচনার সঙ্গে বিভিন্ন সূত্র ধরে এগিয়ে চলেছেন।

শার্লক হোমস চোখ বুজে আঙুলের ডগাগুলি একত্র করে মনোযোগের সঙ্গে এই বিশেষ বিবরণটি শুনল।

তারপর আলস্যভরেই বলে উঠল, "কেসটাতে কিছু কিছু আকর্ষণীয় বিষয় অবশ্যই আছে। প্রথমেই আমি জিজ্ঞাসা করতে পারি কি মিঃ ম্যাকফার্লেন যে আপনাকে গ্রেপ্তার করার সপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও এখনও আপনি স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন কেমন করে ?"

"মিঃ হোমস, ব্ল্যাকহিথ-এর টরিংটন লজ-এ আমার বাবা-মার সঙ্গে আমি থাকি ; কাল রাতে মিঃ জোনাস ওল্ডএকর-এর সঙ্গে একটা কাজে অনেক রাত পর্যন্ত থাকায় নরউড-এর একটা হোটেলেই রাতটা কাটাই এবং সেখান থেকেই কর্মস্থলে চলে আসি। ট্রেনে চেপে খবরের কাগজটা পড়বার আগে আমি এ ব্যাপারের কিছুই জানতাম না। সঙ্গে সঙ্গেই আমার ভয়াবহ বিপদের কথা বুঝতে পারলাম এবং অতি দ্রুত এসে সব কথা আপনাকে জানালাম। আমার সিটি আপিসে অথবা আমার বাড়িতে যে আমাকে গ্রেপ্তার করা হত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। লন্ডন ব্রীজ স্টেশন থেকেই একটি লোক আমার পিছু নিয়েছে। কোন সন্দেহ নেই যে—হা ভগবান, ওটা কি ?"

ঘণ্টা বাজার শব্দ শোনা গেল, আর তারপরেই সিঁড়িতে ভারী পায়ের শব্দ। এক মুহূর্ত পরেই আমাদের পুরনো বন্ধু লেস্ট্রেড দরজায় দর্শন দিল। তার কাঁধের উপর দিয়ে দু' একটি ইউনিফর্মধারী পুলিশকে বাইরে দেখতে পেলাম।

"মিঃ জন হেক্টর ম্যাকফার্লেন," লেস্ট্রেড হাঁক দিল।

মৃত্যু-বিবর্ণ মুখে আমাদের হতভাগ্য মক্কেল উঠে দাঁড়াল।

"লোয়ার নরউড-এর মিঃ জোনাস ওল্ডএকরকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবার অভিযোগে আপনাকে গ্রেপ্তার করছি।"

হতাশভাবে ম্যাকফার্লেন আমাদের দিকে তাকিয়ে একেবারে ভেঙেপড়া মানুষের মত আবার চেয়ারে বসে পড়ল।

হোমস বলল, "এক মিনিট, লেস্ট্রেড। কম-বেশী আধ ঘণ্টা সময়ে তোমার কাজের কোন হেরফের হবে না। ভদ্রলোক এই আকর্ষণীয় ব্যাপারের একটি বিবরণ আমাদের শোনাচ্ছিলেন, আর সেটা সমস্যা-সমাধানের ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করতে পারে।"

লেস্ট্রেড রুদ্ধস্বরে বলল, "সমস্যা মেটাতে কোন অসুবিধা হবে বলে মনে করি না।"

"তা হলেও তোমার অনুমতি নিয়ে আমি ওর বিবরণটা শুনতে চাই।"

লেস্ট্রেড বলল, "দেখুন মিঃ হোমস, আপনি কোন অনুরোধ করলে সেটা না মানা আমার পক্ষে শক্ত, কারণ অতীতে দু' একবার আপনি পুলিশ বাহিনীর কাজে লেগেছিলেন, আর সেজন্য স্কটল্যান্ড আপনার কাছে ঋণী। সেই সঙ্গে এও বলে রাখি যে, আমি এখানে আমার বন্দীর কাছেই থাকব ; আর তাকেও সতর্ক করে দিতে চাই যে, সে যা কিছু বলবে সাক্ষ্য হিসাবে সে সবই তার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে।"

আমাদের মক্কেল বলল, "তার বেশী কিছু আমি চাই

না। আমি শুধু চাই, আপনারা সব কথা শুনুন আর প্রকৃত সত্য নির্ধারণ করুন।"

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে লেস্ট্রেড বলল, "আপনাকে আধ ঘণ্টা সময় দিলাম।"

ম্যাকফার্লেন বলতে লাগল, "প্রথমেই বলতে চাই যে মিঃ জোনাস ওল্ডএকর সম্পর্কে আমি কিছুই জানতাম না। তার নামটা আমার জানা ছিল ; অনেক বছর যাবৎ আমার বাবা-মা তার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, কিন্তু পরে তাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। কাজেই গতকাল বিকেল তিনটে নাগাদ তিনি যখন লন্ডনে আমার আপিসে এলেন তখন আমি খুবই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু তিনি যখন তার আগমনের উদ্দেশ্যটা বললেন তখন আরও অবাক হলাম। তার হাতে একটা নোট-বইয়ের কয়েকটা পাতা ছিল, তাতে হিজিবিজি লেখা—এই সেগুলো—আর পাতাগুলো তিনি আমার টেবিলে রাখলেন।.

তিনি বললেন, "এই আমার উইল। মিঃ ম্যাকফার্লেন, আমার ইচ্ছা আপনি যথাযথ আইনের ভাষায় লিখে ফেলুন। আপনি যতক্ষণ কাজটা করবেন, আমি এখানেই বসে থাকব।"

"আমি সেটা লিখতে বসলাম, কিন্তু যখন দেখলাম যে কিছু শর্তসাপেক্ষে তিনি তার সব সম্পত্তি আমাকেই দিচ্ছেন তখন আমার বিস্ময়টা আপনি নিশ্চয় কল্পনা করতে পারেন। লোকটি অদ্ভুত, ছোটখাটো, একটা ভোঁদড়ের মত দেখতে, চোখের লোম সাদা। চোখ তুলতেই দেখলাম, তীক্ষ্ণ, ধূসর দুটি চোখ আমার উপর নিবদ্ধ করে খুশি-খুশি মেজাজে তিনি তাকিয়ে আছেন। উইলের শর্তগুলি পড়ে আমি যেন নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। কিন্তু তিনি বুঝিয়ে বললেন যে তিনি অকৃতদার, নিকট আত্মীয় কেউ জীবিত নেই, যৌবনে আমার বাবা-মাকে তিনি চিনতেন, আগাগোড়াই তিনি জেনে এসেছেন যে আমি একটি উপযুক্ত যুবক এবং আমার হাতে এলে তার সম্পত্তি যে যোগ্য পাত্রের হাতেই পড়বে সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত। কোন রকমে আম্‌তা-আম্‌তা করে তাকে ধন্যবাদ জানালাম। উইল লেখা শেষ হল, সই-সাবুদ হল, আমার করণিক সাক্ষী হল। নীল কাগজে লেখা এই সেই উইল, আর এই টুকরো কাগজ-গুলোই হল সেই খসড়া মুসাবিদা যার কথা আগেই বলেছি। তারপর মিঃ জোনাস ওল্ডএকর আমাকে জানা-লেন যে তার কাছে অনেকগুলি দলিলপত্র আছে—বাড়ির লীজ-পত্র, মালিকানা সত্বের দলিল, মর্টগেজের কাগজ, ইত্যাদি,—আর সেগুলি আমার দেখে শুনে বুঝে নেওয়া দরকার। তিনি বললেন, সব কাজকর্ম শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি স্বস্তি পাবেন না, আর তাই আমাকে অনুরোধ করলেন আমি যেন সেই রাত্রেই উইলখানা নিয়ে তার নর-উড-এর বাড়িতে যাই এবং সব কিছু বিলি-ব্যবস্থা শেষ করি। 'কিন্তু মনে রেখ বাবা, সব কিছু পাকা না হওয়া পর্যন্ত এ বিষয়ে তোমার বাবা-মাকে একটি কথাও বলবে না। পরে তাদের একেবারে তাক লাগিয়ে দেব।' এ বিষয়টার উপর তিনি খুব চাপ দিলেন এবং আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন।

"বুঝতেই তো পারছেন মিঃ হোমস, তার কোন কথা না রাখার মত মনের অবস্থা তখন আমার আর ছিল না। তিনি আমার হিতকারী ; প্রতিটি বিষয়ে তার ইচ্ছামত কাজ করতেই আমি সর্বতোভাবে ইচ্ছুক। কাজেই বাড়িতে একটা টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দিলাম যে হাতে কিছু দরকারী কাজ থাকায় আমার বাড়ি ফিরতে কত রাত হবে সেটা জানানো সম্ভব নয়। মিঃ ওল্ডএকর বলেছিলেন, আমি যেন ন'টার সময়ে নৈশভোজনে তার সঙ্গে যোগ দেই, কারণ তার আগে তিনি বাড়িতে নাও ফিরতে পারেন। বাড়িটা খুঁজে বের করতে কিছুটা অসুবিধা হওয়ায় প্রায় সাড়ে ন'টা নাগাদ সেখানে পেঁছিলাম। তাকে দেখলাম—"

"এক মিনিট!" হোমস বলল। "দরজাটা কে খুলে দিল?"

"একটি মাঝবয়সী স্ত্রীলোক ; গৃহ-কর্ত্রী বলেই মনে হল।"

"মনে হচ্ছে, সেই আপনার নামটাও বলেছিল?"

"ঠিক তাই," ম্যাকফার্লেন বলল।

"বলে যান।"

"মিঃ ম্যাকফার্লেন ভিজে ভুরুটা মুছে নিয়ে বলতে লাগল ঃ

"সেই স্ত্রীলোকটিই আমাকে একটা বসবার ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে আহারের অতি সাধারণ আয়োজন করা ছিল। পরে মিঃ জোনাস ওল্ডএকর আমাকে তার শোবার ঘরে নিয়ে গেলেন। ঘরে একটা ভারী সিন্দুক ছিল। সেটা খুলে তিনি একগাদা দলিলপত্র বের করলেন, আর আমরা দুজনে সেগুলো দেখতে লাগলাম। এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে কাজ শেষ হল। তিনি বললেন যে এত রাত্রে গৃহ-কর্ত্রীটিকে বিরক্ত করা ঠিক হবে না। নিজের ফরাসী

জানালাটা দিয়ে বের হবার পথটা তিনি আমাকে দেখিয়ে দিলেন। জানালাটা সারাক্ষণ খোলাই ছিল।"

"পর্দা নামানো ছিল কি ?" হোমস জিজ্ঞাসা করল।

"সঠিক মনে নেই, তবে যতদূর বিশ্বাস পর্দাটা অর্ধেক নামানো ছিল। হ্যাঁ, মনে পড়ছে, জানালাটা পুরো-পুরি খুলবার জন্য তিনি পর্দাটাকে ঠেলে উপরে তুলে দিয়েছিলেন। আমার লাঠিটা খুঁজে না পাওয়ায় তিনি বললেন, 'ওটার জন্য ভেব না বাবা ; এখন থেকে তোমার সব কিছুই তো আমাকে দেখাশুনা করতে হবে ; ওটা আমার কাছে রেখে দেব, পরে যখন আসবে তখন নিয়ে যেও।' তাকে রেখে আমি বেরিয়ে এলাম। সিন্দুকটা খোলাই ছিল, নানা প্যাকেটে বাঁধা দলিলগুলো ছিল টেবিলের উপর। তখন এত দেরী হয়ে গেছে যে 'ব্ল্যাক-হীথ'-এ ফিরতে পারলাম না ; কাজেই 'এনার্লি আর্মস'-এই রাতটা কাটালাম। সকালে এই ভয়ংকর ঘটনার কথা পড়বার আগে এর বেশী আর কিছুই আমি জানতাম না।"

এই উল্লেখযোগ্য কৈফিয়ৎটি শুনতে শুনতে লেস্ট্রেড-এর ভুরু দুটো দু' একবার কুঁচকে উঠেছিল। সে বলল, "মিঃ হোমস, আপনি কি আর কিছু জিজ্ঞাসা করবেন ?"

www.boiRboi.net

"ব্ল্যাকহীথ-এ যাবার আগে নয়।"

"আপনি নরউড-এ যাবার কথাই তো বলছেন ?" লেস্ট্রেড বলল।

"হ্যাঁ, সেটাই বলতে চেয়েছি," রহস্যময় হাসি হেসে হোমস বলল। স্বীকার করতে না চাইলেও বহু অভি-জ্ঞতার ফলে লেস্ট্রেড একথা জেনেছে যে যে-পথ তার কাছে দূরধিগম্য এই লোকটির ক্ষুরধার মস্তিষ্ক সেখানে অনায়াসে পথ কেটে নিতে পারে। দেখলাম, সকৌতূহলে সে আমার সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে আছে।

সে বলল, "মিঃ শার্লক হোমস, এখনই আপনার সঙ্গে আমার একটি কথা বলবার আছে। দেখুন মিঃ ম্যাক-ফার্লেন, আমার দু'জন কনস্টেবল দরজায় দাঁড়িয়ে আছে, আর বাইরে অপেক্ষা করছে একটি চার-চাকার গাড়ি।" হতভাগ্য যুবকটি উঠে দাঁড়াল, এবং আমাদের দিকে সানু-নয় দৃষ্টিতে শেষবারের মত তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কনস্টেবল দু'জন তাকে নিয়ে গাড়িতে উঠল, কিন্তু লেস্ট্রেড সেখানেই রইল।

খসড়া মুসাবিদার কাগজগুলো তুলে নিয়ে গভীর আগ্রহসহকারে হোমস সেগুলি দেখছিল। "এই দলিলটায় কয়েকটা বিশেষ কথা আছে : তাই নয় কি লেস্ট্রেড ?"

বিচলিত মুখে অফিসারটি সেদিকে তাকাল। বলল, "প্রথম কয়েক লাইন, দ্বিতীয় প্যাতার মাঝখানের কয়েক লাইন এবং শেষের দু'একটা লাইন পড়তে পারছি। সে-গুলো ছাপার মতই পরিষ্কার, কিন্তু ওই সব লাইনের ফাঁকে ফাঁকে লেখাগুলো অত্যন্ত খারাপ, আর তিনটে জায়গায় কিছুই পড়তে পারছি না।"

"তার থেকে কি বুঝতে পারছ ?" হোমস বলল।

"আরে, আপনিই বা কি বুঝতে পেরেছেন ?"

"দলিলটা ট্রেনে বসে লেখা হয়েছিল ; ভাল হাতের লেখাটা স্টেশনে লেখা, খারাপ লেখাটা গাড়ি চলবার সময় লেখা, আর খুব খারাপ লেখাটা রেলপথের পয়েন্টের উপর দিয়ে যাবার সময় লেখা। যে কোন বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞই সঙ্গে সঙ্গে বলে দিতে পারবে যে শহরতলীর ট্রেনে বসেই এটা লেখা হয়েছিল, কারণ একটা বড় শহরের একেবারে কাছাকাছি ছাড়া কখনও ঘন ঘন এতগুলি জংশন-পয়েন্ট থাকে না। যদি ধরে নেওয়া যায় যে উইলটা মুসাবিদা করতে পুরো যাত্রাপথটাই লেগেছিল তাহলে ট্রেনটা নিশ্চয় ছিল এক্সপ্রেস এবং নরউড ও লণ্ডন ব্রীজ-এর মধ্যে মাত্র একবারই ট্রেনটা থেমেছে।"

লেস্ট্রেড হাসতে লাগল।

"মিঃ হোমস, আপনি যখন থিয়োরি আওড়ান তখন আপনার সঙ্গে এঁটে ওঠা দায়। কিন্তু এই কেস-এর সঙ্গে এর কি সম্পর্ক ?"

"দেখ, যুবকটির কাহিনীর এই অংশটুকুর সমর্থন এতে পাওয়া যাচ্ছে যে জোনাস ওল্ডএকর গতকাল ট্রেনে যেতে যেতেই উইলটা তৈরী করেছিল। এটা খুবই আশ্চর্য —তাই নয় কি ?—যে কোন মানুষ এরকম একটা গুরুত্ব-পূর্ণ দলিল এমন তাড়াহুড়োর মধ্যে মুসাবিদা করবে। এর থেকেই বোঝা যায় যে উইলটার খুব একটা বাস্তব গুরুত্ব আছে বলে সে মনে করেনি। কোনদিন কার্যকর হবে না এমন একটা উইল করতে বসেই লোকে এরকম তাড়াহুড়া করতে পারে।"

"সেই সঙ্গে সে তো তার মৃত্যু-পরোয়ানাও তৈরী করেছিল," লেস্ট্রেড বলল।

"ওহো, তুমি তাই মনে করেছ বুঝি ?"

"আপনি মনে করেন না ?"

"দেখ, সেটাও হতে পারে ; কিন্তু ব্যাপারটা এখনও আমার কাছে স্পষ্ট নয়।"

"স্পষ্ট নয় ? আচ্ছা, এটাও যদি স্পষ্ট না হয়, তাহলে স্পষ্টতর আর কি হতে পারে ? এই যুবকটি হঠাৎ জানতে

পারল যে একটি বুড়ো মানুষ মারা গেলেই সে প্রচুর ধন-সম্পত্তির মালিক হবে। তখন সে কি করল ? কাউকে কিছু না বলে এমন ব্যবস্থা করল যাতে কোন একটা ওজুহাতে সেই রাতেই তার মক্কেলের কাছে যেতে পারে ; বাড়ির অপর একটিমাত্র বাসিন্দা শুতে না যাওয়া পর্যন্ত সে অপেক্ষা করল ; তারপর লোকটির ঘরের নির্জনতার সুযোগ নিয়ে তাকে খুন করল, কাঠের গাদায় আগুন লাগিয়ে তার দেহটা পুড়িয়ে দিল এবং কাছাকাছি একটা হোটেলে চলে গেল। ঘরের মধ্যেও লাঠিতে রক্তের দাগ খুবই যৎসামান্য। হয় তো সে ভেবেছিল যে কাজটা রক্তপাতহীনভাবেই শেষ হয়েছে এবং দেহটাকে পুড়িয়ে ফেলতে পারলেই লোকটির মৃত্যুর সব চিহ্ন লুকিয়ে ফেলা যাবে —কারণ সেই চিহ্নগুলিই হয় তো তাকে ধরিয়ে দিতে পারত। এ সবই কি খুব পরিষ্কার নয় ?"

হোমস বলল, "ভাই লেস্ট্রেড, তোমার বক্তব্যটা বড় বেশী সরল বলে মনে হচ্ছে। তোমার অনেক গুণ আছে, কিন্তু তার সঙ্গে কল্পনা-শক্তি যুক্ত হয় নি ; কিন্তু তুমি যদি মুহূর্তের জন্যও নিজেকে ঐ যুবকটির জায়গায় বসাতে তাহলে কি উইলটা তৈরী হবার ঠিক পরের রাতটাকেই তুমি খুনের জন্য বেছে নিতে ? দুটো ঘটনার মধ্যে এতটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করাটা কি তোমার কাছে বিপজ্জনক বলে মনে হত না ? আবার দেখ, যেদিন লোকে জেনেছে যে তুমি বাড়িতে ঢুকেছ, যখন চাকরানি তোমাকে বাড়িতে ঢুকতে সাহায্য করেছে, সেই দিনটাকেই কি তুমি বেছে নিতে ? আর শেষ কথা হল, এত কষ্ট করে দেহটাকে লুকিয়ে ফেলেও তুমিই যে অপরাধী তার চিহ্নস্বরূপ লাঠিটাকে কি সেখানে রেখে যেতে? তোমাকে স্বীকার করতেই হবে লেস্ট্রেড যে এ সব কিছুই অত্যন্ত অস্বাভাবিক।"

"দেখুন মিঃ হোমস, লাঠির ব্যাপারে আমি বলতে চাই, একজন অপরাধী প্রায়ই এতদূর উত্তেজিত থাকে এবং এমন কাজ করে বসে যা কোন ঠাণ্ডা মাথার মানুষ যে করত না সে কথা তো আপনিও ভালই জানেন। হয় তো আবার ঘরে ফিরে যেতে সে ভয় পেয়েছিল। সব ঘটনার সঙ্গে খাপ খায় এমন আর একটি থিয়োরি বলুন।"

হোমস বলল, "এমন আধ ডজন থিয়োরি আমি তোমাকে দিতে পারি। এই নাও আর একটি সম্ভবপর ব্যাখ্যা। এটা তোমাকে বিনা মূল্যে উপহার দিচ্ছি। বুড়ো মানুষটি মূল্যবান দলিলগুলি দেখাচ্ছে। পর্দাটা অর্ধেক তোলা জানালা দিয়ে কোন বাউণ্ডুলে পথিক সেটা দেখতে পেল। সলিসিটারের প্রস্থান। বাউণ্ডুলের প্রবেশ। সেখানে একটা লাঠি দেখতে পেয়ে সেটা তুলে নিয়ে সে ওল্ডএকরকে খুন করল এবং মৃতদেহটাকে পুড়িয়ে ফেলে সেখান থেকে চলে গেল।"

"বাউণ্ডুলে লোকটা মৃতদেহটা পোড়াবে কেন ?"

"তাই যদি বল, তাহলে ম্যাকফার্লেনই বা পোড়াবে কেন ?"

"কিছু প্রমাণ লোপাট করবার জন্য।"

"একটা খুন যে আদপেই হয়েছে বাউণ্ডুলে লোকটা হয় তো সেটাই লুকিয়ে ফেলতে চেয়েছিল।"

"সে তাহলে কিছুই নিয়ে গেল না কেন?"

"কারণ দলিলগুলো এমনই যা সে কোন কাজে লাগাতে পারবে না।"

লেস্ট্রেড মাথা নাড়তে লাগল, যদিও আমার মনে হল যে তার মনোভাব এখন আর আগেকার মত নিশ্চিত নয়।

"দেখুন মিঃ হোমস, আপনার বাউণ্ডুলেকে আপনি খুঁজতে থাকুন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা আমাদের লোককেই ধরে থাকব। কোন্ পথটা ঠিক সেটা ভবিষ্যৎই বলে দেবে। শুধু একটা কথা লক্ষ্য করুন মিঃ হোমস—আমরা যতদূর জানি কোন দলিলই সরানো হয় নি, আর পৃথিবীতে এই বন্দীই হচ্ছে একমাত্র লোক যার পক্ষে সেগুলো সরাবার কোন কারণই থাকতে পারে না, কারণ সেই হচ্ছে আইন-সঙ্গত উত্তরাধিকারী এবং যে কোন অবস্থাতেই সেগুলো তার হাতে আসবে।"

এই মন্তব্য শুনে আমার বন্ধু যেন চমকে উঠল।

বলল, "নানা দিক থেকে সাক্ষ্য-প্রমাণাদি যে তোমার পক্ষেই জোরদার সে কথা অস্বীকার করতে আমি চাই না। আমি শুধু বলতে চেয়েছি যে অন্য থিয়োরিও ভাবা সম্ভব। তুমিই তো বলেছ, ভবিষ্যৎই সেটা স্থির করবে। শুভ সকাল ! আমি জোরের সঙ্গেই বলছি, আজ দিনের মধ্যেই আমি নরউড-এ যাব এবং তোমাদের কার্যকলাপ দেখব।"

গোয়েন্দাটি চলে গেলে আমার বন্ধু চেয়ার থেকে উঠে যেন একটা সহজসাধ্য কাজ করতে চলেছে এমনই সচেতন ভঙ্গীতে সারা দিনের কাজের প্রস্তুতি শুরু করে দিল।

ফ্রক-কোটটা গায়ে চড়াতে চড়াতে বলল, "ওয়াটসন, আগেই তো বলেছি আমার প্রথম কাজই হল ব্ল্যাকহিথ-এর দিকে যাত্রা করা।"

"নরউড-এর দিকে নয় কেন ?"

"কারণ এ ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ঘটনার পায়ে পায়েই

আর একটি ঘটনা এসে হাজির হয়েছে। যেহেতু দ্বিতীয় ঘটনাটিই প্রকৃত অপরাধ তাই পুলিশ তাদের সব মনোযোগ সেই ঘটনাটির উপর কেন্দ্রীভূত করার ভুলটি করে চলেছে। কিন্তু আমার কাছে এটা স্পষ্ট যে প্রথম ঘটনাটির উপর কিছুটা আলোকপাত করার চেষ্টা দিয়ে শুরু করাটাই এ ক্ষেত্রে অধিকতর যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতি—সে ঘটনাটি হল একটি আশ্চর্য উইল, তার দ্রুত সম্পাদন ও অপ্রত্যাশিত উত্তরাধিকারী নির্বাচন। তার ফলে হয় তো পরবর্তী ঘটনাগুলি কিছুটা সরল হয়ে উঠবে। না ভাই, তোমার সাহায্যের কোন দরকার হবে না। বিপদের কোন সম্ভাবনাই নেই, থাকলে তোমাকে সঙ্গে না নিয়ে বের হবার কথা আমি স্বপ্নেও ভাবতাম না। আশা করি, সন্ধ্যায় যখন ফিরে এসে তোমার সঙ্গে দেখা হবে তখন তোমাকে জানাতে পারব যে, ভাগ্যহীন যুবকটি আমার আশ্রয়ে নিজেকে সমর্পণ করেছে তার জন্য অন্তত কিছুটা কাজ আমি করতে পেরেছি।"

বন্ধু ফিরল অনেক দেরীতে। তার হতশ্রী, উদ্বিগ্ন মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারলাম, যে উচ্চাশা নিয়ে সে বেরিয়েছিল সেটা পূর্ণ হয় নি। নিজের বিপর্যস্ত মনটাকে শান্ত করবার জন্যই এক ঘণ্টা ধরে সে বেহালায় ছড় টানতে লাগল। শেষ পর্যন্ত যন্ত্রটাকে রেখে দিয়ে নিজের ব্যর্থ অভিযানের বিস্তারিত বিবরণ দিতে শুরু করল।

"সব ভুল হয়ে গেছে ওয়াটসন—যতদূর ভুল হতে পারে। বড় মুখ করে লেস্ট্রেড-এর সামনে কথা বলেছিলাম, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে অন্তত এই একটি ক্ষেত্রে সেই ঠিক পথ ধরেছে, আর আমরাই চলেছি ভুল পথে। আমার বুদ্ধি-বিবেচনা যাচ্ছে এক পথে, আর সব ঘটনা যাচ্ছে অন্য পথে। কিন্তু লেস্ট্রেড-এর ঘটনার উপরে আমার থিয়োরিকে স্থান দেবার মত এতখানি বুদ্ধি বৃটিশ জুরির আছে বলে আমার ভরসা হয় না।"

"তুমি কি ব্ল্যাকহিথ-এ গিয়েছিলে?"

"হ্যাঁ ওয়াটসন, সেখানেই গিয়েছিলাম। যাবার সঙ্গে সঙ্গেই জানতে পারলাম যে পরলোকগত ওল্ডএকর একটি পুরনো পাপী। বাবা ছেলের খোঁজে বেরিয়ে গেছেন। মা বাড়িতেই ছিলেন—ছোটখাট মানুষটি, চোখ দুটি নীল, ভয়ে ও ক্ষোভে তার শরীরটা কাঁপছিল। অবশ্য তার ছেলে যে কোন দোষ করতে পারে সেটা তিনি মানতেই চাইলেন না। আবার ওল্ডএকর-এর এই পরিণতিতে বিস্ময় বা দুঃখও প্রকাশ করলেন না। উপরন্তু তার সম্পর্কে এমন তিক্ততার সঙ্গে কথা বললেন যে নিজের অজ্ঞাতসারে তিনি পুলিশের হাতকেই জোরদার করে তুলছিলেন, কারণ তার ছেলে যদি লোকটা সম্পর্কে এ ধরনের উক্তি মায়ের মুখ থেকে শুনে থাকে তাহলে তো তার সম্পর্কে তার মনে আগে থেকেই ঘৃণা ও হিংসার ভাব জাগাই স্বাভাবিক। তিনি বললেন, 'মানুষ না বলে তাকে একটি বিদ্বেষ-পরায়ণ ধূর্ত বাঁদরই বলা উচিত ; ছোটবেলা থেকেই সে ঐ রকম ছিল।"

'আপনি তাকে তখন থেকেই চিনতেন?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'হ্যাঁ আমি তাকে ভাল করেই চিনতাম ; আসলে সে ছিল আমার একজন প্রেমিক। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে তাকে ফিরিয়ে দিয়ে অধিকতর দরিদ্র একটি মানুষকে আমি বিয়ে করেছিলাম। মিঃ হোমস, তার সঙ্গে আমার বিয়ের প্রস্তাব হবার পরেই আমি জানতে পারি সে একটা পক্ষী-শালার মধ্যে একটা বিড়ালকে ছেড়ে দিয়েছিল। তার এই পাশবিক নিষ্ঠুরতায় এতই ভয় পেয়ে গেলাম যে তার সব সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেললাম।' আলমারির দেরাজ হাতড়ে সে একটি স্ত্রীলোকের একখানি ফটো বের করল। একটা ছুরি দিয়ে ছবিটাকে ফালা-ফালা করে কেটে বিকৃত করে ফেলা হয়েছে। 'এটা আমার নিজের ফটো ; আমার বিয়ের দিন সকালে তার অভিশাপসহ ফটোখানাকে এই অবস্থায় সে আমাকে পাঠিয়েছিল।'

আমি বললাম, 'দেখুন, এখন তো তিনি আপনাকে ক্ষমা করেছেন, কারণ তার সব সম্পত্তি তিনি তো আপনার ছেলেকেই দিয়ে গেছেন।'

যথাযথ উষ্মার সঙ্গে তিনি চেঁচিয়ে বললেন, 'আমার ছেলে বা আমি মৃত বা জীবিত কোন অবস্থায়ই জোনাস ওল্ডএকর-এর কাছ থেকে কিছু নিতে চাই না। মিঃ হোমস, মাথার উপরে ঈশ্বর আছেন, আর যে ঈশ্বর সেই দুষ্ট লোকটাকে শাস্তি দিয়েছেন তিনিই যথাসময়ে একদিন প্রমাণ করে দেবেন যে তার রক্তপাতের ব্যাপারে আমার ছেলের হাত নিষ্পাপ।'

"দেখ ওয়াটসন, আরও দু' একটা প্রশ্ন করলাম, কিন্তু আমাদের অভিমতকে সমর্থন করবার মত কিছু তো পেলামই না, বরং এমন দু' একটি বিষয় পেলাম যা আমাদের বিপক্ষেই যায়। তখন সে চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে নরউড চলে গেলাম।

"এই 'ডিপ ডেন হাউস' বাড়িটা ইঁট-বের করা একটা বড় আধুনিক ভিলা ; নিজস্ব জমির পিছন দিকটায় দাঁড়িয়ে আছে ; সামনে লরেল-গাছ শোভিত একটা বাগান। ডান দিকে রাস্তা থেকে বেশ কিছুটা পিছনেই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাস্থল সেই কাঠের গোলাটা। আমার

www.boiRboi.net

নোট-বইয়ের পাতায় তার একটা মোটামুটি নক্সা এঁকে এনেছি। বাঁ দিকে এই জানালাটাই ওল্ডএকর-এর ঘরের দিকে খোলে। দেখতেই পাচ্ছ, রাস্তা থেকেই ঘরের ভিতরটা দেখা যায়। আজকের মত এইটেই আমার একমাত্র সান্ত্বনার কথা। লেস্ট্রেড সেখানে ছিল না, ছিল তার হেড কন্‌স্টেবল। সারাটা সকাল তারা পোড়া কাঠের ছাই তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে এবং মৃতদেহের পোড়া অংশ ছাড়াও পেয়েছে কয়েকটি বিবর্ণ ধাতুর চাক্‌তি। সযত্নে সেগুলি পরীক্ষা করে দেখেছি, ট্রাউজারের বোতাম ছাড়া আর কিছু নয়। আরও দেখেছি যে একটি বোতামের উপর ওল্ডএকর-এর দর্জি 'হিয়াম'-এর নাম খোদাই করা আছে। তারপর পায়ের ছাপ বা অন্য দাগের খোঁজে বাগানটাকে বেশ সাবধানে পরীক্ষা করেছি, কিন্তু খরার ফলে সব কিছুই একেবারে লোহার মত শক্ত হয়ে আছে। কাঠের গাদার সমান্তরালে অবস্থিত একটা নীচু লতার বেড়ার ভিতর দিয়ে কোন দেহ বা একটা বাণ্ডিলকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে—এ ছাড়া আর কোন চিহ্নই দেখতে পেলাম না। আগস্ট মাসের সূর্যে পিঠ দিয়ে সারাটা বাগান হামাগুড়ি দিয়ে বেড়ালাম। কিন্তু একটি ঘণ্টা পরে যখন উঠে দাঁড়ালাম তখন জ্ঞানের ভাণ্ডারে নতুন কিছু যোগ হল না।

"এই ব্যর্থতার পরে শোবার ঘরে গিয়ে সেটাও পরীক্ষা করলাম। রক্তের দাগ খুবই সামান্য, কিছু কিছু বিবর্ণ ছোপমাত্র, তবে তাজা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। লাঠিতে রক্তের দাগও সামান্য। তবে লাঠিটা যে আমাদের মক্কেলের সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সেও সেটা স্বীকার করেছে। কার্পেটের উপর দু'জনেরই পায়ের ছাপ পাওয়া গেছে, তৃতীয় কোন লোকের পায়ের ছাপ নেই। সেটাও ওপক্ষেরই আর একটা তাসের উপরি পিঠ। তারা একের পর এক পিঠ বাড়িয়ে যাচ্ছে, আর আমরা এক জায়গায়ই দাঁড়িয়ে আছি।

"একটিমাত্র ক্ষীণ আশার আলো আমি দেখতে পেয়েছি—অবশ্য সেটা এমন কিছুই নয়। সিন্দুকের জিনিসপত্রগুলি পরীক্ষা করে দেখেছি। তার অনেক কিছুই বের করে টেবিলের উপর রাখা ছিল। কাগজপত্রগুলো খামে ভরে সিল করে রাখা ছিল। তার মধ্য থেকে দু' একটা পুলিশ খুলেছে। আমি যতদূর বুঝতে পেরেছি, সেগুলি খুব মূল্যবান কিছু নয়, আর মিঃ ওল্ডএকর যে খুব স্বচ্ছল অবস্থায় ছিলেন ব্যাংকের কাগজপত্র দেখে তাও মনে হয় না। কিন্তু আমার মনে হল যে কাগজপত্র সেখানে ছিল না। এমন কিছু কিছু দলিলের উল্লেখ আছে—সম্ভবত সেগুলিই বেশী মূল্যবান—যেগুলি আমি দেখতে পাই নি। অবশ্য আমরা যদি এটাকে স্পষ্টভাবে প্রমাণ করতে পারতাম তাহলে লেস্ট্রেড-এর নিজের যুক্তিই তার বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হত, কারণ যে মানুষ জানে যে শীঘ্রই উত্তরাধিকারসূত্রে সে এসব পাবে সে কেন তা চুরি করবে?

"শেষ পর্যন্ত অনেকগুলো খাম খুলেও কোন হদিস করতে না পেরে গৃহকর্ত্রীকে নিয়ে ভাগ্য-পরীক্ষায় নামলাম। তার নাম মিসেস লেক্সিংটন; ছোটখাট, তামাটে, চুপচাপ প্রকৃতির মানুষ; বাঁকা চোখে সন্দেহের ঝিলিক। আমার দৃঢ় বিশ্বাস—ইচ্ছা করলে সে অনেক কিছুই বলতে পারত। কিন্তু তার মুখ যেন মোম দিয়ে আঁটা। হ্যাঁ, সাড়ে ন'টার সময় সেই মিঃ ম্যাকফার্লেনকে বাড়িতে ঢুকতে সাহায্য করেছিল। বলল, দরজা খুলে দেবার আগে তার হাতটা শুকিয়ে অসাড় হয়ে গেলেই সে খুশি হত। সাড়ে দশটায় সে শুতে গিয়েছিল। তার ঘরটা বাড়ির একেবারে অন্য প্রান্তে, কাজেই কিছুই সে শুনতে পায় নি। মিঃ ম্যাকফার্লেন ঘরের মধ্যে তার টুপি এবং তার বিশ্বাস মতে তার লাঠিটাও রেখে গেছে। আগুন লাগার হৈ চৈ শুনেই সে জেগে ওঠে। তার বেচারি প্রিয় মনিবকে নির্ঘাৎ খুন করা হয়েছে। তার কি কোন শত্রু ছিল? দেখুন, সব মানুষেরই শত্রু থাকে, কিন্তু মিঃ ওল্ডএকর নিজের মতই থাকতেন এবং শুধুমাত্র ব্যবসাসংক্রান্ত ব্যাপারেই লোকজনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতেন। বোতামগুলি সে দেখেছে, আর যে পোশাক তিনি সে রাতে পরেছিলেন বোতামগুলি যে সেই পোশাকের সে বিষয়ে সে নিশ্চিত। গত একমাস বৃষ্টি না হওয়ায় কাঠের গাদাটা খুবই শুকনো ছিল। সেগুলো সোলার মত জ্বলে উঠল; সে যখন ঘটনাস্থলে পেঁছিল তখন আগুনের শিখা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় নি। তার এবং অগ্নি-নির্বাপক দলের মানুষদের সকলের নাকেই পোড়া মাংসের গন্ধ লেগেছিল। দলিলপত্রের কথা অথবা মিঃ ওল্ডএকর-এর ব্যক্তিগত জীবনের কথা সে কিছুই জানে না।

"প্রিয় ওয়াটসন, এই হল আমার পরাজয়ের প্রতিবেদন। আর তবু—আর তবু—" দৃঢ় বিশ্বাসের আবেগে সে তার সরু হাত দুটি মুষ্টিবদ্ধ করল—"আমি জানি এ সবই ভুল। প্রতিটি অস্থিতে অস্থিতে আমি তা অনুভব করছি। এমন কিছু আছে যা প্রকাশ পায় নি, আর ওই গৃহকর্ত্রী সেটা জানে। তার চোখে এমন একটা অপ্রসন্ন অবজ্ঞার ভাব আছে যেটা একমাত্র অপরাধ সম্পর্কে সচেতন লোকের চোখেই দেখা যায়। যাই হোক, এ নিয়ে আর কোন রকম

কথা বলে লাভ নেই ওয়াটসন ; ভাগ্যক্রমে কোন সুযোগ যদি না আসে তাহলে আমার খুবই আশংকা হচ্ছে যে আমাদের সাফল্যের যে ইতিবৃত্ত তুমি রচনা করেছ তাতে 'নরউড নিরুদ্দেশের ঘটনা'-র কোন উল্লেখই থাকবে না।"

"তা ঠিক।"

"আমরা যদি একটা বিকল্প থিয়োরি প্রতিষ্ঠা করতে না পারি তাহলে আর লোকটির আশাই নেই। এখন তার বিরুদ্ধে যেভাবে মামলাটা সাজানো হবে তাতে কোন ত্রুটি তুমি খুঁজে পাবে না ; আর পরবর্তীকালের সব তদন্তই মামলাটাকে আরও জোরদার করে তুলেছে। ভাল কথা, ঐ দলিলপত্র প্রসঙ্গে এমন একটি আশ্চর্য ছোট কথা আছে যেখান থেকে নতুন করে অনুসন্ধান শুরু করা যেতে পারে। ব্যাংকের কাগজ-পত্রে দেখতে পেয়েছি যে মিঃ কর্ণেলিয়াস-এর নামে গত এক বছরে যে সব চেক কাটা হয়েছে প্রধানত তার জন্যই উদ্বৃত্ত অর্থের পরিমাণ এত বেশী কমে গেছে। আমাকে অবশ্যই জানতে হবে কে এই মিঃ কর্ণেলিয়াস যার সঙ্গে একজন অবসরপ্রাপ্ত স্থপতি এত বেশী টাকার লেন-দেন করেছে। এ ব্যাপারে তার কোন হাত থাকা সম্ভব কি? কর্ণেলিয়াস একজন দালাল হতে পারে, কিন্তু এই বেশী পরিমাণ টাকার লেন-দেন সংক্রান্ত কোন চিঠিপত্র আমরা পাই নি। আর কোন সূত্র হাতে না থাকায় আমার অনুসন্ধানকে এখন পরিচালিত করতে হবে ব্যাংকে গিয়ে সেই লোকটির খোঁজ করার ব্যাপারে যে এই সব চেক ভাঙিয়েছে। কিন্তু ভাইরে, আমার আশংকা হচ্ছে, এ ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত আমাদের পরাজয় ঘটবে, আর লেস্ট্রেড আমাদের মক্কেলকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের বিজয় ঘোষণা করবে।"

সে রাতে শার্লক হোমস আদৌ ঘুমিয়েছিল কি না আমি জানি না, তবে সে যখন প্রাতরাশের জন্য নেমে এল তখন দেখলাম তার মুখখানি বিবর্ণ ও বিচলিত ; চোখের কোণে কালো দাগ পড়ায় তার উজ্জ্বল চোখ দুটি উজ্জ্বলতর দেখাচ্ছে। তার চেয়ারের চারপাশে কার্পেটের উপর সিগারেটের দগ্ধাবশেষ ও প্রাতঃকালীন সংবাদপত্রগুলো ইতস্তত ছড়ানো। টেবিলের উপর একটা টেলিগ্রাম খোলা পড়ে আছে।

সেটাকে আমার দিকে ঠেলে দিয়ে সে বলল, "এটার সম্পর্কে কি মনে হয় ওয়াটসন ?"

টেলিগ্রামটা এসেছে নরউড থেকে ; তাতে লেখা আছে ঃ

"গুরুত্বপূর্ণ নতুন তথ্য হাতে এসেছে। ম্যাকফার্লেন-এর অপরাধ স্পষ্টভাবে প্রমাণিত। আমার পরামর্শ, এ কেস থেকে হাত গুটিয়ে নিন। — লেস্ট্রেড।"

"বেশ গুরুতর মনে হচ্ছে," আমি বললাম।

তিক্ত হাসি হেসে হোমস বলল, "এটা লেস্ট্রেড-এর বিজয়-ঘোষণার একটুখানি আভাষমাত্র। তবু কেসটাকে ছেড়ে দেবার মত অবস্থা এখনও আসে নি। আসলে নতুন কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দু-মুখো করাতের মত ; হয় তো লেস্ট্রেড যেমনটি আশা করছে তার ঠিক উল্টো দিক থেকেই সেটা কেটে বেরিয়ে যাবে। প্রাতরাশটা সেরে নাও ওয়াটসন ; আমরা একবার বেরুব ; দেখাই যাক কতদূর কি করতে পারি ; মনে হচ্ছে, তোমার উপস্থিতি ও নৈতিক সমর্থন আজ আমার দরকার হবে।"

আমার বন্ধু প্রাতরাশ খেল না। এটা তার একটা বৈশিষ্ট্য যে মনের উপর খুব চাপ পড়লে সে কিছুই খায় না। অতীতেও দেখেছি, অনাহারজনিত দুর্বলতায় মূর্ছিত হয়ে না পড়া পর্যন্ত নিজের লৌহকঠিন শক্তির উপর সে বড় বেশী ভরসা করে। ডাক্তার হিসাবে আপত্তি জানালে সে বলে, "এ সময়ে খাদ্য হজম করবার জন্য উদ্দীপনা ও স্নায়ুর শক্তিকে আমি খরচ করতে পারি না।" কাজেই সেদিন সকালে সে যখন সকালের খাবারটা স্পর্শ না করেই আমাকে নিয়ে নরউড যাত্রা করল তখন আমি মোটেই অবাক হই নি। "ডিপ ডেন হাউস"-কে আমি যে ধরনের একটা শহরতলীর ভিলা বলে অনুমান করেছিলাম বাড়িটা ঠিক সেই রকমই। বাড়ির চারদিকে তখনও একদল অত্যুৎসাহী মানুষের ভিড়। ফটকে ঢুকতেই লেস্ট্রেড আমাদের সঙ্গে দেখা করল। তার মুখ জয়ের আনন্দে উদ্ভাসিত, চাল-চলনে বিজয়ীর ভঙ্গিমা।

সে চেঁচিয়ে বলল, "মিঃ হোমস, এবারেও কি আপনি আমাদের ভুল প্রমাণ করেছেন? আপনার সেই বাউন্ডুলের দেখা পেয়েছেন কি ?"

আমার সঙ্গী জবাব দিল, "আমি এখনও কোন সিদ্ধান্তে আসি নি।"

"আমাদের সিদ্ধান্ত কিন্তু কালই নিয়েছি, আর এখন সেটাই সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। কাজেই আপনাকে স্বীকার করতেই হবে মিঃ হোমস যে এবার আমরা আপনার চাইতে কিছুটা এগিয়ে গিয়েছি।"

"একটা অস্বাভাবিক কিছু ঘটনার আভাষ তুমি নিশ্চয় পেয়েছ," হোমস বলল।

লেস্ট্রেড উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল।

"আমাদের সকলের মত আপনি কোন সময়ই পরাজয় মানতে চান না", সে বলল। "সব সময়ই সব কিছু নিজের

পছন্দমত হবে এটা কেউ আশা করতে পারে না—পারে কি ডাঃ ওয়াটসন? ইচ্ছা হয় তো এদিকে আসুন আপনারা; ম্যাকফার্লেনই যে অপরাধটা করেছে সেটা আর একবার আপনাদের সামনে প্রমাণ করে দিতে পারব বলেই মনে করি।"

একটা অন্ধকার বারান্দা পেরিয়ে সে আমাদের ওদিককার একটা অন্ধকার হল ঘরে নিয়ে গেল।

বলল, "হত্যাকাণ্ডের পরে টুপিটা নেবার জন্য যুবক ম্যাকফার্লেন নিশ্চয় এখানেই এসেছিল। এবার এদিকে দেখুন।" নাটকীয় ভঙ্গীতে হঠাৎ একটা দেশলাই জ্বালিয়ে তার আলোয় সে চুণকামকরা দেওয়ালে একটা রক্তের দাগ দেখাল। কাঠিটাকে আরও কাছে নিতে দেখলাম, শুধু একটা দাগ নয়, দেওয়ালে বুড়ো আঙুলের একটা সুস্পষ্ট ছাপ।

"আপনার ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস দিয়ে এটাকে দেখুন তো মিঃ হোমস।"

"হ্যাঁ, তাই দেখছি।"

"আপনি তো জানেন, কোন দুটো বুড়ো আঙুলের ছাপ কখনও একরকম হয় না।"

"এ ধরনের কথা শুনেছি বটে।"

"আচ্ছা, তাহলে যুবক ম্যাকফার্লেন-এর ডান হাতের বুড়ো আঙুলের এই মোমের উপরকার ছাপটার সঙ্গে ওই ছাপটাকে মিলিয়ে দেখুন তো। আমার আদেশে আজ সকালেই এ-ছাপটা নেওয়া হয়েছে।"

মোমের উপরকার ছাপটাকে সে যখন রক্তের দাগটার খুব কাছে নিয়ে ধরল তখন দুটো ছাপ যে একই বুড়ো আঙুলের সেটা বুঝতে ম্যাগ্নিফাইং গ্লাসের কোন দরকারই হল না। পরিষ্কার বুঝলাম, আমাদের মক্কেলের আর কোন আশাই নেই।

"এটাই তাহলে শেষ কথা?" লেস্ট্রেড বলল।

আপনা থেকেই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "হ্যাঁ, এটাই শেষ কথা।"

"এটাই শেষ কথা।" হোমসও বলল।

তার কথার সুরটা আমার কানে লাগল। মুখ ঘুরিয়ে তার দিকে তাকালাম। ভিতরের খুশিতে তার মুখটা কুঁচকে উঠেছে।

তার চোখ দুটো তারার মত জ্বলছে। মনে হল, একটা হাসির দমককে চাপা দেবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

"বটেই তো! বটেই তো!" শেষ পর্যন্ত সে মুখ খুলল। "আরে, এমন কথা কে ভেবেছিল? সত্যি, মানুষের চেহারা কত ভুলেরই না সৃষ্টি করে! দেখতে এত সুন্দর একটি যুবক! এর থেকে যেন এই শিক্ষাই পেলাম যে নিজেদের বিচার-বুদ্ধির উপর যেন ভরসা না করি—তাই নয় কি লেস্ট্রেড?"

লেস্ট্রেড বলল "সত্যি মিঃ হোমস, আমরা কেউ কেউ আবার নিজেদের সম্পর্কে অতিমাত্রায় নিশ্চিত হয়ে থাকি।" লোকটির ঔদ্ধত্য মাথা খারাপ করে দিলেও তাকে বাধা দিতে পারলাম না।

"কী অদ্ভুত দৈবের যোগাযোগ—পেরেক থেকে টুপিটা নেবার সময় সে তার বুড়ো আঙুলটা দেওয়ালের উপর চেপে ধরেছিল! একটু চিন্তা করলেই মনে হয় কাজটা কতদূর স্বাভাবিক।" বাইরে বেশ শান্ত দেখালেও কথাগুলি বলবার সময় হোমসের সারা দেহ যেন চাপা উত্তেজনায় কেঁপে কেঁপে উঠছিল। "ভাল কথা লেস্ট্রেড, এই চমৎকার আবিষ্কারটি কে করল?"

"গৃহকর্ত্রী মিসেস লেক্সিংটনই নৈশ কনস্টেবলের মনোযোগ এদিকে আকৃষ্ট করেছিল।"

"নৈশ কনস্টেবলটি কোথায় ছিল?"

"কেউ যাতে কোন জিনিসে হাত না দিতে পারে সেজন্য অকুস্থল শোবার ঘরেই সে পাহারায় ছিল।"

"কিন্তু গতকাল পুলিশ এ ছাপটা দেখতে পায় নি কেন?"

"দেখুন, হলঘরটাকে ভাল করে পরীক্ষা করবার মত কোন বিশেষ কারণই ছিল না। তাছাড়া, দেখতেই তো পাচ্ছেন ছাপটা খুব একটা প্রকাশ্য জায়গাতেও নয়।"

"না, না, তা অবশ্য নয়। তাহলে ধরে নিচ্ছি, গতকালও যে ছাপটা ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই?"

লেস্ট্রেড এমনভাবে হোমসের দিকে তাকাল যেন সে ভাবছে যে হোমসের মাথার ঠিক নেই। তার খুশি-খুশি ভাব ও এ ধরনের অবান্তর মন্তব্যে আমিও যে বিস্মিত হয়েছিলাম সে কথাও স্বীকার করছি।

লেস্ট্রেড বলল, "আমি বুঝতে পারছি না আপনি কেমন করে ভাবলেন যে তার বিরুদ্ধে প্রমাণটাকে জোরদার করবার জন্য সে গভীর রাতে জেল থেকে বেরিয়ে এসেছিল। ওটা তারই বুড়ো আঙুলের ছাপ কি না সে ব্যাপারটা আমি পৃথিবীর যে কোন বিশেষজ্ঞের হাতেই ছেড়ে দিলাম।"

"এটা যে তারই বুড়ো আঙুলের ছাপ সেটা তো নিঃসন্দেহ।"

লেস্ট্রেড বলল, "তাহলে তো সেটাই যথেষ্ট। আমি

বাস্তববাদী মানুষ মিঃ হোমস, কাজেই সাক্ষ্য-প্রমাণ হাতে পেলেই আমি সিদ্ধান্ত করে থাকি। এর পরেও যদি আপনার কিছু বলবার থাকে, তাহলে বসবার ঘরেই আমাকে পাবেন ; সেখানে বসেই আমি প্রতিবেদনটি লিখব।"

হোমস ততক্ষণে তার মানসিক ভারসাম্য ফিরে পেয়েছে, যদিও তখনও আমার মনে হল যে তার ভাবভঙ্গীতে একটা খুশির ঝলকানি দেখা যাচ্ছে।

সে বলল, "ভাই ওয়াটসন, পরিণতিটা বড়ই দুঃখের, তাই নয় ? তার এমন কিছু ব্যাপার এতে আছে যাতে আমাদের মক্কেলের পক্ষে এখনও আশা করবার মত কিছুটা সুযোগ রয়েছে।"

আমি সানন্দে বলে উঠলাম, "তোমার কথা শুনে খুশি হলাম। আমার তো ভয় হয়েছিল যে সবই শেষ হয়ে গেছে।"

"ভাই ওয়াটসন, অতদূর যেতে আমি রাজী নই। ব্যাপার কি জান, যে প্রমাণের উপর আমাদের বন্ধুটি এত বেশী গুরুত্ব আরোপ করছেন তাতে একটা খুব গুরুতর ফাঁক আছে।"

"সত্যি নাকি হোমস ! সেটা কি ?"

"সেটা শুধু এই—আমি জানি গতকাল যখন হলটা পরীক্ষা করে দেখেছিলাম তখন ছাপটা সেখানে ছিল না। ওয়াটসন, সূর্যের আলোয় চারদিকটা একটু ঘুরে আসি চল।"

মাথার মধ্যে সব কিছু গোলমেলে ঠেকলেও বুকের মধ্যে কিছুটা আশার উত্তাপ নিয়ে বন্ধুর সঙ্গে বাগানের চারদিকটায় বেড়াতে লাগলাম। হোমস পর পর সব দিক থেকে বাড়িটাকে দেখতে লাগল এবং গভীর আগ্রহ নিয়ে সব কিছু পরীক্ষা করে চলল। তারপর ভিতরে ঢুকে নীচের তলা থেকে চিলেকোঠা পর্যন্ত সমস্ত ঘুরে ঘুরে দেখল। অধিকাংশ ঘরেই কোন আসবাবপত্র নেই, তবু সে সবগুলি ঘরই ভালভাবেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। শেষ পর্যন্ত একেবারে উপরতলার তিনটে খালি শোবার ঘরের বাইরেকার বারান্দায় পেঁাছেই সে আবারও খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠল।

বলল, "ওয়াটসন, সত্যি এই ঘটনার কতকগুলি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য আছে। আমার মনে হয় এবার আমাদের বন্ধু লেস্ট্রেডকে সব কথা খুলে বলবার সময় হয়েছে। আমাদের উপর একহাত নিয়ে সে বেশ কিছুটা হেসে নিয়েছে, এবার বোধহয় আমাদের হাসবার পালা, অবশ্য এই সমস্যাটার যে ব্যাখ্যা করেছি সেটা যদি ঠিক হয়ে থাকে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি জানি কেমন করে অগ্রসর হওয়া উচিত।"

স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড-এর ইন্সপেক্টর তখনও বৈঠকখানায় বসে প্রতিবেদন লিখছিল। হোমস তাকে বাধা দিল।

বলল, "মনে হচ্ছে তুমি এই কেসের একটি প্রতিবেদন লিখছ ?"

"হ্যাঁ লিখছি।"

"একটু আগেভাগেই লেখা হয়ে যাচ্ছে না কি ? তোমার প্রমাণাদি যে সম্পূর্ণ হয় নি সে কথা ভেবে আমি পারছি না।"

আমার বন্ধুর কথাকে যে উপেক্ষা করা চলে না লেস্ট্রেড তা জানে। কলমটা রেখে কৌতূহলী দৃষ্টিতে সে তার দিকে তাকাল।

"আপনি কি বলতে চান মিঃ হোমস ?"

"শুধু এইটুকুই বলতে চাই যে একজন গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীর সঙ্গেই তুমি দেখা কর নি।"

"আপনি তাকে উপস্থিত করতে পারেন ?"

"মনে তো হয় পারি।"

"তাহলে তাই করুন।"

"যথাসাধ্য চেষ্টা করব। তোমার সঙ্গে ক'জন কন্‌স্টেবল আছে ?"

"ডাকলেই তিনজনকে পাওয়া যাবে।"

"চমৎকার !" হোমস বলে উঠল। "জিজ্ঞাসা করতে পারি কি, তারা সকলেই বেশ শক্ত-সমর্থ দশাসই চেহারার মানুষ তো ? তাদের গলায় বেশ জোর আছে তো ?"

"সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই ; কিন্তু এর সঙ্গে তাদের গলার কি সম্পর্ক তা তো বুঝতে পারছি না।"

হোমস বলল, "সেটা এবং আরও দু'একটা জিনিস বুঝতে আমি হয় তো তোমাকে সাহায্য করতে পারব। দয়া করে তোমার লোকদের ডাক। চেষ্টা করে দেখি।"

পাঁচ মিনিট পরেই তিনটি পুলিশ হলঘরে জড়ো হল।

হোমস বলল, "বার-বাড়ির ঘরে অনেক খড় রয়েছে দেখতে পাবে। আমি তোমাদের সেখান থেকে দু'আঁটি নিয়ে আসতে বলব। প্রয়োজনীয় সাক্ষীকে উপস্থিত করার ব্যাপারে এই কাজটা সবচাইতে বেশী সাহায্য করবে বলে আমি মনে করি। তোমাদের অনেক ধন্যবাদ। ওয়াটসন, আমার বিশ্বাস তোমার পকেটে দেশলাই আছে। মিঃ লেস্ট্রেড, এবার তোমাদের সবাইকে বলছি, আমার সঙ্গে সবচাইতে উঁচু তলার সিঁড়িতে চল।"

আগেই বলেছি, সেখানে তিনটি খালি শোবার ঘরের সামনে একটা চওড়া বারান্দা আছে। শার্লক হোমস

আমাদের সকলকে নিয়ে বারান্দার এক প্রান্তে হাজির হল। কন্‌স্টেবলরা মুচকি হাসছে ; লেস্ট্রেড আমার বন্ধুর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ; তার মনের মধ্যে বিস্ময়, প্রত্যাশা ও বিদ্রূপ পরস্পরকে তাড়া করে ফিরছে। যেন এক যাদুকর তার খেলা দেখাচ্ছে এমনই ভঙ্গীতে হোমস দাঁড়িয়ে আছে আমাদের সামনে।

"দয়া করে একজন কন্‌স্টেবলকে দু' বালতি জল আনতে পাঠাবে কি ? দুদিকের দেওয়াল থেকে কিছুটা ফাঁক রেখে খড়টা এখানে মেঝেতে বিছিয়ে দাও। মনে হচ্ছে এবার আমরা প্রস্তুত।"

লেস্ট্রেড-এর মুখটা রাগে লাল হয়ে উঠল।

বলল, "মিঃ শার্লক হোমস, আপনি আমাদের সঙ্গে খেলা করছেন কিনা বুঝতে পারছি না। যদি সত্যই আপনি কিছু জানেন তাহলে এই বাজে মস্করা না করেই তো সেটা বলতে পারেন।"

"দেখ লেস্ট্রেড, আমি বলছি, যা কিছু করছি যথেষ্ট সঙ্গত কারণেই করছি। তোমার হয় তো মনে আছে কয়েক ঘণ্টা আগেই তুমি আমার উপর এক হাত নিয়েছ, কারণ তখন বেড়ার উপরকার সূর্যটা ছিল তোমার দিকে ; কাজেই এখন যদি একটু আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান করি তাতে তোমার আপত্তি করা উচিত নয়। ওয়াটসন, জানালাটা খুলে দিয়ে খড়ের এক কোণে দেশলাই জ্বালাতে তোমাকে বলতে পারি কি ?"

সেই মত কাজ করলাম। শুকনো খড় সশব্দে জ্বলে উঠল, আর একঝলক বাতাস লেগে ধোঁয়ার কুণ্ডলি পাক খেতে খেতে বারান্দা দিয়ে ছুটতে লাগল।

"লেস্ট্রেড, এবার দেখতে হবে তোমার এই সাক্ষীকে পাওয়া যায় কি না। সকলে একসঙ্গে চীৎকার করে বলবে—'আগুন!'। এবার : এক, দুই, তিন—"

"আগুন!" সকলে চেঁচিয়ে বলল।

"ধন্যবাদ। আর একবার তোমাদের কষ্ট দেব।"

"আগুন!"

"ঠিক আর একটিবার। সকলে একসঙ্গে।"

"আগুন!" সে চীৎকারে সারা নরউড প্রতিধ্বনিত হল।

শব্দটা মিলিয়ে যেতে না যেতেই একটা আশ্চর্য কাণ্ড ঘটল। বারান্দার শেষ প্রান্তে যেখানে দেওয়ালটাকে নিরেট বলে মনে হয়েছিল হঠাৎ সেখানে একটা দরজা সপাটে খুলে গেল এবং খরগোস যে ভাবে গর্ত থেকে বেরিয়ে আসে ঠিক সেই ভাবে একটি ছোটখাট শুটকো লোক ছিটকে বেরিয়ে এল।

"চমৎকার!" হোমস শান্ত গলায় বলল। "ওয়াটসন, খড়ের উপর এক বালতি জল ঢেলে দাও। ওতেই হবে। লেস্ট্রেড, যদি অনুমতি কর তো তোমার প্রধান নিরুদ্দিষ্ট সাক্ষী মিঃ জোনাস ওল্ডএকরকে তোমার সামনে হাজির করছি।"

গোয়েন্দাপ্রবর অবাক বিস্ময়ে নবাগতের দিকে তাকিয়ে রইল। লোকটি আমাদের দিকে ও ধিকি ধিকি জ্বলা আগুনের দিকে তাকিয়ে বারান্দার উজ্জ্বল আলোয় চোখ মিটমিট করছিল। লোকটির মুখ ঘৃণার উদ্রেক করে—যেমন ধূর্ত, তেমনই পাপ ও বিদ্বেষে ভরা ; চোখ দুটো হাল্কা-ধূসর, আঁখি-পক্ষ সাদা।

অবশেষে লেস্ট্রেড বলল, "আচ্ছা, এ সব কি ? এতক্ষণ আপনি কি করছিলেন অ্যাঁ ?"

ক্রুদ্ধ গোয়েন্দার ভয়ংকর লাল মুখের সামনে থেকে সরে গিয়ে ওল্ডএকর অস্বস্তির সঙ্গে হাসতে লাগল।

"আমি কোন ক্ষতি করি নি।"

"ক্ষতি করেন নি? একটা নির্দোষ লোককে ফাঁসিতে ঝোলাবার জন্য আপনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। এই ভদ্রলোকটি না থাকলে আপনি সে কাজে সফল হতেন কিনা আমি জানি না।"

হতভাগ্য জীবটি প্যানপ্যানানি শুরু করল।

"সত্যি বলছি স্যার, আমি একটু ঠাট্টা করছিলাম মাত্র।"

"ওঃ! ঠাট্টা, তাই না? এবার কিন্তু নিজের বেলায় ও হাসিটি থাকবে না। ওকে নিয়ে যাও ; আমি না আসা পর্যন্ত বসার ঘরে রাখ।" তারা চলে গেলে সে আবার বলতে লাগল, "মিঃ হোমস, কন্‌স্টেবলদের সামনে কথাটা বলতে পারি নি, কিন্তু ডাঃ ওয়াটসন-এর সামনে বলতে কোন বাধা নেই যে এত ভাল কাজ আপনিও আগে কখনও করেন নি, যদিও কি করে এটা করলেন সেটা এখনও আমার কাছে একটা রহস্য। একটি নির্দোষ মানুষের জীবন আপনি রক্ষা করেছেন, আর এমন একটা কেলেংকারীর হাত থেকে আমাকে বাঁচিয়েছেন যার ফলে পুলিশ বাহিনীতে আমার সুনাম ধ্বংস হয়ে যেত।"

হোমস হেসে লেস্ট্রেড-এর কাঁধটা চাপড়ে দিল। "দেখ স্যার, দেখবে ধ্বংস হওয়ার বদলে তোমার সুনাম অনেকখানি বেড়ে যাবে। যে প্রতিবেদনটি তুমি লিখেছিলে তাতে কিছু বদবদল করে দাও, তাহলেই তারা বুঝতে পারবে ইন্সপেক্টর লেস্ট্রেড-এর চোখে ধুলো দেওয়া কত শক্ত।"

"আর আপনি কি চান না যে আপনার নামটা উল্লেখ

করা হোক?"

"মোটেই না। কাজই কাজের পুরস্কার। দূর ভবিষ্যতে কোন দিন যখন আমার একান্ত আন্তরিক ইতিবৃত্তকারকে আর একবার তার ফুল্‌স্কেপ কাগজখানা মেলে ধরবার অনুমতি দেব তখন হয় তো আমার প্রাপ্য আমি পেয়ে যাব—কি বল হে ওয়াটসন? আচ্ছা, এবার তাহলে দেখা যাক এই ইঁদুরটি কোথায় লুকিয়ে ছিল।"

বারান্দার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত একটা পাঁচিল তোলা হয়েছে পাতলা কাঠ ও প্লাস্টার দিয়ে আর বেশ কৌশলে তার মধ্যে লুকোনো একটা দরজা বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। একেবারে ছাঁচের নীচে ফাঁক রেখে জায়গাটাকে আলোকিত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু আসবাবপত্র, খাদ্য ও জলও ভিতরে রাখা ছিল। আর ছিল অনেক বই ও খবরের কাগজ।

তার ভিতর থেকে যখন বেরিয়ে এলাম তখন হোমস বলল, "স্থপতি হবার এই সুবিধা। কোন সহযোগী ছাড়াই নিজের লুকোবার জায়গাটা সে নিজেই বানিয়ে নিয়েছিল—অবশ্য সঙ্গে ছিল তার সেই দামী গৃহ-কর্ত্রীটি। তোমার শিকারের তালিকায় তার নামটি যোগ করতে বেশী সময় লাগবে না লেস্ট্রেড।"

"আপনার পরামর্শ আমার দরকার হবে। কিন্তু এ জায়গাটার কথা আপনি জানলেন কেমন করে মিঃ হোমস?"

"আমি স্থির সিদ্ধান্ত করেছিলাম যে লোকটা এই বাড়িতেই কোথাও লুকিয়ে আছে। তারপর বারান্দা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে যখন দেখলাম যে এই বারান্দাটা ঠিক নীচেকার বারান্দা থেকে ছ'ফুট ছোট, তখনই পরিষ্কার বুঝলাম সে কোথায় রয়েছে। তখন ভাবলাম যে, আগুন-আগুন বলে সোরগোল উঠলে সে কখনও চুপচাপ শুয়ে থাকতে পারবে না। অবশ্য আমরা নিজেরাই সেখানে ঢুকে তাকে ধরতে পারতাম, কিন্তু সে নিজেই এ ভাবে আত্মপ্রকাশ করলে বেশ একটু মজা হবে বলে মনে হয়েছিল আর কি। তাছাড়া, সকালে তুমি আমাকে নিয়ে একটু বিদ্রূপ করেছিলে বলে তোমাকে একটু তাক লাগিয়ে দেবার দরকার ছিল হে লেস্ট্রেড।"

"দেখুন স্যার, এ ব্যাপারে আপনিও আমার সঙ্গে সমান-সমানই রয়ে গেলেন। কিন্তু আর যাই হোক লোকটা যে এই বাড়িতেই আছে সেটা আপনি জানলেন কেমন করে?"

"ঐ বুড়ো আঙুলের ছাপ লেস্ট্রেড। তুমি বলেছিলে এটাই শেষ কথা, এবং অন্য অর্থে ঠিক তাই বটে। আমি জানতাম, ঐ ছাপটা আগের দিন ওখানে ছিল না। তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবে যে খুঁটিনাটি বিষয়ের প্রতি আমি যথেষ্ট নজর দিয়ে থাকি; হলটা আমি পরীক্ষা করেছিলাম এবং নিশ্চিত জানতাম যে ওটা একেবারে পরিষ্কার ছিল। সুতরাং রাতের বেলায়ই ছাপটা বসানো হয়েছে।"

"কিন্তু কেমন করে?"

"খুব সহজে। ঐ প্যাকেটগুলো যখন সিল করা হয়েছিল তখন জোনাস ওল্ডএকর ম্যাকফার্লেনকে দিয়ে নরম মোমের উপর তার বুড়ো আঙুলের একটা ছাপ তুলে নিয়ে একটা সিল তৈরী করে নেয়। এত তাড়াতাড়ি ও সহজভাবে কাজটা করা হয়েছিল যে যুবকটির সে কথাটা পরে মনে থাকবারও কথা নয়। যতদূর মনে হয় কাজটি এই ভাবেই করা হয়েছিল; অবশ্য ওটা কি কাজে লাগবে সে বিষয়ে কোন সঠিক ধারণাও তখন ওল্ডএকর-এর মনে ছিল না। ওই গুহার মধ্যে বসে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তার মনে হয় যে ঐ বুড়ো আঙুলের ছাপটাকেই তার বিরুদ্ধে একটা মোক্ষম প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। তারপর সেই সিল থেকে একটা মোমের ছাঁচ তৈরী করা, আঙুলে আলপিন ফুটিয়ে যতটুকু রক্ত পাওয়া যায় তাইতে সেটাকে ভিজিয়ে নেওয়া, এবং হয় নিজের হাতে নয় তো সেই গৃহ-কর্ত্রীর হাত দিয়ে রাতের বেলা দেওয়ালের উপর ছাপটা মেরে দেওয়া—এ সব কিছুই অত্যন্ত সহজ কাজ। লুকিয়ে থাকার জায়গায় যে সব দলিলপত্র সে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল, আমি বাজি ধরে বলতে পারি সেগুলি পরীক্ষা করলেই বুড়ো আঙুলের ছাপওয়ালা সিলটা সেখানে অবশ্য পাওয়া যাবে।'

"আশ্চর্য!" লেস্ট্রেড বলে উঠল। "আশ্চর্য! আপনার বিবরণ শুনে মনে হচ্ছে সব একেবারে স্ফটিকের মত স্বচ্ছ। কিন্তু মিঃ হোমস, এই গভীর চালাকির উদ্দেশ্যটা কি?"

গোয়েন্দাটির আত্মম্ভরী চালচলন বদলে গিয়ে হঠাৎ কেমন করে ছোট শিশুর মত শিক্ষক মহাশয়ের কাছে প্রশ্ন করবার অবস্থায় পরিণত হয়েছে সেটা দেখে আমার ভারী মজা লাগছিল।

"আরে, সেটা বুঝতে পারা তো খুব শক্ত বলে মনে হয় না। যে ভদ্রলোকটি এখন নীচে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে সে অত্যন্ত বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসাপরায়ণ। তুমি কি জান যে একসময়ে সে ম্যাকফার্লেন-এর মায়ের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল? জান না! আমি তোমাকে বলেছিলাম তোমার

আগে যাওয়া উচিত ব্ল্যাকহিথ-এ, তারপর নরউড-এ। সেই আঘাতটা অনেক দিন থেকেই তার দুষ্ট মতলববাজ মাথায় জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছিল ; সারা জীবনই সে প্রতিশোধ নিতে চেয়েছে, কিন্তু সুযোগ পায় নি। গত দু'এক বছর ধরেই তার কপাল মন্দ যাচ্ছিল—মনে হয় কোন গোপন ফাটকাবাজির ব্যাপার—আর তাই তার দিনকালও বেশ খারাপ হয়ে পড়ে। সে স্থির করে যে পাওনাদারদের ফাঁকি দেবে, আর সেই জন্যই জনৈক মিঃ কর্ণেলিয়াস-এর নামে মোটা অংকের চেক কাটতে থাকে ; আমার ধারণা সে নিজেই অন্য নামে মিঃ কর্ণেলিয়াস সেজেছিল। সে চেক-গুলোর সন্ধান আমি এখনও করি নি ; কিন্তু এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই যে, এমন কোন মফস্বল শহরে ঐ নামের চেকগুলো সে ভাঙিগয়েছে যেখানে ওল্ডএকর একই সঙ্গে দুটো নামের আড়ালে বাস করে থাকে। তার হয় তো ইচ্ছা ছিল, নামটাকে একদম পাল্টে দিয়ে টাকাটা তুলে নিয়ে হাওয়া হয়ে যাবে এবং অন্য কোথাও নতুন করে জীবনযাত্রা শুরু করবে।"

"হ্যাঁ, সেটা খুবই সম্ভব।"

"তার হয় তো মনে হয়েছিল যে এইভাবে উধাও হয়ে যেতে পারলে কেউ আর তার খোঁজ-খবর করবে না, আর সেই সঙ্গে সে যদি এমন একটা ধারণার সৃষ্টি করতে পারে যে তার প্রাক্তন প্রেমিকার একমাত্র সন্তানের হাতেই সে খুন হয়েছে তাহলে সেই মহিলার উপরেও চরম প্রতি-হিংসা চরিতার্থ করা হবে। শয়তানীর কী উৎকৃষ্ট নিদর্শন, আর কী কৃতিত্বের সঙ্গেই না সেটাকে সে কার্যে পরিণত করেছিল। উইলের পরিকল্পনা যার মধ্যে অপরাধ ঘটাবার একটা পরিষ্কার উদ্দেশ্য পাওয়া যাবে, বাবা-মার অজ্ঞাতসারে গোপনে সেখানে যাওয়া, লাঠিটা রেখে দেওয়া, রক্ত, কোন জন্তুর দগ্ধাবশেষ এবং কাঠের গাদায় বোতাম খুঁজে পাওয়া—সব কিছুই আশ্চর্যভাবে পরিকল্পিত। এমনভাবে জাল বিছানো হয়েছিল যে কয়েক ঘণ্টা আগেও আমার মনে হয়েছিল যে তার ভিতর থেকে পালাবার কোন পথ ছিল না। কিন্তু একজন শিল্পীর যেটা শ্রেষ্ঠ গুণ সেটাই তার ছিল না—সে জানত না কোথায় থামতে হবে। যে পরিকল্পনাটা পূর্ণই ছিল তাকে সে পূর্ণতর করতে চেয়েছিল—তার ভাগ্যহীন শিকারের গলায় ফাঁসির দড়িটাকে আরও শক্ত করে এঁটে দিতে চেয়েছিল—আর তাতেই সব নষ্ট হয়ে গেল। এবার নীচে নামা যাক লেস্ট্রেড। তাকে আরও দু' একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চাই।"

দুই দিকে দুই পুলিশকে নিয়ে হীন চরিত্র জীবটি তার নিজের বৈঠকখানাতেই বসে ছিল।

সে অনবরত বলতে লাগল, "সবই একটা ঠাট্টার ব্যাপার স্যার, একটা ঠাট্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি নিশ্চিত করেই বলছি স্যার, আমার নিরুদ্দেশের ফলাফল কি দাঁড়ায় সেটা দেখবার জন্যই নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিলাম। বেচারি যুবক মিঃ ম্যাকফার্লেন-এর কোনরকম ক্ষতি করতে চাইব, এটা যে আপনি ভাবতেও পারেন না সেটা আমি ভালভাবেই জানি।"

লেস্ট্রেড বলল, "সেটা জুরিরাই স্থির করবেন। তবে খুনের চেষ্টার জন্য না হলেও ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আপনার বিরুদ্ধে অবশ্যই আনা হবে।"

হোমস বলল, "আপনি হয় তো আরও দেখতে পাবেন যে আপনার পাওনাদাররা মিঃ কর্ণেলিয়াস-এর ব্যাংকের টাকা-পয়সা সব বাজেয়াপ্ত করে নেবে।"

ছোটখাট লোকটি চমকে উঠে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে আমার বন্ধুর দিকে তাকাল।

বলল, "অনেক কিছুর জন্যই আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। হয় তো একদিন সব ঋণই শেষ করতে পারব।"

হোমসের মুখে ক্ষমার হাসি।

বলল, "মনে হচ্ছে আগামী বেশ কয়েকটি বছর আপনার হাতে অনেক কাজ থাকবে। ভাল কথা, আপনার পুরনো ট্রাউজারটা ছাড়া কাঠের গাদার মধ্যে আর কি রেখে দিয়ে-ছিলেন? একটা মরা কুকুর, না খরগোস, না আর কিছু? সে কথা বলবেন না? হায়, আপনি কী নিষ্ঠুর! আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি তো ভাল করেই জানি যে অতটা রক্ত ও পোড়া ছাইয়ের জন্য একজোড়া খরগোসই যথেষ্ট। ওয়াটসন, এ বিবরণটি যদি কখনও লেখ, তাহলে খরগোস দিয়েই কাজ চালিয়ে দিও।"

নিঃসঙ্গ সাইকেল-আরোহী

The Solitary Cyclist

১৮৯৪ থেকে ১৯০১ সাল—এই সময়টা মিঃ শার্লক হোমস খুবই কর্মব্যস্ত ছিল। বেশ নিরাপদেই বলা যায় যে এই আট বছরের মধ্যে এমন কোন শক্ত মামলা দেখা দেয় নি যে ব্যাপারে তার পরামর্শ চাওয়া হয় নি, এবং শত শত ব্যক্তিগত কেস-এ—তার মধ্যে অনেকগুলি আবার খুবই জটিল ও অসাধারণ—তার ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই দীর্ঘকাল ধরে অবিরাম যে সব কাজ সে করেছে তার

মধ্যে একদিকে যেমন আছে বিস্ময়কর সাফল্য, অন্য দিকে তেমনই আছে কয়েকটি অনিবার্য পরাজয়। যেহেতু সেই সব ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ আমি লিখে রেখেছি এবং তার অনেকগুলির সঙ্গে নিজেও ব্যক্তিগতভাবে জড়িত ছিলাম, তাই তার ভিতর থেকে কোন্‌টাকে বেছে নিয়ে সাধারণের সামনে পেশ করব সেটা স্থির করা যে খুব সহজ কাজ নয় তা অনায়াসেই কল্পনা করা যেতে পারে। অবশ্য এ ব্যাপারে আমি পূর্বে যে নীতি অনুসরণ করেছি এখানেও তাই করেছি—অপরাধের পাশবিকতার চাইতে সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে বুদ্ধিমত্তা ও নাটকীয়তা যেখানে বেশী প্রকাশ পেয়েছে সেই ঘটনাকেই আমি বেছে নিয়েছি। সেই কারণে এবার পাঠকদের সামনে পেশ করব চার্লিংটন-এর নিঃসঙ্গ সাইকেল-আরোহিণী মিস ভায়োলেট স্মিথ-এর ঘটনাবলী এবং আমাদের তদন্তের বিস্ময়কর পরিণতি হিসাবে যে অপ্রত্যাশিত শোচনীয় ঘটনা ঘটেছিল তার কাহিনী। এ কথা ঠিক যে সব ক্ষমতার জন্য আমার বন্ধুর এত খ্যাতি তার কোন উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত এখানে পাওয়া যাবে না, কিন্তু এই কেসটির সঙ্গে এমন কয়েকটি বিষয় জড়িত ছিল যার জন্য আমার দীর্ঘ অপরাধ-বিবরণীর ভিতর থেকে এই ছোট্ট কাহিনীটির মাল-মশলা আমি বেছে নিয়েছি।

www.AmarBoi.net

১৮৯৫ সালের নোট-বই দৃষ্টে দেখতে পাচ্ছি, ২৩শে এপ্রিল শনিবারেই আমরা প্রথম মিস ভায়োলেট স্মিথ-এর নাম শুনি। মনে পড়ছে, তার আগমন সেদিন হোমসের কাছে খুবই অবাঞ্ছিত ছিল, কারণ ঠিক সেই মুহূর্তে বিখ্যাত তামাক ব্যবসায়ী কোটিপতি জন ভিনসেণ্ট হার্ডেন-এর অদ্ভুত নিগ্রহের অত্যন্ত দুর্বোধ্য ও জটিল সমস্যার মধ্যেই সে ডুবে ছিল। আমার বন্ধুটি সবচাইতে বেশী ভালবাসে চিন্তার সুনির্দিষ্টতা ও মনোযোগ ; কাজেই কোন কিছুতে হাতের কাজের প্রতি তার মনোযোগ বিঘ্নিত হলে সে ক্ষেপে যায়। তবু রূঢ় আচরণ তার প্রকৃতি-বিরোধী বলেই মিস ভায়োলেট স্মিথ যখন বেশ একটু রাত করেই বেকার স্ট্রীটে এসে হাজির হল এবং হোমসের সাহায্য ও পরামর্শ ভিক্ষা করল, তখন সেই দীর্ঘাঙ্গী, মনোরমা ও রাণীর মত সুন্দরী তরুণীর কাহিনী শুনতে আপত্তি করা তার পক্ষে সম্ভব হয় নি। তার হাতে যে তখন একেবারেই সময় নেই এ কথা বলেও কোন ফল হল না, কারণ তরুণী মহিলাটি তার কাহিনী বলবার জন্য কৃতসংকল্প হয়েই এসেছিল, আর স্পষ্টই বোঝা গেল যে জোর করে বের করে না দিলে তার কাহিনী শেষ না করে সে ঘর থেকে নড়বে না। কাজেই হাল ছেড়ে দিয়ে ঈষৎ ক্লান্ত হাসির সঙ্গে হোমস সেই সুন্দরী অনধিকার প্রবেশকারিণীকে বসতে বলল এবং তার অসুবিধার কথা জানাতে বলল।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিটা তার উপর বুলিয়ে নিয়ে সে বলল, "অন্তত আপনার স্বাস্থ্যের ব্যাপারে নিশ্চয় কিছু বলতে আসেন নি ; এমন উৎসাহী বাইসাইকেল-আরোহিণী নিশ্চয় পূর্ণ স্বাস্থ্যের অধিকারিণী।"

তরুণীটি অবাক হয়ে নিজের পায়ের দিকে তাকাল। আমি দেখতে পেলাম, পাদানির সঙ্গে ঘর্ষণের ফলে জুতোর তলায় একটা দিক কিছুটা ক্ষয় হয়ে গেছে।

"হ্যাঁ মিঃ হোমস, আমি বেশ কিছুটা বাইসাইকেল চালিয়ে থাকি, আর যে জন্য আপনার সঙ্গে আজ দেখা করতে এসেছি তার সঙ্গে এর কিছুটা সম্পর্কও আছে।"

বন্ধুটি মহিলাটির দস্তানাবিহীন হাতটা তুলে ধরে নির্বিকার মনোযোগের সঙ্গে দেখতে লাগল, ঠিক যে ভাবে একজন বিজ্ঞানী একটি বস্তুকে পরীক্ষা করে থাকে।

হাতটা রেখে দিয়ে সে বলল, 'আমি জানি আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। এটাই আমার পেশা। আমি তো প্রায় ভুল করতে যাচ্ছিলাম যে আপনি টাইপরাইটিং-এর কাজ করেন। অবশ্য সুরের সাধনাও নিশ্চয় করেন। আঙুলের ডগা যে চ্যাপ্টা সেটা লক্ষ্য করেছ ওয়াটসন ? এই উভয় পেশাতেই ওটা হয়।" তরুণীর মুখখানিকে শান্ত-ভাবে আলোর দিকে ঘুরিয়ে সে বলল, "অবশ্য এর মুখে যে আধ্যাত্মিকতার আভাষ আছে সেটা টাইপ-রাইটার থেকে জন্মায় না। এই মহিলাটি নিশ্চয় সঙ্গীত শিল্পী।"

"হ্যাঁ মিঃ হোমস, আমি গান শেখাই।"

"আপনার গায়ের রং দেখে মনে হচ্ছে সেটা গ্রামাঞ্চলে।"

"হ্যাঁ স্যার ; সারে-র সীমান্তবর্তী ফার্ণহাম-এর কাছে।"

"বড় সুন্দর জায়গা। অনেক আকর্ষণীয় স্মৃতি তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। তোমার মনে আছে ওয়াটসন, ওর নিকটেই আমরা জালিয়াৎ আর্চি স্ট্যাম্‌ফোর্ডকে ধরেছিলাম। এবার বলুন মিস ভায়োলেট, সারের সীমান্তে ফার্ণহাম-এর কাছে আপনার কি হয়েছে ?"

তরুণীটি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে শান্ত চিত্তে নিম্নোক্ত আশ্চর্য বিবরণটি পেশ করল ঃ

"মিঃ হোমস, আমার বাবা মারা গেছেন। তার নাম জেমস স্মিথ, পুরনো ইম্পিরিয়াল থিয়েটার-এ অর্কেস্ট্রা পরিচালনা করতেন। একমাত্র কাকা রাল্‌ফ্‌ স্মিথ ছাড়া পৃথিবীতে আমার মায়ের ও আমার কোন আত্মীয় ছিল না। কাকাও পঁচিশ বছর আগে আফ্রিকায় চলে গিয়েছিলেন। সেই থেকে তার কোন সংবাদই আমরা পাই নি। বাবা

যখন মারা গেলেন তখন আমরা খুবই গরিব। কিন্তু একদিন আমরা জানতে পারলাম যে "দি টাইম্‌স্‌" পত্রিকার একটি বিজ্ঞাপনে আমাদের খোঁজ করা হচ্ছে। আমরা যে কতখানি চঞ্চল হয়ে উঠলাম তা তো বুঝতেই পারছেন, কারণ আমরা ভাবলাম যে কেউ হয় তো আমাদের জন্য অনেক টাকা-পয়সা রেখে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে কাগজে উল্লেখিত উকিলের কাছে চলে গেলাম। সেখানে মিঃ কারুথার্স ও মিঃ উড্‌লি নামক দুজন ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাদের দেখা হল। তারা দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে দেশে এসেছেন বেড়াতে। তারা বললেন যে তারা আমার কাকার বন্ধু, কয়েক মাস আগে দরিদ্র অবস্থায় জোহেন্সবার্গে তার মৃত্যু হয়েছে, আর শেষ নিঃশ্বাস ফেলবার আগে তিনি তার বন্ধুদের অনুরোধ করে গেছেন তারা যেন তার আত্মীয়দের খুঁজে বের করে তাদের যাতে কোন অভাব না থাকে তার ব্যবস্থা করেন। কাকা রাল্‌ফ্‌ বেঁচে থাকতে কখনও আমাদের খোঁজ নেন নি, অথচ মরবার পরে আমাদের জন্য তার এই দরদ আমাদের কাছে খুবই আশ্চর্য মনে হল। কিন্তু মিঃ কারুথার্স তার কারণ হিসাবে জানালেন যে আমার কাকা খুব সম্প্রতি তার ভাইয়ের মৃত্যুর খবর পেয়েই আমাদের ভবিষ্যতের ব্যাপারে তার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন।"

www.boiRboi.net

"মাফ করবেন", হোমস বলল, "এই সাক্ষাৎটা কবে ঘটেছিল ?"

"গত ডিসেম্বর-এ—চার মাস আগে।"

"বলে যান।"

"মিঃ উড্‌লিকে আমার অত্যন্ত ঘৃণ্য লোক বলে মনে হয়েছিল। লোকটি সারাক্ষণ আমাকে চোখ মারছিল—লোকটি কাঠখোট্টা, মুখফোলা, লাল গোঁফওয়ালা, বয়স অল্প, আর কপালের দুদিকেই চুল পাতা করে নামানো। আমার মনে হল লোকটা আগাগোড়া ঘৃণ্য—আর আমি নিশ্চিত জানতাম যে এ রকম একটা লোকের সঙ্গে আমার পরিচয় থাকুক সেটা সিরিল চাইবে না।"

"ওহে, তার নামটি তাহলে সিরিল!" হোমস হাসতে হাসতে বলল।

তরুণীটি মুখ লাল করে হাসল।

"হ্যাঁ মিঃ হোমস ; সিরিল মর্টন, ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার ; আশা করছি গ্রীষ্মের শেষেই আমাদের বিয়ে হবে। দেখুন দেখি, ওর সম্পর্কেই বকতে শুরু করে দিয়েছি। আমি বলতে চেয়েছিলাম যে মিঃ উড্‌লি খুব ঘৃণ্য লোক, আর তার চাইতে বয়সে অনেক বড় মিঃ কারুথার্স অনেক ভাল ; ময়লা রং, হল্‌দেটে, পরিষ্কার কামানো চুপচাপ প্রকৃতি ; কিন্তু আচরণে ভদ্র, আর হাসিটি মিষ্টি। তিনি আমাদের অবস্থার কথা জানতে চাইলেন এবং যখন শুনলেন যে আমরা খুবই গরিব তখন নিজে থেকেই প্রস্তাব করলেন যে আমি যেন তার সঙ্গে গিয়ে তার দশ বছর বয়সের একমাত্র মেয়েকে গান শেখাই। আমি বললাম যে মাকে ছেড়ে যেতে আমি চাই না। তখন তিনি বললেন, প্রতি সপ্তাহের শেষে আমি বাড়িতে মায়ের কাছে যেতে পারব, আর তিনি আমাকে বছরে একশ' দিতে চাইলেন। সেটা তো খুবই ভাল মাইনে। কাজেই শেষ পর্যন্ত আমি প্রস্তাবটা গ্রহণ করলাম এবং ফার্ণহাম থেকে প্রায় ছ' মাইল দূরে চিল্‌টার্ন গ্রাঞ্জ-এ চলে গেলাম। মিঃ কারুথার্স বিপত্নীক মানুষ ; একজন গৃহ-কর্ত্রী রেখেছেন ; খুবই শ্রদ্ধেয় বয়স্ক স্ত্রীলোক ; নাম মিসেস ডিক্সন ; সেই গৃহস্থালী দেখাশুনা করে। মেয়েটিও খুব ভাল। কাজেই দেখেশুনে বেশ ভাল লাগল। মিঃ কারুথার্স খুব সদয় ও সঙ্গীত-রসিক। সকলে মিলে সন্ধ্যাগুলো বেশ ভালই কাটাতাম। প্রতি সপ্তাহান্তে মার কাছে শহরে যেতাম।

"আমার সুখে প্রথম ফাটল ধরল লাল-গুঁফো মিঃ উড্‌লির আসার পরে। সে এল এক সপ্তাহের জন্য বেড়াতে, কিন্তু আমার কাছে মনে হল যেন তিন মাস! ভয়ংকর লোক, সকলেই তাকে ভয় করে চলে, কিন্তু তার জন্য আমার ভয়ের যেন সীমা-পরিসীমা নেই। সে ঘৃণ্যভাবে আমাকে প্রেম নিবেদন করল, তার ঐশ্বর্যের কথা শোনাল, বলল যে আমি তাকে বিয়ে করলে লন্ডনের সব সেরা হীরকগুলি পাব ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন আমি কিছুতেই রাজী হলাম না তখন একদিন নৈশ ভোজনের পরে সে আমাকে জড়িয়ে ধরল—লোকটার গায়ে অসুরের মত শক্তি—আর দিব্যি গেলে বলল যে আমি তাকে চুমো না খাওয়া পর্যন্ত সে আমাকে ছাড়বে না। মিঃ কারুথার্স এসে তার কাছ থেকে আমাকে ছিনিয়ে নিলেন। তখন সে গৃহকর্তার উপরেই চড়াও হয়ে তাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে তার মুখটা কেটে দু'ফাঁক করে দিল। বুঝতেই পারছেন, সেখানেই তার সে বাড়িতে থাকার ইতি হল। মিঃ কারুথার্স পরদিন আমার কাছে ক্ষমা চেয়ে বললেন যে এ ধরনের অপমান আর কখনও আমাকে সহ্য করতে হবে না। সেই থেকে মিঃ উড্‌লিকে আর দেখি নি।

"মিঃ হোমস, এবার সেই বিশেষ ঘটনাটায় আসছি যার জন্য আজ আমাকে আপনার পরামর্শ চাইতে হচ্ছে। আপনার জানা দরকার যে প্রত্যেক শনিবার বিকেলে শহরে

বাবার ১২·২২-এর ট্রেনটা ধরবার জন্য আমার বাই-সাইকেলে চেপে আমি ফার্ণহাম স্টেশনে যাই। চিল্টার্ন গ্রাঞ্জ থেকে রাস্তাটা নির্জন, বিশেষ করে একটা জায়গা তো খুবই নির্জন। এক মাইলের বেশী জায়গা জুড়ে একদিকে চার্লিংটন প্রান্তর আর অন্য দিকে চার্লিংটন হলকে ঘিরে জঙ্গলের পর জঙ্গল। আর কোথাও এমন নির্জন একটা রাস্তা আপনি পাবেন না। ব্রুক্‌স্‌বেরি পাহাড়ের কাছে বড় রাস্তায় পড়বার আগে একটা গরুর গাড়ি, কি একজন চাষীর দেখা পাওয়াও ভার। দু' সপ্তাহ আগে সেই জায়গাটা পার হবার সময় হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকিয়ে দেখলাম, প্রায় দু'শ গজ পিছনে আরও একটি লোক বাই-সাইকেল্‌ চালিয়ে আসছে। লোকটিকে দেখে মনে হল মাঝ-বয়সী, মুখে ছোট, কালো দাড়ি। ফার্ণহাম-এ পেঁছবার আগে আবার পিছনে তাকালাম। লোকটা চলে গেছে। কাজেই তা নিয়ে আর ভাবনা-চিন্তা করলাম না। কিন্তু মিঃ হোমস, সোমবার বাড়ি থেকে ফিরবার পথে সেই একই লোককে সেই একই জায়গায় যখন দেখতে পেলাম তখন আমি যে কতখানি অবাক হয়েছিলাম সেটা আপনি নিশ্চয়ই কল্পনা করতে পারেন। পরবর্তী শনিবারে ও রবিবারেও যখন সেই একইভাবে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল তখন আমার বিস্ময় আরও বেড়ে গেল। সে সব সময়ই কিছুটা দূরত্ব বজায় রাখত, কোনভাবেই আমার প্রতি কোন অসদাচরণ করত না, কিন্তু তবু তো ব্যাপারটা ভারী বিশ্রী। মিঃ কারুথার্সকে কথাটা বললাম। তিনি মন দিয়ে সব শুনে বললেন যে তিনি একটা ঘোড়া ও গাড়ির ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন, কাজেই ভবিষ্যতে ঐ নির্জন রাস্তায় আমি যেন কোন সঙ্গী ছাড়া না যাই।

"এই সপ্তাহেই ঘোড়া ও গাড়িটার আসার কথা ছিল, কিন্তু কোন কারণে এসে পেঁছয় নি ; কাজেই আবার আমাকে বাইসাইকেল্‌-এ চেপেই স্টেশনে যেতে হয়েছিল। আজ সকালেরই কথা। বুঝতেই পারছেন, চার্লিংটন প্রান্তরে পেঁছেই আমি বাইরে তাকালাম। ঠিক, দু' সপ্তাহ আগেকার মতই লোকটি সেখানে হাজির। সে আমার কাছ থেকে এতটা দূরে থাকত যে তার মুখটা কখনও পরিষ্কারভাবে দেখতে পেতাম না ; তবে সে যে আমার অপরিচিত কোন লোক সেটা ঠিক। তার পরনে গাঢ় রঙের সুট, মাথায় সুতীর টুপি। একমাত্র তার মুখের কালো দাড়িটাই আমি পরিষ্কারভাবে দেখতে পেতাম। আজ আর ভয় পেলাম না ; বরং কৌতূহল হল ; স্থির করলাম যে, লোকটি কে এবং কি চায় সেটা জানতে হবে। আমি গতি কমিয়ে দিলাম, সেও তার সাইকেলের গতি কমিয়ে দিল। তখন আমি একেবারেই থেমে গেলাম ; সেও থামল। তখন তার জন্য একটা ফাঁদ পাতলাম। রাস্তায় একটা খাড়া বাঁক আছে। খুব দ্রুত প্যাডেল করে সেটা পেরিয়ে থেমে অপেক্ষা করতে লাগলাম। আশা করেছিলাম, যে থামবার আগেই তীর বেগে সে আমাকে পাশ কাটিয়ে চলে যাবে। কিন্তু তার আর দেখাই পেলাম না। তখন ফিরে গিয়ে মোড়টা ঘুরে তাকালাম। রাস্তাটার মাইলখানেক জায়গা চোখে পড়ে ; সে কোথাও নেই। ব্যাপারটা আরও অসাধারণ এই কারণে যে সেখানটায় এমন কোন রাস্তা দু'পাশে বেরিয়ে যায় নি যে পথে সে চলে যেতে পারে।"

হোমস মুচকি হেসে দুই হাত ঘসতে লাগল।

বলল, "ঘটনার কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অবশ্যই আছে। আপনি মোড়টা ঘুরলেন আর দেখতে পেলেন যে রাস্তাটা ফাঁকা—এর মধ্যে কতটা সময় পার হয়েছিল ?"

"দুই বা তিন মিনিট।"

"তাহলে সে রাস্তা ধরে পিছিয়ে যায় নি, আর আপনি বলছেন যে পাশ দিয়েও কোন রাস্তা বেরিয়ে যায় নি ?"

"কোন রাস্তা নেই।"

"তাহলে সে নিশ্চয় যে কোন দিকের একটা পায়ে চলার পথ ধরেছিল।"

"সেটা প্রান্তরের দিকে হতেই পারে না, কারণ তাহলে আমি তাকে দেখতে পেতাম।"

"সুতরাং বাতিলকরণ পদ্ধতির সাহায্যে আমরা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হচ্ছি যে সে লোকটি চার্লিংটন হল-এর দিকেই পা চালিয়েছিল, কারণ আমি যতদূর জানি ঐ হলটা রাস্তার একধারে তার নিজস্ব জমির উপরই গড়া। আর কি বলার আছে ?"

"কিছুই না মিঃ হোমস ; শুধু এইটুকু বলার আছে যে আমার মনে হল আপনাকে না দেখা পর্যন্ত এবং আপনার পরামর্শ না পাওয়া পর্যন্ত আমার স্বস্তি নেই।"

হোমস কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল।

শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করল, "আপনার সঙ্গে যার বিয়ের কথা হয়েছে তিনি কোথায় ?"

"সে আছে কোভেন্ট্রির মিডল্যান্ড ইলেকট্রিক কোম্পানীতে।"

"তিনি কি বেমক্কা আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারেন না ?"

"আঃ মিঃ হোমস ! সে হলে আমি চিনতে পারতাম

না !"

"আপনার আর কোন স্তাবক ছিল না ?"

''বেশ কয়েকজন ছিল, তবে সিরিল-এর সঙ্গে পরিচয় হবার আগে।"

"আর তার পরে ?''

"তারপরেই এই ভয়ংকর লোকটি যার নাম উড্‌লি, অবশ্য তাকে যদি আপনি স্তাবক বলেন।"

"আর কেউ নেই ?"

আমাদের সুন্দরী মক্কেলটিকে কিছুটা বিচলিত মনে হল।

হোমস জিজ্ঞাসা করল, "কে সে ?"

''দেখুন, এটা আমার নিছক কল্পনাও হতে পারে ; কিন্তু কখনও কখনও আমার মনে হয়েছে যে আমার নিয়োগকর্তা মিঃ কারুথার্স আমার দিকে খুব নজর দিয়ে থাকেন। আমাদের যেন একসঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। সন্ধ্যাবেলা তার সঙ্গেই আমি বাজাই। তিনি কখনও কিছু বলেন নি। তিনি একজন পুরোদস্তুর ভদ্রলোক। কিন্তু মেয়েরা সব বুঝতে পারে।"

"আচ্ছা !'' হোমসকে গম্ভীর দেখাল। ''তিনি কি করে জীবিকা অর্জন করেন ?"

''তিনি ধনী মানুষ।''

"কিন্তু গাড়ি বা ঘোড়া তো নেই ?"

''মানে, তিনি মোটামুটি অবস্থাপন্ন লোক। তবে সপ্তাহে দু' তিন দিন তিনি শহরে যান। দক্ষিণ আফ্রিকার সোনার বাজারের ব্যাপারে তিনি খুবই আগ্রহী।"

"মিস স্মিথ, নতুন কোন ঘটনা ঘটলে আমাকে জানাবেন। বর্তমানে আমি খুবই ব্যস্ত আছি, তবু আপনার এ বিষয়ে অনুসন্ধান করার মত সময় আমি করে নেব। ইতিমধ্যে আমাকে না জানিয়ে কোন কিছু করবেন না। বিদায়। আমার বিশ্বাস, আপনার কাছ থেকে ভাল সংবাদই পাব।"

পাইপে টান দিতে দিতে হোমস বলল, "এ রকম একটি মেয়ের যে ভক্তবৃন্দ থাকবে সেটাই তো প্রকৃতির স্থায়ী বিধান। নিঃসন্দেহে কোন গোপন প্রেমিক। কিন্তু ওয়াটসন, এই কেসটাকে ঘিরে কিছু আশ্চর্য ও ইঙ্গিতপূর্ণ ব্যাপার আছে।"

"ঠিক ঐ জায়গাটাতেই সে হাজির হয় কেন ?"

"ঠিক তাই। চার্লিংটন হল-এর বাসিন্দা কে কে সেটা জানাই হবে আমাদের প্রথম প্রচেষ্টা। আবার কারুথার্স ও উড্‌লি যখন এত ভিন্ন চরিত্রের লোক, তখন তাদের মধ্যে যোগাযোগ ঘটল কেমন করে? রাল্‌ফ্‌ স্মিথ-এর আত্মীয়দের দেখাশুনা করার ব্যাপারে তারা উভয়েই এত আগ্রহী কেন ? আরও একটা কথা। যিনি মেয়ের শিক্ষয়িত্রীকে দ্বিগুণ মাইনে দেন অথচ স্টেশন থেকে ছ'মাইল দূরে বাস করা সত্ত্বেও গাড়ি-ঘোড়া রাখেন না তিনিই বা কেমন গৃহ-কর্তা ? অদ্ভুত ওয়াটসন—খুবই অদ্ভুত।"

"তুমি কি সেখানে যাবে ?"

''না ভাই, তুমি যাবে। হয় তো একটা ছোটখাটো গুপ্তপ্রণয়ের ব্যাপার ; তার জন্য আমার অন্য গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধানের কাজ আমি ফেলে রাখতে পারি না। সোমবার সকালেই তুমি ফার্ণহাম-এ যাবে ; চার্লিংটন প্রান্তরের কাছে কোথাও লুকিয়ে থাকবে ; নিজের চোখে সব কিছু দেখবে এবং নিজের বিবেচনা মত কাজ করবে। তারপর হল-এর বাসিন্দাদের খোঁজখবর নিয়ে ফিরে এসে আমাকে সব জানাবে। ওয়াটসন, যে শক্ত সিঁড়িতে পা ফেলে আমরা সমাধানে পৌঁছতে পারব তার কয়েকটা ধাপ না পাওয়া পর্যন্ত আপাতত এ বিষয়ে আর একটি কথাও নয়।"

তরুণীর কাছ থেকে আমরা জেনেছিলাম, সোমবারে যে ট্রেনে সে গিয়েছিল সেটা ওয়াটারলু থেকে ছাড়ে ৯·৫০-এ। কাজেই আমি সকালে রওনা হয়ে ৯·১৩-র ট্রেন ধরলাম। ফার্ণহাম স্টেশনে নেমে চার্লিংটন প্রান্তরের পথ ধরতে কোন অসুবিধাই হল না। তরুণীটির অভিযানের দৃশ্যটিকে ভুল করা অসম্ভব, কারণ একদিকে খোলা প্রান্তর আর অন্য দিকে বড় বড় বৃক্ষশোভিত একটা পার্ককে ঘিরে পুরনো ঝাউ গাছের সারির ভিতর দিয়েই পথটা চলে গেছে। পাথরের প্রধান ফটকটার গায়ে শেওলা জমেছে ; দুই পাশের স্তম্ভের গায়ে বীরত্ব-ব্যঞ্জক প্রতীক-চিহ্ন খোদাই করা। কিন্তু গাড়ি চলার এই প্রধান ফটক ছাড়াও কয়েকটা জায়গা আমার চোখে পড়ল যেখানে বেড়াটা ভাঙা আর তার ভিতর দিয়ে চলে গেছে পথ। বাড়িটা রাস্তা থেকে দেখা যায় না, তবে চারদিকে তাকালেই বিষণ্ণতা ও ধ্বংসের আভাষ চোখে পড়ে।

ফুলন্ত কাঁটাগাছের সোনালী ঝোপে প্রান্তরটা ঢেকে আছে। বসন্ত কালের উজ্জ্বল রোদ পড়ে সেগুলি ঝলমল করছে। তারই একটা ঝোপের আড়ালে আসন নিয়ে একই সঙ্গে হল-এর ফটকটার দিকে এবং রাস্তাটার দু'দিকে অনেকদূর পর্যন্ত নজর রাখলাম। রাস্তাটা ছেড়ে আসবার সময় জনহীন ছিল, কিন্তু এখন দেখলাম আমি যেদিক থেকে এসেছি তার উল্টো দিক থেকে একজন সাইকেল-আরোহী আসছে। তার পরনে গাঢ় সুট, মুখে কালো দাড়ি।

চার্লিংটন মাঠটা পেরিয়ে সে সাইকেল থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ল এবং বেড়ার ফাঁক দিয়ে সেটাকে ঠেলে নিয়ে আমার দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল।

পনেরো মিনিট পরে দেখা দিল দ্বিতীয় সাইকেল-আরোহী। এবার অবশ্য তরুণীটিই আসছে স্টেশন থেকে। আমি দখলাম, চার্লিংটন বেড়াটার কাছে এসেই সে চারদিকে তাকাতে লাগল। এক মুহূর্ত পরেই লোকটি তার লুকোবার জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে লাফ দিয়ে বাইসাইকেলে উঠে মেয়েটির পিছু নিল। সেই উন্মুক্ত প্রান্তরে দুটিমাত্র চলমান মূর্তি—মনোরমা মেয়েটি সোজা হয়ে তার যন্ত্রের উপর আসীন, আর তার পিছনের লোকটি হাতলের উপর ঝুঁকে পড়েছে ; তার প্রতিটি চাল-চলনে কেমন একটা অদ্ভুত লুকোচুরির আভাষ। মেয়েটি পিছনে তাকিয়ে গতি কমিয়ে দিল। লোকটিও তাই করল। মেয়েটি থামল। সঙ্গে সঙ্গে তার থেকে দু'শ গজ ব্যবধান রেখে লোকটিও থামল। মেয়েটির পরবর্তী কাজটা যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনই সাহসিক। হঠাৎ সে গাড়ির চাকা ঘুরিয়ে লোকটির দিকে সোজা ছুটে গেল। লোকটিও কিন্তু সমান দ্রুততার সঙ্গে প্রাণপণে ছুটে পালিয়ে গেল। ইতিমধ্যে মেয়েটি আবার রাস্তায় উঠে এল ; মাথাটা উদ্ধতভাবে তুলে চলতে লাগল ; তার নীরব অনুসরণকারীকে দেখবার কোন চেষ্টাই আর করল না। লোকটিও ফিরে এল এবং সেই দূরত্ব বজায় রেখেই চলতে চলতে একসময় বাঁকের মুখে পড়ে আমার দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল।

আমি তখনও লুকিয়েই রইলাম। আর সেটা ভালই করেছিলাম, কারণ ততক্ষণ লোকটি ধীরে ধীরে সাইকেল চালিয়ে আবার ফিরে এল। হল-এর ফটকে এসে সে সাইকেল থেকে নামল। কয়েক মিনিট সময় তাকে গাছ-গুলোর মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। হাত দুটো তোলা ; মনে হল যেন নেকটাইটা ঠিক করে নিল। আবার বাইসাইকেলে চেপে সে পথটা ধরে হল-এর দিকে চলে গেল। প্রান্তরের ভিতর দিয়ে দৌড়ে গিয়ে গাছের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিলাম। অনেক দূরে টিউডর যুগের চিমনি-ওয়ালা পুরনো ধূসর বাড়িটার কিছু কিছু অংশ চোখে পড়ল, কিন্তু পথটা ঘন ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর দিয়ে চলে যাওয়ায় আর কোন লোককেই দেখতে পেলাম না।

যাই হোক, মনে হল যে সকাল বেলা কাজটা ভালই গুছিয়েছি। খুশি মনে ফার্ণহাম-এ ফিরে গেলাম। স্থানীয় বাড়ি-ভাড়ার এজেন্ট চার্লিংটন হল সম্পর্কে কিছুই বলতে পারল না ; পল মল-এর একটা নাম করা প্রতিষ্ঠানের কথা বলে দিল। বাড়ি ফিরবার পথে সেখানেই থামলাম এবং বেশ খাতিরও পেলাম। কিন্তু না, গ্রীষ্মকালের জন্য চার্লিংটন হলটা পাওয়া যাবে না। আমার একটু দেরী হয়ে গেছে। প্রায় এক মাস আগে বাড়িটা ভাড়া হয়ে গেছে। ভাড়াটের নাম মিঃ উইলিয়ামসন। লোকটি সম্ভ্রান্ত ও বয়স্ক। ভদ্র এজেন্টটি এর বেশী কিছু বলতে ভয় পেল, কারণ ভাড়াটের বিষয় নিয়ে আলোচনা করা তার উচিত নয়।

সন্ধ্যায় ফিরে তাকে যে লম্বা প্রতিবেদনটি শোনালাম, মিঃ শার্লক হোমস মনোযোগ দিয়ে সেটা শুনল। কিন্তু যে উচ্চ প্রশংসার বাণী শুনলে খুশি হতাম সেটা তার মুখ দিয়ে বের হল না। উপরন্তু তার গম্ভীর মুখটা আরও গম্ভীর হয়ে উঠল এবং আমি কি করেছি আর কি করি নি তাই নিয়ে মন্তব্য করতে লাগল।

"প্রিয় ওয়াটসন, লুকোবার জায়গাটা তুমি ভাল বেছে নিতে পার নি। তোমার উচিত ছিল বেড়াটার পিছনে থাকা ; তাহলেই আলোচ্য লোকটিকে আরও কাছে থেকে দেখতে পেতে। তুমি তো ছিলে প্রায় একশ' গজ দূরে ; ফলে মিস স্মিথ যতটা বলতে পেরেছে তুমি তাও পার নি। সে অবশ্য বলেছে যে লোকটিকে চেনে না, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস সে চেনে। তা না হলে মেয়েটি যাতে তার মুখটা না দেখতে পায় সেজন্য বেশ কিছুটা দূরে থাকতে সে এতখানি আগ্রহী কেন ? তুমিই বললে যে সে গাড়ির হাতলের উপর ঝুঁকে থাকে। বুঝতেই পারছ, এটাও নিজেকে গোপন রাখার ব্যাপার। আসলে তুমি কাজকর্ম বড়ই খারাপ করেছ। সে বাড়িতে ফিরে গেল, আর তার খোঁজ করতে তুমি চলে এলে লণ্ডনের এক বাড়ি-ভাড়ার এজেন্টের কাছে !"

"আমার কি করা উচিত ছিল ?" আমি রেগে বললাম।

"নিকটবর্তী পানশালায় যাওয়া উচিত ছিল। পল্লী অঞ্চলের যত গল্প-গুজব সেখানেই হয়ে থাকে। তারাই তোমাকে সকলের নাম বলে দিত—বাড়ির মনিব থেকে বাসন মাজার ঝি পর্যন্ত। উইলিয়ামসন ! নামটা শুনে তো কিছুই বুঝতে পারছি না। সে যদি বয়স্ক লোক হয়ে থাকে তাহলে এই সাইকেল-আরোহী হতে পারে না, কারণ ক্রীড়া-পারদর্শিনী এই তরুণীটির তাড়া খেয়ে সে স্প্রিং-এর মত ছিটকে সরে গিয়েছিল। তোমার অভিযান থেকে আমরা কি পেলাম ? শুধু এইটুকু জানলাম যে মেয়েটি যা বলেছে সেটাই ঠিক। এ বিষয়ে আমারও কোন সন্দেহ ছিল না। আরও জানলাম যে সাইকেল-আরোহী ও হল-এর মধ্যে যোগাযোগ আছে। সে বিষয়েও আমার কোন সন্দেহ

ছিল না। আর হল-এর ভাড়াটের নাম উইলিয়ামসন জেনেই বা কার কি লাভ হল ? আরে, আরে বাবা, অতটা মুসড়ে পড়ো না। পরের শনিবার পর্যন্ত আমাদের আর বিশেষ কিছু করার নেই। ইতিমধ্যে আমি নিজেই একটু-আধটু খোঁজ খবর নিতে পারি।"

পরদিন সকালে মিস স্মিথ-এর কাছ থেকে একটা চিঠি পেলাম ; তাতে আমি যে সব ঘটনা দেখেছিলাম তারই একটি সংক্ষিপ্ত ও সঠিক বিবরণ লেখা। তবে চিঠির আসল কথাটা ছিল পুনশ্চ অংশে ঃ

"মিঃ হোমস, আমার বিশ্বাসের মর্যাদা আপনি রাখবেন এই বিশ্বাসেই আপনাকে জানাচ্ছি, আমার পক্ষে এখানে থাকা খুব শক্ত হয়ে উঠেছে কারণ আমার নিয়োগকর্তা আমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেছেন। আমি বিশ্বাস করি যে তার ভালবাসা খুব গভীর ও অত্যন্ত সম্মানজনক। কিন্তু ওদিকে আমিও যে কথা দিয়ে বসে আছি। আমার প্রত্যাখ্যানকে তিনি খুব গম্ভীর অথচ খুবই ভদ্রভাবেই নিয়েছেন। তবু বুঝতেই তো পারছেন, অবস্থাটা একটু ঘোরালো হয়ে উঠেছে।"

চিঠিটা শেষ করে হোমস চিন্তিতভাবে বলল, "আমাদের তরুণী বন্ধুটি গভীর গাড্ডায় পড়েছেন বলে মনে হচ্ছে। গোড়ায় যেরকম ভেবেছিলাম এখন দেখছি ব্যাপারটা তার চাইতে অনেক বেশী আকর্ষণীয় ও ঘোরালো। গ্রামাঞ্চলে একটা দিন শান্তিতে চুপচাপ কাটালে আমার কোন ক্ষতি হবে না ; আজ বিকেলেই চলে যাব ; যে দু'একটা ধারণা মাথায় এসেছে সেগুলি একটু পরীক্ষা করে দেখতে চাই।"

গ্রামাঞ্চলে হোমসের একটা শান্ত দিন কাটানোর পরিণতিটি কিন্তু একটু বিশেষ রকমেরই ঘটল, কারণ বেশ রাত করে সে যখন বেকার স্ট্রীট-এ ফিরে এল তখন তার ঠোঁটে একটা কাটা দাগ আর কপালের উপরটা বিবর্ণ হয়ে ফুলে উঠেছে। তাছাড়াও সাধারণভাবেই তার শরীরের এমন শোচনীয় অবস্থা হয়েছে যে সে নিজেই বুঝি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড-এর তদন্তের বিষয়-বস্তুতে পরিণত হয়েছে। তবু নিজের অভিযানটিই যেন তাকে প্রচুর পরিমাণে সুড়-সুড়ি দিয়ে চলেছে ; তার বিবরণ শোনাতে শোনাতে সে মনের সুখে হাসতে লাগল।

'ব্যায়াম-ট্যায়াম আজকাল এত কম করি যে এ ধরনের ব্যবস্থা বেশ ভালই লাগে। তুমি তো জান, পুরনো দিনের বৃটিশ খেলা মুষ্টিযুদ্ধটা আমি ভালই জানি। মাঝে মাঝে সেটা বেশ কাজে লাগে। যেমন ধরো আজ, ওটা জানা না থাকলে তো আমার কপালে অনেক দুঃখ ছিল।"

কি হয়েছিল জানতে চাইলাম।

"গ্রামের যে পানশালাটির কথা তোমাকে বলেছিলাম সেটাকে তো পেয়ে গেলাম। জিজ্ঞাসাবাদও শুরু করলাম। পানশালায় একজন বাচাল ভূস্বামী আমাকে সব কথা জানিয়ে দিল। উইলিয়ামসন লোকটির সাদা দাড়ি আছে ; অল্প কয়েকটি চাকর নিয়ে সে একাই হল-এ থাকে। গুজব শোনা যায় যে সে একজন পাদরি, বা এক সময়ে পাদরি ছিল। কিন্তু হল-এ অল্প কিছুদিন বসবাসের মধ্যেই এমন দু' একটি ঘটনা ঘটেছে যেটা আমার কাছে অপাদরিজনোচিত বলে মনে হয়েছে। যাজক সম্প্রদায়ের একটি প্রতিষ্ঠানে ইতিমধ্যেই কিছু খোঁজখবর করেছি ; তারা জানিয়েছে, ঐ নামের একজন পাদরি এক সময় ছিল, কিন্তু তার জীবন-যাত্রা বিশেষভাবে কলংকজনক। ভূস্বামীটি আমাকে আরও জানিয়েছে, সপ্তাহান্তে প্রায়শই অতিথিরা—বেশ গরম-গরম সব লোক স্যার—হল-এ আসে ; বিশেষ করে মিঃ উড্‌লি নামক একটি লাল গোঁফওয়ালা ভদ্রলোক তো সব সময়ই সেখানে থাকত। এ পর্যন্ত কথাবার্তা হতেই সেই ভদ্রলোক স্বয়ং এসে ঘরে ঢুকল। পাশের ঘরে বসে বীয়ারে চুমুক দিতে দিতে আমাদের সব কথাই সে শুনেছিল। আমি কে ? কি চাই ? এ সব প্রশ্ন করার মানে কি ? সে বেশ গরগর করে কথা বলতে পারে, আর তার বিশেষণগুলিও বেশ জোরালো। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে একটা ঘুষি চালিয়ে সে তার গালাগালির উপর ইতি টানল। ঘুষিটাকে আমি পুরোপুরি এড়াতে পারলাম না। পরবর্তী কয়েকটা মিনিট ভারী মজায় কাটল। একটা শক্ত মুঠোর গুন্ডার বিরুদ্ধে সরাসরি বাঁ-হাতি লড়াই। তার ফলে আমার অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছ। মিঃ উড্‌লিকে গাড়ি চেপে বাড়ি ফিরতে হল। এই ভাবেই আমার পল্লী-ভ্রমণ শেষ হয়েছে, আর আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে ভ্রমণটা যতই উপভোগ্য হোক না কেন সারে-সীমান্তে সারাটা দিন কাটিয়ে তোমার চাইতে বেশী কিছু লাভ করতে পারি নি।"

বৃহস্পতিবারে আমাদের মক্কেলের কাছ থেকে আর একটা চিঠি পেলাম।

"এ কথা শুনে আপনি নিশ্চয়ই বিস্মিত হবেন না মিঃ হোমস (মেয়েটি লিখেছে) যে মিঃ কারুথার্স-এর চাকরি আমি ছেড়ে দিচ্ছি। এমন কি মোটা বেতনের জন্যও এ অবস্থার সঙ্গে আমি মানিয়ে নিতে পারলাম না। শনিবার শহরে যাচ্ছি ; আর ফিরে যাবার ইচ্ছা নেই। মিঃ কারুথার্স-এর একটা গাড়ি আছে, কাজেই নির্জন রাস্তার কোন

বিপদ—যদি কোন বিপদ কখনও থেকেই থাকে—এখন আর নেই।

আমার চলে যাবার বিশেষ কারণ শুধু মিঃ কারুথার্স-এর সঙ্গে গোলমালই নয়, আসল কারণ সেই ঘৃণ্য লোকটির পুনরাবির্ভাব। মিঃ উড্‌লি আগাগোড়াই ঘৃণ্য, কিন্তু এখন তাকে আরও ভয়ংকর দেখাচ্ছে, কারণ মনে হচ্ছে তার কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে এবং দৈহিক বিকৃতিও ঘটেছে। জানালা দিয়েই তাকে দেখেছি ; তার সঙ্গে দেখা হয় নি বলে আমি খুশি। মিঃ কারুথার্স-এর সঙ্গে তার দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে, আর তার পর থেকে তাকেও বেশ উত্তেজিত মনে হচ্ছে। উড্‌লি নিশ্চয় কাছাকাছি কোথাও থাকে, কারণ এখানে সে ঘুমোয় না, তবু আজ সকালেই তাকে আমি আবার ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর দিয়ে লুকিয়ে যেতে দেখেছি। তার চাইতে একটা হিংস্র বুনো জন্তুও যদি এখানে ঘুরে বেড়াত সেও তো ছিল ভাল। লোকটাকে যে আমি কতখানি ঘৃণা করি, ভয় করি তা মুখে বলতে পারি না। এ রকম একটা জীবকে মিঃ কারুথার্স এক মুহূর্তের জন্যও সহ্য করেন কেমন করে ? যা হোক, শনিবারেই আমার সব দুঃখের অবসান হবে।"

"আমারও তাই বিশ্বাস ওয়াটসন, আমারও তাই বিশ্বাস," হোমস গম্ভীরভাবে বলল। "মেয়েটিকে কেন্দ্র করে একটা গভীর চক্রান্ত চলেছে ; তার শেষ যাত্রার কালে কেউ তাকে লাঞ্ছিত না করে সেটা দেখা আমাদের কর্তব্য। ওয়াটসন, মনে হচ্ছে শনিবার সকালেই সময় করে আমাদের দু'জনকে ছুটতে হবে এবং এই অমীমাংসিত অদ্ভুত তদন্তের যাতে অবাঞ্ছিত পরিণতি না ঘটে তার ব্যবস্থা করতে হবে।"

স্বীকার করছি যে এখনও পর্যন্ত এই কেসটাকে আমি কোন রকম গুরুত্বই দেই নি ; ব্যাপারটাকে আমার কাছে বিপজ্জনক হবার পরিবর্তে কেমন যেন অদ্ভুত ও কিম্ভূত-কিমাকার মনে হয়েছে। কোন লোক একটি সুন্দরী স্ত্রীলোকের জন্য ওঁৎ পেতে থাকবে বা তার পিছু নেবে এটা কিছু নতুন কথা নয়। তাছাড়া মেয়েটির সঙ্গে যেচে কথা বলার মত ঔদ্ধত্যটুকুও সে যখন দেখায় নি, এমন কি মেয়েটি তেড়ে গেলে পালিয়েই গেছে, তখন বুঝতে হবে সে কোন দুর্ধর্ষ আক্রমণকারীও নয়। গুণ্ডা উড্‌লি স্বতন্ত্র প্রকৃতির লোক, কিন্তু সেও মাত্র একদিন ছাড়া আমাদের মক্কেলকে লাঞ্ছিত করে নি এবং এখন কারুথার্স-এর বাড়িতে এসেও তার সামনে হাজির হয় নি। বাইসাইকেল-আরোহী লোকটি নিশ্চয় হল-এর সেই সপ্তাহান্তিক অতিথিদের অন্যতম যাদের কথা ভুস্বামীটি আগেই বলেছে। কিন্তু সে লোকটা যে কে আর সে চায়ই বা কি তা এখনও বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু হোমসের চালচলনের কঠোরতা এবং ঘর থেকে বেরুবার আগে পকেটে রিভলবারটা পুরতে দেখে আমার মনে হল, এই বিচিত্র ঘটনা-প্রবাহের অন্তরালে কোন বিপদের সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকতে পারে।

পরিষ্কার দিনের শেষে দেখা দিল বৃষ্টি-ঝরা রাত। লণ্ডনের হৈ-হট্টগোল আর একঘেয়ে স্লেট-ধূসর চেহারা দেখে দেখে ক্লান্ত চোখে ফুলন্ত কাঁটা-ঝোপের ঝলমলে রূপ ও প্রান্তর-ঘেরা পল্লী অঞ্চল যেন আরও সুন্দর হয়ে দেখা দিল। সকালবেলাকার তাজা বাতাসে শ্বাস টানতে টানতে এবং পাখির গান ও বসন্তের আভাষকে উপভোগ করতে করতে হোমস ও আমি চওড়া মাটির রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলাম। ব্রুক্‌স্‌বেরি পাহাড়ের মাথায় রাস্তাটা কিছুটা উঁচু হওয়ায় প্রাচীন ওক গাছগুলোর ভিতর থেকে মাথা-জাগানো গম্ভীর হলটা আমাদের চোখে পড়ল। ওক গাছগুলো প্রাচীন হলেও যে বাড়িটাকে তারা ঘিরে আছে তার চাইতে তারা তরুণ। বাদামী প্রান্তর ও নতুন পাতায় ঢাকা সবুজ গাছ-গাছালির ফাঁক দিয়ে একটা লাল্‌চে-হলুদ ফিতের মত যে লম্বা পথটা চলে গেছে হোমস সেই দিকে আঙুলটা বাড়াল। অনেক দূরে একটা কালো বিন্দুর মত একখানা গাড়িকে আমাদের দিকে আসতে দেখলাম। হোমস ধৈর্য হারিয়ে চেঁচিয়ে উঠল।

বলল, "আমি তো আধ ঘণ্টা সময় দিয়েছিলাম! ওটা যদি মেয়েটির গাড়ি হয় তাহলে সে নিশ্চয় আগেকার ট্রেনটা ধরতে যাচ্ছে। আমার ভয় হচ্ছে ওয়াটসন যে তার সঙ্গে আমাদের দেখা হবার আগেই সে হয় তো চার্লিংটন পেরিয়ে আসবে।"

চড়াইটা পার হতেই আর আমরা গাড়িটাকে দেখতে পেলাম না, কিন্তু আমরা এত দ্রুতগতিতে এগোতে লাগলাম যে চুপচাপ বসে থাকা জীবনে অভ্যস্ত হবার জন্য আমার বেশ কষ্ট হতে লাগল এবং আমি পিছিয়ে পড়তে বাধ্য হলাম। হোমসের অবশ্য এমন অভ্যাস আছে ; তাছাড়া তার স্নায়ুর শক্তির ভাণ্ডারও অফুরন্ত। তার স্প্রিংয়ের মত পদক্ষেপ একটুও ধীরগতি হল না। কিন্তু আমার চাইতে একশ' গজ এগিয়ে যাবার পরে হঠাৎ সে থেমে গেল। দেখলাম, দুঃখ ও হতাশায় সে হাতটা শূন্যে ছুঁড়ছে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে একটা খালি এক্কা গাড়ি রাস্তার মোড় ঘুরে সশব্দে আমাদের দিকে ছুটে আসতে লাগল। ঘোড়াটা কদমে ছুটছে, আর লাগামটা পিছনে ঝুলছে।

দৌড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে তার কাছে পৌঁছতেই হোমস চেঁচিয়ে বলল, "বড্ড দেরী হয়ে গেছে ওয়াটসন, বড্ড দেরী হয়ে গেছে। আমি কী বোকা যে আগেকার ট্রেনটার কথা একবারও ভাবি নি। অপহরণ ওয়াটসন—অপহরণ! খুন! ঈশ্বর জানেন কি! রাস্তাটা বন্ধ কর! ঘোড়াটাকে থামাও! ঠিক আছে। লাফ দিয়ে উঠে পড়। দেখা যাক, আমার নিজের ভুলের ফলকে সংশোধন করতে পারি কি না।"

লাফ দিয়ে এক্কায় চড়ে বসলাম। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে হোমস ঘোড়ার পিঠে সজোরে চাবুক চালাল, আর আমরা যেন রাস্তার উপর দিয়ে উড়ে চললাম। বাঁকটা ঘুরতেই হল থেকে প্রান্তর পর্যন্ত সমস্ত পথটাই আমাদের সামনে খোলা। হোমসের বাহুটা জড়িয়ে ধরলাম।

ঢোক গিলে বললাম, "ঐ সেই লোকটা!"

একজন নিঃসঙ্গ সাইকেল-আরোহী আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। তার মাথাটা নীচু ও ঘাড়টা কুঁজো হয়ে পড়েছে, কারণ প্রাণপণ শক্তিতে সে প্যাডেল করছে। দৌড়ের ঘোড়ার মত উড়ে চলেছে লোকটি। হঠাৎ দাড়িওয়ালা মুখটা তুলতেই সে আমাদের খুব কাছাকাছি দেখতে পেল; যন্ত্রটা থামিয়ে লাফ দিয়ে নামল।

www.boiRboi.net

কয়লা-কালো দাড়ি তার বিবর্ণ মুখের সম্পূর্ণ বিপরীত; চোখ দুটো এত উজ্জ্বল যেন জ্বর হয়েছে। আমাদের দিকে ও এক্কা গাড়িটার দিকে সে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। তারপরই একটা বিস্ময়ের দৃষ্টি ফুটে উঠল তার মুখে।

আমাদের রাস্তাটা আটকে দেবার জন্য বাইসাইকেলটাকে আড়াআড়ি রেখে সে চেঁচিয়ে উঠল, "হেলোয়া! থেমে যান! এই এক্কা গাড়ি আপনারা কোথায় পেলেন? থামুন বলছি!" পাশের পকেট থেকে পিস্তল বের করে সে আর্তনাদ করে উঠল। "আমি বলছি থামুন, নইলে জর্জের দিব্যি, আপনাদের ঘোড়াকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ব!"

লাগামটাকে আমার কোলের উপর ছুঁড়ে দিয়ে হোমস লাফিয়ে গাড়ি থেকে নামল।

"আমরাও আপনাকেই চাইছি। মিস ভায়োলেট স্মিথ কোথায়?" দ্রুত অথচ স্পষ্ট গলায় হোমস বলল।

"সে প্রশ্ন তো আমিও আপনাদের করছি। তার গাড়িতে রয়েছেন আপনারা। সে কোথায় আছে আপনাদেরই জানবার কথা।"

"রাস্তায় আমরা এক্কা গাড়িটা দেখতে পাই। গাড়িতে কেউ ছিল না। মেয়েটিকে সাহায্য করার জন্যই আমরা গাড়ি নিয়ে ছুটে চলেছি।"

"হা ভগবান! হা ভগবান! এখন আমি কি করব?" অপরিচিত লোকটি নৈরাশ্যে ভেঙে পড়ে কথাগুলি বলল। "ওরা তাকে কব্জা করেছে—নরকের কুত্তা উড্‌লি আর সেই বদমাশ পাদরি। আসুন আপনারা, যদি সত্যি তার বন্ধু হন তাহলে চলে আসুন। আমার পাশে দাঁড়ান; আমরা তাকে বাঁচাবই, চার্লিংটন-এর জঙ্গলে যদি আমার হাড়-গোড় ফেলে যেতে হয় তবু।"

পিস্তলটা হাতে নিয়ে পাগলের মত সে বেড়ার একটা ফাঁকের দিকে ছুটে গেল। হোমস তার পিছু নিল। ঘোড়াটাকে রাস্তার পাশে ঘাস খেতে রেখে আমিও হোমসকে অনুসরণ করলাম।

কর্দমাক্ত পথের উপর কয়েকটা পায়ের ছাপ দেখিয়ে সে বলল, "এখান দিয়েই তারা এসেছিল। হেলোয়া! এক মিনিট থামুন! এই ঝোপের মধ্যে কে?"

বছর সতেরোর একটি যুবক। সহিসের মত পোশাক, চামড়ার দাড়ি ও পট্টি জড়ানো। চিৎ হয়ে পড়ে আছে; হাঁটু দুটো ভাঁজ করা; মাথায় ভয়ংকর একটা ক্ষত। ছেলেটি অচৈতন্য, কিন্তু জীবিত। ক্ষতের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম, আঘাত হাড় পর্যন্ত পৌঁছয় নি।

অপরিচিত লোকটি চেঁচিয়ে বলল, "ঐ তো সহিস পিটার। ঐ তো গাড়ি চালিয়ে তাকে নিয়ে যাচ্ছিল। পশুগুলো ওকে টেনে নামিয়ে মাথায় মেরেছে। ওখানেই ও পড়ে থাকুক; ওর কিছু করতে আমরা পারব না, কিন্তু এখনও চেষ্টা করলে নারীর চরম দুর্ভাগ্যের হাত থেকে তাকে হয় তো বাঁচাতে পারব।"

গাছগাছালির ভিতর দিয়ে আমরা পাগলের মত ছুটতে লাগলাম। বাড়িটার চারদিকের ঝোপ জঙ্গলের কাছে পৌঁছে হোমস থেমে পড়ল।

"তারা বাড়িতে ঢোকে নি। এই যে বাঁ দিকে তাদের পায়ের দাগ—এখানে জয়পত্র গাছের ঝোপের পাশে। আহা, আমিও তাই বলেছিলাম!"

তার কথার সঙ্গে সঙ্গেই একটি নারী কণ্ঠের কর্কশ আর্তনাদ আমাদের সামনেকার ঘন সবুজ ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। সে আর্তনাদে যেন ভয়ের উন্মত্ততা প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। হঠাৎ আটকে গিয়ে গর্‌-গর্‌ শব্দ করেই সে আর্তনাদ চরমে উঠেই থেমে গেল।

ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর দিয়ে ছুটতে ছুটতে অপরিচিত লোকটি বলল, "এই পথে! এই পথে! তারা এই গলিতেই আছে। আঃ! কাপুরুষ কুত্তার দল! আপনারা আমার

সঙ্গে আসুন মশাইরা ! বড্ড দেরী হয়ে গেছে ! জীবন্ত 'জিগ্যো'র দিব্যি, বড্ড দেরী হয়ে গেছে !"

হঠাৎ আমরা পুরনো গাছে ঘেরা একটি সুন্দর কাঁচা ঘাসে ছাওয়া ফাঁকা জায়গা পেয়ে গেলাম। তার একেবারে শেষ প্রান্তে প্রকাণ্ড ওক গাছটার নীচে তিনটি লোক দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মধ্যে একজন আমাদের মক্কেল সেই তরুণী ; মূর্ছিত অবস্থায় মাথাটা ঝুলে পড়েছে ; একটা রুমাল দিয়ে মুখটা বাঁধা। তার উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে আছে ভারী মুখ, লাল গোঁফ, জন্তুর মত দেখতে একটি যুবক ; পাটিবাধা পা দুটো ফাঁক করা, একটা হাত ভাঁজ করা, অন্য হাতে একটা ঘোড়ার চাবুক, ভাব-ভঙ্গীতে দুঃসাহসিক জয়ের আস্ফালন। দুজনের মাঝখানে একটি বয়স্ক ধূসর দাড়িওয়ালা লোক, হাল্কা টুইডের সুটের উপর একটা খাটো জোব্বা পরা ; এইমাত্র বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ করেছে বলে মনে হল, কারণ আমরা সেখানে হাজির হতেই সে 'প্রার্থনা পুস্তক' খানি পকেটে পুরল, আর সেই নীচাশয় বরকে সানন্দ অভিনন্দন জানাতে তার পিঠটা চাপড়ে দিল।

"তাদের বিয়ে হয়ে গেছে !" আমি ঢোক গিলে বললাম।

www.boiRboi.net

আমাদের পথ-প্রদর্শক চেঁচিয়ে বলল, "চলে আসুন ! চলে আসুন !" ফাঁকা মাঠের উপর দিয়ে সে ছুটে গেল। তার পিছনে পিছনে হোমস ও আমিও ছুটলাম। কাছে যেতেই মহিলাটি কাঁপতে কাঁপতে আশ্রয়ের জন্য গাছটার গায়ে ঢলে পড়ল। প্রাক্তন পাদরি উইলিয়ামসন নকল ভদ্রতার সঙ্গে আমাদের অভিবাদন জানাল, আর বদমাস উড্‌লি পশুর মত সোৎসাহে হাসতে হাসতে আমাদের দিকে এগিয়ে এল।

বলল, "তোমার দাড়িটা এবার খুলে ফেলতে পার বব, তোমাকে আমি ভাল করেই চিনি। যা হোক, তুমি আর তোমার স্যাঙাৎরা ঠিক সময়েই এসেছ ; এখন তোমাদের সঙ্গে মিসেস উড্‌লির পরিচয় করিয়ে দিতে কোন অসুবিধা নেই।"

আমাদের পথ-প্রদর্শক অদ্ভুতভাবে জবাব দিল। মুখ থেকে কালো দাড়িটা খুলে মাটিতে ফেলে দিল। দেখা দিল পরিষ্কার কামানো একখানি লম্বা, বিবর্ণ মুখ। তারপর রিভলবারটা তুলে গুণ্ডা যুবকটার পথ আটকে দাঁড়াল। সে তখন হাতের ভয়ংকর চাবুকটা দোলাতে দোলাতে বব-এর দিকেই এগিয়ে আসছিল।

আমাদের সঙ্গী বলল, "হ্যাঁ, আমি বব কারুথার্স। এই নারীর প্রতি যে অন্যায় করা হয়েছে তার প্রতিকার যাতে হয় সে ব্যবস্থা আমি করছি। তার জন্য যদি ফাঁসিতে ঝুলতে হয় তাও সই। ওর লাঞ্ছনা যদি ঘটিয়ে থাক, তাহলে যা করব তাই বললাম, আর প্রভুর দিব্যি, আমার কথার খেলাপ হবে না !"

"অনেক দেরী হয়ে গেছে। সে এখন আমার স্ত্রী !"

"না। সে তোমার বিধবা।"

তার হাতের রিভলবার গর্জে উঠল। দেখলাম, উড্‌লির ওয়েস্ট কোটের ভিতর থেকে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটছে। আর্তনাদ করে ঘুরে গিয়ে সে চিৎ হয়ে পড়ে গেল, তার জঘন্য লাল মুখটা হঠাৎ ভয়ানকভাবে বিকৃত, বিবর্ণ হয়ে উঠল। জোব্বা পরা বুড়ো লোকটির মুখে এমন কাঁচা খিস্তির খই ফুটতে লাগল যেমনটি আমি কখনও শুনি নি। চকিতে সেও তার রিভলবারটা বের করল, কিন্তু সেটাকে তুলে ধরবার আগেই হোমসের অস্ত্রের কুঁদোটা তার চোখের সামনে উদ্যত হল।

বন্ধুটি শান্ত গলায় বলল, "যথেষ্ট হয়েছে। পিস্তলটা ফেলে দাও। ওয়াটসন, ওটা তুলে নাও ! ওর মাথাটা লক্ষ্য করে ধর ! ধন্যবাদ। আর কারুথার্স, তোমার রিভলবারটাও আমাকে দিয়ে দাও। আর মারামারি নয়। দাও, ওটা আমার হাতে দাও !"

"কিন্তু তুমি লোকটা কে ?"

"আমার নাম শার্লক হোমস।"

"হা ভগবান !"

"আমার নামটা তুমি শুনেছ দেখছি। সরকারী পুলিশ না আসা পর্যন্ত আমিই তাদের প্রতিনিধিত্ব করব। এই, এখানে এস !" ফাঁকা মাঠটার ও পাশে ভীত সহিসটাকে দেখতে পেয়ে সে হাঁক দিল। "এদিকে এস। এই চিঠিটা নিয়ে যত তাড়াতাড়ি পার ফার্ণহাম-এ চলে যাও।" নোট-বই থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে কি যেন লিখল। "থানায় গিয়ে এটা সুপারিন্টেণ্ডেনকে দেবে। সে এসে না পেঁছানো পর্যন্ত তোমাদের সকলকেই আমার হাজতে আটকে রাখতে হবে।"

হোমসের প্রভুত্বময় ব্যক্তিত্ব পুরো দৃশ্যটাকেই তার হাতের মুঠোয় তুলে দিল ; সকলেই যেন তার হাতের পুতুল হয়ে পড়ল। উইলিয়ামসন ও কারুথার্স আহত উড্‌লিকে বয়ে বাড়ির ভিতরে নিয়ে গেল। আমি ভয়-বিহ্বলা মেয়েটির হাত ধরলাম। আহত লোকটিকে

বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হল। হোমসের অনুরোধে আমি তাকে পরীক্ষা করলাম। তারপর রিপোর্টটা নিয়ে পর্দা-ঝোলানো খাবার ঘরে তার কাছে গেলাম। দুজন বন্দীকে সামনে রেখে হোমস সেখানেই বসে ছিল।

"লোকটা বেঁচে যাবে," আমি বললাম।

"কী!" কারুথার্স চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠল। "উপরে গিয়ে আগে তাকে শেষ করব। আপনি কি বলতে চান যে ঐ পরীর মত মেয়েটি সারাটা জীবন উড়ুলির মত একটি হুক্কা-হুয়া শেয়ালের সঙ্গে বাঁধা থাকবে?"

হোমস বলল, "ও নিয়ে আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না। দুটো খুবই ন্যায্য কারণেই মেয়েটি কোন অবস্থাতেই তার স্ত্রী হতে পারে না। প্রথমত, একটি বিবাহ-অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করবার কি অধিকার মিঃ উইলিয়ামসন-এর আছে সে প্রশ্ন আমরা স্বচ্ছন্দেই করতে পারি।

"আমি একজন স্বীকৃত যাজক।"

"সে স্বীকৃতি বাতিল করা হয়েছে।"

"একদিন যে পাদরি, সে চিরদিনই পাদরি।"

"আমি তা মনে করি না। অনুমতি-পত্রের কি হবে?"

"বিবাহের অনুমতি-পত্র আমরা পেয়েছি। আমার পকেটেই আছে।"

"তাহলে ওটা তোমরা ফাঁকি দিয়ে যোগাড় করেছ। কিন্তু সে যাই হোক, জোর করে বিয়ে কোন বিয়েই নয়; গুরুতর শয়তানি মাত্র। শেষ করবার আগেই তোমরা সেটা টের পাবে। আমি যদি ভুল না করে থাকি, তাহলে আগামী বছর দশের ধরে এ কথাটা ভাল করে ভেবে দেখবার সময় তোমরা পাবে। আর কারুথার্স, তুমিও পিস্তলটা পকেটে ভরে রাখলেই ভাল করতে।"

"এখন তো তাই মনে হচ্ছে মিঃ হোমস; কিন্তু কি জানেন মিঃ হোমস, এই মেয়েটিকে আমি ভালবাসি আর ভালবাসা যে কি বস্তু তা আমি এই মুহূর্তেই প্রথম উপলব্ধি করেছি; তাই তাকে রক্ষা করবার জন্য সব রকম সতর্কতা অবলম্বন করেও যখন দেখলাম যে দক্ষিণ আফ্রিকার সবচাইতে বড় জানোয়ার ও গুণ্ডাটার কবলে সে পড়েছে তখন আমি বুঝি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। কিম্বার্লি থেকে জোহানেসবার্গ পর্যন্ত সারা অঞ্চল লোকটার নাম শুনলে ভয়ে কাঁপে। আপনি হয় তো বিশ্বাস করবেন না মিঃ হোমস, যেদিন থেকে মেয়েটি আমার কাছে কাজ করতে এসেছে তখন থেকেই আমি কখনও তাকে একাকি বাড়ির বাইরে যেতে দেই নি। আমি জানতাম যে এই বদমাসগুলো আশেপাশেই লুকিয়ে থাকে। মেয়েটি বাইরে গেলেই আমি বাইসাইকেল নিয়ে তার অনুসরণ করেছি, যাতে কেউ তার কোন ক্ষতি করতে না পারে সে দিকে নজর রেখেছি। ওর কাছ থেকে বেশ কিছুটা দূরত্ব রেখেই আমি চলতাম, আর সে যাতে আমাকে চিনতে না পারে সেজন্য একটা নকল দাড়ি পরে নিতাম, কারণ মেয়েটি যেমন ভাল তেমনই সাহসিকা; গ্রামের পথে আমি তার পিছু নিয়েছি এ কথা জানতে পারলেই সে আমার এখনকার চাকরি ছেড়ে চলে যেত।"

"তার এই বিপদের কথা মেয়েটিকে বল নি কেন?"

"তার কারণ তাহলে সে আমাকে ছেড়ে চলে যেত, আর সেটা আমি সহ্য করতে পারতাম না। সে যদি আমাকে ভালবাসতে নাও পারে, তবু বাড়িতে তার সুন্দর চেহারাটা দেখতে পাওয়া, তার কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়াও যে আমার কাছে অনেকখানি।"

আমি বললাম, "মিঃ কারুথার্স, আপনি একে বলছেন ভালবাসা, কিন্তু আমি একে বলতে চাই স্বার্থপরতা।"

"হয় তো ও দুটোই এক সঙ্গে চলে। সে যাই হোক, তাকে যেতে দিতে আমি পারি নি। তাছাড়া, চারদিকের এই সব লোকজনের ভিড়ের মধ্যে তার উপর দৃষ্টি রাখবার মত কারও উপস্থিতিও তো প্রয়োজন। তারপরেই যখন তারটা এল তখনই জানলাম যে এবার ওরা কাজে নামবেই।"

"কিসের তার?"

কারুথার্স পকেট থেকে একটা টেলিগ্রাম বের করল। বলল, "এই তার।" তারটা খুবই সংক্ষিপ্তঃ

"বৃদ্ধ মারা গেছে।"

হোমস বলল, "হুম! মনে হচ্ছে এবার সবই বুঝতে পারছি। এই তারবার্তা পেয়েই কেন তারা তৎপর হয়ে উঠেছিল তাও বুঝতে পারছি। কিন্তু যতক্ষণ আমরা অপেক্ষা করছি, ততক্ষণ যতটা পার ব্যাপারটা খুলে বল।"

জোব্বা পরা নীতিভ্রষ্ট বুড়ো পাষণ্ড কাঁচা খিস্তি শুরু করে দিল।

বলল, "ঈশ্বরের দিব্যি বব কারুথার্স, তুমি যদি আমাদের বিরুদ্ধে মুখ খোল তাহলে জ্যাক উড়ুলিকে তুমি যা করেছ আমিও তোমার সেই হাল করে ছাড়ব। ঐ মেয়েটাকে নিয়ে তুমি মনের সুখে ভেড়ার মত ভ্যাঁ-ভ্যাঁ করতে পার, সেটা তোমার ব্যাপার, কিন্তু এই সাদা পোশাকের টিকটিকিদের কাছে যদি তোমার স্যাঙ্গাতদের কথা

ফাঁস করে দাও, তাহলে তোমারই একদিন কি আমারই একদিন।"

একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে হোমস বলল, "মহাপ্রভুর এতটা উত্তেজিত হবার কোন কারণ নেই। তোমাদের সব কথাই আমার কাছে জলের মত পরিষ্কার, শুধু নিজের কিছু কৌতূহল চরিতার্থ করবার জন্যই কয়েকটা কথা জানতে চেয়েছিলাম। যাই হোক, আমাকে সব কথা বলতে যদি তোমাদের অসুবিধা থেকে থাকে, তাহলে আমিই সব বলছি ; তাহলেই তোমরা বুঝতে পারবে যে তোমাদের কোন কথাই আর গোপন করে রাখতে পারবে না। প্রথমত একই উদ্দেশ্য নিয়ে তোমরা তিনজন—তুমি, কারুথার্স আর উড্‌লি—দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে এখানে এসেছ।"

বুড়ো বলে উঠল, "এক নম্বর মিথ্যা কথা ; দু'মাস আগেও এদের দু'জনের কাউকেই আমি চিনতাম না, আর জীবনে কখনও আমি আফ্রিকাতেই যাই নি। কাজেই অকর্মের গোঁসাই মিঃ হোমস, তোমার কথাকে ওই পাইপে ভরে মনের সুখে টানতে পার।"

"লোকটি যা বলছে তাই সত্যি," কারুথার্স বলল।

"ঠিক আছে, ঠিক আছে ; তোমরা দু'জনই এসেছ, আর এই মহাপ্রভু এখানকার খাঁটি স্বদেশী মাল। দক্ষিণ আফ্রিকায় রাল্‌ফ্ স্মিথকে তোমরা দুজনেই চিনতে। আরও বুঝতে পেরেছিলে, লোকটি বেশী দিন বাঁচবে না এবং তার এই ভাই-ঝিটিই তার সব সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হবে। কি রকম বুঝছ—অ্যাঁ ?"

কারুথার্স মাথা নাড়ল, আর উইলিয়ামসন দিব্যি গালল।

"নিঃসন্দেহে মেয়েটি তার জ্ঞাতি, আর তোমরাও জানতে যে বুড়ো কোন উইল করবে না।"

"লিখতে-পড়তেই জানত না," কারুথার্স বলল।

"তাই দু'জন এখানে চলে এলে, আর মেয়েটিকে খুঁজে বের করলে। মতলব ছিল, একজন মেয়েটিকে বিয়ে করবে, আর অপরজন লুটের মালের বখরা মারবে। যে কারণেই হোক, উড্‌লিকেই স্বামী হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছিল। কেন বল তো ?"

"আসবার পথেই মেয়েটিকে নিয়ে আমরা তাসের বাজি ধরেছিলাম। তাতে উড্‌লি জিতেছিল।"

"বটে। তুমি তরুণীটিকে চাকরি দিয়ে নিয়ে এলে, আর উড্‌লি তার সঙ্গে প্রেম করতে শুরু করল। মেয়েটি ওই মাতাল জানোয়ারটার স্বরূপ বুঝতে পেরে তাকে পাত্তাই দিল না। ইতিমধ্যে তুমি নিজেই মেয়েটির প্রেমে পড়ে যাওয়ায় তোমাদের সব বন্দোবস্তই বানচাল হয়ে গেল। এই গুণ্ডাটা তাকে পাবে এ আর তোমার বরদাস্ত হল না।"

"না ; জর্জের দিব্যি, আমি তা সইতে পারি নি !"

"তোমাদের মধ্যেই ঝগড়া লেগে গেল। সে রেগে তোমাকে ছেড়ে চলে গেল এবং তোমাকে ছাড়াই নিজের কাজ গোছাবার চেষ্টা করতে লাগল।"

তিক্ত হাসি হেসে কারুথার্স বলে উঠল, "বুঝতে পারছি উইলিয়ামসন, এ ভদ্রলোককে আমাদের আর নতুন করে কিছু বলবার নেই। হ্যাঁ, আমাদের মধ্যে ঝগড়া হল, আর সে আমাকে কাত করে দিল। অবশ্য সে ব্যাপারে আমিও কম গেলাম না। তারপর থেকে আর তার দেখা নেই। ইতিমধ্যে এই একঘরে পাদরিকে সে খুঁজে বের করল। জানতে পারলাম, আমার বাড়ি থেকে স্টেশনে যাবার পথে এই জায়গাটাতে তারা দু'জনে আড্ডা গেড়েছে। তখন থেকেই আমি মেয়েটির উপর নজর রাখতে শুরু করলাম, কারণ বাতাসে যেন শয়তানী মতলবের গন্ধ নাকে এল। মাঝে মাঝেই তার সঙ্গে দেখা করতাম, কারণ তাদের মতলবটা কি সেটা জানা আমার দরকার। দু'দিন আগে এই তারটা নিয়ে উড্‌লি আমার বাড়িতে আসে। তখনই জানতে পারলাম, রাল্‌ফ্ স্মিথ মারা গেছে। সে জানতে চাইল, আগের ব্যবস্থামত কাজ করতে আমি রাজী কি না। আমি বললাম, রাজী নই। সে জানতে চাইল, আমি মেয়েটিকে বিয়ে করে তাকে বখরার টাকা দিতে রাজী কি না। আমি বললাম, আমি তো সানন্দেই রাজী, কিন্তু মেয়েটি আমাকেও বিয়ে করতে চাইবে না। সে বলল, 'আরে আগে বিয়েটা তো হয়ে যাক, দু'এক সপ্তাহ পরেই দেখবে ও মেয়েছেলের মত পাল্টে গেছে।' আমি বললাম, জোর-জবরদস্তির মধ্যে আমি নেই। তা শুনে ব্যাটা বদমাস খিস্তি করতে করতে চলে গেল ; দিব্যি করে বলে গেল, সেই মেয়েটাকে বাগাবে। এই সপ্তাহ-শেষেই মেয়েটির চলে যাবার কথা। তাকে স্টেশনে নিয়ে যাবার জন্য একটা এক্কা গাড়ি ঠিক করে দিলাম। কিন্তু মনটা খুঁত-খুঁত করতে লাগল, তাই বাইসাইকেলটা নিয়ে তার পিছু নিলাম। সে আমার বেশ কিছুটা সময় আগেই গাড়ি ছেড়ে দিয়েছিল, ফলে তাকে ধরে ফেলবার আগেই ক্ষতি যা হবার তা হয়ে গেল। আপনারা দু'জন যখন তারই এক্কা গাড়িতে চেপে ফিরছিলেন তখনই আমি প্রথম ব্যাপারটা জানলাম।"

হোমস উঠে দাঁড়াল। সিগারেটের শেষাংশটুকু অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দিল। বলল, "আমার বুদ্ধিটা বড় বেশী ভোঁতা হয়ে গেছে ওয়াটসন। তোমার প্রতিবেদনে তুমি যখন

বলেছিলে যে ঝোপের মধ্যে সাইকেল-আরোহীটিকে তুমি নেক-টাইটা ঠিক করতে দেখেছিলে, তখনই আমার সব ব্যাপারটা বুঝতে পারা উচিত ছিল। যা হোক, একটা আশ্চর্য এবং কোন কোন বিষয়ে অসাধারণ কেস হাতে পেয়েছি বলে আমাদের উচিত নিজেদের অভিনন্দিত করা। পথের উপর দেখতে পাচ্ছি তিনটি স্থানীয় কন্‌স্টেবল আসছে, আর ছোট্ট সহিসটাও তাদের সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে আসছে। কাজেই সকালবেলাকার অভিযানের ফলে তার নিজের বা এখানকার বরটির কোন রকম স্থায়ী ক্ষতি কিছু না হওয়াই সম্ভব। আর ওয়াটসন ডাক্তার হিসাবে তুমি একবার মিস স্মিথকে ভাল করে দেখে তাকে বল যে যদি যথেষ্ট সুস্থ হয়ে থাকে তাহলে আমরা সানন্দেই তাকে তার মায়ের বাড়িতে পৌঁছে দিতে পারি। যদি সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে না থাকে তাহলে মিডল্যান্ড্‌স্‌-এর তরুণ ইলেকট্রিশিয়ানকে আমরা এখনি একটা তার করে দিচ্ছি এ কথাটুকু বললেই দেখবে সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে। আর তুমি মিঃ কারুথার্স, আমার মনে হয় একটা পাপ ষড়যন্ত্রের অংশীদার হয়ে যে অন্যায় তুমি করেছিলে তার প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে যা করা সম্ভব তা তুমি করেছ। আমার এই কার্ডটা রাখ, বিচারের সময় আমার সাক্ষ্যের প্রয়োজন যদি হয় তাহলে তা অবশ্যই পাবে।"

www.boiRboi.net

পাঠকরা হয় তো লক্ষ্য করেছেন যে অবিশ্রাম কাজ-কর্মের ঘূর্ণিতে পড়ে অনেক সময়ই আমার কাহিনীর যথাযথ পরিণতির কথা বলা এবং কৌতূহলী পাঠক যে সব চূড়ান্ত বিবরণ জানতে চান তা লেখা আমার পক্ষে শক্ত হয়ে ওঠে। প্রত্যেকটা কেসই পরবর্তী কেস-এর ভূমিকা হয়ে দেখা দেয় এবং চরম সংকটকাল পেরিয়ে গেলেই নাটকের কুশীলবরা চিরদিনের মত আমাদের ব্যস্ত জীবন থেকে দূরে সরে যায়। অবশ্য এ ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি, এই কেস-এর পাণ্ডুলিপির শেষে আমি মন্তব্য লিখে রেখেছি যে, মিস ভায়োলেট স্মিথ সত্যি সত্যি প্রচুর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হয়েছিল এবং বর্তমানে সে বিখ্যাত ওয়েস্টমিনস্টার ইলেকট্রিশিয়ান "মর্টন অ্যান্ড কেনেডি"-র বড় অংশীদার সিরিল মর্টন-এর পত্নী। অপ-হরণ ও আক্রমণের অভিযোগে উইলিয়ামসন ও উড্‌লি দুজনেরই বিচার হয়েছিল এবং প্রথমোক্ত সাত বছর ও অপর জনের দশ বছর কারাদণ্ড হয়েছিল। কারুথার্সের কি হল সে বিষয়ে আমার কাছে কিছু লেখা নেই, কিন্তু আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে আদালত তার আক্রমণকে খুব বড় করে দেখে নি, কারণ সাংঘাতিক ধরনের গুণ্ডা বলে উড্‌লির যথেষ্ট নাম ছিল ; তাই আমি মনে করি যে, তার কয়েক মাসের সাজাই ন্যায় বিচারের দাবীকে সন্তুষ্ট করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

মঠ-বিদ্যালয়
The Priory School

আমাদের বেকার স্ট্রীটের ছোট নাটমঞ্চে অনেক নাটকীয় প্রবেশ ও প্রস্থান ঘটেছে, কিন্তু ডক্টর থর্ণিক্রফ্‌ট্‌ হাক্সটেবল, এম: এ., পি-এইচ ডি, ইত্যাদির প্রথম আবির্ভাবের চাইতে আকস্মিক ও চমকপ্রদ কিছু আমি মনে করতে পারছি না। তার শিক্ষাগত গুণাবলীর ভার বহনের পক্ষে তার কার্ডটা ছিল নেহাতই ছোট। তার আসার কয়েক সেকেণ্ড আগেই এল কার্ডটা, তারপরই এল লোকটি স্বয়ং—জাঁকজমকপূর্ণ, সম্ভ্রান্ত, দশাসই চেহারাটা যেন আত্ম-সংযম ও দার্ঢ্যের প্রতীক। অথচ তার পিছনে দরজাটা বন্ধ হবার পরে তার প্রথম কাজটিই ছিল কাঁপতে কাঁপতে টেবিলের উপর এসে পড়া ; সেখান থেকে সে গড়িয়ে পড়ল মেঝের উপরে ; তার মহিমান্বিত দেহটা আমাদের ভালুকের চামড়ার অগ্নিকুণ্ড-আচ্ছাদনীর উপর মূর্ছিত হয়ে সটান পড়ে রইল।

আমরা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। অবাক বিস্ময়ে এই ভারী ধ্বংস-স্তূপটার দিকে কয়েক মিনিট তাকিয়ে রইলাম। মনে হল, লোকটির দূর অতীত জীবন-সমুদ্রের উপর দিয়ে একটা আকস্মিক মারাত্মক ঝড় বয়ে গেছে। তারপর হোমস তাড়াতাড়ি তার মাথার নীচে একটা কুশন এনে দিল ; আমি তার ঠোঁটে দিলাম ব্র্যাণ্ডি। ভারী মুখটায় অনেক বিপদের রেখা, মুদ্রিত চোখের ঝুলন্ত পাতায় সীসার রং, খোলা মুখের কোণ্‌ দুটি শোচনীয়ভাবে ঝুলে পড়েছে, ভাঁজ-পড়া থুত্‌নিতে দাড়ি গজিয়েছে। কলার ও শার্টে দীর্ঘ পথ যাত্রার ময়লা পড়েছে, সুডৌল মাথার চুল এলোমেলো হয়ে ঝুলে আছে। আমাদের সামনে শায়িত মানুষটি গুরুতর পীড়িত।

"কী হয়েছে ওয়াটসন?" হোমস শুধাল।

"পরিপূর্ণ অবসন্নতা—সম্ভবত ক্ষুধা ও ক্লান্তি থেকেই হয়েছে," সুতোর মত নাড়িতে আঙুল রেখে আমি বললাম। জীবনের গতি বড়ই সূক্ষ্ম ও ক্ষীণ গতিতে বইছে।

লোকটির ঘড়ি-পকেট থেকে একটা টিকিট বের করে হোমস বলল, "উত্তর ইংলণ্ডের ম্যাক্‌ল্‌টন-এর ফিরতি

টিকিট। এখনও বারোটা বাজে নি। লোকটি নিশ্চয় খুব সকালে রওনা হয়েছিল।"

লোকটির কুঁচকানো চোখের পাতা কাঁপতে লাগল। একজোড়া ধূসর চোখের শূন্য দৃষ্টি আমাদের দিকে তাকাল। পরমুহূর্তেই লোকটি কোন রকমে উঠে দাঁড়াল ; তার মুখটা লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে।

"আমার এই দুর্বলতাকে মাফ করবেন মিঃ হোমস ; একটু বেশী ভেঙে পড়েছিলাম। দয়া করে আমাকে এক গ্লাস দুধ ও একখানা বিস্কুট দিতে পারেন কি! তাহলেই আমি অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠব। আপনাকে যাতে সঙ্গে করেই নিয়ে যেতে পারি সেই জন্যই আমি নিজে এসেছি মিঃ হোমস। আমার ভয় ছিল যে টেলিগ্রাম করলে অবস্থাটা যে কতখানি জরুরী সেটা আপনি বুঝতে পারবেন না।"

"আপনি আগে সুস্থ হয়ে উঠুন—"

"আমি বেশ ভাল হয়ে গেছি। ভাবতেই পারছি না যে এতখানি দুর্বল হয়ে পড়লাম কেমন করে। মিঃ হোমস, আমার ইচ্ছা, পরের ট্রেনেই আপনি আমার সঙ্গে ম্যাক্‌ল্‌টন চলুন।"

বন্ধু মাথা নাড়ল।

"আমার সহকর্মী ডাঃ ওয়াটসন আপনাকে বলতে পারবেন যে বর্তমানে আমরা খুবই ব্যস্ত। 'ফেরার্স দলিলপত্র'-এর মামলায় আমি আটকে পড়েছি, আর 'এবার-গ্যাভেনি খুন'-এ বিচারও শীঘ্রই আরম্ভ হবে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কোন সমস্যা ছাড়া বর্তমানে আমার পক্ষে লণ্ডন ছাড়া সম্ভব নয়।"

"গুরুত্বপূর্ণ !" আমাদের অতিথি দুই হাত তুলে বলল। "হোল্ডারনেস-এর ডিউক-এর একমাত্র পুত্রকে অপহরণের কথা কি আপনি কিছুই শোনেন নি ?"

"কী ! পরলোকগত ক্যাবিনেট মন্ত্রী ?"

"ঠিক তাই।" খবরটা যাতে খবরের কাগজে না বেরোয় তার জন্য আমরা চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু গতকাল রাতে 'গ্লোব' পত্রিকায় কিছু গুজব ছড়ানো হয়েছে। আমি ভেবেছিলাম খবরটা আপনার কানেও পৌঁচেছে।"

লম্বা সরু হাতটা বাড়িয়ে হোমস তার এন্‌সাইক্লোপিডিয়ার H খণ্ডটা খুঁজে বের করল।

"হোল্ডারনেস, ষষ্ঠ ডিউক, কে, জি, পি, সি"—অর্ধেক বর্ণমালা ! "ব্যারণ বেভার্লি, কার্স্টন-এর আর্ল"— বাপরে, কী তালিকা ! "১৯০০ সাল থেকে হ্যালামশায়ার-এর লর্ড-লেফ্‌টেন্যাণ্ট। ১৮৮৮ সালে বিয়ে হয় স্যার চার্লস অ্যাপ্‌ল্‌ডোর-এর মেয়ের সঙ্গে। উত্তরাধিকারী ও একমাত্র সন্তান লর্ড স্যাল্টায়ার। প্রায় আড়াই শ' হাজার একর-এর মালিক। ল্যাংকাশায়ার ও ওয়েলস-এ খনি আছে। ঠিকানাঃ কার্লটন হাউস টেরেস ; হোল্ডারনেস হল, হ্যালামশায়ার ; কার্স্টন ক্যাসেল, বাঙ্গর, ওয়েলস। ১৮৭২ সালে নৌ-বিভাগীয় লর্ড ; প্রধান স্বরাষ্ট্র সচিব—" আচ্ছা, আচ্ছা, লোকটি দেখছি মহামান্য রাজার একজন অন্যতম বড় প্রজা !"

"সব চাইতে বড় এবং সম্ভবত সব চাইতে ধনী। মিঃ হোমস, আমি শুনেছি ব্যক্তিগত ব্যাপারে আপনি বেশ মহত্ত্ব দেখিয়ে থাকেন এবং দরকার হলে কাজের তাগিদেই কাজ করতেও রাজী হন। এ ক্ষেত্রে অবশ্য আপনাকে বলতে পারি যে মাননীয় ডিউক জানিয়েছেন, তার ছেলে কোথায় আছে এ কথা যে বলতে পারবে তাকে তিনি পাঁচ হাজার পাউণ্ডের চেক দেবেন, আর যে লোক বা লোকেরা তাকে নিয়ে গেছে তাদের নাম বলতে পারলে দেবেন আরও এক হাজার।"

হোমস বলল, "প্রস্তাবটা রাজকীয়। ওয়াটসন, আমি তো ভাবছি ডক্টর হাক্সটেবল-এর সঙ্গেই তো আমরা উত্তর ইংলণ্ডে চলে যাব। এবার ডক্টর হাক্সটেবল, দুধ খাওয়াটা শেষ হলে আপনি দয়া করে বলবেন কি ব্যাপারটা কি ঘটেছিল, কখন ঘটেছিল, কি ভাবে ঘটেছিল, এবং শেষ কথা ম্যাক্‌ল্‌টন-এর নিকটবর্তী মঠ-বিদ্যালয়ের ডক্টর থর্ণি-ক্রফ্‌ট্‌ হাক্সটেবল-এর সঙ্গে সে ব্যাপারের কি সম্পর্ক, আর আমার অকিঞ্চিৎকর সাহায্য চাইতে তিনিই বা ঘটনার তিন-দিন পরে—আপনার থুত্‌নির অবস্থাই সময়টা বলে দিচ্ছে—এলেন কেন ?"

আমাদের অতিথি ততক্ষণে দুধ ও বিস্কুট খেয়েছে। তার চোখের উজ্জ্বলতা ও থুতনির আভা ফিরে এসেছে। বেশ জোরের সঙ্গে পরিষ্কারভাবে সে অবস্থাটা বুঝিয়ে বলতে লাগল।

"মহাশয়গণ, প্রথমেই জানাই যে মঠ-বিদ্যালয় একটি প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, আর আমিই তার প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ। হাক্সটেবল-এর 'হোরেস-এর উপর কিছু আলোক-পাত' বইটির উল্লেখ করলে হয় তো আমার নামটা আপনাদের মনে পড়বে। এই মঠ-বিদ্যালয়টি সারা ইংলণ্ডের মধ্যে সেরা প্রাথমিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। লর্ড লেভারস্টোক, ব্ল্যাকওয়াটার-এর আর্ল, স্যার ক্যাথ্‌কার্ট সোয়ামেস— সকলেই তাদের ছেলেকে আমার হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু তিন সপ্তাহ আগে হোল্ডারনেস-এর ডিউক যখন আর একান্ত সচিব মিঃ জেমস ওয়াইল্ডারকে দিয়ে আমাকে খবর পাঠালেন যে তার একমাত্র পুত্র ও উত্তরাধিকারী দশ

বছর বয়স্ক লর্ড স্যাল্টায়ারকেও শীঘ্রই আমার হাতে তুলে দেওয়া হবে তখন আমার মনে হয়েছিল যে আমার বিদ্যালয়টি গৌরবের শিখরে উন্নীত হয়েছে। তখন আমি ভাবতেও পারি নি যে সেটাই আমার জীবনের সব চাইতে সর্বনাশা দুর্ভাগ্যের পূর্বাভাষ হয়ে দেখা দেব।

"১লা মে ছেলেটি এল। সেদিন থেকেই গ্রীষ্মকালীন পাঠ-কালের শুরু। চমৎকার ছেলেটি। শীঘ্রই সে সকলের নজরে পড়ল। এই প্রসঙ্গে আপনাকে বলা যেতে পারে—আমার বিশ্বাস এতে অবিবেচকের মত কাজ করা হবে না; এ সব ব্যাপারে কাউকে অর্ধেকটা বিশ্বাস করে কাজের কথাই নয়—যে ছেলেটি বাড়িতে খুব সুখে ছিল না। এ কথা সকলেই জানে যে ডিউক-এর বিবাহিত জীবনে শান্তি ছিল না; পারস্পরিক সম্মতিতে বিবাহ-বিচ্ছেদই সে অধ্যায়ের পরিণতি ঘটে; ডিউক-পত্নী সেই থেকে দক্ষিণ ফ্রান্স-এ থাকেন। এ সবই খুবই অল্প দিন আগেকার ঘটনা; জানা যায় যে ছেলেটির সহানুভূতি পুরোপুরিই তার মায়ের দিকে। মা হোল্ডারনেস হল থেকে চলে যাবার পর থেকেই সে খুব নিরানন্দ হয়ে পড়ে এবং সেই জন্যই ডিউক তাকে আমার প্রতিষ্ঠানে পাঠাতে ইচ্ছুক হন। পক্ষকালের মধ্যেই ছেলেটি আমাদের সঙ্গে বেশ মিশে যায় এবং আপাতদৃষ্টিতে তাকে সম্পূর্ণ সুখীই মনে হয়।

"তাকে সর্বশেষ দেখা গিয়েছিল ১৩ই মে রাতে অর্থাৎ গত সোমবার রাতে। তার ঘরটা ছিল তিনতলায়। আর একটা বড় ঘরের ভিতর দিয়ে সে ঘরে ঢুকতে হত। সেই বড় ঘরটায় অন্য দুটি ছেলে ঘুমোত। ছেলে দুটি কিছু দেখে নি ও শোনে নি; কাজেই বালক স্যাল্টায়ার যে সে পথে যায় নি সেটা নিশ্চিত। তার জানালাটা খোলা ছিল, আর সেখান দিয়ে একটা মোটা আইভি লতা মাটিতে নেমে গেছে। নীচে কোন পায়ের দাগ আমরা দেখতে পাই নি, কিন্তু এটা নিশ্চিত যে ওটাই বেরিয়ে যাবার একমাত্র সম্ভাব্য পথ।

"মঙ্গলবার সকাল সাতটায় তার অনুপস্থিতি ধরা পড়ে। তার বিছানায় ঘুমোবার চিহ্ন পাওয়া গেছে। যাবার আগে যথারীতি ইটন-জ্যাকেট ও গাঢ় ধূসর ট্রাউজারের স্কুল-সুট পরে পুরোপুরি সাজ-পোশাক করেছিল। কেউ যে ঘরে ঢুকেছিল সেরকম কোন চিহ্ন পাওয়া যায় নি, আর এটাও খুবই ঠিক যে কোন রকম চেঁচামেচি বা ধস্তাধস্তি হলে সেটা শোনা যেত, কারণ ভিতরকার ঘরে অপেক্ষাকৃত বড় ছেলে কণ্টার-এর ঘুম খুব পাতলা।

"লর্ড স্যাল্টায়ার-এর নিখোঁজ হবার খবর জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই আমি সমস্ত প্রতিষ্ঠানের রোল-কল করলাম—ছেলেদের, শিক্ষকদের, ভৃত্যদের সকলের। আর তখনই ধরা পড়ল যে লর্ড স্যাল্টায়ার একা পালায় নি। জার্মান শিক্ষক হাইডেগারও নিখোঁজ। তার ঘরটাও তিন তলায়, বাড়ির একেবারে শেষ প্রান্তে, লর্ড স্যাল্টায়ার-এর ঘরের মত একই দিকে তারও ঘরের মুখ। তার বিছানায়ও ঘুমোবার চিহ্ন ছিল, কিন্তু স্পষ্টতই তিনি পুরো পোশাক পরতে পারেন নি যেহেতু তার শার্ট ও মোজা মেঝেতেই পড়ে ছিল। তিনি যে আইভি লতাটা বেয়েই নীচে নেমেছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কারণ বাগানের যে জায়গাটায় তিনি নেমেছিলেন সেখানে তার পায়ের দাগ দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। ঐ বাগানের পাশে একটা ছোট চালা-ঘরে তার বাইসাইকেলটা রাখা ছিল। সেটাও উধাও।

"তিনি দু' বছর আমার কাছে ছিলেন এবং খুব ভাল ভাল লোকের পরিচয়-সূত্রেই এসেছিলেন। সব সময় চুপচাপ ও মন-মরা হয়ে থাকতেন; শিক্ষকদের সঙ্গে বা ছেলেদের সঙ্গে বেশী মেলামেশাও করতেন না। পলাতকদের কোন খোঁজই পাওয়া যায় নি; গত মঙ্গলবারে যে অন্ধকারে ছিলাম আজ বৃহস্পতিবার সকালেও তাই আছি। সঙ্গে সঙ্গেই হোল্ডারনেস হল-এ খবর করা হয়েছিল। হলটা মাত্র কয়েক মাইল দূরে, তাই ভেবেছিলাম যে হঠাৎ বাড়ির জন্য মন কেঁদে ওঠায় সে বাবার কাছে ফিরে গেছে; কিন্তু সেখানেও কোন খবর পাওয়া গেল না। ডিউক খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছেন—আর আমি, নিজের চোখেই তো দেখলেন এই উৎকণ্ঠা ও দায়িত্ববোধের চাপ আমার স্নায়ুকে কতখানি গুঁড়িয়ে দিয়েছে। মিঃ হোমস, কখনও কোন ক্ষেত্রে যদি আপনার পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করে থাকেন তাহলে আমার মিনতি এখানেও তাই করুন, কারণ এর চাইতে উপযুক্ততর কোন কেস আপনি আর পাবেন না।"

গভীর একাগ্রতার সঙ্গে শার্লক হোমস বেচারি স্কুল শিক্ষকটির বিবরণ শুনল। তার আনত ভুরু আর দুই ভুরুর মধ্যবর্তী গভীর রেখাই বুঝিয়ে দিল যে এই সমস্যাটির প্রতি তার মনোযোগ আকর্ষণ করবার জন্য কোন আবেদন-নিবেদনের প্রয়োজন ছিল না। কারণ সমস্যাটির নিজস্ব প্রচণ্ড আকর্ষণ ছাড়াও জটিলতা ও অস্বাভাবিকতার প্রতি তার যে ভালবাসা প্রকৃত আবেদনটি সরাসরি সেখানেই পৌঁছে গেছে। নোটবইটা বের করে সে দু' একটা কথা লিখে নিল।

কঠোর কণ্ঠে বলল, "আরও তাড়াতাড়ি আমার কাছে

না এসে আপনি খুবই অন্যায় করেছেন। একটা গুরুতর বাধাকে হাতে নিয়েই আমাকে এই তদন্তকার্য শুরু করতে হচ্ছে। যেমন ধরুন, এই আইভি লতা ও এই বাগান থেকে একজন দক্ষ পর্যবেক্ষক কিছুই জানতে পারবে না এটা একেবারেই অভাবনীয়।"

আমাকে দোষী করবেন না মিঃ হোমস। কোন রকম প্রকাশ্য কেলেংকারীকে এড়িয়ে চলাই ছিল মাননীয় ডিউকের একান্ত ইচ্ছা। তিনি ভয় করছিলেন যে তার পারিবারিক অশান্তির কথাকে হয় তো জগতের সামনে টেনে আনা হবে। সেরকম কোন অবস্থার প্রতি তার প্রচন্ড ত্রাস।"

"কিন্তু কিছু সরকারী তদন্ত তো হয়েছে ?"

"হ্যাঁ স্যার, আর তার ফল হয়েছে হতাশাব্যঞ্জক। একটা আপাতসূত্র সংগে সংগেই পাওয়া গিয়েছিল, কারণ খবর এসেছিল যে একটি বালক ও একজন যুবককে খুব সকালের ট্রেনে নিকটবর্তী একটা স্টেশন থেকে চলে যেতে দেখা গিয়েছিল। গত রাত্রে আবার খবর পাওয়া গেছে যে লিভারপুলে সেই যুগলমূর্তিকে আটক করা হয়েছিল কিন্তু এ ঘটনার সংগে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। তারপরেই গভীর নৈরাশ্য ও হতাশায় একটা বিনিদ্র রাত কাটিয়ে সকালের ট্রেনে সোজা আপনার কাছে চলে এসেছি।"

www.boiRboi.net

"এই মিথ্যা সূত্র ধরে কাজ করবার সময় স্থানীয় তদন্তকার্যে নিশ্চয়ই ঢিল দেওয়া হয়েছিল ?"

"সম্পূর্ণ বন্ধই ছিল।"

"তার অর্থ তিনটে দিন নষ্ট হয়েছে। ব্যাপারটা খুবই শোচনীয়ভাবে পরিচালিত হয়েছে।"

"আমি সেটা বুঝি, স্বীকারও করি।"

তথাপি শেষ পর্যন্ত সমস্যাটার একটা সুসমাধান হওয়া উচিত। সানন্দেই আমি সমস্যাটা হাতে নেব। নিখোঁজ বালক ও এই জার্মান শিক্ষকের মধ্যে কোন যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছেন কি ?"

"কিছু না।"

"সে কি ঐ শিক্ষকের ক্লাসে ছিল ?"

"না ; আমি যতদূর জানি, তার সংগে ছেলেটি কখনও একটা কথাও বলে নি।"

"খুবই অদ্ভুত। ছেলেটির কোন বাইসাইকেল ছিল কি ?"

"না।"

"আর কোন বাইসাইকেল হারিয়েছে কি ?"

"না।"

"ঠিক জানেন ?"

"ঠিক জানি।"

"আচ্ছা, তাহলে কি আপনি সত্যি সত্যি বলতে চান যে এই জার্মান ভদ্রলোক ছেলেটিকে কোলে নিয়ে গভীর রাতে সাইকেল চালিয়ে চলে গেছে ?"

"নিশ্চয়ই না।"

"তাহলে এ ব্যাপারে আপনার কি ধারণা ?"

"বাইসাইকেলটা একটা ধোঁকা। হয় তো সেটাকে কোথাও লুকিয়ে রেখে দুজনে পায়ে হেঁটে চলে গেছে।"

"তা হতে পারে ; কিন্তু এ ধোঁকাটাকে অবাস্তব মনে হচ্ছে, তাই নয় কি ? ঐ চালা-ঘরে আরও বাইসাইকেল ছিল কি ?"

"বেশ কয়েকটা ছিল।"

"তারা বাইসাইকেল চড়ে চলে গেছে—এই ধারণা সৃষ্টি করার ইচ্ছা থাকলে তারা কি একজোড়া বাইসাইকেল লুকিয়ে রাখত না ?"

"মনে তো হয় তাই করত।"

"নিশ্চয় তাই করত। কাজেই ধোঁকার ধারণাটা বাতিল। কিন্তু তদন্ত শুরু করার পক্ষে ঘটনাটি আশ্চর্য রকমের সহায়ক। যাই বলুন, একটা বাইসাইকেল লুকিয়ে রাখা বা নষ্ট করা সহজ কাজ নয়। আরও একটা প্রশ্ন। নিখোঁজ হবার আগের দিন কেউ কি ছেলেটির সংগে দেখা করতে এসেছিল ?"

"না।"

"সে কোন চিঠি পেয়েছিল ?"

"হ্যাঁ ; একটা চিঠি।"

"কার কাছ থেকে ?"

"তার বাবার কাছ থেকে।"

"ছেলেদের চিঠি কি আপনি খোলেন ?"

"না।"

"কি করে জানলেন যে চিঠিটা তার বাবার ?"

"খামের উপর প্রতীক-চিহ্নটা ছিল, আর ডিউকের শক্ত হাতেই ঠিকানাটা লেখা ছিল। তাছাড়া, চিঠি লেখার কথাটা ডিউকেরও মনে আছে।"

"তার আগে আর কোন চিঠি কি সে পেয়েছিল ?"

"বেশ কিছু দিনের মধ্যে পায় নি।"

"কখনও কি ফ্রান্স থেকে কোন চিঠি পেয়েছে ?"

"না ; কখনও না।"

"আমার প্রশ্নের উদ্দেশ্যটা আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন। হয় ছেলেটিকে জোর করে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, আর না হয় তো সে স্বেচ্ছায় চলে গেছে। যদি

শেষের ধারণাটা সত্য হয় তাহলে আপনি নিশ্চয় আশা করবেন যে এত ছোট একটি ছেলের পক্ষে এ রকম কাজ করতে হলে বাইরের কোন উস্কানি থাকা দরকার। যদি কোন লোক তার সঙ্গে দেখা না করে থাকে তাহলে সেই উস্কানি নিশ্চয় চিঠির মারফৎ এসেছে। তাই কারা তার কাছে চিঠি লিখেছিল সেটা জানতে চাইছি।"

"এ ব্যাপারে আপনাকে বিশেষ সাহায্য করতে পারব বলে তো মনে হয় না। আমি যতদূর জানি, একমাত্র পত্র-লেখক ছিলেন তার বাবা।"

"আর তিনি তাকে চিঠি লিখেছিলেন ঠিক তার নিরুদ্দেশ হবার দিনটিতে। বাবা ও ছেলের মধ্যে সম্পর্কটা কি খুব বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল ?"

"মাননীয় ডিউক কখনও কারও সঙ্গেই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখেন না। জনসাধারণের বড় বড় সমস্যা নিয়েই তিনি সব সময় সম্পূর্ণ ডুবে থাকেন ; কাজেই সাধারণ হৃদয়াবেগ সেখানে পৌঁছতে পারে না। কিন্তু তার নিজের মত করে তিনি ছেলেটির প্রতি সর্বদাই সদয় ছিলেন।"

"কিন্তু ছেলেটি তো মাকেই ভালবাসত ?"

"হ্যাঁ।"

"এ কথা কি সে বলেছে ?"

"না।"

www.BoiRboi.net

"তাহলে ডিউক বলেছেন ?"

"হ্যা ঈশ্বর, তাও না !"

"তাহলে আপনি জানলেন কেমন করে ?"

"মাননীয় ডিউকের একান্ত সচিব মিঃ জেমস ওয়াইল্ডার-এর সঙ্গে আমার কিছু গোপনীয় কথা হয়েছিল। লর্ড স্যাল্টায়ার-এর মনোভাবের কথা তিনিই আমাকে জানিয়েছিলেন।"

"বুঝেছি। ভাল কথা, ডিউকের শেষ চিঠিটা—ছেলেটি চলে যাবার পরে সেটা কি তার ঘরে পাওয়া গিয়েছিল ?"

"না ; চিঠিটা সে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছে। মিঃ হোমস, আমার মনে হচ্ছে এবার আমাদের ইউস্টন যাত্রা করবার সময় হয়েছে।"

"একটা চার চাকার গাড়ির ব্যবস্থা করছি। পনেরো মিনিটের মধ্যেই আমরা প্রস্তুত হতে পারব। ডক্টর হাক্সটেবল, আপনি যদি বাড়িতে একটা টেলিগ্রাম করেন তাহলে খুব ভাল হয়। যদি আপনার আশেপাশের লোকদের জানিয়ে দিতে পারেন যে লিভারপুল-এ, অথবা লাল হেরিং মাছটা আপনার পোনাটাকে অন্য যেখানে চালিয়ে নিয়ে গেছে সেখানেই তদন্তের কাজটা এখনও চলছে। ইতিমধ্যে আপনার বাড়িতে গিয়েই আমি একটু ছোটখাট কাজ সারব, এবং হয় তো গন্ধটা এখনও এত ঠাণ্ডা হয়ে যায় নি যাতে ওয়াটসন ও আমার মত দুটো ঘুঘু শিকারী-কুকুরের নাকে সে গন্ধ পৌঁছবে না।

সেদিন সন্ধ্যার পরে সেই ঠাণ্ডা, স্বাস্থ্যকর জায়গায় আমরা পৌঁছে গেলাম যে অঞ্চলে ডক্টর হাক্সটেবল-এর বিখ্যাত বিদ্যালয়টি অবস্থিত। যখন পৌঁছলাম তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। হল-এর টেবিলের উপর একটা কার্ড পড়ে ছিল। খানসামাটি তার মনিবের কানে কানে কি যেন বলতেই সারা দেহে উত্তেজনা বয়ে ডক্টর হাক্সটেবল আমাদের দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

বলল, "ডিউক এসেছেন। ডিউক ও মিঃ ওয়াইল্ডার পড়ার ঘরেই আছেন। আপনারা আসুন, পরিচয় করিয়ে দেব।"

বিখ্যাত কূটনীতিবিদটির অনেক ছবির সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল ; কিন্তু আসল লোকটি তার ছবির থেকে অনেক বেশী অন্য রকম। বেশ লম্বা, দশাসই চেহারা, পরিপাটি বেশবাস, সরু মুখ, নাকটা অদ্ভুতভাবে বাঁকানো ও লম্বা। গায়ের রং মরা মানুষের মত বিবর্ণ ; সাদা ওয়েস্টকোটের উপর প্রলম্বিত দীর্ঘ ও ক্রমশ পাতলা হয়ে আসা উজ্জ্বল লাল রঙের দাড়ির সঙ্গে তুলনায় সে রংটা আরও বেশী করে চোখে লাগে ; ওয়েস্টকোটের ফাঁক দিয়ে ঘড়ির চেনটা চিকচিক করছে। এ হেন মহামান্য ব্যক্তিটি ডক্টর হাক্সটেবল-এর অগ্নিকুণ্ডের আচ্ছাদন বস্ত্রের উপর দাঁড়িয়ে প্রস্তরকঠিন দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকাল। তার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল একটি যুবক। বুঝলাম সেই একান্ত সচিব ওয়াইল্ডার। যুবকটি ছোটখাট, বলিষ্ঠ, সতর্ক ; বুদ্ধিদীপ্ত হাল্কা নীল চোখ। তীক্ষ্ণ, স্পষ্ট গলায় সেই প্রথম আলোচনার সূত্রপাত করল।

"ডক্টর হাক্সটেবল, আপনাকে লণ্ডনে যাওয়া থেকে বিরত করবার জন্যই সকালে আমি এসেছিলাম, কিন্তু আমার দেরী হয়ে গিয়েছিল। শুনলাম যে এই কেস-এর পরিচালন-ভার গ্রহণ করবার জন্য মিঃ শার্লক হোমসকে আমন্ত্রণ জানাবার উদ্দেশ্য নিয়েই আপনি গিয়েছিলেন। কিন্তু ডক্টর হাক্সটেবল, মাননীয় ডিউকের সঙ্গে পরামর্শ না করেই আপনি এ রকম একটা কাজ করায় তিনি বিস্মিত হয়েছেন।

"যখন জানলাম যে পুলিশ ব্যর্থ হয়েছে—"

"পুলিশ যে ব্যর্থ হয়েছে এ কথা মানতে মাননীয় ডিউক কোন মতেই রাজী নন।"

"কিন্তু মিঃ ওয়াইল্ডার—"

"আপনি ভাল করেই জানেন ডক্টর হাক্সটেবল যে মাননীয়

ডিউক যে কোন রকম প্রকাশ্য কেলেংকারী এড়িয়ে চলতে বিশেষভাবে উদ্‌গ্রীব। যথাসম্ভব অল্প লোককেই তিনি এ ব্যাপারে সব কথা জানাতে চান।"

সন্ত্রস্ত ডক্টর বলল, "এর প্রতিকার তো সহজেই করা যেতে পারে। সকালের ট্রেনেই মিঃ শার্লক হোমস লন্ডনে ফিরে যেতে পারেন।"

যতদূর সম্ভব শান্ত গলায় হোমস বলল, "সেটা তো হচ্ছে না ডক্টর, সেটা কদাপি হচ্ছে না। উত্তরের হাওয়াটা বড়ই উৎসাহবর্ধক ও মনোরম ; কাজেই আপনাদের এই জলাভূমি অঞ্চলে আরও কয়েকটা দিন থেকে নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকতে চাই। অবশ্য আপনার ছাদের তলায় কি গ্রামের সরাইখানায় আমার আশ্রয় মিলবে সেটা আপনিই স্থির করবেন।"

বুঝতে পারলাম হতভাগ্য ডক্টর চূড়ান্ত অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে ; কি করবে কিছুই বুঝতে পারছে না। সে অবস্থা থেকে তাকে উদ্ধার করতে লাল-দাড়ি ডিউকের গভীর, উদাত্ত কণ্ঠস্বর নৈশ ভোজনের ঘণ্টার মত বেজে উঠল।

"ডক্টর হাঙ্কটেবল, আমার সঙ্গে পরামর্শ করলেই আপনি বুদ্ধিমানের মত কাজ করতেন, এ বিষয়ে মিঃ ওয়াইল্ডারের সঙ্গে আমি একমত। কিন্তু যেহেতু আপনি ইতিমধ্যেই মিঃ হোমসকে সব কথা বলে ফেলেছেন, তখন আর তার কাজের সুযোগ আমাদের দিক থেকে না নেবার কোন মানে হয় না। মিঃ হোমস, সরাইখানায় আপনাকে যেতে হবে না ; আপনি যদি হোল্ডারনেস হল-এ গিয়ে আমার সঙ্গে থাকেন তাহলে আমি খুশিই হব।"

"ধন্যবাদ মাননীয় ডিউক। আমি মনে করি, তদন্ত চালাবার সুবিধার জন্য রহস্যের ঘটনাস্থলে থাকাই আমার পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হবে।"

"আপনার যেমন ইচ্ছা মিঃ হোমস। মিঃ ওয়াইল্ডার বা আমার কাছ থেকে কোন তথ্যের যদি আপনার দরকার হয় সেটা সব সময়ই পাবেন।"

হোমস বলল, "হল-এ গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করবার দরকার হয় তো হতে পারে। আপাতত আমার শুধু একটাই জিজ্ঞাস্য, আপনার ছেলের এমন রহস্যজনক নিরুদ্দেশ সম্পর্কে আপনি কি কোন ব্যাখ্যা মনে মনে খুঁজে পেয়েছেন ?"

"না স্যার, তা পাই নি।"

"আপনার পক্ষে বেদনাদায়ক কোন কথা যদি উল্লেখ করি তাহলে আমাকে ক্ষমা করবেন, কিন্তু তা না করে আমার উপায় নেই। আপনি কি মনে করেন যে এ ব্যাপারে আপনার স্ত্রীর কোন হাত ছিল ?"

মন্ত্রীমহোদয়ের মধ্যে ইতস্তত ভাব পরিলক্ষিত হল।

অবশেষে সে বলল, "আমি তা মনে করি না।"

"তাহলে তো আর একটি ব্যাখ্যাই হতে পারে যে, মুক্তিপণ আদায় করবার উদ্দেশ্যে ছেলেটিকে অপহরণ করা হয়েছে। সেরকম কোন দাবী তো আপনার কাছে আসে নি ?"

"না স্যার।"

"আর একটি প্রশ্ন করব মাননীয় ডিউক। আমি জানতে পেরেছি যেদিন ঘটনাটি ঘটে সেইদিনই আপনি ছেলেকে চিঠি লিখেছিলেন।"

"না ; চিঠি লিখেছিলাম তার আগের দিন।"

"ঠিক ; কিন্তু চিঠিটা সে পেয়েছিল সেইদিনই।"

"হ্যাঁ।"

"আপনার চিঠিতে কি এমন কিছু ছিল যাতে সে মনের ভারসাম্য হারিয়ে এ রকম একটা কাজ করে বসতে পারে ?"

"না স্যার, নিশ্চয়ই না।"

"চিঠিটা কি আপনি নিজে ডাকে দিয়েছিলেন ?"

ভদ্রলোকের উত্তরটাকে বাধা দিল তার সচিব। উষ্মার সঙ্গে সে বলে উঠল, "মাননীয় ডিউক নিজের হাতে চিঠি ডাকে দিতে অভ্যস্ত নন। অন্য চিঠির সঙ্গে এ চিঠিটাও টেবিলে ছিল, আর আমি নিজে সেগুলোকে ডাক-বাক্সে ফেলেছি।"

"আপনি ঠিক জানেন যে এ-চিঠিটা তার মধ্যে ছিল ?"

"হ্যাঁ আমি দেখেছি।"

"মাননীয় ডিউক সেদিন কতগুলি চিঠি লিখেছিলেন ?"

"বিশ কিংবা তা হবে। অনেক চিঠিপত্র আমাকে লিখতে হয়। কিন্তু এটা কিছুটা অবান্তর কথা নয় কি ?"

"একেবারেই না," হোমস বলল।

ডিউক বলতে লাগল, "আমার দিক থেকে আমি পুলিশকে পরামর্শ দিয়েছি ফ্রান্সের দক্ষিণ অঞ্চলের দিকে নজর দিতে। আমি তো আগেই বলেছি, আমার স্ত্রী এ রকম একটা জঘন্য কাজে উৎসাহ দিতে পারেন বলে আমি বিশ্বাস করি না ; কিন্তু ছেলেটার মাথায় নানা রকম উদ্ভট ফন্দি খেলে ; তাই এই জার্মান ভদ্রলোকের সহায়তায় ও সমর্থনে তার মায়ের কাছেই পালিয়ে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়ে থাকতে পারে। ডক্টর হাঙ্কটেবল, এবার কিন্তু আমরা হল-এ ফিরে যাব।"

বুঝতে পারছিলাম যে হোমসের আরও কিছু প্রশ্ন করবার ছিল, কিন্তু ভদ্রলোকের আকস্মিক কথাবার্তার

মনে হল এ সাক্ষাৎকারের এখানেই ইতি হল। স্পষ্টই বোঝা গেল যে পরিবারের গোপন কথা নিয়ে একজন অপরিচিত লোকের সঙ্গে এভাবে আলোচনা করাটা তার একান্ত অভিজাত প্রকৃতির কাছে অত্যন্ত ঘৃণার্হ কাজ বলে মনে হচ্ছিল ; তার আশংকা হয়েছিল, পাছে প্রতিটি নতুন প্রশ্ন তার ডিউক জীবনের ইতিহাসের অনেক সযত্নে ঢেকে রাখা অধ্যায়ের উপর তীব্রতর আলোকপাত করে ফেলে।

সম্ভ্রান্ত লোকটি তার সচিবকে নিয়ে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধুবর তার স্বভাবসিদ্ধ আগ্রহের সঙ্গে তদন্তের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ছেলেটির ঘরটি ভাল করে পরীক্ষা করা হল ; তাতে সে যে একমাত্র জানালা দিয়েই পালাতে পারে এই ধারণা বদ্ধমূল হওয়া ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না। জার্মান শিক্ষকের ঘর ও তার জিনিসপত্র থেকেও কোন সূত্র মিলল না। তার বেলায় একটা আইভি লতা তার ভারে ভেঙে পড়েছিল, আর লণ্ঠনের আলোয় আমরা বাগানের সেই জায়গায় একটা দাগ দেখতে পেলাম যেখানে নামবার সময় তার গোড়ালিটা পড়েছিল। সবুজ ঘাসের উপর সেই দাগটিই এই দুর্বোধ্য নৈশ পলায়নের একমাত্র বাস্তব সাক্ষী হয়ে ছিল।

শার্লক হোমস একাই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল ; ফিরল এগারোটার পরে। সমরাস্ত্র বিভাগীয় একটা বড় মাপের স্থানীয় মানচিত্র সে যোগাড় করে আনল। সেটা নিয়ে আমার ঘরে এসে মানচিত্রটাকে বিছানার উপর মেলে ধরে বাতিটাকে ঠিক মাঝখানে বসিয়ে সে ধূমপান করতে লাগল এবং মাঝে মাঝেই তার পাইপের ধোঁয়াটে আলোয় কতকগুলি বিশেষ জায়গা দেখাতে লাগল।

সে বলল, "ওয়াটসন, এই কেসটা আমাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। কতকগুলি গুরুতর বিষয় এর সঙ্গে অবশ্যই জড়িয়ে আছে। আমি চাই প্রথম অবস্থায়ই এর ভৌগোলিক সংস্থানটা তুমি ভাল করে বুঝে নাও, কারণ আমাদের তদন্তের বেলায় এটা অনেক কাজে লাগবে।

"এই মানচিত্রটা দেখ। এই কালো চতুষ্কোণটা হল মঠ-বিদ্যালয়। এখানে একটা পিন আটকে দিচ্ছি। এখন, এই রেখাটা হল বড় রাস্তা। দেখতে পাচ্ছ বিদ্যালয়টির পাশ দিয়ে এটা পূবে-পশ্চিমে চলে গেছে ; আরও দেখতে পাচ্ছ, মাইল খানেক পর্যন্ত কোন দিকেই কোন ছোট রাস্তা বেরিয়ে যায় নি। এই দুটি মানুষ যদি রাস্তা ধরে গিয়ে থাকে তাহলে এই রাস্তায়ই গেছে।"

"ঠিক।"

"আলোচ্য রাতে এই রাস্তায় কি ঘটেছিল আকস্মিক যোগাযোগের ফলে তার অন্তত কিছুটা আমরা জানতে পেরেছি। এইখানটায় এখন আমার পাইপটা যেখানে রয়েছে, একজন স্থানীয় কনস্টেবল বারোটা থেকে ছ'টা পর্যন্ত পাহারায় ছিল। দেখতেই পাচ্ছ পূর্ব দিকে এটাই হচ্ছে প্রথম চৌ-রাস্তা। এই লোকটি বলেছে যে এক মুহূর্তের জন্যও সে ঘাঁটি ছেড়ে যায় নি এবং তার অগোচরে কোন ছেলে বা লোক যে সে পথ দিয়ে যেতে পারে না সে বিষয়ে সে নিশ্চিত। পুলিশের সঙ্গে আজ রাতেই আমি কথা বলেছি ; তাকে বেশ নির্ভরযোগ্য লোক বলেই মনে হয়েছে। তাহলে এদিককার পথটা বন্ধ হল। এবার ওদিকটার কথা ধরা যাক। ঠিক এইখানে 'রেড বুল' নামে একটা সরাইখানা আছে ; তার কর্ত্রী অসুস্থ। ডাক্তারকে ডেকে আনবার জন্য তিনি একটি লোককে পাঠিয়েছিলেন ; কিন্তু ডাক্তার অন্য একটি রোগী দেখতে চলে যাওয়ায় সকালের আগে আসতে পারে নি। ডাক্তারের অপেক্ষায় সরাইখানার লোকজন সারা রাত জেগেছিল এবং কেউ না কেউ সারাক্ষণই রাস্তার দিকে নজর রেখেছিল। তারাই বলেছে যে এ পথ দিয়ে কেউ যায় নি। তাদের কথা যদি ঠিক হয়, তাহলে আমাদের সৌভাগ্য যে পশ্চিম দিকের রাস্তাটাও বন্ধ হল। কাজেই বলতে পারা যায় যে পলাতকরা এ পথ দিয়ে মোটেই যায় নি।"

"কিন্তু বাইসাইকেলটা ?" আমি বাধা দিলাম।

"ঠিক বলেছ। বাইসাইকেলের কথায় এখনই আসছি। আগে মূল যুক্তিতে ফিরে যাওয়া যাক : তারা যদি রাস্তা ধরে না গিয়ে থাকে তাহলে তারা বাড়ির উত্তর বা দক্ষিণের মাঠ পেরিয়ে গেছে। এটা নিশ্চিত। এই দুই দিকের সম্ভাবনাটা বিচার করে দেখা যাক। দেখতে পাচ্ছ যে বাড়ির দক্ষিণ দিকটা জুড়ে রয়েছে মস্ত বড় চাষের এলাকা ; মাঝে মাঝে পাথরের দেওয়াল তুলে সেটাকে ছোট ছোট ক্ষেতে ভাগ করা হয়েছে। সেখান দিয়ে কোন বাইসাইকেল নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। কাজেই এ ধারণা বাতিল হয়ে গেল। এবার উত্তর দিকে ফেরা যাক। এখানে রয়েছে একটা বড় বড় গাছের বাগান, নাম 'র‍্যাগেড শ', আর অনেক দূরে রয়েছে 'লোয়ার গিল মুর' নামক দশ মাইল বিস্তৃত প্রকাণ্ড জলাভূমি ; সেটা ক্রমশ উপরের দিকে উঠে গেছে। এখানে, এই নির্জন জলাভূমির একদিকে আছে হোল্ডারনেস হল ; রাস্তা দিয়ে গেলে দূরত্ব দশ মাইল, আর জলাভূমির ভিতর দিয়ে গেলে মাত্র ছ'

মাইল। জায়গাটা বিশেষভাবে নির্জন। জলাভূমি অঞ্চলে কয়েকটি চাষীর কিছু কিছু জমি আছে ; সেখানে তারা গরু-ভেড়া চড়ায় ; এ ছাড়া চেস্টারফিল্ড বড় সড়কের আগে শুধু টিটিভ ও ক্রৌঞ্চ জাতীয় পাখি ছাড়া আর কোন বাসিন্দা নেই। এদিকে দেখ, আর আছে একটা গির্জা, কয়েকটা কুটির ও একটা সরাইখানা। তার ওপারে খাড়া পাহাড়। অতএব এখান থেকে উত্তর দিকেই আমাদের সন্ধান চালাতে হবে।"

"কিন্তু বাইসাইকেলটা ?" আমি আবার ও কথাটা তুললাম।

"হবে, হবে।" হোমস অধৈর্য হয়ে বলল। "একজন ভাল সাইকেল-আরোহীর বড় রাস্তার দরকার হয় না। জলাভূমির বুক চিরে অনেক রাস্তা আছে, আর আকাশেও ছিল ভরা চাঁদ। হেলোয়া ! এটা কি ?"

দরজায় উত্তেজিত টোকা পড়ল, আর পরমুহূর্তেই ঘরে ঢুকল ডক্টর হাক্সটেবল। তার হাতে একটা নীল ক্রিকেট-ক্যাপ, মাথার দিকে উল্টো V চিহ্নের মত একটা অলংকরণ।

সে চেঁচিয়ে বলল, "শেষ পর্যন্ত একটা সূত্র পেয়েছি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, শেষ পর্যন্ত ছেলেটির হদিস মিলেছে ! এটা তারই টুপি।"

"কোথায় পাওয়া গেল ?"

"বেদেদের গাড়িতে ; ওরা জলাভূমিতে তাঁবু ফেলেছে। মঙ্গলবার ওরা চলে গিয়েছিল। আজ পুলিশ ওদের খোঁজ পেয়ে গাড়িটা তল্লাসী করে এটা পেয়েছে।"

"এটার বিষয়ে ওরা কি বলছে ?"

"ওরা আজেবাজে মিথ্যা কথা বলছে—বলছে, মঙ্গলবার সকালে জলাভূমিতে পেয়েছে। বদমাসরা নির্ঘাৎ জানে ছেলেটি কোথায় আছে। ভাগ্য ভাল, ওরা সকলেই হাজতে আটক হয়েছে। আইনের ভয়েই হোক আর ডিউকের টাকার জোরেই হোক, ওরা যা কিছু জানে সব বেরিয়ে পড়বে।"

ডক্টর ঘর থেকে চলে গেলে হোমস বলল, "যা হল ভালই হল। অন্তত এটা প্রমাণিত হল যে 'লোয়ার গিল' জলাভূমিতেই আমাদের খোঁজ চালাতে হবে। এই বেদে-গুলিকে গ্রেপ্তার করা ছাড়া স্থানীয় পুলিশ আর কিছুই করতে পারে নি। এদিকে দেখ ওয়াটসন, জলাভূমি বরাবর একটা নালা আছে। এই যে মানচিত্রে সেটা এখানে দেখান আছে। জায়গায় জায়গায় নালাটা চওড়া হয়ে বিলের মত হয়েছে। বিশেষ করে এটা হয়েছে হোল্ডারনেস হল ও বিদ্যালয়টির মধ্যবর্তী অঞ্চলে। এই শুকনো দিনে ওখানে ছাড়া আর কোথাও পায়ের চিহ্ন খোঁজা বৃথা, কিন্তু ওখানটায় কোন চিহ্ন পাবার সম্ভাবনা নিশ্চয় আছে। কাল খুব ভোরে তোমাকে ডাকব, তারপর দেখা যাবে এই রহস্যের উপর কিছুটা আলোকপাত করতে পারি কি না।"

ঘুম ভেঙে যখন দেখলাম হোমসের লম্বা, সরু দেহটা আমার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে তখন সবে ভোর হচ্ছে। এরই মধ্যে সে সাজপোশাক সেরে ফেলেছে দেখে মনে হচ্ছে বাইরে কিছুটা ঘুরেও এসেছে।

বলল, "বাগান ও বাইসাইকেল রাখার চালাঘরটা আমি শেষ করেছি। 'র‍্যাগেড শ' থেকেও একচক্কর ঘুরে এসেছি। ওয়াটসন, এতক্ষণ পাশের ঘরে কোকোও প্রস্তুত। দয়া করে তাড়াতাড়ি কর, কারণ আমাদের সামনে রয়েছে একটা মহা দিন।"

তার চোখ দুটি চকচক করছে। চোখের সামনে হাতের কাজ তৈরী থাকতে দেখলে দক্ষ কর্মীর মন যেমন খুশি হয়ে ওঠে তেমনি খুশিতে তার গাল লাল হয়ে উঠেছে। বেকার স্ট্রীটের চিন্তামগ্ন, স্বপ্নদর্শী হোমস থেকে এই উদ্যমশীল, সদাসতর্ক লোকটি যেন সম্পূর্ণ আলাদা। প্রচুর শক্তির অধিকারী এই প্রাণবন্ত লোকটির নমনীয় শরীরের দিকে তাকিয়ে আমারও মনে হল যে একটি কঠোর পরিশ্রমসাপেক্ষ দিন আমাদের সামনে অপেক্ষা করে আছে।

অথচ সেই দিনটি শুরু হল ঘোরতর হতাশার ভিতর দিয়ে। অনেক আশা নিয়ে পচা ঘাস-পাতায় ঢাকা আপঙ্গল জলাভূমির উপর দিয়ে হাঁটতে লাগলাম। হাজারটা ভেড়াদের চলার পথ ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। শেষ পর্যন্ত আমাদের ও হোল্ডারনেস হল-এর মধ্যবর্তী বিলের চওড়া হাল্কা সবুজ অঞ্চলটায় পৌঁছে গেলাম। এটা ঠিক যে ছেলেটি যদি বাড়ির দিকেই গিয়ে থাকে তাহলে তাকে এখান দিয়েই যেতে হয়েছে, আর তাহলে তো কোন না কোন রকম চিহ্ন অবশ্যই থাকবে। কিন্তু তার বা জার্মান ভদ্রলোকটির কোন চিহ্নই চোখে পড়ল না। মুখ কালো করে বন্ধুবর বিলের কিনারা ধরে হাঁটতে লাগল ; শেওলার উপর যেখানেই এতটুকু মাটির দাগ সেখানেই তার উৎকণ্ঠ সজাগ দৃষ্টি। ভেড়ার পায়ের দাগ আছে প্রচুর ; কয়েক মাইল নীচে গরুর পায়ের দাগও পাওয়া গেল। তার বেশী কিছুই না।

জলাভূমির বিস্তীর্ণ জলরাশির উপরে বিষণ্ণ দৃষ্টি মেলে হোমস বলল, "পয়লা কিস্তি। দূরে আরও একটা বিল রয়েছে। মাঝখানে একটা সরু গলি। হ্যালোয়া! হ্যালোয়া! এখানে কি দেখছি ?"

কালো ফিতের মত একটা পথে আমরা পৌঁছে

www.boiRboi.net

গেছি। তার মাঝখানে ভিজে মাটির উপর একটা বাই-সাইকেলের স্পষ্ট দাগ।

"হুর্‌রে!" আমি চেঁচিয়ে উঠলাম। ''পেয়ে গেছি।"

কিন্তু হোমস মাথা নাড়তে লাগল ; তার মুখটা বিচলিত ; আনন্দের চাইতে প্রত্যাশাই সেখানে বেশী।

সে বলল, ''একটা বাইসাইকেল নিশ্চয়ই, কিন্তু সে বাইসাইকেলটি নয়। টায়ারের বিয়াল্লিশ রকম্ দাগের সঙ্গে আমি পরিচিত। দেখতেই পাচ্ছ এটা ডানলপ টায়ার, বাইরের দিকে একটা তালির দাগ আছে। হাইডেগার-এর টায়ার ছিল পামার-এর, তাতে লম্বালম্বিভাবে দাগ টানা। গণিতের শিক্ষক আভ্‌লিং নিশ্চিত করে একথা বলেছিল। সুতরাং এটা হাইডেগার-এর বাইসাইকেলের দাগ নয়।"

"তাহলে কি ছেলেটির ?"

"সম্ভবত ; অবশ্য যদি প্রমাণ করতে পারি যে তারও একটা বাইসাইকেল ছিল। কিন্তু তা পারি নি। দেখতে পাচ্ছ, যে চালক বিদ্যালয়ের দিক থেকে চলে যাচ্ছে এটা তার বাইসাইকেলের দাগ।"

"অথবা বিদ্যালয়ের দিকেই যাচ্ছে ?"

"না, না ওয়াটসন। যে দাগটা বেশী বসে গেছে সেটা অবশ্যই পিছনের চাকার, কারণ সেটার উপরেই ভারটা পড়ে। কয়েক জায়গাতেই সেটা গিয়ে সামনের চাকার হাল্কা দাগটাকে মুছে দিয়েছে। কাজেই বাইসাইকেলটা বিদ্যালয়ের দিক থেকেই বেরিয়ে যাচ্ছিল। আমাদের তদন্তের সঙ্গে এর সম্পর্ক থাকতে পারে, না থাকতেও পারে, কিন্তু আর অগ্রসর হবার আগে পিছনের দিকে দাগটাকে অনুসরণ করে দেখব।"

তাই করলাম। কয়েক শ' গজ গিয়ে জলাভূমির ভিজে অংশটা পার হবার পরেই দাগটা হারিয়ে গেল। পথটা ধরে পিছন দিকে গিয়ে এমন আর একটা জায়গা পেয়ে গেলাম যেখানে একটা ঝর্ণা বয়ে চলেছে। এখানে আবার বাইসাইকেলের দাগ ; অবশ্য গরুর ক্ষুরে প্রায় মুছে যাবার অবস্থা। তারপর আর কোন চিহ্ন নেই ; পথটা বিদ্যালয়ের পিছন দিককার জঙ্গল 'র‍্যাগেড শ'-র মধ্যে হারিয়ে গেছে। সাইকেলটা এই জঙ্গলের ভিতর থেকে নিশ্চয়ই বেরিয়েছে। একটা পাথরের উপর বসে হোমস হাতের উপর থুতনিটা রাখল। আমি দুটো সিগারেট শেষ করলে তবে সে নড়ল।

শেষ পর্যন্ত সে বলে উঠল, "আচ্ছ, আচ্ছা। এটা অবশ্যই সম্ভব যে অপরিচিত দাগ রেখে যাবার উদ্দেশ্যে কোন ধূর্ত লোক তার বাইসাইকেলের টায়ারটা পাল্টে নিয়েছে। যে অপরাধীর মাথায় এ ধরনের চিন্তা ঠাঁই পায় তার সঙ্গে বোঝা-পড়া করাটা গর্বের বিষয়। এ প্রশ্নটা অমীমাংসিত রেখেই আমরা আবার সেই বিলে ফিরে যাব, কারণ সেখানে অনেক কিছুই দেখা হয় নি।"

বেশ সুশৃংখলভাবে জলাভূমির ভিজে অংশের কিনারা ধরে পরীক্ষা করতে করতে এগিয়ে চললাম এবং অচিরেই আমাদের ধৈর্য সগৌরব পুরস্কারে ধন্য হল।

বিলের একেবারে শেষ প্রান্তে একটা কর্দমাক্ত পথ ছিল। সেখানে পৌঁছেই হোমস আনন্দে চীৎকার করে উঠল। পথের মাঝবরাবর টেলিগ্রামের তারের সূক্ষ্ম বান্ডিলের মত দাগ। পামার টায়ারের দাগ।

হোমস খুশিতে চেঁচিয়ে বলল, "এই তো নির্ঘাৎ হের হাউডেগার। আমার অনুমান মোটামুটি ঠিকই হয়েছিল ওয়াটসন।"

"তোমাকে অভিনন্দন জানাই।"

"কিন্তু এখনও আমাদের অনেকটা পথ যেতে হবে। দয়া করে পথ থেকে সরে হাঁট। এবার চল চাকার দাগ ধরে এগিয়ে যাই। ভয় হচ্ছে, বেশী দূর এগোতে পারব না।"

অবশ্য কিছুদূর এগিয়েই দেখতে পেলাম, জলাভূমির এই অংশটাতে মাঝে মাঝেই নরম মাটি আছে, এবং মাঝে মাঝে দাগটা হারিয়ে গেলেও আবার সেটা খুঁজে পাচ্ছিলাম।

হোমস বলল, "তুমি কি লক্ষ্য করেছ যে চালক এবার গতি বাড়িয়ে দিয়েছে ? এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই দাগটাকে দেখ, দুটো চাকাই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। দুটো চাকার দাগই সমান গভীর। তার একমাত্র অর্থই হল, চালক তার শরীরের সবটা ভার হাতলের উপর রেখেছে ; অল্প কিছুটা সময় দ্রুত সাইকেল চালাতে হলেই লোকে এ রকমটা করে থাকে। হে ভগবান ! সে যে একবার পড়েও গিয়েছিল।"

বেশ কয়েক গজ জায়গা জুড়ে এখানে-ওখানে কিছু চওড়া দাগ দেখা গেল। তারপর কয়েকটা পায়ের ছাপ এবং তারপরেই আবার টায়ারের দাগ।

"পাশে ছিটকে পড়েছিল", আমি বললাম।

হোমস ফুলন্ত কাঁটা গাছের একটা দলিত শাখা তুলে ধরল। সভয়ে দেখলাম, সবগুলো হলুদ ফুলে লালের ছোপ লেগে আছে। পথের উপরে এবং কাঁটাঝোপের ভিতরেও জমাট রক্তের কালো দাগ।

"খারাপ !" হোমস বলল। ''খুব খারাপ ! সরে দাঁড়াও ওয়াটসন ! একটাও অপ্রয়োজনীয় পায়ের দাগ যেন না পড়ে। এখানে কি বুঝতে পারছি ? আহত হয়ে সে পড়ে যায়, উঠে দাঁড়ায়, আবার চড়ে বসে, চলতে আরম্ভ করে। কিন্তু আর তো কোন দাগ নেই। এই পাশের পথে গরু-মোষের পায়ের দাগ। নিশ্চয়ই কোন ষাঁড় তাকে গুঁতোয়

নি? অসম্ভব! কিন্তু আর কারও কোন চিহ্নই তো পাচ্ছি না। আমাদের এগোতেই হবে। রক্তের দাগ আর চাকার দাগ যখন পেয়েছি, তখন আর সে আমাদের হাত থেকে পালাতে পারবে না।"

আমাদের বেশী দূর পথ খুঁজতে হল না। ভিজে চকচকে পথের উপর টায়ারের দাগ অদ্ভুতভাবে বেঁকে যেতে লাগল। হঠাৎ সামনের দিকে তাকাতেই ঘন কাঁটা-ঝোপের ভিতর থেকে কোন ধাতব বস্তুর ঝলকানি আমার চোখে পড়ল। তার ভিতর থেকে একটা বাইসাইকেল টেনে বের করলাম। তাতে পামার-টায়ার লাগানো, একটা পা-দানি বেঁকে গেছে, সামনের দিকটা রক্তে ভীষণভাবে মাখা-মাখি। ঝোপের অপর দিকে একপাটি জুতো ঝুলছিল। দৌড়ে ঘুরে গেলাম। হতভাগ্য চালক সেখানে পড়ে আছে। লম্বা লোকটি, সারা মুখে দাড়ি, চোখে চশমা, তার একটা কাঁচ ছিটকে পড়ে গেছে। মাথায় প্রচণ্ড আঘাতে খুলির খানিকটা ফেটে গেছে, আর তাতেই মৃত্যু ঘটেছে। এত বড় আঘাত লাগার পরেও সে যে কিছুটা ছুটে যেতে পেরেছিল তাতেই তার প্রাণশক্তি ও সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়। তার পায়ে জুতো আছে কিন্তু মোজা নেই; খোলা কোটের নীচে নাইট-শার্টটা চোখে পড়ছে। নিঃসন্দেহে এই লোকটিই জার্মান শিক্ষক।

শ্রদ্ধার সঙ্গে মৃতদেহটা উল্টে দিয়ে হোমস গভীর মনোযোগের সঙ্গে সেটা পরীক্ষা করল। তারপর অনেকক্ষণ গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে বসে রইল। তার কুঞ্চিত ভুরু দেখেই বুঝতে পারলাম, তার মতে এই ভয়াবহ আবিষ্কারের ফলে আমাদের তদন্তের বিশেষ কোন সুবিধা হয় নি।

শেষ পর্যন্ত সে বলল, "কি যে করব বুঝতে পারছি না ওয়াটসন। আমার নিজের ইচ্ছা তদন্ত চালিয়ে যাওয়া, কারণ ইতিমধ্যেই অনেক সময় আমরা নষ্ট করেছি, আর একটি ঘণ্টাও নষ্ট করা চলে না। অপরদিকে পুলিশকে খবর দিতে এবং এই বেচারির মৃতদেহটার কোন ব্যবস্থা করতে আমরা বাধ্য।"

"আমি একটা চিঠি নিয়ে ফিরে যেতে পারি।"

"কিন্তু তোমার সঙ্গ ও সাহায্য আমার দরকার। একটু অপেক্ষা কর। দূরে একটা লোক পচা ঘাস-পাতার চাপড়া কাটছে। তাকে এখানে ডেকে আন; সেই পুলিশকে নিয়ে আসবে।"

আমি চাষী লোকটিকে নিয়ে এলাম। হোমস ভীত লোকটিকে একটা চিঠি দিয়ে ডক্টর হাক্সটেবল-এর কাছে পাঠিয়ে দিল।

সে বলল, "ওয়াটসন, আজ সকালে আমরা দুটো সূত্র খুঁজে পেয়েছি। একটি, পামার-টায়ার সমন্বিত বাই-সাইকেল; তার যে কি পরিণতি হয়েছে তাও দেখেছি। অপরটি, তালি-লাগানো ডানলপ টায়ারওয়ালা বাই-সাইকেল। সেটার সম্পর্কে খোঁজ-খবর করবার আগে আমরা কতটা জেনেছি সেটা বুঝে নিতে হবে, তাকে কাজে লাগাতে হবে এবং অবান্তর অংশ থেকে প্রয়োজনীয় অংশটিকে আলাদা করে নিতে হবে।

"প্রথমেই আমি তোমাকে জোর দিয়ে বলতে চাই যে ছেলেটি নিশ্চয় স্বেচ্ছায় চলে এসেছিল। জানালা দিয়ে নীচে নেমে সে চলে যায়—একাও হতে পারে, কারও সঙ্গেও হতে পারে। এটা একেবারে ঠিক।"

আমি স্বীকার করলাম।

"এবার এই হতভাগ্য জার্মান শিক্ষকটির কথা ধরা যাক। ছেলেটি যখন পালায় তখন তার পরনে ছিল পুরো পোশাক। কাজেই কি করতে যাচ্ছে সেটা সে আগেই জানত। কিন্তু জার্মান শিক্ষকটির পায়ে মোজা ছিল না। কাজেই সে যা করেছে হঠাৎই করেছে।"

"তাতে কোন সন্দেহ নেই।"

"সে গেল কেন? কারণ তার শোবার ঘরের জানালা দিয়ে সে ছেলেটিকে পালাতে দেখেছিল। কারণ সে চেয়েছিল তাকে ধরে ফিরিয়ে আনতে। বাইসাইকেলটা নিয়ে সে তার পিছু নিল আর তার ফলেই তার মৃত্যু হল।"

"দেখে তো তাই মনে হচ্ছে।"

"এবার আমার যুক্তির চরম অংশে আসছি। একটি ছোট ছেলেকে ধরতে গেলে তার পিছনে ধাওয়া করে ছুটে যাওয়াই একটি লোকের পক্ষে স্বাভাবিক। সে তো জানেই যে দৌড়ে গেলেই তাকে ধরে ফেলতে পারবে। কিন্তু জার্মান শিক্ষকটি তা করেন নি। তিনি গেলেন বাইসাইকেল আনতে। আমি শুনেছি যে তিনি খুব ভাল সাইকেল চালাতে পারেন। ছেলেটিকে কোন দ্রুতগামী যানে চেপে পালাতে না দেখলে তিনি কখনও এ কাজ করতেন না।"

"অপর সাইকেলটি?"

"আমার গড়ে তোলাটা এখনও শেষ হয় নি। বিদ্যালয় থেকে পাঁচ মাইল দূরে তার মৃত্যু ঘটেছে—লক্ষ্য কর যে তাও কোন গুলিতে নয়, গুলিটা হয় তো একটি ছেলের পক্ষেও করা সম্ভব, কিন্তু তার মৃত্যু ঘটেছে কোন শক্তি-শালী হাতের প্রচণ্ড আঘাতে। তাহলে পালাবার সময় ছেলেটির নিশ্চয় একজন সঙ্গী ছিল। আর তারা খুব দ্রুত পালাচ্ছিল, কারণ তাদের ধরে ফেলতে একজন দক্ষ সাইকেল-চালককেও পাঁচ মাইল পথ ছুটতে হয়েছিল। তথাপি এই দুর্ঘটনার দৃশ্যের চারপাশের মাটি পরীক্ষা

করে আমরা কি দেখেছি? কয়েকটা গরু-মোষের পায়ের দাগ; আর কিছুই না। আমি অনেকখানি জায়গা ঘুরে দেখেছি, পঞ্চাশ গজের মধ্যে কোন পথ নেই। অপর সাইকেল-আরোহীর সঙ্গে এ খুনের কোন সম্পর্কই থাকতে পারে না। তাছাড়া কোন মানুষের পায়ের চিহ্নও দেখতে পাওয়া যায় নি।"

আমি বলে উঠলাম, "হোমস, এ যে অসম্ভব।"

সে বলল, "প্রশংসনীয়! তোমার এই কথাটা যথেষ্ট আলোকপাত করেছে।। আমি যে ভাবে বলেছি তা তো হতেই পারে না, অসম্ভব। সুতরাং যে ভাবেই হোক আমার বলাটাই ভুল হয়েছে। অথচ তুমিও তো নিজের চোখেই সব দেখেছ। ভুলটা কোথায় হয়েছে বলতে পার কি?"

"পড়ে গিয়ে তার মাথা ফেটে যায় নি তো?"

"একটা বিলান জায়গায় পড়ে মাথা ফাটবে ওয়াটসন?"

"কি জানি, আমার বুদ্ধিশুদ্ধি গুলিয়ে যাচ্ছে।"

"আরে ধুৎ; অনেক খারাপ সমস্যার মীমাংসা আমরা করেছি। এ ক্ষেত্রেও অনেক মালমশলা আমাদের হাতে আছে, শুধু ব্যবহার করতে পারলেই হয়। তাহলে এস, 'পামার' দিয়ে তো কোন কাজ হল না, এখন দেখা যাক তালিমারা 'ডানলপ'-এর কাছ থেকে কিছু পাওয়া যায় কি না।"

চাকার দাগটা খুঁজে নিয়ে কিছুদূর পর্যন্ত সেটাকে অনুসরণ করলাম; অচিরেই একটা লম্বা আগাছাভর্তি বাঁক পেয়ে গেলাম; তারপর নালাটাও ছাড়িয়ে গেলাম। চাকার দাগ থেকে আর কিছু পাবার আশা নেই। 'ডানলপ' টায়ারের দাগ যেখানে সর্বশেষ দেখা গেল সেখান থেকে একদিকে যেমন হোল্ডারনেস হল-এ যাওয়া যায়—আমাদের বাঁদিকে তার উঁচু গম্বুজগুলো দেখা যাচ্ছিল, তেমনি যাওয়া যায় আমাদের সামনেকার নীচু, ধূসর গ্রামটায় যেখানে চেস্টারফিল্ড বড় সড়কটা অবস্থিত।

আমরা নোংরা, বিশ্রী দেখতে সরাইখানাটার দিকে এগিয়ে গেলাম। দরজার উপরে একটা মোরগের প্রতীক-চিহ্ন আঁকা। হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠে হোমস নিজেকে পতনের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য আমার গলাটা জড়িয়ে ধরল। তার পায়ের গোড়ালিটা ভীষণভাবে মচকে গেছে। অনেক কষ্টে খোঁড়াতে খোঁড়াতে সে দরজার কাছে এগিয়ে গেল। একটি ময়লা বয়স্ক লোক মাটির কালো পাইপে তামাক খাচ্ছিল।

"কেমন আছেন মিঃ রুবেন হেস?" হোমস বলল।

"আপনি কে? আর আমার নামটাই বা জানলেন কেমন করে?" গ্রাম্য লোকটি জবাব দিল। তার দুটো ধূর্ত চোখে সন্দেহের ঝিলিক।

"আরে; আপনার মাথার উপরকার বোর্ডেই তো নামটা লেখা আছে। একজন বাড়ির মালিককে দেখলেই চেনা যায়। আপনার আস্তাবলে কোন গাড়ি আছে কি?"

"না; নেই।"

"আমি যে মাটিতে পা রাখতেই পারছি না।"

"পা রাখবেন না।"

"কিন্তু আমি যে হাঁটতে পারছি না।"

"বেশ তো, তাহলে লাফান।"

মিঃ রুবেন হেস-এর কথাবার্তা মোটেই সুবিধার নয়, কিন্তু হোমস খুশি মনেই সেটা মেনে নিল।

বলল, "দেখুন না মশায়, মহা মুস্কিলে পড়েছি। কি করে যে যাব বুঝতে পারছি না।"

"আমিও পারছি না," ক্যাজার মুখে মালিকটি বলল।

"অথচ কাজটা জরুরী। একটা বাইসাইকেল যদি দিতেন তো তার জন্য একটা মোহর দিতেও আমি রাজী।"

মালিকটি কান খাড়া করল।

"কোথায় যাবেন?"

"হোল্ডারনেস হল-এ।"

"ডিউকের বন্ধু বুঝি?" বিদ্রূপের চোখে আমাদের কাদা-মাখা পোশাকের দিকে তাকিয়ে মালিকটি বলল।

হোমস হ্যাঁ-হ্যাঁ করে হাসল।

"আমাদের দেখলে তিনি খুশি হবেন।"

"কেন?"

"কারণ আমরা তার হারানো ছেলের খোঁজ এনেছি।"

মালিকটি চমকে উঠল।

"সে কি? আপনারা তাকে খুঁজছেন?"

"লিভারপুল-এ তার খোঁজ পাওয়া গেল। যেকোন সময় সে ধরা পড়বে।"

তার খোঁচা-খোঁচা দাঁড়িওয়ালা ভারী মুখের উপর আবার একটা দ্রুত পরিবর্তন খেলে গেল। হঠাৎ তার ভাবভঙ্গী মোলায়েম হয়ে উঠল।

বলল, "অন্য সব মানুষের মতই আমারও ডিউকের ভাল চাইবার কোন কারণ নেই। একসময়ে আমি ছিলাম তার বড় কোচম্যান, আর তিনি আমার সঙ্গে বড়ই নিষ্ঠুর ব্যবহার করতেন। একটা মুদির কথায় কোন কিছু না জেনে শুনেই তিনি আমাকে বরখাস্ত করে দিলেন। তবু লিভারপুল-এ ছোট হুজুরের খবর পাওয়া গেছে শুনে আমি খুশি হয়েছি। হল-এ সংবাদটা পৌঁছে দেবার ব্যাপারে অবশ্যই আপনাদের সাহায্য করব।"

হোমস বলল, "ধন্যবাদ। আগে কিছু খেয়ে নিতে চাই। তারপর আপনার বাইসাইকেলটা দিলেই হবে।"

"আমার তো বাইসাইকেল নেই।"

হোমস হাতের মুদ্রাটা তুলে ধরল।

"বললাম তো মশায়, আমার বাইসাইকেল নেই ; হল-এ যাবার জন্য দুটো ঘোড়া দিতে পারি।"

হোমস বলল, "ঠিক আছে। আগে কিছু খেয়ে তো নিই, তারপর কথা হবে।"

পাথরের রান্নাঘরে যখন আবার আমরা একা হলাম তখন বিস্ময়কর দ্রুতগতিতে হোমসের মচকানো গোড়ালিটা ভাল হয়ে গেল। রাত হয়ে এসেছে। ভোর থেকে কিছুই পেটে পড়ে নি। কাজেই খেতে কিছুটা সময় লাগল। হোমস চিন্তায় ডুবে ছিল। দু'একবার জানালায় গিয়ে আগ্রহের সঙ্গে কি যেন দেখল। একটা নোংরা উঠোনের দিকে জানালাটা খোলা। এককোণে একটা কামারশাল। একটা ছেলে সেখানে কাজ করছে। অপর দিকে আস্তাবল। হোমস আবার এসে বসেছিল। হঠাৎ চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে চেঁচিয়ে বলল, "কী আশ্চর্য ওয়াটসন, মনে হচ্ছে পেয়ে গেছি ! হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয় তাই। তোমার মনে আছে ওয়াটসন, গরুর পায়ের দাগ দেখেছিলাম ?"

"হ্যাঁ, বেশ কয়েকটা।"

"কোথায় ?"

"কেন, সর্বত্র। বিলের ওখানটায় ছিল, পথের উপর ছিল, আবার বেচারি হাইডেগার যেখানে মারা গিয়েছে সেখানেও ছিল।"

"ঠিক। আচ্ছা ওয়াটসন, জলাভূমিতে কতগুলো গরু তুমি দেখেছ ?"

"একটাও দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না।"

"আশ্চর্য কথা ওয়াটসন, সারা পথে পায়ের দাগ দেখলাম, অথচ একটাও গরু দেখতে পেলাম না। খুবই আশ্চর্য নয় কি ওয়াটসন ?"

"হ্যাঁ, খুবই আশ্চর্য।"

"ওয়াটসন, একবার চেষ্টা করে দেখ তো ; মনটাকে পিছনে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। পথের উপরকার দাগগুলো দেখতে পাচ্ছ ?"

"হ্যাঁ, পাচ্ছি।"

"মনে পড়ছে কি যে দাগগুলো কখনও এইরকম ভাবে সাজানো ছিল"—কতকগুলি রুটির টুকরোকে সে এই ভাবে সাজাল—:::::—"আর কখনও এই ভাবে"—:':':':':—"আর মাঝে মাঝে এইভাবে ?—.'.'.'.'—

"মনে করতে পারছ কি ?"

"না, মনে পড়ছে না।"

"কিন্তু আমি মনে করতে পারছি। একথা শপথ করে বলতে পারি। যা হোক, অবসর সময়ে ফিরে গিয়ে এটা যাচাই করে নেব। আমি কী কাণা গরুরে পোকা যে এটাও ধরতে পারি নি ?"

"কি ধরতে পার নি ?"

"শুধু এইটুকু—যে গরু হাঁটে, কদযে চলে ও দুলকি চালেও চলে সেটা বড়ই আশ্চর্য গরু। জর্জের দিব্যি ওয়াটসন, এ রকম একটা ধোঁকাবাজী কোন গ্রাম্য লোকের মাথায় আসবে না ! কামারশালের ঐ ছেলেটি ছাড়া চারদিকে ফাঁকা। এই সুযোগে বাইরে গিয়ে যতটা পারা যায় দেখে নেওয়া যাক।"

ভাঙা আস্তাবলে এলোমেলো লোমওয়ালা দুটি নোংরা ঘোড়া। একটার পিছনের পাটা তুলে হোমস হো-হো করে হেসে উঠল।

"পুরনো নাল্ কিন্তু নতুন করে লাগানো—পুরনো নাল, কিন্তু নতুন পেরেক। এটা দেখছি এক ধুম্রপদী মামলা। এবার কামারশালে যাওয়া যাক।"

আমাদের দিকে নজর না দিয়ে ছেলেটা কাজ করতে লাগল। মেঝেতে ছড়ানো লোহা ও কাঠের স্তূপের মধ্যে হোমসের চোখ ডাইনে-বাঁয়ে ঘুরতে লাগল। হঠাৎ আমাদের পিছনে পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। মালিক এসে দাঁড়িয়েছে। তার ভারী চোখের পাতা হিংস্র চোখের উপর নেমে এসেছে, কালো শরীরটা রাগে কাঁপছে।

লোকটি চেঁচিয়ে বলল, "ওরে নরকের টিকটিকি ! ওখানে কি হচ্ছে ?"

হোমস শান্ত গলায় বলল, "কি হল মিঃ রুবেন হেস ? কেউ শুনলে ভাববে যে পাছে আমরা কিছু দেখে ফেলি সেজন্য আপনি ভয় পেয়েছেন।"

অনেক চেষ্টা করে লোকটি নিজেকে সংযত করল। কঠিন মুখ থেকে বেরিয়ে এল নকল হাসি। সে হাসি ভ্রূকুটির চাইতেও মারাত্মক।

লোকটি বলল, "যা ইচ্ছা খুঁজে দেখতে আমার কামারশালে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। কিন্তু দেখুন মশায়, আমার বিনা অনুমতিতে আমার বাড়িতে কেউ ঘুর-ঘুর করে সেটা আমি পছন্দ করি না ; কাজেই টাকা-পয়সা মিটিয়ে দিয়ে যত তাড়াতাড়ি আপনারা কেটে পড়বেন ততই আমি খুশি হব।"

হোমস বলল, "ঠিক আছে মিঃ হেস—আমাদের কোন খারাপ মতলব নেই। শুধু আপনার ঘোড়াগুলোকে দেখছিলাম। এখন মনে হচ্ছে আমি হেঁটেই যেতে পারব।

আশা করি, বাড়িটা বেশী দূরে নয়।"

"হল-এর ফটক পর্যন্ত দু' মাইলের বেশী হবে না। ঐ বাঁ দিকের রাস্তা।"

বাড়িটা ছেড়ে না আসা পর্যন্ত ক্রুদ্ধ চোখে সে আমাদের দেখতে লাগল।

রাস্তাটা ধরে বেশী দূর যাবার আগেই মোড় ঘুরে যেই আমরা মালিকের দৃষ্টির বাইরে চলে এলাম অমনি হোমস থেমে গেল।

বলল, "ছেলেদের মতই বলি, সরাইখানাটায় বেশ গরমে ছিলাম। সেখান থেকে যতই দূরে চলে যাচ্ছি ততই প্রতি পদক্ষেপে যেন ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছি। না, না, এখান থেকে যাওয়া চলবে না।"

আমি বললাম, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই রুবেন হেস সব জানে। এর চাইতে বড় শয়তান আমি কখনও দেখি নি।"

"ওহো! ওকে দেখে তোমার এই ধারণা হয়েছে, তাই না? ঘোড়া আছে, কামারশাল আছে। এই 'লড়ায়ে মোরগ' জায়গাটা বেশ মজার। আর একবার বাড়িটাকে দেখতে হবে, তবে উপর-পড়া হয়ে নয়।"

আমাদের পিছনে একটা লম্বা, ঢালু পাহাড়ের অংশ। তার বুকে অনেক ধূসর নানা পাথর ছড়ানো। রাস্তা থেকে নেমে আমরা পাহাড়ের দিকে এগিয়ে চলেছি এমন সময় হোল্ডারনেস হল-এর দিকে তাকিয়ে দেখি, একটি লোক সাইকেল নিয়ে দ্রুত এগিয়ে আসছে।

আমার কাঁধের উপর চাপ দিয়ে হোমস বলে উঠল, "শুয়ে পড় ওয়াটসন!" আমরা তার দৃষ্টির আড়ালে যেতে না যেতেই লোকটি আমাদের পাশ দিয়ে যেন উড়ে চলে গেল। ঘুমন্ত ধূলোর মেঘের ভিতর দিয়ে একখানি বিবর্ণ, উত্তেজিত মুখ আমার চোখে পড়ল—মুখের প্রতিটি ভঙ্গীতে ফুটে উঠেছে তীব্র আতংক; মুখটা হাঁ করা, উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি সামনে নিবদ্ধ। আগের রাতে যে করিৎকর্মা জেমস ওয়াইল্ডারকে দেখেছিলাম এ যেন তারই মুখের এক বিস্ময়কর বিকৃতি।

হোমস বলল, "ডিউকের একান্ত সচিব! চল তো ওয়াটসন, দেখি সে কি করে।"

একটা পাথর থেকে আর একটা পাথরের উপর লাফিয়ে লাফিয়ে এমন একটা জায়গায় পৌঁছে গেলাম যেখান থেকে সরাইখানার সামনের দরজাটা দেখা যায়। ওয়াইল্ডার-এর বাইসাইকেলটা পাশের দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড় করানো। কাউকে চলাফেরা করতে দেখলাম না, বা জানালা দিয়েও কারও মুখ দেখা গেল না। হোল্ডারনেস হল-এর উঁচু গম্বুজের পিছনে সূর্য অস্ত গেল। ধীরে ধীরে গোধূলি নেমে এল। তারপর সেই আবছা অন্ধকারে দেখলাম, সরাইখানার আস্তাবলের উঠোনে একটা এক্কা গাড়ির দু' পাশের আলো জ্বলে উঠলো এবং তার একটু পরেই ক্ষুরের খট্‌খট্‌ শব্দ কানে এল; গাড়িটা রাস্তায় পড়ে তীব্র-গতিতে চেস্টারফিল্ড-এর দিকে ছুটে গেল।

"কি রকম বুঝছ ওয়াটসন," হোমস ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল।

"মনে হচ্ছে কেউ পালিয়ে গেল।"

"যতদূর দেখতে পেলাম, এক্কাতে আরোহী একজন। আর সে লোক নিশ্চয়ই মিঃ জেমস ওয়াইল্ডার নয়, কারণ তাকে ঐ দরজাতেই দেখা যাচ্ছে।"

অন্ধকারের ভিতর থেকে সহসা একটা চৌকোণা লাল আলো ঠিকরে পড়ল। তার মাঝখানে সচিবের কালো দেহটা; মাথা বের করে রাতের অন্ধকারে কি যেন দেখছে। বোঝা গেল, সে কাউকে আশা করছে। অবশেষে রাস্তায় পা দেখা গেল, মুহূর্তের জন্য দ্বিতীয় মূর্তিটি দৃষ্টিগোচর হল, দরজা বন্ধ হয়ে গেল, আবার সব অন্ধকার। পাঁচ মিনিট পরে দোতলার একটি ঘরে আলো জ্বলল।

"লড়ায়ে মোরগ-এর বাড়িতে দেখছি নানারকম কাজকর্ম চলে," হোমস বলল।

"মদের দোকানটা ওপাশে।"

"ঠিক তাই। এরা হলেন যাদের বলে গোপন অতিথি। কিন্তু কথা হচ্ছে, মিঃ জেমস ওয়াইল্ডার এত রাতে ঐ আড্ডায় বসে কি করছে? আর সেখানে তার সঙ্গে কেই বা দেখা করতে এসেছে? চল ওয়াটসন, আরও কিছুটা কাছে থেকে ব্যাপারটাকে ভাল করে দেখবার ঝুঁকি আমাদের নিতেই হবে।"

দু'জনে চুপি চুপি রাস্তা পেরিয়ে সরাইখানার দরজায় গিয়ে হাজির হলাম। বাইসাইকেলটা দেওয়ালে ঠেসান দেওয়া রয়েছে। হোমস একটা দেশলাই জ্বালিয়ে পিছনের চাকাটার উপর ধরল। একটা তালি-মারা 'ডানলপ' টায়ারের উপর আলোটা পড়তেই সে মুচকি হাসল। মাথার উপরেই আলোকিত জানালাটা।

"ওয়াটসন, আমাকে ঐ জানালাটায় উঁকি মারতেই হবে। পিঠটা বাঁকিয়ে তুমি যদি দেওয়ালে ভর দিয়ে দাঁড়াও তাহলেই আমি সে ব্যবস্থা করে নিতে পারব।"

এক মুহূর্ত পরেই আমার কাঁধে পা দিয়ে সে দাঁড়াল। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার নেমে পড়ল।

বলল, "চলে এস বন্ধু, একদিনে অনেক কাজ করা হয়েছে। যতটা সম্ভব মালমশলা যোগাড় হয়েছে। এখান

থেকে বিদ্যালয় অনেকটা পথ; কাজেই যত তাড়াতাড়ি যাত্রা করা যায় ততই ভাল।"

শ্রান্ত পায়ে জলাভূমির পথে চলতে চলতে সে একবারও ঠোঁট খুলল না, বা বিদ্যালয়েও ঢুকল না; কয়েকটা টেলিগ্রাম পাঠাবার জন্য সোজা চলে গেল ম্যাক্‌লটন স্টেশনে। অনেক রাতে শুনতে পেলাম সে ডক্টর হাঙ্কটেব্‌ল্‌কে সান্ত্বনা দিচ্ছে। শিক্ষকটির মৃত্যুতে সে ভদ্রলোক একেবারেই ভেঙে পড়েছে। আরও পরে সে যখন আমার ঘরে ঢুকল তখন তাকে সকালবেলাকার মতই সতর্ক ও উৎসাহী অবস্থায় দেখতে পেলাম। বলল, "বন্ধু হে, খবর সব ভালই চলছে। কথা দিচ্ছি, আগামীকাল সন্ধ্যার আগেই আমরা এ রহস্যের সমাধানে পৌঁছতে পারব।"

পরদিন সকাল এগারোটা নাগাদ বন্ধু ও আমি হোল্ডারনেস হল-এর বিখ্যাত ঝাউ বীথি দিয়ে হেঁটে চললাম। এলিজাবেথীয় যুগের জমকালো দরজা পার হয়ে আমাদের মাননীয় ডিউকের পড়ার ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। মিঃ জেমস ওয়াইল্ডার সেখানেই ছিল। আপাতদৃষ্টিতে ধীরস্থির ও সভ্যভব্য দেখলেও তার চকিত চাউনি ও কোঁচকানো মুখে গত রাত্রের সেই তীব্র আতংক যেন তখনও উঁকি দিচ্ছে।

"আপনারা মাননীয় ডিউকের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন? আমি দুঃখিত; ব্যাপার কি জানেন, ডিউক মোটেই সুস্থ নন। একটা দুঃসংবাদ পেয়ে তিনি খুবই ভেঙে পড়েছেন। গতকাল বিকেলে ডক্টর হাঙ্কটেব্‌ল্‌-এর কাছ থেকে তিনি একটা টেলিগ্রাম পেয়েছেন। তা থেকেই আপনাদের আবিষ্কারের খবরটা আমরা জেনেছি।"

"ডিউকের সঙ্গে আমাকে যে দেখা করতেই হবে মিঃ ওয়াইল্ডার।"

"কিন্তু তিনি তার ঘরে আছেন।"

"তাহলে তার ঘরেই আমাকে যেতে হবে।"

"আমার বিশ্বাস তিনি বিছানায় আছেন।"

"সেখানেই দেখা করব।"

হোমসের দৃঢ় অনমনীয় ভঙ্গী দেখে সচিব বুঝল যে তার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা।

"ঠিক আছে মিঃ হোমস; তাকে বলছি যে আপনারা এসেছেন।"

আধ ঘণ্টা পরে মহান ব্যক্তিটির আবির্ভাব হল। মুখটা বিশ্রী দেখাচ্ছে, ঘাড়টা কুঁজো হয়ে গেছে; আগের দিন সকালে যাকে দেখেছিলাম এ যেন সে মানুষই নয়। রাজকীয় সৌজন্যের সঙ্গেই ডিউক আমাদের অভ্যর্থনা জানাল। নিজের ডেস্কে গিয়ে বসল। তার লাল দাড়ি টেবিলের উপর ছড়িয়ে পড়ল।

"বলুন মিঃ হোমস," সে বলল।

আমার বন্ধুর দৃষ্টি কিন্তু চেয়ারের পাশে দাঁড়ানো সচিবের উপর নিবদ্ধ।

"মাননীয় ডিউক, মিঃ ওয়াইল্ডারের অনুপস্থিতিতেই আমি খোলাখুলি কথা বলতে পারতাম।"

লোকটির মুখ আরও একটু ম্লান হল। বিদ্বেষভরা চোখে সে হোমসের দিকে তাকাল।

"মাননীয় ডিউকের যদি ইচ্ছা হয়—"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি এখান থেকে যাও। মিঃ হোমস, এবার বলুন আপনার কি বলার আছে।"

অপসৃয়মান সচিবের পিছনে দরজাটা বন্ধ হওয়া পর্যন্ত বন্ধুবর অপেক্ষা করল। তারপর বলল, "মাননীয় মহাশয়, আমার সহকর্মী ডাঃ ওয়াটসন ও আমি ডক্টর হাঙ্কটেব্‌ল্‌-এর কাছ থেকে এই মর্মে একটা প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলাম যে এ ব্যাপারে একটা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। সেটা সত্য কিনা তা আপনার মুখ থেকে আমি শুনতে চাই।"

"নিশ্চয় মিঃ হোমস।"

"আমার খবর যদি ঠিক হয় তাহলে যে কেউ আপনার ছেলে কোথায় আছে তা যে বলতে পারবে তাকে পাঁচ হাজার পাউণ্ড দেওয়া হবে। তাই কি?"

"ঠিক তাই।"

"আর যে লোক বা লোকদের হেপাজতে সে আছে তাদের কথা যে বলতে পারবে তাকে দেওয়া হবে আরও এক হাজার?"

"ঠিক।"

"এই শেষোক্তদের দলে শুধু যারা তাকে ধরে নিয়ে গেছে তারাই নয়, যারা তার বর্তমান অবস্থার জন্য ষড়যন্ত্র করেছে তারাও নিঃসন্দেহে অন্তর্ভুক্ত হবে?"

ধৈর্য হারিয়ে ডিউক চেঁচিয়ে উঠল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ। মিঃ শার্লক হোমস, আপনার কাজ যদি ভালভাবে করতে পারেন তাহলে কৃপণ ব্যবহারের অভিযোগ করবার কোন কারণ আপনি পাবেন না।"

আমার বন্ধুর মিতব্যয়ী প্রকৃতি আমি জানি, তাই একথা শুনে সে যখন লোভীর মত তার হাত দুটো ঘসতে লাগল তখন আমার খুবই অবাক লাগল।

"মনে হচ্ছে, টেবিলের উপর ওটা মাননীয় ডিউকেরই চেক-বই," হোমস বলল। "ছ' হাজার পাউণ্ডের একটা চেক যদি আমাকে লিখে দেন তাহলে খুশি হব।

আর চেকটা 'ক্রস্' করে দিলেই আপনার দিক থেকে ভাল হয়। 'ক্যাপিট্যাল অ্যান্ড কাউন্টিস ব্যাংক'-এর অক্সফোর্ড স্ট্রীট শাখাই আমার এজেন্ট।"

"আপনি ঠাট্টা করছেন মিঃ হোমস ? ব্যাপারটা কিন্তু মোটেই ঠাট্টার নয়।"

"মোটেই ঠাট্টা নয় মাননীয় ডিউক। জীবনে আর কখনও আমি এর চাইতে গুরুত্বের সঙ্গে কথা বলি নি।"

"তাহলে আপনি কি বলতে চান ?"

"বলতে চাই যে পুরস্কারটা আমি জিতেছি। আপনার ছেলে কোথায় আছে আমি জানি, আর যারা তাকে আটকে রেখেছে তাদের অন্তত কিছু লোককেও আমি চিনি।"

ডিউকের ভয়াবহ ফ্যাকাসে মুখে তার দাড়িটা বুঝিবা আরও রাঙা দেখাল।

"সে কোথায় ?" ডিউক ঢোক গিলে বলল।

"আপনার বাগানের ফটক থেকে দুই মাইলটাক দূরে 'লড়ায়ে মোরগ সরাইখানা'য় সে আছে, অন্তত গত রাতে ছিল।"

ডিউক তার চেয়ারে বসে পড়ল।

"আর কাকে আপনি অপরাধী মনে করেন ?"

শার্লক হোমসের জবাবটা বিস্ময়কর শোনাল। দ্রুত কয়েক পা সামনে এগিয়ে সে ডিউকের কাঁধে হাত রাখল।

বলল, "আপনাকে অপরাধী করছি। মাননীয় ডিউক, এবার কিন্তু আমার চেকটা চাই।"

ডিউক লাফিয়ে উঠে অতল গহ্বরে ডুবে-যাওয়া মানুষের মত হাতটা মুষ্টিবদ্ধ করল। তার তখনকার মুখের চেহারা আমি কোনদিন ভুলব না। তারপর অভিজাতসুলভ আত্মসংযমের অসাধারণ প্রচেষ্টায় চেয়ারে বসে পড়ে সে দুই হাতে মুখ ঢাকল। বেশ কয়েক মিনিট পরে আবার কথা বলল।

মাথা না তুলেই জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কতদূর জানেন ?"

"কাল রাতে আপনাদের দু'জনকে একত্রে দেখেছি।"

"আপনার বন্ধু ছাড়া আর কেউ জানে ?"

"আমি কাউকে বলি নি।"

ডিউক কাঁপা আঙুলে কলমটা ধরে চেক-বইটা খুলল।

"আমার কথা আমি রাখব মিঃ হোমস। আপনার সংবাদ আমার কাছে যতই অবাঞ্ছিত হোক, আপনার চেকটা এখনই লিখে দিচ্ছি। পুরস্কারের কথা যখন প্রথম বলা হয়েছিল তখন ভাবতেই পারি নি যে ঘটনা এভাবে মোড় নেবে। কিন্তু মিঃ হোমস, আপনি ও আপনার বন্ধু নিশ্চয়ই বিবেচক লোক ?"

"মাননীয় ডিউকের বক্তব্য ঠিক বুঝতে পারলাম না।"

"খোলাখুলিই বলছি মিঃ হোমস। যদি শুধুমাত্র আপনারা দুজনই ঘটনাটা জেনে থাকেন, তাহলে এ কথা আর ছড়িয়ে পড়বার কোন কারণ নেই। আমি মনে করি আমার কাছে আপনার প্রাপ্য বারো হাজার পাউন্ড, তাই নয় কি ?"

"আমি কিন্তু আশংকা করছি, এত সহজে ব্যাপারটা মিটবে না। এই স্কুল-শিক্ষকের মৃত্যুটাকে তো হিসাবের মধ্যে ধরতে হবে।"

"কিন্তু জেমস তো ও ব্যাপারের কিছুই জানত না। সেজন্য তো আপনি তাকে দায়ী করতে পারেন না। দুর্ভাগ্যক্রমে যে জানোয়ার গুণ্ডাটাকে সে কাজে লাগিয়েছিল এটা তার কাজ।"

"কিন্তু মাননীয় ডিউক, আমার মতে কোন লোক যখন একটা অপরাধ করে তখন তার ফলস্বরূপ আর যে সব অপরাধ সংঘটিত হয় তার জন্যও সেই নীতিগতভাবে দায়ী।"

"হ্যাঁ, নীতিগতভাবে। আপনি ঠিক কথাই বলেছেন মিঃ হোমস। কিন্তু আইনের চোখে নিশ্চয় নয়। যে লোক একটা হত্যাকাণ্ডের সময় সেখানে উপস্থিত ছিল না, এবং যে হত্যাকে সে আপনার মতই ঘৃণা করে, তার জন্য তো তাকে আপনি শাস্তি দিতে পারেন না। এ খবর শুনে আতংকে ও অনুশোচনায় তার মন এতই ভরে উঠেছিল যে সঙ্গে সঙ্গে এসে আমার কাছে সে সব কথা অকপটে খুলে বলেছে। এক ঘণ্টার মধ্যেই সে এই খুনের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে চলে যায়। ওঃ মিঃ হোমস, আপনি তাকে বাঁচান—তাকে বাঁচাতেই হবে। আমি বলছি, তাকে বাঁচাতেই হবে!" ডিউক ততক্ষণে আত্মসংযমের শেষ চেষ্টাও ছেড়ে দিয়ে বিচলিত মুখে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল, আর মুষ্টিবদ্ধ হাত শূন্যে ছুঁড়তে লাগল। শেষ পর্যন্ত আবার নিজেকে সংযত করে ডেস্কে গিয়ে বসল। বলল, "অন্য কাউকে কিছু বলবার আগেই আপনি যে এখানে চলে এসেছেন সেজন্য আপনাকে প্রশংসা করছি। এখন অন্তত এই ঘৃণ্য কেলেংকারীটা কতটা কমানো যায় তা নিয়ে আমরা আলোচনা করতে পারি।"

"ঠিক কথা," হোমস বলল। "মাননীয় ডিউক, আমি মনে করি আমরা যদি সম্পূর্ণ খোলাখুলিভাবে সব কথা বলতে পারি তবেই সেটা সম্ভব। সাধ্যমত আপনাকে সাহায্য করতে আমি রাজী ; কিন্তু তা করতে হলে সমগ্র

www.boiRboi.net

পরিস্থিতিটা আমার বিস্তারিতভাবে জানা দরকার। আমি বুঝতে পারছি যে আপনি মিঃ জেমস ওয়াইল্ডার-এর কথাই বলতে চাইছেন ; বলতে চাইছেন যে সে খুনী নয়।"

"না; খুনী পালিয়েছে।"

"আমার যৎকিঞ্চিৎ সুনাম আছে সেটা হয় তো মাননীয় ডিউকের কানে পৌঁছয় নি ; না হলে সে আমার হাত থেকে পালিয়ে রেহাই পাবে একথা আপনি ভাবতেন না। গতকাল রাত এগারোটার সময় আমার খবরের ভিত্তিতেই মিঃ রুবেন হেয়েসকে চেল্টারফিল্ড-এ গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ সকালে স্কুল থেকে বেরিয়ে আসবার আগেই স্থানীয় পুলিশের বড়কর্তার একটা টেলিগ্রাম আমি পেয়েছি।"

ডিউক চেয়ারে হেলান দিয়ে আমার বন্ধুর দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

বলল, "আপনি দেখছি অমানুষিক শক্তির অধিকারী। তাহলে রুবেন হেয়েসও ধরা পড়ল? এ কথা শুনে খুশিই হলাম, অবশ্য যদি জেমস-এর কপালে এর কোন খারাপ প্রভাব না পড়ে।"

"আপনার সচিবের কথা বলছেন?"

"না স্যার ; জেমস আমার ছেলে।"

এবার হোমসের অবাক হবার পালা।

"মাননীয় ডিউক, স্বীকার করছি যে এ তথ্য আমার কাছেও সম্পূর্ণ নতুন। দয়া করে সব কথা খুলে বলুন।"

"আপনার কাছে কিছুই লুকোব না। জেমস-এর নির্বুদ্ধিতা ও ঈর্ষা যে দুঃসহ অবস্থার মধ্যে আমাদের ঠেলে দিয়েছে তাতে আমার পক্ষে খুবই বেদনাদায়ক হলেও সব কথা খোলাখুলি বলাই ভাল যে এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে আমি একমত। মিঃ হোমস, যৌবনে একজনকে এত ভালবেসেছিলাম যে ভালবাসা জীবনে মাত্র একবারই আসে। মহিলার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করলাম, কিন্তু এ ধরনের বিয়েতে আমার মর্যাদা ক্ষুণ্ন হবে এই যুক্তি দেখিয়ে সে আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। সে বেঁচে থাকলে আমি কিছুতেই আর কাউকে বিয়ে করতাম না। সে মারা গেল, রেখে গেল একটি সন্তান। মহিলার কথা ভেবেই তাকে আমি লালন-পালন করেছি, বড় করেছি। পৃথিবীর লোকের কাছে তার পিতৃত্ব আমি স্বীকার করতে পারি নি, কিন্তু তাকে ভালভাবে লেখাপড়া শিখিয়েছি এবং যৌবনে পদার্পণ করার পরে তাকে নিজের কাছেই রেখে দিয়েছি। কোনক্রমে আমার গোপন কথাটা সে জেনে ফেলে এবং তারপর থেকেই আমার উপর দাবী খাটাতে এবং একটা কেলেংকারী ছড়াতে সচেষ্ট হয় ওঠে। ব্যাপারটা আমার কাছে খুবই ঘৃণার্হ। তাকে নিয়ে আমার বিবাহিত জীবনেও গোলযোগ দেখা দেয়। সব চাইতে বড় কথা, আমার বৈধ শিশু সন্তানকে সে গোড়া থেকেই ঘৃণা করত। আপনি হয় তো প্রশ্ন করতে পারেন, এ রকম পরিস্থিতি সত্ত্বেও কেন আমি জেমসকে এই বাড়িতেই রেখেছিলাম। তার জবাবে শুধু এই কথাই বলব যে তার মুখে আমি তার মায়ের মুখখানি দেখতে পেতাম, আর সেই বেচারির জন্যই আজ আমার দুঃখের শেষ নেই ; ছেলেটিকে দেখলেই তার মায়ের সব কথা আমার স্মৃতিতে ভিড় করে আসত। তাই আমি তাকে দূরে সরিয়ে দিতে পারি নি। কিন্তু পাছে সে আর্থার-এর—অর্থাৎ লর্ড স্যাল্টায়ার-এর কোন ক্ষতি করে বসে এই আশংকাতেই তার নিরাপত্তার জন্যই ছেলেটিকে ডক্টর হাক্সটেব্‌ল্-এর বিদ্যালয়ে পাঠিয়েছিলাম।

"এই হেয়েস লোকটা ছিল আমার ভাড়াটে, আর জেমসই বাড়িভাড়ার ব্যাপারে আমার প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করত। এইভাবে জেমস হেয়েস-এর সংস্পর্শে আসে। গোড়া থেকেই লোকটা ছিল শয়তান, কিন্তু যে ভাবেই হোক তার সঙ্গে জেমস-এর ঘনিষ্টতা জন্মে ; আগাগোড়াই সে নীচু শ্রেণীর লোকজনদের পছন্দ করত। জেমস যখন স্থির করল যে লর্ড স্যাল্টায়ারকে অপহরণ করবে তখন সে এই লোকটিরই সাহায্য নিল। আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে যে সেই শেষ দিনই আমি আর্থারকে একটা চিঠি লিখেছিলাম। এদিকে জেমস সেই চিঠিটা খুলে তাতে নতুন করে লিখে দিল যাতে স্কুলের নিকটবর্তী 'র‍্যাগেড শ' জঙ্গলে সে তার সঙ্গে দেখা করে। সে আমার স্ত্রীর নাম উল্লেখ করল, আর তাতেই ছেলেটিকে স্কুল থেকে বের করে আনতে পারল। সেদিন সন্ধ্যায় জেমস সাইকেল চালিয়ে সেখানে গেল—সে নিজে যে কথা আমার কাছে স্বীকার করেছে আমি তাই বলছি—এবং জঙ্গলের মধ্যে আর্থারের সঙ্গে দেখা হলে তাকে বলল যে তার মা তার সঙ্গে দেখা করবার জন্য জলাভূমিতে অপেক্ষা করছে ; সে আরও বলল যে, মাঝরাতে জঙ্গলে পৌঁছলেই সেখানে ঘোড়াসমেত একটি লোককে দেখতে পাবে, আর সেই লোকই তাকে তার মায়ের কাছে নিয়ে যাবে। বেচারি আর্থার ফাঁদে পা দিল। নির্ধারিত সময়ে সে এল এবং একটা টাট্টু ঘোড়াসহ হেয়েসকে দেখতে পেল। আর্থার ঘোড়ায় চাপতেই দু'জন একসঙ্গে যাত্রা করল। মনে হয়—অবশ্য এ কথাটা জেমস মাত্র গতকালই শুনেছে—কেউ তাদের পিছু নিয়েছিল, হেয়েস অনুসরণকারীকে লাঠির বাড়ি মারে, আর তাতেই লোকটির মৃত্যু হয়। হেয়েস তখন আর্থারকে নিয়ে তার 'লড়ায়ে মোরগ' পানশালায় ফিরে যায়। সেখানে তাকে মিসেস হেয়েস-এর তত্ত্বাবধানে উপরের একটা ঘরে আটকে

রাখা হয়। মিসেস হেয়েস দয়াবতী স্ত্রীলোক হলেও সে ছিল তার জানোয়ার স্বামীর একেবারে হাতের পুতুল।

"দেখুন মিঃ হোমস, এই যখন পরিস্থিতি তখনই দু'দিন আগে আপনাকে আমি প্রথম দেখলাম। তখন আসল ব্যাপারটা যেমন আপনি জানতেন না, তেমনই আমিও জানতাম না। আপনি হয় তো জিজ্ঞাসা করবেন, জেম্‌স্‌ এ কাজ করেছিল কোন্‌ উদ্দেশ্য নিয়ে। আমার জবাব, আমার উত্তরাধিকারীর প্রতি তার যে বিদ্বেষ ছিল তার অনেকটাই যুক্তিহীন বাড়াবাড়িমাত্র। তার মতে, আমার সব সম্পত্তির মালিক তারই হওয়া উচিত, আর যে সব সামাজিক আইনের জন্য তা হওয়া সম্ভব নয় সেগুলির প্রতি তার ছিল গভীর বিদ্বেষ। সেই সঙ্গে একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যও তার ছিল। সে চাইত আমি যেন উত্তরাধিকার আইনকে লংঘন করি ; আর তার ধারণাও ছিল যে আমি ইচ্ছা করলেই তা করতে পারি। সে চেয়েছিল আমার সঙ্গে একটা লেন-দেনের কারবার করতে—আমি যদি আইন ভঙ্গ করে উইল করে সব সম্পত্তি তাকে দিয়ে দেই তবে সে আর্থারকে ফিরিয়ে দেবে। সে জানত যে আমি কখনও স্বেচ্ছায় তার বিরুদ্ধে পুলিশকে ডাকব না। আমি বলতে চাই, আমার কাছে এ রকম একটা লেন-দেনের প্রস্তাব করবার ইচ্ছা তার ছিল, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সে তা করে নি, কারণ ঘটনার পর ঘটনা এত দ্রুতগতিতে ঘটে গেল যে তার পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করবার সময় আর তার হয়ে উঠল না।

"আপনি যে এই হাইডেগার লোকটির মৃতদেহটা আবিষ্কার করে ফেললেন তাতেই তার সব পাপ-পরিকল্পনা ভেস্তে গেল। সে খবর পেয়েই জেমস ভয়ে কাঁপতে লাগল। কাল যখন দু'জনে এই পড়ার ঘরে বসেছিলাম তখনই খবরটা এল। ডক্টর হাক্সটেবল টেলিগ্রাম করেছিলেন। দুঃখে ও উত্তেজনায় জেমস এতদূর অভিভূত হয়ে পড়ল যাতে যে সন্দেহ আগাগোড়াই আমার মনে ছিল সেটাই সহসা নিশ্চিত রূপ ধারণ করল ; আমিও চাপ দিলাম যে সেই কাজটা করেছে। তখন সে স্বেচ্ছায় সব কথা স্বীকার করল। তবু সে আমাকে অনুরোধ করল যাতে তার হতভাগ্য সহযোগী নিজের জীবন বাঁচাবার সুযোগটা পায় সেজন্য অন্তত তিনটি দিন আমি যেন কথাটা গোপন রাখি। তার সব কথাই এতদিন মেনে এসেছি, এ প্রার্থনাও মেনে নিলাম। সঙ্গে সঙ্গে জেমস 'লড়য়ে মোরগ' সরাইখানায় গিয়ে হেয়েসকে সতর্ক করে দিল, তাকে পালিয়ে যাবার সুযোগ করে দিল।" আমি নিজে দিনের বেলায় সেখানে গেলে নানা রকম কথা উঠত, তাই রাত হওয়া মাত্রই আদরের আর্থারকে দেখবার জন্য সেখানে গেলাম। সে তখন নিরাপদে সুস্থ দেহেই ছিল, কিন্তু যে ভয়ংকর দৃশ্যটি সে দেখেছে তাতে সে এত বেশী ভয় পেয়েছে যে বলা যায় না। জেমসকে কথা দিয়েছিলাম বলেই নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও ছেলেটিকে তিন দিনের জন্য মিসেস হেয়েস-এর কাছেই রেখে এলাম, কারণ সে কোথায় আছে সে কথা পুলিশকে জানাতে গেলেই খুনীর কথাও জানাতে হয়, আর খুনীর শাস্তি হলে তো আমার হতভাগ্য জেমস-এরও সর্বনাশ হয়ে যাবে। মিঃ হোমস, আপনি আমাকে খোলাখুলি সব কথা বলতে বলেছিলেন, আপনার কথা আমি রেখেছি, কারণ কোন রকম বাগাড়ম্বর না করেও কোন কথা না লুকিয়ে সবই আপনাকে বলেছি। এবার আপনিও খোলাখুলি সব কথা বলুন।"

"নিশ্চয় বলব", হোমস বলল, "প্রথমেই বলি, মাননীয় ডিউক, আইনের চোখে আপনি নিজের অবস্থা অত্যন্ত সাঙ্ঘাতিক করে তুলেছেন। একটা শয়তানী কাজকে আপনি ক্ষমা করেছেন এবং খুনীকে পালাতে সাহায্য করেছেন, কারণ তার সহযোগীকে পালাবার সুযোগ করে দিতে জেমস ওয়াইল্ডার যে টাকাটা নিয়েছে সেটা যে আপনার তহবিল থেকেই এসেছে সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই।

ডিউক মাথা নীচু করে কথাটা মেনে নিল।

"এটা খুবই গুরুতর কথা। কিন্তু মাননীয় ডিউক, আমার মতে ছোট ছেলের প্রতি আপনার ব্যবহার আরও বেশী দূষণীয় অপরাধ। এই নরককুণ্ডে তাকে আপনি তিন দিন ফেলে রেখেছেন।"

"আমি কথা দিয়েছিলাম বলেই—"

"এই সব লোকের কাছে আবার কিসের কথা ? ছেলেটাকে যে আবারও উধাও করে দেওয়া হবে না তার কোন নিশ্চয়তা আছে কি ? আপনার অপরাধী বড় ছেলের মুখ চেয়ে নির্দোষ ছোট ছেলেটিকে আপনি অকারণ আসন্ন বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছেন। এ কাজ কিছুতেই সমর্থন করা যায় না।"

হোল্ডারনেস-এর অহংকারী মালিক নিজের বাসভবনে এ ভাবে তিরস্কৃত হতে অভ্যস্ত নয়। সব রক্ত এসে তার কপালে জমল, কিন্তু বিবেকের চাপে কোন কথা তার মুখ দিয়ে বেরুল না।

"আমি আপনাকে সাহায্য করব, কিন্তু একটা শর্তে। সেটা এই—আপনি খবর-বরদারকে ডাকুন, আর আমার ইচ্ছামত তাকে হুকুম করবার অনুমতি দিন।"

কোন কথা না বলে ডিউক বৈদ্যুতিক বোতামটা টিপল। একটি চাকর ঘরে ঢুকল।

www.boiRboi.net

হোমস বলল, "তুমি শুনে সুখী হবে, তোমার ছোট হুজুরকে পাওয়া গেছে। ডিউক-এর ইচ্ছা যে লর্ড স্যাল্টায়ারকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনতে এই মুহূর্তে 'লড়ায়ে মোরগ সরাইখানা'-য় একটি গাড়ি পাঠানো হোক।"

লোকটি খুশি মনে চলে যেতেই হোমস বলল, "ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার ব্যবস্থা হয়ে গেল ; এবার অতীতের ব্যাপারে আমরা কিছুটা নামতে পারি। আমি সরকারী কর্মচারী নই, কাজেই বিচারের শেষ পরিণতি না হওয়া পর্যন্ত আমার পক্ষে সব কথা খুলে বলার কোন কারণ নেই। হেয়েস সম্পর্কে আমি কিছুই বলব না। ফাঁসির দড়ি তার জন্য অপেক্ষা করছে, আর তাকে বাঁচাতে আমি কিছুই করব না। সে কি বলবে না বলবে আমি জানি না, কিন্তু মাননীয় ডিউক তাকে একথাটা বুঝিয়ে দিতে পারেন যে নিজের স্বার্থেই তার চুপ করে থাকা উচিত। পুলিশের দৃষ্টিকোণ থেকে এটাই বলা হবে যে মুক্তি-পণ আদায়ের উদ্দেশ্যেই সে ছেলেটিকে অপহরণ করেছিল। তারা যদি নিজেরা এটা ধরতে না পারে, তাহলে আমি কেন তাদের অধিকতর উদার হতে বলব? কিন্তু মাননীয় ডিউক, আপনাকে সতর্ক করে দিতে চাই, আপনার বাসভবনে মিঃ জেমস ওয়াইল্ডারের উপস্থিতি ভবিষ্যতে অধিকতর দুর্ভাগ্যের কারণ হয়ে উঠতে পারে।"

"সেটা আমি বুঝি মিঃ হোমস। ইতিমধ্যেই ব্যবস্থা হয়ে গেছে যে চিরদিনের মত আমাকে ছেড়ে সে অস্ট্রেলিয়ায় চলে যাবে ভাগ্যের সন্ধানে।"

"মাননীয় ডিউক, সে ক্ষেত্রে কিন্তু আমি আপনাকে অনুরোধ করব এবার আপনি ডাচেস-এর সঙ্গে সব গোল-যোগ মিটিয়ে ফেলুন। আপনিই তো বলেছেন, জেমস-এর উপস্থিতিই আপনার বিবাহিত জীবনের অশান্তির কারণ; তাহলে দুর্ভাগ্যক্রমে আপনাদের যে সম্পর্কে ফাটল ধরেছিল, এবার সেটাকে জোড়া দিতে চেষ্টা করুন।"

"সে ব্যবস্থাও করেছি মিঃ হোমস। আজ সকালেই ডাচেস্‌কে চিঠি লিখেছি।"

উঠে দাঁড়িয়ে হোমস বলল, "তাহলে তো এই উত্তরাঞ্চলে কয়েকটা দিনের জন্য এসে কিছু ভাল কাজ করতে পারলাম বলে আমার বন্ধু ও আমি নিজেদের অভিনন্দন জানাতেই পারি। আর একটা বিষয়ের উপর একটু আলোকপাত করুন। এই হেয়েস লোকটা তার ঘোড়ার পায়ে যে নাল লাগিয়েছিল তার ছাপ দেখতে গরুর পায়ের ছাপের মত। এই অসাধারণ কৌশলটা সে কি মিঃ জেমস ওয়াইল্ডার-এর কাছ থেকে জেনেছিল?"

মুহূর্তের জন্য ডিউক কি যেন ভাবল। তার মুখে ফুটে উঠল চরম বিস্ময়। তারপরই একটা দরজা খুলে সে আমাদের নিয়ে সংগ্রহশালার মত করে সাজানো একটা বড় ঘরে ঢুকল। এক কোণের একটা কাঁচের আধারের কাছে গিয়ে সে তার উপকার লেখাগুলি আমাদের দেখাল।

তাতে লেখা ছিল, "এই নামগুলো হোল্ডারনেস্ হল-এর পরিখা খুঁড়তে গিয়ে পাওয়া গেছে। ঘোড়ার পায়ে লাগাবার জন্যই এগুলো তৈরী, কিন্তু অনুসরণকারীদের ভুল পথে চালাবার জন্য এগুলোর নীচটা লোহার জোড়া ক্ষুরের মত করে গড়া হয়েছে। যতদূর মনে হয়, এগুলো হোল্ডারনেস বংশের কোন মধ্যযুগীয় ব্যারণদের সম্পত্তি।"

হোমস ঢাকনাটা খুলে আঙুলটা ভিজিয়ে নিয়ে নালের উপর সেটা ঘসে নিল। তার আঙুলের চামড়ায় নতুন মাটির একটা পাতলা আস্তরণ দেখা গেল।

কাঁচটা ঠিক জায়গায় রেখে সে বলল, "ধন্যবাদ। উত্তরে এসে এই দ্বিতীয় একটি আকর্ষণীয় বস্তু দেখতে পেলাম।"

"আর প্রথম কোন্‌টি?"

হোমস চেকটা ভাঁজ করে সযত্নে নোট-বইয়ের মধ্যে রাখল। আদর করে সেটার গায়ে হাত বুলিয়ে সে বলল, "আমি গরিব মানুষ", আর তার পরেই নোট-বইটাকে ভিতরের পকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল।

নাচিয়ে মানুষের দল

The Dancing Men

হোমস বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে নীরবে বসেছিল; লম্বা, সরু পিঠটা বেঁকিয়ে রাসায়নিক পাত্রটার উপর ঝুঁকে পড়ে কি যেন একটা অত্যন্ত দুর্গন্ধময় মিশ্রণ তৈরী করছিল। মাথাটা এমনভাবে বুকের উপর ঝুলে পড়েছে যে আমার দিক থেকে তাকে মনে হচ্ছিল ধূসর পালক ও কালো ঝুঁটিওয়ালা একটি অদ্ভুত, লিকলিকে পাখির মত।

হঠাৎ সে বলে উঠল, "তাহলে ওয়াটসন, দক্ষিণ আফ্রিকার ঋণ-পত্রে টাকা খাটাতে তুমি চাও না?"

আমি চমকে উঠলাম। হোমসের বিচিত্র সব ক্ষমতার কথা জানি কিন্তু আমার এই গোপন চিন্তার কথা সে কেমন করে জানতে পারল সেটা আমার কাছে একেবারেই দুর্বোধ্য।

"সে কথা তুমি কেমন করে জানলে?" আমি প্রশ্ন করলাম।

গরম টেস্ট-টিউবটা হাতে নিয়ে দৃঢ়বদ্ধ দুই চোখে খুশির ঝিলিক ফুটিয়ে সে তার আসনেই ঘুরে বসল।

"তাহলে স্বীকার কর ওয়াটসন যে তুমি খুবই অবাক হয়েছ।"

"স্বীকার করছি।"

"এই মর্মে একটা কাগজে তোমাকে দিয়ে সই করিয়ে নেওয়া উচিত।"

"কেন?"

"কারণ পাঁচ মিনিট পরেই তুমি বলে বসবে, এতো অত্যন্ত সরল।"

"নিশ্চয় করে বলছি সে কথা কখনও বলব না।"

টেস্ট-টিউবটাকে তাকের উপর ঠেসান দিয়ে রেখে ক্লাসে বক্তৃতারত অধ্যাপকের মত সে বক্তৃতা শুরু করল, "দেখ ভাই ওয়াটসন, নিজস্বভাবে প্রত্যেকটি সরল এবং প্রতিটি তার পূর্ববর্তীটির উপর নির্ভরশীল এ ধরনের পর পর অনেকগুলি অনুমান করে যাওয়া এমন কিছু শক্ত কাজ নয়। এ ধরনের কাজ করবার পরে কেউ যদি মাঝখানের সবগুলি অনুমানকে ছেটে ফেলে শ্রোতাদের শুনিয়ে দেয় শুধু শুধু ও শেষের অনুমানটি, তাহলে তার ফলটি নিশ্চয় চমকপ্রদ ও চাকচিক্যময় মনে হবে। এখন তোমার বাঁ হাতের তর্জনী ও বৃদ্ধার ভিতরকার ফাঁকটা দেখলে এ কথা বুঝতে খুব কষ্ট হয় না যে তোমার যৎসামান্য পুঁজি তুমি স্বর্ণখনিতে লগ্নী করতে চাও না।"

"আমি তো দুটোর মধ্যে কোন যোগসূত্র খুঁজে পাচ্ছি না।"

"না পাবারই কথা ; কিন্তু একটা খুব ঘনিষ্ট সম্পর্ক আমি এখনই দেখিয়ে দিচ্ছি। একটি সরল চিন্তা-শৃংখলের মধ্যবর্তী হারানো যোগসূত্রগুলি বলে দিচ্ছিঃ ১। গত রাতে যখন ক্লাব থেকে ফিরলে তখন তোমার বাঁ হাতের তর্জনী ও বৃদ্ধার মধ্যে খড়ির দাগ ছিল। ২। বিলিয়ার্ড খেলার সময় দন্ডটাকে ঠিক জায়গায় রাখবার জন্যই তুমি ওখানে খড়ির দাগ দিয়ে থাক। ৩। থর্স্টন ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে তুমি বিলিয়ার্ড খেল না। ৪। চার সপ্তাহ আগে তুমি আমাকে বলেছিলে যে দক্ষিণ আফ্রিকায় তার কিছু লগ্নীর মেয়াদ এক মাসের মধ্যে শেষ হবে এবং তার ইচ্ছা তুমি তার অংশীদার হও। ৫। তোমার চেক-বইটা আমার দেরাজেই তালাবন্ধ থাকে আর তুমি তার চাবিটা চেয়ে নাও নি। ৬। এ ভাবে তোমার টাকাটা লগ্নী করতে তুমি চাও না।"

"সত্যি, কী অদ্ভুত রকমের সরল," আমি চেঁচিয়ে বললাম।

সে একটু খোঁচা দিয়ে বলল, "ঠিক তাই! বুঝিয়ে দেবার পরে সব সমস্যাই তোমার কাছে ছেলেমানুষী বলে মনে হয়। আচ্ছা, এই একটি সমস্যা যার ব্যাখ্যা কিন্তু এখনও পাওয়া যায় নি। দেখ তো বন্ধু ওয়াটসন, এর কোন হিল্লে করতে পার কি না।" টেবিলের উপর একটা কাগজ মেলে দিয়ে সে আবার তার রাসায়নিক বিশ্লেষণে মনোনিবেশ করল।

কাগজের উপরকার অদ্ভুত চিত্র-লিপির দিকে তাকিয়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম।

"এ কী হোমস, এ যে দেখছি কোন বাচ্চার আঁকা ছবি?" আমি চেঁচিয়ে বললাম।

"ও হো, তাই তোমার মনে হচ্ছে!"

"তাছাড়া আর কি হতে পারে?"

"নরফোক-এর রিড্‌লিং থর্প জমিদারির মিঃ হিল্টন কিউবিট তো সেটাই জানতে চাইছেন। এই হেঁয়ালিটা এসেছে প্রথম ডাকে, আর পরের ট্রেনেই আসছেন তিনি। ওয়াটসন, ঐ তো ঘন্টাটা বাজল। তিনিই যদি এসে থাকেন তো আমি আশ্চর্য হব না।"

সিঁড়িতে ভারী পায়ের শব্দ শোনা গেল, পরমুহূর্তেই ঘরে ঢুকল একটি দীর্ঘদেহ, লালমুখ, পরিষ্কার-কামানো ভদ্রলোক ; তার দুটি স্বচ্ছ চোখ আর রক্তিম গাল দেখেই বোঝা যায় কুয়াসা-ছাওয়া বেকার স্ট্রীট থেকে অনেক দূরে সে থাকে। তার সঙ্গে সঙ্গেই যেন ঘরে ঢুকল পূর্ব-উপকূলের তাজা, স্বাস্থ্যপ্রদ, জোরালো বাতাসের একটি ঝলক। আমাদের সঙ্গে কর-মর্দন করে বসতে গিয়েই তার চোখ পড়ল বিচিত্র ছবি-আঁকা কাগজটার উপর।

সে বলে উঠল, "আচ্ছা মিঃ হোমস, এগুলোর অর্থ আপনি কিছু বুঝলেন কি? লোকে বলে অদ্ভুত রহস্য আপনার খুব প্রিয় ; এর চাইতে অদ্ভুততর কিছু আপনি আর কোথাও পাবেন বলে তো মনে হয় না। যাতে আমি পৌঁছবার আগেই একটা পরীক্ষা করে দেখবার সময় পান সেই জন্যই কাগজটা আগাম পাঠিয়ে দিয়েছি।

হোমস বলল, "জিনিসটা সত্যি খুব অদ্ভুত। প্রথম দৃষ্টিতে ছেলেমানুষী বলেই মনে হতে পারে। কাগজের উপরে কতকগুলি ছোট ছোট নাচিয়ে মূর্তি আঁকা হয়েছে। এ রকম একটা বিদঘুটে জিনিসের উপর আপনি এতটা গুরুত্ব দিচ্ছেন কেন?"

"গুরুত্ব দিতাম না মিঃ হোমস। কিন্তু আমার স্ত্রী গুরুত্ব দিচ্ছে। এটা দেখে সে ভয়ে মৃতপ্রায় হয়ে উঠেছে। মুখে কিছুই বলে না, কিন্তু তার চোখে আমি দেখেছি ভয়ংকর ভীতি। তাই আমি ব্যাপারটাকে তলিয়ে দেখতে চাই।"

হোমস কাগজটা এমন ভাবে তুলে ধরল যাতে সূর্যের আলোটা পুরোপুরি তার উপরে পড়ে। একটা নোট-বই থেকে ছেঁড়া একখানা পাতা। পেন্সিল দিয়ে এইভাবে ছবিগুলো আঁকা হয়েছে ঃ

কিছু সময় ধরে ভাল করে দেখে হোমস কাগজটাকে ভাঁজ করে তার নোট-বইতে রেখে দিল।

বলল, "মনে হচ্ছে কেসটা খুবই চমকপ্রদ ও অসাধারণ। মিঃ হিল্টন কিউবিট, চিঠিতে কিছু বিবরণ আপনি আমাকে জানিয়েছেন ; কিন্তু আমার বন্ধু ডাঃ ওয়াটসনের সুবিধার জন্য আপনি যদি সব ব্যাপারটা আর একবার বলেন তো খুবই বাধিত হব।"

আমাদের অতিথি গভীর আবেগে তার শক্ত হাত দুখানি বার বার বন্ধ করতে করতে ও খুলতে খুলতে বলতে লাগল, "আমি ভাল গল্প-বলিয়ে নই। কোন কথা পরিষ্কার না হলে দয়া করে বলবেন। গত বছর আমার বিয়ের সময় থেকে শুরু করছি ; কিন্তু প্রথমেই বলে রাখি যে আমি যদিও ধনী মানুষ নই, আমার পিতৃপুরুষরা কিন্তু পাঁচ শতাব্দী ধরে 'রিড্‌লি থর্প'-এ বসবাস করছেন এবং নরফোক জেলায় আমাদের মত সর্বজনপরিচিত পরিবার আর একটিও নেই। গত বছর জুবিলি-উৎসবের সময় আমি লন্ডনে এসেছিলাম এবং রাসেল স্কোয়ার-এ একটা বোর্ডিং-হাউসে উঠেছিলাম। কারণ আমাদের যাজকপল্লীর ভাইকার পার্কারও সেখানেই উঠেছিল। একটি মার্কিন তরুণীও সেখানেই উঠেছিল—নাম প্যাট্রিক—এল্‌সি প্যাট্রিক। যে করেই হোক আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব হল এবং একটি মাস শেষ হবার আগেই আমি ভীষণভাবে তার প্রেমে পড়ে গেলাম। রেজিস্ট্রি-আপিসে গিয়ে অনাড়ম্বরভাবে আমাদের বিয়ে হয়ে গেল এবং নববিবাহিত দম্পতিরূপে আমরা নরফোক-এ ফিরে গেলাম। মিঃ হোমস, আপনি হয় তো ভাবতে পারেন, তার অতীত এবং আত্মীয়-স্বজনের কোন খোঁজ-খবর না নিয়ে এ ভাবে তাকে বিয়ে করাটা আমার মত ভাল পরিবারের একজন মানুষের পক্ষে পাগলামিস্বরূপ : কিন্তু আপনি যদি তাকে দেখতেন, তাহলেই সব কিছু বুঝতে পারতেন।

"এ ব্যাপারে এল্‌সি ছিল খুবই সহজ-সরল। আমি যাতে ইচ্ছা করলেই সরে দাঁড়াতে পারি সেরকম সুযোগ সে আমাকে দেয় নি এ রকম কথা আমি বলতে পারি না। সে বলেছিল, 'আমার জীবনে কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে ; সে সব কিছুই আমি ভুলে যেতে চাই। অতীতের কথা আমি বলতেও চাই না, কারণ সেটা আমার পক্ষে বড়ই বেদনাদায়ক। হিল্টন, তুমি যদি আমাকে গ্রহণ কর, তাহলে এমন একটি নারীকেই তুমি পাবে যার জীবনে এমন কিছুই ঘটে নি যার জন্য সে ব্যক্তিগতভাবে লজ্জিত বোধ করতে পারে, কিন্তু আমার কথাকে বিশ্বাস করেই তোমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে ; তোমার সঙ্গিনী হবার আগে পর্যন্ত যা কিছু ঘটেছে সে সম্পর্কে আমাকে সম্পূর্ণ নীরব থাকবার অনুমতি তোমাকে দিতে হবে। এই শর্তগুলিকে যদি খুব কঠোর মনে কর, তাহলে তুমি নরফোক-এ ফিরে যাও, আর যে নির্জন জীবনে তুমি এসে আমাকে দেখে-ছিলে সেই জীবনেই আমাকে রেখে যাও। আমাদের বিয়ের ঠিক আগের দিন এই কথাগুলি সে আমাকে বলেছিল। আর আমি তাকে বলেছিলাম, তার শর্ত মেনে নিয়েই তাকে গ্রহণ করে আমি সুখী হব, আর সে কথা আমি রেখেছিলাম।

"দেখুন, এক বছর হল আমাদের বিয়ে হয়েছে। আমরা বেশ সুখেই ছিলাম। কিন্তু প্রায় মাসখানেক আগে জুন মাসের গোড়াতে গোলমালের চিহ্ন প্রথম আমার চোখে পড়ল। একদিন আমার স্ত্রী আমেরিকা থেকে একটা চিঠি পেল। আমেরিকার ডাক-টিকিট আমি দেখেছিলাম। সে যেন মরার মত সাদা হয়ে গেল, চিঠিটা পড়ল, তারপরই অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দিল। পরবর্তীকালে সেও এ চিঠির কথা উল্লেখ করে নি, আর আমিও জিজ্ঞাসা করি নি, কারণ প্রতিশ্রুতি প্রতিশ্রুতিই ; কিন্তু সেই মুহূর্ত থেকে তার যেন আর স্বস্তি ছিল না। সব সময়ই তার মুখে একটা ভয়ের ভাব—এমন একটা দৃষ্টি যেন সে কিছুর জন্য অপেক্ষা করছে, কিছু প্রত্যাশা করছে। হয় তো আমাকে বিশ্বাস করলেই সে ভাল করত। তাহলেই সে বুঝতে পারত যে আমিই তার শ্রেষ্ঠ বন্ধু। কিন্তু সে মুখ ফুটে না বলা পর্যন্ত তো আমি কিছু করতে পারি না! মনে রাখবেন মিঃ হোমস যে সে খুবই বিশ্বস্ত ; তার অতীত জীবনে যাই ঘটে থাকুক না কেন, সেটা তার দোষ নয়। আমি একজন সাধারণ নরফোক জমিদার, কিন্তু সারা ইংলন্ডে এমন কোন লোক নেই যে তার পারিবারিক সম্মানকে আমার চাইতে বেশী সম্মান দিয়ে থাকে। সেও সে-কথা ভাল করেই জানে আর আমাকে বিয়ে করবার আগে থেকেই জানত। কিছুতেই সে আমার পরিবারের উপর কলংক আরোপ করবে না—সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

"এবার তাহলে আমার কাহিনীর সব চাইতে উদ্ভট

অংশে চলে আসি। সপ্তাহখানেক আগে—গত সপ্তাহের মঙ্গলবারে—জানালার গোবরাটে আমি অনেকগুলি ছোট ছোট অদ্ভুত নাচিয়ে মূর্তি দেখতে পেলাম—ঠিক এই কাগজের মূর্তিগুলোর মত। সেগুলি খড়ি দিয়ে আঁকা। প্রথমে ভেবেছিলাম, আস্তাবলের ছোকরাটাই ওগুলো এঁকেছে, কিন্তু সে দিব্যি করে জানাল যে এ ব্যাপারে সে কিছুই জানে না। যে ভাবেই হোক, রাতের বেলায়ই ওগুলোকে সেখানে আঁকা হয়েছিল। সেগুলো ধুইয়ে দিলাম, এবং পরে একসময় আমার স্ত্রীকে কথাটা বললাম। এতে সে খুব গম্ভীর হয়ে গেল দেখে আমার খুব অবাক লাগল। উপরন্তু সে আমাকে বলল যে এ রকম মূর্তি আরও যদি আমার চোখে পড়ে তাহলে যেন তাকে দেখাই। এক সপ্তাহ আর কোন কিছু দেখতে পেলাম না ; কিন্তু তারপরেই গতকাল সকালে বাগানের সূর্য-ঘড়ির উপর এই কাগজটা দেখতে পেলাম। এল্‌সিকে কাগজটা দেখাতেই সে মূর্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। সেই থেকে সে যেন স্বপ্নের মধ্যে চলাফেরা করছে ; কেমন যেন অর্ধবিমূঢ় অবস্থা ; দুই চোখে সব সময়ই আতংকের আভাষ। মিঃ হোমস, তারপরই আপনাকে চিঠি লিখে কাগজটা পাঠিয়ে দিলাম। এটা নিয়ে পুলিশের কাছেও যেতে পারি নি, কারণ তারা আমাকে দেখে শুধুই হাসত ; কিন্তু আপনি আমাকে যথাকর্তব্য বলে দিতে পারবেন। আমি ধনী লোক নই ; কিন্তু ছোট্ট স্ত্রীলোকটির যদি কোন বিপদ দেখা দেয় তাহলে তাকে বাঁচাবার জন্য আমার শেষ কপর্দকটি পর্যন্ত খরচ করতে আমি রাজী।"

লোকটি বড় ভালমানুষ ; পুরনো দিনের ইংলণ্ডের সন্তান ; সরল, সহজ, ভদ্র ; নীল চোখ দুটি আন্তরিকতায় উজ্জ্বল ; প্রশস্ত মুখখানি প্রশান্তিতে ভরা। স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা, তার উপর নির্ভরতা যেন তার চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে। একান্ত মনোযোগ সহকারে হোমস তার কাহিনী শুনল, তারপর কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে ভাবতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত সে বলল, "আচ্ছা মিঃ কিউবিট, আপনার কি মনে হয় না যে আপনার স্ত্রীর কাছে সরাসরি ব্যাপারটা তোলা, তার গোপন কথা আপনাকে জানাতে অনুরোধ করাই এ অবস্থায় সব চাইতে ভাল পথ ?"

হিল্টন কিউবিট তার মস্ত বড় মাথাটা নাড়তে লাগল।

"মিঃ হোমস, কথা যখন দিয়েছি সে-কথা রাখতেই হবে। আমাকে বলবার ইচ্ছা যদি এল্‌সির থাকত তাহলে সেই বলত। তা যদি না থাকে, তাহলে জোর করে আমি তার বিশ্বাসভাজন হতে চাই না। কিন্তু আমার নিজের পথে চলবার অধিকার আমার আছে—আর তাই আমি চলব।"

"আমিও সর্বান্তঃকরণে আপনাকে সাহায্য করব। প্রথম কথা, আপনাদের অঞ্চলের কোন অপরিচিত লোককে দেখা গিয়েছে বলে শুনেছেন কি ?"

"না।"

"আমার ধারণা জায়গাটা খুবই নিরিবিলি। কোন নতুন মুখ দেখা গেলেই তা নিয়ে আলোচনা হত না কি ?"

"খুব কাছাকাছি হলে হত। কিন্তু অনতিদূরেই কিছু জল-বিহারের স্থান আছে। আর চাষীরা তাদের বাড়িতে অতিথিদের আশ্রয় দিয়ে থাকে।"

"এই সব চিত্র-লিপির নিশ্চয় কোন অর্থ আছে। এটা যদি পুরোপুরি খেয়াল-খুশির ব্যাপার হয়ে থাকে তাহলে এ সমস্যার সমাধান করা হয় তো অসম্ভব হয়ে পড়বে। অপর পক্ষে, এর মধ্যে যদি কোন পরিকল্পনা থেকে থাকে তাহলে আমরা যে নিশ্চয় এর গোড়ায় পৌঁছতে পারব সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু যে নমুনাটি আপনি এনেছেন সেটা এতই সংক্ষিপ্ত যে আমি কিছুই করতে পারছি না. আর যে সব ঘটনার কথা আপনি বললেন সেটা এতই অনির্দিষ্ট যে তাকে ভিত্তি করেও কোন তদন্তকার্যই চালানো যায় না। কাজেই আমি পরামর্শ দিচ্ছি, আপনি নরফোক ফিরে যান, সজাগ দৃষ্টি রাখুন, আর নতুন কোন নাচিয়ে মানুষের আবির্ভাব ঘটলে তার সঠিক অনুলিপি তৈরী করে রাখুন। গোবরাটের উপর খড়ি দিয়ে যে মূর্তি-গুলো আঁকা হয়েছিল তার কোন অনুলিপি না থাকায় আমাদের পরিতাপের অন্ত নেই। আশপাশে কোন নবাগতের দেখা পাওয়া গেছে কিনা সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখুন। নতুন সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ হলেই আবার আমার কাছে চলে আসবেন। মিঃ হিল্টন কিউবিট, এর চাইতে ভাল কোন পরামর্শ আপাতত আমি দিতে পারছি না। ইতি-মধ্যে যদি কোন গুরুতর নতুন ঘটনা ঘটে, তাহলে আমি অবশ্য ছুটে যাব এবং আপনাদের নরফোক-এর বাড়িতে হাজির হব।"

এই সাক্ষাৎকারের পর থেকেই শার্লক হোমস বেশ চিন্তিত হয়ে পড়ল। বেশ কয়েকদিন ধরেই সে মাঝে মাঝেই নোট-বই থেকে কাগজটা বের করে দীর্ঘ সময় ধরে সাগ্রহে সেই বিচিত্র মূর্তিগুলোকে দেখতে লাগল। কিন্তু এ ব্যাপারে মুখে কিছুই বলত না। পক্ষকালের মত পরে একদিন বিকেলে আমি যখন বেরিয়ে যাচ্ছিলাম তখন সে আমাকে ডেকে ফেরাল।

"তুমি এখানে থেকে গেলেই ভাল হয় ওয়াটসন।"

www.boiBhoi.net
boiBhoi.net

"কেন ?"

"কারণ আজ সকালেই হিল্টন কিউবিট-এর কাছ থেকে একটা তার পেয়েছি—নাচিয়ে মানুষদের ব্যাপারে হিল্টন কিউবিট-এর কথা তোমার নিশ্চয় মনে আছে ? একটা-বিশ মিনিটে তার লিভারপুল স্ট্রীটে পৌঁছবার কথা। যে কোন সময় সে এখানে পৌঁছে যাবে। তার প্রেরিত তার থেকে বুঝতে পারছি, সেখানে নতুন কিছু গুরুতর ঘটনা ঘটেছে।"

বেশী সময় অপেক্ষা করতে হল না ; আমাদের নরফোক জমিদার মশায় স্টেশন থেকে একটা গাড়ি নিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এসে পৌঁছে গেল। তাকে অত্যন্ত চিন্তাক্লিষ্ট ও অবসন্ন মনে হল—দুচোখে ও রেখাংকিত কপালে শ্রান্তির ছাপ।

দুশ্চিন্তাগ্রস্ত লোকটি ধপ্ করে হাতল-চেয়ারটায় বসে পড়ে বলল, "মিঃ হোমস, এই ব্যাপারটা আমার স্নায়ুর উপর যেন চেপে বসেছে। কোন অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কিছু অদৃশ্য, অজ্ঞাত লোক সব সময় আপনাকে ঘিরে রয়েছে এ কথা ভাবতেই তো খারাপ লাগে ; কিন্তু তার উপরে আপনি যদি দেখেন যে তার ফলে আপনার স্ত্রী তিল-তিল করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তাহলে রক্ত-মাংসের মানুষের পক্ষে তা সহ্য করাই যে কঠিন হয়ে পড়ে। এই সব ঘটনার চাপে সে শুকিয়ে যাচ্ছে—আমার চোখের সামনে শুকিয়ে যাচ্ছে।"

"তিনি কি এখনও কিছু বলেন নি ?"

"না মিঃ হোমস, কিছুই বলে নি। অনেক সময়ই মনে হয়েছে, বেচারি বোধ হয় কিছু বলতে চায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুতেই বলতে পারছে না। তাকে সাহায্য করতেও চেষ্টা করেছি ; কিন্তু কাজটা ঠিক মত করতে না পারায় সে বরং আরও সংকোচবোধ করেছে। আমাদের প্রাচীন পরিবার, জেলার মধ্যে আমাদের সুনাম, নিষ্কলংক পারিবারিক সম্মান নিয়ে আমাদের গর্ব—এ সব কথা যখনই সে বলেছে তখনই মনে হয়েছে সে বুঝি আসল প্রসঙ্গটি তুলবে, কিন্তু যে করেই হোক ততদূর পর্যন্ত আর যাওয়া হয়ে ওঠে নি।"

"কিন্তু আপনি নিজে তো কিছু কিছু জানতে পেরেছেন ?"

"অনেক কিছু জেনেছি মিঃ হোমস। কিছু নতুন নাচিয়ে মানুষের ছবি আপনার জন্য এনেছি ; আর তার চাইতেও বড় কথা, লোকটিকে আমি দেখেছি।"

"সে কি—যে লোক ছবিগুলো আঁকে তাকে ?"

"হ্যাঁ, আমি তাকে ছবিগুলো আঁকতেই দেখেছি। কিন্তু সে সব কথা পর পর সাজিয়ে বলাই ভাল। আপনার সঙ্গে দেখা করে যাবার পরদিন সকালেই আর একদল নাচিয়ে মানুষের দেখা পেলাম। সামনের জানালাগুলো থেকে যে বাগানটা স্পষ্ট দেখা যায় তার পার্শ্ববর্তী যন্ত্রপাতির ঘরটার কালো কাঠের দরজার উপর খড়ি দিয়ে মূর্তিগুলো আঁকা হয়েছে। এই নিন সেটার সঠিক অনুলিপি।" একখানা কাগজের ভাঁজ খুলে সেটাকে সে টেবিলের উপর রাখল। এই সেই চিত্র-লিপির অনুলিপি :

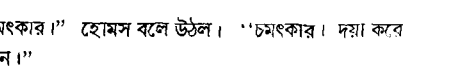

"চমৎকার।" হোমস বলে উঠল। "চমৎকার। দয়া করে বলে যান।"

"মূর্তিগুলোর অনুলিপি তৈরী করেই সেগুলো মুছে ফেললাম, কিন্তু দুটি সকাল পার হবার পরে আবার নতুন ছবি দেখা দিল। তারও অনুলিপি নিয়ে এসেছি। এই দেখুন" :

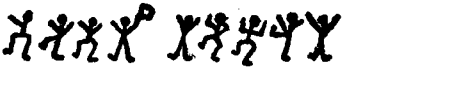

হোমস হাত ঘসতে ঘসতে খুশিতে মিটি-মিটি হাসতে লাগল।

"মালমশলা বেশ দ্রুত জমে উঠেছে," সে বলল।

তিন দিন পরে সূর্য-ঘড়ির উপর পাথর চাপা দেওয়া কাগজের একটা চিত্রলিপি পাওয়া গেল। এই সেটা। দেখতেই পাচ্ছেন, ছবিগুলো হুবহু আগেরটারই মত। তারপরেই স্থির করলাম, লুকিয়ে থেকে ব্যাপারটা দেখব। রিভলবারটা সঙ্গে নিয়ে আমার পড়ার ঘরে বসে রইলাম ; সেখান থেকে লন ও বাগানটা পরিষ্কার দেখা যায়। সকাল দুটো নাগাদ আমি জানালায় বসে আছি। বাইরে চাঁদের আলো ছাড়া আর সবই অন্ধকার। এমন সময় আমার পিছনে পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। ড্রেসিং-গাউন পরা অবস্থায় আমার স্ত্রী এসেছে। সে আমাকে বিছানায় যেতে বলল। তাকে খোলা মনেই জানালাম, কে আমাদের সঙ্গে এই অদ্ভুত খেলা খেলছে সেটা আমি দেখতে চাই। সে বলল, ওটা একটা অর্থহীন বাজে ঠাট্টামাত্র ; ওদিকে আমাকে নজর দিতে হবে না।

'দেখ হিলটন, এ ব্যাপারে তুমি যদি সত্যি সত্যি বিরক্তি বোধ করে থাক, তাহলে চল আমরা দু'জন কোথাও

বেড়াতে যাই ; তাহলেই এ সব বাজে গোলমালের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।'

"আমি বললাম, 'কি ? একটা লোকের বাজে ঠাট্টার ভয়ে আমরা নিজের বাড়ি ছেড়ে পালাব ? আরে, তাহলে যে সারা জেলার লোক আমাদের দেখে হাসবে !'

"তখন সে বলল, 'ঠিক আছে ; এখন তো শুতে চল ; সকালে এ নিয়ে আলোচনা করা যাবে।'

"হঠাৎ চাঁদের আলোয় আমি দেখলাম, কথা বলতে বলতেই তার মুখটা আরও সাদা হয়ে গেল ; তার হাতটা আরও জোরে আমার কাঁধের উপর চেপে বসল। যন্ত্রপাতির ঘরটার ছায়ায় কি যেন নড়াচড়া করছে। দেখলাম, একটা কালো মূর্তি হামাগুড়ি দিয়ে মোড়টা ঘুরে দরজার সামনে বসে পড়ল। পিস্তলটা হাতে নিয়ে ছুটে বেরোতে যাচ্ছি এমন সময় আমার স্ত্রী দুই হাত বাড়িয়ে সজোরে আমাকে আঁকড়ে ধরল। তার হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু সে বেপরোয়া হয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে থাকল। শেষ পর্যন্ত নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দরজা খুলে যখন ঘটনাস্থলে গেলাম ততক্ষণে লোকটি চলে গেছে। তার উপস্থিতির একটা চিহ্ন অবশ্য সে রেখে গেছে ; কারণ দরজার উপর দেখতে পেলাম সেই একই রকম নাচিয়ে মানুষদের ছবি যেটা এর আগেও দুবার দেখেছি এবং ঐ কাগজে এঁকে নিয়ে এসেছি। সারা বাগান খুঁজেও লোকটার আর কোন হদিস কোথাও পেলাম না। কিন্তু সব চাইতে বিস্ময়ের কথা হল, লোকটা সারাক্ষণই সেখানে ছিল, কারণ সকালে দরজাটাকে আবার পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখলাম, আগের মূর্তিগুলোর নীচে আরও কিছু মূর্তি সে এঁকে রেখে গেছে।"

"সেই নতুন মূর্তিগুলোর ছবি এনেছেন কি ?"

"হ্যাঁ ; ছবিটা ছোট ; তার অনুলিপি করে এনেছি। এই নিন।"

আবার সে একখানা কাগজ বের করে দিল। নতুন নাচের ভঙ্গীটা এই ধরনের ঃ

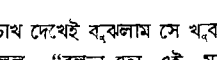

হোমসের চোখ দেখেই বুঝলাম সে খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। সে বলল, "বলুন তো, এই মূর্তিগুলো কি আগেকার ছবিটারই অংশ, না সম্পূর্ণ নতুন ছবি ?"

"এগুলো আঁকা হয়েছিল দরজার একটা আলাদা প্যানেল-এ।"

"চমৎকার ! আমাদের দিক থেকে এটাই সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ। আমার মনটি আশায় ভরে উঠেছে।" মিঃ হিল্টন কিউবিট, দয়া করে আপনার চমৎকার কাহিনীর সবটাই বলুন।"

"আর তো কিছু বলার নেই মিঃ হোমস। সেদিন আমি যখন সেই লুকিয়ে থাকা পাজী লোকটাকে ধরতে পারতাম তখন আমাকে আটকে রাখার জন্য সে রাতে আমার স্ত্রীর উপর রাগ করেছিলাম। সে অবশ্য বলেছিল, আমার কোন রকম ক্ষতি হতে পারে এই আশংকাতেই সে ও রকম করেছিল। মুহূর্তের জন্য আমার মনে হয়েছিল যে, তার আসল ভয় ছিল সেই লোকটার জন্য, কারণ তখন আমার কোন সন্দেহ ছিল না যে সে ঐ লোকটাকে চিনত আর এই সব অদ্ভুত সংকেতের অর্থও সে বুঝত। কিন্তু মিঃ হোমস, আমার স্ত্রীর কণ্ঠস্বরে এমন একটা সুর আছে, এমন একটা দৃষ্টি আছে তার চোখে যা সব সন্দেহকে দূর করে দেয় ; আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে আমার নিরাপত্তাই তখন তার মনে ছিল। এই আমার পুরো কাহিনী ; এবার আমার কি করা উচিত সে বিষয়ে আপনার পরামর্শ চাই। আমার কিন্তু ইচ্ছা, আমার গোলাবাড়ির আধাডজন ছোকরাকে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রাখি, আর সেই লোকটি আবার এলে তাকে এমন ধোলাই দেই যাতে ভবিষ্যতে সে আমাদের শান্তিতেই থাকতে দেয়।"

হোমস বলল, "আমার কিন্তু আশংকা হচ্ছে রোগটা যে রকম শিকড় গেড়েছে তাতে এত সহজ ওষুধে প্রতিকার হবে না। আপনি কত সময় লন্ডনে থাকতে পারেন ?"

"আমাকে আজই ফিরে যেতে হবে। কোন কারণেই রাতের বেলা আমার স্ত্রীকে একা থাকতে দিতে পারি না। সে খুবই মানসিক দুর্বলতায় ভুগছে, আর তাই আমাকে ফিরে যেতে বলেছে।"

"আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। তবে আপনি যদি থেকে যেতে পারতেন তাহলে দু'একদিনের মধ্যেই আমিও হয়তো আপনার সঙ্গেই যেতে পারতাম। ইতিমধ্যে আপনি কাগজ-পত্রগুলো আমার কাছেই রেখে যান ; আশা করছি, খুব শিগ্‌গিরই আপনাদের ওখানে একবার যেতে পারব, এবং আপনার কেসের ব্যাপারেও কিছুটা আলোকপাত করতে পারব।"

অতিথি চলে না যাওয়া পর্যন্ত শার্লক হোমস তার বৃত্তিগত শান্ত গাম্ভীর্যকে রক্ষা করেই চললো ; কিন্তু আমি তো তাকে ভাল করেই জানি, তাই অনায়াসেই বুঝতে পারলাম যে তার উত্তেজনা চরমে উঠেছে। হিল্টন কিউবিট-এর চওড়া পিঠটা দরজার আড়ালে অদৃশ্য হওয়ামাত্রই সে টেবিলের কাছে ছুটে গেল এবং নাচিয়ে মানুষদের সব-

গুলো ছবি চোখের সামনে সাজিয়ে নানারকম জটিল ও ব্যাপক হিসাব-নিকাশে ডুবে গেল।

দু'ঘণ্টা ধরে দেখলাম, পাতার পর পাতা জুড়ে নানা রকম ছবি ও অক্ষর সাজাবার কাজে সে এতই তন্ময় হয়ে রইল যে আমার উপস্থিতির কথাটাও বুঝি ভুলে গেল। কখনও কাজ বেশ কিছুটা এগিয়ে গেলে কাজ করতে করতেই সে গান গেয়ে উঠল, শিস দিতে লাগল ; আবার কখনও বা খেই হারিয়ে অনেকক্ষণ গুম হয়ে বসে থাকল; কপাল কুঁচকে গেল; চোখের দৃষ্টি গেল ফাঁকা হয়ে। শেষ পর্যন্ত খুশিতে চীৎকার করে চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠল, আর দুটো হাত ঘসতে ঘসতে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল। তারপর একখানা টেলিগ্রামের ফর্ম টেনে নিয়ে একটা দীর্ঘ তার-বার্তা লিখে ফেলল। বলল, "ওয়াটসন, এই তারের যদি আশানুরূপ জবাব আসে তাহলে তোমার সংগ্রহে জুড়ে দেবার মত একটা ভাল কেস পেয়ে যাবে। আশা করি, আগামী কালই আমরা নরফোক যেতে পারব এবং তার উৎকণ্ঠার মূল রহস্যের ব্যাপারে কিছু নির্দিষ্ট খবর আমাদের বন্ধুকে দিতে পারব।"

স্বীকার করছি যে আমার খুবই কৌতূহল হয়েছিল; কিন্তু আমি জানতাম যে সময় হলে হোমসই নিজের মত করে সব কথা খুলে বলবে ; কাজেই সে সময় না আসা পর্যন্ত অপেক্ষায় রইলাম।

কিন্তু টেলিগ্রামের জবাব আসতে দেরী হল; দারুণ অধৈর্যের মধ্যে দুটো দিন কেটে গেল ; প্রতিবার ঘণ্টাটা বাজলেই হোমস কান খাড়া করে কার যেন প্রতীক্ষা করত। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় হিল্টন কিউবিট-এর কাছ থেকে একখানা চিঠি এল। সেখানে সব কিছুই শান্ত; সেদিন শুধু সকালেই সূর্যঘড়ির বেদীর উপর আর একটা দীর্ঘ চিত্র-লিপি পাওয়া গেছে। তার একটা অনুলিপিও চিঠির সঙ্গে গেঁথে দেওয়া হয়েছে। এখানে সেই অনুলিপিটাই দেখান হচ্ছেঃ

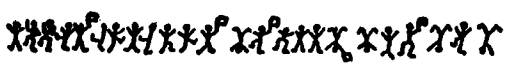

অদ্ভুত স্থিরচিত্রগুলির দিকে কয়েক মিনিট উপুড় হয়ে থেকে হঠাৎ বিস্ময়ে ও হতাশায় চীৎকার করে হোমস লাফিয়ে উঠল। তার মুখ উৎকণ্ঠায় বিকৃত।

বলল, "ব্যাপারটাকে অনেক দূর গড়াতে দেওয়া হয়েছে। আজ রাতে উত্তর ওয়ালশাম-এ যাবার কোন ট্রেন আছে কি ?"

টাইম-টেবলের পাতা ওল্টালাম। শেষ ট্রেনটা এইমাত্র চলে গেল।

হোমস বলল, "তাহলে খুব ভোরে প্রাতরাশ সেরে সকালের প্রথম ট্রেনটাই আমাদের ধরতে হবে। আমাদের উপস্থিতি একান্ত জরুরী। আহা, এই তো প্রত্যাশিত তারটা এসে গেছে। এক মিনিট মিসেস হাডসন—হয়তো একটা জবাব দিতে হতে পারে। না, ঠিক যেমনটি আশা করেছিলাম তাই। এই তারবার্তার ফলে এটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে হিল্টন কিউবিটকে ঘটনার হাতে ছেড়ে দিয়ে আর একটি ঘণ্টাও আমাদের নষ্ট করা উচিত নয়, কারণ আমাদের এই সরল নরফোক জমিদারটিকে বড়ই অদ্ভুত ও বিপজ্জনক জালে জড়িয়ে ফেলা হয়েছে।"

বাস্তবেও তাই প্রমাণিত হল। যে কাহিনীটিকে গোড়ায় নেহাৎই ছেলেমানুষি ও অদ্ভুত বলে মনে হয়েছিল তার দুঃখজনক উপসংহারে এসে আমার মন যুগপৎ দুঃখে ও আতংকে ভরে উঠেছে। এর চাইতে কোন উজ্জ্বলতর উপসংহার যদি পাঠকদের উপহার দিতে পারতাম তাহলে আমি খুশিই হতাম ; কিন্তু এ সবই তো ঘটনার ইতিবৃত্ত ; কাজেই বিচিত্র ঘটনা-শৃংখলের যে দুঃখজনক চরম পরিণতির ফলে কয়েক দিন ধরে ইংলণ্ডের সর্বত্র রিডলিং থর্প জমিদারির কথা প্রতিটি ঘরে ঘরে উচ্চারিত হতে লাগল তার সত্য বিবরণও আমাকে দিতে হবে।

সবে উত্তর ওয়ালশাম স্টেশনে নেমে আমাদের গন্তব্যের কথা বলেছি, অমনি স্টেশন-মাস্টার ছুটে এসে বলল, "মনে হচ্ছে, আপনারাই লণ্ডন থেকে আগত দুজন গোয়েন্দা ?"

হোমসের মুখে দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে উঠল।

"আপনার এ কথা মনে করবার কারণ কি ?"

"কারণ নরউইচ-এর ইন্সপেক্টর মার্টিন এইমাত্র এখান দিয়েই গেলেন। কিন্তু আপনারা সার্জেনও হতে পারেন। তিনি মারা যান নি—অন্তত সর্বশেষ পাওয়া খবর তাই। আপনারা হয় তো এখনও তাঁকে বাঁচাতে পারবেন—যদিও বাঁচলেও তাকে ফাঁসির মঞ্চেই যেতে হবে।"

হোমসের ভুরু উৎকণ্ঠায় কালো হয়ে উঠল।

বলল, "আমরা রিডলিং থর্প জমিদার বাড়িতেই যাচ্ছি। কিন্তু সেখানে কি ঘটেছে তার কিছুই শুনি নি।"

স্টেশন-মাস্টার বলল, "ভয়ংকর কাণ্ড। মিঃ হিল্টন কিউবিট ও তাঁর স্ত্রী—দুজনই গুলিবিদ্ধ হয়েছেন চাকররা বলছে—মহিলাটি প্রথমে স্বামীকে গুলি করেন তারপর নিজেকে করেন। ভদ্রলোক মারা গেছেন, আর মহিলার জীবনেরও কোন আশা নেই। কী আশ্চর্য! নরফোক জেলার এমন একটি প্রাচীন পরিবার, আর কঁ

তাঁদের সম্মান!

কোন কথা না বলে তখনই হোমস একটা গাড়ি ভাড়া করল, আর দীর্ঘ সাত মাইল পথে একবারও মুখ খুলল না। এ রকম হতাশ হতে তাকে কদাচিৎ দেখেছি। শহর থেকে আসতে সারা পথই তাকে স্বস্তিহীনভাবে কাটাতে দেখেছি ; আরও দেখেছি, উৎকণ্ঠিত আগ্রহের সঙ্গে সে সবগুলি প্রাতঃকালীন সংবাদপত্রের পাতা উল্টেছে; কিন্তু এতক্ষণে যে চরম ভয় করেছিল তাকেই ঘটতে দেখে সে যেন নিঃসীম বিষণ্ণতার মধ্যে একেবারে ডুবে গেল। অথচ চারদিকে দেখবার মত কত কিছুই না ছিল। ইংলণ্ডের অতি মনোরম পল্লী-অঞ্চলের ভিতর দিয়ে আমরা যাচ্ছিলাম। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কয়েকটি কটেজে আধুনিক জীবনযাত্রার আভাষ মিললেও চারদিককার সমতল সবুজ মাঠের মধ্যে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে বড় বড় সব চৌকো গম্বুজওয়ালা গির্জা ; প্রাচীন পূর্ব এংলিয়ার গৌরব ও সম্পদের সাক্ষ্য তারা বহন করছে। অবশেষে নরফোক-এর সবুজ প্রান্তরের শেষে দেখা দিল বেগুনি রং-এর পুষ্পোদ্যান। হাতের চাবুক বাড়িয়ে গাড়ির চালক গাছপালার মাথার উপর দিয়ে মাথা তোলা দুটো ইট ও কাঠের প্রাচীন তিন-কপালী বাড়ি দেখিয়ে বলল, "ওই রিড্‌লিং থর্প জমিদার-বাড়ি।"

গাড়ি-বারান্দাওয়ালা সামনের দরজার দিকে যেতে যেতেই আমাদের অনেক পরিচিত টেনিসের মাঠ, কালো যন্ত্রপাতির ঘর ও বেদীর উপর বসানো সূর্যঘড়িটা দেখতে পেলাম। মোমে-মাজা গোঁফওয়ালা করিৎকর্মা ও চটপটে একটি ছোটখাট মানুষও তখনই একটা উঁচু এক্কা গাড়ি থেকে নামল। নরফোক কনস্টেবল-বাহিনীর ইন্সপেক্টর মার্টিন বলে সে নিজের পরিচয় দিল। আর আমার বন্ধুটির নাম শুনেই যথেষ্ট অবাক হয়ে গেল।

"সে কি মিঃ হোমস, ঘটনাটি তো ঘটেছে সবে সকাল তিনটেয়! লণ্ডনে বসে সে খবর আপনি শুনলেনই বা কেমন করে আর আমার মত এত তাড়াতাড়ি এখানে এলেনই বা কেমন করে?"

"এই রকম একটা বিপদের আশংকাই আমি করেছিলাম। আর সেটাকে বাধা দেবার আশায়ই এসেছিলাম।"

"তাহলে তো আমরা জানি না এ রকম গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য-প্রমাণ নিশ্চয় আপনার হাতে আছে। লোকে তো বলে এরা ছিলেন আদর্শ দম্পতি।"

হোমস বলল, "আমার হাতে আছে শুধু নাচিয়ে মানুষদের সাক্ষ্য। পরে আপনাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলব। এদিকে এই দুর্ঘটনাকে যখন এড়াতেই পারলাম না, তখন আমার হাতে যা তথ্যাদি আছে তার সাহায্যে যাতে ন্যায়-বিচার হয় সেটাই আমি দেখতে চাই। আপনার তদন্তের কাজে কি আমাকে সঙ্গী করবেন, না কি আপনার ইচ্ছা যে আমি স্বতন্ত্রভাবে কাজ করি?"

ইন্সপেক্টর সাগ্রহে বলল, "মিঃ হোমস, আপনার সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করছি এ কথা ভাবতেও আমার গর্ববোধ করা উচিত।"

"সেক্ষেত্রে আর একটি মুহূর্তও অকারণে দেরী না করে আমি চাই সাক্ষীদের কথা শুনতে, চাই বাড়িটা পরীক্ষা করে দেখতে।"

আমার বন্ধুকে তার নিজের মত করে কাজ করতে দেবার মত সুবুদ্ধি ইন্সপেক্টর মার্টিনের ছিল। সে নিজে ফলাফল-গুলো সযত্নে টুকে রেখেই খুশি থাকল। স্থানীয় সার্জন পাকা-চুল বৃদ্ধটি মিসেস হিল্টন কিউবিট-এর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে জানাল, তার ক্ষত গুরুতর, তবে মৃত্যু নাও হতে পারে। বুলেটটা তার মস্তিষ্কের সামনের দিক থেকে ঢুকেছিল ; আর তার জ্ঞান ফিরে আসতে এখনও বেশ কিছুটা সময় লাগবে। তাকে কেউ গুলি করেছে, না কি সে নিজেই গুলি করেছে নিজেকে এ প্রশ্ন করা হলে সার্জেনটি সঠিক কোন জবাব দিতে সাহস করল না। তবে গুলিটা যে খুব কাছে থেকে করা হয়েছে সেটা নিশ্চিত। ঘরের মধ্যে মাত্র একটি পিস্তল পাওয়া গেছে, আর তার দুটো ঘর খালি। মিঃ হিল্টন কিউবিট-এর গুলি লেগেছে হৃৎপিণ্ডে। সেই প্রথম তার স্ত্রীকে গুলি করে তারপর নিজেকে গুলি করেছে —এটাও যেমন হতে পারে, তেমনই মহিলাটিও অপরাধী হতে পারে, কারণ রিভলবারটা ছিল দুজনের ঠিক মাঝখানে।

"তাকে কি সরানো হয়েছে?" হোমস জিজ্ঞাসা করল।

"মহিলাটিকে ছাড়া আর কিছুই আমরা সরাই নি। আহত অবস্থায় তাকে তো আর মেঝেতে ফেলে রাখতে পারি না।"

"আপনি কতক্ষণ এসেছেন ডাক্তার?"

"ভোর চারটে থেকে।"

"আর কেউ এসেছে কি?"

"হ্যাঁ, স্থানীয় কনস্টেবল।"

"কোন জিনিসেই আপনারা হাত দেন নি?"

"না।"

"খুব সুবিবেচনার কাজ করেছেন। কে আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিল?"

"বাড়ির চাকরানি সণ্ডার্স।"

"সেই কি প্রথম লোকজন ডেকেছিল?"

"সে আর রাঁধুনি মিসেস কিং।"

"তারা এখন কোথায়?"

banglabook.net

"মনে হয় রান্নাঘরেই আছে।"

"আমার মতে, এখনই তাদের কথা শোনা দরকার।"

কাঠের প্যানেল-করা উঁচু জানালাওয়ালা পুরনো হল-ঘরটাকেই তদন্ত-আদালত বানানো হয়েছে। পুরনো ধাঁচের বড় চেয়ারটায় বসল হোমস। তার অভ্রান্ত চোখ দুটি জ্বল্ জ্বল্ করছে। তার বিকৃত মুখে আমি যেন দেখতে পেলাম, যে মক্কেলের জীবন রক্ষা করতে সে পারে নি তার মৃত্যুর প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত এই তদন্ত-কার্য চালিয়ে যেতে সে দৃঢ়সংকল্প। সে ছাড়া ছিমছাম ইন্সপেক্টর মার্টিন, পাকা-চুল বৃদ্ধ স্থানীয় ডাক্তার, একটি শক্ত-সমর্থ গ্রাম্য পুলিশ আর আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম।

স্ত্রীলোক দুটি যথেষ্ট স্পষ্ট করেই তাদের কথা বলে গেল। একটা গুলির শব্দেই তাদের ঘুম ভেঙে যায়; এক মিনিট পরেই আরেকটা গুলির শব্দ হয়। পাশাপাশি ঘরে তারা ঘুমোয়। মিসেস কিং সন্ডার্স-এর ঘরে ছুটে আসে। দুজন একসঙ্গে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসে। পড়ার ঘরের দরজাটা খোলা ছিল। টেবিলের উপর একটা মোমবাতি জ্বলছিল। তাদের মনিব ঘরের মাঝখানে উপুর হয়ে পড়ে ছিলেন। তিনি তখন মৃত। তার স্ত্রী জানালাটার কাছে দেওয়ালে মাথা রেখে বসেছিলেন। তিনিও তখন ভীষণ-ভাবে আহত, মুখের একটা দিক রক্তে লাল। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছিল; কথা বলবার শক্তি ছিল না। বারান্দা ও ঘর ধোঁয়া ও বারুদের গন্ধে ভর্তি। জানালাটা ভিতর থেকেই বন্ধ করা ছিল। এ বিষয়ে দুজনেই নিশ্চিত। সঙ্গে সঙ্গেই তারা ডাক্তারকে ও একজন কনস্টেবলকে ডেকে পাঠায়। তারপর সহিস ও আস্তাবলের ছোকরাটার সাহায্যে তাদের কর্ত্রীকে তার ঘরে নিয়ে যায়। তিনি আর তার স্বামী বিছানাতেই শুয়েছিলেন। কর্ত্রী তার পোশাক পরেই ছিলেন—মনিবের পরনে ছিল নৈশ-পোশাকের উপর তার ড্রেসিং গাউনটা। পড়ার ঘরের কোন জিনিসই সরানো হয় নি। তারা যতদূর জানে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন রকম ঝগড়া ছিল না। তারা সব সময়ই তাদের অত্যন্ত সুখী দম্পতি বলেই মনে করত।

তাদের সাক্ষ্যের এই হল মোটামুটি কথা। ইন্সপেক্টর মার্টিনের প্রশ্নের জবাবে তারা স্পষ্টই জানিয়েছে যে প্রত্যেকটি দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করা ছিল, এবং বাড়ি থেকে কেউ পালিয়ে যেতে পারে নি। হোমসের প্রশ্নের জবাবে তারা দুজনই বলল যে, একেবারে উঁচু তলার ঘর থেকে ছুটে আসবার সময়ই তারা বারুদের গন্ধ পেয়েছিল। হোমস তার সহকর্মীকে বলল, "এই ঘটনার প্রতি আপনার সযত্ন মনোযোগ আকর্ষণ করছি। আমার মনে হয়, এবার ঘরটাকে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখবার সময় হয়েছে।"

পড়ার ঘরটি ছোট। তিন দিকে বই সাজানো। বাগানের দিকে মুখ-করা একটা সাধারণ জানালার কাছে একটা লেখার টেবিল পাতা। প্রথমেই আমাদের দৃষ্টি পড়ল হতভাগ্য জমিদারের মৃতদেহের উপর; দশাসই দেহটা মেঝেতে পড়ে আছে। অসংবৃত বেশবাস দেখেই মনে হয় অত্যন্ত তাড়া-হুড়ো করে সে ঘুম থেকে জেগে উঠেছিল। তাকে গুলি করা হয়েছে সামনের দিক থেকে; হৃৎপিণ্ড বিদ্ধ করে সেটা দেহের মধ্যেই রয়ে গেছে। কোন রকম যন্ত্রণা পাবার আগেই সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু হয়েছে। তার ড্রেসিং-গাউনে বা হাতে বারুদের কোন চিহ্ন নেই। গ্রাম্য সার্জেনটির মতে, মহিলাটির মুখে দাগ ছিল, কিন্তু হাতে কোন রকম দাগ ছিল না।

হোমস বলল, "হাতে দাগ না থাকা থেকে কিছুই বোঝা যায় না, যদিও দাগ থাকলে সেটা খুবই অর্থবহ হত। বাজে ভাবে ভর্তি-করা কার্তুজটা ছিট্‌কে পিছন দিকে না এলে কোন রকম দাগ না রেখেই অনেকগুলো গুলি ছোঁড়া যেতে পারা যায়। আমি বলি, মিঃ কিউবিট-এর দেহটা এখন সরিয়ে নেওয়া যেতে পারে। ডাক্তার, মহিলাটির শরীর থেকে বুলেটটা নিশ্চয়ই বের করা যায় নি?"

"তা করতে হলে একটা বড় রকমের অস্ত্রোপচার করা দরকার। কিন্তু রিভলবারে এখনও চারটে কার্তুজ রয়েছে। দুটো ছুঁড়ে দুটো ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে; কাজেই বুলেটের হিসাব ঠিকঠিক মিলে যাচ্ছে।"

হোমস বলল, "দেখে তো তাই মনে হচ্ছে। জানালার কাণায় যে বুলেটটা লেগেছে সেটার হিসাবও হয় তো আপনি মেলাতে পারবেন?"

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে সে তার লম্বা সরু আঙুলটা বাড়িয়ে জানালাটার নীচের দিক থেকে ইঞ্চিখানেক উপরে যে ফুটোটা হয়েছে সেইটে দেখাল।

ইন্সপেক্টর চেঁচিয়ে উঠল, "হায় জর্জ! ওখানে আপনার চোখ পড়ল কেমন করে?"

"চোখ পড়ল কারণ আমি চোখ ফেলেছি।"

"আশ্চর্য!" ডাক্তারটি বলে উঠল। "আপনি ঠিকই ধরেছেন স্যার। তাহলে একটা তৃতীয় গুলিও ছোঁড়া হয়েছিল; সুতরাং একজন তৃতীয় ব্যক্তিও নিশ্চয় হাজির ছিল। কিন্তু সে লোকটি কে, আর সে গেলই বা কেমন করে?"

শার্লক হোমস বলল, "সেই সমস্যারই এখন আমাদের সমাধান করতে হবে। আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে ইন্সপেক্টর মার্টিন, বাড়ির কাজের লোকরা যখন বলেছিল

যে ঘর থেকে বেরিয়েই তারা বারুদের গন্ধ পেয়েছিল তখনই আমি বলেছিলাম যে এই পয়েন্টটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ?"

"হ্যাঁ স্যার; কিন্তু এখন স্বীকার করছি যে সে সময় আপনার কথাটা আমি ঠিক বুঝতে পারি নি।"

"তার থেকেই বোঝা যায় যে গুলি করবার সময় ঘরের জানালা ও দরজা দুইই খোলা ছিল। তা না হলে বারুদের ধোঁয়া এত তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর দিয়ে যেতে পারত না। সেজন্য ঘরের মধ্যে বাতাসের একটা ঝাপ্টার দরকার ছিল। অবশ্য দরজা ও জানালা খুব অল্প সময়ের জন্যই খোলা ছিল।"

"সেটা কেমন করে প্রমাণ করেছেন ?"

"কারণ মোমবাতিটা নিভে যায় নি।"

"সাবাস !" ইন্সপেক্টর চেঁচিয়ে উঠল। "সাবাস !"

"দুর্ঘটনার সময় জানালাটা যে খোলা ছিল সে বিষয়ে নিশ্চিত হলেই বলা যায় যে, এ ব্যাপারের সঙ্গে এমন একজন তৃতীয় ব্যক্তি জড়িত আছে যে খোলা জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে সেখান থেকে গুলি করেছিল। সেখান থেকে এই লোকটিকে গুলি করলে সেটা জানালার শার্সিতেও লাগতে পারে। তাই জানালাটা পরীক্ষা করতে গিয়ে আমি ওই দাগটা দেখতে পাই !"

www.amarboi.net

"স্ত্রীলোকটির প্রথম ঝোঁকই হবে জানালাটা বন্ধ করে আটকে দেওয়া। কিন্তু, হেলোয়া ! এটা কি ?"

পড়ার টেবিলের উপর একটা মহিলাদের বটুয়া পড়ে ছিল—কুমীরের চামড়া ও রুপোর তৈরী একটি সুন্দর ছোট্ট বটুয়া। হোমস সেটা খুলে তার ভিতরকার জিনিসপত্র বের করল। ভারতীয় রবারের পট্টি দিয়ে বাঁধা ব্যাংক অব ইংলণ্ড-এর কুড়িখানা পঞ্চাশ পাউণ্ডের নোট ছাড়া তার মধ্যে আর কিছুই ছিল না।

জিনিসগুলিসহ বটুয়াটা ইন্সপেক্টরের হাতে দিয়ে হোমস বলল, "এটাকে ভাল করে রেখে দিন, বিচারের সময় দরকার হবে। এবার আমাদের চেষ্টা করে দেখা দরকার, কি করে এই তৃতীয় বুলেটের ব্যাপারে কিছুটা আলোকপাত করা যায়। কাঠটা যেভাবে ফেটেছে তা থেকেই বোঝা যায়, তৃতীয় গুলিটা ঘরের ভিতর থেকেই করা হয়েছে। আর একবার রাঁধুনি মিসেস কিং-এর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

মিসেস কিং, আপনি বলেছেন, একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে আপনার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। এই কথার দ্বারা আপনি কি বলতে চেয়েছিলেন যে দ্বিতীয় গুলির শব্দ অপেক্ষা সেটা বেশী জোরালো ছিল ?"

"দেখুন স্যার, শব্দটা শুনে আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, কাজেই সঠিক বলা শক্ত। তবে শব্দটা খুব জোর হয়েছিল।"

"আপনি কি মনে করেন যে দুটো গুলি ঠিক একই সময়ে ছোঁড়া হয়েছিল ?"

"তা ঠিক বলতে পারব না স্যার।"

"আমার বিশ্বাস, নিশ্চয় তাই হয়েছিল। ইন্সপেক্টর মার্টিন, আমার তো মনে হচ্ছে, এ ঘর থেকে যা কিছু জানবার তা জানা হয়ে গেছে। দয়া করে যদি আমার সঙ্গে একটু পা চালান তা হলে আমরা একটু ঘুরে দেখতে পারি বাগানটা থেকে নতুন কিছু জানা যায় কি না।

একটা ফুলের কেয়ারি পড়ার ঘরের জানালা পর্যন্ত প্রসারিত। সেটার কাছে পেঁছে আমরা সকলেই হৈ-হৈ করে উঠলাম। ফুলগুলোকে মাড়িয়ে যাওয়া হয়েছে, আর নরম মাটির উপর অনেক পায়ের ছাপ আঁকা পড়েছে। পুরুষ মানুষের বড় বড় পায়ের ছাপ, আঙুলগুলি বিশেষ রকমের লম্বা ও তীক্ষ্ণ। শিকারী যেভাবে আহত পাখির খোঁজ করে ঠিক সেইভাবে হোমস ঘাস-পাতার মধ্যে কি যেন খুঁজতে লাগল। তারপরই খুশিতে চেঁচিয়ে উঠে উপুড় হয়ে একটা ছোট পিতলের খোল কুড়িয়ে নিল।

বলল, "আমিও তাই ভেবেছিলাম; রিভলবারের সঙ্গে একটা ক্ষেপণী লাগানো ছিল। এই সেই তৃতীয় কার্তুজটি। ইন্সপেক্টর মার্টিন, আমাদের কেস এবার প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে।"

হোমসের তদন্তকার্যের এত দ্রুত ও সুকৌশল অগ্রগতি দেখে গ্রাম্য ইন্সপেক্টরটির মুখে ফুটে উঠল তীব্র বিস্ময়। প্রথম দিকে নিজেকে ফলাও করবার একটা বাসনা তার মধ্যে ছিল; কিন্তু এখন সে পরম বিস্ময়ে এতই অভিভূত হয়ে পড়েছে যে হোমস যেখানে নিয়ে যাবে সেখানেই সে বিনা প্রশ্নে তাকে অনুসরণ করতে প্রস্তুত।

"আপনি কাকে সন্দেহ করেন ?" সে প্রশ্ন করল।

"সে কথায় পরে যাচ্ছি। এই সমস্যার সঙ্গে জড়িত আরও কয়েকটি বিষয় এখনও আপনাকে বুঝিয়ে উঠতে পারি নি। এতদূর যখন এগিয়েছি, তখন আমার নিজের পথেই আরও কিছুটা এগিয়ে নি, তারপর শেষবারের মত সব কথাই খুলে বলা যাবে।"

"আপনার যেমন ইচ্ছা মিঃ হোমস; আমাদের লোকটাকে পেলেই হল।"

"রহস্য সৃষ্টির কোন বাসনা আমার নেই, কিন্তু কাজের মুহূর্তে কোন রকম দীর্ঘ ও জটিল ব্যাখ্যার মধ্যে প্রবেশ করা সম্ভব হয় না। এ ব্যাপারের সবগুলো সুতোই আমার মুঠোর মধ্যে পেয়েছি। মহিলাটির জ্ঞান যদি আর কখনও ফিরে না আসে তাহলেও গতকালের ঘটনাবলীর একটা

চেহারা আমি গড়ে নিতে পারব এবং ন্যায় বিচার সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারব। প্রথমেই আমি জানতে চাই, এই অঞ্চলে 'এল্‌রিজে'স ইন' নামক কোন সরাইখানা আছে কি না?"

কাজের লোকদের জেরা করা হল, কিন্তু তারা কেউই এ ধরনের কোন জায়গার নাম শোনে নি। আস্তাবলের ছোকরাটি অবশ্য কিছুটা আলোকপাত করতে পারল; পূর্ব রাস্টন-এর দিকে বেশ কয়েক মাইল দূরে ঐ নামের একজন চাষী বাস করে বলে তার স্মরণ হচ্ছে।

"গোলাবাড়িটা কি খুবই নির্জন?"

"একদম নির্জন স্যার!"

"রাতের বেলা এখানে যা ঘটেছে সে খবর বোধহয় এখনও কিছু শোনে নি?"

"হয় তো শোনে নি স্যার।"

হোমস একটু ভাবল; একটা অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠল তার মুখে।

বলল, "একটা ঘোড়ায় জিন চড়াও তো বাপু; একটা চিঠি নিয়ে তোমাকে এল্‌রিজ-এর গোলাবাড়িতে যেতে হবে।"

তারপর নাচিয়ে মানুষ আঁকা অনেকগুলো কাগজ সে পকেট থেকে বের করল। পড়ার টেবিলের উপর সেগুলোকে মেলে ধরে বেশ কিছুক্ষণ কি যেন করল। শেষ পর্যন্ত ছেলেটার হাতে একটা চিঠি দিয়ে বলল, যার ঠিকানা লেখা আছে তার হাতেই যেন সে চিঠিটা দেয়; তাকে বিশেষ করে আরও বলে দিল, লোকটি যাই প্রশ্ন করুক না কেন সে যেন কোন জবাব না দেয়। চিঠির উপরটা আমার নজরে পড়ল; আঁকাবাঁকা বাজে অক্ষরে ঠিকানাটা লেখা: হোমসের স্বাভাবিক সুন্দর হস্তাক্ষর মোটেই নয়। ঠিকানা লেখা—মিঃ আবে স্ল্যানি, এল্‌রিজে'স ফার্ম, পূর্ব রাস্টন, নরফোক।

হোমস বলল, "আমি মনে করি ইন্সপেক্টর, একজন রক্ষী পাঠাবার জন্য একটা তার করে দিন, কারণ আমার হিসাব যদি ঠিক হয় তাহ'লে আপনাকে হয় তো একটি বিপজ্জনক কয়েদিকে জেলে পুরবার জন্য সঙ্গে করে নিতে হবে। যে ছোকরা চিঠিটা নিয়ে যাচ্ছে সেই টেলিগ্রামটা করে দিতে পারবে। ওয়াটসন, বিকেলের দিকে যদি শহরে যাবার কোন ট্রেন থাকে তাহলে আমাদের সেটাতেই চাপা ভাল, কারণ একটা দরকারী রাসায়নিক বিশ্লেষণ আমাকে শেষ করতে হবে, আর এই তদন্তের কাজও তো দ্রুত সমাপ্তির দিকে এগিয়ে চলেছে।"

ছোকরাটিকে চিঠি দিয়ে পাঠিয়ে দেবার পরে শার্লক হোমস কাজের লোকদের নির্দেশ দিল, কোন নতুন লোক যদি মিসেস হিল্টন কিউবিট-এর খোঁজ করে তাহলে তার অবস্থা সম্পর্কে কিছু যেন না জানানো হয়। আর তাকে যেন সঙ্গে সঙ্গে বসবার ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। অত্যন্ত গুরুত্ব ও গাম্ভীর্যের সঙ্গে সে কথাগুলি তাদের বলল। শেষ পর্যন্ত সকলকে সঙ্গে নিয়ে সে বসবার ঘরে গিয়ে ঢুকল; বলল, আর আমাদের কিছু করার নেই; কাজেই ভবিষ্যতে আমাদের জন্য কি তোলা আছে সেটা দেখবার জন্য আমাদের এখানেই সময়টা কাটিয়ে দিতে হবে। ডাক্তার তার রোগীদের কাছে ফিরে গেল; থাকলাম শুধু ইন্সপেক্টর ও আমি।

চেয়ারটা টেবিলের কাছে টেনে নিয়ে নাচিয়ে মানুষদের ছবি আঁকা সবগুলো কাগজ টেবিলের উপর মেলে দিয়ে হোমস বলল, "বেশ একটা লাভজনক মজার ব্যাপার নিয়ে যাতে ঘণ্টাখানেক সময় কেটে যায় সে বিষয়ে আমি আপনাদের সাহায্য করতে পারি। বন্ধু ওয়াটসন, তোমার স্বাভাবিক কৌতূহলকে এত দীর্ঘ সময় অতৃপ্ত রাখার জন্য তুমি আমাকে যে প্রায়শ্চিত্ত করতে বলবে তাতেই আমি রাজী। আর আপনাকে বলছি ইন্সপেক্টর, সমস্ত ঘটনাটাই বৃত্তিগত শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত হিসাবে খুবই উল্লেখযোগ্য, এ ব্যাপারে এর আগে বেকার স্ট্রীটে মিঃ হিল্টন কিউবিট-এর সঙ্গে আমার যে সব আলোচনা হয়েছে সেগুলো আপনাকে আগে বলে নেওয়া উচিত।" যে সব ঘটনা ইতিমধ্যেই বর্ণনা করা হয়েছে সংক্ষেপে তারই পুনরাবৃত্তি সে করে গেল।

"আমার সামনে এই যে সব অদ্ভুত সৃষ্টিকর্মগুলো রয়েছে এগুলো যদি এ রকম একটা ভয়ংকর দুর্ঘটনার পূর্বাভাস না হত তাহলে এগুলোকে হেসেই উড়িয়ে দেওয়া যেত। অনেক রকম সাংকেতিক লিপির সঙ্গে আমার পরিচয় আছে; এ বিষয়ে একখানি সামান্য পুস্তিকার গ্রন্থকারও আমি স্বয়ং; সেই পুস্তিকায় আমি এক শ' ষাট রকমের সাংকেতিক লিপি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি; তবু আমি স্বীকার করছি যে এগুলি আমার কাছেও সম্পূর্ণ নতুন। এই পদ্ধতিটি যারা আবিষ্কার করেছে তাদের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, এগুলো যে কোন বক্তব্যকে প্রকাশ করছে সেটাই লুকিয়ে রাখা এবং এই ধারণার সৃষ্টি করা যে এগুলো ছেলে-ভুলানো খেয়ালি রেখা-চিত্র ছাড়া আর কিছুই না।

"অবশ্য একবার যখন বুঝতে পারলাম যে এই সংকেতগুলো বিভিন্ন চিঠির পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়েছে এবং

যখন সাংকেতিক লিপি উদ্ধারের মূল সূত্রগুলি এখানেও প্রয়োগ করলাম, তখন সমাধানটা খুবই সহজ হয়ে দেখা দিল।

প্রথম, যে লিপিটা আমাকে পাঠানো হয়েছিল সেটা এতই সংক্ষিপ্ত ছিল যে এই সংকেতটিকে যে E অক্ষরের পরিবর্তে বসানো হয়েছে এর বেশী আর কিছু জানা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি। আপনি তো জানেন, E হচ্ছে ইংরেজি বর্ণমালার সব চাইতে অধিক ব্যবহৃত অক্ষর এবং এর প্রভাব এতই বেশী যে একটা ছোট পংক্তি লিখতেও এটাকে অনেকবার ব্যবহার করতে হয়। প্রথম লিপিতে যে পনেরোটা সংকেত ব্যবহার করা হয়েছিল তার মধ্যে চারটি একই সংকেত, কাজেই এটাকেই E বলে ধরে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত। এ কথা ঠিক যে কোন কোন ক্ষেত্রে এই মূর্তিটার হাতে একটা নিশান রয়েছে, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে নেই ; নিশানটাকে যেভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তাতে মনে হয় একটা পংক্তিকে বাক্যাংশে ভাগ করবার জন্যই হয় তো ওটা ব্যবহার করা হয়েছে। এটাকেও আমি আপাত-প্রকল্প হিসাবে গ্রহণ করেছি এবং ধরে নিয়েছি যে E অক্ষরের পরিবর্তে এই সংকেতটিকে ব্যবহার করা হয়েছে।

"এবার দেখা দিল আসল অসুবিধা। E -র পরে আর কোন ইংরেজি অক্ষরের বহুল ব্যবহারই উল্লেখযোগ্য ক্রম মেনে চলে না ; ফলে যে কোন একটি ছাপানো পাতায় যে ক্রমটা পাওয়া যায় একটি ছোট পংক্তিতেও তার উল্টোও পাওয়া যেতে পারে। মোটামুটি বলা যায়, সংখ্যার দিক থেকে T, A, O, I, N, S, H, R, D, এবং L এই, ক্রমানুসারেই অক্ষরগুলি ব্যবহৃত হয়ে থাকে ; কিন্তু T, A, O, এবং I প্রায় কাছাকাছিই থাকে, নানাভাবে এ অক্ষরগুলিকে সাজিয়ে তারপর একটা অর্থ খুঁজে বের করতে গেলে সে কাজ কোনদিনই শেষ হবে না। সুতরাং আমি নতুন তথ্যের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। মিঃ হিল্টন কিউবিট-এর সঙ্গে দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারের সময় তিনি আমাকে আরও দুটি ছোট পংক্তি ও একটি চিঠি দিলেন ; যেহেতু তাতে কোন নিশান ছিল না তাই তাকে একটিমাত্র শব্দ বলে মনে হল। এই সেই সংকেতগুলো। এখন, যেটা একটি একক শব্দ সেখানে পাঁচ অক্ষরের শব্দটিতে দুটো E দ্বিতীয় এবং চতুর্থ স্থানে বসেছে। শব্দটা 'sever বা 'lever', বা 'never' হতে পারে। কোন একটি আবেদনের জবাব হিসাবে শেষোক্ত শব্দটাই যে সব চাইতে বেশী সম্ভাব্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না, আর

পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী থেকেও মনে হয় যে এটা মহিলাটি কর্তৃক লিখিত একটি চিঠির জবাবই হবে। এটাকে সঠিক বলে ধরে নিলে এবার আমরা বলতে পারি যে এই সংকেতগুলি যথাক্রমে N, V, এবং R -এর পরিবর্তে বসেছে।

"এখনও কিন্তু আমার অসুবিধাগুলো কাটে নি ; কিন্তু এমন সময় একটা শুভ চিন্তার ফলে আরও কয়েকটি অক্ষর আমি পেয়ে গেলাম। মনে হল, আমার ধারণামত এই সব আবেদন যদি এসে থাকে বাইরের এমন কোন লোকের কাছ থেকে যার সঙ্গে মহিলাটির ঘনিষ্ঠ পূর্ব পরিচয় ছিল তাহলে দুটো E অক্ষরের মাঝখানে অন্য তিনটি অক্ষর বসিয়ে তার নামটা তো 'ELSIE' হতে পারে। পরীক্ষা করে দেখলাম, এই রকম অক্ষর-সমন্বয়ে গড়া একটি নাম তিনটি চিত্র-লিপির শেষে বসানো হয়েছে। তাহলে আবেদনগুলো নিশ্চয় ELSIE কে করা হয়েছিল। এইভাবে পেয়ে গেলাম L, S, এবং I অক্ষর তিনটি। কিন্তু আবেদনটা কিসের ? ELSIE' -র ঠিক আগে যে শব্দটা ছিল তাতে রয়েছে চারটি অক্ষর এবং তার শেষ অক্ষরটি E শব্দটা তাহলে নিশ্চয় COME. E অক্ষরান্ত চার অক্ষরের আরও অনেকগুলি শব্দ প্রয়োগ করে দেখেছি, তার কোনটাই এই কেসের সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না। এই ভাবে C, O, এবং M অক্ষর পেয়ে গেলাম, এবং প্রথম চিত্র-লিপিটাকে নিয়ে আবার বসলাম। প্রতিটি শব্দকে আলাদা করে নিয়ে যে সংকেতগুলির অর্থ তখনও অজ্ঞাত তার জায়গায় একটা করে বিন্দু বসিয়ে নিম্নলিখিত পাঠটি উদ্ধার করলাম

.M .ERE ..E SL .NE.

"এবার, প্রথম অক্ষরটা কেবলমাত্র A ই হতে পারে ; এই আবিষ্কারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই ছোট পংক্তিটাতেই এই অক্ষরটা কমপক্ষে তিনবার ব্যবহার করা হয়েছে ; আর দ্বিতীয় শব্দের প্রথম অক্ষরটা যে H এটাও খুব স্পষ্ট। তাহলে মোটামুটি দাঁড়াচ্ছে ঃ

AM HERE A.E SLANE,

অথবা নামের যে অক্ষরটা বাদ পড়েছে সেটা বসিয়ে দিলে দাঁড়াচ্ছে ঃ

AM HERE A.E SLANEY.

এতগুলো অক্ষর হাতে পেয়ে এবার যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে দ্বিতীয় চিত্র-লিপিটা হাতে নিলাম এবং এই মর্মে তার পাঠোদ্ধার করলাম ঃ

www.boiRboi.net
boiRboi.net

A.ELRI.ES.

এই অক্ষর-গোষ্ঠীকে অর্থপূর্ণ করতে হলে শূন্য স্থান দুটিতেT এবং G বসাতেই হবে এবং ধরে নিতে হবে যে পত্র-লেখক যেখানে আস্তানা নিয়েছে এটা সেই বাড়ি বা সরাইখানার নাম।"

ইন্সপেক্টর মার্টিন ও গভীর আগ্রহে বন্ধুবরের এই সুস্পষ্ট ও পরিপূর্ণ বিবরণটি শুনলাম।

"তারপর আপনি কি করলেন স্যার ?" ইন্সপেক্টর জিজ্ঞাসা করল।

"আগে স্ল্যানি যে একজন আমেরিকান এ কথা মনে করবার যথেষ্ট যুক্তি ছিল, কারণ 'আবে' শব্দটা পুরো-পুরি আমেরিকান সংক্ষিপ্ত শব্দ, আর যেহেতু আমেরিকা থেকে পাঠানো একটা চিঠি থেকেই সব গোলযোগের সূচনা সুতরাং এ কথা মনে করবারও যথেষ্ট কারণ ছিল যে এর সঙ্গে একটা গোপন অপরাধের ব্যাপার জড়িয়ে আছে। মহিলাটি অতীতের কথা উল্লেখ করেছে অথচ স্বামীকে সে বিষয়ে কিছুই বলতে চায় নি—এর থেকেও ঐ একই কথা প্রমাণিত হয়। সুতরাং আমার বন্ধু নিউ ইয়র্ক পুলিশের উইলসন হারগ্রিভ্‌কে একটা তার করলাম। অতীতে লণ্ডনের অপরাধ-জগৎ সম্পর্কে আমার জ্ঞানকে সে অনেকবার কাজে লাগিয়েছে। আমি জানতে চাইলাম, আবে স্ল্যানি নামটা তার পরিচিত কি না। এই তার জবাব : 'শিকাগোর সব চাইতে বিপজ্জনক অপরাধী।' যে সন্ধ্যায় এই জবাবটা পেলাম সেদিনই হিল্টন কিউবিট স্ল্যানির কাছ থেকে পাওয়া শেষ চিত্র-লিপিটা আমাকে পাঠিয়েছিলেন। পরিচিত অক্ষরগুলো সাজিয়ে সেটা এই রকম দাঁড়াল :

ELSIE .RE. ARE TO MEET THY GO.

একটা P এবং একটা D অক্ষর বসাতেই সংবাদটা পুরো হল ; বুঝতে পারলাম, বদমাসটা এবার অনুরোধের পথ ছেড়ে ভয় দেখানোর পথ ধরেছে। শিকাগোর বদমাসদের সম্পর্কে যতটা জানি তাতেই বুঝলাম, কথাকে কাজে পরিণত করতে সে বেশী দেরী করবে না। সঙ্গে সঙ্গে আমার বন্ধু ও সহকর্মী ডাঃ ওয়াটসনকে নিয়ে নরফোক-এ এলাম ; কিন্তু বড়ই দুঃখের কথা, এসেই জানলাম যে খারাপ যা হবার তা হয়ে গেছে।"

ইন্সপেক্টর আবেগের সঙ্গে বলল, "কোন তদন্তের কাজে আপনার সহযোগী হতে পারা একটা সৌভাগ্যের ব্যাপার। তবু যদি খোলাখুলি কিছু কথা বলি তাহলে আমাকে ক্ষমা করবেন। আপনাকে জবাবদিহি করতে হয় শুধু নিজের কাছে, কিন্তু আমাকে জবাবদিহি করতে হবে ঊর্ধ্বতন কর্তাদের কাছে। এল্‌রিজে'স-এর বাসিন্দা এই আবে স্ল্যানি যদি প্রকৃত হত্যাকারী হয়, এবং আমি এখানে বসে থাকতে থাকতেই সে যদি পালিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে তো আমার দুর্ভোগের অন্ত থাকবে না।"

"আপনার অস্বস্তির কোন কারণ নেই। সে পালাবার চেষ্টাই করবে না।"

"কেমন করে জানলেন ?"

"পালালেই যে তার অপরাধ ধরা পড়বে।"

"তাহলে তো এখনই তাকে গ্রেপ্তার করা উচিত।"

"প্রতি মুহূর্তে তো তাকে এখানে আশা করছি।"

"কিন্তু এখানে সে আসবে কেন ?"

"কারণ চিঠি লিখে আমি তাকে আসতে বলেছি।"

"কিন্তু এ যে অবিশ্বাস্য মিঃ হোমস ! আপনি আসতে লিখলেই সে আসবে কেন ? বরং এ ধরনের অনুরোধের ফলে সন্দেহের বশবর্তী হয়ে সে কি পালিয়ে যেতেই চেষ্টা করবে না ?"

শার্লক হোমস বলল, "চিঠির মুসাবিদা কেমন করে করতে হয় আমি জানি। বস্তুত, খুব ভুল আমি করি নি, কারণ ঐ তো সেই ভদ্রলোক এসে হাজির হয়েছেন।"

পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে দরজার দিকে এগিয়ে আসছে একটি লোক। দীর্ঘকায়, সুদর্শন, মোটাসোটা ; পরনে ধূসর ফ্লানেলের সুট, পানামা হ্যাট, কালো দাড়ি, বড়শির মত বাঁকা নাক ; হাতের লাঠিটা ঘোরাতে ঘোরাতে হাঁটছে। তার হাঁটার ভঙ্গী দেখে মনে হয় যেন বাড়িটা তারই। ঘণ্টা বাজার জোর আওয়াজ কানে এল।

হোমস শান্তভাবে বলল, "ভদ্রমহোদয়গণ, আসুন আমরা দরজার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াই। এ ধরনের লোকের সঙ্গে মোলাকাত করতে যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করাই উচিত। ইন্সপেক্টর, আপনার হাত-কড়াটারও দরকার হবে। কথাবার্তা যা বলার আমিই বলব।"

এক মিনিট চুপচাপ অপেক্ষা করে রইলাম—অনেক অবিস্মরণীয় মুহূর্তের অন্যতম একটি মিনিট। তারপরই দরজা খুলে লোকটি ভিতরে পা দিল। মুহূর্তের মধ্যে হোমস পিস্তলটা তার মাথায় ঠেকাল, আর মার্টিন তার কব্জিতে পরিয়ে দিল হাত-কড়া। এত দ্রুত ও দক্ষতার সঙ্গে কাজটি করা হল যে লোকটি যখন আক্রান্ত হল তখন আর তার কিছুই করার ছিল না। শুধু দুটি জ্বলন্ত কালো চোখের দৃষ্টি মেলে সে পর পর আমাদের দিকে তাকাতে লাগল। তারপর হঠাৎ তিক্ত হাসি হেসে উঠল।

"বহুৎ খুব ভদ্রজনরা, এবার আমার উপর এক হাত নিয়েছেন। দেখছি এ বড় কঠিন ঠাঁই। কিন্তু আমি এখানে এসেছি মিসেস হিল্টন কিউবিট-এর চিঠি পেয়ে।

আপনারা নিশ্চয়ই বলবেন না যে সে এর মধ্যে আছে ? আমাকে ধরবার জন্য এই ফাঁদ পাতার ব্যাপারে তারও হাত আছে ?"

"মিসেস হিল্টন কিউবিট গুরুতর আহত ; একেবারে মৃত্যুর মুখে।"

লোকটি কর্কশ গলায় আর্তনাদ করে উঠল। সমস্ত বাড়িটাতে তার প্রতিধ্বনি হল।

হিংস্রকণ্ঠে চেঁচিয়ে বলল, "আপনারা পাগল ! আহত হয়েছে সেই লোকটা, সে নয়। ছোট্ট এল্‌সিকে কে আঘাত করবে ? তাকে হয় তো আমি ভয় দেখিয়েছি, সেজন্য ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করুন, কিন্তু তার সুন্দর মাথার এক-গাছি চুলেও আমি হাত দিতাম না। আপনার কথা ফিরিয়ে নিন—বলুন, তার আঘাত লাগে নি !"

"মৃত স্বামীর পাশেই তাকে গুরুতর আহত অবস্থায় পাওয়া গেছে।"

গভীর আর্তনাদ করে সে সেটিটার উপর ধপাস্ করে বসে পড়ল ; হাতকড়া পরা হাত দিয়ে মুখটা ঢাকল। পাঁচ মিনিট চুপ করে কাটাল। তারপর আবার মাথাটা তুলে হতাশার শান্ত সংযমের সঙ্গে বলতে লাগল :

"আপনাদের কাছ থেকে কিছুই লুকোবার নেই। আমি যদি লোকটিকে গুলি করে থাকি, সেও তো আমাকে তাক করে গুলি করেছিল, কাজেই একে খুন করা বলে না। কিন্তু আপনারা যদি ভেবে থাকেন যে ঐ নারীকে আঘাত করার ইচ্ছা আমার ছিল, তাহলে আমাকে বা তাকে আপনারা চেনেন না। আমি বলছি, এ পৃথিবীতে কেউ তাকে আমার মত ভালবাসত না। তাকে পাবার হক ছিল আমারই। অনেক বছর আগেই সে আমাকে কথা দিয়েছিল। এই ইং-রেজ ভদ্রলোক আমাদের দুজনের মধ্যে এসে দাঁড়াবার কে ? আমি বলছি, তাকে পাবার প্রথম অধিকার আমার, আর সেই অধিকারই আমি দাবী করছি মাত্র।"

হোমস কঠোর স্বরে বলল, "কিন্তু আপনার স্বরূপ জানতে পেরেই মহিলাটি আপনার কাছ থেকে সরে পড়ে-ছিলেন। আপনাকে এড়িয়ে চলবার জন্য তিনি আমেরিকা থেকে পালিয়ে আসেন, ইংলণ্ডে এসে একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্র-লোককে বিয়ে করেন। আপনি তার পিছু নেন, তার জীবন অতিষ্ঠ করে তোলেন। যে স্বামীকে তিনি ভালবাসেন, শ্রদ্ধা করেন, তাকে পরিত্যাগ করে আপনার সঙ্গে পালিয়ে যেতে তাকে প্ররোচিত করেন, অথচ আপনাকে তিনি ভয় করেন, ঘৃণা করেন। আর তারই পরিণতিতে আপনি একটি ভাল মানুষের মৃত্যু ঘটিয়েছেন আর তার স্ত্রীকে ঠেলে দিয়েছেন আত্মহত্যার পথে। এ ব্যাপারে এই আপনার কাজের খতিয়ান মিঃ আবে স্ল্যানি ; আইনের কাছে এ জন্য আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে।"

"এল্‌সিই যদি মারা যায় তাহলে আমার কি হবে তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই," বলল মার্কিন লোকটি। একটা হাতের মুঠি খুলে তেলোতে দলা পাকানো একটা চিঠির দিকে তাকিয়ে দুই চোখে সন্দেহের ঝিলিক ফুটিয়ে সে আরও বলল, "এটা দেখুন মিস্টার। এটা তো আর কোন রকম ভড়কি নয়। আপনি যে বলেছেন মহিলাটি গুরুতর-ভাবে আহত হয়েছেন, তাহলে এ চিঠিটা আমাকে কে লিখল ?" চিঠিটাকে সে টেবিলের উপর ছুঁড়ে দিল।

"আপনাকে এখানে আনবার জন্য চিঠিটা আমিই লিখেছি।"

"আপনি লিখেছেন ? নাচিয়ে মানুষদের গোপন সূত্র তো দলের লোক ছাড়া পৃথিবীর আর কেউ জানে না। আপনি ও চিঠি লিখলেন কেমন করে ?"

হোমস বলল, "একজন যা আবিষ্কার করতে পারে, অন্য জন তার পাঠোদ্ধার করতেও পারে। মিঃ স্ল্যানি, আপনাকে নরউইচ নিয়ে যাবার জন্য একটা গাড়ি আসছে। কিন্তু ইতিমধ্যে যে ক্ষতি আপনি করেছেন তার যৎসামান্য ক্ষতিপূরণ করবার মত সময় আপনার হাতে আছে। আপনি কি জানেন যে স্বামীর হত্যার ব্যাপারে মিসেস হিল্টন কিউ-বিটকে যথেষ্ট সন্দেহের চোখে দেখা হচ্ছিল, আর আমার এখানে উপস্থিতি এবং সংকেত-লিপির যে জ্ঞানের আমি অধিকারী তার ফলেই সেই অভিযোগ থেকে তিনি অব্যাহতি পেয়েছেন ? তাই তার জন্য এটুকু করুন যাতে সমস্ত জগৎ বুঝতে পারে যে তার স্বামীর শোচনীয় মৃত্যুর জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনভাবেই তিনি দায়ী নন।"

মার্কিন লোকটি বলল, "এর চাইতে বেশী কিছু আমিও চাই না। আমার ধারণা, পুরোপুরি সত্য কথাটা খোলা-খুলিভাবে বললেই আমার নিজের প্রতি সুবিচার করা হবে।"

বৃটিশ ফৌজদারী দণ্ডবিধির উদার নিরপেক্ষতার সঙ্গে ইন্সপেক্টর বলে উঠল, "আপনাকে সতর্ক করে দেওয়া আমার কর্তব্য যে আপনি যা কিছু বলবেন সবই বিচারের সময় আপনার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে।"

স্ল্যানি ঘাড় ঝাঁকুনি দিল।

বলল, "সে ঝুঁকি আমি নিচ্ছি। প্রথমেই আপনাদের জানাতে চাই ভদ্রমশাইরা যে এই মহিলাকে আমি তার শিশু-কাল থেকেই চিনি। শিকাগোতে একটা দলে আমরা সাতজন ছিলাম। আর এল্‌সির বাবা ছিল দলের পাণ্ডা। বুড়ো প্যাট্রিক ছিল খুবই চালাক-চতুর। এই সংকেত-লিপির

ব্যাপারটা সেই আবিষ্কার করেছিল ; সূত্রটা জানা না থাকলে সব ব্যাপারটাকে ছেলেমানুষি আঁকাবুকি বলে মনে হবে। আমাদের কাজকর্মের কিছু কিছু হদিস এল্‌সি পেয়ে গেল ; সে সব সে বরদাস্ত করতে পারল না ; তাছাড়া সৎভাবে উপার্জিত কিছু অর্থও তার ছিল ; কাজেই আমাদের সবাইকে ফাঁকি দিয়ে একদিন সে লণ্ডনে চলে গেল। আমার সঙ্গে তার বিয়ের কথা হয়েছিল ; আমার বিশ্বাস আমি যদি অন্য কোন কাজকর্ম করতাম তাহলে সে আমাকেই বিয়ে করত ; কিন্তু কাণা গলির কাজকর্মের সঙ্গে সে কোন সম্পর্ক রাখতে চাইল না। এই ইংরেজ ভদ্রলোকের সঙ্গে বিয়ে হবার আগে আমি তার কোন খোঁজই পাই নি। খোঁজ পেয়েই তাকে চিঠি লিখলাম, কিন্তু কোন জবাব পেলাম না। তারপরেই এখানে চলে এলাম। যখন দেখলাম যে চিঠিতে কোন কাজ হচ্ছে না তখনই সাংকেতিক ভাষায় চিঠি পাঠাতে লাগলাম, কারণ সে ওটা পড়তে পারত।

"দেখুন, আজ একমাস আমি এখানে এসেছি। ঐ গোলাবাড়িটাতে বাসা নিলাম ; সেখানে নীচতলায় একটা ঘর পেলাম ; প্রতি রাত্রেই সেখান থেকে আসা-যাওয়া করতে পারতাম। এল্‌সিকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিয়ে যেতে সাধ্যমত চেষ্টা করলাম। আমার সংবাদগুলো যে তার হাতে পড়ছে তাও বুঝতে পারলাম, কারণ একবার ঐ রকম একটা চিঠির নীচে সেও কিছু জবাব লিখে দিয়েছিল। তারপরই আমার মেজাজ চড়ে গেল ; তাকে ভয় দেখাতে শুরু করলাম। তখন সেও আমাকে একটা চিঠি লিখল। আমাকে চলে যেতে অনুরোধ করে জানাল যে তার স্বামীর নামে যদি কোন কুৎসা রটে তাহলে তারই বুক ভেঙে যাবে। সে বলল, একবার দেখা করেই আমি যদি চলে যাই এবং তাকে শান্তিতে থাকতে দেই, তাহলে সকাল তিনটের সময় তার স্বামীর ঘুমন্ত অবস্থায় সে নীচের তলায় নেমে আসবে এবং একেবারে শেষের জানালা দিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলবে। যথাসময়ে সে নীচে নেমে এল ; চলে যাবার জন্য আমাকে ঘুষ দিতে কিছু টাকাও সঙ্গে করে আনল। সে কথা শুনেই আমি যেন পাগল হয়ে গেলাম ; হাত ধরে টানতে টানতে তাকে জানালা গলিয়ে বের করে নিতে চেষ্টা করলাম। ঠিক সেই মুহূর্তে রিভলবার হাতে স্বামীটি এসে হাজির হল। এল্‌সি তখন মেঝের উপর পড়ে আছে ; মুখোমুখি আমরা দু'জন। আমাকে তাড়া করতেই তাকে ভয় দেখিয়ে পালিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে বন্দুকটা তুলে ধরলাম। সে কিন্তু গুলি ছুঁড়েই বসল, কিন্তু তার লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। আমিও গুলি ছুঁড়লাম, সে পড়ে গেল। বাগানের ভিতর দিয়ে যেতে যেতেই শুনতে পেলাম জানালাটা বন্ধ হয়ে গেল। ভদ্র মশাইরা, এই হল আসল সত্য কথা ; এর প্রতিটি কথাই সত্য ; ঐ ছোকরা ঘোড়ায় চড়ে গিয়ে চিঠিটা দেখিয়ে আমাকে এখানে নিয়ে আসার আগে পর্যন্ত এ বিষয়ে আর কিছুই আমি শুনি নি। চিঠিটা পেয়েই চলে এসেছি, আর বোকা পাখির মত আপনাদের হাতে ধরা পড়েছি।"

তার কথা চলতে চলতেই একটা গাড়ি এসে হাজির হল। দু'জন ইউনিফর্মধারী পুলিশ গাড়িতে বসে ছিল। ইন্সপেক্টর মার্টিন উঠে দাঁড়িয়ে বন্দীর কাঁধে হাত রাখল।

"আমাদের যাবার সময় হয়েছে।"

"তার আগে ওকে একবার দেখতে পারি কি ?"

"না, তিনি এখনও অজ্ঞান। মিঃ শার্লক হোমস, আবার যদি কখনও কোন গুরুত্বপূর্ণ কেস হাতে পাই তাহলে যেন আপনাকে পাশে পাবার সৌভাগ্য আমার হয়, এটাই আমার একমাত্র প্রার্থনা।"

জানালা দিয়ে দেখলাম, গাড়িটা চলে গেল। চোখ ফেরাতেই বন্দী যে কাগজটা টেবিলের উপর ছুঁড়ে দিয়েছিল সেটার উপর নজর পড়ল। এই চিঠি পাঠিয়েই হোমস তাকে এখানে টেনে এনেছিল।

সে হেসে বলল. "ওয়াটসন, দেখ তো এটা পড়তে পার কি না।"

চিঠিতে কোন কথা নেই, ছিল শুধু নাচিয়ে মানুষদের এই ছোট পংক্তিটি ;

হোমস বলল, "যে সূত্রটি এই মাত্র বুঝিয়ে দিলাম সেটা ব্যবহার করলেই বুঝতে পারবে যে এটার অর্থ 'এই মুহূর্তে এখানে চলে এস।' আমি জানতাম, এ আহ্বানকে সে উপেক্ষা করতে পারবে না, কারণ যে ঐ মহিলা ভিন্ন আর কারও কাছ থেকে আসতে পারে এটা সে কল্পনাই করতে পারবে না। তাহলে ভাই ওয়াটসন, যে নাচিয়ে মানুষের দল অন্য অনেক ক্ষেত্রে শয়তানের দূত হিসাবে কাজ করেছে তাদের সৎকাজে লাগিয়েই আমরা আমাদের কাজ শেষ করেছি ; আর তোমার নোট-বইটার জন্য অসাধারণ কিছু দেব বলে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তাও রক্ষা করেছি বলেই তো মনে হয়। তিনটে চল্লিশে আমাদের ট্রেন ; কাজেই ডিনারের সময়ই আমরা বেকার স্ট্রীটে ফিরে যেতে পারব।"

উপসংহারে আর একটিমাত্র কথা।

নরউইচ-এর শীতকালীন দায়রা আদালতে মার্কিন অবে স্ল্যানির মৃত্যুদণ্ড হয় ; কিন্তু পারিপার্শ্বিক ঘটনার বিচারেও হিল্টন কিউবিটই যে প্রথম গুলি ছুঁড়েছিল এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে তার শাস্তিকে আজীবন কারাদণ্ডে পরিবর্তিত করা হয়েছিল।

মিসেস হিল্টন কিউবিট সম্পর্কে শুধু এইটুকুই শুনেছি যে তিনি ধীরে ধীরে ভাল হয়ে ওঠেন এবং আজও পর্যন্ত বিধবা থেকেই দরিদ্রের সেবায় ও তার স্বামীর সম্পত্তি দেখাশুনার কাজেই তার সারা জীবন উৎসর্গ করেছেন।

কালো পিটার
Black Peter

'৯৫ সালে আমার বন্ধুটিকে দেহে ও মনে যেমন সুস্থ দেখেছি তেমনটি আর কখনও দেখি নি। ক্রমবর্ধমান খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যবসাও প্রচণ্ডভাবে বেড়ে গিয়েছিল। সে সময় যে সব বিখ্যাত মক্কেল আমাদের বেকার স্ট্রীটের দীন কুটিরে পদার্পণ করেছে তাদের কারও কারও পরিচয় সম্পর্কে আমি যদি কোন রকম ইঙ্গিত পর্যন্ত করি তাহলে সেটা আমার পক্ষে অবিবেচনার কাজ হবে। হোমস অবশ্য সব মহৎ শিল্পীর মতই শিল্পের জন্যই শিল্পের চর্চা করে থাকে, এবং একমাত্র ডিউক অব হোল্ডারনেস-এর ক্ষেত্রে ছাড়া তার অমূল্য কাজের বিনিময়ে মোটা অর্থ দাবী করতে তাকে কদাচিৎ দেখেছি। সে এতই সংসারজ্ঞ নহীন—অথবা এতই খেয়ালি—যে সমস্যাটা যদি তার মনকে না টানে তাহলে প্রায়শই সে ক্ষমতাবান ধনী ব্যক্তিদের সাহায্য করতেও অস্বীকৃত হয়, অথচ কোন কেসের মধ্যে যদি সেই বিস্ময়কর নাটকীয় গুণগুলি থাকে যাতে তার কল্পনা উজ্জীবিত হয় এবং তার দক্ষতাকে চ্যালেঞ্জ জানায় তাহলে অনেক সাধারণ মক্কেলের জন্যও সে সপ্তাহের পর সপ্তাহ গভীর মনোযোগের সঙ্গে কাজ করে যায়।

এই স্মরণীয় '৯৫ সালেই পর পর অনেকগুলি বিচিত্র ও সামঞ্জস্যহীন ঘটনা তার মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল ; তার একদিকে ছিল কার্ডিনাল তোস্কার আকস্মিক মৃত্যু সম্পর্কিত তার সেই বিখ্যাত তথ্যানুসন্ধান যে কাজ সে গ্রহণ করেছিল স্বয়ং মহামান্য পোপ-এর একান্ত অনুরোধে, আর অন্য দিকে ছিল কুখ্যাত ক্যানারি-পক্ষিবিশারদ উইলসন-এর গ্রেপ্তার যার ফলে লন্ডনের ইস্ট-এন্ড থেকে একটা কুখ্যাত দলই বিতাড়িত হয়েছিল। এই দুটি বিখ্যাত ঘটনার পরপরই এসেছিল উড্‌ম্যানস্‌ লী-র দুর্ঘটনা এবং একান্ত রহস্যাবৃত ক্যাপ্টেন পিটার কেরীর মৃত্যু। এই অত্যন্ত অসাধারণ ব্যাপারটার উল্লেখ না থাকলে মিঃ শার্লক হোমসের ক্রিয়াকাণ্ডের কোন ইতিবৃত্তই সম্পূর্ণ হতে পারে না।

জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে আমাদের বাসা থেকে বন্ধুটি এত ঘন ঘন ও এত দীর্ঘকালের জন্য অনুপস্থিত থাকতে শুরু করল যে আমি বুঝতে পারলাম একটা কোন মতলবেই সে ঘুরছে। সেই সময় কিছু বেয়াড়া চেহারার লোক এসে ক্যাপ্টেন বেসিল-এর খোঁজ করাতেই আমি বুঝতে পারলাম যে, কোন একটা ছদ্মবেশ ও ছদ্মনামের আড়ালে নিজের দুর্জয় ব্যক্তিত্বকে গোপন করে হোমস কোথাও কিছু করে বেড়াচ্ছে। নিজের ব্যক্তিত্বকে পাল্টে নেবার মত অন্তত পাঁচটা ছোট আড্ডা লন্ডনের নানা অঞ্চলে তার ছিল। তার কাজের কথা সেও আমাকে বলে নি, আর কোন কিছু জোর করে জানতে চাওয়াও আমার স্বভাব নয়। কিন্তু তার অনুসন্ধানের কাজ কোন্‌ পথ ধরে চলেছে তার প্রথম যে ইঙ্গিতটি সে আমাকে দিল সেটা খুবই অসাধারণ। প্রাতরাশের আগেই সে বেরিয়ে গিয়েছিল ; আমি সবেমাত্র প্রাতরাশে বসেছি এমন সময় সে ঘরে ঢুকল ; মাথায় টুপি, একটা তীক্ষ্ণমুখ বর্শা ছাতার মত করে বগলের নীচে রাখা।

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, "হায় ভগবান! হোমস, তুমি কি বলতে চাও যে এই বেশে তুমি লন্ডন শহর চষে এলে?"

"গিয়েছিলাম কসাইদের আস্তানায়, আর সেখান থেকেই ফিরছি।"

"কসাইদের আস্তানায়?"

"আর এসেছি প্রচণ্ড ক্ষিদে নিয়ে। ভাই ওয়াটসন, প্রাতরাশের আগে একটুখানি ব্যায়ামের কোন তুলনা নেই। কিন্তু আমি বাজি ধরে বলতে পারি, কি ধরনের ব্যায়াম আমি করেছি সেটা তুমি ধারণাও করতে পারবে না।"

"সে চেষ্টাও আমি করব না।"

কফি ঢালতে ঢালতে সে মুচকি হাসতে লাগল।

"অ্যালার্ডাইস-এর পিছনের দোকানে ঢুকলে দেখতে পেতে, একটা মরা শুয়োরের বাচ্চা হুক থেকে ঝুলছে আর পুরো হাতা শার্ট পরা একটি ভদ্রলোক এই অস্ত্রটি দিয়ে সেটাকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করে চলেছে। সেই উৎসাহী লোকটি কিন্তু আমি স্বয়ং, আর আমি বুঝতে পেরেছি যে শত চেষ্টা করলেও এক আঘাতে শুয়োরের বাচ্চাটাকে বিদ্ধ করতে আমি পারব না। তুমি কি একবার চেষ্টা করে

দেখবে ?"

"পৃথিবীর বিনিময়েও না। কিন্তু তুমিই বা এহেন কাজটি করতে গেলে কেন ?"

"কারণ উডম্যান্‌স্ লীর রহস্যের সঙ্গে এর একটা পরোক্ষ যোগাযোগ আছে বলে আমার মনে হয়েছে। আরে হপ্‌কিন্স, কাল রাতেই তোমার তারটা পেয়েছি ; তাই যে কোন সময় তোমাকে আশা করছিলাম। এস, বসে যাও।"

আমাদের নবাগত অতিথিটি অতিমাত্রায় সদা-সতর্ক লোক, বয়স ত্রিশ বছর, অনাড়ম্বর টুইডের স্যুট পরা, কিন্তু ধরন-ধারণ ইউনিফর্ম পরতে অভ্যস্ত লোকের মত খাড়া-খাড়া। সঙ্গে সঙ্গেই তাকে চিনতে পারলাম ; তরুণ পুলিশ ইন্সপেক্টর স্ট্যানলি হপ্‌কিন্স ; তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হোমস যেমন অনেক উচ্চ আশা পোষণ করে, তেমনই এই অপেশাদার ভদ্রলোকের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির জন্য সেও তার প্রতি ছাত্রের মতই প্রশংসাপরায়ণ ও শ্রদ্ধাশীল। হপকিন্স-এর ভুরু দুটি মেঘাচ্ছন্ন ; হতাশভাবে সে বসে পড়ল।

"ঠিক আছে ; ধন্যবাদ স্যার। বেরোবার আগেই আমি প্রাতরাশ সেরে নিয়েছি। রাতটা শহরেই কাটিয়েছি, কারণ একটা প্রতিবেদন পেশ করতে আমি এসেছি কাল।"

"কিসের প্রতিবেদন ?"

"পরাজয়ের স্যার—চরম পরাজয়ের।"

"মোটেই এগোতে পার নি ?"

"একটুও না।"

"তাই নাকি ! তাহলে তো আমাকেই একবার দেখতে হচ্ছে।"

"ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি তাই করুন মিঃ হোমস। এটাই আমার প্রথম বড় সুযোগ, অথচ আমার বুদ্ধিশুদ্ধি সব গুলিয়ে গেছে। দোহাই আপনার, একটু এগিয়ে এসে আমাকে সাহায্য করুন।"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে ; তদন্তের প্রতিবেদনসহ সব সাক্ষ্য প্রমাণের উপরেই আমি এরই মধ্যে বেশ যত্নসহকারে চোখ বুলিয়ে নিয়েছি। ভাল কথা, ঘটনাস্থলে যে তামাকের পাউচ্‌টা পাওয়া গেছে সেটার বিষয়ে তোমার কি ধারণা ? সেখানেও কি কোন সূত্র পাওয়া যায় নি ?"

হপকিন্স অবাক হয়ে তাকাল।

"ওটা তো লোকটির নিজের পাউচ্ স্যার। ভিতরে তার আদ্য অক্ষরগুলিই ছিল। আর সেটা সিল মাছের চামড়া দিয়ে তৈরী—আর সেও একজন পুরনো সিল-শিকারী।"

"কিন্তু তার কাছে তো কোন পাইপ ছিল না।"

"না স্যার, কোন পাইপ আমরা পাই নি। আসলে লোকটি খুব কম ধূমপান করত। তবু হয় তো বন্ধুদের জন্যই কিছুটা তামাক সঙ্গে রাখত।"

"নিঃসন্দেহ। আমি এটা উল্লেখ করলাম মাত্র, কারণ আমি যদি এ কেসটা হাতে নিতাম তাহলে ওখান থেকেই অনুসন্ধান শুরু করতাম। যাই হোক, আমার বন্ধু ডাঃ ওয়াটসন এ ব্যাপারের কিছুই জানে না, এবং আর একবার পর পর ঘটনাগুলি শুনলে আমারও কোন ক্ষতি হবে না। কাজেই মূল কথাগুলির একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমাদের শুনিয়ে দাও।"

স্ট্যানলি হপকিন্স পকেট থেকে এক তা' কাগজ বের করল।

"এখানে কয়েকটা তারিখ রয়েছে ; তার থেকেই মৃত ক্যাপ্টেন পিটার কেরীর পরিচয় জানতে পারবেন। পঞ্চাশ বছর আগে '৪৫-এ তার জন্ম হয়েছিল। সে ছিল খুবই দুঃসাহসী ও সফল সিল ও তিমি শিকারী। ১৮৮৩ সালে ডান্ডীর বিখ্যাত সিল-ধরা জাহাজ 'সী ইউনিকর্ণ'-এর সেই ছিল অধিনায়ক। সেই সময় পর পর কয়েকটি সফল সমুদ্র-যাত্রার পরে ১৮৮৪ সালে সে অবসর গ্রহণ করে। তারপরে কয়েক বছর নানা স্থানে ঘোরাঘুরির শেষে সাসেক্স-এর অন্তর্গত ফরেস্ট রো-র নিকটবর্তী উড্‌ম্যান্'স্ লী নামক একটা ছোট জায়গা কিনে ফেলে। সেখানে দু'বছর বাস করবার পরে আজ থেকে ঠিক এক সপ্তাহ আগে সেখানেই সে মারা যায়।

"লোকটি সম্পর্কে কয়েকটি বিশেষ কথা বলবার আছে। সাধারণ জীবনযাত্রায় লোকটি কড়া পিউরিটান ধাতের—নীরব বিষণ্ণ। তার সংসার বলতে স্ত্রী, কুড়ি বছর বয়সের মেয়ে ও দুটি চাকরাণি। বাড়িতে প্রায়ই চাকরাণি বদল হত, কারণ বাড়ির আবহাওয়াটা মোটেই সুখকর ছিল না, আর মাঝে মাঝেই সহ্যের বাইরে চলে যেত। লোকটি এক-নাগাড়ে মদ খেত, আর মাতাল অবস্থায় হয়ে উঠত একটা আস্ত শয়তান। শোনা যায়, মাঝ রাতে সে তার স্ত্রী ও মেয়েকে ঘর থেকে বের করে দিত, আর পার্কের ভিতর দিয়ে এমনভাবে চাবুক মারতে মারতে তাদের নিয়ে যেত যে চেঁচা-মেচিতে সারা গ্রামের লোকজন জেগে উঠত।

"তার এই স্বভাবের জন্য বকুনি দিতে বৃদ্ধ ভাইকার তার বাড়িতে গেলে সে তাকে এমনভাবে মারধোর করেছিল যে সেজন্য একবার তাকে আদালতেও যেতে হয়েছিল। এক-কথায় বলা যায় মিঃ হোমস যে কাছাকাছির মধ্যে পিটার কেরীর মত দুর্বৃত্ত লোক আপনি দ্বিতীয়টি পাবেন না। শুনেছি জাহাজের অধিনায়ক থাকাকালেও তার চরিত্র এই রকমই ছিল। এই ব্যবসার জগতে তার পরিচয় ছিল কালো

পিটার, আর এ নামটি তাকে দেওয়া হয়েছিল শুধুমাত্র তার সবল দেহ আর মস্ত বড় কালো দাড়ির জন্যই নয়, তার আচার-আচরণে আশেপাশের লোকের মনে যে ত্রাসের সৃষ্টি হয়েছিল তার থেকেই এই নামের উৎপত্তি। বলাই বাহুল্য যে প্রতিবেশীরা সকলেই তাকে ঘৃণা করত, এড়িয়ে চলত ; তাই তার ভয়ংকর পরিণামের জন্যও কাউকে আমি একটি দুঃখের কথাও বলতে শুনি নি।

"মিঃ হোমস, তদন্তের বিবরণীতে আপনি নিশ্চয়ই এই লোকটির 'কেবিন'-এর কথাটা পড়েছেন ; কিন্তু আপনার বন্ধুটি হয় তো কিছুই শোনেন নি। তার বাড়ি থেকে কয়েক শ' গজ দূরে সে নিজেই একটা কাঠের বাইরের ঘর বানিয়ে নিয়েছিল—সেটাকে সে সব সময়ই বলত 'কেবিন'—আর প্রতি রাতে সে সেখানেই ঘুমোত। একটা ছোট এক-ঘরের কুটির, দৈর্ঘ্যে ষোল ফুট ও প্রস্থে দশ ফুট। ঘরের চাবি সে নিজের পকেটেই রাখত, নিজেই বিছানা করত, নিজে ঝাড়-পোছ করত, অন্য কাউকে ঘরের চৌকাঠও মাড়াতে দিত না। ঘরের চারদিকেই পর্দা-ঢাকা ছোট ছোট জানালা আছে, কিন্তু সে জানালা কখনও খোলা হয় না। একটা জানালা আছে বড় রাস্তার দিকে ; রাতে যখন ঘরের মধ্যে আলো জ্বলত তখন আশপাশের লোকজন সেই আলো দেখিয়ে বলাবলি করত, কালো পিটার ঘরের মধ্যে কি করে। মিঃ হোমস, তদন্তের ফলে যেটুকু প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেছে সেটা ওই জানালাটা থেকেই এসেছে।

"আপনার নিশ্চয়ই মনে পড়ছে, খুনের দু'দিন আগে সকাল একটা নাগাদ স্লেটার নামক একজন পাথরের রাজ-মিস্ত্রি ফরেস্ট রো-র দিক থেকে হাঁটতে হাঁটতে এসে ওই জায়গায় পৌঁছে থেমে যায় এবং গাছপালার ভিতর দিয়ে বেরিয়ে আসা একটা চৌকো আলোর রশ্মি দেখতে পায়। সে দিব্যি করে বলেছে যে, মাথাটা একদিকে কাৎ করা একটা মানুষের ছায়া সে পর্দার উপরে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিল, আর সে ছায়াটা কোনক্রমেই পিটার কেরীর হতে পারে না, কারণ কেরীকে সে ভাল করেই চেনে। সে ছাড়া একটি দাড়িওয়ালা লোকের বটে, কিন্তু সে দাড়িটা ছোট, আর এমনভাবে সামনের দিকে ঠেলে উঠেছে যেটা ক্যাপ্টেনের দাড়ির থেকে আলাদা। সে এই কথা বলেছে বটে, কিন্তু সে নিজে তখন মদের দোকানে দুটি ঘণ্টা কাটিয়ে এসেছে, আর রাস্তা থেকে জানালাটাও বেশ খানিকটা দূরে। তা-ছাড়া, এটা সোমবারের কথা আর খুনটা হয়েছে বুধ-বারে।

"সেই মঙ্গলবারে পিটার কেরীর মেজাজ ছিল সব চাইতে খারাপ, মদে একেবারে চুর, একটা বিপজ্জনক খুনো পশুর মত ভয়ংকর। সে বাড়িময় ঘুরে বেড়াতে লাগল, আর তার আসার শব্দ শুনলেই মেয়েরা ভয়ে পালিয়ে যেতে লাগল। একটু রাত হতেই সে তার নিজের ঘরে চলে গেল। পরদিন সকাল দু'টো নাগাদ তার মেয়ে সেই ঘরটার দিক থেকে আসা একটা আর্ত চীৎকার শুনতে পেল, কারণ জানালা খোলা রেখেই মেয়েটি ঘুমোত ; কিন্তু মাতাল অবস্থায় হৈ-হল্লা করা, চীৎকার করা তার পক্ষে নতুন কিছু নয়, কাজেই মেয়েটি ও নিয়ে কোন রকম মাথা ঘামাল না। সাতটা নাগাদ ঘুম থেকে উঠে একটি দাসী দেখতে পেল সেই ঘরের দরজাটা খোলা পড়ে আছে ; কিন্তু ঐ লোকটাকে সকলেই এতদূর ভয় করে চলত যে দুপুরের আগে কেউ সাহস করে লোকটার খবর নিতে সেখানে গেল না। পরে খোলা দরজা দিয়ে উঁকি দিতেই যে দৃশ্য তাদের চোখে পড়ল তাতেই বিবর্ণ মুখে ছুটতে ছুটতে তারা গ্রামের দিকে চলে গেল। এক ঘণ্টার মধ্যেই আমি সেখানে গেলাম এবং তদন্তের ভার নিলাম।

"আপনি তো জানেন মিঃ হোমস, আমার স্নায়ু মোটা-মুটি শক্ত, কিন্তু বিশ্বাস করুন, সেই ছোট ঘরটায় মাথা গলিয়ে আমিও একটা ধাক্কা খেয়েছিলাম। ছোট মাছি ও নীল মাছির গুঞ্জণে ঘরটা যেন হারমোনিয়ামের মত ভোঁ-ভোঁ করছে ; মেঝে ও দেওয়াল যেন কসাইখানা। ঘরটাকে সে 'কেবিন' বলত, সত্যি সেটা কেবিন, আপনার মনে হবে বুঝি একটা জাহাজেই চড়েছেন। একদিকে একটা বাংক, একটা সাগর-সিন্দুক, মানচিত্র, চার্ট, 'সী ইউনিকর্ণ'-এর একটা ছবি, তাকের উপর লগ-বুকের লম্বা সারি, একজন ক্যাপ্টেনের ঘর যে রকম আশা করা যায় সব কিছুই সেইভাবে সাজানো। আর তার ঠিক মাঝখানে পড়ে আছে লোকটি নিজে ; দুঃসহ যন্ত্রণায় মুখটা বিকৃত ; মস্ত বড় দাঁড়ি উপরের দিকে ঠেলে উঠেছে। তিমি মাছ মারার একটা ইস্পাতের হারপুন (টোটার মত একটা অস্ত্র) তার চওড়া বুকটাকে ফুঁটো করে পিছনের কাঠের দেওয়ালের মধ্যে ঢুকে গেছে। তাসের উপর পিন দিয়ে গেঁথে দেওয়া ঝিঁ-ঝিঁ পোকার মত সে দেওয়ালের গায়ে আটকে আছে। অবশ্য সে তখন মরে কাঠ হয়ে গেছে ; তীব্র যন্ত্রণায় শেষ চীৎকার উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই সে মারা গেছে।

"আপনার পদ্ধতিগুলো আমি জানি স্যার, আর তাই প্রয়োগ করলাম। জিনিসপত্র সরাবার অনুমতি দেবার আগে বাইরে জমি ও ঘরের মেঝেটা ভাল করে পরীক্ষা করেছি। কোন পায়ের দাগ পাওয়া যায় নি।"

"তার মানে তুমি দেখতে পাও নি ?"

"আপনাকে নিশ্চিত করে বলছি স্যার, কোন ছাপ ছিল

না ?"

"দেখ বাপু, অনেক অপরাধের তদন্ত আমি করেছি, কিন্তু কোন উদ্ভট জীব এসে দুষ্কর্ম করেছে এমনটি আজ পর্যন্ত দেখি নি। যতকাল পর্যন্ত অপরাধী দুই পায়ের উপর খাড়া থাকবে, ততদিন কিছু দাগ, কিছু ঘসে তোলার চিহ্ন, সামান্য কিছু জিনিসপত্র সরানো—এ সব থাকবেই। আমাদের কাজের সুবিধা হতে পারত এমন কোন চিহ্ন এই রক্তাপ্লুত ঘরে ছিল না এটা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। তদন্তের বিবরণ থেকে দেখতে পাচ্ছি, সেখানে এমন কিছু জিনিস ছিল যা তোমার নজর এড়িয়ে গেছে।"

আমার সন্দীপটির এই বিদ্রূপাত্মক মন্তব্যে তরুণ ইন্সপেক্টরটি সংকুচিত হয়ে পড়ল।

"আপনাকে তখনই ডেকে না আনাটা বোকামির কাজ হয়েছে মিঃ হোমস। যা হোক, এখন তো আর সে কথা বলে লাভ নেই। হ্যাঁ, ঘরের মধ্যে এমন কিছু কিছু জিনিস ছিল যেদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত ছিল। প্রথমত, যে হারপুনটা দিয়ে হত্যা করা হয়েছে সেটা ছিল। দেওয়ালের তাকের উপর থেকে সেটাকে টেনে নামানো হয়েছিল। সে রকম আরও দুটো সেখানে ছিল, আর তৃতীয়টার স্থান ছিল শূন্য। ডান্ডাটার উপর খোদাই করা ছিল 'এস, এস, সী উইনিকর্ণ, ডান্ডি।' এর থেকেই প্রমাণ হয় যে মুহূর্তের ক্রোধের বশেই খুন করা হয়েছিল, আর খুনী হাতের কাছে যে অস্ত্র পেয়েছিল সেটাই ব্যবহার করেছে। খুনটা করা হয়েছে সকাল দুটোয়, অথচ পিটার কেরীর পরনে ছিল পুরো পোশাক ; তাতেই বোঝা যায় যে খুনীর সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থাটা আগে থেকেই করা ছিল ; আর সেটা আরও প্রমাণিত হয় এই সত্য থেকে যে টেবিলের উপর এক বোতল 'রাম' ও দুটো ময়লা গ্লাস পাওয়া গেছে।"

হোমস বলল, "হ্যাঁ ; এই দুটো অনুমানই করা যেতে পারে বলেই মনে হয়। ঘরে 'রাম' ছাড়া আর কোন রকম মদ ছিল কি ?"

"হ্যাঁ ; সাগর-সিন্দুকের মধ্যে ব্র্যান্ডি ও হুইস্কি ছিল। অবশ্য আমাদের দিক থেকে সেটার কোন গুরুত্ব নেই, কারণ দুটো পাত্রই ভরা ছিল ; কাজে কাজেই সে দুটি ব্যবহার করাই হয় নি।"

হোমস বলল, "তা সত্ত্বেও এর উপস্থিতিরই একটা তাৎপর্য আছে। যা হোক, যে সমস্ত জিনিসের গুরুত্ব এই কেসের ক্ষেত্রে আছে বলে তুমি মনে কর আগে তার কথাই শোনা যাক।"

"টেবিলের উপর এই তামাকের পাউচটা ছিল।"

"টেবিলের কোন্ জায়গায় ?"

"মাঝখানে। সিল মাছের মোটা চামড়ার তৈরী—লোমওয়ালা চামড়া—একটা চামড়ার পটি দিয়েই মুখটা আটকানো। ভিতরে 'পি, সি,' লেখা। পাউচের ভিতরে ছিল আধ আউন্স কড়া জাহাজের তামাক।"

"চমৎকার ! আর কি ছিল ?"

"স্ট্যানলি হপকিন্স ধূসর মলাটের একটা নোট-বই পকেট থেকে বের করল। বাইরেটা খসখসে ও জীর্ণ, পাতাগুলি বিবর্ণ। প্রথম পাতায় "জে, এইচ, এন," আদ্য অক্ষরগুলি লেখা, তারিখ "১৮৮৩"। সেটাকে টেবিলের উপর রেখে হোমস তার নিজস্ব ভঙ্গীতে ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখতে লাগল, আর হপকিন্স ও আমি দুই কাঁধের উপর দিয়ে তাকিয়ে রইলাম। দ্বিতীয় পাতায় "সি, পি, আর," অক্ষরগুলি ছাপা ছিল ; তারপর কয়েকটা পাতায় শুধু সংখ্যা লেখা। কোন পাতায় শিরোনাম আর্জেন্টাইন, কোন পাতায় কোস্টারিকা, আবার কোন পাতায় সান পলো ; প্রতিটি পাতায়ই নামের পরে কতকগুলি চিহ্ন সংখ্যা।

"এগুলোর অর্থ কি বলে মনে কর ?" হোমস জিজ্ঞাসা করল।

"স্টক এক্সচেঞ্জ-এর ঋণ-পত্রের তালিকা বলে মনে হয়। আমি ভেবেছি, 'জে, এইচ, এন,' হচ্ছে দালালের নামের আদ্য অক্ষর, আর 'সি, পি, আর,' হচ্ছে তার মক্কেলের নামের আদ্য অক্ষর।"

"ক্যানাডিয়ান (সি) প্যাসিফিক (পি) রেলওয়ে (আর) চেষ্টা করে দেখ তো," হোমস বলল।

ইন্সপেক্টর চেঁচিয়ে বলল, "সত্যি, আমি কী বোকা ! এবার শুধু 'জে, এইচ, এন,' আদ্য অক্ষরগুলির রহস্য খুঁজে বের করতে হবে। পুরনো স্টক এক্সচেঞ্জ-এর তালিকা পরীক্ষা পরে দেখেছি, কিন্তু ১৮৮৩ সালের কোন দালালের নামের আদ্য অক্ষরই এর সঙ্গে মেলে নি। তবু আমার মনে হয়, আমি যে সূত্রটা ধরেছি সেটাই সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ। যে দ্বিতীয় লোকটি সেখানে উপস্থিত ছিল—অর্থাৎ খুনি লোকটি—এগুলি যে তার নামেরই আদ্য অক্ষর এ সম্ভাবনাও তো আপনি স্বীকার করবেন মিঃ হোমস। আমি আরও বলতে চাই যে, অনেক দামী একগাদা ঋণ-পত্রের দলিলের খোঁজ পাওয়ার ফলে এই প্রথম আমরা হত্যাকাণ্ডের একটা উদ্দেশ্যের সন্ধান পেলাম।"

শার্লক হোমসের মুখ দেখে মনে হল যে পরিস্থিতির এই নতুন পরিণতি দেখে সে খুবই বিস্মিত হয়েছে।

সে বলল, "তোমার দুটো বক্তব্যই আমি মেনে নিচ্ছি। আরও স্বীকার করছি তদন্তের সময় যে নোট-বইটার খোঁজ

মেলে নি সেটা পাওয়ায় আমার আগেকার সব ধারণাই পাল্টে গেছে। এই হত্যার ব্যাপারে যে ধারণা আমি গড়ে তুলেছিলাম তার মধ্যে এই নোট-বইয়ের কোন স্থান হচ্ছে না। এখানে উল্লেখিত কোন ঋণ-পত্র সম্পর্কে খোঁজ-খবর করেছ কি ?"

"বিভিন্ন আপিসে খোঁজ করা হচ্ছে, কিন্তু আমার আশংকা হচ্ছে, দক্ষিণ আমেরিকার এই সব প্রতিষ্ঠানের শেয়ার-দালালদের পূর্ণ তালিকা আছে দক্ষিণ আমেরিকাতে ; কাজেই এ সব শেয়ারের খোঁজ-খবর করতে কয়েক সপ্তাহ কেটে যাবে।"

হোমস তার ম্যাগ্‌নিফাইং কাঁচের ভিতর দিয়ে নোট-বইয়ের মলাটটা পরীক্ষা করছিল। বলল, "এখানে একটা দাগ লেগেছে বলে মনে হচ্ছে।"

"হ্যাঁ স্যার, রক্তের দাগ। আপনাকে তো বলেছি, বইটা মেঝে থেকে তুলে নিয়েছি।"

"রক্তের দাগটা উপরে ছিল, না নীচে ?"

"কার্ডবোর্ডের ভিতরের দিকে।"

"তাতেই প্রমাণ হয় যে খুনের পরেই বইটা মেঝেতে পড়েছিল।"

"ঠিক তাই মিঃ হোমস। এ কথাটা আমারও মনে হয়েছিল। তাড়াতাড়ি পালিয়ে যাবার সময় খুনী এটাকে ফেলে গিয়েছিল বলেই আমার ধারণা। দরজার পাশেই এটা পড়ে ছিল।"

"যে সব ঋণ-পত্র পাওয়া গেছে তার কোনটাই তো মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি নয় ?"

"ডাকাতি সন্দেহ করবার কোন কারণ কি পেয়েছ ?"

"না স্যার।"

"না স্যার। কোন কিছুতেই হাত দেওয়া হয়েছে বলে মনে হয় না।"

"কী আশ্চর্য, কেসটা তো খুবই ইণ্টারেস্টিং। তাহলে তো সেখানে একটা ছুরি থাকবার কথা ; ছিল কি ?"

"খাপে-ঢাকা একটা ছুরি ; এখনও খাপেই রয়েছে। মৃত লোকটির পায়ের কাছে পড়ে ছিল। মিসেস কেরী ওটাকে তার স্বামীর সম্পত্তি বলে সনাক্ত করেছে।"

বেশ কিছু সময় হোমস চিন্তায় ডুবে রইল।

অবশেষে বলল, "মনে হচ্ছে বেরিয়ে গিয়ে জিনিসটা একবার সচক্ষে দেখতে হবে।"

স্ট্যানলি হপকিন্স উল্লাসে চীৎকার করে উঠল।

"অনেক ধন্যবাদ স্যার। তাহলে তো আমার বোঝা অনেক হাল্কা হয়ে যাবে।"

ইন্সপেক্টরের দিকে আঙুল নেড়ে হোমস বলল, "এক সপ্তাহ আগে হলে কাজটা অনেক সহজ হত। তবে এখনও আমার যাওয়াটা একেবারে নিষ্ফল হবে না। ওয়াটসন, যদি সময় করতে পার তাহলে তোমাকে সঙ্গী পেলে খুশি হব। হপকিন্স, একখানা চার চাকার গাড়ি ডাক, পনেরো মিনিটের মধ্যেই আমরা ফরেস্ট রো-তে যাবার জন্য তৈরী হতে পারব।"

একটা স্টেশনে নেমে গাড়িতে চেপে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে বেশ কয়েক মাইল পথ পার হয়ে গেলাম। যে মহারণ্য দীর্ঘকাল যাবৎ স্যাকসন আক্রমণকারীদের আটকে রেখেছিল—ষাট বছর ধরে যে দুর্ভেদ্য অরণ্য ছিল বৃটেনের প্রাচীরস্বরূপ, এই জঙ্গল এক সময় ছিল তারই অংশ। জঙ্গলের অনেকখানিই এখন পরিষ্কার করে ফেলা হয়েছে, কারণ দেশের প্রথম লোহার কারখানা এখানেই স্থাপিত হয়েছিল, আর খনিজ লোহাকে গলাবার জন্য কেটে ফেলা হয়েছিল গাছের পর গাছ। কিন্তু বর্তমানে উত্তরের অধিকতর সমৃদ্ধ লোহার খনিগুলি এই ব্যবসাকে দখল করে ফেলেছে ; ফলে অতীতের সাক্ষ্য হিসাবে আজ শুধু পড়ে আছে ইতস্ততবিক্ষিপ্ত জঙ্গল আর মাটির বুকে কতকগুলি বড় বড় গর্তের ক্ষত-চিহ্ন। এখানেই পাহাড়ের সবুজ ঢালের উপর একটা খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে একটা লম্বা নীচু পাথরের বাড়ি ; জঙ্গলের ভিতর দিয়ে একটা আঁকাবাঁকা পথ এসে পড়েছে সেই বাড়িতে। রাস্তার আরও কাছে তিন দিকে ঝোপ-ঝাড়ে ঢাকা একটা ছোট বাহির-বাড়িও আছে ; তার একটা জানালা ও দরজাটার মুখ আমাদের দিকে। ওটাই হত্যাকাণ্ডের ঘটনাস্থল।

স্ট্যানলি হপকিন্স আমাদের বাড়িটাতে নিয়ে গেল। সেখানে সে আমাদের একটি কুৎসিৎদর্শন, পাকা-চুল বৃদ্ধার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। নিহত লোকটির বিধবা স্ত্রী। তার বলীরেখাকীর্ণ বড় মুখ ও লাল চোখের ভয়ার্ত দৃষ্টি দেখলেই বোঝা যায় অনেক বছর ধরে অনেক কষ্ট ও দুর্ব্যবহার তাকে সহ্য করতে হয়েছে। তার সঙ্গে ছিল মেয়েটি ; বিবর্ণ মুখ, মাথা-ভরা সুন্দর চুলের রাশি। জ্বলন্ত চোখ মেলে বেপরোয়াভাবে আমাদের দিকে তাকিয়ে সে বলল, বাবার মৃত্যুতে সে খুশিই হয়েছে ; আর যে লোক তাকে মেরেছে তাকে আশীর্বাদ করেছে। কালো পিটার কেরী সংসারটাকে নরক করে তুলেছিল। আবার সূর্যের আলোয় এসে দাঁড়াতে পেরে আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছি ; মৃত লোকটির পায়ে পায়ে মাঠের যে পথটা জীর্ণ হয়ে পড়েছিল সেই পথে আবার আমরা পা ফেলতে পেরেছি।

বাহির-বাড়িটা খুবই সাদাসিদে ধরনের ; কাঠের দেওয়াল, একটিমাত্র ছাদ, দরজার পাশে একটি জানালা ; আর একটি জানালা একেবারে কোণের দিকে। পকেট থেকে চাবিটা বের করে তালাটার উপর উপুড় হয়েই স্ট্যান্লি হপকিন্স হঠাৎ থেমে গেল। তার মুখে যুগপৎ সতর্ক দৃষ্টি ও বিস্ময়।

"কেউ এটাতে হাত লাগিয়েছিল," সে বলল।

সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কাঠটা কাটা ; রংয়ের উপরকার সাদা ঘসার দাগ দেখলেই বোঝা যায় এই মুহূর্তেই কাজটা করা হয়েছে। হোমস জানালাটা পরীক্ষা করতে লাগল।

"এটাকেও ভাঙবার চেষ্টা কেউ করেছিল। তবে সে যেই হোক ভিতরে ঢুকতে পারে নি। লোকটা খুবই বাজে চোর।"

ইন্সপেক্টর বলল, "খুবই অসাধারণ ব্যাপার। আমি দিব্যি করে বলতে পারি, কাল সন্ধ্যায়ও এ দাগগুলো ছিল না।"

আমি বললাম, "হয় তো গ্রামের কোন কৌতূহলী লোকের কাজ।"

"মোটেই তা নয়। তারা কেউই এ জায়গা মাড়াতেই সাহস করবে না, কেবিনের দরজা ভেঙে ঢোকা তো দূরের কথা। এ বিষয়ে আপনার কি মনে হয় মিঃ হোমস ?"

"আমি মনে করি, ভাগ্য আমাদের প্রতি সুপ্রসন্ন।"

"আপনি বলতে চান যে লোকটি আবার আসবে ?"

"খুবই সম্ভব। দরজা খোলা পাবার আশায়ই সে এসেছিল। একটা ছোট পেন্সিল-কাটা ছুরির ফলা দিয়েই সে ভিতরে ঢুকতে চেষ্টা করেছিল। পারে নি। এ অবস্থায় সে কি করবে ?"

"আরও ভাল একটা যন্ত্র নিয়ে পরদিন রাতে আবার আসবে।"

'আমিও তাই বলতে চাই। তখন যদি তাকে অভ্যর্থনা করতে আমরা সেখানে হাজির না থাকি, সেটা আমাদের দোষ। ইতিমধ্যে, কেবিনের ভিতরটা আমি দেখতে চাই।"

দুর্ঘটনার চিহ্নগুলি সরিয়ে ফেলা হয়েছে, কিন্তু ছোট ঘরটার আসবাবপত্র ঘটনার দিন রাতে যেমন ছিল এখনও তেমনই আছে। দু' ঘণ্টা ধরে একাগ্র মনোযোগের সঙ্গে হোমস প্রতিটি জিনিস পরীক্ষা করে দেখল, কিন্তু তার মুখ দেখে বোঝা গেল যে তার প্রচেষ্টা সফল হয় নি। তদন্তের মধ্যে মাত্র একবার সে থেমেছিল।

"এই তাকটা থেকে তুমি কি কিছু সরিয়েছ হপকিন্স ?"

"না ; আমি কিছুই সরাই নি।"

"কিছু একটা সরানো হয়েছে। তাকের এই কোণটায় অন্য জায়গার তুলনায় ধুলো কম। এ পাশে হয় তো একখানা বই ছিল। একটা বাক্সও হতে পারে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, আর বেশী কিছু করতে পারছি না। চল ওয়াটসন, এই সুন্দর জঙ্গলটায় একটু বেড়িয়ে আসি ; পাখি ও ফুলদের সঙ্গে কাটিয়ে আসি কয়েকটা ঘণ্টা। হপকিন্স, তোমার সঙ্গে এখানেই পরে দেখা হবে। তখন দেখা যাবে যে ভদ্রলোক রাতের বেলা এখানে এসেছিল তার সঙ্গে মোলাকাত করা যায় কি না।"

আমরা যখন একটা জায়গায় লুকিয়ে ওঁৎ পেতে বসলাম তখন এগারোটা বেজে গেছে। হপকিন্স চেয়েছিল বাহির-বাড়ির দরজাটা খুলে রাখতে, কিন্তু হোমস বলল যে তাতে নবাগতের মনে সন্দেহ জাগতে পারে। তালাটা ছিল খুবই সাধারণ ; একটা শক্ত ফলা দিয়ে চাড় দিলেই খুলে যাবে। হোমসই বলছিল, ঘরের ভিতরে না লুকিয়ে একেবারে কোণের দিককার জানালাটার আশেপাশে যে ঝোপ-ঝাড়টা রয়েছে তার মধ্যে লুকিয়ে থাকাই উচিত। সেখানে থাকলেই আমরা তার উপর নজর রাখতে পারব এবং সে যদি আলো জ্বালায় তাহলে তার এই চুপি-চুপি নৈশ অভিযানের উদ্দেশ্যও আমরা জানতে পারব।

দীর্ঘ একঘেয়ে প্রতীক্ষা। তবু তার একটা নিজস্ব উত্তেজনা আছে। ঠিক যেমনটি থাকে তৃষ্ণার্ত শিকারের আগমনের প্রতীক্ষা জলার ধারে অপেক্ষমান শিকারীর মনে। অন্ধকারের ভিতর থেকে চুপি-চুপি আমাদের সামনে এসে হাজির হবে কোন্ সে অসভ্য প্রাণী ? সে কি অপরাধ-জগতের কোন হিংস্র বাঘ যার ধারালো থাবা ও নখরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তবে তাকে কাবু করা যাবে, না কি দেখা যাবে যে সে আসলে একটি ধূর্ত শেয়াল শুধু দুর্বল ও অরক্ষিত মানুষের কাছেই যে বিপজ্জনক ? সে যেই হোক না কেন তার জন্য সম্পূর্ণ নিশ্চুপভাবে আমরা ঝোপের মধ্যে গুঁড়ি মেরে বসে রইলাম। প্রথম দিকে কানে এল শুধু কয়েকজন বিলম্বে প্রত্যাগত গ্রামবাসীর পায়ের শব্দ, অথবা গ্রাম থেকে ভেসে আসা কিছু কণ্ঠস্বর। ক্রমে এগুলিও মিলিয়ে গেল ; নেমে এল পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতা ; শুধু বহু দূরের গির্জার ঘণ্টাধ্বনি আমাদের জানাতে লাগল রাতের প্রহর, আর শোনা যেতে লাগল মাথার উপরকার গাছপালার পাতায় পাতায় ঝরে পড়া ঈষৎ বৃষ্টির টুপ-টাপ টুপ-টাপ শব্দ।

আড়াইটে বেজে গেল। নেমে এল ভোরের আগেকার সব চাইতে অন্ধকার সময়। এমন সময় ফটকের দিক থেকে

একটা নীচু অথচ কর্কশ খট্ করে শব্দ হওয়ায় সকলেই চমকে উঠলাম। কেউ বাড়িতে ঢুকবার পথটায় এসেছে। আবার অনেকক্ষণ চুপচাপ। আশংকা হল, যা শুনেছিলাম সেটা মিথ্যা সংকেত। এমন সময় ঘরটার অপর দিকে একটা সতর্ক পদক্ষেপের শব্দ শুনতে পেলাম, আর পরমুহূর্তেই কানে এল ধাতুর উপর কোন কিছু আঁচড়াবার আওয়াজ ও খুট করে আর একটা শব্দ। লোকটা তালা খুলবার চেষ্টা করছে। এবারে হয় তো কৌশলটা ভাল ছিল, অথবা যন্ত্রটা ভাল ছিল, কারণ হঠাৎ খট্ করে একটা শব্দ হয়েই কব্জা-গুলো কড়্-কড়্ করে উঠল। তারপরই জ্বলল একটা দেশলাই আর পরমুহূর্তেই মোমবাতির আলোয় ঘরের ভিতরটা ভরে গেল। পর্দার ভিতর দিয়ে আমাদের দৃষ্টি ভিতরকার দৃশ্যের উপর স্থির-নিবদ্ধ হল।

আমাদের নৈশ অতিথিটি বয়সে যুবক ; অপটু, শুকনো শরীর, একজোড়া কালো গোঁফ মুখটাকে আরও বিবর্ণ করে তুলেছে। বয়স বিশ বছরের খুব বেশী হবে না। কোন মানুষকে এতখানি ভয় পেতে কখনও দেখি নি ; তার দাঁতে দাঁত লেগে ঠক্-ঠক্ করছে ; সমস্ত শরীর কাঁপছে। পরনে ভদ্রলোকের মত পোশাক—নরফোক কোর্তা ও নিকার-বোকার, মাথায় সুতির টুপি। আমরা দেখলাম, ভীত চোখ মেলে সে চারদিকে তাকাচ্ছে। তারপর মোমবাতি-দানটাকে টেবিলের উপর রেখে আমাদের দৃষ্টির বাইরে ঘরের এক কোণে চলে গেল। তাকের উপর সাজানো অনেকগুলো লগ-বুক-এর একখানি হাতে নিয়ে ফিরে এল। টেবিলের উপর ঝুঁকে সেই মোটা বইটার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বাঞ্ছিত লেখাটা পেয়ে গেল। তারপর একটা হাত মুঠো করে রাগত ভঙ্গীতে বইটা বন্ধ করে যথাস্থানে রেখে দিয়ে আলোটা নিভিয়ে দিল। সে ঘর ছেড়ে চলে যাবার উদ্যোগ করতেই হপকিন্স তার কলারটা চেপে ধরল ; সঙ্গে সঙ্গে সে সভয়ে আর্তনাদ করে উঠল। মোমবাতিটা আবার জ্বালানো হল। গোয়েন্দাটির মুঠোর মধ্যে বেচারি থর্থর্ করে কাঁপছে। সাগর-সিন্দুকটার উপর ধপ্ করে বসে পড়ে অসহায়ভাবে সে পরপর আমাদের দেখতে লাগল।

স্ট্যানলি হপকিন্স বলল, "এবার বল তো বাছাধন, তুমি কে, আর এখানে কি চাও ?"

লোকটির সমস্ত শক্তি একত্র করে নিজেকে সংযত করে আমাদের দিকে তাকাল।

বলল, "আপনারাই বুঝি গোয়েন্দা ? আপনারা হয় তো ভেবেছেন যে ক্যাপ্টেন পিটার কেরীর মৃত্যুর সঙ্গে আমি জড়িত। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে আমি নির্দোষ।"

হপকিন্স বলল, "সেটা আমরাই বুঝে নেব। প্রথমেই বল, তোমার নাম কি ?"

"জন হোপ্লি নেলিগান।"

দেখলাম, হোমস ও হপকিন্স দৃষ্টি বিনিময় করল।

"এখানে কি করছ ?"

"কথাটা গোপনে বলতে পারি কি ?"

"না, মোটেই না।"

"আপনাদের বলব কেন ?"

"কোন জবাব না দিলে বিচারের সময় সেটা তোমার পক্ষে খারাপ হতে পারে।"

যুবকটি হকচকিয়ে গেল।

বলল, "ঠিক আছে, বলছি। কেন বলব না ? তবু এই পুরনো কেলেংকারী আবার নতুন করে ছড়াবে এটা ভাবতেও ঘৃণা হয়। 'ডসন অ্যান্ড্ নেলিগান'-এর নাম কখনও শুনেছেন কি ?"

হপকিন্সের মুখ দেখেই বুঝলাম সে শোনে নি ; কিন্তু হোমস খুবই আগ্রহী হয়ে উঠেছে।

সে বলল, "তার মানে 'ওয়েস্ট কান্ট্রি' ব্যাংকারদের কথা বলছ। তারা তো দশ লাখ উড়িয়ে দিয়ে কর্ণওয়াল জেলার অর্ধেক পরিবারকে সর্বস্বান্ত করেছিল, আর নেলিগান গা-ঢাকা দিয়েছিল।"

"ঠিক তাই। নেলিগান আমার বাবা।"

শেষ পর্যন্ত যেন একটু মাটি পাওয়া যাচ্ছে ; কিন্তু এখনও জনৈক নিখোঁজ ব্যাংকার এবং তার নিজের হারপুন-এর আঘাতে ক্যাপ্টেন পিটার কেরীর দেওয়ালে বিদ্ধ হয়ে মৃত্যু—এ দুইয়ের মধ্যে যে দীর্ঘ ব্যবধান। সাগ্রহ মনোযোগের সঙ্গে আমরা যুবকের কথাগুলি শুনতে লাগলাম।

"আসলে ব্যাপারটা করেছিলেন আমার বাবা। ডসন তখন অবসর নিয়েছেন। আমার বয়স তখন মাত্র দশ বছর, তবু এ ঘটনার লজ্জা ও ভয়কে বুঝবার মত বয়স হয়েছিল। সকলেই বলত, আমার বাবাই সব দলিলপত্র চুরি করে পালিয়েছিলেন। কথাটা সত্য নয়। তার বিশ্বাস ছিল, আদায়-পত্র করবার মত সময় হাতে পেলে সব ঠিক হয়ে যেত এবং পাওনাদারদের সব টাকাই তিনি মিটিয়ে দিতে পারতেন। তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি হবার আগেই তার ছোট নৌকোটা নিয়ে তিনি নরওয়ে যাত্রা করে-ছিলেন। তিনি যখন মার কাছ থেকে শেষ বিদায় নিয়ে চলে গেলেন সে রাতের কথা এখনও আমার মনে আছে। যে সব কোম্পানির কাগজ সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছিলেন তার একটা তালিকা তিনি রেখে গেলেন ; যাবার সময় কথা দিয়ে গেলেন, নষ্ট সম্মান পুনরুদ্ধার করে আবার তিনি ফিরে

আসবেন এবং তাকে যারা বিশ্বাস করেছিল তাদের কোন ক্ষতি হবে না। তারপর থেকে তার কোন সংবাদই আর পাওয়া যায় নি। নৌকোটিসহ তিনি সম্পূর্ণ উধাও হয়ে গেলেন। মা ও আমি জানতাম যে সঙ্গের সব কাগজপত্র-সহ তিনি তার নৌকোসমেত সমুদ্রের অতলে তলিয়ে গেছেন। আমাদের একজন বিশ্বস্ত বন্ধু ছিলেন। তিনিও ব্যবসায়ী। কিছু দিন আগে তিনিই আবিষ্কার করেন যে, যে সব কোম্পানির কাগজ বাবা সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন তার কিছু কিছু আবার লণ্ডনের বাজারে দেখা দিয়েছে। আমরা যে কতখানি বিস্মিত হলাম সেটা আপনারা সহজেই কল্পনা করতে পারেন। সেগুলোর খোঁজে আমি ন'মাসের পর মাস কাটালাম এবং অবশেষে অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে জানতে পারলাম যে, সে সব কাগজপত্রের মূল বিক্রেতা এই ঘরের ক্যাপ্টেন পিটার কেরী।

"স্বভাবতই তার সম্পর্কে কিছু খোঁজ-খবর করলাম। ক্রমে জানতে পারলাম, এই লোকটি ছিল একখানি তিমি-ধরা জাহাজের মালিক, আর যে সময়ে আমার বাবা সাগর পেরিয়ে নরওয়ে যাচ্ছিলেন ঠিক সেই সময়েই এই লোকটিও মেরু অঞ্চলের সাগর থেকে ফিরছিল। সে বছর হেমন্ত-কালটা ছিল খুবই ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ; মাঝে মাঝেই দক্ষিণী ঝড় বয়ে যাচ্ছিল। হয় তো সেই ঝড়ের টানে আমার বাবার নৌকো উত্তর মুখে যেতে যেতে ক্যাপ্টেন পিটার কেরীর জাহাজের সামনে পড়েছিল। তাই যদি হয়ে থাকে, তাহলে তারপরে আমার বাবার কি হল ? যাই হোক, পিটার কেরীর সাক্ষ্যের দ্বারা যদি প্রমাণ করতে পারি কি ভাবে কোম্পানির কাগজগুলি বাজারে এসেছিল, তাহলে অন্তত এটা তো প্রমাণ হবে যে আমার বাবা সেগুলি বেচেন নি, এবং তিনি যখন সেগুলি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন তখন কোন রকম ব্যক্তিগত লাভের উদ্দেশ্য তার ছিল না।

"ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখা করবার উদ্দেশ্য নিয়েই আমি সাসেক্স-এ এসেছিলাম। কিন্তু ঠিক তখনই ঘটল তার ভয়ংকর মৃত্যু। তদন্তের যে বিবরণী আমি পড়লাম তাতে এই কেবিনের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে তার জাহাজের পুরনো লগ-বুকগুলি এই কেবিন-এ রক্ষিত আছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, ১৮৮৩-র আগস্ট মাসে 'সী ইউনিকর্ণ'-এ কি ঘটেছিল তা যদি জানতে পারি তা-হলে আমার বাবার রহস্যময় নিয়তির একটা মীমাংসা হয়তো করতে পারব। রাতে লগ-বুকগুলো পেতে চেষ্টা করে-ছিলাম, কিন্তু দরজা খুলতে পারি নি। আজ আবার চেষ্টা করলাম, সফলও হলাম, কিন্তু দেখলাম যে পাতা-গুলোতে ঐ মাসের হিসাবপত্তর লেখা ছিল সেগুলি বই থেকে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। ঠিক সেই মুহূর্তেই বুঝতে পারলাম যে আমি আপনাদের হাতে বন্দী।"

"এই সব ?" হপকিন্স জিজ্ঞাসা করল।

"হ্যাঁ, এই সব।" বলতে বলতে সে চোখটা ফেরাল।

"তোমার আর কিছু বলার নেই ?"

সে ইতস্তত করতে লাগল।

"না ; আর কিছু নেই।"

"গত রাতের আগে আর কখনও এখানে আস নি ?"

"না।"

"তাহলে এটা কি করে এখানে এল ?" নোট-বইটা তার সামনে মেলে ধরে হপকিন্স চেঁচিয়ে বলল। নোট-বইটার প্রথম পাতায় আছে আমাদের বন্দীর নামের আদ্য অক্ষরগুলি, আর তার প্রচ্ছদে আছে রক্তের দাগ।"

বেচারি একেবারেই ভেঙে পড়ল। দুই হাতে মুখ ঢেকে থর্‌থর্‌ করে কাঁপতে লাগল।

আর্তকণ্ঠে বলে উঠল, "এটা আপনি কোথায় পেলেন ? আমি জানতাম না। ভেবেছিলাম হোটেলেই ওটা হারিয়ে গেছে।"

হপকিন্স কঠোর স্বরে বলল, "খুব হয়েছে। তোমার আর যা কিছু বলার আছে আদালতেই বলবে। এখন আমার সঙ্গে থানায় চল। মিঃ হোমস, আমাকে সাহায্য করতে আপনারা এতদূর ছুটে এসেছেন, সেজন্য আপনার ও আপনার বন্ধুর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। যা দেখছি তাতে আপনাদের আসার কোন দরকার ছিল না ; আপনাদের সাহায্য ছাড়াই আমি কেসটাকে এই সফল পরিণতিতে নিয়ে আসতে পারতাম। তবু আপনাদের কাছে আমার কৃতজ্ঞ-তার অন্ত নেই! ব্ল্যাম্‌ব্রেটাই হোটেলে আপনাদের জন্য ঘর রাখা আছে, কাজেই এখন আমরা একসঙ্গেই হাঁটতে হাঁটতে গ্রামের দিকে যেতে পারি।"

পরদিন সকালে ফিরবার পথে হোমস জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা ওয়াটসন, এ ব্যাপারে তোমার কি মত ?"

"দেখতে পাচ্ছি তুমি খুশি নও।"

"প্রিয় ওয়াটসন, আমি সম্পূর্ণ খুশি। সেই সঙ্গে এও বলি যে স্ট্যানলি হপকিন্স-এর কর্ম-পদ্ধতি আমার ভাল লাগে নি। তার কাজে আমি হতাশ হয়েছি। তার কাছ থেকে আরও ভাল কাজ আমি আশা করেছিলাম।" সব সময়ই একটা সম্ভবপর বিকল্পের কথা চিন্তা করা আর তদনু-যায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা সকলেরই উচিত। অপরাধ তদন্তের এটাই প্রথম বিধি।"

"তাহলে সেই বিকল্পটি কি ?"

"তদন্তের যে পথ আমি অনুসরণ করে চলেছি তার ফল কিছুই না হতে পারে। আমি বলতে পারি না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি এটাকে দেখব।"

বেকার স্ট্রীটে বেশ কয়েকখানি চিঠি হোমসের জন্য অপেক্ষা করছিল। তার ভিতর থেকে একটা টেনে নিয়ে খামটা খুলেই সে বিজয়গর্বে হো-হো করে হেসে উঠল।

"চমৎকার ওয়াটসন! বিকল্প পদ্ধতিটা ভালই এগিয়েছে। তোমার কাছে টেলিগ্রামের ফর্ম আছে কি? কয়েক লাইন সংবাদ লিখে ফেল তো ঃ 'সামনার, শিপিং এজেন্ট, র‍্যাটক্লিফ হাইওয়ে। তিনটি লোক পাঠাও ; আগামীকাল সকাল দশটায় যেন পৌঁছে যায়।—বেসিল।' ও অঞ্চলে এটাই আমার নাম। অপরটায় লেখাঃ 'ইন্সপেক্টর স্ট্যানলি হপকিন্স, ৪৬ লর্ড স্ট্রীট, ব্রিক্সটন। আগামী কাল ন'টা ত্রিশে প্রাতরাশে হাজির হও। জরুরী। না আসতে পারলে তার করো।—শার্লক হোমস।' দেখ ওয়াটসন, এই নারকীয় কীটটি গত দশ দিন যাবৎ আমাকে তাড়া করে ফিরছে। এই সঙ্গেই সেটাকে মন থেকে সম্পূর্ণ তাড়িয়ে দিলাম। আমার বিশ্বাস, কালই এ ব্যাপারের শেষ কথাটি শুনতে পাব।"

ইন্সপেক্টর স্ট্যানলি হপকিন্স নির্দিষ্ট সময়ে কাঁটায় কাঁটায় এসে হাজির হল। মিসেস হাডসনের তৈরী উৎকৃষ্ট প্রাতরাশ নিয়ে সকলে বসে গেলাম। অর্জিত সাফল্যে তরুণ গোয়েন্দাটির মন-মেজাজও ছিল বেশ ভাল।

"তুমি কি সত্যি মনে কর যে তোমার সমাধানই ঠিক?" হোমস প্রশ্ন করল।

"এর চাইতে সুসম্পূর্ণ কেসের কথা আমি কল্পনাও করতে পারি না।"

"আমার কাছে কিন্তু সমাধানটা চূড়ান্ত বলে মনে হয় না।"

"আপনি আমাকে অবাক করলেন মিঃ হোমস। এর চাইতে আর বেশী কি আশা করা যায়?"

"তোমার সমাধানের মধ্যে সব কিছুর ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে কি?"

"নিঃসন্দেহে। খোঁজ নিয়ে জেনেছি, যুবক নেলিগান ঠিক খুনের দিনটিতেই ব্র্যাম্‌ব্রেটাই হোটেলে এসে উঠেছিল। গল্‌ফ্‌ খেলার অজুহাতেই সে এসেছিল। তার ঘরটা ছিল একতলায়, তাই সে যখন ইচ্ছা বাইরে যেতে পারত। সেদিন রাতে সে উডম্যান্‌স্‌ লী-তে যায়, পিটার কেরীকে ঘরের মধ্যে দেখতে পায়, তার সঙ্গে ঝগড়া করে এবং হারপুন দিয়ে তাকে খুন করে। তারপর নিজের কৃতকর্মে আতংকিত হয়ে ঘর থেকে পালিয়ে যায় এবং এই সব কোম্পানির কাগজ সম্পর্কে পিটার কেরীকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য যে নোট-বইখানা সঙ্গে করে এনেছিল পালাবার সময় সেটা ফেলে যায়। আপনি হয় তো লক্ষ্য করেছেন, নোট-বইয়ের তালিকায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে টিক দেওয়া আছে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা নেই। যেগুলিতে টিক দেওয়া আছে, সেগুলির হদিস লণ্ডনের বাজারেই পাওয়া গিয়েছিল ; সম্ভবত বাকিগুলো তখনও কেরীর হেপাজতেই ছিল এবং বাবার পাওনাদারদের প্রতি সুবিচার করার আশায় যুবক নেলিগান সেগুলো উদ্ধার করতে সচেষ্ট ছিল। পালিয়ে যাবার পরে কয়েকদিন সে আর যেতে সাহস করে নি ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত দরকারী তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য সেখানে যেতে সে বাধ্য হয়। এ সবই কি খুব সরল আর স্পষ্ট নয়?"

হোমস হেসে মাথা নাড়ল।

"তোমার চিন্তাধারার মধ্যে একটিই খুঁৎ আছে, আর সেটা এই যে তোমার ধারণাটা মূলতই অসম্ভব। কারও শরীরে একটা হারপুন বিঁধিয়ে দেবার চেষ্টা কখনও করেছ কি? কর নি তো? কি জান স্যার, এই সব ছোটখাট জিনিসের উপরই নজর দিতে হয়। আমার বন্ধু ওয়াটসন তোমাকে বলতে পারবে যে আজ সারাটা সকাল আমি এই অনুশীলনেই কাটিয়েছি। কাজটা সহজ নয় ; অত্যন্ত শক্তিশালী অভ্যস্ত হাতের দরকার। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আঘাতটা এতই জোরের সঙ্গে করা হয়েছিল যে অস্ত্রটার মাথা দেওয়ালের ভিতরে পর্যন্ত বসে গিয়েছিল। তুমি কি মনে কর যে এই রক্তশূন্য যুবক এ রকম ভয়ংকর আঘাত করতে সক্ষম? গভীর রাতে রাম খেতে বসে কালো পিটার-এর সঙ্গে দোস্তি করবার মত লোক সে? দু'রাত আগে পর্দার ভিতর দিয়ে কি তারই ছায়া-মূর্তি দেখা গিয়েছিল? না, না হপকিন্স ; যাকে আমরা খুঁজছি সে আরও দুর্ধর্ষ অন্য কেউ।"

হোমসের কথাগুলি শুনতে শুনতে গোয়েন্দাপ্রবরের মুখটা ক্রমে লম্বা হয়ে উঠতে লাগল। তার সব আশা ও উচ্চাকাংখা যেন তারই চারপাশে ধ্বসে পড়ছে। তবু বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র মেদিনীও ছেড়ে দিতে সে রাজী নয়।

"সে রাতে নেলিগান যে উপস্থিত ছিল সে কথা তো আপনি অস্বীকার করতে পারেন না মিঃ হোমস। বইটাই তো তার প্রমাণ। আপনি খুঁৎ ধরতে পারলেও আমার বিশ্বাস যে সব প্রমাণ আমার হাতে আছে তা দিয়ে আমি জুরীকে সন্তুষ্ট করতে পারব। তাছাড়া, আমার লোকটিকে তো আমি হাতে পেয়েছি মিঃ হোমস, কিন্তু আপনার সেই দুর্ধর্ষ লোকটি কোথায়?"

হোমস গম্ভীরভাবে বলল, "মনে হচ্ছে সে সিঁড়ি দিয়ে উঠছে। ওয়াটসন, তোমার রিভলবারটাকে হাতের নাগালের মধ্যে রাখ।" উঠে দাঁড়িয়ে একটুকরো লেখা কাগজ সে পাশের টেবিলে রেখে দিল। বলল, "এবার আমরা প্রস্তুত।"

বাইরে কর্কশ গলায় কিছু কথাবার্তা শোনা গেল ; তারপরই মিসেস হাডসন দরজা খুলে জানাল যে তিনটি লোক ক্যাপ্টেন বেসিল-এর খোঁজ করছে।

"তাদের একে একে পাঠিয়ে দাও," হোমস বলল।

যে লোকটি প্রথম ঢুকল তাকে দেখতে ছোটখাট একটি শীতের আপেলের মত ; লালচে গাল আর মোটা পাকা জুলফি। হোমস পকেট থেকে একটা চিঠি বের করল।

"নাম কি ?" সে জিজ্ঞাসা করল।

"জেমস ল্যাংকাস্টার।"

"আমি দুঃখিত ল্যাংকাস্টার, পদটা পূর্ণ হয়ে গেছে। যেটুকু কষ্ট স্বীকার করেছ তার জন্য এই আধ-গিনিটা নাও। পাশের ঘরে চলে যাও, আর সেখানেই কয়েক মিনিট অপেক্ষা কর।"

দ্বিতীয় লোকটি ঢ্যাঙা, শুটকো, চুল লম্বা, গাল বসা। তার নাম হিউ পাট্রিন্স। তাকেও আধ-গিনি দিয়ে বিদায় করে পাশের ঘরে অপেক্ষা করতে বলা হল।

তৃতীয় আবেদনকারীর চেহারাটা উল্লেখযোগ্য। হিংস্র বুল-ডগের মত মুখে এলোমেলো চুল ও দাড়ির জঙ্গল ; ঘন, মোটা, ঝুলে-পড়া ভুরুর নীচে দুটো দুঃসাহসী কালো চোখ জ্বল্ জ্বল্ করছে। সেলাম করে নাবিকের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে হাতের টুপিটা নাড়তে লাগল।

"তোমার নাম ?" হোমস প্রশ্ন করল।

"প্যাট্রিক কেয়ার্নস্।"

"হারপুণ-চালক ?"

"হ্যাঁ স্যার। ছাব্বিশবার জাহাজে ভেসেছি।"

"ডাণ্ডিতেও গিয়েছিলে নিশ্চয় ?"

"হ্যাঁ স্যার।"

"কত মাইনে ছিল ?"

"মাসে আট পাউণ্ড।"

"এখনই আবার যেতে পারবে ?"

"দরকারী জিনিসপত্র পেলেই হল।"

"কাগজপত্র সঙ্গে আছে ?"

"হ্যাঁ স্যার।" পুরনো তেলচিটে কয়েকটা কাগজ পকেট থেকে বের করল। এবার চোখ বুলিয়ে হোমস সেগুলো ফেরৎ দিল।

বলল, "তোমার মত লোকই আমার চাই। পাশের টেবিলে চুক্তি-পত্র রয়েছে। ওটা সই করলেই ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেল।"

ঘরের চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নাবিকটি কলম তুলে নিল।

তার ঘাড়ের উপরে ঝুঁকে পড়ে হোমস লোকটির গলার দু'পাশ দিয়ে দুটো হাত বাড়িয়ে দিল।

বলল, "এতেই হবে।"

ঠন্ করে ইস্পাতের ঠোকাঠুকির একটা শব্দ হল ; সঙ্গে সঙ্গে ক্রুদ্ধ ষাঁড়ের মত প্রচণ্ড গর্জন। পরমুহূর্তে হোমস ও নাবিকটি মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি খেতে লাগল। লোকটার গায়ে এতই অসুরের মত শক্তি যে হোমস অতীব সুকৌশলে তার কব্জিতে হাত-কড়া পরিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও হপকিন্স ও আমি তাকে সাহায্য করতে ছুটে না গেলে সে অচিরেই আমার বন্ধুকে কাবু করে ফেলত। রিভলবারের ঠাণ্ডা নলটা যখন তার মাথায় চেপে ধরলাম একমাত্র তখনই সে বুঝতে পারল যে বাধা দেওয়া বৃথা। দড়ি দিয়ে তার গোড়ালি দুটোকে একসঙ্গে বেঁধে হাঁপাতে হাঁপাতে আমরা রণে ক্ষান্ত দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

শার্লক হোমস বলল, "আমি ক্ষমা চাইছি হপকিন্স ; ডিম-পাউরুটিটা নির্ঘাৎ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। যাই হোক, প্রাতরাশের বাকি পদগুলো তুমি নিশ্চয় উপভোগ করবে, কি বল ? তোমার মামলাটা যে শেষ পর্যন্ত একটা সগৌরব পরিণতিতে পৌঁচেছে সে জন্যও তো বটে ?"

স্ট্যানলি হপকিন্স বিস্ময়ে হতবাক।

মুখ লাল করে শেষ পর্যন্ত কোন রকমে বলল, "কি যে বলব আমি জানি না মিঃ হোমস। এখন মনে হচ্ছে, গোড়া থেকেই কী বোকামিটাই না করে এসেছি। এখন বুঝতে পারছি, আমি ছাত্র আর আপনি আমার গুরু। এ কথা কোন দিন ভুলব না। চোখের সামনে সব কিছু দেখেও এখনও বুঝতে পারছি না এ কাজ আপনি করলেন কেমন করে, আর এর অর্থই বা কি।"

হোমস সকৌতুকে বলল, "ঠিক আছে, ঠিক আছে ; অভিজ্ঞতা থেকেই তো আমরা শিক্ষা লাভ করে থাকি ; আর এবারকার মত তোমার এই শিক্ষা হোক যে, বিকল্প ধারণার কথা কখনও ভুলে যাবে না। যুবক নেলিগানকে নিয়ে তুমি এতই ব্যস্ত ছিলে যে পিটার কেরীর আসল খুনী প্যাট্রিক কেয়ার্নস্-এর কথা তোমার মাথায়ই আসে নি।"

নাবিকটির কর্কশ কণ্ঠস্বরে আমাদের আলোচনায় বাধা পড়ল।

সে বলে উঠল, "দেখুন মিস্টার, আমার প্রতি যে দুর্ব্যবহার করা হয়েছে তা নিয়ে আমি কোন আপত্তি তুলছি না, কিন্তু আমি চাই যে আপনারা সব জিনিসকে তার আসল নামে ডাকুন। আপনারা বলছেন, পিটার কেরীকে আমি ইচ্ছা করে 'খুন' করেছি ; কিন্তু আমি বলছি আমি তাকে বাধ্য হয়ে 'নিহত' করেছি ; আর আসল তফাৎটা সেখানেই। হয় তো আমার কথা আপনারা বিশ্বাস করবেন না। হয় তো ভাববেন যে আমি একটা গল্প বানিয়ে বলছি।"

"মোটেই তা ভাবব না," হোমস বলল। "তোমার কথা আমরা শুনতে চাই।"

"এখনই বলব ; ঈশ্বর জানেন, এর প্রতিটি কথাই সত্যি। কালো পিটারকে আমি চিনি ; সে যখন তার ছুরি বের করল তখনই আমি হারপুণটা তার বুকে শাঁ করে বসিয়ে দিলাম, কারণ আমি জানতাম আজ তারই একদিন কি আমারই একদিন। এই ভাবেই তার মৃত্যু হয়। আপনারা এটাকে খুন বলতে পারেন। যাই হোক, বুকে কালো পিটারের ছুরি বিঁধলেও মরতাম, এখন গলায় ফাঁসির দড়ি পরেও মরব।"

"তুমি এখানে এলে কেমন করে?" হোমস জিজ্ঞাসা করল।

"গোড়া থেকেই সব বলব। যাতে কথা বলতে সুবিধা হয় সেজন্য আমাকে একটুখানি তুলে বসিয়ে দিন। '৮৩ সালের ঘটনা—সে বছর আগস্ট মাসে। পিটার কেরী ছিল 'সী ইউনিকর্ন'-এর মালিক, আর আমি ছিলাম অতিরিক্ত হারপুণ চালক। অনুকূল বাতাস ও দক্ষিণের ঝড়ো হাওয়ার টানে আমরা বরফের দেশ থেকে বাড়ি ফিরছিলাম, এমন সময় বাতাসের টানে ভেসে আসা একটা ছোট নৌকোর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। নৌকোয় ছিল একটিমাত্র লোক—ডাঙার মানুষ। আমরা তাকে জাহাজে তুলে নিলাম। কেবিনে বসে সে ও ক্যাপ্টেন অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা বলল। তার সঙ্গে ছিল একটিমাত্র টিনের বাক্স। আমি যতদূর জানি, লোকটি একবারও তার নাম বলে নি। আর দ্বিতীয় রাতেই সে উধাও হয়ে গেল, তার কোন হদিসই আর পাওয়া গেল না। জানিয়ে দেওয়া হল—হয় সে নিজেই জাহাজ থেকে লাফিয়ে পড়েছে, না হয় তো ঝড়ো বাতাসে জাহাজ থেকে ছিটকে জলে পড়ে গেছে। আসলে তার কি হয়েছিল সেটা জানত শুধু একজন—সেই একজন হলাম আমি, কারণ আমি নিজের চোখেই দেখেছিলাম শেটল্যান্ড উপকূলের আলো দেখবার দুদিন আগে মধ্যরাত্রির অন্ধকারে ক্যাপ্টেন তাকে ধাক্কা মেরে রেলিং-এর উপর দিয়ে ফেলে দিয়েছিল।

"কথাটা আর কাউকে না জানিয়ে তারপর কি ঘটে জানবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। স্কটল্যান্ডে ফিরে যাবার পরে ব্যাপারটা সহজেই চাপা দেওয়া গেল ; কেউ কোন প্রশ্নই তুলল না। একটি অপরিচিত লোক দুর্ঘটনায় মারা গেছে, তা নিয়ে কে আর মাথা ঘামায়। এই ঘটনার কিছুদিন পরেই পিটার কেরী সমুদ্রে যাওয়া ছেড়ে দিল, আর দীর্ঘ কয়েক বছর পার হবার পরে তবে তার সন্ধান পেলাম। আমি ধরে নিয়েছিলাম যে টিনের বাক্সটার মধ্যে যা ছিল তার জন্যই সে ঐ কাজটা করেছিল, এবং এখন আমার মুখ বন্ধ রাখবার জন্য নিশ্চয় সে আমাকে মোটা ঘুষ দিতে পারবে।

"লণ্ডনে তার সঙ্গে দেখা হয়েছে এ রকম একজন নাবিকের কাছ থেকেই তার খোঁজ পাই, এবং টাকা আদায়ের ফিকিরে তার কাছে এসে হাজির হই। প্রথম রাতটা সে বেশ যুক্তিপূর্ণ কথাবার্তা বলল এবং এমন টাকা দিতে রাজী হল যাতে বাকি জীবনের জন্য আমি সমুদ্র যাত্রার হাত থেকে রেহাই পেতে পারি। ঠিক হল, দু'রাত পরে সব ব্যবস্থা পাকা হবে। সে রাতে পৌঁছেই দেখি সে মদে চুর হয়ে আছে আর মেজাজও তিরিক্ষি। টেবিলে বসলাম, মদ খেলাম, পুরনো দিনের অনেক গাল-গল্প হল ; কিন্তু সে যতই মদ টানতে লাগল ততই তার মুখের দিকে তাকাতে আমার ভয় করতে লাগল। দেওয়ালের হারপুণটা চোখে পড়ল ; মনে হল, নিজে শেষ হবার আগে ওটা আমার কাজে লাগতে পারে। শেষ পর্যন্ত থুথু ছিটিয়ে গালাগালি করতে করতে সে আমার দিকে তেড়ে এল : তার দুই চোখে খুনের নেশা, হাতে একটা বড় খাপে-ঢাকা ছুরি। খাপ থেকে ছুরিটা খুলবার সময় আর তাকে দিলাম না ; হারপুণটা আমূল বসিয়ে দিলাম তার বুকে। হা ভগবান ! তার সে কী চীৎকার। এখনও ঘুমের মধ্যে তার সেই মুখ আমি দেখতে পাই। ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরছে। তারই মাঝখানে দাঁড়িয়ে একটু অপেক্ষা করলাম। সব চুপচাপ। বুকে আবার বল ফিরে পেলাম। চারদিকে তাকালাম। তাকের উপরে টিনের বাক্সটা চোখে পড়ল। ওটার উপর পিটার কেরীর যতটা অধিকার, আমারও তাই। কাজেই সেটাকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। বোকার মত তামাকের পাউচটাকে টেবিলের উপর ফেলে রেখে গেলাম।

"এবার বলছি এই গল্পের সব চাইতে অদ্ভুত অংশটা

সবে ঘর থেকে বেরিয়েছি এমন সময় অন্য একজনের আসার শব্দ শুনতে পেয়ে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে পড়লাম। একটি লোক চুপি চুপি ঘরের ভিতর ঢুকল এবং ভূত দেখার মত চীৎকার করে বেরিয়ে এসে যত দ্রুত সম্ভব ছুটতে ছুটতে দৃষ্টিপথের বাইরে চলে গেল। সে কে বা কি জন্য এসেছিল তা আমি বলতে পারব না। এদিকে আমি দশ মাইল পথ পায়ে হেঁটে টান্‌ব্রিজ ওয়েল্‌স্‌ স্টেশনে ট্রেন ধরে লণ্ডনে পৌঁছে গেলাম এবং বুদ্ধিমানের মত চলতে লাগলাম।

"দেখুন, বাক্সটা খুলে দেখলাম তার মধ্যে টাকাপয়সা কিচ্ছু নেই : আছে কিছু কাগজ যা বিক্রি করবার সাহস আমার ছিল না। কালো পিটারও চলে গেল, আমিও কপর্দকহীন অবস্থায় লণ্ডনের পথে পথে ঘুরতে লাগলাম। একমাত্র সম্বল আমার পুরনো কাজ। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখলাম, হারপুনচালক চাই, মোটা মাইনে ; গেলাম শিপিং এজেণ্টদের কাছে ; আর তারাই আমাকে পাঠিয়ে দিল এখানে। এর বেশী কিছু আমি জানি না। আবারও বলছি, কালো পিটারকে যদি মেরে থাকি সেজন্য আইনের উচিৎ আমাকে ধন্যবাদ দেওয়া, কারণ তাদের একটা শনের দড়ির খরচ আমি বাঁচিয়ে দিয়েছি।"

উঠে পাইপটা ধরাতে ধরাতে হোমস বলল, "খুব পরিষ্কার প্রতিবেদন। হপ্‌কিন্স, আর বিলম্ব না করে তোমার বন্দীকে যাতে কোন নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যেতে পার সেই চেষ্টা করাই ভাল। এ ঘরটা ঠিক 'সেল' হবার মত উপযুক্ত নয়, আর মিঃ প্যাট্রিক কেয়ার্ন্‌স্‌ আমাদের কার্পেটটার বড় বেশী জায়গা দখল করে আছে।"

হপকিন্স বলল, "মিঃ হোমস, কেমন করে যে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব জানি না। এখনও তো বুঝতে পারছি না এ কাজ আপনি করলেন কেমন করে।"

"খুব সহজে একেবারে শুরু থেকেই সঠিক সূত্রটি ধরতে পারার সৌভাগ্যবলে। এই নোট-বইটার কথা যদি আগে জানতাম তাহলে হয় তো তোমার মতই আমার চিন্তাও ভুল পথেই যেত। কিন্তু আমি যতটুকু শুনেছিলাম তার ছিল একটিই পরিণতি। বিস্ময়কর শক্তি, হারপুন চালাবার নৈপুণ্য, রাম ও জল্‌ সিলের চামড়ার তামাকের পাউচ, তার মধ্যে কড়া তামাক—সব কিছুই এমন একজন নাবিককেই নির্দেশ করে যে খুব ভাল তিমি-শিকারী। আমার স্থির বিশ্বাস ছিল পাউচের উপর লেখা 'পি. সি' আদ্য অক্ষর কোন আকস্মিক যোগাযোগের ফল, সেটা পিটার কেরীর নয়, কারণ সে বড় একটা ধূমপান করত না। আর তার কেবিনে কোন পাইপও পাওয়া যায় নি। তোমার নিশ্চয় মনে আছে, আমি জানতে চেয়েছিলাম ঘরে হুইস্কি ও ব্র্যাণ্ডি ছিল কি না। তুমি বলেছিলে ছিল। মাটির দেশের ক'জন বাসিন্দা আছে যারা এই সব পানীয় ফেলে রাম ঢালবে গলায় ? হ্যাঁ, লোকটা যে নাবিক সে বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত হলাম।"

"আর তার খোঁজ পেলেন কেমন করে ?"

"মাই ডিয়ার স্যার, সমস্যাটা ততক্ষণে বেশ সরল হয়ে উঠেছে। লোকটি যদি নাবিক হয় তাহলে নিশ্চয় এমন কোন নাবিক হবে যে পিটার কেরীর সঙ্গে 'সী ইউনিকর্ণ'-এ ছিল। আমি যতদূর জানি, আর কোন জাহাজ সে চালায় নি। তিন দিন ধরে ডাণ্ডিতে তারের পর তার করে শেষ পর্যন্ত ১৮৮৩ সালে 'সী ইউনিকর্ণ'-এ যে সব নাবিক ছিল তাদের নামগুলো জোগাড় করলাম। যখনই হারপুণ-চালকদের মধ্যে প্যাট্রিক কেয়ার্ন্‌স্‌-এর নামটা পেলাম তখনই আমার গবেষণা প্রায় সমাপ্তির মুখে পৌঁছে গেল। মনে মনে ভাবলাম, লোকটি হয় তো এখন লণ্ডনেই আছে এবং কিছু দিনের জন্য দেশ ছেড়ে চলে যেতেও ইচ্ছুক হবে। সুতরাং কয়েকটা দিন ইস্ট এণ্ড-এ কাটিয়ে একটা উত্তর মেরু অভিযানের পরিকল্পনা খাড়া করলাম, ক্যাপ্টেন বেসিল-এর অধীনে কাজ করতে ইচ্ছুক হারপুণ-চালকদের জন্য মোটা মাইনের টোপ ফেললাম—আর তার ফল তো দেখতেই পাচ্ছ !"

"আশ্চর্য !" হপকিন্স চেঁচিয়ে উঠল। "আশ্চর্য !"

হোমস বলল, "যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যুবক নেলি-গানকে ছেড়ে দেবার ব্যবস্থা করো। আমি বলছি, আমার মতে তার কাছে তোমার ক্ষমা চেয়ে নেওয়া উচিত। টিনের বাক্সটা তাকেই ফেরৎ দিতে হবে ; অবশ্য যে সব কোম্পানির কাগজ পিটার কেরী আগেই বিক্রি করে ফেলেছে সেগুলো তো গেছেই। ঐ গাড়ি এসে গেছে ; হপকিন্স, তোমার লোককে নিয়ে চলে যাও। বিচারের সময় যদি আমাদের দরকার হয়, তখন আমার ও ওয়াটসনের ঠিকানা হবে নরওয়ের কোন এক স্থান—বিস্তারিত বিবরণ পরে লিখে পাঠাব।"

চার্লস্‌ অগাস্টাস মিলভার্টন

Charles Augustus Milverton

যে ঘটনাবলীর কথা আজ বলতে বসেছি সেগুলি ঘটেছিল অনেক বছর আগে ; তবু ভয়ে-ভয়েই সে কথার

উল্লেখ করছি। যথেষ্ট বিবেচনা ও সংযমের সঙ্গে হলেও দীর্ঘকাল সে ঘটনা জনসাধারণের সামনে প্রকাশ করাই ছিল অসম্ভব ব্যাপার ; কিন্তু আজ সে কাহিনীর প্রধান নায়ক মানুষের আইনের নাগালের বাইরে চলে গেছে ; কাজেই কিছু কিছু তথ্যকে চাপা দিয়ে কাহিনীটাকে এমনভাবে বলা যেতে পারে যাতে কারও কোন ক্ষতি না হয়। এ কাহিনী মিঃ শার্লক হোমসের ও আমার জীবনের একটি অতি অদ্ভুত অভিজ্ঞতার ইতিবৃত্ত। প্রকৃত ঘটনার সূত্র পাওয়া যেতে পারে এমন কিছু নাম ও ঘটনা যদি আমি চেপে গিয়ে থাকি তাহলে পাঠক আমাকে ক্ষমা করবেন।

হোমস ও আমি অভ্যাসমতই সান্ধ্য ভ্রমণে বেরিয়েছিলাম এবং ঠাণ্ডা, বরফ-পড়া শীতের সন্ধ্যা ছ'টা নাগাদ ফিরে এসেছিলাম। হোমস বাতিটা তুলে ধরতেই টেবিলের একটা কার্ডের উপর আলোটা পড়ল। এক নজর দেখে নিয়ে বিরক্তিসূচক শব্দ করে সেটাকে মেঝের উপর ছুঁড়ে দিল। সেটা তুলে নিয়ে আমি পড়লাম ঃ

চার্লস্ অগাস্টাস মিলভার্টন
অ্যাপেল্‌ডোর টাওয়ার্স,
হ্যাম্পস্টেড।
এজেণ্ট

www.boiRboi.net

"লোকটা কে ?" আমি জানতে চাইলাম।

চেয়ারে বসে পাটাকে আগুনের দিকে টান করে দিয়ে হোমস জবাব দিল, "লণ্ডনের সব চাইতে ওছা লোক। কার্ডটার পিছন দিকে কিছু লেখা আছে কি ?"

উল্টে দেখলাম।

"৬-৩০-এ যাচ্ছি—সি, এ, এম," আমি পড়লাম।

"হুম ! আসার সময় হয়েছে। ওয়াটসন, চিড়িয়াখানায় সাপের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে যখন ঐ সব পিচ্ছিল, আঁকাবাঁকা বিষাক্ত জীবদের দিকে তাকাও, তাকাও তাদের মারাত্মক চোখ ও কুটিল চ্যাপ্টা মুখের দিকে, তখন কি তোমার ভিতরটা শির্ শির্ করে কুঁকড়ে ওঠে না ? মিলভার্টনকে দেখলেও আমার তেমনই অনুভূতি হয়। জীবনে আমি পঞ্চাশটি খুনী নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি, কিন্তু তাদের মধ্যে যে সব চাইতে খারাপ তাকে দেখেও আমার মনে এই লোকটির মত বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় নি। তবু তার সঙ্গেই আমাকে কাজে নামতে হবে—আসলে আমার ডাক পেয়েই সে এখানে এসেছে।"

"কিন্তু সে কে ?"

"বলছি ওয়াটসন। সে হচ্ছে ব্ল্যাকমেলারদের রাজা। যে পুরুষ এবং বিশেষ করে নারীর কোন গোপন রহস্য বা কুখ্যাতি মিলভার্টন-এর কব্জায় চলে যায় ঈশ্বর তাকে রক্ষা করুন। মুখে হাসি ফুটিয়ে আর পাথরের হৃদয় নিয়ে চুষে খেতে খেতে সে তাকে একেবারে ছিবড়ে করে ফেলবে।" নিজের লাইনে সে একটি প্রতিভাবিশেষ ; কোন ভাল কাজে হাত দিলে উন্নতি করতে পারত। তার কাজের পদ্ধতি অনেকটা এই রকম ঃ সে চারদিকে প্রচার করে দেয়, অর্থ বা মর্যাদার অধিকারী কোন লোকের গোপনীয় চিঠির জন্য সে মোটা টাকা দাম দিতে প্রস্তুত। শুধু যে বিশ্বাসঘাতক খানসামা ও দাসীদের কাছ থেকেই এ সব মাল সে পায় তাই নয়, যে সমস্ত ভদ্রবেশী শয়তান স্ত্রীলোকদের বিশ্বাস ও ভালবাসার পাত্র হয়ে ওঠে তারাও অনেক সময় এ সব জিনিসের যোগান দিয়ে থাকে। টাকা-পয়সার ব্যাপারে সে কোন রকম কৃপণতা করে না। এমন খবরও আমার জানা আছে যে দু' লাইনের একটা চিঠির জন্য কোন বাড়ির ব্যর্তাবহ চাকরকে সে সাতশ' পাউণ্ড দিয়েছিল, আর তার ফলে সেই বড় পরিবারটা একেবারে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। বাজারে যা কিছু মাল আসে সব মিলভার্টন-এর কাছে চলে যায়, আর এই মহানগরে এমন শত শত লোক আছে যারা তার নাম শুনলেই ভয়ে কাঁপে। কখন যে কোথায় তার হাত পড়বে তা কেউ জানে না, কারণ সে এত ধনী ও এত ধূর্ত যে তাড়িঘাড়ি কোন কাজ সে করে না। একটা তাসকে সে হয় তো বছরের পর বছর হাতে রেখে দেবে যাতে যথাসময়ে বাজি মাৎ করবার জন্য সে-তাসটা সে খেলতে পারে। আমি আগেই বলেছি, সে লণ্ডনের সবচাইতে ওছা লোক ; এবার আমি তোমাকে বলছি—একটা গুণ্ডা ঠাণ্ডা মাথায় তার সঙ্গীর মাথায় ডাণ্ডা মারতে পারে, আর এই লোকটি তার পেট-মোটা টাকার থলিটাকে আরও মোটা করবার জন্য সুকৌশলে অবসরমত লোকের আত্মাকে যন্ত্রণাবিদ্ধ করে আর তার স্নায়ুকে মুচড়ে দেয়—এই দুজনের মধ্যে কোন তুলনা চলে কি।"

এরকম তীব্র আবেগের সঙ্গে বন্ধুকে কথা বলতে আমি কদাচিৎ শুনেছি।

বললাম, "কিন্তু লোকটা তো আইনের মুঠোর মধ্যেই বাস করে ?"

"নীতিগতভাবে তাই বটে, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে নয়। একটি নারীর সর্বনাশই যদি হয়ে গেল তাহলে তাকে কয়েক মাসের জেল খাটিয়ে তার কি লাভ হবে ? তার শিকাররা প্রত্যাঘাত করতে সাহসই করে না। কোন নির্দোষ লোককে যদি সে ব্ল্যাকমেল করত তাহলে হয় তো আমরা তাকে বাগে পেতাম ; কিন্তু সে স্বয়ং শয়তানের মতই ধূর্ত।

না, না ; তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হলে অন্য পথে যেতে হবে।"

"কি জন্য সে এখানে আসছে ?"

"কারণ একজন বিখ্যাত মক্কেল তার করুণ কাহিনী আমার হাতে তুলে দিয়েছে। তার নাম লেডি ইভা ব্ল্যাকওয়েল, গত বছরের সেরা সুন্দরী। পক্ষকালের মধ্যেই ডোভারকোর্টের জমিদারের সঙ্গে তার বিয়ে হবে। এই শয়তানের হাতে আছে তার খানকয়েক অবিবেচকের মত লেখা চিঠি—তার চাইতে খারাপ কোন চিঠি না ওয়াটসন—আর চিঠিগুলি লেখা হয়েছিল গ্রামাঞ্চলের জনৈক নিঃস্ব তরুণ জমিদারকে। অথচ বিয়েটা ভেঙে দেবার পক্ষে ঐ চিঠিগুলোই যথেষ্ট। বেশ মোটা টাকা না পেলে মিলভার্টন ঐ চিঠিগুলি জমিদারের কাছে পাঠিয়ে দেবে। তাই তার সঙ্গে দেখা করে একটা ভাল দর-দাম ঠিক করে দেবার ভার পড়েছে আমার উপর।"

ঠিক সেই সময় নীচের রাস্তায় একটা খট-খট ঘর-ঘর শব্দ শোনা গেল। নীচের দিকে তাকিয়ে একখানা পেল্লায় গাড়ি ও দুটো ঘোড়া দেখতে পেলাম ; উজ্জ্বল বাতির আলো বাদামি রঙের ঘোড়া দুটোর পাছার উপর পড়ে চিকচিক করছে। সহিস দরজা খুলে দিল, আর অস্ত্রাখান ওভারকোট পরা একটি বলিষ্ঠ লোক গাড়ি থেকে নামল। এক মিনিট পরেই সে ঘরে ঢুকল।

চার্লস অগাস্টাস মিলভার্টন-এর বয়স পঞ্চাশ, বুদ্ধিমান জীবের মত একটা বড় মাথা গোলগাল ফোলা-ফোলা দাড়ি-গোফহীন মুখ, একটা চিরস্থির হাসি, দুটি তীক্ষ্ণ ধূসর চোখ, চওড়া সোনালী ফ্রেমের চশমার ভিতর দিয়ে সে চোখের দৃষ্টি ঝক্‌ঝক্‌ করছে। তার চেহারায় মিঃ পিকউইক-এর বদান্যতার একটা আভাষ থাকলেও ঐ স্থির হাসির কাঠিন্য ও দুটি অস্থির মর্মভেদী চোখের তীক্ষ্ণ ঝিলিক তাতে ব্যতিক্রমের সৃষ্টি করেছে। গলার স্বর তার চেহারার মতই সহজ ও ভদ্র। মোটা ছোট হাতটা বাড়িয়ে সে এগিয়ে এল।

হোমস প্রসারিত হাতকে অগ্রাহ্য করে পাথরের মত কঠিন মুখে তার দিকে তাকাল। মিলভার্টন-এর হাসিটা প্রসারিত হল ; কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে ওভার কোটটা খুলল, যত্ন করে ভাঁজ করে সেটাকে চেয়ারের পিঠে রাখল, তারপর বসল।

আমাকে দেখিয়ে বলল, "এই ভদ্রলোক ; এটা কি উচিত হবে ? ঠিক হবে ?"

"ডাঃ ওয়াটসন আমার বন্ধু ও অংশীদার।"

"খুব ভাল কথা মিঃ হোমস। আপনার মক্কেলের স্বার্থেই আমি আপত্তিটা তুলেছিলাম। ব্যাপারটা খুবই গোপনীয়—"

"ডাঃ ওয়াটসন ইতিমধ্যেই সব শুনেছেন।"

"তাহলে কাজের কথায় আসা যাক। আপনি বলেছেন, লেডি ইভার হয়ে আপনি কাজ করছেন ? আমার শর্ত মেনে নেবার ক্ষমতা কি তিনি আপনাকে দিয়েছেন ?"

"আপনার শর্তগুলি কি ?"

"সাত হাজার পাউণ্ড।"

"অন্যথায় ?"

"দেখুন স্যার, সে কথা বলা আমার পক্ষে কষ্টদায়ক ; তবে ১৪ই তারিখের মধ্যে যদি টাকাটা না দেওয়া হয় তাহলে ১৮ই তারিখে বিয়ে হবে না।" তার দাম্ভিক হাসিটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। হোমস একটু ভাবল।

শেষটায় বলল, "মনে হচ্ছে আপনি অনেক কিছুই ধরে নিচ্ছেন। আমি অবশ্য চিঠির বক্তব্য সবই জানি। আমার মক্কেল অবশ্যই আমার পরামর্শ মত কাজ করবেন। আমি তাকে পরামর্শ দেব, তিনি যেন তার ভাবী স্বামীকে সব কথা খুলে বলেন এবং তার উদারতার উপর ভরসা করেন।"

মিলভার্টন মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসতে লাগল।

বলল, "বোঝা যাচ্ছে, জমিদারবাবুকে আপনি চেনেন না।"

হোমসের মুখ দেখে বুঝলাম, সে ভালই চেনে।

"চিঠিতে ক্ষতিকর কি আছে ?" সে জিজ্ঞাসা করল।

"চিঠিগুলি সুন্দর—খুবই সুন্দর," মিলভার্টন বলল।

"ভদ্রমহিলা চমৎকার চিঠি লেখেন। কিন্তু আমি আপনাকে বলছি, ডোভারকোর্ট-এর জমিদার চিঠির সে সব গুণকে উপলব্ধি করবে না। যাহোক, আপনার মত যখন অন্য রকম, তাহলে এ সব কথা যাক। এ তো ব্যবসার কথা। আপনি যদি মনে করেন যে এই চিঠিগুলি জমিদারবাবুর হাতে তুলে দিলে আপনার মক্কেলের স্বার্থ রক্ষিত হবে, তাহলে সেগুলো ফিরে পাবার জন্য এত মোটা টাকা খরচ করা তো মূর্খামি।" সে উঠে অস্ত্রাখান কোটটা হাতে নিল।

ক্ষোভে ও ক্রোধে হোমসের মুখ সাদা হয়ে উঠেছে।

সে বলল, "একটু সবুর করুন। আপনি বড় দ্রুত কাজ করেন। এ রকম একটা ব্যাপারে কেলেংকারি এড়াতে নিশ্চয়ই আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব।"

মিলভার্টন আবার চেয়ারে বসে পড়ল।

"আমি জানতাম ব্যাপারটাকে আপনি এই চোখেই দেখবেন।"

হোমস বলল, "সেই সঙ্গে এটাও বলছি যে, লেডি ইভা ধনবতী মহিলা নন। আমার কথা বিশ্বাস করুন, দু'হাজার পাউন্ড সংগ্রহ করতেই তার সব সম্পত্তি ফুরিয়ে যাবে, আর আপনি যে অংকটার কথা বললেন সেটা তার সাধ্যাতীত। তাই আমার অনুরোধ, আপনার দাবীটাকে নামিয়ে আনুন, যে দামের কথা আমি বললাম সেটা নিয়েই চিঠিগুলি ফিরিয়ে দিন। ঠিকই জানবেন যে এর চাইতে বেশী আপনি পাবেন না।"

মিলভার্টন-এর হাসিটা আরও প্রসারিত হল ; তার চোখে কৌতুকের ঝিলিক।

সে বলল, "মহিলাটির আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে আপনি যা বললেন সেটা যে সত্য তা আমি জানি। সেই সঙ্গে এ কথাও তো আপনি স্বীকার করবেন যে, তার বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজনকে তার হয়ে যৎসামান্য কিছু যদি করতে হয় তাহলে একটি মহিলার বিয়ের সময়টাই তো সব চাইতে উপযুক্ত সময়। অবশ্য বিয়ের উপহার হিসাবে এটা গ্রহণযোগ্য কি না সে বিষয়ে তাদের মনে দ্বিধা থাকতে পারে। কিন্তু আমি আপনাকে বলতে পারি, লন্ডনের সবগুলি শামাদান ও মাখনের পাত্রের চাইতেও এই ছোট চিঠির বাণ্ডিলটা হাতে পেলে তিনি বেশী খুশি হবেন।"

www.boiRboi.net

"অসম্ভব !" হোমস বলে উঠল।

"হায়, হায় কী দুর্ভাগ্যের কথা !" একটা মোটা পকেট-বই বের করে মিলভার্টন চেঁচিয়ে বলল। "আমি এ কথা না ভেবে পারছি না যে বিনা চেষ্টায় হাল ছেড়ে দেওয়াটা মোটেই সৎ পরামর্শ নয়। এটার দিকে তাকান !" খামের উপর পারিবারিক প্রতীক আঁকা একখানি ছোট চিঠি সে তুলে ধরল। "এই চিঠিটার মালিক হলেন—আচ্ছা, আগামী কাল সকালের আগে নামটা বলা হয় তো উচিত হবে না। কিন্তু ততক্ষণে এটা তো মহিলাটির স্বামীর হাতে গিয়ে পড়বে। আর সে সবই ঘটতে যাচ্ছে, কেন না যে সামান্য অর্থ মহিলাটি তার হীরেগুলির বিনিময়ে এক ঘন্টার মধ্যেই যোগাড় করতে পারেন সেটা তিনি দিতে রাজী নন। কী দুঃখের কথা। দেখুন, মাননীয়া মিস মাইল্‌স্ ও কর্ণেল ডর্কিং-এর বিয়েটা হঠাৎ ভেঙে যাওয়ার কথা নিশ্চয় আপনার মনে আছে ? বিয়ের মাত্র দুদিন আগে "মর্ণিং পোস্ট"-এর একটি প্যারাগ্রাফে সব কিছু ফাঁস করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কেন ? কথাটা অবিশ্বাস্য হলেও তুচ্ছ বারো শ' পাউন্ড হলেই সমস্ত ব্যাপারটা মিটে যেত। এটা কি দুঃখের কথা নয় ? আর এই আপনাকে দেখছি, বুদ্ধিমান মানুষ হয়েও আপনার মক্কেলের ভবিষ্যৎ ও সম্মান যখন বিপন্ন তখনও আপনি সমানে দর-কষাকষি করছেন। আপনি আমাকে অবাক করেছেন মিঃ হোমস।"

হোমস জবাব দিল, "আমি সত্য কথাই বলেছি। অত টাকার যোগাড় হবে না। মহিলার জীবনটা নষ্ট না করে আমি যে টাকাটা দিতে চেয়েছি সেটা নেওয়াই তো আপনার পক্ষে ভাল, কারণ তার জীবন নষ্ট করে তো আপনার কোন লাভ হবে না ?"

"এইখানে আপনি ভুল করলেন মিঃ হোমস। এই ব্যাপারটা ফাঁস করতে পারলে পরোক্ষভাবে আমার যথেষ্ট লাভ হবে। আমার হাতে আট-দশটা এই ধরনের পাকা ঘুঁটি আছে। লেডি ইভার ব্যাপারে আমি একটা কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছি এ কথা প্রচার হয়ে গেলে তাদের মগজে অনেক বেশী জল ঢুকবে। আমার কথাটা বুঝতে পেরেছেন তো ?"

হোমস চেয়ার থেকে লাফ দিয়ে উঠল।

"ওয়াটসন, ওর পিছনে গিয়ে দাঁড়াও। ওকে যেতে দিও না! এবার স্যার, ওই নোট-বইতে কি আছে আমাদের দেখান।"

ইঁদুরের মত তড়িৎগতিতে মিলভার্টন ঘরের একপাশে সরে গিয়ে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল।

কোটের সামনের দিকটা সরিয়ে ভিতরের পকেট থেকে বেরিয়ে-আসা বড় রিভলবারের কুঁদোটা দেখিয়ে সে বলে উঠল, "মিঃ হোমস, মিঃ হোমস ! আমি আশা করেছিলাম আপনি মৌলিক কিছু করবেন। এ রকম কাজ তো হামেশাই করা হয় তাতে করে কি লাভ হয়েছে বলুন ? শুনে রাখুন, আমি সম্পূর্ণ সশস্ত্র অবস্থায় এসেছি। দরকার হলে এই অস্ত্রটা ব্যবহার করতেও আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত, কারণ আমি জানি যে আইন আমার পক্ষে। তাছাড়া, চিঠিগুলি আমি এই নোট-বইয়ের মধ্যে ভরে এখানে নিয়ে এসেছি বলে আপনি যে সন্দেহ করেছেন সেটাও সম্পূর্ণ ভুল।' এত বড় বোকামি আমি করব না। এবার মশাইরা, আজ সন্ধ্যায়ই আরও দু একটা ছোটখাট সাক্ষাৎকার রয়েছে, আর হ্যাম্পস্টেডও এখান থেকে অনেকটা পথ।" এগিয়ে এসে কোটটা তুলে নিয়ে সে রিভলবারের উপর হাতটা রাখল, আর তারপরেই দরজার দিকে পা বাড়াল। আমি একটা চেয়ার তুলে নিতেই হোমস মাথাটা নাড়ল ; চেয়ারটা রেখে দিলাম। মাথাটা নুইয়ে একটু হেসে চোখটা টিপে মিলভার্টন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত পরেই গাড়ির দরজা বন্ধ করার ও চাকার ঘর্‌ঘর্ শব্দ শুনতে

পেলাম।

অগ্নিকুণ্ডের পাশে হোমস চুপচাপ বসে রইল। হাত দুটো ট্রাউজারের পকেটে ঢোকানো, থুতনিটা বুকের উপর ঝুলে পড়েছে, দুটো চোখ জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর নিবদ্ধ। আধ ঘণ্টা সে চুপচাপ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। তারপর যেন হঠাৎ কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছে এমনই ভাবে লাফ দিয়ে উঠে শোবার ঘরে চলে গেল। একটু পরে ছাগুলে দাড়িওয়ালা একটা লম্পট চেহারার মজুর যুবক বাতির আগুনে মাটির পাইপটা ধরিয়ে রাস্তায় নেমে গেল। "কোন এক সময়ে ফিরব ওয়াটসন" বলেই সে রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। বুঝতে পারলাম, চার্লস অগাস্টাস মিলভার্টন-এর বিরুদ্ধে অভিযান শুরু হল ; কিন্তু সেই অভিযান যে কি বিচিত্র মূর্তি ধারণ করবে তা আমি তখন স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি।

কয়েক দিন ধরেই সেই একই সাজে হোমস যাতায়াত করতে লাগল, কিন্তু সে যে হ্যাম্পস্টেড-এই সময়টা কাটাচ্ছে, আর সময়টা বিফলেও যাচ্ছে না—এর বাইরে তার কাজ-কর্মের আর কিছুই আমি জানতে পারলাম না। যা হোক শেষ পর্যন্ত এক ঝড়ের রাতে সে তার সর্বশেষ অভিযান থেকে ফিরে এল। বাতাস তখন আর্তনাদ করে জানালার উপর আছড়ে পড়েছে। ছদ্মবেশটা খুলে ফেলে আগুনের পাশে বসে সে নিজের মনেই নিঃশব্দে হাসতে লাগল।

"ওয়াটসন, আমি যে বিয়ে করতে পারি একথা তুমি নিশ্চয় বলবে না ?"

"নিশ্চয় না।"

"শুনে খুশি হবে যে আমার বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেছে।"

"আরে ভাইরে! তোমাকে অভিন—"

"মিলভার্টন-এর দাসীর সঙ্গে।"

"হা ভগবান, হোমস !"

"খবর তো বের করতেই হবে ওয়াটসন।"

"কিন্তু খুব বেশী দূর এগিয়ে পড়ছ না ?"

"এটাই অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছিল। আমি এক-জন জলের মিস্ত্রি ; উঠতি ব্যবসা : নাম এস্কট। প্রতিদিন সন্ধ্যায় তাকে নিয়ে বেরিয়েছি, কত কথা বলেছি। হা ভগবান ! সে কী কথা ! অবশ্য আমি যা চাই তা পেয়ে গেছি। নিজের হাতের তালুটাকে যেমন চিনি, মিলভার্টন-এর বাড়িটাও তেমনই আমার নখ-দর্পণে।"

"কিন্তু মেয়েটি ?"

সে কাঁধ ঝাঁকুনি দিল।

"কোন উপায় নেই ভাই ওয়াটসন। টেবিলের উপর যখন এত বড় বাজি, তখন তো হাতের তাসকে যথাসম্ভব ভালভাবেই খেলতে হবে। যা হোক, আনন্দের সঙ্গে তোমাকে জানাই যে আমার একজন তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বীও আছে, আর যে মুহূর্তে আমি মুখ ফিরিয়ে নেব সেই মুহূর্তেই সে এসে জুড়ে বসবে। আজকের রাতটা কী চমৎকার !"

"এ রকম আবহাওয়া তোমার পছন্দ ?"

"আমার কাজের খুবই উপযোগী। ওয়াটসন, আজ রাতে আমি মিলভার্টন-এর বাড়িতে চুরি করতে চাই।"

ধীরে ধীরে সুদৃঢ় সিদ্ধান্তের সুরে যে কথাগুলি সে বলল তাতে আমার দম আটকে এল, চামড়া ঠাণ্ডা হয়ে গেল। রাতের বেলা বিদ্যুতের একটা চমকে যেমন মুহূর্তের মধ্যে অনেকখানি জায়গা জুড়ে সব কিছু চোখের সামনে ভেসে ওঠে, ঠিক তেমনই এক নজরে আমি যেন এ কাজের সব সম্ভাব্য ফলাফলই স্পষ্ট দেখতে পেলাম—ধরা পড়া আটক হওয়া, অপূরণীয় পরাজয় ও অসম্মানের মধ্যে একটি সম্মানজনক বৃত্তির অবসান, আর ওই ঘৃণ্য জীব মিলভার্টন-এর করুণার অধীন স্বয়ং আমার বন্ধুবর।

চেঁচিয়ে বললাম, "ঈশ্বরের দোহাই হোমস, ভেবে দেখ তুমি কি করতে যাচ্ছ !"

"দেখ ভাই, আমি সব কিছু ভেবে দেখেছি। হঠাৎ কোন কাজ আমি করি না। আর অন্য কোন পথ খোলা থাকলে এ রকম অত্যুৎসাহী ও বিপজ্জনক পথও আমি বেছে নিতাম না। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে পরিষ্কার করে ব্যাপারটা ভেবে দেখা যাক। কাজটা আইনের চোখে অপ-রাধ হলেও নৈতিক দিক থেকে যে সমর্থনযোগ্য আশা করি এ কথা তুমিও স্বীকার করবে। তার বাড়িতে চুরি করার অর্থই তার পকেট-বইটা জোর করে নিয়ে আসা—আর সে কাজে আমাকে সাহায্য করতে তো তুমিও প্রস্তুত ছিলে।"

কথাটা মনে মনে ভেবে বললাম, "হ্যাঁ, আমাদের লক্ষ্য যদি হয় বেআইনী উদ্দেশ্যে ব্যবহারযোগ্য বস্তু ছাড়া আর কোন কিছু না নেওয়া তাহলেই কাজটা নৈতিক বিচারে সমর্থনযোগ্য।"

"ঠিক। যেহেতু কাজটা নৈতিক বিচারে সমর্থনযোগ্য, এবার আমাকে শুধু ভাবতে হবে ব্যক্তিগত ঝুঁকির কথা। একটি মহিলা যখন তার সহায়তার উপর একান্তভাবে নির্ভরশীলা তখন কোন ভদ্রলোক নিশ্চয়ই সেটা নিয়ে খুব বেশী মাথা ঘামাতে পারে না ?"

"তুমি যে খুব অসুবিধাজনক অবস্থায় পড়ে যাবে।"

"আরে, সে তো ঐ ঝুঁকিরই একটি অংশ। ঐ চিঠিগুলি হাতে পাবার আর কোন পথ নেই। হতভাগ্য মহিলাটির হাতে টাকা নেই, এ কথা খুলে বলবার মতও কেউ নেই। আগামীকালই মেয়াদের শেষ তারিখ ; আজ রাতের মধ্যেই যদি চিঠিগুলো না পাই তাহলে ঐ শয়তানটা তার কথামতই কাজ করবে, আর তাতে মহিলাটির সর্বনাশ হবে। সুতরাং হয় মহিলাটিকে তার ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিতে হবে, আর না হয় তো এই শেষ তাসটাই আমাকে খেলতে হবে। শুধু তোমাকেই বলছি ওয়াটসন, ঐ মিলভার্টন ও আমার মধ্যে এ যেন একটা দ্বৈতযুদ্ধের খেলা।" তুমি তো দেখেছ, প্রথম দিকে তারই জিত হয়েছে ; কিন্তু আমার আত্মসম্মান ও সুনাম বলছে, এ লড়াই শেষ পর্যন্ত লড়তেই হবে।"

আমি বললাম, "দেখ আমার এটা ভাল লাগছে না ; কিন্তু তবু মনে হয় এটাই পথ। কখন যাত্রা করবে ?"

"তুমি কিন্তু সঙ্গে যাচ্ছ না।"

"তাহলে তুমিও যাচ্ছ না। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি —আর জীবনে কখনও কথা দিয়ে সে কথা আমি ভাঙি নি—এই অভিযানে যদি আমাকে অংশ নিতে না দাও তাহলে একটা গাড়ি নিয়ে আমি সোজা থানায় চলে যাব এবং তোমার মতলব ফাঁস করে দেব।"

"তুমি আমাকে কোন রকম সাহায্য করতে পারবে না।"

"কি করে জানলে ? কি ঘটবে তা তুমিও বলতে পার না। সে যাই হোক, আমার সিদ্ধান্তে আমি অটল। তুমি ছাড়া অন্য লোকেরও আত্মসম্মান, এমন কি সুনামও থাকতে পারে।"

হোমসকে একটু বিচলিত দেখাল, কিন্তু তার ভুরু সহজ হয়ে এল, সে আমার কাঁধটা চাপড়ে দিল।

"ঠিক আছে, ভাই, তাই হবে। বেশ কয়েক বছর তো একই ঘরে থেকেছি, শেষ পর্যন্ত যদি একই সেল-এ থাকতে হয় তো সেও মজা মন্দ হবে না। তুমি তো জান ওয়াটসন তোমার কাছে স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে আমি একজন উঁচুদরের দক্ষ অপরাধী হতে পারতাম। সে সুযোগ জীবনে এই একবারই এসেছে। এই দেখ !" টাকা থেকে একটা ছোট সুন্দর চামড়ার থলে বের করে তার মুখটা খুলে সে অনেকগুলো ঝকঝকে যন্ত্রপাতি দেখাতে লাগল। "এটা একটা প্রথম শ্রেণীর আধুনিক চুরির সাজ-সরঞ্জামের থলে ; এতে আছে নিকেল-করা সিঁদ-কাটি, হীরে-বসানো কাঁচ-কাটা, নানা ধরনের চাবি, আধুনিক সভ্য জগতে যত সব উন্নত যন্ত্রপাতি আছে সব। এই যে একটা ঢাকা লণ্ঠনও আছে। সবই ভালভাবে সাজানো আছে। শব্দ না-করা জুতো একজোড়া আছে তো তোমার ?"

"রাবার-সোলের টেনিস-জুতো আছে।"

"চমৎকার। আর একটা মুখোশ ?"

"কাল রেশমী কাপড় দিয়ে একজোড়া বানিয়ে নিতে পারি।"

"তোমার দেখছি এ সব কাজে বেশ একটা স্বাভাবিক দক্ষতা আছে। খুব ভাল ; মুখোশ দুটো বানিয়ে ফেল। যাত্রা করবার আগে কিছু ঠাণ্ডা খাবার খেয়ে নিতে হবে। এখন ন'টা ত্রিশ। এগারোটায় আমরা চার্চ রো পর্যন্ত গাড়িতে যাব। সেখান থেকে অ্যাপ্‌ল্‌ডোর টাওয়ার্স পর্যন্ত হেঁটে যেতে পনেরো মিনিট লাগবে। মিলভার্টন ভীষণ ঘুমকাতুরে, ঠিক দশটা ত্রিশে ঘুমুতে যায়। কপাল ভাল থাকলে লেডি ইভার চিঠিগুলো পকেটে নিয়ে দুটো নাগাদ আমরা এখানে ফিরে আসতে পারব।"

হোমস ও আমি এমন সাজ-পোশাক করলাম যাতে মনে হতে পারে যে আমরা দু'জন থিয়েটার দেখে বাড়ি ফিরছি। অক্সফোর্ড স্ট্রীটে একটা গাড়ি ধরে হ্যাম্পস্টেড-এর একটা ঠিকানায় গেলাম। সেখানে কোচয়ানের পয়সা মিটিয়ে দিয়ে প্রান্তরের এক পাশ ধরে হাঁটতে লাগলাম। গায়ের গ্রেট-কোটের বোতামগুলো আটকে নিলাম, কারণ বাইরের তীব্র ঠাণ্ডায় বাতাস যেন হাড়ের ভিতর দিয়ে বইছে।

হোমস বলল, "কাজটা খুব কৌশলের সঙ্গে করতে হবে। লোকটার পড়ার ঘরের সিন্দুকে দলিলপত্রগুলো আছে, আর পড়ার ঘরটা তার শোবার ঘরের ঠিক পাশেই। অপর দিকে রেস্তওয়ালা অন্য সব শক্ত পোক্ত ছোটখাট মানুষদের মতই সেও ঘুমোয় একেবারে মরার মত। আগাথা —এটাই আমার ভাবী বধূর নাম—বলে যে মানিবকে ঘুম থেকে ডেকে তোলার ব্যাপার নিয়ে চাকর-বাকররা খুবই হাসি-তামাসা করে থাকে। তার একজন সচিব আছে যে তার সব কিছু দেখাশোনা করে ; সারা দিন পড়ার ঘর থেকে এক পাও নড়ে না। সেই জন্যই আমরা রাতে চলেছি। তার আবার একটা কুকুর আছে ; সেটা বাগানে ঘুরে বেড়ায়। গত দুই সন্ধ্যা বেশ রাত করে আগাথার সঙ্গে দেখা করেছি, তাই আমার যাওয়াটা সুগম করবার জন্য সে জন্তুটাকে আটকে রেখেছে। এই সেই বাড়িটা, নিজস্ব জমির উপরকার এই বড় বাড়িটা। ফটক পেরিয়ে—ডানদিকের লরেল-ঝোপের মধ্যে চল। ওখানেই মুখোশ দুটো পরে নেওয়া যাবে। দেখতে পাচ্ছ, কোন জানালাতেই আলোর একটা ফুলকিও নেই ; কাজেই পরিবেশটি বেশ চমৎকার।"

কালো রেশমী কাপড়ে মুখ ঢেকে আমাদের দেখাচ্ছে লন্ডনের দুটো দুর্দান্ত মূর্তির মত। সেই অবস্থায় চুপি-চুপি নিস্তব্ধ বাড়িটায় ঢুকলাম। একপাশে টালির টানা বারান্দা ; পর পর কয়েকটা জানালা ও দুটো দরজা।

হোমস চাপা গলায় বলল, "ওটা তার শোবার ঘর। এই দরজাটা খুললেই পড়ার ঘর। আমাদের পক্ষে ভালই হয়েছে, কিন্তু ঘরটা হুড়কো-আটা এবং তালা দেওয়া। এখান দিয়ে ঢুকতে গেলে বড় বেশী শব্দ হবে। এদিকে ঘুরে চল। একটা 'গ্রীন হাউস' আছে ; সেটার ভিতর দিয়ে বসবার ঘরে যাওয়া যায়।"

সেটাও তালাবন্ধ। একটা গোল কাঁচ সরিয়ে হোমস ভিতরের দিক থেকে চাবিটা ঘোরালো। একমুহূর্ত পরে সে দরজাটা বন্ধ করে দিল, আর আইনের চোখে আমরা অপরাধী বনে গেলাম। ঘরের ঘন গরম বাতাসে আর নানা রকম গাছপালার তীব্র গন্ধে আমাদের গলা আটকে এল। অন্ধকারে আমার হাত ধরে সে আমাকে দ্রুত টেনে নিয়ে চলল। দুই পাশের গাছপালা আমাদের মুখে লাগতে লাগল। অন্ধকারে দেখবার একটা আশ্চর্য সযত্নলালিত ক্ষমতা হোমসের ছিল। আমার হাতটা ধরেই সে একটা দরজা খুলে ফেলল। অস্পষ্টভাবে হলেও আমি বুঝতে পারলাম যে এমন একটা বড় ঘরে আমরা ঢুকেছি যেখানে কিছুক্ষণ আগেই সিগার খাওয়া হয়েছিল। আসবাবপত্রের ভিতর দিয়ে পথ করে আরেকটা দরজা খুলে সেটাকেও পিছন থেকে বন্ধ করে দিল। হাত বাড়িয়ে দেওয়ালে ঝোলানো কয়েকটা কোটে হাত পড়তে বুঝতে পারলাম এটা একটা দালান। সেটা পেরিয়ে হোমস খুব আস্তে ডান-হাতি একটা দরজা খুলে ফেলল। কি একটা যেন আমাদের দিকে ছুটে এল ; আমার বুকটা ধড়ফড় করে উঠল ; কিন্তু যখন বুঝলাম যে সেটা একটা বিড়াল তখন হাসি পেল। নতুন ঘরটায় আগুন জ্বলছিল ; এ ঘরের বাতাসও তামাকের ধোঁয়ায় ভারি। হোমস পা টিপে টিপে ঢুকল, তারপর আমি ঢুকতেই আস্তে দরজাটা বন্ধ করে দিল। আমরা মিলভার্টন-এর পড়ার ঘরে ঢুকেছি, ওপাশের পর্দার ভিতর দিয়েই তার শোবার ঘরের পথ।

আগুনটা ভালভাবে জ্বলছে ; তারই আলোয় ঘরটা আলোকিত হয়েছে। দরজার কাছে একটা ইলেকট্রিক সুইচ চোখে পড়ল ; সেটা জ্বালান নিরাপদ হলেও তার কোন দরকার ছিল না। অগ্নিকুণ্ডের একপাশে একটা ভারী পর্দা ; বাইরে থেকে যে জানালাটা আমরা দেখেছিলাম ওটা তারই পর্দা। অন্য পাশের দরজা দিয়ে বারান্দায় যাতায়াত করা যায়। মাঝখানে একটা ডেস্ক ; তার পাশে চকচকে লাল চামড়ায় মোড়া একটা ঘুরন্ত চেয়ার। বিপরীত দিকে একটা বড় বুককেস ; তার মাথায় এথেন-এর একটা শ্বেত-পাথরের আবক্ষ মূর্তি। বুককেস ও দেওয়ালের মধ্যবর্তী কোণটায় রয়েছে একটা উঁচু সবুজ সিন্দুক ; আগুনের আভা পড়ে সেটার পালিশ-করা পিতলের 'নব'গুলো চক-চক করছে। মেঝেটা পার হয়ে হোমস সেটার দিকে তাকাল। তারপর খুব আস্তে পা ফেলে শোবার ঘরের দরজার কাছে গিয়ে মাথাটা কাৎ করে কান পেতে দাঁড়াল। ভিতর থেকে কোন শব্দ আসছে না। ইতিমধ্যে আমার মনে হল যে বাইরের দরজাটা দিয়ে প্রস্থান করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে ; তাই সেটাকে পরীক্ষা করে দেখলাম। কী আশ্চর্য! দরজায় তালাও নেই, হুড়কোও নেই। হোমসের কাঁধে হাত রাখলাম ; সে তার মুখোশ-পরা মুখটা সেদিকে ফেরাল। দেখলাম, সেও চমকে উঠল ; তাহলে সেও আমার মতই বিস্মিত হয়েছে।

একেবারে আমার কানের কাছে ঠোঁট এনে সে চুপি-চুপি বলল, "ব্যাপারটা ভাল লাগছে না। ঠিক বুঝতেও পারছি না। যাই হোক, আর সময় নষ্ট করা চলে না।"

"আমি কি কিছু করতে পারি ?"

"হ্যাঁ ; দরজার কাছে দাঁড়াও। কারও আসার শব্দ শুনলেই ভিতর থেকে হুড়কোটা দিয়ে দিও ; আমরা যে পথে এসেছি সেই পথেই বেরিয়ে যেতে পারব। যদি অন্য পথে কেউ আসে, তাহলে কাজ শেষ হয়ে গেলে আমরা ঐ দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাব, আর না হলে জানালার আড়ালে লুকিয়ে পড়ব। বুঝতে পারলে ?"

মাথা নেড়ে দরজার পাশে দাঁড়ালাম। ভয়ের প্রথম ধাক্কাটা কেটে গেছে। এর আগে আইন ভঙ্গকারী না হয়ে আইন প্রতিষ্ঠার জন্য যখন কাজ করেছি তার চাইতে এখন যেন আরও অনেক বেশী রোমাঞ্চ অনুভব করছি। আমাদের উদ্দেশ্যের মহত্ত্ব, আমাদের কাজের নিঃস্বার্থপরতা ও সাহসিকতা, আমাদের প্রতিপক্ষের শয়তানী মতলব—সব কিছু মিলে আমাদের এই অভিযানকে যেন একটা ক্রীড়াসুলভ মর্যাদা দিয়েছে। কোন রকম অপরাধবোধের পরিবর্তে এই বিপদ যেন আমাকে উল্লসিত ও উজ্জীবিত করে তুলেছে। দুই চোখে অপার বিস্ময় নিয়ে হোমসকে দেখতে লাগলাম। যন্ত্রপাতির থলেটা খুলে একটি সূক্ষ্ম অস্ত্রোপচারে উদ্যত একজন সার্জেনের মত শান্ত, বৈজ্ঞানিক একনিষ্ঠতার সঙ্গে সে তার যন্ত্রপাতিগুলো বেছে নিতে লাগল। আমি জানি, সিন্দুক খোলাটা তার অন্যতম শখের কাজ। এই

যে সবুজ ও সোনালী রাক্ষস, এই যে ড্রাগন যার পাকস্থলীতে জমা হয়ে আছে অনেক সুন্দরী নারীর সুনাম, তার সঙ্গে লড়াইতে নেমে হোমস যে কত আনন্দ পাচ্ছে সে তো আমি বুঝতেই পারছি। জামার আস্তিনটা গুটিয়ে—গ্রেট কোটটা সে আগেই চেয়ারের উপর রেখে দিয়েছিল—সে দুটো ভ্রমর একটা সিঁদ-কাটি ও কয়েকটা নকল চাবি সাজিয়ে রাখল। দরজার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমি দুদিকেই নজর রেখেছি, যে কোন জরুরী অবস্থার জন্য আমি প্রস্তুত ; যদিও কোন রকম বাধা পেলে যে কি করব সে বিষয়ে কোন স্পষ্ট ধারণাই আমার ছিল না। আধ ঘণ্টা ধরে হোমস একমনে কাজ করে চলল ; একটা যন্ত্র নামিয়ে রাখে, আরেকটা তুলে নেয়, প্রতিটাকেই চালায় একজন সুদক্ষ কারিগরের মত। শেষ পর্যন্ত ক্লিক করে একটা শব্দ হল, চওড়া সবুজ দরজাটা খুলে গেল ; ভিতরে চোখ পড়তেই দেখলাম অনেকগুলি কাগজের প্যাকেট সাজানো রয়েছে—প্রত্যেকটি বাঁধা, সিল-করা, উপরে বিবরণ লেখা। হোমস একটা প্যাকেট খুলে ফেলল, কিন্তু আগুনের কাঁপা আলোয় কিছু পড়া কঠিন ; তাই সে তার ঢাকা-লণ্ঠনটা টেনে বের করল, কারণ মিলভার্টন পাশের ঘরেই আছে, এ অবস্থায় বৈদ্যুতিক আলোটা জ্বালানো বিপজ্জনক। হঠাৎ দেখলাম, সে থেমে গেল, কান পেতে কি যেন শুনল, তারপরেই সিন্দুকের পাল্লাটা বন্ধ করে দিয়ে কোটটা নিয়ে যন্ত্রপাতিগুলো পকেটে ভরে ফেলল এবং তীরবেগে জানালার পর্দার পিছনে লুকিয়ে পড়ল। আমাকেও ইঙ্গিতে তাই করতে বলল।

তার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েই যে শব্দ তার উন্মুখ শ্রবণেন্দ্রিয়কে সতর্ক করে দিয়েছিল সেটা আমার কানেও এল। বাড়ির মধ্যে কোথায় যেন একটা শব্দ হচ্ছে। অনেক দূরে একটা দরজা সশব্দে বন্ধ হল। তারপর একটা অস্পষ্ট গুঞ্জন-ধ্বনি ক্রমে ভারী পদশব্দে পরিণত হল। কেউ দ্রুত এগিয়ে আসছে। ঘরের বাইরের দালানে তারা পৌঁছে গেছে। দরজার কাছে একটু থামল। দরজা খুলে গেল। বৈদ্যুতিক আলো জ্বালাবার শব্দ হল। দরজাটা আবার বন্ধ হয়ে গেল, আর কড়া চুরুটের একটা তীব্র গন্ধ এসে লাগল আমাদের নাকে। আমাদের কয়েক গজ সামনেই পায়ের শব্দগুলো একবার এগোচ্ছে, একবার পিছুচ্ছে। শেষ পর্যন্ত একটা চেয়ার সরাবার শব্দ হতেই পায়ের শব্দ থেমে গেল। তারপর তালায় চাবি ঘোরানোর শব্দ এবং কাগজপত্রের সর্-সর্ শব্দ কানে এল। এতক্ষণ পর্যন্ত বাইরে তাকাবার সাহস হয় নি ; এবার পর্দাটা একটু ফাঁক করে উঁকি দিলাম। আমার কাঁধের উপর হোমসের কাঁধের চাপ পড়ায় বুঝলাম সেও সব কিছু দেখছে। ঠিক আমাদের সামনে প্রায় হাতের নাগালের মধ্যে দেখতে পেলাম মিলভার্টন-এর চওড়া গোল পিঠটা। স্পষ্ট বুঝতে পারলাম তার গতিবিধি সম্পর্কে আমাদের অনুমান সম্পূর্ণ ভুল, বিছানায় সে মোটেই শোয় নি, বাড়ির একপ্রান্তে কোন ধূমপান বা বিলিয়ার্ড খেলার ঘরে এতক্ষণ বসে ছিল। সে ঘরের জানালা আমাদের চোখেই পড়ে নি। তার চওড়া, ধূসর চকচকে টাকওয়ালা মাথাটা আমাদের একেবারে সামনে। লাল চামড়ায় মোড়া চেয়ারটায় হেলান দিয়ে সে বসেছিল, পা দুটো সামনের দিকে ছড়ানো, একটা কালো ঠোঁটের ফাঁকে হেলে রয়েছে। পরনে মদ-রঙের আধা-সামরিক "স্মোকিং-জ্যাকেট", তাতে কালো ভেলভেটের কলার। হাতে একটা লম্বা আইনের দলিল ; ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে ধোঁয়ার "রিং" ছুঁড়তে ছুঁড়তে বেশ আরাম করে সে দলিলটা পড়ছে। তার ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে, শীঘ্র সেখান থেকে চলে যাবার বাসনা তার নেই।

হোমস আমার হাতটা ধরে চাপ দিল। একটু ঝাঁকুনি দিয়ে বোঝাতে চাইল, পরিস্থিতি সম্পূর্ণ তার আয়ত্তে আর তার মনে কোন রকম অস্বস্তি নেই। সিন্দুকের পাল্লাটা যে পুরোপুরি বন্ধ হয় নি এবং যে কোন মুহূর্তে সেটা যে মিলভার্টন-এর নজরে পড়তে পারে, সেটা আমি বেশ স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি ; জানি না সেটা হোমসের নজরে পড়েছে কি না। মনে মনে স্থির করলাম, মিলভার্টন-এর স্থিরনিবদ্ধ দৃষ্টি থেকে যখনই বুঝতে পারব যে সিন্দুকের ব্যাপারটা তার নজরে পড়েছে তখনই লাফ দিয়ে পড়ে গ্রেটকোটটা মাথার উপর ছুঁড়ে দিয়ে তাকে চেপে ধরব, আর বাকি কাজটা ছেড়ে দেব হোমসের হাতে। কিন্তু মিলভার্টন চোখ তুলেও তাকাল না। আলস্যভরে সে দলিলটাই দেখছে ; পাতার পর পাতা উল্টে উকিলের যুক্তিগুলো বুঝতে চেষ্টা করছে। ভাবলাম, দলিল পড়া ও চুরুটটা শেষ হলে তবেই সে তার ঘরে যাবে ; কিন্তু সে অবস্থায় পৌঁছবার আগেই এমন একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল যার ফলে আমাদের চিন্তা-ভাবনাগুলো অন্য খাতে বইতে শুরু করল।

কয়েকবারই লক্ষ্য করেছি, মিলভার্টন ঘড়িটা দেখছে ; একবার উঠে দাঁড়িয়েও আবার বসে পড়ল ; কেমন যেন অধৈর্য ভাব। এ রকম একটা অদ্ভুত সময়ে যে কারও সঙ্গে তার দেখা করবার কথা থাকতে পারে এটা আমার মাথায়ই আসে নি। এমন সময় বাইরের বারান্দা থেকে একটা

অস্পষ্ট শব্দ কানে এল। হাতের কাগজ ফেলে দিয়ে মিলভার্টন শক্ত হয়ে চেয়ারে বসল। আবার শব্দ হল। তার পরেই দরজায় টোকা পড়ল। মিলভার্টন উঠে দরজা খুলে দিল।

সোজাসুজি বলল, "আরে, তুমি প্রায় আধ ঘণ্টা দেরী করেছ।"

তাহলে দরজা খোলা রাখার আর মিলভার্টন-এর নৈশ প্রতীক্ষার এই হল কারণ। মেয়েদের পোশাকের খস্‌খস্ শব্দ কানে এল। মিলভার্টন তার মুখটা আমাদের দিকে ঘুরিয়েছিল বলে পর্দার ফাঁকটা বন্ধ করে দিয়েছিলাম ; এবার সাহস করে আবার একটু ফাঁক করলাম। সে তার আসনে বসে আছে ; মুখের কোণে চুরুটটা তেমনই ঝুলে আছে। তার ঠিক সামনে কড়া বৈদ্যুতিক আলোর নীচে দাঁড়িয়ে আছে একটি লম্বা, একহারা, ময়লা স্ত্রীলোক ; তার মুখের উপর ঘোমটা, থুতনিটা ঘিরে আর একটা আচ্ছাদন। তার শ্বাস-প্রশ্বাস বইছে দ্রুত তালে : গভীর আবেগে কাঁপছে প্রতিটি অঙ্গ।

মিলভার্টন বলল, "দেখ, আমার একটা রাতের বিশ্রাম তুমি নষ্ট করেছ। আশা করি সেটা তুমি পুষিয়ে দিতে পারবে। অন্য সময়ে কি আসতে পার না ?"

স্ত্রীলোকটি ঘাড় নাড়ল।

"ঠিক আছে, পারবে না তো পারবে না। কাউণ্টেস যতই কড়া মনিব হোন, তাকে তো এখন আর ভয় পাবার কিছু নেই। আরে বাবা, তুমি এত কাঁপছ কেন ? ঠিক আছে। আরাম করে বস ! এস, কাজের কথায় যাওয়া যাক।" ডেস্কের টানা থেকে একটা চিঠি বের করল। "তুমি বলছ কাউণ্টেস দ'এলবার্তকে জড়ানো যায় এ রকম পাঁচটা চিঠি তোমার কাছে আছে। তুমি সেগুলি বেচতে চাও। আমি চাই কিনতে। এ পর্যন্ত ঠিক আছে, এবার একটা দাম ঠিক করতে হবে। অবশ্য চিঠিগুলো আমি একবার দেখতে চাই। সত্যি যদি ভাল জাতের চিঠি হয়—হা ভগবান, আপনি ?"

স্ত্রীলোকটি কোন কথা না বলে ঘোমটাটা খুলে মুখের আচ্ছাদনটা ফেলে দিল। মিলভার্টন-এর মুখোমুখি দাঁড়াল একটি সুদর্শন নিটোল মুখ ; নাকটা বাঁকা, মোটা, কালো ভুরু, তার নীচে দুটো চকচকে চোখ, আর সরল মুখের দুটি পাতলা ঠোঁটে ভয়ংকর হাসি।

স্ত্রীলোকটি বলল, "হ্যাঁ আমি—যে নারীর জীবন আপনি নষ্ট করেছেন সেই আমি।"

মিলভার্টন হেসে উঠল, কিন্তু সে কণ্ঠে ভয়ের অনুরণন। বলল, "আপনি বড়ই একগুঁয়ে। এই চরম পন্থার দিকে আপনি আমাকে ঠেলে দিলেন কেন ? আপনাকে তো বলেছি, স্বেচ্ছায় একটা মাছিও আমি মারি না ; কিন্তু প্রত্যেককেই তো কাজ করে খেতে হয় ; কাজেই আমি আর কি করব ? আপনার সাধ্যায়ত্ত দামই তো আমি চেয়েছিলাম। আপনি তা দিতে রাজী হলেন না।"

"কাজে কাজেই চিঠিগুলো আমার স্বামীকে পাঠিয়ে দিলেন ; আর তিনি—এত ভাল ভদ্র মানুষ আমি দেখি নি, তার জুতোর ফিতে বাঁধবার যোগ্যতাও আমার নেই—তিনি এ আঘাত সইতে পারলেন না, মৃত্যুকেই বরণ করলেন। আপনার মনে আছে, কাল রাতে ঐ দরজা দিয়ে ঢুকে আপনার এতটুকু দয়ার জন্য অনেক কাকুতি-মিনতি করেছিলাম, আর আপনি ঠিক এখনকার মতই আমার মুখের উপর শুধু হেসেছিলেন ; এক্ষন কিন্তু আপনার ভীরু হৃদয় আপনার ঠোঁটের বিকৃতিকে ঠেকাতে পারছে না। হ্যাঁ, আমাকে এখানে আবার দেখতে পারেন এটা আপনি ভাবতেও পারেন নি, কিন্তু সম্পূর্ণ একাকি আপনার মুখোমুখি হবার শিক্ষা আমি সেই রাত্রেই পেয়েছি। বল চার্লস মিলভার্ট, তোমার কি বলবার আছে ?"

উঠে দাঁড়িয়ে সে বলল, "ভয় দেখিয়ে 'আমাকে' কাবু করতে পারবেন সে কথা কল্পনায়ও আনবেন না। একবার হাঁক দিলেই আমার চাকররা এসে আপনাকে গ্রেপ্তার করবে। কিন্তু স্বভাবতই আপনি এখন রেগে আছেন, তাই সে সব কিছুই আমি করব না। যেমন এসেছেন তেমনই এই মুহূর্তে চলে যান। আর কোন কথা নয়।"

বুকের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে স্ত্রীলোকটি দাঁড়িয়ে রইল। তার পাতলা ঠোঁটে সেই মারাত্মক হাসি।

"আমার জীবন তুমি নষ্ট করেছ, কিন্তু আর কারও জীবন নষ্ট করতে তোমাকে দেব না।। আমার বুক তুমি ভেঙেছ, কিন্তু আর কারও বুক ভাঙতে পারবে না। একটা বিষাক্ত জীবের হাত থেকে জগৎকে আমি মুক্তি দেব। এই নাও কুকুর, এই নাও ! এই নাও !—এই নাও !—এই নাও !—এই নাও !"

একটা চকচকে ছোট রিভলবার বের করে মিলভার্টন-এর শরীর লক্ষ্য করে সে একটার পর একটা গুলি ছুঁড়তে লাগল—রিভলবারের নলটা তার শার্ট থেকে মাত্র দু' ফুট দূরে। ছিটকে সরে গিয়ে সে টেবিলের উপর উপুড় হয়ে পড়ল ; কাগজগুলোকে আঁকড়ে ধরে সজোরে কাঁপতে লাগল। তারপর আর একটা গুলি লাগতেই টলতে টলতে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল। "আপনিই আমাকে শেষ করলেন," বলেই সে স্তব্ধ হয়ে গেল। স্ত্রীলোকটি কিছুক্ষণ এক

দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থেকে তার ওল্টানো মুখের উপর গোড়ালিটা চেপে ধরল। আবার তাকিয়ে দেখল, কোন শব্দ করল না, কিচ্ছু না। একটা খস্‌খস্‌ শব্দ কানে এল ; রাতের বাতাস ভেসে এল গরম ঘরের মধ্যে ; প্রতি-হিংসাপরায়ণা নারী সেখান থেকে নিষ্ক্রান্ত হল।

চেষ্টা করলেও আমরা লোকটিকে এই পরিণতির হাত থেকে বাঁচাতে পারতাম না ; তবু স্ত্রীলোকটি যখন মিল-ভার্টন-এর কুঁকড়ে-যাওয়া দেহটাকে লক্ষ্য করে একটার পর একটা গুলি ছুঁড়ছিল, তখন আমি লাফিয়ে পড়তে যাচ্ছি-লাম আর ঠিক সেই সময় হোমসের ঠাণ্ডা কঠিন মুষ্ঠি আমার কব্জিটাকে চেপে ধরল। তার সেই কঠিন মুঠোর যুক্তি বুঝতে আমার দেরী হল না—এটা আমাদের কোন ব্যাপারই নয় ; একটা শয়তানের উপর নেমে এসেছে ন্যায়ের দণ্ড ; আমাদেরও করণীয় আছে, কর্তব্য আছে—সে কথা ভুললে চলবে না। স্ত্রীলোকটি ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়া মাত্রই হোমস নিঃশব্দ দ্রুত পদক্ষেপে অন্য দরজাটার কাছে এগিয়ে গেল। তালায় চাবি লাগিয়ে দিল। ঠিক সেই মুহূর্তে বাড়ির মধ্যে অনেকের গলা ও পায়ের শব্দ শোনা গেল। রিভলবারের গুলির শব্দে সক-লেরই ঘুম ভেঙে গেছে। ঠাণ্ডা মাথায় হোমস সিন্দুকের কাছে এগিয়ে গেল, দুই হাত ভরে চিঠির বাণ্ডিলগুলো তুলে নিয়ে সেগুলোকে আগুনের মধ্যে ফেলে দিল। বেশ কয়েকবার এ কাজটি করে সিন্দুকটা একেবারে খালি করে ফেলল। কে যেন দরজার হাতল ঘুরিয়ে তার উপর করা-ঘাত করতে লাগল। হোমস দ্রুত ফিরে তাকাল। যে চিঠিটা মিলভার্টন-এর মৃত্যুদূত হয়ে এসেছিল রক্তাক্ত অবস্থায় সেটা টেবিলের উপর পড়ে ছিল। হোমস সেটাকেও জ্বলন্ত কাগজগুলোর মধ্যে ফেলে দিল। তারপর বাইরের দরজার চাবিটা বের করে নিয়ে আমার পরে ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে থেকে দরজায় তালা লাগিয়ে দিল। বলল, "এই পথে এস ওয়াটসন ; এদিককার বাগানের প্রাচীরটা ডিঙিয়েই আমরা চলে যেতে পারব।"

বিপদের খবর যে এত তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়তে পারে তা আমি বিশ্বাস করতে পারতাম না। পিছনে তাকিয়ে দেখলাম, প্রকাণ্ড বাড়িটা আলোয় ঝলমল্‌ করছে। সামনের দরজাটা খোলা ; বাড়িতে ঢুকবার পথে লোকজন ছুটাছুটি করছে। বারান্দা থেকে নেমে আমরা যখন জোর ছুটছি, সারা বাগানটা তখন লোকজনে ভর্তি ; একজন আবার একটা দূরবীণ চোখে লাগিয়েছে। মনে হল, হোমস জায়-গাটা ভালভাবেই চেনে ; ছোট ছোট গাছপালার ভিতর দিয়ে দ্রুত ছুটতে লাগল ; তার পায়ে-পায়ে আমিও ; যে লোকটা আমাদের পিছু নিয়েছিল সে তখন অনেকটা পিছনে পড়ে হাঁপাচ্ছে। সামনে একটা ছ'ফুট দেওয়াল। হোমস একলাফে সেটার উপরে উঠে ওপারে নেমে গেল। আমিও তাই করতে গেলাম, কিন্তু পিছন থেকে একটা লোক আমার গোড়ালিটা চেপে ধরল ; এক লাথিতে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে কাঁচ-ছড়ানো দেওয়ালের উপর উঠে পড়লাম। মুখ থুবড়ে পড়লাম নীচের ঝোপের মধ্যে। মুহূর্তের মধ্যে হোমস আমাকে তুলে দাঁড় করিয়ে দিল, আর দুজন এক-সঙ্গে দূর-বিস্তার হ্যাম্পস্টেড প্রান্তরের ভিতর দিয়ে ছুটতে লাগলাম। যতদূর মনে হয়, দু'মাইল ছুটবার পরে হোমস থেমে পড়ে কান পাতল। আমাদের পিছনে সব চুপচাপ। যারা পিছু নিয়েছিল তারা পিছিয়ে পড়েছে। আমরা নিরাপদ।

যে উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতার কথা লিখলাম সেই ঘটনার পরদিন সকালে প্রাতরাশ সেরে দূরে দুজনে বসে পাইপ টানছি, এমন সময় স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের মিঃ লেস্ট্রেড গম্ভীরমুখে আমাদের দীন কুটিরে পদার্পণ করল।

বলল, "গুড মর্নিং মিঃ হোমস, গুড মর্নিং। এই মুহূর্তে আপনি কি খুব ব্যস্ত আছেন ?"

"তোমার কথা শুনতে পারব না এতটা ব্যস্ত নই।"

"আমি ভাবছিলাম কি, হাতে যদি বিশেষ কোন কাজ না থাকে তাহলে গত রাতে হ্যাম্পস্টেড-এ যে ঘটনাটা ঘটেছে সে ব্যাপারে হয়তো আমাদের কিছুটা সাহায্য করতে পারতেন।"

"বল কি ?" হোমস বলল, "সেটা আবার কি ?"

"একটা খুন—অত্যন্ত নাটকীয় ও উল্লেখযোগ্য খুন। আমি তো জানি এ সব ব্যাপারে আপনি কত আগ্রহী। আপনি যদি অ্যাপ্‌ল্‌ডোর টাণ্ডয়ার্স-এ গিয়ে আমাদের কিছু পরামর্শ দেন তাহলে আমরা খুবই অনুগৃহীত হব। একটা মামুলি খুন এটা নয়। কিছুদিন থেকেই এই মিঃ মিলভার্টন-এর উপর আমরা নজর রেখেছিলাম, আর আপনি বলেই বলছি, লোকটা একটু শয়তানই ছিল। জানা গেছে যে, গোপন কাগজপত্র হাতিয়ে সে লোককে ব্ল্যাকমেল করত। খুনীরা সে সব কাগজপত্র পুড়িয়ে দিয়েছে। কোন মূল্যবান জিনিসই চুরি যায় নি ; আর তাতেই বোঝা যায় যে অপরাধীরা পদস্থ লোক ; সামাজিক কেলেংকারি যাতে বাইরে প্রকাশ না পায় সেটাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য।"

"অপরাধীরা !" হোমস হেঁকে বলল। "বহুবচন !"

"হ্যাঁ, তারা দু'জন ছিল। যতদূর সম্ভব তারা হাতে-নাতে ধরাও পড়েছিল। তাদের পায়ের ছাপ, তাদের চেহারার বর্ণনা আমরা পেয়েছি ; তাদের যে আমরা খুঁজে

বের করতে পারব সেই সম্ভাবনাই দশ ভাগের নয় ভাগ। প্রথম লোকটি খুবই করিৎকর্মা, আর দ্বিতীয় জন বাগানের ছোট মালির হাতে প্রায় ধরা পড়েছিল, ধ্বস্তাধ্বস্তি করে তবে পালাতে পেরেছে। লোকটা মাঝ-বয়সী, শক্ত গড়ন—চৌকো চোয়াল, মোটা গলা, গোঁফ, আর চোখের উপর একটা মুখোশ।"

শার্লক হোমস বলল, "বিবরণটা অস্পষ্ট। আরে, এটা তো ওয়াটসন-এর বর্ণনাও হতে পারে।"

ইন্সপেক্টরও কৌতুকভরে বলল, "তা সত্যি। এটা ওয়াটসন-এর বর্ণনাও হতে পারে।"

হোমস বলল, "দেখ লেস্ট্রেড, তোমাকে সাহায্য করতে আমি পারছি না। আসল কথা কি জান, এই মিলভার্টন লোকটাকে আমি চিনতাম। আমি মনে করি সারা লন্ডনে সেই সব চাইতে বিপজ্জনক লোক, আর এমন কতকগুলি অপরাধ আছে যেগুলি আইনের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, আর তাই সে সব ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রতিশোধ গ্রহণও সমর্থনযোগ্য। না, না, তর্ক করে কোন লাভ নেই। আমি মনস্থির করে ফেলেছি। এ ক্ষেত্রে শিকার অপেক্ষা শিকারীদের প্রতিই আমার সহানুভূতি বেশী। এ কেস আমি হাতে নেব না।"

যে দুর্ঘটনার আমরা সাক্ষী হয়েছিলাম সে সম্পর্কে হোমস একটা কথাও আমাকে বলল না। কিন্তু আমি লক্ষ্য করলাম যে সারাটা সকাল সে চিন্তায় ডুবে রইল ; তার শূন্য দৃষ্টি আর নিস্পৃহ ভাব দেখে আমার মনে হল, সে যেন স্মৃতির পাতা খুলে কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছে। দুপুরে খেতে বসে ঠিক মাঝখানে হঠাৎ সে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। চেঁচিয়ে বলে উঠল, "জোভ-এর দিব্যি ওয়াটসন, পেয়ে গেছি ! টুপিটা নাও ! আমার সঙ্গে এস !" বেকার স্ট্রীট পেরিয়ে অক্সফোর্ড স্ট্রীট ধরে সে যথাসম্ভব দ্রুত ছুটতে লাগল। প্রায় রিজেণ্ট সার্কাস পৌঁছে গেছি, এমন সময় বাঁহাতি একটা দোকানের জানালা চোখে পড়ল ; সেখানে আজকের দিনের যত সব বিখ্যাত পুরুষ ও সুন্দরী নারীদের ফটো সাজানো রয়েছে। হোমসের স্থিরনিবদ্ধ দৃষ্টি অনুসরণ করে আমার চোখও একখানি ফটোর উপর পড়ল ; দরবারের পোশাকে সজ্জিত একটি রাজকীয় মহিমান্বিত মহিলার ছবি, মাথায় একটি উঁচু হীরকখচিত টায়রা। সেই সুদৃশ্য বাঁকা নাক, সুস্পষ্ট ভ্রূযুগল, সরল মুখ, আর ছোট থুতনির দিকে তাকিয়ে রইলাম। তারপরেই যে সম্ভ্রান্ত কূটনীতিবিদের স্ত্রী তিনি হয়েছিলেন তার চির-সম্মানিত পদবীটি পড়ে আমার নিঃশ্বাস যেন আটকে এল। হোমসের দিকে তাকালাম ; সে ঠোঁটের উপর আঙুলটি রাখল ; দুজনে জানালার কাছ থেকে সরে গেলাম।

ছয় নেপোলিয়ন
The Six Napoleons

স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের মিঃ লেস্ট্রেডের পক্ষে যে কোন সন্ধ্যায় আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসাটা কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। তার আগমনকে শার্লক হোমস স্বাগত জানাত, কারণ তার ফলে সে থানার খোঁজ-খবরগুলো জানতে পারত। লেস্ট্রেড যে সব খবর নিয়ে আসত তার বিনিময়ে সেই সময়ে তার হাতে যদি কোন কেস থাকত তাহলে হোমস মনোযোগের সঙ্গে তার বিস্তারিত বিবরণ শুনত এবং মাঝে মাঝেই তার ব্যাপক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থেকে কিছু কিছু ইঙ্গিত বা পরামর্শ তাকে দিত।

এই বিশেষ সন্ধ্যায় লেস্ট্রেড আবহাওয়া ও সংবাদপত্র নিয়েই কথা বলতে লাগল। তারপর চুরুট টানতে টানতে চুপ করে গেল। তখন হোমস তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল।

"হাতে কোন উল্লেখযোগ্য কেস আছে না কি ?" সে জিজ্ঞাসা করল।

"না, না মিঃ হোমস, সে রকম বিশেষ কিছু না।"

"তা হলে সে বিষয়ে কিছু বল।"

লেস্ট্রেড হাসল।

"দেখুন মিঃ হোমস, অস্বীকার করে লাভ নেই যে আমার মনের মধ্যে কিছু একটা ঘুরছে। কিন্তু ব্যাপারটা এতই অদ্ভুত যে তা নিয়ে আপনাকে বিরক্ত করতে ইতস্তত করছিলাম। অপর দিকে, ব্যাপারটা তুচ্ছ হলেও নিঃসন্দেহে বিচিত্র, আর আমি জানি কোন ব্যাপার অসাধারণ হলেই আপনার ভাল লাগে। কিন্তু আমার মতে কেসটা আমাদের দুজনের চাইতে ডাঃ ওয়াটসনের এক্তিয়ারের মধ্যেই বেশী পড়ে।"

"কোন রোগ ?" আমি বললাম।

"পাগলামি তো বটেই। আর তাও এক বিচিত্র পাগলামি। আজকের দিনেও যে এমন লোক বেঁচে আছে যার প্রথম নেপোলিয়ন-এর প্রতি ঘৃণা এতই তীব্র যে তার কোন মূর্তি দেখলেই সেটা ভেঙে ফেলে, এটা নিশ্চয় আপনিও ভাবতে পারেন না।"

হোমস তার চেয়ারে শরীরটা এলিয়ে দিল।

"ওটা আমার কোন ব্যাপারই নয়," সে বলল।

"ঠিক। আমিও তাই বললাম। কিন্তু সেই লোক যখন পরের মূর্তি ভাঙবার জন্য চুরি করে তখন তো সেটা ডাক্তারের হাত থেকে পুলিশের হাতে চলে আসে।"

হোমস আবার উঠে বসল।

"চুরি! এটা তো বেশ মজার। সব কথা শুনতে হল।"

সরকারী নোটবইটা বের করে লেস্ট্রেড তার স্মৃতিটাকে ঝালিয়ে নিল।

সে বলল, "প্রথম ঘটনার খবর আসে চারদিন আগে। কেনিংটন রোডে ছবি ও মূর্তি বিক্রির জন্য মোর্স হাডসন-এর যে দোকানটা আছে সেখানেই ঘটনাটা ঘটে। সরকারী কর্মচারীটি মুহূর্তের জন্য দোকানের সামনে থেকে সরে গিয়েছিল, এমন সময় একটা কিছু ভাঙার শব্দ শুনে ছুটে এসে দেখে কাউন্টারে অন্য আরও কিছু শিল্প-বস্তুর সঙ্গে প্লাস্টারে তৈরী নেপোলিয়নের যে আবক্ষ মূর্তিটা ছিল তার ভাঙা টুকরোগুলো ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। সে ছুটে রাস্তায় গেল, কিন্তু যদিও কয়েকজন পথচারী বলল যে একটা লোককে তারা দোকান থেকে ছুটে বেরিয়ে যেতে দেখেছে, তবু সে কাউকে দেখতেও পেল না, বা সেই বদমাশটাকে চিনবার মতও কিছু পেল না। মনে হল মাঝে মাঝে যে সব অর্থহীন গুণ্ডামির ঘটনা ঘটে থাকে এও সেই রকমই একটা কিছু, আর সেই কথাই সে বীটের পুলিশ-কেও জানাল। প্লাস্টারের মূর্তিটা তৈরী করতে কয়েক শিলিং-এর বেশী খরচ পড়ে নি, কাজেই সমস্ত ব্যাপারটা এতই ছেলেমানুষি বলে মনে হল যে এ নিয়ে আর কোন বিশেষ তদন্তই হল না।

"দ্বিতীয় ঘটনাটা অবশ্য আরও গুরুতর এবং বৈশিষ্ট্য-পূর্ণও বটে। সেটা ঘটেছে গতকাল রাতে।"

"মোর্স হাডসন-এর দোকানের কয়েক শ' গজের মধ্যেই ডাঃ বার্নিকট নামে একজন বিখ্যাত চিকিৎসক থাকেন; টেমস-এর দক্ষিণ তীরবর্তী অঞ্চলে তার খুব ফলাও ব্যবসা। তার বাড়ি ও প্রধান ডাক্তারখানা কেনিংটন রোডে, কিন্তু দু' মাইল দূরে লোয়ার ব্রিক্সটনএ তার একটা সার্জারি ও ডাক্তারখানার শাখা আছে। এই ডাঃ বার্নিকট নেপোলিয়নের একজন উৎসাহী ভক্ত; ফরাসী সম্রাটের বই, ছবি ও স্মৃতি-চিহ্নে তার বাড়িটা বোঝাই। কিছুদিন আগেই তিনি মোর্স হাডসন-এর দোকান থেকে ফরাসী ভাস্কর দেভাঁ-র তৈরী নেপোলিয়ন-এর বিখ্যাত মাথার দুটো ঢালাই প্লাস্টারের মূর্তি কিনেছিলেন। সেই দুটোর একটা তিনি রেখেছিলেন কেনিংটন রোডের বাড়ির হল-ঘরে, আর অপরটা রেখেছিলেন লোয়ার ব্রিক্সটন-এর সার্জারি-ঘরের ম্যান্টেলপিসের উপর। দেখুন, আজ সকালে এসে ডাঃ বার্নিকট দেখেন যে রাতের বেলায় তার বাড়িতে চুরি হয়েছে, কিন্তু হল-ঘরের প্লাস্টারের মাথাটা ছাড়া আর কিছুই খোয়া যায় নি। সেটাকে বাইরে বয়ে নিয়ে গিয়ে বাগানের দেওয়ালের গায়ে নির্মমভাবে ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে; মূর্তিটার ভাঙা টুকরোগুলো সেখানেই পাওয়া গেছে।"

হোমস হাত দুখানি ঘসতে লাগল।

"নিশ্চয়ই খুব নতুন ব্যাপার", সে বলল।

"মনে করলাম, ঘটনাটা শুনলে আপনি খুশি হবেন। কিন্তু শেষটা এখনও বলা হয় নি। বারোটার সময় ডাঃ বার্নিকট-এর সার্জারীতে আসার কথা। সেখানে পৌঁছে তিনি যখন দেখতে পেলেন যে, গত রাতে জানালাটা খোলা হয়েছে, আর দ্বিতীয় মূর্তিটার ভাঙা টুকরোগুলো ঘরের চারদিকে ছড়িয়ে আছে তখন তার বিস্ময়টা আপনি নিশ্চয় কল্পনা করতে পারবেন। মূর্তিটা যেখানে ছিল সেখানেই ভেঙে গুঁড়ো-গুঁড়ো করে ফেলা হয়েছে। উভয়ক্ষেত্রেই এমন কিছুই পাওয়া যায় নি যা থেকে এই ক্ষতির নায়ক দুষ্কৃতকারী বা পাগলের কোন রকম হদিস মিলতে পারে। মিঃ হোমস, এই হল মোটামুটি ঘটনা।"

হোমস বলল, "কিম্ভুত না বললেও ঘটনাগুলি অদ্ভুত তো বটেই। একটা কথা জানতে পারি কি, মোর্স হাডসন-এর দোকানে যে মূর্তিটা ভাঙা হয়েছিল আর ডাঃ বার্নিকট-এর ঘরে যে দুটো মূর্তি ভাঙা হয়েছে—সবই কি হুবহু একই মূর্তি?"

"সবই এক ছাঁচ থেকে গড়া।"

"এর থেকেই প্রমাণ হচ্ছে, নেপোলিয়নের প্রতি ঘৃণার বশবর্তী হয়েই লোকটি যে মূর্তিগুলো ভেঙেছে সে ধারণাটা ঠিক নয়। মহান সম্রাটের শত শত মূর্তি লন্ডন শহরে রয়েছে, এ কথা মনে রাখলে কোন অবিবেচক মূর্তি-ভঙ্গকারী একই মূর্তির তিনটি নিদর্শন দিয়েই কাজ শুরু করবে এটা ভাবা খুবই শক্ত।"

লেস্ট্রেড বলল, "দেখুন, এ কথাটা আমিও ভেবেছি। অপর দিকে, এই মোর্স হাডসন লন্ডনের ঐ অঞ্চলের মূর্তি-সংগ্রহকারী, আর একমাত্র এই তিনটি আবক্ষ মূর্তিই অনেক বছর ধরে তার দোকানে ছিল। কাজেই, আপনি যেমন বলছেন, লন্ডন শহরে কয়েক শ' মূর্তি থাকলেও

ঐ জেলায় হয় তো মাত্র ঐ তিনটি মূর্তিই ছিল। কাজেই কোন স্থানীয় উন্মাদের পক্ষে ঐ তিনটি দিয়েই কাজ শুরু করা সম্ভব হতে পারে। এ বিষয়ে আপনার কি মত ডাঃ ওয়াটসন ?"

আমি জবাব দিলাম, "কোন এক বিষয়ের পাগলামি (monomania) যে কত রকমের হতে পারে তার কোন সীমা নেই। এমন একটা অবস্থা আছে যাকে আধুনিক ফরাসী মনস্তত্ত্ববিদরা বলেন বদ্ধমূল ধারণা'(ideie fixe) সেটা এমনিতে খুব তুচ্ছ এবং অন্য সব ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থার সঙ্গেই থাকতে পারে। যে লোক নেপোলিয়ন সম্পর্কে অনেক পড়াশুনা করেছে, অথবা মহাযুদ্ধের ফলে কোন বংশানুক্রমিক পারিবারিক আঘাত পেয়েছে, তার মনে এ ধরনের একটা 'বদ্ধমূল ধারণা' বাসা বাঁধতে পারে এবং তার প্রভাবে যে কোন রকম অদ্ভুত আক্রমণ সে চালাতে পারে।"

মাথা নেড়ে হোমস বলল, "ভাই ওয়াটসন, এটাও অচল, কারণ কোন 'বদ্ধমূল ধারণার' প্রভাবেই তোমার সেই এক-বিষয়ক পাগল এই সব মূর্তি খুঁজে খুঁজে বের করতে পারবে না।"

"তাহলে তুমি এটাকে কি ভাবে ব্যাখ্যা করতে চাও ?"

"ব্যাখ্যার চেষ্টাই আমি করছি না। আমি শুধু লক্ষ্য করছি যে, এই ভদ্রলোকের উদ্ভট কার্যকলাপের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট চিন্তা কাজ করছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, যেহেতু ডাঃ বার্নিকট-এর হলে কোন রকম শব্দ হলে লোকজন জেগে উঠতে পারে সেজন্য ভাঙবার আগে মূর্তিটাকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ; আবার সার্জারির বেলায় হৈ-হুল্লার আশংকা কম থাকায় সে ক্ষেত্রে মূর্তিটা যেখানে ছিল সেখানেই ভাঙা হয়েছে। ব্যাপারটাকে আপাতদৃষ্টিতে খুবই তুচ্ছ মনে হতে পারে, তবু যখন ভাবি যে আমার বেশ কয়েকটি স্মরণীয় কেসই শুরু হয়েছিল খুব অকিঞ্চিৎকরভাবে তখন কোন কিছুকেই আমি তুচ্ছ বলে অবহেলা করতে পারি না। তোমার অবশ্য মনে আছে ওয়াটসন, 'এরানেটি' পরিবারের সেই ভয়ংকর ব্যাপারের প্রতি প্রথম আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল একটা গরমের দিনে 'পার্স্‌লি'টা (এক রকম সুগন্ধ পাতা) মাখনের মধ্যে কতখানি বসে গিয়েছিল তার গভীরতা থেকে। সুতরাং তোমার তিনটি ভাঙা মূর্তি দেখে আমার মোটেই হাসি পাচ্ছে না লেস্ট্রেড ; বরং এই অদ্ভুত ঘটনা-শৃংখলের নতুন কোন পরিণতি ঘটলে সে বিষয়ে যদি আমাকে অবহিত কর তাহলেই আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব।"

বন্ধুবর যে পরিণতির কথা বলেছিল সেটা যে এত তাড়াতাড়ি ও এমন একান্ত শোচনীয়রূপে দেখা দেবে তা হয় তো সেও কল্পনা করে নি। পরদিন সকালে শোবার ঘরে সাজগোজ করছি এমন সময় দরজায় একটা ছায়া পড়ল এবং একটা টেলিগ্রাম হাতে নিয়ে হোমস ঘরে ঢুকলো। সে বেশ জোরে জোরেই পড়লঃ

"এখনই আসুন, ১৩১ পিট স্ট্রীট, কেন্‌সিংটন।—লেস্ট্রেড।"

"কি হল তাহলে ?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"জানি না—যা কিছু হতে পারে। কিন্তু আমার সন্দেহ হচ্ছে, এটা সেই মূর্তির গল্পেরই পরিণতি। তা যদি হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের মূর্তি-ভঙ্গকারী বন্ধুটি লন্ডনের অন্য অঞ্চলেও কাজ শুরু করে দিয়েছে। ওয়াটসন, টেবিলে কফি আছে, আর দরজায় দাঁড়িয়ে আছে গাড়ি।"

আধ ঘণ্টার মধ্যে আমরা পিট স্ট্রীটে পৌঁছে গেলাম। লন্ডনের অতিব্যস্ত জীবনধারার ঠিক পাশেই একটি শান্ত ছোট জলাশয়। এক সারি চওড়া-বুক, ভদ্রোচিত, অত্যন্ত অ-রোমান্টিক বাসস্থানের অন্যতম এই ১৩১ নং। গাড়ি নিয়ে সেখানে পৌঁছেই দেখি, বাড়ির সামনেকার রেলিং-এর সামনে কৌতূহলী জনতার সারি। হোমস শিস্ দিয়ে উঠল।

"জর্জের দিব্যি ! নিদেনপক্ষে খুনের চেষ্টা। তার চাইতে ছোট কিছু হলে লন্ডনের সংবাদবাহী ছোকরাকে আটকাতে পারত না। ঐ লোকটির চওড়া কাঁধ ও বাড়ানো গলা দেখে মনে হচ্ছে ওখানে কোন হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেছে। এটা কি ওয়াটসন ? উপরের সিঁড়িটা চক্‌চক্ করছে, অথচ অন্যগুলো শুকনো। যাই হোক, যথেষ্ট পায়ের ছাপ রয়েছে। আরে, ঐ তো সামনের জানালায় লেস্ট্রেডকে দেখছি ; অচিরেই সব কিছু জানতে পারব।

সরকারী কর্মচারীটি গম্ভীর মুখে আমাদের অভ্যর্থনা করে বসবার ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে ফ্ল্যানেলের ড্রেসিং-গাউন পরিহিত অত্যন্ত এলোমেলো চেহারার একটি বয়স্ক লোক ঘরময় পায়চারি করছে। তাকে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল—বাড়ির মালিক সেন্ট্রাল প্রেস সিন্ডিকেট-এর মিঃ হোয়েস হার্কার।

লেস্ট্রেড বলল, "আবার সেই নেপোলিয়ন-ঘটিত ব্যাপার। মিঃ হোমস, কাল আপনি যথেষ্ট আগ্রহ দেখিয়েছিলেন, তাই ভাবলাম এখানে উপস্থিত থাকলে আপনি হয় তো খুশি হবেন, বিশেষ করে সমস্ত ব্যাপারটা যখন এমন একটা গুরুতর পরিণতিতে পৌঁচেছে।"

"পরিণতিটা কি হয়েছে ?"

"শুন। মিঃ হার্কার, ঠিক কি ঘটেছে এই ভদ্রলোকদের খুলে বলবেন কি ?"

ড্রেসিং-গাউন পরিহিত লোকটি বিষণ্ণ মুখে আমাদের দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

বলল, "খুবই অসাধারণ ব্যাপার। সারাটা জীবন অন্য মানুষের সংবাদই সংগ্রহ করেছি, আর আজ নিজেই একটি সত্যিকারের খবর হয়ে ওঠায় এতই বিচলিত ও বিরক্ত বোধ করছি যে দুটো কথা এক সঙ্গে বলতেও পারছি না।" যদি সাংবাদিক হিসাবে এখানে আসতাম তাহলে নিজেই নিজের সাক্ষাৎকার নেওয়া এবং প্রতিটি সান্ধ্য সংবাদপত্রে দুই কলম সংবাদ প্রকাশ করাই হত আমার উচিত কাজ। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে নানা ধরনের লোককে বার বার আমার কাহিনী বলে চলেছি, অথচ নিজে সেটা ব্যবহার করতে পারছি না। যা হোক, আপনার নাম আমি শুনেছি মিঃ শার্লক হোমস। এই অদ্ভুত ব্যাপারটা যদি আমাকে বুঝতে দিতে পারেন তাহলেই এ কাহিনী আপনাকে শোনাবার কষ্টের দাম আমি পেয়ে যাব।"

হোমস বসে পড়ে মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগল।

"চার মাস আগে এই ঘরের জন্য নেপোলিয়নের যে আবক্ষ মূর্তিটা আমি কিনেছিলাম সেটাকে কেন্দ্র করেই সব কিছু ঘটেছে। হাট স্ট্রীট স্টেশন থেকে দুটো দরজা পরের হার্ডিং ব্রাদার্স-এর কাছ থেকে ওটা শস্তায় পেয়েছিলাম। সংবাদপত্রসংক্রান্ত অনেক কাজই আমি রাত্রিতে করে থাকি, অনেক সময় ভোর পর্যন্তও লিখি। আজও তাই লিখছিলাম। তিনটে নাগাদ বাড়ির একেবারে মাথায় পিছনদিককার ছোট ঘরটায় বসেছিলাম, এমন সময় নীচের তলায় একটা শব্দ শুনতে পেলাম। কান পাতলাম, কিন্তু আর কিছু শুনতে পেলাম না ; ভাবলাম, শব্দটা বাইরে থেকে এসেছিল। তারপর মিনিট পাঁচেক পরেই হঠাৎ একটা ভয়ংকর আর্তনাদ কানে এল—মিঃ হোমস, সেরকম ভয়ংকর শব্দ আমি জীবনে শুনি নি। যতদিন বেঁচে থাকব সে শব্দ আমার কানে বাজতে থাকবে। ভয়ে কাঠ হয়ে দু' এক মিনিট বসে রইলাম। তারপর আগুন জ্বালাবার লোহার দণ্ডটা হাতে নিয়ে নীচে নেমে গেলাম। এই ঘরে ঢুকে দেখলাম, জানালাটা হাট করে খোলা, আর ম্যান্টেলপিসের উপর থেকে আবক্ষমূর্তিটা উধাও। মূর্তিটা প্লাস্টারের তৈরী এবং মোটেই দামী জিনিসও নয়। কাজেই কোন চোর কেন যে সেটা নিতে যাবে আমি বুঝতে পারছি না

"নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছেন, যে কেউ ওই খোলা জানালা-পথে বাইরে গিয়ে একটা লম্বা পা ফেললেই সামনের দরজার সিঁড়িতে পৌঁছে যেতে পারে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, চোরও সেই পথেই গেছে ; কাজেই আমি ঘুরে গিয়ে দরজাটা খুললাম। অন্ধকারে পা ফেলতে গিয়ে সেখানে পড়ে থাকা একটি মৃত লোকের গায়ে ধাক্কা খেয়ে প্রায় পড়েই যাচ্ছিলাম। ছুটে গিয়ে একটা আলো এনে দেখি, বেচারি পড়ে আছে, গলাটা কাটা, আর সমস্ত জায়গাটা রক্তে থৈ-থৈ। লোকটি চিৎ হয়ে পড়ে আছে, হাঁটু দুটো ভাঁজ করা, মুখটা ভীষণভাবে হাঁ করে আছে। স্বপ্নেও বুঝি নি আমি তাকে দেখতে পাব। কোনরকমে আমার পুলিশ-বাঁশিটা বাজিয়েই আমি নিশ্চয় মূর্চ্ছা গিয়েছিলাম, কারণ তারপরে এই হলে পুলিশ আমার উপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে এ দৃশ্য দেখবার আগে আর কিছুই মনে নেই।"

"আচ্ছা, নিহত লোকটি কে ?" হোমস জিজ্ঞাসা করল।

লেস্ট্রেড বলল, "সে যে কে তা বোঝবার কোন উপায় নেই। মর্গে তার মৃতদেহটা দেখতে পাবেন, কিন্তু এখনও পর্যন্ত তার সম্পর্কে আমরা কিছুই জানতে পারি নি। লোকটি লম্বা, রোদে-পোড়া, খুব শক্ত-পোক্ত, বয়স ত্রিশের বেশী নয়। পরনের পোশাক খুব কমদামী, কিন্তু তাকে দেখে মজুর বলে মনে হয় না। তার পাশেই রক্তের মধ্যে পড়েছিল শিঙের হাতলওয়ালা একটা ছুরি। সেই ছুরি দিয়েই কাজটা করা হয়েছে, নাকি ওটা মৃত লোকটির সম্পত্তি তা আমি জানি না। জামা-কাপড়ে কোথাও তার নাম নেই ; পকেটে একটা আপেল, কিছু সুতো, এক শিলিং দামের লণ্ডনের একখানা মানচিত্র ও একটা ফটোগ্রাফ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এই সেটা।"

ছোট ক্যামেরার তলায় একখানা ছবি। একটি সদা-সতর্ক, কাটা-কাটা মুখের বানরজাতীয় মানুষের ছবি—মোটা ভুরু, বেবুনের মত মুখের নীচের অংশটা অদ্ভুতভাবে বাড়ানো।

ছবিটাকে ভাল করে দেখে হোমস জিজ্ঞাসা করল, "মূর্তিটার কি হল ?"

"আপনি আসার আগেই সেটার খবর পেলাম। ক্যাম্পডেন হাউস রোডের একটা খালি বাড়ির সামনেকার বাগানে সেটা পাওয়া গেছে। ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলেছে। সেটা দেখতেই আমি যাচ্ছি। আপনি কি যাবেন ?"

"নিশ্চয়। তার আগে চারদিকটা একবার দেখে নেব।"

সে কার্পেট ও জানালাটা পরীক্ষা করল। "হয় লোকটার পা দুটো খুব লম্বা, আর না হয় তো সে খুবই করিৎকর্মা। নীচের অতটা দূর থেকে জানালাটার গোবরাটে পৌঁছে সেটাকে খোলা খুব সহজ কাজ নয়। ফিরে যাওয়াটা বরং অনেকটা সহজ।" মূর্তিটার ভগ্নাবশেষ দেখতে আপনি কি আমাদের সঙ্গে যাবেন মিঃ হার্কার ?"

সান্ত্বনাহীন সাংবাদিক তখন তার লেখার টেবিলে বসে গেছে।

সে বলল, "যদিও বিস্তারিত বিবরণসহ সান্ধ্য পত্রিকা-গুলির প্রথম সংস্করণ এর মধ্যেই বাজারে বেরিয়ে গেছে, তবু কিছু একটা খাড়া করবার চেষ্টা আমাকে করতেই হবে। আমার কপালই এই রকম। ডন কাস্টার-এর 'স্ট্যাণ্ড্'টা যখন ভেঙে পড়েছিল সে কথা তো আপনার মনে আছে। সেখানে তখন আমিই ছিলাম একমাত্র সাংবাদিক, অথচ একমাত্র আমার কাগজেই তার কোন বিবরণ ছিল না, কারণ লিখবার মত মনের অবস্থা তখন আমার ছিল না। আর এখনও আমার বাড়ির দরজায়ই যে খুন হয়ে গেছে তার খবর ছাপাতেও আমারই বিলম্ব হল সব চাইতে বেশী।"

ঘর থেকে যেতে যেতে শুনতে পেলাম, ফুলস্কেপের পাতায় খস্-খস্ শব্দ করে তার লেখনী এগিয়ে চলেছে।

মূর্তির ভাঙা অংশগুলি যেখানে পাওয়া গেছে সে জায়গাটা মাত্র কয়েক শ' গজ দূরে। প্রথমেই মহান সম্রাটের এই অবস্থার প্রতি আমাদের চোখ পড়ল, আর তা দেখেই বুঝতে পারলাম সেই অজ্ঞাত লোকটির মনের ঘৃণা কত তীব্র ও ধ্বংসপ্রবণ। মূর্তিটা টুকরো টুকরো হয়ে ঘাসের উপর ছড়িয়ে আছে। তারই কয়েকটা টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে হোমস সযত্নে পরীক্ষা করে দেখল। তার একাগ্র মুখ ও উদ্দেশ্যমূলক ভাবভঙ্গী দেখে ঠিক বুঝতে পারলাম, শেষ পর্যন্ত একটা সূত্র সে পেয়েছে।

"কি হল ?" লেস্ট্রেড জিজ্ঞাসা করল।

হোমস কাঁধ ঝাঁকুনি দিল।

বলল, "এখনও অনেকটা পথ আমাদের যেতে হবে। আর তবু—তবু—দেখ, কাজে নামবার মত কিছু ইঙ্গিত-পূর্ণ ঘটনা আমাদের হাতে এসেছে। এই সামান্য মূর্তি-টার দখল পাওয়া এই বিচিত্র অপরাধীর কাছে একটা মানুষের জীবনের চাইতেও বেশী মূল্যবান। এই হল একটা কথা। তারপর আছে এই বিশেষ ঘটনাটি যে মূর্তি-টাকে সে বাড়ির মধ্যে বা তার বাইরে কাছাকাছি কোথাও ভাঙে নি।"

"হয় তো অপর লোকটির সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ায় সে এতই বিচলিত ও বিব্রত হয়ে পড়েছিল যে কি করছে না করছে সে খেয়ালই তার ছিল না।"

"তা হতে পারে। কিন্তু যে বাড়ির বাগানে নিয়ে মূর্তিটাকে ভাঙা হয়েছে তার বিশেষ অবস্থানের প্রতি তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।"

লেস্ট্রেড চারিদিকে তাকাল।

"বাড়িটা খালি ছিল ; তাই সে জানত যে ঐ বাগানে কেউ তাকে বিরক্ত করতে আসবে না।"

"ঠিক ; কিন্তু ঐ রাস্তায় তো আরও একটা খালি বাড়ি ছিল, আর এখানে আসবার আগেই সেটা তার পথে পড়েছিল। তাহলে এক গজ পথ বেশী এগোতে গেলেও যেখানে কারও সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার আশংকা ছিল সে-ক্ষেত্রে সে আগের বাড়িতেই বা মূর্তিটা ভাঙল না কেন ?"

মাথার উপরকার রাস্তার আলো দেখিয়ে হোমস বলল, "সে কি করছে সেটা এখানে দেখতে পাচ্ছিল, কিন্তু ওখানে দেখতে পেত না। সেটাই আসল কারণ।"

গোয়েন্দাপ্রবর বলে উঠল, "জোভ-এর দিব্যি ! ঠিক কথাই তো। একথা ভাবতে গিয়ে এখন মনে পড়ছে, মিঃ বার্নিকট-এর মূর্তিটাও ভাঙা হয়েছিল তার লাল আলো-টার কাছেই। মিঃ হোমস, এই তথ্যটাকে নিয়ে আমরা কি করব ?"

"মনে করে রাখব—তুলে রাখব। পরে এমন কিছু পেতে পারি যাতে এর উপর নতুন করে আলোকপাত হবে। লেস্ট্রেড, তুমি এখন কি করতে চাও ?"

"আমার মতে এ সমস্যার সমাধানে যাবার সব চাইতে বাস্তব পন্থা হচ্ছে মৃত লোকটিকে সনাক্ত করা। সে কাজে খুব অসুবিধা হবার কথা নয়। তারপর যখন জানতে পারব সে কে, তার সঙ্গীসাথীই বা কারা, তখনই আমাদের পক্ষে জানা সহজ হবে গত রাতে পিট স্ট্রীটে সে কি করছিল, যে লোকটির সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল এবং মিঃ হোরেস হার্কার-এর দোরগোড়ায় যে তাকে খুন করেছিল সেই বা কে। আপনিও কি তাই মনে করেন না ?"

"নিঃসন্দেহে ; তথাপি ঠিক ওই পথে আমি অগ্রসর হতে চাইতাম না।"

"তাহলে আপনি কি চাইতেন ?"

"আহা আমার কথায় তুমি প্রভাবিত হয়ো না। আমি বলি, তুমি তোমার পথে চল, আর আমি আমার পথে চলি। পরে দুজনের কাজের ফিরিস্তি মিলিয়ে নিতে পারব ; একে অন্যের কাছ থেকে সাহায্য পাব।"

''খুব ভাল'' লেস্ট্রেড বলল।

"তুমি যদি পিট স্ট্রীটে ফিরে যাও তাহলে মিঃ হোরেস হার্কার-এর সঙ্গে দেখা করো। আমার হয়ে তাকে বলো, আমি মনস্থির করে ফেলেছি, আর গত রাতে তার বাড়িতে যে এসেছিল সে যে নেপোলিয়ন-এর ভূতগ্রস্ত একটি বিপজ্জনক নরঘাতী উন্মাদ সেটা একেবারেই নিশ্চিত। এটা জানলে তার প্রবন্ধ লেখার পক্ষে সুবিধা হবে।"

লেস্ট্রেড হাঁ করে তাকাল।

"নিশ্চয় একথা আপনি সত্যি সত্যি বিশ্বাস করেন না?"

হোমস হাসল।

''কারি না বুঝি? তা হতে পারে। কিন্তু এটা ঠিক জানি যে মিঃ হোরেস হার্কার ও সেণ্ট্রাল প্রেস সিণ্ডিকেট-এর গ্রাহকরা এ খবর শুনে খুশি হবেন। দেখ ওয়াটসন, বুঝতে পারছি, সারাটা দিন অনেক জটিল কাজ আমাদের করতে হবে। আর লেস্ট্রেড, সন্ধ্যা ছ'টা নাগাদ যদি বেকার স্ট্রীটে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে পার তাহলে খুশি হব। ততক্ষণ পর্যন্ত মৃতের পকেটে পাওয়া এই ফটোগ্রাফটা আমার কাছেই থাক। আমার চিন্তার ধারাটা যদি ঠিক হয়ে থাকে, তাহলে আজ রাতেই হয় তো আমাদের একটা ছোটখাট অভিযানে বেরুতে হবে, আর তখন হয় তো তোমার সঙ্গ ও সাহায্যের প্রয়োজনও আমার হতে পারে। আপাতত, বিদায় ও শুভকামনা জানাই।"

শার্লক হোমস ও আমি হাঁটতে হাঁটতে হাই স্ট্রীটে পৌঁছে হার্ডিং ব্রাদার্স-এর দোকানে গেলাম। মূর্তিটা সেখান থেকেই কেনা হয়েছিল। সহকারী যুবকটি জানাল, মিঃ হার্ডিং বিকেলের আগে আসতে পারবেন না, আর সে নিজে নবাগত বলে কিছু খবরও বলতে পারবে না। হোমসের মুখে হতাশা ও বিরক্তি ফুটে উঠল।

শেষটায় বলল, "আরে ওয়াটসন, সব কিছুই আমাদের দরকার মাফিক চলবে তা তো আর আশা করতে পারি না। মিঃ হার্ডিং যখন বিকেলের আগে এখানে আসবেন না তখন আমাদেরও সেই সময়ই আসতে হবে। তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছ, এই মূর্তিগুলো কোথায় তৈরী হয়েছিল সেই খোঁজটাই আমি জানতে চাইছি ; আরও জানতে চাইছি, এই মূর্তিগুলোর এমন কোন বৈশিষ্ট্য আছে কিনা যার জন্য এগুলোর এই পরিণতি ঘটছে। এবার বরং কেনিংটন রোডে মিঃ মোর্স হাডসন-এর কাছে যাওয়া যাক ; দেখাই যাক এ সমস্যার উপর সে কোন রকম আলোকপাত করতে পারে কিনা।

ঘণ্টাখানেক গাড়ি চালিয়ে আমরা সেই ছবি-বিক্রেতার দোকানে পৌঁছে গেলাম। ছোট-খাট, মজবুত চেহারার লোকটি ; মুখটা লাল ; স্বভাব রগচটা।

সে বলল, "হ্যাঁ স্যার। আমার এই দোকানেরই তো ঘটনা স্যার। কেন যে আমরা ভাড়া দিই, ট্যাক্সো দেই তা তো বুঝি না ; যে কোন গুণ্ডা-বদমাস তো যখন-তখন এসে আমাদের মালপত্র ভেঙ্গে দিয়ে যেতে পারে। হ্যাঁ স্যার, মূর্তি দুটো আমিই ডাঃ বার্নিকটকে বিক্রি করেছিলাম। কী লজ্জার কথা! আমার তো মনে হয় এটা নৈরাজ্যবাদী-দের ষড়যন্ত্র! নৈরাজ্যবাদী ছাড়া কে আর মূর্তি ভেঙে বেড়াবে! আমি ওদের নাম দিয়েছি লাল প্রজাতন্ত্রী।

"মূর্তিগুলো কোথায় পেয়েছিলাম? তার সঙ্গে এর কি সম্পর্ক তা তো বুঝতে পারছি না। অবশ্য আপনি যখন জানতেই চাইছেন তখন বলি, ওগুলো এনেছিলাম স্টেপনি অঞ্চলের চার্চ স্ট্রীটের গেল্ডার অ্যাণ্ড কোং-এর কাছ থেকে। এ কাজে তাদের বেশ নাম আছে ; বিশ বছর ধরে এই ব্যবসা করছে। আমার কাছে ক'টা ছিল? তিনটে—দুই আর একে তিন—দুটো ডাঃ বার্নিকট-এর, আর একটা তো দোকানেই দিনের আলোয় ভেঙে ফেলা হল। এই ফটোগ্রাফটা আমি চিনি কি না? না, চিনি না। দাঁড়ান, মনে হচ্ছে যেন চিনি। আরে, এ তো বেপ্পো! লোকটা ইতালীয়, ঠিকেতে কাজ করত। দোকানের অনেক কাজে লাগত। একটু-আধটু কাটছাট জানত, ফ্রেমে গিল্‌টি করতে পারত, আরও টুকটাক কাজ জানত। লোকটা গত সপ্তাহে এখান থেকে চলে গেছে।" তারপর থেকে তার কোন খবর জানি না। না, সে কোথা থেকে এসেছিল বা কোথায় গেছে তা আমি জানি না। এখানে যদ্দিন ছিল ততদিন তার বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ ছিল না। মূর্তিটা ভাঙার দু'দিন আগে সে চলে গিয়েছিল"।

দোকান থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে হোমস বলল, "মোর্স হাডসন-এর কাছ থেকে এর বেশী কিছু জানবার আশা আমরা করতে পারি না। দেখা যাচ্ছে, কেনিংটন এবং কেন্‌সিংটন দু' জায়গাতেই এই বেপ্পো হাজির ছিল। কাজেই দশ মাইল গাড়ি চালানো সার্থক হয়েছে। এবার যেতে হবে মূর্তিগুলোর আদি জায়গা স্টেপনির গেল্ডার অ্যাণ্ড কোং-তে। সেখানে যদি কিছু খোঁজখবর না মেলে তাহলে সত্যি অবাক হব।"

অভিজাত লণ্ডন, হোটেল লণ্ডন, থিয়েটারের লণ্ডন, সাহিত্যের লণ্ডন, বাণিজ্যিক লণ্ডন, এবং শেষ পর্যন্ত বন্দর লণ্ডনের পাশ ঘেঁসে চলতে চলতে এক সময় আমরা

পৌঁছে গেলাম একটা নদীতীরবর্তী শহরে ; সেখানে হাজার হাজার মানুষের বাস ; ইওরোপ থেকে তাড়া-খাওয়া মানুষদের ঘামে ও ধোঁয়ায় ভর্তি ভাড়াটে বাড়ির সারি। সেখানকার একটা চওড়া রাস্তায় এক সময় শহরের বড় বড় ব্যবসায়ীরা বাস করত। সেখানেই পেয়ে গেলাম আমাদের প্রার্থিত ভাস্কর্যের কারখানাটা। বাইরের বড় উঠোনে অনেকগুলি বড় বড় মূর্তি চোখে পড়ল। ভিতরে একটা বড় ঘরে জনা পঞ্চাশেক লোক কাজ করছে ; কেউ মূর্তি গড়ছে, কেউ বা ঢালাই করছে। নীল-চোখ জার্মান ম্যানেজারটি আমাদের ভদ্রভাবে অভ্যর্থনা করল এবং হোমসের সব প্রশ্নের স্পষ্টাস্পষ্টি জবাব দিল। তার খাতাপত্র উল্টেপাল্টে জানা গেল, দেভাঁর হাতে গড়া নেপোলিয়নের মাথার একটি শ্বেত পাথরের মূর্তি থেকে বেশ কয়েক শ' ঢালাই মূর্তি তৈরী করা হয়েছিল ; তবে এক সঙ্গে যে ছ'টা মূর্তি ঢালাই করা হয়েছিল বছরখানেক আগে, তার তিনটে পাঠানো হয়েছিল মোর্স হাডসনকে, আর বাকি তিনটে পাঠানো হয়েছিল কেন্‌সিংটন-এর হার্ডিং ব্রাদার্সকে। কোন লোক কি জন্য সেগুলিকে ভাঙতে পারে সে বিষয়ে কিছুই সে বলতে পারল না—বরং সে কথা শুনে সে হেসেই ফেলল। তাদের পাইকারী দাম ছিল ছয় শিলিং, তবে খুচরো বিক্রেতারা বারো বা তার বেশীও নিতে পারে। মুখের দুই দিক থেকে দুটো আলাদা ঢালাই করে পরে প্লাস্টার অব্ প ্যারিসের দুটো মুখকে এক সঙ্গে জুড়ে দিয়ে মূর্তিগুলো তৈরী করা হয়েছিল। যে ঘরে আমরা বসেছিলাম সেখানে বসেই ইতালীয় কারিগররা কাজটা করেছিল। তৈরী শেষ হলে শুকোবার জন্য মূর্তিগুলোকে দালানে একটা টেবিলের উপর রেখে দেওয়া হয়েছিল এবং পরে গুদামে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। সে লোকটি এই পর্যন্তই বলতে পারল।

কিন্তু ফটোগ্রাফটা তার সামনে রাখতেই ম্যানেজারের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা দিল। মুখটা রাগে লাল হয়ে উঠল ; টিউটনসুলভ নীল চোখের উপরকার ভুরু দুটি কুঁচকে জুড়ে গেল।

চেঁচিয়ে বলল, "ওঃ, সেই রাস্কেলটা ! হ্যাঁ, একে আমি খুব ভালই চিনি। আমাদের এ প্রতিষ্ঠানকে সকলেই শ্রদ্ধার চোখে দেখে ; তবু অন্তত একবারও যে এখানে পুলিশের আগমন ঘটেছিল সে এই লোকটার জন্যই। আজ থেকে এক বছরের বেশী আগেকার কথা। রাস্তায় আর একজন ইতালীয়কে ছুরি মেরে এসে সে কারখানায় ঢোকে, আর তার পিছু পিছু পুলিশ এসে এখানেই তাকে গ্রেপ্তার করে। তার নাম ছিল বেপ্পো—উপাধি আমি জানি না। এ রকম একটা বাজে লোক রাখার উচিত শিক্ষাই আমার হয়েছিল। তবে লোকটা ভাল কারিগর ছিল—একেবারে প্রথম সারির।"

"কি শাস্তি হয়েছিল ?"

"লোকটা বেঁচে গিয়েছিল, তাই তার সাজা হয়েছিল এক বছর। এতদিনে নিশ্চয় ছাড়া পেয়েছে, কিন্তু এখানে আর নাক গলাতে সাহস করে নি। তার এক জ্ঞাতি-ভাই এখানে আছে ; সে হয় তো তার খোঁজ দিতে পারে।"

হোমস চড়া গলায় বলে উঠল, "না, না, তার ভাইকে একটি কথাও বলবেন না—আমার অনুরোধ, একটি কথাও নয়। ব্যাপারটা খুবই গুরুতর ; যত এগোচ্ছি তার গুরুত্ব ততই বাড়ছে। আপনার 'লেজার'-এ দেখলাম, এই মূর্তিগুলির বিক্রির তারিখ লেখা আছে গত বছরের ৩রা জুন। বেপ্পো কবে গ্রেপ্তার হয়েছিল সে তারিখটা আমাকে বলতে পারেন কি ?"

ম্যানেজার জবাব দিল, "মাইনে দেবার খাতা দেখে মোটামুটি বলতে পারব।" কিছুটা পাতা উল্টে সে বলল, "হ্যাঁ, তাকে শেষ মাইনে দেওয়া হয়েছিল ২০শে মে।"

হোমস বলল, "ধন্যবাদ। আর আপনার সময় ও ধৈর্যের অপচয় ঘটাব না।" আমাদের এই সব খোঁজ-খবর সম্পর্কে যেন কোন রকম উচ্চবাচ্য না করা হয় সে বিষয়ে পুনরায় সতর্ক করে দিয়ে আমরা পশ্চিম দিকে মুখ ফেরালাম।

একটা রেস্তোরাঁতে তাড়াতাড়ি "লাঞ্চ" সেরে বের হবার আগেই বিকেল অনেকটা গড়িয়ে গেল। দরজায়ই একটা সংবাদ-বুলেটিনের লেখা চোখে পড়ল : "কেন্‌সিংটন-এ বীভৎস কাণ্ড। উন্মাদের হাতে খুন।"

খবর পড়ে জানা গেল, মিঃ হোমস হার্কার-এর বিবরণটি শেষ পর্যন্ত ছাপা হয়েছে। সমস্ত ঘটনার দুই কলমব্যাপী একটি অত্যন্ত চাঞ্চল্যকর বিবরণ সাহিত্যিক ভাষায় সমৃদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। চার্টনির শিশির উপর কাগজটাকে ঠেসান দিয়ে রেখে সে খেতে খেতেই পড়তে লাগল। দু'একবার মুচকি হাসল।

বলল, "ঠিকই হয়েছে ওয়াটসন। মন দিয়ে শোন : 'এ কথা জেনে ভাল লাগবে যে সরকারী গোয়েন্দা বিভাগের বহু-অভিজ্ঞ কর্মচারী মিঃ লেস্ট্রেড এবং বিখ্যাত অপরাধ-বিশেষজ্ঞ মিঃ শার্লক হোমস দুজনই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন—যে অদ্ভুত ঘটনাবলীর পরিণতি এই

শোচনীয় হত্যাকাণ্ড সেটা একটা পরিকল্পিত অপরাধের পরিবর্তে একটি পাগলামির নিদর্শন মাত্র; আর এ বিষয়ে কোন রকম দ্বিমতেরও অবকাশ নেই। মানসিক বিভ্রান্তি ছাড়া এ ঘটনার আর কোন ব্যাখ্যাই হয় না।' ওয়াটসন, সংবাদপত্র খুবই মূল্যবান প্রতিষ্ঠান, শুধু সেটাকে ঠিকমত ব্যবহার করতে পারা চাই। তোমার খাওয়া যদি শেষ হয়ে থাকে, তাহলে এখনই আমরা কেনসিংটেন-এ ফিরে যাব এবং হার্ডিং ব্রাদার্স-এর ম্যানেজারের কি বলবার আছে সেটা জেনে নেব।"

বড় দোকানটির প্রতিষ্ঠাতা একজন চটপটে, করিৎকর্মা ছোটখাট মানুষ; যেমন পরিষ্কার মাথা, তেমনই বাক্যবাগীশ।

"হ্যাঁ স্যার, সান্ধ্য খবরের কাগজে বিবরণটা আমিও পড়েছি। মিঃ হোরেস হার্কার আমাদের খদ্দের। কয়েক মাস আগে আমরাই দুটো মূর্তি তাকে সরবরাহ করেছিলাম। স্টেপ্‌নি-র হেল্ডার অ্যান্ড কোং-এর কাছে ঐ ধরনের তিনটি মূর্তির অর্ডার দিয়েছিলাম। সবগুলিই বিক্রি হয়ে গেছে। কার কাছে? বিক্রির খাতা দেখে অবশ্য আপনাকে বলে দিতে পারব। হ্যাঁ, এই যে সবই এখানে লেখা আছে। একটা তো মিঃ হার্কারকে, একটি চিস্‌-উইক-এর অন্তর্গত লেবার্নাম ভেল-এর লেবার্নাম লজ-এর অধিবাসী মিঃ জোসিয়া ব্রাউনকে, এবং রীডিং-এর অন্তর্গত লোয়ার গ্রোভ রোডের মিঃ স্যান্ডেফোর্টকে একটি। না, এই ফটোগ্রাফে যে মুখটা আপনি আমাকে দেখাচ্ছেন সে মুখ আমি কখনও দেখি নি। এমন কুৎসিত মুখ কদাচিৎ চোখে পড়ে বলেই একে একবার দেখলে ভোলা সহজ নয়—আপনিই কি ভুলতে পারতেন স্যার? আমাদের কর্মীদের মধ্যে ইতালীয় কেউ আছে কি না? হ্যাঁ স্যার, কয়েকজন কারিগর ও ঝাড়ুদার আছে। ইচ্ছা করলে তারা এ বইটা একটু-আধটু নিশ্চয় দেখে থাকতে পারে। বইটার উপর সারাক্ষণ নজর রাখবার তো বিশেষ কারণ নেই। সত্যি, ঘটনাটা খুবই আশ্চর্য: এই সব খোঁজ-খবরের ফলে যদি কিছু জানতে পারেন তাহলে দয়া করে আমাকে জানাবেন।"

মিঃ হার্ডিং-এর কথা বলার সময় হোমস কিছু কিছু টুকে নিয়েছিল; বুঝতে পারলাম, ব্যাপারটা যে ভাবে মোড় নিচ্ছে তাতে সে খুশিই হয়েছে। এ বিষয়ে কোন কথাই সে বলল না। শুধু বলল, তাড়াতাড়ি না গেলে লেস্ট্রেড-এর সঙ্গে দেখা হতে দেরী হয়ে যাবে। সত্যি বেকার স্ট্রীটে পৌঁছে দেখি, গোয়েন্দাপ্রবর আগেই পৌঁছে গেছে; অস্থিরভাবে ঘরময় পায়চারি করে বেড়াচ্ছে। তার মুখ দেখে মনে হল, সারা দিনের পরিশ্রম বিফলে যায় নি।

"কি হল? কপালে কিছু জুটল মিঃ হোমস?" সে জিজ্ঞাসা করল।

আমার বন্ধু বলল, "সারাটা দিন ব্যস্ততায় কেটেছে; আর পরিশ্রমটা বিফলেও যায় নি। দুজন খুচরো বিক্রেতা ও প্রস্তুতকারকদের সঙ্গে দেখা করেছি। গোড়া থেকে মূর্তিগুলোর ইতিহাস এখন আমি বলে দিতে পারি।"

"মূর্তি"! লেস্ট্রেড চেঁচিয়ে বলল। "আচ্ছা, আচ্ছা, আপনার কাজের পদ্ধতি তো আমার আলাদা মিঃ শার্লক হোমস। তার বিরুদ্ধে একটা কথা বলাও আমার সাজে না। তবে আমার মনে হয়, সারা দিনে আমি আপনার চাইতে ভাল কাজ করেছি। মৃত লোকটিকে সনাক্ত করেছি।"

"বল কি হে!"

"আর খুনের একটা কারণও বের করেছি।"

"চমৎকার!"

"আমাদের একজন ইন্সপেক্টর আছে—লোকটি স্যাক্সন হিল ও ইতালীয় বস্তি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ। দেখুন, মৃত লোকটির গলায় কিছু ক্যাথলিক নিদর্শন ছিল; তার সঙ্গে লোকটির গায়ের রং মিলিয়ে আমার মনে হল যে সে দক্ষিণ দেশ থেকে এসেছে। দেখামাত্রই ইন্সপেক্টর হিল তাকে চিনতে পারল। তার নাম পিয়েত্রো ভেনুচ্চি; বাড়ি নেপ্‌ল্‌স্‌-এ; লোকটা লণ্ডনের সব চাইতে বড় খুনী। 'মাফিয়া'-র সঙ্গে সে যুক্ত, আর আপনি তো জানেন ঐ গুপ্ত রাজনৈতিক সমিতিটি খুনের পথে তাদের নির্দেশ পালন করতে লোককে বাধ্য করে। এবার দেখুন, সমস্ত ব্যাপারটা কেমন পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। অপর লোকটিও সম্ভবত ইতালীয় এবং 'মাফিয়া'-র সদস্য। যে ভাবেই হোক সে সমিতির নিয়ম লংঘন করেছিল। তখন পিয়েত্রোকে লাগানো হল তার পিছনে। সম্ভবত ঐ লোকটির ফটোগ্রাফই তার পকেটে পাওয়া গেছে, যাতে ভুল লোককে ছুরি মারা না হয়। সে লোকটির পিছু নেয় তাকে বাড়িতে ঢুকতে দেখে, তার জন্য বাইরে অপেক্ষা করে, আর ধুস্তাধুস্তির সময় আঘাত পেয়ে মারা যায়। কি রকম মনে করেন মিঃ শার্লক হোমস?"

হোমস সমর্থনসূচক হাততালি দিল।

বলল, "চমৎকার লেস্ট্রেড, চমৎকার! কিন্তু মূর্তি ভাঙার ব্যাখ্যাটাই ঠিক বুঝতে পারলাম না।"

"মূর্তিগুলো! দেখছি ওই মূর্তিগুলো কিছুতেই আপনার মাথা থেকে যাচ্ছে না। আসলে ওটা কিছুই না;

ছিঁচকে চুরি, যার শাস্তি বড় জোর ছ'মাস। খুনটাই আমাদের আসল লক্ষ্য ; আর আপনাকে বলে রাখছি, এ ব্যাপারে সবগুলো সুতোই আমার হাতের মধ্যে এসে যাচ্ছে।"

"পরের অধ্যায়টা কি ?"

"খুবই সরল। হিলকে সঙ্গে নিয়ে ইতালীয় বস্তিতে যাব, যে লোকের ফটোগ্রাফ আমাদের হাতে আছে তাকে খুঁজে বের করব, খুনের দায়ে তাকে গ্রেপ্তার করব। আপনি কি আমাদের সঙ্গে যাবেন ?"

"না হে, আমি যাচ্ছি না। আমার ধারণা, আরও সহজ পথেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে। অবশ্য নিশ্চিত করে বলতে পারছি না, কারণ সবই নির্ভর করছে—হ্যাঁ, সবই নির্ভর করছে এমন একটা জিনিসের উপর যেটা সম্পূর্ণ আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। কিন্তু আমার অনেক আশা—বস্তুত ঝুঁকিটা দুইঃ এক—যে তুমি যদি আজ রাতে আমাদের সঙ্গে যাও তাহলে তাকে পাকড়াও করার ব্যাপারে তোমাকে অনেকখানি সাহায্য করতে পারব।"

"ইতালীয় বস্তিতে ?"

"ন ; আমার ধারণা, চিস্‌উইক-এর ঠিকানাতেই তাকে পাবার সম্ভাবনাটা বেশী। দেখ লেস্ট্রেড, আজ রাতে তুমি যদি আমার সঙ্গে চিস্‌উইক যাও, তাহলে কথা দিচ্ছি, কাল সকালে আমি তোমার সঙ্গে ইতালীয় বস্তিতে যাব। আশা করি, এটুকু বিলম্বে তোমার কোন ক্ষতি হবে না। আপাতত আমি মনে করি, কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিতে পারলে আমাদের সকলের পক্ষেই ভাল হবে, কারণ এগারোটার আগে আমি যাত্রা করছি না, আর সকালের আগে ফিরতে পারব বলেও মনে হয় না। লেস্ট্রেড, আজ তুমি আমাদের সঙ্গেই খাবে, আর তারপরে যাত্রার সময় পর্যন্ত ঐ সোফাটা রইল তোমার হেপাজতে। ইতিমধ্যে ওয়াটসন, তুমি যদি টেলিফোনে একজন জরুরী পত্রবাহককে ডেকে পাঠাও তাহলে বড় ভাল হয়, কারণ আমাকে একটা চিঠি পাঠাতে হবে, আর যাতে এখনই পাঠানো হয় সেটা খুবই জরুরী।"

আমাদের একটা ঘর পুরনো দৈনিক পত্রিকায় বোঝাই করা থাকে। হোমস সারাটা সন্ধ্যা সেই সব পুরনো কাগজের ফাইল হাতড়ে কাটাল। শেষ পর্যন্ত যখন সে নেমে এল তার চোখে-মুখে জয়ের ঝিলিক ; কিন্তু অনুসন্ধানের ফলাফল সম্পর্কে সে আমাদের দুজনের কাউকেই কিছু বলল না। আমার দিক থেকে বলতে পারি, এই জটিল কেসটির বিভিন্ন অলি-গলির সন্ধানে যে পথে সে পদক্ষেপ করেছে তার প্রতিটি ধাপ আমি অনুসরণ করেছি, এবং যদিও এখনও পর্যন্ত আমাদের লক্ষ্যস্থল সম্পর্কে কোন ধারণাই আমি করতে পারি নি, তবু এটা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছি যে হোমস আশা করছে, এই অদ্ভুত অপরাধটি অবশিষ্ট দুটো মূর্তিকে ভাঙবার চেষ্টা আবারও করবে ; আর সে দুটো মূর্তির একটা আছে চিস্‌উইক-এ। তাকে হাতে নাতে ধরাই যে আমাদের এই অভিযানের উদ্দেশ্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আর লোকটা যাতে কোন রকম সন্দেহ না করে তার পরিকল্পনা মত কাজ চালিয়ে যেতে থাকে সেজন্য সান্ধ্য সংবাদপত্রে একটা ভুল খবর প্রচার করে দিয়ে আমার বন্ধু যে চালাকির খেলাটুকু খেলেছে তার প্রশংসা না করে পারলাম না। হোমস যখন রিভলবারটা সঙ্গে নিতে বলল তখনও আমি অবাক হলাম না। সেও সঙ্গে নিল তার প্রিয় অস্ত্র শিকারী-চাবুকটা।

এগারোটার সময় একটা চার-চাকার গাড়ি এসে দরজায় দাঁড়াল। তাইতে চড়ে আমরা হ্যামারস্মিথ সেতুর অপর পারে পৌঁছে গেলাম। কোচয়ানকে সেখানেই অপেক্ষা করতে বলা হল। কিছুটা হাঁটতেই আমরা একটা নির্জন রাস্তায় গিয়ে পড়লাম। সেখানকার বাড়িগুলি ছিমছাম ; প্রত্যেকটি বাড়ি নিজস্ব জমির উপর গড়ে উঠেছে। রাস্তার বাতির আলোয় একটা বাড়ির উপর লেখা দেখলাম "লেবার্নাম ভিলা।" অধিবাসীরা নিশ্চয় শুয়ে পড়েছে, কারণ চারিদিকটাই অন্ধকার ; শুধু হলের দরজার উপরকার ঘুলঘুলির আলো এসে অস্পষ্ট বৃত্তাকারে বাগানের পথের উপর ছড়িয়ে পড়েছে। যে কাঠের বেড়াটা রাস্তা থেকে জমিটাকে আলাদা করে দিয়েছে তার ভিতর দিকটায় বেড়ার অন্ধকার ছায়া পড়েছে। সেখানেই আমরা হামাগুড়ি দিয়ে বসে পড়লাম।

হোমস ফিস ফিস করে বলল, "মনে হচ্ছে অনেকক্ষণ আমাদের অপেক্ষা করে থাকতে হবে। আমাদের কপাল ভাল যে বৃষ্টি পড়ছে না। সময় কাটাতে ধূমপান করতেও সাহস হচ্ছে না। তবে এত কষ্টভোগের বিনিময়ে কিছু পাবার সম্ভাবনাটা দুইঃ এক—এই যা ভরসা।

যাই হোক, যতটা বেশী সময় অপেক্ষা করতে হবে বলে হোমস আমাদের ভয় দেখিয়েছিল কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল ততক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না ; একটু আকস্মিক ও আশ্চর্যভাবেই প্রতীক্ষার অবসান হল। আমাদের সতর্ক হবার মত কোন রকম শব্দ না করে মুহূর্তের মধ্যে বাগানের ফটকটা সপাটে খুলে গেল, আর একটা হাল্কা কালো মূর্তি বাঁদরের মত দ্রুত গতিতে বাগানের পথ ধরে ছুটে গেল। আমরা দেখলাম, দরজার মাথার উপর দিয়ে বেরিয়ে

আসা আলোর পাশ দিয়ে অত্যন্ত দ্রুত ছুটে গিয়ে সে বাড়িটার কালো ছায়ায় অদৃশ্য হয়ে গেল। অনেকক্ষণ চুপচাপ। নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে আছি। একটা মৃদু খড়্-খড়্ শব্দ কানে এল। জানালাটা খোলা হচ্ছে। শব্দটা থামল, আবার অনেকক্ষণ চুপচাপ। লোকটি বাড়ির মধ্যে ঢুকছে। ঘরের মধ্যে একটা কালো লণ্ঠনের এক ঝলক আলো দেখতে পেলাম। সে যা খুঁজছে তা সেখানে পায় নি, কারণ আর একটা খড়খড়ির ফাঁকে আবার সেই আলো দেখতে পেলাম ; তারপর আরও একটা জানালার ফাঁকে।

লেস্ট্রেড চাপা গলায় বলল, "চলুন, আমরা খোলা জানালাটা দিয়ে ঢুকে পড়ি। সে যখন বেরিয়ে আসবে তখনই পাকড়াও করব।"

আমরা এগোবার আগেই লোকটা বেরিয়ে এল। সে আলোর বৃত্তটার মধ্যে পৌঁছতেই দেখতে পেলাম, বগলের তলায় সাদা মত কি একটা সে বয়ে নিয়ে চলেছে। সভয়ে চারদিকে একবার তাকাল। নির্জন রাস্তার নিস্তব্ধতায় তার সাহস ফিরে এল। আমাদের দিকে পিছন ফিরে সে জিনিসটাকে নামাল, আর পরমুহূর্তেই একটা জোর আঘাতের শব্দ ও সঙ্গে সঙ্গে খট-খট ঝন্-ঝন্ শব্দ শোনা গেল। নিঃশব্দ পায়ে আমরা ঘাসের উপর দিয়ে এগিয়ে গেলাম। লোকটা তার নিজের কাজে এতই মগ্ন হয়ে ছিল যে আমাদের পায়ের সামান্য শব্দও তার কানে গেল না। বাঘের মত লাফ দিয়ে হোমস তার পিঠের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লেস্ট্রেড ও আমি তার দুই হাতের কব্জি চেপে ধরে হাতকড়া পরিয়ে দিলাম। তার মুখটা ঘুরিয়ে দিতেই একটা ফ্যাকাসে বীভৎস মুখ চোখে পড়ল। ঘৃণিত হিংস্র চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। চিনতে পারলাম, এই লোকটির ফটোগ্রাফই আমরা পেয়েছি।

হোমস কিন্তু আমাদের বন্দীর দিকে মোটেই মনোযোগ দিল না। এই লোকটি যে বস্তু বাড়ির ভিতর থেকে নিয়ে এসেছিল সেটাকেই সে সযত্নে পরীক্ষা করে দেখতে লাগল। দরজার সিঁড়ির উপর বস্তুটি পড়ে ছিল। সকালে নেপোলিয়নের যে আবক্ষ মূর্তিটি আমরা দেখেছি অবিকল সেই রকম আর একটি মূর্তি—টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ে আছে। ভাঙা খণ্ডগুলি একে একে আলোর সামনে ধরে হোমস ভাল করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল, কিন্তু প্লাস্টারের অন্য যে কোন টুকরোর চাইতে আলাদা কিছু তার চোখে পড়ল না। সবেমাত্র তার দেখা শেষ হয়েছে এমন সময় হলের সবগুলো আলো জ্বলে উঠল, দরজাটা খুলে গেল, আর শার্ট ও ট্রাউজার পরিহিত অবস্থায় বাড়ির মালিক স্বয়ং সেখানে দেখা দিল।

"মিঃ জোসিয়া ব্রাউন নিশ্চয় ?" হোমস বলল।

"হ্যাঁ স্যার, আর আপনিই তো মিঃ শার্লক হোমস ? জরুরী পত্রবাহকের হাতে যে চিরকুট আপনি পাঠিয়েছিলেন সেটা পেয়েছিলাম, আর আপনার কথামতই সব করে রেখেছিলাম। সব ঘরে ভিতর থেকে তালা দিয়ে দেখেছিলাম কি ঘটে। রাস্কেলটাকে ধরতে পেরেছেন দেখে ভারি খুশি হয়েছি। ভদ্রমহোদয়গণ, আশা করি আপনারা ভিতরে এসে একটু জলযোগ করবেন।"

কিন্তু লেস্ট্রেড তার বন্দীকে নিরাপদ জায়গায় স্থানান্তরিত করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ; তাই কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমাদের গাড়িটাকে ডাকা হল এবং চারজন তাতে চেপে লণ্ডনের পথে যাত্রা করলাম। আমাদের বন্দীর মুখে একটি কথা নেই ; জট-পাকানো চুলের ফাঁক দিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে আমাদের দিকে তাকাতে লাগল ; একবার আমার একটা হাত তার নাগালের মধ্যে যেতেই সে ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত সেটা চেপে ধরেছিল। বেশ কিছুক্ষণ আমরা থানায় অপেক্ষা করলাম। জানতে পারলাম, লোকটির জামা-কাপড় তল্লাসি করে পাওয়া গেছে শুধু কয়েকটা শিলিং, আর খাপে-ঢাকা লম্বা একটা ছুরি —তার হাতলে ইদানীং কালে লাগা অনেক রক্তের দাগ।

বিদায় নেবার সময় লেস্ট্রেড বলল, "ঠিক মতই সব হল। হিল এ সব ভদ্রলোকদের ভালই চেনে ; দেখলেই নাম-ধাম বলে দিতে পারবে। তখন দেখবেন, আমার 'মাফিয়া-থিয়োরি'ও এর সঙ্গে বেশ খাপ খেয়ে যাবে। কিন্তু মিঃ হোমস, যেরকম কুশলী শিল্পীর মত আপনি লোকটাকে পাকড়াও করলেন তাতে আপনার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। সমস্ত ব্যাপারটা আমি এখনও ঠিক বুঝতে পারছি না।"

হোমস বলল, "এমন অসময়ে তো আমার সেটা বোঝান যাবে না। তাছাড়া, দু'একটা বিষয় এখনও শেষ করতে পারি নি, আর কেসটা এমনই যার শেষটা অবশ্যই দেখতে হবে। কাল ছ'টা নাগাদ যদি আমার বাসায় আসতে পার তাহলে তোমাকে বুঝিয়ে দিতে পারব যে এই ব্যাপারের পুরো অর্থটা তুমি এখনও ধরতেই পার নি, কারণ এর মধ্যে এমন কিছু জিনিস আছে যেটা অপরাধের ইতিহাসে সম্পূর্ণ মৌলিক। আর ওয়াটসন, ভবিষ্যতে আমার এই সব ছোটখাট সমস্যার ইতিবৃত্ত রচনার অনুমতি যদি তোমাকে দেই, তাহলে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, নেপোলিয়নের

মূর্তিকে কেন্দ্র করে আমাদের এই বিশেষ অভিযানের বিবরণেই তোমার খাতার পাতাগুলি জীবন্ত হয়ে উঠবে।"

পরদিন সন্ধ্যায় সকলে মিলিত হলাম। বন্দী সম্পর্কে অনেক তথ্য লেস্ট্রেড জেনেছে। তার নাম বেপ্পো, উপাধি অজ্ঞাত। একসময়ে একজন কুশলী ভাস্কর ছিল; সৎ পথেই জীবিকা অর্জন করত; কিন্তু তারপরেই খারাপ পথে পা দিল, আর দু'বার জেলে গেল—একবার ছিঁচকে চুরির দায়ে, আর একবার সেটা তো আগেই শুনেছি, একজন দেশের লোককে ছুরি মেরে। খুব ভাল ইংরেজী বলতে পারত। মূর্তিগুলো সে কেন ভেঙেছে সেটা তখনও জানা যায় নি; এ বিষয়ে কোন প্রশ্নেরই জবাব সে দেয় নি। তবে পুলিশ জানতে পেরেছে যে, এই মূর্তিগুলো তার নিজের হাতের তৈরীও হতে পারে, কারণ গেল্ডার অ্যান্ড কোং-তে সে এই ধরনের কাজই করত। এ সব তথ্যের অনেকটাই আমাদের জানা হলেও হোমস মনোযোগ দিয়েই সব শুনল; কিন্তু আমি তো তাকে ভাল করেই চিনি, তাই বেশ বুঝতে পারলাম তার মন তখন পড়ে আছে অন্যত্র; যে মুখোশ পরতে সে অভ্যস্ত তার আড়ালে যে অস্বস্তি ও প্রত্যাশার মিলিত মনোভাব কাজ করছে তাও আমার চোখে ধরা পড়ছিল। অবশেষে সে চেয়ারে নড়ে চড়ে বসল; চোখ দুটি ঝকমক করতে লাগল। ঘণ্টাটা বাজছে। এক মিনিট পরেই সিঁড়িতে ভারী পায়ের শব্দ শোনা গেল, আর লাল মুখ, ধূসর জুলফিওয়ালা একটি বয়স্ক লোক ঘরে ঢুকল। ডান হাতের সেকেলে ধরনের কার্পেট-ব্যাগটাকে সে টেবিলের উপর রাখল।

"মিঃ শার্লক হোমস কি এখানে আছেন?"

আমার বন্ধু অভিবাদন জানিয়ে মৃদু হাসল। বলল, "আপনি রীডিং-এর মিঃ স্যাণ্ডেফোর্ড তো?"

"হ্যাঁ স্যার। আমার বোধ হয় একটু দেরী হয়ে গেল; ট্রেনগুলো যা হয়েছে। আমার কাছে সে বিষয়েই তো আপনি চিঠিটা লিখেছিলেন।"

"ঠিক।"

"এই আপনার চিঠিটা। আপনি লিখেছেন, 'দেভাঁর নেপোলিয়নের একটা মূর্তি আমি কিনতে চাই। আপনার কাছে যে মূর্তিটা আছে তার জন্য আমি দশ পাউণ্ড দিতে রাজী আছি।' তাই তো?"

"নিশ্চয়।"

"আপনার চিঠি পেয়ে খুবই অবাক হয়েছিলাম, কারণ ও জিনিসটা আমার কাছে আছে তা আপনি জানলেন কেমন করে আমি তো ভেবেই পাই নি।"

"আপনার অবাক হবারই কথা, কিন্তু ব্যাপারটা খুবই সরল। হার্ডিং ব্রাদার্স-এর মিঃ হার্ডিং আমাকে বলেছেন যে তাদের শেষ মূর্তিটি তারা আপনার কাছে বিক্রি করেছেন, আর তিনিই আমাকে আপনার ঠিকানা দিয়েছেন।"

"ও হো, তাই বুঝি, তাই বুঝি? আমি কত দিয়ে কিনেছিলাম তা কি তিনি বলেছেন?"

"না, তা বলেন নি।"

"দেখুন, খুব ধনী লোক না হলেও আমি সৎ লোক। মূর্তিটার জন্য আমি দিয়েছিলাম মাত্র পনেরো শিলিং। কাজেই আমি মনে করি, আপনার কাছ থেকে দশ পাউণ্ড নেবার আগে সে কথা আপনাকে জানানো উচিত।"

"এই সুবিবেচনা আপনারই উপযুক্ত মিঃ স্যাণ্ডেফোর্ড। কিন্তু দড়টা যখন দিয়েছি তখন সেটার নড়চড় করতে আমি চাই না।"

"এটাও আপনারই উপযুক্ত কথা মিঃ হোমস। আপনার কথামত মূর্তিটা আমি সঙ্গে করেই এনেছি। এই যে মূর্তিটা!"

সে ব্যাগটা খুলল। অবশেষে সেই মূর্তির একটা নিটোল নিদর্শন আমরা টেবিলের উপর দেখতে পেলাম যার টুকরো টুকরো ভগ্ন চেহারা এর আগেই একাধিকবার আমরা দেখেছি।

হোমস পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে একখানা দশ পাউণ্ডের নোট টেবিলের উপর রাখল।

"মিঃ স্যাণ্ডেফোর্ড দয়া করে এই সব সাক্ষীদের উপস্থিতিতে এই কাগজটায় সই করে দিন। এতে শুধু এই কথাই লেখা আছে যে, এই মূর্তির উপর আপনার যত রকম সম্ভব অধিকার ছিল সব আপনি আমাকে হস্তান্তরিত করে দিলেন। কি জানেন, আমি নিয়মমাফিক চলার মানুষ; পরে ঘটনা কখন কোন্ পথে বাঁক নেবে তা কেউ বলতে পারে না। ধন্যবাদ মিঃ স্যাণ্ডেফোর্ড; এই আপনার টাকা; আপনাকে জানাই অনেক—অনেক শুভ সন্ধ্যা।"

অতিথি চলে যাবার পরে শার্লক হোমসের চাল-চলন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। টানা থেকে একখণ্ড ফর্সা পরিষ্কার কাপড় বের করে সে টেবিলের উপর বিছিয়ে দিল। তারপর নতুন কেনা মূর্তিটাকে তার মাঝখানে বসিয়ে দিল। সব শেষে শিকারী-চাবুকটা হাতে নিয়ে নেপোলিয়নের ঠিক মাথার উপরে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করল। মূর্তিটা ভেঙে চৌচির হয়ে গেল, আর হোমস সাগ্রহে সেই ভাঙা টুকরোগুলোর উপর ঝুঁকে পড়ল।

পরমুহূর্তেই বিজয়োল্লাসে চীৎকার করে উঠে একটা টুকরো তুলে ধরল। পুডিং-এর উপর কিশমিশের মত একটা গোলাকার বস্তু তার গায়ে আটকানো রয়েছে।

হোমস চেঁচিয়ে বলল, "মশাইরা, আসুন, বজ্রা-র বিখ্যাত কালো মুক্তোর সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই।"

লেস্ট্রেড ও আমি একমুহূর্ত চুপ করে বসে রইলাম, আর তারপরেই একটি নাটকের সুঅভিনীত চরম মুহূর্তের মতই স্বতস্ফূর্তভাবে হাততালি দিয়ে উঠলাম। হোমসের ফ্যাঁকাসে গালে রক্তের ছোপ লাগল ; দক্ষ নাট্যকার যে ভাবে দর্শকদের সশ্রদ্ধ প্রশংসাকে গ্রহণ করে ঠিক সেই ভঙ্গীতে সে মাথা নোয়াল। ঠিক সেই মুহূর্তে সে যেন একটি যুক্তিশীল যন্ত্রমাত্র রইল না ; প্রশংসা ও সম্বর্ধনার প্রতি মানুষের স্বাভাবিক ভালবাসাই তার মধ্যে প্রকাশ পেল। বুঝতে পারলাম, যার অতিশয় গর্বিত ও সংযত প্রকৃতি জনসাধারণের দেওয়া খ্যাতিকে ঘৃণাভরে উপেক্ষা করে থাকে, বন্ধুজনের স্বতস্ফূর্ত বিস্ময় ও প্রশংসা তার মনকেও সমূলে নাড়া দিতে পারে।

সে বলল, "হ্যাঁ মশাইরা, বর্তমানে সারা পৃথিবীতে এটাই সব চাইতে বিখ্যাত মুক্তো। আর এটাও আমার সৌভাগ্য যে আরোহ যুক্তি-শৃংখলের সাহায্যে এই মুক্তোর ইতিহাস আমি জানতে পেরেছি—ডেকার হোটেলে কলোম্বার প্রিন্সের শয়ন-কক্ষ থেকে হারিয়ে যাওয়া থেকে স্টেপনি-র গেল্ডার অ্যান্ড কোং কর্তৃক প্রস্তুত নেপোলিয়নের ছ'টি আবক্ষ মূর্তির অন্যতম শেষ মূর্তিটির ভিতরে সেটাকে পাওয়া পর্যন্ত সমগ্র ইতিহাস। এই মূল্যবান মুক্তোটি হারিয়ে যাওয়ায় যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল, এবং সেটি উদ্ধারের কাজে লণ্ডন পুলিশের সব চেষ্টা যে ভাবে ব্যর্থ হয়েছিল তা তোমার নিশ্চয় মনে আছে লেস্ট্রেড। সে সময় এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে পরামর্শও করা হয়েছিল, কিন্তু তখন আমিও কোন আলোকপাত করতে পারি নি। প্রিন্সেস-এর ইতালীয় দাসীকে সন্দেহ করা হয়েছিল, আর তার এক ভাই তখন ছিল লণ্ডনে, কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যে কোন যোগসূত্র আমরা তখন খুঁজে বের করতে পারি নি। দাসীটির নাম ছিল লুক্রেশিয়া ভেনুচ্চি, এবং যে পিয়েত্রো দু'রাত আগে খুন হয়েছে সেই যে এই ভাই সে বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই। সংবাদপত্রের পুরনো ফাইলে তারিখ খুঁজতে খুঁজতে আমি জানতে পেরেছি যে গেল্ডার অ্যান্ড কোং-এর কারখানায় এই মূর্তিগুলো তৈরী করার সময় একটা হিংসাত্মক আক্রমণের অপরাধে যেদিন বেপ্পোকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ঠিক তার দু'দিন আগেই মুক্তোটি হারিয়ে যায়। এবার তোমরা নিশ্চয়ই ঘটনার পারম্পর্যটা বুঝতে পারছ, যদিও আমার কাছে ঘটনা দুটি যে ভাবে উপস্থাপিত হয়েছিল তোমরা দেখছ ঠিক তার বিপরীত দিক থেকে। মুক্তোটা বেপ্পোর হাতে পড়ে। সেটা সে পিয়েত্রোর কাছ থেকে চুরি করতেও পারে, সে পিয়েত্রোর স্যাঙাৎও হতে পারে, আবার পিয়েত্রো ও তার বোনের মাঝখানে যোগসূত্রও হতে পারে। এই তিনটির কোন্‌টি যে আসলে ঠিক সেটা আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়।

"আসল ঘটনা হল মুক্তোটা সে পেয়েছিল, আর সেটা যখন তার নিজের কাছেই ছিল তখনই পুলিশ তার পিছু নিয়েছিল। সে গিয়ে কারখানায় ঢুকে পড়ল। সে জানত, পুলিশ এসে তল্লাসী চালালেই সে বমাল ধরা পড়ে যাবে, অথচ এখানে মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই এই অমূল্য বস্তুটিকে সে লুকিয়ে ফেলতে পারবে। নেপোলিয়নের ছ'টা প্লাস্টারের মূর্তি তখন দালানে শুকোতে দেওয়া ছিল। তার একটা তখনও বেশ নরম। বেপ্পো দক্ষ কারিগর ; এক মুহূর্তের মধ্যে ভিজে প্লাস্টারে একটা গর্ত করে মুক্তোটা তার মধ্যে ফেলে দিল, এবং আঙুল দিয়ে টিপে গর্তের মুখটা আবার বন্ধ করে দিল। কোন কিছু লুকিয়ে রাখবার পক্ষে আশ্চর্য জায়গা। কেউ খুঁজে পাবে না। কিন্তু বেপ্পোর এক বছর কারাদণ্ড হয়ে গেল, আর ইতিমধ্যে ছ'টি মূর্তি লণ্ডনের নানান প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ল। সে জানে না তার কোন্‌টার মধ্যে আছে তার রত্ন-ভাণ্ডার। একমাত্র সেগুলোকে ভাঙলে তবে জানতে পারবে। মূর্তিটাকে ঝাঁকি দিয়েও কিছু বোঝা যাবে না, কারণ প্লাস্টার তখনও ভিজে ছিল বলে মুক্তোটা তার গায়ে আটকে যাওয়াই স্বাভাবিক, আর বাস্তবক্ষেত্রে তাই হয়েছিল। বেপ্পো কিন্তু হাল ছাড়ল না, যথেষ্ট কৌশল ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে খোঁজ চালিয়ে গেল। গেল্ডার কোং-তে কর্মরত জনৈক জ্ঞাতি ভাইয়ের কাছ থেকে জেনে নিল, কোন্ কোন্ দোকান মূর্তিগুলো কিনে নিয়েছিল। মোর্স হাডসন-এর দোকানে চাকরি নিয়ে তিনটে মূর্তির খোঁজ বের করে ফেলল। কিন্তু সে সব জায়গায় মুক্তো মিলল না। তখন জনৈক ইতালীয় কর্মচারীর সাহায্যে বাকি তিনটে মূর্তির খোজ পেল। প্রথমটা ছিল হার্কার-এর কাছে। সেখানেই পূর্বেকার স্যাঙাত তার পিছু নিল, মুক্তোটা হারিয়ে ফেলার জন্য বেপ্পোকে দায়ী করল, এবং ধ্বস্তাধ্বস্তি বেধে গেলে তাকে ছুরিকাঘাত করল।"

"সে যদি স্যাঙাতই হবে তাহলে নিজের ফটোগ্রাফটা সঙ্গে রাখবে কেন?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"কোন তৃতীয় ব্যক্তি তার খোঁজ করলে যাতে তাকে চিনতে পারে। এটাই তার কারণ। আমিই ধরেই নিয়েছিলাম যে এই খুনের পরে বেপ্পো যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজ শেষ করতে চাইবে, মোটেই বিলম্ব করবে না। পাছে পুলিশ তার গোপন কথা জেনে ফেলে এই ভয়ে সে পুলিশের আগে আগেই চলল। অবশ্য তখনও আমি বুঝতে পারি নি হার্কার-এর মূর্তির ভিতরে মুক্তোটা সে পেয়েছে কি না। তাছাড়া ওটা যে মুক্তোই হবে সে বিষয়েও আমি নিশ্চিত ছিলাম না। কিন্তু যেহেতু এমন একটা বাগান পর্যন্ত বয়ে নিয়ে গিয়ে সে মূর্তিটা ভেঙেছে যেখানে রাস্তার বাতির আলো এসে পড়ে, তার থেকেই আমি ধরে নিয়েছিলাম যে সে একটা খুঁজছে। আবার যেহেতু হার্কার-এর মূর্তিটি ছিল তিনটির মধ্যে একটা, মুক্তোটা তার ভিতরে থাকার সম্ভাবনাও ছিল তিন ঃ এক, আর সেই কথাই আমি বলেছিলাম। বাকি রইল দুটো মূর্তি ; স্পষ্টই বুঝতে পারলাম, লন্ডনের মূর্তিটার পিছনেই সে আগে ছুটবে। যাতে আর একটা দুর্ঘটনা না ঘটে তাই বাড়ির লোকদের আগে থেকেই সতর্ক করে দিলাম, আর সেখানে হাজির হয়ে আমরা মনোমত ফল পেয়ে গেলাম। অবশ্য ততক্ষণে আমি নিশ্চিতভাবে জানতে পেরেছি যে আমরা বর্জিয়া মুক্তোর সন্ধানেই ছুটছি। নিহত লোকটির নামই একটি ঘটনার সঙ্গে অপর ঘটনাটিকে যুক্ত করে দিল। তখন বাকি রয়েছে একটিমাত্র মূর্তি—রীডিং-এর মূর্তিটা—অতএব মুক্তোটা অবশ্যই সেখানে থাকবে। তাই তো আমাদের সামনেই মালিকের কাছ থেকে সেটা কিনে নিলাম—ঐ দেখ সেটার পরিণতি।"

কিছুক্ষণ আমরা চুপচাপ বসে রইলাম।

লেস্ট্রেড বলল, "মিঃ হোমস, অনেক কেস নিয়ে আপনাকে কাজ করতে দেখেছি, কিন্তু এটার মত শিল্পীসুলভ কাজ আর কখনও দেখেছি বলে মনে হয় না। আমরা স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের লোকরা আপনাকে ঈর্ষা করি না। না স্যার, আপনাকে নিয়ে আমাদের অনেক গর্ব ; কাল যদি সেখানে একবার আসেন তাহলে দেখবেন প্রবীণ ইন্সপেক্টর থেকে শুরু করে নবীনতম কনস্টেবল পর্যন্ত এমন একটি লোকও সেখানে নেই যে আপনার সঙ্গে করমর্দন করতে পারলে সুখী হবে না!"

হোমস বলল, "ধন্যবাদ ! তোমাকে ধন্যবাদ।" কথা দুটি বলেই সে যখন মুখটা ঘুরিয়ে নিল তখন আমার মনে হল মানুষের কেবল অনুভূতিগুলো এমনভাবে তাকে বিচলিত করেছে যেমনটি আগে কখনও দেখি নি। কিন্তু পরমুহূর্তেই যেন সেই উদাসীন বাস্তববাদী চিন্তাশীল লোকটিই আবার ফিরে এল। বলল, "ওয়াটসন, মুক্তোটাকে সিন্দুকে রেখে দাও, আর কং—সিঙ্গলটন জালিয়াতি কেসের কাগজপত্রগুলো বের কর। বিদায় লেস্ট্রেড। কোন ছোটখাট সমস্যা যদি তোমার হাতে আসে, তাহলে তার সমাধানের ব্যাপারে দু' একটি ইঙ্গিত দিতে পারলে আমি খুশিই হব।"

তিন বিদ্যার্থী
The Three Students

'৯৫ সালে মিঃ শার্লক হোমস ও আমাকে ঘটনাচক্রে — তার বিস্তারিত বিবরণ এখানে দেবার দরকার নেই—আমাদের একটি বড় বিশ্ববিদ্যালয় শহরে কয়েকটি সপ্তাহ কাটাতে হয়েছিল, আর যে ছোট অথচ শিক্ষামূলক অভিযানের কথা বলতে যাচ্ছি সেটাও ঘটেছিল ঠিক সেই সময়েই। এটা তো খুবই সহজবোধ্য যে ঐ কলেজ বা অপরাধীকে চিনতে পাঠককে সাহায্য করতে পারে এমন যে কোন বিবরণ প্রকাশ করাটাই যেমন অবিবেচনাপ্রসূত তেমনিই আপত্তিকর। এ রকম একটা বেদনাদায়ক কেলেংকারি যত তাড়াতাড়ি লোকের স্মৃতি থেকে মুছে যায় ততই ভাল। অবশ্য যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে ঘটনাটি বলা যেতে পারে, কারণ আমার বন্ধুর কয়েকটি বিশেষ গুণ এর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। এই ঘটনাবলীকে কোন একটা বিশেষ স্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে পারে, অথবা সংশ্লিষ্ট লোকদের পরিচয় সম্পর্কে কোন সূত্রের ইঙ্গিত দিতে পারে, এ রকম কোন শব্দ ব্যবহার না করতেই আমি চেষ্টা করব।

একটা লাইব্রেরীসংলগ্ন সুসজ্জিত বাসায় তখন আমরা বাস করছিলাম। সেখানে থেকেই শার্লক হোমস প্রাচীন ইংরেজী সনদ সম্পর্কিত গভীর গবেষণায় নিযুক্ত ছিল—আর তাতে এমন উল্লেখযোগ্য ফল সে পেয়েছিল যে সেই বিষয় নিয়েই হয় তো আমার কোন ভবিষ্যৎ কাহিনী লেখা হবে। সেখানেই একদিন সন্ধ্যাবেলা আমাদের পরিচিত সেণ্ট লিউক্'স্ কলেজের টিউটর ও লেক্চারার মিঃ হিল্টন সোয়ামেস আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এল। মিঃ সোয়ামেস দীর্ঘ দেহ, শীর্ণকায়, স্নায়বিক উত্তেজনাপ্রবণ মানুষ। তাকে

কিছুটা অস্থির স্বভাবের লোক বলেই জানতাম ; কিন্তু সেই বিশেষ দিনটিতে তাকে এত বেশী উত্তেজিত অবস্থায় দেখেছিলাম যে স্পষ্টই বুঝতে পারলাম, একটা অঘটন কিছু ঘটেছে।

"মিঃ হোমস, আমার বিশ্বাস আপনার মূল্যবান সময়ের কয়েকটি ঘণ্টা আপনি আমার জন্য ব্যয় করতে পারবেন। সেণ্ট লিউক'স্-এ অত্যন্ত বেদনাদায়ক একটা ঘটনা ঘটেছে ; সত্যি বলতে কি, ঘটনাক্রমে আপনি এ শহরে উপস্থিত না থাকলে আমি যে কি করতাম তা জানি না।"

আমার বন্ধু জবাব দিল, "এই মুহূর্তে আমি খুবই ব্যস্ত। আমি বলি কি, আপনি পুলিশের সাহায্য নিন।"

"না, না স্যার ; সেটা একেবারেই অসম্ভব। একবার আইনের আশ্রয় নিলে আর সেখান থেকে বেরিয়ে আসা যাবে না, অথচ ঘটনাটা এমনই যে কলেজের স্বার্থে যে কোন রকম কেলেংকারিকে এড়িয়ে চলাটাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন। আপনার বুদ্ধিমত্তা, আপনার ক্ষমতার কথা আমি ভালই জানি ; পৃথিবীতে একমাত্র আপনিই আমাকে সাহায্য করতে পারেন। আমার মিনতি মিঃ হোমস, যা পারেন করুন।"

বেকার স্ট্রীটের আরামদায়ক পরিবেশ ছেড়ে আসার পর থেকেই আমার বন্ধুর মেজাজ ভাল যাচ্ছে না। তার টুকিটাকির খাতা, রাসায়নিক যন্ত্রপাতি, ছড়িয়েছিটিয়ে এলোমেলোভাবে থাকা—সে সব ছেড়ে থাকা তার পক্ষে বড়ই অসুবিধাজনক। বাধ্য হয়ে সম্মতি দেওয়ার ভঙ্গীতে সে কাঁধ ঝাঁকুনি দিল, আর আমাদের অতিথিটি হুড়মুড় করে উত্তেজিত অঙ্গভঙ্গীসহকারে তার কাহিনী বলতে শুরু করল।

"মিঃ হোমস, প্রথমেই বলা দরকার যে আগামীকাল ফোর্টেস্কু বৃত্তি পরীক্ষার প্রথম দিন। আমি তার একজন পরীক্ষক। আমার বিষয় গ্রীক ভাষা, আর সে পরীক্ষার প্রথম পত্রে থাকে গ্রীক ভাষা থেকে অনুবাদের জন্য এমন একটি বড় অনুচ্ছেদ যেটা পরীক্ষার্থী আগে থেকে জানতে পারে না। এই অনুচ্ছেদটি পরীক্ষার খাতাতেই ছেপে দেওয়া হয় ; স্বভাবতই পরীক্ষার্থী যদি আগে থেকেই সেটা তৈরী করে নিতে পারে তাহলে তার খুবই সুবিধা হয়। সেই কারণেই খাতাটা যাতে গোপন রাখা হয় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়ে থাকে।

আজ তিনটে নাগাদ এই পত্রের প্রুফটা মুদ্রণকারী প্রেস থেকে এসেছে। যে অনুচ্ছেদটি অনুবাদ করতে হবে সেটি থুকিডিডিস থেকে নেওয়া প্রায় আধা পৃষ্ঠাচ্ছেদ। মূল রচনাটি নির্ভুল হওয়া দরকার, তাই বেশ যত্ন নিয়েই প্রুফটা দেখছিলাম। সাড়ে চারটের সময়ও কাজ শেষ হল না। আগে থেকেই কথা দেওয়া ছিল, এক বন্ধুর ঘরে চা নিয়ে যাব, তাই ডেস্কের উপর প্রুফটা রেখে আমি চলে যাই। আধ ঘণ্টারও বেশী সময় আমি অনুপস্থিত ছিলাম। আপনি তো জানেন মিঃ হোমস, আমাদের কলেজের দুটো করে দরজা—ভিতরে একটা সবুজ পর্দার, আর বাইরে একটা ভারী ওক কাঠের। বাইরের দরজার কাছে পৌঁছেই তাতে একটা চাবি লাগানো দেখে অবাক হলাম। প্রথমেই মনে হল আমার চাবিটাই সেখানে রেখে গিয়েছি, কিন্তু পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম, আমার চাবিটা যথাস্থানেই আছে। আমি যতদূর জানি, একটিমাত্র ডুপ্লিকেট চাবি থাকে আমার চাকর বার্নিস্টার-এর কাছে। দশ বছর সে আমার ঘরের দেখাশুনা করছে। তার সততা সন্দেহের অতীত। ভাল করে লক্ষ্য করে বুঝলাম চাবিটা তারই, আমার চা দরকার কিনা জানবার জন্যই সে আমার ঘরে ঢুকেছিল, তারপর যাবার সময় অসতর্কতাবশত চাবিটা দরজায়ই রেখে গেছে। আমি ঘর থেকে যাবার কয়েক মিনিট পরেই সে ঘরে ঢুকেছিল। অন্য সময় হলে এই চাবি ভুলে যাওয়ার ব্যাপারটাতে হয় তো কিছুই হত না, কিন্তু সেদিন এর ফল হল অত্যন্ত শোচনীয়।

"টেবিলের উপর চোখ পড়তেই বুঝতে পারলাম, কেউ আমার কাগজপত্র হাতড়েছে। প্রুফ ছিল তিন ফালি লম্বা কাগজে। তিনটি ফালিকে একত্র রেখেই আমি বেরিয়ে গিয়েছিলাম। তখন দেখলাম, এক ফালি পড়ে আছে মেঝেয়, আর এক ফালি জানালার পাশের টেবিলটার উপর, আর তৃতীয় ফালিটা রয়েছে ঠিক যেখানে আমি রেখে গিয়েছিলাম।"

হোমস এই প্রথম নড়েচড়ে বসল।

বলল, "প্রথম পাতাটা মেঝেয়, দ্বিতীয় পাতাটা জানালায়, আর তৃতীয় পাতাটা যেখানে রেখে গিয়েছিলেন সেখানেই।"

"ঠিক তাই মিঃ হোমস। আপনি যে আমাকে অবাক করে দিলেন। সে কথা আপনি জানলেন কেমন করে ?"

"দয়া করে আপনার বক্তব্য বলে যান।"

"মুহূর্তের জন্য মনে হল আমার কাগজপত্র হাত দিয়ে বার্নিস্টার অমার্জনীয় অপরাধ করেছে। সে কিন্তু একবাক্যে এ অভিযোগ অস্বীকার করেছে, আর সে যে সত্য কথাই বলেছে সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। আবার বিকল্প এও হতে পারে যে, এখান দিয়ে যেতে যেতে কেউ

দরজার চাবিটা দেখতে পায়, আগে থেকেই সে জানত যে না, কাজেই তার ফলে যে কেলেংকারির ঝড় চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে তাতে শুধু কলেজের নয়, গোটা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মাথায়ই কালো মেঘ নেমে আসবে। তাই সর্বাগ্রে আমি চাই, নিশ্চুপে বিবেচনার সঙ্গে ব্যাপারটা মিটে যাক।"

উঠে ওভারকোটটা গায়ে চাপিয়ে হোমস বলল, "ব্যাপারটা নিয়ে ভেবে দেখব; দরকার মত পরামর্শও আপনাকে দেব। কেসটা মোটামুটি আকর্ষণীয় বলেই মনে হচ্ছে। কাগজগুলো আসবার পরে কেউ কি আপনার সঙ্গে দেখা করতে ঘরে ঢুকেছিল?"

"হ্যাঁ; দৌলত রাস(ম) নামক একটি তরুণ ভারতীয় ছাত্র; সেও ঐ একই তলায় থাকে। পরীক্ষা সম্পর্কে কিছু খোঁজখবর নিতেই এসেছিল।"

"সেই জন্য তাকে ঢুকতে দেওয়া হয়েছিল?"

"হ্যাঁ।"

"আর কাগজগুলো আপনার টেবিলেই ছিল?"

"যতদূর বিশ্বাস, গোলা পাকানো ছিল।"

"সেগুলোকে প্রুফ বলে চেনা সম্ভব ছিল কি?"

"হয়তো ছিল।"

"আর কেউ ঘরে ঢোকে নি?"

"না।"

"কেউ কি জানত যে প্রুফগুলি ওখানেই থাকবে?"

"মুদ্রক ছাড়া আর কারও জানবার কথা নয়।"

"এই বানিস্টার লোকটি জানত কি?"

"না, নিশ্চয় না। কেউ জানত না।"

"বানিস্টার এখন কোথায় আছে?"

"সে খুব অসুস্থ। বেচারি! সে চেয়ারেই শুয়ে আছে! সাত-তাড়াতাড়ি আমি আপনার কাছে ছুটে এসেছি।"

"ঘরটা খোলা রেখে এসেছেন?"

"কাগজগুলো তালা-বন্ধ করে রেখে এসেছি।"

"দেখুন মিঃ সোয়ামেস, তাহলে ব্যাপারটা এই রকম দাঁড়াচ্ছে। ভারতীয় ছাত্রটি যদি গোলা পাকানো কাগজ-গুলোকে প্রুফ বলে না চিনে থাকে, তাহলে যে লোক কাগজপত্র হাতড়েছে সে ওখানে হঠাৎই এসেছিল ওগুলোর কথা না জেনেই।"

"আমার তো তাই মনে হয়।"

হোমস একটু রহস্যময় হাসি হাসল।

বলল, "ঠিক আছে; একবার দেখে আসা যাক। ওয়াটসন, তোমার কোন ব্যাপারই নয়—না মানসিক, না দৈহিক। ঠিক আছে; ইচ্ছা হয় তো চল। মিঃ সোয়ামেস,

দরজার চাবিটা দেখতে পায়, আগে থেকেই সে জানত যে আমি বেরিয়ে গিয়েছি, আর সেই ফাঁকে ঘরে ঢুকে কাগজ-পত্র দেখে। মোটা টাকার ব্যাপার, কারণ বৃত্তিটা খুবই মূল্যবান; তাই যে কোন বিবেকহীন মানুষ সতীর্থদের চাইতে বেশী সুবিধা পাবার জন্য এ ঝুঁকিটা তো নিতেই পারে।

"এই ঘটনায় বানিস্টার খুবই ভেঙে পড়ল। কাগজপত্র-গুলো যে হাতানো হয়েছে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া মাত্রই তার মূর্ছা যাবার উপক্রম হল। একটু ব্র্যান্ডি খাইয়ে তাকে চেয়ারে বসিয়ে রেখে আমি ঘরটা ভাল করে পরীক্ষা করতে লাগলাম। অচিরেই বুঝতে পারলাম, কাগজগুলি এলোমেলো করা ছাড়া বে-আইনী প্রবেশকারী তার উপস্থিতির অন্য চিহ্নও রেখে গেছে। জানালার পাশের টেবিলের উপর পেন্সিলের কাটা শিসের কিছু গুঁড়ো পড়ে ছিল। একটা ভাঙা শিসের টুকরোও সেখানে ছিল। স্পষ্টই বোঝা গেল, ব্লাস্কেলটা অতি দ্রুত কাগজটা নকল করে নিয়েছে, ফলে পেন্সিলটা ভেঙে শিস্‌টাকে নতুন করে কাটতে বাধ্য হয়েছে।"

"চমৎকার!" হোমস বলে উঠল। ঘটনাটার প্রতি যতই তার মনোযোগ আকৃষ্ট হচ্ছিল ততই তার মেজাজও ফিরে আসছিল। "ভাগ্যই আপনার বন্ধু হয়ে দেখা দিয়েছে।"

"এই সব নয়। আমার একটা লাল চামড়া ঢাকা মসৃণ নতুন লেখার টেবিল আছে। আমি হলফ করে বলতে পারি—বানিস্টারও পারে—যে টেবিলটা ছিল মসৃণ, আর তাতে কোন দাগ ছিল না। এখন সেখানে দেখছি প্রায় তিন ইঞ্চি লম্বা একটা দাগ—শুধু আঁচড় নয়, পরিষ্কার কাটা দাগ। শুধু তাই নয়, করাতের গুঁড়োর মত কিছু মেশানো কালো ময়দা বা মাটির একটা ছোট গোল বলও টেবিলের উপর পাওয়া গেছে। আমার স্থির বিশ্বাস, যে লোক কাগজপত্র হাতড়েছে সেই এসব চিহ্ন রেখে গেছে। কোন পায়ের ছাপ নেই, আর তাকে চিনবার মত কোন সাক্ষ্য-প্রমাণও সে রেখে যায় নি। আমি তো একেবারেই কিং-কর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলাম; হঠাৎ মনে পড়ে গেল যে আপনি এই শহরেই আছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা আপনার হাতে তুলে দেবার জন্য ছুটে এসেছি। মিঃ হোমস, আমাকে সাহায্য করতেই হবে। আমার উভয় সংকটটা ভাবুন। হয় লোকটাকে ধরতে হবে, আর তা না হলে নতুন খাতাপত্র তৈরী না হওয়া পর্যন্ত পরীক্ষা স্থগিত রাখতে হবে। কিন্তু সব কথা প্রকাশ না করে তো সেটা করা যাবে

এবার আমি সম্পূর্ণ আপনার অধীন!"

আমাদের মক্কেলের বসবার ঘরের লম্বা, নীচু, জাফরি-কাটা জানালাটা খোলা পুরনো কলেজের প্রাচীন শেওলা-ধরা উঠোনের দিকে। গথিক শৈলীর খিলান দেওয়া দরজা দিয়ে ঢুকেই একটা জীর্ণ পাথরের সিঁড়ি উঠে গেছে। টিউটরের ঘরটা একতলায়। উপরে থাকে তিনটি ছাত্র, প্রতি তলায় একজন করে। ঘটনাস্থলে যখন পৌঁছলাম তখন গোধূলি নেমে এসেছে। হোমস থেমে গিয়ে জানালাটা সাগ্রহে দেখতে লাগল। তারপর এগিয়ে গিয়ে আঙুলে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে গলাটা বের করে ভিতরে তাকাল।

"সে নিশ্চয় দরজা দিয়েই ঢুকেছিল, কারণ ওটা ছাড়া ঢুকবার কোন পথ নেই," আমাদের পণ্ডিত পথ-প্রদর্শকটি বলল।

"তাই বুঝি!" কথাটা বলে আমাদের সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে হোমস একটু অদ্ভুতভাবে হাসল। "আরে, এখানে যখন জানবার মত কিছু নেই, তখন ভিতরে যাওয়াই ভাল।"

বাইরের দরজার তালাটা খুলে লেকচারার আমাদের নিয়ে ঘরে ঢুকল। আমরা দরজার কাছে দাঁড়াতেই হোমস কার্পেটটা ভাল করে পরীক্ষা করল।

বলল, "দেখছি এখানে কোন চিহ্নই নেই। এ রকম শুকনো দিনে কোন রকম চিহ্ন আশা করাও যায় না। আপনার চাকরটি দেখছি বেশ সুস্থ হয়ে গেছে। আপনি তো তাকে চেয়ারে রেখে গিয়েছিলেন, বললেন; কোন চেয়ারে?"

"ঐ জানালার পাশেরটায়।"

"তাই দেখছি। এই ছোট টেবিলটার কাছেই। এবার ভিতরে আসতে পারেন। কার্পেট দেখা শেষ করেছি। আগে ছোট টেবিলটাকেই ধরা যাক। অবশ্য যা ঘটেছে সেটা খুবই পরিষ্কার। লোকটি ঢুকে মাঝখানের টেবিল থেকে একটার পর একটা পাতাগুলি তুলে নিয়েছিল। সেগুলো নিয়ে জানালার পাশের টেবিলে চলে গিয়েছিল, কারণ আপনি যখন উঠোন পার হয়ে আসবেন তখন সে ওখান থেকে আপনাকে দেখতে পেয়ে পালিয়ে যেতে পারবে।"

সোয়ামেস বলল, "আসলে তা সে পারে নি, কারণ আমি ঢুকেছিলাম পাশের দরজা দিয়ে।"

"ওহো, খুব ভাল কথা। সে যাই হোক, তার মনে ঐ চিন্তাটাই ছিল। কাগজের ফালি তিনটে দেখি। কোন আঙুলের ছাপ নেই—না! মনে হচ্ছে, এইটেই প্রথম নিয়ে সে নকল করেছিল। কিছু কিছু শব্দকে যথাসম্ভব সংক্ষেপে লিখলেও একটা ফালিতে লিখতে কতক্ষণ সময় লাগতে পারে? পনেরো মিনিটের কম নয়। তারপর সেখানা ফেলে দিয়ে পরেরখানা ধরেছিল। সেটার মাঝামাঝি পৌঁছতেই আপনি ফিরে আসায় সে তাড়াতাড়ি পালিয়ে যায়—খুবই তাড়াতাড়ি, কারণ তার উপস্থিতি আপনি ধরতে পারবেন জেনেও সে কাগজগুলি যথাস্থানে রেখে যাবারও সময় পায় নি। বাইরের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকবার সময় আপনি কি সিঁড়িতে কোন দ্রুত পায়ের শব্দ শুনতে পান নি?"

"না, শুনেছি বলে তো মনে হয় না।"

"দেখুন, তাকে এত দ্রুত লিখতে হয়েছিল যে পেন্সিলটা ভেঙে গিয়েছিল এবং পুনরায় সেটাকে কেটে নিতে হয়েছিল। এটা খুবই কাজের কথা ওয়াটসন। পেন্সিলটা সাধারণ পেন্সিল নয়। আকারে সাধারণ পেন্সিলের মতই; শিস্‌টা নরম; বাইরের রংটা গাঢ় নীল, রুপালি অক্ষরে প্রস্তুতকারকের নাম লেখা; অবশিষ্ট অংশটা ইঞ্চি দেড়েক লম্বা। এ রকম একটা পেন্সিলের খোঁজ করুন মিঃ সোয়ামেস, তাহলেই লোকটাকে পেয়ে যাবেন। এর উপরে যদি বলি তার একটা বড় ভোঁতা ছুরি আছে, তাহলে তো আরও একটা সূত্র পেয়ে গেলেন।"

এতগুলো তথ্যের তোড়ে মিঃ সোয়ামেস যেন কিছুটা অভিভূত হয়ে পড়ল। বলল, "অন্য কথাগুলো তবু বুঝতে পারছি, কিন্তু পেন্সিলের মাপটা—"

N N অক্ষরে দুটি এবং তারপর কিছুটা ফাঁকা জায়গা সমেত একটা ছোট কাঠের চিল্‌তে হোমস তুলে ধরল।

"বুঝতে পাচ্ছেন?"

"না, এখনও ঠিক—"

"ওয়াটসন, দেখছি তোমার প্রতি অনেক অবিচার করেছি। আরও অনেক আছে। এই N N কি হতে পারে? অক্ষর দুটো রয়েছে কোন শব্দের শেষে। আপনি জানেন Johaun Faber একটি বহু-প্রচলিত পেন্সিল-প্রস্তুত-কারীর নাম। এটা কি স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না যে Johaun নামটার পরে সাধারণত যতটা জায়গা থাকে পেন্সিলটার ঠিক ততটাই অবশিষ্ট আছে?" সে টেবিলটাকে বৈদ্যুতিক আলোর সামনে কাৎ করে ধরল। "আমি আশা করেছিলাম, যে কাগজে সে লিখছিল সেটা যদি পাতলা হয় তাহলে সে লেখার কিছুটা দাগ এই মসৃণ টেবিলটার গায়ে পড়তে পারে। না, কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। এখানে আর কিছু জানবার আছে বলে মনে হয় না। এবার মাঝখানের টেবিলটা ধরা যাক। মনে হচ্ছে, এই ছোট পিস্তলটাকেই আপনি কালো ময়দার তাল বলে উল্লেখ করেছেন। আকৃতি অনেকটা পিরামিডের মত, আর ভিতরটাও ফাঁপা করা

হয়েছে দেখছি। ওর মধ্যে করাতের গুঁড়োও দেখতে পাচ্ছি। সে কথা তো আপনিও বলেছেন। সত্যি খুবই ইন্টারেস্টিং। আর কাটা দাগটা—নির্ঘাৎ একটা ছেঁড়ার দাগ। একটা পাতলা আঁচড় দিয়ে শুরু আর খাঁজ-কাটা একটা গর্তে গিয়ে শেষ। মিঃ সোয়ামেস, এই কেসটার প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন বলে আপনার কাছে আমি ঋণী। ঐ দরজাটা দিয়ে কোথায় যাওয়া যায়?"

"আমার শোবার ঘরে।"

"এই ঘটনার পরে আপনি ও ঘরে গিয়েছিলেন কি?"

"না ; সোজা আপনার কাছে গিয়েছিলাম।"

"ঘরটা একবার ঘুরে দেখতে চাই। কী চমৎকার সেকেলে-ধরনের ঘর! দয়া করে এক মিনিট অপেক্ষা করুন, মেঝেটা একবার দেখে নি। না, কিছু নেই। এ পর্দাটা কেন? এর পিছনে জামা কাপড় ঝুলিয়ে রাখেন। কেউ যদি এ ঘরে লুকিয়ে থাকতে বাধ্য হয় তাহলে নিশ্চয় ওখানেই লুকোবে, কারণ বিছানাটা অত্যন্ত নীচু আর ওয়ার্ডরোবটা বড়ই অগভীর। আশা করি ওখানে কেউ নেই?"

হোমস যখন পর্দাটা ধরে টান দিল তখন তার শরীরের ঋজু ও সতর্ক ভঙ্গী দেখে আমার মনে হল, যে কোন আকস্মিক ঘটনার জন্য সে প্রস্তুত। আসলে কিন্তু পর্দার ও-পাশে একটা কাঠের গজাল থেকে ঝোলানো তিন-চার প্রস্থ সুট ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না। ঘুরে দাঁড়িয়ে হোমস হঠাৎ মেঝের উপর ঝুঁকে পড়ল।

বলে উঠল, "হেলোয়া। এটা কি?"

মাখানো ময়দার মত কোন কালো বস্তু দিয়ে তৈরী একটা ছোট পিরামিড ; ঠিক যেমনটি ছিল পড়ার ঘরের টেবিলের উপর। হোমস সেটাকে হাতের তেলোতে নিয়ে বৈদ্যুতিক আলোর সামনে ধরল।

"মিঃ সোয়ামেস, আপনার অতিথি দেখছি শোবার ঘর ও বসবার ঘর দু' জায়গাতেই চিহ্ন রেখে গেছে।"

"এখানে সে কি করতে এসেছিল?"

"সেটা বোঝা তো খুবই সহজ। একটা অপ্রত্যাশিত পথ দিয়ে আপনি ফিরে এসেছিলেন। ফলে আপনি একেবারে দোর-গোড়ায় এসে পৌঁছবার আগে সে কিছু জানতেই পারে নি। তখন আর সে কি করে? ধরা পড়বার মত যা কিছু ছিল সব তুলে নিয়ে লুকিয়ে পড়বার জন্য আপনার শোবার ঘরে এসে ঢুকল।"

"কী আশ্চর্য! আপনি কি বলতে চান যে যতক্ষণ আমি এই ঘরে বানিস্টারের সঙ্গে কথা বলছিলাম ততক্ষণ একটু জানতে পারলেই লোকটাকে আমরা পাকড়াও করতে পারতাম?"

"আমার তো তাই ধারণা।"

"নিশ্চয় আরও একটি বিকল্প আছে মিঃ হোমস। জানি না, আমার শোবার ঘরের জানালাটা আপনি লক্ষ্য করেছেন কি না।"

"জাফরি-কাটা, শিসের ফ্রেম, তিনটে আলাদা জানালা, একটা কব্জা থেকে ঝোলানো। আর তার ভিতর দিয়ে একটা লোক ঢুকতে পারে।"

"ঠিক তাই। আর উঠোন থেকে সেটা এমন একটা কোণে অবস্থিত যে তার খানিকটা মাত্র দেখা যায়। লোকটা হয় তো সেখান দিয়েই ঢুকেছিল, শোবার ঘরের ভিতর দিয়ে যাবার সময় কিছু চিহ্ন ফেলে যায়, এবং শেষ পর্যন্ত দরজাটা খোলা পেয়ে সেই পথে পালিয়ে যায়।"

হোমস অধৈর্য হয়ে মাথা নাড়তে লাগল।

বলল, "আমাদের আরও বাস্তববাদী হতে হবে। আপনিই বলেছেন, তিনটি ছাত্র এই সিঁড়িটা ব্যবহার করে এবং আপনার দরজার পাশ দিয়েই সচরাচর যাতায়াত করে।"

"হ্যাঁ, তা করে।"

"আর তারা সকলেই এই পরীক্ষায় বসছে?"

"হ্যাঁ।"

"তিনজনের যে কোন একজনকে বেশী সন্দেহ করবার কোন কারণ আছে কি?"

সোয়ামেস ইতস্তত করতে লাগল।

বলল, "প্রশ্নটা বড়ই লাজুক। বিনা প্রমাণে কেউ কাউকে সন্দেহ করতে চায় না।"

"তাহলে মাত্র কয়েকটি কথায় এই সব ঘরের তিনটি অধিবাসীর চরিত্র সম্পর্কে আমিই কিছু বলছি। যে নীচে থাকে তার নাম গিলক্রিস্ট ; ভাল ছাত্র ও ক্রীড়াবিদ ; কলেজের হয়ে রাগবি ও ক্রিকেট টিমে খেলে ; 'হাউল-রেস' ও 'লং-জাম্প'-এ 'ব্লু' পেয়েছে। তার বাবা কুখ্যাত স্যার জ্যাবেজ গিল্‌ক্রিস্ট ঘোড়দৌড়ের মাঠে সর্বস্ব খুইয়েছে। ফলে ছাত্রটির অবস্থা খারাপ হয়ে পড়েছে ; তবে সে খুব কঠোর পরিশ্রমী ও উদ্যমশীল। জীবনে উন্নতি করবে।

"তার উপরে থাকে ভারতীয় ছাত্র দৌলত রাস (ম)। অধিকাংশ ভারতীয়ের মতই সেও শান্তশিষ্ট ও রহস্যময়। গ্রীক ভাষায় কাঁচা হলেও পড়াশুনায় ভাল। চালচলন নিয়মমাফিক ও ধীরস্থির।

একেবারে উপরে থাকে মাইল্‌স্ ম্যাক্‌লারেন। পড়াশুনা করলে খুবই ভাল ছেলে—বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম

উজ্জ্বল রত্ন ; কিন্তু বড়ই বেয়ারা, ফূর্তিবাজ আর দুর্নীতিপরায়ণ। প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতেই একটা তাসের কেলেংকারিতে প্রায় বিতাড়িত হবার যোগাড় হয়েছিল। সারাটা বছর আলসেমি করে কাটিয়েছে ; কাজেই পরীক্ষার সামনে এসে এখন তো ভয় পাবেই।"

"তাহলে তাকেই আপনি সন্দেহ করেন ?"

"অত দূর যেতে চাই না। তবে তিনজনের মধ্যে তার দিকেই পাল্লাটা ভারী।"

"ঠিক কথা। মিঃ সোয়ামেস, এবার আপনার চাকর বানিস্টারকে একবার দেখতে চাই।"

ছোটখাট লোকটি ; সাদা মুখ, পরিষ্কার কামানো, ধূসর চুল, বয়স পঞ্চাশ বছর। দৈনন্দিন জীবনের শান্ত কর্মসূচীর এই আকস্মিক পরিবর্তনের ঘোর তখনও কাটিয়ে উঠতে পারে নি। ফোলা মুখটা স্নায়বিক দুর্বলতা হেতু তখনও কুঁচকে যাচ্ছে ; আঙুলগুলোকে কিছুতেই স্থির রাখতে পারছে না।

"এই বাজে ব্যাপারটা নিয়ে আমরা তদন্ত করছি বানিস্টার," তার মনিব বলল।

"হ্যাঁ স্যার।"

হোমস বলল, "শুনলাম, চাবিটাকে দরজায় রেখেই তুমি চলে গিয়েছিলে ?"

"হ্যাঁ স্যার।"

"ঘরের ভিতরে এই কাগজগুলো ছিল আর ঠিক সেই দিনই তুমি এ কাজটি করলে, এটা কি খুবই আশ্চর্য নয় ?"

"কাজটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক স্যার। কিন্তু এ রকম কাজ আমি আগেও মাঝে-মাঝে করেছি।"

"তুমি কখন ঘরে ঢুকেছিলে ?"

"প্রায় সাড়ে চারটে নাগাদ। সেটাই মিঃ সোয়ামেস-এর চা খাবার সময়।"

"কতক্ষণ ছিলে ?"

"যখন দেখলাম তিনি ঘরে নেই, সঙ্গে সঙ্গেই চলে গিয়েছিলাম।"

"টেবিলের উপরকার এই কাগজগুলো দেখেছিলে কি ?"

"না স্যার নিশ্চয়ই না।"

"চাবিটা দরজায় লাগিয়ে রেখে গেলে কেন ?"

"চায়ের ট্রেটা হাতে ছিল। ভেবেছিলাম পরে এসে চাবিটা নিয়ে যাব। তারপর ভুলে গিয়েছিলাম।"

"বাইরের দরজায় 'স্প্রিং-লক' লাগানো আছে কি ?"

"না স্যার।"

"তাহলে দরজাটা সারাক্ষণ খোলাই ছিল ?"

"হ্যাঁ স্যার।"

"কেউ ভিতরে থাকলে বেরিয়ে যেতে পারত ?"

"হ্যাঁ স্যার।"

"মিঃ সোয়ামেস যখন ফিরে এসে তোমাকে ডাকলেন তখন তুমি খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছিলে ?"

"হ্যাঁ স্যার। এখানে অনেক বছর কাজ করছি ; এ রকমটা কখনও ঘটে নি। আমি প্রায় মূর্ছা গিয়েছিলাম স্যার।"

"তাই শুনলাম। যখন শরীরটা খারাপ বোধ করলে তখন তুমি কোথায় ছিলে ?"

"কোথায় ছিলাম স্যার ? কেন, এখানে, দরজাটার কাছে।"

"আশ্চর্য ! ঐ কোণের চেয়ারটায় গিয়ে তুমি বসলে। অন্য চেয়ারগুলো পেরিয়ে গেলে কেন ?"

"তা আমি জানি না স্যার। কোথায় কোন্ চেয়ারে বসলাম তাতে আমার কি।"

"এ বিষয়ে ওর বিশেষ কিছু জানবার কথাও নয় মিঃ হোমস। ওকে খুবই খারাপ দেখাচ্ছিল—একেবারে বিবর্ণ।"

"তোমার মনিব যখন ঘর থেকে চলে গেলেন তখনও তুমি এখানেই ছিলে ?"

"মিনিটখানেক স্যার। তারপরেই দরজা বন্ধ করে আমার ঘরে চলে যাই।"

"তুমি কাকে সন্দেহ কর ?"

"সে কথা বলতে পারব না স্যার। এ রকম কাজ করে মুনাফা লুটতে পারে এ রকম কোন ভদ্রলোক এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ে আছে বলে আমি বিশ্বাস করি না। না স্যার, আমি বিশ্বাস করি না।"

হোমস বলল, "ধন্যবাদ। এতেই চলবে। ও হো, আর একটি কথা। অপর যে তিন ভদ্রলোকের কাজ তুমি কর তাদের কারও কাছে এই গোলমালের কথা কিছু বল নি তো ?"

"না স্যার ; একটা কথাও না।"

"তাদের কারও সঙ্গে দেখাও হয় নি ?"

"না স্যার।"

"খুব ভাল। মিঃ সোয়ামেস, আপনার অনুমতি হলে এবার আমরা বাড়ির চত্বরটায় একটু বেড়াতে চাই।"

চারিদিকের সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্যে মাথার উপরে তিনটে চতুষ্কোণ হলুদ আলো জ্বলছে।

উপরের দিকে তাকিয়ে হোমস বলল, "আপনার পাখি তিনটি তাদের বাসায়ই আছে। হেলোয়া ! ওটা কি ? তাদের একজনকে বড়ই চঞ্চল দেখতে পাচ্ছি।"

www.boiRboi.net

ভারতীয় ছাত্রটি। তার কালো সিলুয়েটটা হঠাৎ খড়খড়ির উপর দেখা গেল। সে দ্রুত গতিতে ঘরময় পায়চারি করছে।

হোমস বলল, "আমি ওদের প্রত্যেককে একটু দেখতে চাই। সেটা কি সম্ভব ?"

সোয়ামেস জবাব দিল, "কোন অসুবিধা নেই। এই ঘরগুলো কলেজের মধ্যে সবচাইতে পুরানো, কাজেই দর্শনার্থীদের পক্ষে এগুলো দেখতে চাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। চলুন, আমি নিজে আপনাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি।"

"দয়া করে কারও নাম ধরে ডাকবেন না !" গিলক্রিস্টের দরজায় টোকা দিতেই হোমস বলল। একটি লম্বা শনের মত পাতলা চুল, একহারা যুবক দরজা খুলে দাঁড়াল ; আমাদের উদ্দেশ্যের কথা শুনে ভিতরে ডেকে নিল। ঘরটার ভিতরে সত্যি কিছু মধ্যযুগীয় গৃহস্থালীর বিচিত্র স্থাপত্য দ্রব্য ছিল। সেগুলি দেখে হোমস এতই মুগ্ধ হল যে তার নিজস্ব নোট-বইতে তার কিছু কিছু নক্সা আঁকতে গিয়ে পেন্সিলটা ভেঙে ফেলল, ছাত্রটির কাছ থেকে একটা পেন্সিল চেয়ে নিল, আর শেষ পর্যন্ত একটা ছুরি চেয়ে নিয়ে নিজের পেন্সিলটাই কেটে নিল। ভারতীয় ছাত্রটির ঘরেও সেই একই ঘটনা ঘটল—চুপচাপ স্বভাবের ছোটখাট ছেলেটির নাকটা বড়শির মত ; জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে সে আমাদের দেখতে লাগল ; কিন্তু হোমসের স্থাপত্যকলার কাজ যখন শেষ হয়ে গেল তখন তাকে বেশ খুশিই মনে হল। হোমস যে সূত্রটা খুঁজছিল সেটা এই দুই ঘরের কোথাও পেয়েছে বলে মনে হল না। তৃতীয় ক্ষেত্রটিতে আমাদের চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হল। দরজায় টোকা দেওয়াতেও কেউ খুলল না ; দরজার ওপাশ থেকে একগাদা খিস্তি ছাড়া আর কিছুই বেরিয়ে এল না। একটা ক্রুদ্ধ কণ্ঠ শোনা গেল, "আপনারা যেই হোন আমার কিছু যায় আসে না। আপনারা গোল্লায় যান ! কাল পরীক্ষা ; আমি চাই না যে এসময় কেউ এসে আমাকে বিরক্ত করে।"

রাগে লাল হয়ে আমাদের পথ-প্রদর্শক বলল, "বদরাগী ছোকরা।" সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সে আরও বলল, "অবশ্য আমি যে দরজায় টোকা দিয়েছি সেটা ও বুঝতে পারে নি ; তবু ওর ব্যবহার খুবই অভদ্র, আর এই পরিস্থিতিতে সন্দেহজনকও বটে।"

হোমসের জবাবটা হল খুবই অদ্ভুত।

"ওর সঠিক উচ্চতা কত বলতে পারেন কি ?"

"সঠিক বলতে পারব না মিঃ হোমস। তবে ভারতীয় ছাত্রটির চাইতে লম্বা, আবার গিলক্রিস্টের মত অতটা লম্বা নয়। মনে হয়, পাঁচ ফুট ছ' ইঞ্চির মত হবে।"

হোমস বলল, "এটা খুবই দরকারী। আচ্ছা, মিঃ সোয়ামেস, এবার তাহলে শুভ রাত্রি জানাচ্ছি।"

আমাদের সঙ্গীটি বিস্ময় ও হতাশার সঙ্গে বলে উঠল, "কী আশ্চর্য মিঃ হোমস, এমন হঠাৎ আপনি চলে যাবেন নাকি !" পরিস্থিতিটা আপনি বুঝতে পারছেন না। কাল পরীক্ষা। আজ রাতেই আমাকে যা হোক একটা ব্যবস্থা নিতে হবে। একটা প্রশ্ন-পত্র ফাঁস হয়ে গিয়ে থাকলে আমি তো পরীক্ষাটা হতে দিতে পারি না। অবস্থার মোকাবিলা আমাকে করতেই হবে।"

"অবস্থা যে রকম আছে সেই রকমই থাক। কাল খুব সকালে এসে এ বিষয়ে কথা বলব। সম্ভবত তখন আপনাকে যথাকর্তব্য বলে দিতে পারব। ইতিমধ্যে কোন কিছুই বদলাবেন না—কিচ্ছু না।"

"তাই হবে মিঃ হোমস।"

"আপনি নিশ্চিত থাকুন। আপনার বিপদ দূর করবার একটা পথ আমরা নিশ্চয় খুঁজে পাব। এই কালো মাটির তাল আর পেন্সিলের কাটা টুকরোগুলো আমি নিয়ে যাচ্ছি। বিদায়।"

বাইরে এসে অন্ধকার চত্বরে দাঁড়িয়ে আবার জানালাগুলোর দিকে তাকালাম, ভারতীয় ছাত্রটি তখনও পায়চারি করছে। অন্যদের দেখা গেল না।

বড় রাস্তায় পড়ে হোমস জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা ওয়াটসন, তোমার কি মনে হয় ? একটি ছোটখাট ঘরোয়া খেলা—তিন তাসের খেলার মত, তাই নয় কি ? মোট লোক তিনটি। তার মধ্যে একজন হবেই। তুমিই বেছে নাও। কে হতে পারে ?"

"উপরকার মুখ-খারাপ ছেলেটা। তার ইতিহাসই সব চাইতে খারাপ। তবে ভারতীয়টিও ধূর্ত। সারাক্ষণ সে ঘরময় পায়চারি করে বেড়াচ্ছে কেন ?"

"ওতে দোষের কিছু নেই। অনেকেই পড়া মুখস্থ করবার সময় ও রকম করে থাকে।"

"অদ্ভুতভাবে সে আমাদের দিকে তাকিয়ে ছিল।"

"তুমি যদি পরের দিন পরীক্ষার পড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকতে, যদি প্রতিটি মুহূর্ত তোমার কাছে মূল্যবান হত, আর সেই সময় একদল অপরিচিত লোক যদি তোমার ঘরে ঢুকত, তাহলে তুমিও ওই একইভাবে তাকাতে। না, ওতে আমি দোষের কিছু দেখছি না। পেন্সিল বা ছুরি—না, তাও সন্দেহজনক কিছু নয়। কিন্তু ওই লোকটা আমাকে

চিন্তায় ফেলেছে।"

"কোন্ লোকটা ?"

"কেন, চাকর বানিস্টার। এ ব্যাপারে তার ভূমিকা কি ?"

"আমার তো তাকে পুরোপুরি একটি সৎ লোক বলেই মনে হয়েছে।"

"আমারও তাই মনে হয়েছিল। সেটাই তো গোলমেলে ব্যাপার। একটা পুরোপুরি সৎ লোক কেন এ ভাবে—আরে, ওই তো একটা বড় মণিহারী দোকান। ওখান থেকেই কাজ শুরু করা যাক।"

শহরে মোটামুটি ভাল মণিহারী দোকান চারটে। প্রত্যেক দোকানে ঢুকেই পেন্সিলের কাটা টুকরোগুলো দেখিয়ে সে ঐ রকম আর একটা পেন্সিল কিনবার জন্য অনেক দাম দেবার প্রস্তাব রাখল। সকলেই জানাল, ওরকম একটা পেন্সিলের অর্ডার তারা নিতে পারে, কিন্তু পেন্সিলের মাপটা একটু অস্বাভাবিক, তাই স্টকে নেই। এই ব্যর্থতায় বন্ধুটি মোটেই দমল না, কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে সহজভাবেই অবস্থাটা মেনে নিল।

"কোন ফল হল না ভাই ওয়াটসন। এই শেষ সূত্রটাও কোন কাজে লাগল না। কিন্তু ওটা ছাড়াই সে আমরা একটা কেস দাঁড় করাতে পারব সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আরে জোভ-এর দিব্যি ! প্রায় ন'টা বাজে যে ! ওদিকে গৃহকর্ত্রী সাড়ে সাতটার সময়ই কাঁচা শুঁটির কথা শুনিয়ে দিয়েছে। দেখ ওয়াটসন, একে তো তামাকের ধোঁয়ার বিরাম নেই, তার উপর খাবার সময়ের এই অনিয়ম, তোমার উপর বাড়ি ছাড়ার নোটিশ পড়ল বলে, আর সেই সঙ্গে আমারও পতন অনিবার্য—কিন্তু তার আগেই এই ভীতু টিউটর, তার অসতর্ক চাকর, আর তিনটি উদ্যোগী ছাত্রের সমস্যা আমাদের সমাধান করতেই হবে।"

সেদিন এ সম্পর্কে আর কোন কথাই হোমস বলল না। বিলম্বিত নৈশাহারের পরেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে চিন্তায় ডুবে রইল। সকাল আটটায় সবে সাজগোজ শেষ করেছি, এমন সময় সে ঘরে ঢুকল।

"ওয়াটসন, সেন্ট লিউক্স্-এ যাবার সময় হয়ে গেছে। প্রাতরাশ না খেলে চলবে তো ?"

"অবশ্য।"

"আমরা পণ্টাপণ্টি কিছু না বলা পর্যন্ত সোয়ামেস-এর অস্বস্তি ঘুচবে না।"

"পণ্টাপণ্টি বলবার মত কিছু পেয়েছ কি ?"

"মনে তো হয়।"

"একটা সিদ্ধান্তে এসেছ ?"

"হ্যাঁ ভাই ওয়াটসন ; রহস্যের সমাধান করে ফেলেছি।"

"নতুন তথ্য আর কি পেলে ?"

"আহা ! অকারণেই কি ভোর ছ'টার মত অসময়ে বিছানা থেকে উঠেছি। দু'ঘণ্টা কঠোর পরিশ্রম করেছি ; অন্তত পাঁচ মাইল পথ হেঁটেছি ; দেখাবার মত বস্তুও পেয়েছি। এটার দিকে তাকাও !"

সে হাতটা মেলে ধরল। হাতের তালুতে নরম কালো কাদার তিনটে ছোট পিরামিড।

"সে কি হোমস, কাল তো পেয়েছিলে মাত্র দুটি !"

"আর একটা পেয়েছি আজ সকালে। এটা তো সহজ যুক্তির ব্যাপার যে ৩ নং যেখান থেকে এসেছে, ১ নং ও ২ নং-এরও সেখানেই উৎপত্তি। এখন চল, বন্ধু সোয়ামেস-কে যন্ত্রণার হাত থেকে বাঁচাইগে।"

হতভাগ্য টিউটরকে যখন তার ঘরে পেলাম তখন তার অবস্থা সত্যি শোচনীয়। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পরীক্ষা শুরু হবে ; তখনই সে উভয়-সংকটে পড়ে—হয় সব কথা প্রকাশ করে বলতে হবে, আর না হয় তো একটি অসাধু লোককে এই মূল্যবান বৃত্তি পরীক্ষায় বসতে দিতে হবে। তার মনের উত্তেজনা তখন এতদূর চরমে উঠেছে যে এক মুহূর্তও স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছে না ; দুটো ব্যাগ্র হাত বাড়িয়ে দিয়ে সে হোমসের দিকে ছুটে এল।

"ঈশ্বরকে ধন্যবাদ আপনি এসে পড়েছেন ! আমার তো ভয় হয়েছিল, হতাশ হয়ে আপনি অনুসন্ধানই ছেড়ে দিয়েছেন। আমি কি করব ? পরীক্ষা কি শুরু হবে ?"

"হ্যাঁ ; অবশ্য শুরু হবে।"

"কিন্তু এই রাস্কেল—?"

"সে পরীক্ষায় বসবে না।"

"আপনি তাকে চেনেন ?"

"তাই তো মনে হয়। ব্যাপারটা যদি বাইরে প্রকাশ করতে না চান, তাহলে আমাদের হাতেই কিছু ক্ষমতা গ্রহণ করতে হবে এবং নিজেদের মধ্যেই একটা ছোটখাট বে-সামরিক তদন্ত-আদালত বসাতে হবে। সোয়ামেস, আপনি ওখানে বসুন ! ওয়াটসন, তুমি এখানে ! আমি বসছি মাঝখানের হাতল-চেয়ারটায়। এবার আমাদের যেরকম গুরুগম্ভীর দেখাচ্ছে তাতে যে কোন অপরাধীর বুক ভয়ে কাঁপতে বাধ্য। দয়া করে ঘণ্টাটা বাজান।"

বানিস্টার ঘরে ঢুকল। আমাদের বিচারকের মত হাব-ভাব দেখে সে বিস্ময়ে ও ভয়ে একটু পিছিয়ে গেল।

হোমস বলল, "দয়া করে দরজাটা বন্ধ করে দাও। এবার বানিস্টার, অনুগ্রহ করে গতকালের ঘটনাটা আসলে কি ঘটেছিল বলবে কি ?"

আতংকে লোকটির মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠল।

"আমি তো সবই আপনাকে বলেছি স্যার।"

"আর কিছু বলার নেই ?"

"কিছু না স্যার।"

"আচ্ছা, তাহলে আমিই প্রশ্ন করছি। গতকাল তুমি যখন ঐ চেয়ারটায় বসেছিলে তখন কি এমন কোন জিনিস লুকিয়ে রেখেছিলে যা থেকে বোঝা যেত ঘরে কে ঢুকেছিল ?"

বানিস্টার-এর মুখটা বিকৃত হয়ে উঠল।

"না স্যার ; নিশ্চয় না।"

হোমস ভদ্রভাবে বলল, "এটা একটা প্রশ্নমাত্র। স্বীকার করছি, একথা প্রমাণ করতে আমি অক্ষম। কিন্তু এটা খুবই সম্ভব বলে মনে হয়, কারণ যে লোকটি শোবার ঘরে লুকিয়ে ছিল মিঃ সোয়ামেস বেরিয়ে যাওয়া মাত্রই তুমি তাকে চলে যেতে দিয়েছিলে।"

বানিস্টার শুকনো ঠোঁট চাটতে লাগল।

"কোন লোক ছিল না স্যার।"

"আঃ, খুবই দুঃখের কথা বানিস্টার। এতক্ষণ তুমি হয় তো সত্য কথাই বলেছ, কিন্তু আমি জানি এখন তুমি যা বলেছ সেটা মিথ্যা।"

লোকটির মুখ হঠাৎ ঔদ্ধত্যে কঠিন হয়ে উঠল।

"কোন লোক ছিল না স্যার।"

"ধীরে, ধীরে, বানিস্টার।"

"না স্যার ; সেখানে কেউ ছিল না।"

"তাহলে তো তুমি আর কোন খবরই দিতে পারছ না। দয়া করে ঘরের মধ্যে কিছুক্ষণ থাকবে কি ? শোবার ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াও। সোয়ামেস, আমার অনুরোধ, দয়া করে আপনি একবার গিলক্রিস্ট-এর ঘরে চলে যান, আর তাকে আপনার ঘরে নেমে আসতে বলুন।"

মুহূর্তকাল পরেই ছাত্রকে সঙ্গে নিয়ে শিক্ষক ফিরে এল। চমৎকার পুরুষোচিত চেহারা, লম্বা, ক্ষিপ্রগতি, দোলায়িত পদক্ষেপ, মনোরম মুখশ্রী। দুটি বিচলিত নীল চোখ মেলে আমাদের প্রত্যেককে দেখে নিয়ে শেষ পর্যন্ত শূন্য উদাস দৃষ্টিতে সে ঘরের এক কোণে দাঁড়ানো বানিস্টারের দিকে তাকিয়ে রইল।

হোমসই কথা বলল, 'দরজাটা বন্ধ করা হোক। মিঃ গিলক্রিস্ট, এখন তো এ ঘরে শুধু আমরা ক'জনই আছি ; কাজেই আমাদের মধ্যে যা কথাবার্তা হবে তা আর কেউ জানতে পারবে না। তাই আমরা প্রত্যেকেই মন খুলে কথা বলতে পারি। মিঃ গিলক্রিস্ট, আমরা জানতে চাই, একজন সম্মানিত লোক হয়েও গতকালের মত একটা কাজ আপনি করলেন কেমন করে ?"

হতভাগ্য যুবকটি কয়েক পা পিছিয়ে গেল ; আতংক ও তিরস্কারে ভরা দৃষ্টিতে বানিস্টার-এর দিকে তাকাল।

চাকরটি চেঁচিয়ে বলল, "না, না মিঃ গিলক্রিস্ট, আমি একটি কথাও বলি নি—একটি কথাও না !"

হোমস বলল, "বল নি, কিন্তু এইমাত্র বললে। এক্ষুণি তো বুঝতে পারছেন স্যার, বানিস্টারের এই কথার পরে আপনি একেবারেই অসহায়। এখন খোলাখুলি সব কথা স্বীকার করাই আপনার একমাত্র বাঁচার পথ।"

মুহূর্তের জন্য গিলক্রিস্ট দুই হাত তুলে নিজের ক্ষুব্ধ আবেগকে সংযত করতে চেষ্টা করল। পরমুহূর্তেই সে নতজানু হয়ে টেবিলের পাশে বসে পড়ল ; দুই হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

হোমস সাদরে বলল, "থাম, থাম ; মানুষ মাত্রেই ভুল করে থাকে ; লোকে আর যাই বলুক, এটা ঠিক যে কেউ তোমাকে নির্বিকার অপরাধী বলবে না। আমি যদি ঘটনার বিবরণটা মিঃ সোয়ামেসকে বলি, তাহলে বোধ হয় তোমার পক্ষে সুবিধা হবে। যদি আমার বলায় কিছু ভুল থাকে, তুমি শুধরে দিও। তাই করব তো ? না, না, তোমাকে কিছু বলতে হবে না। মন দিয়ে শোন তাহলেই বুঝতে পারবে, তোমার প্রতি কোন অবিচার আমি করছি না।

"মিঃ সোয়ামেস, আপনি যখন বললেন যে আপনার ঘরে এই কাগজগুলো থাকার কথা কেউ জানত না, এমন কি বানিস্টারও না, তখনই এই ঘটনাটা আমার মনে একটা আকার নিতে শুরু করল। মুদ্রক লোকটির কথাই ওঠে না, কারণ সে তো তার নিজের আপিসেই ওটা দেখতে পারত। ভারতীয় ছাত্রটির কথাও আমার মনে হয় নি, কারণ প্রুফগুলো যখন গোলা পাকানো ছিল তখন ওগুলো কি বস্তু তা সে জানবে কেমন করে। অপর পক্ষে, একটা লোক সাহস করে ঘরে ঢুকবে আর ঠিক সেইদিনই কাগজগুলো টেবিলের উপর থাকবে—এমন আকস্মিক যোগাযোগ অচিন্ত্যনীয়। সেটাও বাতিল করে দিলাম। যে লোক ঘরে ঢুকেছে সে জেনেই ঢুকেছে যে কাগজগুলো ওখানে আছে। কিন্তু কেমন করে সে জানল ?"

"আপনার ঘরে যাবার পথেই জানালাটা পরীক্ষা করে দেখেছিলাম। আপনি তখন ভেবেছিলেন, কেউ ওই জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকতে পারে কি না আমি তাই দেখছিলাম। কিন্তু পরিপূর্ণ দিনের আলোয় বিপরীত দিকের এতগুলো ঘরের

লোকজনের চোখের সামনে কেউ এ কাজ করতে পারে—সে সম্ভাবনাটাও আপনার মাথায় এসেছিল ভেবে তখন আমার খুব মজা লেগেছিল। ও রকম কোন কথা ভাবা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। আসলে আমি দেখতে চেষ্টা করছিলাম, ওখান দিয়ে যেতে যেতে মাঝখানের টেবিলে কি আছে সেটা দেখতে হলে একটা লোকের কতখানি লম্বা হওয়া দরকার। আমি ছ'ফুট লম্বা, তবু বেশ চেষ্টা করে সেটা দেখতে পেরেছিলাম। আমার চাইতে কম লম্বা কারও পক্ষে দেখা সম্ভবই নয়। বুঝতেই পারছেন যে তখনই আমি ধরে নিয়েছিলাম যে আপনার তিনজন ছাত্রের মধ্যে কারও উচ্চতা যদি সাধারণের চাইতে বেশী হয় তাহলে তার উপরেই দৃষ্টি দিতে হবে।

"ঘরে ঢুকে পাশের টেবিলের কথাটা আপনাকে আমি বলেছিলাম। গিল্‌ক্রিস্টের পরিচয় দিতে গিয়ে আপনি যখন বললেন যে সে একজন উল্লম্ফন-বিশারদ, তার আগে মাঝখানের টেবিলের কথা আমার মাথায়ই আসে নি। মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠল ; তখন শুধু দরকার ছিল কয়েকটি সমর্থক প্রমাণের ; তাও শীঘ্রই পেয়ে গেলাম।

"যা ঘটেছিল তা বলছি। এই যুবকটি বিকেলবেলা খেলার মাঠে গিয়ে লাফানো অনুশীলন করছিল। সেখান থেকে ফিরবার সময় লাফাবার জুতোই তার পায়ে ছিল। আপনি তো জানেন সে সব জুতোর তলায় কাঁটা মারা থাকে। (ফলে তখন শরীরটা আরও খানিকটা উঁচু হয়েছিল।) আপনার জানালার পাশ দিয়ে যাবার সময় দৈহিক উচ্চতার কল্যাণে সে আপনার টেবিলের উপরকার প্রুফগুলি দেখতে পায়, এবং অনুমানের সাহায্যে সেগুলি কি তা বুঝতে পারে। তাতেও কোন ক্ষতি হত না। কিন্তু আপনার দরজার পাশ দিয়ে যাবার সময়ই তার নজর পড়ল যে আপনার চাকর ভুল করে চাবিটা দরজায় রেখে গেছে। সহসা তার মনে হল, একবার ঢুকেই দেখি না ওগুলো সত্যি প্রুফ কি না। কাজটা খুব বিপজ্জনকও নয়, কারণ ধরা পড়লেও সে অনায়াসে বানিয়ে বলতে পারত যে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেই সে এসেছিল।

"তারপর যখন দেখল যে সেগুলো সত্যি প্রুফ, তখনই লোভ তাকে পেয়ে বসল। জুতো জোড়া টেবিলের উপর রাখল। জানালার পাশের চেয়ারের উপর তুমি কি রেখেছিলে ?"

"দস্তানা", ছেলেটি জবাব দিল।

হোমস বিজয়গর্বে বানিস্টার-এর দিকে তাকাল।

"দস্তানাজোড়া চেয়ারের উপর রেখে সে এক ফালি এক ফালি করে প্রুফগুলি নকল করতে শুরু করল। ভেবেছিল, টিউটর প্রধান ফটক দিয়েই ফিরবেন, আর সেও তাকে দেখতে পাবে। কিন্তু আমরা তো জানি, তিনি ফিরলেন পাশের ফটক দিয়ে। হঠাৎ একেবারে দরজার কাছে সে তার পায়ের শব্দ শুনতে পেল। পালাবার পথ নেই। দস্তানার কথা ভুলে গিয়ে জুতো জোড়া হাতে নিয়েই সে তীরবেগে শোবার ঘরে ঢুকে গেল। লক্ষ্য করে দেখুন, টেবিলের উপরকার আঁচড়ের দাগটা একদিকে খুব সামান্য, কিন্তু শোবার ঘরের দিকে ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এর থেকেই তো পরিষ্কার বোঝা যায় যে জুতো জোড়াকে সেই দিকেই টেনে নেওয়া হয়েছিল, আর দোষীও সেখানেই আশ্রয় নিয়েছিল। জুতোর কাঁটার গায়ে লেগে থাকা মাটি টেবিলের উপর পড়েছিল ; তার দ্বিতীয় নমুনাটি পড়েছিল শোবার ঘরে। সেই সঙ্গে আরও একটু যোগ করা যাক। আজ সকালে খেলার মাঠে গিয়ে প্রত্যক্ষ করলাম, লাফাবার জায়গায় আঠালো কালো মাটি ব্যবহার করা হয়েছে ; কিছুটা নমুনা সংগ্রহ করেও নিয়ে গেলাম ; যারা লাফায় তাদের পা যাতে হড়কে না যায় সেজন্য সেখানে যে করাতের গুঁড়ো ছড়িয়ে দেওয়া হয় তারও চিহ্ন তাতে পাওয়া গেল। আমার কথাগুলো ঠিক তো মিঃ গিলক্রিস্ট ?"

ছাত্রটি ততক্ষণে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বলল, "হ্যাঁ স্যার, সবই ঠিক বলেছেন।"

"হায় ঈশ্বর, তোমার কি নতুন করে কিছুই বলার নেই ?" সোয়ামেস বলে উঠল।

"হ্যাঁ স্যার, তাও আছে ; কিন্তু এই অপমানজনক ঘটনার উদ্ঘাটন আমাকে বিমূঢ় করে ফেলেছে। এই চিঠিটা আছে মিঃ সোয়ামেস ; অস্থিরতার মধ্যে রাতটা কাটিয়ে আজ সকালেই আপনাকে এই চিঠিটা আমি লিখেছিলাম। আমার পাপ যে প্রকাশ পেয়েছে সে কথা জানবার আগেই লিখেছিলাম। এই সেই চিঠি স্যার। আপনি দেখুন, এতেই আমি লিখেছিলাম, 'আমি স্থির করেছি পরীক্ষায় বসব না। রোডেসিয় পুলিশ বাহিনীতে একটা কমিশন পেয়েছি ; অবিলম্বেই আমি দক্ষিণ আফ্রিকায় চলে যাচ্ছি।"

সোয়ামেস বলল, "অসাধু উপায়ে অর্জিত সুবিধার সুযোগ নিতে যে তুমি চাও নি সে কথা শুনে সত্যি আমি খুশি হয়েছি। কিন্তু তোমার মনোভাব হঠাৎ বদলালে কেন ?"

গিলক্রিস্ট বানিস্টারকে দেখিয়ে দিল।

বলল, "এই লোকটিই আমাকে ঠিক পথে নিয়ে এসেছে।"

হোমস বলল, "এবার তুমিই বল বানিস্টার। আমি যা বলেছি তা থেকেই তুমি বুঝতে পেরেছ যে একমাত্র তুমিই এই যুবকটিকে ধরিয়ে দিতে পারতে, কারণ তুমি এই ঘরে ছিলে, আর ইচ্ছা করলেই বেরিয়ে যাবার সময় দরজায় তালা লাগিয়ে দিতে পারতে। তার পক্ষে জানালা দিয়ে পালিয়ে যাওয়াটাও তো অবিশ্বাস্য। এই রহস্যের শেষ গিঁটটা কি তুমি খুলতে পার না ? কেন তুমি এ কাজ করেছিলে তা কি আমাদের বলতে পার না ?"

"শুনলেই বুঝতে পারবেন স্যার যে কথাটা খুবই সহজ ; কিন্তু আপনি যত বুদ্ধিমানই হন তবু সে কথা বোঝা আপনার পক্ষে সম্ভব হত না। স্যার, এক সময় আমি ভদ্রলোকের বাবা বৃদ্ধ স্যার জ্যাবেজ গিলক্রিস্ট-এর খানসামা ছিলাম। তিনি যখন সর্বস্ব খুইয়ে বসলেন তখন আমি এই কলেজে চাকরি নিলাম, কিন্তু দুর্দিনে পড়েছেন বলেই আমার পুরনো মনিবকে ভুলে যাই নি। সেই সব পুরনো দিনের কথা মনে করে সাধ্যমত তার ছেলের সেবা-যত্ন করেছি। দেখুন স্যার, হৈ-চৈ শুনে কাল এই ঘরে ঢুকে প্রথমেই নজরে পড়ল চেয়ারের উপরে মিঃ গিল্‌ক্রিস্ট-এর ভাল চামড়ার দস্তানার উপর। দস্তানা জোড়া আমি ভাল করেই চিনতাম, আর তার অর্থও বুঝতে পারলাম। মিঃ সোয়ামেস যদি ওগুলো দেখতে পান তাহলেই খেল্ খতম হয়ে যাবে। ধপ্ করে চেয়ারটার উপর বসে পড়লাম ; মিঃ সোয়ামেস আপনার কাছে চলে না যাওয়া পর্যন্ত কিছুতেই সেখান থেকে উঠি নি। তখন বেচারি ছোট মনিব আমার কাছে এল ; সব কথা আমাকে বলল। তাকে যে আমি কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছি। তাই আমি তাকে যে বাঁচাতে চেষ্টা করব এটাই কি স্বাভাবিক নয় স্যার ? এটাই কি স্বাভাবিক নয় যে, তার স্বর্গত পিতা যে ভাবে তার সঙ্গে কথা বলতেন, তাকে যে ভাবে বোঝাতে চেষ্টা করতেন যে এ রকম কাজ করে লাভবান হওয়া তার সাজে না, আমিও ঠিক তাই করব ? সেজন্য কি আপনি আমাকে দোষ দেবেন স্যার ?"

হোমস উঠে দাঁড়িয়ে সানন্দে বলল, "নিশ্চয়ই না ! সোয়ামেস, আপনার ছোট্ট সমস্যাটির মীমাংসা তো হয়ে গেল। ওদিকে আমাদের প্রাতরাশ অপেক্ষা করছে। এস ওয়াটসন ! আর তোমার কথা স্যার, আমি বিশ্বাস করি রোডেসিয়ায় উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। একবার তুমি নীচে নেমেছিলে ; আমরা দেখতে চাই ভবিষ্যতে কত উঁচুতে তুমি উঠতে পার।"

সোনার পিন্‌স্-নে

The Golden Pince-nez

১৮৯৪ সালে আমরা যে সব কাজ করেছি তার বিবরণ লেখা পাণ্ডুলিপির তিনটি মোটা মোটা খণ্ডের দিকে যখন তাকাই তখন সেই প্রচুর মাল-মশলার ভিতর থেকে যে সমস্ত কেস নিজগুণেই আকর্ষণীয় এবং সেই সঙ্গে যার মধ্যে আছে সেই সব গুণের সমাবেশ যার ভিতর দিয়ে আমার বন্ধুর খ্যাতির মূলগত বিশেষ ক্ষমতাগুলিও আত্ম-প্রকাশ করেছে সেগুলিকে বেছে নেওয়া সত্যি আমার পক্ষে খুব শক্ত হয়ে ওঠে। পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে চোখে পড়ল লাল জোঁক ও ব্যাংকার ক্রস্‌বির নৃশংস মৃত্যুর বিরক্তিকর কাহিনীর উপর আমার মন্তব্যটি। এডল্টন দুর্ঘটনা ও সেকেলে বৃটিশ ঠেলাগাড়ির বিচিত্র বস্তুসম্ভারের বিবরণও এখানে দেখতে পাচ্ছি। বিখ্যাত স্মিথ-মর্টিমার উত্তরাধিকার সংক্রান্ত কেসটিও এই একই সময়ের। আরও আছে রাজপথের প্রকাশ্য খুনী হুরেত্-এর পশ্চাদ্ধাবন ও গ্রেপ্তার —যে সাফল্যের ফলে হোমস পেয়েছিল ফরাসী প্রেসিডেন্টের নিজের হাতে লেখা ধন্যবাদ-পত্র এবং "অর্ডার অব্ দি লিজিয়ন অব্ অনার" খেতাব। এর যে কোন একটি কাহিনী হতে পারে, কিন্তু আমার মতে সব দিক বিবেচনা করলে "ইয়ক্সলি ওল্ড প্লেস"-এর ঘটনার মত এক সঙ্গে এতগুলি বৈশিষ্ট্যের মিলন আর কোন ঘটনাতেই পাওয়া যাবে না ; তরুণ উইলোবি স্মিথ-এর শোচনীয় মৃত্যু ছাড়াও সেই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ছিল পরবর্তীকালের এমন সব ঘটনা যা উক্ত অপরাধের কারণ সম্পর্কে আশ্চর্যরকমের আলোকপাত করেছিল।

নভেম্বরের শেষের দিকে একটি উন্মুক্ত ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ রাত। সারাটা সন্ধ্যা হোমস ও আমি চুপচাপ বসেছিলাম। সে ব্যস্ত ছিল একখানি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কাঁচের সাহায্যে একখানি দুইবার লেখা প্রাচীন লিপির পাঠোদ্ধারের কাজে, আর আমি মনোযোগ দিয়ে পড়ছিলাম একখানি সাম্প্রতিক সাজারির বই। বাইরে বেকার স্ট্রীটের বুকের উপর চলেছে ঝড়ো হাওয়ার মাতামাতি, আর জানালার উপর প্রচণ্ড বেগে ঝরছে বৃষ্টির ধারা। আমাদের চারদিকে ছড়ানো দশ মাইল ব্যাপী মানুষের হাতে-গড়া এই শহরের উপর প্রকৃতির এই লৌহ-কঠিন চাপের কথা ভাবলে অবাক হতে হয় ; মনে হয়, সমস্ত লণ্ডন শহরটাই বুঝি প্রকৃতির এই প্রচণ্ড শক্তির সম্মুখে মাঠের বুকে ছড়ানো কতকগুলো উইয়ের ঢিপির চাইতে বেশী কিছু নয়। জানালার কাছে এগিয়ে গিয়ে বাইরের নির্জন রাস্তাটার দিকে তাকালাম। মাঝে

মাঝে বাতির আলো পড়ে কর্দমাক্ত রাস্তা ও ফুটপাথটা চকচক করছে। অক্সফোর্ড স্ট্রীটের দিক থেকে একটি মাত্র গাড়ি পথ বেয়ে ছুটে আসছে।

কাঁচখানাকে একপাশে রেখে হাতের কাগজটা মুড়ে হোমস বলল, "দেখ ওয়াটসন, ভাগ্য ভাল যে আজ রাতে আমাদের বাইরে বেরুতে হয় নি। এক দিনের পক্ষে যথেষ্ট কাজ করেছি। এতে চোখের উপর চাপও পড়ে খুব বেশী। যদ্দুর বুঝতে পারছি, পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে অ্যাবে-র যে বিবরণ পাওয়া যায় তার চাইতে উত্তেজনাপূর্ণ আর কিছুই হতে পারে না। হেলোয়া! হেলোয়া! এটা কি?"

বাতাসের গর্জনের ভিতর দিয়ে ভেসে এল ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ আর চাকার থেমে যাওয়ার ঘস্‌ঘসানি। যে গাড়িটা দেখেছিলাম সেটা আমাদের দরজার সামনেই থেমেছে।

একটি লোক গাড়ি থেকে নামল। আমি বলে উঠলাম, "এত রাতে সে কি চায়?"

"চায়! আমাদের চায়। আর—হায় ওয়াটসন—আমরা চাই ওভারকোট, কম্ফর্টার, পা-ঢাকা জুতো, এবং আব-হাওয়ার সঙ্গে লড়াই করবার যত রকম ব্যবস্থা মানুষ আবিষ্কার করেছে সে সব কিছু। একটু সবুর কর; আরে! গাড়িটা যে চলে গেল! তাহলে এখনও আশা আছে। আমাদের যাবার দরকার থাকলে লোকটি নিশ্চয় গাড়িটাকে আটকে রাখত। দৌড়ে যাও ভাই, দরজাটা খুলে দাও, কারণ পুণ্যবান লোকরা সকলেই অনেকক্ষণ হল বিছানায় আশ্রয় নিয়েছে।"

হলের আলোটা যখন আমাদের মধ্যরাতের অতিথির উপর পড়ল তখন তাকে চিনতে কোন কষ্ট হল না। উদীয়মান তরুণ গোয়েন্দা স্টানলি হপ্‌কিন্স। এর আগে হোমস বেশ কয়েকবার তার কাজে আগ্রহ দেখিয়েছে।

সে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল, "উনি আছেন তো?"

উপর থেকে হোমসের কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "উপরে উঠে এস হে বাপু। আশা করি এ হেন রাতে কোন রকম মতলব নিয়ে তুমি আস নি।"

গোয়েন্দাটি সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। বাতির আলো পড়ে তার বর্ষাতিটা চকচক করছে। সেটা ছাড়তে আমি তাকে সাহায্য করলাম, আর হোমস অগ্নিকুণ্ডের কাঠ-গুলোকে আর একটু নেড়েচেড়ে দিল।

বলল, "হপকিন্স, এবার এগিয়ে বসে হাত-পাগুলো গরম করে নাও। এই নাও চুরুট, আর ডাক্তার তোমাকে অবশ্যই দেবে লেবু-জলের দাওয়াই—এ রকম রাতে সেটাই মোক্ষম ওষুধ। নিশ্চয় কোন গুরুতর কাজ নিয়েই এই ঝড়ের রাতে এখানে এসেছ।"

"সত্যি তাই মিঃ হোমস।" সারাটা দিন খুব ব্যস্ত ছিলাম। সর্বশেষ সংস্করণের কাগজে 'ইয়ক্‌লি' ঘটনার কিছু আপনার চোখে পড়েছে কি?"

পঞ্চদশ শতাব্দীর পরবর্তীকালের কিছুই আজ দেখি নি।"

"অবশ্য একটিমাত্র অনুচ্ছেদ, তাও ভুলে ভর্তি, কাজেই আপনার লোকসান কিছু হয় নি। আমি কিন্তু পায়ের নীচে ঘাস গজাতে দেই নি। জায়গাটা কেন্ট-এ, চ্যাথাম থেকে সাত মাইল, আর রেলপথ থেকে তিন মাইল। তারটা পাই তিনটে পনেরোতে, 'ইয়ক্‌লি ওল্ড প্লেস'-এ পৌঁছই পাঁচটায়, তদন্ত করি, শেষ ট্রেন ধরে ফিরে আসি চেয়ারিং ক্রশ-এ, আর সেখান থেকে গাড়িতে চেপে সোজা এখানে।"

"তার অর্থ, কেসটা সম্পর্কে এখনও পরিষ্কার কোন ধারণা করতে পার নি?"

"তার অর্থ, মাথা-মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারি নি। যতদূর বুঝতে পারছি, ব্যাপারটা এতই জট-পাকানো যে এ রকম কেস আগে কখনও হাতে আসে নি; অথচ গোড়ায় মনে হয়েছিল; কেসটা এত সরল যে কোন রকম ভুল হতেই পারে না। কি জানেন মিঃ হোমস, কোন রকম উদ্দেশ্যই খুঁজে পাচ্ছি না। এখানেই যত গোলমাল—উদ্দেশ্যটাই ধরতে পারছি না। একটা লোক মারা গেছে—সেটা তো অনস্বীকার্য—কিন্তু, আমি যতদূর দেখেছি, কেউ তার কোন ক্ষতি করবে তার কারণই বোঝা যাচ্ছে না।"

হোমস চুরুট ধরিয়ে চেয়ারে হেলান দিল।

বলল, "ব্যাপারটা বল তো শুনি।"

স্ট্যানলি হপ্‌কিন্স বলতে লাগল, "ঘটনাগুলি মোটা-মুটি পেয়ে গিয়েছি। এখন শুধু সেগুলোর অর্থ জানতে চাই। 'আমার জ্ঞানবুদ্ধিমত গল্পটা এই রকম। কয়েক বছর আগে একজন বয়স্ক ভদ্রলোক এই 'ইয়ক্‌লি ওল্ড প্লেস' নামক পল্লী-ভবনটি কেনে। তার নাম বলেন অধ্যা-পক কোরাম। লোকটি পঙ্গু। অর্ধেক সময় বিছানাতেই কাটান, আর বাকি সময়টা হয় লাঠিতে ভর দিয়ে বাড়ির চারপাশে ঘুরে বেড়ান, আর না হয় তো বাগানের মালী তাকে বাথ-চেয়ারে বসিয়ে বাগানের মধ্যে ঠেলে নিয়ে বেড়ায়। যে ক'জন প্রতিবেশী তার কাছে আসে তারা সক-লেই তাকে পছন্দ করে, আর ও অঞ্চলে বেশ পণ্ডিত লোক বলেও তার খ্যাতি আছে। মাত্র দুজনকে নিয়ে তার সংসার—

একটি বয়স্কা গৃহকর্ত্রী, নাম মিসেস মার্কার, আর অপরটি দাসী সুসান টার্লটন। এখানে আসার সময় থেকেই দুজন তার কাছে আছে ; তাদের দেখে বেশ ভাল মানুষ বলেই মনে হয়। অধ্যাপক একটা পাণ্ডিত্যপূর্ণ বই লিখছেন, আর সেজন্য বছরখানেক আগে তার একজন সচিব রাখার দরকার হয়ে পড়ে। প্রথম দুজনকে দিয়ে সুবিধা হয় না ; কিন্তু তৃতীয়জন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্য বেরিয়ে-আসা মিঃ উইলোবি স্মিথ-এর মত একজন লোকই যেন তিনি চেয়েছিলেন। তার কাজ ছিল সারা সকাল অধ্যাপকের বক্তব্যকে লিখে নেওয়া, আর সন্ধ্যাবেলা পরের দিনের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় বই-পত্র ও লেখালেখি খুঁজে রাখা। বাল্যকালে আপিংহাম-এ অথবা যৌবনে কেম্ব্রিজ-এ এই উইলোবি স্মিথ-এর বিরুদ্ধে কোন কিছুই জানা যায় নি। তার প্রশংসা-পত্রগুলি আমি দেখেছি ; এখানেও প্রথম থেকেই সে ছিল ভদ্র, শান্ত, পরিশ্রমী ; তার মধ্যে কোন ত্রুটিই পাওয়া যায় নি। অথচ এই ছেলেটিই আজ সকালে অধ্যাপকের পড়ার ঘরে যে পরিস্থিতিতে মারা গেছে তাতে তো খুন ছাড়া আর কিছু হতে পারে বলে মনে হয় না।"

জানালায় বাতাসের হুংকার সমানেই চলেছে। হোমস ও আমি আগুনের কাছে আরও ঘন হয়ে বসলাম, আর তরুণ ইন্সপেক্টরটি ধীরে ধীরে একটি একটি করে তার সব কথা বলে যেতে লাগল।

"সারা ইংলণ্ড খুঁজে বেড়ালেও এ রকম একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বাইরের প্রভাবমুক্ত সংসার আপনি পাবেন বলে মনে করি না। একটা গোটা সপ্তাহ কেউ হয় তো বাগানের ফটকের বাইরেই পা দিল না। অধ্যাপক তার কাজেই ডুবে থাকেন ; আর কোন দিকেই তার লক্ষ্য নেই। যুবক স্মিথও এ অঞ্চলের কাউকে চেনে না, কাজেই তার জীবনযাত্রাও মনিবের মতই। স্ত্রীলোক দুটির বাইরে যাবার কোন টানই নেই। মালী মর্টিমার বাথ-চেয়ারটা টেনে নিয়ে বেড়ায় ; সে একজন অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক ; বৃদ্ধের বাড়ি ক্রিমিয়ায় ; চমৎকার মানুষ। সে মূল বাড়িটাতে থাকে না ; থাকে বাগানের অপর প্রান্তে একটা তিন-ঘরের কটেজে। ইয়র্ক্‌লি ওল্ড প্লেস-এর চৌহদ্দির মধ্যে শুধু এই ক'টি লোককেই আপনি পাবেন। বাগানের ফটকটাও লণ্ডন-চ্যাথাম রাস্তা থেকে একশ' গজ দূরে। একটা খিল দিয়ে আটকানো। ফলে যে কেউ ভিতরে ঢুকতে পারে।

"এবার সুসান টার্লটন-এর সাক্ষ্যের কথা আপনাদের বলছি, কারণ সেই একমাত্র লোক যে এ ব্যাপারে কিছু নির্দিষ্ট কথা বলতে পারে। সময়টা প্রাক মধ্যাহ্ন— এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে। ঠিক সেই সময় দোতলার সামনের দিককার শোবার ঘরের পর্দা টাঙাবার কাজে সে ব্যস্ত ছিল। অধ্যাপক কোরাম তখনও বিছানায় শুয়ে, কারণ আবহাওয়া খারাপ হলে তিনি দুপুরের আগে বড় একটা বিছানা ছেড়ে ওঠেন না। গৃহকর্ত্রী বাড়ির পিছন দিকে কিছু কাজে ব্যস্ত ছিল। উইলোবি স্মিথ তার শোবার ঘরেই ছিল ; সেটাকেই সে বসবার ঘর হিসাবেও ব্যবহার করে। কিন্তু দাসীটি পায়ের শব্দ শুনে বুঝতে পারে যে ঠিক সেই মুহূর্তে সে দালানটা পার হয়ে দাসীর ঠিক নীচেকার পড়ার ঘরে নেমে গেল। দাসী তাকে চোখে দেখে নি, তবে সে বলেছে, যুবকটির দ্রুত, দৃঢ় পায়ের শব্দ সে ভুল করতে পারে না। পড়ার ঘরের দরজা বন্ধ করার শব্দ সে শোনে নি, কিন্তু মিনিট খানেক পরেই নীচের সেই ঘরেই একটা ভয়ংকর চীৎকার শোনা যায়। চীৎকারটা এতই প্রবল ও কর্কশ, এতই অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক যে পুরুষ বা স্ত্রীলোক যে কোন লোকেরই হতে পারে। পরমুহূর্তেই ধপাস্ করে একটা ভারী শব্দ হল, আর তার পরেই সব চুপচাপ। দাসীটি মুহূর্তের জন্য পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল ; তারপরেই সাহস ফিরে পেয়ে সিঁড়ি দিয়ে ছুটে নেমে গেল। পড়ার ঘরের দরজা বন্ধ ছিল ; সেই খুলল। ভিতরে মিঃ উইলোবি স্মিথ মেঝেয় পড়ে আছে। প্রথমে সে কোন আঘাত দেখতে পায় নি ; কিন্তু তাকে ধরে তুলতে গিয়েই দেখে গলার নীচের দিক থেকে রক্ত ঝরছে। একটা ছোট কিন্তু গভীর ক্ষত গলাটাকে বিদীর্ণ করে ফেলেছে ; ফলে 'ক্যারোটিড' ধমনীটা দু'-ভাগ হয়ে গেছে। যে অস্ত্র দিয়ে আঘাতটা করা হয়েছিল সেটা তার পাশেই কার্পেটের উপর পড়ে ছিল। সেকেলে ধরনের লেখার টেবিলে গালা দিয়ে সিল করবার কাজে ব্যবহারের জন্য যেরকম ছোট ছুরি রাখা হত এটাও সেই রকম ছুরি ; হাতির দাঁতের হাতল, শক্ত ফলা। অধ্যাপকের নিজের ডেস্কেই ছুরিটা ছিল।

"প্রথমে দাসীটি ভেবেছিল যে স্মিথ মারাই গেছে, কিন্তু কপালে জলের ছাঁট দিতেই মুহূর্তের জন্য সে চোখ মেলে তাকিয়েছিল। অস্পষ্ট স্বরে বলেছিল, 'অধ্যাপক— সেই মহিলাই।" দাসীটি শপথ করে বলছে ঠিক এই কথাগুলিই সে বলেছিল। আরও কিছু বলবার আপ্রাণ চেষ্টা সে করেছিল ; ডান হাতটা শূন্যে উপরে তুলেছিল। তারপরেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।

"ইতিমধ্যে গৃহকর্ত্রীও সেখানে হাজির ; কিন্তু কিছুটা দেরী হয়ে যাওয়াতে যুবকটির মৃত্যুকালীন কথাগুলি সে শুনতে পায় নি। সুসানকে মৃতদেহের কাছে রেখে সে দৌড়ে অধ্যাপকের ঘরে যায়। তিনি তখনও

উত্তেজিত অবস্থায় বিছানাতেই বসেছিলেন, কারণ যেটুকু শব্দ তার কানে এসেছিল তাতেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে একটা ভয়ংকর কিছু ঘটেছে। মিসেস মার্কার দিব্যি করে বলতেও রাজী যে তিনি তখনও রাতের পোশাকেই ছিলেন ; আসলে মার্টিমারের সহায়তা ছাড়া তার পক্ষে পোশাক বদলানো অসম্ভব, আর মার্টিমারের আসবার কথা বারোটায়। অধ্যাপক বলছেন, অনেক দূরের একটা চীৎকার তিনি শুনেছেন, কিন্তু তার বেশী কিছুই জানেন না। 'অধ্যাপক—সেই মহিলাই' যুবকটির এই শেষ কথার কোন ব্যাখ্যাও তিনি দিতে পারেন নি তবে তার ধারণা, ওটা বিকারের ফল। তার বিশ্বাস, পৃথিবীতে উইলোবি স্মিথ-এর কোন শত্রু ছিল না, কাজেই এই দুষ্কর্মের কোন কারণই তিনি বলতে পারেন না। প্রথমেই তিনি মালী মার্টিমারকে থানায় পাঠিয়েছিলেন। একটু পরেই বড় কনস্টেবল আমাকে ডেকে পাঠায়। আমি সেখানে যাবার আগে কোন কিছুই সরানো হয় নি, আর আমিও কড়া হুকুম জারি করেছি, বাড়িতে ঢুকবার পথ দিয়ে যেন কেউ না হাঁটে। মিঃ শার্লক হোমস, আপনার মতবাদকে বাস্তবে রূপায়িত করবার এই একটি চমৎকার সুযোগ। সেখানে কোন কিছুরই অভাব নেই।"

একটুখানি তিক্ত হাসির সংগে আমার সঙ্গী বলল "শুধু মিঃ শার্লক হোমস ছাড়া ! যাকগে, তোমার কথাই শোনা যাক। বল, কতদূর কি করেছ ?"

"মিঃ হোমস, প্রথমেই এই নক্সাটা দেখুন : অধ্যাপকের পড়ার ঘর ও এই ঘটনার সংগে জড়িত অন্যান্য জায়গার অবস্থানের একটা ধারণা করতে পারবেন। আমার তদন্তের ধারা অনুসরণ করতেও এতে সুবিধা হবে।"

নক্সাটার ভাঁজ খুলে সে হোমসের হাঁটুর উপর মেলে ধরল। হোমসের পিছনে দাঁড়িয়ে তার কাঁধের উপর দিয়ে আমিও নক্সাটা দেখতে লাগলাম।

"এটা একটা খসড়ামাত্র ; মোটামুটি জিনিসগুলো দেখানো আছে ; বাকিটা তো পরে আপনি নিজের চোখেই দেখতে পাবেন। প্রথমেই যদি ধরে নেওয়া যায় যে খুনী বাড়িতে ঢুকেছিল, তাহলে সে (পুরুষ অথবা স্ত্রী) কোন্ পথে ঢুকেছিল ? নিশ্চয়ই বাগানের পথে এসে পিছনের দরজা দিয়ে, কারণ সেখান থেকে পড়ার ঘরে যাবার সরাসরি পথ আছে। অন্য যে কোন পথ অত্যন্ত ঘুরপাকের ব্যাপার। আর ঐ একই পথে সে পালিয়েছে, কারণ বাকি দুটো বের হবার পথের একটা আটকে দিয়েছিল সুসান, সে তখন সিঁড়ি দিয়ে নামছিল, আর অপরটা গেছে সোজা অধ্যাপকের শোবার ঘরে। সুতরাং সোজাসুজি বাগানের পথটার উপরেই নজর দিলাম। সম্প্রতি বৃষ্টি হওয়ায় মাটি নরম হয়ে থাকার ফলে পায়ের ছাপ খুঁজে পাবার সম্ভাবনাও ছিল যথেষ্ট।

"পরীক্ষার ফলে বুঝতে পারলাম, খুনী যেমন সতর্ক, তেমনই দক্ষ। পথের উপর পায়ের কোন ছাপ নেই। অবশ্য পথের পাশের ঘাসের উপর দিয়ে যে কেউ হেঁটে গেছে সে বিষয়ে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না, আর সে কাজ সে করেছে যাতে পায়ের ছাপ না পড়ে। কোন স্পষ্ট ছাপ কিছু পাই নি, কিন্তু ঘাস মাড়িয়ে যাবার চিহ্ন রয়েছে, কাজেই নিঃসন্দেহে কেউ সেখান দিয়ে গিয়েছে। যেতে পারে একমাত্র খুনী, কারণ মালী বা অন্য কেউ সেদিন সকালে ওদিকেই যায় নি, আর বৃষ্টিটা হয়েছিল রাতের দিকে।"

"এক মিনিট," হোমস বলল। "সে পথটা কোন্ দিকে গেছে ?"

"রাস্তার দিকে।"

"কতটা লম্বা ?"

"শ'খানেক গজের মত।"

"পথটা যেখানে ফটকটা পার হয়েছে সেখানে নিশ্চয়ই পায়ের ছাপ দেখতে পেতে ?"

"দুর্ভাগ্যবশত সেই জায়গায় পথটার উপরে টালি পাতা।"

"আর রাস্তাটার উপরে ?"

"না ; রাস্তাটা পায়ে পায়ে একেবারে কাদায় মাখামাখি।"

"বটে—বটে ! আচ্ছা, আচ্ছা, ঘাসের উপর যে ছাপগুলো—সেগুলো আসার, না যাওয়ার ?"

"বলা অসম্ভব। কোন পরিষ্কার ছাপই ছিল না।"

"পাটা বড় না ছোট ?"

"বোঝা মুস্কিল।"

হোমস ধৈর্য হারাবার মত একটা অস্পষ্ট শব্দ করল। বলল, "তারপর থেকেই তো বৃষ্টি পড়ছে, ঝড় বইছে। ওই দু'বার লেখা কাগজটা পড়ার চাইতেও যে এটা পড়া এখন বেশী শক্ত হবে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, আর তো কোন উপায় নেই। আচ্ছা হপকিন্স, তুমি যে নিশ্চিতভাবে কিছুই করতে পার নি সে সম্পর্কে নিশ্চিত হবার পরে তুমি কি করলে ?"

"মিঃ হোমস, আমি কিন্তু মনে করি যে অনেক কিছুই আমি নিশ্চিতভাবে জানতে পেরেছি। আমি জেনেছি যে কেউ একজন বাইরে থেকে চুপি চুপি বাড়িতে ঢুকেছিল। তারপর দালানটা পরীক্ষা করে দেখলাম। নারকেলের মাদুর পাতা থাকায় সেখানেও কোন ছাপ পড়ে নি। তখন

পড়ার ঘরে ঢুকলাম। ঘরে আসবাবপত্র যৎসামান্য। প্রধান আসবাব একটা বড় লেখার টেবিল। তার সঙ্গে একটা দেরাজ আটকানো ; দেরাজে দুই সারি টানা আর তাদের মাঝখানে একটা ছোট ক্যাবার্ড। টানাগুলো খোলা, কিন্তু ক্যাবার্ডটা তালাবন্ধ। মনে হয়, টানাগুলো সব সময়ই খোলা থাকে, আর তাতে দামী কিছু রাখা হয় না। অনেকগুলি দরকারী কাগজপত্র ক্যাবার্ডে ছিল, কিন্তু তাতে কেউ হাত দেয় নি। অধ্যাপকও বলেছেন যে কিছুই খোয়া যায় নি। কাজেই কোনরকম ডাকাতি যে হয় নি সেটাও নিশ্চিত।

"এবার যুবকটির মৃতদেহের কথায় আসি। মৃতদেহটা ছিল দেরাজের কাছে, ঠিক সেটার বাঁ দিকে। আঘাতের চিহ্নটা ছিল গলার ডান দিকে, পিছন থেকে সামনে ; কাজেই আত্মঘাতী হবার কোন সম্ভাবনাই থাকতে পারে না।"

"যদি না সে ছুরিটার উপর পড়ে গিয়ে থাকে," হোমস বলল।

"ঠিক। সে কথাও আমার মনে হয়েছিল। কিন্তু ছুরিটা পাওয়া গিয়েছিল মৃতদেহ থেকে কয়েক ফুট দূরে ; কাজেই সেটাও অসম্ভব বলেই মনে হয়। তারপর অবশ্য লোকটির মৃত্যুকালীন কথাগুলি তো আছেই। এবং শেষ পর্যন্ত আছে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ যেটি মৃত ব্যক্তির ডান হাতের মুঠোতে ধরা ছিল।"

স্ট্যানলি হপকিন্স তার পকেট থেকে একটা ছোট কাগজের প্যাকেট বের করল। সেটা খোলা হলে তার ভিতরে দেখা গেল একটি সোনার পিন্স-নে ; তার কোণ থেকে কালো রেশমি ফিতের দুটো ছিন্ন প্রান্ত ঝুলছে। সে বলল, "উইলোবি স্মিথ-এর চোখের দৃষ্টি খুবই ভাল ছিল। কাজেই এটা যে খুনীর মুখ থেকেই ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে সে বিষয়ে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।"

শার্লক হোমস চশমা জোড়া হাতে নিয়ে অত্যন্ত মনোযোগ ও আগ্রহ সহকারে দেখতে লাগল। নাকের কাছে ধরল, চোখে লাগিয়ে পড়তে চেষ্টা করল, জানালার কাছে গেল, চশমা-চোখে রাস্তার দিকে তাকাল, বাতির একেবারে কাছে নিয়ে পুরো আলোয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল, আর শেষ পর্যন্ত মুচকি হেসে টেবিলে গিয়ে বসল এবং কাগজে কয়েক লাইন লিখে সেটাকে স্ট্যানলি হপকিন্স-এর দিকে ঠেলে দিল।

বলল, "তোমার জন্য এর বেশী কিছু করতে পারছি না। আশা করি এটা তোমার কাজে লাগবে।"

বিস্মিত গোয়েন্দাটি সশব্দে চিরকুটটা পড়তে লাগল। তাতে এই কথাগুলি লেখা ছিল :

"মহিলার মত সাজে সজ্জিত শিষ্টাচারপরায়ণ একটি স্ত্রীলোকের সন্ধান চাই। তবে নাকটি বিশেষ রকম মোটা, চোখ দুটি পরস্পরের কাছ থেকে দূরে বসানো। কপালে অনেকগুলি ভাঁজ আছে, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, সম্ভবত কাঁধ দুটি গোলাকার। এমন লক্ষণ দেখা যাবে যাতে বোঝা যায় গত কয়েক মাসের মধ্যে তাকে অন্তত দু'বার চশমাওয়ালার কাছে যেতে হয়েছে। যেহেতু তার চশমার কাঁচ অত্যন্ত উচ্চশক্তিসম্পন্ন এবং যেহেতু চশমাওয়ালাদের সংখ্যা অগুণতি নয়, তাই তাকে খুঁজে বের করা খুব শক্ত কাজ হওয়া উচিত নয়।"

হপকিন্সকে অবাক হতে দেখে হোমস একটু হাসল। আমার মুখেও নিশ্চয় বিস্ময়ের ছায়া পড়েছিল।

সে বলল, "আমার অনুমানগুলি অবশ্যই খুব সরল। একজোড়া চশমা, বিশেষ করে এই চশমাজোড়ার মত উল্লেখযোগ্য চশমা থেকে তথ্যাদি অনুমান করা যত সুবিধাজনক এমন আর একটি জিনিসের উল্লেখ করা খুব শক্ত। চশমাজোড়া যে কোন স্ত্রীলোকের সেটা অনুমান করেছি এর গঠন-কৌশল দেখে এবং মৃত-লোকটির কথাগুলো থেকেও অবশ্য। স্ত্রীলোকটি যে রুচিসম্পন্না ও সুসজ্জিতা সেটা ধরতে পেরেছি, কারণ দেখতেই পাচ্ছ চশমার ফ্রেম নিরেট সোনা দিয়ে সুন্দরভাবে তৈরী ; এ রকম চশমা যে পরে সে অন্য সব ব্যাপারে নোংরা হবে এটা ভাবতেই পারা যায় না। তোমরাই দেখ, চশমার "সেতু"টা তোমাদের নাকের পক্ষেই চওড়া, কাজেই মহিলাটির নাকের ভিতটা নিশ্চয়ই খুব চওড়া হবে। এই ধরনের নাক সাধারণতই ছোট ও মোটা হয়ে থাকে, কিন্তু যেহেতু তার অনেক ব্যতিক্রমও দেখা যায় সেজন্য আমার বিবরণে সে কথার উল্লেখ থেকে বিরত থেকেছি। আমার নিজের মুখ বেশ সংকীর্ণ, তথাপি দেখতে পাচ্ছি, আমার দৃষ্টিকে কাঁচের ঠিক মাঝখানে বা তার কাছাকাছি আনতে পারছি না। কাজে কাজেই মহিলাটির চোখ দুটি দুই কানের কাছাকাছি বসানোই হবে। তুমিও দেখ ওয়াটসন, কাঁচদুটি অবতলক আর অস্বাভাবিক শক্তিসম্পন্ন। সারা জীবন যে মহিলার দৃষ্টিশক্তির উপর এত বেশী চাপ পড়েছে তার মুখমণ্ডলে অনিবার্য দৈহিক পরিণতি দেখা দিতে বাধ্য আর সেটা দেখা যাবে কপালে, চোখের পাতায় ও ঘাড়ে।"

আমি বললাম, "হ্যাঁ, তোমার সব যুক্তিই আমি বুঝতে পারছি। তবু বলছি, চশমাওয়ালার কাছে দু'বার যাবার তথ্যটা তুমি কোথায় পেলে সেইটে বুঝতে পারছি না।"

হোমস চশমাটা হাতে নিল।

বলল, ''লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবে, নাকের উপর চাপটা কমাবার জন্য "সেতু"র নীচে ছোট ছোট কর্কের পাত বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার একটা বিবর্ণ এবং কিছুটা জীর্ণও বটে অপরটি নতুন। স্পষ্টতই, একটা পাত পড়ে যাওয়ায় আর একটা লাগানো হয়েছে। আমার বিবেচনায় যেটা পুরনো সেটা কয়েক মাসের বেশী সময় আগেকার নয়। আর পাত দুটি ঠিক একই রকমের হওয়ায় আমি জানতে পারি যে মহিলাটি দ্বিতীয়বার একই দোকানে গিয়েছিল।''

উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় হপকিন্স চেঁচিয়ে বলল, ''হায় জর্জ, এ যে বিস্ময়কর! ভাবুন তো, এ সব প্রমাণই তো আমার হাতে ছিল, অথচ আমি ধরতেও পারি নি! অবশ্য লন্ডনের চশমাওয়ালাদের মহলে একবার ঘুরে আসবার ইচ্ছা আমার হয়েছিল।''

"অবশ্যই যাবে। কিন্তু ইতিমধ্যে এই কেস সম্পর্কে তোমার আর কিছু বলবার আছে কি ?"

''কিছু না মিঃ হোমস। দেখছি আমি যা জানি আপনিও তাই জানেন— হয় তো বেশীই জানেন। পল্লীর রাস্তায় বা রেলওয়ে স্টেশনে কোন অপরিচিত লোক এসেছে কি না সে খোঁজও করেছি। কিন্তু সেরকম কোন লোকের কথা শুনি নি। আমার যেটা খটকা লাগছে সেটা হল অপরাধের উদ্দেশ্যের অভাব। উদ্দেশ্যের একটা ছায়াও কেউ ধরতে পারছে না।''

"আহা! সে ব্যাপারে আমিও তোমাকে সাহায্য করতে পারছি না। কিন্তু তুমি কি চাও যে কাল আমরা তোমার সঙ্গে যাই ?"

''তা তো চাইই মিঃ হোমস, অবশ্য সেটা যদি খুব বেশী চাওয়া না হয়। সকাল ছ'টায় চেয়ারিং ক্রশ থেকে চ্যাথাম যাবার একটা ট্রেন আছে। সেটায় চাপলে আটটা থেকে ন'টার মধ্যে আমরা ইয়ক্সলি ওল্ড প্লেস-এ পৌঁছে যাব।''

"তাহলে সেটাতেই যাওয়া যাবে। তোমার এই কেসের সত্যি কিছু কিছু আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য আছে ; এটাতে কিছু কাজ করতে পারলে আমি খুশিই হব। আচ্ছা, এখন প্রায় একটা, কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নেওয়াই ভাল। আশা করি, আগুনের সামনেকার ঐ সোফাটাতেই তুমি ব্যবস্থা করে নিতে পারবে। যাত্রা শুরু করবার আগে স্পিরিট-ল্যাম্পটা জেলে আমিই তোমাকে এক কাপ কফি করে দেব।''

পরদিন সকালে ঝড় থেমে গেল, কিন্তু আমরা যখন বেরিয়ে পড়লাম তখনও খুব শীত। টেমস-এর তীরবর্তী নির্জন জলাভূমি এবং নদীটার দীর্ঘ, বিষণ্ণ গতিপথের উপর দিয়ে শীতের সূর্য উঠছে। আমাদের গোয়েন্দা-জীবনের গোড়ার পর্বে সেই আন্দামান দ্বীপবাসীর পশ্চাদ্ধাবের স্মৃতির সঙ্গে এই দৃশ্যাবলীর স্মৃতি চিরদিন আমার মনে থাকবে। দীর্ঘ, ক্লান্ত পথ পার হয়ে অবশেষে চ্যাথাম থেকে কয়েক মাইল দূরবর্তী একটা ছোট স্টেশনে আমরা নামলাম। স্থানীয় সরাইখানাতে এক্কার সঙ্গে একটা ঘোড়া জুততে জুততেই আমরা তাড়াতাড়ি প্রাতরাশ সেরে নিলাম এবং যথারীতি তৈরী হয়ে ইয়ক্সলি ওল্ড প্লেস-এ পৌঁছে গেলাম। বাগানের ফটকেই একটি কনস্টেবলের সঙ্গে দেখা হল।

"এই যে উইলসন, কোন খবর আছে ?"

''না স্যার, কিছু নেই।''

"কোন অপরিচিত লোককে দেখা গেছে কি ?"

''না স্যার। স্টেশনের লোকরা জানিয়েছে, কোন অপরিচিত লোক গতকাল আসেও নি, যায়ও নি।''

"সরাইখানা ও ভাড়াটে বাড়িগুলোতে খোঁজ করেছিলে কি ?"

''হ্যাঁ স্যার ; লক্ষ্য করার মত কাউকে পাওয়া যায় নি।''

''দেখুন, স্টেশন থেকে দূরত্ব তো সামান্যই। যে কেউ এসে গা ঢাকা দিয়ে থাকতেও পারে, আবার ট্রেন ধরে চলেও যেতে পারে। বাগানের এই পথটার কথাই আমি বলেছিলাম মিঃ হোমস। দিব্যি করে বলতে পারি, গতকাল এ পথে কোন পায়ের ছাপ ছিল না।''

''ঘাসের উপর কোন্ পাশে দাগ ছিল ?''

"এই পাশে স্যার। একদিকে রাস্তা আর একদিকে ফুলের কেয়ারি, তার মাঝখানে এই সরু ঘাসে-ঢাকা ফালি জমি। এখন কোন দাগ দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু কাল স্পষ্ট দেখেছিলাম।''

ঘাসের সীমা বরাবর ঝুঁকে পড়ে হোমস বলল, ''হ্যাঁ, হ্যাঁ, কেউ একজন হেঁটে গেছে। আমাদের মহিলাটি খুব সাবধানেই পা ফেলেছে, ফেলতেই হবে, কারণ ওদিকে হাঁটলে পথের উপর পায়ের ছাপ পড়বে, আবার এদিকে হাঁটলে বাগানের নরম মাটিতে আরও স্পষ্ট ছাপ পড়বে তো ?''

"হ্যাঁ স্যার মহিলাটি খুব সাবধানী মানুষ।''

হোমসের মুখে একটা সাগ্রহ দৃষ্টি ফুটে উঠতে দেখলাম।

"তুমি বলতে চাও যে এই পথেই মহিলাটি ফিরে

গিয়েছিল ?"

"হ্যাঁ স্যার ; আর কোন পথ নেই।"

"এই ঘাসের উপর দিয়েই ?"

"নিশ্চয় মিঃ হোমস।"

"হুম! কাজটা বেশ উল্লেখযোগ্য—খুবই উল্লেখযোগ্য। দেখ, মনে হচ্ছে রাস্তাটা দেখা শেষ হয়েছে। আরও এগিয়ে চল। বাগানের দরজাটা তো সব সময় খোলাই থাকে, তাই না? তাহলে আগন্তুকের পক্ষে সোজা ঢুকে পড়া ছাড়া আর কিছু করার ছিল না। খুনের চিন্তা তখনও তার মাথায় ছিল না, থাকলে সে নিশ্চয়ই একটা অস্ত্র সঙ্গে নিয়ে আসত, লেখার টেবিল থেকে ছুরিটা তুলে নিয়ে ব্যবহার করত না। এই দালান ধরেই গেছে, তাই নারকেলের মাদুরের উপর কোন দাগ পড়ে নি। তারপরেই ঢুকেছিল পড়ার ঘরে। কতক্ষণ সেখানে ছিল ? সেটা জানবার কোন উপায় নেই।"

"কয়েক মিনিটের বেশী নয় স্যার। একটা কথা আপনাকে বলতে ভুলে গেছি। গৃহকর্ত্রী মিসেস মার্কার ঘরটা পরিষ্কার করতে কিছুক্ষণ আগেই সে ঘরে এসেছিল—সে বলছে সিকি ঘণ্টামত আগে।"

"আচ্ছা, তাহলে একটা সময়-সীমা পাওয়া গেল। মহিলাটি এই ঘরে ঢুকে তারপর কি করল? লেখার টেবিলটার কাছে গেল। কেন গেল? টানার ভিতরকার কোন কিছু নেবার জন্য নয়। টানাতে যদি নেবার মত কিছু থাকত তাহলে সেটা তালাবন্ধই থাকত। না ; তার লক্ষ্য ছিল ওই কাঠের বুরোটা। হেলোয়া! এটার উপরে এ কিসের দাগ? ওয়াটসন, দেশলাইটা জ্বালাও তো। এটার কথা আমাকে বল নি কেন হপকিন্স ?"

যে দাগটা সে পরীক্ষা করতে লেগে গেল সেটা পড়েছে চাবির ছিদ্রের ডান দিককার পিতলের পাতটার উপরে ; সেখান থেকে প্রায় চার ইঞ্চি ছড়িয়ে গিয়ে কাঠের উপরকার বার্নিশের উপরেও আঁচড় পড়েছে।

"এটা আমি দেখেছিলাম মিঃ হোমস। কিন্তু চাবির ছিদ্রের চারপাশে তো হামেসাই আঁচড়ের দাগ দেখা যায়।"

"এটা যে সদ্য পড়েছে—একেবারেই সদ্য। দেখ, পেতলের যেখানটা কেটেছে সে জায়গাটা চক্‌চক্ করছে। আঁচড়টা পুরনো হলে তার রং পিতলের অন্য জায়গার মতই হত। আমার এই কাঁচটার ভিতর দিয়ে দেখ। এই বার্নিশটাকে দেখাচ্ছে জমির শিরালার দুই পাশের মাটির মত। মিসেস মার্কার কি এখানে আছে ?"

"গতকাল সকালে তুমি কি এই বুরোটা ঝাড় দিয়েছিলে ?

"হ্যাঁ স্যার।"

"এই আঁচড়টা লক্ষ্য করেছিলে কি ?"

"না স্যার, দেখি নি।"

"আমিও জানতাম তুমি দেখ নি, কারণ ঝাঁটা লাগলে বার্নিশের গুঁড়োগুলো উড়ে যেত। এই বুরোর চাবি কার কাছে থাকে ?"

"অধ্যাপক তার ঘড়ির চেনের সঙ্গে রাখেন।"

"একটা সাধারণ চাবি কি ?"

"না স্যার ; 'চাব'-এর চাবি।"

"খুব ভাল। তুমি যেতে পার মিসেস মার্কার। এতক্ষণে কিছুটা এগোনো গেল। আমাদের মহিলাটি ঘরে ঢুকল, বুরোটার কাছে গেল, এবং বুরোটা খুলল, অথবা খুলতে চেষ্টা করল। সে যখন এই কাজে ব্যস্ত তখন ঘরে ঢুকল উইলোবি স্মিথ। তাড়াতাড়িতে চাবিটা বের করে নেবার চেষ্টা করতেই পাল্লার গায়ে এই আঁচড়টা পড়ে। স্মিথ মহিলাটিকে চেপে ধরে, আর সেও নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টায় হাতের কাছে এই ছুরিটা পেয়ে সেটাই তুলে নিয়ে তাকে আঘাত করে। আঘাত হয় মারাত্মক। স্মিথ পড়ে যায়, আর মহিলা পালিয়ে যায়—যে জিনিসের জন্য সে এসেছিল সেটা নিতেও পারে নাও নিতে পারে। দাসী সুসান এখানে আছে কি ? আচ্ছা সুসান, তুমি যখন চীৎকারটা শুনেছিলে তারপরে কি কারও পক্ষে ওই দরজা দিয়ে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল ?"

"না স্যার ; সেটা অসম্ভব। সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামবার আগেই আমি তাকে দালানে দেখতে পেতাম। তাছাড়া, দরজাটা খোলাই হয় নি ; হলে আমি নিশ্চয়ই তার শব্দ শুনতে পেতাম।"

"যাওয়ার ব্যাপারটা মিটে গেল। কোন সন্দেহ নেই যে পথে এসেছিল সেই পথেই বেরিয়ে গেছে। দেখতে পাচ্ছি, অন্য পথটা দিয়ে যাওয়া যায় শুধু অধ্যাপকের ঘরে। সেখান দিয়ে বেরিয়ে যাবার কোন পথ আছে কি ?"

"না স্যার।"

"এই পথে গিয়ে অধ্যাপকের সঙ্গে আলাপ করে আসি চল। হেলোয়া! হপকিন্স, এটা তো খুব গুরুত্বপূর্ণ, সত্যি গুরুত্বপূর্ণ। অধ্যাপকের দালানেও তো নারকেলের মাদুর পাতা।"

"তাতে কি হল ?"

"তার সঙ্গে এই কেসের যোগাযোগটা ধরতে পারছ না? ঠিক আছে, আমিও তাহলে জোর দিচ্ছি না। আমারই

boiRboi.net

ভুল হয়েছে। তবু আমার মনে হয় এটা ইঙ্গিতপূর্ণ। সঙ্গে গিয়ে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেবে চল।"

আমরা দালানের পথে এগিয়ে চললাম। যে দালানটা বাগানের দিকে গেছে এটাও তার মতই লম্বা। দালানের শেষ প্রান্তে কয়েকটা সিঁড়ি দিয়ে উঠেই একটা ঘর। সঙ্গীটি দরজায় টোকা দিল, আর তারপরেই আমরা ঢুকলাম অধ্যাপকের শোবার ঘরে।

ঘরটা খুব বড়; অসংখ্য বইতে ঠাঁসা; তাকগুলো ভরে গিয়ে ঘরের কোণে কোণে স্তূপ করা; আলমারির নীচেও চারদিকে বইয়ের পর বই। বিছানাটা ঘরের মাঝখানে, আর সেখানেই বালিশে হেলান দিয়ে শুয়ে আছে বাড়ির মালিক। এ রকম বিশিষ্ট চেহারার লোক আমি অল্পই দেখেছি। আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে শ্যেন পক্ষীর মত একখানি শীর্ণ মুখ; ঝুলে-পড়া লোমশ ভুরুর নীচে কোটরগত দুটি কালো চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। চুল ও দাঁড়ি সাদা, শুধু মুখের চারপাশের দাড়িটাতে একটা অদ্ভুত হলদে ছোপ। পাকা দাঁড়ির জঙ্গলের মধ্যে একটা সিগারেট জ্বলছে; কড়া তামাকের ধোঁয়ার গন্ধে ঘরের বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। সে যখন হোমসের দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিল তখন আমার চোখে পড়ল, হাতেও নিকোটিনের হলদে দাগ পড়েছে।

"ধূমপান চলে তো মিঃ হোমস?" একটা অদ্ভুত কৃত্রিম উচ্চারণে চোস্ত ইংরেজিতে অধ্যাপক বলল। "দয়া করে একটা সিগারেট নিন। আর আপনি স্যার? আমি বলছি খেয়ে দেখুন, আলেকজান্দ্রিয়ার আইয়োনাইড্স্-কে দিয়ে বিশেষভাবে তৈরী করিয়ে এগুলো আনিয়েছি। একএকবারে একহাজার সিগারেট সে আমাকে পাঠায়; কিন্তু দুঃখের কথা কি জানেন, প্রতি পনেরো দিন অন্তরই আমাকে নতুন চালান আনাতে হয়। খারাপ স্যার, খুবই খারাপ; কিন্তু বুড়ো বয়সে তো আর কোন সাধ-আহ্লাদ থাকে না। তামাক আর লেখাপড়া—এই দুই নিয়েই তো আছি।

একটা সিগারেট ধরিয়ে হোমস সমস্ত ঘরটায় দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিল।

বৃদ্ধ লোকটি আফশোসের সঙ্গে বলে উঠল, "তামাক আর আমার কাজ. কিন্তু এখন তো শুধু তামাকই সম্বল। হায়, কী মারাত্মক বিঘ্নই ঘটে গেল! এ রকম ভয়ংকর বিপদের কথা কে ভাবতে পেরেছিল? এমন চমৎকার একটি যুবক! সত্যি বলছি, মাত্র কয়েক মাসেই সে একটি প্রশংসনীয় সহকারী হয়ে উঠেছিল। এ বিষয়ে আপনার কি মত মিঃ হোমস?"

—"আমি এখনও মনস্থির করতে পারি নি।"

"আমার কাছে তো সবই অন্ধকার; আপনি যদি আলো দেখাতে পারেন তো সত্যি আপনার কাছে ঋণী হয়ে থাকব। আমার মত একটা অসহায় বইয়ের পোকা পঙ্গু লোকের পক্ষে এ আঘাত যে মর্মঘাতী। চিন্তা করবার ক্ষমতাও যেন হারিয়ে ফেলেছি। কিন্তু আপনি তো কাজের লোক—বাস্তববুদ্ধির লোক। এ কাজ তো আপনার জীবনের দৈনন্দিন কর্মসূচীর অন্তর্গত। যে কোন জরুরী অবস্থায়ও নিজের ভারসাম্য ঠিকই বজায় রেখে চলতে পারেন। আপনাকে আমাদের পাশে পেয়ে সত্যি আমরা ভাগ্যবান।"

বৃদ্ধ অধ্যাপক যখন কথা বলে যাচ্ছিল হোমস তখন ঘরের একটা দিকে পায়চারি করছিল। লক্ষ্য করলাম, অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে সে সিগারেটে টান দিচ্ছে। বুঝলাম, গৃহস্বামীর মত তাজা আলেকজান্দ্রীয় তামাকটা তারও পছন্দ হয়েছে।

বৃদ্ধ বলতে লাগল, "হ্যাঁ স্যার, এ আঘাত আমাকে একেবারে বসিয়ে দিয়েছে। ঐ দেখুন আমার শেষ অবদান—ওদিককার সাইড-টেবিলের উপরকার স্তূপীকৃত ঐ কাগজপত্র। সিরিয়া ও মিশরের কোষ্টীয় মঠগুলিতে যে সব দলিলপত্র পাওয়া গেছে এগুলি তারই বিশ্লেষণাত্মক রচনা—এ কাজ অবতারবাদী ধর্মের একেবারে মূলে আঘাত করবে। আমার সহকারীটিকে হারাবার পরে আমার এই দুর্বল স্বাস্থ্য নিয়ে এ কাজ কোন দিন সম্পূর্ণ করতে পারব কি না জানি না। আরে, মিঃ হোমস, আপনি দেখছি আমার চাইতে দ্রুতগতি ধূমপায়ী।"

হোমস হাসল।

বাক্সের ভিতর থেকে আরও একটা—এটা তার চতুর্থ সিগারেট নিয়ে হাতের পোড়া সিগারেটের শেষাংশ থেকেই সেটাকে ধরিয়ে নিয়ে সে বলল, "আমি একজন সূক্ষ্ম শিল্প-বিচারক। অধ্যাপক কোরাম, আমি শুনেছি ঘটনার সময় আপনি বিছানাতেই ছিলেন, আর তাই সে বিষয়ে আপনি কিছু জানেনও না; অতএব লম্বা জেরা করে আপনাকে বিরক্ত করব না। শুধু একটা প্রশ্ন করব— 'অধ্যাপক—সেই মহিলাই' এই শেষ কথাগুলির সাহায্যে সে বেচারী কি বোঝাতে চেয়েছিল বলে আপনি মনে করেন?"

অধ্যাপক মাথা নাড়তে লাগল।

বলল, "সুসান একটি গ্রাম্য মেয়ে। এই সব মেয়েরা

যে কি অবিশ্বাস্য রকমের বোকা হয় তা তো আপনি জানেন। আমার ধারণা, বিকারের ঘোরে সে বেচারি কিছু অর্থহীন এলোমেলো কথা বলেছিল। আর সুসান তাকেই তালগোল পাকিয়ে এই অর্থহীন উক্তিতে পরিণত করেছে।"

"তাই বুঝি। আপনি নিজে কি এই শোচনীয় ঘটনার কোন কারণ অনুমান করতে পারেন ?"

"হয় তো আকস্মিক দুর্ঘটনা ; হয় তো—নিজেদের মধ্যেই চুপি চুপি বলছি—আত্মহত্যা। যুবকদের তো অনেক রকম গোপন ব্যাপার থাকে—হয় তো এমন কোন হৃদয়ঘটিত ব্যাপার যার কোন খবর আমরা জানতাম না। হত্যা অপেক্ষা এটাই অধিকতর সম্ভবপর ধারণা বলে আমার মনে হয়।"

"কিন্তু চশমাজোড়া ?"

"হায়! আমি তো একটি ছাত্র মাত্র—শুধু স্বপ্নই দেখি। জীবনের বাস্তবতার কোন ব্যাখ্যাই আমার জানা নেই। তবু, আপনি তো বোঝেন বন্ধু, প্রেমের স্মারক কত বিচিত্র রূপ নিতে পারে। সে যাই হোক, আর একটা সিগারেট নিন। এগুলো খেয়ে কারও ভাল লাগলে আমি বড় আনন্দ পাই। একটা পাখা, একটা দস্তানা, একজোড়া চশমা—একটা মানুষ যখন তার জীবনটা শেষ করে দেয় তখন সে যে কোন্ বস্তু স্মৃতি-চিহ্ন হিসাবে বা মূল্যবান বস্তু হিসাবে সঙ্গে নিতে চায় তা কে জানে। আর ছুরিটার কথা ? হয় তো পড়ে যাবার সময় তার হাত লেগেই ওটা ছিটকে পড়ে গিয়েছিল। হতে পারে কথাগুলি আমি ছেলেমানুষের মত বলছি, কিন্তু আমার ধারণা উইলোবি স্মিথ নিজের হাতেই তার এই দশা ঘটিয়েছে।"

মনে হল, এই কথা শুনে হোমস চমকে উঠল। তার পরই সে চিন্তায় ডুবে গিয়ে কিছুক্ষণ ঘরময় পায়চারি করল, আর সিগারেটের পর সিগারেট পোড়াতে লাগল।

অবশেষে বলল, "অধ্যাপক কোরাম, বলুন তো বুরোর ঐ ক্যাবার্ডে কি আছে ?"

"চোরের কাজে লাগবার মত কিছুই নেই। পারিবারিক কাগজপত্র, আমার স্ত্রীর কিছু চিঠিপত্র, আর আমার সম্মানার্থে প্রদত্ত কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা। এই তো চাবি আছে। আপনি নিজের চোখেই দেখতে পারেন।"

হোমস চাবিটা নিয়ে একমুহূর্ত সেটাকে দেখল, তারপর ফিরিয়ে দিল।

"না ; তাতে আমার কোন লাভ হবে বলে মনে হয় না। আমি বরং চুপচাপ আপনার বাগানে চলে যেতে চাই। সেখানে বসে সমস্ত ব্যাপারটা আর একবার ভেবে দেখব। আত্মহত্যার কথা আপনি যা বললেন তার স্বপক্ষেও কিছু বলবার থাকতে পারে। অধ্যাপক কোরাম, আপনার ঘাড়ে এসে চেপে বসার জন্য ক্ষমা চাইছি ; তবে আপনাকে কথা দিচ্ছি, লাঞ্চ শেষ হবার আগে আর আপনাকে বিরক্ত করব না। দুটোর সময় আবার আমরা আসব, আর ইতিমধ্যে কোন কিছু ঘটলে তাও আপনাকে জানাব।"

হোমস আশ্চর্য রকমের অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ নীরবে বাগানের পথ ধরে এদিক-ওদিক হাঁটতে লাগল।

"কোন সূত্র পেলে কি ?" অবশেষে আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

সে বলল, "যে সিগারেটগুলো খেলাম তার উপরেই সব নির্ভর করছে। হয় তো আমারই ভুল হয়েছে। সিগারেটই সেটা ধরিয়ে দেবে।"

আমি চেঁচিয়ে বললাম, "ভাই হোমস, এ সব কি বলছ—"

"ঠিক আছে, নিজেই দেখতে পাবে। যদি না দেখতে পাও, কোন ক্ষতি নেই। অবশ্য চশমাওয়ালার সূত্রটা তো হাতে আছেই। কিন্তু এটা পেলে পথ অনেকটা সহজ হবে। আরে, ভালমানুষ মিসেস মার্কার আসছে। তার সঙ্গে পাঁচ মিনিট কথাবার্তা বলে কিছু জেনে নেওয়া যাক।"

আগেও অনেক সময়ই বলেছি, ইচ্ছা করলে হোমস খুব সহজেই মেয়েদের বিশ্বাসভাজন হতে পারে। যে সময়ের কথা সে বলল তার অর্ধেক সময়ের মধ্যেই সে গৃহকর্ত্রীটির মন জয় করে ফেলল এবং এমনভাবে তার সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিল যেন কত বছরের পরিচয়।

"হ্যাঁ মিঃ হোমস, আপনি যা বলছেন ঠিক তাই। উনি ভীষণ ধূমপান করেন। সারা দিন, অনেক সময় সারাটা রাতও স্যার। একদিন সকালে ঘরে ঢুকে দেখি,—সত্যি স্যার, আপনার মনে হবে বুঝি লন্ডনের কুয়াসা ঘরের মধ্যে নেমেছে। বেচারি মিঃ স্মিথ, তিনিও ধূমপান করতেন, কিন্তু অধ্যাপকের মত অত নয়। আর তার স্বাস্থ্য—ধূমপান করলে স্বাস্থ্য ভাল হয় কি খারাপ হয় আমি জানি না।"

হোমস বলল, "আহা, ক্ষিধে তো মেরে দেয়।"

"তা ঠিক জানি না স্যার।"

"আমার তো মনে হয়, অধ্যাপক কিছুই খান না। তাই না ?"

"দেখুন, ওটা একেক দিন একেক রকম। অন্তত ওনার বেলায় তাই।"

"যে পরিমাণ সিগারেট তাকে খেতে দেখলাম তাতে আমি বাজি ধরে বলতে পারি আজ সকালে তিনি প্রাতরাশ খান নি, আর দুপুরের খাবার টেবিলেও বসবেন না।"

boiRboi.net

"এখানে আপনি হেরে গেলেন স্যার, কারণ সকালে তিনি মোটা রকম প্রাতরাশ খেয়েছেন। এর চাইতে বেশী খেতে তাকে কখনও দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না, আর লাঞ্চের জন্যও তো কাটলেট-এর একটা ভাল ডিসের হুকুমই করেছেন। আমি নিজেও অবাক হয়ে গেছি, কারণ গতকাল ঐ ঘরে ঢুকে মিঃ স্মিথকে মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখার পর থেকে আমি তো খাবার জিনিস দুই চক্ষে দেখতে পারছি না। অবশ্য নানা রকমের লোক নিয়েই তো সংসার। এ ঘটনায় অধ্যাপকের ক্ষিধে কিন্তু কিছুমাত্র কমে নি।"

বাগানে ঘুরে ঘুরেই সকালটা কাটিয়ে দিলাম। আগের দিন সকালে ছেলেরা নাকি চ্যাথাম রোডে একটি অপরিচিত স্ত্রীলোককে দেখেছে। সেই গুজব শুনে স্ট্যানলি হপকিন্স গ্রামের দিকে চলে গেছে তদন্ত করতে। বন্ধুকে দেখলে মনে হয় তার স্বাভাবিক শক্তি-সামর্থ্য সব যেন তাকে ছেড়ে গেছে। এ রকম দায়-সারাভাবে কোন মামলা পরিচালনা করতে তাকে কখনও দেখি নি। এমন কি হপকিন্স যখন ফিরে এসে জানাল যে সেই ছেলেদের সঙ্গে তার দেখা হয়েছে এবং হোমসের বিবরণ মত এবং চশমা অথবা পিন্স্-নে পরা একটি স্ত্রীলোককেও তারা সত্যি দেখেছে, তাতেও হোমসের বিশেষ কোন ভাবান্তর দেখা গেল না। বরং দুপুরে খেতে বসলে সুসান যখন নিজের থেকেই জানাল যে, তার বিশ্বাস গতকাল সকালে মিঃ স্মিথ একবার বেড়াতে বেরিয়েছিলেন এবং ফিরেছিলেন দুর্ঘটনার মাত্র আধা ঘণ্টা আগে, তখন হোমস মনোযোগ দিয়েই সে কথাগুলি শুনল। এই ঘটনার তাৎপর্য আমি নিজে কিছু উপলব্ধি করতে পারলাম না, কিন্তু পরিষ্কার বুঝতে পারলাম, হোমস এই ঘটনাকে তার নিজস্ব পরিকল্পনার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে মনে মনে সচেষ্ট হয়ে উঠেছে। হঠাৎ চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে ঘড়িটা দেখল। বলল, "মশাইরা, দুটো বাজে। উপরে গিয়ে আমাদের অধ্যাপক বন্ধুটির সঙ্গে একটা ফয়সালা করতে হবে।"

বৃদ্ধের খাওয়া সবে শেষ হয়েছে ; শূন্য থালাটা দেখেই তার ভাল ক্ষিধের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে ; গৃহকর্ত্রীটি ঠিকই বলেছিল। সাদা দাড়ি ও জ্বলন্ত চোখ নিয়ে সে যখন আমাদের দিকে মুখ ফেরাল তখন তাকে একটি অলৌকিক মূর্তির মত দেখাচ্ছিল। সেই অক্ষয় সিগারেট তার মুখে জ্বলছে। সাজ-পোশাক পরে আগুনের পাশে একটা হাতল-চেয়ারে বসে আছে।

"এই যে মিঃ হোমস, রহস্যের সমাধান কিছু হল ?"

টেবিলের উপর রাখা পাশের সিগারেটের বড় টিনটা সে আমার সঙ্গীর দিকে ঠেলে দিল। সেই মুহূর্তে হোমসও হাতটা বাড়িয়ে দিল, আর দুজনের হাতের ধাক্কায় টিনটা উল্টে গেল। মিনিটখানেক কি দু'মিনিট সময় আমরা সকলেই হাঁটু ভেঙে বসে খুঁজেপেতে ছড়ানো সিগারেটগুলো কুড়োতে লাগলাম। আবার যখন উঠে বসলাম, দেখি হোমসের চোখ দু'টি চকচক করছে, আর তার গালে লেগেছে রঙের আভা। শুধু সংকট-মুহূর্তেই আমি এই যুদ্ধ-সংকেত উড়তে দেখেছি।

সে বলল, "হ্যাঁ, সমাধান করে ফেলেছি।"

স্ট্যানলি হপকিন্স ও আমি অবাক হয়ে তাকালাম। বৃদ্ধ অধ্যাপকের শীর্ণ মুখমণ্ডলে একটা বিদ্রূপ যেন কাঁপতে লাগল।

"বটে ! ঐ বাগানে ?"

"না, এখানে।"

"এখানে ! কখন ?"

"এই মুহূর্তে।"

"আপনি তামাসা করছেন মিঃ শার্লক হোমস। এ কথা বলতে আপনি আমাকে বাধ্য করেছেন যে এরকম একটা গুরুতর ব্যাপার নিয়ে এভাবে আলোচনা করা উচিত নয়।"

"অধ্যাপক কোরাম, আমার যুক্তি-শৃংখলের প্রতিটি গিঁট আমি আগুনে পুড়িয়ে পরীক্ষা করেছি, এবং নিশ্চিতভাবেই বলছি যে আমার যুক্তিটি সম্পূর্ণ খাঁটি। আপনার উদ্দেশ্য কি, বা এই অদ্ভুত ব্যাপারে আপনার সঠিক ভূমিকাই বা কি, তা আমি এখনই বলতে পারছি না। হয়তো কয়েক মিনিটের মধ্যে আপনার মুখ থেকেই সেটা শুনতে পাব। ইতিমধ্যে, আপনার ভালর জন্যই যা ঘটে গেছে তার বিবরণ আপনার সামনে রাখছি, যাতে এখনও যে তথ্য আমার জানা দরকার সেটা আপনি জানতে পারেন।

"একটি মহিলা গতকাল আপনার পড়ার ঘরে ঢুকেছিল। আপনার বুরোতে রাখা কিছু দলিল হস্তগত করার অভিপ্রায় নিয়েই সে এসেছিল। তার ছিল একটা নিজস্ব চাবি। আপনার চাবিটা পরীক্ষা করে দেখবার সুযোগ আমার হয়েছিল ; বার্নিশের উপর আঁচড় পড়বার জন্য চাবিটার গায়ে যেটুকু রং লাগা উচিত ছিল আপনার চাবিতে তা দেখতে পাই নি। কাজেই আপনি মহিলাটির এই কাজের সহযোগী নন এবং আমি যতদূর জেনেছি আপনার অজ্ঞাতসারেই আপনার জিনিস লুট করতে সে এসেছিল।"

অধ্যাপকের ঠোঁট থেকে একটা ধোঁয়ার মেঘ উড়ে গেল।

সে বলল, ''কথাগুলি যেমন আকর্ষণীয় তেমনই শিক্ষাপ্রদ। আপনার আর কিছু বলবার নেই ? মহিলাটির এতটা খোঁজ যখন পেয়েছেন, তখন তার পরিণতি কি হল সেটাও নিশ্চয় বলতে পারবেন।''

''সেই চেষ্টাই করব। প্রথমত, আপনার সচিব তাকে ধরে ফেলে, আর সেও পালাবার জন্য তাকে ছুরি মারে। আমার ধারণা, এই শোচনীয় দুর্ঘটনাটা একান্তই আকস্মিক ; এ রকম মারাত্মক আঘাত করবার ইচ্ছা মহিলাটির ছিল না। খুনী কখনও নিরস্ত্র হয়ে আসে না। নিজেরই কৃতকর্মে আতংকিত হয়ে সে উন্মাদের মত ঘটনাস্থল থেকে ছুটে চলে যায়। তার দুর্ভাগ্য যে ধ্বস্তাধ্বস্তিতে সে চশমাটা হারিয়ে ফেলে এবং যেহেতু তার চোখের দৃষ্টি অত্যন্ত ক্ষীণ, চশমাহীন অবস্থায় সে তখন একেবারেই অসহায়। একটা দালান বরাবর সে ছুটতে লাগল। তার ধারণা এই দালান-পথেই সে এসেছিল, কারণ দুটো দালানেই নারকেলের মাদুর বিছানো ছিল। যখন সে বুঝতে পারল যে সে ভুল পথে এসেছে, এবং ফিরে যাবার পথ পিছন থেকে বন্ধ হয়ে গেছে, তখন অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। এ অবস্থায় সে কি করবে ? ফিরে যেতে পারবে না যেখানে আছে সেখানেও থাকা চলে না। তাই এগিয়েই চলল। কয়েকটা সিঁড়ি বেয়ে উঠে ধাক্কা দিয়ে দরজাটা খুলেই দেখল, সে আপনার ঘরে ঢুকে পড়েছে।''

বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে হোমসের দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধ লোকটি হাঁ করে বসে আছে। তার মুখে ফুটে উঠেছে বিস্ময় ও ভীতি। অনেক চেষ্টা করে দুই কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে সে কৃত্রিম হাসি হেসে উঠল।

বলল, ''সবই ভাল মিঃ হোমস, তবে এই চমৎকার কাহিনীতে একটি ছোট ত্রুটি আছে। আমি আমার ঘরেই ছিলাম, সারাদিন ঘর থেকে কোথাও যাই নি।''

''তাও আমি জানি অধ্যাপক কোরাম।''

''আপনি কি বলতে চান আমি বিছানায়ই শুয়েছিলাম, অথচ একটি স্ত্রীলোক আমার ঘরে ঢুকল আর আমি তা জানতে পারলাম না ?''

''সেকথা তো আমি বলি নি। আপনি জানতেন, তার সঙ্গে কথা বলেছেন। আপনি তাকে চিনতে পেরেছেন। আপনি তাকে পালাতে সাহায্য করেছেন।''

অধ্যাপক আবারও উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল। সে তখন উঠে দাঁড়িয়েছে। দুটো চোখ অঙ্গারের মত জ্বলছে।

চীৎকার করে বলল, ''আপনি উন্মাদ ! আপনি উন্মাদের মত কথা বলছেন ! আমি তাকে পালাতে সাহায্য করেছি ? সে এখন কোথায় আছে ?''

''ওখানে আছে,'' ঘরের কোণে রাখা উঁচু বুক-কেসটা দেখিয়ে হোমস বলল।

দেখলাম, বৃদ্ধ লোকটি দুই হাত শূন্যে ছুঁড়ল, তার বিকৃত মুখটা ভীষণভাবে আকুঞ্চিত হল, সে ধপ্ করে চেয়ারে বসে পড়ল। ঠিক সেই মুহূর্তে হোমস যে বুক-কেসটা দেখিয়েছিল সেটা একটা কব্জার উপর ঘুরে গেল, আর একটি স্ত্রীলোক ছুটে বেরিয়ে এল।

''আপনি ঠিক বলেছেন'' স্ত্রীলোকটি বলল ; তার কণ্ঠস্বরে একটা অদ্ভুত বিদেশী টান। ''আপনি ঠিক বলেছেন ! আমি এখানেই আছি।''

তার শরীর ধূলি-ধূসরিত, দেওয়ালের মাকড়শার জালে মাখামাখি। তার মুখটাও নোংরা ; দেখলেই বোঝা যায় কোন সময়েই সে সুন্দরী ছিল না ; তার শারীরিক গঠনের সঙ্গে হোমসের বিবরণের হুবহু মিল আছে ; উপরন্তু আছে একটি লম্বা শক্ত চিবুক। কিছুটা স্বাভাবিক দৃষ্টিক্ষীণতা, আর কিছুটা অন্ধকার থেকে আলোয় আসার দরুন স্ত্রীলোকটি বিমূঢ়ভাবে চোখ মিটমিট করে আমাদের দেখতে লাগল। তথাপি এত সব ত্রুটি সত্ত্বেও স্ত্রীলোকটির চাল-চলনে এমন একটা আভিজাত্য ছিল, তার উদ্ধত চিবুক ও উন্নত মাথায় ছিল এমন একটা সাহসিকতার আভাষ যা সহজেই শ্রদ্ধা ও প্রশংসা আদায় করে নিতে পারে। স্ট্যানলি হপকিন্স তাকে গ্রেপ্তার করার উদ্দেশ্যে তার কাঁধে হাত রাখলে স্ত্রীলোকটি ভদ্রভাবে হাতটা সরিয়ে দিল ; তার আচরণে এমন একটা মর্যাদাবোধ প্রকাশ পেল যাকে অমান্য করা চলে না। বৃদ্ধ লোকটি তখনও চেয়ারেই বসে আছে ; তার মুখটা কাঁপছে ; একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে স্ত্রীলোকটির দিকে।

স্ত্রীলোকটি বলল, ''হ্যাঁ স্যার, আমি আপনার বন্দিনী। যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম সেখান থেকে আমি সবই শুনেছি। আপনি সত্য কথাই জেনেছেন। সব স্বীকার করছি। আমিই যুবকটিকে খুন করেছি। কিন্তু আপনি ঠিক বলেছেন যে খুনটা আকস্মিকভাবে ঘটে গেছে। আমার হাতে যে একটা ছুরি ছিল তাও আমি জানতাম না। বেপরোয়া হয়ে হাতের কাছে যা পেয়েছিলাম তাই তুলে নিয়ে তার হাত থেকে ছাড়া পাবার জন্যই তাকে আঘাত করেছিলাম। হ্যাঁ, আমি সত্য কথাই বলছি।''

হোমস বলল, ''ম্যাডাম, আমি ভাল করেই জানি এটাই

আসল সত্য। কিন্তু মনে হচ্ছে আপনি মোটেই সুস্থ নন।"

তার মুখখানা কালো হয়ে গেছে ; ঝুল-কালি মেখে আরও বীভৎস দেখাচ্ছে। বিছানার একপাশে বসে সে আবার কথা বলতে শুরু করল।

"আমার হাতে সময় খুব অল্প, তবু সব কথাই আপনাদের জানিয়ে যাব। আমি এই লোকটির স্ত্রী। উনি ইংরেজ নন। রুশ। ওর নাম আমি বলব না।"

এই প্রথম বৃদ্ধ লোকটি নড়েচড়ে বসল। বলে উঠল, "ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন আন্না ! ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন !"

তীব্র ঘৃণার দৃষ্টিতে স্ত্রীলোকটি তার দিকে তাকাল। বলল, "এই হতভাগা জীবনকে কেন তুমি এমনভাবে আঁকড়ে ধরে আছ সার্গিয়ুস ? এর ফলে ক্ষতি হয়েছে অনেকের, কিন্তু ভাল হয় নি কারও—এমন কি তোমার নিজেরও না। যাই হোক, ঈশ্বরের নির্দিষ্ট সময়ের আগেই এই দুর্বল সুতোটাকে কেটে দেওয়ার কাজটা আমার নয়। এই অভিশপ্ত বাড়ির চৌকাঠ পার হবার পর থেকে অনেক কষ্টই তো সহ্য করেছি। কিন্তু আমাকে সব কথা বলতে হবে, নইলে আর সময় পাব না।

"এইমাত্র বলেছি, আমি এই লোকটির স্ত্রী। ওর বয়স যখন পঞ্চাশ আর আমি কুড়ি বছরের একটি বোকা মেয়ে, তখন আমাদের বিয়ে হয়। সেটা রাশিয়ার একটি শহরের ঘটনা, একটি বিশ্ববিদ্যালয়—তার নাম আমি বলব না।"

বৃদ্ধ লোকটি আবার বলল, "ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন আন্না !"

"আমরা ছিলাম সংস্কারপন্থী—বিপ্লবী—নৈরাজ্যবাদী, বুঝলেন। উনি, আমি এবং আরও অনেকে। তারপর গোলমাল পাকিয়ে উঠল, একজন পুলিশ অফিসার খুন হল, অনেককে গ্রেপ্তার করা হল, সাক্ষী-প্রমাণের দরকার হল, আর নিজের জীবন বাঁচাতে এবং মোটা পুরস্কারের লোভে আমার স্বামী নিজের স্ত্রী ও সঙ্গীদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করল। হ্যাঁ, তার স্বীকারোক্তির ফলে আমরা সকলেই গ্রেপ্তার হলাম। কেউ ফাঁসিতে প্রাণ দিল, কেউ গেল সাইবেরিয়ায়। আমি ছিলাম দ্বিতীয় দলে, কিন্তু আজীবন দণ্ড আমার হল না। অসদুপায়ে অর্জিত অর্থ নিয়ে আমার স্বামী ইংলণ্ডে চলে এল এবং সেই থেকে এইভাবে গোপনে বসবাস করতে লাগল ; কারণ সে ভালভাবেই জানত যে দলের লোকেরা খোঁজ পেলে উচিত শাস্তি পেতে তার এক সপ্তাহও লাগবে না।"

বৃদ্ধ লোকটি কম্পিত হাত বাড়িয়ে একটা সিগারেট তুলে নিল। বলল, "এখন আমি তোমার হাতের মধ্যে আন্না। তুমি তো সব সময়ই আমার প্রতি সদয় ছিলে।"

মহিলাটি বলল, "ওর শয়তানীর চরম কথা তো এখনও আপনাদের বলি নি। সংঘের কমরেডদের মধ্যে একজন ছিল আমার মনের মানুষ। সে ছিল মহৎ, নিঃস্বার্থ, প্রেমিক—যার কোনটাই আমার স্বামী নয়। সে হিংসাকে ঘৃণা করত। আমরা সবাই ছিলাম দোষী—অবশ্য এটা যদি দোষ হয়—কিন্তু সে দোষী ছিল না। এ পথ থেকে সরে যেতে সে সব সময়ই আমাকে চিঠি লিখত। সেই চিঠিগুলো পেলে সে হয় তো বেঁচে যেত। আমার দিনপঞ্জীও তাকে বাঁচাতে পারত, কারণ সেই দিনপঞ্জীতে দিনের পর দিন আমি লিখে রেখেছিলাম তার প্রতি আমার অনুরাগের কথা, আমাদের দুজনের মতামতের বিবরণ। আমার স্বামী খোঁজ পেয়ে দিন-পঞ্জী ও চিঠিগুলো আটক করল। সেগুলো লুকিয়ে ফেলে সেই যুবকটির প্রাণনাশের চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু সে-কাজে সে সফল হল না ; কয়েদী হিসাবে আলেক্সিস্‌কে পাঠানো হল সাইবেরিয়ায় ; আজও সেখানেই একটা সীসের খনিতে সে কাজ করছে। সে সব কথা একবার স্মরণ কর শয়তান। হ্যাঁ, তুমি শয়তান। আজ, এই মুহূর্তে যে আলেক্সিস-এর নাম উচ্চারণ করবার যোগ্যতাও তোমার নেই সে ক্রীতদাসের মত দিন কাটাচ্ছে, আর তোমাকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও আমি ছেড়ে দেব !"

সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বৃদ্ধ বলল, "তোমার মনটা তো চিরদিনই বড় ছিল আন্না।"

মহিলাটি উঠে দাঁড়াল, কিন্তু যন্ত্রণায় অস্ফুট চীৎকার করে আবার বসে পড়ল।

বলল, "আমাকে শেষ করতেই হবে। দণ্ড-কাল শেষ হবার পরেই আমার হারানো দিন-পঞ্জী ও চিঠিগুলো উদ্ধারের চেষ্টায় লেগে গেলাম। আমি জানতাম, রুশ সরকারের কাছে সেগুলো পাঠাতে পারলে আমার বন্ধুটিকে খালাস করা যাবে। জানতে পারলাম, আমার স্বামী ইংলণ্ডে এসেছে। মাসের পর মাস খুঁজতে খুঁজতে তার সন্ধান পেলাম। আমি জানতাম, দিন-পঞ্জীটা এখনও তার কাছেই আছে, কারণ সাইবেরিয়ায় থাকতে একবার তার একটা চিঠি পেয়েছিলাম ; তাতে সেই দিন-পঞ্জীর পাতা থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিয়ে সে আমাকে প্রচুর তিরস্কার করেছিল। আর এ কথাও আমি ভালভাবেই জানতাম যে তার যে রকম প্রতিহিংসাপরায়ণ স্বভাব তাতে স্বেচ্ছায়

দিন-পঞ্জীটা সে আমাকে দেবে না। কিন্তু ওটা আমাকে পেতেই হবে। সেই উদ্দেশ্যে একটি বেসরকারী গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠানের একজন এজেন্টকে নিযুক্ত করলাম। সেও সচিবের চাকরি নিয়ে আমার স্বামীর বাড়িতে ঢুকল—সার্গিয়ুস, সেই লোকই তোমার দ্বিতীয় সচিব, আর কয়েক দিনের মধ্যেই সে চাকরি ছেড়ে চলে গিয়েছিল। সে জেনে গিয়েছিল যে দরকারী কাগজপত্র সব ক্যাবার্ডে থাকে, আর চাবির একটা ছাঁচও সে করে নিয়ে গিয়েছিল। এর বেশী কিছু করতে সে রাজী হয় নি। বাড়ির একটা নক্সা আমার হাতে দিয়ে বলেছিল, দুপুরের আগে পড়ার ঘরটা ফাঁকা থাকে, কারণ সচিবটি তখন এই ঘরে কাজ করে। তাই শেষ পর্যন্ত সাহসে বুক বেঁধে আমি নিজেই এসেছিলাম কাগজগুলো নিতে। সফলও হলাম, কিন্তু হায়, তার জন্য কী দামই না দিতে হল।"

"সবে কাগজগুলি হাতে নিয়েছি, এমন সময় যুবকটি আমাকে ধরে ফেলল। সেদিন সকালেই তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। রাস্তায় তাকে দেখতে পেয়ে অধ্যাপক কোরাম-এর বাড়ির খোঁজ করেছিলাম ; সে যে তারই চাকরি করে তা তো জানতাম না।"

"ঠিক ! ঠিক !" হোমস বলল। "সচিব বাড়ি ফিরে মনিবকে পথে-দেখা মহিলাটির কথা বলেছিল। তাই তো শেষ নিঃশ্বাস ফেলবার আগে সে এই কথাটিই তাকে জানাতে চেয়েছিল যে এই সেই মহিলা যার কথা সে অধ্যাপককে বলেছিল।"

যন্ত্রণায় কুঞ্চিত মুখে মহিলাটি আদেশের সুরে বলল, "আমাকে কথা বলতে দিন। যুবকটি পড়ে যেতেই আমি ঘর থেকে ছুটে বের হলাম, দরজা ভুল করলাম এবং ঢুকে পড়লাম আমার স্বামীরই ঘরে। সে আমাকে ধরিয়ে দেবার কথা বলতেই আমিও জানিয়ে দিলাম যে সে কাজ করলে তার জীবনও থাকবে আমার হাতের মধ্যে। সে যদি আমাকে আইনের হাতে তুলে দেয় তাহলে আমি তাকে তুলে দেব আমাদের ভ্রাতৃ-সংঘের হাতে। নিজের জন্য বাঁচবার ইচ্ছা আমার ছিল না ; আমি বাঁচতে চেয়েছিলাম আমার উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য। সে জানত—আমার যা কথা তাই কাজ ; তার ভাগ্য আমার ভাগ্যের সঙ্গেই জড়িত। শুধু সেই কারণেই, আর কিছু নয়, সে আমাকে আশ্রয় দিল। সেই আমাকে ঠেলে দিল ঐ অন্ধকার গুপ্ত স্থানে—যত রাজ্যের জঞ্জাল রাখার ঐ জায়গাটার কথা শুধু সেই জানত। নিজের ঘরেই তার খাবার আসত, আর তারই কিছুটা অংশ সে আমাকে খেতে দিত। কথা হল, পুলিশ বাড়ি থেকে চলে গেলে রাতের বেলায় আমি লুকিয়ে চলে যাব, আর কোন দিন ফিরে আসব না। কিন্তু যেমন করেই হোক আমাদের সব পরিকল্পনা আপনি ধরে ফেললেন। জামার বুকের ভিতর থেকে একটা ছোট প্যাকেট বের করে সে বলল, "আমার শেষ কথাগুলি শুনে রাখুন। এই প্যাকেটটাই আলোক্সস্‌কে বাঁচাবে। আপনার মর্যাদাবোধ ও ন্যায়-নীতির উপর বিশ্বাস করেই এটা আপনার কাছে রেখে যাচ্ছি। এটা ধরুন। এটাকে রুশ দূতাবাসে পাঠিয়ে দেবেন। এবার আমার কর্তব্য শেষ, আর—"

"ওকে ধর !" হোমস চীৎকার করে উঠল। একলাফে ঘরের ওপাশে গিয়ে মহিলাটির হাত থেকে একটা ছোট শিশি সে জোর করে ছিনিয়ে নিল।

বিছানায় ঢলে পড়ে মহিলাটি বলল, "অনেক দেরী হয়ে গেছে ! অনেক দেরী ! লুকোবার জায়গা থেকে বেরিয়ে আসার আগেই আমি বিষ খেয়েছি। আমার মাথা ঘুরছে ! আমি যাচ্ছি ! ওই প্যাকেটটার কথা স্মরণ রাখবেন স্যার।"

"কেসটা খুবই সরল, আবার বেশ শিক্ষাপ্রদও বটে।" শহরে ফিরবার পথে হোমস কথাগুলি বলল। "গোড়া থেকেই পিন্স-নের উপরেই আমার দৃষ্টি পড়েছিল। ঘটনাক্রমে মৃত লোকটি যদি পিন্স্‌-নে জোড়া হাতে ধরে না থাকত তাহলে আমরা কোনদিনই সমাধানে পৌঁছতে পারতাম না। চশমাটার উচ্চশক্তি দেখেই আমি পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলাম, ঐ চশমা যে পরে সে একেবারেই অন্ধ এবং চশমা ছাড়া একেবারেই অসহায়। তোমার হয় তো মনে আছে, তুমি যখন বলেছিলে, স্ত্রীলোকটি একবারও ভুল পা না ফেলে ঐ সংকীর্ণ ঘাসের জমিটার উপর দিয়ে হেঁটে গিয়েছে তখন আমি বলেছিলাম যে কাজটা খুবই উল্লেখযোগ্য। মনে মনে আমি ধরেই নিয়েছিলাম যে, সঙ্গে আর একজোড়া চশমা না থাকলে—যেটা থাকা খুবই অস্বাভাবিক—এ কাজ করা অসম্ভব। সুতরাং সে যে এই বাড়িতেই কোথাও আছে এই ধারণার উপরেই আমি জোর দিলাম। দুটো দালানের মধ্যে একই ধরনের মাদুরের মিল দেখেও আমার মনে হয়েছিল যে স্ত্রীলোকটি হয়তো ভুল করে অধ্যাপকের ঘরেই ঢুকে পড়েছিল। এই ধারণার বশবর্তী হয়েই আমি চারদিকে কড়া নজর দিলাম এবং ঘরে ঢুকেই লুকোবার মত একটা জায়গার খোঁজ করতে লাগলাম। ঘরের কার্পেটটা আগাগোড়া পাতা এবং শক্ত করে পেরেক দিয়ে আঁটা ; কাজেই মেঝেতে কোন গুপ্ত দরজার সম্ভাবনাটা বাতিল করে দিলাম। হয় তো

বইগুলোর পিছন দিকে ফাঁকা জায়গা থাকতে পারে। তোমরা তো জান, পুরনো কালের লাইব্রেরিতে এ ধরনের ব্যবস্থা রাখা হত। আরও চোখে পড়ল, আর সব জায়গা-তেই বইগুলি স্তূপাকার করে রাখা আছে, শুধু ঐ বুক-কেসটার চারপাশেই ফাঁকা রয়েছে। তাহলে ওটাই দরজা হতে পারে। সঠিক বুঝবার মত কোন চিহ্ন দেখতে পেলাম না, কিন্তু কার্পেটের রংটা ধূসর হওয়ায় পরীক্ষার সুবিধা হল। তারপরই ওই ভাল সিগারেট অনেকগুলো খেতে শুরু করলাম এবং সন্দেহজনক বুককেসটার সামনে বেশ ভাল করে ছাই ছড়িয়ে দিলাম। কৌশলটা সাধারণ হলেও খুবই কার্যকরী। নীচে নেমে গেলাম। তুমি হয় তো আমার কথাগুলোর অর্থ তখন ঠিক বুঝতে পার নি ওয়াটসন যখন তোমার সামনেই জেনে নিলাম যে অধ্যাপক কোরাম-এর খাদ্যের মাত্রা বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে কোন দ্বিতীয় লোককে খাবার সরবরাহ করতে হলেই সেটা হওয়া সম্ভব বলে মনে করা যেতে পারে। আবার উপরের ঘরে উঠে এলাম ; সিগারেটের বাক্সটাকে উল্টে দিয়ে সেই সুযোগে মেঝেটাকে ভাল করে নজর করতেই সিগারেটের ছাইয়ের উপর পরিষ্কার পায়ের ছাপ দেখেই বুঝে ফেললাম, আমাদের অনুপস্থিতির সুযোগে বন্দিনী তার লুকোবার জায়গা থেকে বেরিয়ে এসেছে। আচ্ছা হপকিন্স, আমরা চেয়ারিং ক্রস-এ পৌঁছে গেছি। তোমার কেসের সফল পরিণতির জন্য তোমাকে অভিনন্দন জানাই। তুমি তো এখন হেডকোয়ার্টারেই যাবে। চল ওয়াটসন, তুমি আর আমি একটা গাড়ি নিয়ে রুশ দূতাবাসে চলে যাই।"

থ্রি-কোয়ার্টার নিরুদ্দেশ

The Missing Three-Quarter

বেকার স্ট্রীটের ঠিকানায় অদ্ভুত-অদ্ভুত সব টেলি-গ্রাম পেতে আমরা মোটামুটি অভ্যস্ত। কিন্তু সাত-আট বছর আগে ফেব্রুয়ারী মাসের এক বিষণ্ণ সকালে যে টেলি-গ্রামটা মিঃ শার্লক হোমসকে পনেরো মিনিট ধরে বিভ্রান্ত করে রেখেছিল সেটার কথা আমার বিশেষভাবে মনে আছে। তার নামে পাঠানো টেলিগ্রামে লেখা ছিল ঃ

"দয়া করে আমার জন্য অপেক্ষা করুন। ভয়ংকর দু-র্ভাগ্য। রাইট উইং থ্রি-কোয়ার্টার উধাও ; কাল তাকে অবশ্য চাই।—ওভার্টন।"

টেলিগ্রামটা বার বার পড়ে হোমস বলল, "স্ট্রান্ড ডাকঘরের ছাপ ; দশটা ছত্রিশে পাঠানো হয়েছে। পাঠা-বার সময় মিঃ ওভার্টন খুবই উত্তেজিত ছিলেন, ফলে কিছুটা সামঞ্জস্যহীনও বটে। যাই হোক, মনে হচ্ছে 'দি টাইমস' পত্রিকাটা পড়া শেষ হবার আগেই তিনি এখানে এসে পড়বেন, আর আমরাও সব কথা জানতে পারব। এমন কর্মহীন অবস্থায় যে সমস্যাই আমাদের কাছে স্বাগত।"

সত্যি বাজার খুব মন্দা যাচ্ছিল। এ ধরনের নিষ্কর্মা দিনকে আমি বড় ভয় করি, কারণ অভিজ্ঞতার ফলে আমি জেনেছি, আমার সঙ্গীটির মস্তিষ্ক এত বেশীমাত্রায় সক্রিয় যে তাকে বিনা কাজে বসিয়ে রাখা খুবই বিপজ্জনক। নেশার ওষুধের প্রতি আসক্তির ফলে এক সময় তার জীবন-সংশয় দেখা দিয়েছিল। কয়েক বছরের চেষ্টায় ধীরে ধীরে তার সেই নেশা আমি কাটিয়ে এনেছি। আমি জানি, সাধারণ অবস্থায় এখন আর কোন রকম কৃত্রিম উত্তেজকের প্রতি তার স্পৃহা নেই ; কিন্তু আমি ভালই জানি যে সে শয়তান এখনও মরে নি, শুধু ঘুমিয়ে আছে। আরও জানি, সে ঘুম খুবই পলকা ; আলসামন্থর দিনগুলিতে যখনই দেখি হোমসের নির্লিপ্ত মুখের উপর নেমে এসেছে বিষণ্ণতার ছায়া, আর তার রহস্যময় চোখের পাতায় নেমেছে দুশ্চিন্তার আভাষ, তখনই বুঝতে পারি তার ঘুম ভাঙার সময় হয়েছে। কাজেই এই মিঃ ওভার্টন যেই হোক তাকে সেদিন আমি আশীর্বাদ করেছিলাম, কারণ হোমসের ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ জীবনের সব ঝড়-ঝঞ্ঝা থেকেও যে নিষ্ক্রিয়তা তার পক্ষে অধিক বিপজ্জনক, তাকে কাটিয়ে উঠবার একটি রহস্যময় বার্তা নিয়েই সে আসছে।

যেমন আশা করেছিলাম, টেলিগ্রামের পরে পরেই তার প্রেরক এসে হাজির হল ; কেম্ব্রিজ-এর ট্রিনিটি কলেজের মিঃ সিরিল ওভার্টন-এর কার্ড তার আগমন ঘোষণা করল ; ষোল টোন ওজনের নিরেট হাড় ও মাংসপেশীসমন্বিত দশাসই চেহারার একটি যুবক তার চওড়া দুটি কাঁধ দিয়ে আমাদের দরজাটাকে ঢেকে দাঁড়িয়ে আমাদের দুজনকে দেখতে লাগল ; তার সুন্দর মুখখানি উদ্বেগে বিশ্রী হয়ে উঠেছে।

"মিঃ শার্লক হোম ?"

আমার সঙ্গী মাথা নীচু করল।

"আমি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড-এ গিয়েছিলাম মিঃ হোমস। ইন্সপেক্টর স্ট্যানলি হপকিন্স-এর সঙ্গে দেখাও করেছি। তিনিই আপনার কাছে আসবার পরামর্শ দিলেন। তিনি বললেন, তার বিবেচনায় কেসটা পুলিশ অপেক্ষা আপনার এক্তিয়ারেরই অন্তর্ভুক্ত।"

"দয়া করে বসুন ; বলুন ব্যাপারটা কি।"

"ভয়ংকর ব্যাপার মিঃ হোমস, স্রেফ ভয়ংকর! আমার সব চুল যে সাদা হয়ে যায় নি সেটাই আশ্চর্য। গড্‌ফ্রে স্টন্‌টোন—তার নাম নিশ্চয় শুনেছেন? সমস্ত টিমটার সেই একমাত্র ভরসা। গড্‌ফ্রেকে থ্রি-কোয়ার্টার লাইনে পেলে দল থেকে দুজনকে বাদ দিতেও আমি রাজী। পাস-এ বলুন, ট্যাক্‌লিং-এ বলুন, ড্রিব্‌লিং-এ বলুন, তার ধারে-কাছেও কেউ যেতে পারে না ; তার উপরে আছে তার হেড ; সে একাই সকলের সমান। এখন আমি কি করি বলুন? সেই কথাটাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি মিঃ হোমস। প্রথম রিজার্ভ মুরহাউস অবশ্য রয়েছে, কিন্তু তাকে তো হাফ হিসাবে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে ; তাছাড়া টাচ্‌-লাইন বরাবর খেলার বদলে সে মাঝ মাঠে খেলতেই অভ্যস্ত। তার শটের জোর আছে তা ঠিক, কিন্তু বিচার-বুদ্ধির বড় অভাব, আর সংকট-মুহূর্তে ঠিক মত ছুটতে পারে না। অক্সফোর্ড-এর দুই প্রান্তিক খেলোয়াড় মর্টন বা জনসন তো নেচে-কুঁদেই তাকে মাত করে দেবে। স্টিভেন্সন-এর যথেষ্ট গতিবেগ থাকলেও পঁচিশ গজের লাইন থেকে সে শট নিতে পারে না, আর থ্রি-কোয়ার্টার-এর খেলোয়াড় যদি বল মাটিতে পড়বার আগেই শট নিতে না পারে তাহলে শুধু গতিবেগের জোরে তো ওই পজিশনে তাকে খেলানো যায় না। না, মিঃ হোমস, গড্‌ফ্রে স্টন্‌টোনকে যদি খুঁজে বের করতে না পারেন তাহলে আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে।"

আমার বন্ধুটি সকৌতুকে বিস্ময়ের সঙ্গে এই দীর্ঘ বক্তৃতা মনোযোগ দিয়ে শুনল। অসাধারণ উৎসাহ ও আন্তরিকতার সঙ্গে লোকটি অবিরাম কথা বলতে লাগল ; প্রতিটি কথার সঙ্গেই বাদামী হাত দিয়ে নিজের হাঁটুতেই চাপড় মারতে লাগল। অতিথির কথা শেষ হলে হোমস হাতটা বাড়িয়ে তার সর্বসময়ের সঙ্গী বইটা নিয়ে "S" অক্ষরটা বের করল। কিন্তু বিচিত্র সংবাদেভরা সেই খনি-গর্ভে বৃথাই সে কোদাল চালাতে লাগল।

বলল, "উঠতি জালিয়াত আর্থার এইচ. স্টন্‌টোন আছে ; হেনরি স্টন্‌টোনকে তো আমিই ফাঁসিতে ঝুলিয়েছি ; কিন্তু গড্‌ফ্রে স্টন্‌টোন নামটা আমার কাছে নতুন।"

এবার আমাদের অতিথির অবাক হবার পালা।

সে বলল, "সে কি মিঃ হোমস! আমি ভেবেছিলাম আপনি সব খবর রাখেন। যদি গড্‌ফ্রে স্টন্‌টোন-এর নাম না শুনে থাকেন, তাহলে তো আপনি সিরিল ওভার্টনকেও চেনেন না?"

হোমস কৌতূহলভরে ঘাড় নাড়ল।

ক্রীড়াবিদ্‌টি চেঁচিয়ে বলল, "মহান স্কট! সে কি, ওয়েলস-এর বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের দলে আমিই যে ছিলাম প্রথম রিজার্ভ, আর গোটা বছরটাই তো আমি বিশ্ব-বিদ্যালয় দলের অধিনায়ক। কিন্তু সেটা কিছুই না। আমি তো ভাবতেও পারি নি যে ইংলণ্ডে এমন কোন প্রাণী আছে যে কেম্ব্রিজ, ব্ল্যাকহিথ ও পাঁচটি আন্তর্জাতিক দলের পাকা থ্রি-কোয়ার্টার খেলোয়াড় গড্‌ফ্রে স্টন্‌টোনকে চেনে না। হায় প্রভু! মিঃ হোমস, আপনি কোথায় আছেন!"

তরুণ দানবটির এই খোলাখুলি বিস্ময়ে হোমস হাসতে লাগল।

"মিঃ ওভার্টন, আপনি বাস করেন একটা ভিন্ন জগতে—অবশ্যই সেটা অনেক বেশী মধুর ও সুস্থ জগৎ। সমাজের নানা স্তরেই আমার যাতায়াত আছে, কিন্তু ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ ও সুস্থতম যে সৌখীন ক্রীড়া-জগৎ সেখানে কখনও পদার্পণ করি নি। যাই হোক, আজ সকালে আপনার অপ্রত্যাশিত আগমনের ফলে জানতে পরলাম, সেই তাজা বাতাস ও সুস্থ জীবনযাত্রার জগতেও আমার করবার মত কাজ আছে। অতএব মহাশয়, ভালভাবে বসে ধীরে সুস্থে আমাকে বলুন ঠিক কি ঘটেছে এবং আমি কি ভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি।

যুবক ওভার্টন-এর বিহ্বল দৃষ্টি দেখে মনে হল, বুদ্ধি অপেক্ষা মাংসপেশী চালানোতেই সে বেশী অভ্যস্ত ; তার পুনরাবৃত্তি ও অস্পষ্ট কথাগুলি বাদ দিলে, একে একে এই বিচিত্র কাহিনীটি সে আমাদের সামনে উপস্থিত করল।

"ব্যাপারটা এই রকম মিঃ হোমস। আগেই বলেছি, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের "রাগার" দলের আমি অধিনায়ক, আর গড্‌ফ্রে স্টন্‌টোন হচ্ছে আমাদের সেরা খেলোয়াড়। আগামী কাল অক্সফোর্ডের সঙ্গে আমাদের খেলা। গতকাল সবাই এসে বেণ্ট্‌লি-র বেসরকারী হোটেলে উঠেছি। রাত দশটায় চারদিক ঘুরে দেখলাম সব ছেলেই ঘুমুতে গেছে, কারণ আমি মনে করি, একটি দলকে খেলার উপযোগী রাখতে হলে কঠোর প্রশিক্ষণ ও প্রচুর ঘুমের প্রয়োজন। শুতে যাবার আগে গড্‌ফ্রের সঙ্গে আমার দু'একটা কথা হয়েছিল। তাকে কিছুটা বিবর্ণ ও চিন্তিত মনে হল। ব্যাপার কি জানতে চাইলাম। সে বলল, সব ঠিক আছে—শুধু একটু মাথার যন্ত্রণা। শুভরাত্রি জানিয়ে চলে এলাম। দরোয়ান বলেছে, তার আধ ঘণ্টা পরে একটি দাড়িওয়ালা কাঠখোট্টা ধরনের লোক একখানি চিঠি নিয়ে গড্‌ফ্রের সঙ্গে দেখা করতে আসে। গড্‌ফ্রে তখনও শুতে যায় নি ; চিঠিটা

সে তার ঘরেই নিয়ে যায়। চিঠিটা পড়ে গড্‌ফ্রে এমনভাবে চেয়ারে বসে পড়ল যেন কেউ তার গলায় কুঠারাঘাত করেছে। দরোয়ান ভয় পেয়ে আমাকে ডাকতে যাচ্ছিল, কিন্তু গড্‌ফ্রে তাকে বাধা দেয়, এবং এক গ্লাস জল খেয়ে সুস্থবোধ করে। তারপর সে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায়, হল-ঘরে অপেক্ষমান লোকটির সঙ্গে দু'একটা কথা বলে এবং দুজন একসঙ্গে বেরিয়ে যায়। দরোয়ান সর্বশেষ যখন তাদের দেখেছে তখন তারা স্ট্যাণ্ড-এর দিকে প্রায় ছুটে চলেছে। আজ সকালে গড্‌ফ্রের ঘর খালি, বিছানায় সে শোয় নি, তার জিনিসপত্র আগের রাতে যেমন ছিল তেমনই আছে। একটা অপরিচিত লোকের সঙ্গে সে চলে গেছে ; সেই থেকে তার কোন খবরই নেই। সে যে আর কোন দিন ফিরবে তা তো মনে হয় না। গড্‌ফ্রে ছিল জাত খেলোয়াড় ; তার আয়ত্তের বাইরের কোন কারণ ছাড়া সে কখনও এ ভাবে প্রশিক্ষণ বন্ধ করে দিত না, বা তার অধিনায়ককে বিপদে ফেলত না। না ; আমার মন বলছে, সে চিরদিনের মত চলে গেছে ; তাকে আর কোন দিন দেখতে পাব না।"

গভীর মনোযোগের সঙ্গে শার্লক হোমস এই বিচিত্র কাহিনীটি শুনল।

"আপনি কি করলেন ?" সে জিজ্ঞাসা করল।

www.boiRboi.net

"সেখানে কোন খবর আছে কি না জানবার জন্য কেম্ব্রিজে টেলিগ্রাম করলাম। তার জবাব এসেছে। সেখানেও কেউ তাকে দেখে নি।"

"সে কেম্ব্রিজ-এ ফিরে যেতে পারত কি ?"

"হ্যাঁ, অনেক রাতে একটা ট্রেন আছে—সোয়া এগারোটায়।"

"কিন্তু যতদূর জানতে পেরেছেন, সে ট্রেন সে ধরে নি।"

"না, সেখানেও তাকে দেখা যায় নি।"

"তারপর কি করলেন ?"

"লর্ড মাউণ্ট-জেমসকে তার করলাম।"

"লর্ড মাউণ্ট-জেমসকে কেন ?"

"গড্‌ফ্রের বাবা-মা নেই ; লর্ড মাউণ্ট-জেমসই তার নিকটতম আত্মীয়—মনে হয় খুড়ো।"

"বটে। এতে ব্যাপারটার উপর নতুন আলোকপাত হল। লর্ড মাউণ্ট-জেমস লণ্ডনের অন্যতম ধনী লোক।"

"গড্‌ফ্রের মুখে সেইরকমই শুনেছি।"

"আর আপনার বন্ধুটি তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ?"

"হ্যাঁ, তার উত্তরাধিকারী ; আর বৃদ্ধের বয়সও প্রায় আশী—বাতে পঙ্গু। কিন্তু লোকে বলে এখনও শক্ত হাতে বিলিয়ার্ড খেলার দণ্ড ধরতে পারে। লোকটা হাড়-কেপ্পন, জীবনে কখনও গড্‌ফ্রেকে হাত তুলে একটা শিলিংও দেয় নি। অথচ সব কিছু সেই তো পাবে।"

"লর্ড মাউণ্ট-জেমসের কাছ থেকে কোন খবর পেয়েছেন ?"

"না।"

"আপনার বন্ধুর পক্ষে লর্ড মাউণ্ট-জেমসের কাছে যাবার কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে ?"

"দেখুন, আগের রাতে কোন কারণে সে খুব চিন্তাগ্রস্ত ছিল ; সেটা যদি টাকার ব্যাপার হয়ে থাকে তাহলে কোন ধনবান নিকট আত্মীয়ের কাছে যাওয়াই তো স্বাভাবিক, যদিও আমি যতদূর শুনেছি সেখানে কিছু পাবার সম্ভাবনা খুবই কম। গড্‌ফ্রে বুড়োকে পছন্দও করত না। পারতপক্ষে সেখানে সে যেত না।

"অচিরেই সেটা বোঝা যাবে। যদি আপনার বন্ধু তার আত্মীয় লর্ড মাউণ্ট-জেমসের কাছেই গিয়ে থাকে, তাহলে বদখৎ চেহারার লোকটা এত রাতে তার কাছে এল কেন, আর তার আসাতে সেই বা এত উত্তেজিত হয়ে পড়ল কেন সেটা তো বোঝা যাচ্ছে না।"

"সিরিল ওডার্টন দুই হাতে মাথাটা চেপে ধরল। বলল, "আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

হোমস বলল, "ঠিক আছে, একটা দিন তো আছে, দেখি কি করতে পারি। আমি বলছি, এই যুবকটিকে ছাড়াই আপনি খেলার উদ্যোগ-আয়োজন যা করার করুন। আপনিই তো বলছেন, কোন অনিবার্য প্রয়োজনই তাকে এভাবে সরিয়ে নিয়ে গেছে ; কাজেই সেই প্রয়োজনই হয় তো তাকে দূরেই রেখে দেবে। চলুন, দুজনে একবার হোটেলটা ঘুরে আসি ; দেখাই যাক না, দরোয়ান কোন নতুন আলো দেখাতে পারে কি না।"

একজন সাক্ষীকে নিজের হাতের মুঠোয় আনবার কাজে শার্লক হোমসের দক্ষতা অসাধারণ ; অনতিবিলম্বেই গড্‌ফ্রে স্টন্‌টোন-এর পরিত্যক্ত ঘরে বসে দরোয়ানের মুখ থেকে সব খবর সে বের করে নিল। আগের রাতের আগন্তুকটি ভদ্রলোকও নয়, আবার মজুরও নয়। দরোয়ান তার বর্ণনা দিল একটি "মাঝারি চেহারার লোক" বলে ; বয়স পঞ্চাশ, ধূসর দাড়ি, বিবর্ণ মুখ, ভাল পোশাক। তাকে বেশ উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। দরোয়ান লক্ষ্য করেছে, চিঠিটা দেবার সময় তার হাত কাঁপছিল। গড্‌ফ্রে স্টন্‌টোন চিঠিটা দলামোচা করে পকেটে রেখে দিয়েছিল। হল-ঘরে লোকটির সঙ্গে সে কর-মর্দন করে নি। তাদের যৎসামান্য কথাবার্তার

শুধু "সময়" শব্দটাই সে বুঝতে পেরেছিল। তারপরই তারা পূর্বে বর্ণিত ভাবে দ্রুত চলে গিয়েছিল। হলের ঘড়িতে তখন ঠিক সাড়ে দশটা বাজে।

স্টনটোন-এর বিছানায় বসে হোমস বলল, "দেখা যাক। তুমিই তো দিনের বেলাকার দরোয়ান, তাই না?"

"হ্যাঁ স্যার; এগারোটায় আমার ডিউটি শেষ হয়।"

"রাতের দরোয়ান বোধহয় কিছুই দেখে নি?"

"না স্যার; শুধু একদল থিয়েটার যাত্রী দেরী করে এসেছিল। আর কেউ না।"

"গতকাল সারা দিনই তুমি ডিউটিতে ছিলে?"

"হ্যাঁ স্যার।"

"মিঃ স্টনটোনকে কোন চিঠিপত্র পৌঁছে দিয়েছিলে কি?"

"হ্যাঁ স্যার; একটা টেলিগ্রাম।"

"আচ্ছা; খুব ইন্টারেস্টিং। সেটা কখন?"

"ছ'টা নাগাদ।"

"টেলিগ্রামটা যখন দিলে তখন মিঃ স্টনটোন কোথায় ছিলেন?"

"তার এই ঘরে।"

"টেলিগ্রামটা যখন খোলা হয় তখন তুমি উপস্থিত ছিলে?"

"হ্যাঁ; কোন জবাব নিয়ে যেতে হবে কি না তার জন্য অপেক্ষা করছিলাম।"

"কোন জবাব ছিল কি?"

"হ্যাঁ স্যার। জবাব লিখে দিয়েছিলেন।"

"তুমি নিয়ে গিয়েছিলে?"

"না; তিনি নিজেই নিয়ে গিয়েছিলেন।"

"কিন্তু তোমার সামনেই তো চিঠিটা লিখেছিলেন?"

"হ্যাঁ স্যার। আমি দরজার পাশে দাঁড়িয়েছিলাম, আর তিনি ছিলেন ঐ বস্তাটার দিকে পিঠ দিয়ে। লেখা শেষ করে তিনি বললেন, ঠিক আছে দরোয়ান, আমিই এটা নিয়ে যাচ্ছি।"

"কি দিয়ে লিখেছিলেন?"

"একটা পেন দিয়ে স্যার।"

"টেবিলে যে টেলিগ্রামের ফর্মগুলো আছে তারই একটাতে কি?"

"হ্যাঁ স্যার; ঠিক উপরের ফর্মটায়।"

হোমস উঠল। ফর্মগুলো নিয়ে জানালার কাছে গেল এবং সকলের উপরের ফর্মটা ভাল করে দেখতে লাগল।

হতাশভাবে সেগুলোকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে বলল, "বড়ই দুঃখের কথা, তিনি পেন্সিল দিয়ে লেখেন নি। তুমি হয় তো লক্ষ্য করেছ ওয়াটসন যে অনেক সময়ই লেখার দাগটা নীচে ফুটে বেরোয়—আর তার ফলে অনেক সুখের বিয়েই ভেঙে যায়। যাই হোক এখানে কোন দাগই দেখতে পাচ্ছি না। যা হোক, দেখে আনন্দ হচ্ছে যে একটা মোটা-মুখ পালকের কলম দিয়ে তিনি লিখেছিলেন; কাজেই ব্লটিং প্যাডের উপর যে তার ছাপ দেখতে পাব সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আরে, তাই তো, এই তো ছাপ রয়েছে।"

ব্লটিং-প্যাডের খানিকটা ছিঁড়ে একটা সংকেত-লিপি সে আমাদের দিকে মেলে ধরল।

সিরিল ওভার্টন খুবই উত্তেজিত হয়ে উঠল। বলল, "ওটাকে আয়নার সামনে-ধরুন।"

হোমস বলল, "তার দরকার হবে না। কাগজটা পাতলা, কাজেই উল্টো করে ধরলেই সঠিক কথাগুলো পড়া যাবে। এই তো।" কাগজটা উল্টো করে ধরে সে পড়তে লাগল:

"ঈশ্বরের দোহাই, আমাদের পাশে দাঁড়ান—"

"তাহলে নিরুদ্দেশ হবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে গড্‌ফ্রে স্টনটোন যে টেলিগ্রামটা পাঠিয়েছিলেন এটাই তার শেষ অংশ। তার-বার্তার অন্তত ছ'টা শব্দ আমরা পাচ্ছি না; কিন্তু যেটুকু পাওয়া যাচ্ছে—'ঈশ্বরের দোহাই আমাদের পাশে দাঁড়ান!'—তাতেই বোঝা যাচ্ছে যুবকটি ভয়ংকর একটি আসন্ন বিপদের কথা বুঝতে পেরেছিল, আর কোন একজন লোক সেই বিপদের হাত থেকে বাঁচাতে পারত। লক্ষ্য কর 'আমাদের'! এর সঙ্গে আরও একজন জড়িত আছে। সেই দাড়িওয়ালা বিষণ্ণ-মুখ অতীব বিচলিত লোকটি ছাড়া আর কে হতে পারে? তাহলে গড্‌ফ্রে স্টনটোন আর এই দাড়িওয়ালা লোকটার মধ্যে কি সম্পর্ক থাকতে পারে? আর যার কাছ থেকে তারা প্রত্যেকেই আসন্ন বিপদে সাহায্য চাইছে সেই তৃতীয় লোকটিই বা কে? আমাদের অনুসন্ধানের ক্ষেত্র এখন অনেকটা ছোট হয়ে এসেছে।"

আমি বললাম, "আমাদের এখন বের করতে হবে টেলিগ্রামটা কাকে পাঠানো হয়েছিল।"

"ঠিক বলেছ ভাই ওয়াটসন। তোমার এই যুক্তিপূর্ণ কথাটা আমার মনেও এসেছিল। কিন্তু তুমি নিশ্চয় এটাও ভেবে দেখেছ যে, তুমি যদি ডাকঘরে গিয়ে অন্য লোকের তার-বার্তার নকলটা দেখতে চাও তাহলে সেখানকার কর্মচারীরা তোমাকে অনুগৃহীত নাও করতে পারে। এ ব্যাপারে অনেক রকম বাধা-নিষেধ আছে। যাই হোক, একটুখানি সূক্ষ্ম কাজ ও চালাকির সাহায্যেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে। ইতিমধ্যে মিঃ ওভার্টন, আপনার উপস্থিতিতেই আমি টেবিলের কাগজপত্রগুলো একবার দেখতে চাই।"

টেবিলের উপর অনেক চিঠিপত্র, বিল ও নোট-বই ছিল। সতর্ক দ্বারিং দৃষ্টি ফেলে দ্রুত কাঁপা আঙুল চালিয়ে হোমস সেগুলো উলটে উলটে দেখতে লাগল। শেষটায় বলল, "এখানে কিছু নেই। ভাল কথা, আপনার বন্ধুর স্বাস্থ্য নিশ্চয় ভাল ছিল—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই তো?"

"তার শরীর একটা ঘণ্টার মতই সুস্থ।"

"কখনও তার অসুখের কথা শুনেছেন কি?"

"একদিনও না। একবার সামান্য কাশিতে ভুগেছিল, আর একবার পড়ে গিয়ে হাঁটুতে লেগেছিল, কিন্তু সে কিছুই না।"

"হয় তো আপনি যতটা স্বাস্থ্যবান তাকে ভাবছেন আসলে তা নয়। আমার তো মনে হচ্ছে, তলে তলে তার কোন রোগ ছিল। আপনার অনুমতি পেলে এখান থেকে দু'একটা কাগজ আমি পকেটে করে নিয়ে যাব; হয় তো ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে।"

"এক মিনিট, এক মিনিট!" একটি ক্ষুব্ধ কণ্ঠের চীৎকার কানে এল। তাকিয়ে দেখি, একটি অদ্ভুত ছোটখাট বুড়ো মানুষ দরজায় দাঁড়িয়ে অনবরত কাঁপছে; তার শরীরটা কেবলই কুঁচকে যাচ্ছে। পরনে নোংরা কালো কোট, মাথায় চওড়া-কিনারা টপ-হ্যাট, গলায় ঢিলে সাদা নেকটাই—দেখলেই মনে হয় কোন গ্রাম্য পাদরি বা মুর্দাফরাসের সহকারী। তবু নোংরা বাজে চেহারা সত্ত্বেও তার কণ্ঠস্বরে এমন একটা স্পষ্টতা আছে, চাল-চলনে ফুটে উঠেছে এমন একটা ঐকান্তিকতা যাকে উপেক্ষা করা যায় না।

সে প্রশ্ন করল, "আপনারা কে স্যার? আর কোন্ অধিকারেই বা এই সব কাগজপত্রে হাত দিচ্ছেন?"

"আমি একজন বেসরকারী গোয়েন্দা; তার নিরুদ্দেশ হবার ব্যাপারটা জানতে চেষ্টা করছি।"

"ওঃ, তাই বুঝি, তাই বুঝি? তা কে আপনাকে এ কাজ করতে বলল, অ্যাঁ?"

"মিঃ স্টনটোন-এর বন্ধু এই ভদ্রলোককে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে আমার কাছে পাঠানো হয়েছিল।"

"আপনি কে স্যার?"

"আমি সিরিল ওভার্টন।"

"তাহলে আপনিই আমাকে টেলিগ্রাম করেছেন। আমার নাম লর্ড মাউণ্ট-জেমস। বেসওয়াটার বাসে চেপে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি চলে এসেছি। তাহলে আপনিই গোয়েন্দা লাগিয়েছেন?"

"হ্যাঁ স্যার।"

"খরচপত্রও আপনিই দেবেন তো?"

"দেখুন স্যার, আমার বন্ধু গডফ্রেকে খুঁজে পাওয়া গেলে সেই যে সব খরচ দিয়ে দেবে সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই।"

"আর যদি তাকে কোন দিন পাওয়া না যায়, অ্যাঁ? সে কথার জবাব দিন।"

"সে ক্ষেত্রে অবশ্য তার পরিবারের—"

"সে গুড়ে বালি স্যার!" লোকটি আর্তকণ্ঠে বলল। "আমার কাছে কিন্তু একটা পেনিও আশা করবেন না—একটা পেনিও না! বুঝলেন তো গোয়েন্দামশায়! এই যুবকের আমিই একমাত্র পরিবার. আর আমি বলছি এ ব্যাপারে আমার কোন দায়-দায়িত্ব নেই। তার যদি ভবিষ্যতের কোন আশা-ভরসা থেকে থাকে তো তার একটিই কারণ—আমি কখনও টাকাপয়সা তচনচ করি নি আর এখনও করবার ইচ্ছা নেই। আর ঐ যে সব কাগজপত্র আপনারা ইচ্ছামত নিয়ে যাচ্ছেন সে ব্যাপারে আমি বলতে চাই, ওর মধ্যে যদি মূল্যবান কিছু থেকে থাকে তাহলে সেজন্য আপনাদেরই কঠোরভাবে দায়ী করা হবে।"

শার্লক হোমস বলল, "খুব ভাল কথা স্যার। ইতিমধ্যে আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি কি? এই যুবকের নিরুদ্দেশের ব্যাপারে আপনার কোন ধারণা আছে কি?"

"না স্যার, কোন ধারণা নেই। নিজের কথা ভাববার মত যথেষ্ট বয়স তার হয়েছে, যথেষ্ট বড় সে হয়েছে; এখনও যদি সে বোকার মত হারিয়ে গিয়ে থাকে তো তাকে খুঁজবার দায়িত্ব নিতে আমি সম্পূর্ণ অস্বীকার করছি।"

চোখে দুষ্টুমির ঝিলিক ফুটিয়ে হোমস বলল, "আপনার অবস্থাটা আমি ভালই বুঝতে পারছি। হয় তো আমার অবস্থাটাই আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন না। গডফ্রে স্টনটোনকে একজন গরীব মানুষ বলেই মনে হয়। তাকে যদি অপহরণ করা হয়েই থাকে তো তার নিজস্ব যা কিছু আছে তার জন্য নিশ্চয়ই সেকাজ করা হয় নি। লর্ড মাউণ্ট-জেমস, আপনার বিষয়-সম্পত্তির খ্যাতি অনেকদূর ছড়িয়েছে, কাজেই এটা তো খুবই সম্ভব যে একটা চোরের দল আপনার বাড়িঘর, আপনার চাল-চলন ও আপনার সম্পত্তির খোঁজ-খবর জানবার জন্যই আপনার ভাই-পোকে ধরে নিয়ে গেছে।"

আমাদের খুঁতখুঁতে ছোট অতিথিটির মুখ সহসা তার নেকটাইএর মতই সাদা হয়ে গেল।

"হা ঈশ্বর! এ সব কী বলছেন! এ রকম শয়তানীর কথা তো আমার মাথায় কখনও আসে নি। পৃথিবীতে কি এমন অমানুষ শয়তানও আছে! কিন্তু গডফ্রে বড় ভাল ছেলে—সংকল্পে অটল। কোন প্রলোভনেই সে তার খুড়োর সর্বনাশ করবে না। আজ রাতেই সব কিছু ব্যাংকে সরিয়ে ফেলব। ইতিমধ্যে আপনি যথাসাধ্য চেষ্টা করুন গোয়েন্দা-মশায়। আমার অনুরোধ, তাকে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টার ত্রুটি করবেন না। আর টাকা পয়সার ব্যাপারে, পাঁচের পাত্তি বা দশের পাত্তি পর্যন্ত আপনি আমার উপরেই ভরসা করতে পারেন।"

তার মনটা খোলামেলা হলেও এই মহান কৃপণ ভদ্রলোক আমাদের কোন তথ্যই জানাতে পারল না, কারণ ভাই-পোটির

ব্যক্তিগত জীবনের কিছুই সে জানে না। টেলিগ্রামের খণ্ডিত অংশটাই আমাদের হাতে একমাত্র সূত্র। সেটাকে হাতে নিয়েই হোমস দ্বিতীয় সূত্রের খোঁজে লাগল। লর্ড মাউন্ট-জেমস ও ওভার্টনকে ছেড়ে দেওয়া হল। দলের অন্য ছেলেদের সঙ্গে তাদের এই দুর্ভাগ্য নিয়ে আলোচনা করা হল। হোটেল থেকে কিছুটা দূরেই একটা টেলিগ্রাফ-আপিস ছিল। আমরা তার বাইরে থাকলাম।

হোমস বলল, "একবার চেষ্টা করে দেখা যাক। অবশ্য একটা পরোয়ানা এনে আমরা টেলিগ্রামের নকলটা দেখতে পারি, কিন্তু এখনও আমরা সে অবস্থায় আসি নি। এতটা ভিড়ের মধ্যে কারও মুখ ওরা নিশ্চয় মনে করে রাখে নি। সাহস করে একবার চেষ্টা তো করি।"

রেলিং-এর ও-পাশে উপবিষ্ট তরুণীটিকে সে সরাসরি বলে বসল, "আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। গতকাল যে টেলিগ্রামটা করেছিলাম তাতে একটা ছোট ভুল ছিল। এখনও কোন জবাব পাই নি, তাই আমার আশংকা হচ্ছে হয় তো আমার নামটাই লিখতে ভুলে গেছি। সত্যি তাই হয়েছে কি না একটু বলতে পারবেন কি?"

তরুণী একগাদা টেলিগ্রামের নকল ওল্টাতে শুরু করল।

"কখন টেলিগ্রামটা করেছিলেন?"

"ছ'টার কিছু পরে।"

www.boiRboi.net

"কার নামে?"

ঠোঁটের উপর আঙুল রেখে হোমস আমার দিকে তাকাল। খুব গোপনে ফিস ফিস করে বলল, "টেলিগ্রামের শেষ কথাগুলি ছিল 'ঈশ্বরের দোহাই···'; কোন জবাব না পেয়ে বড়ই উৎকণ্ঠা বোধ করছি।"

তরুণী একখানি ফর্ম বের করে নিল।

"এই তো সেটা। কোন নামই নেই", কাউন্টারের উপর কাগজটা মেলে ধরে সে বলল।

হোমস বলল, "তাহলে তো বোঝাই যাচ্ছে, এই জন্যই জবাব আসে নি। সত্যি, কী বোকার মত কাজই না করেছি। গুডমর্নিং মিস; আমার দুর্ভাবনা দূর করার জন্য অনেক ধন্যবাদ।" রাস্তায় নেমে সে মুচকি হেসে হাত ঘষতে লাগল।

"কি হল?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"এগিয়েছি ভাই ওয়াটসন, আমরা এগিয়েছি। ওই টেলিগ্রামটা একবার দেখতে পাবার মত সাতটা ভিন্ন ভিন্ন মতলব আমার মাথায় ছিল, কিন্তু এভাবে প্রথমটাই যে লেগে যাবে আমি আশাই করতে পারি নি।"

"কিন্তু তুমি পেলেটা কি?"

"তদন্ত কোথা থেকে শুরু করব সেটা পেয়েছি।" একটা গাড়ি ডেকে সে বলল, "কিংস ক্রশ স্টেশন।"

"তাহলে অনেকদূর যেতে হবে?"

"হ্যাঁ, মনে হচ্ছে দুজনকেই কেম্ব্রিজ যেতে হবে। সব কিছু সেই দিকেই আঙুল দেখাচ্ছে।"

গ্রেজ ইন্ রোড ধরে যেতে বললাম, "বল তো, নিরুদ্দেশের কারণ সম্পর্কে তুমি কি কাউকে সন্দেহ করতে পেরেছ? আজ পর্যন্ত যত কেস দেখেছি তার কোনটাতেই উদ্দেশ্যটা এতখানি অস্পষ্ট ছিল বলে তো আমার মনে হয় না। তুমি কি সত্যি মনে করবে ধনী খুড়ো সম্পর্কে খবর জানবার জন্যই তাকে অপহরণ করা হয়েছে?"

"স্বীকার করছি ভাই ওয়াটসন, ওটাকে একটা সম্ভবপর ব্যাখ্যা বলে আমি মনেই করি না। অবশ্য ওই খুঁতখুঁতে বুড়ো মানুষটি যে ওতেই কাত হবে সেটা বুঝতে পেরেছিলাম।"

"তা অবশ্য হয়েছিল। কিন্তু তোমার অন্য বিকল্প কি?"

"অনেক কথাই বলতে পারি। তবে একটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের ঠিক প্রাক্কালেই ঘটনাটি ঘটেছে এবং এমন একটি লোক এর সঙ্গে জড়িত যার উপস্থিতি একটি দলের জয়লাভের পক্ষে একান্ত অনিবার্য—এই ব্যাপারটা যে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ সেটা তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে। এটা আকস্মিক যোগাযোগও হতে পারে, কিন্তু ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং। সৌখীন খেলায় কোনরকম বাজি ধরা হয় না, তবে বাইরের জনসাধারণের মধ্যে অনেকরকম বাজির ব্যাপার চলে; তাই ঘোড়দৌড়ের মাঠের গুণ্ডারা যেরকম দৌড়ের ঘোড়াকে লুকিয়ে ফেলে, তেমনই এ ক্ষেত্রেও একটি খেলোয়াড়কে সরিয়ে দিলেও হয় তো কারও স্বার্থসিদ্ধি হতে পারে। এই হচ্ছে একটি ব্যাখ্যা। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হল বর্তমানে যত হীন অবস্থাতেই থাকুক এই যুবকটি হয় তো সত্য সত্যই একটা বিরাট সম্পত্তির উত্তরাধিকারী; কাজেই মুক্তিপণ আদায় করার জন্য তাকে আটক করার একটা ষড়যন্ত্র গড়ে তোলা মোটেই অসম্ভব নয়।"

"এ সব থিয়োরিতে কিন্তু টেলিগ্রামটার কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে না।"

"তা ঠিক ওয়াটসন। ঐ টেলিগ্রামই এখনও পর্যন্ত আমাদের হাতে একমাত্র খাঁটি বস্তু, আর সেটাকে ভুললে আমাদের চলবে না। এই টেলিগ্রামের উদ্দেশ্যটা জানবার জন্যই আমরা কেম্ব্রিজের পথে চলেছি। আমাদের অনুসন্ধানের পথ এখনও অস্পষ্ট, তবু সন্ধ্যার আগেই যদি পথটা পরিষ্কার না হয়, অথবা এই পথে বেশ কিছুদূর অগ্রসর হতে না পারি তাহলেই আমি বিস্মিত হব।"

পুরনো বিশ্ববিদ্যালয় শহরে আমরা যখন প্রবেশ করলাম, তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে। স্টেশনেই একটা গাড়ি নিয়ে হোমস কোচয়ানকে বলল ডাঃ লেসলি আর্মস্ট্রং-এর বাড়ি

যেতে। কয়েক মিনিট পরেই কর্মব্যস্ত রাজপথের একটা বড় প্রাসাদের সামনে গাড়ি থামল। ভিতরে ঢুকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করবার পরে রোগী দেখার ঘরে আমাদের ডাক পড়ল। ডাক্তার তার টেবিলের পিছনেই বসে ছিল।

লেস্লি আর্মস্ট্রং-এর নামটাও যে আমার কাছে অপরিচিত হয়ে গেছে তা থেকেই বোঝা যায় ডাক্তারি ব্যবসা থেকে আমি কতখানি দূরে সরে এসেছি। এখন মনে পড়ছে, সে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল স্কুলের বিভাগীয় প্রধানদের একজন তাই নয়, বিজ্ঞানের একাধিক সংখ্যায় তার খ্যাতি সারা ইউরোপে প্রসারিত। তবু তার জীবনের এই উজ্জ্বল দিকটার কথা জানা না থাকলেও যে কেউ তাকে দেখেই প্রভাবিত হবে —চৌকো ভরাট মুখ, ঘন ভুরুর নীচে দুটি চিন্তাশীল চোখ, আর পাথরের মত শক্ত অনমনীয় চোয়াল। দৃঢ় চরিত্রের অধিকারী, সদাসতর্ক মন, কঠোর, নিস্পৃহ, সংযত ও দুর্জয় —ডাঃ লেসলি সম্পর্কে এই আমার ধারণা। আমার বন্ধুর কার্ডটা হাতে নিয়ে সে যখন আমাদের দিকে তাকাল তখন তার কঠোর মুখের দৃষ্টিতে প্রসন্নতার কোন আভাষ ছিল না।

"আপনার নাম আমি শুনেছি মিঃ শার্লক হোমস; আপনার জীবিকার খবরও আমি রাখি, যদিও সেটাকে মোটেই সমর্থন করি না।"

আমার বন্ধু শান্তভাবে বলল, "ডাক্তার, সে ব্যাপারে দেশের প্রতিটি অপরাধীকেই আপনি দলে পাবেন।"

"দেখুন স্যার, যতক্ষণ পর্যন্ত অপরাধ দমনের কাজে আপনার প্রচেষ্টা নিয়োজিত থাকে ততক্ষণ প্রতিটি বুদ্ধিমান নাগরিকের সমর্থন অবশ্য আপনার প্রাপ্য, যদিও সরকারী যন্ত্রটিই যে সে কাজের পক্ষে যথেষ্ট সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আপনার কাজকর্ম তখনই সমালোচনার বস্তু হয়ে ওঠে যখন আপনি মানুষের ব্যক্তিগত গোপন ব্যাপারে নাক গলান, যে সব পারিবারিক ব্যাপার চাপা থাকাই ভাল সেগুলিকে জনসমক্ষে তুলে ধরেন এবং যখন আপনার চাইতে কর্মব্যস্ত মানুষদের সময় নষ্ট করেন। যেমন, এই মুহূর্তে আপনার সঙ্গে কথা বলার চাইতে একটা বই লেখার কাজেই আমি ব্যস্ত থাকতে চাই।"

"সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই ডাক্তার; তবে কি জানেন, এই কথাবার্তার ব্যাপারটা আপনার বইয়ের চাইতেও বেশী গুরুত্বপূর্ণও হতে পারে। প্রসঙ্গক্রমে আপনাকে এটুকু বলতে পারি, যে সব কাজের জন্য আপনি আমার উপর দোষারোপ করলেন আমরা ঠিক তার উল্টোটাই করে থাকি; কোন পারিবারিক ব্যাপারে যেখানে সরকারী পুলিশের হাতে পড়লে অনিবার্যভাবেই জনসমক্ষে প্রকাশ হয়ে পড়ে, সেখানে আমরা সেটাকে চাপা দিয়ে রাখতেই চেষ্টা করি। দেশের নিয়মিত সেনাবাহিনীর আগে আগে যে বেসরকারী অগ্রপথিক পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় আপনি আমাকে তাদেরই একজন বলে মনে করতে পারেন। আমি আপনার কাছে এসেছি মিঃ গডফ্রে স্টনটোন সম্পর্কে কিছু খোঁজ-খবর নিতে।"

"তার সম্পর্কে কি জানতে চান?"

"আপনি তো তাকে চেনেন?"

"সে আমার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু।"

"আপনি কি জানেন তিনি নিখোঁজ হয়েছেন?"

"বটে!" ডাক্তারের রুক্ষ মুখে ভাবের কোন পরিবর্তন দেখা গেল না।

"গত রাতে তিনি হোটেল থেকে চলে গেছেন। তারপর থেকে কোন খবর নেই।"

"নিঃসন্দেহে আবার ফিরে আসবে।"

"আগামীকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুটবল ম্যাচ।"

"ও সব ছেলেমানুষী খেলাধূলার ব্যাপারে আমার কোন সহানুভূতি নেই। যুবকটিকে আমি চিনি, পছন্দ করি, তাই তার ব্যাপারে আমি আগ্রহী। ফুটবল ম্যাচ আমার জগতের মধ্যে পড়ে না।"

"মিঃ স্টনটোন-এর ভাগ্য নিয়ে তদন্তের ব্যাপারেই আমি আপনার সহানুভূতি চাইছি। আপনি কি জানেন তিনি কোথায় আছেন?"

"মোটেই জানি না।"

"গতকালের পর থেকে তাকে দেখেন নি?"

"না, দেখি নি।"

"মিঃ স্টনটোন-এর স্বাস্থ্য কি খুব ভাল ছিল?"

"সম্পূর্ণ ভাল।"

"তার কখনও অসুখ হয়েছিল বলে জানেন কি?"

"কখনও না।"

হোমস ডাক্তারের চোখের সামনে একখণ্ড কাগজ মেলে ধরল। "তাহলে তো গত মাসে কেম্ব্রিজের ডাঃ লেসলি আর্মস্ট্রং কর্তৃক গৃহীত এবং মিঃ গডফ্রে স্টনটোন কর্তৃক প্রদত্ত তেরো গিনির এই প্রাপ্তিস্বীকারসহ বিলটির ব্যাপার আপনাকে বুঝিয়ে বলতে হচ্ছে। তার ডেস্কের কাগজপত্রের মধ্যেই এটা পেয়েছি।"

ডাক্তার রাগে আগুন হয়ে উঠল।

"মিঃ হোমস, আপনার কাছে কৈফিয়ৎ দেবার কোনরকম কারণ আছে বলে আমি মনে করি না।"

হোমস বিলটা তার নোট-বইয়ের মধ্যে রেখে দিল।

বলল, "প্রকাশ্যে কৈফিয়ৎ দেওয়াটাই যদি আপনি পছন্দ করেন, আগে হোক পরে হোক তাই দেবেন। আপনাকে তো আগেই বলেছি, অন্যরা যে জিনিস প্রকাশ করতে বাধ্য হয়, আমি সেটাকে চাপা দিতে পারি। আমাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করলেই বোধহয় আপনি বুদ্ধিমানের মত কাজ করতেন।"

"এ ব্যাপারে আমি কিচ্ছু জানি না।"

লণ্ডন থেকে মিঃ স্টনটোন-এর কোন চিঠি পেয়েছেন কি?"

"নিশ্চয় না।"

"হায় রে হায়?—আবার সেই ডাকঘর!" হোমস ক্লান্তভাবে নিঃশ্বাস ফেলল। "গতকাল সন্ধ্যা ছ'টা পনেরো মিনিটে গডফ্রে স্টনটোন লণ্ডন থেকে আপনাকে একটা জরুরী টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন—নিঃসন্দেহে তার নিরুদ্দেশ হবার ব্যাপারটা সেই টেলিগ্রামের সঙ্গে জড়িত—অথচ আপনি সেটা পান নি। এটা অত্যন্ত নিন্দনীয়। আপিসে গিয়ে আমি অবশ্যই একটা অভিযোগ পেশ করে আসব।"

ডাঃ লেসলি আর্মস্ট্রং ডেস্কের পিছন থেকে লাফ দিয়ে উঠল। তার ঘোর মুখখানি রাগে লাল হয়ে উঠেছে।

বলল, "দয়া করে আমার বাড়ি থেকে আপনি চলে যান স্যার। যিনি আপনাকে এ কাজে লাগিয়েছেন সেই লর্ড মাউন্ট-জেমসকে বলে দেবেন, তার সঙ্গে বা তার লোকদের সঙ্গে আমি কোন সম্পর্ক রাখতে চাই না। না স্যার, আর একটি কথাও নয়!" সে প্রচণ্ডভাবে ঘণ্টাটা বাজাল। "জন, এই ভদ্রলোকদের বাইরে যাবার পথটা দেখিয়ে দাও।" একটি জমকালো খানসামা কঠোর ভঙ্গীতে দরজাটা দেখিয়ে দিল, আর আমরাও পথে নেমে এলাম। হোমস হো-হো করে হেসে উঠল।

বলল, "ডাঃ লেসলি আর্মস্ট্রং অবশ্যই একটি করিৎকর্মা ও দৃঢ় চরিত্রের লোক। লোকটি যদি তার প্রতিভাকে সেইদিকে ঘুরিয়ে দিত তাহলে বিখ্যাত মরিয়ার্টি'র শূন্যস্থান পূর্ণ করবার মত উপযুক্ত লোক একমাত্র সে ছাড়া আর কাউকে আমি দেখি নি। হায় ওয়াটসন, এই আতিথ্যবিহীন শহরে এখন আমরা পরিত্যক্ত, নির্বান্ধব, অথচ আমাদের উদ্দেশ্যকে বিসর্জন না দিয়ে তো এখান থেকে আমরা যেতেও পারি না। আর্মস্ট্রং-এর বাড়ির ঠিক উল্টো দিককার এই ছোট সরাইখানাটাই আমাদের সব চাইতে উপযুক্ত আশ্রয়। তুমি যদি সামনের দিককার একটা ঘর ভাড়া করে রাতের মত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রগুলো কিনতে পার, তাহলে আমি কয়েকটা খোঁজ-খবর করার সময় পেতে পারি।"

মুখে বলল বটে কয়েকটা খোঁজ-খবর, কিন্তু সময় লেগে গেল অনেক বেশী; হোমস যখন সরাইখানায় ফিরল তখন প্রায় ন'টা বাজে। যেমন ফ্যাঁকাসে তেমনই মন-মরা, সারা দেহে ধূলোভর্তি, ক্ষুৎ-পিপাসায় বড়ই অবসন্ন। টেবিলে ঠাণ্ডা খাবার রাখা ছিল; আহারাদি সেরে পাইপটা ধরিয়ে তবে সে স্বাভাবিক খোস মেজাজ ও দার্শনিক মানসিকতায় ফিরে এল। গাড়ির চাকার শব্দ শুনলেই উঠে গিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। গ্যাসের আলোয় দেখা গেল, একখানা ব্রুহাম গাড়ি ও একজোড়া ধূসর ঘোড়া ডাক্তারের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

হোমস বলল, "তিন ঘণ্টা আগে বেরিয়েছে; যাত্রা শুরু করেছে সাড়ে ছ'টায়, আর এতক্ষণে ফিরল। প্রায় দশ বারো মাইল পথ, আর প্রতিদিনই একবার, কখনও দু'বার করে এই এতটা পথ সে মেরে আসছে।"

"প্র্যাকটিস ভাল হলেই একজন ডাক্তারের পক্ষে এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।"

"কিন্তু আর্মস্ট্রং তো ডাক্তারিই করে না। সে তো একজন অধ্যাপক ও পরামর্শদাতা; চিকিৎসা-ব্যবসা নিয়ে তার কোন মাথা ব্যথা নেই, কারণ ওতে তার লেখাপড়ার কাজে বাধা হয়। তাহলে এই বিরক্তিজনক দীর্ঘ পথ সে রোজ পাড়ি জমায় কেন, আর কার সঙ্গে দেখা করতেই বা যায়?"

"তার কোচম্যান—"

"ভাই ওয়াটসন, আমি যে প্রথমে তার কাছেই গিয়েছিলাম সে বিষয়ে কি তোমার সন্দেহ আছে? কিন্তু তার সহজাত ভদ্রতাহীনতার জন্যই হোক অথবা মনিবের হুকুমেই হোক, সে তো আমার দিকে কুকুর লেলিয়ে দিল। কিন্তু কুকুর বা তার মালিক কেউই আমার লাঠিটাকে পছন্দ করল না, আর তাতেই ব্যাপারটা গোলমাল হয়ে গেল। ভাল করে মেলামেশাই করতে পারলাম না, খোঁজ-নেওয়া তো দূরের কথা। যেটুকু খবর পেয়েছি তা এই সরাইখানার একটি বন্ধুর কাছ থেকেই পেয়েছি। সেই তো আমাকে ডাক্তারের আচার-আচরণ ও এই প্রাত্যহিক ভ্রমণের কথা সে বলেছে। ঠিক সেই সময়ই গাড়িটা ঘুরে এসে দরজায় দাঁড়াল।"

"তুমি গাড়িটার পিছু নিতে পারলে না?"

"চমৎকার ওয়াটসন। আজ সন্ধ্যায় তোমার বুদ্ধি দেখছি ঝকঝক করছে। কথাটা আমার মনেও এসেছিল। হয় তো লক্ষ্য করেছ, আমাদের সরাইখানার পরেই একটা বাই-সাইকেলের দোকান আছে। ছুটে গিয়ে দোকানে ঢুকেই একটা বাইসাইকেল ভাড়া নিলাম এবং গাড়িটা দৃষ্টির আড়ালে চলে যাবার আগেই বাইসাইকেল চালিয়ে দিলাম। শীঘ্রই গাড়িটাকে ধরে ফেললাম এবং শ' খানেক গজের মত নিরাপদ দূরত্বে থেকে তার আলোর পিছু নিলাম। দেখতে দেখতে শহর ছাড়িয়ে গেলাম। গ্রামের পথ ধরে বেশ কিছুটা এগিয়েছি এমন সময় একটা মর্মান্তিক ঘটনা ঘটল। গাড়িটা থেমে গেল, ডাক্তার গাড়ি থেকে নেমে হাঁটতে হাঁটতে আমি যেখানে থেমে গিয়েছিলাম সেখান পর্যন্ত এল এবং চমৎকার বিদ্রূপের সুরে বলল, রাস্তাটা খুবই সংকীর্ণ বলেই তার আশংকা, আর তাই তার গাড়ি আমার বাইসাইকেলের চলার পথে কোন রকম বিঘ্ন সৃষ্টি করুক এটা সে চায় না। তার কথা বলার কায়দাটা অদ্ভুত। সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটার পাশ দিয়ে বাইসাইকেল চালিয়ে আমি এগিয়ে গেলাম এবং কয়েক মাইল গিয়ে একটা সুবিধামত জায়গায় থেমে পড়লাম—

দেখাই যাক গাড়িটা কতক্ষণে আসে। কিন্তু গাড়ির কোন চিহ্নই দেখা গেল না ; স্পষ্ট বুঝলাম, গাড়িটা কোন একটা পাশের রাস্তা ধরে চলে গেছে। ফিরে এলাম। তবু পথে কোন গাড়ি দেখতে পেলাম না ; অথচ দেখতেই পাচ্ছ সেই গাড়িটা এখন ফিরে এল আমারও পরে। অবশ্য গোড়ায় এই পথযাত্রাকে গড্‌ফ্রে স্টন্‌টোন-এর নিরুদ্দেশের সঙ্গে যুক্ত করার মত কোন বিশেষ কারণ আমার ছিল না ; আমি যে তার পিছু নিয়েছিলাম তার একমাত্র কারণ আপাতত ডাঃ আর্ম্‌স্ট্রং-এর যে কোন কার্য-কলাপকে অনুসরণ করাই আমাদের দিক থেকে দরকারী ; কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি, এই পথ-যাত্রার সময় কেউ তার পিছু নিচ্ছে কি না সেদিকে ডাঃ আর্ম্‌স্ট্রং-এর দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণ, কাজেই ব্যাপারটা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ব্যাপারটা যতক্ষণ পরিষ্কার না হচ্ছে ততক্ষণ আমি কিছুতেই চুপ করে থাকব না।"

"কাল আবার আমরা তার পিছু নিতে পারি।"

"পারি কি ? তুমি যতটা সোজা ভাবছ, আসলে তা নয়। কেম্ব্রিজ-শায়ারের প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে তুমি পরিচিত নও তো ? এখানে লুকোবার জায়গা মেলা ভার। যতটা পল্লী অঞ্চল আজ রাতে আমি পার হয়ে এলাম সেটা তোমার হাতের পাতার মতই সমতল ও পরিষ্কার, আর আজ রাতেই সে ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছে যে যার পিছনে আমরা লেগেছি সে লোকটা বোকা নয়। ওভার্টনকে তার করে দিয়েছি ; লণ্ডনে নতুন কোন ঘটনা ঘটলে সে যেন এই ঠিকানায় আমাদের জানিয়ে দেয়। আপাতত আমাদের একমাত্র কাজ ডাঃ আর্ম্‌স্ট্রং-এর উপর নজর রাখা। টেলিগ্রাফ আপিসের মেয়েটিই অনুগ্রহ করে স্টন্‌টোন-এর জরুরী তারবার্তার কাউন্টারফয়েল-এ আর্ম্‌স্ট্রং-এর নামটা আমাকে দেখতে দিয়েছিল। যুবকটি কোথায় আছে তা সে জানে—এ কথা আমি শপথ করে বলতে পারি—আর তা যদি সে জানে তাহলে আমরাও যদি সেটা না জানতে পারি তো সে দোষ আমাদের। এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে বর্তমানে বাড়তি সুযোগটা তারই দখলে ; কিন্তু তুমি তো জান ওয়াটসন, এরকম অবস্থায় কোন খেলা ছেড়ে যাওয়া আমার স্বভাব নয়।"

কিন্তু তবু পরদিনও সমস্যার কোন রকম সমাধান চোখে পড়ল না। প্রাতরাশের পরে একটা চিরকুট এল ; একটু হেসে হোমস সেটা আমার দিকে এগিয়ে দিল।

স্যার [চিরকুটে লেখা], —আপনাকে নিশ্চয় করে জানাচ্ছি, আমার গতিবিধি অনুসরণ করে বৃথাই সময় নষ্ট করছেন। গত রাতে নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন, আমার ব্রুহাম-এর পিছন দিকে একটা জানালা আছে। যদি বিশ মাইল পথ বাইসাইকেল চালিয়ে যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিলেন সেখানে পৌঁছবার কামনা থাকে তাহলে আমাকেই অনুসরণ করতে হবে। ইতিমধ্যে আপনাকে জানাচ্ছি, আমার পিছনে গোয়েন্দাগিরি করার হলে মিঃ গড্‌ফ্রে স্টন্‌টোন-এর কোন লাভ হবে না। আমার দৃঢ় ধারণা, সেই ভদ্রলোকের কোন উপকার যদি করতে চান তাহলে এই মুহূর্তে লণ্ডনে ফিরে যান এবং আপনার নিয়োগকারীকে বলুন যে তাকে খুঁজে বের করতে আপনি অপারগ। কেম্ব্রিজে বসে থাকলে বৃথা সময় নষ্ট হবে মাত্র।—আপনার বিশ্বস্ত

"লেসলি আর্ম্‌স্ট্রং।"

হোমস বলল, "ডাক্তার দেখছি একজন স্পষ্টবক্তা, সৎ প্রতিদ্বন্দ্বী। আচ্ছা, আচ্ছা, আমার বেশ কৌতূহল হচ্ছে। তাকে ছেড়ে যাবার আগে তাকে ভাল করে জানতেই হবে।"

আমি বললাম, "তার গাড়িটা এখনও তার দরজায়ই আছে। ঐ সে গাড়িতে উঠছে। উঠবার সময় সে একবার চোখ তুলে আমাদের জানালার দিকে তাকাল। আমি কি বাইসাইকেলটা নিয়ে একবার ভাগ্য পরীক্ষা করব ?"

"না, না ভাই ওয়াটসন। তোমার স্বাভাবিক ক্ষমতার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েই বলছি, আমার মতে এই ডাক্তারের সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী তুমি নও। আমার নিজস্ব কোন নতুন পথে হয় তো আমার উদ্দেশ্যকে সফল করতে পারব। তোমার কলাকৌশল নিয়ে তুমি এখানেই থাক, কারণ নিদ্রামগ্ন গ্রামাঞ্চলে দুটি অপরিচিত লোককে নানা রকম খোঁজ-খবর করতে দেখলে যে ধরনের গুজব ছড়াবে সেটা আমি চাই না। এই শ্রদ্ধেয় শহরে বসেই অনেক মজার দৃশ্য তুমি দেখতে পাবে ; আশা করছি, সন্ধ্যার আগেই তোমার জন্য কিছু ভাল খবর নিয়ে ফিরতে পারব।"

যাই হোক, আরও একবার হতাশ হওয়াই ছিল আমার বন্ধুর বিধিলিপি। শ্রান্ত ও ব্যর্থ হয়ে অনেক রাতে সে ফিরে এল।

"সারাটা দিনই ফাঁকা গেল ওয়াটসন। ডাক্তারের সাধারণ নির্দেশ পাবার পরে কেম্ব্রিজের ও অঞ্চলের সবগুলি গ্রাম ঘুরে দেখতে এবং কিছু সরাইওয়ালা ও স্থানীয় সংবাদ প্রতিষ্ঠানের বক্তব্য মিলিয়ে দেখতেই দিন কেটে গেল ! কিছু কিছু জায়গা অবশ্য ঘুরে এসেছি ; চেস্টার্টন, হিস্টন, ওয়াটারবীচ এবং ওকিংটন-এ অনেক ঘুরেছি, কিন্তু সবই বিফলে গেছে। ও সমস্ত নির্জন জায়গায় একখানা ব্রুহাম গাড়ি ও এক জোড়া ঘোড়ার আবির্ভাব ঘটলে নিশ্চয় লোকের নজরে পড়ত। এবারও ডাক্তারেরই জিত হয়েছে। আমার কোন টেলিগ্রাম এসেছে কি ?"

"হ্যাঁ ; আমি খুলেছি। এই নাও ; 'ট্রিনিটি কলেজের জেরেমি ডিক্সন-এর কাছে পম্পের খোঁজ করুন।' আমি কিছুই বুঝতে পারি নি।"

"আরে, এ তো খুব পরিষ্কার। আমার একটা প্রশ্নের জবাবে এটা পাঠিয়েছে আমাদের বন্ধু ওভার্টন। মিঃ জেরেমি ডিক্সনকে একটা চিরকুট পাঠান, আর তাহলেই আমাদের ভাগ্যের চাকা ঘুরে যাবে। ভাল কথা, ম্যাচ-এর কোন খবর আছে?"

"হ্যাঁ, স্থানীয় সান্ধ্য পত্রিকার সর্বশেষ সংস্করণে একটা চমৎকার বিবরণ আছে। অক্সফোর্ড একগোল ও দুই ট্রাই-তে জিতেছে। বিবরণের শেষ বাক্যটিতে বলা হয়েছেঃ 'আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী গড্‌ফ্রে স্টনটোন-এর দুর্ভাগ্যজনক অনুপস্থিতিকেই এই পরাজয়ের একমাত্র কারণ বলে অভিহিত করা হয়েছে; খেলার প্রতিপদক্ষেপেই তার অভাব অনুভূত হয়েছে। থ্রি-কোয়ার্টার লাইনের দলগত বোঝাপড়ার অভাব এবং আক্রমণ ও রক্ষণ-ভাগে তাদের দুর্বলতার জন্যই এমন একটি ভাল ও পরিশ্রমী দল পরাভূত হয়েছে"

হোমস বলল, "তাহলে আমাদের বন্ধু ওভার্টন-এর আশংকাই সত্য হল। ব্যক্তিগতভাবে আমিও ডাঃ আর্মস্ট্রং-এর সঙ্গে একমত যে ফুটবল আমার এক্তিয়ারের বাইরের বস্তু। ওয়াটসন, সকাল সকালই শুতে যাওয়া যাক, কারণ বুঝতেই পারছি যে কালকের দিনটা খুবই ঘটনাবহুল হবে।"

পরদিন সকালে হোমসকে প্রথমবার দেখেই আমি আঁতকে উঠলাম, কারণ একটা হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ হাতে নিয়ে সে তখন আগুনের পাশে বসে ছিল। সঙ্গে সঙ্গে ওটাকে তার একমাত্র দুর্বলতার সঙ্গে যুক্ত করে বসলাম; তার হাতের বস্তুটাকে চকচক করতে দেখে আমার ভয় আরও বেড়ে গেল। আমার মুখের ভাব দেখে সে হাসতে হাসতে সেটাকে টেবিলের উপরে নামিয়ে রাখল।

"না, না ভাই, ভয়ের কোন কারণ নেই। এই ক্ষেত্রে এটা শয়তানী যন্ত্র নয়, বরং এটাই হয়ে উঠবে আমাদের রহস্য-উন্মোচনের চাবি। এই সিরিঞ্জই আমার সব আশা-ভরসা। সব কিছু দেখেশুনে এইমাত্র আমি ফিরেছি। সব কিছুই আশাব্যঞ্জক। ভাল করে প্রাতরাশ খেয়ে নাও ওয়াটসন, কারণ আজই ডাঃ আর্মস্ট্রং-এর পিছু নেব এবং একবার পথে নেমে তার গর্তে না ঢোকা পর্যন্ত বিশ্রাম বা আহারের জন্য থামব না।"

আমি বললাম, "সেক্ষেত্রে তো প্রাতরাশের ব্যবস্থাটা সঙ্গে নিয়ে যাওয়াই ভাল, কারণ সে খুব ভোরেই যাত্রা করবে। তার গাড়ি দরজায় দাঁড়িয়ে আছে।

"ও নিয়ে ভেব না। তাকে যেতে দাও। তার হদিস করতে পারব না এমন জায়গায় যদি সে যেতে পারে তো বুঝব সে খুব চালাক লোক। প্রাতরাশ শেষ করে আমার সঙ্গে নীচে চল; তোমার সঙ্গে এমন একজন গোয়েন্দার পরিচয় করিয়ে দেব যে আমাদের প্রত্যাসন্ন কাজের ব্যাপারে একজন দক্ষ বিশেষজ্ঞ।"

নীচে নেমে হোমসের পিছনে পিছনে আস্তাবলের উঠোনে গিয়ে হাজির হলাম। সেখানে একটা খাঁচার দরজা খুলে সে একটি গাট্টা-গোট্টা, কান-কাটা, সাদা-বাদামী রঙের দো-আঁসলা কুকুর বের করল।

বলল, "পম্পের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি! পম্পে হচ্ছে স্থানীয় শিকারী কুকুরদের গর্ব। গঠন দেখেই বুঝতে পারছ সে ভাল ছুটতে পারে না, কিন্তু তার ঘ্রাণ-শক্তি প্রচণ্ড। দেখ পম্পে, তুমি দ্রুতগতি না হলেও আমি আশা করব যে দুজন মাঝবয়সী লণ্ডনের ভদ্রলোকের চাইতে বেশী ছুটতে পারবে; তাই তোমার কলারের সঙ্গে এই চামড়ার চেনটা বেঁধে দিলাম। এবার এস তো বাপু, দেখি তোমার কেরামতি।" কুকুরটাকে নিয়ে সে ডাক্তারের দরজায় হাজির হল। কুকুরটা মুহূর্তের জন্য চারদিকটা শুঁকল, আর তারপরেই উত্তেজনায় একটা তীব্র চীৎকার করে রাস্তা ধরে ছুটতে লাগল; আরও জোরে ছুটবার জন্য অনবরত চেনটায় টান পড়তে লাগল। আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমরাও শহর ছাড়িয়ে, গ্রাম্য পথ ধরে ছুটতে লাগলাম।

"কি করছ হোমস?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"একটা পুরনো সেকেলে কৌশল, কিন্তু অনেক সময়ই বেশ কার্যকরী হয়। আজ সকালে ডাক্তারের উঠোনে ঢুকে আমার মৌরীভর্তি সিরিঞ্জটা তার গাড়ির পিছনের চাকার উপর ছুঁড়ে দিয়েছিলাম। এই গন্ধবিশারদ কুকুরটি মৌরীর গন্ধে এখান থেকে 'জন ও গ্রোট্‌স্' পর্যন্ত ছুটে যাবে; আমাদের বন্ধু আর্মস্ট্রং কিছুতেই তাকে এড়িয়ে যেতে পারবে না। ওঃ ব্যাটা ধূর্ত রাস্কেল! সেদিন রাতে এই ভাবেই সে আমাকে ধোঁকা দিয়েছিল।"

কুকুরটা হঠাৎ বড় রাস্তা ছেড়ে একটা ঘাসে-ঢাকা গলিতে ঢুকে পড়ল। আধ মাইল যাবার পরে গলিটা আবার একটা চওড়া রাস্তায় পড়ল, আর কুকুরটাও হঠাৎ ডান দিকে মোড় নিয়ে পুনরায় ছেড়ে আসা শহরের দিকেই ছুটতে লাগল। রাস্তাটা শহরের দক্ষিণ দিকে গিয়ে আমরা যে পথ ধরে এসেছিলাম তার বিপরীত দিকে চলে গেছে।

"এই বাঁকা পথটা তাহলে আমাদের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে?" হোমস বলে উঠল। "এই সব গ্রামে আমার সব অনুসন্ধান যে বিফলে যাবে তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে? ডাক্তার জেনেশুনেই এই চালাকিটাকে খেলেছে; কাজেই এই ফাঁকিবাজির একটা কারণ তো লোকে চাইবেই। আমাদের জানদিকে ওই গ্রামটা নিশ্চয়ই ট্রাম্পিংটন। আর, হায় জোভ! ঐ তো ব্রুহামটা মোড় ঘুরে আসছে! জলদি ওয়াটসন, জলদি নইলে আমরা শেষ হয়ে যাব!"

অনিচ্ছুক পম্পেকে টানতে টানতে একটা ফটকের ভিতর দিয়ে লাফিয়ে সে মাঠের মধ্যে নেমে পড়ল। আমরা গিয়ে একটা বেড়ার আড়ালে আশ্রয় নিতে না নিতেই গাড়িটা সশব্দে আমাদের পাশ দিয়ে চলে গেল। চকিতে ডাঃ আর্মস্ট্রং-কে ভিতরে বসে থাকতে দেখলাম; দুটো কাঁধ নীচু করে দুই হাতের উপর মাথাটা রেখে বিষাদের প্রতিমূর্তির মত বসে আছে। আমার সঙ্গীটির গম্ভীর মুখ দেখেই বলে দিতে পারি সে দৃশ্য সেও দেখেছে।

সে বলল, "আমার আশংকা হচ্ছে আমাদের এই অভিযানের পরিণতি হবে ভয়ংকর। অচিরেই সেটা জানতে পারব। চলে আয় পম্পে। আরে, মাঠের মধ্যে ঐ তো একটা বাড়ি।"

বুঝতে পারলাম, আমাদের যাত্রার শেষে পৌঁছে গেছি। পম্পে ছুটে গিয়ে ফটকের বাইরে গজরাতে লাগল। সেখানে ব্রুহামের চাকার দাগ তখন স্পষ্ট চোখে পড়ছে। একটা পায়ে চলার পথ সোজা সেই নির্জন বাড়িটার দিকে চলে গেছে। কুকুরটাকে বেড়ার সঙ্গে বেঁধে রেখে আমরা সামনে এগিয়ে চললাম। বন্ধুটি ছোট্ট দরজাটার উপর বার কয়েক টোকা দিল, কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া গেল না। কিন্তু বাড়িটা তো জনহীন নয়, কারণ একটা অস্পষ্ট শব্দ আমাদের কানে আসছে—অবর্ণনীয় বিষণ্ণতায় ভরা দুঃখ ও হতাশার একটা অস্পষ্ট গোঙানির শব্দ। কি করবে বুঝতে না পেরে হোমস দাঁড়িয়ে রইল। পিছন ফিরে রাস্তাটার দিকে একবার তাকাল। ব্রুহামটা ফিরে আসছে। ধূসর রঙের ঘোড়া দুটোকে চিনতে ভুল হবার কথা নয়।

হোমস বলে উঠল, "হায় জোভ! ডাক্তার ফিরে আসছে! তাহলে তো বোঝাই গেল। সে আসবার আগেই আমাদের ব্যাপারটা জানতে হবে।"

সে দরজাটা খুলল। আমরা হলের ভিতর ঢুকে গেলাম। গোঙানির শব্দটা আরও জোরে এসে কানে লাগল, একটানা একটা আর্তনাদ ভেসে আসছে। শব্দটা আসছে নীচতলা থেকে। হোমস তীরের মত উপরে উঠে গেল। আমিও ছুটলাম। একটা আধা-বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিয়ে সম্মুখের দৃশ্য দেখে আমরা স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

একটি সুন্দরী তরুণী মৃত অবস্থায় বিছানায় শুয়ে আছে। একরাশ সোনালী চুলের মধ্যে তার শান্ত মুখের দুটি দৃষ্টিহীন বিস্ফারিত চোখ উপরের দিকে তাকিয়ে আছে। বিছানার পায়ের দিকে আধা বসা আধা হাঁটু ভাঙা অবস্থায় একটি যুবক তার জামায় মুখ লুকিয়ে আছে; অস্পষ্ট কান্নায় আবেগে তার শরীরটা কাঁপছে। নিজের তীব্র দুঃখে সে এতই মগ্ন হয়ে ছিল যে হোমস তার কাঁধে হাতটা রাখার আগে সে মুখ তুলে একবার তাকালও না।

"আপনি কি মিঃ গডফ্রে স্টনটোন?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি—কিন্তু আপনারা বড়ই দেরী করে ফেলেছেন। ও মারা গেছে।"

লোকটি এতই বিমূঢ় হয়ে পড়েছে যে তাকে আমরা কিছুতেই বোঝাতে পারলাম না যে আমরা ডাক্তার নই, চিকিৎসা করতেও আসি নি। হোমস তাকে কিছু সান্ত্বনার কথা বলে এটাই বোঝাতে চেষ্টা করছিল যে তার আকস্মিক অন্তর্ধানের ফলে তার বন্ধুরা খুবই শংকিত হয়ে পড়েছে; এমন সময় দরজায় পায়ের শব্দ হল; সেখানে দেখা দিল ডাঃ আর্মস্ট্রং-এর ভারী, কঠিন, জিজ্ঞাসু মুখটা।

সে বলল, "মশাইরা তাহলে শেষ পর্যন্ত এসে গেছেন; কিন্তু বড়ই খারাপ সময়ে এসে পড়েছেন। মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে এখানে ঝগড়া করতে আমি চাই না, কিন্তু একটা কথা বলতে চাই, আমার যদি বয়স অল্প হত তাহলে আপনাদের এই নারকীয় ব্যবহার বিনা শাস্তিতে রেহাই পেত না।"

আমার বন্ধু মর্যাদার সঙ্গে বলল, "মাফ করবেন ডাঃ আর্মস্ট্রং, আমাদের মধ্যে বোধ হয় একটু ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। দয়া করে যদি আমাদের সঙ্গে নীচে আসেন তাহলে আমরা দুই পক্ষই এ ব্যাপারে কিছু কিছু আলোকপাত করতে পারি।"

এক মিনিট পরে গম্ভীর ডাক্তারটি ও আমরা দুজন নীচের বসবার ঘরে গিয়ে জমায়েত হলাম।

ডাক্তার বলল, "বলুন স্যার।"

"প্রথমেই আপনাকে বলা দরকার যে, লর্ড মাউন্ট-জেমস আমাকে এ কাজে পাঠায় নি, আর এ ব্যাপারে আমার মনোভাব সম্পূর্ণ তার বিরুদ্ধে। একটা মানুষ যখন হারিয়ে যায় তখন তার ভাগ্য-নির্ধারণ করাই আমার কর্তব্য; আমার কাজ সেখানেই শেষ হয়ে যায়; আর সে ব্যাপারের সঙ্গে যদি অপরাধের কোন যোগ না থাকে তাহলে ব্যক্তিগত যে কোন কেলেংকারিকে বাইরে প্রকাশ করার পরিবর্তে আমি সেটাকে চাপা দিতেই চেষ্টা করি। আমার ধারণা যদি সত্যি হয়, আর এ ব্যাপারে যদি আইনবিরুদ্ধ কিছু থেকে না থাকে তাহলে সমস্ত ঘটনাটা যাতে সংবাদপত্রে প্রকাশিত না হতে পারে সে ব্যাপারে আমার বিবেচনা ও সহযোগিতার উপর আপনি সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারেন।"

ডাঃ আর্মস্ট্রং এক পা এগিয়ে এসে হোমসের হাতটা জড়িয়ে ধরল।

বলল, "আপনি বড় ভাল লোক। আমি আপনাকে ভুল বুঝেছিলাম। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ বেচারি স্টনটোনকে এ অবস্থায় একলা রেখে যাওয়ার মনটা বড়ই খুঁতখুঁত করছিল বলেই গাড়িটা ঘুরিয়ে নিয়ে এসেছিলাম, আর তাই তো আপনার সঙ্গে পরিচয় হল। আপনি তো অনেকটাই জেনেছেন; পরিস্থিতিটা খুব সহজেই বোঝা যাবে। এক বছর

আগে গডফ্রে স্টনটোন লণ্ডনে বাস করতে শুরু করে এবং বাড়ির মালিকের মেয়ের প্রেমে পড়ে তাকে বিয়ে করে। মেয়েটি যেমন সুন্দরী তেমনই ভাল, যেমন বুদ্ধিমতী তেমনই ভাল। এ রকম স্ত্রী কারও পক্ষেই লজ্জার কারণ হতে পারে না। কিন্তু গডফ্রে একটি রুক্ষ প্রকৃতির বৃদ্ধ ভদ্রলোকের উত্তরাধিকারী; এই বিয়ের খবর তার কাছে গেলেই যে উত্তরাধিকারের অবসান ঘটবে সেটা তো নিশ্চিত কথা। আমি ছেলেটিকে ভালভাবেই চিনি; তার নানাবিধ সংগুণের জন্য তাকে ভালও বাসি। তাই সব দিক সামাল দিতে সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। ব্যাপারটা যাতে কেউ না জানতে পারে সেজন্যও আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, কারণ একবার যদি কানাঘুষায় ব্যাপারটা বাইরে যায় তাহলে অচিরেই সেটা সকলের কানে পৌঁছে যাবে। এই নির্জন বাড়ি ও তার নিজের সুবিবেচনার ফলে গডফ্রে এখনও পর্যন্ত সে ব্যাপারে সফলই হয়েছে। তাদের এই গোপন খবর জানি শুধু আমি, আর জানে একটি বিশ্বাসী চাকর; আপাতত সে একটা কাজে ট্রান্সিংটন-এ গেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার স্ত্রীর সাংঘাতিক অসুখের ফলে নেমে এল প্রচণ্ড আঘাত। প্রচণ্ড রকমের ক্ষয়রোগ। বেচারি যুবকটি দুঃখে যেন পাগল হয়ে পড়ল; তবু এই ম্যাচ খেলতে তাকে লণ্ডন যেতেই হয়, কারণ আসল কারণটা না জানিয়ে সে তো ম্যাচ খেলা থেকে বিরত থাকতে পারে না, আবার আসল কারণ জানলেই তো সব গোপন কথা ফাঁস হয়ে পড়ত। একটা তার পাঠিয়ে আমি তাকে উৎসাহ দিতে চেষ্টা করলাম, আর সেও তার জবাবে আমাকে সাধ্যমত সব কিছু করবার অনুরোধ জানাল। যে কোন দুর্বোধ্য ভাবেই হোক সেই টেলিগ্রামটাই আপনি দেখে ফেলেছিলেন। বিপদের গুরুত্বটা আমি তাকে জানাই নি, কারণ আমি জানতাম এখানে এসেও সে কিছু করতে পারবে না; কিন্তু মেয়েটির বাবাকে সত্য কথাটাই জানিয়েছিলাম, আর তিনিই অবিবেচকের মত গডফ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করে বসেন। ফলে প্রায় পাগলের মত অবস্থায় সে সোজা এখানে চলে এল, আর একইভাবে বিছানার পাশে হাঁটু ভেঙে বসে রইল। আজই সকালে মৃত্যু এসে মেয়েটির সব যন্ত্রণার অবসান ঘটিয়েছে। এই সব কথা মিঃ হোমস; এখন আপনার ও আপনার বন্ধুর সুবিবেচনার উপর আমি নিশ্চয় ভরসা করতে পারি।"

হোমস ডাক্তারের হাতটা চেপে ধরল।

তারপর বলল, "চল ওয়াটসন।" সেই দুঃখভরা বাড়িটা ছেড়ে আমরা শীতকালের ম্লান সূর্যের নীচে গিয়ে দাঁড়ালাম।

মঠ কৃষিশালা

The Abbey Grange

'৯৭ সালের শীতকালের একটি হিম-ঝরা তীব্র শীতের সকালে কাঁধে সুড়সুড়ি লেগে আমার ঘুম ভেঙে গেল। জেগে দেখি হোমস। হাতের মোমবাতিটার আলো পড়েছে তার উৎকণ্ঠিত ঝুঁকে-পড়া মুখের উপর। এক-নজর দেখেই বুঝতে পারলাম, একটা কিছু গোলমাল হয়েছে।

সে চেঁচিয়ে বলল, "চলে এস ওয়াটসন, চলে এস। খেলা শুরু হয়ে গেছে। একটি কথা নয়। পোশাকটা গলিয়েই চলে এস।"

দশ মিনিট পরেই আমাদের গাড়ি নির্জন পথ ধরে সশব্দে চেয়ারিং ক্রস স্টেশনের দিকে ছুটে চলল। শীতের প্রথম আবছা ভোর হয়ে আসছে; লণ্ডন-ধোঁয়াসার অস্পষ্ট আলোর ভিতর দিয়ে দেখতে পাচ্ছি, এত ভোরেও দু'একজন মজুর কাজে বেরিয়েছে। হোমস তার ভারী কোটের আশ্রয়ে নিঃশব্দে বসে আছে। আমারও সেই অবস্থা। বাতাসে তীব্র শীত। কারও প্রাতরাশ খাওয়াও হয় নি। স্টেশনে পৌঁছে গরম চা খেয়ে কেন্টগামী ট্রেনে আরাম করে বসে তবে আমাদের কথাবার্তা বলার মত অবস্থা ফিরে এল। হোমস পকেট থেকে একটা চিঠি বের করে জোরে জোরে পড়তে লাগল:

"মঠ কৃষিশালা," মার্শাম, কেন্ট, সকাল ৩-৩০

"প্রিয় মিঃ হোমস,—একটি উল্লেখযোগ্য কেস-এ অবিলম্বে আপনার সাহায্য পেলে খুশি হব। ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আপনার এক্তিয়ারভুক্ত। মহিলাটিকে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া আর সব কিছু আমি যেমনটি পেয়েছি তেমনই যাতে থাকে সেটা আমি দেখব। স্যার ইউস্টেস্‌কে এখানে রেখে যাওয়া শক্ত বলেই বলছি, একমুহূর্তও সময় নষ্ট করবেন না।

আপনার বিশ্বস্ত

"স্ট্যানলি হপকিন্স"

"হপকিন্স আমাকে সাতবার ডেকে পাঠিয়েছে, আর প্রতিবারই দেখেছি তার ডাক পুরোপুরি সমর্থনযোগ্য", হোমস বলল। "আমার ধারণা তার প্রতিটি কেসই তোমার সংগ্রহে স্থান পেয়েছে; আর এ কথাও আমি স্বীকার করতে বাধ্য ওয়াটসন, তোমার মধ্যে বেছে নেবার এমন একটা ক্ষমতা আছে যার ফলে তোমার কাহিনীর অনেক নিন্দনীয় বিষয়কেই ক্ষমা করতে হয়। যে বস্তু শিক্ষাপ্রদ ধ্রুপদী ঘটনাবলী হয়ে উঠতে পারত, বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের পরিবর্তে সব কিছুকেই একটা গল্পের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবার মারাত্মক অভ্যাসের ফলে তুমি সে বস্তুকে একেবারেই নষ্ট করে ফেল। অত্যন্ত কুশলী ও সূক্ষ্ম কাজকে বাদ দিয়ে তুমি এমন সব চাঞ্চল্যকর

বিবরণের উপর জোর দাও যা পাঠককে উত্তেজিত করলেও সম্ভবত সংশিক্ষা কিছু দিতে পারে না।"

কিছুটা তিক্ত গলায় আমি বললাম, "তুমি নিজেই কেন সেগুলো লেখ না?"

"লিখব ভাই ওয়াটসন, লিখব। তুমি তো জান, বর্তমানে আমি খুবই ব্যস্ত; কিন্তু তোমাকে বলে রাখছি, জীবনের শেষের দিনগুলিকে আমি এমন একখানি পাঠ্যপুস্তক রচনার কাজে নিযুক্ত রাখব যাতে মাত্র একটি খণ্ডে অনুসন্ধান-তত্ত্বের সব কথাই কেন্দ্রীভূত থাকবে। আমাদের বর্তমান গবেষণাটা অবশ্য একটি হত্যাকাণ্ড নিয়ে।"

"তাহলে তুমি কি মনে কর স্যার ইউস্‌টেস্‌ মৃত?"

"তাই তো মনে করা উচিত। হপকিন্সের লেখায় যথেষ্ট উত্তেজনা ফুটে উঠেছে; কিন্তু সে স্বভাবত আবেগপ্রবণ লোক নয়। হ্যাঁ, বুঝতে পারছি, কিছু হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেছে এবং আমাদের পরীক্ষার জন্যই মৃতদেহটা রেখে দেওয়া হয়েছে। নেহাৎই আত্মহত্যার ব্যাপার হলে সে আমাকে ডেকে পাঠাত না। মহিলাটিকে ছেড়ে দেবার ব্যাপারে মনে হচ্ছে এই দুর্ঘটনার সময় তাকে তার ঘরে তালা-বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। আমরা উঁচুতলার জীবনে ঢুকতে যাচ্ছি। ওয়াটসন—চকচকে কাগজ, 'ই. বি.' সংক্ষিপ্ত নামাক্ষর; পারিবারিক প্রতীক-চিহ্ন, জমকালো ঠিকানা। মনে হচ্ছে বন্ধু হপকিন্সের সুনাম অক্ষুণ্ণ থাকবে, আর আমাদেরও সকালটা ভালই কাটবে। গতকাল রাত বারোটার আগেই অপরাধটা ঘটেছে।"

"সেটা কি করে বলছ?"

"ট্রেনের সময় ও অতিবাহিত সময়ের হিসাব করে। প্রথমে স্থানীয় পুলিশকে ডাকা হয়েছে, তারা স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড-এর সঙ্গে যোগাযোগ করেছে, হপকিন্স সেখানে গেছে এবং সেখান থেকে আমাকে খবর পাঠিয়েছে। এ সব করতে একটা রাত লেগে যাবার কথা। আরে, এই তো আমরা চিস্‌লহার্স্ট স্টেশনে এসে গেছি। শীঘ্রই আমাদের সব সন্দেহ দূর হবে।"

সরু গ্রাম্য গলি দিয়ে মাইল দুই গাড়িতে চেপে আমরা একটা বাগানের ফটকে হাজির হলাম। একটি বুড়ো পাহারাদার ফটক খুলে দিল। লোকটির বিপর্যস্ত চেহারায় একটা ভয়ানক বিপদের আভাষ। বাগানের ভিতর দিয়ে একটা বীথি চলে গেছে; দুই পাশে দাঁড়িয়ে আছে প্রাচীন দেবদারুর সারি; তার শেষ প্রান্তে একটি নীচু প্রশস্ত বাড়ি; সম্মুখে পাল্লাডিও-র অনুকরণে নির্মিত স্তম্ভ। বাড়ির মাঝখানের অংশটা খুবই পুরনো; শেওলায় ঢাকা; কিন্তু বড় বড় জানালাগুলি দেখলেই বোঝা যায় আধুনিক কালের মত করে কিছু কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে, আর বাড়ির একটা প্রান্তের অংশ একেবারে হাল আমলের তৈরী। খোলা দ্বার-পথেই আমরা ইন্সপেক্টর স্ট্যানলি হপকিন্সের যৌবনদীপ্ত, সদাসতর্ক, আগ্রহদীপ্ত মুখের সম্মুখীন হলাম।

"আপনি আসায় খুব খুশি হয়েছি মিঃ হোমস। ডাঃ ওয়াটসন, আপনি আসাতেও! অবশ্য পরে যাবার মত সময় হাতে থাকলে আপনাদের কষ্ট দিতাম না, কারণ সুস্থ হবার পরে মহিলাটি ঘটনার এমন একটা পরিষ্কার বিবরণ দিয়েছেন যে আমাদের আর করবার কিছু নেই! লিউইশাম চোরের দলটার কথা আপনার মনে আছে তো?"

"ওহো, সেই তিন র‍্যাডাল?"

"ঠিক তাই; বাবা ও দুই ছেলে। এটাও তাদেরই কাজ। সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। পনেরো দিন আগেই সিডেনহাম-এ এ কাজ করতে গিয়ে তারা লোকের চোখে পড়ে গিয়েছিল; তাদের বর্ণনাও মিলে গিয়েছিল। এত কাছে আর এত শীঘ্র যে তারা আবার কাজে নামবে তা ভাবা যায় না। কিন্তু এটা যে তাদেরই কাজ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এবার বাছাধনের ঝুলতে হবে।"

"স্যার ইউস্‌টেস তাহলে মারাই গেছেন?"

"হ্যাঁ; তার নিজের আগুন খোঁচাবার ডাণ্ডাটা দিয়েই তার মাথাটা ভেঙে দিয়েছে।"

"স্যার ইউস্‌টেস্‌ ব্ল্যাকেন্‌স্টল—কোচয়ান বলছিল।"

"ঠিকই বলেছে—কেন্ট-এর অন্যতম ধনী মানুষ। লেডি ব্ল্যাকেন্‌স্টল সকালবেলাকার ঘরে আছেন। বেচারি, কী ভয়ংকর অভিজ্ঞতাটাই না তার হল। প্রথম যখন দেখি তখন তো তিনি অর্ধমৃত। আমার মনে হয়, আপনি আগে তার সঙ্গে দেখা করে সব ঘটনা শুনুন। তারপর আমরা একসঙ্গে খাবার ঘরটা পরীক্ষা করব।"

লেডি ব্ল্যাকেন্‌স্টল সাধারণ স্ত্রীলোক নয়। এ রকম একটি মনোরম চেহারা, নারীর সহজাত গুণের এমন সমাবেশ, এমন একখানি সুন্দর মুখ আমি কদাচিৎ দেখেছি। সুশ্রী, স্বর্ণকেশী, নীল-নয়না; সাম্প্রতিক এই অভিজ্ঞতার ফলে মুখখানি ক্লান্ত ও বিকৃত না দেখালে সব দিক থেকেই তাকে পরিপূর্ণ সুন্দরী বলা যেত। দৈহিক ও মানসিক দু'রকম যন্ত্রণাই সে পেয়েছে; একটা চোখের উপরে খানিকটা জায়গা বিবর্ণ হয়ে ফুলে উঠেছে; লম্বা দাসীটি ভিনিগার ও জল মিশিয়ে সে জায়গাটা বারে বারে ভিজিয়ে দিচ্ছে। শ্রান্ত দেহে মহিলাটি একটা কোচের উপর হেলান দিয়ে আছে; কিন্তু তার দ্রুত ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং সুন্দর মুখের সতর্ক ভাব দেখে মনে হল এই ভয়ংকর অভিজ্ঞতার ফলে তার বুদ্ধি বা সাহস কোনটাই হারিয়ে ফেলে নি। নীল ও রুপোলি রঙের একটা ঢিলে ড্রেসিং-গাউনে তার শরীরটা ঢাকা; তার পাশেই কোচের উপর ঝোলানো রয়েছে সোনালী পাড়-বসানো কালো ডিনার-ড্রেসটা।

শ্রান্ত কণ্ঠে সে বলল, "যা কিছু ঘটেছে সবই তো আপনাকে বলেছি মিঃ হপকিন্স ; আপনি কি আমার হয়ে সেটা আবার বলতে পারবেন না ? ঠিক আছে, যদি প্রয়োজন মনে করেন, এই ভদ্রলোকদেরও সব কথাই বলব। ওরা কি খাবার ঘরে গিয়েছিলেন ?"

"আমি ভাবলাম ওরা প্রথমে আপনার কথা শুনলেই ভাল হয়।"

"তাড়াতাড়ি সব ব্যবস্থা করে ফেললেই আমি খুশি হব। উনি এখনও ওখানে পড়ে আছেন একথা ভাবতেও আমার ভীষণ খারাপ লাগছে।" আতংকে কেঁপে উঠে মুহূর্তের জন্য সে দুই হাতে মুখ ঢাকল। ফলে ঢিলে গাউনটা তার বাহুর উপর থেকে নীচে ঝুলে পড়ল। হোমস বিস্ময়ে একটা শব্দ করে উঠল।

বলল, "ম্যাডাম, আপনার দেহে আরও ক্ষত-চিহ্ন আছে ! ওটা কি ?" সাদা গোল হাতের উপর দুটো স্পষ্ট লাল দাগ। মহিলাটি তাড়াতাড়ি সেটা ঢেকে ফেলল।

"ও কিছু নয়। গত রাতের নৃশংস কাণ্ডের সঙ্গে ওর কোন সম্পর্ক নেই। আপনি ও আপনার বন্ধু যদি আসন গ্রহণ করেন, তাহলেই আমি সাধ্যমত সব কথা বলতে পারি।

"আমি স্যার, ইউস্টেস্ ব্ল্যাকেন্স্টল-এর স্ত্রী। এক বছর হল আমার বিয়ে হয়েছে। সে বিয়ে যে সুখের হয় নি সে কথা লুকোবার চেষ্টা করে কোন লাভ নেই বলেই আমি মনে করি। এমন কি আমি সে কথা অস্বীকার করলেও পাড়া-প্রতিবেশীরা সকলেই আপনাদের সেকথা বলে দেবে। হয় তো সে ব্যাপারে আমারও কিছুটা দোষ আছে। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার অনেক বেশী মুক্ত ও গতানুগতিকতামুক্ত পরিবেশে আমি মানুষ হয়েছি ; আচারসর্বস্ব, সভ্যভব্য ইংরেজ জীবনযাত্রা মোটেই আমার মনোমত নয়। কিন্তু আসল কারণটা তো এখানকার সকলেরই জানা—সেটা হল, স্যার ইউস্টেস একজন পাড় মাতাল। এ রকম লোকের সঙ্গে একটা ঘণ্টাও ভাল-ভাবে কাটানো চলে না। দিন রাত তার সঙ্গে চলাফেরা করা একটি স্পর্শকাতর সাহসিক নারীর পক্ষে যে কী কষ্টদায়ক তা কি কল্পনা করতে পারেন ? এ রকম একটা বিয়েকে মেনে চলতেই হবে—এ রকম বিধান পাপ, অপরাধ, শয়তানী। আমি বলছি, এই দানবীয় আইন আপনার দেশের উপর অভিশাপ ডেকে আনবে—ঈশ্বর এ অন্যায় সহ্য করবে না।" মুহূর্তের জন্য সে উঠে বসল, তার গাল লাল হয়ে উঠল, আর ভুরুর উপরকার দাগের নীচে তার চোখ দুটি জ্বলতে লাগল। তখন গম্ভীর দাসীটা শক্ত সান্ত্বনা-ভরা হাত দিয়ে তার মাথাটা ধরে কুশনে নামিয়ে দিল ; তার উন্মত্ত ক্রোধ থেমে গিয়ে উচ্ছ্বসিত চাপা কান্নায় পরিণত হল। অবশেষে সে আবার বলতে শুরু করল :

"কাল রাতের কথাই বলছি। আপনারা হয় তো জানেন, এ বাড়িতে সব চাকররাই বাড়ির আধুনিক অংশটায় ঘুমোয়। বসবাসের ঘরগুলি সব বাড়ির কেন্দ্রীয় অংশে অবস্থিত ; রান্না-ঘরটা পিছনে, আমাদের শোবার ঘরটা উপরে। আমার দাসী থেরেসা ঘুমোয় আমার ঘরের উপরে। কাছাকাছি আর কেউ থাকে না, আর দূরের অংশের কোন বাসিন্দারই আমাদের হাঁক-ডাকে ঘুম ভাঙবার কথা নয়। ডাকাতরা এ কথাটা ভাল করেই জানত, নইলে তারা যে ভাবে কাজ হাসিল করেছে তা সাহস পেত না।

"সাড়ে দশটা নাগাদ স্যার ইউস্টেস শুতে গেলেন। চাকররা তার আগেই তাদের ঘরে চলে গেছে। শুধু আমার দাসীটা জেগে ছিল ; যদি আমার কোন দরকার হয় তাই সে বাড়ির একেবারে মাথায় তার ঘরেই ছিল। এগারোটার পরেও এই ঘরেই আমি একটা বইতে ডুবে ছিলাম। তারপর দোতলায় উঠে যাবার আগে সব কিছু ঠিক আছে কি না দেখবার জন্য আমি কিছুটা হেঁটে বেড়ালাম। এ কাজটা নিজে করাই আমার নিয়ম, কারণ, আগেই তো বলেছি, স্যার ইউস্টেস-এর উপর সব সময় ভরসা করা যায় না। রান্না ঘরে গেলাম, খানসামার ভাঁড়ার ঘরে গেলাম, গুদাম ঘরে গেলাম, বিলিয়ার্ড খেলার ঘরে গেলাম, এবং শেষ পর্যন্ত গেলাম খাবার ঘরে। জানালার কাছে এগিয়ে গেলাম। জানালাটা ভারী পর্দায় ঢাকা থাকে। হঠাৎ মুখে হাওয়া লাগায় বুঝতে পারলাম জানালাটা খোলা। পর্দাটা সরিয়ে দিতেই একটি চওড়া-কাঁধ বয়স্ক লোকের মুখোমুখি হলাম। লোকটি সবেমাত্র ঘরে ঢুকেছে। লম্বা ফরাসী ধরনের জানালা ; ফলে সেটাই উঠোনে যাবার দরজার কাজ করে। শোবার ঘরের জ্বলন্ত মোমবাতিটা আমার হাতেই ছিল ; তারই আলোয় প্রথম লোকটির পিছনে আরও দুজনকে দেখতে পেলাম ; তারা সবে ঘরের মধ্যে ঢুকছে। আমি পিছিয়ে গেলাম, কিন্তু লোকটি মুহূর্তের মধ্যে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রথমে সে আমার কব্জি চেপে ধরল, আর তারপরেই চেপে ধরল গলা। চীৎকার করবার জন্য মুখ খুলতেই সে সজোরে চোখের উপর একটা ঘুষি মেরে আমাকে মেঝেতে ফেলে দিল। কয়েক মিনিটের জন্য নিশ্চয় আমি মূর্ছা গিয়েছিলাম, কারণ জ্ঞান ফিরে আসতেই দেখলাম ঘণ্টার দড়িটা ছিঁড়ে নিয়ে তারা খাবার ঘরের টেবিলের মাথার কাছে রাখা ওক কাঠের চেয়ারটার সঙ্গে আমাকে শক্ত করে বেঁধে রেখেছে। এত শক্ত করে বেঁধেছে যে আমি নড়তেও পারছিলাম না ; মুখে একটা রুমাল বেঁধে দেওয়ায় কোন শব্দও করতে পারছিলাম না। ঠিক সেই মুহূর্তে আমার হতভাগ্য স্বামী ঘরে ঢুকল। সে নিশ্চয়ই কোন রকম সন্দেহজনক শব্দ শুনেছিল ; তাই এ রকম একটা দৃশ্যের জন্য প্রস্তুত হয়েই

এসেছিল। তার পরনে ছিল শার্ট ও ট্রাউজার, আর হাতে ছিল তার প্রিয় কালো কাঁটার মুগুরটা। সে একজন চোরকে লক্ষ্য করে ছুটে গেল, কিন্তু আর একটা চোর—বয়স্ক লোকটা—নীচু হয়ে অগ্নিকুণ্ডের ভিতর থেকে আগুন খোঁচাবার ভাণ্ডাটা তুলে নিয়ে প্রচণ্ড বেগে তার মাথায় আঘাত করল। সে পড়ে গেল। একটা আর্তনাদও তার মুখ দিয়ে বেরুল না। সেই যে পড়ে গেল আর নড়ল না। আমি আবার মূর্ছা গেলাম। কিন্তু সে মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য। চোখ খুলেই দেখলাম, তারা সাইড-বোর্ড থেকে রুপোর বাসনগুলো তুলে নিয়েছে। সেখান থেকে মদের বোতলটাও নিয়েছে। প্রত্যেকের হাতেই একটা করে গ্লাস। আগেই তো বলেছি, তাই নয় কি, তাদের মধ্যে একজন ছিল বয়স্ক লোক, মুখে দাড়ি, আর অপর দুজন যুবক, মুখে দাড়ি-গোঁফ নেই। বাবা ও তার দুই ছেলে হতে পারে। ফিসফিস করে কি যেন বলল। তারপর কাছে এসে দেখল আমার বাঁধন ঠিক আছে কি না। শেষ পর্যন্ত জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে তারা চলে গেল। অন্তত মিনিট পনেরো পরে আমার মুখের বাঁধনটা খুলে ফেললাম। তারপরই আমার চেঁচামেচি শুনে দাসী ছুটে এল। অন্য চাকরদেরও ঘুম ভেঙে গেল। স্থানীয় পুলিশকে ডাকা হল। তারা সঙ্গে সঙ্গে লণ্ডনের সঙ্গে যোগাযোগ করল। ভদ্রমহোদয়গণ, এই আমার সব কথা। আশা করি, এই বেদনাদায়ক কাহিনী আমাকে আর বলতে হবে না।"

"কোন প্রশ্ন করবেন কি মিঃ হোমস?" হপকিন্স জিজ্ঞাসা করল।

হোমস বলল, "লেডি ব্র্যাকেনস্টল-এর ধৈর্য ও সময়ের উপর আমি আর কোন রকম চাপ দিতে চাই না। তবে খাবার ঘরে যাবার আগে তোমার অভিজ্ঞতার কথা কিছু শুনতে পেলে আমি সুখী হব।" সে দাসীটির দিকে তাকাল।

দাসী বলিল, "বাড়িতে ঢুকবার আগেই লোকগুলোকে আমি দেখেছিলাম। আমার শোবার ঘরের জানালায় বসে চাঁদের আলোয় তিনটে লোককে দূরে ফটকের কাছে দেখতে পেয়েছিলাম, কিন্তু সে সময় তাদের নিয়ে কোন প্রশ্নই মনে জাগে নি। তার ঘণ্টাখানেক পরেই কর্ত্রীর চীৎকার শুনতে পাই এবং ছুটে নীচে গিয়ে তাকে দেখতে পাই একটি অসহায় মেষশাবকের মত আর ওনাকে দেখতে পাই মেঝেতে পড়ে আছেন, রক্ত ও মাথার ঘিলু ঘরময় ছড়িয়ে আছে। সে দৃশ্য দেখে একটা স্ত্রীলোকের বুদ্ধিশুদ্ধি তো লোপ পাবেই; ও তখনও বাঁধা অবস্থায়ই ছিল; পোশাকেও রক্তের দাগ লেগেছে। আপনারা তো ওকে অনেকক্ষণ ধরে প্রশ্ন করেছেন; এবার তাকে বুড়ি থেরেসাকে নিয়ে তার নিজের ঘরে যেতে দিন; বিশ্রামের তার খুবই প্রয়োজন।"

মায়ের মত মমতায় শক্তিময়ী স্ত্রীলোকটি তার কর্ত্রীকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

হপকিন্স বলল, "দাসীটি সারা জীবনই ওর কাছে আছে। শিশুকালে তাকে লালন-পালন করেছে; আঠারো মাস আগে ওরা যখন অস্ট্রেলিয়া ছেড়ে চলে আসেন তখনও মহিলাটির সঙ্গেই সে ইংলণ্ডে আসে। দাসীটির নাম থেরেসা রাইট; ও রকম দাসী আজকালকার দিনে খুঁজে পাবেন না। এই পথে আসুন মিঃ হোমস।"

হোমসের মুখের উপর থেকে সেই তীব্র আগ্রহটা চলে গেছে। বুঝলাম, রহস্যের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই কেসটির আকর্ষণও বিদায় নিয়েছে। এখনও গ্রেপ্তারের কাজটা বাকি আছে, কিন্তু সেই সাধারণ বদমাশদের কোথায় পাওয়া যাবে যাদের ধরতে সে হাত কলংকিত করবে? সুপণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক যখন দেখে যে একজন হামের রোগীকে দেখবার জন্য তাকে ডাকা হয়েছে তখন তার মনে যে বিরক্তি দেখা দেয়, আমার বন্ধুটির চোখেও সেই বিরক্তিই আমি যেন দেখতে পেলাম। তথাপি "মঠ কৃষিশালা"র খাবার ঘরের দৃশ্যটা এতই বিচিত্র যে সেটাই তার মনোযোগ আকর্ষণ করা এবং তার ক্ষীয়মান আগ্রহকে জাগিয়ে তোলার পক্ষে যথেষ্ট।

ঘরটা মস্ত বড় ও উঁচু; কারুকার্যখচিত ওক-কাঠের সিলিং; দেওয়ালে ওক-কাঠের প্যানেল করা; চারদিকে দেওয়াল জুড়ে হরিণের মাথা ও নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র সাজানো। দরজার অপর প্রান্তে সেই উঁচু ফরাসী জানালাটা যার কথা আগেই শুনেছি। ডান দিকের তিনটে ছোট জানালা দিয়ে শীতের রোদ এসে পড়েছে। বাঁদিকে একটা বড় অগ্নিকুণ্ড, আর তার মাথায় ওক-কাঠের একটা ভারী ম্যান্টেলপিস। অগ্নিকুণ্ডের পাশে ওক কাঠের একটা ভারী হাত-চেয়ার; তার নীচে আড়াআড়িভাবে দুটো কাঠ লাগানো। কাঠের সঙ্গে একটা লাল দড়ি জড়িয়ে নীচে আড়াআড়ি কাঠ দুটোর সঙ্গে বাঁধা হয়েছে। মহিলাটিকে খুলতে গিয়ে দড়িটাকে তার শরীর থেকে খুলে নেওয়া হয়েছে, কিন্তু যে গিট দিয়ে তাকে বাঁধা হয়েছিল সেগুলি রয়েই গেছে। এসবের দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়েছিল অনেক পরে, কারণ অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখস্থ বাঘের চামড়ার আচ্ছাদনের উপর যে ভয়াবহ বস্তুটি তখন পড়ে ছিল আমাদের সমস্ত দৃষ্টি ছিল তার উপরেই নিবদ্ধ।

সে দেহের অধিকারী লোকটি ছিল লম্বা, বলিষ্ঠ গঠনের, বয়স প্রায় চল্লিশ বছর। চিৎ হয়ে পড়ে আছে, মুখটা উপরের দিকে, ছোট কালো দাড়ির ভিতর দিয়ে দাঁতের পাটি দেখা যাচ্ছে। মুষ্টিবদ্ধ দুটি হাত মাথার উপরে তোলা; একটা ভারী কালো-কাঁটার লাঠি পড়ে আছে পাশে। তার গাঢ়, সুদর্শন, শ্যেনপক্ষীর মত মুখখানি প্রতিহিংসাপরায়ণ তীব্র

ঘৃণায় আকুঞ্চিত; ফলে তার সারা মুখে একটা ভয়ংকর শয়তানী ভাব ফুটে উঠেছে। বিছানায় শোয়া অবস্থাতেই সে গোলমালটা শুনতে পেয়েছিল, কারণ তার পরনে সৌখীন কাজ করা নাইট-শার্ট, খালি পা দুটো ট্রাউজার থেকে বেরিয়ে রয়েছে। মাথায় ভয়ংকরভাবে আঘাত করা হয়েছিল; আঘাতের বর্বর হিংস্রতার চিহ্ন সারা ঘরে ছড়িয়ে আছে। ভারী লোহার ডাণ্ডাটা পাশেই পড়ে আছে; আঘাতের ফলে সেটা বেঁকে গেছে। হোমস ডাণ্ডা ও মৃতদেহ দুটোই ভাল করে পরীক্ষা করতে লাগল।

বলল, "এই বয়স্ক রাণ্ডাল লোকটি বেশ শক্তিশালী বলতে হবে।"

হপকিন্স বলল, "হ্যাঁ; তার কিছু কিছু খবর আমি পেয়েছি। সে একটি ঘুঘু মক্কেল।"

"তাকে কব্জা করতে তো তোমার অসুবিধা হবার কথা নয়।"

"মোটেই না। কিছুদিন থেকেই তার খোঁজ করা হচ্ছে; অনেকেরই ধারণা সে আমেরিকায় সরে পড়েছে। কিন্তু এখন যখন দেখতে পাচ্ছি দলটা এখানেই আছে তখন আর কোথায় পালাবে। সব বন্দরে বন্দরে খবর পাঠানো হয়েছে, আর সন্ধ্যার আগেই একটা পুরস্কারও ঘোষণা করা হবে। আমার শুধু খট্‌কা লাগছে, এ ধরনের পাগলামি তারা করল কেমন করে; তারা তো জানত মহিলাটি তাদের সব বিবরণ আমাদের বলে দেবেন, আর সেই বিবরণ থেকে আমরাও তাকে চিনতে ভুল করব না।"

"ঠিক কথা। এ ক্ষেত্রে সকলেই আশা করবে, তাদের পক্ষে লোড ব্ল্যাকেন্‌স্টল-এর মুখটা চিরতরে বন্ধ করে দেওয়াই স্বাভাবিক ছিল।"

আমি বললাম, "তার মূর্ছাটা আবার ভাঙবে এটা হয় তো তারা বুঝতে পারে নি।"

"তাও হতে পারে। তাকে অজ্ঞান দেখেই তারা তাকে মেরে ফেলে নি। আচ্ছা হপকিন্স, এই লোকটি সম্পর্কে কতদূর কি জান? তার সম্পর্কে অনেক অদ্ভুত কথা শুনেছি বলে মনে পড়ছে।"

"স্বাভাবিক অবস্থায় বেশ ভাল মানুষ, কিন্তু মাতাল হলেই একেবারে পাক্কা শয়তান; বরং বলা উচিত আধা মাতাল হলে, কারণ কোন সময়ই তিনি পুরোপুরি মাতাল হন না। সে সময় যেন তাকে শয়তানে ভর করে; তখন তিনি সব করতে পারেন। যতদূর শুনেছি, প্রচুর অর্থ ও মর্যাদার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও দুই একবার তিনি আমাদের হাতের মধ্যে প্রায় এসে পড়েছিলেন। এ রকম একটা কেলেংকারির কথা শোনা যায় যে একবার তিনি কুকুরের গায়ে পেট্রল ঢেলে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন—তার কুকুরটা ছিল লেডির নিজস্ব; অনেক কষ্টে সেটা চাপা দেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া দাসী থেরেসা রাইটকে লক্ষ্য করে একবার মদের পাত্রও ছুঁড়েছিলেন; তা নিয়েও গোলমাল হয়েছিল। নিজেদের মধ্যে বলেই বলছি, মোটামুটিভাবে তার বিহনে বাড়ির লোকজন সুখেই থাকবে। এখন আবার কি দেখছেন?"

যে লাল দড়িটা দিয়ে মহিলাটিকে বাঁধা হয়েছিল, হোমস হাঁটু ভেঙে বসে তার গিঁটগুলোকে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে দেখছিল। চোর যখন দড়িটাকে টেনে ছিঁড়ে নিয়েছিল তখন দড়ির ঠিক যে জায়গাটা ছিঁড়েছিল সেটাও সযত্নে পরীক্ষা করে দেখল।

তারপর বলল, "দড়িটা ধরে যখন টেনেছিল তখন তো রান্নাঘরের ঘণ্টাটা সশব্দে বেজে উঠেছিল।"

"কেউ সে শব্দ শুনতে পায় নি। রান্নাঘরটা একেবারে শেষ প্রান্তে অবস্থিত।"

"চোর কি করে জানল যে কেউ সেটা শুনতে পাবে না? এ রকম বেপরোয়া ভাবে একটা ঘণ্টার দড়ি ধরে সে কোন্ সাহসে টান দিল?"

"ঠিক কথা মিঃ হোমস, খুব ঠিক কথা। আপনি যে প্রশ্নটা করলেন সেটা নিজেকেও আমি বার বার করেছি। লোকটা যে এ বাড়ির সব কিছু, তার চাল-চলন সবই জানে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সে ভালভাবেই জানত, এ বাড়ির চাকররা সকলেই সকাল-সকাল শুতে চলে যায় এবং রান্নাঘরে ঘণ্টা বাজলেও কেউ তা শুনতে পাবে না। সুতরাং কোন চাকরের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ নিশ্চয়ই আছে। এটা তো স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু বাড়িতে চাকর আছে আটজন, আর তারা সকলেই সৎ চরিত্র।

হোমস বলল, "আর সব দিক থেকে পাল্লা যদি সমান ভারী হয়, তাহলে যাকে লক্ষ্য করে মনিবটি মদের পাত্র ছুঁড়ে মেরেছিল তাকেই লোকে সন্দেহ করবে। অথচ সেক্ষেত্রে যে কর্ত্রীকে দাসীটি এত ভালবাসে তার প্রতি তার বিশ্বাস-ঘাতকতাই প্রমাণিত হয়। যাক গে, এটা খুবই ছোট ব্যাপার; রাণ্ডালকে একবার হাতে পেলে তার সহযোগীদের খোঁজ পাওয়া তোমার পক্ষে শক্ত হবে না। আমাদের সামনে সাক্ষ্য-প্রমাণ যা আছে তাতে তো মহিলাটির কাহিনীই প্রমাণিত হচ্ছে—অবশ্য প্রমাণের কোন কথাই ওঠে না।" ফরাসী জানালাটার কাছে এগিয়ে গিয়ে হোমস সেটা খুলে দিল। "এখানে কোন চিহ্নই নেই; অবশ্য এখানকার মাটি যে রকম লোহার মত শক্ত তাতে কোন চিহ্ন কেউ আশাও করতে পারে না। দেখা যাচ্ছে, ম্যান্টেলপিসের উপরকার মোমবাতিগুলো জ্বালানো হয়েছিল।"

"হ্যাঁ, এই মোমবাতিগুলোর আলোয় এবং মহিলাটির শোবার ঘরের আলোতেই চোররা ঘোরাফেরা করেছিল।"

"তারা কি কি চুরি করেছে ?"

"তা বিশেষ কিছু নেয় নি—সাইডবোর্ড থেকে আধ ডজন প্লেট শুধু নিয়েছে। লেডি ব্লাকেনস্টল-এর ধারণা, স্যার ইউস্টেস-এর মৃত্যুতে তারা এতই বিচলিত হয়ে পড়ে যে বাড়ির আর কোন কিছুতেই হাত দেয় নি।"

"নিঃসন্দেহে কথাটা ঠিক। অথচ শুনলাম, তারা তখনও মদ খাচ্ছিল।"

"সেটা স্নায়ুকে চাঙ্গা করবার জন্য।"

"ঠিক। মনে হচ্ছে, সাইড বোর্ডের উপরকার এই তিনটি গ্লাস কেউ ছোঁয় নি।"

"হ্যাঁ ; ঠিক যে ভাবে তারা রেখে গিয়েছিল সেই ভাবেই আছে।"

"একবার দেখাই যাক। হেলোয়া, হেলোয়া ! এটা কি ?"

তিনটে গ্লাস পাশাপাশি রাখা আছে ; সবগুলোতেই মদের দাগ ; একটাতে কিছু তলানি পড়ে আছে। বোতলটা পাশেই রয়েছে ; দুই-তৃতীয়াংশ ভর্তি ; তার পাশেই পড়ে আছে একটা লম্বা দাগ-ধরা কর্ক। তার চেহারা ও বোতলের উপরকার ধুলো দেখলেই বোঝা যায় খুনীরা কোন সাধারণ পানীয় খায় নি।

হোমসের আচরণে একটা পরিবর্তন দেখা দিল। সেই উদাসীন ভাবটা কেটে গেছে ; তীক্ষ্ণ চোখ দুটিতে ফুটে উঠেছে তীব্র আগ্রহের দ্যুতি। কর্কটা হাতে নিয়ে ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখল।

"এটাকে খুলল কেমন করে ?"

হপকিন্স আধ-খোলা টানাটা দেখাল। তার মধ্যে ছিল একটুকরো কাপড় ও একটা বড় কর্ক-স্ক্রু।

"কর্ক-স্ক্রুটা যে ব্যবহার করা হয়েছিল সে কথা কি লেডি ব্ল্যাকেনস্টল বলেছেন ?"

"না ; আপনি তো শুনলেন, বোতল খুলবার সময় তিনি অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন।"

"ঠিক বটে। আসল কথা, স্ক্রুটা ব্যবহার করাই হয় নি। বোতলটা খোলা হয়েছিল একটা পকেট-স্ক্রু দিয়ে, আর সম্ভবত সেটা ছিল একটা ছুরির সঙ্গে জোড়া ; স্ক্রুটা ইঞ্চি দেড়েকের বেশী লম্বা নয়। কর্কের উপরটা পরীক্ষা করলেই দেখতে পাবে, কর্কটাকে বের করবার আগে স্ক্রুটাকে তিনবার ঢোকান হয়েছে, কিন্তু কোনবারই সেটা কর্কটার ভিতরে বসে যায় নি। লম্বা স্ক্রু হলে সেটা একবারেই বসে যেত এবং একটানেই কর্কটা বেরিয়ে আসত। লোকটাকে যদি ধরতে পারি তাহলে দেখবে তার কাছে এই রকম সর্বার্থসাধক ছুরি আছে।"

"চমৎকার !" হপকিন্স বলে উঠল।

"কিন্তু স্বীকার করছি, এই গ্লাসগুলোই আমাকে ধাঁধায় ফেলেছে। লেডি ব্লাকেনস্টল তো সত্যি দেখেছেন যে তারা মদ খাচ্ছিল, তাই না ?"

"হ্যাঁ ; তিনি স্পষ্ট দেখেছেন।"

"তাহলে তো হয়েই গেল। আর কি বলার থাকতে পারে ? অথচ গ্লাস তিনটে যে খুবই উল্লেখযোগ্য সে কথা তো তুমিও স্বীকার করবে হপকিন্স। সে কি, তুমি উল্লেখযোগ্য কিছু দেখছ না ! ঠিক আছে, যেতে দাও। হয়তো আমার মত বিশেষ জ্ঞান ও বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন লোকরা হাতের কাছে সহজ সমাধান থাকলেও একটা জটিল সমাধানই খুঁজে বেড়ায়। অবশ্য, এই গ্লাসের ব্যাপারটা হয় তো নেহাৎই আকস্মিক। আচ্ছা, গুডমর্ণিং হপকিন্স। কেসটা তো তোমার কাছে পরিষ্কার হয়েই গেছে, কাজেই আমার কোন কাজ আছে বলে তো মনে হয় না। রাস্তাল গ্রেপ্তার হলে এবং নতুন করে কিছু ঘটলে আমাকে জানিও। আমার বিশ্বাস, এই কেসের সার্থক পরিণতির জন্য শীঘ্রই তোমাকে অভিনন্দন জানাতে পারব। চল হে ওয়াটসন, আমার মনে হয় বাড়িতে বসেই অনেক ভাল কাজ আমরা করতে পারব।"

ফেরবার পথে হোমসের মুখ দেখে মনে হল, সেখানে সে এমন কিছু দেখে এসেছে যা তাকে অত্যন্ত বিভ্রান্ত করে তুলেছে। মাঝে মাঝে বেশ চেষ্টা করে সেই বিভ্রান্তিকে কাটিয়ে উঠে সে এমনভাবে কথাবার্তা বলছিল যেন ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেছে ; কিন্তু আবার ধীরে ধীরে সন্দেহের মেঘ এসে জমতে শুরু করছে, এবং তার জোড়া ভুরু ও উদাস দৃষ্টি দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে তার চিন্তাটা আবার চলে গেছে "মঠ কৃষিশালা"-র সেই মস্ত বড় খাবার ঘরটায় যেখানে মধ্যরাত্রির এই শোচনীয় নাটকের অভিনয় হয়ে গেছে। অবশেষে হঠাৎ কি মনে হতেই আমাদের ট্রেনটা যখন সবে একটা শহরতলীর স্টেশন থেকে চলতে শুরু করেছে তখন সে লাফ দিয়ে প্লাটফর্মে নেমে পড়ল এবং আমাকেও টেনে নামিয়ে নিল।

ট্রেনের শেষ গাড়িটা আমাদের চোখের সামনে একটা বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল। হোমস বলল, "আমাকে ক্ষমা কর ভাই ; তোমাকেও আমার একটা খেয়ালের শিকার করছি বলে আমি দুঃখিত ; কিন্তু ওয়াটসন, সত্যি বলছি কেসটা এ অবস্থায় ছেড়ে দিতে আমি পারি না। আমার মন একবাক্যে বলছে এটা ঠিক হচ্ছে না। এটা ভুল—একেবারে ভুল—আমি শপথ করে বলতে পারি এটা ভুল। অথচ মহিলাটির কাহিনী সম্পূর্ণ সত্য, দাসীটির সাক্ষীও যথেষ্ট, আর পারিপার্শ্বিক ঘটনাও মোটামুটি ঠিক। এ সবের বিরুদ্ধে বলবারই বা কি আছে ? ঐ তিনটে গ্লাসই যা একটু গোলমেলে। কিন্তু সব কিছুকেই যদি গোড়া থেকেই সত্য বলে ধরে না নিতাম কোন মাপ-মত করে তৈরী গল্পের দ্বারা মনটাকে আচ্ছন্ন না

করে কেসটাকে নতুন করে হাতে নিলে যতটা যত্নের সঙ্গে সব কিছু পরীক্ষা করে দেখতাম এ ক্ষেত্রেও যদি তাই করতাম, তাহলে কি আরও নতুন কিছু তথ্য হাতে পেতাম না? তাই আমাকে করতে হবে। ওয়াটসন, এই বেঞ্চিটায় বসে পড়; চিস্‌লহার্স্ট যাবার আর একটা ট্রেন যতক্ষণ না আসছে ততক্ষণ এখানেই আমরা অপেক্ষা করব। ততক্ষণ সব সাক্ষ্য-প্রমাণগুলি আমি তোমার সামনে রাখছি; আর তোমাকে মিনতি করছি, ঐ দাসী বা কর্ত্রী যা বলেছেন তা যে অবশ্যই সত্য হবে এই ধারণাটা তোমার মন থেকে দূর করে দাও। মহিলাটির মনোহরণকারী ব্যক্তিত্ব যেন আমাদের বিচার-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করতে না পারে।

"ঠাণ্ডা মাথায় যদি দেখি তাহলে নিশ্চয় দেখতে পাব যে মহিলাটির কাহিনীর মধ্যে এমন অনেক কিছু আছে যা সন্দেহের উদ্রেগ করে। মাত্র একপক্ষকাল আগে এই চোরের দল সিডেনহাম-এ উৎপাৎ করেছিল, তার বিবরণ এবং তাদের ছবি কাগজেও বেরিয়েছিল। এ অবস্থায় কাল্পনিক ডাকাতদের নিয়ে কেউ যদি একটা গল্প ফাঁদতে চায় তাহলে স্বভাবতই এদের কথাই তার মনে আসবে। বাস্তবে দেখা যায়, একবার ভাল কিছু হাতিয়ে নিতে পারলে চোররা বেশ কিছুদিন চুপচাপ বসে তাই নিয়েই মজায় দিন কাটায়, নতুন করে কোন বিপজ্জনক কাজে হাত দেয় না। আবার, এতটা প্রথম রাতের দিকে চুরি করতে আসাটাও তাদের পক্ষে অস্বাভাবিক; মহিলাটির চেঁচামেচি বন্ধ করাবার নিশ্চিত উপায় যে তাকে ভাল ভাবে আঘাত করা এটা জেনেও আঘাত না করাটাও চোরদের পক্ষে অস্বাভাবিক; তারা তিনজনই যখন একটা লোককে বাগে আনবার পক্ষে যথেষ্ট সেক্ষেত্রে তাদের পক্ষে একটা খুন করাও অস্বাভাবিক; অনেক কিছু হাতের কাছে পেয়েও সামান্য কিছু চুরি করে তুষ্ট থাকাটাও তাদের পক্ষে অস্বাভাবিক; আর শেষ কথা বলতে চাই, তারা যে আধা বোতল খালি রেখেই চলে গেল সেটাও এ ধরনের লোকের পক্ষে খুবই অস্বাভাবিক। এই এতগুলি অস্বাভাবিক কাজ সম্পর্কে তোমার কি মনে হয় ওয়াটসন?"

"তাদের সম্মিলিত ফল নিশ্চয়ই যথেষ্ট শক্তিশালী, কিন্তু আলাদাভাবে তাদের প্রত্যেকটিই সম্ভব হতে পারে। অবশ্য আমার মনে হয় যে মহিলাটিকে চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে রেখে যাওয়াটাই সব চাইতে বেশী অস্বাভাবিক।"

"দেখ ওয়াটসন, এ বিষয়ে আমি কিন্তু অতটা নিশ্চিত নই. কারণ এটা তো ঠিক যে তিনি যাতে সঙ্গে সঙ্গে তাদের পালাবার কথা জানাতে না পারেন তার জন্য হয় তাকে খুন করতে হয়, নয় তো নিরাপদে বেঁধে রাখতে হয়। কিন্তু সে যাই হোক, মহিলাটির কাহিনীতে যে বেশ কিছু অস্বাভাবিকতার ছোঁয়াচ আছে সেটা আমি বোঝাতে পেরেছি তো? এবার তার উপরে বসিয়ে দাও মদের গ্লাসের ব্যাপারটা।"

"মদের গ্লাসের আবার কি ব্যাপার?"

"তোমার মনের চোখে কি সেগুলিকে দেখতে পাচ্ছ না?"

"তা তো স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি।"

"আমাদের বলা হয়েছে যে ঐ সব গ্লাস থেকে তারা তিনজন মদ খেয়েছে। সেটা কি সম্ভব বলে তোমার মনে হয়?"

"কেন হবে না? প্রতিটি গ্লাসেই তো মদ ছিল।"

"ঠিক; কিন্তু তলানি ছিল মাত্র একটা গ্লাসে; সেটা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছ। তার থেকে তোমার কি মনে হয়?"

"শেষ বারে যে গ্লাসটায় ঢালা হয়েছিল তাতেই তলানিটা পড়া সম্ভব।"

"মোটেই তা নয়। বোতলটা ভর্তি ছিল; কাজেই প্রথম দুটো গ্লাসের মদ পরিষ্কার থাকবে আর তৃতীয়টার মত তলানি পড়বে এটা ভাবা যায় না। এ ব্যাপারের দুটো ব্যাখ্যা হতে পারে—শুধুই দুটো। একটা হল, দ্বিতীয় গ্লাসটা ভরবার পরেই বোতলটা ভীষণভাবে নাড়া হয়েছিল আর তার ফলেই তৃতীয় গ্লাসটায় তলানিগুলো এসে পড়েছিল। সেটা কিন্তু সম্ভবপর বলে মনে হয় না। না, না; আমি নিশ্চিত যে আমি ঠিকই বলছি।"

"তাহলে তুমি কি বলতে চাও?"

"বলতে চাই, মাত্র দুটি গ্লাসই ব্যবহার করা হয়েছিল, আর সেই দুটোর তলানিই ঢালা হয়েছিল তৃতীয় গ্লাসটাতে, যাতে সেখানে যে তিনজন লোক ছিল সেই ভুল ধারণাটা সৃষ্টি করা যায়। সে ক্ষেত্রে সব তলানিটাই তৃতীয় গ্লাসে পড়বে, তাই নয় কি? হ্যাঁ, আমি ঠিক জানি এটাই আসল ঘটনা। আর এই ছোট ঘটনাটার সঠিক ব্যাখ্যাটাকে যদি আমি ধরতে পেরে থাকি, তাহলে তো সেই মুহূর্তেই এই কেসটা অতি সাধারণ একটা ঘটনা থেকে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য একটা ঘটনার পর্যায়ে উঠে যায়, কারণ তখন তার একমাত্র অর্থই দাঁড়াবে যে, লেডি ব্র্যাকেনস্টল ও তার দাসী ইচ্ছাকৃতভাবে আমাদের কাছে মিথ্যা কথা বলেছে, তাদের কাহিনীর একটি বর্ণও বিশ্বাস করা উচিত নয়, কোন বিশেষ কারণে তারা প্রকৃত অপরাধীকে আড়াল করে রাখতে চাইছে, এবং তাদের কাছ থেকে কোন রকম সাহায্য না নিয়ে নিজেদের মত করেই আমাদের কেসটাকে গড়ে তুলতে হবে। আমাদের সম্মুখে এখন সেটাই একমাত্র লক্ষ্য; এই যে ওয়াটসন, চিস্‌লহার্স্ট এর ট্রেনও এসে পড়েছে।"

"মঠ কৃষিশালা"র অধিবাসীরা আমাদের ফিরে আসতে দেখে খুবই অবাক হল। শার্লক হোমস যখন দেখল যে হেডকোয়ার্টারে খবর জানাতে স্ট্যানলি হপকিন্স সেখান থেকে চলে গেছে তখন সে নিজেই খাবার ঘরটার দখল নিয়ে নিল

এবং ভিতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে দু'ঘণ্টা ধরে সেই সূক্ষ্ম অতিপরিশ্রমসাধ্য অনুসন্ধানের কাজে নিজেকে নিযুক্ত করল যার ফলেই স্থাপিত হয় সেই সুদৃঢ় ভিত্তি যার উপর গড়ে ওঠে তার অনুমানলব্ধ উজ্জ্বল ইমারত। অধ্যাপকের পরীক্ষা-নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণরত আগ্রহী ছাত্রের মত আমি এক কোণে বসে তার সেই অসাধারণ অনুসন্ধানের প্রতিটি ধাপ লক্ষ্য করতে লাগলাম। জানালা, পর্দা, কার্পেট, চেয়ার, দড়ি—সব কিছুই সে পর্যায়ক্রমে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল এবং তা নিয়ে যথাযথ চিন্তা-ভাবনাও করল। হতভাগ্য বারনেটের মৃতদেহটা সরিয়ে নেওয়া হয়েছে; আর সব কিছুই সকালে যেমন ছিল তেমনই আছে। তখন আমাকে অবাক করে দিয়ে হোমস সেই ভারী ম্যান্টেলপিসটার উপর উঠে গেল। তার মাথা ছাড়িয়ে বেশ কিছুটা উপরে সেই লাল দড়িটার ইঞ্চি দুইয়েক তখনও তারের সঙ্গে ঝুলে আছে। অনেকক্ষণ সে একদৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে রইল; তারপর সেটার কাছাকাছি পৌঁছবার চেষ্টায় দেওয়ালের একটা কাঠের ব্র্যাকেটের উপর সে হাঁটুটা রাখল। তার ফলে দড়িটার ছেঁড়া দিককার কয়েক ইঞ্চির মধ্যে তার হাতটা পৌঁছে গেল। কিন্তু মনে হল, দড়িটা অপেক্ষা ব্র্যাকেটটার উপরেই বুঝি তার বেশী মনোযোগ। শেষ পর্যন্ত একটা খুশির শব্দ করে সে লাফিয়ে নীচে নেমে এল।

www.boiRboi.net

বলল, "সব ঠিক আছে ওয়াটসন। কেসের নিষ্পত্তি হয়ে গেছে—আমাদের সংগ্রহের সব চাইতে উল্লেখযোগ্য কেস। কিন্তু হায়রে, এত অল্প-বুদ্ধি আমি কেমন করে হলাম, আর সারা জীবনের সব চাইতে বড় ভুলই বা কেমন করে করতে যাচ্ছিলাম। এবার অবশ্য তার কয়েকটা নিখোঁজ গাঁটের সন্ধান পেলেই আমার শিকলটা সম্পূর্ণ হবে।"

"লোকগুলোকে পেয়েছ কি?"

"লোকটা ওয়াটসন, লোকটা। মাত্র একটা লোক, কিন্তু খুবই দুর্জয় লোক। সিংহের মত শক্তিশালী—দেখছ না এক আঘাতেই ডাণ্ডাটাকে বেঁকিয়ে ফেলেছে। ছ'ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা, কাঠবিড়ালীর মত কর্মক্ষম, আঙুলের কাজ সুনিপুণ; সর্বশেষ, অত্যন্ত উপস্থিত-বুদ্ধিসম্পন্ন. কারণ এই সুন্দর কাহিনীর সবটাই তার সৃষ্টি। হ্যাঁ ওয়াটসন, একজন অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির হস্তশিল্পের আমরা মুখোমুখি হয়েছি। তবু ঐ ঘণ্টার দড়িটার মাধ্যমে এমন একটা সূত্র সে আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে যার পরে আমাদের মনে কোন রকম সন্দেহ থাকা উচিত ছিল না।"

"সূত্রটা কি?"

"আচ্ছা ওয়াটসন, একটা ঘণ্টার দড়ি ধরে টান দিলে সেটা কোন্ জায়গায় ছিঁড়বে বলে তুমি আশা কর? নিশ্চয় সেখানটায় দড়িটা তারের সঙ্গে আটকানো থাকে। তাহলে এই দড়িটার মত উপর থেকে তিন ইঞ্চি নীচে সেটা ছিঁড়বে কেন?"

"কারণ ঐ জায়গাটা কেটে দেওয়া হয়েছে।"

"ঠিক তাই। দড়ির এই দিকটা দেখ, সুতো বের করা। চালাকি করে এটা সে ছুরি দিয়ে করেছে। কিন্তু অন্য প্রান্তটায় মোটেই সুতো ওঠানো নয়। এখান থেকে সেটা দেখা যায় না, কিন্তু ম্যান্টেলপিসটার উপরে উঠলেই দেখতে পাবে দড়িটা পরিষ্কার কেটে দেওয়া হয়েছে, সুতো ওঠার কোন চিহ্নই নেই। এবার ঘটনাটা কি ঘটেছিল সেটা ভাবা যাক। লোকটার একটা দড়ি চাই। সে দড়িটাকে ছিঁড়ে নিতে পারে না, কারণ তাহলে ঘণ্টাটা বেজে উঠে সকলকে জাগিয়ে তুলবে। তখন সে কি করল? লাফ দিয়ে ম্যান্টেলপিসের উপর উঠল, সেখান থেকেও দড়িটার নাগাল পেল না, ব্র্যাকেটের উপর হাঁটুটা রাখল—সেখানে ধুলোর উপর ছাপটা দেখতে পাবে—এবং ছুরি দিয়ে চাপ দিয়ে দড়িটা কেটে ফেলল। অন্তত ইঞ্চি তিনেকের জন্য আমার হাতটা সেখানে পৌঁছল না; তার থেকেই ধরে নিলাম, লোকটা আমার চাইতে অন্তত তিন ইঞ্চি লম্বা। ওক কাঠের চেয়ারের উপরে ঐ দাগটা দেখ তো। এটা কি?"

"রক্ত।"

"নিঃসন্দেহে রক্ত। একমাত্র এর জন্যই তো মহিলাটির গল্পটা বাতিল হয়ে যায়। অপরাধ যখন ঘটে তখন যদি তিনি ঐ চেয়ারেই বসেছিলেন তাহলে ও দাগটা এল কেমন করে? না, না; তার স্বামীর মৃত্যুর পরেই তাকে ওখানে বসানো হয়েছিল। আমি বাজি রেখে বলতে পারি, কালো পোশাকটাতেও অনুরূপ একটা দাগ আছে; এখনও আমাদের ওয়াটার্লুর দেখা পাই নি ওয়াটসন, কিন্তু এটা আমাদের মারেঙ্গা, কারণ এখানেই আমাদের পরাজয় দিয়ে শুরু, আর জয় দিয়ে শেষ। আমি নার্স থেরেসার সঙ্গে আরও কয়েকটা কথা বলতে চাই। প্রয়োজনীয় সংবাদ জানতে হলে কিছুক্ষণের জন্য আমাদের খুব সতর্ক হতে হবে।"

এই কড়া মেজাজের অস্ট্রেলীয় নার্সটি খুব আকর্ষণীয় মানুষ। স্বল্পভাষী, সন্দেহজনক, অকরুণ। হোমস অনেকক্ষণ ধরে তার সঙ্গে ভালভাবে কথাবার্তা বলার পরে এবং সে যা কিছু বলছে সবই খোলাখুলিভাবে মেনে নেওয়ায় তবেই তার মনের বরফ গলল। মৃত মনিবের প্রতি বিদ্বেষকে লুকোবার কোন রকম চেষ্টাই সে করল না।

"হ্যাঁ স্যার, এ কথা সত্য যে তিনি আমাকে মদের পাত্র ছুঁড়ে মেরেছিলেন। তিনি আমার কর্ত্রীকে গালাগালি করায় আমি বলেছিলাম, তার ভাই এখানে থাকলে এরকম কথা বলার সাহস তার হত না। তখনই তিনি ওটা ছুঁড়েছিলেন। আমার দয়ালু কর্ত্রী না থাকলে ও রকম অনেক

বারই তিনি ছুঁড়তেন। তিনি তো সব সময়ই তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতেন, কিন্তু অহংকারবশে আমার কর্ত্রী কখনও নালিশ করত না। স্বামীর কোন দুর্ব্যবহারের কথাই সে আমাকে বলত না। আজ সকালে তার বাহুতে যে দাগ আপনি দেখেছেন সে সম্পর্কেও সে আমাকে কখনও কিছু বলে নি, কিন্তু আমি ভাল করেই জানি ওটাও তারই আঘাতের ফল। এই ধূর্ত শয়তান—মরে যাবার পরেও তার সম্পর্কে এ ভাষা ব্যবহার করার জন্য ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করুন, কিন্তু পৃথিবীতে যদি শয়তান বলে কেউ থাকে তো সেই আছে। প্রথম যখন তার সঙ্গে দেখা হয় তখন যেন একেবারে মধুমাখা। মাত্র আঠারো মাস আগেকার কথা, কিন্তু আমাদের দুজনেরই মনে হয় যেন আঠারো বছর। তখন সবে লণ্ডনে এসেছি। হ্যাঁ, সেই প্রথম সমুদ্রযাত্রা—তার আগে সে কখনও বাড়ি থেকে বেরোয় নি। তার উপাধি, তার অর্থ, লণ্ডনের জীবন-যাত্রার চমক—এ সব দিয়েই সে মেয়েটির মন জয় করে নিল। সে যদি ভুল করে থাকে, সে ভুলের মাশুলও সে দিয়েছে। কোন্ মাসে তার সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল? বলছি। এখানে আসবার ঠিক পরেই। আমরা এলাম জুন-এ, আর দেখা হল জুলাইতে। পরের বছর জানুয়ারিতে তাদের বিয়ে হল। হ্যাঁ, সে আবার বসবার ঘরে নেমেছে; আপনার সঙ্গে অবশ্যই দেখা করবে; তবে তাকে বেশী কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না; বুঝতেই তো পারছেন রক্ত-মাংসের মানুষ যতটা সইতে পারে সবই তাকে সইতে হয়েছে।"

লেডি ব্ল্যাকেন্‌স্টল সেই একই কোচে হেলান দিয়ে ছিল, তবে এখন তাকে অনেক ভাল দেখাচ্ছে। দাসীটি আমাদের সঙ্গেই ঢুকেছে। কর্ত্রীর কপালের আঘাতের জায়গায় সে আবার গরম জলের ভাপ দিতে লাগল।

মহিলাটি বলল, "আশা করি আমাকে পুনরায় জেরা করতেই আপনি ফিরে আসেন নি?"

হোমস শান্ত গলায় বলল, "না, অকারণে কোন কষ্ট আপনাকে দেব না লেডি ব্ল্যাকেন্‌স্টল; আপনার কিছু উপকার করতেই আমি চাই, কারণ আমি জানি আপনার উপর দিয়ে অনেক ঝড় বয়ে গেছে। আপনি যদি আমাকে বন্ধু বলে গ্রহণ করেন, আমাকে বিশ্বাস করেন, তাহলে দেখবেন সে বিশ্বাসের মর্যাদা আমি রাখব।"

"আপনি আমাকে কি করতে বলেন?"

"আমাকে সত্য কথাটা বলুন।"

"মিঃ হোমস!"

"না, না, লেডি ব্ল্যাকেন্‌স্টল, ওতে কোন কাজ হবে না। আমার যৎসামান্য খ্যাতির কথা আপনি হয়তো শুনেছেন। সে সব কিছু বাজি রেখেই আমি বলছি, আপনার কাহিনীটা সম্পূর্ণ বানানো, মন-গড়া।"

কর্ত্রী ও দাসী দুজনই বিবর্ণ মুখে ও ভয়ার্ত চোখে হোমসের দিকে তাকিয়ে রইল।

থেরেসা চেঁচিয়ে বলল, "আপনি তো ভারী অভদ্র লোক! আপনি কি বলতে চান যে আমার কর্ত্রী মিথ্যা কথা বলেছে?"

হোমস চেয়ার থেকে উঠল।

"আপনার কি আর কিছুই বলবার নেই?"

"সব কথাই আপনাকে বলেছি।"

"আর একবার ভেবে দেখুন লেডি ব্ল্যাকেন্‌স্টল। খোলা-খুলি কথা বললেই কি ভাল হত না?"

মুহূর্তের জন্য তার সুন্দর মুখে একটা ইতস্তত ভাব দেখা গেল। তারপরই একটা জোরালো নতুন চিন্তা মুখোসের মত মুখের উপর নেমে এল।

"আমি যা জানি সবই বলেছি।"

হোমস টুপিটা নিয়ে কাঁধ ঝাঁকুনি দিল। বলল, "আমি দুঃখিত।" তারপর আর একটা কথাও না বলে সে ঘর ছেড়ে, বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। পার্কের মধ্যে একটা পুকুর ছিল। বন্ধুটি সেখানে গিয়ে হাজির হল। পুকুরটা জমে বরফ হয়ে গেছে, কিন্তু একটি নিঃসঙ্গ হাঁসের সুবিধার জন্য তার মধ্যে একটি গর্ত ছিল। হোমস সে দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ফটকের কাছে গেল। স্ট্যানলি হপকিন্সকে একটা চিরকুট লিখে সেটা দরোয়ানের কাছে রেখে দিল।

বলল, "লাগে তুক, না লাগে তাক, কিন্তু দ্বিতীয়বার এখানে আসাটাকে সমর্থন করার জন্যই বন্ধু হপকিন্সের জন্য কিছু করতে আমরা বাধ্য। এখনও তাকে পুরোপুরি সব কথা জানাচ্ছি না। মনে হচ্ছে, আমাদের পরবর্তী কর্মস্থল হবে এডেলেড—সাদাম্পটন লাইনের জাহাজ-ঘাটায়; আমার যদ্দুর মনে পড়ছে সে জায়গাটা পল মল-এর একেবারে শেষ প্রান্তে। আর একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর স্টীমার-লাইনও অস্ট্রেলিয়া-ইংলণ্ডের মধ্যে যাতায়াত করে, কিন্তু আমরা প্রথমে বড়টাতেই খোঁজ করব।"

হোমসের কার্ডটা ম্যানেজারের কাছে পাঠাতেই সঙ্গে সঙ্গে তাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হল। ফলে দরকারী তথ্যাদি সংগ্রহ করতে বেশী বিলম্ব ঘটল না। '৯৫-র জুনে তাদের মাত্র একটি জাহাজই এখানকার বন্দরে ভিড়েছিল। সেটাই তাদের সব চাইতে বড় ও ভাল জাহাজ "রক অব্ জিব্রাল্টার।" যাত্রী-তালিকায় অনুসন্ধান করতেই জানা গেল, এডেলেড-এর মিস ফ্রেজার তার দাসীকে নিয়ে ঐ জাহাজেই এসেছিল। জাহাজটি বর্তমানে অস্ট্রেলিয়া যাবার পথে সুয়েজ খালের দক্ষিণে কোথাও আছে। একজন বাদে এবারেও জাহাজের কর্মচারীরা সবই একই আছে। ফার্স্ট অফিসার মিঃ জ্যাক ক্রোকারকে ক্যাপ্টেন করে তাদের নতুন জাহাজ "ব্যাস রক"-এর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে; দু'দিনের মধ্যেই জাহাজটা

সাদাম্পটন থেকে ছাড়বে। অফিসারটি সিম্পেনহাম-এ থাকে, তবে নির্দেশাদি নেবার জন্য আজ সকালে সে এখানে আসতেও পারে ; ইচ্ছা করলে আমরা তার জন্য অপেক্ষা করতে পারি।

না ; তার সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছা মিঃ হোমসের ছিল না, তবে তার অতীত কার্যাবলী ও স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে কিছু জানতে পারলে সে খুশি হত।

তার অতীত কার্যাবলীর ইতিহাস চমৎকার। তাকে ছুঁতে পারে এমন দ্বিতীয় কোন অফিসার সে জাহাজে ছিল না। আর চরিত্রের ব্যাপারে, কর্তব্যরত অবস্থায় সে খুবই নির্ভরযোগ্য, কিন্তু জাহাজ থেকে নেমে গেলেই বেপরোয়া ও উচ্ছৃংখল হয়ে ওঠে ; তখন তার মাথা গরম হয়ে ওঠে, অত্যন্ত উত্তেজনা-প্রবণও হয়ে পড়ে ; তবে এমনিতে বেশ বিশ্বস্ত, সৎ ও দয়ালু। এডেলেড—সাদাম্পটন কোম্পানির কাছ থেকে মোটামুটি এই খবরগুলি জেনে নিয়েই হোমস সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ল। সেখান থেকে গেল স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে, কিন্তু ভিতরে না ঢুকে গাড়িতে বসেই ভুরু দুটো নামিয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে রইল। শেষ পর্যন্ত চলে গেল চেয়ারিং ক্রস টেলিগ্রাফ আপিসে, একটা তার করে দিল এবং অবশেষে আবার বেকার স্ট্রীটেই ফিরে এল।

ঘরে ঢুকতে ঢুকতেই বলল, "না ওয়াটসন, কিছুই করতে পারলাম না। গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বেরিয়ে যাবার পরে কেউ তাকে বাঁচাতে পারত না। সারা জীবনে একবার কি দুবার এমনটি ঘটেছে যে অপরাধী নিজে যতটা ক্ষতি না করেছে তার চাইতে সত্যিকারের বেশী ক্ষতি করেছি আমি অপরাধীকে খুঁজে বের করে। এখন আমি সতর্ক হতে শিখেছি ; নিজের বিবেককে ফাঁকি না দিয়ে আমি বরং ইংলণ্ডের আইনকেই একটুখানি ফাঁকি দেব। কাজে হাত দেবার আগে আরও কিছুটা জানা দরকার।"

সন্ধ্যার আগেই ইন্সপেক্টর স্ট্যানলি হপকিন্স আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এল। তার কাজকর্ম ভাল চলছে না।

"আমার বিশ্বাস আপনি যাদু জানেন মিঃ হোমস। আমি সত্যি অনেক সময় ভাবি যে কিছু কিছু এমন ক্ষমতা আপনার আছে যা মানুষের থাকে না। আচ্ছা, আপনি কি করে বুঝলেন যে চোরাই রূপোর বাসনগুলো ওই পুকুরের তলায় ছিল ?"

"আমি তো তা জানতাম না।"

"কিন্তু আপনিই তো আমাকে বলেছেন ওটা পরীক্ষা করে দেখতে।"

"তাহলে সেখানেই পেয়েছ ?"

"হ্যাঁ, পেয়েছি !"

"তোমাকে সাহায্য করতে পেরে সত্যি আমি খুশি।"

"কিন্তু আপনি তো আমাকে সাহায্য করেন নি। বরং ব্যাপারটাকে আরও অনেক শক্ত করে তুলেছেন। এ কেমন ধারা চোর যারা রূপোর জিনিসপত্র চুরি করে সেগুলোকে নিকটবর্তী পুকুরেই ফেলে দিয়ে যায় ?"

"কাজটা সত্যি সত্যি উদ্ভট। আমার শুধু মনে হয়েছিল, রূপোর জিনিসগুলো যারা নিয়েছিল তারা সেগুলি মোটেই চায় নি ; শুধু ধোঁকা দেবার জন্যই সেগুলো নিয়েছিল, আর তারপরেই সেগুলো ফেলে দিতে ব্যগ্র হয়ে পড়েছিল।"

"কিন্তু এ রকম কথা আপনার মনে হল কেন ?"

"কারণ এটাকেই আমি সম্ভবপর বলে ভেবেছিলাম। ফরাসী জানালা দিয়ে বেরিয়েই তাদের সামনে পড়ল পুকুরটা ; তাদের একেবারে নাকের সামনেই জমাট বরফের মধ্যে একটা ছোট লোভনীয় গর্ত। কিছু লুকিয়ে রাখার মত এর চাইতে ভাল জায়গা আর কি হতে পারে ?"

স্ট্যানলি হপকিন্স চেঁচিয়ে বলে উঠল, "আচ্ছা, লুকিয়ে রাখার জায়গা—এটা তো ভাল বলেছেন ! হ্যাঁ, হ্যাঁ, এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝতে পারছি। ভোর হয়ে এসেছে, রাস্তায় লোকজনের চলাফেরা শুরু হয়েছে রূপোর জিনিসসমেত কেউ তাদের দেখে ফেলতে পারে, তাই তারা জিনিসগুলোকে ডুবিয়ে রেখে চলে গেল—মনের বাসনা, অবস্থা নিরাপদ বুঝলেই আবার এসে নিয়ে যাবে। চমৎকার মিঃ হোমস—আপনার ওই ধোঁকা দেওয়ার ব্যাপার থেকে এটাই অনেক ভাল।"

"ঠিক বটে ; তোমার থিয়োরিটা প্রশংসনীয়। আমার ধারণাটা যে একটু উদ্ভট সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু তার ফলেই যে বাসনগুলো উদ্ধার হয়েছে সেটা নিশ্চয়ই স্বীকার করবে।"

"হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ। সেটা আপনারই কৃতিত্ব। কিন্তু এদিকে আমার যে সব ভেস্তে গেছে।"

"ভেস্তে গেছে ?"

"হ্যাঁ মিঃ হোমস। আজ সকালেই নিউ ইয়র্ক-এ রাণ্ডাল-এর দল ধরা পড়েছে।"

"তাই নাকি হপকিন্স ! তাহলে তো গত রাতে তারাই কেন্ট-এ একটা খুন করেছে—তোমার এই থিয়োরি টিকছে না।"

"এটা তো মারাত্মক কথা মিঃ হোমস, ভীষণ মারাত্মক। তবু রাণ্ডাল-এর দল ছাড়াও তিনজনের অন্য দলও তো আছে। অথবা এমন কোন নতুন দলও হতে পারে পুলিশ যাদের খবরই রাখে না।"

"ঠিকই তো ; তা তো হতেই পারে। একি ? চললে নাকি ?"

"হ্যাঁ মিঃ হোমস ; এ ব্যাপারের শেষ না দেখা পর্যন্ত আমার বিশ্রাম নেই। আপনার কি দেবার মত ইঙ্গিত আছে ?"

WWW.BANGLAINTERNET.COM
BanglaBook.net

"একটা ইঙ্গিত তো দিয়েছি।"

"কোন্‌টা ?

"কেন, একটা ধোঁকা দেওয়ার কথা বলেছি।"

"কিন্তু কেন ? মিঃ হোমস, ধোঁকাটা দেবে কেন ?"

"আঃ, সেটা একটা কথা বটে ! কিন্তু কথাটা তোমাকে মনে রাখতে বলছি। পরে হয় তো দেখবে, এর মধ্যে কিছু আছে। তুমি খেয়েও যাবে না ? আচ্ছা, বিদায় ; কাজকর্ম কেমন চলে জানিও।"

আহারাদি শেষ হল। টেবিল পরিষ্কার করা হল। তখন হোমস আবার কথাটা তুলল। পাইপটা ধরিয়ে চিট-পরা পা দুটোকে সে আরাম করে আগুনের দিকে এগিয়ে দিল। হঠাৎ ঘড়িটা দেখল।

"একটা কিছু ঘটবে বলে আশা করছি ওয়াটসন।"

"কখন ?"

"এখনই—কয়েক মিনিটের মধ্যেই। তুমি নিশ্চয়ই ভেবেছ, এইমাত্র আমি স্ট্যানলি হপকিন্সের প্রতি খারাপ ব্যবহার করেছি ?"

"তোমার বিচার-বুদ্ধির উপর আমার ভরসা আছে।"

"খুব বুদ্ধিমানের মত জবাব দিয়েছ ওয়াটসন। ব্যাপারটাকে এইভাবে দেখঃ আমি যেটা জানি সেটা বেসরকারী ; সে যেটা জানে সেটা সরকারী। ব্যক্তিগত বিচার-বিবেচনার অধিকার আমার আছে, কিন্তু তার নেই। তাকে সব কথা খুলে বলতে হবে, অন্যথায় সেটা হবে তার পদমর্যাদার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। কেসটা সন্দেহজনক হলে এ রকম অস্বস্তিকর অবস্থায় তাকে ফেলতাম না ; কাজেই এ ব্যাপারে আমার ধারণা যতক্ষণ পরিষ্কার না হচ্ছে ততক্ষণ আমার তথ্যগুলি গোপন রাখতেই হবে।"

"সে। কখন হবে ?"

"সময় হয়েছে। এবার তোমার সামনেই একটি উল্লেখ-যোগ্য ছোট নাটকের শেষ দৃশ্যের অভিনয় হবে।"

সিঁড়িতে শব্দ শোনা গেল, আর আমাদের দরজা খুলে যাকে ঢুকতে দেওয়া হল সার্থক পুরুষের এমন একটি নিদর্শন বুঝি আর কখনও দরজা পার হয় নি। খুব দীর্ঘকায় যুবক, সোনালী গোঁফ, নীল চোখ, গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের রোদে-পোড়া চামড়া ; প্রতিটি পদক্ষেপ এমন স্বচ্ছন্দ যে বোঝা যায় প্রকাণ্ড দেহটা যেমন শক্তিশালী তেমনই কর্মক্ষম। দরজাটা নিজেই বন্ধ করে দিয়ে কোন প্রবল আবেগকে জোর করে চেপে রাখবার চেষ্টায় হাত দুটি মুষ্টিবদ্ধ করে সে দাঁড়াল। বুকটা তখনও ওঠা-নামা করছে।

"বসুন ক্যাপ্টেন ক্রোকার। আমার টেলিগ্রাম পেয়েছিলেন ?"

অতিথি একটা হাতল-চেয়ারে বসে পড়ে জিজ্ঞাসু চোখে আমাদের দুজনকে দেখতে লাগল।

"আপনার টেলিগ্রাম পেয়েছি, আর আপনার কথামত সময়েই এসেছি। শুনলাম আপনি আপিসেও গিয়েছিলেন। আপনার হাত থেকে রেহাই নেই। কি দুঃসংবাদ দেবেন বলুন। আমাকে নিয়ে কি করতে চান ? গ্রেপ্তার করবেন ? মুখ খুলুন না মশায় ! ওখানে বসে বিড়াল যেমন করে ইঁদুর নিয়ে খেলা করে সেভাবে খেলা করতে আপনি পারেন না।"

হোমস বলল, "ওকে একটা চুরুট দাও হে। ওটাতে কামড় দিন ক্যাপ্টেন ক্রোকার ; এভাবে ভেঙে পড়বেন না। ঠিক জানবেন, আপনাকে একজন সাধারণ অপরাধী মনে করলে আপনার সঙ্গে একত্রে বসে ধূমপান করতাম না। সব কথা আমাকে খুলে বলুন ; হয় তো আপনার কিছুটা ভাল আমরা করতে পারব। আর যদি চালাকি করেন তাহলে আপনাকে শেষ করে দেব।"

"আপনি আমাকে কি করতে বলেন ?"

"গত রাতে 'মঠ কৃষিশালা'য় যা কিছু ঘটেছে তার একটি সঠিক বিবরণ আমাকে দিন—মনে রাখবেন সঠিক বিবরণ, কিছু যোগ করবেন না, কিছু বাদও দেবেন না। এ ব্যাপারে আমি ইতিমধ্যেই এত বেশী জেনে ফেলেছি যে আপনি এক ইঞ্চি এদিক-ওদিক গেলেই আমার জানালা থেকে এই পুলিশের বাঁশিটা বাজিয়ে দেব, আর সমস্ত ব্যাপারটাই তখন আমার হাতের বাইরে চলে যাবে।"

নাবিকটি কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর রোদে-পোড়া হাতটা দিয়ে পায়ের উপর একটা থাপ্পড় মারল।

চেঁচিয়ে বলল, "সেই ঝুঁকিই আমি নেব। আশা করি আপনি এককথার মানুষ একজন সাদা মানুষ ; তাই সব কথাই আপনাকে বলব। কিন্তু তার আগে একটা কথা বলতে চাই। আমার নিজের দিক থেকে কোন কিছুর জন্যই আমি অনুতপ্ত নই, কোন কিছুকেই আমি ভয় করি না ; আবারও একাজ করব এবং সে কাজের জন্য গর্ববোধ করব। ওই জন্তুটার সর্বনাশ হোক—বিড়ালের মত অনেকগুলি জীবনও যদি তার থাকে তবে তার সবগুলি আমার হাতেই যাবে। কিন্তু ওই মহিলাটি, মেরি—মেরি ফেজার—কারণ ওই অভিশপ্ত নামে তাকে আর কোনদিন আমি ডাকতে পারব না। যখনই তার বিপদের কথা মনে হয় তখনই আমার হৃদয় গলে জল হয়ে যায় ; তার সুন্দর মুখে একটু হাসি ফোটাতে আমি যে আমার জীবনটাই দিয়ে দিতে পারি। আর তথাপি—তথাপি এর চাইতে অল্প আর কি আমি করতে পারতাম ? আমার সব কথা আপনাদের বলব, আর তারপরে মানুষ হয়ে মানুষের কাছে আপনাদেরই জিজ্ঞাসা করব, এর চাইতে অল্প আর কি করতে পারতাম।

"একটু পিছনে ফিরে যেতে হবে। মনে হয় আপনি সবই জানেন; কাজেই আশা করি এটাও জানেন যে জাহাজের যাত্রী হিসাবেই তাকে আমি প্রথম দেখি, আমি তখন 'রক অব্ জিব্রাল্টার'-এর ফার্স্ট অফিসার। যেদিন প্রথম তাকে দেখলাম সেদিন থেকেই সে আমার জীবনের একমাত্র নারী। সে যাত্রায় প্রতিটি দিন তার প্রতি আমার ভালবাসা বাড়তে লাগল; আর তারপরে কত বার কত রাতের অন্ধকারে জাহাজের পাটাতনে চুমো খেয়েছি, কারণ ওর বুকেই একদিন তার পায়ের চিহ্ন আঁকা পড়েছিল। আমার সঙ্গে তার বিয়ের কথা কখনও হয় নি। কোন নারী একজন পুরুষের সঙ্গে যতটা ভাল ব্যবহার করতে পারে তা সে আমার সঙ্গে করেছে। আমার কোন অভিযোগ নেই। আমার দিক থেকে ছিল ভালবাসা, আর তার দিক থেকে ছিল সৎ বন্ধুত্ব। যখন আমরা বিদায় নিলাম, সে তখন মুক্ত বিহঙ্গিনী, কিন্তু আমি তো আর কখনও মুক্ত হতে পারলাম না।

"পরের বার সমুদ্র থেকে ফিরে তাদের বিয়ের কথা শুনলাম! যাকে পছন্দ তাকে সে বিয়ে করবেই বা না কেন? মর্যাদা ও অর্থ—এ সব তো তারই প্রাপ্য। যা কিছু সুন্দর, যা কিছু উপাদেয় তা ভোগ করবার জন্যই তো তার জন্ম। তার বিয়ের জন্য আমি দুঃখ পাই নি। সে রকম স্বার্থপর কুকুর আমি নই। বরং একটি কপর্দকহীন নাবিকের হাতে না পড়ে সে যে সৌভাগ্যবতী হয়েছে তাতে আমি খুশিই হয়েছিলাম। মেরি ফ্রেজারকে আমি সেই ভাবেই ভালবাসতাম।

"দেখুন, আর কখনও তাকে দেখবার কথাও আমি ভাবি নি। কিন্তু গত সমুদ্রযাত্রায় আমার পদোন্নতি হয়, আর নতুন জাহাজটা তখনও জলে ভাসানো হয় নি, তাই লোকজন-সহ কয়েকটা মাস আমাকে সিডেন-হাম-এ কাটাতে হল। একদিন একটা গ্রাম্য পথে বেড়াতে বেরিয়ে তার বুড়ি দাসী থেরেসা রাইট-এর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সে আমাকে মেরির কথা, তার স্বামীর কথা, সব কথাই বলল। আপনাদের বলছি, সে কথা শুনে আমি যেন পাগল হয়ে গেলাম। ওই মাতাল কুত্তাটা, যে মেয়ের জুতো চাটবার যোগ্যতা তার নেই, তার গায়ে সে হাত তুলবার সাহস করে! আবার থেরেসার সঙ্গে দেখা করলাম। তারপর দেখা করলাম মেরির সঙ্গে—আবারও দেখা করলাম। তারপর সে আর দেখা করতে চাইত না। কিন্তু সেদিন নোটিশ পেলাম যে এক সপ্তাহের মধ্যেই আমাকে সমুদ্রযাত্রা করতে হবে। তখনই স্থির করলাম যাবার আগে আর একবার মেরির সঙ্গে দেখা করব। থেরেসা সব সময়ই আমার বন্ধুর মত ছিল, কারণ সেও আমার মতই মেরিকে ভালবাসত আর ঐ শয়তানকে ঘৃণা করত। তার কাছ থেকে বাড়ির অলিগলির সন্ধান জেনে নিলাম। মেরি নীচতলার ছোট ঘরটায় বসে অনেক রাত পর্যন্ত পড়াশুনা করে। কাল রাতে হামাগুড়ি দিয়ে সেখানে পৌঁছে জানালায় শব্দ করলাম। প্রথমে সে আমাকে দরজা খুলে দিল না, কিন্তু আমি জানি এখন সে মনে মনে আমাকে ভালবাসে, আর তাই হিম-ঝরা রাতে আমাকে বেশীক্ষণ বাইরে ফেলে রাখবে না। সে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, আমি যেন ঘুরে সামনের বড় জানালাটার কাছে যাই; সেখানে গিয়ে দেখলাম খাবার ঘরের দরজাটা খোলাই আছে। সেখানে দাঁড়িয়ে তার মুখ থেকে সব কথা আর একবার শুনে আমার রক্ত গরম হয়ে উঠল; আমি যে মেয়েকে ভালবাসি তার প্রতি দুর্ব্যবহার করে বলে পশুটাকে অভিশাপ দিতে লাগলাম। তারপর, জানালাটার ঠিক ভিতরে তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম; ঈশ্বর জানেন আমার মনে কোন পাপ ছিল না। এমন সময় সেই লোকটা পাগলের মত ছুটে এসে ঘরে ঢুকল, অত্যন্ত বিশ্রী ভাষায় মেরিকে গালাগালি করতে লাগল এবং হাতের লাঠিটা দিয়ে তার মুখে আঘাত করল। আমিও লাফ দিয়ে আগুন খোঁচাবার ডাণ্ডাটা হাতে নিলাম। দুজনের মধ্যে লড়াই লেগে গেল। দেখুন, আমার হাতের এইখানটায় সে প্রথম আঘাত করেছিল। তারপরই আমার পালা; একটা পচা কুমড়োর মত তার মাথাটা ফাটিয়ে দিলাম। আপনারা কি মনে করেন সেজন্য আমি দুঃখিত? মোটেই না! তখন তার বা আমার জীবন বাঁচাবার প্রশ্ন; বরং তার চাইতেও বড় কথা—তার বা মেরির বাঁচার প্রশ্ন, কারণ এই পাগলের হাতে কেমন করে মেরিকে ছেড়ে দিতে পারি? এই ভাবেই তাকে আমি খুন করেছি। অন্যায় করেছি কি? তাহলে বলুন তো, আমার মত অবস্থায় পড়লে আপনারা যে কেউ কি করতেন?"

"লোকটা যখন মেরিকে আঘাত করে তখনই সে চীৎকার করে উঠেছিল, আর তাই শুনে বুড়ি থেরেসা উপরের ঘর থেকে নেমে এসেছিল। সাইড বোর্ডের উপর এক বোতল মদ ছিল। বোতলের মুখটা খুলে মেরির মুখে কিছুটা ঢেলে দিলাম। কারণ আঘাতের ধাক্কায় সে তখন অর্ধমৃত! তারপর নিজেও এক ফোঁটা খেলাম। থেরেসার বরফের মত ঠাণ্ডা মাথা, আর গল্পটা বানালাম আমরা দুজনে মিলে। এমন ভাবে বানালাম যাতে মনে হবে যে চোররাই কাজটা করেছে। থেরেসা তার কর্ত্রীকে বার বার গল্পটা বলতে লাগল, আর আমি ঘণ্টার দড়িটা কেটে ফেললাম। তারপর তাকে চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে দড়ির প্রান্ত থেকে সুতো বের করে রাখলাম যাতে ব্যাপারটা স্বাভাবিক দেখায়, অন্যথায় সন্দেহ হতে পারে যে একটা চোর হঠাৎ ওখানে উঠে দড়িটা কাটল কেমন করে। তারপর ডাকাতির ধারণা চালু রাখার জন্য রূপোর কয়েকটা থালা-বাটি যোগাড় করে সরে পড়লাম; বলে গেলাম, আমাকে মিনিট পনেরো সময় দিয়ে যেন হৈ-চৈটা শুরু করে দেওয়া হয়। রূপোর জিনিসগুলো পুকুরে ফেলে

দিয়ে সিডেন-হাম-এর পথ ধরলাম। মনে হল, সারা জীবনে একটি রাতে এই একটা কাজের মত কাজ করলাম। মিঃ হোমস, এর ফলে যদি আমাকে ফাঁসির দড়িতেও গলা বাড়াতে হয় তবু এই হল আসল সত্য এবং পুরো সত্য।"

হোমস কিছুক্ষণ নীরবে ধূমপান করতে লাগল। তারপর মেঝেটা পেরিয়ে আমাদের অতিথির হাত ধরে ঝাঁকুনি দিল।

বলল, "আমিও তাই মনে করি। আমি জানি এর প্রতিটি কথাই সত্য, কারণ আমি জানতাম না এমন একটি কথাও আপনি বলেন নি। একজন দক্ষ ক্রীড়াবিদ বা নাবিক ছাড়া অন্য কেউ ওভাবে ব্র্যাকেটের উপর থেকে দড়িটা ধরতে পারত না, আর একজন নাবিক ছাড়া আর কেউ দড়িতে ও রকম গিঁটও দিতে পারত না। জীবনে মাত্র একবারই নাবিকদের সঙ্গে মহিলাটির যোগাযোগ ঘটেছিল, সেও ঐ সমুদ্রযাত্রার পথে; সেই লোকের সঙ্গেই সে তার জীবন-ধারার মিল খুঁজে পেয়েছিল; আর যেহেতু তাকে আড়াল করে রাখতে সে যথেষ্ট চেষ্টা করেছে তাতেই বোঝা যায় যে তাকে সে ভালবাসে। কাজেই বুঝতেই পারছেন, একবার ঠিক পথে পা দেবার পরে আপনাকে ধরা আমার পক্ষে কত সহজ ছিল।"

"আমি ভেবেছিলাম, পুলিশ কোনদিনই আমাদের এই ধাপ্পাটা ধরতে পারবে না।"

"আর পুলিশ পারেও নি; আমার যতদূর বিশ্বাস কোনদিন পারবেও না। দেখুন ক্যাপ্টেন ক্লোকার, ব্যাপারটা খুবই গুরুতর, যদিও আমি স্বীকার করছি যে তীব্র প্ররোচনার ফলেই আপনি এ কাজ করেছেন। আত্মরক্ষার তাগিদে কাজটা করেছেন বলে এ কাজটাকে সঙ্গত বলে ঘোষণা করা হবে কিনা আমি সঠিক বলতে পারছি না। সেটা বৃটিশ জুরিরাই স্থির করবেন। ইতিমধ্যে আপনার প্রতি আমার যথেষ্ট সহানুভূতি আছে বলেই আপনি যদি আগামী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এখান থেকে নিরুদ্দেশ হতে পারেন তাহলে আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, কেউ আপনাকে বাধা দেবে না।"

"আর তার পরে সব ব্যাপারটা প্রকাশ পাবে?"

"নিশ্চয় প্রকাশ পাবে।"

নাবিকটি রাগে লাল হয়ে উঠল।

"একজন মানুষের কাছে এটা কি ধরনের প্রস্তাব? আইনের যতটুকু আমি জানি তাতেই বুঝতে পারছি যে এই অপরাধের সহযোগী হিসাবে মেরিকে ধরা হবে। আপনি কি মনে করেন, এই গোলযোগের মুখে মেরিকে ঠেলে দিয়ে আমি গোপনে সরে পড়ব? না স্যার; আমাকে নিয়ে তারা যা খুশি করুক, কিন্তু ঈশ্বরের দোহাই মিঃ হোমস, এমন একটা পথ বের করুন যাতে আমার অসহায় মেরিকে আদালতে যেতে না হয়।"

হোমস দ্বিতীয়বার নাবিকটার দিকে হাত বাড়াল।

"আমি আপনাকে পরীক্ষা করছিলাম মাত্র, কিন্তু প্রতিবারেই আপনি সঠিক সুরেই বেজেছেন। ঠিক আছে, একটা মস্ত বড় দায়িত্বই ঘাড়ে নিলাম; তবে হপকিন্সকে একটা ভাল ইঙ্গিত আমি দিয়েছি, সে যদি তার সুযোগ নিতে না পারে তাহলে আমি নাচার। দেখুন ক্যাপ্টেন ক্লোকার, সব কিছুই আমরা আইন মোতাবেক করব। আপনি আমাদের বন্দী। ওয়াটসন, তুমি হলে বৃটিশ জুরি, আর এ কাজে তোমার মত উপযুক্ত লোক আমি আজ পর্যন্ত দ্বিতীয়টি খুঁজে পাই নি। আমি বিচারপতি। এবার জুরি মহোদয়গণ, সাক্ষীদের কথা আপনারা শুনেছেন। বলুন, বন্দী দোষী কি নির্দোষ?"

"নির্দোষ মাননীয় প্রভু", আমি বললাম।

"Vox populi, vox Dei (জনসাধারণের বাণীই ঈশ্বরের বাণী)। ক্যাপ্টেন ক্লোকার, আপনাকে খালাস দেওয়া হল। আইন যতদিন আর একটি শিকার খুঁজে না পায় ততদিন আমার দিক থেকে আপনি নিরাপদ। এক বছরের মধ্যেই এই মহিলাটির কাছে ফিরে আসবেন; দেখবেন, আজ রাতে যে রায় আমরা ঘোষণা করলাম এই মহিলার এবং আপনার ভবিষ্যৎ যেন তার উপযুক্ত হয়।"

দ্বিতীয় দাগ
The Second Stain

আমার ইচ্ছা ছিল আমার বন্ধু মিঃ শার্লক হোমসের যে সব কর্মকাণ্ডের বিবরণ আমি জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করে যাব তার শেষ অধ্যায় হবে "মঠ কৃষিশালার অভিযান"। মাল-মশলার অভাব কিন্তু আমার এই সিদ্ধান্তের কারণ নয়, যেহেতু এমন শত শত কেসের 'নোট' আমার করা আছে যেগুলোর উল্লেখ আমি এখনও করি নি; আবার এই বিশিষ্ট লোকটির অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও অপূর্ব কর্ম-পদ্ধতি সম্পর্কে পাঠকদের আগ্রহ হ্রাস পাওয়াও তার কারণ নয়। তার অভিজ্ঞতাকে অবিরাম প্রকাশ করার ব্যাপারে হোমসের অনিচ্ছাই এর প্রধান কারণ। যতদিন পর্যন্ত সে বাস্তবক্ষেত্রে এই জীবিকায় নিযুক্ত ছিল ততদিন তার সাফল্যের বিবরণের কার্যকরী মূল্য তার কাছে ছিল; কিন্তু যখন থেকে সে সত্যি সত্যি লণ্ডন থেকে দূরে চলে গেছে এবং সাসেক্স-এর নিম্নাঞ্চলে পড়াশুনা ও মৌমাছি পালনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছে। তখন থেকেই এই খ্যাতি জিনিসটা তার কাছে ঘৃণাই হয়ে উঠেছে এবং চূড়ান্তভাবে আমাকে জানিয়ে দিয়েছে যে এ ব্যাপারে তার ইচ্ছাকে যেন কঠোরভাবে মান্য করা হয়। কিন্তু তাকে যখন বললাম যে যথাসময়ে "দ্বিতীয় দাগের অভিযান" প্রকাশ করা হবে বলে আমি কথা দিয়ে রেখেছি, এবং আরও

জানালাম যে কেস তার হাত দিয়ে পার হয়েছে তার মধ্যে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ এই আন্তর্জাতিক কেসটি দিয়ে এই মর্মে তার অনুমতি আমি পেয়েছি যে এই ঘটনার একটি সযত্ন-সুরক্ষিত বিবরণ জনসাধারণের জন্য প্রকাশ করা যেতে পারে। এই কাহিনীটি বলতে গিয়ে কোন কোন ব্যাপারে যদি কিছুটা অস্পষ্টতা থেকে যায় তাহলে পাঠক-সাধারণ বুঝে নেবেন যে সে অস্পষ্টতার যথেষ্ট কারণ আছে।

অতএব কোন এক দশকের কোন এক বছরের, সেটা উহ্যই থাকবে, হেমন্তকালের এক সকালে ইওরোপীয় খ্যাতি-সম্পন্ন দুটি অতিথি আমাদের বেকার স্ট্রীটের দীন ভবনের চার দেওয়ালের মধ্যে এসে পদার্পণ করল। তাদের একজন গম্ভীর, খাড়া নাক, ঈগল-চক্ষু ও ব্যক্তিত্বশীল; লোকটি আর কেউ নয়, বিখ্যাত লর্ড বেলিঙ্গার, দু'দুবার বৃটেনের প্রধান মন্ত্রী। অপর জনের নাক-মুখ কাটা-কাটা, চেহারা পরিচ্ছন্ন, মাঝ বয়সের কাছাকাছি, দেহ ও মনের সর্ববিধ সৌন্দর্যসম্পন্ন; লোকটি মহামান্য ট্রেলনি হোপ, ইওরোপীয় রাষ্ট্রবিভাগীয় সচিব এবং দেশের একজন সেরা উদীয়মান কূটনীতিবিদ। আমাদের কাগজপত্র ছড়ানো সেটির উপর তারা পাশাপাশি বসল। তাদের শ্রান্ত উৎকণ্ঠিত মুখ দেখলে সহজেই বোঝা যায় অত্যন্ত জরুরী কোন কাজের চাপে পড়েই তারা এখানে এসেছে। প্রধান মন্ত্রীর সরু নীল-শিরাওয়ালা হাত দুটি তার ছাতার হাতির দাঁতের মাথাটা শক্ত করে ধরে আছে, আর তার কৃশ, সংযত মুখের বিষণ্ণ দৃষ্টি পড়েছে আমাদের দুজনের উপর। ইওরোপীয় সচিবটি অস্থিরভাবে তার গোঁফজোড়া টানছে, আর ঘড়ির চেনের পদকটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে।

"মিঃ হোমস, আজ সকাল আটটার সময় ক্ষতিটা আবিষ্কার করা মাত্রই আমি প্রধান মন্ত্রীকে খবর দেই। তার পরামর্শ অনুসারেই আমরা দুজন আপনার কাছে এসেছি।"

"পুলিশকে খবর দিয়েছেন কি?"

যে দ্রুত সিদ্ধান্তের জন্য তার এত খ্যাতি সেই ভাবেই প্রধান মন্ত্রী বলল, "না স্যার। সে কাজ আমরা করি নি, আর করা সম্ভবও নয়। পুলিশকে জানানো মানেই শেষ পর্যন্ত জনসাধারণকে জানানো। সেটাকেই আমরা বাস্তবক্ষেত্রে পরিহার করতে চাই।"

"কিন্তু কেন স্যার?"

"কারণ আলোচ্য দলিলটা এতই প্রভূত গুরুত্বপূর্ণ যে খবরটা প্রকাশ হলে অত্যন্ত গুরুতর ইওরোপীয় জটিলতা সৃষ্টি হবার একান্ত সম্ভাবনা আছে। এটার উপরেই শান্তি বা সংগ্রাম নির্ভর করছে—এ কথা বলাও অতিরঞ্জন করা হবে না। যদি সম্পূর্ণ গোপনীয়তার সঙ্গে এটাকে উদ্ধার করা না যায় তাহলে উদ্ধার না হওয়াই ভাল, কারণ এটা যারা সরিয়েছে তাদের উদ্দেশ্যই হল এর বিষয়বস্তুকে সকলের গোচরীভূত করা।"

"বুঝতে পেরেছি। মিঃ ট্রেলনি হোপ, ঠিক কোন্ পরিস্থিতিতে দলিলটা অদৃশ্য হয়েছে সেটা যদি আমাকে বলেন তাহলে বাধিত হব।"

"অল্প কয়েকটি কথায়ই সে কাজ করা যেতে পারে মিঃ হোমস। চিঠিটা—দলিলটা কোন বিদেশী নৃপতির কাছ থেকে পাওয়া একটা চিঠি—আমরা পেয়েছি ছ' দিন আগে। চিঠিটা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে সেটাকে কখনও আমার সিন্দুকে রেখে যাই নি, প্রতিদিন সন্ধ্যায়ই সঙ্গে নিয়ে গেছি আমার হোয়াইট হল টেরেস-এর বাড়িতে এবং আমার শোবার ঘরের চিঠির বাক্সে তালাবন্ধ করে রেখেছি। গত রাতেও সেটা সেখানেই ছিল। সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। রাতের খাবারের জন্য পোশাক পরবার সময়ও আমি বাক্সটা খুলেছিলাম এবং দলিলটাকে ভিতরে দেখেছিলাম। সকালে দেখি সেটা নেই। চিঠির বাক্সটা সারা রাত আমার ড্রেসিং-টেবিলের আয়নার পাশেই ছিল। আমার ঘুম খুব হাল্কা; আমার স্ত্রীরও তাই। আমরা দুজনই শপথ করে বলতে পারি যে রাতের বেলা কারও পক্ষে ঘরে ঢোকা সম্ভব নয়। তথাপি আবার বলছি যে কাগজটা উধাও হয়েছে।"

"রাতে আপনারা কখন খান?"

"সাড়ে সাতটায়।"

"সেটা শুতে যাবার কতক্ষণ আগে?"

"আমার স্ত্রী থিয়েটারে গিয়েছিলেন। আমি তার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। সাড়ে এগারোটায় আমরা ঘরে গিয়েছিলাম।"

"তাহলে চার ঘণ্টা চিঠির বাক্সটা অরক্ষিত অবস্থায় ছিল?"

"সকালে বাড়ির দাসী এবং দিনের বাকিটা সময় আমার খানসামা অথবা তার স্ত্রীর দাসী ছাড়া আর কাউকে ও ঘরে ঢুকতে দেওয়া হয় না। তারা দুজনই বেশ কিছুদিন আমাদের কাছে আছে, আর খুবই বিশ্বাসী। তাছাড়া, তাদের কারোরই জানবার কথা নয় যে চিঠির বাক্সে সাধারণ বিভাগীয় কাগজপত্র ছাড়া অন্য কোন মূল্যবান জিনিস রয়েছে।"

"চিঠিটার কথা কে কে জানত?"

"বাড়ির কেউ না।"

"আপনার স্ত্রী নিশ্চয়ই জানতেন।"

"না স্যার; আজ সকালে কাগজটা হারাবার আগে তাকেও আমি কিছু বলি নি।"

প্রধান মন্ত্রী সমর্থনসূচক ঘাড় নাড়ল।

বলল, "তোমার কর্তব্যবোধ যে কত গভীর তা আমি অনেকদিন থেকেই জানি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পারিবারিক বন্ধন যত ঘনিষ্ঠই হোক এত বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে গোপনীয়তা অবশ্যই তার ঊর্দ্ধে স্থান পাবে।"

ইওরোপীয় সচিব মাথা নোয়াল।

"আপনি আমার প্রতি ন্যায় বিচারই করলেন স্যার। আজ সকালের আগে আমার স্ত্রীকে এবিষয়ে ঘুণাক্ষরেও কিছু বলি নি।"

"তিনি কি কোনভাবে আঁচ করতে পেরেছিলেন?"

"না মিঃ হোমস, তিনি আঁচ করতে পারেন না—কেউই কোন রকম আঁচ করতে পারেন না।"

"এর আগে কখনও কোন দলিল চুরি গেছে কি?"

"না স্যার।"

"ইংলণ্ডের কে কে এই চিঠির কথা জানতেন?"

"গতকাল মন্ত্রিসভার প্রত্যেক সদস্যকেই কথাটা জানানো হয়েছে কিন্তু মন্ত্রিসভার প্রতিটি বৈঠকে যে মন্ত্রগুপ্তির শপথ নেওয়া হয়ে থাকে, এবার প্রধান মন্ত্রীর বিশেষ সতর্কীকরণের ফলে সেটাকে আরও বৃদ্ধি করা হয়েছিল। হা ঈশ্বর! আর তার ঠিক কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই চিঠিখানি আমি হারিয়ে ফেললাম!" তার সুন্দর মুখখানি নৈরাশ্যের ক্ষোভে বিকৃত হয়ে উঠল; দুই হাতে সে মাথার চুল ছিঁড়তে লাগল। মুহূর্তের জন্য আমরা দেখতে পেলাম স্বাভাবিক মানুষটিকে—আবেগপ্রবণ, অত্যুৎসাহী ও তীব্র স্পর্শকাতর। পর মুহূর্তেই সেখানে নেমে এল আভিজাত্যের মুখোশ; ফিরে এল তার শান্ত কণ্ঠস্বর। "মন্ত্রীসভার সদস্যগণ ছাড়া এমন আর দু'জন বা সম্ভবত তিনজন বিভাগীয় কর্মচারী আছেন যারা চিঠিটার কথা জানতেন। মিঃ হোমস, আপনাকে নিশ্চিতভাবেই বলছি, এ ছাড়া ইংলণ্ডের আর কেউ জানে না।"

"কিন্তু বিদেশের?"

"আমার বিশ্বাস, চিঠিটা যিনি লিখেছেন তিনি ছাড়া বিদেশেও আর কেউ চিঠিটা দেখেন নি। আমার দৃঢ় ধারণা, তার মন্ত্রীদের—অর্থাৎ সাধারণ সরকারী ব্যবস্থাকে এ কাজে লাগানো হয় নি।"

হোমস কিছুক্ষণ কি যেন ভাবল।

"দেখুন স্যার, এবার আমি আরও বিস্তারিতভাবে জানতে চাইব, এই দলিলটা কিসের, আর তার অদৃশ্য হওয়াটা এতটা গুরুত্বপূর্ণই বা কেন?"

দু'জন কূটনীতিবিদের মধ্যে দ্রুত দৃষ্টি-বিনিময় হল। প্রধান মন্ত্রীর লোমশ ভুরু দুটি ভ্রূকুটিকুটিল হয়ে উঠল।

"মিঃ হোমস, লম্বা, সরু, হাল্কা নীল রঙের একখানি খাম। লাল গালা দিয়ে একটি উল্লম্ফনশীল সিংহের মুদ্রিত মোহরাঙ্কিত করা। বড় বড় মোটা হস্তাক্ষরে ঠিকানা লেখা—"

হোমস বলল, "দেখুন, এই বিবরণগুলি অবশ্যই আকর্ষণীয় ও দরকারী, কিন্তু আমি জানতে চাইছি আরও গোড়ার কথা। চিঠিটা আসলে কি?"

"সেটা রাষ্ট্রের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গোপনীয় ব্যাপার। আমার আশংকা হচ্ছে, সেটা আমি আপনাকে বলতে পারব না, আর বলাটা একান্ত প্রয়োজন বলেও আমি মনে করি না। আপনি যে ধরনের ক্ষমতার অধিকারী বলে শোনা যায় তারই সাহায্যে যদি আমার বর্ণনামত একখানি খাম তার ভিতরকার চিঠিসহ উদ্ধার করতে পারেন, তাহলেই আপনি দেশের সকলের প্রশংসাভাজন হবেন এবং আমাদের সাধ্যায়ত্ত যে কোন পুরস্কার লাভ করবেন।"

একটু হেসে শার্লক হোমস উঠে দাঁড়াল।

বলল, "আপনারা দু'জনই দেশের অত্যন্ত কর্মব্যস্ত মানুষ। আর আমারও সাধারণভাবেই বেশ কিছু কাজ কাম আছে। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, এ ব্যাপারে আপনাদের সাহায্য করতে আমি পারছি না, এবং এই সাক্ষাৎকারকে দীর্ঘায়িত করা শুধু সময়ের অপচয়ই হবে।"

প্রধান মন্ত্রী লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। তার দুটি দৃঢ়বদ্ধ চোখে ফুটে উঠল সেই দ্রুত হিংস্র জ্বলন্ত দৃষ্টি যার সামনে একটা গোটা মন্ত্রীসভা ভয়ে জড়সড় হয়ে পড়ে। "আমি অভ্যস্ত নই—" বলতে শুরু করেও সে ক্রোধ সংযত করে আসন গ্রহণ করল। দু'এক মিনিট আমরা সকলেই নীরবে বসে রইলাম। বৃদ্ধ কূটনীতিবিদ কাঁধদুটোয় ঝাঁকুনি দিল।

"আপনার শর্তই আমাদের মানতে হবে মিঃ হোমস। নিঃসন্দেহে আপনার কথাই ঠিক; আমরা আপনাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করব না, অথচ আপনি আমাদের হয়ে কাজ করবেন, এটা সঙ্গত কথা নয়।"

"আমিও আপনার সঙ্গে একমত স্যার," তরুণ কূটনীতিবিদ বলল।

"তাহলে আপনার ও আপনার সহকর্মী ডাঃ ওয়াটসনের মর্যাদাবোধের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে সব কথাই আপনাকে বলব। আপনাদের দেশপ্রেমের কাছেও আমি আবেদন রাখছি, কারণ এ ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে গেলে সেটা যে দেশের পক্ষে কত বড় দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হবে তা আমি কল্পনাও করতে পারি না।"

"আপনি নির্ভয়ে আমাদের উপর বিশ্বাস রাখতে পারেন।"

"চিঠিটা এসেছে একজন বিদেশী নৃপতির কাছ থেকে। এ দেশের একটা সাম্প্রতিক ঔপনিবেশিক গোলযোগের ফলে তিনি বেশ বিব্রত হয়ে পড়েছেন। চিঠি খুব তাড়াহুড়ো করে লেখা হয়েছে, আর তার সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বেই লেখা হয়েছে। আমরা সন্ধান করে জেনেছি, তার মন্ত্রীরাও এ ব্যাপারে কিছুই জানে না। এদিকে এমন দুর্ভাগ্যজনক ভাষায় চিঠিটা লেখা হয়েছে এবং তাতে উত্তেজনাপ্রবণ এমন কিছু কথা আছে যে সেগুলো প্রকাশ পেলে এ দেশের জনমানসে বিপজ্জনক ক্ষোভের সঞ্চার হতে বাধ্য। ফলে এমন উত্তেজনার

সৃষ্টি হবে যে আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি, এই চিঠি প্রকাশের এক সপ্তাহের মধ্যেই এ দেশ একটা মহাযুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে।"

হোমস একটুকরো কাগজে একটা নাম লিখে প্রধান মন্ত্রীর হাতে দিল।

"ঠিক। এই সেই লোক। আর এই সেই চিঠি। এ চিঠির অর্থ কোটি কোটি খরচ এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন। এই চিঠিটাই এ রকম একটা দুর্বোধ্য পরিস্থিতিতে খোয়া গেছে।"

"প্রেরককে জানিয়েছেন কি?"

"হ্যাঁ স্যার, একটা সাংকেতিক তার-বার্তা পাঠানো হয়েছে।"

"তিনি হয় তো চান যে চিঠিটা প্রকাশ করা হোক।"

"না স্যার; আমাদের বিশ্বাস করবার যথেষ্ট কারণ আছে যে চিঠিটা লিখে তিনি যে অবিবেচনাপ্রসূত একটা মাথা-গরমের কাজ করে ফেলেছেন সেটা তিনি এর মধ্যেই বুঝতে পেরেছেন। চিঠিটা প্রকাশ পেলে তার নিজের প্রতি এবং তার দেশের প্রতি সেটা হবে আমাদের চাইতেও বড় আঘাত।"

"তাই যদি হয় তাহলে চিঠিটা প্রকাশ পেলে কার স্বার্থ সিদ্ধ হবে? কেউ সেটা চুরি করতে বা প্রকাশ করতে চাইবে কেন?"

"মিঃ হোমস, সেখানেই আমাদের যেতে হচ্ছে উচ্চতর আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে। কিন্তু বর্তমান ইওরোপীয় পরিস্থিতির কথা চিন্তা করলে উদ্দেশ্যটা বোঝা আপনার পক্ষেও শক্ত হবে না। সারা ইওরোপ আজ একটা সশস্ত্র শিবিরে পরিণত হয়েছে। দুটো রাষ্ট্র-সংঘ মোটামুটি একটা সামরিক শক্তি-সাম্য বজায় রেখে চলেছে। গ্রেট বৃটেনের হাতে রয়েছে দাড়িপাল্লা। এখন বৃটেন যদি একটা রাষ্ট্র-সংঘের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহলে অপর রাষ্ট্র-সংঘটি সে যুদ্ধে যোগ দিক আর নাই দিক তার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবেই। বুঝতে পারছেন?"

"খুব পরিষ্কারভাবে। তাহলে এই চিঠিটা সংগ্রহ করা ও প্রকাশ করায় আসল স্বার্থ হচ্ছে সেই নৃপতির শত্রুপক্ষের; এর দ্বারা তারা সেই নৃপতির দেশ ও আমাদের দেশের মধ্যে একটা ভাঙন সৃষ্টি করতে পারবে, এই তো?"

"হ্যাঁ স্যার।"

"আর চিঠিটা কোন শত্রুর হাতে পড়লে সে দলিলটা কাকে পাঠান হবে?"

"ইওরোপের যে কোন বৃহৎ রাষ্ট্র-প্রধানের কাছে। হয় তো একটা বাষ্পীয় পোত যত তাড়াতাড়ি বহন করতে পারে সেই দ্রুততার সঙ্গেই চিঠিটা এই মুহূর্তে সেই পথে ছুটে চলেছে।"

মিঃ ট্রেলনি হোপ সজোরে আর্তনাদ করে উঠল; তার মাথাটা বুকের উপর ঝুঁকে পড়ল।

"এটা আপনার দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কিছু নয়। কেউ আপনাকে দোষ দিতে পারে না। আপনি তো সব রকম সতর্কতামূলক ব্যবস্থাই নিয়েছিলেন। মিঃ হোমস, সব ঘটনাই তো শুনলেন। এবার আপনি কি পরামর্শ দেবেন?"

বিষণ্ণভাবে হোমস ঘাড় নাড়ল।

"আপনি কি মনে করেন স্যার, যে এই দলিলটা উদ্ধার না হলে যুদ্ধ হবে?"

"হওয়া খুবই সম্ভব বলে আমি মনে করি।"

"তাহলে স্যার, যুদ্ধের জন্যই প্রস্তুত হোন।"

"কথাটা বড়ই কঠোর মিঃ হোমস।"

"ঘটনাগুলো বিচার করে দেখুন স্যার। রাত এগারোটা ত্রিশ মিনিটের পরে ওটা চুরি গেছে এ কথা ভাবাই যায় না, কারণ যতদূর জানা গেছে ঐ সময় থেকে চুরিটা ধরা পড়ার সময় পর্যন্ত মিঃ হোপ ও তার স্ত্রী দুজনই ঘরে ছিলেন। তাহলে গতকাল সন্ধ্যা সাতটা ত্রিশ মিনিট থেকে এগারোটা ত্রিশ মিনিটের মধ্যেই ওটা সরানো হয়েছে; সম্ভবত রাতের গোড়ার দিকেই কাজটা করা হয়েছে, কারণ যে ওটা নিয়েছে সে নিশ্চয়ই জানত যে চিঠিটা ওখানেই ছিল এবং স্বভাবতই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওটা সরিয়েছে। এবার ভাবুন স্যার, এ রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ দলিল যদি ঐ সময়ে কেউ নিয়ে থাকে, তাহলে এখন সেটা কোথায় থাকতে পারে? কারও পক্ষেই সেটা নিজের কাছে রেখে দেবার কোন কারণ নেই। ওটা যাদের দরকার অত্যন্ত তাড়াতাড়িই তাদের কাছেই ওটা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। অতএব এখন ওটাকে হাতে পাবার অথবা খোঁজ পাবার সম্ভাবনা কোথায়? ওটা এখন আমাদের আয়ত্তের বাইরে।"

প্রধান মন্ত্রী সীট থেকে উঠে দাঁড়াল।

"আপনি যা বলেছেন সেটা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত মিঃ হোমস। আমিও বুঝতে পারছি, ব্যাপারটা এখন আমাদের হাতের বাইরে চলে গেছে।"

"আচ্ছা, যুক্তির খাতিরে যদি ধরে নেওয়া যায় যে দাসী বা খানসামা দলিলটা নিয়েছে—"

"তারা দুজনই পুরনো এবং বিশ্বস্ত লোক।"

"আপনিই বলেছেন যে আপনাদের ঘরটা দোতলায়, বাইরে থেকে সে ঘরে ঢুকবার কোন দরজা নেই, এবং ভিতর থেকেও সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে কারও পক্ষে সে ঘরে ঢোকা সম্ভব নয়। তাহলে নিশ্চয়ই বাড়ির কোন লোকই সেটা নিয়েছে। চোর সেটা নিয়ে কাকে দেবে? নিশ্চয় কয়েকজন আন্তর্জাতিক গুপ্তচর এবং গোয়েন্দার যে কোন একজনকে, আর তাদের নাম-ধাম তো মোটামুটি আপনার জানা। এই

বৃত্তিতে কর্মরত তিনজনকে তাদের মাথা বলা যেতে পারে। সর্বাগ্রে তাদের পিছনে ঘুরে ঘুরে দেখব তারা প্রত্যেকেই স্ব স্ব ঘাঁটিতে আছে কিনা। যদি একজনকে না পাওয়া যায়—আর সে যদি গতকাল রাত থেকে উধাও হয়ে থাকে—তাহলে দলিলটা কোথায় গেছে তার কিছুটা হদিশ পেয়ে যাব।"

ইওরোপীয় সচিব প্রশ্ন করল, "সে উধাও হবে কেন? লণ্ডনের দূতাবাসেই সে চিঠিটা পৌঁছে দেবে। সেটাই তো স্বাভাবিক।"

"আমি তা মনে করি না। এই গোয়েন্দারা স্বাধীনভাবে কাজকর্ম চালায়। এবং অনেক ক্ষেত্রেই দূতাবাসগুলির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক খুব মধুর থাকে না।"

প্রধান মন্ত্রী মাথা নেড়ে কথাটা স্বীকার করল।

"আমার বিশ্বাস আপনি ঠিকই বলেছেন মিঃ হোমস। এ রকম একটা মূল্যবান উপহারকে সে নিজের হাতেই প্রধান কার্যালয়ে নিয়ে যেতে চাইবে। আমার তো মনে হচ্ছে, আপনার কর্ম-পদ্ধতি খুবই চমৎকার। হোপ, এই একটি দুর্ভাগ্যের জন্য আমরা কিন্তু আমাদের অন্য কর্তব্যগুলোকে অবহেলা করতে পারি না। সারা দিনে যদি নতুন কিছু ঘটে আমরা আপনাকে জানাব, আর আপনিও আপনার কাজের ফলাফল অবশ্যই আমাদের জানাবেন।"

দুই কূটনীতিবিদ অভিবাদন জানিয়ে গম্ভীরভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

www.boiRboi.net

আমাদের বিখ্যাত অতিথিদ্বয় চলে যাবার পরে হোমস নীরবে পাইপটা ধরিয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে গেল। প্রাতঃকালীন সংবাদপত্রটা খুলে আগের রাত্রে লণ্ডনে যে চাঞ্চল্যকর অপরাধটা সংঘটিত হয়েছে তাতেই আমি ডুবে ছিলাম; এমন সময় আমার বন্ধুটি একটা উল্লাস-ধ্বনি করে লাফিয়ে উঠল এবং পাইপটাকে ম্যান্টেলপিসের উপর রাখল।

বলল, "হ্যাঁ, এর চাইতে ভাল পথ আর কিছু নেই। পরিস্থিতিটা শোচনীয় হলেও একেবারে হতাশাব্যঞ্জক নয়। এখনও যদি জানতে পারি তাদের মধ্যে কে চিঠিটা নিয়েছে, তাহলে সম্ভবত এখনও সেটা একেবারেই হাতছাড়া হয়ে যায় নি। আর যাই হোক, এরা তো কাজ করে টাকার লোভে, আর গোটা বৃটিশ রাজকোষই তো রয়েছে আমার পিছনে। জিনিসটা যদি নীলামে ওঠে, তাহলে আমিই কিনে নেব। এটা খুবই সম্ভব যে ওদিক থেকে ভাগ্য পরীক্ষা করাবার আগে সে একবার যাচাই করে দেখবে যে এদিক থেকে দর কতটা ওঠে। এ রকম একটা দুঃসাহসিক খেলা খেলবার মত হিম্মৎ শুধু তিনজনেরই আছে; তারা হচ্ছে ওবার্স্টিন, লা রোদিয়ের এবং এডুয়ার্ডো লুকাস। তাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই আমি দেখা করব।"

খবরের কাগজটা আর একবার দেখে নিয়ে আমি বললাম, "গোডল্‌ফিন স্ট্রীটের এডুয়ার্ডো লুকাস কি?"

"হ্যাঁ।"

"তার সঙ্গে দেখা হবে না।"

"কেন?"

"গত রাতে তার বাড়িতেই সে খুন হয়েছে।"

বিভিন্ন অভিযানে বন্ধুটি আমাকে এতবার অবাক করে দিয়েছে যে আজ আমি তাকে সম্পূর্ণভাবে অবাক করে দিতে পারায় মনে মনে খুবই খুশি হয়ে উঠলাম। হাঁ করে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে সে আমার হাত থেকে কাগজটা ছিনিয়ে নিল। সে যখন চেয়ার ছেড়ে উঠেছিল তখন আমি নীচের এই অনুচ্ছেদটি পড়ছিলাম:

ওয়েস্ট মিন্‌স্টার-এ খুন

গতকাল রাতে নদী ও মঠের মাঝামাঝি জায়গায় পার্লামেণ্ট হাউসের বড় চূড়াটার ছায়ার প্রায় নীচে অবস্থিত একসার সেকেলে ধরনের নির্জন অষ্টাদশ শতাব্দীর বাড়ির ১৬ গোডল্‌ফিন স্ট্রীটে একটি রহস্যজনক খুন হয়েছে। এই ছোট অথচ সুন্দর বাড়িটাতে বেশ কয়েক বছর ধরে বাস করছেন মিঃ এডুয়ার্ডো লুকাস; আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব এবং দেশের একজন অন্যতম খ্যাতিমান শ্রেষ্ঠ সৌখীন গায়ক হিসাবে তিনি উঁচু মহলে অত্যন্ত পরিচিত ছিলেন। মিঃ লুকাস অবিবাহিত, বয়স চৌত্রিশ বছর, আর তার গৃহস্থালি বলতে প্রবীণা গৃহকর্ত্রী মিসেস প্রিঙ্গল ও খানসামা মিলটন। মিসেস প্রিঙ্গল সকাল-সকাল শুতে যায় এবং বাড়ির ছাদের ঘরে ঘুমোয়। খানসামাটি সন্ধ্যা থেকেই হ্যামারস্মিথ-এ একটি বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। দশটার পর থেকে বাড়িতে মিঃ লুকাস একাই ছিলেন বলা যায়। সেই সময়ে কি ঘটেছিল তা এখনও জানা যায় নি, কিন্তু পৌনে বারোটা নাগাদ পুলিশ-কনস্টেবল ব্যারেট গোডল্‌ফিন স্ট্রীট ধরে যেতে যেতে দেখতে পায় ১৬নং-এর দরজাটা খোলা। সে দরজায় ধাক্কা দেয়, কিন্তু কোন জবাব আসে না। সামনের ঘরে একটা আলো দেখতে পেয়ে সে দালানে এগিয়ে গিয়ে আবার দরজায় শব্দ করে। কিন্তু এবারেও কোন সাড়া মেলে না। সে তখন ঠেলা দিয়ে দরজা খুলে ঘরে ঢোকে। ঘরের সব কিছু ওলোট-পালোট করা হয়েছে। আসবাবপত্র সব একদিকে স্তূপ করা। মাঝখানে একটা চেয়ারে চিৎ হয়ে পড়ে আছে। সেই চেয়ারের পাশে তখনও তার একটা পায়া আঁকড়ে ধরে পড়ে আছে বাড়ির হতভাগ্য ভাড়াটে। তার বুকে ছুরি মারা হয়েছে এবং নির্ঘাৎ সঙ্গে সঙ্গেই তার মৃত্যু হয়েছে। যে ছুরিটা দিয়ে খুন করা হয়েছে সেটা একটা বাঁকানো ভারতীয় ছুরি; প্রাচ্য দেশীয় অস্ত্র-শস্ত্রের নমুনা

হিসাবে দেওয়ালে ঝুলিয়ে রাখা ছুরিটাকেই টেনে নামিয়ে নেওয়া হয়েছে। খুনের উদ্দেশ্য ডাকাতি বলে মনে হয় না, কারণ ঘরের মূল্যবান দ্রব্যাদি নেবার কোন রকম চেষ্টা হয় নি। মিঃ এডুয়ার্ডো লুকাস খুবই সুপরিচিত ও জনপ্রিয় মানুষ ছিলেন; তাই তার এই রহস্যজনক নৃশংস পরিণতি তার ব্যাপক বন্ধু-মহলে প্রভূত বেদনা ও তীব্র সহানুভূতির সঞ্চার করবে।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে হোমস প্রশ্ন করল, "আচ্ছা ওয়াটসন, এ সম্পর্কে তোমার কি মত?"

"ঘটনার বিস্ময়কর সমাবেশ।"

"শুধুই সমাবেশ! এই নাটকের যে তিনজন সম্ভাবিত অভিনেতার নাম আমরা করেছি এই লোকটি তাদেরই একজন। যখন আমরা জানতে পারলাম যে সেই নাটকটি অভিনীত হচ্ছে ঠিক তখনই সে নৃশংসভাবে নিহত হল। এটাকে তো কোন মতেই ঘটনার আকস্মিক সমাবেশ বলা যায় না। কোন ভাষাতেই তাকে প্রকাশ করা যায় না। না ভাই ওয়াটসন, এই দুটি ঘটনার মধ্যে সংযোগ রয়েছে—সংযোগ থাকতেই হবে। সেই সংযোগটা খুঁজে বের করাই আমাদের কাজ।"

"কিন্তু এখন তো সরকারী পুলিশ সবই জানতে পারবে।"

"মোটেই পারবে না। গোডল্‌ফিন স্ট্রীটে যা দেখতে পাবে তারা শুধু সেইটুকুই জানবে। হোয়াইট হল টেরেস-এর কোন কথাই তারা জানে না—জানবেও না। দুটো ঘটনাকে জানি শুধু আমরা, আর তাদের মধ্যে সম্পর্কটাও খুঁজে বের করব আমরাই। এখন একটি স্পষ্ট প্রমাণ পেয়েছি যাতে যে কোন অবস্থাতেই আমার সন্দেহটা লুকাস-এর উপর পড়তই। ওয়েস্টমিনস্টার-এর গোডল্‌ফিন স্ট্রীট হোয়াইট হল টেরেস থেকে মাত্র কয়েক মিনিটের পথ। অপর যে দুজন গোয়েন্দার নাম আমরা করেছি তারা থাকে ওয়েস্ট এণ্ড-এর একেবারে শেষ প্রান্তে। সুতরাং ইওরোপীয় সচিবের বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ রাখা অথবা সেখান থেকে কোন সংবাদ সংগ্রহ করা অন্য দুজনের তুলনায় লুকাস-এর পক্ষে অনেক সহজ—ব্যাপারটা ছোট, কিন্তু ঘটনাগুলি যখন মাত্র কয়েকটি ঘণ্টার মধ্যে সীমাবদ্ধ তখন এই ছোট ব্যাপারটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। হেলোয়া! এখানে কি এল?"

থালার উপর কোন মহিলার একখানি কার্ড নিয়ে মিসেস হাডসন এসে হাজির হল। হোমস সেটা দেখল, ভুরু দুটি তুলল, তারপর কার্ডটা আমার হাতে দিল।

বলল, "লেডি হিল্ডা ট্রেলনি হোপকে বল, তিনি যেন দয়া করে ভিতরে আসেন।"

মুহূর্তকাল পরেই আমাদের যে দীন ভবনটি ইতিমধ্যেই আজ সকালে সম্মানিত হয়েছে, লণ্ডনের সব চাইতে মনোরমা নারীর প্রবেশে সে সম্মান আরও বৃদ্ধি পেল। বেল্‌মিনস্টার-এর ডিউকের ছোট কন্যার রূপের খ্যাতি অনেকবার শুনেছি, কিন্তু তার কোন বর্ণনা, কোন বর্ণহীন ফটোগ্রাফই আমাকে এই সূক্ষ্ম মাধুর্য ও সুন্দর বর্ণাভার আভাষমাত্রও দিতে পারে নি। তথাপি সেই হেমন্তের সকালে তাকে যে মূর্তিতে দেখলাম তাতে তার সেই অপরূপ সৌন্দর্যই আমাদের আকর্ষণের প্রথম বিষয় ছিল না। গাল দুটি সুন্দর, কিন্তু আবেগে বিবর্ণ; চোখ দুটি উজ্জ্বল, কিন্তু সে যেন জ্বরের ঔজ্জ্বল্য; আত্ম-সংযমের প্রচেষ্টায় স্পর্শকাতর মুখখানি দৃঢ়বদ্ধ ও অবনত। এই সুন্দরী অতিথিটি যখন মুহূর্তের জন্য আমাদের দরজার ফ্রেমে এসে দাঁড়াল তখন সর্বপ্রথম আমাদের চোখে ধরা পড়ল আতংক—সৌন্দর্য নয়।

"আমার স্বামী কি এখানে এসেছিলেন মিঃ হোমস?"

"হ্যাঁ ম্যাডাম, এসেছিলেন।"

"মিঃ হোমস, আপনাকে অনুরোধ করছি, আমি যে এখানে এসেছিলাম সে কথা আমার স্বামীকে বলবেন না।" নিস্পৃহ-ভাবে মাথা নুইয়ে হোমস মহিলাটিকে একটা চেয়ার দেখিয়ে দিল।

"মাননীয়া মহশয়া আমাকে বড়ই অসুবিধাজনক অবস্থায় ফেলে দিলেন। দয়া করে বসুন, এবং আপনি কি চান আমাকে বলুন। তার আগে কোন রকম নিঃশর্ত কথা আপনাকে আমি দিতে পারি না।"

মহিলাটি মেঝেটা পার হয়ে জানালার দিকে পিঠ দিয়ে বসল। একজন রাণীর মত—দীর্ঘকায়, মাধুর্যময়ী, একান্ত-ভাবেই নারীত্বের প্রতিমূর্তি যেন।

"মিঃ হোমস", সাদা দস্তানা-পরা হাত দুটো একবার বন্ধ করে আবার খুলতে খুলতে সে বলতে লাগল, "আপনিও যাতে খোলাখুলি কথা বলেন সেই আশাতেই আমি খোলা-খুলিভাবেই আপনাকে সব কথা বলব। মাত্র একটি ছাড়া আর সব বিষয়েই স্বামী ও আমি পরস্পরকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। সেই একটি বিষয় হল রাজনীতি। এ ব্যাপারে তার ঠোঁট একেবারে বন্ধ। সে আমাকে কিছুই বলে না। এখন, আমি বুঝতে পারছি যে গতকাল রাতে আমাদের বাড়িতে একটা অত্যন্ত শোচনীয় ঘটনা ঘটেছে। আমি জানি যে একখানা কাগজ উধাও হয়েছে। কিন্তু যেহেতু ব্যাপারটা রাজনীতিসংক্রান্ত সেই জন্য এ ব্যাপারে আমার স্বামী আমাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করছে না। অথচ সমস্ত ব্যাপারটা পুরোপুরি জানা আমার দিক থেকে একান্ত প্রয়োজন—হ্যাঁ আমি একান্ত প্রয়োজনই বলছি। এই সব রাজনীতিবিদ্‌গণ ছাড়া একমাত্র আপনিই আসল ঘটনাটা জানেন। তাই আপনাকে মিনতি করছি মিঃ হোমস, কি ঘটেছে এবং তার

পরিণতিতে কি ঘটবে সব কথা আমাকে ঠিক ঠিক বলুন। সব কথা আমাকে বলুন, মিঃ হোমস। আপনার মক্কেলের স্বার্থের খাতিরেও আপনি যেন চুপ করে থাকবেন না, কারণ আমি আপনাকে নিশ্চিত করেই বলছি, আমাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করলে তবেই তার স্বার্থ সম্পূর্ণ সুরক্ষিত হবে। যে কাগজটা চুরি গেছে সেটা কি?"

"ম্যাডাম, আপনি আমাকে যা করতে বলছেন সেটা সত্যি অসম্ভব।"

সে আর্তনাদ করে দুই হাতে মুখ ঢাকল।

"সত্যি তাই ম্যাডাম। আপনিও ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করুন। আপনার স্বামী যদি এ বিষয়ে আপনাকে অন্ধকারে রাখাই সমীচীন মনে করে থাকেন, সেক্ষেত্রে আমি যখন প্রকৃত ঘটনাটা জেনেছি বৃত্তিগত গোপনীয়তা রক্ষার প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে, তখন তিনি যে কথা বলেন নি সে কথা বলা কি আমার পক্ষে উচিত? সে কথা জিজ্ঞাসা করাও আপনার উচিত নয়। জিজ্ঞাসা করতে হলে আপনাকে তাকেই জিজ্ঞাসা করতে হবে।"

"তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। শেষ ভরসা হিসাবেই আপনার কাছে এসেছি। মিঃ হোমস, নির্দিষ্ট করে কিছু না বলেও একটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করেও আপনি আমার অনেক উপকার করতে পারেন।"

"সেটা কি ম্যাডাম?"

"এই ঘটনায় আমার স্বামীর রাজনৈতিক জীবনের কোন ক্ষতি হবে কি?"

"দেখুন ম্যাডাম, ব্যাপারটার যদি কোন সুরাহা না হয় তার ফল নিশ্চয়ই দুর্ভাগ্যজনক হবে।"

"আঃ!" সে হঠাৎ এমনভাবে শ্বাস টানল যেন তার সব সন্দেহের অবসান হয়েছে।

"আর একটি প্রশ্ন মিঃ হোমস। এই দুর্ঘটনার প্রথম আঘাতেই আমার স্বামীর মুখে যে কথা বেরিয়েছিল তাতেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে এই দলিলটি হারানোর ফলে জনসাধারণের পক্ষে খুব খারাপ ফল ফলতে পারে।"

"তিনি যদি একথা বলে থাকেন তো আমি নিশ্চয়ই তা অস্বীকার করব না।"

"কি ধরনের খারাপ ফল হতে পারে?"

"না ম্যাডাম, আবার আপনি এমন প্রশ্ন করছেন যার জবাব আমি দিতে পারি না।"

"তাহলে আর আপনার সময় নষ্ট করব না। আমার সঙ্গে আরও খোলাখুলিভাবে কথা বলেন নি বলে আমি আপনাকে দোষ দিচ্ছি না মিঃ হোমস; আশা করি, স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তার দুশ্চিন্তার অংশীদার হতে চেয়েছি বলে আপনিও আমার সম্পর্কে খারাপ কিছু ভাববেন না। আবার আপনাকে মিনতি জানাচ্ছি, আমার এখানে আসার কথা কাউকে বলবেন না।" দরজার কাছ থেকে সে আবার আমাদের দিকে তাকাল; সেই সুন্দর ভয়ার্ত মুখ সেই বিচলিত দুটি চোখ ও ঝুলে পড়া মুখের ছবি আর একবার দেখতে পেলাম। তারপরই সে চলে গেল।

দরজা বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে মহিলাটির পোশাকের খস্‌খস্ শব্দ মিলিয়ে যেতেই হোমস হেসে বলল, "দেখ ওয়াটসন, সুন্দরীদের নিয়ে তোমার কারবার। বল তো, মহিলাটি কি খেলা খেলতে এসেছিল? সত্যি সে কি চায়?"

"তার বক্তব্য তো খুবই পরিষ্কার, আর তার উদ্বেগও খুবই স্বাভাবিক।"

"হুম! ওয়াটসন, তার চেহারা, তার আচরণ, তার চাপা উত্তেজনা, তার অস্থিরতা, তার প্রশ্নের পর প্রশ্ন করবার ধৈর্য—সব কিছু ভেবে দেখ। মনে রেখ, যে সমাজ থেকে সে এসেছে সেখানে সহজে কেউ আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠে না।"

"মহিলাটি সত্যি খুবই বিচলিত হয়েছে।"

"আরও মনে রেখ, কি রকম বিচিত্র ঐকান্তিকতার সঙ্গে সে আমাদের আশ্বাস দিয়ে গেল যে, সে সব কিছু জানতে পারলে তাতে তার স্বামীর ভালই হবে। এ কথার দ্বারা সে কি বোঝাতে চায়? আর একটা ব্যাপারও তুমি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছ ওয়াটসন, সে কি রকম কায়দা করে আলোর দিকে পিছন ফিরে বসেছিল। সে চায় নি যে আমরা তার মুখের ভাবগুলো দেখে ফেলি।"

"হ্যাঁ; ঘরের ঐ চেয়ারটাই সে বেছে নিল।"

"অবশ্য মেয়েদের মনের কথা দেবাঃ ন জানন্তি। তোমার মনে আছে, এই একই কারণে মারগেট-এ একটি স্ত্রীলোককে আমি সন্দেহ করেছিলাম। তার নাকের উপর পাউডার ছিল না—তার থেকেই আসল সমাধানটা পাওয়া গেল। এমন চোরাবালির উপর কেমন করে ইমারত গড়লে? তাদের অত্যন্ত তুচ্ছ কাজেরও গাদা গাদা অর্থ হতে পারে, অথবা একটা চুলের কাঁটা বা চুল কোঁকড়ানোর চিমটের উপর নির্ভর করতে পারে তাদের কোন অসাধারণ আচরণ। গুড্‌মর্ণিং ওয়াটসন।"

"তুমি বেরিয়ে যাচ্ছ?"

"হ্যাঁ; গোডল্‌ফিন স্ট্রীটের নিয়মিত বাসিন্দা বন্ধুদের সঙ্গেই সকালটা কাটাব। যদিও আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে এ বিষয়ে এখনও আমার তিলমাত্র ধারণা নেই, তবু ওই এড্‌ওয়ার্ডো-র কাছেই আছে আমাদের সমস্যার সমাধান। ঘটনার আগেই অভিমত গড়ে তোলা একটা মস্ত বড় ভুল। লক্ষ্মী ওয়াটসন, সাবধানে থেক, আর কোন নতুন অতিথি এলে তাকে অভ্যর্থনা করো। যদি পারি তো লাঞ্চে তোমার সঙ্গে মিলিত হব।"

সারাটা দিন, তার পরদিন, এবং তারও পরদিন হোমস

এমনভাবে কাটাল যাকে তার বন্ধুরা বলবে স্বল্পবাক, আর অন্যরা বলবে গুম হয়ে থাকা। এই বাইরে গেল, এই ফিরে এল, একটানা ধূমপান করতে লাগল, একটু-আধটু বেহালা বাজাল, কিছু সময় দিবাস্বপ্নে কাটাল, সময়ে-অসময়ে স্যাণ্ডুইচ্ গিলল, আর আমি যে সব প্রশ্ন করলাম, কদাচিৎ তার জবাব দিল। স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, তার নিজের অবস্থা ভাল যাচ্ছে না, আর অনুসন্ধানের কালও নয়। কেসের কথা সে কিছুই বলে নি। খবরের কাগজ থেকেই আমি জেনেছি বিচার বিভাগীয় তদন্তের বিবরণ এবং মৃত ব্যক্তির খানসামা মিল্টন-এর গ্রেপ্তার ও ছাড়া পাওয়ার সংবাদ। করোনারের বিচারে জুরিরা "স্বেচ্ছাকৃত খুন"-এর অভিযোগ এনেছিল, কিন্তু খুনীদের কোন পাত্তাই পাওয়া গেল না। কোন উদ্দেশ্যের কথাও বলা যায় নি। ঘরভর্তি অনেক মূল্যবান জিনিস ছিল, কিন্তু সেগুলো নেয় নি। মৃত ব্যক্তির কাগজপত্রেও কেউ হাত দেয় নি। সেগুলো ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। তা থেকে বোঝা যায়, আন্তর্জাতিক রাজনীতির সে একজন অতি আগ্রহী ছাত্র, অক্লান্ত কথা বলতে পারে একজন বিশিষ্ট ভাষাবিদ এবং শ্রান্তিহীন পত্র লেখক। বিভিন্ন দেশের প্রধান প্রধান রাজনীতিবিদ্দের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। কিন্তু তার টানা-ভর্তি দলিলপত্রের মধ্যে চাঞ্চল্যকর কিছু পাওয়া যায় নি। স্ত্রীলোকের সঙ্গে তার সম্পর্কও এলোমেলো এবং ভাসাভাসা। অনেক নারীর সঙ্গেই তার পরিচয় ছিল, কিন্তু কোন বন্ধু ছিল না, আর কাউকে সে ভালও বাসত না। তার স্বভাব ছিল নিয়মিত, আচরণ নির্দোষ। তার মৃত্যু সম্পূর্ণ রহস্যাবৃত, আর তাই থাকবে বলেই মনে হয়।

খানসামা জন মিল্টন-এর গ্রেপ্তার তো একেবারেই কিছু না করতে পারার বিকল্প হিসাবে একটা নৈরাশ্যজনক কাজ মাত্র। তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগই প্রমাণিত হয় নি। সে রাতে সে হ্যামারস্মিথে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করেছিল। কাজেই 'এলিবি' একেবার নিখুঁৎ। এ কথা সত্য যে যখন সে বাড়িতে ফিরবার জন্য যাত্রা করেছিল তাতে খুনটা আবিষ্কৃত হবার আগেই তার ওয়েস্টমিনস্টার-এ পৌঁছে যাওয়া উচিত ছিল; তবে কিছুটা পথ হেঁটে এসেছিল বলে যে কৈফিয়ৎ সে দিয়েছে সেদিনকার সুন্দর রাতের কথা চিন্তা করে সেটাও সম্ভব বলেই মনে হয়েছে। রাত বারোটায় সে এসে উপস্থিত হয় এবং এই অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনায় একেবারে মুহ্যমান হয়ে পড়ে। মনিবের সঙ্গে তার সম্পর্ক আগাগোড়াই ভাল ছিল। মৃত ব্যক্তির কিছু কিছু জিনিস—বিশেষ করে একটা ছোট ক্ষুরের বাক্স—খানসামার বাক্সের মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল। তবে সে বলেছে, ওগুলো মনিব তাকে উপহার দিয়েছিল, আর গৃহকর্ত্রীও সে কথা সমর্থন করেছে। তিন বছর হল মিল্টন লুকাস-এর কাছে চাকরি করছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ইওরোপ ভ্রমণের সময় লুকাস মিল্টনকে সঙ্গে নিত না। এক-সময় সে একটানা তিন মাসের জন্য প্যারিস গিয়েছিল কিন্তু মিল্টনকে রেখে গিয়েছিল গোডল্‌ফিন স্ট্রীটের বাড়িতে। গৃহকর্ত্রী বলেছে, খুনের রাতে সে কিছুই শোনে নি। কোন অতিথি যদি তার মনিবের কাছে এসে থাকে তাহলে মনিব নিজেই তাকে দরজা খুলে দিয়েছিল।

কাজেই খবরের কাগজ পড়ে আমি যতদূর জানলাম তাতে পরপর তিনটে সকাল কেটে গেলেও রহস্য তেমনই রয়ে গেল। হোমস যদি বেশী কিছু জেনেও থাকে সে কথা নিজের মনেই রেখে দিয়েছিল। আমাকে শুধু বলেছিল যে ইন্সপেক্টর লেস্ট্রেড এ ব্যাপারে তার সঙ্গে পরামর্শ করেছে। আমি জানতাম, ঘটনার অগ্রগতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখেই সে চলেছে। চতুর্থ দিনে প্যারিস থেকে একটা লম্বা টেলিগ্রাম এল, আর মনে হল যে সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।

"এইমাত্র প্যারিসের পুলিশ এমন একটা আবিষ্কার করেছে (খবরটা "ডেইলি টেলিগ্রাফ"-এর) যার ফলে গত রবিবার রাতে ওয়েস্টমিনস্টারের অন্তর্গত গোডল্‌ফিন স্ট্রীটের মিঃ এডুয়ার্ডো লুকাস-এর নৃশংস খুনকে ঘিরে যে রহস্যের যবনিকা ছিল সেটা উত্তোলিত হয়েছে। আমাদের পাঠকদের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে যে মৃত ভদ্রলোককে তার ঘরেই ছুরিকা-বিদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় এবং এ ব্যাপারে তার খানসামাকে সন্দেহ করা হয়; কিন্তু নিখুঁৎ "এলিবি"র জন্য কেসটা ফেঁসে যায়। গতকাল রু অস্তারলিজ-এর একটা ছোট ভিলার বাসিন্দা মাদাম আঁরি ফুর্ণায়ে নামে পরিচিত একটি মহিলা সম্পর্কে তার চাকররা কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছে যে মহিলাটি উন্মাদ হয়ে গেছে। পরীক্ষার ফলে জানা গেছে, মহিলাটির মধ্যে সত্যি সত্যি খুব বিপজ্জনক ও স্থায়ী ধরনের উন্মাদ রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। তদন্তের ফলে পুলিশ জানতে পেরেছে, মাদাম আঁরি ফুর্ণায়ে একটি দেশ ভ্রমণ সেরে সবে গত মঙ্গলবার লণ্ডনে ফিরেছে এবং ওয়েস্টমিনস্টারের খুনের সঙ্গে তাকে জড়িত করবার মত যথেষ্ট প্রমাণ তাদের হাতে আছে। ফটোগ্রাফ মিলিয়ে চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করা গেছে যে, মঁসিয়ে আঁরি ফুর্ণায়ে এবং এডুয়ার্ডো লুকাস আসলে এক ও অভিন্ন ব্যক্তি এবং যে কারণেই হোক মৃত ব্যক্তি লণ্ডনে এবং প্যারিসে দ্বৈত জীবন যাপন করছিলেন। মাদাম ফুর্ণায়ে ক্রিয়োল (পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসী) বংশজাত; তার প্রকৃতি অত্যন্ত উত্তেজনাপ্রবণ; অতীতে অনেকবার ঈর্ষায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে তার মধ্যে উন্মাদের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। অনুমান করা হচ্ছে, যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড লণ্ডন শহরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে এই মহিলাই কোন একটি উন্মাদনার মুহূর্তে সেই হত্যাকাণ্ডটি করেছে। গত সোমবার রাতের তার গতিবিধি এখনও ঠিকমত জানা যায় নি, তবে

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে তার মত চেহারার একটি স্ত্রীলোক মঙ্গলবার সকালে চেয়ারিং ক্রস স্টেশনে তার বিপর্যস্ত চেহারার ও হিংসাত্মক অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সুতরাং এটাই সম্ভবপর বলে মনে হয় যে, হয় উন্মাদ অবস্থায় খুনটা করা হয়েছিল, অথবা খুনের অনিবার্য পরিণতিতেই অসুখী স্ত্রীলোকটির মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে। বর্তমানে সে তার অতীত জীবনের কোন সামঞ্জস্যপূর্ণ বিবরণই বলতে পারে না, এবং কখনও যে আবার তার হৃতবুদ্ধি ফিরে আসবে সে আশাও ডাক্তাররা দিচ্ছে না। আরও প্রমাণ পাওয়া গেছে যে গত সোমবার রাতে একটি স্ত্রীলোককে, সে মাদাম ফুর্ণায়েও হতে পারে, গোডল্‌ফিন স্ট্রীটের ঐ বাড়িটার দিকে লক্ষ্য রাখতে দেখা গিয়েছিল।

বিবরণটা আমি পড়ে শোনাচ্ছিলাম আর ততক্ষণে হোমস তার প্রাতরাশ শেষ করছিল। আমি এবার জিজ্ঞাসা করলাম, "এ সম্বন্ধে তুমি কি মনে কর হোমস?"

টেবিল থেকে উঠে এসে ঘরময় পায়চারি করতে করতে সে বলল, "প্রিয় ওয়াটসন, অনেক যন্ত্রণা তুমি ভোগ করেছ, কিন্তু আমি যে তোমাকে গত তিনদিন কিছুই বলি নি তার কারণ বলবার মত কিছুই ছিল না। এমন কি এখনও প্যারিস থেকে পাঠানো এই প্রতিবেদনও আমাদের খুব একটা সাহায্য করছে না।"

www.boiRboi.net

"কিন্তু লোকটির মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চয় এটাই শেষ কথা।"

"লোকটির মৃত্যু একটি ঘটনামাত্র—তুচ্ছ একটা অধ্যায়—আমাদের আসল কাজ দলিলটার খোঁজ করা এবং একটি ইওরোপীয় সংকটকে প্রতিরোধ করা। গত তিন দিনে মাত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাই ঘটেছে, আর সেটি হল এই যে কিছুই ঘটে নি। সরকারের কাছ থেকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় আমি খবর পাচ্ছি; ইওরোপের কোথাও কোন গোলযোগের চিহ্ন নেই। এখন, চিঠিটা যদি হাতছাড়া হয়ে থাকে—না, সেটা হাতছাড়া হয় নি—সেটা যদি হাতছাড়া না হয়ে থাকে তাহলে কোথায় আছে? কার কাছে আছে? কেন সেটাকে চেপে রাখা হয়েছে? এই প্রশ্নই হাতুড়ির মত বার বার আমার মাথায় আঘাত করছে। এটা কি সত্যি আকস্মিক যোগাযোগ যে চিঠিটা উধাও হবার রাত্রেই লুকাস-এর মৃত্যু ঘটল? চিঠিটা কি তার হাতে আদৌ পৌঁছেছিল? তা যদি হয়, তাহলে তার কাগজপত্রের মধ্যে সেটা নেই কেন? তার এই পাগল স্ত্রী কি সেটা সঙ্গে করে নিয়ে গেছে? তা যদি হয়, তাহলে কি চিঠিটা প্যারিসে তার বাড়িতেই আছে? ফরাসী পুলিশের মনে এ সন্দেহটা না জাগাতে পারলে সেখানেই বা খোঁজ করব কেমন করে? ভাই ওয়াটসন, এটা এমন একটা কেস যেখানে আমাদের পক্ষে আইনও অপরাধীদের মতই বিপজ্জনক। প্রত্যেকের হাতই আমাদের বিরুদ্ধে উদ্যত হয়ে আছে, অথচ একটা প্রকাণ্ড বড় স্বার্থ আজ বিপন্ন। এ সমস্যার একটা সফল পরিণতি যদি ঘটাতে পারি তাহলে সেটাই হবে আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব। আরে, এই তো সীমান্তের সর্বশেষ সংবাদ এসেছে!" সদ্য আসা চিরকুটটায় সে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিল। "হেলোয়া! মনে হচ্ছে, লেস্ট্রেড আকর্ষণীয় কিছু একটা পেয়েছে। টুপিটা পরে নাও ওয়াটসন, দুজনে একটু ওয়েস্টমিন্‌স্টারে বেড়িয়ে আসি।"

অপরাধের ঘটনাস্থলে এই আমার প্রথম পদার্পণ—একটা উঁচু, নোংরা, সরু-বুক বাড়ি; যে শতাব্দীতে বাড়িটা তৈরী হয়েছিল তার মতই ফিটফাট গতানুগতিক ও নিরেট। লেস্ট্রেডের বুলডগের মত মুখটা সামনের জানালা দিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। মস্ত চেহারার একটি কন্‌স্টেবল দরজা খুলে আমাদের ভিতরে নিয়ে যেতেই সে এসে আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা করল। যে ঘরে আমাদের নিয়ে গেল সেখানেই খুনটা হয়েছিল; কিন্তু কার্পেটের উপর একটা বিশ্রী ছড়ানো দাগ ছাড়া খুনের আর কোন চিহ্নই এখন নেই। কার্পেটটা ঘরের মাঝখানে একটা ছোট চৌকো মাপে পাতা; তার চারদিক ঘিরে ঝকঝকে পালিশ-করা চৌকো কাঠের টুকরো বসিয়ে তৈরী পুরনো কালের সুন্দর কাঠের মেঝে। অগ্নিকুণ্ডটার উপরে চমৎকার সব উপহার পাওয়া অস্ত্রশস্ত্র সাজানো; দুর্ঘটনার রাতে তারই একটা অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছিল। জানালার নীচে একটা মস্ত বড় লিখবার টেবিল। ঘরের প্রতিটি জিনিস—ছবি, কম্বল, পর্দা—সব কিছুই মেয়েলি ভোগ-বিলাসের সাক্ষ্য বহন করছে।

"প্যারিসের সংবাদটা দেখেছেন?" লেস্ট্রেড জিজ্ঞাসা করল।

হোমস মাথা নাড়ল।

"আমাদের ফরাসী বন্ধুরা দেখছি এ যাত্রায় ঠিক জায়গায় হাত দিতে পেরেছে। তারা যা বলছে নিঃসন্দেহে সেটাই ঠিক। মহিলাটি দরজায় এসে ঘা দিল—তার আগমনটা নিশ্চয়ই অপ্রত্যাশিত, কারণ লোকটি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবেই জীবন কাটাত। তবু তাকে ভিতরে নিয়ে এল—রাস্তায় তো আর ফেলে রাখতে পারে না। মহিলাটি বলল, অনেক খোঁজ-খবর করে তবে তার সন্ধান পেয়েছে। তাকে কিছু তিরস্কারও করল; কথায় কথা বাড়তে লাগল, এবং শেষটায় হাতের কাছে ঐ ছুরিটা থাকায় পরিণতি ঘটতে দেরী হল না। মুহূর্তের মধ্যেই যে সবটা ঘটেছিল তা নয়, কারণ ঐ চেয়ারগুলো সব একপাশে ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছিল; মহিলাটিকে বাধা দেবার জন্য একটা চেয়ার সে হাতেও নিয়েছিল। সব ব্যাপারটাই এখন এত পরিষ্কার যে মনে হচ্ছে যেন চোখের সামনেই ঘটতে দেখেছি।"

হোমস ভুরু দুটি তুলল।

"অথচ তুমি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছ ?"

"আহা তা তো পাঠিয়েছি ; সে আর এক ব্যাপার—অতি তুচ্ছ ব্যাপার কিন্তু ওই ধরনের ব্যাপারেই তো আপনি বেশী আগ্রহী—কি জানেন, ভারী অদ্ভুত, বলতে পারেন খামখেয়ালী। মূল ঘটনার সঙ্গে তার কোন যোগ নেই—দেখলেই বোঝা যায়, যোগ থাকতে পারে না।"

"ব্যাপারটা কি ?"

"আপনি তো জানেন, এ ধরনের অপরাধ ঘটবার পরে সব জিনিস যাতে স্বস্থানে থাকে সে বিষয়ে আমরা খুব সতর্ক থাকি। এখানেও কোন কিছু সরানো হয় নি। একজন অফিসার দিন রাত মোতায়েন আছে। আজ সকালে যখন লোকটিকে কবরস্থ করা হয়ে গেল, শেষ হল অনুসন্ধানের কাজও—অন্ততপক্ষে এই ঘরের ব্যাপারে—তখন ভাবলাম এই ঘরটা একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে দেওয়া যাক। এই কার্পেটটা। আপনিও দেখুন, এটা শক্ত করে মেঝেতে আটকানো নয় ; শুধুই পাতা রয়েছে। ওটাকে তোলা হয়েছিল। তখন দেখলাম—"

"হ্যাঁ ? তুমি দেখলে—"

হোমসের মুখ উদ্বেগে কঠিন হয়ে উঠল।

"দেখুন, আমরা যা দেখলাম সেটা আপনি একশ' বছরের মধ্যেও ভাবতে পারতেন না। কার্পেটের উপর ঐ রক্তের দাগটা দেখতে পাচ্ছেন ? দেখুন, নিশ্চয় অনেকটা শুষে নিয়েছে, তাই নয় কি ?"

"নিঃসন্দেহে তাই।"

"দেখুন, শুনলে অবাক হবেন যে ওর ঠিক নীচেকার সাদা কাঠের উপর কোন দাগ নেই।"

"কোন দাগ নেই ? কিন্তু দাগ তো অবশ্য—"

"হ্যাঁ ; আপনি তাই বলবেন। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হল, সেখানে কোন দাগ নেই।"

কার্পেটের একটা কোণ হাতে নিয়ে লেস্ট্রেড সেটাকে উল্টে দিল। তারপর দেখাল, সে যা বলেছে তাই ঠিক।

"কিন্তু কার্পেটের নীচের দিকটাতেও তো উপরের দিককার মতই দাগ রয়েছে। তার একটা ছাপ তো মেঝের উপর পড়তেই হবে।"

বিখ্যাত বিশেষজ্ঞটিকে অবাক করে দিতে পারায় লেস্ট্রেড মুচকি-মুচকি হাসতে লাগল।

"এবার এর কারণটা আপনাকে দেখাচ্ছি। একটা দ্বিতীয় দাগ আছে, কিন্তু অপরটার সঙ্গে সেটা ঠিক মিলছে না। আপনিই দেখুন।" বলতে বলতেই লেস্ট্রেড কার্পেটের আর একটা কোণ তুলে ধরল। সত্যি তো, সেকেলে ধরনের চৌকো সাদা মেঝের উপর একটা বড় লাল দাগ রয়েছে। "এটা সম্পর্কে আপনি কি বলেন মিঃ হোমস ?"

"কেন ? এটা তো খুব সরল ব্যাপার। দুটো দাগ এক জায়গাতেই ছিল, কিন্তু কার্পেটটাকে ঘুরিয়ে পাতা হয়েছে। যেহেতু কার্পেটটা চৌকো এবং কোন কিছু দিয়ে আটকানো নয়, তাই সহজেই কাজটা করা গেছে।"

"কার্পেটটা যে ঘুরিয়ে পাতা হয়েছে সে কথা বলবার জন্য সরকারী পুলিশের আপনাকে দরকার হয় না মিঃ হোমস। এটা তো খুবই পরিষ্কার ব্যাপার, আর কার্পেটটা এই ভাবে পাতলেই দুটো দাগ উপরে-নীচে পড়ে। কিন্তু আমি জানতে চাই, কার্পেটটা কে ঘোরাল এবং কেন ঘোরাল ?"

হোমসের কঠিন মুখটা দেখেই বুঝতে পারছি, তীব্র উত্তেজনায় ভিতরে ভিতরে সে ফুঁসছে।

বলল, "এদিকে এস লেস্ট্রেড। দালানের ঐ কন্‌স্টেবলটি কি সারাক্ষণ এখানে পাহারায় আছে ?"

"হ্যাঁ, তা আছে।"

"দেখ, আমার কথা শোন। ওকে ভালভাবে পরীক্ষা কর। না, আমাদের সামনে করো না। আমরা এখানে অপেক্ষা করছি। ওকে পিছনের ঘরে নিয়ে যাও। একা থাকলেই সম্ভবত তার কাছ থেকে একটা স্বীকারোক্তি বের করে নিতে পারবে। তাকে জিজ্ঞাসা কর, কোন্ সাহসে সে এখানে অন্য লোককে আসতে দিল এবং তাদের এখানে রেখে বাইরে গেল। সে এ কাজ করেছে কি না তা জিজ্ঞাসা করো না। সেটাকে সত্য বলেই ধরে নেবে। তাকে বলবে, তুমি জান যে কেউ না কেউ এখানে এসেছিল। তার উপর চাপ দাও। তাকে বল যে একমাত্র সব কথা স্বীকার করলেই তাকে ক্ষমা করা যেতে পারে। তোমাকে যা বললাম ঠিক তাই কর।"

লেস্ট্রেড বলে উঠল, "জর্জের দিব্যি, ব্যাপারটা যদি সে জেনে থাকে তাহলে অবশ্যই তার কাছ থেকে আমি সব কথা বের করে নিতে পারব।" সে তীরবেগে হল-এ ঢুকে গেল, আর কয়েক মিনিট পরেই পিছনের ঘর থেকে তার হাম্বি-তাম্বি আমাদের কানে এল।

উন্মত্ত অধীরতার সঙ্গে হোমস চেঁচিয়ে বলল, "এবার ওয়াটসন, এবার।" লোকটির নিশ্চিত চাল-চলনের মুখোশের আড়ালে যে দানবীয় শক্তি লুকনো থাকে সেটা যেন হঠাৎ তীব্র বেগে আত্মপ্রকাশ করল। মেঝের আচ্ছাদনটা সরিয়ে দুই হাঁটু ও হাতের উপর ভর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে নীচেকার প্রতিটি কাঠের চৌকো টুকরোকে নখ দিয়ে আঁচড়াতে লাগল। একটা কাঠের একপাশে নখ ঢুকিয়ে দিতেই সেটা একটুখানি সরে গেল। বাক্সের ডালার মত কব্জার জোরে সেটা একপাশে উঠে গেল। তার নীচে একটা ছোট কালো গর্ত দেখা গেল। হোমস সাগ্রহে তার মধ্যে হাতটা ঢুকিয়ে দিল, আর সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধে ও হতাশায় খেঁকিয়ে উঠল। গর্তটা ফাঁকা।

"জলদি ওয়াটসন, জলদি! এটাকে চেপে দাও!" কাঠের ডালাটা যথাস্থানে নামিয়ে দেওয়া হল; আচ্ছাদনটা সবে আবার পাতা হয়েছে এমন সময় দালানে লেস্ট্রেডের গলা শোনা গেল। সে ঘরে ঢুকে দেখল, হোমস শ্রান্ত হয়ে ম্যান্টেলপিসটায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে; সম্পূর্ণ হাল ছেড়ে দিয়ে দুঃসহ দীর্ঘশ্বাসকে চেপে রাখবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

"একটু দেরী হল বলে আমি দুঃখিত মিঃ হোমস। বুঝতে পারছি, ব্যাপারটা নিয়ে আপনার দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। দেখুন, লোকটা সব কথা স্বীকার করেছে। এখানে এস ম্যাকফার্সন। তোমার অমার্জনীয় কাজের কথা এই ভদ্রলোকের কাছে খুলে বল।"

দশাসই চেহারার কনেস্টবলটি খুবই অনুতপ্ত ভঙ্গীতে পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকল।

"সত্যি বলছি স্যার, কোন ক্ষতি হতে পারে তা আমি বুঝতে পারি নি। কাল সন্ধ্যায় মেয়েটি দরজার কাছে এল—বাড়িটা ভুল করেছিল। তারপর দুজনে আলাপ হল। সারাদিন পাহারায় থাকলে তো খুবই একা-একা লাগে তাই।"

"তারপর কি হল তাই বল।"

"মেয়েটি বলল, খবরের কাগজে সব কথা পড়েছে, তাই খুনটা কোথায় হয়েছিল একবার দেখতে চায়। মেয়েটি খুবই সম্ভ্রান্ত স্যার, সুন্দর কথা বলতে পারে; তাই ভাবলাম একনজর দেখলে কি আর এমন ক্ষতি হবে। কার্পেটের উপর দাগটা দেখেই সে মেঝের উপর এমনভাবে সটান পড়ে গেল যেন মারাই গেছে। দৌড়ে পিছনে গিয়ে জল নিয়ে এলাম। তাতেও কিছু হল না। তখন কিছুটা ব্র্যাণ্ডি আনবার জন্য ও-পাশ ঘরে 'আইভি-প্ল্যাণ্ট'-এ গেলাম। ব্র্যাণ্ডি নিয়ে ফিরে এসে দেখি মেয়েটি সুস্থ হয়ে চলে গেছে—খুবই লজ্জায় পড়েছিল আর কি; তাই আমাকে মুখ দেখাতে সাহস পায় নি।"

"ওই আচ্ছাদনটা সরানো হয়েছিল কি?"

"তা স্যার, একটু সরে-নড়ে গিয়েছিল বই কি। আমি তো ফিরে এসে সেইরকমই দেখেছিলাম। ভেবে দেখুন, সে ওটার উপর পড়ে গিয়েছিল, জিনিসটা পাতা আছে পালিশ-করা মেঝের উপর, আর কোন কিছু দিয়ে আটকানোও নয়। পরে আমিই ওটাকে টান-টান করে দিয়েছিলাম।"

মর্যাদাপূর্ণ গলায় লেস্ট্রেড বলল, "কনস্টেবল ম্যাকফার্সন, এতে বুঝে নাও যে আমাকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। তুমি নিশ্চয়ই ভেবেছিলে, তোমার এই কর্তব্যচ্যুতি আমি ধরতে পারব না, কিন্তু আচ্ছাদনটার দিকে চোখ পড়তেই আমি বুঝতে পেরেছি যে কোন লোককে ঘরে ঢুকতে দেওয়া হয়েছিল। তোমার ভাগ্য ভাল হে যে কোন জিনিস খোয়া যায় নি, নইলে তোমার স্থান হত 'লাল বাড়ি'তে। এ রকম একটা ছোটখাট ব্যাপারের জন্য আপনাকে ডেকে এনেছি বলে আমি দুঃখিত মিঃ হোমস, কিন্তু আমি ভেবেছিলাম, এই যে দ্বিতীয় দাগটা প্রথম দাগটার সঙ্গে মিলছে না এ ব্যাপারটা আপনার কাছে আকর্ষণীয় মনে হবে।"

"সত্যি ব্যাপারটা খুবই আকর্ষণীয়। আচ্ছা কনস্টেবল, স্ত্রীলোকটি কি মাত্র একবারই এসেছিল?"

"হ্যাঁ স্যার, ঐ একবার।"

"সে কে?"

"নাম তো জানি না স্যার। টাইপরাইটিং-এর ব্যাপারে একটা বিজ্ঞাপন দেখে এসেছিল, কিন্তু নম্বরটা ভুল করেছিল—বড় সুন্দর ভদ্র মেয়ে স্যার।"

"লম্বা? সুদর্শনা?"

"হ্যাঁ স্যার; পূর্ণ যুবতী। সুদর্শনাও বলতে পারেন। কেউ কেউ হয়তো খুবই সুন্দরী বলবে। 'অফিসার, আমাকে একবারটি দেখতে দাও না', সে বলেছিল। অবশ্য বলতে পারেন, মেয়েটির চাল-চলনে একটু ছলাকলার আভাষ ছিল; তবে আমি ভাবলাম, দরজা দিয়ে একটুখানি মাথাটা গলালে কি আর এমন ক্ষতি হবে।"

"কি রকম পোশাক পরা ছিল?"

"সাদাসিধে স্যার—পা পর্যন্ত ঝোলা একটা ঢিলে জামা।"

"সময়টা কখন?"

"তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। ব্র্যাণ্ডি নিয়ে যখন ফিরে আসি তখন আলো জ্বালানো হচ্ছিল।"

হোমস বলল, "খুব ভাল। চল ওয়াটসন, অন্যত্র এর চাইতে বড় কাজ আমাদের হাতে রয়েছে।"

আমরা যখন চলে আসি তখনও লেস্ট্রেড সামনের ঘরটাতে থেকে গেল; অনুতপ্ত কনস্টেবলটিই এসে আমাদের দরজা খুলে দিল। সিঁড়িতে পা দিয়েই হোমস হাত বাড়িয়ে কি যেন তুলে নিল। কনস্টেবলটি হাঁ করে তাকিয়ে রইল। অবাক হয়ে সে বলে উঠল, "হায় ভগবান!"

হোমস ঠোঁটের উপর তর্জনীটা তুলে ধরল, হাতটা বুক-পকেটে ঢুকিয়ে দিল এবং হাসতে হাসতে রাস্তায় পা দিল। বলল, "চমৎকার! চল হে বন্ধু ওয়াটসন, শেষ অংকের যবনিকা তুলবার ঘণ্টা বেজেছে। শুনে নিশ্চয়ই আশ্বস্ত হবে, কোন রকম যুদ্ধ হবে না। মাননীয় টেলানি হোপ-এর উজ্জ্বল রাজনৈতিক জীবনে কোন বিঘ্ন ঘটবে না, অবিবেচক নৃপতি তার অবিবেচনার জন্য কোন রকম শাস্তি পাবে না, প্রধান মন্ত্রীকে কোন ইওরোপীয় জটিলতার মোকাবিলা করতে হবে না, আর আমরা যদি একটু বুদ্ধি ও কৌশল খাটিয়ে কাজ করি তাহলে কারওই এতটুকু ক্ষতি হবে না; অথচ কত বড় একটা বিশ্রী দুর্ঘটনাই না ঘটতে পারত।"

এই অসাধারণ লোকটির জন্য আমার মনে প্রশংসার আর শেষ রইল না।

বললাম, "সমাধান করে ফেলেছ!"

"মোটেই তা নয় ওয়াটসন। কয়েকটা বিষয় এখনও আগের মতই অন্ধকারে আছে। কিন্তু এত বেশী আমাদের হাতে এসেছে যে বাকিটা যদি না জানতে পারি তো সেটা আমাদের দোষ। এবার আমরা সোজা চলে যাব। হোয়াইট-হল টেরেস-এ, আর সেখানেই সব কিছুর মীমাংসা হবে।"

ইওরোপীয় সচিবের বাসভবনে পৌঁছেই হোমস লেডি ট্রেলনি হোপ-এর খোঁজ করল। আমাদের সকালবেলার বসবার ঘরে নিয়ে যাওয়া হল।

মহিলাটির মুখ ক্ষোভে লাল হয়ে উঠেছে। সে বলল, "মিঃ হোমস, আপনার পক্ষে এ কাজটা নিশ্চয় অত্যন্ত অন্যায় ও উদারতাহীনতার পরিচয়। আমার ইচ্ছা ছিল, আর সে কথা আপনাকে বলেওছিলাম, যে আপনার কাছে আমার যাওয়ার কথাটা গোপন রাখা হোক, কারণ অন্যথায় আমার স্বামী ভাবতে পারে যে আমি তার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছি। কিন্তু আপনি এখানে এসে আমাকে খুবই বিপদে ফেলে দিলেন, কারণ এতে বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের মধ্যে একটা কাজ-কারবারের সম্পর্ক আছে।"

"আমার দুর্ভাগ্য ম্যাডাম, আর কোন বিকল্প আমার ছিল না। এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিলটা উদ্ধারের কাজে আমাকে নিযুক্ত করা হয়েছে। তাই আমি আপনাকে বলছি, দয়া করে সেটা আমার হাতে তুলে দিন।"

মহিলাটি লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। সুন্দর মুখখানা থেকে সব রং মুহূর্তের মধ্যে উধাও হয়ে গেল। তার চোখ চকচক করছে—শরীর কাঁপছে—মনে হল বুঝি বা মূর্ছাই যাবে। তারপর প্রচণ্ড চেষ্টায় সে ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠল। প্রবল বিস্ময় ও ক্ষোভ তার মুখ থেকে আর সব ভাবকে দূরে সরিয়ে দিল।

"আপনি—আপনি আমাকে অপমান করছেন মিঃ হোমস।"

"আস্তে, আস্তে ম্যাডাম; এতে কোন কাজ হবে না। চিঠিটা দিন।" মহিলাটি ঘণ্টার কাছে ছুটে গেল।

"খানসামা এসে আপনাদের বের করে দেবে।"

"ঘণ্টা বাজাবেন না লেডি হিল্ডা। যদি বাজান, তাহলে কিন্তু একটা কেলেংকারীকে এড়াবার জন্য যত চেষ্টা আমি করেছি সব ব্যর্থ হয়ে যাবে। চিঠিটা দিয়ে দিন; সব ঠিক হয়ে যাবে। আমাকে যদি সাহায্য করেন, আমি সবকিছু ঠিক করে দেব যদি আমার বিরুদ্ধে যান, আপনার সব কথা আমি ফাঁস করে দেব।"

মহিমান্বিত দৃপ্ত ভঙ্গী, রাণীর মত মূর্তি দুটি হোমসের চোখের উপর এমনভাবে নিবদ্ধ যেন তার অন্তস্তল পর্যন্ত সে দেখতে চাইছে। মহিলাটি ঘণ্টার উপর হাত রাখল, কিন্তু বাজাল না।

"আপনি আমাকে ভয় দেখাতে চাইছেন। এ ভাবে এখানে এসে একটি স্ত্রীলোকের উপর তম্বি করা পুরুষোচিত কাজ নয় মিঃ হোমস। আপনি বলছেন যে আপনি কিছু জানেন। আপনি কি জানেন?"

"দয়া করে বসুন ম্যাডাম। পড়ে গেলে আপনার আঘাত লাগবে। আপনি না বসা পর্যন্ত আমি কোন কথাই বলব না। ধন্যবাদ।"

"আপনাকে পাঁচ মিনিট সময় দেব মিঃ হোমস।"

"এক মিনিটই যথেষ্ট লেডি হিল্ডা। আমি জানি, আপনি এডুয়ার্ডো লুকাস-এর কাছে গিয়েছিলেন, এই দলিলটা তার হাতে দিয়েছিলেন, বেশ চালাকি করে গত রাতে আবার সে ঘরে গিয়েছিলেন, এবং কার্পেটের তলায় গোপন জায়গা থেকে চিঠিটা নিয়ে এসেছেন।"

ছাইয়ের মত সাদা মুখ তুলে সে হোমসের দিকে তাকাল। দু'বার ঢোক গিলে তবে কথা বলতে পারল।

"আপনি পাগল মিঃ হোমস—আপনি পাগল!" শেষ পর্যন্ত এই কথাগুলি সে বলল।

হোমস পকেট থেকে এক টুকরো কার্ডবোর্ড বের করল। একটা ছবি থেকে একটি মেয়ের মুখ কেটে নেওয়া হয়েছে।

"এটা সঙ্গে এনেছি কারণ ভাবলাম এটা কাজে লাগতে পারে," হোমস বলল। "পুলিশ এটাকে চিনতে পেরেছে।"

মহিলাটি আবার ঢোক গিলল। তারপর চেয়ারে বসে পড়ল।

"দেখুন লেডি হিল্ডা, চিঠিটা আপনার কাছে আছে। ব্যাপারটা এখনও মিটিয়ে নেওয়া যায়। আপনাকে কোন রকম বিপদে ফেলবার ইচ্ছা আমার নেই। হারানো চিঠিটা আপনার স্বামীকে ফিরিয়ে দিতে পারলেই আমার কর্তব্য শেষ। আমার কথা শুনুন, আমার সঙ্গে খোলাখুলি ব্যবহার করুন; সেটাই আপনার পক্ষে বাঁচবার একমাত্র পথ।"

মহিলাটির সাহস প্রশংসনীয়। তখনও সে হার মানল না।

"আবার বলছি মিঃ হোমস, একটা ভ্রান্ত ধারণা আপনাকে পেয়ে বসেছে।"

হোমস চেয়ার থেকে উঠল।

"আপনার জন্য আমি দুঃখিত লেডি হিল্ডা। আপনার জন্য আমি সাধ্যমত চেষ্টা করলাম; কিন্তু দেখেছি সে সবই বৃথা হল।"

হোমসই ঘণ্টাটা বাজাল। খানসামা ঘরে ঢুকল।

"মিঃ ট্রেলনি হোপ কি বাড়িতে আছেন?"

"তিনি পৌনে একটায় বাড়ি ফিরবেন স্যার।"

হোমস ঘড়ি দেখল।

"এখনও পনেরো মিনিট।" সে বলল। "ঠিক আছে; আমি অপেক্ষা করব।"

খানসামা ঘর থেকে বেরিয়ে দরজাটা বন্ধ করা মাত্রই লেডি হিল্ডা হোমসের পায়ের কাছে নতজানু হয়ে দুই হাত বাড়িয়ে দিয়ে মুখ তুলে তাকাল। সুন্দর মুখখানি অশ্রুজলে ভেজা।

উন্মত্ত প্রার্থনার ভঙ্গীতে সে বলে উঠল, "আমাকে বাঁচান মিঃ হোমস, আমাকে বাঁচান। ঈশ্বরের দোহাই, ওকে কিছু বলবেন না! আমি ওকে বড় ভালবাসি! ওর জীবনে কোন দুঃখের ছায়া ফেলতে আমি চাই না, কিন্তু আমি জানি একথা জানলে ওর মহৎ হৃদয়টা ভেঙে যাবে।"

হোমস মহিলাকে তুলে ধরল। "ম্যাডাম, এই শেষ মুহূর্তেও যে আপনার সুবুদ্ধি ফিরে এসেছে সে জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু আর এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করা চলবে না। চিঠিটা কোথায়?"

লেখার ডেস্কের কাছে ছুটে গিয়ে তালা খুলে সে একটা লম্বা নীল খাম টেনে বের করল।

www.boiRboi.net

"এই সেই চিঠি মিঃ হোমস। হায় ভগবান, চিঠিটা যদি কখনও আমার চোখে না পড়ত!"

হোমস আপন মনেই বলল, "এটা কিভাবে ফেরৎ দেওয়া যায়? জলদি, জলদি, একটা পথ বার করতেই হবে! চিঠিপত্রের বাক্সটা কোথায়?"

"এখন ওর শোবার ঘরেই আছে।"

"খুব ভাগ্যের কথা। শিগগির সেটাকে এখানে নিয়ে আসুন।"

একমিনিট পরেই একটা চ্যাপ্টা বাক্স হাতে নিয়ে সে ফিরে এল।

"আগে এটাকে কি ভাবে খুলেছিলেন? আপনার কাছে একটা ডুপ্লিকেট চাবি আছে কি? হ্যাঁ, নিশ্চয় আছে। এটাকে খুলুন।"

লেডি হিল্ডা বুকের ভিতর থেকে একটা ছোট চাবি বের করল। বাক্সটা খোলা হল। কাগজপত্রে ভর্তি। হোমস নীল খামটাকে অন্যান্য কাগজপত্রের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে বাক্সের একেবারে নীচের দিকে রেখে দিল। তারপর বাক্সটাকে বন্ধ করে তালা লাগিয়ে শোবার ঘরে ফিরিয়ে দেওয়া হল।

"এবার আমরা তার জন্য প্রস্তুত," হোমস বলল; "এখনও দশ মিনিট সময় আছে। আপনাকে আড়াল করতে আমি অনেক দূর এগিয়েছি লেডি হিল্ডা। প্রতিদানে এই অসাধারণ ব্যাপারের প্রকৃত অর্থটা আমাকে খোলাখুলি বলেই আপনাকে বাকি সময়টা কাটাতে হবে।"

মহিলাটি বলল, "মিঃ হোমস, সব কথাই আপনাকে বলব। ওঃ, মিঃ হোমস, ওকে মুহূর্তের জন্য দুঃখ দেবার আগে আমার ডান হাতটা কেটে ফেলতেও আমি রাজী আছি! লণ্ডনের আর কোন স্ত্রীলোক আমার মত তার স্বামীকে ভালবাসে না; তবু ও যদি জানতে পারে আমি কি করেছি—করতে বাধ্য হয়েছি—তাহলে ও আমাকে কোনদিন ক্ষমা করবে না। কারণ ওর কাছে সম্মানটা এত বড় যে অন্যের মধ্যে সে সম্মানের অভাবকে ও কখনও ভুলতে পারে না, ক্ষমা করতে পারে না। আমাকে সাহায্য করুন মিঃ হোমস! আমার সুখ, ওর সুখ, আমাদের অস্তিত্বই আজ বিপন্ন।"

"তাড়াতাড়ি করুন ম্যাডাম, সময় বয়ে যাচ্ছে"

"মিঃ হোমস, এ সব কিছুর মূলে আমার একটা চিঠি, বিয়ের আগে লেখা একটা বিবেচনাহীন চিঠি—একটা অর্থহীন চিঠি, একটি আবেগপ্রবণ প্রেমময়ী বালিকার চিঠি। কারও কোন ক্ষতি করতে আমি চাই নি, অথচ ও সেটাকে গর্হিত বলেই মনে করত। ও যদি চিঠিটা পড়ত তাহলে আমার উপর ওর বিশ্বাস চিরতরে ভেঙে যেত। অনেক বছর আগে চিঠিটা লিখেছিলাম। ভেবেছিলাম, সে সব কথা সকলেই ভুলে গেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই লুকাস লোকটার কাছেই শুনলাম যে সে চিঠিটা তার হাতে পড়েছে এবং সেটা সে আমার স্বামীকে দেবে। আমি তার কাছে করুণা ভিক্ষা করলাম। সে বলল, আমার স্বামীর চিঠিপত্রের বাক্স থেকে একটা বিশেষ দলিল যদি আমি তাকে দিই তবেই সে ওই চিঠিটা আমাকে ফেরৎ দেবে। স্বামীর আপিসে তার যে সব গুপ্তচর আছে তারাই চিঠিটার কথা লুকাসকে বলেছে। সে আমাকে আশ্বাস দিয়েছিল যে এতে আমার স্বামীর কোন ক্ষতি হবে না। মিঃ হোমস, আমার জায়গায় নিজেকে বসিয়ে আপনিই বলুন, আমি আর কি করতে পারতাম?"

"স্বামীকে সব কথা খুলে বলতে পারতেন।"

"আমি পারি নি মিঃ হোমস, আমি পারি নি! একদিকে দেখতে পেলাম নিশ্চিত সর্বনাশ; অন্যদিকে, আমার স্বামীর কাগজপত্র সরানোটা সাংঘাতিক কাজ বলে মনে হলেও রাজনীতির ব্যাপারে তার ফলাফলটা আমি ঠিক বুঝতে পারি নি, অথচ ভালবাসা ও বিশ্বাসের ব্যাপারে

ফলাফলটা আমি ভালই বুঝতে পেরেছিলাম। তাই আমি এ কাজ করেছি মিঃ হোমস! চাবির একটা ছাঁচ করে নিলাম ; এই লুকাসই ডুপ্লিকেট চাবি তৈরী করিয়ে দিল। চিঠিপত্রের বাক্সটা খুলে কাগজটা বের করে নিয়ে গডল্‌ফিন স্ট্রীটে নিয়ে গেলাম।"

"সেখানে কি ঘটেছিল ম্যাডাম ?"

"পূর্ব ব্যবস্থা মত দরজায় টোকা দিলাম। লুকাস দরজা খুলল। তার পিছন পিছন ঘরে ঢুকলাম, হলের দরজাটা খোলাই রইল, কারণ লোকটার সঙ্গে একা একা থাকতে আমার ভয় করছিল। ঘরে ঢুকবার সময় একটি স্ত্রীলোককে বাইরে দেখেছিলাম। কাজকর্ম মিটে গেল। আমার চিঠিটা তার ডেস্কের উপরেই ছিল ; আমি তার হাতে দলিলটা তুলে দিলাম। সে আমাকে আমার চিঠিটা দিল। ঠিক তখনই দরজায় একটা শব্দ হল। দালানে পায়ের শব্দ শোনা গেল। লুকাস তাড়াতাড়ি আচ্ছাদনটা তুলে সেখানে কোন গোপন জায়গায় দলিলটা রেখে দিয়ে আবার সেটা টেনে দিল।"

"তারপরে যা ঘটল সে যেন এক দুঃস্বপ্ন। চোখের সামনে দেখলাম একটা কালো, বন্ধপাগলের মুখ, কানে এল একটি নারীর কণ্ঠস্বর ; ফরাসী ভাষায় সে চীৎকার করে বলল, 'আমার খোঁজা বৃথা হয় নি ; শেষ পর্যন্ত দুজনকেই একসঙ্গে পেয়েছি !' শুরু হল একটা অসভ্য ঝগড়া। লোকটির হাতে একটা চেয়ার, আর স্ত্রীলোকটির হাতে ঝল্‌সে উঠল একটা ছুরি। সেই ভয়ংকর দৃশ্য দেখে আমি ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে দৌড়তে শুরু করলাম। পরদিন সকালে সংবাদপত্রে জানলাম তার ভয়ংকর পরিণতির কথা। সেদিন রাতে নিজেকে সুখী মনে হয়েছিল, কারণ চিঠিটা তখন আমার কাছে, আর তখনও তো জানতাম না ভবিষ্যতে আমার জন্য আরও কি আছে।

"তার পরদিন সকালে বুঝতে পারলাম, একটা বিপদের বিনিময়ে আমি আর একটা বিপদ টেনে এনেছি। কাগজটা হারানোর ফলে আমার স্বামীর দুশ্চিন্তা আমার মর্মে আঘাত করল। তখনই একবার মনে হয়েছিল, তার পায়ের কাছে নতজানু হয় যা করে ফেলেছি সব বলে দেই। কিন্তু সেও তো হত অতীতের আর একটি অপরাধের স্বীকারোক্তি। সেদিন সকালেই আপনার কাছে গেলাম, আমার অপরাধের বোঝা কতটা ভারী সেটা জানতে। যে মুহূর্তে সেটা জানতে পারলাম, তখন থেকে আমার মনে শুধু একটিমাত্র চিন্তা, কেমন করে স্বামীর কাগজটা ফিরিয়ে আনা যায়। লুকাস কাগজটাকে যেখানে লুকিয়ে রেখেছিল নিশ্চয় সেটা এখনও সেখানেই আছে, কারণ সেই ভয়ংকরী নারী ঘরে ঢুকবার আগেই সে সেটা লুকিয়ে ফেলেছিল। সেই নারী যদি তখন এসে না পড়ত, তাহলে গোপন জায়গাটার কথা আমি কোনদিন জানতে পারতাম না। কিন্তু আবার সে ঘরে ঢুকল কেমন করে ? দু'দিন ধরে বাড়িটার উপর নজর রাখলাম, কিন্তু কোন সময়ই দরজা খোলা পেলাম না। কাল রাতে শেষ চেষ্টা করলাম। কি করলাম, আর কিভাবে সফল হলাম, সে তো আপনি আগেই জেনেছেন। কাগজটা নিয়ে ফিরে এলাম। ভাবলাম, ওটাকে নষ্ট করে ফেলি, কারণ স্বামীর কাছে আমার দোষের কথা স্বীকার না করে তো ওটা তাকে ফিরিয়ে দিতে পারব না। হে ভগবান, সিঁড়িতে ওর পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি !"

ইওরোপীয় সচিব উত্তেজিতভাবে ঘরে ঢুকল।

বলল, "কোন খবর আছে মিঃ হোমস, কোন খবর ?"

"কিছু আশা পেয়েছি।"

"আঃ, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ !" তার মুখটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। "প্রধান মন্ত্রী আমার সঙ্গেই লাঞ্চ খাবেন। আপনার আশার কথা তাকে বলবেন তো ? তবে স্নায়ু ইস্পাত-কঠিন, তবু আমি জানি এই ঘটনার পরে তিনি একটুও ঘুমুতে পারছেন না। জ্যাকব্‌স্, প্রধান মন্ত্রীকে উপরে নিয়ে এস। আর প্রিয়ে, এটা তো রাজনীতির ব্যাপার। তাই কয়েক মিনিট পরেই আমরা খাবার ঘরে তোমার সঙ্গে মিলিত হব।"

প্রধান মন্ত্রীর আচরণ অনেক সংযত, তবু তার চোখের দৃষ্টি ও শুকনো হাতের নড়াচড়া দেখেই বুঝতে পারছিলাম যে নিজের উত্তেজনাটা তার সহকর্মীর চাইতে কিছু কম নয়।

"মিঃ হোমস, শুনছি আপনি নাকি কিছু বলবেন ?"

বন্ধু জবাব দিল, "যা বলব সেটা এখনও নেতিবাচক। কাগজটা যেখানে যেখানে থাকতে পারে সর্বত্র আমি খোঁজ করেছি এবং বিপদের কোন আশংকা যে নেই সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত।"

"কিন্তু সেটাই তো যথেষ্ট নয় মিঃ হোমস। এ রকম একটা আগ্নেয়গিরির উপর তো আমরা চিরকাল বসে থাকতে পারি না। আরও নির্দিষ্ট কিছু আমাদের জানা দরকার।"

"সেটাও পাব বলেই আশা করছি। সেই জন্যই তো এখানে এসেছি। এ ব্যাপারটা নিয়ে যত ভাবছি ততই আমার মনে হচ্ছে যে সে চিঠিটা কখনও এ বাড়ি থেকে বাইরে যায় নি।"

"মিঃ হোমস!"

"বাইরে বেরিয়ে থাকলে এতদিনে নিশ্চয় প্রকাশ হয়ে পড়ত।"

"কিন্তু এই বাড়িতে রেখে দেবার জন্য কেউ সেটা নেবেই বা কেন?"

"কেউ সেটা নিয়েছে বলেও আমি মনে করি না।"

"মিঃ হোমস ঠাট্টাটা মোটেই সময়োচিত হচ্ছে না। আমি আপনাকে নিশ্চিত করেই বলেছি যে সেটা বাক্স থেকে উধাও হয়েছে।"

"মঙ্গলবার সকালের পরে আপনি কি বাক্সটা পরীক্ষা করে দেখেছেন?"

"না; তার কোন দরকার ছিল না।"

"এও তো হতে পারে যে চিঠিটা আপনার নজর এড়িয়ে গেছে।"

"অসম্ভব। আমি বলছি।"

"কিন্তু এ বিষয়ে আমিও নিশ্চিত; অতীতে এ রকম ঘটনা ঘটতে আমি দেখেছি। নিশ্চয়ই ধরে নিতে পারি যে সে বাক্সে আরও কিছু কাগজপত্র আছে। কাজেই সেগুলোর সঙ্গে গুলিয়েও তো যেতে পারে।"

"চিঠিটা একেবারে উপরেই ছিল।"

"কেউ হয় তো বাক্সটা ঝেঁকেছে, আর তার ফলে ভিতরের কাগজপত্র সব ওলোট-পালোট হয়ে গেছে।"

"না, না; আমি সব কাগজ বের করে দেখেছি।"

প্রধান মন্ত্রী বলে উঠল, "এটা তো সহজেই মীমাংসা করা যায় হোপ। চিঠির বাক্সটা এখানে নিয়ে আসা যাক।"

সচিব ঘণ্টা বাজাল।

"জ্যাকব্‌স্, আমার চিঠির বাক্সটা নীচে নিয়ে এস তো। ব্যাপারটা হাস্যকর, সময়ের অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়, তবু আপনি যখন বলছেন তখন তাই করা হোক। ধন্যবাদ জ্যাকব্‌স্, এখানে রাখ। আমার ঘড়ির চেনের সঙ্গেই চাবিটা রাখি। এই দেখুন সব কাগজপত্র। লর্ড মেয়ো-র চিঠি, স্যার চার্লস হার্ডি-র প্রতিবেদন, বেলগ্রেড থেকে পাঠানো স্মারক-লিপি, রুশ-জার্মানি শস্য-কর সংক্রান্ত মন্তব্য, মাদ্রিদ থেকে পাওয়া চিঠি, লর্ড ফ্লাওয়ার্স-এর মন্তব্য—হে ভগবান! এটা কি? লর্ড বেলিঞ্জার! লর্ড বেলিঞ্জার!"

প্রধান মন্ত্রী তার হাত থেকে নীল খামখানা টেনে নিল।

"হ্যাঁ, এই তো—চিঠিটা তো সঠিক অবস্থাতেই আছে হোপ, তোমাকে অভিনন্দন জানাই!"

"ধন্যবাদ! ধন্যবাদ! বুকের উপর থেকে কী বোঝা যে নেমে গেল! কিন্তু এ যে অভাবনীয়—অসম্ভব! মিঃ হোমস, আপনি যাদুকর, আপনি ঐন্দ্রজালিক! কেমন করে জানলেন যে চিঠিটা ওখানেই ছিল?"

"কারণ আমি জানতাম যে ওটা আর কোথাও ছিল না।"

"আমি যে নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছি না।" সে পাগলের মত দরজার কাছে ছুটে গেল। "আমার স্ত্রী কোথায়? তাকে আগে বলতে হবে যে সব ঠিক আছে। হিল্ডা! হিল্ডা!" সিঁড়িতে তার গলা শুনতে পেলাম।

চোখ মিটমিট করে প্রধান মন্ত্রী হোমসের দিকে তাকাল।

বলল, "বলুন তো স্যার কি ব্যাপার। চোখে যা দেখা গেল তার চইতেও বেশী কিছু অবশ্যই আছে। চিঠিটা আবার বাক্সে ফিরে এল কেমন করে?"

হোমস হাসতে হাসতে ঐ দুটি আশ্চর্য চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে থেকে সরে গেল।

"আমাদেরও কিছু কিছু কূটনৈতিক গোপন কথা আছে," এই কথা বলে টুপিটা হাতে নিয়ে হোমস দরজার দিকে পা বাড়াল।

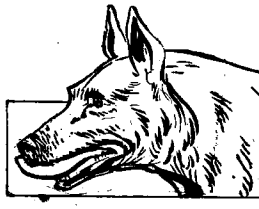

বাস্কারভিল পরিবারের শিকারীকুকুর

The Hound of the Baskervilles

অধ্যায় ১

মিঃ শার্লক হোমস

মিঃ শার্লক হোমস প্রাতরাশের টেবিলে বসে ছিল। যে সব রাত সে জেগে কাটায় তাছাড়া অন্যদিন সে সাধারণত বেশ দেরী করেই প্রাতরাশে বসে। আমাদের জনৈক অতিথি কাল রাতে যে লাঠিটা ফেলে গেছে সেটা হাতে নিয়ে আমি অগ্নিকুণ্ডের উপরকার মোটা কম্বলটার উপর দাঁড়িয়েছিলাম। লাঠিটা সুন্দর, মোটা, কাঠের তৈরী, মাথার দিকটা গোলাকার ; এ ধরনের লাঠিকে বলে "পেনাং উকিল।" লাঠিটার মাথার ঠিক নীচে প্রায় ইঞ্চিখানেক চওড়া রুপোর বন্ধনী লাগানো। "জেমস মর্টিমার, এম, আর, সি, এস-কে—তাঁর সি, সি, এইচ-এর বন্ধুগণের উপহার"—এই কথাগুলি তাতে খোদাই করে লেখা এবং তারিখ দেওয়া আছে "১৮৮৪"। এ ধরনের মর্যাদাসম্পন্ন, নিরেট ও নির্ভরযোগ্য লাঠি সাধারণত পুরনো কালের পারিবারিক চিকিৎসকরাই ব্যবহার করে থাকে।

"আচ্ছা ওয়াটসন, লাঠিটা দেখে কি বুঝছ ?"

হোমস আমার দিকে পিঠ দিয়ে বসে ছিল, আর লাঠি সম্পর্কে আমি তাকে কিছু বলিও নি।

"আমি কি করছি তুমি কি করে জানলে? তোমার মাথার পিছন দিকেও দুটো চোখ আছে বলে মনে হচ্ছে।"

সে বলল "অন্তত রুপোর পাতে মোড়া খুব ঝকঝকে একটা কফি-পট তো আমার সামনে রয়েছে। কিন্তু সত্যি করে বল তো ওয়াটসন, আমাদের অতিথির লাঠিটা সম্পর্কে তুমি কি ভাবছ? দুর্ভাগ্যবশত তার সঙ্গে আমাদের দেখা হয় নি, আর তিনি কি জন্য এসেছিলেন তাও জানি না। সেক্ষেত্রে তার এই আকস্মিক স্মারকটি কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই লাঠিটা পরীক্ষা করে লোকটি সম্পর্কে তোমার কি ধারণা হয়েছে আমাকে বল।"

আমার সঙ্গীটির পদ্ধতিকে যথাসাধ্য অনুসরণ করেই আমি বললাম, "আমার তো মনে হয়, ডাঃ মর্টিমার একজন অত্যন্ত শ্রদ্ধেয়, বয়স্ক সফলকাম চিকিৎসক, কারণ তাকে যারা চেনে তারাই তাদের প্রশংসার চিহ্ন হিসাবে এটি তাকে দিয়েছে।"

হোমস বলল, "বেশ! চমৎকার!"

"আমার আরও মনে হচ্ছে, তিনি যে একজন পল্লী অঞ্চলের চিকিৎসক এবং বেশীরভাগ ক্ষেত্রে পায়ে হেঁটেই রোগী দেখেন সেই সম্ভাবনাই সমধিক।"

"কি করে বুঝলে ?"

"কারণ এই লাঠিটা গোড়ায় খুব সুন্দর থাকলেও এর অনেক জায়গাতেই ঠোক্কর লেগেছে। কোন শহরের চিকিৎসকের হাতে এ ধরনের লাঠি থাকবার কথা নয়। লাঠির নীচেকার লোহার পুরু টুপিটা ক্ষয়ে গেছে ; তাতেই মনে হয় যে এ লাঠি নিয়ে তিনি অনেক পথ হেঁটেছেন।"

"খুব ঠিক কথা" হোমস বলল।

"আর তাছাড়া, এই দেখ লেখা রয়েছে 'সে, সি. এইচ,-এর বন্ধুগণ।' আমার তো মনে হয় লেখাটাতে কোন শিকারীদলের (Hunt) কথাই বলা হয়েছে ; হয়তো তিনি তাদের কিছু কিছু চিকিৎসা করেছেন এবং বিনিময়ে এই ক্ষুদ্র উপহারটি পেয়েছেন।"

চেয়ারটা পিছনে ঠেলে দিয়ে একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে হোমস বলল, "সত্যি ওয়াটসন, তুমি যে দেখছি নিজেকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছ। আমার ছোট ছোট কিছু কৃতিত্বের যে বিবরণ তুমি দয়া করে লিপিবদ্ধ করেছ তাতে যে তোমার নিজের ক্ষমতাকে তুমি ছোট করে দেখিয়েছ সে কথা বলতে আমি বাধ্য। হতে পারে যে তুমি নিজে ভাস্বর নও, কিন্তু তুমি আলোক-পরিবাহী। কিছু লোক আছে যারা নিজেরা প্রতিভার অধিকারী নয়, কিন্তু প্রতিভাকে জাগিয়ে তুলবার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা তারা রাখে। ভাই হে, আমি স্বীকার করছি, তোমার কাছে আমার অনেক ঋণ।"

এর আগে কখনও তাকে এ রকম কথা বলতে শুনি নি। স্বীকার করছি, কথাগুলি শুনে খুব খুশি হলাম। অতীতে অনেক সময়ই যখন তাকে প্রশংসা করেছি এবং তার তদন্ত-পদ্ধতিকে জনসমাজে প্রচার করেছি, তখন সে সব ব্যাপারে তার উদাসীনতা আমাকে আঘাত দিয়েছে। কিন্তু তার পদ্ধতিটাকে আমি যে এতখানি আয়ত্ত করতে পেরেছি যার ফলে সে নিজেই আমার প্রশংসা করছে এতে আমি বেশ গর্ববোধ করলাম। এবার আমার হাত থেকে লাঠিটা নিয়ে সে নিজেও খোলা চোখে কয়েক মিনিট সেটাকে পরীক্ষা করল। তার চোখে-মুখে একটা আগ্রহ ফুটে উঠল। সিগারেটটা রেখে সে লাঠিটা নিয়ে জানালার কাছে গেল এবং একটা কনভেক্স লেন্স নিয়ে সেটাকে আবার

দেখতে লাগল।

সেটি-র প্রিয় কোণটিতে ফিরে এসে সে বলল, "প্রাথমিক হলেও বেশ চিত্তাকর্ষক। লাঠিটার উপরে আরও দু'একটি চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি। তার থেকে আরও কিছু অনুমান করা যেতে পারে।"

আত্ম-সচেতনভাবে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কোন ব্যাপার আমার নজর এড়িয়ে গেছে কি? আমার তো বিশ্বাস, কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই আমার দৃষ্টি এড়ায় নি।"

"প্রিয় ওয়াটসন, আমার বিশ্বাস তোমার বেশীর ভাগ সিদ্ধান্তই ভুল। সত্যি বলতে কি, তুমি আমার প্রতিভাকে জাগিয়ে তোল বলতে আমি কিন্তু বোঝাতে চেয়েছিলাম যে তোমার ভ্রান্ত অনুমানের দ্বারাই অনেক সময় আমি সত্যের পথটা খুঁজে পাই। এ ক্ষেত্রে তোমার যে সবটাই ভুল হয়েছে তা বলছি না। ভদ্রলোক নিশ্চয়ই গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসা করেন এবং যথেষ্ট হেঁটে বেড়ান।"

"আমি তাহলে ঠিকই বলেছি।"

"ঐ পর্যন্ত তাই।"

"কিন্তু ঐ তো সব?"

'না, না, ভাই ওয়াটসন, মোটেই না—কোন মতেই না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমি বলতে চাই, একজন ডাক্তারকে যখন উপহার দেওয়া হয়েছে তখন শিকারী দল অপেক্ষা হাসপাতাল থেকেই সেটা পাবার সম্ভাবনা বেশী, হাসপাতালের আগে যদি 'সি, সি,' অক্ষর দুটি থাকে তাহলে স্বাভাবিকভাবেই 'চ্যারিং ক্রশ' কথাটাই মনে আসে।"

"তোমার অনুমান ঠিক হতে পারে।"

"সম্ভাবনাটা সেইদিকেই বেশী। আর এটাকেই যদি আপাতত সত্য বলে মেনে নেওয়া যায় তাহলে তার উপর ভিত্তি করে এই অজ্ঞাত অতিথি সম্পর্কে আমরা আরও কিছু ধারণা করতে পারি।"

"ধরে নিলাম যে এখানে 'সি, সি, এইচ,' মানে 'চ্যারিং ক্রশ হাসপাতাল', তাহলে এর থেকে আমরা কি কি অনুমান করতে পারি?"

"কিছুই কি মনে হয় না? আমার পদ্ধতি তো তুমি জান। সেগুলি প্রয়োগ কর।"

"আমি তো শুধু এই সিদ্ধান্তের কথাই ভাবতে পারি যে গ্রামাঞ্চলে যাবার আগে লোকটি শহরে চিকিৎসা করত।"

"আমার তো মনে হয় আমরা আরও কিছুটা এগিয়ে যেতে পারি। এই দিক থেকে ব্যাপারটাকে দেখ। কোন্ উপলক্ষ্যে এ রকম একটা উপহার দেওয়া সম্ভব? কখন তার বন্ধুরা সমবেত হয়ে তাকে শুভেচ্ছা জানাতে পারে? স্পষ্টতই ডাঃ মর্টিমার যখন ব্যক্তিগতভাবে চিকিৎসা শুরু করবার জন্য হাসপাতালের চাকরি থেকে অবসর নেবেন। আমরা জানি, উপহার একটা দেওয়া হয়েছে। আমরা মনে করি, শহরের হাসপাতাল থেকে লোকটি গ্রামে চিকিৎসা করতে গেছেন। তাহলে কর্মক্ষেত্রের এই পরিবর্তনকে উপলক্ষ্য করেই উপহারটি দেওয়া হয়েছিল এটা অনুমান করা কি খুব অবিবেচনার কাজ হবে?"

"এটাও খুবই সম্ভবপর বলেই মনে হচ্ছে।"

"এবার ভেবে দেখ, লোকটি হাসপাতালের নিয়মিত ডাক্তার ছিলেন না, কারণ একবার চিকিৎসা-কর্মে লণ্ডন শহরে সুপ্রতিষ্ঠিত কোন লোকের পক্ষেই ওই পদে নিযুক্ত হওয়া সম্ভব এবং সেরকম কোন লোক কখনও গ্রামে ডাক্তারী করতে যাবে না। তাহলে তিনি কি ছিলেন? তিনি হাসপাতালে ছিলেন অথচ নিয়মিত ডাক্তার ছিলেন না, তাহলে নিশ্চয় কোন হাউস-সার্জন বা হাউস-ফিজিসিয়ান ছিলেন—অর্থাৎ উপরের সারির একজন ছাত্রের চাইতে কিছুটা উপরের লোক ছিলেন। আর তিনি শহর ছেড়েও গেছেন পাঁচ বছর হল—লাঠির উপরেই তারিখটা লেখা আছে। কাজেই, প্রিয় ওয়াটসন, তোমার গম্ভীর, মাঝবয়সী পারিবারিক চিকিৎসক হাওয়ায় মিলিয়ে গেলেন, আর তার জায়গায় আবির্ভূত হলেন একটি যুবক; বয়স ত্রিশের নীচে, ভদ্র, উচ্চাকাঙ্খাবিহীন ও অন্যমনস্ক; তার একটি প্রিয় কুকুর আছে, আর সেটা 'টেরিয়ার' অপেক্ষা বড়, কিন্তু 'ম্যাস্টিফ' অপেক্ষা ছোট বলেই মনে হয়।"

আমি অবিশ্বাসের হাসি হেসে উঠলাম। শার্লক হোমস সেটি-তে হেলান দিয়ে সিগারেটের ধোঁয়ায় ছোট ছোট রিং বানিয়ে ছাদের দিকে ছুঁড়ে দিতে লাগল।

আমি বললাম, "শেষের দিকে তুমি যা বললে সেটাকে মিলিয়ে দেখবার কোন উপায়ই নেই, কিন্তু লোকটির বয়স ও বৃত্তি সম্পর্কে কিছু খোঁজ-খবর নেওয়া শক্ত কাজ নয়।"

আমার ডাক্তারী বইয়ের তাক থেকে একখানি চিকিৎসক-পঞ্জী নামিয়ে নামটা খুঁজতে লাগলাম। কয়েকজন মর্টিমার পাওয়া গেল, তার মধ্যে একজনকেই আমাদের অতিথি বলে মনে হল। আমি জোরে জোরে তার বিবরণটা পড়ে গেলাম।

"মর্টিমার, জেমস, এম, আর, সি, এস; ১৮৮২ গ্রিম্‌পেন, ডার্টমুর, ডেভন। ১৮৮২ থেকে ১৮৮৪ পর্যন্ত চ্যারিং ক্রশ হাসপাতালের হাউস-সার্জন। 'রোগ কি বংশগত' শীর্ষক প্রবন্ধের জন্য তুলনামূলক নিদান-তত্ত্ব জ্যাকসন-পুরস্কার বিজয়ী। সুইডিস নিদান-তত্ত্ব সমিতির সদস্য। 'বংশগত সাদৃশ্য তত্ত্বের কয়েকটি অদ্ভুত নিদর্শন' (ল্যানসেট, ১৮৮২). 'আমরা কি এগিয়ে চলেছি?' (জার্নাল অব সাইকোলজি, মার্চ, ১৮৮৩) প্রবন্ধের লেখক।

গ্রিম্‌পেন, থর্সলি এবং হাই ব্যারো যাজক-পল্লীর মেডিক্যাল অফিসার।"

দুষ্টুমি-ভরা হাসি হেসে হোমস বলল, "ওয়াটসন, স্থানীয় শিকারীদলের কোন উল্লেখই কিন্তু নেই, তবে তুমি যেমনটি বলেছ তিনি একজন গ্রামাঞ্চলের চিকিৎসক বটে। মনে হচ্ছে, আমার অনুমানগুলি মোটামুটি ঠিক। আর বিশেষণগুলি প্রসঙ্গে বলি, আমার যদি ঠিক ঠিক মনে থেকে থাকে, আমি বলেছি যে লোকটি ভদ্র, উচ্চাকাঙ্খাবিহীন ও অন্যমনস্ক। আমার অভিজ্ঞতা বলে, এ পৃথিবীতে এক-মাত্র ভদ্রলোকরাই প্রশংসা-পত্র পেয়ে থাকে, একমাত্র উচ্চা-কাঙ্খাবিহীন লোকরাই জীবিকার জন্য লন্ডন ছেড়ে গ্রামে যায় এবং একমাত্র অন্যমনস্ক লোকই তোমার ঘরে এক ঘণ্টা অপেক্ষা করবার পরে ভিজিটিং কার্ডের বদলে একটা লাঠি ফেলে যায়।"

"আর কুকুর?"

"প্রভুর পিছন পিছন এই লাঠিটা বয়ে নিয়ে যাওয়া তার অভ্যাস। লাঠিটা বেশ ভারী হওয়ায় কুকুরটা লাঠির মাঝখানটা শক্ত করে কামড়ে ধরে ; তার দাঁতের দাগ বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এই সব চিহ্নের মাঝখানে যে ফাঁক দেখা যাচ্ছে তার থেকে বোঝা যায় কুকুরটির চোয়াল 'টেরিয়ার'-এর চোয়ালের তুলনায় বেশী চওড়া, আবার 'ম্যাস্টিফ'-এর চোয়ালের তুলনায় কম চওড়া। কুকুরটা বোধ হয়—হ্যাঁ, জোভের দিব্যি, একটি কোঁকড়া-লোম 'স্প্যানিয়েল'।"

বলতে বলতে সে উঠে ঘরের মধ্যে পায়চারি করছিল। এবার সে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার কণ্ঠ-স্বরে এমন একটা প্রত্যয়ের সুর কানে এল যে আমি সবিস্ময়ে চোখ তুলে তাকালাম।

"প্রিয় বন্ধু, এ বিষয়ে তুমি এত নিশ্চিত হচ্ছ কেমন করে?"

"এই অতি সরল কারণে যে আমাদের দরজার কাছেই কুকুরটাকে দেখতে পাচ্ছি, আর ওই শোন তার মালিকই ঘণ্টাটা বাজালেন। আরে, যেয়ো না ওয়াটসন। তিনি তোমার সমবৃত্তিক ভাই, কাজেই তোমার উপস্থিতি আমার কাজে লাগতে পারে। ওয়াটসন, এই সেই নিয়তির নাটকীয় মুহূর্ত যখন সিঁড়িতে এমন শব্দ তুমি শুনতে পাচ্ছ যেটা পায়ে পায়ে তোমার জীবনের মধ্যে প্রবেশ করবে, অথচ তুমি জান না তার পরিণতি ভাল হবে কি মন্দ হবে। বিজ্ঞানের সেবক ডাঃ জেমস মর্টিমার অপরাধ-বিশেষজ্ঞ শার্লক হোমসের কাছে কি চান? আসুন!"

অতিথির চেহারা আমার কাছে আর এক বিস্ময়, কারণ আমি আশা করেছিলাম একজন আদর্শ গ্রাম্য চিকিৎসককে দেখতে পাব। লোকটি খুব লম্বা, শীর্ণকায়, পাখির ঠোঁটের মত লম্বা নাক দুটি তীক্ষ্ণ ধূসর চোখের ভিতর দিয়ে খাড়া হয়ে উঠেছে, সোনার ফ্রেমে-বাঁধানো চশমার কাঁচের ভিতর থেকে দুটি ঘন-সন্নিবদ্ধ চোখের দৃষ্টি জ্বল-জ্বল করছে। পরনের চিকিৎসকের পোশাকটি কিছুটা অগোছালো, কারণ ফ্রক-কোটটা নোংরা, আর ট্রাউজারটার সুতো বেরিয়ে পড়েছে। বয়সে যুবক হলেও লম্বা পিঠটা এরই মধ্যে বেঁকে গেছে ; মাথাটাকে সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে হাঁটে ; চেহারার মধ্যে একটা সাধারণ বদান্যতার আভাষ। ঘরে ঢুকে হোমসের হাতের লাঠিটার উপর চোখ পড়তেই সে আনন্দে হাঁক দিয়ে সেদিকে দৌড়ে গেল।

বলে উঠল, "খুব খুশি হয়েছি। লাঠিটা এখানে ফেলে গেছি না জাহাজের আপিসে ঠিক মনে করতে পারছিলাম না। পৃথিবীর বিনিময়েও এ লাঠিটা হারাতে আমি রাজী নই।"

"একটা উপহার বলে মনে হচ্ছে", হোমস বলল।

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"চ্যারিং ক্রশ হাসপাতাল থেকে?"

"বিয়ের সময় সেখানকার দু' একজন বন্ধুর কাছ থেকে।"

"বলেন কি, বলেন কি, খুব খারাপ!" মাথা নেড়ে হোমস বলল।

ডাঃ মর্টিমার ঈষৎ বিস্ময়ে চশমার ভিতর দিয়ে চোখ মিটমিট করে তাকাল।

"কেন, খারাপ কেন?"

"কারণ আমাদের অনুমানগুলোকে আপনি তালগোল পাকিয়ে দিলেন। আপনার বিয়ের কথা বলছিলেন না?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। বিয়ে করলাম, আর তাই হাসপাতালও ছাড়লাম এবং সেই সঙ্গে ছাড়তে হল পরামর্শদাতা চিকিৎ-সক হবার আশাও। নিজের একটা বাসা করা দরকার হয়ে পড়েছিল।"

"তাই বলুন, আমরা তাহলে খুব বেশী ভুল করি নি", হোমস বলল। "আচ্ছা ডাঃ জেমস মর্টিমার—"

"মিস্টার, মশায়, মিস্টার—একজন নগন্য এম, আর, সি, এস,।"

"এবং অবশ্যই খুব সঠিক চিন্তার মানুষ।"

"বিজ্ঞান নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করি মাত্র। অজ্ঞাত মহাসাগরের তীরে বসে ঝিনুক কুড়োই শুধু। অনুমান করছি, আমি মিঃ শার্লক হোমসের সঙ্গে কথা বলছি এবং—"

"ইনি আমার বন্ধু ডাঃ ওয়াটসন।"

"আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ায় খুশি হলাম স্যার। আপনার বন্ধুর নামের সঙ্গে আপনার নামও শুনেছি। আপনাকে দেখে খুব কৌতূহল বোধ করছি মিঃ হোমস। এ রকম একটি 'ডলিকোসেফালিক করোটি* বা অক্ষিস্থানের এতবড় গর্ত দেখতে পাব আমি আশাই করি নি। আপনার খুলির এই পাশটায় যদি একটু হাত বুলোই তাতে কি আপনার আপত্তি আছে ? যতদিন পর্যন্ত মূল করোটিটা না পাওয়া যায় ততদিন এর একটা ছাঁচও যে কোন নৃবিজ্ঞান-সংগ্রহশালার অলংকার স্বরূপ। বাড়িয়ে বলতে আমি চাই না, কিন্তু স্বীকার করছি যে, আপনার করোটি দেখে আমার লোভ হচ্ছে।"

শার্লক হোমস আমাদের এই বিচিত্র অতিথিকে একটি চেয়ার দেখিয়ে দিল।

তারপর বলল, "বুঝতে পারছি, আমার কাজে আমার যতখানি উৎসাহ আপনার কাজেও আপনি সেই রকম উৎসাহী। আপনার আঙুল দেখেই বুঝতে পারছি আপনি নিজের হাতেই সিগারেট বানিয়ে খান। অসংকোচে একটা ধরান।"

লোকটি কাগজ ও তামাক বের করে বিস্ময়কর দক্ষতার সঙ্গে একটি সিগারেট পাকাল। তবে লম্বা কাঁপা-কাঁপা আঙুলগুলি পতঙ্গের শুঁড়ের মতই নমনীয় ও চঞ্চল।

হোমস চুপচাপ। কিন্তু তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেখেই আমি বুঝতে পারছিলাম, আমাদের এই বিচিত্র সঙ্গীটির প্রতি তার কি গভীর আগ্রহ।

অবশেষে সে বলল, "দেখুন স্যার, আমার তো মনে হয় না যে আমার করোটি পরীক্ষা করবার উদ্দেশ্য নিয়েই আপনি কাল রাতে আমার বাড়িতে পায়ের ধুলো দিয়েছিলেন এবং আজও আবার দিতে এসেছেন। কি বলেন ?"

"আজ্ঞে না, তা নয় ; অবশ্য সে কাজের সুযোগটা পেয়ে গেছি বলে আমি খুশি। মিঃ হোমস, আমি এসেছি তার কারণ আমি জানি যে আমি নিজে অত্যন্ত বাস্তববুদ্ধিহীন লোক, অথচ হঠাৎ একটা গুরুতর ও অসাধারণ সমস্যা আমার সামনে দেখা দিয়েছে। যেহেতু আমি জানি যে সারা ইউরোপে আপনিই দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ—"

"সত্যি নাকি ! কে সেই প্রথম ভাগ্যবান জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ?" কর্কশ কণ্ঠে হোমস জিজ্ঞাসা করল।

"একজন বিজ্ঞানীসুলভ মনের অধিকারীর কাছে মঁসিয়ে বের্তিল্লোঁ-র কাজের আবেদন অত্যন্ত বেশী হতে বাধ্য।"

"তাহলে তার সঙ্গে পরামর্শ করলেই তো পারতেন ?"

"আমি তো বললাম স্যার, বিজ্ঞানীসুলভ মনের অধিকারীর কাছে। কিন্তু বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ হিসাবে আপনিই যে অদ্বিতীয় একথা সকলেই স্বীকার করেন। দেখুন, আমার বিশ্বাস, অনবধানতাবশত আপনাকে—"

"একটু অপেক্ষা করুন", হোমস বলল। "ডাঃ মর্টিমার, আমি মনে করি, কথা না বাড়িয়ে যে সমস্যার ব্যাপারে আপনি আমার সহায়তা চাইতে এসেছেন সেটার কথাই যদি দয়া করে খুলে বলেন সেটাই আপনার পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হবে।"

অধ্যায় ২

বাস্কারভিল পরিবারের অভিশাপ

"আমার পকেটে একটা পাণ্ডুলিপি আছে", ডাঃ জেমস মর্টিমার বলল।

হোমস বলল, "আপনি ঘরে ঢুকতেই সেটা লক্ষ্য করেছি।"

"খুব প্রাচীন পাণ্ডুলিপি।"

"অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিককার, অবশ্য যদি জাল না হয়।"

"আপনি কি করে বললেন ?"

"আপনি যতক্ষণধরে কথা বলছিলেন ততক্ষণই তার দু'এক ইঞ্চি জায়গা আমার চোখের সামনেই রেখেছিলেন। একটা প্রাচীন দলিলের তারিখ যে মোটামুটি একদশক কাল পর্যন্ত ঠিকভাবে বলতে না পারে সে বিশেষজ্ঞ হবার অনুপযুক্ত। এ বিষয়ের উপর লেখা আমার ছোট পুস্তিকাটি হয় তো আপনি পড়ে থাকবেন। আমার মতে দলিলটা ১৭৩০-এর।"

"সঠিক তারিখ ১৭৪২।" ডাঃ মর্টিমার বুক-পকেট থেকে পাণ্ডুলিপিটা বের করল। "এই পারিবারিক দলিলটি আমার কাছে রেখেছিলেন স্যার চার্লস বাস্কারভিল। মাস-তিনেক তার আকস্মিক শোচনীয় মৃত্যু ডেভনশায়ারে প্রচুর উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল। আমি ছিলাম তার ব্যক্তিগত বন্ধু ও চিকিৎসক। তিনি ছিলেন কঠোর মনোবলসম্পন্ন, তীক্ষ্ণধী ও বাস্তববুদ্ধিতে ভরপুর ; আবার সেই সঙ্গে তার কল্পনা-শক্তি ছিল আমার মতই সীমিত। তথাপি এই

* [যে করোটির ব্যাসের পরিমাপ এক পাশে থেকে আর এক পাশে বাঁপাশে সামনে থেকে পিছনের মাপের ¾ কম।]

দলিলটাকে তিনি খুবই গুরুত্ব দিতেন এবং তার যে পরিণতি একদিন সত্যি ঘটল তার জন্য মনে মনে তিনি প্রস্তুতও ছিলেন।"

হাত বাড়িয়ে পাণ্ডুলিপিটা নিয়ে হোমস সেটা তার হাঁটুর উপর মেলে ধরল।

"লক্ষ্য করে দেখ ওয়াটসন, দীর্ঘ S এবং হ্রস্ব S অক্ষর দুটি পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করা হয়েছে। অন্য আরও কয়েকটি লক্ষণের সঙ্গে এই লক্ষণটিও দলিলের কাল নির্ণয়ে আমাকে সাহায্য করেছে।"

তার ঘাড়ের উপর ঝুঁকে পড়ে আমি হলুদ কাগজ ও অস্পষ্ট অক্ষরগুলো দেখছিলাম। একেবারে উপরে লেখা ছিল : "বাস্কারভিল হল", আর তার নীচে বড় বড় সংখ্যায় লেখা : "১৭৪২।"

"দেখে তো একটা বিবৃতির মত মনে হচ্ছে!"

"হ্যাঁ, বাস্কারভিল পরিবারে প্রচলিত একটি কাহিনীর বিবরণ।"

"কিন্তু আপনি তো বললেন, একটা আধুনিক কালের বাস্তব সমস্যা নিয়ে আপনি আমার পরামর্শ চান?"

"খুবই আধুনিক। একটা অত্যন্ত বাস্তব ও জরুরী ব্যাপার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই যার সমাধান করতেই হবে। কিন্তু পাণ্ডুলিপিটা আকারে ছোট এবং এই ব্যাপারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। আপনার অনুমতি নিয়ে এটা আপনাকে পড়ে শোনাব।"

হোমস চেয়ারে হেলান দিল। আঙুলের ডগাগুলি একত্র করে আত্মসমর্পণের ভঙ্গীতে চোখ বুজল। ডাঃ মর্টিমার পাণ্ডুলিপিটা আলোর সামনে ধরে ভাঙা-ভাঙা গলায় বেশ জোর দিয়ে নিম্নলিখিত প্রাচীন জগতের কাহিনীটি পড়তে লাগল :

"বাস্কারভিল পরিবারের শিকারীকুকুরের কাহিনীর উৎস প্রসঙ্গে নানা রকম বিবরণ পাওয়া যায়; তথাপি যেহেতু আমি হুগো বাস্কারভিলের বংশধর এবং যেহেতু এ কাহিনী আমি শুনেছি আমার বাবার কাছে আর তিনি শুনেছিলেন তার বাবার কাছে, সেই হেতু এই সর্বতঃ বিশ্বাস নিয়ে এ কাহিনী আমি লিপিবদ্ধ করেছি যে, এখানে যেমন যেমন লিখিত হয়েছে প্রকৃত ঘটনাবলীও ঠিক সেইভাবেই ঘটেছিল। পুত্রগণ, আমি চাই তোমরাও এই বিশ্বাস রাখো যে, যে-ন্যায়াধীশ পাপের দণ্ড বিধান করেন, ইচ্ছা করলে দয়াপরবশ হয়ে তিনি তাকে ক্ষমাও করতে পারেন, এবং কোন নিষেধাজ্ঞাই এত দুর্বহ নয় যাকে প্রার্থনা ও অনুতাপের দ্বারা দূর করা যায় না। এই কাহিনী থেকে তোমরা শিক্ষাগ্রহণ করো যে, অতীতের ফলাফলকে ভয় করলে চলবে না; বরং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সতর্ক হতে হবে যাতে যে পাপ প্রবৃত্তির ফলে আমাদের পরিবারকে এত ভয়ংকর দুঃখ ভোগ করতে হয়েছে তা যেন পুনরায় আমাদের সর্বনাশ করতে না পারে।

'তোমরা জেনে রাখো, মহাবিদ্রোহের সময়ে (পণ্ডিত লর্ড ক্ল্যারেণ্ডন তার যে ইতিহাস লিখেছেন তৎপ্রতি তোমাদের মনোযোগ একান্তভাবে আকর্ষণ করছি) বাস্কারভিলের এই জমিদারির মালিক ছিলেন ঐ নামযুক্ত হুগো, আর তিনি যে উচ্ছৃংখল, কলুষচরিত্র ও নাস্তিক ছিলেন তাও অস্বীকার করবার উপায় নেই। আসলে তার এ সব ত্রুটি হয়তো প্রতিবেশীরা ক্ষমা করত কারণ তারা জানত যে অঞ্চলটা সাধু-সন্তদের দেশ নয়; কিন্তু তার স্বভাবে এমন একটি লাম্পট্যপূর্ণ নিষ্ঠুর রসিকতা ছিল যার ফলে সমগ্র পশ্চিমাঞ্চলে তার নাম একটি প্রবাদ-বাক্যে পরিণত হয়েছিল। ঘটনাক্রমে বাস্কারভিল জমিদারির নিকটবর্তী জনৈক জোতদারের মেয়েকে এই হুগো ভালবেসেছিলেন (অবশ্য যদি এ রকম একটা প্রবৃত্তিকে ঐ উজ্জ্বল আখ্যাটি দেওয়া যায়)। কিন্তু তরুণীটি ছিল বুদ্ধিমতী ও সচ্চরিত্রা; তাছাড়া তার কুখ্যাতিকেও সে ভয় করত; তাই সে হুগোকে এড়িয়েই চলত। এখন হল কি কোন মাইকেলমাস-দিবসে তরুণীটির বাবা ও ভাইদের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে এই হুগো পাঁচ-ছ'টি নিষ্কর্মা ও দুষ্ট সঙ্গীকে নিয়ে লুকিয়ে গোলাবাড়িতে ঢুকে তরুণীটিকে অপহরণ করলেন। তাকে 'হল'-এ নিয়ে আসবার পরে উপরের একটা ঘরে রেখে হুগো তার বন্ধুদের নিয়ে প্রতিরাত্রের অভ্যাসমত মদের আড্ডায় বসে গেলেন। লোকে বলে, মদের নেশায় হুগো বাস্কারভিল এমন সব কথাবার্তা বলতেন যাতে তার নিজেরই মুণ্ডু উড়ে যাবার কথা। তাই নীচের তলার গান-বাজনা, চীৎকার চেঁচামেচি ও খিস্তি-খেউর শুনে উপরের ঘরে বেচারি তরুণীটির বুদ্ধি-শুদ্ধি গুলিয়ে গেল। অবশেষে আতংকের বশে সে এমন কাজ করে বসল যা করতে অত্যন্ত সাহসী ও কর্মঠ একটি পুরুষ মানুষও ভয় পেত। যে আইভি লতাটা দক্ষিণের দেওয়াল ছেয়ে বেড়ে উঠেছিল (এবং এখনও ছেয়ে আছে) সেটার সাহায্যে ছাঁচের নীচ দিয়ে সে মাটিতে নামে এবং জলাভূমির ভিতর দিয়ে বাড়ি ফিরে যায়; 'হল' এবং আর বাবার গোলাবাড়ির মধ্যবর্তী স্থানের দূরত্ব তিন লীগ।*

"তার কিছুক্ষণ পরে অতিথিদের রেখে বন্দিনীকে খাদ্য ও পানীয়—এবং সম্ভবত আরও খারাপ কিছু জিনিস

* (১ লীগ—প্রায় তিন মাইল)

দেবার জন্য হুগো উপরের ঘরে গিয়ে দেখলেন, খাঁচা খালি, পাখি পালিয়েছে। মনে হয় তখন তাকে শয়তানে পেয়েছিল ; ছুটে সিঁড়ি বেয়ে তিনি খাবার ঘরে চলে গেলেন এবং বড় টেবিলটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মদের বোতল ও খাবারের ডিসগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চীৎকার করে সঙ্গীদের বললেন, মেয়েটাকে কব্জা করতে পারলে সেই রাতেই তিনি তার দেহ ও মন দুটোকেই শয়তানের কাছে উৎসর্গ করতে রাজী। তার ক্রোধে উন্মত্ত অবস্থা দেখে আড্ডাধারীরা সভয়ে দাঁড়িয়ে রইল ; শুধু তাদের মধ্যে একজন অত্যধিক পাজী লোক, অথবা এও হতে পারে যে সে অন্যদের চাইতে বেশী মাতাল হয়েছিল, চীৎকার করে বলে উঠল, মেয়েটার পিছনে শিকারী কুকুরগুলোকে লেলিয়ে দেওয়া হোক। সে কথা শুনে হুগো দৌড়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন, চীৎকার করে সহিসদের ডেকে তার ঘোটকিটাকে জিন পরাতে ও খাঁচা থেকে শিকারী কুকুর-গুলোকে ছেড়ে দিতে বললেন, এবং মেয়েটির একখানা রুমাল কুকুরগুলোর সামনে ফেলে দিয়ে তাদের পথে ঠেলে দিলেন। আর তারাও তারস্বরে ডাকতে ডাকতে চন্দ্রালোকিত জলাভূমির উপর দিয়ে ছুটতে লাগল।

"এখন সমস্ত ব্যাপারটা এত দ্রুতগতিতে ঘটে গেল যে আড্ডাধারীরা কিছুক্ষণ হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই সেই বিমূঢ় ভাব কাটিয়ে উঠল এবং জলাভূমির বুকে কী দুর্ঘটনা যে আসন্ন হয়ে উঠেছে সে সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল। তখন একটা হৈ-চৈ পড়ে গেল ; কেউ বলল, পিস্তল কোথায়, কেউ বলল, ঘোড়া আন, কেউ বা বলল, আরেকটা বোতল দাও। শেষ পর্যন্ত নেশার ঘোর কেটে যেতে যখন কিছুটা বুদ্ধি ফিরে এল তখন তারা তেরোজন একসঙ্গে ঘোড়া নিয়ে ছুটল। মাথার উপরে চাঁদ হাসছে। তীব্র গতিতে তারা ছুটে চলেছে সেই পথ ধরে বাড়ি যেতে হলে মেয়েটিকে যে পথ ধরে অবশ্য যেতে হবে।

"দু'এক মাইল যাবার পরে জলাভূমিতে একটি নৈশ মেষপালকের সঙ্গে তাদের দেখা হয়ে গেল। সকলে চীৎ-কার করে জানতে চাইল, একটি মেয়েকে সে দেখেছে কি না। যতদূর শোনা যায়, লোকটি এতই ভয় পেয়েছিল যে তার মুখ দিয়ে কথা বের হচ্ছিল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে জানাল যে সেই দুর্ভাগিনী মেয়েটিকে সে দেখেছে, আর একদল শিকারী কুকুরও সেই পথে ছুটে গেছে। সে আরও বলেছিল, 'কিন্তু তার চাইতেও বেশী কিছু আমি দেখেছি ; কারণ হুগো বাস্কারভিল যখন কালো ঘোড়ার চেপে আমার পাশ দিয়ে চলে গেলেন তখন এমন একটা নরকের শিকারী কুকুর তার পিছন পিছন নিঃশব্দে ছুটে গেল যে ঈশ্বর করুন সেরকম কুকুর যেন কখনও আমাকে তাড়া না করে।'

"মাতাল লোকগুলো মেষপালকটিকে গালাগালি করে আবার ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। কিন্তু অচিরেই তাদের গায়ের চামড়া ঠাণ্ডা হয়ে গেল, কারণ জলাভূমির ও-পার থেকে ঘোড়ার পায়ের শব্দ ভেসে এল এবং মুখময় সাদা ফেনা কালো ঘোড়াটি তাদের পাশ দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল ; তার রাশটা পাশে ঝুলে পড়েছে, পিঠের জিনটা শূন্য। তখন আড্ডাধারীরা পাশাপাশি এগোতে লাগল। কারণ একটা ভয় তখন তাদের পেয়ে বসেছে ; যদিও সে অবস্থায় তাদের যে কেউ একলা হলে ঘোড়ার মুখ নির্ঘাৎ ঘুরিয়ে দিত, তবু একসঙ্গে থাকায় তারা জলাভূমির ভিতর দিয়ে চলতে লাগল। এইভাবে ধীরে ধীরে চলতে চলতে অবশেষে তারা শিকারী কুকুরগুলোকে দেখতে পেল। যদিও কুকুরগুলোর জাত ও সাহসের খুব খ্যাতি ছিল, তবু জলাভূমির একটা অত্যন্ত ঢালু জায়গা—যাকে আমরা খাদ বলি—তার মুখের কাছে কুণ্ডলি পাকিয়ে তারা কুঁই কুঁই করে ডাকছিল ; কয়েকটা তো সরেই পড়েছে, আর বাকি কয়েকটা গায়ের লোম খাড়া করে চোখ বড় বড় করে সামনে প্রসারিত সংকীর্ণ উপত্যকার দিকে তাকিয়ে আছে।

"বুঝতেই পারছ, বন্ধুদলের মাথা তখন আগের চাইতে অনেকটা ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে ; তাই তারা সেখানেই থেমে গেল। অনেকে আর কোন মতেই এগোতে রাজী হল না, কিন্তু তাদের মধ্যে তিনজন সাহসী, অথবা বেশী মাতাল লোক সেই খাদ বেয়ে নীচের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। খাদের শেষে অনেকটা খোলা জায়গা। সেখানে দুটো বড় বড় পাথর ছিল ; এখনও আছে দেখতে পাবে ; প্রাচীন-কালের কোন বিস্মৃত মানুষেরা হয় তো পাথর দুটোকে ওখানে বসিয়েছিল। তখন সেই খোলা জায়গাটা চাঁদের আলোয় ঝলমল করছে, আর ঠিক তার মাঝখানে বেচারি তরুণীটি আতংকে ও শ্রান্তিতে মরে পড়ে আছে। কিন্তু তার মৃতদেহ নয়, তার কাছেই পড়ে থাকা হুগো বাস্কার-ভিলের মৃতদেহও নয়, ঐ তিনটি বেপরোয়া দুঃসাহসীর মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠল যা দেখে সে একটা ভয়ংকর জন্তু, একটা প্রকাণ্ড কালো পশু, দেখতে শিকারী কুকুরের মত হলেও আকারে এত বড় যে সেরকম কোন শিকারী কুকুর আজ পর্যন্ত কোন মানুষ চোখে দেখে নি। সেই জন্তুটা হুগোর দেহের উপর দাঁড়িয়ে তার গলাটা ছিঁড়ে খাচ্ছে। তাদের চোখের সামনেই সেই জন্তুটা হুগো বাস্কারভিলের গলাটা একেবারে ছিঁড়ে ফেলে যখন তার জ্বলন্ত দুটো চোখ

ও রক্ত-ঝরা মুখ তুলে তাদের দিকে ঘুরে দাঁড়াল, তৎক্ষণাৎ সেই তিনজন ভয়ে আর্তনাদ করে উঠে প্রাণের ভয়ে চীৎকার করতে করতে জলাভূমির ভিতর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। শোনা যায়, সে দৃশ্য দেখার পর তাদের একজন সেই রাত্রেই মারা যায়, আর অপর দু'জন সারা জীবনের মত অকর্মন্য হয়ে যায়।

"পুত্রগণ, সেই থেকে যে শিকারী কুকুর আমাদের পরিবারের পক্ষে অভিশাপ হয়ে রয়েছে এই হচ্ছে তার আবির্ভাবের কাহিনী। এই কাহিনীতে যে ইঙ্গিত রয়েছে বা এর থেকে যা অনুমান করা হয়ে থাকে তার ভয়াবহতা যতটুকু স্পষ্টভাবে জানা যায় তার চাইতে অনেক বেশী বলেই এ কাহিনী আমি লিপিবদ্ধ করেছি। এ কথা তো অস্বীকার করা যায় না যে আমাদের পরিবারের অনেকেরই দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যু ঘটেছে,—সে মৃত্যু আকস্মিক, রক্তাক্ত ও রহস্যময়। তথাপি বিশ্ববিধাতার অসীম করুণা নিশ্চয় আমাদের আশ্রয় দেবে, কারণ পবিত্র পুঁথিতেই উল্লেখিত রয়েছে যে কোন অভিশাপই তৃতীয় বা চতুর্থ উত্তর-পুরুষের, পরবর্তীকালের নির্দোষ বংশধরদের উপর চিরকাল দণ্ড বিধান করে না। পুত্রগণ, সেই বিশ্ববিধাতার হাতেই তোমাদের সঁপে দিয়ে সতর্ক-বাণী হিসাবে এই উপদেশ তোমাদের দিয়ে যাচ্ছি যে, গভীর রাতের অন্ধকারে প্রেতশক্তিরা যখন ঘুরে বেড়ায় তখন যেন কদাপি ঐ জলাভূমিতে পদক্ষেপ করো না।

["হুগো বাস্কারভিল তার দুই পুত্র রজার ও জনকে এটা পাঠিয়ে এই নির্দেশ দিচ্ছে যে তারা যেন তাদের বোন এলিজাবেথকে এ ব্যাপারে কিছু না জানায়।"]

এই অসাধারণ বিবরণটি পড়া শেষ করে ডাঃ মর্টিমার তার চশমাজোড়া কপালের উপর তুলে স্থির দৃষ্টিতে মিঃ শার্লক হোমসের দিকে তাকাল। হোমস একটা হাই তুলে সিগারেটের শেষ টুকরোটা অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দিল।

"তারপর?" সে বলল।

"ব্যাপারটা খুব ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে না?"

"রূপকথার গল্প-সংগ্রহকারীর কাছে তাই বটে।"

ডাঃ মর্টিমার পকেট থেকে একখানা ভাঁজ-করা সংবাদপত্র বের করল।

"মিঃ হোমস, এবার আপনাকে আরও সম্প্রতিকালের কিছু দেব। এটা হচ্ছে এ বছরের ১৪ই জুন তারিখের 'ডেভন কাউণ্টি ক্রনিকল্'! ঐ তারিখের কয়েকদিন আগে স্যার চার্লস বাস্কারভিলের মৃত্যু হলে সে প্রসঙ্গে যে সব ঘটনা জানা গিয়েছিল এটা তারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ।"

আমার বন্ধু সামনে একটু ঝুঁকে বসল; তার মুখের ভাব তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। আমাদের অতিথি চশমাটা ঠিক করে পড়তে শুরু করল:

"আগামী নির্বাচনে মধ্য-ডেভন কেন্দ্র থেকে উদার-নৈতিক দলের সম্ভাব্য প্রার্থী হিসাবে যার নাম শোনা যাচ্ছিল, সম্প্রতি সেই স্যার চার্লস বাস্কারভিলের আকস্মিক মৃত্যুতে সমস্ত জেলার উপরে একটা বিষাদের ছায়া নেমে এসেছে। যদিও স্যার চার্লস অপেক্ষাকৃত অল্পকাল যাবৎই বাস্কারভিল হল-এ বাস করছিলেন, তবু তাঁর সংস্পর্শে যারাই এসেছে চরিত্রের হৃদ্যতা ও পরম উদারতার দ্বারা তাদের সকলেরই ভালবাসা ও শ্রদ্ধা তিনি জয় করেছেন। আজকালকার হঠাৎ বাবুগিরি যুগে আমরা জেনে আনন্দিত বোধ করছি যে, পূর্ব গৌরব হতে স্খলিত একটি প্রাচীন জমিদার পরিবারের বংশধর হয়েও তিনি প্রচুর ধন-সম্পত্তি অর্জন করে বংশের হৃতগৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সব কিছু সঙ্গে নিয়ে দেশে ফিরে এসেছিলেন। সকলেই জানে দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্যবসায়সূত্রে স্যার চার্লস প্রভূত অর্থ উপার্জন করেছিলেন। অন্য অনেকের মত চাকা ঘোরা পর্যন্ত অপেক্ষা না করে বুদ্ধিমানের মত তিনি সর্বাকছু গুছিয়ে নিয়ে ইংলণ্ডে ফিরে এসেছিলেন। মাত্র দু'বছর হল তিনি বাস্কারভিল হল-এ এসে বাস করছিলেন। পুনর্গঠন ও উন্নতিসাধনের নানাবিধ বিরাট পরিকল্পনা যে তার মৃত্যুর ফলে বাধাপ্রাপ্ত হল সে কথাও সকলেই বলাবলি করছে। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন; প্রকাশ্যেই তিনি বলে-ছিলেন যে তার জীবদ্দশায়ই সমগ্র গ্রামাঞ্চলটা যাতে তার অর্থ-বিত্তের দ্বারা লাভবান হয় তাই তিনি করবেন; কাজেই তাঁর এই অকাল মৃত্যুতে অনেকেই ব্যক্তিগত কারণেও শোকাহত হবে। স্থানীয় ও জেলার সর্বত্র বিভিন্ন সংস্থায় তার মুক্তহস্ত দানের কথা এই সব কলমে আমরা অনেকবার উল্লেখ করেছি।

"যে অবস্থায় স্যার চার্লসের মৃত্যু হয়েছে তদন্তের ফলে যে তার সব কিছু পরিষ্কার হয়েছে তা বলা যায় না; তবে স্থানীয় কুসংস্কারের ফলে যে সব গুজব রটেছিল তার অনেকটাই দূর হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর পিছনে কোন ষড়যন্ত্র ছিল এ রকম সন্দেহ করবার, অথবা অস্বাভাবিক কোন কারণে তাঁর মৃত্যু ঘটেছে সেরূপ কল্পনা করবার কোন কারণ নেই। স্যার চার্লস বিপত্নীক ছিলেন, এবং বলা যায় যে তিনি একটু খেয়ালী ধরনের মানুষ ছিলেন। যথেষ্ট অর্থ থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তিগতভাবে তিনি খুব সাধারণ রুচির লোক ছিলেন, এবং বাস্কারভিল হল-এর পরিচালক বলতে ছিল মাত্র ব্যারিমোর নামক একটি দম্পতি,—স্বামী খান-সামার কাজ করত আর স্ত্রী গৃহস্থালী দেখাশুনা করত।

বিভিন্ন বন্ধুর দ্বারা সমর্থিত তাদের দু'জনের সাক্ষ্যে জানা যায়, কিছুদিন যাবৎই স্যার চার্লসের স্বাস্থ্য খারাপ যাচ্ছিল ; বিশেষত হৃদযন্ত্রের গোলযোগের ফলে গায়ের রং বদলে যাচ্ছিল, শ্বাসকষ্ট দেখা দিয়েছিল এবং বড় রকমের স্নায়বিক দুর্বলতায় ভুগছিলেন। মৃতের বন্ধু ও চিকিৎসক ডাঃ জেমস মর্টিমার ও সে একই সাক্ষ্য দিয়েছেন।

"ঘটনার বিবরণ খুবই সরল। প্রতি রাত্রে শুতে যাবার আগে বাস্কারভিল হল-এর বিখ্যাত ঝাউ-বীথি ধরে কিছুক্ষণ বেড়ানোর অভ্যাস স্যার চার্লসের ছিল। ব্যারিমোর-দম্পতির সাক্ষ্যে জানা যায় যে এটা তার প্রায় প্রথার মত ছিল। ৪ঠা জুন তারিখে স্যার চার্লস জানিয়েছিলেন যে পরদিন তিনি লণ্ডন যাত্রা করবেন ; ব্যারিমোরকে তার বিছানাপত্র বাঁধতেও হুকুম দিয়েছিলেন। সে রাতেও তিনি যথারীতি নৈশ ভ্রমণে বেরিয়ে গেলেন। সেই সময় একটা চুরুট খাওয়ার অভ্যাসও তাঁর ছিল। আর তিনি ফিরলেন না। বারোটার সময় যখন ব্যারিমোর দেখল যে হল-এর দরজা তখনও খোলা রয়েছে, তখন সে ভয় পেল, এবং একটা লণ্ঠন ধরিয়ে মনিবকে খুঁজতে বের হল। সেদিন বৃষ্টি হওয়ায় ঝাউ-বীথি বরাবর স্যার চার্লসের পায়ের চিহ্ন বেশ সহজেই চোখে পড়ছিল। সেই পথের মাঝামাঝি জায়গায় একটা ফটক আছে ; সেটা ধরে জলাভূমিতে যাওয়া যায়। সব কিছু দেখে মনে হয় স্যার চার্লস কিছু সময়ের জন্য সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তারপর তিনি আবার ঝাউ-বীথি ধরে এগিয়ে যান এবং তার একেবারে শেষ প্রান্তে তাঁর দেহটি পাওয়া যায়। ব্যারিমোরের বক্তব্যে একটা কথা কিন্তু বোঝা যায় নি ; সে বলেছে, জলাভূমির ফটকটার পর থেকেই তার মনিবের পায়ের ছাপগুলো বদলে গিয়েছিল ; মনে হয়েছিল তিনি যেন আঙুলের উপর ভর দিয়ে হেঁটে গিয়েছিলেন। সেই সময় মারফি নামক একটি ঘোড়া-ব্যবসায়ী বেদে কাছাকাছি জলাভূমিতেই ছিল ; তবে তার নিজের স্বীকৃতিমতেই সে তখন মাতাল অবস্থায় ছিল। সে বলেছে, একটা চীৎকার সে শুনেছিল, তবে কোন্ দিক থেকে এসেছিল তা বলতে পারে নি। স্যার চার্লসের দেহে আঘাতের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় নি, যদিও ডাক্তারের সাক্ষ্যে বলা হয়েছে যে তাঁর মুখের অবিশ্বাস্য রকম বিকৃতি ঘটেছিল—সে বিকৃতি এতই বেশী যে ডাঃ মর্টিমার প্রথমে বিশ্বাসই করতে চান নি যে তার সামনে যে পড়ে আছে সে সত্যি সত্যি তার বন্ধু ও রোগী ;—অবশ্য তখন বলা হয় যে শ্বাসকষ্ট এবং হৃদযন্ত্রের দুর্বলতাজনিত মৃত্যুর ক্ষেত্রে এ ধরনের দৈহিক লক্ষণ অস্বাভাবিক কিছু নয়। মৃতদেহ-পরীক্ষায় এই ব্যাখ্যাই সমর্থিত হয় কারণ তাতে দীর্ঘদিনের হৃদযন্ত্র ঘটিত রোগের প্রমাণ পাওয়া যায়, আর করোনারের জুরিও ডাক্তারী রিপোর্ট অনুসারে রায় ঘোষণা করেন। এটা অবশ্য ভালই হয়েছে, কারণ স্যার চার্লসের উত্তরাধিকারী যাতে হল-এ স্থায়ীভাবে বসবাস করে তাঁর অসমাপ্ত সৎ কাজগুলি চালিয়ে যেতে পারেন সেটাই আসল প্রয়োজন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত চিত্তাকর্ষক গল্প-গুজব ছড়াতে শুরু করেছিল, করোনারের এই একান্ত গদ্যময় রায়ের ফলে সেটা বন্ধ না হলে বাস্কারভিল হল-এর জন্য একটা ভাড়াটে বাসিন্দা জোটাই কঠিন হত। জানা গেছে যে, স্যার চার্লস বাস্কারভিলের ছোট ভাইয়ের ছেলে মিঃ হেনরি বাস্কারভিলই তাঁর নিকটতম জ্ঞাতি, অবশ্য তিনি যদি এখনও বেঁচে থাকেন। এই যুবকটির শেষ খবর পাওয়া যায় যখন সে আমেরিকাতে ছিল ; এই সম্পত্তি লাভের খবরটা যাতে তাকে জানানো যায় সে বিষয়ে যথাযথ আয়োজন চলছে।"

ডাঃ মর্টিমার কাগজটা ভাঁজ করে আবার পকেটে রাখল।

"মিঃ হোমস, স্যার চার্লস বাস্কারভিলের মৃত্যুপ্রসঙ্গে এইগুলিই হল প্রকাশ্য ঘটনা।"

শার্লক হোমস বলল, "ব্যাপারটার মধ্যে সত্যিই কতকগুলি আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য আছে। সেদিকে আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন বলে আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। সংবাদপত্রের কিছু কিছু মন্তব্য তখনই আমার চোখে পড়েছিল, কিন্তু সে সময় ভ্যাটিকানের মণি-মুক্তোর সাধারণ ব্যাপারটা নিয়ে আমি অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলাম এবং পোপকে খুশি রাখবার ব্যগ্রতায় ইংলণ্ডের কতকগুলি আকর্ষণীয় ঘটনার সংবাদ রাখতে পারি নি। আপনি বলছেন, এই প্রবন্ধে সব প্রকাশ্য ঘটনাই উল্লেখ করা হয়েছে ?"

"তা হয়েছে। "

"তাহলে অপ্রকাশিত ঘটনাগুলি আমাকে বলুন।" হেলান দিয়ে বসে সে আঙুলের ডগাগুলি একত্র করল। তার মুখে বিচারকের অবিচলিত ভাব ফুটে উঠল।

ডাঃ মর্টিমারের চোখে-মুখে গভীর আবেগ ফুটে উঠল। সে বলতে শুরু করল, "তা বলতে হলে আমাকে এমন কিছু বলতে হবে যা এর আগে আর কাউকে বলি নি। করোনারের তদন্তের সময় কেন এ কথা গোপন করেছি তার কারণ একজন বিজ্ঞানী কখনও একটা প্রচলিত কুসংস্কারে বিশ্বাস করে নিজেকে একজন সাধারণ মানুষের পর্যায়ে নিয়ে যেতে চায় না। আমার দিক থেকে তার আরও একটি বড় কারণ এই যে, ইতিমধ্যেই বাস্কারভিল হল-এর যে ভয়ানক কুখ্যাতি রটে গিয়েছিল তাকে বাড়িয়ে তোলবার

মত কোন কাজ করলে এই খবরের কাগজের কথামত সত্যি সত্যি ও বাড়িতে থাকবার মত লোক খুঁজে পাওয়া যেত না। এই দুটি কারণেই আমি তখন মনে করি যে যা আমি জেনেছি তার সবটুকু না বলাই উচিত, কারণ তাতে বাস্তবক্ষেত্রে সুফল কিছু পাওয়া যাবে না। কিন্তু আপনার কাছে সব কথা খোলাখুলি না বলবার তো কোন কারণ নেই।

"এই জলাভূমিতে লোকজনের বাস খুব কম, আর তাই যারা একটু কাছাকাছি বাস করে তাদের মধ্যে খুবই ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। সে কারণে স্যার চার্লস বাস্কারভিলকে আমি খুব ভালভাবেই চিনতাম। কয়েক মাইলের মধ্যে লাফ্‌টার হল-এর মিঃ ফ্র্যাঙ্কল্যান্ড ও উল্ভিদ-বিজ্ঞানী মিঃ স্টেপলটন ছাড়া আর কোন শিক্ষিত লোক নেই। স্যার চার্লস একজন অবসরভোগী লোক, কাজেই তার অসুস্থতার ফলে আমরা অনেকটা কাছাকাছি এসে গেলাম, আর বিজ্ঞানের প্রতি সম-আকর্ষণও আমাদের একসূত্রে বেঁধে দিল। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য নিয়ে তিনি এসেছিলেন; ফলে "বুশম্যান" ও "হটেনটট"-এর তুলনামূলক শারীর-সংস্থানের আলোচনায় অনেক চমৎকার সন্ধ্যা আমরা একসঙ্গে কাটিয়েছি।

"শেষের কয়েক মাস যাবৎ আমি ক্রমেই বুঝতে পারছিলাম যে, স্যার চার্লসের স্নায়ুতন্ত্রের উপর এত বেশী চাপ পড়ছে যা তিনি সহ্য করতে পারছেন না। যে উপকথাটি আপনাকে আমি পড়ে শোনালাম সেটা তার মনের উপর এতদূর প্রভাব বিস্তার করেছিল যে নিজের বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে ঘুরে বেড়ালেও রাত্রিকালে তিনি কিছুতেই ঐ জলাভূমিতে যেতে চাইতেন না। মিঃ হোমস, আপনার কাছে হয় তো অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, কিন্তু তিনি একান্তভাবেই বিশ্বাস করতেন যে একটা ভয়ংকর নিয়তি তার পরিবারকে ঘিরে আছে; তাছাড়া তাঁর পূর্বপুরুষদের যে ইতিহাস তিনি আমাকে শুনিয়েছেন তাও খুব উৎসাহ ব্যঞ্জক নয়। একটা বিভীষিকা যেন সব সময় তাকে তাড়া করত; একাধিকবার তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন, রাত্রিবেলা রোগী দেখতে বেরিয়ে আমি কখনও কোন অদ্ভুত প্রাণী দেখেছি কি না, বা কোন শিকারী কুকুরের ডাক শুনেছি কি না। শেষের প্রশ্নটা তিনি অনেকবার করেছেন, আর প্রশ্ন করবার সময় সর্বদাই তার গলার স্বর উত্তেজনায় কেঁপে কেঁপে উঠেছে।

"বেশ মনে পড়ে মৃত্যুর সপ্তাহ তিনেক আগে একদিন সন্ধ্যাবেলা তাঁর বাস-ভবনে গাড়ি করে গিয়েছিলাম। তিনি তখন হল-এর দরজাতেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। গাড়ি থেকে নেমে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। কিন্তু দেখলাম আমার কাঁধের উপর দিয়ে তিনি একদৃষ্টিতে বাইরে তাকিয়ে আছেন; তাঁর দুই চোখে তীব্র বিভীষিকার ছায়া। ক্ষিপ্রগতিতে মুখটা ঘুরিয়ে মুহূর্তের জন্য আমি যা দেখতে পেলাম তাতে মনে হল একটা বড় কালো বাছুর রাস্তার ওপাশে অদৃশ্য হয়ে গেল। তিনি কিন্তু এতই উত্তেজিত ও ও আতংকিত হয়ে পড়েছিলেন যে বাধ্য হয়ে আমি নীচে গিয়ে সেই প্রাণীটিকে যেখানে দেখা গিয়েছিল সে জায়গাটা ভাল করে খুঁজেও দেখলাম। সেটা চলে গেছে। কিন্তু ঘটনাটা তাঁর মনের উপর বিশ্রী প্রভাব বিস্তার করে বসল। সারাটা সন্ধ্যা আমি তাঁর কাছেই কাটালাম, আর সেই সময়ই মনের অস্থিরতার কারণটা আমাকে বোঝাবার জন্যই যে-কাহিনীটি প্রথমে এসেই আপনাকে শোনালাম সেইটিই তিনি গোপনে আমাকে বলেছিলেন। পরবর্তীকালে যে দুর্ঘটনা ঘটে গেল সেদিক থেকে বিচার করলে এই সামান্য ঘটনাটাও কিছুটা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে, তাই এটা আপনাকে বললাম, সে সময় আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যে ব্যাপারটা অত্যন্ত তুচ্ছ এবং তাঁর ওরকম উত্তেজনার কোন কারণই ছিল না।

"আমার পরামর্শ মতই স্যার চার্লস লণ্ডনে যাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। আমি জানতাম তাঁর হৃদযন্ত্রের অবস্থা ভাল নয়, তার উপরে কারণটা যত কাল্পনিকই হোক সবসময় যে রকম উৎকণ্ঠার মধ্যে তিনি দিন কাটাচ্ছিলেন তাতে তাঁর স্বাস্থ্য ক্রমেই ভেঙে পড়ছিল। তাই ভেবেছিলাম, শহরের পরিবর্তিত পরিবেশে কয়েকটা মাস কাটালে তিনি সুস্থ হয়ে ফিরে আসতে পারবেন। আমাদের উভয়ের বন্ধু মিঃ স্টেপলটনও তাঁর স্বাস্থ্যের জন্য উদ্বিগ্ন বোধ করছিলেন। তিনিও এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে একমত হলেন। তার ঠিক পরেই ঘটল এই মহা বিপদ।

"স্যার চার্লসের মৃত্যুর রাতে খানসামা ব্যারিমোর ঘটনাটা জানতে পেরেই সহিস পারকিন্সকে ঘোড়ায় চাপিয়ে আমার কাছে পাঠিয়েছিল। আমি তখনও জেগেই ছিলাম, কাজেই দুর্ঘটনার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমি বাস্কারভিল হলে পৌঁছে গিয়েছিলাম। করোনারের কাছে পরে যা যা বলেছিলাম সবই আমি সেই সময়ই ভাল করে পরীক্ষা করে দেখেছিলাম। ঝাউ-বীথিতে পায়ের ছাপ ধরে ধরে এগিয়ে গেলাম, জলাভূমির যে ফটকের কাছে তিনি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন বলে মনে হয়েছিল সেটা দেখলাম. সেখান থেকে পায়ের ছাপের পরিবর্তনটাও লক্ষ্য করলাম, নরম-কাঁকরের উপর ব্যারিমোর ছাড়া আর কারও পায়ের দাগ যে সেখানে ছিল না তাও লক্ষ্য করলাম, এবং শেষকালে মৃতদেহটি পরীক্ষা করলাম। আমি সেখানে পৌঁছবার আগে আর কেউ সে-দেহ স্পর্শ করে নি। স্যার চার্লস চিৎ হয়ে

পড়েছিলেন, দুই হাত ছড়ানো, আঙুলগুলি মাটির মধ্যে ঢোকানো, মুখটা এমনভাবে কুঁকরে গেছে যে তাঁকে দেখে আমি চিনতে পারি নি। অবশ্য তাঁর শরীরে কোন রকম আঘাতের চিহ্ন ছিল না। কিন্তু তদন্তের সময় ব্যারিমোর একটা মিথ্যা কথা বলেছিল। সে বলেছিল, মৃতদেহের চারপাশে মাটিতে কোন চিহ্ন ছিল না। সে কিছু দেখতে পায় নি। কিন্তু আমি দেখেছিলাম—কিছুটা দূরে, কিন্তু নতুন ও স্পষ্ট।

"পায়ের দাগ?"

"পায়ের দাগ।"

"পুরুষের না স্ত্রীলোকের?"

ডাঃ মর্টিমার মুহূর্তের জন্য আমাদের দিকে অদ্ভুত-ভাবে তাকিয়ে রইল, তারপর ফিসফিস করে বলল, "মিঃ হোমস, সে পায়ের দাগ একটা প্রকাণ্ড শিকারী কুকুরের!"

অধ্যায় ৩

সমস্যা

স্বীকার করছি, এ কথা শুনে আমার শরীরের ভিতর দিয়ে একটা শিহরণ বয়ে গেল। ডাক্তারের কণ্ঠস্বরেও এমন একটা উত্তেজনার আভাষ ছিল যাতে বোঝা যায় যে-কথা সে বলল তাতে সেও গভীরভাবে বিচলিত হয়েছে। হোমস উত্তেজনায় সামনে ঝুঁকে বসল, তার চোখে ফুটে উঠল সেই কঠিন শুকনো ঝলকানি যা তার গভীর আগ্রহের প্রকাশ।

"আপনি নিজে দেখেছেন?"

"ঠিক যে রকম স্পষ্টভাবে আপনাকে দেখছি।"

"অথচ আপনি কিছুই বলেন নি?"

"বলে কি লাভ হত?"

"কিন্তু আর কেউ দেখতে পেল না কেন?"

"দাগগুলো মৃতদেহ থেকে প্রায় কুড়ি গজ দূরে ছিল, সেটা কেউ ভাবতে পারে নি। মনে হয়, এই কাহিনীটি জানা না থাকলে আমিও হয় তো কথাটা ভাবতাম না।"

"জলাভূমিতে মেষ-পালকদের অনেক কুকুর থাকে না?"

"অবশ্য থাকে, তবে এটা সে কুকুর নয়।"

"আপনি বলতে চান, কুকুরটা বড় ছিল?"

"প্রকাণ্ড।"

"কিন্তু সেটা মৃতদেহের কাছে আসে নি?"

"না।"

"রাতটা কেমন ছিল?"

"ভিজে ও ঠাণ্ডা।"

"কিন্তু বৃষ্টি পড়ছিল না?"

"না।"

"ঝাউ-বীথিটা দেখতে কেমন?"

"দুই সারি প্রাচীন ঝাউগাছের বেড়া দেওয়া, বারো ফুট উঁচু, দুর্ভেদ্য। মাঝখানের রাস্তাটা প্রায় আট ফুট চওড়া।"

"দুটো বেড়ার এবং রাস্তার মাঝখানে আর কিছু আছে কি?"

"আছে; রাস্তার দু'দিকেই প্রায় ছ'ফুট চওড়া ঘাস-বিছানো জমি আছে।"

"ঝাউগাছের বেড়ার একটা জায়গায় একটা ফটক আছে না?"

"হ্যাঁ, একটা ছোট ফটক যেটা দিয়ে জলাভূমিতে যাওয়া যায়।"

"বেড়ার মধ্যে আর কোথাও ফাঁক আছে?"

"না।"

"সুতরাং ঝাউ-বীথিতে ঢুকতে হলে হয় বাড়িটা থেকে আসতে হবে, অথবা জলাভূমির ফটক দিয়ে আসতে হবে?"

"ঝাউ-বীথির শেষ প্রান্তে গ্রীষ্মকালীন প্রমোদ-ভবনের ভিতর দিয়ে একটা বেরুবার রাস্তা আছে।"

"স্যার চার্লস কি ততদূর গিয়েছিলেন?"

"না; সেখান থেকে প্রায় পঞ্চাশ গজ আগেই তিনি পড়ে ছিলেন।"

"এবার আমাকে বলুন ডাঃ মর্টিমার—ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—যে দাগগুলি আপনি দেখেছিলেন সেগুলি পথের উপর ছিল, না ঘাসের উপর ছিল?"

"ঘাসের উপর হলে কোন দাগ দেখাই যেত না।"

"দাগগুলো কি জলাভূমির ফটকের দিকেই ছিল?"

"আপনার কথায় আমার আগ্রহ ভয়ানক বেড়ে যাচ্ছে। আর একটা কথা। ছোট দরজাটা কি বন্ধ ছিল?"

"বন্ধ এবং তালা দেওয়া ছিল।"

"দরজাটা কতটা উঁচু?"

"প্রায় চার ফুট উঁচু।"

"তাহলে যে কেউ-সেটা টপকে যেতে পারে?"

"হ্যাঁ।"

"আর ছোট দরজাটার পাশে আপনি কোন কিছুর দাগ দেখেছিলেন?"

"বিশেষ কিছু না।"

"হায় ভগবান! কেউ কি পরীক্ষা করেও দেখে নি?"

"হ্যাঁ, আমি নিজে পরীক্ষা করেছি।"

"কিছুই দেখতে পান নি?"

www.boiRboi.net

"সবকিছু এলোমেলো হয়ে ছিল। স্যার চার্লস সেখানে পাঁচ-দশ মিনিট দাঁড়িয়ে ছিলেন।"

"সেটা কি করে জানলেন?"

"কারণ তার চুরুটের ছাইটা দু'বার ঝাড়া হয়েছিল।"

"চমৎকার! ওয়াটসন, ইনি আমাদের একজন মনের মত সহকর্মী। কিন্তু দাগগুলো?"

"কাঁকরের উপর শুধু তাঁর পায়ের দাগই ছিল। আর কিছু আমি দেখতে পাই নি।"

শার্লক হোমস অধৈর্যভাবে নিজের হাঁটুর উপরেই একটা চড় বসিয়ে দিল।

চেঁচিয়ে বলল, "আমি যদি সেখানে থাকতাম! ঘটনাটি অসাধারণ চিত্তাকর্ষক; যে কোন বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞের কাছে ঘটনাটা প্রচুর সুযোগ এনে দিয়েছে। ঐ কাঁকরবিছানো পাতায় আমি হয় তো অনেককিছু পড়তে পারতাম, কিন্তু বৃষ্টি তো অনেক আগেই সব কিছু মুছে দিয়েছে, আর বাকিটা চাপা পড়েছে কৌতূহলী চাষীদের কাঠের জুতোয়। ওঃ, ডাঃ মর্টিমার, ডাঃ মর্টিমার, আপনি কেন তখুনি আমাকে ডাকেন নি! সেজন্য আপনাকে অনেক কৈফিয়ৎ দিতে হবে।"

"মিঃ হোমস, এইসব ঘটনা পৃথিবীশুদ্ধ মানুষকে না জানিয়ে তো আপনাকে ডাকতে পারতাম না, আর সেটা যে আমি কেন চাই নি তা তো আপনাকে আগেই বলেছি। তাছাড়া—তাছাড়া—"

"ইতস্তত করছেন কেন?"

"এমন জায়গাও আছে যেখানে অত্যন্ত তীক্ষ্ণধী ও অভিজ্ঞ গোয়েন্দাও অসহায় বোধ করেন।"

"আপনি বলতে চাইছেন যে, ব্যাপারটা অলৌকিক?"

"ঠিক তা বলি নি।"

"বলেন নি, কিন্তু সেটাই আপনার মনের কথা।"

"মিঃ হোমস দুর্ঘটনার পর থেকে এমন কতকগুলি ঘটনার কথা আমার কানে এসেছে যেগুলিকে প্রকৃতির নিয়মিত ব্যবস্থার সঙ্গে মেলানো শক্ত।"

"দৃষ্টান্ত স্বরূপ?"

"আমি শুনেছি, এই ভয়ংকর ঘটনা ঘটবার আগে কিছু লোক জলাভূমিতে এমন একটা প্রাণীকে দেখেছে যার সঙ্গে বাস্কারভিল-দানবের চেহারা মিলে যাচ্ছে, আর সেটা বিজ্ঞানের চোখে পরিচিত কোন জন্তুও হতে পারে না। তারা সকলেই একমত যে প্রাণীটা প্রকাণ্ড, অগ্নিময়, বীভৎস ও ভৌতিক। সেই সব লোককে আমি ভালভাবে জেরা করেছি। তাদের মধ্যে একজন বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন গ্রাম্য লোক একজন ঘোড়ার নাল-বাঁধানোওয়ালা, ও একজন জলাভূমির চাষী; তারা সকলেই একটি ভয়ংকর প্রেত-মূর্তির যে গল্প বলেছে তা হুবহু ঐ উপকথায় বর্ণিত নরকের শিকারী কুকুরের সঙ্গে মিলে গেছে। আমি আপনাকে বলছি, ঐ জেলা জুড়ে এখন ত্রাসের রাজত্ব চলেছে, অত্যন্ত সাহসী কোন লোকও রাতের বেলা ঐ জলাভূমি পার হতে চাইছে না।"

"আর একজন শিক্ষিত বিজ্ঞানী হয়েও আপনি বিশ্বাস করেন যে প্রাণীটি অলৌকিক?"

"কি যে বিশ্বাস করব তাই তো বুঝতে পারছি না।"

হোমস কাঁধটা ঝাঁকুনি দিল। বলল, "এতদিন পর্যন্ত এই জগতের মধ্যেই আমার কাজকর্ম সীমাবদ্ধ রেখেছি। আমার সাধ্যমত অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি, কিন্তু স্বয়ং পাপের জনকের মোকাবিলা করাটা বড় বেশী উচ্চাকাংখার পরিচায়ক হয়ে পড়বে। যা হোক, এটা তো আপনাকে স্বীকার করতেই হবে যে পায়ের দাগগুলো লৌকিক ব্যাপার।"

"মূল শিকারী কুকুরটাও তো একজন মানুষের গলা ছিঁড়ে ফেলবার মত লৌকিক প্রাণীই ছিল, অথচ সেটা তো ভৌতিকও বটে।"

"দেখছি আপনি একেবারেই অলৌকিকতাবাদীদের দলে ভিড়ে গেছেন। কিন্তু ডাঃ মর্টিমার, একটা কথা আমাকে বলুন। এই যদি আপনার অভিমত হয়, তাহলে আমার সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছেন কেন? একই নিঃশ্বাসে আপনি বলছেন স্যার চার্লসের মৃত্যুর ব্যাপারে তদন্ত করা বৃথা, আবার আপনি চাইছেন যে আমি তদন্ত করি।"

"আপনি তদন্ত করুন এটা যে আমার ইচ্ছা তা তো আমি বলি নি।"

"তাহলে কিভাবে আমি আপনাকে সাহায্য করব?"

"আপনি আমাকে পরামর্শ দিন স্যার হেনরি বাস্কারভিলকে নিয়ে আমি কি করব।" ডাঃ মর্টিমার ঘড়ি দেখল। "আর ঠিক এক ঘণ্টা পনেরো মিনিটের মধ্যেই তিনি ওয়াটার্লু স্টেশনে পৌঁছে যাবেন।"

"তিনিই তো উত্তরাধিকারী?"

"হ্যাঁ। স্যার চার্লসের মৃত্যুর পরেই এই যুবকটির খোঁজ করে জানতে পারি যে তিনি কানাডায় খামারের কাজ করছেন। তাঁর সম্পর্কে যতদূর জানতে পেরেছি, সব দিক থেকেই তিনি চমৎকার লোক। একজন চিকিৎসক হিসাবে নয়, এখন আমি কথা বলছি স্যার চার্লসের উইলের ট্রাস্টি ও অছি হিসাবে।"

"আর কোন দাবিদার তো নেই?"

"কেউ না। যতদূরে খোঁজ পেয়েছি, তিন ভাইয়ের মধ্যে কনিষ্ঠ রজার বাস্কারভিল হচ্ছেন অপর জ্ঞাতি। মধ্যম ভাই যৌবনেই মারা যান। তিনিই যুবক হেনরীর বাবা। তৃতীয় ভাই রজার ছিল পরিবারের কলঙ্কস্বরূপ। স্বেচ্ছাচারী বুড়ো বাস্কারভিলের স্বভাবই তিনি পেয়েছিলেন, শুনেছি তিনি নাকি ছিলেন বৃদ্ধ হুগোর পারিবারিক চিত্রের অবিকল প্রতিমূর্তি। ক্রমে ইংলণ্ডে বাস করা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে ; তিনি পালিয়ে মধ্য আমেরিকায় চলে যান এবং ১৮৭৬ সালে সেখানেই পীত জ্বরে মারা যান। হেনরিই হচ্ছে বাস্কারভিল পরিবারের শেষ বংশধর। আর একঘণ্টা পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ওয়াটার্লু স্টেশনে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হবে। তার পেয়েছি, আজ সকালেই তিনি স্যাদাম্পটনে পৌঁছেছেন। এখন মিঃ হোমস, তাঁকে নিয়ে আপনি কি করতে বলেন?"

"তিনি পিতৃপুরুষের বাড়িতে যাবেন না কেন?"

"সেটাই স্বাভাবিক, তাই নয়? তথাপি ভেবে দেখুন, বাস্কারভিল পরিবারের যিনিই সেখানে যান তাঁর কপালেই একটা শোচনীয় অঘটন ঘটে। আমি নিশ্চিত জানি, মরবার আগে স্যার চার্লস যদি আমার সঙ্গে কথা বলার অবকাশ পেতেন তাহলে প্রাচীন বংশের শেষ সন্তান প্রভূত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী এই যুবককে সেই মারাত্মক জায়গায় নিয়ে যেতে তিনি অবশ্য আমাকে নিষেধ করতেন। অথচ এ কথা তো অস্বীকার করা যায় না যে সেই দরিদ্র জনবিরল গ্রামাঞ্চলের সমৃদ্ধি তাঁর উপস্থিতির উপরেই নির্ভর করছে। হল-এ যদি কেউ বাস না করে তাহলে তো স্যার চার্লসের সব সৎ কাজই ভেঙে মাটিতে মিশে যাবে। আমার ভয় হয় পাছে এ বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বারা বড় বেশী প্রভাবিত হয়ে পড়ি ; তাই সব ব্যাপারটা আপনাকে জানিয়ে আপনার পরামর্শ চাইছি।"

কিছুক্ষণ ভেবে হোমস বলল, "সাদা কথায় বললে ব্যাপারটা এই রকম দাঁড়াচ্ছে। আপনার মতে কোন পৈশাচিক শক্তির দরুন বাস্কারভিল পরিবারের যে কোন লোকের পক্ষে ডার্টমারে বাস করা নিরাপদ নয়—এই তো আপনার মত?"

"অন্তত এটুকু বলতে পারি যে, এ রকমটা যে হতে পারে তার স্বপক্ষে কিছু প্রমাণ আছে।"

"ঠিক কথা। কিন্তু এ কথাও তো ঠিক যে, আপনার এই অলৌকিক শক্তির কথা যদি সত্য হয়, তাহলে তো ডেভনশায়ারে যেমন তেমনি লণ্ডনেও সে এই যুবকটির ক্ষতি করতে পারে। গ্রাম্য গীর্জার খাজাঞ্চি মহাশয়ের মত কোন শয়তানের ক্ষমতা শুধুমাত্র একটি অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে এটা কিন্তু ভাবা যায় না।"

"মিঃ হোমস, যে রকম হাল্কাভাবে আপনি কথাগুলি বললেন, ব্যাপারগুলির সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যুক্ত হলে বোধ হয় তা করতে পারতেন না। তাহলে আমি ধরে নিচ্ছি, আপনার পরামর্শ হল, যুবকটি লণ্ডনে যতটা নিরাপদ ডেভনশায়ারেও তাই। আর পঞ্চাশ মিনিটের মধ্যেই তিনি এসে পড়বেন। আপনি কি করতে বলেন?"

"আমি বলি, মশাই, একটা গাড়ি ধরুন, আপনার যে স্প্যানিয়েল কুকুরটা অনেকক্ষণ যাবৎ আমার সদর দরজাটা আঁচড়াচ্ছে সেটাকে ডাকুন এবং স্যার হেনরি বাস্কারভিলের সঙ্গে দেখা করতে ওয়াটার্লু যাত্রা করুন।"

"তারপর?"

"তারপর এ বিষয়ে যতক্ষণ আমি মনস্থির করতে না পারছি ততক্ষণ তাকে কিছুই বলবেন না।"

"আপনার মনস্থির করতে কতক্ষণ লাগবে?"

"চব্বিশ ঘণ্টা। ডাঃ মর্টিমার, কাল দশটার সময় আপনি যদি এখানে আমার সঙ্গে দেখা করেন তাহলে বাধিত হব, আর স্যার হেনরি বাস্কারভিলকে যদি সঙ্গে নিয়ে আসেন তাহলে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণের ব্যাপারে আমার খুব সুবিধা হবে।"

"তাই করব মিঃ হোমস।"

শার্টের আস্তিনে সাক্ষাতের সময়টা লিখে নিয়ে ডাঃ মর্টিমার তার অদ্ভুত ; অভিজাতসুলভ অন্যমনস্কতার সঙ্গে অতি দ্রুত বেরিয়ে গেল। সিঁড়ির মাথায় হোমস তাকে থামাল।

আর একটি কথা ডাঃ মর্টিমার। আপনি বললেন, স্যার চার্লস বাস্কারভিলের মৃত্যুর আগে কয়েকজন লোক জলাভূমিতে একটা ছায়ামূর্তিকে দেখেছে?"

"হ্যাঁ, তিনজন দেখেছে।"

"মৃত্যুর পরে কেউ দেখেছে কি?"

"আমি তো শুনি নি।"

"ধন্যবাদ। গুড মর্নিং।"

চোখের দৃষ্টিতে মনের খুশি প্রকাশ করে হোমস তার আসনে ফিরে এল। বুঝলাম, একটা মনের মত কাজ সে পেয়েছে।

"তুমি কি বেরোবে ওয়াটসন?"

"তোমার যদি কোন কাজ না থাকে তাহলে—।"

"না ভাই, কাজের সময়ই তোমার সাহায্যের দরকার আমার হয়। কিন্তু ব্যাপারটা চমৎকার, কোন কোন দিক থেকে তো একেবারেই অতুলনীয়। ব্র্যাড্‌লে-র দোকানের পাশ দিয়ে যখন যাবে, এক পাউণ্ড খুব কড়া মোটা তামাক

পাঠাতে বলতে পারবে কি? ধন্যবাদ। সন্ধ্যার আগে যদি না ফেরো তাহলে ভালই হয়। আজ সকালে যে সমস্যাটা হাতে এসেছে তখন তা নিয়ে তোমার সঙ্গে সানন্দে মত-বিনিময় করতে পারব।"

আমি জানি, তীক্ষ্ম মনঃসংযোগের সময় একাকিত্ব ও নির্জনতা আমার বন্ধুর কাছে খুবই প্রয়োজনীয়; সে তখন প্রতিটি সাক্ষ্য-প্রমাণকে বিচার করে, নানা রকম বিকল্প মতবাদ গড়ে তোলে, একটার সঙ্গে আর একটার তুলনা করে, কোন্ কোন্ বিষয় দরকারী এবং কোন্‌টি অদরকারী সে বিষয়ে মনস্থির করে। সুতরাং সারাটা দিন আমরা ক্লাবেই কাটালাম এবং সন্ধ্যার আগে বেকার স্ট্রীটে ফিরলাম না। আবার যখন আমার বসবার ঘরে ঢুকলাম তখন প্রায় ন'টা বাজে।

দরজা খুলে প্রথমেই আমার মনে হল যে ঘরে আগুন লেগেছে, কারণ ঘরটা ধোঁয়ায় এমনভাবে ভরে গেছে যে টেবিলের উপরকার বাতিটার আলো পর্যন্ত তাতে ঢেকে গেছে। অবশ্য ঘরে ঢোকার পরে আমার সে ভয় দূর হল, কারণ অত্যন্ত কড়া মোটা তামাকের কটু ধোঁয়া আমার গলায় এসে ঢুকল, আর আমি কাশতে শুরু করলাম। সেই ধোঁয়াসার ভিতর দিয়ে অস্পষ্টভাবে দেখতে পেলাম কালো মাটির পাইপটা দুইঠোঁটে চেপে ধরে গায়ে ড্রেসিং-গাউনটা চাপিয়ে হোমস হাতল-চেয়ারে কুঁকড়ে বসে আছে। অনেক-গুলো পাকানো কাগজ চারিদিকে পড়ে আছে।

"ঠাণ্ডা লেগেছে নাকি ওয়াটসন?" সে বলল।

"না ঠাণ্ডা নয়, তবে বিষাক্ত হাওয়া।"

"তা বটে; তুমি বলাতে খেয়াল হল, ধোঁয়াটা বেশ ঘন।"

"ঘন? অসহ্য!"

"তাহলে জানালাটা খুলে দাও। মনে হচ্ছে, সারাদিন ক্লাবেই ছিলে!"

"প্রিয় হোমস!"

"ঠিক বলেছি কি না?"

"তা বলেছ; কিন্তু কেমন করে—"

আমার বিমূঢ় ভাব দেখে সে হেসে উঠল।

"ওয়াটসন, তোমাকে এতদূর তাজা দেখাচ্ছে যে তা নিয়ে আমার যৎসামান্য বুদ্ধি যা আছে সেটা সানন্দেই কাজে লাগিয়েছি। একজন ভদ্রলোক জল-কাদার দিনে বাইরে বেরিয়ে গেলেন আর সন্ধ্যায় ফিরে এলেন একেবারে নিষ্কলঙ্ক হয়ে মাথার টুপি ও পায়ের জুতোর পালিশ অক্ষুণ্ণ রেখে। সুতরাং নিশ্চয় তিনি সারাদিন ঘরের মধ্যেই ছিলেন। কোন ঘনিষ্ঠ বন্ধু তার নেই। তাহলে তিনি কোথায় দিনটা কাটাবেন? ব্যাপারটা সহজ নয় কি?"

"হ্যাঁ, তা একটু সহজ বই কি।"

"জগৎটাই সহজ জিনিসে ভরা, শুধু তা কেউ খেয়াল করে দেখে না। বল তো, আমি কোথায় ছিলাম?"

"চুপচাপ বসে।"

"ঠিক উল্টো। আমি ছিলাম ডেভনশায়ারে।"

"মনে মনে?"

"ঠিক তাই। আমার দেহটা ছিল তার হাতল-চেয়ারে এবং দুঃখের সঙ্গে বলছি আমার অনুপস্থিতিতে সে দুটো বড় পাত্র কফি এবং অবিশ্বাস্য পরিমাণ তামাক ধ্বংস করেছে। তুমি চলে যাবার পরেই আমি স্ট্যানফোর্ডের দোকানে লোক পাঠিয়েছিলাম ঐ জলাভূমি অঞ্চলের একটা সামরিক মানচিত্র আনতে, আর আমার মন সারাটা দিন সেই জলাভূমির উপরেই ঘুরে বেড়িয়েছে। সুখের কথা এই যে আমি পথটা ঠিকই চিনতে পেরেছিলাম।"

"বেশ বড় মাপের মানচিত্র বুঝি?"

"খুব বড়।" মানচিত্রের একটা অংশ খুলে সে হাঁটুর উপর মেলে ধরল। এই হচ্ছে আমাদের আলোচ্য জলাটি। মাঝখানে এই হল বাস্কারভিল হল।

"চারদিক জঙ্গলে ঘেরা তো?"

"ঠিক। মানচিত্রে নাম দিয়ে দেখানো না থাকলেও ধরে নিচ্ছি ঝাউ-বীথিটা রয়েছে এই লাইন বরাবর, আর তার ডান দিকেই দেখতে পাচ্ছ জলাভূমিটা। এই যে ছোট ছোট এক সার বাড়ি দেখতে পাচ্ছ এটাই হল ছোট গ্রাম গ্রিম্‌পেন; আমাদের বন্ধু ডাঃ মর্টিমার এখানেই থাকেন। দেখতেই পাচ্ছ, পাঁচ মাইল ব্যাসার্দ্ধের মধ্যে মাত্র অল্প কয়েকটি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বাড়ি রয়েছে। এটাই হল লাফ-টার হল; বিবরণীতে এটাও উল্লেখ করা হয়েছে। এই যে বাড়িটা দেখানো হয়েছে, মনে হচ্ছে এটাই সেই উদ্ভিদ বিজ্ঞানীর বাসভবন—যতদূর মনে পড়ে তার নাম স্টেপ্‌লটন। এই দুটো হল জলাভূমির খামারবাড়ি—হাই টর ও ফাউলমায়ার। এখান থেকে চোদ্দ মাইল দূরে রয়েছে প্রিন্সটাউনের মস্ত বড় কয়েদী-কারাগার। এই সব বিক্ষিপ্ত স্থানগুলিকে ঘিরেই বিস্তৃত রয়েছে নির্জন প্রাণহীন জলাভূমি। তাহলে এটাই হল সেই রঙ্গমঞ্চ যার উপরে একটি বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয় হয়ে গেছে, এবং আর একটি নাটকের অভিনয়ে হয়তো আমরা সাহায্য করতে পারব।"

"জায়গাটা কিন্তু দুর্দান্ত।"

"হ্যাঁ, পরিবেশটি খুবই উপযোগী। শয়তান যদি মানুষের ব্যাপারে নাক গলাতে চায়—"

"তুমিও দেখছি অলৌকিক ব্যাখ্যার দিকেই ঝুঁকে পড়ছ।"

শয়তানের অনুচররা তো রক্ত-মাংসের মানুষ হতে পারে—পারে না কি ? গোড়াতেই দুটো প্রশ্ন আমাদের সামনে এসেছে। প্রথমটি, সত্যি কোন অপরাধ সংঘটিত হয়েছে কি না ; দ্বিতীয়টি, কি সে অপরাধ এবং কি ভাবে সংঘটিত হয়েছে ? অবশ্য ডাঃ মর্টিমারের অনুমান যদি সত্যি হয়, আমাদের প্রতিপক্ষ যদি প্রকৃতির স্বাভাবিক আইনবহির্ভূত কোন শক্তি হয়, তাহলে তো আমাদের তদন্তের এখানেই যবনিকা পতন। কিন্তু সে সম্ভাবনা-টাকে মেনে নেবার আগে অন্য সব রকম সম্ভাবিত কারণ আমাদের বিচার করে দেখতে হবে। তোমার আপত্তি না থাকলে ওই জানালাটা আমি বন্ধ করে দিতে চাই। বিষয়টা অদ্ভুত, আর আমি মনে করি ঘণিভূত পরিবেশ ঘণিভূত মনোযোগের সহায়ক। অবশ্য আমি এ কথা বলতে চাই না যে চিন্তা করার পক্ষে একটা বাক্সের মধ্যে ঢুকে পড়া দরকার, তবে আমার স্থির প্রত্যয়ের সেটাই যুক্তিসংগত পরিণতি। মনে মনে পুরো ব্যাপারটাকে নেড়েচেড়ে দেখেছ কি ?"

"হ্যাঁ, সারাদিন এ নিয়ে অনেক ভেবেছি।"

"তোমার কি মনে হয় ?"

"খুবই হতবুদ্ধিকর।"

"কিন্তু এর একটা নিজস্ব ধারা আছে। দুটো বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যেমন, পায়ের চিহ্নের পরি-বর্তনটা। সেটা সম্পর্কে তোমার কি মনে হয় ?"

"মর্টিমার বলেছেন, ঝাউ-বীথির ঐ অংশটা তিনি আঙুলে ভর দিয়ে হেঁটেছিলেন।"

"কোন বোকা লোক তদন্তের সময় যা বলেছে তিনি তারই পুনরাবৃত্তি করেছেন মাত্র। একটা লোক আঙুলে ভর দিয়ে হাঁটতে যাবে কেন?"

"তাহলে কি ?"

"ওয়াটসন, লোকটি তখন দৌড়চ্ছিল—বেপরোয়াভাবে দৌড়চ্ছিল, প্রাণের ভয়ে দৌড়চ্ছিল, দৌড়তে দৌড়তে তার হৃদযন্ত্রটি বিকল হয়ে যায় এবং মুখ থুবড়ে পড়ে মারা যায়।"

"কার ভয়ে দৌড়চ্ছিল ?"

"সেইটেই তো আমাদের সমস্যা। দেখেশুনে মনে হচ্ছে, দৌড়তে শুরু করবার আগেই ভয়ে লোকটির মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল।"

"সেকথা বলছ কেন?"

"আমি ধরে নিচ্ছি, তার ভয়ের কারণটা তার সামনে এসেছিল জলাভূমি পার হয়ে। তা যদি হয়, এবং সেই সম্ভাবনাই বেশী, তাহলে বাড়ির দিকে না দৌড়ে তিনি যখন তার উল্টো দিকে দৌড়ে গেছেন তখনই বুঝতে হবে যে তার মাথার ঠিক ছিল না। বেদেটার সাক্ষ্যকে যদি সত্য বলে মানা হয় তাহলে তিনি তো সাহায্যের জন্য চীৎকার করতে করতে এমন একটা দিকে দৌড়ে গিয়েছিলেন যেদিক থেকে সাহায্য পাবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। তারপর সে রাতে তিনি কার জন্য অপেক্ষা করছিলেন, এবং নিজের বাড়ির বদলে ঝাউ-বীথিতেই বা অপেক্ষা করছিলেন কেন ?"

"তুমি বলছ, তিনি কারও জন্য অপেক্ষা করছিলেন ?"

"লোকটি প্রবীণ ও অথর্ব। সন্ধ্যার পরে তিনি একটু বেড়াবেন সেটা বুঝতে পারি। কিন্তু সে রাতে মাটি ভিজে ছিল আর আবহাওয়াও দুর্যোগপূর্ণ ছিল। ডাঃ মর্টিমারের যতটা বাস্তববুদ্ধি আছে বলে আমি মনে করি তার চাইতে অনেক বেশী বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে তিনি চুরুটের ছাই থেকে অনুমান করেছেন যে লোকটি পাঁচ থেকে দশ মিনিট সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন। তার মত লোকের পক্ষে সেটা কি স্বাভাবিক ?"

"কিন্তু তিনি তো প্রত্যহ সন্ধ্যায় বের হতেন।"

"প্রত্যহ সন্ধ্যায় তিনি জলাভূমির ফটকে অপেক্ষা করতেন, এটা আমি সম্ভবপর বলে মনে করি না। বরং সাক্ষ্য-প্রমাণ বলে, জলাভূমিটাকে তিনি এড়িয়েই চলতেন। কিন্তু সেই রাতে তিনি সেখানে অপেক্ষা করছিলেন। পর-দিনই তাঁর লন্ডন যাবার কথা। ওয়াটসন, ছবিটা যেন আকার নিচ্ছে। একটার সঙ্গে আর একটা মিলে যাচ্ছে। আমার বেহালাটা দাও ; আর সকালে ডাঃ মর্টিমার ও স্যার হেনরি বাস্কারভিলের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ না হওয়া পর্যন্ত এ ব্যাপারের সব চিন্তা ভাবনা আপাতত স্থগিত থাক।"

অধ্যায় ৪

স্যার হেনরি বাস্কারভিল

প্রাতরাশের পাট সকাল-সকাল সারা হয়েছে ; হোমস ড্রেসিং-গাউন পরে প্রস্তাবিত সাক্ষাৎকারের জন্য অপেক্ষা করছে। আমাদের মক্কেলরা নির্দিষ্ট সময়েই এল। ঘড়িতে ঠিক দশটা বাজতেই তরুণ ব্যারনেটকে সঙ্গে নিয়ে ডাঃ মর্টিমার ঘরে ঢুকল। শেষোক্ত লোকটি দেখতে ছোটখাটো,

সদাসতর্ক, চোখ দুটি কালো; বয়স বছর তিরিশ, গড়ন মজবুত, ঘন কালো ভুরু ও বলিষ্ঠ সংগ্রামী মুখমণ্ডল। পরনে লালের ছোপ দেওয়া টুইডের সুট; পোড়-খাওয়া চেহারা দেখলেই বোঝা যায় খোলা আকাশের নীচে তার অনেক সময় কেটেছে; তথাপি তার অবিচল দৃষ্টিতে ও শান্ত আত্ম-প্রত্যয়ে এমন কিছু আছে যাতে তার ভিতরকার ভদ্র মানুষটিকে চেনা যায়।

"ইনিই স্যার হেনরি বাস্কারভিল", ডাঃ মর্টিমার বললেন।

লোকটি বলল, "কি জানেন মিঃ শার্লক হোমস, এটাই আশ্চর্য যে আমার এই বন্ধুটি যদি আজ সকালেই এখানে আসবার প্রস্তাব না করতেন, তাহলে আমি নিজেই চলে আসতাম। আমি জানি, অনেক ছোট ছোট সমস্যার সমাধান আপনি করে থাকেন; আজ সকালেই সেই রকম একটা সমস্যা আমার সামনে দেখা দিয়েছে, অথচ সেটাকে নিয়ে যতখানি ভাবা দরকার ততখানি ভাববার মত সময় আমি দিতে পারছি না।"

"দয়া করে আসন গ্রহণ করুন স্যার হেনরি। আমি কি এই বুঝব যে আপনি বলতে চাইছেন, লণ্ডনে আসবার পরে আপনার নিজেরই কোন উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতা হয়েছে?"

"না, মিঃ হোমস, খুব গুরুতর কিছু নয়। একটা তামাসার ব্যাপার, আবার ঠিক তামাসাও নয়। আজ সকালেই এই চিঠিটা আমি পেয়েছি, অবশ্য এটাকে যদি আপনি চিঠি বলেন।"

সে টেবিলের উপর খামটা রাখল। আমরা সকলেই সেটার উপর ঝুঁকে পড়লাম। ধূসর রঙের একটা সাধারণ খাম। মোটা অক্ষরে ঠিকানা লেখা, "স্যার হেনরি বাস্কারভিল, নর্দাম্বারল্যাণ্ড হোটেল"; ডাকঘরের ছাপ "চ্যারিং ক্রশ"; এবং আগের দিন সন্ধ্যায় ডাকে ফেলা হয়েছে।

আমাদের অতিথির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে হোমস প্রশ্ন করল, "আপনি যে নর্দাম্বারল্যাণ্ড হোটেলে উঠবেন সেটা কে জানত?"

"কারও জানবার কথা নয়। ডাঃ মর্টিমারের সঙ্গে দেখা হবার পরে আমরা সেটা স্থির করি।"

"ডাঃ মর্টিমার নিশ্চয় আগে থেকেই সেখানে উঠেছিলেন?"

ডাক্তার বলল, "না, আমি এক বন্ধুর কাছে ছিলাম। আমরা যে এই হোটেলে উঠব তার কোন স্থিরতা ছিল না।"

"হুম! আপনার গতিবিধির উপর কারও খুব কড়া নজর রয়েছে দেখতে পাচ্ছি।" খামের ভিতর থেকে সে চার-ভাঁজ করা আধ তা' ফুলস্কেপ কাগজ বের করল। সেটাকে খুলে টেবিলের উপর মেলে ধরল। কাগজটার মাঝামাঝি জায়গায় ছাপানো হরফ পর পর জুড়ে একটি-মাত্র পংক্তি তৈরী করা হয়েছে। লেখা হয়েছে: 'As you value your life or your reason keep away from the moor. (আপনার জীবন বা বিবেচনাকে যদি মূল্যবান মনে করেন তাহলে জলাভূমি থেকে দূরে থাকবেন।)" শুধু 'জলাভূমি' কথাটাই কালিতে লেখা।

স্যার হেনরি বাস্কারভিল বলল, "মিঃ হোমস, এবার বলুন এই ধমকানির মানে কি, আর আমার ব্যাপারে এত-খানি আগ্রহই বা কার?"

"ডাঃ মর্টিমার এ বিষয়ে কি বলেন? অন্তত এখানে যে অলৌকিক কিছু নেই তা নিশ্চয় স্বীকার করবেন?"

"না স্যার, বরং এমন কেউ এটা পাঠাতে পারেন যিনি বিশ্বাস করেন যে ব্যাপারটা অলৌকিক।"

স্যার হেনরি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসল, "কিসের ব্যাপার? মনে হচ্ছে, আমার ব্যাপারগুলি আমার চাইতে আপনারাই অনেক বেশী জানেন।"

শার্লক হোমস বলল, "স্যার হেনরি, এই ঘর ছেড়ে যাবার আগেই আপনি আমাদের জ্ঞানের অংশীদার হবেন। আমি আপনাকে কথা দিলাম। আপাতত আপনার অনুমতি নিয়ে এই আকর্ষণীয় দলিলটার মধ্যেই আমাদের আলো-চনাকে সীমাবদ্ধ রাখছি। কাল সন্ধ্যায়ই চিঠিটা তৈরী করে ডাকে দেওয়া হয়েছে। ওয়াটসন, গতকালের "টাইমস" খানা তোমার কাছে আছে কি?"

"এই তো ঘরের কোণেই রয়েছে।"

"ওটার জন্য একটু কষ্ট করবে কি? ভিতরকার পাতাটা দেখ যেখানে প্রধান প্রবন্ধগুলি রয়েছে।" সংবাদ-পত্রের কলমগুলির উপর থেকে নীচে সে বার বার খুব দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিল। "এই তো প্রথম প্রবন্ধটা লেখা হয়েছে "খোলা বাজার"-এর উপর। তার থেকে খানিকটা অংশ আমি পড়ে শোনাচ্ছি। **'You may be cajoled into imagining that your own special trade or your own industry will be encouraged by a protective tariff, but it stands to reason that such legislation must in the long run keep away wealth from the country, diminish the value of our imports, and lower the general conditions of life in this island.'**

কি রকম বুঝছ ওয়াটসন ?" খুশিতে দুটো হাত ঘসতে ঘসতে সোল্লাসে হোমস চেঁচিয়ে উঠল। "তোমার কি মনে হচ্ছে না যে মনোভাবটি খুবই প্রশংসনীয় ?"

ডাঃ মর্টিমার বৃত্তিগত আগ্রহে হোমসের দিকে তাকাল, আর স্যার হেনরি বাস্কারভিল দুটি বিস্মিত কালো চোখ মেলে আমার দিকে তাকাল।

বলল, "শুল্ক ও তৎসম্পর্কিত বিষয়ে আমি বিশেষ কিছু জানি না ; কিন্তু এটা বুঝতে পারছি যে ঐ চিঠিটার ব্যাপার থেকে আমরা অনেকটা দূরে সরে এসেছি।"

"ঠিক উল্টো ; স্যার হেনরি, আমি মনে করি, আমরা মোক্ষম পথেই চলেছি। আমার কাজের পদ্ধতি আপনার চাইতে ওয়াটসন অনেক বেশী জানে, তবু আমার আশংকা হচ্ছে এই পংক্তিটির গুরুত্ব সেও ঠিক ধরতে পারে নি।"

"সত্যি পারি নি ; আমি স্বীকার করছি, দুটোর মধ্যে কোন সম্পর্কই আমি দেখতে পাচ্ছি না।"

"অথচ প্রিয় ওয়াটসন, দুটোর মধ্যে সম্পর্ক এতই ঘনিষ্ঠ যে একটার ভিতর থেকেই আরেকটাকে তুলে আনা হয়েছে। **'you', 'your', 'life', 'reason', 'value' 'keep away', 'from the'—**

তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না এ শব্দগুলি কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে ?"

www.boiRboi.net

"বজ্রের দিব্যি, আপনি ঠিক ধরেছেন। আরে, খুব কৌশল করেছে তো !" স্যার হেনরি উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল।

"যেটুকু সন্দেহ থাকতে পারত 'keep away' এবং 'from the' এই দুটি বাক্যাংশ কাগজের একই টুকরোতে কাটা হওয়াতে তাও দূর হয়েছে।"

"ঠিক, ঠিক—তাহলে ব্যাপারটা এই !"

বিস্মিত দৃষ্টিতে বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে ডাঃ মর্টিমার বলল, "সত্যি মিঃ হোমস, এ চিন্তা আমার কল্পনায়ও আসত না। কেউ যদি বলত যে শব্দগুলি কোন সংবাদপত্র থেকে কেটে নেওয়া হয়েছে সেটা বুঝতে পারতাম ; কিন্তু আপনি যে খবরের কাগজের নামটাও বলে দিলেন, এবং এগুলো যে প্রধান প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে তাও বললেন ; এ রকম একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা আমি আগে কখনও শুনি নি। কি করে আপনি এ সব পারেন ?"

"আচ্ছা ডাক্তার, আমার তো মনে হয় একটি মাথার খুলি দেখেই আপনি বলে দিতে পরেন যে সেটা নিগ্রোর খুলি, এস্কিমোর নয় ?"

"নিশ্চয় পারি।"

"কিন্তু কেমন করে পারেন ?"

"কারণ এটা আমার বিশেষ সখ। আর দুটোর পার্থক্যও খুবই স্পষ্ট। উপরটা বেশ উঁচু, মুখমণ্ডলের একটা বিশেষ কোণ, চোয়ালের বাঁক, আর—"

"আর আমারও এই কাজেই বিশেষ সখ এবং একটার থেকে আর একটার পার্থক্য সমানই স্পষ্ট। আমার চোখে "টাইম্‌স্‌"-এ প্রকাশিত প্রবন্ধের শিসের বর্জাইস অক্ষর এবং যে কোন আধ-পেনি দামের সান্ধ্য পত্রিকার অস্পষ্ট বাজে ছাপার মধ্যে ঠিক ততখানি পার্থক্য ধরা পড়ে যেমন আপনার কাছে ধরা পড়ে নিগ্রো এবং এস্কিমোর খুলির পার্থক্য। অপরাধ-বিশেষজ্ঞদের কাছে ছাপার অক্ষরের জ্ঞান খুবই প্রাথমিক শিক্ষার অন্তর্গত। অবশ্য আমি স্বীকার করছি, যখন বয়স অল্প ছিল তখন প্রায়ই আমি "জীডস মার্কারি"-র সঙ্গে "ওয়েস্টার্ন মর্নিং নিউজ"-কে গুলিয়ে ফেলতাম। কিন্তু "টাইম্‌স্‌"-এর সম্পাদকীয় প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্যই আলাদা, আর তাই এ শব্দগুলি আর কোন কাগজ থেকেই নেওয়া হতে পারে না। যেহেতু চিঠিটা গতকালই তৈরী করা হয়েছে শব্দগুলো যে কালকের সংখ্যায়ই পাওয়া যাবে সেই সম্ভাবনাই খুব বেশী বলে মনে হয়েছে।"

স্যার হেনরি বাস্কারভিল বলল, "মিঃ হোমস, আপনার কথা থেকে বুঝতে পারছি, কেউ এই কথাগুলো একটা কাঁচি দিয়ে কেটে—"

হোমস বলে উঠল, "নখ-কাটা কাঁচি। একটু খেয়াল করলেই দেখতে পাবেন কাঁচির ফলা দুটো ছোট, 'keep away' কাটতেই দু'বার কাঁচি চালাতে হয়েছে।"

"তা ঠিক। তাহলে একজন কেউ ছোট ফলার কাঁচি দিয়ে কথাগুলো কেটে লেই দিয়ে এঁটেছে—"

"গ'দের আঠা দিয়ে", হোমস বলল।

"গ'দের আঠা দিয়ে কাগজের উপর এঁটেছে। কিন্তু আমি জানতে চাই, moor কথাটা হাতে লেখা হয়েছে কেন ?"

"কারণ ওই শব্দটা ছাপানো প্রবন্ধে পায় নি। অন্য কথাগুলি খুবই চলিত, কাজেই যে কোন সংখ্যায়ই পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু moor কথাটা সচরাচর ব্যবহৃত হয় না।"

"তা অবশ্য ঠিকই বলেছেন। আচ্ছা মিঃ হোমস, এই কথাগুলির মধ্যে আপনি আর কোন মানে খুঁজে পেয়েছেন কি ?"

"দু' একটা ইঙ্গিত আছে, যদিও সব রকম সূত্র মুছে ফেলতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। লক্ষ্য করে দেখুন, ঠিকানাটা লেখা হয়েছে বড় বড় বাজে অক্ষরে। অথচ 'দি টাইম্‌স' এমন একখানি কাগজ যা উচ্চশিক্ষিত লোক ছাড়া

অন্য কারও হাতে বড় একটা দেখা যায় না। সুতরাং আমরা ধরে নিতে পারি, এমন একজন শিক্ষিত লোক চিঠিখানি তৈরী করেছেন যিনি অশিক্ষিতের ভান করেছেন, এবং নিজের হাতের লেখাকে গোপন করবার এই চেষ্টা থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে সে হাতের লেখা হয়তো আপনার চেনা অথবা পরে চিনতে পারবেন। আরও একটা জিনিস লক্ষ্য করুন ; শব্দগুলো ঠিক এক লাইনে সাজানো হয় নি, কতকগুলো বেশী উপরে উঠে গেছে, যেমন বলা যায়, life কথাটা ঠিক জায়গামত বসে নি। এতে দুটো কথা প্রমাণ হতে পারে ; শব্দগুলো যিনি কেটেছেন হয় তিনি অসাবধান, আর না হয় তিনি উত্তেজিত ছিলেন ও তার খুব তাড়া ছিল। সব কিছু বিবেচনা করে শেষের কথাটাই আমার কাছে ঠিক বলে মনে হয়, কারণ ব্যাপারটা খুব গুরুতর আর এ রকম একটা চিঠি যিনি বানাতে পারেন তিনি একটা অসাবধান লোক হবেন তা মনে হয় না। আর যদি তিনি খুব তাড়াহুড়ো করে থাকেন, তাহলেও প্রশ্ন দেখা দেয়, চিঠিটা খুব সকালে ডাকে দিলেও যখন স্যার হেনরি হোটেল থেকে বেরুবার আগেই সেটা পেতেন, তখন তিনি এত তাড়াহুড়োই বা করবেন কেন। তাহলে কি তিনি কোন রকম বাধার আশংকা করেছিলেন—আর সেটা কার কাছ থেকে ?"

ডাঃ মর্টিমার বলল, "আমরা কিন্তু ক্রমেই অনুমানের রাজ্যে চলে যাচ্ছি।"

"বরং বলুন যেখানে বিকল্প সম্ভাবনাগুলিকে বিচার করে সর্বাপেক্ষা সম্ভবপরটিকে বেছে নেওয়া হয় আমরা সেই রাজ্যে যাচ্ছি। একেই বলে কল্পনার বৈজ্ঞানিক ব্যবহার ; কিন্তু সব সময়ই আমরা কতকগুলি বাস্তব ভিত্তি থেকেই অনুমান শুরু করে থাকি। দেখুন, আপনি নিশ্চয়ই এটাকেও অনুমানই বলবেন, কিন্তু আমি প্রায় নিশ্চিত যে এই ঠিকানাটা কোন হোটেলে বসে লেখা হয়েছে।"

"সে কথা আপনি কোন্ যুক্তিতে বলতে পারেন ?"

"ভাল করে পরীক্ষা করলেই বুঝতে পারবেন যে কলম ও কালি দুই-ই লেখককে যথেষ্ট বেগ দিয়েছে। একটা শব্দ লিখতে কলমের ডগায় দু'বার কালি ছিটকে পড়েছে এবং একটা ছোট ঠিকানা লিখতে তিনবার কালি শুকিয়েছে ; তাতেই বোঝা যায় বোতলে কালি সামান্যই ছিল। দেখুন, কারও নিজস্ব কলমের বা কালির বোতলের কখনও এ রকম অবস্থা হয় না, আর এ দুটোর যোগাযোগ তো বিরল ঘটনা। কিন্তু হোটেলের কালি ও কলমের কথা তো আপনি জানেন, সেখানে এর চাইতে ভাল কিছু দুর্লভ। হ্যাঁ, আমি বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে বলতে পারি, চ্যারিং ক্রশের আশেপাশের হোটেলগুলোর বাজে কাগজের ঝুড়িগুলো পরীক্ষা করে 'টাইমস'-এ প্রকাশিত প্রবন্ধের কাটা অবশিষ্টাংশটা যদি খুঁজে পাই তাহলে এই অদ্ভুত চিঠির প্রেরককে সঙ্গে সঙ্গে পাকড়াও করতে পারব। হ্যালোয়া ! হ্যালোয়া ! এটা কি ?"

যে ফুলস্কেপ কাগজখানার উপর শব্দগুলি সেঁটে দেওয়া হয়েছিল সেটাকে চোখের মাত্র দু' এক ইঞ্চি দূরে রেখে সে খুব ভালভাবে দেখছিল।

"কি হল ?"

কাগজখানা রেখে দিয়ে সে বলল, "কিছু না। এটা আধ-তা' সাদা কাগজমাত্র, একটা জল-ছাপ পর্যন্ত নেই। মনে হচ্ছে, এই অদ্ভুত চিঠি থেকে যা জানার ছিল তা জানা হয়ে গেছে ; এবার বলুন তো স্যার হেনরি, লণ্ডনে আসার পর থেকে আপনার পক্ষে আর কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে কি ?"

"না, মিঃ হোমস। আমার তো মনে পড়ছে না।"

"কেউ আপনার উপর নজর রেখেছে, অথবা আপনার পিছু নিয়েছে বলে মনে হয় কি ?"

আমাদের অতিথি বলল, "এ যে দেখছি একটা সস্তা উপন্যাসের মধ্যে ঢুকে পড়েছি। ঝড়ের দিব্যি, হঠাৎ কেউ আমার উপর নজর রাখতে বা আমার পিছু নিতে যাবে কেন ?"

"সে কথায় পরে আসছি। তাহলে আলোচনা শুরু করবার আগে আপনার পক্ষে উল্লেখযোগ্য আর কিছু বলবার নেই তো ?"

"দেখুন সেটা নির্ভর করছে, উল্লেখযোগ্য বলতে আপনি কি বোঝেন তার উপরে।"

"আমি মনে করি, জীবনের বাঁধা-ধরা কাজ-কর্মের বাইরে যা কিছু তাই উল্লেখযোগ্য।"

স্যার হেনরি হাসল। "জীবনের অধিকাংশ সময় আমি যুক্তরাষ্ট্রে ও কানাডায় কাটিয়েছি, কাজেই বৃটিশ জীবনযাত্রার বিশেষ কিছুই এখনও জানতে পারি নি। কিন্তু আমি আশা করি, একপাটি বুট হারিয়ে যাওয়াটা নিশ্চয় এখানেও সাধারণ জীবনযাত্রার অঙ্গ নয়।"

"আপনি কি একপাটি বুট হারিয়েছেন ?"

ডাঃ মর্টিমার চেঁচিয়ে বলল, "দেখুন স্যার, ওটা হয় তো ভুল করে অন্য কোথাও রাখা হয়েছে। হোটেলে ফিরে গিয়েই পেয়ে যাবেন। এ ধরনের তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে মিঃ হোমসকে বিরক্ত করে কি হবে ?"

"উনি আমাকে সাধারণ জীবনযাত্রার বাইরে কিছু বলতে বললেন তাই বললাম।"

"ঠিক" হোমস বলল ; "তা সে ঘটনাটা যত বাজেই মনে হোক। আপনি বলছেন, আপনার একপাটি বুট হারিয়েছেন ?"

"অন্তত ভুল করে অন্য কোথাও রাখা হয়েছে তো বটেই। গত রাতে দু'পাটি বুটই দরজার বাইরে রেখেছিলাম ; সকালে মাত্র একপাটি পাওয়া গেল। যে ছোকরা জুতো পরিষ্কার করে সেও কিছু বলতে পারল না। সবচাইতে দুঃখের কথা মাত্র গতকাল রাতেই স্ট্র্যান্ড থেকে বুটজোড়া কিনেছিলাম, একবার পায়েও দেই নি।"

"যদি ব্যবহারই করেন নি. তাহলে পরিষ্কার করবার জন্য বাইরে রেখেছিলেন কেন ?"

"বুটজোড়া ছিল টান-করা চামড়ার, একবারও পালিশ করা হয় নি। তাই বাইরে রেখে দিয়েছিলাম।"

"তাহলে কি আমি এই বুঝব যে গতকাল লণ্ডন পৌঁছেই আপনি সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন এবং একজোড়া বুট কিনে আনলেন ?"

"আরও অনেক কিছু কেনাকাটা করেছিলাম। ডাঃ মর্টিমারও সঙ্গে ছিলেন। কি জানেন, পশ্চিমে থাকতে তো বেশভূষার দিকে তেমন নজর ছিল না, অথচ এখন সেখানে গিয়ে জমিদারের মত থাকতে কিছু ভাল পোশাক-পরিচ্ছদ তো চাই। আরও অনেক জিনিসের সঙ্গে একজোড়া বাদামী বুটও কিনেছিলাম—দাম দিয়েছি ছ' ডলার—আর পায়ে পরবার আগেই তার একপাটি চুরি হয়ে গেল।"

শার্লক হোমস বলল, "চুরি করার পক্ষে খুবই অকেজো জিনিসই বটে। ডাঃ মর্টিমারের মত আমি বিশ্বাস করি যে হারানো বুটজোড়া অচিরেই পাওয়া যাবে।"

ব্যারনেট কিন্তু এবার স্থিরসংকল্পের সঙ্গে বলে উঠল, "দেখুন মশাইরা, আমি যতটুকু যা জানি সবই আপনাদের বলেছি। এবার আপনাদের কথা রাখুন ; প্রকৃত ব্যাপারটা আমাকে বিস্তারিতভাবে বলুন।"

হোমস বলল, "আপনার অনুরোধ খুবই সঙ্গত। ডাঃ মর্টিমার আপনার কাহিনী আমাদের যেভাবে শুনিয়েছেন ঠিক সেইভাবেই আর একবার শোনালেই সবচাইতে ভাল হয়।"

এইভাবে উৎসাহিত হয়ে আমাদের বিজ্ঞানী বন্ধুটি পকেট থেকে কাগজপত্র বের করে আগের দিন সকালবেলার মতই সব ঘটনা খুলে বলল। স্যার হেনরি বাস্কারভিল গভীর মনোযোগসহকারে সবকিছু শুনতে শুনতে মাঝে মাঝে বিস্ময় প্রকাশ করল।

দীর্ঘ বিবরণ শেষ হলে সে বলল, "দেখা যাচ্ছে, আমি একটা অভিশপ্ত সম্পত্তির মধ্যে প্রবেশ করেছি। অবশ্য শিশুকাল থেকেই ঐ শিকারী কুকুরের কথা আমি শুনে আসছি। ওটা আমাদের পরিবারের একটা প্রিয় কাহিনী, তবে আমি কোনদিনই ওটাকে গুরুত্ব দেবার কথা ভাবি নি। অবশ্য আমার জেঠামশায়ের মৃত্যুর ব্যাপারে—দেখুন, সব ব্যাপারটাই মাথার মধ্যে কেমন গুলিয়ে গেছে, কিছুই ঠিক বুঝতে পারছি না। সেটা পুলিশের ব্যাপার না পাদরির ব্যাপার, মনে হচ্ছে সে বিষয়ে আপনারা এখনও মনস্থির করতে পারেন নি।"

"ঠিক তাই।"

"আর তার উপর হোটেলে আমাকে পাঠানো এই চিঠির ব্যাপারটা। মনে হচ্ছে, মূল ঘটনার সঙ্গে এটাও বেশ খাপ খেয়ে যাচ্ছে।"

ডাঃ মর্টিমার বলল, "এর থেকে অন্তত এটা বোঝা যাচ্ছে যে, জলাভূমিতে কি ঘটছে না ঘটছে সে বিষয়ে একজন কেউ আমাদের চাইতে বেশী খবর রাখে।"

হোমস বলল, "আর সেই একজন আপনার প্রতি বিরূপ নয়, কারণ তারা আপনাকে বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছে।"

"অথবা এও তো হতে পারে যে নিজেদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য তারা আমাকে ভয় দেখিয়ে সরিয়ে দিতে চায়।"

"তা সেটাও সম্ভব হতে পারে। ডাঃ মর্টিমার, কয়েকটি আকর্ষণীয় বিকল্পসমন্বিত এই সমস্যাটি আমার হাতে তুলে দিয়েছেন বলে আমি আপনার কাছে খুবই ঋণী। কিন্তু স্যার হেনরি, যে বাস্তব প্রশ্নটির মীমাংসা আমাদের এখনই করতে হবে তা হল—আপনার পক্ষে বাস্কারভিল হল-এ যাওয়া সঙ্গত কি না।"

"কেন যাব না ?"

"সেখানে বিপদের সম্ভাবনা আছে।"

"আপনি কি ঐ পারিবারিক পিশাচের হাতে বিপদের কথা বলছেন, না মানুষের হাতে বিপদ ?"

"দেখুন সেটাই তো আমরা জানতে চেষ্টা করছি।"

"সে যাইহোক, আমার সিদ্ধান্ত কিন্তু স্থির। মিঃ হোমস, নরকে এমন কোন শয়তান নেই এবং পৃথিবীতে এমন কোন মানুষ নেই যে আমার নিজের বাড়িতে যাওয়া আটকাতে পারে, আর এটাকেই আমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলে মনে করবেন।" কথাগুলি বলতে বলতে তার কালো ভুরু দুটি একসঙ্গে মিশে গেল, আর তার মুখটা লাল হয়ে উঠল। স্পষ্ট বোঝা গেল, বাস্কারভিল বংশের দীপ্ত ক্রোধ তাদের এই শেষ প্রতিনিধিটির মনে একেবারে নিভে যায় নি। সে বলতে লাগল, "এদিকে আপনারা আমাকে যে সব কথা

বললেন সেটা ভেবে দেখবার মত সময় আমি এখনও পাই নি। ব্যাপারটা এত বড় যে কোন মানুষের পক্ষেই এক জায়গায় বসে সেটাকে বোঝা এবং কর্তব্য স্থির করা সম্ভব নয়। মনস্থির করবার আগে অন্তত একটি ঘণ্টা আমাকে একান্তে শান্ত মনে সবকিছু ভেবে দেখতে হবে। দেখুন মিঃ হোমস, এখন সাড়ে এগারোটা বাজে, আমি সোজা হোটেলে ফিরে যাচ্ছি। দুটোর সময় আপনি এবং আপনার বন্ধু ডাঃ ওয়াটসন আমাদের সঙ্গে লাঞ্চ খেতে আসবেন কি? এ বিষয়ে আমার মনের কথা তখনই আপনাকে পরিষ্কারভাবে জানাতে পারব।"

"ওয়াটসন, তোমার সুবিধা হবে কি?"

"খুব।"

"তাহলে আমাদের জন্য অপেক্ষা করবেন। একটা গাড়ি ডেকে দেব কি?"

"হেঁটেই যাব; এই ব্যাপারটা আমাকে বেশ উত্তেজিত করে তুলেছে।"

তার সঙ্গী বলল, "আমিও সানন্দে আপনার সঙ্গেই হেঁটে যাব।"

"তাহলে দুটোর সময় আবার দেখা হচ্ছে। আরিভোয়া (বিদায়) এবং গুডমর্নিং।"

অতিথিদের সিঁড়ি দিয়ে নামার পায়ের শব্দ এবং সদর দরজা বন্ধ হবার শব্দ শুনতে পেলাম। মুহূর্তের মধ্যে হোমস অলস স্বপ্নদর্শী থেকে কর্মবীরে রূপান্তরিত হল।

"ওয়াটসন, তোমার টুপি ও বুট পরে তৈরী হও, শিগগির! একমুহূর্ত সময় নষ্ট করো না।" ড্রেসিং-গাউন পরা অবস্থায় সে ছুটে তার ঘরে চলে গেল এবং কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে গায়ে ফ্রক-কোট চড়িয়ে ফিরে এল। দ্রুত পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আমরা রাস্তায় পড়লাম। ডাঃ মর্টিমার ও বাস্কারভিলকে তখনও দেখা যাচ্ছে; আমাদের থেকে প্রায় দু'শ' গজ দূরে তারা অক্সফোর্ড স্ট্রীটের দিকে এগিয়ে চলেছে।

"আমি কি দৌড়ে গিয়ে ওদের থামাব?"

"না বন্ধু ওয়াটসন, পৃথিবীর বিনিময়েও না। আমার সঙ্গ যদি তোমার ভাল লাগে, তাহলে তোমাকে সঙ্গী পেলেই আমি খুশি। আমাদের বন্ধুরা সত্যি বুদ্ধিমান, হেঁটে বেড়াবার পক্ষে এই সকালবেলাটা সত্যি 'খুব চমৎকার।"

আমরা দ্রুত পা চালিয়ে দিলাম। দেখতে দেখতে আমাদের মধ্যে দূরত্বটা প্রায় অর্ধেক হয়ে গেল। তারপর সেই একশ' গজ ব্যবধান রেখেই আমরা অক্সফোর্ড স্ট্রীট ধরে রিজেণ্ট স্ট্রীট পর্যন্ত তাদের অনুসরণ করে চললাম। একবার আমাদের বন্ধুরা একটু থেমে একটা দোকানের জানালা দিয়ে ভিতরে তাকাল; হোমসও ঠিক তাই করল। মুহূর্তকাল পরেই সে খুশিতে একটা শব্দ করে উঠল; তার উৎসুক চোখের দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলাম, ভিতরে একটা লোক শুধু যে সুন্দর গাড়িখানি রাস্তার উল্টো দিকে থেমেছিল সেটা আবার ধীরে ধীরে সামনে চলতে শুরু করেছে।

"ওয়াটসন, ওই সেই লোক! চলে এস! আর কিছু না পারি, তাকে একবার ভাল করে দেখে নিতে পারব।"

ঠিক সেই মুহূর্তে আমার চোখে পড়ল, একমুখ ঘন কালো দাড়ি ও একজোড়া মর্মভেদী চোখ গাড়ির জানালা দিয়ে আমাদের দিকে নিবদ্ধ। মুহূর্তের মধ্যে গাড়ির উপরের দরজাটা তুলে দেওয়া হল। কোচয়ানকে লক্ষ্য করে কি যেন বলা হল, আর সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটা রিজেণ্ট স্ট্রীট ধরে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলে গেল। হোমস আর একখানি গাড়ির জন্য উৎসুক দৃষ্টিতে চারদিকে তাকাল, কিন্তু কোন খালি গাড়ি চোখে পড়ল না। তখন সে হন্যে হয়ে যাত্রীর জনস্রোতের ভিতর দিয়ে ছুটে গেল, কিন্তু তারা অনেক আগেই সরে পড়েছে, সে গাড়ির চিহ্নমাত্রও দেখা গেল না।

গাড়ির ভিড়ে বিরক্ত হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ভিড়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে হোমস তিক্তকণ্ঠে বলে উঠল, "ঐ দেখ! এমন দুর্ভাগ্যও হয়? আর এমন অব্যবস্থাও? ওয়াটসন, ওয়াটসন, তুমি যদি সাচ্চা লোক হও, তাহলে এটাও লিখে রেখো, আর এটাকে আমার সাফল্যের ঘরে বসিও।"

"লোকটি কে?"

"আমার কোন ধারণা নেই।"

"গুপ্তচর?"

"দেখ, শহরে আসবার পর থেকেই কেউ যে বাস্কারভিলকে ছায়ার মত অনুসরণ করে চলেছে সে কথা শোনবার পরে এটা তো স্বতঃসিদ্ধ। তা না হলে কেউ এত তাড়াতাড়ি কেমন করে জানবে যে তিনি নর্দাম্বারল্যাণ্ড হোটেলেই পছন্দ করেছেন? আমি ভেবেই নিয়েছিলাম, তারা যদি প্রথম দিন তার পিছু নিয়ে থাকে, তাহলে দ্বিতীয় দিনও নিশ্চয় নেবে। তুমি হয় তো লক্ষ্য করেছ, ডাঃ মর্টিমার যখন তার কাহিনীটি পড়ছিলেন তখন দু'বার আমি জানালার ধারে গিয়েছিলাম।"

"হ্যাঁ, মনে পড়ছে।"

"ভেবেছিলাম তাদের রাস্তায় পায়চারি করতে দেখব কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না। ওয়াটসন, খুব চতুর লোকের সঙ্গে আমরা খেলায় নেমেছি। এই ব্যাপারটা

আমার মনে গভীরভাবে দাগ কেটেছে। যদিও এখনও আমি চূড়ান্তভাবে ঘুরতে পারছি না যার সঙ্গে আমরা খেলতে নেমেছি সে বন্ধু না শত্রু, কিন্তু এটা বুঝতে পারছি যে সে শক্তিমান এবং বুদ্ধিমান। আমাদের বন্ধুরা চলে যেতেই আমি এই আশায় তাদের পিছু নিয়েছিলাম যে তাদের অদৃশ্য অনুসরণকারীকে আমি দেখতে পাব। কিন্তু সে এতই চালাক যে নিজের পায়ের উপর ভরসা না করে একটা গাড়ি নিয়েছিল, যাতে তার আড়ালে থাকতে পারে এবং বেগতিক বুঝলে দ্রুতগতিতে পাশ কাটিয়ে তাদের নজর এড়িয়ে চলে যেতে পারে। তার এই ব্যবস্থার আরও একটা সুবিধা আছে ; তারা যদি একটা গাড়ি নিত তাহলেও সঙ্গে সঙ্গে তাদের পিছু নেবার জন্য সেও তৈরী হয়ে ছিল। তবে এর একটা অসুবিধাও আছে।"

"এতে তাকে কোচয়ানের খপ্পরে পড়তে হয়।"

"ঠিক তাই।"

"কি দুঃখের কথা যে আমরা নম্বরটা নিতে পারি নি!"

"প্রিয় বন্ধু ওয়াটসন, যত অন্যমনস্কই হই না কেন, তুমি নিশ্চয়ই একথা কল্পনা কর নি যে নম্বরটা নিতে আমার ভুল হয়েছে? আমাদের লোকটির নম্বর ২৭০৪ কিন্তু এই মুহূর্তে ওটা কোন কাজে লাগবে না।"

"এর বেশী আর কি তুমি করতে পারতে আমি তো বুঝি না।"

"আমার উচিত ছিল গাড়িটাকে দেখামাত্রই উল্টো দিকে হাঁটতে শুরু করা। তারপর সুবিধামত আর একটা গাড়ি ভাড়া করে বেশ অনেকটা দূরত্ব বজায় রেখে প্রথম গাড়িটাকে অনুসরণ করা অথবা গাড়ি চালিয়ে সোজা নর্দাম্বারল্যান্ড হোটেলে গিয়ে সেখানে তার জন্য অপেক্ষা করাই আমার উচিত ছিল। আমাদের সেই অজানা বন্ধু বাস্কারভিলকে অনুসরণ করে সেখানে আসার পরে তার চালেই তাকে মাত করবার সুযোগ আমরা পেতাম এবং তার আস্তানার খোঁজও পেয়ে যেতাম। অথচ কার্যক্ষেত্রে যা ঘটল তাতে আমাদের প্রতিপক্ষ অসাধারণ ক্ষিপ্রতা ও কর্মতৎপরতার সঙ্গে আমাদের অতিরিক্ত আগ্রহের সুযোগ নিয়েছে, আর আমরা নিজেরাই আমাদের কাজ পন্ড করেছি এবং লোকটির সন্ধান হারিয়েছি।"

কথা বলতে বলতে আমরা যখন রিজেন্ট স্ট্রীট ধরে ধীরে ধীরে হাঁটছিলাম, তার অনেক আগেই ডাঃ মর্টিমার তার সঙ্গীকে নিয়ে আমাদের সম্মুখ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

হোমস বলল, "তাদের পিছনে হেঁটে আর কোন লাভ নেই। ছায়া সরে গেছে, আর ফিরে আসবে না। এবার দেখতে হবে আমাদের হাতে আর কি তাস আছে এবং সেগুলিকে ভালভাবে খেলতে হবে। গাড়ির ভিতরকার লোকটি সম্পর্কে কিছু বলতে পার কি?"

"শুধু বলতে পারি তার দাড়ি আছে।"

"সেটা তো আমিও পারি—আর তাতেই মনে হচ্ছে খুব সম্ভব দাড়িটা নকল। একজন চতুর লোক যখন এ রকম একটা সূক্ষ্ম কাজে হাত দেয় তখন একমাত্র নিজের মুখকে লুকিয়ে রাখা ছাড়া তার পক্ষে দাড়ির আর কোন দরকার থাকতে পারে না। ওয়াটসন, চল তো এখানে ঢুকি।"

সে একটা জেলা সংবাদসরবরাহকারী আপিসে ঢুকল। সেখানকার ম্যানেজার তাকে সাদরে অভ্যর্থনা করল।

"আরে উইলসন, একটা সামান্য ব্যাপারে তোমাকে সাহায্য করবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল বটে, কিন্তু তুমি দেখছি সেটা ভোল নি?"

"না স্যার, সত্যি ভুলি নি। আপনি আমার সুনাম রক্ষা করেছিলেন, হয় তো বা আমার জীবনও।"

"আরে বাবা, তুমি বড্ডো বাড়িয়ে বলছ। দেখ উইলসন, যতদূর মনে পড়ে তোমাদের দলে কার্টরাইট নামে একটা ছেলে ছিল যে তদন্তের ব্যাপারে বেশ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিল।"

"হ্যাঁ স্যার ; এখনও এখানেই আছে।"

"তাকে একবার ফোনে ডাকতে পার কি? ধন্যবাদ। আর এই পাঁচ পাউন্ডের নোটটা যদি ভাঙিয়ে দাও তাহলে বড় ভাল হয়।"

ম্যানেজারের ডাকে একটি ছেলে হাজির হল। বছর চোদ্দ বয়স, উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ মুখ। বিখ্যাত গোয়েন্দার দিকে সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে সে দাঁড়িয়ে রইল।

হোমস বলল, "হোটেল ডিরেকটরীটা দাও তো! ধন্যবাদ! দেখ কার্টরাইট, চ্যারিং ক্রশের কাছাকাছি অঞ্চলের মোট তেইশটি হোটেলের নাম এখানে আছে। দেখতে পাচ্ছ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তুমি পর পর এর সবগুলোতে যাবে।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"প্রত্যেক জায়গাতেই ঢুকবার আগে বাইরের দারোয়ানের হাতে একটি শিলিং দেবে। এই নাও তেইশ শিলিং।"

"ঠিক আছে আজ্ঞে।"

"তাকে বলবে, গতকালের বাজে কাগজ তুমি দেখতে চাও। তুমি বলবে, একটা দরকারী টেলিগ্রাম ভুল জায়গায়

www.boiRboi.net

বিলি করা হয়েছে, আর তুমি সেটা খুঁজছ। বুঝতে পেরেছ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কিন্তু তুমি আসলে খুঁজবে 'দি টাইমস'-এর মধ্যের পাতাটা যাতে কাঁচি দিয়ে অনেকগুলি গর্ত কাটা আছে। এই হল 'দি টাইমস'-এর একটা সংখ্যা। এটা দেখলে তুমি সহজেই চিনতে পারবে, কি বল?"

"পারব আজ্ঞে।"

"প্রত্যেক জায়গায়ই বাইরের দরোয়ান হল-এর দরোয়ানকে ডেকে পাঠাবে। তাকেও তুমি এক শিলিং দেবে। এই নাও তেইশ শিলিং। তেইশটার মধ্যে সম্ভবত কুড়িটা হোটেলেই তোমাকে বলা হবে, আগের দিনের বাজে কাগজ হয় পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে, নয় তো নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। অন্য তিনটে জায়গায় তোমাকে একগাদা কাগজ দেখানো হবে, আর তার মধ্যে তুমি 'দি টাইমস'-এর পাতাটা খুঁজবে। খুঁজে না পাবার সম্ভাবনাই বেশী। যদি হঠাৎ কোন প্রয়োজন দেখা দেয়, তাই আরও দশ শিলিং নাও। সন্ধ্যার আগেই বেকার স্ট্রীটে একটা তার করে আমাকে রিপোর্ট দেবে। ওয়াট্সন, এখন বাকি রইল একটা তার করে ২৭০৪ নম্বরের কোচয়ানের পরিচয় খুঁজে বের করা। তারপর আমরা বন্ড স্ট্রীটের যে কোন চিত্রশালায় ঢুকব এবং হোটেলে যাবার সময় না হওয়া পর্যন্ত সেখানেই কাটাব।

অধ্যায় ৫

তিনটি ছিন্ন সূত্র

ইচ্ছামাত্রই নিজেকে নিস্পৃহ করে তুলবার একটা অসাধারণ ক্ষমতা শার্লক হোমসের আছে। মনে হল, যে বিস্ময়কর ঘটনাবলীর সঙ্গে আমরা জড়িয়ে পড়েছি দু'-ঘণ্টার জন্য তার কথা সে বেমালুম ভুলে গেছে এবং বেলজিয়ামের খ্যাতনামা আধুনিক চিত্রশিল্পীদের ছবির মধ্যে সম্পূর্ণ ডুবে গেছে। চিত্রশালা থেকে বেরিয়ে নর্দাম্বারল্যান্ড হোটেলে পেঁছনো পর্যন্ত সে চিত্রকলা বিষয়ে তার অদ্ভুত ধারণা ছাড়া আর কোন কথাই বলল না।

করণিক বলল, "স্যার হেনরি বাস্কারভিল উপরে আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। আমাকে বলছেন, আপনারা আসামাত্রই যেন উপরে নিয়ে যাই।"

হোমস বলল, "আপনার রেজিস্টারটা যদি একবার দেখতে চাই, আপনার আপত্তি আছে?"

"মোটেই না।"

খাতা খুলে দেখা গেল, বাস্কারভিলের নামের পরে দুটো নাম যুক্ত হয়েছে। একটি নিউক্যাস্ল্-এর থিয়োফিনাস জনসন ও তার পরিবার; অপরটি অ্যালটন-এর হাই লজ-এর মিসেস ওল্ডমোর ও তার দাসী।

হোমস দরোয়ানকে বলল, "নিশ্চয়ই ইনি আমার পরিচিত সেই জনসন। তিনি কি একজন উকিল, মাথায় পাকা চুল, একটু খুঁড়িয়ে হাঁটেন?"

"আজ্ঞে না, মিঃ জনসন হলেন কয়লা-খনির মালিক; খুব কর্মঠ আর বয়সে আপনার চাইতে বড় নন।"

"তাঁর বিষয়-কর্ম সম্পর্কে নিশ্চয় তুমি ভুল করছ?"

"আজ্ঞে না; অনেক বছর ধরে তিনি এই হোটেলে ওঠেন; আমি তাকে খুব ভাল করেই চিনি।"

"আহা, তাহলে তো মিটেই গেল। মিসেস ওল্ডমোরের নামটাও চেনা-চেনা লাগছে। আমার এই কৌতূহলের জন্য কিছু মনে করো না; অনেক সময়ই লোকে ভুল করে একজনকে বন্ধু বলে মনে করে থাকে।"

"তিনি একজন পীড়িত মহিলা স্যার। তাঁর স্বামী একসময় প্লাস্টারের মেয়র ছিলেন। শহরে এলে তিনি আমাদের এখানেই ওঠেন।"

"ধন্যবাদ; মনে হচ্ছে তাকে আমি চিনি না।" আমরা যখন সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগলাম তখন হোমস নীচু গলায় বলল, "এই সব প্রশ্নের সাহায্যে আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রমাণ করতে পেরেছি। আমাদের বন্ধুকে নিয়ে যাদের এতখানি আগ্রহ তারা এই হোটেলে আস্তানা গাড়ে নি। তার অর্থ তার উপর নজর রাখতে তারা যতখানি আগ্রহী, তিনি যাতে তাদের না দেখতে পান সে বিষয়েও তারা সমান আগ্রহী। এখন এই ব্যাপারটা খুবই ইঙ্গিতপূর্ণ।"

"এর থেকে কিসের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে?"

"এই ইঙ্গিত পাওয়া—হ্যালোয়া, প্রিয় মহাশয় ব্যাপার কি?"

আমরা সিঁড়ির মাথায় উঠতেই স্বয়ং স্যার হেনরি বাস্কারভিলের একেবারে মুখোমুখি হলাম। রাগে তার মুখ লাল হয়ে উঠেছে; তার হাতে ধুলোমাখা একপাটি পুরনো বুট। সে এতই চটে গেছে যে তার মুখ দিয়ে কথা বেরোচ্ছে না। পরে যখন সে কথা বলল তখন তার ভাষায় সকালে যেমনটি শুনেছিলাম তার চাইতে সে অনেক বেশী পশ্চিমী টান।

সে চেঁচিয়ে বলে উঠল, "মনে হচ্ছে এ হোটেলে ওরা

আমাকে নিয়ে ছেলেখেলা শুরু করেছে। এখনও সতর্ক না হলে তারা বুঝতে পারবে বাঁদর-নাচ নাচবার লোক আমি নই। বজ্রের দিব্যি, আমার হারানো বুট যদি সে ছোকরা খুঁজে দিতে না পারে তাহলে তার কপালে দুঃখ আছে। দেখুন মিঃ হোমস, হাসি-তামাসা আমি পছন্দ করি, কিন্তু এরা যেন মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।"

"আপনি এখনও সেই বুট খুঁজছেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আর সে বুট আমার চাই।"

"কিন্তু, আপনি তো বলেছিলেন নতুন বাদামী বুটের কথা?"

"তাই তো ছিল মশায়। আর এখন পাওয়া যাচ্ছে না একপাটি কালো বুট।"

"সে কি? আপনি কি বলতে চান—?"

"আমি ঠিক এই কথাই বলতে চাই। আমার মোটমাট তিন জোড়া জুতো ছিল—নতুন বাদামী, পুরনো কালো আর এই পেটেন্ট লেদার যেটা আমার পায়ে রয়েছে। কাল রাতে তারা একপাটি বাদামী বুট নিয়ে গেছে, আর আজ একপাটি কালোর চক্ষুদান করেছে। এবার বুঝলেন তো ব্যাপারটা? কিছু বলুন মশায়, হাঁ করে চেয়ে থাকবেন না।"

একটি উত্তেজিত জার্মান পরিচারক এসে হাজির হল।

"না স্যার, সারা হোটেল খুঁজলাম, কিন্তু কোথাও টু শব্দটি শুনতে পেলাম না।"

"দেখ, সূর্য ডোববার আগে হয় সে জুতো ফিরে আসবে, নইলে আমি সোজা ম্যানেজারকে গিয়ে বলব, এখনি তার হোটেল ছেড়ে চলে যাচ্ছি।"

"নিশ্চয় পাওয়া যাবে স্যার—আমি কথা দিচ্ছি, একটু ধৈর্য ধরুন, জুতো পাওয়া যাবেই।"

"মনে থাকে যেন, এই চোরের আড্ডায় আর কিছু হারাতে আমি রাজী নই। আসুন আসুন মিঃ হোমস, এই তুচ্ছ জিনিস নিয়ে আপনাদের কষ্ট দিলাম বলে আমাকে ক্ষমা করুন—"

"আমি তো মনে করি এ কষ্টভোগটা সার্থক।"

"সে কি? মনে হচ্ছে ব্যাপারটার উপরে আপনি বেশ গুরুত্ব দিচ্ছেন।"

"ব্যাপারটার কি ব্যাখ্যা আপনার মনে এসেছে?"

"ব্যাখ্যার কোন চেষ্টাই আমি করি নি। এ রকম অদ্ভুত পাগলা কাণ্ডকারখানা আগে কখনও দেখিই নি।"

হোমস চিন্তিতভাবে বলল, "অদ্ভুতই বটে।"

"আপনি এ বিষয়ে কি মনে করেন?"

"দেখুন, এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। আপনার এই কেসটা বড়ই জটিল স্যার হেনরি। আপনার জেঠামশায়ের মৃত্যুর কথা যখন ভাবি তখন মনে হয়, যে পাঁচশ' গুরুতর কেস নিয়ে আমি আজ পর্যন্ত কাজ করেছি তার কোনটাই এতখানি মর্মান্তিক নয়। কিন্তু কয়েকটা সুতো আমাদের হাতে এসেছে; সম্ভবত তাদের যে কোন একটি ধরেই আমরা সত্যে পৌঁছতে পারব। হয়তো ভুল সুতো ধরতে গিয়ে কিছুটা সময় নষ্ট হবে, কিন্তু আগে হোক পরে হোক ঠিক পথে আমরা পা দেবই।"

বেশ ভালভাবেই আহারাদি শেষ হল। যে কাজের জন্য আমরা একত্র হয়েছিলাম আহারের সময় সে বিষয়ে কোন কথাই হল না। পরে যখন তার নিজস্ব বসবার ঘরে গিয়ে বসলাম তখন হোমস বাস্কারভিলের কাছে তার মনের ইচ্ছা জানতে চাইল।

"আমি বাস্কারভিল হল-এ যেতে চাই।"

"কখন?"

"এ সপ্তাহের শেষে।"

হোমস বলল, "মোটামুটিভাবে আমিও মনে করি যে আপনার সিদ্ধান্তই ঠিক। ইতিমধ্যেই যথেষ্ট প্রমাণ পেয়েছি যে লণ্ডনে আপনার পিছনে লোক লেগেছে; কিন্তু সেই লোক কারা বা কি তাদের উদ্দেশ্য এই বড় শহরের লক্ষ লক্ষ লোকের ভিড়ে তার হদিস পাওয়া খুবই শক্ত। তাদের উদ্দেশ্য যদি খারাপ হয়, তারা আপনার ক্ষতিও করতে পারে, আমরা কোনমতেই তা ঠেকাতে পারব না। আপনি জানেন না মিঃ মর্টিমার আজ সকালে আমার বাড়ি থেকে আসবার সময়ও আপনাদের পিছনে লোক লেগেছিল!"

ডাঃ মর্টিমার ভীষণভাবে চমকে উঠল। "লোক লেগেছিল! কারা?"

"দুর্ভাগ্যবশত সেইটেই আপনাকে বলতে পারছি না। আচ্ছা, ডার্টমুরে আপনার প্রতিবেশী বা পরিচিতদের মধ্যে সারা মুখে কালো দাড়িওয়ালা কোন লোক আছে কি?"

"না—দাঁড়ান, ভেবে বলছি—হ্যাঁ হ্যাঁ আছে। স্যার চার্লসের খানসামা ব্যারিমোরের মুখময়ই তো লম্বা কালো দাড়ি আছে।"

"আচ্ছা! ব্যারিমোর এখন কোথায় আছে?"

"হল-এর দেখাশোনা করছে।"

"এখনই জানতে হবে সে সত্যি সেখানে আছে, না ঘটনাচক্রে লণ্ডনে এসেছে।"

"কি করে জানবেন?"

"একখানা টেলিগ্রামের ফর্ম দিন তো।" 'স্যার হেনরির জন্য সব কিছু প্রস্তুত তো?' ব্যাস, এতেই হবে। ঠিকানা লিখুন মিঃ ব্যারিমোর, বাস্কারভিল হল। নিকটতম তার-ঘরটা কোথায়? গ্রিমপেন। ভাল কথা, গ্রিমপেন-এর

পোস্টমাস্টারকেও আর একটা তার করে দিচ্ছি ঃ মিঃ ব্যারিমোরের তারটা তার হাতে-হাতে দেবেন। তিনি যদি অনুপস্থিত থাকেন দয়া করে নর্দাম্বারল্যান্ড হোটেলে স্যার হেনরি বাস্কারভিলকে ফিরতি তার করে জানিয়ে দিন।' সন্ধ্যার আগেই আমরা জানতে পারব ব্যারিমোর ডেভনশায়ারে তার স্বস্থানে আছে কি নেই।"

বাস্কারভিল বলল, "তা বটে। ভাল কথা ডাঃ মর্টিমার, এই ব্যারিমোর লোকটি কে ?"

"বাস্কারভিল হল-এর মৃত বুড়ো তত্ত্বাবধায়কের ছেলে। চার পুরুষ ধরে তারা বাস্কারভিল হল-এর দেখাশোনার কাজ করে আসছে। আমি যতদূর জানি সে ও তার স্ত্রী এই জেলার যে কোন দম্পতির মতই সকলের শ্রদ্ধার পাত্র।"

বাস্কারভিল বলল, "সঙ্গে সঙ্গে এটাও বেশ বোঝা যাচ্ছে, পরিবারের কেউ যতদিন হল-এ বসবাস না করবে ততদিনই তারা একটা মস্তবড় ভাল বাড়ি ভোগ-দখল করতে পারবে, অথচ কাজ কিছুই করতে হবে না।"

"তা ঠিক।"

হোমস জিজ্ঞাসা করল, "স্যার চার্লসের উইল অনুসারে ব্যারিমোরের কিছু লাভ হত কি ?"

"সে ও তার স্ত্রী প্রত্যেকে পাঁচ শ' পাউন্ড করে পেত।"

"অচ্ছা, তারা কি এই টাকার কথা জানত ?"

"হ্যাঁ ; স্যার চার্লস তাঁর উইলের কথা বলতে খুব ভালবাসতেন।"

"এটা বেশ ইণ্টারেস্টিং।"

ডাঃ মর্টিমার বলল, "স্যার চালর্সের কাছ থেকে যারাই কিছু অনুদান পেয়েছে তাদের সকলকেই আপনি সন্দেহের চোখে দেখবেন না আশা করি, কারণ আমার জন্যও তিনি এক হাজার পাউন্ড রেখে গেছেন।"

"বটে ! আর কারও জন্যে ?"

"অনেক ব্যক্তিবিশেষ এবং বহুসংখ্যক দাতব্য প্রতিষ্ঠানের জন্য ছোট অংকের টাকার ব্যবস্থা করে গেছেন। বাকি সবটাই পাবেন স্যার হেনরি।"

"সে বাকি অংশটা কত ?"

"সাত লক্ষ চল্লিশ হাজার পাউন্ড।"

সবিস্ময়ে হোমস তার ভুরু দুটি তুলল। "এ যে এত বিরাট টাকার ব্যাপার সে ধারণাই আমার ছিল না।"

"ধনী হিসাবে স্যার চার্লসের খ্যাতি ছিল, কিন্তু তিনি কত বড় ধনী ছিলেন তার সব সম্পত্তি খতিয়ে দেখার আগে সে কথা আমরাও জানতাম না। জমিদারীর মোট মূল্য দশ লাখ পাউন্ডের কাছাকাছি।"

"বলেন কি ! এ বাজী জিততে একটা মানুষ তো বেপরোয়া খেলায় মেতে উঠতেই পারে। আর একটা প্রশ্ন ডাঃ মর্টিমার। ধরুন যদি আমাদের এই তরুণ বন্ধুর কিছু ঘটে—এই অপ্রীতিকর কল্পনার জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন—তাহলে জমিদারীটা কার উপর বর্তাবে ?"

"যেহেতু স্যার চার্লসের ছোট ভাই স্যার রজার বাস্কারভিল অবিবাহিত অবস্থায়ই মারা গেছেন, সেই হেতু জমিদারীর দখলদার হবেন দূর সম্পর্কের জ্ঞাতি ডেসমণ্ডরা জেমস ডেসমণ্ড ওয়েস্টমোরল্যাণ্ডের একজন প্রবীণ ধর্মযাজক।"

"ধন্যবাদ। বিবরণগুলি খুবই কাজের। মিঃ জেমস ডেসমণ্ডের সঙ্গে আপনার কখনও দেখা হয়েছে কি ?"

"হ্যাঁ ; একবার তিনি স্যার চার্লসের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তাঁর চেহারা শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে, আর তার জীবনও সাধু-সন্তের মত পবিত্র। মনে পড়ছে স্যার চার্লসের পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও তার কাছ থেকে কোন অনুদান নিতে তিনি রাজী হন নি।"

"আর এই সাদাসিদে রুচির লোকটিই হবেন স্যার চার্লসের হাজার-হাজারের উত্তরাধিকারী ?"

"তিনিই জমিদারীর উত্তরাধিকারী হবেন, কারণ উইলের তাই বিধান। বর্তমান মালিক অন্য রকম ব্যবস্থা না করলে নগদ টাকা-পয়সাও তিনিই সব পাবেন, আর নগদের ব্যাপারে বর্তমান মালিক যা খুশি তাই করতে পারেন।"

"স্যার হেনরি, আপনি কি উইল তৈরী করেছেন ?"

"না মিঃ হোমস, করি নি। এখনও সময়ই পাই নি, কারণ মাত্র গতকালই আমি প্রকৃত অবস্থাটা জানতে পেরেছি। কিন্তু আমি মনে করি, নগদ টাকাটা খেতাব ও জমিদারীর সঙ্গেই যুক্ত থাকা উচিত। বেচারি জেঠামশায়েরও তাই ইচ্ছা ছিল। নগদ টাকা হাতে না থাকলে মালিক বাস্কারভিলদের গৌরব পুনরুদ্ধার করবে কেমন করে ? বাড়ি, জমি এবং ডলার একসঙ্গে থাকাই দরকার।"

"ঠিক তাই। দেখুন স্যার হেনরি, অবিলম্বে আপনার ডেভনশায়ার যাবার ব্যাপারে আমি আপনার সঙ্গে একমত। তবে আমি একটা শর্ত আরোপ করতে চাই। আপনি কিছুতেই একা যাবেন না।"

"ডাঃ মর্টিমারও আমার সঙ্গেই ফিরবেন।"

"কিন্তু ডাঃ মর্টিমারের নিজের প্র্যাকটিস আছে, আর তার বাড়িও আপনার বাড়ি থেকে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত। সদিচ্ছা যতই থাকুক, দরকারের সময় তিনি হয় তো আপনাকে সাহায্য করতে পারবেন না। না স্যার হেনরি, এমন একজন বিশ্বাসী লোককে আপনি অবশ্য সঙ্গে নিয়ে

যাবেন যিনি সর্বক্ষণ আপনার পাশে পাশে থাকতে পারবেন।"

"আপনার নিজের পক্ষে কি যাওয়া সম্ভব মিঃ হোমস?"

"অবস্থা সে রকম ঘোরালো হয়ে উঠলে সশরীরে হাজির হতে নিশ্চয় চেষ্টা করব; কিন্তু বুঝতেই তো পারছেন, পরামর্শদাতা হিসাবে আমার এত বড় প্র্যাকটিস এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে অনবরত যে সব ডাক আমার কাছে আসে তার ফলে অনির্দিষ্টকালের জন্য তোমার পক্ষে লণ্ডন ছেড়ে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব। এই মুহূর্তে জনৈক ব্ল্যাকমেলার ইংলণ্ডের সবচাইতে শ্রদ্ধেয় একটি নামকে মসিলিপ্ত করতে চেষ্টা করছে, আর একমাত্র আমিই সে বিপজ্জনক কলংকের হাত থেকে তাকে বাঁচাতে পারি। কাজেই বুঝতেই পারছেন, আমার পক্ষে ডার্টমুর যাওয়া কতদূর অসম্ভব।"

"তাহলে আপনি অন্য কাকে সুপারিশ করেন?"

হোমস তার হাতটা আমার বাহুর উপর রাখল।

"আমার বন্ধু যদি এ কাজ করতে রাজী হন তাহলে বিপদের সময় আপনার পাশে থাকবার পক্ষে তার চাইতে ভাল লোক আর কেউ হতে পারে না। এ কথা আমার চাইতে বেশী জোর দিয়ে আর কেউ বলতে পারবে না।"

প্রস্তাবটির জন্য আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। কিন্তু আমি কোন কথা বলবার আগেই বাস্কারভিল আমার হাতটি ধরে খুশিমনে একটু মুচড়ে দিল।

সে বলল, "এটা আপনার খুবই অনুগ্রহ ডাঃ ওয়াটসন। আমার অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছেন; এ ব্যাপারে আপনি যতটা জানেন আমিও তাই জানি। আপনি যদি বাস্কারভিল হল-এ গিয়ে এ বিপদে আমাকে সাহায্য করেন, তাহলে সে কথা আমি কোন দিন ভুলব না।"

অভিযানের নেশা সব সময়ই আমাকে আকর্ষণ করে; তার উপর হোমসের এবং সঙ্গী হিসাবে আমাকে পাবার জন্য বারনেটের ব্যাগ্রতায় আমি পুলকিত বোধ করলাম।

বললাম, "আনন্দের সঙ্গে আমি যাব। এর চাইতে ভালভাবে দিন কাটাবার অন্য পথের কথা আমি জানি না।"

হোমস বলল, "খুব সতর্কতার সঙ্গে সব কিছু আমাকে জানাবে। কোন রকম সংকট দেখা দিলে, আর তা দেখা দেবেই, আমি তোমাকে কাজের নির্দেশ দেব। আশা করি শনিবারের মধ্যেই সকলে প্রস্তুত হতে পারবেন?"

"ডাঃ ওয়াটসনের পক্ষে ঐ দিনটি সুবিধামত হবে কি?"

"খুব।"

"তাহলে ইতিমধ্যে অন্য কিছু না জানালে শনিবার ১০-৩০-এ প্যাডিংটন থেকে যে ট্রেনটা ছাড়ে তাতেই আবার আমাদের দেখা হবে।"

সবে আমরা উঠে দাঁড়িয়েছি এমন সময় বাস্কারভিল একটা জয়সূচক শব্দ করে উঠল। তারপরেই ঘরের কোণে ছুটে গিয়ে আলমারির নীচ থেকে একপাটি বাদামী বুট টেনে বের করল।

"আমার হারানো বুট!" সে চেঁচিয়ে বলল।

শার্লক হোমস বলল, "আমাদের সব বাধা-বিপত্তিও যেন এমন সহজেই মিলিয়ে যায়!"

ডাঃ মর্টিমার বলল, "কিন্তু এটা তো খুব অদ্ভুত ব্যাপার। লাঞ্চের আগে আমি খুব ভাল করেই এ-ঘরটা খুঁজে দেখেছি।"

স্যার বাস্কারভিল বলল, "আমিও খুঁজেছি, প্রতিটি ইঞ্চি খুঁজেছি।"

"তখন তো এ ঘরে বুটটা ছিল না।"

"তাহলে আমরা যখন খাচ্ছিলাম পরিচারকটা নিশ্চয় তখনই এটা রেখে গেছে।"

জার্মান লোকটিকে ডেকে পাঠান হল। কিন্তু সে এ বিষয়ে কিছুই জানে না। অনেক খোঁজ-খবর করেও কোন হদিস মিলল না। যে সব আপাত উদ্দেশ্যহীন ছোট ছোট রহস্যময় ঘটনা একটার পর একটা অতিদ্রুত ঘটে যাচ্ছিল তার সঙ্গে আরও একটা ঘটনা যুক্ত হল। স্যার চার্লসের মৃত্যুর নিদারুণ ঘটনাকে বাদ দিলে গত দু'দিনের মধ্যে অনেকগুলি দুর্বোধ্য ঘটনা পর পর ঘটে গেল—ছাপার হরফের একটা চিঠি প্রাপ্তি, গাড়িতে কালো দাড়িওয়ালা গুপ্তচর, নতুন বাদামী বুট হারানো, পুরনো কালো বুট হারানো এবং এইমাত্র নতুন বাদামী বুটের প্রত্যাবর্তন। গাড়ি করে বেকার স্ট্রীটে ফিরবার পথে হোমস চুপচাপ বসে রইল। তার অবনত ভুরু ও তীক্ষ্ণ মুখ দেখেই বুঝতে পারলাম, আমার মতই তার মনও এমন একটি পরিকল্পনা তৈরী করতে চেষ্টা করছে যার মধ্যে এই সব বিস্ময়কর ও আপাত-সম্পর্কবিহীন ঘটনাগুলোকে খাপ খাওয়ানো যায়। সারাটা বিকেল এবং বেশ কিছু রাত পর্যন্ত সে তামাক ও চিন্তার মধ্যেই ডুবে রইল।

ঠিক খাবার আগে দুটি তার হাতে এল। প্রথমটিতে লেখা:

"এইমাত্র জানলাম, ব্যারিমোর হল-এই আছে।—বাস্কারভিল।"

দ্বিতীয়টি:

"কথামত তেইশটি হোটেলেই গিয়েছি। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, ''টাইমস''-এর কাটা পাতাটার হদিস পাই নি।—কার্টরাইট।"

"ওয়াটসন, দুটো সুতো কেটে গেল। সব কিছু যখন বিরুদ্ধে চলে যায় তার মত উত্তেজক আর কিছু হতে পারে না। এবার অন্য পথ খুঁজতে হবে।"

"যে গাড়িতে করে গুপ্তচরটি পালিয়েছিল তার কোচয়ান এখনও আমাদের হাতে আছে।"

"ঠিক বলেছ। সরকারী রেজিস্ট্রি থেকে তার নাম ও ঠিকানা জানতে চেয়ে তার করেছি—ঐ যে—এটা যদি আমার প্রশ্নের জবাব না হয় তো বিস্মিত হব।"

ঘণ্টা বাজানোর শব্দে বোঝা গেল জবাবের চাইতেও বেশী সন্তোষজনক কিছু এসেছে; দরজা খুলে চোয়াড়ে-চেহারার একটা লোক ঘরে ঢুকল। নির্ঘাৎ সেই লোক যাকে আমরা খুঁজছি।"

সে বলল, "বড় আপিস থেকে আমাকে জানানো হয়েছে, এই ঠিকানা থেকে একজন ভদ্রলোক ২৭০৪-এর খোঁজ করছেন। সাত বছর আমি গাড়ি চালাচ্ছি, কখনও কোন নালিশ শুনি নি। সেখান থেকে সোজা আপনার কাছে এসেছি, আমার বিরুদ্ধে আপনার কি বলবার আছে সামনাসামনি জানতে চাই।"

হোমস বলল, "দেখ ভালমানুষের ব্যাটা, তোমার বিরুদ্ধে আমার কিছু বলার নেই। বরং আমার কয়েকটা প্রশ্নের যদি পরিষ্কার জবাব দাও তাহলে তোমার জন্য রইল এই আধ গিনি।"

তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে কোচয়ান বলল, ''দিনটা যে খুবই ভাল তাতে আর সন্দেহ কি। বলুন স্যার, কি জানতে চান?''

"যদি আবার কখনও তোমাকে দরকার হয় তাই প্রথমেই চাই তোমার নাম ও ঠিকানা।"

"জন ক্লেটন, ৩ টার্পে স্ট্রীট, বারো। গাড়ি নিয়েছি ওয়াটার্লু স্ট্রীটের নিকটবর্তী শিল্পে-র আড্ডা থেকে।"

শার্লক হোমস কথাগুলি টুকে নিল।

"আচ্ছা ক্লেটন, যে ভাড়াটে আজ সকাল দশটার সময় এখানে এসে এই বাড়িটার উপর নজর রেখেছিল এবং পরে রিজেণ্ট স্ট্রীট বরাবর দুটি ভদ্রলোকের পিছু নিয়েছিল, তার সম্পর্কে কি জান বল তো?"

লোকটিকে বিস্মিত ও কিছুটা বিচলিত মনে হল।

সে বলল, "কিছু বলে তো লাভ দেখছি না, কারণ আমি যা জানি সে সবই তো আপনিও জানেন দেখছি। আসল কথা হল, ভদ্রলোক আমাকে বলেন যে তিনি এক-জন গোয়েন্দা এবং তার কথা যেন আমি কাউকে না বলি।"

"দেখ বাপু, ব্যাপারটা খুবই গুরুতর। যদি আমার কাছ থেকে কিছু লুকোতে চেষ্টা কর তাহলে কিন্তু খুব মুস্কিলে পড়ে যাবে। তুমি বলছ, তোমার ভাড়াটে তোমাকে বলেছেন যে তিনি একজন গোয়েন্দা?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"একথা কখন বলেছেন?"

"চলে যাবার সময়।"

"আর কিছু বলেছেন?"

"তার নামটা বলেছেন।"

"ওহে, নামটাও বলেছেন? এটা তো অবিবেচনার কাজ করেছেন। তা কি নাম বলেছেন?"

কোচয়ান বলল, "তার নাম মিঃ শার্লক হোমস।"

কোচয়ানের জবাব শুনে আমার বন্ধু যেভাবে চমকে উঠল তেমনটি আমি আর কখনও দেখি নি। এক মুহূর্তের জন্য বিস্ময়ে সে একেবারে চুপ করে বসে রইল। তারপরেই প্রাণখুলে হেসে উঠল।

''তুলির একটি টান ওয়াটসন—অনস্বীকার্য একটি টান!" সে বলল। ''আমার মতই দ্রুত ও নমনীয় একটি বুদ্ধির ছাপ আমি দেখতে পাচ্ছি। এবারে সে আমার উপরে একহাত নিয়েছে। তাহলে তার নাম শার্লক হোমস, কি বল?"

"হ্যাঁ স্যার, ভদ্রলোকের তাই নাম।"

''চমৎকার! এবার বল কোথায় তাকে গাড়িতে তুললে এবং তারপর কি কি ঘটল।"

''সাড়ে ন'টার সময় ট্রাফালগার স্কোয়ারে তিনি আমাকে ডাকলেন। তিনি বললেন তিনি একজন গোয়েন্দা এবং সারাদিন যদি তার কথামত কাজ করি এবং কোন প্রশ্ন না করি তাহলে তিনি আমাকে দুই গিনি দেবেন। আমি সানন্দেই রাজী হলাম। প্রথমেই গেলাম নর্দাম্বার-ল্যান্ড হোটেলে, এবং দু'জন ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে আড্ডা থেকে একটা গাড়ি নেওয়া পর্যন্ত সেখানেই অপেক্ষা করলাম। সেই গাড়িটার পিছু নিলাম যতক্ষণ না সেটা এখানেই কোথাও থেমে গেল।"

হোমস বলল, ''ঠিক এই দরজায়।"

"দেখুন, সেটা সঠিক বলতে পারছি না, তবে আমার ভাড়াটে এ সবই জানতেন। এই রাস্তার মাঝামাঝি গিয়ে আমরা দেড় ঘণ্টা অপেক্ষা করলাম। তারপর সেই দুই ভদ্রলোক পায়ে হেঁটে আমাদের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যেতেই আমরা বেকার স্ট্রীট ধরে তাদের পিছু নিলাম এবং—''

"আমি জানি" হোমস বলল।

"রিজেন্ট স্ট্রীটের তিন-পো পথ যাবার পরেই ভদ্রলোক গাড়ির চাপ-দরজাটা তুলে দিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, যত তাড়াতাড়ি পারি গাড়ি চালিয়ে আমি যেন সোজা ওয়াটার্লু স্ট্রীটে পেঁাছে যাই। ঘোড়ার পিঠে চাবুক কসিয়ে দিলাম আর দশ মিনিটের মধ্যেই সেখানে পেঁাছে গেলাম। ঠিক চলে যাবার আগে ঘুরে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, 'তুমি হয় তো জেনে খুশি হবে যে তুমি এতক্ষণ মিঃ শার্লক হোমসকে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে এসেছ।' এইভাবে তার নামটা জেনেছিলাম।"

"তাই বল। তাকে আর দেখতে পাও নি?"

"স্টেশনে ঢুকবার পরে আর দেখি নি।"

"আর মিঃ শার্লক হোমস দেখতে কেমন বল তো?"

কোচয়ান মাথা চুলকোতে লাগল। "দেখুন, তার বর্ণনা দেওয়াটা খুব সোজা নয়। আমার মনে হয় তার বয়স চল্লিশ বছর, উচ্চতা মাঝারি, আপনার থেকে দুই বা তিন ইঞ্চি খাটো। বেশ বাবুর মত পোশাক, মুখে কালো দাড়ি, নিচের দিকে চৌকো করে কাটা, মুখটা বিবর্ণ। এর চাইতে বেশী কিছু বলতে পারব না।"

"চোখের রংটা কেমন?"

"না, তাও বলতে পারব না।"

"আর কিছুই মনে পড়ে না?"

"আজ্ঞে না, কিছুই না।"

"ঠিক আছে; এই নাও তোমার আধ-গিনি। যদি আরও খবর এনে দিতে পার তাহলে আর একটি আধ-গিনিও তোমার জন্য তোলা রইল। গুড নাইট।"

"গুড নাইট স্যার; ধন্যবাদ।"

জন ক্লেটন মুচকি হেসে চলে গেল, আর হোমস আমার দিকে ফিরে দুঃখের হাসি হেসে কাঁধটা ঝাঁকুনি দিল।

"তিন নম্বর সুতোও ভোঁ-কাটা হয়ে গেল, আর আমরা যেখান থেকে শুরু করেছিলাম সেখানেই শেষ করলাম" সে বলল। "ব্যাটা চতুর-চূড়ামণি! আমাদের বাড়ির নম্বর জানত, স্যার হেনরি বাস্কারভিল আমার সঙ্গে পরামর্শ করেছে তাও জানত, রিজেন্ট স্ট্রীটে আমাকে ঠিক চিনতে পেরেছে এবং গাড়ির নম্বর জানতে পেরে আমি কোচওয়ানকে চেপে ধরব সেটা বুঝতে পেরেই এই ধৃষ্টতাপূর্ণ জবাবটি পাঠিয়েছে। আমি তোমাকে বলে রাখছি ওয়াটসন, এবার আমাদের তলোয়ারের যোগ্য শত্রুর সাক্ষাৎই আমরা পেয়েছি। লণ্ডনের খেলায় আমি কিস্তি-মাত হয়ে গেলাম। ডেভনশায়ারে তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হোক, এখন শুধু এই কামনাই করি। কিন্তু এ ব্যাপারেও আমার মন খুশি নয়।"

"কি ব্যাপারে?"

"তোমাকে পাঠানোর ব্যাপারে। খুবই কুৎসিত ব্যাপার ওয়াটসন, যেমন কুৎসিত তেমনি বিপজ্জনক; যতই দেখছি ততই খারাপ লাগছে। সত্যি বলছি ভাই; তুমি হাসতে পার কিন্তু তোমাকে বলে দিচ্ছি, তুমি আবার নিরাপদে সুস্থ দেহে বেকার স্ট্রীটে ফিরে এলে আমি খুবই খুশি হব।"

অধ্যায় ৬

বাস্কারভিল হল

স্যার হেনরি বাস্কারভিল ও ডাঃ মর্টিমার নির্দিষ্ট দিনে তৈরীই ছিলেন, আর আমরাও পূর্বব্যবস্থামত ডেভনশায়ার যাত্রা করলাম। মিঃ শার্লক হোমস আমার সঙ্গে স্টেশনে এসেছিল এবং বিদায়কালীন নিষেধ ও উপদেশ সবই জানিয়ে গেল।

সে বলল, "ওয়াটসন, কোন মতামত দিয়ে বা সন্দেহ প্রকাশ করে তোমার মনকে আমি কোন রকমে প্রভাবিত করব না; আমি শুধু চাই যথাসম্ভব বিস্তারিতভাবে ঘটনার বিবরণ আমাকে পাঠাবে, আর মতামতের ব্যাপারটা আমার উপর ছেড়ে দেবে।"

"কি ধরনের ঘটনা?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"যতই পরোক্ষ হোক এই ঘটনার সঙ্গে সম্পর্ক আছে এ রকম যে কোন জিনিস, বিশেষ করে তরুণ বাস্কারভিল ও তার প্রতিবেশীদের মধ্যে কি রকম সম্পর্ক, অথবা স্যার চার্লসের মৃত্যুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন নতুন বিষয়—এ সবই জানাবে। গত কয়েকদিনে আমি নিজেও কিছু কিছু খোঁজ-খবর নিয়েছি তবে আমার আশংকা হচ্ছে যে তার ফলাফল বিশেষ কার্যকরী হয়নি। শুধু একটি বিষয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, পরবর্তী উত্তরাধিকারী মিঃ জেমস ডেসমণ্ড অত্যন্ত অমায়িক প্রকৃতির একজন প্রবীণ ভদ্রলোক, সুতরাং তার দিক থেকে এই দুর্ঘটনা ঘটে নি। আমি সত্যি সত্যি মনে করি যে আমাদের বিবেচনার পরিধি থেকে তাকে পুরোপুরিই বাদ দেওয়া যেতে পারে। কাজেই বাকি থাকছে সেই সব মানুষ যারা জলাভূমিতে স্যার হেনরি বাস্কারভিলকে ঘিরে থাকবে।"

"প্রথমেই এই ব্যারিমোর দম্পতিকে সরিয়ে দিলেই কি ভাল হয় না?"

"কোন মতেই না। তার চাইতে বড় ভুল আর কিছু হতে পারে না। যদি তারা নির্দোষ হয়, তাহলে তাদের প্রতি নির্মম অন্যায় করা হবে, আবার যদি তারা দোষী হয় তাহলে সে কথা তাদের বুঝিয়ে দেবার সব সুযোগ আমাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে। না, না; সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের তালিকায় তারা অবশ্যই থাকবে। তারপর যতদূর মনে পড়ছে হল-এর একজন সাইসও আছে। আর আছে জলাভূমির দু'জন চাষী। আমাদের বন্ধু ডাঃ মর্টিমার আছেন; অবশ্য আমার বিশ্বাস তিনি প্রকৃতই সৎ লোক; আর আছেন তার স্ত্রী যার সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। আছেন উদ্ভিদবিজ্ঞানী স্টেপ্‌লটন ও তার বোন; শুনেছি তিনি একটি আকর্ষণীয় তরুণী। লাফটার হল-এর মিঃ ফ্রাংকল্যান্ডও আমাদের অপরিচিত। এ ছাড়া আরও দুই একজন প্রতিবেশী আছে। এদের সকলের উপরেই তোমাকে বিশেষ নজর রাখতে হবে।"

"যথাসাধ্য চেষ্টা করব।"

"নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্র আছে।"

"তা আছে। আমার মনে হল ওটা সঙ্গে রাখাই ভাল।"

"অতি অবশ্য। দিন-রাত রিভলবারটা কাছে রাখবে, আর সতর্কতামূলক ব্যবস্থায় কদাপি ঢিল দেবে না।"

আমাদের বন্ধুর ইতিমধ্যেই একটা প্রথম শ্রেণীর কামরার ব্যবস্থা করে প্ল্যাটফর্মে আমাদের জন্যই অপেক্ষা করছিল।

আমার বন্ধুর প্রশ্নের জবাবে ডাঃ মর্টিমার বলল, "না, আর কোন রকম খবর আমরা পাই নি। শুধু একটা কথা দিব্যি করে বলতে পারি যে, গত দু'দিন কেউ আমাদের পিছু নেয় নি। কড়া পাহারার ব্যবস্থা না করে আমরা কখনও বাইরে যাই নি; তাই সেরকম কেউ থাকলে আমাদের নজর এড়াতে পারত না।"

আপনারা দু'জন নিশ্চয় সব সময়ই একসঙ্গে ছিলেন?"

"শুধু গতকাল বিকেল বেলাটা বাদে। শহরে এলে সাধারণতই একটা দিন আমি আমোদ-প্রমোদে কাটাই। তাই গতকাল বিকেলটা কলেজ অফ সার্জন্স-এর মিউজিয়ামে কাটিয়েছি।"

বাস্কারভিল বলল, "আর আমি গিয়েছিলাম পার্কে লোকজন দেখতে। কিন্তু আমাদের কোন অসুবিধাই হয় নি।"

মাথা নেড়ে গম্ভীর মুখে হোমস বলল, "তবু কাজটা সুবিবেচকের মত হয় নি। আপনাকে মিনতি করছি স্যার হেনরি, একাকি কখনও কোথাও যাবেন না। আপনার অন্য বুটটা পেয়েছেন কি?"

"না স্যার, ওটা চিরদিনের মতই গেছে।"

"বটে। এটা তো ভারি ইন্টারেস্টিং।" এই সময় ট্রেনটা চলতে শুরু করায় সে বলল, "আচ্ছা নমস্কার। স্যার হেনরি, ডাঃ মর্টিমার যে বিচিত্র প্রাচীন উপকথাটি আমাদের পড়ে শুনিয়েছেন তার একটি কথা মনে রাখবেন, গভীর রাতের অন্ধকারে প্রেত-শক্তিরা যখন ঘুরে বেড়ায় সেই সময়টা ঐ জলাভূমিকে এড়িয়ে চলবেন।"

ট্রেন যখন প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে অনেক দূর চলে এসেছে তখন একবার পিছনে তাকিয়ে দেখলাম, হোমসের দীর্ঘ, গম্ভীর দেহটি আমাদের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

বেশ দ্রুতগতিতে ও আরামে আমরা চলতে লাগলাম। এই সুযোগে দু'জন সঙ্গীর সঙ্গে আমার পরিচয়কে আরও ঘনিষ্ঠ করে এবং ডাঃ মর্টিমারের কুকুরটির সঙ্গে খেলা করে আমার সময় কাটতে লাগল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বাদামী রঙের মাটিতে লাল রঙের ছোপ লাগল, ইঁটের জায়গায় দেখা দিল পাথর, শক্ত করে বেড়া দেওয়া মাঠে লাল রঙের গরু চরে বেড়াচ্ছে, আর সেখানকার সরস ঘাস ও ঘন গাছপালার প্রাচুর্য বলে দিচ্ছে যে সেখানকার আবহাওয়া একটু স্যাঁতসেঁতে হলেও বেশ সমৃদ্ধ। তরুণ বাস্কারভিল জানালা দিয়ে একাগ্রচিত্তে বাইরে তাকিয়েছিল। একসময় ডেভনের পরিচিত দৃশ্যাবলী চিনতে পেরে সে আনন্দে কথা বলে উঠল।

"ডাঃ ওয়াটসন, এখান থেকে চলে যাবার পরে পৃথিবীর অনেক দেশে আমি গিয়েছি, কিন্তু এর সঙ্গে তুলনা করবার মত কোন জায়গা দেখি নি।"

আমি বললাম, "নিজের জেলার নামে শপথ করে না এমন একজন ডেভনশায়ারের মানুষও আমি কখনও দেখি নি।"

ডাঃ মর্টিমার বলল, "সেটা নির্ভর করে যতটা জেলার উপর ঠিক ততটাই মানুষের শিক্ষা দীক্ষার উপর। আমাদের বন্ধুর দিকে একনজর তাকালেই তার সেল্ট-বংশীয় গোল মাথা ও তার ভিতরকার সেল্ট-সুলভ উৎসাহ ও অনুরাগের শক্তি চোখে পড়ে। বেচারি স্যার চার্লসের মাথা ছিল একটু বিরল ধরনের, বৈশিষ্ট্যের বিচারে অর্ধেক গলীয় এবং অর্ধেক আইভানীয়। কিন্তু বাস্কারভিল হল যখন শেষ দেখেছেন তখন তো আপনি খুবই ছোট ছিলেন, তাই না?"

"আমার বাবার মৃত্যুকালে আমার বয়স ছিল কুড়ির

নীচে ; কিন্তু বাবা দক্ষিণ উপকূলে একটা ছোট কুটিরে থাকতেন বলে আমি কখনও হল দেখি নি। তারপরই সোজা চলে যাই আমেরিকায় এক বন্ধুর কাছে। তাই তো আপনাকে বলছি, এ সব কিছুই ডাঃ ওয়াটসনের কাছে যেমন নতুন আমার কাছেও তাই। সেই জন্যই তো জলাভূমিটা দেখবার আমার এত বেশী আগ্রহ।"

"তাই বুঝি? তাহলে আপনার সে বাসনা সহজেই পূর্ণ হবে, কারণ আপনার সামনে ঐ সেই জলাভূমির প্রথম দর্শন" গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরেটা দেখিয়ে ডাঃ মর্টিমার কথাগুলি বলল।

সবুজ মাঠের চৌখুপি এবং অরণ্যরাজির নীচু রেখা পেরিয়ে দূরে দেখা গেল একটা ধূসর বিষণ্ণ পাহাড়, তার শিখরদেশ অদ্ভুতভাবে খাঁজকাটা, দীর্ঘ দূরত্বের জন্য অনুজ্জ্বল ও অস্পষ্টতায় ঢাকা বলে স্বপ্নে-দেখা একটা অবাস্তব দেশ বলে মনে হচ্ছে। একদৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে বাস্কারভিল অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। যে বিচিত্র দেশে তার রক্তের সম্পর্কের মানুষরা দীর্ঘকাল ধরে রাজত্ব করে গেছে, তাদের গভীর চিহ্ন এঁকে রেখে গেছে, সেই দেশকে প্রথম দেখতে পাওয়া যে তার কাছে কতখানি প্রাওয়া সেটা তার ব্যাকুল মুখের দিকে তাকিয়েই আমি বুঝতে পারছিলাম। টুইডের সুট পরে গদ্যময় রেলগাড়ির এককোণে সে বসে আছে, তার কথায় মার্কিনী টান, তথাপি তার গাঢ় ভাবময় মুখে আমি যেন নতুন করে দেখতে পেলাম, প্রদীপ্ত স্বেচ্ছাচারী, জমিদারী রক্তের দীর্ঘ বংশধারার একজন প্রকৃত উত্তরাধিকারীকে। তার ঘন ভুরুযুগলে, দুই স্পর্শকাতর নাসারন্ধ্রে ও আয়ত পিঙ্গল চোখে সেই অহংকার, সাহস ও শক্তির প্রকাশ। সেই মুহূর্তে আমার মনে হল, এই নিষিদ্ধ জলাভূমিতে যে ভয়ংকর বিপজ্জনক অভিযানে আমরা পদক্ষেপ করতে চলেছি, এই মানুষটি তার উপযুক্ত সঙ্গীই বটে ; এই নিশ্চিত বিশ্বাসে এর জন্য আসন্ন বিপদের ঝুঁকি মাথায় নেওয়া চলে যে, একান্ত সাহসিকতার সঙ্গে সেও এই বিপদের অংশীদার হতে পারবে।

একটা ছোট স্টেশনে ট্রেনটা দাঁড়াতে আমরা সকলেই নেমে পড়লাম। নীচু সাদা প্রাচীরের বাইরে দুই ঘোড়ার একটা ছোট গাড়ি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। আমাদের আগমন বুঝি এখানকার পক্ষে একটা বড় ঘটনা, কারণ স্টেশনমাস্টার ও কুলিরা আমাদের মালপত্র বয়ে নেবার জন্য ভীড় করে দাঁড়াল। একটি সুন্দর, সরল গ্রাম্য অঞ্চল, কিন্তু আমি দেখে বিস্মিত হলাম যে, দুটি গাঢ় ইউনিফর্মধারী সৈনিকের মত লোক ছোট রাইফেলের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টিতে আমাদের গমন-পথের দিকে তাকিয়ে আছে। কঠিন মুখ, পাকানো দড়ির মত শক্ত-দেহ কোচয়ানটি স্যার হেনরি বাস্কারভিলকে অভিবাদন করল। তার কয়েক মিনিট পরেই চওড়া সাদা রাস্তা ধরে আমরা ছুটে চললাম। আমাদের দুই ধারেই বিস্তীর্ণ চারণ-ভূমি ঘুরতে ঘুরতে পিছনে সরে যাচ্ছে; ঘন সবুজ গাছপালার ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে তিন-কোণা পুরনো বাড়িগুলি উঁকি দিচ্ছে; আর সেই শান্ত রৌদ্রোজ্জ্বল গ্রামাঞ্চলের পিছনে সান্ধ্য আকাশের পশ্চাৎ-পটের উপর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে অসমতল অশুভদর্শন পাহাড়গুলোর দ্বারা বিঘ্নিত সেই জলাভূমির দীর্ঘ বিষণ্ণ বাঁকা রেখাটি।

গাড়িটা বাঁক ঘুরে একটা ছোট রাস্তায় পড়ল। শতাব্দী কাল ধরে অনেক গাড়ির চাকায় বিধ্বস্ত নীচু গলি-পথ ধরে আমরা এঁকেবেঁকে অগ্রসর হতে লাগলাম। পথের দুই ধারে উঁচু পাড়, ভিজে শ্যাওলা ও তাজা নিশাদলের ঝোপে ছাওয়া। তামাটে রঙের পাতাবাহার ও ছিট-ছিট কাঁটাগাছের সারির উপর অস্ত-সূর্যের আলো পড়ে চিকচিক করছে। ধীরে ধীরে কিছুটা উপরে উঠে আমরা একটা ছোট পাথরের সেতু পার হলাম। পথের পাশ দিয়ে একটা ছোট নদী সশব্দে বয়ে চলেছে ; তার তীব্র স্রোতধারা ধূসর রঙের পাথরগুলোর গায়ে ধাক্কা খেয়ে ফেনায়িত গর্জনে ছুটে যাচ্ছে। রাস্তা ও জলস্রোত দুইই ওক ও ফার গাছের ঘন জঙ্গলে ঢাকা একটা উপত্যকার ভিতর দিয়ে এঁকেবেঁকে চলেছে। পথের প্রতিটি বাঁকে বাস্কারভিল আনন্দে চেঁচিয়ে উঠছে, ব্যাকুল চোখে চারদিকে তাকাচ্ছে আর নানা রকম প্রশ্ন করছে। তার চোখে সব কিছুই সুন্দর, কিন্তু আমার চোখে তাতে যেন একটু বিষাদের ছোঁয়া লেগেছে, চারদিকের দৃশ্যাবলীতে বর্ষাশেষের একটা সুস্পষ্ট আভাষ। ঝরা পাতায় পথ ঢেকে আছে, গাড়ির টানে সেগুলি উড়ে এসে আমাদের গায়ে পড়ছে। একসময় আমাদের গাড়ির চাকার শব্দ থেমে গেল ; পচা ঘাসপাতার উপর দিয়ে গাড়িটা এগিয়ে চলেছে—আমার মনে হল, বাস্কারভিলবংশের উত্তরাধিকারীর গৃহ-প্রত্যাবর্তন উপলক্ষ্যে প্রকৃতি স্বয়ং যেন গাড়ির সম্মুখে এই বিষণ্ণ উপহার বিছিয়ে দিয়েছে।

"হ্যালোয়া!" ডাঃ মর্টিমার চেঁচিয়ে উঠল, "ওটা কি?"

জলাভূমির শেষ প্রান্তে বুনো ঝোপ-জঙ্গলে ঢাকা একটা মাটির ঢিবি খাড়া উঠে গেছে। তার মাথায় বেদীর উপর দণ্ডায়মান কোন অশ্বারোহী প্রস্তর-মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে একটি সৈনিক ; তার কঠিন কালো দেহের কাঁধের উপর একটা রাইফেল বাগিয়ে ধরেছে। যে-রাস্তাটা ধরে

আমরা এগিয়ে চলেছি তার উপরেই তার কড়া নজর।

ডাঃ মর্টিমার জিজ্ঞাসা করল, "ওটা কি পার্কিন্স?"

আমাদের কোচয়ান আসনে বসেই ঘাড়টা ঘোরাল।

"প্রিন্সটাউন থেকে পলাতক একটা কয়েদী স্যার। আজ তিনদিন হল সে ওখানে ঢুকেছে; সেপাই-শান্ত্রীরা প্রতিটি রাস্তায়, প্রতিটি ঘাঁটিতে ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, কিন্তু এখনও তারা তার হদিস করতে পারে নি। আর এটাও ঠিক কথা যে এখানকার চাষীদের কাছে এ-ব্যাপারটা ভাল ঠেকছে না।"

"আচ্ছা, শুনেছি ওই লোকটার খবর যে দিতে পারবে তাকে পাঁচ পাউন্ড পুরস্কার দেওয়া হবে?"

"হ্যাঁ স্যার, তবে গলাটা কাটা যাবার ঝুঁকির তুলনায় পাঁচ পাউন্ড বড়ই অল্প টাকা। দেখুন, লোকটা কোন সাধারণ কয়েদী নয়। কোন জায়গায়ই সে বেশী দিন থাকে না।"

"তাহলে লোকটা কে?"

"ওই তো সেল্‌ডেন, নটিং পাহাড়ের খুনী।"

ঘটনাটার কথা আমার বেশ ভালই মনে আছে; সেই হত্যাকাণ্ডের অদ্ভুত হিংস্রতা এবং খুনির প্রত্যেকটি কাজের উচ্ছৃংখল পাশবিকতার দরুন হোমস সে মামলাটায় খুবই আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। তার কাজকর্ম এতদূর ভয়াবহ যে তার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্পর্কে কিছুটা সন্দেহ দেখা দেওয়াতেই তার মৃত্যুদণ্ড হ্রাস করা হয়েছিল। আমাদের গাড়ি একটা চড়াইয়ের উপর উঠতেই ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পাথরে ভরা একটা বিরাট বিস্তার আমাদের সামনে ভেসে উঠল। সেদিক থেকে একটা ঠাণ্ডা বাতাস এসে আমাদের শরীরে কাঁপুনি ধরিয়ে দিল। ওই নির্জন প্রান্তরের কোনও এক স্থানে গর্তের মধ্যে লুকিয়ে-থাকা বন্য পশুর মত ওই শয়তান লোকটিও ওৎ পেতে আছে; যে মানুষরা তাকে সমাজ-জীবন থেকে বিতাড়িত করেছে তাদের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ তার অন্তরকে পূর্ণ করে রেখেছে। এই খা-খা প্রান্তর, এই জমাট-করা ঠাণ্ডা বাতাস, আর এই কালো আকাশে রয়েছে যে বিপদের সংকেত তাকে পূর্ণ করে তুলবার জন্যই বুঝি এই লোকটির উপস্থিতিরও প্রয়োজন ছিল। এমন কি বাস্কারভিলও চুপ করে গেল; ওভারকোটটা আরও ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিল।

উর্বর মাটির দেশ আমরা অনেকটা নীচে পিছনে ফেলে এসেছি। একবার পিছন ফিরে সেদিকে তাকালাম। অস্তগামী সূর্যের তির্যক রশ্মি পড়ে জলস্রোতগুলি সোনালী সুতোর রূপ ধারণ করেছে, আর লাঙলের ফালে ও নানা গাছগাছালির জটলায় নবরূপে রূপান্তরিত লাল মাটি যেন জ্বল্ জ্বল্ করছে। সামনের রাস্তাটা ক্রমেই নির্জনতর হয়ে মস্ত বড় বড় পাথরের চাঁই ছড়ানো লাল্‌চে-বাদামী আপেল ও অলিভ গাছে ঢাকা উৎরাই ধরে নেমে গেছে। মাঝে মাঝে দু'একটা কুটির চোখে পড়ছে; পাথরের ছাদ, পাথরের দেওয়াল; কোথাও একটা লতা পর্যন্ত তার কঠোরতাকে দূর করে নি। হঠাৎ একটা বাটির মত নীচু জায়গা আমাদের চোখে পড়ল; বহু বছরের ঝড়ের দাপটে মোচড়ানো ও নোয়ানো অনেকগুলি ওক ও ফার গাছ ইতস্তত ছড়ানো। সেই সব গাছের উপর দিয়ে দুটি উঁচু অট্টালিকার মাথা দেখা দিল। কোচয়ান তার চাবুকটা সেই দিকে ঘুরিয়ে ধরল।

বলল, "বাস্কারভিল হল।"

বাড়ির মালিক ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। তার মুখ লাল হয়ে উঠেছে। চোখ দুটি চকচক করছে। একদৃষ্টিতে সে তাকিয়ে আছে। আর কয়েক মিনিট পরেই আমরা বাড়ির সদর ফটকে পৌঁছে গেলাম। লোহার তৈরী অদ্ভুত সব কারুকার্যের গোলকধাঁধা; দুই পাশে কাল-জীর্ণ দুটি শ্যাওলায় ঢাকা স্তম্ভের গায়ে বাস্কারভিল-বংশের প্রতীক শূকরের মাথা খোদাই করা। বাড়িটি কালো গ্রানাইট পাথর ও কড়ি-বরগার হাড় বের-করা একটা ধ্বংসস্তূপ। কিন্তু তার মুখোমুখি রয়েছে আর একটা অর্ধসমাপ্ত নতুন বাড়ি, স্যার চার্লসের দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আনা সোনার প্রথম ফসল।

ফটক পেরিয়ে আমরা বাগানের পথে পড়লাম। ঝরে-পড়া পাতার উপর চলতে থাকায় গাড়ির চাকার শব্দ আবার মিলিয়ে গেল। বড় বড় প্রাচীন সব গাছের শাখা-প্রশাখা আমাদের মাথার উপরে ছড়িয়ে পড়ে যেন একটা গম্ভীর সুড়ঙ্গপথের সৃষ্টি করেছে। সেই দীর্ঘ ছায়াচ্ছন্ন পথের শেষ-প্রান্তে যেখানে প্রাচীন বাড়িটা ভূতের মত অস্পষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেদিকে তাকিয়ে বাস্কারভিলের বুকটা কেঁপে উঠল।

নীচু গলায় সে জিজ্ঞাসা করল, "এখানেই কি?"

"না, না; ঝাউ-বীথিটা অন্য দিকে আছে।"

তরুণ বংশধর বিষণ্ণ মুখে চারদিকে তাকাল।

তারপর বলল, "এরকম একটা জায়গা জেঠামশায়ের মনে যে আসন্ন বিপদের আশংকা জাগাবে সেটা আশ্চর্য কিছু নয়। এ অবস্থা যেকোন মানুষকে শংকিত করে তুলবার পক্ষে যথেষ্ট। আমি চাই, ছ' মাসের মধ্যেই এখানে এক সার বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা করা হোক। আর হল-এর ফটকের ঠিক সামনে একটা হাজার-শক্তির 'সোয়ান অ্যান্ড এডিসন' জ্বালালে এ সব কিছুই থাকবে না।"

একটা প্রশস্ত ঘাসে-ঢাকা জমিতে গিয়ে পথটা শেষ হয়েছে। আমাদের সামনেই বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। পড়ন্ত আলোয় দেখলাম, শক্ত গাঁথুনির মূল বাড়িটা থেকে একটা গাড়ি-বারান্দা বেরিয়ে এসেছে। বাড়ির সামনের দিকটা আইভি লতায় ঢাকা, শুধু এখানে-ওখানে কিছু জায়গায় লতাগুলো কেটে জানালার মুখ বা অস্ত্র-মুখগুলো খোলা রাখা হয়েছে। ঐ মাঝখানের অংশের উপর থেকেই উঁচু চূড়াগুলি উঠে গেছে; প্রাচীন চূড়া দুটির গায়ে অনেক অস্ত্র-মুখ ও ফোকড় কাটা রয়েছে। বুরুজের বাঁ দিকে এবং ডান দিকে কালো গ্র্যানাইট পাথরের দুটো অপেক্ষাকৃত নতুন অংশ জুড়ে দেওয়া হয়েছে। ভারী গরাদে দেওয়া জানালা-গুলোর ভিতর দিয়ে একটা অস্পষ্ট আলো ছড়িয়ে পড়েছে, এবং খাড়া উঁচু কোণওয়ালা ছাদের উপর থেকে উঠে যাওয়া উঁচু চিমনির মুখ থেকে একরাশ কালো ধোঁয়া উঠে চার-দিকে ছড়িয়ে পড়ছে।

"স্বাগত স্যার হেনরি! বাস্কারভিল হল-এ সুস্বাগত!"

গাড়ির দরজা খুলে দেবার জন্য গাড়ি-বারান্দার অন্ধ-কারের ভিতর থেকে একটি লম্বা লোক নেমে এল। হল-এর হলদে আলোয় একটি অস্পষ্ট নারীমূর্তিও চোখে পড়ল। সেও বেরিয়ে এসে আমাদের মালপত্র নামাতে লোকটিকে সাহায্য করতে লাগল।

ডাঃ মর্টিমার বলল, "সার হেনরি, আমি গাড়ি নিয়ে সোজা বাড়ি চলে যাচ্ছি বলে কিছু মনে করবেন না। আমার স্ত্রী আমার জন্য অপেক্ষা করে আছেন।"

"আপনি নিশ্চয়ই এখানে থেকে খেয়ে যাবেন তো?"

"না, আমি এখনই যাব। বাড়িতে অনেক কাজও পড়ে আছে। বাড়িটা ভাল করে দেখাবার জন্য হয় তো আমি থেকে যেতাম, কিন্তু সে কাজ আমার চাইতে ব্যারিমোরই ভাল করতে পারবে। নমস্কার। দিনে বা রাতে যখনই দরকার হবে আমাকে ডেকে পাঠাতে কোন রকম সংকোচ করবেন না।"

চাকার শব্দ দূরে মিলিয়ে গেলে স্যার হেনরি ও আমি হল-এর ভিতরে ঢুকলাম। আমাদের পিছনে দরজাটা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। একটা চমৎকার ঘরে আমরা ঢুকলাম। বেশ বড়, উঁচু. অনেক দিনের পুরনো কালো ওক-কাঠের মোটা মোটা বরগা দেওয়া ছাদ। পুরনো ধাঁচের মস্ত বড় অগ্নি-কুণ্ডের মধ্যে কাঠের আগুন ফট্ ফট্ শব্দ করে জ্বলছে। স্যার হেনরি ও আমি সেই আগুনের সামনে দুটো হাতই মেলে ধরলাম, কারণ দীর্ঘ পথযাত্রায় আমাদের হাত-পা একেবারে অবশ হয়ে এসেছে। তারপর চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখলাম পুরনো ঘসা কাঁচের উঁচু ও সরু সরু জানালা, দেওয়ালে ওক-কাঠের চৌখুপি, হরিণের মাথা ও নানা ধরনের অস্ত্রপাতি; মাঝখানে রাখা বাতির আবছা আলোয় সব কিছুই অস্পষ্ট ও গম্ভীর দেখাচ্ছে।

স্যার হেনরি বলল, "ঠিক এই রকমটাই আমি কল্পনা করেছিলাম; এটাই কি একটা প্রাচীন পারিবারিক বাস-ভবনের আসল ছবি নয়? ভাবুন তো, এই একই হল-এ আমার আপনজনরা পাঁচশ' বছর ধরে বাস করেছেন? এ কথা ভাবতেও আমার কেমন অদ্ভুত লাগছে।"

আমি দেখলাম, চারদিকে তাকিয়ে তার মুখখানি বালক-সুলভ উৎসাহে ও উত্তেজনায় জ্বল্ জ্বল্ করছে। আলোটা সোজা তার উপরে এসে পড়েছে, কিন্তু লম্বা ছায়াগুলি দেওয়াল বেয়ে এসে তার মাথার উপরে একটা আলো-ছায়ার চাঁদোয়া সৃষ্টি করেছে। সব মালপত্র আমাদের ঘরে তুলে দিয়ে ব্যারিমোর ফিরে এল। সুশিক্ষিত ভৃত্যের ভঙ্গীতে সে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। লোকটির চেহারা মনে রাখবার মত; লম্বা, সুদর্শন, চৌকো কালো দাড়ি এবং বিষণ্ণ অথচ বিশিষ্ট মুখশ্রী।"

"খাবার কি এখনই দেব স্যার?"

"খাবার তৈরী?"

"কয়েক মিনিটের মধ্যেই হয়ে যাবে স্যার। আপনাদের ঘরেই গরম জল দেওয়া হয়েছে। স্যার হেনরি, নতুন করে ব্যবস্থাদি না করা পর্যন্ত আপনার সঙ্গে এখানে থাকতে পারলে আমার স্ত্রী ও আমি খুবই খুশি হব। তবে বুঝতেই তো পারছেন, নতুন ব্যবস্থায় এ বাড়িতে আরও অনেক লোকজনের দরকার হবে।"

"কিসের নতুন ব্যবস্থা?"

"মানে, আমি বলতে চেয়েছিলাম স্যার, স্যার চার্লস তো অবসর-জীবন যাপন করতেন, তাই আমরাই তার সব প্রয়োজন মিটিয়ে চলতে পারতাম। কিন্তু এখন তো স্বভাবতই আপনার কাছে অনেক লোকজন আসবে, এবং গৃহস্থালির ব্যবস্থারও সেই অনুপাতে পরিবর্তন করতে হবে।"

"তোমার স্ত্রী ও তুমি কি এখান থেকে চলে যেতে চাও?"

"একমাত্র যখন আপনার পক্ষে সুবিধা হবে স্যার।"

"কিন্তু তোমাদের পরিবার তো কয়েক পুরুষ ধরে আমাদের সঙ্গে কাটিয়েছে, তাই নয় কি? সেই পুরনো পারিবারিক সম্পর্কটাকে ছেদ করে যদি আমাকে এখানকার জীবন শুরু করতে হয় তাহলে আমি খুবই দুঃখ পাব।"

খানসামাটির সাদা মুখের উপর আমি যেন ভাবের উচ্ছ্বাস খেলে যেতে দেখলাম।

"আমিও তাই মনে করি স্যার, আর আমার স্ত্রীও তাই মনে করে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি স্যার, আমরা দু'জনই স্যার চার্লসকে বড় ভালবাসতাম ; তাঁর মৃত্যুতে আমরা এতই মর্মাহত হয়েছি যে এখানকার পরিবেশই আমাদের কাছে বেদনাদায়ক হয়ে উঠেছে। তাই তো ভয় হয়, বাস্কারভিল হল-এ আর কখনও বুঝি আমরা মনের শান্তিতে থাকতে পারব না।"

"কিন্তু তোমরা কি করতে চাও?"

"এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই স্যার যে একটা ছোটখাট ব্যবসা করে কোনমতে নিজেদের চালিয়ে নিতে পারব। স্যার চার্লসের উদারতার গুণে সে অর্থের সংস্থান আমাদের আছে। কিন্তু স্যার, এবার চলুন, আপনাদের ঘরগুলো দেখিয়ে দিই।"

পুরনো হল-এর মাথায় একটা চৌকোণা খাম্বাদার বারান্দা উঠে গেছে ; দুটো সিঁড়ি দিয়ে সেখানে ওঠা যায়। সেখান থেকেই দুটো লম্বা বারান্দা পুরো বাড়িটার দুই দিকে প্রসারিত. আর সবগুলি শোবার ঘরের দরজাই সেই লম্বা বারান্দার দিকে খোলে। আমার এবং বাস্কারভিলের শোবার ঘর দুটো একই অংশে, প্রায় পাশাপাশি। বাড়ির মাঝখানের অংশের তুলনায় এই ঘরগুলি অনেক বেশী আধুনিক। এ-বাড়িতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের উপর যে বিষণ্ণতার প্রভাব পড়েছিল এখানকার দেওয়ালের ঝকঝকে কাগজ ও অসংখ্য মোমবাতির জন্য তা যেন অনেকটা দূর হয়ে গেল।

কিন্তু খাবার ঘরের দরজাটা হল-এর দিকে খোলায় সে অংশটা ছায়াচ্ছন্ন ও বিষণ্ণ। ঘরটা খুব লম্বা ; যে উঁচু বেদীমত জায়গায় একটা সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হয় সেখানে বসে পরিবারের লোকেরা, আর নীচু অংশে বসে অন্য সব লোক। এক প্রান্তে আছে চারণদের জন্য রেলিং-ঘেরা গ্যালারি। মাথার উপরে কালো কালো বরগা ও তার পরে ধোঁয়ায় কালো সিলিং। এ ঘরে যখন সারি সারি মশাল জ্বলত, আর সেকালের ভোজসভায় রঙের জৌলুষ ও হৈ-হল্লায় ঘরটা ভরে উঠত, তখন হয়তো অবস্থাটা অন্য রকম ছিল ; কিন্তু আজ কালো পোশাক-পরা দু'জন ভদ্রলোক যখন ঢাকা বাতির আলোর বৃত্তের মধ্যে গিয়ে বসল, তখন একজনের কণ্ঠস্বর আপনা থেকেই থেমে গেল, আর অপর জনের মনের সব উৎসাহ গেল নিভে। এলিজাবেথের যুগের নাইট থেকে আরম্ভ করে রিজেন্সি-যুগের ফুলবাবু পর্যন্ত নানা বিচিত্র পোশাক-পরিচ্ছদে সজ্জিত পূর্ব-পুরুষের দল অস্পষ্ট আলোয় আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে, তাদের নিঃশব্দ উপস্থিতি দিয়ে আমাদের যেন ভয় দেখাচ্ছে: কথাবার্তা সামান্যই হল; আর খাওয়া শেষ করে আমরা যখন বিলিয়ার্ড-রুমে গেলাম ও একটা সিগারেট ধরাতে পারলাম তখন আমার মনটা অত্যন্ত খুশিতে ভরে উঠল।

স্যার হেনরি বলে উঠল, "আমি বলছি, এটা খুব সুখের জায়গা নয়। হয় তো ধীরে ধীরে মন বসবে, কিন্তু এই মুহূর্তে যেন কিছুতেই খাপ খাওয়াতে পারছি না। এরকম একটা বাড়িতে একা একা থেকে জেঠামশায় যদি কিছুটা বিচলিত বোধ করে থাকেন তাতে আমি বিস্মিত হচ্ছি না। যা হোক, আপনি যদি ইচ্ছা করেন তো আজ রাতটা সকাল-সকাল শুয়ে পড়ুনগে। হয় তো ভোরে সব কিছুই আরও ভাল লাগবে।"

শুতে যাবার আগে পর্দা সরিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। হল-এর ফটকের সামনেকার খোলা-ঘাসে-ঢাকা জায়গাটার উপরেই জানালাটা খুলল। দূরে বাতাসের আন্দোলনে দুই সারি গাছ মাথা দুলিয়ে আর্তনাদ করছে। ধাবমান মেঘের ফাঁকে আধখানা চাঁদ উঁকি দিল। তারই ঠাণ্ডা আলোয় গাছপালার ওপারে দেখা দিল উঁচু-নীচু পাহাড়ের রেখা, আর সেই বিষণ্ণ জলাভূমির দীর্ঘ বাঁকা রেখাটি। সারাদিনের ধারণার সঙ্গে এই সর্বশেষ ধারণাটিও মিলে গেল। পর্দাটা টেনে দিলাম।

কিন্তু সেটাই বুঝি শেষ ধারণা নয়। প্রচুর ক্লান্তি সত্ত্বেও ঘুম এল না; অস্থিরভাবে এ-পাশ ও-পাশ করে ঘুমকে অনেক সাধ্য-সাধনা করলাম, কিন্তু সে এল না। অনেক দূরের একটা পেটাঘড়িতে প্রতি পনেরো মিনিট অন্তর ঘণ্টা বাজতে লাগল ; তাছাড়া সারা বাড়িটা যেন একটা মৃত্যু-ঘন নৈঃশব্দে আচ্ছন্ন হয়ে রইল। আর তারপরই হঠাৎ মধ্য-রাত্রিতে একটা স্পষ্ট, অভ্রান্ত, প্রতিধ্বনিত শব্দ আমার কানে এসে লাগল। একটি মহিলার ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ, অসহ্য দুঃখে দীর্ণ-হৃদয় কে যেন অনুচ্চারিত চাপা কণ্ঠে বিলাপ করছে। বিছানায় উঠে বসে কান পেতে শুনতে লাগলাম। শব্দটা অনেক দূর থেকে আসছে না ; মনে হল যেন বাড়ির ভিতর থেকেই আসছে। প্রতিটি স্নায়ুতন্ত্রীকে সজাগ রেখে প্রায় আধঘণ্টা অপেক্ষা করলাম, কিন্তু ঘড়ির দূরাগত শব্দ ও দেওয়ালের আইভি লতার খস্-খস্ শব্দ ছাড়া আর কিছুই শুনতে পেলাম না।

অধ্যায় ৭

মেরিপিট হাউসের স্টেপ্‌ল্‌টন্‌রা

বাস্কারভিল হল-এর প্রথম অভিজ্ঞতা আমাদের দু'জনেরই মনে যে ভয়ংকর ধূসরতার ছায়া ফেলেছিল, পরদিন সকালের সতেজ সৌন্দর্য তার অনেকখানিই মুছে দিল। স্যার হেনরি ও আমি যখন প্রাতরাশে বসলাম তখন খাড়া গরাদে দেওয়া জানালা দিয়ে সূর্যের আলো এসে ঘরটাকে ভরে দিয়েছে। সোনালী কিরণে কাঠের চৌখুপি-গুলি তামার মত জ্বল্‌ জ্বল্‌ করছে; এই ঘরটাই যে কাল সন্ধ্যায় আমাদের মনকে এতখানি বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন করে-ছিল আজ যেন সেটা ভাবাই যায় না।

ব্যারনেট বলল, "মনে হচ্ছে, দোষটা আমাদেরই, বাড়িটার নয়। দীর্ঘ পথশ্রমে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, গাড়ির ধকলে শরীর অসাড় হয়ে পড়েছিল, তাই সমস্ত জায়গাটাই কেমন উদাস-উদাস লেগেছিল। এখন আমরা সুস্থ হয়েছি, তাজা হয়েছি, তাই সব কিছুই আবার ভাল লাগছে।"

আমি বললাম, "কিন্তু তার সবটাই তো কল্পনা ছিল না। যেমন ধরুন, কাল রাতে কেউ, মনে হয় কোন স্ত্রীলোক, সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছে, তা কি আপনি শুনেছেন?"

"আশ্চর্য কথা তো, কারণ আধো ঘুমের মধ্যে আমারও মনে হয়েছিল যেন ঐ ধরনের কিছু আমিও শুনেছি। তার-পর অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও যখন আর কিছু শুনতে পেলাম না, তখন ভাবলাম সবটাই স্বপ্নমাত্র।"

"কিন্তু আমি স্পষ্ট শুনেছি এবং আমি নিশ্চিত যে সে কান্না কোন স্ত্রীলোকের।"

"তাহলে তো এখনই ব্যাপারটা জানতে হচ্ছে।"

ঘণ্টা বাজিয়ে সে ব্যারিমোরকে জিজ্ঞাসা করল, এ ব্যাপারে সে কিছু জানে কি না। আমার মনে হল, মনিবের প্রশ্ন শুনে খানসামাটির ফ্যাকাসে মুখটা আরও ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

সে বলল, "স্যার হেনরি, এ বাড়িতে মাত্র দুটি স্ত্রীলোক থাকে। একটি ঝি, সে বাড়ির অপর অংশে ঘুমোয়। আর একটি আমার স্ত্রী। আমি শুধু এইটুকু বলতে পারি যে সে-শব্দ তার কাছ থেকে আসতে পারে না।"

কিন্তু কথাটা সে মিথ্যা বলেছে, কারণ প্রাতরাশের পরে ঘটনাক্রমে সে লম্বা বারান্দায় যখন আমি মিসেস ব্যারিমোরকে দেখতে পেলাম, তখন তার গোটা মুখের উপর সূর্যের আলো পড়েছিল। বেশ বড়সড়, মোটাসোটা, অবিচলিত মানুষটি; মুখের ভাব কঠিন ও স্পষ্ট। কিন্তু তার স্বচ্ছ, টলটলে চোখের দুটি ফোলা-ফোলা পাতা তুলে সে আমার দিকে তাকাল। তাহলে সেই তো রাতের বেলা কেঁদেছে, আর তাই যদি হয় তাহলে তো স্বামীও নিশ্চয় সেকথা জানে। অথচ সত্য প্রকাশ পাবে এ-কথা জেনেও সে মিথ্যা বলার ঝুঁকি নিয়েছে। কেন সে তা করল? তার স্ত্রীই বা এমন করুণভাবে কাঁদছিল কেন? এই বিবর্ণ-মুখ, সুদর্শন কালো দাড়িওয়ালা লোকটিকে ঘিরে তাই একটা রহস্য ও বিষাদের ছায়া যেন ঘনিয়ে উঠতে লাগল। স্যার চার্লসের মৃতদেহ সেই প্রথম দেখেছিল আর কি অবস্থায় সেই বৃদ্ধ লোকটির মৃত্যু ঘটেছিল সে বিষয়েও একমাত্র তার মুখের কথা ছাড়া আর কিছুই আমরা জানি না। এও কি তাহলে সম্ভব যে রিজেন্ট স্ট্রীটের গাড়ির মধ্যে আমরা ব্যারিমোরকেই দেখেছিলাম? তার মুখেও তো এইরকম দাড়ি ছিল। কোচয়ান অবশ্য ছোটখাট বলে লোকটির বর্ণনা দিয়েছে, কিন্তু তার ধারণা তো ভুলও হতে পারে। এ প্রশ্নের মীমাংসা কেমন করে করব? স্বভাবতই এক্ষেত্রে আমার প্রথম কাজই হল গ্রিম্‌পেন-এর পোস্টমাস্টারের সঙ্গে দেখা করে তারটা সত্যি সত্যি ব্যারিমোরের নিজের হাতে দেওয়া হয়েছিল কি না সেটা জানা। কিন্তু তার জবাব যাই হোক, অন্তত শার্লক হোমসকে জানাবার মত কিছু তথ্য পাওয়া যাবে।

প্রাতরাশের পরেই স্যার হেনরির অনেকগুলি কাগজ-পত্র পরীক্ষা করে দেখার ছিল, কাজেই আমার পক্ষে পথ-পরিক্রমায় বেরিয়ে যাওয়ার সুবিধাই হল। জলাভূমির পাড় ধরে মাইল চারেক হাঁটা-পথটা বেশ মনোরম। সে পথটা পার হয়ে একটা ছোট গ্রামে পৌঁছে গেলাম। সেখানে মাত্র দুটোই বড় বাড়ি, একটা সরাইখানা, অন্যটা ডাঃ মর্টিমারের বাড়ি। গ্রামের দোকানীই পোস্টমাস্টার। টেলিগ্রামটার কথা তার স্পষ্ট মনে ছিল।

সে বলল, "নিশ্চয় স্যার, ঠিক নির্দেশমতই তারটি মিঃ ব্যারিমোরের হাতেই দেওয়া হয়েছিল।"

"কে দিয়েছিল?"

"এখানকার ছোকরাটা। জেমস, গত সপ্তাহে হল-এ গিয়ে মিঃ ব্যারিমোরের হাতে তারটা দিয়েছিলে তো?"

"হ্যাঁ বাবা, আমি নিজে দিয়েছি।"

"তার হাতেই দিয়েছিলে?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"দেখুন, সে সময়ে তিনি চিলেকোঠায় ছিলেন বলে ঠিক তার হাতে দিতে পারি নি, তবে মিসেস ব্যারিমোরের হাতে দিয়েছিলাম আর তিনি কথা দিয়েছিলেন তখনি যথাস্থানে পৌঁছে দেবেন।"

"মিঃ ব্যারিমোরের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল?"

"না স্যার ; বলেছি তো তিনি তখন চিলেকোঠায় ছিলেন।"

"তাকে যখন দেখই নি তখন কি করে জানলে যে সে চিলেকোঠায় ছিল?"

রাগত স্বরে পোস্টমাস্টার বলে উঠল, "তার স্ত্রী নিশ্চয় জানত সে কোথায় আছে। কেন, তারটি কি পায় নি? আর ভুল কিছু হয়ে থাকলে ব্যারিমোর নিজেই যেন নালিশ করতে আসে।"

বুঝতে পারলাম, এ নিয়ে আর কথা বাড়িয়ে কোন লাভ নেই। একটা কথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, হোমসের এত কৌশল সত্ত্বেও ঐ সময়টা ব্যারিমোর যে লণ্ডনে ছিল না সেটা প্রমাণ করা যায় নি। আচ্ছা, ব্যাপারটা যদি এই রকম হয়ে থাকে—ধরা যাক, একই লোক স্যার চার্লসকে সর্বশেষ জীবিত দেখেছে এবং তার উত্তরাধিকারী লণ্ডনে ফিরে এলে সর্বপ্রথম তার পিছু নিয়েছে। তাহলে? সে কি অন্য কারও প্রতিনিধি, না কি তার নিজেরই কোন মন্দ উদ্দেশ্য ছিল? বাস্কারভিল-বংশকে ধ্বংস করায় তার স্বার্থ কি? 'দি টাইম্‌স্'-এর সম্পাদকীয় প্রবন্ধ থেকে কাটা বিচিত্র সতর্ক-বাণীর কথা মনে পড়ল। সেটাও কি তারই কাজ? না কি তার ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করতে চায় এমন কারও কাজ? স্যার হেনরি যে কথা বলেছে সেটাকেই তো একমাত্র সম্ভবপর উদ্দেশ্য বলে মনে হয়। পরিবারের সবাইকে যদি ভয় দেখিয়ে সরিয়ে দেওয়া যায় তাহলেই ব্যারিমোর-দম্পতি সুখে-স্বচ্ছন্দে সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারে। কিন্তু যে গভীর ও সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্রের হাত এই তরুণ ব্যারনেটটিকে ঘিরে একটি অদৃশ্য জাল বুনে চলেছে তার পক্ষে এই ব্যাখ্যাটাকে কোনক্রমেই যথেষ্ট বলে মনে করা যায় না। হোমস নিজে বলেছে, এতদিন ধরে যত লোমহর্ষক তদন্তকার্যে সে আত্মনিয়োগ করেছে কোনটাই এতখানি জটিল নয়। সেই ধূসর নির্জন পথ ধরে ফেরবার পথে মনে মনে প্রার্থনা জানাতে লাগলাম, আমার বন্ধুবর যেন শীঘ্রই তার সব রকম কাজকর্ম থেকে অব্যাহতি লাভ করে এখানে এসে এই গুরুদায়িত্বের বোঝা আমার কাঁধ থেকে নিজের কাঁধে নিতে পারে।

হঠাৎ আমার চিন্তায় বাধা পড়ল। পিছন থেকে দৌড়ে আসতে আসতে কে যেন আমার নাম ধরে ডাকল। আমি ভেবেছিলাম ডাঃ মর্টিমারই হবে, কিন্তু মুখ ফিরিয়ে সবিস্ময়ে দেখলাম, একটি অপরিচিত লোক এগিয়ে আসছে। দেখতে ছোটখাট, একহারা, পরিষ্কার কামানো ফিটফাট মুখ, পাতলা চুল ও ছুঁচলো চোয়াল, বয়স তিরিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে, পরনে ধূসর রঙের স্যুট, মাথায় খড়ের টুপি। গাছ-গাছরা রাখার মত একটা টিনের বাক্স তার কাঁধ থেকে ঝোলানো, হাতে প্রজাপতি ধরার একটা সবুজ রঙের জাল।

হাঁপাতে হাঁপাতে আমার কাছে এসে সে বলল "আমার ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন ডাঃ ওয়াটসন। এই জলাভূমির দেশে আমরা সবাই সাদাসিদে লোক, আনুষ্ঠানিক পরিচয়ের তোয়াক্কা করি না। আমাদের পারস্পরিক বন্ধু মর্টিমারের কাছে হয়তো আমার নামটা শুনেছেন। আমি মেরিপিট হাউসের স্টেপ্‌লটন।"

আমি বললাম, "আপনার জাল আর বাক্স দেখেই সেটা বুঝতে পেরেছি, কারণ আমি জানতাম যে মিঃ স্টেপ্‌লটন একজন উদ্ভিদ বিজ্ঞানী।"

"মর্টিমারের কাছেই গিয়েছিলাম। তার সার্জারির জানালা দিয়েই সে আপনাকে দেখিয়ে দিল। দু'জনের একই পথ, তাই ভাবলাম একটু ছুটে এসে আপনার সঙ্গে পরিচয় করব। আশা করি পথশ্রমে স্যার হেনরির শরীর খারাপ হয় নি?"

"ধন্যবাদ। তিনি ভালই আছেন।"

"আমরা তো ভয়ই পেয়েছিলাম যে স্যার চার্লসের এই শোচনীয় মৃত্যুর পরে তিনি হয়তো এখানে থাকতেই চাইবেন না। একজন বিত্তশালী লোক এ রকম একটা জায়গায় এসে নিজের কবরে ঢুকবেন এটা আশা করা যায় না। তবে তাঁর আসাটা যে এখানকার লোকের পক্ষে কতখানি সেটা আর আপনাকে কি বলব। আশা করি এ ব্যাপারে স্যার হেনরির মনে কোন রকম কুসংস্কারপূর্ণ ভীতি নেই।"

"সে রকম তো মনে হয় না।"

"একটা পৈশাচিক কুকুর যে এ পরিবারকে তাড়া করে ফেরে সে কাহিনী আপনি জানেন নিশ্চয়?"

"শুনেছি।"

"এখানকার চাষীরা আবার অসম্ভব বিশ্বাসপ্রবণ! তাদের অনেকেই দিব্যি করে বলতে রাজী যে ঐ ধরনের একটা প্রাণীকে তারা জলাভূমিতে দেখেছে।" হাসতে হাসতেই সে কথাগুলি বলল, কিন্তু তার চোখ দেখে আমার মনে হল বিষয়টিকে সে খুবই গুরুতর বলে মনে করে। কাহিনীটি স্যার চার্লসের কল্পনার উপর বড় বেশী চেপে বসেছিল, আর তার ফলেই যে তার শোচনীয় মৃত্যু ঘটেছে সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই।"

"কিন্তু কেমন করে?"

"তার স্নায়ুতন্তুগুলি এতই উত্তেজিত হয়ে ছিল যে কোন কুকুরের উপস্থিতিই তার রুগ্ন হৃদযন্ত্রের এই মারাত্মক পরিণতি ঘটাতে পারত। আমার তো মনে হয়, সেই শেষের দিনটিতে ঝাউ-বীথিতে তিনি আসলে ঐ রকমই একটা কিছু দেখেছিলেন। এ রকম একটা বিপদ যে ঘটতে পারে সে ভয় আমার ছিল, কারণ বৃদ্ধ লোকটিকে আমি বড় ভালবাসতাম, আর এও জানতাম যে তার হৃদযন্ত্রটি খুবই দুর্বল।"

"কি করে জানতেন?"

"বন্ধু মর্টিমার আমাকে বলেছিল।"

"তাহলে আপনি মনে করেন, কোন একটি কুকুর স্যার চার্লসকে তাড়া করে এবং তাতেই ভয় পেয়ে তিনি মারা যান?"

"এর চাইতে কোন ভাল ব্যাখ্যা কি আপনার জানা আছে?"

"আমি কোন সিদ্ধান্তই করি নি।"

"মিঃ শার্লক হোমস করেছেন কি?"

এ কথায় মুহূর্তের জন্য আমার দম আটকে এসেছিল, কিন্তু সহযাত্রীর প্রশান্ত মুখ ও স্থির চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম যে বিস্ময়ের কিছু নেই।

সে বলল, "দেখুন ডাঃ ওয়াটসন, আপনাকে না চেনার ভান করে কোন লাভ নেই। আপনার গোয়েন্দাটির কার্য-কলাপের কথা এখানে আমাদের কাছেও পৌঁছে গেছে, আর নিজেকে প্রকাশ না করে তো তাকে খ্যাতিমান করে তুলতে আপনি পারেন না। ডাঃ মর্টিমার যখন আপনার নাম বললেন তখন আপনার পরিচয়টি না দিয়ে তো পারেন নি। আর আপনি যখন এখানে এসেছেন, তখন তো ধরেই নেওয়া যায় যে মিঃ শার্লক হোমস নিজেও এ ব্যাপারে আগ্রহী, আর তাই তার মতামত জানার কৌতূহলও আমার পক্ষে স্বাভাবিক।"

"কিন্তু আমি দুঃখিত, আপনার প্রশ্নের জবাব আমি দিতে পারছি না।"

তিনি দয়া করে একবার আসবেন কি না সে প্রশ্ন করতে পারি কি?"

"বর্তমানে তো সে শহর ছাড়তে পারছে না। আরও অনেকগুলি কেস নিয়ে ব্যস্ত আছে।"

"কী দুঃখের কথা! আমাদের কাছে যা অন্ধকার, তিনি হয় তো তার উপর কিছুটা আলো ফেলতে পারতেন। যা হোক, আপনার তদন্তের কাজে যদি আমার সাহায্যের কোন রকম দরকার হয়, তাহলে আশা করি আপনি আমাকে ডেকে নেবেন। আপনি কি ধরনের সন্দেহ করছেন, অথবা কোন্ পথে তদন্ত চালাতে চান সে বিষয়ে যদি কোন ইঙ্গিত দেন তাহলে হয়তো এখনই আপনাকে কিছু সাহায্য বা পরামর্শ দিতে পারি।"

"আপনাকে স্পষ্ট করেই বলছি, বন্ধুবর স্যার হেনরির সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতেই আমি এখানে এসেছি, কাজেই আপনার কোনরকম সাহায্যের প্রয়োজন আমার নেই।"

"চমৎকার।" স্টেপ্‌লটন বলে উঠল। "এরকম সতর্কতা ও বিচক্ষণতা অবলম্বন করে আপনি সঠিক কাজই করেছেন। এভাবে নাক গলানো আমার উচিত হয় নি, কাজেই সঙ্গত কারণেই আপনি আমাকে ঠুকেছেন। কথা দিচ্ছি, এ ব্যাপারে আর কখনও কোন কথা বলব না।"

চলতে চলতে আমরা এমন একটা জায়গায় এসে উপস্থিত হলাম যেখানে বড় রাস্তা থেকে একটা সংকীর্ণ ঘাসে-ঢাকা পথ বেরিয়ে জলাভূমির ভিতর দিকে এঁকে-বেঁকে চলে গেছে। ডান দিকে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পাথরে পরিকীর্ণ একটা খাড়া পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে। হয় তো অতীতে কোন সময়ে এটাকে পাথরের খনি হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। অনেক পাথর কেটে নেবার ফলে সামনের দিকটা একটা কালো খাড়া পাহাড়ের রূপ ধারণ করেছে; আর তার ফাঁকে ফাঁকে ফার্ণ ও কাঁটাগাছের জঙ্গল গজিয়েছে। অনেক দূরে একটা উঁচু জায়গা থেকে একরাশ ধোঁয়া উঠে বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে।

স্টেপ্‌লটন বলল, "এই জলাভূমির পথ ধরে কিছুটা হাঁটলেই মেরিপিট হাউস। আপনি যদি ঘণ্টাখানেক সময় দেন তাহলে আমার ভগ্নীর সঙ্গে আপনাকে পরিচিত করিয়ে দেবার সৌভাগ্য আমার হতে পারে।"

প্রথমে ভাবলাম, স্যার হেনরির কাছে ফিরে যাওয়াই আমার উচিত। কিন্তু তখনই মনে পড়ল, তার পড়ার টেবিলের উপর কাগজপত্র ও বিলের পাহাড় জমে আছে। এটা তো ঠিক যে ও সবের ব্যাপারে আমি তাকে কোন সাহায্যই করতে পারব না। তাছাড়া, হোমস পরিষ্কার বলে দিয়েছে, জলাভূমির প্রতিবেশীদের সঙ্গে ভালভাবে মেলামেশা করতে হবে। তাই স্টেপ্‌লটনের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে সরু পথটায় পা বাড়ালাম।

চারদিকে আন্দোলিত পাহাড়, দীর্ঘ সবুজ স্রোতোস্বিনী, তার বুকে ছড়ানো এবড়ো-খেবড়ো পাথরের মাথায় প্রচণ্ড বেগে আছড়ে-পড়া স্রোতধারার ফেনায়িত উচ্ছ্বাস। সেইদিকে তাকিয়ে স্টেপ্‌লটন বলল, "এই জলাভূমি বড় আশ্চর্য জায়গা। অনেক দেখেও আপনি শ্রান্তি বোধ করবেন না। এর বুকে যে কত আশ্চর্য গোপন কথা লুকিয়ে আছে তা আপনি ভাবতেও পারবেন না। এতই প্রকাণ্ড, এতই

নির্জন, আর এতই রহস্যময়।"

"আপনি বুঝি বেশ ভাল করেই সব জানেন ?"

"মাত্র দু'বছর আমি এখানে এসেছি। এখানকার বাসিন্দারা তো আমাকে বলে আগন্তুক। স্যার চার্লসের আগমনের স্বল্পকাল পরেই আমরা এসেছি। কিন্তু রুচির প্রয়োজনেই এখানকার প্রতিটি অঞ্চল আমি ঘুরে বেরিয়েছি ; আমার তো ধারণা, খুব অল্প লোকই আমার চাইতে ভাল করে এ জায়গাটাকে চেনে।"

"চেনা কি খুব শক্ত ?"

"খুবই শক্ত। ধরুন, উত্তর দিকে এই যে বিরাট প্রান্তরটা দেখছেন, ওর বুকের উপর থেকে চারটে অদ্ভুত পাহাড় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। ঐ জায়গাটা সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কিছু দেখতে পাচ্ছেন কি ?"

"ঘোড়া ছুটিয়ে দেবার পক্ষে এমন জায়গা আর হয় না।"

"সেটা মনে করাই স্বাভাবিক, অথচ এই ধারণাই অনেকের মৃত্যুর কারণ হয়েছে। ওখানে অনেকগুলি উজ্জ্বল সবুজ জায়গা ঘন হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন কি ?"

"হ্যাঁ, ওই জায়গাগুলি বাকি জায়গার তুলনায় বেশী উর্বর বলে মনে হচ্ছে।"

স্টেপ্‌ল্‌টন হেসে উঠল। বলল, "ওটাই হল গ্রিমপেন-এর মহাপংক। ভুল করে ওখানে পা দেওয়া মানেই মৃত্যু—সে মানুষই হোক আর পশুই হোক। এই তো কালই দেখলাম এখানকার একটা ঘোড়া ওর মধ্যে ডুবে গেল। আর উঠল না। দেখলাম, তার মাথাটা ওই চোর-কাঁটার ভিতর থেকে উঠবার জন্য অনেকক্ষণ ধরে ছটফট করল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নীচের টানে তলিয়েই গেল। শুকনোর সময়েই এ জায়গাটা পার হওয়া খুবই বিপজ্জনক, কিন্তু হেমন্তের বৃষ্টির পরে এটা আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। আমি কিন্তু পথ চিনে এর একেবারে মাঝখানে গিয়ে আবার জীবন্ত ফিরে আসতে পারি। হায় জর্জ, ঐ যে আরও একটা হত-ভাগ্য ঘোড়ার ঐ দশা হল।"

সবুজ নল-বনের মধ্যে বাদামী রঙের কী একটা যেন পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরছে। তারপরেই যন্ত্রণাদীর্ণ একটা লম্বা গলা কাঁপতে কাঁপতে উপরে ঠেলে উঠল, আর একটা ভয়ংকর আর্তনাদ জলাভূমির উপর দিয়ে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। দেখে ভয়ে আমার শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেল, কিন্তু মনে হল আমার সঙ্গীর স্নায়ুতন্তু অনেক বেশী শক্তিশালী।

সে বলল, "ওটাও গেল। মহাপংক ওকে নিয়েছে। দু'দিকে দুটো, হয়তো আরও অনেক গেছে, কারণ শুকো মরশুমে ওরা ওখান দিয়েই চলাফেরা করে. আর মহাপংকের কবলে যতক্ষণ না পড়ে ততক্ষণ কিছুই বুঝতে পারে না। গ্রিমপেন-এর এই মহাপংক বড়ই খারাপ জায়গা।"

"আর আপনি বলছেন এর ভিতর দিয়ে যেতে পারেন ?"

"হ্যাঁ, এমন দু'একটা পথ আছে যেখান দিয়ে কেবল একজন বেশ শক্ত-সমর্থ লোকই যেতে পারে। সেই পথ দুটো আমি খুঁজে বের করেছি।"

"ওরকম একটা ভয়ংকর জায়গায় যাবার ইচ্ছা আপনার হয়েছে কেন ?"

"দেখুন, ওই যে দূরের পাহাড়গুলো দেখতে পাচ্ছেন ? ওগুলো আসলে দ্বীপের মত, চারদিকে অগম্য মহাপংক দ্বারা বিচ্ছিন্ন ; বছরের পর বছর ধরে ওই মহাপংক ও-গুলোকে যেন ঘিরে ধরেছে। ওইখানে অনেক দুর্লভ গাছ-গাছড়া ও প্রজাপতি পাওয়া যায়, শুধু বুদ্ধি করে সেখানে একবার যেতে পারলেই হয়।"

"একদিন চেষ্টা করে দেখব।"

সবিস্ময়ে সে আমার দিকে তাকাল। বলে উঠল, "ঈশ্বরের দোহাই, ও চিন্তা মাথায়ও আনবেন না। আপনার রক্ত তাহলে আমার মাথায় উঠে আসবে। আমি বলছি, এক-বার ওখানে গেলে আর জীবন্ত ফিরে আসতে পারবেন না। খুব জটিল কয়েকটা চিহ্ন মনে রেখে আমি সেখানে যাতায়াত করি।"

"হ্যালোয়া।" আমি চেঁচিয়ে উঠলাম। "ওটা কি ?"

অবর্ণনীয় বিষণ্ণতায় ভরা একটা দীর্ঘ অস্পষ্ট আর্তস্বর জলাভূমির বুকের উপর দিয়ে ভেসে গেল। সে স্বর সমস্ত বাতাসকে আচ্ছন্ন করে ফেলল, অথচ কোথা থেকে যে শব্দ এসেছে তা বলা অসম্ভব। অস্পষ্ট একটানা শব্দটা ক্রমে একটা গভীর গর্জনে ফুলে উঠে আবার ধীরে ধীরে বিষণ্ণ, অস্পষ্ট আর্তনাদে পরিণত হয়ে গেল। স্টেপ্‌ল্‌টন আমার দিকে তাকাল ; তার মুখে একটা বিচিত্র ভাবের প্রকাশ।"

সে বলল, "এই জলাভূমি বড় অদ্ভুত স্থান।"

"কিন্তু ওটা কি ?"

"চাষীরা বলে বাস্কারভিলের শিকারী কুকুরটা শিকারকে ডাকছে। এর আগেও দু'একবার ও ডাক আমি শুনেছি কিন্তু এমন উচ্চ কণ্ঠ কখনও শুনি নি।"

চারদিকে তাকালাম। ভয়ে আমার বুকের ভিতরটা ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। বিস্তীর্ণ আন্দোলিত প্রান্তর, মাঝে মাঝে সবুজ নল-বনের আভাষ। সেই বিস্তীর্ণ প্রান্তরের আকাশে শুধু দুটি কাক ছাড়া আর কোন প্রাণী নেই ; আমাদের পিছনে একটা পাহাড়ের উপর থেকে কাক দুটি

কর্কশ কণ্ঠে ডেকেই চলেছে।

আমি বললাম, "আপনি একজন শিক্ষিত লোক। আপনি নিশ্চয় ও সব কথায় বিশ্বাস করেন না ? ওই অদ্ভুত শব্দের কারণ কি বলে আপনি মনে করেন ?"

"জলাভূমিতে অনেক সময় অদ্ভুত সব শব্দ হয়ে থাকে। হয় তো মাটি বসে যায়, বা জল উপরে ঠেলে ওঠে, বা ওই রকম একটা কিছু হয়।"

"না, না, ওটা তো কোন জীবন্ত কণ্ঠস্বর।"

"তা হয় তো হবে। আপনি কখনও বুনো বকের ডাক শুনেছেন ?"

"না, শুনি নি।"

"ও পাখি এখন ইংলণ্ডে খুবই দুর্লভ—নিশ্চিহ্নই হয়ে গেছে, তবে জলাভূমিতে সবকিছুই সম্ভব। হ্যাঁ, যদি কেউ বলে যে যে-শব্দ আমরা শুনলাম সেটা শেষ বুনো বকের ডাক তাহলেও আমি আশ্চর্য হব না।"

"জীবনে এ রকম অদ্ভুত, ভৌতিক শব্দ আমি আর কখনও শুনি নি।"

"হ্যাঁ, জায়গাটা একটু ভৌতিকই বটে। দূরের ওই পাহাড়ের দিকটায় তাকান। ওগুলো কি বলুন তো ?"

সমস্ত ঢালু জায়গাটা জুড়ে পাথরের গোলাকার আংটার মত জিনিস ছড়িয়ে রয়েছে, অন্তত গোটা বিশেক তো হবেই।"

"ওগুলো কি ? ভেড়ার খোঁয়াড় ?"

"না, ওগুলো আমাদের মহামান্য পূর্বপুরুষদের বাসস্থান। প্রাগৈতিহাসিক মানুষ এই জলাভূমিতে পাশা-পাশি অনেকে বাস করত; কিন্তু যেহেতু অনেক কাল ওখানে কেউ বাস করে নি তাই তারা যেভাবে রেখে গিয়েছিল সব ব্যবস্থা ঠিক সেইরকমই আছে। কুটিরগুলো সেইরকমই আছে, শুধু চালগুলো উড়ে গেছে। ভিতরে যাবার কৌতূহল হলে দেখতে পাবেন তাদের উনুন এবং কোচও রয়েছে।"

"কিন্তু এ তো বেশ একটা শহরের মত। কখন এখানে লোক বাস করত ?"

"প্রস্তর-যুগের মানুষ—কোন তারিখ নেই।"

"তারা কি কাজ করত ?"

এই সব পাহাড়ের গায়ে পশু চরাত; তারপর পাথরের কুঠারের পরিবর্তে যখন ব্রোঞ্জের তলোয়ারের প্রচলন হল তখন পাহাড় কেটে টিনের সন্ধান করতে শিখল। উল্টো দিকের পাহাড়ের গায়ে ওই খাদটা দেখুন। ওটাই তার চিহ্ন। হ্যাঁ ডাঃ ওয়াটসন, জলাভূমিতে এমন অনেক অদ্ভুত জিনিস আপনি দেখতে পাবেন। আরে, ক্ষমা করুন, এক মিনিট। এটা নির্ঘাৎ সাইক্লোপাইডিস।"

একটা ছোট মাছি বা পোকা আমাদের পথের উপর দিয়ে উড়ে যেতেই মুহূর্তের মধ্যে স্টেপ্‌লটন অসাধারণ উৎসাহে ও গতিতে সেটার পিছনে ছুটতে শুরু করে দিল। আমি সভয়ে দেখলাম, প্রাণীটি সোজা সেই মহাপংকের দিকে উড়ে গেল, কিন্তু আমার নবপরিচিত বন্ধুটিও একমুহূর্তের জন্য না থেমে সবুজ জালটাকে হাওয়ায় ওড়াতে ওড়াতে একটা ঘাসের চাপড়া থেকে আরেকটা ঘাসের চাপড়ার উপর লাফিয়ে লাফিয়ে সেটার পিছনে ধাওয়া করতে লাগল। তার ধূসর পোশাক আর এঁকেবেঁকে ঝুঁকে ঝুঁকে লাফিয়ে চলার জন্য তাকেও একটা মস্ত বড় পোকার মতই দেখাচ্ছিল। সেখানে দাঁড়িয়েই তার কাণ্ডকারখানা দেখছিলাম। একদিকে যেমন তার এই অসাধারণ কর্মতৎপরতার জন্য মনে মনে তার প্রশংসা করছিলাম, অন্যদিকে তেমনি পাছে সে ভুল করে ওই বিশ্বাসঘাতক মহাপংকে পা ফেলে সেজন্য ভয়ও পাচ্ছিলাম। এমন সময় আমার পিছনেই পায়ের শব্দ শুনে মুখ ফেরাতেই দেখি একটি স্ত্রীলোক আমার কাছেই পথের উপর দাঁড়িয়ে আছে। ধোঁয়ার কুণ্ডলি দেখে যেখানে মেরিপিট হাউস-এর অবস্থান বলে মনে হয়েছিল স্ত্রীলোকটি সেইদিক থেকেই এসেছে। কিন্তু জলাভূমিটা নীচু বলে খুব কাছে না আসা পর্যন্ত তাকে দেখা যায় নি।

মিস্‌ স্টেপ্‌লটনের কথা আগেই শুনেছিলাম ; ইনিই যে মিস্‌ স্টেপ্‌লটন সেবিষয়ে কোন সন্দেহই আমার মনে দেখা দিল না, কারণ এই জলাভূমি অঞ্চলে মহিলাদের সংখ্যা বেশী হবার কথা নয়; আরও মনে পড়ল যে কে যেন তাকে খুবই সুন্দরী বলে বর্ণনা করেছিল। আমার পাশে দাঁড়ানো স্ত্রীলোকটি সত্যি সুন্দরী, অসাধারণ সুন্দরী। ভাই-বোনের মধ্যে চেহারার এত পার্থক্য আর কখনও দেখি নি। স্টেপ্‌লটনের গায়ের রং মাঝারি, পাতলা চুল, ধূসর চোখ, আর এই মহিলার মত ঘোর পিঙ্গলবর্ণা সুন্দরী আমি লণ্ডনেও দেখি নি—একহারা, মনোরমা, দীর্ঘাঙ্গী, সুন্দর মুখখানি যেন কেটে তোলা; স্পর্শকাতর ঠোঁট ও সুন্দর গাঢ় ব্যাকুল চোখ দুটি না দেখতে পেলে হয় তো নিশ্চল পাথরের মূর্তি বলেই মনে হত। তার পরিপূর্ণ দেহ-গঠন ও সুরুচিসম্পন্ন পোশাকের জন্য এই নির্জন জলাভূমির পথের উপর তাকে যেন একটি বিচিত্র ছায়ামূর্তি বলেই মনে হচ্ছিল। তার চোখ ছিল তার ভাইয়ের উপর। এবার সে দ্রুত পায়ে আমার দিকে এগিয়ে এল। আমি টুপি খুলে কিছু বলতে যাচ্ছি, এমন সময় তার নিজের কথা শুনে

আমার সব চিন্তার মোড় ঘুরে গেল।

সে বলে উঠল, ''ফিরে যান! এই মুহূর্তে সোজা লন্ডনে ফিরে যান!''

অবাক বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমার দিকে তাকিয়ে তার দুই চোখে যেন আগুন জ্বলছে। অধৈর্য হয়ে সে মাটিতে পা ঠুকতে লাগল।

আমি বললাম, ''ফিরে যাব কেন?''

কেমন যেন আধো-আধো উচ্চারণে নীচু ব্যগ্র স্বরে সে বলল, ''বুঝিয়ে বলতে পারব না। কিন্তু ঈশ্বরের দোহাই, আমি যা বলছি তাই করুন। ফিরে যান, আর কোন দিন এই জলাভূমিতে আসবেন না।''

''কিন্তু আমি তো সবে এসেছি।''

সে চেঁচিয়ে বলল, "কী মানুষ আপনি! আপনার ভালর জন্যই যে বলছি তাও কি বুঝতে পারছেন না? লন্ডনে ফিরে যান। আজ রাতেই রওনা দিন। যেভাবে পারেন এখান থেকে পালান। চুপ, দাদা আসছে! আমি যা বললাম তা ঘুণাক্ষরেও বলবেন না। ওই উঁচু গাছগুলোর ওখান থেকে ওই অর্কিডটা আমাকে এনে দেবেন কি? এই জলাভূমিতে প্রচুর অর্কিড জন্মে। অবশ্য আপনি বড়ই দেরী করে এসেছেন, নাহলে এখানকার সৌন্দর্য আরও ভালভাবে উপভোগ করতে পারতেন।"

স্টেপ্‌ল্‌টন তার পোকা-ধরা ছেড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এল। অনেক পরিশ্রমের ফলে তার মুখ লাল হয়ে উঠেছে।

''হ্যালোয়া বেরিল!'' সে ডাকল। আমার কিন্তু মনে হল তার অভ্যর্থনাটা যেন আন্তরিক নয়।

"তুমি তো খুব ঘেমে গেছ জ্যাক।"

''হ্যাঁ, একটা ইক্রোপাইডিসকে ধরতে ছুটেছিলাম। এটা খুবই দুর্লভ, শেষ হেমন্তে কদাচিৎ দেখা যায়। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, ধরতে পারলাম না।''

কথাগুলি সে আপন মনেই বলে গেল, কিন্তু তার ছোট চোখদুটি বার বার আমাকে আর মেয়েটিকেই দেখতে লাগল।

"তোমাদের আলাপ হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছি!"

"হ্যাঁ, স্যার হেনরিকে নিয়ে বলছিলাম, জলাভূমির সৌন্দর্য দেখার পক্ষে ওর আসতে একটু দেরী হয়ে গেছে।"

"সে কি? উনি কে বলতো।"

"আমার তো ধারণা ইনি স্যার হেনরি বাস্কারভিল।"

আমি বললাম, "না, না; আমি অতি সাধারণ লোক, তাঁর বন্ধু। আমার নাম ডাঃ ওয়াটসন।"

মেয়েটির ভাবময় মুখের উপর একটা বিরক্তির আভাষ খেলে গেল।

সে বলল, "আমাদের মধ্যে বিতর্ক চলছিল।"

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে তার দাদা বলল, "সে কি, সবে তো তোমাদের দেখা হল।"

মেয়েটি বলল, "আমি এমনভাবে কথা বলছিলাম যেন ডাঃ ওয়াটসন এখানে নতুন লোক নন, স্থায়ী বাসিন্দা। কাজেই অর্কিডের পক্ষে এটা সময় কি অসময় তাতে তার কিছু যায় আসে না। কিন্তু—আপনি আসুন না, মেরিপিট হাউসটা দেখে যাবেন।"

কিছুটা পথ হাঁটতেই পৌঁছে গেলাম। জলাভূমি অঞ্চলের একটা বিষণ্ণ বাড়ি। প্রাচীন সমৃদ্ধির যুগে হয়তো কোন মেষপালকের খামারবাড়ি ছিল, কিন্তু এখন অনেক রদ-বদল করে একটি আধুনিক বাস-ভবনে রূপান্তরিত হয়েছে। বাড়ির চারদিক ঘিরে ফলের বাগান এবং জলা-ভূমিতে যেমন হয়ে থাকে গাছগুলি সবই ছোট-ছোট, বেঁটে, বেঁটে, ফলে সব জায়গাটাতেই কেমন একটা বিষণ্ণতা ছড়ানো। একটি শীর্ণদেহ, ছেঁড়া-কোট-পরা বিচিত্র বৃদ্ধ লোক দরজা খুলে দিল। লোকটি যেন এই বাড়ির সঙ্গে বেশ মানানসই। কিন্তু বাড়ির ভিতরে বড় বড় ঘরগুলি এমন সুন্দরভাবে সাজানো যাতে আমি যেন ঐ মহিলাটির সুরুচিরই পরিচয় পেলাম। তাদের জানালা দিয়ে আদিগন্ত প্রসারিত প্রস্তর-খচিত সীমাহীন জলাভূমির দিকে তাকিয়ে একান্ত বিস্ময়ে এই কথাই বার বার আমার মনে হতে লাগল, এই উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোক ও সুন্দরী মহিলাটি কিসের টানে এরকম একটা জায়গায় এসে বসবাস করছে।

যেন আমার চিন্তারই জবাবে স্টেপ্‌ল্‌টন বলল, "বড়ই অদ্ভুত একটা জায়গা আমরা বেছে নিয়েছি, তাই না? আমরা কিন্তু এখানে বেশ সুখেই আছি, তাই না বেরিল?"

"খুব সুখে আছি", মহিলাটি বলল, কিন্তু তার কথায় যেন মনের সায় বাজল না।

স্টেপ্‌ল্‌টন বলল, ''আমার একটা স্কুল ছিল। সেটা ছিল উত্তরাঞ্চলে। আমার মত মন-মেজাজের লোকের পক্ষে কাজটা ছিল বড়ই যান্ত্রিক ও আকর্ষণহীন; কিন্তু ছোট ছোট মানুষদের সঙ্গে থাকা সেই সব তরুণ মনকে গড়ে তোলা এবং নিজের চরিত্র ও আদর্শের দ্বারা তাদের প্রভাবিত করার যথেষ্ট সুযোগ থাকায় আমার বেশ ভালই লেগেছিল। যাইহোক, ভাগ্য বিরূপ হল। স্কুলে মহামারী

দেখা দিল; তিনটে ছেলে মারাও গেল। সে আঘাত সামলে উঠতে পারলাম না, আমার সঞ্চিত অর্থের অনেকটাই বেরিয়ে গেল ; অবশ্য একমাত্র ছোট ছোট ছেলে-গুলির মনোরম সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হওয়ার দুঃখ ছাড়া সে দুর্ভাগ্যকে আমি হাসিমুখেই মেনে নিতে পেরেছি, কারণ উদ্ভিদ-বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞানে আমার প্রচণ্ড আকর্ষণ থাকায় এখানে আমার কাজকর্মের একটা সীমা-হীন ক্ষেত্র আমি পেয়েছি আর আমার বোনটিও আমার মতই প্রকৃতিকে ভালবাসে। দেখুন ডাঃ ওয়াটসন, জানলা দিয়ে আপনি যখন জলাভূমির দিকে তাকিয়ে ছিলেন তখন আপনার মুখ দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি যে এই সব চিন্তা আপনার মাথায়ও ঢুকেছে।"

"সত্যি আমার মনে হয়েছিল যে জায়গাটা আপনাদের কিছুটা একঘেয়ে লাগতে পারে—আপনার বোনের পক্ষে যতটা ততটা হয়তো আপনার কাছে নয়।"

মহিলা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "না, না, আমার কখনও একঘেয়ে লাগে না।"

"আমাদের বই আছে, নিজেদের পড়াশুনা আছে, তাছাড়া ভাল প্রতিবেশী আছে। ডাঃ মর্টিমার তার নিজের বিষয়ে খুবই পণ্ডিত লোক। বেচারি স্যার চার্লসও সঙ্গী হিসাবে ছিলেন একটি আশ্চর্য মানুষ। তাকে আমরা বেশ ভাল করেই চিনতাম, তাকে হারিয়ে আমাদের যে কত ক্ষতি হয়েছে তা আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না। আজ বিকেলে যদি নিজে গিয়ে স্যার হেনরির সঙ্গে আলাপ পরিচয় করি তাহলে কি বাড়াবাড়ি হবে বলে মনে করেন?"

"আমার তো মনে হয় তাতে তিনি খুশিই হবেন।"

"তাহলে তাকে আমার এই ইচ্ছার কথাটা জানাবেন। যতদিন এই নতুন পরিবেশে তিনি নিজেকে খাপ খাইয়ে না নিতে পারছেন ততদিন তাকে আমরা সাধ্যমত সাহায্য করতে চেষ্টা করতে পারি। ডাঃ ওয়াটসন, দয়া করে উপরে গিয়ে আমার লেপিডপ্টেরার (একধরনের প্রজাপতি) সংগ্রহটা দেখবেন কি? দক্ষিণ-পশ্চিম ইংলণ্ডের মধ্যে এইটিই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ সংগ্রহশালা। যতক্ষণ আপনি এগুলি দেখবেন ততক্ষণে খাবারও তৈরী হয়ে যাবে।"

যে কাজ নিয়ে এখানে এসেছি সেখানে ফিরে যাবার জন্য আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলাম। জলাভূমির বিষণ্ণ পরি-বেশ, হতভাগ্য ঘোড়াটার মৃত্যু, ভয়াবহ বাস্কারভিল কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত ভৌতিক শব্দ—সবকিছু মিলিয়ে আমার মনটা এমনিতেই বিষাদে ভরে উঠেছিল। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল মিস্ স্টেপ্‌ল্‌টনের সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট সতর্ক-বাণী। এমন একান্ত আগ্রহে মহিলাটি সেই সতর্ক-বাণী উচ্চারণ করেছে যে তার পিছনে যে কোন গভীর ও গুরুতর কারণ আছে সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং আহারের জন্য অপেক্ষা করবার পীড়াপীড়িকে অগ্রাহ্য করে আমি তৎক্ষণাৎ যে পথ দিয়ে আমরা এসে-ছিলাম সেই ঘাসে-ঢাকা পথ ধরেই হল-এর দিকে পা বাড়িয়ে দিলাম।

মনে হচ্ছে, স্থানীয় লোকদের জানা কোন সরাসরি পৌঁছবার মত সোজা পথ আছে, কারণ আমি দেখে বিস্মিত হলাম যে, আমি বড় রাস্তায় পড়বার আগেই মিস্ স্টেপ্‌ল্‌টন রাস্তার পাশে একটা পাথরের উপর বসে আছে। পথশ্রমে রক্তিম হয়ে ওঠায় তার মুখখানি আরও সুন্দর দেখাচ্ছে ; হাত দু'খানি দু'পাশে রেখে সে বসেছে।

"আপনাকে ধরতে আমি ছুটতে ছুটতে এসেছি ডাঃ ওয়াটসন", সে বলল। "টুপিটা মাথায় দেবার সময়-টুকুও পাই নি। আমি আর দাঁড়াব না, কারণ দাদা আমার খোঁজ করতে পারে। বোকার মত ভুল করে আপনাকে স্যার হেনরি মনে করেছিলাম, সেজন্য আমি খুবই দুঃখিত ঃ সেই কথাটা আপনাকে বলতেই এসেছি। যে কথাগুলি আমি বলেছিলাম দয়া করে তা ভুলে যাবেন, কারণ কথা-গুলি আপনার জন্য মোটেই বলি নি।"

আমি বললাম, "কিন্তু সে কথা তো আমি ভুলতে পারি না মিস স্টেপ্‌ল্‌টন। আমি স্যার হেনরির বন্ধু, তার কল্যাণের সঙ্গে আমি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এবার বলুন, স্যার হেনরির লণ্ডনে ফিরে যাবার ব্যাপারে আপনার এত আগ্রহ কেন?"

"সবই মেয়ে মানুষের খেয়াল ডাঃ ওয়াটসন। আমাকে আরও ভাল করে জানলে বুঝতে পারবেন, আমি যা বলি বা করি সব সময় তার কারণ দর্শাতে পারি না।"

"না, না। আপনার কণ্ঠস্বরের উচ্ছ্বাস আমার মনে আছে। আপনার চোখের চাউনিও আমার মনে আছে। মিস স্টেপ্‌ল্‌টন, দয়া করে সব কথা আমাকে খুলে বলুন, কারণ আমি বুঝতে পারছি এখানে আসার পর থেকেই ছায়ারা যেন চারদিক থেকে আমাকে ঘিরে রয়েছে। জীবন হয়ে উঠেছে গ্রিমপেন-এর ঐ মহাপংকের মত ; সর্বত্র ছোট ছোট সবুজের ছোপ ছড়ানো যেখানে পা পড়লেই সমাধি হয়ে যাবে, অথচ সঠিক পথ দেখাবার কেউ নেই। কাজেই আমাকে বলুন, ওসব কথা আপনি কেন বললেন। কথা দিচ্ছি, আপনার সতর্ক-বাণী আমি স্যার হেনরিকে জানাব।"

মুহূর্তের জন্য একটা অস্থিরতার ভাব তার মুখের উপর দিয়ে খেলে গেল। কিন্তু আমার কথার জবাব দেবার সময় তার চোখ দুটি আবার কঠিন হয়ে উঠল।

সে বলল, "আপনি ব্যাপারটাকে খুবই বড় করে দেখছেন ডাঃ ওয়াটসন। আমার দাদা ও আমি উভয়েই স্যার চার্লসের মৃত্যুতে খুবই মর্মাহত হয়েছি। তাকে আমরা খুব ঘনিষ্ঠভাবেই জানতাম, কারণ জলাভূমি পার হয়ে আমাদের বাড়িতে আসা-যাওয়া করতে তিনি খুব ভালবাসতেন। তার পরিবারের মাথার উপরে যে অভিশাপ সব সময় ঝুলে থাকত সেটা তার মনের উপরেও খুবই চেপে বসেছিল। পরে সত্যি সত্যি যখন দুর্ঘটনা ঘটল তখন স্বভাবতই আমার মনে হল যে তার এই ভীতির নিশ্চয় কোন কারণ আছে। কাজেই সেই বংশেরই আর একজন মানুষ যখন এখানে বাস করতে এল তখন আমি ভয় পেলাম; মনে হল, আসন্ন বিপদ সম্পর্কে তাকে সতর্ক করে দেওয়া দরকার। শুধু এই কথাই আমি বলতে চেয়েছিলাম।"

"কিন্তু বিপদটা কি?"

"শিকারী কুকুরের কাহিনীটা কি আপনি জানেন?"

"ও সব বাজে কথায় আমি বিশ্বাস করি না।"

"কিন্তু আমি করি। এ জায়গাটা তার পরিবারের পক্ষে সব সময়ই মারাত্মক। কাজেই স্যার হেনরির উপর আপনার যদি কোন জোর থাকে তাহলে তাকে এখান থেকে নিয়ে যান। এই বিপদের মধ্যে কেনই বা তিনি থাকতে চাইছেন?"

"কারণ এই জায়গাটায় বিপদ আছে। স্যার হেনরির স্বভাবই তাই। আপনি যদি এর চাইতে নির্দিষ্ট কোন খবর আমাকে না জানান, তাহলে তাকে এখান থেকে কোথাও নিয়ে যাওয়া অসম্ভব।"

"নির্দিষ্ট কিছু বলতে আমি পারব না, কারণ নির্দিষ্ট কিছু আমি জানি না।"

"আপনাকে আর একটি প্রশ্ন করতে চাই মিস স্টেপ্‌লটন। প্রথম যখন আমার সঙ্গে কথা বলেছিলেন তখন যদি এর চাইতে বেশী কিছু বলার আপনার নাই থাকত তাহলে আপনার দাদা সে কথাগুলি শুনতে পাক এটা আপনি চাইছিলেন না কেন? সেকথার মধ্যে তো এমন কিছুই নেই যাতে তার বা অন্য কারও আপত্তি থাকতে পারে।"

"আমার দাদা চায় যে হল-এ লোকজন বাস করুক, কারণ সে মনে করে যে তাতে এ অঞ্চলের গরীব মানুষদের উপকার হবে। আমি এমন কিছু বলেছি যাতে হেনরি এখান থেকে চলে যেতে পারেন, এ কথা শুনলে দাদা খুব রাগ করত। কিন্তু আমি আমার কর্তব্য করেছি; আর কিছুই বলতে চাই না। এখনই আমি ফিরে যাব, নইলে আমাকে খোঁজ করে না পেলে সে হয় তো সন্দেহ করবে যে আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। নমস্কার।"

সে মুখ ফেরাল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ইতস্তত ছড়ানো পাথরের চাঁইগুলোর মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। আর বুকের মধ্যে অনেক অস্পষ্ট ভয় নিয়ে আমি বাস্কারভিল হল-এর দিকে হাঁটতে লাগলাম।

অধ্যায় ৮

ডাঃ ওয়াটসনের প্রথম প্রতিবেদন

ডার্টমুরে এসে মিঃ শার্লক হোমসকে যে সব চিঠি আমি লিখেছিলাম সেগুলি আমার সামনে টেবিলের উপরেই রয়েছে। এখান থেকে সেই চিঠিগুলির অনুলিপি উদ্ধৃত করেই আমি ঘটনার ধারাকে অনুসরণ করব। একটি পাতা হারিয়ে গেছে, তাছাড়া আর সব চিঠিই যেমনটি লিখেছিলাম তেমনটি আছে। এইসব শোচনীয় ঘটনা আমার স্মৃতিতে যত স্পষ্ট হয়েই থাকুক, সেই মুহূর্তে আমার মনের ভাব কি হয়েছিল, অথবা কোন্ সন্দেহ মনে উঁকি দিয়েছিল সে কথা আমি স্মৃতির সাহায্যে যতটা বলতে পারব তার চাইতে অনেক বেশী সঠিকভাবে প্রকাশ পাবে তৎকালে লিখিত চিঠিগুলিতে।

বাস্কারভিল হল, ১৩ই অক্টোবর

প্রিয় হোমস,

পৃথিবীর এই ঈশ্বর-পরিত্যক্ত একটি কোণে যা কিছু ঘটেছে, আমার পূর্ববর্তী চিঠি ও তারবার্তায় তার সর্বশেষ বিবরণ তুমি ভালভাবেই জানতে পেরেছ। একটি মানুষ যত বেশী দিন এখানে থাকবে, এই জলাভূমির আত্মা, তার উদার বিস্তার ও কঠিন আকর্ষণ, ততই বেশী করে তার মনের উপর চেপে বসবে। এর বুকের মধ্যে একবার নিজেকে ছেড়ে দিলে আধুনিক ইংলণ্ডের সব চিহ্ন তোমার পিছনে পড়ে থাকবে; সর্বত্র তুমি দেখতে পাবে প্রাগৈতিহাসিক মানুষের বাসভবন ও কর্মধারার স্মৃতিচিহ্ন। পথ দিয়ে যখন হাঁটতে থাকবে, দুই পাশে দেখতে পাবে সেই বিস্মৃত মানুষদের ঘরবাড়ি, তাদের সমাধিক্ষেত্র, তাদের মন্দিরের শেষ স্মৃতিস্বরূপ এক-প্রস্তর স্তম্ভসমূহ। ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত প্রস্তরলাঞ্ছিত পাহাড়ের ঢালুতে অবস্থিত সেই সব পাথরের বাড়িঘরের দিকে তাকালে এক-

সময় তোমার নিজের কালকে পিছনে ফেলে তুমি কোথায় উধাও হয়ে যাবে। তখন যদি তুমি দেখতে পাও, একটি লোমশ মানুষ পশু-চর্মে দেহ ঢেকে ঘরের নীচে দরজায় হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল, তার হাতের ধনুকে লাগানো তীক্ষ্ম পাথুরে ফলার তীর, তাহলেও তোমার মনে হবে সেখানে তোমার চাইতে তার উপস্থিতিটাই অধিকতর স্বাভাবিক। এমন একটা অনুর্বর, অফলপ্রসূ স্থানকেই তারা যে স্থায়ী বসবাসের জন্য বেছে নিয়েছিল এইটেই সবচাইতে বিস্ময়ের কথা। আমি প্রত্নতত্ত্ববিদ্ নই, তবু আমার মনে হয় তারা এমন একদল যুদ্ধবিমুখ লুঠেরা মানুষ ছিল যারা অন্য সকলের পরিত্যক্ত এই জমিকেই দখল করতে বাধ্য হয়েছিল।

অবশ্য যে উদ্দেশ্যে তুমি আমাকে এখানে পাঠিয়েছ, এ সবই তার সঙ্গে সম্পর্কবিহীন, এবং তোমার একান্ত বাস্তববুদ্ধিগত মনের কাছে এসব কথা খুবই একঘেয়ে লাগবে। সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে, না পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে—এ সমস্যার প্রতি তোমার একান্ত উদাসীনতার কথা আমার আজও মনে পড়ে। অতএব এবার স্যার হেনরি বাস্কারভিল-এর ব্যাপারে ফিরে যাই।

গত কয়েকদিনের মধ্যে তুমি যে কোন প্রতিবেদন পাও নি তার কারণ আজ পর্যন্ত তোমাকে জানাবার মত গুরুতর কিছু ঘটে নি। তারপরই যে বিস্ময়কর ঘটনাটি ঘটেছে সেটা তোমাকে যথাসময়ে জানাব। কিন্তু তার আগে এখানকার পরিস্থিতির অপর কয়েকটি বিষয় তোমার গোচরীভূত করতে চাই।

তার মধ্যে একটি, যে বিষয়ে তোমাকে কিছুই বলি নি, তা হল জলাভূমিতে অবস্থানকারী একটি পলাতক কয়েদী। অবশ্য সে যে এখন এখান থেকে চলে গেছে সেকথা বিশ্বাস করবার যথেষ্ট কারণ আছে ; আর তার ফলে এ অঞ্চলের বিচ্ছিন্ন বাসিন্দারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছে। তার পালাবার পরে একপক্ষকাল কেটে গেছে ; এর মধ্যে তাকে আর দেখা যায় নি, বা তার কথা শোনাও যায় নি। এতদিন পর্যন্ত সে জলাভূমিতে লুকিয়ে আছে এ কথা নিশ্চয়ই ভাবা যায় না। অবশ্য সে যদি লুকিয়ে থাকতে চায় তাতে অসুবিধার কিছু নেই। ঐ সব পাথরের ঘরের যে কোন একটার মধ্যে সে লুকিয়ে থাকতে পারে। কিন্তু জলাভূমি থেকে ভেড়া ধরে নিয়ে কেটে খাওয়া ছাড়া সেখানে তো আর কোন খাদ্য পাওয়া সম্ভব নয়। তাই আমরা মনে করি, সে চলে গেছে, এবং তার ফলে দূরে দূরে থাকা চাষীদেরও ভাল ঘুম হচ্ছে।

এখানকার সংসারে আমরা চারটি শক্ত সমর্থ প্রাণী, কাজেই নিজেদের মধ্যে আমরা ভালই আছি। কিন্তু আমি স্বীকার করছি, স্টেপ্‌ল্‌টনদের কথা ভাবলে আমি বড়ই অস্বস্তি বোধ করি। যেকোন রকমের সাহায্য থেকে তারা পাঁচ মাইল দূরে থাকে। সেখানে থাকে একটি দাসী, একটি বুড়ো চাকর, বোন ও দাদা, তাও আবার দাদাটি তেমন শক্তপোক্ত নয়। এই নটিংহিল কয়েদীর মত কোন দুর্বৃত্ত লোক যদি একবার সে বাড়িতে ঢুকতে পারে, তাহলে তার হাতে তারা তো একেবারেই অসহায়। স্যার হেনরি ও আমি দু'জনই তাদের অবস্থা নিয়ে চিন্তিত। আমাদের সাহিস পার্কিন্স তাদের ওখানে গিয়ে রাত্রিতে ঘুমোবে এ প্রস্তাবও করা হয়েছিল, কিন্তু স্টেপ্‌ল্‌টন শোনেন নি।

আসল ঘটনা হল, আমাদের বন্ধু ব্যারনেটটি আমাদের সুন্দরী প্রতিবেশিনীটির দিকে একটু বেশী নজর দিতে শুরু করেছে। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কারণ তার মত একজন কর্মঠ লোকের পক্ষে এই নির্জন দেশে সময় কাটানোই দায়, তার উপরে মহিলাটি খুবই মনোরমা ও সুন্দরী। তাকে ঘিরে একটা গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বিদেশী আকর্ষণ রয়েছে, অথচ তার ঠাণ্ডা, আবেগহীন দাদাটির প্রকৃতি একেবারেই উল্টো। কিন্তু তার মধ্যেও লুকনো আগুন আছে। বোনটির উপর দাদার প্রভাব খুবই উল্লেখযোগ্য, কারণ আমি লক্ষ্য করেছি, কথা বলবার সময় বার বার দাদার দিকে তাকান, যেন সব কথাতেই দাদার সম্মতি দরকার। আমার বিশ্বাস, দাদা বোনকে ভালবাসে। অবশ্য তার চোখের শুষ্ক উজ্জ্বলতা ও দুটি পাতলা ঠোঁটের দৃঢ়বদ্ধতা কঠোর প্রকৃতিরই সূচক। তাকে দেখলে তোমার খুব আকর্ষণীয় চরিত্র মনে হবে।

সেই প্রথম দিনেই তিনি বাস্কারভিলে এসেছিলেন এবং ঠিক তার পরদিন সকালেই আমাদের দু'জনকেই সেই জায়গাটা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন যেখান থেকে লম্পট হুগোর কাহিনীর সূত্রপাত হয়েছিল। জলাভূমির ভিতর দিয়ে কয়েক মাইল এগিয়ে যে জায়গায় আমরা পৌঁছলাম সেটা এতই ভয়ানক যে তাকে ঘিরে ওরকম একটা কাহিনী গড়ে উঠতে পারে। উঁচু-নীচু পাহাড়ের মাঝখানে একটা ছোট উপত্যকা পার হয়ে সাদা কাশ-ফুলের বনে ছাওয়া একটু খোলা ঘাসে-ঢাকা জায়গা। তার ঠিক মাঝখানে দুটো বড় বড় পাথরের চাঁই দাঁড়িয়ে আছে ; পাথর দুটোর মাথার দিকটা ক্ষয়ে ক্ষয়ে এমন ধারালো হয়ে উঠেছে যে কোন অতিকায় পশুর প্রকাণ্ড হিংস্র দাঁতের মত দেখাচ্ছে। সেই পুরনো দুর্ঘটনার উপযুক্ত স্থানই বটে। স্যার হেনরি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে স্টেপ্‌ল্‌টনকে বার বার জিজ্ঞাসা করতে লাগল, মানুষের ব্যাপারে অলৌকিক শক্তির হস্তক্ষেপের

সম্ভাবনায় সত্যি সত্যি বিশ্বাস করেন কি না। কথাগুলি সে হাল্কাভাবেই বলল বটে, কিন্তু সে যে খুবই আগ্রহের সঙ্গে কথাগুলি বলেছে সেটা স্পষ্টই বুঝতে পারলাম। স্টেপ্‌ল্‌টন বেশ রেখে-ঢেকেই জবাব দিলেন, কারণ বেশ বুঝতে পারছিলাম, তিনি যতটা জানেন ততটা বলছেন না ; বরং ব্যারনেটের মনের প্রতিক্রিয়ার কথা বিবেচনা করে সব কথা পুরোপুরি বলতেও চাইছিলেন না। অশুভ শক্তির প্রভাবে নানাবিধ কষ্টভোগ করেছে এ-ধরনের আরও কিছু পরিবারের কথা তিনি আমাদের বললেন। ফলে আমাদের মনে এই ধারণা হল যে এ বিষয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গেই তিনি একমত।

ফিরবার পথে মেরিপিট হাউস-এ আমরা দুপুরের খাবার খেলাম, আর সেখানেই মিস স্টেপ্‌ল্‌টনের সঙ্গে স্যার হেনরির পরিচয় হল। প্রথম দর্শনেই স্যার হেনরি তার প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়েছে এবং আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে তাহলে বলব সে আকর্ষণ পারস্পরিকও বটে। সেখান থেকে ফিরবার পথে স্যার হেনরি বার বার তার প্রসঙ্গ তুলেছে এবং তারপর থেকে এ-বাড়িতে ভাই-বোনের দেখা মেলে নি এমন একটি দিনও যায় নি। আজ রাতে তারা এখানেই খাবেন, আর কথা আছে পরের সপ্তাহে আমরা তাদের বাড়ি যাব। এদের দু'জনের মিলন হলে স্টেপ্‌ল্‌টনের পক্ষে সেটা আনন্দের ব্যাপার হবারই কথা, কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি যখনই স্যার হেনরি তার বোনের প্রতি একটু বেশী নজর দিচ্ছে তখনই তার মুখে একটা প্রবল অসন্তুষ্টির ভাব ফুটে উঠেছে। স্যার হেনরি মহিলাটির প্রতি খুবই অনুরক্ত এবং তাকে কাছে না পেলে তার জীবন একাকিত্বের বোঝায় ভারী হয়ে উঠবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই ; স্টেপ্‌ল্‌টন যদি তার বোনের এ বিয়েতে বাধার সৃষ্টি করেন তাহলে সেটা চূড়ান্ত স্বার্থপরতার কাজই হবে। অথচ তাদের এই ঘনিষ্ঠতা ভালবাসায় পরিণতি লাভ করুক স্টেপ্‌ল্‌টন যে তা চান না সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত ; অনেক সময়ই আমি লক্ষ্য করেছি, তারা দুজন যাতে একান্তে মুখোমুখি হতে না পারে সেজন্য তিনি যথেষ্ট আয়েস স্বীকারও করেছেন। কথাপ্রসঙ্গে বলি, স্যার হেনরিকে একাকি বাইরে যেতে দেবার জন্য তুমি আমাকে যে নির্দেশ দিয়েছিলে, বর্তমান পরিস্থিতিতে তাদের দুজনের মধ্যে একটা ভালবাসাবাসির ব্যাপার গড়ে ওঠায় সে ব্যাপারে স্বভাবতই নতুন করে অসুবিধা দেখা দিয়েছে। তোমার নির্দেশকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে গেলে কেউই যে আমাকে ভাল চোখে দেখবে না।

সেদিন—সঠিক বলতে গেলে গত বৃহস্পতিবার—দুপুরে ডাঃ মর্টিমার আমাদের সঙ্গে আহার করেন। লং ডাউন-এ তিনি একটি সমাধি-স্তূপে খনন-কার্য চালাচ্ছেন এবং সেখান থেকে একটা প্রাগৈতিহাসিক মাথার খুলি পাওয়ায় খুবই আনন্দিত হয়েছেন। তার মত এ রকম একনিষ্ঠ উৎসাহী লোক আমি আর দেখি নি। তার পরেই স্টেপ্‌ল্‌টনরা এলেন এবং স্যার হেনরির অনুরোধেই ভাল মানুষ ডাক্তারটি সেই ভয়ংকর রাতে সব ব্যাপারটা ঠিক কি ভাবে ঘটেছিল সেটা আমাদের দেখাবার জন্য আমাদের সকলকে ঝাউ-বীথিতে নিয়ে গেলেন। সে ঝাউ-বীথি একটি দীর্ঘ বিষণ্ণ পথ ; দুপাশে ভাল করে ছাঁটা গাছের উঁচু বেড়া ; পথের দুধারেই সরু ঘাসে-ঢাকা দুই ফালি জমি। একেবারে শেষ প্রান্তে একটি পুরানো ধসে-পড়া প্রমোদ-গৃহ। মাঝামাঝি জায়গায় জলাভূমির ফটক যেখানে বৃদ্ধ ভদ্রলোক চুরুটের ছাই ঝেড়েছিলেন। একটা কাঠের সাদা ফটক, ছিটকিনি লাগানো। তার ওপাশেই বিস্তীর্ণ জলাভূমি। তোমার কর্ম-পদ্ধতির কথা মনে পড়ল, এবং সমস্ত ঘটনাটাকে কল্পনায় আঁকতে চেষ্টা করলাম। বৃদ্ধ লোকটি সেখানে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলেন জলাভূমি পেরিয়ে একটা কিছু ছুটে আসছে, সেটাকে দেখেই তিনি আতংকে দিশেহারা হয়ে পড়লেন এবং ছুটতে ছুটতে একসময় আতংকে ও শ্রান্তিতেই তার মৃত্যু ঘটল। সেই দীর্ঘ বিষণ্ণ পথ ধরে তিনি পালাতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কার কাছ থেকে ? জলাভূমির কোন মেষপালকের কুকুর ? না কি কোন কালো, নিশ্চুপ দানবীয় ভৌতিক শিকারী কুকুর ? তার মধ্যে কোন মানুষের হাত ছিল কি ? বিষণ্ণ, সতর্ক ব্যারিমোর কি যতটুকু বলেছে তার চাইতে বেশী কিছু জানে ? সব কিছুই আবছা, অস্পষ্ট, কিন্তু এ সব কিছুর পিছনে অপরাধের একটা কালো ছায়া যেন দেখতে পাচ্ছি।

শেষ চিঠি লিখবার পরে আর একটি প্রতিবেশীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটেছে। লাফ্‌টার হল-এর মিঃ ফ্রাংকল্যান্ড। আমাদের এখান থেকে মাইল চারেক দক্ষিণে থাকেন। প্রবীণ লোক, লাল মুখ, সাদা চুল, কোপনস্বভাব। বৃটিশ আইন তার নেশা, মস্ত সম্পত্তি তিনি মামলা মোকদ্দমায়ই নষ্ট করেছেন। মামলার জন্যই তিনি মামলা লড়েন, এবং যে কোন মামলায় যে কোন পক্ষ নিতে সমান আগ্রহী। কাজেই সে নেশা যে খুবই ব্যয়সাধ্য হয়ে পড়বে তাতে আর সন্দেহ কি। কখনও হয় তো তিনি একটা চলার পথ আটকে দেবেন এবং পল্লীর সমস্ত লোকের অনুরোধেও খুলে দেবেন না। আবার কখনও হয় তো নিজের হাতে অন্য লোকের ফটক ভেঙে দিয়ে বলবেন, আদিকাল থেকে সেখানে একটা রাস্তা ছিল, আর ফটকের মালিক অনধিকার প্রবেশের দায়ে তার

বিরুদ্ধে মামলা করে বসবে। প্রাচীন জমিদারী ও সম্প্রদায়-গত ক্ষমতাবিষয়ক জ্ঞান তার প্রচুর ; সে-জ্ঞান তিনি কখনও প্রয়োগ করেন ফ্রেনওয়ার্দি গ্রামের মানুষদের স্বপক্ষে, আবার কখনও বা তাদেরই বিরুদ্ধে ; ফলে তার স্বীয় কর্মফল অনুযায়ী কখনও তাকে বিজয়-উৎসবের মধ্য দিয়ে গ্রামের পথ দিয়ে সগৌরবে নিয়ে যাওয়া হয়, আবার কখনও বা তার কুশ-পুত্তলিকা দাহ করা হয়। শোনা যায়, বর্তমানে তার হাতে সাতটা মোকদ্দমা আছে আর তাতেই তার বাদ-বাকি সম্পত্তি নিঃশেষে তলিয়ে যাবে ; ফলে তার বিষ-দাঁতও ভেঙে যাবে আর ভবিষ্যতে তিনি সম্পূর্ণ নির্বিষ হয়ে থাকবেন। এই আইনের নেশা ছাড়া লোকটি কিন্তু দয়ালু ও সৎ-স্বভাব। আমাদের চারপাশের লোকজনদের বিবরণ তোমাকে পাঠাতে বলেছিলেন বলেই তার সম্পর্কে এত কথা লিখলাম। বর্তমানে তিনি একটা অদ্ভুত কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছেন। তিনি একজন অপেশাদার জ্যোতির্বিদ ; তার একটা ভাল দূরবীন আছে ; সেটা নিয়ে সারাদিন তিনি নিজের বাড়ির ছাদে উপুড় হয়ে থাকেন আর সেই পলাতক কয়েদীটিকে দেখবার আশায় দূরবীনটাকে জলাভূমির উপর ঘোরাতে থাকেন। তার সব উৎসাহ যদি ঐ কাজেই নিয়োজিত থাকত তো ভালই হত ; কিন্তু জোর গুজব যে তিনি ডাঃ মর্টিমারের বিরুদ্ধে মামলা করবেন, কারণ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের সম্মতি না নিয়েই লং ডাউন-এর সমাধি-স্তূপ খুঁড়ে তিনি একটি প্রস্তর যুগের নর-কঙ্কাল বের করেছেন। ভদ্রলোক আছেন বলে আমাদের জীবনের একঘেয়েমি কিছুটা কাটছে এবং এখানে যেটা অত্যন্ত প্রয়োজন সেই হাসির খোরাকও আমরা কিছুটা পাচ্ছি।

যা হোক পলাতক কয়েদী স্টেপলটন ভাই-বোন, ডাঃ মর্টিমার ও লাফটার হল-এর ফ্রাংকল্যান্ড সম্পর্কে সর্বশেষ তথ্য তোমাকে জানিয়ে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদটি দিয়েই চিঠি শেষ করব। ব্যারিমোর-দম্পতির বিষয়েই তোমাকে বলব, বিশেষ করে গত রাতের একটি বিস্ময়কর ঘটনা।

প্রথমেই বলি সেই পরীক্ষামূলক তার-বার্তাটার কথা, ব্যারিমোর সত্যি তখন এখানে ছিল কি না জানবার জন্য যেটা তুমি লন্ডন থেকে পাঠিয়েছিলে। আগেই জানিয়েছি পোস্টমাস্টারের সাক্ষ্য থেকে বোঝা যাচ্ছে যে পরীক্ষাটা একেবারেই বৃথা গেছে, কারণ ও থেকে হাঁ বা না কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। ব্যাপারটা স্যার হেনরিকে বলায় সে তার স্বভাবমতই তৎক্ষণাৎ ব্যারিমোরকে ডাকিয়ে জানতে চায়, তারটা সে নিজে নিয়েছিল কি না। ব্যারিমোর জানায় সে নিজে নিয়েছিল।

স্যার হেনরি জিজ্ঞাসা করল, "ছোকরা কি তোমার হাতে সেটা দিয়েছিল ?"

ব্যারিমোর বিস্মিত হয়ে একটু চিন্তা করল।

তারপর বলল, "না, সে সময় আমি বক্স-রুমে ছিলাম ; আমার স্ত্রী সেটা আমাকে এনে দেয়।"

"জবাবটা কি তুমি নিজে পাঠিয়েছিলে ?"

"না ; কি জবাব দিতে হবে আমার স্ত্রীকে বলে দিয়েছিলাম, সে নীচে গিয়ে লিখেছিল।"

সন্ধ্যায় নিজের থেকেই কথাটা আবার তুলল।

বলল, "স্যার হেনরি, আজ সকালে আপনি যে সব প্রশ্ন করেছিলেন তার অর্থ আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আমি কি এমন কিছু করেছি যাতে আপনার বিশ্বাসের অমর্যাদা হয়েছে ?"

স্যার হেনরি তাকে অনেক করে বুঝিয়েছে যে সে সব কিছুই নয় ; তাকে শান্ত করতে নিজের কিছু পুরনো পোশাকও তাকে দিয়েছে। অবশ্য লন্ডন থেকে নতুন পোশাক সবই এসে পড়েছে।

কিন্তু আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে মিসেস ব্যারিমোর। বেশ ভারিক্কী শক্ত-সমর্থ চেহারা, সংযত আচরণে একান্ত শ্রদ্ধাশীল, কিছুটা ধর্মপ্রবণ। এ রকম একটি আবেগ-বিহীন স্ত্রীলোকের ধারণাই তুমি করতে পারবে না। অথচ তোমাকে আগেই জানিয়েছি, প্রথম রাতেই আমি তাকে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুনেছি, এবং তারপরেও একাধিকবার তার মুখে আমি চোখের জলের দাগ দেখেছি। কোন গভীর দুঃখে তার হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে। কখনও মনে হয়েছে, হয় তো কোন অতীত পাপের স্মৃতি তাকে তাড়া করছে, আবার কখনও সন্দেহ হয়েছে, ব্যারিমোর হয় তো পারিবারিক জীবনে খুবই স্বেচ্ছাচারী। আগাগোড়াই আমার মনে হয়েছে যে এই লোকটির চরিত্রে সন্দেহজনক কী যেন একটা রয়েছে, আর গত রাতের অভিযানের ফলে আমার সে সন্দেহ চরমে উঠেছে।

আসলে কিন্তু ব্যাপারটা তুচ্ছ। তুমি তো জান, আমার ঘুম খুব গাঢ় নয় ; তার উপর এ বাড়িতে আসার পর থেকে একটু সতর্ক থাকার দরুন ঘুমটা আরও পাতলা হয়েছে। গত কাল রাত দুটো নাগাদ আমার ঘরের সামনে চুপি চুপি পা ফেলার শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল। উঠে দরজা খুলে বাইরে উঁকি দিলাম। একটা দীর্ঘ কালো ছায়া করিডর ধরে এগিয়ে চলেছে। একটা মোমবাতি হাতে নিয়ে কে যেন চুপি চুপি এগিয়ে চলেছে। পরনে শার্ট ও ট্রাউজার, পা খালি। তার কালো মূর্তিটাই আমি দেখতে পাচ্ছিলাম, কিন্তু দৈর্ঘ্য দেখে বুঝলাম সে ব্যারিমোর।

খুব ধীরে সতর্কভাবে সে এগিয়ে চলেছে। তার চলাফেরায় ও চেহারায় এমন একটা অপরাধ ও গোপনীয়তার ভাব যেটা ঠিক বর্ণনা করা যায় না।

তোমাকে বলেছি, করিডরটা হল-এর সামনে একটা রেলিং-ঘেরা বারান্দায় গিয়ে শেষ হয়েছে এবং তার ও-পাশ থেকে আবার টানা চলে গেছে। সে চোখের বাইরে চলে যাওয়া পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করে রইলাম এবং তারপর আবার পিছু নিলাম। আমি যতক্ষণে বারান্দাটা ঘুরে গেলাম ততক্ষণে সে করিডরের অপর প্রান্তে পৌঁছে গেছে এবং খোলা দরজা দিয়ে ছিটকে-আসা আলোয় দেখতে পেলাম, সে তারই একটা ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। এখন সে সবগুলি ঘরই আসবাবপত্রহীন এবং সেখানে কেউ থাকে না। কাজেই তার এই অভিযান আমার কাছে আরও রহস্যজনক হয়ে উঠল। আলোটা স্থিরভাবে বাইরে এসে পড়ছে দেখে বুঝলাম, সে নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে। যতটা নিঃশব্দে সম্ভব আরও এগিয়ে গিয়ে দরজার এককোণ থেকে ঘরের ভিতরে উঁকি দিলাম।

কাঁচের সামনে মোমবাতিটা ধরে ব্যারিমোর জানালার উপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে। তার দেহের অর্ধেকটা আমার দিকে ফেরানো, কাজেই সে যখন জলাভূমির অন্ধকারের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল তখন আমার চোখে পড়ল, তার সারা মুখ কিসের যেন প্রত্যাশায় কঠিন হয়ে উঠেছে। বেশ কয়েক মিনিট সাগ্রহে তাকিয়ে রইল। তারপরই সে আর্তনাদ করে উঠল এবং অধৈর্যের ভঙ্গীতে আলোটা নিভিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘরে ফিরে গেলাম এবং একটু পরেই শুনতে পেলাম চোরের মত পা ফেলে কে যেন আমার ঘরের সামনে দিয়ে ফিরে গেল। তার অনেকক্ষণ পরে ঘুমের মধ্যে আমি শুনতে পেলাম, কোথায় যেন চাবি দিয়ে তালা খোলার শব্দ হল, কিন্তু কোথা থেকে সে শব্দটা এল তা বলতে পারব না। এ সবের কি অর্থ আমি বুঝতে পারছি না, তবে এই বিষণ্ণ বাড়িটার মধ্যে যে গোপন কাজকর্ম চলেছে আজ হোক কাল হোক তার হদিস আমরা করবই। আমি কি ভাবছি তা তোমাকে জানাব না, কারণ শুধুমাত্র ঘটনাগুলি জানাতেই তুমি আমাকে বলেছ। আজ সকালে স্যার হেনরির সঙ্গে অনেকটা পথ বেড়াতে বেড়াতে আমার গত রাতের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একটা অভিযানের পরিকল্পনা আমরা করেছি। এখনই সে বিষয়ে তোমাকে কিছু জানাচ্ছি না ; তবে আশা করছি তার ফলে আমার পরবর্তী প্রতিবেদনটি পড়ে তোমার ভাল লাগবে।

অধ্যায় ৯

ডাঃ ওয়াটসনের দ্বিতীয় প্রতিবেদন

জলাভূমির উপর আলো

বাস্কারভিল হল, ১৫ই অক্টোবর

প্রিয় হোমস,

এখানে আসার পরে প্রথম দিকে যদিও যথেষ্ট খবর তোমাকে পাঠাতে পারি নি, তাহলেও এখন যে আমি সেই অপচয়িত সময়ের ক্ষতিপূরণ করতে পারছি এবং আমাদের চারদিকে অতি দ্রুত ঘটনার ভিড় জমে উঠেছে সে কথা তুমি নিশ্চয় স্বীকার করবে। গত প্রতিবেদনে ব্যারিমোরের জানালায় উপস্থিতির উল্লেখ করেছিলাম ; কিন্তু আমার হাতে এখন খবরের ভিড় জমে গেছে এবং আমার যদি খুব ভুল না হয়ে থাকে তাহলে সে সব ঘটনা তোমাকেও খুবই বিস্মিত করে তুলবে। সমস্ত ঘটনা এমনভাবে মোড় নিয়েছে যেটা আমিও আশা করতে পারি নি। একদিক থেকে দেখলে, গত আটচল্লিশ ঘণ্টায় পরিস্থিতি অনেকটা পরিষ্কার হয়ে এসেছে, আবার অন্য দিক থেকে দেখলে হয়েছে জটিলতর। কিন্তু সবই তোমাকে খুলে বলছি, তারপর তুমিই বিচার করে দেখো।

আমার অভিযানের পরদিন সকালে প্রাতরাশের আগেই আগের দিন রাতে ব্যারিমোর যে ঘরে গিয়েছিল করিডর পেরিয়ে গিয়ে আমি সেই ঘরটা পরীক্ষা করে দেখলাম। দেখলাম, পশ্চিমের যে জানালাটা দিয়ে সে অমন একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল বাড়ির অন্য জানালার তুলনায় তার একটা বৈশিষ্ট্য আছে—সেই জানালাটা থেকেই জলাভূমিকে সব চাইতে কাছে থেকে দেখা যায়। দুটো গাছের ফাঁক দিয়ে এমন খানিকটা খোলা জায়গা রয়েছে যার ভিতর দিয়ে জলাভূমিটাকে সোজা দেখা যায়, অথচ অন্য যে কোন জানালা থেকেই সেটা দূর থেকে অস্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হয় মাত্র। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যেহেতু কেবলমাত্র এই জানালা থেকেই তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে সেই হেতু ব্যারিমোর নিশ্চয়ই ওই জলাভূমিতে কোন বস্তুর অথবা কোন লোকের সন্ধান করছিল। কিন্তু গতকাল তো রাত ছিল গাঢ় অন্ধকার, কাজেই সেখানে সে কাউকে দেখতে পাবার আশা কেমন করে করল ঠিক বুঝতে পারলাম না। হঠাৎ মনে হল, কোন রকম ভালবাসার লুকোচুরির ব্যাপারও তো হতে পারে। লোকটির গোপন চলাফেরা এবং তার স্ত্রীর মনোকষ্ট—দুইয়েরই ব্যাখ্যা তাতে পাওয়া যাচ্ছে। লোকটি দেখতে

চোখে লাগবার মত, যে কোন গ্রাম্য তরুণীর মনোহরণের যোগ্যতা তার আছে। কাজেই এ রকম একটা ধারণা একেবারে যুক্তিহীন নয়। আমার ঘরে ফিরে যাবার পরে দরজা খোলার যে শব্দ শুনেছিলাম সেটার অর্থ হয় তো এই যে, সে তখন নৈশ অভিসারে বেরিয়েছিল। সকালে আমার চিন্তাধারাটা এই রকম হয়েছিল বলেই তোমাকে জানালাম, যদিও পরে দেখা গেছে যে সে সন্দেহ একেবারেই ভিত্তিহীন।

কিন্তু ব্যারিমোরের চলাফেরার প্রকৃত ব্যাখ্যা যাই হোক, আমার কিন্তু মনে হল যে সে ব্যাখ্যা না পাওয়া পর্যন্ত সব কথা নিজের মধ্যে চেপে রাখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। প্রাতরাশের পরেই তার পড়বার ঘরে ব্যারনেটের সঙ্গে আমার দেখা হল এবং আমি যা কিছু দেখেছি সব তাকে বললাম। কিন্তু আমি যতটা আশা করেছিলাম সে ততটা বিস্মিত হল না।

সে বলল, "ব্যারিমোর যে রাতের বেলা চলাফেরা করে সেটা আমিও জানি। তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করব বলেও ভেবেছি। ঠিক যে সময়ের কথা আপনি বলছেন ঐ রকম সময়ে দু' তিন বার তার আসা-যাওয়ার পায়ের শব্দ আমিও শুনেছি।"

আমি বললাম "তাহলে হয় তো প্রতি রাতেই সে ঐ জানালাটার কাছে যায়।"

"হয় তো যায়। সে ক্ষেত্রে তো তার পিছু নিয়ে আমরাই তার অভিসন্ধিটা জানতে পারি। জানি না, তোমার বন্ধু হোমস এখানে থাকলে কি করতেন।"

আমি বললাম, "আমার বিশ্বাস, তুমি এখন যা বললে সেও তাই করত। ব্যারিমোরের পিছু নিয়ে দেখত সে কি করে।"

"তাহলে আমরাও দু'জন মিলে তাই করব।"

"কিন্তু সে তো আমাদের পায়ের শব্দ শুনতে পাবে।"

"লোকটা একটু কালা আছে। সে যাই হোক, আমাদের চেষ্টা করে দেখতেই হবে। আজ রাতে দুজনে আমার ঘরে বসে থাকব এবং তার যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করব।" স্যার হেনরি খুশিতে দুই হাত ঘসতে লাগল : বুঝতে পারলাম, এই জলাভূমির শান্ত জীবনে একটা অভিযানের সুযোগ পেয়ে সে বেশ কিছুটা স্বস্তি বোধ করছে।

স্যার চার্লসের জন্য বাড়ির একটা নক্সা যে স্থাপিত করেছিল ব্যারনেট ইতিমধ্যেই তার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে ; যোগাযোগ করেছে লণ্ডনের একজন কনট্রাক্টারের সঙ্গেও। শীঘ্রই এখানকার বাড়ি-ঘরের বড় রকম রদ-বদল হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। গ্লিমাথ থেকে বাড়ি সাজাবার এবং আসবাবপত্র সরবরাহ করার লোকজন এখানে এসে গেছে। তাই মনে হচ্ছে, পরিবারের হৃত মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের বন্ধু বেশ বড় রকমের পরিকল্পনা করেছে এবং এ ব্যাপারে চেষ্টা ও অর্থের কোন রকম কৃপণতাই করবে না। বাড়ির সংস্কার ও সাজসজ্জা সম্পূর্ণ হয়ে গেলে সে কাজ সম্পূর্ণ করতে একমাত্র অভাব থাকবে একটি স্ত্রীর। নিজেদের মধ্যেই বলছি স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে মহিলাটির সম্মতি থাকলে সে অভাবও ঘুচে যাবে কারণ আমাদের সুন্দরী প্রতিবেশিনী মিস স্টেপলটনের প্রতি তার যে উচ্ছ্বসিত অনুরাগ আমি দেখতে পাচ্ছি সে রকমটি কদাচিৎ চোখে পড়ে। অবশ্য এই পরিস্থিতিতে তাদের ভালবাসার পথ যতটা মসৃণ হবে বলে আশা করা যায় আসলে তা হচ্ছে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলতে পারি, অপ্রত্যাশিত তরঙ্গাঘাতে আজই সে ভালবাসার শান্ত সমুদ্রে ঢেউ উঠেছিল, আর তার ফলে আমাদের বন্ধু যথেষ্ট বিচলিত ও বিরক্ত হয়েছে।

ব্যারিমোরের সঙ্গে যে কথাবার্তার কথা আমি উল্লেখ করলাম তারপরেই স্যার হেনরি টুপিটা মাথায় দিয়ে বাইরে যাবার জন্য তৈরী হল। যথারীতি আমিও তাই করলাম।

বিস্মিত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে সে বলল, "সে কি ? তুমিও যাচ্ছ নাকি ওয়াটসন ?"

আমি বললাম "সেটা নির্ভর করছে, তুমি জলাভূমির দিকে যাচ্ছ কি না তার উপর।"

"তা তো যাচ্ছি।"

"দেখ, তুমি তো জান আমার প্রতি কি নির্দেশ রয়েছে। এ ব্যাপারে নাক গলাতে হচ্ছে বলে আমি দুঃখিত, কিন্তু তুমি নিজেই তো শুনেছ হোমস আমাকে বার বার বলে দিয়েছে তোমাকে যেন একা ছেড়ে না দেই, বিশেষ করে ঐ জলাভূমিতে কখনও তোমাকে একাকি যেতে দেওয়া হবে না।"

স্মিত হেসে স্যার হেনরি আমার কাঁধে হাত রেখে বলল, "প্রিয় বন্ধু, হোমস যত বুদ্ধিমানই হোন আমি এখানে আসার পরে এমন কিছু ঘটেছে যা তিনি আগে থেকে নিশ্চয়ই বুঝতে পারেন নি। আমার কথা তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছ ? তুমি নিশ্চয়ই আমাদের খেলার পথে বিঘ্নস্বরূপ হবে না। অতএব আমাকে একাই যেতে হবে।"

আমি একটা অদ্ভুত অবস্থায় পড়ে গেলাম। কেমন

যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লাম, আর আমার মনস্থির করবার আগেই সে ছড়িটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

কিন্তু বিষয়টা নিয়ে পুনরায় চিন্তা করতেই যে কোন কারণেই হোক তাকে আমার দৃষ্টিপথের আড়ালে চলে যেতে দেওয়ার জন্য আমি বিবেকের তীব্র কষাঘাত অনুভব করতে লাগলাম। আমার মনে হল, যদি আমাকে ফিরে গিয়ে তোমার কাছে স্বীকার করতে হয় যে তোমার নির্দেশ অমান্য করার ফলে একটা অঘটন ঘটে গেছে, তাহলে আমার মনের অবস্থাটা কি দাঁড়াবে। সত্যি বলছি, সে কথা ভাবতেই আমার গাল দুটো লাল হয়ে উঠল। এখনও হয় তো তাকে ধরতে পারব এ কথা ভেবে আমি তৎক্ষণাৎ মেরিপিট হাউসের দিকে রওনা হলাম।

যথাশক্তি দ্রুতগতিতে পথ ধরে এগিয়ে চললাম। স্যার হেনরির দেখা নেই। জলাভূমিতে যাবার পথটা যেখান থেকে বেরিয়ে গেছে সেখানে পেঁছে ভয় হল যে, ভুল পথে আসি নি তো। তাই যে পাহাড়টা থেকে পাথর কেটে নেওয়া হয়েছিল সেটার উপরে উঠে চারদিকে তাকালাম। সঙ্গে সঙ্গে তাকে দেখতে পেলাম। সিকি মাইলটাক দূরে জলাভূমির পথ ধরে সে এগিয়ে চলেছে, আর তার সঙ্গের ভদ্রমহিলাটি নিশ্চয়ই মিস স্টেপ্‌ল্‌টন। পরিষ্কার বুঝতে পারলাম, পূর্ব-ব্যবস্থামতই তারা এখানে মিলিত হয়েছে। গভীর আলোচনায় মগ্ন হয়ে তারা ধীরে ধীরে হাঁটছিল। মহিলাটি ঈষৎ হাত নেড়ে নেড়ে সাগ্রহে কি যেন বলছেন আর স্যার হেনরি মনোযোগসহকারে শুনছে ও মাঝে মাঝে অসম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ছে। পাহাড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি তাদের দেখতে লাগলাম ; কিন্তু তারপরে যে কি করব কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। পিছু নিয়ে তাদের এই ঘনিষ্ঠ আলোচনায় বিঘ্ন সৃষ্টি করা তো এক মহা অপরাধ, অথচ মুহূর্তের জন্যেও তাকে দৃষ্টির আড়াল না করা আমার সুস্পষ্ট কর্তব্য। বন্ধুর উপর গোয়েন্দাগিরি করা খুবই ঘৃণ্য কাজ। তথাপি পাহাড়ের উপর থেকে তার উপর নজর রাখা ছাড়া আর কোন পথই আমার চোখে পড়ল না। ভাবলাম, পরে স্যার হেনরির কাছে সব কথা স্বীকার করলেই বিবেকের দিক থেকে আমি দায়মুক্ত হতে পারব। এ কথা সত্য যে, আমি তখন এতটা দূরে ছিলাম যাতে তার হঠাৎ কোন বিপদ দেখা দিলে আমার দ্বারা কোন সাহায্যই হবে না ; তবু আমার সঙ্গে তুমিও একমত হবে যে, আমার অবস্থা তখন অত্যন্ত সঙ্গীন, এবং এর চাইতে ভাল কিছু করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

আমাদের বন্ধু স্যার হেনরি ও মহিলাটি পথের উপর দাঁড়িয়েই গভীর আলোচনায় মগ্ন হয়ে ছিল এমন সময় সহসা আমি বুঝতে পারলাম যে তাদের এই সাক্ষাৎকারের আমিই একমাত্র দর্শক নই। আমার চোখে পড়ল, একটুকরো সবুজ কাপড় বাতাসে উড়ছে এবং পরমুহূর্তেই দেখলাম, সেটার সঙ্গে বাঁধা একটা লাঠি হাতে জনৈক ভদ্রলোক ভাঙা মাটির পথ ধরে এগিয়ে আসছে। প্রজাপতি-ধরা জাল হাতে স্বয়ং স্টেপ্‌ল্‌টন। ঠিক সেই সময় হঠাৎ স্যার হেনরি মিস স্টেপ্‌ল্‌টনকে জড়িয়ে ধরল। আমার মনে হল, মহিলাটি মুখ ঘুরিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করলেন। স্যার হেনরি তার মুখের উপর নিজের মুখটা নামাল, আর তিনি একটা হাত তুলে যেন বাধা দিলেন। পরমুহূর্তেই দেখলাম দুজন ছিটকে সরে গেল এবং মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়াল। এই বিঘ্নের কারণ স্টেপ্‌ল্‌টন। তিনি ঊর্ধ্বশ্বাসে তাদের দিকে ছুটে গেলেন ; অদ্ভুত জালটা তার পিছন পিছন দুলতে লাগল। প্রেমিক-যুগলের সম্মুখে পেঁছে তিনি হাত-পা ছুঁড়তে লাগলেন ; উত্তেজনায় যেন প্রায় নাচতে শুরু করলেন। দৃশ্যটার সঠিক অর্থ আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না ; তবে মনে হল, স্টেপ্‌ল্‌টন স্যার হেনরিকে তিরস্কার করছেন, সে কি যেন বোঝাতে চাইছেন আর সেটা মানতে না পেরে স্টেপ্‌ল্‌টন আরও রেগে যাচ্ছেন। মহিলাটি উদ্ধত নৈঃশব্দে একপাশে দাঁড়িয়ে আছেন। শেষ পর্যন্ত স্টেপ্‌ল্‌টন ফিরে চললেন এবং আদেশের ভঙ্গীতে বোনকে অনুসরণ করতে বললেন। বেনটি বিচলিত দৃষ্টিতে স্যার হেনরির দিকে তাকিয়ে দাদার সঙ্গে চলে গেলেন। উদ্ভিদবিজ্ঞানীর ক্রোধ দেখে বোঝা গেল, মহিলাটির প্রতিও তিনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। ব্যারনেট তাদের দিকে তাকিয়ে এক মিনিট দাঁড়িয়ে রইল ; তারপর যে পথে এসেছিল সেই পথ ধরেই ফিরে চলল। তার মাথাটা ঝুলে পড়েছে ; হতাশার প্রতিমূর্তি যেন।

এ সবের অর্থ আমি বুঝতে পারলাম না। কিন্তু বন্ধুর অজ্ঞাতসারে এই ঘনিষ্ঠ দৃশ্যের দর্শক হয়েছিলাম বলে নিজের কাছে খুবই লজ্জিত বোধ করলাম। তাই দ্রুত পায়ে পাহাড় থেকে নেমে এসে ঠিক নীচেই ব্যারনেটের সঙ্গে দেখা করলাম। তার মুখ ক্রোধে আরক্ত হয়ে উঠেছে ; ভুরু দুটো বারবার কুঁচকে যাচ্ছে ; কি যে করবে কিছুই বুঝতে পারছে না।

সে বলে উঠল, "হ্যালোয়া ওয়াটসন ! তুমি কোথা থেকে উদয় হলে ? এত কথার পরেও তুমি আমার পিছু নাও নি নিশ্চয় ?"

সব কিছু তাকে বুঝিয়ে বললাম ঃ কেন আমি না এসে পারি নি, কেন তার পিছু নিয়েছি এবং কি ভাবে যা কিছু ঘটেছে সব আমি দেখেছি। মুহূর্তের জন্য আমার দিকে তাকিয়ে তার চোখ দুটি জ্বলে উঠল, কিন্তু আমার সরলতায় তার রাগ পড়ে গেল এবং শেষ পর্যন্ত ঈষৎ বিরক্ত গলায় সে হেসে উঠল।

সে বলল, "ওই তৃণভূমির মাঝখানটাকে একটা নিরাপদ গোপনীয় স্থান মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে, কিন্তু হা হতোস্মি, সারাটা দেশই যেন আমার অভিসার দেখতে বেরিয়ে এসেছে—কিন্তু হায় রে, কী এক বিরাট ব্যর্থ অভিসার ! তা তুমি কোথায় আসন পেতেছিলে ?"

"আমি ছিলাম ঐ পাহাড়ের উপরে।"

"তাহলে একেবারে পিছনের সারিতে ? কিন্তু ওর দাদাটি ছিলেন একেবারে সামনে। তাকে আমাদের কাছে আসতে দেখেছিলে কি ?"

"হ্যাঁ, দেখেছিলাম।"

"তার এই দাদাটিকে কি তোমার কখনও পাগল বলে মনে হয়েছে ?"

"সে কথা বলা যায় না।"

"আমিও বলতে পারি না। আজ পর্যন্ত তাকে যথেষ্ট সুস্থ মস্তিষ্কের লোক বলেই মনে করতাম, কিন্তু আমি বলছি হয় আমাকে নয় তো তাকে পাগলা-পোশাক পরানো উচিত। আমার অপরাধটা কোথায় বল ? ওয়াটসন, তুমি তো কয়েকটি সপ্তাহ আমার কাছাকাছি কাটিয়েছ। সোজাসুজি বল তো, যে নারীকে আমি ভালবাসি তার উপযুক্ত স্বামী হবার পক্ষে আমার কোন বাধা আছে কি ?"

"আমি তো মনে করি না।"

"আমার সাংসারিক অবস্থায় তার কোন আপত্তি থাকতে পারে না, কাজেই আমাকে নিয়েই তার আপত্তি। আমার বিরুদ্ধে তার কি বলার থাকতে পারে ? সারা জীবনে কোন পুরুষ বা নারীকে কখনও আঘাত দিয়েছি বলে তো আমার মনে পড়ে না। অথচ তিনি আমাকে ঐ মহিলার আঙুলের ডগাটা পর্যন্ত ছুঁতে দেবেন না।"

"তিনি কি সে কথা বলেছেন ?"

"তা তো বলেইছেন, আরও অনেক কিছু বলেছেন। আমি বলছি ওয়াটসন, মাত্র কয়েক সপ্তাহ আমি ওকে চিনেছি, কিন্তু প্রথম দিন থেকেই আমার মনে হয়েছে যে আমার জন্যই ওকে সৃষ্টি করা হয়েছে, আর ও নিজেও—আমার সঙ্গ যে ওকে সুখী করে সে কথা আমি শপথ করে বলতে পারি। নারীর চোখে এমন একটা আলো থাকে যা কথার চাইতে অনেক বেশী মুখর। কিন্তু দাদাটি আমাদের কিছুতেই একত্র হতে দেবে না ; আজই প্রথম ওর সঙ্গে একান্তে দুটো কথা বলবার সুযোগ পেয়েছিলাম। আমাকে কাছে পেয়ে সে খুশি হয়েছিল, কিন্তু আমাদের ভালবাসার কোন কথা না সে বলল, না আমাকে বলতে দিল ; বার বার সে একই কথায় ফিরে এল ঃ এ জায়গাটা অত্যন্ত বিপজ্জনক, আর আমি এখান থেকে চলে না যাওয়া পর্যন্ত সে কিছুতেই সুখী হতে পারবে না। আমি বললাম, ওকে দেখার পর থেকে এ জায়গা ছেড়ে যাবার কোন তাড়া আমার দিক থেকে নেই, তবে ও যদি সত্যি চায় যে আমি এখান থেকে চলে যাই তাহলে তার একমাত্র পথ হচ্ছে ওর পক্ষেও আমার সঙ্গে চলে যাবার ব্যবস্থা করা। তখন আমি পরিষ্কার ভাষায় ওর কাছে বিয়ের প্রস্তাব করলাম ; কিন্তু ওর দিক থেকে কোন জবাব আসবার আগেই পাগলের মত ছুটে এল মূর্তিমান দাদাটি। তখন তার মুখ রাগে সাদা হয়ে গেছে, ছোট ছোট চোখ দুটি যেন উত্তেজনায় জ্বলছে। মহিলাকে নিয়ে আমি কি করছিলাম ? ও পছন্দ করে না জেনেও কেন আমি ওর দিকে নজর দিচ্ছি ? আমি কি ভেবেছি যে ব্যারনেট হয়েছি বলে আমি যা খুশি তাই করতে পারি ? লোকটা যদি ওর দাদা না হত তাহলে তার কথার কি জবাব দিতে হয় তা বুঝিয়ে দিতাম। যাই হোক, আমি তাকে বললাম তার বোনের প্রতি আমার মনোভাবের জন্য আমি মোটেই লজ্জিত নই এবং আমি আশা করি আমার স্ত্রী হবার সম্মান সে আমাকে দেবে। কিন্তু তাতেও ফল কিছু ভাল হল না ; তখন আমারও মেজাজ খারাপ হয়ে গেল, আর ও ছিল পাশেই দাঁড়িয়ে, কাজেই আমিও তাকে বেশ গরম গরম কথা শুনিয়ে দিলাম। আর দেখতেই তো পেলে, শেষ পর্যন্ত উনি বোনকে নিয়ে চলে গেলেন, আর আমি এখানে হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। এবার বলতো ওয়াটসন, এ সবের অর্থ কি, আর তা যদি বলতে পার, তোমার ঋণ আমি কোন দিন শোধ করতে পারব না।"

দু' একটা ব্যাখ্যা আমি দিলাম, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি আমিও কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। আমাদের

বন্ধুটির খেতাব, তার সম্পত্তি, বয়স, চরিত্র, চেহারা—সবই তো তার অনুকূলে, এবং একমাত্র তার পরিবারের ঐ মন্দভাগ্যের কাহিনী ছাড়া আমিও তো তার বিরুদ্ধে কিছুই জানি না। মহিলাটির মনের বাসনা জানবার কোন রকম চেষ্টা না করেই এ রকম হঠাৎ তাদের কথাবার্তায় বাধা দেওয়া এবং মহিলাটিরও কোন প্রতিবাদ না করে এ ভাবে অবস্থাটা মেনে নেওয়া—দুইই আমার কাছে অত্যন্ত বিস্ময়কর মনে হয়েছে। যা হোক, সেইদিন বিকেলেই স্টেপ্‌ল্‌টন স্বয়ং এখানে এসে আমাদের সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়েছেন। সকালবেলাকার রূঢ় ব্যবহারের জন্যই তিনি ক্ষমা চাইতে এসেছিলেন। স্যার হেনরির সঙ্গে তার পড়ার ঘরে দীর্ঘ গোপন আলোচনার ফলে তাদের ভিতরকার সব মনোমালিন্য দূর হয়ে গেছে, আর তারই প্রমাণ স্বরূপ আমরা আগামী শুক্রবার মেরিপিট হাউসে খাবার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছি।

স্যার হেনরি বলল, তিনি যে একটু পাগ্‌লাটে লোক নন তা আমি এখনও বলছি না ; আজ সকালে তিনি যখন আমাদের দেখে ছুটে এসেছিলেন তখন তার চোখে যে দৃষ্টি দেখেছিলাম তা কখনও ভুলতে পারব না, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও স্বীকার করছি যে, এইমাত্র যেরকম সুন্দরভাবে তিনি ক্ষমা চেয়ে গেলেন তাও অন্য কেউ পারত না।"

"তার আচরণের কোন কৈফিয়ৎ তিনি দিয়েছেন কি ?"

"তিনি বললেন, তার জীবনে ঐ বোনটিই সব। সেটা খুবই স্বাভাবিক, আর তিনি বোনের মূল্য যথাযথ বোঝেন বলে আমি খুশিই হয়েছি। তারা সব সময়ই একসঙ্গে থেকেছেন, আর তার বিবরণমতে একমাত্র বোনটি ছাড়া তার আর কোন সঙ্গী-সাথীও নেই. কাজেই তাকে হারাবার চিন্তা তার পক্ষে দুঃসহ। তিনি বললেন, আমি যে ওর প্রতি এতটা অনুরক্ত হয়েছি তা তিনি জানতেন না। কিন্তু যখন নিজের চোখে ব্যাপারটা দেখলেন এবং বুঝতে পারলেন যে আমি ওকে তার কাছ থেকে নিয়ে যেতে পারি, তখন তিনি এতদূর মর্মাহত হলেন যে সেই মুহূর্তে কি-করেছেন বা কি বলেছেন তা তিনি নিজেই জানেন না। যা কিছু ঘটে গেছে তার জন্য তিনি খুবই দুঃখিত এবং তার বোনের মত একটি সুন্দরী স্ত্রীলোককে তিনি সারা জীবন নিজের কাছে ধরে রাখতে পারবেন এ কথা ভাবা যে তার পক্ষে কতখানি বোকামি ও স্বার্থপরতার পরিচায়ক তাও স্বীকার করলেন। বোনকে যদি চলেই যেতে হয় তাহলেও তো অন্য কোন লোকের চাইতে আমার মত একজন প্রতিবেশীর কাছে চলে যাওয়াই তার পক্ষে ভাল। কিন্তু যত যাই হোক, বোনকে ছেড়ে থাকা তার পক্ষে একটা প্রচণ্ড আঘাতের মত, আর সেটা মেনে নিতে কিছুদিন সময়ও লাগবে। এখন আমি যদি কথা দেই যে তিন মাস ব্যাপারটা স্থগিত রাখব এবং ততদিন পর্যন্ত ওর ভালবাসা দাবী না করে বন্ধুত্বের সম্পর্ক রক্ষা করে চলব, তাহলে তার দিক থেকে সব আপত্তি তিনি তুলে নেবেন। সে কথা আমি দিয়েছি, কাজেই ব্যাপারটাও মিটে গেছে।"

তাহলে আমাদের একটা ছোট রহস্যের সমাধান হয়ে গেল। অথচ এটা নিয়েই হয় তো এই জলাভূমির নীচে কোথাও আমরা হাত-পা ছুঁড়ে মরতাম। এখন বুঝতে পারছি, স্যার হেনরির মত এ রকম একজন পছন্দমত পাত্র পেয়েও স্টেপ্‌ল্‌টন কেন তার বোনের প্রেমিকের প্রতি এতটা অসন্তুষ্ট ছিলেন। আর একটা জটিল গিঁটের সুতো কি ভাবে ছাড়িয়েছি এবার সে কথায় ফিরে যাই। রাতের বেলাকার সেই রহস্যময় কান্নার শব্দ, মিসেস ব্যারিমোরের অশ্রুসিক্ত মুখ, পশ্চিমের জানালায় খানসামাটির গোপন অভিসার—সব কিছুই পরিষ্কার হয়ে গেছে। প্রিয় হোমস তোমার প্রতিনিধি হিসাবে তোমাকে যে আমি হতাশ করি নি,—আমাকে এখানে পাঠাবার সময় আমার উপর যতটা ভরসা করেছিলে সে জন্য অনুশোচনার কোন কারণ যে ঘটে নি, তার জন্য আমাকে অভিনন্দন জানাও। একটি রাতের চেষ্টাতেই সব কিছু পরিষ্কার হয়ে গেছে।

বললাম বটে, "একটি রাতের চেষ্টাতে," আসলে কিন্তু লেগেছে দুটো রাত, কারণ প্রথম রাতটা একেবারেই নিষ্ফলা গেছে। স্যার হেনরির ঘরে সকাল প্রায় তিনটে পর্যন্ত আমি বসেছিলাম, কিন্তু সিঁড়ির উপরকার ঘড়ির শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দই আমরা শুনতে পাই নি। বড়ই অবসাদকর সে প্রতীক্ষা ; শেষ পর্যন্ত আমরা যার যার চেয়ারেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ভাগ্য ভাল যে আমরা নিরুৎসাহ না হয়ে পুনরায় চেষ্টা করাই স্থির করি। পরদিন রাতে বাতির ঢাকনাটা নামিয়ে দিয়ে এমনভাবে বসে বসে সিগারেট খেতে লাগলাম যাতে টু শব্দটি না হয়। সময় যে কত ধীর গতিতে গুটি গুটি চলতে লাগল তা একান্তই অবিশ্বাস্য ; শিকার কখন এসে ফাঁদে পা দেবে এই আশায় শিকারী যে অধৈর্য আগ্রহে ফাঁদের দিকে চোখ রেখে অপেক্ষা করতে থাকে ঠিক সেই ভাবেই আমরাও অপেক্ষা করতে লাগলাম। একটা বাজল দুটো বাজল, সে রাতেও প্রায় হতাশ হয়ে উঠেছি এমন সময় আমরা দু'জনই চেয়ারে খাড়া হয়ে বসলাম ; আমাদের সবগুলি স্নায়ুতন্তু আর একবার একাগ্র হয়ে উঠল। বাইরের করিডরে একটা খস্‌খস্ আওয়াজ কানে এল।

শুনতে পেলাম, পায়ের শব্দ অত্যন্ত চুপি-চুপি এগিয়ে গিয়ে অনেক দূরে মিলিয়ে গেল। ব্যারনেট তখন সন্তর্পণে দরজা খুলল ; আমরা শব্দের পিছু নিলাম। লোকটি ততক্ষণে গ্যালারি পার হয়ে গেছে। করিডর অন্ধকার। চুপি-চুপি এগিয়ে আমরাও বাড়ির অপর অংশে পৌঁছে গেলাম। আর ঠিক সেই সময়ই দেখতে পেলাম, একটি দীর্ঘ, কালো দাড়িওয়ালা মূর্তি পা টিপে-টিপে এগিয়ে চলেছে। তারপর আগের মত সেই একই দরজা দিয়ে সে ঢুকে গেল ; মোমবাতির আলো অন্ধকারের বুকে দরজাটাকে এঁকে একটিমাত্র হলুদ শিখায় করিডরে ছড়িয়ে পড়ল। কাঠের উপর খুব সতর্কভাবে পা ফেলে আমরা এগোতে লাগলাম। পায়ের জুতো ছেড়েই এসেছিলাম, তবু পুরনো কাঠ পায়ের চাপে ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ করছিল। কখনও মনে হচ্ছিল, সে বুঝি আমাদের চলার শব্দ শুনেই ফেলবে। যাহোক, সৌভাগ্যক্রমে লোকটি কালা, আর নিজের কাজ নিয়েই সে ব্যস্ত ছিল। শেষ পর্যন্ত দরজায় পৌঁছে ভিতরে উঁকি দিয়ে দেখলাম, মোমবাতিটা হাতে নিয়ে সে জানালাটার উপর ঝুঁকে রয়েছে এবং তার সাদা সাগ্রহ মুখটা পাল্লার উপর চেপে ধরেছে,—দু'রাত আগে ঠিক যেমনটি দেখেছিলাম।

আমরা আগে থেকে কোনরকম পরিকল্পনা করে যাই নি ; তবে ব্যারনেট যে প্রকৃতির মানুষ তার পক্ষে সোজা পথে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। তিনি ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে নিঃশ্বাসের একটা জোর শব্দ করে ব্যারিমোর জানালা থেকে লাফ দিয়ে উঠল। আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে সে থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগল। এক-দৃষ্টিতে সে স্যার হেনরি ও আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। সাদা মুখোশের মত মুখের দুটি কালো চোখের দৃষ্টি আতংকে ও বিস্ময়ে ভরা।

"এখানে কি করছ ব্যারিমোর ?"

"কিছু না স্যার।" উত্তেজনায় সে কথাও বলতে পারছিল না। তার হাত কাঁপছিল। ফলে দেওয়ালের ছায়া-গুলোও উপরে নীচে দুলছিল। "এই জানালাটা স্যার। রাত্তিরে আমি ঘুরে ঘুরে দেখি জানালা ঠিক বন্ধ করা হয়েছে কি না।"

"সব জানালা ?"

"হ্যাঁ স্যার, সব জানালা।"

স্যার হেনরি তীক্ষ্ন গলায় বলল, "দেখ ব্যারিমোর, তোমার কাছ থেকে আসল কথা জানতে আমরা স্থিরসংকল্প ; কাজেই যত তাড়াতাড়ি তুমি সত্য কথা বলবে ততই মঙ্গল। এবার বল। মিথ্যে একদম নয়। জানালায় তুমি কি করছিলে ?"

লোকটি অসহায়ভাবে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল। সন্দেহ ও মনে কষ্টের শেষ সীমায় উপনীত মানুষের মত সে দুটো হাত একসঙ্গে মোচড়াতে লাগল।

"আমি কোন খারাপ কাজ করি নি স্যার। জানালায় একটা মোমবাতি ধরে ছিলাম।"

"জানালায় একটা মোমবাতিই বা ধরে ছিলে কেন ?"

"সে কথা জিজ্ঞাসা করবেন না স্যার হেনরি,—আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন না ! আমার কথা বিশ্বাস করুন, সেটা আমার কোন গোপন কথা নয়. তাই আমি বলতেও পারব না। যদি আমার কথা হত তাহলে কিছুতেই আপনার কাছে লুকোতে চেষ্টা করতাম না।"

হঠাৎ একটা কথা আমার মনে হল। খানসামা মোম-বাতিটা জানালার গোবরাটের উপর রেখে দিয়েছিল। সেখান থেকে সেটা তুলে নিলাম।

বললাম, "নিশ্চয় এটাকে সে সংকেত হিসাবে ব্যবহার করছিল। দেখা যাক কোন জবাব পাওয়া যায় কি না।"

তার মত করে মোমবাতিটা তুলে ধরে বাইরে রাতের অন্ধকারে তাকালাম। চাঁদ তখন মেঘের আড়ালে ডুবে গেছে। তাই বনানীর কালো রেখা ও জলাভূমির অপেক্ষাকৃত সাদা রেখা অস্পষ্টভাবে চোখে পড়ল। তারপরেই আমি আনন্দে চীৎকার করে উঠলাম, কারণ অকস্মাৎ হলুদ আলোর একটা তীক্ষ্ণাগ্র অন্ধকারের যবনিকাকে ভেদ করে জানালার কালো ফ্রেমের ঠিক মাঝখানে স্থির হয়ে জ্বলতে লাগল।

আমি চেঁচিয়ে বললাম, "এই দেখ !"

খানসামাটি বাধা দিল। বলে উঠল, "না, না স্যার, ও কিছু নয়—কিছু নয়। আমি বলছি স্যার—"

ব্যারনেট চেঁচিয়ে বলল, "ওয়াটসন, আলোটাকে জানালার এ-পাশ থেকে ও-পাশে নাড়াও তো। দেখ ও আলোটাও নড়ছে ! শয়তান, এর পরেও কি অস্বীকার করবে যে এটা একটা সংকেত নয় ? এবার বল, বাইরে তোমার ওই স্যাঙাৎটি কে, আর কিসের ষড়যন্ত্র তোমরা করছ ?"

লোকটির চোখ-মুখ এবার উদ্ধত হয়ে উঠল। "সেটা আমার ব্যাপার, আপনার নয়। আমি বলব না।"

"তাহলে এই মুহূর্তে আমার চাকরি ছেড়ে চলে যাও।"

"তাই হবে স্যার। আমাকে যদি যেতেই হয়, তাহলে যাব।"

"আর যাব অসম্মানের বোঝা মাথায় নিয়ে। ধিক

তোমাকে, তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত। এক শ' বছরের বেশী কাল ধরে তোমার পরিবার আমাদের সঙ্গে একই বাড়িতে বাস করে আসছে, আর তুমি এখানে আমার বিরুদ্ধেই ষড়যন্ত্র করে চলেছ ?"

"না, না স্যার ; না, আপনার বিরুদ্ধে নয়।"

একটি স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। মিসেস ব্যারিমোর দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। তার মুখ স্বামীর চাইতেও বিবর্ণ ও আতংকিত। তার মুখের উপর যে তীব্র বেদনার ছায়া পড়েছে সেটা না থাকলে শাল ও স্কার্ট-পরিহিত তার স্থূল শরীরটা হাসিরই উদ্রেক করত।

"আমাদের চলে যেতে হবে এলিজা। সব শেষ হয়ে গেল। জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও," খানসামা বলল।

"ওঃ, জন, জন, আমিই কি তোমার এ-দশা করলাম ? স্যার হেনরি, দোষ আমার—সব দোষই আমার। ও যা কিছু করেছে আমার জন্যই করেছে, আমার কথামতই করেছে।"

"তাহলে সব খুলে বল। এ সবের অর্থ কি ?"

"আমার বেচারি ভাইটি ওই জলাভূমিতে না খেয়ে মরছে। আমাদেরই বাড়ির দরজায় এসে তাকে তো মরতে দিতে পারি না। এই আলো দেখিয়ে সংকেত করা হয় যে তার খাবার প্রস্তুত আর ওই আলো দেখিয়ে সে জানিয়ে দেয় খাবারটা কোথায় পৌঁছে দিতে হবে।"

www.boiRboi.net

"তাহলে তোমার ভাই—"

"পলাতক কয়েদি স্যার—খুনি সেলডেন।"

ব্যারিমোর বলল, "এই হল আসল কথা স্যার। আমি বলেছিলাম এটা আমার গোপন কথা নয়, আর আমি বলতেও পারব না। এবার তো সব শুনলেন। তাহলেই বুঝুন যে ষড়যন্ত্র কিছু থাকলেও সেটা আপনার বিরুদ্ধে নয়।"

তাহলে চুপিসারে নৈশ অভিযান আর জানালায় আলোর এই হল আসল রহস্য। স্যার হেনরি ও আমি বিস্ময়ে স্ত্রীলোকটির দিকে তাকালাম। এও কি সম্ভব যে এই একান্ত শ্রদ্ধেয় নারী আর দেশের ওই কুখ্যাত খুনীর দেহে একই রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে ?

"হ্যাঁ স্যার, আমার নামও ছিল সেলডেন ; ও আমার ছোট ভাই। ছেলেবেলায় আমরা তাকে বড় বেশী আদর দিতাম, সব ব্যাপারেই সে তার ইচ্ছামত চলত ; ফলে সে ধরে নিল যে তার সুখের জন্যই পৃথিবীটা সৃষ্টি হয়েছে এবং এখানে সে যা খুশি তাই করতে পারে। তারপর যত বড় হতে লাগল ততই সে খারাপ সঙ্গীদের সঙ্গে মিশতে লাগল, শয়তান তার উপর ভর করল, আর আমার মায়ের বুক ভেঙে দিয়ে আমাদের সুনামকে ধূলায় মিশিয়ে দিল। ক্রমেই সে এক পাপ থেকে আরেক পাপে ডুবে যেতে লাগল, আর শেষ পর্যন্ত একমাত্র ঈশ্বরের করুণায় ফাঁসির মঞ্চ থেকে রেহাই পেয়ে গেল। কিন্তু স্যার, আমার কাছে তো সে সেই মাথা-ভরা কোঁকড়া চুল ছোট ছেলেটিই রয়ে গেল ; বড় বোনের মত তাকে আমি নিজের হাতে বড় করেছি, তার সঙ্গে খেলা করেছি। সেই আশায়ই সে কারাগার থেকে পালিয়েছে স্যার। সে জানত আমি এখানে আছি, আর আমরা তাকে সাহায্য না করে পারব না। একদিন রাতে রক্ষীদের তাড়া খেতে খেতে সে যখন ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত অবস্থায় তার শরীরটাকে টানতে টানতে এখানে নিয়ে এল, তখন আমরা আর কি করতে পারতাম ? আমরা তাকে ভিতরে নিয়ে এলাম ; খেতে দিলাম ; সেবা-শুশ্রূষা করলাম। তারপর আপনি ফিরে এলেন স্যার। তখন আমার ভাই ভাবল যতদিন হৈ-চৈটা থেমে না যায় ততদিন ঐ জলাভূমিটাই তার পক্ষে নিরাপদ স্থান, আর তাই সে সেখানে গিয়ে আত্মগোপন করল। সে এখনও সেখানে আছে কি না সঠিক জানবার জন্য প্রতি দ্বিতীয় রাত্রে আমরা জানালায় একটা আলো জ্বালিয়ে তাকে দেখাই আর তার কাছ থেকে জবাব এলে আমার স্বামী গিয়ে তাকে রুটি আর মাংস দিয়ে আসে। প্রতিদিনই আমরা আশা করতাম সে চলে যাক, কিন্তু যতদিন সে ওখানে আছে ততদিন তো তাকে আমরা পরিত্যাগ করতে পারি না। আমি একজন সৎ খৃস্টান স্ত্রীলোক, আমি বলছি এই হল সত্য ঘটনা। তাহলেই বুঝে দেখুন, এ ব্যাপারে যদি কোন অপরাধ হয়ে থাকে তাহলে সে অপরাধ আমার স্বামীর নয়, অপরাধ আমার, কারণ সে যা করেছে আমার জন্যই করেছে।"

এমন তীব্র আন্তরিকতার সঙ্গে স্ত্রীলোকটি বলল যে সকলেই অভিভূত হলাম।

"একথা সত্য ব্যারিমোর ?"

"হ্যাঁ স্যার হেনরি, এর প্রতিটি কথাই সত্য।"

"দেখ, তোমার স্ত্রীকে সাহায্য করায় আমি তোমাকে দোষ দিতে পারি না। আমি যা বলেছি তা ভুলে যাও। তোমাদের ঘরে যাও, কাল সকালে এ বিষয়ে কথা হবে।"

তারা চলে গেলে আবার আমরা জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। স্যার হেনরি জানালাটা সপাটে খুলে দিল, আর রাতের ঠাণ্ডা বাতাস আমাদের মুখে এসে ঝাপটা মারল। অনেক দূরে কালো অন্ধকারের বুকে একটা ছোট হলুদ আলোর বিন্দু তখনও জ্বলজ্বল্ করছে।

স্যার হেনরি বলল, "তার সাহস দেখে আমি অবাক হচ্ছি।"

"হয়তো জায়গাটা এমন যে শুধু এখান থেকেই দেখা যায়।"

"খুব সম্ভব। জায়গাটা কোথায় বলে তোমার মনে হয় ?"

"মনে হয় ঐ পাহাড়ের ফাটলে।"

"দু'এক মাইলের বেশী দূরে নয়।"

boiRboi.net

"খুব বেশী হলে।"

"ব্যারিমোর যখন খাবার নিয়ে যায় তখন বেশী দূর হতে পারে না। শয়তানটা ঐ আলোর কাছেই অপেক্ষা করে আছে। ঠিক আছে। ওয়াটসন, আমি লোকটাকে পাকড়াও করতে যাচ্ছি!"

ওই একই চিন্তা আমার মনেও এসেছিল। ব্যারিমোর-দম্পতি তো স্বেচ্ছায় তাদের গোপন কথা আমাদের বলে নি। আমরা জোর করে আদায় করে নিয়েছি। লোকটি সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক, একটা পুরোদস্তুর শয়তান, তার জন্য কোন রকম দয়া-মায়া থাকা উচিৎ নয়। যেখানে থাকলে সে কারও কোন ক্ষতি করতে পারবে না তাকে সেখানে ফিরিয়ে দেবার এই সুযোগ নেওয়া আমাদের কর্তব্য। লোকটার যে রকম পাশবিক হিংস্র প্রকৃতি তাতে আমরা হাত গুটিয়ে থাকলে সেজন্য অন্যদের মূল্য দিতে হতে পারে। এমন কি যে কোন রাতে আমাদের প্রতিবেশী স্টেপ্‌লটনরাও তো তার হাতে আক্রান্ত হতে পারে। হয়তো এই চিন্তার ফলেই স্যার হেনরি এই অভিযানে এত বেশী আগ্রহী হয়ে উঠেছে।

আমি বললাম, "আমিও যাব।"

"তাহলে তোমার রিভলবারটা সঙ্গে নাও আর বুটটা পরে নাও। যত তাড়াতাড়ি রওনা দিতে পারি ততই ভাল, কারণ লোকটি আলো নিভিয়ে সরে পড়তে পারে।"

www.boiRboi.net

পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফটক পেরিয়ে আমরা অভিযানে বেরিয়ে পড়লাম। হেমন্তকালের বাতাস মৃদু স্বরে আর্তনা করে ফিরছে। শুকনো পাতার মর্মর শব্দ হচ্ছে। ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর দিয়ে আমরা দ্রুত এগিয়ে চলেছি। ভিজে মাটি ও আবর্জনার গন্ধে রাতের বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে চাঁদ উঁকি দিচ্ছে, কিন্তু মেঘেরা দল বেঁধে আকাশ-পথে ছুটে চলেছে। আমরা যখন জলাভূমিতে পৌঁছলাম তখন অল্প-অল্প বৃষ্টি শুরু হল। সামনে আলোটা তখনও জ্বলছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "তোমার সঙ্গে অস্ত্র আছে তো?"

"শিকারী চাবুকটা আছে।"

"একসঙ্গে হঠাৎ তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে, কারণ লোকটা দুর্ধর্ষ। আচমকা তাকে ধরে ফেলতে হবে, যাতে বাধা দেবার সুযোগ না পায়।"

ব্যারনেট বলল, "আমি ভাবছি এ ব্যাপারে হোমস কি বলবেন? অন্ধকার রাতে এই তো সেই সময় যখন অশুভ শক্তিরা জেগে ওঠে, কি বল?"

যেন তারই এই কথার জবাব দেবার জনাই সহসা জলা-ভূমির দূরবিস্তার বিষণ্ণতার বুক চিরে সেই বিস্ময়কর চীৎকার ভেসে এল যা আমি একদিন গ্রিমপেন মহাপংকের ধারে দাঁড়িয়ে শুনতে পেয়েছিলাম। রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেদ করে সে শব্দ বাতাসে ভেসে আসতে লাগল,—প্রথমে একটা দীর্ঘ অস্পষ্ট গুঞ্জন, তারপর প্রচণ্ড গর্জন, তারপর একটা করুণ আর্তনাদ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। সে শব্দ বার বার ভেসে আসতে লাগল, তার তীব্র, তীক্ষ্ণ, বন্য, বিধ্বংসী আওয়াজে বাতাস যেন থর্‌ থর্‌ করে কাঁপতে লাগল। ব্যারনেট আমার আস্তিন চেপে ধরল, অন্ধকারেও তার মুখটা যেন সাদা দেখাচ্ছে।

"হায় ঈশ্বর, ওটা কি ওয়াটসন?"

"আমি জানি না। জলাভূমিতে এ রকম শব্দ হয়। আগেও আমি শুনেছি।"

শব্দটা মিলিয়ে গেল। পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতা যেন আমাদের ঘিরে ধরল। আমরা কান পেতে রইলাম, কিন্তু আর কিছুই শোনা গেল না।

ব্যারনেট বলল, "ওয়াটসন, এটাই শিকারীকুকুরের ডাক।"

আমার শিরায় শিরায় রক্ত বুঝি জমাট বেঁধে গেল, কারণ তার ভগ্ন কণ্ঠস্বর শুনেই বুঝতে পারলাম একটা আকস্মিক আতংক তাকে পেয়ে বসেছে।

সে জিজ্ঞাসা করল, "এই শব্দকে তারা কি বলে?"

"কারা?"

"এখানকার বাসিন্দারা।"

"ওঃ, তারা মুখ্যুসুখ্যু লোক। তাদের কথায় তুমি কান দেবে কেন?"

"আমাকে বল ওয়াটসন, তারা এটাকে কি বলে?"

"তারা বলে এটাই বাস্কারভিল পরিবারের শিকারীকুকুরের ডাক।"

সে আর্তনাদ করে উঠল। কয়েক মিনিট চুপ করে রইল। তারপর বলল, "শিকারীকুকুর তো বটেই; কিন্তু শব্দটা অনেক মাইল দূর থেকে এসেছে বলে মনে হল; আমার তো মনে হল ওপার থেকে এল।"

"ঠিক কোথা থেকে এল বলা শক্ত।"

"শব্দটা বাতাসে একবার উঠল, একবার পড়ল। ওটাই কি গ্রিমপেন মহাপংকের পথ নয়?"

"হ্যাঁ তাই।"

"হ্যাঁ, ঠিক ওখানে। এবার বল তো ওয়াটসন, তুমি নিজেও কি মনে কর না যে ওটা শিকারীকুকুরের ডাক? আমি ছেলেমানুষ নই। সত্যি কথা বলতে ভয় পেয়ো না।"

"সেদিন আমি যখন শব্দটা শুনি তখন স্টেপ্‌লটন আমার সঙ্গে ছিলেন। তিনি কিন্তু বলেছিলেন, ওটা কোন অদ্ভুত পাখির ডাক হতে পারে।"

"না, না, ওটা শিকারীকুকুর। হা ঈশ্বর, তাহলে কি এ সব গল্পের মধ্যে কিছু সত্য আছে? এও কি সম্ভব যে

কোন অলক্ষ্য বিপদ আমাকে ঘিরে ধরেছে? তুমিও কি এ কথা বিশ্বাস কর ওয়াটসন?"

"না, না।"

"কিন্তু লণ্ডনে বসে এটাকে হেসে উড়িয়ে দেওয়া এক কথা, আর এখানে জলাভূমির অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ওই আর্তনাদ শোনা অন্য কথা। আর আমার জেঠামশায়! তিনি যেখানে পড়েছিলেন তাঁর পাশেও তো শিকারী কুকুরের পায়ের ছাপ ছিল। সবই তো মিলে যাচ্ছে। নিজেকে আমি ভীরু মনে করি না ওয়াটসন, কিন্তু ওই ডাক শুনে আমার রক্তও বুঝি জমে গিয়েছিল। আমার হাতটা ধরে দেখ?"

হাতটা পাথরের মত ঠাণ্ডা।

"কাল সকালে সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"ও ডাক আমার মাথা থেকে যাবে বলে মনে হয় না। এখন আমরা কি করব বল তো?"

"ফিরে যাব কি?"

"না, আমাকে ধিক, কিছুতেই না। লোকটাকে ধরতে এসেছি, অবশ্যই ধরব। আমরা একটা কয়েদীর পিছু নিয়েছি, আর—সত্য মিথ্যা জানি না—আমাদের পিছু নিয়েছে একটা নরকের কুকুর! চলে এস। নরকের সব শয়তানকেও যদি এই জলাভূমিতে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলেও আমরা শেষ পর্যন্ত দেখব।"

অন্ধকারে আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে চললাম। চারদিকে উঁচু-নীচু পাহাড়ের কালো কালো রেখা; সামনে স্থির দীপ্তিতে জ্বলছে একটি হলুদ আলোর বিন্দু। নিরন্ধ্র অন্ধকারে আলোর দূরত্ব বোঝা খুবই শক্ত। কখনও মনে হয়, আলোটা দূর দিগন্তের কাছে জ্বলছে, আবার কখনও মনে হয়, বুঝি বা আমাদের কয়েক গজের মধ্যে সে আলোর অস্তিত্ব। অবশেষে আলোর উৎসটা যখন খুঁজে পেলাম, তখন বুঝলাম যে আমরা খুবই কাছে পৌঁছে গেছি। পাহাড়ের খাঁজে একটা সস্তা মোমবাতি গুঁজে রাখা হয়েছে। পাথরগুলো চারদিক থেকে সেটাকে এমনভাবে ঘিরে রেখেছে যাতে বাতাসে নিভতে না পারে এবং একমাত্র বাস্কারভিল হল-এর দিক থেকে ছাড়া কারও চোখেও না পড়ে। সামনে একটা বড় পাথরের চাঁই থাকায় আমাদের আগমন সে বুঝতে পারে নি। তার পিছনে গুঁড়ি মেরে আমরা মোমবাতির আলোয় ভিতরটা দেখতে পেলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য, জলাভূমির ঠিক মাঝখানে একটিমাত্র মোমবাতি জ্বলছে অথচ আশেপাশে জনপ্রাণীর সাড়া নেই—শুধু একটি হলুদ শিখা সরলরেখায় জ্বলছে, আর দু'পাশের পাথর সেই আলোয় চক্‌চক্ করছে।

স্যার হেনরি চুপি-চুপি বলল, "এবার কি করব?"

"অপেক্ষা করতে হবে। সে নিশ্চয় আলোর কাছেই কোথাও আছে। দেখাই যাক, তাকে দেখতে পাই কি না।"

আমার মুখের কথা শেষ হবার আগেই দু'জনই তাকে দেখতে পেলাম। পাথরটার ওপারে যে ফাটলের মুখে মোমবাতিটা জ্বলছে তারই ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এসেছে একটা হলুদে অশুভ মুখ, কোন হিংস্র জন্তুর মুখ যেন, পাপ-জীবনের ক্ষতচিহ্ন তার সারা মুখে ছড়ানো। কর্দমাক্ত শরীর, খোঁচা খোঁচা দাড়ি, আর জট-পাকানো চুলে তার যে চেহারা হয়েছে তা ঐ সব পর্বত সানুদেশের অসভ্য আদিম অধিবাসীদের মুখ বলে অনায়াসে ধরে নেওয়া যেতে পারে। তার ঠিক নীচে রাখা আলোটা তার ছোট ছোট চতুর চোখ দুটোর উপর পড়ছে; অন্ধকারে সে হিংস্র-দৃষ্টিতে একবার এদিক একবার ওদিক তাকাচ্ছে; কোন ধূর্ত অসভ্য জানোয়ার যেন শিকারীর পায়ের শব্দ শুনতে পেয়েছে।

যে কারণেই হোক তার মনে সন্দেহ জেগেছে। হয়তো ব্যারিমোরের এমন কোন গুপ্ত সংকেত আছে যেটা আমরা দেখাতে পারি নি, অথবা অন্য কোন কারণে হয় তো সে বুঝতে পেরেছে যে একটা কোন গোলমাল দেখা দিয়েছে। কিন্তু সে যে ভয় পেয়েছে সেটা তার মুখ দেখেই বুঝতে পারলাম। যে কোন মুহূর্তে সে আলো নিভিয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে। সুতরাং আমি একলাফে এগিয়ে গেলাম; স্যার হেনরিও তাই করল। ঠিক সেই মুহূর্তে আর্তকণ্ঠে আমাদের মুণ্ডুপাত করে সে একটা পাথর ছুঁড়ে মারল। আমাদের পিছনের বড় পাথরটায় লেগে সেটা টুকরো টুকরো হয়ে গেল। তার বেঁটে-খাটো শক্ত চেহারাটা চোখে পড়তে না পড়তেই সে একলাফে দাঁড়িয়ে উল্টো-দিকে ছুটতে শুরু করল। ভাগ্যক্রমে ঠিক সেই সময় মেঘের ফাঁকে চাঁদ দেখা দিল। পাহাড়ের উপর দিয়ে আমরাও ছুটতে শুরু করলাম। লোকটি পাহাড়ের অন্য দিক দিয়ে পার্বত্য ছাগলের মত দ্রুতগতিতে একটা পাথর থেকে আরেকটা পাথরে লাফিয়ে লাফিয়ে নেমে যেতে লাগল। আমার রিভলবারের একটা গুলিতেই হয়তো তাকে খোঁড়া করে দিতে পারতাম, কিন্তু ওটা আমি সঙ্গে এনেছিলাম আত্মরক্ষার জন্য, একটি নিরস্ত্র পলাতক লোককে গুলি করবার জন্য নয়।

আমরা দু'জনই সুস্থদেহ এবং ভাল দৌড়তেও পারি, কিন্তু একটু পরেই বুঝতে পারলাম যে তাকে ধরতে পারব না। চাঁদের আলোয় অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাকে দেখতে পেলাম; দূরের একটা পাহাড়ে পাথরে পা ফেলে দ্রুত ছুটতে ছুটতে একসময়ে সে একটা ছোট বিন্দুতে পরিণত হল। ছুটতে ছুটতে আমাদের দম ফুরিয়ে গেল, কিন্তু আমাদের ব্যবধান ক্রমেই বাড়তে লাগল। শেষ পর্যন্ত আমরা থেমে গেলাম; হাঁপাতে হাঁপাতে দুটো পাথরের উপরে বসলাম; লোকটি অনেক দূরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে অপ্রত্যাশিত বিস্ময়কর ঘটনা ঘটল।

ব্যর্থ অনুসরণ পরিত্যাগ করে বাড়ি ফিরে যাবার জন্য আমরা উঠে দাঁড়ালাম। ডান দিকে চাঁদ হেলে পড়েছে ; তার রুপোলি চক্রের তলাকার বাঁকের উপর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে গ্র্যানাইট পাথরের একটা খাঁজ-কাটা চূড়া। আমি দেখতে পেলাম, সেই উজ্জ্বল পশ্চাৎ-পটের উপর কালো আবলুস কাষ্ঠের মূর্তির মত একটি মানুষ পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে। হোমস, এটাকে কিন্তু আমার চোখের ভুল বলে মনে করো না। আমি নিশ্চিত করেই বলছি, এর চাইতে স্পষ্টভাবে আমি জীবনে আর কখনও কিছু দেখি নি। যতদূর বুঝতে পারলাম, সে মূর্তি একটি একহারা দীর্ঘ মানুষের। পা দুটো ঈষৎ ফাঁক করে হাত দুটো মুড়ে মাথাটা নীচু করে সে দাঁড়িয়ে ছিল ; সম্মুখের খাদ ও পাহাড়ের জনহীন বিরাট বিস্তারের দিকেই সে তাকিয়ে ছিল। সে যেন ঐ ভয়ংকর পরিবেশের আত্মাস্বরূপ। লোকটি সেই কয়েদী নয়। কারণ কয়েদীটি যেখানে অদৃশ্য হয়েছিল এ জায়গাটা তার থেকে অনেক দূরে। তাছাড়া, এ লোকটি সেই কয়েদীর চাইতে অনেক লম্বা। বিস্ময়ে হাঁক দিয়ে আমি সেদিকে ব্যারনেটের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইলাম, কিন্তু মুখ ফিরিয়ে তার হাতটা ধরতে যেটুকু সময় লাগল তার পরমুহূর্তেই লোকটি অদৃশ্য হয়ে গেল। পাথরের চূড়াটা তখনও চাঁদের নীচের দিকটার উপর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু সেই নিঃশব্দ নিশ্চল মূর্তিটির চিহ্নমাত্র সেখানে নেই।

ওদিকটায় গিয়ে পাহাড়ের উপরটা খুঁজে দেখবার ইচ্ছা আমার হয়েছিল। কিন্তু জায়গাটা বেশ কিছুটা দূরে। তাছাড়া সেই ডাক শুনবার পর থেকেই পরিবারের ভয়াবহ কাহিনীটি মনে পড়ায় ব্যারনেটের স্নায়ুতন্ত্রী তখনও কাঁপছে, কাজেই নতুন করে কোন অভিযানে যাবার মত মনের অবস্থা তার ছিল না। পাহাড়ের মাথায় সেই নিঃসঙ্গ লোকটিকে দেখতেও পায় নি, কাজেই তার বিস্ময়কর উপস্থিতি ও রাজকীয় ভঙ্গী আমার মনে যতটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল সেটাও সে অনুভব করতে পারে নি। সে বলল "নিশ্চয় কোন কারারক্ষী হবে। লোকটা পালিয়ে আসার পর থেকে তারা তো জলাভূমিটাকে ছেয়ে ফেলেছে।" দেখ, তার ব্যাখ্যাটা ঠিকও হতে পারে, কিন্তু তার স্বপক্ষে আরও প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত আমি ওটা মেনে নিতে পারছি না। আমরা স্থির করেছি, পলাতক লোকটাকে কোথায় পাওয়া যেতে পারে সে কথা প্রিন্স টাউনের লোকদের আজ জানিয়ে দেব ; কিন্তু এটা খুবই দুঃখের কথা যে আমরাই তাকে বন্দী করে সগৌরবে সেখানে পৌঁছে দিতে পারলাম না। এই হচ্ছে গত রাত্রের অভিযানের কাহিনী। প্রিয় হোমস, তুমি নিশ্চয় স্বীকার করবে যে এ-প্রতিবেদনটা আমি বেশ ভালই পাঠালাম। যত কথা লিখলাম তার অনেক কিছুই হয় তো অবান্তর, তবু আমি মনে করি যে, সব ঘটনা সবিস্তারে তোমাকে জানানোই ভাল ; তারপরে তোমার সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্য কোনটা তোমার কাজে লাগবে না লাগবে সেটা তুমিই বেছে নিতে পারবে। আমরা নিশ্চয়ই বেশ কিছুটা এগিয়ে যেতে পেরেছি। ব্যারিমোরদের ব্যাপারেও তাদের কাজের উদ্দেশ্য আমরা ঠিকই ধরতে পেরেছি, কাজেই সেটাও মোটামুটি মিটেই গেছে। কিন্তু তার রহস্য ও বিচিত্র অধিবাসীদের নিয়ে জলাভূমিটি এখনও আগের মতই দুর্বোধ্য হয়ে আছে। হয় তো পরবর্তী প্রতিবেদনে তার উপরেও অনেক কিছু আলোকপাত করতে পারব। কিন্তু সব চাইতে ভাল হত তুমি নিজে যদি আমাদের কাছে চলে আসতে পারতে।

অধ্যায় ১০

ডাঃ ওয়াটসনের দিন-পঞ্জীর পাতা থেকে

এখানে আসবার পরে প্রথম দিকে যে সব প্রতিবেদন শার্লক হোমসকে পাঠিয়েছি, এতদূর পর্যন্ত আমি তার থেকে উদ্ধৃতি দিয়েই কাজ চালিয়েছি। কিন্তু এখন আমার কাহিনীর এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁছেছি যখন সে পদ্ধতি পরিত্যাগ করে আমাকে আবার আমার স্মৃতির উপরে এবং সেই সময়ে রাখা দিন-পঞ্জীর উপরেই নির্ভর করতে হচ্ছে। দিন-পঞ্জীর পাতা থেকে কিছু কিছু তুলে দিলেই আমি সেই সব দৃশ্যে গিয়ে পৌঁছব যার প্রতিটি বিবরণ আমার স্মৃতিতে অক্ষয় হয়ে আছে। কয়েদীর পিছনে ব্যর্থ অনুসরণ এবং জলাভূমিতে অন্যান্য বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার পরদিন সকাল থেকেই শুরু করছি।

১৬ই অক্টোবর—কুয়াসা-ঢাকা একঘেয়ে দিন ; ঝিরঝির করে বৃষ্টি হচ্ছে। পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘে বাড়িটা ঢাকা পড়েছে ; মাঝে মাঝে মেঘ সরে গিয়ে জলাভূমির বিষণ্ণ বাঁকা রেখাটি চোখে পড়ছে ; পাহাড়ের গায়ে সরু সরু রুপোলি রেখা ; দূরের ভিজে পাথরগুলোর উপর আলো পড়ে চিকচিক করছে। ভিতর ও বাহির দুই-ই বিষণ্ণতায় ঢাকা। ব্যারনেট গতরাতের উত্তেজনার প্রতিক্রিয়ায় ম্রিয়মান। আমার বুকের উপরেও চেপে বসেছে একটা আসন্ন বিপদের অনুভূতি—সে বিপদের আসল চেহারাটা জানি না বলেই সেই সদা-জাগ্রত বিপদ যেন আরও ভয়াবহ হয়ে উঠেছে।

এরকম অনুভূতির যথেষ্ট কারণও কি নেই? ভেবে দেখুন, একটা দীর্ঘ ঘটনার ধারা যেন আমাদের চারদিকে ক্রিয়াশীল একটা অশুভ শক্তির দিকেই অঙ্গুলি-নির্দেশ করছে। হলএর সর্বশেষ অধিবাসীর এমনভাবে মৃত্যু হয়েছে যা পারিবারিক উপকথার সঙ্গে হুবহু মিলে গেছে ; জলাভূমির বুকে একটা অদ্ভুত প্রাণীর আবির্ভাবের কথা চাষীরা বার বার

উল্লেখ করেছে। শিকারী কুকুরের দূরাগত আর্তনাদের মত একটা কণ্ঠস্বর আমি দু'বার নিজের কানেই শুনেছি। এ ঘটনা যে প্রকৃতির সাধারণ নিয়ম বহির্ভূত সেটা যেমন অবিশ্বাস্য, তেমনি অসম্ভব। একটা ভৌতিক শিকারীকুকুরের পায়ের ছাপ মাটিতে আঁকা পড়ে, আর তার চীৎকার বাতাসে শোনা যায়—এ কথা কোন মতেই ভাবা যায় না। এ ধরনের কুসংস্কার স্টেপ্‌ল্‌টন বিশ্বাস করতে পারে; মর্টিমারও পারে; কিন্তু এ জগতে আমার যদি একটাও গুণ থাকে সেটা সাধারণ বুদ্ধি; কোন অবস্থাতেই এ ধরনের ব্যাপার আমি বিশ্বাস করতে পারি না। তা যদি পারতাম তাহলে তো আমিও ঐ সব চাষীদের দলেরই একজন হয়ে যেতাম: তারা তো শুধু একটা দানবীয় কুকুরের কথা বলেই সন্তুষ্ট নয়; তাদের মতে তার চোখ-মুখ থেকে নরকের আগুন ঠিকরে বেরোয়। এ ধরনের আজগুবি কথা হোমস শুনবে না, আর আমি তো তারই প্রতিনিধি। কিন্তু ঘটনা ঘটনাই, জলাভূমির ওই চীৎকার আমিও তো দু'বার শুনেছি। যদি ধরে নেওয়া যায় যে সত্যি সত্যি একটা বড় আকারের শিকারী কুকুর জলাভূমিতে ঘুরে বেড়ায়, তাহলে সব কিছুরই একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। কিন্তু সে ধরনের একটা কুকুর কোথায় লুকিয়ে থাকবে, সে খাবার পাবে কোথায়, কোথা হতেই বা এল, আর দিনের বেলায়ই বা কেউ তাকে দেখতে পায় না কেন? এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, অন্য ব্যাখ্যার মত এই প্রাকৃতিক ব্যাখ্যারও অনেক অসুবিধা আছে। আর শিকারী-কুকুরের ছাড়াও লণ্ডনে মানুষের হস্তক্ষেপের ব্যাপারটা তো আছেই,—গাড়ির সেই লোকটি এবং জলাভূমি সম্পর্কে স্যার হেনরিকে সতর্ক করে দেওয়া সেই চিঠিটা। এগুলো তো বাস্তব ঘটনা; অবশ্য এটা যেমন কোন উপকারী বন্ধুর কাজ হতে পারে, তেমনি শত্রুর কাজও হতে পারে। বন্ধু বা শত্রু যাই হোক, সে এখন কোথায়? সে কি লণ্ডনেই আছে, না কি আমাদের পিছু নিয়ে এখানে এসেছে? সে কি—সে কি তাহলে সেই অপরিচিত লোক যাকে আমি টিলার উপর দেখেছিলাম?

এ কথা ঠিক যে তাকে আমি একনজর মাত্র দেখেছি, কিন্তু এমন কিছু ব্যাপার আছে যা নিয়ে আমি শপথ করে কথা বলতে পারি। এখানকার প্রতিবেশীদের সকলকেই আমি দেখেছি, কিন্তু সে-লোক এদের কেউ নয়। তার চেহারা স্টেপ্‌ল্‌টনের চাইতে অনেক লম্বা, ফ্রাঙ্কল্যাণ্ড অপেক্ষা অনেক বেশী সরু। সে-লোকটি ব্যারিমোর হতে পারত, কিন্তু আমরা তাকে বাড়িতেই রেখে গিয়েছিলাম, আর আমি নিশ্চিত যে সে আমাদের অনুসরণ করে নি। তাহলে দেখা যাচ্ছে, লন্ডনে যেমন কোন অপরিচিত লোক আমাদের পিছু নিয়েছিল তেমনি এখানেও একজন অপরিচিত লোক আমাদের পিছনে লেগে আছে। তাকে আমরা এড়িয়ে চলতে পারছি না। সে-লোকটিকে যদি ধরতে পারতাম তাহলেই সব গোলমাল মিটে যেত। এখন আমাকে সর্বপ্রযত্নে সেই কাজই করতে হবে।

প্রথমে ভেবেছিলাম, স্যার হেনরিকে আমার মতলব জানাব। কিন্তু পরে স্থির করলাম, এবং সেটা ঠিকই করেছি যে আমি একাই কাজে নামব এবং অন্য কাউকে বিশেষ কিছু জানাবই না। স্যার হেনরি এখন চুপচাপ আছে। জলাভূমির উপরে সেই শব্দ শুনে তার স্নায়ুর উপরে যথেষ্ট চাপ পড়েছে। তার দুশ্চিন্তা আরও বাড়তে পারে এমন কিছুই আমি বলতে চাই না। উদ্দেশ্যসাধন করতে আমার পথে আমি একাই চলব।

আজ সকালে প্রাতরাশের পর একটি ছোট ঘটনা ঘটেছে। ব্যারিমোর গোপনে স্যার হেনরিকে কিছু বলতে চাওয়াতে কিছু সময় তারা দু'জন পড়ার ঘরে ছিল। বিলিয়ার্ড-রুমে বসে আমি একাধিকবার তাদের জোরে জোরে কথা বলতে শুনলাম। কি নিয়ে তাদের আলোচনা হচ্ছে তাও আঁচ করতে পারলাম। কিছুক্ষণ পরে ব্যারনেট দরজা খুলে আমাকে ডাকল।

সে বলল, "ব্যারিমোরের একটা অভিযোগ আছে বলে সে মনে করে। তার বক্তব্য, সে যখন স্বেচ্ছায় সব কথা বলেছে তখন আমাদের পক্ষে তার শ্যালককে তাড়া করা ঠিক হচ্ছে না।"

খানসামাটি বিষণ্ণ মুখে আমাদের সামনেই দাঁড়িয়েছিল।

সে বলল, "দেখুন স্যার, আমি হয় তো কিছু গরম কথা বলে ফেলেছি: তা যদি করে থাকি তাহলে আপনাদের কাছে আমি ক্ষমা চাইছি। কিন্তু আজ সকালে আপনারা দু'জন ফিরে আসার পর যখন জানলাম যে আপনারা সেলডেন-কে তাড়া করেছিলেন, তখন আমি খুবই বিস্মিত হয়েছিলাম। বেচারিকে এমনিতেই অনেক লড়াই করতে হচ্ছে, তাই আমি নিজের থেকে তার পিছনে কাউকে লাগাতে চাই নি।"

ব্যারনেট বলল, "তুমি যদি স্বেচ্ছায় আমাদের কাছে সব কথা বলতে তাহলে আলাদা কথা ছিল। কিন্তু তুমি সব কথা বলেছ, বরং বলা যায়, তোমার স্ত্রী বলেছে, যখন বলতে তোমাকে বাধ্য করা হয়েছিল এবং না বলে তোমার কোন উপায় ছিল না।"

"স্যার হেনরি, আমি ভাবতে পারি নি যে আপনারা তার সুবিধাটা গ্রহণ করবেন—সত্যি আমি তা ভাবি নি।"

"লোকটি সাধারণের পক্ষে বিপজ্জনক। জলাভূমির এখানে-ওখানে অনেক একটেরে বাড়ি আছে, আর সে লোক তো কোন কাজেই পিছ-পা নয়। আমরা শুধু তার মুখটা

একবার দেখতে চেয়েছিলাম। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মিঃ স্টেপ্‌লটনের বাড়িটার দিকে তাকাও। বিপদে তাকে বাঁচাবার মত সে নিজে ছাড়া আর কেউ সেখানে থাকে না। তাই তাকে হাতকড়া না পরানো পর্যন্ত কেউই নিরাপদ নয়।"

"সে কারও বাড়িতে ঢুকবে না স্যার। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি। এ দেশে সে আর কাউকে কোন বিপদে ফেলবে না। আমি জোর দিয়েই বলছি স্যার হেনরি, আর কয়েকদিনের মধ্যেই সব ব্যবস্থা পাকা হয়ে যাবে এবং সে দক্ষিণ আমেরিকার পথে পাড়ি দেবে। ঈশ্বরের দোহাই স্যার, সে যে এখনও জলাভূমিতেই আছে এ-কথা পুলিশকে বলবেন না। পুলিশ তার খোঁজ করা ছেড়ে দিয়েছে; কাজেই জাহাজ ছাড়বার আগে এই ক'টা দিন তাকে চুপচাপ থাকতে দিন। তার কথা যদি পুলিশকে বলেন, তাহলে আমার স্ত্রী এবং আমিও জড়িয়ে পড়ব। আপনাকে মিনতি করছি স্যার, পুলিশকে কিছুই বলবেন না।"

"তুমি কি বল ওয়াটসন?"

আমি কাঁধ ঝাঁকুনি দিলাম। "সে যদি দেশ ছেড়ে চলে যায় তাহলে তো এখানকার লোক হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।"

"কিন্তু যাবার আগে সে যে আর কারও উপর হামলা করবে না তার নিশ্চয়তা কি?"

"তেমন পাগলের মত কাজ সে করবে না স্যার। সেরকম কিছু করলে তো সে যে এখানে লুকিয়ে আছে সেটাই ধরা পড়ে যাবে।"

স্যার হেনরি বলল, "সে কথা ঠিক। দেখ ব্যারিমোর—"

"ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। সে যদি আবার ধরা পড়ত তাহলে আমার স্ত্রীকে বাঁচানো যেত না।"

"আমি তো মনে করি ওয়াটসন, একটা অন্যায়কে আমরা সমর্থন করছি। কিন্তু এত কথা শোনবার পরে তো লোকটাকে ধরিয়ে দিতে পারি না, কাজেই এ ব্যাপারে এখানেই ইতি। ঠিক আছে ব্যারিমোর, তুমি যেতে পার।"

ভাঙা ভাঙা কথায় কৃতজ্ঞতা জানিয়ে লোকটি চলে যেতে যেতে একটু ইতস্তত করে ফিরে এল।

"আপনি আমাদের প্রতি দয়া করেছেন স্যার, তার বিনিময়ে আমিও যথাসাধ্য কিছু করতে চাই। স্যার হেনরি, আমি এমন কিছু জানি যেটা আগেই আপনাকে বলা উচিত ছিল। কিন্তু ব্যাপারটা আমি জেনেছি তদন্তের অনেক পরে। এ ব্যাপারে কাউকে কিছু বলি নি। ঘটনাটা স্যার চার্লসের মৃত্যু নিয়ে।"

ব্যারনেট ও আমি উঠে দাঁড়ালাম।

"কি ভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল তুমি জান?"

"না স্যার, সে কথা আমি জানি না।"

"তাহলে?"

"কেন যে তিনি সে সময় ফটকটার কাছে গিয়েছিলেন সেটা জানি। একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে দেখা করতে।"

"স্ত্রীলোকের সঙ্গে দেখা করতে! তিনি?"

"হ্যাঁ স্যার।"

"সে স্ত্রীলোকের নাম কি?"

"নামটা বলতে পারব না স্যার, কিন্তু নামের আদ্য অক্ষরগুলি বলতে পারব। তার নামের আদ্য অক্ষর এল. এল.।"

"তুমি কেমন করে জানলে ব্যারিমোর?"

"দেখুন স্যার হেনরি, সেদিন সকালেই আপনার জেঠা-মশায়ের নামে একটা চিঠি এসেছিল। সাধারণত তার কাছে অনেক চিঠিপত্র আসত। তিনি খুব জনপ্রিয় মানুষ ছিলেন; তার দয়ালু অন্তরের কথা সকলেই জানত; কাজেই বিপদে পড়লেই লোকে তার শরণাপন্ন হত। কিন্তু ঘটনাক্রমে সেদিন ঐ একখানি চিঠিই ছিল বলে সেটা আমার নজরে পড়েছিল। চিঠিটা এসেছিল কুমবে ট্রেসি থেকে, আর ঠিকানা ছিল মেয়েলি হাতের লেখা।"

"সত্যি?"

"সত্যি স্যার। ব্যাপারটার কথা পরে আর আমার মনেও আসে নি। আমার স্ত্রী না থাকলে হয় তো মনে আসতও না। কয়েক সপ্তাহ আগে সে স্যার চার্লসের পড়ার ঘরটা পরিষ্কার করতে গিয়েছিল—তার মৃত্যুর পরে তো সে ঘরে আর হাত পড়ে নি—আর চুল্লির ঝাঁঝরির পিছনে সে একখানি পোড়া চিঠির ছাই দেখতে পায়। চিঠির বেশীর ভাগই পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল; শুধু একটা পাতার শেষ দিকটা ঝুলছিল এবং লেখাটা কালো পাতার উপর ধূসর হয়ে গেলেও পড়া যাচ্ছিল। পড়ে আমাদের মনে হয়েছিল যে সেটা চিঠির শেষের দিককার পুনশ্চ অংশ। তাতে লেখা ছিল: 'আপনি ভদ্রলোক, তাই দয়া করে এই চিঠিখানা পুড়িয়ে ফেলবেন, এবং দশটার সময় ফটকে উপস্থিত থাকবেন।' তার নীচে স্বাক্ষর করা ছিল এল. এল.।"

"চিঠির টুকরোটা তোমার কাছে আছে?"

"না স্যার, তুলে নেবার পরেই সেটা ছাই হয়ে ঝড়ে পড়ে।"

"ঐ একই হাতের লেখা আর কোন চিঠি কি স্যার চার্লস পেয়েছিলেন?"

"দেখুন স্যার, তার চিঠি আমি পড়ে দেখতাম না। শুধু সেই একখানি চিঠি না এলে সেটাও আমার নজরে পড়ত না।"

"এই এল. এল. কে সে বিষয়ে তোমার কোন ধারণা আছে কি?"

"না স্যার। আপনি যেটুকু বুঝেছেন তার চাইতে বেশী

কিছু আমি জানি না। কিন্তু আমি আশা করি, সেই মহিলাটিকে যদি ধরতে পারেন তাহলে স্যার চার্লসের মৃত্যু সম্পর্কে আমরা অনেক কিছু জানতে পারব।"

"আমি বুঝতে পারছি না ব্যারিমোর, এই গুরুতর সংবাদটা তুমি চেপে রেখেছিলে কেন?"

"দেখুন স্যার, এর ঠিক পরেই আমাদের নিজেদের গোলযোগটা শুরু হল। তাছাড়া, স্যার চার্লস আমাদের জন্য এত সব করেছেন যে আমরা দু'জনই তাকে খুব ভালবাসতাম। এ সব পুরনো ব্যাপার তুলে তো আমাদের মনিবের কোন লাভ হত না; বিশেষ করে যেখানে মেয়েছেলে জড়িত থাকে সেখানে সতর্ক হয়ে চলাই ভাল। যারা খুবই ভাল মানুষ তারাও তো—"

"তোমার কি মনে হয়েছিল যে এতে তার সুনাম নষ্ট হতে পারে?"

"আমার মনে হয়েছিল যে এর ফলে ভাল কিছুই তো হবে না। কিন্তু এখন আপনি আমাকে দয়া করেছেন, তাই আমার মনে হচ্ছে এ বিষয়ে আমি যা কিছু জানি সব আপনাকে না বললে আপনার প্রতি অন্যায় করা হবে।"

"খুব ভাল কথা ব্যারিমোর; তুমি এখন যেতে পার।"

খানসামা চলে গেলে স্যার হেনরি আমার দিকে তাকাল। "আচ্ছা ওয়াটসন, এই নতুন আলোকপাত সম্পর্কে তোমার কি মনে হয়?"

"আমার তো মনে হচ্ছে এর ফলে অন্ধকার আরও গাঢ়তর হল।"

"আমিও তাই মনে করি। কিন্তু আমরা যদি এল. এল.-এর হদিস করতে পারি, তাহলেই সব ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। এইটুকুই লাভ হয়েছে। আমরা জানতে পেরেছি যে এমন কেউ আছে যে ব্যাপারটা জানে। এখন তাকে পেলেই হয়। আমাদের কি করা উচিত বলে মনে কর?"

"সব ব্যাপারটা এখনি হোমসকে জানানো দরকার। এর ফলে হয় তো যে সূত্র সে খুঁজছে সেটা পেয়ে যাবে। এ খবর জানলে সে এখানে না এসে পারবে না।"

সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘরে চলে গেলাম এবং সকাল বেলাকার আলোচনা নিয়ে হোমসের জন্য একটা প্রতিবেদন তৈরী করলাম। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি, ইদানীং সে খুবই ব্যস্ত আছে, কারণ বেকার স্ট্রীট থেকে আমি যে সব চিঠি পেয়েছি তা যেমন সংখ্যায় অল্প তেমনি সংক্ষিপ্ত; তাতে না আছে আমার পাঠানো খবর সম্পর্কে কোন মন্তব্য, আর না আছে আমার এখানকার কাজের কোন উল্লেখ। ব্ল্যাকমেলিং-এর কেসটা নিয়েই যে সে ডুবে আছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এই নতুন তথ্যটি নিশ্চয় তার মনোযোগ আকর্ষণ করবে এবং তার আগ্রহকে নতুন করে জাগিয়ে তুলবে। আমি চাই যে সে এখানে আসুক।

১৭ই অক্টোবর—আজ সারাদিন মুষলধারে বৃষ্টি হয়েছে, আইভি লতায় ঝিরঝির শব্দ হয়েছে; কার্নিশ থেকে ঝুপঝুপ করে জল পড়েছে। নির্জন, ঠাণ্ডা, আশ্রয়হীন জলাভূমিতে কয়েদীটির কথা আমার মনে পড়ছে। আহা বেচারি! সে যত দোষই করুক তার জন্য যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্তও করেছে। তারপর আর একজনের কথা মনে পড়ল—গাড়ির ভিতরকার সেই মুখটি, চাঁদের পশ্চাৎপটে সেই মূর্তিটা। সেই অদৃশ্য প্রহরী, সেই অন্ধকারের লোকটি কি এই জল-ঝড়ের মধ্যেও বেরিয়েছে? সন্ধ্যায় বর্ষাতিটা গায়ে চাপিয়ে সেই স্যাঁতসেঁতে জলাভূমিতে অনেকটা দূর হেঁটে গেলাম; মনের মধ্যে নানান বিপদের আশংকা উঁকি দিতে লাগল; বৃষ্টির ছাঁট এসে মুখে লাগছে; বাতাস শোঁ-শোঁ করে কানের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে। এই সময়ে যারা ঐ মহাপংকের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে ঈশ্বর তাদের সহায় হোন, কারণ উঁচু খামার জমিগুলোও এখন জলাভূমিতে পরিণত হয়েছে। যে কালো টিলাটার মাথায় সেই একাকী প্রহরীকে দেখেছিলাম সেটা চোখে পড়ল। তার উঁচু-নিচু চূড়ার উপর উঠে চারদিকের বিষণ্ণ সমতল ভূমির দিকে তাকালাম। বৃষ্টির ধারা সগর্জনে তাদের পিঙ্গল মুখের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে; ভারী, স্লেট-রং মেঘগুলো সমগ্র অঞ্চলের উপর যেন নীচু হয়ে নেমে যাচ্ছে; মনে হচ্ছে পাহাড়টার গা বেয়ে যেন ধূসর রঙের মালা দুলছে; বাঁ দিকে অনেক দূরে গাছপালার উপর দিয়ে বাস্কারভিল হলের সরু সরু চূড়া দুটি কুয়াসায় অর্ধেক ঢাকা অবস্থায় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। পাহাড়ের গায়ে যে সব প্রাগৈতিহাসিক কুঁড়েঘর ছড়িয়ে রয়েছে সেগুলি ছাড়া ঐ দুটি চূড়াই মানুষ বসবাসের একমাত্র সাক্ষী। দু' রাত আগে ঐ একই জায়গায় যে লোকটিকে একাকি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম আজ কোথাও তার চিহ্নমাত্র নেই।

আমি যখন ফিরে আসছিলাম তখন ডাঃ মর্টিমার তার ছোট গাড়িখানা চালিয়ে ফাউলমায়ার-এর প্রান্তরবর্তী খামারের দিক থেকে আসা পথ বেয়ে এসে আমাকে ধরে ফেলল। আমাদের প্রতি তার দৃষ্টি খুবই সজাগ; আমরা কেমন আছি জানবার জন্য সে প্রতিদিনই একবার করে হল-এ আসে। তার পীড়াপীড়িতে আমি তার ছোট গাড়িতে চেপে বসলাম; সেও আমাকে হল পর্যন্ত পৌঁছে দিতে গাড়ি চালিয়ে দিল। তার ছোট স্প্যানিয়েল কুকুরটা উধাও হয়ে যাওয়ায় তাকে খুবই বিচলিত দেখলাম। জলাভূমির দিকে যেতে যেতে সে আর ফিরে আসে নি। তাকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা দিলাম বটে, কিন্তু গ্রিমপেন মহাপংকে ডুবে যাওয়া টাট্টুঘোড়াটার কথা আমার মনে পড়ে গেল; ছোট কুকুরটা আর কোনদিন ফিরে আসবে বলে তো মনে হয় না।"

খারাপ রাস্তায় ঝাঁকুনি খেতে খেতে বললাম, "ভাল কথা ডাঃ মর্টিমার, এখান থেকে গাড়ি চালিয়ে যতদূর পর্যন্ত যাওয়া যায় তার মধ্যে এমন লোক কি কেউ আছে যাকে আপনি চেনেন না।"

"সে রকম কোন লোক আছে বলে তো মনে হয় না।"

"তাহলে এমন কোন স্ত্রীলোকের নাম কি আমাকে বলতে পারেন যার আদ্য অক্ষর এল. এল. ?"

সে কয়েক মিনিট ভাবল। তারপর বলল, "না ; এখানে কিছু বেদে ও মজুর শ্রেণীর মানুষ আছে যাদের কথা আমি বলতে পারি না ; তবে এখানকার কৃষক বা ভদ্রশ্রেণীর মধ্যে এমন কেউ নেই যার নামের ঐ আদ্য অক্ষর আছে।" একটু থেমে সে আবার বলল, "আরে, দাঁড়ান, দাঁড়ান, লরা লিয়ন্স তো আছে—তার আদ্য অক্ষর তো এল. এল.—সে কুমবে ট্রেসি-তে থাকে।"

"কে সে ?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"সে তো ফ্রাংকল্যান্ডের মেয়ে।"

"কি ? সেই পাগলা ফ্রাংকল্যান্ড বুড়ো ?"

"ঠিক। একজন শিল্পী এই জলাভূমিতে স্কেচ করতে এসেছিল। মেয়েটি তাকেই বিয়ে করেছিল। দেখা গেল, লোকটা বদমাস ; মেয়েটাকে ছেড়ে গেল। যতদূর শুনেছি, দোষটা একতরফা নয়। যেহেতু মেয়েটি বাবার সম্মতি না নিয়ে বিয়ে করেছিল, এবং হয় তো ঐ ধরনের আরও কিছু কারণে বাবাও মেয়ের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখে নি। কাজেই একটা বুড়ো পাপী আর একটা যুবক পাপীর মাঝখানে পড়েছে বেচারে।"

"তার দিন চলে কেমন করে ?"

"মনে হয় বুড়ো ফ্রাংকল্যান্ড কিছু কিছু দেয় ; অবশ্য সেটা বেশী কিছু হতে পারে না, কারণ তার নিজের অবস্থাও খুব সুবিধার নয়। সে যাই করে থাকুক, তাই বলে মেয়েটাকে তো একেবারে ডুবে যেতে দেওয়া যায় না। তার সব কথা শুনে এখানকার অনেকেই চেষ্টা করল যাতে সে সৎপথে থেকে কিছু উপার্জন করতে পারে। তাদের মধ্যে স্টেপ্‌লটন একজন, স্যার চার্লসও একজন। আমিও কিছু দিয়েছিলাম। সবাই চেষ্টা করে তাকে একটা টাইপ-রাইটিং-এর কাজের ব্যবস্থা করে দেওয়া হল।"

এ সব প্রশ্ন করছি কেন সে তা জানতে চাইলে সব কথা না বলে কোন রকমে তার কৌতূহল চরিতার্থ করলাম, কারণ যাকে-তাকে সব কথা বলবার কোন কারণ থাকতে পারে না। কাল সকালেই কুমবে ট্রেসি যাব ; সেখানে এই মিসেস লরা লিয়ন্স-এর সঙ্গে যদি দেখা করতে পারি তাহলে এই রহস্য-শৃংখলের অন্তত একটি ঘটনার রহস্য-ভেদের পথে অনেকটা যেতে পারব। আমার মাথায়ও দেখছি দুষ্টু বুদ্ধি গজিয়েছে, কারণ মর্টিমার যখন বার বার নানা রকম প্রশ্ন করে আমাকে অসুবিধায় ফেলল তখন আমিও বুদ্ধি করে তার কাছে জানতে চাইলাম, ফ্রাংকল্যান্ডের করোটি কোন্ শ্রেণীতে পড়ে ; ব্যাস, তাতেই কাজ হল, তারপর থেকে সারাটা পথ করোটি-তত্ত্ব ছাড়া আর কোন কথাই আমাকে শুনতে হল না। বছরের পর বছর শার্লক হোমসের সঙ্গে বাস করা বৃথা যায় নি।

এই বিষণ্ণ ঝড়ো দিনের একটিমাত্র ঘটনা উল্লেখ করবার আছে। এইমাত্র ব্যারিমোরের সঙ্গে আমার কিছু কথাবার্তা হল। তার থেকে আমার হাতে এমন একটা জোরালো তাস আমি পেয়েছি যেটাকে যথাসময়ে খেলতে পারব।

আমাদের সঙ্গে ভোজনপর্ব সারবার জন্য মর্টিমার রয়ে গেল। পরে সে ও ব্যারনেট তাস নিয়ে "একার্তে" খেলতে বসে গেল। খানসামাটি লাইব্রেরিতেই আমার কফি এনে দিল। সেই সুযোগে তাকে কয়েকটি প্রশ্ন করলাম।

বললাম, "আচ্ছা, তোমার এই মূল্যবান আত্মীয়টি চলে গেছে, না এখনও ওখানে লুকিয়ে আছে ?"

"আমি জানি না স্যার। ঈশ্বর করুন, সে যেন চলে গিয়েই থাকে, কারণ এখানে এসে সে শুধু ঝঞ্ঝাটই বাঁধিয়েছে ! শেষ যেদিন তাকে খাবার দিয়ে এসেছি তারপর থেকে তার আর কোন খবরই পাই নি, আর সেও তো তিন দিন আগেকার কথা।"

"তখন কি তাকে দেখেছিলে ?"

"না স্যার ; কিন্তু পরে সেখানে গিয়ে দেখেছিলাম, খাবারটা নেই।"

"তাহলে নিশ্চয় সে সেখানে ছিল।"

"সেখানকার অপর লোকটি যদি খাবারটা না নিত তাহলে তো সেটাই ভাবতে হত।"

কফির কাপটা ঠোঁটের অর্ধেক পথে রেখেই আমি হাঁ করে ব্যারিমোরের দিকে তাকালাম।

তাহলে তুমি জান যে সেখানে আরও একজন আছে ?"

"হ্যাঁ স্যার ; জলাভূমিতে আরও একজন আছে।"

"তাকে দেখেছ ?"

"না স্যার।"

"তাহলে তার কথা জানলে কেমন করে ?"

"এক সপ্তাহ কি তারও আগে সেল্‌ডেনই তার কথা আমাকে বলেছিল। সেও লুকিয়ে আছে, তবে আমি যতদূর বুঝতে পেরেছি সে কয়েদী নয়। এ সব আমি ভাল বুঝছি না ডাঃ ওয়াটসন—আপনাকে সরাসরিই বলছি স্যার, আমি ভাল বুঝছি না।" হঠাৎ তার গলায় ঐকান্তিক আবেগের ছোঁয়া লাগল।

"শোন ব্যারিমোর ! তোমার মনিবের স্বার্থ ছাড়া এ ব্যাপারে আমার আর কোন স্বার্থ নেই।"

www.boiRboi.net

ব্যারিমোর একমুহূর্ত ইতস্তত করল। হয় এই উচ্ছ্বাসের জন্য তার অনুশোচনা হয়েছে, অথবা তার মনের ভাবকে সে ভাষায় প্রকাশ করতে পারছিল না।

অবশেষে জলাভূমির দিককার বৃষ্টির ছাঁটে ভেজা জানালাটার দিকে হাত তুলে সে জোরে জোরে বলে উঠল, "এ সব কী চলেছে স্যার! কোথায় যেন একটা ষড়যন্ত্র চলেছে; একটা শয়তানী মতলব যেন দানা বেঁধে উঠছে,—একথা আমি শপথ করে বলতে পারি। দেখুন স্যার, স্যার হেনরি আবার লন্ডনে ফিরে গেলেই আমি খুশি হতাম।"

"কিন্তু কিসের জন্য তুমি ভয় পাচ্ছ?"

"স্যার চার্লসের মৃত্যুর কথা ভাবুন। করোনার যাই বলুন, ব্যাপারটা যথেষ্ট গোলমেলে। রাতের বেলা জলাভূমিতে যে শব্দ হয় সেটার কথা ভাবুন। টাকা দিলেও কোন লোক সূর্যাস্তের পর সেখান দিয়ে যাবে না। ভাবুন তো, একটি অপরিচিত লোক ওখানে লুকিয়ে আছে, ওৎ পেতে অপেক্ষা করে আছে। সে কিসের অপেক্ষায় আছে? এ সবের অর্থ কি? বাস্কারভিল নামের কারও তো এতে ভাল হবে না। স্যার হেনরির নতুন চাকর-বাকররা এসে যেদিন হল-এর ভার নেবে সেদিনই এই ঝামেলার হাত থেকে মুক্তি পেলে আমি বাঁচি।"

আমি বললাম, "এই অপরিচিত লোকটির কথা বল। তার সম্পর্কে যদি কিছু জান তো আমাকে বল। সেল্‌ডন কী বলেছে? সে কোথায় লুকিয়ে আছে, কি করছে—সে বিষয়ে কিছু কি জানতে পেরেছে?"

"তাকে দু' একবার সে দেখেছে; কিন্তু সে গভীর জলের মাছ, ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। সেল্‌ডন প্রথমে ভেবেছিল সে পুলিশের লোক, কিন্তু তারপরেই সে বুঝতে পারে যে তারও একটা অভিসন্ধি আছে। সে যতদূর বুঝেছে, লোকটি ভদ্র; কিন্তু সে যে কী করছে তা সে বুঝতে পারছে না।

"সে কোথায় থাকে কিছু বলেছে?"

"পাহাড়ের ধারে ঐ পুরনো বাড়িগুলিতে—যে সব পাথরের কুঁড়েঘরে সেকালের লোকরা থাকত।"

"কিন্তু সে খাবার পায় কোথায়?"

"সেল্‌ডন দেখেছে, একটি ছেলে তার কাজকর্ম করে, তার যা কিছু দরকার সব এনে দেয়। আমি জোর গলায় বলতে পারি, সব কিছুর জন্য সে কুমবে ট্রৌসতে যায়।"

"খুব ভাল ব্যারিমোর। এ ব্যাপারে অন্য সময় আরও কথা হবে।"

খানসামা চলে গেলে আমি কালো জানালাটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। অস্পষ্ট কাঁচের ভিতর দিয়ে চলমান মেঘের দল আর ঝড়ের ঝাপটায় উথাল-পাথাল গাছগাছালির দিকে তাকালাম। আজ রাতে ঘরের মধ্যে বসেই আমরা অস্থির, আর ওই জলাভূমির মধ্যে একটা পাথরের কুঁড়েঘরে যে আছে তার কী অবস্থা? কী সেই গভীর ঘৃণা যার তাড়নায় এমন রাতে এমন একটা স্থানে একটা লোক লুকিয়ে থাকতে পারে? এমন একটা কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন সে হয়েছে কোন্ গভীর ও ঐকান্তিক প্রয়োজনে? যে সমস্যা নিয়ে আমার এত মাথা ব্যথা তার কেন্দ্র-বিন্দুটি নির্ঘাৎ রয়েছে জলাভূমির ঐ কুঁড়েঘরে। আমি শপথ করছি, এই রহস্যের একেবারে মূলে গিয়ে পৌঁছতে আমি আর একটা দিনও বিলম্ব করব না।

অধ্যায় ১১

টিলার উপরের লোকটি

আগের অধ্যায়ে আমার দিন-পঞ্জী থেকে যে সব কথা তুলে দিয়েছি তাতে আমার কাহিনী ১৮ই অক্টোবর পর্যন্ত পৌঁছেছে; তখন থেকেই বিচিত্র সব ঘটনা অতি দ্রুত গতিতে ভয়াবহ পরিণতির দিকে ছুটে চলেছে। পরবর্তী কয়েক দিনের ঘটনা আমার স্মৃতির পাতায় এমন অবিস্মরণীয়ভাবে খোদাই হয়ে গেছে যে সে সময়ে রাখা লেখা-পত্র ছাড়াই সে সব আমি বলে দিতে পারি। তাহলে যেদিন আমি দু'দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার প্রমাণ পেয়েছিলাম—প্রথমটা, কুমবে ট্রেসির মিসেস লরা লিয়ন্স স্যার চার্লস বাস্কারভিলকে চিঠি লিখেছিল এবং ঠিক যে স্থানে ও যে সময়ে তার মৃত্যু ঘটেছিল সেখানেও সেই সময়েই তার সঙ্গে একটা সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করেছিল; আর দ্বিতীয়টা, যে লোকটি জলাভূমিতে লুকিয়ে আছে তাকে পাহাড়ের পার্শ্বস্থ পাথরের কুঁড়েঘরগুলোতেই পাওয়া যাবে—তার পরদিন থেকেই শুরু করি। এই দুটো ঘটনা হাতে পেয়ে আমার মনে হল, এর পরেও যদি এই সব রহস্যের উপর কোন নতুন আলোকপাত না করতে পারি তাহলে সে দোষ হয় আমার বুদ্ধির, আর না হয় তো আমার সাহসের অভাব।

আগের দিন সন্ধ্যায় মিসেস লিয়ন্স সম্পর্কে যা কিছু জেনেছি সে কথা ব্যারনেটকে জানাবার সুযোগই পেলাম না, কারণ ডাঃ মর্টিমার অনেক রাত পর্যন্ত তার সঙ্গে তাস খেলেছিল। যাহোক, প্রাতরাশের সময় তাকে সব কথা বলে জানতে চাইলাম, সে আমার সঙ্গে কুমবে ট্রেসিতে যেতে ইচ্ছুক কি না। প্রথমে সে যাবার খুব আগ্রহ দেখাল, কিন্তু পরে দু'জনেই ভেবে দেখলাম যে আমি একা গেলেই ফল ভাল হবে। সাক্ষাৎকারটা যত প্রকাশ্যে হবে সংবাদ ততই অল্প পাওয়া যাবে। সুতরাং কিছুটা বিবেকের দংশন সত্ত্বেও স্যার

হেনরিকে একা রেখেই আমি গাড়িটা নিয়ে নতুন অভিযানে বেরিয়ে গেলাম।

কুমবে ট্রেসি-তে পৌঁছবার পরে পার্কিন্স-কে ঘোড়া থামাতে বলে আমি মহিলাটির খোঁজ করলাম। তার বাসা খুঁজে বের করতে কোন অসুবিধা হল না, কারণ সেটা বেশ মাঝখানে ভাল জায়গায় অবস্থিত। একটি দাসী বিনা আড়ম্বরে আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল, আর আমি ঘরে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গেই রেমিংটন টাইপরাইটারের সামনে উপবিষ্ট একটি মহিলা অভ্যর্থনার স্মিত হাসিতে মুখখানি ভরে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু যখনই দেখল যে আমি নবাগত তখনই সে মুখটা নীচু করে আবার বসে পড়ে আমার আগমনের কারণ জানতে চাইল।

প্রথমেই আমার মনে হল, মিসেস লিয়ন্স অপরূপ সুন্দরী। তার দুটি চোখে ও কেশরাশিতে একটা উজ্জ্বল বাদামী আভা; যথেষ্ট ছিট-ছিট দাগ সত্ত্বেও দুটি গালে পিঙ্গলবর্ণের মধুর আভাষ, গোলাপের বুকে থাকে যে মনোরম রক্তাভা তারই উচ্ছ্বাস। আবার বলছি, প্রথম দর্শনেই তাকে ভাল লেগেছিল। কিন্তু তারপরেই মনে জাগল সমালোচনা। ঐ মুখের কোথায় যেন একটা সূক্ষ্ম অন্যায় লুকিয়ে আছে, মুখভঙ্গির একটা কর্কশতা, হয় তো চোখের কিছুটা কঠোরতা, ঠোঁটটা যেন কেমনতর—এ সব মিলিয়ে অপরূপার রূপ যেন বিস্মিত হয়েছে। কিন্তু সে সবই পরবর্তী চিন্তা। সেই মুহূর্তে আমার শুধু এইটুকুই মনে হয়েছিল যে একটি সুন্দরী নারীর সামনে আমি হাজির হয়েছি, আর সে আমার আগমনের উদ্দেশ্য জানতে চাইছে। ঠিক সেই মুহূর্তটির আগে আমিও ঠিক বুঝতে পারি নি কী কঠিন কাজ নিয়ে আমি সেখানে গিয়েছি।

বললাম, "আপনার বাবাকে জানবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে।"

পরিচয়টা মোটেই যুৎসই হল না, আর মহিলাটি সে কথা আমাকে বুঝিয়ে দিল।

সে বলল, "বাবার আর আমার মধ্যে কোন মিল নেই। আমি তার ধার ধারি না, আর তার বন্ধুরাও আমার বন্ধু নয়। স্বর্গত স্যার চার্লস বাস্কারভিল ও অপর কয়েকজন দয়ালু লোক না থাকলে বাবার সব যত্ন-আত্তি সত্ত্বেও আমাকে না খেয়েই থাকতে হত।"

স্বর্গত স্যার চার্লস বাস্কারভিলের ব্যাপারেই আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।"

মহিলাটির মুখে কয়েকটি রেখা ফুটে উঠল।

টাইপরাইটারের চাবিতে ইতস্তত আঙুল চালাতে চালাতে সে বলল, "তার সম্পর্কে আমি কি বলতে পারি?"

"আপনি তাকে চিনতেন, তাই নয় কি?"

"আগেই তো বলেছি, তার কাছে আমি অনেকভাবে ঋণী। আমার দুর্দিনে তিনি দেখেছিলেন বলেই আমি আজ নিজের পায়ে দাঁড়াতে পেরেছি।"

"তার সঙ্গে কি আপনার পত্রালাপ ছিল?"

মহিলাটি সঙ্গে সঙ্গে চোখ তুলে তাকাল; তার বাদামী চোখে ক্রোধের ঝিলিক।

সে সরাসরি প্রশ্ন করল, "এ সব প্রশ্নের উদ্দেশ্য কি?"

"উদ্দেশ্য একটি প্রকাশ্য কুৎসাকে এড়িয়ে যাওয়া। সমস্ত ব্যাপারটা আমাদের হাতের বাইরে চলে যাওয়ার চাইতে আমার সেটা জানতে চাওয়াই তো ভাল।"

সে চুপ করে গেল। তার মুখটা ম্লান হয়ে গেল। শেষে কিছুটা বেপরোয়া ও উদ্ধত ভঙ্গীতে সে চোখ তুলে তাকাল।

বলল, "ঠিক আছে, জবাব দিচ্ছি। বলুন, আপনার কি প্রশ্ন?"

"স্যার চার্লসকে আপনি চিঠি-পত্র লিখতেন কি না?"

"তার দয়া ও উদারতার স্বীকৃতি জানিয়ে দু'একবার চিঠি লিখেছি।"

"সে সব চিঠির তারিখ কি আপনার কাছে আছে?"

"না।"

"কখনও তার সঙ্গে দেখা করেছেন কি?"

"হ্যাঁ, তিনি কুমবে ট্রেসি-তে এলে দু'একবার দেখা হয়েছে। তিনি অবসরপ্রাপ্ত লোক ছিলেন, তাই গোপনেই লোকের উপকার করাটা পছন্দ করতেন।"

"কিন্তু আপনার সঙ্গে তার দেখা-সাক্ষাৎ যদি কদাচিৎ ঘটে থাকে এবং আপনিও যদি তাকে খুব অল্পই চিঠি লিখে থাকেন, তাহলে আপনাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবার মত এত খবরাখবর তিনি পেলেন কেমন করে?"

অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গেই সে আমার সন্দেহ নিরসন করল।

"কয়েকজন ভদ্রলোক আমার দুঃখের ইতিহাস জানতেন। তারাই আমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। তাদের মধ্যে একজন হলেন স্যার চার্লসের প্রতিবেশী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু মিঃ স্টেপলটন। তিনি খুবই দয়ালু, তার মারফতেই স্যার চার্লস আমার সব ব্যাপারটা জানতে পারেন।"

আমি আগেই জানতাম, দান-ধ্যানের ব্যাপারে স্টেপলটনই স্যার চার্লস বাস্কারভিলের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করত; কাজেই মহিলাটির বিবৃতি সত্য বলেই মনে হল।

আমি বললাম, "আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্য আপনি কি কখনও স্যার চার্লসকে কোন চিঠি লিখেছেন?"

মিসেস লিয়ন্সের মুখ পুনরায় ক্রোধে আরক্ত হয়ে উঠল।

"দেখুন স্যার, এটা খুবই অস্বাভাবিক প্রশ্ন।"

"আমি দুঃখিত ম্যাডাম, কিন্তু পুনরায় আমি প্রশ্নটা করছি।"

"তাহলে আমার জবাব—নিশ্চয় না।"

"স্যার চার্লসের মৃত্যুর দিনেও না ?"

মুহূর্তের মধ্যে তার মুখের রক্তাভা মিলিয়ে গেল ; আমার সামনে দেখা দিল মৃত্যু-পাণ্ডুর একখানি মুখ। তার শুষ্ক অধরে "না" কথাটাও জোগাল না ; কথাটা আমি যেন দেখতে পেলাম, শুনতে পেলাম না।

আমি বললাম, "নিশ্চয় আপনার স্মৃতি আপনাকে ফাঁকি দিচ্ছে। আপনার চিঠির কথাগুলি পর্যন্ত আমি বলে দিতে পারি। তাতে লেখা ছিল, আপনি ভদ্রলোক, তাই দয়া করে এই চিঠিখানা পুড়িয়ে ফেলবেন, এবং দশটার সময় ফটকে উপস্থিত থাকবেন।"

মনে হল, সে বুঝি মূর্ছা যাবে, অনেক চেষ্টা করে সে নিজেকে সংযত করল।

সে ঢোক গিলে বলল, "ভদ্রলোক বলে কি কেউ নেই ?"

"স্যার চার্লসের প্রতি আপনি অবিচার করছেন। তিনি চিঠিখানা পুড়িয়েই ফেলেছিলেন। কিন্তু কখনও কখনও পোড়া চিঠিও পড়া যায়। তাহলে স্বীকার করছেন যে সে-চিঠি আপনি লিখেছিলেন ?"

তার বুকের ভিতর থেকে কথার স্রোত ঝরে পড়তে লাগল। সে চেঁচিয়ে বলে উঠল, "হ্যাঁ, আমি লিখেছিলাম। আমি লিখেছিলাম সে কথা অস্বীকার করব কেন ? তাতে তো আমার লজ্জা পাবার কোন কারণ নেই। আমি তাকে সাহায্য করতেই চেয়েছিলাম। আমার বিশ্বাস ছিল, তার সঙ্গে দেখা করতে পারলে তার সাহায্য আমি পেতাম, আর সেই জন্যই তাকে দেখা করতে বলেছিলাম।"

"কিন্তু এমন অসময়ে কেন ?"

"কারণ আমি তখন সবেমাত্র জেনেছিলাম যে তিনি লণ্ডনে চলে যাচ্ছেন এবং বেশ কয়েক মাস সেখানে থাকতে পারেন। তাছাড়া, আরও আগে কেন সেখানে আমি যেতে পারতাম না তারও কারণ ছিল।"

"কিন্তু বাড়িতে দেখা না করে এই গোপন অভিসার কেন ?"

"আপনি কি মনে করেন কোন স্ত্রীলোকের পক্ষে অত রাতে একজন অবিবাহিত পুরুষের বাড়ি একলা যাওয়া সম্ভব ?"

"আচ্ছা, সেখানে যাওয়ার পরে কি ঘটল ?"

"আমি সেখানে মোটেই যাই নি।"

"মিসেস লিয়ন্স !"

"না, যা কিছু পবিত্র তার নামে শপথ করেই এ-কথা বলছি। আমি যাই নি। এমন একটা কিছু ঘটেছিল যাতে আমার যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়।"

"সেটা কি ?"

"সেটা গোপনীয় কথা। আপনাকে বলতে পারি না।"

"তাহলে আপনি স্বীকার করছেন যে, ঠিক যে সময়ে ও যে স্থানে স্যার চার্লসের মৃত্যু হয়েছে ঠিক সেই সময়ে ও স্থানে আপনি তার সঙ্গে সাক্ষাতের একটা ব্যবস্থা করেছিলেন, কিন্তু সেই ব্যবস্থামত দেখা করাটা আপনি অস্বীকার করছেন, এই তো ?"

"সেটাই সত্য।"

বার বার তাকে জেরা করলাম, কিন্তু এর বেশী কিছু জানতে পারলাম না।

সেই দীর্ঘ অমীমাংসিত সাক্ষাৎকারের পরে উঠে দাঁড়িয়ে আমি বললাম, "মিসেস লিয়ন্স, আপনি যা কিছু জানেন সে সব কথা খুলে না বলে আপনি কিন্তু একটা গুরুদায়িত্ব নিজের ঘাড়ে তুলে নিচ্ছেন এবং নিজেকে একটা অসুবিধাজনক অবস্থার মধ্যে ঠেলে দিচ্ছেন। আমাকে যদি পুলিশের সাহায্য নিতে হয়, তখন বুঝতে পারবেন আপনি কি ভাবে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছেন। আপনি যদি নির্দোষই হবেন, তাহলে ঐ তারিখে স্যার চার্লসকে চিঠি লেখার কথা আপনি প্রথমে অস্বীকার করলেন কেন ?"

"কারণ আমার ভয় হয়েছিল যে তার থেকে একটা অমূলক সিদ্ধান্ত টানা হতে পারে এবং আমি একটা কুৎসার সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে পারি।"

"আর স্যার চার্লস যাতে চিঠিটা নষ্ট করে ফেলেন সেজন্যই বা আপনি অতটা চাপ দিয়েছিলেন কেন ?"

"চিঠিটা যখন পড়েছেন তখন তো আপনার সেটা বুঝবার কথা।"

"আমি তো বলি নি যে সবটা চিঠি আমি পড়েছি।"

"তার কিছুটা আপনি উদ্ধৃত করেছেন।"

"উদ্ধৃত করেছি পুনশ্চ অংশটা। আমি তো বলেছি, চিঠিটা পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল এবং সেটা মোটেই পাঠযোগ্য ছিল না। আমি আপনাকে আবার জিজ্ঞাসা করছি, স্যার চার্লসের মৃত্যুর দিনে আপনার যে চিঠিটা তিনি পেয়েছিলেন সেটা পুড়িয়ে ফেলার জন্য আপনি এতটা চাপ দিয়েছিলেন কেন ?"

"ব্যাপারটা খুবই গোপনীয়।"

"আর সেই জন্যই তো এ ব্যাপারে কোন প্রকাশ্য তদন্ত এড়িয়ে চলাই আপনার পক্ষে উচিত।"

"তাহলে সবই আপনাকে বলছি। আমার দুঃখের ইতিহাস যদি শুনে থাকেন তাহলে নিশ্চয় জেনেছেন যে আমি অবিবেচকের মত হঠাৎ বিয়ে করে ফেলেছিলাম আর সে জন্য আমাকে পস্তাতে হয়েছে।"

"সে পর্যন্ত শুনেছি।"

"স্বামীর হাতে অবিরাম নির্যাতনের ভিতর দিয়ে আমার

জীবন কাটছে। তাকে আমি ঘৃণা করি। কিন্তু আইন তার অনুকূল ; সে হয় তো জোর করে আমাকে তার সঙ্গে বাস করতে বাধ্য করবে, এই আশংকায় আমার প্রতিটা দিন কাটছে। স্যার চার্লসকে যখন চিঠিখানা লিখি তখন আমি জেনে-ছিলাম যে কিছু খরচপত্র করতে পারলে আমার পক্ষে স্বাধীন জীবনে ফিরে যাবার একটা সম্ভাবনা আছে। আমার কাছে সেটাই তো সব—মনের শান্তি, সুখ, মর্যাদা—সব। স্যার চার্লসের উদারতার কথা আমি জানতাম, তাই ভাবলাম যে, আমার মুখ থেকে আমার কথা শুনলে তিনি হয়তো আমাকে সাহায্য করবেন।"

"তাহলে আপনি গেলেন না কেন?"

"কারণ ইতিমধ্যে অন্য কোন সূত্রে আমি টাকাটা পেয়ে গিয়েছিলাম।"

"তাহলে স্যার চার্লসকে চিঠি লিখে সে কথা জানান নি কেন?"

"পরদিন সকালের সংবাদপত্রে তার মৃত্যুর খবর না দেখলে তাই করতাম।"

স্ত্রীলোকটির কাহিনী একসূত্রে বাঁধা ; আমার অনেক জেরার ফলেও তার কোন নড়-চড় হল না। সেই দুর্ঘটনার সময়ে মহিলাটি তার স্বামীর বিরুদ্ধে কোন বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা করেছিল কি না সেটা অবশ্য আমি মিলিয়ে দেখতে পারতাম।

সে যদি সেদিন সত্যি সত্যি বাস্কারভিল হল-এ যেত তাহলে সেখানে যায় নি এ-কথা বলতে সে সাহস করত বলে মনে হয় না, কারণ সে ক্ষেত্রে তাকে সেখানে নিয়ে যাবার জন্য একটা গাড়ির দরকার হত এবং ভোরের আগে সে কুমবে ট্রেসি-তে ফিরে আসতে পারত না। এরকম একটা অভিযান কখনও গোপন রাখা যেত না। সুতরাং সে যে সত্য কথাই বলেছে, অন্তত আংশিক সত্য বলেছে, সেই সম্ভাবনাই বেশী। ব্যর্থমনোরথ ও ভগ্ন-হৃদয় হয়ে আমি ফিরে এলাম। আর একবার আমি যেন সেই দুর্লংঘ্য প্রাচীরের সামনে গিয়ে উপস্থিত হয়েছি যার দ্বারা আমার উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে অগ্রসর হবার প্রতিটি পথই অবরুদ্ধ হয়ে আছে। তবু যতবার সেই মহিলার মুখ, তার হাবভাবের কথা মনে পড়ছে, ততবারই মনে হচ্ছে যে কী যেন আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। সে এমন বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল কেন? জোর করে চেপে না ধরা পর্যন্ত সে কোন কথাই কবুল করতে চায় নি কেন? দুর্ঘটনার সময় সে এত চুপচাপই বা ছিল কেন? এই সব কিছু থেকে এটাই মনে হয় যে সে নিজেকে যতটা নির্দোষ প্রতিপন্ন করতে চেয়েছে সে তা নয়। সেই মুহূর্তে ও-পথে আর অগ্রসর হবার মত কিছু ছিল না ; কাজেই অপর সূত্রটির জন্য আমাকে জলাভূমির উপরকার পাথরের কুঁড়েঘরগুলোতেই খোঁজ করতে হবে।

আর সে পথও তো যথেষ্ট অস্পষ্ট। ফিরবার পথে সেই কথাই আমার মনে হল, কারণ পাহাড়ের পর পাহাড় জুড়ে সেই প্রাচীন কালের বাসিন্দাদের চিহ্ন ছড়িয়ে আছে। ব্যারিমোর শুধু এইটুকুই বলেছে যে আগন্তুক লোকটি এই সব পরিত্যক্ত কুঁড়েঘরে থাকে, কিন্তু সারা জলাভূমিটা জুড়ে সেরকম শত শত কুঁড়েঘর ছড়িয়ে আছে। এ ব্যাপারে আমার নিজের অভিজ্ঞতাও তো আছে। আমি জানি, লোকটি কালো টিলাটার চূড়ায় দাঁড়িয়ে ছিল। তাহলে তো সেটাকে কেন্দ্র করেই আমাকে অনুসন্ধান চালাতে হবে। সেখান থেকে শুরু করে যতক্ষণ আসল কুঁড়েটা খুঁজে না পাব ততক্ষণ পর্যন্ত জলাভূমির প্রত্যেকটি কুঁড়েঘরই খুঁজে দেখতে হবে। লোকটিকে যদি সেখানে পাই তাহলে দরকার হলে রিভলবার দেখিয়েও তার নিজের মুখ থেকেই আমাকে জেনে নিতে হবে সে কে আর কেনই বা সে এতদিন ধরে আমাদের পিছনে লেগেছে। রিজেন্ট স্ট্রীটের জনারণ্যে সে আমাদের ফাঁকি দিয়ে সরে পড়তে পারে, কিন্তু এই নির্জন জলাভূমিতে সে কাজটা সহজসাধ্য হবে না। আবার যদি এমন ঘটে যে কুঁড়েঘরটা খুঁজে পেলাম কিন্তু তার অধিবাসীকে পেলাম না, তাহলে সে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমাকে সেখানেই অপেক্ষা করে থাকতে হবে তা সে প্রতীক্ষা যত দীর্ঘই হোক। লন্ডনে হোমস তাকে ধরতে পারে নি। আমার গুরু যেখানে বিফল হয়েছে সেখানে আমি যদি তাকে পাকড়াও করতে পারি তাহলে তো সেটা হবে আমার মহাসাফল্য।

এই তদন্ত-কার্যে ভাগ্য বারবার আমাদের বিপক্ষে গেছে, কিন্তু এবার ভাগ্য আমার সহায়। আর সে সৌভাগ্যের দূত আর কেউ নয়, স্বয়ং মিঃ ফ্রাংকল্যান্ড। ধূসর গোঁফ আর লাল মুখের সেই লোকটি তার বাগানের ফটকের বাইরেই দাঁড়িয়েছিল। আর যে বড় রাস্তাটা দিয়ে আমি যাচ্ছিলাম তার ঠিক উপরেই বাগানটা।

অতিশয় খোস-মেজাজে সে বলল, "শুভদিন ডাঃ ওয়াটসন ; ঘোড়াটাকে একটু বিশ্রাম দিয়ে দয়া করে ভিতরে একটু বসবেন চলুন ; এক গ্লাস পানীয়ও হবে, আর সেই সঙ্গে আমাকে অভিনন্দন জানানোও হবে।"

মেয়ের প্রতি তার ব্যবহারের কথা শোনবার পরে আমার মন তার প্রতি মোটেই সদয় ছিল না, কিন্তু গাড়িসহ পার্কিন্সকে বাড়ি পাঠানো দরকার বলেই আমি সুযোগটা নিলাম। গাড়ি থেকে নেমে স্যার হেনরিকে খবর পাঠালাম যে আমি পায়ে হেঁটেই খাবার সময়ের আগেই পৌঁছে যাব। তারপর ফ্রাংকল্যান্ড-এর পিছনে পিছনে তার খাবার ঘরে গিয়ে ঢুকলাম।

মুখ টিপে হাসতে হাসতে সে বলতে লাগল, "জানেন

স্যার, আজ আমার বড় আনন্দের দিন—আমার জীবনের লাল তারিখগুলোর অন্যতম। একদিনে দুটি পাখি মেরেছি। এখানকার লোকজনদের আমি বুঝিয়ে দিতে চাই যে আইন আইনই, আর অন্তত এই এক শর্মা আছে যে সে-আইনের আশ্রয় নিতে ভয় পায় না। বুড়ো মিড্‌লটন-এর বাগানের একেবারে মাঝখান বরাবর তার সদর দরজার একশ' গজের ভিতর দিয়ে একটা পথ আমি করে নিয়েছি। ভাবুন একবার ব্যাপারটা। এই সব বাবুভায়াদের আমি বুঝিয়ে দিতে চাই যে জনসাধারণের অধিকারকে তারা ইচ্ছা করলেই মাড়িয়ে চলতে পারেন না! আবার ফার্নওয়ার্দি-র লোকরা যে জঙ্গলে বনভোজন করতে যেত সেটাও আমি বন্ধ করে দিয়েছি। এই সব জঘন্য লোকগুলো মনে করে যে সম্পত্তির মালিকানা বলে কিছু নেই, তারা যেখানে খুশি সেখানেই কাগজের প্যাকেট আর বোতল নিয়ে গিয়ে ভিড় জমাতে পারে। দুটো মামলারই ফয়সালা হয়ে গেছে ডাঃ ওয়াটসন, আর দুটোই আমার স্বপক্ষে গেছে। তার নিজের জমিতে পশু শিকার করার জন্য অনধিকার প্রবেশের দায়ে স্যার জন মরটিমার-কে শায়েস্তা করার পরে এমন সুদিন আমি আর পাই নি।"

"এমন অঘটন ঘটালেন কেমন করে?"

"আইনের বই খুলে পড়ে দেখবেন স্যার। পড়লে অনেক লাভ হবে—কুইনস্ বেঞ্চের আদালতে ফ্রাংকল্যান্ড বনাম মরল্যান্ড। এতে আমার ২০০ পাউন্ড খরচ হয়েছে, কিন্তু রায় আমার পক্ষেই পেয়েছি।"

"এতে আপনার কোন লাভ হয়েছে কি?"

"কিচ্ছু না স্যার, কিচ্ছু না। আমি গর্ব করে বলতে পারি, এতে আমার কোনই স্বার্থ ছিল না। সম্পূর্ণভাবে জনসেবার জন্যই এ কাজ করেছি। ধরুন না কেন, ফার্নওয়ার্দি-র লোকরা যে আজ রাতে আমার কুশ-পুত্তলিকা দাহ করবে সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। গতবারে তারা যখন এ কাজ করেছিল তখনই আমি পুলিশকে বলেছিলাম যে, এ ধরনের লজ্জাজনক ঘটনা বন্ধ করে দেওয়া তাদের কর্তব্য। এখানকার জেলা কনস্টেবল-বাহিনীর অবস্থা অতি শোচনীয় স্যার; তারা আমাকে রক্ষা করবার কোন ব্যবস্থাই করতে পারে নি। ফ্রাংকল্যাণ্ড বনাম রেজিনা-র মামলায় এ বিষয়টির প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে। আমি তাদের বলেছিলাম, আমার প্রতি এই ব্যবহারের জন্য তাদের অনুতাপ করতে হবে, আর সে কথা এর মধ্যেই সত্য প্রমাণিত হয়েছে।"

"কেমন করে?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

বুড়ো লোকটির মুখে সবজান্তার ভাব ফুটে উঠল।

"কারণ যে-কথা জানবার জন্য তারা পাগল সেটা আমিই তাদের জানাতে পারি। কিন্তু ঐ বদমাসগুলোকে আমি কোন মতেই সাহায্য করব না।"

তার এই গালগল্প শোনার হাত থেকে রেহাই পাবার একটা অজুহাত আমি এতক্ষণ খুঁজছিলাম, কিন্তু এখন আমার মনে এসব কথা আরও বেশী করে শুনবার আগ্রহ জাগল। বুড়ো পাপীদের আত্ম-বিরোধী স্বভাব সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে বলেই আমি জানি যে, এ বিষয়ে আমি যত বেশী আগ্রহ দেখাব সে ততই চুপ করে যাবে, আর মুখ খুলতে চাইবে না।

কোন রকম আগ্রহ না দেখিয়ে উদাসীনভাবে আমি বললাম, "নিঃসন্দেহে কোন চুরি-ডাকাতির ব্যাপার?"

"হা, হা, হা, আরে বাবা, তার চাইতে অনেক বেশী গুরুতর ব্যাপার। জলাভূমির সেই কয়েদীটার কি হল?"

আমি চমকে উঠলাম। বললাম, "সে কোথায় আছে তা কি আপনি জানেন?"

"ঠিক কোথায় আছে তা হয় তো জানি না, কিন্তু পুলিশ যাতে তাকে পাকড়াও করতে পারে সেটুকু সাহায্য যে আমি করতে পারি সেটা নিশ্চিত। আচ্ছা, এটা কি আপনার কখনও মনে হয় নি যে লোকটা তার খাদ্য কোথা থেকে পায় সেটা খোঁজ করে সেই সূত্র ধরে এগিয়ে যাওয়াই তাকে ধরবার একমাত্র পথ?"

সে যেন ধীরে ধীরে প্রকৃত সত্যের দিকেই এগিয়ে চলেছে। আমি বললাম, "সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই; কিন্তু সে যে জলাভূমিতেই আছে সেটা আপনি জানলেন কেমন করে?"

"আমি জানি, কারণ যে দুজন তার খাবার নিয়ে যায় তাকে আমি নিজের চোখে দেখেছি।"

ব্যারিমোরের জন্য আমার দুঃখ হতে লাগল। এই হিংসুটে অনধিকার চর্চাকারী বুড়োর খপ্পড়ে পড়া তো খুব সাংঘাতিক ব্যাপার। কিন্তু তার পরবর্তী মন্তব্য শুনেই আমার বুকের উপর থেকে বোঝাটা নেমে গেল।

"আপনি শুনে আশ্চর্য হবেন যে একটা ছেলে তার খাবার নিয়ে যায়। ছাদের উপর থেকে আমার দূরবীনে চোখ লাগিয়ে তাকে আমি প্রত্যেক দিন দেখতে পাই। রোজ একই সময়ে একই রাস্তা দিয়ে সে যায়; ঐ কয়েদী ছাড়া আর কার কাছে সে যাবে?"

ভাগ্য বুঝি প্রসন্ন হল। তবু সব রকম আগ্রহ আমি চেপে গেলাম। একটা ছেলে! ব্যারিমোরও বলেছে যে একটি ছেলে সেই অজ্ঞাত লোকটিকে খাবার পৌঁছে দেয়। কয়েদীর নয়, সেই লোকটির পথের উপরেই ফ্রাংকল্যান্ড হোঁচট খেয়েছে। তাকে যদি ধরতে পারি তাহলেই আমার দীর্ঘ ক্লান্তিকর অনুসন্ধানের পরিশ্রম বেঁচে যেতে পারে।

কিন্তু অবিশ্বাস ও উদাসীনতাই আমার হাতের সেরা তাস।

"আমি কিন্তু বলতে চাই, এটাও তো হতে পারে যে, জলাভূমিতে যে সব মেষপালকরা থাকে তাদের কারও ছেলে তার বাবার জন্য খাবার নিয়ে যায়।"

তিলমাত্র বাধা পেয়েই রগ-চটা বুড়ো যেন আগুনের মত জ্বলে উঠল। তীব্র দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল; ধূসর গোঁফজোড়া ক্রুদ্ধ বেড়ালের কুঁচির মত খাড়া হয়ে উঠল।

দূর-প্রসারিত জলাভূমির দিকে আঙুল বাড়িয়ে সে বলে উঠল, "তাই নাকি স্যার! দূরে ওই কালো টিলাটা দেখতে পাচ্ছেন? তার ও-পাশে একটা নীচু টিলার উপরকার কাঁটা-ঝোপটা দেখছেন? সারা জলাভূমির মধ্যে ওই জায়গাটাই সবচাইতে পাথুরে। একজন মেষপালক কি বেছে বেছে ওই জায়গাতেই আস্তানা গাড়বে? কাজেই আপনার ধারণাটা একেবারেই অবাস্তব স্যার।"

আমি সবিনয়ে জানালাম যে আসল ঘটনা না জেনেই আমি কথাটা বলে ফেলেছি। আমার কথায় খুশি হয়ে সে আরও অনেক কথা বলে ফেলল।

"আপনি নিশ্চিত জানবেন স্যার, যথেষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতেই আমি কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হই। একটা বাণ্ডিল হাতে ছেলেটাকে আমি বার বার যেতে দেখেছি। প্রতিদিন, কখনও বা দিনে দু'বার, আমি দেখতে পেয়েছি—এক মিনিট অপেক্ষা করুন ডাঃ ওয়াটসন। আমার চোখই আমাকে ফাঁকি দিচ্ছে, না কি একমুহূর্তে ওই পাহাড়ের পাশ দিয়ে একটা কিছু নড়াচড়া করছে?

বেশ কয়েক মাইল দূরে হলেও একটানা সবুজ ও ধূসর রঙের পশ্চাৎপটে একটা ছোট কালো চিহ্ন আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম।

"আসুন স্যার, আসুন!" চেঁচিয়ে বলতে বলতে ফ্রাংক-ল্যাণ্ড ছুটে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। "নিজের চোখেই দেখুন, তারপর বিচার করুন।"

বাড়ির ছাদে একটা ত্রিপদীর উপর বেশ মজবুত গড়নের একটা দূরবীন বসানো রয়েছে। তাতে চোখ লাগিয়ে ফ্রাংক-ল্যাণ্ড খুশিতে চেঁচিয়ে উঠল।

"শিগ্‌গির ডাঃ ওয়াটসন, শিগ্‌গির; সে পাহাড়টাকে পেরিয়ে যাবার আগেই দেখুন।"

ওই তো দেখা যাচ্ছে—একটা ছোকড়া ছোট পুঁটলিটা কাঁধে নিয়ে পাহাড় বেয়ে উঠছে। সে যখন চূড়ায় উঠে গেল তখন মুহূর্তের জন্য নীল আকাশের বুকে তার পুঁচকে চেহারাটা দেখতে পেলাম। চোরা চাউনির ভঙ্গীতে সে একবার চারদিক তাকাল, যেন কেউ তাকে অনুসরণ করছে কি না সেটা দেখে নিল। তারপর পাহাড়ের উপরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

"ঠিক হল। ঠিক বলেছি কি না?"

"নিশ্চয়; ছোকরাটা নির্ঘাৎ গোপনীয় সংবাদ নিয়ে আসে।"

"আর সংবাদটা যে কি তা তো একটা কনস্টেবলও অনুমান করতে পারে। কিন্তু আমার কাছ থেকে তারা একটা কথাও জানতে পারবে না; ডাঃ ওয়াটসন, আপনিও আমাকে কথা দিন যে ওদের একটি কথাও বলবেন না। বুঝলেন তো?"

"যেমন আপনার ইচ্ছা।"

"তারা আমার প্রতি লজ্জাজনক ব্যবহার করেছে—খুবই লজ্জাজনক। ফ্রাংকল্যাণ্ড বনাম রেজিনা মামলার ফলে সব ব্যাপার যখন জানাজানি হয়ে যাবে তখন দেখবেন, সারা দেশে একটা বিক্ষোভের ঢেউ বয়ে যাবে। কোনক্রমেই পুলিশকে আমি কোন রকম সাহায্য করব না। তাদের যা মুরোদ তাতে বদমাশরা আমার কুশপুত্তলিকার বদলে আমাকেই পুড়িয়ে মারতে পারত। আরে, এখনি যাবেন কি? এই পরম লগ্নটির সম্মানে পান-পাত্রটি শূন্য করতে আমাকে সাহায্য করবেন না?"

কিন্তু তার সব অনুনয়-বিনয় আমি কাটিয়ে দিলাম এবং সে যখন পায়ে হেঁটে আমার সঙ্গী হতে চাইল তখন সে বাসনা থেকেও তাকে নিবৃত্ত করলাম। যতক্ষণ পর্যন্ত সে আমাকে দেখতে পেল ততক্ষণ আমি বড় রাস্তা ধরেই চললাম। তার-পরেই জলাভূমির দিকে পা চালিয়ে দিলাম এবং যে পাথুরে টিলাটার উপরে ছোকরাটা অদৃশ্য হয়ে গেল সেই দিকে এগিয়ে চললাম। পরিস্থিতি সব দিক থেকেই আমার অনুকূল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, যে সুযোগ ভাগ্য আমার সামনে এনে দিয়েছে উৎসাহ অথবা অধ্যবসায়ের অভাবে সে সুযোগ যেন আমি নষ্ট না করি।

আমি যখন পাহাড়ের চূড়ায় উঠলাম সূর্য তখন অস্ত যাচ্ছে; আমার নীচে পাহাড়ের ঢালু অঞ্চল একদিকে সোনালী-সবুজে ও অন্য দিকে ধূসর ছায়ায় ঢাকা। দূর দিগন্ত-রেখায় একটা আবছা ধূসরতা নেমেছে, আর তার বুক চিরে ঠেলে উঠেছে অদ্ভুত আকারের বেলিভার ও ভিকেসন টিলা দুটি। সেই বিস্তীর্ণ প্রান্তর জুড়ে না আছে কোন শব্দ, না কোন চাঞ্চল্য। একটা ধূসর রঙের বড় পাখি নীল আকাশে পাখা মেলে দিয়েছে। উপরে আকাশের খিলান আর নীচে বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মাঝখানে শুধু আমি আর সেই পাখিটাই একমাত্র জীবন্ত প্রাণী। খা-খা প্রান্তর, অদ্ভুত নির্জনতা আর আমার কাজের রহস্য ও গুরুত্ব—সব মিলিয়ে আমার বুকের ভিতরটা যেন শিরশির করে উঠল। ছেলেটাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু আমার নীচে পাহাড়ের খাঁজের মধ্যে অনেকগুলো পুরনো পাথরের কুঁড়েঘর চোখে পড়ছে, আর তাদের মাঝ-খানের একটি ঘরের উপর রোদ-জল থেকে আশ্রয় পাবার মত একটা ছাদও রয়েছে। সেটা দেখেই আমার বুকটা আনন্দে

লাফিয়ে উঠল। নিশ্চয় ঐ ঘুপ্‌চির মধ্যেই আগন্তুকটি লুকিয়ে আছে। অবশেষে সেই গুপ্ত আস্তানার চৌকাঠে পদার্পণ করলাম—তার সব গোপনতা তখন আমার মুঠোর মধ্যে।

স্টেপ্‌ল্‌টন যেরকমভাবে উদ্যত জাল হাতে নিয়ে ডালে-বসা প্রজাপতির দিকে এগিয়ে যায় তেমনি সতর্ক পদক্ষেপে আমি কুঁড়েঘরটার দিকে এগিয়ে গেলাম। সত্যিসত্যি কেউ সেখানে বাস করছে সেটা বুঝতে পেরে উল্লসিত হয়ে উঠলাম। পাথরের চাঁইগুলোর ভিতর দিয়ে একটা অস্পষ্ট পথ একটা ভাঙাচোরা গুহার মুখে শেষ হয়েছে। সেটাকেই দরজা হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ভিতরটা নিস্তব্ধ। অজ্ঞাত লোকটি সেখানে লুকিয়ে থাকতে পারে, অথবা জলাভূমিতেও গিয়ে থাকতে পারে। দুঃসাহসের নেশায় আমার স্নায়ুতন্ত্রীগুলি যেন ঝনঝনিয়ে উঠল। সিগারেটটা ফেলে দিয়ে রিভলবারটা চেপে ধরে ধীরে ধীরে দরজার কাছে গিয়ে ভিতরে তাকালাম। ভিতরটা খালি।

কিন্তু আমি যে ভুল জায়গায় যাই নি তার যথেষ্ট চিহ্ন রয়েছে। লোকটা নির্ঘাৎ এখানে থাকে। যে পাথরটার উপরে পুরুষযুগের মানুষরা একদিন ঘুমোত তার উপরেই ওয়াটারপ্রুফে দিয়ে জড়ানো কয়েকখানি কম্বল রয়েছে। একটা কাঁথারির উপরে ছাইয়ের স্তূপ জমে আছে। তার পাশেই কিছু রান্নার জিনিসপত্র ও আধ-বালতি জল রাখা আছে। ইতস্তত ছড়ানো কতকগুলি খালি টিন দেখেই বোঝা যায় যে বেশ কিছুদিন ধরে এখানে মানুষ বাস করছে। আবছা আলোয় চোখটা আরও একটু অভ্যস্ত হতে দেখলাম ঘরের এককোণে একটা ছোট চাটু ও আধ-বোতল স্পিরিটও রয়েছে। ঘরের মাঝখানে পাতা একটা চওড়া পাথরকেই টেবিল হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে; তার উপর রয়েছে একটা ছোট কাপড়ের পুঁটুলি—নিঃসন্দেহে দূরবীনের সাহায্যে ঠিক যেমনটি দেখে-ছিলাম সেই ছোকরাটার কাঁধে। তার মধ্যে আছে একটুকরো রুটি, একটা টিনের সাঁড়াশি ও পাঁচ ফল ভর্তি দুটো টিন। সেগুলিকে ভাল করে দেখে নামিয়ে রাখতেই তার নীচে এক তা' কাগজের উপর একটা লেখা পড়ে আমার বুকটা লাফিয়ে উঠল। কাগজখানা তুলে দেখলাম পেন্সিলে মোটা মোটা করে লেখা আছে ঃ

"ডাঃ ওয়াটসন কুমবে ট্রেসি-তে গিয়েছে।"

এই সংক্ষিপ্ত সংবাদের অর্থ কি হতে পারে সেটা ভাবতে ভাবতে কাগজটা হাতে নিয়ে মিনিটখানেক সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম। তাহলে এই রহস্যময় লোকটি আমারই পিছু নিয়েছে, স্যার হেনরির নয়। সে নিজে আমার পিছু না নিয়ে একজন প্রতিনিধিকে, সম্ভবত সেই ছেলেটাকে আমার পিছনে লাগিয়েছে, আর এটা তারই চিঠি। এই জলাভূমিতে আসার পর থেকে আমি যা কিছু করেছি সম্ভবত সে সবের উপরেই নজর রাখা হয়েছে এবং জানানোও হয়েছে। তাই তো আমার সব সময়ই মনে হয়েছে যে, একটি অদৃশ্য শক্তি অসীম সূক্ষ্মতায় ও কৌশলে আমাদের উপর এমনভাবে একটা সূক্ষ্মজাল বিছিয়েছে যে যখন তাতে মোক্ষম টানটি পড়বে একমাত্র তখনই বোঝা যাবে যে তার ফাঁসে ফাঁসে আমরা আটকে গেছি।

একটা হাতচিঠি যখন পাওয়া গেছে তখন নিশ্চয় আরও আছে; কাজেই সেগুলি খুঁজতে লাগলাম। কিন্তু সেরকম কিছুই পেলাম না, বা এমন কোন সূত্রও খুঁজে পেলাম না যাতে এখানকার অস্থায়ী বাসিন্দা সেই লোকটির চরিত্র বা উদ্দেশ্যের কোন হদিস মিলতে পারে; শুধু এইটুকু বোঝা গেল যে লোকটি কঠোর স্পার্টান জীবন-যাপনে অভ্যস্ত, জীবন-যাত্রার কোন রকম আরাম-আয়েসের ধারই সে ধারে না। প্রবল বৃষ্টির কথা মনে করে উপরকার ভাঙা ছাদের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারলাম, কী কঠোর ও অলংঘ্য সেই সাধনা যার ফলে এই বাসের অযোগ্য কুঁড়েঘরের মধ্যে সে অনায়াসে দিন কাটাচ্ছে। সে কি আমাদের কোন ঘোরতর শত্রু, না কি ঘটনাচক্রে আমাদেরই রক্ষাকর্তা কোন দেবদূত? মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, সে সত্যকে না জেনে এ কুঁড়েঘর ত্যাগ করব না।

বাইরে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। পশ্চিম আকাশ লাল-সোনালী আলোয় জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে। গ্রিম্‌পেন মহাপংকের ভিতরে অবস্থিত দূরবর্তী জলাশয়গুলিতে সেই উজ্জ্বল আভা প্রতি-বিম্বিত হয়ে ঠিকরে উঠে আসছে। বাস্কারভিল হল-এর দুটো চূড়া এবং গ্রিম্‌পেন গ্রামের অস্পষ্ট ধোঁয়ার কুণ্ডলি চোখে পড়ছে। পাহাড়ের পিছনে ঐ দুটোর মাঝখানে স্টেপ্‌ল্‌টন-দের বাড়ি। সন্ধ্যার সোনালী আলোয় সব কিছুই মনোরম, মধুর ও শান্ত মনে হচ্ছে; তথাপি সেদিকে তাকিয়ে আমার অন্তরে প্রকৃতির সেই শান্ত-মধুর ভাবটি জাগল না; বরং যে আসন্ন সাক্ষাৎকারের লগ্ন প্রতিমুহূর্তে এগিয়ে আসছে তার অস্পষ্টতা ও আতংকে আমার বুকটা থর্ থর্ করে কাঁপছে। স্নায়ুতন্ত্রীগুলো টান টান করে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে সেই অন্ধকার কুঁড়েঘরের মধ্যে বসে গভীর ধৈর্যের সঙ্গে আমি তার অধি-বাসীর আগমনের প্রতীক্ষা করতে লাগলাম।

অবশেষে তার আগমনের শব্দ কানে এল। অনেক দূরে পাথরের উপর জুতো ঠোকার শব্দ হতে লাগল। একটার পর একটা; কাছে, আরও কাছে। আমি ঘরের এক কোণে অন্ধকারের মধ্যে সরে গেলাম, পকেটের মধ্যে পিস্তলটা চেপে ধরলাম, স্থির করলাম আগন্তুকের কিছুটা পরিচয় না পাওয়া পর্যন্ত আত্মপ্রকাশ করব না। একটা দীর্ঘ বিরতি। মনে হল, সে দাঁড়িয়ে পড়েছে। আবার পায়ের শব্দ এগিয়ে আসতে লাগল; ঘরের মুখ বরাবর একটা ছায়া পড়ল।

একটি সুপরিচিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "প্রিয় ওয়াটসন, সন্ধ্যাটা বড়ই মনোরম। আমার কিন্তু মনে হচ্ছে, ভিতরে না থেকে বাইরে এলেই তুমি বেশী আরাম পাবে।"

অধ্যায় ১২

জলাভূমিতে মৃত্যু

এক মিনিট কি দু'মিনিট আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে রইলাম ; নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। ক্রমে আমার জ্ঞান ও কথা ফিরে এল ; আর সঙ্গে সঙ্গে একটা ভয়াবহ দায়িত্বের বোঝা যেন মুহূর্তের মধ্যে আমার বুকের উপর থেকে নেমে গেল। এ রকম নিরুত্তাপ, ক্ষুরধার, ব্যঙ্গাত্মক কণ্ঠস্বর এ জগতে মাত্র একজনেরই আছে।

"হোমস!" আমি ডাকলাম, "হোমস!"

সে বলল, "বাইরে এস। তবে রিভলবারটা সাবধান।"

পাথরের লিন্টেলের তলায় মাথা নুইয়ে বেরিয়ে এলাম। বাইরে একটা পাথরের উপর সে বসে আছে। আমার বিস্মিত মুখের দিকে তাকিয়ে তার ধূসর চোখ দুটি নাচছে। তাকে ক্ষীণ ও শ্রান্ত দেখালেও সে তেমনি স্পষ্ট ও সতর্কই আছে ; রোদে পুড়ে তার তীক্ষ্ণ মুখখানি তামাটে হয়ে গেছে, ঝড়ো বাতাস লেগে কর্কশ হয়ে উঠেছে ; টুইডের সুট ও কাপড়ের টুপিতে তাকে জলাভূমির যে কোন ভ্রমণার্থীর মতই দেখাচ্ছে ; ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার প্রতি যে মার্জার-সুলভ দৃষ্টি তার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য তার ফলে তার গাল এত পরিষ্কার করে কামানো এবং তার পরিধেয় এতই ফিটফাট যে মনে হচ্ছে সে যেন বেকার স্ট্রীটেই আছে।

সজোরে তার হাতটা চেপে ধরে বললাম, "জীবনে কখনও কাউকে দেখে এত খুশি হই নি।"

"অথবা এর চাইতে বেশী বিস্মিত, কি বল?"

"হ্যাঁ, তাও স্বীকার করছি।".

"অবশ্য বিস্ময়টা যে একতরফা নয় সে বিষয়েও নিশ্চিন্ত থাকতে পার। দরজাটার কুড়ি পায়ের মধ্যে আসবার আগেও আমি বুঝতে পারি নি যে তুমি আমার অস্থায়ী আস্তানার খোঁজ পেয়েছ, অথবা তুমি এর মধ্যে রয়েছ।"

"মনে হচ্ছে আমার পায়ের ছাপ?"

"না ওয়াটসন, পৃথিবীর এত পায়ের চিহ্নের ভিতর থেকে তোমার পায়ের চিহ্নকে বেছে নিতে পারতাম বলে মনে হয় না। যদি সত্যি সত্যি কখনও আমাকে ধোঁকা দিতে চাও তাহলে তোমাকে তামাকের ব্র্যান্ডটা পাল্টাতে হবে, কারণ অক্সফোর্ড স্ট্রীটের ব্র্যাড্‌লি-মার্কা সিগারেটের শেষাংশ দেখলেই আমি বুঝতে পারি যে আমার বন্ধু ওয়াটসন কাছাকাছি কোথাও আছে। পথের পাশেই সেটা দেখতে পাবে। এই শূন্য ঘরে ঢুকবার চরম মুহূর্তে তুমি যে ওটা ছুঁড়ে ফেলেছিলে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।"

"ঠিক তাই।"

"আমিও তাই ভেবেছিলাম—কোন কিছুতে লেগে থাকবার প্রশংসনীয় ক্ষমতা তোমার আছে, সে কথা জানি বলেই আমি নিশ্চিতরূপেই ধরে নিয়েছিলাম যে এই ঘরের বাসিন্দার অপেক্ষায় তুমি অস্ত্রটা বাগিয়ে ধরেই লুকিয়ে বসে আছ। তাহলে তুমি কি সত্যি ভেবেছিলে যে আমিই অপরাধী?"

"তুমি কোথায় আছ আমি জানতাম না, কিন্তু আমি স্থির করেছিলাম সেটা বের করবই।"

"চমৎকার, ওয়াটসন! কিন্তু আমি যে এখানে আছি সেটা বুঝলে কেমন করে? যে-রাতে কয়েদীটিকে খুঁজতে বেরিয়েছিলে সেদিন হয় তো আমাকে দেখে থাকবে ; সেদিন আমার পিছন দিক থেকে চাঁদটাকে উঠতে দেওয়াটাই আমার পক্ষে বোকামি হয়েছিল। তাই নয় কি?"

"হ্যাঁ, সেদিনই তোমাকে দেখেছিলাম।"

"আর এই কুঁড়েটায় আসবার আগে এখানকার সবগুলি কুঁড়েঘরই নিশ্চয় খুঁজে দেখেছ?"

"না ; তোমার ছোকরাটার উপর নজর পড়েছিল বলেই বুঝতে পেরেছিলাম ঠিক কোন্ জায়গায় খোঁজটা করতে হবে।"

"নিশ্চয় সেই দূরবীনওয়ালা বুড়ো ভদ্রলোকটির কাজ। প্রথম যেদিন তার যন্ত্রের লেন্স থেকে আলো ঠিকরে পড়েছিল সেদিন আমি ব্যাপারটা ধরতে পারি নি।" সে উঠে ঘরের মধ্যে উঁকি দিল। "আরে, কার্টরাইট কিছু খাবার-দাবার রেখে গেছে দেখছি। এ কাগজটা কিসের? তুমি তাহলে কুমব্রে ট্রেসি গিয়েছিলে, কি বল?"

"হ্যাঁ।"

"মিসেস লরা লিয়ন্সের সঙ্গে দেখা করতে?"

"ঠিক তাই।"

"খুব ভাল করেছ। আমাদের দু'জনের গবেষণা দেখছি সমান্তরালরেখা ধরেই চলেছে ; দুটোর ফল যোগ করলেই এ ব্যাপারে পুরো জ্ঞানটা পেয়ে যাব বলে আশা করছি।"

"দেখ, তুমি এখানে আসায় আমি আন্তরিকভাবেই খুশি হয়েছি, কারণ এখানকার দায়িত্ব এবং রহস্য দুই আমার পক্ষে বড়ই বেশী হয়ে উঠেছিল। আমি কিন্তু ভেবে পাচ্ছি না তুমি এখানে কেমন করেই বা এলে, আর এতদিন করছিলেই বা কি? আমি তো ভেবেছিলাম তুমি বেকার স্ট্রীটে বসে সেই ব্ল্যাকমেলিং-এর কেসটা নিয়েই মেতে আছ।"

"আমিও চেয়েছিলাম যে তুমি তাই ভাব।"

আমি তিক্তকণ্ঠে বলে উঠলাম, "তার মানে, তুমি আমাকে কাজে লাগাও, কিন্তু বিশ্বাস কর না! তোমার কাছ থেকে এর চাইতে ভাল ব্যবহার আমার প্রাপ্য বলেই আমি মনে করি হোমস।"

"প্রিয় বন্ধু আমার, অন্য সব ক্ষেত্রের মত এই কেসেও তোমার অবদান আমার কাছে বহুমূল্যবান; তবু যদি তোমার সঙ্গে একটুখানি চাতুরি করেই থাকি সে জন্য আমাকে ক্ষমা কর। আসলে কিছুটা তোমার জন্যই এ কাজ আমি করেছি; তোমার বিপদের কথা বুঝতে পেরেই আমি এখানে এসে স্বয়ং সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করেছি। আমি যদি স্যার হেনরি ও তোমার সঙ্গে একত্রে থাকতাম, তাহলে যে আমার দৃষ্টি-কোণটাও ঠিক তোমার মতই হত এবং আমার উপস্থিতির ফলে আমাদের অতীব ধুরন্ধর শত্রুরা সব বুঝতে পেরে সজাগ হয়ে যেত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বর্তমান ব্যবস্থায় আমি যে ভাবে ইচ্ছামত চলাফেরা করতে পারছি, হল-এ থাকলে সেটা সম্ভবত পারতাম না; এ ব্যাপারে আমি একটি অজ্ঞাত শক্তি হয়ে রয়েছি; ফলে সংকট-মুহূর্তে আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারব।"

'কিন্তু আমাকে অন্ধকারে রেখেছ কেন?"

"তোমাকে জানালে আমার কোন সুবিধা হত না, বরং আমার পরিচয়টা হয় তো ফাঁস হয়ে যেত। হয় তো তুমি আমাকে কিছু বলতে চাইতে, অথবা দয়াপরবশ হয়ে আমার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তুমি হয় তো এটা-ওটা এনে দিতে, আর তার ফলে একটা অপ্রয়োজন ঝুঁকি নেওয়া হত। কার্টরাইটকে আমি সঙ্গে করেই এনেছি—এক্সপ্রেস আপিসের সেই ছোকরাটার কথা তোমার নিশ্চয় মনে আছে—আর আমার যৎসামান্য যা প্রয়োজন তা সেই মিটিয়েছে: একখানা রুটি আর একটা ধোয়া কলার। তার বেশী মানুষের আর কি চাই? একজোড়া অত্যন্ত সক্রিয় পায়ের উপর একজোড়া বাড়তি চোখ সে আমাকে দিয়েছে আর সে দুটোই অত্যন্ত মূল্যবান।"

"তাহলে আমার প্রতিবেদনগুলি সবই মাঠে মারা গেছে!" যে কষ্ট ও গর্বের সঙ্গে সেগুলি আমি লিখেছিলাম সে কথা মনে পড়ায় আমার গলার স্বর কাঁপতে লাগল।

হোমস পকেট থেকে এক বান্ডিল কাগজ বের করল।

"ভাইরে, এই তোমার সবগুলি প্রতিবেদন। বেশ ভাল লেখা হয়েছে। আমি এত চমৎকার ব্যবস্থা করেছিলাম যে এগুলো আমার কাছে এসে পৌঁছতে পথে মাত্র একটি দিন দেরী হয়েছে। এ রকম একটা অসাধারণ জটিল রহস্যের ব্যাপারে তুমি যে উৎসাহ ও বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছ আমি তার ভূয়সী প্রশংসা করছি।"

আমাকে যে কতখানি ধাপ্পা দেওয়া হয়েছিল তার কিছুই আমি তখন জানতাম না; কিন্তু হোমসের আন্তরিক প্রশংসা শুনে আমার মন থেকে সব রাগ চলে গেল। অন্তরে অন্তরে আমি অনুভব করলাম যে সে যা বলেছে তাই ঠিক; সে যে জলাভূমিতে এসে হাজির হয়েছে সেটা আমাকে জানতে না দেওয়াটা আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে ভালই হয়েছে।

আমার মুখের উপর থেকে ছায়াটা সরে গেছে দেখে সে বলল, "এই তো ভাল হল। এবার বল, মিসেস লরা লিয়নের সঙ্গে সাক্ষাতের ফল কি হল। তার সঙ্গে দেখা করতেই যে তুমি সেখানে গিয়েছিলে সেটা বোঝা আমার পক্ষে শক্ত হয় নি, কারণ আমিও ইতিমধ্যেই বুঝতে পেরেছি যে কুম্‌ব ট্রেসি-তে সেই একমাত্র লোক যার কাছ থেকে আমরা কিছু কাজ পেতে পারি। আসলে, তুমি যদি আজ সেখানে না যেতে তাহলে কাল হয় তো আমাকেই সেখানে যেতে হত।"

সূর্য অস্ত গেছে। জলাভূমির উপর গোধূলির অন্ধকার নেমে আসছে। বাতাসে ঠান্ডা ভাব, তাই আমরা গরম হবার জন্য কুঁড়েঘরের ভিতরে গেলাম। সেখানে গোধূলির আলো-অন্ধকারে বসে মহিলাটির সঙ্গে আমার কথাবার্তার বিবরণ হোমসকে শোনালাম। সে এত বেশী আগ্রহ দেখাতে লাগল যে কোন কোন বিষয় তাকে দু'বার করে বলে বোঝাতে হল।

আমার কথা শেষ হলে সে বলল, "এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটা জটিল ব্যাপারের এমন একটা ফাঁক এতে ভরে গেল যেটা আমি কিছুতেই মেলাতে পারছিলাম না। তুমি হয় তো জান যে এই মহিলার সঙ্গে মিঃ স্টেপ্‌ল্‌টনের খুবই ঘনিষ্ঠতা আছে।"

"এ রকম কোন ঘনিষ্ঠতার কথা তো আমি জানি না।"

"এ বিষয়ে কোন রকম সন্দেহই থাকতে পারে না। তারা একত্র মিলিত হয়, চিঠি লেখে, তাদের মধ্যে খুব ভাল বোঝা-পড়া আছে। তার ফলে একটা খুব শক্তিশালী অস্ত্র আমরা হাতে পেয়েছি। সেটাকে ব্যবহার করে তার স্ত্রীকে যদি সরিয়ে দিতে পারি—"

"তার স্ত্রী?"

"তুমি তো আমাকে অনেক খবর দিলে; এবার তার জবাবে আমি তোমাকে কিছু খবর দিচ্ছি। যে মহিলাটি এখানে মিস স্টেপ্‌ল্‌টন বলে পরিচিত আসলে তিনি তার স্ত্রী।"

"হায় ভগবান! হোমস, তুমি যা বলছ তা ঠিক জান তো? তিনি তাহলে স্যার হেনরিকে তার প্রেমে পড়তে দিলেন কেমন করে?"

"স্যার হেনরির প্রেমে পড়ায় তার নিজের ছাড়া আর কারও কোন ক্ষতি হবে না। স্যার হেনরি যাতে তার সঙ্গে প্রেম না করে সে বিষয়ে তিনি যে খুবই সজাগ সে তো তুমি নিজেই দেখেছ। আমি আবার বলছি, মহিলাটি তার স্ত্রী, বোন নয়।"

www.boiRboi.net

কিন্তু এত বড় ফাঁকিবাজির কারণ কি ?"

"কারণ তিনি আগে থেকেই জানতেন যে, অবিবাহিতা স্ত্রীলোক হিসাবেই তার অনেক বেশী কাজে লাগবে।"

আমার সব অনুক্ত প্রবৃত্তি, সব অস্পষ্ট সন্দেহ যেন সহসা দানাবেঁধে প্রকৃতিবিজ্ঞানীটির মধ্যে কেন্দ্রীভূত হল। মাথায় শোলার টুপি আর হাতে প্রজাপতি-ধরা জাল সেই নির্বিকার বর্ণচোরা লোকটার মধ্যে আমি যেন ভয়ংকর কিছু দেখতে পেলাম—সে যেন এমন একটি প্রাণী যার ধৈর্য ও কুশলতা সীমাহীন, যার মুখে হাসি আর অন্তরে খুনের নেশা।

"তাহলে সেই লোকটিই আমাদের শত্রু—সেই লন্ডনে আমাদের পিছু নিয়েছিল ?"

"বাঁধাটাকে আমি তো সেইভাবেই পড়েছি।"

"আর সাবধান-বাণীটা—সেটা নিশ্চয় এসেছে মহিলাটির কাছ থেকে।"

"ঠিক তাই।"

যে অন্ধকার এতদিন আমাকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছিল তার ভিতর দিয়ে একটা দানবীয় শয়তানী যেন অর্ধেক বাস্তবে ও অর্ধেক কল্পনায় আমার সামনে মূর্ত পরিগ্রহ করছে।

"এ সব তুমি ঠিক জান হোমস ? স্ত্রীলোকটি যে তার স্ত্রী নয় তা তুমি জানলে কেমন করে ?"

"আমি জেনেছি কারণ যখন প্রথম তোমার সঙ্গে তার দেখা হয় তখন নিজেকে তিনি এতই ভুলে গিয়েছিলেন যে তার সত্যিকারের আত্ম-জীবনী তিনি তোমাকে শুনিয়েছিলেন, আর আমি জোর গলায়েই বলতে পারি যে সে জন্য তাকে অনেক বার অনুতাপ করতে হয়েছে। একসময় তিনি উত্তর ইংলণ্ডের একজন স্কুল-শিক্ষক ছিলেন। এখন একজন স্কুল-শিক্ষককে খুঁজে বার করার চাইতে সহজ কাজ কিছু নেই। শিক্ষা-বিভাগীয় বহু প্রতিষ্ঠান আছে যাদের সাহায্যে এই বৃত্তিতে নিযুক্ত কোন লোকের পরিচয় অতি সহজেই জানা যেতে পারে। সামান্য অনুসন্ধানের ফলেই জানতে পারলাম যে, খুবই ভয়ংকর অবস্থার ফলে একটি স্কুল বিপন্ন হয়ে পড়ে এবং সেই স্কুলের মালিক—তার তখন অন্য নাম ছিল—তার স্ত্রীকে নিয়ে সেখান থেকে সরে পড়ে। বিবরণ মিলে গেল। যখন জানতে পারলাম যে সেই নির্দিষ্ট লোকটির কীটতত্ত্বে খুব আগ্রহ ছিল, তখনই পরিচয়টা পুরোপুরি পেয়ে গেলাম।"

অন্ধকারের পর্দাটা উঠছে, কিন্তু তার ছায়ার অন্তরালে তখনও অনেক কিছুই ঢাকা ছিল।

"এই স্ত্রীলোকটি যদি সত্যি তার স্ত্রী হন, তাহলে মিসেস লরা লিয়ন্স এর মধ্যে আসেন কেমন করে ?"

"এ ব্যাপারের উপর তোমার নিজের গবেষণাই তো যথেষ্ট আলোকপাত করেছে। মহিলাটির সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎকারের ফলেই পরিস্থিতিটা অনেক পরিষ্কার হয়ে গেছে। তার সঙ্গে তার স্বামীর যে বিবাহ-বিচ্ছেদের চেষ্টা চলছে এ তথ্য আমার জানা ছিল না। সে ক্ষেত্রে স্টেপ্‌লটনকে অবিবাহিত লোক মনে করে সে যে তার স্ত্রী হবার স্বপ্ন দেখছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।"

"কিন্তু তার এ স্বপ্ন যখন ভেঙে যাবে ?"

"সে যখন ভেঙে যাবে তখন দেখা যাবে। আপাতত আমাদের দু'জনেরই প্রথম কর্তব্য কালই তার সঙ্গে দেখা করা। ওয়াটসন, তোমার কি মনে হচ্ছে না যে যাকে দেখবার জন্য তোমাকে এখানে পাঠিয়েছি বড় বেশী সময় তুমি তার কাছ থেকে দূরে রয়েছ ? তোমার আসল স্থান বাস্কারভিল হল-এই হওয়া উচিত।"

পশ্চিম আকাশ থেকে লালের শেষ শিখাটিও মিলিয়ে গেছে। জলাভূমির উপর রাত নেমেছে। বেগুনি রঙের আকাশে দু'একটা অস্পষ্ট তারা মিটমিট করছে।

উঠতে উঠতে আমি বললাম, "আর একটি প্রশ্ন হোমস। তোমার আর আমার মধ্যে নিশ্চয় লুকোচুরির কিছু নেই। এ সবের অর্থ কি ? তিনি কি চান ?"

অস্পষ্ট স্বরে হোমস বলল—"তিনি চান হত্যা—ওয়াটসন, ঠাণ্ডা মাথায় সূক্ষ্ম ও সুচিন্তিত হত্যা। বিস্তারিত বিবরণ জানতে চেয়ো না। আমার জাল ক্রমেই তার উপর গুটিয়ে আসছে, ঠিক যেমন তার জাল গুটিয়ে আসছে স্যার হেনরির উপর, আর তোমার সহায়তায় সে এরই মধ্যে প্রায় আমার হাতের মুঠোর মধ্যে এসে পড়েছে। কিন্তু একটিমাত্র বিপদ এখনও আমাদের সামনে রয়েছে। সেটা হল, আমরা প্রস্তুত হবার আগেই হয় তো সে আমাদের আঘাত করবে। আরও একটা দিন—বড় জোর দুটো দিন—তাহলেই আমার সব ব্যবস্থা পুরো হয়ে যাবে ; কিন্তু ততক্ষণ পর্যন্ত মমতাময়ী মা যে ভাবে রুগ্ন সন্তানের উপর নজর রাখে তেমনিভাবে স্যার হেনরিকে তুমি ঘিরে থাকবে। আজ তুমি খুব ভাল কাজ করেছ বটে, তবু তুমি তাকে ফেলে চলে আস এটা আমি চাই নি। ঐ শোন !"

একটা ভয়ংকর চীৎকার, আতংক ও উদ্বেগের একটা দীর্ঘ আর্তনাদ জলাভূমির নিস্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করে ভেসে এল। সেই আর্ত চীৎকারে আমার শিরায় শিরায় রক্ত জমে বরফ হয়ে গেল।

হাঁপাতে হাঁপাতে আমি বলে উঠলাম, "হে ভগবান! এ সব কি ? এর অর্থ কি ?"

হোমস লাফ দিয়ে উঠল। কুঁড়েঘরের দরজায় তার কালো খেলোয়াড়োচিত দেহটা চোখে পড়ল। ঘাড় নীচু করে গলা বাড়িয়ে সেই অন্ধকারে সে মুখটা এগিয়ে দিল।

চুপি চুপি বলল, "চুপ! চুপ!"

ছায়াচ্ছন্ন সমতলভূমির কোন স্থান থেকে সেই চীৎকারটা ভেসে এসেছিল। এবার সে শব্দ আরও কাছে, আরও জোরে, আরও জরুরী হয়ে আমাদের কানে এসে পৌঁছল।

"কোথাকার শব্দ?" হোমস নিম্নস্বরে বলল; তার কণ্ঠস্বরের উচ্ছ্বাস থেকে আমি বুঝতে পারলাম, এই লৌহ-কঠিন মানুষটার বুকের ভিতরটাও কেঁপে উঠেছে। "ওয়াটসন, শব্দটা কোথায় হল?"

"মনে হচ্ছে ওখানে", আমি অন্ধকারে আঙুল দিয়ে দেখালাম।

"না, ওখানে!"

নিস্তব্ধ রাত্রির বাতাসে আবার সেই বেদনার্ত চীৎকার ভেসে এল; এবার আরও জোরে, আরও কাছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরও একটা নতুন শব্দ,—একটা গভীর, অস্পষ্ট শব্দ, সুরেলা অথচ ভীতিপ্রদ, সমুদ্রের অবিশ্রাম কলধ্বনির মত একবার উঠছে, একবার পড়ছে।

হোমস চীৎকার করে বলল, "সেই শিকারী কুকুর। চলে এস ওয়াটসন, চলে এস। হায় ভগবান, জানি না আমাদের অনেক বেশী দেরী হয়ে গেল কি না!"

দ্রুতবেগে সে জলাভূমির উপর দিয়ে ছুটতে শুরু করল। তার পিছন পিছন আমিও ছুটতে লাগলাম। সেই সময় আমাদের ঠিক সামনে এবড়ো-খেবড়ো জমির কোন এক জায়গা থেকে ভেসে এল একটা শেষ আশাহত আর্তনাদ এবং তার পরেই একটা ভারী কিছু পতনের শব্দ। থেমে গিয়ে আমরা কান পাতলাম। বাতাসহীন রাতের নৈঃশব্দকে ভেঙে আর কোন শব্দ শোনা গেল না।

আমি দেখলাম, একটা আশাহত মানুষের মত হোমস কপালে হাত রাখল। মাটিতে পা ঠুকতে লাগল।

"সে আমাদের হারিয়ে দিয়েছে ওয়াটসন। আমরা অনেক দেরী করে ফেলেছি।"

"না, না, কিছুতেই না।"

"বোকার মত কেন যে হাত তুলে বসেছিলাম! আর তুমি ওয়াটসন, যাকে তোমার দেখাশোনা করবার কথা তাকে ছেড়ে আসার কী ফল হয়েছে দেখ। কিন্তু ঈশ্বরের দিব্যি, দুর্ঘটনা যদি ঘটেই থাকে, আমরা তার প্রতিশোধ নেবই!"

সেই অন্ধকারের মধ্যে আমরা অন্ধের মত ছুটতে লাগলাম; পাথরের গায়ে ধাক্কা খেয়ে, কাঁটাঝোপের ভিতর দিয়ে, কখনও চড়াই ভেঙে, কখনও উৎড়াই বেয়ে সেই ভয়ংকর শব্দকে নিশানা করে আমরা ছুটে চললাম। এক একটা পাথরের উপর পা দিয়েই হোমস একবার করে সাগ্রহে চারদিকে তাকায়; কিন্তু জলাভূমি গভীর ছায়ায় ঢাকা, তার নির্জন বুকে কোন কিছুকেই চলতে দেখা গেল না।

"তুমি কি কিছু দেখতে পাচ্ছ?"

"কিছুই না।"

"কিন্তু ঐ শোন, ওটা কি?"

একটা নীচু গোঙানির শব্দ আমাদের কানে এল। আবার সেই শব্দ, আমাদের বাঁ দিকে। সেদিকটায় একসারি পাহাড় একটা খাড়া চূড়ায় গিয়ে শেষ হয়েছে; তার নীচে পাথর-বিছানো একটা ঢালু জমি। সেই উঁচু-নীচু জমির উপর পাখা-ছড়ানো ঈগলপাখির মত একটা আবছা বস্তু পড়ে আছে। তার দিকে ছুটে যেতেই সে অস্পষ্ট রেখাচিত্রটি একটি সুস্পষ্ট আকার ধারণ করল। মাটির উপর মুখ থুবড়ে একটা লোক উপুড় হয়ে পড়ে আছে। মাথাটা বেঁকে গিয়ে একটা ভয়ংকর কোণ সৃষ্টি করেছে, সমস্ত শরীরটা এমনভাবে তালগোল পাকিয়ে গেছে যেন ডিগবাজি খেয়েছে। লোকটির আকৃতি এতই অদ্ভুত যে সেই মুহূর্তে আমি বুঝতেই পারি নি যে সেই আর্তনাদের সঙ্গে সঙ্গেই এর ভবলীলা সাঙ্গ হয়েছে। কালো দেহটার উপর ঝুঁকে দাঁড়ালাম। তার কাছ থেকে কোন অস্পষ্ট কথা, একটা খস্‌খস্ আওয়াজও এল না। তার গায়ে হাত ছুঁইয়েই হোমস সভয়ে চীৎকার করে হাতটা তুলে নিল। তার হাতের দেশলাইয়ের আলোয় দেখতে পেলাম, মৃতদেহের আঙুলগুলো মুঠো করা, আর তার বিচূর্ণিত করোটির ভিতর থেকে রক্তের ধারা বয়ে চলেছে। আলোটা আরও এমন কিছুর উপর পড়ল যা দেখে আমাদের বুক ভেঙে গেল, আমাদের মূর্ছা যাবার উপক্রম হল—সেটা স্যার হেনরি বাস্কারভিলের দেহ।

আমাদের দু'জনের কারও পক্ষেই সে লালচে টুইডের সুটটা ভুলে যাবার কথা নয়—প্রথম যেদিন সকালে আমরা তাকে বেকার স্ট্রীটে দেখেছিলাম সেদিন এই সুটটাই সে পরেছিল। তার দিকে আর একবার ভাল করে তাকাবার পরেই দেশলাইয়ের কাঠিটা নিভে গেল, বুঝি বা আমাদের মনের শেষ আশাটাও নির্বাপিত হল। হোমস আর্তনাদ করে উঠল, অন্ধকারেও তার ফ্যাকাসে মুখটা চিকচিক করতে লাগল।

দুটো হাত মুঠো করে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, "জানোয়ার! জানোয়ার! ওঃ হোমস, তাকে যে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে এসেছিলাম সেজন্য আমি কোন দিন নিজেকে ক্ষমা করতে পারবে না।"

"তোমার চাইতে আমার দোষই বেশী ওয়াটসন। কেসটাকে ভালভাবে গুছিয়ে তুলতে গিয়ে আমার মক্কেলের জীবনটাই শেষ করে দিয়েছি। সারা জীবনে এত বড় আঘাত আমি কখনও পাই নি। কিন্তু আমি কেমন করে জানব—কেমন করে জানব—যে এতভাবে সতর্ক করে দেওয়া

সত্ত্বেও সে একাকী এই জলাভূমিতে এসে নিজের জীবনকে বিপন্ন করে তুলবে ?"

"তার আর্তনাদ আমরা শুনতে পেয়েছিলাম—হায় ঈশ্বর, সেই আর্তনাদ !—তবু আমরা তাকে বাঁচাতে পারলাম না। যে শয়তান শিকারী কুকুরটা তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে সেটা কোথায় গেল ? মুহূর্তে সেটা নিশ্চয় এই সব পাহাড়ের মধ্যেই লুকিয়ে আছে ? আর স্টেপ্‌লটন, সেই বা কোথায় ? তার কাজের জবাবদিহি তাকে করতেই হবে।"

"করতে তো হবেই। সে ভার আমার। জেঠা ও ভাইপো দু'জনকেই খুন করা হয়েছে—একজন জন্তুটাকে দেখেই একটা ভৌতিক জীব মনে করে আতংকে মারা গেছে, আর একজন সেটার হাত থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টায় বেপরোয়াভাবে ছুটতে গিয়ে এইভাবে শেষ হয়ে গেল। কিন্তু এই লোকটা ও এই জন্তুটার মধ্যে যোগসূত্র কোথায় সেটাই এবার আমাদের প্রমাণ করতে হবে। যতটুকু আমরা লোকের মুখে শুনেছি তার বাইরে তো এই জন্তুটার অস্তিত্ব সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। আর স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে পাহাড় থেকে পড়ে গিয়েই স্যার হেনরির মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু ঈশ্বরের দিব্যি, সে যত ধূর্তই হোক আর একটা দিন পার হবার আগেই তাকে আমার হাতে ধরা পড়তেই হবে !"

ভগ্নহৃদয়ে আমরা বিকৃত দেহটার দুই পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম। যে আকস্মিক ও অপরিবর্তনীয় বিপদপাত আমাদের দীর্ঘদিনের সব পরিশ্রমকে এমন একটা দুঃখজনক পরিণতিতে পৌঁছে দিয়েছে তার প্রভাবে আমরা দু'জনই অভিভূত হয়ে পড়েছি। তারপর চাঁদ উঠলে আমরা সেই পাহাড়টার চূড়ায় উঠলাম যেখান থেকে আমাদের বন্ধু ছিটকে নীচে পড়ে গিয়েছিল। সেখান থেকে ছায়াচ্ছন্ন জলাভূমির দিকে তাকালাম—আধো ছায়া আধো রুপোলি আলোয় জলাভূমিটা ঝিলমিল করছে। বেশ কয়েক মাইল দূরে গ্রিমপেন-এর দিক থেকে একটা স্থির হলুদ আলোর রেখা চোখে পড়ল। সেটা নিশ্চয় স্টেপ্‌লটনদের একটেরে বাড়ি থেকেই আসছে। সেদিকে তাকিয়ে একটা তীব্র অভিশাপ উচ্চারণ করে আমি মুষ্টিবদ্ধ হাতটা নাড়লাম।

"এখনই কেন ওকে পাকড়াও করছি না ?"

"আমাদের কেস এখনও সম্পূর্ণ হয় নি। লোকটা অত্যন্ত সতর্ক ও ধূর্ত। আমরা কি জানি তাতে তো চলবে না, আমরা কি প্রমাণ করতে পারব সেটাই আসল। একটা চালে ভুল হলেই হয় তো শয়তানটা হাত ফস্কে পালিয়ে যাবে।"

"তাহলে আমরা কি করব ?"

"কাল আমাদের অনেক কিছু করবার আছে। আজ রাতে বন্ধুর শেষকৃত্যই আমাদের একমাত্র কাজ।"

একসঙ্গে সেই পাথুরে ঢালু জমি বেয়ে নেমে আমরা মৃতদেহটার কাছে উপস্থিত হলাম। রুপোলি পাথরের উপর কালো দেহটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সেই যন্ত্রণাদীর্ণ বিকৃত দেহটার দিকে তাকিয়ে গভীর দুঃখে আমি অভিভূত হয়ে পড়লাম, চোখের জলে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেল।

"লোক ডেকে পাঠাতে হবে হোমস ! আমরা তো তাকে হল পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যেতে পারব না। হা ঈশ্বর, তুমি কি পাগল হয়ে গেলে নাকি ?"

একটা চীৎকার করে সে দেহটার উপর ঝুঁকে পড়েছিল। এখন সে নাচতে নাচতে হাসতে হাসতে আমার হাতটা মোচড়াতে লাগল। এই কি আমার সেই কঠিন-হৃদয় অতি-সংযত বন্ধু ? এ আগুন কোথায় লুকিয়ে ছিল !"

"দাড়ি ! দাড়ি ! লোকটির দাড়ি আছে !"

"দাড়ি ?"

"এ তো ব্যারনেট নয়—এ তো—আরে, ও যে আমার প্রতিবেশী সেই কয়েদী !"

অত্যন্ত ক্ষিপ্র হাতে আমরা মৃতদেহটাকে উল্টে দিলাম ; ভিজে দাড়িটা চাঁদের দিকে উঁচু হয়ে রইল। ঠেলে-ওঠা কপাল আর গর্তে-বসা জান্তব চোখ দেখে কোন সন্দেহ রইল না। পাহাড়ের উপর থেকে মোমবাতির আলোয় যে মুখ আমার দিকে তাকিয়ে ছিল এ তো সেই মুখ—আসামী সেল্‌ডেন-এর মুখ।

তখন মুহূর্তের মধ্যে সব কিছু পরিষ্কার হয়ে গেল। মনে পড়ল, ব্যারনেট আমাকে বলেছিল যে তার পুরনো পোশাকটা সে ব্যারিমোরকে দিয়ে দিয়েছে, আর পালাতে সুবিধা হবে মনে করে ব্যারিমোর সেটা দিয়েছিল সেল্‌ডেন-কে। জুতো, শার্ট, টুপি—সবই স্যার হেনরির। দুর্ঘটনাটা তখনও পরিষ্কার বোঝা গেল না বটে, কিন্তু এই লোকটি দেশের আইনমাফিক তার প্রাপ্য মৃত্যুই পেয়েছে। হোমসকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললাম ; কৃতজ্ঞতায় ও আনন্দে আমার বুকের ভিতরটা তখন টগবগ করে ফুটছে।

সে বলল, "তাহলে এই পোশাকই বেচারির মৃত্যুর কারণ হয়েছে। এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে সে স্যার হেনরির কোন একটা জিনিস দেখিয়ে—সম্ভবত হোটেল থেকে সরানো জুতো জোড়াই সেই জিনিস—শিকারী কুকুরটাকে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছিল, আর তার ভয়ে পালাতে গিয়েই লোকটা পাহাড় থেকে ছিটকে পড়েছে। কিন্তু একটা জিনিস বেশ অদ্ভুত মনে হচ্ছে : এই অন্ধকারের মধ্যে সেল্‌ডেন কেমন করে জানল যে শিকারী কুকুরটা তার পিছু নিয়েছে ?"

"তার ডাক তো শুনেছে।"

"জলাভূমিতে একটা শিকারী কুকুরের ডাক শুনে এই কয়েদীর মত একটা পোড়খাওয়া লোক কখনও বিপদে পড়ে

সাহায্য লাভের আশায় পাগলের মত চেঁচিয়ে পুনরায় গ্রেপ্তার হবার ঝুঁকি নেবার মত এতটা আত্মভোলা হয়ে উঠতে পারে না। তার চীৎকার শুনে মনে হয় যে অনেকটা পথ ছুটে যাবার পরে তবে সে বুঝতে পারে যে জানোয়ারটা তার পিছু নিয়েছে। কেমন করে সে তা বুঝল?"

"আমার কাছে কিন্তু তার চাইতেও বড় রহস্য হল, আমাদের সব ধারণাই ঠিক এটা ধরে নিলেও এই শিকারী কুকুরটাকে—"

"আমি কোন কিছুই ধরে নেই না।"

"বেশ তো, তাহলেই বা এই শিকারী কুকুরটাকে আজ রাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে কেন? আমি তো মনে করি, সেটা সব সময়ই জলাভূমিতে স্বাধীনভাবে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় না। স্যার হেনরি সেখানে আসবে এটা মনে করবার যথেষ্ট কারণ ছিল জেনেই স্টেপ্‌লটন ওটাকে ছেড়ে দিয়েছিল।"

"আমার সমস্যাটা কিন্তু আরও দূরতিক্রমনীয়, কারণ আমার ধারণা তোমার প্রশ্নের মীমাংসা আমরা খুব শিগ্‌গিরই করতে পারব, কিন্তু আমার প্রশ্নটা চিরদিনই রহস্যে ঢাকা থাকবে। যা হোক, এখন প্রশ্ন হল, হতভাগ্যের মৃতদেহ নিয়ে আমরা কি করব? শেয়াল-শকুনের জন্য তো এটাকে এখানে রেখে যেতে পারি না।"

"আমি বলি কি, পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ না করা পর্যন্ত একটা কুঁড়েঘরের মধ্যে এটাকে রেখে দেওয়া যাক।"

"ঠিক বলেছ। কোন সন্দেহ নেই যে আমরা দু'জনই এটাকে এটুকু পথ নিয়ে যেতে পারব। হ্যালোয়া ওয়াটসন, ও কে? কী আশ্চর্য! কী নির্লজ্জ! এ যে তিনি স্বয়ং। তোমার সন্দেহ প্রকাশ পেতে পারে এমন একটি কথাও বলবে না—একটি কথাও নয়, অন্যথায় আমার সব পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে।"

জলাভূমি পার হয়ে একটা মূর্তি আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে; সিগারের লাল আভা দেখতে পাচ্ছি। তার উপর চাঁদের আলো পড়ায় প্রকৃতিবিজ্ঞানীর ছোট চেহারা ও হাঁটার ভঙ্গী আমি চিনতে পারলাম। আমাদের দেখতে পেয়ে সে থেমে গেল। তারপর এগিয়ে আসতে লাগল।

"আরে ডাঃ ওয়াটসন, আপনি এখানে? এত রাতে এই জলাভূমিতে আপনাকে দেখতে পাব এটা তো ভাবতেই পারি নি। কিন্তু, আরে, এটা কি? কেউ কি আহত হয়েছে? না, না—বলবেন না যে ইনি আমাদের বন্ধু স্যার হেনরি!"

আমাকে পাশ কাটিয়ে দ্রুত এগিয়ে গিয়ে সে মৃতদেহের উপর ঝুঁকে পড়ল। হঠাৎ তার নিঃশ্বাস টানবার শব্দ আমার কানে এল। তার আঙুল থেকে সিগারটা পড়ে গেল।

ভাঙা-ভাঙা গলায় সে বলল, "কে—এ কে?"

"এ তো সেলডেন, প্রিস্টাউন থেকে যে পালিয়েছিল।"

স্টেপ্‌লটন ভূতের মত মুখ করে আমাদের দিকে তাকাল কিন্তু আপ্রাণ চেষ্টায় তার বিস্ময় ও হতাশাকে চেপে রেখে সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে হোমসের বদলে আমার দিকে দৃষ্টি ফেরাল।

"দেখুন দেখি! কী ভয়ানক কান্ড। লোকটা মারা গেল কেমন করে?"

"মনে হচ্ছে পাহাড়ের উপর থেকে পড়ে গিয়ে ঘাড় ভেঙেছে। আমার বন্ধু ও আমি এখানে ঘুরতে ঘুরতে একটা চীৎকার শুনতে পাই।"

"একটা চীৎকার আমিও শুনেছি। তাই শুনেই তো বেরিয়ে এসেছি। স্যার হেনরির জন্য খুব চিন্তিত ছিলাম।"

"বিশেষ করে স্যার হেনরির জন্য কেন?" আমি জিজ্ঞাসা না করে পারলাম না।

"কারণ আমি তাকে আসতে বলেছিলাম। তিনি না আসায় বিস্মিতও হয়েছিলাম। তাই তো জলাভূমিতে চীৎকার শুনে তার নিরাপত্তার ব্যাপারে শংকিত হয়ে পড়েছিলাম। ভাল কথা"—তার দৃষ্টি সহসা আমার মুখের উপর থেকে হোমসের উপর গিয়ে পড়ল—"একটা চীৎকার ছাড়া আর কিছু কি আপনি শুনেছেন?"

হোমস বলল, "না, আপনি শুনেছেন কি?"

"না!"

"তাহলে ও কথা বলার অর্থ কি?"

"আহা, একটা ভৌতিক শিকারীকুকুরের কথা তো চাষীরা বলে থাকে, তাই বলছিলাম। তারা বলে, রাতের বেলা জলাভূমিতে একটা শব্দ শোনা যায়। আজ রাতেও সে রকম কোন শব্দ শোনা গেছে কি না তাই ভাবছিলাম।"

"সে রকম কোন শব্দ আমরা শুনি নি," আমি বললাম।

"আর এই বেচারির মৃত্যুর কারণ কি হতে পারে বলে মনে করেন?"

"দুশ্চিন্তায় ও দুর্ভাবনায় যে তার মাথার ঠিক ছিল না সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। পাগলের মতই সে জলাভূমিতে ছুটে বেরিয়েছিল এবং ঘটনাক্রমে এইখানে ছিটকে পড়ে তার ঘাড়টা ভেঙে গেছে।"

"এটাই যুক্তিসঙ্গত কারণ বলে মনে হয়", এই কথা বলে স্টেপ্‌লটন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল; সেটা তার স্বস্তির লক্ষণ বলেই মনে হল। "এ বিষয়ে আপনি কি মনে করেন মিঃ শার্লক হোমস?"

আমার বন্ধু অভিবাদন করল।

বলল, "বেশ তাড়াতাড়ি আপনি লোক চিনতে পারেন তো!"

"ডাঃ ওয়াটসন আসার পর থেকেই আমরা আপনার আগমনের প্রতীক্ষায় ছিলাম। এসেই একটা দুর্ঘটনা প্রত্যক্ষ করলেন।"

"যা বলেছেন। আমার বন্ধুর ব্যাখ্যাতেই যে সব ঘটনা পরিষ্কার হয়ে যাবে সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। একটা অপ্রীতিকর স্মৃতি নিয়েই কাল আমি লন্ডনে ফিরে যাব।"

"ওঃ, আপনি কালই ফিরে যাচ্ছেন?"

"তাই তো ইচ্ছে।"

"যে সব ঘটনা আমাদের বিচলিত করে তুলেছে, আশা করি আপনার আগমনে তার উপরে কিছুটা আলোকপাত হয়েছে?"

হোমস ঘাড় ঝাঁকুনি দিল। "লোকে যা আশা করে সব সময় সে সাফল্য আসে না। একজন অনুসন্ধানকারী চায় ঘটনা, উপকথা বা গুজব নয়। সেদিক থেকে এ কেসটা সন্তোষজনক নয়।"

অত্যন্ত সরলভাবে অবিচলিত ভঙ্গীতে বন্ধু কথাগুলি বলল। স্টেপ্‌লটন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। তারপর আমার দিকে ফিরে দাঁড়াল।

"বেচারিকে আমার বাড়িতে নিয়ে যাবার কথাই বলতাম, কিন্তু তাতে আমার বোনটি এত ভয় পেয়ে যাবে যে সে কাজ করা সঙ্গত মনে করছি না। আমার মনে হয়, তার মুখের উপর কিছু চাপা দিলেই সকাল পর্যন্ত চলে যাবে।"

সেই ব্যবস্থাই করা হল। স্টেপ্‌লটনের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে হোমস ও আমি বাস্কারভিল হল-এ ফিরে গেলাম। প্রকৃতি বিজ্ঞানীও একা একা ফিরে গেল। পিছনে ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, প্রসারিত জলাভূমির উপর দিয়ে সে ধীরে ধীরে হেঁটে চলেছে; তার পিছনে পড়ে আছে রুপোলি ঢালু জমির উপরে সেই অন্ধকার জায়গাটা যেখানে শোচনীয় মৃত্যুবরণ করে লোকটি পড়ে ছিল।

জলাভূমির উপর দিয়ে একসঙ্গে যেতে যেতে হোমস বলল, "শেষ পর্যন্ত আমরা মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি। কী অদ্ভুত মনের জোর লোকটার! একটা ভুল মানুষ তার ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছে দেখে যে রকম হতবুদ্ধিকর ধাক্কা খাওয়াই তার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল, কত সহজে সে-ধাক্কাটা সে সামলে নিল! ওয়াটসন, তোমাকে লন্ডনেও বলেছি, আবারও বলছি, আমাদের অস্ত্রের উপযুক্ত এমন শত্রু আমরা এর আগে আর কখনও পাই নি।"

"সে যে তোমাকে দেখে ফেলল এ-জন্য আমি দুঃখিত।"

"প্রথমে আমিও দুঃখিত বোধ করেছিলাম, কিন্তু এর হাত থেকে ছাড়া পাবার কোন উপায় ছিল না।"

"সে যখন জানতে পেরেছে যে তুমি এখানে হাজির হয়েছ তখন তার ফন্দির উপর কি রকম প্রতিক্রিয়া হবে বলে মনে করছ?"

"এর ফলে সে আরও সতর্ক হয়ে যেতে পারে, অথবা বেপরোয়া হয়ে অবিলম্বে কাজে নেমে পড়তেও পারে। অধিকাংশ চতুর অপরাধীর মত সেও নিজের তীক্ষ্ণবুদ্ধির উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে ভাবতে পারে যে আমাদের সে পুরোপুরি বোকা বানাতে পেরেছে।"

"এখনই তাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না কেন?"

"প্রিয় ওয়াটসন, কাজের লোক হবার জন্যই তোমার জন্ম। তুমি সব সময়ই বড়-সড় কাজ করতে চাও। কিন্তু তর্কের খাতিরে ধর, আমরা আজ রাতেই তাকে গ্রেপ্তার করলাম, তাতে আমাদের বিশেষ কি সুবিধা হবে বল তো? তার বিরুদ্ধে তো আমরা কিছুই প্রমাণ করতে পারব না। এই-খানেই তো তার শয়তানী চাতুর্যের বাহাদুরি! সে যদি কোন মানুষকে দিয়ে কাজ করাত তাহলে আমরা কিছু প্রমাণ পেতে পারতাম, কিন্তু এই কুকুর মহাপ্রভুকে দিনের আলোয় টেনে আনলেও তো আমরা তার মনিবের গলায় ফাঁসির দড়ি পরাতে পারব না।"

"তার বিরুদ্ধে একটা কেস তো আমাদের হাতে আছে?"

"তার ছায়ামাত্রও নেই—আছে শুধু অনুমান আর কল্পনা। এ রকম একটা গল্প আর এই ধরনের সাক্ষ্য-প্রমাণ নিয়ে হাজির হলে আদালত আমাদের হেসেই উড়িয়ে দেবে।"

"স্যার চার্লসের মৃত্যুর ব্যাপারটা তো রয়েছে।"

"তাঁকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে; শরীরে আঘাতের কোন চিহ্ন ছিল না। তুমি আর আমি জানি নেহাৎ আতংকেই তার মৃত্যু হয়েছে; কিসে তিনি ভয় পেয়েছিলেন তাও আমরা জানি; কিন্তু বারোজন নির্বিকার জুরিকে সে কথা আমরা বোঝাব কি দিয়ে? শিকারীকুকুরের কোন্ চিহ্নটা সেখানে আছে? তার থাবার চিহ্নই বা কোথায়? অবশ্য আমরা জানি যে শিকারী কুকুর মৃতদেহকে কামড়ায় না, আর জানোয়ারটা তার কাছে পৌঁছবার আগেই স্যার চার্লসের মৃত্যু হয়েছিল। কিন্তু এসবই তো আমাদের প্রমাণ করতে হবে, আর তা আমরা করতে পারছি না।"

"তাহলে আজ রাতে?"

"আজ রাতেও আমাদের অবস্থার কিছু উন্নতি হয় নি। তাছাড়া শিকারীকুকুর ও এই লোকটির মৃত্যুর মধ্যেও কোন রকম প্রত্যক্ষ যোগ নেই। সে জন্তুটাকে আমরা চোখে দেখি নি, শুধু তার ডাক শুনেছি। কিন্তু সে যে এই লোকটিকে তাড়া করেছিল তা আমরা প্রমাণ করতে পারব না। এক্ষেত্রে কোন অভিপ্রায়ই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। না, বন্ধু, এ সত্য আমাদের মানতেই হবে যে এখনও পর্যন্ত কোন প্রমাণ আমাদের হাতে নেই; আর সেই প্রমাণ সংগ্রহের জন্য যে কোন ঝুঁকি আমাদের অবশ্য নিতে হবে।"

"তুমি কি করতে চাও?"

"মিসেস লরা লিয়ন্সকে সব কথা খুলে বললে তিনি

আমাদের অনেক কিছু সাহায্য করতে পারবেন বলেই আমি আশা করছি। তাছাড়া আমার নিজেরও একটা মতলব আছে। কালকের দিনটাই সেজন্য যথেষ্ট। আশা করছি, দিনাবসানের আগেই সমস্ত ব্যাপারটা আমার হাতের মধ্যে এসে যাবে।"

তার কাছ থেকে আর কিছুই জানা গেল না। হাঁটতে হাঁটতে বাস্কারভিল ফটকে পৌঁছনো পর্যন্ত সে নিজের চিন্তায়ই বিভোর হয়ে রইল।

"তুমি ভিতরে আসছ তো?"

"হ্যাঁ; আর লুকিয়ে থাকার কোন কারণ নেই। কিন্তু একটি শেষ কথা ওয়াটসন। শিকারীকুকুর সম্পর্কে কোন কথাই স্যার হেনরিকে বলবে না। স্টেপলটন আমাদের যেভাবে বুঝিয়েছে সেইভাবেই যে সেলডেন-এর মৃত্যু হয়েছে এটাই তিনিও জানুন। তোমার প্রতিবেদন সঠিক মনে থাকলে আমি জানি যে কাল রাতে স্যার হেনরি ওদের বাড়িতে আহারে নিমন্ত্রিত হয়েছেন। সেই সময় যে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন তাকে হতে হবে সেজন্য তাই মনোবলকে অক্ষুণ্ণ রাখা প্রয়োজন।"

"সে নিমন্ত্রণ তো আমারও আছে।"

"তাহলে তুমি কোন একটা অজুহাত দেখাবে আর তাকে যেতে হবে একা। সে ব্যবস্থা সহজেই করা যাবে। আর এখন যদি মধ্যাহ্ন ভোজনের পক্ষে আমাদের খুব বেশী দেরী হয়ে থাকে, তাহলেও নৈশ ভোজনের জন্য আমরা দু'জন নিশ্চয় প্রস্তুত হয়েই আছি।"

অধ্যায় ১৩

জাল পাতা হল

শার্লক হোমসকে দেখে স্যার হেনরি বিস্মিত হওয়ার চাইতে খুশিই হল বেশী, কারণ গত কয়েকদিন যাবৎ সেও আশা করেছিল যে সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর টানে সে লণ্ডন থেকে এখানে চলে আসবে। তবু সে যখন দেখল যে আমার বন্ধুর সঙ্গে কোন মালপত্র নেই বা তার অনুপস্থিতির কোন কারণও সে উল্লেখ করল না, তখন তার ভুরুদুটি একটু কুঁচকে উঠেছিল। যা হোক, দু'জনে মিলে তার যা কিছু দরকার সেগুলি দিলাম, এবং বিলম্বিত ভোজনে বসে ব্যারনেটকে আমাদের অভিজ্ঞতার ততটুকুই জানালাম যতটুকু তার পক্ষে জানা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তারও আগে ব্যারিমোর ও তার স্ত্রীকে সেলডেন-এর মৃত্যুসংবাদ জানাবার অপ্রীতিকর দায়িত্বটা আমাকে পালন করতে হয়েছিল। ব্যারিমোর হয় তো সংবাদটা শুনে কিছুটা স্বস্তিই বোধ করল, কিন্তু তার স্ত্রী এপ্রনে চোখ মুছতে মুছতে কাঁদতে লাগল। জগতের অন্য সকলের চোখে সে ছিল একটি হিংস্র মানুষ, আধা জন্তু ও আধা দানব; কিন্তু তার চোখে সে যে সব সময়ই তার বালিকা-বয়সের ছোট্ট অবুঝ ভাইটি হয়েই আছে যে শৈশবে তার হাত ধরে ধরেই চলত। একটি নারীও যার জন্য চোখের জল ফেলে না তার মত ভাগ্যহীন আর কে আছে!

ব্যারনেট কথা বলল, "সকালে ওয়াটসন চলে যাবার পর থেকে সারাটা দিন বাড়িতে বসে বসে ভারি খারাপ লাগছিল। আমি তো মনে করি, আমার কিছুটা প্রশংসাই প্রাপ্য, কারণ আমার কথা আমি রেখেছি। একা একা বাইরে যাব না এ-কথা যদি না দিতাম তাহলে সন্ধ্যাটা আরও মজায় কাটাতে পারতাম, কারণ স্টেপলটন আমাকে তার বাড়িতে যাবার জন্য খবর পাঠিয়েছিলেন।

হোমস শুকনো গলায় বলল, "সন্ধ্যাটা যে খুবই মজায় কাটত সে বিষয়ে আমারও কোন সন্দেহ নেই। ভাল কথা, যদি বলি যে আপনার ঘাড়টা ভেঙে ফেলেছিলেন বলে আমরা দু'জনই শোক প্রকাশ করছিলাম, তাহলে নিশ্চয় খুশি হবেন না?"

স্যার হেনরি চোখ মেলে তাকাল। "সে আবার কি?"

"সেই ভাগ্যহীন লোকটা আপনার পোশাকটা পরেছিল। আমার ভয় হচ্ছে, যে-ভৃত্যটি সে জিনিসগুলি তাকে দিয়েছিল সে পুলিশের গোলমালে জড়িয়ে পড়তে পারে।"

"তা সম্ভব নয়। আমি যতদূর জানি তার কোনটাতেই কোন চিহ্ন ছিল না।"

"সেটা তার ভাগ্য—আসলে সেটা আপনাদের সকলেরই ভাগ্য, কারণ এ ব্যাপারে আপনারা সকলেই আইনের চোখে অপরাধী। একজন কর্তব্যপরায়ণ গোয়েন্দা হিসাবে এ বাড়ির সকলকে গ্রেপ্তার করাই আমার প্রথম কর্তব্য কি না ঠিক বুঝতে পারছি না। ওয়াটসনের প্রতিবেদনগুলি তো অত্যন্ত আপত্তিকর সব দলিল।"

ব্যারনেট জিজ্ঞাসা করল, "আসল কেসের কি হল? সে ধাঁধার কোন কিনারা করতে পেরেছেন কি? ওয়াটসন এবং আমি এখানে আসার পরে নতুন কিছু জানতে পেরেছি বলে তো আমার মনে হয় না।"

"কিন্তু আমি মনে করি অবিলম্বেই সব পরিস্থিতিটা আপনাদের কাছে আরও পরিষ্কার করে তুলতে পারব। সমস্ত ব্যাপারটাই অত্যন্ত শক্ত ও জটিল। এখনও এমন কতকগুলি বিষয় আছে যার উপর আরও আলোকপাত হওয়া দরকার—কিন্তু যেভাবেই হোক আলোকপাত করতেই হবে।"

"ওয়াটসন নিশ্চয় আপনাকে বলেছে যে আমাদের একটা নতুন অভিজ্ঞতা হয়েছে। জলাভূমিতে শিকারীকুকুরের ডাক

আমরা শুনেছি, কাজেই আমি দিব্যি করে বলতে পারি যে এর সবটাই ফাঁকা কুসংস্কার নয়। যখন পশ্চিমে ছিলাম তখন কুকুর নিয়ে কিছুটা নাড়াচাড়া করেছি, কাজেই ডাক শুনলেই আমি কুকুর চিনতে পারি। ওটাকে বাগে এনে যদি শিকল পরাতে পারেন তবেই মানব যে আপনি সর্বকালের শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা।"

"আমি তো মনে করি, আপনি সাহায্য করলে ওটাকে আমি ঠিকই বাগে এনে শিকল পরাতে পারব।"

"আপনি যা বলবেন আমি তাই করব।"

"খুব ভাল কথা ; কিন্তু আমি যা করতে বলব সেটা অন্ধের মত করতে হবে, কোন কারণ জিজ্ঞাসা করতে পারবেন না।"

"যেমন আপনার ইচ্ছা।"

"তা যদি আপনি করেন তাহলে আমাদের ছোট সমস্যাটা শিগ্‌গিরই মিটে যাবে বলেই আমার ধারণা। আমার কোন সন্দেহ নেই যে—"

সে হঠাৎ থেমে গিয়ে আমার মাথার উপর দিয়ে তাকাল। বাতির আলোটা তার মুখের উপর পড়েছে ; সে-মুখ এতই তীক্ষ্ণ ও স্তব্ধ যেন কোন সুস্পষ্ট প্রাচীন প্রস্তর-মূর্তি, সতর্কতা ও প্রত্যাশার এক জীবন্ত রূপ।

"ওটা কি ?" আমরা দু'জনই চেঁচিয়ে উঠলাম।

সে দৃষ্টি নত করতেই আমি বুঝতে পারলাম, মনের কোন আবেগকে সে চেপে রেখেছে। তার মুখটা তখনও শান্ত, চোখ দুটো যেন আনন্দে ঝকঝক করছে।

বিপরীত দিকের দেওয়ালে যে সব ছবি পর পর ঝোলানো ছিল সে দিকে আঙুল বাড়িয়ে সে বলল, "একজন শিল্প-রসিকের এই উচ্ছ্বাসকে ক্ষমা করবেন। আমি যে শিল্পের কিছু বুঝি সে কথা ওয়াটসন স্বীকার করে না, কিন্তু সেটা তার ঈর্ষার ব্যাপার, কারণ এ বিষয়ে প্রায়ই আমাদের মতের মিল হয় না। দেখুন, এই প্রতিকৃতিগুলি সত্যি খুব সুন্দর।"

সবিস্ময়ে আমার বন্ধুর দিকে তাকিয়ে স্যার হেনরি বলল, "আপনার কথা শুনে খুশি হলাম। এ সব ব্যাপার আমি ভাল বুঝি না ; গরু-ঘোড়ার ব্যাপার হলে বরং আমি দু'চার কথা বলতে পারতাম। আমি জানতাম না যে এ সব জিনিস নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবার মত সময় আপনার হয়।"

"কোন্‌টা যে ভাল তা আমি দেখলেই বুঝতে পারি, আর এখন সেটাই দেখছি। আমি দিব্যি করে বলতে পারি, দূরে ঐ যে নীল রেশম-পরিহিতা মহিলার ছবি, ওটা নেলার-এর আঁকা। মনে হয় এ সবই পারিবারিক প্রতিকৃতি ?"

"প্রত্যেকটি।"

"আপনি কি নামগুলো জানেন ?"

"ব্যারিমোর কয়েকদিন ধরেই এগুলো আমাকে শিখিয়েছে, কাজেই পড়াটা বোধ হয় ভালভাবেই বলতে পারব।"

"দূরবীন হাতে ভদ্রলোকটি কে ?"

"উনি রিয়ার-অ্যাডমিরাল বাস্কারভিল, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে রোড্‌নি-র অধীনে কাজ করতেন। হাতে গোল করে পাকানো কাগজ, নীল কোট পরা লোকটি হলেন স্যার উইলিয়ম বাস্কারভিল ; পিট-এর আমলে কমন্স সভা কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন।"

"আর আমার ঠিক উল্টো দিকের ওই অশ্বারোহী—যার গায়ে কালো ভেলভেট ও লেসের জামা ?"

"আহা ওর কথা জানবার তো আপনার অধিকারই রয়েছে। উনিই তো যত নষ্টের গোড়া কুখ্যাত হুগো বাস্কারভিল পরিবারের শিকারীকুকুরের কাহিনী তো তিনিই শুরু করেন। তাকে আমরা কখনও ভুলতে পারি না।"

সাগ্রহ বিস্ময়ে আমি ছবিখানির দিকে তাকালাম।

হোমস বলে উঠল, "আরে বাবা ! তাকে দেখলে তো শান্ত, ভীরু স্বভাবের লোক বলেই মনে হয়, কিন্তু আমি জোর দিয়েই বলতে পারি যে তার চোখ দুটোতে যেন শয়তান বাসা বেঁধে আছে। আমি তো তাকে আরও বলিষ্ঠ ও দুর্ধর্ষ প্রকৃতির লোক বলেই কল্পনা করেছিলাম।"

"কিন্তু এই প্রতিকৃতির পরিচয়ের ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না, কারণ ক্যানভাসের পিছনেই নাম ও তারিখ ১৬৪৭ লেখা রয়েছে।"

হোমস আর কোন কথাই বলল না, কিন্তু উচ্ছৃংখল বৃদ্ধের ঐ ছবিখানা তার মনকে টেনেছে বলেই মনে হল, কারণ খাবার সময়টায় সর্বক্ষণ সে একদৃষ্টিতে ছবিটার দিকে তাকাতে লাগল। বেশ কিছু সময় পরে স্যার হেনরি তার ঘরে চলে গেলে তবে আমি তার চিন্তা-ধারার আঁচ পেলাম। শোবার ঘরের মোমবাতিটা হাতে নিয়ে সে আমাকে সঙ্গে করে আবার সেই ভোজনকক্ষে ফিরে গেল এবং দেওয়ালের কাল-জীর্ণ প্রতিকৃতিটার দিকে মোমবাতিটা তুলে ধরল।

www.boiRboi.net

"ওখানে কিছু দেখতে পাচ্ছ ?"

আমি তাকিয়ে দেখলাম চওড়া পালকের টুপি, কোঁকড়ানো সুসজ্জিত চুল, সাদা লেসের কলার, আর একখানি কঠোর মুখ। চেহারায় কোন রকম পাশবিকতার চিহ্ন নেই ; একখানি পরিপাটি, কঠোর, কঠিন মুখ, পাতলা দৃঢ়বন্ধ ঠোঁট আর নিরাসক্ত অসহিষ্ণু চোখ।

"এ মুখ তোমার পরিচিত কারও মত কি ?"

"চোয়ালের দিকটা কিছুটা স্যার হেনরির মত।"

"হয় তো একটু ইঙ্গিত মাত্র। কিন্তু একটু দাঁড়াও !"

একটা চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে সে বাঁ হাতে আলোটা তুলে ধরল, আর ডান হাতে চওড়া টুপি ও লম্বা পাকানো চুলটা ঢেকে ধরল।

"হায় ভগবান !" আমি সবিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলাম।

"ক্যানভাসের উপর স্টেপ্‌লটন-এর মুখটা যেন ভেসে উঠল।

"আচ্ছা ! তাহলে তোমার চোখেও পড়েছে। আমার চোখ দুটি মুখ দেখতেই অভ্যস্ত, তার নকল সাজসজ্জা নয়। অপরাধ নিয়ে যাকে কাজ করতে হয় তাকে ছদ্মবেশকে ধরবার ক্ষমতা অবশ্য অর্জন করতে হয়।"

"কিন্তু এটা তো খুবই আশ্চর্য ! এটা তো তার প্রতিকৃতিও হতে পারত।"

"হ্যাঁ দৈহিক ও মানসিক, দু'দিক থেকেই বংশগত বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকারের এটা একটা চমৎকার দৃষ্টান্ত। পারিবারিক প্রতিকৃতির পর্যালোচনার ফলে মানুষ সহজেই পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাসী হয়ে উঠতে পারে। ঐ লোকটি যে একজন বাস্কারভিল—সেটা নিশ্চিত।"

"আর তার দৃষ্টি সম্পত্তির উত্তরাধিকারের উপর।"

"ঠিক তাই। যে যোগসূত্রটা আমরা খুঁজে পাচ্ছিলাম না মাঝখান থেকে এই ছবিটা এসে সে সূত্র আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে। তাকে ধরেছি ওয়াটসন, তাকে ধরেছি. আমি দিব্যি করে বলতে পারি, প্রজাপতিগুলো যে রকম অসহায়ভাবে তার জালে ধরা পড়ে ছটফট করে, কাল রাতের আগেই সেও তেমনি অসহায়ভাবে আমাদের জালের মধ্যে ছটফট করতে থাকবে। একটা পিন, একটা কর্ক, আর একখানি কার্ড, ব্যাস, তাহলেই বেকার স্ট্রীটের সংগ্রহশালায় তাকেও যোগ করে দিতে পারব।"

ছবিটার কাছ থেকে চলে আসতে আসতে সে এমনভাবে অট্টহাসি হাসতে লাগল যেটা খুবই বিরল। তাকে আমি খুব বেশী হাসতে দেখি নি, কিন্তু যখনই সে হাসে তখনই বুঝতে হবে কারও দুঃসময় সমাগত।

আমি বেশ সকাল-সকালই উঠলাম, কিন্তু হোমস তার আগেই কাজ শুরু করে দিয়েছে, কারণ পোশাক পরতে পরতেই দেখতে পেলাম, সে গাড়ির কাছে হাজির।

কাজের আনন্দে দুই হাত ঘসতে ঘসতে সে বলল, "হ্যাঁ, আজ সারা দিন কাজ করতে হবে। যথাস্থানে জাল পাতা হয়েছে এবার টান শুরু হবে। দিন শেষ হবার আগেই বুঝতে পারব, সরু-মুখ বড় মাছটা ধরা পড়ল না জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল।"

"তুমি কি ইতিমধ্যেই জলাভূমিতে গিয়েছিলে ?"

"গ্রিমপেন থেকে প্রিন্সটাউন-এ সেল্‌ডেন-এর মৃত্যু-সংবাদ দিয়ে একটা প্রতিবেদন পাঠিয়েছি। তোমাদের কথা দিচ্ছি, এ ব্যাপার নিয়ে তোমাদের কাউকে কষ্ট দেব না। আর বিশ্বস্ত কার্টরাইট-এর সঙ্গেও যোগাযোগ করেছি। আমার নিরাপত্তার সংবাদ তাকে না জানালে কুকুর যেমন তার প্রভুর সমাধি ছেড়ে নড়ে না, সেও তেমনি আমার কুঁড়ে-ঘরের দরজায় শুকিয়ে মরত তবু সেখান থেকে চলে যেত না।"

"আমাদের পরবর্তী চাল কি ?"

"স্যার হেনরির সঙ্গে দেখা করা। এই তো সে এসে পড়েছে !"

ব্যারনেট বলল, "গুড্ মর্নিং হোমস। তোমাকে চিফ্-অব-স্টাফের সঙ্গে যুদ্ধের ব্যাপারে আলোচনারত সেনাপতির মতই দেখাচ্ছে।"

"পরিস্থিতিটাও ঠিক সেই রকম। ওয়াটসন নির্দেশের অপেক্ষায়ই আছে।"

"আমিও তাই।"

"খুব ভাল। শুনেছি. আজ রাতে স্টেপ্‌লটনদের বাড়িতে তোমাদের খাবার নেমন্তন্ন আছে।"

"আশা করি তুমিও আমাদের সঙ্গে যাবে। তারা খুবই অতিথিবৎসল। আমি জানি, তুমি গেলে তারা খুব খুশি হবে।"

"কিন্তু আমার ও ওয়াটসনের যে লন্ডনে যাওয়া অবশ্য দরকার।"

"লন্ডন ?"

"হ্যাঁ, আমি মনে করি, বর্তমান সংকটে সেখানেই আমরা বেশী কাজ করতে পারব।"

স্পষ্টতই ব্যারনেটের মুখটা লম্বা হয়ে গেল। "আমি আশা করেছিলাম এ ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত তোমরা আমার সঙ্গে থাকবে। এই হল আর জলাভূমি একা থাকার পক্ষে খুব আরামের জায়গা নয়।"

"প্রিয় বন্ধু, আমার উপর ভরসা রাখ, আর আমি যা করতে বলি ঠিক ঠিক তাই করে যাও। তোমার বন্ধুদের বলো ; তোমার সঙ্গে যেতে পারলে আমরা খুবই খুশি হতাম, কিন্তু জরুরী কাজের ডাকে আমাদের শহরে চলে যেতে হচ্ছে। আশা করছি, শিগ্‌গিরই ডেভনশায়ারে ফিরে আসব। এই খবরটা তাদের জানাবার কথা মনে থাকবে তো ?"

"যদি একান্তই তোমাদের চলে যেতে হয়।"

"সত্যি বলছি, অন্য কোন উপায় নেই।"

আমরা তাকে ফেলে চলে যাচ্ছি ভেবে সে যে খুব আহত হয়েছে, তার মেঘাচ্ছন্ন ভুরু দেখেই আমি তা বুঝতে পারলাম।

সে নিরাসক্ত গলায় বলল, "তোমরা কখন যাবে ?"

"প্রাতরাশের ঠিক পরেই। আমরা গাড়ি চালিয়ে কুম্‌বে ট্রেসি যাব, কিন্তু ওয়াটসন যে আবার ফিরে আসবে তার অঙ্গীকারস্বরূপ তার জিনিসপত্র সবই রেখে যাবে। ওয়াটসন, যেতে না পারার জন্য দুঃখপ্রকাশ করে স্টেপ্‌ল্‌টনকে একটা চিঠি লিখে দিও।"

ব্যারনেট বলল, "আমারও ইচ্ছা করছে তোমাদের সঙ্গে লন্ডনে চলে যাই। একা একা আমিই বা এখানে পড়ে থাকব কেন ?"

"কারণ এটা তোমার কর্মস্থল। কারণ তুমি আমাকে কথা দিয়েছ যে তোমাকে যা বলব তাই করবে, আর আমি তোমাকে এখানে থাকতে বলছি।"

"ঠিক আছে, তাহলে থাকব।"

"আর একটা কথা। আমি চাই তুমি গাড়ি চালিয়ে মেরিপিট হাউস-এ যাবে। অবশ্য সেখানে পৌঁছে গাড়িটা ফেরৎ পাঠাবে এবং তাদের জানিয়ে দেবে যে তুমি পায়ে হেঁটেই বাড়ি ফিরবে।"

"ঐ জলাভূমি হেঁটে পার হব ?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু তুমি তো বারে বারে আমাকে এ-কাজ করতে নিষেধ করেছ।"

"এবার তুমি নিরাপদেই সে-কাজ করতে পারবে। তোমার শক্তি ও সাহসের উপর সম্পূর্ণ ভরসা না থাকলে কখনও এ কাজ করতে বলতাম না। কিন্তু এ-কাজটা করা একান্ত-ভাবে প্রয়োজন।"

"তাহলে করব।"

"আর যেহেতু নিজের জীবনকে তুমি ভালবাস, সেই হেতু মেরিপিট হাউস থেকে গ্রিমপেন রোড পর্যন্ত যে সোজা রাস্তাটা তোমার বাড়ি ফিরবার স্বাভাবিক পথ সেটা ছাড়া অন্য কোন পথ দিয়ে জলাভূমি পার হবে না।"

"তুমি যে রকম বলছ সেইভাবেই যাব।"

"খুব ভাল। যাতে বিকেলেই লন্ডন পৌঁছে যেতে পারি সেজন্য প্রাতরাশের পরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি রওনা হয়ে যাব।"

এই কর্মসূচীর কথা শুনে আমিও খুবই স্তম্ভিত হলাম, যদিও আমার মনে পড়ে গেল যে হোমস গত রাতে স্টেপ্‌ল্‌টনকেও বলেছিল যে পরদিনই তার এখানকার ভ্রমণের সমাপ্তি ঘটবে। অবশ্য সে যে আমাকেও তার সঙ্গী হতে বলবে এটা আমিও ভাবতে পারি নি ; তাছাড়া যে-সময়টাকে নিজেই নিজের সংকট-কাল বলে ঘোষণা করেছে সেই সময়েই আমাদের দু'জনেই এখানে অনুপস্থিত থাকা কিভাবে চলে তাও আমি বুঝতে পারলাম না ; অবশ্য এ ক্ষেত্রে তার নির্দেশ মেনে চলা ছাড়া আর কোন পথই ছিল না ; তাই আমাদের বিষণ্ণ বন্ধুটির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঘণ্টা দুই পরেই আমরা কুম্‌বে ট্রেসি স্টেশনে পৌঁছে গেলাম এবং সেখান থেকেই গাড়িটাকে ফেরৎ পাঠিয়ে দিলাম। একটি ছোট ছেলে স্টেশনে অপেক্ষা করছিল।

"কোন আদেশ আছে কি স্যার ?"

"এই ট্রেনে তুমি শহরে চলে যাও কার্টরাইট। সেখানে পৌঁছামাত্রই তুমি আমার নামে স্যার হেনরি বাস্কারভিলকে একটা তার করে জানিয়ে দেবে, আমি যে পকেট-বইটা ফেলে এসেছি সেটা পাওয়া গেলে তিনি যেন রেজিস্ট্রিডাকে বৈকার স্ট্রীটে পাঠিয়ে দেন।"

"হ্যাঁ স্যার।"

"আর স্টেশন-আপিসে জিজ্ঞাসা কর, আমার নামে কোন খবর এসেছে কি না।"

একটা টেলিগ্রাম নিয়ে ছেলেটি ফিরে এল। হোমস সেটা আমাকে দিল। তাতে লেখা—

"তার পেয়েছি। অস্বাক্ষরিত পরোয়ানাসহ আসছি। পাঁচটা-চল্লিশে পৌঁছব—লেস্ট্রেড।"

"সকালে পাঠানো টেলিগ্রামের এটা জবাব। ওখানকার কর্তাদের মধ্যে সেই সেরা বলে আমি মনে করি ; তার সাহায্যের আমাদের দরকার হবে। ওয়াটসন, আমি মনে করি, আমাদের হাতে যেটুকু সময় আছে ততক্ষণ তোমার পরিচিত মিসেস লরা লিয়ন্স-এর সঙ্গে দেখা করলেই সময়টার সদ্ব্যবহার করা হবে।"

তার অভিযানের ছক ক্রমেই যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আমরা সত্যি চলে গেছি ব্যারনেটকে দিয়ে স্টেপ্‌ল্‌টনদের

মনে এ ধারণা বদ্ধমূল করে তুলে ঠিক প্রয়োজনের মুহূর্তে আমরা সেখানে ফিরে যাব। স্যার হেনরি যদি লণ্ডন থেকে পাঠানো টেলিগ্রামের কথাটা স্টেপ্‌ল্‌টনদের কাছে উল্লেখ করে তাহলে তো তাদের মন থেকে সন্দেহের শেষ ছায়াটুকুও মিলিয়ে যাবে। আমি যেন এর মধ্যেই দেখতে পাচ্ছি আমাদের জালটা সেই সরু-মুখ মাছটাকে ক্রমেই ঘিরে ধরছে।

মিসেস লরা লিয়ন্স তার আপিসেই ছিল। শার্লক হোমস যে রকম খোলাখুলি ও সোজাসুজিভাবে কথা শুরু করে দিল তাতে সে যথেষ্ট বিস্মিত হল।

সে বলল, "স্বর্গত স্যার চার্লস বাস্কারভিলের মৃত্যু সম্পর্কে আমি তদন্ত করতে এসেছি। এ ব্যাপারে আপনি আমার এই বন্ধু ডাঃ ওয়াটসনকে যা কিছু বলেছেন এবং যা কিছু বলেন নি সব সে আমাকে জানিয়েছে।"

মহিলাটি উদ্ধত ভঙ্গীতে বলল, "আমি কি বলি নি ?"

"আপনি স্বীকার করেছেন যে, দশটার সময় ফটকের সামনে উপস্থিত হতে আপনিই স্যার চার্লসকে বলেছিলেন। আমরা জানি যে সেই সময়ে সেই স্থানেই তার মৃত্যু হয়েছিল। এ দুটো ঘটনার মধ্যে যোগসূত্রটা কি সেটাই আপনি চেপে গেছেন।"

"কোন যোগসূত্র নেই।"

"তাহলে যোগাযোগটা সত্যি খুব অসাধারণ বলতে হবে। কিন্তু আমি মনে করি, শেষ পর্যন্ত একটা যোগসূত্র আমরা খুঁজে বার করবই। দেখুন মিসেস লিয়ন্স আমি আপনাকে খোলাখুলিই সব কথা বলতে চাই। এটাকে আমরা একটা খুনের ঘটনা বলে মনে করছি এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ যা পেয়েছি তাতে শুধু যে আপনার বন্ধু মিঃ স্টেপ্‌ল্‌টন-এর সঙ্গে জড়িত তাই নয়, তার স্ত্রীও জড়িত।"

মহিলাটি চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠল। চীৎকার করে বলল, "তার স্ত্রী ?"

"সত্য এখন আর গোপন নেই। যাকে তার বোন বলে চালানো হয়েছে আসলে তিনি তার স্ত্রী।"

মিসেস লিয়ন্স আবার আসনে বসে পড়ল। দুটি হাত চেয়ারের হাতল চেপে ধরেছে। আমি দেখলাম, হাতের চাপে তার রক্তিম নখগুলি সাদা হয়ে গেছে।

সে আবার বলল, "তার স্ত্রী ! তার স্ত্রী ! সে তো বিবাহিত নয়।"

শার্লক হোমস দুটি কাঁধে ঝাঁকুনি দিল।

"আমাকে প্রমাণ দিন ! আমাকে প্রমাণ দিন ! আর তা যদি পারেন—!" তার চোখের হিংস্র দৃষ্টি বাক্যাতীত অনেক কিছুই বলল।

পকেট থেকে কিছু কাগজপত্র বের করতে করতে হোমস বলল, "সেজন্য প্রস্তুত হয়েই আমি এসেছি। এই দেখুন, চার বছর আগে ইয়র্ক-এ তোলা এই দম্পতির একখানি ফটোগ্রাফ। নীচে লেখা আছে "মিঃ ও মিসেস ভান্দেলুর" ; কিন্তু মিস্টারকে চিনতে আপনার কোনই অসুবিধা হবে না, আর মিসেসকে যদি এর আগে দেখে থাকেন তাহলে তাকেও চিনতে পারবেন। মিঃ ও মিসেস ভান্দেলুর যখন 'সেন্ট অলিভার'এর প্রাইভেট স্কুলটা চালাতেন সেই সময়কার তিনজন নির্ভরযোগ্য সাক্ষীর লিখিত বিবরণ এখানে আছে। এগুলি পড়ুন এবং বুঝে দেখুন এদের পরিচয় সম্পর্কে কোন সন্দেহ করতে পারেন কি না।"

সেগুলির উপর চোখ বুলিয়ে একটি বেপরোয়া নারীর দৃঢ়বদ্ধ, শক্ত মুখ তুলে সে আমাদের দিকে তাকাল।

বলল, "মিঃ হোমস, আমার স্বামীর সঙ্গে বিবাহ-সম্পর্ক ছেদ করব এই শর্তে এই লোকটি আমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেছে। এই শয়তান সব রকম ভাবেই আমাকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়েছে। একটা সত্য কথাও কখনও বলে নি। কিন্তু কেন ? কেন ? আমি মনে করতাম সবই আমার জন্য। কিন্তু এখন দেখছি আমি কোন দিনই তার হাতের যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই ছিলাম না। যে আমার প্রতি বিশ্বাস রাখে নি, আমিই বা তার সঙ্গে বিশ্বাস রাখব কেন ? তার পাপ কাজের ফল থেকে আমিই বা তাকে রক্ষা করব কেন ? আপনার যা খুশি প্রশ্ন করুন, আমি কিছুই লুকোব না। একটা কথা আমি শপথ করে বলছি ; চিঠিটা লিখবার সময় আমার সব চাইতে দয়ালু বন্ধু বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির কোন রকম ক্ষতির কথা আমি স্বপ্নেও ভাবি নি।"

শার্লক হোমস বলল, "আপনার কথা আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি ম্যাডাম। ঘটনার বিবরণের পুনরাবৃত্তি করা আপনার পক্ষে খুবই বেদনাদায়ক ; কাজেই ব্যাপারটা অনেকটা সহজ হবে যদি আমি ঘটনার বিবরণ দিয়ে যাই এবং আমার কোন রকম ভুল হলে আপনি সেটা ধরিয়ে দেন ; স্টেপ্‌ল্‌টনই আপনাকে চিঠিটা পাঠাতে বলেছিল কি ?"

"চিঠির কথাগুলিও সেই বলে দিয়েছিল।"

"আমার মনে হয় কারণস্বরূপ তিনি বলেছিলেন যে, বিবাহ-বিচ্ছেদের দরুন খরচপত্রের ব্যাপারে স্যার চার্লসের কাছ থেকে আপনি আর্থিক সাহায্য পেতে পারেন ?"

"ঠিক তাই।"

"আর তারপরে চিঠিটা পাঠাবার পরে তিনি আপনাকে ব্যবস্থানুযায়ী দেখা করা থেকে বিরত করেন ?"

"সে আমাকে বলে, এই প্রয়োজনে যে টাকা লাগবে সেটা অন্য কেউ দিলে তার আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগবে ; কাজেই সে নিজে দরিদ্র হলেও আমাদের দু'জনের মিলনের বাধাকে অপসারিত করতে তার শেষ কপর্দকটিও ব্যয় করবে।"

"তার চরিত্রে বেশ একটা সমতা আছে দেখতে পাচ্ছি। নিশ্চয়ই তারপরে সংবাদপত্রে এই মৃত্যুর খবর পড়বার আগে আপনি তার কাছ থেকে আর কোন কথাই শুনতে পান নি ?"

"না।"

"এবং তিনিই আপনাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন যে স্যার চার্লসের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা সম্পর্কে আপনি কখনও কিছু বলবেন না ?"

"তা করেছিল। সে বলে, মৃত্যুটা খুবই রহস্যজনক, কাজেই সে খবরটা জানাজানি হয়ে গেলে আমাকে নিশ্চয় সন্দেহ করা হবে। সে আমাকে ভয় দেখিয়ে চুপ করিয়ে রেখেছিল।"

"ঠিক তাই। কিন্তু আপনার মনে সন্দেহ জেগেছিল ?"

সে ইতস্তত করে মুখ নীচু করল। বলল, "আমি তাকে চিনতাম। কিন্তু সে যদি কথা রাখত তাহলে আমিও তার প্রতি বিশ্বস্ত থাকতাম।"

www.boiRboi.net

শার্লক হোমস বলল, "আমি তো ভাবছি, খুব ভাগ্যের জোরে আপনি বেঁচে গেছেন। আপনি যে তাকে হাতের মুঠোয় রেখেছেন সে কথা তিনি জানতেন, অথচ আপনি এখনও বেঁচে আছেন। গত কয়েকমাস ধরে আপনি পাহাড়ের একেবারে কোলঘেঁসে হেঁটেছেন। এবার আপনাকে "গুড মর্নিং" জানাতে চাই মিসেস লিয়ন্স ; হয় তো সত্বরই আবার আমাদের দেখা পাবেন।"

শহর থেকে এক্সপ্রেস ট্রেনটা আসার জন্য যখন আমরা অপেক্ষা করছিলাম তখন হোমস বলল, "আমাদের মামলা প্রায় গুটিয়ে এসেছে ; সামনের যত বাধা সব একের পর এক দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। শীঘ্রই এমন অবস্থায় পৌঁছতে পারব যখন আধুনিক কালের একটা অত্যন্ত অদ্ভুত ও চাঞ্চল্যকর অপরাধের একটি সুসংবদ্ধ বিবরণ আমি দিতে পারব। অপরাধতত্ত্বের ছাত্রদের নিশ্চয় অনুরূপ অপর ঘটনাগুলি মনে পড়বে ; মনে পড়বে '৬৬ সালের লিটল্-রাশিয়ার গ্রোড্নের ঘটনাবলী এবং উত্তর ক্যারোলিনার এন্ডারসন হত্যার ঘটনা। কিন্তু এই কেসটির কতকগুলি একান্তভাবে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। এখনও পর্যন্ত এই চতুর লোকটির বিরুদ্ধে আমরা কোন সুস্পষ্ট অভিযোগ প্রমাণ করতে পারি নি। তবে আজ রাতে শুতে যাবার আগে যদি কেসটা যথেষ্ট স্পষ্ট হয়ে না ওঠে তাহলে আমি খুবই বিস্মিত হব।"

লন্ডন এক্সপ্রেস সগর্জনে স্টেশনে ঢুকল। একটি ছোটখাট, পেশীবহুল বুলডগের মত লোক প্রথম শ্রেণীর কামরা থেকে লাফিয়ে নামল। তিনজনই করমর্দন করলাম। আগন্তুক লোকটি যে রকম শ্রদ্ধার সঙ্গে আমার সঙ্গীর দিকে তাকাল তাতেই বুঝতে পারলাম, যে সময় তারা দু'জন প্রথম একসঙ্গে কাজ শুরু করেছিল তারপরে সে অনেক কিছুই শিখেছে ও জেনেছে। এই যুক্তিবিদ্ লোকটির বিভিন্ন মতামত তখন এই করিৎকর্মা লোকটির মনে কী পরিমাণ ঘৃণার উদ্রেগ করত সে কথা আমার বেশ ভালই মনে আছে।

সে জিজ্ঞাসা করল, "বেশ ভাল ব্যাপার কি ?"

হোমস বলল, "গত কয়েক বছরের সেরা ব্যাপার। আমাদের রওনা হতে এখনও দু'ঘণ্টা সময় দেরী আছে। মনে হচ্ছে, এই সময়ের মধ্যে আমাদের কিছু খেয়ে নেওয়া ভাল। লেস্ট্রেড, তারপরে ডেভনশায়ারের বিশুদ্ধ নৈশ বাতাসে নিঃশ্বাস টানলেই তোমার গলার ভিতর থেকে লন্ডনের কুয়াসা সব কেটে যাবে। কখনও সেখানে যাও নি তো ? আরে, সেখানকার প্রথম দর্শনের কথা কোনদিন ভুলতে পারবে বলে মনে হয় না।"

অধ্যায় ১৪

বাস্কারভিল পরিবারের শিকারীকুকুর

শার্লক হোমসের চরিত্রের এই একটা ত্রুটি—অবশ্য এটাকে যদি ত্রুটি বলা যায় যে একেবারে শেষ পরিণতির মুহূর্তের আগে অন্য কাউকে তার পুরো মতলবটা জানাতে সে একান্তই অনিচ্ছুক। স্বীয় ব্যক্তিত্বপূর্ণ স্বভাবের জন্য আশেপাশে সকলের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে ও তাদের বিস্মিত করে দিতে ভালবাসত বলেই হয় তো সে এরকমটা করত। আবার হয় তো কোন রকম ঝুঁকি নিতে চাইত না বলে বৃত্তিগত সতর্কতাবশতঃই সে এ রকম করত। কিন্তু তার প্রতিনিধি বা সহকারী হিসাবে যারা কাজ করত তাদের এতে ভারী খারাপ লাগত। এ দুঃখ আমিও অনেক ভোগ করেছি, কিন্তু সেদিন অন্ধকারের মধ্যে দীর্ঘপথ চলতে চলতে এই অনিশ্চয়তার দুঃখ যত ভোগ করেছি এমনটি বোধ হয় আর কোন দিন করি নি। আমাদের সম্মুখে মহাপরীক্ষা : শেষ চেষ্টা করতে আমরা উদ্যত ; অথচ হোমস এখনও কিছুই

বলে নি ; তার কর্মপন্থা সম্পর্কে আমাকে শুধু অনুমানের উপরেই নির্ভর করে থাকতে হচ্ছে। অবশেষে মুখের উপর ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপ্টা লাগায় এবং সংকীর্ণ পথের দু'দিককার অন্ধকার শূন্য বিস্তার দেখে যখন বুঝতে পারলাম যে আমরা আবার সেই জলাভূমির বুকে এসে পড়েছি, তখন আমার সমস্ত শরীর অধীর প্রত্যাশায় টান-টান হয়ে উঠল। ঘোড়ার প্রতিটি পদক্ষেপ আর চাকার প্রতিটি ঘূর্ণনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা একটা পরম দুঃসাহসিকতার নিকট হতে নিকটে এগিয়ে চলেছি।

ভাড়াটে গাড়ির কোচয়ানের উপস্থিতিতে আমরা মন খুলে কথা বলতে পারছিলাম না ; কাজেই আবেগে ও প্রত্যাশায় আমাদের স্নায়ুতন্তু যখন উৎকণ্ঠ হয়ে উঠেছে তখনও আমরা বাধ্য হয়ে আজেবাজে কথা বলে সময় কাটাতে লাগলাম। এই অস্বাভাবিক সংযমের পরে যখন ফ্রাংকল্যাণ্ডের বাড়ি পার হয়ে বুঝতে পারলাম যে আমরা হল-এর কাছাকাছি এবং ঘটনাস্থলেরও কাছাকাছি পৌঁছে গেছি, তখন যেন আমি কিছুটা স্বস্তি ফিরে পেলাম। গাড়িটা দরজা পর্যন্ত গেল না; আমরা বাগানের পথের মুখেই নেমে পড়লাম। গাড়ির ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে তাকে তখনই কুম্‌ব্রে ট্রেসিতে ফিরে যেতে বলা হল; আমরাও পায়ে হেঁটে মেরিপিট হাউসের দিকে রওনা দিলাম।

"লেস্ট্রেড, তুমি সশস্ত্র তো ?"

গোয়েন্দাপ্রবর হাসল। "পরনে ট্রাউজার যখন আছে তখন তার একটা হিপ-পকেটও আছে, আর যতক্ষণ হিপ-পকেটটা আছে ততক্ষণ তার মধ্যে কিছু না কিছু আছেই।"

"ভাল কথা! আমার বন্ধু এবং আমিও যে কোন পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত।"

"মিঃ হোমস, সব ব্যাপারটাই আপনি রেখে-ঢেকে চলছেন। আসলে খেলাটা কি ?"

"লুকোচুরি খেলা।"

"আরে সর্বনাশ! জায়গাটা তো মোটেই সুবিধার নয়!" চারদিকে পাহাড়ের বিষণ্ণ ঢাল এবং গ্রিম্‌পেন মহাপংকের উপর প্রসারিত প্রকাণ্ড কুয়াসার হ্রদের দিকে তাকিয়ে একটু যেন কেঁপে উঠে গোয়েন্দা কথাগুলি বলল।

"আমাদের সামনে একটা বাড়ির আলো দেখতে পাচ্ছি।"

"ওটাই মেরিপিট হাউস; ওখানেই আমাদের যাত্রার সমাপ্তি। আমি অনুরোধ করছি, পা টিপে টিপে হাঁটি, আর চুপি চুপি কথা বলি।"

খুব সতর্কতার সঙ্গে আমরা বাড়িটার দিকে এগিয়ে চললাম, কিন্তু বাড়ি থেকে প্রায় দু'শ' গজ দূরে হোমস আমাদের থামিয়ে দিল।

বলল, "এতেই হবে। ডাইনের এই পাথরগুলো চমৎকার পর্দার কাজ করবে।"

"আমরা কি এখানেই অপেক্ষা করব ?"

"হ্যাঁ, এখানেই ওঁৎ পেতে থাকব। লেস্ট্রেড, এই গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়। ওয়াটসন, তুমি তো ও-বাড়ির ভিতরে ঢুকেছ, তাই না ? ঘরগুলোর অবস্থান সম্পর্কে বলতে পার কি ? এদিককার জাফরি-লাগানো জানালাগুলো কিসের ?"

"মনে হচ্ছে ওগুলো রান্নাঘরের জানালা।"

"আর তার পরে যে ঘরটায় উজ্জ্বল আলো জ্বলছে ?"

"ওটা নিশ্চয় খাবার-ঘর।"

"খড়খড়িগুলো তোলা। এখানকার পথ-ঘাট তুমিই ভাল চেন। হামাগুড়ি দিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে যাও ; দেখ ওরা কি করছে—কিন্তু ঈশ্বরের দোহাই, ওরা যেন কোন মতেই জানতে না পারে যে ওদের উপর নজর রাখা হয়েছে!"

পা টিপে টিপে পথটা পার হয়ে বৃক্ষ-বিরল বাগানটার চারপাশ ঘেরা নীচু দেওয়ালের পিছনে আমি গা-ঢাকা দিলাম। তার ছায়ায়-ছায়ায় হামাগুড়ি দিয়ে এমন একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছলাম যেখান থেকে পর্দাহীন একটা জানালা দিয়ে ঘরের ভিতরকার সব কিছুই দেখা যায়।

ঘরে আছে শুধু দুজন—স্যার হেনরি ও স্টেপ্‌ল্‌টন। গোল টেবিলটার দু'পাশে তারা এমনভাবে বসে আছে যাতে তাদের পার্শ্ব-চিত্রই শুধু আমার চোখে পড়ছে। দু'জনই চুরুট টানছে ; সামনে রয়েছে কফি ও মদ। স্টেপ্‌ল্‌টন খুব উৎসাহের সঙ্গে কথা বলছে, কিন্তু ব্যারনেটকে যেন বিবর্ণ ও মন-মরা দেখাচ্ছে। হয় তো ওই অশুভ-দর্শন জলাভূমির ভিতর দিয়ে একাকি হেঁটে ফিরবার চিন্তা তার মনের উপর বড়ই বেশী চাপ দিচ্ছে।

আমি দেখতে দেখতেই স্টেপ্‌ল্‌টন উঠে ঘর থেকে চলে গেল ; স্যার হেনরী আবার গ্লাসটা ভরে নিয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে চুরুটটা টানতে লাগল। দরজা খোলার শব্দ এবং পাথরের উপর জুতোর সতর্ক শব্দ শুনতে পেলাম। যে দেওয়ালের পাশে আমি গুঁড়ি মেরে বসেছিলাম, তার অপর দিককার পথ ধরে পায়ের শব্দ এগিয়ে চলল। দেওয়ালের উপর দিকে তাকিয়ে দেখলাম, বাগানের এককোণে অবস্থিত বাহির-বাড়ির দরজার সামনে প্রকৃতিবিজ্ঞানীটি দাঁড়িয়ে আছে। তালায় চাবি ঘুরিয়ে সে ভিতরে ঢুকতেই ভিতর থেকে একটা অদ্ভুত ধস্তাধস্তির শব্দ হতে লাগল। মিনিট খানেকের মত সময় সে ঘরের ভিতরে ছিল ; তারপরই আবার চাবি ঘোরানোর শব্দ শুনতে পেলাম, আর সেও আমার পাশ দিয়ে হেঁটে আবার বাড়িতে ঢুকল। তাকে আবার অতিথির সঙ্গে মিলিত হতে দেখে আমি নিঃশব্দে হামাগুড়ি দিয়ে সঙ্গীদের কাছে ফিরে গেলাম এবং যা কিছু

দেখেছি সব বললাম।

আমার বিবরণ শেষ হলে হোমস জিজ্ঞাসা করল, "তাহলে তুমি বলছ যে মহিলাটি সেখানে নেই ?"

"না।"

"তাহলে তিনি কোথায় থাকতে পারেন ? রান্নাঘর ছাড়া আর কোন ঘরেই তো আলো নেই ?"

"আমিও তো বুঝতে পারছি না।"

আগেই বলেছি, গ্রিম্‌পেন মহাপংকের উপর একটা ঘন সাদা কুয়াসা ঝুলে ছিল। সেটা ক্রমেই আমাদের দিকে এগিয়ে এসে যেন একটা দেওয়ালের মত দাঁড়িয়ে গেল ; কুয়াসার দেওয়ালটা নীচু কিন্তু ঘন ও সুস্পষ্ট। তার উপর চাঁদের আলো পড়েছে ; মনে হচ্ছে যেন একটা বিস্তীর্ণ ঝিল্‌মিল্‌ বরফ-ক্ষেত্র, আর দূরের উঁচু টিবির মাথাগুলো যেন তার বুকে পাহাড়ের মত শোভা পাচ্ছে। হোমসের মুখ সেই দিকেই ফেরানো ছিল। কুয়াসায় পর্দাটার ধীর গতিতে অধৈর্য হয়ে সে কথা বলল।

"ওটা আমাদের দিকেই আসছে ওয়াটসন।"

"সেটা কি খুব গুরুতর ব্যাপার ?"

"অত্যন্ত গুরুতর—এই একটি ব্যাপার আমার সব মতলব ভেস্তে দিতে পারে। তার আসতে আর বেশী বিলম্ব নেই। দশটা বেজে গেছে। ওই কুয়াসায় পথটা ঢেকে যাবার আগেই তার বেরিয়ে আসার উপর আমাদের সাফল্য, এমন কি তার জীবন পর্যন্ত নির্ভর করতে পারে।"

মাথার উপরে আকাশ নির্মেঘ, স্বচ্ছ। তারাগুলি জ্বল্‌-জ্বল্‌ করছে, একখানি বাঁকা চাঁদ সমস্ত দৃশ্যটাকে একটা নরম অনিশ্চিত আলোয় ডুবিয়ে দিয়েছে। আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকার বাড়িটা ; রূপোলি আকাশের পট-ভূমিতে তার খাঁজ-কাটা ছাদ ও সধূম চিমনিগুলি স্পষ্ট চোখে পড়ছে। নীচেকার জানালাগুলো থেকে সোনালী আলোর চওড়া রেখাগুলি বাগানের উপর দিয়ে জলাভূমি পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। তার একটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। চাকররা রান্নাঘর থেকে চলে গেল। খাবার-ঘরের বাতিটা শুধু জ্বলছে। সেখানে দুটি মানুষ, খুনী গৃহস্বামী আর নিরীহ অতিথি, তখনও চুরুট টানতে টানতে গল্প করে চলেছে।

অর্ধেক জলাভূমির উপর প্রসারিত সেই সাদা কুয়াসার পর্দাটা প্রতিটি মিনিটে বাড়িটার নিকট হতে আরও নিকটে এগিয়ে চলেছে। এরই মধ্যে তার একটা পাতলা আস্তরণ যেন আলোকিত জানালার চৌখুপির উপর পাক খেতে শুরু করেছে। বাগানের দূরবর্তী দেওয়ালটা এরই মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে ; গাছগুলি যেন সাদা ধোঁয়ার কুণ্ডলির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের চোখের সামনেই কুয়াসার মালাগুলি যেন বাড়িটার দুই কোণ থেকে পাকিয়ে পাকিয়ে এগিয়ে এসে একটা ঘন প্রাচীর গড়ে তুলল, আর তার উপরে বাড়িটার দোতলা ও ছাদ যেন ছায়াচ্ছন্ন সমুদ্রের বুকে রহস্যময় একটা জাহাজের মত ভাসতে লাগল। হোমস গভীর আবেগে সামনের পাথরটার উপর হাত ঠুকতে লাগল ; একান্ত ধৈর্য-হারা হয়ে পা ঠুকতে লাগল।

"সে যদি আর পনেরো মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে না আসে তাহলে পথটা ঢেকে যাবে। আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমরা আমাদের হাতগুলি সামনে মেলে ধরলেও দেখতে পাব না।"

"আমরা কি পিছিয়ে গিয়ে আরও উঁচু জায়গায় দাঁড়াব ?"

"হ্যাঁ, মনে হয় সেটাই ভাল হবে।"

কাজেই কুয়াসা-প্রাচীরটা যখন এগিয়ে চলেছে তখন আমরা তার কাছ থেকে পিছনে সরে বাড়ি থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে চলে গেলাম। কিন্তু সেই ঘন শ্বেত সমুদ্র ধীর অথচ দুর্বার গতিতে এগিয়েই চলেছে ; তার উপরে চাঁদের আলো পড়ে ঝিল্‌মিল্‌ করছে।

হোমস বলল, "আমরা অনেক দূরে এসে পড়েছি। সে আমাদের কাছে পৌঁছবার আগেই তাকে কেউ ধরে ফেলবে এ ঝুঁকি আমরা নিতে পারি না। যে ভাবেই হোক, আমরা যেখানে আছি সেখানেই থাকব।" হাঁটু ভেঙে বসে সে মাটিতে কান পাতল। "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, মনে হচ্ছে তার আসার শব্দ শুনতে পেলাম।"

জলাভূমির নিস্তব্ধতাকে ভেঙে দ্রুত পায়ের শব্দ ভেসে এল। পাথরের আড়ালে গুঁড়ি মেরে বসে আমরা রূপোলির ছোঁয়া লাগা কুয়াসার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। পায়ের শব্দ উচ্চতর হতে লাগল ; কুয়াসার ভিতর দিয়ে যেন পর্দার ওপারে সেই মানুষটি এসে হাজির হল যার প্রতীক্ষায় আমরা বসে আছি। পরিষ্কার নক্ষত্রালোকিত রাতের মধ্যে বেরিয়ে এসে সবিস্ময়ে সে একবার চারদিকে তাকাল। তারপর পথ ধরে দ্রুত এগিয়ে আমাদের পাশ কাটিয়ে আমাদের পিছনকার ঢালু পথটা ধরে এগিয়ে চলল। মানসিক অস্বস্তিতে সে বারবার একবার এদিক একবার ওদিকে চোখ ফেলতে ফেলতে হাঁটতে লাগল।

"চুপ !" হোমস বলে উঠল। পিস্তলের ঘোড়া টেপার একটা খুট্‌ করে শব্দ হল। "চেয়ে দেখ ! সে আসছে !"

সেই কুয়াসার ভিতর থেকে একটা ক্ষীণ, দ্রুত অবিরাম থপ্‌ থপ্‌ শব্দ ভেসে আসছে। আমাদের থেকে পঞ্চাশ গজের মধ্যেই কুয়াসাটা তখনও রয়েছে। তার ভিতর থেকে কোন্‌ ভয়ংকর যে বেরিয়ে আসবে তা বুঝতে না পেরে আমরা তিনজনই একাগ্র দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে আছি। হোমসের পাশেই ছিলাম আমি। মুহূর্তের জন্য তার মুখের দিকে তাকালাম। তার মুখ ফ্যাকাসে অথচ উল্লসিত

চাঁদের আলোয় চোখ দুটো জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে। কিন্তু হঠাৎ চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে এল, দৃষ্টি স্থির-নিবদ্ধ, ঠোঁট দুটি বিস্ময়ে হাঁ করে আছে। ঠিক সেই মুহূর্তে লেস্ট্রেড আতংকে চীৎকার করে উঠে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে গেল। আমি লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম ; অস্যার হাত দিয়ে পিস্তলটা চেপে ধরলাম ; কুয়াসার আবছা আঁধার ভেদ করে যে ভয়াবহ মূর্তিটি হঠাৎ আমাদের সামনে এসে লাফিয়ে পড়েছে তাকে দেখে আমার সমস্ত মন যেন অসার হয়ে গেল। সত্যি একটা শিকারী কুকুর, প্রচণ্ড কয়লা-কালো শিকারী কুকুর, সে রকম কুকুর কোন মানুষ কোন দিন দেখে নি। তার হাঁ-করা মুখের ভিতর থেকে আগুন ঝরছে, চোখের দৃষ্টি জ্বলন্ত আগুনের মত জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে ; তার নাক, লোম ও গলা থেকে আগুনের শিখা বিচ্ছুরিত হচ্ছে। কুয়াসার প্রাচীর ভেদ করে যে কালো দেহ ও হিংস্র মুখ আমাদের সামনে এসে আবির্ভূত হল, তার চাইতে হিংস্র, ভয়ংকর ও নারকীয় কিছু কোন বিকৃত মস্তিষ্কের উন্মাদ কল্পনায়ও কোন দিন ধারণায় আনতে পারে না।

সেই প্রকাণ্ড কালো জন্তুটা লম্বা লম্বা লাফ দিয়ে আমাদের বন্ধুর পদচিহ্ন অনুসরণ করে এগিয়ে চলেছে। সেই ভৌতিক দৃশ্য দেখে আমরা এতদূর লুপ্তশক্তি হয়ে পড়েছিলাম যে সেটা আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে যাবার পরে আমাদের সম্বিত ফিরে এল। তখন হোমস ও আমি দু'জনই একসঙ্গে গুলি করলাম ; জন্তুটা বীভৎস আর্তনাদ করে উঠল ; বুঝতে পারলাম যে অন্তত একটা গুলি তাকে বিদ্ধ করেছে। জন্তুটা কিন্তু থামল না, এগিয়েই চলল। আমরা দেখতে পেলাম, অনেক দূরে পথের উপর দাঁড়িয়ে স্যার হেনরি পিছন দিকে তাকিয়ে আছে, চাঁদের আলোয় তার মুখটা সাদা হয়ে গেছে, আতংকে দুই হাত তুলে পশ্চাদ্ধাবন-কারী ভয়ংকর জন্তুটার দিকে সে অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

কিন্তু শিকারীকুকুরটার সেই যন্ত্রণাদীর্ণ আর্তনাদ শুনে আমাদের মন থেকে সব ভয় দূরে মিলিয়ে গেছে। তাকে যখন আঘাত করতে পেরেছি তখন সে অবশ্য মরণ-শীল ; তাকে যখন আহত করতে পেরেছি তখন তাকে মারতেও পারব। সে রাতে হোমস যে ভাবে দৌড়েছিল কোন মানুষকে আমি সে রকম দৌড়তে দেখি নি। আমাকে সকলে দৌড়বাজ বলে, কিন্তু সে আমাকে ঠিক ততখানি ছাড়িয়ে গেল যতখানি আমি ছাড়িয়ে গেলাম আমাদের ছোট্ট সরকারী গোয়েন্দাটিকে। যেন উড়ে গিয়ে সেখানে হাজির হলাম। আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে স্যার হেনরি তার-স্বরে চীৎকার করে চলেছে আর শিকারীকুকুরটা সরোষে গর্জন করছে। আমি পৌঁছামাত্রই দেখলাম, সেই জন্তুটা তার শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে তার গলার দিকে থাবাটা বাড়িয়েছে। কিন্তু পর-মুহূর্তেই হোমসের পাঁচ-ঘরা রিভলবারের সব ক'টি গুলি তার পার্শ্বদেশ বিদ্ধ করল। তীব্র যন্ত্রণায় একটা শেষ চীৎ-কার করে লাফ দিয়ে উঠেই সেটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল ; তারপর চারটে পা ভয়ংকরভাবে ছুঁড়তে ছুঁড়তে একপাশে লেংচে পড়ে গেল। হাঁপাতে হাঁপাতে নীচু হয়ে আমার পিস্তলটা তার ভয়ংকর কম্পিত মাথাটার উপর চেপে ধরলাম। কিন্তু ঘোড়া টিপবার কোন প্রয়োজন হল না। বিরাটকায় শিকারীকুকুরটা মরে গেছে।

মাটিতে পড়ে স্যার হেনরি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। আমরা তার কলারটা ছিঁড়ে ফেললাম। হোমস নিঃশ্বাস ফেলে সকৃতজ্ঞ প্রার্থনা জানাল। গলায় কোন আঘাতের চিহ্ন নেই ; যথাসময়েই আমরা তাকে উদ্ধার করতে পেরেছি। ততক্ষণে আমাদের বন্ধুর চোখের পাতা কেঁপে উঠল ; নড়াচড়া করবার একটা দুর্বল চেষ্টাও করল। লেস্ট্রেড তার ব্র্যান্ডি-ফ্লাস্কটা ব্যারনেটের দাঁতের ফাঁকে ঢুকিয়ে দিল, আর দুটি ভয়ার্ত চোখ আমাদের দিকে তাকাল।

আস্তে আস্তে সে বলল, "হায় ঈশ্বর ! এটা কি ? সত্যি এটা কি ?"

হোমস বলল, "ওটা যাই হোক, এখন মৃত। পারি-বারিক ভূতটাকে চিরকালের মত খতম করে দিয়েছি।"

যে জীবটি আমাদের সামনে লম্বা হয়ে পড়ে আছে, কি আকৃতিতে আর কি শক্তিতে সেটা অতীব ভয়ংকর। সেটা "ব্লাডহাউন্ড"ও নয়, আবার "ম্যাস্টিফ"ও নয় ; দেখে মনে হয় এই দুটোর সংমিশ্রণ—যেমন কৃশ, তেমনি হিংস্র, একটা ছোট সিংহীর মত বৃহদাকার। এমন কি এখন মৃত্যুর শীতলতায় ঢলে পড়বার পরেও তার দুটো মস্ত বড় কস বেয়ে যেন নীলাভ আগুন ঝরছে, ছোট ছোট দৃঢ়বদ্ধ নিষ্ঠুর চোখ দুটোর চারপাশে যেন অগ্নি-বলয় ! তার ঝকঝকে নাকের উপর হাতটা রেখে তুলে নিতেই দেখলাম, আমার নিজের আঙুলগুলিও অন্ধকারে আগুনের মত জ্বলছে।

বললাম, "ফসফরাস।"

মৃত জন্তুটির দিকে নাক বাড়িয়ে নিঃশ্বাস টানতে টানতে হোমস বলল, "খুব কৌশলের সঙ্গে তৈরী করা হয়েছে। এমন কোন গন্ধ নেই যাতে তার স্বাভাবিক ঘ্রাণশক্তি ব্যাহত হতে পারে। স্যার হেনরি, আপনাকে এই আতংকের মধ্যে ঠেলে দেবার জন্য আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। একটা শিকারী কুকুর দেখতে পাব আমি জানতাম, কিন্তু সেটা যে এমন ভয়ংকর তা ভাবতে পারি নি। আর কুয়াসার জন্য তার মুখোমুখি হবার মত এতটুকু সময়ও আমরা পাই নি।"

"আপনারা আমার জীবন রক্ষা করেছেন।"

"প্রথমে সেটাকে বিপন্ন করে। আপনি কি উঠে দাঁড়াতে

পারবেন ?"

"আমাকে আর একচুমুক ব্র্যান্ডি দিন, তাহলেই আমি চাঙ্গা হয়ে উঠব। ব্যাস! এবার একটুখানি সাহায্য করুন। এখন আপনারা কি করতে চান ?"

"আপনাকে এখানেই রেখে যেতে চাই। আজ রাতে আর কোন অভিযানে যাবার মত বল এখনও আপনি পান নি। যদি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেন তো আমরা যে কোন একজন আপনার সঙ্গে হল পর্যন্ত যাব।"

সে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করল; কিন্তু তখনও তার মুখটা ভূতের মত ফ্যাকাসে, তার সারা শরীর কাঁপছে। ধরে নিয়ে তাকে একটা পাথরের উপর বসিয়ে দিলাম। দুই হাতে মুখ ঢেকে সেখানে বসে বসেই সে কাঁপতে লাগল।

হোমস বলল, "এবার আমাদের যেতে হবে। বাকি কাজটা শেষ করতেই হবে। এখন প্রতিটি মুহূর্তেই মূল্যবান। ব্যাপারটা তো বোঝা গেছে, এবার লোকটিকে চাই।"

পথ ধরে উল্টো দিকে হাঁটতে হাঁটতে সে বলতে লাগল, "তাকে বাড়িতে পাবার সম্ভাবনা হাজারে একভাগ। গুলির শব্দ শুনেই সে নিশ্চয় বুঝতে পেরেছে যে তার খেল খতম হয়েছে।"

"আমরা তো বেশ কিছুটা দূরে ছিলাম, আর এই কুয়াসার জন্য তারা হয়তো কিছু শুনতে পায় নি।"

"শিকারীকুকুরটাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য সে যে তার পিছন পিছন এসেছিল সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার। না, না, এতক্ষণে সে নিশ্চয় পালিয়েছে। তবু বাড়িটা একবার ভাল করে খুঁজে দেখতে হবে।"

সদর দরজা খোলাই ছিল. সবেগে ঢুকে আমরা ঘরে ঘরে ছুটতে লাগলাম। একটা বুড়ো চাকর দালানে আমাদের দেখে ভয়ে ও বিস্ময়ে কাঁপতে লাগল। একমাত্র খাবার-ঘর ছাড়া আর কোথাও কোন আলো ছিল না; হোমস সেই আলোটা নিয়ে সারা বাড়িটা তন্ন তন্ন করে খুঁজল। কিন্তু যাকে খুঁজছি তার টিকিটিও দেখতে পেলাম না। অবশ্য দোতলায় একটা ঘর তালাবন্ধ দেখতে পেলাম।

লেস্ট্রেড চেঁচিয়ে বলল "নিশ্চয় এখানে কেউ আছে! নড়াচড়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছি। দরজা খোল!"

ভিতর থেকে একটা অস্পষ্ট গোঙানি ও খসখস শব্দ শোনা গেল। দরজায় তালার ঠিক উপরে হোমস তার পা দিয়ে চাপ দিতেই দরজাটা খুলে গেল। পিস্তল উঁচিয়ে আমরা তিনজন ঘরে ঢুকলাম।

কিন্তু যে বেপরোয়া দুঃসাহসী শয়তানকে দেখতে পাব বলে আশা করেছিলাম তার চিহ্নমাত্র সেখানে নেই। তার পরিবর্তে এমন একটি অদ্ভুত ও অপ্রত্যাশিত বস্তু সেখানে দেখতে পেলাম যে অবাক বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে আমরা দাঁড়িয়ে পড়লাম।

ঘরটা ছোটখাট একটা সংগ্রহশালার মত করে সাজানো। দেওয়াল জুড়ে অনেকগুলি কাঁচের আলমারি; তাতে প্রজাপতি ও নানা রকম ফড়িং ভর্তি। এই জটিল ও ভয়ংকর চরিত্রের লোকটির এটাই হল অবসর-বিনোদনের কাজ। ঘরের মাঝখানে একটা খুঁটি দাঁড় করান রয়েছে। ঘরের ছাদের পোকায়-খাওয়া কড়িকে জোরদার করার জন্য কোন একসময়ে খুঁটিটা বসানো হয়েছিল। সেই খুঁটির সঙ্গে একজন কাউকে বেঁধে রাখা হয়েছে। জামা-কাপড় দিয়ে তাকে এমনভাবে জড়িয়ে বাঁধা হয়েছে যে সে পুরুষ কি স্ত্রীলোক সেটা সেই মুহূর্তে বোঝা কঠিন। একটা তোয়ালে গলায় পেঁচিয়ে খুঁটির সঙ্গে তাকে বাঁধা হয়েছে। আর একটা তোয়ালে দিয়ে মুখের নীচের অংশটা ঢাকা, আর তার উপর দিয়ে দুটি কালো চোখ—বেদনা, লজ্জা ও আতঙ্কিত জিজ্ঞাসায় ভরা দুটি চোখ আমাদের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে আছে। এক মিনিটের মধ্যে আমরা তোয়ালে দুটো ছিঁড়ে ফেললাম, বাঁধন খুলে দিলাম, আর সঙ্গে সঙ্গে মিসেস স্টেপ্‌লটন আমাদের সামনেই মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল। তার সুন্দর মাথাটা বুকের উপর ঝুঁকে পড়ায় তার গলার উপর চাবুকের লাল দাগটা স্পষ্টভাবে আমার চোখে পড়ল।

হোমস চেঁচিয়ে বলল, "জানোয়ার! লেস্ট্রেড, তোমার ব্র্যান্ডির বোতলটা দাও! ওকে চেয়ারে বসিয়ে দাও। দুর্ব্যবহারে ও ক্লান্তিতে উনি মূর্ছিত হয়ে পড়েছেন।"

সে আবার চোখ মেলল। জিজ্ঞাসা করল, "তিনি নিরাপদে আছেন তো? পালাতে পেরেছেন তো?"

"আমাদের হাত থেকে তিনি পালাতে পারবেন না ম্যাডাম।"

"না, না, আমার স্বামীর কথা বলছি না। স্যার হেনরি? তিনি নিরাপদ তো?"

"হ্যাঁ।"

"আর শিকারীকুকুরটা?"

"সেটা মরেছে।"

মহিলাটি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! ওঃ, এই শয়তান! দেখুন, সে আমার কী হাল করেছে!" আস্তিনের ভিতর থেকে হাত দুটি বের করল। আমরা সভয়ে দেখলাম, দুটি হাতই চাবুকের দাগে দাগে ভরে গেছে। "কিন্তু এ তো কিছুই না—কিছুই না। আমার মনকে—আমার আত্মাকেই যে নির্যাতিত করেছে, কলংকিত করেছে। এই নির্যাতন, এই নির্জনতা জীবনের এই ফাঁকি—এ সব সবই আমি সহ্য করেছি যতদিন আশা ছিল যে তার ভালবাসা আমি পেয়েছি, কিন্তু এখন জেনেছি, যে এখানেও সে আমাকে মিথ্যা আশায় ভুলিয়েছে, আমাকে ব্যবহার করেছে যন্ত্রের মত।" কথা বলতে বলতে সে ফুঁপিয়ে

ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

হোমস্ বলল, "ম্যাডাম, তার প্রতি তো আর আপনার কোন দুর্বলতা নেই, অতএব আমাদের বলে দিন কোথায় তাকে পাব। যদি কখনও কোন পাপ কাজে তার সহায়তা করে থাকেন, তাহলে এবার আমাদের সহায়তা করে তার প্রায়শ্চিত্ত করুন।"

সে জবাব দিল, "একটিমাত্র জায়গাতেই সে পালিয়ে যেতে পারে। মহাপংকের একেবারে মাঝখানে একটি দ্বীপে পুরনো টিনের খনি আছে, সেখানেই সে শিকারী কুকুরটাকে রাখত, আর দরকার হলে আশ্রয় নেবার মত ব্যবস্থাও সেখানে করে রেখেছে। পালাতে হলে সে সেখানই যাবে।"

কুয়াসার প্রাচীর সাদা তুলোর মত জানালাটাকে ঘিরে রেখেছে। হোমস সেই দিকে আলোটা তুলে ধরল।

বলল, "দেখুন ; আজ রাতে গ্রিম্‌পেন মহাপংকের পথ চিনে কেউ ওখানে যেতে পারবে না।"

মহিলাটি হাততালি দিয়ে হেসে উঠল। প্রচণ্ড উল্লাসে তার চোখ ও দাঁত ঝকঝক করতে লাগল।

সে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, "পথ চিনে সে হয় তো সেখানে যেতে পারবে, কিন্তু কিছুতেই ফিরে আসতে পারবে না। আজ রাতে পথের নিদর্শনস্বরূপ ছোট ছোট কাঠিগুলো সে দেখবে কেমন করে ? মহাপংকের ভিতরে পথের নিশানা হিসাবে আমরা দু'জন একসঙ্গেই সেগুলো পুঁতেছি। আঃ ! আজ যদি সেগুলো তুলে ফেলতাম তাহলেই আপনারা তাকে হাতের মুঠোয় পেতেন।"

বেশ বুঝতে পারলাম, কুয়াসা সরে না যাওয়া পর্যন্ত সন্ধানের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হবে। ইতিমধ্যে লেস্ট্রেডকে সেই বাড়িতে পাহারায় রেখে হোমস ও আমি ব্যারনেটকে নিয়ে বাস্কারভিল হল-এ ফিরে গেলাম। স্টেপ্‌ল্‌টনদের কাহিনী আর তার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা গেল না। তবে যে স্ত্রীলোকটিকে সে ভালবেসেছে তার সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানবার পরে সাহসের সঙ্গেই সে আঘাতকে সে মেনে নিল। কিন্তু গত রাতের অভিযান তার স্নায়ুতন্তুগুলোকে একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে। সকাল হবার আগেই জ্বর-বিকারে সে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল। ডাঃ মর্টিমারই তার দেখাশুনা করতে লাগল। এই অশুভ জমিদারির মালিক হয়ে এখানে আসবার আগে স্যার হেনরি যে রকম সুস্থ ও ফূর্তিবাজ ছিল পুনরায় সে অবস্থাকে ফিরে পাবার জন্য তারা দু'জন একসঙ্গে সারা পৃথিবী ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ল।

যে কালো আতংক, অস্পষ্ট অনুমান এত দীর্ঘ সময় ধরে আমাদের জীবনের উপর কালো মেঘের মত ছড়িয়ে পড়েছিল এবং এমন একটা শোচনীয় দুর্ঘটনার ভিতর দিয়ে যার পরিসমাপ্তি ঘটল, তার বিচিত্র কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে পাঠকদেরও আমি তার অংশীদার করে তুলতে চেষ্টা করেছি ; এবার আমি দ্রুত তার উপসংহারে পৌঁছব। শিকারীকুকুরটার মৃত্যুর পরদিন সকালে কুয়াসা সরে গেল, আর মিসেস স্টেপ্‌ল্‌টন-এর পরিচালনায় জলাভূমির ভিতর দিয়ে যে পথটা তারা আবিষ্কার করেছিল তার মুখে আমরা পৌঁছে গেলাম। যে আগ্রহ ও আনন্দের সঙ্গে সে আমাদের তার স্বামীর পালাবার পথটা দেখিয়ে দিল তা থেকেই এই নারীর দুঃসহ জীবনের ভয়াবহতাকে আমরা উপলব্ধি করতে পারতাম। পচা ঘাসপাতায় ঢাকা শক্ত জমিটা যেখানে একটা উপদ্বীপের মত ছুঁচলো হয়ে বিস্তীর্ণ জলাভূমির মধ্যে ঢুকে গেছে তাকে সেখানেই দাঁড় করিয়ে রেখে আমরা এগিয়ে গেলাম। তার শেষ প্রান্ত থেকেই এখানে-ওখানে একটা করে ছোট কাঠি পোঁতা রয়েছে। সে সব সবুজে ঢাকা গর্ত ও ভয়ংকর চোরাবালির জন্য কোন অপরিচিত লোক এ পথ ধরে যেতে পারে না, সেগুলোকে এড়িয়ে পথটা কিভাবে এঁকেবেঁকে বুনো ঘাসের একটা চাপড়া থেকে আরেকটা চাপড়ার উপর দিয়ে চলে গেছে সেটা বুঝবার জন্যই কাঠিগুলো পোঁতা হয়েছে। পচা নল-খাগড়া ও গলিত জলজ উদ্ভিদের পচা দুর্গন্ধ ও একটা ভারী দূষিত বাষ্প আমাদের নাকে-মুখে এসে লাগছে। ভুল জায়গায় পা ফেলার ফলে একাধিকবার আমরা অন্ধকার, কাঁপা-কাঁপা কাদার মধ্যে উরু পর্যন্ত ডুবে গেলাম ; আমাদের পায়ের চারপাশের নরম দল্‌দলে কাদা কয়েক গজ দূর পর্যন্ত ঢেউয়ের মত কাঁপতে লাগল। পা ফেললেই সেই কাদা যেন শক্ত হাতে আমাদের গোড়ালিকে চেপে ধরছে ; পা একটু ডুবে গেলেই মনে হচ্ছে যেন কোন অশুভ হাত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কঠিন মুঠিতে আঁকড়ে ধরে আমাদের টেনে নামাতে চাইছে সেই অদৃশ্য গহ্বরে। আমাদের আগেও কেউ যে এই বিপজ্জনক পথ ধরে গেছে একবারমাত্র তার চিহ্ন চোখে পড়ল। একটা তুলো-ঘাসের ঝোপে আটকে গিয়ে কালো মতন একটা জিনিসের কিছুটা অংশ কাদার উপর বেরিয়ে আছে। সেটাকে ধরবার জন্য পথের বাইরে পা ফেলতেই হোমসের শরীর কোমর পর্যন্ত কাদার মধ্যে ডুবে গেল ; আমরা সজোরে টেনে না তুললে সে আর কোনদিনই শক্ত মাটিতে পা রাখতে পারত না। সে হাত তুলে একপাটি পুরনো কালো জুতো দেখাল। তার ভিতরের চামড়ায় লেখা রয়েছে "মেয়ার্স টরণ্টো।"

সে বলল, "এটাকে পাবার জন্য কাদায় স্নান করাও সার্থক। এটা আমাদের বন্ধু স্যার হেনরির হারানো বুটের একপাটি।"

"পালাবার সময় স্টেপ্‌ল্‌টন এটা ফেলে দিয়েছে।"

"ঠিক তাই। শিকারী কুকুরটাকে স্যার হেনরির পিছনে লেলিয়ে দেবার কাজে এটাকে ব্যবহার করে তারপর সে জুতোটা হাতেই রেখেছিল। যখন বুঝতে পারল যে খেলা খতম হয়ে গেছে তখন এটা হাতে নিয়েই পালিয়ে যায়। আর ঠিক এইখানে এসে এটাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। অন্তত এটুকু জানতে পারা গেল যে এ পর্যন্ত সে নিরাপদেই এসেছে।"

কিন্তু এর বেশী কিছু আমরা কোনদিনই জানতে পারব না, যদিও অনেক কিছুই আমরা অনুমান করে নিতে পারি। সেখানকার কাদার মধ্যে কোন পায়ের চিহ্নই খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়, কারণ নরম মাটি চুঁইয়ে পা তোলার সঙ্গে সঙ্গেই তার দাগটাকে ঢেকে দিচ্ছে। শেষ পর্যন্ত জলা জায়গাটা পার হয়ে শক্ত মাটিতে পা ফেলবার পরে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও কোন পায়ের চিহ্ন দেখতে পেলাম না। মাটি যদি প্রকৃত গল্পটা বলতে পারত তাহলে বলত যে, গত রাতে কুয়াসার ভিতর দিয়ে যে আশ্রয়-দ্বীপের দিকে সে ছুটে গিয়েছিল সেখানে সে কোন দিনই পৌঁছয় নি, পৌঁছবেই না। যে বিস্তীর্ণ জলাভূমির অশুভ কাদার হাত তাকে টেনে নিয়েছে সেই গ্রিম্‌পেন মহাপংকের বুকের কোথাও না কোথাও এই কঠোর নিষ্ঠুরহৃদয় মানুষটি চিরদিনের মত সমাধিস্থ হয়ে আছে।

জলাভূমি-বেষ্টিত দ্বীপের যেখানে সে তার হিংস্র সহকারীকে লুকিয়ে রাখত সেখানে তার অনেক চিহ্নই চোখে পড়ল। একটা মস্ত বড় চাকা ও অর্ধেকটা জঞ্জালে ভর্তি একটা গহ্বর দেখেই পরিত্যক্ত খনিটাকে চিনতে পারলাম। তার পাশেই রয়েছে খনি মজুরদের বাসস্থানের ভগ্নাবশেষ ; চারদিকের জলাভূমির দূষিত বাষ্পেই সেগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। তারই একটার মধ্যে একটা বক্‌লস্‌ ও শিকল এবং ভুক্তাবশিষ্ট অনেক হাড় দেখেই বোঝা গেল সেখানেই জন্তুটাকে বেঁধে রাখা হত। জঞ্জাল-স্তূপের মধ্যে একটা ফংকাল ও কুণ্ডলি পাকানো বাদামি লোম পড়ে ছিল।

হোমস বলে উঠল, "একটা কুকুর ! জোভ-এর দিব্যি, একটা কোঁকড়া-লোম স্প্যানিয়েল ! বেচারি মর্টিমার তার আদরের কুকুরটাকে আর কোনদিন দেখতে পাবে না। দেখ, আমার তো মনে হয় না যে আমাদের অজানা আর কোন গোপন-কথা এখানে লুকনো আছে। শিকারী কুকুরটাকে সে এখানে লুকিয়ে রাখত, কিন্তু তার ডাককে তো চুপ করাতে পারত না, তাই সেই সব ডাক শোনা যেত যা দিনের আলোয় শুনলেও ভয়-ভয় করত। বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিলে মোরিপিটের বাড়ির বাইরের ঘরে সেটাকে রাখত ; কিন্তু তাতে অনেক ঝুঁকি, তাই একমাত্র সেই মহাদিনে যখন তার সব প্রচেষ্টার অবসান হবে বলে সে মনে করেছিল সেইদিনেই সে সাহস করে সে কাজটি করেছিল। টিনের ভিতরকার এই লেইর মত জিনিসটা নিঃসন্দেহে সেই অগ্নিময় মিশ্রণ যা সে জন্তুটার গায়ে মাখিয়ে দিত। অবশ্য নারকীয় শিকারীকুকুরের পারিষারিক কাহিনী এবং ভয় দেখিয়ে বৃদ্ধ স্যার চার্লসের মৃত্যু ঘটাবার বাসনা থেকেই এ ফন্দিটা তার মাথায় এসেছিল। এ রকম একটা জন্তুকে জলাভূমির অন্ধকারে পিছনে ছুটতে দেখে বেচারি শয়তান কয়েদীটা যে প্রাণভয়ে চীৎকার করতে করতে দৌড়বে তাতে আর আশ্চর্যের কী আছে। আমাদের বন্ধুটিও তাই করেছে। হয়তো আমরাও তাই করতাম। ফন্দিটা খুবই ধূর্ততার সঙ্গে তৈরী করা হয়েছিল, কারণ নির্দিষ্ট লোককে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া ছাড়াও অন্য অনেকের মতই জলাভূমিতে এ রকম একটা জন্তুকে দেখবার পরে কোন্ চাষীর এত সাহস আছে যে, কাছে গিয়ে তার খোঁজ-খবর করবে ? ওয়াটসন, লণ্ডনেও তোমাকে বলেছিলাম, আবার এখনও বলছি, ওই ওখানে চিরনিদ্রায় শায়িত লোকটি অপেক্ষা অধিকতর বিপজ্জনক কোন মানুষকে ধরবার চেষ্টা আমরা আজ পর্যন্ত করি নি"—জলাভূমির আপিঙ্গল চালু জমি পর্যন্ত বিস্তৃত সবুজের ছোপ-লাগা সেই প্রকাণ্ড মহাপংকের দিকে সে তার দীর্ঘ বাহুটা প্রসারিত করল।

অধ্যায় ১৫

অনুদর্শন

নভেম্বরের শেষ দিক। একটি কুয়াসা-ঢাকা ঠাণ্ডা রাতে হোমস্‌ ও আমি বেকার স্ট্রীটের বসবার ঘরে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের দুই পাশে দু'জন বসেছিলাম। ডেভনশায়ার পরিভ্রমণের শোচনীয় সমাপ্তির পর থেকে দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নিয়ে সে খুবই ব্যস্ত ছিল। এক নম্বর, ননপারিল ক্লাবের বিখ্যাত তাস-কেলেংকারীর ব্যাপারে সে কর্ণেল আপউড-এর দুর্নীতির মুখোশ খুলে দিয়েছে ; আর দুই নম্বর, সৎ মেয়ে মাদময়জেল কারোর-এর মৃত্যু ঘটাবার অভিযোগে অভিযুক্ত দুর্ভাগিনী মাদাম মঁৎপেসিয়ে-র পক্ষ নিয়ে সে লড়েছে এবং স্মরণ থাকতে পারে যে ছ'মাস পরে তাকে নিউইয়র্কে জীবিত ও বিবাহিত অবস্থায়ই পাওয়া গিয়েছে। পরপর অনেকগুলি কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ মামলায় সাফল্য অর্জন করায় বন্ধুটি বেশ খোশ মেজাজেই ছিল ; তাই বাস্কারভিল রহস্যের বিস্তারিত বিবরণ তার কাছে

জানতে চাইলাম। এতদিন আমি সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম, কারণ আমি জানতাম, সে কখনও একটা কেসের উপর আরেকটা কেস চাপাতে দেবে না ; তাছাড়া তার স্পষ্ট যুক্তিবাদী মনকে কিছুতেই বর্তমান কাজ থেকে সরিয়ে অতীতের স্মৃতি রোমন্থনের কাজে লাগানো যাবে না। ভগ্ন-স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য স্যার হেনরি ও ডাঃ মর্টিমার দীর্ঘ ভ্রমণের পথে এখন লণ্ডনেই আছে। সেদিন বিকেলেই তারা আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, কাজেই স্বাভাবিকভাবেই সে বিষয়টা আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠল।

হোমস বলল, "যে লোক স্টেপ্‌লটন বলে নিজের পরিচয় দিয়েছিল তার দিক থেকে দেখতে গেলে সমস্ত ঘটনা-প্রবাহটাই সরল ও সহজ ; অবশ্য যেহেতু প্রথম দিকে তার কার্য-কলাপের উদ্দেশ্যটা জানবার কোন উপায় আমাদের ছিল না, এবং প্রকৃত ঘটনারও কিছু কিছু অংশমাত্রই আমরা জানতাম, তাই আমাদের কাছে ব্যাপারটা অত্যন্ত জটিল বলে মনে হয়েছিল। মিসেস স্টেপ্‌লটনের সঙ্গে দু'বার কথা বলার সুযোগ আমার হয়েছে। ফলে সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে এতই পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে এখন আর কোন কিছু অজানা আছে বলে আমি মনে করি না। আমার সূচীবদ্ধ বিবরণী-তালিকায় B-শীর্ষক ঘটনাবলীর মধ্যে খোঁজ করলেই এ ব্যাপারের কিছু মন্তব্য পাবে।"

"তবু দয়া করে তোমার স্মৃতি থেকে ঘটনাবলীর একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ কি তুমি দিতে পার না ?"

"নিশ্চয় পারি, অবশ্য আমি তোমাকে নিশ্চিত করে বলতে পারি না যে সব ঘটনাই ঠিক ঠিক আমার মনে আছে। তীব্র মনঃসংযোগের ফলে অনেক সময়ই অতীত ঘটনা মন থেকে মুছে যায়। যে মামলার কথা কোন ব্যারিস্টারের নখাগ্রে থাকে এবং কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ লোকের সঙ্গেও সে অবলীলাক্রমে যে বিষয় নিয়ে তর্ক-যুদ্ধে মাততে পারে, দু'এক সপ্তাহ পরেই সে মামলার কথা তার মাথা থেকে সম্পূর্ণ উবে যায়। সেই রকম আমার প্রতিটি কেসই তার পূর্ববর্তী নক্সাটার স্থান দখল করে বসে ; ফলে মাদময়-জেল কারেরে এসে বাস্কারভিল হল-এর সব স্মৃতি আমার মন থেকে মুছে দিয়েছে। কাল হয় তো আবার অনবদ্য একটা ছোট সমস্যার উপর আমার নজর পড়বে ; তখন সেই সমস্যাটিই আবার সুন্দরী ফরাসী মহিলা ও কুখ্যাত আপউড-কে স্থানচ্যুত করে দেবে। যা হোক, সেই শিকারী কুকুরের ব্যাপারে যতদূর পারি সব ঘটনাই তোমাকে বলব : যদি কিছু ভুলে যাই মনে করিয়ে দিও।

"আমার অনুসন্ধানের ফলে নিঃসন্দেহে জানতে পারি যে পারিবারিক চিত্র মিথ্যা বলে নি, আর এই লোকটি একজন বাস্কারভিল-বংশধর। স্যার চার্লসের যে ছোট ভাই রজার বাস্কারভিল দুর্নাম মাথায় নিয়ে দক্ষিণ আমেরিকায় পালিয়ে গিয়েছিল এবং সেখানে অবিবাহিত অবস্থায় মারা গিয়েছিল বলে রটেছিল, এই লোকটি তারই ছেলে। আসলে রজার বাস্কারভিল বিয়ে করেছিল, তার একটি ছেলেও জন্মেছিল। এই লোকই সেই ছেলে, যার আসল নাম তার বাবার নামেরই অনুরূপ। সে কোস্টারিকার পরমা সুন্দরী বেরিল গার্সিয়াকে বিয়ে করে এবং অনেক সরকারী টাকা চুরি করে ও নাম পাল্টে ভাণ্ডেলুর ছদ্মনামে ইংলণ্ডে পালিয়ে যায়। সেখানে ইয়র্কশায়ারের পূর্বাঞ্চলে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। এই বিশেষ ধরনের ব্যবসায়ে নামার কারণ, দেশে ফিরবার পথে ক্ষয়রোগগ্রস্ত একজন শিক্ষকের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে এবং সেই লোকের কর্মদক্ষতার সুযোগ নিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে যথেষ্ট সাফল্যও লাভ করে। সেই শিক্ষক ফ্রেজার মারা গেলে যে স্কুল বেশ ভালভাবে শুরু হয়েছিল ক্রমে সেটা খারাপ হতে হতে অখ্যাতি থেকে কুখ্যাতিতে ডুবে গেল। তখন ভাণ্ডেলুর-দম্পতি সুবিধা মত স্টেপ্‌লটন ছদ্মনাম নিল এবং অবশিষ্ট অর্থ, ভবিষ্যতের দুষ্ট পরিকল্পনা এবং প্রাণীতত্ত্বের প্রতি অনুরাগকে সম্বল করে দক্ষিণ ইংলণ্ডে পাড়ি দিল। বৃটিশ মিউজিয়ম থেকে আমি জানতে পেরেছি, এ বিষয়ে সে একজন বিশেষরূপে স্বীকৃত ব্যক্তি এবং ইয়র্কশায়ারে থাকাকালে একটি বিশেষ ধরনের পতঙ্গের বিবরণ সেই প্রথম লিপিবদ্ধ করেছিল বলে তার নাম অনুসারেই সেটার স্থায়ী নামকরণ করা হয়েছে।

"এবার তার জীবনের সেই অধ্যায়ে আমরা প্রবেশ করব যেটা আমাদের কাছে বিশেষভাবে আকর্ষণের বিষয়। লোকটি নিশ্চয় খবর নিয়ে জেনেছিল যে, তার এবং একটি মূল্যবান জমিদারির মধ্যে বিঘা হয়ে আছে মাত্র দুটি প্রাণী। আমার বিশ্বাস, সে যখন প্রথম ডেভনশায়ারে আসে তখন তার মাথায় স্পষ্ট কোন মতলব ছিল না বটে, কিন্তু যে ভাবে সে তার স্ত্রীকে বোন সাজিয়ে নিয়ে এসেছিল তাতেই বোঝা যায় যে গোড়া থেকেই একটা অসাধু উদ্দেশ্য তার ছিল। তার ষড়যন্ত্রের পুরো চেহারাটা কি রকম হবে সে বিষয়ে নিশ্চিত না হলেও স্ত্রীকে টোপ হিসাবে ব্যবহারের ধারণাটা প্রথম থেকেই তার মাথায় ছিল। শেষ পর্যন্ত সে স্থির করল, জমিদারিটা পেতেই হবে, আর সে জন্য যে কোন উপায় বা যে কোন ঝুঁকি নিতে সে প্রস্তুত হল। তার প্রথম কাজই হল পৈত্রিক বাড়ির যতদূর কাছে সম্ভব

একটা বসবাসের ব্যবস্থা করা আর দ্বিতীয় কাজ হল স্যার চার্লস বাস্কারভিল ও অপর প্রতিবেশীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব স্থাপন করা।

"ব্যারনেট নিজেই পারিবারিক শিকারীকুকুরের কাহিনী বলেন এবং নিজের মৃত্যুর পথ তৈরী করে দেন। স্টেপ্‌ল্‌টন, এখন থেকে ঐ নামেই তার উল্লেখ করব, জানত যে বুড়ো মানুষটির হৃদযন্ত্র দুর্বল, যে কোন আঘাতেই তার মৃত্যু ঘটতে পারে। এ সবই সে জেনেছিল ডাঃ মর্টিমারের কাছ থেকে। সে আরও শুনেছিল, স্যার চার্লস অলৌকিকে বিশ্বাস করতেন এবং সেই ভয়াবহ উপকথাটিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন। তার তীক্ষ্ণধী মন সঙ্গে সঙ্গে এমন একটা উপায়ের কথা ভাবল যাতে ব্যারনেটের মৃত্যু ঘটানো যাবে, অথচ প্রকৃত খুনীর উপর দোষটা চাপানো কোন মতেই সম্ভব হবে না।

"ধারণাটাকে মাথায় নিয়ে যথেষ্ট কৌশলের সঙ্গে এবার সেটাকে বাস্তবায়িত করার কাজে সে লেগে গেল। একজন সাধারণ ষড়যন্ত্রকারী হয়তো যে কোন একটা হিংস্র শিকারী-কুকুরকে নিয়েই সন্তুষ্ট থাকত, কিন্তু কৃত্রিম উপায়ে সেটাকে নারকীয় করে তোলার মধ্যেই তার প্রতিভার স্ফুরণ। লন্ডনের ফুলহ্যাম রোডের কুকুর-ব্যবসায়ী "রস অ্যান্ড ম্যাঙ্গল্‌স্"-এর কাছ থেকেই সে কুকুরটাকে কেনে। তাদের হেফাজতে যে ক'টা কুকুর ছিল তাদের মধ্যে এটাই ছিল সব চাইতে শক্তিশালী, সব চাইতে হিংস্র। সে উত্তর ডেভন রেল-পথে সেটাকে নিয়ে আসে এবং যাতে কোন রকম কথা না উঠতে পারে সেজন্য জলাভূমির উপর দিয়ে অনেকটা পথ হাঁটিয়ে সেটাকে বাড়িতে নিয়ে আসে। পতঙ্গ-অভিযানে বেরিয়ে ইতিমধ্যেই সে গ্রিম্‌পেন মহাপংকের ভিতরে ঢুকবার পথ চিনেছিল ; কাজেই জন্তুটাকে লুকিয়ে রাখবার একটা নিরাপদ জায়গাও পেয়ে গেল। এইভাবে সেটাকে খাঁচায় বন্দী করে সুযোগের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

"কিন্তু সুযোগ আর আসে না। বুড়ো ভদ্রলোকটিকে কিছুতেই ভুলিয়ে রাত্রিবেলা বাড়ির বাইরে আনা যায় না। বেশ কয়েকবার শিকারীকুকুরটাকে সঙ্গে নিয়ে স্টেপ্‌ল্‌টন আশেপাশে লুকিয়ে রইল, কিন্তু কোন ফল হল না। এই সব ব্যর্থ অভিযানের সময়ই চাষীরা তাকে, বরং বলা যায় তার সহকারীকে দেখতে পায় এবং একটা দানবীয় কুকুরের কাহিনী নতুন করে প্রমাণিত হয়। সে আশা করেছিল, তার স্ত্রী স্যার চার্লসকে ভুলিয়ে ধ্বংসের পথে টেনে আনতে পারবে, কিন্তু এ ব্যাপারে সে মহিলা অপ্রত্যাশিতভাবে বেঁকে বসল। একটি বৃদ্ধ লোককে ছলা-কলায় ভুলিয়ে তার শত্রুর হাতে তুলে দেবার কাজে সে কিছুতেই সম্মত হল না। ভয় দেখিয়ে, এমন কি—বলতে আমার দুঃখ হচ্ছে—প্রহার করেও তাকে তার মত থেকে নড়ানো গেল না। এ কাজ সে কিছুতেই করল না। ফলে স্টেপ্‌ল্‌টনের পক্ষে কিছুদিনের মত সব ব্যবস্থাটাই তালগোল পাকিয়ে গেল।

"এই বাধা পার হবার একটি মাত্র পথই সে খুঁজে বের করল। স্যার চার্লস তাকে বন্ধু বলেই গণ্য করতেন। ভাগ্যহীনা নারী মিসেস লরা লিয়ন্সকে সাহায্য দেবার ভারটা যদি তিনি স্টেপ্‌ল্‌টনকে দেন, তাহলেই একটা সুযোগ পাওয়া যেতে পারে। অবিবাহিত বলে নিজের পরিচয় দিয়ে সে মহিলাটির উপর পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করে বসল এবং তাকে বোঝাল যে সে যদি তার স্বামীর সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ করতে পারে তাহলেই সে তাকে বিয়ে করবে। ইতিমধ্যেই সে হঠাৎ জানতে পারল যে ডাঃ মর্টিমারের পরামর্শক্রমে স্যার চার্লস অবিলম্বে হল ত্যাগ করে চলে যাবেন। এ বিষয়ে সেও ডাক্তারের সঙ্গে একমত—বাইরে এই রকম ভান করে ভিতরে সে কার্যসিদ্ধির জন্য উঠে-পড়ে লাগল। যা করার এক্ষুণি করতে হবে, অন্যথায় শিকার হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। সুতরাং সে মিসেস লিয়ন্সের উপর চাপ দিল যাতে সে বৃদ্ধ লোকটিকে এই মর্মে অনুরোধ জানিয়ে একখানা চিঠি লেখে যে তিনি যেন লন্ডনে চলে যাবার আগের দিন রাতে তাকে একবার দেখা করবার সুযোগ দেন। তারপর একটা ভাল যুক্তি দেখিয়ে তাকে দেখা করতে যাওয়া থেকে নিবৃত্ত করে এবং এই ভাবে তার বহু-প্রতীক্ষিত সুযোগটি পেয়ে যায়।

"রাতেই কুমব্রে ট্রেসি থেকে গাড়ি চালিয়ে ফিরে এসে যথাসময়ে শিকারীকুকুরটার কাছে যায়, তার গায়ে-মুখে নারকীয় রংটা মাখিয়ে দেয় এবং যে ফটকে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি অপেক্ষা করবেন বলে জানত জানোয়ারটাকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে গিয়ে হাজির হয়। মানবের প্ররোচনায় কুকুরটা লাফ দিয়ে ছোট ফটকটা পার হয়ে মন্দভাগ্য ব্যারনেটকে তাড়া করে। তিনিই প্রাণভয়ে চীৎকার করতে করতে ঝাউ-বীথি ধরে পালাতে চেষ্টা করেন। সেই ছায়াচ্ছন্ন পথের উপর জ্বলন্ত চোয়াল ও প্রদীপ্ত চক্ষু একটা প্রকাণ্ড কালো জানোয়ার শিকারের পিছনে তাড়া করে চলেছে—কী ভয়ংকর সে দৃশ্য ! হৃৎপিণ্ডের রোগে ও আতংকে বৃদ্ধ লোকটি ঝাউ-বীথির শেষ প্রান্তে পৌঁছবার আগেই মাটিতে পড়ে মারা যান। শিকারী কুকুরটা ঘাসে-ঢাকা প্রান্তর ধরে এগোচ্ছিল, আর ব্যারনেট ছুটছিলেন পথটা ধরে, তাই মানুষের পায়ের চিহ্ন ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে নি। তাকে অসাড়ে পড়ে থাকতে দেখে জানোয়ারটা হয় তো তাকে কামড়াতে উদ্যত

হয়েছিল, কিন্তু তাকে মৃত দেখে ফিরে গিয়েছিল। হয় তো সেই সময় তার সেই পায়ের ছাপ পড়েছিল যেগুলি ডাঃ মর্টিমার দেখতে পেয়েছিলেন। শিকারী কুকুরটাকে ডেকে নিয়ে দ্রুতগতিতে গ্রিম্‌পেন মহাপংকের খাঁচায় আটকে রাখা হল, আর এদিকে এমন একটা রহস্যের সৃষ্টি হল যা কর্তৃপক্ষকে বিমূঢ় করে তুলল, গ্রামাঞ্চলে ত্রাসের সঞ্চার করল, এবং শেষ পর্যন্ত কেসটা আমাদের হাতে এসে উঠল।

"স্যার চার্লসের মৃত্যুর ব্যাপার এই পর্যন্তই। এই নারকীয় শয়তানীটা তুমি নিশ্চয় উপলব্ধি করতে পেরেছ ; এর ফলে আসল খুনীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ তোলাই প্রায় অসম্ভব। এমন একটি সহযোগীকে সে খুঁজে বের করেছিল যে কোন দিন তাকে ফাঁসাতে পারত না। আর যে কৌশল সে উদ্ভাবন করেছিল তার অকল্পনীয় অপ্রাকৃত চরিত্রই তাকে আরও ফলপ্রসূ করে তুলেছে। এই কেসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দুটি নারী মিসেস স্টেপ্‌ল্‌টন ও মিসেস লরা লিয়ন্সই স্টেপ্‌ল্‌টনের বিরুদ্ধে একটা তীব্র সন্দেহ পোষণ করতেন। মিসেস স্টেপ্‌ল্‌টন জানতেন যে বৃদ্ধ লোকটির বিরুদ্ধে সে ষড়যন্ত্র করছে। শিকারীকুকুরের অস্তিত্বের কথাও তিনি জানতেন। মিসেস লিয়ন্স এ দুটোর একটাও জানত না, কিন্তু বাতিল সাক্ষাৎকারের যে সময়ের কথাটা একমাত্র সেই জানত ঠিক সেই সময়ই মৃত্যুটা ঘটায় তার মনেও খটকা লেগেছিল। যা হোক, এ দু'জনের উপরেই স্টেপ্‌ল্‌টনের যথেষ্ট প্রভাব ছিল, কাজেই তাদের দিক থেকে তার ভয়ের কিছু ছিল না। তার কাজের প্রথম অংশটা সে বেশ ভালভাবেই হাসিল করেছিল, কিন্তু অধিকতর কঠিন অংশটাই তখনও বাকি।

"জমিদারির একজন উত্তরাধিকারী যে কানাডায় আছে এ খবরটা সম্ভবত স্টেপ্‌ল্‌টন জানত না। সে যাই হোক, বন্ধু ডাঃ মর্টিমারের কাছ থেকে অচিরেই সেটাও সে জানতে পারল। ডাঃ মর্টিমারই হেনরি বাস্কারভিলের আগমনের সব খবর তাকে বিস্তারিতভাবে জানাল। স্টেপ্‌ল্‌টন প্রথমে ভেবেছিল, কানাডা প্রত্যাগত আগন্তুক যুবকটিকে ডেভনশায়ারে আসতে না দিয়ে লণ্ডনেই তার মৃত্যু ঘটবে। বুড়ো মানুষটিকে ফাঁদে ফেলতে অস্বীকার করার পর থেকেই তার স্ত্রীকে সে আর বিশ্বাস করত না। আর পাছে স্ত্রীর উপরে তার প্রভাব হ্রাস পায় সেই ভয়ে তাকে বেশীদিন চোখের বাইরে রাখতেও সে সাহস করত না। সেই কারণে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়েই সে লণ্ডনে যায়। আমি জানতে পারি, তারা ক্ল্যাভেন স্ট্রীটের মেঞ্জবরো প্রাইভেট হোটেলে ওঠে। সাক্ষ্য-প্রমাণের খোঁজে আমার প্রতিনিধি সেখানেও ঢুঁ মেরেছিল। সেখানে স্ত্রীকে একটা ঘরে আটকে রেখে সে দাড়ি লাগিয়ে ছদ্মবেশে ডাঃ মর্টিমারকে অনুসরণ করে বেকার স্ট্রীটে আসে এবং পরে স্টেশনে ও নর্দাম্বারল্যাণ্ড হোটেলেও যায়। ষড়যন্ত্রের কিছুটা অস্পষ্ট ধারণা তার স্ত্রীর ছিল ; কিন্তু পাশবিক নির্যাতনের দরুন স্বামীকে তিনি এতদূর ভয় করতেন যে একটি বিপন্ন লোককে সতর্ক করে দিতে কোন চিঠি লিখতেও তিনি সাহস করেন নি। সে-চিঠি কোন-ভাবে স্টেপ্‌ল্‌টনের হাতে পড়লে আর নিস্তার থাকত না। আমরা জানি যে ঘটনাক্রমে তিনি খবরের কাগজ কেটে সংবাদ-টি তৈরী করেন এবং অপরিচিত হাতে ঠিকানাটা লিখে ফেলেন। সে চিঠি ব্যারনেটের হাতে পৌঁছে তার বিপদ সম্পর্কে প্রথম তাকে সতর্ক করে দেয়।

"স্যার হেনরির পোশাক-পরিচ্ছদের একটা কোন জিনিস হস্তগত করা স্টেপ্‌ল্‌টনের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজন ছিল, যাতে যদি কখনও কুকুরটিকে কাজে লাগাতে হয় তাহলে স্যার হেনরির পিছনে সেটাকে লেলিয়ে দেবার কাজে সেই জিনিসটাকে সে যে কোন সময় ব্যবহার করতে পারে। যথেষ্ট তৎপরতা ও সাহসের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ সে কাজে লেগে গেল। কোন সন্দেহ নেই যে, হোটেলের জুতো ব্রাশ করার লোকটিকে বা দাসীকে প্রচুর ঘুষ দিয়ে সে তাদের এই কাজে লাগায়। ঘটনাচক্রে প্রথম যে জুতোটা তাকে এনে দেওয়া হয় সেটা আনকোরা নতুন, কাজেই তার কাজের পক্ষে একেবারেই অদরকারী। তখন সে-জুতোটা ফেরৎ দিয়ে সে আর এক পাটি জুতো সংগ্রহ করে—এই ঘটনাটিই অত্যন্ত ইঙ্গিতপূর্ণ, কারণ এর ফলেই আমার মনে দৃঢ় ধারণা জন্মাল যে একটা আসল শিকারীকুকুর এর সঙ্গে জড়িত আছে, কারণ একপাটি পুরনো জুতো সংগ্রহ এবং নতুন জুতোর প্রতি এই অনীহা আর কোন কিছু দিয়েই ব্যাখ্যা করা যায় না। কোন ঘটনা যত অপ্রচলিত ও অদ্ভুত হবে তত বেশী যত্ন সহকারে সেটাকে খতিয়ে দেখতে হবে ; আর যে বিষয়টি কোন কেসকে জটিল করে তুলেছে বলে মনে হবে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ভালভাবে বিচার করলে দেখা যাবে সেই বিষয়টিই কেসটিকে ব্যাখ্যা করতে সবচেয়ে বেশী সহায়ক হবে।

"তারপর পরদিন সকালে বন্ধুরা আমাদের বাড়িতে দেখা করতে এল। স্টেপ্‌ল্‌টনও গাড়ি করে তাদের অনু-সরণ করে এল। আমাদের ঘর, আমার চেহারার যে জ্ঞান সে ইতিমধ্যেই সঞ্চয় করেছিল এবং সাধারণভাবে তার যা চাল-চলন—সে সব দেখে আমার মনে হয় যে স্টেপ্‌ল্‌টনের অপরাধী-জীবন শুধুমাত্র বাস্কারভিল-ঘটনাতেই সীমাবদ্ধ নয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গত তিন বছর

যাবৎ পশ্চিম অঞ্চলে চারটি বড় ধরনের চুরি সংঘটিত হয়েছে। তার একটা ক্ষেত্রেও চোর ধরা পড়ে নি। শেষ চুরিটা হয়েছিল গত মে মাসে "ফোকস্টোন কোর্ট"-এ। সেখানে একমাত্র মুখোসধারী চোরকে আচমকা ধরে ফেলায় বাড়ির চাকরটাকে পিস্তলের গুলিতে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। আমার কোন সন্দেহ নেই যে স্টেপ্‌লটন এইভাবেই তার ক্ষয়িষ্ণু আর্থিক সঙ্গতিকে পূরণ করত এবং বছরের পর বছর ধরেই সে একটি বেপরোয়া ও বিপজ্জনক লোক।

"তার উপস্থিত বুদ্ধির একটা নমুনা আমরা পেয়েছিলাম যেদিন সকালে অত্যন্ত কৌশলের সঙ্গে সে আমাদের ফাঁকি দিয়ে চলে যায়। তাছাড়া যেভাবে কোঁচয়ানকে দিয়ে আমার নামটাই আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল তাতে তার সাহসিকতার পরিচয়ও সে রেখেছিল। সেই মুহূর্তেই সে বুঝতে পেরেছিল যে লন্ডনে এ-কেসটার ভার আমি নিয়েছি, কাজেই সেখানে সে আর সুবিধা করতে পারবে না। তাই সে ডার্টমুরে ফিরে আসে এবং ব্যারনেটের আসার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।"

আমি বললাম, "একটু দাঁড়াও। ঘটনাগুলিকে পর পর সাজিয়ে বেশ ভালভাবেই তুমি বর্ণনা করেছ, কিন্তু একটা বিষয় পরিষ্কার করে বল নি। সে যখন লন্ডনে ছিল তখন শিকারীকুকুরটার কি ব্যবস্থা হয়েছিল ?"

"এ ব্যাপারটা নিয়েও আমি ভেবেছি, আর এটা যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাতে কোন সন্দেহ নেই। নিশ্চয়ই তার একটি বিশ্বস্ত অনুচর ছিল, যদিও নিজের সব মতলবের কথা সে তাকে জানাত না। মেরিপিট হাউস-এ একটি বৃদ্ধ চাকর ছিল। তার নাম অ্যাণ্টনি। স্টেপ্‌লটন দম্পতির সঙ্গে তার যোগাযোগ অনেক দিনের, স্কুল চালানোর সময় থেকেই, কাজেই তার মনিব ও মনিবনী যে আসলে স্বামী-স্ত্রী সেটা সে ভালই জানত। সে লোকটি উধাও হয়ে গেছে, এ দেশ থেকেই পালিয়ে গেছে। আর একটা কথাও উল্লেখযোগ্য যে, অ্যাণ্টনি নামটা ইংলণ্ডে প্রচলিত নয়, অথচ সারা স্পেন-এ অথবা স্পেনীয়-মার্কিন দেশগুলিতে অ্যাণ্টনিয়ো খুবই প্রচলিত নাম। মিসেস স্টেপ্‌লটন-এর মত সে লোকটিও ভাল ইংরেজি বলতে পারে, অবশ্য কথায় একটা অদ্ভুত টান থাকে। আমি নিজের চোখে সেই বুড়ো লোকটিকে স্টেপ্‌লটন-এর আবিষ্কৃত পথ ধরে গ্রিম্‌পেন মহাপংক পার হতে দেখেছি। সুতরাং এটাই সম্ভব যে মনিবের অনুপস্থিতিতে সেই লোকটিই কুকুরটার দেখাশুনা করত, যদিও জন্তুটাকে কোন্ উদ্দেশ্যে সেখানে রাখা হয়েছিল তা হয় তো সে মোটেই জানত না।

"স্টেপ্‌লটনরা তখন ডেভনশায়ারে ফিরে গেল এবং তার পরে পরেই স্যার হেনরি ও তুমি সেখানে গেলে। সে সময়ে আমার মনের অবস্থা সম্পর্কে একটি কথা এখানে বলি। তোমার হয় তো মনে আছে, যে কাগজের উপর ছাপা অক্ষরগুলি সাঁটা হয়েছিল সেটাকে ভাল করে পরীক্ষা করবার সময় আমি কাগজের জলছাপটা দেখতে চেষ্টা করি। তা করতে গিয়ে কাগজখানাকে চোখের কয়েক ইঞ্চির মধ্যে তুলে ধরতেই শ্বেত জুঁইয়ের একটা মৃদু গন্ধ আমার নাকে আসে। পঁচাত্তর রকমের গন্ধদ্রব্য আছে, আর যে কোন অপরাধবিশেষজ্ঞের পক্ষে সেগুলিকে আলাদা করে চিনতে পারা একান্ত প্রয়োজন, কারণ আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলতে পারি যে, চট-জলদি গন্ধের স্বরূপ চিনতে পারার উপরে অনেক ক্ষেত্রেই অনুসন্ধানের সাফল্য নির্ভর করে। ঐ গন্ধ থেকেই বুঝতে পারি যে এর সঙ্গে একটি মহিলা জড়িত আছেন আর তখনই চিন্তাধারা স্টেপ্‌লটনদের দিকে ঘুরে যায়। এইভাবে পশ্চিমাঞ্চলে যাবার আগেই আমি একটা শিকারী কুকুর সম্পর্কে নিশ্চিত হই এবং অপরাধী সম্পর্কেও একটা ধারণা গড়ে তুলি।

"আমার কাজই ছিল স্টেপ্‌লটন-এর উপর নজর রাখা। সহজেই বুঝতে পার যে তোমার সঙ্গে থেকে সে-কাজটা আমি করতে পারতাম না, কারণ সেক্ষেত্রে সে সব সময়ই সতর্ক হয়ে চলত। সুতরাং সকলকে, এমন কি তোমাকেও, লুকিয়ে আমি গোপনে এখানে চলে এলাম, যদিও তখন আমার লন্ডনেই থাকবার কথা। তুমি যতটা ভাবছ তত কিছু কষ্ট আমার হয় নি, যদিও কোন তদন্তের ব্যাপারে এ সব ছোটখাট অসুবিধা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। অধিকাংশ সময় আমি কুমবে ট্রেসিতেই কাটাতাম, এবং ঘটনাস্থলের কাছাকাছি থাকবার দরকার হলে তবেই জলাভূমির কুঁড়েঘরটা ব্যবহার করতাম। কার্টরাইট আমার সঙ্গেই এসেছিল; গ্রাম্য ছোকরার ছদ্মবেশে সে আমার অনেক কাজে লেগেছে। আমি যখন স্টেপ্‌লটন-এর উপর নজর রাখতাম, সে তখন প্রায়ই নজর রাখত তোমার উপর, আর এইভাবে সবগুলো সুতোই আমার হাতে ধরা থাকত।

"তোমাকে আগেই বলেছি, বেকার স্ট্রীট থেকে তৎক্ষণাৎ কুমবে ট্রেসিতে পাঠানো হত বলে তোমার প্রতিবেদনগুলি অত্যন্ত দ্রুত আমার হাতে এসে পৌঁছত। সেগুলো আমার খুব কাজে লেগেছে, বিশেষ করে স্টেপ্‌লটন-এর জীবনীর যে সঠিক বিবরণটা তুমি পাঠিয়েছিলে সেটা। তা থেকেই ঐ দুটি পুরুষ ও নারীর আসল পরিচয় আমি জানতে পারি এবং এ সম্পর্কে নিজের অবস্থাটাও বুঝতে পারি। পলাতক কয়েদী এবং ব্যারিমোর-

দম্পতির সঙ্গে তার সম্পর্কের ঘটনা সমস্ত ব্যাপারটাকে যথেষ্ট জটিল করে তুলেছিল। অবশ্য তুমি বেশ কৃতিত্বের সঙ্গেই সে ব্যাপারটাও পরিষ্কার করে ফেলেছিলে, যদিও আমি নিজেও ইতিমধ্যেই ঐ একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলাম।

"তুমি যখন জলাভূমিতে আমাকে আবিষ্কার করলে তখন সমস্ত ব্যাপারটা আমি পুরোপুরি জেনে ফেলেছি, কিন্তু তখনও জুরীদের সামনে তুলে ধরবার মত কোন অভিযোগ গড়ে তুলতে পারি নি। এমন কি সেদিন রাতে স্যার হেনরির উপর আক্রমণের যে চেষ্টা স্টেপ্‌লটন করেছিল, যার ফলে বেচারি কয়েদীটির মৃত্যু ঘটল, তাতেও এই লোকটার বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ প্রমাণের দিক থেকে কোন সহায়তা হল না। এ পরিস্থিতিতে তাকে হাতেনাতে ধরা ছাড়া আর কোন বিকল্প রইল না, আর সে কাজ সম্পন্ন করতে একক ও আপাতদৃষ্টিতে অরক্ষিত অবস্থায় স্যার হেনরিকেই টোপ হিসাবে ব্যবহার করতে হল। তাই আমরা করলাম, এবং আমাদের মক্কেলকে একটা কঠোর ধাক্কার মুখে ঠেলে দেবার বিনিময়ে আমরা আমাদের উদ্দেশ্যকে সফল করলাম, আর স্টেপ্‌লটনকে ঠেলে দিলাম ধ্বংসের মুখে। আমি স্বীকার করছি, স্যার হেনরিকে এরকম বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়ার জন্য আমার ব্যবস্থাপনা অবশ্যই নিন্দার্হ কিন্তু জানোয়ারটা যে এ রকম একটা ভয়ংকর শ্বাসরোধকারী মূর্তি নিয়ে হাজির হতে পারে আগে থেকে সেটা জানবার কোন উপায়ই আমাদের ছিল না; তাছাড়া যে ঘন কুয়াসার জন্য সেটা এমন হঠাৎ এসে হাজির হতে পেরেছিল সেটার কথাও আমরা আগে থেকে ভাবতে পারি নি। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এবং ডাঃ মর্টিমার দু'জনেই আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন, যে-মূল্যে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে সেটা একটা ক্ষণস্থায়ী রোগ। একটা দীর্ঘ দেশ-ভ্রমণের ফলেই আমাদের বন্ধু শুধু যে নষ্টস্বাস্থ্য ফিরে পাবে তাই নয়, তার মানসিক ক্ষোভও বিদূরিত হবে। মহিলাটিকে সে গভীর আন্তরিকতার সঙ্গেই ভালবেসেছিল, আর তাই সে যে এই মহিলাটি কর্তৃক প্রতারিত হয়েছে সেটাই তার কাছে এই কুৎসিত কাহিনীটির বিষণ্ণতম অধ্যায়।

"আগাগোড়া এই মহিলাটির ভূমিকাটি কি ছিল সেটা বলাই এখন বাকি আছে। কোন সন্দেহ নেই যে মহিলাটির উপর স্টেপ্‌লটন-এর যথেষ্ট প্রভাব ছিল; সেটা প্রেমের জন্য বা ভয়ের জন্যও হতে পারে, অথবা হয় তো এই দুটি মনোভাবই একত্রে কাজ করেছে, কারণ এ দুটি পরস্পর-বিরোধী অনুভূতি নয়। অন্তত সে প্রভাব খুবই কার্যকর হয়েছিল। তার আদেশেই তিনি তার বোন হিসাবে পরিচয় দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন, যদিও সে যখন খুনের ব্যাপারে মহিলাটিকে প্রত্যক্ষভাবে জড়াতে চাইল তখনই সে তার প্রভাবের সীমাটা উপলব্ধি করতে পারল। স্বামীকে বিপন্ন না করে যতদূর সম্ভব তিনি স্যার হেনরিকে সতর্ক করে দিতে চেয়েছেন, বারবার সে-চেষ্টাও তিনি করেছেন। স্টেপ্‌লটন নিজেও ঈর্ষার ঊর্ধ্বে ছিল না; ব্যারনেট যখন মহিলাটির কাছে প্রেম নিবেদন করছিল তখন সেটা তার নিজের পরিকল্পনার অংশ হওয়া সত্ত্বেও সে তীব্রভাবে তাতে বাধা দিয়েছিল এবং তখনই তার আপাত সংযত চরিত্রের আড়ালে লুকিয়ে রাখা অগ্নিগর্ভ মনটা বাইরে ফুটে বেরিয়েছিল। সে নিশ্চিতভাবে জানত যে, তাদের দু'-জনের ঘনিষ্ঠতাকে উৎসাহ দিলে স্যার হেনরি মাঝে মাঝেই মেরিপিট হাউসে আসবে এবং আজ হোক কাল হোক সেও তার আকাংখিত সুযোগটা পেয়ে যাবে। কিন্তু চরম দিনটিতে তার স্ত্রী হঠাৎ ভয়ানক বেঁকে বসলেন। কয়েদীর মৃত্যুর ব্যাপার তিনি কিছুটা জেনেছিলেন; তিনি আরও জানতেন যে স্যার হেনরি যে-রাতে নিমন্ত্রণ খেতে আসবে তখন শিকারীকুকুরটাকে বাইরের বাড়িতে আটকে রাখা হবে। আসন্ন অপরাধের জন্য স্বামীকে দায়ী করতেই একটা ভীষণ দৃশ্যের অবতারণা হল এবং তখনই তিনি প্রথম জানতে পারলেন যে স্বামীর ভালবাসার ক্ষেত্রেও তার একজন প্রতিদ্বন্দ্বী আছে। মুহূর্তের মধ্যে তার বিশ্বস্ততা তীব্র ঘৃণায় রূপান্তরিত হল, আর স্টেপ্‌লটনও বুঝতে পারল যে তিনি হয় তো সব কথা ফাঁস করে দেবেন। সুতরাং সে তাকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলল যাতে তিনি স্যার হেনরিকে সতর্ক করে দেবার কোন সুযোগ না পান। স্টেপ্‌লটন অবশ্য আশা করেছিল যে গ্রামাঞ্চলের সমস্ত মানুষ যখন ব্যারনেটের মৃত্যুকে পারিবারিক অভিশাপের ফল বলে মনে করবে, তখন সেও তার স্ত্রীকে নিজের পক্ষে টেনে এনে ঘটনাটাকে মেনে নেওয়াতে এবং এ ব্যাপারে আর কোন রকম উচ্চবাচ্য না করে চুপ করিয়ে রাখতে পারবে। আমি কিন্তু মনে করি, এ ব্যাপারে স্টেপ্‌লটন হিসাবে ভুল করেছিল এবং আমরা যদি এ ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত নাও থাকতাম তাহলেও ভাগ্যের হাতে সে নিস্তার পেত না। যে মহিলার ধমনিতে স্পেনীয় রক্ত প্রবাহিত তিনি কখনও এত অল্পে এত বড় আঘাতকে ক্ষমা করতেন না। দেখ প্রিয় ওয়াটসন, আমার লেখাগুলোর সাহায্য না নিয়ে এই বিচিত্র ঘটনার এর চাইতে বিস্তারিত বিবরণ আমি দিতে পারব না। কোন প্রয়োজনীয় কথা বাদ পড়ে গেল কি না আমি জানি না।"

"ভৌতিক শিকারীকুকুরের ভয় দেখিয়ে যে ভাবে সে বৃদ্ধ জেঠামশায়কে খুন করেছিল, সে ভাবে স্যার হেনরিরও মৃত্যু ঘটাতে পারবে এ আশা তো সে করতে পারে না।"

"জানোয়ারটা ছিল হিংস্র অর্ধভুক্ত। তাকে দেখে শিকার যদি ভয়ে মারা নাও যায় তাহলেও অন্ততপক্ষে বাধা দেবার শক্তি তো সে নিশ্চয় হারিয়ে ফেলবে।"

"নিঃসন্দেহে। একটা অসুবিধা এখনও রয়ে যাচ্ছে। স্টেপ্‌লটন যদি জমিদারির উত্তরাধিকার পেত তাহলেও সে বংশেরই লোক হয়ে অন্য নাম নিয়ে নিজের বাড়ির এত কাছে এতদিন ধরে বাস করছিল কেন, তার কি কৈফিয়ৎ সে দিত? সন্দেহ ও তজ্জনিত তদন্তকে এড়িয়ে সে কেমন করে জমিদারি দাবী করতে পারত?"

"এটা খুবই দুর্ভেদ্য বাধা। আমার তো ভয় হচ্ছে এ সমস্যার সমাধান যদি তুমি আমার কাছে আশা করে থাক, তাহলে সে আশা সুদূরপরাহত। অতীত ও বর্তমানই আমার অনুসন্ধানের এলাকা, কিন্তু একটা লোক ভবিষ্যতে কি করবে সে প্রশ্নের জবাব দেওয়া বড় শক্ত। মিসেস স্টেপ্‌লটন বিভিন্ন সময়ে তার স্বামীকে এ-সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে শুনেছেন। তিনটি সম্ভাবিত পথ খোলা ছিল। দক্ষিণ আমেরিকা থেকেই সে সম্পত্তি দাবী করতে পারত, সেখানকার বৃটিশ কর্তৃপক্ষের কাছেই নিজের পরিচয় প্রমাণিত করত এবং এইভাবে ইংলণ্ডে না এসেই সম্পত্তির মালিক হয়ে বসতে পারত; অথবা প্রয়োজনীয় কিছুটা ব্যাপক ছদ্মবেশ নিয়ে সে লণ্ডনেই থাকতে পারত; অথবা এমনও হতে পারে যে যথেষ্ট প্রমাণ-পত্র দাখিল করে একজন সহযোগীকে সে উত্তরাধিকারী-রূপে উপস্থিত করত এবং তার আয়ের একটা অংশের উপর নিজের দাবীকে অক্ষুণ্ণ রাখত। তাকে যতটা জেনেছি তাতে এ সব বাধা পার হবার একটা না একটা পথ যে সে বার করতে পারতই সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। দেখ ভাই ওয়াটসন, গত কয়েক সপ্তাহ ধরে আমাদের দু'জনেরই কঠোর পরিশ্রম গেছে; কাজেই আমি মনে করি, আজকের সন্ধ্যায় আমাদের চিন্তার ধারাকে অধিকতর সুখকর কোন খাতে প্রবাহিত করাই ভাল। "লে হুগেনৎস্"-এর জন্য একটা "বক্স" আমার নামে রিজার্ভ করা আছে। দ্য রেজ্‌কে-র নাম কি তুমি শুনেছ? অতএব আধ ঘণ্টার মধ্যে তৈরী হয়ে নেবার কষ্টটুকু কি তোমাকে দিতে পারি? আর সেখানে যাবার পথেই যৎসামান্য কিছু খেয়ে নিতে মার্‌সিনি-তে একটু থেমে যেতে পারি কি?"

www.boiRboi.net

boiRboi.net

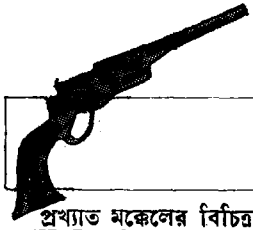

প্রখ্যাত মক্কেলের বিচিত্র ঘটনা

The Adventure of the illustious client

দশ বছরের মধ্যে দশম বার যখন শার্লক হোমসের কাছে নিম্ন-লিখিত কাহিনীটি প্রকাশের অনুমতি চাইলাম তখন সে মন্তব্য করল, "এ-কাহিনী এখন আর আঘাত করতে পারবে না।" যে ঘটনা আমার বন্ধুর জীবনে একটি পরম মুহূর্তরূপে দেখা দিয়েছিল তাকে লিপিবদ্ধ করবার অনুমতি শেষ পর্যন্ত আমি এইভাবেই পেলাম।

আমাদের দু'জনেরই টার্কিশ বাথ-এর প্রতি একটা দুর্বলতা ছিল। সেখানকার ড্রেসিং-রুমএর আরামদায়ক বিশ্রামের অবসরে ধূমপান করতে করতে তাকে যে রকম কথায় পেয়ে বসেছিল ও তার ভিতরকার মানুষটি যেভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল তেমনটি সচরাচর ঘটে না। নর্দাম্বারল্যাণ্ড অ্যাভেনিউ-র দোকানের উপরতলার একটি নিভৃত কোণে পাশাপাশি দু-খানি কোচ পাতা আছে। যেদিনটাতে আমার এই কাহিনীর শুরু ১৯০২ সালের সেই তেরা সেপ্টেম্বর তারিখে আমরা দু'জন সেই দু'খানি কোচে শুয়েছিলাম। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে কিনা। তার জবাবে গায়ে ঢাকা-দেওয়া চাদরটার ভিতর থেকে লম্বা, সরু হাতটা বের করে পাশে ঝোলানো কোটের ভিতরের পকেট থেকে একখানা লম্বা খাম সে বের করেছিল।

চিঠিখানা আমার হাতে দিয়ে সে বলল, "অকারণে হৈ-চৈকারী কোন আত্মম্ভরী বোকা লোকের কাণ্ড-কারখানাও হতে পারে, আবার জীবন-মরণের ব্যাপারও হতে পারে। এই চিঠিতে যা লেখা আছে তার বেশী কিছুই আমি জানি না।"

চিঠিখানা এসেছে কার্লটন ক্লাব থেকে, আগের দিন সন্ধ্যার তারিখ দেওয়া। আমি পড়তে লাগলাম :

"স্যার জেমস ডেমারি মিঃ শার্লক হোমসকে তার অভিবাদন জানাচ্ছেন, আগামীকাল ৪-৩০ মিনিটে তিনি তার সঙ্গে দেখা করতে যাবেন। স্যার জেমস জানাচ্ছেন, যে-বিষয় নিয়ে তিনি মিঃ হোমসের সঙ্গে পরামর্শ করতে চান সেটি খুবই গোপনীয় ও গুরুতর। সুতরাং তিনি আশা করেন যে, মিঃ হোমস এই সাক্ষাৎকারে সম্মত হবেন এবং টেলিফোনে কার্লটন ক্লাবকে তার সম্মতি জানিয়ে দেবেন।"

কাগজখানা তাকে ফিরিয়ে দিলাম। হোমস বলল, "বলাই বাহুল্য আমি সম্মতি জানিয়ে দিয়েছি। এই ডেমারী লোকটি সম্পর্কে কিছু জান কি?"

"শুধু এইটুকু জানি যে সমাজে নামটি খুবই পরিচিত।"

"দেখ, আমি কিন্তু আরও কিছু বেশী বলতে পারি। যে সব বিষয় খবরের কাগজে প্রকাশ করা যায় না তার সুব্যবস্থা করার একটা সুনাম তার আছে। হ্যামারফোর্ড দান-পত্রের ব্যাপারে স্যার জর্জ লিউইসের সঙ্গে তার পত্র-বিনিময়ের কথা তোমার হয় তো মনে আছে। লোকটি বাস্তবধর্মী, কূটনীতি-প্রবণ। সুতরাং আমি আশা করতে বাধ্য যে এটা কোন ধাপ্পা নয়, সত্যি সত্যি আমাদের সাহায্যের প্রয়োজন তার আছে।"

"আমাদের?"

"অবশ্য তুমি যদি রাজী থাক ওয়াটসন।"

"সেটা তো আমার পক্ষে সম্মানের কথা।"

"তাহলে সময়টা তো জানলেই—চারটে ত্রিশ। ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যাপারটা আমাদের মাথা থেকে সরিয়ে রাখতে পারি।"

সে সময় আমি কুইন আন স্ট্রীটে আমার নিজের বাসায় থাকতাম। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের আগেই বেকার স্ট্রীটে গিয়ে হাজির হলাম। ঠিক সাড়ে চারটের সময় কর্ণেল স্যার জেমস ডেমারির আগমন ঘোষণা করা হল। তার বর্ণনা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন, কারণ তার অকপট, সৎ ব্যক্তিত্ব, চওড়া, পরিষ্কার-কামানো মুখ, আর সর্বোপরি তার শ্রবণ-সুখকর নরম কণ্ঠস্বর—এ সব তো অনেকেরই জানা। তার ধূসর দুটি আইরিশ চোখে সরলতা ঝলমল করে, তার চঞ্চল হাস্যময় ঠোঁটে নির্দোষ ফূর্তি খেলা করে বেড়ায়। তার ঝকঝকে টপ-হ্যাট, গাঢ় ফ্রক-কোট, কালো সাটিনের গলাবন্ধের মুক্তোর পিন থেকে বার্নিশ-করা জুতো ও ল্যাভেণ্ডার-রঙের মোজা পর্যন্ত সব কিছুতেই পোশাক-পরিচ্ছদের সুচারু যত্নের জন্য সে বিখ্যাত। প্রভুত্বব্যঞ্জক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিটি যেন আমাদের ঘর জুড়ে বসল।

বিনীত অভিবাদন জানিয়ে সে বলল, "অবশ্য আমি জানতাম ডাঃ ওয়াটসনকেও দেখতে পাব। তার সহযোগিতাও খুবই দরকার : কি জানেন মিঃ হোমস, এ ক্ষেত্রে এমন একটি লোকের সঙ্গে আমাদের লড়তে হবে যার কাছে হিংসা একটা পরিচিত ব্যাপার, যে কোন কিছুতেই লেগে থাকে না। আমি বলতে চাই, তার চাইতে সাংঘাতিক লোক সারা ইওরোপে আর নেই।"

হোমস হেসে বলল, "এই প্রশস্তিবাচক উপাধি যাদের প্রসঙ্গে ব্যবহার করা হয়ে থাকে সে রকম কিছু কিছু প্রতিপক্ষের সঙ্গে আমার আগেই দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে।

আপনি ধূমপান করেন তো? তাহলে আমার পাইপটা ধরালে ক্ষমা করবেন। আপনার এই লোক যদি স্বর্গত অধ্যাপক মরিয়ার্টি বা জীবিত কর্ণেল সেবাস্টিয়ান মোরান অপেক্ষাও বেশী সাংঘাতিক হয়ে থাকে, তাহলে তিনি সাক্ষাতের যোগ্য লোক বটে। তার নামটি জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?"

"ব্যারণ গ্রুণার-এর নাম কি কখনও শুনেছেন?"

"সেই অস্ট্রিয় হত্যাকারীর কথা বলছেন তো?"

কর্ণেল ডেমারি চামড়ার দস্তানা পরা হাতটা তুলে হেসে উঠল। "আপনার সঙ্গে আর পারা গেল না মিঃ হোমস। আশ্চর্য! তাহলে আপনি তাকে ইতিমধ্যেই হত্যাকারী সাব্যস্ত করে ফেলেছেন?"

"ইওরোপীয় মহাদেশে যে সব অপরাধ ঘটে তার বিস্তারিত বিবরণ অনুধাবন করাই আমার কাজ। প্রাগে যা ঘটেছে তা পড়বার পরে লোকটার অপরাধ সম্পর্কে কার মনে সন্দেহ থাকবে। আইনের একটি বিশেষ ধারা ও জনৈক সাক্ষীর সন্দেহজনক মৃত্যুর দরুনই সে বেঁচে গেল। একজন প্রত্যক্ষদর্শীর মতই আমি নিশ্চিত যে স্পলুজেন-এর তথাকথিত 'দুর্ঘটনার' সময় সেই তার স্ত্রীকে খুন করেছে। আমি আরও জানতাম, হয় তো আমার জন্য কিছু কাজের সংস্থান সে করে দিতে পারবে এটা বুঝতে পেরেই সে ইংলণ্ডে এসেছিল। এখন ব্যারণ গ্রুণার কি করেছে তাই বলুন। সেই পুরনো দুর্ঘটনাই আবার ঘটে নি তো?"

"না। তার চাইতেও গুরুতর ব্যাপার। অপরাধের প্রতিশোধ নেওয়া বড় কথা, কিন্তু অপরাধ রোধ করা আরও বড় কথা। মিঃ হোমস, একটি ভয়ংকর ঘটনা, একটি নিষ্ঠুর পরিস্থিতি আপনার চোখের সামনেই ঘটতে চলেছে, তার পরিণতি কি হবে আপনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন, অথচ তার কোন প্রতিকারই করতে পারছেন না, সেটা বড়ই ভয়াবহ অবস্থা। এর চাইতে শোচনীয় অবস্থায় মানুষ কখনও পড়েছে কি?"

"হয় তো না।"

"তাহলে যে মক্কেলের স্বার্থে আমি কাজ করছি আপনি নিশ্চয় তার প্রতি সহানুভূতি দেখাবেন।"

"আপনি যে একজন দালাল মাত্র সেটা আমি বুঝতে পারি নি। আসল লোকটি কে?"

"মিঃ হোমস, আমার অনুরোধ সে বিষয়ে চাপ দেবেন না। তার সম্মানিত নামটাকে এ ব্যাপারের মধ্যে টেনে আনা হবে না এ-কথা তাকে আমি দিয়েছি, আর সে কথা রাখতেই হবে। তার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সম্মানজনক ও উপকারীর্থা-প্রসূত, কিন্তু তিনি নিজেকে অজ্ঞাত রাখতে চান। অবশ্য এ-কথা বলাই বাহুল্য যে আপনার পারিশ্রমিক সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, আর আপনি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করতেও পারবেন। এ অবস্থায় আপনার মক্কেলের আসল নামটা নিশ্চয়ই অবান্তর।

হোমস বলল, "আমি দুঃখিত, আমার মামলার ব্যাপারে রহস্যটাকে একদিকে রাখতেই আমি অভ্যস্ত; দুটো দিকই রহস্যময় হলে ব্যাপারটা বড়ই গোলমেলে হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই স্যার জেমস, আমার আশংকা হচ্ছে যে এ কাজ নিতে আমি অক্ষম।"

আমাদের অতিথি খুবই বিচলিত হয়ে পড়ল। তার স্পর্শকাতর বড় মুখখানি আবেগে ও হতাশায় কালো হয়ে গেল।

সে বলল, "মিঃ হোমস, আপনার কাজের সম্পূর্ণ ফলাফলটা আপনি হৃদয়ঙ্গম করতে পারছেন না। আপনি আমাকে গুরুতর উভয় সংকটের মধ্যে ফেলে দিয়েছেন, কারণ আমি নিশ্চিত জানি যে সমস্ত ঘটনা জানাতে পারলে এ কেসটা গ্রহণ করতে আপনি গর্ববোধ করতেন, অথচ একটা প্রতিশ্রুতির জন্য সব কথা আমি খুলে বলতেও পারছি না। অন্তত যতটা বলা সম্ভব ততটা বলতে পারি কি?"

"নিশ্চয় পারেন, কিন্তু কথা রইল যে আমি কোন রকম কথা দিচ্ছি না।"

"সেই কথাই রইল। প্রথমত, নিঃসন্দেহে আপনি জেনারেল দ্য মারভিল-এর কথা শুনেছেন?"

"খাইবার-খ্যাত দ্য মারভিল তো? হ্যাঁ, তা শুনেছি।"

"তার একটি মেয়ে আছে, ভায়লেট দ্য মারভিল; যুবতী, ধনী, সুন্দরী, রুচিবতী, সব দিক থেকেই একটি আশ্চর্য নারী। তার সেই কন্যা, সেই মনোরমা, নির্দোষ মেয়েটিকে একটা শয়তানের কবল থেকে বাঁচাবার চেষ্টাই আমরা করছি।"

"তাহলে তার উপর ব্যারণ গ্রুণারের বেশ প্রভাব আছে বলুন?"

"মেয়েদের বেলায় সবচাইতে শক্তিশালী যে প্রভাব—সেই প্রেমের প্রভাব। আপনিও হয় তো শুনেছেন, লোকটা অসাধারণ সুদর্শন, অত্যন্ত আকর্ষণীয় তার আচার-আচরণ, শান্ত কণ্ঠস্বর, আর সেই রোমান্স ও রহস্যের একটা পরিমণ্ডল মেয়েদের কাছে যার মূল্য অনেকখানি। শোনা যায়, নারীমাত্রই তার করুণাপ্রার্থী, আর সেই সুযোগ সে পুরোপুরিই গ্রহণ করে থাকে।"

"মিস ভায়লেট দ্য মারভিল-এর মত একটি মহিলার সঙ্গে ও রকম একটা লোকের সাক্ষাৎ ঘটল কেমন করে?"

"ঘটেছিল ভূমধ্যসাগরে একটি নৌ-যাত্রার অবকাশে। দলের নির্বাচিত সদস্যরা সকলেই যার যার ভাড়া দিয়েছিল। প্রথমে উদ্দোক্তারা ব্যারণের প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে পারে নি; যখন বুঝল তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। শয়তানটা

মহিলার সঙ্গে ভিড়ে গেল এবং তার ফলে তার হৃদয় সম্পূর্ণ জয় করে নিল। মহিলাটি তাকে ভালবাসে বললে কিছুই বলা হয় না। সে বোকার মত লোকটার পিছন পিছন ঘোরে। লোকটা তার মনকে সম্পূর্ণ অধিকার করে বসেছে। যেন তার বাইরে এ জগতে আর কিছু নেই। তার বিরুদ্ধে একটি কথাও মহিলাটি শুনতে চায় না। তার এই পাগলামি দূর করবার অনেক চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু সব বৃথা ; মোট কথা, পরের মাসেই সে ঐ লোকটিকে বিয়ে করছে। সে সাবালিকা, তার ইচ্ছাশক্তি লৌহকঠিন, কাজেই কি করে যে তাকে বাধা দেওয়া যাবে জানি না।"

"অস্ট্রিয়ার ঘটনাটা কি সে জানে?"

"চতুর শয়তানটা তার অতীত জীবনের প্রতিটি অখাদ্য কুৎসার কথাই তাকে বলেছে, কিন্তু এমনভাবে বলেছে যে নিজেকে একটি নির্দোষ শহীদরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে সে সক্ষম হয়েছে। মহিলা সর্বদা তার কথাই বিশ্বাস করে, অন্য কারও কথাই শোনে না।"

"আরে মশায়! অন্যমনস্কভাবে আপনি কি আপনার মক্কেলের নামটাই বলে ফেলেন নি? তিনি তো জেনারেল দ্য মারভিল।"

আমাদের অতিথি চেয়ারে নড়েচড়ে বসল।

"মিঃ হোমস, সে কথা বলে আমি আপনাকে ঠকাতে পারতাম, কিন্তু সেটা ঠিক হত না। দ্য মারভিল একেবারেই ভেঙ্গে পড়েছেন। এই ঘটনায় সেই শক্ত সমর্থ সৈনিকটি একেবারেই পর্যুদস্ত হয়ে পড়েছেন। যে স্নায়ুর শক্তি তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে কখনও হারান নি এখন তাও হারিয়ে ফেলে একটি দুর্বল, স্খলিতপদ বৃদ্ধে পরিণত হয়েছেন ; ঐ অস্ট্রিয়াবাসীর মত একটি তীক্ষ্ণধী, শক্তিমান শয়তানের সঙ্গে লড়াই করবার ক্ষমতাই তার নেই। আমার মক্কেল তাঁরই জনৈক প্রাক্তন বন্ধু ; জেনারেলের সঙ্গে তার অনেক দিনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ; এই যুবতীটি যখন খাটো ফ্রক পরে বেড়াত তখন থেকেই লোকটি তাকে বাবার মতই স্নেহ করেন। প্রতিরোধের কোন রকম চেষ্টা না করে এই দুর্ঘটনা ঘটতে দিতে তিনি রাজী নন। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের পক্ষে হস্তক্ষেপ করবার মতও কিছু নেই। আপনার সঙ্গে পরামর্শের প্রস্তাবও তিনিই দিয়েছেন, তবে একটা স্পষ্ট শর্ত রেখেছেন যে ব্যক্তিগতভাবে তাকে এ ব্যাপারের সঙ্গে জড়ানো চলবে না। মিঃ হোমস, আমাকে অনুসরণ করেই আমার মক্কেলকে খুঁজে বের করবার ক্ষমতা যে আপনার আছে সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই ; কিন্তু আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, সে কাজ করবেন না, তাঁর অপরিচয়ের আবরণ উন্মোচন করবেন না।"

হোমস অদ্ভুতভাবে হেসে উঠল।

বলল, "মনে হচ্ছে, সেটুকু কথা আপনাকে অনায়াসেই দিতে পারি। সেই সঙ্গেই বলি, আপনার সমস্যাটা আমার আগ্রহ সৃষ্টি করেছে, এ ব্যাপারে মনোযোগ দিতে আমি রাজী। আপনার সঙ্গে যোগাযোগ রাখব কেমন করে?"

"কার্লটন ক্লাব-এ খোঁজ করলেই আমাকে পাবেন। জরুরী প্রয়োজন হলে টেলিফোন করবেন 'এক্স-এক্স ৩১'-এ।"

সেটা লিখে নিয়ে স্মরণিকা-পুস্তকটি হাঁটুর উপর খোলা রেখে হোমস বসে বসে হাসতে লাগল।

"ব্যারণ-এর বর্তমান ঠিকানাটা দয়া করে বলবেন কি?"

"কিংসটন-এর কাছে, ভার্ণন লজ। বাড়িটা মস্ত বড়। কালোবাজারে কতকগুলি লেন-দেনে ভাগ্য খুলে যাওয়ায় সে এখন বেশ ধনী মানুষ, আর তার ফলে স্বাভাবিকভাবেই সে আরও বিপজ্জনক প্রতিপক্ষ হয়ে উঠেছে।"

"বর্তমানে সে কি বাড়িতেই আছে?"

"হ্যাঁ।"

"যা আগেই বলেছেন তাছাড়া লোকটি সম্পর্কে আর কোন তথ্য দিতে পারেন কি?"

"তার স্বভাব ব্যয়বহুল। খুব ঘোড়ার ভক্ত। হার্লিংহামে কিছুদিন পোলো খেলেছিল, কিন্তু প্রাণের ব্যাপারটা প্রচার হয়ে যাওয়ায় ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। বই ও ছবি সংগ্রহের নেশা আছে। লোকটি শৈল্পিক চেতনায় সমৃদ্ধ। আমার ধারণা, চৈনিক কবিতার একজন প্রকৃত সমঝদার হিসাবে তার স্বীকৃতি আছে ; ঐ বিষয়ের উপর একখানা বইও লিখেছে।"

হোমস বলল, "একটি জটিল চরিত্র। সব বড় বড় দুর্বৃত্তদেরই এটা থাকে। আমার পুরনো বন্ধু চার্লি পিস ছিল বেহালায় পারদর্শী। ওয়েনরাইটও সামান্য শিল্পী ছিল না। আরও অনেকের কথাই বলা যায়। যাহোক, স্যার জেমস, আপনার মক্কেলকে বলবেন, ব্যারণ গ্রুণারের উপর আমি নজর রাখছি। এর বেশী কিছু বলতে পারছি না। আমার নিজস্ব কতকগুলি সংবাদ সূত্র আছে, তাই জোর দিয়েই বলতে পারি, ব্যাপারটাকে নতুন করে শুরু করবার মত কিছু সূত্র নিশ্চয়ই আমরা পেয়ে যাব।"

আমাদের অতিথি চলে যাবার পরে হোমস অনেকক্ষণ গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে বসে রইল। মনে হল, আমার উপস্থিতির কথা সে ভুলেই গেছে। অবশেষে হঠাৎ সে যেন মাটির পৃথিবীতে নেমে এল।

"আরে ওয়াটসন, কিছু বলবে?" সে জিজ্ঞাসা করল।

"আমার মনে হচ্ছে, তুমি বরং মহিলাটির সঙ্গে একবার দেখা কর।"

"প্রিয় ওয়াটসন, তার ভগ্নহৃদয় বুড়ো বাবাই যদি তার মত ফেরাতে না পেরে থাকেন, তাহলে আমি অপরিচিত মানুষ তার কাছে গিয়ে কি করব? অবশ্য আর সব ব্যবস্থা ব্যর্থ হলে ওটা নিশ্চয় চেষ্টা করে দেখতে হবে। কিন্তু আমার

ইচ্ছা অন্য দিক থেকে কাজ আরম্ভ করি। আমার তো ধারণা, শিনওয়েল জনসন আমাদের সাহায্য করতে পারে।"

এই সব স্মৃতিকথায় শিনওয়েল জনসনের নাম উল্লেখ করবার সুযোগ আমার হয় নি, কারণ আমার বন্ধুর কর্ম-জীবনের শেষ দিককার কথা আমি বড় একটা লিখি নি। এই শতাব্দীর প্রথম দিকে সে একজন দামী সহকারী হয়ে উঠেছে। দুঃখের সঙ্গে বলছি যে, প্রথমে একটি সাংঘাতিক দুর্বৃত্ত হিসাবেই সে নাম করেছিল, এবং পার্কহার্স্ট-এ দু'বার জেলও খেটেছিল। শেষ পর্যন্ত তার অনুশোচনা হয়, হোমসের সঙ্গে যোগ দিয়ে লণ্ডনের বিস্তীর্ণ অপরাধ জগতে হোমসের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করতে থাকে এবং এমন সব সংবাদ সরবরাহ করে যা খুবই কাজে লাগে। জনসন যদি পুলিশের "টিকটিকি' হয়ে কাজ করত তাহলে সে অচিরেই ধরা পড়ে যেত। কিন্তু যেহেতু সেই সব কেসেই সে কাজ করত যা সরাসরি আদালত পর্যন্ত যায় না তাই তার সঙ্গী-স্যাঙাতরা তার কাজকর্মের হদিস করতে পারত না। দু'বার জেলখানায় ছাপ লাগার কৌলিন্যের দরুন শহরের সব নাইট-ক্লাবে, সস্তার হোটেলে ও জুয়ার আড্ডায় ছিল তার অবাধ গতি; আর দ্রুত পর্যবেক্ষণ-শক্তি ও সক্রিয় মস্তিষ্কের গুণে সে শীঘ্রই একজন আদর্শ সংবাদ-সরবরাহকারী হয়ে ওঠে। শার্লক হোমস তার কথাই বলল।

কিছু পেশাগত কাজকর্মে আটকা পড়ায় বন্ধুর ঠিক পরবর্তী কাজগুলোর উপর নজর রাখা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি। কিন্তু সন্ধ্যায় পূর্বনির্দিষ্ট ব্যবস্থামত সিম্পসন-এ তার সঙ্গে আমার দেখা হল; সেখানে সামনের জানালায় একটা ছোট টেবিলে বসে নীচের স্ট্র্যাণ্ড-এর জলস্রোতের দিকে চোখ রেখে কিছু কিছু ঘটনার বিবরণ সে আমাকে শোনাল।

সে বলল, "জনসন শিকার খুঁজে বেড়াচ্ছে। কালো জগতের অন্ধকার গলিঘুঁজি থেকে কিছু আবর্জনা সে তুলে আনতে পারবেই, আর সেখানে অপরাধের কালো কালো শেঁকড়গুলোর মধ্যেই ঐ লোকটার গোপন তথ্যের সন্ধান করতে হবে।"

"কিন্তু ইতিমধ্যেই যা কিছু জানা গেছে মহিলাটি তো তাতেই কান দেয় নি, সেক্ষেত্রে তোমার নতুন কোন আবিষ্কারের ফলে তার মন ঘুরবে কেন?"

"কে জানে ওয়াটসন? নারীর হৃদয়-মন পুরুষের কাছে এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য। খুনের অপরাধ ক্ষমা করা যেতে পারে, তার ব্যাখ্যাও পাওয়া যেতে পারে, অথচ অনেক সময় নাজেহাল করে তুলতে পারে। ব্যারণ গ্রুণার আমাকে বলেছে—"

"সে তোমাকে বলেছে!"

"ও হো, আমার ছদ্মটাই তো তোমাকে বলা হয় নি! দেখ ওয়াটসন, যাকে খুঁজছি তার মুখোমুখি হতেই আমি ভালবাসি। নিজের চোখে দেখে তার হদিস আমি নিতে চাই। জনসনকে যথাযথ নির্দেশ দিয়ে একটা গাড়ি নিয়ে আমি নিজে গিয়েছিলাম কিংসটন-এ, আর সেখানে ব্যারণকে বেশ খোশমেজাজেই পেয়েছিলাম।"

"সে তোমাকে চিনতে পেরেছিল?"

"তাতে তো অসুবিধা হবার কথা নয়, কারণ আমার কার্ডটাই তো তাকে পাঠিয়েছিলাম। চমৎকার প্রতিদ্বন্দ্বী সে; বরফের মত ঠাণ্ডা, মসৃণ কণ্ঠস্বর, তোমার কোন ভদ্র সহকারীর মতই শান্ত, কিন্তু গোখরো সাপের মত বিষাক্ত। একজন সত্যিকারের অপরাধের রাজা হিসাবেই সে নিজেকে গড়ে তুলেছে। মুখে অপরাহ্নের চায়ের নিমন্ত্রণ জানিয়ে মনের মধ্যে জমা করে রেখেছে কবরের নিষ্ঠুরতা। সত্যি, ব্যারণ এডেলবার্ট গ্রুণারের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ায় আমি আনন্দিত।"

"তুমি তো বললে সে খোশমেজাজে ছিল?"

"ইঁদুরের সন্ধান পেলে বিড়াল তো খুশিতে ঘড়্ ঘড়্ করবেই। কারও কারও খোশমেজাজ সাধারণ মানুষের হিংসার চাইতেও মারাত্মক। তার অভ্যর্থনাটাই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। সে বলল, 'আমি জানতাম মিঃ হোমস, আগে হোক পরে হোক আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবেই। নিশ্চয় তার মেয়ে ভায়োলেটের সঙ্গে আমার বিয়েটা ভেঙে দেবার জন্যই জেনারেল দ্য মারভিল আপনাকে কাজে লাগিয়েছেন। তাই তো, না কি?"

আমি সম্মতি জানালাম।

"সে বলল, 'দেখুন মশায়, এতে আপনার সুনামটিই যাবে। এ ব্যাপারে আপনি সফল হতে পারবেন না। বিপদের কথা না হয় নাই বললাম, সব চেষ্টাচরিত্রও বৃথা যাবে। খুব জোর দিয়েই আপনাকে বলছি, অবিলম্বে হাত গুটিয়ে নিন।'

"আমি জবাব দিলাম, 'আশ্চর্য, ঠিক এই পরামর্শটিই আমিও আপনাকে দিতে চেয়েছিলাম। ব্যারণ, আপনার বুদ্ধির প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে, আর আপনার ব্যক্তিত্বের যেটুকু আভাষ পেয়েছি তাতে সে শ্রদ্ধা এতটুকু হ্রাস পায় নি। খোলাখুলিই সব কথা আপনাকে বলছি। আপনার অতীতকে খুঁড়ে তুলে এনে অকারণে আপনাকে অস্বস্তিতে ফেলতে কেউ চায় না। সে পাট তো চুকে গেছে, এখন আপনি শান্ত নদীতে পাল তুলে দিয়েছেন। কিন্তু ঐ বিয়ের ব্যাপারে যদি পীড়াপীড়ি করেন, তাহলে এমন একদল শক্তিমান শত্রু আপনি সৃষ্টি করবেন যারা আপনাকে ইংল্যাণ্ড-ছাড়া না করে ছাড়বে না। সে খেলা খেলে কি লাভ হবে? বরং ঐ মহিলাটিকে ছেড়ে দিলেই আপনি বুদ্ধিমানের কাজ করবেন। আপনার অতীতের

ঘটনাবলী তার নজরে আনলে সেটা আপনার পক্ষে সুখকর হবে না।"

"ব্যারণের নাকের নীচে ছোট মোম-লাগানো গোঁফের কুঁচি আছে, দেখতে অনেকটা পতঙ্গের ছোট হুলের মত। হোমসের কথাগুলি শুনতে শুনতে তার সেই গোঁফ খুশিতে নাচতে লাগল। শেষ পর্যন্ত সে মুচকি হেসে উঠল।

বলল, "মিঃ হোমস, আমার এই খুশি-খুশি ভাবকে ক্ষমা করবেন, কিন্তু হাতে কোন তাস না নিয়েই আপনি খেলায় নেমেছেন দেখে সত্যি আমার খুব মজা লেগেছে। এ কাজটা আর কেউ এর চাইতে ভালভাবে করতে পারত বলে আমি মনে করি না, কিন্তু তাহলেও ব্যাপারটা করুণ তো বটেই। একটাও রঙের তাস আপনার হাতে নেই, যা আছে তাও একেবারেই ক্ষুদে।"

"সেটা আপনার ধারণা।"

"সেটা আমার জানা। আপনাকে বুঝিয়ে বলছি, কারণ আমার হাতটা এতই বড় যে আপনাকে দেখাতে কোন অসুবিধা নেই। এই মহিলাটির অনুরাগ সম্পূর্ণ জয় করবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। আমার অতীত জীবনের সব অপ্রীতিকর ঘটনা তাকে স্পষ্ট ভাষায় বলার পরেও তার অনুরাগ আমি লাভ করেছি। তাকে আরও বলেছি কিছু দুষ্ট ও ষড়যন্ত্রকারী মানুষ—আশা করি নিজেকে আপনি চিনতে পেরেছেন—তার কাছে যাবে ও এই সব কথা বলবে। তাদের সঙ্গে বিরূপ ব্যবহার করতে হবে তাও তাকে বলে দিয়েছি। মিঃ হোমস, সম্মোহনোত্তর ইঙ্গিতের কথা আপনি শুনেছেন? কাজেই, তার ফলাফলটা আপনি নিজেই দেখতে পাবেন, কারণ ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন মানুষ কোন রকম বাজে বোকামী ছাড়াই সম্মোহনকে কাজে লাগাতে পারে। কাজেই সে আপনার জন্য তৈরী হয়েই আছে, আর আপনার সঙ্গে সে যে দেখাও করবে সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই, কারণ একটি ছোট ব্যাপার ছাড়া আর সব ব্যাপারেই বাবার ইচ্ছাকে সে মেনে চলবে।"

"দেখ ওয়াটসন, এরপর আর কিছুই বলার ছিল না; তাই যথাসম্ভব নিস্পৃহভাবে তার কাছ থেকে বিদায় নিলাম। কিন্তু দরজার হাতলে হাত দিতেই সে আমাকে থামিয়ে দিল।

বলল, "ভাল কথা মিঃ হোমস, ফরাসী গুপ্তচর লে ব্রুনকে আপনি চেনেন কি?"

'হ্যাঁ,' আমি বললাম।

'তার কি হয়েছিল জানেন?'

'শুনেছি মঁৎমাত্রে জেলায় কিছু লোক তাকে ঠেঙিয়ে জীবনের মত পঙ্গু করে দিয়েছে।'

'ঠিক শুনেছেন মিঃ হোমস। যোগাযোগটা খুবই অদ্ভুত যে মাত্র এক সপ্তাহ আগেই সে আমার ব্যাপারে নাক গলাতে এসেছিল। এ কাজ করবেন না মিঃ হোমস; এ কাজের ফল ভাল হয় না। অনেকেই সেটা বুঝেছে। আমার শেষ কথা, আপনি আপনার পথে হাঁটুন, আমাকে আমার পথে চলতে দিন। বিদায়।'

"সব তো শুনলে ওয়াটসন। সর্বশেষ পরিস্থিতি তোমাকে জানালাম।"

"লোকটাকে বিপজ্জনক বলে মনে হচ্ছে।"

"ভয়ানক বিপজ্জনক। বাকসর্বস্বদের নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না, কিন্তু এ লোকটি সেই দলের যারা যা ভাবে বলে তার চাইতে কম।"

"তোমাকে কি হস্তক্ষেপ করতেই হবে? সে মেয়েটিকে বিয়ে করলে কি সত্যি কিছু যায়-আসে?"

"নিঃসন্দেহে সে তার আগের স্ত্রীকে খুন করেছে সে কথা ভাবলে বলতেই হবে যে অনেকখানি আসে-যায়। তাছাড়া, এই মক্কেল! দেখ, সে আলোচনা এখন থাক। কফিটা শেষ করে বরং আমার সঙ্গে বাড়ি চল, কারণ ফ্রাঁতিবাজ শিনওয়েল তার প্রতিবেদন নিয়ে সেখানে অপেক্ষা করবে।"

সত্যি সত্যি তার দেখা পেলাম। প্রকান্ড চেহারা, কর্কশ, লাল মুখ, দাদে ভর্তি, ভিতরকার একটি অত্যন্ত ধূর্ত মনের একমাত্র বহিঃপ্রকাশ দুটি স্পষ্ট কালো চোখে। দেখলেই মনে হয় তার নিজের রাজ্যের একেবারে অতলে সে ডুব দিয়েছিল। তার পাশেই সোফা-তে বসে ছিল একটি একহারা অগ্নিময়ী তরুণী; বিবর্ণ, তীক্ষ্ণ মুখ, যৌবনবতী হলেও পাপে ও দুঃখে এতই জীর্ণ যে অতীতের ভয়ংকর দিনগুলি তার উপর যে কুৎসিত স্বাক্ষর এঁকে দিয়েছে সেটা যেন স্পষ্ট পড়তে পারা যায়।

তার পরিচয় দিতে গিয়ে নিজের মোটা হাতটা দুলিয়ে শিনওয়েল জনসন বলল, "এই হল মিস কিটি উইন্টার। সে যে কি জানে না—ঠিক আছে, তার কথা সে নিজেই বলুক। মিঃ হোমস, আপনার চিঠি পাবার এক ঘন্টার মধ্যেই তাকে পাকড়াও করেছি।"

যুবতীটি বলল, "আমাকে পাওয়া তো সোজা। পর্কি শিনওয়েল তো ঠিকানা জানেই। পর্কি, আপনি আর আমি তো পুরনো বন্ধু। আরে জগতে যদি ন্যায়-বিচার বলে কিছু থেকে থাকে, তাহলে তো নরকে আমাদের চাইতেও নীচের তলায় আরও একজনের থাকা উচিত। আর তাকেই তো আপনি খুঁজছেন মিঃ হোমস।"

হোমস হাসল। "বুঝলাম, তোমাদের শুভেচ্ছা আমি পেয়েছি মিস উইন্টার।"

"সে যেখানকার যোগ্য সেখানে তাকে ঢোকাতে যদি আপনাকে সাহায্য করতে পারি তাহলে আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব", হিংস্র উৎসাহে নবাগতা বলল। তার কঠিন সাদা মুখে ও প্রদীপ্ত চোখে যে তীব্র ঘৃণার প্রকাশ ছিল তা

কোন মেয়ের মধ্যেই কদাচিৎ সম্ভব হয়, পুরুষের বেলায় কখনও হয় না। "আমার অতীতকে ঘাটবেন না মিঃ হোমস। সেটা এখানেও নেই, সেখানেও নেই। কিন্তু আমি আজ যা হয়েছি সেটা এডেলবার্ট গ্রুণারেরই সৃষ্টি। তাকেও যদি টেনে নীচে নামাতে পারতাম!" পাগলের মত সে দুটি মুষ্টি-বদ্ধ হাত আকাশে ছুঁড়ল। "উঃ; যে গাড্ডায় সে অনেককে ছুঁড়ে দিয়েছে তাকেও যদি সেখানে টেনে নামাতে পারতাম!"

'পরিস্থিতিটা তুমি জান?"

"পার্কি শিনওয়েল আমাকে বলেছে। এবার সে অন্য একটি বোকার পিছু নিয়েছে ও তাকে বিয়ে করতে চাইছে। আপনি সেটা বন্ধ করতে চান। দেখুন, এই শয়তানটা সম্পর্কে অনেক কিছু জানেন বলেই হয় তো কোন বুদ্ধিমতী ভাল মেয়ে তার সঙ্গে বসবাস করুক এটা আপনি চাইছেন না।"

"সে যে বুদ্ধিটাই হারিয়ে ফেলেছে। সে ভালবাসায় পাগল হয়ে গেছে। লোকটা সম্পর্কে সব কথাই তাকে বলা হয়েছে। কোন কিছুতে সে কানই দিচ্ছে না।"

"খুনের কথা বলা হয়েছে?"

"হ্যাঁ।"

"ওঁ আশ্চর্য, তার মনের জোর তো কম নয়!"

"সে বলেছে, ও সবই মিথ্যা কুৎসা।"

"তার বোকা চোখ দুটোর সামনে আপনি প্রমাণগুলো তুলে ধরতে পারেন নি?"

"সে কাজে তুমি কি আমাদের সাহায্য করতে পার?"

"কে? আমি নিজেই কি একটা প্রমাণ নই? তার সামনে গিয়ে যদি বলি, ওই লোকটা কিভাবে আমাকে ব্যবহার করেছে—"

"তুমি কি তা বলবে?"

"বলব মানে? কেন বলব না।"

"তাহলে একবার চেষ্টা করা যেতে পারে। কিন্তু তার পাপের কথা প্রায় সবই সে বলেছে, মেয়েটি ক্ষমাও পেয়েছে; তাই আমার তো মনে হয়, নতুন করে সে আর বিষয়টা তুলতে চাইবে না।"

মিস উইন্টার বলল, "আমি বলছি, সব কথা সে বলে নি। যে হত্যাকান্ড নিয়ে এত হৈ চৈ হয়েছিল তা ছাড়া আরও দু'একটা খুনের ব্যাপার আমি দেখেছি।" মোলায়েম গলায় কারও কথা বলতে বলতে তারপরই একদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে সে বলতে পারে: 'এক মাসের মধ্যে সে মারা গেছে।' কিন্তু কি জানেন, ব্যাপারটা তখন আমার নজরেই পড়ে নি, সে সময় আমিও যে তাকে ভালবেসেছিলাম। সে যা কিছু করত তাই ভাল বলে মেনে নিতাম, এই বোকা মেয়েটা যেমন করছে। কিন্তু একটা জিনিস আমাকে খুব নাড়া দিয়েছিল। সত্যি বলছি। কিন্তু তার ওই বিষাক্ত, মিথ্যুক জিহ্বা যে সব কিছু জলের মত বুঝিয়ে দেয়, নইলে হয় তো সেই রাতেই আমি তাকে ছেড়ে যেতাম। তার একটা বই আছে—একটা বাদামি চামড়ার বই, তালা লাগানো, বাইরের মলাট সোনালী। মনে হয় সে-রাতে সে একটু মাতাল হয়েছিল, নইলে বইটা আমাকে দেখাত না।"

"বইটা কিসের?"

"বলছি মিঃ হোমস; মানুষ যে রকম ফড়িং বা প্রজাপতি সংগ্রহ করে, এ লোকটি তেমনি নারী সংগ্রহ করে, আর সেজন্য গর্ববোধ করে। সবই ওই বইটাতে রেখে দেয়। তাদের ফটোগ্রাফ, নাম, বিবরণ—সব কিছু। একটা জঘন্য বই—এমন বই যা নর্দমা থেকে উঠে আসা কোন লোকও সংগ্রহ করতে চাইবে না। তথাপি সেটা এডেলবার্ট গ্রুণারের বই। 'যে সব আত্মাকে আমি ধ্বংস করেছি'—ইচ্ছা করলে বইটার মলাটে এই কথাগুলো সে লিখতে পারত। যা হোক, তাতে তো কিছু আসছে-যাচ্ছে না, কারণ বইটা আপনার কাজে লাগছে না, আর লাগলেও আপনি সেটা পাচ্ছেন না।"

"সেটা কোথায় আছে?"

"এখন কোথায় আছে কেমন করে বলব? এক বছরের বেশী হল তাকে আমি ছেড়ে এসেছি। তখন কোথায় রাখত সেটা জানি। আচার-আচরণে সে খুব সুশৃংখল ও পরিচ্ছন্ন। কাজেই হয়তো বা ভিতরকার স্টাডি-তে পুরনো দেরাজের কবুতর-খোপের মধ্যেই সেটা এখনও আছে। তার বাড়িটা চেনেন কি?"

"তার স্টাডি-তে গিয়েছি", হোমস বলল।

"গিয়েছেন নাকি? আজ সকালেই কাজ শুরু করলেও আপনি দেখছি পিছিয়ে নেই। প্রিয় এডেলবার্ট এবার তার যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী পেয়েছে বলে মনে হয়। বাইরের স্টাডি-তে চীনা বাসনপত্র আছে—জানালার মাঝখানে আছে একটা বড় কাঁচের কাবার্ড। তার ডেস্কের পিছন দিককার দরজা দিয়েই ভিতরের স্টাডিতে যাওয়া যায়—সেই ছোট ঘরটাতেই তার নিজের কাগজপত্র ও জিনিস সে রাখে।"

"তার কি চোরের ভয় নেই?"

"এডেলবার্ট ভীরু নয়। তার অতিবড় শত্রুও সে কথা বলবে না। রাতের বেলা একটা চোর-ঘন্টাও থাকে। তাছাড়া চোরের নেবার আছেই বা কী? অবশ্য যদি চায়ের বাসনপত্র নিয়ে সরে পড়তে চায় সে কথা আলাদা।"

বিশেষজ্ঞের মত স্থির গলায় শিনওয়েল জনসন বলল, "কোন লাভ নেই। যে জিনিস গলানো যায় না বা বিক্রি করা যায় না কোন চোর তাতে হাত দেবে না।"

হোমস বলল, "ঠিক কথা। মিস উইন্টার, কাল সন্ধ্যা পাঁচটা নাগাদ তুমি যদি এখানে আস তাহলে আমি ইতিমধ্যে

ভেবে দেখব ব্যক্তিগতভাবে মহিলাটির সঙ্গে সাক্ষাতের যে প্রস্তাব তুমি করেছ সে ব্যবস্থাটা করা যায় কি না। তোমার এই সহযোগিতার জন্য আমি খুবই অনুগৃহীত। বলাই বাহুল্য যে আমার মক্কেলরা উদারভাবেই তোমার প্রাপ্যের কথা বিবেচনা—"

যুবতীটি চেঁচিয়ে বলে উঠল, "সেটা কোন কথাই নয় মিঃ হোমস, টাকার জন্য আমি আসি নি। আমি শুধু দেখতে চাই, লোকটা কাদায় পড়েছে আর তার অভিশপ্ত মুখের উপর আমার পাটা চাপিয়ে দিয়েছি—ব্যাস, তাহলে আমার কাজের সব পারিশ্রমিক পাওয়া হয়ে যাবে। সেটাই আমার দাম। যতদিন আপনি তার খোঁজে থাকবেন, ততদিন কালই হোক আর যে কোন দিনই হোক আমি আপনার সঙ্গে আছি। আমাকে কোথায় পাবেন সেটা পূর্বে আপনাকে সব সময়ই বলে দিতে পারবে।"

পরদিন সন্ধ্যার আগে হোমসের সঙ্গে আমার দেখা হয় নি। সে সময় আমরা স্ট্র্যাণ্ড রেস্তোরাঁতে বসে খাচ্ছিলাম। তার সাক্ষাৎকারের ফলাফল কি দাঁড়াল জিজ্ঞাসা করায় সে কাঁধ দুটিতে ঝাঁকুনি দিল। তারপর যে কাহিনী সে বলল সেটাকে আমি এইভাবে বলতে চাই। সত্যিকারের জীবনের সঙ্গে মানিয়ে নেবার জন্য তার কঠোর, শুকনো বিবরণকে আমি একটু অদল-বদল করে নিচ্ছি।

হোমস বলল, "সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করতে কোন অসুবিধাই হয় নি, কারণ বিয়ের ব্যাপারে বাবার মতামতকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ অন্য সব ছোটখাট ব্যাপারে বাবার সব কথা হুবহু মেনে চলতে মেয়েটি গর্ববোধই করে থাকে। জেনারেল ফোনে আমাদের জানালেন যে সব ব্যবস্থা পাকা; অগ্নিময়ী মিস ডব্লু নির্দিষ্ট সময়েই হাজির হল; আর সাড়ে পাঁচটার সময় গাড়িটা ১০৪, বার্কলে স্কোয়ারে আমাদের পৌঁছে দিল। সেখানেই বৃদ্ধ জেনারেল থাকেন। বাড়িটা লণ্ডনের ধূসর রঙের পুরনো দুর্গগুলির একটি; তার পাশে যে কোন গীর্জাকেই ছেলেখেলা বলে মনে হবে।

"পরিচারক হলুদ পর্দা-ঢাকা একটা বড় বসবার ঘরে আমাদের নিয়ে গেল। মহিলাটি সেখানেই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল; স্থির, বিবর্ণ, আত্মসমাহিত, পর্বতশিখরস্থ বরফের মূর্তির মতই অচঞ্চল ও বহুদূরবর্তী।

"ওয়াটসন, তার ছবিটা তোমার কাছে কেমন করে ফুটিয়ে তুলব ঠিক বুঝতে পারছি না। আমাদের কাজ মিটে যাবার আগেই হয় তো তার সঙ্গে তোমার দেখা হবে, তখন তোমার খুশিমত কথার মালা দিয়ে তাকে সাজিয়ে নিও। সে রূপসী, কিন্তু সে যেন কোন আকাশচারী ধর্মোন্মাদের অপার্থিব স্বর্গীয় রূপ। মধ্যযুগের ঋষিকল্প মানুষদের ছবিতে আমরা এ ধরনের মুখ দেখেছি। সুদূর লোকের একটি অধিবাসিনীর উপর একটা পশু-মানুষ কেমন করে তার হিংস্র থাবা বিস্তার করল আমি তো ভেবে পাই না। তুমি হয় তো লক্ষ্য করেছ, বৈপরীত্যই পরস্পরকে আকর্ষণ করে থাকে, আধ্যাত্মিক পথের মানুষ আকর্ষণ করে পশুকে, গুহা-মানব আকর্ষণ করে দেবদূতকে। কিন্তু এতখানি শোচনীয় দৃষ্টান্ত তুমি আগে কখনও দেখ নি।

"আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য মহিলাটি আগে থেকেই জানত,—সে শয়তান তার মনকে আমাদের বিরুদ্ধে বিষাক্ত করে তুলতে কসুর করে নি। মনে হল, মিস উইন্টারকে দেখে সে কিছুটা বিস্মিত হয়েছে, কিন্তু এমনভাবে হাত নেড়ে সে আমাদের চেয়ার দুটো দেখিয়ে দিল যেন কোন মহামান্য সন্ন্যাসিনী দুটি কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ভিক্ষুককে দয়া করে দর্শন দিয়েছেন। প্রিয় ওয়াটসন, তোমার যদি মাথা ফোলার লক্ষণ দেখা দিয়ে থাকে তাহলে মিস ভায়োলেট দ্য মারভিল-এর ওষুধ খেয়ে দেখতে পার।"

"ভাসমান বরফের বুক ছুঁয়ে ভেসে আসা বাতাসের মত স্বরে মহিলা বলল, "আপনার নাম আমার পরিচিত। যতটা জানি, আমার প্রেমিক ব্যারণ গ্রুণার-এর বিরুদ্ধে কিছু বলতেই আপনি এসেছেন। বাবার অনুরোধেই আপনার সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করতে রাজী হয়েছি, তাই আগে থেকেই আপনাকে সতর্ক করে দিচ্ছি, আপনি যাই বলুন না কেন আমার মনের উপর তার তিলমাত্র প্রভাবও পড়বে না।"

'তার জন্য আমার খুব দুঃখ হল ওয়াটসন। আমার নিজের মেয়ে হলে আমি যে ভাবে ভাবতাম সেই মুহূর্তে তার জন্যও আমার মনে সেই ভাবনাই দেখা দিল। সাধারণত আমি বেশী বলি না। আমার সম্বল আমার মাথা, হৃদয় নয়। কিন্তু আমার পক্ষে যতটা সম্ভব প্রত্যেকটি কথায় ততখানি আবেগের ছোঁয়া লাগিয়ে তাকে আমি অনেক বোঝালাম। যে নারী বিয়ের পরেই শুধু তার স্বামীর চরিত্রকে জানতে পারে—যে নারীকে স্বামীর রক্তাক্ত হাত ও কামাসক্ত ওষ্ঠের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়, তার ভয়াবহ অবস্থার ছবি তার সামনে তুলে ধরলাম। সে অবস্থার লজ্জা, ভয়, যন্ত্রণা, অসহায়তা—কিছুই বাদ দিলাম না। কিন্তু আমার তরফের এত সব গরম গরম কথায়ও তার হাতির দাঁতের মত শুভ্র গালে এতটুকু রং ফুটল না, বা তার দুটি নিস্পৃহ চোখে আবেগের ঝিলিকটুকুও দেখা দিল না। সেই শয়তানটা সম্মোহনোত্তর প্রভাবের কথা যা বলেছিল সেটা আমার মনে পড়ে গেল। তাকে দেখে সত্যি মনে হল, সে যেন কোন আবেগ উচ্ছ্বসিত স্বপ্নের মধ্যে পৃথিবী থেকে অনেক দূরে কোথাও বাস করছে। অথচ তার জবাবগুলির মধ্যে কোন রকম অস্পষ্টতা ছিল না।

"সে বলল, 'মিঃ হোমস, আপনার সব কথা আমি ধৈর্য

ধরে শুনেছি। কিন্তু আমার মনের উপর তার প্রভাব ঠিক যেমনটি বলেছিলাম তাই হয়েছে। আমি জানি আমার ভাবী স্বামী এডেলবার্ট অতীত জীবনে অনেক ঝড়-ঝাপ্টা সহ্য করেছে; সেই সময় বহু তিক্ত ঘৃণা ও অকারণ নিন্দার শিকার তাকে হতে হয়েছে। অনেকেই সে সব কুৎসা আমাকে শুনিয়েছে; আপনি এসেছেন সকলের শেষে। হয় তো আপনি আমার ভালই চান, কিন্তু আমি জানতে পেরেছি যে আপনি টাকা নিয়ে কাজ করেন, কাজেই ব্যারণের বিরুদ্ধে যেমন কাজে নেমেছেন তেমনি টাকা পেলে হয়তো তার পক্ষ নিয়েও কাজ করতে রাজী হতেন। কিন্তু সে যাই হোক, আমি আপনাকে শেষবারের মত বুঝিয়ে দিতে চাই যে আমি তাকে ভালবাসি আর সেও আমাকে ভালবাসে, আর তাই সমস্ত জগতের মতামতের দাম আমার কাছে জানালার বাইরের ওই পাখিগুলোর কিচির-মিচির অপেক্ষা বেশী কিছু নয়। তার মহৎ চরিত্রে যদি মুহূর্তের জন্যও কোন পতন ঘটে থাকে, তাহলে জানবেন তাকে প্রকৃত মর্যাদায় পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই আমার আগমন। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না', এই পর্যন্ত বলেই সে আমার সাঙ্গনীর দিকে চোখ ফিরিয়ে বলল, 'এই তরুণীটি কে?"

"আমি জবাব দিতে যাব এমন সময় সঙ্গিনীটি যেন ঘূর্ণিঝড়ের মত আছড়ে পড়ল। যদি কখনও আগুন ও বরফকে মুখোমুখি দেখে থাক, তাহলে এই দুটি নারী তারই নিদর্শন।"

মিস উইন্টার চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠল। রাগে তার সারা মুখ কুঁচকে যেতে লাগল। চীৎকার করে বলল, 'তোমাকে বলছি আমি কে? আমি তার শেষ রক্ষিতা। যে শ'খানেক মেয়েকে সে লোভ দেখিয়েছে, ব্যবহার করেছে, তারপর আবর্জনার স্তূপে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে আমি তাদেরই একজন। তোমাকেও তাই করবে। তোমার বেলায় আবর্জনার স্তূপটা হয়তো হবে কবর, আর সেটাই সবচাইতে ভাল। বোকা মেয়ে, আমি বলছি, তাকে যদি বিয়ে কর সে হবে তোমার যম। তোমার হৃদয় ভাঙতে পারে, আবার ঘাড়ও ভাঙতে পারে, যে ভাবেই হোক তার কার্যসিদ্ধি হবেই। তোমাকে ভালবেসে একথা বলছি তা ভেবো না। তুমি বাঁচলে কি মরলে তাতে আমার বয়েই গেল। তার প্রতি ঘৃণার জন্য, তাকে আঘাত করবার জন্য, আমার প্রতি যে ব্যবহার সে করেছে তার বদলা নেবার জন্যই বলছি। কিন্তু সে একই কথা; ওভাবে আমার দিকে তাকিও না ভাল মেয়ে, এ পথে পুরোপুরি পা দিলে তোমার অবস্থা আমার চাইতেও শোচনীয় হতে পারে।'

মিস দ্য মারভিল ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'এ সব কথা আলোচনা করতে আমি চাই না। শেষবারের মত বলছি, আমার ভাবী স্বামীর জীবনের তিনটি অধ্যায়ের কথা আমি জানি যখন সে ধাপ্পাবাজ মেয়েদের ফাঁদে জড়িয়ে পড়েছিল আর এও জানি যে, তখন কোন পাপ যদি সে করেও থাকে তাহলে আজ সেজন্য সে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত।'

আমার সঙ্গিনী আর্তনাদ করে উঠল, 'তিনটি অধ্যায়! বোকা মেয়ে! অকথ্য বোকা মেয়ে!'

বরফের মত গলায় মিস মারভিল বলল, 'মিঃ হোমস, দয়া করে এ সাক্ষাৎকার শেষ করুন। বাবার কথামতই আপনার সঙ্গে দেখা করেছি, কিন্তু এই আস্ফালন শুনতে আমি বাধ্য নই।'

"একটা দিব্যি করে মিস উইন্টার সামনে ছুটে গেল; আমি যদি তার কোমরটা ধরে না ফেলতাম তাহলে সে হয় তো মহিলাটির চুলের মুঠিই চেপে ধরত। টানতে টানতে তাকে দরজার কাছে নিয়ে গেলাম। সে তখন তীব্র ক্রোধে আত্মহারা। পাছে সকলের সামনে একটা হৈ-হল্লা ঘটে তাই কোনক্রমে তাকে গাড়িতে বসিয়ে দিলাম। বাইরে প্রকাশ না করলেও আমারও বেশ রাগ হয়েছিল ওয়াটসন; আমরা চেষ্টা করছি মেয়েটাকে বাঁচাতে, অথচ তার এই নিরুদ্বেগ নিস্পৃহতা ও একান্ত আত্ম-সন্তুষ্টি সত্যি বড় বিরক্তিকর। কাজেই বুঝতে পারছ আমরা এখন কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি; স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে একটা নতুন পথ খুঁজে বের করতে হবে, এ চালটাও কোন কাজে লাগল না। তোমার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেই চলব ওয়াটসন, কারণ এ ব্যাপারে তোমারও কিছু করণীয় থাকবে বলেই মনে হয়; অবশ্য পরবর্তী চালটা আছে তাদেরই হাতে, আমাদের হাতে নয়।"

তাই হল। তাদের আঘাতটা এল—বরং বলতে পারি লোকটির আঘাত, কারণ আমি কখনও বিশ্বাস করতে পারি নি যে মহিলাটিও তলে তলে এর সঙ্গে জড়িত ছিল। যে পাথরটার উপর দাঁড়িয়ে বিজ্ঞাপনটা আমার চোখে পড়েছিল সেটাও তোমাকে দেখিয়ে দিতে পারি। সেটা দেখেই আমার বুকের মধ্যে আতংকের একটা যন্ত্রণা ঢেউ খেলে গেল। গ্র্যাণ্ড হোটেল ও চ্যারিং ক্রশ-এর মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে একটি খোঁড়া খবরের কাগজওয়ালা সান্ধ্য পত্রিকাগুলি বিক্রি করছিল। আমাদের শেষ কথাবার্তার দু'দিন পরের ঘটনা। হলুদের উপর কালো অক্ষরে এই ভয়ংকর সংবাদ-শিরোনামটি ছাপা হয়েছে:

হত্যার উদ্দেশ্যে
শার্লক হোমসের উপর
আক্রমণ

মনে হল, কয়েক মুহূর্ত আমি যেন পাথরের মত দাঁড়িয়ে ছিলাম। তারপরের ঘটনা আবছাভাবে মনে পড়েছে। দাম

না দিয়েই একখানা কাগজ টেনে নিলাম, লোকটি হৈ-হৈ করে উঠল, শেষ পর্যন্ত একটা ওষুধের দোকানের দরজায় দাঁড়িয়ে সেই মারাত্মক অনুচ্ছেদটি পড়লাম। তাতে লেখা ছিল ঃ

"আমরা দুঃখের সঙ্গে জানতে পারলাম, বিখ্যাত বেসরকারী গোয়েন্দা মিঃ শার্লক হোমস আজ সকালে একটি মারাত্মক আক্রমণের শিকার হয়ে বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছেন। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ জানা যায় নি, তবে মনে হয় ঘটনাটি ঘটেছে বারোটা নাগাদ কাফে রয়্যাল-এর বাইরে রিজেন্ট স্ট্রীটে। দু'জন লাঠিধারী লোক মিঃ হোমসকে আক্রমণ করে, তার মাথায় ও শরীরে আঘাত করে ; ডাক্তাররা তার আঘাতকে অত্যন্ত গুরুতর বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁকে চ্যারিং ক্রশ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তাঁর পীড়াপীড়িতে সেখান থেকে তাঁর বেকার স্ট্রীটের বাসভবনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। জানা গেছে যে, তাঁর আক্রমণকারীরা ভদ্রবেশধারী ; জনতার ভিড়ে তারা কাফে রয়্যাল-এর ভিতর দিয়ে পিছনকার গ্লাসহাউস স্ট্রীট ধরে পালিয়ে যায়। যে দুর্বৃত্তের দল আহত ব্যক্তির কার্যকলাপ ও বুদ্ধিমত্তার দরুন প্রায়ই ক্ষোভ প্রকাশ করে থাকে আক্রমণকারীরা যে তাদেরই দলভুক্ত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।"

বলাই বাহুল্য যে খবরটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটা গাড়ি নিয়ে বেকার স্ট্রীটের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। বিখ্যাত সার্জন স্যার লেসলি ওকশটের ব্রুহাম গাড়িটা মোড়েই দাঁড়িয়েছিল, আর হল-ঘরেই সার্জনের সঙ্গে দেখা হল।

সার্জন জানাল, "আপাতত কোন বিপদের আশংকা নেই। খুলিতে দুটো ক্ষত হয়েছে, আর কিছু কিছু জায়গা বেশ ছড়ে গেছে। কয়েকটা সেলাই করতে হয়েছে। মর্ফিন ইনজেকশন দেওয়া হয়েছে। এখন বিশ্রাম প্রয়োজন, তবে কয়েক মিনিটের জন্য দেখা করায় খুব আপত্তি নেই।"

এই অনুমতিটুকু পেয়েই আমি অন্ধকার-করা ঘরটায় ঢুকলাম। আহত ব্যক্তি জেগেই ছিল, মোটা চাপা গলায় আমার নাম ধরে ডাকল। পর্দাটা তিনভাগ নামানো ছিল, তারই ফাঁক দিয়ে একফালি রোদ ঘরে ঢুকে তার ব্যান্ডেজ-বাঁধা মাথায় এসে পড়েছে। ব্যান্ডেজের সাদা কাপড়ে রক্তের দাগ ফুটে উঠেছে। তার পাশে বসে মাথা নীচু করলাম।

দুর্বল গলায় সে আস্তে আস্তে বলল, "ঠিক আছে ওয়াটসন, ঘাবড়াবার কিছু নেই। দেখে যতটা মনে হচ্ছে ততটা খারাপ কিছু নয়।"

"সেজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।"

"তুমি তো জান, একলাঠির খেলায় আমি ওস্তাদ। তাই তাদের প্রায় সব আঘাত থেকেই মাথাটা বাঁচাতে পেরেছি। তবে দ্বিতীয় লোকটার সঙ্গেই পেরে উঠি নি।"

"তোমার জন্য কি করতে পারি হোমস? নিশ্চয় সেই হতভাগাটাই ওদের লেলিয়ে দিয়েছিল। তুমি যদি বল, সেখানে গিয়ে তার গায়ের চামড়া তুলে নি।"

"ভাই ওয়াটসন, তা হয় না ; পুলিশ লোকগুলোকে গ্রেপ্তার না করলে আমরা সেখানে কিছুই করতে পারব না। কিন্তু তাদের পালাবার ব্যবস্থাটা আগে থেকেই পাকা করা ছিল। সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত। একটু অপেক্ষা কর। আমার মাথায় একটা ফন্দি এসেছে। আমার আঘাতের কথাটা ফলাও করে প্রচার করতে হবে। তাহলেই তারা খবর জানতে তোমার কাছে আসবে। বেশ বাড়িয়ে বলবে। এ সপ্তাহটা যদি বাঁচি তো ভাগ্যের কথা—মাথায় আঘাত—বিকার—যা ইচ্ছা বলবে। তাতে কিছু হবে না।"

"কিন্তু স্যার লেসলি ওকশট?"

"আরে সে ঠিক হয়ে যাবে। তিনি আমার খারাপ দিকটাই দেখবেন। সেটা আমি বুঝব।"

"আর কিছু?"

"হ্যাঁ। শিনওয়েল জনসনকে বলো, মেয়েটাকে যেন সাবধানে রাখে। ওরা এবার তার পিছনে লাগবে। তারা তো জানে, এ ব্যাপারে সেও আমার সঙ্গে আছে। তারা যখন আমার উপর একহাত নিতে সাহস করেছে তখন তাকে ছেড়ে দেবে বলে মনে হয় না। এটা খুব জরুরী। কাজটা আজ রাতেই করে ফেল।"

"এখনই যাচ্ছি। আর কিছু?"

"আমার পাইপটা টেবিলে রাখ—আর তামাকের কাগজও। ঠিক আছে। রোজ সকালে এস। বসে বসে মতলব ভাঁজা যাবে।"

সেদিন রাতেই জনসনের সঙ্গে ব্যবস্থা করলাম, মিস উইন্টারকে নিয়ে সে কোন নিরিবিলি শহরতলীতে চলে যাবে এবং বিপদ না কাটা পর্যন্ত সে সেখানেই লুকিয়ে থাকবে।

ছ'দিন পর্যন্ত জনসাধারণকে জানানো হল যে, হোমস মৃত্যুর দুয়ারে গিয়ে পৌঁছেছে। গুরুতর সংবাদ-বুলেটিন প্রকাশ করা হল ; সংবাদপত্রে ভয়াবহ সব সংবাদ পরিবেশন করা হল। অনবরত সেখানে যাতায়াতের ফলে আমি কিন্তু বুঝতে পারলাম, অবস্থা খুব খারাপ কিছু নয়। তার সহনশীল শারীরিক গঠন ও মনের জোর অদ্ভুতভাবে কাজ করল। সে দ্রুত আরোগ্য লাভ করতে লাগল। এমন কি সময় সময় আমারও সন্দেহ হল, যতটা তাড়াতাড়ি সেরে উঠবার ভান সে করছে আসলে তার চাইতেও দ্রুত সে ভাল হয়ে উঠছে। লোকটির চরিত্রে এমন একটা আত্ম-গোপনের ভাব আছে যার ফল অনেক সময়ই বেশ নাটকীয় হয়ে ওঠে, কিন্তু তার ঘনিষ্ঠতম বন্ধুও তার মতলবের কথা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারে না। একমাত্র সেই লোকই নিরাপদ ষড়যন্ত্রকারী যে একাকি ষড়যন্ত্র করে—এই আপ্তবাক্যের সে একটি চূড়ান্ত নিদর্শন।

আমি তার নিকটতম বন্ধু, অথচ আমি তো জানি আমাদের দু'জনের মধ্যে একটা ফারাক সব সময়ই বিদ্যমান।

সাত দিনের দিন সেলাই কেটে দেওয়া হল; তথাপি সান্ধ্য সংবাদপত্রে বিসর্প রোগের বিবরণ প্রকাশিত হল। সেই একই সংবাদপত্রে আরও একটি ঘোষণা প্রকাশিত হয়েছিল। অসুস্থ হোক কি সুস্থ হোক, বন্ধুকে সেটা দেখাতে আমি বাধ্য হলাম। ঘোষণাটি সরল, সহজ: বুরিটানিয়া নামক যে কানার্ড জাহাজখানা শুক্রবার লিভারপুল থেকে ছাড়বে তার যাত্রীদের মধ্যে আছে ব্যারণ এডেলবার্ট গ্রুণার। অমুকের একমাত্র কন্যা মিস ভায়োলেট দ্য মারভিল-এর সঙ্গে তার আসন্ন বিয়েটা হবার আগেই যুক্তরাষ্ট্রে কিছু জরুরী আর্থিক কাজকর্ম সেরে ফেলতেই তাকে সেখানে যেতে হচ্ছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। নিস্পৃহ মনোযোগের সঙ্গে হোমস খবরটা শুনল। তার মুখ দেখেই বুঝলাম, খবরটা তাকে ভীষণভাবে আঘাত করেছে।

সে চেঁচিয়ে বলে উঠল, "শুক্রবার! মাত্র তিনটে দিন। শয়তানটা নির্ঘাৎ বিপদ বুঝে সরে পড়বার তাল করেছে। কিন্তু তা হতে দেব না ওয়াটসন! লর্ড হ্যারির দিব্যি, সে যেতে পারবে না। দেখ ওয়াটসন, তোমাকে একটা কাজ করে দিতে হবে।"

"আমি তো কাজে লাগাবার জন্যই এখানে রয়েছি।"

"তাহলে এখন থেকে চব্বিশ ঘণ্টা চীনা বাসনপত্রের উপর পড়াশুনো করেই কাটিয়ে দাও।"

সেও কিছু বুঝিয়ে বলল না, আমিও আর কিছু জিজ্ঞাসা করলাম না। দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় তার কথামত চলবার শিক্ষা আমার হয়েছে। কিন্তু তার ঘর থেকে বেরিয়ে বেকার স্ট্রীট ধরে হাঁটতে হাঁটতে আমার মাথায় শুধু ঘুরছিল, তার এই অদ্ভুত আদেশ আমি পালন করব কেমন করে। শেষ পর্যন্ত সেন্ট জেমস্ স্কোয়ারে অবস্থিত লণ্ডন লাইব্রেরিতে গিয়ে সেখানকার উপগ্রন্থাগারিক বন্ধু লোম্যাক্সকে সব কথা বললাম, এবং একখানা মোটা বই বগলে করে বাসায় ফিরে গেলাম।

একটা কথা আছে, একজন ব্যারিস্টার একটা মামলাঘটিত ব্যাপারকে এমনভাবে কণ্ঠস্থ করে যে সোমবারে একজন বিশেষজ্ঞ সাক্ষীকে হেনস্থা জেরা করতে পারলেও শনিবারের আগেই সে সব কথা সে বেমালুম ভুলে যায়। আমি অবশ্য চীনামাটির বাসনের ব্যাপারে নিজেকে একজন বিশেষজ্ঞ বলে দাবী করতে চাই না। তথাপি সেদিন সন্ধ্যায়, সামান্য বিশ্রামের পর সারাটা রাত, এবং পরদিন সারাটা সকাল আমি জ্ঞান আহরণ করতে ও কতকগুলি নামকে মুখস্ত করেই কাটিয়ে দিলাম। তার ফলেই আমি জানলাম বড় বড় শিল্পী-সজ্জাকরের বৈশিষ্ট্যের কথা, চক্রবৎ তারিখের রহস্য, ছুং-উ-র বৈশিষ্ট্য ও ইয়ং-লোর সৌন্দর্যের কথা, এবং সুং ও ইউয়ান আদিম যুগের গৌরবের কথা। পরদিন সন্ধ্যায় এই সব তথ্যে সুসজ্জিত হয়ে হোমসের ঘরে গিয়ে হাজির হলাম। সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণ থেকে অনুমান করতে না পারলেও সে তখন বিছানা ছেড়ে উঠেছে; ব্যান্ডেজ-বাঁধা মাথাটা হাতের উপর রেখে তার প্রিয় হাতল-চেয়ারে বসে আছে।

বললাম, "আরে হোমস, সংবাদপত্রের কথা বিশ্বাস করলে তো বলতে হয় তুমি মরতে চলেছ।"

সে বলল, "সেই ধারণাটা প্রচার করতেই তো আমি চেয়েছি। তারপর ওয়াটসন, ঠিকমত পড়া তৈরী করেছ?"

"অন্তত চেষ্টা করেছি।"

"ভাল। ও বিষয়ের উপর একটা বেশ বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনা চালাতে পারবে তো?"

"পারব বলেই তো মনে হয়।"

"তাহলে ম্যান্টেলপিসের উপর থেকে ঐ ছোট বাক্সটা আমাকে দাও।"

ডালাটা খুলে পূর্বদেশীয় রেশমে সযত্নে মোড়া একটি ছোট জিনিসকে সে তার ভিতর থেকে বের করল। মোড়কটা খুলতেই তার ভিতরে অত্যন্ত সুন্দর গাঢ় নীল রঙের একটা ছোট সুদৃশ্য পিরিচ বেরিয়ে পড়ল।

"এটা খুব যত্নের সঙ্গে নাড়াচাড়া করবে ওয়াটসন। এটা মিং বংশের আসল ডিমের খোলার বাসন। কৃষ্টির হাত থেকে এর চাইতে সুন্দর কিছু সৃষ্টি হয় নি। এর একটা পুরো সেট রাজার ঐশ্বর্য দিয়েও কিনবার মত—আসলে পিকিং-এর রাজপ্রাসাদের বাইরে এর পুরো সেট কোথাও আছে কি না সেটাই সন্দেহ। এটা দেখলে যে কোন শিল্পরসিকই পাগল হয়ে উঠবে।"

"এটা নিয়ে আমি কি করব?"

হোমস একটা কার্ড আমার হাতে দিল; তাতে লেখা: "ডাঃ হিল বার্টন, ৩৬৯, হাফ মুন স্ট্রীট।"

ওয়াটসন, আজ সন্ধ্যার জন্য এটাই তোমার নাম। ব্যারণ গ্রুণারের সঙ্গে দেখা করবে। তার দৈনন্দিন অভ্যাসের কিছু কিছু খবর আমি জানি। হয় তো সাড়ে আটটা নাগাদ তাকে অবসরমত পাবে। একটা চিঠির মারফৎ আগে থেকেই তাকে জানিয়ে দেওয়া হবে যে তুমি তার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছ। সেখানে গিয়ে তুমি বলবে, মিং বংশের একটা অপূর্ব চীনামাটির সেট তুমি তার জন্য এনেছ। তুমি ডাক্তার হিসাবেও নিজের পরিচয় দিতে পার। কারণ কোনরকম ফাঁকবাজী না করেই সে ভূমিকায় তুমি ভাল অভিনয় করতে পারবে। মনে রাখবে, তুমি একজন শিল্প-সংগ্রহকারী, এই সেটটা তোমার হাতে এসেছে, এ বিষয়ে ব্যারণের আগ্রহের কথা তুমি শুনেছ, এবং ভাল দাম পেলে এটা বেচতে তোমার আপত্তি নেই।"

"কত দাম ?"

"ভাল প্রশ্ন করেছ ওয়াটসন। নিজের জিনিসের সঠিক দাম না জানলে তুমি নির্ঘাৎ ডাহা মার খাবে। এই পিরিচটি স্যার জেমস আমাকে এনে দিয়েছেন, আর যতদূর জেনেছি তিনি এটা পেয়েছেন তাঁর মক্কেলের সংগ্রহ থেকে। সারা পৃথিবীতে এর মত জিনিস আর দ্বিতীয়টা নেই এ কথা যদি তুমি বল তাহলেও কিছু অত্যুক্তি করা হবে না।"

"আমি বরং বলতে পারি যে এ সেটটার দাম কোন বিশেষজ্ঞকে দিয়েই নির্ধারণ করা উচিত।"

'চমৎকার ওয়াটসন! তোমার বুদ্ধি আজ যেন ঝলমল করছে। কৃষ্টি অথবা সৌদর্যের নাম করবে। যেন তোমার জিনিস বলেই তুমি দামটা বলতে ইতস্তত বোধ করছ এমনি ভাব দেখাবে।"

"কিন্তু সে যদি আমার সঙ্গে দেখা না করে ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখা নিশ্চয় করবে। সংগ্রহের নেশা তার খুব বেশী মাত্রায়ই আছে—বিশেষত এ সব জিনিসের ব্যাপারে তাকে একজন বিশেষজ্ঞ বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। তুমি বস ওয়াটসন; আমি বলছি, চিঠিটা লিখে নাও। কোন জবাবের দরকার নেই। শুধু জানিয়ে দেবে, তুমি যাচ্ছ এবং কেন যাচ্ছ।"

একখানি চমৎকার চিঠি; সংক্ষিপ্ত, ভদ্রোচিত, শিল্প-সংগ্রহকারীর কৌতূহল-উদ্দীপক। একজন পত্রবাহককে দিয়ে যথাসময়ে চিঠিটা পাঠিয়ে দেওয়া হল। আর সেদিন সন্ধ্যায় বহুমূল্যবান পিরিচটি হাতে নিয়ে এবং ডাঃ হিল বার্টন-এর কার্ড পকেটে নিয়ে অভিযানে বেরিয়ে পড়লাম।

সুন্দর বাড়ি ও বাগান দেখেই বোঝা যায় স্যার জেমস যেমনটি বলেছিলেন ব্যারণ গ্রুণার সেই রকম বিত্তবান লোকই বটে। একটা আঁকাবাঁকা লম্বা পথ নানা মূর্তি সজ্জিত একটি মস্তবড় শান-বাঁধানো চৌ-কোণা চত্বরে গিয়ে শেষ হয়েছে। পথের দু'পাশে দুষ্প্রাপ্য গাছের সারি। অতীতের কোন সুদিনে দক্ষিণ আফ্রিকার কোন স্বর্ণ-শিকারী বাড়িটা তৈরী করেছিল। বাড়িটা নীচু হলেও বেশ লম্বা, কোণে কোণে গম্বুজ বসানো, স্থাপত্যরীতির বিচারে দুঃস্বপ্নস্বরূপ হলেও আকারে ও স্থায়িত্বে বিস্ময়কর। বিশপ হবার মত একটি খানসামা আমাকে ভিতরে নিয়ে গেল ও একজন সুসজ্জিত পরিচারকের হাতে আমাকে তুলে দিল। সে আমাকে নিয়ে হাজির করল ব্যারণের সামনে।

দুই জানালার মাঝখানে অবস্থিত একটা বড় বাক্সের খোলা দিকটায় সে দাঁড়িয়েছিল। তার চীনামাটির সংগ্রহের কিছু কিছু জিনিস সেই বাক্সে রাখা ছিল। আমি ঢুকতেই একটা বাদামি ফুলদানি হাতে নিয়ে সে আমার দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

বলল, "দয়া করে বসুন ডাক্তার। আমার নিজের সংগ্রহ-গুলি দেখছিলাম আর ভাবছিলাম নতুন করে কিছু যোগ করবার আছে কি না। সপ্তম শতাব্দীর এই ছোট তাং নিদর্শনটি হয় তো আপনার ভাল লাগতে পারে। আমি জোর দিয়ে বলতে পারি, এর চাইতে সূক্ষ্ম কারুকার্য ও অধিকতর পালিশ আপনি কখনও দেখেন নি। যে মিং পিরিচটির কথা আপনি বলেছেন সেটা আপনার সঙ্গে আছে কি ?"

সযত্নে মোড়ক খুলে জিনিসটি তার হাতে দিলাম। অন্ধকার হয়ে আসছিল। তাই নিজের আসনে বসে বাতিটা টেনে নামিয়ে সে জিনিসটি পরীক্ষা করতে বসল। সেই অবস্থায় হলুদে আলোটা তার মুখে এসে পড়ায় তাকে ভালভাবে দেখবার সুযোগ পেলাম।

লোকটি সত্যি সত্যি খুবই সুদর্শন। সারা ইওরোপে তার যে রূপের খ্যাতি সেটা যথার্থ। আকৃতিতে মাঝারি হলেও দেহগঠন মনোরম ও সুষমামণ্ডিত। মুখখানা কৃষ্ণাভ, প্রায় প্রাচ্যদেশীয়, বড় বড় কালো বিষণ্ণ দুটি চোখে দুর্জয় রমণীমোহন আকর্ষণ। চুল ও গোঁফ কুঁচকুঁচে কালো; গোঁফজোড়া ছোট, তীক্ষ্ণাগ্র, সযত্নে নেমে মাজা। শুধু সরল, সরু-ঠোঁট মুখটা ছাড়া, দেহ-গঠন সুচারু ও শোভন। কোন খুনীর মুখ যদি কখনও দেখে থাকি তো সেই একটি—নিষ্ঠুর, কঠোর একটা গভীর ক্ষতচিহ্ন-লাঞ্ছিত, ক্ষমাহীন, ভয়ংকর। গোঁফ জোড়াকে মুখের উপর থেকে সরিয়ে পাকিয়ে রাখার ব্যবস্থাটা সমীচীন হয় নি, কারণ সেটাই প্রকৃতির বিপদ-সংকেত, যেন শিকারকে সতর্ক করে দেবার জন্যই ওখানে বসানো হয়েছে। তার কণ্ঠস্বর আকর্ষণীয়, আচার-আচরণ ত্রুটিহীন। আমার বিবেচনায় তার বয়স ত্রিশের সামান্য উপরে, কিন্তু পরবর্তীকালে জানা গেছে তার বয়স বিয়াল্লিশ।

"খুব সুন্দর—সত্যি খুব সুন্দর!" সে অবশেষে বলল। "আপনি বলেছেন এ রকম ছ'টা নিয়ে একটা সেট আপনার আছে। এ রকম আশ্চর্য সব নিদর্শনের কথা আমি আগে কখনও শুনি নি কেন সেটাই আমার কাছে আশ্চর্য লাগছে। ইংলণ্ডে এর সমকক্ষ আর মাত্র একটির কথা আমি জানি, কিন্তু সেটা তো বাজারে আসতে পারে না। আচ্ছা ডাঃ হিল বার্টন, যদি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি এটা আপনি পেলেন কেমন করে, তাহলে সেটা কি অশোভন ব্যাপার হবে ?"

যতদূর সম্ভব নিস্পৃহভাবে আমি বললাম, "সেটা কি খুব দরকারী ? জিনিসটি যে আসল সে তো আপনি দেখতেই পাচ্ছেন, আমার দামের ব্যাপারে একজন বিশেষজ্ঞের দ্বারা নির্ধারিত দাম নিতেই আমি রাজী।"

কালো চোখে সন্দেহের একটা দ্রুত ঝিলিক ফুটিয়ে সে বলল, "খুবই রহস্যজনক। এত দামী জিনিসের লেন-দেনের ব্যাপারে লোকে তো দামের ব্যাপারটাই আগে জানতে চায়। জিনিসটা যে খাঁটি সেটা নিশ্চিত। সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহই নেই। কিন্তু ধরুন—সব রকম সম্ভাবনার কথা চিন্তা করতে আমি বাধ্য—পরে যদি দেখা যায় যে এটা বিক্রি করার কোন অধিকারই আপনার নেই, তাহলে?"

"সে-রকম কোন দাবীর বিরুদ্ধে আমি আপনাকে জামিনদার দেব।"

"তাহলেই তো আবার প্রশ্ন দেখা দেবে, আপনার জামিনদারের মূল্য কতটা।"

"আমার ব্যাংকাররাই তার জবাব দেবে।"

"ঠিক কথা। তথাপি সমস্ত লেন-দেনের ব্যাপারটাই আমার কাছে কেমন যেন অস্বাভাবিক ঠেকছে।"

আমি উদাসীনভাবে বললাম, "সওদা করা না করা আপনার ইচ্ছা। আপনি শিল্প-রসিক জেনেই প্রথম প্রস্তাবটা আপনাকেই দিয়েছি, নইলে অন্যত্র যেতেও আমার কোন অসুবিধা নেই।"

"আমি যে শিল্প-রসিক সে কথা আপনাকে কে বলেছে?"

"আমি জানতাম, এ বিষয়ের উপর আপনি একখানা বই লিখেছেন।"

www.boiRboi.net

"সে বই আপনি পড়েছেন?"

"না।"

"সে কি মশায়, এ ব্যাপারটা বুঝে ওঠা তো আমার পক্ষে আরও শক্ত! আপনি একজন শিল্প-রসিক ও সংগ্রহকারী, আপনার সংগ্রহে এমন একটি দামী জিনিস রয়েছে, অথচ যে বই পড়লে আপনার জিনিসের প্রকৃত মর্ম ও মূল্য আপনি জানতে পারতেন সেই একমাত্র বইটি আপনি উল্টেও দেখেন নি। এটা কি রকম ব্যাপার বলুন তো?"

"আমি খুব ব্যস্ত মানুষ। আমি একজন চিকিৎসক।"

"সেটা কোন জবাব হল না। অন্য যত কাজই থাকুক, কোন নেশা থাকলে লোকে সেটার পিছনে ধাওয়া করবেই। চিঠিতেই আপনি লিখেছেন যে আপনি একজন শিল্প-রসিক।"

"তা ঠিক।"

"পরীক্ষা করে দেখার জন্য কয়েকটা প্রশ্ন আপনাকে করতে পারি কি? দেখুন ডাক্তার—যদি সত্যি আপনি ডাক্তার হন—আপনাকে এ কথা বলতে আমি বাধ্য যে ঘটনাটা ক্রমেই আমার কাছে বেশী করে সন্দেহজনক হয়ে উঠছে। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, সম্রাট শোমু সম্পর্কে আপনি কি জানেন এবং নারা-র নিকটবর্তী শোসো-ইন-এর সঙ্গে তার সম্পর্কই বা কি? সে কি, এতেই ঘাবড়ে গেলেন? তাহলে উত্তর উই বংশ এবং চীনা মাটির ইতিহাসে তার স্থান সম্পর্কেই কিছু বলুন।"

কৃত্রিম ক্রোধে আমি চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলাম।

বললাম, "এটা অসহ্য মশায়। আমি এখানে এসেছি আপনার একটা উপকার করতে, স্কুলের ছাত্রের মত পরীক্ষা দিতে আসি নি। হতে পারে এ বিষয়ে আমার জ্ঞান আপনার ঠিক পরেই, কিন্তু যে রকম আপত্তিজনকভাবে আপনি প্রশ্নগুলি করছেন তাতে কোন জবাবই আমি দেব না।"

সে স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তার চোখ থেকে সেই বিষণ্ণতা মুছে গেল। সহসা চোখ দুটো যেন জ্বলে উঠল। দুটি নিষ্ঠুর ঠোঁটের ফাঁকে দাঁতগুলি ঝকমক করে উঠল।

"আসল খেলা কি বলুন তো? আপনি একজন গুপ্তচর। হোমসের কোন লোক। আমার সঙ্গে কোন একটা চালাকি করতে এসেছেন। শুনেছি, লোকটা মরতে বসেছে, তাই সাকরেদকে পাঠিয়েছে আমার উপর নজর রাখতে। বিনা অনুমতিতে আপনি এখানে ঢুকেছেন, কিন্তু ঈশ্বর জানেন! এখানে ঢোকা যত সোজা বেরিয়ে যাওয়া তত সোজা নয়।"

সে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াতেই আমি কয়েক পা পিছিয়ে গেলাম। লোকটি তখন রাগে দিশেহারা; তাই তার দিক থেকে আক্রমণের জন্য তৈরী হলাম। হয় তো প্রথম থেকেই সে আমাকে সন্দেহ করেছিল; নিশ্চয় এই জেরার সময়ই প্রকৃত সত্য তার কাছে ধরা পড়েছে; কিন্তু তাকে ঠকাতে পারব এ আশাও আমার করা ঠিক নয়। পাশের একটা দেরাজে হাত ঢুকিয়ে সে যেন তাড়াতাড়ি কী খুঁজতে লাগল। সেই সময় তার কানে কি যেন এসে লাগল, কারণ সে কান পেতে দাঁড়িয়ে পড়ল।

"আঃ! আঃ!" বলে চেঁচাতে চেঁচাতে সে তার পিছনকার ঘরের দিকে ছুটে গেল।

দুই পা এগিয়েই আমি সোজা দরজাটার কাছে পৌঁছে গেলাম। ভিতরে যা দেখলাম তার একটা সুস্পষ্ট ছবি চিরদিন আমার মনে আঁকা থাকবে। বাগানের দিককার জানালা হাট করে খোলা। তার পাশে রক্তাক্ত ব্যান্ডেজ-বাঁধা মাথায় ফ্যাকাসে মুখটা নীচু করে একটা ভয়ংকর ভূতের মত দাঁড়িয়ে আছে শার্লক হোমস স্বয়ং। পরমুহূর্তেই জানালার ফাঁক দিয়ে সে ছুটে গেল, বাইরের লরেল লতার ঝোপে আমি তার শরীরের সর্-সর্ শব্দ শুনতে পেলাম। ক্রোধে গর্জে উঠে বাড়ির মালিক খোলা জানালার দিকে ছুটে গেল।

আর ঠিক তখনই! মুহূর্তের মধ্যে সেটা ঘটে গেল, তবু আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম। একটি বাহু—স্ত্রীলোকের বাহু—পাতাগুলোর ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। ঠিক সেই মুহূর্তে ব্যারণও ভয়ংকরভাবে আর্তনাদ করে উঠল—সে আর্তনাদ

চিরকাল আমার স্মৃতিতে অনুরণিত হবে। দুই হাতে মুখটা চেপে ধরে ঘরময় ঘুরে ঘুরে সে ভীষণভাবে দেওয়ালে মাথা ঠুকতে লাগল। তারপর কার্পেটের উপর পড়ে যন্ত্রণায় কুঁকড়ে কুঁকড়ে গড়াগড়ি যেতে লাগল—আর্তনাদের পর আর্তনাদ সারা বাড়িটাতে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

"জল! ঈশ্বরের দোহাই, জল", বলে সে চেঁচাতে লাগল।

পাশের টেবিল থেকে একটা কাঁচের জল-পাত্র নিয়ে তার সাহায্যে ছুটে গেলাম। আর ঠিক সেই মুহূর্তে খানসামা ও জনাকয় পরিচারক হল-ঘর থেকে ছুটে এল। আমার মনে আছে, আহত লোকটির পাশে হাঁটু গেড়ে বসে তার বীভৎস মুখটা তুলে ধরতেই তাদের একজন মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল। তীব্র অ্যাসিডে তার সারা মুখ পুড়ে গেছে; কান ও থুতনির কাছ থেকে তখনও অ্যাসিড গড়িয়ে পড়ছে। একটা চোখ এর মধ্যেই সাদা হয়ে চকচক করছে। অপর চোখটি লাল হয়ে ফুলে উঠেছে। মাত্র কয়েক মিনিট আগে যে মুখের আমি এত প্রশংসা করেছি সেই মুখ দেখে মনে হল যেন একখানা সুন্দর ছবির উপর শিল্পী একটা ভেজা, পচা স্পঞ্জ বুলিয়ে দিয়েছে। সারা মুখটা অস্পষ্ট, বিবর্ণ, অমানুষিক ও ভয়ংকর হয়ে উঠেছে।

অল্প কথায় অ্যাসিডের আক্রমণের ব্যাপারটা আমি বুঝিয়ে বললাম। কেউ জানালা টপকে গেল, অন্যরা বাগানের দিকে ছুটে গেল। বাইরে তখন অন্ধকার; বৃষ্টিও শুরু হয়ে গিয়েছিল। আর্তনাদ করতে করতে আক্রান্ত লোকটি বার বার প্রতিহিংসাপরায়ণা সেই নারীকে ধিক্কার দিতে লাগল। সে চেঁচিয়ে বলল, "এ সেই নরকের বিড়াল কিটি উইন্টার! উঃ, কী মেয়ে-শয়তান! এর ফল তাকে পেতেই হবে! পেতেই হবে। হা ঈশ্বর, এ যন্ত্রণা যে আর সইতে পারছি না!"

তার মুখটা তেলে ধুইয়ে দিলাম, পোড়া জায়গাগুলোতে তুলো চেপে দিলাম, একটা মরফিয়া ইনজেকশনও দিয়ে দিলাম। এই আকস্মিক আঘাতের মুখে তার মন থেকে আমার প্রতি সব সন্দেহ দূর হয়ে গেল, এমনভাবে সে আমার হাত দুটো চেপে ধরল যেন আমার দিকে অপলকে চেয়ে থাকা ওই দুটো মরা মাছের মত চোখকে সারিয়ে তুলবার ক্ষমতা আমার আছে। যে পাপ জীবনের এই বীভৎস পরিণতি ঘটেছে তা যদি না জানতাম তাহলে তাকে দেখে আমিও হয় তো কেঁদেই ফেলতাম। জ্বলন্ত হাত দিয়ে যেভাবে সে আমাকে চেপে ধরেছিল সেটা আমার মোটেই ভাল লাগছিল না। যখন তার পারিবারিক চিকিৎসক একজন বিশেষজ্ঞকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হল তখন আমার দায়িত্ব থেকে ছাড়া পেলাম। একজন পুলিশ-ইন্সপেক্টরও হাজির হল। তাকে আমার আসল কার্ডটা দিলাম। সেটা না দিলেই অকারণ বোকামি হত, কারণ স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের লোকরা হোমসের মত আমাকেও দেখলেই চিনতে পারে। তারপর সেই বিষণ্ণ ভয়ংকর বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। এক ঘন্টার মধ্যেই পৌঁছে গেলাম বেকার স্ট্রীটে।

হোমস তার পরিচিত চেয়ারে বসেছিল। তাকে খুবই ফ্যাকাসে ও শ্রান্ত দেখাচ্ছে। পুরনো আঘাত ছাড়াও সন্ধ্যার ঘটনাবলীর ধাক্কায় তার লৌহকঠিন স্নায়ুতন্ত্রীও বুঝি ভেঙে পড়েছে। সভয়ে সে আমার মুখ থেকে ব্যারণের দৈহিক রূপান্তরের বিবরণ শুনতে লাগল।

বলল, "পাপের মাশুল ওয়াটসন—পাপের মাশুল! আগে হোক পরে হোক, দিতেই হবে। টেবিল থেকে একটা বাদামী বই তুলে নিয়ে সে আরও বলল, "ঈশ্বর জানেন, পাপের ভরা পূর্ণই হয়েছিল। এই বইটার কথাই সেই মেয়েটি বলেছিল। এতেও যদি এ বিয়ে না ভেঙে যায় তাহলে আর কিছুতেই ভাঙবে না। কিন্তু ওয়াটসন, বিয়েটা এতেই ভেঙে যাবে। ভাঙতে বাধ্য। কোন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নারীই এ জিনিস বরদাস্ত করতে পারে না।"

"এটাই কি তার ভালবাসার দিন-পঞ্জী।"

"অথবা তার লালসার দিন-পঞ্জী। যা ইচ্ছা তাই বলতে পার। এটার কথা স্ত্রীলোকটি যখনই আমাকে বলেছিল তখনই আমি বুঝতে পেরেছিলাম, যদি একবার হাতে পাই তা হলে এটা কী প্রচন্ড অস্ত্রই না হবে। আমার এ ভাবনার কথা তখন বলি নি। কারণ ঐ স্ত্রীলোকটি কথাটা ফাঁস করে দিতে পারত। ওটা নিয়ে অনেক ভেবেছি। তারপর আমার উপর এই আক্রমণই আমাকে সুযোগটা এনে দিল, কারণ তখন থেকেই ব্যারণ ভেবে নিয়েছিল যে আমার সম্পর্কে কোন রকম সতর্কতার আর কোন প্রয়োজনই নেই। তাতেই আমার সুবিধা হয়ে গেল। হয় তো আমি কিছুদিন দেরী করতাম, কিন্তু তার আমেরিকা যাত্রার জন্যই আমাকে তাড়াতাড়ি কাজে হাত দিতে হল। এরকম একটা সন্দেহপূর্ণ দলিল সে কিছুতেই এখানে রেখে যেত না। কাজেই অবিলম্বেই আমাদের কাজে নামতে হল। রাত্রে চুরি করা অসম্ভব। সে সতর্কতামূলক সব ব্যবস্থাই করে রেখেছে। একমাত্র যদি নিশ্চিত হতে পারি যে সে অন্য কোন কাজে ব্যস্ত আছে তাহলে সন্ধ্যার পরেই সুযোগটা মিলতে পারে। এখানেই তুমি ও তোমার নীল পিরিচের আবির্ভাব ঘটল। কিন্তু বইটা ঠিক কোথায় আছে সেটা আমার জানা দরকার, আর আমার হাতেও মাত্র কয়েক মিনিট সময়ই পাব, কারণ চীনা বাসন সম্পর্কে তোমার জ্ঞানের দ্বারাই আমার সময়ও সীমাবদ্ধ। কাজেই শেষ মুহূর্তে মেয়েটিকেও সঙ্গে নিয়ে নিলাম। তার জোব্বার ভিতরে ছোট প্যাকেটটায় করে সে কি এনেছিল তা আমি কেমন করে জানব? আমি ধরে

নিয়েছিলাম, আমার কাজেই সে এসেছে, কিন্তু এখন দেখছি সে এসেছিল তার নিজের তাগিদে।"

'সে কিন্তু ধরে ফেলেছিল যে আমি তোমার কাছ থেকেই গিয়েছিলাম।"

"সে যে বুঝতে পারবে সে ভয় আমিও করেছিলাম। কিন্তু বইটা পাবার পক্ষে দরকারী সময়টুকু তুমি তাকে ঠিকই আটকে রাখলেও তার অলক্ষ্যে ওটা নিয়ে পালাবার পক্ষে যথেষ্ট সময় তাকে আটকে রাখতে পার নি। এই যে স্যার জেমস, আপনার আগমনে খুব খুশি হয়েছি।"

আমাদের আহ্বানেই এই সম্ভ্রান্ত বন্ধুটি এসে হাজির হয়েছে। গভীর মনোযোগ সহকারে সে হোমসের মুখে ঘটনার বিবরণ শুনল।

সবটা শুনে সে জোরে জোরে বলে উঠল, "আপনি বিস্ময়কর কাজ করেছেন—বিস্ময়কর! কিন্তু ডাঃ ওয়াটসনের বর্ণনামত তার আঘাত যদি তত্টা ভয়ংকরই হয়ে থাকে তাহলে তো ঐ বীভৎস বইটাকে ব্যবহার না করেই এ বিয়ে বন্ধ করার চেষ্টাটা সফল হবে।"

হোমস মাথা নাড়তে লাগল।

"দ্য মারভিল-এর মত মেয়েরা সেভাবে কাজ করে না। বিকৃতদর্শন শহীদ হিসাবে সে তাকে আরও বেশী করে ভালবাসবে। না, না, দৈহিক দিক থেকে নয়, নৈতিক দিকেই তাকে ধ্বংস করে ফেলতে হবে। একমাত্র ঐ বইটাই আবার তাকে শক্ত মাটিতে দাঁড় করাতে পারবে—সে কাজ আর কিছুতেই হবে না। এটা তার নিজের হাতে লেখা। কাজেই দ্য মারভিল এটাকে মেনে নিতে পারবে না।"

স্যার জেমস বই ও মূল্যবান পিরিচ দুটোই নিয়ে গেল। আমার যাবার সময়ও অনেকক্ষণ হয়ে গিয়েছিল, তাই তার সঙ্গেই আমি রাস্তায় নেমে গেলাম। তার জন্য একখানা ব্রুহাম অপেক্ষা করছিল। সে লাফ দিয়ে গাড়িতে উঠেই টুপিতে ফুল লাগানো কোচয়ানকে গাড়ি ছেড়ে দেবার নির্দেশ দিল; কোচয়ানও সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি চালিয়ে দিল। লোকটি জানালা দিয়ে তার ওভারকোটের অর্ধেকটা বাইরে মেলে দিয়ে জানালার ফ্রেমের উপরকার পারিবারিক অস্ত্র-চিহ্নটা ঢেকে দিল; কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমি সেটা একনজর দেখে ফেললাম। বিস্ময়ে আমি যেন হাঁ করে রইলাম। তারপরেই ফিরে গিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে হোমসের ঘরে ঢুকলাম।

মস্ত বড় সংবাদটা তাকে জানিয়ে দিয়ে আমি চেঁচিয়ে বললাম, "আমাদের মক্কেলটি যে কে তা আমি আবিষ্কার করেছি। জান হোমস, লোকটি—"

আমাকে বাধা দিতে হাতটা তুলে হোমস বলল, "একজন অনুগত বন্ধু ও রসিক ভদ্রলোক। আমাদের কাছে আজ এবং চিরকালের জন্য এই পরিচয়ই যথেষ্ট হোক।"

সন্দেহজনক বইটা কি ভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল আমি জানি না। যে ভাবেই হোক স্যার জেমস ঠিকই ব্যবস্থা করেছে। অথবা এটাই আরও বেশী সম্ভব যে যুবতীটির বাবার উপরেই এ কাজের ভারটা দেওয়া হয়েছিল। মোট কথা বাঞ্ছিত ফলই ফলেছিল। তিনদিন পরে "দি মর্নিং পোস্ট" পত্রিকায় এই মর্মে একটি খবর প্রকাশিত হল যে, ব্যারণ এডেলবার্ট গ্রুণার ও মিস ভায়োলেট দ্য মারভিলের বিয়েটা হচ্ছে না। অ্যাসিড ছুঁড়ে মারার গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত মিস কিটি উইন্টারের মামলার পুলিশ-আদালতের প্রথম শুনানীর বিবরণও ঐ একই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। বিচারে এমন কতকগুলি ঘটনা প্রকাশ পেল যার ফলে এ ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে যা ন্যূনতম শাস্তি হতে পারে তাই হয়েছিল। চুরির অভিযোগে শার্লক হোমসের বিরুদ্ধে মামলার হুমকি দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু উদ্দেশ্য যখন সাধু, আর মক্কেলও একজন বিখ্যাত লোক, সে ক্ষেত্রে কঠোর বৃটিশ আইনও অনেকটা মানবিক ও নমনীয় হয়ে থাকে। আমার বন্ধুকে আজ পর্যন্ত কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয় নি।

সাদা-মুখ সৈনিকের বিচিত্র ঘটনা

The Adventure of the Blanched Soldier

আমার বন্ধু ওয়াটসনের ধারণাগুলো সীমিত হলেও খুবই নাছোড়বান্দা। অনেকদিন ধরেই আমার নিজের একটা অভিজ্ঞতা নিজের হাতে লিখবার জন্য সে আমাকে জ্বালিয়ে মারছে। হয়তো এ যন্ত্রণা আমি সেধেই ঘাড়ে নিয়েছি, কারণ অতীতে বহুবার আমিই তাকে বলেছি যে তার বিবরণগুলি বড়ই ভাসাভাসা; তাছাড়া এ রকম অভিযোগও করেছি যে, ঘটনা ও প্রকৃত তথ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে অনেক ক্ষেত্রেই সে সাধারণ মানুষের রুচিমাফিক লেখাই লিখেছে। ফলে সেও পাল্টা জবাব দিয়েছে, "বেশ তো হোমস, নিজেই একবার চেষ্টা করে দেখ না।" ফলে কলম হাতে নিয়ে এখন আমি স্বীকার করতে বাধ্য বিষয়-বস্তুকে তেমনভাবেই উপস্থিত করতে হবে যাতে পাঠকের আগ্রহ বৃদ্ধি পায় সেটা আমিও বুঝতে পেরেছি। নিম্নবর্ণিত কেসটি পাঠকের আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারবে, কারণ আমার সংগ্রহে যতগুলি বিস্ময়কর ঘটনা আছে এটি তাদের অন্যতম, আর ঘটনাচক্রে ওয়াটসন তার সংগ্রহে এটার বিষয়ে কোন বিবরণই লিপিবদ্ধ করে রাখে নি। আমার বন্ধু ও জীবনী-কারের কথা যখন উঠলই তখন এই সুযোগে আমি বলে রাখি, আমার যৎসামান্য কিছু তদন্তের কাজে তাকে যে সঙ্গে

প্রান্তরে ডায়মন্ড পাহাড়ের নিকটে একটি যুদ্ধে সে বুলেট-বিদ্ধ হয়ে আহত হয়। কেপটাউন হাসপাতাল থেকে আমি একটা চিঠি পাই ; আর একটা চিঠি পাই সাদাম্পটন থেকে। সেই থেকে আর একটি কথা নয়—ছ'মাসের বেশী হয়ে গেল আর একটিও কথা নয় মিঃ হোমস, অথচ সে আমার নিকটতম বন্ধু।

"তারপর যুদ্ধ শেষ হল, সকলেই ফিরে এলাম, গডফ্রে কোথায় আছে জানতে চেয়ে তার বাবাকে চিঠি লিখলাম। কোন জবাব নেই। কিছুদিন অপেক্ষা করে আবার লিখলাম। এবার একটা জবাব পেলাম, সংক্ষিপ্ত ও কর্কশ ভাষা। গডফ্রে পৃথিবী ভ্রমণে বেরিয়েছে, এক বছরের মধ্যে ফিরবে বলে মনে হয় না। ব্যাস, আর কিছু নেই।

"আমি সন্তুষ্ট হতে পারলাম না মিঃ হোমস। সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন অস্বাভাবিক মনে হতে লাগল। সে খুব ভাল ছেলে, এ ভাবে একজন বন্ধুকে কখনও ত্যাগ করবে না। সেরকম লোকই সে নয়। তার উপরে আমি জানতাম যে প্রচুর ধন-সম্পত্তির সে উত্তরাধিকারী এবং বাবা ও ছেলের মধ্যে সব সময় বনিবনাও হত না। বৃদ্ধ অনেক সময়ই তর্জন-গর্জন করত, আর তরুণ গডফ্রে তা সহ্য করতে চাইত না। না, আমি সন্তুষ্ট থাকতে পারলাম না ; স্থির করলাম, ব্যাপারটার মূল খুঁজে দেখতে হবে। অবশ্য দু'বছর পরে ফিরে এসে তখন নিজের ব্যাপার নিয়েই অত্যন্ত জড়িয়ে পড়েছিলাম, কাজেই মাত্র এই সপ্তাহেই আবার গডফ্রের ব্যাপারটায় হাত দিলাম। কিন্তু একবার যখন হাতে নিয়েছি তখন তার শেষ দেখতে আমি সব কিছু ছাড়তেও রাজী।"

মিঃ জেমস এম. ডডকে দেখে মনে হয় সে সেই ধরনের মানুষ যাকে বন্ধু হিসাবে পাওয়াই ভাল, শত্রু হিসাবে নয়। তার নীল চোখে কঠোর দৃষ্টি ; সে যখন কথা বলে তার চৌকো চোয়ালটা কঠিন হয়ে ওঠে।

"আচ্ছা, আপনি কতদূর কি করেছেন ?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"আমার প্রথম কাজ হল, বেডফোর্ড-এর নিকটবর্তী টাক্সবিউরি ওল্ড পার্ক-এ তার বাড়িতে গিয়ে স্বয়ং সরেজমিনে একবার তদন্ত করা। তাই তার মাকে চিঠি লিখলাম—বাবার অশালীন ব্যবহারের পরিচয় অনেক পেয়েছি—আর সোজা-সুজিই আক্রমণ চালালাম ঃ গডফ্রে আমার বন্ধু, তার সম্পর্কে অনেক কথা আমার বলবার আছে, বাড়িতে অসুবিধা থাকলে কাছাকাছি কোথাও আমি যেতে পারি, ইত্যাদি। মার কাছ থেকে খুবই সৌজন্যপূর্ণ চিঠি পেলাম, সেই সঙ্গে সেখানে রাতটা কাটাবার প্রস্তাব। সেই চিঠি পেয়েই সোমবারে সেখানে গিয়েছিলাম।

"টাক্সবিউরি ওল্ড হল দুর্গম জায়গা—যে কোন স্থান থেকেই পাঁচ মাইল পথ। স্টেশনে কোন গাড়ি ছিল না, কাজেই স্যুটকেস হাতে নিয়ে আমাকে হাঁটতে হল। সেখানে পৌঁছতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল। একটা বড় পার্কের মধ্যে মস্ত বড় ঘোরানো বাড়ি। মনে হল বাড়িটাতে নানা সময়ের ও নানা ধরনের স্থাপত্যরীতির সমাবেশ ঘটেছে, অর্ধেক কাঠের এলিজাবেথীয় যুগের ভিত্তি দিয়ে শুরু আর ভিক্টোরীয় যুগের অলিন্দ দিয়ে শেষ। ভিতরে নানা রকম কাঠের কাজ ও পর্দা ; অর্ধ-অবলুপ্ত পুরনো ছবি, ছায়া ও রহস্যে ঘেরা একটা বাড়ি। একজন খানসামা আছে, বুড়ো র‍্যালফ্ ; তার বয়সও বাড়িটার মতই। আর আছে তার স্ত্রী ; তার বয়স হয়তো আরও বেশী। সেই ছিল গডফ্রের ধাত্রী ; তার মুখেই শুনেছি, মায়ের পরেই এই ধাত্রীর স্নেহে সে বড় হয়েছে ; তাই তার অদ্ভুত চেহারা সত্ত্বেও তার প্রতি আমি আকৃষ্ট হলাম। মাকেও খুব ভাল লাগল—শান্ত-শিষ্ট ছোট সাদা ইঁদুরের মত মানুষটি। শুধু ভাল লাগল না স্বয়ং কর্ণেলকে।

"তার সঙ্গে তো আগেই খিটিমিটি লেগেছিল ; হয়তো সোজাসুজি স্টেশনেই ফিরে যেতাম, কিন্তু তখনই মনে হল, তাহলে তো ঐ বৃদ্ধেরই সুবিধা করে দেওয়া হবে। আমাকে সোজা তার স্টাডি-তে নিয়ে যাওয়া হল ; সেখানেই তাকে দেখলাম। পিঠ বাঁকা একটি বড়সড় মানুষ, ধূসর চামড়া, ঝুলে-পড়া পাকা দাড়ি, কাগজপত্র ছড়ানো টেবিলের ওপাশে বসে আছেন। লাল শিরা ভরা নাকটা শকুনের ঠোঁটের মত ঠেলে বেরিয়ে এসেছে ; দুটো হিংস্র ধূসর চোখ মোটা ভুরুর নীচ দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। এতক্ষণে বুঝতে পারলাম কেন গডফ্রে তার বাবার কথা কদাচিৎ বলত।

"কর্কশ গলায় সে কথা বলল, 'বলুন স্যার ; আপনার আগমনের প্রকৃত উদ্দেশ্য জানবার আগ্রহ আমার থাকা উচিত।'

আমি জানালাম যে তার স্ত্রীর কাছে লিখিত চিঠিতেই সেটা আমি জানিয়ে দিয়েছিলাম।"

'ঠিক ঠিক ; আপনি জানিয়েছিলেন, আফ্রিকাতে গডফ্রের সঙ্গে আপনার পরিচয় হয়েছিল। অবশ্য সে বিষয়ে আপনার কথা আর কিছু আমাদের জানা নেই।'

'আমার পকেটে তার চিঠিগুলি আছে।'

'দয়া করে দিন তো দেখি।'

"যে দু'খানা চিঠি তাকে দিলাম তাতে চোখ বুলিয়ে তিনি ফেরৎ দিয়ে দিলেন।"

'বেশ, তারপর কি ?' তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

'আপনার ছেলে গডফ্রে আমার প্রিয় বন্ধু। অনেক বন্ধুত্বের স্মৃতি আমাদের একত্রে বেঁধেছে। তাই তার এই আকস্মিক নীরবতায় আমি বিস্মিত হয়েছি এবং তার

কি হয়েছে সেটা জানতে চাইছি। সেটাই কি স্বাভাবিক নয় ?'

'আমার তো মনে পড়ছে যে, আপনার সঙ্গে আমার পত্রালাপ হয়েছে এবং তার কি হয়েছে সে কথা আপনাকে আমি জানিয়েছি। সে পৃথিবী পরিভ্রমণে বেরিয়েছে। আফ্রিকায় কাটাবার ফলে তার স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে পড়েছিল, তাই তার মা ও আমি দু'জনই ভাবলাম পূর্ণ বিশ্রাম ও স্থান-পরিবর্তন দরকার। তার অন্য বন্ধু যারা এ ব্যাপারে আগ্রহী দয়া করে তাদেরও খবরটা জানিয়ে দেবেন।'

"আমি জবাব দিলাম, 'নিশ্চয় দেব। কিন্তু আপনি অনুগ্রহ করে কোন্ স্টীমারে, কোন্ পথে এবং কোন্ তারিখে সে যাত্রা করেছে সেটা আমাকে জানিয়ে দিন। তাহলে আমি নিশ্চয় তার সঙ্গে চিঠিতে যোগাযোগ করতে পারব।'

"আমার এই অনুরোধে গৃহকর্তা বিচলিত বোধ করলেন, বিরক্তও হলেন। তার মোটা ভুরু দুটো চোখের উপর নেমে এল ; অধৈর্যভাবে তিনি টেবিলের উপর আঙুলের টোকা দিতে লাগলেন। অবশেষে তিনি এমনভাবে মুখ তুলে তাকালেন যেন দাবাখেলার কোন প্রতিপক্ষের একটা বিপজ্জনক চাল তিনি ধরে ফেলেছেন এবং পাল্টা চালের কথাও স্থির করে ফেলেছেন।

"তিনি বললেন, 'মিঃ ডড, আপনার এই নারকীয় না-ছোড়বান্দা ভঙ্গীতে অনেকেই অসন্তুষ্ট হবেন এবং মনে করবেন যে আপনার এই পীড়াপীড়ি অশিষ্টতার সীমায় পৌঁছে গেছে।'

'দেখুন, আপনার ছেলের প্রতি প্রকৃত ভালবাসার জন্যই এটা ঘটেছে বলে মনে করবেন।'

'ঠিক তাই। সেইজন্যই এতক্ষণ সহ্য করেছি। কিন্তু আপনাকে বলছি, এ সব জিজ্ঞাসাবাদ বন্ধ করুন। প্রত্যেক পরিবারেরই কিছু গোপন ও নিজস্ব কথা থাকে, সেটা সব সময় বাইরের লোককে বলা যায় না তা সে যত বড় শুভাকাংখীই হোক। আমার স্ত্রী গডফ্রের অতীত জীবন সম্পর্কে অনেক কিছুই শুনতে খুব উৎসুক, কিন্তু আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে সম্পূর্ণ বাদ দেবেন। সে সব অনুসন্ধানে কোন ফল হবে না, বরং আমাদের খুবই স্পর্শকাতর ও কঠিন অবস্থায় ফেলে দেবে।'

"কাজেই ওদিককার পথটা শেষ হয়ে গেছে মিঃ হোমস। আর এগিয়ে যাবার উপায় নেই। বাইরে আমি এমন ভান করলাম যেন পরিস্থিতিটাকে আমি মেনে নিয়েছি। কিন্তু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, আমার বন্ধুর ভবিষ্যৎ স্পষ্টভাবে না জানা পর্যন্ত আমি থামব না। একটি বিষন্ন রাত সেখানে কাটালাম। একটি বিষন্ন, আবছা পুরনো ঘরে তিনজন নীরবে আহার করলাম। মহিলাটি সাগ্রহে ছেলে সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন করলেন, কিন্তু বৃদ্ধকে খুবই বিষন্ন ও মন-মরা দেখলাম। সমস্ত ব্যাপারটাই আমার কাছে এত বাজে লাগছিল যে ভদ্রভাবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা অজুহাত দেখিয়ে শোবার ঘরে চলে গেলাম। একতলার একটা বড় ফাঁকা ঘর, বাড়িটার মতই বিষন্নতায় ঢাকা ; তবে কি জানেন মিঃ হোমস, দক্ষিণ আফ্রিকায় তৃণভূমিতে যে পুরো একটি বছর রাত কাটিয়েছে, শোবার ঘরের অবস্থা নিয়ে তার কোন মাথাব্যথা হবার কথা নয়। পর্দা তুলে দিয়ে বাইরের বাগানের দিকে তাকালাম ; বাইরে চমৎকার রাত। আকাশে উজ্জ্বল আধখানা চাঁদ। তারপর জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের পাশে গিয়ে বসলাম। পাশের টেবিলে একটা বাতি জ্বলছে। মনটাকে বিষয়ান্তরে সরিয়ে নেবার জন্য একটা উপন্যাস পড়তে চেষ্টা করলাম। বুড়ো খানসামা র‍্যালফ্ ঘরে ঢুকল ; অগ্নিকুণ্ডের জন্য কয়লা নিয়ে এসেছে।"

'মনে হল, রাতের বেলা কয়লা কম পড়তে পারে ; এখানে ভীষণ শীত, আর এ ঘরগুলোও ঠান্ডা স্যার।'

"ঘর ছেড়ে যাবার আগে সে ইতস্তত করতে লাগল। আমি তাকিয়ে দেখি, বলিরেখাঙ্কিত মুখের সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে।

'মাফ করবেন স্যার, খাবার সময় মাস্টার গডফ্রে সম্পর্কে আপনি যা বলেছেন সেটা আমি না শুনে পারি নি। আপনি তো জানেন স্যার, আমার স্ত্রীই তাকে লালন-পালন করেছে, কাজেই এ কথা বলতে পারি যে আমিই তার পালক-পিতা। কাজেই তার ব্যাপারে আগ্রহী হওয়াই আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। আপনি তো বললেন সে খুব ভালভাবেই কাজ করেছে, তাই নয় কি স্যার ?'

'সৈন্যদলে তার চাইতে সাহসী আর কেউ ছিল না। এক-বার বুয়রদের রাইফেলের মুখ থেকে সে আমাকে টেনে বের করে এনেছিল, নইলে আজ হয়তো আমি এখানে আসতেই পারতাম না।'

বুড়ো খানসামা তার চামড়-ঢাকা হাত দুটি ঘসতে লাগল।

"হ্যাঁ স্যার, মাস্টার গডফ্রে চিরদিনই ঐরকম। সে চির-কালই সাহসী ! এই বাগানে এমন একটাও গাছ নেই স্যার, যেটাতে সে চড়ে নি। কিছুতেই সে পিছ-পা নয়। বড় ভাল ছেলে ছিল স্যার,—আহা, বড় ভালমানুষ ছিল।"

"আমি একলাফে দাঁড়িয়ে পড়লাম। চেঁচিয়ে বললাম, 'শোন তো ! তুমি বললে "ছিল"। তুমি এমনভাবে কথা বললে যেন সে মারা গেছে। এ কী রহস্য ? গডফ্রে এমস্‌ওয়ার্থের কি হয়েছে ?'

বুড়ো লোকটির ঘাড় চেপে ধরলাম, কিন্তু সে সরে গেল।

'আপনি যা জানতে চাইছেন আমি তা জানি না স্যার। মাস্টার গডফ্রের কথা মনিবকে জিজ্ঞাসা করুন। তিনি

জানেন। এ ব্যাপারে আমার কিছু বলা উচিত নয়।'

"সে ঘর থেকে চলে যাচ্ছিল আমি তার হাতটা চেপে ধরলাম।"

"বললাম, 'শোন। যাবার আগে অন্তত একটা প্রশ্নের জবাব দিয়ে যাও, নইলে সারা রাত তোমাকে এখানে আটকে রাখব। গডফ্রে কি মৃত?'

"সে আমার চোখের দিকে তাকাতে পারছিল না। কেউ যেন তাকে সম্মোহিত করেছে। তার ঠোঁট থেকে জবাবটা যেন জোর করে টেনে বের করা হল। সেটা যেমন ভয়ংকর, তেমনই অপ্রত্যাশিত।

"সে বলে উঠল, 'ঈশ্বর করুন, তাই যদি হত!' তারপর নিজেকে জোর করে ছাড়িয়ে সে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

"বুঝতেই পারছেন মিঃ হোমস, যখন চেয়ারে ফিরে গেলাম আমার মনের অবস্থাটা তখন মোটেই ভাল নয়। বৃদ্ধ লোকটির কথাগুলির একটি মাত্র ব্যাখ্যাই হতে পারে। স্পষ্টই বোঝা গেল, আমার হতভাগ্য বন্ধুটি এমন কোন অপরাধ বা অসম্মানজনক ব্যাপারের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল যাতে পরিবারের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়েছিল। কঠোর প্রকৃতির বৃদ্ধ লোকটি তখন ছেলেটাকে বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছেন, এবং যাতে কোন রকম কুৎসা বাইরে প্রকাশ না পায় সেজন্য তাকে সকলের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছেন। গডফ্রে বেপরোয়া ধরনের মানুষ। সহজেই আশেপাশের লোকদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। নিশ্চয় সে কোন খারাপ লোকের পাল্লায় পড়ে নিজের সর্বনাশ ডেকে এনেছে। তাই যদি হয়ে থাকে তাহলে খুবই দুঃখের কথা; কিন্তু তাহলেও এখনও আমার কর্তব্য তাকে খুঁজে বের করা এবং সম্ভব হলে সাহায্য করা। এই কথাগুলিই ভাবছিলাম এমন সময় চোখ তুলে দেখি গডফ্রে এমস্‌ওয়ার্থ আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।"

হৃদয়াবেগের প্রাবল্যে আমার মক্কেল চুপ করল।

আমি বললাম, "দয়া করে বলে যান। আপনার সমস্যাটায় সত্যিই কিছু অসাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে।"

"মিঃ হোমস, জানালার কাঁচে মুখ লাগিয়ে সে বাইরে দাঁড়িয়েছিল। আগেই বলেছি, আমি বাইরে তাকিয়ে দেখেছিলাম। সেই সময়ই পর্দাটা খুলে রেখেছিলাম। সেখানেই সে দাঁড়িয়েছিল। জানালাটা মেঝে থেকে উঠে গেছে, কাজেই তার পুরো চেহারাটাই আমি দেখতে পাচ্ছিলাম। তবু তাঁর মুখটাই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। মুখটা মরার মত সাদা—এত সাদা মানুষ আমি কখনও দেখি নি। মনে হয় ভূতরা দেখতে ঐ রকম; কিন্তু তার চোখে চোখ পড়তেই বুঝতে পারলাম সে চোখ দুটি কোন জীবন্ত মানুষেরই। আমি তার দিকে তাকিয়ে আছি দেখে সে লাফ দিয়ে পিছু হটে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

"তাকে দেখে খুবই আঘাত পেলাম। অন্ধকারে পনিরের মত চিকচিক করা ভৌতিক মুখটাই শুধু নয়, তার চাইতেও সূক্ষ্মতর কিছু—যেন কোন গোপন কিছু অপরাধ—যে দিলখোলা সরল ছেলেটিকে আমি চিনতাম তার চাইতে সম্পূর্ণ আলাদা কিছু। আমার মনটা আতংকে শিউরে উঠল।

"কিন্তু যে লোক একটা-দুটো বছর বুয়র ভাইদের সঙ্গে যুদ্ধের খেলা খেলেছে, তার স্নায়ু বেশ শক্ত, আর সে কাজও করতে পারে দ্রুত। গডফ্রে অদৃশ্য হতে না হতেই আমি জানালার কাছে ছুটে গেলাম। একটা অদ্ভুত হুড়কো লাগানো ছিল। সেটা খুলতে একটু দেরী হয়ে গেল। তারপরই জানালা দিয়ে গলে যেদিকে সে গেছে বলে মনে হল বাগানের পথ ধরে সেইদিকে ছুটে গেলাম।

"পথটা দীর্ঘ, আলোটাও যথেষ্ট নয়, কিন্তু আমার মনে হল কি যেন একটা আমার আগে আগে চলেছে। দৌড়তে দৌড়তে তার নাম ধরে ডাকলাম, কোন ফল হল না। রাস্তার শেষে পৌঁছে দেখি, সেখান থেকে অনেকগুলি পথ বেরিয়ে বিভিন্ন আউট-হাউসের দিকে চলে গেছে। ইতস্তত করে আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম, আর তখনই একটা দরজা বন্ধ করার শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেলাম। শব্দটা আমার পিছনের বাড়ি থেকে আসে নি, এসেছে সামনের দিক থেকে, অন্ধকারের ভিতর থেকে। মিঃ হোমস, এর থেকেই আমি বুঝতে পারলাম যে আমি কোন ভূত দেখি নি। আমার কাছ থেকে দৌড়ে গিয়ে গডফ্রেই একটা কোন ঘরের দরজা বন্ধ করেছে। সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত হলাম।

"আমার আর কিছু করার ছিল না; মনে মনে বিষয়টা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে এবং সেটাকে ব্যাখ্যা করবার মত একটা মতবাদ খাড়া করবার চেষ্টা করতে করতেই একটা অস্বস্তিকর রাত কাটিয়ে দিলাম। পরদিন কর্ণেলকে যেন কিছুটা ভাল মেজাজে দেখতে পেলাম। তাই তাঁর স্ত্রী যখন বললেন যে আশেপাশে কিছু দর্শনীয় স্থান আছে তখন সুযোগ বুঝে আমি জানতে চাইলাম, আর একটা রাত যদি আমি থেকে যাই তাহলে তাদের কোন রকম অসুবিধা হবে কি না। কিছুটা আপত্তি সত্ত্বেও বৃদ্ধ সম্মতি জানাতে সব কিছু ভাল করে দেখবার জন্য আমি আরও একটা পুরো দিন হাতে পেয়ে গেলাম। আমি বেশ বুঝতে পেরেছিলাম যে গডফ্রেকে কাছেই কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়েছে; শুধু কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে এবং কেন লুকিয়ে রাখা হয়েছে সেই রহস্যটাই ভেদ করতে হবে।"

"বাড়িটা এতই বড় ও ঘোরানো-প্যাঁচানো যে একটা পুরো সৈন্যদলকে সেখানে বেমালুম লুকিয়ে রাখা যায়। রহস্যটা যদি সেখানে থেকে থাকে, তাহলে আমার পক্ষে তা ভেদ করা শক্ত। কিন্তু দরজা বন্ধ করার যে শব্দটা আমি শুনেছি

সেটা কোনমতেই ওর বাড়িতে হতে পারে না। বাগানটাই ভাল করে খুঁজে দেখতে হবে কিছু পাই কি না। সেদিক থেকে কোন অসুবিধাই ছিল না, কারণ বাড়ির বুড়োরা তাদের কাজ নিয়েই ব্যস্ত ছিল; আমাকে তারা স্বাধীনভাবেই চলাফেরা করতে ছেড়েছিল।

"কয়েকটি ছোট ছোট আউট-হাউস সেখানে ছিল, কিন্তু বাগানের শেষ প্রান্তে একটা বেশ বড়গোছের একটেরে বাড়ি ছিল—মালি বা শিকার-রক্ষকের বাসা-বাড়ির তুলনায় সেটা বেশ বড় বাড়ি। তাহলে কি ওই বাড়ি থেকেই দরজা বন্ধ করার শব্দ এসেছিল? যেন উদ্দেশ্যহীনভাবেই ঘুরে বেড়াচ্ছি এমনিভাবেই হাঁটতে হাঁটতে সেই বাড়িটার দিকে এগিয়ে গেলাম। কাছাকাছি যেতেই কালো কোট ও বাউলার হ্যাট পরিহিত একটি ছোটখাট, চটপটে দাড়িওয়ালা লোক দরজা খুলে বেরিয়ে এল। এ লোকটি দেখতে মোটেই মালির মত নয়। সবিস্ময়ে দেখলাম, লোকটি দরজায় তালা লাগিয়ে চাবিটা পকেটে রাখল। তারপর বিস্মিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল।"

'আপনি কি এখানে বেড়াতে এসেছেন?' সে জিজ্ঞাসা করল।

"সম্মতি জানিয়ে আমি আরও বললাম যে আমি গডফ্রের বন্ধু। বড়ই দুঃখের কথা যে সে পৃথিবী-ভ্রমণে বেরিয়েছে, কারণ আমাকে এখানে দেখলে সে কত না খুশি হত।"

"কেমন যেন অপরাধীর মত সে বলল, 'তা তো বটেই। ঠিকই তো। সুবিধামত সময়ে নিশ্চয় আবার বেড়াতে আসবেন।' সে চলে গেল, কিন্তু মুখ ফিরিয়ে আমি দেখতে পেলাম, বাগানের শেষ প্রান্তে লরেল-লতার আড়ালে আধা-শুকনো অবস্থায় দাঁড়িয়ে সে আমাকেই দেখছে।"

"যেতে যেতেই বাড়িটাকে ভাল করে দেখলাম। জানালা-গুলোতে ভারী পর্দা ঝুলছে। যতদূর বোঝা যায় বাড়িটা খালি। বেশী বাড়াবাড়ি করলে আমার উদ্দেশ্যটাই পন্ড হয়ে যেতে পারে, এমন কি আমাকে বাড়ি থেকে চলে যাবার আদেশও দেওয়া হতে পারে, কারণ আমি বুঝতে পারছিলাম যে তখনও আমার উপর নজর রাখা হয়েছে। কাজেই বাড়ি ফিরে গেলাম এবং রাতের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। চারদিক অন্ধকার ও চুপচাপ হয়ে গেলে জানালা গলে বেরিয়ে পড়লাম এবং যথাসম্ভব নিঃশব্দে সেই রহস্যময় বাড়িটার দিকে পা বাড়ালাম।

"আগেই বলেছি জানালায় ভারী পর্দা ঝোলানো; কিন্তু তখন দেখলাম, খড়খড়িগুলোও নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। অবশ্য একটা খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছিল, তাই সেই-দিকেই সবটা মনোযোগ দিলাম। ভাগ্য ভাল, পর্দাটা পুরো টানা ছিল না, আর খড়খড়িতেও একটা ফাঁক ছিল; ফলে আমি ভিতরটা দেখতে পাচ্ছিলাম। ঘরটা অবশ্যি বেশ ঝক-ঝকে, একটা বাতি জ্বলছে, অগ্নিকুন্ডেও আগুন রয়েছে। সকালে দেখা সেই ছোটখাট লোকটি আমার উল্টো দিকে বসে আছে। একটা পাইপ টানতে টানতে সে খবরের কাগজ পড়ছে।"

"কি কাগজ?" আমি প্রশ্ন করলাম।

বর্ণনার মাঝখানে বাধা পেয়ে আমার মক্কেলটি বিরক্ত হল।

"তাতে কিছু যায় আসে কি?" সে প্রশ্ন করল।

"সেটাই আসল।"

"আমি খেয়াল করি নি।"

"আপনি হয় তো দেখে থাকবেন, সেটা বড় পাতার সংবাদপত্র, না কি ছোট ছোট হরফে ছাপা সাপ্তাহিক পত্রিকার মত দেখতে।"

"আপনি বলাতে মনে হচ্ছে, কাগজটা বড় আকারের ছিল না। সেটা "স্পেক্টেটর"ও হতে পারে। যাই হোক, সে সব দেখার সময় আমার ছিল না, কারণ জানালার দিকে পিঠ দিয়ে একজন দ্বিতীয় ব্যক্তি ঘরে বসে ছিল, আর আমি শপথ করে বলতে পারি যে সে লোকটি গডফ্রে। তার মুখটা দেখতে পাচ্ছিলাম না বটে, কিন্তু তার নীচু হয়ে যাওয়া কাঁধ আমার খুবই পরিচিত। আগুনের দিকে মুখ করে গভীর দুঃখের ভঙ্গীতে কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে সে বসে ছিল। কি করি ইতস্তত করছি এমন সময় কাঁধের উপর একটা জোর টোকা পড়তেই চেয়ে দেখি কর্ণেল এমস্‌ওয়ার্থ আমার পাশে দাঁড়িয়ে।

"নীচু গলায় তিনি বললেন, 'এইদিকে স্যার।' নিঃশব্দে তিনি বাড়ির দিকে পা বাড়ালেন। তার পিছন পিছন আমিও আমার শোবার ঘরে ফিরে গেলাম। হল-ঘর থেকেই তিনি একটা টাইম-টেবল তুলে এনেছিলেন।

'বললেন, 'আটটা ত্রিশে লণ্ডনের একটা ট্রেন আছে। আটটার সময় দরজায় গাড়ি থাকবে।"

'তিনি তখন রাগে ফুলছেন। কোন রকমে কয়েকটা অসংলগ্ন কথা বলে আমি তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে বন্ধুর জন্য উৎকণ্ঠাবশতই আমি এ কাজ করেছি।"

"কথার মাঝখানেই তিনি বলে উঠলেন, 'এ নিয়ে আর কোন আলোচনাই নয়। আমাদের পারিবারিক গোপনীয় ব্যাপারে আপনি খুব অন্যায়ভাবে অনুপ্রবেশ করেছেন। আপনি এখানে এসেছেন অতিথি হিসাবে, কিন্তু এখন হয়েছেন গুপ্তচর। এরপরে আর আপনার মুখ দেখতে চাই না—এর বেশী কিছু আমার বলবার নেই।"

"এতে আমারও মেজাজ বিগড়ে গেল মিঃ হোমস, আমিও গরম কথা শুনিয়ে দিলাম।"

'আপনার ছেলেকে আমি দেখেছি; আর এ বিষয়েও

আমি নিশ্চিত যে আপনার নিজেরই কোন প্রয়োজনে তাকে আপনি লোকচক্ষুর আড়ালে লুকিয়ে রেখেছেন। এভাবে তাকে লুকিয়ে রাখায় আপনার কি উদ্দেশ্য রয়েছে আমি জানি না, কিন্তু এটা জানি যে সে এখন স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে না। কর্ণেল এম্‌স্‌ওয়ার্থ, আমি আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার বন্ধুর নিরাপত্তা ও কল্যাণের ব্যাপারে আমি নিশ্চিত না হব ততক্ষণ এই রহস্যের মূল অনুসন্ধানের চেষ্টা থেকে আমি বিরত হব না ; আর আপনি যাই বলুন বা করুন, তাতে আমি ভয় পাব না।'

"বৃদ্ধ ভদ্রলোক হঠাৎ হিংস্র হয়ে উঠলেন। মনে হল, তিনি আমাকে আক্রমণ করবেন। আগেই বলেছি, তিনি একটি শক্তিমান, হিংস্র, বৃদ্ধ দৈত্য-বিশেষ, আর আমি নিজে খুব দুর্বল লোক না হলেও তাঁর সঙ্গে লড়তে হলে আমাকে বেশ বেগ পেতে হত। যাই হোক, সরোষে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে তিনি ঘুরে দাঁড়িয়ে ঘর থেকে চলে গেলেন। আর আমিও পূর্ব-নির্ধারিত সময়ে সোজা আপনার এখানে এসে আপনার পরামর্শ ও সাহায্য প্রার্থনা করবার উদ্দেশ্যে সকালের নির্দিষ্ট ট্রেনেই চেপে বসলাম।"

আমার অতিথি এই সমস্যাটিই আমার সামনে তুলে ধরল। বুদ্ধিমান পাঠক নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন, সমস্যাটির সমাধানের ব্যাপারে বেশ কিছুটা অসুবিধা আছে, কারণ সমস্যার গোড়ায় পৌঁছবার মত পথের হদিস সংখ্যায় খুব কম হওয়াই দরকার। তথাপি প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যাপারটাকে ঘিরে কিছু কৌতূহল ও নতুনত্ব থাকায় ঘটনাকে আমি নথিভুক্ত করে নিলাম। এবার আমার পরিচিত যুক্তিগত বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাহায্যে সম্ভাবিত সমাধানের সংখ্যাকে কমিয়ে আনতে চেষ্টা করছি।

জিজ্ঞাসা করলাম, "বাড়িতে চাকর আছে ক'জন ?"

"আমি যতদূর জানি, শুধু বুড়ো খানসামা ও তার স্ত্রী। তারা খুবই সাধারণভাবে থাকে বলে মনে হল।"

"তাহলে একটেরে বাড়িটাতে কোন চাকর ছিল না ?"

"কেউ না, অবশ্য সেই দাড়িওয়ালা ছোট লোকটি চাকরের কাজ করে কি না জানি না। তাকে দেখে অবশ্য কিছুটা উচ্চ দরের লোক বলেই মনে হল।"

"এটা খুবই ইঙ্গিতপূর্ণ। খাবারটা এ বাড়ি থেকে ও বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় বলে কি আপনার জানা আছে ?"

"আপনি কথাটা বলায় মনে পড়ছে, বুড়ো র‍্যালফ্‌-কে একটা ঝুড়ি নিয়ে বাগানের পথ ধরে ও বাড়ির দিকে যেতে দেখেছি। তখন খাবারের কথাটা আমার মাথায় আসে নি।"

"স্থানীয় লোকজনের কাছে কোন রকম খোঁজ-খবর করেছেন কি ?"

"হ্যাঁ, করেছি। স্টেশন-মাস্টার ও গ্রামের সরাইখানার মালিকের সঙ্গে কথা বলেছি। তাদের শুধু জিজ্ঞাসা করেছি, আমার পুরনো বন্ধু গডফ্রে এম্‌স্‌ওয়ার্থ সম্পর্কে তারা কিছু জানে কি না। দু'জনই আমাকে জানিয়েছে যে, সে বিশ্ব-পরিভ্রমণে বেরিয়েছে।"

"আপনার সন্দেহের কথা কিছু বলেন নি ?"

"কিচ্ছু না।"

"সেটা খুব ভাল করেছেন। ব্যাপারটা নিয়ে খোঁজ-খবর করা অবশ্য কর্তব্য। আপনাকে নিয়ে যাব টাঙ্কবিউরি ওল্ড পার্ক-এ।"

"আজই ?"

অ্যাবে স্কুলের যে ব্যাপারের সঙ্গে গ্রেমিনিস্টারের ডিউক গভীরভাবে জড়িত বলে আমার বন্ধু ওয়াটসন বর্ণনা করেছে সে কেসটার ফয়সালা করতে আমি তখন খুবই ব্যস্ত ছিলাম। তুরস্কের সুলতানের কাছ থেকে যে কাজটার ভার আমি নিয়েছিলাম তাতেও তখনই আত্মনিয়োগ করা দরকার ছিল, কারণ সামান্য মাত্র অবহেলার ফলে সেখানে গুরুতর রাজনৈতিক সংকট দেখা দিতে পারত। কাজেই আমার দিন-পঞ্জী অনুসারে পরবর্তী সপ্তাহের প্রথম দিকের আগে আমার পক্ষে মিঃ জেমস এম. ডড-কে সঙ্গে নিয়ে বেডফোর্ডশায়ারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করা সম্ভব হয় নি। গাড়িতে চেপে ইউস্টন যাবার পথে লৌহ-ধূসর চেহারার একজন গম্ভীর, স্বল্পভাষী লোককে আমরা গাড়িতে তুলে নিলাম। আগে থেকেই তার সঙ্গে আমার সব ব্যবস্থা করা ছিল।

ডড-কে বললাম, "ইনি আমাদের পুরনো বন্ধু। হয় তো তার উপস্থিতির কোন দরকারই হবে না, আবার এমনও হতে পারে যে তার উপস্থিতি অনিবার্য হয়ে দেখা দেবে। আপাতত এ নিয়ে আর মাথা ঘামিয়ে দরকার নেই।"

ওয়াটসনের কাহিনীগুলি পাঠকরা ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন যে একটা কেস চলাকালে আমি সে বিষয়ে বড় একটা কথা বলি না, বা আমার মনে কি থাকে তাও প্রকাশ করি না। তাই ডড কিছুটা বিস্মিত হলেও আর কোন কথাই হল না ; তিনজন একসঙ্গেই গন্তব্যস্থানের দিকে এগিয়ে চললাম। ট্রেনের মধ্যে আমি ডড-কে এমন আর একটি প্রশ্ন করলাম যেটা আমাদের সঙ্গী শুনতে পাক এটাই আমি চাইছিলাম।

"আপনি বলছেন যে জানালায় আপনার বন্ধুর মুখটা আপনি এতদূর স্পষ্টভাবে দেখতে পেয়েছিলেন যে সে সম্পর্কে আপনি সম্পূর্ণ নিশ্চিত ?"

"সে বিষয়ে আমার কোন রকম সন্দেহ নেই। তার নাকটা কাঁচের উপর চেপে বসেছিল। বাতির আলো পুরোটাই তার উপর পড়েছিল।"

"তার মত দেখতে আর কেউ কি হতে পারে না ?"

"না, না, ঠিক সে।"

"কিন্তু আপনিই বলেছেন না সে বদলে গেছে?"

"বদলেছে শুধু গায়ের রং। তার মুখটা ছিল—কি বলে আপনাকে বোঝাব? মাছের পেটের মত সাদা। একেবারে ধবধবে সাদা।"

"সারা মুখটাই কি সমান ফ্যাকাসে ছিল?"

"তা মনে হয় না। তার ভুরুটাই আমি পরিষ্কার দেখতে পেয়েছিলাম, কারণ সেটাই জানালার উপর চেপেছিল।"

"আপনি কি তাকে ডেকেছিলেন?"

"সেই মুহূর্তে আমি খুবই উচ্চকিত ও শংকিত হয়ে পড়েছিলাম। আপনাকে তো বলেছি, তারপরই তাকে অনুসরণ করি, কিন্তু কোন ফল হয় না।"

আমার কেস বস্তুতপক্ষে শেষ হয়ে এসেছে; ব্যাপারটা মীমাংসা করতে শুধু আর একটি ছোট ঘটনার প্রয়োজন। বেশ কিছুটা পথ পার হয়ে আমার মক্কেলের বর্ণনা মত সেই বিচিত্র ঘোরানো পুরনো বাড়িটায় গিয়ে পৌঁছলাম: বুড়ো খানসামা র‍্যাল্‌ফ্‌ই দরজা খুলে দিল। গাড়িটা সারা দিনের জন্যে ভাড়া করেছিলাম, প্রবীণ বন্ধুটিকে গাড়ির মধ্যেই থাকতে বললাম; আমরা না ডাকা পর্যন্ত সে সেখানেই থাকবে। কোঁচকানো চামড়া ছোটখাট র‍্যাল্‌ফ্‌ তার প্রথাসিদ্ধ পোশাক কালো কোট ও নুন-লংকা রঙের ট্রাউজারই পরে ছিল, শুধু একটি ব্যতিক্রম দেখা গেল। তার দুই হাতে বাদামী রঙের চামড়ার দস্তানা ছিল। আমাদের দেখামাত্রই সেটা সে খুলে ফেলল এবং আমরা ভিতরে যাবার পথেই হল-ঘরের টেবিলের উপর সে-দুটো রেখে দিল। বন্ধু ওয়াটসন হয় তো আগেও বলেছে, আমার ইন্দ্রিয়গুলো অস্বাভাবিক রকমের তীক্ষ্ণ। একটা অস্পষ্ট অথচ তীব্র গন্ধ আমার নাকে এল। মনে হল যেন হল-ঘরের টেবিলটা থেকেই সেটা আসছে। ঘুরে দাঁড়িয়ে টুপিটা সেখানে রাখলাম, সেটাকে ঠেলা দিয়ে নীচে ফেলে তুলবার জন্য মাথা নীচু করলাম, আর সেই সুযোগে আমার নাকটাকে দস্তানা জোড়ার এক ফুটের মধ্যে নিয়ে গেলাম। হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে দস্তানা জোড়া থেকেই এই অদ্ভুত আলকাতরার গন্ধটা আসছে। আমার কেসটা সম্পূর্ণ করে নিয়ে স্টাডিতে গিয়ে ঢুকলাম। হায়রে! নিজের গল্পটা বলতে গিয়ে হাতের তাস যে সবই দেখিয়ে ফেললাম! ঘটনা শৃংখলের ভিতরকার এ ধরনের ঘটনাকে চেপে রেখেই তো ওয়াটসন তার কাহিনীতে চাঞ্চল্যকর চমক সৃষ্টি করে থাকে।

কর্ণেল এম্‌স্‌ওয়ার্থ ঘরে ছিল না; র‍্যাল্‌ফ্‌-এর মুখে খবর পেয়ে বেশ তাড়াতাড়িই সে পৌঁছে গেল। দালানে তার দ্রুত, ভারী পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। দরজাটা হাট করে খুলে গেল: খোঁচা খোঁচা দাড়ি ও বিকৃত মুখে সে দ্রুত-পায়ে ঘরে ঢুকল; সেরকম একটি ভয়ংকর বৃদ্ধ মানুষ আমি আর কখনও দেখি নি। আমাদের কার্ডগুলি তার হাতেই ছিল; সেগুলোকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে পা দিয়ে মাড়াতে লাগল।

"অনধিকারচর্চাকারী শয়তান, তোমাকে বলি নি যে এ বাড়িতে কখনও ঢুকবে না? তোমার ওই পোড়া মুখ আর কখনও এখানে দেখিও না। আমার অনুমতি ছাড়া যদি আর কখনও ঢোক, তাহলে হিংসার আশ্রয় নেবার অধিকার আমার থাকবে। আমি তোমাকে গুলি করব। আর আপনি," আমার দিকে ফিরে, "ঐ একই কথা আপনাকেও বলছি। আপনার জঘন্য কাজকর্মের কথা আমি জানি। তবে আপনার ওই বহুপ্রশংসিত প্রতিভাকে অন্যক্ষেত্রে কাজে লাগাবেন। এখানে সেটা প্রয়োগের কোন সুযোগ হবে না।"

আমার মক্কেল দৃঢ়কণ্ঠে বলল, "যতক্ষণ পর্যন্ত গডফ্রের নিজের মুখে না শুনব যে তাকে আটকে রাখা হয় নি ততক্ষণ আমি এখান থেকে যেতে পারি না।"

অসহিষ্ণু গৃহস্বামী ঘণ্টাটা বাজাল।

বলল, "র‍্যাল্‌ফ্‌, জেলা পুলিশকে টেলিফোন কর, ইন্সপেক্টরকে বল দু'জন কন্‌স্টেবল পাঠিয়ে দিক। তাকে বল যে বাড়িতে চোর ঢুকেছে।"

আমি বললাম, "এক মিনিট। মিঃ ডড, আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে কর্ণেল এম্‌স্‌ওয়ার্থ যথার্থ কথাই বলেছেন, তাঁর বাড়ির ভিতরে ঢুকবার কোন আইনগত অধিকার আমাদের নেই। অপরপক্ষে, তাঁরও বোঝা উচিত যে তার ছেলের কল্যাণের জন্যই আপনি এ কাজে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। আমি আশা রাখি, কর্ণেল এম্‌স্‌ওয়ার্থের সঙ্গে পাঁচ মিনিট কথা বলার সুযোগ যদি আমাকে দেওয়া হয় তাহলে আমি নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে তাঁর মনোভাবের পরিবর্তন ঘটাতে পারব।"

বৃদ্ধ সৈনিক বলে উঠল, "এত সহজে আমার মত পাল্টায় না। র‍্যাল্‌ফ্‌, যা বলেছি তাই কর। কিসের জন্য অপেক্ষা করছ? পুলিশকে টেলিফোন কর!"

দরজায় পিঠ রেখে আমি বললাম, "ও সব মোটেই করবেন না। যে বিপদের ভয় আপনি করছেন, পুলিশকে ডাকলে ঠিক সেই বিপদই ঘটবে।" নোট বইটা বের করে একটা পাতা ছিঁড়ে তাতে একটা কথা লিখে কর্ণেল এম্‌স্‌ওয়ার্থকে দিয়ে বললাম, "এই জন্যই আমরা এখানে এসেছি।"

লেখাটার দিকে তাকিয়ে তার মুখ থেকে শুধু বিস্ময় ছাড়া আর সব রকম ভাবই মুছে গেল।

ধপাস্‌ করে চেয়ারে বসে পড়ে কোন রকমে সে বলল, "আপনি কেমন করে জানলেন?"

"জানাই আমার কাজ। সেটাই আমার বৃত্তি।"

গভীর চিন্তায় সে ডুবে গেল। মোটা হাত দিয়ে ঝুলে-পড়া দাড়িতে হাত বোলাতে লাগল। তারপরই আত্মসমর্পণ করল।

"দেখুন, আপনারা যদি গডফ্রের সঙ্গে দেখা করতে চান, দেখা করুন। আমি তো কিছু করি নি, আপনারাই আমাকে বাধ্য করেছেন। র‍্যাল্‌ফ্‌, মিঃ গডফ্রে ও মিঃ কেন্টকে বল, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আমরা তাদের ওখানে যাচ্ছি।"

পাঁচ মিনিট পরে বাগানের পথটা পার হয়ে সেই রহস্যময় বাড়ির সামনে আমরা হাজির হলাম। চোখে-মুখে যথেষ্ট বিস্ময় নিয়ে দাড়িওয়ালা লোকটি দরজায় দাঁড়িয়েছিল।

সে বলল, "এটা বড়ই হঠাৎ হয়ে গেল কর্ণেল এম্‌স্‌ওয়ার্থ; এতে তো আমাদের সব পরিকল্পনাই ভেস্তে যাবে।"

"আমার কোন উপায় নেই মিঃ কেন্ট। আমাদের হাত বাঁধা। মিঃ গডফ্রে কি আমাদের সঙ্গে দেখা করবে?"

"হ্যাঁ; সে ভিতরে অপেক্ষা করছে।" সে ঘুরে আমাদের নিয়ে একটা মস্তবড় সাধারণভাবে সাজানো সামনের ঘরে নিয়ে গেল। আগুনের দিকে পিঠ দিয়ে একটি লোক দাঁড়িয়েছিল। তাকে দেখেই আমার মক্কেল হাতটা বাড়িয়ে একলাফে এগিয়ে গেল।

"আরে গডফ্রে, কী আশ্চর্য!"

সে কিন্তু হাত নেড়ে তাকে সরিয়ে দিল।

"আমাকে ছুঁয়ো না জিমি। দূরেই থাক। হ্যাঁ, তুমি বিস্মিত হতে পার। আমাকে ঠিক 'বি' স্কোয়াড্রন-এর চটপটে লাম্প-কর্পোরাল এম্‌স্‌ওয়ার্থের মত দেখাচ্ছে না, তাই নয় কি?"

তার চেহারাটা সত্যি অদ্ভুত। দেখলেই বোঝা যায়, এক-সময় সে সত্যি দেখতে সুদর্শন ছিল; পরিষ্কার চোখ-মুখ, আফ্রিকার রোদে ঈষৎ তামাটে। কিন্তু সেই তামাটে চামড়ার উপর অদ্ভুত সাদা সাদা ছোপ পড়ে মনে হয় যেন পুরো চামড়াটাই ধুয়ে ধপধপে সাদা করে ফেলা হয়েছে।

সে বলল, "এই জন্যই আমি কারও সঙ্গে দেখা করি না। তোমার সঙ্গে দেখা করতে আমার কোন আপত্তি নেই জিমি, কিন্তু সেটা তোমার বন্ধুকে বাদ দিয়ে। হয় তো তোমার দিক থেকেও যথেষ্ট কারণ আছে, কিন্তু আমাকে তুমি অসুবিধায় ফেলেছ।"

"তুমি যে ভাল আছ সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত হতে চেয়েছিলাম গডফ্রে। সে রাতে তুমি যখন জানালা দিয়ে আমার দিকে তাকিয়েছিলে, তখন তোমাকে আমি দেখে-ছিলাম; তাই সব ব্যাপারটা পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত আমি চুপ করে থাকতে পারি নি।"

"র‍্যাল্‌ফ্‌ আমাকে তোমার কথা বলেছিল; তাই তো তোমাকে একনজর না দেখে আমি থাকতে পারি নি। ভেবে-ছিলাম, তুমি আমাকে দেখতে পাবে না; কিন্তু জানালাটা তোলার শব্দ হওয়াতেই আমি ছুটে আমার গর্তে গিয়ে ঢুকে-ছিলাম।"

"কিন্তু আসলে ব্যাপারটা কি?"

একটা সিগারেট ধরিয়ে সে বলল, "দেখ, কোন দীর্ঘ কাহিনী কিছু নয়। ইস্টার্ণ রেলওয়ে লাইনে প্রিটোরিয়ার বহির্ভাগে বুফেল্‌স্‌প্রুট-এর সেই সকাল বেলাকার যুদ্ধের কথা তোমার মনে পড়ে? তুমি কি শুনেছিলে যে সেই যুদ্ধে আমি আহত হয়েছিলাম?"

"হ্যাঁ শুনেছিলাম, কিন্তু বিস্তারিত বিবরণ কিছুই জানতে পারি নি।"

"আমরা তিনজন অন্য সকলের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম। তোমার তো মনে আছে দেশটার উপকূল-রেখা খুব ভাঙা ভাঙা। আমরা একদলে ছিলাম সিম্পসন—যাকে আমরা টেকো সিম্পসন বলে ডাকতাম,—এণ্ডারসন ও আমি। একজন বুয়োরকে এড়িয়ে যাচ্ছিলাম, এমন সময় সে শুয়ে পড়ে আমাদের তিনজনকে আক্রমণ করল। দু'জন মারা গেল। আমার কাঁধে একটা গুলি বিঁধল। কোন রকমে ঘোড়ার পিঠটা জাপটে ধরে রইলাম। কয়েক মাইল পথ ঘোড়াটা জোর কদমে ছুটতে লাগল। তারপরই আমি মূর্ছিত হয়ে জিন থেকে পড়ে গেলাম।

"যখন জ্ঞান ফিরে এল তখন রাত হয়েছে। উঠে বসলাম; শরীর খুব দুর্বল ও অসুস্থ। বিস্মিত হয়ে দেখলাম, পিছনেই একটা বাড়ি রয়েছে; বেশ বড় বাড়ি, চওড়া সিঁড়ি, অনেকগুলো জানালা। ভয়ানক ঠান্ডা। তুমি তো জান, সন্ধ্যার পরে কি রকম শরীর অবশ-করা ঠান্ডা নেমে আসে; স্বাস্থ্যপ্রদ স্নিগ্ধ কুয়াসা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা একধরনের মারাত্মক ঠান্ডা। এদিকে হাড় পর্যন্ত জমে যাচ্ছে। ঐ বাড়িটাতে পৌঁছতে পারলে হয় তো একটা আশ্রয় মিলতে পারে। কি করছি না বুঝেই কোন রকমে টলতে টলতে শরীরটাকে টেনে নিয়ে গেলাম। অস্পষ্টভাবে মনে পড়ে, ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে উঠলাম, খোলা দরজা দিয়ে ঢুকলাম, একটা বড় ঘরে ঢুকে দেখলাম অনেকগুলি বিছানা রয়েছে, মহাসুখে তারই একটাতে শুয়ে পড়লাম। বিছানাটা অগোছালো ছিল, কিন্তু তাতে আমার কোন অসুবিধা হবার কথা নয়। আমি তখন কাঁপছি। কোন রকমে একটা চাদর মুড়ি দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে গভীর ঘুমে ঢলে পড়লাম।

"যখন ঘুম ভাঙল তখন সকাল হয়েছে; দেখে মনে হল, একটা সুস্থ, সুন্দর জগতের পরিবর্তে একটা অসাধারণ দুঃস্বপ্নের মধ্যে এসে পড়েছি। পর্দাহীন বড় বড় জানালা দিয়ে আফ্রিকার রোদ এসে ঘরটা ভরে ফেলেছে একটা;

আসবাবহীন, খোলামেলা, চুণকামকরা বড় শয়নাগারের চেহারা খুবই স্পষ্টভাবে চোখে পড়ল। আমার ঠিক সামনেই দাঁড়িয়ে আছে একটি বামনাকৃতি ছোট মানুষ : মাথাটা কন্দের মত মস্ত বড় ; বাদামী স্পঞ্জের মত দুটো ভয়ংকর হাত নেড়ে নেড়ে উত্তেজিতভাবে ডাচ ভাষায় কিচির-মিচির করে কি যেন বলছে। তার পিছনে একদল লোক মজা দেখতে এসে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু তাদের দিকে তাকিয়ে আমার শরীরের ভিতরটা শিরশির করে উঠল। তারা কেউই স্বাভাবিক মানুষ নয়। কোন না কোনভাবে প্রত্যেকেরই শরীর তোবড়ানো, দোমড়ানো বা বিকৃত। এই সব বিচিত্র দানবদের হাসি শুনলেও ভয় করে।

"মনে হল, তারা কেউই ইংরেজি বলতে পারে না। কিন্তু ব্যাপারটা তো ফয়সালা হওয়া দরকার, কারণ মাথা-মোটা জীবটা ক্রমেই বেশী করে রেগে যাচ্ছে। বিকৃত হাত বাড়িয়ে সে আমাকে বিছানা থেকে টেনে নামাল। আমার ক্ষতস্থান থেকে নতুন করে রক্ত ঝরতে লাগল, কিন্তু সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপও নেই। এই ক্ষুদে রাক্ষসটা ষাঁড়ের মত বলশালী। সেই সময় হৈ-হল্লা শুনে একটি কর্তৃপক্ষস্থানীয় লোক যদি সেই ঘরে না ঢুকত তাহলে আমাকে নিয়ে সে যে কি করত জানি না। লোকটি ডাচ ভাষায় সেই শয়তানটাকে কয়েকটা কড়া কথা বলতেই সে পালিয়ে গেল। তখন সে পরম বিস্ময়ে আমাকে দেখতে লাগল।

বিস্ময়ের সুরে সে বলল, "তুমি মরতে এখানে এলে কেমন করে? একটু সবুর কর। দেখছি তুমি ক্লান্ত ; তোমার আহত কাঁধটারও পরিচর্যা দরকার। আমি একজন ডাক্তার, এখনই পটি বেঁধে দিচ্ছি। কিন্তু হায়! এখানে তুমি রণক্ষেত্র অপেক্ষাও অনেক বড় বিপদে পড়েছ। তুমি একটা কুষ্ঠ হাসপাতালে এসেছ, এবং একটা কুষ্ঠরোগীর বিছানায় ঘুমিয়েছ।"

"আর কিছু বলার দরকার আছে কি জিমি? বুঝতে পারলাম, আসন্ন যুদ্ধের জন্য এই জীবগুলিকে আগের দিনই সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। তারপর বৃটিশরা এগিয়ে গেলে এই ডাক্তার-সুপারিন্টেন্ডেন্ট ভদ্রলোক তাদের ফিরিয়ে এনেছেন। তিনি আমাকে বললেন, যদিও তিনি নিজে ঐ রোগ-বীজানুর আক্রমণ থেকে মুক্ত বলে বিশ্বাস করেন, তবু আমি যা করেছি সে কাজ করবার সাহস তার হত না। আমাকে একটা আলাদা ঘরে রাখলেন, সদয় ব্যবহার করলেন, এবং সপ্তাহ-কালের মধ্যেই আমাকে প্রিটোরিয়ার সাধারণ হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলেন।

এই হল আমার শোচনীয় কাহিনী। তবু অসম্ভবের আশাতেই দিন কাটতে লাগল। তারপর যখন বাড়িতে ফিরে এলাম তখনই আমার মুখের এই সব ভয়ংকর চিহ্ন আমাকে বলে দিল যে আমি রেহাই পাই নি। কি করি? এই নির্জন বাড়িতে বাস করতে লাগলাম। একান্ত বিশ্বাসযোগ্য দুটি চাকর ছিল বাড়িতে। থাকবার মত একটা বাড়িও ছিল। সম্পূর্ণ গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতিতে সার্জন মিঃ কেন্ট আমার সঙ্গে থাকতে রাজী হলেন। এই ভাবে দিন কাটানোই ভাল মনে হল। এর বিকল্প জীবন তো দুঃসহ—রোগমুক্তির সব আশা ছেড়ে দিয়ে একদল অপরিচিত লোকের মধ্যে বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করা। তবু পরিপূর্ণ গোপনীয়তা একান্ত প্রয়োজন, অন্যথায় এই শান্ত গ্রামাঞ্চলেও হৈ-চৈ দেখা দিত এবং আমাকে টেনে নিয়ে যেত সেই ভয়ংকর পরিণতিতে। এমন কি তোমাকে—জিমি, তোমাকেও অন্ধকারে রাখতে হল। বাবা যে হঠাৎ এত নরম হয়ে গেল কেন আমি বুঝতে পারছি না।"

কর্ণেল এম্‌স্‌ওয়ার্থ আমার দিকে হাত বাড়াল।

"এই ভদ্রলোক জোর করে আমাকে দিয়ে এ কাজ করিয়েছেন। আমার দেওয়া কাগজখানা ভাঁজ খুলে সে দেখাল, তাতে লেখা আছে "কুষ্ঠরোগ।" তখন আমার মনে হল, তিনি যখন এতটাই জানেন তখন আর সবটা জানতে দোষ কি।"

আমি বললাম, "ঠিক কথা। কে জানে যে এর ফল ভাল হবে না? মনে হচ্ছে, মিঃ কেন্টই শুধু রোগীকে দেখেছেন। স্যার, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই। আমি যতদূর জানি, এ রোগ-লক্ষণগুলি সবই গ্রীষ্মমন্ডলীয়, বা আধা-গ্রীষ্ম-মন্ডলীয়। এ বিষয়ে আপনি কি একজন বিশেষজ্ঞ?"

একটু আড়ষ্টভাবে সে জবাব দিল, "একজন শিক্ষিত চিকিৎসকের সাধারণ জ্ঞান আমার আছে।"

"আপনি যে সম্পূর্ণ উপযুক্ত সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই স্যার, তবে একটা বিষয়ে আপনিও নিশ্চয় এক-মত হবেন যে, এ সব ক্ষেত্রে কোন দ্বিতীয় ব্যক্তির পরামর্শ খুবই মূল্যবান। আমি জানি, পাছে রোগীকে এখান থেকে সরিয়ে নেবার জন্য চাপ আসে সেই ভয়েই সে পথে আপনি যান নি।"

"ঠিক তাই", কর্ণেল এম্‌স্‌ওয়ার্থ বলল।

সব কথাই খুলে বললাম। "এই রকম একটা পরিস্থিতি দাঁড়াবে বুঝতে পেরে এমন একজন বন্ধুকে আমি সঙ্গে করে এনেছি যার মতামত এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য। একসময় আমি তার কিছু কাজ করে দিয়েছিলাম, তাই বিশেষজ্ঞ হিসাবে নয়, বন্ধু হিসাবেই তিনি তার মতামত জানাতে রাজী আছেন। তার নাম স্যার জেমস সল্ডার্স।"

একথা শুনে মিঃ কেন্ট-এর মুখে বিস্ময় ও আনন্দের যে ভাব ফুটে উঠল, স্বয়ং লর্ড রবার্টস্-এর সঙ্গে সাক্ষাতের

সম্ভাবনায় একজন সাধারণ সৈনিকের মুখেও বুঝি সে ভাব ফুটত না।

অস্পষ্টগলায় সে বলল, 'এ তো আমার সৌভাগ্য।"

"তাহলে স্যার জেমসকে এখানেই আসতে বলি। তিনি দরজার বাইরে গাড়িতেই অপেক্ষা করছেন। কর্ণেল এমস্‌ওয়ার্থ, ততক্ষণ আমরা বোধহয় আপনার স্টাডিতে জমায়েত হতে পারি। সেখানেই সব ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে পারব।"

আর এখানেই আমি ওয়াটসনের অভাবটা বোধ করছি। বেশ বুদ্ধির সঙ্গে প্রশ্ন করে এবং বিস্ময়ে উল্লাসধ্বনি করে আমার এই সাধারণ বুদ্ধির কাজগুলোকেই সে বিরল প্রতিভার নিদর্শন বলে গৌরবান্বিত করতে পারত। নিজের গল্প নিজে বলবার সময় সেই সুবিধাটি আমার নেই। তবু কর্ণেল এমস্‌-ওয়ার্থ-এর স্টাডিতে গডফ্রে-র মা সহ সেই ছোট শ্রোতা-সমাবেশে যেভাবে আমার চিন্তাধারাকে বিশ্লেষণ করেছিলাম, এখানেও তাই করব।

আমি বললাম, "যা কিছু অসম্ভব তাকে বাতিল করবার পরে যা অবশিষ্ট থাকে অকল্পনীয় হলেও সেটাই সত্য হতে বাধ্য—এই ধারণার উপরেই আমার বিশ্লেষণ-পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত। অনেক সময় যদি একাধিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তাহলে একটার পর একটাকে পরীক্ষা করে দেখতে হয় কোন্‌টার পক্ষে সমর্থন বেশী আছে। আলোচ্য ক্ষেত্রে আমরা সেই নীতিই প্রয়োগ করব। প্রথম যেভাবে কেসটা আমার হাতে আসে, তাতে বাবার প্রাসাদের একটা আউট-হাউসে এই ভদ্রলোকের নির্জনবাস বা আটক-বাসের তিনটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা ছিল। হয় কোন অপরাধ করে সে আত্মগোপন করে আছে, না হয় সে পাগল হয়ে গেছে, আর তারা তাকে পাগলা-গারদে পাঠাতে চাইছেন না, আর না হয় তো কোন রোগের জন্য তাকে আলাদা করে রাখা হয়েছে। এ ছাড়া আর কোন মীমাংসার কথা আমার মনে আসে নি। কাজেই এই তিনটি সম্ভাবনাকেই যথাযথভাবে বিচার করে দেখতে হবে।

"অপরাধের সম্ভাবনাটা তদন্তে টিকবে না। ওই অঞ্চল থেকে এমন কোন অপরাধের কথা শোনা যায় নি যেখানে অপরাধী ধরা পড়ে নি। সেটা আমি নিশ্চিতভাবেই জানতাম। এখনও ধরা পড়ে নি এমন কোন অপরাধের ব্যাপার হলে পরিবারের স্বার্থেই অপরাধীকে বাড়িতে লুকিয়ে না রেখে বিদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হত। কাজেই এ ধরনের কাজের কোন কারণই আমি খুঁজে পাই নি।"

"পাগলের কথাটাই অধিকতর সঙ্গত মনে হয়েছিল। আউট-হাউসে দ্বিতীয় ব্যক্তির উপস্থিতিতে একজন রক্ষণা-বেক্ষণকারীর কথাই মনে হয়েছে। সে লোক বেরিয়ে আসার সময় দরজায় তালা দেওয়ায় এই ধারণাই দৃঢ়তর হয় এবং আটকে রাখার কথাটাও মনে আসে। অপরদিকে, এই আটক রাখার ব্যাপারটাতে খুব কড়াকড়িও ছিল না, নইলে যুবকটি বেরিয়ে এসে বন্ধুকে দেখে যেতে পারত না। আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে মিঃ ডড যে প্রমাণ পাবার জন্য আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, মিঃ কেন্ট কি কাগজ পড়ছিলেন। তিনি যদি 'দি ল্যান্সেট' অথবা 'দি বৃটিশ মেডিক্যাল জার্নাল' পড়তেন তাহলে আমার সুবিধা হত। তদারকির জন্য একজন যথেষ্ট শিক্ষাপ্রাপ্ত লোক যদি থাকে এবং কর্তৃপক্ষকে যদি যথারীতি বিষয়টি জানানো হয়, তাহলে কোন পারিবারিক বাড়িতে উন্মাদ রোগীকে রাখা বে-আইনী নয়। তাহলে সমস্ত ব্যাপারটাকে গোপন রাখবার এই অতি-সতর্ক আয়োজন কেন? কাজেই এ প্রস্তাবটিই ঘটনার সঙ্গে ঠিক খাপ খেল না।

"বাকি রইল তৃতীয় সম্ভাবনাটি; যতই বিরল ও অসম্ভব বলে মনে হোক না কেন, এই সম্ভাবনাটিই সব ঘটনার সঙ্গে খাপ খেয়ে গেল। দক্ষিণ আফ্রিকায় কুষ্ঠরোগ খুব বিরল নয়। ঘটনাচক্রে এই যুবকটিতে হয় তো সেই রোগ সংক্রামিত হয়েছিল। তার আত্মীয়স্বজনরা স্বভাবতই খুব বিপদে পড়ে গেল, কারণ তারা তো চাইবেই তাকে যাতে বাড়ির বাইরে কোথাও বিচ্ছিন্ন করে রাখা না হয়। এ ব্যাপারটা যাতে লোকমুখে প্রচারিত হয়ে কর্তৃপক্ষের কানে যেতে না পারে সেজন্য কঠোর গোপনীয়তার প্রয়োজন দেখা দিল। যথেষ্ট দক্ষিণা দিলে রোগীর দেখাশুনা করার জন্য একজন চিকিৎসক সহজেই পাওয়া যায়। সে ক্ষেত্রে রোগীকে রাতের বেলায় ছেড়ে রাখলেও ক্ষতির কোন কারণ নেই। চামড়াটা ধপধপে সাদা হয়ে যাওয়াই এ রোগের সাধারণ লক্ষণ। সম্ভাবনাটাকে খুবই জোরদার মনে হল—এত জোরদার যে আমি স্থির করে ফেললাম যে, সেটাকেই প্রমাণিত সত্য বলে ধরে নিয়েই কাজে নামব। এখানে পৌঁছেই যখন দেখলাম যে খাবার বয়ে নেবার সময় র‍্যালফ্‌ সংক্রমণ-প্রতিষেধক ওষুধ লাগানো দস্তানা ব্যবহার করে, তখনই আমার মন থেকে শেষ সন্দেহটুকুও দূর হয়ে গেল। স্যার, আপনাকে একটিমাত্র শব্দ লিখে দেখানোর ফলে আপনিও বুঝতে পারলেন যে আপনাদের সব গোপন কথা ধরা পড়ে গেছে, মুখে না বলে সেটা যে আপনাকে লিখে দেখিয়েছিলাম তার কারণ তাতে আপনার মনে হবে যে আমার বিচার-বিবেচনার উপর ভরসা করা চলে।"

সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণটি শেষ করে এনেছি এমন সময় ঘরের দরজা খুলে গেল এবং বিখ্যাত ত্বক-বিশেষজ্ঞের গম্ভীর মূর্তিটি ঘরে ঢুকল। কিন্তু এই একটি বারের মত তাঁর স্ফিনক্স-সুলভ মূর্তি যেন কিছুটা নরম দেখলাম, তাঁর চোখে যেন দেখলাম মানুষের উষ্ণতা। পা ফেলে কর্ণেল এমস্‌ওয়ার্থ-এর দিকে এগিয়ে গিয়ে তার কর-মর্দন করল।

বলল, "খারাপ সংবাদ বহন করাই আমার নিয়তি,

সুসংবাদ দিয়ে থাকি কদাচিৎ। কিন্তু আজকের দিনটি আমার কাছে স্বাগত। এটা কুষ্ঠরোগ নয়।"

"কি ?"

"এটা নকল-কুষ্ঠ বা মৎসরোগের একটা সুস্পষ্ট নিদর্শন ঃ চামড়াটা মাছের আঁশের মত কুৎসিত দেখায়, কিছুতেই সারতে চায় না, কিন্তু সুচিকিৎসায় এ রোগ নিরাময় হতে পারে, আর কোন অবস্থাতেই এটা সংক্রামক রোগ নয়। হ্যাঁ মিঃ হোমস, দুটো রোগ-লক্ষণের মিল খুবই উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এটা কি শুধুই মিল ? প্রকৃতিতে এমন সব সূক্ষ্ম শক্তি কি কাজ করে না যার খবর আমরা রাখি না ? আমরা কি নিশ্চয় করে বলতে পারি, সম্ভাবিত রোগ সংক্রমণের দিন থেকে যে আশংকায় এই যুবকটি ভয়ংকর যন্ত্রণা ভোগ করে চলেছে তার ফলেই এমন কিছু দৈহিক লক্ষণ তার মধ্যে প্রকাশ পেতে পারে না যেটা সেই আশংকিত রোগ-লক্ষণের অনুরূপ ? সে যাই হোক, চিকিৎসাক্ষেত্রে আমার যেটুকু সুনাম আছে তার দিব্যি দিয়েই বলছি—কিন্তু মহিলাটি মূর্ছা গেছেন ! আমার মনে হয়, এই আনন্দের ধাক্কা সামলে তিনি যতক্ষণ সুস্থ হয়ে না উঠছেন ততক্ষণ মিঃ কেন্টই তাঁর দেখাশুনা করতে থাকুন।"

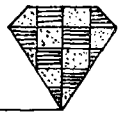

www.boiRboi.net

ম্যাজারিন রত্ন-মণির বিচিত্র ঘটনা

The Adventure of the Mazarin Stone

বেকার স্ট্রীটের দোতলার যে অপরিচ্ছন্ন ঘরটা থেকে অনেক বিখ্যাত অভিযানের সূত্রপাত হয়েছে সেই ঘরে ফিরে এসে ডাঃ ওয়াটসনের বেশ ভালই লাগছিল। দেওয়ালের বিজ্ঞানসংক্রান্ত চার্টগুলি, রাসায়নিক পরীক্ষার অ্যাসিডে-পোড়া বেঞ্চিটা, এক কোণে দাঁড় করানো বেহালার বাক্সটা, পুরনো পাইপ ও তামাকে বোঝাই কয়লা রাখার পাত্রটা—ঘরের চারদিকে তাকিয়ে এ সব কিছুই সে দেখতে পেল। অবশেষে তার চোখ পড়ল ছোকরা চাকর বিলির তাজা ও হাসিভরা মুখের দিকে। বয়সে ছোট হলেও বিলি বেশ বুদ্ধিমান ও কৌশলী। মহান গোয়েন্দাটির শনিগ্রহসুলভ গম্ভীর আকৃতিকে ঘিরে যে নির্জনতা ও বিচ্ছিন্নতা সর্বদাই বিরাজ করে এই বিলিই বরং সেই শূন্যতার কিছুটা পূরণ করে থাকে।

"সব কিছুই তো বেশ অপরিবর্তিতই আছে বিলি। তুমিও বদলাও নি। আশা করি তার বেলায়ও এ কথাই বলা চলবে ?"

কিছুটা উদ্বেগের সঙ্গে বিলি শোবার ঘরের বন্ধ দরজার দিকে তাকাল।

বলল, "মনে হচ্ছে তিনি বিছানায় ঘুমিয়ে আছেন।"

মনোরম গ্রীষ্মের সন্ধ্যা। তখন সাতটা বাজে। কিন্তু পুরনো বন্ধুর স্বভাবের অনিয়মতার কথা ডাঃ ওয়াটসন ভালই জানে ; তাই এ কথা শুনে সে মোটেই বিস্মিত হল না।

"নিশ্চয় কোন কেস হাতে এসেছে, কি বল ?"

"হ্যাঁ স্যার ; এখন তিনি সেটা নিয়েই খুব খাটছেন ! তাঁর স্বাস্থ্যের কথা ভেবে আমি তো ভয় পাচ্ছি। ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছেন, শুকিয়ে যাচ্ছেন, প্রায় কিছুই খান না। মিসেস হাডসন হয় তো জিজ্ঞাসা করলেন, 'মিঃ হোমস, রাতের খাবারটা কখন খাবেন ?" তিনি জবাব দেন, 'আগামী পরশু সাড়ে সাতটায়।' কোন কেস নিয়ে পড়লে তাঁর কি অবস্থা হয় আপনি তো জানেন।"

"হ্যাঁ বিলি, জানি।"

"কারও পিছনে লেগেছেন। দিন-মজুর যেভাবে কাজ খুঁজতে বের হয় কাল সেই সাজে বেরিয়েছিলেন। আজ সেজেছিলেন একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক। আমাকে তো মোটামুটি বিশ্বাস করেন, তাই সবই জানতে পারি।" মুখটা বেঁকিয়ে বিলি সোফার গায়ে হেলান দেওয়া মেয়েদের ছোট ছাতাটা দেখাল। "ওই দেখুন, বুড়ির সাজ-পোশাকের একটা নমুনা।"

যেন রাজ্যের একটা গভীর গোপন কথা নিয়ে আলোচনা করছে এমনিভাবে বিলি গলাটা খাটো করল। "আপনাকে বলতে বাধা নেই স্যার, কিন্তু আর কারও কানে যেন না যায়। এটা রাজমুকুটের হীরের কেস স্যার।"

"বল কি ? এক লক্ষ পাউণ্ড চুরির কেস ?"

"হ্যাঁ স্যার। সেটা তাঁদের ফেরৎ চাই-ই। জানেন স্যার, প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্র সচিব দু'জনই এসে এই সোফায় বসেছিলেন। মিঃ হোমস তাঁদের সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করেছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের ঠাণ্ডা করে কথা দিলেন, তিনি যথাসাধ্য করবেন। তারপর আছেন লর্ড ক্যাণ্টলমেয়ার—"

"আচ্ছা !"

"হ্যাঁ স্যার ; তার অর্থ তো বুঝতেই পাচ্ছেন। যদি আপত্তি না করেন তো বলি, তিনি লোকটি বড়ই কড়া। প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে কোন অসুবিধা নেই, স্বরাষ্ট্র সচিবের বিরুদ্ধেও আমার কিছু বলার নেই ; তাঁরা খুবই ভদ্র, সব কিছু মানিয়ে চলেন ; কিন্তু ওই লর্ড মশায়কে আমি সইতে পারি না। মিঃ হোমসও পারেন না। কি বলব স্যার, তিনি মিঃ হোমসকেও ভরসা করেন না ; তিনি তো তাঁকে কাজের ভার দেবার বিপক্ষেই ছিলেন। তিনি, তো এখনও চান, মিঃ হোমস যেন ব্যর্থ হন।"

"আর মিঃ হোমস তা জানে ?"

"যা কিছু জানার থাকে সবই মিঃ হোমস জানেন।"

"দেখা যাক ; আমরা তো আশা রাখি যে সে ব্যর্থ হবে না, আর তখন লর্ড ক্যাণ্টলমেয়ারই জব্দ হবেন। কিন্তু আমি বলি বিলি, জানালার এ-পাশ ও-পাশ টানা ঐ পর্দাটা কিসের জন্য ?"

"তিনদিন আগে মিঃ হোমস ওটা টাঙিয়েছেন। ওর পিছনে একটা মজা আছে।"

বিলি এগিয়ে গিয়ে পর্দাটা সরিয়ে দিতেই ধনুকাকৃতি জানালার ওপাশের কুলুঙ্গীমত জায়গাটা নজরে পড়ল।

ডাঃ ওয়াটসনের মুখ থেকে একটা বিস্ময়সূচক শব্দ বেরিয়ে এল। সেখানে রয়েছে তার পুরনো বন্ধুর একটি প্রতিকৃতি, ড্রেসিং-গাউন সমেত ; মুখটা তিন ভাগ জানালার দিকে ফেরানো ও নীচু করা, যেন কোন অদৃশ্য বই পড়ছে, আর শরীরটা হাতল-চেয়ারে ডুবে আছে। বিলি মাথাটা খুলে শূন্যে তুলে ধরল। যাতে আরও জীবন্ত মনে হয় সেজন্য আমরা এটাকে বিভিন্ন কোণে বসাই। খড়খড়ি নামানো না থাকলে এটাতে হাত দিতে সাহস করতাম না। খড়খড়িটা তোলা থাকলে মূর্তিটাকে রাস্তা থেকেই দেখতে পাবেন।"

"আগেও এ ধরনের ব্যাপার আমরা করেছি।"

"আমি আসার আগে", বিলি বলল। তারপর জানালার পর্দা সরিয়ে রাস্তায় তাকাল। "অনেক লোক ওখান থেকে আমাদের উপর নজর রাখছে। এখনও জানালায় একটি লোককে দেখতে পাচ্ছি। নিজেই এসে দেখুন না।"

ওয়াটসন এক পা এগিয়ে যেতেই শোবার ঘরের দরজা খুলে হোমসের দীর্ঘ শীর্ণ দেহটা বেরিয়ে এল। তার মুখটা বিবর্ণ ও আনত, কিন্তু পদক্ষেপ ও চালচলন আগের মতই চঞ্চল। এক লাফে জানালায় পৌঁছে সে আবার পর্দাটা নামিয়ে দিতে বলল।

"ওতেই হবে বিলি" সে বলল। "ওখানে দাঁড়ালে তোমার জীবন বিপন্ন হতে পারে বাবা, আর এখনও তোমাকে ছাড়া আমার চলবে না। আরে ওয়াটসন, পুরনো আড্ডায় তোমাকে দেখে খুব ভাল লাগছে। খুব সংকট মুহূর্তে তুমি এসেছ।"

"তাই তো শুনলাম।"

"তুমি যেতে পার বিলি। এই ছেলেটা সমস্যা হয়ে উঠেছে ওয়াটসন। কতদূর পর্যন্ত তাকে আমি বিপদের মুখে ঠেলে দিতে পারি বল তো ?"

"কিসের বিপদ হোমস ?"

"আকস্মিক মৃত্যুর। আজ সন্ধ্যায়ই একটা কিছু ঘটবে বলে মনে হচ্ছে।"

"সেই একটা কিছু কি ?"

"খুন ওয়াটসন।"

"না, না, ; তুমি ঠাট্টা করছ হোমস।"

"ঠাট্টা-তামাসা করতে আমি ভাল পারি না, তবু এর চাইতে ভাল ঠাট্টার কথা নিশ্চয় জানি। কিন্তু ততক্ষণ আমরা একটু মৌজ করতে পারি না কি ? মদ চলবে তো ? গ্যাসোজেন ও সিগার পুরনো জায়গাতেই আছে। তোমার সেই পুরনো হাতল-চেয়ারেই তোমাকে দেখতে চাই। আশা করি আমার পাইপ ও আমার সেই শোকাবহ তামাককে তুমি ঘৃণা করতে শেখ নি ? আজকাল তো সেটাই আমার খাদ্যের স্থান দখল করেছে ?"

"কিন্তু তুমি খাচ্ছ না কেন ?"

"কারণ অনাহারে রাখলেই বুদ্ধিগুলো ভাল খোলে। আরে ভাই ওয়াটসন, ডাক্তার হিসাবে তুমিও নিশ্চয় স্বীকার করবে তোমার পরিপাক-যন্ত্র যতটা রক্ত টেনে নেয় ততটাই মস্তিষ্কে টান পড়ে।° ওয়াটসন, আসলে আমি একটি মস্তিষ্ক, আমার বাকি সবটাই উপসর্গমাত্র। কাজেই মস্তিষ্কের কথাটাই আমাকে আগে ভাবতে হয়।"

"কিন্তু এই বিপদ হোমস ?"

"ওঃ হ্যাঁ ; বিপদ যদি ঘটেই, খুনীর নাম ও ঠিকানাটা তোমার মনে রাখা দরকার। আমার ভালবাসা ও বিদায়কালীন আশীর্বাদ জানিয়ে সেগুলি তুমি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে পাঠাতে পারবে। তার নাম সিল্‌ভিয়ুস—কাউণ্ট নেগ্রেত্তো সিলভিয়ুস। লিখে নাও বাপু, লিখে নাও! ১৩৬, মুরসাইড গার্ডেন্স, এন. জি.। লিখেছ ?"

ওয়াটসনের ভালোমানুষী মুখটা উৎকণ্ঠায় বেঁকে উঠেছে। হোমস যে কী প্রকাণ্ড ঝুঁকি নিতে পারে তা সে ভালই জানে। আরও জানে, সে যা বলছে সেটা অতিরঞ্জন তো নয়ই, বরং কম করেই বলছে। ওয়াটসন সব সময়ই কাজের লোক ; এবারও সে সময় মত কাজে লেগে গেল।

"আমাকেও এর মধ্যে নাও হোমস। দু'একটা দিন আমার হাতে কোন কাজ নেই।"

"তোমার চরিত্র আর শোধরালো না ওয়াটসন। অন্য দোষের সঙ্গে মিথ্যে বলাটাও যোগ করেছ। একজন ব্যস্ত চিকিৎসকের সব লক্ষণই তোমার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। ঘণ্টায় ঘণ্টায়ই তো তোমার ডাক আসে।"

"খুব গুরুতর কিছু নয়। কিন্তু এই লোকটাকে কি তুমি গ্রেপ্তার করতে পার না ?"

"হ্যাঁ, তা পারি ; তারও তো সেটাই ভয়।"

"তাহলে করছ না কেন ?"

"কারণ আমি জানি না হীরেটা কোথায় আছে।"

"ও হো। বিলি আমাকে বলেছে—রাজমুকুটের হারানো রত্নটি তো।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই মহামূল্যবান হলুদ ম্যাজারিন মণি। জাল ফেলেছি, মাছও ধরেছি, কিন্তু মণিটি পাই নি। তাহলে

তাদের ধরে লাভ কি হল ? তাদের পাকড়াও করে আমরা জগতের কল্যাণ করতে পারি, কিন্তু আমি তো তা চাইছি না। আমার চাই সেই মণিটি।"

"আর এই কাউন্ট সিল্‌ভিয়ুস কি তোমার সেই মাছের একটি ?"

"হ্যাঁ, সেই হাঙর। সে কামড় বসায়। অপরজন হল স্যাম মার্টন, মুষ্টিযোদ্ধা। স্যাম লোকটি খারাপ নয়, কিন্তু কাউন্ট তাকে কাজে লাগায়। স্যাম হাঙর-নয়। সে একটি বোকা মাথা-মোটা মুগুর। কিন্তু সে তো আমার জালের মধ্যেই খলবল করে বেড়াচ্ছে।"

"কিন্তু সেই কাউন্ট সিলভিয়ুস কোথায় ?"

"আজ সকালেই প্রায় তার হাতের মুঠোর মধ্যে গিয়েছিলাম। ওয়াটসন, বৃদ্ধা মহিলার সাজে তুমি তো আমাকে দেখেছ। সে সাজটা আমাকে নিখুঁত মানায়। একবার তো সে নিজ হাতে আমার ছাতাটাই তুলে দিল। "আপনার অনুমতিক্রমে ম্যাডাম", সে বলেছিল। চাল-চলনে সে আধা-ইতালীয় আর দক্ষিণী সৌজন্যের প্রতিমূর্তি ; কিন্তু মেজাজ যখন চড়ে তখন সে স্বয়ং শয়তান। জীবন যে কত বিচিত্র ঘটনায় ভরপুর ওয়াটসন।"

"একটা দুর্ঘটনা তো ঘটতে পারত।"

"হ্যাঁ, তা পারত। তার পিছু পিছু আমি মিনোরিজ অঞ্চলের পুরনো স্ট্রবেঞ্জি কারখানা পর্যন্ত গিয়েছিলাম। স্ট্রবেঞ্জিতে হাওয়া-বন্দুক তৈরী হয়। শুনেছি বেশ সূক্ষ্ম শিল্প-কর্ম। আমার তো মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে বিপরীত দিকের জানালায়ই তার একটাকে দেখতে পাবে। আমার নকল মূর্তিটা দেখেছ কি ? বিলি নিশ্চয় তোমাকে দেখিয়েছে। দেখ, যে কোন মুহূর্তে একটা গুলি ওটার সুন্দর মাথাটাকে বিদ্ধ করতে পারে। এই যে বিলি, ওটা কি ?"

থালার উপর একটা কার্ড নিয়ে বিলি ঘরে ঢুকেছে। ভুরু দুটো তুলে মজার হাসি হেসে হোমস কার্ডখানার দিকে তাকাল।

"স্বয়ং তিনি। এটা আমি আশা করি নি। বিছুটিতে হাত পড়ল ওয়াটসন। বড় শক্ত লোক। সম্ভবত বড় শিকারী হিসাবে তার সুখ্যাতি তুমিও শুনেছ। আমাকে যদি থলেতে ভরতে পারে তাহলে তার চমৎকার শিকারের রেকর্ডের নিশ্চয় একটা গৌরবদীপ্ত পরিসমাপ্তি ঘটবে। এতেই প্রমাণ হল, আমি যে তার পায়ে পায়ে ঘুরছি সেটা সে বুঝতে পেরেছে।"

"পুলিশকে ডাক।"

"হয়তো ডাকব। কিন্তু ঠিক এখনই নয়। খুব সতর্কতার সঙ্গে একবার জানালা দিয়ে বাইরে তাকাবে কি ওয়াটসন ? রাস্তায় কেউ আছে কি না দেখ তো।"

"হ্যাঁ, দরজার কাছে একটি চোয়াড় গোছের লোক দাঁড়িয়ে আছে।"

"নিশ্চয় স্যাম মার্টন—অনুগত কিন্তু অল্পবুদ্ধি স্যাম। এ ভদ্রলোকটি কোথায় বিলি ?"

"বসবার ঘরে স্যার।"

"আমি ঘণ্টা বাজালেই তাকে উপরে নিয়ে আসবে।"

"ঠিক আছে স্যার।"

"আমি ঘরে না থাকলেও তাকে নিয়ে ভিতরে ঢুকবে।"

"হ্যাঁ স্যার।"

দরজাটা বন্ধ হওয়া পর্যন্ত ওয়াটসন অপেক্ষা করল। তারপরই সাগ্রহে সঙ্গীর কাছে ছুটে গেল।

"দেখ হোমস, এটা অসম্ভব। লোকটা বেপরোয়া, কিছুতেই সে পিছপা নয়। সে হয় তো তোমাকে খুন করতেই এসেছে।"

"আমি তাতে বিস্মিত হব না"

"আমি তোমার সঙ্গে থাকতে চাই।"

"তুমি ভয়ংকরভাবে বাধার সৃষ্টি করবে।"

"তার পথে ?"

"না ভাই,—আমার পথে।"

"কিন্তু আমি তোমাকে ছেড়ে যেতে পারি না।"

"হ্যাঁ, তুমি পার ওয়াটসন। তুমি পারবেও, কারণ ঠিক মত খেলতে তুমি কখনও বিফল হও নি। আমি নিশ্চিত জানি, শেষ পর্যন্ত তুমি ঠিক খেলাই খেলবে। লোকটা নিজের মতলবেই এসেছে, কিন্তু আমার মতলবের জন্যই এখানে থেকে যেতেও পারে।" হোমস তার নোট বইটা তুলে নিয়ে কয়েক লাইন লিখল। একটা গাড়ি নিয়ে স্কট-ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে চলে যাও এবং সি. আই. ডি-র ইউথল্‌কে এটা দাও। পুলিশ নিয়ে ফিরে এস। লোকটা গ্রেপ্তার হবে।"

"সানন্দেই এ কাজ আমি করব।"

"আমি ফিরে আসবার আগেই মণিটা কোথায় আছে জেনে নেবার যথেষ্ট সময় আমি পাব।" সে ঘণ্টায় হাত দিল। "শোবার ঘরের ভিতর দিয়ে আমরা চলে যাব। বের হবার দ্বিতীয় দরজাটা খুবই কাজে লাগে। হাঙরটা আমাকে দেখবার আগেই আমি তাকে দেখতে চাই, আর তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে যে সে চরম ব্যবস্থা আমার আছে।"

সুতরাং এক মিনিট পরে বিলি কাউন্ট সিল্‌ভিয়ুসকে নিয়ে শূন্য ঘরটাতেই ঢুকল। এই বিখ্যাত শিকারী, ক্রীড়াবিদ, শহুরে মানুষটির বেশ মোটাসোটা চেহারা, বিরাট কালো গোঁফ, তার নীচে সরু ঠোঁটের ফাঁকে একখানি নিষ্ঠুর মুখ, আর সেই মুখের উপর উদ্যত ঈগল পাখির ঠোঁটের মত একটা দীর্ঘ, বাঁকা নাক। লোকটি সুবেশ, চকচকে নেকটাই, ঝকঝকে পিন, আর ঝিকিমিকি আংটিতে জমকালো। পিছনে

দরজাটা বন্ধ হতেই হিংস্র, চকিত চোখে সে এমনভাবে চারিদিকে তাকাতে লাগল যেন সর্বত্রই ফাঁদ পাতা আছে বলে তার আশংকা আছে। তারপর জানালাপথে হাতল-চেয়ারের উপর থেকে ঠেলেওঠা অচঞ্চল মাথাটা এবং ড্রেসিং-গাউনের কলারটা চোখে পড়তেই সে প্রচন্ডভাবে চমকে উঠল। প্রথমে তার মুখে ফুটে উঠল শুধুই বিস্ময়। তারপরেই তার দুটি কালো খুনী চোখে ঝলসে উঠল একটা ভয়ংকর আশার আলো। আর একবার চারদিক তাকিয়ে আর কোন সাক্ষী আছে কি না দেখে নিয়ে হাতের মোটা লাঠিটা অর্ধেকটা তুলে পা টিপে টিপে নিশ্চুপ মূর্তিটার দিকে এগিয়ে গেল। ও'ৎ পেতে সর্বশেষ লাফ ও আঘাতের জন্য সবে প্রস্তুত হয়েছে এমন সময় শোবার ঘরের খোলা দরজা থেকে একটি বিদ্রূপাত্মক ঠান্ডা কণ্ঠস্বর তাকে ডেকে বলল ঃ

"ওটাকে ভাঙবেন না কাউন্ট! ওটাকে ভাঙবেন না!"

হত্যাকারী কম্পিত পায়ে পিছিয়ে গেল; তার বিচলিত মুখে একরাশ বিস্ময়। মুহূর্তের জন্য হাতের ভারী বোতল আর একবার অর্ধেকটা তুলল; মনে হল প্রতিমূর্তির বদলে আসল মূর্তিকেই আঘাত করবে; কিন্তু তার স্থির ধূসর চোখে ও বিদ্রূপের হাসিতে এমন কিছু ছিল যার ফলে সে তার হাত নামিয়ে নিল।

মূর্তিটির দিকে এগিয়ে গিয়ে হোমস বলল, "বড় সুন্দর মূর্তিটি। ফরাসী ভাস্কর তাভেনি'য়ার এটি তৈরী করেছেন। আপনার বন্ধু স্ট্রবেঞ্জি যেমন হাওয়া-বন্দুক তৈরী করতে ওস্তাদ, তিনিও তেমনি মোমের কাজে দক্ষ।"

"হাওয়া-বন্দুক! আপনি কি বলছেন স্যার?"

"আপনার টুপি ও লাঠি পাশের টেবিলে রাখুন। ধন্যবাদ। দয়া করে আসন গ্রহণ করুন। আপনার রিভলবারটাও বের করবেন কি? আঃ, খুব ভাল; ইচ্ছা করলে ওটার উপরেও বসতে পারেন। বড় ভাল সময়ে আপনি এসেছেন, কারণ আপনার সঙ্গে কয়েক মিনিট কথা-বার্তা বলতে খুব ইচ্ছা হচ্ছিল।"

কাউন্ট তার ভারী, ভীতিপ্রদ ভুরু দুটিতে ভ্রূকুটি করল।

"হোমস, আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলার ইচ্ছা আমারও ছিল। সেজন্যই আমি এখানে এসেছি। অস্বীকার করব না যে এই মুহূর্তে আপনাকে আঘাত করতেই আমি চেয়েছিলাম।"

হোমস তার পাটা টেবিলের কোণায় ঘুরিয়ে নিল।

বলল, "আপনার মাথায় যে ও রকম কিছু ছিল সেটা আমিও বুঝেছিলাম। কিন্তু এই ব্যক্তিগত মনোযোগের হেতু কি?"

"হেতু এই যে আপনি নিজের পথ ছেড়ে আমাকে বিরক্ত করতে গিয়েছেন। আপনার জীবনের আমার পিছনে লেলিয়ে দিয়েছেন।"

"আমার জীব! আমি বলছি, কখনও না!"

"বাজে কথা। আমি দেখেছি তারা আমার পিছু নিয়েছে। দু'জন লোক সে খেলায় নেমেছিল হোমস।"

"ওটা তুচ্ছ ব্যাপার কাউন্ট সিল্‌ভিয়ুস, কিন্তু আমি আশা করব যে আমার নাম ধরে ডাকবার সময় দয়া করে যথারীতি উপসর্গটিও যোগ করবেন। আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন যে আমার যা কাজ তাতে শয়তান দলের অর্ধেকের সঙ্গে আমার যথেষ্ট পরিচয় আছে; কাজেই আমি আশাকরি আপনি তার থেকে কোন ব্যতিক্রম হবেন না।"

"বেশ, তাহলে মিঃ হোমস।"

"চমৎকার! কিন্তু আবার বলছি, আমি আপনার পিছনে লোক লাগিয়েছি এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল।"

কাউন্ট সিল্‌ভিয়ুস তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল।

"আপনার মত অন্য লোকেরও দেখার চোখ আছে। গতকাল ছিল একটি বুড়ো শিকারী। আজ ছিল একটি বুড়ি। তারা সারাদিন আমার উপর নজর রেখেছে।"

"সত্যি স্যার, আপনি আমার যথেষ্ট প্রশংসা করলেন। ফাঁসির আগের রাত্রে বৃদ্ধ ব্যারণ ডসন বলেছিলেন, আমার বেলায় আইন যতটা লাভবান হল, রঙ্গমঞ্চ ঠিক ততটা হারাল। আর এখন আমার ছোটখাট ছদ্মবেশকে আপনি অনেকখানি প্রশংসা করলেন।"

"আপনি—আপনি নিজে?"

হোমস কাঁধ ঝাঁকুনি দিল। "নিজের চোখেই দেখুন, সন্দেহ করবার আগে মিনরিজ-এ ঐ কোণের ছোট ছাতাটাই আপনি সবিনয়ে আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন।"

"আমি যদি জানতাম, তাহলে আপনি কখনও—"

"এই ছোট বাড়িটাকে আর চোখে দেখতে পেতাম না। সেটা আমি ভালই জানতাম। সুযোগ নষ্ট করে আমরা সকলেই অনুশোচনা করে থাকি। আসল ঘটনা হল, আপনি জানতে পারেন নি, আর তাই আমরা এখানে হাজির।"

কাউন্টের পাকানো ভুরু তার ক্ষতিকর চোখের উপর আরও ভারী হয়ে নেমে এল। "আপনি যা বললেন তাতে ব্যাপারটা আরও ঘোরালো হয়ে উঠল। আপনার লোক নয়, কিন্তু আপনি স্বয়ং—অভিনেতা ও অনধিকারচর্চাকারী। আপনি স্বীকার করেছেন যে আপনি আমার পিছনে লেগেছিলেন। কেন?"

"তাই বলুন কাউন্ট। আলজেরিয়াতে আপনি তো সিংহ শিকার করতেন।"

"মানে?"

"কিন্তু কেন?"

"কেন? খেলা—উত্তেজনা—বিপদ!"

"এবং পৃথিবী থেকে একটা আপদ দূর করাও নিশ্চয়?"

"ঠিক তাই।"

"সংক্ষেপে আমার কারণও তাই।"

কাউন্ট লাফ দিয়ে দাঁড়াল; হাতটা আপনা থেকেই পিছনের পকেটের দিকে ঘুরে গেল।

"বসুন স্যার, বসুন। কারণ আরও একটা আছে। সেই হল্‌দে হীরেটি আমার চাই!"

, কাউন্ট সিলভিয়ুস অশুভ হাসি হেসে চেয়ারে বসে পড়ল।

বলল, "বটে!"

"আপনি জানেন সেটার জন্যই আমি আপনার পিছু নিয়েছি। আজ রাতে আপনি যে এখানে এসেছেন তার আসল কারণ আপনি জানতে চেয়েছিলেন, এ ব্যাপারে আমি কতখানি জানি এবং আমাকে সরিয়ে দেওয়া কতখানি একান্ত প্রয়োজন। দেখুন, আপনার দিক থেকে দেখলে সেটা সম্পূর্ণ প্রয়োজন, কারণ এ ব্যাপারে আমি সব কিছুই জানি, শুধু একটি জিনিস ছাড়া, আর সেটাই এখন আপনাকে বলতে হবে।"

"বটে! তা সেই উহ্য জিনিসটি কি দয়া করে বলবেন কি?"

"রাজমুকুটের হীরেটি এখন কোথায় আছে?"

কাউন্ট তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সঙ্গীটির দিকে তাকাল। "ওঃ, সেই কথাটা আপনি জানতে চান, তাই না? সেটা কোথায় আছে তা আমি বলব কেমন করে?"

"আপনি বলতে পারেন এবং বলতে আপনাকে হবে।"

"বটে!"

"আমাকে ধাপ্পা দিতে পারবেন না কাউন্ট সিলভিয়ুস।" তার দিকে তাকিয়ে হোমসের চোখ দুটি সংকুচিত ও দীপ্ত হতে হতে একসময় দুটি ভয়ংকর ইস্পাতের বিন্দুতে পরিণত হল।"

"আপনি অত্যন্ত স্বচ্ছ কাঁচ। আপনার মনের ভিতরটা পর্যন্ত আমি দেখতে পাচ্ছি।"

"তাহলে তো হীরেটি কোথায় আছে তাও দেখতে পেয়েছেন।"

হোমস আনন্দে করতালি দিয়ে উঠল। বিদ্রূপের ভঙ্গীতে আঙুলটা বাড়িয়ে বলল, "তাহলে তো আপনি সত্যি জানেন। আপনি সেটা স্বীকার করেছেন!"

"আমি কিছুই স্বীকার করি নি।"

"দেখুন কাউন্ট, আপনি যদি বুদ্ধিমান হন, লেন-দেনের কথা হোক। না হলে আপনি আঘাত পাবেন।"

কাউন্ট সিলভিয়ুস সিলিং-এর দিকে চোখ তুলল।

বলল, "আর আপনি বলছেন ধাপ্পার কথা!"

হোমস চিন্তিতভাবে তার দিকে তাকাল; কুশলী দাবাড়ু মোক্ষম চালটি দেবার আগে যেভাবে তাকায় ঠিক সেই ভঙ্গীতে। তারপর টেবিলের দেরাজটা একটানে খুলে একটা খোলা নোট বই বের করল।

"আপনি কি জানেন এই বইতে আমি কি রেখেছি?"

"না স্যার, তা তো জানি না।"

"আপনাকে!"

"আমাকে?"

"হ্যাঁ স্যার, আপনাকে। আপনি পুরোপুরি এখানে আছেন—আপনার জঘন্য, বিপজ্জনক জীবনের প্রতিটি কাজের কথা এখানে লেখা আছে।"

জ্বলন্ত চোখে কাউন্ট চেঁচিয়ে উঠল, "বাজে কথা রাখুন হোমস! আমার ধৈর্যের একটা সীমা আছে।"

"সব এখানে আছে কাউন্ট। বৃদ্ধা মিসেস হ্যারল্ড-এর মৃত্যুর প্রকৃত ঘটনা, তার কাছ থেকে আপনার ব্লাইমার-এর জমিদারি প্রাপ্তি, আচিরেই জুয়া খেলে সে সব উড়িয়ে দেওয়া—সব কথা এতে লেখা আছে।"

"আপনি স্বপ্ন দেখছেন!"

"আর মিস মিনি ওয়ারেণ্ডার-এর পুরো ইতিহাসটাও এতে আছে।"

"ধুত্! ও দিয়ে কিছু করতে পারবেন না।"

"আরও অনেক আছে কাউন্ট। ১৮৯২, ১৩ই ফেব্রুয়ারি রিভিয়েরা-যাত্রী ডি-লুক্স ট্রেনের ডাকাতি। সেই বছরেই 'ক্রেডিট লিওনাসিস' ব্যাংকের উপর জাল চেক।"

"না; এটা ভুল বললেন।"

"তাহলে অন্যগুলো ঠিক বলেছি। তারপর কাউন্ট, আপনি একজন তাসারু। অন্য খেলুড়ে যদি সবগুলো তুরুপের তাস পায় তখন তো আপনার হাতটা ফেলে দিলেই সময়টা বাঁচে।"

"যে হীরের কথা বলছিলেন তার সঙ্গে এ সব কথার কি সম্পর্ক?"

"ধীরে কাউন্ট, ধীরে। কৌতূহলটা চেপে রাখুন। আমার চিরাচরিত পদ্ধতিতেই সে সব কথায় আসছি। আপনার বিরুদ্ধে এতগুলি কেস আমার হাতে আছে, তাছাড়াও আপনার এবং আপনার যোদ্ধা সাকরেদের বিরুদ্ধে আছে রাজমুকুটের হীরের কেস।"

"সত্যি!"

"যে কোচয়ান আপনাকে হোয়াইট হল-এ নিয়ে গিয়েছিল এবং নিয়ে এসেছিল সে আমার হাতে আছে। যে কমিশনার ঘটনাস্থলের কাছে আপনাকে দেখেছিল সে আমার হাতে আছে। আর আছে আইকি স্যান্ডার্স, যে আপনার কথায় হীরেটি কাটতে অস্বীকার করেছিল। আইকি সব ফাঁস করে দিয়েছে, কাজেই আপনার খেলা খতম্।"

কাউন্টের কপালের শিরাগুলি ফুলে উঠল। অবরুদ্ধ

আবেগে তার কালো লোমশ হাতদুটি মুষ্টিবদ্ধ হল। কি যেন সে বলতে চাইল, কিন্তু মুখে কোন কথা জোগাল না।

হোমস বলল, "আমার হাতে এই সব তাস আছে। সব আমি টেবিলের উপর মেলে ধরলাম। কিন্তু একটা তাস পাওয়া যাচ্ছে না। সেটি হচ্ছে 'হীরের রাজা'। আমি জানি না সে রত্ন-মণিটি কোথায়।"

"আপনি কোনদিন জানতে পারবেন না।"

"পারব না? কথা শুনুন কাউন্ট। অবস্থাটা ভেবে দেখুন। বিশ বছরের জন্য আপনার হাতে হাত-কড়া পড়বে। স্যাম মার্টন-এরও তাই হবে। তাহলে ঐ হীরে আপনার কোন্ কাজে লাগবে? কোন কাজে লাগবে না। কিন্তু ওটা যদি আমাকে দিয়ে দেন—ব্যাপারটা আমি আপোষে মিটিয়ে ফেলব। আপনাকে বা স্যামকে আমরা চাই না। আমরা চাই রত্নমণিটি। সেটা দিয়ে দিন, তাহলেই অন্তত আমার দিক থেকে আপনার মুক্তি; অবশ্য যতদিন ভালভাবে থাকবেন; তারপরেও যদি পদস্খলন হয়—তাহলে কিন্তু সেটাই শেষ কথা হবে। কিন্তু এবারের মত আমার লক্ষ্য মণিটি হাতে পাওয়া, আপনাকে নয়।"

"যদি স্বীকার না করি?"

"তাহলে—সে ক্ষেত্রে—হায়!—আপনাকেই চাইব, মণিটি নয়।"

ঘণ্টার শব্দ শুনে বিলি উঠে এসেছিল।

"দেখুন কাউন্ট, আমার মনে হয় আপনার বন্ধু স্যামকেও এই বৈঠকে ডাকা ভাল। তার স্বার্থটাও দেখা উচিত। বিলি, সদর দরজার বাইরে একটি মস্তবড় কুৎসিত ভদ্রলোককে দেখতে পাবে। তাকে উপরে আসতে বল।"

"যদি না আসে স্যার?"

"কোনরকম জবরদস্তি করো না বিলি। খারাপ ব্যবহারও করো না। তুমি যদি বল কাউন্ট সিলভিয়ুস তাকে ডাকছেন, তাহলেই সে আসবে।"

বিলি চলে গেলে কাউন্ট জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কি করতে চাইছেন?"

"একটু আগেই বন্ধু ওয়াটসন আমার কাছে ছিল। আমি তাকে বলেছি, আমার জালে একটি হাঙর ও একটি মুগুর ধরা পড়েছে; এবার আমি জাল টেনেছি, আর তারা দু'জনই উঠে এসেছে।"

কাউন্ট চেয়ার থেকে উঠে পড়ল। হাতটা পিছনে নিল। হোমসও তার ড্রেসিং-গাউনের পকেট থেকে অর্ধেক বেরিয়ে-আসা কি একটা যেন চেপে ধরল।

"বিছানায় শুয়ে মরবার সৌভাগ্য আপনার হবে না হোমস।"

"সে কথা আমার অনেক সময়ই মনে হয় বটে। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় কি? দেখুন, শেষ পর্যন্ত আপনার নিজের প্রস্থানটাই হয় তো শায়িত অবস্থায় না ঘটে দাঁড়ান অবস্থায়ই ঘটবে। কিন্তু ও সব ভবিষ্যতের আলোচনা থাক। তার চাইতে বর্তমানকেই একটু দিল খুলে ভোগ করা যাক, কি বলেন?"

অন্ধকারে সহসা একটা বন্য পশুর চোখ যেন জ্বলে উঠল পাকা বদমাসের ক্ষুধিত চোখে। হোমসও সোজা হয়ে টান দাঁড়াল।

শান্ত গলায় বলল, "বন্ধু হে, রিভলবারে হাত দিয়ে কোন লাভ নেই। আপনি ভাল করেই জানেন, ওটা বের করবার সময় দিলেও ওটাকে ব্যবহার করবার সাহস আপনার হবে না। কি জানেন কাউন্ট, সেই রিভলবারগুলো বড়ই বাজে জিনিস, বড্ড শব্দ করে। আপনার হাওয়া-বন্দুক এর চাইতে ভাল। আহা! আপনার সুযোগ্য অংশীদারের মধুর পদশব্দ যেন শুনতে পাচ্ছি। আসুন মিঃ মার্টন। রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা বড়ই একঘেয়ে ব্যাপার নয় কি।"

মুষ্টিযোদ্ধা যুবকের শরীরটা বেশ মজবুত; একগুঁয়ে, বোকা-বোকা, চ্যাপ্টা মুখ। দরজায় দাঁড়িয়ে একটু ভ্যাবাচেকা খাওয়ার মত চারদিকে তাকাতে লাগল। হোমসের ভদ্র ব্যবহার তার কাছে একটা নতুন অভিজ্ঞতা; যদিও সে অস্পষ্টভাবে বুঝতে পারছিল যে এটা শত্রুর আস্তানা, তবু কি ভাবে তার প্রতিকার করবে সেটা ঠিক বুঝে উঠছিল না। সাহায্যের জন্য সে তার গম্ভীর সহকর্মীর দিকে তাকাল।

"ব্যাপার কি কাউন্ট? এই লোকটা কি চায়। কি হয়েছে?" তার গলার স্বর গাঢ় ও কর্কশ।

কাউন্ট ঘাড় ঝাঁকুনি দিল। জবাব দিল হোমস।

"মিঃ মার্টন, যদি সংক্ষেপে বলতে দেন তো বলি, খেলা খতম।"

মুষ্টিযোদ্ধাটি তথাপি তার সহযোগীর দিকে তাকিয়েই কথা বলল।

"এ বাছাধন কি ঠাট্টা করছে, না কি? আমার এখন ঠাট্টার মত মনের অবস্থা নয়।"

হোমস বলল, "না, তা থাকবার কথাও নয়। তবে আপনাকে এটুকু কথা দিতে পারি যে সন্ধ্যা যতই এগিয়ে আসবে আপনার ফূর্তিও ততই কমে আসবে। হ্যাঁ, দেখুন কাউন্ট সিলভিয়ুস, আমি ব্যস্ত মানুষ, সময় নষ্ট করতে পারি না। পাশের শোবার ঘরে চলে যাচ্ছি। আমার অনুপস্থিতিতে আপনারা ভালভাবে কথা বলতে পারবেন। আপনার বন্ধুকে ব্যাপারটা ভাল করে বুঝিয়ে বলুন। আমি ততক্ষণ বেহালায় হফম্যান বার্‌কারোল-এর সুরটা তুলতে চেষ্টা করব। আপনাদের চূড়ান্ত জবাব শোনবার জন্যে পাঁচ মিনিট পরেই আমি আসছি। দুটো বিকল্প প্রস্তাবই তো বুঝতে

পেরেছেন, কি বলেন ? আপনাকেই ধরব, না কি রত্ন-মণিটি পাব ?"

ঘরের কোণ থেকে বেহালাটা নিয়ে হোমস চলে গেল। কয়েক মুহূর্ত পরেই শোবার ঘরের বন্ধ দরজার ভিতর দিয়ে অশরীরী সুরের একটানা আর্তনাদ অস্পষ্টভাবে ভেসে আসতে লাগল।

সঙ্গী ঘুরে দাঁড়াতেই মার্টন উদ্বিগ্ন গলায় প্রশ্ন করল, "ব্যাপার কি ?"

"এ লোকটা অনেক কিছুই জানে। আমার তো মনে হয় সবটাই জানে।"

"হায় প্রভু ! মুষ্টিযোদ্ধার সাদা মুখ আরও সাদা হয়ে গেল।

"আইকি স্যাণ্ডার্স আমাদের ফাঁসিয়েছে।"

"সে ফাঁসিয়েছে, তাই নাকি ? তাকে একবার পেলে হয়, বেশ দু' ঘা বসাব।"

"তাতে আমাদের কোন লাভ হবে না। এখন আমরা কি করব সেটাই স্থির করতে হবে।"

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে শোবার ঘরের দরজার দিকে তাকিয়ে মার্টন বলল, "ওই সবজান্তা বাছাধনের উপর নজর রাখা দরকার। এসব কথা সে শুনতে পাচ্ছে না তো ?"

"ওই বাজনার মধ্যে কেমন করে শুনবে ?"

"তা বটে। পর্দার আড়ালে অপর কেউ থাকতে পারে। ঘরটায় পর্দার বড় বাড়াবাড়ি।" ঘরের চারদিকে তাকাতেই এই প্রথম জানালার নকল মূর্তিটা চোখে পড়তেই সে আঙুল বাড়িয়ে সেটা দেখিয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল ; বিস্ময়ে তার মুখ দিয়ে শব্দ বের হল না।

"ধুত্ ! ওটা নকল মূর্তি," কাউন্ট বলল।

"বলছ নকল ? নির্ঘাৎ ওটা ম্যাডাম টুসো-র বানানো। একেবারে জীবন্ত মানুষটি, গাউনটা পর্যন্ত আছে। তার উপর এত সব পর্দা !"

"আঃ, পর্দার কথা থাক। অযথা সময় নষ্ট হচ্ছে, অথচ হাতে সময় বেশী নেই। মণিটার জন্য সে আমাদের জেলে ভরতে পারে।"

"তা তো পারেই !"

"কিন্তু চোরাই মাল কোথায় আছে বলে দিলেই সে আমাদের ছেড়ে দেবে।"

"বলেন কি ! ছেড়ে দেব ? একলাখ 'পাত্তি' ছেড়ে দেব ?"

"একদিকে তো যেতেই হবে, এটা না হয় ওটা।"

মার্টন তার কদম-ছাঁট চুলে হাত বুলোতে লাগল।

"ওখানে সে তো একা। তাকে শেষ করে দিলেই তো হয়। তার বাতি যদি নিভে যায় তাহলে আর আমাদের ভয়ের কিছু থাকে না।"

কাউন্ট মাথা নাড়ল।

"সেও সশস্ত্র এবং প্রস্তুত। তাকে গুলি করে এখান থেকে পালান শক্ত। তাছাড়া তার কাছে যে সব সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে সম্ভবত পুলিশও সেগুলো জানে। আরে ! ওটা কি ?"

মনে হল যেন জানালার দিক থেকে অস্পষ্ট শব্দ ভেসে এল। দু'জনই লাফিয়ে উঠল, কিন্তু সব চুপচাপ। চেয়ারে উপবিষ্ট বিচিত্র মূর্তিটি ছাড়া ঘরটা ফাঁকা।

মার্টন বলল, "বোধহয় রাস্তার শব্দ। দেখুন গভর্ণর, আপনার মাথা আছে। আপনি নিশ্চয় একটা পথ বের করতে পারবেন। হাতে যখন সময় নেই, তখন যা হয় করুন।"

কাউন্ট বলল, "তার চাইতে বুদ্ধিমান লোককেও আমি বোকা বানিয়েছি। রত্ন-মণিটি আমার সঙ্গে চোরা পকেটেই আছে। সেটাকে কোথাও রেখে দেবার ঝুঁকি আমি নেই না। আজ রাতেই এটাকে ইংলণ্ডের বাইরে পাচার করে দিতে হবে, এবং রবিবারের আগেই আমস্টার্ডাম-এ সেটাকে চার-টুকরো করে কেটে ফেলা হবে। সে তো ভ্যান সেডার-এর কথা কিছুই জানে না।"

"আমি তো ভেবেছিলাম সে পরের সপ্তাহে যাচ্ছে।"

"তাই কথা ছিল। কিন্তু এখন পরবর্তী জাহাজেই তাকে যেতে হবে। আমাদের একজনকে মণিটি নিয়ে পালিয়ে লাইম স্ট্রীটে গিয়ে তাকে সে কথা জানাতে হবে।"

"কিন্তু নকল তলাটা তো এখনও তৈরী হয় নি।"

"তাহলে যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় নিয়ে যাবার ঝুঁকিই তাকে নিতে হবে। আর একটি মুহূর্ত সময়ও নষ্ট করা চলবে না।" বিপদের সম্ভাবনাকে বুঝতে পারার একটা সহজাত শক্তি শিকারীদের থাকে। তার জন্যই সে পুনরায় কঠিন দৃষ্টিতে জানালার দিকে তাকাল। না, সেই অস্পষ্ট শব্দটা রাস্তা থেকেই এসেছিল।

সে বলতে লাগল, "আরে হোমস, তাকে আমরা অনায়াসেই ধোঁকা দিতে পারব। কি জান, মণিটি পেলে সে বোকাটা আমাদের গ্রেপ্তার করবে না। বেশ তো, আমরা তাকে সেটা ফিরিয়ে দেব বলে কথা দেব। তারপর তাকে ভুল পথে চালান করে দেব, এবং যতক্ষণে সে ভুলটা সে বুঝতে পারবে ততক্ষণে জিনিসটি হল্যাণ্ডে পাচার হয়ে যাবে এবং আমরাও এ দেশ থেকে সরে পড়ব।"

স্যাম মার্টন দাঁত বের করে বলল, "মতলবটা বেশ ভালই ঠেকছে।"

"তুমি চলে যাও ; ডাচ্ লোকটিকে তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বল। এই অবোধ শিশুটিকে আমি দেখছি। একটা বাজে কথা তার মাথায় ঢুকিয়ে দেব। তাকে বলব যে জিনিসটি লিভারপুলে আছে। কী পাল্লাপ্যানানি বাজনারে বাবা ; একেবারে মাথা ধরে গেল। যতক্ষণে সে বুঝতে

পারবে যে জিনিসটি লিভারপুলে নেই ততক্ষণে এটা যথাস্থানে পৌঁছে গেছে, আর আমরাও নীল সাগরে পাড়ি জমিয়েছি। ঐ চাবির ছিদ্রের লাইন থেকে এ পাশে সরে এস। এই দেখ মণিটা।"

"কী আশ্চর্য, এটাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে আপনার সাহস হয়।"

"এর চাইতে নিরাপদে আর কোথায় রাখি বল? আমি যদি হোয়াইট হল থেকে এটাকে সরাতে পেরে থাকি, তাহলে আমার বাসা থেকেও তো আর একজন এটাকে সরাতে পারে।"

"একবার দেখি তো জিনিসটা।"

কাউন্ট সিলভিয়ুস তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তার সহযোগীর দিকে তাকাল; যে অপরিচ্ছন্ন হাতটা সে তার দিকে বাড়িয়ে-ছিল সেটাকেও আমল দিল না।

"সে কি—আপনি কি ভেবেছেন আমি ওটা ছিনিয়ে নেব? দেখুন মিস্টার, আপনার হাবভাব দেখে আমি ক্রমেই বিরক্তি বোধ করছি।"

"আরে না, না, কিছু মনে করো না স্যাম। এখন ঝগড়া করলে চলবে না। এর পুরো সৌন্দর্যটা যদি ঠিক মত দেখতে চাও তাহলে জানালাটার কাছে এগিয়ে এস। এবার এটাকে আলোর সামনে তুলে ধর। এই তো।"

"ধন্যবাদ।"

www.boiRboi.net

নকল-মূর্তির চেয়ার থেকে একলাফে উঠে এসে হোমস সেই বহুমূল্যবান রত্নটিকে হাতের মুঠোয় চেপে ধরল। তার এক হাতে হীরে, অন্য হাতে কাউন্টের মাথা লক্ষ্য করে উদ্যত রিভলবার। পরম বিস্ময়ে দুই শয়তান পিছু হটতে লাগল। তারা ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠবার আগেই হোমস বৈদ্যুতিক ঘণ্টাটায় চাপ দিল।

"কোন রকম আঘাত করবেন না মশায়রা,—মিনতি করে বলছি, আঘাত করবেন না! ঘরের আসবাবপত্র সাবধান! আপনাদের অবস্থা যে খুব সঙ্গীন সেটা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন। নীচে পুলিশ অপেক্ষা করছে।"

কাউন্টের হতচকিত ভাবটা তার রাগ ও ভয়কেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

হাঁপাতে হাঁপাতে সে বলল, "কিন্তু কেমন করে আপনি বুঝলেন—"

"আপনার বিস্ময়টা খুবই স্বাভাবিক। আপনি জানেন না, আমার শোবার ঘরের দ্বিতীয় দরজাটা দিয়ে ঐ পর্দার ওপাশে যাওয়া যায়। আমি ভেবেছিলাম মূর্তিটা সরিয়ে দেবার সময় আপনারা টের পেয়ে যাবেন, কিন্তু ভাগ্য আমার সহায় ছিল। তার ফলেই আপনাদের সব কথাবার্তা শুনবার সৌভাগ্য আমার হল, নইলে আমার উপস্থিতি টের পেলে তো আর আপনারা প্রাণ খুলে কথা বলতেন না।"

কাউন্ট আত্মসমর্পণ করল।

"হোমস, আপনাকে বড় বলে মেনে নিলাম। আমার বিশ্বাস, আপনি স্বয়ং শয়তান।"

বিনম্র হাসির সঙ্গে হোমস বলল, "অন্তত তার থেকে খুব বেশী দূরের নই।"

স্যাম মার্টনের ধীর বুদ্ধি ধীরে ধীরে ব্যাপারটা বুঝতে পারছিল। এবার বাইরের সিঁড়িতে অনেকগুলি ভারী পায়ের শব্দ শুনে সে নীরবতা ভঙ্গ করল।

বলল, "বেশ বড় একটা দল! কিন্তু আমি বলি, ওই বেহালাটার ব্যাপার কি! বাজনাটা তো এখনও শুনতে পাচ্ছি।"

হোমস জবাব দিল, "ঠিক ঠিক। আপনি ঠিকই বলেছেন। ওটাকে বাজতে দিন। এই আধুনিক গ্রামোফোন-গুলো একটি আশ্চর্য আবিষ্কার।"

একদল পুলিশ ঢুকল, হাত-কড়ার শব্দ হল, অপরাধীদের অপেক্ষমান গাড়িতে তোলা হল। ওয়াটসন হোমসের কাছেই থেকে গেল। তার লরেলের মালায় নতুন পাতা যোগ হওয়ায় তাকে অভিনন্দন জানাল। কার্ড-ট্রে হাতে নিয়ে শান্তশিষ্ট বিলির পুনরাবির্ভাবে আর একবার তাদের আলোচনায় বাধা পড়ল।

"লর্ড ক্যাস্ট্‌লমেয়ার, স্যার।"

"তাঁকে উপরে নিয়ে এস বিলি।" হোমস বলল, "এই মাননীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিটিই সবচাইতে বেশী আগ্রহী। চমৎকার রাজভক্ত লোক, তবে একটু সেকেলে ধরনের। আমরা কি তাঁর মাথাটাকে একটু নোয়াব? একটু সুযোগের সদ্ব্যবহার করব কি? আমরা তো ধরেই নিতে পারি, যা সব ঘটেছে তার কিছুই তিনি জানেন না।"

দরজা খুলতে একটি শীর্ণ গম্ভীর মূর্তি ঘরে ঢুকল। মুখটা কুড়ুলের মত, মধ্য-ভিক্টোরীয় যুগের কুচকুচে কালো গোঁফ-জোড়া গোলাকার ঘাড় ও দুর্বল চলনের সঙ্গে মোটেই খাপ খায় নি। হোমস এগিয়ে গিয়ে নিস্পৃহভাবে করমর্দন করল।"

"কেমন আছেন লর্ড ক্যাস্ট্‌লমেয়ার? সময়ের তুলনায় একটু বেশী ঠান্ডা পড়েছে, তবে ঘরের ভিতরটা বেশ গরম। আপনার ওভারকোটটা খুলে নেব কি?"

"না, ধন্যবাদ; ওটা খুলব না।"

তথাপি হোমস আস্তিনের উপর হাতটা রাখল।

"দয়া করে খুলতে দিন। আমার বন্ধু ডাঃ ওয়াটসনই আপনাকে বলবে যে এই ঋতু-পরিবর্তনের সময়টা বড়ই বিশ্বাসঘাতক।"

মাননীয় অতিথি অধৈর্যভাবে সরে গেল।

"আমি বেশ আছি স্যার। এখানে বেশীক্ষণ থাকব না।

আমি শুধু জানতে এসেছি, নিজের থেকে যে কাজের ভার আপনি নিয়েছেন সেটা কতদূর এগুলো।"

"বড় শক্ত—কাজটা বড় শক্ত।"

"আমিও সেই আশংকাই করেছিলাম।"

প্রবীণ লর্ডের কথায় ও আচরণে একটা সুস্পষ্ট অবজ্ঞার ভাব।

"সব মানুষেরই ক্ষমতার একটা সীমা থাকে মিঃ হোমস, তবে তার ফলে আমরা আত্মতুষ্টির দুর্বলতার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে থাকি।"

"সত্যি স্যার, আমি খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছি।"

"তাতে কোন সন্দেহ নেই।"

"অন্ততঃ একটা বিশেষ ব্যাপারে। হয় তো সে ব্যাপারে আপনি আমাকে সাহায্য করতে পারেন।"

"দিনের একেবারে শেষ বেলায় এসে আপনি আমার পরামর্শ চাইছেন। আমি তো ভেবেছিলাম, যথেষ্ট কার্যকর পদ্ধতি আপনারই জানা আছে। যাহোক, আপনাকে সাহায্য করতে আমি রাজী।"

"দেখুন লর্ড ক্যাণ্টলমেয়ার, আসল চোরদের বিরুদ্ধে একটা মামলা আমরা নিশ্চয় গড়ে তুলতে পারি।"

"তাদের ধরতে পারলে তবে।"

"ঠিক। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে—সে-মাল যার কাছে আছে তার বিরুদ্ধে আমরা কিভাবে অগ্রসর হব?"

"এত আগেই সে কথা ভাববার কি হল?"

"পরিকল্পনাটা ঠিক করে রাখাই তো ভাল। কথা হচ্ছে, সে লোকের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত প্রমাণটা কি হবে বলে আপনি মনে করেন?"

"রত্ন-মণিটি তার হেফাজতে পাওয়া।"

"তাহলেই কি আপনি তাকে গ্রেপ্তার করবেন?"

"নিঃসন্দেহে।"

হোমস কদাচিত হাসে; কিন্তু সে হাসির এত কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছল যে সেরকমটা আর কখনও ঘটেছে বলে তার পুরনো বন্ধু ওয়াটসনও মনে করতে পারে না।

"প্রিয় মহাশয়, সেক্ষেত্রে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই আপনার গ্রেপ্তারের সুপারিশ করতে আমি বাধ্য হব।"

লর্ড ক্যাণ্টলমেয়ার অত্যন্ত রেগে গেল। তার শুকনো গাল দুটিতে পুরনো আগুন যেন জ্বলে উঠল।

"আপনি বড় বেশীদূর এগিয়েছেন মিঃ হোমস। পঞ্চাশ বছরের সরকারী চাকরিতে এ রকম কখনও ঘটে নি। আমি ব্যস্ত মানুষ, গুরুতর কাজ নিয়ে থাকি, বাজে রসিকতা করবার মত সময়ও নেই, রুচিও নেই। আপনাকে মশায় খোলাখুলিই বলছি, আপনার ক্ষমতায় আমার কোনদিনই বিশ্বাস নেই, আর নিয়মিত পুলিশ বাহিনীর উপর ভরসা করাটাকেই চিরকাল নিরাপদ বলে মনে করে এসেছি। আপনার কাজকর্মও আমার সেই সিদ্ধান্তকেই প্রমাণ করেছে। কাজেই মশায়ের কাছ থেকে এবার বিদায় নিতে হচ্ছে।"

হোমস হঠাৎ স্থান পরিবর্তন করে অভিজাত ভদ্রলোক ও দরজাটার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল।

বলল, "এক মিনিট স্যার। ম্যাজারিন রত্ন-মণিটিকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়াটা, সেটাকে সাময়িকভাবে দখলে রাখার চাইতেও গুরুতর অপরাধ।"

"এটা কিন্তু অসহ্য! আমাকে যেতে দিন।"

"আপনার ওভারকোটের ডাইনের পকেটে হাতটা ঢোকান।"

"আপনি কি বলতে চাইছেন?"

"আসুন—আসুন; আমি যা বলছি তাই করুন।"

একমুহূর্ত পরে বিস্মিত লর্ড মহোদয় হাঁ করে দাঁড়িয়ে চোখ মিট্ মিট্ করতে লাগল। তার মুখে কথা সরছে না। মস্ত বড় হলুদ মণিটি হাতে নিয়ে সে কাঁপতে লাগল।

"এ কি। এ কি! এটা কি করে হল মিঃ হোমস?"

হোমস বলে উঠল, "ভারী অন্যায় লর্ড ক্যাণ্টলমেয়ার, ভারী অন্যায়! আমার এই পুরনো বন্ধুটিই আপনাকে বলবে যে সত্যিকারের ব্যাপার নিয়ে তামাসা করার একটা শয়তানি ঝোঁক আমার আছে। তাছাড়া, একটা নাটকীয় পরিস্থিতি পেলে আমি লোভ সামলাতে পারি না। আপনার সঙ্গে দেখা হবার সঙ্গে সঙ্গেই এই রত্নটিকে আপনার পকেটে ঢুকিয়ে দেবার সুযোগটা বেশ বড় রকমের সুযোগই বলতে পারেন—আমি নিয়েছিলাম।"

বৃদ্ধ ভদ্রলোক এবার রত্নটি থেকে চোখ ফিরিয়ে তার সামনেকার হাসিভরা মুখটার দিকে তাকাল।

"দেখুন স্যার, আমি হতবাক। কিন্তু—সত্যি—এটা সত্যি সেই ম্যাজারিন রত্ন-মণি। আপনার কাছে আমরা অনেক ঋণী মিঃ হোমস। আপনার রসিকতাটা কিছুটা বিকৃত, সেটা তো আপনি নিজেই স্বীকার করেছেন, আর সে রসিকতা করেছেনও বড়ই অসময়ে; তবু আপনার অদ্ভুত কর্মশক্তি সম্পর্কে যে মন্তব্য আমি করেছি সেটা প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। কিন্তু কেমন করে—"

"কেসটা এখনও অর্ধ-সমাপ্ত; বিস্তারিত বিবরণের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। লর্ড ক্যাণ্টলমেয়ার, আপনার মহামান্য বন্ধুদের মহলে ফিরে গিয়ে আপনি যখন এই সকল অভিযানের বর্ণনা দেবেন তখনই আমার এই বাস্তব রসিকতার কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত হবে। বিলি, লর্ড মহোদয়কে বাইরে যাবার পথটা দেখিয়ে দাও, আর মিসেস হাডসনকে বল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দু'জনের মত খাবারটা পাঠিয়ে দিলে আমি খুশি হব।"

তিন পাশকপালী ভবন-এর বিচিত্র ঘটনা

The Adventure of the Three Gables

মিঃ শার্লক হোমসের সঙ্গে যতগুলি অভিযানে আমি আজ পর্যন্ত অংশ নিয়েছি তার কোনটাই "তিন পাশকপালী ভবন"-এর সঙ্গে যুক্ত অভিযানের মত এমন আকস্মিকভাবে, অথবা এতখানি নাটকীয়ভাবে শুরু হয় নি। বেশ কিছুদিন হল হোমসের সঙ্গে আমার দেখা হয় নি; তাই তার কাজকর্ম নতুন কোন্ পথে পরিচালিত হচ্ছে সে সম্পর্কে আমার কোন ধারণাও ছিল না। সেদিন সকালে সে বেশ গল্পের মেজাজে ছিল; আমি বসেছিলাম অগ্নিকুন্ডের একপাশে একটি অতি জীর্ণ নীচু হাতল-চেয়ারে, আর পাইপটা মুখে নিয়ে উল্টো দিকের চেয়ারটায় গুড়িসুড়ি মেরে বসে ছিল সে। এমন সময় আমাদের অতিথি এসে হাজির। যদি বলতাম, একটা পাগলা ষাঁড় এসে হাজির হল তাহলে বোধ হয় ঘটনার স্পষ্টতর বিবরণ দেওয়া হত।

দরজাটাকে সপাটে খুলে ঘরে ঢুকল একটি দশাসই নিগ্রো। দেখতে ভয়ংকর না হলে তাকে দেখে হাসি পাবারই কথা, কারণ তার পরনে অত্যন্ত ঝকঝকে ধূসর রঙের ডোরা-কাটা সুট আর স্যালমন-রঙের লম্বা টাই। চওড়া মুখ ও চ্যাপ্টা নাক সামনের দিকে ঠেলে বেরিয়েছে; দুটি বিষন্ন কালো চোখের ঈর্ষাতুর জ্বলন্ত দৃষ্টি মেলে সে আমাদের দুজনকে পর পর দেখতে লাগল।

"আপনাদের মধ্যে মাসের হোমস কে?" সে জিজ্ঞাসা করল।

ক্ষীণ হাসির সঙ্গে হোমস পাইপটা তুলল।

আস্তে পা ফেলে টেবিলের কোণটা ঘুরে এগিয়ে এসে আমাদের অতিথি বলল, "ওহো! তাহলে আপনি? দেখুন মাসের হোমস, অন্য লোকের ব্যাপার থেকে আপনার হাত গুটিয়ে নিন। যার কাজ তাকে করতে দিন। বুঝলেন মাসের হোমস?"

হোমস বলল, "বলে যান। বেশ লাগছে।"

"ওঃ! বেশ লাগছে! বটে?" অসভ্য লোকটা গর্জে উঠল। "আপনাকে একটু রগড়ে দিলে কিন্তু ব্যাপারটা ততটা বেশ লাগবে না। আপনার মত লোককে আমি আগেও শায়েস্তা করেছি, আর তখন কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই বেশ লাগে না। এদিকে তাকান মাসের হোমস?"

লোকটা প্রচণ্ড একটা গিঁট-পাকানো মুষ্টি আমার বন্ধুর নাকের কাছে মেলে ধরল। পরম আগ্রহে হোমস সেটাকে ভালভাবে নিরীক্ষণ করতে লাগল।

জিজ্ঞাসা করল, "এটা কি জন্মগত ব্যাপার? না কি ক্রমে ক্রমে এরকমটা হয়েছে?"

বন্ধুর বরফ-শীতল মেজাজের জন্যই হোক, আর আগুন উস্কে দেবার লোহার রডটা হাতে নিতে আমি যে শব্দটা করলাম তার জন্যই হোক, আমাদের অতিথির হাবভাব কিছুটা নরম হল।

সে বলল, "দেখুন, আপনাকে সতর্ক করে দিচ্ছি। আমার একটা বন্ধু হ্যারো-র ব্যাপারে আগ্রহী—আমি কি বলতে চাইছি আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন—আর সে চায় না যে তার ব্যাপারে আপনি নাক গলান। বুঝলেন তো? আপনার হাতেও আইন নেই; আমার হাতেও নেই, কিন্তু আপনি যদি নাক গলান তাহলে আমিও হাত চালাব। কথাটা ভুলে যাবেন না।"

হোমস বলল, "কিছুদিন থেকে আমিও তোমাকে খুঁজছি। তোমাকে বসতে বলব না, কারণ তোমার গায়ের গন্ধ আমার অপছন্দ। কিন্তু তুমিই তো পেশাদার মুষ্টিযোদ্ধা স্টিভ্ ডিগ্স?"

"হ্যাঁ, ওটাই আমার নাম মাসের হোমস। কিন্তু আমাকে কুবাক্য বললে তার শাস্তি আপনি অবশ্য পাবেন।"

অতিথির বীভৎস মুখের দিকে তাকিয়ে হোমস বলল, "শাস্তি তো তোমারও প্রাপ্য। কিন্তু হোলবর্ন-এর বাইরে যুবক পার্কিন্স-এর খুনের ব্যাপারটা—কি হল? তুমি চলে যাচ্ছ কেন?"

নিগ্রোটি একলাফে পিছনে সরে গেল। তার মুখ সীসের মত ফ্যাকাসে। সে বলল, "ও সব কথা আমি শুনতে চাই না। পার্কিন্স-এর ব্যাপারের সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক মাসের হোমস? বার্মিংহাম-এর 'বুল রিং'-এ আমি মুষ্টিযুদ্ধের কসরৎ শেখাচ্ছিলাম, তখন এই ছেলেটি দুর্ঘটনায় পড়ে।"

"বেশ তো, সেই কথাই ম্যাজিস্ট্রেটকে বলো স্টিভ," হোমস বলল। "আমি তো তোমাকে আর বার্নি স্টকডেল-কেই খুঁজে বেড়াচ্ছি—"

"প্রভু আমাকে রক্ষা করুন! মাসের হোমস—"

"যথেষ্ট হয়েছে। এবার কেটে পড়। দরকার হলে আমিই তোমাকে খুঁজে নেব।"

"গুড মর্নিং মাসের হোমস। আশা করি এই সাক্ষাতের ফলে আপনি খচে যান নি।"

"তোমাকে কে পাঠিয়েছে তা যদি না বল তাহলে নিশ্চয় খচে যাব।"

"আরে, এতে তো গোপন করার কিছু নেই মাসের হোমস।

এইমাত্র আপনি যার নাম করলেন এই তো সেই লোক।"

"আর তাকে এ কাজে কে লাগিয়েছে?"

"বিশ্বাস করুন মাসের হোমস, আমি জানি না। সে এসে আমাকে শুধু বলল, 'স্টিভ, মিঃ হোমসের সঙ্গে দেখা করে বল যে তিনি যদি হ্যারো-র ব্যাপারে নাক গলান তাহলে তার জীবন বিপন্ন হবে।' বাস, এই তো কথা।"

আর কোন প্রশ্ন করবার আগেই আমাদের অতিথি যেমন হঠাৎ ঘরে ঢুকেছিল তেমনই হঠাৎ দরজা দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হল। একটু মুচকি হেসে হোমস পাইপের ছাইটা ঝাড়ল।

"তুমি যে ওর কোঁকড়া চুলে ভর্তি মাথাটা ফাটাও নি তাতেই আমি খুশি ওয়াটসন। লোহার রডটা নিয়ে তোমার কেরামতি আমি লক্ষ্য করেছি। কিন্তু এ লোকটা নেহাৎ নিরীহ; দেহটা পেশীবহুল হলেও শিশুর মতই বোকা ও তর্জনসার; দেখলেই তো কত সহজে নরম হয়ে গেল। স্পেন্সার জন-এর দলের সে একজন স্যাঙাৎ; সম্প্রতি কিছু কিছু নোংরা কাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে; সময় পেলেই সেগুলোর কিনারা আমি করব। অবশ্য তার ঠিক উপরের ওস্তাদ বার্নি অনেক বেশী চালাক-চতুর। আক্রমণ, ভীতি প্রদর্শন প্রভৃতি কাজে ওরা বেশ সিদ্ধহস্ত। আমি শুধু জানতে চাই, এই বিশেষ ব্যাপারে তাদের পিছনে আছে কোন্ মূর্তিমান?"

www.boiRboi.net

কিন্তু তারা তোমাকে ভয় দেখাতে চায় কেন?"

"কারণ হ্যারো উইল্ড মামলা। আমি স্থির করেছি ব্যাপারটা হাতে নেব, কারণ কেউ কেউ যখন ব্যাপারটা নিয়ে এতখানি মাথা ঘামাচ্ছে তখন এর মধ্যে নিশ্চয় কিছু আছে।"

"কিন্তু সেটা কি?"

"সেই কথাই তো তোমাকে বলতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় এই হাস্যকর বিরতি ঘটল। এই দেখ মিসেস মেবার্লি'র চিঠি। তুমি যদি আমার সঙ্গে যেতে রাজী হও তাহলে তাকে তার করে দিয়ে আমরা এখনই বেরিয়ে পড়ব।"

প্রিয় মিঃ শার্লক হোমস, (আমি পড়তে থাকি)

এই বাড়িটার ব্যাপারে পর পর অনেকগুলি অদ্ভুত ঘটনার অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে। এ বিষয়ে আপনার পরামর্শকে আমি খুবই মূল্যবান বলে মনে করি। আগামী কাল সব সময়ই আমাকে বাড়িতে পাবেন। বাড়িটা উইল্ড স্টেশন থেকে হাঁটা-পথে সামান্যই দূর। আমার বিশ্বাস, আমার স্বর্গত স্বামী মর্টিমার মেবার্লি আপনার প্রথম দিককার মক্কেল ছিলেন।

আপনার বিশ্বস্ত,
মেরী মেবার্লি

ঠিকানা লেখা "দি প্লি গ্যাব্‌ল্‌স্, হ্যারো উইল্ড।"

"এই তো ব্যাপার", হোমস বলল। "এখন তুমি যদি সময় করতে পার ওয়াটসন, তাহলেই যাত্রা করতে পারি।"

একটু সংক্ষিপ্ত রেল-ভ্রমণ, সংক্ষিপ্ততর মোটর-ভ্রমণের পরেই বাড়িটায় পৌঁছে গেলাম। অসমান ঘাসে-ঢাকা জমির উপর ইট-কাঠ দিয়ে তৈরী একটা পল্লী-ভবন। উপরতলার জানালাগুলোর মাথায় তিনটি ছোট ছোট ত্রিকোণাকৃতি পাশকপালী বানিয়ে বাড়িটাকে তার নামের উপযোগী (Gable=পাশকপালী) করে তুলবার একটা ক্ষীণ চেষ্টা করা হয়েছে। বাড়ির পিছনে একটা ছোটখাট বিষণ্ণ পাইনের ঝোপ; সমস্ত স্থানটাকে ঘিরে দারিদ্র্য ও বিষণ্ণতার আভাষ। তৎসত্ত্বেও বাড়িটা সুসজ্জিত, আর যে মহিলাটি আমাদের অভ্যর্থনা করল তার আচরণে রুচি ও সংস্কৃতির ছাপ সুপরিস্ফুট।

হোমস বলল "বেশ কয়েক বছর আগে একটা তুচ্ছ ব্যাপারে তাকে কিছুটা সাহায্য করে থাকলেও আপনার স্বামীকে আমার ভাল রকমই মনে আছে ম্যাডাম।"

"সম্ভবত আমার ছেলে ডগলাস-এর নামটা আপনার কাছে আরও বেশী পরিচিত।"

হোমস সাগ্রহে মহিলার দিকে তাকাল।

"কি আশ্চর্য! আপনি ডগলাস মেবার্লি'র মা? আমি তাকে সামান্যই চিনি। কিন্তু সারা লন্ডন তাকে চেনে। কী চমৎকার মানুষ! এখন সে কোথায়?"

'মারা গেছে মিঃ হোমস, মারা গেছে। রোমে পররাষ্ট্র দপ্তরে কাজ করত। গতমাসে সেখানেই নিউমোনিয়ায় মারা গেছে।"

"আমি দুঃখিত। এ রকম মানুষের মৃত্যুর কথা যেন ভাবা যায় না। এ রকম প্রাণ-শক্তিতে ভরপুর মানুষ আমি আর দেখি নি। জীবনের প্রতিটি তন্তুতে সে ছিল একান্ত-ভাবে সজীব।

"বড় বেশী সজীব মিঃ হোমস। আর সেটাই তার কাল হল। আপনার মনে আছে তার অতীত চেহারা—সদাপ্রফুল্ল, চমৎকার মানুষ। কিন্তু পরে যে বিষণ্ণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, মেজাজী মানুষ সে হয়ে উঠেছিল তাকে আপনি দেখেন নি। তার মন ভেঙে গিয়েছিল। মাত্র একটি মাসের মধ্যে আমার সাহসী সুন্দর ছেলেটা একটি জীর্ণ, বিষণ্ণতাবাদী মানুষে পরিণত হল।"

"প্রণয় ঘটিত ব্যাপার—কোন স্ত্রীলোক কি?"

"বরং বলুন শয়তানী। দেখুন মিঃ হোমস, আমার বেচারি ছেলেটার কথা শোনাবার জন্য আপনাকে এখানে ডাকি নি।"

"ডাঃ ওয়াটসন ও আমি আপনার সেবা করতেই এসেছি।"

"কিছু কিছু ভারী অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে। এক বছরের

বেশী হয়ে গেল এ বাড়িতে আছি। অবসর জীবন-যাপন করব বলেই প্রতিবেশীদের সঙ্গে বড় একটা মেলামেশা করি নি। তিন দিন আগে একজন লোক এসে বলল, সে বাড়ির দালাল। সে আরও বলল, এই বাড়িটা তার এক মক্কেলের খুব মনে ধরেছে ; কাজেই আমি যদি বাড়িটা ছাড়তে রাজী থাকি তো টাকায় আটকাবে না। বাজারের উপর এই ধরনের কয়েকটি খালি বাড়ি থাকায় প্রস্তাবটা শুনে আমার একটু অবাক লাগল, তবু তার প্রস্তাবে আমি সাড়া দিলাম। আমি যা ভাড়া দিয়ে থাকি তার চাইতে পাঁচ শ' পাউণ্ড বেশী ভাড়া হাঁকলাম। সঙ্গে সঙ্গে সে প্রস্তাবটা মেনে নিল ; তবে আরও জানাল যে তার মক্কেল এই বাড়ির আসবাবপত্রগুলোও কিনতে চায় এবং সেজন্যও আমাকে একটা দর দিতে বলে। কিছু কিছু আসবাবপত্র আমার পুরনো বাড়ি থেকে আনা এবং দেখতেই তো পাচ্ছেন বেশ ভাল জাতের ; কাজেই আমি বেশ ভাল টাকাই দর দিলাম। সেটাও সে সঙ্গে সঙ্গে মেনে নিল। বেড়ানোটা আমার চিরদিনের সখ ; আর এই প্রসঙ্গে এত বেশী টাকা হাতে এসে গেল যে মনে হল, বাকি জীবনটাই তাতে ভালভাবে চলে যাবে।

"গতকাল লোকটি দলিলপত্র নিয়ে হাজির হল। ভাগ্যক্রমে আমি হ্যারো নিবাসী উকিল মিঃ সুত্রো-কে দলিলখানা দেখালাম। তিনি আমাকে বললেন, 'দলিল-খানা ভারী অদ্ভুত। আপনি কি বুঝতে পারছেন না যে এতে স্বাক্ষর করলে আইনত এ বাড়ি থেকে কোন জিনিসপত্র —এমন কি আপনার ব্যক্তিগত সম্পত্তি পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারবেন না ?' সন্ধ্যায় লোকটি আবার এলে আমি বললাম, 'আমি শুধু আসবাবপত্র বিক্রির কথাই বলেছি।'

'না, না' সব কিছু সে বলল।

"কিন্তু আমার জামা-কাপড় ? আমার অলংকারাদি ?'

"দেখুন, আপনার ব্যক্তিগত ব্যবহারের জিনিসের ব্যাপারে কিছুটা সুবিধা দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু ভাল করে না দেখে কোন জিনিসই বাড়ি থেকে বাইরে নিতে দেওয়া হবে না। আমার মক্কেল এমনিতে উদার মানুষ কিন্তু তার কতকগুলি খেয়াল আছে, কাজকর্মের একটা নিজস্ব ধারা আছে। তিনি হয় সবটা নেবেন, নয় তো কিছুই নেবেন না।'

'তাহলে তিনি কিছুই পাবেন না,' আমি বললাম। ব্যাপারটা সেখানেই খতম হয়ে গেছে। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে এতই অস্বাভাবিক ঠেকছে যে মনে হল—"

এই সময় একটা অদ্ভুত ধরনের বাধা পড়ল।

হোমস হাত তুলে মহিলাটিকে চুপ করতে বলল। তারপর ঘরটা পেরিয়ে সপাটে দরজাটা খুলে ফেলে দেখল একটি দশাসই চেহারার শক্তপোক্ত মেয়ে-মানুষকে ঘাড় ধরে টানতে টানতে নিয়ে এল। একটা বড় মুরগির বাচ্চাকে দল থেকে ছিনিয়ে আনলে সেটা যেমন ছটফট করে, স্ত্রীলোকটিও সেই রকমভাবে হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে ঘরে ঢুকল।

"আমাকে ছেড়ে দিন। এসব কি হচ্ছে ?" স্ত্রীলোকটি চেঁচামেচি শুরু করল।

"আরে সুসান, কি ব্যাপার ?"

"দেখুন ম্যা-ম, আপনার কাছে জানতে এসেছিলাম অতিথিরা খেয়ে যাবেন কি না, এমন সময় এই লোকটি আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।"

"পাঁচ মিনিট ধরে আমি কান পেতে ওর উপস্থিতির শব্দ শুনছিলাম, শুধু আপনার মজার কাহিনীতে বাধা পড়বে বলে এতক্ষণ চুপ করেছিলাম। তুমি একটু সাঁ-সাঁ শব্দ কর সুসান, তাই না ? এ ধরনের কাজের পক্ষে তোমার শ্বাস-প্রশ্বাস টানাটা একটু বেশী ভারী।"

ক্রুদ্ধ অথচ বিস্মিত মুখে হোমসের দিকে তাকিয়ে সুসান বলে উঠল, "সে যাই হোক, কিন্তু আপনি কে ? আমাকে এ ভাবে টেনে আনবার কী অধিকার আপনার আছে ?"

"তোমার সামনেই একটা প্রশ্ন করতে চাই বলেই তোমাকে টেনে এনেছি। আচ্ছা মিসেস মেবার্লি, আপনি যে আমাকে চিঠি লিখেছেন এবং আমার সঙ্গে পরামর্শ করতে চান এ-কথা আর কাউকে বলেছেন ?"

"না মি. হোমস, কাউকে বলি নি।"

"আপনার চিঠিটা ডাকে ফেলেছিল কে ?"

"সুসান ফেলেছিল।"

"ঠিক তাই। আচ্ছা সুসান, তোমার কর্ত্রী ঠাকরুণ যে আমার পরামর্শ চেয়ে পাঠিয়েছেন এ সংবাদ তুমি কাকে লিখে জানিয়েছ, বা লোক-মারফৎ জানিয়েছ ?"

"মিথ্যা কথা ; আমি কাউকে কিছুই জানাই নি।"

"দেখ সুসান, তুমি তো জান, যাদের গলায় সাঁ-সাঁ শব্দ হয় তারা বেশীদিন বাঁচে না। মিথ্যা কথা বলাও খুব খারাপ। তুমি কাকে বলেছ ?"

"সুসান।" ভদ্রমহিলা চীৎকার করে উঠল। "এখন বুঝতে পারছি, তুমি খারাপ, বিশ্বাসঘাতিনী। এখন মনে পড়ছে, বেড়ার উপর দিয়ে তুমি যেন কার সঙ্গে কথা বলছিলে।"

স্ত্রীলোকটি গোমড়া মুখে বলল, "সেটা আমার নিজের কথা।"

"ধর, আমি যদি বলি তুমি কথা বলছিলে বার্ণি স্টকডেল-এর সঙ্গে ?" হোমস বলল।

"যদি জানেনই তাহলে আর জিজ্ঞাসা করছেন কেন ?"

"আমি নিশ্চিত ছিলাম না, এখন হলাম। দেখ সুসান, বার্ণির পিছনে কে আছে যদি আমাকে বলতে পার তাহলে তুমি দশ পাউণ্ড পুরস্কার পাবে।"

"তিনি এমন একজন মানুষ যিনি পৃথিবীর প্রতি দশ জনের মধ্যে একজনকে এক হাজার পাউণ্ড দিতে পারেন।"

"এত ধনী মানুষ? না, তুমি হাসছ—ধনী মেয়ে-মানুষ? তাহলে এত দূরই যখন গেছ, তখন নামটা বলে দিয়ে দশ পাউণ্ড জিতে নাও।"

"তার আগে নরকে আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবে।"

"ওহ্, সুসান! ভালভাবে কথা বল!"

"এখান থেকে আমি চলে যাচ্ছি। আপনাদের জন্য অনেক ভুগেছি। কাল আমার বাক্সটা নিতে লোক পাঠাব।" সে দরজার দিকে ছুটে গেল।

"বিদায় সুসান। আফিং-এর নেশার ব্যাপার।.....এবার," ভদ্রলোকটি রাগে লাল হয়ে দরজাটা টেনে দিয়ে বেরিয়ে যেতেই হোমস হঠাৎ কৌতুকের বদলে কঠিন গলায় বলতে লাগল, "এই দলটি তাদের কাজ ভালই বোঝে। দেখুন না, কত তাড়াতাড়ি তারা কাজ সেরেছে। আপনি আমাকে যে চিঠি লিখেছেন তাতে ডাকঘরের ছাপ পড়েছে রাত দশটায়। অথচ সুসান খবর দিয়েছে বার্ণিকে। বার্ণি সময় করে তার মনিবের সঙ্গে যোগাযোগ করে সেখান থেকে নির্দেশ পেয়েছে, আর পুরুষই হোক আর নারীই হোক—আমি ভুল বলেছি ভেবে সুসান যে ভাবে মুচকি হেসেছিল তাতে নারী বলেই আমার ধারণা—সেও একটা ফন্দি এঁটে ফেলেছে। কালো স্টিভকে ডাকা হয়েছে এবং পরদিন সকাল এগারোটার মধ্যেই আমাকে ভয় দেখানো হয়েছে। বুঝতেই পারছেন, কত দ্রুত তারা কাজ করে!"

"কিন্তু তারা কি চায়?"

"হ্যাঁ, সেটাই প্রশ্ন। আপনার আগে এ বাড়িতে কে থাকত?"

"একজন অবসরপ্রাপ্ত নৌ-ক্যাপ্টেন। নাম ফার্গুসন।"

"তার সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কিছু জানেন?"

"আমি তো কিছু শুনি নি।"

"প্রথমে ভেবেছিলাম, সেই লোকটি এ বাড়িতে মাটির নীচে কোন কিছু পুঁতে রেখেছে কি না। অবশ্য আজকাল টাকা-পয়সা পুঁততে হলে লোকে ডাকঘর বা ব্যাংকেই সে কাজটা সারে। কিন্তু দুনিয়ায় পাগলের তো অভাব নেই। তারা না থাকলে তো দুনিয়াটাই নীরস হয়ে যেত। প্রথমে মাটিতে গুপ্তধন পুঁতে রাখার কথাটাই মনে হয়েছিল। কিন্তু তাই যদি হয় তাহলে তারা আসবাবপত্র চাইবে কেন? নিজের অজ্ঞাতে আপনার বাড়িতে নিশ্চয়ই র‍্যাফেল-এর কোন ছবি অথবা শেক্সপীয়র-এর প্রথম পাণ্ডুলিপি রাখেন নি?"

"না, একটা 'ক্রাউন ডার্বি' টি-সেট ছাড়া আর কোন দুর্লভ সামগ্রী আমার নেই।"

"তার দ্বারা এ রহস্যের সমাধান হচ্ছে না। তাছাড়া, তারা কি চায় সেটা খোলাখুলিই বা বলছে না কেন? ঐ টি-সেটটার উপরেই যদি তাদের লোভ পড়ে থাকে, তাহলে আপনার সব কিছু না কিনে শুধু ওটার জন্য একটা ভাল দর তো দিতে পারত। না, আমার ধারণা এখানে এমন একটা কিছু আছে যার কথা আপনি জানেন না, আর জানলে সেটা হাতছাড়া করবেন না।"

আমি বললাম, "আমারও তাই ধারণা।"

"ডাক্তার ওয়াটসনও এ বিষয়ে যখন একমত, তখন এই ধারণাই পাকা।"

"আচ্ছা মিঃ হোমস, সে জিনিসটা কি হতে পারে?"

আমাদের চেষ্টা করে দেখতে হবে, শুধুমাত্র বিশ্লেষণের সাহায্যে আরও সূক্ষ্ম কিছু জানা যায় কি না। এক বছর হল আপনি এ বাড়িতে আছেন।"

"প্রায় দু'বছর।"

"আরও ভাল। এই দীর্ঘ সময় কেউ আপনার কাছে কিছু চায় নি। এখন হঠাৎ তিন-চারদিনের মধ্যে আপনার দর বেড়ে গেছে। এর থেকে কি বুঝতে পারছেন?"

আমি বললাম, "এর শুধু একটিই অর্থ হতে পারে। জিনিসটি যাই হোক, সেটা খুব সদ্য সদ্য এ বাড়িতে এসেছে।"

"এটাও মেনে নিলাম" হোমস বলল। "এবার বলুন মিসেস মেবার্লি, সবেমাত্র কোন কিছু কি এ-বাড়িতে এসেছে?"

"না, এ বছর আমি নতুন কিছু কিনি নি।"

"বটে! এটা খুবই আশ্চর্য। যা হোক, যতদিন আরও স্পষ্ট তথ্যাদি না পাওয়া যাচ্ছে ততদিন ব্যাপারটাকে আরও একটু গড়াতে দেওয়া হোক। আপনার সেই উকিলটি বেশ উপযুক্ত লোক তো?"

"মিঃ সুত্রো খুবই উপযুক্ত।"

"আপনার কি আর কোন দাসী আছে? না কি এইমাত্র যে দরজা বন্ধ করে দিয়ে চলে গেল সেই সুন্দরী সুসানই একমাত্র দাসী?"

"আরও একটি অল্প বয়সের মেয়ে আছে।"

"চেষ্টাচরিত্র করে এ বাড়িতে দু'একটা রাত কাটাবার জন্য সুত্রো-কে নিয়ে আসুন। আপনাকে বিপদ থেকে রক্ষা করার দরকার হতে পারে।"

"কার বিরুদ্ধে?"

"কে জানে? ব্যাপারটা তো এখনও রহস্যে ঢাকা। তারা কি খুঁজছে সেটা যখন বুঝতে পারছি না, তখন ব্যাপারটাকে অন্য দিক থেকেই দেখতে হবে এবং আসল লোককে খুঁজে

বের করবার চেষ্টা করতে হবে। বাড়ির দালাল সেই লোকটি কোন ঠিকানা দিয়েছে কি ?"

"শুধু তার কার্ডখানা দিয়েছে, আর জীবিকার কথা বলেছে। হেইনেস্ জনসন, নীলামদার ও যাচনদার।"

"ঠিকানা-পঞ্জীতে তার খোঁজ পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। সৎ ব্যবসায়ীরাই তাদের কর্মস্থল গোপন করে না। যা হোক, নতুন কিছু ঘটলে আমাকে জানাবেন। আপনার 'কেস'টা আমি নিলাম ; আর এর একটা ফয়সালা আমি করবই সেটুকু ভরসা আপনি করতে পারেন।"

কোন কিছুই হোমস-এর চোখকে ফাঁকি দিতে পারে না। হলের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে এক কোণে জড়ো করে রাখা কয়েকটা ট্রাংক ও সুটকেসের উপর তার চোখ পড়ল। লেবেলগুলো চকচক করছে।

"মিলানো। লুসার্ন। এগুলো ইতালি থেকে এসেছে।"

"বেচারি ডগলাস-এর সব জিনিসপত্র।"

"ওগুলো তো খোলেন নি দেখছি ? কতদিন হল এসেছে ?"

"এই গত সপ্তাহে।"

"কিন্তু আপনি বললেন—আরে, নিশ্চয় এটাই হারানো সূত্র। এর মধ্যে যে মূল্যবান কিছু নেই সেটা আপনি বুঝলেন কেমন করে ?"

"মূল্যবান কিছু থাকা সম্ভব নয় মিঃ হোমস। বেচারি ডগলাস-এর উপার্জন ছিল শুধু তার বেতন আর কিছু বৃত্তি। মূল্যবান জিনিস তার কি থাকতে পারে ?"

হোমস তখন চিন্তায় ডুবে গেছে।

অবশেষে বলল, "আর দেরী করবেন না মিসেস মেবার্লি। জিনিসপত্রগুলো দোতলায় আপনার শোবার ঘরে তুলবার ব্যবস্থা করুন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেগুলো পরীক্ষা করুন, আর দেখুন ওতে কি আছে। কাল এসে আপনার কাছ থেকে সব বিবরণ শুনব।"

"স্পষ্টই বোঝা গেল "তিন পাশকপালী ভবন"-এর উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে, কারণ গলির শেষে উঁচু বেড়াটার মোড় ঘুরতেই দেখতে পেলাম, নিগ্রো মুষ্টিযোদ্ধাটি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎই তার সঙ্গে আমাদের মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল। সেই নির্জন জায়গায় লোকটাকে ভয়ংকর ও ক্ষতিকর বলে মনে হল। হোমস হাতটা পকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল।

"বন্দুকটা খুঁজছেন মাসের হোমস ?"

"না ; আতরের শিশিটা খুঁজছি হে স্টিভ।"

"আপনি মজার মানুষ মাসের হোমস, তাই না ?"

"তোমার পিছু নিলে কিন্তু ব্যাপারটা তোমার পক্ষে মজার হবে না স্টিভ। সকালে তোমাকে যথেষ্ট সাবধান করে দিয়েছি।"

"দেখুন মাসের হোমস, আপনার কথাগুলো আমি ভেবে দেখেছি ; মাসের পার্কিন্স-এর ব্যাপার নিয়ে আমি আর কথা বলতে চাই না। মাসের হোমস, আমি যদি আপনাকে কোন রকম সাহায্য করতে পারি তো অবশ্য করব।"

"তাহলে বল, এ কাজে তোমার পিছনে কে আছে ?"

"প্রভু আমাকে রক্ষা করুন ! মাসের হোমস, আগেই তো আপনাকে খাঁটি কথাটা বলেছি। আমি জানি না। আমার 'বস্' বার্ণি হুকুম করেছে, ব্যাস্—খতম্।"

"দেখ স্টিভ, ইয়াদ রাখ, ঐ বাড়ির মহিলাটি এবং বাড়িতে যা কিছু আছে সব এখন আমার জিম্মায়। এ কথাটা ভুলো না।"

"ঠিক আছে মাসের হোমস। ইয়াদ থাকবে।"

হাঁটতে হাঁটতে হোমস বলল, "ওয়াটসন, লোকটাকে এমন ভয় পাইয়ে দিয়েছি যে সে নিজের চামড়া বাঁচাতেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। লোকটার খোঁজ জানলে সে নির্ঘাৎ মনিবের উপর টেক্কা মারত। ভাগ্যে 'পেন্সার জন' আড্ডার কিছু কিছু খবর আমি রাখি। স্টিভ সেই আড্ডারই একজন। দেখ ওয়াটসন, কেসটা এখন নিশ্চয় ল্যাংডেল পাইক-এর হাতে পৌঁচেছে ; আমি তার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। যখন ফিরব তখন ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হয়ে উঠতে পারে।"

সারাদিন আর হোমসের দেখা পেলাম না। কিন্তু সে যে কোথায় দিনটা কাটিয়েছে সেটা কল্পনা করতে পারি। যে কোন সামাজিক কুৎসার ব্যাপারে তার খবরের জীবন্ত ডিপো হল ল্যাংডেল পাইক। এই বিচিত্র অলস জীবটি যতক্ষণ জেগে থাকে সেন্ট জেম্‌স্ স্ট্রীট ক্লাবের ধনুকাকৃতি জানালাটার পাশে বসে বসেই কাটিয়ে দেয়। শহরময় যত গল্প-গুজব ছড়ায় সে সবের সে একাধারে ধারক ও প্রচারক। শোনা যায়, যে সমস্ত খেউড়-পত্রিকা উৎসুক পাঠকদের খোরাক যোগায় প্রতি সপ্তাহে তাতে প্রবন্ধ লিখে সে চার অংকের টাকা উপার্জন করে। লণ্ডনের জীবনযাত্রার পংকিল গহ্বরে যখন যে ঢেউ ওঠে বা ঘূর্ণি দেখা দেয়, সঙ্গে সঙ্গে এই মানুষটির টেলিফোন-যন্ত্রের ডায়াল-এ তার সঠিক সংখ্যা ফুটে ওঠে। হোমস বুদ্ধি করে ল্যাংডেল-কে খবর দিয়ে সাহায্য করে, আর বিনিময়ে দরকার হলেই তার কাছ থেকেও সাহায্য পায়।

পরদিন খুব সকালে গিয়ে যখন বন্ধুর সঙ্গে তার ঘরে দেখা করলাম তখন তার হাবভাব দেখে বুঝলাম যে খবর ভালই। তবু একটা অপ্রীতিকর বিস্ময় আমাদের জন্য অপেক্ষা করে ছিল। সেটা এল নীচের টেলিগ্রামের রূপ ধরে ঃ

'দয়া করে এই মুহূর্তে চলে আসুন। রাতে মক্কেলের ঘরে চুরি হয়েছে।

পুলিশ বাড়ি পাহারা দিচ্ছে। —সুত্রো'

হোমস শিস্ দিয়ে উঠল। "নাটক চরম মুহূর্তে এসে পৌঁছেছে, আর এত দ্রুত এটা ঘটেছে যেটা আমি আশা করি নি। ওয়াটসন, এই সব ব্যাপারের পিছনে এমন একটা প্রচণ্ড শক্তি কাজ করছে যে এ কথা জেনে আমি মোটেই বিস্মিত হই নি। অবশ্য এই সুত্রো তার উকিল। মনে হচ্ছে, রাতটা তোমাকেই পাহারা দিতে না বলে। আমিই ভুল করেছি। বোঝা গেল, এ লোকটা একটা ভাঙা লাঠি। যাই হোক, আর একবার হ্যারো উইল্ড-এ যাওয়া ছাড়া আর কিছুই করবার নেই।"

"তিন পাশকপালী ভবন"-কে আগের দিন যেমন সাজানো-গোছানো দেখেছিলাম আজ তার চেহারা তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। বাগানের ফটকে একদল লোক বসে গ্যাঁজাচ্ছে, আর দুটি কনস্টেবল জানালা ও ফুলের কেয়ারি-গুলো পরীক্ষা করছে। ভিতরে ঢুকে একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হল। সে নিজের পরিচয় দিল উকিল বলে। তার সঙ্গে রয়েছে ব্যস্তসমস্ত লালচে-মুখ ইন্সপেক্টর। সে পুরনো বন্ধু বলে হোমসকে অভ্যর্থনা জানাল।

"দেখুন মিঃ হোমস, আমার ভয় হচ্ছে এ কেস-এ আপনার কিছু সুবিধা হবে না। অতি সাধারণ একটা চুরির ব্যাপার; বেচারা পুলিশরাই তার মোকাবিলা করতে পারবে। কোন বিশেষজ্ঞের আবেদন করার দরকার নেই।"

"কেসটা যে ভাল হাতেই পড়েছে সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত," হোমস বলল। "আপনি বলছেন একটা অতি সাধারণ চুরির ব্যাপার?"

"ঠিক তাই। কারা করেছে, আর কোথায় তাদের পাত্তা মিলবে সব আমরা ভাল করেই জানি। এটা বার্ণি স্টকডেল দলের কাণ্ড—সঙ্গে সেই বড় 'নিগার'টাও আছে—তাদের সবাইকে এখানে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেছে।"

"চমৎকার! তারা কি পেয়েছে?"

"তা, বিশেষ কিছু পেয়েছে বলে তো মনে হয় না। মিসেস মেবার্লি-কে ক্লোরোফর্ম দেওয়া হয়েছিল আর বাড়িটা —আহা! এই তো তিনি নিজেই এসেছেন।"

আমাদের গতকালের বান্ধবীটি ছোট দাসীটির উপর ভর দিয়ে ঘরে ঢুকল। তাকে অনেক বিবর্ণ ও অসুস্থ দেখাচ্ছে।

দুঃখের হাসির সঙ্গে সে বলল, "আপনি ভাল পরামর্শই দিয়েছিলেন মিঃ হোমস। হায়! আমি তাতে কান দেই নি! মিঃ সুত্রো-কে বিব্রত করতে চাই নি। তাই আমাকে দেখবার কেউ ছিল না।"

"আমি আজ সকালেই সব শুনেছি," উকিলটি বুঝিয়ে বলল। "মিঃ হোমস বলেছিলেন বাড়িতে কোন বন্ধুকে এনে রাখতে। তার পরামর্শ আমি শুনি নি, আর সেজন্য যথেষ্ট মূল্যও দিতে হল।"

হোমস বলল, "আপনাকে ভয়ানক অসুস্থ দেখাচ্ছে। হয় তো ঘটনার সব বিবরণ দেওয়াও আপনার পক্ষে সম্ভব নয়।"

একটা মোটা নোট বইতে টোকা মেরে ইন্সপেক্টর বলল, "এতেই সব আছে।"

"তবু মহিলাটি যদি খুব বেশী ক্লান্তি বোধ না করেন তো—"

"বলবার কথা তো সামান্যই আছে। কোন সন্দেহ নেই যে দুষ্টু সুসানই তাদের বাড়িতে ঢুকবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। ঘরের প্রতি ইঞ্চি জায়গার খবর তারা জানত। মুহূর্তের জন্য আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে ক্লোরোফর্মে ভেজানো ন্যাকড়া আমার মুখের উপর চাপা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কতক্ষণ সময় আমি অচেতন হয়ে ছিলাম সে সম্পর্কে আমার কোনই ধারণা নেই। যখন জেগে উঠলাম, একজন লোক আমার বিছানার পাশে দাঁড়িয়েছিল, আর অপরজন আমার ছেলের জিনিসপত্রের ভিতর থেকে একটা বাণ্ডিল তুলছিল। জিনিসপত্রগুলি আধখোলা অবস্থায় মেঝেময় ছড়ানো ছিল। পালিয়ে যাবার আগেই লাফ দিয়ে উঠে আমি তাকে জাপটে ধরলাম।"

"আপনি খুব বেশী ঝুঁকি নিয়েছিলেন," ইন্সপেক্টর বলল।

"জড়িয়ে ধরতেই সে আমাকে ধাক্কা দিল, অপর লোকটি হয় তো আমাকে আঘাত করেছিল, কিন্তু সে সব কিছুই আমি মনে করতে পারছি না। দাসী মেরী গণ্ডগোল শুনে জানালা দিয়ে চেঁচামেচি শুরু করে দিল। তাই শুনেই পুলিশ এল, কিন্তু বদমাশরা ততক্ষণে উধাও।"

"তারা কি নিয়ে গেছে;"

"আমার তো মনে হয় না দামী কোন কিছু খোয়া গেছে। আমি ঠিক জানি, আমার ছেলের তোরঙ্গে কিছুই ছিল না।"

"লোকগুলো কোন সূত্র রেখে গেছে কি?"

"যে লোকটাকে চেপে ধরেছিলাম তার কাছ থেকে এক সিট কাগজ আমি হয় তো ছিঁড়ে নিয়েছিলাম। দলা-পাকানো অবস্থায় সেটা মেঝেতে পড়ে ছিল। আর হাতের লেখাটা আমার ছেলের।"

ইন্সপেক্টর বলল, "তার মানে সেটা কোন দরকারী কাগজ নয়। বরং ওটা যদি চোরের হাতের লেখা হত তাহলে—"

"ঠিক", হোমস বলল। "কী কঠিন সাধারণ বুদ্ধি! সে যাই হোক, কাগজটা দেখার বড় কৌতূহল হচ্ছে আমার।"

ইন্সপেক্টর পকেট থেকে এক সিট ভাঁজ-করা ফুলস্ক্যাপ কাগজ টেনে বের করল।

বেশ গর্বভরে সে বলল, "যত তুচ্ছই হোক, কোন জিনিস আমি হাতছাড়া করি না। আপনাকেও সেই পরামর্শই দিচ্ছি মিঃ হোমস। পঁচিশ বছরের অভিজ্ঞতায় আমি অনেক কিছু শিখেছি। আঙুলের ছাপ বা একটা কিছু পাওয়া যেতেও তো পারে।"

হোমস কাগজের সিটটা পরীক্ষা করে দেখল।

"এটার সম্পর্কে আপনার কি ধারণা ইন্সপেক্টর?"

"আমি যতটা বুঝেছি তাতে তো মনে হয় কোন অদ্ভুত উপন্যাসের উপসংহার হতে পারে।"

"কোন বিচিত্র কাহিনীর উপসংহারও নিশ্চয় হতে পারে", হোমস বলল। "পাতার উপরকার পৃষ্ঠা-সংখ্যাটা তো দেখেছেন। দুশ' পঁয়তাল্লিশ। বাকি দুশ' চুয়াল্লিশ পাতা কোথায় গেল?"

"দেখুন, মনে হচ্ছে সেগুলো চোররাই নিয়ে গেছে। কি কাজেই যে ওগুলো লাগবে!"

"একটা বাড়িতে ঢুকে এমন সব কাগজপত্র চুরি করা খুবই অদ্ভুত মনে হচ্ছে। এর থেকে আপনার কি আর কিছু মনে হচ্ছে ইন্সপেক্টর?"

"তা হচ্ছে স্যার; তাড়াতাড়িতে হাতের কাছে যা পেয়েছে ব্যাটারা তাই হাতিয়ে নিতে চেষ্টা করেছে। যা নিয়েছে তাই পেয়েই যেন তারা খুশি হয়!"

মিসেস মেবার্লি জিজ্ঞাসা করল, "তারা আমার ছেলের জিনিসে হাত দিতে গেল কেন?"

"দেখুন, নীচতলায় দামী কিছু না পেয়ে কপাল ঠুকে উপরে গিয়েছিল। আমি তো তাই বুঝেছি। মিঃ হোমসের কি ধারণা?"

"আমি একটু ভেবে দেখব ইন্সপেক্টর। ওয়াটসন, জানালাটার কাছে চল।" দুজন এগিয়ে গিয়ে পাশাপাশি দাঁড়াবার পরে সে কাগজের লেখাটা পড়তে লাগল। একটা পংক্তির মাঝখান থেকে লেখাটা এইভাবে আরম্ভ হয়েছে:

.....অস্ত্রাঘাত ও ঘুষির ফলে মুখ থেকে প্রচুর রক্তপাত হয়েছে, কিন্তু সেই সুন্দর মুখখানি দেখে তার বুকের মধ্যে যত রক্ত করেছে তার তুলনায় সেটা কিছুই না; সে-মুখের জন্য জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতেও সে প্রস্তুত, অথচ তার এই যন্ত্রণা, এই অসম্মানকে সে চোখ মেলে দেখল। সে হাসছে—হে ঈশ্বর! সে হাসছে! মুখ তুলে তাকিয়ে দেখল, হৃদয়-হীনা শয়তানীর মত সে হাসছে। সেই মুহূর্তে প্রেমের মৃত্যু হল, জন্ম নিল ঘৃণা! একটা কিছু নিয়ে তো মানুষকে বাঁচতে হবে। ওগো প্রিয়া, তোমার আলিঙ্গন যদি না পাই, তাহলে তোমার সর্বনাশের জন্য আর আমার প্রতিহিংসা সাধনের জন্যই আমি বেঁচে থাকব।

ইন্সপেক্টরকে কাগজটা ফিরিয়ে দিয়ে হোমস হেসে বলল, "অদ্ভুত ব্যাকরণ! 'সে' কেমন হঠাৎ 'আমার' হয়ে গেছে সেটা লক্ষ্য করেছ? লেখক নিজের গল্পের মধ্যে এতই ডুবে গেছে যে চরম মুহূর্তে নিজেকেই নায়ক কল্পনা করে বসেছে।"

নোট বইয়ের মধ্যে কাগজটা রাখতে রাখতে ইন্সপেক্টর বলল, "খুবই বাজে লেখা। আরে! আপনি কি চলে যাচ্ছেন মিঃ হোমস?"

"এমন উপযুক্ত হাতে যখন কেসটা পড়েছে তখন তো এখন আর আমার কিছু করবার আছে বলে মনে হয় না। ভাল কথা মিসেস মেবার্লি, বলছিলেন না যে আপনি ভ্রমণে বেরুতে চান?"

"সেটাই আমার চিরদিনের স্বপ্ন মিঃ হোমস।"

"কোথায় যেতে চান—কায়রো, ম্যাদেইরা, রিভিয়েরা?"

"আ! যদি টাকা থাকত, সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াতাম।"

"ঠিক বটে; সারা পৃথিবী। ঠিক আছে, গুড মর্নিং। সন্ধ্যায় আপনাকে এক লাইন লিখে জানাব।"

জানালার পাশ দিয়ে যেতে যেতে ইন্সপেক্টরের হাসি ও মাথার দুলুনিটা আমার চোখে পড়ে গেল। "এই চতুর লোকগুলোর মনে সব সময়ই পাগলামির ছোঁয়া থাকে।" ইন্সপেক্টরের হাসিতে আমি যেন এই কথাগুলিই পড়তে পারলাম।

পুনরায় কলমুখর মধ্য লন্ডনে ফিরে যাবার পরে হোমস বলল, "ওয়াটসন, এবার আমাদের সংক্ষিপ্ত যাত্রার শেষ পর্যায়ে আমরা পৌঁছে গেছি। আমার মনে হয়, ব্যাপারটার ফয়সালা এখনই করে ফেলা উচিত, আর সেজন্য তোমারও আমার সঙ্গে যাওয়া দরকার, কারণ ইসাডোরা ক্লীন-এর মত একজন মহিলার সঙ্গে আলোচনার সময় একজন সাক্ষী থাকাই নিরাপদ।"

একটা গাড়ি নিয়ে আমরা গ্রসভেনর স্কোয়ার-এর একটা ঠিকানা অভিমুখে দ্রুত ছুটে চললাম। হোমস চিন্তার মধ্যেই ডুবে ছিল; হঠাৎ জেগে উঠে সে বলল, "ভাল কথা ওয়াটসন, সব ব্যাপারটা তুমি পরিষ্কার বুঝতে পারছ তো?"

"না, তা বলতে পারি না। শুধু এইটুকু বুঝছি যে, এই সব কুকীর্তির অন্তরালবর্তিনী একটি মহিলার সঙ্গে আমরা দেখা করতে যাচ্ছি।"

"ঠিক তাই! কিন্তু ইসাডোরা ক্লীন নামটা শুনে তোমার কি কিছুই মনে পড়ছে না? একসময় সে প্রখ্যাত সুন্দরী ছিল। তাকে ছুঁতে পারে এমন নারী কোন দিন ছিল না। মহিলাটি স্পেনীয় বংশজাত; সম্ভ্রান্ত কংকুইস্টাডরদের পবিত্র রক্ত তার শরীরে; বংশ বংশ ধরে তার পরিবারের মানুষরা পান'মবুকো-তে নেতৃত্ব করে চলেছে। জার্মানির শর্করা-রাজা বৃদ্ধ ক্লীন-কে সে বিয়ে করে, এবং বর্তমানে সে পৃথিবীর মধ্যে সবচাইতে ধনবতী ও সুন্দরী বিধবা। তারপর

বেশ কিছুদিন সে মনের সুখে ফুলে ফুলে উড়ে বেরিয়েছে। তার বেশ কয়েকটি প্রেমিকও জুটেছিল, আর লণ্ডন-এর অন্যতম বিশিষ্ট নাগরিক ডগলাস মেবার্লি তাদেরই একজন। সব দিক বিচার করলে বলা যায় যে তার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ছিল একটু অন্য রকম। সে উঁচু মহলের প্রজাপতিজাতীয় পুরুষ নয়; সে শক্তিমান ও অহংকারী; সে দেয় সব কিছু, আর আশাও করে সব কিছু। কিন্তু মহিলাটি হল উপন্যাসে বর্ণিত সেই 'হৃদয়হীনা সুন্দরী'। তার খেয়াল মিটল তো খেলা খতম হল; নায়ক যদি তখনও সে কথা না মানে তাহলে কেমন করে মান্যতে হয় তা সে জানে।"

"তাহলে ওটা ছিল তার নিজেরই কথা—"

"ওঃ! এতক্ষণে তুমি দুটোকে একত্র জুড়তে পেরেছ। শুনেছি, মহিলাটি এবার লেমণ্ড-এর তরুণ ডিউককে বিয়ে করতে যাচ্ছে, অথচ সে তার ছেলের বয়সী। ডিউকের মা ভাবী পুত্রবধূর বয়সটা হয়তো উপেক্ষা করতে পারেন, কিন্তু একটা বড় ধরনের কুৎসা সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস, আর সেটাই একান্ত দরকার—আঃ! আমরা এসে গেছি।"

ওয়েস্ট-এণ্ড-এর মোড়ের উপর একটা সুন্দর বাড়ি। একটি যন্ত্রবৎ পরিচারক আমাদের কার্ড নিয়ে চলে গেল এবং ফিরে এসে জানাল যে মহিলাটি বাড়ি নেই।

হোমস হাসিমুখে বলল, "তাহলে তাঁর ফিরে আসা পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করব।"

যন্ত্র এবার ভেঙে পড়ল।

বলল, "বাড়িতে নেই মানে আপনাদের জন্য বাড়িতে নেই।"

"ভাল কথা," হোমস জবাব দিল। "তার মানে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে না। দয়া করে এই চিরকুটটা তোমার কর্ত্রীকে নিয়ে দাও।"

নোট বইয়ের একটা পাতায় তিন-চারটে শব্দ লিখে সেটাকে ভাঁজ করে হোমস লোকটার হাতে দিল।

"কি লিখলে হোমস?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"শুধু লিখেছি 'তাহলে কি পুলিশ ডাকব?' মনে হচ্ছে, ওতেই প্রবেশপত্র মিলে যাবে।"

তাই হল—বিস্ময়কর দ্রুতগতিতে। এক মিনিট পরেই আমরা হাজির হলাম আরব্য রজনীর বৈঠকখানায়: যেমন প্রকাণ্ড তেমনি আশ্চর্য, আধো আলো-ছায়ায় ঘেরা, মাঝে মাঝে লাল বৈদ্যুতিক আলোর ফুলকি। মনে হল, মহিলাটি জীবনের সেই পর্বে এসে পৌঁচেছে যখন অতি বড় গর্বিতা সুন্দরীও আধো আলোই পছন্দ করে। আমরা ঢুকতেই সে সোফা থেকে উঠে দাঁড়াল: দীর্ঘ দেহে রাণীর মত গরিমা, সুগঠনা, মুখোসের মত মনোরম মুখ, দুটি আশ্চর্য স্পেনীয় চোখে যেন আমাদের মৃত্যু লেখা রয়েছে।

চিরকুটটা তুলে ধরে সে প্রশ্ন করল, "এ অনধিকার প্রবেশের মানে কি—আর এই অপমানজনক কথারই বা মানে কি?"

"বুঝিয়ে বলার তো কিছু নেই ম্যাডাম। আপনার বুদ্ধির উপর ভরসা রাখি বলেই সে কাজ আমি করব না—তবে এ কথাও স্বীকার করছি যে ইদানীং সে বুদ্ধিতে বিস্ময়কর রকমের ভাটা পড়েছে।"

"তার মানে?"

"তা না হলে আপনার ভাড়াটে গুণ্ডারা ভয় দেখিয়ে আমাকে কর্তব্য থেকে বিরত রাখতে পারবে এ কথা আপনি ভাবতেন না। আপনি তো জানেন, বিপদ যাকে হাতছানি দেয় না সে রকম লোক কদাপি আমার এই জীবিকা গ্রহণ করে না। আপনি আমাকে যুবক মেবার্লি-র কেসটা হাতে নিতে বাধা করেছেন।"

"আপনি কি বলছেন আমি বুঝতে পারছি না। ভাড়াটে গুণ্ডা দিয়ে আমি কি করব?"

হোমস ক্লান্তিভরে ঘুরে দাঁড়াল।

"সত্যি, আপনার বুদ্ধিকে আমি ছোট করে দেখেছি। ঠিক আছে, বিদায়।"

"দাঁড়ান। কোথায় যাচ্ছেন?"

"স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড এ।"

দরজায় অর্ধেক পথও আমরা যাই নি এমন সময় মহিলাটি এগিয়ে এসে হোমসের হাতখানি ধরল। মুহূর্তের মধ্যে সে ইস্পাত থেকে একেবারে মখমলে পরিণত হয়ে গেল।

"আসুন আপনারা, বসুন। আলোচনাটা শেষ করি। মিঃ হোমস, আশা করি সব কথাই আপনাকে খোলাখুলি বলতে পারি। একটি ভদ্রমানুষের হৃদয় আপনার আছে। মেয়ে মানুষের কাছে সেটা সহজেই ধরা পড়ে। আপনাকে আমি বন্ধু বলেই মনে করব।"

"কিন্তু ম্যাডাম, আমি তো বন্ধু হবার পাল্টা প্রতিশ্রুতি দিতে পারছি না, কারণ আমি আইনজ্ঞ নই, যদিও আমার ক্ষীণ শক্তি অনুযায়ী সেই আইনের প্রতিনিধিত্ব করবার চেষ্টাই করে থাকি। সব কথা শুনতে আমি প্রস্তুত; আর তারপরেই আমার কি কর্তব্য তা আপনাকে জানাব।"

"আপনার মত একটি সাহসী মানুষকে ভয় দেখিয়ে আমি যে বোকার মত কাজ করেছি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।"

"সত্যিকারের বোকামি করেছেন ম্যাডাম তখনই যখন একদল গুণ্ডার হাতে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন যারা আপনাকে 'ব্ল্যাকমেল' করতে পারে, অথবা ফাঁসিয়ে দিতে পারে।"

"না না, অতটা সরল আমি নই। আপনাকে কথা দিয়েছি সব কথাই খোলাখুলি বলব। তাই বলছি, শুধুমাত্র বার্ণি স্টকডেল ও তার স্ত্রী সুসান ছাড়া আর কেউ জানে না কে তাদের কাজে লাগিয়েছে। আর ওদের দুজনের কথা

যদি বলেন তো এই প্রথম নয় যে—" মহিলাটি হেসে মাথা নাড়ল : তার ভঙ্গীতে একটু মনোরম ঘনিষ্ঠতার আভাষ।

"বুঝতে পেরেছি। তাদের আপনি আগেও কাজে লাগিয়েছেন।"

"তারা খুব ভাল শিকারীকুকুর ; নিঃশব্দে দৌড়তে পারে।"

"কিন্তু আগে হোক আর পরে হোক এই সব কুকুররা কিন্তু যে তাদের খেতে দেয় তার হাতই কামড়ে দেয়। চুরির দায়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হবে। পুলিশ এর মধ্যেই তাদের পিছু নিয়েছে।"

"তাদের কপালে যা ঘটবে তারা তা মেনে নেবে। সেজন্যই তাদের টাকা দেওয়া হয়েছে। আমার টিকিটিও দেখতে পাওয়া যাবে না।"

"অবশ্য আমি যদি সে ব্যবস্থা না করি।"

"না, না ; সে কাজ আপনি করতে পারেন না। আপনি একজন ভদ্র মানুষ। আর এটা একটি মেয়ের গোপন কথা।"

"প্রথমত এই পাণ্ডুলিপিটা আমাকে ফিরিয়ে দিতে হবে।"

মহিলা ফিক্ করে হেসে অগ্নিকুণ্ডের কাছে এগিয়ে গেল। তার মধ্যে একটা পোড়া মচমচে বস্তু ছিল। আগুন উস্কে দেবার লোহার রডটা দিয়ে সেটাকে সে ভেঙে দিল। প্রশ্ন করল, "এটা ফিরিয়ে দেব কি?" উদ্ধত ভঙ্গীতে সে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে রইল। তার সেই শয়তানী-মাখা সুন্দর মুখখানা দেখে মনে হল, আজ পর্যন্ত হোমসের যত অপরাধীকে আমি দেখেছি তাদের মধ্যে এর মোকাবিলা করাই হবে সব চাইতে শক্ত কাজ। যাই হোক, হোমসের মনে তো ভাবাবেগের বালাই নেই।

সে ঠাণ্ডা গলায় বলল, "এবার আপনার ভাগ্যের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। কাজকর্মে আপনি খুবই তৎপর ম্যাডাম, কিন্তু এ ক্ষেত্রে আপনি কিছুটা বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন।"

মহিলা ঠং করে হাতের রডটা ফেলে দিল।

চেঁচিয়ে বলল, "আপনি কি কঠোর! সব কথা আপনাকে বলব কি?"

"আমার তো ধারণা, গল্পটা আমিই আপনাকে বলতে পারি।"

"কিন্তু মিঃ হোমস, আপনাকে তো আমার চোখ দিয়ে ব্যাপারটাকে দেখতে হবে। শেষ মুহূর্তে জীবনের সব আকাঙ্খার অবসান ঘটতে বসেছে এমন একটি নারীর দৃষ্টি-কোণ থেকে আপনাকে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে হবে। সেই নারী যদি নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা করে তাহলে কি তাকে দোষ দেওয়া যায়?"

"কিন্তু মূল পাপ তো আপনারই ছিল?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ! তা স্বীকার করছি। ডগলাস বড় ভাল ছেলে, কিন্তু ব্যাপারটা এমন দাঁড়াল যে আমার পরিকল্পনার সঙ্গে সে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারল না। সে বিয়ে করতে চাইল—বিয়ে মিঃ হোমস—একটি কপর্দকহীন সাধারণ মানুষের সঙ্গে বিয়ে। বিয়ে ছাড়া আর কিছুতেই তার চলবে না। ক্রমে সে নাছোড়বান্দা হয়ে উঠল। যেহেতু নিজেকে তার হাতে তুলে দিয়েছিলাম, তাই সে ভাবল যে আমি দিয়েই যাব, আর শুধু তাকেই দেব। সেটা তো অসহ্য। শেষ পর্যন্ত তাকে বোঝাতেই হল।"

"ভাড়াটে গুণ্ডা দিয়ে আপনার নিজের জানালার নীচে তাকে ধোলাই দেওয়ালেন!"

"দেখছি আপনি সবই জানেন। হ্যাঁ, তাই ঠিক। বার্ণি আর তার লোকজনরা তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল ; স্বীকার করছি, তারা কিছুটা কড়া দাওয়াই-ই দিয়েছিল। কিন্তু তখন সে কি করল? যে কোন ভদ্রলোক এ রকম কাজ করতে পারে। একটা বই লিখে তাতে সে নিজের কথাই বলল। আমাকে বানালো বাঘিনী, আর নিজে হল মেষ। ভিন্ন নামে আমাদের সব কথাই তাতে ছিল ; কিন্তু সারা লণ্ডন শহরের কোন্ মানুষটা না আমাদের চিনতে পারবে? এ বিষয়ে আপনি কি বলেন মিঃ হোমস?"

"দেখুন, সে তো তার অধিকারের বাইরে যায় নি।"

"তার ভাব দেখে মনে হল, ইতালির বাতাস যেন তার রক্তে ঢুকেছে, আর সঙ্গে করে এনেছে প্রাচীন ইতালির নিষ্ঠুর মনোবৃত্তি। আমি যাতে আগে থেকেই যন্ত্রণায় জ্বলতে থাকি সেই উদ্দেশ্যে চিঠি লিখে সে আমাকে বইয়ের একটা পাণ্ডুলিপি পাঠিয়েছিল। লিখেছিল—দুটি পাণ্ডুলিপি তৈরী হয়েছে—একটা আমার জন্য, অপরটা প্রকাশকের জন্য।"

"কেমন করে বুঝলেন যে প্রকাশকের দরুন পাণ্ডুলিপিটা তার হাতে পৌঁছয় নি?"

"তার প্রকাশককে আমি জানতাম। জানেন তো, এটাই তার একমাত্র উপন্যাস নয়। জানতে পারলাম, ইতালি থেকে কোন খবর তার কাছে আসে নি! তারপরই ঘটল ডগলাস-এর আকস্মিক মৃত্যু। অপর পাণ্ডুলিপিটা যতক্ষণ এ জগতে কোথাও থাকবে ততক্ষণ আমি নিরাপদ নই। ভাবলাম, সেটা নিশ্চয়ই তার জিনিসপত্রের মধ্যে আছে, আর সে সবই তার মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। একদল লোককে লাগিয়ে দিলাম। একজন দাসী সেজে সে বাড়িতে ঢুকল। আমি সৎপথেই কাজটা করতে চেয়েছিলাম। সত্যি সত্যি তাই চেয়েছিলাম। সব কিছু সমেত বাড়িটা কিনতেও রাজী ছিলাম। তিনি যে টাকা চাইলেন তাই দিতে চাইলাম। কিন্তু সে সব চেষ্টাই যখন ভেস্তে গেল একমাত্র তখনই অন্য পথ ধরতে হল। এবার বলুন মিঃ হোমস, ডগলাস-এর প্রতি

বেশ কিছুদিন সে মনের সুখে ফুলে ফুলে উড়ে বেরিয়েছে। তার বেশ কয়েকটি প্রেমিকও জুটেছিল, আর লণ্ডন-এর অন্যতম বিশিষ্ট নাগরিক ডগলাস মেবার্লি তাদেরই একজন। সব দিক বিচার করলে বলা যায় যে তার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ছিল একটু অন্য রকম। সে উঁচু মহলের প্রজাপতিজাতীয় পুরুষ নয়; সে শক্তিমান ও অহংকারী; সে দেয় সব কিছু, আর আশাও করে সব কিছু। কিন্তু মহিলাটি হল উপন্যাসে বর্ণিত সেই 'হৃদয়হীনা সুন্দরী'। তার খেয়াল মিটল তো খেলা খতম হল; নায়ক যদি তখনও সে কথা না মানে তাহলে কেমন করে মানাতে হয় তা সে জানে।"

"তাহলে ওটা ছিল তার নিজেরই কথা—"

"ওঃ! এতক্ষণে তুমি দুটোকে একত্র জুড়তে পেরেছ। শুনেছি, মহিলাটি এবার লেমণ্ড-এর তরুণ ডিউককে বিয়ে করতে যাচ্ছে, অথচ সে তার ছেলের বয়সী। ডিউকের মা ভাবী পুত্রবধূর বয়সটা হয়তো উপেক্ষা করতে পারেন, কিন্তু একটা বড় ধরনের কুৎসা সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস, আর সেটাই একান্ত দরকার—আঃ! আমরা এসে গেছি।"

ওয়েস্ট-এণ্ড-এর মোড়ের উপর একটা সুন্দর বাড়ি। একটি যন্ত্রবৎ পরিচারক আমাদের কার্ড নিয়ে চলে গেল এবং ফিরে এসে জানাল যে মহিলাটি বাড়ি নেই।

হোমস হাসিমুখে বলল, "তাহলে তাঁর ফিরে আসা পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করব।"

যন্ত্র এবার ভেঙে পড়ল।

বলল, "বাড়িতে নেই মানে আপনাদের জন্য বাড়িতে নেই।"

"ভাল কথা," হোমস জবাব দিল। "তার মানে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে না। দয়া করে এই চিরকুটটা তোমার কর্ত্রীকে নিয়ে দাও।"

নোট বইয়ের একটা পাতায় তিন-চারটে শব্দ লিখে সেটাকে ভাঁজ করে হোমস লোকটার হাতে দিল।

"কি লিখলে হোমস?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"শুধু লিখেছি 'তাহলে কি পুলিশ ডাকব?' মনে হচ্ছে, ওতেই প্রবেশপত্র মিলে যাবে।"

তাই হল—বিস্ময়কর দ্রুতগতিতে। এক মিনিট পরেই আমরা হাজির হলাম আরব্য রজনীর বৈঠকখানায়: যেমন প্রকাণ্ড তেমনি আশ্চর্য, আধো আলো-ছায়ায় ঘেরা, মাঝে মাঝে লাল বৈদ্যুতিক আলোর ফুলকি। মনে হল, মহিলাটি জীবনের সেই পর্বে এসে পৌঁচেছে যখন অতি বড় গর্বিতা সুন্দরীও আধো আলোই পছন্দ করে। আমরা ঢুকতেই সে সেটি থেকে উঠে দাঁড়াল: দীর্ঘ দেহে রাণীর মত গরিমা, সুগঠনা, মুখোসের মত মনোরম মুখ, দুটি আশ্চর্য স্পেনীয় চোখে যেন আমাদের মৃত্যু লেখা রয়েছে।

চিরকুটটা তুলে ধরে সে প্রশ্ন করল, "এ অনধিকার প্রবেশের মানে কি—আর এই অপমানজনক কথারই বা মানে কি?"

"বুঝিয়ে বলার তো কিছু নেই ম্যাডাম। আপনার বুদ্ধির উপর ভরসা রাখি বলেই সে কাজ আমি করব না—তবে এ কথাও স্বীকার করছি যে ইদানীং সে বুদ্ধিতে বিস্ময়কর রকমের ভাটা পড়েছে।"

"তার মানে?"

"তা না হলে আপনার ভাড়াটে গুণ্ডারা ভয় দেখিয়ে আমাকে কর্তব্য থেকে বিরত রাখতে পারবে এ কথা আপনি ভাবতেন না। আপনি তো জানেন, বিপদ যাকে হাতছানি দেয় না সে রকম লোক কদাপি আমার এই জীবিকা গ্রহণ করে না। আপনি আমাকে যুবক মেবার্লি-র কেসটা হাতে নিতে বাধা করেছেন।"

"আপনি কি বলছেন আমি বুঝতে পারছি না। ভাড়াটে গুণ্ডা দিয়ে আমি কি করব?"

হোমস ক্লান্তিভরে ঘুরে দাঁড়াল।

"সত্যি, আপনার বুদ্ধিকে আমি ছোট করে দেখেছি। ঠিক আছে, বিদায়।"

"দাঁড়ান। কোথায় যাচ্ছেন?"

"স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড এ।"

দরজায় অর্ধেক পথও আমরা যাই নি এমন সময় মহিলাটি এগিয়ে এসে হোমসের হাতখানি ধরল। মুহূর্তের মধ্যে সে ইস্পাত থেকে একেবারে মখমলে পরিণত হয়ে গেল।

"আসুন আপনারা, বসুন। আলোচনাটা শেষ করি। মিঃ হোমস, আশা করি সব কথাই আপনাকে খোলাখুলি বলতে পারি। একটি ভদ্রমানুষের হৃদয় আপনার আছে। মেয়ে মানুষের কাছে সেটা সহজেই ধরা পড়ে। আপনাকে আমি বন্ধু বলেই মনে করব।"

"কিন্তু ম্যাডাম, আমি তো বন্ধু হবার পাল্টা প্রতিশ্রুতি দিতে পারছি না, কারণ আমি আইনজ্ঞ নই, যদিও আমার ক্ষীণ শক্তি অনুযায়ী সেই আইনের প্রতিনিধিত্ব করবার চেষ্টাই করে থাকি। সব কথা শুনতে আমি প্রস্তুত; আর তারপরেই আমার কি কর্তব্য তা আপনাকে জানাব।"

"আপনার মত একটি সাহসী মানুষকে ভয় দেখিয়ে আমি যে বোকার মত কাজ করেছি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।"

"সত্যিকারের বোকামি করেছেন ম্যাডাম তখনই যখন একদল গুণ্ডার হাতে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন যারা আপনাকে 'ব্ল্যাকমেল' করতে পারে, অথবা ফাঁসিয়ে দিতে পারে।"

"না না, অতটা সরল আমি নই। আপনাকে কথা দিয়েছি সব কথাই খোলাখুলি বলব। তাই বলছি, শুধুমাত্র বার্ণি স্টকডেল ও তার স্ত্রী সুসান ছাড়া আর কেউ জানে না কে তাদের কাজে লাগিয়েছে। আর ওদের দুজনের কথা

যদি বলেন তো এই প্রথম নয় যে—" মহিলাটি হেসে মাথা নাড়ল : তার ভঙ্গীতে একটু মনোরম ঘনিষ্ঠতার আভাষ।

"বুঝতে পেরেছি। তাদের আপনি আগেও কাজে লাগিয়েছেন।"

"তারা খুব ভাল শিকারীকুকুর ; নিঃশব্দে দৌড়তে পারে।"

"কিন্তু আগে হোক আর পরে হোক এই সব কুকুররা কিন্তু যে তাদের খেতে দেয় তার হাতই কামড়ে দেয়। চুরির দায়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হবে। পুলিশ এর মধ্যেই তাদের পিছু নিয়েছে।"

"তাদের কপালে যা ঘটবে তারা তা মেনে নেবে। সেজন্যই তাদের টাকা দেওয়া হয়েছে। আমার টিকিটিও দেখতে পাওয়া যাবে না।"

"অবশ্য আমি যদি সে ব্যবস্থা না করি।"

"না, না ; সে কাজ আপনি করতে পারেন না। আপনি একজন ভদ্র মানুষ। আর এটা একটি মেয়ের গোপন কথা।"

"প্রথমত এই পাণ্ডুলিপিটা আমাকে ফিরিয়ে দিতে হবে।"

মহিলা ফিক্ করে হেসে অগ্নিকুণ্ডের কাছে এগিয়ে গেল। তার মধ্যে একটা পোড়া মচমচে বস্তু ছিল। আগুন উস্কে দেবার লোহার রডটা দিয়ে সেটাকে সে ভেঙে দিল। প্রশ্ন করল, "এটা ফিরিয়ে দেব কি?" উদ্ধত ভঙ্গীতে সে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে রইল। তার সেই শয়তানী-মাখা সুন্দর মুখখানা দেখে মনে হল, আজ পর্যন্ত হোমসের যত অপরাধীকে আমি দেখেছি তাদের মধ্যে এর মোকাবিলা করাই হবে সব চাইতে শক্ত কাজ। যাই হোক, হোমসের মনে তো ভাবাবেগের বালাই নেই।

সে ঠাণ্ডা গলায় বলল, "এবার আপনার ভাগ্যের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। কাজকর্মে আপনি খুবই তৎপর ম্যাডাম, কিন্তু এ ক্ষেত্রে আপনি কিছুটা বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন।"

মহিলা ঠং করে হাতের রডটা ফেলে দিল।

চেঁচিয়ে বলল, "আপনি কি কঠোর! সব কথা আপনাকে বলব কি?"

"আমার তো ধারণা, গল্পটা আমিই আপনাকে বলতে পারি।"

"কিন্তু মিঃ হোমস, আপনাকে তো আমার চোখ দিয়ে ব্যাপারটাকে দেখতে হবে। শেষ মুহূর্তে জীবনের সব আকাঙ্খার অবসান ঘটতে বসেছে এমন একটি নারীর দৃষ্টি-কোণ থেকে আপনাকে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে হবে। সেই নারী যদি নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা করে তাহলে কি তাকে দোষ দেওয়া যায়?"

"কিন্তু মূল পাপ তো আপনারই ছিল?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ! তা স্বীকার করছি। ডগলাস বড় ভাল ছেলে, কিন্তু ব্যাপারটা এমন দাঁড়াল যে আমার পরিকল্পনার সঙ্গে সে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারল না। সে বিয়ে করতে চাইল—বিয়ে মিঃ হোমস—একটি কপর্দকহীন সাধারণ মানুষের সঙ্গে বিয়ে। বিয়ে ছাড়া আর কিছুতেই তার চলবে না। ক্রমে সে নাছোড়বান্দা হয়ে উঠল। যেহেতু নিজেকে তার হাতে তুলে দিয়েছিলাম, তাই সে ভাবল যে আমি দিয়েই যাব, আর শুধু তাকেই দেব। সেটা তো অসহ্য। শেষ পর্যন্ত তাকে বোঝাতেই হল।"

"ভাড়াটে গুণ্ডা দিয়ে আপনার নিজের জানালার নীচে তাকে ধোলাই দেওয়ালেন!"

"দেখছি আপনি সবই জানেন। হ্যাঁ, তাই ঠিক। বার্ণি আর তার লোকজনরা তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল ; স্বীকার করছি, তারা কিছুটা কড়া দাওয়াই-ই দিয়েছিল। কিন্তু তখন সে কি করল? যে কোন ভদ্রলোক এ রকম কাজ করতে পারে। একটা বই লিখে তাতে সে নিজের কথাই বলল। আমাকে বানালো বাঘিনী, আর নিজে হল মেষ। ভিন্ন নামে আমাদের সব কথাই তাতে ছিল ; কিন্তু সারা লণ্ডন শহরের কোন্ মানুষটা না আমাদের চিনতে পারবে? এ বিষয়ে আপনি কি বলেন মিঃ হোমস?"

"দেখুন, সে তো তার অধিকারের বাইরে যায় নি।"

"তার ভাব দেখে মনে হল, ইতালির বাতাস যেন তার রক্তে ঢুকেছে, আর সঙ্গে করে এনেছে প্রাচীন ইতালির নিষ্ঠুর মনোবৃত্তি। আমি যাতে আগে থেকেই যন্ত্রণায় জ্বলতে থাকি সেই উদ্দেশ্যে চিঠি লিখে সে আমাকে বইয়ের একটা পান্ডুলিপি পাঠিয়েছিল। লিখেছিল—দুটি পান্ডুলিপি তৈরী হয়েছে—একটা আমার জন্য, অপরটা প্রকাশকের জন্য।"

"কেমন করে বুঝলেন যে প্রকাশকের দরুন পান্ডুলিপিটা তার হাতে পৌঁছয় নি?"

"তার প্রকাশককে আমি জানতাম। জানেন তো, এটাই তার একমাত্র উপন্যাস নয়। জানতে পারলাম, ইতালি থেকে কোন খবর তার কাছে আসে নি! তারপরই ঘটল ডগলাস-এর আকস্মিক মৃত্যু। অপর পাণ্ডুলিপিটা যতক্ষণ এ জগতে কোথাও থাকবে ততক্ষণ আমি নিরাপদ নই। ভাবলাম, সেটা নিশ্চয়ই তার জিনিসপত্রের মধ্যে আছে, আর সে সবই তার মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। একদল লোককে লাগিয়ে দিলাম। একজন দাসী সেজে সে বাড়িতে ঢুকল। আমি সৎপথেই কাজটা করতে চেয়েছিলাম। সত্যি সত্যি তাই চেয়েছিলাম। সব কিছু সমেত বাড়িটা কিনতেও রাজী ছিলাম। তিনি যে টাকা চাইলেন তাই দিতে চাইলাম। কিন্তু সে সব চেষ্টাই যখন ভেস্তে গেল একমাত্র তখনই অন্য পথ ধরতে হল। এবার বলুন মিঃ হোমস, ডগলাস-এর প্রতি

বড় ব্যবহার করেছি—ঈশ্বর জানেন সে জন্য আমি দুঃখিত।—সেকথা স্বীকার করেও আমার সমস্ত ভবিষ্যতের ঝুঁকি নিয়ে এ ছাড়া আর কি আমি করতে পারতাম ?"

শার্লক হোমস দুটি কাঁধে ঝাঁকুনি দিল।

বলল, "ঠিক আছে, ঠিক আছে। মনে হচ্ছে, যথারীতি এই অপরাধের ব্যাপারেও একটা মিটমাটই করতে হবে। প্রথম শ্রেণীর সুখ-সুবিধাসহ পৃথিবী পরিভ্রমণ করতে কত খরচ লাগতে পারে ?"

মহিলাটি অবাক বিস্ময়ে হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

"পাঁচ হাজার পাউন্ডে কাজটা করা যাবে তো ?"

"তা বোধ হয় যাবে।"

"খুব ভাল কথা। আমি বলছি, ঐ টাকার একটা চেক আপনি আমাকে সই করে দিন, আর সেটা যাতে মিসেস মেবারলি'র হাতে পৌঁছয় সে ব্যবস্থা আমি করছি। তাঁর বায়ু-পরিবর্তনের খরচটা আপনারই দেওয়া উচিত।" তারপর সতর্ক তর্জনী নেড়ে সে বলল, "ইতিমধ্যে হে মাননীয়া, একটু সাবধান হোন! সাবধান হোন! একটা ধারালো অস্ত্র নিয়ে আপনি চিরকাল খেলা করে যাবেন অথচ কখনও আপনার সুন্দর হাত দুটি কাটবে না, তা তো হতে পারে না।"

www.boiRboi.net

সাসেক্স-এর রক্তচোষার বিচিত্র ঘটনা

The Adventure of the Sussex Vampire

শেষ ডাকে আসা একটা চিঠি পড়ে হোমস সেটা আমার দিকে এগিয়ে দিল। হাসির প্রায় কাছাকাছি সেই মুচকি চাপা হাসিটি তার ঠোঁটে।

মুখে বলল, "আধুনিক ও মধ্য যুগ, বাস্তব ও বল্গাহীন কল্পনার মিশ্রণের এটাই বোধ হয় শেষ সীমা। ওয়াটসন, পড়ে দেখ তো কি বুঝতে পার।"

আমি পড়তে লাগলাম,

৪৬ ওল্ড জ্যুরি, ১৯ শে নভেম্বর

প্রসঙ্গ ঃ রক্তচোষা বাদুর

মহাশয়,

আমাদের মক্কেল মিনচিং লেন-এর চায়ের দালাল 'ফার্গুসন ও মুরহেড' কোম্পানির মিঃ রবার্ট ফার্গুসন এই একই তারিখের একটা চিঠিতে রক্তচোষা বাদুরদের সম্পর্কে কিছু খবর জানতে চেয়েছেন। যেহেতু আমাদের প্রতিষ্ঠান যন্ত্রপাতির মূল্যায়নের ব্যাপারেই বিশেষজ্ঞ, এ বিষয়টা আমাদের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে না। তাই মিঃ ফার্গুসনকে আমরা পরামর্শ দিয়েছি আপনার সঙ্গে দেখা করে তিনি যেন বিষয়টা আপনাকে জানান। মাটিল্ডা ব্রিগ্‌স্‌-এর কেসে আপনার সফল কর্মধারার কথা আমরা ভুলি নি।

মহাশয়ের একান্ত অনুগত

মরিসন, মরিসন, ও উড

ই. জে. সি. মারফৎ

স্মৃতিচারণের ভঙ্গীতে হোমস বলল, "মাটিল্ডা ব্রিগ্‌স্‌ কিন্তু কোন তরুণীর নাম নয় ওয়াটসন। এটা একটা জাহাজের নাম। সুমাত্রার দানবীয় ইঁদুরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ঐ জাহাজটাকে ঘিরে যে আশ্চর্যকাহিনী গড়ে উঠেছে সেটা মানুষদের শোনাবার সময় এখনও আসে নি। কিন্তু রক্তচোষা বাদুরদের সম্পর্কে আমরা কি জানি ? সেটা কি আমাদের এক্তিয়ারের মধ্যেও পড়ে ? চুপচাপ থাকার চাইতে যে কোন কাজই ভাল, কিন্তু এটা তো গ্রীম-এর রূপকথার পিছনে ছোটার ব্যাপার। হাতটা একটু বাড়াও ওয়াটসন ; দেখ তো এ ব্যাপারে V-র কি বলবার আছে।"

পিছনে হেলে তার কথামত ঘটনা-পঞ্জীর বড় বইটা নামিয়ে আনলাম। বইটাকে হাঁটুর উপরে ভালভাবে রেখে তার সারা জীবনের সঞ্চিত তথ্য-সম্বলিত পুরনো ঘটনা-পঞ্জীটার পাতায় সে ধীরে ধীরে পরম আদরে চোখ বুলিয়ে যেতে লাগল।

সে পড়তে লাগল, "গোরিয়া স্কট-এর সমুদ্রযাত্রা। ব্যাপারটা ছিল খুবই বাজে। ওয়াটসন, আমার মনে আছে সে ঘটনাটা তুমি লিপিবদ্ধ করেছিলে, যদিও সেজন্য আমি তোমাকে সাধুবাদ দিতে পারি নি। জালিয়াৎ ভিক্টর লিণ্ড। আরিজোনা-র বিষাক্ত গিরগিটি। কী উল্লেখযোগ্য ব্যাপার সেটা! সার্কাসের সুন্দরী ভিক্টোরিয়া। ভ্যাম্ডারবিল্ট ও ইয়েগম্যান। বিষধর সব সাপ। হ্যামারস্মিথ-এর বিস্ময় ভিগর। হুলো! হুলো! পুরনো ঘটনা-পঞ্জীটা কী ভাল। এর জুড়ি হয় না। এইখানটা মন দিয়ে শোন ওয়াটসন। হাঙ্গেরী-তে রক্তচোষা বাদুরের কীর্তি। আবার ট্রান্সিল-ভানিয়াতে রক্তচোষা বাদুরের দল।" সাগ্রহে সে পাতার পর পাতা ওল্টাতে লাগল! কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ চালিয়ে হতাশ ভঙ্গীতে বড় বইটাকে নীচে ছুঁড়ে ফেলল।

"রাবিশ ওয়াটসন, রাবিশ! যে ভ্রাম্যমান মৃতদেহকে কেবলমাত্র বুকের ভিতরে শূল ঢুকিয়ে দিয়ে তবে কবরে আটকে রাখা যায় তাদের নিয়ে আমরা কি করব ? এ তো নেহাৎ পাগলামি।"

আমি বললাম, "কিন্তু রক্তচোষা বাদুরকে যে মরা মানুষই হতে হবে তা কে বলেছে ? একটা জ্যান্ত লোকেরও তো সে অভ্যাস থাকতে পারে। যেমন আমি বইতে পড়েছি, যৌবনকে অটুট রাখবার জন্য বুড়োরা যুবকদের রক্ত চুষে খায়।"

"ঠিক বলেছ ওয়াটসন। এই বইয়ের কোন জায়গায়

সে কাহিনীরও উল্লেখ আছে। কিন্তু এ সব ব্যাপার নিয়ে কি সত্যি মাথা ঘামানো চলে? আমাদের প্রতিষ্ঠান শক্ত মাটির উপর দাঁড়িয়ে আছে, আর তাই থাকবে। এই পৃথিবীটাই আমাদের কর্মক্ষেত্রের পক্ষে যথেষ্ট বড়। কোন ভুতকে আর আবেদন করতে হবে না। আমার তো আশংকা হচ্ছে, মিঃ রবার্ট ফার্গুসন-এর ব্যাপারটাকে আমরা যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে পারব না। হয়তো এ চিঠিটা তার কাছ থেকেই এসেছে, এবং এর থেকে তার বিপদ সম্পর্কে কিছুটা আলোর হদিস পাওয়া যেতে পারে।"

সে যখন প্রথম চিঠিটা নিয়ে ব্যস্ত ছিল তখন আর একটা চিঠিও টেবিলে পড়ে ছিল, সে লক্ষ্য করে নি। এবার সেই চিঠিটা তুলে নিয়ে পড়তে লাগল। প্রথমে তার মুখে দেখা দিল একটু মজার হাসি। ক্রমে সে হাসি মিলিয়ে গিয়ে ফুটে উঠল গভীর আগ্রহ ও মনোযোগ। চিঠি পড়া শেষ করে কিছুক্ষণ সে চিন্তায় ডুবে রইল। চিঠিটা তার আঙুলের ফাঁক দিয়ে ঝুলতে লাগল। শেষ পর্যন্ত চমক ভেঙে সে দিবা-নিদ্রা থেকে জেগে উঠল।

'চীজম্যান্স, ল্যাম্বার্লি। ল্যাম্বার্লি কোথায় ওয়াটসন?"

"সাসেক্স-এ; হর্শাম-এর দক্ষিণে।"

"বেশী দূর নয়, কি বল? আর চীজম্যান্স?"

'গ্রামটা আমি চিনি হোমস। পুরনো সব বাড়িতে ভর্তি। কয়েক শতাব্দী আগে যে লোকরা বাড়িগুলো তৈরী করেছিল তাদের নামেই বাড়িগুলোর নামকরণ হয়েছিল। সেখানে দেখতে পাবে অড্‌লিস, হার্ভেস আর কারিটন্স—সবাই লোকগুলোকে ভুলে গেছে, কিন্তু বাড়িগুলোতে তাদের নাম আজও বেঁচে আছে।"

উদাসীন গলায় হোমস বলল, "ঠিক তাই।" তার অহংকারী, আত্মকেন্দ্রিক প্রকৃতির এই একটি বৈশিষ্ট্য যে, কোন নতুন তথ্য পেলেই অতিদ্রুত সঠিকভাবে সে তাকে তার মগজে ভরে রাখে, কিন্তু তথ্য-সরবরাহকারীকে কখনও সেজন্য কৃতজ্ঞতাটুকুও জানায় না। "আমার তো মনে হচ্ছে সেখানে যাবার আগেই ল্যাম্বার্লি-র চীজম্যান্স সম্পর্কে আমরা অনেক কিছুই জানতে পারব। যেমনটি আশা করেছিলাম। এ চিঠিটা রবার্ট ফার্গুসন-এর কাছ থেকেই এসেছে। ভাল কথা, সে তো লিখেছে, তোমার সঙ্গে তার পরিচয় আছে।"

"আমার সঙ্গে?"

"চিঠিটা পড়েই দেখ।"

হাত বাড়িয়ে চিঠিটা দিল। চিঠির মাথায় পূর্বে উল্লেখিত ঠিকানা লেখা।

প্রিয় মিঃ হোমস,

আপনার সঙ্গে পরামর্শ করবার কথা আমার উকিলরাই বলেছেন, কিন্তু বিষয়টি এত অসাধারণ রকমের স্পর্শকাতর যে তা নিয়ে আলোচনা করা খুবই শক্ত। বিষয়টি আমার এক বন্ধুকে নিয়ে, আর আমি তার প্রতিভূমাত্র। এই ভদ্রলোক পাঁচ বছর আগে পেরুভিয়ার এক বণিকের কন্যা এক পেরুভীয় মহিলাকে বিয়ে করেন। নাইট্রেট আমদানির ব্যাপারে তাদের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ ঘটে। মহিলাটি খুব সুন্দরী, কিন্তু সে জন্মসূত্রে বিদেশিনী, আর তার ধর্মও আলাদা; তাই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আগাগোড়াই স্বার্থ ও মনোভাবের পার্থক্য মাথা চাড়া দিতে থাকে। ফলে কিছুদিন পরেই স্ত্রীর প্রতি ভদ্রলোকের ভালবাসায় ভাটা পড়তে থাকে এবং তার মনে হতে থাকে যে তাদের মিলনটাই ভুল হয়েছে। তার মনে হতে লাগল, স্ত্রীর চরিত্রের এমন কতকগুলি দিক আছে যা সে কোন দিন জানতেও পারবে না, বুঝতেও পারবে না। ব্যাপারটা আরও বেদনাদায়ক হয়ে উঠেছিল এই জন্য যে তার মত প্রিয়তমা স্ত্রী মানুষের হয় না—সব দিক দিয়েই সে ছিল একান্তভাবে স্বামী-অনুরাগিণী।

এবার সেই বিষয়টির উল্লেখ করছি যেটাকে আপনার সঙ্গে দেখা হলে আরও বিশদভাবে বুঝিয়ে বলব। আসলে, পরিস্থিতির একটা মোটামুটি ধারণা আপনাকে জানানো এবং এ ব্যাপারে আপনি আগ্রহী হবেন কিনা সেটা জানবার জন্যই এই চিঠি লিখছি। মহিলাটির স্বাভাবিক মিষ্ট-মধুর প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিরোধী কিছু কিছু লক্ষণ ক্রমে তার মধ্যে প্রকাশ পেতে লাগল। ভদ্রলোকের দুই বিবাহ; প্রথম স্ত্রীর একটি ছেলে আছে। ছেলেটির বয়স পনেরো বছর; আকর্ষণীয় স্নেহপরায়ণ যুবক; অবশ্য দুর্ভাগ্যবশত ছেলে-বেলাতেই একটি দুর্ঘটনায় সে আহত হয়। একান্তই অকারণে দু দুবার এই অসহায় ছেলেটিকে আক্রমণ করতে গিয়ে তার স্ত্রী ধরা পড়ে যায়। একবার সে একটা লাঠি দিয়ে ছেলেটিকে এমনভাবে আঘাত করে যে তার হাতটা অনেকখানি ফুলে ওঠে।

যাই হোক, এক বছরেরও কম বয়সী তার নিজের ছেলের প্রতি মহিলাটির যে ব্যবহার তার সঙ্গে তুলনায় এটা তো সামান্য ব্যাপার। মাসখানেক আগে একদিন নার্স কয়েক মিনিটের জন্য শিশুটিকে রেখে বাইরে গিয়েছিল। শিশুটির যন্ত্রণাকাতর চীৎকার শুনেই নার্স ফিরে আসে। দৌড়ে ঘরে ঢুকেই সে দেখে তার মনিব সেই মহিলা শিশুটির উপর উপুড় হয়ে বুঝি বা তার গলাটা কামড়ে ধরেছে। গলায় একটা ছোট ক্ষত হয়েছে, আর তা থেকে রক্ত ঝরছে। নার্স ভয় পেয়ে স্বামীকে ডাকতে চাইলে মহিলাটি তাকে অনুরোধ করে সে যেন তার স্বামীকে না ডাকে, এবং তার মুখ বন্ধ করে রাখার মূল্য হিসাবে সত্যি তাকে পাঁচ পাউণ্ড বকশিস দেয়। এ ব্যাপারের কোন ব্যাখ্যা আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি, আর তখনকার মত সেটাকে চাপা দেওয়া হয়।

ঘটনাটা কিন্তু নার্সের মনের উপর একটা ভয়ংকর ছাপ রেখে গেল। সেই দিন থেকেই সে মহিলাটির উপর কড়া নজর রাখতে লাগল। শিশুটিকেও সে আরও ভালভাবে পাহারা দিতে লাগল, কারণ তাকে সে খুবই ভালবাসত। তার মনে হতে লাগল, সে যেমন মায়ের উপর নজর রাখছে, তেমনি মাও তার উপর নজর রাখছে, আর যখনই সে শিশুটিকে একলা রেখে কোথাও যেতে বাধ্য হয়, মা তখনই শিশুটির কাছে যাবার জন্য অপেক্ষা করে থাকে। দিন-রাত নার্স শিশুটিকে ঘিরে থাকে, আর নীরব, সদাসতর্ক মা-টিও বাঘিনী যেভাবে মেষশাবকের জন্য ওৎ পেতে থাকে সেইভাবে ওৎ পেতে থাকে। এ কথা পড়ে আপনার খুবই অবিশ্বাস্য মনে হবে তা জানি, তবু আপনাকে অনুরোধ করছি ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দেবেন, কারণ একটি শিশুর জীবন ও একটি মানুষের প্রকৃতিস্থ থাকাটা তার উপর নির্ভর করছে।

তারপর এল সেই ভয়ংকর দিন যখন ঘটনাগুলোকে আর স্বামীর কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা গেল না। নার্সের মনোবল ভেঙে পড়ল ; এত চাপ সে আর সহ্য করতে না পেরে সব কথা স্বামীটিকে খুলে বলল। এ কথা আজ আপনার যেমন মনে হচ্ছে সেদিন সেই লোকটারও তেমনি উদ্ভট মনে হয়েছিল। স্ত্রীকে সে প্রিয়তমা স্ত্রী বলেই জানত, আর সৎ ছেলেটিকে আঘাত করা ছাড়া তাকে মমতাময়ী মা বলেই জানত। কেন সে তার নিজের আদরের শিশুটিকে আঘাত করবে! সে নার্সকে বলল, এ সবই তার স্বপ্নে দেখা, তার সন্দেহ পাগলের প্রলাপ মাত্র, আর কর্ত্রী সম্পর্কে তার এ ধরনের কটূক্তি অসহ্য। তারা যখন এই সব কথা বলছিল তখন হঠাৎ একটা যন্ত্রণাকাতর চীৎকার শুনতে পেল। নার্স ও বাড়ির কর্তা বাচ্চাদের ঘরে ছুটে গেল। মিঃ হোমস, স্বামীটি যখন দেখল তার স্ত্রী খাটের পাশে নতজানু হয়ে বসা অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে আর শিশুটির খোলা গলায় ও বিছানার চাদরে রক্তের দাগ রয়েছে, তখন তার মনের অবস্থাটা একবার কল্পনা করুন। আতংকে চীৎকার করে উঠে সে তার স্ত্রীর মুখটা আলোর দিকে তুলে ধরে দেখল তার সারা ঠোঁটে রক্ত লেগে রয়েছে। সেই যে অসহায় শিশুটির রক্ত চুষে খেয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এই হল ঘটনা। মহিলাকে তার ঘরে আটকে রাখা হয়েছে। কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় নি। স্বামীটি অর্ধ-উন্মাদ। সে বা আমি রক্ত-চোষা বাদুরের নামই শুধু শুনেছি ; তার বেশী কিছুই জানি না। তখন ভাবতাম সে সব দূর দেশের গাঁজাখুরি গল্প। অথচ এখানে—ইংলণ্ডের সাসেক্স-এর বুকের উপরে—থাক, সকালেই তো এ সব কথা নিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করা যাবে। আমার সঙ্গে দেখা করবেন তো? একটি লুপ্তবুদ্ধি মানুষকে সাহায্য করতে আপনার মহৎ শক্তিকে প্রয়োগ করবেন তো? যদি করেন, দয়া করে ফার্গুসন, চীজম্যান্স, ল্যাম্বার্লি—এই ঠিকানায় একটা তার করে দেবেন। দশটা নাগাদ আপনার ঘরে গিয়ে হাজির হব।

আপনার বিশ্বস্ত
রবার্ট ফার্গুসন

পুনশ্চ—আমার বিশ্বাস আমি যখন রিচমণ্ড দলের থ্রি-কোয়ার্টার ছিলাম তখন আপনার বন্ধু ওয়াটসন ব্ল্যাকহিথ-এর পক্ষে রাগ্‌বি খেলত। এই একটিমাত্র ব্যক্তিগত পরিচয়-পত্রই আমি দিতে পারি।

চিঠিটা নামিয়ে রাখতে রাখতে বললাম, "তার কথা অবশ্য মনে আছে। বড় বব ফার্গুসন-এর মত ভাল থ্রি-কোয়ার্টার রিচমণ্ড দলে কোন দিন হয় নি। চিরদিনই সৎপ্রকৃতির ছেলে। বন্ধুর ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানো তারই উপযুক্ত।

চিন্তিতভাবে আমার দিকে তাকিয়ে হোমস ঘাড় নাড়তে লাগল।

বলল, "তোমার অন্ত কখনও পেলাম না ওয়াটসন। তোমার সম্পর্কে কত কিছুই যে অজানা রয়ে গেল। ভাল মানুষের মত একটা তার করে দাও। 'তোমার কেস আমি সানন্দে পরীক্ষা করব।'

"তোমার কেস!"

"আমাদের প্রতিষ্ঠান দুর্বলচিত্তদের আবাসস্থল এ কথা তাকে আমরা ভাবতে দেব না। অবশ্যই এটা তার কেস। তাকে তারটা করে দাও, আর সকাল পর্যন্ত এ ব্যাপারে চুপচাপ থাক।"

পরদিন সকাল ঠিক দশটায় ফার্গুসন আমাদের ঘরে ঢুকল। আমি তাকে মনে করে রেখেছিলাম একটি দীর্ঘদেহ পাথুরে গড়নের মানুষ হিসাবে ; তখন তার হাত-পা ছিল ঢিলে, আর গতি ছিল অসম্ভব দ্রুত ; সেই গতি দিয়ে প্রতিপক্ষের অনেক 'ব্যাক'-কে সে পরাস্ত করেছে। জীবনের শ্রেষ্ঠ পর্বে যার সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল তেমন একজন কৃতী খেলোয়াড়ের ধ্বংসস্তূপের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার চাইতে অধিকতর বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা আর কিছু হতে পারে না। প্রকাণ্ড শরীরটা ভেঙে পড়েছে, শনের মত চুল পাতলা হয়ে এসেছে, ঘাড় নুয়ে পড়েছে। ভয় হল, তার মনেও ঐ একই ভাব জেগেছে।

"হ্যালো ওয়াটসন," সে কথা বলল ; গলার স্বর এখনও গভীর ও উচ্ছ্বসিত। 'ওল্ড ডিয়ার পার্ক'-এ তোমাকে যখন দড়ির উপর দিয়ে লোকের ভিড়ের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম, আজ আর তোমাকে দেখে সেই একই লোক বলে মনে হয় না। মনে হচ্ছে, আমিও কিছুটা বদলে গিয়েছি।

কিন্তু গত দু' এক দিনের মধ্যেই আমি যেন বুড়ো হয়ে গিয়েছি। আপনার টেলিগ্রাম পেয়েই বুঝতে পেরেছি মিঃ হোমস যে অপর কোন মানুষের প্রতিনিধি হবার ভান করে লাভ নেই।"

"কাজ-কারবার সরাসরি হওয়াই ভাল," হোমস বলল।

"অতি অবশ্য। কিন্তু যে নারীকে রক্ষা করতে, সাহায্য করতে আমি বাধ্য তার বিষয়ে এ পরিস্থিতিতে কিছু বলা যে কত কঠিন তা তো আপনি বুঝতেই পারেন। আমি কি করতে পারি? এ কাহিনী শোনাতে পুলিশের কাছেই বা যাই কেমন করে? অথচ বাচ্চাগুলোকে তো বাঁচাতে হবে। এটা কি পাগলামি মিঃ হোমস? এটা কি ওর রক্তের মধ্যেই আছে? অনুরূপ কোন ঘটনার কথা কি আপনার জানা আছে? ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে কিছু পরামর্শ দিন, কারণ আমার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে।"

"খুবই স্বাভাবিক মিঃ ফার্গুসন। আপাতত এখানে বসুন, মনে জোর আনুন, আর আমার কয়েকটি প্রশ্নের পরিষ্কার জবাব দিন। আমি জোর দিয়েই বলছি যে আমার বুদ্ধি লোপ পায় নি এবং একটা সমাধান যে খুঁজে পাবই সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। প্রথমেই বলুন, আপনি কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন। আপনার স্ত্রী কি এখনও ছেলেমেয়েদের কাছে থাকেন?"

www.boiRboi.net

"সে বড় ভয়ংকর দৃশ্য। আমার স্ত্রী খুবই প্রেমময়ী মিঃ হোমস। কোন নারী যদি কোন পুরুষকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালবেসে থাকে, সে আমাকে তেমনই ভালবাসে। এই ভয়ংকর, অবিশ্বাস্য গোপন কথা আমি জেনে ফেলায় সে যেন মরমে মরে আছে। একটি কথাও সে বলছে না। আমি যত তিরস্কার করেছি তার উত্তরে সে কোন কথা বলে নি, শুধু উদাস, হতাশ দৃষ্টি মেলে আমার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। তারপর ছুটে নিজের ঘরে ঢুকে দরজায় তালা লাগিয়ে দিয়েছে। সেই থেকে সে আর আমার সঙ্গে দেখাও করে নি। তার একটি দাসী আছে যে বিয়ের আগে থেকেই তার কাছে ছিল। নাম ডলোরেস—দাসী হয়েও সে তার বান্ধবী। সেই তার খাবারটা দেয়।"

"তাহলে শিশুটির উপস্থিত কোন বিপদ নেই?"

'নার্স মিসেস ম্যাসন কথা দিয়েছে, দিনে বা রাতে কোন সময়ই সে শিশুটিকে রেখে কোথাও যাবে না। তার উপর আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারি। কিন্তু বেচারি জ্যাককে নিয়েই আমার বেশী অস্বস্তি, কারণ আপনাকে তো চিঠিতে লিখেছি যে আমার স্ত্রী দু'বার তাকে আক্রমণ করেছে।"

"কিন্তু সে কখনও আহত হয় নি?"

"না; সে তাকে নির্দয়ভাবে আঘাত করেছে। বেচারি সরল, সাদাসিধে পঙ্গু বলেই ব্যাপারটা আরও ভয়ংকর।" ছেলের কথা বলতে গিয়ে ফার্গুসন-এর শুকনো মুখটা নরম হয়ে উঠল। "বেচারির অবস্থা দেখলে সকলের মনই গলে যায়। কি জানেন মিঃ হোমস, ছোট বেলায় পড়ে গিয়ে ওর শিরদাঁড়াটা বেঁকে গেছে। কিন্তু মনটা বড় ভাল, বড়ই নরম, ভালবাসায় ভরা।"

গতকালের চিঠিটা তুলে নিয়ে হোমস আবার সেটা পড়ছিল। "আপনার বাড়িতে আর কে কে থাকে মিঃ ফার্গুসন?"

"দুটি চাকর আছে; তারা বেশী দিন আসে নি। আস্তাবলের চাকর মাইকেল আছে, সে বাড়িতেই ঘুমোয়। আমার স্ত্রী, আমি নিজে, ছেলে জ্যাক, বাচ্চাটি, ডলোরেস, আর মিসেস ম্যাসন। ব্যাস, এই সব।"

"আমি জেনেছি যে আপনাদের বিয়ের সময় আপনার স্ত্রীকে আপনি ভাল রকম জানতেন না?"

"তখন তার সঙ্গে আমার মাত্র কয়েক সপ্তাহের পরিচয়।"

"দাসী ডলোরেস তার কাছে কতদিন যাবৎ আছে?"

"কয়েক বছর।"

"তাহলে তো আপনার চাইতে ডলোরেস-এরই আপনার স্ত্রীর চরিত্র বেশী জানবার কথা?"

"হ্যাঁ, তা বলতে পারেন।"

হোমস কথাটা লিখে নিল।

বলল, "মনে হচ্ছে এখানে না থেকে ল্যাম্বার্লি গেলেই আমি বেশী কাজ করতে পারব। এটা প্রধানত ব্যক্তিগত তদন্তেরই ব্যাপার। মহিলাটি যখন তার ঘরেই থাকেন, তখন আমাদের উপস্থিতি তার কোন রকম বিরক্তি বা অসুবিধা ঘটাবে না। অবশ্য আমরা থাকব একটা সরাইখানায়।"

ফার্গুসন একটা স্বস্তির ভাব দেখাল।

"আমিও এটাই আশা করেছিলাম মিঃ হোমস। আপনারা যদি যেতে চান, ভিক্টোরিয়া থেকে দুটোর সময় একটা ভাল ট্রেন আছে।"

"আমরা নিশ্চয় যাব। এখানে কাজকর্ম মন্দা চলছে। কাজেই আমার সবটা শক্তিই আপনার কাজে লাগাতে পারব। অবশ্য ওয়াটসনও আমার সঙ্গে যাবে। কিন্তু যাত্রা করবার আগে আরও দু' একটি বিষয়ে আমি নিশ্চিত হতে চাই। এই অসুখী মহিলা, সেই রকমই আমার ধারণা, দুটি ছেলেকেই আক্রমণ করেছে—তার নিজের বাচ্চা আর আপনার ছেলে?"

"ঠিক।"

"কিন্তু তার ফল দাঁড়াচ্ছে দু'রকম, তাই নয় কি? আপনার ছেলেকে তিনি পিটিয়েছেন।"

"একবার লাঠি দিয়ে, আর একবার হাত দিয়েই নির্দয়ভাবে।"

"তিনি কেন তাকে মেরেছেন তার কারণ কিছু বলেছেন কি ?"

"কিছু না ; শুধু বলেছে সে ওকে ঘৃণা করে। এ কথা সে বার বার বলেছে।"

"দেখুন, সৎ-মাদের বেলায় সেটা নতুন কিছু নয়। একে আমরা মৃত্যুপরবর্তী ঈর্ষা বলতে পারি। মহিলাটি কি স্বভাবতই ঈর্ষাতুর ?"

"হ্যাঁ, সে খুবই ঈর্ষাতুর—তার ঈর্ষা গ্রীষ্মাঞ্চলীয় তীব্র ভালবাসার শক্তিতে ভরপুর।"

"কিন্তু ছেলেটি—তার বয়স পনেরো বছর, আর যেহেতু ঘটনাক্রমে তার দেহটা পঙ্গু সেই হেতু তার মনের বৃদ্ধি হয় তো খুবই বেশী। সে কি এই সব আক্রমণের কোন কারণের কথা বলে নি ?"

"না ; সে বলেছে, কোন কারণই নেই।"

"অন্য সময় তারা কি ভাল বন্ধুর মত থাকে ?"

"না ; তাদের দু'জনের মধ্যে কোন সময়ই কোন রকম ভালবাসা ছিল না।"

"অথচ আপনি বলেছেন স্নেহপ্রবণ ?"

"পৃথিবীতে তার মত অনুরক্ত ছেলে দ্বিতীয়টি পাবেন না। আবার জীবনই তার জীবন। আমি যা বলি বা করি তাতেই সে ডুবে থাকে।"

www.boiRboi.net

হোমস আবার কিছু লিখে রাখল। কিছুক্ষণ চিন্তায় ডুবে বসে রইল।

"এই দ্বিতীয়বার বিয়ের আগে আপনি ও ছেলেটি নিশ্চয়ই ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত ছিলেন। দুজন খুবই কাছাকাছি এসেছিলেন, তাই নয় কি ?"

"খুবই কাছাকাছি।"

"আর ছেলেটিও এতখানি স্নেহপ্রবণ হবার দরুন নিশ্চয়ই তার মায়ের স্মৃতির প্রতি অনুরক্ত ছিল ?"

"খুবই অনুরক্ত ছিল।"

"তাকে তো খুব চিত্তাকর্ষক ছেলে বলেই মনে হচ্ছে। এই সব আক্রমণ সম্পর্কে আর একটা কথা। শিশুটির উপর এই অদ্ভুত আক্রমণ আর আপনার ছেলের উপর আক্রমণ কি একই সময়ে হয়েছিল ?"

"প্রথমবার তাই হয়েছিল। একটা পাগলামি যেন তাকে পেয়ে বসেছিল, আর দুজনের উপরেই সে তার রাগটা প্রকাশ করেছিল। দ্বিতীয়বার কিন্তু জ্যাক একাই আক্রান্ত হয়েছিল। তখন মিসেস ম্যাসন বাচ্চাটা সম্পর্কে কোন নালিশ জানায় নি।"

"তাতেই তো ব্যাপারটা বেশ জটিল হয়ে উঠেছে।"

"আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না মিঃ হোমস।"

"পারবার কথাও নয়। মানুষ সাময়িকভাবে একটা ব্যাখ্যা মনে মনে তৈরী করে আবার কালক্রমে অথবা আরও তথ্য সংগৃহীত হলে তাকে বর্জনও করে। অভ্যাসটা খারাপ মিঃ ফার্গুসন, কিন্তু মানুষের প্রকৃতি তো দুর্বল। আমার আশংকা হচ্ছে, আপনার এই পুরনো বন্ধুটি আমার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্পর্কে আপনাকে অতিরঞ্জিত সংবাদ দিয়েছে। যাহোক, বর্তমান পরিস্থিতিতে আমি শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে, আপনার সমস্যাটাকে আমি সমাধানের অতীত বলে মনে করি না ; আর বেলা দুটোর সময় আপনি আমাদের ভিক্টোরিয়া-তে আশা করতে পারেন।"

নভেম্বরের একটি বিষণ্ণ, কুয়াসা-ঢাকা সন্ধ্যায় ল্যাম্বার্লি-র "চেকার্স"-এ জিনিসপত্র রেখে একটা লম্বা ঘোরানো গলির সাসেক্স-সুলভ কাদার ভিতর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে শেষ পর্যন্ত আমরা ফার্গুসন-এর একটেরে পুরনো গোলাবাড়িতে পৌঁছে গেলাম। একটা দল-ছুট মস্ত বড় বাড়ি, মাঝখানের অংশটা খুবই পুরনো, দুপাশের দুটো অংশ খুবই নতুন, টিউডর যুগের উঁচু উঁচু চিমনি, আর হর্শাম টালির শ্যাওলা-ধরা খাড়া ছাদ। সিঁড়িগুলো ক্ষয় হতে হতে অর্ধ-গোলাকার হয়ে গেছে। ভিতরে সিলিং-এ ওক কাঠের ভারী বীম, মেঝে এবড়ো-খেবড়ো। পুরনো বাড়িটার সব কিছুতেই যেন বার্ধক্য ও ধ্বংসের গন্ধ লেগে আছে।

মাঝখানে একটা বড় ঘর। আমাদের নিয়ে ফার্গুসন সেই ঘরে ঢুকল। মস্তবড় একটা সেকেলে অগ্নিকুণ্ডে কাঠের আগুন দাউ-দাউ করে জ্বলছে। অগ্নিকুণ্ডের পিছনে একটা লোহার পর্দার উপর তারিখ লেখা ১৭৬০। চারদিক তাকিয়ে দেখলাম সারাটা ঘর জুড়ে নানা সময় ও নানা দেশের একটা অদ্ভুত সংমিশ্রণ ছড়িয়ে রয়েছে। আধা-প্যানেল করা দেওয়ালের মালিক নিশ্চয় ছিল সপ্তদশ শতাব্দীর কোন সাধারণ জোতদার। অবশ্য দেওয়ালের নীচের অংশটা একসারি সুনির্বাচিত আধুনিক জল-রং ছবি দিয়ে অলংকৃত, আর উপরের দিকে যেখানে ওক কাঠের পরিবর্তে হলুদে পলস্তরা ধরানো হয়েছে সেখানে দক্ষিণ আমেরিকার যে সব তৈজসপত্র ও অস্ত্রশস্ত্রের সংগ্রহ ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে সেগুলি যে উপরতলায় পেরুভীয় মহিলাটি সঙ্গে করে এনেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। মনের একাগ্র কৌতূহলের টানে হোমস তখনই উঠে গিয়ে বেশ যত্নসহকারে সেগুলি পরীক্ষা করতে লাগল। দুই চোখে চিন্তা ভরে নিয়ে সে ফিরে এল।

"হুলো ! হুলো !" সে চেঁচিয়ে ডাকল।

এক কোণে ঝুড়ির মধ্যে একটা স্প্যানিয়েল শুয়েছিল। বেশ কষ্ট করে হাঁটতে হাঁটতে ধীরে ধীরে সেটা মনিবের দিকে এগোতে লাগল। কুকুরটার পিছনের পা দুটি সমানভাবে পড়ছে না ; লেজটা মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। সে ফার্গুসন-এর হাত চাটতে লাগল।

"কি হল মিঃ হোমস ?"

"এই কুকুরটা। এটার কি হয়েছে ?"

"সেটা নিয়েই তো পশু-চিকিৎসকও গোলমালে পড়েছে। একধরনের পক্ষাঘাত। তার ধারণা শিরদাঁড়ার মেনিন-জাইটিস ; তবে সেটা চলে যাচ্ছে। শীঘ্রই ও ভাল হয়ে যাবে—তাই না কার্লো ?"

ঝুলে-পড়া লেজের কাঁপুনিতে তার সম্মতি জানা গেল। কুকুরটার বিষণ্ণ চোখ দুটি পর পর আমাদের দেখতে লাগল। সে বুঝতে পেরেছে, আমরা তার কথাই বলাবলি করছি।

"রোগটা কি হঠাৎই হয়েছিল ?"

"এক রাতের মধ্যেই।"

"কত দিন আগে ?"

"তা মাস চারেক হবে।"

"খুব আশ্চর্য। খুবই অর্থবহ।"

"এর মধ্যে আপনি আবার কি দেখতে পেলেন মিঃ হোমস ?"

"অনেকক্ষণ থেকেই যে চিন্তাটা মাথায় এসেছিল তারই সমর্থন।"

"ঈশ্বরের দোহাই, আপনি কি ভাবছেন মিঃ হোমস ? আপনার কাছে এটা বুদ্ধির খেলা হতে পারে, কিন্তু আমার কাছে এটা জীবন-মরণ সমস্যা। আমার স্ত্রী একটি হবু খুনী —আমার সন্তান বিপদের বেড়াজালে। আমার সঙ্গে খেলা করবেন না মিঃ হোমস। ব্যাপারটা ভয়ংকর রকমের গুরুতর।"

বড় রাগবি খ্রি-কোয়ার্টার-এর সারা শরীর কাঁপতে লাগল। সান্ত্বনা জানাতে হোমস তার বাহুর উপর নিজের হাতখানি রাখল।

বলল, "আমার আশংকা হচ্ছে মিঃ ফার্গুসন, এ সমস্যার সমাধান যাই হোক না কেন আপনাকে যন্ত্রণা ভুগতেই হবে। সে যন্ত্রণার লাঘব করতে আমি সাধ্যমত চেষ্টা করব। আপাতত আর কিছু বলতে পারছি না, কিন্তু এ বাড়ি থেকে যাবার আগেও নির্দিষ্ট কিছু জানতে পারব বলে আশা করছি।"

"ঈশ্বর করুন তাই যেন হয়। আপনারা যদি কিছু না মনে করেন, উপরে আমার স্ত্রীর ঘরে গিয়ে দেখে আসব সেখানে কোন পরিবর্তন ঘটেছে কি না।"

কয়েক মিনিটের জন্য সে বাইরে গেল। সেই সুযোগে হোমস আবার দেওয়ালের প্রাচীন জিনিসপত্রগুলি পরীক্ষা করতে লেগে গেল। গৃহকর্তা ফিরে এলে তার বিমর্ষ মুখ দেখেই বোঝা গেল যে অবস্থার কোন রকম উন্নতি ঘটে নি। একটি লম্বা, একহারা, বাদামী মুখের মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে সে ফিরল।

ফার্গুসন বলল, "ডলোরেস, চা তো প্রস্তুত। তোমার কর্ত্রী যখন যা চাইবেন তাই যাতে পান সেদিকে নজর রেখ।"

ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে মনিবের দিকে তাকিয়ে সে বলল, "তিনি বেজায় অসুস্থ। কিছুই খেতে চান না। বেজায় অসুখ ডাক্তার দেখানো দরকার। ডাক্তার ছাড়া তাঁর কাছে একল থাকতে আমার ভয় করে।"

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ফার্গুসন আমার দিকে তাকাল।

"আপনার কোন কাজে লাগতে পারলে আমি খুশি হব।

"তোমার কর্ত্রী কি ডাঃ ওয়াটসন-এর সঙ্গে দেখা করবেন ?"

"আমিই ওকে নিয়ে যাব। অনুমতি নেবার দরকার নেই। তাঁর ডাক্তারের প্রয়োজন।"

"আমি এখনই তোমার সঙ্গে যাব।"

মেয়েটির পিছন-পিছন সিঁড়ি বেয়ে উঠে একটা পুরনো করিডরে নামলাম। গভীর আবেগে মেয়েটি কাঁপছে করিডরের শেষ প্রান্তে লোহার বাতা বসানো একটা মজবুত দরজা। দরজাটা দেখে আমার মনে হল, ফার্গুসন যদি দরজা ভেঙেও স্ত্রীর কাছে যেতে চায় তাহলেও কাজটা খুব সহজ হবে না। মেয়েটি পকেট থেকে একটা চাবি বের করল, আর পুরনো কব্জা লাগানো ওক কাঠের দরজা পাল্লা দুটি ক্যাঁচড়-ক্যাঁচড় শব্দ করে খুলে গেল। আমি ঢুকতেই মেয়েটি তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিল।

বিছানায় একটি স্ত্রীলোক শুয়ে আছে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে তার অনেক জ্বর ঃ সে আধা-জাগ্রত অবস্থায় শুয়ে ছিল আমি ঘরে ঢুকতেই সন্ত্রস্ত অথচ সুন্দর চোখ দুটি মেলে এবং সভয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। মনে হল একজন অপরিচিত লোককে দেখে সে যেন স্বস্তি বোধ করল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে আবার বালিশে এলিয়ে পড়ল কিছু আশ্বাসের কথা বলে আমি তার কাছে এগিয়ে গেলাম আর যতক্ষণ তার নাড়ি পরীক্ষা করলাম ও তাপ দেখলাম ততক্ষণ সে চুপ করে শুয়ে রইল। নাড়ির গতি ও শরীরের তাপ দুইই চড়া ; তবু আমার মনে হল সত্যিকারের কোন রোগের আক্রমণ নয়, মানসিক ও স্নায়বিক উত্তেজনাই এই অবস্থার কারণ।

মেয়েটি বলল, "একদিন, দু'দিন উনি এক ভাবেই শুয়ে আছেন। আমার ভয় হয়, উনি মারা যাবেন।"

মহিলাটি লালচে সুন্দর মুখখানি আমার দিকে ফেরাল।

"আমার স্বামী কোথায় ?"

"নীচে আছেন। তাকে দেখতে চান ?"

"তাকে দেখব না। তাকে দেখব না।" বলতে বলতে তার বিকার দেখা দিল। "শয়তান। একটা শয়তান। উঃ এই দানবটাকে নিয়ে আমি কী করব ?"

www.boiRboi.net

"আমি কি কোন রকম সাহায্য করতে পারি ?"

"না। কেউ কিছু করতে পারবে না। সব শেষ। সর্বনাশ হয়ে গেছে। আমি যত যাই করি, সর্বনাশ হয়ে গেছে।"

স্ত্রীলোকটি নিশ্চয় কোন অদ্ভুত বিভ্রান্তিতে ভুগছে। ভাল মানুষ বব ফার্গুসনকে আমি শয়তান বা দানবের চরিত্রে কল্পনাও করতে পারি না।

বললাম, 'ম্যাডাম, আপনার স্বামী আপনাকে অত্যন্ত ভালবাসে। এ সব ঘটনায় সে খুবই কষ্ট পাচ্ছে।"

আবারও সে তার অপূর্ব চোখ দুটি আমার দিকে ফেরাল।

"আমাকে ভালবাসে। হ্যাঁ, বাসে। কিন্তু আমি কি তাকে ভালবাসি না ? তার বুকটা না ভেঙে বরং নিজেকে বলি দিয়েও কি আমি তাকে ভালবাসি নি ? হ্যাঁ, তেমনি করেই তাকে ভালবেসেছি। তবু আমার সম্পর্কে এ-কথা সে ভাবতে পারল—এ-কথা আমাকে বলতে পারল ?"

"তার কষ্টের অবধি নেই, কিন্তু সে বুঝতে পারছে না।"

"না, সে বুঝতে পারে না। কিন্তু তার উচিত ভরসা করা।"

"আপনি কি তার সঙ্গে দেখা করবেন না ?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"না না ; সেই ভয়ংকর কথাগুলো, বা তার মুখের সেই চাউনি আমি ভুলতে পারি না। তার সঙ্গে কিছুতেই দেখা করব না। চলে যান। আমার জন্য আপনিও কিছু করতে পারবেন না। শুধু একটা কথা তাকে বলবেন। আমার ছেলেকে আমি চাই। ছেলের উপর আমার অধিকার আছে। শুধু এই একটি কথাই তাকে আমার জানাবার আছে।" সে দেওয়ালের দিকে মুখ ফেরাল ; আর কোন কথাই বলল না।

নীচের ঘরে এলাম। ফার্গুসন ও হোমস তখনও আগুনের পাশে বসে আছে। ফার্গুসন একমনে আমার সাক্ষাৎকারের বিবরণ শুনল।

বলল, "কেমন করে ছেলেকে তার কাছে পাঠাই ? হঠাৎ তার মনে কোন্ ভাবনার উদয় হবে কেমন করে আমি জানব ? রক্তমাখা ঠোঁট নিয়ে সে তার পাশ থেকে উঠে দাঁড়িয়েছিল সে দৃশ্য আমি কেমন করে ভুলব ?" সে-কথা মনে হতেই সে কেঁপে উঠল। "মিসেস ম্যাসন-এর কাছেই ছেলে নিরাপদে আছে, সেখানেই সে থাকবে।"

এ বাড়ির একমাত্র আধুনিকা একটি চতুরিকা পরিচারিকা চা নিয়ে এল। সে যখন চা পরিবেশন করছিল তখন দরজা খুলে একটি যুবক ঘরে ঢুকল। চমৎকার ছেলেটি। মুখখানি ম্লান, মাথা-ভরা উজ্জ্বল চুল, উত্তেজনাপ্রবণ ঈষৎ নীল দুটি চোখ। বাবার দিকে চোখ ফেরাতেই আবেগ ও আনন্দের একটা হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে চোখ দুটি ঝলমল করে উঠল। ছুটে এগিয়ে এসে মমতাময়ী বালিকার উপযোগী বিহ্বলতায় সে দুই হাতে বাবার গলা জড়িয়ে ধরল।

চেঁচিয়ে বলে উঠল, "ওঃ, বাপি, তুমি এত আগে এসে পড়বে আমি জানতাম না। তোমার সঙ্গে দেখা করতে আরও আগেই আমার আসা উচিত ছিল। ইস, তোমাকে দেখে কী ভালই যে লাগছে।"

ফার্গুসন কিছুটা বিব্রত হয়ে ধীরে ধীরে নিজেকে আলিঙ্গনমুক্ত করল।

নরম হাতে চুল-ভর্তি মাথায় চাপড় মারতে মারতে সে বলল, "লক্ষ্মী ছেলে। আমার এই বন্ধুরা মিঃ হোমস ও ডাঃ ওয়াটসন এখানে এসে সন্ধ্যাটা আমাদের সঙ্গে কাটাতে রাজী হলেন বলেই আমি তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম।"

"ইনিই গোয়েন্দা মিঃ হোমস ?"

"হ্যাঁ।"

খুবই অন্তর্ভেদী, এবং আমার মনে হল, অমিত্রসুলভ দৃষ্টিতে ছেলেটি আমাদের দিকে তাকাল।

"আপনার অপর ছেলেটি কোথায় মিঃ ফার্গুসন ?" হোমস জিজ্ঞাসা করল। "বাচ্চাটির সঙ্গে একবার দেখা হতে পারে কি ?"

ফার্গুসন বলল, "মিসেস ম্যাসনকে বল, বাচ্চাটাকে নিয়ে আসতে।"

একটু অদ্ভুতভাবে নেচাতে নেচাতে ছেলেটি চলে গেল। আমার ডাক্তারী চোখ সহজেই বুঝতে পারল যে সে শিরদাঁড়ার দুর্বলতায় ভুগছে। ইতিমধ্যেই ছেলেটি ফিরে এল। তার পিছনে এল একটি লম্বা শুকনো চেহারার স্ত্রীলোক। তার কোলে একটি ভাঁরি সুন্দর ছেলে ; কালো চোখ, সোনালী চুল, স্যাক্সন ও লাতিন রক্তের এক আশ্চর্য সংমিশ্রণ। ফার্গুসন ছেলেটিকে খুবই ভালবাসে, তাকে কোলে নিয়ে আদর করতে লাগল।

তার দেবদূতের মত সুন্দর গলায় একটা ছোট লাল দাগের দিকে তাকিয়ে সে ধীরে ধীরে বলল, "ভাবতে পারেন কেউ একে আঘাত করতে পারে !"

ঠিক সেই মুহূর্তে আমার চোখটা হঠাৎই হোমসের উপর পড়ল। তার চোখে-মুখে একটা তীব্র একাগ্রতা ফুটে উঠেছে। তার মুখটা এতখানি স্থির হয়ে আছে যেন পুরনো হাতির দাঁত থেকে খোদাই করে তোলা হয়েছে। দৃষ্টি চোখ শুধু মুহূর্তমাত্র বাবা ও ছেলের প্রতি নিবদ্ধ থেকেই এখন ঘরের অপর দিকের কোন কিছুর উপর একাগ্র কৌতূহলের সঙ্গে স্থির হয়ে আছে। তার দৃষ্টিকে অনুসরণ করে আমার শুধু মনে হল, জানালা দিয়ে সে বাইরের বিষণ্ণ, বৃষ্টি-ভেজা বাগানের দিকে তাকিয়ে আছে। একথা ঠিক যে খড়খড়িটা বাইরের দিকে অর্ধেক বন্ধ থাকায় তার দৃষ্টি আটকে যাচ্ছে, তবু এটা নিশ্চিত যে

হোমসের একাগ্র মনোযোগ জানালার দিকেই নিবদ্ধ। তারপর একটু হেসে সে বাচ্চাটির দিকে চোখ ফেরাল। তার মোটা গলায় সেই ছোট ক্ষত-চিহ্নটা দেখা যাচ্ছে। কোন কথা না বলে হোমস সযত্নে সেটা পরীক্ষা করল। শেষে তার সামনে টোল-খাওয়া যে ছোট মুঠিটা দুলছিল সেটা ধরে একটু নাড়া দিল।

"বিদায় ছোট্ট মানুষ। তোমার জীবনের যাত্রা শুরু হয়েছে বড় অদ্ভুতভাবে। নার্স, গোপনে তোমার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।"

তাকে এক পাশে নিয়ে হোমস কয়েক মিনিট ধরে সাগ্রহে কি যেন বলল। তার শেষের কথাগুলি আমার কানে এল: "অচিরেই তোমার সব দুর্ভাবনার অবসান হবে বলেই আশা করছি।" স্ত্রীলোকটি বাচ্চাকে নিয়ে চলে গেল।

"মিসেস ম্যাসনকে কেমন মনে হল?"

"দেখলেই তো, বাইরে থেকে খুব মনোহারিণী মনে হয় না, কিন্তু অন্তরটা সোনা দিয়ে তৈরী; আর ছেলেটিকে ভালবাসে।"

হোমস হঠাৎই ছেলেটির দিকে ঘুরে প্রশ্ন করল, "তুমি কি ওকে পছন্দ কর জ্যাক?" ছেলেটির মুখের উপর একটা ছায়া নেমে এল। সে মাথাটা নাড়তে লাগল।

ছেলেকে জড়িয়ে ধরে ফার্গুসন বলল, "জ্যাকি-র ভাল-লাগা মন্দ-লাগা ব্যাপারটা বড় চড়া। ভাগ্য ভাল যে আমি তার ভাল-লাগাদের দলে।"

ছেলেটি সোহাগে গলে গিয়ে বাবার বুকে মাথা রাখল। ফার্গুসন ধীরে ধীরে তাকে ছাড়িয়ে নিল।

"এক দৌড়ে চলে যাও জ্যাকি বাবা", বলে ছেলে চোখের আড়াল না হওয়া পর্যন্ত আদরভরা দৃষ্টিতে তাকে দেখতে লাগল। ছেলেটি চলে গেলে বলল, "দেখুন মিঃ হোমস, এখন সত্যি মনে হচ্ছে যে অকারণেই আপনাদের এতদূরে টেনে এনেছি, কারণ আমাকে সহানুভূতি জানানো ছাড়া আর কিই বা আপনাদের করবার আছে? আপনাদের দিক থেকে ব্যাপারটা যেমন স্পর্শকাতর তেমনই জটিল।"

একটা মজা পাবার মত হাসি হেসে বন্ধুটি বলল, "ব্যাপারটা অবশ্যই স্পর্শকাতর, কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোন কিছুই আমার কাছে জটিল বলে মনে হয় নি। এটা তো বুদ্ধিদীপ্ত অনুমান পদ্ধতি প্রয়োগের একটি ক্ষেত্র; কিন্তু সেই বুদ্ধিদীপ্ত অনুমান যখন অনেকগুলি ঘটনার দ্বারা হুবহু সমর্থিত হয়, তখন সেই চিন্তাগত অনুমানই বস্তুগত সত্যে পরিণত লাভ করে, আর আমরাও দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাস করতে পারি যে মূল লক্ষ্য আমাদের অধিগত হয়েছে। বস্তুত, বেকার স্ট্রীট থেকে রওনা হবার আগেই আমি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলাম; শুধু বাকি ছিল পর্যবেক্ষণ ও সমর্থন।

ফার্গুসন তার মস্ত বড় হাতটা বলিরেখাংকিত কপালে রাখল।

কর্কশ গলায় বলল, "ঈশ্বরের দোহাই হোমস, সত্যকে যখন জানতেই পেরেছেন তখন আর আমাকে ঝুলিয়ে রাখবেন না। আসল অবস্থাটা কি? আমি এখন কি করব? আসল ব্যাপারটা যদি আপনি জেনে থাকেন, তাহলে কি ভাবে সেটা জেনেছেন তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই।"

"আপনাকে সব কথা বলা অবশ্যই আমার কর্তব্য, আর তা আমি করবও। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা আমার মত করে পরিচালনা করতে দেবেন কি? ওয়াটসন, মহিলাটির কি আমাদের সঙ্গে দেখা করবার মত অবস্থা আছে?"

"তিনি অসুস্থ, তবে তার বুদ্ধি পুরোপুরি ঠিকই আছে।"

"খুব ভাল। একমাত্র তাঁর সামনেই সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বলতে চাই। চল, সকলেই তাঁর কাছে যাই।"

"সে তো আমার মুখদর্শন করবে না," ফার্গুসন হেঁকে বলল।

"করবেন, অবশ্য করবেন," হোমস বলল। এক সিট কাগজে সে কয়েক লাইন লিখল। "ওয়াটসন, তোমার তো প্রবেশ-পত্র মিলেই গেছে। দয়া করে এই চিরকুটটা মহিলাটিকে দেবে কি?"

আবার উপরে উঠে গিয়ে চিরকুটটা ডলোরেসএর হাতে দিতে গেলাম। সে সন্তর্পণে দরজাটা খুলে সেটা নিল। এক মিনিট পরেই ভিতর থেকে একটা কান্নার শব্দ শুনতে পেলাম —সে কান্নায় আনন্দ ও বিস্ময় একসঙ্গে মিশে গেছে। ডলোরেস মুখ বাড়াল।

"তিনি সকলের সঙ্গে দেখা করবেন। সব কথা শুনবেন," সে বলল।

আমার ডাক শুনে ফার্গুসন ও হোমস উঠে এল। আমরা ঘরে ঢুকলে ফার্গুসন তার স্ত্রীর দিকে দু'এক পা এগিয়ে যেতেই মহিলাটি বিছানায় বসেই হাত বাড়িয়ে তাকে বাধা দিল। ফার্গুসন একটা হাতল-চেয়ারে বসে পড়ল; হোমসও মহিলাকে অভিবাদন করে ফার্গুসনের পাশেই বসল। মহিলাটি বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

"ডলোরেস-এর থাকবার কোন দরকার আছে বলে মনে করি না," হোমস বলল। "ওঃ ঠিক আছে ম্যাডাম, আপনি যদি চান সে থাকুক তাহলে আমাদের কোন আপত্তি নেই। দেখুন মিঃ ফার্গুসন, আমি কর্মব্যস্ত মানুষ; অনেকেই আমাকে ডাকেন; কাজেই সংক্ষেপে সরাসরি কাজ করাই আমার রীতি। দুততম অস্ত্রোপচারই ন্যূনতম যন্ত্রণা দিয়ে থাকে। প্রথমেই সেই কথাটি বলি যা শুনলে আপনার মন শান্ত হবে। আপনার স্ত্রী খুব ভাল, খুব অনুরাগিনী, এবং তাঁর প্রতি খুবই দুর্ব্যবহার করা হয়েছে।"

আনন্দে চীৎকার করে ফার্গুসন সোজা হয়ে বসল।

"সেটাই প্রমাণ করে দিন মিঃ হোমস ; সারা জীবন আমি আপনার কাছে ঋণী হয়ে থাকব।"

"তা করে দেব, কিন্তু সে কাজটি করতে গিয়ে অন্য দিক থেকে গভীরভাবে আঘাত দিতে আমি বাধ্য হব।"

"আমার স্ত্রীকে যদি দোষমুক্ত করতে পারেন তাহলে কোন কিছুকেই আমি ডরাই না। তার তুলনায় পৃথিবীর আর সব কিছুই আমার কাছে তুচ্ছ।"

"তাহলে বেকার স্ট্রীটে বসেই আমার মনের মধ্যে চিন্তার কোন্ ধারাটি বয়েছিল সেটাই বলি শুনুন। রক্তচোষা বাদুরের ব্যাপারটা আমার কাছে অবাস্তব বলেই মনে হয়েছিল। ইংলণ্ডের অপরাধের তালিকায় সে ধরনের ঘটনার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। অথচ আপনি যা দেখেছেন ঠিকই দেখেছেন। রক্তমাখা ঠোঁটে বাচ্চাটার খাটের পাশ থেকে মহিলাটিকে উঠতে আপনি দেখেছেন।"

"দেখেছি।"

"এটা কি আপনার একবারও মনে হয় নি যে, রক্ত চুষে খাওয়া ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যেও একটা রক্তাক্ত ক্ষতস্থানকে ঠোঁট দিয়ে চোষা যেতে পারে? ইংলণ্ডের ইতিহাসে এরকম একজন রাণীর উল্লেখ কি নেই যিনি ক্ষতস্থান থেকে বিষ তুলে নেবার জন্য রক্ত চুষে নিয়েছিলেন?"

www.BanglaBook.net

"বিষ!"

"আপনার বাড়িতে তো দক্ষিণ আমেরিকার গৃহস্থালি। আপনার দেওয়ালের এই সব অস্ত্র চোখে দেখবার আগেই মনের মধ্যে আমি তাদের উপস্থিতি অনুভব করেছিলাম। অন্য কোন রকম বিষ হতে পারত, কিন্তু আমার মনে বিষের কথাটাই জেগেছিল। পাখি-মারা ছোট ধনুকটার পাশে ঐ শূন্য তূণীরটা যখন দেখতে পেলাম, তখন মনে হল ঠিক এটা দেখবার আশাই আমি করেছিলাম। ঐ তূণীরের একটা তীর পক্ষাঘাত-কারক বিষে বা অন্য কোন মারাত্মক ওষুধে ডুবিয়ে তা দিয়ে যদি বাচ্চাটাকে খোঁচা মারা হয়ে থাকে, তাহলে সে বিষটাকে চুষে না তুলে নিলে তার তো অনিবার্য মৃত্যু।

"আর কুকুরটা। কেউ যদি ঐ বিষটা ব্যবহার করতেই চায় তাহলে সে কি আগে একবার পরীক্ষা করে দেখবে না বিষটার শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে কিনা? কুকুরের কথাটা আমার আগে মনে হয় নি, কিন্তু তাকে আমি ঠিক ধরেছিলাম, আর আমার ভাবনার সঙ্গে সে ঠিক মিলে গিয়েছিল।

"এবার বুঝতে পারছেন তো? আপনার স্ত্রী এই রকম একটা আক্রমণের আশংকাই করছিলেন। তিনি দেখতে পেয়েই বাচ্চাটাকে বাঁচাবার চেষ্টা করেন, কিন্তু আসল সত্যটা কিছুতেই আপনাকে বলতে পারেন না, কারণ ছেলেকে আপনি যে কতখানি ভালবাসেন তা তো তিনি জানেন, তাই তাঁর আশংকা হয়েছিল যে প্রকৃত সত্য জানলে আপনার বুক ভেঙে যাবে।"

"জ্যাকি!"

"এইমাত্র আপনি যখন বাচ্চাটিকে আদর করছিলেন তখন আমি তার উপর নজর রেখেছিলাম। জানালার খড়খড়ি বন্ধ থাকায় কাঁচের উপর তার মুখের স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছিল। তার মুখে তখন যে ঈর্ষা, যে নিষ্ঠুর ঘৃণা দেখেছি মানুষের মুখে তা কখনও দেখি নি।"

"আমার জ্যাকি!"

"এ তো আপনাকে সইতেই হবে মিঃ ফার্গুসন। এক ধরনের বিকৃত ভালবাসা, আপনার প্রতি এবং সম্ভবত ওর স্বর্গতা মায়ের প্রতি আত্যন্তিক উন্মাদ ভালবাসাই ওকে ও কাজের দিকে ঠেলে দিয়েছে। তাই তো পরিস্থিতিটা আরও বেদনাদায়ক হয়ে দেখা দিয়েছে। এই সুন্দর শিশুটির প্রতি তীব্র বিদ্বেষে ওর সমস্ত অন্তরটা জ্বলছে ; তার স্বাস্থ্য, তার সৌন্দর্য যে ওর দুর্বল স্বাস্থ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত।"

"হায় ঈশ্বর! এ যে অবিশ্বাস্য!"

"আমি কি প্রকৃত সত্যই বলি নি ম্যাডাম?"

বালিশে মুখ লুকিয়ে মহিলাটি ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। এবার সে স্বামীর দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

"তোমাকে কেমন করে সে কথা আমি জানাই বব? আমি তো জানি তা শুনলে তুমি কতখানি আঘাত পাবে। তাই তো আমি অপেক্ষা করেছিলাম ; আশা করেছিলাম অন্য কারও মুখ থেকে কথাটা প্রকাশ পাক। এ ভদ্রলোকটি তো যাদু জানেন বলে মনে হয়। তাই তিনি যখন লিখে পাঠালেন যে তিনি সবই জানেন তখন খুশি হয়েছিলাম।"

চেয়ার থেকে উঠে হোমস বলল, "একটি বছর সমুদ্র-ভ্রমণই মাস্টার জ্যাকির জন্য আমার বিধান। শুধু একটা জিনিস এখনও পরিষ্কার হয় নি ম্যাডাম। মাস্টার জ্যাকিকে যে কেন আপনি আক্রমণ করেছেন সেটা আমরা বুঝতে পারছি। মায়ের ধৈর্যেরও একটা সীমা আছে। কিন্তু শেষ দুটো দিন আপনি বাচ্চাটিকে ছেড়ে থাকতে সাহস করলেন কি করে?"

"মিসেস ম্যাসনকে সব কথা বলেছি। সে জানে।"

"ঠিক। আমিও তাই ভেবেছিলাম।"

ফার্গুসন বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। তার দম আটকে আসছে। দুটো হাত সামনে বাড়িয়ে সে কাঁপছে।

হোমস চুপি চুপি বলল, "ওয়াটসন, এবার আমাদের সরে পড়বার সময় এসেছে। তুমি যদি ডলোরেস-এর একটা হাত ধর তো অপর হাতটা ধরি আমি।" তারপর দরজাটা বন্ধ করে সে আরও বলল, "এই ঠিক হল। আর যা বাকি রইল সেটা তারা নিজেদের মধ্যেই মিটমাট করে নিক।"

এ ব্যাপারে আর একটিমাত্র মন্তব্য বাকি আছে। যে চিঠিটা দিয়ে এই কাহিনীর সূত্রপাত তার চূড়ান্ত জবাবে হোমস যে চিঠিটা লিখেছিল এবার সেটার উল্লেখ করছি। চিঠি ছিল এই রকম ঃ

বেকার স্ট্রীট, ২১শে নভেম্বর

প্রসঙ্গ ঃ রক্তচোষা বাদুর

মহাশয়,

আপনার ১৯শে তারিখের পত্রপ্রসঙ্গে সবিনয় নিবেদন, আপনার মক্কেল মিনচিং লেন-এর চায়ের দালাল 'ফার্গুসন ও মুরহেড' কোম্পানির মিঃ রবার্ট ফার্গুসন-এর সমস্যা সম্পর্কে যথাযথ তদন্ত করেছি এবং সমস্ত ব্যাপারটার একটা সন্তোষজনক মীমাংসাও হয়ে গেছে। আপনার সুপারিশের জন্য ধন্যবাদান্তে

আপনার বিশ্বস্ত
শার্লক হোমস

তিন গারিডেব-এর বিচিত্র ঘটনা

The Adventure of the Three Garridebs

এটা কমেডিও হতে পারে, ট্র্যাজেডিও হতে পারে। এতে একটি মানুষের বুদ্ধিভ্রংশ ঘটেছে, আমার রক্ত-মোক্ষণ হয়েছে, আর অপর একজন পেয়েছে আইনগত দণ্ড। তবু এর মধ্যে কিছুটা কমেডির ভাব নিশ্চয় ছিল। ঠিক আছে, সেটা আপনারাই বিচার করবেন।

তারিখটা আমার খুব ভালই মনে আছে, কারণ হোমসের যে সেবাকার্যের বিবরণ একদিন হয়তো প্রকাশিত হবে তার জন্য যে নাইট-উপাধি তাকে দেওয়া হয়েছিল ঐ একই মাসে সে সেটা প্রত্যাখ্যান করেছিল। আমি প্রসঙ্গক্রমেই কথাটার উল্লেখ করলাম মাত্র, কারণ সহকর্মী ও বিশ্বাসভাজন বন্ধু হিসাবে যে কোন রকম অবিবেচনার কাজকে সযত্নে পরিহার করে চলতে আমি বাধ্য। তবু আবার বলছি যে ঐ কারণেই আমি তারিখটা সঠিক মনে রাখতে পেরেছি ; তারিখটা ছিল ১৯০২ সালের জুন মাসের শেষ নাগাদ। দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধ সবে শেষ হয়েছে। সাময়িক অভ্যাসমতই হোমস বেশ কয়েকটা দিন বিছানায় শুয়েই কাটিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সেদিন সকালে সে যখন ঘর থেকে বেরিয়ে এল তখন তার হাতে একটা লম্বা ফুলস্ক্যাপ কাগজের দলিল আর দুটি গম্ভীর ধূসর চোখে দুষ্টুমির ঝিলিক।

সে বলল, "বন্ধু ওয়াটসন, তোমার সামনে কিছু টাকা রোজগারের একটা সুযোগ এসেছে। গারিডেব-এর নাম কখনও শুনেছ কি ?"

স্বীকার করলাম, শুনি নি।

"দেখ, কোন গারিডেবকে যদি পাকড়াও করতে পার, তো টাকাও পেতে পার।"

"কেন ?"

"আরে, সে এক লম্বা কাহিনী—বরং কিছুটা খেয়ালিপনাও বটে। মানুষের জটিলতার সন্ধানে যাত্রা করে আজ পর্যন্ত এর চাইতে অদ্ভুত কিছু দেখেছি বলে তো মনে হয় না। জেরা করবার জন্য লোকটিকে শীঘ্রই এখানে হাজির করা হবে, কাজেই সে না আসা পর্যন্ত কিছুই বলব না। কিন্তু ইতিমধ্যে ঐ নামটা আমাদের দরকার।"

টেলিফোন-ডাইরেক্টরিটা টেবিলের উপরে আমার পাশেই ছিল। কোন লাভ হবে না জেনেও আমি তার পাতাগুলো ওল্টাতে লাগলাম। কিন্তু কী আশ্চর্য, যথাস্থানেই সে অদ্ভুত নামটা পেয়ে গেলাম। জয়ের উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলাম।

"এই তো পেয়েছি হোমস। এই তো এখানে।"

হোমস আমার হাত থেকে বইটা টেনে নিল।

পড়ল, "গারিডেব এন, ১৩৬ লিটল রাইডার স্ট্রীট, ডব্লু.।" ভাই ওয়াটসন, তোমাকে হতাশ করেছি বলে আমি দুঃখিত, কিন্তু এও তো সেই লোকই। তার চিঠির উপরেও তো এই ঠিকানাটাই লেখা। কিন্তু আমরা চাই এই ধরনের আর একটি লোক।"

টের উপর একখানা কার্ড নিয়ে মিসেস হাডসন ঘরে ঢুকল। কার্ডটা হাতে নিয়ে চোখ বুলালাম।

"আরে, এই তো !" বিস্ময়ে চেঁচিয়ে বললাম। "প্রথম শব্দটা অন্য রকম। জন গারিডেব, আইন-উপদেষ্টা, মুরভিল, কানসাস, ইউ. এস. এ.।"

কার্ডখানার দিকে তাকিয়ে হোমস একটু হাসল। বলল, "তোমাকে আরও একবার চেষ্টা করে দেখতে হবে ওয়াটসন। এই ভদ্রলোকটিও ইতিমধ্যেই এইগল্পের মধ্যে এসে গেছেন, যদিও আজ সকালেই তাকে দেখবার আশা আমি মোটেই করি নি। যাই হোক, আমি যা জানতে চাই সে রকম অনেক কিছুই তিনি বলতে পারতেন বলে মনে হয়।"

একমুহূর্ত পরেই লোকটি ঘরে ঢুকল। আইন-উপদেষ্টা মিঃ জন গারিডেব ছোটখাটো শক্ত-সমর্থ চেহারার মানুষ ; অধিকাংশ মার্কিন ব্যবসায়ীর মতই তার মুখটা গোল, তাজা ও পরিষ্কার করে কামানো। মোটা ও বেঁটে হওয়ায় দেখতে কিছুটা ছেলেমানুষের মত ; যে কেউ মনে করবে সে একটি যুবক ; তার মুখখানিও হাসিতে ভরা। অবশ্য তার চোখ দুটি মনকে টানে। মানুষের এ রকম চোখ আমি কদাচিৎ দেখেছি। একটি তীব্র অন্তর-জগতের আভাষ তাতে ফুটে উঠেছে। দুটি চোখ যেমন উজ্জ্বল তেমনই সদাসতর্ক ; যে কোন নতুন চিন্তাই সে চোখে প্রতিফলিত হয়। তার

উচ্চারণে মার্কিনী টান, কিন্তু তার কথাবার্তায় কোন খেয়ালিপনা নেই।

পর পর আমাদের দিকে দৃষ্টি ফেলে সে বলল, "মিঃ হোমস? হ্যাঁ, ঠিক তাই! আপনার ছবি আপনার চেহারা থেকে অন্য রকম নয় বলেই তো আমার ধারণা! আমার মত নামের আর এক ভদ্রলোক মিঃ নাথান গারিডেব-এর একখানা চিঠি আপনি অবশ্যই পেয়েছেন। পান নি কি?"

শার্লক হোমস বলল "দয়া করে বসুন। মনে হচ্ছে আপনার সঙ্গে আমাদের অনেক কিছু আলোচনা করবার আছে।" সে ফুলস্ক্যাপের পাতাগুলি হাতে নিল। "আপনি নিশ্চয়ই এই দলিলে বর্ণিত মিঃ জন গারিডেব। কিন্তু আপনি নিশ্চয় বেশ কিছুদিন হল ইংলণ্ডে আছেন?"

"সে কথা বলছেন কেন মিঃ হোমস?" তার দুটি বাঙ্ময় চোখে আমি যেন হঠাৎ সন্দেহের আভাষ দেখতে পেলাম।

"আপনার সব পোশাকটাই ইংলিশ।"

মিঃ গারিডেব জোর করে হেসে উঠল। আপনার কীর্তির কথা আমি অনেক পড়েছি মিঃ হোমস, কিন্তু নিজেই যে তার বিষয়-বস্তু হব তা কখনও ভাবি নি। কিসে বুঝলেন বলুন তো?"

"আপনার কোর্টের ঘাড়ের ছাটকাট, আপনার জুতোর ডগা—এ সব দেখে কারও কি ভুল হতে পারে?"

"আচ্ছা, আচ্ছা, আমি যে এতটা বৃটিশ বনে গিয়েছি সে ধারণাই আমার ছিল না। কিন্তু ব্যবসা উপলক্ষ্যে বেশ কিছুদিন হল আমাকে এখানে আসতে হয়েছে, আর তাই আপনি যেমন বলছেন, আমার পোশাক-পরিচ্ছদও প্রায় সবই লণ্ডনের তৈরী। যাহোক, আপনার সময়ের নিশ্চয়ই মূল্য আছে, আর আমার জামার কাটছাট নিয়ে আলোচনার জন্যও আমরা মিলিত হই নি। আপনার হাতের এ কাগজটার আলোচনা শুরু করলে কেমন হয়?"

হোমসের কথাবার্তায় অতিথিটি কিছুটা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে; তার ফোলা মুখের সৌজন্যের ভাব যেন অনেকটা হ্রাস পেয়েছে।

"ধৈর্য! ধৈর্য ধরুন মিঃ গারিডেব!" বন্ধুবর সান্ত্বনার সুরে বলে উঠল। "ডাঃ ওয়াটসনই আপনাকে বলে দেবেন যে, আমার এই সব ছোটখাটো অবান্তর কথাই শেষ পর্যন্ত মূল ব্যাপারের সঙ্গে কোন না কোন ভাবে জড়িত বলে প্রমাণিত হয়ে থাকে। কিন্তু মিঃ নাথান গারিডেব আপনার সঙ্গে এলেন না কেন?"

হঠাৎ রেগে গিয়ে অতিথি বলে উঠল, "এ ব্যাপারের মধ্যে তিনি আবার আপনাকে টেনে এনেছেন কেন? এ ব্যাপারে আপনার কি করার আছে? দুজন ভদ্রলোকের মধ্যে একটা ব্যবসায়িক লেন-দেন হচ্ছিল, আর তার মধ্যে একজন গোয়েন্দাকে ডেকে আনতে হবে। আজ সকালে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল; তখনই তিনি আমাকে এই বোকা চালাকির কথাটা বলেছেন ঃ আর তাই তো আমি এখানে এসেছি। কিন্তু ব্যাপারটা আমার মোটেই ভাল লাগে নি।"

"এতে আপনার প্রতি কোন রকম কটাক্ষ করা হয় নি মিঃ গারিডেব। আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অতি উৎসাহ বশতই তিনি এ কাজ করেছেন—আর আমি যতদূর জেনেছি সে উদ্দেশ্যটি আপনাদের দুজনের পক্ষেই সমান গুরুত্বপূর্ণ। তিনি জানেন যে তথ্য-সংগ্রহের নানা উপায় আমার হাতে আছে; তাই আমার শরণাপন্ন হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক।"

আমাদের অতিথির ক্রুদ্ধ মুখ ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এল।

"অবশ্য সেটা আলাদা কথা" সে বলল। "আজ সকালে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি আমাকে জানালেন যে একজন গোয়েন্দার সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করছেন। সঙ্গে সঙ্গে আপনার ঠিকানাটা নিয়ে এখানে চলে এসেছি। এ সব ব্যক্তিগত ব্যাপারে পুলিশ নাক গলাক সেটা আমি চাই না। কিন্তু আপনি যদি সেই লোকটাকে খুঁজে বের করার ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করেই সন্তুষ্ট থাকেন, তাহলে তাতে দোষের কিছু থাকতে পারে না।"

"দেখুন, ব্যাপারটা ঠিক সেই রকমই দাঁড়িয়েছে," হোমস বলল। "কিন্তু স্যার, আপনি নিজেই যখন এসে হাজির হয়েছেন তখন আপনার মুখ থেকেই পুরো বিবরণটা আমরা পরিষ্কারভাবে শুনতে চাই। আমার এই বন্ধুটি সে বিবরণের কিছুই জানে না।"

মিঃ গারিডেব যে ভাবে আমাকে নিরীক্ষণ করতে লাগল সেটা খুব বন্ধুজনোচিত নয়।

"ওর জানা কি প্রয়োজন?" সে জিজ্ঞাসা করল।

"সাধারণত আমরা একসঙ্গেই কাজ করে থাকি।"

"দেখুন, এটাকে গোপন রাখতেই হবে এমন কোন কথা নেই। যথাসম্ভব সংক্ষেপে ঘটনাগুলো আপনাদের বলছি। আপনারা যদি কান্‌সাস-এর লোক হতেন তাহলে আলেকজাণ্ডার হ্যামিল্টন গারিডেব লোকটি কে সে কথা বলারই দরকার হত না। স্থাবর সম্পত্তিতেই টাকা করেন, আর তারপর শিকাগোতে গমের ব্যবসায়ে নামেন। কিন্তু সব টাকা ঢেলে তিনি এত জমি কিনে ফেলেন যে সেটা আপনাদের একটা প্রদেশের সমান। জমিটা ফোর্ট ডজ-এর পশ্চিমে আর্কানসাস নদীর তীর বরাবর অবস্থিত। তাতে গো-চারণ ভূমি আছে, জঙ্গল আছে, চাষের জমি আছে, খনিজবহুল জমি আছে। এককথায় মালিকের পকেটে ডলার আনবার মত সব রকম জমি সেখানে আছে।

"তার আত্মীয়-স্বজন বা আপনজন বলতে কেউ ছিল না—অথবা থাকলেও আমি কখনও শুনি নি। কিন্তু তার নামটি

যে খুব অদ্ভুত এই নিয়ে তার একটা গর্ব ছিল। আর সেই সূত্রেই আমাদের পরিচয় ঘটে। তখন আমি টোপেকা-তে ওকালতি করি। বুড়ো ভদ্রলোকটি একদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তার একই নামের আর একটি লোকের সঙ্গে দেখা হওয়ায় তিনি তো হেসেই খুন। এটা তার একটা প্রিয় সখ; পৃথিবীতে আর কোন গারিডেব আছে কিনা সেটা খুঁজে বের করতে তিনি বদ্ধপরিকর। আমাকে বললেন, "আর একজনকে খুঁজে দিন।" আমি তাকে জানিয়ে দিলাম যে, আমি ব্যস্ত মানুষ, গারিডেবদের সন্ধানে পৃথিবীটা চক্কর দিয়ে জীবন কাটাতে পারব না। তিনি বললেন, "সে যাই বলুন, আমার পরিকল্পনা যদি ঠিকঠিক সফল হয় তাহলে তাই আপনাকে করতে হবে।" ভেবেছিলাম তিনি ঠাট্টা করছেন, কিন্তু অচিরেই বুঝতে পারলাম তাঁর কথাগুলি কতখানি অর্থপূর্ণ।

"কারণ কথাগুলি বলবার এক বছরের মধ্যে তিনি মারা গেলেন; রেখে গেলেন একখানি দান-পত্র। কানসাস রাজ্যে এ রকম অদ্ভুত দান-পত্র আর কখনও আদালতে নথিভুক্ত হয় নি। তার সব সম্পত্তি তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে; দুজন গারিডেবকে খুঁজে বের করতে হবে এই শর্তে আমি পাব তার এক অংশ, আর ব্যাঙ্ক দুই অংশ পাবেন অপর দুই গারিডেব। প্রত্যেকের পাওনা হবে পঞ্চাশ লক্ষ ডলার, কিন্তু তিনজন সারি দিয়ে না দাঁড়ালে আমরা সে অর্থে হাতও দিতে পারব না।

"দাঁওটা এতই বড় যে ওকালতি শিকেয় তুলে গারিডেবদের খোঁজে বেরিয়ে পড়লাম। সারা যুক্তরাষ্ট্রে এমন একজনও পাওয়া গেল না। সূক্ষ্ম দাঁতওয়ালা একটা চিরুনি নিয়ে সারা দেশ চষে ফেললাম, কিন্তু একটি গারিডেবও ধরা পড়ল না। তারপর সাবেক দেশে চেষ্টা চালালাম। লণ্ডন টেলিফোন ডাইরেক্টরি-তে নামটা পেয়েও গেলাম। দুদিন আগে তার সঙ্গে দেখা করে সব কথা বুঝিয়ে বললাম। কিন্তু সেও আমার মতই একলা মানুষ; কিন্তু স্ত্রী-আত্মীয় থাকলেও পুরুষ কেউ নেই। অথচ দান-পত্রে তিনজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের উল্লেখ রয়েছে। বুঝতেই পারছেন এখনও একজনের স্থান শূন্য আছে; সেটা পূরণ করার ব্যাপারে আপনি যদি আমাদের সাহায্য করতে পারেন তাহলে আপনার খরচ-পত্র মেটানোর কোন অসুবিধাই হবে না।"

হোমস হেসে বলল, "কি হে ওয়াটসন, আমি তো আগেই বলেছি এটা একটা খেয়ালিপনার ব্যাপার, বলি নি? কিন্তু স্যার, আমার তো মনে হয় এ বিষয়টা সংবাদপত্রের শোক-সংবাদের স্তম্ভে প্রকাশ করলেই ভাল করতেন।"

"তাও করেছি মিঃ হোমস। কোন জবাব আসে নি।"

"বটে। সমস্যাটা ছোট হলেও খুবই অদ্ভুত। অবসর সময়ে এটা একবার দেখে রাখব। ভাল কথা, আপনি যে টোপেকা থেকে আসছেন এটাও আশ্চর্য। সেখানকার একজনের সঙ্গে আমার পত্রালাপ ছিল—এখন তিনি মৃত—বৃদ্ধ ডাঃ ল্যাইস্যাণ্ডার স্টার; ১৮৯০ সালে মেয়র ছিলেন।"

"সেই ভাল মানুষ বৃদ্ধ ডাঃ স্টার।" অতিথি বলল। "তার নামকে এখনও সকলে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। দেখুন মিঃ হোমস, আমার তো মনে হচ্ছে, আমাদের কাজকর্ম কতটা এগোল সেটা আপনাকে জানানো ছাড়া আর কিছুই আমাদের করবার নেই। আশা করছি দু'এক দিনের মধ্যেই কিছু জানতে পারবেন।" এই আশ্বাস দিয়ে মার্কিন ভদ্রলোক অভিবাদন জানিয়ে বিদায় নিল।

পাইপটা ধরিয়ে হোমস কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তার মুখে একটি আশ্চর্য হাসি।

"কি হল?" শেষ পর্যন্ত আমিই জিজ্ঞাসা করলাম।

"ভাবছি ওয়াটসন—অবাক হয়ে শুধু ভাবছি।"

"কি ভাবছ?"

হোমস ঠোঁট থেকে পাইপটা নামাল।

"আমি শুধু ভাবছি ওয়াটসন, এতগুলি নির্জলা মিথ্যে কথা লোকটা কি উদ্দেশ্যে বলে গেল। প্রশ্নটা তাকে প্রায় করতে যাচ্ছিলাম—কারণ অনেক সময় জন্তুর মত মুখোমুখি আক্রমণই শ্রেষ্ঠ পথ—কিন্তু ভেবে দেখলাম, সে যে আমাদের বোকা বানাতে পেরেছে লোকটাকে এ কথা ভাবতে দেওয়াই ভাল। পুরো এক বছর ধরে পরার ফলে ভদ্রলোকের ইংলিশ কোটের কনুইয়ের কাছে সুতো বেরিয়ে পড়েছে, তার ট্রাউজারের হাঁটুর কাছে ভাঁজ পড়েছে, অথচ এই দলিল মোতাবেক ও তার নিজের বক্তব্য অনুসারে এই শহুরে মার্কিন ভদ্রলোক সম্প্রতি লণ্ডনে পা দিয়েছেন। শোক-সংবাদের স্তম্ভে কোন বিজ্ঞাপন বেরোয় নি। তুমি তো জান সেখানকার কোন কিছুই আমার নজর এড়ায় না। ওখানকার সংবাদগুলিই তো আমার পাখি ধরার প্রিয় ফাঁদ; কাজেই এরকম একটা সুদৃশ্য মোরগ সেখানে দেখা দিলে কোন মতেই আমার নজর এড়াতে পারত না। টোপেকা-র ডাঃ লাইস্যাণ্ডার স্টার নামক কোন লোককে আমি কোন দিন চিনতাম না। তার যেখানে হাত দেবে সেখানেই ফাঁকি ধরা পড়বে। আমার ধারণা লোকটি আসলে আমেরিকানই, কিন্তু অনেক বছর লণ্ডনে থাকার ফলে তার কথা বলার ভঙ্গী পাল্টে গেছে। তাহলে আসলে খেলাটা কি? গারিডেবদের জন্য এই অহেতুক খোঁজের পিছনে কোন্ উদ্দেশ্য কাজ করছে? ব্যাপারটা ভাল করে ভেবে দেখবার মত, কারণ লোকটি যদি বদমায়েশই হয় তাহলেও সে খুব গভীর জলের মাছ সেটা নিশ্চিত। এখন আমাদের খোঁজ নিতে হবে আমাদের অপর পত্রলেখকও

ফাঁকিবাজ কি না। তাকে একবার টেলিফোন কর তো ওয়াটসন।"

করেছিলাম, আর ও প্রান্ত থেকে একটা ক্ষীণ, কাঁপা কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছিলাম।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি নাথান গারিডেব। মিঃ হোমস আছেন কি? মিঃ হোমসের সঙ্গে একবার কথা বলতে পারলে বড় ভাল হত।"

বন্ধুবর যন্ত্রটি হাতে নিল, আর আমিও কতকগুলি কাটা-কাটা কথা শুনতে পেলাম।

"হ্যাঁ, তিনি এখানে এসেছেন। মনে হচ্ছে আপনি তাকে চেনেন না..... কত দিন হল?.....মাত্র দু'দিন! .....হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়, সম্ভাবনাটা খুবই আকর্ষণীয়। সন্ধ্যায় কি বাড়ি থাকবেন? আপনার নামধারী অপর লোকটি থাকবেন না তো?.....খুব ভাল, তাহলে আমরা যাচ্ছি, কারণ তাকে ছাড়াই আমি কিছু কথা বলতে চাই..... ডাঃ ওয়াটসন আমার সঙ্গে যাবেন.....আপনার চিঠিটা পড়ে মনে হয়েছে যে আপনি সচরাচর বাইরে যান না..... হ্যাঁ, ছ'টা নাগাদ আমরা পৌঁছব। মার্কিন উকিলটিকে এ কথা জানাবার দরকার নেই!.....ঠিক আছে। গুড বাই।"

মনোরম বসন্ত সন্ধ্যার গোধূলির আলোছায়া। কুখ্যাত পুরনো "টাইবার্ণ ট্রি"র পাথর-ছোঁড়া দূরত্বে অবস্থিত ও এজওয়্যার রোডের অনেকগুলি ছোট গলির অন্যতম লিটল রাইডার স্ট্রীটও অস্ত-সূর্যের তির্যক কিরণপাতে আশ্চর্য সোনালী রং ধরেছে। যে বিশেষ বাড়িটায় আমাদের যাবার কথা সেটি একটি মস্ত বড় সেকেলে জর্জীয় যুগের প্রথম দিককার অট্টালিকা; সামনের দিকটায় একটানা ইঁটের গাঁথুনি; শুধু একতলায় দুটো জানালা দেওয়াল থেকে অনেকটা ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। এই নীচের তলায়ই আমাদের মক্কেলটি বাস করে। বস্তুত দিনের যে সময়টা সে জেগে থাকে ততক্ষণে যে বড় ঘরে সে সময় কাটায় তার সামনের দিকেই ঐ জানালা দুটি অবস্থিত। যেতে যেতেই হোমস পিতলের নাম-ফলকটির দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল; তাতে ঐ অদ্ভুত নামটাই লেখা আছে।

বিবর্ণ ফলকটাকে দেখিয়ে সে বলল, "বেশ কিছু বছরের ব্যাপার ওয়াটসন। এটাই তার সত্যিকারের নাম, আর এ তথ্যটা অবশ্য লিখে রাখা দরকার।"

বাড়িতে একটিই সাধারণ সিঁড়ি; হল-ঘরে অনেকগুলো নাম-ফলক; কোনটা আপিস, কোনটা বা ব্যক্তিগত। ফ্ল্যাটগুলো ঠিক পারিবারিক আবাসন নয়, বরং অবিবাহিত বোহেমীয়দের আড্ডাভবন বলা চলে। আমাদের মক্কেল নিজেই এসে দরজা খুলে দিয়ে পরিচারিকাটি চারটের সময় চলে গেছে জানিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করল। মিঃ নাথান গারিডেব বেশ লম্বা, নড়বড়ে গঠন, গোল-পিঠ মানুষ; শীর্ণকায় ও টাকমাথা; বয়স ষাট বছরের উপরে। মুখটা কদাকার, কখনও ব্যায়াম না করা মানুষের মত গায়ের চামড়া মরা মানুষের মত। মস্ত বড় গোল চশমা, সামান্য ছাগুলে দাড়ি আর সেই একটু ঝুঁকে চলার অভ্যাস—সব মিলিয়ে তার চেহারায় তীক্ষ্ণ কৌতূহলের একটা আভাষ ফুটে উঠেছে। কিছুটা খেয়ালি হলেও লোকটি মোটামুটি প্রীতিপূর্ণ।

ঘরখানিও তার মালিকের মতই অদ্ভুত। একটা ছোটখাটো যাদুঘর যেন। যেমন চওড়া তেমনই লম্বা, চারদিক ঘুরিয়ে ক্যাবার্ড আর আসবাব; যত রাজ্যের ভূতাত্ত্বিক এ শারীরতাত্ত্বিক নিদর্শনে বোঝাই। প্রবেশ-দ্বারের দুই পার্শ্বে নানা ধরনের প্রজাপতি ও পোকার সমাবেশ। মাঝখানে একটা বড় টেবিলে নানা ধরনের জঞ্জাল ইতস্তত ছড়ানো, আর একটা দামী অনুবীক্ষণযন্ত্রের একটা পিতলের নল তার মধ্যে পড়ে আছে। চারদিকে তাকিয়ে লোকটির জানবার বিষয়ের সর্বব্যাপকতায় বিস্ময় বোধ করছিলাম। একটা বাক্সে প্রাচীন মুদ্রার সংগ্রহ। আর একটাতে চকমকি পাথরের যন্ত্রপাতি। মাঝখানের টেবিলটার পিছনে মোচাকৃতি জীবাশ্ম-ভর্তি একটা বড় দেওয়াল-আলমারি। উপরে সার দিয়ে সাজানো রয়েছে প্লাস্টারের মাথার খুলি, আর তার উপরে রয়েছে "নিয়েণ্ডার্থাল", "হাইডেলবার্গ", "ক্রোমগ্‌নন" প্রভৃতি নাম। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে লোকটি বহু বিচিত্র বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করে। এই মুহূর্তে সে আমাদের সামনেই দাঁড়িয়ে আছে; তার ডান হাতে একটুকরো "শ্যামর" চামড়া; তাই দিয়ে সে একটি মুদ্রাকে পালিশ করছে।

মুদ্রাটা তুলে ধরে সে বুঝিয়ে বলতে লাগল, "সিরাকিউস-এর শ্রেষ্ঠ যুগের নিদর্শন। শেষের দিকে তাদের যথেষ্ট অবনতি ঘটে। তারা যখন গৌরবের শিখরে তাদের তখনকার মুদ্রাকেই আমি সর্বোত্তম বলে মনে করি, যদিও অনেকে আলেকজান্দ্রীয় যুগের জিনিসকেই বেশী পছন্দ করে। এখানে একটা চেয়ার আছে মিঃ হোমস। অনুমতি করেন তো হাড়গুলো সরিয়ে দিচ্ছি। আর আপনি স্যার—ওঃ হ্যাঁ, ডাঃ ওয়াটসন—দয়া করে জাপানী ফুলদানিটাকে এক পাশে সরিয়ে বসুন। চারদিকে যা কিছু দেখছেন এই আমার জীবনের সামান্য সঞ্চয়। ডাক্তার আমাকে বাইরে যেতে বারণ করেন, কিন্তু এখানে এত সব মনের মত জিনিস থাকতে বাইরে যাবই বা কেন? আমি জোর দিয়েই বলতে পারি, ঐ একটা আলমারির জিনিসকে ঠিক ঠিক মত তালিকাভুক্ত করতে হলে পুরো তিন মাস সময়ের দরকার।"

হোমস সাগ্রহে চারদিকে তাকাল।

তারপর বলল, "আপনি কখনও বাইরে যান না বললেন না?"

"মাঝে-মধ্যে গাড়ি চালিয়ে সোদ্‌বি বা ক্লিস্টি-তে বেড়াতে যাই। তাছাড়া কদাচিৎ আমার ঘর ছেড়ে বের হই। আমার শরীর খুব ভাল নয়, আর আমার গবেষণার কাজ খুবই পরিশ্রমসাপেক্ষ। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন মিঃ হোমস, এই অদ্বিতীয় সৌভাগ্যের কথা শুনে আমি কী ভয়ংকর অথচ মনোরম ধাক্কা খেয়েছিলাম। আর একজন গারিডেব জুটলেই ব্যাপারটা পুরো হয়ে যায়, আর সে একজনকে আমরা নিশ্চয় খুঁজে পাব। আমার এক ভাই ছিল, কিন্তু সে মারা গেছে, আর কোন আত্মীয়কে দিয়ে এ কাজ হবে না। কিন্তু পৃথিবীতে আরও গারিডেব নিশ্চয়ই আছে। শুনেছি আপনি অনেক অদ্ভুত ঘটনা নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন, আর সেই জন্যই আপনার কাছে পাঠিয়েছিলাম। অবশ্য এই মার্কিন ভদ্রলোকটিও উপযুক্ত লোক, প্রথমে তার পরামর্শ নেওয়াই আমার উচিত, কিন্তু আমি যা করেছি সেটাই সব চাইতে ভাল।"

হোমস বলল, "আমি তো মনে করি আপনি বুদ্ধিমানের মত কাজই করেছেন। কিন্তু সত্যি কি আমেরিকাতে একটি সম্পত্তি লাভ করতে আপনি খুব উদ্‌গ্রীব।"

"কখনও না স্যার। কোন কিছুর জন্যই আমার এই সংগ্রহশালা ছেড়ে আমি যাব না। কিন্তু এই ভদ্রলোক আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন যে, আমাদের দাবী পূরণ হলেই তিনি আমার সব অভাব ঘুচিয়ে দেবেন। পঞ্চাশ লক্ষ ডলার নাকি আমি পাব। এই মুহূর্তে বাজারে একজন এমন নিদর্শন আছে যা হলে আমার সংগ্রহশালা সম্পূর্ণ হতে পারে, অথচ কয়েক শ' পাউণ্ডের জন্য আমি সেগুলো কিনতে পারছি না। ভাবুন তো, পঞ্চাশ লক্ষ ডলার হাতে পেলে আমি কি না করতে পারি। আরে, একটা জাতীয় সংগ্রহশালার প্রারম্ভিক সব কিছুই আমার আছে। আমিই হব এ যুগের হ্যান্স স্লোয়ান।"

চশমার আড়ালে তার চোখ দুটো জ্বলতে লাগল। পরিষ্কার বোঝা গেল, আর একজন গারিডেব নামধারীকে খুঁজে বের করতে মিঃ নাথান গারিডেব চেষ্টার ত্রুটি করবে না।

হোমস বলল, "আমি শুধু আপনার সঙ্গে পরিচিত হতেই এসেছি, আপনার কাজে বিঘ্ন ঘটবে না। যাদের সঙ্গে কারবার করব তাদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচয় করাটাই আমি পছন্দ করি। আপনি যে পরিষ্কার বিবরণটি লিখেছেন সেটা আমার পকেটেই আছে, আর এই মার্কিন ভদ্রলোকটি আমার সঙ্গে দেখা করতে গেলে তার কিছু কিছু শূন্যস্থান আমি পূর্ণও করেছি; তবু কয়েকটি প্রশ্ন করতে চাই। আমার ধারণা, এই সপ্তাহের আগে পর্যন্ত আপনি তার সম্পর্কে বিন্দু-বিসর্গও জানতেন না।"

"ঠিক। গত মঙ্গলবারেই তিনি প্রথম আসেন।"

"আমাদের আজকের সাক্ষাৎকারের কথা কি তিনি আপনাকে জানিয়েছেন?"

"হ্যাঁ, তিনি তো সোজা আমার এখানেই এসেছিলেন। তিনি তো খুব রেগে গিয়েছিলেন?"

"রাগের কারণ কি?"

"তিনি মনে করেন, তাঁর মর্যাদার প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে। কিন্তু যখন ফিরে এলেন তখন তিনি আবার বেশ হাসিখুশি হয়ে উঠলেন।"

"কোন কাজের কথা কি তিনি বলেছেন?"

"না স্যার, তা বলেন নি।"

"তিনি কি আপনার কাছ থেকে কোন রকম টাকা নিয়েছেন, বা চেয়েছেন?"

"না স্যার, কখনও না।"

"তার মনে কোন অভিসন্ধি আছে বলে কি মনে করেন?"

"না, তিনি খোলাখুলি যা বলেছেন তা ছাড়া আর কিছু নেই।"

"টেলিফোনে আমাদের সাক্ষাতের যে ব্যবস্থা হয়েছিল সে কথা তাকে বলেছিলেন কি?"

"হ্যাঁ স্যার, বলেছিলাম।"

হোমস চিন্তায় ডুব দিল। বুঝলাম, সে বিচলিত বোধ করছে।

"আপনার সংগ্রহের মধ্যে খুব দামী জিনিস কিছু আছে কি?"

"না স্যার, আমি ধনী নই। আমার সংগ্রহটা ভাল, কিন্তু দামী নয়।"

"চোরের কোন ভয় করেন না?"

"মোটেই না।"

"এই বাসায় কত দিন আছেন?"

"প্রায় পাঁচ বছর।"

দরজায় একটা জরুরী করাঘাতে হোমসের জেরা বাধা পেল। আমাদের মক্কেল গিয়ে দরজা খোলামাত্রই মার্কিন উকিলটি সবেগে উত্তেজিতভাবে ঘরে ঢুকল।

একটা খবরের কাগজ মাথার উপর ঘোরাতে ঘোরাতে সে চেঁচিয়ে বলল, "এই যে আপনারা এখানে। আমিও ভেবেছিলাম এখানেই আপনাদের পেয়ে যাব। মিঃ নাথান গারিডেব, আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন। আপনি তো এখন বড়লোক মশায়। আর মিঃ হোমস, আপনাকে শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে অকারণে আপনাদের কষ্ট দেবার জন্য আমরা দুঃখিত।"

সে কাগজখানা আমাদের মক্কেলের হাতে দিল। সেও একটা দাগ-দেওয়া বিজ্ঞাপনের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। হোমস ও আমি ঝুঁকে পড়ে তার ঘাড়ের উপর দিয়ে

বিজ্ঞাপনটা পড়লাম। তাতে এই রকম লেখা ঃ

হাওয়ার্ড গারিডেব
কৃষি যন্ত্রপাতি নির্মাতা
শস্য বাঁধাই ও শস্য কাটার যন্ত্র, বাষ্পচালিত ও হস্তচালিত লাঙল (Plows), তুরপুন, বিদে মই, চাষীদের গাড়ি, বাকবোর্ড ও অন্যান্য যন্ত্র
পাতকুয়ো তৈরীর পরামর্শদাতা
আবেদন করুন ঃ গ্রসভেনর বিল্ডিংস, অ্যাস্টন

আমাদের গৃহস্বামী ঢোক গিলে বলে উঠল, "অপূর্ব। একে নিয়ে আমরা তিনজন হলাম।"

মার্কিন ভদ্রলোক বলল, "বার্মিংহাম-এ থাকতেই আমি খোঁজ শুরু করেছিলাম ; আমার সেখানকার এজেন্টই স্থানীয় একটি সংবাদপত্র থেকে এই বিজ্ঞাপনটি পাঠিয়েছেন। এবার আমাদের তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেলতে হবে। এই লোকটিকে চিঠি লিখে দিয়েছি ; তাকে জানিয়ে দিয়েছি, আগামীকাল বিকেল চারটের সময় আপনি তার আপিসে গিয়ে দেখা করবেন।"

"আপনি আমাকে দেখা করতে বলছেন ?"

"আপনি কি বলেন মিঃ হোমস ? এটাই ভাল হবে বলে কি আপনার মনে হয় না ? আমি তো একজন ভবঘুরে আমেরিকান, আমার মুখে এই অদ্ভুত কাহিনী শুনলে তিনি বিশ্বাস করবেন কেন ? কিন্তু আপনি একজন ব্রিটিশ, একজন পরিচিত লোক, আপনার কথার গুরুত্ব দিতে সে বাধ্য। আপনি চাইলে আমিও আপনার সঙ্গে যেতে পারতাম, কিন্তু কাল আমার অনেক কাজ, নইলে আপনার কোন রকম বিপদ ঘটলে আমি সব সময় আপনার পিছনে আছি।"

"দেখুন, বেশ কয়েক বছর আমি এ ধরনের ভ্রমণ করি নি।"

"এ তো কিছুই না মিঃ গারিডেব। সব ব্যাপারটাই আমি ভেবে রেখেছি। আপনি বারোটায় রওনা হবেন আর দুটোর ঠিক পরেই সেখানে পৌঁছে যাবেন। তারপর সেই রাতেই ফিরে আসতে পারবেন। লোকটির সঙ্গে দেখা করবেন, ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলবেন এবং তার অভিত্ব সম্পর্কে একটা হলফ-নামা নেবেন। ব্যাস, আপনার কাজ হয়ে গেল।" সঙ্গে সঙ্গেই সে আবার বলল, "প্রভুই জানেন। ভাবুন তো, মধ্য আমেরিকা থেকে আমি এতখানি পথ পেরিয়ে এসেছি। আর সেই ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেলতে আপনাকে যদি মাত্র শ'খানেক মাইল যেতে হয় তো সেটা তো কিছুই না।"

"তা বটে," হোমস বলল। আমি তো মনে করি এই ভদ্রলোক যা বলছেন সেটা খুবই খাঁটি কথা।"

মিঃ নাথান গারিডেব হতাশ ভঙ্গীতে কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "ঠিক আছে, আপনি যখন বলছেন তখন যাব। আমার জীবনে যে উজ্জ্বল আশার আলো আপনি দেখিয়েছেন তারপরে আপনার অনুরোধ উপেক্ষা করা আমার পক্ষে শক্ত।"

হোমস বলল, "তাহলে ওই কথাই রইল। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাকে একটা প্রতিবেদন পাঠাবেন কিন্তু।"

মার্কিন ভদ্রলোক বলল, "সে ব্যবস্থা আমি করব।" ঘড়ি দেখে সে আরও বলল "এবার আমাকে যেতে হবে। মিঃ নাথান, কাল এসে বার্মিংহাম যাত্রার আগেই আপনার সঙ্গে দেখা করব। মিঃ হোমস কি আমার সঙ্গে যাবেন ? ঠিক আছে, তাহলে বিদায়। আগামী কাল রাতে আপনাকে সুসংবাদটি জানাতে পারব।"

মার্কিন ভদ্রলোক চলে যেতেই দেখতে পেলাম, আমার বন্ধুটির মুখের উপর থেকে দুশ্চিন্তার মেঘ সরে গেছে।

সে বলল, "মিঃ গারিডেব, আপনার সংগ্রহশালাটা ভাল করে দেখতে পারলে হত। আমার যা কাজ তাতে সব রকম জ্ঞান থাকা বড়ই দরকার, আর আপনার এই ঘরটি তো বিচিত্র জ্ঞানের একটি ভাণ্ডার।"

আমাদের মক্কেল খুশিতে ঝলমল করে উঠল। চশমার মোটা কাঁচের আড়ালে তার চোখ দুটি জ্বলতে লাগল।

সে বলল, "দেখুন স্যার, সর্বদাই শুনেছি যে আপনি খুব বুদ্ধিমান লোক। আমিই আপনাকে সব কিছু ঘুরিয়ে দেখাতে পারি, অবশ্য আপনার যদি সময় থাকে।"

"দুর্ভাগ্যবশত সেই সময়টাই নেই। কিন্তু আপনার নিদর্শনগুলিতে এমন সুন্দরভাবে পরিচয়-পত্র লাগানো আছে, আর সেগুলোর এমন ভালভাবে শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে যে আপনাকে আর কষ্ট করে বুঝিয়ে দিতে হবে না। ধরুন, আমি যদি কাল একবার আসতে পারি, তাহলে নিদর্শনগুলি দেখার ব্যাপারে আপনার কোন আপত্তি হবে না তো ?"

"কোন আপত্তি নেই। আপনি সব সময়েই স্বাগত। ঘরটা অবশ্য তালাবন্ধ থাকবে, তবে নীচের তলার মিসেস সণ্ডার্স বেলা চারটে পর্যন্ত থাকবেন এবং তার চাবির সাহায্যেই আপনি ঢুকতে পারবেন।"

"কাল বিকেলে আমারও কোন কাজ নেই। আপনি যদি মিসেস সণ্ডার্সকে একটু বলে রাখেন তাহলে বড়ই ভাল হয়। ভাল কথা, আপনার এ বাড়ির দালাল কে ?"

এই আকস্মিক প্রশ্নে আমাদের মক্কেল অবাক হয়ে গেল।

"এজওয়্যার রোডের 'হলোওয়ে অ্যাণ্ড স্টীল'। কিন্তু কেন বলুন তো ?"

"বাড়ি-ঘরের ব্যাপারে আমার কিছুটা প্রত্নতাত্ত্বিক কৌতূহল আছে। তাই ভাবছিলাম, এ বাড়িটা কুইন আন-এর আমলের, না জর্জীয় যুগের।"

"নিঃসন্দেহে জর্জীয় যুগের।"

"ঠিকই তো। আমার আগেই এটা বোঝা উচিত ছিল। এটা তো সহজেই বোঝা যায়। আচ্ছা, তাহলে চলি মিঃ গারিডেব। আপনার বার্মিংহাম যাত্রা সফল হোক এই কামনা করি।"

বাড়ির দালাল কাছেই থাকে, কিন্তু সেদিনের মত বন্ধ হয়ে গেছে। কাজেই আমরা বেকার স্ট্রীটেই ফিরে গেলাম। খাবার আগে আর হোমস এ ব্যাপারে কোন উচ্চবাচ্য করল না।

খাবার পরে নিজে থেকেই বলল, "আমাদের সামান্য সমস্যাটির সমাধান কাছিয়ে এসেছে। তুমিও নিশ্চয় মনে মনে একটা সমাধান খুঁজে পেয়েছ?"

"আমি তো এর ল্যাজা-মুড়ো কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"মুড়োটা তো যথেষ্ট পরিষ্কার, আর ল্যাজাটাও কালই দেখতে পাওয়া যাবে। ঐ বিজ্ঞাপনটার বেলায় একটা অদ্ভুত কিছু তোমার নজরে পড়ে নি?"

"বিজ্ঞাপনের 'plough' কথাটা ভুল বানানে লেখা।"

"আচ্ছা, তাহলে তোমার চোখেও পড়েছে? আরে ওয়াটসন, তোমার দেখছি ক্রমেই উন্নতি হচ্ছে। মুদ্রক যেমনটি পেয়েছে তেমনটি ছেপেছে। তারপর 'বাকবোর্ড' কথাটা। ওটাও মার্কিন শব্দ। আর পাতকুয়োটাও আমাদের চাইতে ওদেশেই বেশী প্রচলিত। বিজ্ঞাপনটা পুরোপুরি মার্কিনী ধাঁচে লেখা, অথচ এসেছে একটা ইংরেজ প্রতিষ্ঠান থেকে। এর থেকে কি বোঝা যাচ্ছে বল?"

"শুধু এইটুকু বুঝতে পারছি যে মার্কিন উকিলটি স্বয়ং বিজ্ঞাপনটি দিয়েছেন। কিন্তু তার উদ্দেশ্যটা যে কি তা তো বুঝতে পারছি না।"

"দেখ, এর নানা রকম ব্যাখ্যা হতে পারে। কিন্তু সে যাই হোক, এই বুড়ো সরল প্রত্নতত্ত্বপ্রেমিকটিকে তিনি বার্মিংহাম-এ পাঠাতে চেয়েছেন। আমি তাঁকে বলে দিতে পারতাম যে বৃথাই তিনি বুনো হাঁস তাড়াতে যাচ্ছেন, কিন্তু পরে ভাবলাম, তাকে চলে যেতে দিয়ে রঙ্গমঞ্চকে নিষ্কণ্টক করে তোলাই ভাল। আগামী কাল ওয়াটসন—আগামী কাল নিজেই সব কথা বলে দেবে।"

হোমস খুব সকালে উঠেই বেরিয়ে গেল। দুপুরে খাবার সময় যখন ফিরল তখন তার মুখ বেজায় গম্ভীর।

বলল, "যে রকমটা ভেবেছিলাম, ব্যাপারটা তার চাইতেও গুরুতর। তোমাকে কথাটা জানিয়ে দেওয়াই ভাল, যদিও আমি জানি তার ফলে বিপদে মাথা গলাবার আরও একটা কারণ তুমি পেয়ে যাবে। এতদিনে আমার ওয়াটসনকে তো আমি চিনেছি। কিন্তু বিপদ আছে, আর সেটা তোমার জানাও উচিত।"

"দুজনে মিলে বিপদকে ভাগ করে নেওয়া তো এই প্রথম নয় হোমস। আর আশা করি এটাই শেষও নয়। এবারের বিশেষ বিপদটা কিসের?"

"এবার আমরা বড় শক্ত একটা কেস-এর সম্মুখীন হয়েছি। আইন-উপদেষ্টা মিঃ জন গারিডেব-এর আসল পরিচয় আমি জেনে ফেলেছি। আসলে সে কুখ্যাত পাপী ও খুনী 'হত্যাকারী' ইভান্স ছাড়া আর কেউ নয়।"

"আমার আশংকা হচ্ছে, তোমার কথা আমার ঠিক বোধগম্য হল না।"

"আরে, মগজের মধ্যে একটা বহনযোগ্য 'নিউগেট ক্যালেণ্ডার' নিয়ে বেড়ানো তো তোমার কাজ নয়। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড-এ বন্ধু লেস্ট্রেড-এর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। কল্পনাদীপ্ত বুদ্ধির অভাব সেখানে মাঝে মাঝে প্রকট হতে পারে, কিন্তু সুশৃংখল পদ্ধতি ও পূর্ণাঙ্গ বিবরণ রক্ষার ব্যাপারে পৃথিবীতে তারা সেরা। ভেবেই গিয়েছিলাম যে তাদের রক্ষিত বিবরণ থেকেই আমাদের মার্কিন বন্ধুটির হদিশ পাব। ঠিক তাই, দেখলাম—'অপরাধী চিত্রমালা'র ভিতর থেকে তার ফোলা মুখটা আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে। ছবিটার নীচে লেখা, জেমস উইণ্টার, ওরফে মোরক্রফট্, ওরফে হত্যাকারী ইভান্স।" হোমস পকেট থেকে একখানা খাম বের করল। "তার পরিচয়-পত্র থেকে কিছু কিছু বিবরণ আমি লিখে এনেছি। বয়স ছেচল্লিশ। শিকাগোর অধিবাসী। জানা গেছে, যুদ্ধরাষ্ট্রে তিনটি লোককে গুলি করেছে। রাজনৈতিক প্রভাবের সহায়তায় কারাগার থেকে পালিয়েছে। লণ্ডনে এসেছে ১৮৯৩-তে। ১৮৯৫-র জানুয়ারিতে ওয়াটার্লু রোড-এর একটা নাইট ক্লাব-এর তাসের আড্ডায় একজনকে গুলি করে। লোকটি মারা যায়, কিন্তু প্রমাণ করা হয় যে সে-ই ওই গোলযোগের নায়ক। মৃত লোকটিকে শিকাগোর কুখ্যাত জালিয়াত ও জাল মুদ্রা তৈরীকারকরূপে সনাক্ত করা হয়। হত্যাকারী ইভান্স ১৯০১ সালে মুক্তি পায়। সেই থেকে সে পুলিশের নজরবন্দী হয়ে আছে, এবং যতদূর জানা যায়, সৎভাবেই জীবন যাপন করছে। অত্যন্ত সাংঘাতিক লোক, সাধারণতই সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ফেরে এবং দরকার হলেই সেগুলি ব্যবহার করতেও সদাপ্রস্তুত। এই হচ্ছে আমাদের চিড়িয়া ওয়াটস,—সে যে একটি খেলোয়াড় চিড়িয়া সেটা নিশ্চয় তুমিও স্বীকার করবে।"

"কিন্তু এ ক্ষেত্রে তার খেলাটা কি?"

"সেটা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হচ্ছে। বাড়ির দালালের কাছে গিয়েছিলাম। আমাদের মক্কেল ঠিকই বলেছেন; তিনি ওখানে পাঁচ বছর আছেন। তার আগে বছরখানেক বাড়িটা খালি ছিল। তারও আগে ভাড়া থাকতেন ওয়াল্ড্রন নামক একজন ভদ্রলোক। হঠাৎ তিনি উধাও হয়ে যান; তার সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় নি। লোকটি ছিল লম্বা,

মুখে দাড়ি, রং বেশ ময়লা। এখন স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড-এর মতে, প্রেস্কট নামক যে লোকটিকে হত্যাকারী ইভান্স গুলি করেছিল সেও ছিল লম্বা, মুখে দাড়ি, রং ময়লা। একটি আপাত কল্পনা হিসাবে ধরে নিতে পারি যে মার্কিন দুর্বৃত্ত প্রেস্কট ঠিক ওই ঘরটিতেই একসময় থাকত যেখানে বর্তমানে আমাদের সরল বন্ধুটি তার সংগ্রহশালা গড়ে তুলেছেন। তাহলে বুঝতে পারছ যে শেষ পর্যন্ত একটা সূত্র আমরা পেয়ে গিয়েছি!"

"কিন্তু পরবর্তী সূত্র?"

"আরে, সেখানে গিয়ে সেটাকেই তো খুঁজে বের করতে হবে।"

দেরাজ থেকে একটা রিভলবার বের করে সে আমার হাতে দিল।

"আমার কাছে রইল আমার প্রিয় অস্ত্র। আমাদের পশ্চিমী দুর্বৃত্ত বন্ধুটি যদি তার উাক-নামের উপযুক্ত কাজ করতে উদ্যত হয়, সেজন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। ওয়াটসন, দুপুরের ঘুমের জন্য তোমাকে এক ঘণ্টা সময় দিচ্ছি; মনে হচ্ছে, তারপরই আমাদের রাইডার স্ট্রীট অভিযান শুরু হয়ে যাবে।"

ঠিক চারটের সময় আমরা নাথান গারিডেব-এর সেই বিচিত্র ঘরটিতে পৌঁছে গেলাম। মিসেস সণ্ডার্স-এর চলে যাবার সময় হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু আমাদের ভিতরে ঢুকতে দিতে সে কিছুমাত্র ইতস্তত করল না, কারণ দরজায় ছিল একটা স্প্রিং-এর তালা, আর হোমস তাকে আশ্বাস দিল যে সব কিছু নিরাপদে রেখেই সে ঘর থেকে যাবে। কিছুক্ষণ পরেই সদর দরজা বন্ধ হয়ে গেল, ধনুকাকৃতি জানালার নীচ দিয়ে তার টুপিটা চলে গেল, আর আমরাও বুঝলাম যে বাড়িটার একতলায় তখন শুধু আমরা দুটি প্রাণীই রয়েছি। হোমস তাড়াতাড়ি ঘরটাকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। দেওয়াল থেকে কিছুটা সরে অন্ধকার কোণটায় একটা তাক রয়েছে। এক সময় আমরা হামাগুড়ি দিয়ে সেটার পিছনে গিয়ে লুকিয়ে পড়লাম, আর হোমস ফিস্ ফিস্ করে তার ফন্দিটা আমাকে বুঝিয়ে বলল।

"পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, আমাদের সহৃদয় বন্ধুটিকে এই ঘর থেকে বের করে দিতেই সে চেয়েছিল; আর যেহেতু তিনি কখনও বাইরে যান না, তাই সেজন্য কিছু মতলব তাকে ভাঁজতে হয়েছে। এই গারিডেব-এর ব্যাপারটা গড়ে তুলবার আপাত দৃষ্টিতে আর কোন কারণ নেই। দেখ ওয়াটসন ভাড়াটেটির অদ্ভুত নামটা তার কাজের পক্ষে কিছুটা অপ্রত্যাশিত সুযোগ দিলেও এর মধ্যে যে একটা শয়তানী বুদ্ধিমত্তার পরিচয় রয়েছে সে কথা স্বীকার করতে আমি বাধ্য। অদ্ভুত কৌশলের সঙ্গে সে ষড়যন্ত্রের জালটা বুনেছে।"

"কিন্তু সে কি চায়?"

"আরে, সেটা জানতেই তো আমাদের এখানে আসা। আমি যতদূর বুঝতে পেরেছি, আমাদের মক্কেলের সঙ্গে তার কোনই সম্পর্ক নেই। যে লোকটিকে সে খুন করেছে—সে হয় তো সব পাপ-কর্মে তার সহযোগী ছিল, আসলে ব্যাপারটা তাকে নিয়েই ঘটছে। এই ঘরের মধ্যে তাদের পাপ-কর্মের কোন প্রমাণ লুকনো আছে। অন্তত আমার তো তাই মনে হচ্ছে। প্রথমে ভেবেছিলাম, আমাদের বন্ধুটির সংগ্রহশালায় এমন কোন মূল্যবান জিনিস আছে যার প্রকৃত মূল্য সে নিজেও জানে না, আর কোন পাক্কা দুর্বৃত্তকে আকর্ষণ করবার পক্ষে সেটাই যথেষ্ট। কিন্তু কুখ্যাত রজার প্রেস্কট একসময় এই বাসাতে থাকত বলেই কারণটা আরও গভীর কিছু বলে মনে হচ্ছে। ওয়াটসন, আপাতত আমাদের ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে; দেখা যাক কোথাকার জল কোথায় গড়ায়।"

ঘড়ির ঘণ্টা বাজতে আর বেশী সময় লাগল না। সদর দরজা খোলা ও বন্ধ হওয়ার শব্দ শুনেই আমরা অন্ধকারে আরও কাছাকাছি সরে এলাম। তারপরই চাবি ঘোরাবার একটা কর্কশ ধাতব শব্দ, আর সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকল মার্কিন ভদ্রলোক। আস্তে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে কড়া নজর ফেলে চারদিক একবার দেখে নিল সব নিরাপদ আছে কি না, তারপর ওভারকোটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মাঝখানের টেবিলটার দিকে এমনভাবে এগিয়ে গেল যেন সে কি করবে বা কেমন করে করবে সবই তার নখ-দর্পণে। টেবিলটাকে এক পাশে সরিয়ে দিয়ে সেখানকার চৌকো কার্পেটটাকে ছিঁড়ে তুলে ফেলল, সেটাকে সম্পূর্ণ জড়িয়ে রেখে ভিতরের পকেট থেকে একটা সিঁদকাঠি বের করে হাঁটু ভেঙে বসে মেঝেটাকে প্রচণ্ড-ভাবে ঠুকতে লাগল। কাঠ চিঁরে ফেলবার শব্দ কানে এল; তারপরই কাঠের পাটাতনের মধ্যে একটা চৌকো ফোকর দেখা গেল। হত্যাকারী ইভান্স দেশলাই জ্বালিয়ে একটা মোমবাতি ধরাল এবং পরমুহূর্তেই আমাদের দৃষ্টিপথ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বুঝতে পারলাম, আমাদের কাজের মুহূর্তটি সমাগত। সংকেত হিসাবে হোমস আমার কব্জিতে হাত রাখল, আর আমরা চুপিচুপি সেই খোলা চোরা দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। যত সতর্ক পায়েই আমরা এগিয়ে থাকি না কেন, আমাদের পায়ের চাপে পুরানো পাটাতনে নিশ্চয় একটু শব্দ হয়েছিল, কারণ অকস্মাৎ সেই ফোকরের ভিতর দিয়ে মাথাটা বাড়িয়ে মার্কিন লোকটি উৎকণ্ঠিতভাবে চারদিকে তাকাতে লাগল। ব্যর্থ আক্রোশে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি মেলে সে আমাদের দিকে তাকাল। কিন্তু যখন দেখতে পেল দুটি পিস্তল তার মাথা লক্ষ্য করে উদ্যত, তখন ধীরে ধীরে তার মুখের ভাব নরম হয়ে এল।

পাটাতন হাতড়ে উপরে উঠতে উঠতে সে ঠাণ্ডা গলায় বলল, "ঠিক আছে, ঠিক আছে। বুঝতে পারছি মিঃ হোমস, আপনি আমার উপর একহাত নিয়েছেন। আমার মতলবটা বুঝতে পেরে আমাকে গোড়া থেকেই একেবারে দুষ্পপোষ্য বানিয়ে ছেড়েছেন। ঠিক আছে স্যার, জিনিসটা আপনার হাতেই তুলে দিচ্ছি; আপনি আমাকে হারিয়ে দিয়েছেন আর—"

মুহূর্তের মধ্যে বুকের ভিতর থেকে একটা রিভলবার বের করে সে দুটো গুলি ছুঁড়ল। মনে হল একটা দগদগে গরম লোহা যেন হঠাৎ আমার উরুতে ছ্যাঁকা দিয়ে দিল। হোমসের পিস্তলের গুলি লোকটার মাথায় লাগতেই ধপাস করে একটা শব্দ হল। দেখলাম, রক্তাক্ত মুখে লোকটি হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে, আর হোমস অস্ত্রের খোঁজে তার জামাকাপড় হাতড়াচ্ছে। তারপরই তার পেশীবহুল হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে বন্ধু আমাকে নিয়ে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিল।

"তোমার আঘাত লাগে নি তো ওয়াটসন? ঈশ্বরের দোহাই, একবার বল যে তোমার আঘাত লাগে নি।"

ঐ উদাসীন মুখোশটার আড়ালে যে গভীর বন্ধুত্ব ও ভালবাসা লুকিয়ে আছে সেটা জানবার জন্য শুধু একটা কেন, অনেক আঘাতই তো সওয়া যায়। মুহূর্তের জন্য ঐ স্বচ্ছ, কঠিন চোখ দুটি ঝাপসা হয়ে গেছে, দৃঢ় ঠোঁট দুটো কাঁপছে। জীবনে এই একটিবার মাত্র একটি মহৎ হৃদয় ও একটি মহৎ মস্তিষ্কের দর্শন আমি পেলাম। সেই আত্মপ্রকাশের মুহূর্তে আমার দীর্ঘ দিনের বিনীত অথচ একনিষ্ঠ সহযোগিতা যেন চূড়ান্ত রূপ গ্রহণ করল।

"কিছু হয় নি হোমস। একটু ছড়ে গেছে মাত্র।"

পকেট-ছুরিটা দিয়ে সে আমার ট্রাউজারটা কেটে দুই-ফালা করে ফেলল।

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সে চেঁচিয়ে বলল, "তুমি ঠিকই বলেছ। সামান্য ছড়ে গেছে।" আমাদের বন্দী তখন বিমূঢ় মুখে বসে আছে। তার দিকে তাকিয়ে হোমসের মুখটা পাথরের মত শক্ত হয়ে উঠল। "প্রভুর অশেষ কৃপা, তাই আপনি বেঁচে গেলেন। গুলিতে যদি ওয়াটসন মারা যেত তাহলে আপনিও জ্যান্ত এ ঘর থেকে বের হতে পারতেন না। এবার বলুন তো স্যার, নিজের পক্ষে আপনার কি বলার আছে?"

তার কিছুই বলার ছিল না। সে শুধু শুয়ে শুয়ে চোখ কোঁচকাতে লাগল। হোমসের হাতের উপর ভর করে আমরা দুজন খোলা ফোল্ডরটার ভিতর দিয়ে নীচেকার কুঠুরিটাতে চোখ ফেললাম। ইভান্স যে মোমবাতিটা নিয়ে সেখানে নেমেছিল তার আলোয় কুঠুরিটা আলোকিত হয়ে আছে। একগাদা মরচে ধরা যন্ত্রপাতি, গোল করে পাকানো বড় বড় কাগজের বাণ্ডিল, অনেকগুলি বোতল, এবং ছোট টেবিলে পরিচ্ছন্নভাবে সাজানো অনেকগুলি পরিষ্কার ছোট ছোট বাণ্ডিল—এই আমরা দেখতে পেলাম।

হোমস বলল, "একটা ছাপাখানা—জাল-নোট তৈরীর যন্ত্রপাতি।"

কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়িয়ে চেয়ারে বসে পড়ে আমাদের বন্দী বলল, "হ্যাঁ স্যার। লণ্ডনের সবচাইতে বড় জাল-নোট তৈরীর কারখানা। ওটা হচ্ছে প্রেস্কট-এর ছাপার যন্ত্র, আর টেবিলের উপরকার বাণ্ডিলগুলোতে আছে প্রেস্কট-এর দু'হাজার নোট; প্রত্যেকটা একশ' টাকা দামের নোট, যে কোন জায়গায় ওগুলো চলবে। এবার নিজেদের দিকটা ভাবুন মশায়রা। জিনিসগুলো নিলামে তুলছি, ডেকে নিন।"

হোমস হেসে উঠল।

"এ ধরনের কাজ আমরা করি না মিঃ ইভান্স। এদেশে আপনার পালাবার কোন পথ নেই। এই প্রেস্কটকে আপনিই গুলি করে মেরেছিলেন, তাই না?"

"হ্যাঁ স্যার, আর সেজন্য পাঁচ বছরের সাজা হয়েছিল, যদিও সেই আমাকে এ কাজে নামিয়েছিল। সাজা পেলাম পাঁচ বছর—অথচ আমার পাওয়া উচিত ছিল ঝোলের বাটির মত বড় একটা মেডেল। কোন মানুষই ব্যাংক অব ইংলণ্ড-এর নোট এবং প্রেস্কট-এর নোটের পার্থক্য ধরতে পারবে না, আর আমি যদি তাকে সরিয়ে না দিতাম, তাহলে ঐ সব নোট দিয়ে সে লন্ডনের বাজার ছেয়ে ফেলত। পৃথিবীতে একমাত্র আমিই জানি নোটগুলো সে কোথায় তৈরী করত। এর পরে আমি যদি সেই জায়গাটায় হাজির হতে চাই তাতে কি আপনি অবাক হবেন? তারপরে যখন দেখলাম একটা অদ্ভুত নামধারী এই আধ-পাগলা ছারপোকা-সন্ধানী ঠিক সেই জায়গার উপরেই বসে আছে, এবং কখনও তার ঘর থেকে বাইরে যায় না, তখন তাকে সরিয়ে দেবার জন্য আমি যদি সাধ্যমত চেষ্টা করে থাকি, তাহলে কি আপনি অবাক হবেন? হয়তো তাকে একেবারে সরিয়ে দিলেই আমি বুদ্ধিমানের কাজ করতাম। সেটা খুবই সহজেই হত, কিন্তু আমার মনটা বড় নরম; অপর পক্ষের হাতে বন্দুক না থাকলে আমি তাকে গুলি করতেই পারি না। কিন্তু আমাকে বলুন মিঃ হোমস, কী অন্যায়টা আমি করেছি? এই ছাপাখানাটা ব্যবহার করি নি। বুড়ো লোকটাকে মারি নি। কিসে আমাকে ফাঁসাবেন তাহলে?"

"একমাত্র হত্যার চেষ্টার দায়ে; অন্তত আমি তো সেই রকমই বুঝছি," হোমস বলল। "কিন্তু সেটা তো আমাদের কাজ নয়। পরবর্তী স্তরে যাদের কাজ তারাই করবে। আপাতত আপনার মত মহাশয় ব্যক্তিটিকেই আমরা

খুঁজছিলাম। ওয়াটসন, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডকে ডেকে পাঠাও। তারা এতে অবাক হবে না।"

তাহলে হত্যাকারী ইভান্স ও তার তিন গারিডেব আবিষ্কারের আশ্চর্য ঘটনার এই হল বিবরণ। পরে জেনেছিলাম, আমাদের এই বেচারি পুরনো বন্ধুটি তার ব্যর্থ স্বপ্নের আঘাতকে কাটিয়ে উঠতে পারে নি। তার তাসের প্রাসাদ যখন ভেঙে পড়ল তখন তার ধ্বংসস্তূপের নীচেই তারও সমাধি হল। ব্রিক্সটন-এর একটা নার্সিং-হোমেই তাকে সর্বশেষ দেখা গিয়েছে। প্রেসকট-এর ছাপাখানাটা যেদিন আবিষ্কৃত হল, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের পক্ষে সেটা বড়ই আনন্দের দিন, কারণ ওটার অস্তিত্বের কথা জানলেও লোকটির মৃত্যুর পরেও তারা জানত না ছাপাখানাটা কোথায় আছে। ইভান্স দেশের একটা বড় উপকার করে গেছে; বেশ কিছু কুশলী গোয়েন্দার গাঢ় নিদ্রার ব্যবস্থা করে দিয়েছে; কারণ জনসাধারণের পক্ষে বিপজ্জনক এই নোট-জালকারীটি নিজেই নিজের একমাত্র তুলনাস্থল। সে নিজে ঝোলের বাটির মত আকারের যে মেডেলটার কথা বলেছিল সেটা বানাবার জন্য স্বেচ্ছায় চাঁদা দিতে তারা সর্বদাই প্রস্তুত। কিন্তু বিচারকমণ্ডলী তার কদর বুঝল না; তার প্রতি প্রসন্নও হল না; আর হত্যাকারীটি সেই অন্ধকারের দেশেই ফিরে গেল যেখান থেকে সে সবেমাত্র বেরিয়ে এসেছিল।

থর সেতুর সমস্যা
The Problem of the Thor Bridge

চেরিং ক্রশ-এ অবস্থিত কক্স অ্যাণ্ড কো ব্যাংকের ভল্টের কোন স্থানে বহু পর্যটনে জীর্ণ ও বিধ্বস্ত একটি টিনের চিঠিপত্রের বাক্স আছে। তার ডালার উপরে আমার নাম লেখা আছে জন এইচ ওয়াটসন, এম. ডি., প্রাক্তন ভারতীয় বাহিনী। বাক্সটা কাগজপত্রে ঠাসা; তার প্রায় সবগুলি সেই সব কেস-এর বিবরণ যাতে মিঃ শার্লক হোমস বিভিন্ন সময়ে যে সব বিচিত্র সমস্যায় হাত দিয়েছে তারই দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কিছু কিছু এমন সমস্যার বিবরণও আছে যেখানে হোমস সম্পূর্ণ পরাজিত হয়েছে; কাজেই সেগুলির বর্ণনা দেওয়ার কোন অর্থ হয় না, কারণ সে সব সমস্যার কোন চূড়ান্ত মীমাংসা হয় নি বলেই সে বিবরণগুলির কোন আকর্ষণই নেই। সমস্যা আছে অথচ সমাধান নেই—তাতে অপরাধ-তত্ত্বের ছাত্রের আগ্রহ থাকতে পারে, কিন্তু সাধারণ পাঠকের তাতে বিরক্তি বোধ করারই কথা। এই সব অসমাপ্ত কাহিনীর মধ্যে আছে মিঃ জেমস কিলিমোর-এর কথা; ভদ্রলোক ছাতাটা নেবার জন্য নিজের বাড়িতে সেই যে ঢুকল, তারপর থেকে সারা পৃথিবীতে আর তার দেখা পাওয়া গেল না। ছোট জাহাজ 'এলিসিয়া'-র কাহিনীও কম উল্লেখযোগ্য নয়। বসন্তকালের এক সকালবেলা যাত্রা করে সেই যে একখণ্ড কুয়াশার মধ্যে সে হারিয়ে গেল আর সেখান থেকে বেরিয়ে এল না, বা তার সম্পর্কে ও তার আরোহীদের সম্পর্কেও কোন দিন কোন খবর এল না। উল্লেখযোগ্য তৃতীয় কাহিনীটি বিখ্যাত সাংবাদিক ও স্বৈতযোদ্ধা ইসাডোরা পারসানো-কে নিয়ে। তাকে যখন পাওয়া গেল তখন সে সামনে খোলা একটা দেশলাইয়ের বাক্সের দিকে পাগলের মত হাঁ করে তাকিয়ে ছিল। আর বাক্সটার মধ্যে ছিল এমন একটা বিশেষ ধরনের পোকা যেটা বিজ্ঞানের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। এই সব অতলান্ত ঘটনা ছাড়াও এমন কিছু ঘটনা আছে যার সঙ্গে অনেক পরিবারের গোপন কথা জড়িত থাকায় সেগুলি ছাপার অক্ষরে আত্মপ্রকাশ করলে অনেক বড় মহলে হৈ-চৈ পড়ে যাবে। এ ধরনের বিশ্বাসভঙ্গের কাজ যে চিন্তার অতীত সে কথা বলাই বাহুল্য; আর এই সব ব্যাপার নিয়ে নাড়াচাড়া করবার মত সময় ও সামর্থ্য যখন বন্ধুবরের হাতে এখন আছে তখন সেই সব দলিলপত্র এবার আলাদা করে নিয়ে নষ্ট করে ফেলাও হবে। কম-বেশী আকর্ষণীয় বাদবাকি আরও কিছু ঘটনা আছে যেগুলি এর আগেই আমি সম্পাদনা করতে পারতাম, কিন্তু যে লোকটিকে আমি অন্য সকলের চাইতে বেশী শ্রদ্ধা করি পাছে অতি-ভোজনজনিত অরুচির ফলে তার সুখ্যাতি সম্পর্কে সাধারণের মনে কোন রকম বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এই আশংকায় সেটা আমি এতদিন করি নি। কোন কোন ঘটনার সঙ্গে আমি নিজেই জড়িত ছিলাম এবং প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবেই তার বিবরণ দিতে পারি; আবার কোন কোন ক্ষেত্রে হয় আমি একেবারেই ছিলাম না, আর না হয় তো সেখানে আমার ভূমিকা এতই ছোট যে একমাত্র তৃতীয় পক্ষ হিসাবেই আমার পক্ষে তার বিবরণ দেওয়া সম্ভব। নিম্নলিখিত বিবরণটি আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই নেওয়া হয়েছে।

অক্টোবরের একটি ঝড়ো সকাল। পোশাক পরতে পরতেই দেখছিলাম, আমাদের বাড়ির পিছনকার উঠোনের একটিমাত্র প্লেন-গাছের শেষ পাতাগুলোও ঝড়ো হাওয়ায় ঝরে পড়ছিল। প্রাতরাশের জন্য নীচে নামলাম। জানতাম যে সঙ্গীটিকে মন-মরা অবস্থায়ই দেখতে পাব। কারণ সব বড় শিল্পীর মতই পরিবেশ বড় সহজেই তাকেও প্রভাবিত করে। তার পরিবর্তে দেখলাম সে প্রাতরাশ প্রায় শেষ করে ফেলেছে, তার মন-মেজাজ বেশ খুশি, আর হাল্কা মেজাজে থাকলে সাধারণত যে দুষ্টুমি তার বৈশিষ্ট্য সেটাই যেন তাকে পেয়ে বসেছে।

"কোন নতুন কেস জুটল নাকি হোমস?" আমি মন্তব্য করলাম।

সে জবাব দিল, "অনুমান শক্তিটাও দেখছি ছোঁয়াচে ওয়াটসন। তাই তো আমার মনের কথা জানবার শক্তি তুমি পেয়েছ। হ্যাঁ, একটা কেস হাতে এসেছে। একটা মাস তুচ্ছ কাজে ও কর্মহীনতায় কাটাবার পরে চাকা আবার ঘুরতে শুরু করেছে।"

"আমি কি তার ভাগ পাব না?"

"ভাগ করবার মত বিশেষ কিছু নেই; তবু ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। কিন্তু তার আগে আমাদের নতুন রাঁধুনি যে দুটি পুরো সিদ্ধ ডিম দয়া করে দিয়ে গেছে তার সদ্ব্যবহার করে নাও। 'ফ্যামিলি হেরাল্ড' পত্রিকার যে সংখ্যাটি গতকাল হল-ঘরের টেবিলে দেখেছিলাম তার সঙ্গে ডিম দুটি একেবারে সম্পর্কহীন নাও হতে পারে। সেই পত্রিকার চমৎকার প্রেমের গল্পটির সঙ্গে বেমানান হলেও ডিম সিদ্ধ করার মত তুচ্ছ ব্যাপারও মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে।"

পনেরো মিনিট পরে টেবিল পরিষ্কার হয়ে গেলে দু'জন মুখোমুখি বসলাম। সে পকেট থেকে একটা চিঠি বের করল।

"স্বর্ণ-রাজ নীল গিবসন-এর নাম শুনেছ?" সে জিজ্ঞাসা করল।

"আমেরিকান সেনেটরের কথা বলছ কি?"

"দেখ, একসময় লোকটি কোন পশ্চিমী রাষ্ট্রের সেনেটর ছিল বটে, কিন্তু তার আরও বড় পরিচয় সারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ স্বর্ণ-খনির মালিকরূপে।"

"হ্যাঁ, তার কথা আমি জানি। বেশ কিছু দিন তিনি ইংলণ্ডে আছেন। তার নাম সকলেরই পরিচিত।"

"হ্যাঁ, বছর পাঁচেক আগে হ্যাম্পশায়ার-এ তিনি বেশ কিছু সম্পত্তি কেনেন। তার স্ত্রীর শোচনীয় মৃত্যুর কথাও তুমি নিশ্চয় শুনেছ?"

"নিশ্চয়। সে কথা এখনও মনে আছে। সেই জন্যই তো নামটা এত পরিচিত। কিন্তু ঘটনার বিবরণ আমি কিছুই জানি না।"

একটা চেয়ারের উপর রাখা কিছু কাগজপত্রের দিকে হোমস হাতটা বাড়াল। "আমি জানতাম না যে কেসটা আমার কাছেই আসবে, জানলে একটা সংক্ষিপ্ত-সার তৈরী করে রাখতাম," সে বলল। "আসলে সমস্যাটা খুব চাঞ্চল্যকর হলেও একটুও শক্ত বলে মনে হয় নি। অভিযুক্ত লোকটির চিত্তাকর্ষক ব্যক্তিত্ব সাক্ষ্য-প্রমাণের স্পষ্টতাকে আবিল করে তুলতে পারে নি। কয়োনার কোর্টের জুরীদের তাই মত, আর পুলিশ কোর্টের বিচারেও সেই মতই সমর্থিত হয়েছে। মামলাটা এখন উইন্‌চেস্টার-এর দায়রা আদালতে পাঠানো হয়েছে। আমার তো ভয় হচ্ছে সবটাই পণ্ডশ্রম হবে। আমি ঘটনা খুঁজে বের করতে পারি ওয়াটসন, কিন্তু তাকে বদলাতে তো পারি না। সম্পূর্ণ নতুন ও অপ্রত্যাশিত কিছু না ঘটলে আমার মক্কেলের কোন আশা আছে বলে তো আমার মনে হয় না।"

"তোমার মক্কেল?"

"ওহো, তোমাকে তো বলতেই ভুলে গেছি। দেখ ওয়াটসন, গল্পকে উল্টো দিক থেকে বলার যে অভ্যাস তোমার আছে, দেখছি সেটা আমাকেও পেয়ে বসেছে। বরং এই চিঠিটাই আগে পড়।"

বেশ দক্ষ হাতে বড় বড় অক্ষরে লেখা যে চিঠিটা সে আমার হাতে দিল সেটা এই ঃ

ক্লারিজেস হোটেল, ৩রা অক্টোবর

প্রিয় মিঃ শার্লক হোমস,

ঈশ্বরের সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ নারীরত্ন মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়বে অথচ তাকে বাঁচাবার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হবে না—এ তো আমি চোখে দেখতে পারি না। সব কথা আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারছি না—বোঝাবার চেষ্টা করতেও পারি না, কিন্তু সন্দেহাতীতভাবে জানি যে মিস ডানবার নির্দোষ। ঘটনাগুলি তো আপনি জানেন—কেই বা না জানে? সারা দেশে তো ঐ একই কথা। অথচ তার পক্ষ নিয়ে একটি কথাও কেউ বলছে না! এই ভয়ংকর অবিচারই আমাকে পাগল করে তুলেছে। এই নারীর হৃদয় এতই কোমল যে সে একটি মাছিকেও মারতে পারে না। যা হোক, কাল এগারোটায় আমি আপনার কাছে যাব। দেখি, অন্ধকারে আপনি কোন আলো দেখাতে পারেন কি না। হয় তো আমার কাছে কোন সূত্র আছে, অথচ আমি সেটা জানি না। তবে এটা ঠিক, আমি যা কিছু জানি, আমার যা কিছু আছে, আর আমার যা সাধ্য—তাকে বাঁচাবার জন্য সব কিছু আপনার হাতে তুলে দিচ্ছি। জীবনে কখনও যদি আপনার সমস্ত শক্তিকে কাজে লাগাতে চান তো এই কেস-এ সেটা লাগান।

আপনার বিশ্বস্ত

জে. নীল গিবসন

প্রাতরাশ-পরবর্তী পাইপটার ছাই ঝেড়ে ফেলে তাতে নতুন তামাক ভরতে ভরতে শার্লক হোমস বলল, "এই হল ব্যাপার। এই ভদ্রলোকের জন্যই অপেক্ষা করছি। তার আগে গল্পটার কথা। এতগুলি খবরের কাগজ আয়ত্ত করবার মত সময় এখন তোমার হাতে নেই; কাজেই ভবিষ্যৎ কর্ম-পদ্ধতিতে তুমি যদি আগ্রহান্বিত হতে পার সে জন্য সংক্ষেপে তোমাকে গল্পটা বলছি। এই লোকটি পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ ধনী; আমি যতদূর জানি লোকটির যেমন শক্তি তেমনই সে দুর্ধর্ষ। তিনি যে স্ত্রীলোকটিকে বিয়ে করেন তিনিই এই শোচনীয় নাটকের শিকার। মহিলাটি তখন

অতিক্রান্ত যৌবন, এর বেশী কিছু তার সম্পর্কে আমি জানি না। আর দুর্ভাগ্যের কারণও এটাই, কারণ একটি মনোরমা শিক্ষয়িত্রীর উপর দুটি শিশু সন্তানের লেখাপড়ার ভার দেওয়া হয়েছিল। এই তিনজনকে নিয়েই কাহিনী, আর ঘটনাস্থল ইংলন্ডের একটি ঐতিহাসিক জমিদারির একটি মস্ত বড় পুরনো প্রাসাদ। এবার শিয়োগান্ত নাটকটির কথা। নৈশাহারের পোশাকে সজ্জিত, কাঁধে একটি শাল জড়ানো ও মাথায় রিভলবারের গুলিবিদ্ধ অবস্থায় প্রাসাদ থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে অনেক রাতে স্ত্রীটিকে পাওয়া যায়! তার আশেপাশে কোন অস্ত্র ছিল না, আর এই খুনের ব্যাপারে কোন স্থানীয় সূত্রও পাওয়া যায় নি। আশেপাশে কোন অস্ত্র ছিল না—এই কথাটা খেয়াল কর ওয়াটসন! মনে হয়, সন্ধ্যার কিছু পরে খুনটা করা হয়, আর জনৈক শিকাররক্ষক মৃতদেহটি দেখতে পায় এগারোটা নাগাদ: মৃতদেহ প্রাসাদে নিয়ে যাবার আগে পুলিশ ও একজন ডাক্তার সেই সময়ই সেটা পরীক্ষা করে। খুবই সংক্ষিপ্ত হয়ে গেল কি? বা তুমি ব্যাপারটা ভাল বুঝতে পারলে তো?"

"সবই তো পরিষ্কার। কিন্তু শিক্ষয়িত্রীটিকে সন্দেহ করছ কেন?"

"কারণ প্রথমত কতকগুলি প্রত্যক্ষ প্রমাণ রয়েছে। একটি মাত্র গুলি ছোঁড়া হয়েছে এবং রিভলবারের একটি ঘরের মাপ সেই গুলির সঙ্গে মিলে যাচ্ছে এ রকম একটি রিভলবার মহিলাটির পোশাকের ঘরের মেঝেতে পাওয়া গেছে।" তার চোখ দুটি স্থির হয়ে গেল; ভেঙে ভেঙে সে শব্দগুলি আর একবার উচ্চারণ করল, "তার—পোশাকের ঘরের—মেঝেতে—।" তারপরই সে সম্পূর্ণ চুপ করে গেল। আমিও বুঝলাম, তার মনের মধ্যে যে চিন্তার স্রোত বইতে শুরু করেছে তাতে বাধা দিলে বোকার মতই কাজ করা হবে। হঠাৎ শরীরটাকে ঝাঁকি দিয়ে সে যেন আবার কর্মব্যস্ত জীবনে ফিরে এল। "হ্যাঁ ওয়াটসন, রিভলবারটা পাওয়া গেছে। খুবই নিন্দনীয় ব্যাপার, কি বল? দুজন জুরী তাই মনে করেছিল। তারপর মহিলাটির কাছে একটি চিরকুট পাওয়া গেছে; তাতে শিক্ষয়িত্রীর স্বাক্ষর ছিল, আর ঠিক সেই জায়গাতেই তার সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থাও তাতে করা হয়েছিল। এটা কি রকম হল? শেষ কথা, খুনের উদ্দেশ্য। সেনেটর গিবসন সুদর্শন পুরুষ। তার স্ত্রীর মৃত্যু হলে এই তরুণীটি ছাড়া আর কে তার জায়গায় আসতে পারে? বিশেষত যখন ইতিমধ্যেই তরুণীটি তার নিয়োগকর্তার গভীর মনোযোগ আকর্ষণ করতে পেরেছে। ভালবাসা, সম্পদ, ক্ষমতা—সব কিছু নির্ভর করছে একটি মধ্যবয়স্ক জীবনের উপর। কুৎসিত, ওয়াটসন—খুবই কুৎসিত।"

"সত্যি তাই হোমস।"

"তরুণীটি যে তখন অন্যত্র ছিল তারও কোন প্রমাণ নেই। বরং সে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে সেই সময়ে সে দুর্ঘটনাস্থল 'থর সেতু'র কাছেই ছিল। এ কথা সে অস্বীকার করতে পারে নি, কারণ সেখান দিয়ে যাবার সময় জনৈক গ্রামবাসী তাকে সেখানে দেখেছে।"

"তাহলে তো নিষ্পত্তিই হয়ে গেল।"

"তবু ওয়াটসন—তবু। দু'পাশে খাদবাদার রেল-বসানো পাথরের একটিমাত্র চওড়া খিলানের উপর সেতুটা অবস্থিত। একটা দীর্ঘ, গভীর, নলখাগড়া সমাকীর্ণ জলাশয়ের সব চাইতে সরু অংশটার উপরে তৈরী এই সেতুটিই যাতায়াতের পথ। জলাশয়টার নাম 'থর সরোবর।" সেতুটার ঠিক মুখেই মৃত স্ত্রীলোকটি পড়ে ছিল। এই হল প্রধান ঘটনাবলী। কিন্তু আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে, তাহলে ওই তো আমাদের মক্কেল নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই এসে পড়েছেন।"

বিলি দরজা খুলে দিয়েছিল, কিন্তু যে নাম সে ঘোষণা করল সেটা একেবারেই অপ্রত্যাশিত। মিঃ মার্লো বেট্‌স্ আমাদের দুজনেরই অপরিচিত। লোকটি শুটকো, স্নায়বিক রোগগ্রস্ত এক আঁটি খড় যেন; চোখ দুটো সদাত্রস্ত, চলনে কেমন একটা সন্দিগ্ধ, মোচড়ানো ভঙ্গী—আমার ডাক্তারি চোখে সহজেই ধরা পড়ল যে লোকটি স্নায়বিক বিষণ্ণতার একেবারে তীরে এসে পৌঁচেছে।

হোমস বলল, "আপনাকে বেশ বিচলিত মনে হচ্ছে মিঃ বেট্‌স্। দয়া করে বসুন। আপনাকে কিন্তু বেশী সময় দিতে পারব না, কারণ এগারোটায় আমার আর একজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে।"

দম টানতে না পেরে লোকটি হাঁপাতে হাঁপাতে কাটা কাটা ভাবে বলল, "আমি জানি আপনার অনেক কাজ। মিঃ গিবসন আসছেন। মিঃ গিবসন আমার মনিব। আমি তার জমিদারির ম্যানেজার। মিঃ হোমস, লোকটি শয়তান—নরকের শয়তান।"

"ভাষাটা বেশী কড়া হয়ে যাচ্ছে মিঃ বেট্‌স্।"

"আমাকে কড়া হতে হচ্ছে মিঃ হোমস, কারণ হাতে সময় বড়ই অল্প। তিনি এসে আমাকে এখানে দেখতে পান সেটা আমি চাই না। তার আসার সময় হয়ে গেছে। কিন্তু অবস্থাগতিকে আরও আগে আসা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি। মনিবের সেক্রেটারি মিঃ ফার্গুসন আজ সকালেই আপনাদের সাক্ষাতের ব্যবস্থার কথা আমাকে বলেছেন।"

"অথচ আপনি তার ম্যানেজার?"

"আমি তাকে নোটিস দিয়ে দিয়েছি। দু' সপ্তাহের মধ্যেই তার অভিশপ্ত দাসত্ব থেকে আমি মুক্তি পাব। বড় কঠিন মানুষ মিঃ হোমস, সকলের প্রতিই কঠিন। যত বাইরের

দান-ধ্যান সবই ব্যক্তিগত পাপকে ঢাকা দেবার আবরণ মাত্র। নিজের স্ত্রীই তার প্রধান শিকার। তার প্রতি তিনি পশুর মত ব্যবহার করেছেন—হ্যাঁ স্যার, পশুর মত! কি ভাবে তার মৃত্যু হয়েছে আমি জানি না, কিন্তু তিনিই যে তার জীবনকে দুর্বহ করে তুলেছিলেন সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। তার স্ত্রী যে গ্রীষ্মমণ্ডলের মানুষ—জন্মসূত্রে ব্রাজিল-এর অধিবাসী, সেটা আপনি নিশ্চয়ই জানেন?"

"না; এ সংবাদটা আমার জানা ছিল না।"

"জন্মসূত্রে গ্রীষ্মমণ্ডলীয়, স্বভাবেও তাই। সূর্যের দেশের মেয়ে, তাই আবেগে উচ্ছ্বসিত। তার মত ভালবাসতে এক-মাত্র গ্রীষ্মমণ্ডলের মেয়েরাই পারে; কিন্তু তার দেহের আকর্ষণ যখন ম্লান হয়ে গেল—শুনেছি একসময় তিনি খুবই মনো-হারিণী ছিলেন—তখন আর পুরুষটিকে ধরে রাখবার মত কিছুই তার মধ্যে রইল না। আমরা সকলেই তাকে পছন্দ করতাম, তার জন্য কষ্ট পেতাম, আর তার প্রতি মনিবের দুর্ব্যবহারের জন্য তাকে ঘৃণা করতাম। কিন্তু বাইরে থেকে দেখতে লোকটি যেমন বুদ্ধিমান তেমনি ধূর্ত। শুধু এইটুকু আপনাকে বলতে চাই। তার বাইরেটা দেখে যেন ভুলবেন না। পিছনে অনেক কিছু লুকিয়ে আছে। এবার আমাকে যেতে হবে। না, না, আমাকে আটকাবেন না। তার আসার সময় হয়ে গেছে।"

সভয়ে ঘড়িটা দেখে আমাদের এই বিচিত্র অতিথিটি এক দৌড়ে দরজা পেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হোমস বলল, "বেশ! বেশ! মিঃ গিবসন এর গৃহস্থালি দেখছি বেশ মজার। কিন্তু এই সাবধান-বাণীটা খুব কাজে লাগবে। এখন সেই লোকটি আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করার নেই।"

একেবারে সঠিক সময়ে সিঁড়িতে ভারী পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম, আর সঙ্গে সঙ্গে বিখ্যাত কোটিপতি লোকটি দর্শন দিল। তার দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারলাম কেন ম্যানেজারটি ওকে ভয় করে, অপছন্দ করে, কেনই বা ব্যবসাক্ষেত্রের প্রতিদ্বন্দ্বীরা তার মাথায় আজ পর্যন্ত এত জঞ্জাল ঢেলেছে। আমি যদি ভাস্কর হতাম, আর লৌহকঠিন স্নায়ু এবং চর্মবৎ বিবেকসম্পন্ন কোন সার্থক ব্যবসায়ীর একটি আদর্শ মূর্তি গড়তে চাইতাম, তাহলে মিঃ নীল গিবসনকেই মডেল রূপে বেছে নিতাম। তার ঢ্যাঙা, চিমসে, কর্কশ মুখে তীব্র ক্ষুধা ও লোভের আভাস ফুটে উঠেছে। কোন আব্রাহাম লিংকনের মনকে যদি উচ্চ আদর্শের বদলে নীচ প্রবৃত্তির সুরে বাঁধা হয় তাহলে তার থেকে এই লোকটার চেহারার একটা ধারণা করা যেতে পারে। তার মুখটা যেন শক্ত গ্র্যানিট পাথরে খোদাই করা—কঠিন, রেখাবহুল, অনুপাতহীন; তাতে অনেক গভীর রেখা, বহু সংকটের ক্ষতচিহ্ন। দুটি ঠাণ্ডা ধূসর চোখের দৃষ্টি ঘন ভুরুর ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে তীক্ষ্ণভাবে আমাদের দুজনকে পর পর দেখতে লাগল। হোমস আমার নামটা বলাতে সে দায়সারা গোছের একটা অভিবাদন জানিয়ে প্রভুত্ব-ব্যঞ্জক ভঙ্গীতে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে আমার সঙ্গীর এত কাছে গিয়ে বসল যে তার হাড় বের-করা হাঁটু দুটো প্রায় তাকে স্পর্শ করল।

সে বলতে শুরু করল, "প্রথমেই বলে রাখতে চাই যে এই কেস-এর ব্যাপারে টাকাটা কোন কথাই নয়। সত্যের আলোয় পৌঁছতে যদি টাকায় আগুন ধরাতে হয় তো তাও আপনি ধরাতে পারেন। এই নারী নির্দোষ, আর এই নারীকে কলংকমুক্ত রাখতে হবে; আর সে কাজ আপনাকেই করতে হবে। বলুন, কত টাকা চান?"

হোমস নিরাসক্ত গলায় বলল, "আমার কাজের পারিশ্রমিক বাঁধা। একেবারে মকুব করা ছাড়া আমি তার কোন রকম হেরফের করি না।"

"ঠিক আছে, ডলারে যখন আপনার কিছু যায়-আসে না, তখন সুনামটার কথাই ভাবুন। এ রহস্য যদি উদ্ঘাটন করতে পারেন তাহলে ইংলণ্ড ও আমেরিকার প্রতিটি সংবাদ-পত্রে আপনার জয়-জয়কার পড়ে যাবে। দুই মহাদেশ আপনাকে নিয়ে মেতে উঠবে।"

"ধন্যবাদ মিঃ গিবসন, আমার নিজের জন্য জয়-জয়কারের কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। আপনি হয় তো শুনলে অবাক হবেন যে বেনামীতে কাজ করতেই আমি পছন্দ করি, আর সমস্যাটাই আমার কাছে বড় আকর্ষণ। কিন্তু বৃথাই আমরা সময় নষ্ট করছি। আসল কথায় যাওয়া যাক।"

"সংবাদপত্রের প্রতিবেদনগুলিতেই মূল ঘটনাগুলি পেয়ে যাবেন বলেই আমার ধারণা। আপনার কাজের সুবিধা হতে পারে এমন নতুন কথা কিছু জানাতে পারব বলে তো মনে হয় না। তবে আপনি যদি কিছু জানতে চান তো বলুন, আমি হাজির আছি।"

"দেখুন, একটা কথা আমার জানবার আছে।"

"সেটা কি?"

"আপনার ও মিস্ ডানবার-এর মধ্যে সম্পর্কটা ঠিক কি ধরনের?"

স্বর্ণরাজ ভীষণ চমকে চেয়ার থেকে বেশ একটু উঠে দাঁড়াল। তারপর আবার সেই নিষ্কম্প প্রশান্তি তাকে ঘিরে রাখল।

"মিঃ হোমস, এ ধরনের প্রশ্ন করবার অধিকার আপনার অবশ্যই আছে, আর হয় তো এটা করা আপনার কর্তব্যও।"

"আমার তাই মত," হোমস বলল।

"তাহলে আমি আপনাকে নিশ্চিত করে বলতে পারি যে

একজন নিয়োগকর্তার সঙ্গে একটি তরুণীর যে সম্পর্ক থাকা উচিত আমাদের সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে এবং সর্বদাই সেই রকমই ছিল। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে একত্রে ছাড়া তার সঙ্গে কখনও কথা বলি নি বা কখনও আমার দেখাও হয় নি।"

হোমস চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

বলল, "আমি কাজের মানুষ মিঃ গিবসন; অবান্তর কথাবার্তা বলার মত সময় বা রুচি কোনটাই আমার নেই। গুড মর্ণিং।"

আমাদের অতিথিও উঠে দাঁড়াল। তার নড়বড়ে দেহটা হোমসকে ছাড়িয়ে গেল। ঘন ভুরুর নীচে একটা ক্রোধ যেন ঝলকানি দিল; পাণ্ডুর গালে লাগল রঙের ছোঁয়া।

"এর অর্থ কি মিঃ হোমস? আপনি কি আমার কেসটা খারিজ করে দিলেন?"

"অন্তত আপনাকে খারিজ করে দিলাম মিঃ গিবসন। আমার কথাগুলি নিশ্চয় যথেষ্ট পরিষ্কার।"

"খুবই পরিষ্কার, কিন্তু আসল কারণটা কি? দর বাড়ানো; কেসটা হাতে নিতে ভয়, না কি? কথাটা খোলাখুলি জানবার অধিকার আমার আছে।"

"তা হয় তো আছে," হোমস বলল। "খোলাখুলি জবাবই দেব। মিথ্যা তথ্য সরবরাহের অসুবিধা ছাড়াই কেসটা বেশ জটিল।"

"তার অর্থ আমি মিথ্যা কথা বলেছি।"

"দেখুন, যতদূর ভদ্রভাবে সম্ভব আমি কথাটা বোঝাতে চেষ্টা করেছি; তবু যদি ঐ শব্দটাই আপনি শুনতে চান তো আমি প্রতিবাদ করব না।"

আমি লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম, কারণ কোটিপতিটির মুখে একটা তীব্র শয়তানী ঝিলিক দিয়ে উঠল, আর তার প্রকাণ্ড গিঁট-পাকানো থাবাটাও সে তুলে ধরেছে। হোমস কিন্তু অলসভাবে একটুখানি হেসে পাইপটা তুলে নিতে হাত বাড়াল।

"গোলমাল করবেন না মিঃ গিবসন। বুঝতে পারছি, প্রাতরাশের পরে সামান্য কথাতেই মানুষ চটে যায়। তাই বলছি, সকালের বাতাসে একটু ঘুরে বেড়ালে আর শান্ত মনে একটু ভেবে দেখলে হয় তো আপনারই ভাল হবে।"

স্বর্ণ-রাজ অনেক কষ্টে ক্রোধ দমন করল। তার প্রশংসা না করে আমি পারলাম না, কারণ প্রচণ্ড আত্ম-সংযমের দ্বারা এক মিনিটের মধ্যেই সে তার জলন্ত ক্রোধকে শান্ত ও ঘৃণায় ভরা ঔদাসীন্যে রূপান্তরিত করে ফেলল।

"ঠিক আছে, আপনার যেমন অভিরুচি। আপনার কাজ আপনি কি ভাবে করবেন সেটা আপনিই জানেন। আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তো এ কেস আপনার হাতে তুলে দিতে পারি না। আজ সকালবেলায় এই কাজটা কিন্তু ভাল করলেন না মিঃ হোমস, কারণ আপনার চাইতে অনেক শক্ত লোককেও আমি ভেঙেছি। আজ পর্যন্ত এমন একজনকেও দেখলাম না যে আমার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে।"

হোমস হেসে বলল, "আরও অনেকেই এ কথা বলেছে, আর তারপরেও আমি কিন্তু বহাল তবিয়তেই আছি। গুড-মর্ণিং মিঃ গিবসন। আপনার এখনও অনেক কিছুই জানতে বাকি আছে।"

আমাদের অতিথি সশব্দে বেরিয়ে গেল। হোমস কিন্তু স্বপ্নালু চোখদুটিকে সিলিং-এর দিকে মেলে দিয়ে অবিচলিত নৈঃশব্দের মধ্যে পাইপটা টানতে লাগল।

"তোমার কি মনে হয় ওয়াটসন?" অবশেষে হোমসই জিজ্ঞাসা করল।

"দেখ হোমস, আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে যখনই ভাবি যে এই লোকটা তার পথের যে কোন বাধাকে অপসারিত করতে পারে, যখনই মনে পড়ে যে তার পথের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং তাকে সে অপছন্দও করত, অন্তত ঐ বেটস্ লোকটি তো সেই কথাই পরিষ্কার বলে গেল, তখন তো আমার মনে হয়—"

"ঠিক। আমারও তাই মনে হয়।"

"কিন্তু শিক্ষয়িত্রীটির সঙ্গে তার সম্পর্ক কি ছিল, আর তুমি সেটা জানলেই বা কেমন করে?"

'ধাপ্পা ওয়াটসন, ধাপ্পা! তার চিঠির উচ্ছ্বসিত আবেগ, প্রথাবিরোধী লিখনভঙ্গী, আর অব্যবসায়িক সুরের কথা যখনই ভাবলাম, আর তার আত্মসংযত স্বভাব ও চেহারার সঙ্গে তার তুলনা করলাম, তখনই আমার কাছে স্পষ্ট মনে হল নিহত নারীটির পরিবর্তে অভিযুক্ত নারীটির প্রতিই তার অন্তরের টান অনেক বেশী গভীর। সত্যে পৌঁছতে হলে এই তিনটি নর-নারীর প্রকৃত সম্পর্ক আমাদের জানতেই হবে। তুমি তো দেখলে, তাকে সরাসরি আক্রমণ করায় সে কেমন অবিচলিতভাবে সেটাকে গ্রহণ করল। আসলে এ ব্যাপারে আমার মনে যথেষ্ট সন্দেহই ছিল, তবু ব্যাপারটা আমি নিশ্চিত করেই জানি এ রকম ভাব দেখিয়ে তাকে ধাপ্পা দিতেই চেষ্টা করেছিলাম।"

"সে কি ফিরে আসবে?"

"অবশ্য ফিরে আসবে। ফিরে তাকে আসতেই হবে। এ অবস্থায় সে ব্যাপারটাকে ছেড়ে যেতে পারে না। ওই তো! কে যেন ঘণ্টা বাজাল না? হ্যাঁ, তারই পায়ের শব্দ। আসুন মিঃ গিবসন, এই মাত্র ডাঃ ওয়াটসনকে বলছিলাম যে আপনার ফিরে আসার সময় হয়েছে।"

যে মন নিয়ে স্বর্ণ-রাজ ঘর থেকে চলে গিয়েছিল, এখন পুনরায় ঘরে ঢুকবার সময় সে মনের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। বিদ্বেষভরা দুটি চোখে আহত অহংকার এখনও জ্বলছে। তবু

সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে সে বুঝতে পেরেছে যে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তাকে আত্মসমর্পণ করতেই হবে।

"ব্যাপারটা আবার বিবেচনা করে দেখলাম মিঃ হোমস; তাড়াহুড়োয় আপনার কথাগুলি আমি বোধ হয় ভুল বুঝেছিলাম। ঘটনা যাই হোক না কেন তাকে ঠিক ঠিক ধরবার চেষ্টা করে আপনি যথার্থ কাজই করেছেন, আর সে জন্য আরও বড় বলেই মনে হচ্ছে। শুধু আপনাকে নিশ্চিত করে বলতে চাই যে, মিস ডানবার ও আমার মধ্যে যে সম্পর্ক তার সঙ্গে এ কেস-এর কোন যোগাযোগ নেই।"

"সেটা তো আমি স্থির করব, তাই নয় কি?"

'হ্যাঁ, তা তো বটেই। যে ডাক্তার সে তো রোগ-নির্ণয়ের আগে সবগুলো লক্ষণ জানতে চাইবেই।"

"ঠিক তাই; চমৎকার বলেছেন। আর রোগী যদি রোগের কথা কিছু গোপন করে তাহলে বুঝতে হবে রোগী কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে ডাক্তারকে ফাঁকি দিতে চাইছে।"

"তা হতে পারে; কিন্তু মিঃ হোমস, আপনি নিশ্চয় স্বীকার করবেন যে কোন নারীর সঙ্গে সম্পর্কের কথা সরাসরি জিজ্ঞাসা করলে অধিকাংশ মানুষই একটু লজ্জিত বোধ করে থাকে—বিশেষত যদি সে সম্পর্কের মধ্যে গভীরতা থাকে। আমার তো ধারণা অধিকাংশ মানুষেরই মনের কোণে এমন কিছু গোপন জায়গা থাকে যেখানে কারও অনধিকার প্রবেশকে তারা বরদাস্ত করতে পারে না। আর আপনি তো হঠাৎ সেখানেই ঢুকে পড়েছিলেন। কিন্তু আপনার সৎ উদ্দেশ্যই এ ক্ষেত্রে আপনাকে ক্ষমাহ' করে তুলেছে, কারণ তাকে বাঁচাবার জন্যই আপনি এ কাজ করেছেন। যা হোক, সব বাধা সড়িয়ে নিলাম, মনের গোপন স্থান খুলে দিলাম, যেখানে ইচ্ছা আপনার আবিষ্কারের অভিযান চালাতে পারেন। বলুন, কি চান?"

"সত্য।"

মনে মনে চিন্তার ধারাগুলিকে গুছিয়ে নেবার জন্য স্বর্ণ-রাজ একমুহূর্ত চুপ করে রইল। তার কঠিন রেখাবহুল মুখটা আরও বিষণ্ণ, আরও গম্ভীর হয়ে উঠল।

অবশেষে সে বলল, "খুব অল্প কথায় আপনাকে সব বলছি মিঃ হোমস। এমন কিছু জিনিস আছে যা বলা যেমন বেদনাদায়ক তেমনই শক্ত; কাজেই প্রয়োজনের বেশী গভীরে আমি যাব না। ব্রাজিল-এ স্বর্ণ-সন্ধানে গিয়েই আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয়। মারিয়া পিণ্টো ছিল মানাওস-এর জনৈক সরকারী কর্মচারির কন্যা। খুবই সুন্দরী। তখন আমি ছিলাম যুবক, উদ্দীপনায় ভরপুর; এখন রক্ত ঠাণ্ডা হয়েছে, দৃষ্টি বিচারশীল হয়েছে; তবু এখনও পিছন ফিরে তাকালে দেখতে পাই তার অপূর্ব বিরল রূপ। তার প্রকৃতি গভীরতায় সমৃদ্ধ, আবেগপ্রবণ, একনিষ্ঠ, গ্রীষ্মমণ্ডলীয়, ভারসাম্যহীন; যে সব মার্কিন নারীদের আমি চিনতাম তাদের চাইতে সম্পূর্ণ আলাদা। যা হোক, অল্প কথায় বলছি, আমি তাকে ভালবাসলাম, বিয়ে করলাম। কিন্তু মনের রস যখন ঝরে গেল—কয়েক বছর মাত্রই ছিল—তখন বুঝতে পারলাম যে আমাদের দুজনের প্রকৃতিতে কোন—কোন মিল নেই। ভালবাসায় ভাটা পড়ল। যদি তার ভালবাসায়ও ভাটা দেখা দিত তাহলে ব্যাপারটা সহজ হত। কিন্তু নারী-হৃদয়ের বিচিত্র গতির কথা তো আপনি জানেন! আমি যত যাই করি না কেন, কিছুতেই আমার কাছ থেকে তাকে সরাতে পারলাম না। যদি তার প্রতি কর্কশ ব্যবহার করে থাকি, অথবা যেমন অনেকে বলে থাকে যদি পশুর মত ব্যবহার করে থাকি, সেটা এই জন্যে করেছি যে, যদি তার ভালবাসাকে নষ্ট করে দিতে পারি, তাকে যদি ঘৃণায় রূপান্তরিত করতে পারি, তাহলে আমাদের দুজনের পক্ষেই ভাল হবে। কিন্তু কোন কিছুতেই তার কোন পরিবর্তন ঘটল না। বিশ বছর আগে আমাজন নদীর তীরে সে আমাকে যে ভাবে ভালবাসত, আজও ইংলণ্ডের বনে-জঙ্গলে সেই একই ভাবে সে আমাকে ভালবাসতে লাগল। আমি যাই করি না কেন, সে আগের মতই অনুরাগিণী হয়ে রইল।

"তার পরে এল মিস গ্রেস ডানবার। আমাদের বিজ্ঞাপনের জবাবে এসে সে আমাদের দুটি সন্তানের শিক্ষয়িত্রী হল। খবরের কাগজে তার ছবি হয় তো দেখেছেন। সারা জগৎ বলেছে যে সেও খুবই সুন্দরী। এখন, আমার প্রতিবেশীদের মত অত্যধিক নীতিবাদের ভনিতা করতে আমি পারি না। তাই আপনার কাছে স্বীকার করছি, এ রকম একটি নারীর সঙ্গে একই বাড়িতে বাস করে, প্রত্যহ তার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেও তার প্রতি গভীর অনুরাগ অনুভব না করে আমি পারি নি। এ জন্য কি আমাকে দোষ দেবেন মিঃ হোমস?"

"অনুভূতির জন্য আপনাকে দোষ দেব না। আমি আপনাকে দোষী করব যদি সে অনুরাগ আপনি প্রকাশ করে থাকেন, কারণ এই তরুণীটি এক অর্থে আপনার আশ্রিতা।"

এই মৃদু তিরস্কারে তার চোখে সেই পুরনো ক্রোধ মুহূর্তের জন্য ঝলসে উঠলেও কোটিপতি বলল, "তা হতে পারে। আমি যা তার চাইতে ভাল কিছু সাজতে চাই না। আমি তো মনে করি, সারা জীবন আমি যা চেয়েছি তার জন্যই হাত বাড়িয়েছি, এবং এই নারীকে ভালবাসার এবং তাকে নিজের করে পাবার চাইতে বেশী কিছু আমি কোন দিন চাই নি। তাকে সেই কথাই আমি বলেছি।"

"আচ্ছা, আপনি বলেছেন, তাই না?"

উত্তেজিত হলে হোমস দুর্ভেদ্য হয়ে উঠতে পারে।

"আমি তাকে বলেছি, সম্ভব হলে তাকে আমি বিয়ে করতাম, কিন্তু সেটা আমার আয়ত্তের বাইরে। বলেছি যে

টাকাটা কোন ব্যাপারই নয়, তাকে সুখে ও আরামে রাখতে আমার পক্ষে যা কিছু করা সম্ভব সবই করা হবে।"

মুখ সিঁটকে হোমস বলল, "খুবই উদারতা দেখছি।"

"দেখুন মিঃ হোমস, আমি এখানে এসেছি সাক্ষ্য-প্রমাণের ব্যাপারে, নীতিকথা আলোচনার জন্য নয়। আপনার সমালোচনার দরকার আমার নেই।"

হোমস কঠোর স্বরে বলল, "শুধুমাত্র সেই তরুণীটির জন্যই আপনার কেস-এ আমি হাত দিয়েছি। তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হয়েছে তার তুলনায় আপনি যা স্বীকার করলেন সেটা তো অনেক বেশী খারাপ; আপনারই বাড়িতে আশ্রিতা একটি অসহায় মেয়েকে আপনি সর্বনাশের পথে ঠেলে দিয়েছেন। আপনাদের মত ধনীদের একটা কথা শিখিয়ে দেওয়া দরকার যে সারা জগৎটাকেই ঘুষ দিয়ে আপনাদের অপরাধের সমর্থনকারীতে পরিণত করা যায় না।"

স্বর্ণ-রাজ ঠাণ্ডা মাথায় এ তিরস্কারও হজম করে নিল দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম।

"এ ব্যাপারে এখন আমারও সেই মত। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আমার পরিকল্পনাটি শেষ পর্যন্ত কার্যকরী হয় নি। আমার কথা শুনতে সে রাজী হয় নি; বরং তৎক্ষণাৎ এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে চেয়েছিল।"

"গেল না কেন?"

"দেখুন, প্রথমত, আরও অনেকে তার মুখের দিকেই চেয়ে আছে, কাজেই নিজের উপার্জনকে বিসর্জন দিয়ে তাদের সকলকে ডুবিয়ে দেওয়া খুব সহজ ব্যাপার নয়। যখন আমি কথা দিলাম—সত্যি দিয়েছিলাম—যে তার উপর আর কখনও নির্যাতন করা হবে না, তখন সে থেকে যেতে রাজী হল। কিন্তু অন্য কারণও ছিল। সে জানত আমার উপর তার অনেক প্রভাব; পৃথিবীর অন্য যে কোন প্রভাবের চাইতে সেটা অনেক বেশী শক্তিশালী। সেই প্রভাবকে সে ভাল কাজে লাগাতে চাইল।"

"কেমন করে?"

"দেখুন, আমার কাজকর্মের কিছু কিছু খবর সে রাখত। সেটা খুবই বড় মাপের মিঃ হোমস—এত বড় যে সাধারণ মানুষ তা বিশ্বাস করেই উঠতে পারে না। আমি গড়তেও পারি, ভাঙতেও পারি—সাধারণত ভাঙাটাই চলে। শুধু ব্যক্তিবিশেষ নয়। সম্প্রদায়, নগর, এমন কি একটা গোটা জাতি পর্যন্ত। ব্যবসা বড় শক্ত খেলা; সে খেলায় দুর্বলের ধ্বংস হয়। খেলাটা আমি ভালভাবেই খেলে থাকি। নিজে কখনও হাহাকার করি নি, আর অন্য কেউ হাহাকার করলেও তাতে কান দেই নি। কিন্তু এই তরুণীটি সব কিছু দেখত ভিন্ন দৃষ্টিতে। আমার মনে হয়, সেই ঠিক করত। সে বিশ্বাস করত, খোলাখুলি বলত, যে একটি মানুষের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ দশ হাজার সর্বস্বান্ত মানুষের সর্বনাশের উপর গড়ে ওঠা উচিত নয়। ব্যাপারটাকে সে এই দৃষ্টিতেই দেখত। আমার তো মনে হয়, ডলারকে ছাড়িয়ে কোন অবিনশ্বর জিনিস সে দেখতে পেত। সে বুঝতে পেরেছিল যে তার কথা আমি শুনি; তাই সে বিশ্বাস করেছিল যে আমার কাজকর্মের উপর প্রভাব বিস্তার করে সে জগতেরই সেবা করছে। তাই সে থেকে গেল—আর তারপরই এই ঘটনা।"

"এ ঘটনাটার উপর কোন রকম আলোকপাত করতে পারেন কি?"

স্বর্ণ-রাজ দু'এক মিনিট চুপ করে রইল; দুই হাতের মধ্যে মাথাটা ডুবিয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে গেল।

"তার বিরুদ্ধে অভিযোগ গুরুতর। আমি সেটা অস্বীকার করতে পারি না। নারীদের একটা অন্তর-জীবন থাকে, আর এমন কাজ তারা করতে পারে যা পুরুষের বিচার-বুদ্ধির বাইরে। প্রথমে আমি এতই হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলাম, এতই ঘাবড়ে গিয়েছিলাম যে তার ফলে এই কথাই ভেবে বসেছিলাম যে কোন না কোন অসাধারণ কারণে সে এমন পথে পা দিয়ে বসেছে যেটা তার স্বভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত। একটা ব্যাখ্যা আমার মাথায় এসেছিল। সেটাই আপনাকে বলছি মিঃ হোমস। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে আমার স্ত্রী ছিল অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ণা। এক ধরনের মনের ঈর্ষা আছে যেটা দৈহিক ঈর্ষার মতই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে পারে, এবং যদিও আমার স্ত্রী জানত যে দৈহিক ঈর্ষার কোন কারণ তার নেই—এ কথাটা সেও বুঝত বলেই আমার ধারণা—তথাপি সে এটাও জানত যে এই ইংরেজ মেয়েটি আমার মনের উপর, আমার কাজকর্মের উপর যতটা প্রভাব বিস্তার করে আছে তা সে নিজে কোন দিনই পারে নি। এ প্রভাব ছিল কল্যাণকর, কিন্তু তাতে অবস্থার কোন হেরফের হল না। ঘৃণায় সে উন্মাদ হয়ে উঠল, আর আমাজন-এর গরম রক্ত তো তার মধ্যে ছিলই। হয় তো মিঃ ডানবারকে হত্যার ষড়যন্ত্রই সে করেছিল—অথবা বলতে পারি বন্দুকের সাহায্যে ভয় দেখিয়ে তাকে বাড়ি-ছাড়া করতে চেয়েছিল। তার ফলেই হয় তো দু'জনের মধ্যে ধ্বস্তাধ্বস্তি হয়, বন্দুকের গুলি ছুটে যায় এবং নিজের বন্দুকেই সে গুলিবিদ্ধ হয়।"

হোমস বলল, "এই বিকল্প সম্ভাবনার কথা আমার মনেও হয়েছে। বস্তুত, সুচিন্তিত হত্যাকাণ্ডের এইটাই একমাত্র বিকল্প ধারণা।"

"কিন্তু সে তো এটা সম্পূর্ণ অস্বীকার করছে।"

"দেখুন, সেটাই শেষ কথা নয়—কি বলেন? এও তো হতে পারে যে ঐ রকম ভয়াবহ অবস্থায় পড়ে হতবুদ্ধিবশত স্ত্রীলোকটি রিভলবারটি হাতে নিয়েই ছুটে বাড়িতে ফিরে

যায়। অথবা এও হতে পারে যে সে কি করছে না বুঝেই রিভলবারটা জামার নীচে লুকিয়ে নিয়ে চলে যায় এবং পরে ধরা পড়ে গেলে কোন ব্যাখ্যা দেওয়া অসম্ভব বুঝতে পেরে ঘটনাটাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করে। এ রকম ধারণার বিরুদ্ধে কি আছে ?"

"আছে মিস ডানবার স্বয়ং।"

"হয় তো তাই।"

হোমস ঘড়ি দেখল। "সকালেই প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ করে আমরা নিশ্চয়ই সন্ধ্যার ট্রেনে উইনচেস্টার যাত্রা করতে পারি। তরুণীটির সঙ্গে দেখা করবার পরে আমি হয় তো এ ব্যাপারে আপনার কিছুটা কাজে লাগতে পারি, তবে আমার সিদ্ধান্ত যে আপনার আশানুরূপই হবে এমন কথা দিতে পারি না।"

সরকারী অনুমতি-পত্র যোগাড় করতে কিছু দেরী হল এবং সেদিন উইনচেস্টার পৌঁছনর পরিবর্তে আমরা হাজির হলাম মিঃ নীল গিবসন-এর হ্যাম্পশায়ার জমিদারির "থর প্লেস"-এ। সে নিজে আমাদের সঙ্গে গেল না ; আমরাই স্থানীয় পুলিশের সার্জেন্ট কোভেন্ট্রির ঠিকানা যোগাড় করে নিলাম। এ ব্যাপারে সার্জেন্ট কোভেন্ট্রিই প্রাথমিক তদন্ত করেছিল। লোকটি ঢ্যাঙা, সরু, কুৎসিতদর্শন ; চালচলনে এমন একটা রহস্যময় ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় ভাব যেন সে অনেক কিছুই জানে বা সন্দেহ করে, কিন্তু তা বলতে সাহস করে না। তার আর একটা কায়দা আছে ; একটা খুব সাধারণ খবর বলবার সময়ও হঠাৎ সে গলাটাকে এতখানি খাদে নামিয়ে নেয় যেন খুবই গুরুতর কোন তথ্য ফাঁস করতে যাচ্ছে। কিন্তু এই সব কায়দা-কানুন সত্ত্বেও অচিরেই বোঝা গেল যে লোকটি ভদ্র ও সৎ ; সে গভীর গাড্ডায় পড়েছে সে কথা স্বীকার করতে তার অহংকারে বাধল না ; আর আমাদের সহায়তাকেও স্বাগত জানাল।

বলল, "কি জানেন মিঃ হোমস, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড অপেক্ষা আপনাকেই আমার বেশী পছন্দ। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড যদি কোন কেস-এ মাথা গলায় তাহলে স্থানীয় পুলিশ সে ব্যাপারের সব কৃতিত্ব হারিয়ে বসে, আর পরাজয় ঘটলে সব দোষ তাদের ঘাড়েই চেপে বসে। আমি শুনেছি, আপনি খোলাখুলি সব কাজ করে থাকেন।"

"আমি এ ব্যাপারের মধ্যে থাকতে চাই না। সমস্যাটা যদি মিটিয়ে ফেলতে পারি, তাহলে এ প্রসঙ্গে আমার নামটারও উল্লেখ করতে আমি চাই না।" হোমসের এই কথায় আমাদের নবপরিচিত বিষণ্ণ বন্ধুটি বেশ স্বস্তি বোধ করল।

"আমাকে বলতেই হবে যে একথা আপনারই উপযুক্ত। আমি জানি, আপনার বন্ধু ডাঃ ওয়াটসনকেও বিশ্বাস করা যেতে পারে। দেখুন মিঃ হোমস, ঘটনাস্থলে যেতে যেতে একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই। আপনি ছাড়া আর কাউকে এ কথা ঘুণাক্ষরেও বলা চলে না।" চারদিকে এমনভাবে সে তাকাল যেন কথাগুলি বলতে সাহস হচ্ছে না। "আপনার কি মনে হয় না যে স্বয়ং মিঃ নীল গিবসনকেও এ ব্যাপারে সন্দেহ করা যেতে পারে ?"

"সেটাও ভেবে দেখছি।"

"মিস ডানবারকে আপনি দেখেন নি। সব দিক থেকেই চমৎকার মহিলা। মিঃ গিবসনই হয় তো তার স্ত্রীকে পথ থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। এই মার্কিন ভদ্রলোকরা এ দেশের লোকের মত নয়, তারা পিস্তল নিয়ে তৈরীই থাকে। জানেন তো, এ পিস্তলটাও তারই।"

"সেটা কি স্পষ্ট প্রমাণিত হয়েছে ?"

"হ্যাঁ স্যার। এটা তার একজোড়া পিস্তলেরই একটি।"

"জোড়ার একটি ? তাহলে অপরটি কোথায় ?"

"দেখুন, ভদ্রলোকের নানা ধরনের অনেকগুলি আগ্নেয়াস্ত্র আছে। ঠিক ঐ পিস্তলটার মত আর একটা আমরা খুঁজে পাই নি ; কিন্তু বাক্সটাতে দুটো পিস্তলের ঘর রয়েছে।"

"একটা যদি একজোড়ার একটা হয় তাহলে অপরটি অবশ্য খুঁজে পাবেন।"

"দেখুন, সে বাড়িতে সবগুলি আগ্নেয়াস্ত্রই সাজিয়ে রাখা হয়েছে ; ইচ্ছা করলেই একবার সেগুলো দেখতে পারেন "

"সে পরে হবে। আগে চলুন একসঙ্গে গিয়ে ঘটনাস্থলটা দেখি।"

সার্জেন্ট কোভেন্ট্রির ছোট বাড়ির সামনের ছোট ঘরটাতে বসেই কথা হচ্ছিল। এই ঘরটাতেই স্থানীয় থানার কাজকর্ম চলে। হাঁটা পথে আধ মাইলটাক পথ। মাঠের উপর দিয়ে জোর হাওয়া বইছে। বিবর্ণ ফার্ণ গাছের সারিতে সারাটা মাঠ সোনালী ও তামাটে রঙে ঝলমল করছে। পথটা পেরিয়ে আমরা "থর প্লেস" জমিদার-বাড়ির একটা পাশের ফটকে পৌঁছে গেলাম। একটা 'পাখির আলা'র ভিতরকার পথ ধরে খানিকটা এগিয়ে একটা খোলা জায়গায় পড়তেই পাহাড়ের চূড়ার উপর অবস্থিত অনেকখানি জায়গা জুড়ে গড়ে-ওঠা আধা টিউডর ও আধা জর্জীয় স্থাপত্য রীতিতে আধা কাঠের তৈরী বাড়িটা চোখে পড়ল। আমাদের পাশেই একটা লম্বা, নলখাগড়াসমাকীর্ণ জলাশয় ; তার মাঝখানের সরু জায়গাটায় একটা পাথরের সেতুর উপর দিয়ে গাড়ি চলবার প্রধান রাস্তাটা চলে গেছে ; তার দুই পাশেই দুটো জল-ভরা হ্রদ। আমাদের পথ-প্রদর্শক সেতুর মুখটাতে থেমে জায়গাটা দেখাল।

"ওখানেই মিসেস গিবসন-এর মৃতদেহটা পড়ে ছিল। ঐ পাথর দিয়ে আমি জায়গাটা চিহ্নিত করে রেখেছি।"

"শুনেছি মৃতদেহ সরাবার আগেই আপনি ওখানে এসে-ছিলেন ?"

"হ্যাঁ ; তারা আমাকে সঙ্গে সঙ্গে ডেকে পাঠিয়েছিল।"

"কে ডেকেছিল ?"

"মিঃ গিবসন নিজে। হৈ-চৈ শোনামাত্রই অন্য সবাইকে নিয়ে তিনি ঘটনাস্থলে ছুটে যান এবং সকলকে বলেন যে পুলিশ না আসা পর্যন্ত কিছুই সরানো চলবে না।"

"বুদ্ধিমানের মতই বলেছেন। খবরের কাগজের প্রতি-বেদন পড়ে আমি জানতে পারি যে, খুব কাছে থেকেই গুলিটা করা হয়েছিল।"

"হ্যাঁ স্যার, খুবই কাছে থেকে।"

"কপালের ডান দিকে ?"

"ঠিক তার পিছনে স্যার।"

"মৃতদেহটা কোন্ ভঙ্গীতে পড়ে ছিল ?"

"চিৎ হয়ে স্যার। বাধা দেওয়ার কোন চিহ্নই ছিল না। অন্য কোন চিহ্নও নয়। কোন অস্ত্রও নয়। মিস ডানবার-এর চিরকুটটা বাঁ হাতে চেপে ধরা ছিল।"

"চেপে ধরা ছিল বললেন না ?"

"হ্যাঁ স্যার ; আঙুলগুলো খোলাই যাচ্ছিল না।"

"এটা খুব বড় কথা। মিথ্যা সূত্র জোগাবার উদ্দেশ্যে চিরকুটটা কেউ মৃত্যুর পরে তার হাতে গুঁজে দিয়েছিল—সে সম্ভাবনাটা এতে একেবারেই বাতিল হয়ে গেল। ভাল কথা। যতদূর মনে পড়ে চিরকুটটা ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত। 'ন'টার সময় আমি থর সেতুর কাছে উপস্থিত থাকব।—জি. ডানবার।' তাই নয় কি ?"

"হ্যাঁ স্যার।"

"মিস ডানবার কি স্বীকার করেছেন যে সেটা তারই লেখা ?"

"হ্যাঁ স্যার।"

"তিনি কি বলতে চান ?"

"তার বক্তব্য দায়রা আদালতেই বলবেন। এখন কিছুই বলবেন না।"

"সমস্যাটি সত্যি খুব আকর্ষণীয়। চিঠির ভাষাটাও অস্পষ্ট, তাই নয় কি ?"

পথ-প্রদর্শক বলল, "স্যার, যদি অভয় দেন তো বলি, আমার কাছে কিন্তু পুরো কেসটার মধ্যে এটাকেই একমাত্র স্পষ্ট বিষয় বলে মনে হয়েছে।"

হোমস মাথা নাড়ল।

"যদি ধরেও নেওয়া যায় যে চিঠিটা আসল এবং সত্যি লেখা হয়েছিল, তাহলে নিশ্চয়ই সেটা বেশ কিছুক্ষণ আগে—ধরুন দু'এক ঘণ্টা আগে—তার হাতে এসেছিল। সে ক্ষেত্রে মহিলাটি তখনও চিঠিখানিকে তার বাঁ হাত দিয়ে চেপে ধরে ছিল কেন ? এত যত্ন করে সেটাকে নিয়েই বা যাবে কেন ? সাক্ষাৎকারের সময় চিঠিটার তো দরকার থাকবার কথা নয়। এটা কি বেশ উল্লেখযোগ্য মনে হচ্ছে না ?"

"তা স্যার, আপনি যে ভাবে বললেন, তাতে তো সেই রকমই মনে হয়।"

"কয়েক মিনিট চুপ করে বসে একটু ভাবতে পারলে ভাল হত।" সেতুর পাথরের আল্‌সের উপর সে বসে পড়ল। দেখলাম, তার তীক্ষ্ণ, ধূসর চোখ দুটি জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে চারদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে সে উল্টো দিকের আল্‌সের কাছে ছুটে গেল এবং পকেট থেকে লেন্সটা বের করে পাথরের উপর কি যেন পরীক্ষা করে দেখতে লাগল।

"খুবই অদ্ভুত," সে বলল।

"হ্যাঁ স্যার ; আলসের উপরে ঐ ভাঙা জায়গাটা আমরাও দেখেছি। মনে হচ্ছে, ওটা কোন পাখিকের কাজ।"

পাথরের আল্‌সেটার রং ধূসর, কিন্তু ঠিক এইখানটায় একটা ছয় পেনি আকারের জায়গাটা বেশ সাদা দেখাচ্ছে। ভাল করে পরীক্ষা করলেই বোঝা যায় যে কোন কিছু দিয়ে সজোরে আঘাত করার ফলেই পাথরটা চটে গেছে।

হোমস চিন্তান্বিতভাবে বলল, "এ কাজটা করতে বেশ শক্তির দরকার হয়েছিল।" হাতের বেতটা দিয়ে সে আল্‌সের উপর বারকয়েক আঘাত করল, কিন্তু তাতে কোন দাগই পড়ল না। "হুঁ, বেশ জোরেই আঘাত করা হয়েছিল। আর জায়গাটাও অদ্ভুত। আঘাতটা করা হয়েছিল নীচ থেকে, উপর থেকে নয়, কারণ দেখতেই পাচ্ছেন যে, আল্‌সের নীচের দিকেই চটাটা উঠেছে।"

"কিন্তু এটা তো মৃতদেহ থেকে অন্তত পনেরো ফুট দূরে।"

"হ্যাঁ, মৃতদেহ থেকে পনেরো ফুট দূরেই। হয় তো আসল ব্যাপারের সঙ্গে এর কোন যোগই নেই, তবু ঘটনাটা লক্ষ্য করবার মত। এখানে আর কিছু জানবার আছে বলে মনে হয় না। আপনিই তো বলেছেন, কোন পায়ের চিহ্ন-ও পাওয়া যায় নি ?"

"মাটিটা লোহার মত শক্ত স্যার। কোন দাগই সেখানে ছিল না।"

"তাহলে এবার আমরা যেতে পারি। প্রথমে ঐ বাড়িতে যাব। আপনি যে সব অস্ত্রশস্ত্রের কথা বললেন সেগুলো দেখব। তারপর যাব উইন্‌চেস্টার-এ কারণ আরও অগ্রসর হবার আগে আমি চাই মিস্ ডানবার-এর সঙ্গে দেখা করতে।"

মিঃ নীল গিবসন তখনও শহর থেকে ফেরেন নি ; কিন্তু স্নায়বিক রোগগ্রস্ত মিঃ বেট্‌স্‌কেই বাড়িতে পেলাম। আজ সকালে সেই তো আমাদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। দুঃসাহসিক জীবন-যাত্রার সূত্রে তার মানব বিভিন্ন আকৃতির ও

মাপের যে সব আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করে রেখেছে সেই বিপুল সংগ্রহ আমাদের দেখাতে পেরে সে যেন একটা অশুভ স্বস্তি লাভ করল।

সে বলতে লাগল, "মিঃ গিবসন-এর অনেক শত্রু আছে। যারা তাকে জানে ও তার জীন-যাত্রার খবর রাখে এ-কথা তারা ভাল করেই জানে। বিছানার পাশের টানায় একটা গুলি-ভরা রিভলবার নিয়ে তিনি ঘুমোন। বড় ভয়ংকর লোক তিনি; এমন অনেক সময় আসে যখন আমরা সকলেই তাকে দেখে ভয় পাই। মৃত মহিলাটিও যে প্রায়ই ভয় পেতেন সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত।"

"কখনও কি তার উপর দৈহিক আক্রমণ হতে দেখেছেন?"

"না, তা বলতে পারি না। কিন্তু এমন সব বাক্য কানে এসেছে যা আঘাতেরই সমতুল—এমন কি চাকর-বাকরদের সামনেও দুঃসহ ঘৃণ্য সব কথাবার্তা বলতে শুনেছি।"

স্টেশনের দিকে যেতে যেতে হোমস বলল, 'আমাদের কোটিপতির পারিবারিক জীবন খুব উজ্জ্বল নয় বলেই মনে হচ্ছে; দেখ ওয়াটসন, অনেক ঘটনা আমরা জানতে পেরেছি, কিছু নতুন তথ্যও পেয়েছি, কিন্তু এখনও আমার সিদ্ধান্ত থেকে বেশ কিছুটা দূরেই রয়ে গেছি। মানবের প্রতি মিঃ বেট্‌স্‌-এর যত বিরাগই থাকুক, তার কাছ থেকেই তো জানলাম যে যখন হৈ-চৈ শোনা গিয়েছিল তখন তিনি তার পাঠাগারেই ছিলেন। রাতের খাওয়া শেষ হয়েছিল সাড়ে আটটায়। আর তখন পর্যন্ত সব কিছুই স্বাভাবিক ছিল। এ কথা সত্য যে হৈ-চৈটা শোনা গিয়েছিল বেশ একটু দেরীতে, কিন্তু দুর্ঘটনাটা নিশ্চয় ঘটেছিল চিরকুটে উল্লেখিত সময়েই। পাঁচটা নাগাদ শহর থেকে ফিরবার পরে মিঃ গিবসন যে আবার বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন এ রকম কোন প্রমাণই পাওয়া যায় নি। অপর দিকে, যতদূর জানতে পেরেছি, মিস ডানবার নিজেই স্বীকার করেছেন যে সেতুর কাছে মিসেস গিবসন-এর সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থাটা তিনিই করেছিলেন। এর বাইরে তিনি কিছুই বলতে চান নি, কারণ তার উকিল পরামর্শ দিয়েছেন তিনি যেন আত্মপক্ষ সমর্থনের কথাগুলি এখন মুলতুবি রাখেন। সেই তরুণীটিকে আমার কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করবার আছে, এবং তার সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্যন্ত আমার মন শান্ত হবে না। আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে মাত্র একটি জিনিস ছাড়া আর সব বিচারেই এই কেস সম্পূর্ণভাবে তার বিরুদ্ধেই যাবে।"

"সেটা কি জিনিস হোমস?"

"পিস্তলটা তার পোশাকের ঘরে পাওয়া গেছে।"

"বল কি হোমস!" আমি চেঁচিয়ে বললাম, "ওটাকেই তো তার পক্ষে সব চাইতে ক্ষতিকর ঘটনা বলে আমার মনে হয়েছিল।"

"মোটেই তা নয় ওয়াটসন। ঘটনার কথা প্রথম শুনেই আমার কাছে কেমন অদ্ভুত লেগেছিল, আর এখন কেসটাকে খুব কাছে থেকে দেখে ওটাকেই আশা করবার একমাত্র ভিত্তি বলে মনে হচ্ছে। সর্বত্রই আমরা সামঞ্জস্য খুঁজি। যেখানেই তার অভাব চোখে পড়ে সেখানেই সন্দেহ দেখা দেয়।"

"ঠিক বুঝতে পারলাম না।"

"দেখ ওয়াটসন, একমুহূর্তের জন্য ধরা যাক আমরা তোমাকে এমন একটি নারী-চরিত্রে দেখছি যে ঠান্ডা মাথায় পূর্ব-পরিকল্পনা অনুসারে একজন প্রতিদ্বন্দ্বীকে সাবাড় করে দিতে চাইছে। তুমিই পরিকল্পনা করলে। একটা চিরকুট লিখলে। শিকার ধরা দিল। অস্ত্র তোমার হাতে। অপরাধটি ঘটল। বেশ কুশলী কর্মীর মতই কাজটা সারা হল। তুমি কি বলতে চাও যে, এমন সুকৌশলে কাজটা হাসিল করবার পরেও তোমার অস্ত্রটাকে নীচের নল-খাগড়ার জঙ্গলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চিরদিনের মত সেটাকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখতে ভুলে গিয়ে যত্নসহকারে সেটাকে বাড়িতে নিয়ে তোমার নিজের পোশাকের ঘরেই রেখে দেবে যেখানে সকলের আগে খানাতল্লাসী হওয়াটাই স্বাভাবিক এবং এই ভাবে নিজের সুনামকে ধ্বংস করবে? তোমার অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাও তোমাকে ফন্দিবাজ বলবে না, ওয়াটসন, তথাপি এমন একটা বাজে কাজ তুমিও যে করতে পার সেটা আমি ভাবতেও পারি না।"

"উত্তেজনা মুহূর্তে—"

"না, না ওয়াটসন, এমনটা সম্ভব হতে পারে তা আমি স্বীকার করি না। ঠান্ডা মাথায় যেখানে কোন অপরাধের ছক কাটা হয় সেখানে সে-অপরাধকে চাপা দেবার ছকটাও ঠান্ডা মাথায়ই করা হয়ে থাকে। সুতরাং আমার মনে হচ্ছে যে আমরা একটা সমূহ ভ্রান্তধারণার বশবর্তী হয়ে পড়েছি।"

"কিন্তু অনেক কিছুই তো ব্যাখ্যা করা যায় নি।"

"আমাদের ব্যাখ্যা করতেই হবে। একবার যদি তোমার দৃষ্টিকোণের পরিবর্তন ঘটে তাহলে যেটা তোমার কাছে এত-খানি ক্ষতিকর বলে মনে হয়েছিল সেটাই হয় তো সত্যের সূত্র হয়ে দেখা দেবে। যেমন ধর, এই রিভলবারটার কথা। মিস ডানবার বলেছেন তিনি এর কিছুই জানেন না। আমাদের নতুন মতবাদ অনুসারে তিনি সত্য কথাই বলেছেন। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে তার পোশাকের ঘরে ওটাকে রেখে দেওয়া হয়েছিল। কে রেখেছিল? এমন কেউ যিনি এ ঘটনার সঙ্গে তাকে জড়াতে চান। তাহলে সেই লোকটিই কি আসল অপরাধী নয়? এবার দেখ, কত সহজেই অনুসন্ধানের একটা নতুন পথ আমরা পেয়ে যাচ্ছি।"

নিয়মমাফিক কাজকর্মগুলো শেষ না হওয়ায় আমরা সে রাতটা উইন্‌চেস্টারেই কাটাতে বাধ্য হলাম। পরদিন সকালে

আসামী পক্ষের ব্যারিস্টার মিঃ জয়েস কামিংস্-এর সঙ্গে সেল-এ গিয়ে তরুণীটির সঙ্গে দেখা করলাম। যত কথা শুনেছিলাম তাতে একটি সুন্দরী নারীকে দেখতে পাব এই আশাই করেছিলাম, কিন্তু মিস ডানবারকে দেখে আমার মনের যে অবস্থা হয়েছিল তা আমি কোনদিন ভুলতে পারব না। প্রভুত্বকামী সেই কোটিপতি যে এই নারীর মধ্যে তার নিজের চাইতেও শক্তিশালী এমন কিছু দেখছিল যা তাকেও বশে এনে ইচ্ছা মত চালাতে পারত তাতে অবাক হবার কিছু নেই। তার কঠিন, সুডৌল, অথচ স্পর্শকাতর মুখের দিকে তাকালেই মনে হয় যে, কোন পাপ করে থাকলেও তার চরিত্রে এমন একটা মহত্ত্ব আছে যা তাকে সব সময়ই কল্যাণের পথে পরিচালিত করে থাকে। সে পিঙ্গলবর্ণা সুন্দরী, দীর্ঘাঙ্গী, সুগঠনা ও প্রভাবসম্পন্না; কিন্তু তার দুটি কালো চোখে ফুটে উঠেছে সেই তাড়া-খাওয়া জন্তুর অসহায়, কাতর দৃষ্টি যে বুঝতে পারছে যে তার চারদিকে জাল গুটিয়ে আসছে, অথচ তার হাত থেকে ছাড়া পাবার কোন উপায় তার জানা নেই। কিন্তু এখন আমার খ্যাতিমান বন্ধুটির উপস্থিতিতে ও তার সাহায্যের প্রত্যাশায় তরুণীটির ম্লান গালে যেন লালের ছোঁয়া লেগেছে; আমাদের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা চোখ দুটিতে আশার আলো যখন ঝিলিক দিয়ে উঠেছে।

উত্তেজিত নীচু স্বরে সে বলল, "আমাদের মধ্যে যা ঘটেছে সে বিষয়ে মিঃ নীল গিবসন হয় তো আপনাদের কিছু বলেছেন।"

হোমস জবাব দিল, "হ্যাঁ; কাহিনীর সে অংশটা আপনাকে আর কষ্ট করে বলতে হবে না। মিঃ গিবসন-এর উপর আপনার প্রভাবের কথা এবং আপনাদের দুজনের নির্দোষ সম্পর্কের কথা তিনি যা বলেছেন, আপনাকে দেখবার পরে সে সবই আমি মেনে নিচ্ছি। কিন্তু পুরো ব্যাপারটাই আদালতে তোলা হল না কেন?"

"এ রকম একটা অভিযোগ যে টিকতে পারে সেটা আমার কাছে অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়েছিল। আমি ভেবেছিলাম, অপেক্ষা করে থাকলে একটি পরিবারের আভ্যন্তরীণ জীবনের বেদনাদায়ক বিবরণের মধ্যে না গিয়েই সমস্ত ব্যাপারটার ফয়সালা হয়ে যাবে। কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি, ফয়সালা হওয়ার বদলে বরং আরও ঘোরালো হয়ে উঠেছে।"

হোমস সাগ্রহে বলে উঠল, "দেখুন, এ ব্যাপারে মনের মধ্যে কোন ভ্রান্ত ধারণা পুষে রাখবেন না। মিঃ কামিংসই আপনাকে বুঝিয়ে বলবেন যে, বর্তমানে সবগুলি তাসই আমাদের বিরুদ্ধে, এবং অভিযোগ থেকে উদ্ধার পেতে হলে আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। আপনার সামনে বড় বিপদ কিছু নেই এ কথা বললে আপনার প্রতি নিষ্ঠুর প্রতারণাই করা হবে। কাজেই সত্য উদঘাটনের কাজে যতটা সম্ভব আমাকে সাহায্য করুন।"

"কিছুই আমি লুকোব না।"

"তাহলে মিঃ গিবসন-এর স্ত্রীর সঙ্গে আপনার সত্যিকারের সম্পর্কের কথা আমাকে খুলে বলুন।"

"তিনি আমাকে ঘৃণা করতেন মিঃ হোমস। গ্রীষ্মাঞ্চলীয় স্বভাবের সমস্ত তীব্রতা দিয়েই তিনি আমাকে ঘৃণা করতেন। তার স্বভাবই এমন যে কোন কিছুই তিনি আধখানা করতে পারতেন না; স্বামীকে তিনি যে পরিমাণে ভালবাসতেন ঠিক সেই পরিমাণেই আমাকে ঘৃণা করতেন। হতে পারে যে আমাদের সম্পর্কটাকে তিনি ভুল বুঝেছেন। তার প্রতি কোন রকম অবিচার করতে আমি চাই না; কিন্তু তার দেহগত ভালবাসা এতই তীব্র যে তার স্বামীর প্রতি আমার মানসিক, এমন কি আধ্যাত্মিক বন্ধনকে তিনি বুঝতেই পারতেন না; তিনি এ সত্যও কল্পনা করতে পারতেন না যে তার স্বামীর ক্ষমতাকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করবার উদ্দেশ্য নিয়েই আমি এ বাড়িতে ছিলাম। যেখানে আমার উপস্থিতি অশান্তির কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে সেখানে আমার থাকার কোন যুক্তি থাকতে পারে না; তবু এটাও তো ঠিক যে আমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেও সে অশান্তি থেকেই যেত।"

হোমস বলল, "মিস ডানবার, এবার দয়া করে বলুন' সে দিন রাতে ঠিক কি ঘটেছিল।"

"যতটুকু আমি জানি ততটুকু সত্যই আপনাকে বলতে পারি মিঃ হোমস; কিন্তু আমি তো কিছুই প্রমাণ করতে পারব না। এমন কতকগুলি বিষয় আছে—যে বিষয়গুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ—যেগুলি আমি নিজে ব্যাখ্যা করতে পারি না, বা তার কোন ব্যাখ্যা আছে বলেও মনে করি না।"

'ঘটনাগুলি যদি আপনি বলেন তাহলে অন্য কেউ হয় তো তার ব্যাখ্যাটা খুঁজে বের করতে পারে।"

"তাহলে শুনুন। সেই রাতে থর সেতুর কাছে আমার উপস্থিতির ব্যাপারে সেদিন সকালেই মিসেস গিবসন-এর কাছ থেকে আমি একটা চিরকুট পেয়েছিলাম। স্কুল-ঘরের টেবিলের উপর সেটা ছিল; হয় তো তিনি নিজের হাতেই সেখানে রেখে গিয়েছিলেন। চিরকুটে অনুরোধ করা হয়েছিল আমি যেন নৈশাহারের পরে সেখানে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করি, তার কিছু গুরুতর কথা আমাকে বলবার আছে; আরও বলা হয়েছিল যে বাগানের সূর্য-ঘড়িটার উপরেই যেন আমার জবাবটা রেখে আসি, কারণ এ ব্যাপারে তিনি আর কাউকে বিশ্বাস করতে চান না। এ ধরনের গোপনীয়তার কোন কারণ আমি বুঝতে পারি নি; তবু সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থাটা গ্রহণ করে তার কথামতই কাজ করলাম। তিনি জানিয়েছিলেন, আমি যেন চিরকুটটা নষ্ট করে ফেলি, তাই

স্কুল-ঘরের অগ্নিকুণ্ডে ফেলেই সেটাকে পুড়িয়ে ফেলেছিলাম। তিনি স্বামীকে খুব ভয় করতেন, কারণ স্বামীটি অনেক সময়ই তার প্রতি কঠোর ব্যবহার করতেন আর সে জন্য তাকে আমি মাঝে মাঝে তিরস্কারও করেছি। আমি ভেবেছিলাম, আমাদের সাক্ষাতের কথাটা স্বামীকে জানাতে চান না বলেই তিনি এই ভাবে কাজটা করেছিলেন।"

"অথচ আপনার জবাবটাকে তিনি সযত্নে রেখে দিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ। মৃত্যুকালে সেটা তার হাতের মধ্যেই ছিল শুনে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।"

"আচ্ছা; তারপর কি হল?"

"কথামতই সেখানে গেলাম। সেতুর কাছে পৌঁছে দেখি তিনি আমার জন্যই অপেক্ষা করছেন। সেই মুহূর্ত পর্যন্তও কখনও আমি বুঝতে পারি নি যে হতভাগ্য মহিলাটি আমাকে কী পরিমাণ ঘৃণা করেন। সে যেন এক উন্মাদিনী নারী—সত্যি, আমি মনে করি যে তখন তিনি পাগল হয়ে গিয়েছিলেন; উন্মাদ লোকদের মধ্যে অন্যকে ধোঁকা দেবার যে তীব্র শক্তি জন্মে সেই শক্তি তখন তার মধ্যে জেগে উঠেছে। নইলে মনের মধ্যে আমার প্রতি এত উদ্দাম ঘৃণাকে পুষে রেখে দিনের পর দিন নিরুদ্বেগে কেমন করে তিনি আমার সঙ্গে মেলামেশা করেছেন? তার কথাগুলির পুনরাবৃত্তি আমি করব না। ভয়ংকর জ্বালাময়ী ভাষায় তিনি তার মনের সব উদ্দাম আক্রোশ আমার মাথায় ঢালতে লাগলেন। একটা কথাও আমি বলি নি—বলতে পারি নি। সে কী ভয়ংকরী মূর্তি তার। দুই হাতে কাণ ঢেকে ছুটে চলে গেলাম। তখনও সেতুর মুখে দাঁড়িয়ে তিনি তীব্র কণ্ঠে আমাকে শাপ-শাপান্ত করেই চলেছেন।"

"পরে তাকে কোথায় পাওয়া গিয়েছিল?"

"সেই জায়গাটা থেকে কয়েক গজের মধ্যে।"

"অথচ যদি ধরেই নেওয়া যায় যে আপনি চলে যাবার কিছুক্ষণ পরেই তার মৃত্যু ঘটে, তবু আপনি কোন গুলির শব্দ শুনতে পেলেন না?"

"না, আমি কিছুই শুনতে পাই নি। সত্যি কথা বলতে কি মিঃ হোমস, তার ভয়ংকর আচরণে আমি এতই উত্তেজিত ও আতংকিত হয়ে পড়েছিলাম যে একছুটে আমি নিজের ঘরের শান্ত পরিবেশে ফিরে গিয়েছিলাম; কোথায় কি ঘটল না ঘটল সেটা খেয়াল করবার মত মনের অবস্থা আমার ছিল না।"

"আপনি বলছেন আপনার ঘরে ফিরে গেলেন। পরদিন সকালের আগে কি ঘর থেকে বেরিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ; হৈ চৈ শুনে যখন জানতে পারলাম যে বেচারির মৃত্যু হয়েছে তখন অন্য সকলের সঙ্গে আমিও দৌড়ে গেলাম।"

"মিঃ গিবসনকে দেখেছিলেন কি?"

"হ্যাঁ; তিনি সবে সেতুর কাছ থেকে ফিরেছেন, তখনই আমি তাকে দেখলাম। ডাক্তার ও পুলিশকে ডাকতে তিনি লোক পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

"তাকে কি খুবই বিচলিত দেখেছিলেন?"

মিঃ গিবসন শক্তিমান, সংযত মানুষ। তিনি কখনও মনের ভাব বাইরে প্রকাশ করেন বলে আমার মনে হয় না। কিন্তু আমি তো তাকে ভাল করেই চিনি, তাই বুঝতে পারলাম যে তিনি খুবই বিচলিত বোধ করছেন।"

"এবার সব চাইতে গুরুতর বিষয়টিতে যাওয়া যাক। যে পিস্তলটা আপনার ঘরে পাওয়া গিয়েছিল; সেটা কি আগে কখনও দেখেছেন?"

"কখনও দেখি নি; শপথ করে বলছি।"

"কখন দেখলেন?"

"পরদিন সকালে পুলিশ যখন খানাতল্লাসী করছিল।"

"আপনার পোশাক-পরিচ্ছদের মধ্যে?"

"হ্যাঁ; আমার পোশাকের ঘরের মেঝেতে পোশাক-পরিচ্ছদের নীচে।"

"জিনিসটা সেখানে কতক্ষণ পড়ে ছিল কিছু বুঝতে পেরেছিলেন কি?"

"আগের দিন সকালে ওটা সেখানে ছিল না।"

"কি করে জানলেন?"

"কারণ পোশাকের ঘরটা আমি গুছিয়েছিলাম।"

"এটাই শেষ কথা। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, আপনার ঘাড়ে দোষটা চাপাবার জন্য কেউ আপনার ঘরে ঢুকে পিস্তলটা সেখানে রেখে যায়।"

"নিশ্চয় তাই।"

"সেটা কখন?"

"সেটা, একমাত্র খাবার সময়ে হতে পারে, অথবা যখন ছেলেমেয়েদের নিয়ে আমি স্কুল-ঘরে থাকি সেই সময়ে।"

"যখন চিরকুটটা পেলেন তখনও তো সেখানেই ছিলেন?"

"হ্যাঁ, তখন থেকে সারাটা সকাল।"

"ধন্যবাদ মিস ডানবার। এমন আর কিছু কি জানেন যাতে আমার তদন্তের সুবিধা হতে পারে?"

"সে রকম কিছু মনে করতে পারছি না।"

"সেতুটার পাথরের আলসের উপর কিছু ধস্তাধস্তির চিহ্ন রয়েছে—মৃতদেহটার ঠিক উল্টো দিকে একটা নতুন চটা উঠেছে। তার কারণ কি আপনি বলতে পারেন?"

"ওটা নিশ্চয়ই কোন আকস্মিক যোগাযোগের ব্যাপার।"

"আশ্চর্য মিস ডানবার, খুবই আশ্চর্য। যোগাযোগটাই বা ঠিক দুর্ঘটনার সময়ে, আর ঐ জায়গাটাতেই ঘটবে কেন?"

"কিন্তু এটা তাহলে কিসের থেকে হল? খুব বড় রকমের আঘাত ছাড়া তো এ রকমটা ঘটতে পারে না।"

হোমস কোন জবাব দিল না। তার ফ্যাকাসে, উৎসুক মুখে হঠাৎ সেই তীক্ষ্ণ, গভীর অতলে ডুব-দেওয়া ভাব ফুটে উঠল যেটাকে তার প্রতিভার চরম প্রকাশ বলেই আমি জানি। তার মনের গভীর সংঘাত তখন এতই স্পষ্ট হয়ে উঠল যে আমরা কেউ কোন কথা বলতেই সাহস করলাম না। ব্যারিস্টার, বন্দিনী ও আমি—আমরা সকলেই চুপচাপ বসে রইলাম, আর হোমস তার একাগ্র নৈঃশব্দ্যের মধ্যে ডুবে গেল। হঠাৎ তীব্র উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে কি যেন জরুরী কাজের তাগিদে সে চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠল।

চেঁচিয়ে বলল, "এস, চলে এস ওয়াটসন!"

"কি হল মিঃ হোমস?"

"আপনি কিছু মনে করবেন না মিস জানবার। মিঃ কামিংস্ পরে আপনাকে সব জানাবে। ন্যায়বান ঈশ্বরের দয়ায় এমন একটি কেস আপনাকে আমি দেব যা নিয়ে সারা ইংলণ্ডে হৈহৈ পড়ে যাবে। মিস জানবার, আগামী কালের মধ্যেই আপনি খবর পেয়ে যাবেন; ইতিমধ্যে এইটুকু জেনে আশ্বস্ত হতে পারেন যে মেঘ কেটে যাচ্ছে; আশা করছি সত্যের আলোও ফুটে বেরুবে।"

উইনচেস্টার থেকে 'থর প্রেস' অনেকটা পথ নয়, কিন্তু আমি তখন এতই ধৈর্যহারা হয়ে পড়েছিলাম যে আমার কাছে পথটা অনেকখানি মনে হচ্ছিল, আর হোমসকে দেখে মনে হচ্ছিল তার যাত্রা বুঝি অনন্তকালের; কারণ স্নায়বিক অস্থিরতার দরুন সে চুপ করে বসে থাকতে পারছিল না; গাড়ির মধ্যেই কখনও পায়চারি করছিল, আবার কখনও বা লম্বা আঙুলগুলি পাশের কুশনটাতে ঠুকে ঠুকে বাজনা বাজাচ্ছিল। যা হোক, গন্তব্যস্থানের কাছাকাছি পৌঁছতেই হঠাৎ আমার উল্টো দিকে বসে—আমরা একটা পুরো ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেণ্টই পেয়েছিলাম—আমার দুটো হাঁটুর উপর দুই হাত রেখে এমন দৃষ্টুমি-ভরা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল যেটা তার অনেক খেয়ালি মুহূর্তের একান্ত বৈশিষ্ট্য।

বলল, "ওয়াটসন, আমার মনে পড়ছে যে আমাদের এই সব অভিযানের সময় তুমি সশস্ত্র হয়েই চলাফেরা করে থাক।"

আমি যে করে থাকি সেটা তারই ভালর জন্য, কারণ যখন সে কোন সমস্যার মধ্যে ডুবে যায় তখন নিজের নিরাপত্তা সম্পর্কে তার কোন খেয়ালই থাকে না। ফলে একাধিকবার আমার রিভলবারটা দরকারের সময় তার বন্ধুর কাজই করেছে। সে কথাটা তাকে স্মরণ করিয়ে দিলাম।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, এ সব ব্যাপারে আমি একটু মন-ভোলা লোক। কিন্তু তোমার রিভলবারটা সঙ্গে আছে তো?"

আমার হিপ-পকেট থেকে ছোটখাট কিন্তু অত্যন্ত কার্যকরী অস্ত্রটা বের করে তাকে দিলাম। রিভলবারটি খুলে কার্তুজগুলো বের করে সেটাকে সে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখল।

বলল, "এটা ভারী—বেশ ভারী।"

"হ্যাঁ, একেবারে পেটা গড়ন।"

এক মিনিট কি যেন ভাবল।

তারপর বলল, "জান ওয়াটসন, মনে হচ্ছে যে রহস্যের তদন্ত আমরা করছি তার সঙ্গে তোমার রিভলবারের একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হতে চলেছে।"

"ভাই হোমস, তুমি তামাসা শুরু করলে।"

"না ওয়াটসন, গম্ভীরভাবেই কথাটা বলেছি। আমাদের সামনে একটা পরীক্ষা। পরীক্ষাটা যদি সফল হয়, তাহলেই সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে। আর সে পরীক্ষাটা নির্ভর করছে এই ছোট অস্ত্রটার হালচালের উপর। একটা কার্তুজ বের করে নিলাম। এবার বাকি পাঁচটা কার্তুজ ভরে দিয়ে সেফটিক্যাচটা আটকে দিলাম। কি হল! ওজনটা বেড়ে গেল এবং কর্মক্ষমতাও বেশী হল।"

তার মনে কি ছিল কিছুই বুঝলাম না। সে কিছু বলল না। ছোট হ্যাম্পশায়ার স্টেশনে পৌঁছন পর্যন্ত চিন্তায় ডুবে বসে রইল। স্টেশন থেকে একটা ছ্যাকরা গাড়ি নিয়ে পনেরো মিনিটের মধ্যেই আমাদের একান্ত বন্ধু সার্জেণ্টটির বাড়িতে পৌঁছে গেলাম।

"কোন সূত্র পেলেন মিঃ হোমস? কি সেটা?"

আমার বন্ধু জবাব দিল, "সেটা নির্ভর করছে ডাঃ ওয়াটসনের রিভলবারের আচরণের উপর। এই সেই অস্ত্রটি। আচ্ছা অফিসার, দশ গজ দড়ি আমাকে দিতে পারেন?"

গ্রামের দোকানেই শক্ত টোয়াইন সুতোর একটা গুলি পাওয়া গেল।

হোমস বলল, "মনে হচ্ছে এ ছাড়া আর কিছু আমাদের দরকার নেই। যদি অনুমতি করেন তো এবার যাত্রা শুরু করি। আশা করি এটাই এ যাত্রায় শেষ অধ্যায় হবে।"

সূর্য অস্ত যাচ্ছে। হ্যাম্পশায়ারের ঊর্মিমুখর জলাভূমি সেই অস্তসূর্যের আলোয় হেমন্ত-সন্ধ্যার এক অপরূপ সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। সার্জেণ্টটি আমাদের পাশে চুপচাপ বসে আছে। এমন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে সে বারে বারে তাকাচ্ছে যাতে মনে হচ্ছে যেন আমার সঙ্গীটির মানসিক সুস্থতা সম্পর্কে তার মনে গভীর সন্দেহ দেখা দিয়েছে। যতই ঘটনাস্থলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি ততই দেখতে পাচ্ছি, স্বাভাবিক শান্ত গাম্ভীর্য সত্ত্বেও বন্ধুটি ভিতরে ভিতরে ততই বেশী করে উত্তেজিত হয়ে উঠছে।

আমার একটা মন্তব্যের জবাবে সে বলল, "হ্যাঁ, এর আগেও আমাকে তুমি লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে দেখেছ ওয়াটসন। এ

সব ব্যাপারে আমার একটা অন্তর্দৃষ্টি আছে, তবু কখনও কখনও সে আমাকে ভুল পথে নিয়ে গেছে। উইনচেস্টারের জেলের কুঠুরিতে কথাটা যখন প্রথম আমার মনে ঝিলিক দিয়ে উঠেছিল তখন সেটাকে নিশ্চিত বলেই ধরে নিয়েছিলাম; কিন্তু একটা কর্মক্ষম মনের এই একটা ত্রুটি যে সে সব মন সব সময়ই একটা বিকল্প ব্যাখ্যার কথা ভাবতে পারে এবং তার ফলে আমাদের প্রথম ধারণাটা মিথ্যা প্রমাণিতও হতে পারে। কিন্তু তথাপি—তথাপি—দেখ ওয়াটসন, আমরা তো শুধু চেষ্টাই করতে পারি।"

হাঁটতে হাঁটতেই সে সুতোর কোণ শক্ত করে রিভলবারের হাতলের সঙ্গে বেঁধে নিল। ঘটনাস্থলে পৌঁছে গেলাম। ঠিক যেখানটায় মৃতদেহটা পড়ে ছিল পুলিশের সাহায্যে ঠিক সেই জায়গাটা সে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে চিহ্নিত করে নিল। তারপর বুনো লতা ও ফার্ণের জঙ্গলের মধ্যে খুঁজে পেতে একটা বড় গোছের পাথর সংগ্রহ করল। সুতোর আর একটা দিকে সেটাকে শক্ত করে বেঁধে সেটাকে সেতুর আলসের উপর দিয়ে এমনভাবে ঝুলিয়ে দিল যাতে সেটা ঠিক জলের উপরে ঝুলে থাকে। তারপর সেতুর প্রান্ত থেকে কিছুটা দূরে সেই মৃত্যুর ঘটনাস্থলে গিয়ে সে দাঁড়াল; আমার রিভলবারটা তার হাতে, আর সুতোটা একদিকে অস্ত্র ও অপর দিকে ভারী পাথরটার মধ্যে টান টান করে রাখা।

"এবার শুরু হোক!" সে চেঁচিয়ে বলল।

কথাগুলি বলেই সে পিস্তলটা মাথায় ঠেকাল, আর হাতটা দিল ছেড়ে। মুহূর্তের মধ্যে পাথরটার ভারে রিভলবারটা ছিটকে গিয়ে সশব্দে আলসেটার উপর আছড়ে পড়েই নীচের জলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হোমস পাথরের আলসের পাশে হাঁটু ভেঙে বসেই এমন খুশিতে চেঁচিয়ে উঠল যাতে বোঝা গেল যে সে যা আশা করেছিল তাই পেয়ে গেছে।

সে চেঁচিয়ে বলল, "এর চাইতে সঠিক পরীক্ষা কি কেউ কোন দিন করতে পেরেছে? তাকিয়ে দেখ ওয়াটসন, তোমার রিভলবারই সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে!" বলতে বলতে পাথরের আলসের নীচের দিকে ঠিক আগের মত আকার ও পরিমাণের আর একটি পাথরের চটা দেখিয়ে দিল।

উঠে দাঁড়িয়ে বিস্মিত সার্জেন্টের কাছে গিয়ে বলল, "আজ রাতটা আমরা সরাইখানাতেই কাটাব। আপনাকে অবশ্যই একটা আঁকশি যোগাড় করে আমার বন্ধুর রিভলবারটি উদ্ধার করে দিতে হবে। তার পাশেই আরও একটা রিভলবার, দড়ি ও ভারি পাথরও আপনি পাবেন, কারণ এই প্রতিহিংসা-পরায়ণা নারী সেগুলির সাহায্যেই নিজের অপরাধকে চাপা দিয়ে একটি নির্দোষ মানুষের ঘাড়ে হত্যার অভিযোগ চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে। মিঃ গিবসনকে জানিয়ে দেবেন যে কাল সকালে আমি তার সঙ্গে দেখা করব, আর তখনই মিস ডানবারকে বাঁচাবার ব্যবস্থাও করা হবে।"

সেদিন একটু রাত হলে গ্রামের সরাইখানায় বসে আমরা যখন ধূমপান করছিলাম তখন হোমস ঘটনার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমাকে শোনাল।

সে বলল, "ওয়াটসন, থর সেতুর রহস্যের ঘটনাটা তোমার ইতিবৃত্তে যোগ করলেও তার ফলে ইতিমধ্যেই যে সুনাম আমি অর্জন করেছি সেটা কিছু বাড়বে বলে তো আমি মনে করি না। আমার মনটা বড়ই ধীরগতি হয়ে পড়েছে, আর কল্পনা ও বাস্তবের যে সমন্বয় আমার কাজের ভিত্তিস্বরূপ তারও যথেষ্ট অভাব ঘটেছে। আমি স্বীকার করছি যে, পাথরের এই টুকরোটা দেখেই সমস্যার আসল সমাধানের সূত্রটা আমার বোঝা উচিত ছিল। আর সে কাজটা যে আমি আরও আগেই করতে পারি নি সেটা আমারই দোষ।

"এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে এই অসুখী নারীর মনটা খুবই গভীর ও সূক্ষ্ম, আর সেই জন্যই তার ষড়যন্ত্রটাকে ধরতে পারাটা খুব সহজ ব্যাপার ছিল না। বিকৃত ভালবাসা যে কী কান্ড করতে পারে তার এর চাইতে বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত তো আমাদের এতগুলি অভিযানে আর কখনও দেখেছি বলে মনে হয় না। দৈহিক ভালবাসা বা শুধুমাত্র মনের আকর্ষণ যে দিক থেকেই মিস ডানবার তার প্রতিদ্বন্দ্বী হোন না কেন এই মহিলাটির চোখে সে সমানভাবে ক্ষমার অতীত। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে তার অত্যধিক অনুরাগকে প্রতিহত করবার জন্য তার স্বামী তার প্রতি যে সব কঠোর ব্যবহার করেছেন বা নিষ্ঠুর কথা বলেছেন সে সব কিছুর জন্যই এই নির্দোষ মহিলাটিকেই তিনি দোষী সাব্যস্ত করেছেন। তার প্রথম সংকল্প ছিল নিজের জীবনের অবসান ঘটানো। তার দ্বিতীয় সংকল্প ছিল এমনভাবে সেটা ঘটাতে হবে যাতে তরুণীটিকে এমন একটা দুর্ভাগ্যের মধ্যে ঠেলে দেওয়া যাবে যা যে কোন আকস্মিক মৃত্যুর চাইতে অনেক বেশী দুঃখদায়ক।

"কাজের বিভিন্ন ধাপ বেশ পরিষ্কার বুঝতে পারছি। মনের একটা উল্লেখযোগ্য সূক্ষ্মতা তাতে ধরা পড়ছে। অত্যন্ত কৌশলের সঙ্গে মিস ডানবার-এর কাছ থেকে এমন একটি চিরকুট লিখিয়ে নেওয়া হয়েছে যাতে বেশ বোঝা যায় তিনিই হত্যাকান্ডের জায়গা বেছে নিয়েছেন। পাছে সেটা ধরা পড়ে যায় সেই ভয়ে শেষ পর্যন্ত চিরকুটটা হাতের মধ্যে ধরে রেখে তিনি একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন। শুধুমাত্র এই একটি ঘটনা থেকেই আমার মনে সন্দেহটা আরও আগেই জাগা উচিত ছিল।

"তারপর তিনি তার স্বামীর একটি রিভলবার নিলেন—

বাড়িতে যে একটি অস্ত্রাগার আছে সে তো তুমিও দেখেছ—এবং নিজের ব্যবহারের জন্য সেটাকে রেখে দিলেন। অনুরূপ আর একটি রিভলবার নিয়ে একটা গুলি খরচ করে সেটাকে সকালেই মিস ডানবার-এর পোশাকের ঘরে লুকিয়ে রেখে দিলেন। রিভলবারটা নিয়ে জঙ্গলে গিয়ে একটা গুলি ছোঁড়ায় কেউ কিছু জানতেও পারে নি। তারপরই তিনি সেতুটার কাছে চলে গেলেন। সেখানে নিজের অস্ত্রটাকে জলের নীচে লুকিয়ে ফেলবার অদ্ভুত কৌশলটা তিনি আগে থেকেই ঠিক করে রাখলেন। মিস ডানবার সেখানে হাজির হতেই তার উপরে মনের সব ঝাল ঝাড়লেন এবং তরুণীটি সেখান থেকে বেশ কিছুটা দূরে চলে যাবার পরেই এমন ভাবে তার ভয়ংকর কাজটা শেষ করলেন যাতে তিনি কোন শব্দও শুনতে পেলেন না। এবার সবগুলো যোগসূত্রকে পর পর সাজানো হল, আর শিকলটাও সম্পূর্ণ হল। সংবাদপত্র-ওয়ালারা হয় তো প্রশ্ন করবেন, প্রথমেই জলাশয়টাতে জাল ফেলে খোঁজ করা হল না কেন; কিন্তু ঘটনাটা ঘটে যাবার পরে বুদ্ধিমান সাজাটা সহজ; তাছাড়া, কি খুঁজছি বা কোথায় খুঁজব সে সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা না থাকলে নল-খাগড়ায় ভর্তি এত বড় একটা জলাশয়ে খোঁজাখুঁজি করাটাও কিছু সহজ কাজ নয়। দেখ ওয়াটসন, একটি বিশিষ্ট মহিলার এবং একটি শক্তিমান পুরুষের উপকারে আমরা লেগেছি। ভবিষ্যতে তারা দু'জন যদি একযোগে কাজ করেন—আর সেটাই স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে—তাহলে অর্থনৈতিক বিশ্ব হয়তো দেখতে পাবে যে, দুঃখের যে পাঠশালায় আমরা জীবনের শিক্ষা পেয়ে থাকি সেখান থেকে মিঃ নীল গিবসনও কিছু শিক্ষা লাভ করেছেন।"

হামাগুড়ি দেওয়া লোকটির বিচিত্র ঘটনা

The Adventure of the Creeping Man

মিঃ শার্লক হোমস আগাগোড়াই বলে এসেছে, প্রায় বিশ বছর আগে যে কুৎসিত গুজবগুলো বিশ্ববিদ্যালয়কে তোলপাড় করে তুলেছিল এবং লন্ডনের পণ্ডিত সমাজে বহু-আলোচিত হয়েছিল অন্তত তাকে দূর করবার জন্যও অধ্যাপক প্রেসবিউরির সঙ্গে জড়িত বিশেষ ঘটনাগুলি প্রকাশ করে দেওয়া আমার কর্তব্য। অবশ্য তার পথে কিছু বাধা ছিল, এবং যে টিনের বাক্সটাতে আমার বন্ধুর নানা অভিযানের বিবরণ তুলে রাখা আছে, সেই অদ্ভুত কেস-এর প্রকৃত ইতিহাসও তার মধ্যেই চাপা পড়ে ছিল। গোয়েন্দা-কর্ম থেকে অবসর গ্রহণের আগে সর্বশেষ যে কয়টি কেস হোমস হাতে নিয়েছিল তারই একটি সাধারণের কাছে প্রকাশের অনুমতি শেষ পর্যন্ত আমরা পেয়ে গেছি। তৎসত্ত্বেও সব ব্যাপারটা জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতে হলে কিছুটা সংযম ও বিবেচনা অবশ্য রক্ষা করে চলতে হবে।

১৯০৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ার দিকের এক রবিবারের সন্ধ্যায় হোমসের একটি সংক্ষিপ্ত বার্তা পেলাম: "সুবিধে হলে এখনই চলে এস—অসুবিধে হলেও চলে এস। —এস, এইচ।" সে সময়ে তার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা ছিল একটু অদ্ভুত ধরনের। সে ছিল সংকীর্ণ ও একনিষ্ঠ স্বভাবের মানুষ; আর আমিও যেন তার অন্যতম স্বভাবেই পরিণত হয়েছিলাম। আমি যেন তার বেহালা, কড়া তামাক, পুরনো কালো পাইপ, ঘটনাপঞ্জী ও অন্যান্য টুকিটাকি জিনিসেরই একটি। যখন কোন কাজে সক্রিয় ভূমিকা নেবার দরকার হত, এবং এমন একজন সহকর্মীর দরকার হত যার ক্ষমতার উপর সে কিছুটা নির্ভর করতে পারে তখনই আমার ডাক পড়ত। এ ছাড়াও আমাকে তার অন্য দরকারও ছিল। আমি ছিলাম তার মনের শান-পাথর। আমি তাকে উত্তেজিত করতাম। আমি কাছে থাকলে সে সরব চিন্তা করতে ভালবাসত। কথাগুলি সে যে আমাকেই বলত এমন নয়—অনেক কথাই সে তার খাটটাকেও বলতে পারত—তবু তার এমন একটা অভ্যাস গড়ে উঠেছিল যে আমি কথাগুলি লিখে রাখলে এবং মাঝে মাঝে প্রশ্ন করলে তার সুবিধা হত। আমার মনের স্বাভাবিক ধীরগতির জন্য যদি তাকে বিরক্ত করতাম, তবু সেই বিরক্তির ফলেই তার অন্তর্দৃষ্টি ও ধারণার বহ্নি-দীপ্তি তীক্ষ্ণতর ও দ্রুততর হয়ে ঝলসে উঠত। আমাদের বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে এটাই ছিল আমার যৎসামান্য ভূমিকা।

বেকার স্ট্রীটে পৌঁছে দেখলাম সে হাঁটু ভেঙে তার হাতল-চেয়ারে গুড়ি মেরে বসে আছে; মুখে পাইপ আর ভুরু চিন্তায় কুঞ্চিত। স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, কোন জটিল সমস্যার কাঁটা-পথে সে হাঁটছে। হাতটা নেড়ে আমাকে একটা পুরনো হাতল-চেয়ার দেখিয়ে দেওয়া ছাড়া আধ ঘন্টার মধ্যে তার মধ্যে এমন আর কোন লক্ষণ দেখতে পেলাম না যাতে বোঝা যায় যে আমার আগমন সম্পর্কে সে সচেতন। তারপর হঠাৎ যেন দিবাস্বপ্ন থেকে চমকে জেগে উঠে তার স্বভাবসিদ্ধ খেয়ালি হাসি হেসে আমারই একদার বাসভবনে আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাল।

বলল, "ভাই ওয়াটসন, আমার এই অন্যমনস্কতাকে ক্ষমা কর। গত চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে অনেকগুলি অদ্ভুত ঘটনা আমার হাতে এসেছে এবং তার ফলে সাধারণভাবে কিছু জল্পনা-কল্পনার সৃষ্টি হয়েছে। গোয়েন্দার কাজে কুকুরের ভূমিকা সম্পর্কে একখানি পুস্তিকা রচনার কথা আমি গভীর-ভাবে ভাবতে শুরু করেছি।"

আমি বললাম, "কিন্তু সে কাজ তো অনেক আগেই করা হয়েছে। রক্ত-শিকারী কুকুর—গন্ধ-শিকারী কুকুর—"

"না, না ওয়াটসন; ও সবের কথা বলছি না। আরও একটা সূক্ষ্ম দিক আছে। তোমার হয় তো মনে আছে, 'কপার-বীচেস'-এর সঙ্গে জড়িত কেসটাতে একটি শিশু-মনকে পর্যবেক্ষণ করেই তার অতি পরিপাটি ও শ্রদ্ধেয় পিতার পাশ-স্বভাবকে আমি অনুমান করতে পেরেছিলাম।"

"হ্যাঁ, খুব মনে আছে।"

'কুকুর সম্পর্কে আমার চিন্তার ধারাটাও অনুরূপ। একটা কুকুরের মধ্যে সেই পরিবারের জীবনযাত্রা প্রতিফলিত হয়ে থাকে। বিষণ্ণ পরিবারে একটি ফূর্তিবাজ কুকুর, অথবা সুখী পরিবারে একটি বিষণ্ণ কুকুর কে কবে দেখেছে? যে-সব মানুষ ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ করে তাদের কুকুরও ঘেউ-ঘেউ করে; বিপজ্জনক লোকের কুকুরও হয় বিপজ্জনক। তাদের পরিবর্তনশীল মনোভাবের মধ্যে হয় তো মনিবদের পরিবর্তনশীল মনোভাবেরই ছায়া পড়ে।"

আমি মাথা নেড়ে বললাম, "এটা কিন্তু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে হোমস।"

আমার কথায় কান না দিয়ে সে তার পাইপে নতুন করে তামাক ভরে নিজের আসনে গিয়ে বসল।

"আমি যা বললাম তার বাস্তব প্রয়োগ বর্তমানে তদন্তাধীন সমস্যাটার সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। কি জান, গিঁটটা খুবই শক্ত; তাই আমি সুতোর খোলা দিকটা খুঁজছি। সুতোর একটা দিক হয় তো এই প্রশ্নের মধ্যেই আছে: অধ্যাপক প্রেসবিউরি-র বিশ্বস্ত আধা-নেকড়ে কুকুর রয় তাকেই কামড়াতে চেষ্টা করে কেন?"

হতাশ হয়ে আমি চেয়ারে হেলান দিলাম। এই তুচ্ছ কথা শোনাবার জন্যই কি সে আমাকে সব কাজ ফেলে এখানে আসতে বলেছে? হোমস আড়চোখে আমার দিকে তাকাল।

"সেই একই পুরনো ওয়াটসন!" সে বলল। একটা কথা তুমি কিছুতেই শিখতে পারলে না যে খুব বড় বড় সমস্যাও তুচ্ছ জিনিসের উপর নির্ভর করতে পারে। কিন্তু এটা কি আপাতদৃষ্টিতে বিস্ময়কর মনে হয় না যে এ রকম একজন ধীর, স্থির, বয়স্ক অধ্যাপক—ক্যামফোর্ড-এর বিখ্যাত শারীরতত্ত্ববিদ প্রেসবিউরির নাম তুমি অবশ্যই শুনেছ—এ রকম একজন লোক ঐ বিশ্বস্ত আধা-নেকড়ে কুকুরটাই ছিল যার বন্ধুর মত, কেন তিনি দু' দু'বার সেই কুকুরের দ্বারাই আক্রান্ত হলেন? এ বিষয়ে তোমার কি বলার আছে?"

"কুকুরটা অসুস্থ।"

"হ্যাঁ, সে কথাটাও ভেবে দেখতে হবে। কিন্তু সে অন্য কাউকে আক্রমণ করে না, বা কতকগুলি বিশেষ অবস্থা ছাড়া তার মনিবকেও সব সময়ই তারা করে না। অদ্ভুত ওয়াটসন, খুবই অদ্ভুত। কিন্তু ওটা যদি তার ঘণ্টাধ্বনি হয়ে থাকে তাহলে তো যুবক মিঃ বেনেট কিছুটা আগেই এসে পড়েছেন। আমি আশা করেছিলাম, তিনি আসবার আগেই তোমার সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করে নেব।"

দরজায় দ্রুত পায়ের শব্দ, দরজায় সজোরে টোকা, আর তার পরেই আমাদের নতুন মক্কেলের প্রবেশ। লম্বা সুদর্শন যুবক, ত্রিশের মত বয়স, বেশবাস সুন্দর ও রুচিপূর্ণ; কিন্তু চাল-চলনে বাস্তব জগতের আত্ম-সচেতন মানুষের চাইতে ছাত্রসুলভ লাজুকতার প্রকাশই বেশী। হোমসের সঙ্গে করমর্দন করে সে কিছুটা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল।

বলল, "ব্যাপারটা একটু গোপনীয় মিঃ হোমস। ব্যক্তিগত-ভাবে এবং প্রকাশ্যে অধ্যাপক প্রেসবিউরির সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথাটা ভেবে দেখুন। তৃতীয় কোন লোকের সামনে কথা বলাটা আমার পক্ষে উচিত হবে না।"

"কোন ভয় নেই মিঃ বেনেট। ডাঃ ওয়াটসন অত্যন্ত সুবিবেচক; আর এ ব্যাপারে আমার একজন সহকারীর প্রয়োজন অবশ্যই হবে।"

"আপনার যেমন ইচ্ছা মিঃ হোমস। এ ব্যাপারে আমার যে কিছুটা গোপনীয়তা রক্ষা করবার আছে, আশা করি সেটা আপনি বুঝতে পারছেন।"

"ওয়াটসন, ভাল করে জেনে রাখ যে, এই ভদ্রলোক মিঃ ট্রেভর বেনেট হচ্ছেন সেই মহান বিজ্ঞানীর সহকারী, একই বাড়িতে থাকেন, এবং তার একমাত্র কন্যার সঙ্গে ইনি বাগদত্ত। এ বিষয়ে নিশ্চয়ই আমরা একমত হব যে এর বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যের উপর অধ্যাপকের একটা দাবী রয়েছে। কিন্তু একমাত্র এই আশ্চর্য রহস্য উন্মোচনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার দ্বারাই সেটা প্রকাশ করা সম্ভব।

"আমারও সেই আশা মিঃ হোমস। সেটাই আমার একমাত্র লক্ষ্য। ডাঃ ওয়াটসন কি পরিস্থিতিটা জানেন?"

"তাকে বুঝিয়ে বলবার সময় পাই নি।"

"তাহলে বোধ হয় নতুন কিছু বলবার আগে পুরনো কথাগুলিই আর একবার বলে নেওয়া ভাল।"

হোমস বলল, "আমি যে ঘটনাগুলি ক্রম-অনুসারে বুঝতে পেরেছি সেটা বোঝাবার জন্য আমিই সে কাজটা করছি। দেখ ওয়াটসন, এই অধ্যাপকটির ইওরোপ-জোড়া খ্যাতি। সারাটা জীবন তিনি লেখাপড়া নিয়েই আছেন। তার বিরুদ্ধে কখনও তিলমাত্র কুৎসার কথাও শোনা যায় নি। তিনি বিপত্নীক, একটিমাত্র মেয়ে এডিথ। যতদূর জেনেছি, তার প্রকৃতি পুরুষত্বব্যঞ্জক, বলা যেতে পারে প্রায় সংগ্রামশীল। মাত্র কয়েক মাস আগে পর্যন্ত এই ছিল অবস্থা।

"তারপরই তার জীবনের স্রোত ভেঙে গেল। এখন তার বয়স একষট্টি বছর। এই বয়সে তারই সহকর্মী তুলনামূলক শারীর-বিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক মর্ফি-র কন্যার সঙ্গে তার বিয়ে স্থির হয়। শুনেছি ব্যাপারটা একজন বয়স্ক লোকের সুবিবেচিত প্রণয়ের ফল নয়, এটা যেন কোন যুবকের উন্মত্ত আবেগের পরিণতি; কারণ তার মত অনুরক্ত প্রেমিক খুব বেশী দেখা যায় না। মহিলাটির নাম এলিস মর্ফি; তিনিও দেহে ও মনে একান্ত পূর্ণ; কাজেই অধ্যাপকের এই তীব্র মোহকে দোষ দেওয়া যায় না। তথাপি তার পরিবারের লোকেরা ব্যাপারটাকে পুরোপুরি সমর্থন করতে পারল না।"

"আমাদের কাছে বরং বাড়াবাড়িই মনে হল," আমাদের অতিথি বলল।

"ঠিক। বাড়াবাড়ি তো বটেই, কিছুটা উচ্ছৃংখল এবং অস্বাভাবিকও বটে। অধ্যাপক প্রেসবিউরি অবশ্যই ধনী মানুষ, কাজেই বাবার দিক থেকেও আপত্তির কোন কারণ ছিল না। মেয়েটির দৃষ্টিভঙ্গী কিন্তু অন্যরকম। তার পাণিগ্রহণে ইচ্ছুক আরও কয়েকটি প্রার্থী ছিল; জাগতিক স্বার্থের বিচারে তাদের যোগ্যতা হয় তো তুলনামূলকভাবে অধ্যাপকের চাইতে কম, কিন্তু বয়সের দিক থেকে তারা ছিল সম-পর্যায়ের। তার খাম-খেয়ালি স্বভাব সত্ত্বেও মেয়েটি কিন্তু অধ্যাপককেই পছন্দ করত। শুধু বয়সটাই বাধা হয়ে দাঁড়াল।

"এই সময়ে হঠাৎ একটি সামান্য রহস্য অধ্যাপকের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে মেঘাচ্ছন্ন করে ফেলল। এমন একটি কাজ তিনি করলেন যা এর আগে কখনও করেন নি। তিনি বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন, কিন্তু গন্তব্যস্থানের কোন হদিস রেখে গেলেন না। পক্ষকাল বাইরে কাটিয়ে যখন ফিরে এলেন তখন পথশ্রমে ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। এমনিতে তিনি খুবই দিলখোলা মানুষ, কিন্তু এবার তার প্রবাস সম্পর্কে কোন রকম উচ্চবাচ্যই করলেন না। অবশ্য ঘটনাচক্রে আমাদের এই মক্কেল মিঃ বেনেট প্রাগ-এ তার জনৈক সহপাঠী-বন্ধুর কাছ থেকে একটা চিঠি পান। তাতে বন্ধুটি জানাল যে তিনি সেখানে অধ্যাপক প্রেসবিউরিকে দেখতে পেয়ে খুব খুশি হয়েছেন, যদিও তার সঙ্গে তিনি কোন রকম আলাপ করতে পারেন নি। তিনি যে কোথায় গিয়েছিলেন সেটা তার বাড়ির লোকেরা এইভাবে জানতে পারে।

"এবার আসল কথায় আসা যাক। সেই থেকে অধ্যাপকের মধ্যে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা দিল। কেমন যেন চোরা, চালাক-চালাক ভাব। আশেপাশের সকলকেই মনে হতে লাগল তিনি যেন আর আগেকার সে মানুষ নন; একটা কিসের যেন ছায়া তার সব মহৎ গুণগুলিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তার বুদ্ধির কোন হ্রাস ঘটে নি। তার বক্তৃতা তখনও আগের মতই চমৎকার। কিন্তু সব সময়ই একটা নতুন কিছু, অশুভ ও অপ্রত্যাশিত কিছু যেন তাকে ঘিরে থাকে। মেয়েটি তাকে খুবই ভালবাসে। আগেকার সম্পর্কটাকে ফিরিয়ে এনে বাবার মুখের এই মুখোশটাকে খুলে ফেলতে সে বারবার চেষ্টা করল। শুনেছি, আপনিও তো স্যার সে চেষ্টা অনেক করেছেন। কিন্তু কোন ফল হল না। মিঃ বেনেট, এবার সেই চিঠির ঘটনাগুলো আপনি বলুন।"

"গোড়াতেই জেনে রাখুন ডাঃ ওয়াটসন, অধ্যাপক আমার কাছ থেকে কিছুই লুকোতেন না। তার ছেলে বা ছোট ভাই হলেও তার কাছ থেকে এর চাইতে বেশী বিশ্বাস আমি অর্জন করতে পারতাম না। তার কাছে যত কাগজপত্র আসত সেক্রেটারী হিসাবে সে সবই আমি দেখতাম, তার সব চিঠিপত্র আমি খুলতাম, সেগুলোকে নানা ভাগে ভাগ করে রাখতাম। কিন্তু তিনি ফিরে আসার পর থেকেই এ সব ব্যবস্থা পাল্টে গেল। আমাকে বললেন, লন্ডন থেকে তার কতকগুলি চিঠি আসবে তাতে টিকিটের উপরে কাটা চিহ্ন দেওয়া থাকবে। সেগুলো যেন শুধু তার দেখার জন্যই আলাদা করে রাখা হয়। আমি বলতে পারি, এধরনের বেশ কয়েকটা চিঠি আমার হাতে পড়েছে; সেগুলোর উপর ই. সি. চিহ্ন আঁকা, আর সেগুলো অশিক্ষিত লোকের হাতে লেখা। সে সব চিঠির কোন জবাব যদি তিনি দিতেনও তাহলেও সেগুলো আমার হাত দিয়ে যেত না, বা যে চিঠির ঝুড়িতে আমাদের চিঠিপত্র জমা হত তাতেও সেগুলো রাখা হত না।"

"আর সেই বাক্সটার কথা", হোমস বলল।

"হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই বাক্সটা। বেড়িয়ে ফিরবার সময় অধ্যাপক একটি ছোট কাঠের বাক্স সঙ্গে এনেছিলেন। সেটা দেখেই আমরা তার ইউরোপ ভ্রমণের কথা বুঝতে পেরেছিলাম, কারণ ও ধরনের অদ্ভুত খোদাই করা বাক্স জার্মেনীতে পাওয়া যায়; সেটাকে তিনি তার যন্ত্রপাতির কাবার্ডে রেখে দিয়েছিলেন। একদিন একটা অস্ত্রোপচারের নল খুঁজতে গিয়ে বাক্সটায় হাত দিয়েছিলাম। কি আশ্চর্য, তাতেই তিনি খুব রেগে গিয়ে এমন ভাষায় আমাকে তিরস্কার করলেন যা আমার কৌতূহলের তুলনায় খুবই বর্বরোচিত। সেই প্রথম এ রকম একটা ঘটনা ঘটল, আর তাতে আমি খুব মর্মাহত হলাম। আমি তাকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে হঠাৎ আমি বাক্সটায় হাত দিয়ে ফেলেছিলাম, কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম যে সারাটা সন্ধ্যা তিনি আমার উপর কড়া নজর রাখলেন এবং ঐ ঘটনাটা তার মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করছে।" পকেট থেকে একটা দিন-পঞ্জীর বই বের করে মিঃ বেনেট বলল, "সেটা ২রা জুলাইর ঘটনা।"

হোমস বলে উঠল, "সাক্ষী হিসাবে আপনি চমৎকার। যে সব তারিখ আপনি টুকে রেখেছেন তার কিছু কিছু আমার কাজে লাগতে পারে।

"শিক্ষক মশায়ের কাছ থেকে অন্য অনেক জিনিসের সঙ্গে কাজের শৃঙ্খলাও শিখেছি। যখন তার ব্যবহারে অস্বাভাবিকতা দেখতে পেলাম তখন থেকেই আমার মনে হয়েছিল যে এ-কেসটা পর্যবেক্ষণ করা আমার কর্তব্য; তার ফলেই আমি এখানে লিখে রেখেছি যে, ২রা জুলাই তারিখে অধ্যাপক যখন পড়ার ঘর থেকে হল-এ ঢুকলেন তখনই 'রয়' তাকে আক্রমণ করল। পুনরায় ১১ই জুলাই তারিখে ওই একই দৃশ্যের অবতারণা হয়, এবং ২০শে জুলাই তারিখেও আর একটি ঘটনার উল্লেখ এখানে রয়েছে। তারপরেই আমরা বাধ্য হয়ে 'রয়'কে আস্তাবলে পাঠিয়ে দিই। কুকুরটা ছিল বড়ই আদরের—বড়ই ভালবাসার বস্তু। কিন্তু আমার আশংকা হচ্ছে, আপনাদের হয়তো একঘেয়ে লাগছে।"

মিঃ বেনেট-এর কণ্ঠে অনুযোগের সুর, কারণ হোমস সত্যি সত্যি তার কথা শুনছিল না। তার মুখ তখন কঠিন হয়ে উঠেছে এবং চোখ দুটি অন্যমনস্কভাবে সিলিং-এর দিকে নিবদ্ধ ছিল। কিছুটা চেষ্টা করে সে যেন বাস্তবে ফিরে এল।

"অদ্ভুত! অত্যন্ত অদ্ভুত!" সে গুনগুন করে বলল। "এই বিস্তারিত বিবরণগুলি আমার কাছে নতুন মিঃ বেনেট। মনে হচ্ছে, এতক্ষণে পুরনো কথাগুলি বলা শেষ হয়েছে, না কি বলেন? কিন্তু আপনি তো কিছু নতুন ঘটনার কথা বলছিলেন।"

আমাদের অতিথির প্রীতিপদ খোলা মুখে মেঘের ছায়া নেমে এল; বুঝি বা কোন কঠোর স্মৃতিই সে ছায়া ফেলেছে। সে বলতে লাগল, "যে ঘটনার কথা বলছি সেটা ঘটেছে গত পরশু রাতে। সকাল দুটো নাগাদ আমি জেগেই শুয়ে ছিলাম, এমন সময় বারান্দায় একটা অস্পষ্ট খস্‌খস্‌ শব্দ কানে এল। দরজা খুলে বাইরে উঁকি দিলাম। এখানে বলে রাখা ভাল যে অধ্যাপক ঘুমোন বারান্দার একেবারে শেষ প্রান্তে।"

"সেটা কোন্ তারিখ?" হোমস প্রশ্ন করল।

এই অপ্রাসঙ্গিক বাধাদানের ফলে আমাদের অতিথি বিরক্ত হল।

"আগেই তো বলেছি স্যার, গত পরশু রাতের কথা—তার মানে ৬ঠা সেপ্টেম্বর।"

হোমস মাথা নেড়ে হাসল।

বলল, "বলে যান।"

"তিনি ঘুমোন বারান্দার শেষ প্রান্তে; কাছেই সিঁড়ি পর্যন্ত যেতে হলে তাকে আমার দরজা পার হয়েই যেতে হবে। সত্যি সে এক ভয়ংকর অভিজ্ঞতা মিঃ হোমস। আমি তো মনে করি, আমার স্নায়ু অন্য প্রতিবেশীদের মতই শক্তিশালী, কিন্তু যা দেখলাম তাতে আমার বুকও কেঁপে উঠল। বারান্দার মাঝামাঝি একটা জানালা দিয়ে আসা একঝলক আলো ছাড়া জায়গাটা অন্ধকার। দেখলাম, বারান্দা দিয়ে কালো মত কি যেন হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে। হঠাৎ সে আলোটার মধ্যে এসে পড়তেই দেখলাম, তিনি। মিঃ হোমস, তিনি হামাগুড়ি দিয়ে চলেছেন—হামাগুড়ি! ঠিক হাতে ও হাঁটুতে ভর দিয়ে নয়, বরং বলতে পারি তিনি চলেছেন হাত ও পায়ে ভর দিয়ে, আর তার মুখটা দুই হাতের মধ্যে ঝুলে পড়েছে। তবু মনে হল, তিনি বেশ স্বচ্ছন্দেই চলেছেন। সে দৃশ্য দেখে আমি এতদূর বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলাম যে তিনি আমার দরজা পর্যন্ত এসে পৌঁছলে তবে আমি এগিয়ে গিয়ে জানতে চাইলাম, কোন ভাবে তাকে সাহায্য করতে পারি কি না। তিনি একটা অদ্ভুত জবাব দিলেন। লাফ দিয়ে উঠে আমাকে কয়েকটা কড়া কথা শুনিয়ে দ্রুত আমাকে পার হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন। ঘণ্টাখানেক সেইখানেই অপেক্ষা করলাম, কিন্তু তিনি ফিরলেন না। দিনের আলো ফুটবার আগে তিনি তার ঘরে ফেরেন নি।"

একজন নিদান-তত্ত্ববিদ যেন একটা বিরল নমুনা দেখাচ্ছে এমনি ভঙ্গীতে হোমস জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা ওয়াটসন, এ বিষয়ে তুমি কি বুঝলে?"

"সম্ভবত কটি-বাত। আমি জানি, বড় রকমের আক্রমণ হলে রোগী ঠিক ওই ভাবেই হাঁটে, আর তাতে মেজাজও ভীষণ খিঁচড়ে যায়।"

"ভালকথা ওয়াটসন! তুমি সব সময়ই আমাদের শক্ত মাটিতে দাঁড়াতে সাহায্য কর। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কটি-বাতের কথাটা মানতে পারছি না, কারণ মুহূর্তের মধ্যেই তিনি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পেরেছেন।"

বেনেট বলল, "এখনকার চাইতে ভাল স্বাস্থ্য তার কোন দিনই ছিল না। বস্তুত তাকে এতদিন যে রকম দেখে আসছি এখন তিনি তার চাইতে অনেক বেশী শক্ত-সমর্থ। মিঃ হোমস, এই হচ্ছে ঘটনা। এ কেস নিয়ে পুলিশের কাছেও যাওয়া চলে না, কিন্তু আমরা তো একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছি; কেন যেন মনে হচ্ছে, একটা সমূহ বিপদের দিকে আমরা ছুটে চলেছি। আমার মতই এডিথ—মিস প্রেসবিউরিও—মনে করছে যে, আর আমরা নিষ্ক্রিয়ভাবে অপেক্ষা করে থাকতে পারি না।"

"কেসটা নিশ্চয়ই খুব বিচিত্র ও অর্থপূর্ণ। তুমি কি মনে কর ওয়াটসন?"

"চিকিৎসক হিসাবে বলতে পারি যে এটাকে উন্মাদ রোগ-চিকিৎসকের কেস বলে মনে হচ্ছে। প্রেমের ব্যাপারে

বৃদ্ধ ভদ্রলোকের মস্তিষ্কের গোলযোগ দেখা দিয়েছে। ভালবাসার তীব্র আবেগটাকে ভাঙবার আশায়ই তিনি বিদেশ ভ্রমণে গিয়েছিলেন। তার চিঠিপত্র ও বাক্সটা হয় তো অন্য কোন ব্যক্তিগত লেন-দেনের সঙ্গে জড়িত—হয় তো কোন ঋণপত্র, বা শেয়ার-সার্টিফিকেট বাক্সটায় আছে।"

"আর ওই নেকড়ে-কুকুরটার সে সব আর্থিক লেন-দেন পছন্দ হয় নি। না, না ওয়াটসন, ওর চাইতেও গভীরতর কিছু ব্যাপার এর মধ্যে আছে। তবে আমি শুধু এইটুকু বলতে পারি—"

শার্লক হোমস কী যে বলতে চেয়েছিল সেটা আর কোন দিনই জানা যাবে না, কারণ ঠিক সেই মুহূর্তে দরজাটা খুলে একটি তরুণী ঘরে ঢুকল। তাকে দেখা মাত্রই মিঃ বেনেট একটা শব্দ করে লাফিয়ে উঠে হাত দুটি বাড়িয়ে তার দিকে ছুটে গেল, আর তরুণীটিও দুই হাত বাড়িয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল।

"এডিথ, প্রিয়। আশা করি খারাপ কিছু ঘটে নি?"

"তোমার পিছু পিছু না এসে থাকতে পারলাম না। ওঃ জ্যাক, এত ভীষণ ভয় করছে! সেখানে একা থাকা বড় ভয়ংকর।"

"মিঃ হোমস, এই তরুণীর কথাই আপনাকে বলেছি। ইনি আমার বাগদত্তা।"

হোমস হেসে বলল, "আমরা ধীরে ধীরে ঐ সিদ্ধান্তেই যাচ্ছিলাম, তাই না ওয়াটসন? আমি ধরেই নিচ্ছি মিস প্রেসবিউরি যে এ ব্যাপারে নতুন কিছু ঘটেছে, আর আপনার মনে হয়েছে যে সেটা আমাদের জানা দরকার।"

আমাদের নবাগতা অতিথিটি যে কোন সাধারণ ইংরেজ মহিলার মতই উজ্জ্বল ও সুদর্শনা। মিঃ বেনেট-এর পাশে বসে সে হাসি মুখে হোমস-এর দিকে তাকাল।

"যখন দেখলাম মিঃ বেনেট হোটেল থেকে চলে গেছে তখনই বুঝলাম হয় তো তাকে এখানেই পাব। অবশ্য আপনার সঙ্গে পরামর্শ করার কথা সে আমাকে বলেছিল। কিন্তু মিঃ হোমস, আমার অসহায় বাবার জন্য আপনি কি কিছুই করতে পারেন না?"

"আশা তো করছি মিস প্রেসবিউরি, কিন্তু কেসটা যে এখনও রহস্যে ঢাকাই রয়েছে। হয় তো আপনি যা বলতে এসেছেন তাতে কিছু নতুন আলোকপাত হতে পারে।"

"গত রাত্রের ঘটনা মিঃ হোমস। সারাটা দিন তিনি অদ্ভুতভাবে কাটিয়েছেন। অনেক সময়ই এমনও হয়েছে যে তিনি কী করছেন তা নিজেই মনে করতে পারছেন না। যেন একটা অদ্ভুত স্বপ্নের মধ্যে তিনি বাস করছেন। গতকালও ছিল তেমনি একটা দিন। যেন যার সঙ্গে বাস করছি তিনি আমার বাবাই নন। বাইরের খোলসটা তার হলেও আসলে যেন তিনি নন।"

"কি ঘটেছিল তাই বলুন।"

"রাতে কুকুরটার ভয়ংকর ঘেউ-ঘেউ ডাকে আমার ঘুম ভেঙে গেল। বেচারি 'রয়', এখন তাকে আস্তাবলের কাছে শিকলে বেঁধে রাখা হয়। এখানে বলে রাখি যে আমি দরজায় তালা লাগিয়ে ঘুমোই; কারণ জ্যাক—মানে মিঃ বেনেটই আপনাকে বলবে যে আমরা সকলেই একটা আসন্ন বিপদের আশংকা করছি। আমার ঘরটা দোতলায়। ঘটনাক্রমে আমার জানালার পর্দাটা তোলা ছিল, আর বাইরে ছিল উজ্জ্বল চাঁদের আলো। সেই আলোর চৌখুপির দিকে তাকিয়ে কুকুরটার উন্মত্ত গর্জন শুনছিলাম, এমন সময় অবাক হয়ে দেখলাম বাবা আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। মিঃ হোমস, বিস্ময়ে ও আতংকে আমি যেন মরার মত হয়ে গেলাম। জানালার কাঁচে তার মুখটা চেপে আছে, আর একটা হাত যেন জানালাটা ঠেলে তোলবার জন্য উপরের দিকে তোলা। মনে হচ্ছে, জানালাটা যদি খুলে যেত তাহলে আমি পাগল হয়ে যেতাম। কোন রকম দৃষ্টি-বিভ্রম নয় মিঃ হোমস। সে রকমটা ভেবে নিজেকে ঠকাবেন না। আমি বেশ জোর দিয়েই বলছি, প্রায় বিশ সেকেণ্ড সময় আমি যেন পঙ্গুর মত শুয়ে থেকে সেই মুখটা দেখছিলাম। তারপরই মুখটা অদৃশ্য হয়ে গেল, কিন্তু লাফ দিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে তাকে অনুসরণ করতে পারলাম না—কিছুতেই পারলাম না। শীতে কাঁপতে কাঁপতে সকাল পর্যন্ত শুয়েই রইলাম। প্রাতরাশের সময় তাকে দেখলাম যেমন কঠোর তেমনই হিংস্র। রাতের অভিযানের কোন কথাই তিনি বললেন না। আমিও কিছু বলি নি। কিন্তু শহরে যাবার একটা ওজুহাত দেখিয়ে এখানে চলে এসেছি।"

মিস প্রেসবিউরির বিবরণ শুনে হোমস খুবই বিস্ময় বোধ করল।

"দেখুন, আপনি বললেন যে আপনার ঘরটা দোতলায়। তাহলে কি বাগানে একটা লম্বা মই আছে?"

"তা নেই মিঃ হোমস; আর সেটাই তো বিস্ময়ের কথা। জানালার কাছে উঠবার কোন পথই নেই—অথচ তিনি সেখানে উঠেছিলেন।"

"কিন্তু তারিখটা যে ৫ই সেপ্টেম্বর," হোমস বলল। "তাতেই তো ব্যাপারটা গোলমেলে ঠেকছে।"

এবার মহিলাটির বিস্মিত হবার পালা। বেনেট বলল, "মিঃ হোমস, এই নিয়ে দুবার তারিখটার কথা উল্লেখ করলেন। এর সঙ্গে কেসটার কোন সম্পর্ক থাকা কি সম্ভব?"

"সম্ভব—খুবই সম্ভব—কিন্তু এখনও পর্যন্ত সব মাল-মশলা তো হাতে পাই নি।"

"সম্ভবত উন্মাদ রোগের সঙ্গে চাঁদের বিভিন্ন কলার সম্পর্কের কথাই আপনি ভাবছেন?"

"না। আপনি নিশ্চিত থাকুন যে আমার চিন্তার ধারাটা সম্পূর্ণ আলাদা। সম্ভব হলে আপনার নোট-বইটা আমার কাছে রেখে যান; কতকগুলি তারিখ আমি মিলিয়ে নেব। ওয়াটসন, মনে হচ্ছে এবার আমাদের কর্ম-পদ্ধতি সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়েছে। এই মহিলাটি আমাদের জানিয়েছেন—আর তার অন্তর্দৃষ্টির উপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে—যে তার বাবা কতকগুলি বিশেষ তারিখের কোন ঘটনাই মনে রাখতে পারেন না। কাজেই এমন ভাবে আমরা তার সঙ্গে দেখা করতে যাব যেন সেই দিনটিতে তিনি আমাদের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থাটা আগেই করে রেখেছিলেন। ওটাকে তিনি তার স্মৃতিভ্রংশের ব্যাপার বলেই মনে করবেন। এইভাবে খুব কাছে থেকে দেখবার সুযোগ করে নিয়ে আমাদের অভিযান শুরু করব।"

মিঃ বেনেট বলল, "খুব ভাল হবে। তবু আপনাদের সতর্ক করে দিচ্ছি, অধ্যাপক কিন্তু বদমেজাজী এবং অনেক সময় বেশ হিংস্র হয়ে ওঠেন।"

হোমস হাসল। "এখনি আমাদের যাবার সপক্ষে কতকগুলি কারণ আছে—আমার অনুমান যদি ঠিক হয় তাহলে কারণগুলি খুবই যুক্তিযুক্ত। মিঃ বেনেট, আমরা কালই ক্যামফোর্ড যাচ্ছি। যতদূর মনে পড়ে সেখানে 'চেকার্স' নামে একটা সরাইখানা আছে; সেখানকার মদ সাধারণ জিনিসের চাইতে উঁচু দরের, আর বিছানাপত্রও নিন্দনীয় নয়। ওয়াটসন, মনে হচ্ছে আগামী কয়েকটা দিন আমাদের কিছুটা অসুবিধার মধ্যেই কাটাতে হবে।"

সোমবার সকালেই আমরা সেই বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় শহরের পথে যাত্রা করলাম। হোমসের পক্ষে ব্যাপারটা খুবই সহজসাধ্য, কারণ তাকে কোথাও কোন শিঁকড় টেনে তুলতে হয় না। কিন্তু আমার দিক থেকে ব্যাপারটা অনেক রকম জল্পনা-কল্পনা ও তাড়াহুড়োর ব্যাপার, কারণ চিকিৎসক হিসাবে তখন আমার পসার একেবারে খারাপ নয়। তার উল্লেখিত প্রাচীন হোটেলে আমাদের স্যুটকেস জমা দেবার আগে হোমস কেস সম্পর্কে কোন কথাই বলল না।

"দেখ ওয়াটসন, মনে হচ্ছে লাঞ্চের আগেই আমরা অধ্যাপককে ধরতে পারব। তার লেকচার এগারোটায়। বাড়িতে ঘণ্টাখানেক সময় তিনি নিশ্চয় থাকবেন।"

"দেখা করবার ওজুহাতটা কি দেখাবে?"

হোমস তার নোট বইতে চোখ বুলিয়ে নিল।

"২৬শে অগস্ট একটা উত্তেজনার কাল ছিল। আমরা ধরে নিচ্ছি যে সেই সব সময়ের কথা তার সামান্যই মনে থাকে। আমরা যদি বলি যে আগে থেকে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেই আমরা এসেছি তাহলে তিনি তার প্রতিবাদ করতে সাহস করবেন বলে মনে হয় না। এ ধরনের কাজ করবার মত নির্লজ্জ সাহস আছে তো?"

"চেষ্টা করে তো দেখতে পারি।"

"চমৎকার ওয়াটসন! "বিজি বী অ্যাণ্ড এঞ্জেলসর' কোম্পানিরও ওটাই নীতিবাক্য—চেষ্টা করে দেখতে পারি। কোন স্থানীয় লোক নিশ্চয় আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।"

তেমনি একজন লোক একখানি চমৎকার গাড়ির পিছনে চেপে একসারি প্রাচীন কলেজ বাড়ির পাশ দিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে এবং শেষ পর্যন্ত সারিবদ্ধ গাছের ভিতরকার পথ ধরে একটি মনোরম বাড়ির সামনে পৌঁছে গাড়ি থামাল। বাড়ির চারদিকে বাগান, তাতে লাল উইস্টারিয়া ফুটে আছে। অধ্যাপক প্রেসবিউরির চারপাশে শুধু আরাম নয়, বিলাসের উপকরণও ছড়িয়ে আছে। গাড়ি থামতেই সামনের জানালায় একটা কাঁচা-পাকা মাথা দেখা গেল; বুঝতে পারলাম যে ঘন ভুরুর নীচ দিয়ে একজোড়া তীক্ষ্ণ চোখ মোটা কাঁচের ভিতর থেকে আমাদের নিরীক্ষণ করছে। মুহূর্তকাল পরেই আমরা তার নিভৃত কক্ষে হাজির হলাম, আর যে রহস্যময় অধ্যাপকের অদ্ভুত খেয়াল সুদূর লণ্ডন থেকে আমাদের এখানে টেনে এনেছে তিনি স্বয়ং হাজির হলেন আমাদের সামনে। কি আচরণে, কি চেহারায় আপাতদৃষ্টিতে তার মধ্যে পাগলামির কোন চিহ্নই দেখতে পেলাম না। উঁচু, লম্বা, গম্ভীর, ফ্রক-কোট-পরা ভদ্রলোকের চেহারায় অধ্যাপকসুলভ মর্যাদাই চোখে পড়ল। সব চাইতে উল্লেখযোগ্য তার চোখ দুটি—তীক্ষ্ণ, মনোযোগী ও চাতুর্যে প্রায় ধূর্ততার কাছাকাছি।

আমাদের কার্ডে চোখ বুলিয়ে বলল, "দয়া করে বসুন। বলুন, আপনাদের জন্য কি করতে পারি?"

মিঃ হোমস সৌজন্যপূর্ণ হাসি হাসল।

"ঐ একই প্রশ্ন আমিও আপনাকে করতে যাচ্ছিলাম অধ্যাপক।"

"আমাকে!"

"হয় তো কোন ভুল হয়ে থাকবে। কোন দ্বিতীয় ব্যক্তির মারফৎ আমি শুনেছিলাম যে ক্যামফোর্ডের অধ্যাপক প্রেস-বিউরির নাকি আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে।"

"ওঃ, বটে!" আমার মনে হল তার তীক্ষ্ণ, ধূসর চোখ দুটিতে একটা বিদ্বেষের ঝিলিক খেলে গেল। "আপনি কথাটা শুনেছেন, তাই না? কে আপনাকে বলেছে তার নামটা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?"

"আমি দুঃখিত অধ্যাপক, ব্যাপারটা একটু গোপনীয়। যদি আমি ভুল করেই থাকি, তাতে তো কারও কোন ক্ষতি হয় নি। আমি না হয় দুঃখ প্রকাশ করছি।"

"মোটেই না। ব্যাপারটাকে আমি তলিয়ে দেখতে চাই। আমি আকৃষ্ট বোধ করছি। আপনার কথার প্রমাণ স্বরূপ কোন চিরকুট বা চিঠি বা টেলিগ্রাম আছে কি?"

"না, তা নেই।"

"আমি আপনাদের ডেকে পাঠিয়েছি—এমন কথা নিশ্চয় আপনারা বলছেন না?"

"কোন প্রশ্নের জবাব দিতে আমি চাই না," হোমস বলল।

"চান না, না জবাব দেবার সাহস নেই," কর্কশ স্বরে অধ্যাপক বলল। "যাই হোক, আপনাদের সাহায্য ছাড়াই ও প্রশ্নের জবাব আমি সহজেই পেয়ে যাব।"

অধ্যাপক হেঁটে গিয়ে ঘণ্টা বাজাল। ঘণ্টা শুনে আমাদের লণ্ডনের বন্ধু মিঃ বেনেট ঘরে ঢুকল।

"এস মিঃ বেনেট। তাদের ডেকে পাঠানো হয়েছে এই ধারণা নিয়ে এই দুই ভদ্রলোক লণ্ডন থেকে এসেছেন। আমার সব চিঠিপত্রই তো তুমি দেখ। হোমস নামক কোন লোকের কাছে কোন চিঠি কি লেখা হয়েছে?"

মুখ লাল করে বেনেট জবাব দিল, "না স্যার।"

আমার সঙ্গীর দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে অধ্যাপক বলল, "ব্যাস, তাহলেই হল। তারপর টেবিলের উপর দুই হাত রেখে সামনে ঝুঁকে পড়ে বলল, "এবার স্যার আপনার গতিবিধি যে আমার কাছে খুবই সন্দেহজনক বলে মনে হচ্ছে।"

হোমস কাঁধ ঝাঁকুনি দিল।

"অকারণে এখানে এসেছি বলে আমি দুঃখিত—এই কথাটাই শুধু আর একবার বলতে পারি।"

"সেটাই যথেষ্ট নয় মিঃ হোমস!" মুখে একটা অস্বাভাবিক বিদ্বেষ ফুটিয়ে কর্কশ গলায় বুড়ো মানুষটি চীৎকার করে উঠল। কথা বলতে বলতে সে আমাদের ও দরজার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে তীব্র আবেগে আমাদের দিকে হাত দুটো নাড়তে লাগল। "অত সহজে এখান থেকে চলে যেতে পারবেন না।" তার মুখটা কাঁপতে লাগল; অর্থহীন ক্রোধে সে দাঁত বের করে আজে-বাজে কথা বলতে লাগল। আমার তো দৃঢ় ধারণা মিঃ বেনেট হস্তক্ষেপ না করলে সে ঘর থেকে বের হতে আমাদের রীতিমত লড়াই করতে হত।

বেনেটও জোর গলায় বলে উঠল, "শুনুন স্যার, আপনার নিজের অবস্থাটাও ভেবে দেখুন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কুৎসার কথাটা বিবেচনা করুন! মিঃ হোমস একজন বিখ্যাত লোক। তাঁর সঙ্গে এ রকম অভদ্র ব্যবহার করা আপনার উচিত হবে না।"

অপ্রসন্নভাবে আমাদের অভ্যর্থনাকারী—তাকে এ-কথা বলা যাবে কি—দরজার দিকে যাবার পথটা ছেড়ে দিল। বাড়ি থেকে বেরিয়ে গাছের সারির ভিতরকার শান্ত পথে এসে দাঁড়িয়ে তবে স্বস্তি ফিরে পেলাম। কিন্তু হোমসকে দেখে মনে হল, এই ঘটনায় সে যেন বেশ মজা পেয়েছে।

সে বলল, "আমাদের পণ্ডিত বন্ধুটির স্নায়ুর গোলমাল দেখা দিয়েছে। সেখানে আমাদের ঢোকাটা হয় তো কিছুটা কাঁচা কাজ হয়েছিল, তবু তাকে সামনাসামনি দেখার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। কিন্তু ভাই ওয়াটসন, লোকটি কিন্তু আমাদের পিছু নিয়েছে। শয়তানটা এখানেও আমাদের তাড়া করেছে।"

কারও দৌড়ে আসার শব্দ শোনা গেল, কিন্তু ভাগ্য ভাল পথের বাঁক ঘুরে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল—দুর্ধর্ষ অধ্যাপক নয়, তার সহকারী। হাঁপাতে হাঁপাতে সে এসে দাঁড়াল।

"আমি দুঃখিত মিঃ হোমস। আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি।"

"দেখুন স্যার, তার কোন দরকার নেই। এটা বৃত্তিগত অভিজ্ঞতারই অঙ্গ।"

"তার এ রকম ভয়ংকর মূর্তি আমি আর কখনও দেখি নি। কিন্তু তিনি যে ক্রমেই ভয়ানক হয়ে উঠছেন। এখন বুঝতে পারছেন কেন তার মেয়ে ও আমি এতটা ভীত হয়ে পড়েছি। অথচ তার মনটা কিন্তু সম্পূর্ণ সুস্থ আছে।"

"বড় বেশী সুস্থ।" হোমস বলল। "সেখানেই আমার বিচারের ভুল হয়েছিল। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, আমি যে রকমটা ভেবেছিলাম তার স্মৃতি তার চাইতে অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য। ভাল কথা, এখান থেকে চলে যাবার আগে মিস প্রেসবিউরি-র জানালাটা একবার দেখতে পারি কি?"

মিঃ বেনেটে ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর দিয়ে কিছুটা এগোতেই বাড়ির একটা পাশ আমরা দেখতে পেলাম।

"ওই ওখানে। বাঁ দিক থেকে দ্বিতীয়।"

"আরে, ওখানে যাওয়া তো কঠিন ব্যাপার দেখছি। তথাপি আপনি দেখতে পাবেন যে নীচে একটা লতা আছে এবং উপরে একটা জলের পাইপ আছে, যার উপর পা রাখা যেতে পারে।"

মিঃ বেনেট বলল, "কিন্তু আমি তো ওটা বেয়ে উঠতে পারতাম না।"

"খুবই ঠিক কথা। যে কোন স্বাভাবিক মানুষের পক্ষে কাজটা খুবই বিপজ্জনক।"

"একটা কথা আপনাকে জানাতে চাই মিঃ হোমস। লণ্ডনে যার কাছে অধ্যাপক চিঠি লেখেন তার ঠিকানা আমি জানি। আজ সকালেই তিনি চিঠি লিখেছেন বলে মনে হয়; তার ব্লটিং-কাগজ থেকে আমি এটা বুঝতে পেরেছি। একজন বিশ্বাসী সেক্রেটারির পক্ষে কাজটা নিন্দনীয়, কিন্তু এ ছাড়া আর কিই বা আমি করতে পারি?"

হোমস কাগজখানার দিকে একনজর তাকিয়ে সেটা পকেটে রেখে দিল।

"ডোরাক—নামটা অদ্ভুত। মনে হয় স্লাভোনিক শব্দ। যাই হোক, ঘটনা-শৃংখলের মধ্যে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ গিঁট। মিঃ বেনেট, আজ বিকেলেই আমরা লণ্ডনে ফিরে যাচ্ছি। এখানে থেকে কোন কাজ হবে বলে মনে হয় না। আমরা অধ্যাপককে গ্রেপ্তার করতে পারি না, কারণ তিনি কোন অপরাধ করেন নি, আবার তাকে আটক করতেও পারি না, কারণ তাকে উন্মাদ প্রমাণ করা যাবে না। এখনও পর্যন্ত কিছুই করা সম্ভব নয়।"

"তাহলে আমরা করবটা কি?"

"একটু ধৈর্য ধরুন মিঃ বেনেট। ঘটনা আরও পরিণতির দিকে যাবে। আমার যদি ভুল না হয় তাহলে আগামী মঙ্গলবারের মধ্যেই একটা সংকট দেখা দেবে। সেদিন আমরা অবশ্যই ক্যামফোর্ড-এ আসব। এদিকে সাধারণ পরিস্থিতি যে খুবই পীড়াদায়ক তা অস্বীকার করবার উপায় নেই, আর মিস প্রেসবিউরি সঙ্গে যদি দেখা-সাক্ষাৎটা চালিয়ে যেতে পারেন—"

"সেটা সহজেই পারা যাবে।"

"তাহলে আমরা যতদিন নিশ্চিত করে না বলতে পারছি যে সব বিপদ কেটে গেছে ততদিন তিনি এখানেই থাকুন। এদিকে অধ্যাপককে তার নিজের মতই চলতে দিন। যতক্ষণ তার মন-মেজাজ ভাল থাকবে ততক্ষণ সব ভাল।"

হঠাৎ চমকে উঠে বেনেট বলল, "ওই যে তিনি।"

গাছপালার ফাঁক দিয়ে আমরা দেখতে পেলাম, লম্বা, খাড়া দেহটা হলের দরজা দিয়ে বেরিয়ে চারদিকে তাকাচ্ছে। সে দাঁড়িয়েছে সামনে ঝুঁকে; তাই হাত দুটো সামনে ঝুলে পড়েছে, আর মাথাটা এ-পাশে ও-পাশে নড়ছে। সেক্রেটারি মাথাটা দুলিয়ে দ্রুত গাছপালার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমরা দেখতে পেলাম, মনিবের সঙ্গে মিলিত হয়ে দুজনে বেশ উত্তেজিতভাবে কথা বলতে বলতে বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল।

আমরা হোটেলের দিকে হাঁটতে লাগলাম। হোমস বলল, "আশা করি বৃদ্ধ ভদ্রলোক দুই আর দুই মিলিয়ে দেখছেন। তাকে যেটুকু দেখলাম তাতেই বুঝেছি যে তার মাথাটা খুবই পরিষ্কার আর যুক্তিবাদী। বিস্ফোরক যে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার দিক থেকে বিচার করলে তো বিস্ফোরণের যথেষ্ট কারণ রয়েছে, কারণ তার পিছনে গোয়েন্দা লেগেছে, আর তিনি সন্দেহ করছেন যে তার নিজের লোকরাই সেটা করছে। আমি বরং ভাবছি যে বন্ধু বেনেটের সামনে খারাপ দিন আসছে।"

ফিরবার পথে ডাক-ঘরে থেমে হোমস একটা তার পাঠাল। সন্ধ্যায় তার জবাব এলে সে আমার দিকে ঠেলে দিল। "কমার্শিয়াল রোডে গিয়ে ডোরাক-এর সঙ্গে দেখা করেছি। ভদ্রলোক বোহেমীয়, বয়স্ক। একটা বড় দোকান চালান। —মার্সার।"

হোমস বলল, "মার্সার আমার কাজের লোক; রুটিন-মাফিক কাজগুলি দেখাশুনা করে। আমাদের অধ্যাপক যার সঙ্গে এত গোপন চিঠি আদান-প্রদান করেন তার সম্পর্কে কিছু খোঁজ-খবর রাখা খুবই দরকার। তার জাতীয় পরিচয়ের সঙ্গে প্রাগ-পরিভ্রমণের যোগাযোগও রয়েছে।"

আমি বললাম, "যে কোন কিছুর সঙ্গে অন্য কোন কিছুর যোগাযোগ তো থাকবেই। বর্তমানে তো দেখছি আমাদের সামনে এমন কতকগুলি দুর্বোধ্য ঘটনা রয়েছে যাদের একটার সঙ্গে অপরটার কোন যোগ নেই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, একটা ক্রুদ্ধ নেকড়ে-কুকুরের সঙ্গে বোহেমিয়া ভ্রমণের কি সম্পর্ক থাকতে পারে? অথবা একটি মানুষ রাতের বেলা বারান্দায় হামাগুড়ি দিয়ে যাচ্ছে—তার সঙ্গেই বা এ দুটির যে কোন একটির কি সম্পর্ক? তারপর তোমার ঐ তারিখ—সেটাই তো সব চাইতে বড় রহস্য হয়ে উঠেছে।"

হোমস হেসে হাত ঘসতে লাগল। প্রাচীন হোটেলটার পুরনো বসবার ঘরে আমরা দুজন বসেছিলাম। মাঝখানের টেবিলে আছে এক বোতল বিখ্যাত দ্রাক্ষাসব।

দুটো আঙুলের ডগা একসঙ্গে করে ছাত্রদের কাছে বক্তৃতা করার ভঙ্গীতে সে বলতে লাগল, "আচ্ছা, আগে তাহলে তারিখের কথাটাই ধরা যাক। এই যুবকটির দিনপঞ্জী থেকে জানা যাচ্ছে যে ২রা জুলাই গোলযোগ দেখা দেয়, এবং সেই থেকে ন' দিন অন্তর অন্তর ব্যাপারটা ঘটছে। তবে আমার যতদূর মনে পড়ে, তার একটি ব্যতিক্রম ঘটেছে। সেই ভাবে শুক্রবারে যে শেষ গোলযোগ ঘটে সেটাও ৩রা সেপ্টেম্বর, আর তার আগেরটা ঘটে ২৬শে অগস্ট; আর দুটোই ঘটে ন' দিন অন্তর। এটাকে ঠিক আকস্মিক যোগাযোগ বলা যায় না।"

আমি স্বীকার করতে বাধ্য হলাম।

"তাহলে আমরা সাময়িকভাবে এই ধারণাই করছি যে প্রতি ন' দিন অন্তর অধ্যাপক এমন একটা কড়া ওষুধ খান যার ফলে স্বল্পক্ষণ স্থায়ী হলেও খুবই বিষাক্ত। স্বভাবতই তার প্রকৃতি কিছুটা উচ্ছৃংখল; ওই ওষুধের ফলে সেটা আরও তীব্র হয়ে ওঠে। প্রাগ-এ থাকতেই তিনি ঐ ওষুধ খেতে শেখেন; আর এখন কোন বোহেমীয় দালাল লণ্ডন থেকে ওষুধটা তাকে সরবরাহ করেন। এ সবই যে বেশ মিলে যাচ্ছে হে ওয়াটসন!"

"কিন্তু কুকুরটা, জানালার মুখটা আর বারান্দায় হামাগুড়ি দেওয়া লোকটা?"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে; শুরু তো করেছি। মঙ্গলবারের আগে কোন নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হবে বলে আশা করা উচিত নয়। ইতিমধ্যে বন্ধু বেনেট-এর সঙ্গে যোগাযোগ রাখা

আর এই মনোরম শহরের সুখ-সুবিধা ভোগ করা ছাড়া আর কিছুই করার নেই।"

সকালে মিঃ বেনেট লুকিয়ে এসে সর্বশেষ সংবাদ আমাদের জানিয়ে গেল। হোমস ঠিকই ধরেছিল, তার পক্ষে সময়টা মোটেই ভাল যাচ্ছে না। আমাদের উপস্থিতির জন্য তাকে সরাসরি দায়ী না করলেও অধ্যাপকের কথাবার্তা খুবই অমার্জিত ও কঠোর হয়ে উঠেছে, আর তার সম্পর্কে যথেষ্ট অভিযোগও তার মনে বাসা বেঁধেছে। আজ সকালে তিনি আবার স্বমূর্তিতে ফিরে গিয়েছিলেন এবং ক্লাস-ভর্তি ছাত্রের সামনে তার পক্ষে স্বাভাবিক একটি চমৎকার বক্তৃতা করেন। বেনেট জানাল, "সেই সব অদ্ভুত অবস্থার সময়টা ছাড়া তিনি যেন আগের চাইতে অনেক বেশী উৎসাহ ও উদ্দীপনা লাভ করেছেন, আর তার মাথাও যেন আগের চাইতে পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। কিন্তু তবু ঠিক যেন তিনি নন—যাকে আমরা চিনতাম এ যেন সে-মানুষই নয়।"

হোমস বলল, "আজ থেকে অন্তত এক সপ্তাহ ভয়ের কিছু আছে বলে আমি মনে করি না। আমি ব্যস্ত মানুষ, আর ডাঃ ওয়াটসন-এরও রোগীপত্তর রয়েছে। কথা রইল, আগামী মঙ্গলবার ঠিক এই সময়ে এখানেই আমরা মিলিত হব। সেই সময় এখান থেকে চলে যাবার আগেই আপনাদের এই গোলযোগের অবসান ঘটাতে পারি আর না পারি, অন্তত এর একটা ব্যাখ্যাও যদি না দিতে পারি তাহলে খুবই আশ্চর্য হব। ইতিমধ্যে যা কিছু ঘটবে আমাদের ডাকযোগে জানাবেন।"

তারপর কয়েকদিন আর বন্ধুর দেখা নেই। পরবর্তী সোমবার সন্ধ্যায় একটা চিরকুট পেলাম, পরদিন ট্রেনে যেন তার সঙ্গে মিলিত হই। ক্যামফোর্ড যেতে যেতে সে আমাকে জানাল সব কিছুই ভালভাবে চলছে, অধ্যাপকের বাড়ির শান্তি অক্ষুণ্ণ আছে, আর তার নিজের ব্যবহারও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। সেদিন সন্ধ্যায় "চেকার্স"-এ আমাদের পুরনো আস্তানায় এসে মিঃ বেনেটও সেই একই কথা জানাল। "আজই তিনি লণ্ডনের পত্র-লেখকের কাছ থেকে একটা চিঠি ও একটা ছোট প্যাকেট পেয়েছেন। দুটো ডাক-টিকিটের উপরেই কাটা-চিহ্ন দেওয়া ; কাজেই আমার তাতে হাত দেওয়া নিষেধ। আর কোন সংবাদ নেই।"

"ওই যথেষ্ট," হোমস গম্ভীরভাবে বলল। "দেখুন মিঃ বেনেট, মনে হচ্ছে আজ রাতেই আমরা একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারব। আমার অনুমান যদি ঠিক হয়, তাহলে ব্যাপারটাকে শেষ পর্যায়ে নিয়ে যাবার সুযোগ অবশ্য মিলবে। কিন্তু তার জন্য অধ্যাপকের উপর নজর রাখা দরকার। তাই বলছি, আপনি রাতটা জেগে থেকে চারদিক লক্ষ্য রাখবেন। যদি আপনার দরজা পার হয়ে তার যাওয়ার শব্দ শুনতে পান তাহলে তাকে বাধা না দিয়ে যতটা গোপনে সম্ভব তার পিছু নেবেন। ডাঃ ওয়াটসন ও আমি কাছে কাছেই থাকব। ভাল কথা, যে ছোট বাক্সটার কথা আপনি বলেছিলেন তার চাবিটা কোথায় থাকে ?"

"তার ঘড়ির চেনের সঙ্গে।"

"মনে হচ্ছে আমাদের সব অনুসন্ধান সেই দিকেই চালাতে হবে। নিদেন পক্ষে তালাটা ভেঙে ফেলাও শক্ত হবে না। বাড়িতে আর কোন শক্ত-সমর্থ লোক আছে কি ?"

"কোচয়ান ম্যাকফাইল আছে।"

"সে কোথায় ঘুমোয় ?"

"আস্তাবলের উপরে।"

"সম্ভবত তাকেও দরকার হবে। ঠিক আছে, অবস্থা কোন্ দিকে মোড় নেয় না দেখে আপাতত আর কিছু করার নেই। বিদায়—তবে আশা করছি, সকালের আগেই আপনার সঙ্গে দেখা হবে।"

মাঝ রাতের আগেই অধ্যাপকের হলের দরজার ঠিক উল্টো দিকে কিছু ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে আমরা ঘাঁটি গেড়ে বসলাম। সুন্দর রাত। একটু ঠাণ্ডা। তার গরম ওভার-কোট থাকায় আমাদের বেশ আরাম লাগছিল। বাতাস বইছে। আকাশে মেঘের আসা-যাওয়ার ফলে মাঝে মাঝে আধখানা চাঁদ ঢাকা পড়ছে। এ ভাবে অপেক্ষা করে থাকাটা কষ্টকরই হত, কিন্তু প্রত্যাশা ও উত্তেজনা আমাদের মনকে ধরে রাখল, আর বিচিত্র এক ঘটনা-প্রবাহের একেবারে শেষ প্রান্তে হয় তো আমরা পৌঁছে গেছি আমার সহকর্মীর এই আশ্বাসই আমাদের মনোযোগকে আচ্ছন্ন করে রইল।

হোমস বলল, "ন' দিনের চক্রটা যদি ঠিক করে ধরে থাকি তাহলে আজ রাতে অধ্যাপককে সব চাইতে খারাপ অবস্থায় পাব। এই অদ্ভুত লক্ষণগুলো তার প্রাগ-পরিক্রমণের পরেই দেখা দিয়েছে, প্রাগ-এর কোন লোকের প্রতিনিধি হিসাবে লণ্ডনের জনৈক বোহেমীয় ওষুধ-বিক্রেতার সঙ্গে তার গোপন পত্রালাপ, এবং আজই তিনি তার কাছ থেকে একটি প্যাকেট পেয়েছেন,—এ সবই তো এক কথাই বলছে। তিনি কি ওষুধ খান, আর কেনই বা খান, সেটা এখনও আমরা ধরতে পারি নি, কিন্তু সে বস্তুটি যে প্রাগ থেকে আসে সেটা পরিষ্কার। বিশেষ নির্দেশ মতই তিনি ওষুধটা খান, আর সেই জন্যই ন' দিন পর পর খাবার ব্যবস্থা। সর্ব প্রথম এটাই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু তার লক্ষণগুলো খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তার অঙ্গ-সঞ্চালনগুলো লক্ষ্য করেছ কি ?"

স্বীকার করলাম যে করি নি।

"সেগুলো এত ঘন আর শক্ত ও ঠেলে-ওঠা যে আমার অভিজ্ঞতায় এ রকমটা চোখে পড়ে নি। দেখ ওয়াটসন, প্রথমেই নজর করবে হাতের দিকে। তারপর আঙুল,

ট্রাউজারের হাঁটু ও বুট। যে রকম অদ্ভুতভাবে অস্থি-সন্ধিগুলো ঠেলে উঠেছে যে তার একমাত্র ব্যাখ্যা হতে পারে—হোমস হঠাৎ থেমে গিয়ে হাত দিয়ে কপাল চাপড়াতে লাগল। "ওঃ ওয়াটসন, ওয়াটসন, আমি কি বোকা! ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য, কিন্তু একান্ত সত্য। সব কিছুই একই কথা বলছে। চিন্তার যোগসূত্রগুলো কি করে আমার দৃষ্টিকে এড়িয়ে গেল? ঐ অস্থি-সন্ধি—অস্থি-সন্ধিগুলোকে আমি অবহেলা করলাম কেমন করে? আর ঐ কুকুরটা! আর আইভি লতাটা! এবার আমার স্বপ্নের মধ্যে ডুবে যাওয়ার সময় হয়েছে। ঐ দেখ ওয়াটসন! তিনি আসছেন! এবার নিজেরাই সব কিছু দেখতে পাব।"

হলের দরজাটা ধীরে ধীরে খুলে গেল। বাতির আলোয় আলোকিত পশ্চাৎপটের উপর অধ্যাপক প্রেসবিউরি-র দীর্ঘ দেহটা দেখতে পেলাম। পরনে ড্রেসিং-গাউন। দরজার ফ্রেমে এসে দাঁড়াল। খাড়া চেহারা, সামনের দিকে একটু ঝুঁকে থাকায় হাত দুটো ঝুলছে। ঠিক যেমনটি এর আগেও দেখেছিলাম।

এবার সে এগিয়ে পথে নামল, আর সঙ্গে সঙ্গে তার একটা অসাধারণ পরিবর্তন দেখা দিল। শরীরটা উপুড় করে হাত ও পায়ে ভর দিয়ে এগোতে লাগল; মাঝে মাঝেই লাফ দিয়ে চলছে, যেন উৎসাহ ও জীবনী-শক্তিতে ভরপুর। বাড়িটার সম্মুখ বরাবর এগিয়ে গিয়ে মোড় ঘুরল। সে অদৃশ্য হওয়ামাত্রই বেনেট আস্তে হলের দরজা পার হয়ে নিঃশব্দে তাকে অনুসরণ করল।

"এস ওয়াটসন, চলে এস!" হোমস বলে উঠল। যথাসম্ভব নিঃশব্দে ঝোপের ভিতর দিয়ে এগিয়ে এমন একটা জায়গায় পৌঁছে গেলাম যেখান থেকে আধখানা চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত বাড়িটার অপর দিকটা স্পষ্ট দেখতে পেলাম। দেখলাম, অধ্যাপক হামাগুড়ি দিয়ে আইভি লতায় ঢাকা দেওয়ালের দিকে এগিয়ে চলেছে। আমাদের চোখের সামনেই হঠাৎ সে অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে লতাটা বেয়ে উঠতে লাগল। এক ডাল থেকে আর এক ডালে লাফিয়ে, হাত ও পা ঠিক মত রেখে সে লতাটা বেয়ে উঠতে লাগল। মনে হল, যেন বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, নিজের শক্তির আনন্দেই সে লতাটা বেয়ে উঠছে। ড্রেসিং-গাউনটা দুই পাশে ঝুলে পড়ায় তাকে দেখাচ্ছে একটা প্রকাণ্ড বাদুরের মত। তার নিজের বাড়ির দেওয়ালেই যেন তাকে আঠা দিয়ে সেঁটে দেওয়া হয়েছে; চন্দ্রালোকিত দেওয়ালে একটা মস্ত বড় চৌকো কালো দাগের মত দেখাচ্ছে। ক্রমে ফূর্তিতে ভাটা পড়ল; শ্রান্ত হয়ে এক ডাল থেকে আর এক ডালে পা দিয়ে নামতে নামতে এক সময়ে মাটিতে পড়ে সেই আগেকার ভঙ্গীতেই হামাগুড়ি দিয়ে লাফাতে লাফাতে আস্তাবলের দিকে চলে গেল। নেকড়ে কুকুরটা বাইরেই ছিল। সেটা ভীষণভাবে ঘেউ ঘেউ করতে লাগল। মানিবকে দেখতে পেয়েই সেটা অনেক বেশী উত্তেজিত হয়ে পড়ল। শিকলটা টানতে টানতে আগ্রহে ও ক্রোধে কুকুরটা তখন থর্ থর্ করে কাঁপছে। ইচ্ছা করেই কুকুরটার আওতার বাইরে বসে পড়ে অধ্যাপক যত রকম ভাবে সম্ভব সেটাকে উত্তক্ত করতে লাগল। পথ থেকে একমুঠো নুড়ি পাথর তুলে নিয়ে কুকুরটার মুখে ছুঁড়ে দিল, একটা লাঠি নিয়ে তাকে খোঁচাতে লাগল, তার হাঁ-করা মুখটার কয়েক ইঞ্চি দূরে রেখে হাতটাকে নাড়তে লাগল; এককথায় যত রকমভাবে পারা যায় উচ্ছৃংখল জন্তুটাকে রাগাতে লাগল। আজ পর্যন্ত যত অভিযান আমরা চালিয়েছি তার কোনটাতেই এমন অদ্ভুত দৃশ্য কখনও দেখি নি। ধীর, শান্ত, মর্যাদা-সম্পন্ন একটি মানুষ ব্যাঙের মত বুকে ভর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলছে এবং সর্বপ্রকার পূর্ব-পরিকল্পিত নিষ্ঠুরতার সঙ্গে একটি পাগলা শিকারী-কুকুরের ক্রোধকে আরও দুর্বার করে তুলতে চেষ্টা করছে, আর কুকুরটা তার সামনে রাগে লাফাচ্ছে।

তারপরই মুহূর্তের মধ্যে ব্যাপারটা ঘটে গেল। শিকলটা ছিঁড়ল না, কিন্তু কলারটা গলা দিয়ে গলে গেল, কারণ কলারটা তৈরী করা হয়েছিল একটা গলা-মোটা নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড জাতীয় কুকুরের জন্য। একটা ধাতব দ্রব্যের মাটিতে পড়ার শব্দ আমাদের কানে এল, আর পরমুহূর্তেই কুকুর ও মানুষ মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি খেতে লাগল; জন্তুটা ক্রোধে গর্জাচ্ছে, আর মানুষটি আতংকে অস্বাভাবিক উচ্চগ্রামে চীৎকার করছে। অল্পের জন্য অধ্যাপকের জীবন রক্ষা পেল। জন্তুটা তার গলা কামড়ে ধরেছিল, অনেকটা গভীরে দাঁতও বসিয়ে দিয়েছিল, ছুটে গিয়ে আমরা যখন জন্তু ও মানুষকে ছাড়িয়ে আলাদা করে দিলাম ততক্ষণে অধ্যাপক অজ্ঞান হয়ে গেছে। সে কাজটা সমাধা করাও আমাদের পক্ষে বিপজ্জনক হতে পারত, কিন্তু বেনেটের উপস্থিতি ও ডাকের ফলে সঙ্গে সঙ্গে যেন নেকড়ে-কুকুরটার সুবুদ্ধি ফিরে এল। হৈ-চৈ শুনে বিস্মিত কোচয়ানও ঘুম-ঘুম চোখে আস্তাবলের উপরকার ঘর থেকে নেমে এল। মাথা নাড়তে নাড়তে সে বলল, "আমি এতে অবাক হই নি। আগে এটার পিছনে ওকে লাগতে দেখেছি। জানতাম, আগে হোক পরে হোক কুকুরটাও একদিন মওকা পাবে।"

কুকুরটাকে বেঁধে ফেলা হল। ধরাধরি করে অধ্যাপককে তার ঘরে নিয়ে গেলাম। বেনেটেরও ডাক্তারি ডিগ্রি ছিল। গলার ঘা-টা পরিষ্কার করে বেঁধে দেওয়ার কাজে সেও আমাকে সাহায্য করল। ধারালো দাঁত গলার ধমনীর কাছ বরাবর বিপজ্জনকভাবে বসে গিয়েছিল; ফলে প্রচুর রক্তপাতও হয়েছিল। আধ ঘণ্টার মধ্যেই বিপদ কেটে গেল। রোগীকে

একটা মর্ফিয়া ইনজেকশন দিলাম। সেও অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ল। এতক্ষণে পরস্পরের দিকে তাকাবার সুযোগ পেয়ে পরিস্থিতিটা নিয়ে আলোচনা শুরু হল।

আমি বললাম, "আমার মনে হচ্ছে একজন প্রথম শ্রেণীর সার্জনকে দেখানো উচিত।"

বেনেট চেঁচিয়ে বলল, "ঈশ্বরের দোহাই, সেটা করবেন না। এখনও পর্যন্ত দুর্ণামটা আমাদের বাড়ির মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে। সুতরাং ভাবনার কিছু নেই। কিন্তু একবার এ বাড়ির দেওয়াল পেরিয়ে গেলে সে দুর্ণামকে থামানো যাবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে তার মর্যাদা, তার ইওরোপ-জোড়া খ্যাতি, তার মেয়ের অনুভূতি—এ সব কিছু ভেবে দেখুন।"

"ঠিক কথা," হোমস বলল। "আমার তো মনে হয় ব্যাপারটা আমাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা খুবই সম্ভব ; এমন কি এখন ব্যাপারটা যখন আমাদের হাতের মধ্যে এসে গেছে তখন এ ঘটনা যাতে আর না ঘটতে পারে সে ব্যবস্থাও করা সম্ভব হবে। মিঃ বেনেট, ঘড়ির চেন থেকে চাবিটা নিতে হবে। ম্যাকফাইল রোগীর কাছে থাকুক ; কোন পরিবর্তন দেখা দিলে সেই আমাদের খবর দেবে। চলুন, অধ্যাপকের সেই রহস্যময় বাক্সে কি আছে দেখে আসি।"

বিশেষ কিছু ছিল না, আবার অনেক কিছুই ছিল—একটা খালি কাঁচের শিশি, আর একটা শিশি প্রায় ভর্তি, একটা হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জ, ও বিদেশী ভাষায় আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা কয়েকখানা চিঠি। খামের উপরকার ছাপ দেখেই বোঝা যায় যে ঐ চিঠিগুলিই সেক্রেটারির দৈনন্দিন কাজ-কর্মকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। প্রতিটি চিঠিতেই তারিখ দেওয়া হয়েছে কমার্শিয়াল রোড থেকে এবং নীচে স্বাক্ষর করা হয়েছে "এ. ডোরাক।" সেগুলি হয় অধ্যাপক প্রেসবিউরিকে নতুন কোন বোতল পাঠানোর চালান, আর না হয় টাকার প্রাপ্তি-স্বীকারের রসিদ। শুধু একটা খাম পাওয়া গেল যার ঠিকানা কোন শিক্ষিত লোকের হাতে লেখা, আর যাতে অস্ট্রিয়ার ডাক-টিকিটের উপর প্রাগ-এর ছাপ মারা হয়েছে। খামটা ছিঁড়তে ছিঁড়তেই হোমস চেঁচিয়ে বলল, "এতেই আমাদের দরকারী মাল-মশলা পাব।"

"মাননীয় সহকর্মী, (চিঠিতে লেখা ছিল)

আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার পরে আপনার ব্যাপারটা নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি ; যদিও আপনার বর্তমান অবস্থায় এই চিকিৎসার স্বপক্ষে কতকগুলি বিশেষ যুক্তি রয়েছে, তবু আপনাকে সতর্ক করে দিতে চাই, কারণ আমার পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখা গেছে এই চিকিৎসার কিছু বিপদও আছে।

মনুষ্যজাতীয় সিরাম হলে সম্ভবত এর চাইতে ভাল হত। আপনাকে তো আগেই বলেছি, আমি 'লাঙ্গুর' নামক এক ধরনের কালো-মুখ জন্তু ব্যবহার করেছি, কারণ সেগুলি সহজপ্রাপ্য। অবশ্য 'লাঙ্গুর' হামাগুড়ি দিয়ে চলে, আর গাছেও উঠতে পারে। যেহেতু মনুষ্যজাতীয় প্রাণীরা সোজা হয়ে হাঁটে, তাই তারা মানুষের খুব কাছাকাছি প্রাণী।

আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি, চিকিৎসার কথাটা যাতে আগেভাগেই প্রকাশ না পায় সে বিষয়ে সর্বপ্রকার সতর্কতা অবলম্বন করবেন। ইংলণ্ডে আমার আরও একটি রোগী আছে, আর উভয় ক্ষেত্রেই ডোরাকই আমার এজেন্ট।

সাপ্তাহিক প্রতিবেদন পেলে বাধিত হব।

শ্রদ্ধাবনত আপনার
এইচ. লোয়েনস্টিন

লোয়েনস্টিন! নামটা শুনেই খবরের কাগজের একটি টুকরো খবর মনে পড়ে গেল। তাতে লেখা ছিল, জনৈক অখ্যাত বিজ্ঞানী সকলের অজ্ঞাতে কায়-কল্পের গোপন তত্ত্ব এবং নবজীবন সুধা আবিষ্কারের চেষ্টা করছে। প্রাগ-এর লোয়েনস্টিন! আশ্চর্য শক্তিবর্ধক সিরাম-এর আবিষ্কর্তা লোয়েনস্টিন। চিকিৎসক সমাজ তার চিকিৎসা-পদ্ধতিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে, কারণ সেই ওষুধের মূল বিবরণ প্রকাশ করতে সে রাজী হয় নি। অল্প কথায় ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললাম। বেনেট তাকের উপর থেকে জীববিদ্যার একখানি সারগ্রন্থ নামিয়ে এনে পড়তে লাগল : "লাঙ্গুর হিমালয় উপত্যকার এক শ্রেণীর কালোমুখ প্রকাণ্ডদেহী বাঁদর ; যে সব বাঁদর গাছে চড়তে অভ্যস্ত তাদের মধ্যে 'লাঙ্গুর' শ্রেণীই সব চাইতে বড় আর মানুষের সব চাইতে কাছাকাছি।" তারপর সে বলল, "আরও বিস্তারিত বিবরণ বইতে লেখা আছে। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ মিঃ হোমস ; এতদিনে বুঝতে পারছি যে এই অশুভ ঘটনাবলীর একেবারে গোড়ায় আমরা পৌঁছতে পেরেছি।"

হোমস বলল, "অবশ্য আসল গোড়ার কথাটি হল অকাল ভালবাসার ব্যাপারটি। আবেগমুগ্ধ অধ্যাপকের মনে এই ধারণা জন্মেছিল যে কোন রকমে একটি যুবকে পরিণত হতে পারলেই তার মনস্কামনা সিদ্ধ হবে। মানুষ যখন প্রকৃতিকে ছাড়িয়ে উঠতে চায় তখন তার ভাগ্যে প্রকৃতির চাইতে নীচে নেমে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী হয়। নিয়তির সোজা রাস্তাকে ত্যাগ করলে একটি শ্রেষ্ঠ মানুষেরও পরিণতি হতে পারে একটি জন্তুতে।" ছোট শিশিটা হাতে নিয়ে তার ভিতরকার স্বচ্ছ তরল পদার্থটা দেখতে দেখতে কিছুক্ষণ সে কি যেন ভাবল। "এই লোকটিকে যদি চিঠি লিখে জানিয়ে দেই যে তিনি যে বিষ প্রচার করছেন সে জন্য তাকে আমি দণ্ডযোগ্য অপরাধে অপরাধী বলে মনে করি, তাহলেই এ গোলযোগ থেমে যাবে। কিন্তু আবারও তো দেখা দিতে পারে। অন্য কেউ হয় তো আরও উন্নত কোন পদ্ধতি আবিষ্কার করতে পারে। সেখানেই তো বিপদ—মানুষের সত্যিকারের

সমূহ বিপদ। ভেবে দেখ ওয়াটসন, জড়বাদী, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, সাধারণ জাগতিক মানুষ—সকলেই তাদের মূল্যহীন জীবনকে দীর্ঘায়িত করবে। এদিকে অধ্যাত্ম জগতের মানুষরাও মহত্তর জীবনের আহ্বানকে উপেক্ষা করবে না। ফলে সর্বাপেক্ষা অনুপযুক্তরাই বেঁচে থাকবে। আমাদের এই অসহায় পৃথিবীটা কী এক আস্তাকুড়ে পরিণত হবে?" হঠাৎ যেন স্বপ্নদর্শী লোকটা অদৃশ্য হল, আর কাজের মানুষ হোমস লাফ দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। "মিঃ বেনেট, আর কিছু বলবার আছে বলে তো মনে হয় না। বিভিন্ন ঘটনা এই ছকের মধ্যে সহজেই খাপ খেয়ে যাবে। কুকুরটা অবশ্য আপনাদের অনেক আগেই এই পরিবর্তনটা বুঝতে পেরেছিল। তার ঘ্রাণ-শক্তিই তাকে সাহায্য করেছিল। অধ্যাপককে নয়, বাঁদরটাকেই 'রয়' আক্রমণ করত, ঠিক যেমন বাঁদরটাই 'রয়'কে নানাভাবে উত্যক্ত করত। গাছে চড়া জন্তুটার কাছে একটা মজার খেলা মাত্র, আর আমার ধারণা যে আকস্মিকভাবেই সেই মজার খেলা তাকে ঐ তরুণীটির জানালার কাছে নিয়ে গিয়েছিল। ওয়াটসন, কিছুক্ষণ পরেই শহরে যাবার একটা ট্রেন আছে, তবে মনে হচ্ছে সে ট্রেনটা ধরবার আগে আমরা চেকার্স-এ এক কাপ করে চা খেয়ে নেবার মত সময় পাব।"

সিংহ-কেশরের বিচিত্র ঘটনা

The Adventure of the Lion's Mane

আমার দীর্ঘ গোয়েন্দা-জীবনে যে সব জটিল ও অসাধারণ সমস্যার সম্মুখীন আমাকে হতে হয়েছে তেমনি একটি সমস্যা যে অবসর গ্রহণের পরে আমার হাতে আসবে, এমন কি বলা চলে যে আমার দোরগোড়ায় এসে পড়বে, এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয়। লণ্ডনের বিষণ্ণ পরিবেশে দীর্ঘকাল কাটাবার সময় মাঝে মাঝেই প্রকৃতির কোলে শান্ত জীবন কাটাবার যে আকাংখা আমাকে পেয়ে বসত, তখন আমি সম্পূর্ণভাবে সেই জীবনেই ফিরে গিয়ে সাসেক্স-এর ছোট বাড়িতে বাস করছিলাম। ঠিক সেই সময়ই ঘটনাটি ঘটল। জীবনের সেই অধ্যায়ে ভাল মানুষ ওয়াটসন তখন আমার নাগালের বাইরে। মাঝে-মধ্যে সাপ্তাহান্তিক ভ্রমণে সে হয় তো আমার সঙ্গে এসে দেখা করত। ব্যাস, ওই পর্যন্ত। কাজেই নিজেকেই নিজের ইতিহাসকার হতে হবে। আহা! সে সময় সে যদি আমার কাছে থাকত তাহলে সেই আশ্চর্য ঘটনা ও সব বিঘ্ন-বাধা পেরিয়ে আমার সেই উল্লেখযোগ্য জয়লাভকে নিয়ে সে কত কথাই না লিখতে পারত। অবশ্য বর্তমান পরিস্থিতিতে আমার সহজ ভঙ্গীতেই আমার কাহিনীটি বলতে হবে; সিংহ-কেশরের রহস্য-সন্ধানে যে বিঘ্ন-সংকুল পথে আমাকে নামতে হয়েছিল তার প্রতিটি পদক্ষেপের বিবরণ দিতে হবে।

"ডাউন্স" পর্বতের দক্ষিণ সানুদেশে আমার বাসভবনটি অবস্থিত। ইংলিশ চ্যানেলটাকে সেখান থেকে চমৎকার দেখায়। এইখানটায় তীর-ভূমি চুনা-পাথরে সম্পূর্ণ আবরিত। একটি মাত্র দীর্ঘ আঁকাবাঁকা পথ ধরে সেখান থেকে নীচে নামা যায়। সে-পথটাও যেমন খাড়া তেমনি পিচ্ছিল। পথটার একেবারে শেষে ভরা জোয়ারের সময়ও প্রায় একশ' গজ জায়গা নুড়ি পাথর ও কাঁকরে ঢাকা থাকে। তীর-রেখার এখানে-ওখানে অনেকগুলি বাঁক ও খাঁজ থাকায় প্রতিটি জোয়ারের সময় নতুন জল জমে সেখানে সুন্দর সুন্দর সব সাঁতারের জায়গা তৈরী হয়ে যায়। এই চমৎকার বেলাভূমিটি উভয় দিকেই কয়েক মাইল পর্যন্ত প্রসারিত; শুধু যে জায়গাটায় ছোট ছোট খাড়িটা এবং ফুল্‌ওয়ার্থ গ্রামটা অবস্থিত সেখানে এসে তীর-রেখাটা ভেঙে গেছে।

আমার বাড়িটা নির্জন। আমি, আমার বৃদ্ধ পরিচারিকা ও আমার মৌমাছিদের নিয়েই আমার সংসার। অবশ্য আধ মাইলটাক দূরে হ্যারল্ড স্ট্যাকহার্স্ট-এর বিখ্যাত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান "পাশ-কপালী" অবস্থিত। বেশ বড় প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন বৃত্তিশিক্ষায় নিযুক্ত কয়েক কুড়ি যুবক ও বেশ কিছু শিক্ষক ও কর্মচারী সেখানে থাকে। স্ট্যাকহার্স্ট নিজে এক-সময়কার বিখ্যাত নৌ-চালক "বু" ও নামকরা সর্ববিদ্যাবিশারদ। এই উপকূল অঞ্চলে আসার পর থেকেই তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছে। একমাত্র তার সঙ্গেই আমার এতখানি ঘনিষ্ঠতা জন্মেছে যে সন্ধ্যার পরেও বিনা নিমন্ত্রণেই আমরা একে অন্যের বাড়িতে যেতে পারি।

১৯০৭ সালের জুলাই মাসের শেষ দিকে একদিন প্রচণ্ড ঝড় উঠেছিল। বাতাসে ইংলিশ চ্যানেল ফুলে-ফেঁপে উঠে সমুদ্রের জল একেবারে পাহাড়ের নীচ অবধি ছুটে এসেছিল আর জল নেমে যাবার পরে একটা লোনা জলের বিল রেখে গিয়েছিল। যে সকাল বেলাকার কথা বলছি সেদিন ঝড় থেমে গিয়ে প্রকৃতি যেন নতুন করে ধোয়া-মোছা করে তাজা হয়ে উঠেছিল। এমন সুন্দর দিনে কোন কাজ করা অসম্ভব; তাই সেই সুন্দর বাতাসে নিঃশ্বাস নেবার জন্য প্রাতরাশের আগেই বেড়াতে বেরিয়ে পড়লাম। যে পাহাড়ে পথটা খাড়া তীরভূমিতে নেমে গেছে সেই পথ ধরেই হাঁটতে লাগলাম। হাঁটতে হাঁটতেই শুনতে পেলাম, পিছন থেকে কে যেন চীৎকার করে ডাকছে। হ্যারল্ড স্ট্যাকহার্স্ট হাত নাড়তে নাড়তে এগিয়ে আসছে।

"কী সুন্দর সকালটা মিঃ হোমস! আমি ধরেই নিয়েছিলাম, আপনি বেড়াতে বেরোবেন।"

"মনে হচ্ছে সাঁতারে যাচ্ছেন।"

ফুলে-ওঠা পকেটটাতে চাপড় মেরে সে হেসে উঠল, "আবার সেই পুরনো খেলা। হ্যাঁ, ম্যাকফার্সন আগেই গেছেন ; আশা করি ওখানেই তাকে পাব।"

ফিট্‌জ্‌রয় ম্যাকফার্সন বিজ্ঞানের শিক্ষক। চমৎকার প্রতিশ্রুতিময় যুবক। কিন্তু বাতজনিত জ্বর থেকে হৃৎপিণ্ডের গোলযোগ শুরু হওয়ায় তার জীবনটাই ব্যর্থ হতে বসেছে। স্বভাবগতভাবেই সে একজন ক্রীড়াবিদ, এবং হৃৎপিণ্ডের উপর খুব বেশী চাপ পড়ে না এরকম যে কোন খেলাতেই সে পারদর্শী। কি গ্রীষ্ম, কি শীত, সব ঋতুতেই সে সাঁতার কাটে, নিজে সাঁতার ভালবাসি বলে অনেক সময়ই আমি তার সঙ্গে যোগ দিয়ে থাকি।

ঠিক সেই মুহূর্তে তাকে আমরা দেখতে পেলাম। পথটা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানকার পাহাড়ের উপরে তার মাথাটা দেখা গেল। তারপরই পাহাড়ের উপরে তার সমস্ত দেহটাই দেখা গেল। যেন মাতালের মত টলছে। পরমুহূর্তেই দুই হাত তুলে ভয়ংকরভাবে চীৎকার করে সে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। স্ট্যাকহার্স্ট ও আমি ছুটে গেলাম—প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে—এবং তাকে চিৎ করে শুইয়ে দিলাম। তখন তার মৃত্যু আসন্ন। ওই চকচকে গর্তে-বসা চোখ ও ভয়ংকর বিবর্ণ চোখের আর কোন অর্থই হতে পারে না। মুহূর্তের জন্য তার মুখের উপর বুঝি জীবনের আলো ঝিলিক দিয়ে উঠল ; সাবধান করে দেবার আগ্রহে মাত্র দু' তিনটি কথা সে উচ্চারণ করল। কতকগুলি জড়ানো ও অস্পষ্ট, কিন্তু তার শেষের যে কথা কয়টি আর্তনাদের মত তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল তাতে আমার মনে হল সে বলল "সিংহের কেশর।" কথা-গুলো সম্পূর্ণ অবান্তর ও দুর্বোধ্য, কিন্তু কোন মতেই তার অন্য কোন অর্থ আমি করতে পারলাম না। তারপর মাটি থেকে কিছুটা উঠে হাত দুটো আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিয়েই একপাশে কাৎ হয়ে পড়ে গেল। সে মারা গেল।

এই ঘটনার আকস্মিক আতংকে আমার সঙ্গীটি একেবারেই বিমূঢ় হয়ে পড়ল, কিন্তু আমার প্রতিটি ইন্দ্রিয় যথারীতি সজাগ হয়ে উঠল। হবার প্রয়োজন ছিল, কারণ আমি সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পেরেছিলাম যে আমরা একটা অসাধারণ ঘটনার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি। লোকটির পরনে ছিল শুধু তার বারবেরি-ওভারকোট, ট্রাউজার, আর ফিতে-খোলা ক্যাম্বিসের জুতো। বারবেরি কোটটা তার গলায় শুধু জড়ানো ছিল। কাজেই সে উপুড় হয়ে পড়ে যেতেই কোটটা সরে গিয়ে তার শরীরটা বেরিয়ে পড়েছিল। অপার বিস্ময়ে আমরা সেই দিকেই হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম। তার পিঠটা গাঢ় লাল দাগে ভর্তি, যেন কেউ সরু তারের চাবুক দিয়ে তাকে ভীষণভাবে মেরেছে। যে বস্তুটা দিয়ে তাকে মারা হয়েছে সেটা নিশ্চয়ই খুব নমনীয়, কারণ মারের দাগগুলি তার গলা ও পাঁজড়ার অনেকখানি জায়গা জুড়ে ফুলে উঠেছে। থুতনি বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে ; যন্ত্রণায় কাওর হয়ে নীচের ঠোঁটটা সে নিজেই কামড়েছে বলে মনে হল। তার ঝুলে-পড়া বিকৃত মুখ দেখেই বোঝা যায় কী ভয়ংকর যন্ত্রণা সে সহ্য করেছে।

আমি মৃতদেহটার পাশে হাঁটু ভেঙে বসেছিলাম, আর স্ট্যাকহার্স্ট ছিল দাঁড়িয়ে ; এমন সময় আমাদের উপর একটা ছায়া পড়াতে চেয়ে দেখলাম, আয়ান মুর্ডক আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। মুর্ডক গণিতের শিক্ষক। ঢ্যাঙা, সরু, গায়ের রং গাঢ়। সে এমনভাবে একা একা থাকে আর এতই কম কথা বলে যে কাউকেই তার বন্ধু বলা চলে না। মৌলিক সংখ্যা ও সুচিঘণ-ক্ষেত্র-বিষয়ক চিন্তার এমন এক উচ্চতর অমূর্ত জগতে সে বাস করে যার সঙ্গে সাধারণ জীবনযাত্রার কোন সম্পর্কই নেই। ছাত্ররা তাকে একটু ক্ষ্যাপা ধরনের লোক বলেই মনে করে, এবং হয় তো তাকে নিয়ে মজাও করত, কিন্তু লোকটির শিরায় বইত একধরনের অদ্ভুত চাষাড়ে রক্ত। সেটা যে শুধু তার কয়লা-কালো চোখে ও গাঢ় রঙের মুখেই ফুটে উঠত তাই নয়, মাঝে মাঝে সে এমনভাবে রাগে ফেটে পড়ত যাকে হিংস্র ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। একদিন ম্যাকফার্সন-এর ছোট কুকুরটার ব্যবহারে উত্যক্ত হয়ে সে কুকুরটাকে তুলে ধরে জানালার কাঁচের পাল্লার ভিতর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। শিক্ষক হিসাবে সে যদি খুবই ভাল না হত তাহলে স্ট্যাকহার্স্ট হয়তো সেই দিনই তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে দিত। সেই বিচিত্র, জটিল স্বভাবের লোকটিই এখন আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। মনে হল, সামনের দৃশ্য দেখে সে সত্যি সত্যি মর্মাহত হয়েছে। যদিও কুকুরের ঘটনাটা থেকে বোঝা যায় যে, মৃত লোকটি ও তার মধ্যে সে রকম কোন সহানুভূতির বন্ধন ছিল না।

"বেচারি! বেচারি! আমি কি করতে পারি? আমি কি ভাবে সাহায্য করতে পারি?"

"আপনি কি ওর সংগে ছিলেন? কি হয়েছে বলতে পারেন কি?"

"না, না, আজ সকালে আমার দেরী হয়ে গিয়েছিল। আমি বেলাভূমিতে মোটেই যাই নি। "পাশ-কপালী" থেকে সোজা এখানে আসছি। আমি কি করতে পারি?"

"এখনই ফুলওয়ার্থ থানায় চলে যান। অবিলম্বে ব্যাপারটা তাদের জানান।"

একটি কথাও না বলে সে ছুটে চলে গেল। আমি প্রয়োজনীয় কাজে হাত দিলাম, আর এই দুর্ঘটনায় অতিমাত্রায় বিচলিত স্ট্যাকহার্স্ট মৃতদেহটার পাশে রইল। স্বভাবতই আমার প্রথম কাজ হল সাগর-তীরে তখন কে কে ছিল সেটা জানা। রাস্তাটার উপর থেকে সমস্ত জায়গাটাই নজরে

পড়েছিল। সবটাই একেবারে ফাঁকা। শুধু অনেকটা দূরে দু' তিনটি কালো মূর্তি দেখা যাচ্ছিল যারা ফুলওয়ার্থ গ্রামের দিকে চলে যাচ্ছিল। সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আমি পথ ধরে নামতে লাগলাম। পথে হয় কাদা, নয় তো চুনাপাথরের সঙ্গে মেশানো সর-মাটি ছড়িয়ে আছে। সর্বত্রই দেখতে পেলাম, একই পায়ের ছাপ উঠেছে এবং নেমেছে। সেদিন সকালে অপর কেউ সে পথ দিয়ে সাগর-তীরে যায় নি। এক জায়গায় দেখতে পেলাম একখানা খোলা হাতের ছাপ; তার আঙুলগুলো ঢালুর দিকে বাড়ানো। বোঝাই যাচ্ছে, বেচারি ম্যাক্‌ফার্সন পথ বেয়ে উঠবার সময় পড়ে গিয়েছিল। গোলগোল কিছু গর্তও সেখানে ছিল যা দেখে বোঝা গেল যে সে একাধিকবার হাঁটুর উপর পড়েও গিয়েছিল। পথের একেবারে নীচে ছিল সেই লোনা জলের বিলটা জোয়ারের টান সরে গিয়ে যেটা গড়ে উঠেছে। তার পাশেই ম্যাক্‌ফার্সন পোশাক ছেড়েছিল, কারণ পাথরের উপর তার তোয়ালেটা তখনও ছিল। তোয়ালেটা ভাঁজ-করা এবং শুকনো; সুতরাং বোঝা গেল যে সে মোটেই জলে নামে নি। শক্ত কাঁকরের মধ্যে খুঁজতে খুঁজতে দু' এক জায়গায় বালির উপর তার ক্যাম্বিসের জুতোর ছাপ এবং তার খালি পায়ের ছাপও দেখতে পেলাম। এর থেকে প্রমাণ পাওয়া গেল যে স্নানের সব আয়োজনই সে করেছিল। কিন্তু তোয়ালেটা দেখে বোঝা গেল যে সত্যি সত্যি সে স্নান করে নি।

সমস্যাটি বেশ পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠেছে। বোধ হয় আমাকে এর আগে কখনও এমন বিচিত্র সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় নি। লোকটি বেলাভূমিতে ছিল খুব বেশী হলে পনেরো মিনিট সময়। "পাশ-কপালী" থেকে স্ট্যাকহার্স্ট তখন পিছন-পিছনই গিয়েছিল, কাজেই সময়ের ব্যাপারে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না। সে গিয়েছিল স্নান করতে, আর খালি পায়ের ছাপ দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে, জামা-জুতোও খুলেছিল। তারপর হঠাৎই সব জামাকাপড় কোনমতে গায়ে জড়িয়ে—সবই এলোমেলো ও না-বাঁধা অবস্থায় ছিল—স্নান না করেই ফিরে যায়; অন্তত গা-মাথা যে মোছে নি সেটা তো পরিষ্কার। তার মত-পরিবর্তনের কারণ—অত্যন্ত অমানুষিক বর্বরতার সঙ্গে তাকে চাবুক মারা হয়েছে, তাকে এমনভাবে নির্যাতন করা হয়েছে যে যন্ত্রণায় সে নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরেছে, এবং কোন রকমে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এসেই মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়েছে। এই বর্বরোচিত কাজ কে করেছে? এ কথা ঠিক যে পাহাড়ের নীচে কতকগুলি গুহা-গহ্বর আছে; কিন্তু অস্ত-সূর্যের আলো এমনভাবে সেগুলির উপর পড়েছে যে সেখানে লুকিয়ে থাকবার মত কোন সুযোগ ছিল না। বেলাভূমিতে আর ছিল অনেক দূরে দূরে কিছু লোক। কিন্তু তারা এত দূরে ছিল যে এ অপরাধের সঙ্গে তাদের কোন রকম সম্পর্কই থাকতে পারে না; তাছাড়া লোনা জলের যে বিলটাতে ম্যাক্‌ফার্সন-এর স্নান করবার কথা সেটা ছিল তার আর সেই লোকগুলির মাঝখানে একেবারে পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত। সমুদ্রের বুকে কাছাকাছি দু' তিনটে মাছ-ধরা নৌকো ছিল। অবসর সময়ে সেই নৌকোর লোকদের কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করা যেতে পারে। তদন্ত চালাবার কয়েকটা পথ হয় তো আছে, কিন্তু তার কোনটাই কোন স্পষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেবার মত নয়।

অবশেষে মৃতদেহের কাছে ফিরে গিয়ে দেখি যে কিছু ভ্রাম্যমান মানুষ সেখানে জড়ো হয়েছে। অবশ্য স্ট্যাকহার্স্ট তো ছিলই। আবার মুর্ডকও গ্রামের কনস্টেবল অ্যাণ্ডারসনকে নিয়ে সবে হাজির হয়েছে। লোকটি দেখতে মোটাসোটা, মুখে আদা-রং গোঁফ, সাসেক্স ধরনের পেটা মজবুত শরীর—বাইরেটা ভারী-ভর্তুক হলেও তার আড়ালে সাধারণ সুবুদ্ধির অভাব নেই। সব কিছু মনোযোগ দিয়ে শুনল, আমরা যা কিছু বললাম সব টুকে নিল এবং শেষ পর্যন্ত আমাকে একপাশে ডেকে নিয়ে গেল।

"আপনার পরামর্শ পেলে খুব ভাল হয় মিঃ হোমস। ব্যাপারটা এত বড় যে এর মীমাংসা করা আমার পক্ষে খুবই শক্ত; আর আমি যদি ভুল করি তাহলে লিউয়িস এ নিয়ে আমাকে কথা শোনাবে।"

আমি পরামর্শ দিলাম, সে যেন অবিলম্বে তার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে ও একজন ডাক্তারকে খবর দেয়, এবং তারা না আসা পর্যন্ত যেন কোন কিছু না সরানো হয়, আর যথাসম্ভব কম নতুন পায়ের ছাপ যাতে পড়ে সে দিকে যেন দৃষ্টি রাখা হয়। ততক্ষণে আমি মৃত লোকটির পকেটগুলো খুঁজে দেখলাম। পেলাম তার রুমাল, একখানা বড় ছুরি ও একটা ছোট ভাঁজ-করা তাসের খাপ। তার ভিতর থেকে একটুকরো কাগজ বেরিয়ে আছে। ভাঁজ খুলে কাগজখানা কনস্টেবলের হাতে দিলাম। আঁকাবাঁকা মেয়েলি হাতে তাতে লেখা ছিল: "আমি সেখানে অবশ্য থাকব, তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।—মডি।" শুনতে একটা প্রেমের ব্যাপারের মত, একটা অভিসারের ব্যবস্থা, যদিও কোথায় এবং কখন ঘটবে সে কথা উল্লেখ নেই। কনস্টেবল সেটাকে আবার সেই তাসের খাপের মধ্যে ভরে অন্য সব জিনিস সমেত বারবেরি-কোটের পকেটেই রেখে দিল। তারপর আর কোন কাজের কথা মনে না আসায় আমি প্রাতরাশের জন্য বাড়ি ফিরে গেলাম; কিন্তু তার আগে ব্যবস্থা করে গেলাম যাতে পাহাড়ের নীচটাতে ভালভাবে তল্লাসী চালানো হয়।

দু'একঘণ্টার মধ্যেই স্ট্যাকহার্স্ট এসে আমাকে জানাল, মৃতদেহ "পাশ-কপালী"-তে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং প্রাথমিক

বিচারবিভাগীয় তদন্ত সেখানেই হবে। সেই সঙ্গে কিছু গুরুতর ও সুনির্দিষ্ট সংবাদও সে আমাকে দিল। যেমন আশা করেছিলাম, পাহাড়ের নীচে তল্লাসী চালিয়ে কিছুই পাওয়া যায় নি, কিন্তু ম্যাকফার্সন-এর ডেস্কে পাওয়া কাগজ-পত্র পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে ফুলওয়ার্থ-এর জনৈক মিস মড বেলামি-র সঙ্গে তার কিছু গোপন পত্রালাপ চলছিল। সে সব চিঠি কে লিখেছে তার প্রমাণও আমরা পরে পেয়েছিলাম।

সে বলল, "চিঠিগুলি পুলিশের হেপাজতে আছে। তাই আমি সেগুলি আনতে পারি নি। তবে একটা গভীর ভালবাসাবাসি যে চলছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অবশ্য মহিলাটি ম্যাকফার্সন-এর সাক্ষাতের একটা ব্যবস্থা করেছিলেন এই ঘটনাটি ছাড়া এই সব চিঠি-পত্রকে ঐ ভয়ংকর ঘটনার সঙ্গে জড়িত করবার আর কোন কারণই আমি দেখতে পাচ্ছি না।"

"তাও আবার এমন একটি স্থানের জায়গায় যেখানে আপনারা সকলেই যাতায়াত করে থাকেন," আমি মন্তব্য করলাম।

সে বলল, "কিছু ছাত্র যে ম্যাকফার্সন-এর সঙ্গে ছিল না সেটাও একটা আকস্মিক ঘটনা।"

"নেহাৎই আকস্মিক ঘটনা কি?"

স্ট্যাকহার্স্ট-এর ভুরু চিন্তায় কুঞ্চিত হল।

সে বলল, "আয়ান মুর্ডকই তাদের আটকে রেখেছিল; সে চেয়েছিল প্রাতরাশের আগেই তারা যেন বীজগণিতের অঙ্কগুলি কষে রাখে। বেচারি এ ব্যাপারে খুবই মুসড়ে পড়েছে।"

"কিন্তু আমি তো শুনেছি তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল না।"

"একসময়ে ছিল না। কিন্তু বছরখানেক হল মুর্ডক ম্যাকফার্সন-এর সঙ্গে এতখানি ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে যেমনটি সে আর কখনও কারও সঙ্গে হয় নি। সে স্বভাবতই দরদী প্রকৃতির মানুষ নয়।"

"আমিও তাই শুনেছি। যতদূর মনে পড়ে আপনিই আমাকে বলেছেন যে একটা কুকুরকে নিয়ে একসময় তাদের মধ্যে ঝগড়া হয়েছিল।"

"সে সব মিটে গেছে।"

"কিন্তু হয় তো কিছুটা প্রতিহিংসার মনোভাব রয়েই গেছে।"

"না, না; আমি স্থির জানি তারা সত্যি বন্ধু ছিল।"

"সে কথা থাক। আমাদের কিন্তু মেয়েটি সম্পর্কে খোঁজখবর করতে হবে। আপনি কি তাকে চেনেন?"

"সকলেই তাকে চেনে। সে তো এ অঞ্চলের সুন্দরী—প্রকৃত সুন্দরীই হোমস। তার উপর সকলেরই চোখ পড়বে। ম্যাকফার্সন যে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে তা আমি জানতাম, কিন্তু চিঠিপত্র দেখে যে রকম মনে হচ্ছে ব্যাপারটা যে ততদূর গড়িয়েছে সে ধারণা আমার ছিল না।"

"কিন্তু মেয়েটি কে?"

"বুড়ো টম বেলামির মেয়ে। এই বুড়ো ফুলওয়ার্থ-এর সব নৌকো ও স্নান-ঘরের মালিক। গোড়ায় ছিল একজন জেলে, কিন্তু এখন বেশ একজন শাঁসালো লোক। সে ও তার ছেলে উইলিয়ামই ব্যবসাটা চালায়।"

"ফুলওয়ার্থ গাঁয়ে গিয়ে তাদের সঙ্গে একবার দেখা করে আসব কি?"

"কোন্ অজুহাতে?"

"অজুহাত একটা সহজেই বের করা যাবে। আর যাই হোক, এই লোকটি নিশ্চয় নিজেই নিজেকে এমন নির্দয়ভাবে চাবুক মারে নি। নিশ্চয় কোন মানুষের হাতে চাবুকটা ছিল, অবশ্য আঘাতগুলি যদি চাবুকেরই হয়ে থাকে। এই নির্জন অঞ্চলে তার পরিচিত জনের সংখ্যা নিশ্চয় খুবই সীমিত ছিল। সব দিক থেকে ব্যাপারটাকে অনুসরণ করলে আমরা নিশ্চয়ই উদ্দেশ্যটা ধরতে পারব, আর সেই উদ্দেশ্যই আমাদের অপরাধীকে দেখিয়ে দেবে।"

যে দুর্ঘটনা চোখের সামনে দেখেছি তাতে মনটা বিষাক্ত হয়ে না থাকলে গন্ধ-ব্যাকুল ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর দিয়ে পথ চলতে খুব ভালই লাগত। উপসাগরটা যেখানে অর্ধবৃত্তাকারে বাঁক নিয়েছে তার উপরেই ফুলওয়ার্থ গ্রামটা অবস্থিত। পুরনো ধাঁচের কুঁড়েঘরগুলির পিছনে উঁচু জমির উপর কয়েকটি আধুনিক বাড়ি গড়ে উঠেছে। স্ট্যাকহার্স্ট তারই একটায় আমাকে নিয়ে গেল।

"এটাই 'আশ্রয়'—নামটা বেলামির দেওয়া। যে বাড়িটার এক কোণে একটা বুরুজ, আর ছাদটা স্লেট-পাথরের। যে লোক একেবারে শূন্য হাতে জীবন শুরু করেছিল তার পক্ষে বাড়িটা মন্দ নয়, কিন্তু—আরে, ওদিকে দেখুন।"

"আশ্রয়"-এর বাগানের গেটটা খুলে একটি লোক বেরিয়ে এল। সেই ঢ্যাঙা, কোণাটে, দলছাড়া লোকটিকে চিনতে কারও ভুল হল না। গণিতজ্ঞ আয়ান মুর্ডক। একমুহূর্ত পরেই রাস্তার উপরে আমরা তার মুখোমুখি হলাম।

"হুল্লো," স্ট্যাকহার্স্ট বলে উঠল। লোকটি মাথা নাড়ল, তার বিচিত্র কালো চোখে কটাক্ষে আমাদের দিকে তাকাল, তারপর পাশ কাটিয়ে চলেই যেত, কিন্তু অধ্যক্ষ তার হাতটা ধরে ফেলল।

"আপনি এখানে কি করছিলেন?" সে প্রশ্ন করল।

মুর্ডক-এর মুখ রাগে লাল হয়ে উঠল। "আপনার বাড়িতে আমি আপনার অধীন স্যার। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত কাজের জন্যও আপনার কাছে জবাবদিহি করতে হবে এটা আমার জানা ছিল না।"

ইতিমধ্যেই যা কিছু সইতে হয়েছে তাতেই স্ট্যাকহার্স্ট-এর স্নায়ু তেতেই ছিল। হয় তো অন্য সময় হলে সে অপেক্ষা করত। কিন্তু এখন তার মেজাজ সম্পূর্ণ বিগড়ে গেল।

"এ অবস্থায় আপনার এই জবাব একান্ত অবাধ্যতার পরিচায়ক মিঃ মর্ডক।"

"আপনার প্রশ্নটাও হয়তো সেই দলেই পড়ে।"

"আপনার উদ্ধত আচরণকে আমি এই প্রথম উপেক্ষা করছি না। কিন্তু মনে রাখবেন যে এটাই শেষ। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনার ভবিষ্যতের জন্য নতুন কোন ব্যবস্থা করবেন।"

"আমি তাই ভেবেছি। যে একটিমাত্র মানুষের জন্য "পাশ-কপালী" বাসযোগ্য ছিল আজ তাকেও হারিয়েছি।"

সে নিজের পথে পা চালিয়ে দিল। ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে স্ট্যাকহার্স্ট চেঁচিয়ে বলল, "লোকটা কি অসম্ভব, অসহ্য নয়?"

একটা ধারণা আমার মনের উপর চেপে বসল যে, মিঃ আয়ান মর্ডক অকুস্থল থেকে পালিয়ে যাবার প্রথম সুযোগটি গ্রহণ করল। একটা অস্পষ্ট ছায়া-ছায়া সন্দেহ যেন আমার মনের মধ্যে ধীরে ধীরে আকার নিচ্ছে। হয় তো বেলামিদের সঙ্গে দেখা করলে এ ব্যাপারে আরও কিছু আলোকপাত হতে পারে। স্ট্যাকহার্স্ট ততক্ষণে নিজেকে সংযত করেছে। তাই আমরা দুজনেই বাড়িটার দিকে এগিয়ে গেলাম।

মিঃ বেলামি একজন মাঝবয়সী লোক। তার দাড়ি আগুনের মত লাল। মনে হল সে বেজায় রেগে আছে। তার মুখটাও দাড়ির মত লাল।

"না স্যার, এ বিষয়ে আমি কোন কথা বলতে চাই না। আমার ছেলেও—" বসবার ঘরের এককোণে বসে থাকা শক্ত সমর্থ যুবকটিকে দেখিয়ে সে বলল—"আমার সঙ্গে একমত যে মড-এর প্রতি মিঃ ম্যাকফার্সন-এর আচরণ অপমানজনক। হ্যাঁ মশাই, চিঠিপত্র লেখালেখি চলেছে, দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে, এমন আরও অনেক কিছুই হয়েছে যা আমরা কেউই সমর্থন করি না, অথচ 'বিবাহ' কথাটার উল্লেখ পর্যন্ত কোথাও নেই। ওর মা নেই, আমরাই ওর একমাত্র অভিভাবক। কাজেই আমরা স্থির করেছি—"

কিন্তু তার মুখের কথা শেষ হবার আগেই মহিলাটি স্বয়ং সেখানে হাজির হল। পৃথিবীর যে কোন সভা যে তার উপস্থিতিতে ধন্য হত সে কথা বলাই বাহুল্য। এই পরিবেশে এ রকম একটা শিকড় থেকে যে এমন ফুল ফুটতে পারে তা কে কল্পনা করতে পারে? আমি কখনও নারীর প্রতি আকর্ষণ বোধ করি না, কারণ চিরদিন মস্তিষ্কই আমার হৃদয়-বৃত্তিকে পরিচালিত করে থাকে; কিন্তু তার সুডৌল মুখখানি ও গায়ের রঙের উপকূল-অঞ্চলীয় নরম সুষমার দিকে তাকিয়ে আমিও না ভেবে পারলাম না যে কোন যুবকই তাকে দেখে অনাহত হৃদয়ে চলে যেতে পারে না। এ হেন মেয়েটি এখন দরজা ঠেলে বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে হ্যারল্ড স্ট্যাকহার্স্ট-এর সম্মুখে এসে দাঁড়াল।

বলল, "আমি জানি যে ফিট্‌জরয় মারা গেছে। তার বিস্তারিত বিবরণ জানাতে কোন রকম শংকা করবেন না।"

বাবাই বুঝিয়ে বলল, "আপনাদের সেই অপর ভদ্রলোকই খবরটা দিয়ে গেলেন।"

যুবকটি খেঁকিয়ে উঠল, "এ ব্যাপারের সঙ্গে আমার বোনকে জড়াবার তো কোন কারণ নেই।"

বোনটি তীক্ষ্ণ, হিংস্র দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। "এটা আমার ব্যাপার উইলিয়াম। দয়া করে আমার মত করেই এর ব্যবস্থা করতে দাও। যে ভাবেই হোক একটা অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। এ কাজ কে করেছে তা বের করতে যদি আমি সাহায্য করতে পারি তাহলে মৃতের প্রতি সেটাই হবে আমার ন্যূনতম কর্তব্য।"

আমার সঙ্গীর মুখ থেকে ঘটনার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ সে শান্তভাবে মনোযোগ দিয়ে শুনল। তা থেকেই বুঝলাম মহিলাটি যেমন সুন্দরী তেমনই কঠিন চরিত্রের অধিকারিণী। একটি বিশিষ্ট পরিপূর্ণ নারী রূপে মড বেলামি চিরদিন আমার স্মৃতিতে জেগে থাকবে। মনে হল সে আমাকে আগে থেকেই চেহারায় চিনত, কারণ শেষের দিকে আমার দিকে ফিরে সে বলল:

"এদের ন্যায় বিচার করুন মিঃ হোমস। এরা যেই হোক, এ কাজে আমার সহানুভূতি ও সাহায্য আপনি পাবেন।" মনে হল, কথাগুলি বলবার সময় সে উদ্ধত ভঙ্গীতে তার বাবা ও ভাইয়ের দিকে তাকিয়েছিল।

আমি বললাম, "আপনাকে ধন্যবাদ। এ সব ব্যাপারে স্ত্রীলোকের অন্তর্দৃষ্টিকে আমি খুব মূল্য দিয়ে থাকি। আপনি 'এরা' কথাটি ব্যবহার করলেন। আপনি কি মনে করেন যে একাধিক ব্যক্তি এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত?"

"মিঃ ম্যাকফার্সনকে আমি ভালভাবেই জানি। সে ছিল সাহসী ও শক্তিমান। কোন একজন লোকের পক্ষে তাকে এভাবে উৎপীড়ন করা সম্ভব নয়।"

"শুধু আপনার সঙ্গে নিভৃতে একটা কথা বলতে পারি কি?"

"তোমাকে বলছি মড, এ ব্যাপারের সঙ্গে নিজেকে জড়িও না," তার বাবা সক্রোধে বলে উঠল।

সে অসহায়ভাবে আমার দিকে তাকাল। "আমি কী করতে পারি?"

আমি বললাম, "অচিরেই সারা পৃথিবী এ ঘটনা জানবে;

কাজেই আমি যদি এখানে তা নিয়ে আলোচনা করি তাতে কোন ক্ষতি হতে পারে না। আমি গোপনীয়তা রক্ষারই পক্ষপাতী, তবে আপনার বাবা যদি সেটা না চান তাহলে তিনিও আলোচনায় যোগ দিতে পারেন।" তখন মৃত লোকটির পকেটে যে চিরকুটটি পাওয়া গেছে সে কথা বললাম। "বিচারের সময় সেটাকে নিশ্চয় উপস্থিত করা হবে। এ বিষয়ে আপনাকে কিছুটা আলোকপাত করতে বলতে পারি কি?"

সে জবাব দিল, "ব্যাপারটাকে রহস্যময় করে রাখার তো কোন কারণ দেখি না। আমাদের বিয়ের কথাবার্তা পাকা হয়ে গিয়েছিল; শুধু আমরা সেটাকে গোপন রেখেছিলাম কারণ ফিট্‌জ্‌রয়-এর বুড়ো কাকা এখন মরবার মুখে, আর তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে করলে তিনি হয় তো তাকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতেন। এ ছাড়া আর কোন কারণ ছিল না।"

"এ কথা তো তুমি আমাদের বলতে পারতে", মিঃ বেলামি খেঁকিয়ে উঠল।

"তুমি যদি এতটুকু সহানুভূতি দেখাতে তাহলে তাই বলতাম বাবা।"

"তার নিজের সমাজের বাইরের কোন লোককে আমার মেয়ে পছন্দ করবে—তাতে আমার আপত্তি আছে।"

"তার বিরুদ্ধে তোমার এই মনোভাবের জন্যই তোমাকে কিছু বলি নি। আর এই সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা সম্পর্কে বলি—" পোশাকের ভিতর হাতড়ে সে একটি দলা-পাকানো চিরকুট বের করল—"এটার জবাবেই ওটা লিখেছিলাম।"

প্রিয়তম, (চিরকুটটাতে লেখা ছিল)

মঙ্গলবার ঠিক সূর্যাস্তের পরে বেলাভূমিতে সেই পুরনো জায়গায়। একমাত্র সেই সময়েই আমার পক্ষে বেরনো সম্ভব।—এফ. এম.

"আজই সেই মঙ্গলবার, আর আজ রাতেই তার সঙ্গে দেখা করব ভেবেছিলাম।"

কাগজখানা উল্টে দেখলাম। "এটা তো ডাকে আসে নি। তাহলে আপনি পেলেন কেমন করে?"

"এ-প্রশ্নের জবাব আমি দেব না। আপনি যে ব্যাপারে তদন্ত করছেন তার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু তদন্তের বিষয়ে যে কোন প্রশ্নের জবাব আমি খুব খোলাখুলি-ভাবেই দেব।"

সে তার কথামতই কাজ করল, কিন্তু তাতে আমাদের তদন্তের কোন সুবিধাই হল না। তার প্রেমিকের যে কোন গুপ্ত শত্রু থাকতে পারে এ কথা ভাববার তার কোন কারণই ছিল না। অবশ্য সে স্বীকার করল যে তার নিজের আরও কিছু কিছু স্তাবক ছিল।

"মিঃ আয়ান মুর্ডক কি তাদের একজন?"

তার মুখ লাল হয়ে উঠল। তাকে বেশ বিচলিত বোধ হল।

"একসময় আমিও তাই মনে করতাম। কিন্তু তিনি যখন আমার ও ফিট্‌জ্‌রয়-এর সম্পর্কটা বুঝতে পারলেন তখন সে ধারণা সম্পূর্ণ বদলে গেল।

এই বিচিত্র মানুষটিকে ঘিরে যে ছায়া নেমে আসছিল সেটা যেন আর একবার সুস্পষ্ট আকার ধারণ করতে লাগল। তার কাগজপত্র পরীক্ষা করতে হবে। গোপনে তার ঘরে তল্লাসী চালাতে হবে। স্ট্যাকহার্স্ট'ও এ ব্যাপারে সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক, কারণ তার মনেও সন্দেহ দানা বেঁধে উঠছে। এই জটিল গ্রন্থির একটা খোলা দিক আমাদের হাতে এসেছে —এই আশা নিয়েই আমরা "আশ্রয়" থেকে ফিরে এলাম।

সপ্তাহ পার হয়ে গেল। বিচারবিভাগীয় তদন্তের ফলে নতুন কিছু জানা গেল না। আরও তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য তদন্ত মুলতুবি রাখা হয়েছে। স্ট্যাকহার্স্ট সতর্কতার সঙ্গে তার অধীনস্থ শিক্ষকটি সম্পর্কে খোঁজ-খবর করছে, তার ঘরটাতে মোটামুটি তল্লাসীও চালিয়েছে, কিন্তু তাতে কোন ফল হয় নি। আমি নিজে সমস্ত ব্যাপারটাকে আর একবার সরেজমিনে ও চিন্তাগতভাবে পরীক্ষা করে দেখেছি, কিন্তু কোন নতুন সিদ্ধান্তে যেতে পারি নি। পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করবেন যে আমার অভিযানের ইতিবৃত্তে এমন আর কোন কেস-এর উল্লেখ নেই যেখানে আমার শক্তি-সামর্থ্য এমনভাবে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। এমন কি কল্পনাতেও আমি এ রহস্যের কোন সমাধান খুঁজে পাই নি। তারপরেই এল কুকুরের ঘটনাটা।

যে বিচিত্র বেতার বার্তার সাহায্যে গ্রামের মানুষরা গ্রামাঞ্চলের নানা সংবাদ সংগ্রহ করে থাকে তেমনিভাবেই আমার বুড়ি বাড়িউলি প্রথম কুকুরটার কথা জানতে পারে।

একদিন সন্ধ্যায় সে বলল, "কি জানেন স্যার, মিঃ ম্যাকফার্সন-এর কুকুরের কাহিনীটা বড়ই করুণ।"

এ ধরনের আলোচনায় আমি সাধারণত উৎসাহ দেখাই না, কিন্তু কতকগুলি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করল।

"মিঃ ম্যাকফার্সন-এর কুকুরের কি হয়েছে?"

"মারা গেছে স্যার। মনিবের শোকেই মারা গেছে।"

"এ কথা তোমাকে কে বলেছে?"

"সেকি স্যার, সকলেই তো এ কথা বলাবলি করছে। কুকুরটা ভয়ানক মুসড়ে পড়েছিল; এক সপ্তাহ কিছু খায় নি। তারপর আজ "পাশ-কপালী"র দুজন যুবক সেটাকে সমুদ্রের তীরে মরা অবস্থায় দেখতে পায়—যেখানে তার মনিব মারা গিয়েছিল ঠিক সেইখানে।"

"ঠিক সেইখানে।" কথাগুলি এখনও আমার স্পষ্ট মনে আছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল যে এ ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কুকুরটা যে মারা গেল সেটা কুকুরদের প্রভুভক্তি ও বিশ্বস্ততারই পরিচায়ক। কিন্তু "ঠিক সেইখানে"। এই

নির্জন সমুদ্র-তীরই বা তার মৃত্যু-স্থল হল কেন? এও কি সম্ভব যে কুকুরটাও কোন মারাত্মক প্রতিহিংসার শিকার হয়েছে? এও কি সম্ভব—? হ্যাঁ, ধারণাটা তখনও অস্পষ্ট, কিন্তু ইতিমধ্যেই আমার মনের মধ্যে একটা কিছু গড়ে উঠছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমি "পাশ-কপালী"তে গিয়ে হাজির হলাম। স্ট্যাকহার্স্ট তার পড়ার ঘরেই ছিল। সাড্‌বিউরি ও ব্লাউন্ট নামক যে দুটি ছাত্র কুকুরটাকে দেখেছিল, আমার অনুরোধে সে তাদের ডেকে পাঠাল।

তাদের একজন বলল, "হ্যাঁ, জলাশয়ের একেবারে কিনারে ওটা পড়েছিল। নির্ঘাৎ মৃত মানিবের পথ ধরেই ওটা সেখানে এসেছিল।"

প্রভুভক্ত বাচ্চা কুকুর এয়ারেডেল্ টেরিয়ারটাকে দেখলাম। হলঘরের মাদুরের উপর শুইয়ে রাখা হয়েছে। শরীরটা শক্ত কাঠ হয়ে গেছে, চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে, পাগুলো বেঁকে আছে। সর্বত্রই যন্ত্রণার স্পষ্ট ছাপ।

"পাশ-কপালী থেকে হাঁটতে হাঁটতে স্নানের জায়গাটায় গেলাম। সূর্য অস্ত গেছে। বড় পাহাড়টার কালো ছায়া জলের উপর পড়েছে। জলাশয়টা শিসের পাতের মত ঝিকমিক করছে। জায়গাটা নির্জন। জীবনের কোন চিহ্ন নেই। শুধু দুটো সাগর-পাখি মাথার উপরে পাক খেয়ে খেয়ে ডাকছে। আবছা আলোয় দেখতে পেলাম, যে পাথরটার উপর তার মনিবের তোয়ালেটা রাখা ছিল তার চারদিকের বালির উপরে ছোট কুকুরটার পায়ের চিহ্ন রয়েছে। গভীর চিন্তায় ডুবে গিয়ে অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম। চারদিকের ছায়াগুলো ক্রমে গাঢ়তর হয়ে এল। মনের মধ্যে নানা চিন্তার দ্রুত প্রবাহ। একটা দুঃস্বপ্নের মধ্যে যখন দেখা যায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে-জিনিসটিকে আপনি খুঁজছেন সেটি সেখানে রয়েছে অথচ আপনি তাকে ধরতে পারছেন না—সে যে কী অবস্থা তা আপনারা জানেন। সেদিন সন্ধ্যায় সেই মৃত্যুর আসনের পাশে একাকি দাঁড়িয়ে আমার মনের অবস্থাও সেই রকমই হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত মুখ ঘুরিয়ে ধীরে ধীরে বাড়ির পথে হাঁটতে লাগলাম।

পথটার একেবারে মাথায় উঠেই কথাটা আমার মনে এল। এত আগ্রহের সঙ্গে যে জিনিসটিকে বৃথাই এতক্ষণ ধরতে চেষ্টা করছিলাম, বিদ্যুৎ-চমকের মতই সেটা আমার মনে পড়ে গেল। আপনারা জানেন, নইলে ওয়াটসন বৃথাই এত কথা লিখেছে, যে বিবিধ জ্ঞানের একটা মস্ত বড় ভাণ্ডার আমার আছে; সেগুলি কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকথা নয়, কিন্তু আমার কাজের পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয় ও সহজলভ্য। আমার মন যেন কোন রকমে ঠেলে ঢুকিয়ে দেওয়া নানা ধরনের প্যাকেটে বোঝাই একটা ছোট গুদাম-ঘর—প্যাকেটগুলি সংখ্যায় এত বেশী যে সেখানে যে কি কি আছে তার একটা অস্পষ্ট ধারণামাত্র আমার থাকে। মনে পড়ল, সেখানে এমন কিছু আছে যা এই ব্যাপারে আমার কাজে লাগতে পারে। বিষয়টা তখনও অস্পষ্ট, কিন্তু সেটাকে কেমন করে স্পষ্ট করে তোলা যায় তা আমি জানি। বিষয়টা দানবীয়, অবিশ্বাস্য, কিন্তু তবু সব সময়ই সম্ভব। এবার সেটাই পুরোপুরি পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

আমার ছোট বাড়িতে একটা মস্ত বড় চিলে-কোঠা আছে—নানা রকম বইতে ঠাসা। সেটার মধ্যেই ডুবে গেলাম এবং ঘণ্টাখানেক ধরে সব কিছু তোলপাড় করলাম। শেষ পর্যন্ত একটা চকোলেট ও রুপোলি রঙের ছোট বই নিয়ে বেরিয়ে এলাম। যে অধ্যায়টার কথা অস্পষ্টভাবে মনে ছিল সাগ্রহে সেইখানটা খুললাম। হ্যাঁ, ব্যাপারটা কষ্ট-কল্পিত এবং অস্বাভাবিক; তবু ব্যাপারটা যে সেই রকমই এ বিষয়ে যতক্ষণ নিশ্চিত হতে না পারলাম ততক্ষণ আমি নিশ্চিন্ত হতে পারলাম না। অনেক রাতে যখন শুতে গেলাম তখন আগামী কালের কাজের জন্য আমার মনে এক অধীর আগ্রহ।

কিন্তু সে কাজে একটা বিরক্তিকর বাধা উপস্থিত হল। সবে সকালের এক পাত্র চা গলায় ঢেলে সমুদ্রতীরে যাবার জন্য তৈরী হয়েছি এমন সময় সাসেক্স কনস্টেবুল্ বাহিনীর ইন্সপেক্টর বাউল এসে হাজির। লোকটির পেটা গড়ণ, কিন্তু বুদ্ধিটা ভোঁতা। বিপন্ন মুখটা তুলে চিন্তিত দৃষ্টিতে সে আমার দিকে তাকাল।

বলল, "আপনার প্রভূত অভিজ্ঞতার কথা আমি জানি স্যার। অবশ্য কথাটা বে-সরকারিভাবেই বলছি। কিন্তু এই ম্যাকফার্সন কেসটা নিয়ে বড়ই মুস্কিলে পড়েছি। সমস্যাটা হচ্ছে, একজনকে গ্রেপ্তার করব, কি করব না?"

"মিঃ আয়ান মুর্ডক-এর কথা বলছেন তো?"

"হ্যাঁ স্যার। একটু ভাবলেই বোঝা যায় সে ছাড়া আর কেউ এ ব্যাপারে নেই। এই জনহীন জায়গায় সেটাই সুবিধা। অনুসন্ধানের ক্ষেত্রটাকে বেশ ছোট করে নেওয়া যায়। সে যদি এ-কাজ না করে থাকে, তাহলে কে করল?"

"তার বিরুদ্ধে আপনার কি বলার আছে?"

বুঝতে পারলাম, সেও আমার পথ ধরেই ফসল কুড়োতে চেষ্টা করছে। মুর্ডক-এর চরিত্র এবং যে রহস্য তাকে ঘিরে জমে উঠেছে তাই এর জন্য দায়ী। কুকুরের ঘটনা থেকেই জানা গেছে যে সে অত্যন্ত রাগী স্বভাবের মানুষ। অতীতে ম্যাকফার্সন-এর সঙ্গে তার ঝগড়াও হয়েছিল। তাছাড়া মিস বেলামির প্রতি ম্যাকফার্সন-এর অনুরাগের ফলেও তার ক্ষুব্ধ হবার যথেষ্ট কারণ ছিল। এ সবই আমার জানা; নতুন কথা কিছুই সে জানাতে পারল না; তবে একটা সংবাদ জানাল যে মুর্ডক এখান থেকে চলে যাবার সব রকম আয়োজন করেছে।

"তার বিরুদ্ধে এত সব প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও আমি যদি তাকে সরে পড়তে দেই তাহলে আমার অবস্থাটা কি দাঁড়াবে?" গ্লেস্মার ধাতের মোটা সোটা লোকটি মনে মনে খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছে।

আমি বললাম, "আপনার বক্তব্যের মধ্যে যে ফাঁকগুলো রয়েছে তার কথা ভেবে দেখুন। ঘটনার দিন সকালে সে যে অন্যত্র কাজে ব্যস্ত ছিল সেটা তো সে অবশ্যই প্রমাণ করতে পারবে। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সে তার ছাত্রদের নিয়ে ব্যস্ত ছিল, আর ম্যাকফার্সন-কে দেখতে পাবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে পিছন দিক থেকে এসে আমাদের সামনে হাজির হয়েছিল। তারপর তার মতই সমান শক্তিশালী একটি লোকের উপর একাকি এ ধরনের উৎপীড়ন চালানো যে একান্তই অসম্ভব সেটাও মনে রাখতে হবে। শেষ কথা, কী ধরনের জিনিস দিয়ে এ রকম আঘাত করা হয়েছিল সেটা স্থির করবার সমস্যাও আছে।"

"কোন কশা বা নমনীয় চাবুক ছাড়া আর কি হতে পারে?"

"চিহ্নগুলো পরীক্ষা করে দেখেছেন কি?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"সেগুলো আমি দেখেছি। ডাক্তারও দেখেছেন।"

"কিন্তু আমি দেখেছি একটা লেন্স-এর সাহায্যে খুব যত্নসহকারে। আঘাতের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে।"

"কি বৈশিষ্ট্য মিঃ হোমস?"

"দেরাজের কাছে এগিয়ে গিয়ে "এনলার্জ"-করা একটা ফটোগ্রাফ বের করলাম। এ সব ক্ষেত্রে আমি এই পদ্ধতিই অনুসরণ করে থাকি," আমি বুঝিয়ে বললাম।

"আপনি সব কিছুই আট-ঘাট বেঁধে করেন মিঃ হোমস।"

"তা না করলে আমি যা হয়েছি তা হতে পারতাম না। আঘাতের যে দাগটা ডান কাঁধ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে সেটার কথাই ভাবা যাক। উল্লেখযোগ্য কিছু দেখতে পাচ্ছেন কি?"

"পাচ্ছি বলে তো মনে হয় না।"

"এটা কিন্তু স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে আঘাতের তীব্রতা সব জায়গায় সমান নয়। এখানে-ওখানে কিছু বাড়তি রক্ত জমে আছে। নীচেকার এই আঘাতটাতেই ওই একই লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এর অর্থ কি হতে পারে?"

"আমার কোন ধারণা নেই। আপনার আছে কি?"

"হয় তো আছে। হয় তো নেই। অবশ্য শীঘ্রই এর চাইতে বেশী কিছুও বলতে পারব। কিসের সাহায্যে এই দাগগুলি করা হয়েছে সেটা জানতে পারলেই আমরা অপরাধীর কাছে অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারব।"

পুলিশের লোকটি বলল, "অবশ্য এটা খুবই অবাস্তব ধারণা, তবু মনে হয়, দগ্‌দগে গরম তারের জাল দিয়ে যদি পিঠে সেঁকা দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে দুটো করে তার যেখানে একত্র মিশেছে সেখানেই ওই ধরনের স্পষ্টতর দাগ হতে পারে।"

"খুবই চমৎকার তুলনাটা করেছেন। অথবা এ কথা কি বলতে পারি যে খুব শক্ত 'ন'টা লেজওয়ালা বিড়াল' (ন'টা তারওয়ালা একধরনের চাবুক যা একসময় শাস্তি বিধানের জন্য সৈন্যদলে ব্যবহার করা হত) ব্যবহার করা হয়েছিল আর তাতে ছোট ছোট শক্ত গিঁট ছিল?"

"হাঁ ঈশ্বর, আপনি ঠিক ধরেছেন মিঃ হোমস।"

"অথবা অন্য কোন কারণও থাকতে পারে মিঃ বার্ডল্। কিন্তু সে যাই হোক শুধুমাত্র এইটুকুর জোরেই তো আপনি কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেন না। তাছাড়া সেই শেষ কথাগুলোও তো রয়েছে—'সিংহের কেশর'।"

"আমি কিন্তু ভেবেছিলাম যে আয়ান—"

"হ্যাঁ, সেটাও ভেবে দেখেছি। Lion's Mane (সিংহের কেশর)-এর দ্বিতীয় শব্দটার সঙ্গে আয়ান মুর্ডক-এর কোন মিল আছে কি না—কিন্তু তা নয়। প্রায় আর্তনাদ করে সে কথাটা বলেছিল। কথাটা যে Mane (কেশর) সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত।"

"আর কোন বিকল্প ধারণা কি আপনার মনে জাগে নি মিঃ হোমস?"

"হয় তো জেগেছে। কিন্তু আরও কিছু নির্ভরযোগ্য তথ্য হাতে না পাওয়া পর্যন্ত তা নিয়ে আলোচনা করতে আমি চাই না।"

"সেটা কখন পাওয়া যাবে?"

"ঘণ্টাখানেকের মধ্যে—সম্ভবত আরও আগে।"

ইন্সপেক্টর থুত্‌নি ঘসতে ঘসতে সন্দিগ্ধ চোখে আমার দিকে তাকাল।

"আপনার মনে কি আছে দেখতে বড় সাধ হচ্ছে মিঃ হোমস। হয় তো ঐ জেলে-নৌকোগুলোর কথা ভাবছেন।"

"না, না, ওগুলো অনেক দূরে ছিল।"

"আচ্ছা, তাহলে কি বেলামি ও তার সেই ধেড়ে ছেলেটা? মিঃ ম্যাকফার্সন-এর প্রতি তারা মোটেই সদয় ছিল না। তারাই কি তার এই পরিণাম ঘটিয়েছে?"

আমি হেসে বললাম, 'যতক্ষণ আমি প্রস্তুত না হচ্ছি ততক্ষণ আমার কাছ থেকে কোন কথা আদায় করতে চেষ্টা করবেন না। দেখুন ইন্সপেক্টর, আমাদের তো যার যার নিজের কাজ আছে। কাজেই দুপুরে যদি এখানে আমার সঙ্গে দেখা করতে পারেন—?"

এই পর্যন্ত বলতেই এমন একটা প্রচণ্ড বাধা এসে হাজির হল যার থেকেই শেষ পরিণতির সূচনা হল।

আমার বাইরের দরজাটা সপাটে খুলে গেল। সিঁড়িতে ইতস্তত পায়ের শব্দ শোনা গেল। স্খলিত পায়ে ঘরে ঢুকল

আয়ান মুর্ডক। ফ্যাকাসে, উদ্ভোখুস্কো চেহারা; গায়ের পোশাক এলোমেলো; খাড়া হয়ে দাঁড়াবার জন্য হাড়-বের-করা হাত দিয়ে একটা আসবাবকে চেপে ধরল। "ব্র্যাণ্ড! ব্র্যাণ্ড!" হাঁপাতে হাঁপাতে কথা দুটি বলেই আর্তনাদ করে সোফার উপর গড়িয়ে পড়ল।

সে একা নয়। তার পিছনেই এল স্ট্যাকহার্স্ট। মাথায় টুপি নেই, হাঁপাচ্ছে, প্রায় তার সঙ্গীর মতই বিপর্যস্ত অবস্থা।

সে বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, ব্র্যাণ্ড। লোকটি খাবি খাচ্ছে। অনেক কষ্টে এখানে নিয়ে এসেছি। পথেই দু'বার মূর্ছা গিয়েছিল।"

আধা গ্লাস নির্জলা ব্র্যাণ্ডিতে আশ্চর্য পরিবর্তন দেখা দিল। এক হাতে ভর দিয়ে বসে ঘাড় থেকে কোটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। চেঁচিয়ে বলল, "ঈশ্বরের দোহাই! তেল, আফিম, মর্ফিয়া! এই নরক-যন্ত্রণা কমাতে যা হোক একটা কিছু দিন!"

সে দৃশ্য দেখে ইন্সপেক্টর ও আমি দুজনেই চীৎকার করে উঠলাম। স্ট্রজ্রয় ম্যাকফার্সন-এর ঘাড়ে পিঠে যে মৃত্যু-চিহ্ন আঁকা ছিল সেই একই রকম লাল, পোড়া চৌখুপি-দাগ লোকটির খোলা কাঁধের উপরেও ফুটে উঠেছে।

পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে লোকটি ভীষণ যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছে, আর সেটা কোন এক বিশেষ অঙ্গের যন্ত্রণা নয়, কারণ মাঝে মাঝেই তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, মুখটা কালো হয়ে যাচ্ছে, আর তারপরই সশব্দে হাঁপাতে হাঁপাতে সে বুকটা চেপে ধরছে, তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠছে। যে কোন মুহূর্তে সে মারা যেতে পারে। ক্রমেই বেশী পরিমাণে ব্র্যাণ্ডি তার গলায় ঢালা হতে লাগল, আর প্রতিবারেই সে যেন নতুন করে জীবন ফিরে পেল। "স্যালাড-ওয়েল"-এ ভেজানো তুলোর প্যাড চাপা দিলে যেন সেই বিচিত্র ক্ষতের যন্ত্রণা কিছুটা কম হয়। শেষ পর্যন্ত তার মাথাটা ধপাস্ করে কুশন-এর উপর ঢলে পড়ল। ক্লান্ত প্রকৃতি যেন জীবনীশক্তির শেষ ভাণ্ডারের আশ্রয় নিল। আধা ঘুম ও আধা মূর্ছার অবস্থা। কিন্তু যন্ত্রণার হাত থেকে তো রেহাই মিলল।

তাকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করাও অসম্ভব; কিন্তু যে মুহূর্তে তার শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে আমরা কিছুটা নিশ্চিন্ত হলাম, অমনি স্ট্যাকহার্স্ট আমার দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

চেঁচিয়ে বলে উঠল, "হায় ঈশ্বর! এ সব কী হোমস? এ সব কী?"

"ওকে কোথায় পেলেন?"

"সমুদ্রের তীরে। বেচারি ম্যাকফার্সন যেখানে মারা যায় ঠিক সেইখানে। এই মানুষটির হৃদ্‌যন্ত্রটিও যদি ম্যাকফার্সন-এর মতই দুর্বল হত তাহলে আর তাকে এখানে আনা যেত না। তাকে এখানে আনতে আনতে আমি অনেকবারই ভেবেছি যে সব শেষ হয়ে গেছে। "পাশ-কপালী" অনেক দূরে বলেই তোমার এখানে নিয়ে এসেছি।"

"তুমি কি তাকে বেলাভূমিতেই দেখতে পাও?"

"পাহাড়ের উপর দিয়ে হাঁটছিলাম, এমন সময় তার চীৎকার শুনতে পেলাম। লোকটি তখন জলের একেবারে কিনারে মাতালের মত টলছে। ছুটে নীচে গেলাম, তাকে কিছু জামা-কাপড় ছুঁড়ে দিয়ে তুলে নিয়ে এলাম। ঈশ্বরের দোহাই হোমস, এই জায়গার উপর থেকে অভিশাপটাকে দূর করতে যথাসাধ্য চেষ্টা কর। এখানে যে জীবনযাত্রা ক্রমেই দুঃসহ হয়ে উঠল। তোমার বিশ্ব-জোড়া খ্যাতি নিয়েও কি কিছুই করতে পারবে?"

"মনে হচ্ছে পারব স্ট্যাকহার্স্ট। এস আমার সঙ্গে। আপনিও চলুন ইন্সপেক্টর। দেখা যাক এই খুনীকে আপনার হাতে তুলে দিতে পারি কি না।"

অচেতন লোকটিকে আমার বাড়িউলির হেপাজতে রেখে আমরা তিনজনই সেই মারাত্মক জলাশয়ের কাছে গেলাম। কাঁকরের উপর তোয়ালে ও পোশাকের একটা ছোট স্তূপ দেখতে পেলাম। এ সবই সেই আহত লোকটির জিনিস। ধীরে ধীরে জলাশয়ের চারপাশে হাঁটতে শুরু করলাম; সঙ্গীরা ভারতীয় ভঙ্গীতে আমার পিছন পিছন চলতে লাগল। জলাশয়ের অধিকাংশ জায়গাই অগভীর, কিন্তু পাহাড়ের নীচে বেলাভূমিটা যেখানে অনেকটা ঢুকে গেছে সেখানে জল চার-পাঁচ ফুট গভীর। সেই জায়গাটার জল স্ফটিকস্বচ্ছ, শান্ত, সবুজ, ভারি সুন্দর। স্বভাবতই যে কোন সাঁতারু এই জায়গাটার প্রতি আকৃষ্ট হবে। পাহাড়ের ঠিক নীচে জলের উপরে এক সার পাথর পর পর সাজানো রয়েছে। নীচের জলের দিকে সাগ্রহ দৃষ্টি রেখে সেই পাথরের পথ ধরে এগিয়ে চললাম। জলাশয়ের যে জায়গাটা সবচাইতে গভীর ও শান্ত সেখানে পৌঁছতেই আমার চোখে সে ধরা পড়ল যাকে সকলেই খুঁজে বেড়াচ্ছে। জয়ের আনন্দে আমি হো-হো করে হেসে উঠলাম।

চেঁচিয়ে বললাম, "সায়ানিয়া! সায়ানিয়া! ওই দেখ সিংহের কেশর!"

যে অদ্ভুত বস্তুটিকে আমি আঙুল দিয়ে দেখালাম সত্যি সত্যি সেটা দেখতে সিংহের জট-পাকানো কেশরের মত। জলের ফুট তিনেক নীচে একটা পাথরের তাকের উপর সেটা শুয়ে আছে; বিচিত্র একটি লোমশ প্রাণী দুলছে, কাঁপছে; তার হলুদ লম্বা লোমের মাঝে মাঝে রুপালি টান। প্রাণীটা অতি ধীরে ধীরে সংকুচিত ও প্রসারিত হচ্ছে।

"এটা অনেক ক্ষতি করেছে। এবার এর ভবলীলা সাঙ্গ হবে।" আমি চীৎকার করে বললাম। "স্ট্যাকহার্স্ট, আমাকে সাহায্য কর। খুনীটাকে চিরদিনের মত খতম করে দেই।"

পাহাড়ের খাঁজে একটা মস্ত বড় পাথরের চাঁই ছিল। সকলে মিলে ঠেলে দিতেই সেটা প্রচণ্ড শব্দ করে জলের মধ্যে ছিটকে পড়ল। ঢেউ পরিষ্কার হয়ে গেলে দেখলাম, পাথরের চাঁইটা নীচের তাকের উপর চেপে বসেছে। তার নীচে হলুদ ঝিল্লিতে ঢাকা একটা অংশ ছট্‌ফট্‌ করছে দেখে আমরা বুঝতে পারলাম যে আমাদের শিকার সেই পাথরটার নীচে চাপা পড়েছে। একটা ঘন তৈলাক্ত সর পাথরের নীচ থেকে চুঁইয়ে চারপাশের জলকে রাঙিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে উপরে ভাসতে লাগল।

"আচ্ছা, তাহলে ইনি!" ইন্সপেক্টর চেঁচিয়ে বলল। "কিন্তু এটা কি হোমস? আমি তো এই অঞ্চলেই জন্মেছি, বড় হয়েছি, কিন্তু এ রকম জীব তো কখনও দেখি নি। এ তো সাসেক্স-এর কোন প্রাণী নয়।"

আমি বললাম, "সাসেক্স-এর বাসিন্দা হয়েছে। দক্ষিণ-পশ্চিমের প্রচণ্ড ঝড় হয় তো এখানে এনে ফেলেছে। তোমরা দু'জনেই আমার বাড়িতে চল। এমন একজন মানুষের এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা তোমাদের শোনাব, সমুদ্রের এই ধরনের বিপদের সম্মুখীন হবার কথা যে আজও ভুলতে পারে নি।"

সকলে আমার পড়ার ঘরে পৌঁছে দেখলাম, মুর্ডক তখন অনেকটা সুস্থ হয়েছে; উঠে বসেছে। তার মনটা তখনও ভয়-চকিত। মাঝে মাঝেই যন্ত্রণার আক্ষেপে শরীরটা কুঁকড়ে উঠছে। ভাঙা ভাঙা কথায় সে জানাল যে, তার কি হয়েছিল সে সম্পর্কে কোন ধারণাই তার নেই; শুধু মনে আছে, হঠাৎ সারা শরীরে একটা তীব্র যন্ত্রণা যেন বিদ্যুতের মত খেলে গেল, আর সর্বশক্তি নিয়োগ করে তবে কোন রকমে সে তীরে উঠতে পেরেছিল।

একখানা ছোট বই হাতে নিয়ে আমি বললাম, "এই যে বইখানি দেখছ এর দৌলতেই যে রহস্য চিরদিন অন্ধকারেই ঢাকা থাকত তার উপর প্রথম আলোকপাত হয়েছিল। এখানে বিখ্যাত পর্যবেক্ষক জে. জি. উড-এর "আউট অব ডোরস্" নামক বই। এই জঘণ্য প্রাণীটির সংস্পর্শে এসে উড নিজেই প্রায় মরতে বসেছিলেন। তাই সব কিছু ভালভাবে জেনেই তিনি এটা লিখেছেন। এই দুর্বৃত্তের পুরো নাম 'সায়ানিয়া ক্যাপিল্লাটা'। গোখুরো সাপের কামড়ের মতই এটা জীবনের পক্ষে একান্ত বিপজ্জনক, কিন্তু এর ছোঁয়া তার চাইতেও অনেক বেশী যন্ত্রণাদায়ক। তার বই থেকেই পড়ে শোনাচ্ছি।

"কোন স্নানার্থী যদি ঈষৎ হলুদবর্ণ ঝিল্লি ও তন্তুতে গড়া এমন কোন ছড়ানো গোলাকার বস্তু দেখতে পান যেটা এক মুঠো-ভর্তি সিংহের কেশরের মত দেখতে, তাহলে খুব সাবধান, কারণ সেটাই হুলবিদ্ধকারী ভয়ংকর সায়ানিয়া ক্যাপিল্লাটা।" আমাদের এই ভয়াবহ বন্ধুর এর চাইতে স্পষ্ট বিবরণ আর কি হতে পারে?"

"কেপ্ট-এর উপকূলে সাঁতার কাটবার সময় এমনি একজনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিবরণ তিনি দিয়েছেন। তিনি জানতে পারেন যে, এই প্রাণীটি নিজের দেহ থেকে একধরনের প্রায় অদৃশ্য সূক্ষ্ম তারের মত জিনিসকে পঞ্চাশ ফুট দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে দিতে পারে, এবং যে কেউ মারাত্মক প্রাণীটির ঐ পরিমাণ বৃত্তের মধ্যে প্রবেশ করবে তারই জীবন সংশয় হবে। অনেকটা দূরে থাকা সত্ত্বেও উড প্রায় মরতে বসেছিলেন। তার অসংখ্য তন্তু চামড়ার উপর লাল রেখা ফুটিয়ে তোলে। ভাল করে পরীক্ষা করলেই দেখা যায় যে সেই রেখা অনেক-গুলি বিন্দুর সমষ্টি, আর প্রতিটি বিন্দু যেন সৃষ্টি হয়েছে দগ্‌দগে গরম সূঁচ স্নায়ু-তন্তুর মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে।"

"তারপর তিনি লিখেছেন যে স্থানীয় ব্যথা যেটা হয় সেটা সেই তীব্র যন্ত্রণার তুলনায় কিছুই নয়। 'যন্ত্রণা'টা বুকের মধ্যে এমন ভাবে ছড়িয়ে পড়ল যে গুলিবিদ্ধ হবার মত আমি মাটিতে পড়ে গেলাম। নাড়ির গতি থেমে যায়, আর হৃৎপিণ্ডটা ছ' সাত বার এমন ভাবে লাফিয়ে ওঠে যে মনে হয় বুঝি বুকটাকে ভেঙে বেরিয়ে যাবে।"

"তিনি প্রায় মরতে বসেছিলেন, তবু তো তিনি ওটার কাছাকাছি এসেছিলেন বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের জলে, একটা স্নানের উপযোগী জলাশয়ের সংকীর্ণ শান্ত জলে নয়। তিনি লিখেছেন, এই ঘটনার পরে তিনি নিজেই নিজেকে চিনতে পারতেন না, কারণ তার সারা মুখটাই কুঁকড়ে, কুঁচকে একেবারে সাদা হয়ে গিয়েছিল। ঢক্‌ঢক্‌ করে পুরো এক বোতল ব্র্যাণ্ডি খেয়ে তবে জীবনটা কোনক্রমে রক্ষা পেয়েছিল। এই সেই বইটা। ইন্সপেক্টর, আপনি বইটা নিয়ে যান। বেচারি ম্যাকফার্সন-এর শোচনীয় মৃত্যুর পূর্ণ ব্যাখ্যা যে আপনি এর মধ্যেই পাবেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

বাঁকা হাসি হেসে আয়ান মুর্ডক বলে উঠল, "আর ঘটনাক্রমে এই বইটি আমাকেও অব্যাহতি দিল। আপনাকে আমি দোষ দিচ্ছি না ইন্সপেক্টর, আপনাকেও না মিঃ হোমস, কারণ আপনাদের সন্দেহ হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। বুঝতে পারছি, আমার বেচারি বন্ধুটির ভাগ্যের অংশীদার হয়ে তবেই গ্রেপ্তার হবার ঠিক পূর্বক্ষণে নিজেকে অপরাধমুক্ত করতে পারলাম।"

"না মিঃ মুর্ডক। আমি আগেই ব্যাপারটা ধরতে পেরেছিলাম। আজ যত সকালে বের হতে চেয়েছিলাম তখন যদি বেরোতে পারতাম তাহলে হয় তো এই ভয়ংকর অভিজ্ঞতার হাত থেকে আপনাকে বাঁচাতে পারতাম।"

"কিন্তু আপনি বুঝতে পারলেন কেমন করে মিঃ হোমস?"

"আমি একটি সর্বভুক রাক্ষুসে পাঠক, আর তুচ্ছাতিতুচ্ছ সব ঘটনা মনে রাখবার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আমার আছে। "সিংহের কেশর" কথা দুটি যেন আমার মনকে তাড়া করে ফিরতে লাগল। আমি জানতাম, কোন অপ্রত্যাশিত প্রসঙ্গে কোথাও ঐ জিনিসটির কথা আমি পড়েছি। আপনিও তো শুনলেন, প্রাণীটির সুন্দর বিবরণ দেওয়া হয়েছে। আমার কোন সন্দেহ নেই যে প্রাণীটি যখন জলের উপর ভেসে বেড়াচ্ছিল তখনই সে তাকে দেখতে পায়, আর ঐ একটিমাত্র বাক্যাংশের সাহায্যেই সে ঐ প্রাণীটি সম্পর্কে আমাদের সতর্ক করে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু হায়! ততক্ষণে সে নিজেই তার শিকারে পরিণত হয়েছে।"

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে মুর্ডক বলল, "তাহলে শেষ পর্যন্ত আমি খালাস পেলাম। ব্যাপারটা বোঝবার জন্য আরও দু' একটি কথা আমার বলা দরকার, কারণ আপনাদের তদন্ত যে কোন্ দিকে মোড় নিচ্ছিল সেটা আমি জানি। এ কথা সত্য যে ঐ মহিলাটিকে আমি ভালবাসতাম, কিন্তু যেদিন সে আমার বন্ধু ম্যাকফার্সনকে পছন্দ করল সেদিন থেকেই তাকে সুখের পথে এগিয়ে দেওয়াই হল আমার একমাত্র কামনা। নিজে সরে দাঁড়িয়ে তাদের মধ্যে ঘটকালি করাই ছিল আমার কাজ। প্রায়ই তাদের চিঠিপত্র আদান প্রদান করতাম। যেহেতু তারা দুজনই আমাকে বিশ্বাস করত এবং যেহেতু মহিলাটি আমার এতখানি প্রিয়, তাই আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বন্ধুর মৃত্যু-সংবাদটা তাকে জানাতে গিয়েছিলাম কারণ, আমার ভয় ছিল যে অন্য কেউ হয় তো আমার আগেই গিয়ে এই আকস্মিক 'দুঃসংবাদটা হৃদয়হীনভাবে তাকে জানিয়ে বসবে। আমাদের সম্পর্কের কথা মহিলাটি কিছুতেই আপনাদের বলবে না, কারণ আপনারা হয় তো সেটা সমর্থন করবেন না, আর তার ফলে আমি কষ্ট পাব। কিন্তু এবার আপনারা যদি অনুমতি করেন তো আমি 'পাশ-কপালী'তে ফিরে যেতে চাই, কারণ বিছানা আমাকে স্বাগত জানাচ্ছে।"

স্ট্যাকহার্স্ট হাতটা বাড়িয়ে দিল। বলল, "আমাদের স্নায়ুতন্ত্রী একেবারে তুরীয় অবস্থায় উঠেছিল। যা ঘটে গেছে সেটাকে ভুলে যান মুর্ডক। ভবিষ্যতে আমরা পরস্পরকে আরও ভালভাবে বুঝতে চেষ্টা করব।" দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত হাত-ধরাধরি করে তারা চলে গেল। ষাঁড়ের মত ড্যাবডেবে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে ইন্সপেক্টর বসেই রইল।

"কাজটা তাহলে সাঙ্গ করলেন," শেষ পর্যন্ত সে কথা বলল। "আপনার কথা অনেক পড়েছি, কিন্তু কখনও বিশ্বাস করি নি। সত্যি আশ্চর্য!"

আমি করমর্দন করতে বাধ্য হলাম। এ ধরনের প্রশংসাকে গ্রহণ করা মানেই নিজের মানদণ্ডকে নীচু করা।

"প্রথমটা বুঝতে দেরী হয়েছিল—মারাত্মক রকমের দেরী। মৃতদেহটা যদি জলের মধ্যে পাওয়া যেত তাহলে ব্যাপারটা আমার দৃষ্টিকে এড়াতে পারত না। ঐ তোয়ালেটাই আমাকে ভুল বুঝিয়েছে। বেচারি গা মুছবার কথাটা ভাবেই নি, আর তাই আমিও ধরে নিয়েছিলাম যে সে জলেই নামে নি। সেক্ষেত্রে কোন জলজ প্রাণীর দ্বারা আক্রমণের কথাটা আমার মনেই বা আসবে কেন? ওখানেই আমি ভুল পথ ধরেছিলাম। দেখুন ইন্সপেক্টর, আপনাদের মত পুলিশের লোকদের নিয়ে আমি অনেক সময়ই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে থাকি, কিন্তু 'সায়ানিয়া ক্যাপিল্লাটা' স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের উপর প্রায় একহাত নিয়েছে।"

গুণ্ঠণবতী আবাসিকার বিচিত্র ঘটনা

The Adventure of the Veiled Lodger

মিঃ শার্লক হোমস তেইশ বছর ধরে সক্রিয়ভাবে গোয়েন্দাগিরিতে নিযুক্ত ছিল এবং তার মধ্যে সতেরো বছর তার সঙ্গে সহযোগিতা করবার ও তার বিচিত্র কার্যকলাপের সংক্ষিপ্ত বিবরণ রাখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল—এ কথা ভাংলে স্পষ্টই বোঝা যাবে যে আমার হাতে প্রচুর মাল-মশলা জমে আছে। সমস্যাটা মাল-মশলা সংগ্রহের নয়, সেগুলিকে বেছে নেবার। বর্ষপঞ্জীর দীর্ঘ সারি একটা তাক ভর্তি হয়ে আছে; নানা দলিলপত্রে চিঠিপত্রের বাক্সটা বোঝাই। শুধু অপরাধ-তত্ত্বের নয়, শেষ ভিক্টোরীয় যুগের সামাজিক ও সরকারী কুৎসা-কাহিনীর ছাত্রের কাছেও সেগুলি রত্ন-খনি স্বরূপ। এই শেষোক্তদের ব্যাপারে আমি বলতে চাই, যে সব ক্ষুব্ধ পত্রলেখক অনুরোধ জানিয়েছেন যে তাদের পরিবারের সম্মান অথবা বিখ্যাত ব্যক্তিদের সুনাম যেন ক্ষুণ্ণ না হয় তাদের ভয়ের কোন কারণ নেই। যে সুবিবেচনা ও পেশাগত সম্মানবোধ আমার বন্ধুর চিরদিনের বৈশিষ্ট্য, এই সব স্মৃতি-কথা নির্বাচনের ব্যাপারে সেটা এখনও সমান সক্রিয় এবং কোন রকম বিশ্বাসেরই অমর্যাদা করা হবে না। কিন্তু সম্প্রতিকালে এই সব দলিলপত্র হস্তগত করে সেগুলিকে নষ্ট করবার যে অপচেষ্টা চলেছে, তীব্র ভাষায় আমি তার নিন্দা করছি। এই সব অপকর্মের মূল কোথায় তা আমি জানি, আর তার পুনরাবৃত্তি যদি ঘটে তাহলে সেই রাজনীতিক, আলোকস্তম্ভ এবং শিক্ষিত ঔদরিকের সব কথা জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করে দেবার অধিকার মিঃ হোমস আমাকে দিয়েছে।

এই সব স্মৃতি-কথার ভিতর দিয়ে হোমসের যে বিচিত্র অন্তর্দৃষ্টি ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাকে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি, হোমস প্রতিটি ক্ষেত্রেই তার পরিচয় রাখবার সুযোগ পেয়েছে এ কথা মনে করাও যুক্তিসঙ্গত নয়। কখনও ফলটি পেতে

তাকে অনেক মেহনত করতে হয়েছে, আবার কখনও বা ফলটি সহজেই টুপ করে তার কোলের উপর পড়েছে। কিন্তু এই সব কেস-এর সঙ্গে অনেক সময়ই এমন সব ভয়ংকর মানবিক ট্র্যাজিডি জড়িত থেকেছে যার ফলে তার হাতে এসেছে বিরল ব্যক্তিগত সুযোগ, আর এখন আমি সেই রকম একটি বিরল সুযোগের কাহিনীই লিপিবদ্ধ করতে চাই। সে কাজটি করতে বসে নাম ও জায়গার কিছুটা পরিবর্তন করেছি, কিন্তু ঘটনাগুলি হুবহু একই রাখা হয়েছে।

একদা প্রাকমধ্যাহ্নকালে—১৮৯৬ সালের শেষের দিকে—হোমসের একটি দ্রুত-লিখিত চিরকুট পেলাম—আমার যাওয়া চাই। সেখানে পৌঁছে দেখলাম, ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন ঘরে সে বসে আছে, আর তার উল্টো দিকের চেয়ারে বসে আছে একটি বয়স্কা, মাতৃসমা, আমুদে বাড়িউলি ধরনের স্ত্রীলোক।

হাত নেড়ে বন্ধুবর বলল, "ইনি দক্ষিণ ব্রিক্সটন-এর মিসেস মেরিলো। তোমার নোংরা অভ্যাসটা যদি ঝালিয়ে নিতে চাও ওয়াটসন, তাহলে সে ধূমপানে মিসেস মেরিলোর কোন আপত্তি নেই। মিসেস মেরিলো একটি চিত্তাকর্ষক গল্প বলবেন, আর তার থেকে এমন সব ঘটনার সূত্রপাত হতে পারে যেখানে তোমার উপস্থিতি কাজে লাগতে পারে।"

"আমি কি কোন রকম সাহায্য—"

"মিসেস মেরিলো, একটা কথা মনে রাখবেন যে আমি যদি মিসেস রোণ্ডার-এর কাছে যাই তাহলে একজন সাক্ষী আমি সঙ্গে রাখতে চাই আমরা যাবার আগেই সে-কথা তাকে জানিয়ে রাখবেন।"

আমাদের অতিথি বলল, "ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন মিঃ হোমস। আপনার সঙ্গে দেখা করতে তিনি এতই ব্যগ্র হয়ে পড়েছেন যে, সারা গ্রামটাকেও আপনি সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারবেন।"

"তাহলে বিকেলের আগে আগেই আমরা আসছি। যাবার আগে ঘটনাগুলো আমরা ঠিক ঠিক জেনে নিতে চাই। সেগুলো নিয়ে আলোচনা করলে ডঃ ওয়াটসন-এর পক্ষে অবস্থাটা বুঝতে সুবিধা হবে। আপনি বলছেন, মিসেস রোণ্ডার সাত বছর হল আপনার বাড়িতে আছেন, আর এর মধ্যে মাত্র একটিবার আপনি তার মুখ দেখতে পেয়েছেন।"

"ঈশ্বরের কৃপায় যদি তা না দেখতে হত!" মিসেস মেরিলো বলল।

"আমি তো শুনলাম, সে মুখটা ভীষণভাবে বিকৃত।"

"দেখুন মিঃ হোমস, সেটাকে মুখে বলা চলে কি না তাই সন্দেহ। একবার আমাদের গোয়ালা তাকে উপরের জানালা থেকে উঁকি মারতে দেখেছিল, সঙ্গে সঙ্গে তার হাতের টিন পড়ে গিয়ে দুধটা সামনের বাগানময় ছড়িয়ে পড়েছিল। কী রকম মুখ তাহলে বুঝুন। আমি যখন তাকে দেখতে পেয়েছিলাম—তার অজান্তেই সেখানে আমি গিয়েছিলাম—তখন তাড়াতাড়ি মুখটা ঢেকে তিনি বলে উঠেছিলেন, 'মিসেস মেরিলো, এখন বুঝতে পারলেন তো কেন আমি কখনও ঘোমটা খুলি না।"

"তার ইতিহাস কিছু জানেন কি?"

"কিছুই না।"

"আসবার আগে তিনি কারও পরিচয় দিয়েছিলেন কি?"

"না স্যার। তিনি দিয়েছিলেন নগদ টাকা—প্রচুর পরিমাণে। তিন মাসের ভাড়া টেবিলের উপর আগাম, আর ভাড়া নিয়ে কোন রকম দরদস্তুর নয়। আজকালকার দিনে আমার মত একটি গরীব মেয়েমানুষ এ রকম সুযোগ হাত ছাড়া করতে পারে না।"

"আপনার বাড়িটাই কেন পছন্দ করেছিলেন তার কোন কারণ বলেছিলেন কি?"

"আমার বাড়িটা রাস্তা থেকে বেশ কিছুটা পিছনে, আর সেই জন্য অন্য বাড়ির তুলনায় আরটা একটু বেশী। তার উপরে আমি শুধু একজন ভাড়াটেই রাখি, আর আমার নিজেরও কোন পরিজন নেই। মনে হয়, সব বাড়িও তিনি খুঁজে দেখেছেন, আর আমার বাড়িটাই তার পক্ষে সব চাইতে সুবিধাজনক বলে মনে করেছেন। তিনি গোপনীয়তাই খুঁজছেন, আর সেজন্য টাকা খরচ করতেও রাজী।"

"আপনি বলছেন, একটি আকস্মিক সুযোগে মাত্র একবার ছাড়া প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তার মুখ তিনি কখনও দেখান নি। দেখুন কাহিনীটি খুবই উল্লেখযোগ্য, একান্ত উল্লেখযোগ্য! কাজেই আপনি যে ব্যাপারটা খুঁটিয়ে জেনে নিতে চাইছেন এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।"

"খুঁটিয়ে জানতে আমি মোটেই চাই না মিঃ হোমস; ভাড়াটা পেলেই আমি খুশি। এ রকম শান্তশিষ্ট ভাড়াটে আপনি কোথাও পাবেন না; তার চাইতে নির্ঝঞ্ঝাট ভাড়াটেও দুর্লভ।"

"তাহলে ব্যাপারটা এমন সঙ্গীন হয়ে উঠল কিসে?"

"তার স্বাস্থ্যের জন্য মিঃ হোমস। তিনি যেন দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছেন। তার মনের মধ্যে একটা ভয়ংকর ব্যাপার কিছু চলছে। 'খুন! খুন!' বলে তিনি চেঁচিয়ে ওঠেন। একদিন শুনলাম তিনি চীৎকার করে বলছেন, 'তুমি একটা নিষ্ঠুর জন্তু! একটা রাক্ষস।' তখন বেশ রাত, কথাগুলি সারা বাড়িতে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল; আমি ভয়ে কাঁপতে লাগলাম। কাজেই সকালেই তার কাছে গেলাম। বললাম, 'মিসেস রোণ্ডার, আপনার আত্মাকে যদি কেউ বিরক্ত করতে থাকে, তাহলে তো পাদরি আছেন, পুলিশ আছেন। তাদের কারও না কারও কাছে আপনি নিশ্চয় সাহায্য পাবেন।" তিনি বললেন, 'ঈশ্বরের দোহাই, এটা পুলিশের ব্যাপার নয়।

আর আমার মৃত্যুর আগে কেউ যদি আসল সত্যটা জানত তাহলে আমার মন শান্তি পেত।' আমি বললাম, 'দেখুন, আপনি যদি ওদের কাউকেই ডাকতে না চান, তাহলে—এই গোয়েন্দা ভদ্রলোকটির কথা তো আমরা অনেক পড়েছি'—আপনার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি মিঃ হোমস। সঙ্গে সঙ্গে তিনি কথাটা লুফে নিলেন। বললেন, 'এই সঠিক লোক। কী আশ্চর্য, তার কথা আমার আগে মনে পড়ে নি। তাকে এখানে নিয়ে আসুন মিসেস মেরিলো। তিনি যদি আসতে না চান, তাহলে তাকে বলবেন আমি রোণ্ডার-এর বন্য জন্তু প্রদর্শনীর স্ত্রী। এ কথা বলে তাকে আব্বাস পার্ভা নামটাও বলবেন।' এই যে নামটা তিনি লিখে দিয়েছেন—আব্বাস পার্ভা। 'আমি যা ভাবছি তিনি যদি সেই লোক হন তাহলে এই নাম শুনে তিনি নিশ্চয় আসবেন।"

"সত্যি তিনি যাবেন" হোমস মন্তব্য করল। "ঠিক আছে মিসেস মেরিলো। ডাঃ ওয়াটসন-এর সঙ্গে আমার একটু কথা বলা দরকার। তাতেই দুপুরের খাবার সময় হয়ে যাবে। কাজেই তিনটে নাগাদ আপনার বিক্সটন-এর বাড়িতে আমাদের আশা করতে পারেন।"

আমাদের অতিথি হেলতে দুলতে ঘর থেকে চলে যাওয়া মাত্রই—মিসেস মেরিলোর নিষ্ক্রমণকে অন্য কোন ভাবে বর্ণনা করা যায় না—শার্লক হোমস ভীষণ উৎসাহের সঙ্গে ঘরের কোণে রাখা সাধারণ বইয়ের স্তূপের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। কয়েক মিনিট শুধু পাতা ওল্টানোর শব্দ শোনা গেল, আর তারপরেই আকাংখিত বস্তুটি পেয়ে খুশিতে সে চুক্-চুক্ শব্দ করে উঠল। সে এতই উত্তেজিত হয়ে পড়ল যে সেখান থেকে না উঠে দুই পা ভেঙে এক বিচিত্র বুদ্ধের মত মেঝেতেই বসে রইল; তার চারপাশে বড় বড় বইয়ের স্তূপ, আর হাঁটুর উপর একখানি বই খোলা।

"ওয়াটসন, তখন কেসটা আমাকে খুবই বিব্রত করেছিল। এর পাশে আমি যে মন্তব্য লিখে রেখেছি তা থেকেই সেটার প্রমাণ মিলবে। স্বীকার করছি, কেসটার কোন হিল্লেই আমি করতে পারি নি। তবু করোনার যে ভুল করেছেন সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত ছিলাম; আব্বাস পার্ভা দুর্ঘটনার কোন কথা কি তোমার মনে নেই?"

"না তো!"

"অথচ তুমি তখন আমার সঙ্গেই ছিলে। অবশ্য সে ব্যাপারে আমার নিজের ধারণাটাই ছিল ভাসা-ভাসা; কোন প্রমাণও হাতে ছিল না; তাছাড়া কোন পক্ষই আমার সাহায্যও নিতে আসে নি। যত্ন করে কাগজপত্রগুলো পড়ে দেখবে কি?"

"মূল কথাগুলো কি আমাকে বলে দিতে পার না?"

"সেটা তো সহজেই করা যাবে। আমি বলতে শুরু করলেই হয় তো সব কথা তোমার মনে পড়ে যাবে। অবশ্য রোণ্ডার-এর নাম তখন ঘরে ঘরে ফিরত। তখনকার দিনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্য জন্তুর খেলোয়াড় উল্ভারহ্যাম্পটন ওয়েল এবং স্যাঙ্গার-এর সে ছিল প্রতিদ্বন্দ্বী। অবশ্য সে যে মদ খেতে শুরু করেছিল তার প্রমাণ আছে, এবং দুর্ঘটনার সময়ে সে ও তার প্রদর্শনীর মান বেশ নেমে গিয়েছিল। বার্কশায়ার-এর একটি ছোট গ্রাম আব্বাস পার্ভা-তে যখন প্রদর্শনীর দলটা রাতের জন্য থেমেছিল তখনই এই আতংকের ঘটনাটা ঘটেছিল। তারা হাঁটা পথে উইন্ডসর-এর দিকে যাচ্ছিল। সেখানে তারা রাতটা কাটাবার জন্যই থেমেছিল, কোন রকম প্রদর্শনীর জন্য নয়। কারণ জায়গাটা এত ছোট যে প্রদর্শনী খুললে খরচ পোষাত না।

"তাদের প্রদর্শনীর জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে ছিল উত্তর আফ্রিকার একটি চমৎকার সিংহ। 'সাহারা-রাজ' ছিল তার নাম; রোণ্ডার ও তার স্ত্রী খাঁচার ভিতরেই সিংহটার খেলা দেখাত। দেখ, তাদের খেলার একটা ফটোগ্রাফ এখানে আছে। এটা দেখলেই বুঝতে পারবে যে রোণ্ডার ছিল একটি অতিকায় শূকরজাতীয় পুরুষ, আর তার স্ত্রী ছিল একটি অতি মনোহারিণী নারী। তদন্তে প্রকাশ পায় যে, সিংহটা যে খুবই বিপজ্জনক তার কিছু কিছু পরিচয় সকলেই জানত, কিন্তু যেমন হয়ে থাকে, দীর্ঘ পরিচয়ের ফলে দেখা দিয়েছিল অবজ্ঞা, আর সিংহটাই যে বিপজ্জনক সে খেয়ালই কারও ছিল না।

"হয় রোণ্ডার না হয় তার স্ত্রী রাতের বেলা সিংহটাকে খাওয়াত। কখনও একজন, কখনও বা দুজনই যেত, কিন্তু খাবার দেবার কাজটা তারা কখনই অন্য কাউকে দিত না, কারণ তারা বিশ্বাস করত যে যতদিন তারা খাবার বয়ে নিয়ে যাবে ততদিন সিংহটা তাদের উপকারী বলে মনে করবে এবং কখনও তাদের আক্রমণ করবে না। সাত বছর আগে সেই বিশেষ রাতটিতে তারা দুজনই গিয়েছিল আর একটি ভয়ংকর ঘটনা ঘটেছিল; তার বিস্তারিত বিবরণ কখনও পরিষ্কারভাবে জানা যায় নি।

"মনে হয়, মাঝরাত নাগাদ পশুটার গর্জনে ও স্ত্রীলোকটির আর্ত চীৎকারে সারা তাঁবুর লোক জেগে উঠেছিল। ঝাড়ুদার ও কর্মচারীরা লণ্ঠন হাতে নিয়ে যার যার তাঁবু থেকে ছুটে বেরিয়ে এসেছিল এবং লণ্ঠনের আলোয় একটা ভয়াবহ দৃশ্য দেখতে পেয়েছিল। খাঁচাটা খোলা, আর খাঁচা থেকে গজ দশেক দূরে রোণ্ডার পড়ে আছে; তার মাথার পিছন দিকটা সম্পূর্ণ থেঁতলে গেছে এবং খুলির চামড়ায় নখরের দাগ গভীর হয়ে বসে গেছে। খাঁচার দরজার কাছে মিসেস রোণ্ডার উপুর হয়ে পড়ে আছে, আর জন্তুটা তার উপর বসে গর্জন করছে। তার মুখটাকে এমনভাবে ছিঁড়ে

ফেলেছে যে সে যে আবার বেঁচে উঠবে তা কেউ ভাবতে পারে নি। শক্তিমান লিওনার্ডো ও ভাঁড় গ্রিগস্ সার্কাসের লোকজন নিয়ে লাঠিসোটা দিয়ে তাড়া করায় জন্তুটা লাফ দিয়ে খাঁচার মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে তালা লাগিয়ে দেওয়া হয়। সিংহটা কেমন করে খাঁচা থেকে বেরিয়ে এসেছিল সেটাই রহস্য। সকলে ধরে নিয়েছিল, স্বামী-স্ত্রী দুজনই খাঁচার মধ্যে ঢুকতে গিয়েছিল, কিন্তু দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই জন্তুটা তাদের উপর লাফিয়ে পড়ে। সাক্ষ্য-প্রমাণে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছু জানা যায় নি; শুধু একটা কথা জানা যায় যে, তারা যে কামরাটাতে থাকত স্ত্রীকে যখন সেখানে বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন যন্ত্রণায় বিকারের ঘোরে সে বার বার চীৎকার করে বলছিল, 'কাপুরুষ! কাপুরুষ!' সাক্ষী দেবার মত অবস্থায় আসতে তার ছ' মাস সময় লেগেছিল; যথারীতি তদন্ত করে রায় দেওয়া হয়েছিল যে দুঃসাহসিকতার ফলেই মৃত্যু ঘটেছিল।"

"এ ছাড়া বিকল্প রায় আর কিই বা হতে পারত?" আমি বললাম।

"কথাটা ঠিকই বলেছ। কিন্তু এমন দু' একটি বিষয় ছিল যা নিয়ে বার্কশায়ার কনস্টেবল-বাহিনী তরুণ এডমাণ্ডস্ খুবই চিন্তিত হয়েছিল। ছোকরা খুব চালাক-চতুর। পরবর্তী কালে তাকে এলাহাবাদ পাঠানো হয়েছিল। এইভাবেই আমি ব্যাপারটার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ি, কারণ সে আমার সঙ্গে দেখা করেছিল এবং দু' এক প্রস্থ পাইপ টানতে টানতে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনাও করেছিল।"

"পাতলা গড়নের মাথায় হলদে চুল লোকটি কি?"

"ঠিক। আমি জানতাম তুমি ঠিক ধরতে পারবে।"

"কিন্তু তার চিন্তার কারণ কি হয়েছিল?"

"দেখ, আমরা দুজনই চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। সমস্ত ব্যাপারটাকে ঠিকমত গড়ে তোলা খুবই কষ্টকর মনে হয়েছিল। সিংহটার দিক থেকেই দেখ। সে ছাড়া পেল। তারপর কি করল? প্রায় আধ ডজন লাফ মেরে তবে রোণ্ডার-এর কাছে পৌঁছল। রোণ্ডার পালাতে চেষ্টা করল—নখরের দাগগুলো ছিল মাথার পিছন দিকে—কিন্তু সিংহটা তাকে থাবা মেরে ফেলে দিল। তারপর লাফ দিয়ে পালিয়ে না গিয়ে খাঁচার কাছে স্ত্রীলোকটির কাছে ফিরে গেল এবং তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে তার মুখটা চিবুতে শুরু করল। তারপর দেখ, তার চীৎকারের কথাগুলি শুনে মনে হয় যে কারণ যাই হোক স্বামীর কাছ থেকে যথাযথ সাহায্য সে পায় নি। সে বেচারা তাকে কি ভাবেই বা সাহায্য করতে পারত? অসুবিধাগুলি বুঝতে পারছ?"

"ভালই বুঝতে পারছি।"

"তারপর আরও একটা কথা। এখন নতুন করে ভাবতে বসে কথাটা আমার মনে এল। সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে, যখন সিংহটা গর্জন করছিল, আর স্ত্রীলোকটি আর্তনাদ করছিল, তখন একটি লোক আতংকে হাঁক-ডাক করছিল।"

"সে লোক নিঃসন্দেহে রোণ্ডার।"

"দেখ, যার খুলিটাই থেঁতো হয়ে গেছে সে আবারও কথা বলতে থাকবে—এটা তুমি আশা করতে পার না। অথচ অন্তত দু'জন সাক্ষী বলেছে যে, স্ত্রীলোকটির চীৎকারের সঙ্গে একটি পুরুষের চীৎকারও মিশেছিল।"

"আমার তো মনে হয় ততক্ষণে তাঁবুর সমস্ত লোকই ততক্ষণে চীৎকার করতে শুরু করেছিল। আর অন্য বিষয়গুলি সম্পর্কে আমি হয় তো একটা সমাধানের কথা বলতে পারি।"

"আনন্দের সঙ্গেই তোমার বক্তব্য বিবেচনা করে দেখব।"

"সিংহটা যখন ছাড়া পেল তখন তারা দুজনেই খাঁচা থেকে দশ গজ দূরে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিল। লোকটি পিছন ফিরতেই সিংহটা তাকে ফেলে দেয়। তখন খাঁচার ভিতর ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেবার কথাটা স্ত্রীলোকটির মাথায় আসে। সেটাই তখন তার বাঁচবার একমাত্র আশ্রয়। সে খাঁচার দিকে ছুটে যায় এবং তার কাছে পৌঁছানো মাত্রই জন্তুটা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকেও ফেলে দেয়। পিছন ফিরে জন্তুটার রাগ বাড়িয়ে দেওয়ার জন্যই সে তার স্বামীর উপর রাগ করেছিল। দুজনে মিলে মুখোমুখি তাড়া করলে হয় তো তারা সিংহটাকে বাগে আনতে পারত। আর সেই জন্যই সে চেঁচিয়ে বলেছিল কাপুরুষ!"

"চমৎকার ওয়াটসন! কিন্তু তোমার এই হীরেতে একটি কলংকের দাগ আছে।"

"কি কলংক হোমস?"

"তারা দুজনেই যদি খাঁচা থেকে দশ গজ দূরে ছিল, তাহলে জন্তুটা ছাড়া পেল কেমন করে?"

"এটা কি হতে পারে যে তাদের এমন কোন শত্রু ছিল যে খাঁচাটা খুলে দিয়েছিল?"

"কিন্তু সিংহটা যখন তাদের সঙ্গে খেলা দেখাত, খাঁচার ভিতরে তাদের সঙ্গে নানা রকম কসরৎ করত, তখন হঠাৎ এমন নৃশংসভাবে তাদের আক্রমণই বা করবে কেন?"

"সম্ভবত সেই একই শত্রু এমন কিছু করেছিল যাতে সিংহটা ক্রুদ্ধ হয়েই ছিল।"

হোমসকে বেশ চিন্তিত মনে হল। কয়েক মুহূর্ত সে চুপ করে রইল।

"দেখ ওয়াটসন, তোমার মতের স্বপক্ষে এই কথাগুলি বলা যেতে পারে। রোণ্ডার-এর অনেক শত্রু ছিল। এডমাণ্ডস্ আমাকে বলেছিল যে মাতাল অবস্থায় সে দুর্ধর্ষ। লোকটা ছিল অত্যন্ত দাম্ভিক; যে তার কাছে আসত তাকেই সে যাচ্ছেতাই বকুনি দিত ও মার লাগাত। আমার তো ধারণা,

আমাদের অতিথি রাক্ষস-রাক্ষস বলে যে চেঁচামেচির কথা বলে গেলেন সেটা প্রয়াত প্রিয়জনের নৈশ স্মৃতিমাত্র। সে যাই হোক, সব তথ্য-প্রমাণ যতক্ষণ না পাওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ এ সব কল্পনা নিরর্থক। অতএব ওয়াটসন, আলমারির তাকে তিতিরের ঠাণ্ডা মাংস আর এক বোতল ম'ত্রাচেট মদ আছে; তাদের সঙ্গে নতুন করে দেখা করবার আগে এস আমাদের কর্মশক্তিকে বাড়িয়ে তুলি।"

গাড়িটা আমাদের মিসেস মেরিলোর বাড়িতে পৌঁছে দিলে দেখলাম, মোটা সোটা ভদ্রমহিলাটি তার অবসরকালীন সাধারণ বাড়িটার খোলা দরজাটা আগলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। স্পষ্টই বোঝা গেল, পাছে তার দামী ভাড়াটেটিকে হারাতে হয় সেটাই তার প্রধান দুশ্চিন্তা। আমাদের পথ দেখিয়ে উপরে নিয়ে যাবার আগে সে আমাদের অনুনয় করে বলল, সেই অবাঞ্ছিত পরিণতি ঘটতে পারে এ রকম কোন কিছু যেন আমরা না বলি বা না করি। তখন তাকে তদনুযায়ী কথা দিয়ে বাজে কার্পেটে মোড়া সিঁড়ি বেয়ে তার পিছন-পিছন উঠে গেলাম এবং সেই রহস্যময়ী আবাসিকার ঘরে গিয়ে হাজির হলাম।

ঘরের বাসিন্দাটি কদাচিৎ বাইরে বেরোয় বলেই হয় তো ঘরটা বদ্ধ, ছাতাপরা ও আলোবাতাসহীন। পশুদের খাঁচায় বদ্ধ করে রাখত বলেই হয় তো নিয়তির পরিহাসে স্ত্রীলোকটি নিজেই এখন খাঁচায় আবদ্ধ জন্তুতে পরিণত হয়েছে। ঘরের অন্ধকার কোণে একটা ভাঙা হাতল-চেয়ারে সে বসে ছিল। বিনা কাজে দীর্ঘদিন কাটানোর ফলে তার চেহারায় একটা কাঠিন্য এসেছে; কিন্তু একসময় সে সুন্দরীই ছিল; এখনও বেশ ভরাট ও উচ্ছল চেহারা। একটা ঘন কালো ওড়নায় মুখটা ঢাকা; ওড়নাটা উপরের ঠোঁটের কাছে এসে শেষ হয়ে গেছে; ফলে একটি সুগঠিত মুখ ও সুন্দর গোল থুতনি চোখে পড়ে। বেশ বুঝতে পারলাম, একসময় সে খুবই মনোরমা ছিল। তার কণ্ঠস্বরও সুরেলা ও প্রীতিপ্রদ।

সে বলল, "মিঃ হোমস, আমার নামটা আপনার অপরিচিত নয়। আমি জানতাম, নামটা শুনলেই আপনি আসবেন।"

"ঠিকই ধরেছেন ম্যাডাম; বাদও আমি যে আপনার ব্যাপারে আগ্রহী সেটা আপনি কি করে জানলেন তা ঠিক বুঝতে পারছি না।"

"স্বাস্থ্য ফিরে পাবার পরে জেলা-গোয়েন্দা মিঃ এডমাণ্ডস্ যখন আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন তখনই আমি এটা জেনেছিলাম। কিন্তু তার কাছে আমি মিথ্যা বলেছিলাম। হয় তো তাকে সত্য কথাটা বলাই বুদ্ধির কাজ হত।

"সত্যভাষণ সাধারণত বুদ্ধির পরিচায়ক। কিন্তু তাদের কাছে মিথ্যা বলেছিলেন কেন?"

"যেহেতু অন্য একজনের ভাগ্য তার উপর নির্ভর করছিল। আমি জানি, সে একটি অপদার্থ; তবু তার সর্বনাশ আমার বিবেকের উপর চেপে বসুক এটা আমি চাই নি। আমরা খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলাম—খুব ঘনিষ্ঠ।"

"কিন্তু সে বাধা কি দূর হয়েছে?"

'হ্যাঁ স্যার। যে লোকটির কথা বললাম সে মারা গেছে।"

"তাহলে আপনি যা কিছু জানেন সে কথা পুলিশকে বলছেন না কেন?"

"কারণ আরও একজনের কথা ভাববার আছে। সে একজন আমি নিজে। পুলিশীতদন্তের ফলে যে কুৎসা প্রচারিত হবে সেটা যে ভাবে ছড়াবে সেটা আমার সহ্য হবে না। আমি আর বেশী দিন বাঁচব না, কিন্তু আমি শান্তিতে মরতে চাই। তাই একজন বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে আমার ভয়ংকর কাহিনীটা বলে যেতে চাই, যাতে আমার অবর্তমানে সব ব্যাপারটা লোকে ঠিক ঠিক বুঝতে পারে।

আপনি আমার প্রশংসা করলেন ম্যাডাম। কিন্তু আমি একজন দায়িত্বশীল লোক। কাজেই আপনার মুখ থেকে সব কথা শুনবার পরে আমি যে কর্তব্যবোধে দরকার হলেও সে কথা পুলিশকে জানাব না এ রকম প্রতিশ্রুতি তো আপনাকে দিতে পারি না।"

"তা আপনি পারেন না মিঃ হোমস। আপনার চরিত্র ও কর্ম-পদ্ধতি আমি ভাল করেই জানি, কারণ বেশ কয়েক বছর ধরেই আপনার কাজ-কর্মের খবর আমি রাখি। নিয়তির কৃপায় একমাত্র পড়াশুনোর আনন্দটাই এখনও আমার কপালে আছে। তাই পৃথিবীর কোন খবরই আমার দৃষ্টি এড়াতে পারে না। কিন্তু সে যাই হোক, একটা সুযোগ আমি নিচ্ছি, যাতে আমার জীবনের শোচনীয় দুর্ঘটনাটাকে আপনি কোন কাজে লাগাতে পারেন। সেটা বলতে পারলে আমার মনটাও শান্ত হবে।"

"আমার বন্ধু ও আমি সানন্দে আপনার কাহিনী শুনব।"

স্ত্রীলোকটি উঠে গিয়ে দেরাজের ভিতর থেকে একটি পুরুষের ফটোগ্রাফ বের করল। দেখলেই বোঝা যায় দৈহিক ক্রীড়া-কৌশল দেখানোই ছিল লোকটির পেশা—চমৎকার সুগঠিত দেহ, প্রকাণ্ড দুটি বাহু উঁচু বুকের উপর আড়াআড়ি-ভাবে ভাঁজ করা, ভারী গোঁফের নীচ থেকে ফুটে উঠেছে হাসির রেখা—বহু বিজয়-গৌরবে আত্মতৃপ্ত মানুষের হাসি।

"এই হল লিওনার্ডো," সে বলল।

"সেই শক্তিমান লিওনার্ডো যে সাক্ষী দিয়েছিল?"

"হ্যাঁ সেই। আর এই যে—এই আমার স্বামী।"

একখানা ভয়ংকর মুখ—মানুষের আকৃতিতে একটা শুয়োর, বরং বলা যায় মানুষের আকৃতিতে একটা বুনো শুয়োর, কারণ পাশবিকতায় সে ছিল দুর্জয়। রাগে সেই ভীষণ মুখে যখন দাঁতগুলো কড়-মড় করে এবং কস বেয়ে

লালা গড়িয়ে পড়ে তখনকার চেহারা সহজেই কল্পনা করা যায়। সেই দুটি ক্ষুদে শয়তানী চোখ পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে নিছক বিদ্বেষের তাঁর ছুঁড়তে থাকে তখনকার অবস্থাটাও ভেবে নেওয়া যেতে পারে। বদমাশ, গুণ্ডা, পশু —ভারী চোয়ালের ওই মুখে যেন এসব কথাগুলিই লেখা আছে।

"এই দুখানি ছবি আমার কাহিনীকে অনুসরণ করতে আপনাদের সাহায্য করবে। আমি ছিলাম সার্কাসের একটি গরীব মেয়ে। বুঝি বা করাতের গুঁড়ো খেয়েই মানুষ হয়েছি। যখন দশ বছর বয়স তখনই চাকার ভিতর দিয়ে লাফিয়ে খেলা দেখাতাম। যখন মেয়ে মানুষ হয়ে উঠলাম তখন এই লোকটি আমাকে ভালবাসল, অবশ্য তার সেই কামুকতাকে যদি ভালবাসা বলা যায়, আর এক অশুভ মুহূর্তে আমি হয়ে গেলাম তার স্ত্রী। সেই দিন থেকে আমি পড়লাম নরকে, আর সেই শয়তান আমায় জ্বালাতে শুরু করল। সারা দলটায় এমন একজনও ছিল না যে এ খবর না জানত। অন্যকে ভোগ করবার জন্য সে আমাকে ত্যাগ করল। তা নিয়ে কথা বললেই সে আমাকে বেঁধে ফেলে চাবুক মারত। সকলেই আমাকে করুণা করত, আর তাকে করত ঘৃণা, কিন্তু তারাই বা কি করবে? সকলে তাকে ভয় করত। কারণ তার প্রকৃতিই ছিল ভয়ংকর, আর মদ খেলে তাকে যেন খুনে পেয়ে বসত। মারামারি করা এবং জানোয়ারদের সঙ্গে নিষ্ঠুর ব্যবহার করার জন্য অনেক বার তার অর্থদণ্ড হয়েছে, কিন্তু তার হাতে প্রচুর অর্থ ছিল, তাই অর্থদণ্ড তার কাছে কিছুই না। সব ভাল ভাল লোক দল ছেড়ে চলে যেতে লাগল, আর আমাদের দলেরও পতন হতে শুরু করল। বাচ্চা ভাঁড় জিমি গ্রিগস্‌কে নিয়ে লিওনার্ডো ও আমি কোন রকমে দল চালাতে লাগলাম। বিশেষ কিছু করবার না থাকলেও সেই শয়তানটাও সাধ্যমত আমাদের সাহায্য করত।

"লিওনার্ডো ক্রমেই আমার জীবনের কাছাকাছি এসে পড়ল। সে যে দেখতে কেমন ছিল তা তো দেখতেই পাচ্ছেন। আজ বুঝতে পাচ্ছি ঐ সুন্দর দেহটার মধ্যে কী দীন মূর্তিই না লুকিয়ে ছিল; কিন্তু আমার স্বামীর সঙ্গে তুলনায় সে তো দেবদূত গ্যাব্রিয়েল। সে আমাকে দয়া দেখাত, সাহায্য করত; ক্রমে আমাদের ঘনিষ্ঠতা ভালবাসায় রূপান্তরিত হল—গভীর, গভীর উচ্ছ্বাসে-ভরা ভালবাসা, যে ভালবাসার স্বপ্ন আমি দেখেছি কিন্তু কখনও অনুভব করতে পারব সে আশাও করি নি। আমার স্বামীর মনে সন্দেহ দেখা দিল, কিন্তু আমার মনে হয় সে যত বড় গুণ্ডা ততখানিই কাপুরুষ, আর ঐ লিওনার্ডোই একমাত্র লোক যাকে সে ভয় করত। তার নিজস্ব পদ্ধতিতে আমার উপর নির্যাতন চালিয়েই সে মনের ঝাল মেটাত। একদিন রাতে আমার চীৎকার শুনে লিওনার্ডো আমাদের গাড়ির দরজায় এসে হাজির হল। সেই রাতেই আমরা দুর্ঘটনার মুখোমুখি হলাম। আমার প্রেমিক ও আমি বুঝতে পারলাম যে আর সেটাকে এড়ানো যাবে না। আমার স্বামীর বাঁচবার কোন অধিকার নেই। তাকে মারবার ষড়যন্ত্র করতে লাগলাম।

"লিওনার্ডোর মাথায় এ সব বুদ্ধি ভাল খেলে। ফন্দিটা তার মাথায়ই এল। তার ঘাড়ে দোষ চাপাবার জন্য এ-কথা বলছি না, কারণ তখন তার সঙ্গে যে কোন জায়গায় যেতে আমি প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু এ রকম একটা ফন্দির কথা ভাববার মত বুদ্ধি আমার কোন দিন ছিল না। আমরা একটা মুগুড় বানালাম—লিওনার্ডোই বানাল—তার শিসে ভরা মাথায় সে পাঁচটা লম্বা ইস্পাতের কাঁটা এমনভাবে বাইরের দিকে ছড়িয়ে বসালো যাতে ঠিক সিংহের থাবার মত দেখায়। সেটা দিয়েই স্বামীকে মরণ-আঘাত হানতে হবে; অথচ সকলে জানবে যে সিংহটাই কাজটা করেছে, আর সিংহটাকেও আমরা খাঁচা খুলে ছেড়ে দেব।

"সে রাতটা ছিল নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ঢাকা। যথারীতি আমার স্বামী ও আমি সিংহটাকে খাওয়াতে গেলাম। একটা দস্তার বালতিতে করে কাঁচা মাংস নিলাম। বড় গাড়িটার কোণে লিওনার্ডো লুকিয়ে ছিল। খাঁচার কাছে পৌঁছতে হলে আমাদের সেখান দিয়েই যেতে হবে। তার একটু দেরী হয়ে গেল; সে আঘাত হানবার আগেই আমরা তাকে ছাড়িয়ে চলে গেলাম। কিন্তু পা টিপে টিপে সে আমাদের পিছু নিল। মুগুড়ের আঘাতে আমার স্বামীর মাথার খুলি গুঁড়ো হয়ে গেল। সে শব্দ শুনে আমার মন আনন্দে লাফিয়ে উঠল। একলাফে এগিয়ে গিয়ে বড় সিংহটার খাঁচার হুড়কো খুলে দিলাম।

"আর তার পরেই ঘটল সেই ভীষণ ঘটনা। আপনি হয় তো শুনেছেন, এই সব জানোয়ার কত দ্রুত মানুষের রক্তের গন্ধ পায়, ও তার ফলে কী রকম উত্তেজিত হয়ে ওঠে। মুহূর্তের মধ্যে এক আশ্চর্য প্রবৃত্তির বশেই জানোয়ারটা বুঝতে পারল যে কোন মানুষ খুন হয়েছে। হুড়কো খুলে দিতেই সিংহটা লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল এবং মুহূর্তের মধ্যে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। লিওনার্ডো আমাকে বাঁচাতে পারত। সে যদি ছুটে এসে মুগুড়টা দিয়ে ওটাকে আঘাত করত তাহলে বোধ হয় তাকে কাবু করতে পারত। কিন্তু সেও বুদ্ধি হারিয়ে ফেলল। আমি শুনলাম সে আতংকে চীৎকার করছে, আর তারপরই দেখলাম সে মুখ ফিরিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে সিংহটার দাঁতগুলো মুখের উপর চেপে বসল। তার গরম, দুর্গন্ধ নিঃশ্বাসে ততক্ষণ আমার মধ্যে বিষ-ক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে; যন্ত্রণার কোন বোধই আমার ছিল না। হাতের তালু দিয়ে সেই ভাঁপ-ওঠা রক্তাক্ত থাবাগুলোকে

সরিয়ে দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করে আমি তখন সাহায্যের জন্য চীৎকার করতে লাগলাম। বুঝতে পারলাম, সারা তাঁবুর লোক জেগে উঠেছে। তারপরই অস্পষ্টভাবে মনে হল যে লিওনার্ডো, গ্রিগ্‌স্‌ ও অন্য সকলে মিলে আমাকে সিংহের থাবার নীচ থেকে টেনে বের করছে। তারপর অনেকগুলি শ্রান্ত মাস ধরে সেটাই আমার সর্বশেষ স্মৃতি মিঃ হোমস। আবার যখন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলাম এবং আয়নায় নিজেকে দেখলাম, তখন সিংহটাকেই অভিশাপ দিলাম—আঃ সে কী অভিশাপ!—আমার রূপকে ছিনিয়ে নিয়েছে বলে নয়, অভিশাপ দিলাম আমার জীবনটাকে ছিনিয়ে নেয় নি বলে। মিঃ হোমস, তখন আমার মনে একটি মাত্র কামনা জাগল, আর সে কামনা পূর্ণ করবার মত যথেষ্ট অর্থ আমার ছিল। সে কামনা হল, নিজেকে এমনভাবে ঢেকে রাখব যাতে কেউ আমার মুখ দেখতে না পায়, আর এমন জায়গায় থাকব যেখান থেকে আমার পরিচিত কেউ কোনদিন আমাকে খুঁজে বের করতে না পারে। আমার পক্ষে এ ছাড়া আর কিছুই তো করার ছিল না—আর তাই আমি করেছি। একটি অসহায় আহত জানোয়ার হামাগুড়ি দিয়ে তার গর্তে ঢুকেছে মৃত্যুর প্রতীক্ষায়—ইউজেনিয়া রোণ্ডার-এর এই পরিণাম।"

দুঃখিনী নারী তার কাহিনী শেষ করবার পরে অনেকক্ষণ আমরা চুপ করে বসে রইলাম। তারপর হোমস তার লম্বা হাতটা বাড়িয়ে এমন সহানুভূতির সঙ্গে সেই নারীর হাতটা চাপড়াতে লাগল যা আর কখনও হোমসকে করতে দেখি নি।

সে বলল, "আহা বেচারি! নিয়তির গতি বোঝা সত্যি শক্ত। এ দুর্দশার কিছুটা ক্ষতিপূরণও যদি পরবর্তী কালে না হয়, তাহলে তো পৃথিবীটাই একটা নিষ্ঠুর পরিহাস। কিন্তু সেই লিওনার্ডো লোকটির কি হল?"

"সেই থেকে তাকে আর কখনও দেখি নি বা তার কথাও শুনি নি। হয় তো তার সম্পর্কে এতটা তিক্ত মনোভাব পোষণ করে আমি ভুলই করেছি। সিংহের কবল থেকে ছিনিয়ে আনা যে ভগ্নস্তূপকে নিয়ে আমরা দেশে দেশে ঘুরে বেড়িয়েছি হয় তো তাকেও একদিন সে ভালবাসতে পারত। কিন্তু নারীর ভালবাসা এত সহজে বাতিল হয়ে যায় না। সে আমাকে একটা জানোয়ারের থাবার নীচে ছেড়ে দিয়েছিল, দরকারের সময় সে আমাকে পরিত্যাগ করেছিল, তবু তাকে ফাঁসির মঞ্চে ঠেলে দিতে আমি পারি নি। আমার নিজের কি হবে তা নিয়ে আমার কোন রকম মাথা ব্যথা ছিল না। আমি যা হয়েছি তার চাইতে ভয়ংকর আর কি হতে পারে? তবু লিওনার্ডো ও তার ভাগ্যের মাঝখানে আমি দাঁড়িয়েছিলাম।"

"সে কি মারা গেছে?"

"গত মাসে মারগেট-এর কাছে স্নান করতে গিয়ে ডুবে গেছে। খবরের কাগজে তার মৃত্যুর সংবাদ আমি পড়েছি।"

"আর আপনার কাহিনীর সব চাইতে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক অংশ সেই পাঁচটি নখরওয়ালা মুগুরটাকে নিয়ে সে কি করল?"

"আমি বলতে পারব না মিঃ হোমস। তাঁবুটার কাছেই একটা চুনা পাথরের খনি আছে, আর তার পাশেই আছে একটা গভীর সবুজ জলাশয়। হয় তো সেই জলাশয়ের তলে—"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে, ও সবের এখন আর কোন গুরুত্বই নেই। ও কেস-এর উপর যবনিকা পড়ে গেছে।"

স্ত্রীলোকটি বলল, "হ্যাঁ, যবনিকা পড়ে গেছে।"

আমরা যাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছিলাম, কিন্তু স্ত্রীলোকটির কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যা হোমসের মনোযোগ আকর্ষণ করল। সে দ্রুত তার দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

বলল, "আপনার জীবনটা আপনার একার নয়। হাতটা সরান।"

"এ জীবন কার কোন্ কাজে লাগবে?"

"আপনি কি করে জানবেন? ধৈর্যের সঙ্গে কষ্টকে সহ্য করাই তো ধৈর্যহারা পৃথিবীর কাছে সব চাইতে দামী দৃষ্টান্ত।"

স্ত্রীলোকটি যে জবাব দিল সেটা ভয়ংকর। গুণ্ঠন খুলে সে আলোয় এসে দাঁড়াল।

বলল, "জানি না আপনি সইতে পারবেন কি না।"

ভয়ংকর। মুখটাই না থাকলে মুখের যে চেহারা হয় ভাষায় তার বর্ণনা দেওয়া যায় না। সেই বিকট ধ্বংসস্তূপের ভিতর থেকে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা দুটি জীবন্ত সুন্দর বাদামি চোখ দৃশ্যটাকে আরও বেদনাদায়ক করে তুলেছে। করুণা ও প্রতিবাদের ভঙ্গীতে হোমস তার হাতটা তুলল। তারপর দুজন সেখান থেকে বেরিয়ে এলাম।

দুদিন পরে বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গেলে তার ম্যান্টেলপিসের উপরে রাখা একটা নীল বোতল সে গর্বের সঙ্গে দেখাল। আমি সেটা হাতে নিলাম। তার গায়ে লাল রঙের বিষের টিকিট লাগানো। মুখটা খুলতেই একটা সুন্দর বাদামী গন্ধ নাকে এল।

"প্রুসিক এসিড", আমি বললাম।

"ঠিক। ওটা ডাকে এসেছে। 'আমার প্রলোভন আপনাকে পাঠিয়ে দিলাম। আপনার উপদেশ মতই চলব।' এইটুকুই লেখা ছিল। ওয়াটসন, যে সাহসী নারী এটা পাঠিয়েছেন আশা করি তার নামটা আমরা ধরতে পেরেছি।"

শোস্‌কুম্ব ওল্ড প্লেস-এর বিচিত্র ঘটনা

The Adventure of the Shoscombe Old Place

শার্লক হোমস অনেকক্ষণ যাবৎ একটা নিম্ন-শক্তির অণুবীক্ষণযন্ত্রের উপর ঝুঁকে ছিল। এবার সে শরীরটাকে সোজা করে বিজয়-গর্বে আমার দিকে তাকাল।

বলল "এটা শিরিস ওয়াটসন। নিঃসন্দেহে এটা শিরিস। কাঁচের উপরকার ছড়ানো বস্তুগুলির দিকে তাকিয়ে দেখ।"

চোখ লাগিয়ে যন্ত্রটাকে আমার দৃষ্টি অনুযায়ী ঠিক করে নিলাম।

"চুলের মত যেগুলো দেখছ ওটা টুইডের কোটের সুতো। ধূসর রঙের যা দেখছ সেটা ধুলো। বাঁ দিকে দেখতে পাচ্ছ ঝিল্লির আবরণ-অাঁশ। মাঝখানে যে ধূসর ফোঁটাগুলো দেখছ ওটা নিঃসন্দেহে শিরিস।"

আমি হেসে বললাম, "বেশ তো, তোমার কথাই মেনে নিলাম। কিন্তু তার উপর কিছু নির্ভর করছে কি?"

"এটা খুব চমৎকার পরীক্ষা", সে জবাব দিল। "তোমার নিশ্চয় মনে আছে, সেণ্ট প্যাংক্রাস কেস-এ মৃত পুলিশটির পাশে একটা টুপি পাওয়া গিয়েছিল। আসামী বলছে টুপিটা তার নয়। কিন্তু সে একজন ছবি-বাঁধাইওয়ালা; সব সময়ই শিরিস নাড়াচাড়া করে থাকে।"

"এটা কি তোমার কোন মামলার ব্যাপার?"

"না; আমার বন্ধু স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের মেরিভেল আমাকে ব্যাপারটা খতিয়ে দেখতে বলেছে। যেদিন আমি আস্তিনের ভাঁজে দস্তা ও তামার গুঁড়ো থেকে সেই মুদ্রা-জালিয়াৎ লোকটাকে পাকড়াও করেছিলাম সেদিন থেকেই তারা অনুবীক্ষণ যন্ত্রটার গুরুত্ব বুঝতে শিখেছে।" অধীরভাবে সে ঘড়ির দিকে তাকাল। "আমার একজন নতুন মক্কেলের আসবার কথা, কিন্তু তার আসবার সময় তো পার হয়ে গেছে। ভাল কথা ওয়াটসন, তুমি ঘোড়-দৌড়ের কিছু বোঝ কি?"

"বোঝা তো উচিত। আমি যে পেনসনটা পাই তার প্রায় অর্ধেকটা তো ওতেই খরচ করি।"

"তাহলে তো তোমাকেই "ঘোড়-দৌড় পঞ্জিকা" বানাতে হচ্ছে। স্যার রবার্ট নরবার্টন সম্বন্ধে কিছু জান কি? নামটা শুনে কিছু কি মনে পড়ছে?"

"হ্যাঁ, সেই রকমই তো মনে হচ্ছে। লোকটি 'শোস্‌কুম ওল্ড প্লেস'-এ থাকে। আমি সেটা ভাল করেই জানি, কারণ একসময় আমার গ্রীষ্মকালীন বাসস্থানটা ওখানেই ছিল। একসময়ে তো নরবার্টন প্রায় তোমার এস্তিয়ারের মধ্যেই এসে পড়েছিল।"

"কি রকম?"

"একদা নিউমার্কেট হিথ-এর কার্জন স্ট্রীটস্থ সুপরিচিত সুদের কারবারী স্যাম ব্রাউনকে সে ঘোড়ার চাবুক দিয়ে মেরেছিল। লোকটা তো প্রায় মরতে বসেছিল।"

"আচ্ছা, বেশ মজার লোক তো। এ রকমটা সে প্রায়ই করে নাকি?"

"মানে বিপজ্জনক লোক হিসাবে তার নাম আছে। সে এখন ইংলণ্ডের সব চাইতে নাম-করা ঘোড়-সওয়ার—কয়েক বছর আগে 'গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল' প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় হয়েছিল। লোকটা বুঝি তার নিজের দলবলকেও ছাড়িয়ে গেছে। তার জন্মানো উচিত ছিল 'রিজেন্সির'-র আমলে—মুষ্টিযোদ্ধা, ক্রীড়াবিদ, ঘোড়-দৌড়ের মাঠের ডুবুরি, সুন্দরীদের রসিক নাগর; এককথায় সব দিক থেকেই সে 'কুইয়ার স্ট্রীট'-এর এত নীচে নেমে গেছে যে সেখান থেকে আর কখনও ফিরতে পারবে না।"

"চমৎকার ওয়াটসন। মোটা দাগের সুন্দর ছবি। লোকটাকে যেন চিনে ফেলেছি। এবার 'শোসকুম ওল্ড প্লেস'-এর একটা মোটামুটি বিবরণ দিতে পার কি?"

"শুধু এইটুকু বলতে পারি যে বাড়িটা 'শোস্‌কুম পার্ক'-এর মাঝখানে অবস্থিত, আর বিখ্যাত শোস্‌কুম আস্তাবল আর শিক্ষণ-কেন্দ্রগুলিও ওখানেই পাওয়া যাবে।"

হোমস বলে উঠল, "আর সেখানকার প্রধান শিক্ষক হলেন জন ম্যাসন। আমার জ্ঞানের বহর দেখে অবাক হয়ো না ওয়াটসন, কারণ এই দেখ তার চিঠিটার ভাঁজই আমি খুলছি। কিন্তু শোস্‌কুম সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য জানা দরকার। বেশ শাঁসালো জায়গাতেই হাত পড়েছে বলে মনে হচ্ছে।"

আমি বললাম, "শোস্‌কুম স্প্যানিয়েল-কুকুরের আড্ডাটাও সেখানেই। যে কোন কুকুর-প্রদর্শনীতেই তাদের কথা শোনা যায়। ইংলণ্ডের সব সেরা জাতের কুকুর। তাদের নিয়েই তো শোস্‌কুম ওল্ড প্লেস-এর কর্ত্রী ঠাকরুণের বিশেষ গর্ব।"

"তিনিই বোধ হয় স্যার রবার্ট নরবার্টনের স্ত্রী!"

"স্যার রবার্ট কখনও বিয়েই করেন নি। মনে হয় না করে ভালই করেছেন। বিধবা বোন লেডি বিয়েট্রিস্ ফান্ডার-এর সঙ্গেই তিনি থাকেন।"

"তুমি বলছ যে বোনটি তার কাছে থাকেন?"

"না, না, বাড়িটা ছিল তার স্বর্গত স্বামী স্যার জেম্‌স্-এর। সে বাড়ির উপর নরবার্টন-এর কোন দাবীই নেই। যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন বাড়িটা লেডি বিয়েট্রিস-এর। তারপরেই মালিক হবেন তার স্বামীর ভাই। আপাতত বাড়িটার ভাড়াপত্র মহিলাটিই আদায় করেন।"

"তার ভাই রবার্ট সেটা খরচ করেন, এই তো?"

"অনেকটা সেই রকমই বটে। লোকটা মহা পাজী, মহিলাটির জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে। শুনেছি তথাপি তিনি ভাইকে ভালবাসেন। কিন্তু শোস্‌কুম-এ হঠাৎ কি ঘটল?"

"আহা, সেটাই তো জানতে চাইছি। আর—মনে হচ্ছে—ঐ বোধ হয় সেই লোকটিই আসছে যে সব কথা আমাদের বলতে পারবে।"

দরজাটা খুলে গেল; বাচ্চা চাকরটার সঙ্গে ঘরে ঢুকল

একটি লম্বা, পরিষ্কার করে কামানো লোক। তার মুখের কঠোর দৃঢ়তাব্যঞ্জক ভঙ্গী একমাত্র তাদের মুখেই দেখা যায় যারা ঘোড়া বা ছোট ছেলেদের শিক্ষার ভার নিয়ে থাকে। মিঃ জন ম্যাসন-এর হাতে এই দুই ধরনের শিক্ষার্থীই অনেক আছে, আর তাকে দেখেও সে কাজের উপযুক্ত লোক বলেই মনে হয়। নিস্পৃহ আত্মম্ভরিতার সঙ্গে অভিবাদন করে সে হোমসের দেখিয়ে দেওয়া চেয়ারটায় বসল।

"আমার চিঠিটা পেয়েছেন মিঃ হোমস?"

"পেয়েছি, কিন্তু চিঠি থেকে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।"

"বিষয়টা এতই গোপনীয় যে কাগজে-কলমে লিখে জানানো যায় না। আর খুব জটিলও বটে। তাই তো সামনা-সামনি সে-কথা বলতে এসেছি।"

"ঠিক আছে, আমরা শুনতে প্রস্তুত।"

"মিঃ হোমস, প্রথমেই বলি, আমি মনে করি যে আমার মনিব স্যার রবার্ট পাগল হয়ে গেছেন।"

হোমস ভুরু তুলে তাকাল। বলল, "এটা বেকার স্ট্রীট, হার্লে স্ট্রীট নয়। কিন্তু আপনি একথা বলছেন কেন?"

"দেখুন স্যার, কোন লোক যখন একটা বা দুটো অদ্ভুত কাজ করে, তার একটা মানে থাকতে পারে, কিন্তু যখন তার সব কাজই অদ্ভুত হয় তখনই অবাক হতে হয়। আমার বিশ্বাস, 'শোসকুম্ব প্রিন্স' আর 'ডার্বি' তার মাথা খারাপ করে দিয়েছে।"

"ঐ বাচ্চা ঘোড়াটাকেই তো আপনি দৌড়চ্ছেন?"

"ইংলণ্ডের সেরা ঘোড়া মিঃ হোমস। একথা যদি কেউ জানে তো সে আমি। দেখুন, আপনাকে সব কথাই খুলে বলব, কারণ আমি জানি আপনি একজন সম্মানিত ভদ্রলোক আর এ সব কথা ঘরের বাইরে যাবে না। স্যার রবার্টকে এই 'ডার্বি' খেলাটা জিততেই হবে। ঋণে তিনি আকণ্ঠ ডুবে আছেন, আর এটাই তার শেষ সুযোগ। যা কিছু তিনি যোগাড় করতে পেরেছেন বা ধার করেছেন সবই এই ঘোড়ায় লাগিয়েছেন—আর সেটা বেশ মোটা টাকা। এখন আপনি চল্লিশ পেতে পারেন, কিন্তু যখন লাগিয়েছিলেন তখন ছিল প্রায় একশ'।"

"কিন্তু ঘোড়াটা যদি এতই ভাল, তাহলে এ রকম হবে কেন?"

"ঘোড়াটা যে কত ভাল তা তো সাধারণ লোক জানে না। স্যার রবার্ট টাউটদের উপর এক কাঠি সরেস। 'প্রিন্স'-এর যমজ ভাইটাকে তিনি দৌড় করিয়েছেন। দেখে আপনি তাদের আলাদা করে চিনতে পারবেন না। কিন্তু তারা যখন জোর কদমে ছোটে তখন দু'জনের মধ্যে প্রতি ফার্লং-এ দুই পা'র তফাৎ হয়। ঘোড়া আর ঘোড়-দৌড় ছাড়া তিনি আর কিছুই ভাবেন না। তার জীবনটাই ওর উপর পড়ে আছে। ঘোড়-দৌড়টা পর্যন্ত তিনি ইহুদিদের ঠেকিয়ে রেখেছেন। এখন প্রিন্স যদি তাকে ফাঁসায় তাহলেই তিনি গেলেন।"

"জুয়া খেলাটা একটু বেপরোয়া হয়ে গেছে বটে, কিন্তু এর মধ্যে পাগলামির কথা আসছে কোথায়?"

"দেখুন, প্রথম কথাই হল, তাকে দেখলেই সব বুঝতে পারবেন। রাতে তিনি একটুও ঘুমোন বলে তো মনে হয় না। সব সময় আস্তাবলেই পড়ে আছেন। চোখ দুটো ঘুরছে। স্নায়ুর উপর এতটা চাপ পড়েছে যে তিনি সহ্য করতে পারছেন না। তারপর লেডি বিয়েট্রিস-এর প্রতি তার আচরণ!"

"আচ্ছা! সেটা কি রকম?"

"দুজন সব সময়ই ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত ছিলেন। দু'জনের একই রুচি, তিনি যেমন ঘোড়া ভালবাসেন মহিলাটিও সেই রকমই ভালবাসেন। প্রতিদিন একই সময়ে মহিলাটি গাড়ি হাঁকিয়ে ঘোড়াগুলোকে দেখতে যান—আর তিনিও সব চাইতে বেশী ভালবাসেন 'প্রিন্স-কে। পাথরের উপর চাকার শব্দ শুনলেই সেটাও কান খাড়া করে প্রতিদিন সকালে গাড়ির কাছে ছুটে যায় একটুকরো মিছরির লোভে। কিন্তু এখন সে সবই খতম হয়ে গেছে।"

"কেন?"

"মানে, ঘোড়া সম্পর্কে মহিলাটির কোন আগ্রহই এখন নেই। এক সপ্তাহ হয়ে গেল তিনি আস্তাবলের পাশ দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যান, অথচ একটিবার 'গুডমর্ণিং-ও বলেন না।"

"আপনি কি মনে করেন তাদের মধ্যে ঝগড়া হয়েছে?"

"অসভ্য, ঘৃণ্য, তিক্ত ঝগড়া। নাহলে যে আদরের স্প্যানিয়েলটাকে মহিলাটি নিজের সন্তানের মত ভালবাসতেন সেটাকে ভদ্রলোক হঠাৎ বিলিয়ে দেবেন কেন? কয়েক দিন আগেই তিনি মাইল তিনেক দূরবর্তী ক্লেনডাল-এ অবস্থিত 'গ্রীন ড্রাগন'-এর মালিক বুড়ো বার্নেসকে কুকুরটা দিয়ে দিয়েছেন।"

"খুবই অদ্ভুত তো।"

"অবশ্য দুর্বল হৃদ্‌যন্ত্র ও উদরী রোগে তিনি এতই কাহিল যে স্যার রবার্টকে ছাড়া তিনি যে চলতে পারবেন সেটা কেউ আশাও করে নি। প্রতিদিন সন্ধ্যায় দুটি ঘন্টা মহিলার ঘরে কাটাতেন। মহিলাটির মত বন্ধু হয় না, কাজেই তিনিও তার জন্য যথাসাধ্য করতেন। কিন্তু এখন সব শেষ হয়ে গেছে। ভদ্রলোক মহিলাটির কাছেও ঘেঁষেন না। এতে মহিলাটির বুকে বড়ই আঘাত লেগেছে। তিনি সব সময় বসে বসে ভাবেন আর মদ খান। কি বলব মিঃ হোমস, তিনি মাছের মত মদে ডুবে আছেন।"

"এই ছাড়াছাড়ির আগেও কি তিনি মদ খেতেন?"

"এক গ্লাস খেতেন, কিন্তু এখন তো প্রতি সন্ধ্যায় একটা পুরো বোতল চলছে। খানসামা স্টিফেন্স তো আমাকে তাই

বলেছে। সব কেমন বদলে গেছে মিঃ হোমস, সব যেন পচে গেছে। কিন্তু ওদিকে আবার দেখুন, রাতের বেলা পুরনো গির্জার গুহার মধ্যেই বা মিঃ রবার্টস কি করে বেড়াচ্ছেন? সেখানে যে লোকটি তার সঙ্গে দেখা করতে আসে সেই বা কে?"

হোমস হাত ঘসতে লাগল।

"বলে যান মিঃ ম্যাসন। আপনার কথা ক্রমেই আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে।"

"থানসামাটিই তাকে যেতে দেখেছে। তখন রাত বারোটা। মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল। কাজেই পরদিন রাতে আমি নিজেই সেখানে হাজির হলাম। ঠিক। মনিব বেরিয়ে গেলেন। স্টিফেন্স ও আমি পিছু নিলাম। কাজটা মোটেই সুবিধার নয়, কারণ তিনি আমাদের দেখে ফেললে অবস্থাটা খুবই খারাপ হয়ে পড়ত। একবার ঘুসি ঝাড়তে শুরু করলে তিনি বড় ভয়ংকর মানুষ; কাউকে রেহাই দেবার পাত্র নন। কাজেই তার খুব কাছাকাছি যাবার সাহস আমাদের হয় নি, তবু দূর থেকেই তার উপর বেশ ভাল ভাবেই নজর রেখেছিলাম। ভূতুড়ে গুহাটার দিকেই তিনি এগিয়ে যাচ্ছিলেন, আর সেখানেও একটি লোক তার জন্যই অপেক্ষা করে ছিল।"

"ভূতুড়ে গুহাটা কি বস্তু?"

"তাহলে শুনুন স্যার। পার্কের মধ্যে একটা পুরনো ভাঙা গির্জা আছে। এতই পুরনো যে কবে ওটা তৈরী হয়েছিল তা কেউ জানে না। তার নীচে একটা কুখ্যাত গুহা আছে। দিনের বেলাতেই জায়গাটা অন্ধকার স্যাঁতসেতে ও নির্জন; রাতের বেলা ওখানে যেতে পারে এমন সাহস এ অঞ্চলের কারও নেই। কিন্তু মনিবের ভয়-ডর নেই। জীবনে তিনি কখনও কোন কিছুকে ভয় করেন নি। তবু রাতের বেলায় ওখানে তিনি কি করতে যান?"

"একটু সবুর করুন," হোমস বলল। "আপনি বললেন সেখানে আরও একজন ছিল। সে নিশ্চয় আপনার আস্তাবলের কোন লোক, আর না হয় ঐ বাড়ির কোন লোক। তাকে ধরে সব কথা জিজ্ঞাসা করছেন না কেন?"

"লোকটি আমার পরিচিত কেউ নয়।"

"কি করে বুঝলেন?"

"কারণ আমি তাকে দেখেছি মিঃ হোমস। সেই দ্বিতীয় রাতে। স্যার রবার্ট মুখ ঘুরিয়ে আমাদের—আমার ও স্টিফেন্সের—পাশ দিয়ে দুটো বাচ্চা খরগোসের মত ঝোপের ভিতর দিয়ে চলে গেলেন। সেদিন রাতে কিছুটা চাঁদের আলো ছিল। শব্দ শুনেই বুঝলাম, অন্য লোকটিও তার পিছু নিয়েছে। তাকে আমাদের ভয় পাবার কিছু নেই। কাজেই স্যার রবার্ট চলে যেতেই আমরা তার কাছে গিয়ে এমন ভাব দেখালাম যেন চাঁদের আলোয় একটু বেড়াতে বেরিয়েছি। যেন কিছুই জানি না এমনি ভাবে বলে উঠলাম, 'আরে, স্যাঙাৎ! তুমি আবার কে?' মনে হল আমাদের পায়ের শব্দ সে আগে শুনতে পায় নি, তাই ঘাড়ের উপর দিয়ে এমন ভাবে তাকাল যেন নরক থেকে উঠে আসা শয়তানকেই দেখেছে। সঙ্গে সঙ্গে একটা চীৎকার করে সেই অন্ধকারের মধ্যেই ছুট দিল। লোকটা দৌড়তে পারে বটে!—সে কথা স্বীকার করতেই হবে। এক মিনিটের মধ্যেই সে আমাদের দেখা-শোনার বাইরে চলে গেল। কাজেই সে যে কে বা কি তার কিছুই জানতে পারি নি।"

"কিন্তু চাঁদের আলোয় আপনি তো তাকে স্পষ্টই দেখেছিলেন?"

"হ্যাঁ দিব্যি করে বলতে পারি যে তার মুখটা হলুদ—ঠিক একটা জঘন্য কুত্তা। স্যার রবার্টের সঙ্গে তার যে কী কাজ থাকতে পারে?"

কিছুক্ষণের জন্য হোমস চিন্তায় ডুবে গেল।

শেষে জিজ্ঞাসা করল, "লেডি বিয়েট্রিস ফাণ্ডার-এর সঙ্গে কে থাকে?"

"তার দাসী ক্যারী ইভান্স থাকে। পাঁচ বছর যাবৎ সে তার কাছে আছে।"

"নিশ্চয়ই বিশ্বস্ত লোক?"

মিঃ ম্যাসন অস্বস্তি বোধ করল।

শেষ পর্যন্ত বলল, "যথেষ্ট বিশ্বস্ত। তবে কার প্রতি সেটা বলব না।"

"আচ্ছা!" হোমস বলল।

"ভিতরের খবর বাইরে বলতে পারি না।"

"সেটা বুঝতে পেরেছি মিঃ ম্যাসন। অবশ্য পরিস্থিতিটা যথেষ্ট স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ডাঃ ওয়াটসন স্যার রবার্ট-এর যে পরিচয় দিয়েছে তাতেই বুঝতে পেরেছি যে তার দিক থেকে কোন নারীই নিরাপদ নয়। আপনার কি মনে হয় না যে সেখান থেকেই ভাই-বোনের ঝগড়ার উৎপত্তি?"

"দেখুন, কেলেংকারীটা অনেক আগেই পরিষ্কার ধরা পড়েছে।"

"কিন্তু মহিলাটি হয় তো আগে জানতে পারেন নি। ধরে নেওয়া যাক যে হঠাৎ তিনি ব্যাপারটা জানতে পেরেছেন। তিনি চান স্ত্রীলোকটিকে সরিয়ে দিতে। কিন্তু ভাই তা করতে দিচ্ছেন না। বেচারি অক্ষম, হৃদ্‌যন্ত্রটি দুর্বল, একা চলাফেরাও করতে পারেন না; কাজেই নিজের ইচ্ছামত কাজ করাও তার পক্ষে সম্ভব নয়। ঘৃণিতা মেয়েটি এখনও তার পিছনেই লেগে আছে। আর মহিলাটি তার সঙ্গে কথা বলছেন না, বিরক্তি বোধ করছেন তার মদ খাচ্ছেন। স্যার রবার্টও রেগেমেগে তার আদরের স্প্যানিয়েলটিকে সরিয়ে দিয়েছেন। এ সব কিছুই কি মিলে যাচ্ছে না?"

"তা যাচ্ছে—তবে ঐ পর্যন্তই।"

"ঠিকই বলেছেন! ঐ পর্যন্তই। এর সঙ্গে রাতের বেলায় পুরনো গুহাতে যাবার কি সম্পর্ক থাকতে পারে? আমাদের গল্পের কাঠামোর সঙ্গে সেটাকে মেলানো যাচ্ছে না।"

"না স্যার, তার চাইতেও বড় কিছু আছে যেটাকে আমি মেলাতে পারছি না। স্যার রবার্ট একটি মৃতদেহকে খুঁড়ে বের করতে চাইছেন কেন?"

হোমস হঠাৎ উঠে বসল।

"মাত্র গতকালই এটা জানতে পেরেছি—আপনাকে চিঠি লিখবার পরে। গতকাল স্যার রবার্ট লণ্ডনে গিয়েছিলেন। সেই ফাঁকে স্টিফেন্স ও আমি গুহায় চলে গেলাম। সবই ঠিক ছিল শুধু এক কোণে একটা মানুষের দেহ পড়ে ছিল।"

"নিশ্চয় পুলিশে খবর দিয়েছিলেন?"

আমাদের অতিথি কঠিন হাসি হাসল।

"কি জানেন স্যার, আমার মনে হল যে পুলিশ এ ব্যাপারে কোন আগ্রহই দেখাবে না। শুধুই তো মমি-র একটা মাথা আর কয়েকখানা হাড়। হয় তো হাজার বছরের পুরনো। কিন্তু বস্তুটা আগে ওখানে ছিল না। সেটা আমি হলফ করে বলতে পারি, আর স্টিফেন্সও তাই করবে। জিনিসটাকে এক কোণে ঠেলে দিয়ে একটা কাঠ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ঐ কোণটা আগে সব সময়ই ফাঁকা ছিল।"

"সেটাকে নিয়ে আপনারা কি করলেন?"

"সেখানেই রেখে এসেছি।"

"বুদ্ধির কাজ করেছেন। এই মাত্র বললেন, স্যার রবার্ট কাল বাইরে গিয়েছিলেন। তিনি ফিরেছেন কি?"

"আজ আসবেন বলে আশা করছি।"

"স্যার রবার্ট তার বোনের কুকুরটাকে দিয়ে দিয়েছেন কবে?"

"আজ থেকে ঠিক এক সপ্তাহ আগে। কুকুরটা পুরনো কুয়োটার পাশে ভৌ-ভৌ করছিল। সকাল থেকেই স্যার রবার্টও বদ-মেজাজেই ছিলেন। তিনি কুকুরটাকে এমনভাবে ধরলেন যে আমি ভাবলাম বুঝি সেটাকে মেরেই ফেলবেন। তারপর সেটাকে জকি স্যাণ্ডি বেইন-এর হাতে দিয়ে 'গ্রীন ড্রাগন'-এর বুড়ো বার্ণেস-কে দিয়ে আসতে বললেন।"

হোমস কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে ভাবল। পুরনো পাইপটা ধরাল।

শেষ পর্যন্ত বলল, "মিঃ ম্যাসন, এ ব্যাপারে আপনি আমাকে কি করতে বলেন সেটা কিন্তু এখনও আমার কাছে পরিষ্কার করে বলেন নি। আরও একটু স্পষ্ট হতে পারেন না কি?"

"হয় তো এতে ব্যাপারটা আরও স্পষ্ট হবে।" এই কথা বলে আমাদের অতিথি পকেট থেকে একটুকরো কাগজ বের করল এবং সযত্নে ভাঁজ খুলে একটুকরো পোড়া হাড় বের করে দেখাল।

হোমস সাগ্রহে সেটাকে দেখতে লাগল।

"আপনি এটা কোথায় পেলেন?"

"লেডি বিয়েট্রিস-এর ঘরের নীচেকার কুঠুরিতে একটা কেন্দ্রীয় অগ্নিকুণ্ড আছে। অনেক দিন সেটা বন্ধ ছিল, কিন্তু স্যার রবার্ট ঠাণ্ডার কথা বলায় আবার সেটা চালু করা হয়েছে। আমার দলেরই একটি ছেলে হার্ভে সেটা চালায়। আজই সকালে এটা নিয়ে সে আমার কাছে আসে। পোড়া করলা তুলতে গিয়ে সে এটা পেয়েছে। জিনিসটার চেহারা দেখে তার ভাল লাগে নি।"

"আমারও ভাল লাগছে না", হোমস বলল। "এটা দেখে তুমি কি বুঝছ ওয়াটসন?"

জিনিসটা পুড়ে অঙ্গার হয়ে গেছে; কিন্তু এটার শরীর-তাত্ত্বিক গুরুত্ব সম্পর্কে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

আমি বললাম, "এটা মানুষের জংঘাস্থির উপরের অংশ।"

"ঠিক!" হোমসের কণ্ঠস্বর খুব গম্ভীর শোনাল। "ছোকরাটা অগ্নিকুণ্ডের কাজটা কখন করে?"

"সকালেই সাজিয়ে দিয়ে চলে যায়।"

"তাহলে যে কেউ রাত্রে সেখানে যেতে পারে?"

"হ্যাঁ স্যার।"

"বাইরে থেকে ঢোকা যায় কি?"

"বাইরের দিকে একটা দরজা আছে। আর একটা দরজা দিয়ে সিঁড়িতে পড়ে সেই বারান্দায় উঠে যাওয়া যায় যেখানে লেডি বিয়েট্রিস-এর ঘরটা রয়েছে।"

"গভীর জলের ব্যাপার মিঃ ম্যাসন; যেমন গভীর তেমনই নোংরা। আপনি তো বললেন, স্যার রবার্ট গতকাল বাড়িতে ছিলেন না, তাই না?"

"ছিলেন না স্যার।"

"তাহলে হাড়টা আর যেই পোড়াক স্যার রবার্ট নন।"

"ঠিক কথা স্যার।"

"যে সরাইখানাটার কথা আপনি বলেছেন সেটার নাম কি?"

"গ্রীণ ড্রাগন।"

"বার্কশায়ারের ওই অঞ্চলে কি যথেষ্ট মাছ ধরা হয়ে থাকে?"

ভাল মানুষ লোকটির মুখের ভাব দেখে স্পষ্টই বোঝা গেল, তার বিপর্যস্ত জীবনে যে আর একটি পাগল এসে জুটেছে সে বিষয়ে সে নিশ্চিত।

"দেখুন স্যার, শুনেছি কারখানার নদীতে ট্রাউট মাছ আর হল-হুদে পাইক মাছ পাওয়া যায়।"

"খুব ভাল কথা। ওয়াটসন ও আমি নাম-করা মেছুড়ে—

তাই না ওয়াটসন? ভবিষ্যতে আমাদের 'গ্রীণ ড্রাগন' এই চিঠি লিখতে পারেন। আজ রাতেই আমরা সেখানে যাচ্ছি। বলাই বাহুল্য যে বর্তমানে আমরা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই না মিঃ ম্যাসন; তবে কোন চিঠি লিখলেই আমরা পেয়ে যাব, আর আমরা যদি দরকার বোধ করি তাহলেও আপনাকে খুঁজে নিতে পারব। এ ব্যাপারে আরও কিছুটা অগ্রসর হলেই আমার সুচিন্তিত মতামত জানিয়ে দেব।"

এইভাবে মে মাসের একটি উজ্জ্বল সন্ধ্যায় আমরা শোস্‌কুম্ব-এর ছোট হল্ট-স্টেশন অভিমুখে যাত্রা করলাম। প্রথম শ্রেণীর কামরাতে আমরা দুজনই শুধু যাত্রী। উপরকার তাকটা লোহার রড, রীল ও ঝুড়িতে বোঝাই। গন্তব্য স্থানে পৌঁছে কিছুটা গাড়িতে চেপে আমরা একটা সেকেলে ধাঁচের সরাইখানায় পৌঁছে গেলাম। এতদঞ্চলের মৎস্যকুল ধ্বংসের পরিকল্পনায় সরাইখানার ফূর্তিবাজ মালিক জোসিয়া বার্নেস সাগ্রহে আমাদের সঙ্গী হল।

"হল-হ্রদে একটা পাইক মাছ কি করে ধরা যাবে?"

শুনেই সরাইওয়ালার মুখটা মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠল।

"সেটা হবে না স্যার। হ্রদ পার হবার আগেই হয় তো হ্রদের জলেই তলিয়ে যাবেন।"

"কি ব্যাপার?"

"স্যার রবার্ট স্যার। উটকো লোকদের তিনি দু'চক্ষে দেখতে পারেন না। আপনার দুটি অপরিচিত লোক যদি তার শিক্ষণ-কেন্দ্রের ধারে-কাছেও ঘেঁসেন তাহলে তিনি যমের মত আপনাদের তাড়া করবেন। এ ব্যাপারে তার কাছে কোন খাতির নেই।"

"শুনেছি 'ডার্বি'তে তিনি একটা ঘোড়ার উপরে বাজি ধরেছেন।"

"হ্যাঁ, আর ঘোড়াটাও খুব ভাল। আমাদের সব টাকাই তো তার উপর নির্ভর করছে, আর স্যার রবার্ট তো যতটা সম্ভব তার উপরেই বাজি রেখেছেন। তারপরই চিন্তিত দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে সে বলল, "আপনারা ঘোড়-দৌড়ে যোগদান করেন নি তো?"

"মোটেই না। লণ্ডনে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে বার্কশায়ারের খোলা বাতাসের জন্য দু'জন চলে এসেছি মাত্র।"

"তাহলে ঠিক জায়গাতেই এসেছেন। বাতাসের এখানে অভাব নেই। কিন্তু স্যার রবার্ট সম্পর্কে যা বলেছি সেটা খেয়াল রাখবেন; তিনি হচ্ছেন তেমন লোক যে আগেই মেরে বসে, আর কথা বলে তার পরে। ওই পার্ক থেকে দূরে থাকবেন।"

"নিশ্চয় মিঃ বার্ণেস, নিশ্চয় থাকব। ভাল কথা, হলের মধ্যে একটা ভারি সুন্দর স্প্যানিয়েল দেখলাম।"

"সত্যি সুন্দর। আসল শোস্‌কুম্ব জাতের কুকুর। সারা ইংলণ্ডে ওর চাইতে ভাল কুকুর পাবেন না।"

হোমস বলল, "আমি নিজেও কুকুর-বিলাসী। আচ্ছা বলুন তো, এ ধরনের একটা উঁচুমানের কুকুরের দাম কত হওয়া উচিত?"

"তত টাকা আমি দিতে পারতাম না স্যার। স্যার রবার্টই ওটা আমাকে দিয়েছেন। তাই তো সব সময় চোখে চোখে রাখি। নইলে তো ফাঁক পেলেই হলের মধ্যে ছুটে দেবে।"

হোটেলের মালিক চলে গেলে হোমস বলল, "কিছু কিছু তাস হাতে পেয়েছি ওয়াটসন, কিন্তু সেগুলো নিয়ে খেলাটা খুব সহজ নয়। তবে দু'একদিনের মধ্যেই পথের হদিস পেয়ে যাব। ভাল কথা, শুনলাম স্যার রবার্ট এখনও লণ্ডনেই আছেন। হয়তো শারীরিক আঘাতের আশংকা না করেই আজ রাতে একবার সেই নিষিদ্ধ রাজ্যে প্রবেশ করতে পারি। দু' একটা বিষয়ে আরও নিশ্চিত হওয়া দরকার।"

"তোমার মাথায় কি কোন 'থিয়োরি' এসেছে হোমস?"

"থিয়োরি বলতে শুধু এইটুকু যে, সপ্তাহখানেক আগে এমন একটা কিছু ঘটেছে যেটা শোস্‌কুম্ব পরিবারের জীবন-যাত্রাকে বিপর্যস্ত করে ফেলেছে। কি সেই ঘটনা? ফলাফল থেকে আমরা শুধু অনুমানই করতে পারি তার বেশী নয়। ফলাফলগুলো কিন্তু অদ্ভুত রকমের পাঁচ-মিশেলি। অবশ্য তাতে আমাদের সুবিধা হবারই কথা। বর্ণহীন, সাধারণ কেসগুলিই বাজে হয়ে থাকে।

"তথ্যগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। ভাই তার আদরের পঙ্গু বোনকে দেখতেও যায় না। তার আদরের কুকুরটাকেও বিলিয়ে দিয়েছে। মহিলাটির কুকুর! ওয়াটসন, এর থেকে তুমি কি কিছুই ধরতে পারছ না?"

"ভাইয়ের বিদ্বেষ ছাড়া আর কিছুই তো বুঝতে পারছি না!"

"হ্যাঁ, তাও হতে পারে। অথবা—আরও একটা বিকল্পও হতে পারে। ঝগড়া শুরু হবার সময় থেকেই—অবশ্য ঝগড়া যদি হয়ে থাকে—পরিস্থিতিটা পর্যালোচনা করে দেখা যাক। মহিলাটি ঘরের মধ্যেই থাকেন, অভ্যাসগুলোও পাল্টে ফেলেছেন, দাসীকে নিয়ে গাড়িতে চেপে বেরোবার সময় ছাড়া তাকে দেখাই যায় না, আদরের ঘোড়াটাকে দেখবার জন্যও আস্তাবলের কাছে একবার থামেন না, এবং মদ ধরেছেন। এই তো মোটামুটি তথ্য, তাই না?"

"গুহার ব্যাপারটা ছাড়া তাই বটে।"

"সেটা ভিন্ন চিন্তাধারার ব্যাপার। এখানে দুটো ব্যাপার আছে; দয়া করে দুটোকে গুলিয়ে ফেলো না। চিন্তাধারা 'ক' লেডি বিয়েট্রিসকে নিয়ে; তাতে কেমন যেন একটা অস্পষ্ট অমঙ্গলের গন্ধ আছে, তাই না?"

"আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"এবার চিন্তাধারা 'খ'-র কথা ধরা যাক; সেটা স্যার রবার্টকে নিয়ে। 'ডার্বি'র ঘোড়-দৌড় জিতবার জন্য তিনি পাগল। তিনি এখন ইহুদিদের মুঠোর মধ্যে; যে কোন মুহূর্তে তিনি নিলামে উঠতে পারেন, আর পাওনাদাররা তার ঘোড়ার আস্তাবল দখল করে নিতে পারে; লোকটি দুঃসাহসী ও বেপরোয়া। তার টাকা-পয়সা আসে বোনের কাছ থেকে। সেই বোনের দাসীটি তার হাতের পুতুল। এ পর্যন্ত ব্যাপারটা ঠিকঠিকই বোঝা যাচ্ছে, তাই না?"

"কিন্তু গুহাটা?"

"ওঃ, হ্যাঁ, সেই গুহা। আচ্ছা ওয়াটসন, ধরে নেওয়া যাক —না, না, এটা একটা ধারণা মাত্র, তর্কের খাতিরে এই নিন্দনীয় কথাটাকে আমরা ধরে নিচ্ছি—স্যার রবার্ট তার বোনকে খতম করে দিয়েছেন।"

"ভাই হোমস, এটা সম্পূর্ণ অবাস্তব।"

"সম্ভবত তাই! স্যার রবার্ট সম্মানিত বংশের ছেলে। কিন্তু কখনও কখনও ঈগলের দলে মরাখেকো কাকও তো দেখতে পাওয়া যায়। অন্তত কিছু সময়ের জন্য এটাকে ধরে নিয়েই অগ্রসর হওয়া যাক। হাতে যথেষ্ট টাকা না আসা পর্যন্ত তিনি দেশ ছেড়ে যেতে পারছেন না, আর সে টাকা আসার একমাত্র পথ 'শোস্‌কুম্ব প্রিন্স'কে দিয়ে ঘোড়-দৌড়ের বাজি জেতা। কাজেই ততদিন তাকে এখানেই থাকতে হবে। আর থাকতে হলেই তাকে মৃতদেহটা সরিয়ে ফেলতে হবে এবং তার বোনের ভূমিকায় অভিনয় করার মত একজনকে খুঁজে নিতে হবে। দাসীটিকে হাত করে নিয়ে সে কাজটা হাসিল করা অসম্ভব ব্যাপার কিছু নয়। স্ত্রীলোকটির মৃতদেহটাকে গুহার মধ্যে সরিয়ে ফেলা যেতে পারে, কারণ সেখানে কেউ কখনও যায় না, আর রাতের বেলা গোপনে সেটাকে অগ্নিকুণ্ডে নষ্ট করে ফেলা যেতে পারে; তখন যে তার কতটুকু অবশিষ্ট থাকতে পারে তার প্রমাণ তো আমরা পেয়েছি। এ বিষয়ে তুমি কি বলতে চাও ওয়াটসন?"

"দেখ, এ সবই সম্ভব হতে পারে, অবশ্য একেবারে গোড়া-কার নারকীয় ধারণাটাকে যদি মেনে নেওয়া যায়।"

"দেখ ওয়াটসন, আমার মনে হচ্ছে এ ব্যাপারের উপর আরও কিছুটা আলোকপাত হতে পারে এ রকম একটা ছোট-খাট পরীক্ষা আমরা আগামীকাল করে দেখতে পারি। ইতি-মধ্যে আমাদের পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে হোটেলের মালিককে তারই দেওয়া মদের টেবিলে আমন্ত্রণ করা হোক এবং বাইন ও বাটা মাছের উপর একটা বড় রকমের আলোচনা ফাঁদা যাক। তার মুখ খোলাবার পক্ষে সেটাই সোজা রাস্তা। হয় তো ঐ পথ ধরেই আমরা আরও কিছু স্থানীয় গাল-গল্পের আভাষ পেয়ে যাব।"

সকালে হোমস হঠাৎ আবিষ্কার করল যে মাছ-ধরার প্রয়োজনীয় সব সরঞ্জাম আমরা সঙ্গে আনি নি; কাজেই সেদিনের মত মৎস্য-শিকার বাদ পড়ে গেল। এগারোটা নাগাদ আমরা একটু বেড়াতে বের হলাম, আর হোমসও সেই কালো স্প্যানিয়েলটাকে সঙ্গে নেবার অনুমতি যোগাড় করে ফেলল।

পার্কের দুটো উঁচু ফটকের সামনে পৌঁছে গেলাম। ফটকের মাথায় বড় বড় দুটো পক্ষি-সিংহাকৃতি রাক্ষসের মূর্তি। হোমস বলল, "এই সেই স্থান। মিঃ বার্নেস বলেছেন, দুপুর নাগাদ বৃদ্ধা মহিলাটি গাড়ি হাঁকিয়ে এখানে আসেন। ফটক খুলবার সময় গাড়ির গতি নিশ্চয়ই কিছুটা কমানো হবে। দেখ ওয়াটসন, ঠিক সেই সময় তুমি কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে কোচয়ানকে একটু থামাবে। আমার কথা ছাড়। এই ঝোপটার আড়ালে লুকিয়ে আমি যতটা পারি সব কিছু দেখে নেব।"

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। পনেরো মিনিটের মধ্যেই একটা বড় হলদে রঙের খোলা 'ব্রাউশ' গাড়ি দেখতে পেলাম। দুটো চমৎকার ঘোড়া বড় বড় পা ফেলে পথ ধরে ছুটে আসছে। হোমস কুকুরটাকে নিয়ে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। আমি বেতের লাঠিটা আপন মনে ঘোরাতে ঘোরাতে পথের উপরেই দাঁড়িয়ে রইলাম। একটা দারোয়ান এসে ফটকটা খুলে দিল।

গাড়ির গতি মন্থর হল, আর আমিও আরোহীদের ভাল করে দেখবার সুযোগ পেয়ে গেলাম। একটি উজ্জ্বলবর্ণা তরুণী বাঁ দিকে বসে আছে। মাথার চুল শনের মত, চোখের দৃষ্টিতে বেহায়াপনার আভাষ। তার ডান দিকে বসে আছে একটি বয়স্কা মহিলা। তার পিঠটা গোল, আর মুখ ও কাঁধের উপর এক গাদা শাল জড়ানো। দেখলেই বোঝা যায় সে অথর্ব। বেশ গম্ভীরভাবে আমি হাতটা তুললাম, আর কোচয়ান রাশটা টেনে ধরতেই জিজ্ঞাসা করলাম, স্যার রবার্ট 'শোস্‌কুম্ব ওল্ড প্লেস'-এ আছেন কি না।

ঠিক সেই মুহূর্তে হোমসও বেরিয়ে এসে স্প্যানিয়েলটাকে ছেড়ে দিল। আনন্দে ভৌ-ভৌ করতে করতে কুকুরটা গাড়ির কাছে ছুটে গিয়ে পাদানিতে লাফিয়ে উঠল। পরমুহূর্তেই তার সাগ্রহ আকুলতা তীব্র ক্রোধে পরিণত হল। মাথার উপরকার স্কার্টটাকে সে কামড়ে ধরল।

একটা কর্কশ কণ্ঠস্বর চীৎকার করে বলল, "গাড়ি হাঁকাও! গাড়ি হাঁকাও!" কোচয়ান ঘোড়ার পিঠে চাবুক চালাল। আমরা রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম।

উত্তেজিত স্প্যানিয়েলটার গলায় শিকলটা আটকাতে হোমস বলল, "ওয়াটসন, পরীক্ষাটা সফল হয়েছে। কুকুরটা ভেবেছিল গাড়িতে তার মনিব বসে আছে; কিন্তু দেখল একজন অপরিচিতকে! কুকুররা কখনও ভুল করে না।"

"কিন্তু গলার স্বর তো একজন পুরুষের।" আমি চেঁচিয়ে বললাম।

"ঠিক তাই। আমাদের হাতে আরও একটা তাস পেয়ে গেলাম ওয়াটসন, কিন্তু তবু খুব সাবধানে খেলতে হবে।"

মনে হল সারা দিনের মত আমার সঙ্গীর হাতে আর কোন কাজ নেই। কারখানার নদীতে গিয়ে আমরা মাছ ধরতে শুরু করলাম এবং খাবার মত প্রচুর ট্রাউট মাছ ধরে ফেললাম। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে তবে হোমস নতুন উদ্যমে কাজে হাত দিল। আবার সকাল বেলাকার সেই পথটা ধরে এগিয়ে চললাম এবং পার্কের ফটকে পৌঁছে গেলাম। একটি লম্বা, কালো মূর্তি সেখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। লোকটি লণ্ডনের পরিচিত সেই ট্রেনার মিঃ জন ম্যাসন।

সে বলল, "নমস্কার মশাইরা। আপনার চিঠিটা পেয়েছি মিঃ হোমস। স্যার রবার্ট এখনও ফেরেন নি, তবে শুনেছি তিনি আজ রাতেই ফিরবেন।"

"বাড়ি থেকে গুহাটা কতটা দূর?" হোমস জিজ্ঞাসা করল।

"তা সিকি মাইল তো হবেই।"

"তাহলে আর তাকে দরকার নেই।"

"কিন্তু আমি তো যেতে পারব না মিঃ হোমস। আসা মাত্রই 'শোস্‌কুম্ব প্রিন্স"-এর খবর জানবার জন্য তিনি আমাকে ডেকে পাঠাবেন।"

"তা বটে! মিঃ ম্যাসন, তাহলে তো আপনাকে ছাড়াই আমাদের কাজটা করতে হবে। আপনি আমাদের গুহাটা দেখিয়ে দিয়েই চলে আসবেন।"

নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। আকাশে চাঁদ নেই। ঘাসে-ঢাকা জমির উপর দিয়ে ম্যাসন আমাদের নিয়ে চলল। সামনে দেখা দিল একটা কালো স্তূপ। সেটাই প্রাচীন গির্জা। যেটা একসময় গির্জার গাড়ি-বারান্দা ছিল সেই ভাঙা জায়গা দিয়ে আমরা ঢুকলাম। আমাদের পথ-প্রদর্শক ভাঙা ইট-সুরকির স্তূপের ভিতর দিয়ে চলতে চলতে বাড়িটার এক কোণে পৌঁছে গেল। সেখান থেকে একটা খাড়া সিঁড়ি গুহার মধ্যে নেমে গেছে। একটা দেশলাই জ্বালিয়ে বিষণ্ণ জায়গাটাকে সে আলোকিত করল। জায়গাটা যেমন উৎকট তেমনিই দুর্গন্ধ। পাথর কেটে গড়া ধ্বসে-পড়া প্রাচীন দেওয়াল, কতক সীসে, কতক বা পাথরের তৈরী শবাধারের স্তূপ এক দিকে ছাদ পর্যন্ত উঠে গেছে। হোমস তার লণ্ঠনটা জ্বালাল। সেই শোকাবহ দৃশ্যের উপর স্পষ্ট হলুদ আলোর একটা ছোট ঝলক ফুটে উঠল। সেই আলোর রশ্মি শবাধারের গায়ে লাগানো ফলকের উপর পড়ে প্রতিফলিত হতে লাগল। সেই সব ফলকের গায়ে খোদাই-করা পক্ষিসিংহাকৃতি রাক্ষসের মূর্তি ও প্রাচীন পরিবারটির কুল-চিহ্ন তার বংশ-মর্যাদাকে যেন মৃত্যুর দ্বারদেশ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে।

"আপনি কতকগুলি হাড়ের কথা বলেছিলেন মিঃ ম্যাসন। চলে যাবার আগে সেগুলো দেখিয়ে দেবেন কি?"

"ঐ তো ঐ কোণেই আছে।" একটু অগ্রসর হয়ে আমাদের আলোটা সেদিকে ঘোরানো মাত্রই লোকটি নীরব বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। বলে উঠল, "সেগুলো তো নেই।"

হোমস মুচকি হেসে বলল, "আমিও সেটাই আশা করেছিলাম। মনে হচ্ছে, যে চুল্লীতে এর আগেই ওই হাড়ের একটা অংশ পোড়ানো হয়েছে বাকি হাড়ের ছাই হয় তো এখনও সেখানেই পাওয়া যেতে পারে।"

"কিন্তু যে মানুষ হাজার বছর আগে মারা গেছে হঠাৎ তার হাড় পোড়ানোর দরকার দেখা দিল কেন?" জন ম্যাসন প্রশ্ন করল।

হোমস বলল, "সেটা জানতেই তো আমরা এখানে এসেছি। হয় তো অনেক সময় ধরে খুঁজতে হতে পারে, কাজেই আপনাকে আর আটকে রাখব না। মনে হচ্ছে, সকাল হবার আগেই সমস্যার সমাধান আমরা পেয়ে যাব।"

জন ম্যাসন চলে গেলে হোমস কাজ শুরু করল। খুব সাবধানে কবরগুলো পরীক্ষা করতে লাগল। একেবারে মাঝখানে রয়েছে স্যাক্সন আমলের কবর, তারপর ক্রমে নর্মান, হুগো ও ওডো-দের কবরের দীর্ঘ সারি। তারপর পৌঁছলাম অষ্টাদশ শতাব্দীর স্যার উইলিয়াম এবং স্যার ডেনিস ফ্যাণ্ডার-এর কবরে। প্রায় ঘণ্টাখানেক বা তারও বেশী সময় খুঁজতে খুঁজতে পাতালগুহার একেবারে মুখের সামনের হোমস একটা সীসের তৈরী শবাধার দেখতে পেল। তার মুখের একটা খুশির শব্দ শুনতে পেলাম; আর সে যে রকম দ্রুত ও উদ্দেশ্য-পূর্ণভাবে চলাফেরা করতে লাগল তাতেই বুঝতে পারলাম যে সে তার লক্ষ্যে পৌঁছে গেছে। লেন্সটা দিয়ে সে সাগ্রহে ভারী ঢাকনার কোণগুলো পরীক্ষা করতে লাগল। তারপর পকেট থেকে একটা ছোট সিঁদকাঠি ও একটা বাক্স খুলবার যন্ত্র বের করে ঢাকনাটার ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে জোর চাপ দিতে লাগল। একটা সর্-সর্ কট্-কট্ শব্দ করে ঢাকনাটা খুলে গিয়ে সবেমাত্র তার ভিতরকার জিনিস কিছুটা আমাদের নজরে এসেছে এমন সময় একটা অপ্রত্যাশিত বিঘ্ন ঘটল।

মাথার উপরকার গির্জার ঘরে কে যেন হাঁটছে। দৃঢ় ও দ্রুত পদক্ষেপ থেকেই বোঝা যায় যে লোকটি কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছে এবং যার উপর দিয়ে সে হাঁটছে সেটাকে সে খুব ভাল করেই চেনে। সিঁড়ির উপর দিয়ে একটা আলোর রেখা নেমে এল, আর মুহূর্তকাল পরেই গথিক-গড়নের দ্বারপথে সেই আলোর মালিকের মূর্তিটি আঁকা পড়ল। তার সামনে ধরা বড় আস্তাবল-লণ্ঠনের আলো উপরের দিকে একটি শক্তিশালী ভারী গোঁফওয়ালা মুখ ও ক্রুদ্ধ চোখের উপর গিয়ে পড়ল। তীব্র দৃষ্টিতে পাতাল-ঘরের চারদিকটা

ভাল করে দেখে নিয়ে তার মারাত্মক দৃষ্টি আমার সঙ্গী ও আমার উপর নিবদ্ধ হল।

"তোমরা কারা শয়তান?" সে গর্জে উঠল। "আমার জায়গায় তোমরা করছই বা কি?" হোমস কোন জবাব না দেওয়ায় সে দু'পা এগিয়ে হাতের ভারী লাঠিটা তুলল। চীৎকার করে বলল, "আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? তোমরা কে? এখানে কি করছ?" বাতাসে তার লাঠিটা কাঁপতে লাগল।

কিন্তু সরে না গিয়ে হোমস বরং তার দিকেই এগিয়ে গেল।

তীক্ষ্ণতম কণ্ঠে বলল, "আমারও আপনাকে একটা প্রশ্ন করবার আছে স্যার রবার্ট। এ কে? আর এখানে সে কি করছে?"

ঘুরে দাঁড়িয়ে সে শবাধারের ঢাকনাটা খুলে ফেলল। লণ্ঠনের আলোয় দেখলাম, আপাদমস্তক চাদরে জড়ানো একটা দেহ; তার চোখ-মুখ ডাইনির মত ভয়ংকর, নাক ও থুতনি একদিকে ঠেলে বেরিয়ে এসেছে, একটি বিবর্ণ-দুমড়ানো মুখের দুটি চকচকে চোখ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

ক্ষুদে ব্যারণটি চীৎকার করে টলতে টলতে কয়েক পা পিছিয়ে গেল; একটা পাথরের শবাধারে ঠেসান দিয়ে কোন রকমে আত্মরক্ষা করল।

চেঁচিয়ে বলল, "এ কথা আপনি জানলেন কেমন করে?" পরক্ষণেই আগেকার মত অভদ্র ভঙ্গীতে বলে উঠল: "সে খোঁজে তোমার কি দরকার হে?"

আমার সঙ্গী বলল, "আমার নাম শার্লক হোমস। সম্ভবত নামটা আপনার পরিচিত। সে যাই হোক, প্রত্যেক সৎ নাগরিকের মতই আমারও কাজ—আইনকে প্রতিষ্ঠিত করা। আমি তো মনে করি, আপনার অনেক কিছু জবাবদিহি করবার আছে।"

মুহূর্তের জন্য স্যার রবার্ট-এর চোখ দুটো জ্বলে উঠল। কিন্তু হোমসের শান্ত কণ্ঠস্বর ও ঠাণ্ডা আত্মপ্রত্যয়ী মনোভাবের ফল ফলতে দেরী হল না।

সে বলল, "ঈশ্বর সাক্ষী মিঃ হোমস, সব ঠিক আছে। আমি স্বীকার করি, আপাতদৃষ্টিতে যা দেখছেন সে সবই আমার বিরুদ্ধে যায়, কিন্তু এ ছাড়া আমার আর কিছু করার ছিল না।"

"সে কথা ভাবতে পারলে আমিও খুশি হতাম; কিন্তু আমার আশংকা হচ্ছে, এ জবাবদিহিটা আপনাকে পুলিশের কাছেই করতে হবে।"

স্যার রবার্ট চওড়া কাঁধ দুটিতে ঝাঁকুনি দিল।

"বেশ, তাই যদি হয় তো হোক। আমার বাড়িতে চলুন। আসল ব্যাপারটা নিজেই বুঝতে পারবেন।"

পনেরো মিনিটের মধ্যেই যে ঘরে আমরা ঢুকলাম সেখানকার কাঁচের দেওয়ালের অন্তরালে সারি সারি বন্দুকের ঝকঝকে নল দেখেই বুঝতে পারলাম সেটা পুরনো বাড়িটার বন্দুক-ঘর। ঘরটা আরামদায়কভাবে সাজানো। আমাদের সেখানে রেখে স্যার রবার্ট কয়েক মিনিটের জন্য বেরিয়ে গেল। দু'টি সঙ্গীকে নিয়ে সে ফিরে এল; একটি সুসজ্জিতা তরুণী যাকে আমরা গাড়ির মধ্যে দেখেছিলাম; আর একটি ছোটখাটো ইঁদুর-মুখো লোক, চালচলনে কেমন যেন চোর-চোর ভাব। দুজনেরই চোখে-মুখে চরম বিমূঢ় ভাব; দেখেই বোঝা যাচ্ছে, ঘটনার আকস্মিক গতি-পরিবর্তনের কথা তাদের বলবার সময়টুকুও ব্যারন পায় নি।

হাত তুলে স্যার রবার্ট বলল, "এরাই হচ্ছে মিঃ ও মিসেস নর্‌লেট। মিসেস নর্‌লেট তার কুমারী জীবনে ইভান্স নাম নিয়ে কয়েক বছর যাবৎ আমার বোনের সহচরীর কাজ করছে। এদের এখানে হাজির করেছি, কারণ আমার প্রকৃত অবস্থাটা আপনাকে বোঝাবার পক্ষে সেটাই প্রকৃষ্ট পথ, আর এ পৃথিবীতে এরাই একমাত্র লোক যারা আমার কথার সত্যাসত্য প্রমাণ করতে পারবে।"

স্ত্রীলোকটি চীৎকার করে উঠল, "তার কি কোন প্রয়োজন আছে স্যার রবার্ট? কখনও কি ভেবে দেখেছেন আপনি কি করছেন?"

তার স্বামী বলল, "এ ব্যাপারে আমার কিন্তু কোন রকম দায়-দায়িত্বই নেই।"

স্যার রবার্ট ঘৃণার দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। বলল, "সব দায়িত্ব আমিই নেব। মিঃ হোমস, যা ঘটেছে তার একটা সহজ বিবরণ দিচ্ছি; মন দিয়ে শুনুন।"

"পরিষ্কার বুঝতে পারছি আমার ব্যাপার নিয়ে আপনি অনেক দূর এগিয়েছেন, নইলে যেখানে আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে সেটা হতে পারত না। সুতরাং আপনি নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে জেনেছেন যে 'ডার্বি' ঘোড়দৌড়ে আমি একটা কালো ঘোড়ায় সওয়ার হয়েছি, আর সেখানে সফলতার উপরেই আমার সব কিছু নির্ভর করছে। যদি জিততে পারি, সব কিছু সহজ হয়ে যাবে। আর যদি হারি—না, সে কথা আমি ভাবতেও পারি না!"

"অবস্থাটা আমি বুঝতে পারি", হোমস বলল।

"সব কিছুর জন্যই আমার বোন লেডি বিয়েট্রিস-এর উপর আমাকে নির্ভর করতে হয়। কিন্তু এ কথা সকলেই জানে যে এ জমিদারির উপর তার অধিকার শুধুমাত্র তার জীবিতকাল পর্যন্ত। আর আমার কথা, আমি ইহুদিদের একেবারে মুঠোর মধ্যে ঢুকে গেছি। আমি জানি, আমার বোনের মৃত্যু হলেই আমার পাওনাদাররা একঝাঁক শকুনের মত আমার বিষয়-সম্পত্তির উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। আমার সব কিছু

কেড়ে নেবে ; আমার আস্তাবল, আমার ঘোড়া—সব কিছু। মিঃ হোমস, ঠিক এক সপ্তাহ আগে আমার বোন সত্যি মারা গেছে।"

"আর সে কথা আপনি কাউকে বলেন নি!"

"তাছাড়া আর কী আমি করতে পারতাম? সর্বনাশ একেবারে মুখের সামনে এসে দাঁড়াল। তিনটে সপ্তাহ যদি কোন রকমে ঠেকিয়ে রাখতে পারি তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তার সহচরীর স্বামী—এই লোকটি—একজন অভিনেতা। আমাদের মাথায় এল—আমার মাথায়ই এল—যে এই অল্প কয়েক দিনের জন্য সে আমার বোনের স্থানটা দখল করতে পারে। রোজ একবার করে গাড়িতে চেপে বেরিয়ে আসা ছাড়া আর তো কোন কাজ নেই, আর সহচরীটি ছাড়া আর কারও তার ঘরে ঢুকবারও কোন দরকার হবে না। ব্যবস্থা করাটা খুব শক্ত হল না। যে উদরী রোগে বোনটি দীর্ঘকাল যাবৎ ভুগছিল তাতে তার মৃত্যু হয়েছে।"

"সেটা স্থির করবার ভার করোনারের।"

"তার ডাক্তারই বলবেন যে গত কয়েক মাস ধরে তার যে রোগলক্ষণ দেখা যাচ্ছিল তাতে এই পরিণতি আশংকাই করা হয়েছিল।"

"যাক সে কথা। আপনি কি করেছেন তাই বলুন।"

"মৃতদেহটা এখানে রাখা চলে না। প্রথম রাতে নর্‌লেট ও আমি সেটাকে বয়ে নিয়ে পুরনো কুয়ো-ঘরটাতে রাখলাম। সে ঘরটা এখন কেউ ব্যবহার করে না। কিন্তু তার আদরের স্প্যানিয়েলটা আমাদের পিছু পিছু গেল এবং দরজার কাছে দাঁড়িয়ে অনবরত ঘেউ-ঘেউ করতে লাগল। তখনই মনে হল, আরও নিরাপদ জায়গা দরকার। স্প্যানিয়েলটাকে সরিয়ে দিলাম এবং মৃতদেহটাকে বয়ে নিয়ে গেলাম গির্জার নীচেকার গুহার মধ্যে। এর মধ্যে অমর্যাদা বা অসম্মানের কিছু ছিল না মিঃ হোমস। মৃতের প্রতি কোন অন্যায় করেছি বলেও আমি মনে করি না।"

"আপনার আচরণের কোন ক্ষমা নেই স্যার রবার্ট।"

ব্যারন অধৈর্যভাবে মাথা নাড়ল। বলল, "বাণী দেওয়া খুব সহজ। আমার অবস্থায় পড়লে আপনার মনটাও হয় তো পালটে যেত। শেষ মুহূর্তে চোখের সামনে সব আশা সব স্বপ্ন ধূলিসাৎ হতে দেখেও মানুষ বাঁচবার চেষ্টাটাও করবে না এ তো হতে পারে না। আমার মনে হয়েছিল, তাকে যদি পবিত্র সমাধিক্ষেত্রে তার স্বামীর পূর্বপুরুষদের কোন একটি শবাধারের মধ্যে রেখে দেই তাহলে সেটা তার পক্ষে কিছু অযোগ্য বিশ্রাম-স্থল হবে না। সেই রকম একটা শবাধারের ঢাকনা খুলে ভিতরকার জিনিসপত্র সরিয়ে দিয়ে কি ভাবে তাকে রেখেছি তা তো আপনি দেখেছেন। আর যে ধ্বংসাবশেষ সেখান থেকে বের করা হল সেগুলোকেও তো গুহার মেঝেতে ফেলে রাখা চলে না। তাই নর্‌লেট ও আমি সেগুলোকে নিয়ে এলাম, আর নর্‌লেট রাত্রিবেলায় নীচে নেমে কেন্দ্রীয় চুল্লীতে সব পুড়িয়ে ফেলল। এই আমার কাহিনী মিঃ হোমস ; যদিও কেমন করে যে আপনি আমাকে এ কাহিনী বলতে বাধ্য করলেন তা আমি বলতে পারি না।"

অবশেষে সে বলল, "আপনার কাহিনীর মধ্যে একটি ত্রুটি আছে স্যার রবার্ট। পাওনাদাররা আপনার বিষয় সম্পত্তি দখল করে নিলেও ঘোড়-দৌড়ে আপনার বাজি এবং তার ফলে আপনার ভবিষ্যতের সব আশাই অক্ষুণ্ণ থাকত।"

"ঘোড়াটা তো সম্পত্তিরই অংশ হয়ে যেত। আমার বাজিতে তাদের কি যায় আসে? হয় তো তারা তাকে দৌড়তেই দিত না। বড়ই দুঃখের কথা, আমার প্রধান পাওনাদারই আমার সব চাইতে বড় শত্রু—স্যাম ব্রুয়ার একটা বদমাশ ; এক সময় 'নিউ মার্কেট হিথ'-এ তাকে আমি ঘোড়ার চাবুক দিয়ে মারতে বাধ্য হয়েছিলাম। আপনি কি মনে করেন সে আমাকে বাঁচাতে চেষ্টা করত?"

হোমস উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "দেখুন স্যার রবার্ট, ব্যাপারটা অবশ্যই পুলিশকে জানাতে হবে। আমার কাজ ঘটনার উপর আলোকপাত করা ; ব্যাস ঐ পর্যন্তই। আপনার আচরণ নীতিসম্মত বা ভদ্রোচিত কি না সে বিষয়ে মতামত দেওয়া আমার কাজ নয়। ওয়াটসন, এখন প্রায় মধ্যরাত্রি ; কাজেই আমাদের দীন কুটিরে ফিরে যাবার সময় হয়ে গেছে।"

এখন সকলেই জেনেছে, স্যার রবার্টের কার্যকলাপের তুলনায় এই অসাধারণ ঘটনাটির অনেক সুখকর পরিণতি ঘটেছিল। "শোস্‌কুম্ব প্রিন্স' ডার্বি জিতেছিল, তার রেসুড়ে মালিক বাজিতে নিট আশী হাজার পাউণ্ড পেয়েছিল ; ওদিকে পাওনাদারও ঘোড়-দৌড় না হওয়া পর্যন্ত তাদের হাত গুটিয়ে রেখেছিল এবং তার পরেও তাদের সব দেনা-পত্তর পুরো মিটিয়ে দিয়েও যা অবশিষ্ট ছিল তার সাহায্যেই স্যার রবার্ট পুনরায় নিজেকে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল। পুলিশ এবং করোনার উভয় পক্ষই কার্য-কলাপগুলিকে কিছুটা উদার দৃষ্টিতেই দেখেছিল ; শুধুমাত্র মহিলাটির মৃত্যু সংবাদ জানাতে বিলম্ব করার জন্য কিছু মৃদু তিরস্কার ছাড়া ভাগ্যবান লোকটি এই অদ্ভুত ঘটনার দায় থেকে বেকসুর খালাস পেয়ে এমন একটা জীবনে উত্তীর্ণ হতে পেরেছিল যেখানে এই ক্ষণিকের মেঘ-ছায়া অপসারিত হয়ে একটি সম্মানিত বৃদ্ধ বয়সের সম্ভাবনাই উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছে।

অবসরপ্রাপ্ত রঙ্গকের বিচিত্র ঘটনা

The Adventure of the Retired Colourman

সেদিন সকাল থেকেই শার্লক হোমসকে বিষণ্ণতা ও দার্শনিকতায় পেয়েছিল। তার সতর্ক বাস্তববুদ্ধি সেদিন যেন অন্য রূপ ধারণ করেছিল।

"লোকটিকে দেখলে?" সে প্রশ্ন করল।

"যে বুড়ো লোকটি এইমাত্র চলে গেল তার কথা বলছ কি?"

"ঠিক ধরেছ।"

"হ্যাঁ, দরজার মুখেই তাকে দেখলাম।"

"কি রকম মনে হল?"

"একটি করুণ, ব্যর্থ, ভগ্নহৃদয় জীব।"

"ঠিক বলেছ ওয়াটসন। করুণ ও ব্যর্থ। কিন্তু জীবমাত্রই কি করুণ ও ব্যর্থ নয়? তার কাহিনীতে কি বিন্দুতে সিন্ধুর প্রকাশ পাওয়া গেল না? আমরা ছুটে চলি। আঁকড়ে ধরি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের হাতের মধ্যে কী থাকে? ছায়া। অথবা ছায়ার চাইতেও খারাপ—দুঃখ।"

"লোকটি কি তোমার কোন মক্কেল?"

"তা হয়তো বলতে পারি। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে তাকে পাঠিয়েছে। ঠিক যেমন ভাল ডাক্তার অনেক সময় দুরারোগ্য রোগীকে হাতুড়ে ডাক্তারের কাছে পাঠায়; তাদের বক্তব্য, তাদের আর কিছু করবার নেই, এবং যাই ঘটুক না কেন রোগীর অবস্থার আর অবনতি হবার কিছু নেই।"

"ব্যাপারটা কি?"

হোমস টেবিল থেকে একটা ময়লা মত কার্ড তুলে নিল। "জোসিয়া এম্বার্লি। তার কথামত, শিল্পদ্রব্য প্রস্তুতকারক 'ব্রিকফল অ্যাণ্ড এম্বার্লি'-র তিনি ছোট অংশীদার। রঙের বাক্সের উপর তাদের নাম হয় তো দেখে থাকবে। যৎসামান্য কিছু জমিয়ে একষট্টি বছর বয়সে তিনি ব্যবসা থেকে অবসর গ্রহণ করেন, লিউইশাম-এ একটা বাড়ি কেনেন, এবং সারা জীবন অবিশ্রাম খাটুনির পর শান্তিতে বসবাস করতে থাকেন। যে কেউই মনে করবে যে তার ভবিষ্যৎ জীবন মোটামুটি নিশ্চিন্ত।"

"তা তো বটেই।"

একটা খামের উল্টো দিকে লেখা কিছু মন্তব্যের উপর হোমস চোখ বুলিয়ে নিল।

"অবসর নিয়েছেন ১৮৯৬ সালে। ১৮৯৭ সালের গোড়াতেই বয়সে বিশ বছরের ছোট একটি স্ত্রীলোককে বিয়ে করেন—ফটোটা যদি নির্ভরযোগ্য হয় তাহলে স্ত্রীলোকটি সুদর্শনাও বটে।

"যথেষ্ট অর্থ, স্ত্রী, অবসর—তার সামনে প্রসারিত জীবনের সহজ, স্বচ্ছন্দ পথ। অথচ—দেখলেই তো—দু' বছরের মধ্যেই একটি করুণ, ভগ্নহৃদয় জীব হয়ে কেমন বাঁকা হয়ে সে হাঁটছে পৃথিবীর মাটিতে।"

"কিন্তু তার কী হয়েছে?"

"সেই পুরনো কাহিনী ওয়াটসন। বিশ্বাসঘাতক বন্ধু ও অস্থিরমতি স্ত্রী। জানা গেছে, এম্বার্লি-র জীবনে একটিমাত্র নেশা আছে—দাবা খেলা। লিউইশাম-এ তার বাড়ির কাছেই একজন তরুণ ডাক্তার থাকেন—তিনিও দাবা খেলেন। তার নাম লিখেছি ডাঃ রে আর্লেস্ট। আর্লেস্ট প্রায়ই বাড়িতে আসেন; ফলে স্বাভাবিক পথেই তার ও মিসেস এম্বার্লি-র মধ্যে ঘনিষ্ঠতা জন্মাল; কারণ তুমিও নিশ্চয় স্বীকার করবে যে আমাদের এই ভাগ্যহীন মক্কেলটি যতই গুণবান হোন, তার চেহারায় কোন জৌলুস নেই। গত সপ্তাহে দুজনই একসঙ্গে হাওয়া হয়েছেন—গন্তব্যস্থল অজ্ঞাত। তার চাইতেও বড় কথা, বিশ্বাসঘাতিনী স্ত্রীটি তার নিজস্ব লাগেজ হিসাবে বুড়ো লোকটির দলিলের বাক্সটাও সঙ্গে নিয়ে গেছেন, আর সেই বাক্সেই ছিল লোকটির সারা জীবনের সঞ্চিত অধিকাংশ অর্থ? মহিলাটিকে কি খুঁজে বের করতে পারব? টাকাটা কি উদ্ধার করতে পারব? যতটা বুঝেছি সমস্যাটি অতি সাধারণ, কিন্তু জোসিয়া এম্বার্লির পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।"

"তুমি কি করতে চাও?"

"দেখ ভাই ওয়াটসন, এই মুহূর্তে সমস্যাটা দাঁড়িয়েছে, তুমি কি করবে? —অবশ্য তুমি যদি আমার বদলে কাজে নামতে রাজী থাক। তুমি তো জান, দুই মিশরীয় ভদ্রলোকের কেস-টা নিয়ে আমি এখন খুবই ব্যতিব্যস্ত, আর আজই তার ফয়সালা হবার কথা। কাজেই লিউইশাম-এ যাবার মত সময় আমার হাতে নেই, অথচ ঘটনাস্থলে সংগৃহীত সাক্ষ্য-প্রমাণের একটা মূল্য তো আছেই। বুড়ো মানুষটি বার বার আমাকেই যেতে বলেছিলেন; কিন্তু আমার অসুবিধার কথা তাকে বুঝিয়ে বলায় তিনি কোন প্রতিনিধির সঙ্গেও দেখা করতে রাজী হয়েছেন।"

আমি বললাম, "আমি অবশ্য যাব। যদিও আমার দ্বারা বিশেষ কোন কাজ হবে বলে আমি মনে করি না, তবু সাধ্যমত চেষ্টা আমি করব।" এই ভাবে একটি গ্রীষ্মকালের অপরাহ্নে আমি লিউইশাম-এর পথে যাত্রা করলাম। তখন আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি, যে-কাজ নিয়ে আমি চলেছি মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যেই তা নিয়ে সারা ইংলণ্ড তোলপাড় হয়ে উঠবে।

সেদিন বেশ রাত করেই আমি বেকার স্ট্রীটে ফিরলাম। আমার কাজের একটা বিবরণও তাকে দিলাম। লম্বা শরীরটাকে চেয়ারে এলিয়ে দিয়ে হোমস শুয়ে আছে। তার পাইপ থেকে কড়া তামাকের ধোঁয়া কুণ্ডলি পাকিয়ে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে। চোখের পাতা দুটি এমন আলস্যভরে নুয়ে

পড়েছে যে দেখলে মনে হবে সে ঘুমিয়েই পড়েছে। কিন্তু আমি একটু থামলেই অথবা আমার কথার মধ্যে জানবার মত কিছু থাকলেই চোখের পাতা দুটি অর্ধেক তুলে তলোয়ারের মত উজ্জ্বল ঝকঝকে দুটি ধূসর চোখের সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে সে যেন আমাকে বিদ্ধ করে ফেলছে।

আমি বুঝিয়ে বললাম, "মিঃ জোসিয়া এম্বার্লি-র বাড়িটার নাম 'আশ্রয়।' হোমস, বাড়িটার প্রতি তোমার আগ্রহ হবে বলেই আমি মনে করি। মনে হবে কোন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক দৈন্যদশায় পড়ে বাজে লোকের দলে ভিড়ে পড়েছে। সে অঞ্চলটা তো তুমি চেন—একঘেয়ে ইঁটের রাস্তা আর শহরতলীর পথ। ঠিক তার মাঝখানে যেন প্রাচীন সংস্কৃতি ও সমৃদ্ধির একটি ছোট দ্বীপ; সেখানেই পুরনো বাড়িটা অবস্থিত; চারদিকে রোদে-পড়া উঁচু দেওয়াল, এখানে-ওখানে শেওলায় ঢাকা, ঠিক যে ধরনের দেওয়াল—"

হোমস কড়া গলায় বলল, "তোমার কবিতা রাখ তো ওয়াটসন। আমি লিখে নিচ্ছি, একটা উঁচু ইটের দেওয়াল।"

"ঠিক। একটি লোক বেড়াতে বেড়াতে ধূমপান করছিল। তাকে জিজ্ঞাসা না করলে কোন্ বাড়িটা যে 'আশ্রয়' তা আমি চিনতেই পারতাম না লোকটির কথা উল্লেখ করবার কারণ আছে। লোকটি লম্বা, গাঢ় রং, ভারী গোঁফ, দেখতে অনেকটা সামরিক বিভাগের লোকের মত। আমার প্রশ্নের জবাবে মাথা নেড়ে একটা অদ্ভুত জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। একটু পরেই সেই দৃষ্টির কথাটা আবার আমার মনে পড়ল।

"ফটক দিয়ে সবে ঢুকেছি এমন সময় মিঃ এম্বার্লি এগিয়ে এলেন। সকালে তাকে মাত্র একনজর দেখেছিলাম; তখন তাকে একটু অদ্ভুত বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু পরিপূর্ণ আলোয় তাকে দেখে মনে হল আরও অস্বাভাবিক।"

"সেটা অবশ্য আমার নজরেও পড়েছে, তবু তোমার ধারণাটাই আমার জানা দরকার।"

"তাকে দেখে মনে হল, লোকটি যেন দুশ্চিন্তার চাপে একেবারে ভেঙে পড়েছে। তার পিঠটা এমনভাবে বেঁকে গেছে যেন একটা ভারী বোঝা সেখানে চেপে আছে। তবু প্রথম দৃষ্টিতে তাকে যে রকম দুর্বল লোক বলে মনে হয়েছিল আসলে তিনি তা নন। দেহটা সরু হতে হতে একজোড়া লম্বা, শুকনো পায়ে গিয়ে ঠেকলেও তার ঘাড় ও বুক একটা দৈত্যের মত।"

"বাঁ পায়ের জুতোটা কুঁচকে গেছে, কিন্তু ডান পায়েরটা মসৃণই আছে।"

"সেটা আমি লক্ষ্য করি নি।"

"না, লক্ষ্য করবার কথাও নয়। তার কৃত্রিম অঙ্গটা আমি দেখেছি। কিন্তু তুমি বলে যাও।"

"পুরনো খড়ের টুপিটার নীচ দিয়ে তার জট-পাকানো চুলগুলি সাপের মত ঝুলে পড়েছে, মুখে একটা হিংস্র, তীক্ষ্ণ ভাব, আর টানা-টানা নাক-মুখ—সব কিছু দেখেই আমার অবাক লাগছিল।"

"খুব ভাল ওয়াটসন। তিনি কি বললেন?"

"তার দুঃখের কথা গড়্‌গড়্‌ করে বলতে লাগলেন। দু'জন এক সঙ্গে রাস্তাটা ধরে হাঁটতে লাগলাম। অবশ্য চারদিকটা দেখে নিতে ভুললাম না। এর চাইতে অগোছালো বাড়ি কখনও দেখি নি। বাগানের সর্বত্র গাছ গজিয়েছে। দেখলেই বোঝা যায়, চরম অবহেলার ফলে গাছপালা গজাচ্ছে প্রকৃতির নিয়মে, শিল্পের তাগিদে নয়। কোন ভদ্রমহিলা কেমন করে এ সব সহ্য করেন আমি জানি না। বাড়িটাও নোংরামির একেবারে শেষ ধাপে পৌঁছে গেছে। কিন্তু মনে হচ্ছে ভদ্রলোকটি এতদিনে সে সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন এবং প্রতিকারের চেষ্টা করছেন, কারণ হল-এর ঠিক মাঝখানে সবুজ রঙের একটা বড় পাত্র দেখতে পেলাম, আর ভদ্রলোকের বাঁ হাতেও দেখলাম একটা ঘন বুরুশ। তিনি কাঠে রং করছিলেন।

"একটা নোংরা ঘরে তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন। সেখানে অনেকক্ষণ কথা হল। অবশ্য তুমি না যাওয়ায় তিনি হতাশ হয়েছেন। বললেন, 'আমার এই বড় রকমের আর্থিক ক্ষতির পরে আমার মত একজন সাধারণ লোক মিঃ শার্লক হোমসের মত একজন বিখ্যাত লোকের পরিপূর্ণ মনোযোগ আকর্ষণ করবে এটা আমিও আশা করি নি'।"

আমি তাকে বুঝিয়ে বললাম যে টাকা-পয়সার কথা এখানে আসছেই না। তিনি অমনি বললেন, "তা নিশ্চয়ই নয়, শিল্পের জন্য শিল্পই তার মূলমন্ত্র; কিন্তু অপরাধের শিল্পগত দিক থেকেও জানবার মত অনেক কিছু তিনি এখানে পেতেন। মানব-প্রকৃতি ডাঃ ওয়াটসন—মানুষের জন্যে কৃতজ্ঞতাহীনতা! তার যে কোন কথা আমি কবে না রেখেছি? কে কবে স্ত্রীলোককে এত প্রশ্রয় দিয়েছে? আর সেই যুবক—সে তো আমার সন্তানও হতে পারত। আমার বাড়িতে তার গতি ছিল অবাধ। অথচ দেখুন, আমার প্রতি তাদের কী ব্যবহার! ওঃ, ডাঃ ওয়াটসন, পৃথিবীটা ভয়ংকর, বড় ভয়ংকর!"

"এক ঘণ্টা বা তারও বেশী সময় ধরে ওই এক কাঁদুনিই গাইলেন। মনে হল, কোন রকম ষড়যন্ত্রের সন্দেহই তিনি করেন নি। বাড়িতে থাকেন শুধু তারা দুজন। একটি স্ত্রীলোক দিনের বেলায় আসে আর প্রতিদিন সন্ধ্যা ছ'টায় চলে যায়। সেই বিশেষ সন্ধ্যাটিতে বুড়ো এম্বার্লি স্ত্রীকে খুশি করবার জন্য হেমার্কেট থিয়েটারের দুটো আপার সার্কল-এর টিকিট কেটেছিলেন। একেবারে শেষ মুহূর্তে

মাথা ধরার কথা বলে স্ত্রী থিয়েটারে যেতে অস্বীকার করলেন। তাকে একলাই যেতে হল। এ বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না, কারণ স্ত্রীর জন্য কেনা অব্যবহৃত টিকিটটাও তিনি দেখিয়েছেন।"

"কথাটা উল্লেখযোগ্য—খুবই উল্লেখযোগ্য", হোমস বলে উঠল। কেসটা সম্পর্কে তার আগ্রহ বেড়েই চলেছে। "ওয়াটসন, দয়া করে বলে যাও, তোমার বিবরণ খুবই আকর্ষণীয় মনে হচ্ছে। টিকিটটা কি তুমি নিজে পরীক্ষা করে দেখেছ? নম্বরটা বোধ হয় নেওয়া হয় নি?"

"ঘটনাক্রমে তা নিয়েছি", কিছুটা গর্বের সঙ্গে জবাব দিলাম। "নম্বরটা আমার স্কুলের নম্বরের সঙ্গে মিলে গেল—একত্রিশ, আর তাই সেটা আমার মাথায় আটকে আছে।"

"চমৎকার ওয়াটসন! তার নিজের আসনের সংখ্যাটা তাহলে হয় ত্রিশ, না হয় বত্রিশ।"

রহস্যময় হাসি হেসে আমি বললাম, "ঠিক তাই। আর 'খ' সারিতে।"

"খুবই সন্তোষজনক তথ্য। তিনি আর কি বললেন?"

"তার 'দুর্ভেদ্য প্রকোষ্ঠ' (strong-room)-টা আমাকে দেখালেন। ঘরটা সত্যিই দুর্ভেদ্য—ব্যাংকের মত—লোহার দরজা ও খড়খড়ি লাগানো; তার মতে চুরি-প্রতিরোধকও বটে। যাই হোক, স্ত্রীলোকটির কাছে নিশ্চয়ই একটা দু'নম্বর চাবি ছিল। দু'জনে মিলে নগদে ও কোম্পানীর কাগজে সাত হাজার পাউণ্ডের মত নিয়ে পালিয়েছে।"

"কোম্পানির কাগজ? সেগুলো তারা ভাঙাবে কেমন করে?"

"তিনি জানালেন, পুলিশকে একটা ফর্দ দিয়েছেন এবং আশা করছেন যে সেগুলো তারা বিক্রি করতে পারবে না। মাঝ রাত নাগাদ থিয়েটার থেকে ফিরে দেখেন বাড়িতে লুঠ হয়ে গেছে, দরজা-জানালা খোলা পড়ে আছে, আর পাখিরা উধাও হয়েছে। কোন চিঠি বা খোঁজ তারা রেখে যায় নি, বা সেই থেকে তাদের খবরও পান নি। সঙ্গে সঙ্গে তিনি পুলিশকে সতর্ক করে দিয়েছেন।

হোমস মিনিট কয়েক ভাবল।

"তুমি তো বললে তিনি রং করছিলেন। তা কি রং করছিলেন?"

"দালানটা রং করছিলেন। তবে যে ঘরটার কথা বললাম তার দরজা ও কাঠের আসবাব আগেই রং করে ফেলেছিলেন।"

"এই পরিস্থিতিতে কাজটাকে কি একটু অদ্ভুত বলে তোমার মনে হয়?"

বুকের ব্যথাকে ভুলবার জন্য একটা কিছু তো করতেই হবে।" কথাটা তার নিজের মুখের। কাজটা যে একটু উদ্ভট সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু লোকটি নিজেই তো উৎকেন্দ্রিক। আমার সামনেই তিনি তার স্ত্রীর একখানা ফটোগ্রাফ ছিঁড়ে ফেললেন—রাগে আগুন হয়ে টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললেন। আর্তকণ্ঠে বলে উঠলেন, "তার মুখ আর কোন দিন দেখতে চাই না।"

"আর কিছু ওয়াটসন?"

"হ্যাঁ, আর একটা ব্যাপার আমার মনে সব চাইতে বেশী দাগ কেটেছে। গাড়ি হাঁকিয়ে ব্র্যাকহিথ স্টেশনে পৌঁছে আমি ট্রেন ধরেছিলাম। ট্রেনটা সবে ছেড়েছে এমন সময় দেখলাম একটি লোক তীব্রবেগে ছুটে এসে আমার ঠিক পরের কামরাটায় উঠে পড়ল। তুমি তো জান হোমস, একবার দেখলেই মানুষের মুখ আমার মনে থাকে। যে লোকটির সঙ্গে আমার পথের মধ্যে দেখা হয়েছিল এ যে সেই লোক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাকেই আর একবার দেখলাম লণ্ডন সেতুর কাছে, আর তার পরেই সে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেল। কিন্তু আমি পরিষ্কার বুঝতে পারলাম, লোকটি আমার পিছু নিয়েছে।"

"কোন সন্দেহ নেই! কোন সন্দেহ নেই!" হোমস বলতে লাগল। "তুমি তো বলছ লোকটি লম্বা, গায়ের রং ঘোর, ভারী গোঁফ, চোখে ধূসর রঙের রোদ-চশমা?"

"হোমস, তুমি দেখছি যাদুকর। সে কথা তো আমি বলি নি, কিন্তু সত্যি লোকটির চোখে ধূসর রঙের রোদ-চশমা ছিল।"

"আর কারুকার্য-করা টাই-পিন?"

"হোমস!"

"খুব সহজ ভাই ওয়াটসন। কিন্তু বান্ধবের রাজ্যেই ফিরে যাওয়া যাক। স্বীকার করছি, প্রথমে আমি ভেবেছিলাম যে কেসটা এত অসম্ভব রকমের সরল যে আমার সেদিকে নজর দেবার প্রশ্নই ওঠে না; কিন্তু ব্যাপারটা ক্রমেই অন্য রকম হয়ে উঠছে। এ কথা ঠিক যে এ কাজে গিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন কিছুর উপরই তোমার নজর পড়ে নি; তবু যে সব ঘটনা তোমার চোখের উপর আপনি এসে পড়েছে তাতেই যথেষ্ট চিন্তার কারণ ঘটেছে।"

"কোন্ জিনিসটা আমার নজর এড়িয়ে গেছে?"

"দুঃখ পেয়ো না ভাই। তুমি তো জান আমি লোকটা সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক। অন্য কেউ এর চাইতে ভালভাবে কাজটা করতে পারত না। কেউ কেউ হয় তো এতটাও করতে পারত না। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তোমার নজর এড়িয়ে গেছে। এই এম্বার্লি ও তার স্ত্রী সম্পর্কে প্রতিবেশীরা কি বলেন? সেটা নিশ্চয়ই খুব গুরুত্বপূর্ণ। ডাঃ আর্ণেস্টই বা কেমন লোক? সে কি সাধারণ ফূর্তিবাজ একটি ফুলবাবু? ওয়াটসন, তোমার যা প্রকৃতিদত্ত সুবিধা রয়েছে তাতে তো প্রতিটি মহিলাই তোমার সহায়ক ও

সহযোগী হতে পারে। ডাক-ঘরের মেয়েটি অথবা সব্জীওয়ালার স্ত্রীই বা কি বলে? আমি তো চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, তুমি যেন 'নীল নোঙর'-তরুণীটির কানে কানে যত রাজ্যের আজেবাজে কথা বলে তার বিনিময়ে অনেক দরকারী কথা জেনে নিচ্ছ। অথচ এর কোনটাই তুমি কর নি।"

"সেটা তো এখনও করা যায়।"

"করা হয়েছে। টেলিফোনকে এবং স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড-এর সহায়তাকে ধন্যবাদ, এই ঘর থেকে না বেরিয়েও আমি সব দরকারী খবর জানতে পারি। বস্তুত, যে সব তথ্য আমি পেয়েছি তাতে এই লোকটির কাহিনীই সমর্থিত হয়েছে। স্থানীয় লোকরা সকলেই জানে, লোকটি যেমন কৃপণ তেমনই কড়া ও কঠোর প্রকৃতির স্বামী। তার ঐ 'দুর্ভেদ্য প্রকোষ্ঠে' যে অনেক টাকা ছিল সেটা ঠিক। অবিবাহিত যুবক ডাঃ আর্লেস্ট যে এম্বার্লির সঙ্গে দাবা খেলতেন এবং হয় তো তার স্ত্রীর সঙ্গে একটু কানামাছি খেলতেন তাও ঠিক। এ সবই বেশ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এবং সহজেই মনে হতে পারে যে এ ব্যাপারের এখানেই ইতি, —কিন্তু তথাপি!—তথাপি!"

"অসুবিধাটা কোথায়?"

"হয় তো আমার কল্পনায়। কিন্তু সে কথা থাক। চল ওয়াটসন, এই কর্মব্যস্ত জগৎ থেকে ছুটি নিয়ে সঙ্গীতের খিড়কি-দরজা দিয়ে একটু ঘুরে আসি। আজ রাতে এলবার্ট হলে কারিণা-র গান আছে, আর আমাদের হাতেও সাজ-পোশাক করে, আহারাদি সেরে একটুখানি গান শোনবার মত সময় আছে।"

বেশ সকাল-সকালই ঘুম থেকে উঠলাম। কিন্তু কিছু রুটির টুকরো আর দুটো ভাঙা ডিমের খোলা দেখেই বুঝলাম সঙ্গীতটি আরও সকালে উঠেছে। টেবিলের উপর একটা চিরকুট পেলাম।

প্রিয় ওয়াটসন,

আরও দু'একটা বিষয় নিয়ে মিঃ জোসিয়া এম্বার্লি-র সঙ্গে একটু যোগাযোগ করতে চাই। সেটা হয়ে গেলেই এ কেসটা খারিজ করে দিতে পারি—অথবা নাও পারি। তোমাকে শুধু বলতে চাই, তিনটে নাগাদ তৈরী হয়ে থেকো, কারণ সম্ভবত তোমাকে আমার দরকার হতে পারে। —শা. হো.

সারাদিন হোমসের টিকিটিও দেখতে পেলাম না। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়েই সে ফিরল—গম্ভীর, চিন্তামগ্ন ও উদাসীন। এ রকম অবস্থায় তাকে একাকি ছেড়ে দেওয়াই ভাল।

"এম্বার্লি কি এখানে এসেছিলেন?"

"না তো।"

"আমি যে তার জন্য অপেক্ষা করছি।"

তার প্রতীক্ষা বিফল হল না। অনতিবিলম্বেই বুড়ো মানুষটির দেখা পাওয়া গেল। তার গম্ভীর মুখে চিন্তিত, বিচলিত ভাব।

"একটা টেলিগ্রাম পেয়েছি মিঃ হোমস। আমি তো তার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।" সে টেলিগ্রামটা হোমসের হাতে দিল, আর হোমসও সরবে সেটা পড়তে লাগল।

"অতি অবশ্য এখনই চলে আসুন। আপনার সাম্প্রতিক ক্ষতির ব্যাপারে খবর দিতে পারব। —এল্‌মান। যাজকভবন।"

হোমস বলল, "লিট্‌ল্ পার্লিংটন থেকে দুটো দশ মিনিটে পাঠানো হয়েছে। লিট্‌ল্ পার্লিংটন বোধ হয় এসেক্স-এ, আর ফ্রিস্টন থেকে বেশী দূরেও নয়। দেখুন, আপনাকে এখুনি রওনা হতে হবে। যাজকমশাই এটা পাঠিয়েছেন, আর তিনি একজন সম্মানিত ব্যক্তি। আমার 'ক্লকফোর্ড'-খানা কোথায়? হ্যাঁ, এই তো পেয়ে গেছি। জে. সি. এল্‌মান, এম. এ., মস্‌মুর ও লিট্‌ল্ পার্লিংটন-এর যাজক। ওয়াটসন, ট্রেনের সময়টা দেখ তো।"

"লিভারপুল স্ট্রীট থেকে পাঁচটা কুড়ি-তে একটা ট্রেন আছে।"

"চমৎকার। ওয়াটসন, তুমিও ওর সঙ্গে যাও। ওর সাহায্য বা পরামর্শের দরকার হতে পারে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, এ ব্যাপারে আমরা চরম মুহূর্তে পৌঁছে গেছি।"

কিন্তু আমাদের মক্কেলের মধ্যে রওনা দেবার কোনরকম আগ্রহ দেখা গেল না।

সে বলল, "এটা সম্পূর্ণ অবাস্তব মিঃ হোমস। যা ঘটেছে তার খবর এ লোকটি জানবে কেমন করে? বৃথাই সময় ও অর্থের অপচয় হবে।"

"কিছু না জানলে তিনি টেলিগ্রামটা করতেন না। আপনারা যাচ্ছেন বলে এখনই তার করে দিন।"

"আমার যাবার ইচ্ছা নেই।"

হোমস খুব কঠোর ভাব ধারণ করল।

"এমন ভাল একটা সূত্র পাওয়া সত্ত্বেও আপনি যদি সেটা অনুসরণ করতে আপত্তি করেন মিঃ এম্বার্লি, তাহলে পুলিশের মনে এবং আমার নিজের মনেও খুব খারাপ ধারণার সৃষ্টি হবে। আমরা মনে করব যে এই তদন্তের ব্যাপারে আপনার সত্যিকারের কোন আগ্রহ নেই।"

এ কথায় আমাদের মক্কেল ভয়ে আঁতকে উঠল।

বলল, "ব্যাপারটাকে আপনি যদি এভাবে দেখেন তাহলে আমি নিশ্চয় যাব। আপাতদৃষ্টিতে আমার মনে হচ্ছে যে, যাজক মশায়ের পক্ষে এ ব্যাপারে কিছু জানা অসম্ভব; কিন্তু আপনি যদি মনে করেন—"

"আমি সত্যি মনে করি," হোমস বেশ জোর দিয়েই

কথাগুলি বলল। আর আমরাও যাত্রা শুরু করলাম। ঘর থেকে বের হবার আগে হোমস আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে এমন একটি পরামর্শ দিল যাতে বুঝলাম যে ব্যাপারটাকে সে বেশ গুরুতর বলেই মনে করছে। সে বলল, "আর যাই কর আর না কর, তিনি যেন অবশ্য সেখানে যান। যদি তিনি সরে পড়েন বা ফিরে আসেন, তাহলে নিকটস্থ টেলিফোন এক্সচেঞ্জে গিয়ে শুধু একটি কথা জানাবে 'পালিয়েছে।' আমি যেখানেই থাকি সেখানেই যাতে খবরটা পৌঁছে যায় সে ব্যবস্থা আমিই করব।"

লিট্‌ল্‌ পার্লিংটন-এ পৌঁছনো সহজ ব্যাপার নয়, কারণ একটা শাখা রেলপথের উপর স্টেশনটি অবস্থিত। আমার সে যাত্রার স্মৃতি মোটেই সুখকর নয়, কারণ আবহাওয়া ছিল গরম, ট্রেনটা ধীরগতি, আর সঙ্গীটি বিষণ্ণ ও চুপচাপ। আমাদের যাত্রার ব্যর্থতা সম্পর্কে দু'একটি বিদ্রূপসূচক মন্তব্য ছাড়া প্রায় কোন রকম কথাই সে বলে নি। অবশেষে স্টেশনটা এল। দু'-মাইল গাড়ি হাঁকিয়ে যাজক-ভবনে পৌঁছলাম। একটি স্থূলকায়, গম্ভীর ও জাঁকজমকপূর্ণ পাদরি তার পড়ার ঘরে আমাদের অভ্যর্থনা করে বসাল। আমাদের টেলিগ্রামটা তার সামনেই রয়েছে।

সে বলল, "তারপর ভদ্রমহোদয়রা, আপনাদের জন্য আমি কি করতে পারি?"

আমি বললাম, "আপনার তার পেয়েই আমরা এসেছি।"

"আমার তার! আমি তো কোন তার পাঠাই নি।"

"মানে, মিঃ জোসিয়া এম্বার্লির স্ত্রী ও তার টাকা-পয়সার ব্যাপারে আপনি তাকে যে তার পাঠিয়েছিলেন আমি তার কথাই বলছি।"

যাজকমশায় রেগে বলল, "দেখুন মশাই, আপনি যদি কোন ঠাট্টা করে থাকেন তাহলে সেটা খুবই আপত্তিকর। যে ভদ্রলোকের কথা আপনি বললেন তার নামও আমি কখনও শুনি নি, আর কাউকে কোন তারও আমি পাঠাই নি।"

আমাদের মক্কেল ও আমি অবাক বিস্ময়ে পরস্পরের দিকে তাকালাম।

বললাম, "তাহলে হয় তো একটু ভুল হয়ে গেছে। এখানে কি দুটি যাজক-ভবন আছে? এই তো সেই তারটা; স্বাক্ষর রয়েছে এল্‌মান, আর পাঠানো হয়েছে যাজক-ভবন থেকে।"

"এখানে যাজক-ভবন মাত্র একটিই আছে, আর যাজকও মাত্র একজন। এই তার একটা কুৎসিত জালিয়াতি; এটা কোথা থেকে এসেছে সে বিষয়ে আমি অবশ্যই পুলিশের মারফৎ তদন্ত করাব। ইতিমধ্যে, আমাদের এই সাক্ষাৎকার আরও চালিয়ে যাবার কোন কারণ আছে বলে আমি মনে করি না।"

মিঃ এম্বার্লি ও আমি রাস্তায় নেমে এলাম। ইংলণ্ডের একেবারে আদিম যুগের একটা গ্রাম। টেলিগ্রাফ আপিসে গেলাম। সেটাও তখন বন্ধ হয়ে গেছে। যা হোক, "রেলওয়ে আর্মস"-এ একটা টেলিফোন ছিল; সেটার মারফৎ হোমসের সঙ্গে যোগাযোগ হলে আমাদের যাত্রার ফলাফল শুনে সেও আমাদের মতই বিস্মিত হল।

অনেক দূর থেকে তার গলা শুনতে পেলাম: "খুবই অদ্ভুত! খুবই উল্লেখযোগ্য ব্যাপার! কিন্তু ভাই ওয়াটসন, আমার তো আশংকা হচ্ছে যে আজ রাতে ওখান থেকে ফিরবার কোন ট্রেনই নেই। দেখছি, অজ্ঞাতসারেই একটি পাড়াগেঁয়ে সরাইখানার ভয়াবহ পরিবেশের মধ্যে তোমাদের আমি ঠেলে দিয়েছি। তবে কি জান ওয়াটসন, প্রকৃতি তো রয়েছে—প্রকৃতি বা জোসিয়া এম্বার্লি—দু'য়ের সঙ্গেই কাছাকাছি কাটাতে পারবে।" তার মুখের শুকনো চুক্‌-চুক্‌ শব্দও যেন শুনতে পেলাম।

অবিলম্বেই বুঝতে পারলাম যে, আমার সঙ্গীটির কৃপণ খ্যাতি অকারণ নয়। যাতায়াতের খরচ নিয়ে খুঁৎখুৎ করেছে, তৃতীয় শ্রেণীতে চড়বার জন্য পীড়াপীড়ি করেছে, আর হোটেলের বিল নিয়েও নানা রকম ওজর-আপত্তি তুলেছে। পরদিন সকালে শেষ পর্যন্ত যখন লণ্ডনে পৌঁছলাম তখন কার মেজাজ যে বেশী খারাপ ছিল সেটা বলা শক্ত।

আমি বললাম, "আপনি একবার বেকার স্ট্রীট হয়েই যান; মিঃ হোমসের নতুন কোন নির্দেশ দেবার থাকতে পারে।"

রেগে চোখ রাঙিয়ে এম্বার্লি বলল, "তার আগেকার নির্দেশগুলো থেকে ভাল কিছু না হলে এ নির্দেশও কোন কাজে লাগবে না।" তথাপি সে আমার সঙ্গেই নেমে পড়ল। আগেই টেলিগ্রাম করে আমাদের পৌঁছবার সময় হোমসকে জানিয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু সে আমাদের জন্য একটা চিরকুট লিখে রেখে বেরিয়ে গেছে; তাতে জানিয়েছে যে, সে লিউই-শাম-এ গেছে। আর সেখানেই আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে। এটা একটা চমক বটে, কিন্তু তার চাইতেও বড় চমক হল—আমাদের মক্কেলের বসবার ঘরে পৌঁছে দেখি—সে একা নয়; তার পাশেই বসে আছে কঠোর-দর্শন একটি শান্ত মানুষ—গায়ের রং ঘোর, চোখে ধূসর রঙের রোদ-চশমা, আর পরনে কারুকার্য করা একটা টাই-পিন।

হোমস বলল, "ইনি আমার বন্ধু মিঃ বার্কার। মিঃ জোসিয়া এম্বার্লি, আপনার ব্যাপারে ইনিও খুব আগ্রহ দেখিয়েছেন, যদিও আমরা দুজনই আলাদা আলাদা ভাবে এ কাজে নেমেছিলাম। কিন্তু আপনার কাছে আমাদের দুজনেরই একটিমাত্র জিজ্ঞাসা।"

মিঃ এম্বার্লি গম্ভীর মুখে বসে রইল। আসন্ন বিপদের

আভাষ সে পেয়ে গেছে। তার চোখের ভ্রূকুটি ও মুখের কুঞ্চন থেকেই সেটা আমি বুঝতে পারলাম।

"জিজ্ঞাসা কি মিঃ হোমস?"

"শুধুই এই ঃ মৃতদেহ দুটির কি করেছেন?"

কর্কশ গলায় চীৎকার করে লোকটি লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। হাড় বেরকরা হাত দুখানি তুলে যেন বাতাসকেই আঁকড়ে ধরতে চাইল। তার মুখটা হাঁ হয়ে গেল, আর সেই মুহূর্তে তাকে দেখতে একটা শিকারী পাখির মতই মনে হল। চকিতে জোসিয়া এম্বার্লি'র আসল চেহারাটা আমাদের চোখের সামনে ফুটে উঠল—একটি বিকৃতগঠন দানব, দেহে ও মনে সমান বিকৃত। চেয়ারে বসে পড়ে যেন একটা উদ্গত কাশিকে চাপা দেবার জন্যই সে দুই হাতে ঠোঁট চেপে ধরল। হোমস বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে তার গলাটাকে চেপে ধরে মুখটাকে মাটির দিকে ঘুরিয়ে ধরল। তার কাঁপা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে একটা সাদা বড়ি নীচে পড়ল।

"অত সোজা পথে হবে না জোসিয়া এম্বার্লি'। আরও ভদ্রভাবে শৃংখলার সঙ্গে কাজটা করতে হবে। এখন কি করা যায় বার্কার?"

"দরজায় আমার গাড়ি আছে," আমাদের স্বল্পবাক সঙ্গীটি বলল।

"থানা এখান থেকে কয়েক শ' গজ মাত্র দূরে। দুজন একসঙ্গেই যাব। ওয়াটসন, তুমি এখানেই অপেক্ষা কর। আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমি ফিরে আসব।"

বুড়ো রঙ্গক লোকটির প্রকাণ্ড দেহে সিংহের শক্তি থাকলেও দুজন অভিজ্ঞ মানুষ-ধরার হাতে সে একেবারেই অসহায় হয়ে পড়ল। টেনে-হিঁচড়ে তারা তাকে অপেক্ষমান গাড়িতে নিয়ে তুলল, আর সেই অলক্ষুণে বাড়িটার পাহারায় রইলাম আমি একা। নির্দিষ্ট সময়ের আগেই একটি চটপটে তরুণ পুলিশ-ইন্সপেক্টরকে সঙ্গে নিয়ে হোমস এসে হাজির হল।

বলল, 'আইনমাফিক কাজকর্মগুলো সারবার জন্য বার্কারকে রেখে এলাম। বার্কার-এর সঙ্গে এর আগে তোমার দেখা হয় নি ওয়াটসন। সারে-র সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলে সে আমার তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বী। একটি লম্বা গাঢ় রঙের লোকের কথা যখনই বলেছ তখনই তার পুরো ছবিটা তুলে ধরতে আমার কোন অসুবিধাই হয় নি। অনেকগুলো ভাল কেস-এর মীমাংসা সে করেছে, তাই না ইন্সপেক্টর?"

ইন্সপেক্টর সংক্ষেপে জবাব দিল, "অনেকবারই তিনি অনেক কেস-এ হাত লাগিয়েছেন।"

"তার কাজের পদ্ধতি যে আমার মতই প্রথাবহির্ভূত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তুমি তো জান, এই প্রথাবহির্ভূত লোকগুলোকে অনেক সময় কাজে লাগে। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলছি, তার নিজের কথাগুলিকেই তার বিরুদ্ধে ব্যবহার করে তোমাদের প্রথাগত ধমকানির দ্বারা এই বদমাশ লোকটাকে এভাবে ঠকিয়ে তার স্বীকারোক্তি আদায় করতে পারতে না।"

"তা হয় তো পারতাম না। কিন্তু আমরাও তো কাজ হাসিল করে থাকি মিঃ হোমস। এ-কথা ভাববেন না যে এই কেস সম্পর্কে আমাদের একটা সিদ্ধান্ত ছিল না, এবং আমরা লোকটাকে পাকড়াও করতে পারতাম না। যে সব প্রথা-প্রকরণ আমরা ব্যবহার করতে পারি না তাই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে আপনারা যখন আমাদের কৃতিত্বটুকুও লুঠ করে নেন তখন যদি আমরা দুঃখিত বোধ করি তাহলে আমাদের ক্ষমা করবেন।"

"সে রকম ডাকাতি এ ক্ষেত্রে হবে না ম্যাক্‌কিনন। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, এই মুহূর্ত থেকে নিজেকে আমি সম্পূর্ণ মুছে ফেললাম। আর বার্কার? আমার নির্দেশ ছাড়া সে কিছুই করে নি।"

ইন্সপেক্টরকে অনেকটা আশ্বস্ত মনে হল।

"এটা খুবই ভাল কথা মিঃ হোমস। নিন্দা-প্রশংসায় আপনার কিছুই যায়-আসে না, কিন্তু সংবাদগুলো যখন প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে থাকে আমাদের কাছে তার দাম অনেক।"

"ঠিক কথা। কিন্তু এখনও তো তারা অনেক রকম প্রশ্নই করবে, কাজেই তার জবাবগুলোও তৈরী রাখাই ভাল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কোন বুদ্ধিমান উৎসাহী প্রতিবেদক যখন জিজ্ঞাসা করবে, কোন্ বিষয় দেখে প্রথম আপনাদের মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে আপনাদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছিল, তখন তুমি কি জবাব দেবে?"

ইন্সপেক্টরকে বিচলিত মনে হল।

"মিঃ হোমস, আসল ঘটনা তো আপনি এখনও জানতে পারেন নি। আপনি বলছেন, আত্মহত্যার চেষ্টা করে এই বন্দী তিনজন সাক্ষীর সামনে কার্যত স্বীকার করেছে যে সে তার স্ত্রী ও তার প্রেমিককে হত্যা করেছে। এ ছাড়া আর কি ঘটনা আপনার হাতে আছে?"

"থানাতল্লাসীর কোন ব্যবস্থা করা হয়েছে কি?"

"তিনজন কনস্টেবল আসছে।"

"তাহলে অচিরেই সব চাইতে প্রত্যক্ষ ঘটনাটাই পেয়ে যাবে। মৃতদেহ দুটিকে বেশী দূর সরানো হয় নি। মাটির নীচেকার ঘর ও বাগানটায় চেষ্টা করে দেখ। সম্ভাব্য জায়গাগুলো খুঁড়তে বেশী সময় লাগবার কথা নয়। জলের পাইপের চাইতে বাড়িটা অনেক বেশী পুরনো। কাজেই কাছেপিঠে কোথায়ও অব্যবহৃত একটা কুয়ো নিশ্চয় আছে। সেখানে ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখ।"

"কিন্তু সে কথা আপনি জানলেন কেমন করে? আর কাজটা করাই বা হয়েছিল কি ভাবে?"

"প্রথমে বলছি কাজটা কি ভাবে করা হয়েছিল, তারপর তোমার প্রাপ্য ব্যাখ্যা—বিশেষ করে আমার এই অনেক কষ্ট-পাওয়া যে বন্ধুটির অমূল্য সহায়তা আমি সব সময়ই পেয়ে থাকি তার প্রাপ্য ব্যাখ্যা—আমি দেব। কিন্তু তার আগে এই লোকটির মানসিকতার একটা ধারণা তোমাকে দিতে চাই। তার মনটা খুবই অস্বাভাবিক—এতদূর অস্বাভাবিক যে আমার মতে ফাঁসি-কাঠের পরিবর্তে তার গন্তব্যস্থল হওয়া উচিত বড্‌মুর। একজন আধুনিক বৃটন অপেক্ষা মধ্যযুগীয় ইতালীয় মনের সঙ্গেই তার মিল বেশী। লোকটা অত্যন্ত কৃপণ; তার জঘন্য স্বভাবের জন্য তার স্ত্রীর জীবন এতদূর দুঃসহ হয়ে উঠেছিল যে যে-কোন দুঃসাহসী মানুষের ফাঁদে সহজেই পা বাড়িয়ে দেবার জন্য সে প্রস্তুত হয়েই ছিল। সেই মানুষটিই রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হল দাবারু ডাক্তারের রূপে। এম্বার্লি ভাল দাবা খেলত—চক্রান্তকারীর সেটাই তো একটা লক্ষণ। সব কৃপণ লোকের মতই সেও ছিল ঈর্ষাপরায়ণ। ক্রমে সেই ঈর্ষাই তার রোগে দাঁড়িয়ে গেল। ঠিক হোক আর বেঠিক হোক, একটা ষড়যন্ত্রের সন্দেহ তার মনে জাগল। সেও প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর হল, এবং মারাত্মক কৌশলের সঙ্গে তার পরিকল্পনা তৈরী করল। এস আমার সঙ্গে!"

হোমস এমন নিশ্চিন্ত পদক্ষেপে আমাদের নিয়ে এগিয়ে চলল যেন সে এই বাড়িরই অধিবাসী। দুর্ভেদ্য প্রকোষ্ঠের খোলা দরজার সামনে সে থেমে গেল।

"কী বিশ্রী রঙের গন্ধ", ইন্সপেক্টর চেঁচিয়ে বলল।

হোমস বলল, "ওটাই আমাদের প্রথম সূত্র। ডাঃ ওয়াট-সনই ওটা লক্ষ্য করছিল বলে তাকে ধন্যবাদ দিতে পার, যদিও এর থেকে কোন অনুমান সে করতে সক্ষম হয় নি। কিন্তু এর থেকেই আমি ঠিক পথে পা ফেলতে পেরেছিলাম। এমন একটা অবস্থায় এই লোকটি তীব্র গন্ধে বাড়িটাকে ঢেকে ফেলতে চাইছে কেন? স্পষ্টতই তার পক্ষে লুকিয়ে রাখা দরকার এমন অন্য কোন গন্ধকে চাপা-দেবার জন্য—আর সেটাও এমন কোন অপরাধজনক গন্ধ যা থেকে লোকের মনে সন্দেহ জাগতে পারে। তখনই লোহার দরজা ও খড়খড়ি সমন্বিত একটা সম্পূর্ণ বায়ুনিরোধক ঘরের কথা আমার মনে এল—ঠিক যে ধরনের ঘর এখানে তোমরা দেখছ। এই দুটো ঘটনাকে জুড়ে দাও—তারা কোন্ দিকে নিয়ে যাচ্ছে? নিজে বাড়িটাকে পরীক্ষা করেই আমি সেটা বুঝতে পারলাম। তার আগেই আমি নিশ্চিত বুঝেছিলাম যে কেসটা গুরুতর, কারণ হেমার্কেট থিয়েটারের আসন-নক্সাটা পরীক্ষা করে—সেটাও ডাঃ ওয়াটসনের আর একটি আবিষ্কার—জেনেছিলাম যে সে রাতে আপার সার্কল-এর 'খ'-ত্রিশ অথবা বত্রিশ কোন আসনেই কোন লোক ছিল না। সুতরাং এম্বার্লি থিয়েটারে সে আদৌ যায় নি, আর তাই তার অন্যত্র থাকার প্রজুহাতও টিকল না। স্ত্রীর জন্য কেনা আসনের সংখ্যাটা আমার বুদ্ধিমান বন্ধুটিকে দেখতে দিয়েই সে ভুল করেছে। তখন প্রশ্ন দেখা দিল, বাড়িটা কেমন করে পরীক্ষা করে দেখা যায়। যতদূর দূরবর্তী ভাবতে পারা যায় তেমনই একটা গ্রামে আমার একজন লোককে পাঠিয়ে তাকে দিয়ে এখান থেকে কাউকে এমন সময়ে সেখানে ডেকে পাঠালাম যাতে সেদিন সে আর ফিরতে না পারে। আমার ফন্দিটা যাতে ভেস্তে না যায় সেজন্য ওয়াটসনকে তার সঙ্গে দিলাম। ভালমানুষ যাজকের নামটি অবশ্য 'ব্লকফোর্ড' থেকেই সংগ্রহ করে-ছিলাম। এবার সব কিছু পরিষ্কার হল তো?"

ভীত গলায় ইন্সপেক্টর বলল, "অপূর্ব!"

"বাধা পাবার কোন ভয় না থাকায় সেই বাড়িতে চুরি করতে গেলাম। চুরিটা চিরকালই আমার একটা বিকল্প বৃত্তি হতে পারত, অবশ্য আমি যদি সে বৃত্তিটা গ্রহণ করতে চাইতাম; আর তা করলে আমি যে একেবারে সামনের সারিতে যেতে পারতাম সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এবার শোন আমি কি দেখলাম। এখান থেকে একটা গ্যাস-পাইপ উঠে গেছে দেখতে পাচ্ছ। খুব ভাল। সেটা দেওয়ালের কোণ পর্যন্ত উঠে গেছে। সেখানে এক কোণে আছে একটা কল। দেখতেই পাচ্ছ, পাইপটা 'দুর্ভেদ্য প্রকোষ্ঠে'র ভিতর ঢুকে গেছে, আর সিলিং-এর ঠিক মাঝখানে পলস্তারায় ঢাকা একটা মুখে গিয়ে শেষ হয়েছে। নানা রকম কারুকার্যের আড়ালে মুখটাকে ঢেকে রাখা হয়েছে। মুখটা কিন্তু পুরো খোলা। যে কোন মুহূর্তে বাইরের কলটাকে ঘুরিয়ে ঘরটাকে গ্যাসে ভর্তি করে দেওয়া যেতে পারে। দরজা ও খড়খড়ি বন্ধ করে দিয়ে কলটাকে পুরো চালিয়ে দিলে সেই ছোট ঘরটাতে আবদ্ধ কোন মানুষের চেতনাই দু' মিনিটের বেশী থাকতে পারে না। কোন্ শয়তানী কৌশলের সাহায্যে সে তাদের ভুলিয়ে সেখানে নিয়ে গিয়েছিল আমি জানি না, কিন্তু একবার সেখানে ঢুকবার পরে তারা সম্পূর্ণ তার হাতের মুঠোর মধ্যে চলে গিয়েছিল।"

ইন্সপেক্টর সাগ্রহে পাইপটা পরীক্ষা করে দেখে বলল, "আমাদের একজন অফিসার গ্যাসটার কথা বলেছিলেন, তবে তখন তো দরজা-জানালা খোলা ছিল এবং রং করার কাজ—বা ঐ রকম একটা কিছু—শুরু হয়ে গিয়েছিল। তার নিজের কথা অনুসারেই আগের দিন থেকেই সে রং করার কাজটা শুরু করেছিল। কিন্তু তারপর কি মিঃ হোমস?"

"দেখ, তারপরেই এমন একটা ঘটনা ঘটল যেটা আমার কাছেও ছিল অপ্রত্যাশিত। ভোরবেলা ভাঁড়ার ঘরের ভিতর দিয়ে পালাবার সময় কে যেন আমার কলারটা চেপে ধরে

বলে উঠল, "এবার রাস্কেল, তুমি এখানে কি করছিলে?" কোন রকমে ঘাড়টা ফেরাতেই দেখি, রঙিন চশমা চোখে আমার বন্ধু ও প্রতিদ্বন্দ্বী মিঃ বার্কার। এই অদ্ভুত যোগাযোগে দুজনই হেসে উঠলাম। মনে হল, ডাঃ রে আর্ণেস্টের পরিবারের তরফ থেকে তদন্ত চালাবার জন্য তাকে নিয়োগ করা হয়েছে এবং সেও একটা শয়তানী মতলবের সিদ্ধান্তেই এসেছে। কয়েক দিন ধরেই সে বাড়িটার উপর নজর রেখেছে এবং ডাঃ ওয়াটসনকেও একজন সন্দেহভাজন লোক বলে ধরে নিয়েছে। তাহলেও সে ওয়াটসনকে গ্রেপ্তার করতেও পারে নি, কিন্তু যখন সে দেখল যে একটি লোক ভাঁড়ার ঘরের জানালা দিয়ে পালাচ্ছে তখন আর সে সংযম রাখতে পারল না। অবশ্য আমি তাকে সব কথাই বুঝিয়ে বললাম, এবং দুজনে একসঙ্গে কাজ চালিয়ে যেতে লাগলাম।"

"তার সঙ্গে কেন? আর আমাদের সঙ্গেই বা নয় কেন?"

"কারণ আমার ইচ্ছা ছিল ওই ছোট্ট পরীক্ষাটা করব, আর তাতে আশ্চর্য রকম সাড়াও মিলল। আমার তো আশংকা হয়, তোমরা অত দূর যেতে না।"

ইন্সপেক্টর হাসল।

"তা হয় তো যেতাম না। কিন্তু আপনি তো আমাকে কথা দিয়েছেন মিঃ হোমস যে এখান থেকেই আপনি এ কেস থেকে সরে দাঁড়াবেন এবং এ পর্যন্ত যা কিছু তথ্যাদি পেয়েছেন তা আমাদের হাতে তুলে দেবেন।"

"নিশ্চয়, সব সময় সেটাই আমার রীতি।"

"ঠিক আছে, পুলিশ বাহিনীর হয়ে আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনি যে ভাবে বললেন তাতে তো কেসটা বেশ পরিষ্কারই হয়ে গেছে; এবার মৃতদেহ দুটি পেতে বিশেষ অসুবিধা হবার কথা নয়।"

হোমস বলল, "একটি ভয়ংকর ছোট্ট প্রমাণ তোমাকে দেখাব। আমি নিশ্চিত জানি, এম্বার্লি নিজেও সেটা লক্ষ্য করে নি। দেখ ইন্সপেক্টর, অপরাধীর জায়গায় যদি নিজেকে বসাও এবং তুমি নিজে হলে কি করতে সেটা যদি ভাব, তাহলে খুব ভাল ফল পাবে। এতে কিছুটা কল্পনার প্রয়োজন হয়, কিন্তু ফল ভাল পাওয়া যায়। এবার কল্পনা করা যাক যে এই ছোট ঘরটায় তোমাকে আটকে রাখা হয়েছে এবং আর দু' মিনিটও তুমি বাঁচবে না, কিন্তু যে শয়তান দরজার ওপাশ থেকে হয়তো তোমাকে বিদ্রূপ করছে তুমি তার সঙ্গে মোকাবিলা করতে চাও। তখন তুমি কি করবে?"

"খবরটা লিখে ফেলব?"

"ঠিক। কি ভাবে তোমার মৃত্যু হল সেটা তুমি সকলকে জানাতে চাইবে। কাগজে লিখে কোন কাজ হবে না। সেটা তো সকলেরই চোখে পড়বে। যদি দেওয়ালে লেখ, সেখানেও কারও চোখ পড়তে পারে। এবার এখানে দেখ। স্কাটিং-এর ঠিক উপরে এমন লাল পেন্সিল দিয়ে কিছু লেখা হয়েছে যেটা কখনও মুছে যাবে না। লেখা আছে: "আমার 'খু—' ব্যাস, ঐ পর্যন্তই।"

"এর থেকে আপনি কি বুঝছেন?"

"দেখ লেখাটা রয়েছে মেঝে থেকে মাত্র এক ফুট উপরে। বেচারি মেঝেতেই পড়ে ছিল, আর লেখার সময় তার মৃত্যু আসন্ন হয়ে উঠেছিল। শেষ করবার আগেই সে জ্ঞান হারায়।"

"সে লিখতে চেয়েছিল, 'আমরা খুন হয়েছি'।"

"আমার তো তাই মনে হয়েছে। মৃতদেহটা খুঁজে যদি এমন একটা পেন্সিল পাও যার লেখা মোছে না—"

"আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, সে চেষ্টা আমরা করব। কিন্তু সেই কোম্পানীর কাগজগুলো? স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, কোন রকম ডাকাতিই হয় নি। অথচ কাগজগুলি তো তার কাছে ছিল। সেটা আমরা মিলিয়ে দেখেছি।"

"সে সব কাগজপত্র যে সে কোন নিরাপদ জায়গায় লুকিয়ে রেখেছে এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিত থাকতে পার। এই পালিয়ে যাওয়ার পুরো ব্যাপারটা যখন অতীত ইতিহাসে পরিণত হয়ে যাবে তখন একদিন হঠাৎ সে সেগুলো পেয়ে যাবে এবং ঘোষণা করে দেবে যে অপরাধী যুগল অনুশোচনার বশবর্তী হয়ে লুঠের মাল ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছে, বা পথের মাঝখানে ফেলে রেখে গেছে।"

ইন্সপেক্টর বলল, "দেখতে পাচ্ছি, আপনি সব মুস্কিলেরই আসান করে ফেলেছেন। কিন্তু একটা কথা। এ ব্যাপারে আমাদের সে বাধ্য হয়েই ডেকেছিল, কিন্তু সে আপনার কাছে কেন গেল সেটাই বুঝতে পারছি না।"

"স্রেফ বাহাদুরি।" হোমস জবাব দিল। "সে এতই চালাক আর নিশ্চিন্ত ছিল যে কেউ তার গায়ে হাত দিতে পারবে এটা সে ভাবতেই পারে নি। বরং সন্দিগ্ধ প্রতিবেশীদের সে ডেকে বলতে পারবে, 'দেখ আমি কত রকম ব্যবস্থাই না নিয়েছি। শুধু যে পুলিশকে ডেকেছি তাই নয়, শার্লক হোমসকে পর্যন্ত ডেকেছি।"

ইন্সপেক্টর হেসে উঠল।

বলল, "আপনার ঐ 'পর্যন্ত' কথাটাকে মেনে নিতে আমরা বাধ্য; সত্যি, যে রকম নৈপুণ্যের সঙ্গে আপনি কাজটি করেছেন তা মনে রাখবার মত।"

দু' সপ্তাহ পরে "নর্থ সারে অবজার্ভার" নামক দ্বি-সাপ্তাহিক পত্রিকার একটা সংখ্যা বন্ধুবর আমার দিকে ঠেলে দিল। তাতে "আশ্রয়-এর আতংক" থেকে আরম্ভ করে "চমৎকার পুলিশী তদন্ত" পর্যন্ত নানা বড় বড় হরফের শিরোনাম-এর নীচে এক কলম ঠাসা সংবাদের ভিতর দিয়ে এই ঘটনার প্রথম

আনুপূর্বিক বিবরণ পেলাম। শেষ প্যারাগ্রাফটাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেখানে লেখা আছে ঃ

"ইন্সপেক্টর ম্যাক্‌কিনন অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে একটা রঙের গন্ধ থেকে অনুমান করেছেন যে অন্য কোন গন্ধকে, যেমন গ্যাসের গন্ধকে, চাপা দেবার জন্যই এটা আমদানি করা হয়েছিল ; 'দুর্ভেদ্য প্রকোষ্ঠ'টাকেই মৃত্যু-গহ্বরে পরিণত করা হয়েছিল এই দুঃসাহসিক অনুমান এবং তদনুসারে তদন্তকার্য চালিয়ে কুকুরের খোঁয়াড়ের নীচে চাপা-দেওয়া একটা অব্যবহৃত কুয়োর ভিতর থেকে মৃতদেহ দুটিকে আবিষ্কার—এই ঘটনা অপরাধ-তত্ত্বের ইতিহাসে আমাদের সরকারী গোয়েন্দাবর্গের বুদ্ধিমত্তার প্রকৃষ্ট উদাহরণরূপে চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে।"

সব কিছু মেনে-নেওয়া অদ্ভুত হাসি হেসে হোমস বলে উঠল, "আরে, ম্যাক্‌কিনন দেখছি বেশ ভাল ছেলে। এটাকে তোমার সংগ্রহশালায় নথিভুক্ত করে রাখ ওয়াটসন। আসল গল্পটা হয় তো কোন দিন বলা হতে পারে।"

শার্লক হোমসের কিছু স্মৃতি

তার শেষ অভিবাদন

His Last Bow

॥ মুখবন্ধ ॥

মিঃ শার্লক হোমসের বন্ধুরা জেনে খুশি হবেন যে মাঝে মাঝে বাতের আক্রমণে কিছুটা কাহিল হলেও সে এখনও জীবিত আছে এবং ভাল আছে। বেশ কয়েক বছর হল ইস্টবোর্ন থেকে পাঁচ মাইল দূরবর্তী ডাউন্‌স্‌ অঞ্চলের একটি ছোট গোলা-বাড়িতে সে বাস করছে ; সেখানে দর্শন ও কৃষি-চর্চায় তার দিন কাটে। এই অবসর যাপনের কালে বিভিন্ন মামলা গ্রহণের জন্য তার কাছে অনেক মোটা টাকার প্রস্তাব এসেছে, কিন্তু সবই সে অগ্রাহ্য করেছে কারণ সে মনে করে যে পাকাপাকিভাবেই সে অবসর নিয়েছে। কিন্তু জার্মান যুদ্ধ বেঁধে যাওয়ায় তার বুদ্ধি ও কর্মকুশলতার অপূর্ব মিলিত শক্তিকে সে সরকারের কাছে নিয়োগ করেছে এবং তার যে ঐতিহাসিক ফল ফলেছে তারই বিবরণ এই **'তার শেষ অভিবাদন'** [His Last Bow]। আগেকার যেসব অভিজ্ঞতা দীর্ঘকাল আমার দপ্তরে পড়ে ছিল, গ্রন্থাকারে সম্পূর্ণ করবার জন্য তার কিছু কিছু অভিজ্ঞতা "তার শেষ অভিবাদন"-এর সঙ্গে যোগ করা হল।

জন. এইচ. ওয়াটসন, এম. ডি.

উইস্টেরিয়া লজ-এর বিচিত্র ঘটনা

The Adventure of Wisteria Lodge

১—মিঃ জন স্কট এক্‌লসের অদ্ভুত অভিজ্ঞতা

আমার নোট বইতে লেখা আছে, সেটা ছিল ১৮৯২ সালের মার্চ মাসের শেষের দিককার একটা ঠাণ্ডা ঝড়ো দিন। আমরা যখন লাঞ্চে বসেছিলাম তখন হোমস একটা তার পেল এবং একটা জবাবও লিখে ফেলল। সে কোন কথা বলল না বটে, কিন্তু ব্যাপারটা তার চিন্তার মধ্যে রয়েই গেল, কারণ একটু পরেও চিন্তান্বিত মুখে অগ্নিকুণ্ডের সামনে দাঁড়িয়ে সে পাইপটা টানতে লাগল আর মাঝে মাঝেই তার-বার্তাটার দিকে তাকাতে লাগল। হঠাৎ দুই চোখে দুষ্টুমির ঝিলিক ফুটিয়ে সে আমার দিকে ফিরে তাকাল।

বলল, 'ওয়াটসন, তোমাকে তো আমরা একজন পণ্ডিত লোক বলেই মনে করি। আচ্ছা বল তো, grotesque শব্দটার অর্থ কি ?'

'অদ্ভুত—অসাধারণ', আমি বললাম।

আমার ব্যাখ্যা শুনে সে মাথা নাড়ল।

বলল, 'কিন্তু তার চাইতেও বেশী কিছু নিশ্চয় আছে ; শোকাবহ ও ভয়ংকরের একটা সুপ্ত ইঙ্গিত যেন রয়েছে শব্দটার মধ্যে। যে সমস্ত বিবরণ দিয়ে দীর্ঘ যন্ত্রণাভোগী জনসাধারণকে তুমি আরও যন্ত্রণা দিয়েছ তার কিছু কিছু যদি স্মরণ কর তাহলে দেখতে পাবে যে প্রায়শই যা অদ্ভুত (grotesque) তাই অপরাধে পরিণতি লাভ করে। লাল মাথা লোকগুলোর ছোট ঘটনাটাই মনে কর না। শুরুতে তো সেটা খুবই অদ্ভুত (grotesque) ছিল, অথচ সেটা শেষ হল ডাকাতির একটা বেপরোয়া প্রচেষ্টায়। আবার সেই কমলা-লেবুর পাঁচটি বীচির অদ্ভুত ব্যাপারটাও তো সরাসরি একটা খুনের চক্রান্ত হয়ে উঠল। শব্দটা আমাকে সতর্ক করে দিয়েছে !'

আমি প্রশ্ন করলাম, 'শব্দটা কি ওখানে আছে ?'

সে টেলিগ্রামটা পড়ে শোনাল।

'এইমাত্র একটা অত্যন্ত অবিশ্বাস্য ও অদ্ভুত (grotesque) অভিজ্ঞতা হয়েছে। আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে পারি কি ? —স্কট এক্‌লস্‌, ডাকঘর, চ্যারিং ক্রশ।'

'পুরুষ না নারী ?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'অবশ্যই পুরুষ। কোন স্ত্রীলোক কখনও জবাবী তার পাঠাবে না। নারী হলে নিজেই আসত।'

'তুমি কি দেখা করবে ?'

'ভাই ওয়াটসন, তুমি জান কর্ণেল কারুথার্সকে হাজতে পাঠাবার পর থেকে কী রকম একঘেয়েমিতে আমার দিন কাটছে। আমার মন একটা চলন্ত ইঞ্জিনের মত, যে-কাজের জন্য সেটা তৈরী সে-কাজ না পেলে নিজেকেই টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলে। জীবনযাত্রা অতি সাধারণ, খবরের কাগজগুলো অনুর্বর ; অপরাধ-জগৎ থেকে সাহসিকতা ও কল্পনাপ্রিয়তা যেন চিরতরে বিদায় নিয়েছে। এ অবস্থায় যত তুচ্ছই হোক, একটা নতুন সমস্যা হাতে নেব কি না সে প্রশ্ন কি তুমিও করবে ? কিন্তু, আমার যদি বুঝতে ভুল না হয়ে থাকে, আমাদের মক্কেল তো হাজির।'

সিঁড়িতে-মাপা পায়ের শব্দ শোনা গেল এবং একমুহূর্ত পরেই শক্ত গড়ন, লম্বা, ধূসর গোঁফওয়ালা পরম শ্রদ্ধেয় একটি লোক ঘরে ঢুকল। তার ভারী চোখ-মুখ এবং জাঁকজমকপূর্ণ আচরণেই তার জীবনের ইতিহাস প্রতিফলিত। তার পায়ের পট্টি থেকে সোনালী ফ্রেমের চশমা—সবই বলে দিচ্ছে সে রক্ষণশীল, গীর্জার লোক, সৎ নাগরিক, গোঁড়া এবং অত্যন্ত নিয়মানুগ। কিন্তু কোন বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার ফলে তার স্বাভাবিক প্রশান্তি বিঘ্নিত হয়েছে; তার উস্কোখুস্কো চুলে, তার আরক্তিম ক্রুদ্ধ চিবুকে ও উত্তেজিত ব্যবহারেই তার প্রকাশ। সে সরাসরি কাজের কথাই তুলল।

বলল, 'মিঃ হোমস, একটা অদ্ভুত অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে। জীবনে কখনও এ রকম অবস্থায় পড়ি নি। এটা খুবই অন্যায়—খুবই কুৎসিত। এর একটা ব্যাখ্যা আমার চাই।' সে রাগে ফুলতে লাগল।

সান্ত্বনার স্বরে হোমস বলল, 'দয়া করে বসুন মিঃ স্কট একলস্। প্রথমেই জিজ্ঞাসা করতে পারি কি, আপনি আমার কাছেই এসেছেন কেন?'

'দেখুন মশাই, এটা পুলিশের কোন ব্যাপার বলেই মনে হয় নি। অথচ সবটা শুনলে আপনিও স্বীকার করবেন যে ব্যাপারটাকে চুপচাপ ছেড়েও দেওয়া যায় না। বেসরকারী গোয়েন্দার প্রতি আমার কোন সহানুভূতি নেই, তথাপি আপনার নাম শুনে—'

'ঠিক আছে। কিন্তু, দ্বিতীয় কথা, আপনি সঙ্গে সঙ্গেই এলেন না কেন?'

'তার মানে?'

হোমস ঘড়ির দিকে তাকাল।

বলল, 'এখন সোয়া দুটো। আপনার টেলিগ্রামটা পাঠানো হয়েছিল একটা নাগাদ। কিন্তু আপনার সাজসজ্জা ও পোশাক-পরিচ্ছদ দেখলে যে কেউ বুঝতে পারবে যে গোলমালটা শুরু হয়েছে ঘুম থেকে উঠবার সময় থেকেই।'

আমাদের মক্কেল হাত দিয়ে তার এলোমেলো চুলগুলো ঠিক করে নিল; না-কামানো থুতনিতেও হাত বুলিয়ে নিল।

'আপনি ঠিকই ধরেছেন মিঃ হোমস। সাজগোজের দিকে নজর দিতে পারি নি। ওরকম একটা বাড়ি থেকে বের হতে পেরেই যেন বেঁচেছি। তবে আপনার কাছে আসবার আগে নানান জায়গায় খোঁজ-খবর করেছি। দালালদের কাছেও গিয়েছিলাম, বুঝলেন; তারা বলল, মিঃ গার্সিয়ার ভাড়া তো ঠিকই দেওয়া আছে, আর 'উইস্টেরিয়া লজ'-এর সবই তো ঠিক আছে।'

হোমস হেসে বলল, 'তাই বলুন মশাই, আপনারও দেখছি আমার বন্ধু ডাঃ ওয়াটসনের মতই উল্টো দিক থেকে গল্প বলার বদভ্যাস আছে। দয়া করে চিন্তা-ভাবনাগুলোকে একটু গুছিয়ে নিন, এবং তারপর পর পর সেই ঘটনাগুলো ঠিক ঠিক করে বলে যান বিনা চিরুনিতে উস্কোখুস্কো মাথায়, জুতো ওয়েস্টকোটের বোতামগুলো উল্টো পাল্টা লাগিয়ে ছুটে বেরিয়েছেন পরামর্শ ও সাহায্যের আশায়।'

নিজের অসামাজিক চেহারার জন্য বিষণ্ণ মুখে মক্কেলটি চোখ নত করল।

'কাজটা নিশ্চয়ই ভাল হয় নি মিঃ হোমস। সারা জীবনে কখনও এরকমটা ঘটেছে বলে তো মনে পড়ে না। কিন্তু এই অদ্ভুত ব্যাপারটা আগাগোড়াই আপনাকে বলছি। সে সব শুনলে আপনিও নিশ্চয় স্বীকার করবেন যে এমন সব কিছু ঘটেছে যাতে আমাকে ক্ষমা করা যায়।'

কিন্তু তার কাহিনী অংকুরেই বিনষ্ট হল। বাইরে একটা গোলমাল শোনা গেল, আর মিসেস হাডসন দুটি হৃষ্টপুষ্ট সরকারী চেহারার লোককে নিয়ে ঘরে ঢুকল। তাদের একজন আমাদের অতি-পরিচিত স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ইন্সপেক্টর গ্রেগসন—উদ্যমশীল, সাহসী, এবং ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও একজন সক্ষম অফিসার। হোমসের সঙ্গে কর-মর্দন করে সে তার সহকর্মী সারে কন্সটেবল বাহিনীর ইন্সপেক্টর বেনেসকে তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল।

'মিঃ হোমস, আমরা দু'জনই শিকারের সন্ধানে বেরিয়েছি। তার পায়ের দাগটা এইদিকেই এসেছে।' বুলডগের মত চোখ দুটোকে সে আমাদের নবাগত অতিথির দিকে ফেরাল। 'আপনিই কি লী-র পপহ্যাম হাউস-এর মিঃ জন স্কট একলস্?'

'হ্যাঁ, আমি।'

'সারাটা সকাল আমরা আপনাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

'নিঃসন্দেহে একটা টেলিগ্রামের সূত্রেই তাকে খুঁজে পেলাম', হোমস বলল।

'ঠিক তাই মিঃ হোমস। চ্যারিং ক্রশ ডাকঘর থেকে গন্ধ পেয়েই এখানে হাজির হয়েছি।'

'কিন্তু আপনারা আমার পিছু নিয়েছেন কেন? কি চান আপনারা?'

'আমরা চাই একটা বিবৃতি। মিঃ স্কট একলস্, গত রাতে এশারের নিকটবর্তী উইস্টেরিয়া লজ-এর মিঃ এলয়সিয়াস গার্সিয়ার মৃত্যু হয়েছে যে ঘটনাবলীর পরিণতিতে সে সম্পর্কে একটা বিবৃতি আমরা চাই।'

আমাদের মক্কেল বিস্ফারিত চোখ তুলে সোজা হয়ে বসল। তার বিস্মিত মুখের উপর থেকে রক্তের শেষ আভাটুকুও মিলিয়ে গেল।

'মৃত? আপনি বলছেন সে মারা গেছে?'

'হ্যাঁ মশাই, সে মারা গেছে।'

'কিন্তু কেমন করে? কোন দুর্ঘটনা কি?'

'খুন, যদি একটিও খুনে এ পৃথিবীতে হয়ে থাকে।'

'হে ঈশ্বর! এ যে সাংঘাতিক। আপনারা নিশ্চয় মনে করেন না—মনে করেন না যে আমাকে সন্দেহ করা হচ্ছে?'

'মৃত ব্যক্তির পকেটে আপনার একখানা চিঠি পাওয়া গেছে। তার থেকে আমরা জানতে পেরেছি, গত রাতটা তার বাড়িতে কাটাবার পরিকল্পনা আপনার ছিল।'

'তাই তো ছিলাম।'

'ওঃ, ছিলেন, তাই বুঝি?'

সরকারী নোট বইখানা বেরিয়ে এল।

শার্লক হোমস বলে উঠল, 'একটু অপেক্ষা কর গ্রেগসন। তোমরা তো শুধু একটা সাদাসিদে বিবৃতিই চাও, তাই না?'

'আর মিঃ স্কট একলস্‌কে সতর্ক করে দেওয়া আমার কর্তব্য যে সে বিবৃতি তার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হতে পারে।'

'মিঃ একলস্ আমাদের কাছে সব কথাই বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় তোমরা ঘরে ঢুকলে। ওয়াটসন, আমার তো মনে হয়, একটু ব্র্যাণ্ডি আর সোডা খেলে ওর কোন ক্ষতি হবে না। দেখুন, আমি বলছি, শ্রোতার সংখ্যা যে বেড়ে গেল সেদিকে আপনি নজর দেবেন না। কোন রকম বাধা না পেলে যেভাবে আপনি কথাগুলি বলতেন ঠিক সেইভাবে আপনার কাহিনীটা বলতে শুরু করুন।'

আমাদের অতিথি একচুমুকে ব্র্যাণ্ডিটা খেয়ে নিল। তার মুখেও কিছুটা রং ফিরে এল। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ইন্সপেক্টরের নোট বইয়ের দিকে তাকিয়ে সে তার অসাধারণ বিবরণের মধ্যে ডুবে গেল।

সে বলতে লাগল, 'আমি চিরকুমার। সকলের সঙ্গে মেলামেশা করতে ভালবাসি বলে আমার বন্ধুর সংখ্যা অনেক। কেনসিংটনের অন্তর্গত আলবেমার্ল ম্যানসন-এর বাসিন্দা অবসরপ্রাপ্ত মদ-প্রস্তুতকারক মেলাভিলের পরিবার তাদের অন্যতম। কয়েক সপ্তাহ আগে তার টেবিলেই গার্সিয়া নামক একটি যুবকের সঙ্গে আমার দেখা হয়। আমি জানতে পারি যে সে স্পেনীয় বংশোদ্ভূত এবং কোন সূত্রে দূতাবাসের সঙ্গে জড়িত। সে সুন্দর ইংরেজি বলে, তার চালচলন প্রীতিপদ, আর এ রকম সুপুরুষ লোক আমি জীবনে বেশী দেখি নি।

'যেমন করেই হোক এই যুবক ও আমার মধ্যে বেশ বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। প্রথম থেকেই আমাকে তার ভাল লেগে যায়, আর আমাদের প্রথম দেখার দু'দিনের মধ্যেই সে লী-তে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে। একটা থেকে আরেকটা, এবং শেষে একদিন এশার ও অঙ্গশট-এর মাঝামাঝি অবস্থিত তার উইস্টেরিয়া লজের বাড়িতে কয়েকটা দিন কাটাবার জন্য সে আমাকে আমন্ত্রণ করল। সেই আমন্ত্রণ রাখতেই গতকাল সন্ধ্যায় আমি এশার-এ গিয়েছিলাম।

'আমি যাবার আগেই তার গৃহস্থালির একটা বিবরণ সে আমাকে দিয়েছিল। একটি বিশ্বস্ত চাকরকে নিয়ে সে থাকে। তার নিজের লোক। তার সব কিছু সেই দেখাশুনা করে। লোকটি ইংরেজি বলতে পারে এবং ঘর-সংসার দেখে। আর আছে একটি চমৎকার রাঁধুনি। দো-আঁসলা লোকটিকে সে পর্যটনের সময় সংগ্রহ করেছিল। সে ভারী সুন্দর রাঁধতে পারে। মনে পড়ে সে বলেছিল, সারে অঞ্চলের একেবারে ভিতরে এমন একটা অদ্ভুত গৃহস্থালি আছে যা দেখলে অবাক লাগে, আর এ বিষয়ে তার সঙ্গে আমিও একমত, যদিও সেটাকে আমি যতটা অদ্ভুত ভেবেছিলাম আসলে তার চাইতে অনেক বেশী অদ্ভুত।

'গাড়ি চালিয়ে সেখানে গেলাম—এশারের দক্ষিণ দিকে প্রায় দু'মাইল। বাড়িটা মাঝারি আকারের, রাস্তার দিকে পিছন ফেরানো, দু'দিকে উঁচু সবুজ গাছপালার সারির ভিতর দিয়ে ঘোরানো পথটা ভিতরে চলে গেছে। বাড়িটা পুরনো, আধভাঙা অবস্থায় যেন মেরামতের জন্য অপেক্ষা করে আছে। ঘাস-গজানো পথ দিয়ে এগিয়ে স্যাঁতা-পড়া, ঝড়-জলের দাগ-লাগা দরজাটার সামনে গাড়িটা যখন থামল তখনই মনে হল এত অল্প-পরিচিত একটি লোকের বাড়িতে এভাবে আসাটা সুবুদ্ধির কাজ হয় নি। সে নিজেই দরজা খুলে দিয়ে মহাসমাদরে আমাকে অভ্যর্থনা করল। সে আমাকে চাকরটির হাতে তুলে দিল। লোকটি বিষণ্ণ-বদন, গায়ের রং কালো। আমার ব্যাগটা হাতে নিয়ে পথ দেখিয়ে সে আমাকে শোবার ঘরে নিয়ে গেল। সমস্ত জায়গাটাকে ঘিরেই কেমন যেন একটা মন-মরা ভাব। দু'জনে একসঙ্গে খেতে বসলাম। গৃহস্বামীটি খোশ মেজাজে থাকতে যথাসাধ্য চেষ্টা করলেও মনে হল তার মন যেন অনবরত সরে সরে যাচ্ছে; তার কথাবার্তাও এমনই অস্পষ্ট ও অসংলগ্ন যে আমি কিছু বুঝতেই পারছিলাম না। সে ক্রমাগতই আঙুল দিয়ে টেবিলটাতে বোল তুলছিল, নখ দিয়ে আঁচড় কাটছিল, এবং স্নায়বিক অধৈর্যের আরও নানা লক্ষণ তার মধ্যে ফুটে উঠছিল, এমন কি খাবারের পরিবেশন-রীতিটাও ভাল ছিল না, রান্নাটাও নয়। আর স্বল্পবাক চাকরটির বিষণ্ণ উপস্থিতিও আমাদের মধ্যে কোন উৎসাহের সঞ্চার করতে পারে নি। আপনাদের জোর দিয়ে বলছি, সেই রাতে অনেকবারই মনে হয়েছে, কোন একটা ছুতো দেখিয়ে লী-তে ফিরে যাই।

'একটা কথাই মনে পড়ছে। সেটা হয় তো যে ব্যাপারে আপনারা দু'জন তদন্ত করছেন তাতে কোন কাজে লাগতে পারে। সে সময়ে আমি কথাটা ভেবেও দেখি নি। খাওয়া দাওয়া শেষ হবার মুখে চাকর একটা চিরকুট এনে দিল। আমি লক্ষ্য করলাম, সেটা পড়বার পরেই গৃহস্বামী যেন আগের চাইতেও বেশী অন্যমনস্ক ও অদ্ভুত হয়ে উঠল।

কথাবার্তা একদম বন্ধ করে দিয়ে বসে বসে একটার পর একটা সিগারেট খেতে খেতে সে নিজের চিন্তার মধ্যে ডুবে গেল, কিন্তু চিরকুটের রহস্যঘন সম্পর্কে কিছুই বলল না। এগারোটা নাগাদ শুতে যেতে পারায় আমি খুশি হলাম। কিছুক্ষণ পরে গাসিয়া আমার ঘরে উঁকি দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, আমি ঘণ্টা বাজিয়েছি কি না। সে সময় ঘরটা অন্ধকার ছিল। আমি বললাম, না। তখন প্রায় একটা বাজে, এই কথা জানিয়ে এত রাতে আমাকে বিরক্ত করার জন্য সে ক্ষমা চাইল। তারপরই আমি শুয়ে পড়লাম, এবং সারাটা রাত গভীর ঘুমে কেটে গেল।

'এবার আমার গল্পের সবচাইতে বিস্ময়কর অংশে আসছি। যখন ঘুম ভাঙল তখন বেলা হয়ে গেছে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, প্রায় ন'টা বাজে। আমি বিশেষভাবে বলে রেখেছিলাম, আমাকে যেন আটটার সময় ডেকে দেওয়া হয়; তাই এই ভুলের জন্য খুবই বিস্মিত হলাম। লাফ দিয়ে উঠে ঘণ্টা বাজিয়ে চাকরকে ডাকলাম। কোন সাড়া নেই। বার বার ঘণ্টা বাজালাম, কিন্তু ফল সেই একই। তখন ভাবলাম, ঘণ্টাটা খারাপ হয়ে আছে। কোন রকমে গায়ে পোশাক চড়িয়ে গরম জলের হুকুম করার জন্য খাপ্পা মেজাজে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামলাম। যখন দেখলাম যে সেখানেও কেউ নেই তখন আমার বিস্ময়টা আপনারা নিশ্চয় কল্পনা করতে পারেন। হলে দাঁড়িয়ে হাঁক দিলাম। কোন সাড়া মিলল না। এ-ঘর থেকে ও-ঘরে ছুটতে লাগলাম। সব ঘর ফাঁকা। আগের রাতেই গৃহস্বামী তার নিজের শোবার ঘরটা আমাকে দেখিয়েছিল। কাজেই সে ঘরের দরজায় টোকা দিলাম। কোন সাড়া নেই। হাতল ঘুরিয়ে ভিতরে ঢুকলাম। ঘর খালি, আর বিছানায় কেউ ঘুমোয় নি। অন্য সকলের সঙ্গে সেও চলে গেছে, বিদেশী গৃহস্বামী, বিদেশী চাকর, বিদেশী রাঁধুনি—এক রাতে সবাই উধাও! আমার উইস্টেরিয়া লজ পরিদর্শনের এই হল পরিসমাপ্তি।'

লোকটি যখন হোমসের বিচিত্র কাহিনী-সংকলনে আর একটি অদ্ভুত ঘটনা সংযোজিত করছিল শার্লক হোমস তখন দুই হাত ঘসতে ঘসতে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

সে বলল, 'আমার জ্ঞানমতে আপনার অভিজ্ঞতা খুবই অসাধারণ। কিন্তু আপনি তারপর কি করলেন জানতে পারি কি?'

'আমি তো রেগে টং। প্রথমেই মনে হল, আমাকে একটা অবাস্তব তামাসার শিকার করা হয়েছে। মালপত্র প্যাক করে হলের দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে রেখে ব্যাগটা হাতে নিয়ে এশার রওনা হলাম। গ্রামের সবচাইতে বড় জমির দালাল অ্যালান ব্রাদার্সের কাছে গিয়ে জানালাম, তাদের কাছ থেকেই বাড়িটা ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। তখন মনে হল, আমাকে বোকা বানাবার জন্যই তো এত সব বন্দোবস্ত করা হতে পারে না, তাই সেক্ষেত্রে আসল উদ্দেশ্যই ভাড়াটা ফাঁকি দেওয়া। এটা মার্চের শেষের দিকের ঘটনা, কাজেই দিনের এক-চতুর্থাংশ তখনও হাতে আছে। কিন্তু এ থিয়োরিও টিকল না। আমার সতর্ক-বাণীর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে দালাল জানাল যে পুরো ভাড়াটাই আগাম দেওয়া আছে। তখন শহরে গিয়ে স্পেনীয় দূতাবাসে হাজির হলাম। লোকটিকে সেখানে কেউ চেনে না। এরপর মেলভিলের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তার বাড়িতেই গাসিয়ার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়েছিল। কিন্তু দেখলাম, লোকটি সম্পর্কে সে আমার চাইতে কম জানে। শেষ পর্যন্ত আপনার কাছে যে তার করেছিলাম তার জবাব পেয়ে আপনার কাছেই চলে এলাম, কারণ আমি জানি অনেক কঠিন ব্যাপারে আপনি সঠিক পরামর্শ দিয়ে থাকেন। কিন্তু এবার মিঃ ইন্সপেক্টর, ঘরে ঢুকেই আপনি যা বললেন তাতে তো মনে হয় গল্পটাকে এরপর থেকে আপনিই চালিয়ে যেতে পারেন এবং একটা শোকাবহ ঘটনা ঘটে গেছে। আমি আপনাকে নিশ্চিত করেই বলছি, আমি যা বলেছি তার প্রতিটি শব্দ সত্য এবং আমি যা বলেছি তার বাইরে এই লোকটির নিয়তি সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। এখন সব রকম সম্ভাব্য উপায়ে আইনকে সাহায্য করাই আমার একমাত্র বাসনা।'

একান্ত প্রীতিপূর্ণভাবে ইন্সপেক্টর গ্রেগসন বলল, 'এ বিষয়ে আমিও নিশ্চিত মিঃ স্কট এক্লস্—আমিও নিশ্চিত। আমি বলতে বাধ্য যে আমরা যে সব ঘটনা জানতে পেরেছি আপনার বক্তব্যের সঙ্গে সে সবই মিলে যাচ্ছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, খাবার সময় একটা চিরকুট ঠিকই এসেছিল। সে চিরকুটটার কি হল লক্ষ্য করেছিলেন কি?'

'হ্যাঁ, করেছিলাম। সেটাকে দলা পাকিয়ে গাসিয়া অগ্নিকুণ্ডে ছুঁড়ে দিয়েছিল।'

'আপনি কি বলেন মিঃ বেনেস?'

গ্রাম্য গোয়েন্দাটির ফোলা ফোলা মজবুত চেহারা, লালচে রং; তার মুখের স্থূলতা ঢাকা পড়েছে চিবুক ও ভুরুর গভীর ভাঁজের ভিতরে প্রায় লুকিয়ে-পড়া দুটি অসাধারণ উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টিতে। মৃদু হেসে সে পকেট থেকে একখণ্ড ভাঁজ-করা বিবর্ণ কাগজ বের করল।

'মিঃ হোমস, অগ্নিকুণ্ডে-ঝাঁঝরি বসানো ছিল, আর সে একটু বেশী জোরে কাগজটা ছুঁড়ে দিয়েছিল। অগ্নিকুণ্ডের পিছন দিক থেকে এটাকে আমি অদগ্ধ অবস্থায়ই কুড়িয়ে পেয়েছি।'

হোমস সহাস্যে কাজটার প্রশংসা জানাল।

'একটা দলা-পাকানো কাগজ খুঁজতে আপনি নিশ্চয়ই সারা বাড়িটা তল্লাসী করে দেখেছেন?'

'তাই করেছি মিঃ হোমস। আমার কাজই ঐ রকম। মিঃ গ্রেগসন, চিরকুটটা পড়ব কি?'

লণ্ডনবাসী মাথা নাড়ল।

'জলছাপহীন সাধারণ ব্লিম-লেড কাগজে চিরকুটটা লেখা হয়েছে, এটা একটা শিটের চার ভাগের এক ভাগ। ছোট কাঁচি দিয়ে কাগজটা দু' টুকরো করে কাটা। তিনবার ভাঁজ করে গালা দিয়ে বন্ধ করে কোন ডিম্বাকার বস্তু দিয়ে চেপে সিল করা হয়েছে। চিঠিতে ঠিকানা লেখা—মিঃ গার্সিয়া, উইস্টেরিয়া লজ। তাতে লেখা: "আমাদের রং, সবুজ ও সাদা। সবুজ খোলা, সাদা বন্ধ করা। প্রধান সিঁড়ি, প্রথম করিডর, ডাইনে সপ্তম, সবুজ রেশমি কাপড়। যাত্রা শুভ। ডি।" চিঠিটা লিখেছে কোন স্ত্রীলোক, ধারালো সরু কলম দিয়ে, কিন্তু ঠিকানাটা হয় অন্য কলমে লেখা, নয় তো অন্য লোকের লেখা। দেখতেই পাচ্ছেন, এ লেখাটা বেশী ঘন ও মোটা।'

চিঠিটাতে চোখ বুলিয়ে নিয়ে হোমস বলল, 'খুব উল্লেখযোগ্য চিঠি। মিঃ বেনেস, চিঠিটার ব্যাপারে আপনি যেভাবে সব কিছু পরীক্ষা করে দেখেছেন সেজন্য আপনার প্রশংসা করি। আরও কয়েকটা তুচ্ছ কথা যোগ করা যেতে পারে। ডিম্বাকার সিলটি নিঃসন্দেহে সাদা আস্তিনের বোতাম (Sleeve-link)—তাছাড়া এ ধরনের আকার আর কিসের হবে? কাঁচিটা বাঁকানো নখ-কাটা কাঁচি। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন কাগজের দুটো ছোট টুকরো একইভাবে সামান্য বাঁকাভাবে কাটা।'

গ্রাম্য গোয়েন্দাটি মুখ টিপে হাসল।

বলল, 'আমি ভেবেছিলাম, এর থেকে সব রস আমিই নিংড়ে নিয়েছি, এখন দেখছি আরও কিছু বাকি ছিল। আমি বলতে বাধ্য যে, একটা কোন কাজের কথা ছিল এবং এর পিছনে যথারীতি একটি স্ত্রীলোকও ছিল, এর বেশী কিছু আমি এ চিঠি থেকে পাই নি।'

এই কথাবার্তার সময় মিঃ স্কট একলস্ তার আসনে অধৈর্যভাবে নড়াচড়া করছিল।

সে বলল, 'এই চিরকুটটা আমার বক্তব্যকে সমর্থন করছে, কাজেই আপনি এটা পাওয়ায় আমি খুশি হয়েছি। কিন্তু আমি সবিনয়ে বলতে চাই, মিঃ গার্সিয়ার কি হয়েছে বা তার গৃহস্থালিরই বা কি অবস্থা, সে সম্পর্কে কিন্তু কিছুই আপনি বলেন নি।'

গ্রেগসন বলল, 'গার্সিয়ার ব্যাপারে জবাব তো খুব সহজ। তার বাড়ি থেকে প্রায় এক মাইল দূরে অক্সশট কমন-এর উপর আজ সকালে তাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। বালি-ভর্তি থলে ঐ ধরনের কোন বস্তুর সাহায্যে প্রচণ্ড আঘাত করে তার মাথাটাকে একেবারে গুঁড়ো করে ফেলা হয়েছে। আঘাতটা এমনই যে তাতে কোন ক্ষত হয় নি, একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। স্থানটা খুবই নির্জন, সিকি মাইলের মধ্যে কোন বাড়িঘর নেই। দেখে মনে হয়, প্রথমেই পিছন থেকে আঘাত করে তাকে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু আক্রমণকারী তার মৃত্যুর অনেকক্ষণ পর পর্যন্ত তাকে অনবরত আঘাত করেছে। আক্রমণটা হয়েছিল প্রচণ্ড। অপরাধীদের কোন পায়ের ছাপ নেই, বা অন্য কোন সূত্রও নেই।'

ডাকাতি হয়েছে কি?'

'না ডাকাতির কোন চেষ্টাই হয় নি।'

খুঁতখুঁতে গলায় মিঃ স্কট একলস্ বলল, 'বড়ই বেদনাদায়ক—বড়ই বেদনাদায়ক ও ভয়ংকর; ব্যাপারটা আমার পক্ষে আরও বেশী কষ্টকর। আমি যার অতিথি হয়েছিলাম সে লোকটি নৈশ অভিযানে বাইরে বেরিয়ে এমন শোচনীয় পরিণাম বরণ করল। কিন্তু এর সঙ্গে আমার তো কোনই সম্পর্ক নেই, এ কেসের সঙ্গে আমাকে জড়ানো হল কেমন করে?'

'খুব সরল পথে মশাই', ইন্সপেক্টর বেনেস জবাব দিল। "মৃতের পকেটে একমাত্র দলিল যেটা পাওয়া গেছে সেটা আপনার চিঠি। তাতে আপনি জানিয়েছেন, তার মৃত্যুর রাতে আপনি তার সঙ্গে মিলিত হবেন। এই চিঠির খাম থেকেই আমরা মৃত ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা পেয়েছি। আজ সকাল ন'টার পরে আমরা যখন তার বাড়িতে পৌঁছলাম তখন আপনাকে বা আর কাউকেই বাড়িতে পেলাম না। মিঃ গ্রেগসনকে তার করে দিলাম, তিনি যেন লণ্ডনে আপনাকে খুঁজে বের করেন, আর আমি তল্লাসী চালালাম উইস্টেরিয়া লজে। তারপর শহরে এলাম, মিঃ গ্রেগসনের সঙ্গে দেখা করলাম, আর তারপরেই এখানে চলে এলাম।'

গ্রেগসন দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি মনে করি, ব্যাপারটাকে সরকারীভাবে দেখাই ভাল। মিঃ স্কট একলস্, আপনি আমাদের সঙ্গে থানায় চলুন; আমরা আপনার লিখিত জবানবন্দী নিতে চাই।'

'নিশ্চয়, আমি এখনই যাচ্ছি। কিন্তু মিঃ হোমস, আপনার সহায়তা কিন্তু আমার চাই। আমার ইচ্ছা, সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য যে কোন রকম অর্থ ব্যয় করতে বা কষ্ট স্বীকার করতে আপনি কুণ্ঠিত হবেন না।'

আমার বন্ধু গ্রাম্য গোয়েন্দার দিকে ফিরে তাকাল।

'মিঃ বেনেস, আমি যদি আপনার সঙ্গে কাজ করি আশা করি তাতে আপনার কোন আপত্তি হবে না।'

'আমি খুবই সম্মানিত বোধ করব স্যার।'

'আপনি যা করেছেন তাতে দেখা যাচ্ছে আপনি বেশ দ্রুত ও সঠিকভাবেই কাজ করেছেন। তাই জিজ্ঞাসা করতে পারি কি, ঠিক কখন লোকটির মৃত্যু হয়েছে সে সম্পর্কে কোন সূত্র পেয়েছেন কি?'

'রাত একটা থেকে তিনি সেখানে ছিলেন। সেই সময়ই বৃষ্টি হয়। নিশ্চয়ই বৃষ্টির আগেই তার মৃত্যু হয়েছিল।'

আমাদের মক্কেল চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ অসম্ভব মিঃ বেনেস। তার গলার স্বর ভুল হতে পারে না। আমি শপথ করে বলতে পারি, ঠিক সেই সময় আমার শোবার ঘরে সেই আমাকে ডেকেছিল।'

হোমস হেসে বলল, 'কথাটা উল্লেখযোগ্য, কিন্তু কোন মতেই অসম্ভব নয়।'

'আপনি কোন সূত্র পেয়েছেন?' গ্রেগসন জিজ্ঞাসা করল।

'কতকগুলি অসাধারণ ও আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য থাকলেও আপাতদৃষ্টিতে কেসটা খুব জটিল কিছু নয়। সুনির্দিষ্ট, চূড়ান্ত মতামত দেবার আগে আরও কিছু ঘটনা জানা দরকার। ভাল কথা, মিঃ বেনেস, বাড়িটা পরীক্ষা করে এই চিরকুট ছাড়া উল্লেখযোগ্য আর কিছু পেয়েছেন কি?'

গোয়েন্দাটি অদ্ভুতভাবে আমার বন্ধুর দিকে তাকাল।

বলল, 'একটা বা দুটো খুবই উল্লেখযোগ্য জিনিস পেয়েছি। আশা করি আমার থানার কাজ শেষ হয়ে গেলে দয়া করে সেখানে গিয়ে সেগুলি সম্পর্কে আপনার মতামত জানাবেন।'

ঘণ্টাটা বাড়িয়ে শার্লক হোমস বলল, 'আমি সর্বদাই আপনার সেবা করতে প্রস্তুত। মিসেস হাডসন, এই ভদ্রলোকদের বাইরের পথটা দেখিয়ে দিন, আর দয়া করে ছোকরাকে দিয়ে এই তারটা পাঠিয়ে দিন। তারের জবাবের জন্যও তাকে পাঁচ-শিলিং দিতে হবে।'

অতিথিরা চলে যাবার পরেও আমরা কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম। দুটি তীক্ষ্ণ চোখের উপর ভুরু নামিয়ে, তার নিজস্ব ভঙ্গীতে মাথাটাকে সামনে ঠেলে দিয়ে সে একটানা ধূমপান করে চলল।

হঠাৎ আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা ওয়াটসন, এ ব্যাপারে তুমি কি বুঝেছ?'

'স্কট এক্‌লুসের এই রহস্যময়তার আমি তো মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'কিন্তু অপরাধটা?'

'দেখ, তার সঙ্গীদের বেপাত্তা হয়ে যাওয়ার কথাটা ভেবেই বলতে চাই যে, যে-ভাবেই হোক তারাও এই খুনের সঙ্গে জড়িত এবং আইনের হাত থেকে বাঁচবার জন্যই পালিয়ে গেছে।'

'এদিক থেকেও ব্যাপারটাকে দেখা নিশ্চয়ই সম্ভব। তবে অবশ্যদৃষ্টে তুমিও নিশ্চয় স্বীকার করবে যে, তার দুটি চাকরই তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল এবং ঠিক যে রাতে বাড়িতে একজন অতিথি এসেছিল সেই রাতেই তাকে আক্রমণ করল, এ রকমটা ভাবা খুবই আশ্চর্য। সপ্তাহের আর যে কোন রাতেই তো লোকটি তাদের হাতের মুঠোয়ই ছিল।'

'তাহলে তারা পালিয়ে গেল কেন?'

'ঠিক কথা। কেন তারা পালিয়ে গেল? এটা একটা বড় ঘটনা। আর একটা বড় ঘটনা হল আমাদের মক্কেল স্কট এক্‌লুসের অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। দেখ ভাই ওয়াটসন, এই দুটো ঘটনাকে বোঝবার মত একটা ব্যাখ্যায় উপনীত হওয়া কি মানুষের বিচার-বুদ্ধির অতীত?' আর সে ব্যাখ্যাটি যদি অদ্ভুত ভাষাসম্বলিত সেই রহস্যময় চিরকুটেরও সমাধান করতে পারে, তাহলে তো সেটাকে একটা সাময়িক কল্পনা (hypothesis) হিসাবে অবশ্য গ্রহণ করা যেতে পারে। আবার ভবিষ্যতে আরও যে সব নতুন নতুন ঘটনা আমরা জানতে পারব সেগুলিও যদি এই কল্পনার সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়, তাহলে তো সেই কল্পনাই ধীরে ধীরে সমাধান হয়ে উঠবে।'

'কিন্তু আমাদের কল্পনাটা কি?'

অর্ধনিমিলিত চোখে হোমস চেয়ারে হেলান দিল।

'ভাই ওয়াটসন, তুমি নিশ্চয় স্বীকার করবে যে এ ক্ষেত্রে কোন রকম ঠাট্টার কথা ভাবা অসম্ভব। ঘটনার পরিণতিতেই দেখা যাচ্ছে, আগে থেকেই অনেক গুরুতর ঘটনার সূত্রপাত হয়েছে; তার সঙ্গে স্কট এক্‌লুস্‌কে ভুলিয়ে উইস্টেরিয়া লজ-এ নিয়ে আসারও একটা যোগাযোগ রয়েছে।'

'কিন্তু কি সেই সম্ভাবিত যোগাযোগ?'

সেটা একটার পর একটা ভেবে দেখা যাক। আপাতদৃষ্টে, একজন স্পেনীয় যুবক ও স্কট এক্‌লুসের আশ্চর্য ও আকস্মিক বন্ধুত্বের মধ্যেই একটা অস্বাভাবিক কিছু রয়েছে। এদের মধ্যে প্রথম জনই বন্ধুত্বটাকে ত্বরান্বিত করেছে। প্রথম সাক্ষাতের পরদিনই সে লণ্ডনের অপর প্রান্তে গিয়ে এক্‌লুসের সঙ্গে দেখা করেছে এবং তারপর থেকে তাকে এশার-এ ডেকে আনা পর্যন্ত তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে। এখন কথা হল, এক্‌লুসের কাছ থেকে সে কি চাইছিল? এক্‌লুস্‌ তাকে কি দিতে পারে? লোকটার নিজস্ব কোন আকর্ষণ আছে বলে তো আমার মনে হয় না। তার বুদ্ধিও খুব প্রখর নয়—একজন প্রত্যুৎপন্নমতিসম্পন্ন ল্যাটিন ভদ্রলোকের তাকে খুব ভাল লাগবার কথা নয়। গার্সিয়া তো আরও অনেক লোকের সঙ্গেই মিশত; তাহলে তার উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে বিশেষভাবে উপযোগী হবে মনে করে সে অন্য সকলের ভিতর থেকে তাকেই বা বেছে নিল কেন? তার কি কোন অসাধারণ গুণ আছে? আমি বলি, আছে। প্রথাগত বৃটিশ ভদ্রসমাজের সে একজন খাঁটি প্রতিভূ। সাক্ষী হিসাবে আর একজন বৃটিশ ভদ্রলোকের মনে দাগ কাটবার সেই উপযুক্ত লোক। তুমি নিজেই তো দেখলে, তার

বিবৃতিটা অসাধারণ হওয়া সত্ত্বেও দু'জন ইন্সপেক্টরের একজনও সেটাকে সন্দেহ করার কথা স্বপ্নেও ভাবল না।'

'কিন্তু সে কিসের সাক্ষী হবে?'

'অবস্থা যা দাঁড়াল তাতে কিছুরই না, কিন্তু অবস্থা যদি অন্যদিকে মোড় নিত তাহলে সব কিছুরই। আমি তো এইভাবেই ব্যাপারটাকে বুঝেছি।'

'বুঝেছি, তাকে "অ্যালিবাই" হিসাবে খাড়া করা যেতে পারত।'

'ঠিক তাই; "অ্যালিবাই" হিসাবে তাকে খাড়া করা যেত। যুক্তির খাতিরে আমরা ধরে নিচ্ছি যে, উইস্টেরিয়া লজ-এর লোকজনরাও এই ষড়যন্ত্রের অংশীদার। যে কাজের চেষ্টাই হোক না কেন, ধরো সেটা করা হবে একটার আগেই। এটা খুবই সম্ভব যে ঘড়ির কোনরকম কারসাজি করে স্কট এক্‌লস্‌কে একটু আগেভাগেই শুতে পাঠানো হল, অথচ সে সেটা বুঝতে পারল না। সে যাই হোক, গার্সিয়া যখন তাকে গিয়ে জানাল যে রাত একটা বাজে, আসলে তখন বারোটার বেশী নয়। গার্সিয়া যদি তার যা করবার ছিল সে কাজ সেরে ঐ সময়ের আগেই ফিরে আসতে পারত, তাহলে তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উঠলেই সে জোরালো প্রতিবাদ জানাতে পারত। এই অনিন্দ্যচরিত্র ইংরেজ ভদ্রলোক যে কোন আদালতে গিয়ে শপথ নিয়ে বলত যে অভিযুক্ত ব্যক্তি সারাক্ষণই তার বাড়িতেই ছিল। যে কোন শোচনীয় অবস্থার বিরুদ্ধে এটা একটা চমৎকার বীমাস্বরূপ।'

'ঠিক, ঠিক, বুঝেছি। কিন্তু অন্য সকলেই উধাও হয়ে গেল কেন?'

'সব ঘটনা আমি এখনও জানি না, তবে সে ব্যাপারেও কোন দুস্তর অসুবিধা আছে বলে মনে করি না। তথাপি, মাল-মশলা হাতে পাবার আগেই কোন অনুমান করা ভুল। তাতে থিয়োরির সঙ্গে খাপ খাওয়াবার জন্য ঘটনাকে অর্থহীন-ভাবে মোচড় দেওয়া হয়ে থাকে।'

'আর ঐ চিঠিটা?'

'তাতে কি আছে? "আমাদের রং, সবুজ ও সাদা।" ঘোড়দৌড়ের মত শোনাচ্ছে। "সবুজ খোলা, সাদা বন্ধ করা।" স্পষ্টতই এটা সংকেত। "প্রধান সিঁড়ি, প্রথম করিডর, ডাইনে সপ্তম, রেশমি কাপড়।" এটা তো নির্দেশ। সব কিছুর গভীরে একজন ঈর্ষাকাতর স্বামীর দেখা পাওয়া যেতে পারে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, অভিযানটা খুবই সাংঘাতিক। তা না হলে স্ত্রীলোকটি কখনও "যাত্রা শুভ" বলত না। 'ডি'—ওটা নিশ্চয় একটা নির্দেশক।

'লোকটা তো স্পেনীয়। আমি বলি "ডি"র অর্থ ডলোরেস, স্পেনে এটা খুবই প্রচলিত মেয়েদের নাম।'

'ভাল, ওয়াটসন, খুব ভাল,—কিন্তু ঠিক গ্রহণীয় নয়। একজন স্পেনীয় অপর একজন স্পেনীয়কে তো স্পেনীয় ভাষায়ই লিখবে। এই চিরকুটের লেখক নির্ঘাৎ ইংরেজ। দেখ হে, এই চমৎকার ইন্সপেক্টরটি ফিরে না আসা পর্যন্ত আমাদের ধৈর্য ধরেই অপেক্ষা করতে হবে। ততক্ষণ আমরা শুধু আমাদের ভাগ্যকে এই জন্য ধন্যবাদ জানাতে পারি যে, অলসতার দুঃসহ ক্লান্তির হাত থেকে কয়েক ঘণ্টার জন্য সে আমাদের মুক্তি দিয়েছে।

সারের পুলিশ-অফিসারটি ফিরবার আগেই হোমসের টেলিগ্রামের জবাব এল। সেটা পড়ে নোট-বইয়ের মধ্যে রাখতে যাবে এমন সময় আমার উৎসুক মুখটা নজরে পড়ায় সে হেসে তারটা আমার দিকে এগিয়ে দিল।

বলল, 'আমরা খুব উঁচু মহলে ঘোরাফেরা করছি।'

টেলিগ্রামে কতকগুলি নাম ও ঠিকানা লেখা: লর্ড হ্যারিংবি, দি ডিঙ্গল্‌, স্যার জর্জ ফোলিয়ট, অক্সশট টাওয়ার্স; মিঃ হাইন্‌স্‌, জে. পি., পার্ডে প্লেস; মিঃ জেমস বেকার উইলিয়াম্‌স্‌, ফর্টন ওল্ড হল; মিঃ হেণ্ডারসন, হাই গ্যাব্‌ল্‌; রেভ. যোশুয়া স্টোন, নেদার ওয়াল্‌স্‌লিং।'

হোমস বলল, 'স্পষ্টতই এটা আমাদের কর্মক্ষেত্রকে সীমিত করার একটা উপায়। বেনেস যেরকম শৃংখলার সঙ্গে কাজ করে তাতে আমার মনে হয় এ ধরনের পথ সেও অবলম্বন করেছে।'

'ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

'দেখ ভাই, আমরা ইতিমধ্যেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, খাবার সময় গার্সিয়া যে চিঠিখানা পায় সেটা হয় একটা সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা, নয় তো একটা নির্দেশ। চিঠির এই ব্যাখ্যাটা যদি ঠিক হয় এবং সাক্ষাৎকারের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে যেতে হলে যদি একটা প্রধান সিঁড়ি দিয়ে উঠে করিডর ধরে সপ্তম দরজাটা খুঁজতে হয়, তাহলে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে বাড়িটা বেশ বড়। আর একটা বিষয়ও সমান নিশ্চিত যে, ঐ বাড়িটা অক্সশট থেকে দু'এক মাইলের বেশী দূরে হতে পারে না, কারণ গার্সিয়া হেঁটেই সেখানে যাচ্ছিল এবং আশা করছিল, অন্তত আমি সেই রকমই বুঝেছি, যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই সে উইস্টেরিয়া লজে ফিরে আসতে পারবে, যাতে সে একটা "অ্যালিবাই"-এর আশ্রয় নিতে পারে, আর সেই "অ্যালিবাই" শুধু রাত একটা পর্যন্তই কার্যকর হতে পারে। যেহেতু অক্সশট-এর আশেপাশের বড় বাড়ির সংখ্যা খুব বেশী হতে পারে না, সেজন্য স্কট এক্‌লস্‌এর উল্লেখিত দালালের কাছে তার ক্লুরে সেই সব বাড়ির একটা তালিকা আনিয়েছি। এই টেলিগ্রামেই তালিকাটি আছে। আমাদের এই গিঁট-লাগানো সুতোর অপর দিকটা নিশ্চয় ওর মধ্যেই কোথাও আছে।'

ছ'টা নাগাদ সুন্দর সারে অঞ্চলের এশার গ্রামে আমরা উপস্থিত হলাম। সঙ্গে ইন্সপেক্টর বেনেস।

হোমস ও আমি রাতের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সঙ্গেই নিয়েছিলাম এবং "বুল"-এ আরামদায়ক থাকবার ব্যবস্থাও পেয়ে গেলাম। অবশেষে গোয়েন্দাটিকে সঙ্গে নিয়ে উইস্টেরিয়া লজ পরিদর্শনে যাত্রা করলাম। মার্চ মাসের ঠাণ্ডা, অন্ধকার রাত; তীব্র বাতাস ও বৃষ্টির ছাঁট আমাদের চোখে-মুখে লাগছে। যে অরণ্যভূমির ভিতর দিয়ে আমাদের পথটা চলে গেছে, আর সে পথ যে শোকাবহ পরিণতির দিকে আমাদের নিয়ে চলেছে, তার উপযুক্ত পরিবেশই বটে।

২—সান পেড্রো-র বাঘ

সেই ঠাণ্ডায় বিষণ্ণ মনে মাইল দুই হাঁটবার পরে একটা উঁচু কাঠের দরজার সামনে আমরা উপস্থিত হলাম। দরজার পরেই বাদাম গাছের ছায়ায় ঢাকা একটা পথ। সেই ছায়াচ্ছন্ন ঘোরানো পথ ধরে এগিয়ে একটা নীচু অন্ধকার বাড়িতে হাজির হলাম। স্লেট-রঙের আকাশের পশ্চাৎপটের উপর বাড়িটাকে নিকষ-কালো দেখাচ্ছে। দরজার বাঁ দিকের সামনের জানালা দিয়ে একটা ম্লান আলোর রেখা উঁকি দিচ্ছে।

বেনেস বলল, 'একজন কনস্টেবল পাহারায় আছে; আমি জানালায় টোকা দিচ্ছি।' ঘাসে-ঢাকা জমিটা পার হয়ে সে হাত বাড়িয়ে জানালার শার্সিতে টোকা মারল। আবছা কাঁচের ভিতর দিয়ে আমি অস্পষ্টভাবে দেখতে পেলাম, অগ্নিকুণ্ডের পাশের চেয়ার থেকে একটা লোক লাফিয়ে উঠল; সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভিতর থেকে একটা তীব্র চীৎকার শোনা গেল। একমুহূর্ত পরেই একজন পুলিশ দরজাটা খুলে দিল। তার মুখ সাদা হয়ে গেছে, জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে, কাঁপা হাতের মোমবাতিটাও কাঁপছে।

বেনেস তীক্ষ্ণস্বরে জিজ্ঞাসা করল, 'ব্যাপার কি ওয়াল্টার্স?'

লোকটি রুমালে কপাল মুছে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

'আপনি আসায় খুব খুশি হয়েছি স্যার। রাত অনেক হয়েছে, আর আমার স্নায়ুগুলো আজ অন্য দিনের মত ভাল নেই।'

'ওয়াল্টার্স, তোমার স্নায়ু? তোমার শরীরে স্নায়ু আছে বলে তো জানতাম না।'

'স্যার, এই নির্জন, নিস্তব্ধ বাড়ি আর রান্নাঘরের এই অদ্ভুত বস্তু। এমন সময় আপনি দরজায় টোকা দিলেন, আর আমি ভাবলাম বুঝি সেটাই আবার এল।'

'কোন্ সেটা আবার এল?'

'শয়তান স্যার; আমার তো তাই মনে হয়। ঐ জানালায় এসেছিল!'

'জানালায় কি এসেছিল? কখন এসেছিল?'

'ঠিক প্রায় দু'ঘণ্টা আগে। তখন সবে আলো পড়ে আসছে। চেয়ারে বসে আমি পড়ছিলাম। জানি না কেন চোখ তুলেছিলাম. কিন্তু নীচের শার্সি দিয়ে একটা মুখ আমার দিকে তাকিয়েছিল। হে ভগবান, সে যে কী মুখ! স্বপ্নেও সে মুখ আমাকে তাড়া করবে।'

'ধ্যুৎ, ধ্যুৎ, ওয়াল্টার্স! এ তো পুলিশ-কনস্টেবলের মত কথা নয়!'

'আমি জানি স্যার, আমি জানি; কিন্তু সে মুখ দেখে আমার বুক কেঁপে উঠেছিল, সে কথা অস্বীকার করে তো লাভ নেই। সেটা কালো নয়, সাদা নয়, আমার জানা কোন রংই নয়, কাদার সঙ্গে দুধ মেশালে যেমন অদ্ভুত একটা রং হয় অনেকটা সেই রকম। তারপরে তার আকার—তা আপনার দ্বিগুণ হবে স্যার। আর দেখতে—দুটো ঘুরন্ত তীক্ষ্ণ চোখ আর ক্ষুধার্ত পশুর মত একসার সাদা দাঁত। আপনাকে বলছি স্যার, যতক্ষণ সেটা লাফ দিয়ে চলে না গেল ততক্ষণ আমি এক আঙুলও নড়তে পারি নি, নিঃশ্বাস পর্যন্ত নিতে পারি নি। বাইরে বেরিয়ে ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর দিয়ে ছুটে গেলাম, কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সেখানে কেউ ছিল না।'

'দেখ ওয়াল্টার্স, আমি যদি না জানতাম যে তুমি একটি ভাল লোক, তাহলে এই জন্যই তোমার নামের পাশে একটা কালো টিক বসিয়ে দিতাম। সেটা যদি স্বয়ং শয়তানও হয়ে থাকে, তাহলেও একজন কর্তব্যরত কনস্টেবল কখনও তাকে ধরতে না পারার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেবে না। সমস্ত ব্যাপারটাই একটা খোয়াব আর বিকৃত স্নায়ুর ফল নয় তো?'

ছোট পকেট-লণ্ঠনটা জ্বালিয়ে হোমস বলল, 'সেটা তো সহজেই মীমাংসা করা যেতে পারে।' ঘাসে-ঢাকা জমিটাকে একটু পরীক্ষা করেই সে বলে উঠল, 'ঠিক, বলতেই হবে বারো নম্বর জুতো। পায়ের মাপে যদি সারা শরীরটা হয়ে থাকে তাহলে তো সে নির্ঘাত একটা দৈত্য।'

'তারপর তার কি হল?'

'মনে হয় ঝোপ-জঙ্গল ভেঙ্গে রাস্তায় চলে গেছে।'

গম্ভীর চিন্তান্বিত মুখে ইন্সপেক্টর বলল 'দেখুন, সে যেই হোক, আর যে মতলবেই আসুক, আপাতত সে চলে গেছে: আর আমাদের হাতেও অনেক কাজ রয়েছে। মিঃ হোমস, যদি অনুমতি করেন তো সমস্ত বাড়িটা আপনাকে দেখাই।'

খুব সতর্কতার সঙ্গে তল্লাসী চালিয়েও বিভিন্ন শোবার ঘরে ও বসবার ঘরে কিছুই পাওয়া গেল না। বোঝা গেল, ভাড়াটেরা প্রায় কিছুই সঙ্গে নিয়ে আসে নি, ছোট বড় সব

রকম আসবাবপত্রই বাড়ির সঙ্গেই ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। হাই হোলবর্ণ-এর মার্কস্ অ্যাণ্ড কোং-এর ছাপ মারা অনেক কাপড়-চোপড় তারা ফেলে গেছে। টেলিগ্রামে অনুসন্ধান করে জানা গেছে, তার খদ্দেরের লেনদেন খুব ভাল এটুকু ছাড়া তার সম্পর্কে মার্কস আর কিছুই জানে না। টুকিটাকি জিনিস, কয়েকটা পাইপ, খান কয়েক উপন্যাস, তার মধ্যে দু'খানা ফরাসী ভাষায় লেখা, একটা সেকেলে পিনফায়ার রিভলবার ও একটা গীটার—ব্যক্তিগত সম্পত্তির মধ্যে শুধু এইগুলি।

মোমবাতি হাতে এঘর থেকে ওঘরে অনেকক্ষণ ঘুরে বেনেস বলল, 'এখানে কিছুই নেই। মিঃ হোমস, এবার রান্নাঘরের দিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।'

বাড়ির পিছন দিকে একটা অন্ধকার উঁচু-সিলিং-এর ঘর। এককোণে কিছু খড় বিছানো; মনে হয় ওটাই রাঁধুনির বিছানা। টেবিলের উপর অর্ধ-ভুক্ত খাবার ভর্তি ডিস ও নোংরা প্লেট স্তূপ করা, গত রাতের খাবারের আবর্জনা।

'এটা দেখুন তো', বেনেস বলল। 'এটাকে কি বলে মনে হয় আপনার?'

তাকের পিছনে দাঁড় করানো একটা অদ্ভুত বস্তুর দিকে সে মোমবাতিটা তুলে ধরল। সেটা এতই কুঁচকে, কুঁকড়ে ও শুকিয়ে গেছে যে সেটা যে কি তা বলা শক্ত। শুধু এইটুকুই বলা যায় যে বস্তুটা কালো ও চামড়ার তৈরী, এবং একটি বামনাকৃতি মনুষ্যমূর্তির কিছুটা আদল তাতে আছে। প্রথম দেখে আমার মনে হল, এটা একটা নিগ্রো শিশুর মমি, তারপরই মনে হল একটা পাকানো প্রাচীন বাঁদর। শেষ পর্যন্ত আমার মনে সন্দেহ রয়েই গেল, এটা জন্তু না মানুষ। তার মাঝ বরাবর সাদা ঝিনুকের একটা ডবল পট্টি জড়ানো।

উঁকি মেরে অশুভ মৃতদেহটা দেখে হোমস বলল, 'খুব ইণ্টারেস্টিং, খুব ইণ্টারেস্টিং সত্যি, আর কিছু আছে?'

নীরবে নর্দমার কাছে গিয়ে বেনেস মোমবাতিটা এগিয়ে ধরল। একটা বড় সাদা পাখিকে পালক সমেত নৃশংসভাবে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও ধরটাকে নর্দমার উপর ছড়িয়ে ফেলা হয়েছে। হোমস কাটা মাথাটার ঝুঁটিগুলো দেখিয়ে বলল, 'একটা সাদা মোরগ। খুব ইণ্টারেস্টিং। সত্যি এটা একটা অদ্ভুত কেস।'

সব চাইতে অশুভ জিনিসটাই মিঃ বেনেস সকলের শেষে দেখাবার জন্য রেখে দিয়েছিল। সে নর্দমার নীচ থেকে একটা দস্তার বালতি টেনে তুলল। তার মধ্যে অনেকখানি রক্ত। তারপর টেবিল থেকে একটা বারকোশ তুলে আনল; তার উপর পোড়া হাড়ের টুকরো স্তূপ করা।

'কিছু একটাকে হত্যা করা হয়েছে, আর অন্য কিছুকে আগুনে পোড়ানো হয়েছে। সকালে একজন ডাক্তারকে ডেকে এনেছিলাম। তিনি বলেছেন, এগুলো মানুষ নয়।'

হোমস হেসে হাত ঘসতে লাগল।

'এই রকম একটা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও শিক্ষণীয় কেস পরিচালনার জন্য আপনাকে অভিনন্দন জানাই ইন্সপেক্টর। যদি অপরাধ না নেন তো বলি, আপনি যা সুযোগ পেয়েছেন তার তুলনায় আপনার ক্ষমতা অনেক বেশী।'

ইন্সপেক্টর বেনেসের ক্ষুদে চোখ দুটি খুশিতে ঝিকমিক করে উঠল।

'আপনি ঠিকই বলেছেন মিঃ হোমস। এই সব গ্রামাঞ্চলে থেকে আমরা গেঁজিয়ে যাই। এই ধরনের কেস আমাদের সামনে একটা সুযোগ এনে দেয়। আশা করছি, সে সুযোগ আমি নিতে পারব। এই হাড়গুলো সম্পর্কে আপনি কি মনে করেন?'

'আমি বলতে চাই, মেষশাবক বা ছাগলছানা।'

'আর সাদা মোরগটা?'

'বিস্ময়কর মিঃ বেনেস, খুবই বিস্ময়কর! বলা উচিত প্রায় অদ্বিতীয়।'

'হ্যাঁ স্যার, অদ্ভুতে আচার-আচরণের কিন্তু অত্যন্ত অদ্ভুত লোক নিশ্চয় এ বাড়িতে ছিল। তাদের মধ্যে একজন মৃত। সঙ্গীরাই কি খোঁজ করতে করতে এনে তাকে খুন করেছে? তা যদি করে থাকে তাহলে তাদের আমরা হাতে পাবই, কারণ প্রতিটি বন্দরের উপর কড়া নজর রাখা হয়েছে। কিন্তু আমার নিজের ধারণা অন্য রকম। হ্যাঁ স্যার, আমার নিজের ধারণা সম্পূর্ণ আলাদা।'

'তাহলে আপনার একটা থিয়োরি আছে?'

'আর সেটা আমিই প্রমাণ করব মিঃ হোমস। আমার নিজের স্বার্থেই তা করা দরকার। আপনার তো নাম হয়ে গেছে, কিন্তু আমাকে নাম করতে হবে। পরে যেন খুশি মনে একথা বলতে পারি যে, আপনার সাহায্য ছাড়াই আমি এ সমস্যাটার সমাধান করেছিলাম।'

হোমস প্রসন্ন কণ্ঠে হেসে উঠল।

বলল, 'খুব ভাল কথা ইন্সপেক্টর। আপনি আপনার পথে চলুন, আমি আমার পথে চলি। যদি কখনও প্রয়োজন মনে করেন, আমি যা জানতে পারব সে সব দিয়েই আপনাকে সাহায্য করতে আমি সব সময়ই প্রস্তুত থাকব। মনে হচ্ছে, এ বাড়িতে যা কিছু দেখার সবই দেখেছি, এবার বাকি সময়টা অন্য জায়গায় ব্যয় করলে বেশী লাভ হবে। কাজেই অরিভোয়া (বিদায়) ও শুভেচ্ছা।

আমি ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারে না এরকম অসংখ্য সূক্ষ্ম ইঙ্গিত থেকে আমি বলতে পারি, খুব কড়া গন্ধ হোমসের নাকে এসেছে। হঠাৎ যে তাকে দেখবে তার চোখে না

পড়লেও তার উজ্জ্বল চোখে ও চকিত চলনে এমন একটা চাপা আগ্রহ ও চঞ্চলতা ফুটে উঠেছিল যাতে আমি নিশ্চিত বুঝতে পারলাম যে, খেলা শুরু হয়ে গেছে। তার অভ্যাসমত আমিও কোন প্রশ্ন করলাম না। অকারণে নাক গলিয়ে তার কর্মব্যস্ত মস্তিষ্ককে বিক্ষিপ্ত না করে তার খেলায় অংশ গ্রহণ করা এবং শিকারের কাজে সাধ্যমত একটু সাহায্য করাই আমার পক্ষে যথেষ্ট বলে মনে করি। যথাসময়ে তো সবই জানতে পারব।

কাজেই আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম, কিন্তু ক্রমবর্ধমান হতাশার সঙ্গে বুঝতে পারলাম যে বৃথাই অপেক্ষা করে থাকা। দিনের পর দিন চলে গেল। কিন্তু বন্ধুবর এক পাও এগোল না। একদিন সকালটা সে শহরে কাটাল; কথাপ্রসঙ্গে জানলাম যে সে বৃটিশ মিউজিয়ামে গিয়েছিল। এই একদিন মাত্র বাইরে যাওয়া ছাড়া তার দিনগুলি কাটতে লাগল কখনও দীর্ঘ নির্জন ভ্রমণে, আর কখনও বা সদ্য পরিচিত গ্রাম্য লোকজনদের সঙ্গে গল্প-গুজবে।

একদিন হোমস বলল, 'ওয়াটসন, আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, গ্রামাঞ্চলে এইভাবে একটি সপ্তাহ কাটালে তোমার খুবই উপকার হবে। ঝোপে-ঝাড়ে নতুন নতুন সবুজ পাতা গজিয়েছে, বাদাম গাছে আবার ফুলের ছড়ি মাথা তুলেছে,—সে সব দেখতে কী যে ভাল লাগে। একটা খন্তা, একটা টিনের বাক্স, আর উদ্ভিদ বিদ্যার প্রাথমিক শিক্ষার একখানা বই—ব্যাস, কয়েক দিনেই অনেক শেখাও যাবে।' এই সব সাজসরঞ্জাম নিয়ে সে নিজেই ঘুরে বেড়াতে লাগল, আর সন্ধ্যাবেলা যে সব গাছপালা এনে হাজির করত সেটা মোটেই আকর্ষণীয় নয়।

এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে মাঝে মাঝে ইন্সপেক্টর বেনেসের সঙ্গেও দেখা হত। আমার সঙ্গীকে অভ্যর্থনা জানাতে গিয়ে তার ফোলা লাল মুখটা হাসিতে কুঁচকে যেত, ছোট চোখ দুটো চকচক করত। কেস সম্পর্কে কিছুই বলত না, তবু বুঝতে পারতাম যে কাজকর্মের ধারায় সে অখুশি নয়। অবশ্য আমি স্বীকার করছি, হত্যাকাণ্ডের পাঁচদিন পরে সকাল বেলাকার খবরের কাগজখানা খুলে আমি বেশ একটু বিস্মিত হয়েছিলাম। কাগজে বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিল ঃ

অঙ্গশট রহস্য
একটি সমাধান
আততায়ী গ্রেপ্তার

আমি খবরের শিরোনাম ক'টি পড়তেই হোমস তার চেয়ারে এমনভাবে নড়ে উঠল যেন কিছুতে হুল ফুটিয়েছে।

সে চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'ঈশ্বরের দোহাই! তুমি কি বলতে চাও, বেনেস তাকে পাকড়াও করেছে।'

'তাই তো মনে হচ্ছে', বলে আমি নিম্নলিখিত প্রতিবেদনটি পড়তে লাগলাম ঃ

'গত রাতে যখন জানা গেল যে অঙ্গশট হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তখন এশার এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। স্মরণ থাকতে পারে যে, উইস্টেরিয়া লজ-এর মিঃ গার্সিয়াকে অঙ্গশট কমন-এ মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল: তার শরীরে প্রচণ্ড আঘাতের চিহ্ন ছিল এবং সেই একই রাতে তার চাকর ও রাঁধুনি পালিয়ে যাওয়ায় তারাও এর সঙ্গে জড়িত ছিল বলে সন্দেহ করা হয়েছিল। কোন রকম প্রমাণ ছাড়াই বলা হয়েছিল যে মৃত ভদ্রলোকের বাড়িতে প্রচুর ধনসম্পদ ছিল এবং সেগুলো হস্তগত করাই অপরাধের মূল কারণ। এই মামলার ভারপ্রাপ্ত ইন্সপেক্টর বেনেস পলাতকদের গুপ্ত আস্তানা খুঁজে বের করতে সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন; তার পক্ষে এ কথা বিশ্বাস করবার যথেষ্ট কারণ ছিল যে তারা বেশীদূর যেতে পারে নি; আগের থেকেই ব্যবস্থা করা কোন গুপ্তস্থানে লুকিয়ে আছে। অবশ্য প্রথম থেকেই নিশ্চিত জানা ছিল যে তারা ধরা পড়বেই, কারণ যে দু'একজন ফেরিওয়ালা জানালা দিয়ে তাকে দেখেছে তাদের সাক্ষ্য থেকে জানা গিয়েছে যে রাঁধুনিটির চেহারা দেখবার মত—একটি দীর্ঘদেহ ভীষণদর্শন সংকর কাফ্রি, হলুদেটে চোখে-মুখে কাফ্রিজাতীয়দের ছাপ সুস্পষ্ট। হত্যাকাণ্ডের পরও লোকটাকে দেখা গেছে, কারণ সেদিন রাতেই সে আবার যখন উইস্টেরিয়া লজ-এ এসেছিল তখন কনস্টেবল ওয়াল্টার্স তাকে দেখতে পেয়ে তাড়াও করেছিল। তার এই আগমনের নিশ্চয় কোন উদ্দেশ্য ছিল, সুতরাং সে আবারও সেখানে আসতে পারে, এই কথা চিন্তা করে ইন্সপেক্টর বেনেস বাড়িটা ছেড়ে চলে এসে ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে একদল লোককে লুকিয়ে রাখে। লোকটা সে ফাঁদে পা দেয় এবং গত রাতে বেশ কিছুটা সংঘর্ষের পর গ্রেপ্তার হয়। সংঘর্ষের সময় অসভ্য লোকটা কনস্টেবল ডাউনিংকে ভীষণভাবে কামড় দেয়। আমরা জানতে পেরেছি, কয়েদীকে যখন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হবে তখন পুলিশের পক্ষ থেকে তাকে হাজতে রাখবার জন্য আবেদন করা হবে, এবং তার গ্রেপ্তার হওয়ার ফলে অনেক তথ্যই প্রকাশ পাবে।

টুপিটা হাতে নিয়ে হোমস বলল, 'সত্যি, আমাদের এখনই বেনেসের সঙ্গে দেখা করতেই হবে। সে রওনা হবার আগেই তাকে ধরতে হবে।'

গ্রামের পথ ধরে আমরা দ্রুত হাঁটতে লাগলাম এবং যেমনটি আশা করেছিলাম, সেখানে পৌঁছে দেখলাম ইন্সপেক্টর সবে বাসা থেকে বেরুতে যাচ্ছে।

একখানি কাগজ আমাদের দিকে এগিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করল, 'কাগজটা নিশ্চয় দেখেছেন মিঃ হোমস?'

'হ্যাঁ দেখেছি বেনেস। বন্ধু হিসাবে আপনাকে যদি

একটু সতর্ক করে দেই, আশা করি সেটাকে অন্যায় হস্তক্ষেপ বলে মনে করবেন না।'

'কিসের জন্য সতর্ক মিঃ হোমস?'

'বিশেষ যত্ন সহকারেই আমি কেসটা নিয়ে ভেবেছি। আপনি যে ঠিক পথেই এগোচ্ছেন তা আমি মনে করি না। তাই খুব নিশ্চিত না হয়ে আপনি আরও এগিয়ে যান এটা আমি চাই না।'

'আপনি খুব সদয় মিঃ হোমস।'

'আপনার ভালর জন্যই একথা বলছি।'

মনে হল যেন মুহূর্তের জন্য মিঃ বেনেসের একটি ক্ষুদে চোখ সামান্য একটু কুঞ্চিত হল।

'মিঃ হোমস, যার যার পথে কাজ করব বলে আমরা একমত হয়েছিলাম। আমি কিন্তু তাই করে চলেছি।'

'ওঃ, ঠিক আছে', হোমস বলল। 'পরে আমাকে দোষ দেবেন না।'

'না, স্যার, আমি বিশ্বাস করি আপনি আমার ভালই চান। কিন্তু মিঃ হোমস, আমাদের প্রত্যেকেরই নিজ নিজ পদ্ধতি আছে, আপনার আছে, হয় তো আমারও আছে।'

'এ বিষয়ে আর কোন কথাই নয়।'

'আমি যে সব খবর পাব সেগুলি আপনি সব সময়ই জানতে পারবেন। এই লোকটা পুরো অসভ্য, ঘোড়ার মত শক্তিশালী, শয়তানের মত হিংস্র। তাকে পর্যুদস্ত করার আগেই সে ডাউনিং-এর বুড়ো আঙুলটা চিবিয়ে প্রায় শেষ করে ফেলেছে। সে একটা ইংরেজী কথাও বলে না, কাজেই দাঁত খিচুনি ছাড়া তার কাছ থেকে আর কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না।'

'সেই যে তার প্রয়াত মনিবকে খুন করেছে এমন কোন প্রমাণ কি পেয়েছেন?'

'সে কথা তো আমি বলি নি মিঃ হোমস; সে কথা তো আমি বলি নি। আমাদের প্রত্যেকেরই যার যার নিজস্ব পথ আছে। আপনি আপনার পথে চলুন, আমি আমার পথে চলব। এই কথাই তো হয়েছে।'

আমরা দু'জন চলে এলাম। হোমস কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'লোকটিকে ঠিক বুঝতে পারছি না। এত জোরে ছুটছে যে পড়ে না যায়। দেখা যাক, সেই তো বলেছে, আমরা যার যার পথে কাজ করব। দেখা যাক তাতেই বা কি হয়। কিন্তু ইন্সপেক্টর বেনেসের মধ্যে এমন কিছু আছে যা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

"বুল"-এ আমাদের ঘরে ফিরে শার্লক হোমস বলল, 'ঐ চেয়ারটায় বস ওয়াটসন। সমস্ত ব্যাপারটা তোমাকে জানাতে চাই, কারণ আজ রাতে তোমার সাহায্যের দরকার হতে পারে। আমি যে ভাবে বুঝেছি সেই ভাবেই এই কেসের গতি-প্রকৃতি তোমাকে বুঝিয়ে বলছি। মূল বিষয়ে যদিও কেসটা বেশ সরল, কিন্তু কাউকে গ্রেপ্তার করার পথে বিস্ময়কর সব বাধা রয়েছে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে এত সব ফাঁক রয়েছে যেগুলো এখনও ভরতি করা হয় নি।

'মৃত্যুর দিন রাতে গাঁসিয়ার হাতে যে চিরকুটটা দেওয়া হয়েছিল সেটা থেকেই শুরু করি। গাঁসিয়ার চাকররা এ ব্যাপারে জড়িত বলে বেনেসের যে ধারণা হয়েছে সেটাকে বাতিল করা যেতে পারে। স্কট একলস্‌কে বাড়িতে হাজির রেখে একটা "অ্যালিবাই" সৃষ্টির ব্যবস্থা তো সে নিজেই করেছিল, চাকররা নয়। তাহলেই বোঝা যাচ্ছে সে রাতে গাঁসিয়ার মনেই কোন মতলব ছিল, স্পষ্টতই সেটা কোন খারাপ মতলব, আর সেই মতলব হাসিল করতে গিয়েই সে মারা পড়ে। আমি এটাকে খারাপ মতলব বলছি এই জন্য যে, খারাপ মতলব থাকলেই লোকে "অ্যালিবাই" তৈরী করতে চায়। এখন প্রশ্ন হল, তার প্রাণনাশ করা কার পক্ষে সম্ভব? নিশ্চয়ই সেই ব্যক্তি যার বিরুদ্ধে খারাপ মতলবটা আঁটা হয়েছিল। মনে হচ্ছে, এ পর্যন্ত আমরা ঠিক পথেই চলেছি।

'এবার খুঁজে বের করতে হবে গাঁসিয়ার চাকর-বাকরদের অদৃশ্য হবার কারণ কি। একই অজ্ঞাত অপরাধের ভাগীদার তারা সকলেই। সে অপরাধ ঠিক ঠিক ঘটাতে পারলে তারপরেই গাঁসিয়া ফিরে আসবে, কোন রকম সন্দেহ দেখা দিলেও ইংরেজ ভদ্রলোকের সাক্ষের জোরে তা ভেসে যাবে, সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু প্রচেষ্টাটা খুবই সাংঘাতিক; তাই ঠিক ছিল যে, একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গাঁসিয়া যদি ফিরে না আসে তাহলে সে নিজেই বলি হয়ে গেছে সেটা ধরে নিয়ে তার অধীনস্থ লোক দুটি পূর্ব-ব্যবস্থা মত কোন একটা জায়গায় চলে যাবে; তাতে তারা ধরা-ছোঁয়ার হাত থেকেও রেহাই পাবে, আবার পরে কোন সময় মতলবটা হাসিল করবার চেষ্টাও করতে পারবে। এতে সব ঘটনারই ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে, তাই নয় কি?'

সমস্ত দুর্বোধ্য জটটাই যেন আমার সামনে খুলে গেল। অন্য অনেক বারের মত এবারেও আমি ভেবে বিস্মিত হলাম যে, আগে কেন এটা আমার চোখে পড়ে নি।

'কিন্তু একটি চাকর ফিরে গেল কেন?'

'আমরা কল্পনা করতে পারি, পালাবার সময় তাড়াহুড়োতে এমন কোন মূল্যবান বস্তু হয় তো সে ফেলে গিয়েছিল যা সে কোনমতেই হাতছাড়া করতে চায় না। তার ফিরে যাওয়ার কারণটা এতেই বোঝা যাচ্ছে না কি?'

'বেশ; তারপর?'

'তারপর খাবার সময় গাঁসিয়া যে চিরকুটটা পেয়েছিল। এ থেকে বোঝা যায় এ কাজে বাইরেরও একজন অংশীদার ছিল। প্রশ্ন হচ্ছে, সেই বাইরেটা কোথায়? আগেই বলেছি, সেটা

নিশ্চয় কোন বড় বাড়িতে হবে, আর বড় বাড়ির সংখ্যাও সীমিত। এ গ্রামে আসার পর প্রথম কয়েকটা দিন আমি অনেক হাঁটা-চলা করেছি ; সেই সময় উদ্ভিদবিদ্যা চর্চার ফাঁকে-ফাঁকে সবগুলি বড় বাড়িই ঘুরে দেখেছি এবং তার বাসিন্দাদের পারিবারিক ইতিহাস সংগ্রহ করেছি। তাদের মধ্যে একটি বাড়ি, মাত্র একটি বাড়িই আমার দৃষ্টিকে বার বার আকর্ষণ করেছে। সেটা হচ্ছে হাই গেব্‌ল্‌-এর বিখ্যাত প্রাচীন জ্যাকবীয় খামার-বাড়ি। বাড়িটা অক্সশটের দিকে মাইলটাক দূরে এবং ঘটনাস্থল থেকে আধ মাইলেরও কম দূরে অবস্থিত। অন্য সব বড় বাড়ির মালিকরাই গদ্যময়, রোমান্সবিবর্জিত সশ্রদ্ধ জীবন যাপন করে। কিন্তু হাই গেব্‌ল্‌-এর মিঃ হেণ্ডারসন সব দিক থেকেই একজন বিচিত্র মানুষ ; একটি বিচিত্র অভিযান তার পক্ষেই স্বাভাবিক। তাই তার উপরে ও তার গৃহস্থালির উপরেই আমি নজর রাখলাম।

'কি জান ওয়াটসন, সে এক অদ্ভুত লোকের মেলা—কর্তা স্বয়ং, সব চাইতে অদ্ভুত। একটা ছুতো করে তার সঙ্গে দেখা করেছিলাম, কিন্তু তার কালো, গর্তে বসা, উৎকণ্ঠ-দৃষ্টি দেখেই বুঝতে পারলাম, আমার আসল উদ্দেশ্যটা সে ধরে ফেলেছে। তার বয়স পঞ্চাশ, মজবুত গড়ণ, কর্মক্ষম, লোহ-ধূসর চুল, কালো পুরু ভুরু, হরিণের মত পদক্ষেপ, কিন্তু সম্রাটের মত আচরণ,—হিংস্র, প্রভুত্বব্যঞ্জক, আর কাগজের মত সাদা মুখের অন্তরালে একটি জ্বলন্ত অগ্নিময় মন। হয় সে কোন বিদেশী, নয় তো দীর্ঘকাল কোন উষ্ণমণ্ডলীয় দেশে বাস করেছে, কারণ তার মুখটা হলদে ও নীরস, চাবুকের মত কঠিন। তার বন্ধু ও সেক্রেটারি মিঃ লুকাস নিঃসন্দেহে একজন বিদেশী ; গায়ের রং চকোলেট-বাদামী, ধৃত কিন্তু মার্জিত, কথাবার্তা মার্জারসুলভ, তাতে বিষমিশ্রিত ভদ্রতার স্পর্শ। ভেবে দেখ ওয়াটসন, এর মধ্যেই আমরা দুই দল বিদেশীর সাক্ষাৎ পেয়ে গেছি—একদল উইস্টেরিয়া লজ-এ, আর অপর দল হাই গেব্‌ল্‌-এ—কাজেই আমাদের ফাঁকটা ক্রমেই ভরে আসছে।

'এই দুটি বিশ্বস্ত বন্ধুই বাড়ির কেন্দ্রবিন্দু ; কিন্তু বাড়িতে আরও এক ব্যক্তি থাকে, আমাদের বর্তমান উদ্দেশ্যের দিক থেকে যার গুরুত্ব আরও বেশী। হেণ্ডারসনের দুটি মেয়ে আছে—তাদের বয়স এগারো ও তেরো বছর। তাদের শিক্ষয়িত্রী মিস বার্ণেট একটি ইংরেজ মহিলা, চল্লিশ বা তার কাছাকাছি। একটি বিশ্বস্ত চাকরও আছে। এই ছোট দলটিকে নিয়েই আসল পরিবার, কারণ একসঙ্গেই তারা ঘুরে বেড়ায়, আর হেণ্ডারসন একজন বড় দরের পর্যটক, সব সময়ই চরকির মত ঘোরে। এক বছর অনুপস্থিত থাকার পরে সপ্তাহখানেক হল সে হাই গেব্‌ল্‌-এ ফিরে এসেছে। আরও বলি, লোকটি প্রচুর অর্থের অধিকারী ; যখন যা খেয়াল হয় তাই সে চরিতার্থ করতে পারে। এ ছাড়াও আছে বাড়িভর্তি খানসামা, পিওন, চাকর-বাকর এবং একটা বড় ইংরেজ পল্লী-ভবনে সাধারণত যে সব অকর্মা ভোজনে দড় লোক থাকে তাদের দল।

'এ সবই আমি জেনেছি কতক গ্রাম্য লোকদের সঙ্গে কথা বলে, আর কতক আমার নিজের পর্যবেক্ষণের ফলে। কর্মচ্যুত বিক্ষুব্ধ চাকরের মত খবরের সূত্র আর কিছুই হতে পারে না। ভাগ্যক্রমে সে রকম একজনের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। ভাগ্য বলছি বটে, কিন্তু খোঁজ না করলে তার সাক্ষাৎ মিলত না। বেনেসের কথায়ই বলি, আমাদের সকলেরই নিজ নিজ কাজের ধারা আছে। সেই ধারার সূত্র ধরেই হাই গেব্‌ল্‌-এর প্রাক্তন মালী জন ওয়ার্ণারকে খুঁজে পাই। বাড়ির ভিতরকার চাকরবাকরদের মধ্যেও তার এমন কিছু বন্ধু ছিল উদ্ধত প্রভুর প্রতি ভয় ও বিরাগে যারা ঐক্যবদ্ধ। আর তারাই আমার হাতে হয়ে উঠল সে বাড়ির গোপন কথার চাবি।

'কী বিচিত্র সব মানুষ ওয়াটসন! তাদের সবাইকে চিনতে পেরেছি এমন কথা বলতে পারি না। কিন্তু তারা সবাই বিচিত্র জীব। বাড়িটার দুটো অংশ ; একদিকে থাকে চাকররা, অন্য দিকে পরিবারের লোকজন। হেণ্ডারসনের যে নিজস্ব চাকরটি পরিবারের সকলের খাবার পরিবেশন করে সে ছাড়া দুটো অংশের মধ্যে আর কোন যোগসূত্র নেই। সব কিছুই একটি নির্দিষ্ট দরজায় পৌঁছে দেওয়া হয়ে থাকে। শিক্ষয়িত্রী ও মেয়েরা বাগানে ছাড়া আর কোথাও বড় একটা যায় না। হেণ্ডারসন কখনও ভুল করেও একা হাঁটে না। কৃষ্ণাঙ্গ সেক্রেটারিটি ছায়ার মত তার সঙ্গে থাকে। চাকররা বলাবলি করে, তাদের প্রভু একটা কিছুকে ভীষণ ভয় করে। ওয়ার্ণার বলেছে, "অর্থের জন্য শয়তানের কাছে তার আত্মাকে বিক্রি করে দিয়েছে। তার আশংকা, পাওনাদার এসে তার প্রাপ্য দাবী করে বসবে।" তারা কে বা কোথা থেকে আসবে, সে বিষয়ে কারও কোন ধারণাই নেই। তারাও খুব হিংসাশ্রয়ী। হেণ্ডারসন দু'দুবার তাদের পিঠে কুকুরের চাবুক কসিয়েছে। টাকার জোরে ও মোটা ক্ষতিপূরণের বলেই তাকে আদালতের হাঙ্গামা পোয়াতে হয় নি।

'আচ্ছা, ওয়াটসন, এই নতুন খবরের পরিপ্রেক্ষিতে অবস্থাটাকে বিচার করা যাক। ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, এই অদ্ভুত বাড়ি থেকেই চিঠিটা এসেছিল এবং পূর্ব পরি-কল্পনা মত কোন কাজ শেষ করবার জন্যই গার্সিয়াকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। চিরকুটটা কে লিখেছিল? যেই হোক ঐ বাড়িতেই থাকে এবং স্ত্রীলোকও বটে। শিক্ষয়িত্রী মিস বার্ণেট ছাড়া আর কে হবে? সব বিচার-বিবেচনাই ঐ একই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। অন্তত এটাকেই কল্পনা (hypothesis) হিসাবে গ্রহণ করে আমরা

দেখতে পারি তার ফলাফল কি দাঁড়ায়। এখানে বলে রাখি, আমাদের গল্পের মধ্যে একটা ভালবাসার ব্যাপার থাকতে পারে বলে আমার মনে প্রথম যে ধারণা হয়েছিল, মিস বার্ণেটের বয়স ও চরিত্র বিবেচনায় সেটা সম্পূর্ণ অবাস্তব বলেই মনে হয়।

'সে যদি চিরকুটটা লিখে থাকে, তাহলে নিশ্চয় সে গার্সিয়ার বন্ধু ও সহযোগী। সেক্ষেত্রে তার মৃত্যু-সংবাদ শুনে সে কি করবে বলে আশা করা যায়? সে যদি কোন কুকর্ম করতে গিয়ে মারা গিয়ে থাকে, তাহলে সে হয় তো মুখ খুলবেই না। তথাপি যারা তাকে খুন করেছে তাদের প্রতি তিক্ততা ও বিদ্বেষ মনের মধ্যে নিশ্চয় পোষণ করে রাখবে, এবং তাদের উপর প্রতিশোধ নিতে সাধ্যমত সাহায্য করবে। তাহলে কি তার সঙ্গে দেখা করে তাকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করতে পারি? সেই চিন্তাই আমার মনে প্রথম এসেছিল। কিন্তু এবার আমরা একটা প্রতিকূল ঘটনার সম্মুখীন হলাম। খুনের রাত থেকে কেউ মিস বার্ণেটকে দেখে নি। সেই রাত থেকেই সে একেবারে হাওয়া হয়ে গেছে। সে কি বেঁচে আছে? যে রাতে সে বন্ধুকে ডেকে পাঠিয়েছিল সেই রাতেই কি সেও শেষ পরিণতি লাভ করেছে? অথবা তাকে বন্দী করে রাখা হয়েছে? এই পয়েন্টটাই এখন আমাদের স্থির করতে হবে।

'ওয়াটসন, পরিস্থিতির অসুবিধাটা তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। আমাদের হাতে এমন কিছু নেই যার ভিত্তিতে গ্রেপ্তারী পরোয়ানার জন্য আবেদন করতে পারি। একজন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বললে আমাদের পুরো পরিকল্পনাটাই হাস্যকর মনে হতে পারে। একটি স্ত্রীলোককে না দেখতে পাওয়া কোন কথাই নয়, কারণ ও রকম একটা বড় বাড়িতে যে কোন লোক সপ্তাহখানেক লোকচক্ষুর আড়ালে থাকতেই পারে। অথচ এই মুহূর্তে তার জীবন বিপন্নও হয়ে থাকতে পারে। তাই ওয়ার্ণারকে গেটে পাহারা রেখে বাড়িটা খুঁজে দেখাই এখন আমার একমাত্র কাজ। এ অবস্থাকে আর চলতে দেওয়া উচিত না। আইন যখন কিছু করতে পারছে না, তখন আমাদেরই ঝুঁকিটা নিতে হবে।'

'তুমি কি করতে চাও?'

'মিস বার্ণেটের ঘর কোন্‌টা আমি জানি। একটা বাহির-বাড়ির ছাদ থেকে সে ঘরে যাওয়া যায়। আমার ইচ্ছা, আজ রাতে তুমি আর আমি সেখানে যাব এবং এই রহস্যের একেবারে মূলে আঘাত করতে পারি কি না চেষ্টা করে দেখব।'

স্বীকার করছি, প্রস্তাবটা প্রলুব্ধ করার মত মোটেই নয়। খুনের পরিবেশে ঢাকা একটা পুরনো বাড়ি, সেখানকার বিচিত্র ও দুর্জ্ঞেয় সব অধিবাসী, প্রস্তাবিত কাজের অজ্ঞাত বিপদ, এবং আইনের বিচারে যে অন্যায় কাজ আমরা করতে চলেছি,—সব কিছু মিলিয়ে আমার উৎসাহ যেন ঠাণ্ডা হয়ে গেল। কিন্তু হোমসের বরফ-শীতল বিচারশক্তির মধ্যে এমন কিছু আছে যাতে তার কোন অভিযানের প্রস্তাবকে অস্বীকার করা অসম্ভব। আমি তো জানি, এই পথে, একমাত্র এই পথেই একটা সমাধানে উপনীত হওয়া যাবে। নীরবে তার হাতটা চেপে ধরলাম। পাশার দান পড়ে গেল।

কিন্তু আমাদের তদন্তের এ রকম একটা দুঃসাহসিক পরিণতি ঘটুক এটা বোধ হয় নিয়তির ইচ্ছা নয়। তখন প্রায় পাঁচটা বাজে। মার্চের সায়ংকালের ছায়া নেমে আসছে। এমন সময় একটি উত্তেজিত গ্রাম্যলোক সবেগে আমাদের ঘরে ঢুকল।

'মিঃ হোমস, তারা চলে গেছে। তারা শেষ ট্রেনটা ধরেছে। মহিলাটিও বেরিয়ে এসেছিল। তাকে একটা গাড়ি করে নিয়ে এসেছি।'

তৎক্ষণাৎ উঠে পড়ে হোমস চেঁচিয়ে বলল, 'সাবাস, ওয়ার্ণার! ওয়াটসন, ফাঁকগুলি খুব দ্রুত ভরে আসছে।'

স্নায়বিক ক্লান্তিতে অর্ধ-মূর্চ্ছিত অবস্থায় একটা স্ত্রীলোক গাড়িতে বসেছিল। তার টানাটানা শুকনো মুখের উপর সাম্প্রতিক উৎপীড়নের সুস্পষ্ট চিহ্ন। মাথাটা বুকের উপর ঝুলে পড়েছে, কিন্তু সে যখন মুখ তুলে দুটো খোলা চোখ আমাদের দিকে ফেরাল তখন দেখলাম, তার ধূসর অক্ষি-মণ্ডলের কেন্দ্রস্থিত চোখের তারা দুটি কালো ফুটকিতে পরিণত হয়েছে। তাকে আফিং খাওয়ানো হয়েছিল।

কর্মচ্যুত মালী আমাদের সংবাদবাহক বলল, 'মিঃ হোমস, আপনার কথামতই আমি গেটে পাহারায় ছিলাম। গাড়িটা বেরিয়ে এলে আমি সেটার পিছু নিয়ে স্টেশনে গেলাম। স্ত্রীলোকটি যেন ঘুমের মধ্যেই হাঁটছিল। কিন্তু তারা যখন তাকে ট্রেনে তুলতে চেষ্টা করল তখন সে জেগে উঠে বাধা দিতে লাগল। তারা তাকে ঠেলে গাড়িতে তুলে দিল। ধাক্কাধাক্কি করে সে আবার নেমে পড়ল। তখন আমি তার সাহায্যে এগিয়ে গেলাম, আর একটা গাড়িতে তুলে এখানে নিয়ে এলাম। একে যখন নিয়ে আসি তখন গাড়ির জানালায় তার যে মুখ আমি দেখেছি তা কোন দিন ভুলতে পারব না। ব্যাটা কালো-চোখ, তর্জনকারী, হলুদে শয়তান—সে যদি সুযোগ পায় তাহলে আমার জীবন আর বেশী দিন নেই।'

তাকে উপরে নিয়ে একটা সোফায় শুইয়ে দিলাম। দুই কাপ কড়া কফি খেতেই তার মস্তিষ্ক থেকে আফিং-এর সব ধোঁয়া কেটে গেল। হোমস বেনেসকে ডেকে পাঠাল এবং দ্রুত তাকে সব ব্যাপারটা খুলে বলল।

বন্ধুর হাতটা ঝাঁকুনি দিয়ে ইন্সপেক্টর সানন্দে বলে উঠল, 'আরে স্যার, যে প্রমাণটা আমি খুঁজছিলাম আপনি দেখছি

সেটাই আমাকে দিলেন। প্রথম থেকেই আমিও আপনার মতই ওই একই গন্ধের খোঁজে ছিলাম।'

'সে কি! আপনিও হেণ্ডারসনকে খুঁজছিলেন?'

'নিশ্চয়। মিঃ হোমস, হাই গেবল্-এর ঝোপের মধ্যে আপনি যখন হামাগুড়ি দিচ্ছিলেন, আমি তখন সেখানকার একটা গাছের মাথায় চড়ে নীচে আপনাকে দেখছিলাম। প্রশ্নটা ছিল, প্রমাণটা কে প্রথম হাতে পাবে।'

'তাহলে ওই সংকর কাফ্রিটাকে গ্রেপ্তার করেছিলেন কেন?'

বেনেস মুচকি-মুচকি হাসতে লাগল।

'আমি জানতাম হেণ্ডারসন, ঐ নামেই সে নিজের পরিচয় দিয়ে থাকে, বুঝতে পেরেছিল যে তাকে সন্দেহ করা হচ্ছে; কাজেই সে যতদিন মনে করবে যে সে বিপন্ন ততদিন সে ঘাপটি মেরেই বসে থাকবে, কোনরকম চলাফেরাই করবে না। ভুল লোককে গ্রেপ্তার করে আমি তাকে বোঝাতে চেয়েছিলাম যে, তার উপর থেকে আমাদের নজর সরে গেছে। আমি জানতাম, তাহলেই সে এখান থেকে সরে পড়বে, আর আমরাও মিস বার্ণেটকে পেয়ে যাব।'

হোমস ইন্সপেক্টরের কাঁধে হাতটা রাখল।

বলল, 'চাকরিতে আপনি অনেক উপরে উঠে যাবেন। স্বাভাবিক বুদ্ধি এবং বোধ দুইই আপনার আছে।'

বেনেসের মুখ খুশিতে আরক্তিম হল।

'সপ্তাহ ধরেই একটি সাদা-পোশাকের লোককে আমি স্টেশনে মোতায়েন রেখেছিলাম। হাই গেবল্-এর লোকজনরা যেখানেই যাবে সে ঠিক নজর রাখবে। মিস বার্ণেট যখন তাদের হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসে তখন সে হয় তো খুব ব্যস্ত ছিল। যাহোক, আপনার লোক তাকে তুলে এনেছে। কাজেই সব ভালয় ভালয় মিটে গেছে। এটা তো স্পষ্ট যে তার সাক্ষ্য ছাড়া আমরা কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারি না। কাজেই যত তাড়াতাড়ি তার বিবৃতিটা পাওয়া যায় ততই ভাল।'

শিক্ষয়িত্রীর দিকে তাকিয়ে হোমস বলল, 'প্রতিটি মিনিটেই ইনি ভাল হয়ে উঠছেন। কিন্তু বল তো বেনেস, এই হেণ্ডারসন লোকটি কে?'

ইন্সপেক্টর জবাব দিল, 'হেণ্ডারসন আসলে হল ডন মুরিল্লো; একসময় তাকে বলা হত সান পেড্রোর বাঘ।'

সান পেড্রোর বাঘ! বিদ্যুৎচমকের মত লোকটার সমস্ত ইতিহাস মনে পড়ে গেল। সভ্যতার মুখোশ পরে যে সব লম্পট রক্ত-চোষা অত্যাচারী দেশ শাসন করে থাকে তাদেরই একজন কেউ-কেটা হিসাবে একসময়ে তার খুব নাম হয়েছিল। লোকটা শক্তিমান, নির্ভীক, উদ্যমশীল; কাজেই দশ বারো বছর ধরে একদল ভীরু লোকের উপর তার ঘৃণ্য পাপবৃত্তিকে চাপিয়ে দেবার মত যথেষ্ট গুণপনা তার ছিল। মধ্য আমেরিকায় তার নাম ছিল একটা আতঙ্ক। এক সময় সবাই তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। কিন্তু লোকটা যেমন নিষ্ঠুর, তেমনই ধূর্ত। আসন্ন বিপদের আভাষ পাওয়া মাত্রই বিশ্বস্ত অনুচরদের দ্বারা পরিচালিত একটা জাহাজে করে সব সম্পদ গোপনে পাচার করে দিল। পরদিন বিদ্রোহীরা একটা ফাঁকা প্রাসাদমাত্র দখল করে নিল। অত্যাচারী শাসক তার দুটি সন্তান, তার সেক্রেটারি, তার ধন-সম্পদ—সব তাদের হাত ফস্কে চলে গেছে। সেই মুহূর্ত থেকে পৃথিবী থেকেই সে অদৃশ্য হয়ে গেল। ইউরোপীয় সংবাদপত্রগুলিতে তাকে নিয়ে মাঝে মাঝেই কিছু আলোচনা হত মাত্র।

বেনেস বলল, 'হ্যাঁ স্যার, ডন মুরিল্লো, সান পেড্রোর বাঘ। খোঁজ নিলেই জানতে পারবেন, সান পেড্রোর পতাকা ছিল সবুজ ও সাদা, যেমনটি সেই চিরকুটে লেখা ছিল। সে নিজের নাম হেণ্ডারসন বললেও তার সন্ধানে প্যারিস, রোম ও মাদ্রিদ হয়ে বার্সিলোনাতে গিয়ে তবে তার খোঁজ পাই। ঐ বার্সিলোনাতেই '৮৬ সালে তার জাহাজটা নোঙর করেছিল। প্রতিহিংসা নেবার জন্য তারাও লোকটাকে খুঁজছিল, আর এই সবে তার সন্ধান পেতে শুরু করেছিল।'

মিস বার্ণেট ততক্ষণে উঠে বসে একমনে কথাগুলি শুনছিল। এবার সে বলল, 'এক বছর আগে তারা তার খোঁজ পায়। ইতিমধ্যেই একবার তার প্রাণনাশের চেষ্টাও হয়েছে; কিন্তু কোন অশুভ শক্তি তাকে রক্ষা করেছে। এবারেও মহৎ ও সাহসী গার্সিয়াই মারা পড়ল, আর রাক্ষসটা বেঁচে গেল। কিন্তু আর একজন আসবে, তারপর আরও একজন; একদিন না একদিন ন্যায়বিচার হবেই; আগামীকাল সূর্য ওঠার মতই সেটা নিশ্চিত।' তার সরু হাত দু'খানি মুষ্টিবদ্ধ হল; ঘৃণার আবেগে তার জীর্ণ মুখখানি আরও সাদা হয়ে গেল।

হোমস জিজ্ঞাসা করল, 'কিন্তু মিস বার্ণেট, এ ব্যাপারের মধ্যে আপনি এলেন কেমন করে? এ রকম একটা খুন-খারাবির মধ্যে একজন ইংরেজ মহিলা এসে জুটল কেমন করে?'

'আমি এসে জুটেছি, কারণ ন্যায়-বিচার পাবার আর কোন পথ পৃথিবীতে নেই। অনেক বছর আগে সান পেড্রোতে যে নদী-নদী রক্ত বয়ে গেছে, বা জাহাজবোঝাই যে ধনরত্ন এই লোকটা চুরি করেছে, তাতে ইংলণ্ডের আইনের কি যায় আসে? আপনাদের কাছে এ সব তো অন্য কোন গ্রহে সংঘটিত অপরাধের সামিল। কিন্তু আমরা বুঝি। দুঃখ ও যন্ত্রণার ভিতর দিয়ে আমরা সত্যকে জেনেছি। আমাদের কাছে জুয়ান মুরিল্লোর মত শয়তান নরকেও নেই; যতদিন পর্যন্ত তার হাতে উৎপীড়িত মানুষরা প্রতিহিংসার জন্য চীৎকার করে না কাঁদবে, ততদিন আমাদের জীবনে শান্তি নেই।'

হোমস বলল, 'আপনি যা বললেন তাতে কোন সন্দেহ

নেই ; আমি শুনেছি সে ছিল অত্যন্ত নিষ্ঠুর। কিন্তু তাতে আপনার কি ?'

'সবই আপনাকে বলব। যে কোন লোকের মধ্যে যদি এমন প্রতিশ্রুতি দেখা যেত যে একদিন সে জুয়ান মুরিল্লোর একজন বিপজ্জনক প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে পারে, তাহলে যে কোন ছলে-ছুতোয় তাকে হত্যা করাই ছিল এই শয়তানের নীতি। আমার স্বামী—হ্যাঁ, আমার নাম সিনরা ভিক্টর আসল ডুরাণ্ডো—ছিল সান পেড্রোর লণ্ডনস্থ মন্ত্রী। সেখানে সে আমাকে দেখে এবং বিয়ে করে। তার মত মহৎ লোক আজও পৃথিবীতে জন্মে নি। দুর্ভাগ্যক্রমে তার গুণের কথা মুরিল্লোর কানে যায়, একটা ছুতো তুলে সে তাকে ডেকে পাঠায় এবং গুলিতে তার মৃত্যু হয়। তার এই নিয়তির একটা আভাষ বোধ হয় সে পেয়েছিল, তাই আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যায় নি। তার বিষয়-সম্পত্তি সবই বাজেয়াপ্ত করা হল। আমার জন্য রইল করুণার ছিঁটেফোটা আর ভগ্নহৃদয়।

'তারপর সেই অত্যাচারীর পতন হল। সে কি ভাবে পালিয়ে বাঁচল তা তো এইমাত্র বললেন। কিন্তু যাদের জীবন সে ধ্বংস করেছে, যাদের আপনজনরা তার হাত থেকে পেয়েছে যন্ত্রণা আর মৃত্যু, তারা তো চুপ করে থাকতে পারে না। তারা সকলে মিলে এমন একটা সমিতি গড়ে তুলল কাজ শেষ না করা পর্যন্ত যাকে কখনও ভেঙ্গে দেওয়া চলবে না। যখন জানা গেল যে সেই ক্ষমতাচ্যুত অত্যাচারীই হেণ্ডারসনে রূপান্তরিত হয়েছে, তখন তার সংসারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তার গতিবিধি সম্পর্কে অন্য সবাইকে অবহিত রাখার ভার পড়ল আমার উপর। তার পরিবারের শিক্ষয়িত্রীর কাজ যোগাড় করেই সে দায় আমি পালন করতে লাগলাম। সে জানতেই পারল না, যে-নারীর মুখোমুখি বসে সে প্রতিদিন খাবার মুখে তুলছে তারই স্বামীকে এক ঘণ্টার নোটিসে সে অনন্তের পথে পাঠিয়ে দিয়েছিল। তার দিকে তাকিয়ে হেসে, তার মেয়েদের প্রতি কর্তব্য করে সময় কাটাতে লাগলাম। প্যারিসে একবার চেষ্টা করা হল, কিন্তু ব্যর্থ হল। অনুসরণকারীদের দৃষ্টি এড়িয়ে সারা ইওরোপের এখানে-ওখানে এঁকে-বেঁকে ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত এই বাড়িতে ফিরে এলাম, কারণ ইংলণ্ডে প্রথমে এসেই এই বাড়িটা সে নিয়েছিল।

'কিন্তু বিচারের পাণ্ডারা এখানেও অপেক্ষা করে ছিল। সে এখানেই ফিরে আসবে জানতে পেরে সমাজের নীচু স্তরের দু'জন বিশ্বস্ত সঙ্গীকে নিয়ে গার্সিয়া এখানেই অপেক্ষা করছিল। সান পেড্রোর একসময়কার সর্বোচ্চ পদাধিকারীর ছেলে এই গার্সিয়া। তিনজনেরই মনে একই প্রতিহিংসার আগুন। দিনের বেলায় কিছুই করা সম্ভব নয়, কারণ, মুরিল্লো সব রকম সতর্কতামূলক ব্যবস্থাই করে রেখেছিল। তাছাড়া তার উপগ্রহ লুকাসকে (তার সুদিনে এই লোকটির নাম ছিল লোপেজ) সঙ্গে না নিয়ে সে কখনও বাইরে যেত না। অবশ্য রাতে সে একাই ঘুমোত ; তাই প্রতিশোধকামী একমাত্র তখনই তার নাগাল পেতে পারে। পূর্ব-ব্যবস্থামত একদিন রাতে বন্ধুকে চূড়ান্ত নির্দেশ পাঠালাম, কারণ লোকটি আগাগোড়াই খুব সতর্ক থাকত এবং মাঝে মাঝেই ঘর বদলাত। দরজা খোলা রাখার ব্যবস্থা আমিই করব, আর সব কিছু নিরাপদ বোধ করলেই পথের মুখোমুখি জানালাটা থেকে সবুজ সংকেত দেখাব, এবং যদি বুঝি যে আঘাতের চেষ্টাটা স্থগিত রাখতে হবে তাহলে দেখাব সাদা সংকেত।

'কিন্তু সবই গোলমাল হয়ে গেল। যে ভাবেই হোক সেক্রেটারি লোপেজ-এর মনে আমার প্রতি সন্দেহ দেখা দিল ; চিরকুট লেখা প্রায় শেষ করেছি এমন সময় সে হামাগুড়ি দিয়ে আমার পিছনে এসে হঠাৎ আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সে ও তার মানিব টানতে টানতে আমাকে আবার ঘরে নিয়ে গেল এবং বিশ্বাসঘাতিনী কয়েদীর মত আমার বিচার করল। পরিণামের হাত থেকে পালিয়ে যাবার কোন পথ যদি তারা দেখতে পেত তাহলে সেখানে সেই মুহূর্তেই আমার বুকে ছুরি বসিয়ে দিত। অবশেষে অনেক তর্কাতর্কির পর স্থির হল যে, আমাকে খুন করাটা খুবই বিপজ্জনক কাজ হবে ! কিন্তু গার্সিয়াকে চিরদিনের মত সরিয়ে দিতে তারা কৃতসংকল্প হল। তারা আমার মুখটা বন্ধ করেই রেখেছিল। যতক্ষণ পর্যন্ত গার্সিয়ার ঠিকানাটা না দিলাম ততক্ষণ মুরিল্লো আমার হাতটা মুচড়ে দিতে লাগল। আমি শপথ করে বলছি, তখন যদি জানতাম ঠিকানা বলে দিলে তার ফলে গার্সিয়ার কি হবে তাহলে সে আমার হাতটা মুচড়ে ছিঁড়ে ফেললেও আমি বলতাম না। আমার লেখা চিরকুটের উপরে লোপেজ ঠিকানাটা লিখল, তার স্লিভ-লিংক দিয়ে সেটা সিল করল, তারপর চাকর যোসের হাত দিয়ে সেটা পাঠিয়ে দিল। কি ভাবে তারা তাকে খুন করেছে আমি জানি না ; তবে এটা জানি যে মুরিল্লোর আঘাতেই সে ধরাশায়ী হয়েছিল, কারণ লোপেজ ছিল আমার পাহারায়। আমার বিশ্বাস যে কাঁটা-ঝোপের ভিতর দিয়ে পথটা বেঁকে গেছে সে তার ভিতরে লুকিয়ে অপেক্ষা করে ছিল এবং সেখানেই গার্সিয়াকে আক্রমণ করে। প্রথমে হয়তো ভেবেছিল তাকে বাড়ির মধ্যে ঢুকতে দিয়ে চোর বলে ধরে খুন করবে ; কিন্তু পরে ভাবল, একটা তদন্তের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লে তাদের আসল পরিচয় সকলে জেনে ফেলবে এবং তার ফলে তাদের আরও অনেক বেশী আক্রমণের সম্মুখীন হতে হবে। বরং গার্সিয়ার মৃত্যুতে অনুসরণকারীরা হয় তো থেমে যাবে, কারণ এ রকম মৃত্যু দেখে অন্যরা ভয় পেয়ে সরে যেতে পারে।

'তাদের কার্যকলাপ যদি আমি না জানতাম তাহলে হয়

তো সবই তাদের পক্ষে ভালয় ভালয় শেষ হত। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে একসময় আমার জীবনটাই দাঁড়িপাল্লায় দুলছিল। আমাকে আমার ঘরে আটকে রাখল, নৃশংসভাবে ভীতি প্রদর্শন করে আমাকে সন্ত্রস্ত করে তুলল, আমার মনোবল ভেঙে দেবার জন্য নিষ্ঠুর ব্যবহার করতে লাগল—আমার ঘাড়ের এই ছুরিকাঘাতটা দেখুন, দুই হাতের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত ছড়ে যাওয়া দাগগুলি দেখুন—আর এক দিন যখন জানালা দিয়ে লোক ডাকতে লাগলাম তখন আমার মুখের ভিতর কাপড় গুঁজে দিয়েছিল। পাঁচদিন ধরে এই নিষ্ঠুর বন্দী অবস্থা চলল; সামান্য খাবার যা জুটত তাতে প্রাণে বাঁচা যায় না। আজ বিকেলে আমাকে খুব ভাল লাঞ্চ এনে দেওয়া হল, কিন্তু খাবার পরেই বুঝতে পারলাম, আমাকে ঘুমের ওষুধ খাওয়ানো হয়েছে। স্বপ্নের মত মনে পড়ছে, আমাকে কিছুটা হাত ধরে কিছুটা তুলে নিয়ে গাড়িতে বসিয়ে দেওয়া হল; সেই একইভাবে ট্রেনেও তোলা হল। একমাত্র যখন ট্রেনের চাকাগুলি প্রায় চলতে শুরু করেছে তখনই হঠাৎ বুঝতে পারলাম, আমার হাতেই আছে আমার মুক্তি। লাফ দিয়ে বাইরে নামলাম, তারা আমাকে টেনে তুলে নিতে চেষ্টা করতে লাগল। এই যে ভালমানুষটি আমাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে এসেছে এর সাহায্য না পেলে আমি কিছুতেই তাদের হাত এড়িয়ে আসতে পারতাম না। এখন ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমি চিরদিনের মত তাদের ক্ষমতার বাইরে চলে এসেছি।'

আমরা সকলেই একমনে এই বিচিত্র বিবরণ শুনছিলাম। হোমসই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল।

মাথা নেড়ে সে বলল, 'আমাদের বিপদ এখনও কাটে নি। আমাদের পুলিশী কাজ শেষ হল, কিন্তু আইনের কাজ শুরু হল।'

আমি বললাম, 'ঠিক কথা। একজন দুধে উকিল হয়তো এ কাজকে আত্মরক্ষার চেষ্টা বলেও হাজির করতে পারে। কিন্তু অন্তরালে আরও শত শত অপরাধ থাকলেও এই একটি মাত্র অপরাধের জন্যই তাদের বিচার হতে পারে।'

বেনেস খুশি মনে বলে উঠল, 'হয়েছে হয়েছে; আমিও আইন কম জানি না। আত্মরক্ষা এক কথা, আর ঠাণ্ডা মাথায় একটা লোককে ভুলিয়ে এনে হত্যা করা অন্য কথা, তার কাছ থেকে যত বড় বিপদের আশংকাই থাকুক না কেন। না না, গিল্ডফোর্ড দায়রা আদালতের পরবর্তী মামলায় যদি হাই গেবল্‌স-এর ভাড়াটেদের কাঠগড়ায় তুলতে পারি, তাতে আমাদের কারও কোন দোষ হবে না।'

ভাগ্যের হাতে ধরা পড়তে সান পেড্রোর বাঘের যে তখনও কিছুদিন বাকি ছিল একথা তো ইতিহাসেই পাওয়া যায়। লোকটা যেমন চতুর, তেমনি সাহসী; সঙ্গীদের নিয়ে এডমণ্টন স্ট্রীটের একটা হোটেলের ভিতর ঢুকে অনুসরণকারীদের চোখে ধুলো দিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে কার্জন স্কোয়ারে পড়ে সে পালিয়ে যায়। সেই থেকে তাদের আর কখনও ইংলণ্ডে দেখা যায় নি। প্রায় মাস ছয়েক পরে মন্তালভার মার্কুইস ও তার সেক্রেটারি সিনর রুফিনো দুজনেই মাদ্রিদের হোটেল এক্সিলিয়রিয়াল-এ তাদের ঘরেই খুন হয়। খুনটাকে বিপ্লবী সমাজতন্ত্রীদের কাজ বলে চালিয়ে দেওয়া হয়, এবং কাউকেই গ্রেপ্তার করা হয় না। সেক্রেটারির কালো মুখ ও তার মনিবের প্রভুত্বব্যঞ্জক চেহারা, চুম্বকের মত দুটি চোখ এবং মোটা ভুরুর মুদ্রিত বিবরণ নিয়ে ইন্সপেক্টর বেনেস বেকার স্ট্রীটে আমাদের সঙ্গে দেখা করল। বিলম্বে হলেও শেষ পর্যন্ত ন্যায়ের দণ্ড যে নেমে এসেছে সে বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ রইল না।

রাতের পাইপটা ধরিয়ে হোমস বলল, "ভাই ওয়াটসন, কেসটা খুবই গোলমেলে। তুমি যে রকম পছন্দ কর সে রকম ভরাট করে এ কেসটাকে তুমি লিখতে পারবে না। কাহিনীটা দুটো মহাদেশ এবং দুই দল রহস্যময় মানুষকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে; আর তার সঙ্গে আমাদের বন্ধু স্কট একলসের মত একজন অত্যন্ত মাননীয় লোকের উপস্থিতি যুক্ত হয়ে ব্যাপারকে আরও জটিল করে তুলেছে। তার উপস্থিতির ধরন দেখে মনে হয় প্রয়াত গার্সিয়ার মনেও কোন অভিসন্ধি ছিল, আর ছিল আত্মরক্ষার অনুকূল একটা বলিষ্ঠ সহজাত প্রবৃত্তি। বহু সম্ভাবনার জটিল জঙ্গলের ভিতর থেকেও আমাদের সুযোগ্য সহযোগী এই ইন্সপেক্টরের সহযোগিতায় আমরা যে এই বাঁকা-চোরা গোলক-ধাঁধার পথে ঠিক ঠিক চলতে পেরেছি সেজন্যই এ কেসটা আরও উল্লেখযোগ্য। তোমার কাছে পরিষ্কার হয় নি এমন আর কোন পয়েন্ট আছে কি?'

'সংকর কাফ্রি রাঁধুনিটা আবার ফিরে গিয়েছিল কেন?'

'আমার মনে হয় রান্নাঘরের সেই অদ্ভুত জীবটাই তার কারণ। লোকটা আসলে সান পেড্রোর জঙ্গল থেকে আনা একটা আদিম অসভ্য মানুষ। তার কাছে ওটা ছিল পিশাচাশ্রিত জীব। পূর্ব ব্যবস্থা মত সে আর তার সঙ্গী যখন গুপ্ত আড্ডায় পালিয়ে যায়, তখন তার সঙ্গীই ওরকম একটা সন্দেহজনক বস্তুকে সেখানেই রেখে যেতে তাকে বাধ্য করে। কিন্তু কাফ্রিটার মন পড়ে ছিল ওই বস্তুটার উপর; তাই পরদিন সে আবার সেখানে যায় এবং জানালা দিয়ে পুলিশ ওয়াল্টার্সকে দেখতে পায়। আরও তিনদিন সে অপেক্ষা করে থাকে, এবং তার ধর্মবোধ বা কুসংস্কারের তাড়নায় আরও একবার চেষ্টা করে। ইন্সপেক্টর বেনেস তার স্বাভাবিক তীক্ষ্ণবুদ্ধির দ্বারা আমার আগেই ঘটনাটাকে সংক্ষিপ্ত করে ফেলে। ব্যাপারটার গুরুত্ব যথাযথ উপলব্ধি করে সে ফাঁদ পেতে রাখে এবং অদ্ভুত জীবটি তাতে পা দেয়। ওয়াটসন, আর কিছু জানবার আছে?'

'ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন পাখিটা, এক বালতি রক্ত, পোড়া হাড়,—বিচিত্র রান্নাঘরের এ সব বস্তুর রহস্যটা কি?'

নোট বইয়ের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে হোমস হাসতে লাগল।

'ঐ সব ও আরও কিছু বিষয়ে পড়াশুনার জন্য একটা সকাল আমি বৃটিশ মিউজিয়ামে কাটিয়েছি। একারম্যান-এর Voodooism and Negroid Religions নামক বইয়ের এই উদ্ধৃতিটা শোন ঃ

'প্রকৃত ভুডু-উপাসক তার অশুভ দেবতাদের তুষ্ট করতে কতকগুলি বলিদান না করে কখনও কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে হাত দেয় না। খুব কঠিন কাজের বেলায় তারা নরবলি দিয়ে সেই মাংস ভক্ষণ করে। তবে এ সব ব্যাপারে সাধারণত জ্যান্ত অবস্থায় কোন সাদা মোরগের ছাল-ছাড়ানো হয়, অথবা কালো ছাগলের গলা কেটে তার শরীরটা পুড়িয়ে দেওয়া হয়।'

নোট বইটা ধীরে ধীরে বাঁধতে বাঁধতে হোমস বলল, 'তাহলে বুঝতে পারছ আমাদের অসভ্য বন্ধুটি তার ধর্মানুষ্ঠানের ব্যাপারে খুবই গোড়া। ব্যাপারটা অদ্ভুত, কিন্তু আমি তো অনেক বারই বলেছি, অদ্ভুত থেকে ভয়ংকর মাত্র একটা পদক্ষেপের তফাৎ।'

কার্ডবোর্ড-বাক্সের বিচিত্র ঘটনা
The Adventure of the Cardboard Box

আমার বন্ধু শার্লক হোমসের উল্লেখযোগ্য মানসিক গুণাবলী প্রকাশ পেয়েছে এমন কতকগুলি বিশেষ ঘটনা বেছে নিতে গিয়ে আমি যতদূর সম্ভব সেই সব ঘটনাই বেছে নিতে চেষ্টা করেছি যাতে তার প্রতিভার মোটামুটি প্রকাশ ঘটে থাকলেও প্রধানত ন্যূনতম উত্তেজনাই প্রকাশ পেয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত উত্তেজনা ও অপরাধকে সম্পূর্ণ পৃথক করা সম্ভব নয়, ফলে ফিপিকারের সামনে এই উভয় সংকট দেখা দেয় যে, হয় তার বিবরণের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় কিছু ঘটনা বাদ দিতে হয় এবং তা করতে গিয়ে আসল সমস্যা সম্পর্কে একটা ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করতে হয়, আর না হয় তো ঘটনাক্রমে, নিজের ইচ্ছানুযায়ী নয়, যে সব মাল-মশলা হাতে আসে তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকা সেরেই আমার সেই সব সংক্ষিপ্ত বিবরণের কথায় ফিরে যাব যার ভিতর দিয়ে একটি আশ্চর্য অথচ বিশেষভাবে ভয়ংকর ঘটনা-শৃংখল আত্মপ্রকাশ করেছিল।

অগস্টের একটি দাবদাহপূর্ণ গরম দিন। বেকার স্ট্রীট যেন একটা চুল্লি; রাস্তার দু'ধারের বাড়িগুলোর ইঁটের দেওয়ালের উপর সূর্যের আলো পড়ে এমন ঝকঝক করছে যে চাইলে চোখ জ্বালা করে। বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে, এই সব দেওয়ালই একদা শীতের কুয়াসার ভিতর দিয়ে বিষণ্ণ চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। আমাদের ঘরের খড়খড়িগুলো অর্ধেক নামানো। হোমস সোফার উপর কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে সকালের ডাকে আসা একখানা চিঠি বার বার পড়েই চলেছে। আমার ক্ষেত্রে অবশ্য চাকরি উপলক্ষ্যে ভারতবর্ষে কিছুকাল কাটানোর ফলে শীত অপেক্ষা গ্রীষ্মটাই অধিকতর সহনীয় হয়ে উঠেছে এবং তাপমাত্রার ৯০ ডিগ্রি আমার কাছে কোন কষ্টই নয়। সকালের কাগজে কোন ভাল খবর নেই। পার্লামেন্টের অধিবেশন শেষ হয়েছে। সকলেই শহর ছেড়ে বাইরে চলে গেছে। আমার মনও নিউ ফরেস্ট-এর বনপথ আর সাউথসি-র উপলবন্ধুর সৈকতের জন্য হাহাকার করেছে। কিন্তু ব্যাংকের হিসাবে টান পড়ায় আমাকে ভ্রমণের কর্মসূচী স্থগিত রাখতে হয়েছে, আর আমার বন্ধুর তো ওসব বালাই নেই,—কি গ্রামাঞ্চল কি সমুদ্র—কারও প্রতি তার তিলমাত্র আকর্ষণ নেই। পঞ্চাশ লক্ষ লোকের একেবারে মাঝখানে শুয়ে থেকে তার স্নায়ুতন্তুগুলিকে তাদের মধ্যে প্রসারিত করে দিয়ে প্রতিটি অমীমাংসিত অপরাধের গুজব বা সন্দেহমাত্রেই উত্তেজিত হয়ে উঠতেই সে ভালবাসে। তার বহুবিধ গুণাবলীর মধ্যে প্রকৃতির প্রতি আকর্ষণের কোন স্থান নেই। যদি কখনও শহরের অপরাধীকে ধাওয়া করতে গিয়ে তার সহকারীর খোঁজে তাকে গ্রামে যেতে হয় তাহলে সেইটেই তার কাছে একমাত্র বায়ু-পরিবর্তন।

হোমস চিঠিটা নিয়ে এতই মগ্ন হয়ে আছে যে তার সঙ্গে কোন আলোচনাই চলবে না ভেবে বাজে খবরের কাগজটা একপাশে ছুঁড়ে দিয়ে আমি চেয়ারে হেলান দিয়ে দিবাস্বপ্ন দেখতে লাগলাম। হঠাৎ সঙ্গীর কণ্ঠস্বরে আমার চিন্তায় ছেদ পড়ল।

সে বলে উঠল, 'তুমিই ঠিক ওয়াটসন, এভাবে একটা বিতর্কের মীমাংসা করার চেষ্টা খুবই অযৌক্তিক।'

'অত্যন্ত অযৌক্তিক।' আমি চেঁচিয়ে উঠলাম; কিন্তু পরমুহূর্তেই যখন বুঝতে পারলাম যে আমার মনের গভীরে যে চিন্তা চলছিল সে তারই প্রতিধ্বনি করেছে তখন অবাক বিস্ময়ে তার দিকে তাকালাম।

বললাম, 'এটা কি করে হল হোমস? এ তো আমার কল্পনারও বাইরে।'

আমার বিচলিত ভাব দেখে হোমস প্রাণ খুলে হাসতে লাগল।

বলল, 'তোমার নিশ্চয় মনে আছে, কিছুক্ষণ আগে পো-র রেখাচিত্রগুলির একটা অংশ তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছিলাম; তাতে লেখা আছে, একজন দক্ষ চিন্তাবিদ্ তার সঙ্গীর না-বলা চিন্তাধারাকে অনুসরণ করে চলেছে; তখন তুমি ব্যাপারটাকে

লেখকের একটা বিশেষ শক্তি বলে মন্তব্য করেছিলে। আর আমি যখন বললাম যে আমি হামেশাই ও রকমটা করে থাকি তখন তুমি অবিশ্বাস প্রকাশ করেছিলে।'

'না তো!'

'ভাই ওয়াটসন, মুখে কর নি, কিন্তু দুটো ভুরু দিয়ে নিশ্চয় করেছিলে। কাজেই যখন দেখলাম কাগজটা নীচে ফেলে দিয়ে তুমি চিন্তার মধ্যে ডুব দিলে তখন তোমার সেই চিন্তাধারাকে পাঠ করবার সুযোগ পেয়ে আমি খুশি হলাম, আর তার পরেই আমি যে তোমার চিন্তার সঙ্গে একাত্ম হয়েছিলাম সেটা প্রমাণ করবার জন্যই হঠাৎ তোমার চিন্তাধারায় ছেদ ঘটালাম।'

কিন্তু তার কথায় আমি সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। বললাম, যে দৃষ্টান্তটা তুমি আমাকে পড়ে শুনিয়েছিলে তাতে লোকটির কার্যকলাপ থেকেই যুক্তিবিদ্ তার সিদ্ধান্তগুলি টানছিল। যতদূর মনে পড়ে লোকটি পাথরের স্তূপের উপর হোঁচট খেয়ে পড়ল, আকাশের তারাদের দিকে তাকাল, ইত্যাদি। কিন্তু আমি তো চেয়ারে চুপচাপ বসেছিলাম, তাহলে তোমাকে চিন্তার সূত্র দিলাম কেমন করে?

'তুমি নিজের প্রতিই অবিচার করছ। মানুষের চোখ-মুখগুলো দেওয়াই হয়েছে ভাব প্রকাশের জন্য, আর তোমার চোখ-মুখ খুবই বিশ্বস্ত সেবক।'

'তুমি কি বলতে চাও, আমার চোখ-মুখ দেখেই তুমি আমার চিন্তাকে ধরতে পার?'

'হ্যাঁ, বিশেষ করে তোমার চোখ দেখে। তোমার দিবা-স্বপ্নটা কি ভাবে শুরু হয়েছিল, মনে করতে পার কি?'

'না, পারি না।'

'তাহলে আমি বলে দিচ্ছি। কাজটা ফেলে দিতেই তোমার প্রতি আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছিল। তারপর আধ মিনিটকাল তুমি নির্বিকার মুখে বসেছিলে। তারপরই তোমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হল জেনারেল গর্ডনের সদ্য-বাঁধানো ছবিটার দিকে। তখন তোমার মুখ-ভঙ্গীর নিয়ত পরিবর্তন থেকেই বুঝতে পারলাম, তোমার মনে একটা চিন্তার ধারা বয়ে চলেছে। কিন্তু সেটা বেশীদূর অগ্রসর হল না। তোমার চোখ চলে গেল তোমার বইগুলোর উপরে রাখা হেনরি ওয়ার্ড বীচার-এর না-বাঁধানো ছবিটার দিকে। তুমি দেওয়ালটার দিকে তাকালে, আর তার অর্থটা খুবই পরিষ্কার। তুমি ভাবছিলে, ছবিটা বাঁধানো হলে দেওয়ালের ওই ফাঁকা জায়গাটা ভরে যাবে এবং ওদিককার গর্ডনের ছবিটার ঠিক মুখোমুখি বসবে।'

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'আমার চিন্তাকে তুমি আশ্চর্যভাবে অনুসরণ করেছ!'

'এ পর্যন্ত ভুল পথে যাওয়াই কঠিন ছিল। কিন্তু এবার তোমার চিন্তা বিচারের দিকে ফিরে গেল; তুমি এমনভাবে সেদিকে তাকালে যাতে মনে হল তুমি তার চোখ-মুখের ভঙ্গী থেকে তার চরিত্রটা বুঝতে চেষ্টা করছ। তখন তোমার চোখের কুঞ্চন থেমে গেলেও তুমি তাকিয়েই রইলে, আর তোমার মুখ চিন্তাবিষ্ট হয়ে উঠল। বীচারের জীবনের ঘটনাগুলি তুমি মনে করছিলে। আমি জানতাম, গৃহযুদ্ধের সময় উত্তর অঞ্চলের পক্ষ সমর্থন করে যে আদর্শ সে গ্রহণ করেছিল সেটাকে বাদ দিয়ে ও কাজ তুমি করতে পার না, কারণ আমাদের অধিকতর উচ্ছৃঙ্খল লোকেরা সে সময় যে ভাবে তাকে গ্রহণ করেছিল তাতে তুমি যে উচ্ছ্বসিত ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলে তা আমার মনে আছে। ব্যাপারটা নিয়ে তুমি এতই উত্তেজিত হয়েছিলে যে আমি জানি সে ঘটনাকে বাদ দিয়ে তুমি বিচার সম্পর্কে ভাবতেই পার না। এক মুহূর্ত পরে যখন দেখলাম, তোমার চোখ ছবিটা থেকে সরে গেছে, তখন আমার সন্দেহ হল, তোমার মন আবার গৃহযুদ্ধে ফিরে গেছে। তারপরে যখন দেখলাম, তোমার ঠোঁটদুটি দৃঢ়নিবদ্ধ, চোখ দুটো জ্বলছে, আর দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ, তখনই নিশ্চিত বুঝলাম, সেই বেপরোয়া সংগ্রামে দুটি পক্ষই যে সাহসিকতা দেখিয়েছিল তুমি সেটাই ভাবছ। কিন্তু তারপরই আবার তোমার মুখ বিষণ্ণ হয়ে উঠল; তুমি মাথা নাড়তে লাগলে। তুমি নিশ্চয় সেই যুদ্ধের শোকাবহতা, ভয়ংকরতা ও জীবনের অকারণ অপচয়ের কথাই ভাবছিলে। নিঃশব্দে তোমার হাতটা তোমার পুরনো ক্ষতের উপর গিয়ে পড়ল আর একটা হাসি তোমার ঠোঁটের উপর কাঁপতে লাগল, তখন আমি বুঝতে পারলাম যে একটা আন্তর্জাতিক সমস্যার মীমাংসা করবার এই পদ্ধতির হাস্যকর দিকটা তোমার মনে ধরা পড়েছে। ঠিক সেই জায়গাতেই আমি তোমার সঙ্গে একমত হলাম যে এটা অযৌক্তিক, আর আমার সব অনুমানগুলি যে ঠিক হয়েছে তা দেখে আমি খুশি হয়েছি।'

'সম্পূর্ণ ঠিক।' আমি বললাম। 'আর এখন তুমি সব কিছু বুঝিয়ে দেবার পরেও স্বীকার করছি, আমার বিস্ময় আগের চাইতে এতটুকু কমে নি।'

'ভাই ওয়াটসন, এটা যে খুবই বাইরের ব্যাপার সেটা তোমাকে নিশ্চয় করেই বলতে পারি। সেদিন যদি তুমি আমার কথায় অবিশ্বাস প্রকাশ না করতে তাহলে তোমার চিন্তায় ছেদ ঘটাতাম না। কিন্তু এখানে আমার হাতে এমন একটি ছোট সমস্যা আছে যার সমাধান চিন্তা-পাঠের এই ছোট প্রবন্ধ অপেক্ষা অনেক বেশী আয়াসসাধ্য। ক্রয়ডন-এর অন্তর্গত ক্রুশ স্ট্রীটের বাসিন্দা মিস কুশিং-এর কাছে ডাকে পাঠানো একটা প্যাকেটে যে অদ্ভুত জিনিস পাওয়া গেছে বলে আজকের সংবাদপত্রের একটা ছোট অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে সেটা কি তুমি দেখেছ?'

'না, আমি কিছুই দেখি নি।'

'ওহো, তাহলে ব্যাপারটা তোমার চোখেই পড়ে নি। কাগজটা আমাকে দাও তো। এই যে এখানে এই অর্থনীতির কলমে। দয়া করে একটু জোরে জোরে পড়।'

আমার দিকে ঠেলে-দেওয়া কাগজটা আমি নিয়ে নির্দিষ্ট অনুচ্ছেদটা পড়লাম। তাতে শিরোনামা দেওয়া ছিল, একটি বীভৎস প্যাকেট।

'ক্লয়ডন-এর ক্রস স্ট্রীটের বাসিন্দা মিস সুসান কুশিং একটা বিশেষ অপ্রীতিকর বাস্তব তামাশার শিকার হয়েছেন। অবশ্য এই ঘটনার যদি কোন অশুভ তাৎপর্য প্রমাণিত হয় সে কথা আলাদা। গতকাল বেলা দুটোর সময় বাদামি কাগজে মোড়া একটা ছোট প্যাকেট ডাক পিওন তার হাতে দিয়ে যায়। তার ভিতরে ছিল মোটা দানা নুনে ভর্তি কার্ডবোর্ডের বাক্স। নুনটা ফেলে দিতেই তার মধ্যে দুটো সদ্য-কাটা মানুষের কান দেখতে পেয়ে মিস কুশিং আতংকিত হয়ে পড়েন। আগের দিন সকালে বেলফাস্ট থেকে বাক্সটা পার্শেল করে পাঠানো হয়েছে। কে পাঠিয়েছে তার কোন উল্লেখ নেই। ব্যাপারটা আরও বেশী রহস্যজনক মনে হচ্ছে এই জন্য যে, পঞ্চাশ বছর বয়স্কা অবিবাহিতা মহিলা মিস কুশিং সম্পূর্ণ অবসর-জীবন যাপন করছেন; ফলে তার পরিচিত জন ও চিঠি লেখার লোক এতই অল্প যে ডাকযোগে কোন কিছু পাওয়া তার কাছে একটা বিরল ঘটনা। অবশ্য কয়েক বছর আগে তিনি যখন পেং-এ বাস করছিলেন তখন তিনি তার বাড়ির একটা অংশ তিনটি তরুণ ডাক্তারি ছাত্রকে ভাড়া দিয়েছিলেন, কিন্তু তাদের হৈ-হট্টগোল ও অনিয়মিত জীবন-যাত্রার জন্য শেষ পর্যন্ত তাদের তুলে দিতে বাধ্য হন। পুলিশ মনে করে, মিস কুশিং-এর উপর এই বীভৎস আক্রমণ সেই শ্রীমানদেরই কীর্তি; মহিলাটির উপর তাদের রাগ ছিল, তাই মরা-কাটার ঘর থেকে ঐ দুটো অঙ্গ পাঠিয়ে তাকে সন্ত্রস্ত করে তুলতে চেয়েছে। সেই সম্ভাবনার সপক্ষে আরও একটি কারণ এই যে, সেই তিনটি যুবকের একটির বাড়ি উত্তর আয়র্ল্যাণ্ডে, এবং মিস কুশিং-এর যতদূর মনে পড়ে বেলফাস্টে। ইতিমধ্যে এ ব্যাপারে জোর তদন্ত চলছে। আমাদের চটপটে গোয়েন্দা অফিসারদের অন্যতম মিঃ লেস্ট্রেডের উপর এই মামলার ভার দেওয়া হয়েছে।'

আমার পড়া শেষ হলে হোমস বলল, "ডেইলি ক্রনিকল্"-এর খবর এই পর্যন্ত। এবার আমাদের বন্ধু লেস্ট্রেডের কথা। আজ সকালেই তার কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছি। তাতে সে লিখেছে: "আমি মনে করি মামলাটা আপনারই উপযোগী! ব্যাপারটাকে পরিষ্কার করবার সব রকম আশাই আমরা রাখি, তবে একটু অসুবিধা দেখা দিয়েছে কারণ কাজ করবার মত কোন কিছুই পাচ্ছি না। আমরা অবশ্য বেলফাস্ট ডাক-ঘরে তার করেছিলাম। কিন্তু সেদিন অনেক পার্সেল জমা পড়েছিল, কাজেই এই বিশেষ পার্সেলটি সনাক্ত করবার অথবা তার প্রেরকের কথা স্মরণ করবার কোন উপায়ই তাদের হাতে নেই। বাক্সটি 'হ্যানিডিউ' তামাকের একটা আধ-পাউণ্ডের বাক্স; তার থেকেও আমরা কোন সহায়তা পাচ্ছি না। যদিও ডাক্তারি ছাত্রের থিয়োরিটাই আমার কাছেও খুবই সম্ভবপর বলে মনে হচ্ছে, তবু আপনি যদি ঘণ্টা কয়েকের জন্য সময় করে একবার এখানে আসতে পারেন তাহলে খুবই খুশি হব। সারা দিন আমি হয় বাড়িতে না হয় থানায় থাকব।" কি বল ওয়াটসন? এই গরমকে উপেক্ষা করে আমার সঙ্গে ক্লয়ডন-এ গিয়ে তোমার ইতিহাস-গ্রন্থের জন্য একটা হঠাৎ-পাওয়া সুযোগ নেবে না কি?'

'আমিও একটা কিছু করতে চাইছিলাম।'

'সে সুযোগ পেয়ে যাবে। ঘণ্টাটা বাজিয়ে আমাদের বুট দিতে বলো। আর একটা গাড়ি ডাকতেও বল। ড্রেসিং-গাউনটা বদলে সিগার-কেসটা ভরে নিয়ে আমি এখনি আসছি।'

আমরা ট্রেনে থাকতে থাকতেই এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। ফলে ক্লয়ডনের গরম শহরের চাইতে কম কষ্টকর বলে মনে হল। হোমস একটা তার করে দিয়েছিল। তাই আগেকার মতই মজবুত, চটপটে ও ভোঁদড়-দর্শন লেস্ট্রেড স্টেশনেই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। পাঁচ মিনিট হেঁটেই আমরা ক্রস্ স্ট্রীটে মিস কুশিং-এর বাড়িতে পৌঁছে গেলাম।

রাস্তাটা বেশ লম্বা। পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন সব দোতলা ইঁটের বাড়ি। সাদা পাথরের সিঁড়ি। দরজার কাছে এপ্রণ-পরা স্ত্রীলোকেরা দলে দলে বসে গল্প গুজব করছে। মাঝা-মাঝি এগিয়ে লেস্ট্রেড থেমে পড়ল এবং একটা বাড়ির দরজায় টোকা দিতেই একটা বালিকা-দাসী দরজা খুলে দিল। মিস কুশিং সামনের ঘরেই বসেছিল। আমাদের সেখানেই নিয়ে গেল। মহিলার মুখখানি শান্ত, বড় বড় চোখ, কপালের দুই পাশে ঢেউ খেলানো ধূসর চুলের রাশি। তার কোলের উপর একটা সদ্য-তৈরী সোফার ঢাকনা রয়েছে, এবং পাশেই টুলের উপর রয়েছে রঙিন রেশমি সুতোর একটা ঝুড়ি।

লেস্ট্রেড ঘরে ঢুকতেই সে বলল, 'সেই ভয়ংকর জিনিস-গুলো বাইরের বাড়িতে আছে। সেগুলো আপনি নিয়ে গেলেই ভাল হয়।'

'তাই নিয়ে যাব মিস কুশিং। ওগুলো এখনও এখানে রেখেছি যাতে আমার বন্ধু মিঃ হোমস আপনার সামনেই সেগুলো দেখতে পারেন।'

'আমার সামনে কেন?'

'যদি তিনি কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চান তাই।'

'আপনাকে তো বলেছি এ ব্যাপারের কিছুই আমি জানি না। তার পরেও আমাকে প্রশ্ন করার কি দরকার?'

হোমস তার স্বাভাবিক সান্ত্বনার সুরে বলল, 'ঠিক বলেছেন ম্যাডাম। এ ব্যাপারে আপনাকে যে ইতিমধ্যেই অনেক বিরক্ত করা হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।'

'সত্যি স্যার, বড় বিরক্ত হয়েছি; আমি শান্তিতে অবসর জীবন যাপন করছি। খবরের কাগজে নাম ওঠা, বাড়িতে পুলিশ আসা,—এ সবই আমার কাছে নতুন। মিঃ লেস্ট্রেড ও সব জিনিস আমি এখানে আনতে চাই না। যদি দেখতে চান আপনাদের বাইরের বাড়িতে যেতে হবে।'

বাড়ির পিছনের সরু বাগানের মধ্যে একটা ছোট চালা-ঘর। লেস্ট্রেড ভিতরে ঢুকে একটুকরো বাদামি কাগজ ও দড়ি সহ একটা হলদে কার্ডবোর্ডের বাক্স নিয়ে এল। পথের শেষে একটা বেঞ্চি ছিল; সকলেই তাতে বসলাম। হোমস লেস্ট্রেডের হাত থেকে জিনিসগুলি নিয়ে একে একে পরীক্ষা করতে লাগল।

দড়িটাকে আলোর সামনে তুলে ধরে শুঁকতে শুঁকতে বলল, 'দড়িটা খুবই ইন্টারেস্টিং। এটা থেকে কি বুঝতে পারছ লেস্ট্রেড?'

'এটাতে আলকাতরা মাখানো হয়েছে।'

'ঠিক তাই। আলকাতরা-মাখা একখণ্ড পাকানো দড়ি। তুমি নিশ্চয় আরও লক্ষ্য করেছ যে, মিস কুশিং কাঁচি দিয়ে দড়িটা কেটেছেন। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।'

'আমি কিন্তু গুরুত্বটা বুঝতে পারছি না' লেস্ট্রেড বলল।

'গুরুত্বটা এই যে গিঁটটা যেমন ছিল তেমনি আছে, আর গিঁটটা একটু অদ্ভুত ধরনের।'

লেস্ট্রেড আত্ম-তুষ্টির ভঙ্গীতে বলল, 'খুব সুন্দরভাবে গিঁটটা দেওয়া হয়েছে। সেটা আমি আগেই নোট করেছি।'

হোমস হেসে বলল, 'দড়ির কথা এই পর্যন্তই থাক। এবার বাক্সটা মুড়বার কাগজের কথা। একখণ্ড বাদামী কাগজ, তাতে স্পষ্ট কফির গন্ধ। কি, সেটা খেয়াল করেছ? আমার তো মনে হয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। ঠিকানাটা লেখা হয়েছে বেশ ফাঁক ফাঁক করে: "মিস এস, কুশিং, ক্রুশ স্ট্রীট, ক্রয়ডন।" একটা মোটা কলমে, সম্ভবত জে, নিবে খুব বাজে কালিতে লেখা। Croydon শব্দটা আগে লেখা হয়েছিল i দিয়ে, পরে কেটে y করা হয়েছে। কাজেই বোঝা যাচ্ছে পার্সেলটা যে পাঠিয়েছে সে লেখাপড়া সামান্যই জানে এবং ক্রয়ডন শহরের সঙ্গে তার কোন পরিচয়ও নেই। তাছাড়া সে একজন পুরুষ মানুষ—হাতের লেখাটায় স্পষ্ট পুরুষালি ছাপ। এ পর্যন্ত তো ভালই। বাক্সটা হলদে, আধা পাউণ্ডের "হানি ডিউ" এর বাক্স একটা; তাতে নীচের দিকে বাঁ কোণে দুটো আঙুলের ছাপ ছাড়া উল্লেখযোগ্য আর কিছুই নেই। চামড়া সংরক্ষণের জন্য এবং অন্যবিধ মোটা ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে যে বাজে ধরনের নুন ব্যবহার করা হয় তাই দিয়ে বাক্সটা ভরে দেওয়া হয়েছে। আর তার মধ্যে ঢেকে রাখা হয়েছে এই দুটি অদ্ভুত বস্তু।

কথা বলতে বলতে কান দুটি বাক্স থেকে তুলে নিয়ে হাঁটুর উপর একটা বোর্ড রেখে হোমস জিনিস দুটোকে ভাল করে পরীক্ষা করতে লাগল; লেস্ট্রেড ও আমি তার দু'পাশে ঝুঁকে পড়ে একবার ঐ দুটি ভয়ংকর বস্তুর দিকে, একবার আমাদের সঙ্গীর চিন্তান্বিত উৎসুক মুখের দিকে তাকাতে লাগলাম।

অবশেষে সে বলল, 'তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ, দুটো কান এক জোড়ার নয়।'

'হ্যাঁ, তা লক্ষ্য করেছি। কিন্তু ছাত্ররা যদি ঠাট্টার উদ্দেশ্যেই মরা-কাটা ঘর থেকে কান দুটো পাঠিয়ে থাকে, তাহলে তো এক জোড়া বা আলাদা আলাদা দুটো কান পাঠানো তাদের কাছে একই কথা।'

'ঠিক। কিন্তু এটা ঠাট্টার ব্যাপার নয়।'

'তুমি ঠিক জান?'

'অনুমান তাই বলছে। মরা-কাটা ঘরে যে সব মৃতদেহ রাখা হয় তাতে সংরক্ষণকারী ইনজেকশন দেওয়া হয়। এই কান দুটিতে তার কোন চিহ্ন নেই। কান দুটি একেবারে তাজা। কোন ভোঁতা অস্ত্র দিয়ে কান দুটি কাটা হয়েছে; কোন ডাক্তারি ছাত্র নিশ্চয়ই তা করত না। তাছাড়া যে ডাক্তারি জানে সংরক্ষণকারী পদার্থ হিসাবে কার্বলিক বা রেক্টিফায়েড স্পিরিটের কথাই তার মনে আসবার কথা, নুন নয়। আবার বলছি, এটা কোন হাসিঠাট্টার ব্যাপার নয়, আমরা একটা গুরুতর অপরাধের তদন্তই করছি।'

সঙ্গীর কথা শুনে এবং তার গম্ভীর কঠিন মুখের দিকে তাকিয়ে আমার শরীরের ভিতর দিয়ে একটা অস্পষ্ট শিহরণ খেলে গেল। এই পার্শ্বিক ভূমিকা যেন পশ্চাদ্বর্তী কোন বিস্ময়কর দুর্বোধ্য বিভীষিকার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করছে। লেস্ট্রেড কিন্তু এ বিষয়ে পুরো নিশ্চিত হতে না পেরে মাথা নাড়তে লাগল।

সে বলল, 'এটাকে ঠাট্টা মনে করবার বিপক্ষে অনেক যুক্তি আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু আপনি যা বলেছেন তার বিরুদ্ধে আরও জোরদার যুক্তি রয়েছে। আমরা জানি গত বিশ বছর ধরে পেং-এ এবং এখানে এই মহিলাটি শান্ত ভাবে সম্মানের সঙ্গে বাস করছেন। এই সময়ের মধ্যে একদিনের জন্যও তিনি বাড়ির বাইরে গেছেন কি না সন্দেহ। তাহলে কোন অপরাধী এ ভাবে তার অপরাধের প্রমাণ তাকে পাঠাতে যাবে কেন, বিশেষত তিনিও যখন আমাদের মতই এ ব্যাপারে কিছুই বুঝতে পারছেন না? অবশ্য তিনি যদি একজন সুদক্ষ অভিনেত্রী হয়ে থাকেন সে কথা স্বতন্ত্র।'

হোমস জবাব দিল, 'সেই সমস্যার সমাধানই তো আমাদের করতে হবে। আর আমি সে কাজে আত্মনিয়োগ করবার আগে ধরেই নিচ্ছি যে আমার ধারণাই ঠিক, আর খুন হয়েছে এক জোড়া। একটি কান কোন স্ত্রীলোকের, ছোট, সুগঠিত, এবং ইয়ারিং পরার জন্য ফুটো করা। অপর কানটি কোন পুরুষের, রোদে পোড়া, বিবর্ণ এবং ইয়ারিং পড়ার জন্য ফুটো করা। ধরে নিচ্ছি যে দুটি লোকই মৃত, অন্যথায় ইতিমধ্যে তাদের কথা নিশ্চয় শোনা যেত। আজ শুক্রবার। প্যাকেটটা ডাকে দেওয়া হয়েছিল বৃহস্পতিবার সকালে। তাহলে দুর্ঘটনাটা ঘটেছিল বুধবার, বা মঙ্গলবার বা আরও আগে। লোক দুটি যদি খুন হয়ে থাকে, তাহলে তাদের খুনী ছাড়া তার কাজের এই প্রতীক আর কে মিস কুশিংকে পাঠাবে? আমি ধরেই নিচ্ছি, এই প্যাকেটের প্রেরককেই আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। কিন্তু মিস কুশিংকে এই প্যাকেট পাঠাবার কোন জোরদার কারণ তার নিশ্চয়ই আছে। সেটা কি? কাজটা যে করা হয়েছে সেটা তাকে জানানো হতে পারে, অথবা তাকে কষ্ট দেওয়াও হতে পারে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে মিস কুশিং তো জানবেন লোকটা কে? তিনি কি তা জানেন? আমার সন্দেহ আছে। জানলে তিনি পুলিশকে ডাকবেন কেন? তিনি তো কান দুটোকে মাটি চাপা দিয়ে দিতে পারতেন; তার চাইতে বুদ্ধির কাজ তো আর কিছু হতে পারে না। অপরাধীকে আড়াল করতে চাইলে তাই তিনি করতেন। আবার আড়াল করতে না চাইলে তিনি তো তার নামটা বলে দিতেন। এখানেই এমন একটা গিঁট রয়েছে যেটা খোলা দরকার। বাগানের বেড়ার দিকে চোখ রেখে এতক্ষণ সে উচ্চকণ্ঠে দ্রুত তালে কথাগুলি বলছিল। এবার হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে সে বাড়িটার দিকে এগিয়ে গেল।

বলল, 'মিস কুশিংকে গোটা কয়েক প্রশ্ন করবার আছে।'

লেস্ট্রেড বলল, 'তাহলে আপনি এখানেই থাকুন, আমার হাতে অন্য একটা কাজ আছে। মিস কুশিং-এর কাছ থেকে আর কিছু জানবার আছে বলে আমার মনে হয় না। থানায় গেলেই আমাকে পাবেন।'

হোমস বলল, 'ট্রেন ধরতে যাবার পথে তোমার ওখানে একবার যাব।' একটু পরেই সে আর আমি সামনের ঘরে ফিরে গেলাম। মহিলাটি তখনও চুপচাপ বসে ঢাকনাটা তৈরী করে চলেছে। আমরা ঘরে ঢুকতে সে সেলাইটা নামিয়ে রেখে সরল, অনুসন্ধানী নীল চোখ মেলে আমাদের দিকে তাকাল।

বলল, 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, একটা ভুল হয়েছে; পার্সেলটা আমাকে আদৌ পাঠানো হয় নি। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ভদ্রলোককে এ কথা অনেকবার বলেছি, কিন্তু তিনি শুধু হেসেছেন। যতদূর জানি, পৃথিবীতে আমার কোন শত্রু নেই, তাহলে কেউ আমার সঙ্গে এ রকম তামাশা করবে কেন?'

তার পাশে বসে পড়ে হোমস বলল, 'আমিও আপনার সঙ্গে একমত হয়েছি মিস কুশিং। আমার তো মনে হয় এটাই আরও বেশী সম্ভব.....' হঠাৎ সে থেমে গেল। মুখ ফিরিয়ে দেখলাম, সে একাগ্রচিত্তে মহিলাটির দিকে তাকিয়ে আছে। মুহূর্তের জন্য তার মুখে বিস্ময় ও খুশির ভাব একই সঙ্গে ফুটে উঠল। কিন্তু তার হঠাৎ চুপ করে যাওয়ায় মহিলাটি মুখ ফিরিয়ে তার দিকে তাকাতেই সে আগের মতই নির্বিকার হয়ে উঠল। আমি নিজেও মহিলাটির ধূসর চুল, সুন্দর টুপি, ছোট গিল্টি-করা ইয়ারিং ও শান্ত মুখশ্রীর দিকে ভাল করে তাকালাম। কিন্তু আমার সঙ্গীর এই হঠাৎ উত্তেজনার কোন কারণ খুঁজে পেলাম না।

'দু' একটা প্রশ্ন ছিল—'

মিস কুশিং অধৈর্য হয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'আঃ, প্রশ্ন শুনতে শুনতে ক্লান্ত হয়ে গেলাম।'

'মনে হচ্ছে আপনার দুটি বোন আছে।'

'আপনি কি করে জানলেন?'

'ঘরে ঢোকামাত্রই ম্যান্টেলপিসের উপরে তিনটি মহিলার গ্রুপ-ফটোখানি আমার চোখে পড়েছিল; তার মধ্যে একজন নিঃসন্দেহে আপনি, আর অপর দু'জনও দেখতে এতদূর আপনারই মত যে আপনাদের সম্পর্কের ব্যাপারে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না।'

'হ্যাঁ আপনি ঠিকই ধরেছেন। ওরা আমার বোন, সারা ও মেরি।'

'এখানে আমার পাশেই লিভারপুলে তোলা আর একটি ছবি রয়েছে; তাতে জনৈক পুরুষের সঙ্গে আপনার ছোট বোনকে দেখা যাচ্ছে; পোশাক দেখে মনে হয় লোকটি কোন জাহাজের ভাণ্ডারী। বোঝাই যাচ্ছে, সে সময় আপনার বোনটি বিবাহিতা।'

'আপনার পর্যবেক্ষণ তো খুবই দ্রুত!'

'এটাই আমার কাজ।'

'দেখুন আপনি ঠিকই ধরেছেন। তবে মিঃ ব্রাউনারের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল আরও কয়েক দিন পরে। ছবিটা যখন তোলা হয় তখন সে দক্ষিণ আমেরিকার একটা জাহাজে ছিল। কিন্তু ওকে তার এতই ভাল লেগে যায় যে দীর্ঘ দিন ওকে ছেড়ে সে থাকতে পারল না, লিভারপুল ও লণ্ডনের জাহাজে কাজ নিল।'

"কংকারার"-এ কি?'

'না, তার শেষ খবর যখন পাই তখন সে "মে ডে"-তে ছিল। আমার সঙ্গে দেখা করতে জিম এখানেও একবার এসেছিল। অবশ্য সেটা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবার আগের কথা।

তারপর থেকে যখনই সে মাটিতে পা দেয় তখনই মদ খেতে শুরু করে, আর মদ পেটে পড়লেই সে বদ্ধ পাগল হয়ে ওঠে। আহা! কী অশুভক্ষণেই সে মদের গ্লাস হাতে নিয়েছিল! প্রথমে আমার সঙ্গে গোলমাল করল, তারপর সারার সঙ্গে ঝগড়া বাঁধাল, আর মেরিও চিঠিপত্র লেখা বন্ধ করে দেওয়ায় ওদের যে এখন কি ভাবে দিন কাটছে তার কিছুই জানি না।'

স্পষ্টই বোঝা গেল, যে বিষয়টি নিয়ে কথা হচ্ছে সেটা মিস কুশিংএর পক্ষে খুবই বেদনাদায়ক। যে সব মানুষ একলা জীবন কাটায় তাদের অধিকাংশের মতই ভদ্রমহিলা প্রথমে/বেশ কিছুটা লাজুক ভাব দেখালেও শেষের দিকে খুবই দিল-খোলা হয়ে উঠল। জাহাজের ভাণ্ডারী ভগ্নিপতির সম্পর্কে অনেক কথাই আমাদের বলল। তারপর প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে তার আগেকার ভাড়াটে ডাক্তারি ছাত্র তিনটির কথা তুলল: তাদের অপকর্মের দীর্ঘ ফিরিস্তি দিল, এবং তাদের নাম ও হাসপাতালের নামও জানাল। মাঝে মাঝে দু' একটা প্রশ্ন করে হোমস মনোযোগ দিয়ে সব কথাই শুনল।

সে বলল, 'দেখুন, আপনার দ্বিতীয় বোন সারা সম্পর্কে বলছি, আপনারা দু'জনই কুমারী, অথচ আপনারা একসঙ্গে থাকেন না এটা খুবই আশ্চর্য মনে হচ্ছে।'

'ওঃ, আপনি তো সারার মেজাজের কথা জানেন না, তাহলে আর আশ্চর্য হতেন না। ক্লয়ডন-এ আসবার পরে সে চেষ্টা আমি করেছিলাম, দু'মাস আগে পর্যন্ত আমরা এক-সঙ্গেই ছিলাম, কিন্তু তারপরেই ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। নিজের বোনের বিরুদ্ধে একটা কথাও আমি বলতে চাই না, কিন্তু সব ব্যাপারে নাক গলানোর এমনই স্বভাব সারার, আর তাকে খুশি রাখা এতই শক্ত যে কি বলব।'

'আপনি বলছেন যে আপনাদের লিভারপুলের আত্মীয়-দের সঙ্গে তার ঝগড়া হয়েছিল?'

'হ্যাঁ। অথচ একসময়ে তারা ছিল ঘনিষ্টতম বন্ধুর মত। তাদের কাছাকাছি থাকবার জন্যই তো সে সেখানে চলে গেল। অথচ এখন সে জিম রাউনার সম্পর্কে কী সব যা তাই না বলে। যে ছ'মাস সে সেখানে ছিল তখন তার মুখে জিমের মদ খাওয়া ও চাল-চলন ছাড়া অন্য কোন কথা ছিল না। আমার সন্দেহ হয়, এই নাক গলানোর ব্যাপারেই সে হয় তো সারাকে আচ্ছা করে বকেছে, আর সেই থেকেই গোলমালের সূত্রপাত।'

উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানিয়ে হোমস বলল, 'অনেক ধন্যবাদ মিস কুশিং। আপনি বললেন না, আপনার বোন সারা ওয়েলিংটন-এর নিউ স্ট্রীটে থাকে? নমস্কার। যে ঘটনার সঙ্গে আপনি কোনভাবেই জড়িত নন বলে বলছেন তার জন্য আপনাকে এতটা হাঙ্গামা পোহাতে হচ্ছে বলে আমি খুবই দুঃখিত।'

বাইরে বেরিয়েই একটা গাড়ি পেয়ে গেলাম। হোমস গাড়িটা থামাল। জিজ্ঞাসা করল, 'ওয়েলিংটন কতটা দূরে?'

'মাত্র মাইলখানেক স্যার।'

'খুব ভাল। ওয়াটসন, উঠে পড়। লোহা গরম থাকতে থাকতেই পিটতে হবে। কেসটা সরল হলেও দু'একটি শিক্ষনীয় বিষয় এর সঙ্গে জড়িত আছে। কোচয়ান, পথে টেলিগ্রাফ আফিস পড়লেই গাড়িটা থামিও।"

হোমস একটা ছোট তার করে দিল। তারপর বাকি সময়টা বাইরের রোদ থেকে মুখটাকে আড়াল করবার জন্য টুপিটাকে নাকের উপর টেনে দিয়ে গাড়ির মধ্যে হেলান দিয়ে বসে রইল। যে বাড়িটার সামনে কোচয়ান গাড়ি থামাল সেটা যে বাড়িটা আমরা এইমাত্র ছেড়ে এলাম তারই মত দেখতে। কোচয়ানকে অপেক্ষা করতে বলে আমার সঙ্গী ঘণ্টা টিপতেই দরজাটা খুলে গেল, আর মাথায় চকচকে টুপি কালো পোশাক পরা একটি যুবক সিঁড়িতে দেখা দিল।

হোমস জিজ্ঞাসা করল, 'মিস কুশিং আছেন কি?'

সে বলল, 'মিস সারা কুশিং অত্যন্ত অসুস্থ। গতকাল থেকে গুরুতর মস্তিষ্ক-রোগে তিনি আক্রান্ত হয়েছেন। তার চিকিৎসা সংক্রান্ত পরামর্শদাতা হিসাবে কাউকে তার সঙ্গে দেখা করতে দেবার ঝুঁকি আমি নিতে পারি না। আমি বলছি আপনি দশ দিন পরে আসুন।' হাতে দস্তানা পরে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে সে রাস্তায় নেমে গেল।

হোমস খুশি মনে বলে উঠল, 'বেশ তো, দেখা হবে না, হবে না।'

'হয় তো তিনি তোমাকে বিশেষ কিছু বলতে পারতেন না, বা বলতে চাইতেন না।'

'তিনি কিছু বলুন তা আমিও চাই নি। আমি শুধু তাকে দেখতে চেয়েছিলাম। যাহোক, আমি যা চাই তা পেয়ে গেছি। কোচয়ান, আমরা কিছু খেয়ে নিতে পারি এ রকম একটা ভাল হোটেলে আমাদের নিয়ে চল। তারপর থানায় যাব বন্ধু লেস্ট্রেডের সঙ্গে দেখা করতে।'

দু'জনে মোটামুটি ভাল খাবারই খেলাম। খেতে খেতে হোমস বেহালা ছাড়া আর কোন বিষয়েই কোন কথা বলল না। অন্তত পাঁচশ' গিনি দামের 'স্ট্রাডে ভ্যারিয়াস' গীটারটি কেমন করে টোটেনহাম কোর্ট রোডের একটি ইহুদি দালালের

কাছ থেকে মাত্র পঞ্চাশ শিলিং দিয়ে সে কিনেছিল তার বিবরণই সে মহা উৎসাহে দিতে লাগল। তার থেকে উঠল পাগানিনির কথা। এক বোতল ক্লারেট নিয়ে আমরা একটি ঘণ্টা কাটিয়ে দিলাম ; সারাক্ষণ সে ওই অসাধারণ লোকটি জীবনের ঘটনাবলী একের পর এক বলে গেল। যখন দু'জনে থানায় পৌঁছলাম তখন বেলা গড়িয়ে গেছে ; রোদ্দুরের তেজ অনেকটা কমে গিয়ে একটা নরম আলো ছড়িয়ে পড়েছে। লেস্ট্রেড দরজায়ই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল।

বলল, 'আপনার একটা টেলিগ্রাম এসেছে।'

'ও হো, জবাব এসেছে !' টেলিগ্রামটা খুলে চোখ বুলিয়ে নিয়ে সেটাকে দলা পাকিয়ে রেখে দিল। বলল, 'ঠিক আছে।'

'কিছু পেলেন ?'

'সব কিছুই পেয়েছি।'

লেস্ট্রেড বিমূঢ়ের মত চোখ তুলে বলল, 'সে কি ! আপনি ঠাট্টা করছেন !'

'জীবনে এর চাইতে বেশী গম্ভীর আমি কখনও ছিলাম না। একটা সাংঘাতিক অপরাধ ঘটানো হয়েছে। তবে আমি মনে করছি, অপরাধের প্রতিটি বৃত্তান্ত আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে।'

'আর অপরাধী ?'

হোমস তার ভিজিটিং-কার্ডের পিছনে কয়েকটি শব্দ লিখে লেস্ট্রেডের দিকে ছুঁড়ে দিল।

বলল, 'এই তার নাম। তবে কাল রাতের আগে তুমি কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারবে না। কিন্তু আমি চাই, এই কেসের ব্যাপারে কখনও আমার নামের উল্লেখ করবে না, কারণ, যে সব অপরাধের সমাধান করতে কিছুটা অসুবিধা দেখা দেয় একমাত্র সেই সব কেসের সঙ্গেই আমি নিজেকে জড়িত করতে পছন্দ করি। চলহে, ওয়াটসন।' আমরা স্টেশনের পথে গাড়ি ছুটিয়ে দিলাম। হোমস যে কার্ডখানা ছুঁড়ে দিয়েছিল লেস্ট্রেড হাসিমুখে সেটার দিকেই তাকিয়ে রইল।

সেদিন রাতে বেকার স্ট্রীটের ঘরে বসে সিগার টানতে টানতে যখন দু'জনে কথা বলছিলাম, তখন শার্লক হোমস বলল, "রক্ত সমীক্ষা (Study in Scarlet)" এবং "চিহ্ন চতুষ্টয় (Sign of Four)" নাম দিয়ে যে দুটি তদন্ত-বিবরণ তুমি লিপিবদ্ধ করেছ তাদের মতই এ ক্ষেত্রেও আমাদের কার্য থেকে পিছিয়ে কারণকে অনুমান করতে হয়েছে। যে সব খুঁটিনাটি বিবরণ এখনও পাই নি সেগুলো পাঠাবার জন্য লেস্ট্রেডকে লিখেছি। লোকটিকে ধরতে পারলে তবেই সেগুলি সে পাবে। এ ব্যাপারে তার উপর নির্ভর করা যেতে পারে, কারণ তার বুদ্ধির ঘটটা শূন্য হলেও একবার যদি সে বুঝতে পারে তাকে কি করতে হবে তাহলে সে বুল-ডগের মত কর্মতৎপর হয়ে ওঠে ; আর এই কর্মতৎপরতাই তাকে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের মাথায় তুলে দিয়েছে।'

'তোমার কেস তাহলে এখনও সম্পূর্ণ হয় নি ?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

'মূল বিষয়ে মোটামুটি সম্পূর্ণ হয়েছে। যদিও একটি শিকার এখনও হাতের বাইরে রয়েছে, তবু এই জঘন্য কর্মকাণ্ডের নায়ক যে কে তা আমরা জানতে পেরেছি। অবশ্য তুমি নিজেও নিশ্চয় একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছ।'

'আমার তো মনে হচ্ছে, লিভারপুল জাহাজের ভাণ্ডারী এই জিম ব্রাউনারকেই তুমি সন্দেহ করেছ।'

'ও হো ! সন্দেহের চাইতেও বেশী।'

'কিন্তু অত্যন্ত আবছা কিছু ইঙ্গিত ছাড়া আমি তো আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না।'

'অপর পক্ষে, আমার কাছে কিন্তু এর চাইতে পরিষ্কার আর কিছুই হতে পারত না। আচ্ছা, প্রধান ধাপগুলো পার হওয়া যাক। তোমার নিশ্চয় মনে আছে, সম্পূর্ণ খোলা মনেই আমরা এ-কেসটাতে হাত দিয়েছিলাম, আর সেটা সব সময়ই কাজের পক্ষে সুবিধাজনক। আগের থেকে কোন থিয়োরিই আমাদের মাথায় ছিল না। আমাদের কাজ হল পর্যবেক্ষণ করা এবং তার থেকে কিছু অনুমান করা। প্রথমে কি দেখলাম ? যাকে দেখে কোন গোপনতার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্দোষ বলে মনে হয় এমন একটি শান্ত ও ভদ্র মহিলাকে এবং একটা ছবি যা দেখে জানলাম তার দুটি ছোট বোন আছে। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎচমকের মত আমার মনে হল, বাক্সটা হয় তো ওই দু'জনের যে কোন একজনের জন্য পাঠানো হয়েছিল। সে ধারণাটাকে পরবর্তী কালে সুবিধামত প্রমাণ বা অপ্রমাণ করবার জন্য সরিয়ে রাখলাম। তারপর গেলাম বাগানে এবং সেইখানেই ছোট হলদে বাক্সটার ভিতরকার অদ্ভুত দ্রব্যগুলি দেখলাম।

'জাহাজের পাল তৈরীকারকরা যে ধরনের দড়ি ব্যবহার করে দড়িটা ঠিক সেই রকম। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের তদন্তের উপর যেন সমুদ্রের হাওয়া এসে লাগল। তারপর যখন দেখলাম, এ ধরনের গিঁট সাধারণত নাবিকরাই জানে পার্সেলটা ডাকে দেওয়া হয়েছে একটা বন্দর থেকে, এবং পুরুষের কানটাকে ইয়ারিং পরার জন্য যে ভাবে ফুটো করা হয়েছে সেটা নাবিকদের মধ্যেই সমধিক প্রচলিত, তখনই আমি নিশ্চিত হলাম যে এই বিয়োগান্ত নাটকের সব

কুশীলবকেই সমুদ্রযাত্রীদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে।

'প্যাকেটের ঠিকানা পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখলাম লেখা হয়েছে মিস এস, কুশিং। এখন বড় বোন নিশ্চয়ই মিস কুশিং হতে পারেন এবং তার আদ্য অক্ষর "এস্" হলেও সেটা তো অপর একটি বোনেরও হতে পারে। সেক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নতুন ভিত্তিতে আমাদের তদন্ত শুরু করা দরকার। এই বিষয়টা স্থির করার জন্যই আবার সেই ঘরে ঢুকলাম। মিস কুশিংকে আমি প্রায় বলে ফেলেছিলাম যে নিশ্চয় একটা ভুল হয়েছে, এমন সময়—তোমার নিশ্চয় মনে পড়ে—আমি হঠাৎ থেমে গিয়েছিলাম। আসল ব্যাপারটা হল, ঠিক সেই মুহূর্তে আমি এমন কিছু দেখেছিলাম যাতে খুবই বিস্মিত হয়েছিলাম এবং যার ফলে আমাদের তদন্ত ক্ষেত্রও প্রভূতপরিমাণে সংকীর্ণ হয়ে পড়েছিল।

'ওয়াটসন, ডাক্তারি শাস্ত্রের লোক হিসাবে তুমি নিশ্চয়ই জান যে, মানুষের কানের মত শরীরের অন্য কোন অঙ্গই এত বিচিত্র হতে পারে না। প্রতিটি কানের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকে এবং অন্য কান থেকে পৃথক হয়। গত বছরের Anthropological Journal-এ এ বিষয়ে আমার লেখা দুটি ছোট প্রবন্ধ দেখতে পাবে। কাজেই বাক্সের ভিতরকার দুটো কানকেই আমি বিশেষজ্ঞের দৃষ্টি দিয়ে পরীক্ষা করেছি এবং সযত্নে তাদের গঠনগত বৈশিষ্ট্যগুলি টুকে নিয়েছি। তাহলে কল্পনা কর, মিস কুশিং-এর দিকে তাকিয়ে যখন দেখলাম যে তার কান যে স্ত্রীলোকটির কাটা কান আমি এই মাত্র পরীক্ষা করে এসেছি তার সঙ্গে হুবহু এক, তখন আমার বিস্ময় কতদূর চরমে উঠেছিল। এই মিল কখনও আকস্মিক যোগাযোগ হতে পারে না। কানের বাইরের অংশটা সেই রকমই ছোট, উপরের দিকটা সেই রকমই চওড়া, আর ভিতরকার উপস্থিতির সেই একই রকম ভাঁজ। মূলগত বিচারে সেই একই কান।

'অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই এই মিলের প্রভূত গুরুত্ব আমি উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম। স্পষ্টই বুঝতে পারলাম যার কান কাটা হয়েছে তার সঙ্গে এর নিশ্চয় রক্তের সম্পর্ক আছে আর সে সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ট। তখন আমি তার সঙ্গে পারিবারিক বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করে দিলাম এবং তোমার নিশ্চয় মনে আছে যে তিনিও অনেক মূল্যবান বিবরণ আমাদের জানালেন।'

'প্রথমত, তার বোনের নাম সারা এবং কিছুদিন আগে পর্যন্ত তারও এই একই ঠিকানা ছিল ; কাজেই ভুলটা কি করে ঘটেছে এবং প্যাকেটটা আসলে কার জন্য পাঠানো হয়েছে সেটা সহজেই বোঝা গেল। তারপর তৃতীয় বোনের সঙ্গে যার বিয়ে হয়েছে সেই ভাণ্ডারীর কথা শুনলাম এবং জানতে পারলাম যে একসময়ে সে মিস সারার সঙ্গে এতই ঘনিষ্ট হয়েছিল যে মিস সারা ব্রাউনার-দম্পতির কাছাকাছি থাকবার জন্য লিভারপুলে চলে গিয়েছিল। তারপরে একটা ঝগড়ার ফলে তাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। এই ঝগড়ার জন্য কয়েক মাস যাবৎ তাদের মধ্যে সবরকম যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ব্রাউনারের যদি একটা পার্সেল মিস সারাকে পাঠাবার দরকার দেখা দেয় সে তো নিঃসন্দেহে সেটা তার পুরনো ঠিকানায়ই পাঠাবে।

'এইভাবে সমস্ত ব্যাপারটা বেশ চমৎকারভাবে বোধগম্য হয়ে উঠছিল। এই ভাণ্ডারী মশায়ের খবর আমরা জেনেছি। লোকটি অনুভূতিপ্রবণ, আবেগের দ্বারা চালিত,—তোমার নিশ্চয় মনে আছে, স্ত্রীর কাছে কাছে থাকতে পারবে বলে সে একটা ভাল চাকরিই ছেড়ে দিয়েছিল—আবার মাঝে মাঝে মদে একেবারে চুর হয়েও থাকে। তখন আমাদের বিশ্বাস করবার যথেষ্ট কারণ ছিল যে, তার স্ত্রী খুন হয়েছে এবং ঐ একই সময়ে আরও একটি লোক—সম্ভবত একজন নাবিক—খুন হয়েছে। অবশ্য প্রথমেই মনে হয় যে ঈর্ষাই এই খুনের কারণ। কিন্তু খুনের এই প্রমাণগুলি মিস সারা কুশিং-এর কাছে পাঠানো হল কেন ? হয় তো লিভারপুলে থাকবার সময় এমন কোন ঘটনার সঙ্গে সে জড়িত ছিল যার ফলে এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। আরও লক্ষ্য কর, এই জাহাজগুলি বেল্‌ফাস্ট ডাবলিন ও ওয়াটার ফোর্ডে নোঙর করে থাকে। কাজেই যদি ধরে নেওয়া যায় যে ব্রাউনার এ কাজ করেছে এবং তারপরই তার স্টীমার "মে ডে" তে উঠে পড়েছে, তাহলে বেল্‌ফাস্টই হচ্ছে প্রথম স্থান যেখান থেকে সে এই ভয়ংকর প্যাকেটটা ডাকে দিতে পারে।

'এ পর্যন্ত এসে একটা দ্বিতীয় সমাধানও সম্ভব বলে মনে হয়েছিল ; যদিও আমার কাছে সেটা খুবই অবাস্তব বলে মনে হয়, তথাপি আমি স্থির করলাম, আরও অগ্রসর হবার আগে সেটাকেই বিশ্লেষণ করে দেখব। কোন ব্যর্থ প্রেমিক মিঃ ও মিসেস ব্রাউনারকে খুন করে থাকতে পারে এবং পুরুষ কানটা স্বামীরও হতে পারে। এই সমাধানের বিপক্ষে অনেক আপত্তি তোলা যেতে পারে ; তবু এ রকমটাও তো ভাবা যেতে পারে। সুতরাং আমি আমার বন্ধু লিভারপুল পুলিশের আলগারকে টেলিগ্রাম করে জানতে চেয়েছিলাম, মিসেস ব্রাউনার বাড়িতে আছে কিনা এবং মিঃ ব্রাউনার "মে ডে"-তে চেপে যাত্রা করেছে কি না। তারপরই মিস সারার সঙ্গে দেখা করতে আমরা ওয়েলিংটন গেলাম।

'প্রথমেই পারিবারিক কানটি তার মাথায়ও আছে কিনা সেটা দেখবার কৌতূহল আমার ছিল। তাছাড়া সে আমাদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংবাদও দিতে পারে, যদিও তা দেবে বলে আমি খুব আশা করি নি। সে তো আগের দিনই সব কিছু জানতে পেরেছে, কারণ সারা ক্রয়ডনে খবরটা ছড়িয়ে পড়েছিল, এবং একমাত্র সেই বুঝতে পেরেছিল প্যাকেটটা কাকে পাঠানো হয়েছে। ন্যায়বিচারই যদি সে চাইত তাহলে নিশ্চয় ইতিমধ্যেই পুলিশকে সব কথা জানিয়ে দিত। যাই হোক, তার সঙ্গে দেখা করা আমাদের কর্তব্য বলেই সেখানে গেলাম। গিয়ে দেখলাম, প্যাকেট পৌঁছবার খবর পেয়ে—ঐ সময় থেকেই তার রোগের সূচনা—সে মস্তিষ্কের বিকারজনিত রোগে আক্রান্ত হয়েছে। স্পষ্ট বোঝা গেল, এই ঘটনার ফলাফল সম্পর্কে সে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ; সেই সঙ্গে স্পষ্ট বোঝা গেল, যে তার কাছ থেকে কোন রকম সহায়তা পেতে হলে আমাদের আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।

'যাই হোক, তার সহায়তার কোন প্রয়োজন সত্যি আমাদের ছিল না। আমাদের প্রয়োজনীয় জবাবগুলো থাকাতেই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল, কারণ সেগুলিকে থানায় পাঠিয়ে দেবার নির্দেশই আমি আলগারকে দিয়েছিলাম। তার থেকে চূড়ান্ত প্রমাণ আর কিছুই হতে পারে না। তিন দিনের বেশী হল মিসেস ব্রাউনারের বাড়ি বন্ধ রয়েছে ; প্রতিবেশীদের ধারণা, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে সে দক্ষিণাঞ্চলে গেছে। জাহাজের আপিসে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ব্রাউনার "মে ডে"-তে চেপেছে এবং আমার হিসাবমত স্টীমারটি কাল রাতে টেমস্-এ পৌঁছবে। সেখানে পৌঁছলেই ক্ষীণবুদ্ধি অথবা কর্তব্যে অবিচল লেস্ট্রেডের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হবে এবং কোন সন্দেহ নেই যে আমরাও সব বিবরণ পেয়ে যাব।'

শার্লক হোমসের সে আশা অপূর্ণ থাকে নি। দু'দিন পরেই সে একখানা মোটা খাম পেল। তাতে ছিল আমাদের গোয়েন্দার একটা চিরকুট এবং ফুলস্কেপ কাগজের কয়েক পৃষ্ঠা ভর্তি টাইপ-করা একখানা দলিল।

আমার দিকে তাকিয়ে হোমস বলল, 'লেস্ট্রেড তাকে ঠিক পাকড়াও করেছে। সে কি লিখেছে তা জানতে তুমি নিশ্চয় আগ্রহী।'

'প্রিয় মিঃ হোমস,—আমাদের থিয়োরিগুলো পরীক্ষা করে দেখবার জন্য যে পরিকল্পনা আমরা করেছিলাম'—"আমরা" কথাটা ভারি চমৎকার, কি বল ওয়াটসন ?—'তদনুসারে গতকাল সন্ধ্যা ৬টার সময় এলবার্ট ডক-এ পৌঁছে লিভারপুল, ডাবলিন ও লন্ডন স্টীম প্যাকেট কোম্পানির "এস, এস, মে ডে" স্টীমারে চড়েছিলাম। খোঁজ নিয়ে জানলাম, সেই স্টীমারে জেমস ব্রাউনার নামে একজন ভাণ্ডারী আছে, এবং যাত্রাপথে সেই লোকটি এমন অদ্ভুতভাবে কিছু কাজ করেছে যার জন্য ক্যাপ্টেন তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছে। তার বার্থে নেমে গিয়ে দেখলাম, দুই হাতের মধ্যে মাথাটা গুঁজে নিজের বাক্সটার উপর বসে সে এদিক-ওদিক দুলছে। লোকটির চেহারা বড়সড়, বেশ শক্তিশালী, মুখ পরিষ্কার করে কামানো, গায়ের রং কৃষ্ণাভ,—অনেকটা অ্যাল্‌ড্রিজের মত, ধোবিখানার বাজে ব্যাপারটায় সে আমাদের অনেকটা সাহায্য করেছিল। আমার কথা শুনেই সে লাফ দিয়ে উঠল ; আমিও সঙ্গে সঙ্গে বাঁশিটা ঠোঁটে ছোঁয়ালাম, মোড়েই দুজন জল-পুলিশ মোতায়েন ছিল ; কিন্তু তাকে দেখে একেবারেই নিষ্প্রাণ মনে হল ; সে শান্তভাবে হাত-কড়ার মধ্যে হাত দুটি বাড়িয়ে দিল। তার বাক্সটা শুদ্ধু তাকে হাজতে নিয়ে এলাম ; ভেবেছিলাম বাক্সের মধ্যে আপত্তিকর কিছু পাওয়া যাবে : কিন্তু নাবিকদের কাছে সচরাচর যেমন থাকে সেই রকম একখানা বড় ধারালো ছুরি ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় নি। অবশ্য আর সাক্ষ্য-প্রমাণের কোন দরকারও ছিল না ; থানায় ইন্সপেক্টরের কাছে হাজির করতেই সে একটা বিবৃতি দিতে চাইল ; আর আমাদের সাংকেতিক লিপিকারও তার কথামতই সেটা লিখে নিল। তার তিনটে কপি টাইপ করা হয়েছে। একটা কপি এই সঙ্গে পাঠালাম। ঠিক যেমনটি ভেবেছিলাম, ব্যাপারটা অত্যন্ত সরল ; আমার তদন্তে সাহায্য করার জন্য আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। শ্রদ্ধাসহকারে একান্তভাবে আপনার—জি, লেস্ট্রেড।'

হোমস মন্তব্য করল, 'হুম্ ! তদন্তটা খুব সরলই বটে। কিন্তু আমাদের সঙ্গে প্রথম আলোচনার সময় ব্যাপারটা তার কাছে খুব সরল বলে মনে হয় নি। যাই হোক, এবার দেখা যাক জিম ব্রাউনারের বক্তব্যটা কি। এই তো তার বিবৃতি, শ্যাডওয়েল থানায় ইন্সপেক্টর মল্ট-গোমারির কাছে সে বিবৃতিটা দিয়েছে ; একটা সুবিধা হয়েছে, বিবৃতিটা হুবহু তার কথা মত লেখা।'

'আমার কিছু বলবার আছে কিনা ? হ্যাঁ, অনেক কিছু বলবার আছে। সব কথাই আমি খুলে বলব। আপনারা আমাকে ফাঁসি দিতে পারেন, আবার ছেড়ে দিতেও পারেন ; যাই করুন তাতে আমার কিছু যায়-আসে না। আপনাদের বলছি, এ কাজ করবার পর থেকে তিলেকের জন্যও আমি চোখ বুজে ঘুমুতে পারি নি ; মনে হচ্ছে সব জাগরণের অবসান না হওয়া পর্যন্ত আর কোনদিন ঘুমুতে পারবও না। কখনও এলেকফেয়ারবেয়ার্নের মুখ, কিন্তু বেশীর ভাগ

সময়ই মেরির.....মুখ। একজন না একজন সব সময় আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। এলেকের চোখে কালো ভ্রূকুটি, কিন্তু মেরির.....মুখে একটা অদ্ভুত বিস্ময়। হায় শ্বেত মেষশাবক, যে মুখে সে ভালবাসা ছাড়া আর কিছুই কখনও দেখে নি তার মুখে মৃত্যু-লেখা দেখে সে তো বিস্মিত হবেই।

'কিন্তু সব দোষ সারার। একটি ভগ্ন-হৃদয় মানুষের অভিশাপ তাকে ধ্বংস করে দিক, তার শিরায় শিরায় সব রক্ত পচে গলে যাক! নিজেকে আমি দোষমুক্ত করতে চাইছি না। আমি জানি, আবার আমি মদ খেয়েছিলাম, কারণ তখন যে আমি পশু হয়ে গিয়েছিলাম। তথাপি সে হয় তো আমাকে ক্ষমা করত, ঐ নারীর কালো ছায়া যদি আমাদের ঘরে না পড়ত তাহলে দড়ি যে ভাবে একখণ্ড কাঠকে জড়িয়ে থাকে সেও আমাকে সেইভাবেই জড়িয়ে ধরে থাকত। কিন্তু সারা কুশিং আমাকে ভালবাসত—সেখান থেকেই তো শুরু—সে আমাকে ভালবাসত; কিন্তু যখন সে বুঝতে পারল যে তার সমস্ত দেহ-মন অপেক্ষাও কাদার উপরে আমার স্ত্রীর পায়ের চিহ্নটাকেও আমি বেশী ভালবাসি, তখন তার সে ভালবাসা বিষাক্ত ঘৃণায় পরিণত হল।

'তারা মোট তিন বোন। বড়টি ভাল মানুষ, মেজটি শয়তানী, আর ছোটটি দেবদূত। আমার যখন বিয়ে হয় তখন সারার বয়স তেত্রিশ, আর মেরির বয়স উনত্রিশ। যখন সংসার পাতলাম তখন আমরা কত সুখেই ছিলাম। সারা লিভারপুলে মেরির চাইতে ভাল মেয়ে একটিও ছিল না। সেই সময় আমরা এক সপ্তাহের জন্য সারাকে আমন্ত্রণ জানালাম; সপ্তাহ থেকে মাস কেটে গেল; একটা থেকে আরেকটা; ক্রমে সে আমাদেরই একজন হয়ে উঠল।

'আমার তখন সুদিন চলেছে; কিছু টাকাও হাতে আসছে; সব কিছুই একটা নতুন ডলারের মত ঝকঝকে। হা ঈশ্বর, তখন কে ভেবেছিল যে এই তার পরিণতি হবে? স্বপ্নেও এ সব কে দেখেছিল?

'প্রায়ই সপ্তাহ-শেষে বাড়ি আসতাম; কখনও বা মাল বোঝাইর জন্য স্টীমার আটকা পড়লে একটা পুরো সপ্তাহই বাড়িতে কাটাতাম; আর এই ভাবেই আমার শ্যালিকা সারার অনেক কিছুই জানলাম। সেও দেখতে ভাল, লম্বা শরীর, কৃষ্ণাঙ্গী, দ্রুতগতি ও তীক্ষ্ণ প্রকৃতি, সগর্বে মাথা উঁচু করে চলে, জ্বলন্ত লৌহপিণ্ড হতে নিষ্ক্ষিপ্ত স্ফুলিঙ্গের মত তার চোখের দৃষ্টি। কিন্তু মেরিকে ফেলে তার কথা আমি কখনও ভাবি নি। এখনও ঈশ্বরের করুণালাভের আশা করি বলেই শপথ করে আমি সে কথা বলতে পারছি।

'কখনও কখনও আমার মনে হত, সে আমার সঙ্গে একা থাকতে চায়, আমাকে ভুলিয়ে একটু বেড়াতে নিয়ে যেতে চায়. কিন্তু আমি কখনও সে রকম ভাবি নি। কিন্তু একদিন সন্ধ্যায় আমার চোখ খুলে গেল। জাহাজ থেকে বাড়ি গিয়ে দেখি আমার স্ত্রী বাইরে গেছে, কিন্তু সারা বাড়িতেই আছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "মেরি কোথায়?" "ওঃ, সে তো হিসাবের কিছু টাকা দিতে গেছে।" আমি ঘরময় পায়চারি করতে লাগলাম। সে বলে উঠল, "আচ্ছা জিম, মেরিকে ছাড়া তুমি কি পাঁচ মিনিটও সুখে থাকতে পার না? আমার সঙ্গ যদি এতটুকু সময়ও তোমার ভাল না লাগে সেটা কিন্তু আমার পক্ষে একটু অগৌরবের কথা।" সদয়ভাবে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে আমি বললাম, "ঠিক আছে সুন্দরী, ঠিক আছে।" সঙ্গে সঙ্গে দুই হাত দিয়ে সে আমার হাতটা জড়িয়ে ধরল। হাত দুটি জ্বলছে, যেন তার জ্বর হয়েছে। তার চোখের দিকে তাকাতেই সব বুঝতে পারলাম। তার কোন কথা বলার দরকার ছিল না, আমারও না। চোখ কুঁচকে আমি হাতটা টেনে নিলাম। একটুক্ষণ নীরবে আমার পাশে দাঁড়িয়ে থেকে আমার কাঁধে হাত রেখে আস্তে টোকা দিতে দিতে বলে উঠল, "ধীরে জিম, ধীরে!" তারপরই বিদ্রূপের হাসি হেসে ঘর থেকে ছুটে চলে গেল।

'সেই দিন থেকেই সারা সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে আমাকে ঘৃণা করতে শুরু করল. আর ঘৃণা করবার ক্ষমতাও সে রাখে। আমি একটা বোকা—ভ্রান্তবুদ্ধি-নির্বোধ—তাই এর পরেও তাকে আমাদের সঙ্গে থাকতে দিলাম। কিন্তু মেরিকে আমি একটি কথাও বলি নি, কারণ আমি জানতাম তাতে সে কষ্ট পাবে। সব কিছু আগের মতই চলতে লাগল। কিন্তু কিছুদিন পরেই বুঝতে পারলাম, মেরির মধ্যেও একটা পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। সে সব সময়ই আমাকে বিশ্বাস করত. খুব নির্দোষও ছিল; কিন্তু ক্রমেই সে যেন অদ্ভুত ও সন্দেহপ্রবণ হয়ে উঠছে। সে এখন জানতে চায় আমি কোথায় গিয়েছিলাম, কি করছিলাম, কার কাছ থেকে চিঠি পেয়েছি, আমার পকেটে কি আছে, এমনি হাজার বোকা-বোকা প্রশ্ন। দিনের পর দিন সে যেন আরও অদ্ভুত, আরও খুঁতখুঁতে হয়ে উঠতে লাগল; অকারণেই আমাদের মধ্যে গোলমাল হতে লাগল। এ সব দেখে শুনে আমি বেশ ঘাবড়ে গেলাম। সারা এখন আমাকে এড়িয়ে চলে, কিন্তু সে আর মেরি একেবারে অভিন্নহৃদয়। এখন বুঝতে পারি, নানা রকম ফন্দি-ফিকির করে আমার স্ত্রীর মনকে আমার বিরুদ্ধে বিষিয়ে তুলছিল, কিন্তু তখন আমি এমনই কানা

পোকা ছিলাম যে এসব কিছুই বুঝতে পারি নি। তারপর থেকেই আমি আবার মদ খেতে শুরু করলাম ; কিন্তু আমার মনে হয় তখন যদি মেরি আগেকার মত থাকত তাহলে আমি মদ খেতাম না। এবার সে আমার প্রতি বিরক্ত হবার কিছুটা কারণ পেয়ে গেল এবং আমাদের দুজনের ভিতরকার ব্যবধানটা ক্রমেই বাড়তে লাগল। আর ঠিক তখনই এই এলেক ফেয়ারবেয়ার্ণ এসে মাথা গলাল আর অবস্থাটা হাজারগুণ শোচনীয় হয়ে উঠল।

'প্রথমে সারার সঙ্গে দেখা করতেই সে আমার বাড়ি এসেছিল, কিন্তু শীঘ্রই সে আমাদের সকলের কাছেই আসতে লাগল, কারণ তার ব্যবহার দিয়ে সে সকলকেই জয় করতে পারত এবং যেখানে সে গেছে সেখানেই বন্ধুবান্ধব জুটিয়েছে। লোকটি খুব চটপটে ও গতিশীল ; অর্ধেক পৃথিবী সে দেখেছে, আর যা কিছু দেখেছে তাকে গুছিয়ে বলতেও পারে। আমি অস্বীকার করি না যে, তার সঙ্গ সুখকর এবং একজন নাবিক হিসাবে তার আচরণ আশ্চর্য রকমের ভদ্র ; আমার মনে হয়, এমন একদিন ছিল যখন সে জাহাজের নীচু তলা অপেক্ষা উপর তলার ডেকটাই বেশী চিনত। এক মাস যাবৎ আমার বাড়িতে তার অবাধ গতি ছিল ; তার দিক থেকে কোন ক্ষতি দেখা দিতে পারে, এ কথা কখনও আমার মনেই হয় নি। কিন্তু তারপরেই কোন কারণে আমার মনে সন্দেহ দেখা দিল, আর সেদিন থেকেই আমার মনের সব শান্তি নষ্ট হয়ে গেল।

'ব্যাপারটা খুবই তুচ্ছ। একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে বাড়িতে ফিরে আমার স্ত্রীর মুখ দেখেই বুঝতে পারলাম সে যেন কার প্রত্যাশায় অপেক্ষা করে আছে ; কিন্তু আমাকে দেখেই তার মুখখানি ম্লান হয়ে গেল, আর দুই চোখ-ভরা হতাশা নিয়ে সে মুখটা ঘুরিয়ে নিল। আমার পক্ষে এই-টুকুই যথেষ্ট। একমাত্র এলেক ফেয়ারবেয়ার্ণ ছাড়া আমার পদশব্দকে আর কারও পদশব্দ বলেই সে ভুল করতে পারে না। তখন তাকে কাছে পেলে হয় তো খুন করেই ফেলতাম, কারণ র‍্যাগলে আমি চিরদিনই পাগলের মত হয়ে যাই। আমার চোখের সেই শয়তানী দৃষ্টি মেরি দেখতে পেয়েছিল। ছুটে এসে সে আমার আস্তিন চেপে ধরল। বলে উঠল, "এ কাজ করো না জিম, করো না !" আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "সারা কোথায় ?" সে বলল, "রান্না ঘরে।" সে ঘরে ঢুকে আমি বললাম, "সারা, এই ফেয়ারবেয়ার্ণ লোকটার ছায়া যেন আর কখনও আমার দরজায় না পড়ে।" সারা বলল, "কেন ?" "কারণ এটা আমার হুকুম।" সারা বলল, "ওঃ ! আমার বন্ধুর যদি এ বাড়িতে ঠাঁই না হয়, তা হলে আমারও ঠাঁই হবে না।" আমি বললাম, "তোমার যা খুশি তাই করতে পার। কিন্তু ফেয়ারবেয়ার্ণ যদি আর কোন দিন এ বাড়িতে মুখ দেখায় তাহলে স্মৃতি-চিহ্ন হিসাবে তার একটা কান তোমাকে পাঠিয়ে দেব।" মনে হয়, আমার মুখ দেখে সে ভয় পেয়েছিল ; আর একটি কথাও সে বলল না ; সেই সন্ধ্যায়ই সে আমার বাড়ি ছেড়ে চলে গেল।

'এ কাজটা এই স্ত্রীলোকটির পক্ষে শুধুই একটা শয়-তানী কাণ্ড, না কি সে ভেবেছিল যে আমার স্ত্রীকে দিয়ে আমার প্রতি খারাপ ব্যবহার করাতে পারলেই সে আমাকে আমার স্ত্রীর প্রতি বিরূপ করে তুলতে পারবে, তা আমি জানি না। যাই হোক, ঠিক দুটো রাস্তা পরেই সে একটা বাড়ি নিল এবং নাবিকদের কাছে ভাড়া দিতে লাগল। ফেয়ারবেয়ার্ণ সেখানেই থাকত এবং মেরিও তার দিদি ও লোকটির সঙ্গে চা খেতে সেখানে যেত। কত ঘন ঘন সে সেখানে যেত আমি জানি না, কিন্তু একদিন তার পিছনে পিছনে গিয়ে দরজার কাছে হাজির হতেই কাপুরুষ ফেয়ার-বেয়ার্ণ ভোঁদরের মত পিছনের বাগানের প্রাচীর টপকে পালিয়ে গেল। স্ত্রীর সামনে তখনই প্রতিজ্ঞা করলাম, আবার যদি তাকে ঐ লোকটার সঙ্গে দেখি তাহলে তাকে খুন করে ফেলব। আমার স্ত্রী ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল, থর থর করে কাঁপতে লাগল, তার মুখ কাগজের মত সাদা হয়ে গেল। তাকে সঙ্গে করে বাড়ি ফিরে এলাম। আমাদের মধ্যে ভালবাসার চিহ্নমাত্র রইল না। আমি বুঝতাম সে আমাকে ঘৃণা করে, ভয় করে, আর এসব কথা ভেবে যখন আমি মদ খেতাম তখন সে আমাকে আরও ঘৃণা করত।

'সারা যখন বুঝতে পারল যে লিভারপুলে থাকবার মত অর্থ সে উপার্জন করতে পারছে না, তখন আমি যতদূর জানতাম, সে তার দিদির কাছে ক্রয়ডন-এই ফিরে গেল। আর বাড়ির অবস্থা পূর্ববৎই চলতে লাগল। তারপর এল সেই শেষ সপ্তাহ সব দুঃখ ও সর্বনাশকে সঙ্গে নিয়ে।

'ব্যাপারটা এইভাবে ঘটল। "মে ডে"-কে নিয়ে আমরা সাত দিনের জন্য যাত্রা করেছিলাম। কিন্তু একটা বড় পিপের মুখ খুলে যাওয়ায় বারো ঘণ্টার জন্য বন্দরে ফিরে আসতে হল। আমিও জাহাজ থেকে নেমে বাড়ি ফিরে গেলাম। ভেবেছিলাম আমার স্ত্রীকে খুব চমকে দেব, আর আশা করেছিলাম যে এত তাড়াতাড়ি আমাকে আবার দেখতে পেয়ে সে খুব খুশিও হবে। আমাদের রাস্তায় যখন পড়েছি তখনও ঐ চিন্তাই আমার মাথায় ঘুরছে। ঠিক সেই সময় একটা গাড়ি আমাকে পাশ কাটিয়ে চলে

গেল, আর সেই গাড়িতে ফেয়ারবেয়ার্ণের পাশে বসে আছে আমার স্ত্রী। দু'জনে হাসছে আর কথা বলছে; ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আমি যে তাদের লক্ষ্য করছি সেদিকে তাদের দৃষ্টিই পড়ল না।

'আপনাদের বলছি, দিব্যি করে বলছি, সেই মুহূর্ত থেকে আমি আর আমাতে ছিলাম না; এখন পিছন ফিরে তাকালে সে সময়টাকে স্বপ্নের মত অস্পষ্ট মনে পড়ে। ইদানিং আমি প্রচুর মদ গিলতে শুরু করেছিলাম; তার সঙ্গে এই ঘটনা মিলে আমার মাথাটাই গুলিয়ে দিল। এখনও বন্দর-শ্রমিকদের হাতুড়ির মত কী যেন আমার মধ্যে দপ্‌দপ্‌ করছে, কিন্তু সেদিন সকালে গোটা নায়েগ্রা জলপ্রপাত যেন আমার কানের মধ্যে হুড়মুড় করে সগর্জনে ভেঙে পড়েছিল।

'গাড়ির পিছন পিছন ছুটতে শুরু করলাম। আমার হাতে ওক কাঠের একটা ভারি লাঠি ছিল। প্রথম থেকেই রেগে আগুন হয়ে উঠেছিলাম। ছুটতে ছুটতে মাথায় একটা দুষ্টবুদ্ধি গজাল। অলক্ষ্যে থেকে তাদের অনুসরণ করতে লাগলাম। একটু পরেই তারা রেল-স্টেশনে গিয়ে গাড়ি থেকে নামল। বুকিং-আপিসের কাছে বেশ ভীড় ছিল কাজেই তাদের নজর এড়িয়ে খুব কাছে এগিয়ে গেলাম। তারা নিউ ব্রাইটন-এর টিকিট কাটল। আমিও তাই কেটে তাদের তিনখানা গাড়ির পিছনে উঠে পড়লাম। স্টেশনে পৌঁছে তারা "প্যারেড" ধরে হাঁটতে লাগল, আমিও শ' খানেক গজ দূরে থেকে তাদের অনুসরণ করে চললাম। শেষটায় দেখলাম, একটা নৌকো ভাড়া করে তারা জলে ভাসল। দিনটা খুব গরম ছিল, তাই তারা হয়তো ভেবেছিল যে জলের উপরটা অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা হবে।

'এবার যেন তারা আমার হাতের মুঠোয় এসে পড়ল। কিছুটা কুয়াশা পড়ার জন্য কয়েকশ' গজের বেশী দৃষ্টি চলে না। আমিও একটা নৌকো ভাড়া করে তাদের পিছনে ছুটলাম। তাদের নৌকোটা অস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি। তারাও আমার মত জোরেই নৌকো চালাচ্ছে। তীর থেকে মাইল খানেক যেতে না যেতেই আমি তাদের ধরে ফেললাম। আমাদের চারিদিকে কুয়াশার পর্দা ঝুলছে, আর তারই মাঝখানে আমরা তিনজন। হে ঈশ্বর, তারা যখন দেখতে পেল নৌকোতে চেপে কে তাদের তাড়া করে ধরে ফেলছে, তাদের তখনকার মুখের চেহারা কি আমি কোনদিন ভুলব? মেরি আর্তনাদ করে উঠল। পুরুষ সঙ্গীটি পাগলের মত দিব্যি করতে করতে আমাকে লক্ষ্য করে বৈঠা তুলল। আমার চোখে সে নিশ্চয় দেখেছিল মৃত্যু-লেখা। তার আঘাতটাকে এড়িয়ে সজোরে আমার লাঠিটা চালিয়ে দিলাম; তার মাথার খুলিটা ডিমের মত চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। তখন যত পাগলই হয়ে থাকি; মেরিকে হয় তো ছেড়ে দিতাম; কিন্তু সে চীৎকার করে তার গলা জড়িয়ে ধরে 'এলেক' বলে কাঁদতে লাগল। আবার আঘাত করলাম। সঙ্গীর পাশেই সেও এলিয়ে পড়ল। আমি তখন রক্তের স্বাদ পাওয়া বন্য পশুর মত হয়ে গেছি। সারা যদি সেখানে উপস্থিত থাকত, তাহলে তাকেও ওদের দলেই যোগ দিতে হত। তখন আমি ছুরিটা বের করলাম এবং—না, থাক, অনেক বলেছি। তার নাক গলানোর ফলে যা ঘটেছে তার এই স্মারক দুটি পেলে সারার মনের ভাবটা কেমন হবে সে কথা কল্পনা করে আমি একটা বর্বর আনন্দ বোধ করতে লাগলাম। তারপর মৃতদেহ দুটিকে নৌকোর সঙ্গে বেঁধে একটা তক্তা খুলে নিলাম। চোখের সামনে তারা ডুবে গেল। আমি ভাল করেই জানতাম, নৌকোর মালিক মনে করবে যে, কুয়াশার মধ্যে দিক হারিয়ে তারা সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। হাত-পা ভাল করে ধুয়ে-মুছে আমি তীরে ফিরে এলাম এবং কাউকে কোন রকম সন্দেহের অবকাশ না দিয়ে জাহাজে চলে গেলাম। সেই রাতেই সারা কুশিং-এর জন্য প্যাকেটটা তৈরী করলাম এবং পরদিন বেলফাস্ট থেকে ডাকে পাঠালাম।

'সব কথাই আপনারা শুনলেন। আপনারা আমাকে ফাঁসি দিতে পারেন বা যা খুশি করতে পারেন, কিন্তু আমাকে শাস্তি দিতে পারবেন না, কারণ আমার শাস্তি আগেই হয়ে গেছে। চোখ বুজলেই দেখতে পাই, সেই দুটি মুখ আমার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে—কুয়াশা ভেদ করে আমার নৌকো তাদের কাছে পৌঁছলে যে ভাবে তারা আমার দিকে তাকিয়ে ছিল ঠিক সেইভাবে তাকিয়ে আছে। আমি তাদের এক আঘাতে হত্যা করেছিলাম, কিন্তু তারা আমাকে হত্যা করছে তিলে তিলে। এ ভাবে আর একটা রাত কাটাতে হলে সকাল হবার আগেই আমি হয় পাগল হয়ে যাব, না হয় মরে যাব। স্যার, আমাকে নির্জন সেল-এ রাখবেন না তো? দয়া করে তা করবেন না; আজ আপনি আমার প্রতি যে ব্যবহার করবেন, আপনার কোন যন্ত্রণার দিনে আপনিও যেন সেই ব্যবহারই পান।'

কাগজখানা নামিয়ে রেখে হোমস গম্ভীরভাবে বলল, 'এর অর্থ কি ওয়াটসন? এই দুঃখ, হিংসা ও আতঙ্কের চক্রের দ্বারা কোন্ উদ্দেশ্য সাধিত হচ্ছে? নিশ্চয়ই এর কোন উদ্দেশ্য আছে, অন্যথায় আমাদের বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে তো আকস্মিকতার দ্বারা পরিচালিত বলে গণ্য করতে হয় কিন্তু সেটাও তো অচিন্ত্যনীয়। কিন্তু কি সে উদ্দেশ্য? এই চিরন্তন আদি প্রশ্নের উত্তর তো চিরদিনের মত আজও

মানুষের বিচার-বুদ্ধির নাগালের অনেক বাইরে।'

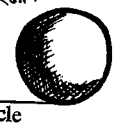

লাল বৃত্তের বিচিত্র ঘটনা

The Adventure of the Red Circle

অংশ ১

'দেখুন মিসেস ওয়ারেন, আপনার অস্বস্তি বোধ করবার কোন বিশেষ কারণ আছে বলে আমি মনে করি না ; আর আমার সময়ের তো কিছু মূল্য আছেই, কাজেই এ ব্যাপারে আমি কেন হস্তক্ষেপ করব তাও বুঝতে পারছি না। সত্যি আমার হাতে অন্য কাজ আছে।' কথাগুলি বলে শার্লক হোমস একখানা বড় খাতায় মনোনিবেশ করল। সম্প্রতি সংগৃহীত কিছু ঘটনার বিবরণকে সে ঐ খাতায় সূচীপত্র অনুযায়ী সাজিয়ে রাখছিল।

কিন্তু বাড়িউলি যেমন নাছোড়বান্দা তেমনি চালাক ; মেয়েরা যেমন হয়ে থাকে আর কি। সে কিছুতেই ছাড়বে না।

সে বলল, 'গত বছর আমার একজন ভাড়াটের সমস্যা আপনি মিটিয়ে দিয়েছিলেন—মিঃ ফেয়ারডেল হব্‌সের কথা বলছি।'

'ও হো, সে তো একটা সহজ ব্যাপার।'

'কিন্তু তার মুখে তো খই ফোটে—আপনার দয়ার কথা অন্ধকারের উপর যেভাবে আপনি আলোকপাত করেছিলেন সে সব কথা। তাই তো নিজেও সন্দেহের অন্ধকারে পড়তেই তার কথাগুলি মনে পড়ে গেল। আমি জানি, আপনি ইচ্ছা করলেই সব করতে পারেন।'

তার প্রতি ন্যায়-বিচারের খাতিরে বলতেই হবে, তোষামোদ ও দয়ার কাছে হোমস সহজেই ধরা দেয়। এই দুই শক্তির চাপে পড়ে হাল ছাড়ার নিঃশ্বাস ফেলে সে আঠার তুলিটা সরিয়ে রাখল এবং চেয়ারটা পিছন দিকে ঠেলে দিল।

'ঠিক আছে মিসেস ওয়ারেন, তাহলে আপনার কথাই শুনতে হয়। তামাকে কোন আপত্তি নেই তো ? ধন্যবাদ ; ওয়াটসন—দেশলাই। যতদূর বুঝতে পারলাম, আপনার নতুন ভাড়াটে তার ঘরেই থাকে অথচ আপনি তাকে দেখতে পান না—এটাই আপনার অস্বস্তির কারণ। কিন্তু মিসেস ওয়ারেন, ভাবুন তো আমি যদি আপনার ভাড়াটে হতাম তাহলে আমাকেও কিন্তু আপনি প্রায়ই সপ্তাহের পর সপ্তাহ দেখতে পেতেন না।'

'তা তো ঠিকই ; কিন্তু স্যার, এটা যে অন্য ব্যাপার, আমি যে ভয় পাচ্ছি মিঃ হোমস। ভয়ে আমি ঘুমুতে পারছি না। ভোর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত তার চলা-ফেরার দ্রুত পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি, অথচ তাকে একটিবারও চোখে দেখতে পাচ্ছি না—এ যে আমি আর সহ্য করতে পারছি না। আমার স্বামীও এ নিয়ে আমার মতই বিচলিত হয়ে পড়েছে ; তবে সে তো কাজ-কর্মে সারাদিন বাইরে থাকে, কিন্তু এর হাত থেকে আমার তো রেহাই নেই। কেন সে লুকিয়ে থাকছে ? সে কি করছে ? মেয়েটি ছাড়া সারাদিন আমি একা ঐ লোকটার সঙ্গে বাড়িতে কাটাই ; এত বড় চাপ আমার স্নায়ু আর সহ্য করতে পারছে না।'

সামনে ঝুঁকে হোমস তার লম্বা, শীর্ণ আঙ্গুলগুলি মহিলাটির কাঁধের উপরে রাখল। ইচ্ছা হলে কাউকে শান্ত করবার একটা যাদুকরী শক্তি তার আছে। মহিলার চোখ থেকে ভয়ার্ত চাউনিটা মিলিয়ে গেল, তার বিক্ষুব্ধ শরীর আবার শান্ত, স্বাভাবিক হয়ে উঠল। হোমস যে চেয়ারটা দেখিয়ে দিল তাতেই সে বসে পড়ল।

হোমস বলল, 'কেসটা হাতে নিলে আমি কিন্তু সব কিছু জানতে চাইব। ভাল করে ভেবে দেখুন। সব চাইতে তুচ্ছ পয়েন্টটাই সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। আপনি বলছেন, লোকটি দশ দিন আগে এসেছে এবং পনেরো দিনের থাকা-খাওয়ার টাকা দিয়ে দিয়েছে ?'

'সে আমার কাছে দর-দাম জানতে চাইল। আমি বললাম সপ্তাহে পঞ্চাশ শিলিং। বাড়ির একেবারে উপরে একটা ছোট বসবার ঘর ও শোবার ঘর আছে, আর ব্যবস্থা স্বয়ং-সম্পূর্ণ।'

'তারপর ?'

'সে বলল, "আমার শর্ত যদি মানেন তাহলে সপ্তাহে পাঁচ পাউন্ড করে দেব।" বুঝতেই তো পারছেন স্যার, আমি গরীব মেয়ে মানুষ, মিঃ ওয়ারেনের উপার্জনও সামান্য, আর টাকার অংকটা বেশ মোটা। একটা দশ পাউন্ডের নোট বের করে সে তৎক্ষণাৎ আমার দিকে বাড়িয়ে ধরল। বলল, "আমার শর্ত মেনে চললে দীর্ঘকাল ধরে প্রতি পক্ষকালের জন্য এই পরিমাণ টাকা আপনি পাবেন। কিন্তু শর্ত না মানলে, আপনার সঙ্গে আর কোন কথাই থাকবে না।"

'কি কি শর্ত ছিল ?'

'দেখুন স্যার, শর্ত এই ছিল ঃ বাড়ির একটা চাবি তার কাছে থাকবে। ঠিক আছে। অনেক সময়ই তা থাকে। আর, তাকে সম্পূর্ণ একা থাকতে দিতে হবে ; কখনও কোন ওজুহাতেই তাকে বিরক্ত করা চলবে না।'

'তা এতে আশ্চর্য হবার কি আছে ?'

'যুক্তির দিক থেকে কিছুই নেই স্যার। কিন্তু এ যে

সব চুক্তির বাইরে। দশ দিন হল সে এসেছে, অথচ মিঃ ওয়ারেন, বা আমি, বা মেয়েটি কেউ তাকে একটিবার চোখেও দেখি নি। রাতে, সকালে, দুপুরে—সারাক্ষণ শুধু শুনতে পাই দ্রুত পায়ে সে হেঁটে বেড়াচ্ছে, এদিক থেকে ওদিকে, আর ওদিক থেকে এদিকে ; একমাত্র প্রথম রাতে ছাড়া সে কখনও বাড়ি থেকে বের হয় নি।'

'ওঃ, প্রথম রাতে সে বাইরে গিয়েছিল, তাই না ?'

'হ্যাঁ, স্যার, আর ফিরেছিল অনেক রাতে—আমরা তখন শুয়ে পড়েছি। ঘর নেবার পরেই সে আমাকে বলেছিল যে এ রকম দেরী তার হবে, কাজেই আমি যেন দরজায় হুড়কো না দেই। মাঝ রাতের পরে আমি তার সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠার শব্দ শুনেছিলাম।'

'কিন্তু তার খাওয়ার কি হল ?'

'সে বিশেষভাবে বলে দিয়েছিল, ঘণ্টা বাজালেই যেন আমরা তার খাবারটা দরজার বাইরে একটা চেয়ারের উপর রেখে আসি ; খাওয়া শেষ হলে সে আবার ঘণ্টা বাজায় এবং আমরাও সেই চেয়ারের উপর থেকে বাসনপত্র নিয়ে আসি। এ ছাড়া আর কিছু দরকার হলে একটুকরো কাগজে সেটা ছাপার অক্ষরে লিখে বাইরে রেখে চলে যায়।'

'ছাপার অক্ষরে ?'

'হ্যাঁ, স্যার, পেন্সলে লেখা ছাপার অক্ষরে। শুধু কথাটা, আর কিছু না। এই যে—আপনাকে দেখাবার জন্য একটা নিয়ে এসেছি—" SOAP (সাবান)"। এই আর একটা—" MATCH (দেশলাই)।" প্রথম দিন সকালে এইটে রেখে গিয়েছিল—"DAILY GAZETTE (ডেইলি গেজেট)"।

বাড়িউলির হাত থেকে ফুলস্কেপ কাগজের টুকরোগুলো নিয়ে সাগ্রহে সেগুলির দিকে তাকিয়ে হোমস বলল, 'ভাই ওয়াটসন, এটা কিন্তু একটু অস্বাভাবিক। সে একা থাকতে চায়, সেটা বুঝতে পারি ; কিন্তু ছাপার অক্ষরে কেন ? কোন কিছু ছাপার অক্ষরে লেখাই তো একটা ঝামেলার ব্যাপার। সাধারণভাবে লেখে না কেন ? এর থেকে কি বোঝা যাচ্ছে ওয়াটসন ?'

'সে নিজের হাতের লেখাটা গোপন রাখতে চায়।'

'কিন্তু কেন ? বাড়িউলি যদি একটুকরো হাতের লেখা পেয়েই যায় তাতে কি হল ? অবশ্য তুমি যা বলছ তাও হতে পারে। তাছাড়া, এ ধরনের সংক্ষিপ্ত কথাই বা কেন ?'

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'বুদ্ধিদীপ্ত অনুমানের একটা ক্ষেত্র বটে। যে চওড়া-মুখ বেগুনী রঙের পেন্সিল দিয়ে অক্ষরগুলি লেখা সেটা কিছু অসাধারণ নয়। খেয়াল করে দেখ, ছাপার অক্ষরে লিখতে গিয়ে কাগজের এদিকটা ছিঁড়ে গেছে, আর তার ফলে SOAP কথাটার প্রথম অক্ষরের অনেকটা উড়ে গেছে। বেশ অর্থপূর্ণ, নয় কি ওয়াটসন ?'

'সতর্কতার পরিচায়ক।'

'ঠিক। হয় তো এমন কোন চিহ্ন, কোন আঙুলের ছাপ ছিল যা থেকে লোকটার হদিস মিলতে পারত। আচ্ছা মিসেস ওয়ারেন, আপনি বলছেন লোকটি মাঝ-বয়সী, রং ময়লা, দাড়ি আছে। তার বয়স কি রকম হবে ?'

'বেশ অল্প বয়স স্যার, তিরিশের বেশী নয়।'

'আর কিছু বলতে পারেন কি ?'

'সে বেশ ভাল ইংরেজী বলে স্যার, যদিও কথা শুনে মনে হয় সে বিদেশী।'

'খুব ভাল পোশাক পরা ?'

'খুব ফিটফাট স্যার, পুরোদস্তুর ভদ্রলোক। কালো রঙের পোশাক—বিশেষ করে লক্ষ্য করবার মত কিছু নয়।'

'নাম বলে নি ?'

'না স্যার।'

'কোন চিঠি বা লোকজন আসে না ?'

'কেউ না।'

'কিন্তু আপনি বা ঐ মেয়েটি তো সকালে তার ঘরে যান ?'

'না স্যার, সব কাজ সে নিজেই করে।'

'বটে ! এটা তো লক্ষ্য করবার মত। আর তার জিনিসপত্র ?'

'সঙ্গে ছিল একটা বাদামী রঙের বড় ব্যাগ—আর কিছু না।'

'দেখুন, এর থেকে তো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। আচ্ছা, ঘর থেকে কি কিছুই ফেলেটেলে দেয় না ?'

বাড়িউলি ব্যাগের ভিতর থেকে একটা খাম বের করল ; সেটা উপুড় করে দেশলাইয়ের দুটো পোড়া কাঠি ও একটা সিগারেটের শেষাংশ টেবিলের উপর ঝেড়ে ফেলল।

'আজ সকালেই তার ট্রে-র উপর এগুলো ছিল। আমি শুনেছি, তুচ্ছ জিনিস থেকে আপনি অনেক বড় জিনিস বার করতে পারেন, তাই এগুলো নিয়ে এসেছি।'

হোমস ঘাড় ঝাঁকুনি দিল।

বলল, 'এতেও কিছু নেই। দেশলাইয়ের কাঠি নিশ্চয় সিগারেট ধরাতে লেগেছে। কাঠির পোড়া অংশটা খুব ছোট বলেই সেটা মনে হচ্ছে। পাইপ বা সিগার ধরাতে হলে

অর্ধেকটা কাঠি লাগত। কিন্তু সিগারেটের শেষটুকু নজরে পড়বার মত। আপনি তো বলছিলেন, লোকটির দাড়ি-গোঁফ আছে ?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'সেরকম তো মনে হচ্ছে না। বরং বলতে পারি, কোন দাড়ি-গোঁফ কামানো লোকই সিগারেটটা খেয়েছে। দেখ ওয়াটসন. সিগারেটটা যতখানি খাওয়া হয়েছে তাতে তো তোমার ওই সরু গোঁফই পুড়ে যাবার কথা।'

'কিন্তু একটা হোল্ডার ?' আমি বললাম।

'না, না. সিগারেটের শেষাংশটা দাগ-ধরা। আপনার ঘরে দু'জন লোক থাকে না তো মিসেস ওয়ারেন ?'

'না স্যার ; লোকটি এত কম খায় যে তা খেয়ে একটা লোক বেঁচে থাকে কেমন করে আমি তাই ভাবি।'

'দেখুন, আরও কিছু তথ্য না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। আসলে আপনার তো অভিযোগ করার মত কিছু নেই। আপনার ভাড়া পেয়ে গেছেন, আর লোকটি অস্বাভাবিক হলেও ভাড়াটে হিসাবে সে তো কোন গোলযোগ সৃষ্টি করে নি। সে ভাল ভাড়া দেয় ; তারপর সে যদি লুকিয়ে থাকতে চায় সেটা তো আপনার দেখার কথা নয়। তার লুকিয়ে থাকার পিছনে একটা অপরাধ যতক্ষণ খুঁজে না পাওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ তো তার নিজস্ব ব্যাপারে আমরা হস্তক্ষেপ করতে পারি না। কেসটা আমি হাতে নিলাম. আর এটার কথা আমার মনেও থাকবে। নতুন কিছু ঘটলেই আমাকে জানাবেন। যখনই প্রয়োজন হবে তখনই আমার সহায়তা পাবেন,—এ ভরসা আপনাকে দিলাম।'

বাড়িউলি চলে গেলে সে বলল, 'দেখ ওয়াটসন, কেসটা বেশ ইন্টারেস্টিং। অবশ্য হয়তো আসলে ব্যাপারটা কিছুই না—ব্যক্তিগত বাতিকমাত্র ; অথবা বাইরে থেকে যা মনে হচ্ছে তার চাইতে অনেক ঘোরালো কোন ব্যাপারও হতে পারে। প্রথমেই যেটা মনে হচ্ছে সেটা হল, যে-লোক ঘর ভাড়া নিয়েছে আর এখন সে যে ঘরে আছে তারা দুজন পৃথক মানুষ।'

'এ কথা মনে করছ কেন ?'

'দেখ, এই সিগারেটের শেষাংশটা ছাড়াও এটা কি অর্থপূর্ণ নয় যে ঘর ভাড়া নেবার ঠিক পরেই মাত্র একটিবারই লোকটি বাইরে গিয়েছিল ? আর এমন সময়ে সে ফিরে এল—বা অন্য কেউ ফিরে এল যখন সাক্ষী দেবার মত কেউ ছিল না। যে লোকটি বেরিয়ে গিয়েছিল সেই যে ফিরে এসেছে এমন কোন প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। আরও দেখ, যে লোকটি ঘর ভাড়া নিয়েছিল সে ভাল ইংরেজি বলতে পারে। কিন্তু এই অপর লোকটি ছাপার অক্ষরে লিখল " MATCH " যেখানে লেখা উচিত ছিল " MATCHES "। তাই আমার মনে হচ্ছে যে, শব্দটা অভিধান থেকে নেওয়া হয়েছে, যেখানে শব্দটাই থাকে, তার বহুবচনটা থাকে না। ইংরেজি জ্ঞানের অভাবটা ঢাকা দেওয়ার জন্যই হয় তো কথাগুলি এত সংক্ষেপে লেখা হয়েছে। সত্যি ওয়াটসন, ভাড়াটে বদল হয়েছে এ সন্দেহ করবার যথেষ্ট কারণ পাওয়া যাচ্ছে।'

'কিন্তু উদ্দেশ্যটা কি হতে পারে ?'

'আরে, সেইটেই তো সমস্যা। সমাধানের পথে অগ্রসর হবার একটা পরিষ্কার পথ তো খোলাই রয়েছে।' একটা ঢাউস বই সে তাক থেকে নামাল। লন্ডনের বিভিন্ন সংবাদপত্রের শোক-সংবাদের কাটিংগুলি সে দিনের পর দিন ঐ বইটাতে 'ফাইল' করেছে। পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে সে বলল, 'ভাইরে, আর্তনাদ, ক্রন্দন ও চীৎকারের কী ঐক্যতান ! আশ্চর্য সব ঘটনার কী অপূর্ব সমাবেশ ! কিন্তু অস্বাভাবিককে যে জানতে চায় তার কাছে এর চাইতে মূল্যবান শিকার-ক্ষেত্র আর কিছু হতে পারে না ! এই লোকটি একলা থাকে, যে পরিপূর্ণ গোপনীয়তার মধ্যে সে বাস করতে চায় তাকে লংঘন না করে চিঠিপত্রের সাহায্যে তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখা সম্ভব নয়। তাহলে বাইরে থেকে কোন সংবাদ বা নির্দেশ তার কাছে পৌঁছবে কেমন করে ? নিশ্চয় কোন সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনের মারফৎ। আর কোন পথ তো নেই, আর ভাগ্যক্রমে একটিমাত্র সংবাদপত্র নিয়েই আমাদের কাজ করতে হবে। এই হল "ডেইলি গেজেট"-এর গত পনেরো দিনের কাটিং। "প্রিন্সেস স্কেটিং ক্লাব-এ কালো গলবন্ধনী পরিহিতা মহিলা"—এটা বাদ দেওয়া যেতে পারে। "জিমি নিশ্চয়ই তার মায়ের বুক ভেঙে দেবে না—" এটাও অবান্তর বলেই মনে হচ্ছে। "ব্রিক্সটন বাসে যে মহিলা মূর্চ্ছা গিয়েছিলেন তিনি যদি"—না, সে মহিলাকে দিয়ে আমাদের দরকার নেই "প্রতিদিনই আশা করি—" ভেড়ার ডাক ওয়াট্সন, প্রতিকারহীন ভেড়ার ডাক। আরে ! এটা যেন একটু লাগসই মনে হচ্ছে। এটা শোন : "ধৈর্য ধরো। যোগাযোগের একটা পথ নিশ্চয় খুঁজে পাব। ইতিমধ্যে, এই কলম।—জি।" এটা মিসেস ওয়ারেনের ভাড়াটে আসার দু'দিন পরের কথা। এটাকে বেশ লাগসই মনে হচ্ছে না কি ? দেখা যাচ্ছে, ইংরেজিতে লিখতে না পারলেও সেই রহস্যময় লোকটি ইংরেজি বুঝতে পারে। দেখা যাক, আর কিছু পাওয়া যায় কি না। হ্যাঁ, এই তো পেয়েছি—তিন দিন পরে। "ভাল ব্যবস্থা করছি ! ধৈর্য ও বিবেচনা। মেঘ কেটে যাবে।

—জি।" তারপর সাতদিন কিছু নেই। তারপরেই ব্যাপারটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ঃ "পথ পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। সুযোগ পেলেই সংকেত পাঠাব। সংকেত-বাক্য মনে রেখ—এক A দুই B এই ভাবে। শীঘ্রই খবর পাবে। —জি।" এটা গতকালের কাগজে ছিল। আজকের কাগজে কিছু নেই। এ সবই মিসেস ওয়ারেনের ভাড়াটের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। আর একটু অপেক্ষা করলেই যে ব্যাপারটা আরও বোধগম্য হয়ে উঠবে তাতে কোন সন্দেহ নেই ওয়াটসন।'

ঠিক তাই হল ; কারণ সকালেই দেখলুম অগ্নিকুণ্ডের দিকে পিঠ দিয়ে বন্ধুবর দাঁড়িয়ে আছে, তার মুখে পূর্ণ পরিতৃপ্তির হাসি।

টেবিল থেকে কাগজখানা নিয়ে সে বলে উঠল, 'এটা কি ওয়াটসন ? ''সামনের দিকটা সাদা পাথরের তৈরী উঁচু লাল বাড়ি। চারতলা। বাঁ দিকে দ্বিতীয় জানালা। সন্ধ্যার পরে—জি।'' খুবই পরিষ্কার। প্রাতরাশের পরেই মিসেস ওয়ারেনের বাড়ির চারপাশটা একবার ভাল করে ঘুরে দেখতে হবে। আহা, মিসেস ওয়ারেন ! আজ সকালে আপনাদের জন্য কি সন্দেশ আপনি বহন করে এনেছেন ?'

আমাদের মক্কেল হঠাৎ বোমার মত ঘরের মধ্যে ঢুকে কিছু গুরুতর নতুন সংবাদ জানাল।

সে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'এ যে পুলিশের ব্যাপার মিঃ হোমস ! এ আমি চলতে দেব না। মালপত্রসহ তাকে ঘর ছেড়ে দিতেই হবে। আমি নিজেই সোজা গিয়ে তাকে এ কথা বলতাম, কিন্তু ভাবলাম তার আগে আপনার মতামতটা জানা উচিত। আমার ধৈর্যের সীমা পার হয়ে গেছে, আমার বুড়ো লোকটাকে যখন মেরেছে—'

'মিঃ ওয়ারেনকে মেরেছে ?'

'ওই হল ; তার উপর অত্যাচার তো হয়েছে।'

'কে অত্যাচার করেছে ?'

'আঃ, সেইটেই তো আমরা জানতে চাইছি ! আজই সকালের কথা স্যার। মিঃ ওয়ারেন টোটেনহাম কোর্ট রোডের "মর্টন অ্যান্ড ওয়েলাইট'স"-এ টাইমকীপারের কাজ করে। সাতটার আগেই তাকে বাড়ি থেকে বেরুতে হয়। আজ সকালে পথে নেমে সে দশ পাও যায় নি এমন সময় দু'জন লোক পিছন থেকে এসে তার মাথার উপরে একটা কোট ছুঁড়ে দেয় এবং সেই অবস্থায় তাকে জোর করে একটা গাড়ির মধ্যে তুলে নেয়। ঘণ্টাখানেক গাড়ি চালাবার পরে দরজা খুলে তাকে বাইরে ফেলে দেয়। রাস্তায় পড়ে সে এতই হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল যে তারপর গাড়িটার কি হল তা ফিরেও দেখে নি। যখন উঠে দাঁড়াল তখন বুঝতে পারল যে হ্যাম্পস্টেড হিথ-এ দাঁড়িয়ে আছে। সেখান থেকে বাসে বাড়ি ফিরে এখন সোফায় শুয়ে আছে, আর আমি সোজা এখানে এসেছি আপনাকে সব কথা জানাতে।'

হোমস বলল, 'খুবই ইন্টারেস্টিং। লোকগুলোর মুখ কি তিনি দেখেছেন—তাদের কথাবার্তা কিছু কি শুনেছেন ?'

'না ; সে একেবারে বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। সে শুধু এইটুকু জানে যে ম্যাজিকের মত তাকে তুলে নিল, আবার ম্যাজিকের মতই ফেলে দিল। তারা অন্তত দু'জন ছিল, তিনজনও হতে পারে।'

'আপনি মনে করছেন, এই আক্রমণের সঙ্গে আপনার ভাড়াটের যোগ আছে ?'

'দেখুন, পনের বছর আমরা সেখানে আছি, আগে কখনও এরকম ঘটনা ঘটে নি। অনেক হয়েছে। টাকাটাই তো সব নয়। আজকের দিনের মধ্যেই তাকে আমার বাড়ি থেকে তাড়াব।'

'ধীরে, মিসেস ওয়ারেন, ধীরে। হঠাৎই কিছু করে বসবেন না। আমার তো মনে হচ্ছে, প্রথমে যে রকম মনে হয়েছিল আসলে ব্যাপারটা তার চাইতে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এখন তো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, আপনার ভাড়াটেরই সমূহ বিপদ আসন্ন। আরও বোঝা যাচ্ছে, শত্রুপক্ষ তার অপেক্ষাতেই আপনাদের দরজার কাছে ছিল এবং সকাল বেলাকার কুয়াশায় ঢাকা আবছা আলোয় ভুল করে আপনার স্বামীকে পাকড়াও করেছিল। পরে ভুল বুঝতে পেরে তাকে ছেড়ে দেয়। একটা ভুলের ব্যাপার না হলে তারা যে কি করত সে তো বোঝাই যায়।'

'তাহলে আমি কি করব মিঃ হোমস ?'

'মিসেস ওয়ারেন, আপনার এই ভাড়াটেটিকে একবার দেখবার বড় সাধ হয়েছে।'

'দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢোকা ছাড়া তো আর কোন পথ দেখছি না। খাবারের ট্রে-টা রেখে নীচে নামবার সময় রোজই শুনি সে দরজার তালা খুলছে।'

'তাকে তো ট্রে-টা নিতে হবে। নিশ্চয়ই আমরা কোথাও লুকিয়ে থেকে তখন তাকে দেখতে পারি।'

বাড়িউলি একমুহূর্ত ভাবল।

'দেখুন স্যার, উল্টো দিকেই বক্স-রুমটা আছে। আমি একটা আয়নার ব্যবস্থা হয় তো করে রাখতে পারি ; আর আপনি যদি দরজার পিছনে থাকেন—'

'চমৎকার !' হোমস বলে উঠল, 'সে কখন লাঞ্চ খায় ?'

'বেলা একটা নাগাদ স্যার।'

'তাহলে ডাঃ ওয়াটসন ও আমি ওই সময়ই হাজির হব। আপাতত বিদায়, মিসেস ওয়ারেন।'

সাড়ে বারোটা নাগাদ আমরা মিসেস ওয়ারেনের বাড়ির সিঁড়িতে পা দিলাম। ব্রিটিশ মিউজিয়মের উত্তর-পূর্ব কোণে একটা ছোট গলি গ্রেট অরমণ্ড স্ট্রীটের উপর একটা উঁচু ছোট হলদে-ইটের বাড়ি। বাড়িটা মোড়ের খুব কাছে। কাজেই সেখান থেকে হোয়ে স্ট্রীটের বড় বড় বাড়িগুলো দেখা যায়। মুচকি হেসে হোমস ইসারায় একসারি আবাসিক ফ্ল্যাটের একটার প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

সে বলল, 'দেখ ওয়াটসন। "সামনে পাথরের দেওয়াল-ওয়ালা উঁচু লাল বাড়ি।" নির্ঘাৎ ওইটেই সংকেত-কেন্দ্র। বাড়িটি দেখলাম, সংকেতটা জানি; কাজেই আমাদের কাজটা তো সহজ হওয়াই উচিত। ঐ জানালায় একটা "ভাড়া দেওয়া হবে" বোর্ড ঝোলানো আছে। ঐ খালি ফ্ল্যাটটাই তাহলে স্যাণ্ডাতদের আস্তানা হবে। মিসেস ওয়ারেন, তারপর?'

'সব ঠিক করে রেখেছি। নীচের ল্যাণ্ডিং-এ জুতো রেখে দু'জনে উপরে চলুন, আপনাদের এখনি জায়গামত পৌঁছে দিচ্ছি।'

লুকিয়ে থাকার বেশ ভাল ব্যবস্থাই সে করেছে। আয়নাটা এমনভাবে রাখা হয়েছে যাতে অন্ধকারে বসেও উল্টো দিকের দরজাটা আমরা খুব ভাল দেখতে পাব। আমরা সবে ঠিকঠাক হয়ে বসেছি, মিসেস ওয়ারেনও চলে গেছে, এমন সময় দূরে একটা ঠুন-ঠুন আওয়াজ হতেই বুঝলাম, আমাদের রহস্যময় প্রতিবেশী ঘণ্টা বাজিয়েছে। ইতিমধ্যেই ট্রে হাতে নিয়ে এসে বন্ধ দরজার পাশে একটা চেয়ারের উপর সেটা রেখে দিয়ে বাড়িউলি জোরে জোরে পা ফেলে চলে গেল। দরজাটার কোণাকুনি গুঁড়ি মেরে বসে দু'জনে একদৃষ্টিতে আয়নার দিকে তাকিয়ে রইলাম। বাড়িউলির পায়ের শব্দ মিলিয়ে যেতেই হঠাৎ দরজায় চাবি ঘোরানোর শব্দ হল, হাতলটা ঘুরে গেল, আর দু'খানা সরু হাত বেরিয়ে এসে চেয়ার থেকে ট্রে-টা তুলে নিল। মুহূর্ত-কাল পরেই ট্রে-টা আবার সেখানেই রেখে দেওয়া হল, আর এক নিমিষের জন্য একটি ময়লা, সুন্দর, ভয়ার্ত মুখ আমার চোখে পড়ল; মুখটা বন্ধ-রুমের ঈষৎ ফাঁকটার দিকে তাকিয়ে ছিল। তার পরেই দরজাটা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল, চাবিটা ঘুরল, এবং সব চুপ হয়ে গেল। হোমস আমার আস্তিন চেপে ধরতেই দু'জনে চুপি চুপি নীচে নেমে গেলাম।

উৎকণ্ঠিতা বাড়িউলিকে সে বলল, 'সন্ধ্যাবেলা আবার আসব। ওয়াটসন, এবিষয়ে যা কিছু আলোচনা আমাদের বাসায় হওয়াই ভাল।'

আরাম-কেদারায় মধ্যে ডুবে হোমস বলল, 'দেখলে তো, আমার অনুমানই ঠিক। ভাড়াটে বদল হয়েছে। আমি যেটা আগে ধরতে পারি নি সেটা হল, আমরা একটি স্ত্রীলোককে দেখতে পেলাম, আর কোন সাধারণ স্ত্রীলোক সে নয় ওয়াটসন।'

'সেও আমাদের দেখেছে।'

'একটা কিছু দেখে সে ভয় পেয়েছে সেটা ঠিক। ঘটনা-শৃঙ্খল এবার মোটামুটি পরিষ্কার হয়ে উঠেছে, তাই না? কোন প্রত্যাসন্ন ভয়ংকর বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য একটি দম্পতি লণ্ডনে এসে আশ্রয় নিয়েছে। তার জন্য যে রকম কঠোর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা তারা গ্রহণ করেছে তার থেকেই তাদের বিপদের পরিমাপ করা যায়। এখানে লোকটির কিছু অবশ্য-করণীয় কাজ আছে, আর সে চাইছে যতদিন সে কাজ না হয় ততদিন তার স্ত্রী সম্পূর্ণ নিরাপদে থাকুক। সমস্যাটা খুব সোজা নয়, কিন্তু বুদ্ধি খাটিয়ে সে এমন সুব্যবস্থা করেছে যে বাড়িউলি সেই মহিলাটিকে রোজ খাবার জুগিয়ে গেলেও তার উপস্থিতি পর্যন্ত টের পায় নি। এখন বোঝা যাচ্ছে, পাছে হাতের লেখা থেকে সে যে স্ত্রীলোক সেটা ধরা পড়ে যায় তাই সে ছাপার অক্ষরের আশ্রয় নিয়েছিল। লোকটি তার স্ত্রীর কাছে আসতে পারছে না, কারণ তাহলে শত্রুপক্ষ তার স্ত্রীর খোঁজ পেয়ে যাবে। যেহেতু সরাসরি স্ত্রীর সঙ্গে কোন রকম যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব নয়, তাই সে সংবাদপত্রের শোক-সংবাদের কলমের আশ্রয় নিয়েছে। এ পর্যন্ত বেশ পরিষ্কার।'

'কিন্তু এ সবের মূলে কি আছে?'

'ঠিক বলেছ ওয়াটসন,—যথারীতি পুরোপুরি সাংসারিক লোকের মতই কথা বলেছ। এ সবের মূলে কি আছে? মিসেস ওয়ারেনের হাস্যকর একটি সমস্যা বড় হতে হতে একটা অশুভ রূপ ধারণ করেছে। এই পর্যন্ত বলা যেতে পারেঃ এটা কোন সাধারণ ভালবেসে পালিয়ে আসার ব্যাপার নয়। স্ত্রীলোকটির বিপন্ন মুখ আমরা দেখেছি। বাড়িওয়ালার উপর যে আক্রমণ হয়েছিল তাও শুনেছি, যদিও আসলে আক্রমণের লক্ষ্য ছিল ওই ভাড়াটে। এই সব বিপদের সংকেত এবং গোপনীয়তা রক্ষার আপ্রাণ চেষ্টা থেকেই বোঝা যাচ্ছে এটা একটা জীবনমরণ সমস্যা। মিঃ ওয়ারেনের উপর আক্রমণ হওয়াতেই বোঝা যাচ্ছে, শত্রুপক্ষ যারাই হোক তারাও জানতে পারে নি যে এখানে পুরুষের বদলে মহিলা ভাড়াটে এসেছে। দেখ ওয়াটসন,

ব্যাপারটা যেমন গুরুতর, তেমনি জটিল।'

'তাহলে তুমি এর মধ্যে যাচ্ছ কেন? এর থেকে তুমি কি পাবে?'

'কি পাব! তা বটে, দেখ ওয়াটসন, এ হচ্ছে শিল্পের জন্যই শিল্প। আমি তো মনে করি, তুমি যখন ডাক্তারি পড়েছিলে তখন "ফি"-র কথা চিন্তা না করেই অনেক রোগী ঘেঁটেছিলে।'

'সে তো শিক্ষার জন্য হোমস।'

'শিক্ষার কোন শেষ নেই ওয়াটসন। শিক্ষার ধারা বয়ে চলে, আর শ্রেষ্ঠ শিক্ষালাভ হয় সবশেষে। এ কেসটা খুবই শিক্ষনীয়। এতে অর্থ নেই, প্রশংসাও নেই, তবু এর জট আমি খুলতে চাই। আমি চাই, সন্ধ্যা হবার আগেই তদন্তের কাজে আমরা আরও এক ধাপ এগিয়ে থাকব।'

আমরা যখন মিসেস ওয়ারেনের ঘরে ফিরে গেলাম তখন শীতের রাত লণ্ডনের উপর একঘেয়ে ঘন ধূসর যবনিকা ছড়িয়ে দিয়েছে ; তার মাঝে মাঝে একমাত্র ব্যতিক্রম জানালার উজ্জ্বল হলুদ আলোর চতুষ্কোণগুলো আর গ্যাসের বাতির আবছা আলোর পরিমণ্ডলগুলি। বাড়িটার অন্ধকার বসবার ঘর থেকে বাইরে চোখ ফেলতেই সে অন্ধকারের মধ্যে বেশ কিছুটা উপরে আর একটা আবছা আলো দৃষ্টিগোচর হল।

জানালার ভিতর দিয়ে মুখটা বের করে হোমস ফিস ফিস করে বলল, 'ঘরের মধ্যে কে যেন ঘোরাফেরা করছে। হ্যাঁ, তার ছায়া দেখতে পাচ্ছি। ঐ যে আবার। হাতে একটা মোমবাতি। সেও মুখটা বের করেছে। তার স্ত্রীও যাতে তাকে দেখতে পায় সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে চাইছে। এবার সে আলো দেখতে শুরু করেছে। ওয়াটসন, তুমিও সংকেত-গুলো লিখে নাও, পরে দু'জনে মিলিয়ে নেব। একটা মাত্র ঝিলিক—তার মানে, নিশ্চয় A. ঐ আবার। এবার ক'টা ঝিলিক দেখতে পেলে? কুড়ি। আমিও তাই দেখেছি। তার অর্থ T. AT—বেশ বোধগম্য মনে হচ্ছে। আবার T. নিশ্চয় এবার দ্বিতীয় শব্দটি শুরু হচ্ছে তাহলে—TEN TA. এবার একেবারে চুপ। এটা তো শেষ হতে পারে না। কি বল ওয়াটসন? ATTENTA -র তো কোন অর্থ হয় না। তিনটে আলাদা শব্দে ভাঙলেও তো সুবিধা হচ্ছে না—AT. TEN. TA ; অবশ্য T. A. যদি কোন নামের আদ্য অক্ষর হয় সে কথা আলাদা। ওই আবার শুরু হল। ওটা কি? ATTE —সে কি, এ যে আগেকার সংকেতেরই পুনরাবৃত্তি। আশ্চর্য, ওয়াটসন, খুবই আশ্চর্য! ঐ যে আবার! AT —আরে, এ যে তিনবার একই শব্দ। ATTENTA তিনবার! আর কতবার একই সংকেত পাঠাবে? না, এবার শেষ হয়েছে। সে জানালা থেকে সরে গেল। ওয়াটসন, কি বুঝছ?'

'একটি সাংকেতিক বার্তা।'

আমার সঙ্গী জিভ দিয়ে এমন একটা শব্দ করল যেন সব বুঝতে পেরেছে। বলল, 'ওয়াটসন, সে বার্তাটা পাঠ করাও খুব শক্ত নয়। দেখ, ওটা নির্ঘাৎ ইতালীয় ভাষার সংকেত! A মানে, কোন স্ত্রীলোককে বলা হচ্ছে। "সাবধান! সাবধান! সাবধান!" কি রকম বুঝেছ ওয়াটসন?'

'আমার তো মনে হয় তুমি ঠিক ধরেছ।'

'কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। বার্তাটি খুব জরুরী, তাই জোর দেবার জন্য তিনবার পাঠানো হয়েছে। কিন্তু কিসের জন্য সাবধান? দাঁড়াও, দাঁড়াও, সে আবার জানা-লায় এসেছে।'

জানালায় আবার একটি ঝুঁকে দাঁড়ানো লোকের কালো মূর্তি ও একটা মোমবাতির আলো দেখা গেল। আবার সংকেত পাঠানো শুরু হল। এবার বেশ দ্রুতগতিতে—এত দ্রুত যে বুঝে ওঠাই শক্ত।

PEIRCOLO—pericolo— —সেটা কি ওয়াটসন? বিপদ, তাই না? হা ঈশ্বর, একটা বিপদ-সংকেত। ঐ আবার! PERI. আরে, কি হল?—'

আলোটা হঠাৎ নিভে গেল। জানালার আলোর চতুষ্কোণটাও অদৃশ্য হয়ে গেল। বিরাট বাড়িটার বিভিন্ন তলার আলোকোজ্জ্বল ঘরগুলির মাঝখানে চারতলাটা যেন একটা অন্ধকার-বন্ধনীর মত দেখাতে লাগল। সর্বশেষ সংকেতটা মাঝখানে হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হল। কেন দেওয়া হল? কে দিল? এই একটি চিন্তা খুগপৎ আমাদের দু'জনের মাথার মধ্যেই খেলে গেল। হোমস জানালার পাশে গুড়ি মেরে বসেছিল। হঠাৎ সে লাফ দিয়ে উঠল।

চেঁচিয়ে বলল, 'ব্যাপারটা খুবই গুরুতর ওয়াটসন। কোন শয়তানী খেলা চলেছে! সংকেতটা এ ভাবে হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাবে কেন? স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করা উচিত—আবার এ জায়গাটা ছেড়ে যেতেও পারছি না।'

'আমি কি পুলিশের কাছে যাব?'

'কিন্তু ব্যাপারটা আরও ভাল করে জানা দরকার। এমনও তো হতে পারে যে সবটাই একটা নির্দোষ খেলা। চল ওয়াটসন, নিজেরাই একবার দেখে আসি কিছু করা যায় কি না।'

অংশ ২

হোয়ে স্ট্রীট ধরে হাঁটতে হাঁটতে আমি একবার পিছন ফিরে ছেড়ে আসা বাড়িটার দিকে তাকালাম। সেখানে একেবারে উপরের জানালাটায় একটি মাথার, একটি স্ত্রীলোকের মাথার অস্পষ্ট ছায়া চোখে পড়ল। স্ত্রী-লোকটি সোজা হয়ে রাতের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আছে ; মনে হল বিঘ্নিত সংকেতের পুনরাবির্ভাবের আশায় সে রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষায় সময় কাটাচ্ছে। হোয়ে স্ট্রীটের ফ্ল্যাট-বাড়িটার শ্বারপথে গলায় মাফলার জড়িয়ে ও গায়ে গ্রেট কোট চাপিয়ে একটি লোক রেলিং-এ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। হলের আলো আমাদের মুখের উপর পড়তেই সে চমকে উঠল।

মুখে বলল, 'হোমস !'

স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দাটির সঙ্গে করমর্দন করে আমার সঙ্গী বলল, 'আরে গ্রেগসন ! প্রেমিকদের দেখা হলেই তো যাত্রার শেষ। তা তুমি এখানে কি মনে করে ?'

'মনে হচ্ছে, যে কারণে আপনি এসেছেন সেই একই কারণে। কিন্তু আপনি এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেন কেমন করে তা তো বুঝতে পারছি না।'

'সুতো আলাদা হলেও গিঁট সেই একটিই। আমি সংকেতগুলো ধরছিলাম।'

'সংকেত ?'

'হ্যাঁ, ঐ জানালা থেকে। মাঝখানে হঠাৎ থেমে গেছে। তার কারণটা জানতেই আমরা এসেছি। কিন্তু ব্যাপারটা যখন তোমার হাতে গেছে তখন আর আমাদের কিছু করণীয় নেই।'

গ্রেগসন উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল, 'একটু দাঁড়ান। মিঃ হোমস, আপনার প্রতি এটুকু ন্যায়-বিচার করতে আমি বাধ্য যে, যে-কোন-কেসেই আপনাকে পাশে পেলে আমার জোর অনেকটা বেড়ে যায়। এই ফ্ল্যাট-বাড়ির একটিমাত্র বেরোবার দরজা. কাজেই তাকে আমরা হাতের মুঠোয় পেয়ে গেছি।'

'সে কে ?'

'দেখুন মিঃ হোমস অন্তত এই একবার আপনার উপরে আমরা টেক্কা মেরেছি। এবার আমাদের কৃতিত্ব আপনাকে স্বীকার করতেই হবে।' সজোরে সে তার লাঠিটা মাটিতে ঠুকল আর সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকা একটি চার-চাকার গাড়ি থেকে নেমে গাড়ির চালক চাবুকটা হাতে নিয়েই সেখানে এসে দাঁড়াল। তার দিকে তাকিয়ে গ্রেগসন বলল, 'মিঃ শার্লক হোমসের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। আর ইনি "পিংকারটন'স্ আমেরিকান এজেন্সি-"র মিঃ লেভারটন।'

হোমস বলল, "লং আইল্যান্ড কেভ" রহস্যের নায়ক ? আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ায় খুশি হলাম স্যার।'

মার্কিন যুবকটি চুপচাপ, কাজের লোক। পরিষ্কার করে কামানো সুগঠিত মুখ। নিজের প্রশংসা শুনে মুখটা একটু লাল হয়ে উঠল। মুখে বলল, 'জীবনের একটা বড় পরীক্ষায় নেমেছি মিঃ হোমস। জর্জিয়ানোকে যদি ধরতে পারি—'

'কি ! "লাল বৃত্ত"-এর জর্জিয়ানো ?'

'তার খ্যাতি ইউরোপ জুড়ে তাই না ? দেখুন, আমেরিকায় বসেই তার সব খবর আমরা জেনেছি। আমরা জানি, পঞ্চাশটা খুনের সঙ্গে সে তলে তলে জড়িত, কিন্তু তাকে ধরবার মত কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। নিউইয়র্ক থেকে তার পিছু নিই ; লন্ডনেও এক সপ্তাহ ধরে তার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরছি ; শুধু তার কলারটা চেপে ধরবার মত একটা অজুহাতের অপেক্ষায় আছি। মিঃ গ্রেগসন ও আমি ওই বড় ফ্ল্যাট-বাড়ি থেকে তাকে ধরতেই এসেছি। ও বাড়ি থেকে বেরোবার একটি মাত্র দরজা. কাজেই সে আমাদের ফাঁকি দিতে পারবে না। সে ভিতরে ঢুকবার পরে তিনজন বেরিয়ে গেছে। কিন্তু আমি জোর করেই বলতে পারি যে, তাদের একজনও সে নয়।'

গ্রেগসন বলল 'মিঃ হোমস সংকেত-বার্তার কথা বলেছেন। আমার তো মনে হয়, আমরা জানি না এমন অনেক কিছুই তিনি জানেন।'

অল্প কথায় হোমস পরিস্থিতিটা বুঝিয়ে বলল। মার্কিন ভদ্রলোক বিরক্তির সঙ্গে সশব্দে দুই হাত এক করল।

বলে উঠল, 'সে আমাদের দেখে ফেলেছে !'

'কিসে বুঝলেন ?'

'অবস্থা বিচার করলে তাই মনে হয় নাকি ? এখান থেকে সে স্যাঙাতদের কাছে বার্তা পাঠাচ্ছে—তার দলের বেশ কিছু লোক লন্ডনেই থাকে। আপনার কথাতেই জানা যাচ্ছে যে সে তাদের বিপদের কথাই জানাচ্ছিল, এমন সময় হঠাৎ সে থেমে গেল। এর তো একটি মানেই অর্থ হতে পারে, হয় সে জানালা থেকে হঠাৎ এই রাস্তায় আমাদের দেখতে পেয়েছে, অথবা অন্য যে কোন ভাবে আসন্ন বিপদের আভাষ পেয়েছে. এবং বিপদ এড়াতে তাকে এখনই কিছু না কিছু করতেই হবে। আপনার কি মনে হয় মিঃ হোমস ?'

'এখনই উপরে উঠে নিজের চোখে সব কিছু দেখা দরকার।'

'কিন্তু তাকে গ্রেপ্তার করবার পরোয়ানা আমাদের হাতে নেই।'

গ্রেগসন বলল, 'সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে সে একটা খালি বাড়িতে ঢুকেছে। আপাতত এই যথেষ্ট। তাকে একবার কব্জা করতে পারলে তখন দেখা যাবে তাকে আটক রাখার ব্যাপারে নিউইয়র্ক আমাদের কতটা সাহায্য করতে পারে। এখনই তাকে গ্রেপ্তার করার দায়িত্ব আমি নেব।'

আমাদের সরকারী গোয়েন্দারা বুদ্ধির ব্যাপারে ভুল করতে পারে, কিন্তু তাদের সাহসে কখনো টান পড়ে না। গতানুগতিক কাজের বেলায় যেমন শান্ত ভাবে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সরকারী বাড়ির সিঁড়ি বেয়ে সে ওঠে, ঠিক সেই রকম অবিচলিতভাবেই এই দুঃসাহসী খুনীকে গ্রেপ্তার করার জন্য গ্রেগসন সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। পিংকারটনের লোকটি তাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই গ্রেগসন কনুইয়ের ধাক্কায় তাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেল। লণ্ডনের বিপদ লণ্ডন বাহিনীর নিজস্ব এক্তিয়ার।

তৃতীয় ল্যাণ্ডিং-এর বাঁ দিকের ফ্ল্যাটের দরজাটা আধখানা খোলা। গ্রেগসন ধাক্কা দিয়ে সেটা খুলে ফেলল। ভিতরে নিশ্চুপ অন্ধকার। দেশলাই জ্বালিয়ে আমি গোয়েন্দার লণ্ঠনটা জেলে দিলাম। আগুনের শিখাটা কেঁপে কেঁপে একটু স্থির হলে সকলেই বিস্ময়ে চোক গিললাম। কার্পেটহীন মেঝের উপর তাজা রক্তের দাগ। রক্তাক্ত পায়ের ছাপগুলো ভিতরের ঘর থেকে আমাদের দিকে এসে বাইরে চলে গেছে। ভিতরের ঘরের বন্ধ দরজাটাকেও গ্রেগসনই ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেলল। তারপর হাতের লণ্ঠনটা উঁচু করে ধরল। আমরা সকলেই তার ঘাড়ের উপর দিয়ে সাগ্রহে সামনে তাকালাম।

ফাঁকা ঘরটার মাঝখানে একটি দশাসই লোকের দেহ তালগোল পাকিয়ে সাদা কাঠের মেঝের উপর পড়ে আছে। পরিষ্কার কামানো মুখটা কুঁকড়ে-মুচড়ে ভয়ংকর আকৃতি ধারণ করেছে। রক্তের একটা বীভৎস লাল বৃত্ত যেন মাথাটাকে ঘিরে রেখেছে। হাঁটু দুটি দুমড়ানো, হাত দুটি যন্ত্রণায় বিক্ষিপ্ত, আর তার চওড়া, বাদামী রঙের ওলটানো গলার মাঝখান থেকে বেরিয়ে আছে একটা ছুরির সাদা হাতল—পুরো ফলাটাই আমূল বিদ্ধ হয়েছে তার দেহে। দৈত্যের মত লোকটা ছুরির প্রচণ্ড আঘাতে কুঠারাহত ষাঁড়ের মতই পড়ে আছে। তার ডান হাতের পাশে শিঙের হাতলওয়ালা একটা দুই-ফলার ছুরি মেঝেয় পড়ে আছে, আর তার কাছেই পড়ে আছে একটা কালো চামড়ার দস্তানা।

মার্কিন গোয়েন্দাটি চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'হায় জর্জ! এ যে স্বয়ং কালো জর্জিয়ানো! এবারে দেখছি আমাদের আগেই কেউ কাজ সাবাড় করেছে।'

গ্রেগসন বলল, 'মিঃ হোমস, জানালায় এই সেই মোমবাতিটা। আরে, আপনি কি করছেন?'

হোমস কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে মোমবাতিটা ধরিয়ে জানালার কাচের সামনে একবার পিছনে একবার সামনে দোলাচ্ছিল। তারপর অন্ধকারে তাকিয়ে বাতিটা নিভিয়ে দিয়ে সেটাকে মেঝের উপর ছুঁড়ে দিল।

সে বলল, 'এতে অনেক সুবিধা হবে বলে মনে হচ্ছে।' ফিরে এসে সে গভীর চিন্তায় ডুবে গেল, আর সরকারী কর্মচারি দুটি মৃতদেহটা পরীক্ষা করতে লাগল। শেষে হোমস বলল, 'আচ্ছা, তুমি তো বললে যখন নীচে অপেক্ষা করছিলে তখন তিনটি লোক ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। তাদের তুমি ভালভাবে লক্ষ্য করেছিলে কি?'

'হ্যাঁ, করেছিলাম।'

'তাদের মধ্যে বছর ত্রিশেক বয়স, কালো দাড়ি, ময়লা রং, মাঝারি আকারের কেউ ছিল কি?'

'হ্যাঁ, সেই তো সকলের শেষে আমার পাশ দিয়ে চলে গিয়েছিল।'

'মনে হচ্ছে সেই তোমাদের আসল লোক। তার বিবরণ আমি তোমাদের দিতে পারি, আর তার পায়ের চমৎকার ছাপ এখানে আছে। সেই তো তোমাদের পক্ষে যথেষ্ট হওয়া উচিত।'

'তা হয় না মিঃ হোমস, লণ্ডন শহরে লক্ষ লক্ষ লোক বাস করে।'

'হয় তো হয় না। এই তো তোমাদের সাহায্য করবার জন্য এই মহিলাটিকে এখানে ডেকে এনেছি।'

তার কথায় আমরা সকলেই মুখ ফেরালাম। দরজার ফ্রেমের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে একটি দীর্ঘাঙ্গী সুন্দরী স্ত্রীলোক—ব্লুমসবেরির রহস্যময়ী ভাড়াটে। ধীরে ধীরে সে এগিয়ে এল। তার ফ্যাকাসে মুখে আতঙ্কের আভাষ, চোখ দুটি একাগ্র ও স্থির, মেঝের উপরকার কালো দেহটার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ।

অস্পষ্টস্বরে সে বলল, 'আপনারা তাকে খুন করেছেন! ওঃ, Dio mio, আপনারা তাকে খুন করেছেন!' তারপরই সশব্দে একটা গভীর প্রশ্বাস টেনে নিয়ে লাফ দিয়ে শূন্যে উঠে আনন্দে চীৎকার করে উঠল। ঘুরে ঘুরে সে নাচতে লাগল, দুই হাতে তালি বাজাতে লাগল, সানন্দ বিস্ময়ে

তার কালো চোখ দুটি চক্‌চক্‌ করতে লাগল, মুখে হাজারো ইতালীয় বিস্ময়সূচক শব্দের খই ফুটতে লাগল। কোন দৃশ্য দেখে একটি স্ত্রীলোক যে আনন্দে এতটা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে পারে সেটা যেমন ভয়ঙ্কর তেমনি বিস্ময়কর। হঠাৎ থেমে গিয়ে সে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকাল।

'কিন্তু আপনারা! আপনারা তো পুলিশ, তাই না? জিউসেপ্পে জর্জিয়ানোকে আপনারা খুন করেছেন। তাই তো?'

'আমরা পুলিশ ম্যাডাম।'

ঘরের চারদিককার অন্ধকারে সে চোখ বুলিয়ে নিল।

'তাহলে জেন্নারো কোথায়?' সে জিজ্ঞাসা করল। 'আমার স্বামী, জেন্নারো লুক্কা। আমার নাম এমিলিয়া লুক্কা। আমরা দু'জনই নিউ ইয়র্ক থেকে এসেছি। জেন্নারো কোথায়? এইমাত্র এই জানালা থেকে সে আমাকে ডাকল, আর আমিও ছুটে চলে এলাম।'

হোমস বলল, 'আপনাকে আমি ডেকেছি।'

'আপনি? আপনি আমাকে ডাকলেন কেমন করে?'

'আপনাদের সংকেতটা খুব শক্ত নয় ম্যাডাম। এখানে আপনার আসার দরকার ছিল। আমি জানতাম, আলোর সাহায্যে "Vieni" সংকেত পাঠালেই আপনি নিশ্চয় চলে আসবেন।'

ইতালীয় সুন্দরী সভয়ে আমার সঙ্গীর দিকে তাকাল।

বলল, 'এ সব আপনি কেমন করে জানলেন আমি বুঝতে পারছি না। জিউসেপ্পে জর্জিয়ানো—সেই বা কেমন করে—' সে থামল; সহসা গর্বে ও আনন্দে তার মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি! আমার জেন্নারো! আমার আশ্চর্য সুন্দর জেন্নারো, যে আমাকে সব রকম অনিষ্ট থেকে নিরাপদে রেখেছে, সেই এ কাজ করেছে, তার শক্ত হাতে দানবটাকে খুন করেছে! আহা জেন্নারো, তুমি কী আশ্চর্য! কোন নারী কি কোন-দিন এমন পুরুষের উপযুক্ত হতে পারবে?'

একটা নার্ভিংহাম ছিল গুণ্ডাকে যেমন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ধরে তেমনিভাবে মহিলাটির আস্তিন ধরে গদাময় গ্রেগসন বলল, 'দেখুন মিসেস লুক্কা, আপনি কে বা কি তা আমি এখনও ভাল করে জানি না; কিন্তু আপনি যা বলেছেন তাতেই পরিষ্কার বুঝতে পারছি যে আপনাকে ইয়ার্ডে যেতে হবে।'

হোমস বলল, 'এক মিনিট গ্রেগসন। আমার তো মনে হয়, সব কিছু জানতে আমরা যতটা আগ্রহী, সব কিছু জানতে এই মহিলাও ঠিক ততখানি আগ্রহী। আপনি বুঝতে পারছেন ম্যাডাম, যে-লোকটি আমাদের সামনে পড়ে আছে তার মৃত্যুর জন্য আপনার স্বামীকে গ্রেপ্তার করা হবে, তার বিচার হবে। আপনি যা কিছু বলবেন সেটা প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করা হবে। কিন্তু আপনি যদি মনে করেন যে, কোন অসৎ উদ্দেশ্যে তিনি একাজ করেন নি এবং যে উদ্দেশ্যে তিনি একাজ করেছেন সেটা সকলকে জানাতেই তিনি চাইতেন, তাহলে সমস্ত ব্যাপারটা যদি আপনি খুলে বলেন তাহলেই তার সবচাইতে বেশী উপকার করা হবে।'

মহিলাটি বলল, 'জর্জিয়ানো যখন মারা গেছে তখন আর কিছুই আমরা ভয় করি না। সে ছিল একটা শয়তান, একটা রাক্ষস; তাকে খুন করবার জন্য আমার স্বামীকে শাস্তি দেবে এমন বিচারক এ পৃথিবীতে কেউ নেই।'

হোমস বলল, 'তাই যদি হয়, তাহলে আমি প্রস্তাব করছি, ঘরটা যেমন আছে তেমনি রেখে তালা লাগিয়ে দেওয়া হোক, এবং আমরা এই মহিলার সঙ্গে তার ঘরে গিয়ে তার যা বক্তব্য আছে সেটা শুনে আমাদের মত গঠন করি।'

আধ ঘণ্টা পরে সিনরা লুক্কার ছোট বসবার ঘরে বসে আমরা চারজন তার মুখ থেকে সেই সব দুষ্কার্যের একটি আশ্চর্য বিবরণ শুনলাম ঘটনাচক্রে যার পরিণতির আমরা সকলেই সাক্ষী। প্রথাবিরুদ্ধ ইংরেজিতে খুব দ্রুত অনর্গল তিনি কথা বলতে লাগলেন, বক্তব্যগুলো স্পষ্ট করবার জন্য আমি শুধু তার কিছু কিছু ব্যাকরণগত সংশোধন করে দিচ্ছি মাত্র।

তিনি বললেন, 'নেপল্‌সের নিকটবর্তী পোসিলিপ্পোতে আমার জন্ম। আমার বাবা অগাস্তো বারেল্লি ছিলেন প্রধান ব্যবহারজীবী এবং সে অঞ্চলের প্রান্তন ডেপুটি। জেন্নারো আমার বাবার অধীনে কাজ করত। ক্রমে আমি তাকে ভালবাসলাম। তার রূপ ছিল, শক্তি ছিল, উৎসাহ ছিল, কিন্তু ছিল না অর্থ, ছিল না পদমর্যাদা। তাই বাবা বিয়েতে আপত্তি করলেন। আমরা পালিয়ে গিয়ে বারি-তে বিয়ে করলাম এবং আমার গয়নাপত্র বিক্রি করে সেই টাকায় আমেরিকায় চলে গেলাম। এটা চার বছর আগেকার কথা। সেই থেকে আমরা নিউ ইয়র্কেই আছি।

'প্রথম দিকে ভাগ্য আমাদের প্রতি সদয় ছিল। জেন্নারো একজন ইতালীয় ভদ্রলোকের কিছুটা উপকার করেছিল—বাওয়ারি নামক একটা জায়গায় সে ঐ ভদ্রলোককে কতক-

গুলো বদমাশ লোকের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল এবং সেই থেকে তার খুব বন্ধু হয়ে উঠল। তার নাম তিতো কাস্তালোত ; নিউইয়র্কের মস্ত বড় প্রধান ফল-রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠান "কাস্তালোত ও জাম্বো"-র তিনি ছিলেন বড় অংশীদার। সিনর জাম্বো ছিলেন পঙ্গু, এবং আমাদের এই নতুন বন্ধু কাস্তালোত ছিলেন প্রতিষ্ঠানের সর্বেসর্বা। তিন শ'র বেশী লোক সেই প্রতিষ্ঠানে কাজ করত। ভদ্রলোক আমার স্বামীকে সেখানে চাকরি দিলেন, তাকে একটা বিভাগের প্রধান করে দিলেন, এবং নানাভাবে তার প্রতি শুভেচ্ছা প্রকাশ করতে লাগলেন। সিনর কাস্তালোত ছিলেন চিরকুমার ; আমার স্বামীকে তিনি ছেলের মত ভালবাসতেন এবং আমার স্বামী ও আমি তাকে বাবার মতই দেখতাম। ব্রুকলীন-এ একটা ছোট বাড়ি নিয়ে বেশ সাজিয়ে-গুছিয়ে নিলাম। মনে হল, আমাদের ভবিষ্যৎ নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ। এমন সময় দেখা দিল কালো মেঘ, শীঘ্রই আমাদের আকাশকে ছেয়ে ফেলল।

'একদিন রাতে জেন্নারো কাজ থেকে ফিরবার সময় একজন স্বদেশবাসী ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে এল। তার নাম জর্জিয়ানো, পোসিলিপ্পো থেকে এসেছে। লোকটি দেখতে প্রকাণ্ড, সে তো আপনারাই জানেন কারণ তারই মৃতদেহ আপনারা দেখেছেন। শুধু যে তার দেহটাই দৈত্যের মত তাই নয়, তার সব কিছুই অদ্ভুত, প্রচণ্ড ও ভয়ংকর। তার গলার আওয়াজ আমাদের ছোট ঘরে বজ্রের মত শোনাত। সে যখন কথা বলত তখন তার বড় বড় হাত দুটো ঘোরাবার মত জায়গাও আমাদের ছোট ঘরে ছিল না। তার চিন্তা, তার ভাবনা, তার অনুভূতি ও আবেগ সবই ছিল অত্যন্ত বড় মাপের ও দানবীয়। এত জোরে সে কথা বলত, বরং বলা যায় গর্জন করত, তখন তার কথার প্রচণ্ড তোড়ে ভয় পেয়ে অন্য সকলেই চুপচাপ বসে শুনে যেত। তার চোখে যেন আগুন জ্বলত ; তা দেখলে সবাই কাবু হয়ে যেত। সে এক ভয়ংকর আশ্চর্য মানুষ। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে সে এখন মৃত।

'সে বারে বারেই আসতে লাগল। তথাপি আমি বুঝতে পারলাম, সে এলে আমার মতই জেন্নারোও খুশি হয় না। আমাদের অতিথি এসে নানা রকম রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা নিয়ে অনবরত বক বক করত, আর আমার বেচারি স্বামী বিবর্ণ বিরক্ত মুখে বসে বসে তাই শুনত। জেন্নারো কিছুই বলত না। কিন্তু আমি তো তাকে ভাল করেই চিনি ; তার চোখে-মুখে এমন কিছু ভাব দেখতে পেতাম যেটা আগে কখনও দেখি নি। প্রথমে ভাবতাম এটা তার ভাল না লাগার লক্ষণ। কিন্তু ক্রমে বুঝতে পারলাম, সেটা ভয়—গভীর গোপন তীব্র ভয়। সেদিন রাতে—যে রাতে সেই ভয়কে আমি প্রথম দেখতে পেলাম—তার গলা জড়িয়ে ধরে আমার প্রতি তার ভালবাসা এবং অন্য যা কিছু তার প্রিয় তার নামে তাকে অনুরোধ করলাম, সে যেন আমার কাছে কিছুই গোপন না করে এবং এই দৈত্যের মত লোকটা কেন তাকে এভাবে চেপে ধরে আছে সে কথা আমাকে খুলে বলে।

'সব কথা সে আমাকে বলল, আর শুনতে শুনতে আমার বুকটা বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে যেতে লাগল। অতীতের উচ্ছৃংখল অগ্নিতপ্ত দিনগুলিতে যখন সমস্ত পৃথিবী বুঝি তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল, যখন জীবনের অবিচার তার অন্তরকে অর্ধোন্মাদ করে তুলেছিল, তখন সে ইতালির পুরনো গুপ্ত সমিতি "কারবোনারি"র সদস্য শ্রেণীভুক্ত "লাল বৃত্ত" নামক নেপলস্‌বাসীদের একটা গুপ্ত সমিতিতে যোগ দিয়েছিল। ঐ সংঘের শপথ ও গোপন কথাগুলি ছিল ভীতিপ্রদ ; একবার তার আওতায় গিয়ে পড়লে আর পালাবার পথ থাকে না। আমেরিকায় পালিয়ে যাবার পরে জেন্নারো ভেবেছিল সে পাট চিরদিনের মত চুকে গেছে। একদিন সন্ধ্যায় পথের মধ্যে সেই লোকের সঙ্গে যখন তার দেখা হয়ে গেল যে তাকে নেপ্‌ল্‌সে ঐ সংঘে দীক্ষা দিয়েছিল, তখন তার সে কী আতংক ! সেই লোকটিই দানব জর্জিয়ানো—খুনে খুনে তার হাতটা কনুই অবধি লাল হয়ে গিয়েছিল বলে দক্ষিণ ইতালীতে তার নাম হয়েছিল "যম !" পুলিশের চোখে ধুলো দেবার জন্যই সে নিউইয়র্কে পালিয়ে এসেছে এবং ইতিমধ্যেই তার নতুন বাড়িতে সেই ভয়ংকর সংঘের একটা শাখাও স্থাপন করেছে। এই সব কথা বলে জেন্নারো আমাকে একটা সমন দেখাল। সেই দিনই সে ওটা পেয়েছে। সমনের মাথার দিকে একটা "লাল বৃত্ত" আঁকা ; তাতে বলা হয়েছে, একটা নির্দিষ্ট দিনে একটা বৈঠক ডাকা হয়েছে এবং তাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে ঐ বৈঠকে তার উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন।

'এই সংবাদই যথেষ্ট খারাপ, কিন্তু আরও খারাপ খবর তখনও বাকি। কিছুদিন যাবৎ আমি লক্ষ্য করতাম, সন্ধ্যাবেলা যখন জর্জিয়ানো আমাদের বাড়িতে আসত, সে তো প্রায়ই আসত, তখনই বেশীর ভাগ কথা বলত আমার সঙ্গে ; তাছাড়া যখন আমার স্বামীর সঙ্গেও কথা বলত তখনও তার ভয়ংকর, ঝকঝকে, বন্যপশুর মত চোখ দুটো আমার দিকেই তাকিয়ে থাকত। একদিন রাতে তার গোপন বাসনা ধরা পড়ে গেল। আমি নাকি তার বুকের মধ্যে "ভালবাসা" (তার কথা মত) জাগিয়েছি—এক পশুর ভাল

বাসা, এক অসভ্য বন্যের ভালবাসা। সে যখন এলো জেন্নারো তখনও ফেরে নি। দরজায় ধাক্কা মেরে সে ঘরে ঢুকল, সবল বাহু দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরল, তার ভালুকবুকের মধ্যে আমাকে আলিঙ্গনে বেঁধে বার বার চুমু খেতে খেতে তার সঙ্গে পালিয়ে যেতে বলল। আমি আর্তনাদ করতে করতে তাকে বাধা দিতে লাগলাম। এমন সময় জেন্নারো ঘরে ঢুকে তাকে আক্রমণ করল। সেও জেন্নারোকে এক আঘাতে অজ্ঞান করে রেখে পালিয়ে গেল। আর কোন দিন সে আমাদের বাড়িতে ঢোকে নি। কিন্তু সেই রাতে একটি মারাত্মক শত্রু আমরা সৃষ্টি করলাম।

'কয়েকদিন পরেই সেই বৈঠক। জেন্নারো যখন সে বৈঠক থেকে ফিরল তখন তার মুখ দেখেই বুঝলাম, একটা ভয়ংকর কিছু ঘটেছে। কিন্তু সে যে কতদূর ভয়ংকর তা আমরা কল্পনাও করতে পারি নি। ধনী ইতালীয়দের ভয় দেখিয়ে তাদের কাছ থেকে সংঘের জন্য টাকা আদায় করা হত। কেউ টাকা দিতে অস্বীকার করলে শারীরিক শাস্তির ভয় দেখানো হত। এই ব্যাপারে তারা আমাদের উপকারী বন্ধু তাস্তালোত-এর কাছে গিয়েছিল। সে ভীতি প্রদর্শনের কাছে নতি স্বীকার না করে তাদের নির্দেশ-পত্রটি পুলিশের হাতে তুলে দেয়। বৈঠকে স্থির হয় যে তাকে এমন শাস্তি দেওয়া হবে যাতে আর কোন শিকার বিদ্রোহ করতে সাহসী না হয়। আরও স্থির হয় যে, তার বাড়ি-সমেত তাকেও ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হবে। সে কাজের ভার কার উপর পড়বে সেটা স্থির করার জন্য লটারির ব্যবস্থা হল। জেন্নারো যখন থলের মধ্যে হাত ঢোকাল তখন আমাদের সেই শত্রুর নিষ্ঠুর মুখের হাসি তার নজর এড়াল না। যে ভাবেই হোক আগে থেকেই যে ব্যবস্থাটা পাকা করে রাখা হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কারণ হত্যার আদেশসূচক "লাল বৃত্ত" আঁকা সেই মারাত্মক চাকতিটা তার হাতের মুঠোয় উঠে এল। হয় সে তার শ্রেষ্ঠ বন্ধুকে হত্যা করবে, আর না হলে তার ও আমার উপর নেমে আসবে সংঘ-ভ্রাতাদের প্রতিহিংসা। তাদের শয়তানী রীতিই ছিল এই রকম ঃ যাকে তারা ভয় করে অথবা ঘৃণা করে শুধু তাদেরই ক্ষতি করে না, তাদের প্রিয়জনদেরও ক্ষতি করে। এই আতংক বেচারি জেন্নারোর মাথায় সারাক্ষণ ঘুরতে লাগল ; তাকে প্রায় পাগল করে তুলল।

'সেদিন সারা রাত আমরা দু'জনের গলা ধরে বসে কাটালাম ; আসন্ন বিপদে দু'জন দু'জনকে ভরসা দিলাম। স্থির ছিল, পরদিন সন্ধ্যায়ই আক্রমণ চালানো হবে। তার আগেই সে আমাদের উপকারী বন্ধুকে তার আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দিল এবং পুলিশকেও এমন সব খবর জানিয়ে দিল যাতে ভবিষ্যতে আর জীবন নিরাপদ হয়। আর দুপুর নাগাদ আমার স্বামী ও আমি লণ্ডনের পথে পাড়ি দিলাম।

'ভদ্রমহোদয়গণ, তারপরের কথা তো আপনারাই জানেন। আমরা নিশ্চিত জানতাম, আমাদের শত্রুরা ছায়ার মত আমাদের অনুসরণ করবে। প্রতিশোধ নেবার ব্যক্তিগত কারণ জর্জিয়ানোর তো ছিলই, তাছাড়াও সে যে কতদূর নিষ্ঠুর, ধূর্ত ও শ্রান্তিহীন হতে পারে তা আমরা জানতাম। তার মারাত্মক শক্তির নানা কাহিনী সারা ইতালি ও আমেরিকায় ছড়িয়ে আছে। সে শক্তিপ্রয়োগের এই তো উপযুক্ত লগ্ন। যে ক'টা দিন আগে আমরা এখানে পৌঁছেছিলাম তার মধ্যেই প্রিয়তম আমার জন্য এমন একটা আশ্রয়ের ব্যবস্থা করল যাতে আমার কোন রকম বিপদ না ঘটতে পারে। আর সে নিজে রইল বাইরে, যাতে সে মার্কিন ও ইতালীয় পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারে। আমি নিজেও জানতাম সে কোথায় কি ভাবে আছে। আমি সব কিছু জানতাম একটা সংবাদপত্রের মারফতে। একদিন জানালা দিয়ে দেখতে পেলাম, দু'জন ইতালীয় বাড়িটার উপর নজর রেখেছে। তখনই বুঝলাম, যে ভাবেই হোক জর্জিয়ানো আমাদের আস্তানার সন্ধান পেয়ে গেছে। অবশেষে সংবাদপত্রের মারফতেই জেন্নারো আমাকে জানাবে, একটা নির্দিষ্ট জানালা থেকে সে আমাকে সংকেত-বার্তা পাঠাবে। কিন্তু সংকেত যখন এল তখন তাতে সতর্কবাণী ছাড়া আর কিছুই ছিল না, আর তাও হঠাৎ থেমে গেল। এখন বুঝতে পারছি, জর্জিয়ানো যে তার পিছু নিয়েছে তা সে আগেই বুঝতে পেরেছিল এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ! সে যখন হাজির হল তখন জেন্নারো তার জন্য তৈরী হয়েই ছিল। ভদ্রমহোদয়গণ, এবার আপনাদের জিজ্ঞাসা করি, আইনের হাতে কি আমাদের ভয়ের কিছু আছে, অথবা আমার জেন্নারো যা করেছে সেজন্য পৃথিবীর কোন বিচারক কি তাকে শাস্তি দেবে ?'

সরকারী কর্মচারিটির দিকে তাকিয়ে মার্কিন ভদ্রলোক বলল, 'দেখুন মিঃ গ্রেগসন, আপনাদের বৃটিশ দৃষ্টিভঙ্গীর কথা আমি জানি না, কিন্তু অনায়াসে অনুমান করতে পারি যে নিউইয়র্কে এই ভদ্রমহিলার স্বামী বিপুল ধন্যবাদ পাবেন।'

গ্রেগসন বলল, 'আমাদের প্রধান কর্তার সঙ্গে দেখা করতে ওকে আমার সঙ্গে যেতে হবে। ওর কথা যদি সত্য প্রমাণিত হয়, তাহলে ওর বা ওর স্বামীর ভয় পাবার কিছু আছে বলে আমি মনে করি না। কিন্তু মিঃ হোমস, এ

ব্যাপারে আপনি কেমন করে জড়িয়ে পড়লেন তার মাথা-মুণ্ডু তো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'শিক্ষা, গ্রেগসন, শিক্ষা। পুরনো বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও আমি জ্ঞানের সন্ধানে ফিরছি। আর ওয়াটসন, তোমার কাহিনী-সংকলনে যোগ করবার মত আরও একটি বিয়োগান্ত ও অদ্ভুত দৃষ্টান্ত তুমি পেলে। আরে ভাল কথা, এখন আটটা বাজে ; ওদিকে "কোভেন্ট গার্ডেন"-এ হবাগনোরের নাটক অভিনীত হচ্ছে। তাড়াতাড়ি গেলে দ্বিতীয় অংকের আগেই আমরা পৌঁছে যাব।'

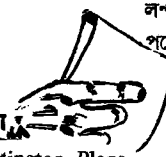

ব্রুস-পার্টিংটন নক্সার বিচিত্র ঘটনা

The Adventure of the Bruce-Partington Plans

১৮৯৫ সালে নভেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে একটা ঘন হলুদ কুয়াশা লণ্ডন শহরকে ছেয়ে ফেলল। সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার অবধি আমাদের বেকার স্ট্রীটের জানালা থেকে উল্টো দিকের বাড়ির পর্দাগুলো নজরে পড়ত কি না আমার সন্দেহ আছে। প্রকাণ্ড রেফারেন্স-বইটার সূচী-পত্র তৈরী করে হোমস প্রথম দিনটা কাটিয়ে দিল। সম্প্রতি সে মধ্যযুগের সঙ্গীত নিয়ে মেতে উঠেছিল ; দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনটি তাই নিয়েই কাটিয়ে দিল। কিন্তু চতুর্থ দিনে প্রাতরাশ সেরে উঠবার পরেও যখন দেখা গেল সেই চটচটে ভারী বাদামী কুয়াশার ঢেউ তখনও বয়ে চলেছে এবং জানালার কাঁচের উপর তেলের ফোঁটার মত একে একে জমছে, তখন আর আমার ধৈর্যহীন কাজ-পাগল বন্ধু, সেই একঘেয়েমিকে সহ্য করতে পারল না। চাপা ক্ষোভের সঙ্গে নখ কামড়ে, আসবাবপত্রের গায়ে হাত ঠুকে, আর বেকার বসে থাকাটাকে শাপ-শাপান্ত করে অস্থিরভাবে আমাদের বসবার ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল।

বলল, 'ওয়াটসন, আজকের কাগজেও কি ইন্টারেস্টিং কিছু নেই ?'

আমি জানতাম, হোমসের কাছে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার মানেই অপরাধজগতের ইন্টারেস্টিং ঘটনা। কাগজে একটা বিপ্লবের খবর ছিল, একটা যুদ্ধের সম্ভাবনার কথা ছিল, সরকারের একটা আসন্ন রদ-বদলের কথাও ছিল ; কিন্তু এগুলি তো বন্ধুবরের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে না। অত্যন্ত সাধারণ ও জলো কিছু অপরাধের খবর ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না। হোমস গোঁ-গোঁ করতে করতে আবার পায়চারি শুরু করল।

খেলায় যোগ দিতে না পারলে খেলোয়াড় যেমন বিরক্ত হয়ে ওঠে তেমনি ঝগড়াটে গলায় সে বলে উঠল, 'লণ্ডনের অপরাধ-জগৎ যেন বড়ই ঢিলে হয়ে পড়েছে। বাইরে তাকিয়ে দেখ ওয়াটসন। দেখ, সব কিছু কেমন মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, অস্পষ্ট চোখে পড়ছে, তারপরই আবার মেঘের ভিতর হারিয়ে যাচ্ছে। জঙ্গলের মধ্যে বাঘ যেমন সকলের অলক্ষ্যে ঘুরে বেড়ায় এবং যখন লাফ দিয়ে পড়ে তখন এক-মাত্র শিকারই তাকে দেখতে পায়, ঠিক সেইরকম ভাবেই লণ্ডনের চোর ও খুনীরা তো আজকের মত দিনেই লণ্ডনের পথে পথে ঘুরে বেড়াতে পারে।'

আমি বললাম, 'চুরি তো অনেকগুলোই হয়েছে।'

হোমস তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল।

বলল, 'যে বিরাট, গম্ভীর মঞ্চটি তৈরী হয়েছে এ সব নাটক তার উপযুক্ত নয়। এখনকার মানুষের সৌভাগ্য যে আমি একটি অপরাধী নই।'

'তা অবশ্য সত্যি।' আমি খুশির সুরে বললাম।

'মনে কর যে সব লোক আমাকে প্রাণে মারতে আগ্রহী, যেমন ব্রুক্‌স্, উডহাউস, বা অনুরূপ আরও পঞ্চাশ জনের একজন যদি আমি হতাম, তাহলে আমার এই বর্তমান জীবিকায় লিপ্ত থেকে আমি কতদিন বেঁচে থাকতে পার-তাম ? একটা সমন, সাক্ষাৎকারের একটা নকল ব্যবস্থা—ব্যাস, সব খতম হয়ে যেত। খুনের রাজ্য লাতিন দেশগুলিতে কুয়াশাচ্ছন্ন দিন দেখা যায় না তাই রক্ষা। জোভের দিব্যি ! আমাদের এই চরম একঘেয়েমি দূর করতে একটা কিছু আসছে।'

একটা টেলিগ্রাম হাতে নিয়ে পরিচারিকা ঘরে ঢুকল। খামটা ছিঁড়ে সেটা পড়েই হোমস হো-হো করে হেসে উঠল।

'আরে, আরে ! কালে কালে হল কি ?' সে বলল। 'আমার দাদা মাইক্রফ্‌ট্ আসছে।'

'তাতে কি হয়েছে ?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

'তাতে কি হয়েছে ? তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন ব্যাপারটা ট্রামগাড়ি আসার মতই সাধারণ ব্যাপার। মাইক্র-ফ্‌টের নির্দিষ্ট পথ আছে, আর সেই পথেই তার আনা-গোনা। আর পল মল-এর বাসা, ডায়োজিনিস ক্লাব আর হোয়াইট হল—এই হচ্ছে তার গতি-চক্র। একবার, মাত্র একবারই সে এখানে এসেছে। এমন কি সাংঘাতিক ঘটনা ঘটল যা তাকে পথভ্রষ্ট করছে ?'

'সে কি কিছু লেখে নি ?'

হোমস দাদার টেলিগ্রামটা আমার হাতে দিল।

'কাডোগান ওয়েস্ট-এর ব্যাপারে তোমার সঙ্গে দেখা হওয়া চাই। অবিলম্বে রওনা হচ্ছি। মাইক্রফ্‌ট্‌।'

'কাডোগান ওয়েস্ট? নামটা শুনেছি বলে মনে হয়।'

'আমার কিছুই মনে পড়ছে না। কিন্তু মাইক্রফ্‌ট্‌ এ রকম হুট করে বেরিয়ে পড়বে! তাহলে তো একটা গ্রহও কক্ষচ্যুত হতে পারে। ভাল কথা, তুমি কি জান, মাইক্রফ্‌ট্‌ কাজ-কর্ম কি করে?'

''গ্রীক ভাষান্তরিক''-এর অভিযান প্রসঙ্গে যা শুনেছিলাম তার কিছু কিছু মনে ছিল।

'তুমিই বলেছিলে, বৃটিশ সরকারের অধীনে সে একটা ছোটখাট কাজ করে।'

হোমস মুচকি-মুচকি হাসতে লাগল।

'সে সময়ে তোমাকে আমি ভাল করে চিনতাম না। রাষ্ট্রের উঁচু মহলের আলোচনায় সকলেরই সতর্ক হওয়া উচিত। সে যে বৃটিশ সরকারের অধীনে কাজ করে সেটা ঠিক। আবার তুমি যদি বল যে কখনও কখনও সে নিজেই বৃটিশ সরকার, তাহলেও এক অর্থে সেটা ঠিক।'

'ভাই হোমস!'

'তুমি চমকে উঠবে আমি জানতাম। মাইক্রফ্‌ট্‌ বছরে চারশ' পঞ্চাশ পাউন্ড মাইনে পায়, সে একজন অধীনস্থ কর্মচারি, তার কোনরকম উচ্চাকাংখা নেই, কোন সম্মান বা খেতাবের প্রতিও মোহ নেই, অথচ এ দেশের পক্ষে সে একজন অপরিহার্য ব্যক্তি।'

'কিন্তু কেমন করে?'

'দেখ, তার প্রতিষ্ঠা একটু অভিনব। সে নিজেই এটা গড়ে তুলেছে। তার মত পদ-মর্যাদা এর আগে কখনও কারও ছিল না, ভবিষ্যতেও থাকবে না। তার মস্তিষ্কটি অত্যন্ত পরিষ্কার ও সুশৃংখল; ঘটনা-সংরক্ষণের ক্ষমতার দিক থেকে এ রকম মস্তিষ্কসম্পন্ন দ্বিতীয় কোন জীবিত লোক তুমি পাবে না। যে মহাশক্তিকে আমি অপরাধ-নির্ণয়ের কাজে লাগিয়েছি, সেই একই শক্তিকে সে তার নিজের কাজে লাগিয়েছে। প্রতিটি বিভাগের সিদ্ধান্তগুলি তার কাছে পাঠানো হয়; সব বিভাগের সে হল কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক, ''ক্লিয়ারিং হাউস'', যেখানে সব দেনা-পাওনার হিসাব মেটানো হয়। অন্য সব লোকরা বিশেষজ্ঞ, কিন্তু সে হল সর্বজ্ঞ বিশেষজ্ঞ। ধরা যাক, একজন মন্ত্রীর এমন একটি বিষয়ে তথ্যাদি জানা প্রয়োজন যার সঙ্গে নৌ-বিভাগ, ভারতবর্ষ, কানাডা এবং দ্বি-ধাতু সমস্যা জড়িত। ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ থেকে আলাদা আলাদা ভাবে তিনি তথ্যগুলি পেতে পারেন, কিন্তু এক সঙ্গে সবগুলি বিষয় সম্পর্কে তাকে অবহিত করতে এবং সঙ্গে সঙ্গে সে সব বিষয়ের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কথা জানাতে পারে একমাত্র মাইক্রফ্‌ট্‌। প্রথম প্রথম তাকে কাজে লাগানো হত সুবিধার জন্য, কাজ সংক্ষেপ করার জন্য; কিন্তু এখন সে নিজেকে অপরিহার্য করে তুলেছে। তার মহা-মস্তিষ্কের খোপে খোপে সব কিছু থরে থরে সাজানো আছে, প্রয়োজন মত যে কোন মুহূর্তে সেগুলি বের করে দিতে পারে। অনেক অনেক বারই তার কথাতেই জাতীয় নীতি নির্ধারিত হয়েছে। এই নিয়েই সে আছে। আর কোন কিছু নিয়েই ভাবে না। শুধু আমি যদি কখনও কোন ছোটখাট সমস্যা নিয়ে তার পরামর্শ চাই তাহলে বুদ্ধির অনুশীলনী হিসাবে সে ব্যাপারে সে ঘাড় পাতে। কিন্তু সেই জুপিটার যে আজ মর্ত্যে নেমে আসছে। ব্যাপারখানা কি? কে এই কাডোগান ওয়েস্ট? তার সঙ্গে মাইক্রফ্‌টের সম্পর্কই বা কি?'

'পেয়ে গেছি', বলে চেঁচিয়ে উঠে আমি সোফার উপরকার কাগজের স্তূপের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই তো তাকে পেয়েছি। মঙ্গলবার সকালে পাতাল-রেলে যে যুবকটিকে পাওয়া গেছে তারই নাম কাডোগান ওয়েস্ট।'

হোমস খাড়া হয়ে বসল। হাতের পাইপটা ঠোঁটের অর্ধপথে থেমে গেল।

'ওয়াটসন, ব্যাপারটা নিশ্চয় গুরুতর। যে মৃত্যু আমার দাদার দৈনন্দিন অভ্যাসকে পাল্টে দিয়েছে সেটা সাধারণ মৃত্যু হতে পারে না। এ ব্যাপারে তার এত মাথা ব্যথা কেন বুঝতে পারছি না। আমার যতদূর মনে পড়ে সমস্ত ব্যাপারটাই বৈশিষ্ট্যহীন। যতদূর বোঝা যায়, যুবকটি ট্রেন থেকে পড়ে মারা গেছে। তার কিছু খোয়া যায় নি, অথবা তাকে যে আক্রমণ করা হয়েছিল সেরকম কোন প্রমাণও পাওয়া যায় নি। তাই নয় কি?'

আমি বললাম, 'বিচারবিভাগীয় তদন্তের ফলে অনেক নতুন তথ্য জানা গেছে। ভাল করে খুঁটিয়ে দেখলেই বোঝা যায় যে, ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত ধরনের।'

'আমার দাদার উপর যা প্রতিক্রিয়া দেখতে পাচ্ছি তাতে তো মনে হচ্ছে ব্যাপারটা খুবই অসাধারণ।' তার হাতল-ওয়ালা চেয়ারে আরাম করে বসে সে বলে উঠল, 'ওয়াটসন, বিবরণগুলো শোনাও তো।'

'লোকটির নাম আর্থার কোডোগান ওয়েস্ট। তার বয়স সাতাশ বছর, অবিবাহিত, এবং উলউইচ অস্ত্র-কারখানার একজন করণিক।'

'সরকারী চাকুরে। মাইক্রফ্‌ট্‌ দাদার সঙ্গে যোগ-

যোগটা লক্ষ্য কর।'

'সোমবার রাতে হঠাৎ সে উইলউইচ থেকে চলে যায়। তাকে সর্বশেষ দেখেছে তার প্রণয়িনী মিস ভায়োলেট ওয়েস্টবেরি ঐ দিন সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিটে যখন সে কুয়াশার মধ্যে হঠাৎ তার কাছ থেকে চলে যায়। তাদের মধ্যে কোন ঝগড়া হয় নি এবং তার চলে যাবার কোন কারণের কথাও মেয়েটি বলতে পারে নি। তারপরেই লন্ডনের পাতাল-রেলের অ্যাল্ডগেট স্টেশনের ঠিক বাইরে ম্যাসন নামক জনৈক রেল-কর্মী তার মৃতদেহটি দেখতে পায়।'

'সেটা কখন?'

'মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয় মঙ্গলবার সকাল ছ'টার সময় স্টেশনের কাছে যেখানে রেল-লাইন সুরঙ্গ থেকে বেরিয়ে এসেছে ঠিক সেইখানে পূর্বমুখী গেলে লাইনের বাঁদিকে বেশ কিছুটা দূরে দেহটা পড়ে ছিল। মাথাটা একেবারে গুঁড়ো হয়ে গিয়েছিল,—ট্রেন থেকে ছিটকে পড়লেই সে ধরনের আঘাত লাগতে পারে। সেখানে দেহটা ঐ ভাবেই আসা সম্ভব, কারণ কোন কাছাকাছি রাস্তা থেকে যদি টেনে আনা হত তাহলে স্টেশনের বেড়া ডিঙিয়েই আনতে হত, আর সেখানে একজন কালেক্টর সব সময়ই মোতায়েন থাকে। এ ব্যাপারটা খুবই স্পষ্ট ও নিশ্চিত।'

'খুব ভাল কথা। কেসটা বেশ বোঝা যাচ্ছে। মৃত বা জীবিত অবস্থায় লোকটি হয় ট্রেন থেকে পড়ে গেছে, আর না হয় তো তাকে ফেলে দেওয়া হয়েছে। এ পর্যন্ত বেশ বুঝতে পারছি। বলে যাও।'

'যে রেল লাইনের পাশে দেহটা পাওয়া গেছে সে লাইনে ট্রেনগুলি চলে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে, কতকগুলি পুরো মেট্রোপলিটান ট্রেন, আর কতকগুলি আসে উইলেস-ডেন ও দূরবর্তী জংশন-স্টেশন থেকে। এ পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে বোঝা যাচ্ছে যে, এই যুবকটি যখন মারা যায় তখন একটু বেশী রাত করেই সে পূর্বমুখী যাচ্ছিল, কিন্তু ঠিক কোথা থেকে সে ট্রেনে চেপেছে সেটা বলা অসম্ভব।'

'তার টিকিট থেকে অবশ্যই সেটা জানা যাবে।'

'তার পকেটে কোন টিকিট ছিল না।'

'টিকিট ছিল না! তাই তো ভাই ওয়াটসন, এটা তো একটু অদ্ভুত ব্যাপার। আমি যতদূর জানি টিকিট না দেখিয়ে মেট্রোপলিটন ট্রেনের কোন প্ল্যাটফর্মে ঢোকা তো সম্ভব নয়। কাজেই ধরে নিতে হবে যুবকটির কাছে টিকিট ছিল। সে কোন্ স্টেশন থেকে এসেছে সেটা লুকিয়ে রাখ-বার জন্যই কি তার কাছ থেকে টিকিটটা নিয়ে নেওয়া হয়েছিল? তা তো হতেই পারে। অথবা সে কি টিকিটটা গাড়ির মধ্যেই ফেলে দিয়েছিল? তাও তো হতে পারে। কিন্তু পয়েন্টটা খুবই ইন্টারেস্টিং। তার জিনিসপত্র কিছুই তো খোয়া যায় নি বললে না?'

'তাই তো মনে হয়। তার জিনিসপত্রের একটা তালিকা এখানে দেওয়া হয়েছে। তার থলেতে ছিল দু'পাউন্ড পনেরো শিলিং। "ক্যাপিট্যাল অ্যান্ড কাউন্টিস ব্যাংক"-এর উলউইচ শাখার একটা চেক-বইও তার কাছে ছিল। এটা দিয়েই তাকে সনাক্ত করা হয়েছে। ঠিক ঐদিন সন্ধ্যার তারিখ দেওয়া উলউইচ থিয়েটারের দুটো ড্রেস-সার্কলের টিকিটও তার কাছে ছিল। কিছু সরকারী কাগজপত্রের একটা ছোট প্যাকেটও ছিল।'

হোমস খুশিতে চেঁচিয়ে উঠল।

'শেষ পর্যন্ত ঠিক পাওয়া গেল ওয়াটসন! বৃটিশ সরকার—উলউইচ অস্ত্র-কারখানা—সরকারী কাগজপত্র—মাই ক্রফ্‌ট্ দাদা, বাস, শিকল, শেষ। কিন্তু আমার ভুল না হয়ে থাকলে, ওই তো সে নিজের মুখেই সব কিছু বলবার জন্য হাজির হয়েছে।'

মুহূর্তকাল পরেই মাইক্রফ্‌ট্ হোমসের দীর্ঘ সৌম্য মূর্তিটি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। গড়ণ মজবুত, দেহটাও বড়; দেখলেই মনে হয় একটা প্রচণ্ড শক্তি সে দেহের মধ্যে ঘুমিয়ে আছে। কিন্তু এই বড়সর শরীরের উপরে বসানো রয়েছে এমন একটি মাথা যার দুই ভুরুতে কর্তৃত্বের আভাষ, যার দুটি ইস্পাত-ধূসর গভীর চোখে সচকিত দৃষ্টি, যার ওষ্ঠদ্বয় দৃঢ়তাব্যঞ্জক ও সারা মুখে ভয়ের সূক্ষ্ম প্রকাশ। ফলে প্রথম দৃষ্টিপাতের পরেই মানুষ ভুলে যায় তার দেহটাকে, আর মনে রাখে শুধু তার সর্বজয়ী মন-টাকে।

তার পিছন পিছনই ঘরে ঢুকল আমাদের পুরনো বন্ধু স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের লেস্ট্রেড—একহারা চেহারা, গম্ভীর মুখ। দু'জনের গম্ভীর মুখেই গুরুত্বপূর্ণ অভিযানের পূর্বাভাষ। গোয়েন্দাপ্রবর নিঃশব্দে কর-মর্দন করল। মাইক্রফ্‌ট্ হোমস কোন রকমে ওভার-কোটটা খুলে একটা হাতল-চেয়ারে গা এলিয়ে দিল।

বলল, 'অত্যন্ত বিরক্তিকর ব্যাপার শার্লক। অভ্যাস পরিবর্তন করা আমি অত্যন্ত অপছন্দ করি, কিন্তু কর্তারা কোন কথাই শুনবে না। শ্যামদেশের বর্তমান পরিস্থি-তিতে আমার পক্ষে আপিস ছেড়ে আসা অত্যন্ত দৃষ্টিকটু। কিন্তু এ যে একটা সত্যিকারের সংকট। প্রধান মন্ত্রীকে এতখানি বিচলিত হতে আমি কখনও দেখি নি। আর নৌ-বিভাগ—সেটা তো উল্টে-পড়া মৌচাকের মত গুঞ্জন-মুখর। তুমি কি ঘটনাটা পড়েছ?'

'এইমাত্র পড়লাম। সরকারী কাগজপত্রগুলি কিসের ?'

'আরে, সেটাই তো আসল কথা ! সৌভাগ্যের বিষয় যে সেটা প্রকাশ পায় নি। প্রকাশ পেলে সংবাদপত্রগুলো তো ক্ষেপে যেত। হতভাগ্য যুবকের পকেটে যে কাগজপত্র ছিল সেগুলো হল ব্রুস-পার্টিংটন সাবমেরিনের নক্সা।'

মাইক্রফ্‌ট্‌ হোমস যে রকম গম্ভীরভাবে কথাগুলি বলল তাতেই বোঝা গেল বিষয়টাকে সে কতখানি গুরুত্ব দিচ্ছে। তার ভাই ও আমি আরও কিছু শুনবার আশায় বসে রইলাম।

'ওটার কথা তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ ? আমি তো ভেবেছিলাম সকলেই শুনেছে।'

'হ্যাঁ, নামটা শুনেছি বটে।'

'ওটার গুরুত্ব বলে শেষ করা যায় না। সরকারের পক্ষ থেকে খবরটাকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে গোপন রাখা হয়েছে। আমার কথা তোমরা মেনে নিতে পার যে, ব্রুস-পার্টিংটন যে অঞ্চলে কার্যকর থাকে তার আশেপাশেও কোন রকম নৌ-যুদ্ধ চালানো একেবারেই অসম্ভব। দু' বছর আগে সরকারী ব্যয়-বরাদ্দ কাটছাট করে একটা মোটা রকমের অর্থের ব্যবস্থা করে এই আবিষ্কারের একচেটিয়া দখল সরকার নিয়ে নেয়। কথাটাকে যথাসাধ্য গোপনও রাখা হয়। নক্সাটা অত্যন্ত জটিল। সমগ্র যন্ত্রটাকে চালাতে ত্রিশটি আলাদা আলাদা ''পেটেন্ট'' অনিবার্যভাবে প্রয়োজন। সমস্ত নক্সাটা অস্ত্র-কারখানা সংলগ্ন একটি চোর-নিষেধক দরজা ও জানালা সমন্বিত গুপ্ত কার্যালয়ে রক্ষিত থাকে। কোন অবস্থাতেই নক্সাটাকে সেই গুপ্ত কার্যালয় থেকে সরানো সম্ভব নয়। নৌ-বিভাগীয় প্রধান বাস্তুকারও যদি সেটা দেখতে চান তাহলে তাকেও আগে উলউইচ আপিসে যেতে হবে। অথচ এখানে লন্ডন শহরের মাঝখানে একটি মৃত কনিষ্ঠ করণিকের পকেটে সেই গোপন কাগজপত্র দেখতে পাচ্ছি। সরকারী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে ব্যাপারটা সত্যি ভয়াবহ।'

'কিন্তু সেগুলো উদ্ধার করা হয়েছে তো ?'

'না শার্লক, না। সেখানেই তো ব্যথা। আমরা নক্সাটা পাই নি। উলউইচ থেকে দশখানা কাগজ খোয়া গেছে। কাডোগান ওয়েস্টের পকেটে পাওয়া গেছে সাতখানা। বাকি জরুরী তিনখানা উধাও—চুরি হয়ে গেছে, হাওয়া হয়ে গেছে। সব কাজ ফেলে রাখ শার্লক। পুলিশ আদালতের ছোটখাট সমস্যার কথা ভুলে যাও। একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান তোমাকে করতে হবে। কাডোগান ওয়েস্ট কাগজগুলি পেল কেমন করে, হারানো কাগজগুলি কোথায় গেল, কি ভাবে তার মৃত্যু হয়েছে, তার মৃতদের যেখানে পাওয়া গেছে সেখানে এলই বা কেমন করে, এই অপকর্মের প্রতিকারই বা কেমন করে হবে ? এই সব প্রশ্নের জবাব খুঁজে বের কর। তা যদি পার তাহলে দেশের একটা বড় উপকার করা হবে।'

'তুমি নিজে কেন সমাধানের চেষ্টা করছ না মাইক্রফ্‌ট্‌ ? তোমার দৃষ্টি তো আমার চাইতে কম তীক্ষ্ণ নয়।'

'তা হয় তো ঠিক শার্লক। কিন্তু এর সঙ্গে জড়িত খুঁটিনাটি বিষয়গুলো তো জানতে হবে। সেগুলো জোগাড় করে দাও, এই চেয়ারে বসেই আমি তোমাকে বিশেষজ্ঞের উৎকৃষ্ট মতামত দিয়ে দেব। কিন্তু এখানে ছোটা ওখানে ছোটা, রেল-গার্ডদের জনে জনে জেরা করা, চোখে লেন্স লাগিয়ে মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়া—এসব আমার পোষাবে না। না হে, এ সমস্যার সমাধান একমাত্র তুমিই করতে পার। পরবর্তী খেতাব-তালিকায় তোমার নামটা দেখার ইচ্ছা যদি থাকে—'

আমার বন্ধু হেসে ঘাড় নাড়ল।

বলল, 'আমি শিকার করি শিকারের আনন্দেরই জন্য, আর কিছু চাই না। কিন্তু এ সমস্যাটি সত্যি মনে লাগবার মত। তাই এটা হাতে পেলে আমি খুশিই হব। তাহলে দয়া করে আমাকে আরও কিছু বিবরণ দাও।'

'এই কাগজে দরকারী বিবরণগুলো টুকে রেখেছি, আর সেই সঙ্গে তোমার কাজে লাগবে এ রকম কয়েকটা ঠিকানাও লিখে দিলাম। এই সব কাগজপত্রের আসল অধিকর্তা হলেন বিখ্যাত সরকারী বিশেষজ্ঞ স্যার জেমস ওয়াল্টার ; যে সব পদক ও খেতাব তিনি পেয়েছেন তা লিখতে গেলে বইয়ের পাতার দুটো লাইন ভরে যাবে। চাকরি করতে করতে তিনি চুল পাকিয়ে ফেলেছেন, অত্যন্ত ভদ্র, সব বড় বড় বাড়িতেই তিনি সম্মানিত অতিথি, আর সর্বোপরি তার দেশপ্রেম সব সন্দেহের ঊর্ধ্বে। সিন্দুকের চাবি যে দু'জনের কাছে থাকে তিনি তাদের অন্যতম। আরও বলছি, সোমবার আপিস চলাকালীন সময়েও কাগজপত্রগুলো যে আপিসেই ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, এবং স্যার জেমস বেলা তিনটে নাগাদ চাবিটা সঙ্গে নিয়ে লন্ডন যাত্রা করেন। এই ঘটনা যখন ঘটে সেদিন সারাটা সন্ধ্যা তিনি বার্কলে স্কোয়ার-এ অ্যাডমিরাল সিনক্লেয়ারের বাড়িতেই ছিলেন।'

'এ কথাটা প্রমাণিত হয়েছে কি ?'

'হ্যাঁ ভাই ; কর্ণেল ভ্যালেন্টিন ওয়াল্টারের কাছ থেকে জানা গেছে যে তিনি উলউইচ থেকে যাত্রা করেছিলেন, এবং অ্যাডমিরাল সিনক্লেয়ার জানিয়েছেন তার লন্ডন পৌঁছবার সংবাদ। কাজেই স্যার জেমস এ ব্যাপারের সঙ্গে প্রত্যক্ষ-

ভাবে জড়িত থাকতে পারেন না।'

'আর একজন যার কাছে চাবি থাকে তিনি কে ?'

'জ্যেষ্ঠ করণিক ও ড্রাফ্‌টস্‌ম্যান মিঃ সিডনি জনসন। বয়স চল্লিশ, বিবাহিত, পাঁচটি সন্তান আছে। লোকটি চুপচাপ থাকে, একটু বিষণ্ণ ধরনের মানুষ, কিন্তু চাকরিতে মোটামুটি যথেষ্ট সুনামের অধিকারী। সহকর্মীদের মধ্যে সে জনপ্রিয় নয়, তবে কঠোর পরিশ্রমী। একমাত্র তার স্ত্রীর দ্বারা সমর্থিত তার নিজের বিবরণ অনুসারে সোমবারে আপিসের কাজের পরে সারাটা সন্ধ্যা সে বাড়িতেই ছিল এবং তার যে ঘড়ির চেনের সঙ্গে চাবিটা ঝোলানো থাকে সেখান থেকে কখনও স্থানচ্যুত হয় নি।'

'কাডোগান ওয়েস্ট সম্পর্কে কিছু বল।'

'দশ বছর যাবৎ সে চাকরি করছে এবং কাজ ভালই করছে। কিছুটা মাথাগরম ও আবেগপ্রবণ বলে খ্যাতি থাকলেও লোকটি সরল ও সৎ। তার বিরুদ্ধে বলবার কিছু নেই। আপিসে সিডনি জনসনের পরেই তার স্থান। কাজ-কর্ম উপলক্ষ্যে তাকে রোজই ওই নক্সাটা নাড়াচাড়া করতে হত। আর কেউ ওতে হাত দিতে পারত না।'

'সেদিন রাতে নক্সাটা তালাবন্ধ করেছিল কে ?'

'জ্যেষ্ঠ করণিক মিঃ সিডনি জনসন।'

'তাহলে তো কে সেটা নিয়েছিল তা বেশ পরিষ্কার-ভাবেই বোঝা যাচ্ছে। কাগজপত্রগুলো বাস্তবক্ষেত্রে পাওয়া গেছে কনিষ্ঠ করণিক কাডোগান ওয়েস্টের কাছে। এটা তো শেষ কথা, তাই না ?'

'তা বটে শার্লক, কিন্তু এতেও তো অনেক কিছুরই কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে না। প্রথমত, এগুলো সে নিল কেন ?'

'কারণ এগুলো খুব মূল্যবান।'

'এগুলোর বিনিময়ে কয়েক হাজার সে সহজেই পেতে পারত।'

'এগুলি বিক্রি না করে লন্ডনে নিয়ে গেল কি উদ্দেশ্যে বলতে পার ?'

'না, পারি না।'

'তাহলে এটাকেই আমাদের সম্ভাবিত প্রকল্প হিসাবে মেনে নিতে হবে। যুবক ওয়েস্ট কাগজগুলি নিয়েছে। আর এ কাজ সে করতে পারে শুধুমাত্র একটা নকল চাবির সাহায্যে—'

'কয়েকটা চাবি বল। বাড়ি এবং ঘরটাও তাকে খুলতে হবে।'

'তাহলে তার কাছে গুটিকয়েক নকল চাবি ছিল। লন্ডনে গিয়ে গোপনে বিক্রির জন্যই সে কাগজগুলি নিয়ে গিয়েছিল। তার আশা ছিল, ধরা পড়বার আগেই পরদিন সকালে সে মূল নক্সাগুলিকে সিন্দুকে রেখে দিতে পারবে। কিন্তু এই রাজদ্রোহিতামূলক কাজ উপলক্ষ্যেই লন্ডনে তার মৃত্যু ঘটে।'

'কেমন করে ?'

'আমরা ধরে নিচ্ছি, উলউইচে ফিরবার পথে তাকে খুন করে ট্রেনের কামরা থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।'

'কিন্তু উলউইচ যেতে হলে তাকে "লন্ডন ব্রীজ" হয়ে যেতে হবে; অথচ যেখানে তার দেহটা পাওয়া গেছে সেই অ্যান্ডগেট জায়গাটা লন্ডন ব্রীজ-এর স্টেশনের বেশ কিছুটা পরে।'

'কেন সে লন্ডন ব্রীজ পার হয়ে গেল সে বিষয়েও অনেক কিছু কল্পনা করা যেতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, সেই কামরায় এমন কেউ ছিল যার সঙ্গে কোন গুরুতর আলোচনায় সে মেতে গিয়েছিল। আর সেই আলোচনার পরিণতিতে সংঘর্ষ বাঁধে এবং সে মারা পড়ে। হয়তো সে কামরা থেকে নামতে গিয়ে লাইনের উপর পড়ে যায় ও তার মৃত্যু ঘটে। অপর লোকটি তখন দরজা বন্ধ করে দেয়। ঘন কুয়াশার জন্য কিছুই দেখা যায় না।'

'বর্তমানে আমরা যতদূর জানতে পেরেছি তাতে এর চাইতে ভাল ব্যাখ্যা আর কিছু হয় না। কিন্তু শার্লক, ভেবে দেখ কত কিছু তোমার দৃষ্টিকে এড়িয়ে গেছে। তর্কের খাতিরে আমরা ধরে নিচ্ছি যে, যুবক কাডোগান ওয়েস্ট কাগজপত্রগুলি লন্ডনে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। সেক্ষেত্রে নিশ্চয়ই কোন বিদেশী এজেন্টের সঙ্গে তার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা ছিল এবং সেজন্য সন্ধ্যাবেলাটা নিশ্চয়ই সে হাতে কোন কাজ রাখত না। তার পরিবর্তে সে কিন্তু থিয়েটারের দুটো টিকিট কেটেছিল, প্রণয়িনীকে সঙ্গে নিয়ে অর্ধেকটা পথ গিয়েছিল এবং তারপরই হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল।'

কথাগুলো শুনতে শুনতে অধৈর্য হয়ে লেস্ট্রেড বলে উঠল, 'দুর্বোধ্য।'

'খুবই আশ্চর্য! এই হল এক নম্বর আপত্তি। দুই নম্বর আপত্তিঃ আমরা ধরে নিচ্ছি, সে লন্ডনে পৌঁছে বিদেশী এজেন্টের সঙ্গে দেখা করল। সকালের আগেই তাকে কাগজগুলি ফেরৎ নিয়ে যেতে হবে, অন্যথায় সে ধরা পড়ে যাবে। সে নিয়ে গেল দশখানা কাগজ। তার পকেটে পাওয়া গেল মাত্র সাতখানা। বাকি তিনখানা গেল কোথায়? নিশ্চয় সে স্বেচ্ছায় সেগুলো ফেলে দেবে না? তাছাড়া এই বিশ্বাস ভঙ্গের দরুন যে দাম সে পেল সেটা গেল কোথায়? তার পকেটে অবশ্যই অনেক টাকা থাকার

কথা।'

লেস্ট্রেড বলল, 'আমার কাছে তো সবই একেবারে পরিষ্কার। ঘটনাবলী সম্পর্কে আমার তো কোন সন্দেহই নেই। বিক্রি করার জন্যই সে কাগজগুলি নিয়ে গিয়েছিল। এজেন্টের সঙ্গে তার দেখা হল। দরে বনল না। সে বাড়ি ফিরে চলল, আর এজেন্টও তার সঙ্গে গেল। ট্রেনের মধ্যে এজেন্ট তাকে খুন করল এবং দরকারী কাগজগুলো হাতিয়ে তার দেহটাকে কামরা থেকে ফেলে দিল। এই তো সব পরিষ্কার হয়ে গেল। তাই নয় কি?'

'তার কাছে টিকিট নেই কেন?'

'টিকিট থেকে বোঝা যেত কোন্ স্টেশনটা এজেন্টের বাড়ির সব চাইতে কাছে। তাই খুন করবার পরে সে তার পকেট থেকে টিকিটটা তুলে নেয়।'

'ভাল লেস্ট্রেড, খুব ভাল,' হোমস বলল। 'তোমার ব্যাখ্যাটা ভালই। কিন্তু এই যদি আসল ঘটনা হয়, তাহলে তো সবই শেষ হয়ে গেল। একদিকে বিশ্বাসঘাতকের মৃত্যু হয়েছে, অন্যদিকে রুস-পার্টিংটন সাবমেরিনের নক্সা ইতিমধ্যেই ইওরোপে পৌঁছে গেছে। তাহলে আর আমাদের করার কি আছে?'

লাফ দিয়ে উঠে মাইক্রফ্‌ট্ বলল, 'কাজ শার্লক, কাজ করার আছে। আমার মন বলছে এ ব্যাখ্যা ঠিক নয়। তোমার ক্ষমতাকে কাজে লাগাও! অকুস্থলে চলে যাও! সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে দেখা কর! চেষ্টার কসুর করো না! সারা জীবনে দেশসেবার এতবড় সুযোগ তুমি আর কখনও পাও নি।'

ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়ে হোমস বলল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে! চল হে ওয়াটসন। আর লেস্ট্রেড, দয়া করে দু-এক ঘণ্টার জন্য আমাদের সঙ্গে যাবে কি? অ্যাল্ডগেট স্টেশন পরিদর্শন করেই আমাদের তদন্ত শুরু করব। বিদায় মাইক্রফ্‌ট্। সন্ধ্যার আগেই তোমাকে একটা প্রতিবেদন পাঠিয়ে দেব; তবে আগেই বলে রাখছি, তাতে আশাপ্রদ বিশেষ কিছু পাবে না।'

এক ঘণ্টা পরে অ্যাল্ডগেট স্টেশনের ঠিক আগে রেল-পথটা যেখানে সুরঙ্গের ভিতর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছে পাতাল-রেলের ঠিক সেই জায়গায় হোমস, লেস্ট্রেড ও আমি পৌঁছে গেলাম। রেল কোম্পানির পক্ষ থেকে একটি বিনয়ী লাল-মুখ বৃদ্ধ ভদ্রলোকও আমাদের সঙ্গে ছিল।

রেল লাইন থেকে প্রায় তিন ফুট দূরে একটা জায়গা দেখিয়ে সে বলল, 'এইখানেই যুবকটির দেহ পড়ে ছিল। দেহটা উপর থেকে পড়তে পারে না, কারণ দেখতেই পাচ্ছেন এ সবই দেওয়াল। সুতরাং দেহটা ট্রেন থেকেই পড়েছে, আর আমরা যতদূর বুঝতে পারছি ট্রেনটা সোমবার মাঝরাতে এখান দিয়ে গেছে।'

'কামরাগুলো পরীক্ষা করে কোনরকম হিংসাত্মক ঘটনার চিহ্ন পাওয়া গেছে কি?'

'না, সেরকম কোন চিহ্ন পাওয়া যায় নি, বা কোন টিকিটও পাওয়া যায় নি।'

'কোন দরজা খোলা ছিল এ রকম কোন রেকর্ড আছে কি?'

'মোটেই না।'

লেস্ট্রেড বলল, 'আজ সকালে আমরা কিছু নতুন তথ্য পেয়েছি। একটি সাধারণ মেট্রোপলিটন ট্রেনের জনৈক যাত্রী জানিয়েছে, সোমবার রাত প্রায় ১১'৪০ মিনিটের সময় ট্রেনটা অ্যাল্ডগেট স্টেশনে পৌঁছবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে কেউ লাইনের উপর পড়ে যাবার মত একটা ভারী আওয়াজ সে শুনতে পেয়েছিল। অবশ্য কুয়াশা এত ঘন ছিল যে কিছুই নজরে পড়ে নি। সে সময়ে এ বিষয়ে সে কোন রকম রিপোর্টও করে নি। কি হল, মিঃ হোমস কি করছেন?'

'রেলের লাইনগুলো যেখানে বাঁক নিয়ে ভূগর্ভ থেকে বেরিয়ে এসেছে আমার বন্ধু একদৃষ্টিতে লাইনগুলোর সেই জায়গাটার দিকে তাকিয়ে আছে; তার মুখে তীব্র মনসংযোগের ছাপ ফুটে উঠেছে। অ্যাল্ডগেট একটি জংশন; কাজেই সেখানটায় অনেকগুলো পয়েন্টের জড়াজড়ি। সেই দিকেই তার জিজ্ঞাসু একাগ্র দৃষ্টি স্থির-নিবদ্ধ। তার তীক্ষ্ণ, সতর্ক মুখাবয়বে আমি দেখতে পেলাম দুটি ঠোঁটের সেই দৃঢ়বদ্ধতা, নাসারন্ধ্রের সেই কাঁপন আর দুটি লোমশ ভুরুর সেই একত্র সংযোজন যা আমি ভাল করেই চিনি।

অস্ফুটস্বরে সে বলল, 'পয়েন্ট, এই পয়েন্টগুলি।'

'তাতে কি হল? আপনি কি বলতে চাইছেন?'

'মনে হয় এখানকার মত একটা সিস্টেম-এ এত বেশী-সংখ্যক পয়েন্ট আর কোথাও নেই?'

'না; খুব অল্পই আছে!'

'আবার একটা বাঁকও। পয়েন্ট এবং বাঁক। হে ঈশ্বর, তাই যদি হয়ে থাকে।'

'কি হল মিঃ হোমস? কোন সূত্র পেলেন না কি?'

'একটা ধারণা—একটা ইঙ্গিত, তার বেশী কিছু নয়। কিন্তু কেসটা ক্রমেই ইন্টারেস্টিং হয়ে উঠছে। অসাধারণ, সম্পূর্ণ অসাধারণ, কিন্তু তথাপি নেই কেন? লাইনের উপরে তো রক্তের কোন দাগ দেখতে পাচ্ছি না।'

'কোন দাগ ছিলও না।'

'কিন্তু শুনেছি, ক্ষতটা বেশ বড় রকমেরই হয়েছিল।'

'খুলিটা ফেটে গেছে, কিন্তু শরীরে কোন বড় রকমের ক্ষত হয় নি।'

'তবু তো বেশ খানিকটা রক্তপাত হবার কথা। যে যাত্রীটি কুয়াশার মধ্যে একটা কিছু পড়ার শব্দ শুনতে পেয়েছিল সে যে কামরাটায় ছিল সেটা একবার দেখতে পারি কি?'

'তা বোধ হয় সম্ভব হবে না মিঃ হোমস। এর আগেই ট্রেনের কামরাগুলো কেটে দিয়ে নতুনভাবে জুড়ে দেওয়া হয়েছে।'

লেস্ট্রেড বলল, 'সে বিষয়ে নিশ্চিত থাকতে পারেন মিঃ হোমস ; সবগুলি কামরাই সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। আমি নিজে দেখেছি।'

আমার বন্ধুর এই একটি বড় দুর্বলতা যে তার চাইতে কম বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের ব্যাপারে সে বড়ই অধৈর্য।

মুখ ফিরিয়ে সে বলল, 'তা হতে পারে। তবে হয় তো যে কামরাগুলো আমি পরীক্ষা করতে চেয়েছিলাম সেগুলো মোটেই দেখা হয় নি। ওয়াটসন, এখানে আমাদের যা করণীয় ছিল সবই করা হয়ে গেছে। মিঃ লেস্ট্রেড, তোমাকেও আর কষ্ট দিতে চাই না। আমি মনে করি, তদন্তের ব্যাপারে এবার আমাদের উলউইচ যাওয়া দরকার।'

লণ্ডন ব্রীজ-এ হোমস তার দাদাকে একটা তার করে দিল। তারটা পাঠাবার আগে আমার হাতে দিল। তাতে লেখা ছিল ঃ

'অন্ধকারে একটু আলো দেখতে পাচ্ছি, তবে সেটা সম্ভবত নিভে যাবে। ইতিমধ্যে ইংলণ্ডে যে সব বিদেশী অথবা আন্তর্জাতিক এজেণ্ট আছে বলে তুমি জান পুরো ঠিকানাসহ তাদের একটা সম্পূর্ণ তালিকা বার্তাবহ মারফত পাঠিয়ে দাও। সে যেন আমরা না ফেরা পর্যন্ত বেকার স্ট্রীটে অপেক্ষা করে।—শার্লক।'

উইলউইচগামী ট্রেনে উঠে বসবার পরে হোমস বলল, 'ওটা আমাদের খুব কাজে লাগবে ওয়াটসন। সত্যিকারের উল্লেখযোগ্য একটা কেস আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে বলে মাইক্রফ্‌ট্‌ দাদার কাছে সত্যি আমরা ঋণী।'

তার উদ্বিগ্ন মুখে এখনও সেই তীব্র অতি-উত্তেজনার আভাষ যা দেখে আমি বুঝতে পারলাম, কোন নতুন ইঙ্গিতপূর্ণ ঘটনা তার মনে একটা উত্তেজনাপূর্ণ চিন্তার ধারা খুলে দিয়েছে। একটা শিকারী কুকুর যখন কান ঝুলিয়ে লেজ গুটিয়ে খোঁয়াড়ের মধ্যে বসে ঝিমোয় তখন তাকে দেখ, আর সেই একই কুকুর যখন জ্বলন্ত চোখে শরীরের মাংসপেশীকে টানটান করে কোন গন্ধের পিছনে রুদ্ধশ্বাসে ছুটতে থাকে তার সঙ্গে তুলনা কর—সকাল থেকে এখনও পর্যন্ত হোমসের মধ্যে সেই রকম পরিবর্তনই ফুটে উঠেছে। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে যে দুর্বলদেহ অলস লোকটি ইঁদুর-রঙা ড্রেসিং-গাউন পরে কুয়াশাচ্ছন্ন ঘরের মধ্যে অস্থিরভাবে পায়চারি করছিল, সেই লোকই এখন যেন আর একটি লোক হয়ে উঠেছে।

সে বলল, 'মালমশলা রয়েছে। সুযোগও রয়েছে। আমি এমনই বোকা যে কিছুই ধরতে পারিনি।'

'আমার কাছে কিন্তু এখনও সবই অন্ধকার।'

'পরিণাম আমার কাছেও অন্ধকার। কিন্তু এমন একটা ধারণা আমি পেয়েছি যা আমাদের অনেক দূরে নিয়ে যেতে পারে। লোকটির মৃত্যু হয়েছে অন্য কোথাও, আর তার দেহটা ছিল গাড়ির ছাদের উপরে।'

'ছাদের উপরে!'

'খুবই আশ্চর্য, তাই না? কিন্তু ঘটনাগুলি বিচার কর। বাঁক ঘুরে এই পয়েণ্টগুলোর উপর পড়ে ট্রেনটা যেখানে এদিকে-ওদিকে দুলতে থাকবে ঠিক সেখানেই যে দেহটা পাওয়া গেছে এটা কি নেহাতই ঘটনার আকস্মিক যোগাযোগমাত্র? ট্রেনের ছাদের উপর কোন বস্তু থাকলে ওই জায়গাতেই সেটার ছিটকে পড়ে যাওয়াই কি প্রত্যাশিত নয়? ঐ পয়েণ্টগুলোর উপর এসে কামরার ভিতরকার কোন বস্তু সহসা টাল খেয়ে পড়বে না। কাজেই হয় দেহটা ছাদ থেকে পড়েছে, আর না হয় তো ঘটনাটা এক আশ্চর্য আকস্মিকতার ফলস্বরূপ। এবার ভাব রক্তের কথা। মৃতদেহ থেকে রক্ত যদি আগেই অন্য কোথাও ঝরে গিয়ে থাকে তাহলে রেল লাইনের উপর রক্তের দাগ থাকবে না। দুটি ঘটনা আলাদা আলাদা করে দেখলে খুবই ইঙ্গিত-পূর্ণ। কিন্তু একসঙ্গে বিচার করলে খুবই শক্তিশালী প্রমাণ।'

'আর টিকিটের ব্যাপারটাও', আমি বলে উঠলাম।

'ঠিক বলেছ। টিকিট নেই কেন সেটা আমরা বুঝতে পারছিলাম না। এবার তাও বোঝা গেল। সব কিছুই বেশ খাপ খেয়ে গেছে।'

'কিন্তু এটাকে সত্য বলে ধরে নিলেও মৃত্যুর রহস্য উদ্‌ঘাটনের দিক থেকে আমরা তো সেই দূরেই রয়ে গেলাম। আসলে, সমস্যাটা সরলতর না হয়ে বরং আশ্চর্যতর হয়ে উঠল।'

হোমস চিন্তিত মুখে বলল, 'হয়তো।' একটা নিঃশব্দ দিবানিদ্রার মধ্যে সে ডুবে গেল। অবশেষে ট্রেনটা যখন ধীরে ধীরে উলউইচ স্টেশনে গিয়ে থামল, তার আগে সে নিদ্রা ভাঙল না। একটা গাড়ি ডেকে সে মাইক্রফ্‌টের কাগজটা পকেট থেকে বের করল।

বলল, 'এক বিকেলে বেশ কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে। প্রথমেই যেতে হবে স্যার জেমস ওয়াল্টারের কাছে।'

বিখ্যাত কর্মচারীটি একটি সুন্দর ভিলা-তে থাকে। সংলগ্ন সবুজ বাগানটি টেম্‌স্‌ নদী পর্যন্ত বিস্তৃত। সেখানে যখন পৌঁছলাম তখন কুয়াশা কেটে গিয়ে তার ফাঁকে জলসিক্ত হাল্কা রোদ্দুর দেখা দিয়েছে। ঘণ্টা বাজাতেই খানসামা হাজির হল।

গম্ভীর মুখে সে বলল, 'স্যার জেমস, স্যার! স্যার জেমস আজ সকালে মারা গেছেন!'

হোমস সবিস্ময়ে বলে উঠল, 'হায় ঈশ্বর! কি করে তাঁর মৃত্যু হল?'

'দয়া করে ভিতরে এসে তাঁর ভাই কর্ণেল ভ্যালেন্টাইনের সঙ্গে দেখা করবেন কি?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয় দেখা করব।'

একটি স্বল্পালোকিত বসবার ঘরে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল। একটু পরেই মৃত বিজ্ঞানীর ছোট ভাই ঘরে ঢুকল। তার বয়স পঞ্চাশ, দীর্ঘকায়, সুদর্শন মুখে সামান্য দাড়ি। তার উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি, গালের দাগ ও এলোমেলো চুল দেখলেই বোঝা যায় এই পরিবারটির উপর কী ভয়ংকর আকস্মিক বিপদপাত ঘটেছে। তার কথাগুলি প্রায় শোনাই যাচ্ছিল না।

সে বলতে লাগল, 'কী ভয়ংকর দুর্নাম। আমার দাদা স্যার জেমসের আত্মসম্মানবোধ ছিল অত্যন্ত তীব্র; এ রকম একটা ঘটনার পরে তার পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। তার বুক ভেঙে গিয়েছিল। তার বিভাগের কর্মদক্ষতা নিয়ে সে সব সময়ই গর্ব বোধ করত। তাই এ আঘাত তার পক্ষে মর্মান্তিক।'

'আমরা আশা করে এসেছিলাম, এ ব্যাপারে তিনি এমন কিছু ইঙ্গিত দিতে পারবেন যাতে আমাদের পক্ষে একটা ফয়সালা করতে সুবিধা হবে।'

'আমি আপনাদের নিশ্চিত করে বলতে পারি যে, এ ব্যাপারটা আপনাদের কাছে এবং আমাদের সকলের কাছেই যেরূপ রহস্যজনক, তার কাছেও তাই ছিল। ইতিমধ্যেই সে যা কিছু জানত সব পুলিশকে বলেছে। স্বভাবতই, কাডোগান ওয়েস্টই যে দোষী সে বিষয়ে তার কোনই সন্দেহ ছিল না। কিন্তু বাকী সব কিছুই ছিল দুর্বোধ্য।'

'আপনি কি এ ব্যাপারে কোন রকম আলোকপাত করতে পারেন?'

'যা পড়েছি বা শুনেছি তার বাইরে আমি নিজে কিছুই জানি না। আপনাদের প্রতি কোন রকম অসৌজন্য প্রকাশ করতে আমি চাই না, কিন্তু বুঝতেই তো পারছেন মিঃ হোমস, এখন আমরা সকলেই বড় বিব্রত; তাই আপনাকে অনুরোধ করছি, সাক্ষাৎকারটা তাড়াতাড়ি শেষ করুন।'

পুনরায় গাড়িতে বসে আমার বন্ধু বলল, 'ঘটনার এই পরিণতিটা খুবই অপ্রত্যাশিত। মৃত্যুটা স্বাভাবিক কি না অথবা বৃদ্ধ লোকটি আত্মহত্যা করেছে কিনা ঠিক বুঝতে পারছি না। যদি তিনি আত্মহত্যা করে থাকেন, তাহলে কি বুঝতে হবে যে এটা কর্তব্যে অবহেলার দরুন আত্ম-ভর্ৎসনার পরিণতি? এ-প্রশ্নের জবাব ভবিষ্যতের জন্যই তোলা থাক। এবার যেতে হবে কাডোগান ওয়েস্টের বাড়ি।'

শহরের প্রান্তে একটি ছোট কিন্তু ছিমছাম বাড়িতে মৃতের মা থাকে। বৃদ্ধা শোকে এতই হতবুদ্ধি হয়ে গেছে যে তাকে দিয়ে কোন কাজই হলো না। তবে তার পাশে যে যুবতীটি বসে ছিল সে নিজেই পরিচয় দিল, তার নাম মিস ভায়োলেট ওয়েস্টবেরি; সেই মৃত ব্যক্তির প্রণয়িণী এবং সেই ভয়ংকর রাতে সেই মৃত ব্যক্তিকে সর্বশেষ দেখেছিল।

সে বলল, 'মিঃ হোমস, আমি আপনাদের কিছুই বোঝাতে পারব না। দুর্ঘটনার পর থেকে আমি দুই চোখের পাতা এক করতে পারি নি, দিন রাত শুধু ভাবছি আর ভাবছি যে এ সবের আসল অর্থ কি হতে পারে। এ পৃথিবীতে আর্থারের মত একনিষ্ঠ, উদার, দেশভক্ত মানুষ দেখা যায় না। রাষ্ট্রের যে গোপন দলিল বিশ্বাস করে তার হেপাজতে রাখা হয়েছিল সেটা বিক্রি করার আগে সে তার নিজের ডান হাতটাই কেটে ফেলত। তাকে যারা চেনে তাদের কাছে এ ধারণা অবাস্তব ও অসঙ্গত।'

'কিন্তু মিস ওয়েস্টবেরি, যে সব ঘটনা ঘটেছে তাতে—'

'জানি, জানি; স্বীকার করছি, সেগুলো আমি ব্যাখ্যা করতে পারছি না।'

'তার কি কোন রকম অর্থাভাব ঘটেছিল?'

'না; তার প্রয়োজন ছিল সামান্য, আর তার মাইনেটা ছিল বেশ মোটা। কয়েক শ' সে সঞ্চয় করেছে। এই নব-বর্ষেই আমাদের বিয়ের কথা ছিল।'

'কোন রকম মানসিক উত্তেজনার লক্ষণ দেখেছেন কি? দেখুন মিস ওয়েস্টবেরি, খোলাখুলিভাবে সব কথা

আমাদের বলুন।'

আমার সঙ্গীর সতর্ক দৃষ্টিতে মহিলার পরিবর্তনটা ধরা পড়েছিল। তার মুখ লাল হয়ে উঠল। সে ইতস্তত করতে লাগল।

অবশেষে সে বলল, 'হ্যাঁ ; আমার মনে হত, সে যেন কি একটা ভাবছে।'

'কতদিন হল এ রকম মনে হত?'

'গত সপ্তাহখানেক যাবৎ। তাকে খুব চিন্তিত ও বিচলিত মনে হত। একবার আমি জানতেও চেয়েছিলাম। তাতে সে স্বীকার করেছিল যে, আপিসের ব্যাপারে একটা কিছু ঘটেছে। সে বলেছিল, "বিষয়টি এতই গুরুতর যে তোমাকেও বলতে পারি না।" এর বেশী কিছু আমি জানতে পারি নি।'

হোমস খুব গম্ভীর হয়ে গেল।

'বলে যান মিস ওয়েস্টবেরি। কথাগুলি যদি তার বিরুদ্ধেও যায়, তাহলেও বলুন। কিসে কি হবে আমরা কেউ বলতে পারি না।'

'সত্যি বলছি, আমার আর কিছু বলার নেই। দু-একবার মনে হয়েছে, সে যেন আমাকে কিছু বলতে চাইছে। একদিন সন্ধ্যায় একটা অত্যন্ত গোপনীয় বিষয়ের কথা সে বলেছিল। যতদূর মনে পড়ছে, সে বলেছিল যে বিদেশী গুপ্তচররা এটা পেলে অনেক টাকা দেবে।'

বন্ধুর মুখ গম্ভীরতর হল।

'সে বলেছিল, এ সব ব্যাপারে আমরা এত ঢিলেঢালা—যে কোন বিশ্বাসঘাতক অনায়াসেই সেটা হাতিয়ে নিতে পারে।'

'এ সব কথা কি সে খুব সম্প্রতি বলেছে?'

'হ্যাঁ, খুব সম্প্রতি।'

'এবার শেষ সন্ধ্যার কথা কিছু বলুন।'

'আমাদের থিয়েটারের যাবার কথা ছিল। কুয়াশা এত ঘন ছিল যে গাড়ি নিয়ে কোন লাভ ছিল না। আমরা হেঁটেই যাচ্ছিলাম। যেতে যেতে আপিসের কাছে পৌঁছে গেলাম। তারপরই হঠাৎ সে ছুটে কুয়াশার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।'

'কোন কথা না বলে?'

'সে একবার চীৎকার করে উঠেছিল ; ব্যাস, আর কিছু না। আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম, কিন্তু সে আর ফিরে এল না। তখন আমি হেঁটে বাড়ি ফিরে গেলাম। পরদিন সকালে আপিস খুলবার পরে তারা খবর নিতে এল। প্রায় বারোটা নাগাদ আমরা দুঃসংবাদ শুনলাম। মিঃ হোমস আর কিছু চাই না, শুধু তার সম্মানটা যদি বাঁচাতে পারেন! সম্মান তার কাছে বড়ই মূল্যবান ছিল।'

হোমস দুঃখের সঙ্গে মাথা নাড়তে লাগল।

'চল ওয়াটসন, এবার অন্য পথ ধরি। যে আপিস থেকে কাগজগুলি খোয়া গেছে সেটাই আমাদের পরবর্তী ঘাঁটি।'

গাড়ি চলতে চলতে সে বলল, 'আগে থেকেই অনেক কিছু এই যুবতীটির বিরুদ্ধে ছিল, আমাদের তদন্তের ফলে সেটা আরও বেড়ে গেল। তার আসন্ন বিবাহ অপরাধের একটা কারণ হয়ে দেখা দিচ্ছে। স্বভাবতই তার টাকার দরকার দেখা দিয়েছিল। ধারণাটা তার মাথায় এসেছিল, কারণ বিষয়টা সে উল্লেখও করেছিল। নিজের পরিকল্পনার কথা জানিয়ে দিয়ে মেয়েটিকেও প্রায় এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলতে যাচ্ছিল। এটা খুবই খারাপ।'

'কিন্তু হোমস, চরিত্রের তো একটা মূল্য আছে? তাছাড়া, হঠাৎ পথের মাঝখানে মেয়েটিকে ফেলে রেখে সে একটা পাপ কাজ করতে ছুটবে কেন?'

'ঠিক তাই! অসুবিধা তো নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণও তো বিস্তর।'

জ্যেষ্ঠ করণিক মিঃ সিডনি জনসন আপিসেই আমাদের সঙ্গে দেখা করল। আমার সঙ্গীর কার্ডটা দেখলেই সকলে যে শ্রদ্ধা দেখিয়ে থাকে সেই শ্রদ্ধার সঙ্গে সে আমাদের অভ্যর্থনা করল। সরু, রুঢ়, চশমাধারী মাঝ-বয়সী ভদ্রলোক। গাল দুটি কদাকার, স্নায়বিক রোগের দরুন হাতদুটি কাঁপে।

'মিঃ হোমস, খারাপ খবর, খুবই খারাপ খবর! বড়কর্তার মৃত্যুর খবর শুনেছেন তো?'

'তাঁর বাড়ি থেকেই আমরা আসছি।'

'সব কেমন গোলমাল হয়ে গেছে। বড়কর্তা মারা গেছেন, কাডোগান ওয়েস্ট মারা গেছে, কাগজপত্র চুরি হয়েছে। অথচ সোমবার সন্ধ্যায় যখন আপিস বন্ধ করি তখনও অন্য যে কোন সরকারী কর্মচারীর মতই দক্ষতার সুনাম আমাদের ছিল। হা ঈশ্বর! এ কথা ভাবতেও ভয় হয়! শেষ পর্যন্ত ওয়েস্ট এমন কাজ করল।'

'তাহলে তার দোষ সম্পর্কে আপনারা নিশ্চিত?'

'এ ছাড়া তো আর কোন পথ চোখে পড়ছে না। অথচ তাকে আমি নিজের মতই বিশ্বাস করতাম।'

'সোমবার ক'টার সময় আপিস বন্ধ হয়েছিল?'

'পাঁচটা।'

'আপনি বন্ধ করেছিলেন কি?'

'আমিই সকলের শেষে আপিস থেকে বের হই।'

'নক্সাগুলো কোথায় ছিল?'

'ওই সিন্দুকে। আমি নিজে ওখানে রেখেছিলাম।'

'এ বাড়িতে কি কোন পাহারা থাকে না?'

'থাকে; তবে তাকে অন্য সব বিভাগের উপরেও নজর রাখতে হয়, লোকটি প্রাক্তন সৈনিক এবং খুব বিশ্বাসী। সেদিন সন্ধ্যায় সে কিছুই দেখেনি। অবশ্য কুয়াশা খুবই ঘন ছিল।'

'ধরুন কাডোগান ওয়েস্ট যদি আপিসের পরে এ বাড়িতে ঢুকতে চেষ্টা করত তাহলে ঐ কাগজপত্র হস্তগত করতে হলে তার তিনটে চাবি দরকার হত; হত কি না?'

'হ্যাঁ, তা হত। বাইরের দরজার চাবি, আপিসের চাবি, এবং সিন্দুকের চাবি।'

'সে সব চাবিই থাকত শুধু স্যার জেমস ওয়াল্টার ও আপনার কাছে?'

'দরজার চাবি আমার কাছে থাকে না—থাকে শুধু সিন্দুকের চাবি।'

'স্যার জেমস কি বেশ গোছানো স্বভাবের মানুষ ছিলেন?'

'হ্যাঁ, আমার তো তাই মনে হয়। আমি যতদূর জানি, ঐ তিনটে চাবি তিনি একটি রিংয়েই রাখতেন। অনেকবারই আমি সে রকম দেখেছি।'

'আর সেই রিং নিয়েই তিনি লণ্ডন গিয়েছিলেন?'

'তিনি তাই বলেছেন।'

'আপনার চাবিটা কখনও হাতছাড়া হয় নি?'

'কখনও না।'

'তাহলে ওয়েস্টই যদি দোষী হয়ে থাকে তবে তার কাছে একটা ডুপ্লিকেট চাবি থাকতে হবে। কিন্তু তার কাছে সে রকম কিছু পাওয়া যায় নি। আর একটা কথাঃ এই আপিসের একজন করণিক যদি নক্সাটা বিক্রি করতে চায়, তাহলে তার পক্ষে মূল নক্সা চুরি করার চাইতে সেগুলো নিজের হাতে নকল করে নেওয়াই কি অনেক বেশী সহজ নয়?'

'নক্সাগুলোকে ঠিক মত নকল করে নিতে যথেষ্ট যান্ত্রিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।'

'কিন্তু আমি যদি ধরে নিই যে স্যার জেমস, বা আপনি, বা ওয়েস্ট সেই যান্ত্রিক জ্ঞানের অধিকারী, তাহলে?'

'অবশ্য সে জ্ঞান আমাদের আছে, কিন্তু দোহাই আপনার মিঃ হোমস, আমাকে এ ব্যাপারে জড়াতে চেষ্টা করবেন না। মূল নক্সাগুলো যখন ওয়েস্টের কাছেই পাওয়া গেছে তখন এ রকম ভাববার দরকারই বা কি?'

'দেখুন, সে যখন নিরাপদে নক্সাগুলি নিতে পারত এবং তাতে তার উদ্দেশ্য সমভাবেই সাধিত হত, তখন মূল নক্সা চুরি করবার ঝুঁকি সে নেবে। এটা নিশ্চয়ই খুব আশ্চর্য ব্যাপার।'

'আশ্চর্য সন্দেহ নেই—অথচ তাই সে করেছে।'

এই কেসের তদন্তে বারবারই কিছু দুর্বোধ্য ঘটনা আত্মপ্রকাশ করছে। এখনও তিনটে কাগজ পাওয়া যাচ্ছে না। আমি যতদূর জানি, সেগুলিই মূল নক্সা।'

'হ্যাঁ, তাই।'

'আপনি কি বলতে চান, ঐ তিনটি কাগজ হাতে থাকলে বাকি সাতটা ছাড়াই কেউ ব্রুস-পার্টিংটন সাবমেরিন তৈরী করতে পারবে?'

নৌ-বিভাগীয় কর্তৃপক্ষকে সে কথা আমি আগেই জানিয়েছিলাম। কিন্তু আজ আমি আবার নতুন করে নক্সাগুলো দেখেছি, আর এখন সে বিষয়ে আমার মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। যে কাগজগুলি ফেরৎ পাওয়া গেছে তার একটাতে রয়েছে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাসমন্বিত চাকতিসমেত ডবল ভাল্‌ভের নক্সা। বিদেশীরা যতদিন পর্যন্ত নিজেরা সেটা আবিষ্কার করতে না পারবে ততদিন তারা ডুবো জাহাজটা তৈরী করতে পারবে না। অবশ্য, এ অসুবিধা তারা শীঘ্রই কাটিয়ে উঠতে পারে।'

'কিন্তু যে তিনটি নক্সা খোয়া গেছে সেগুলি তো সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ?'

'নিঃসন্দেহে।'

'আপনার অনুমতি নিয়ে এবার বাড়িটা একবার ঘুরে দেখতে চাই। আপনাকে জিজ্ঞাসা করার মত আর কোন প্রশ্ন আপাতত মনে পড়ছে না।'

সে একে একে সিন্দুকের তালা, ঘরের দরজা এবং জানালার লোহার খড়খড়িগুলো পরীক্ষা করে দেখল। তারপর বাইরের বাগানে পৌঁছবামাত্রই তার আগ্রহ খুব বেড়ে গেল। জানালার বাইরে একটা লরেল-এর ঝোপ ছিল। তার অনেকগুলো ডালপালা হয় দুমড়ে গেছে, নয় তো ভেঙে গেছে। লেন্সটা বের করে সে খুব সতর্কতার সঙ্গে প্রথমে ডালপালাগুলো এবং তারপরে তার নীচেকার মাটির উপরকার অস্পষ্ট চিহ্নগুলোকে পরীক্ষা করল। অবশেষে সে প্রধান করণিককে লোহার খড়খড়িগুলো বন্ধ করে দিতে বলে আমাকে দেখাল যে খড়খড়িগুলো মাঝখানটার ঠিক মুখে মুখে বসে নি এবং সেই ফাঁক দিয়ে যে কেউ ঘরের ভিতরে কি হচ্ছে না হচ্ছে সেটা বাইরে থেকেই দেখতে পারে।'

তিনটে দিন বিলম্ব হওয়ায় চিহ্নগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। তা থেকে কিছু বোঝা যেতেও পারে নাও যেতে পারে। দেখ ওয়াটসন, উলউইচে আর কিছু জানা যাবে বলে

মনে হয় না। সামান্য ফসলই এখানে মিলল। দেখা যাক, লণ্ডনে এর চাইতে ভাল কিছু মেলে কি না।'

তথাপি উলউইচ স্টেশন ছাড়বার আগে আমাদের সংগৃহীত ফসলের সঙ্গে আরও একটা আটি যোগ করা গেল ; টিকিট-ঘরের করণিকটি বেশ জোর দিয়েই জানাল যে, কাডোগান ওয়েস্টকে সে অনেকবার দেখেছে এবং সেই সূত্রে ভাল করেই চেনে ; সোমবার রাতেও সে তাকে দেখেছে ; এবং লণ্ডন ব্রীজগামী ৮·১৫ মিনিটের ট্রেনে সে লণ্ডন গিয়েছিল। সে একাই ছিল এবং একখানি তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কেটেছিল। তার সে সময়কার উত্তেজিত অবস্থাটাও তার নজরে পড়েছিল। সে এতই অস্থির হয়ে পড়েছিল যে খুচরোগুলোও গুছিয়ে নিতে পারছিল না ; করণিকটিকে সে ব্যাপারে তাকে সাহায্য করতে হয়েছিল। টাইম-টেবিল মিলিয়ে দেখা গেল, ৭·৩০ মিনিট নাগাদ মহিলাটিকে ছেড়ে যাবার পরে ৮·১৫-র ট্রেনটাই প্রথম ট্রেন যেটা ওয়েস্টের পক্ষে ধরা সম্ভব।

আধ ঘণ্টা চুপচাপ বসে থাকার পর হোমস বলল, 'ওয়াটসন, এস, এবার ঘটনাগুলোকে একত্রে জোড়া যাক। আমরা দু'জনে মিলে আজ পর্যন্ত যত তদন্তের কাজ করেছি তার মধ্যে এ রকম শক্ত কেস আর একটাও পেয়েছি বলে তো আমার মনে হয় না। যতই এগোচ্ছি ততই সম্মুখে আর একটা নতুন পাহাড় চোখে পড়ছে। অবশ্য তা সত্ত্বেও আমরা বেশ প্রশংসনীয়ভাবেই এগিয়ে চলেছি।

'উলউইচে আমাদের তদন্তের ফল প্রধানত যুবক কাডোগান ওয়েস্টের বিরুদ্ধেই গেছে ; কিন্তু জানালার কাছে যা পেলাম তাতে তো অনুমানটা তার স্বপক্ষেই মোড় নিয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরে নেওয়া যাক যে কোন বিদেশী এজেন্ট তার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। হয় তো যোগাযোগের এ রকম শর্ত ছিল যে এ ব্যাপারে সে কাউকে কিছু বলতে পারবে না। তথাপি তার প্রণয়িনীর সঙ্গে তার যা কথা হয়েছে তার থেকেই বোঝা যায়, তার মনটাও সেদিকে ঝুঁকেছিল। ভাল কথা। এবার ধরা যাক যে, তরুণীটিকে সঙ্গে নিয়ে সে যখন থিয়েটারে যাচ্ছিল তখন হঠাৎ সেই কুয়াশার মধ্যেই সে দেখতে পায় যে, সেই এজেন্টটি আপিসের দিকেই যাচ্ছে। সে আবেগপ্রবণ ও দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবার মানুষ। কর্তব্যবোধের প্রেরণায় সে সব কিছু ভুলে গেল। লোকটাকে অনুসরণ করে সে জানালার কাছে গেল, তাকে দলিলগুলো হস্তগত করতে দেখল এবং চোরের পিছু নিল। নকল করবার সুযোগ থাকলে কেউ যে মূল দলিল নেবে না—এই আপত্তিটা এতে খণ্ডন হল। এই বহিরাগত লোকটির মূল দলিল নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। এ পর্যন্ত বেশ পরিষ্কার।'

'তার পরের ধাপ কি ?'

'তারপর কিছু অসুবিধা দেখা দিচ্ছে। এ অবস্থায় কাডোগানের প্রথম কাজই হওয়া উচিত ছিল আসামীকে ধরে চেঁচামেচি শুরু করে দেওয়া। তা সে করল না কেন? তাহলে কি আপিসেরই কোন পদস্থ কর্মচারী কাগজগুলি নিয়েছিল ? তাহলে অবশ্য ওয়েস্ট-এর আচরণ বোঝা যায়। অথবা আপিসের সেই কর্তাব্যক্তি হয় তো কুয়াশার আড়ালে তাকে ফাঁকি দিয়ে সরে পড়েছিল বলেই তার নিজের ঘরেই তাকে ধরবার জন্যই সে কি সঙ্গে সঙ্গে লণ্ডন রওনা হয়ে গিয়েছিল ? অবশ্য সেক্ষেত্রে কর্তাব্যক্তির ঘরের ঠিকানা তার জানা থাকা চাই। ব্যাপারটা এতই জরুরী যে মেয়েটাকে সে কুয়াশার মধ্যে দাঁড় করিয়ে রেখে গেল অথচ তার সঙ্গে যোগাযোগের আর কোন চেষ্টাই করল না। এ পর্যন্ত এসেই সব ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। যাই ঘটে থাকুক না কেন, সেখান থেকে আরম্ভ করে মেট্রোপলিটন ট্রেনের ছাদের উপর পকেটে সাতখানা কাগজসহ ওয়েস্ট-এর মৃতদেহ প্রাপ্তি পর্যন্ত একটা বড় রকমের ফাঁকা থেকেই যাচ্ছে। এবার আমি অপর প্রান্ত থেকে কাজ শুরু করতে চাই। মাইক্রফ্‌ট্ যদি নাম-ঠিকানার তালিকাটি পাঠিয়ে থাকে, তাহলে হয় তো আমাদের দরকারী লোকটিকে খুঁজে বের করতে পারব এবং একটির বদলে দুটো পথ ধরে এগোতে পারব।

বেকার স্ট্রীটে একটি চিঠি সত্যি সত্যি আমাদের জন্য অপেক্ষা করে ছিল। একজন সরকারী পিওন তড়িঘড়ি সেটা পৌঁছে দিয়েছে। একনজর দেখেই হোমস চিঠিটা আমার দিকে ছুঁড়ে দিল।

'ছোটখাট মাছি অসংখ্য আছে, কিন্তু এ রকম একটা বড় ব্যাপারে হাত লাগাবার মত লোক আছে অল্পই। যাদের কথা ভাবা যেতে পারে তারা হল অ্যাডলফ্ মেয়ার, ১৩, গ্রেট জর্জ স্ট্রীট, ওয়েস্টমিনিস্টার ; লুই লা রোদিয়ের, ক্যাম্পডেন, ম্যান্‌সন্স, নটিংহাম ; এবং হুগো ওবারস্টিন, ১৩, কলফিল্ড গার্ডেন্স, কেনসিংটন। জানা গেছে, শেষোক্ত লোকটি সোমবার শহরে ছিল কিন্তু এখন চলে গেছে। তুমি কিছুটা আলো দেখতে পেয়েছ জেনে খুশি হলাম। মন্ত্রিসভা তোমার চূড়ান্ত প্রতিবেদনের জন্য অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে অপেক্ষা করে আছে। অত্যন্ত উঁচু মহল থেকে জরুরী তাগিদ এসেছে। প্রয়োজন বোধ করলে রাষ্ট্রের সমগ্র শক্তির সহায়তা তুমি পাবে।—মাইক্রফ্‌ট্।'

হোমস হেসে বলল, 'হায়রে, মহারাণীর সমস্ত ঘোড়া এবং সমস্ত লোকলস্কর কিছুই এ ব্যাপারে কোন কাজেই

লাগবে না।' লণ্ডনের একটা বড় মানচিত্র খুলে সে সাগ্রহে তার উপর ঝুঁকে পড়ল। একটু পরেই খুশিতে ডগমগ হয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'আরে, আরে, অবশেষে দেখছি হাওয়া আমাদের দিকেই বইতে শুরু করেছে। দেখছ কি ওয়াটসন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস এবার কেল্লা ফতে করতে পারব।' হঠাৎ সোল্লাসে ফেটে পড়ে সে আমার ঘাড়েই একটা থাপ্পড় বসিয়ে দিল। 'আমি এখনই বেরিয়ে যাচ্ছি; একটু খোঁজ-খবর নেব আর কি। আমার বিশ্বস্ত সহকর্মী ও জীবনী-কারকে পাশে না নিয়ে কোন গুরুতর কাজেই আমি হাত দেব না। তুমি এখানেই থাক; আশা করছি দু'এক ঘণ্টার মধ্যেই আবার আমার দেখা পাবে। যদি সময় না কাটতে চায়, তাহলে ফুলস্কেপ কাগজ ও কলম নিয়ে বসে যাও, আর কি ভাবে আমরা দেশের সরকারকে বাঁচিয়ে দিলাম তার বিবরণ লিখতে শুরু কর।'

তার মনের খুশির ছোঁয়াচ আমার মনকেও স্পর্শ করল। আমি জানি, খুশির যথেষ্ট কারণ না থাকলে সে কখনও তার আচরণের স্বাভাবিক গাম্ভীর্য থেকে সরে যেত না। নভেম্বরের দীর্ঘ সন্ধ্যাটা তার প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় অধৈর্য হয়ে বসে রইলাম। শেষ পর্যন্ত ন'টারও কিছু পরে পিওন একখানি চিরকুট নিয়ে হাজির হল ঃ

'কেনসিংটন-এর অন্তর্গত গ্লোচেস্টার রোডের "গোল্ডিনি'স রেস্টুরেণ্ট"-এ খাবার ব্যবস্থা করেছি। দয়া করে অবিলম্বে সেখানে আমার সঙ্গে মিলিত হও। সঙ্গে নিয়ে এস একটা সিঁদকাটি, একটা কালো লণ্ঠন' একটা বাটালি ও একটা রিভলবার।—শ. হ.'

একজন সম্মানিত নাগরিকের পক্ষে কুয়াশাচ্ছন্ন অস্পষ্ট রাজপথে বয়ে নেবার মত অতীব সুন্দর সাজসজ্জাই বটে। ওভারকোটের মধ্যে সযত্নে সব কিছু ভরে নিয়ে তৎক্ষণাৎ সেই ঠিকানায় গাড়ি হাঁকিয়ে দিলাম। জমকালো ইতালীয় রেস্টুরেণ্ট-এর দরজার কাছেই একটা ছোট গোল টেবিলে বন্ধুকে বসে থাকতে দেখলাম।

'খাবার কিছু জুটেছিল কি? তাহলে আমার সঙ্গেই কফি আর কুরাকাও (এক ধরনের তেতো মদ) খেয়ে নাও। তারপর একটা সিগার ধরাও। এগুলো তত বিষাক্ত নয়। যন্ত্রপাতিগুলো এনেছ তো?'

'সবই আছে, ওভারকোটের মধ্যে।'

'চমৎকার। এবার আমি এতক্ষণ কি করেছি এবং আমরা কি করতে যাচ্ছি তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ তোমাকে দিচ্ছি। তোমাকে মানতেই হবে ওয়াটসন যে এই যুবকের মৃতদেহটা ট্রেনের ছাদের উপর রেখে দেওয়া হয়েছিল। যে মুহূর্তে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে ছাদের উপর থেকেই সে নীচে পড়েছিল, গাড়ির ভিতর থেকে নয়, তখনই এ সত্যটা আমি পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলাম।'

'কোন সেতু থেকেও তো ফেলে দেওয়া যেতে পারে?'

'আমি বলব সেটা অসম্ভব। কামরার ছাদগুলো পরীক্ষা করলে দেখতে পাবে সেগুলো ঈষৎ গোলাকার, আর তার চারদিকে কোন রেলিং-ও নেই। সুতরাং নিশ্চিত করেই আমরা বলতে পারি যে, যুবক কাডোগান ওয়েস্টকে সেখানে শুইয়ে রাখা হয়েছিল।'

'সেটা কি করে সম্ভব?'

'সেই প্রশ্নের জবাবই আমাদের বের করতে হবে। একটি-মাত্র পথ হতে পারে। তুমি জান যে, ওয়েস্ট-এণ্ড-এর কোন কোন জায়গায় পাতাল-রেল ভূগর্ভের বাইরে চলে। আমার আবছাভাবে মনে পড়ে, ওই পথে ট্রেনে যাবার সময় দেখেছি কোথাও কোথাও জানালাগুলো ঠিক মাথার উপরেই দেখা যায়। এখন ধর, ঐরকম কোন জানালার নীচে যদি ট্রেনটা থামে, তাহলে কি তার ছাদে একটা মৃতদেহকে শুইয়ে দেওয়া খুব শক্ত কাজ হবে?'

'এটা অবশ্য খুবই সম্ভবপর বলে মনে হয়।'

'অন্য সব ধারণা যখন মিথ্যা প্রমাণিত হয় তখন অবশিষ্ট ধারণাকেই সত্য বলে মানতে হবে, তা সে যত অসম্ভবই মনে হোক না কেন—এই পুরনো নীতির আশ্রয়ই আমাদের নিতে হবে। এখানেও অন্য সব ধারণা ব্যর্থ হয়েছে। যখন দেখলাম, যে আন্তর্জাতিক এজেণ্টটি সবেমাত্র লণ্ডন ছেড়ে গেছে তার বাসস্থান ছিল পাতাল-রেলের উপর ঝুঁকে-পড়া একসার বাড়ির একটিতে, তখন আমি এতই উল্লসিত হয়ে উঠেছিলাম যে আমার আকস্মিক বাচালতায় তুমিও বিস্ময় বোধ করেছিলে।'

'ও হো, তখন তাহলে এই ছিল আসল ব্যাপার?'

'হ্যাঁ, এই ছিল ব্যাপার। তখন আমার লক্ষ্য ছিল ১৩, কলফিল্ড গার্ডেন্সের মিঃ হুগো ওবারস্টিন। গ্লচেস্টার রোড স্টেশন থেকেই কাজ শুরু করলাম। একজন কর্মচারী আমাকে সাহায্য করতে আমার সঙ্গেই রেল-লাইন ধরে হেঁটে গেলেন। কিছুটা এগিয়েই দেখে খুশি হলাম যে, কলফিল্ড গার্ডেন্সের পিছন দিককার সিঁড়ির জানালাগুলো রেল-লাইনের দিকেই খোলে; শুধু তাই নয়, অনেকগুলি বড় বড় রেলপথের জংশন বলে পাতাল-রেলের ট্রেনগুলো ঠিক সেই জায়গাটিতেই মাঝে-মাঝেই কয়েক মিনিটের জন্য থামিয়ে রাখা হয়।'

'সাবাস হোমস! তুমি ঠিক ধরেছ!'

'ওই পর্যন্তই ওয়াটসন—ওই পর্যন্তই। আমি অনেকটা এগিয়েছি, কিন্তু শেষ লক্ষ্য এখনও অনেক দূরে। কলফিল্ড গার্ডেন্সের পিছনদিকটা ভাল করে দেখে সামনের দিকে গেলাম। খোঁজ নিয়ে জানলাম, পাখি সত্যি পালিয়েছে।

উপরের ঘরগুলোতে সে থাকত। ঘরগুলি আসবাবপত্রহীন। একটিমাত্র খানসামাকে নিয়ে ওবারস্টিন সেখানেই থাকত। সে খানসামাটিও হয় তো তারই সহকর্মী ও একান্ত বিশ্বস্ত অনুগামী। আমাদের মনে রাখতে হবে লুঠের মাল পাচার করবার জন্য ওবারস্টিন ইওরোপ গেছে; সে নিশ্চয়ই আকাশপথে যাবে না, কারণ কোন রকম গ্রেপ্তারী পরোয়ানার ভয় তার থাকবার কথা নয়, আর কোন বেসরকারী লোক যে তার পিছু নিতে পারে এ কথা তার মনেই হবে না। আমরা কিন্তু ঠিক সেই কাজটিই করতে যাচ্ছি।'

'একটা পরোয়ানা বের করে ব্যাপারটাকে আইনসিদ্ধ করে নিলে হত না?'

'এ প্রমাণের উপর তা হয় না।'

'আমরা কতদূরে কি করতে পারব?'

'সে বিষয়ে এখনই কিছু বলতে পারছি না। সেখানে কি পাব তা তো আমরা জানি না।

'আমার কিন্তু ব্যবস্থাটা ভাল লাগছে না হোমস।'

'দেখ ভাই, তুমি শুধু রাস্তাটার উপর নজর রাখবে। চুরির কাজটা আমিই করব। ছোটখাট বিষয় নিয়ে ভাববার সময় এখন নয়। মাইক্রফটের চিঠির কথা ভাব, নৌ-বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ, মন্ত্রীসভা এবং যে সব মহারথীরা সংবাদের প্রতীক্ষায় আছেন তাঁদের কথা ভাব। যেতে আমরা বাধ্য।'

আমি টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম।

'তুমি ঠিক বলেছ হোমস, আমরা যেতে বাধ্য।'

সে লাফিয়ে উঠে আমার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'আমি জানতাম শেষ পর্যন্ত তুমি সরে যাবে না।' সেই মুহূর্তে তার চোখে যে মমতা ফুটে উঠতে দেখলাম তা এর আগে কখনও দেখি নি। পরমুহূর্তেই সে আবার তার সেই ব্যক্তিত্বপূর্ণ বাস্তববুদ্ধি সমন্বিত পূর্ব সত্ত্বায় ফিরে গেল।

'প্রায় আধ মাইল পথ, তবে তাড়ার কিছু নেই। চল হেঁটেই যাই। যন্ত্রপাতিগুলো যেন পড়ে না যায়। সন্দেহ-ভাজন লোক হিসাবে তুমি যদি গ্রেপ্তার হয়ে যাও তাহলে বড়ই দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হবে।'

লন্ডনের ওয়েস্ট-এন্ড অঞ্চলে মধ্য ভিক্টোরীয় যুগের যে সব থামওয়ালা গাড়িবারান্দাযুক্ত সারি সারি বাড়ি চোখে পড়ে সেই রকম একসারি বাড়ি নিয়ে গড়ে উঠেছে কলফিল্ড গার্ডেন্স। পাশের বাড়িতে একদল ছেলেমেয়ে জমায়েত হয়েছে, কারণ রাতের অন্ধকারে তাদের অনেক কণ্ঠের কলকাকলি ও পিয়ানোর শব্দ ভেসে আসছে। তখনও বেশ কুয়াসা রয়েছে এবং বন্ধুর মত আবরণে আমাদের ঢেকে রেখেছে। হোমস হাতের লণ্ঠনটা জেলে শুদ্ধ দরজাটার উপর ফেলল।

বলল, 'কাজটা বেশ শক্ত মনে হচ্ছে। দরজায় তালা এবং হুড়কো দুইই আছে। ভিতরে ঢুকে পড়াই ভাল। হঠাৎ যদি কোন উৎসাহী পুলিশ এসেও পড়ে ওখানে খিলানের নীচ দিয়ে চমৎকার পথ আছে। তুমি আমাকে একটু সাহায্য কর ওয়াটসন, আমিও তোমাকে ধরে তুলব।'

এক মিনিট পরে দু'জনেই ভিতরে ঢুকে গেলাম। সবে খিলানের নীচেকার অন্ধকার ছায়ার মধ্যে পৌঁচেছি এমন সময় কুয়াশার ভিতর থেকে পুলিশের পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম, তার পায়ের শব্দ মিলিয়ে যেতেই হোমস নীচের দরজায় কাজ শুরু করে দিল। নীচু হয়ে জোরে চাপ দিতেই দরজাটা সশব্দে খুলে গেল। লাফ দিয়ে অন্ধকার গলিটাতে ঢুকেই আমরা দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। কার্পেটহীন ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলাম। হোমসের হাতের আলোর হলুদ রেখা একটা নীচু জানালার উপর পড়ল।

'ঠিক এসে গেছি ওয়াটসন—এই জানালাটাই হবে।' সে জানালাটাই খুলে দিল; সঙ্গে সঙ্গে একটা অস্পষ্ট কর্কশ শব্দ ক্রমশঃ বাড়তে লাগল আর একটা ট্রেন আমাদের পাশ দিয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। হোমস জানালার গোবরাটের উপর হাতের আলোটা ফেলল। সেটা ইঞ্জিনের ঝুল-কালিতে ভরা; কালো আস্তরণটা জায়গায় জায়গায় উঠে গেছে, মুছে গেছে।

'মৃতদেহটা কোথায় রাখা হয়েছিল দেখতে পাচ্ছ। আরে! ওয়াটসন, এটা কি? এ যে রক্তের দাগ। হ্যাঁ, কোন সন্দেহ নেই।' জানালার কাঠের ফ্রেমের উপরকার অস্পষ্ট দাগগুলি দেখিয়ে সে বলল। 'এ তো সিঁড়ির পাথরের উপরেও রয়েছে। আমাদের পরীক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে। এবার ট্রেন থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাক।'

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। ঠিক পরের ট্রেনটাই সশব্দে সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে খোলা জায়গায় পড়ে গতি কমিয়ে দিল; তারপরই ব্রেক কসার শব্দ হল এবং ট্রেনটা আমাদের ঠিক নীচেই থেমে গেল। জানালা থেকে ট্রেনের ছাদ চার ফুটও নয়। হোমস আস্তে জানালাটা বন্ধ করে দিল।

সে বলল, 'এ পর্যন্ত আমরা ঠিক এসেছি। তুমি কি বল ওয়াটসন?'

'অতি নিপুণ কর্ম! এর চাইতে ভাল কাজ তুমি আগে কখনও কর নি।'

'এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমি একমত নই। মৃতদেহটা ছাদের উপর রাখা হয়েছিল এ ধারণাটা যে মুহূর্তে আমার

মাথায় এসেছিল, আর সে ধারণা করাটাও খুব একটা শক্ত কাজ নয়, তারপর থেকে বাকিটা তো অনিবার্য ব্যাপার, ঘটতে বাধ্য। এর সঙ্গে অনেক গুরুতর স্বার্থ জড়িত না থাকলে এ পর্যন্ত ব্যাপারটা খুবই সাধারণ। সামনে এখন অনেক বাধা-বিঘ্ন রয়েছে। তবে এখানে হয় তো এমন কিছু মিলতে পারে যাতে আমাদের কাজের সুবিধা হবে।'

রান্নাঘরের সিঁড়ি বেয়ে আমরা দোতলার সুইটে ঢুকলাম। একটা খাবার ঘর, সেখানে বিশেষ কিছু পাওয়া গেল না। দ্বিতীয়টা শোবার ঘর, সেটাও ফাঁকা। বাকি ঘরটা দেখে একটু আশার সঞ্চার হল। বন্ধুও সঙ্গে সঙ্গে কাজে লেগে গেল। সারা ঘরে বই ও কাগজপত্র ছড়ানো; স্পষ্টই বোঝা যায় এটাকে পড়ার ঘর হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। অতি দ্রুত অথচ সুশৃঙ্খলভাবে হোমস একটার পর একটা ড্রয়ার এবং কাবার্ডের পর কাবার্ড খুঁজতে লাগল, কিন্তু আশার এতটুকু আলোও তার গম্ভীর মুখে ঝিলিক দিয়ে উঠল না। এক ঘণ্টা কেটে গেল, কিন্তু কাজ একটুও এগোল না।

হোমস বলল, 'ধূর্ত শেয়াল পায়ের সব দাগ মুছে দিয়ে গেছে। তাকে জড়ানো যায় এমন কিছুই রেখে যায় নি। বিপজ্জনক সব চিঠিপত্র হয় নষ্ট করে ফেলেছে, নয় তো সরিয়ে ফেলেছে। এটাই আমাদের শেষ ভরসা।'

লেখার ডেস্কের উপর একটা ছোট টিনের ক্যাস-বাক্স ছিল। বাটালি দিয়ে হোমস সেটা খুলে ফেলল। ভিতরে কিছু পাকানো কাগজপত্র ছিল। তাতে কিছু সংখ্যা ও কতকগুলি বিচ্ছিন্ন লেখা-জোখা। তার প্রকৃত বিষয়বস্তু কি তার কোনই উল্লেখ নেই। 'জলের চাপ', 'প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে চাপ' প্রভৃতি শব্দগুলোর বার বার উল্লেখ থাকায় সাবমেরিনের সঙ্গে সেগুলির সম্পর্কের কথা মনে করিয়ে দেয়। হোমস অধৈর্যভাবে সেগুলি একপাশে সরিয়ে রাখল। বাকি রইল শুধু একটা খাম, তার মধ্যে সংবাদপত্রের কতকগুলি টুকরো কাগজ। সেগুলিকে সে টেবিলের উপর ঝেড়ে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখে যে আগ্রহ ফুটে উঠল তাতেই বুঝতে পারলাম, তার মনে নতুন করে আশার উদয় হয়েছে।

'এটা কি ওয়াটসন? আরে? এটাই বা কি? সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনের মারফৎ পর পর কতকগুলি নির্দেশক-বাণী। 'ডেইলি টেলিগ্রাফ'-এর শোকসংবাদের কলম থেকে কাটা। পৃষ্ঠার ডান দিককার উপরের অংশ। কোন তারিখ নেই—তবে বাণীগুলোকে সহজেই পর পর সাজানো যায়। নিশ্চয় এটাই প্রথম ঃ

"আশা করেছিলাম তাড়াতাড়ি চিঠি পাব। দর-দাম পাকা। কার্ডে দেওয়া ঠিকানায় বিস্তারিত লিখে জানাও। —পিয়েরত।"

'তারপর ঃ "এত জটিল যে লিখে বোঝাতে পারছি না। পুরো রিপোর্ট দরকার। মাল খালাস হলেই আসল বস্তু পেয়ে যাবে।—পিয়েরত।"

'তারও পরে ঃ "ব্যাপার জরুরী। চুক্তি পুরো না হলে প্রস্তাব তুলে নেব। চিঠির মারফৎ যোগাযোগের ব্যবস্থা কর। বিজ্ঞাপনের মারফৎ সম্মতি জানাব।—পিয়েরত।"

'একেবারে শেষে ঃ "সোমবার রাত ন'টার পরে। দুটো টোকা। শুধুই আমরা। এতটা সন্দিগ্ধ হয়ো না। মাল পৌঁছে দিলেই নগদ টাকা।—পিয়েরত।"

'ওয়াটসন, মোটামুটি পুরো রেকর্ডই তো পাওয়া গেল। অন্য প্রান্তে যিনি আছেন শুধু যদি তার নাগালটা পাওয়া যেত!' টেবিলের উপর আঙুল ঠুকতে ঠুকতে সে চিন্তার মধ্যে ডুবে গেল। তারপরই হঠাৎ লাফিয়ে উঠল।

'দেখ, কাজটা হয় তো খুব শক্ত নাও হতে পারে। এখানে আর কিছু করার নেই ওয়াটসন। মনে হয়, একবার 'ডেইলি টেলিগ্রাফ'-এর আপিসে গেলেই আজকের দিনের মত কাজ শেষ হবে।'

পূর্ব ব্যবস্থামত পরদিন প্রাতরাশের পরে মাইক্রফট্, হোমস ও লেস্ট্রেড একত্রে মিলিত হল। হোমস আগের দিনের কার্যকলাপ সবিস্তারে বর্ণনা করল। আমাদের চৌর্য-কর্মের বর্ণনা শুনে সরকারী কর্মচারীটি মাথা নাড়তে লাগল।

বলল, 'আমরা পুলিশের লোকরা কিন্তু এ ধরনের কাজ করতে পারি না। কাজেই আপনারা এমন সব কাজ করতে পারেন যেটা আমাদের সাধ্যের বাইরে। কিন্তু এমন দিন আসতে পারে যখন হয় তো বেশী এগিয়ে গিয়ে নিজেকে ও বন্ধুকে বিপদে ফেলতে পারেন।'

'ইংলণ্ডের জন্য, পরিবারের জন্য, সুন্দরীর জন্য—কি বল ওয়াটসন? দেশের বেদীমূলে নিবেদিত-প্রাণ শহীদ। এ বিষয়ে তোমার কি মত মাইক্রফট্?'

'চমৎকার, শার্লক! প্রশংসনীয়! কিন্তু এখন তুমি কি করবে?'

হোমস টেবিলের উপর থেকে 'ডেইলি টেলিগ্রাফ' খানা তুলে নিল।

'আজকের কাগজে পিয়েরত-এর বিজ্ঞাপনটা দেখেছ কি?'

'বল কি! আবার একটা?'

'হ্যাঁ, এই তো। "আজ রাতে। একই সময়ে। একই স্থানে। দুটো টোকা। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তোমার নিজের নিরাপত্তা বিপন্ন।—পিয়েরত।"

লেস্ট্রেড বলে উঠল, 'জর্জের দিব্যি! এ ডাকে যদি সে সাড়া দেয় তাহলে তাকে ঠিক পাকড়াও করব!'

'বিজ্ঞাপনটা দেওয়ার সময় আমারও এই উদ্দেশ্যই ছিল। মনে হয়, তোমরা দু'জনও যদি আটটা নাগাদ আমাদের সঙ্গে কলফিল্ড গার্ডেন্স-এ যাও তাহলে আমরা হয় তো সমস্যা-সমাধানের কাছাকাছি পৌঁছে যেতে পারব।'

শার্লক হোমসের চরিত্রের এই একটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য যে, যখনই সে মনে করে আর কাজ করে বিশেষ সুবিধা হবে না তখনই মাথা থেকে কাজের ধান্দাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নানা হাল্কা বিষয়ের ভাবনা-চিন্তায় অনায়াসে ডুবে যেতে পারে। আমার বেশ মনে আছে, "ল্যাসাস-এর বাইবেল-ভিত্তিক ঐকতানের স্বরলিপি"-র উপর যে পুস্তিকাটি সে রচনা করছিল তাই নিয়েই সে সেই স্মরণীয় দিনটা কাটিয়ে দিল। তার এই আত্ম-বিচ্ছিন্নতার ক্ষমতা তো আমার নেই, তাই আমার কাছে দিনটা যেন আর শেষ হতে চাইছিল না। সমস্যাটির জাতীয় গুরুত্ব, উপর মহলের উৎকণ্ঠা, আর আমাদের এই নতুন ধরনের পরীক্ষার প্রচেষ্টা—সব মিলে আমার স্নায়ুর উপর প্রচণ্ড চাপ পড়েছিল। অবশেষে সামান্য কিছু খেয়ে আমরা যখন অভিযান শুরু করলাম তখন যেন আমি কিছুটা স্বস্তি বোধ করলাম। পূর্ব ব্যবস্থামত লেস্ট্রেড ও মাইক্রফ্‌ট্‌ গ্লচেস্টার রোড স্টেশনের বাইরে আমাদের সঙ্গে যোগ দিল। ওবারস্টিন-এর বাসস্থানের দরজা আগের রাত থেকেই খোলা পড়ে ছিল। কিন্তু মাইক্রফ্‌ট্‌ হোমস বিক্ষুব্ধ কণ্ঠে রেলিং টপকাতে আপত্তি করায় আমিই ভিতরে ঢুকে সদর দরজাটা খুলে দিলাম। ন'টা নাগাদ আমরা সকলেই পড়ার ঘরে বসে সেই লোকটির জন্য ধৈর্যসহকারে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

এক ঘণ্টা কেটে গেল। আর এক ঘণ্টা। যখন এগারোটা বাজল, গীর্জার বড় ঘড়িটার ঢং ঢং শব্দে যেন আমাদের আশার সমাধি-সঙ্গীতই ধ্বনিত হতে লাগল। লেস্ট্রেড ও মাইক্রফ্‌ট্‌ আসনে উসখুস করতে করতে মিনিটে দু'বার করে ঘড়ি দেখছে। হোমস গম্ভীরমুখে চুপচাপ বসে আছে; চোখের পাতা অর্ধেক বোজা, কিন্তু প্রতিটি ইন্দ্রিয় অত্যন্ত সজাগ। হঠাৎ সে ঝাঁকি দিয়ে মাথাটা তুলল।

'সে আসছে', হোমস বলল।

একটা চাপা পায়ের শব্দ দরজাটা পার হল। শব্দটা ফিরে এল। বাইরে একটা খস খস শব্দ শোনা গেল। দরজার কড়ায় দু'বার খট্‌-খট্‌ শব্দ হল। ইঙ্গিতে আমাদের বসে থাকতে বলে হোমস উঠে দাঁড়াল। হলের গ্যাসের চাবি থেকে সামান্যই আলো আসছিল। সে বাইরের দরজাটা খুলে দিল, আর একটি কালো মূর্তি তাকে পাশ কাটিয়ে ভিতরে ঢুকতেই সে দরজা বন্ধ করে হুড়কো এঁটে দিল। 'এই দিকে', সে বলে উঠল, আর সঙ্গে সঙ্গে লোকটি আমাদের সামনে এসে পড়ল। হোমস তার পিছনেই এসে দাঁড়িয়েছিল। লোকটি বিস্ময়ে ও ভয়ে চীৎকার করে ঘুরে দাঁড়াতেই সে তার কলারটা চেপে ধরে তাকে ঘরের মধ্যে ফেলে দিল। আমাদের বন্দী ধাক্কাটা সামলে উঠবার আগেই হোমস দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। লোকটি চার-দিকে তাকিয়ে কাঁপতে কাঁপতে অজ্ঞান হয়ে মেঝের উপর গড়িয়ে পড়ল। সেই আঘাতে তার চওড়াকোণ টুপিটা মাথা থেকে উড়ে গেল, ঠোঁটের উপর থেকে খসে পড়ল তার গল-বন্ধনী; দেখা দিল হাল্কা দাড়ি ও সুন্দর মুখের অধিকারী কর্ণেল ভ্যালেন্টিন ওয়াল্টার।

হোমস বিস্ময়ে শিস দিয়ে উঠল।

বলল, 'ওয়াটসন, এক্ষেত্রে তুমি আমার নামের বদলে গাধা লিখতে পার। আমি যাকে খুঁজছিলাম সে তো এ চিড়িয়া নয়।'

মাইক্রফ্‌ট্‌ সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল, 'এ কে?'

'সাবমেরিন বিভাগের প্রধান পরলোকগত স্যার জেমস ওয়াল্টারের ছোট ভাই। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাসের দান ঠিকই পড়েছে। সেও আসছে। একে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করার ভারটা আমার উপরেই ছেড়ে দাও।'

আমরা ওয়াল্টারের মূর্ছিত দেহটাকে ধরাধরি করে সোফায় শুইয়ে দিয়েছিলাম। এবার সে উঠে বসল; ভয়ার্ত মুখে চারিদিকে চেয়ে কপালের উপর হাতটা বুলিয়ে নিল, যেন নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে চাইছে না।

প্রশ্ন করল, 'এ সব কি? আমি তো মিঃ ওবারস্টিনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম।'

হোমস বলল, 'কর্ণেল ওয়াল্টার, সবই ফাঁস হয়ে গেছে। একজন ইংরেজ ভদ্রলোক কি করে এ কাজ করতে পারে সে তো আমার বুদ্ধির অগোচর। কিন্তু মিঃ ওবারস্টিনের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ ও সম্পর্কের সব খবরই আমরা পেয়েছি। কাডোগান ওয়েস্ট-এর মৃত্যুঘটিত সব ব্যাপারও আমরা জানতে পেরেছি। কাজেই আমি পরামর্শ দিচ্ছি, অনুশোচনা ও স্বীকারোক্তির সামান্য সুযোগটুকুও অন্তত গ্রহণ করুন, কারণ এখনও এমন কিছু আমাদের জানতে বাকি আছে যা একমাত্র আপনার মুখেই শোনা সম্ভব।'

লোকটি আর্তনাদ করে দুই হাতে মুখ ঢাকল। আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু সে চুপচাপ।

হোমস বলল, 'আপনি নিশ্চিত জানবেন যে, আসল ব্যাপারটা আমরা সবই জেনেছি। আমরা জানি, আপনার খুব টাকার দরকার হয়ে পড়েছিল; আপনার দাদার কাছে যে চাবি থাকত তার একটা ছাপ আপনি নিয়েছিলেন; ওবারস্টিনের সঙ্গে আপনার পত্রালাপ চলে এবং সে "ডেইলি

টেলিগ্রাফ"-এর বিজ্ঞাপন-কলমের মারফৎ আপনার পত্রের জবাব দিতে থাকে।' আমরা আরও জানি, সোমবার রাতে কুয়াসার আড়ালে লুকিয়ে আপনি আপিসে গিয়েছিলেন, কিন্তু কাডোগান ওয়েস্ট আপনাকে দেখতে পেয়ে পিছু নেয়, হয়তো আগে থেকেই আপনাকে সন্দেহ করার মত কারণ তার ছিল। সে আপনাকে চুরি করতে দেখেও চেঁচিয়ে লোক-জানাজানি করে নি, কারণ সে ভেবেছিল যে কাগজ-গুলি আপনি লণ্ডনে আপনার দাদার কাছে নিয়ে যাবেন। একজন সৎ নাগরিকের মত ব্যক্তিগত বিপদের কথা ভুলে গিয়ে সে কুয়াসার আড়ালে খুব কাছ থেকে আপনাকে অনুসরণ করে এবং শেষ পর্যন্ত এই বাড়িতে এসে ওঠে। এখানে সে আপনাকে বাধা দেয়, আর তখনই, কর্ণেল ওয়াল্টার, ঠিক তখনই আপনি রাজদ্রোহিতার সঙ্গে যোগ করেন তার চাইতেও নৃশংস অপরাধ—নরহত্যা।'

আমাদের হতভাগা বন্দী চেঁচিয়ে বলল, 'আমি করি নি! আমি করি নি! ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি, এ কাজ আমি করি নি!'

'তাহলে বলুন, রেলের কামরার ছাদের উপরে তার মৃতদেহটা রেখে দেবার আগে কিভাবে কাডোগান ওয়েস্ট-এর মৃত্যু হয়েছিল?'

'বলব। শপথ করছি, আমি সব বলব। বাকি কাজটা আমি করেছি। স্বীকার করছি। স্টক এক্সচেঞ্জ-এর একটা ঋণ শোধ করবার জন্য আমার অনেক টাকার দরকার ছিল। টাকাটা না পেলেই নয়। ওবারস্টিন আমাকে পাঁচ হাজার দিতে চেয়েছিল। নিজেকে সর্বনাশের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যই এ-কাজ করেছিলাম। কিন্তু খুনের ব্যাপারে আমি আপনাদের মতই নির্দোষ।'

'তাহলে ঘটনাটা কি ভাবে ঘটেছিল?'

'আগে থেকেই তার মনে সন্দেহ ছিল, এবং আপনি যেমনটি বলেছেন ঠিক সেইভাবেই সে আমার পিছু নিয়েছিল। একেবারে দোরগোড়ায় এসে পৌঁছবার আগে আমি তা জানতেই পারি নি। কুয়াসা খুব ঘন ছিল, তাই তিন গজের দূরেরও কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। দুটো টোকা দিতেই ওবারস্টিন দরজা খুলে দিল। যুবকটি সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে ঢুকেই জানতে চাইল, কাগজগুলো নিয়ে আমরা কি করব। ওবারস্টিনের মাথায় শিশেভরা একটা ছোট লাঠি ছিল। সে সব সময় সেটা সঙ্গে রাখত। ওয়েস্ট জোর করে ঘরের মধ্যে ঢুকতেই ওবারস্টিন তার মাথায় আঘাত করল। মারাত্মক আঘাত। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সে মারা গেল। হলের মধ্যে তার দেহটা পড়ে আছে; আমরা তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ট্রেনের মতলবটা ওবারস্টিনের মাথায়ই আসে। তার পিছনের জানালার নীচেই ট্রেনটা দাঁড়াত। কিন্তু তার আগেই যে কাগজপত্র-গুলো আমি নিয়ে এসেছিলাম সেগুলো সে পরীক্ষা করে দেখতে লাগল। সে জানাল, তিনখানা কাগজ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, কাজেই সেগুলো সে রেখে দেবে। আমি বললাম, "ওগুলো আপনি রাখতে পারবেন না। যথাস্থানে ফিরিয়ে না রেখে দিলে উলউইচ-এ ভয়ানক গোলমাল দেখা দেবে।" সে বলল, "ওগুলো আমাকে রাখতেই হবে, কারণ ওগুলো এতই যান্ত্রিক জটিলতাপূর্ণ যে এই সময়ের মধ্যে নকল করে নেওয়া অসম্ভব।" আমি বললাম, "তাহলে আজ রাতের মত সবগুলিই ফেরৎ নিয়ে যাব।" সে কিছুক্ষণ ভাবল, তারপরই চেঁচিয়ে বলল, "ঠিক আছে। এ তিন-খানা কাগজ আমি রেখে দিচ্ছি, আর বাকিগুলো এই যুবকের পকেটে ভরে দিচ্ছি। তাকে যখন পাওয়া যাবে তখন সব দোষটাই তার ঘাড়ে চাপবে।" এ ছাড়া আর কোন পথের হদিস আমারও জানা ছিল না, তাই তার কথা-মতই কাজ করলাম। জানালায় আধঘণ্টা অপেক্ষা করার পরে ট্রেনটা এসে থামল। কুয়াসা এত ঘন ছিল যে কিছুই দেখা যায় না; কাজেই ওয়েস্ট-এর দেহটা ট্রেনের উপর নামিয়ে দিতে আমাদের কোন অসুবিধাই হল না। এই ঘটনার সঙ্গে আমি যতদূর জড়িত এখানেই তার শেষ।'

'আর আপনার দাদা?'

'দাদা কিছুই বলে নি। কিন্তু একবার তার চাবিশুদ্ধ সে আমাকে ধরে ফেলেছিল, এবং আমার মনে হয় দাদা আমাকে সন্দেহ করেছিল। তার চোখে আমি সন্দেহের ছায়া দেখেছি। আপনারা তো জানেন, তারপরে সে আর মাথা তোলে নি।'

ঘর নিস্তব্ধ। সে নিস্তব্ধতা ভাঙল মাইক্রফ্‌ট্‌।

'আপনি কি ক্ষতিপূরণ করতে পারেন না? তাতে আপনার বিবেক কিছুটা শান্ত হবে, আর সম্ভবত আপনার শাস্তিও কম হবে।'

'আমি কী ক্ষতিপূরণ করতে পারি?'

'সেই কাগজপত্রসহ ওবারস্টিন এখন কোথায়?'

'আমি জানি না।'

'সে কি আপনাকে কোন ঠিকানা দেয় নি?'

'সে শুধু বলেছে, হোটেল দু লুভর, প্যারিস—এই ঠিকানায় চিঠি দিলে ঠিক তার হাতে পৌঁছে যাবে।'

শার্লক হোমস বলল, 'তাহলে তো এখনও আপনি ক্ষতিপূরণ করতে পারেন।'

'আমি সাধ্যমত সবকিছু করব। এই লোকটার প্রতি আমার কোন সহানুভূতি নেই। তার জন্যই আমার এই সর্বনাশ—অধঃপতন।'

'এই নিন কাগজ আর কলম। এই ডেস্কে বসে আমার কথামত লিখুন। ঐ ঠিকানাটা খামের উপর লিখুন।

ঠিক আছে। এবার চিঠিটা : "প্রিয় মহাশয়, আমাদের মধ্যে যে দেনা-পাওনা হয়েছে সে প্রসঙ্গে এতক্ষণে নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন যে তাতে একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় বাদ পড়ে গেছে। আমার কাছে তার একটা নকল রয়েছে। সেটা পেলেই নক্সাটা সম্পূর্ণ হবে। অবশ্য তার জন্য আমাকে বাড়তি ঝামেলা পোয়াতে হচ্ছে, কাজেই আপনার কাছে আরও পাঁচশ' পাউণ্ড অগ্রিম দাবী করছি। এ ব্যাপারে ডাকের উপর ভরসা করতে পারি না এবং সোনা বা নোট ছাড়া আর কিছুও নেব না। আপনার সঙ্গে অন্যত্র দেখা করব, কিন্তু এখনই দেশ ছেড়ে গেলে নানারকম কথা উঠতে পারে। সুতরাং শনিবার দুপুরে চ্যারিং ক্রশ হোটেলের স্মোকিংরুমে আপনার সাক্ষাতের অপেক্ষায় থাকব। মনে রাখবেন, শুধুমাত্র এ দেশের নোট অথবা সোনাই গ্রহণীয়।" এতেই কাজ হবে। এতেও যদি সে-লোক না আসে তাহলে খুবই আশ্চর্য হব।'

লোক ঠিকই এসেছিল। এটা তো ইতিহাসের কথা—একটা জাতির সে গোপন ইতিহাস তার প্রকাশ্য ইতিহাসের চাইতে অনেক বেশী অন্তরঙ্গ ও কৌতূহলোদ্দীপক—যে তার জীবনের সেরা অভিযানকে পূর্ণ করবার আগ্রহে ওবারস্টিন সে মন-ভুলানো ভাকে যথাসময়ে এসেছিল এবং নিরাপদে একটি বৃটিশ কারাগারে পনেরো বছরের জন্য আটক হয়েছিল। সেই অমূল্য ব্রুসপার্টিংটন নক্সাগুলো তার ট্রাংকের মধ্যেই পাওয়া গিয়েছিল। অবশ্য ইতিমধ্যেই ইওরোপের সবগুলি নৌ-কেন্দ্রে সেটাকে সে নিলামে তুলে দিয়েছিল।

দণ্ডাদেশের দ্বিতীয় বছরের শেষের দিকে কর্ণেল ওয়াল্টারও কারাগারেই মারা যায়। হোমস আবার নবোদ্যমে "ল্যাসাস-এর বাইবেল-ভিত্তিক ঐক্যতানের স্বর-লিপি"-র উপর পুস্তিকা প্রণয়নের কাজে আত্মনিয়োগ করে এবং পরে সে পুস্তিকাটি ছেপে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়; বিশেষজ্ঞদের মতে পুস্তিকাটি এই বিষয়-বস্তুর উপরে শেষ কথা বলে বিবেচিত হয়। তার কয়েক সপ্তাহ পরে ঘটনাচক্রে আমি জানতে পারি যে আমার বন্ধু একটা দিন উইণ্ডসর-এ কাটিয়েছে এবং সেখান থেকে ফিরবার সময় একটা অতীব সুন্দর মরকত-খচিত 'টাই-পিন' নিয়ে এসেছে। আমি যখন জিজ্ঞাসা করলাম ওটা সে কিনেছে কি না তখন সে জানাল যে, একজন মহামান্যা মহিলার স্বার্থে একদা সে ছোটখাট একটি কাজ করে দেবার সৌভাগ্য তার হয়েছিল, তার জনাই ওটা তিনি উপহারস্বরূপ তাকে দিয়েছেন। সে আর কিছু বলে নি; কিন্তু আমার মনে হয়, মহিলাটির পুণ্য নাম অনুমানে বলতে পারি; আর আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই যে. এই মরকতখচিত পিনটি চিরদিন আমার বন্ধু ব্রুস-পার্টিংটন নক্সার অভিযানের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে।

মুমূর্ষু গোয়েন্দার বিচিত্র ঘটনা

The Adventure of the Dying Detective

শার্লক হোমসের গৃহকর্ত্রী মিসেস হাডসন অনেক দিন ধরেই দুঃখ ভোগ করে চলেছে। একে তো দোতলার ফ্ল্যাটে যখন তখন অতি বিচিত্র এবং অনেক সময়ই অবাঞ্ছিত চরিত্রের মানুষের আনাগোনার বিরাম নেই, তার উপরে তার এই বিশিষ্ট ভাড়াটের খামখেয়ালী ও অনিশ্চিত জীবনযাত্রা মহিলাটির ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে দেবার উপক্রম করেছে। তার অবিশ্বাস্য নৈংরামী, অদ্ভুত সব সময়ে সঙ্গীত-চর্চা, মাঝে মাঝেই ঘরের মধ্যে রিভলবারের গুলি-চালানোর অনুশীলন, দুর্গন্ধযুক্ত বিচিত্র সব বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং সর্বোপরি তাকে ঘিরে গড়ে-ওঠা হিংসা ও বিপদের পরিমণ্ডল—সব কিছু মিলিয়ে সেই বোধ হয় লণ্ডন শহরের সব চাইতে নিকৃষ্ট ভাড়াটে। অপরদিকে সে বাড়ি-ভাড়া দেয় রাজার মত। আমি যে কয় বছর তার সঙ্গে ছিলাম তখনই যে-অর্থ সে ঘর-ভাড়া বাবদ দিয়েছে তা দিয়ে যে ঐ বাড়িটাই কিনে নেওয়া যেত সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই।

তাকে নিয়ে গৃহকর্ত্রীটি সব সময়ই ভয়ে-ভয়ে থাকত; তার আচার-আচরণ যতই উৎকট হোক না কেন, কখনও সাহস করে সে বিষয়ে কিছু বলত না। মহিলাটি তাকে ভালও বাসত, কারণ স্ত্রীলোকের প্রতি তার আচরণ ছিল অত্যন্ত ভদ্র ও সহৃদয়। নারীজাতিকে সে অপছন্দ করে, অবিশ্বাস করে কিন্তু তার বিরোধ কখনও ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করে না। মহিলা তাকে কত ভালবাসে সেটা জানতাম বলেই আমার বিবাহের পর দ্বিতীয় বৎসরে মহিলাটি যখন একদিন আমার বাড়িতে এসে আমার বন্ধুর শোচনীয় অবস্থার কথা বলতে লাগল, তখন গভীর আগ্রহের সঙ্গে সব কথা আমি শুনলাম।

সে বলল, 'ডাঃ ওয়াটসন, তিনি মরতে বসেছেন। তিন দিন যাবৎ তার অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে যাচ্ছে; আজকের দিনটা কাটবে কি না সন্দেহ। অথচ আমাকে ডাক্তার ডাকতেও দেবেন না। আজ সকালে যখন দেখলাম তার চোয়ালের হাড় ঠেলে বেরিয়ে পড়েছে, আর তার বড় বড় ঝকঝকে চোখ দুটি আমার দিকে তাকিয়ে আছে. তখন

আমি আর সহ্য করতে পারলাম না। বললাম, "মিঃ হোমস, আপনি অনুমতি দিন আর নাই দিন, আমি এখনই ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছি।" তিনি বললেন, "তাহলে ওয়াটসনকেই ডাকুন।" এখান থেকে ফিরে যেতে আমি আর একটি ঘণ্টাও নষ্ট করতে চাই না স্যার, দেরী করলে হয় তো তার দেখাও পাবেন না।'

খুব ভয় পেলাম, কারণ তার অসুখের কথা আমি কিছুই শুনি নি। বলাই বাহুল্য, ছুটে গিয়ে কোট ও টুপি পরে নিলাম। পথে যেতে যেতে আমি বিস্তারিত বিবরণ জানতে চাইলাম।

'বলার আর কি আছে স্যার। রদারহিথ অঞ্চলে নদীর ধারে একটা গলিতে কি একটা কেসের ব্যাপারে কাজ করছিলেন, আর সেখান থেকেই এই রোগ বাঁধিয়ে বসেছেন। বুধবার বিকেলে সেই যে বিছানায় পড়েছেন, আর উঠবার নামটি নেই। এই তিন দিন না কিছু খাবার, না এক ফোঁটা জল তার ঠোঁট দিয়ে গলেছে।'

'হায় ভগবান! আপনি ডাক্তার ডাকেন নি কেন?'

'ডাক্তার ডাকতে কিছুতেই দিলেন না স্যার। আপনি তো জানেন, লোকটি কী রকম ভারিক্কী। তার কথা আমি ঠেলতে পারি নি। কিন্তু এ জগতে তার আর বেশী সময় বাকি নেই; চোখে দেখলেই আপনি সব বুঝতে পারবেন।'

দৃশ্যটি সত্যি শোচনীয়। কুয়াসা-ঢাকা নভেম্বরের আবছা আলোয় রোগীর ঘরটা বিষণ্ণ দেখাচ্ছে; কিন্তু সেই অস্থিচর্মসার শুকনো মুখের দৃষ্টি বিছানা থেকে যে ভাবে আমার দিকে তাকাল তাতে আমার বুকের ভিতরটা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। দুটি চোখ জ্বরের ঘোরে জ্বলজ্বল করছে; দুটি গাল আরক্ত হয়ে উঠেছে; ঠোঁটের উপর কালো কালো ফাটা মামড়ি পড়েছে; চাদরের উপর দু'খানি শীর্ণ হাত অনবরত কাঁপছে; গলার মধ্যে একটা গর্-গর্ শব্দ হচ্ছে। যখন ঘরে ঢুকলাম, সে অবসন্নের মত শুয়েছিল; আমাকে দেখে চিনতে পেরে চোখ দুটি যেন একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

আগেকার মতই বেপরোয়া ভঙ্গীতে দুর্বল গলায় সে বলল, 'দেখ ওয়াটসন, দিনকাল বড়ই খারাপ চলছে।'

তার কাছে এগিয়ে গিয়ে আমি ডাকলাম, 'ভাই আমার!'

'সরে যাও! সোজা সরে যাও!' একমাত্র সংকট-মুহূর্তে যে রকম তীক্ষ্ণ উদ্ধত ভঙ্গীতে তাকে কথা বলতে শুনেছি তেমনি উদ্ধতভাবে সে কথাগুলি বলল। 'ওয়াটসন, তুমি যদি আর এগোও, তাহলে তোমাকে বাড়ি থেকে বের করে দেব।'

'কিন্তু কেন?'

'এটাই আমার ইচ্ছা। তাই কি যথেষ্ট নয়?'

হ্যাঁ, মিসেস হাডসন ঠিকই বলেছে। এতখানি ভারিক্কী তাকে কোন দিন দেখি নি। তার দুর্বল অবস্থা দেখে তবু দয়া হল।

বললাম, 'আমি তো তোমাকে সাহায্য করতেই এসেছি।'

'বটে! তাহলে যা বললাম তাই কর, তবেই আমাকে সাহায্য করা হবে।'

'তাই হবে হোমস।'

তার উদ্ধত ভঙ্গী একটু নরম হল।

হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি রাগ করলে না তো?'

বেচারি! সে যে অবস্থায় আমার সামনে পড়ে আছে, তাতে কি তার উপর আমি রাগ করতে পারি?

সে গর্-গর্ করে বলল, 'তোমার ভালর জন্যই বলছি ওয়াটসন।'

'আমার ভালর জন্য?'

'আমার কি হয়েছে সেটা আমি তো জানি। এটা সুমাত্রা থেকে বয়ে আনা কুলীদের রোগ—এ রোগ আমাদের চাইতে ওলন্দাজরা ভাল চেনে। অবশ্য এর প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা এখনও তারা করে উঠতে পারে নি। তবে একটা বিষয় নিশ্চিত। এ রোগে মৃত্যু অনিবার্য, আর রোগটা ভয়ংকর সংক্রামক।'

জ্বর-বিকারের রোগীর মতই সে কথা বলছিল। লম্বা দুটি হাত কাঁপাতে কাঁপাতে সে আমাকে ইঙ্গিতে সরে যেতে বলল।

'ওয়াটসন, রোগটা ছোঁয়াচে—সত্যি, আমাকে ছুঁলেই রোগ সংক্রামিত হবে। দূরে থাক, ব্যাস, তাহলেই সব ঠিক।'

'কী আশ্চর্য হোমস! তুমি কি মনে কর, এ কথার কোন মূল্য আমার কাছে আছে? একজন অপরিচিতের বেলায়ও এ-কথা আমি শুনতাম না। আর তুমি কি মনে কর, তোমার মত একজন পুরনো বন্ধুর বেলায় এ-কথা বলে আমাকে আটকাতে পারবে?'

আমি পুনরায় এগিয়ে যেতেই সে তীব্র ক্রোধে আমাকে বাধা দিল।

'তুমি যদি ওখানেই দাঁড়িয়ে যাও তবেই আমি কথা বলব। তা যদি না কর, ঘর থেকে চলে যাও।'

হোমসের অসাধারণ গুণাবলীকে আমি এতই শ্রদ্ধা করি যে সব সময় তার ইচ্ছাকে মেনেই আমি চলি, এমন কি অনেক সময় কিছু না বুঝেও তাই করি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমার ব্যক্তিগত বুদ্ধি অত্যন্ত সতর্ক হয়ে উঠল। আর সব ব্যাপারে সে আমার প্রভু হোক, কিন্তু রোগ-শয্যায় আমিই তার প্রভু।

বললাম, 'হোমস, তুমি এখন তোমাতে নেই। রুগ্ন মানুষ শিশুর মত, আর সে ভাবেই আমি তোমাকে দেখব। তুমি চাও আর নাই চাও, আমি তোমাকে পরীক্ষা করবই এবং চিকিৎসার ব্যবস্থাও অবশ্য করব।'

বিষাক্ত দৃষ্টি মেলে সে আমার দিকে তাকাল।

'আমি চাই বা না চাই ডাক্তার যখন দেখাতেই হবে, তাহলে অন্তত এমন একজনকে ডেকে আন যার উপর ভরসা আছে,' সে বলল।

'তাহলে আমার উপর তোমার ভরসা নেই?'

'বন্ধুত্বের ব্যাপারে নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু যা সত্য তা সত্যই। যতই যা বল, তুমি একজন সাধারণ চিকিৎসক; তোমার অভিজ্ঞতাও অল্প, আর গুণপনাও মাঝারি ধরনের। এ-কথা বলতে আমার কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু বলতে তুমি আমাকে বাধ্য করেছ।'

আমি অত্যন্ত মর্মাহত হলাম।

'একথা তোমার মুখে সাজে না হোমস। এতেই আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি তোমার স্নায়ুর অবস্থাটা কি। কিন্তু আমার উপর যখন তোমার ভরসা নেই তখন জোর করে তোমার চিকিৎসা আমি করব না। স্যার জ্যাস্পার মিক, বা পেনরোজ ফিসার, বা লণ্ডনের অন্য কোন সেরা চিকিৎসককেই নিয়ে আসছি। কিন্তু ডাক্তার তোমাকে দেখাতেই হবে, তার কোন নড়-চড় নেই। তুমি যদি মনে করে থাক যে আমি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমার মৃত্যু দেখব অথচ নিজেও কিছু করব না বা অন্য কাউকে ডেকেও আনব না, তাহলে বন্ধুকে চিনতে তুমি ভুল করেছ।

ফোঁপানি ও গোঙানির মাঝামাঝি একটা স্বরে রোগী বলল, 'তুমি আমার ভালর জন্যই বলছ ওয়াটসন। কিন্তু আমি কি তোমার অজ্ঞতাটাই সকলের সামনে তুলে ধরব? "তাপানুলি" জ্বরের তুমি কি জান বল তো? ফরমোসার কালা জ্বরেরই বা তুমি কি জান?"

'কখনও নামও শুনি নি।'

'দেখ ওয়াটসন, প্রাচ্য দেশে কত রকমের রোগ, কত বিচিত্র নিদান-তত্ত্ব যে আছে।' গায়ের জোর ফিরিয়ে আনবার জন্য প্রতিটি কথার পর থেমে থেমে সে বলতে লাগল। 'অপরাধ সম্পর্কিত চিকিৎসা-তত্ত্ব নিয়ে সম্প্রতি কিছু গবেষণা করায় এ সব বিষয় আমি জেনেছি। আর সেই গবেষণার ফলেই এ রোগটা বাঁধিয়ে বসেছি। তুমি এর কিছুই করতে পারবে না।'

'হয় তো পারব না। কিন্তু আমি জানি, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের রোগ সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ জীবিত বিশেষজ্ঞ ডাঃ আইনস্ট্রি এখন লণ্ডনেই আছেন। তোমার বাধায় কোন লাভ হবে না হোমস, আমি এখুনি তাঁকে আনতে যাচ্ছি।' দৃঢ় সংকল্পে আমি দরজার দিকে পা বাড়ালাম।

জীবনে কখনও এতখানি বিস্মিত আমি হই নি। মুহূর্তের মধ্যে সেই মুমূর্ষু লোকটি বাঘের মত লাফিয়ে উঠে আমার সামনে ছুটে এল। চাবি ঘোরাবার একটা কর্কশ আওয়াজ শুনলাম। পরক্ষণেই সে স্খলিত পায়ে বিছানায় ফিরে গেল। এই প্রচণ্ড পরিশ্রম ও উত্তেজনার ফলে শ্রান্ত হয়ে হাঁপাতে লাগল।

'ওয়াটসন, জোর করে আমার কাছ থেকে চাবিটা কেড়ে নিতে চেষ্টা করো না। তোমাকে আটকে ফেলেছি বন্ধু। তুমি যেখানে আছ আমার যতক্ষণ ইচ্ছা সেখানেই থাকবে। কিন্তু তোমার কথা আমি শুনব।' (এ সবই সে বলতে লাগল নিঃশ্বাস টানবার প্রাণান্তকর চেষ্টায় হাঁপাতে হাঁপাতে।) 'তুমি মনে প্রাণে আমার ভালই চাও। সে কথা আমিও ভালই জানি। তোমার ইচ্ছামত কাজই তুমি করবে, কিন্তু আমাকে একটু সুস্থ হতে কিছুটা সময় দাও। এখন নয় ওয়াটসন, এখন নয়। এখন চারটে বাজে। ছ'টার সময় তুমি যেতে পার।'

'এ যে পাগলামি হোমস।'

'মাত্র দুটি ঘণ্টা ওয়াটসন। আমি কথা দিচ্ছি, ছ'টার সময় তুমি যেতে পারবে। ততক্ষণ অপেক্ষা করবে তো?'

'অপেক্ষা করা ছাড়া কোন উপায় আছে বলে তো মনে হয় না।'

'কোন উপায় নেই ওয়াটসন। ধন্যবাদ, পোশাক ঠিক করতে তোমার সাহায্যের দরকার হবে না। দয়া করে দূরেই থাক। দেখ ওয়াটসন, আরও একটা শর্ত আছে। তোমার পছন্দমত লোককে ডাকতে পারবে না, ডাকবে আমার পছন্দমত লোককে।'

'নিশ্চয় তাই করব।'

'ওয়াটসন, এ ঘরে ঢুকবার পর থেকে এই প্রথম বুদ্ধিমানের মত তিনটি কথা বললে। ওখানে অনেক বই দেখতে পাবে। আমি বড়ই ক্লান্ত; কোন অপরিবাহী পদার্থে বিদ্যুৎ চালিত করলে ব্যাটারির অবস্থা কি হয় বলতে পার? ঠিক ছ'টায় আবার আমরা কথা বলব ওয়াটসন।'

কিন্তু ঘটনাচক্রে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই আবার আমাদের কথা বলতে হল, আর এমন পরিস্থিতিতে সে কথা হল যাতে তার প্রথমবার লাফ দিয়ে দরজার কাছে যাওয়াতে আমি যতদূর বিস্মিত হয়েছিলাম ঠিক সেই রকম বিস্ময়ই আবার আমাকে অভিভূত করে ফেলল। বিছানায় তাকে চুপচাপ শুয়ে থাকতে দেখে আমি কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে রইলাম। চাদরে মুখ ঢেকে সে শুয়ে ছিল। মনে হল,

ঘুমিয়ে পড়েছে। পড়ায় মন বসল না। দেওয়াল জুড়ে যে সব বিখ্যাত অপরাধীদের ছবি টাঙানো ছিল সেগুলো দেখতে দেখতে আমি ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে হাঁটতে লাগলাম। হাঁটতে হাঁটতে উদ্দেশ্যহীনভাবেই ম্যান্টেল-পিসটার কাছে গেলাম। অনেকগুলো পাইপ, তামাকের পাউচ, সিরিঞ্জ, পেন্সিল-কাটা ছুরি, রিভলবারের কার্ট্রিজ ও নানান জিনিস ম্যান্টেলপিসের উপর ছড়ানো। তার মাঝখানে টানা-ঢাকনা লাগানো হাতির দাঁতের সাদা-কালো একটা ছোট বাক্স ছিল। ভারি সুন্দর ছোট জিনিসটি। সেটাকে আরও ভালভাবে কাছের থেকে দেখবার জন্য যেই হাত বাড়িয়েছি, অমনি—

সে আর্তস্বরে চীৎকার করে উঠল—সে আর্তনাদ বোধ হয় রাস্তা থেকেও শোনা গেল। সেই ভয়ংকর আর্তনাদ শুনে আমার গায়ের চামড়া ঠাণ্ডা হয়ে গেল, মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠল। মুখটা ফেরাতেই একখানি বিক্ষুব্ধ মুখের দুটি উন্মাদ চোখ আমার চোখে পড়ল। ছোট বাক্সটা হাতে নিয়ে নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলাম।

'ওটাকে নামিয়ে রাখ ওয়াটসন, এই মুহূর্তে নামিয়ে রাখ—আমি বলছি, এই মুহূর্তে!' বাক্সটাকে ম্যান্টেল-পিসের উপর রেখে দিতেই সে আবার বালিশে মাথা ডুবিয়ে দিয়ে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল; 'আমার জিনিসপত্রে হাত দেওয়া আমি পছন্দ করি না। ওয়াটসন তুমি তো জান আমি সেটা ঘৃণা করি। তুমি আমাকে সহ্যাতীত রকমে বিরক্ত করছ। তুমি একজন ডাক্তার—তুমি তো দেখছি রোগীকে পাগলা-গারদে পাঠাতে পার। ওইখানে চুপ করে বোস তো, আর আমাকে একটু বিশ্রাম করতে দাও।'

এই ঘটনায় আমার মন খুবই খারাপ হয়ে গেল। এই অকারণ প্রচণ্ড উত্তেজনা, তার স্বাভাবিক সৌজন্যবিরোধী এই নিষ্ঠুর কথাবার্তা থেকেই বুঝতে পারলাম, তার মানসিক গণ্ডগোল কতখানি গভীর। একটি মহৎ মনের এই পরিণতি যে-কোন ধ্বংস-স্তূপ অপেক্ষা অধিক শোচনীয়। মন-মরা হয়ে চুপচাপ বসে রইলাম। নির্দিষ্ট সময় পার হল। হয়তো সেও আমার মতই ঘড়ি দেখছিল, কারণ ছ'টা বাজবার একটু আগেই সে আবার বিকারগ্রস্ত লোকের মত উত্তেজিতভাবে কথা বলতে শুরু করল।

বলল, 'ওয়াটসন, তোমার পকেটে খুচরো আছে?'

'হ্যাঁ।'

'রূপোর মুদ্রা?'

'অনেক আছে।'

'আধ ক্রাউন কতগুলি আছে?'

'পাঁচটা।'

'আঃ, বড়ই অল্প! বড়ই অল্প! বড়ই দুর্ভাগ্যের কথা ওয়াটসন! যাই হোক, যা আছে সেগুলি ঘড়ির পকেটে রেখে দাও। আর বাকি খুচরোগুলো রাখ ট্রাউজারের বাঁ পকেটে। ধন্যবাদ। এতে দু'দিকটা বেশ সমান সমান হবে।'

এ তো ক্রেফ পাগলামি। সে কাঁপতে কাঁপতে আবার কাশি ও ফোঁপানির মাঝামাঝি একটা শব্দ করতে লাগল।

'ওয়াটসন, এবার গ্যাসটা ধরাও, কিন্তু খুব সাবধান, মুহূর্তের জন্যও যেন ওটা অর্ধেকের বেশী না জ্বলে। আমি মিনতি করছি ওয়াটসন, খুব সাবধান। ধন্যবাদ, ঠিক হয়েছে। না, না, ঝড়ঝড়িটা নামাতে হবে না। এবার দয়া করে কিছু চিঠি ও কাগজপত্র এই টেবিলে আমার হাতের কাছে রেখে দাও। ধন্যবাদ। এবার ম্যান্টেল-পিসের উপর থেকে কিছু আজেবাজে জিনিস এনে রেখে দাও। চমৎকার! এখানে একটা চিনির টুকরো তোলার সাঁড়াশি আছে। ওটাকে ওই কাগজগুলোর মধ্যে রেখে দাও। খুব ভাল। এবার তুমি গিয়ে ১৩, লোয়ার বার্ক স্ট্রীটের মিঃ কালভার্টন স্মিথকে ডেকে আনতে পার।'

সত্যি কথা বলতে কি, ডাক্তার ডাকতে যাবার ইচ্ছা আমার অনেকটা কমে গিয়েছিল, কারণ ও রকম বিকারের অবস্থায় বেচারি হোমসকে রেখে যাওয়া খুবই বিপজ্জনক। কিন্তু এতক্ষণ সে ডাক্তার ডাকার ব্যাপারটাকে যেভাবে বাধা দিচ্ছিল এখন আবার উল্লেখিত ব্যক্তিটিকে দেখবার জন্য তেমনি উতলা হয়ে উঠল।

আমি বললাম, 'আমি তো ও নামটাও শুনি নি।'

'না শোনাই সম্ভব ভাই ওয়াটসন। শুনলে তুমি হয় তো বিস্মিত হবে যে, এ জগতে ও রোগের যিনি সব চাইতে অভিজ্ঞ চিকিৎসক আসলে তিনি ডাক্তার নন, একজন আবাদকারী মাত্র। মিঃ কালভার্টন স্মিথ সুমাত্রার একজন সুপরিচিত অধিবাসী; সম্প্রতি লণ্ডনে এসেছেন। তার আবাদের কাছাকাছি কোন চিকিৎসার ব্যবস্থাই নেই। একবার সেখানে এই রোগ দেখা দিলে তিনি নিজেই এ নিয়ে অনেক পড়াশুনা করেন এবং সুদূর-প্রসারী ফল লাভ করেন। তিনি অত্যন্ত নিয়মানুগ লোক; আমি তোমাকে ছ'টার আগে তার কাছে পাঠাতে চাই নি, কারণ আমি ভাল করেই জানতাম যে তার আগে তুমি তাকে বাড়িতে পাবে না। তুমি যদি বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাকে এখানে নিয়ে আসতে পার এবং এই রোগে তার যে অসাধারণ অভিজ্ঞতা আছে তার উপকারিতা যদি আমরা পাই, তাহলে তিনি যে আমাকে সারিয়ে তুলতে পারবেন সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। তাছাড়া, এই রোগ নিয়ে গবেষণা করাটাই তার সবচাইতে প্রিয় শখ।'

হোমসের কথাগুলির একটা সামগ্রিক বিবরণ আমি দিলাম; কথার মাঝখানে বারে বারেই সে যেভাবে হাঁপাচ্ছিল এবং তীব্র যন্ত্রণায় যে ভাবে হাত দুটি মুঠো করে পাকাচ্ছিল তার কোন উল্লেখই করলাম না। যে কয়েক ঘণ্টা তার কাছে ছিলাম তার মধ্যেই তার চেহারার আরও অবনতি ঘটেছে। জ্বরের লক্ষণগুলি আরও প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে, কালো গর্তের ভিতর থেকে চোখ দুটি আরও বেশী জ্বলজ্বল করছে, কপালে বিন্দু বিন্দু ঠাণ্ডা ঘাম চিক্ চিক্ করছে। কিন্তু তবু তার কথার বাহাদুরীর এতটুকু কমতি ছিল না। শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্তও সে বোধ হয় ভারিক্কী চাল ছাড়বে না।

সে বলতে লাগল, 'তুমি আমাকে যেভাবে দেখে গেলে সেটা তাকে সঠিকভাবে বুঝিয়ে বলো। তোমার মনের মধ্যে আমার যে ছবি তুমি নিয়ে যাচ্ছ—একটি মুমূর্ষু মানুষ—মৃত্যুপথযাত্রী ও বিকারগ্রস্ত—ঠিক সেইটেই তার কাছে পৌঁছে দেবে। সত্যি, এত দ্রুত ঝিনুকের বংশবৃদ্ধি হয়, অথচ কেন যে সমুদ্রের সবটা তলদেশই ঝিনুক জমাট বেঁধে যায় না আমি তো বুঝতেই পারি না। আঃ, আমি ভেসে বেড়াচ্ছি! কী আশ্চর্যভাবে একটা মস্তিষ্ক আর একটা মস্তিষ্ককে নিয়ন্ত্রিত করে! হ্যাঁ, আমি কি কথা বলছিলাম ওয়াটসন?'

'মিঃ কালভার্টন স্মিথকে কি বলতে হবে তাই।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। তার উপরেই আমার জীবন নির্ভর করছে। তাকে বুঝিয়ে বলো ওয়াটসন। আমাদের সম্পর্কটা এখনও ভাল না। কি জান ওয়াটসন, তার ভাইপোর কিছু কুমতলবের কথা আমি তাকে বলে দিয়েছিলাম। ছেলেটা ভয়ংকর অবস্থায় পড়ে মারা যায়। তাই আমার উপর তার রাগ আছে। যেমন করে পার, তাকে ঠাণ্ডা করবে। মিনতি করবে, প্রার্থনা জানাবে, যেভাবে হোক তাকে এখানে আনা চাই। তিনিই আমাকে বাঁচাতে পারেন—একমাত্র তিনি।'

'কাঁধে করে বয়ে আনতে হলেও সেইভাবে তাকে একটা গাড়িতে চাপিয়ে এনে হাজির করব।'

'সে সব কিছু করতে যেয়ো না। তাকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে রাজী করাবে। তারপর তার আগেই এখানে ফিরে আসবে। এমন কোন অজুহাত দেখাবে যাতে তার সঙ্গে আসতে না হয়। ভুলো না যেন ওয়াটসন। বিফল হয়ো না। তুমি কখনও আমার কাজে বিফল হও নি। অবশ্য ঐ জীবগুলোর বংশবৃদ্ধির পথে অনেক রকম প্রাকৃতিক শত্রু যে আছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ওয়াটসন, তুমি আর আমি, আমাদের যা করবার তা করেছি। তাহলে কি এই পৃথিবী ঝিনুকদের পদানত হবে? না, না, কী ভীষণ! তোমার মনে যা কিছু আছে সব তাকে বলবে।

একটি মহৎ প্রতিভা এইভাবে একটা নির্বোধ শিশুর মত বক্ বক্ করছে—এই চিত্র চোখের সামনে দেখে আমি বেরিয়ে গেলাম। চাবিটা সে আমার হাতে দিয়েছিল; পাছে সে নিজেকেই ঘরের মধ্যে তালা-বন্দী করে রাখে এই ভয়ে চাবিটা সঙ্গে নিয়েই গেলাম। মিসেস হাডসন বাইরে অপেক্ষা করছিল। তার শরীর কাঁপছে। চোখে জল। যেতে যেতে আমি শুনতে পেলাম, হোমস সরু উচ্চ কণ্ঠে বিকারের ঘোরে যেন মন্ত্র আউড়ে চলেছে। একটা গাড়ি ডাকবার জন্য নীচে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় কুয়াসার ভিতর থেকে একটি লোক এগিয়ে এল।

'মিঃ হোমস কেমন আছেন স্যার?' সে জিজ্ঞাসা করল।

আমাদের পূর্বপরিচিত স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ইন্সপেক্টর মর্টন। তার পরনে বেসরকারী টুইডের পোশাক।

'সে খুব অসুস্থ।' আমি জবাব দিলাম।

'অদ্ভুতভাবে সে আমার দিকে তাকাল। সেরকম ভাবটা খুবই খারাপ, নইলে ঘুলঘুলির আলোয় তার মুখ দেখে আমার মনে হতে পারত যে সে খুবই খুশি হয়েছে।'

'এ রকম একটা গুজব আমিও শুনেছি', সে বলল।

একটা গাড়ি এসে পড়ায় আমি চলে গেলাম।

নটিংহিল ও কেন্সিংটনের মাঝামাঝি জায়গায় লোয়ার বার্ক স্ট্রীট অবস্থিত। দুই পাশে সুন্দর সুন্দর বাড়ি। যে বাড়িটার সামনে পৌঁছে গাড়িটা থামল তার পুরনো কালের লোহার রেলিং, মজবুত ভাঁজ-করা দরজা ও চকচকে পিতলের কারুকার্যে একটা পরিচ্ছন্ন গম্ভীর মর্যাদার আভাষ ফুটে উঠেছে। যে গম্ভীর খানসামাটি এসে দরজায় দাঁড়াল সেও যেন এই পরিবেশেরই যোগ্য। তার পিছনের রঙিন বৈদ্যুতিক আলোয় তাকে রক্তিম দেখাচ্ছিল।

'হ্যাঁ, মিঃ কালভার্টন স্মিথ বাড়িতেই আছেন। ডাঃ ওয়াটসন! খুব ভাল। আপনার কার্ড আমি উপরে নিয়ে যাচ্ছি।'

আমার নগণ্য নাম ও উপাধি মিঃ কালভার্টন স্মিথের মনে ধরল না। আধখোলা দরজা দিয়ে একটা জোরালো, খিটখিটে, তীক্ষ্ম স্বর আমার কানে এল।

'লোকটা কে? কী চায়? আচ্ছা স্টেপ্‌লস্, তোমাকে না কতদিন বলেছি পড়ার সময় যেন আমাকে বিরক্ত করা না হয়?'

খানসামাটি শান্ত গলায় কি যেন বুঝিয়ে বলল।

'দেখ স্টেপ্‌লস্, আমি তার সঙ্গে দেখা করব না। এ ভাবে কাজের বিঘ্ন ঘটাতে আমি পারব না। বলে দাও, আমি বাড়ি নেই। আরও বলে দাও, যদি সে দেখা করতেই

চায় তাহলে যেন সকালে আসে।'

আবার সেই শান্ত মৃদু কণ্ঠস্বর।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, তাকে ওই কথা বলে দাও। সে সকালে আসতে পারে, বা চলে যেতে পারে। আমার কাজের বিঘ্ন ঘটতে আমি দেব না।'

হোমসের কথা মনে পড়ল। রোগশয্যায় সে ছটফট করছে; কতক্ষণে আমি ডাক্তার নিয়ে যাব তার জন্য হয় তো মিনিট গুণছে। ভদ্রতা করে বসে থাকবার সময় এটা নয়। আমার তৎপরতার উপর তার জীবন নির্ভর করছে। অপ্রস্তুত খানসামাটি কিছু বলবার আগেই তাকে পাশ কাটিয়ে আমি ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লাম।

ক্রোধে চীৎকার করে অগ্নি-কুণ্ডের পাশের আরাম-কেদারা থেকে একটি লোক উঠে দাঁড়াল। আমি দেখলাম, মোটা চক্‌চকে চামড়ায় ঢাকা একখানি মস্ত বড় হল্‌দে মুখ; ভারী ভাঁজ-পড়া থুতনি; আর দুটি বিষণ্ণ, ভয়ংকর চোখ ঘন ছাই-রং ভুরুর নীচ থেকে আমার দিকে সরোষে তাকিয়ে আছে। উঁচু টাক-পড়া মাথায় একটা ছোট ভেলভেটের টুপি কায়দা করে এক পাশে বাঁকিয়ে পরা। মাথার খুলিটা মস্ত বড়, কিন্তু ভাল করে তাকিয়ে সবিস্ময়ে দেখলাম, লোকটির শরীর যেমন ক্ষুদ্র তেমনি দুর্বল; শিশুকালে ক্ষীণাস্থি-রোগে ভুগলে যেমন হয় কাঁধ ও পিঠ সেইরকম দুমড়ানো।

সে উচ্চকণ্ঠে চেঁচিয়ে বলল, 'এ সব কি? এভাবে ঘরে ঢোকার মানে কি? আমি যে বলে পাঠালাম কাল সকালে আপনার সঙ্গে দেখা করব?'

আমি বললাম, 'আমি দুঃখিত, কিন্তু কাজটাকে কিছুতেই বিলম্বিত করা চলে না। মিঃ শার্লক হোমস—'

আমার বন্ধুর নামের উল্লেখ করতেই ছোট মানুষটির উপর অদ্ভুত ফল ফলল। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ থেকে রাগের চিহ্ন মুছে গেল। তার শরীরটা শক্ত ও সতর্ক হয়ে উঠল।

সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি হোমসের কাছ থেকে এসেছেন?'

'এইমাত্র তার কাছ থেকেই আসছি।'

'হোমসের খবর কি? সে কেমন আছে?'

'সে অত্যন্ত অসুস্থ। সেই জন্যই আমি এসেছি।'

আমাকে একটা চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে সে নিজেও একটায় বসল। ম্যাণ্টেলপিসের উপরে রাখা আয়নায় তার মুখটা আমার চোখে পড়ল। আমি শপথ করে বলতে পারি যে সে মুখে ছিল বিদ্বেষ ও ঘৃণা মেশানো হাসি। তথাপি আমি ভাবলাম, হয় তো মুখের কোন রকম স্নায়বিক বিকৃতির মুহূর্তেই আমি তাকে দেখে ফেলেছি, কারণ পর-মুহূর্তেই সে যখন আমার দিকে মুখ ফেরাল, তখন তার চোখে-মুখে সত্যিকারের উদ্বেগ ফুটে উঠেছে।

সে বলল, 'এ খবর শুনে আমি খুবই দুঃখিত। কিছু ব্যবসায়িক লেনদেনের ব্যাপারেই মিঃ হোমসের সঙ্গে আমার পরিচয়, কিন্তু তার বুদ্ধি ও চরিত্রের প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। তার শখের বিষয় অপরাধ, আমার শখের বিষয় রোগ। তার কারবার অপরাধী নিয়ে, আমার কারবার জীবাণু নিয়ে। ঐগুলো আমার কারাগার', পাশের টেবিলে রাখা এক সার বোতল ও বোয়াম দেখিয়ে সে বলতে লাগল, 'ওই জিলেটিনের ভিতরেই পৃথিবীর জঘন্যতম অপরাধীরা এখন কালাতিপাত করছে।'

'আপনার এই বিশেষ জ্ঞানের জন্যই মিঃ হোমস আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে। আপনার সম্পর্কে তার খুব উচ্চ ধারণা; সে মনে করে, সারা লণ্ডন শহরে একমাত্র আপনিই তাকে এ বিপদে সাহায্য করতে পারেন।'

ছোট মানুষটি চমকে উঠল, আর তার ফলে মাথার টুপিটা মেঝেতে পড়ে গেল।

'কেন? মিঃ হোমস এ-কথা ভাবলেন কেন যে এ বিপদে আমি তাকে সাহায্য করতে পারব?'

'কারণ প্রাচ্য দেশীয় রোগে আপনি একজন বিশেষজ্ঞ।'

'কিন্তু তিনি কি করে জানলেন যে, যে-রোগ তার হয়েছে সেটা প্রাচ্য দেশীয়?'

'কারণ কিছু পেশাগত তদন্ত প্রসঙ্গে সম্প্রতি সে বন্দরের নানা নাবিকদের মধ্যে কাজ করছিল।'

মিঃ কালভার্টন স্মিথ খুশির হাসি হেসে টুপিটা তুলে নিল।

'ওহো, তাই বুঝি—তাই বুঝি?' সে বলল। 'আপনি যে রকম বলছেন ব্যাপারটা ততটা গুরুতর নয় বলেই আমার বিশ্বাস। তিনি কতদিন অসুস্থ হয়েছেন?'

'প্রায় তিন দিন।'

'বিকার দেখা দিয়েছে কি?'

'মাঝে মাঝে।'

'চু-চু। তাহলে তো ঘোরালো মনে হচ্ছে। তার ডাকে সাড়া না দেওয়াটা অমানবিক কাজ হবে। ডাঃ ওয়াটসন, আমার কাজে বাধা পড়লে আমি খুব চটে যাই, কিন্তু এটা সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। আমি এখনই আপনার সঙ্গেই যাচ্ছি!'

হোমসের নিষেধাজ্ঞা আমার মনে পড়ে গেল।

আমি বললাম, 'আমাকে আর একটা জায়গায় যেতে হবে।'

'ঠিক আছে। আমি একাই যাব। মিঃ হোমসের ঠিকানা আমার কাছে লেখা আছে। বড় জোর আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমি সেখানে পৌঁছে যাব, এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।'

খুব ভয়ে ভয়েই আমি হোমসের শোবার ঘরে ঢুকলাম। আমি যতদূর বুঝি, তাতে আমার অনুপস্থিতিতে একটা খারাপ কিছু ঘটে থাকতেও পারে। কিন্তু দেখে আশ্বস্ত হলাম, এই সময়ের মধ্যেই তার অবস্থার প্রভূত উন্নতি হয়েছে। তার চোখ-মুখ আগের মতই ভয়াবহ দেখাচ্ছে, কিন্তু বিকারের সর্ব লক্ষণ চলে গেছে এবং গলার স্বর খুব দুর্বল হলেও সাধারণ অবস্থার চাইতেও স্থির ও সহজভাবেই কথাবার্তা বলতে লাগল।

'আচ্ছা, তার সঙ্গে দেখা হয়েছে ওয়াটসন?'

'হ্যাঁ; তিনি আসছেন।'

'চমৎকার ওয়াটসন, চমৎকার! তোমার মত দূত হয় না।'

'তিনি আমার সঙ্গেই আসতে চেয়েছিলেন।'

'তাতে কাজ হত না ওয়াটসন। সেটা একান্তই অসম্ভব। আমার রোগের কথা কিছু জিজ্ঞাসা করেছিল কি?'

'ঈস্ট-এণ্ড-এর চীনাদের কথা বলেছি।'

'ঠিক করেছ! একজন সৎ বন্ধু যা করতে পারে সে সব কিছুই তুমি করেছ ওয়াটসন। এবার তুমি এ-দৃশ্য থেকে প্রস্থান করতে পার।'

'এখানে থেকে আমি তার মতামত শুনতে চাই হোমস।'

'নিশ্চয়ই শুনবে। কিন্তু আমি মনে করি, শুধু আমরা দু'জনই আছি এ কথা বুঝলে তার মতামত আরও খোলাখুলি ও মূল্যবান হবে। আমার বিছানার মাথার দিকে কিছুটা জায়গা আছে ওয়াটসন।'

'ভাই হোমস!'

'কিন্তু আর তো কোন বিকল্প ব্যবস্থা নেই ওয়াটসন। এ ঘরে তো লুকিয়ে থাকবার মত কোন জায়গা নেই, আর সেটা না থাকায় ভালই হয়েছে, কারণ কোনরকম সন্দেহের কারণ দেখা দেবে না। কিন্তু ওয়াটসন, আমার তো মনে হয় ঠিক ওই জায়গাটাতেই একটু লুকান সম্ভব।' হঠাৎ তার হতশ্রী মুখের উপর একটা কঠোর উৎকণ্ঠা ফুটিয়ে তুলে সে উঠে বসল। 'ওই চাকার শব্দ ওয়াটসন। আমাকে যদি সত্যি ভালবাস তাহলে শিগ্‌গির কর ভাই। এবং যাই ঘটুক না কেন, একটুও নড়বে না। শুনলে তো, যাই ঘটুক না কেন? কথা বলো না! নড়াচড়া করো না! কান পেতে শুধু শুনে যাও।' তারপর মুহূর্তের মধ্যে তার হঠাৎ-ফিরে-পাওয়া শক্তি যেন কোথায় মিলিয়ে গেল, আর তার ভারিক্কী চালের উদ্দেশ্যমূলক সব কথাবার্তার পরিবর্তে শোনা গেল আধা-বিকারগ্রস্ত একটি মানুষের অস্পষ্ট অর্ধোচ্চারিত গোঙানি।

অতি দ্রুত আমি যেখানে লুকিয়ে পড়েছিলাম সেখান থেকে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ এবং শোবার ঘরের দরজা খোলা ও বন্ধ করার শব্দ শুনতে পেলাম। কী আশ্চর্য, তারপর অনেকক্ষণ সব চুপচাপ। শুধু রোগীর একটানা নিঃশ্বাস ও হাঁপানোর শব্দ। বুঝতে পারলাম, আমাদের অতিথি বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে রোগীকে দেখছে। অবশেষে সেই বিস্ময়কর নীরবতা ভঙ্গ হল।

কাউকে ঘুম থেকে ডেকে তুলতে যেভাবে বার বার ডাকা হয় সেইভাবে সে ডাকল, 'হোমস! হোমস! আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছেন না হোমস?' একটা খস্‌ খস্‌ শব্দ হল মনে হল। লোকটি রোগীর কাঁধটা ধরে জোরে জোরে নাড়া দিল।

হোমস ধীরে ধীরে বলল, 'কে? মিঃ স্মিথ? আমি তো আশাই করতে পারি নি যে আপনি আসবেন।'

লোকটি হাসল।

বলল, 'আশা না করারই কথা। তবু দেখতেই তো পাচ্ছেন, আমি এসেছি। জ্বালানি কয়লা হোমস—জ্বালানি কয়লা!'

'আপনি কত ভাল—কত মহান। আপনার বিশেষ জ্ঞানকে আমি শ্রদ্ধা করি।'

আমাদের অতিথি চাপা হাসি হাসল।

'আপনি শ্রদ্ধা করেন। সৌভাগ্যবশত লণ্ডনে আপনিই একমাত্র লোক যে তা করে। আপনি কি জানেন আপনার কি হয়েছে?'

হোমস বলল, 'সেই একই রোগ।'

'ও হো! লক্ষণগুলো তাহলে ধরতে পেরেছেন?'

'খুব ভাল করে।'

'অবশ্য আমি তাতে বিস্মিত হব না হোমস। একই লক্ষণ দেখা দিলেও আমি বিস্মিত হব না। তা যদি হয়ে থাকে আপনার অসতর্কতার ফলেই হয়েছে। শক্ত-সমর্থ আমুদে যুবক হয়েও বেচারি ভিক্টর চতুর্থ দিনেই মারা যায়। আপনি ঠিকই বলেছিলেন, লণ্ডন শহরের বুকের উপর এ রকম একটা এসিয়াদেশীয় বিরল রোগ সে কেমন করে বাঁধাল সেটা সত্যি বিস্ময়কর। এ রোগের বিষয়ে আমি আবার বিস্তর পড়াশুনা করেছি। অবশ্য এও একটা অদ্ভুত যোগাযোগ হোমস। এটা যে আপনার চোখে পড়েছে সেটা খুবই চতুর বুদ্ধির পরিচয়, কিন্তু ও দুটোর মধ্যে

কার্য-কারণ সম্পর্ক রয়েছে একথা বলা আপনার উচিত হয় নি।'

'আমি জানতাম ওটা আপনারই কাজ।'

'ওঃ, আপনি জানতেন; জানতেন বুঝি? কিন্তু প্রমাণ করতে পারতেন না। কিন্তু আপনি নিজেকে কি মনে করেন বলুন তো? আমার সম্পর্কে এই ধরনের গুজব ছড়িয়ে বেড়াচ্ছেন, আবার বিপদে পড়ামাত্রই আমার কাছেই সাহায্যের জন্য হাত পেতেছেন? এটা কি ধরনের খেলা—অ্যাঁ?'

রোগীর খস্‌খসে শ্বাসকষ্টের শব্দ আমার কানে এল। সে বলল, 'এবার জলটা দিন।'

'আপনার শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছে বন্ধু, কিন্তু আরও কিছুটা বাক্যালাপ না করেই আপনি চলে যাবেন সেটা আমি চাই না। সেইজন্যই আপনাকে জল দিচ্ছি। ওকি, জলটা ছিটিয়ে ফেলবেন না! ঠিক আছে। আমি যা বলছি তা বুঝতে পারছেন কি?'

হোমস কাঁকিয়ে উঠল।

ধীরে ধীরে বলল, 'আমার জন্য যতদূর যা পারেন করুন। যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে। সব কথা আমি মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলব—প্রতিজ্ঞা করছি, ঝেড়ে ফেলব। আমাকে ভাল করে তুলুন, আমি সব ভুলে যাব।'

'কি ভুলে যাবেন?'

'কেন, ভিক্টর স্যাভেজের মৃত্যুর কথা। এইমাত্র আপনি তো প্রায় স্বীকারই করলেন যে ওটা আপনারই কাজ। আমি তা ভুলে যাব।'

'ভুলেই যান, আর মনেই রাখুন, আপনার যা খুশি তাই করুন। সাক্ষীর কাঠ-গড়ায় তো আর আপনাকে দেখতে পাচ্ছি না। ভাল মানুষ হোমস, আপনাকে নিশ্চিত করেই বলছি, শুধু আর একটি বিশেষভাবে তৈরী বাক্সের খেলা। আমার ভাই-পো কি ভাবে মারা গেছে সেটা আপনি জানলেও কিছু যায় আসে না। তার কথা নয়, কথা হচ্ছে আপনাকে নিয়ে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ।'

'আমার কাছে যিনি গিয়েছিলেন—তার নামটা ভুলে গেছি—তিনি বলেছেন, ঈস্ট-এণ্ড-এর নাবিকদের কাছ থেকেই আপনি রোগটি বাঁধিয়েছেন।'

'আমার তো তাই মনে হয়েছে।'

'হোমস, আপনার মস্তিষ্ক নিয়ে আপনার বড় গর্ব, তাই না? নিজেকে খুব চতুর মনে করেন, তাই না? কিন্তু এ যাত্রায় এমন একজনের পাল্লায় পড়েছেন যে আপনার চাইতেও চতুর। এবার মনটাকে একটু পিছন দিকে ফেরান তো হোমস। এ রোগে আক্রান্ত হবার আর কোন কারণ মনে করতে পারেন কি?'

'কিছুই মনে করতে পারছি না। আমার মনই চলে গেছে। ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে সাহায্য করুন।'

'হ্যাঁ, আপনাকে সাহায্য করব। এখন আপনার কি অবস্থা, আর সে অবস্থা কেমন করে হল সেটা বুঝতে আপনাকে সাহায্য করব। আমি চাই, মরবার আগে আপনি সবই জেনে যান।'

'যন্ত্রণা কমাবার কিছু ওষুধ আমাকে দিন।'

'খুব যন্ত্রণা, না? হ্যাঁ, শেষের দিকে কুলীরাও বিকট চীৎকার করত। মনে হচ্ছে, হাত-পায়ে খিঁচুনি ধরেছে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুবই খিঁচুনি হচ্ছে।'

'যাই হোক, আমার কথা আপনি শুনতে পাবেন। ভাল করে শুনুন। যখন থেকে রোগের লক্ষণ দেখা দিয়েছে সেই সময়ে আপনার জীবনের কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা মনে করতে পারেন কি?'

'না, না, কিছু না।'

'আর একবার ভেবে দেখুন।'

'আমি এত অসুস্থ যে ভাবতেও পারছি না।'

'ঠিক আছে; আমি একটু সাহায্য করছি। ডাকে কোন কিছু এসেছে কি?'

'ডাকে?'

'ধরুন—একটা বাক্স?'

'আমি মূর্চ্ছা গেলাম—মারা গেলাম!'

'শুনুন, হোমস!' এমন শব্দ কানে এল যাতে মনে হল মুমূর্ষু লোকটিকে কেউ ঝাঁকুনি দিচ্ছে। তবু অতি কষ্টে আমি লুকোবার জায়গায় চুপ করে বসে রইলাম। 'আমার কথা আপনাকে শুনতেই হবে। আপনাকে শোনাবই। একটা বাক্সের কথা মনে পড়ে কি—একটা হাতির দাঁতের বাক্স? গত বুধবারে এসেছিল। আপনি সেটা খুলেছিলেন—মনে পড়ে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি খুলেছিলাম। তার ভিতরে একটা শক্ত স্প্রিং ছিল। কোন ঠাট্টার ব্যাপার—'

'ঠাট্টা যে নয় সেটা আপনার জীবন দিয়েই বুঝতে পারবেন। আপনি মূর্খ, মৃত্যুই আপনার প্রাপ্য, আর তাই আপনি পেয়েছেন। কে আপনাকে বলেছিল আমার পথে পা বাড়াতে? আপনি যদি আমাকে একা থাকতে দিতেন তাহলে আমিও আপনাকে আঘাত করতাম না।'

হোমস হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'মনে পড়েছে। একটা স্প্রিং! তার খোঁচা লেগে রক্ত বেরিয়েছিল। এই বাক্সটা—এই টেবিলের উপরেই হয়েছে।'

'হায় জর্জ! এই সেই বাক্স। এবার এটা এ ঘর ছেড়ে আমার পকেটে চলে আসুক। আপনার সাক্ষ্যের শেষ

চিহ্নটিও আমি নিয়ে গেলাম। কিন্তু এবার প্রকৃত সত্যটা শুনুন হোমস। মরবার আগে জেনে যান, আমিই আপনাকে খুন করেছি। ভিক্টর স্যাভেজের অন্তিম দশার ব্যাপারে আপনি অনেক কিছু জেনে ফেলেছিলেন, তাই আপনাকেও সেই দশার অংশীদার করলাম। আপনার শেষ মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছে হোমস। এখানে বসে থেকেই আমি আপনার মৃত্যু দেখব।'

হোমসের গলার স্বর এতই অস্পষ্ট হয়ে গেল যে কিছুই শোনা গেল না।

স্মিথ বলল, 'কি বলছেন? গ্যাসটা বাড়িয়ে দেব? অ্যাঁ, ছায়া নেমে আসছে? তাই নাকি? হ্যাঁ, বাড়িয়ে দিচ্ছি, যাতে আপনাকে আরও ভালভাবে দেখতে পারি।' সে ঘরটা পেরিয়ে ওপাশে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে আলোটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'আপনার আর কোন উপকার করতে পারি কি বন্ধু?'

'একটা দেশলাই ও সিগারেট।'

আনন্দে ও বিস্ময়ে আমি প্রায় কথা বলে ফেলেছিলাম আর কি। সে তার স্বাভাবিক গলায় কথা বলছে—হয়তো একটু দুর্বল, কিন্তু সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর। অনেকক্ষণ চুপচাপ। মনে হল, সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে কালভার্টিন স্মিথ চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

অনেকক্ষণ পরে শুনতে পেলাম, একটা শুকনো খস্‌খসে গলায় সে বলল, 'এ সবের অর্থ কি?'

'কোন চরিত্রে সার্থক অভিনয় করা মানেই সেই চরিত্রের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া', হোমস বলল। 'সত্যি বলছি, আপনার দেওয়া ঐ এক গ্লাস জল ছাড়া গত তিন দিনে খাদ্য বা পানীয় কিছুই গ্রহণ করি নি। কিন্তু ঐ তামাক ছেড়ে থাকাটাই বড় কষ্টকর। আঃ এই তো সিগারেট রয়েছে।' দেশলাই জ্বালাবার শব্দ শুনতে পেলাম। 'এখন অনেকটা ভাল লাগছে। হ্যালোয়া! হ্যালোয়া! বন্ধুর পায়ের শব্দ কি শুনতে পাচ্ছি?'

বাইরে পায়ের শব্দ হল। দরজা খুলল। ইন্সপেক্টর মর্টন প্রবেশ করল।

হোমস বলল, 'সব ঠিক আছে। এই তোমাদের লোক।'

অফিসার যথারীতি যা কিছু করণীয় শেষ করে বলল, 'জনৈক ভিক্টর স্যাভেজকে হত্যার অভিযোগে আপনাকে গ্রেপ্তার করলাম।'

মুচকি হেসে আমার বন্ধু বলল, 'শার্লক হোমসকে হত্যার চেষ্টার অভিযোগে—একথাটাও যোগ করতে পার। দেখ ইন্সপেক্টর, একটি অশক্ত লোকের পরিশ্রম বাঁচাতে মিঃ কালভার্টিন স্মিথ নিজেই গ্যাসটা বাড়িয়ে দিয়ে সংকেতটা জানিয়ে দিয়েছেন। ভাল কথা, বন্দীর কোটের ডান দিকের পকেটে একটা ছোট বাক্স আছে। সেটা তার কাছ থেকে নিয়ে নেওয়াই ভাল। ধন্যবাদ। ওটাকে এখানে রাখো। বিচারের সময় কাজে লাগবে।'

হঠাৎ একটু ছুটাছুটি ও ধস্তাধস্তি হল। তারপরই ঠন্-ঠন্ ও যন্ত্রণার চীৎকার।

ইন্সপেক্টর বলল, 'শুধু শুধু আঘাত পাবেন। তার চাইতে চুপচাপ দাঁড়ান না?' হাত-কড়া লাগাবার শব্দ শোনা গেল।

একটা ক্ষুব্ধ গর্জন কানে এল। 'আচ্ছা ফাঁদ বটে! এর ফলে আপনাকেই কাঠগড়ায় উঠতে হবে হোমস, আমাকে নয়। এই লোকটি আমাকে তার চিকিৎসার জন্য এখানে আসতে বলেছিলেন। তার জন্য আমার দুঃখ হয়েছিল বলেই আমি এসেছিলাম। এখন তিনি হয় তো তার উদ্ভট সন্দেহের সমর্থনে অনেক বানানো কথাকেই আমার কথা বলে চালাতে চেষ্টা করবেন। কিন্তু হোমস, আপনি যত খুশি মিথ্যা বলতে পারেন। তবে আমার মুখের কথাও আপনার কথার মতই সমান দামী।'

'হায় ভগবান!' হোমস চেঁচিয়ে উঠল। তার কথা যে বেমালুম ভুলে গিয়েছিলাম। প্রিয় ওয়াটসন, তোমার কাছে হাজার বার ক্ষমা চাইছি। শেষকালে কিনা তোমাকেই ভুলে গেলাম! মিঃ কালভার্টিন স্মিথের সঙ্গে তো তোমাকে পরিচয় করিয়ে দেবার কোন প্রয়োজনই নেই, কারণ আমি জানি যে আজ সন্ধ্যায়ই তোমাদের সঙ্গে দেখা হয়েছে। তোমার গাড়িটা কি নীচেই আছে? পোশাকটা পরেই আমি তোমার সঙ্গে যাব, কারণ থানায় আমাকে দরকার হতে পারে।'

সাজ-পোশাকের ফাঁকে ফাঁকে এক গ্লাস ক্লারেট-পানীয় ও কিছু বিস্কুট খেয়ে চাঙ্গা হতে হতে হোমস বলল, 'এগুলির বড়ই প্রয়োজন ছিল। তবে তুমি তো জানই, আমার অভ্যাসগুলোই বাউণ্ডুলে; তাই এ ধরনের কাজ করতে অন্যের যতটা কষ্ট হয় আমার তা হয় না। আমার অবস্থাটা যে সত্যি শোচনীয় হয়েছিল এটা মিসেস হাডসনকে বোঝানো অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল, কারণ তিনি সে সংবাদ তোমাকে দেবেন, আর তুমি দেবে ওকে। তুমি অসন্তুষ্ট হও নি তো ওয়াটসন? তোমার গুণাবলীর মধ্যে ছদ্ম কপটতা যে পড়ে না সেটা নিশ্চয় তুমি স্বীকার করবে। কাজেই আমার গোপন কথাটি তোমার জানা থাকলে তুমি কিছুতেই স্মিথকে তার এখানে উপস্থিতির জরুরী প্রয়োজনটা উপলব্ধি করাতে পারতে না, আর সেইটেই ছিল আমার সমগ্র পরিকল্পনার মূল কথা। তার জিঘাংসু চরিত্র আমি জানতাম, তাই নিশ্চিত ছিলাম যে নিজের হাতের কাজটি সচক্ষে দেখবার জন্য সে এখানে আসবেই।'

'কিন্তু হোমস, তোমার ঐ চেহারা—ওই ভয়াবহ মুখ?'

'তিনদিন পুরো উপবাসে থাকলে কারও রূপ খোলে না ওয়াটসন। আর বাকিটা, সে তো স্পঞ্জ হাতে নিলেই পরিষ্কার হয়ে যায়। কপালে ভেসেলিন, চোখে বেলাডোনা, চোয়ালে রুজ এবং ঠোঁটের উপর মোমের গুঁড়ো লাগালেই রূপসজ্জা সম্পূর্ণ। ছদ্মবেশ-ধারণের উপর একখানি পুস্তিকা রচনা করার কথা আমি অনেক সময়ই ভেবেছি। কথার ফাঁকে ফাঁকে আধ-ক্রাউন, ঝিনুকে, বা ঐ ধরনের কিছু আজেবাজে কথা ঢুকিয়ে দিলেই চমৎকার বিকারের ফল পাওয়া যায়।'

'কিন্তু আসলে যখন সংক্রমণের কোন ভয় ছিল না তখন তুমি আমাকে তোমার কাছে যেতে দাও নি কেন?'

'এ কথা তুমি জিজ্ঞাসা করতে পারলে ভাই ওয়াটসন? তুমি কি মনে কর, তোমার ডাক্তারি-প্রতিভার প্রতি আমার কোন শ্রদ্ধা নেই? একটা লোক যত দুর্বলই হোক তার নাড়ির গতি আর গায়ের তাপমাত্রা যদি না বাড়ে তাহলেও তোমার বিচার-বিবেচনাকে ফাঁকি দিয়ে তাকে মুমূর্ষু বলে চালাবার কথা আমি ভাবতে পারি কি? চার গজ দূরে রেখে তোমাকে হয় তো ঠকাতে পেরেছি। তা যদি না পারতাম তাহলে স্মিথকে কে আমার কব্জার মধ্যে এনে দিত? না, ওয়াটসন, ও বাক্সটা আমি স্পর্শও করি নি। পাশের দিক থেকে তাকালেই দেখতে পাবে, বাক্সটা খুললেই সেখান থেকে বিষধরের দাঁতের মত একটা ধারালো স্প্রিং বেরিয়ে আসে। আমি জোর করে বলতে পারি, একটা সম্পত্তি লাভের ব্যাপারে এই দানবের পথে বাঁধা সৃষ্টি করায় এই ধরনের কোন উপায়েই সে বেচারি স্যাভেজকে খুন করেছে। তুমি তো জান, নানারকম চিঠিপত্র ইত্যাদি আমার কাছে আসে, আর কোন প্যাকেট আমার নামে ডাকে এলে সে বিষয়ে আমি খুবই সতর্ক হয়ে চলি। যাই হোক, আমি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলাম, তার ষড়যন্ত্র সার্থক হয়েছে এরকম একটা ভান যদি আমি ঠিক ঠিক মত করতে পারি তাহলে হয় তো আমাদের আতিশয্যে সব কথা সে স্বীকার করে ফেলতেও পারে। সেই ভনিতাটা আমি একজন প্রকৃত শিল্পীর মতই কৃতিত্বের সঙ্গে করতে পেরেছি। ধন্যবাদ ওয়াটসন, কোটটা পরতে আমাকে একটু সাহায্য কর। মনে হচ্ছে থানার কাজ শেষ করে আমরা যদি সিম্পসন-এ কিছু বলকারক খাদ্য গ্রহণ করি তাহলে মন্দ হবে না।'

লেডি ফ্রান্সেস কারফাক্স নিরুদ্দেশ

The Disappearance of Lady Frances Carfax

আমার বুটজোড়ার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে মিঃ শার্লক হোমস প্রশ্ন করল, 'কিন্তু টার্কিশ কেন?' সেই মুহূর্তে আমি একটা বেতের চেয়ারে হেলান দিয়ে বসেছিলাম, আর আমার ছড়িয়ে-দেওয়া পা দুটি তার সদা-জাগ্রত দৃষ্টিকে আকর্ষণ করেছিল।

আমি সবিস্ময়ে জবাব দিলাম, 'ইংলিশ। অক্সফোর্ড স্ট্রীটের 'লাটিমার' থেকে কিনেছি।'

ক্লান্ত ধৈর্যের ভঙ্গীতে হাসল হোমস।

বলল, 'হামাম! হামাম! বাড়ির ব্যবস্থামত তাজা-করা স্নানের পরিবর্তে ব্যয়বহুল টার্কিশ স্নানের ব্যবস্থা করলে কেন?'

'কারণ গত কয়েকদিন যাবৎ রাতের পুরনো ব্যথাটা আবার মাথা চাড়া দিয়েছে। টার্কিশ হামামকে আমরা বলি ওষুধের বিকল্প—শরীর ঝরঝরে হয়, আধি-ব্যাধি দূর হয়।'

তারপর বললাম, 'ভাল কথা হোমস, যে কোন যুক্তি-বিজ্ঞানী মনের কাছে আমার বুটজোড়া ও টার্কিশ হামামের সম্পর্ক খুবই স্বতঃসিদ্ধ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই; তথাপি সম্পর্কটা তুমি যদি খুলে বল তাহলে বাধিত হই।'

হোমসের চোখে দুষ্টুমি ঝিলিক দিয়ে উঠল। সে বলল, 'যুক্তি-শৃংখলটা খুব অস্পষ্ট তো নয়? তোমাকে যদি জিজ্ঞাসা করি আজ সকালে তোমার গাড়িতে আর কে সঙ্গী হয়েছিল, তাহলে সেটাকে যে সাধারণ শ্রেণীর অনুমানের দৃষ্টান্ত হিসাবে গ্রহণ করা হবে এটাও সেই শ্রেণীর অনুমান।'

একটু কড়া গলায় আমি বললাম, 'একটা নতুন দৃষ্টান্তকে আমি ব্যাখ্যা বলে স্বীকার করি না।'

'সাবাস ওয়াটসন! পাল্টা জবাবটা খুবই উঁচুদরের ও যুক্তিসঙ্গত। তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াল দেখা যাক। শেষেরটাই আগে নেওয়া যাক—গাড়িটা। দেখতে পাচ্ছ, তোমার কোটের বাঁ দিকের আস্তিনে ও ঘাড়ে কাদার ছিঁটে লেগেছে। তুমি যদি গাড়ির মাঝখানে বসতে তাহলে সম্ভবত কাদার ছিঁটে লাগতই না, আর লাগলেও ও-ভাবে একদিকে লাগত না। সুতরাং স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে তুমি গাড়ির একপাশে বসেছিলে। সুতরাং সমান স্পষ্ট-ভাবেই বোঝা যাচ্ছে যে তোমার একজন সঙ্গী ছিল।'

'সেটা খুবই স্পষ্ট।'

'অত্যন্ত সাধারণ, তাই না?'

'কিন্তু বুটজোড়া ও হামাম?'

একই ছেলেমানুষি ব্যাপার। তুমি একটা বিশেষ ভঙ্গীতে জুতোর ফিতে বেঁধে থাক। আজ দেখছি বেশ কায়দা করে দুটো গিঁট দিয়ে ফিতে বাঁধা হয়েছে, যেটা

সাধারণত তুমি কর না। সুতরাং নিশ্চয় তোমার পায়ের জুতো কেউ খুলেছিল। তাহলে কে ফিতে বেঁধে দিল? হয় মুচি—নয় তো হামাম-এর ছোকরাটা। মুচি না হওয়াই সম্ভব, কারণ তোমার বুটজোড়া প্রায় নতুন। তাহলে কি বাকি থাকল? হামাম। খুব বাজে, তাই না? কিন্তু সে যাই হোক, ঐ টার্কিশ স্নান একটা কাজে লেগেছে।'

'সেটা কি?'

'তুমি বলেছ যে তুমি ওটা নিয়েছ। কারণ তোমার একটু বায়ু পরিবর্তন দরকার। আমি তার জন্য একটা প্রস্তাব রাখছি। 'লসানে' হলে কেমন হয় ভাই ওয়াটসন—প্রথম শ্রেণীর টিকিট এবং সবরকম রাজকীয় ব্যবস্থা?'

'চমৎকার। কিন্তু ব্যাপার কি?'

হোমস তার হাতল-চেয়ারে হেলান দিয়ে পকেট থেকে নোট-বইটা বের করল তারপর বলতে লাগল, 'পৃথিবীর অন্যতম বিপজ্জনক শ্রেণীর মানুষ হচ্ছে উদ্দেশ্যবিহীন বন্ধু-হীন স্ত্রীলোক। সে সব চাইতে নিরীহ, প্রায়শই মানুষের পক্ষে সব চাইতে উপকারী কিন্তু সেই আবার অপরের মনে অপরাধ-বাসনা জাগাবার অনিবার্য কারণস্বরূপা। সে অসহায়। সে যাযাবর। এক দেশ থেকে আর এক দেশে, এক হোটেল থেকে আর এক হোটেলে বেড়াবার মত যথেষ্ট অর্থ তার আছে। নানাধরনের আশ্রয় ও বোর্ডিং-হাউসের গোলক-ধাঁধায় সে পথ হারিয়ে ফেলে। খেঁকশেয়ালে ভরা এই পৃথিবীতে সে একটি পথহারা পক্ষিশাবক। সে যখন হজম হয়ে যায় তখন কেউ টেরও পায় না। আমার খুবই আশঙ্কা হচ্ছে লেডি ফ্রান্সেস কারফাক্সের কোন বিপদ ঘটেছে।'

অকস্মাৎ তার এই সামান্য থেকে বিশেষে উত্তরণে আমি স্বস্তি বোধ করলাম। হোমস তার নোট-বইতেই মগ্ন।

সে বলতে লাগল, 'স্বর্গত আর্ল অব রাফটন-এর পরিবারের একমাত্র জীবিত বংশধর এই লেডি ফ্রান্সেস। তোমার হয় তো মনে আছে, সে সম্পত্তি পেয়েছে কোন পুরুষ বংশধর। মহিলাটি যৎসামান্য কিছু অর্থ পেয়েছিলেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে পেয়েছিলেন রূপো ও বিস্ময়করভাবে কাটা হীরের কিছু অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য প্রাচীন স্পেনীয় অলংকারাদি। সেই সব অলংকার তার অত্যন্ত প্রিয়—এতদূর প্রিয় যে সেগুলিকে ব্যাংকে না রেখে সর্বদাই তিনি সঙ্গে নিয়ে বেড়ান। লেডি ফ্রান্সেসকে দেখলে দুঃখ হয়; সুন্দর চেহারা, মধ্য বয়সেও বেশ সতেজ; অথচ কোন বিচিত্র কারণে আজ তিনি মাত্র কুড়ি বছর আগেকার সুন্দর জীবনের একটি ভগ্নস্তূপমাত্র।'

'তাহলে তার হয়েছে কি?'

'ওঃ, লেডি ফ্রান্সেসের কি হয়েছে? তিনি জীবিত না মৃত? সেইটেই তো সমস্যা। তিনি খুব বাঁধা-ধরা স্বভাবের মহিলা। তার প্রাক্তন শিক্ষয়িত্রী মিস্ ডব্‌নি অনেকদিন হল অবসর নিয়ে এখন কাম্বারওয়েল-এ বাস করেন। লেডি ফ্রান্সেস গত চার বছর ধরে প্রতি দ্বিতীয় সপ্তাহে তার কাছে চিঠি লিখে আসছেন। এই মিস ডব্‌নিই আমার সঙ্গে দেখা করেছেন। প্রায় পাঁচ সপ্তাহ হয়ে গেল তার কোন সাড়া শব্দ নেই। শেষ চিঠিটা এসেছিল লসানের হোটেল ন্যাশন্যাল থেকে। মনে হচ্ছে, লেডি ফ্রান্সেস সেখান থেকে চলে গেছেন, কিন্তু কোন ঠিকানা জানান নি। তার পরিবারবর্গ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে, আর যেহেতু তারা অত্যন্ত ধনী, তাই আমরা যদি ব্যাপারটার হদিস করতে পারি তাহলে প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব হবে না।'

'খবরাখবর পাবার একমাত্র লোক কি মিস ডব্‌নি? নিশ্চয় আরও অনেকের সঙ্গে তার পত্রালাপ ছিল?'

'হাতের কাছে আর একটিমাত্র যোগসূত্র আছে ওয়াটসন, সেটা হচ্ছে ব্যাংক। অবিবাহিত মহিলাদের বেঁচে থাকতে হয়; আর পাশ-বইগুলোই তাদের সংক্ষিপ্ত দিন-পঞ্জী। তার ব্যাংক হল সিলভেস্টার। তার হিসাবে আমি চোখ বুলিয়েছি। শেষের আগের চেকটা দিয়ে লসানে-র বিল শোধ করা হয়েছে; তবে চেকটা বেশ মোটা টাকার, তাই মনে হয় তার হাতে বেশ কিছু নগদ টাকাও ছিল। তার পরে আর একটি মাত্র চেক কাটা হয়েছে।'

'কাকে এবং কোথায়?'

'মিস মারি ডেভাইনকে। চেকটা কোথায় কাটা হয়েছিল জানবার উপায় নেই। তিন সপ্তাহেরও আগে মঁতপেলিয়ের-এ 'ক্রেডিট লায়নেস'-এ চেকটা ভাঙানো হয়েছে। পঞ্চাশ পাউন্ডের চেক।'

'এই মিস মারি ডেভাইন কে?'

'সেটাও বের করতে পেরেছি। মিস মারি ডেভাইন ছিল লেডি ফ্রান্সেস কারফক্সের দাসী। কেন তিনি এই চেক তাকে দিয়েছেন তা এখনও জানা যায় নি। তবে তোমার গবেষণার ফলে শীঘ্রই সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে, এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই।'

'আমার গবেষণা!'

'তাই তো লসানে-তে স্বাস্থ্য-অন্বেষণের অভিযান। তুমি তো জান, বুড়ো আব্রাহামসকে জীবন-সংশয়ের মধ্যে ফেলে রেখে আমার পক্ষে লণ্ডন ছেড়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া, নীতিগতভাবেও আমার পক্ষে দেশ ছেড়ে বাইরে যাওয়া উচিত নয়। আমাকে ছাড়া স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড বড়ই একাকি বোধ করে, আর তার ফলে অপরাধীদের মধ্যে একটা

অস্বাস্থ্যকর উত্তেজনারও সৃষ্টি হয়। তাই বলি, ভাই ওয়াটসন, তুমি চলে যাও; আর আমার অতি তুচ্ছ উপদেশের যদি কথাপ্রতি দুই পেনিও মূল্য থাকে তাহলে ইওরোপীয় তারবার্তার এ-প্রান্তে সে উপদেশ তোমার জন্য দিন-রাতই হাজির থাকবে।'

দু'দিন পরে আমি লসানে-র ন্যাশন্যাল হোটেলে আস্তানা নিলাম। হোটেলের সুপরিচিত ম্যানেজার মঁসিয়ে মোজার অত্যন্ত খাতির করে আমাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছে। তার কাছেই জেনেছি, লেডি ফ্রান্সেস কয়েক সপ্তাহ সেখানে ছিল। তার সঙ্গে যাদের পরিচয় হয়েছিল তারা সকলেই তাকে পছন্দ করেছে। তার বয়স চল্লিশের উপরে নয়। এখনও সে বেশ সুন্দরী. যৌবনে সে যে একটি রমণীয়া রমণী ছিল তার চিহ্ন এখনও তাকে ঘিরে আছে। তার মূল্যবান অলংকারাদি সম্পর্কে মঁসিয়ে মোজার কিছুই জানে না, তবে চাকররা বলাবলি করেছে যে, মহিলার শোবার ঘরের ভারী ট্রাংকটা সব সময়ই অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে তালাবন্ধ করে রাখা হত। দাসী মারি ডেভোইনও তার মনিবের মতই সকলের প্রিয় ছিল। বস্তুতপক্ষে, হোটেলের একজন প্রধান পরিচারকের সঙ্গে তার বিয়ের কথাও হয়ে গেছে; তাই তার ঠিকানা পেতে কোনরকম অসুবিধাই হয় নি। ১১, রু্যা দ্য এজাঁ, মঁতপেলিয়ের। এ সবই আমি লিখে নিয়েছি। হোমস নিজেও এর চাইতে নিপুণভাবে এ সব তথ্য সংগ্রহ করতে পারত না বলেই আমি মনে করি।

শুধু একটি কোণ এখনও ছায়াচ্ছন্ন হয়ে আছে। আমার হাতের কোন আলোই মহিলাটির নিরুদ্দেশের কারণের উপর আলোকপাত করতে পারছে না। লসানে-তে সে খুব সুখেই ছিল। তার বিলাসবহুল ঘরগুলি থেকে হ্রদটা দেখা যায়। কাজেই বিশ্বাস করবার যথেষ্ট কারণ ছিল যে পুরো ঋতুটা সেখানেই কাটাতে সে ইচ্ছুক ছিল। অথচ মাত্র একদিনের নোটিশে সে হোটেল ছেড়ে দিয়েছে, যদিও তার জন্য অকারণে তাকে এক সপ্তাহের ভাড়া গুণতে হয়েছে। দাসীটির প্রেমিক জুলে ভাইবার্তই শুধু একটা কারণ উল্লেখ করেছে। তার মতে, দু'এক দিন আগেই একটি লম্বা, কালো দাড়িওয়ালা লোকের হোটেলে আগমনের সঙ্গে এই আকস্মিক নিরুদ্দেশের একটা যোগ আছে। 'Un sauvaze-un veritable sauvaze! (অসভ্য—একটি মহা অসভ্য!)' জুলে ভাইবার্ত চেঁচিয়ে উঠল। লোকটা শহরেই কোথাও থাকে। হ্রদের ধারে পথের উপর তাকে মাদামের সঙ্গে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে কথা বলতে দেখা গেছে। তারপর সে হোটেলে এসেছিল। কিন্তু মাদাম দেখা করে নি। লোকটা ইংরেজ, কিন্তু তার নাম জানা যায় নি। তার ঠিক পরেই মাদাম সেখান থেকে চলে যায়। জুলে ভাইবার্ত, এবং তার চাইতেও বড় কথা তার প্রিয়তমাও মনে করে যে, এই আগমন ও এই নিরুদ্দেশ পরস্পরের কারণ ও কার্য। শুধু একটি কথা জুলে বলতে চায় নি। মারি কেন তার মনিবকে ছেড়ে এল সেই কথাটি। সে বিষয়ে সে কিছুই বলতে পারে না, অথবা বলতে চায় না। আমার যদি জানবার ইচ্ছা থাকে, আমি যেন মঁতপেলিয়ের-এ গিয়ে নিজেই মারিকে জিজ্ঞাসা করি।

আমার অনুসন্ধানের প্রথম অধ্যায় এইভাবে শেষ হল। লসানে ছেড়ে যাবার পরে লেডি ফ্রান্সেস কারফাক্স কোথায় গিয়েছে সেটা জানাই হল দ্বিতীয় অধ্যায়। এ বিষয়ে বেশ কিছুটা গোপনীয়তা অবলম্বন করা হয়েছে; তার থেকে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়েছে যে কাউকে ধোঁকা দিয়ে এড়িয়ে যাওয়াই তার উদ্দেশ্য ছিল। তা না বলে তার মালপত্রের উপর ব্যাডেন-এর লেবেল লাগানো হয় নি কেন? সে নিজে ও তার মালপত্র অনেক পথ ঘুরে হেন-এর একটা উষ্ণ-প্রস্রবনে গিয়ে পৌঁছেছে। কুক কোম্পানীর স্থানীয় আপিসের ম্যানেজারের কাছ থেকে আমি এ সব তথ্য সংগ্রহ করেছি। আমার কাজ-কর্মের একটা বিবরণ হোমসকে পাঠিয়ে এবং জবাবে তার কাছ থেকে রসিকতাপূর্ণ প্রশংসার একটা তারবার্তা পেয়ে তারপর আমি ব্যাডেন-এ চলে যাই।

ব্যাডেন-এ সঠিক পথ ধরে চলা খুব কঠিন হল না। লেডি ফ্রান্সেস একপক্ষকাল "এংলিশার হফ"-এ ছিল। সেখানে থাকার সময় দক্ষিণ আমেরিকার ধর্ম-প্রচারক জনৈক ডাঃ শ্লেসিঙ্গার ও তার স্ত্রীর সঙ্গে মহিলার পরিচয় হয়। সব নিঃসঙ্গ মহিলার মত লেডি ফ্রান্সেসও ধর্ম-সংক্রান্ত কাজেই আনন্দ পেত। ডাঃ শ্লেসিঙ্গারের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ও তার প্রাণ-ঢালা কর্মানুরাগ মহিলাটিকে গভীর-ভাবে নাড়া দেয়। তার উপর প্রচারকার্য উপলক্ষে রোগাক্রান্ত হবার পরে তখন সে সবেমাত্র আরোগ্য লাভ করছে। তাই এই হৃতস্বাস্থ্য মহাপুরুষের সেবা-শুশ্রূষার কাজে সে যথাসাধ্য মিসেস শ্লেসিঙ্গারকে সাহায্য করত। ম্যানেজার আমাকে বলেছে, ডাঃ শ্লেসিঙ্গার সারাদিন বারান্দায় একটা আরাম কেদারায় শুয়ে থাকত, আর তার দুই পাশে থাকত দু'জন মহিলা শুশ্রূষাকারিণী। সে তখন পবিত্রভূমির, এবং বিশেষভাবে মিডিয়ানাইটদের রাজ্য সম্পর্কে একটা মানচিত্র তৈরীর কাজে ব্যস্ত ছিল। সে বিষয়ে একখানি পুস্তিকাও সে তখন লিখছিল। শেষ পর্যন্ত স্বাস্থ্যের যথেষ্ট উন্নতি হওয়ায় সে ও তার স্ত্রী লণ্ডনে ফিরে গেছে এবং লেডি ফ্রান্সেসও তাদের সঙ্গে সেখানেই গেছে। এটা ঠিক তিন সপ্তাহ আগেকার কথা;

তারপর থেকে ম্যানেজার আর কিছু শোনে নি। আর দাসী মারি? সে চিরদিনের মত চাকরি ছেড়ে দিয়েছে, অন্য সব দাসীদের এই কথা জানিয়ে চোখের জলে বান ডাকিয়ে কয়েকদিন আগেই সে চলে গিয়েছিল। যাবার আগে ডাঃ শ্লেসিঙ্গার পুরো দলটির সব বিলই মিটিয়ে দিয়ে গেছে।

শেষকালে বাড়িওয়ালা বলল, 'আর একটা কথা। ইদানীং কালে তার বন্ধুদের মধ্যে শুধু আপনি যে লেডি ফ্রান্সেস কারফাক্সের খোঁজ করছেন তা কিন্তু নয়। মাত্র সপ্তাহখানেক আগেই আর একটি লোক এই একই উদ্দেশ্যে এখানে এসেছিল।'

'সে কি তার নাম বলেছিল?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

'না; তবে সে একজন ইংরেজ; তবে খুবই অদ্ভুত ধরনের লোক।'

আমার বিখ্যাত বন্ধুটির নীতি অনুসারে আমার তথ্যের সঙ্গে মিলিয়ে বলে উঠলাম, 'একটা অসভ্য লোক?'

'ঠিক তাই। ঐ কথাতেই তার সঠিক বিবরণ দেওয়া হয়। মোটাসোটা দাড়িওয়ালা, রোদে-পোড়া একটা লোক; দেখে মনে হয়, কোন কেতাদুরস্ত হোটেল অপেক্ষা চাষীদের সরাইখানায়ই তাকে ভাল মানায়। মনে পড়ছে লোকটা কঠিন, হিংস্র; এমন লোক যাকে আমি চটাতে চাই না।'

রহস্য যেন আকার নিতে শুরু করেছে; কুয়াসা কেটে গিয়ে মূর্তিগুলো সব পরিষ্কার হয়ে উঠছে। একটি ভাল মানুষ পবিত্রহৃদয় মহিলাকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অনুসরণ করছে একটি নির্মম পাপমূর্তি। মহিলাটি তাকে ভয় করে; তা না হলে লসানে পালিয়ে যেত না। তথাপি লোকটা তার পিছু নিয়েছে। আজ হোক কাল হোক, সে তাকে ধরবেই। এরই মধ্যে ধরে ফেলেছে কি? সেটাই কি তার দীর্ঘ নীরবতার কারণ? যে ভাল মানুষদের সে সঙ্গী হিসাবে পেয়েছে তারা কি তাকে ঐ লোকটার আক্রমণ থেকে বা ভীতি-প্রদর্শনের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে? কোন্ ভয়ংকর উদ্দেশ্য, কী গভীর ষড়যন্ত্র আছে এই দীর্ঘ অনুসরণের পশ্চাতে? সেই সমস্যার আমাকে সমাধান করতে হবে।

কত দ্রুত ও নিশ্চিত গতিতে আমি প্রকৃত ব্যাপারের একেবারে গোড়ায় এসে পৌঁচেছি সেকথা জানিয়ে হোমসকে চিঠি লিখেছি। তার জবাবে সে তার পাঠিয়ে জানতে চেয়েছে ডাঃ শ্লেসিঙ্গারের বাঁ কানের বিবরণ। হোমসের ঠাট্টাগুলি বড়ই অদ্ভুত, অনেক সময় আপত্তিকরও বটে; তাই তার এই অসময়োচিত ঠাট্টায় আমি কান দেই নি—বস্তুত, তার তারবার্তা আসবার আগেই আমি দাসী মারির খোঁজে মঁতপেলিয়ের পৌঁছে গিয়েছিলাম।

প্রাক্তন দাসীকে খুঁজে বের করে তার যা বলবার ছিল তা জেনে নিতে আমার কোন কষ্টই হল না। কর্ত্রীর প্রতি সে অনুরাগিণী; যেহেতু সে বুঝেছিল যে এখন তার কর্ত্রী ভাল লোকের আশ্রয় পেয়েছে এবং যেহেতু তার আসন্ন বিয়ের পরে চাকরি তাকে ছাড়তেই হবে, তাই সে তার কর্ত্রীকে ছেড়ে এসেছিল। অবশ্য অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে সে স্বীকার করেছে যে, ব্যাডেনে থাকার সময় কর্ত্রী তার প্রতি ব্যবহারে খিটখিটে মেজাজের পরিচয় দিয়েছে; এমন কি একবার এমন প্রশ্নও করেছে যেন তার সততায় কর্ত্রী সন্দিহান হয়ে উঠেছে, আর সেই জন্যই তার পক্ষে চাকরি ছেড়ে আসা অনেকটা সহজ হয়েছে। বিয়ের যৌতুক হিসাবে লেডি ফ্রান্সেস তাকে পঞ্চাশ পাউণ্ড দিয়েছে। যে আগন্তুকটি তার কর্ত্রীকে লসানে থেকে বিতাড়িত করেছে, আমার মতই সেও তাকে গভীর সন্দেহের চোখেই দেখে। সে নিজের চোখে দেখেছে, হ্রদের ধারে প্রকাশ্য পথের উপর সেই লোকটা জোর করে তার কর্ত্রীর কব্জি চেপে ধরেছিল। লোকটা যেমন হিংস্র, তেমনি ভয়ংকর। তার বিশ্বাস, ঐ লোকটার ভয়েই লেডি ফ্রান্সেস শ্লেসিঙ্গারদের আশ্রয় নিয়ে লণ্ডন চলে গেছে। লোকটার সম্পর্কে সে মারিকে কিছুই বলে নি, কিন্তু ছোটখাটো অনেক ঘটনা থেকে দাসীটির দৃঢ় ধারণা হয়েছে যে, তার কর্ত্রী সব সময় কেমন যেন ভয়ে ভয়ে থাকত। আপন মনেই সে কথাগুলি বলে যাচ্ছিল। হঠাৎ সে চেয়ার থেকে লাফ দিয়ে উঠল; তার মুখ বিস্ময়ে ও আতংকে বিকৃত হয়ে গেল। চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'ঐ দেখুন! বদমাশটা এখনও পিছনে লেগে আছে! যার কথা বললাম ঐ সেই লোকটা।'

বসবার ঘরের খোলা জানালা দিয়ে দেখলাম, মস্ত বড় মজবুত চেহারার একটি চকচকে দাড়িওয়ালা লোক রাস্তার মাঝখান দিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে চলেছে আর আগ্রহ সহকারে বাড়ির নম্বরগুলি দেখছে। স্পষ্ট বোঝা গেল, আমার মত সেও দাসীটিকেই খুঁজছে। মুহূর্তের উত্তেজনায় আমি ছুটে বেরিয়ে গিয়ে তার মুখোমুখি দাঁড়ালাম।

বললাম, 'আপনি একজন ইংরেজ।'

পাপিষ্ঠের মত গর্জে উঠে সে বলল, 'যদি হই তাতে কি?'

'আপনার নামটি জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?'

দৃঢ় কণ্ঠে সে বলল, 'না, পারেন না।'

অদ্ভুত পরিস্থিতি। তবু সোজা পথই সেরা পথ।

প্রশ্ন করলাম, 'লেডি ফ্রান্সেস কারফাক্স কোথায়?'

সবিস্ময়ে সে আমার দিকে তাকাল।

'তাকে নিয়ে আপনি কি করেছেন? কেন তার পিছু নিয়েছেন? আমি জবাব চাই!'

লোকটি ক্রোধে গর্জে উঠে বাঘের মত আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। অনেক সংঘর্ষে আমি জয়লাভ করেছি, কিন্তু এ লোকটার হাতের মুঠি লোহার মত শক্ত, তার ক্রোধ শয়তানের মত তীব্র। সে আমার গলা চেপে ধরল। আমার বাহ্যজ্ঞান লোপ পেতে বসল। এমন সময় নীল কুর্তা পরা একটি ফরাসী মজুর একটা মুগুর হাতে নিয়ে উল্টো দিক থেকে রেস্তোরাঁ থেকে ছুটে বেরিয়ে এল এবং আক্রমণকারীর বাহুতে এমন জোরে আঘাত করল যে সে আমার গলা ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। নতুন করে আবার আক্রমণ করবে কি না বুঝতে না পেরে রাগে জ্বলতে জ্বলতে সে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল। তারপর রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে আমাকে ছেড়ে দিয়ে যে বাড়ি থেকে এইমাত্র আমি বেরিয়ে এসেছিলাম সেই বাড়িতে ঢুকে গেল। রাস্তার উপর দাঁড়ানো আমার রক্ষাকর্তাকে ধন্যবাদ জানাবার জন্য আমি মুখ ফেরালাম।

সে বলে উঠল, 'দেখ ওয়াটসন, সমস্ত ব্যাপারটাই তুমি গোলমাল পাকিয়ে তুলেছ! তাই আমি মনে করি, আজ রাতের এক্সপ্রেসেই তুমি আমার সঙ্গে লণ্ডনে ফিরে চল।'

এক ঘণ্টা পরে শার্লক হোমস তার স্বাভাবিক পোশাকে ও ভঙ্গীতে হোটেলে আমার ঘরে বসেছিল। ঠিক প্রয়োজনীয় মুহূর্তে তার আকস্মিক আবির্ভাবের যে ব্যাখ্যা সে দিল সেটা খুবই সরল। যখন সে বুঝতে পারল যে তার পক্ষে লণ্ডন ত্যাগ করা সম্ভব তখনই সে স্থির করল আমার পথ-যাত্রার পরবর্তী কেন্দ্রেই সে আমার সঙ্গে মিলিত হবে। মজুরের ছদ্মবেশে সে আমার আগমনের অপেক্ষাতেই একটা রেস্তোরাঁয় বসে ছিল।

সে বলল, 'প্রিয় ওয়াটসন, একটা অদ্ভুত তদন্তকার্য তুমি চালিয়েছ। এই মুহূর্তে এমন একটি ভুলের কথাও আমি মনে করতে পারছি না যা তুমি কর নি। তুমি যা করেছ তার মোদ্দা ফল এই দাঁড়িয়েছে যে সংশ্লিষ্ট সকলকেই তুমি সতর্ক করে দিয়েছ, অথচ কিছুই করতে পার নি।'

আমি তিক্তকণ্ঠে জবাব দিলাম, 'হয়তো তুমিও এর চাইতে ভাল কিছু করতে পারতে না।'

'এ বিষয়ে 'হয় তো' কিছু নেই। ভাল কিছু আমি করে ফেলেছি। এই হোটেলেই তোমার সহ-আবাসিক রয়েছেন মাননীয় ফিলিপ গ্রীন; তাকে নিয়েই অধিকতর সার্থক তদন্তের সূত্রপাত হতে পারে।'

থালায় করে একটা কার্ড এল এবং তারপরেই ঘরে ঢুকল সেই দাড়িওয়ালা বদমাশ যে আমাকে পথের উপর আক্রমণ করেছিল। আমাকে দেখেই সে চমকে উঠল।

জিজ্ঞাসা করল, 'এটা কি হল মিঃ হোমস? আপনার চিরকুট পেয়েই আমি এসেছি। কিন্তু এ ব্যাপারে এ লোকটার কি করবার থাকতে পারে?'

'ইনি আমার পুরনো বন্ধু ও সহকর্মী ডাঃ ওয়াটসন; তিনিও এ ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করছেন।'

মুখে ক্ষমা চাইতে চাইতে অপরিচিত লোকটি তার মস্ত বড় রোদে-পোড়া হাতটা বাড়িয়ে দিল।

'আশাকরি আপনার খুব লাগে নি। আমি মহিলাটিকে আঘাত করেছি, আপনার এই অভিযোগ শুনে আমি নিজেকে ঠিক রাখতে পারি নি। সত্যি, আজকাল আর ঠিক মত চলতে পারি না। আমার স্নায়ুতন্ত্রীগুলি যেন বৈদ্যুতিক তারের মত হয়ে গেছে। কিন্তু এ অবস্থা আমার আয়ত্তের বাইরে। মিঃ হোমস, প্রথমেই আমি জানতে চাই, আমি যে বেঁচে আছি সে খবর আপনি কোথায় পেলেন?

'লেডি ফ্রান্সেসের শিক্ষয়িত্রী মিস ডব্‌নির সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে।'

'টুপি-মাথায় বৃদ্ধা সুসান ডব্‌নি! তার কথা আমার ভালই মনে আছে।'

'তিনিও আপনাকে মনে রেখেছেন। সে অনেকদিন আগেকার কথা—তখনও আপনি দক্ষিণ আফ্রিকায় যান নি।'

'আচ্ছা, দেখছি আমার সব কথাই আপনি জানেন। আপনার কাজে কিছু লুকিয়ে লাভ নেই। মিঃ হোমস, শপথ করে বলছি, ফ্রান্সেসের প্রতি আমার যে প্রাণঢালা ভালবাসা ছিল তেমন ভাবে জগতের কোন পুরুষ কোন দিন কোন নারীকে ভালবাসে নি। আমি জানি, তখন আমি ছিলাম একটি বাউণ্ডুলে যুবক—অবশ্য আমার দলের অন্য কারও চাইতে যে খুব খারাপ ছিলাম তা নয়। কিন্তু তার মন ছিল তুষারের মত সাদা। রুক্ষতার ছায়া পর্যন্ত সে সইতে পারত না। কাজেই আমার কাজ-কারবারের কথা যখন সে জানল, তখন থেকে আমার সঙ্গে কথাই বন্ধ করে দিল। তবু সে কিন্তু আমাকে ভালবাসত—আর সেটাই আশ্চর্য!—আর এত ভালবাসত যে কেবলমাত্র আমার জন্যই সে আজও কুমারী থেকে সন্ন্যাসিনীর জীবন যাপন করে চলেছে। তারপর অনেক দিন পার হয়ে গেল। বারবার্টন-এ আমি অনেক টাকা করলাম। তখন মনে হল, এবার তাকে খুঁজে বের করে তার মনটাকে নরম করতে পারব। আমি শুনেছিলাম, সে তখনও অবিবাহিতাই আছে। লসানে-তে তাকে খুঁজে পেলাম। সাধ্যমত চেষ্টাও করলাম। মনে হল, সে একটু নরম হয়েছে; কিন্তু তার ইচ্ছাশক্তি ছিল প্রচণ্ড; তাই আবার যখন দেখা করতে গেলাম সে তখন শহর ছেড়ে চলে গেছে। তাকে খুঁজতে ব্যাডেনে এসে শুনলাম, তার দাসীটি এখানে থাকে। আমি

একটি অভদ্র মানুষ, সবে অভদ্র জীবন থেকে বেরিয়ে এসেছি, তাই ডাঃ ওয়াটসনের কথা শুনে মাথা ঠিক রাখতে পারি নি। ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে বলুন লেডি ফ্রান্সেসের কি হয়েছে?'

অদ্ভুত গম্ভীরভাবে শার্লক বলল, 'সেটাই আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। মিঃ গ্রীন, আপনার লণ্ডনের ঠিকানাটা কি?'

'ল্যাংহাম হোটেলে আমাকে পাবেন।'

'তাহলে আমার পরামর্শ শুনুন, সেখানেই ফিরে যান এবং হাতের কাছেই থাকুন যাতে দরকার হলেই আপনাকে পেতে পারি। আপনাকে মিথ্যা আশা দিতে চাই না, তবে এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে লেডি ফ্রান্সেসের নিরাপত্তার জন্য যা কিছু করা সম্ভব সবই করা হবে। এই মুহূর্তে এর বেশী কিছু বলতে পারছি না। এই কার্ড আপনাকে দিচ্ছি; আপনি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন। তারপর ওয়াটসন, তুমি যদি জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে রাজি থাক তাহলে মিসেস হাডসনকে তার করে দেই, তিনি যেন কাল সাতটা-ত্রিশে দুটি ক্ষুধার্ত পথিকের জন্য যথাসাধ্য সুব্যবস্থা করে রাখেন।'

বেকার স্ট্রীটে পৌঁছেই আমরা একটা তার পেলাম। একটা আগ্রহসূচক শব্দ করে হোমস তারটা পড়েই আমার দিকে ছুঁড়ে দিল। তারবার্তায় লেখা—'খাঁজ-কাটা ও ছেড়া'; পাঠানো হয়েছে ব্যাডেন থেকে।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'এটা কি?'

হোমস জবাব দিল, 'এটাই সব। তোমার হয় তো মনে আছে, এই যাজক ভদ্রলোকের বাঁ কান সম্পর্কে একটা আপাত-অবান্তর প্রশ্ন আমি করেছিলাম। তুমি কোন জবাবই দাও নি।'

'তখন আমি ব্যাডেন ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম, তাই খোঁজ নিতে পারি নি!'

'ঠিক তাই। সেই জন্যই আমি 'এংলিশার হফ',-এর ম্যানেজারকে দ্বিতীয় তার পাঠিয়েছিলাম, এটা তারই জবাব।'

'এতে কি বোঝা যাচ্ছে?'

'প্রিয় ওয়াটসন, এতে বোঝা যাচ্ছে যে, একটি বিরল তীক্ষ্ণধীসম্পন্ন বিপজ্জনক লোকের সঙ্গে আমাদের মুলাকাত করতে হচ্ছে। দক্ষিণ আমেরিকা থেকে আগত প্রচারক মাননীয় ডাঃ শ্লেসিঙ্গার আসলে হোলি পিটার্স। অস্ট্রেলিয়ায় যে ক'জন দুর্নীতিপরায়ণ দুর্বৃত্ত লোক জন্ম-গ্রহণ করেছে সেও তাদেরই একজন—আর অস্ট্রেলিয়ার মত একটি নতুন দেশের পক্ষে এ ধরনের সুদক্ষ শয়তান সেখানে বেশ কয়েকটি পয়দা হয়েছে। নিঃসঙ্গ মহিলাদের ধর্ম-প্রবণতার সুযোগ নিয়ে তাদের ভুলিয়ে দলে টানাই তার বৈশিষ্ট্য, আর তার তথাকথিত স্ত্রী ফ্লেজার-নাম্নী ইংরেজ মহিলাটি এ কাজে তার উপযুক্ত সঙ্গিনী। তার ক্রিয়া-কৌশলের কথা শুনেই তার কথা আমার মনে পড়ে যায়, এবং তার দৈহিক বৈশিষ্ট্য—'৮৯-তে এডেলেড-এ একটা দ্বৈত-যুদ্ধে তাকে ভীষণভাবে কামড়ে দেওয়া হয়েছিল—সে সন্দেহকে ঘনীভূত করে। ওয়াটসন, ভাগ্যহীনা মহিলাটি এখন যে নারকীয় সঙ্গী-যুগলের হাতে পড়েছে তাদের অসাধ্য কিছুই নেই। যতদূর মনে হয় সে মারাই গেছে। তা না হলে তাকে এমনভাবে আটক করে রাখা হয়েছে যাতে সে মিস ডব্‌নি বা অপর কোন বন্ধুর কাছে চিঠি পর্যন্ত লিখতে পারছে না। সম্ভবত সে আদৌ লণ্ডনে পৌঁছয় নি, অথবা লণ্ডন পেরিয়ে চলে গেছে; প্রথম ধারণাটি ঠিক হতে পারে না, কারণ নাম-রেজেস্ট্রি করার যে রীতি প্রচলিত আছে তাতে কোন বিদেশীর পক্ষে কণ্টিনেণ্টাল পুলিশকে ফাঁকি দেওয়া সহজ ব্যাপার নয়; আবার দ্বিতীয় ধারণাটাও সম্ভবপর নয় কারণ এই শয়তানদের পক্ষে একটা মানুষকে লুকিয়ে রাখার মত আর কোন ভাল জায়গা খুঁজে পাওয়াও শক্ত। আমার মন বলছে, মহিলাটি লণ্ডনেই আছে; কিন্তু কোথায় আছে সেটা বলবার মত কোন কিছু যখন আপাতত আমাদের হাতে নেই, তখন আমাদের সামনে একটিমাত্র পথই খোলা আছে,—দিনের খাবারটি খেয়ে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে থাকা। পরে সন্ধ্যার দিকে একটু বেড়াতে বের হব এবং স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে বন্ধু লেস্ট্রেড-এর সঙ্গে একটু কথা বলব।'

কিন্তু সরকারী পুলিশ অথবা হোমসের নিজস্ব সুদক্ষ ক্ষুদে সংগঠন, কেউই রহস্যের কিনারা করতে পারল না। লণ্ডনের লক্ষ লক্ষ জনতার ভিড়ে আমাদের বাঞ্ছিত তিনটি মানুষ এমনভাবে নিঃশেষে মুছে গেল যেন কোনদিন তাদের কোন অস্তিত্বই ছিল না। বিজ্ঞাপন দেওয়া হল, কোন ফল হল না। নানা সূত্র ধরে সন্ধান করা হল, ফল সেই একই। যে সব পাপের আড্ডায় শ্লেসিঙ্গারের যাতায়াত থাকা সম্ভব, বৃথাই সেগুলির উপর নজর রাখা হল। তার পুরনো স্যাঙাতদের উপরেও সতর্ক দৃষ্টি রাখা হল, সেখানেও তার পাত্তা পাওয়া গেল না। এইভাবে এক সপ্তাহব্যাপী অসহায় উদ্বেগের পরে হঠাৎ একটা আলোর ঝলকানি দেখা দিল। প্রাচীন স্পেনীয় ধরনের একটি চমৎকার রূপোর লকেট ওয়েস্টমিনস্টার রোডের বেডিংটন-এ বন্ধক রাখা হয়েছিল। বন্ধকদাতা একজন দীর্ঘদেহ পরিষ্কার-কামানো যাজকের মত চেহারার লোক। তার নাম ও ঠিকানা যা দেওয়া হয়েছিল সেটা নিঃসন্দেহে মিথ্যা। কানের ব্যাপারটা কারও চোখে পড়ে নি

বিবরণ যা পাওয়া গেছে সেটা নির্ঘাৎ ব্লেসিঙ্গারের।

আমাদের দাড়িওয়ালা বন্ধুটি তিন-তিনবার ল্যাংহাম থেকে খবর জানতে এসেছে—শেষ বার এসেছে এই নতুন খবর জানবার এক ঘণ্টার মধ্যে। তার গায়ের জামা ক্রমেই ঢিলে হয়ে আসছে। উৎকণ্ঠায় সে যেন শুকিয়ে যাচ্ছে। বার বার তার একই আর্তনাদ, 'আমাকে যদি কিছু কাজ আপনি দিতেন।' অবশেষে হোমস তাকে কাজ দিল।

'সে মণি-মুক্তো বন্ধক দিতে শুরু করেছে। এইবার তাকে ধরতে চাই।'

'কিন্তু তার অর্থ কি এই যে লেডি ফ্রান্সেসের কোন বিপদ ঘটেছে?'

হোমস গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়ল।

'যদি ধরে নেওয়া যায় যে এখনও পর্যন্ত তারা তাকে আটক করে রেখেছে তাহলেও এটা তো পরিষ্কার যে তাকে ছেড়ে দেওয়া মানেই তাদের সর্বনাশ। কাজেই চূড়ান্ত ক্ষতির জন্যই আমাদের তৈরী থাকতে হবে।'

'আমি কি করতে পারি?'

'ওরা আপনাকে দেখে চিনতে পারবে না তো?'

'না।'

'হয়তো ভবিষ্যতে সে অন্য কোন বন্ধকী কারবারওয়ালার কাছে যাবে। সেক্ষেত্রে আমাদেরও নতুন করে কাজ শুরু করতে হবে। অপরপক্ষে, যেহেতু সে ভাল দামই পাচ্ছে, এবং এ নিয়ে কেউ কোন প্রশ্নও তোলে নি, তখন টাকার দরকার হলে সে হয় তো বেডিংটন-এর কাছেই যাবে। তাদের বরাবরে একটা চিঠি আমি আপনাকে লিখে দেব, তাহলেই তারা আপনাকে দোকানে অপেক্ষা করতে দেবে। লোকটি যদি আসে তাহলে বাড়ি পর্যন্ত তার পিছু নেবেন। কিন্তু কোনরকম অবিবেচনার কাজ করবেন না, আক্রমণ তো নয়ই। আপনার সম্মানের দোহাই দিয়ে বলছি, আমাকে না জানিয়ে এবং আমার সম্মতি না নিয়ে আপনি এক পা-ও এগোবেন না।'

দু'দিনের মধ্যে মাননীয় ফিলীপ গ্রীন-এর (এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ঐ নামের যে নৌ-সেনাধ্যক্ষ ক্রিমিয়ার যুদ্ধে আরব সাগরীয় নৌ-বহরের সেনাপতি ছিল সে তারই পুত্র) কোন সংবাদই ছিল না। তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় সে ছুটতে ছুটতে এসে আমাদের বসবার ঘরে ঢুকল। বিবর্ণ মুখ, শক্ত দেহটার প্রতিটি মাংসপেশী উত্তেজনায় থর্‌থর্‌ করে কাঁপছে।

সে চেঁচিয়ে বলল, 'তাকে পেয়েছি! তাকে পেয়েছি!'

উত্তেজনায় সে যেন দিশেহারা হয়ে পড়েছে। অল্প কথায় তাকে শান্ত করে হোমস জোর করে তাকে হাতল-চেয়ারে বসিয়ে দিল।

তারপর বলল, 'এইবার ঘটনাগুলি পর পর বলে যান।'

'মাত্র একঘণ্টা আগে সে এসেছে। এবার এসেছে তার স্ত্রী। কিন্তু যে লকেটটি সে এনেছিল সেটি আগের লকেটেরই জোড়া। স্ত্রীলোকটি লম্বা, ফ্যাঁকাসে, চোখ দুটো বেঁজির মত।'

'সেই ইংরেজ মহিলা', হোমস বলল।

'সে আপিস থেকে বেরতেই আমি তার পিছু নিলাম। সে কেনিংটন রোড ধরে হাঁটতে লাগল, আমিও ঠিক তার পিছনে লেগে রইলাম। এখন সে একটা দোকানে ঢুকছে। মিঃ হোমস, সেটা একটা মুদীফরাসের দোকান।'

আমার সঙ্গী চমকে উঠল। জিজ্ঞাসা করল, 'তারপর?' তার কম্পিত কণ্ঠস্বরে ঠাণ্ডা, ধূসর মুখের অন্তরালবর্তী অগ্নিগর্ভ মনটা যেন স্পষ্ট ফুটে উঠল।

'কাউণ্টারের ও-পাশের স্ত্রীলোকটির সঙ্গে সে কথা বলছিল। আমিও সেখানে ঢুকে পড়লাম। "দেরী হয়ে গেছে"—এই কথাগুলি বা এইরকমই কথা তাকে বলতে শুনলাম। স্ত্রীলোকটি নানান অজুহাত দেখাতে লাগল। বলল "আরও আগেই পাঠানো উচিত ছিল। সাধারণ ব্যাপার নয় বলেই বেশী সময় লেগেছে।" 'দু'জনই থেমে গিয়ে আমার দিকে তাকাল। আমিও কয়েকটা প্রশ্ন করে দোকান থেকে বেরিয়ে এলাম।'

'চমৎকার কাজ করেছ। তারপর কি হল?'

'স্ত্রীলোকটি বেরিয়ে এল, কিন্তু ততক্ষণে আমি একটা দরজার পাশে লুকিয়ে পড়েছি। মনে হল, তার মনে সন্দেহ জেগেছিল, কারণ সে চারদিকে তাকাতে লাগল। তারপর একটা গাড়ি ডেকে উঠে পড়ল। ভাগ্যক্রমে আমিও একটা গাড়ি পেয়ে গেলাম এবং তার পিছনে ছুটলাম। শেষ পর্যন্ত ব্রিক্সটন-এর ৩৬নং পোল্ট্রনি স্কোয়ারে সে নেমে গেল। আমিও তাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেলাম এবং স্কোয়ারের কোণে গাড়িটা ছেড়ে দিয়ে বাড়িটার উপর নজর রাখলাম।'

'কাউকে দেখতে পেলে কি?'

'নীচতলার একটি ছাড়া আর সব জানালাই অন্ধকার ছিল। খড়খড়িও নামানো ছিল, কাজেই ভিতরে দৃষ্টি গেল না। সেখানে দাঁড়িয়ে অতঃপর কি করা যায় এই কথা ভাবছিলাম এমন সময় দুটো লোক সমেত একটা ঢাকা গাড়ি সেখানে হাজির হল। তারা গাড়ি থেকে নামল, গাড়ির ভিতর থেকে কি যেন বের করল, এবং সেটাকে বয়ে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে হল-এর দরজায় পৌঁছল। মিঃ হোমস, সেটা একটা শবাধার।'

'অ্যাঁ!'

'সেই মুহূর্তে ছুটে যাচ্ছিলাম আর কি। লোকগুলি যাতে তাদের বোঝা সমেত ভিতরে ঢুকতে পারে সেজন্য

দরজাটা খোলা হল। স্ত্রীলোকটিই দরজা খুলে দিল। কিন্তু সেই সময় তার দৃষ্টি আমার উপর পড়ল। মনে হল, সে আমাকে চিনতে পেরেছে। তাড়াতাড়ি সে দরজাটা বন্ধ করে দিল। আপনার কাছে যে কথা দিয়েছিলাম সেটা মনে পড়ে গেল। তাই এখানে ফিরে এলাম।'

আধ-তা' কাগজে তাড়াতাড়ি কি যেন লিখতে হোমস বলল, 'আপনি চমৎকার কাজ করেছেন। পরোয়ানা ছাড়া আইনসঙ্গতভাবে আমরা কিছুই করতে পারি না। এই চিরকুটটি কর্তৃপক্ষের কাছে নিয়ে গিয়ে একটা পরোয়ানা যদি নিয়ে আসেন তাহলেই আপনি আমাদের সবচাইতে বেশী সাহায্য করতে পারেন। কিছু অসুবিধা থাকতে পারে, তবে আমার মনে হয় অলংকারাদি বিক্রিই যথেষ্ট। বাকিটা লেস্ট্রেড বুঝবে।'

'কিন্তু ইতিমধ্যেই তারা তো তাকে খুন করে ফেলতে পারে। শবাধারের অর্থ কি, আর সে ছাড়া আর কার জন্যই বা সেটা নিয়ে যাবে?'

'যা কিছু করা সম্ভব সবই আমরা করব মিঃ গ্রীন। একটা মুহূর্তও নষ্ট করা হবে না। আমাদের হাতেই সব ছেড়ে দিন।' আমাদের মক্কেল চলে যেতেই সে আরও বলল, 'দেখ ওয়াটসন, সরকারী শক্তিকে সেই সক্রিয় করে তুলবে। আমরা তো যথারীতি বেসরকারী লোক, আমাদের নিজস্ব পথেই আমাদেরও কাজে নামতে হবে। অবস্থা এতই ঘোরালো হয়ে উঠেছে যে কোনরকম কঠোর ব্যবস্থাই অযৌক্তিক হবে না। পোল্ট্‌নি স্কোয়ারে যেতে আর একটি মুহূর্তও দেরী করা উচিত নয়।'

পার্লামেন্ট হাউসের পাশ দিয়ে ওয়েস্টমিন্‌স্টার সেতু পেরিয়ে দ্রুত যেতে যেতে হোমস বলতে লাগল, 'সমগ্র পরিস্থিতিটা একবার পর্যালোচনা করে দেখা যাক। এই শয়তানের দল দুঃখী মহিলাটিকে ভুলিয়ে লণ্ডনে নিয়ে এসেছে, আর তার আগে বিশ্বস্ত দাসীটিকে তার প্রতি বিরূপ করে তার কাছ থেকে সরিয়ে দিয়েছে। সে যদি কোন চিঠি লিখেও থাকে সেগুলি হস্তগত করেছে। কোন সহযোগীর মারফৎ একটা সুসজ্জিত বাসার ব্যবস্থা করেছে। সে বাড়িতে ঢোকামাত্রই তাকে বন্দী করেছে এবং যে অলংকারপত্র গোড়া থেকেই তাদের লক্ষ্য ছিল সেগুলি হাতিয়ে নিয়েছে। ইতিমধ্যেই তার কিছু কিছু বিক্রী করতেও শুরু করেছে, এবং যেহেতু মহিলাটির দিকে নজর দেবার কেউ নেই তাই ঐ পথটাই তাদের কাছে নিরাপদ মনে হয়েছে। অবশ্য মুক্তি পেলেই সে তাদের পিছনে লাগবে। কাজেই তাকে মুক্তি দেওয়া হবেই না। কিন্তু চিরদিন তারা তাকে তালাচাবি দিয়ে আটকে রাখতে পারবে না। সুতরাং খুনই তাদের কাছে একমাত্র সমাধান।'

'সেটা তো স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে।'

'এবার আর একটা দিক থেকে ভাবা যাক। দেখ ওয়াটসন, দুটো আলাদা পথে চিন্তা করলে কতকগুলি পয়েন্টে মিল খুঁজে পাওয়া যায়, আর সেটাই আমাদের সত্যের কাছাকাছি নিয়ে যায়। মহিলাটি থেকে শুরু না করে এবার আমরা শবাধার থেকে শুরু করে পিছন দিকে চলতে থাকব। আমার তো আশংকা হয়, ঐ ঘটনাটি নিঃসন্দেহে মহিলাটির মৃত্যুই প্রমাণ করে। তার থেকেই পাওয়া যাচ্ছে ডাক্তারি সার্টিফিকেট ও সরকারী অনুমোদনসহ প্রথাগত কবর দেওয়ার ব্যবস্থা। মহিলাটিকে যদি খুন করা হত তাহলে তারা নিশ্চয়ই পিছনের বাগানের কোন গর্তের মধ্যে তাকে কবর দিয়ে ফেলত। কিন্তু এক্ষেত্রে সব কিছুই প্রকাশ্যে নিয়ম-মাফিক করা হচ্ছে। তার অর্থ কি? নিশ্চয়ই এমন কোনভাবে তারা তার মৃত্যু ঘটিয়েছে যাতে ডাক্তারকেও ধোঁকা দেওয়া সম্ভব হয়েছে এবং মৃত্যুটা স্বাভাবিক বলেই মনে হয়েছে—হয় তো বা বিষ খাওয়ানো হয়েছে। অথচ একজন সহযোগী ছাড়া অন্য কোন ডাক্তারকে তারা মহিলাটির কাছে যেতে দিয়েছে এইটেই তো আশ্চর্য; আবার একজন ডাক্তার তাদের সহযোগী হবে সেটাও তো বিশ্বাসযোগ্য নয়।'

'তাহলে কি ডাক্তারি সার্টিফিকেট তারা জাল করেছে?'

'সেটা বিপজ্জনক ওয়াটসন, খুবই বিপজ্জনক! না, সে কাজ তারা করবে না। কোচয়ান, গাড়ি থামাও। এটাই মুদীফরাসের দোকান, কারণ বন্ধকী কারবারীর দোকানটা এইমাত্র পার হয়েছি। ওয়াটসন, তুমি কি ভিতরে যাবে? তোমার চেহারা দেখলেই লোকে বিশ্বাস করে। জেনে এস, আগামীকাল ক'টার সময় পোল্ট্‌নি স্কোয়ারে সৎকার হবে।'

দোকানের স্ত্রীলোকটি নির্দ্বিধায় আমাকে জানাল, কাজটা সকাল আটটায় হবার কথা।

'বুঝতেই পারছ ওয়াটসন, এর মধ্যে কোন রহস্যের ব্যাপার নেই; সবই সন্দেহের অতীত! যে রকমেই হোক আইনগত দিকগুলি যে সবই মেনে চলা হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই; তাই তারা ধরেই নিয়েছে তাদের ভয়ের কিছু নেই। দেখ, সরাসরি আক্রমণ চালানো ছাড়া আর কিছুই করবার নেই। আমরা সশস্ত্র তো?'

'আমার লাঠি আছে!'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমরা যথেষ্ট শক্তিশালী। "ন্যায়ের জন্য যে সংগ্রাম করে সে তিন অস্ত্রে সজ্জিত।" পুলিশ আসা পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করতে পারি না, বা আইনের বাধা-গণ্ডীর মধ্যেও থাকতে পারি না। কোচয়ান, তুমি গাড়ি নিয়ে চলে যাও। ওয়াটসন, অতীতে অনেকবার যা করেছি, এবারেও আমরা সেইরকম একসঙ্গে ভাগ্য-পরীক্ষায় নামব।'

পোল্টনি স্কোয়ারের মাঝখানের বড় কালো বাড়িটার দরজার ঘণ্টাটা সে সশব্দে বাজিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল এবং স্বল্পালোকিত হল-এর পশ্চাৎপটে একটি লম্বা স্ত্রীলোকের দেহ আঁকা পড়ল।

অন্ধকারেই আমাদের দিকে তাকিয়ে সে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'আপনারা কি চান?'

হোমস বলল, 'আমি ডাঃ গ্লেসিঙ্গারের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'ও নামের কোন লোক এখানে থাকে না', জবাব দিয়েই সে দরজাটা বন্ধ করতে চেষ্টা করল, কিন্তু হোমস পা দিয়ে দরজাটা আটকে রেখেছিল।

সে কঠোর গলায় বলল, 'নাম যাই হোক, যে-লোক এখানে থাকে আমি তার সঙ্গেই দেখা করতে চাই।'

স্ত্রীলোকটি ইতস্তত করল। তারপর দরজাটা খুলে দিল। বলল, 'ঠিক আছে, ভিতরে আসুন। আমার স্বামী এ জগতে কারও মুখোমুখি দাঁড়াতে ভয় পায় না।' দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে সে আমাদের নিয়ে হল-এর ডান দিককার বসবার ঘরে ঢুকল এবং সেখান থেকে যাবার আগে গ্যাসটা বাড়িয়ে দিয়ে গেল। বলে গেল, 'এক মুহূর্তের মধ্যেই মিঃ পিটার্স এখানে আসবেন।'

তার কথাগুলি অক্ষরে-অক্ষরেই সত্য হল; কারণ যে ঘরটায় আমরা ঢুকেছি তার ধূলো-ভরা পোকায়-কাটা চেহারাটা ভাল করে দেখবার আগেই দরজা খুলে গেল এবং পরিষ্কার কামানো মুখ ও টাক মাথাওয়ালা একটি বড়সড় চেহারার মানুষ ধীর পায়ে ঘরে ঢুকল। তার মুখটাও বেশ বড় ও লাল, গাল দুটি ঝুলে পড়েছে, আর একটা কৃত্রিম উদারতার ছাপ তার নির্মম দুরাচারী মুখের দ্বারা ঢাকা পড়ে গেছে।

সহজ, সরল গলায় সে বলল, 'ভদ্রমহোদয়গণ, নিশ্চয় আপনারা ভুল করেছেন। মনে হচ্ছে কেউ আপনাদের ভুল পথ দেখিয়েছে। সম্ভবত রাস্তা দিয়ে আরও এগিয়ে গেলে—'

আমার বন্ধু দৃঢ় কণ্ঠে বলল, 'যথেষ্ট হয়েছে, নষ্ট করবার মত সময় আমাদের হাতে নেই। আপনি এডেলেড-এ হেনরি পিটার্স, ব্যাডেন ও দক্ষিণ আমেরিকার প্রাক্তন মাননীয় ডাঃ গ্লেসিঙ্গার। আমার নিজের শার্লক হোমস নাম সম্পর্কে আমি যতটা নিশ্চিত এ ব্যাপারেও ঠিক ততটা নিশ্চিত।'

পিটার্স, এখন থেকে এই নামেই তাকে ডাকব, চমকে উঠে তার এই অপরাজেয় অনুসরণকারীর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল। ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'মিঃ হোমস, আপনার নাম শুনে ভয় পাবার লোক আমি নই। কোন মানুষের বিবেক যখন পরিচ্ছন্ন থাকে তখন তাকে ভয় দেখানো যায় না। আমার বাড়িতে আপনার কি প্রয়োজন?'

'আমি জানতে চাই, ব্যাডেন থেকে সঙ্গে করে নিয়ে আসার পরে লেডি ফ্রান্সেস কারফাক্সকে নিয়ে আপনি কি করেছেন?'

পিটার্স শান্তভাবে বলল, 'সে মহিলাটি কোথায় আছেন তা যদি আমাকে জানান তাহলে খুশি হব। তার কাছে আমার প্রায় একশ' পাউণ্ডের মত পাওনা আছে, অথচ তার বদলে আমার কাছে তার এমন দুটো বাজে লকেট আছে যা কারবারীরা চোখ মেলে দেখতেও চায় না। ব্যাডেনে তিনি মিসেস পিটার ও আমার সঙ্গে ভাব জমান (যদিও এটা ঠিক যে সেখানে আমি অন্য নামে পরিচয় দিয়েছিলাম), এবং আমরা লণ্ডনে ফিরে আসা পর্যন্ত আমাদের সঙ্গেই ভিড়ে গিয়েছিলেন। তার হোটেলের বিল ও টিকিটের দাম আমিই মিটিয়ে দিয়েছিলাম। লণ্ডনে পৌঁছেই তিনি সরে পড়েন এবং তার কাছে প্রাপ্য টাকার দরুন ঐ সেকেলে অলংকারগুলি রেখে যান। তাকে যদি খুঁজে বের করতে পারেন মিঃ হোমস, তাহলে আমি আপনার কাছে ঋণী হয়ে থাকব।"

শার্লক হোমস বলল, 'তাকে খুঁজে বের করতেই তো আমি চাই। তাকে না পাওয়া পর্যন্ত এই বাড়িটা তন্নতন্ন করে খুঁজব।'

'আপনার কাছে পরোয়ানা আছে?'

হোমস পকেট থেকে রিভলবারের অর্ধেকটা বের করল! 'এর চাইতে ভাল পরোয়ানা না আসা পর্যন্ত এটাতেই কাজ চলবে।'

'আরে, এ যে দেখছি একটা সাধারণ চোর।'

খুশির আমেজে হোমস বলল, 'তা বলতে পারেন। আমার সঙ্গীটিও কিন্তু সাংঘাতিক গুণ্ডা। আর একসঙ্গেই আমরা আপনার বাড়িতে ঢুকব।'

আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী দরজাটা খুললে।

বলল, 'এনি! একজন পুলিশ ডাক তো।' বাইরের দালানে স্কার্টের খস্‌খস্ আওয়াজ শোনা গেল। তারপরই হল-এর দরজা খোলা ও বন্ধ করা হল।

হোমস বলল, 'ওয়াটসন, আমাদের হাতে সময় অল্প। পিটার্স, আমাদের বাধা দিতে চেষ্টা করলে আপনি নির্ঘাৎ আঘাত পাবেন। বাড়িতে যে শবাধারটা এনেছেন সেটা কোথায়?'

'শবাধার দিয়ে আপনি কি করবেন? সেটা ব্যবহার করা হয়েছে। তাতে একটা মৃতদেহ আছে।'

'সেই দেহটা আমি দেখতে চাই।'

'সে অনুমতি আমি দেব না।'

'তাহলে অনুমতি ছাড়াই দেখব।' দ্রুতগতিতে লোকটিকে ধাক্কা দিয়ে একপাশে সরিয়ে হোমস হল-এ ঢুকল। আমাদের ঠিক সামনেই একটা আধ-খোলা দরজা। সেখানে ঢুকলাম। খাবার ঘর। টেবিলের উপর অর্ধা-

লোকিত ঝাড়-বাতির নীচে একটা শবাধার রয়েছে। গ্যাসটা বাড়িয়ে দিয়ে হোমস ঢাকনাটা খুলল। শবাধারের একেবারে নীচে একটি শীর্ণ-বিশীর্ণ দেহ পড়ে আছে। একটি বৃদ্ধার বিশুষ্ক মুখের উপর উপরের আলো ঠিকরে পড়েছে। কোন রকম নিষ্ঠুরতা, অনশন বা রোগের ফলেই এই বিধ্বস্ত দেহটা সুন্দরী লেডি ফ্রান্সেসের দেহ হতে পারে না। হোমসের মুখে একাধারে বিস্ময় ও ত্রস্তি ফুটে উঠল।

সে অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠল, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! এ অন্য কোন লোক।'

পিটার্স ও আমাদের পিছন পিছন ঘরে ঢুকেছিল। সে বলল, 'মিঃ শার্লক হোমস, এই একটিবার আপনি মারাত্মক ভুল করেছেন।'

'এই মৃত স্ত্রীলোকটি কে?'

'দেখুন, যখন জানতেই চাইছেন তখন বলি, এটি আমার স্ত্রী বৃদ্ধা নার্স। নাম রোজ স্পেণ্ডার। ব্রিক্সটন ওয়ার্কহাউস দাতব্য চিকিৎসালয়ে ওকে পেয়েছিলাম। সেখান থেকেই তাকে এখানে সঙ্গে করে নিয়ে আসি, ১৩, ফারব্যাংক ভিলা-র ডাঃ হরসমকে দেখাই—মিঃ হোমস খেয়াল করে ঠিকানাটা টুকে নিন—এবং একজন খৃষ্টানের মতই তার চিকিৎসার যথোচিত ব্যবস্থাও করি। তৃতীয় দিনে সে মারা যায়—সার্টিফিকেটে বলা হয়েছে বার্ধক্যজনিত ক্ষয়—কিন্তু সেটা তো ডাক্তারের কথামাত্র, আর সেটা তো আপনি ভালই জানেন। তার সৎকারের ব্যবস্থার জন্য কেনিংটন রোডের স্টিমসন অ্যাণ্ড কোং-কে বলে দেওয়া হয়েছে; তারা জানিয়েছে, আগামীকাল সকাল আটটায় সৎকার করা হবে। মিঃ হোমস, এর মধ্যে কোন ছিদ্র খুঁজে পেলেন কি? আপনি একটা বোকার মত ভুল করেছেন, আর সেটা আপনি বুঝতেও পেরেছেন। লেডি ফ্রান্সেস কারফাক্সকে দেখবার আশায় ঢাকনাটা সরিয়ে যখন দেখতে পেলেন একটি নব্বই বছরের বৃদ্ধাকে, তখন আপনার মুখে যে রকম হা-করা দৃষ্টি ফুটে উঠেছিল তার একটা ফটো পেলে আমি দাম দিতেও রাজী আছি।'

শত্রু-পক্ষের এই সব বিদ্রূপ শুনেও হোমসের মুখ কিন্তু যথারীতি অবিচল; শুধু তার দুটি মুষ্টিবদ্ধ হাত তার তীব্র বিরক্তিকে প্রকাশ করছিল।

সে বলল, 'আমি আপনার বাড়িটা খুঁজে দেখব।'

বাইরের বারান্দায় একটি নারী-কণ্ঠ এবং ভারী পায়ের শব্দ শোনা গেল। পিটার্স চেঁচিয়ে বলল, 'দেখবেন বুঝি! এখনই আপনাকে দেখাচ্ছি। অফিসারগণ, দয়া করে এদিকে আসুন। এই লোকগুলো জোর করে আমার বাড়িতে ঢুকেছে, আমি কিছুতেই বের করে দিতে পারছি না। তাদের বের করে দিতে আমাকে সাহায্য করুন।'

দরজায় একজন সার্জেন্ট ও একটি কনস্টেবল দাঁড়িয়ে। হোমস তার কার্ডটা বের করে দেখাল।

'এই আমার নাম ও ঠিকানা। ইনি আমার বন্ধু ডাঃ ওয়াটসন।'

সার্জেন্ট বলল, 'ধন্যবাদ স্যার, আপনাকে আমি ভাল করেই চিনি। কিন্তু পরোয়ানা ছাড়া তো আপনি এখানে থাকতে পারেন না।'

'অবশ্যই পারি না। সেটা আমি ভালই জানি।'

'ওকে গ্রেপ্তার করুন!' পিটার্স চেঁচিয়ে বলল।

সার্জেন্ট ভারিক্কীচালে বলল, 'দরকার হলে এই ভদ্রলোকটিকে কোথায় পাওয়া যাবে সেটা আমাদের জানা আছে। কিন্তু মিঃ হোমস, আপনাকে তো যেতে হবে।'

'হ্যাঁ; ওয়াটসন, আমাদের যেতে হবে।'

মিনিটখানেক পরে আবার আমরা পথে নামলাম। হোমস আগের মতই শান্ত কিন্তু রাগে, অপমানে আমার শরীর জ্বলছে। সার্জেন্টটি আমাদের সঙ্গ নিয়েছে।

'আমি দুঃখিত মিঃ হোমস, কিন্তু এটাই আইন।'

'ঠিক বলেছেন সার্জেন্ট; এ ছাড়া অন্য কিছু আপনি করতে পারতেন না।'

'আশা করি, আপনার সেখানে থাকবার বিশেষ কোন কারণ নিশ্চয়ই ছিল। যদি আমার কিছু করবার থাকে—'

'একটি নির্বুদ্ধিতা মহিলাকে আমরা খুঁজছি সার্জেন্ট; আমাদের ধারণা তিনি ঐ বাড়িতেই আছেন। আশা করছি অবিলম্বেই পরোয়ানা পৌঁছে যাবে।'

'তাহলে আমি ঐ দলের উপর নজর রাখছি মিঃ হোমস। যদি কিছু ঘটে, আপনাকে নিশ্চয় জানাব।'

তখন ন'টা বাজে। আবার আমরা পুরোদমে কাজে লেগে গেলাম। প্রথমে গেলাম ব্রিক্সটন ওয়ার্কহাউস দাতব্য চিকিৎসালয়ে। সেখানে জানলাম, সত্যি সত্যি একটি দানশীল দম্পতি কয়েকদিন আগে সেখানে গিয়েছিল এবং একটি অথর্ব বৃদ্ধাকে তাদের প্রাক্তন দাসী বলে দাবী করে তাকে নিয়ে যাবার অনুমতি সংগ্রহ করে। সে যে তারপরেই মারা গেছে এ কথা জেনে তারা কোনরকম বিস্ময় প্রকাশ করে নি।

আমাদের দ্বিতীয় লক্ষ্য ডাক্তার। তাকে যখন বাড়িতে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, বৃদ্ধাটি তখন বার্ধক্যজনিত ক্ষয়ের ফলে মরণোন্মুখ; এমন কি তার সামনেই সে মারা যায় এবং তারপরে যথারীতি সে সার্টিফিকেটে সই করে দেয়। ডাক্তার বলল, 'আমি আপনাকে নিশ্চিত করে বলছি, সব কিছুই স্বাভাবিক ভাবে ঘটেছে; এর মধ্যে চক্রান্তের কোন অবকাশই নেই। বাড়ির মধ্যেও সন্দেহজনক কিছু তার চোখে পড়ে নি; তবে একটা বিষয় উল্লেখ করবার মত যে তাদের মত অবস্থার লোকের বাড়িতে একটিও চাকর ছিল

না। ডাক্তারের কাছ থেকে এর চাইতে বেশী কিছু জানা গেল না।

সকলের শেষে গেলাম স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে। পরোয়ানার ব্যাপারে কিছু পদ্ধতিগত অসুবিধা ছিল। কিছুটা বিলম্ব হওয়া অনিবার্যই ছিল। পরদিন সকালের আগে হয়তো ম্যাজিস্ট্রেটের স্বাক্ষর পাওয়া যাবে না। হোমস যদি ন'টা নাগাদ থানায় যায় তাহলে লেস্ট্রেডকে সঙ্গে নিয়ে নিজেই ব্যবস্থাটা করে নিতে পারবে। এইভাবেই দিন শেষ হল। মাঝরাতের কাছাকাছি সময়ে সার্জেণ্টটি এসে খবর দিল, সেই অন্ধকার বড় বাড়িটার জানালায় এখানে ওখানে আলোর ঝলকানি দেখা গেছে, তবে সে বাড়ি থেকে কেউ বের হয় নি, বা কেউ ঢোকেও নি। ধৈর্য ধরে সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা ভিন্ন আমাদের আর কিছু করার ছিল না।

শার্লক হোমসের মেজাজ এতই খিটখিটে হয়েছিল যে তার সঙ্গে কথা বলাই ভার। অস্থিরতার জন্য সে ঘুমুতেও পারে নি। আমি যখন শুতে যাই তখনও ঘন কালো ভুরু দুটোকে কুঁচকে সে একটানা ধূমপান করে চলেছে; লম্বা, কাঁপা আঙুলগুলি চেয়ারের হাতলের উপর ঠুকছে; আর মনে মনে এই রহস্যের নানা সম্ভাবিত সমাধানের কথা ভাবছে। রাতে অনেকবারই আমি শুনতে পেলাম সে ঘরময় পায়চারি করে বেড়াচ্ছে। শেষ পর্যন্ত সকালে ঘুম থেকে ওঠামাত্রই সে আমার ঘরে ঢুকল। পরনে ড্রেসিং-গাউন; তার ফ্যাকাসে, বসে-যাওয়া চোখ দেখেই বুঝতে পারলাম, সারা রাত সে ঘুমোয় নি।

সাগ্রহে সে জিজ্ঞাসা করল, 'সৎকারটা কখন হবে? আটটা, নয় কি? এখন সাতটা কুড়ি। হায় ভগবান, তিনি আমার মাথায় যেটুকু ঘিলু দিয়েছিলেন তা কোথায় গেল বল তো ওয়াটসন? জলদি কর ভাই, জলদি কর। জীবন-মৃত্যুর ধাক্কা—মৃত্যুর সম্ভাবনা যদি একশ' হয় তো জীবনের সম্ভাবনা এক। আমাদের যদি সত্যি দেরী হয়ে যায়, তাহলে নিজেকে আমি কখনও ক্ষমা করতে পারব না।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আমরা বেকার স্ট্রীট ধরে গাড়ি ছুটিয়ে দিলাম। তবু আমরা যখন "বিগবেন" পার হয়ে গেলাম তখন আটটা বাজতে পঁচিশ মিনিট বাকি, এবং যখন আমরা ব্রিক্সটন রোড দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছি তখন আটটা বাজল। কিন্তু আমাদের মত তাদেরও দেরী হয়েছে। দশ মিনিট পরে পৌঁছে দেখি, শব-শকটটি তখনও বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে আছে এবং মুখময় ফেনা নিয়ে আমাদের ঘোড়াটি যখন থামল তখন তিনটি লোক শবাধারটি কাঁধে নিয়ে দরজায় দেখা দিল। হোমস তীরের মত ছুটে গিয়ে তাদের পথরোধ করে দাঁড়াল।

সকলের সামনের লোকটির বুকের উপর হাত রেখে সে চেঁচিয়ে উঠল, 'এটাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও!' এই মুহূর্তে ফিরিয়ে নিয়ে যাও।'

'এ সব কথার মানে কি? আপনাকে আবার জিজ্ঞাসা করছি, আপনার পরোয়ানা কোথায়?' ক্রুদ্ধ পিটার্স চীৎকার করে বলল। শবাধারের একেবারে পিছনে দাঁড়িয়ে আর বড় লাল মুখটা যেন জ্বলছে।

'পরোয়ানা আসছে। যতক্ষণ সেটা না পৌঁছয় ততক্ষণ শবাধার এই বাড়িতেই থাকবে।'

হোমসের কর্তৃত্বপূর্ণ কণ্ঠস্বর শুনে শব-বাহকরা থমকে দাঁড়াল। পিটার্স হঠাৎ বাড়ির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল, আর সব-বাহকরা নতুন আদেশ মতই কাজ করল। শবাধারটি টেবিলের উপর নামাতেই হোমস চেঁচিয়ে বলল, 'জলদি কর ওয়াটসন, জলদি! এই নাও স্ক্রু-ড্রাইভার! আর এটা বাপু তোমার জন্য! এক মিনিটের মধ্যে যদি ঢাকনাটা খোলা হয় তাহলে এই স্বর্ণমুদ্রাটি তোমার! কোন কথা নয়—কাজ শুরু করে দাও। ঠিক আছে। আর একটু! আর একটু ঠেলা দাও। খুলছে! খুলছে! ব্যস, খুলে গেছে!'

সকলের সমবেত চেষ্টায় শবাধারের ঢাকনাটা খুলে ফেললাম। ভিতর থেকে ক্লোরোফর্মের একটা শ্বাসরোধকারী প্রচণ্ড গন্ধ নাকে লাগল। ভিতরে একটা মৃতদেহ শোয়ানো রয়েছে; মাথাময় নিদ্রাকর ওষুধে ভেজানো তুলো ছড়ানো। হোমস সেগুলো তুলে নিতেই মাঝবয়সী আধ্যাত্মিক চেহারার একটি স্ত্রীলোকের পাথরের মূর্তির মত মুখ আত্মপ্রকাশ করল। মুহূর্তের মধ্যে সে মূর্তিটিকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে তাকে বসিয়ে দিল।

'সব কি শেষ হয়ে গেছে ওয়াটসন? নাকি জীবনের একটু স্ফুলিঙ্গ এখনও আছে? নিশ্চয় আমাদের খুব বেশী দেরী হয় নি!'

আধঘণ্টা পর্যন্ত মনে হল, সত্যি আমাদের দেরী হয়ে গেছে। কিছুটা দমবন্ধ হওয়ার দরুন আর কিছুটা ক্লোরোফর্মের বিষাক্ত ধোঁয়ার দরুন লেডি ফ্রান্সেসকে দেখে মনে হল ফিরে আসার শেষ সীমান্তটুকুও সে পার হয়ে গেছে। কিন্তু কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস, ইথার ইনজেকশন, ও বিজ্ঞানসম্মত নানাবিধ প্রক্রিয়ার ফলে শেষ পর্যন্ত জীবনের ক্ষীণ স্পন্দন, আঁখি-পল্লবের মৃদু কম্পন ও মুখের আবছা রক্তিমাভায় ধীরে ধীরে যেন জীবনের লক্ষণ দেখা দিতে লাগল। একটা গাড়ি এসে থামল। হোমস ঝড়ঝড়ি তুলে ভিতরে তাকাল। বলল, 'এই তো পরোয়ানা নিয়ে লেস্ট্রেড এসে পড়েছে। কিন্তু সে তো দেখবে যে তার পাখিরা উধাও হয়ে গেছে।' তারপর বারান্দায় ভারী পায়ের শব্দ শুনে সে আবার বলল, 'আমাদের চাইতেও এই মহিলার সেবাশুশ্রূষা করার অধিকার যার বেশী এই তো তিনিও এসে পড়েছেন। গুডমর্নিং মিঃ গ্রীন;

আমার মনে হয়, লেডি ফ্রান্সেসকে যত তাড়াতাড়ি এখান থেকে সরানো যায় ততই ভাল। ইতিমধ্যে সৎকারের কাজ যথারীতি চলতে থাকুক, আর যে অসহায় বৃদ্ধাটি এখনও শবাধারের ভিতরে শুয়ে আছে তাকে একাকী শান্তিতে থাকতে দেওয়া হোক।

সেদিন সন্ধ্যায় হোমস বলল, 'প্রিয় ওয়াটসন, তোমার ইতিবৃত্তে যদি এই ঘটনাটির স্থান হয় তাহলে একটি শ্রেষ্ঠ পরিমিত মনের উপরও যে সাময়িক গ্রহণের ছায়া পড়তে পারে তার দৃষ্টান্ত হিসাবেই যেন এটার উল্লেখ করা হয়। এ ধরনের ত্রুটি সব মানুষেরই হয়ে থাকে, কিন্তু সে ত্রুটি ধরতে পেরে যে তার প্রতিকার করতে পারে সেই তো শ্রেষ্ঠ মানুষ। এই সীমিত কৃতিত্বের কিছুটা হয় তো আমি দাবী করতে পারি। কোন জায়গায় একটা সূত্র, একটা বিচিত্র কথা, একটা অদ্ভুত মন্তব্য যেন আমার লক্ষ্যগোচর হয়েছে, অথচ আমি ধরতে পারিনি—এই চিন্তাই সারারাত আমাকে তাড়া করেছে! তারপর ভোরের আলো ফুটবার সঙ্গে সঙ্গেই অকস্মাৎ কথাগুলি আমার মনে পড়ে গেল। ফিলিপ গ্রীন তার বিবৃতিতে মুর্দাফরাসের স্ত্রীর সেই উক্তিটি আমাকে শুনিয়েছিল। স্ত্রীলোকটি বলেছিল, "আরও আগেই পাঠানো উচিত ছিল। সাধারণ ব্যাপার নয় বলেই বেশী সময় লেগেছে।" সে শবাধারের কথাই বলেছিল। শবাধারটা ঠিক সাধারণ শবাধার নয়। তার একটিই অর্থ হতে পারে, যে, একটা বিশেষ মাপ-মত সেটা তৈরী করা হয়েছে। কিন্তু কেন? কেন? তখনই চকিতে মনে পড়ে গেল, শবাধারটা বেশ গভীর, আর তার নীচে একটি ছোট্ট শীর্ণ দেহ। এ রকম একটা ছোট শবদেহের জন্য এতবড় মাপের শবাধার কেন? যাতে আর একটা শবদেহ তার মধ্যে ধরে সেই জন্য। একটিমাত্র সার্টিফিকেট দেখিয়ে দু'জনকে সমাহিত করা হবে। আমার নিজের চোখটাই ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল তাই দেখতে পাই নি, কিন্তু এসবই তো খুবই পরিষ্কার। আটটায় লেডি ফ্রান্সেসকে কবর দেওয়া হবে। তখন আমাদের সামনে একটিমাত্র পথ—বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার আগে শবাধারটিকে আটক করা।

'তাকে যে জীবিত অবস্থায় পাওয়া যাবে সে সম্ভাবনা ছিল সুদূরপরাহত; তবু একটা সম্ভাবনা তো বটে, আর কার্যক্ষেত্রেও তাই প্রমাণিত হয়েছে। আমি যতদূর জানি, এই লোকগুলি এর আগে কখনও খুন করেনি। শেষ মুহূর্ত পর্যন্তও তারা হয় তো খুন-খারাবি থেকে দূরেই থাকবে। কেমন করে তার মৃত্যু ঘটেছে তার কোন চিহ্ন না রেখেই তারা তাকে কবর দেবে; এমন কি তাকে কবর থেকে তোলা হলেও তারা একটা সুযোগ পাবে। আমি আশা করেছিলাম, এই সব কথা ভেবেচিন্তেই তারা কাজ করবে। এখন তুমি সমস্ত দৃশ্যটাই নতুন করে দেখতে পার। দোতলার ভয়ংকর ছোট্ট ঘরটা তুমি দেখেছ। সেখানেই এতদিন মহিলাটিকে আটকে রাখা হয়েছিল। ছুটে গিয়ে তারা ক্লোরোফর্মের সাহায্যে তাকে অজ্ঞান করে নীচে নিয়ে আসে, যাতে তার অচৈতন্য অবস্থাটা কেটে না যায় সেজন্য আরও ক্লোরোফর্ম শবাধারে ঢেলে দেয় এবং তারপর ঢাকনাটা স্ক্রু দিয়ে আটকে দেয়। খুব কুশলী ব্যবস্থা ওয়াটসন। অপরাধের ইতিহাসে ব্যাপারটা আমার কাছে নতুন। আমাদের প্রাক্তন প্রচারক-বন্ধুরা যদি লেস্ট্রেডের খপ্পড় থেকে রেহাই পায়, তাহলে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের আরও কিছু আশ্চর্য ঘটনার কথা আমরা শুনতে পাব বলে আশা করি।'

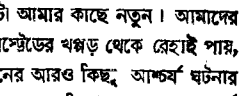

দানব-পদের বিচিত্র ঘটনা

The Adventure of The Devil's Foot

মিঃ শার্লক হোমসের সঙ্গে আমার দীর্ঘ, ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের ফলে যে সব বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও আকর্ষণীয় স্মৃতির সঞ্চয় আমার হয়েছে সেগুলি যখনই লিখতে বসেছি তখনই আত্ম-প্রচারের প্রতি তার গভীর অনীহা বার বার তাতে বাধার সৃষ্টি করেছে। তার গম্ভীর, রূঢ় প্রকৃতির জন্য জনসমাদরকে সে সব সময়ই ঘৃণার চোখে দেখে; যে কোন কেসকে সার্থক পরিণতিতে টেনে নিয়ে যাবার পরে তার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব সে কোন সরকারী কর্মচারির হাতে তুলে দেয়, এবং সকলে যখন তার বদলে সেই কর্মচারিটির অভিনন্দনে সমস্বরে মুখর হয়ে ওঠে তখন বিদ্রূপের হাসি হেসে সেটা কান পেতে শুনতেই তার সব চাইতে বেশী আনন্দ হয়। আকর্ষণীয় ঘটনার অভাব নয়, সম্প্রতিকালে আমি যে সাধারণের সামনে কোন কাহিনী উপস্থিত করতে পারি নি আমার বন্ধুর এই মনোভাবই তার আসল কারণ। তার কিছু কিছু অভিযানে অংশ গ্রহণ করবার যে সৌভাগ্য আমার হয়েছে তার ফলেই আমাকে বিবেচক ও সংযতবাক হতে হয়েছে।

সুতরাং 'কুর্নিশ আতংকের কাহিনীটা সকলকে বলছি না কেন—এ রকম বিস্ময়কর কেস তো আমার হাতে আর আসে নি'—গত মঙ্গলবার যখন এই মর্মে হোমসের একটা টেলিগ্রাম পেলাম—টেলিগ্রামে যেখানে কাজ চলে সেখানে সে কখনও চিঠি লেখে না—তখন আমার বিস্ময়ের আর অবধি রইল না। অতীত স্মৃতির কোন্ দমকা হাওয়ায় ব্যাপারটা তার মনের সামনে এসে পড়েছে, অথবা কোন্ আকস্মিক ঘটনায় তার মনে এ বাসনা জেগেছে, তা আমি জানি না। তবু তার এই নির্দেশকে বাতিল করে আর একটা টেলিগ্রাম আসবার আগেই আমি তড়িঘড়ি সব কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়ে কাহিনীটি পাঠক-দের সামনে উপস্থিত করছি।

সেই সময়ে ১৮৯৭ সালের বসন্তকালে অবিশ্রাম কঠোর পরিশ্রমের ফলে এবং তার নিজের কিছু কিছু অবিবেচনার দরুন হোমসের ইস্পাত-কঠিন শরীরেও ভাঙনের লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। সে বছর মার্চ মাসে হার্লে স্ট্রীটের ডাঃ মর এগার (হোমসের সঙ্গে তার নাটকীয় পরিচয়ের কাহিনী আমি পরে এক সময় বলব) স্পষ্ট জানিয়ে দিল যে, এই বিখ্যাত বেসরকারী গোয়েন্দাটির যদি স্বাস্থ্যের চরম সংকট এড়াবার বাসনা থাকে তাহলে সে যেন সব কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে পরিপূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণ করে। নিজের স্বাস্থ্যের বিষয়ে তার তিলমাত্র মাথাব্যথা কখনও ছিল না, কারণ মনকে শরীরের ব্যাপারে উদাসীন রাখবার ক্ষমতা তার অসাধারণ, তবু তাকে চিরদিনের মত সব কাজকর্মের অনুপযুক্ত হয়ে পড়তে হবে এই ভয় দেখিয়ে শেষ পর্যন্ত তাকে স্নান ও বায়ু-পরিবর্তনে রাজী করানো গেল। আর তার ফলেই সে বছর বসন্তকালের প্রথম দিকেই আমরা দু'জন কর্নিশ উপদ্বীপের প্রত্যন্ত প্রদেশে পোলধু উপসাগরের নিকটবর্তী একটি ছোট বাড়িতে গিয়ে বাস করতে গেলাম।

জায়গাটি মনোরম ও আমার রোগীটির কঠিন অবস্থার পক্ষে খুবই উপযুক্ত। একটি ঘাসে-ঢাকা উঁচু অন্তরীপ-মত জায়গায় আমাদের চুন-কাম করা ছোট বাড়িটা অবস্থিত। তার জানালা দিয়ে মাউন্টস উপসাগরের অশুভ অর্ধবৃত্তটা চোখে পড়ে। সমুদ্রগামী জাহাজের সেই বহুদিনের মৃত্যু-ফাঁদটির পিছনে অবস্থিত কালো পাহাড়ের সারিতে এবং তার তরঙ্গ-বিধৌত শৈলমালায় কত নাবিক যে প্রাণ হারিয়েছে তার সীমা-সংখ্যা নেই। উত্তরের বাতাস যখন বয় তখন এই উপসাগরের বুক থাকে শান্ত ও নিরাপদ, আর তাই ঝঞ্ঝাতাড়িত জাহাজগুলি বিশ্রাম ও আশ্রয়ের আশায় সেখানে এসে ভীড় করে।

তারপর সহসা বাতাসে দেখা দেয় ঘূর্ণি-পাক, দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে ছুটে আসে প্রচণ্ড ঝড়, নোঙরে টান পড়ে, সুরক্ষিত তট-রেখা ভয়ংকর রূপ ধারণ করে, আর পাহাড়ে ও সাগর-তরঙ্গে শুরু হয় মরণ-সংগ্রাম। বিজ্ঞ নাবিক সব সময় সেই অশুভ জায়গা থেকে অনেক দূরে থাকে।

আমাদের সমুদ্রের পরিবেশ যেন বিষণ্ণ গম্ভীর, স্থলভাগের পরিবেশও তাই। ঢেউ-খেলানো জলাভূমির দেশ—নির্জন, অপিঙ্গল। মাঝে মাঝে দু'একটা গীর্জার চূড়ায় কোন প্রাচীন যুগের গ্রামের নিশানা। সেই জলাভূমির যেদিকে দৃষ্টি যাবে সেদিকেই চোখে পড়বে কোন সম্পূর্ণ অবলুপ্ত মানবগোষ্ঠির কিছু স্মৃতি-চিহ্ন—তাদের ইতিহাসের একমাত্র সাক্ষী কিছু পাথরের স্মৃতি-সৌধ, মৃতের চিতা-ভস্ম-রক্ষিত কিছু ছোট-বড় ঢিবি, আর প্রাগৈতিহাসিক যুদ্ধের স্মৃতিবাহী কিছু বিচিত্র মাটির জিনিস। স্থানটির মায়াময় সৌন্দর্য ও রহস্য, বিলুপ্ত মানুষের স্মৃতি-পরিকীর্ণ অশুভ পরিবেশ আমার বন্ধুর কল্পনাকে নাড়া দিল। জলাভূমির বুকে দীর্ঘ ভ্রমণ ও নির্জনে তার ধ্যানেই বন্ধুর অনেক সময় কাটতে লাগল। প্রাচীন কর্নিশ ভাষাও তার মন কেড়ে নিল। মনে পড়ে, তার ধারণা হয়েছিল যে, কর্নিশ ভাষা চ্যাল্ডীয় ভাষার সগোত্র এবং ফিনিশিয়ার টিন ব্যবসায়ীদের সূত্রেই তার সৃষ্টি। ভাষাতত্ত্বের উপর একগাদা বই আনিয়ে সে যখন এই মতবাদ প্রতিষ্ঠার কাজে অতিমাত্রায় ব্যস্ত, তখন অকস্মাৎ আমার দুঃখের কারণ হয়ে এবং তার অকৃত্রিম আনন্দের কারণ হয়ে সেই স্বপ্নের দেশেও এমন একটি সমস্যা একেবারে আমাদের দোরগোড়ায় এসে আমাদের জড়িয়ে ফেলল যেটা যে সব সমস্যার তাড়া খেয়ে আমরা লণ্ডন থেকে চলে এসেছি তাদের চাইতে অনেক বেশী তীব্র, আকর্ষক ও রহস্যময়। আমাদের সরল জীবনযাত্রার শান্তিপূর্ণ নিয়মিত দৈনন্দিন কর্মধারা প্রচণ্ডভাবে বাধাপ্রাপ্ত হল এবং এমন একটা ঘটনা-প্রবাহের সঙ্গে আমরা জড়িয়ে পড়লাম যাতে কেবলমাত্র কর্ণওয়াল নয়, সমগ্র পশ্চিম ইংলণ্ডই প্রবল উত্তেজনায় আন্দোলিত হয়ে উঠল। সে সময়ে "কর্নিশ আতংক" বলে বর্ণিত সেই কাহিনীটি আমার পাঠকদের অনেকেরই হয় তো স্মরণ আছে, যদিও সে ঘটনার অত্যন্ত অসম্পূর্ণ একটি বিবরণই তখন লণ্ডনের সংবাদপত্রগুলিতে পৌঁছেছিল। এখন তেরো বছর পরে সেই অবিশ্বাস্য ঘটনার বিস্তারিত প্রকৃত বিবরণ আমি জনসাধারণকে জানাচ্ছি।

আগেই বলেছি, এখানে-ওখানে ছড়ানো গীর্জার চূড়া দেখেই বোঝা যায় কর্ণওয়ালের এই অঞ্চলে কিছু গ্রাম ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। তাদের মধ্যে সব চাইতে নিকটবর্তী গ্রাম হল গ্রেডানিক উলাস ; শেওলা-ঢাকা একটা প্রাচীন গীর্জাকে ঘিরে শ'দুই অধিবাসী সেখানে বাস করে। সেখানকার পল্লী-পুরোহিত মিঃ রাউণ্ড হে একজন প্রত্নতত্ত্বরাসক, এবং সেই সূত্রেই তার সঙ্গে হোমসের পরিচয় ঘটে। সৌম্যদর্শন, ভদ্র, মাঝ-বয়সী ভদ্রলোক ; স্থানীয় খবরাখবর সবই রাখে। তার আমন্ত্রণে একদিন আমরা চা খেতে গিয়েছিলাম এবং সেখানেই মিঃ মর্টিমার ট্রেগেনিস-এর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম। মিঃ ট্রেগেনিস একজন স্বাধীনচেতা ভদ্রলোক ; পুরোহিত মশায়ের মস্ত বড় নির্জন বাড়িতে ঘরভাড়া করে থাকায় পুরোহিতের বৎসামান্য আয় কিছুটা বেড়েছে ; যদিও দু'জনার মধ্যে খুব অল্প বিষয়েই মিল ছিল, তবু এ ব্যবস্থায় অবিবাহিত পুরোহিত মশায় বেশ খুশিই ছিল। ভাড়াটে লিকলিকে, কালো, চশমাধারী ; এমনভাবে কুঁকে হাঁটে যে তাকে দৈহিক পঙ্গু মনে হয়। মনে পড়ছে, যে অল্প সময়টুকু সেখানে ছিলাম তাতেই মনে হয়েছিল যে পুরোহিত মশায় খুব গল্পবাজ, আর তার ভাড়াটে আশ্চর্য রকমের স্বল্পবাক ;

বিষণ্ণ-মুখ অন্তর্মুখী লোকটি চোখ ফিরিয়ে বসে সারাক্ষণ নিজের চিন্তায়ই মগ্ন ছিল।

১৬ই মার্চ মঙ্গলবার প্রাতরাশের ঠিক পরে দৈনন্দিন জলাভূমি ভ্রমণের প্রস্তুতিস্বরূপ আমরা একসঙ্গে বসে ধূমপান করছিলাম, এমন সময় অকস্মাৎ সেই দুই ভদ্রলোক আমাদের ছোট বসবার ঘরটায় ঢুকল।

উত্তেজিত গলায় পুরোহিত মশায় বলল, 'মিঃ হোমস, রাত্রে একটা অসাধারণ শোচনীয় ঘটনা ঘটেছে। এরকম ঘটনার কথা আমরা কখনও শুনি নি। ঘটনাচক্রে এ সময়ে আপনি যে এখানে উপস্থিত আছেন এটাকে আমরা ঈশ্বরের বিধান বলেই মনে করি, কারণ সারা ইংলণ্ডে একমাত্র আপনাকেই আমাদের দরকার।'

বেশ বিরূপ দৃষ্টিতেই আমি অবাঞ্ছিত পুরোহিত মশায়ের দিকে তাকালাম। কিন্তু হোমস ঠোঁট থেকে পাইপটা নামিয়ে শিকারীদের চীৎকার কানে-আসা কুকুরের মত খাড়া হয়ে বসল। সে সোফাটা দেখিয়ে দিতে আমাদের উত্তেজিত অতিথি সঙ্গীসহ তার উপর বসল। মিঃ মর্টিমার ট্রেগেনিস যাজক ভদ্রলোক অপেক্ষা সংযত হলেও সরু হাত দুটোর কাঁপুনি ও তার কালো চোখের উজ্জ্বলতাই প্রমাণ করছিল যে ভিতরে-ভিতরে সেও কম উত্তেজিত হয় নি।

পুরোহিত বলল, 'আমি বলব, না আপনি বলবেন?'

হোমস বলল, 'দেখুন, মনে হচ্ছে ব্যাপারটা আপনিই আবিষ্কার করেছেন, আর পুরোহিত মশায় আপনার মুখ থেকে শুনেছেন, কাজেই আপনি বললেই ভাল হয়।'

আমি একবার তাড়াতাড়ি পোশাক পরে আসা যাজকটিকে, আর একবার সুসজ্জিত ভাড়াটেকে দেখতে লাগলাম। হোমসের এই সরল অনুমানটিই তাদের বিস্মৃত করেছে।

যাজক বলল, 'আগে আমি কিছু বলতে চাই; সেটা শুনলেই আপনি বুঝতে পারবেন, মিঃ ট্রেগেনিসের মুখ থেকে বিস্তারিত বিবরণ শুনবেন, না কি এক্ষুণি সেই রহস্যময় ঘটনার জায়গায় যাবেন। প্রথমেই আপনাকে জানিয়ে রাখি, আমার এই বন্ধুটি গত সন্ধ্যাটা তার অপর দুই ভাই ওয়েন ও জর্জ এবং বোন ব্রেণ্ডার সঙ্গে তাদের ট্রেডানিক ওয়ার্থার বাড়িতে ছিলেন; জলাভূমির ভিতরে যে পুরনো পাথরের কুশটা আছে তার কাছেই তাদের বাড়ি। বসবার ঘরের টেবিলে বসে তিনি সকলের সঙ্গে তাস খেলেছেন। সকলেই সুস্থ শরীরে বহাল তবিয়তে ছিলেন। রাত দশটার পরে তিনি সেখান থেকে চলে আসেন। ইনি বেশ সকালেই ঘুম থেকে ওঠেন। আজ সকালেও প্রাতরাশের আগে তিনি সেইদিকেই হেঁটে যাচ্ছিলেন, এমন সময় ডাঃ রিচার্ডসের গাড়ি পিছন থেকে এসে তাকে ধরে ফেলে। ডাক্তার জানান, একটা জরুরী ডাক পেয়েই তিনি ট্রেডানিক ওয়ার্থায় যাচ্ছেন। স্বভাবতই মিঃ মর্টিমার ট্রেগেনিস তার সঙ্গে যান। ট্রেডানিক ওয়ার্থায় পৌঁছানর পর একটা অদ্ভুত দৃশ্য তার চোখে পড়ে। কাল রাতে সে চলে আসবার সময় তার দুই ভাই ও বোন টেবিলকে ঘিরে যেভাবে বসেছিল তখনও ঠিক সেইভাবে বসে আছে; তাসগুলো তাদের সামনে খোলাই রয়েছে; আর মোমবাতিগুলো পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে। বোনটি চেয়ারেই হেলান দিয়ে মরে পড়ে রয়েছে, আর ভাই দুটি তার দুই পাশে বসে সম্পূর্ণ উন্মাদ লোকের মত অনবরত হাসছে, চেঁচাচ্ছে আর গান করছে। মৃত বোন ও বিকৃত মস্তিষ্ক দুটি ভাই—তিনজনেরই মুখে তীব্র আতংকের ছায়া—ভয়ংকর ভয়ে তাদের মুখ এমনভাবে বিকৃত হয়ে উঠেছে যে তাদের দিকে তাকাতেও ভয় করে। বাড়িতে অপর কোন লোকের উপস্থিতির কোন চিহ্নও পাওয়া যায় নি শুধু আছে পুরনো রাঁধুনি ও গৃহকর্ত্রী মিসেস পোর্টার। সে বলেছে, রাতে সে একটানা ঘুমিয়েছে, কোন শব্দ শোনে নি। কোন কিছুই চুরি যায় নি; বা হাতড়ানোও হয় নি। কী সেই আতংক যা দেখে একটি স্ত্রীলোকের মৃত্যু হয়েছে এবং দুটি শক্ত-সমর্থ মানুষের বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে তার কোন কারণই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। মিঃ হোমস, অল্প কথায় এই হল অবস্থা; এ রহস্যের সমাধান করতে পারলে আপনার পক্ষেও একটা বড় কাজ করা হবে।'

আশা ছিল, বন্ধুবরকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে এ সব ঝামেলা থেকে সরিয়ে যেরূপ শান্তিতে বাস করবার জন্য এখানে এসেছি তার মধ্যে ফিরিয়ে নিতে পারব। কিন্তু তার তীক্ষ্ণ মুখ আর সংকুচিত ভুরু দেখেই বুঝলাম সে-আশা বৃথা। যে বিচিত্র নাটক আমাদের শান্তিপূর্ণ জীবনকে বিঘ্নিত করেছে তারই চিন্তায় মগ্ন হয়ে সে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল।

অবশেষে সে বলল, 'ব্যাপারটা আমি তলিয়ে দেখতে চাই। আপাতদৃষ্টিতে তো মনে হচ্ছে, ব্যাপারটা খুবই অদ্ভুত ধরনের। আচ্ছা মিঃ রাউণ্ড হে, আপনি কি সেখানে নিজে গিয়েছিলেন?'

'না মিঃ হোমস। মিঃ ট্রেগেনিসই সংবাদটা গীর্জায় পৌঁছে দেন আর সঙ্গে সঙ্গে তাকে নিয়ে আমি আপনার কাছে চলে এসেছি।'

'এই অদ্ভুত দুর্ঘটনা যেখানে ঘটেছে সেটা এখান থেকে কত দূরে?'

'মাইলখানেক হবে।'

'তাহলে আমরা একসঙ্গে হেঁটেই যাব। কিন্তু যাবার আগে আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করব মিঃ মর্টিমার ট্রেগেনিস।'

লোকটি এতক্ষণ চুপচাপ বসেছিল। কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি, তার চাপা উত্তেজনা যাজকটির প্রকাশ্য উচ্ছ্বাস অপেক্ষা অনেক বেশী। ম্লান, ঝুলে-পড়া মুখে বসে থেকে উৎকণ্ঠিত

দৃষ্টিতে সে হোমসের দিকে তাকিয়েছিল ; তার সরু হাত দুটি মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় অনবরত কাঁপছিল। তার পরিবারে যে ভয়ংকর ঘটনা ঘটেছে তার বিবরণ শুনতে তার ফ্যাকাসে ঠোঁট দুটি কাঁপছিল ; সে দৃশ্যের আতংক যেন তার দুটি কালো চোখেও ফুটে উঠেছিল।

সে সাগ্রহে বলল, 'আপনার যা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করুন মিঃ হোমস। এ সব কথা বলা বড়ই কষ্টকর, তবু আপনাকে সত্য কথাই বলব।'

'কাল রাতের কথা বলুন।'

'দেখুন মিঃ হোমস, পুরোহিত মশায় যেমন বললেন, রাতের খাবারটা সেখানেই খাই। তারপর আমার দাদা জর্জ 'হুইস্ট' খেলার প্রস্তাব করে। ন'টা নাগাদ আমরা খেলতে বসি। পৌনে দশটার সময় আমি উঠে পড়ি। তখন তারা সকলেই খুশির মেজাজে টেবিলেই বসেছিল।'

'কে আপনাকে বাইরে দিয়ে যায়?'

'মিসেস পোর্টার শুতে গিয়েছিল, কাজেই আমি একাই বেরিয়ে এসেছিলাম। হলের দরজাটা আমিই বন্ধ করে দিয়ে আসি। যে ঘরে তারা বসেছিল তার জানালা বন্ধ ছিল, কিন্তু খড়খড়ি নামানো ছিল না। সকালে দরজা বা জানালার কোন পরিবর্তন দেখি নি, বা কোন লোক যে বাড়িতে ঢুকেছিল এ রকম মনে করবারও কোন কারণ নেই। কিন্তু আতংকে পাগল হয়ে তারা দু'জন বসে আছে, তার তীব্র ভয়ে ব্রেন্ডা মারা গেছে, তার মাথাটা চেয়ারের হাতলের উপর ঝুলে আছে। যতদিন বেঁচে থাকব সে দৃশ্য কোন দিন আমার মন থেকে মুছে যাবে না।'

হোমস বলল, 'আপনার বিবরণ অনুসারে ঘটনাটা তো অসাধারণ। এ সম্পর্কে আপনার নিজস্ব কোন ধারণা নেই বলেই ধরে নিতে পারি কি?'

মর্টিমার ট্রেগেনিস চেঁচিয়ে বলল, 'শয়তানী ব্যাপার মিঃ হোমস, শয়তানী ব্যাপার। জাগতিক ব্যাপারই নয়। এমন কিছু ঘরে ঢুকেছিল যা দেখেই তাদের মনের বুদ্ধির সব আলো নিভে যায়। মানুষের কোন কৌশল কি তা করতে পারে?'

হোমস বলল, 'কিন্তু ব্যাপারটা যদি মানুষের আয়ত্তের বাইরে হয় তাহলে তো আমারও আয়ত্তের বাইরে। তবু আপনার মত একটা অভিমত পোষণ করবার আগে সব রকম প্রাকৃতিক ব্যাখ্যার কথা ভেবে দেখতেই হবে। মিঃ ট্রেগেনিস, দেখাই যাচ্ছে যে আপনার পরিবার থেকে আপনি বিচ্ছিন্ন হয়ে আছেন, কারণ তারা একজায়গায় থাকেন, আর আপনি আলাদা বাসা ভাড়া করে থাকেন।'

'তা ঠিক মিঃ হোমস, তবে সেটা অতীতের ব্যাপার এবং এখন চুকেবুকেও গেছে। রেডরুথ-এ আমাদের একটা টিনের খনি ছিল। একটা কোম্পানির কাছে সেটা বেচে দিয়ে যথেষ্ট টাকা-পয়সা নিয়েই সেখান থেকে আমরা চলে আসি। আমি অস্বীকার করছি না যে, টাকার ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে আমাদের মধ্যে কিছুটা মনোমালিন্য দেখা দিয়েছিল, কিন্তু সে সব আমরা ভুলে গেছি, মেনেও নিয়েছি ; এখন আমরা সকলেই পরম বন্ধুর মত আছি।'

'যে সন্ধ্যাটা আপনারা একত্রে কাটিয়েছেন সেটার কথা ভাল করে ভেবে দেখুন তো, এমন কোন কথা মনে পড়ে কিনা যাতে এই শোচনীয় দুর্ঘটনার উপর কোনরকম আলোকপাত করতে পারে? বেশ ভাল করে ভাবুন মিঃ ট্রেগেনিস, দেখুন আমার কাজে লাগে এমন সূত্র পান কি না।'

'না মশাই, সেরকম কিছুই মনে পড়ছে না।'

'আপনার ভাই-বোনরা বেশ স্বাভাবিক মেজাজেই ছিলেন?'

'এর চাইতে ভাল তাদের কখনও দেখি নি।'

'তাহলে আমার কাজে লাগতে পারে এরকম আর কিছুই আপনি বলতে পারেন না?'

মর্টিমার ট্রেগেনিস গভীরভাবে কি যেন ভাবল।

তারপর বলল, 'একটা কথা মনে পড়ছে। আমরা যখন টেবিলে বসেছিলাম তখন আমার পিঠটা ছিল জানালার দিকে, আর আমার সহ-খেলুড়ে হিসাবে আমার দাদা জর্জের মুখটা ছিল সেদিকে। একবার আমি দেখেছিলাম, সে আমার কাঁধের উপর দিয়ে কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, আমিও মুখ ঘুরিয়ে তাকালাম। খড়খড়িটা তোলা, কিন্তু জানালাটা বন্ধ, তবু বাগানের ঝোপ ঝাড়গুলো আমার চোখে পড়ল এবং মুহূর্তের জন্য আমার মনে হল, আমি যেন তার ভিতর দিয়ে কাউকে ছুটে যেতে দেখলাম। সেটা মানুষ কি জন্তু তাও বলতে পারব না, শুধু মনে হল কিছু যেন সেখানে ছিল। যখন জানতে চাইলাম সে কি দেখছিল, তখন দাদাও সেই একই উত্তর দিল। শুধু এইটুকুই বলতে পারি।'

'এ বিষয়ে কোনরকম খোঁজ-খবর করেন নি?'

'না ; ব্যাপারটাকে কোনরকম গুরুত্বই দেওয়া হয় নি।'

'বিপদের কোন রকম আশংকা না করেই তাহলে আপনি চলে আসেন?'

'কোন আশংকাই আমি করি নি।'

'এত সকালে আপনি খবরটা কি করে শুনলেন ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'সকালে ওঠাই আমার অভ্যাস, আর সাধারণতই প্রাতরাশের আগে আমি একটু বেড়াই। আজ সকালে সবে পথে নেমেছি এমন সময় ডাক্তারের গাড়ি আমাকে ধরে ফেলল। তিনিই আমাকে বললেন, বুড়ি মিসেস পোর্টার একটি ছেলেকে দিয়ে জরুরী ডাক পাঠিয়েছে। আমি লাফ দিয়ে গাড়িতে উঠলাম। গাড়ি ছেড়ে দিল। সেখানে পৌঁছেই

ভয়ংকর ঘরটা দেখলাম। চুল্লির আগুন ও মোমবাতিগুলো জ্বলে জ্বলে কয়েকঘণ্টা আগেই নিভে গিয়েছিল, আর ভোর না হওয়া পর্যন্ত তারা তিনজন সেখানেই বসে ছিল। ডাক্তার বললেন, অন্তত ছ'ঘণ্টা আগে ব্রেণ্ডার মৃত্যু হয়েছে। দেহে কোনরকম আঘাতের চিহ্ন ছিল না। চেয়ারের হাতলের উপর সে পড়েছিল, মুখে সেই ভয়ংকরতার ছাপ। জর্জ ও ওয়েন টুকরো টুকরো গানের কলি ভাঁজছিল আর দুটো বড় বাঁদরের মত দাঁত-মুখ খিঁচুচ্ছিল। ওঃ, সে কি ভয়াবহ দৃশ্য! আমি সহ্য করতে পারছিলাম না, ডাক্তারের মুখও কাগজের মত সাদা হয়ে গিয়েছিল। মূর্ছার মত হয়ে তিনি একটা চেয়ারে পড়েই যাচ্ছিলেন, আমরাই তাকে কোন রকমে ধরে ফেললাম।'

উঠে দাঁড়িয়ে টুপিটা নিতে নিতে হোমস বলল, 'উল্লেখযোগ্য—খুবই উল্লেখযোগ্য! মনে হচ্ছে, আর দেরী না করে এখুনি আমাদের ট্রেডানিক ওয়ার্থায় রওনা হওয়া দরকার। স্বীকার করছি, প্রথম নজরেই এমন অসাধারণ সমস্যা দেখা দেওয়ার মত কেস খুব অল্পই আমার হাতে এসেছে।'

সেদিন প্রথম সকালের কার্যকলাপে আমাদের তদন্ত বেশীদূর এগোল না। তবে শুরুতেই এমন একটা ঘটনা ঘেটে আমার মনের উপর একটা অশুভ প্রভাব বিস্তার করে বসল। একটা সরু আঁকাবাঁকা গ্রাম্য পথ ধরেই আমরা ঘটনাস্থলের দিকে যাচ্ছিলাম। এমন সময় আমাদের দিকে ছুটে-আসা একটা গাড়ির ঘর্‌-ঘর্‌ শব্দ কানে এল। গাড়িটাকে পথ করে দিতে আমরা একপাশে সরে দাঁড়ালাম। গাড়ির বন্ধ জানালার ভিতর দিয়ে মুহূর্তের জন্য দেখলাম একটা ভয়ংকরভাবে বিকৃত কুটিল হাসি-ভরা মুখ আমাদের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। একটা ভীতিপ্রদ স্বপ্নের মত সেই দুটি বিস্ফারিত চোখ ও দৃঢ়বদ্ধ দু'পাটি দাঁত বিদ্যুতের মত আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

'আমার ভাইরা!' মর্টিমার ট্রেগেনিস চেঁচিয়ে বলল। তার ঠোঁট দুটো অবধি সাদা হয়ে গেছে। 'ওদের হেলস্টন-এ নিয়ে যাচ্ছে।'

আমরা সভয়ে ছুটন্ত কালো গাড়িটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। তারপর যে বাড়িতে তাদের ভাগ্যে এই বিচিত্র পরিণাম দেখা দিয়েছে সেই অশুভ বাড়িটার দিকে পা চালিয়ে দিলাম।

বেশ বড় ঝকঝকে বাড়ি। "কটেজ" না বলে "ভিলা" বলাই ভাল। বাগানটাও বেশ বড়। কর্নিশ আবহাওয়ায় এর মধ্যেই বাগানটা বসন্তের ফুলে ফুলে ভরে গেছে। বসবার ঘরের জানালাটার মুখ এই বাগানের দিকেই, আর মিঃ মর্টিমার ট্রেগেনিসের কথামত এই বাগানের দিক থেকেই সেই অশুভ বস্তুটি এসেছিল যাকে মুহূর্তের জন্য দেখার আতঙ্কে তিনটি মানুষের মনের সব আলো নিভে গেছে। আমরা ফটকে পৌঁছবার আগেই হোমস খুব ধীরে ধীরে চিন্তিতভাবে ফুলের ঝাড় ও পথ ধরে হাঁটতে লাগল। নিজের চিন্তায় সে এতই বিভোর হয়ে গিয়েছিল যে গাছে জল দেবার পাত্রটির গায়ে সে হোঁচট খেল, পাত্রটি উল্টে গেল এবং আমাদের পা ও বাগানের পথটা ভিজিয়ে দিল। বাড়িতে ঢুকে বয়স্কা কর্নিশ গৃহকর্ত্রী মিসেস পোর্টারের সঙ্গে আমাদের দেখা হল। একটিমাত্র মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে সে গৃহস্থালির সব কাজকর্ম সমাধা করে। হোমসের সব প্রশ্নেরই স্পষ্ট জবাব সে দিল। রাতে সে কিছুই শোনে নি—ইদানিংকালে মনিবরা বেশ খোশমেজাজেই ছিল; এর আগে কখনও তাদের এতটা হাসিখুশি ও স্ফূর্তিবাজ সে দেখে নি। সকালে ঘরে ঢুকে টেবিলের চারধারের ভয়ংকর দৃশ্য দেখেই আতংকে সে মূর্ছা যায়। মূর্ছা ভাঙলে সে খোলা বাতাস আসার জন্য জানালাটা খুলে দেয় এবং গলি দিয়ে ছুটতে ছুটতে খামারের একটি ছেলেকে ধরে ডাক্তার ডাকতে পাঠায়। মহিলাটি দোতলায় তার নিজের বিছানায় আছে, আমরা ইচ্ছা করলে সেখানে গিয়ে দেখতে পারি। চারজন শক্তসমর্থ লোক ধরাধরি করে দুই ভাইকে পাগলাগারদের গাড়িতে ভরে দিয়েছে। সে নিজে আর একদিনও এ বাড়িতে থাকবে না; বিকেলেই সেন্ট ইভ্‌স্‌-এ তার পরিবারের কাছে চলে যাবে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে আমরা মৃতদেহটা দেখলাম। এখন প্রায় মধ্য-বয়সে উপনীত হলেও মিস ব্রেণ্ডা ট্রেগেনিস খুবই সুন্দরী। মৃত্যুর পরেও তার সুগঠিত মুখখানি সুন্দর, যদিও তার সর্বশেষ মানবিক অনুভূতি সেই ত্রাসের বিকৃতি তখনও তার মুখে লেগে রয়েছে। শোবার ঘর থেকে আমরা বসবার ঘরে নেমে এলাম। এই ঘরেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। গত রাতের আগুনের পোড়া ছাই তখনও চুল্লিতে রয়েছে। টেবিলের উপর চারটি পোড়া মোমবাতি ও ছড়ানো তাসগুলি পড়ে আছে। চেয়ারগুলোকে দেওয়ালের দিকে সরিয়ে রাখা হয়েছে, তাছাড়া আর সব কিছুই কাল রাতের মতই আছে। হোমস বড় বড় পা ফেলে দ্রুত ঘরময় পায়চারি করতে লাগল, চেয়ারগুলো টেনে এনে নানাভাবে সাজিয়ে সেগুলোতে বারে বারে বসল আর উঠল। পরীক্ষা করে দেখল, বাগানের কতটা দেখা যায়; মেঝে, সিলিং, অগ্নিকুণ্ড, সবকিছুই পরীক্ষা করল; কিন্তু একবারও তার চোখের সেই হঠাৎ জ্বলে ওঠা এবং ঠোঁট দুটি চেপে ধরা দেখলাম না যার থেকে আমি বুঝতে পারতাম যে সমূহ অন্ধকারের মধ্যে আশার একটা ক্ষীণ রশ্মিও তার চোখে পড়েছে।

একবার শুধু প্রশ্ন করল, 'আগুন কেন? বসন্তকালের সন্ধ্যায়ও কি তারা সব সময় এই ছোট ঘরটাতে আগুন জ্বালায়?'

মর্টিমার ট্রেগেনিস জানাল, 'রাতটা ছিল ঠাণ্ডা ও স্যাঁতস্যাঁতে, তাই সে আসার পরেই আগুনটা জ্বালানো হয়েছিল। সে জিজ্ঞাসা করল, 'এবার আপনি কি করবেন মিঃ হোমস ?'

আমার বন্ধুটি হেসে আমার কাঁধে হাত রাখল। বলল, 'ওয়াটসন, আমি ভাবছি যে তামাক-বিষকে তুমি সঙ্গতকারণেই বারে বারে নিন্দা করে থাক, এবার আমি সেই বিষই পান করব। মশাইগণ, আপনাদের অনুমতি নিয়ে এবার আমরা ঘরে ফিরে যাব, কারণ এখানে আর নতুন কিছু দেখতে পাব বলে মনে করি না। মিঃ ট্রেগেনিস, ঘটনাগুলো নিয়ে আমি ভাবব এবং যদি নতুন কিছু মনে আসে তাহলে নিশ্চয় পুরোহিত-মশায় ও আপনাকে জানাব। আপাতত আপনাদের দু'জনকেই জানাই শুভ সকাল।'

পোলধু কটেজে ফিরে অনেকক্ষণ পর্যন্ত হোমস একটি কথাও বলল না। আরামকেদারাটায় কুণ্ডলি পাকিয়ে বসল ; তামাকের নীল ধোঁয়ার আড়ালে তার হতশ্রী কঠোর মুখটা প্রায় ঢাকা পড়ে গেল ; শুধু দেখা গেল কালো ভুরু জোড়া ঝুলে পড়েছে, কপাল কুঞ্চিত হচ্ছে, আর দুই চোখের শূন্য দৃষ্টি বহুদূরে ছড়িয়ে পড়েছে। অবশেষে পাইপটা রেখে সে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

হেসে বলল, 'এভাবে হবে না ওয়াটসন। চল, পাহাড়ের পথে ঘুরে ঘুরে পাথরের তীরের সন্ধান করি। এ সমস্যার কোন সূত্রের বদলে সেগুলো বরং মিলে যেতেও পারে। যথেষ্ট মাল-মশলা ছাড়াই মস্তিষ্ককে খাটানো আর ইঞ্জিনের সঙ্গে দৌড়ের প্রতিযোগিতায় নামা একই কথা। নিজেই ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে হয়। ওয়াটসন, চাই সাগরের বাতাস, সূর্যের আলো আর ধৈর্য—বাকিটা আপনি আসবে।'

দু'জনে পাহাড়ের পথে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। সে কথা বলেই চলল, 'এবার শান্তচিত্তে আমাদের অবস্থাটা বুঝে নেওয়া যাক। যতটুকু জেনেছি সেটাকে ভাল করে কব্জা করে নি, যাতে নতুন ঘটনা কিছু পেলেই তাকে যথাস্থানে সাজিয়ে নিতে পারি। প্রথমেই ধরে নিচ্ছি, আমাদের দু'জনের একজনও মানুষের ব্যাপারে অতিপ্রাকৃত শক্তির হস্তক্ষেপে বিশ্বাস করি না। সে সম্ভাবনাকে মন থেকে সম্পূর্ণ তাড়িয়ে দিয়েই আমরা শুরু করছি। ভাল কথা। তাহলে থাকছে তিনটি মানুষ যারা সচেতন বা অচেতন কোন মানবিক শক্তির দ্বারা মারাত্মকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। এ পর্যন্ত সব ঠিক। এখন প্রশ্ন হল : সেটা কখন ঘটেছে ? স্পষ্টতই মিঃ মর্টিমার ট্রেগেনিসের বক্তব্য যদি সত্য হয় তাহলে তিনি ঘর ছেড়ে যাবার ঠিক পরেই সেটা ঘটেছে। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট। আর মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঘটেছে বলে মনে হয়। তাসগুলো তখনও টেবিলের উপরেই ছিল। তাদের ঘুমুতে যাবার স্বাভাবিক সময়ও তখন পার হয়ে গেছে। অথচ তারা কেউই আসন থেকে ওঠে নি, বা চেয়ারগুলোকে পিছনে ঠেলে দেয় নি। কাজেই আমি আবার বলছি, তার চলে যাবার অব্যবহিত পরেই ঘটনাটা ঘটেছিল, এবং সময়টা গত কাল রাত এগারোটার পরে নয়।

'আমাদের পরবর্তী ধাপ হচ্ছে, ঘর থেকে চলে যাবার পরে মর্টিমার ট্রেগেনিসের গতিবিধি যতদূর সম্ভব পরীক্ষা করে দেখা। সেটা শক্ত কাজ নয়, আর সেটা সন্দেহাতীতভাবেই জানাও গেছে। আমার কর্ম-পদ্ধতি জান বলেই জলের পাত্রটা ওরকম বিশ্রীভাবে উল্টে দেওয়ার ব্যাপারটা তুমি নিশ্চয় ধরতে পেরেছ ; ওইভাবেই তার পায়ের স্পষ্ট ছাপ আমি সংগ্রহ করেছি, যেটা আর কোনভাবেই পাওয়া সম্ভব হত না। ভেজা বালুময় পথে ছাপটা ভালভাবেই পড়েছিল। তোমার নিশ্চয় মনে পড়বে যে গত রাতেও বৃষ্টি হয়েছিল ; কাজেই পায়ের ছাপের একটা নমুনা হাতে থাকার পরে অন্য পায়ের ছাপ থেকে তার পায়ের ছাপকে বেছে নিয়ে তার গতিবিধি অনুসরণ করাটা খুব শক্ত কাজ ছিল না। দেখা যাচ্ছে খুব দ্রুত পায়ে সে গীর্জার পথে হেঁটে গিয়েছিল।

'তাহলে মর্টিমার ট্রেগেনিস ঘটনাস্থল থেকে চলে গেল, আর বাইরের কোন লোক এসে তাস-খেলুড়েদের ভয় দেখাল ; তাহলে সেই লোকটি কে, আর এমন ভয়াবহ আতংকই বা সে সৃষ্টি করল কেমন করে ? মিসেস পিটারকে বাদ দেওয়া যেতে পারে। দেখেই মনে হয় সে খুব নিরীহ মানুষ। এ রকম কোন প্রমাণ আছে কি যে অন্য কেউ বাগানের দিককার জানালা বেয়ে উঠে কোন বিশেষ প্রক্রিয়ায় এমন ভয়ের সৃষ্টি করল যাতে তা দেখে তিনটি মানুষের বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়ে গেল ? এদিক থেকে ভাবলে একমাত্র স্বয়ং মর্টিমার ট্রেগেনিসের কথাই মনে আসে ; কারণ তিনিই বলেছেন যে তার ভাই বাগানের মধ্যে কাউকে চলতে দেখেছিল। এ কথাটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কারণ রাতটা ছিল বৃষ্টিঝরা, মেঘলা ও অন্ধকার ; এদের ভয় দেখাবার পরিকল্পনা যদি কারও থাকত তাহলে নিজেকে দৃশ্যমান করে তুলতে জানালার কাচের গায়ে মুখটা লাগাতে সে বাধ্য। অথচ জানালার নীচে তিন ফুট চওড়া যে ফুলের কেয়ারি আছে তাতে কোন রকম পায়ের চিহ্নই নেই। তাহলে একজন বাইরের লোক এসে কি ভাবে তাদের সকলকে এমন ভীষণভাবে ভয় দেখাল তা তো বোঝা খুবই শক্ত। তাছাড়া এরকম একটা সুপরিকল্পিত অদ্ভুত প্রচেষ্টার কোন সম্ভাবিত উদ্দেশ্যও আমরা জানতে পারি নি। আমাদের অসুবিধাগুলো তুমি কি ধরতে পেরেছ ওয়াটসন ?'

আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বললাম, 'সেগুলি তো খুবই পরিষ্কার।'

হোমস বলল, 'অথচ আর সামান্য কিছু মাল-মশলা পেলেই হয় তো প্রমাণ করা যায় যে অসুবিধাগুলি দুরতিক্রমনীয় নয়। আমার তো মনে হয় ওয়াটসন, তোমার সংগ্রহশালায় এমন অনেক কেস আছে যেগুলি গোড়ায় এই রকমই অস্পষ্ট ছিল। ইতিমধ্যে, আরও কিছু সঠিক মাল-মশলা না পাওয়া পর্যন্ত এ কেসকে সরিয়ে রেখে সকাল বেলাকার বাকি সময়টা আমরা প্রস্তর যুগের মানুষকে নিয়েই কাটাব।'

আমার বন্ধুর মানসিক নিস্পৃহতা প্রসঙ্গে অনেক কথাই হয় তো আমি বলেছি, কিন্তু সেদিন কর্ণওয়ালের সেই বসন্ত-কালের সকালে এত বড় একটা অশুভ সমস্যার সমাধানের কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে যেরকম হাল্কাভাবে সে দু'ঘণ্টা ধরে সেল্টীয় অধিবাসী, তীর-ফলক ও প্রাচীন মৃৎপাত্রের আলোচনায় মেতে রইল তা দেখে আমার বিস্ময়ের যেন সীমা রইল না। বিকেলে বাসায় ফিরে এসে যখন দেখলাম একজন আগন্তুক আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে, একমাত্র তখনই হাতের কাজের কথাটা আমাদের মনে পড়ল। কে সেই আগন্তুক সেটা আমাদের কাউকেই বলে দেবার দরকার ছিল না। প্রচণ্ড শরীর, ক্ষতলাঞ্ছিত বলি-রেখাংকিত মুখে দুটি হিংস্র চোখ আর বাজপাখির মত নাক, প্রায় সিলিং-ছোঁয়া কোঁকড়া চুল, নীচের দিকে সোনালী ও ঠোঁটের কাছে সাদা দাড়িতে অবিরাম সিগার খাওয়ার দরুন নিকোটিনের দাগ—এ সবই লণ্ডন এবং আফ্রিকার লোকের কাছে এত পরিচিত যে লোকটিকে প্রভূত ব্যক্তিত্বশালী বিখ্যাত সিংহ-শিকারী ও পর্যটক ডাঃ লিওন স্টার্ণডেল বলে চিনতে কোন অসুবিধাই হয় না।

লোকটি যে এ অঞ্চলে এসেছে তা আগেই শুনেছিলাম; জলাভূমির পথে দু'একবার তার দীর্ঘ দেহটা চোখেও পড়েছে। সেও এগিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে আলাপ করে নি, আমরাও এগিয়ে গিয়ে আলাপ করার কথা ভাবি নি, কারণ আমরা ভাল করেই জানতাম যে, নির্জনতা ভালবাসে বলেই ভূ-পর্যটনের ফাঁকে ফাঁকে অবসর সময়টা সে বিউশ্যাম্প আরিয়েন্স-এর নির্জন অরণ্যের একটি ছোট বাংলোতেই ডুব মেরে থাকে। এখানে বই ও মানচিত্র নিয়েই সে সম্পূর্ণ নির্জন জীবন যাপন করে। নিজের ছোটখাট প্রয়োজনগুলো মেটানো ছাড়া প্রতিবেশীদের ব্যাপারে কোন রকম নাক গলায় না। কাজেই সে যখন হোমসের কাছে সাগ্রহে জানতে চাইল, এই রহস্যময় ঘটনার ব্যাপারে সে কতদূর অগ্রসর হতে পেরেছে, তখন আমি সত্যি বিস্ময় বোধ করলাম। সে বলল, 'স্থানীয় পুলিশরা কোন কাজের নয়। কিন্তু আপনার ব্যাপক অভিজ্ঞতা হয় তো কোন সঙ্গত ব্যাখ্যায় উপনীত হতে পেরেছে। আপনি আমাকে বিশ্বাস করে সব কথা বলতে পারেন, কারণ এখানে অনেকবার প্রবাস-যাপনের ফলে এই ষ্টেপলটন পরিবারকে আমি ভাল করেই চিনি—আমার কর্নিশ মায়ের দিক থেকে তাদের ভাইও বলতে পারি—এবং তাদের এই শোচনীয় পরিণাম আমাকে বড় বেশী মর্মাহত করেছে। আপনাকে বলছি, আফ্রিকার পথে আমি প্লিমাথ পর্যন্ত চলে গিয়েছিলাম। কিন্তু আজ সকালেই খবরটা পেয়ে তদন্তের কাজে সাহায্য করবার উদ্দেশ্যেই সোজা এখানে ফিরে এসেছি।'

হোমস ভুরু দুটো তুলল।

'সে জন্য আপনার জাহাজটা ছেড়ে দিতে হয়েছে কি?'

'পরের জাহাজ ধরব।'

'তাই নাকি! তাহলে তো খুবই বন্ধুত্ব বলতে হয়!'

'বলেছি তো, ওরা আমার আত্মীয়।'

'তা বটে—মায়ের দিক থেকে ভাই। আপনার মালপত্র কি জাহাজে তোলা হয়েছিল?'

'কিছু তোলা হয়েছিল, তবে বেশীর ভাগই হোটেলে ছিল।'

'বুঝেছি। কিন্তু এ খবরটা নিশ্চয়ই প্লিমাথের প্রাতঃ-কালীন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতে পারে না।'

'আজ্ঞে না; আমি একটা টেলিগ্রাম পেয়েছিলাম।'

'কার কাছ থেকে পেয়েছিলেন জানতে পারি কি?'

পর্যটকের মুখের উপরে একটা ছায়া পড়েই সরে গেল।

'আপনি খুবই অনুসন্ধিৎসু মিঃ হোমস।'

'এটাই আমার কাজ।'

ডাঃ স্টার্ণডেল চেষ্টা করে তার বিচলিত ভাবটা কাটিয়ে উঠল।

বলল, 'আপনাকে বলতে কোন আপত্তি নেই। পুরোহিত মিঃ বাউণ্ড হে-র টেলিগ্রাম পেয়েই আমি এসেছি।'

হোমস বলল, 'ধন্যবাদ। আপনার মূল প্রশ্নের জবাবে বলি, এ ব্যাপারে আমি এখনও সম্পূর্ণ মনস্থির করতে পারি নি; কিন্তু একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারবই এ আশা আমার আছে। এর চাইতে বেশী কিছু এখন বলা সম্ভব নয়।'

'আপনার সন্দেহ কোন বিশেষ দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছে কি না সে কথা বলতে হয় তো আপনার কোন আপত্তি নেই?'

'না, এ প্রশ্নেরও কোন জবাব আমি দেব না।'

'তাহলে তো বৃথাই এতটা সময় নষ্ট করলাম, আর এখানে থাকার কোন দরকার নেই।' বেশ কিছুটা ক্ষুণ্ণ মনেই বিখ্যাত ডাক্তার আমাদের বাসা থেকে বেরিয়ে গেল, আর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই হোমস তাকে অনুসরণ করল। সন্ধ্যার আগে আর তার দেখা পাওয়া গেল না। যখন ফিরে এল, তার ধীর পদক্ষেপ ও হতশ্রী মুখ দেখেই বুঝলাম, সে বেশীদূর এগোতে

পারে নি। তার নামে যে টেলিগ্রামটা এসেছিল, একনজর দেখেই সেটাকে আগুনের মধ্যে ফেলে দিল।

সে বলল, 'ওয়াটসন, টেলিগ্রামটা এসেছে প্লিমাথ হোটেল থেকে। পুরোহিতের কাছ থেকে হোটেলের নামটা জেনে নিয়ে একটা তার করেছিলাম, ডাঃ স্টার্নডেলের কথাগুলি সত্যি কি না যাচাই করবার জন্য। মনে হচ্ছে, সত্যি সত্যি সে গত রাতে সেখানেই ছিল, তার কিছু কিছু মালপত্র সত্যি আফ্রিকায় চলে গেছে এবং সে নিজে এই তদন্তের ব্যাপারে উপস্থিত থাকবার জন্য এখানে চলে এসেছে। এ বিষয়ে তোমার কি মনে হয় ওয়াটসন?'

'তার খুবই আগ্রহ দেখা যাচ্ছে।'

'সে খুবই আগ্রহী—হ্যাঁ। এখানে একটা সুতো রয়েছে যেটা আমরা এখনও হাতে নেই নি, আর এটাই হয় তো জট খুলতে আমাদের সাহায্য করবে। ফুর্তি কর ওয়াটসন, কারণ আমি স্থির নিশ্চিত যে সব মাল-মশলা এখনও আমাদের হাতে আসে নি। যখন আসবে, তখন হয় তো সব বিঘ্নই পার হতে পারব।'

হোমসের কথাগুলি যে এত তাড়াতাড়ি ফলে যাবে এবং সমস্ত ব্যাপারটা যে এমন একটা বিস্ময়কর জটিল মোড় নেবে যার ফলে তদন্তের একটা সম্পূর্ণ নতুন পথ আমাদের সামনে খুলে যাবে, সে কথা তখন আমি ভাবতেও পারি নি। সকালবেলা জানালায় দাঁড়িয়ে দাড়ি কামাচ্ছিলাম, এমন সময় ঘোড়ার খুড়ের শব্দ কানে এল। চোখ তুলে দেখলাম, একটা এক্কাগাড়ি জোর কদমে ছুটে আসছে। গাড়িটা আমাদের দরজার সামনে থামতেই আমাদের বন্ধু পুরোহিত মশায় লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে বাগানের পথ ধরে ছুটে এল। হোমস পোশাক পরেই ছিল, তার সঙ্গে দেখা করতে আমরা তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গেলাম।

আগন্তুক তখন এতদূর উত্তেজিত যে তার মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত হাঁপাতে হাঁপাতে উচ্ছ্বাসের সঙ্গে কোনরকমে শোচনীয় সংবাদটি জানাল।

সে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'আমাদের শয়তানে পেয়েছে মিঃ হোমস! আমাদের পল্লীটাকেই শয়তানে পেয়েছে! স্বয়ং শয়তান এখানে নেমে এসেছে! আমরা তার হাতের মুঠোয় ঢুকে পড়েছি!' উত্তেজনায় সে এমনভাবে লাফাতে লাগল যে তার ছাইয়ের মত সাদা মুখ ও বিস্ফারিত চোখ দুটি না দেখলে ব্যাপারটা হাস্যকর বলেই মনে হত। শেষ পর্যন্ত একটা ভয়ংকর দুঃসংবাদ সে ছুঁড়ে মারল।

'রাতের বেলা মিঃ মর্টিমার ট্রেগেনিস মারা গেছেন। পরিবারের অন্য লোকের মত তারও সেই একই লক্ষণ।'

হোমস লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল; মুহূর্তে সে যেন উৎসাহে জ্বলে উঠল।

'আপনার ছোট গাড়িতে আমাদের দু'জনের জায়গা হবে কি?'

'হ্যাঁ, হবে।'

'ওয়াটসন, প্রাতরাশ এখন থাক। মিঃ রাউণ্ড হে, সব আপনার হাতে ছেড়ে দিলাম। দ্রুত ছুটে চলুন—অতি দ্রুত, সব কিছু ভণ্ডুল হবার আগেই আমাদের পৌঁছতে হবে।'

এককোণে দুটো ঘর নিয়ে মিঃ মর্টিমার ট্রেগেনিসের বাসা—একটার উপরে আর একটা। নীচের বড় ঘরটা বসবার, আর উপরেরটা শোবার ঘর। সামনেই জানালা পর্যন্ত বিস্তৃত একটা খেলার মাঠ। ডাক্তার বা পুলিশ আসবার আগেই আমরা সেখানে পৌঁছে গেলাম, কাজেই সব কিছুই অবিকৃত অবস্থায় ছিল। মার্চ মাসের সেই কুয়াসা-ঢাকা সকালে যে দৃশ্য আমি দেখেছিলাম তার যথাযথ বর্ণনাই এখানে দিচ্ছি। সে দৃশ্য কখনও আমার মন থেকে মুছে যাবে না।

ঘরের পরিবেশ যেমন ভয়ংকর তেমনি গুমোট। চাকরটাই প্রথম ঘরে ঢুকে জানালাটা খুলে দিল, নইলে অবস্থাটা আরও অসহনীয় হত। মাঝখানের টেবিলের উপর একটা বাতি তখনও জ্বলছিল আর তা থেকে ধোঁয়া উঠছিল; সেটাই হয় তো ঘরের এই অবস্থার আংশিক কারণ। তার পাশেই মৃত লোকটি চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে; পাতলা দাড়ি উপরের দিকে বাড়ানো, চশমাটা কপালের উপরে ঠেলে উঠেছে, সরু মুখটা জানালার দিকে ফেরানো; তার মৃত বোনের মুখে আতংকের যে বিকৃতি দেখা গিয়েছিল, তার মুখও সেই একইভাবে বিকৃত। তার হাত, পা ও আঙুলের অবস্থা দেখেই মনে হল, আতংকের তীব্র আক্ষেপের ফলেই তার মৃত্যু ঘটেছে। তার পরিধানে পুরো পোশাকই ছিল, যদিও লক্ষণ দেখে মনে হল, খুব তাড়াতাড়িতে সে পোশাক পরেছিল। আগেই শুনেছিলাম, সে বিছানায় ঘুমিয়েছিল, এবং ভোরের দিকেই তার এই শোচনীয় পরিণতি ঘটেছে। মৃতের ঘরে ঢুকবার পরেই হঠাৎ হোমসের মধ্যে যে পরিবর্তন দেখা দিল তা দেখলেই বোঝা যায় তার শ্লেষ্মাধাতুগ্রস্ত শরীরটার ভিতরে কী রক্ত-গরম-করা উদ্দীপনা লুকিয়ে ছিল। মুহূর্তের মধ্যে সে সতর্ক ও সজাগ হয়ে উঠল, তার চোখ দুটি জ্বলতে লাগল, মুখ কঠিন হয়ে উঠল, কাজ করবার অধীর আগ্রহে হাত-পা কাঁপতে লাগল। শিকার-তাড়া-করা ছুটন্ত কুকুরের মত সে খেলার মাঠে ছুটে গেল, জানালা দিয়ে ঢুকে সমস্ত ঘরটা ঘুরে দেখল, দোতলার শোবার ঘরে উঠে গেল। সেখানে ঢুকে অতি দ্রুত চারদিকটা একবার দেখে নিয়ে জানালাটা খুলে দিতেই সে এমন আগ্রহ ও আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল যে মনে হল নতুন উত্তেজনার কোন কারণ দেখা দিয়েছে। সিঁড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে খোলা জানালা দিয়ে সে মাঠে নেমে গেল, সেখানে উপুড়

হয়ে শুয়ে পড়ল, আবার লাফ দিয়ে উঠে ঘরের মধ্যে চলে এল,—এ সবই করল শিকারী যে উদ্যম নিয়ে শিকারকে তাড়া করে তেমনিভাবে। বাতিটা খুবই সাধারণ, তবু সেটাকেও খুব যত্নসহকারে পরীক্ষা করল, তার বাটিটার মাপ-জোকও করল। চিমনির উপরকার খনিজ পদার্থের ঢাকনাটা লেন্স দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল এবং তার উপরে জমে-থাকা কিছুটা ছাই তুলে নিয়ে একটা খামে ভরে পকেট-বইতে রেখে দিল। শেষটায় সরকারী পুলিশ ও ডাক্তার এসে হাজির হবার পরে হোমস পুরোহিত মশায়কে ইঙ্গিত করল এবং আমরা তিনজন মাঠটায় চলে গেলাম।

সে মন্তব্য করল, 'আমার তদন্ত যে একেবারে নিষ্ফলা হয় নি এ জন্য আমি খুশি। পুলিশের সঙ্গে আলোচনা করবার জন্য আমি এখানে থাকতে পারছি না; তাই মিঃ রাউণ্ড হে যদি ইন্সপেক্টরকে আমার নমস্কার জানিয়ে শোবার ঘরের জানালা ও বসার ঘরের বাতিটার প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তাহলে বাধিত হব। ওর প্রত্যেকটিই ইঙ্গিতবহ আর দুটো একত্রে প্রায় চূড়ান্ত প্রমাণস্বরূপ। পুলিশ যদি আরও তথ্য জানতে চায় তাহলে আমাদের কটেজে তাদের দেখা পেলে খুশি হব। এবার ওয়াটসন, আমার তো মনে হয়, অন্যত্র আমাদের অনেক কিছু করবার আছে।'

হয় তো একজন শখের গোয়েন্দার হস্তক্ষেপে পুলিশ খুশি হয় নি অথবা হয় তো তারা নিজেরাই তদন্তের কোন আশ্বাসপূর্ণ ধারা খুঁজে পেয়েছে; মোট কথা, পরবর্তী দু'দিনের মধ্যে আমরা তাদের দেখা পাই নি। এই দুটো দিনের কিছু সময় হোমস বাড়িতেই ধূমপান করে আর স্বপ্ন দেখে কাটিয়েছে; তবে বেশীর ভাগ সময় কাটিয়েছে একাকি গ্রামের পথে পথে ঘুরে; ফিরেছে অনেকক্ষণ বাইরে কাটিয়ে, কিন্তু কোথায় যে গিয়েছিল সে বিষয়ে একটি কথাও বলে নি। তবে একটা পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা থেকে তার তদন্তের ধারাটা আমি বুঝতে পেরেছিলাম। দুর্ঘটনার দিন ভোরে মর্টিমার ট্রেগেনিসের ঘরে যে বাতিটা জ্বলছিল অনুরূপ একটি বাতি সে কিনেছে।

গীর্জার ভিতরে যে তেল ব্যবহার করা হয় বাতিতে সেই তেল ভরে সবটা তেল ফুরোতে কতক্ষণ সময় লাগে সেটা হিসাব করেছে। অন্য আর একটা পরীক্ষা যা সে করেছে সেটা অত্যন্ত অপ্রীতিকর এবং কোন দিন আমি সেটার কথা ভুলতে পারব না।

একদিন বিকেলে সে বলল, "দেখ ওয়াটসন, তোমার নিশ্চয় মনে পড়বে, যে সব ভিন্ন ভিন্ন রিপোর্ট আমরা পেয়েছি তার সবগুলিতে একটি জায়গায় মিল আছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রথম যিনি ঘরে ঢুকেছেন তার উপরে ঘরের আবহাওয়ার একই রকম ফল ফলেছে। তোমার কি মনে পড়ছে, মর্টিমার ট্রেগেনিস তার ভাইদের বাড়িতে শেষ যখন গিয়েছিলেন তখনকার ঘটনার বিবরণ প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, ডাক্তার ঘরে ঢুকেই চেয়ারের উপর পড়ে গিয়েছিলেন? তুমি ভুলে গেছ? বেশ, আমি বলছি, তাই হয়েছিল। তোমার আরও মনে পড়বে যে, গৃহকর্ত্রী মিসেস পোর্টার আমাদের বলেছিল, ঘরে ঢুকেই সে মূর্ছা গিয়েছিল এবং তারপরে জানালাটা খুলে দিয়েছিল। দ্বিতীয়বার—সেটা মর্টিমার ট্রেগেনিসের নিজের ক্ষেত্রে—দাসী জানালাটা খুলে দেওয়া সত্ত্বেও আমরা ঘরে ঢুকে কি রকম একটা ভয়ংকর গুমোট ভাব অনুভব করেছিলাম সেটা নিশ্চয় তুমি ভুলে যাও নি। অনুসন্ধান করে আমি জেনেছি, দাসীটিও এতই অসুস্থ বোধ করেছিল যে তাকে শয্যা নিতে হয়েছিল। তুমি নিশ্চয় স্বীকার করবে ওয়াটসন যে এই ঘটনাগুলি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। প্রতিটি ক্ষেত্রেই একটা বিষাক্ত আবহাওয়ার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই একটা আগুন জ্বালানোর ব্যাপারও রয়েছে—এক জায়গায় অগ্নিকুণ্ড, অন্য জায়গায় বাতি। অগ্নিকুণ্ডের হয় তো প্রয়োজন ছিল, কিন্তু যতটা তেল পুড়েছে সেটা হিসাব করলেই বোঝা যাবে যে বাতিটা দিনের আলো ফুটবারও অনেকক্ষণ পরে পর্যন্ত জ্বলছিল। কেন? আগুন, গুমোট আবহাওয়া আর ঐ হতভাগ্য মানুষগুলির পাগলামি বা মৃত্যু—নিশ্চয় এই তিনটের মধ্যে কোন যোগসূত্র আছে। এটা তো খুবই পরিষ্কার, কি বল?'

'তাই তো মনে হয়।'

'অন্তত একটা কার্যকর প্রকল্প হিসাবে এটাকে আমরা মেনে নিতে পারি। তাহলে আমরা ধরে নিচ্ছি যে প্রতিটি ক্ষেত্রেই এমন কিছু পোড়ানো হয়েছে যাতে একটা অদ্ভুত বিষাক্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি হতে পারে। ভাল কথা। প্রথম ক্ষেত্রে—ট্রেগেনিস পরিবারের ব্যাপারে—সেই বস্তুটা আগুনে ফেলা হয়েছিল। এখন, সেখানে জানালাটা বন্ধ থাকায় স্বভাবতই আগুনের ধোঁয়া অনেকটাই চিমনি দিয়ে উপরে উঠে যাবে। সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে যে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ধোঁয়া বেরিয়ে যাবার পথ না থাকায় সেখানকার অপেক্ষা প্রথম ক্ষেত্রে বিষক্রিয়াটা অপেক্ষাকৃত কম হবে। ফলাফলেও তাই প্রমাণিত হয়েছে, কারণ প্রথম ক্ষেত্রে অধিকতর স্পর্শকাতর দেহযন্ত্রের অধিকারিণী হিসাবে একমাত্র মহিলাটিই মারা গেছেন, আর পুরুষ দু'জনের মধ্যে দেখা দিয়েছে সাময়িক বা স্থায়ী পাগলামির লক্ষণ যেটা নিশ্চয়ই ওই ওষুধটার প্রথম প্রতিক্রিয়ার ফল। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ফলটা চূড়ান্ত। সুতরাং ঘটনা-দৃষ্টে মনে হয়, দুটি ক্ষেত্রেই আগুনে ক্রিয়াশীল কোন বিষের প্রয়োগ ঘটেছে।

'এই চিন্তা-ধারাটা মাথায় নিয়ে স্বভাবতই আমি মর্টিমার ট্রেগেনিসের ঘরে সেই বিষ-বস্তুর কিছু অবশেষের খোঁজ করি। সে জিনিস পাবার সবচাইতে সম্ভাব্য জায়গাই হল বাতিটার ঢাকনা বা ধোঁয়া-আবরণ। ঠিক যেমনটি ভেবেছিলাম, ঢাকনার উপরেই একটা বাদামি রঙের গুঁড়ো পদার্থকে ঘিরে কিছু ছাইয়ের আস্তরণ দেখতে পাই ; গুঁড়ো পদার্থের সবটা তখনও পুড়ে শেষ হয় নি। তুমি তো দেখেছিলে, তার অর্ধেকটা তুলে নিয়ে আমি একটা খামে ভরে রেখে দিয়েছিলাম।'

'অর্ধেকটা কেন ?'

'প্রিয় ওয়াটসন, স্থানীয় পুলিশ বাহিনীর পথে আমি বাধা হয়ে দাঁড়াতে চাই নি। যে সব প্রমাণ আমি পেয়েছি সে সবই তাদের জন্য রেখে এসেছি। ঢাকনার উপরে বিষটা তখনও ছিল, বুদ্ধি থাকলেই সেটা তাদের নজরে পড়ত। যাহোক, ওয়াটসন, এবার আমরা আমাদের বাতিটা জ্বালাব। অবশ্য সমাজের দু'জন উপযুক্ত সদস্যের হাতে অকালমৃত্যু না ঘটে তার সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে আমাদের জানালা খোলাই রাখব। তুমি যেন এ ব্যাপারে কিছুই জান না এমনিভাবে ঐ খোলা জানালাটার কাছে হাতল-চেয়ারটায় বসবে। আঃ, শেষ পর্যন্ত কি হয় দেখাই না। আমার তো ধারণা ছিল, আমার ওয়াটসনকে আমি চিনি। এই চেয়ারটা নিয়ে আমি তোমার ঠিক মুখোমুখি বসব, যাতে বিষটা থেকে দু'জনই সমান দূরত্বে থাকতে পারি। দরজাটা খোলাই রাখা হবে। আমরাও পরস্পরকে দেখতে পাব। যদি দেখা যায় যে ফলটা মারাত্মক হয়ে উঠছে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষাটা বন্ধ করে দেওয়া হবে। ঠিক আছে ? তাহলে খামের ভিতর থেকে গুঁড়োর অবশিষ্ট অংশটা বের করে জ্বলন্ত বাতিটার উপর রাখছি। ব্যাস ! ওয়াটসন, এস, বসে পড়ি ; দেখা যাক কি ঘটে।'

ঘটতে বেশী বিলম্ব হল না। সবে চেয়ারে ভালভাবে বসেছি, এমন সময় বমনোদ্রেককারী একটা ঘন কস্তুরী-গন্ধ যেন নাকে এসে লাগল। তার প্রথম ঝাপ্টাতেই আমার মস্তিষ্ক ও কল্পনার উপর সব নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গেল। একটা ঘন, কালো ধোঁয়া আমার চোখের সামনে ঘুরতে লাগল, আর আমার মনে হতে লাগল যে, পৃথিবীতে যত কিছু অজানা ভয়ংকর, যত কিছু দানবীয় ধারণাতীত অশুভ শক্তি, সব বুঝি অদৃশ্যভাবে ঐ ধোঁয়ার মধ্যে লুকিয়ে আছে, এবং যে কোন সময় আমার ভীতত্রস্ত দেহের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। অস্পষ্ট সব ছায়া-মূর্তি সেই কালো ধোঁয়ার মধ্যে ঘুরতে লাগল, সাঁতার কাটতে লাগল ; তার প্রত্যেকটিই ভীতিপ্রদ, কোন আসন্ন আবির্ভাবের সতর্ক-বাণী ; যেন বর্ণনাতীত কোন অধিবাসী আমাদের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে ; তার ছায়ামাত্রই আমার আত্মাকে ধ্বংস করে ফেলবে। আতংকে আমি যেন জমে যেতে লাগলাম। মনে হল, আমার চুল খাঁড়া হয়ে উঠেছে, আমার চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসছে, আমার মুখ হাঁ হয়ে যাচ্ছে, আমার জিভ চামড়ার মত অনড় হয়ে পড়ছে। মাথার ভিতরে এমন গোলমাল শুরু হল যে এই বুঝি ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে যায়। চীৎকার করতে চেষ্টা করলাম, আমার কণ্ঠস্বরের বদলে অনেক দূরবর্তী সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন একটা কর্কশ আর্তনাদ শুধু অস্পষ্টভাবে কানে এল। ঠিক সেই মুহূর্তে পালাবার চেষ্টায় হতাশার মেঘটাকে ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবার সময় হোমসের ফ্যাকাসে, কঠিন আতংকগ্রস্ত মুখটা চোখে পড়ল—মৃতদের মুখে যেমনটি দেখেছি ঠিক সেই দৃষ্টি। সে দৃশ্য দেখে মুহূর্তের জন্য বুঝি আমার স্বাভাবিক বুদ্ধি ও শক্তি ফিরে এল। চেয়ার ছেড়ে ছুটে গিয়ে দুই হাত দিয়ে হোমসকে জড়িয়ে ধরলাম এবং কোনক্রমে দরজাটা পার হয়ে মাঠের ঘাসের উপর ছিটকে পড়লাম। সেখানে পাশাপাশি শুয়ে থেকে শুধু এইটুকু অনুভব করতে পারলাম, আতংকের যে নারকীয় মেঘ আমাদের চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছিল তাকে ছিন্নভিন্ন করে উদার সূর্যের আলো আমাদের অভিষিক্ত করছে। বনভূমির উপর থেকে বিলীয়মান কুয়াসার মত ধীরে ধীরে আমাদের মনের আচ্ছন্নতা কেটে যেতে লাগল ; ফিরে এল শান্তি ও বুদ্ধি ; ঘাসের উপর বসে ঘর্মাক্ত কপাল মুছতে মুছতে সভয়ে দু'জনের মুখের সেই ভয়ংকর অভিজ্ঞতার শেষ চিহ্নটুকু দেখতে লাগলাম।

অবশেষে স্খলিত কণ্ঠে হোমস বলল, 'সত্যি বলছি ওয়াটসন, আমার কাছ থেকে ধন্যবাদ ও ক্ষমাপ্রার্থনা দুইই তোমার প্রাপ্য। নিজেকে নিয়েও এ পরীক্ষা ক্ষমার অযোগ্য, আর বন্ধুকে নিয়ে তো দ্বিগুণ অযোগ্য। সত্যি আমি খুবই দুঃখিত।'

হোমসের অন্তরের এত ঘনিষ্ঠ পরিচয় আমি আগে কখনও পাই নি ; তাই আবেগে উচ্ছ্বসিত গলায় বললাম, 'তুমি তো জান, তোমাকে সাহায্য করতে পারলেই আমার সবচাইতে বেশী আনন্দ ও গৌরব।'

হোমস পুনরায় যথারীতি তার আধা-রসিকতা ও আধা-দুঃখবাদী চরিত্রে ফিরে গেল। বলল, 'প্রিয় ওয়াটসন, আমরা তো প্রায় পাগল হতে বসেছিলাম। যে কোন অপক্ষপাত লোকই বলবে যে এরকম একটা দুঃসাহসিক পরীক্ষা শুরু করবার আগেই আমাদের পাগলামিতে ভর করেছিল। আমি স্বীকার করছি, ফলাফলটা এত তাড়াতাড়ি আর এত সাংঘাতিকভাবে ঘটবে তা আমি কল্পনাও করতে পারি নি।' একছুটে বাড়ির মধ্যে ঢুকে সে হাতটা টান করে জ্বলন্ত বাতিটাকে ধরে এনে কাঁটা-ঝোপের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিল। ঘরটা পরিষ্কার হতে আরও কিছুটা সময় লাগবে। ওয়াটসন,

এই দুর্ঘটনাগুলি কি ভাবে ঘটানো হয়েছিল আশা করি সে বিষয়ে এখন আর তোমার মনে সন্দেহের ছায়ামাত্রও নেই ?'

'মোটেই না।'

'কারণটা কিন্তু এখনও আগের মতই অস্পষ্ট রয়ে গেছে। চল, ঐ কুঞ্জবনে বসে দু'জনে এ নিয়ে একটু আলোচনা করি। সেই নারকীয় ধোঁয়াটা যেন এখনও আমার গলার মধ্যে আটকে আছে। এ কথা আমাদের মানতেই হবে যে, প্রথম খুনের ব্যাপারে মর্টিমার ট্রেগেনিসই যে অপরাধী সব সাক্ষ্য-প্রমাণই তাই বলে, যদিও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সে নিজেই খুনের শিকার হয়েছে। প্রথমেই আমাদের মনে রাখতে হবে যে প্রথমে একটা পারিবারিক কলহ ঘটেছিল এবং পরে তার একটা মিটমাটও হয়েছিল। কলহটা কতদূর তীব্র ছিল, আর মিটমাটটা কতখানি ফাঁকা ছিল তা আমরা বলতে পারি না। শেয়ালের মত ধূর্ত মুখ আর ক্ষুদে ক্ষুদে সতর্ক গোল চোখে চশমাপরা মর্টিমার ট্রেগেনিসের কথা যখনই ভাবি তখনই মনে হয় যে, লোকটাকে বিশেষভাবে ক্ষমাশীল চরিত্রের লোক মনে করা উচিত নয়। দ্বিতীয়ত, তোমার নিশ্চয় মনে আছে যে, দুর্ঘটনার মূল কারণ থেকে আমাদের মনোযোগকে সাময়িক-ভাবে সরিয়ে রাখবার জন্য বাগানে কোন কিছুর চলাফেরার ধারণাটাও এই লোকই আমাদের মনে ঢুকিয়েছিল। আমাদের ভুল পথে চালিত করার পিছনে তার একটা উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই ছিল। আর শেষ কথা, সে যদি ঘর থেকে চলে যাবার সময় এই পদার্থটি অগ্নিকুণ্ডে ফেলে গিয়ে না থাকে, তাহলে কে ফেলল ? তার চলে যাবার ঠিক পরেই ঘটনাটি ঘটেছিল। আর কেউ যদি বাড়িতে আসত, তাহলে পরিবারের লোকেরা নিশ্চয় টেবিল থেকে উঠত। তাছাড়া, কর্ণওয়ালের শান্ত পল্লীতে রাত দশটার পরে কখনও অতিথি আসে না। কাজেই আমরা ধরে নিতে পারি যে, সব দিক থেকেই মর্টিমার ট্রেগেনিসকেই দোষী বলে মনে হয়।'

'তাহলে তার নিজের মৃত্যুটা আত্মহত্যা !'

'দেখ ওয়াটসন, ধারণাটা আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব নয়। নিজের পরিবারের এই পরিণাম ঘটানোর পাপ-বোধ তার মনের উপর এতই চেপে বসেছিল যে তারই তাড়নায় সে হয় তো নিজেই নিজেকে আঘাত করেছে। অবশ্য এ ধারণার বিপক্ষেও কতকগুলি প্রামাণ্য যুক্তি আছে। সৌভাগ্যবশত সারা ইংলণ্ডে মাত্র একটি লোক সব ব্যাপারটা জানে ; আর এমন একটা ব্যবস্থা আমি করেছি যাতে আজ বিকেলে তার নিজের মুখ থেকেই সব ঘটনাটা আমরা শুনতে পারব। আরে ! তিনি যে একটু আগেভাগেই এসে পড়েছেন। ডাঃ লিওন স্টার্নডেল, দয়া করে এদিকে আসুন। ঘরের ভিতরে আমরা একটা ছোটখাট রাসায়নিক পরীক্ষা চালাচ্ছি ; তার ফলে আমাদের ছোট ঘরটি এখন আপনার মত একজন বিশিষ্ট অতিথিকে অভ্যর্থনা জানাবার পক্ষে মোটেই উপযুক্ত নয়।'

বাগানের গেটের একটা 'খুট' করে আওয়াজ শুনলাম এবং পথের উপর আফ্রিকার বিখ্যাত পর্যটকের গুরুগম্ভীর চেহারাটি আবির্ভূত হল। কিছুটা বিস্মিত হয়ে সে গ্রাম্য কুঞ্জবনের দিকে মুখ ফেরাল।

'আপনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন মিঃ হোমস। ঘণ্টাখানেক আগে আপনার চিঠিটা আমি পেয়েছি, আর সেই জন্যই আমি এসেছি, যদিও আমাকে কেন ডেকে আনা হল সেটা আমি জানি না।'

হোমস বলল, 'আমরা বিদায় নেবার আগেই হয় তো বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যাবে। ইতিমধ্যে, আপনি যে দয়া করে আমার অনুরোধ রেখেছেন সেজন্য আপনার কাছে আমি খুবই কৃতজ্ঞ। এই খোলা জায়গায় আপনাকে অভ্যর্থনা জানাবার ত্রুটি মার্জনা করবেন। সংবাদপত্রে যাকে "কর্নিশ আতংক" বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে, আমার বন্ধু ওয়াটসন ও আমি তাতে আর একটি অধ্যায় প্রায় সংযোজিত করে ফেলেছি, আর সেই জন্যই এখন আমাদের একটু খোলা হাওয়ার বড় দরকার। তাছাড়া, যেহেতু আমাদের আসন্ন আলোচনার বিষয়ের সঙ্গে আপনি ব্যক্তিগতভাবে খুবই ঘনিষ্ঠরূপে জড়িত সেজন্য এমন একটা জায়গায় আলোচনাটা হওয়া ভাল যেখানে আড়ি পাতার কোন সম্ভাবনা নেই।'

পর্যটক ঠোঁট থেকে সিগারেটটা নামিয়ে নিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার সঙ্গীর দিকে তাকাল।

বলল, 'আমি তো ভেবেই পাচ্ছি না মশাই যে আপনার এমন কি বলবার থাকতে পারে যার সঙ্গে আমি ব্যক্তিগতভাবে খুবই ঘনিষ্ঠরূপে জড়িত থাকতে পারি।'

হোমস বলল, 'মর্টিমার ট্রেগেনিসের হত্যা।'

মুহূর্তের জন্য মনে হল, আমার সশস্ত্র থাকা উচিত ছিল। স্টার্নডেলের হিংস্রমুখ আরক্তিম হয়ে উঠল, চোখ দুটো জ্বলতে লাগল, কপালের গিঁট পাকানো শিরাগুলি ফুলে উঠল ; দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করে সে আমার সঙ্গীর দিকে লাফ দিল। পরক্ষণেই সে থেমে গেল ; অনেক চেষ্টা করে যে নির্লিপ্ত কঠোর শান্ত ভাব সে ধারণ করল সেটা হয় তো তার মাথা-গরম উচ্ছ্বাসের চাইতেও অধিকতর বিপদের ইঙ্গিতবহ।

সে বলল, 'এত বেশী দিন আমি আইনের আওতার বাইরে অসভ্যদের মধ্যে কাটিয়েছি যে নিজের আইন নিজের হাতে নিতেই আমি অভ্যস্ত হয়ে গেছি। সে কথাটা আপনি না ভুললেই ভাল করবেন মিঃ হোমস, কারণ আপনার কোন ক্ষতি করবার ইচ্ছা আমার নেই।'

'আপনার কোন ক্ষতি করবার ইচ্ছা আমারও নেই ডঃ স্টার্নডেল। সব কিছু জেনেও আমি পুলিশকে না ডেকে

আপনাকে ডেকেছি, এটাই তার সব চাইতে নিশ্চিত প্রমাণ।'

স্টার্নডেল একটা ঢোক গিলে বসে পড়ল। তার দুঃসাহসিক জীবনে সম্ভবত এই প্রথম সে ভয় পেল। হোমসের চালচলনে ক্ষমতার এমন একটা নিশ্চিত প্রকাশ আছে যাকে অস্বীকার করা যায় না। উত্তেজনাবশে বড় বড় হাত দুটো খুলতে খুলতে ও বন্ধ করতে করতে আমাদের অতিথি অস্পষ্টভাবে কি যেন বলতে লাগল।

অবশেষে সে প্রশ্ন করল, 'আপনি কি বলতে চান? আমাকে ধোঁকা দেওয়া যদি আপনার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে ঠিক জানবেন মিঃ হোমস যে পরীক্ষা চালাবার জন্য আপনি ভুল লোককে বেছে নিয়েছেন। ওসব আজে-বাজে কথা থাক। আপনি কি বলতে চান?'

হোমস বলল, 'সবই বলব, এবং এই কারণে বলব যে আমি আশা করি খোলা মনই খোলা মনের জনক। আত্ম-পক্ষ সমর্থনে আপনি কি বলতে চান তার উপরেই আমার পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পূর্ণ নির্ভর করছে।'

'আমার আত্মপক্ষ সমর্থন?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'কিন্তু কিসের বিরুদ্ধে?'

'মর্টিমার ট্রেগেনিসকে হত্যার অভিযোগের বিরুদ্ধে।'

স্টার্নডেল রুমাল দিয়ে কপালটা মুছল। বলল, 'আমি বলছি, আপনি অকারণেই কথা বাড়াচ্ছেন। ধোঁকা দেওয়ার এই অসীম ক্ষমতার উপরেই কি আপনার সব সাফল্য নির্ভর করে?'

হোমস রুক্ষ গলায় বলল, 'ধোঁকা আপনি দিচ্ছেন ডাঃ স্টার্নডেল, আমি নই। প্রমাণ স্বরূপ আমি এমন কতকগুলি ঘটনার উল্লেখ করব যার উপর আমার সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত। আপনার অধিকাংশ মালপত্র আফ্রিকায় পাঠিয়ে দিয়ে গিলমাথ-এ ফিরে আসার ব্যাপারে আমি শুধু এইটুকুই বলতে চাই যে, তার থেকেই আমি প্রথম বুঝতে পারলাম যে, এই নাটককে গড়ে তুলতে হলে আপনাকেও একটি চরিত্র হিসাবে ভাবতে হবে—'

'আমি তো ফিরে এসেছিলাম—'

'সে সব যুক্তি আমি শুনেছি, কিন্তু সেগুলিকে বিশ্বাসযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য বলে মনে করি না। সে কথা থাক। আপনি আমার কাছে এসে জানতে চেয়েছিলেন, কাকে আমি সন্দেহ করছি। আমি জবাব দিতে অস্বীকার করি। তখন আপনি গীর্জায় চলে যান, কিছুক্ষণ বাইরে অপেক্ষা করেন এবং তারপর আপনার বাসায় ফিরে যান।'

'সে কথা আপনি জানলেন কেমন করে?'

'আমি আপনার পিছু নিয়েছিলাম।'

'আমি তো কাউকে দেখি নি।'

'আমি যখন আপনাকে অনুসরণ করি তখন সেটাই আপনি আশা করতে পারেন। আপনার কটেজে একটি রাত আপনি অস্থিরভাবে কাটালেন, কাজের একটা ছক মনে মনে কষলেন, তারপর ভোরবেলা সেই ছক মত কাজ হাসিল করতে গেলেন। দিনের আলো ফুটবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি থেকে বের হলেন, আর গেটের পাশে স্তূপ-করা লাল রঙের কিছু পাথর পকেটে ভরে নিলেন।'

স্টার্নডেল চমকে উঠে সবিস্ময়ে হোমসের দিকে তাকাল।

'তারপর দ্রুত পায়ে হেঁটে বাড়ি থেকে গীর্জা পর্যন্ত মাইলখানেক পথ পার হলেন। প্রসঙ্গত বলি, এখন আপনার পায়ে ডোরাকাটা সোলার যে টেনিস জুতো জোড়া রয়েছে এটাই তখনও আপনার পায়ে ছিল। গীর্জায় পৌঁছে পাশের ঝোপ ও বাগানের ভিতর দিয়ে আপনি ট্রেগেনিসের ঘরের জানালার নীচে হাজির হলেন। ততক্ষণে বেশ বেলা হয়েছে, কিন্তু বাড়ির লোকজন তখনও ওঠে নি। আপনি পকেট থেকে কিছু পাথর বের করে উপরের জানালা লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিলেন।

স্টার্নডেল এক লাফে উঠে দাঁড়াল।

চেঁচিয়ে বলল, 'আপনি দেখছি স্বয়ং শয়তান।'

এ-প্রশংসা শুনে হোমস হাসল। 'দুই বা তিন মুঠ ছুঁড়বার পরেই ভাড়াটে লোকটি জানালার কাছে এল। আপনি তাকে ইসারায় নীচে নামতে বললেন। তাড়াতাড়ি পোশাক পরে সে বসবার ঘরে নেমে এল। আপনি জানালা দিয়ে ঢুকলেন। কিছু কথাবার্তা হল—খুবই অল্প সময়ের জন্য,—আপনি সে সময়টা ঘরময় পায়চারি করলেন। তার-পর আপনি বেরিয়ে গিয়ে জানালাটা বন্ধ করে দিলেন এবং বাইরের বাগানে দাঁড়িয়ে একটা সিগার টানতে টানতে তার-পর কি ঘটে দেখবার জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন। শেষ পর্যন্ত ট্রেগেনিসের মৃত্যুর পর যেভাবে এসেছিলেন সেইভাবেই ফিরে গেলেন। এখন বলুন ডাঃ স্টার্নডেল, আপনার এ সব কাজের যুক্তিই বা কি আর উদ্দেশ্যই বা কি? আপনি যদি আমাকে এড়িয়ে যেতে বা তাচ্ছিল্য করতে চেষ্টা করেন, তাহলে আপনাকে স্পষ্টই জানিয়ে দিচ্ছি যে সমস্ত ব্যাপারটাই আমার হাতের বাইরে চলে যাবে।'

অভিযোগকারীর কথাগুলি শুনতে শুনতে আমাদের অতিথির মুখ ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেল। এবার দুই হাতে মুখ ঢেকে সে যেন কিছুক্ষণ কি ভাবল। তারপরই হঠাৎ সে আবেগভরে তার বুক-পকেটের ভিতর থেকে এক-খানা ফটোগ্রাফ বের করে সেটা আমাদের সামনে টেবিলের উপর ছুঁড়ে দিল।

বলল, 'এই জন্যই এ কাজ আমি করেছি!'

ফটোগ্রাফে একটি অতীব সুন্দরী স্ত্রীলোকের আবক্ষ মূর্তি। হোমস ঝুঁকে পড়ে সেটা দেখতে লাগল।

বলল 'ব্রেণ্ডা ট্রেগেনিস।'

আমাদের অতিথি তার কথারই পুনরাবৃত্তি করল, 'হ্যাঁ, ব্রেণ্ডা ট্রেগেনিস। অনেক বছর ধরে আমি তাকে ভালবাসি। অনেক বছর ধরে সেও আমাকে ভালবাসে। কর্ণওয়ালে আমার নির্জন বাসেরও সেটাই কারণ। পৃথিবীতে যে আমার সবচাইতে প্রিয় এখানে থাকলেই আমি তার কাছাকাছি থাকতে পারি। অথচ তাকে আমি বিয়ে করতেও পারি নি, কারণ আমার একটি স্ত্রী আছে, আর অনেক বছর হল সে আমাকে ছেড়ে চলে গেলেও ইংলণ্ডের জঘন্য আইনের জন্য আমি তাকে ডিভোর্সও করতে পারি নি। বছরের পর বছর ব্রেণ্ডা অপেক্ষা করে ছিল। আমিও অপেক্ষা করে ছিলাম। আর এই জন্যই কি আমরা অপেক্ষা করে ছিলাম।' অবরুদ্ধ শোকের দুরন্ত আবেগে তার মস্ত বড় দেহটা কাঁপতে লাগল, সাদা-কালো দাড়ির নীচ দিয়ে সে তার গলাটা চেপে ধরল। তারপর অনেক চেষ্টায় নিজেকে সংযত করে আবার বলতে লাগল।

'পুরোহিত মশায় জানতেন। তাকে আমরা সব কথা বলেছি। তিনিও আপনাকে বলবেন, সে ছিল মাটির পৃথিবীতে একটি দেবদূত। সেইজন্যই পুরোহিত মশায় আমাকে তার করেন, আর আমি ফিরে আসি। আমার প্রিয়তমার এই দুর্দিনে আমার কাছে মালপত্রই বা কি, আর আফ্রিকাই বা কি? এর থেকেই আমার সব কাজের উদ্দেশ্য আপনি বুঝতে পারবেন মিঃ হোমস।'

আমার বন্ধু বলল, 'বলে যান।'

পকেট থেকে একটা কাগজের মোড়ক বের করে ডাঃ স্টার্নডেল সেটাকে টেবিলের উপর রাখল। মোড়কের গায়ে লেখা 'Radix Pedis diaboli,' আর তার নীচে লাল রঙের একটা বিষ-মার্কা লাগানো। সেটা আমার দিকে ঠেলে দিয়ে সে বলল, 'শুনেছি আপনি একজন ডাক্তার। এই ওষুধটার নাম কখনও শুনেছেন কি?'

'দানব-পদ-মূল '(Radix=শিকড় বা মূল; Pedis=পা; Diaboli=দানব)! না, আমি কখনও শুনি নি।'

সে বলল, 'আপনার বৃত্তিগত জ্ঞানের উপর তাতে কোন রকম কটাক্ষপাত করা হবে না, কারণ আমার বিশ্বাস, বুদা-র একটি গবেষণাগারে একটি নমুনা ছাড়া ইওরোপের আর কোথাও এ জিনিস পাওয়া যাবে না। ভেষজতত্ত্বে বা বিষ-তত্ত্বেও এর কোন উল্লেখ নেই। এই উদ্ভিদ-মূলের আকার অনেকটা পায়ের মত, অর্ধেক মানুষের পা, আর অর্ধেক ছাগলের পা; তা থেকেই কোন উদ্ভিদবিজ্ঞানী প্রচারক এই ওষুধটার এ রকম একটা কাল্পনিক নামকরণ করেছেন। পশ্চিম আফ্রিকার কোন কোন অঞ্চলে চিকিৎসকরা এটাকে কঠোর শাস্তিমূলক বিষ হিসাবে ব্যবহার করে থাকে এবং এর ব্যবহার নিজেদের মধ্যেই গোপন করে রাখে। উবাংহি দেশ থেকে অত্যন্ত অসাধারণ উপায়ে ওষুধটা আমি সংগ্রহ করেছিলাম।' বলতে বলতে সে মোড়কটা খুলল; তার ভিতর থেকে নস্যর মত একটা বাদামি-লাল গুঁড়ো পদার্থ বের হল।

হোমস তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'তারপর?'

'যা যা ঘটেছিল সবই আপনাকে বলব মিঃ হোমস, কারণ ইতিমধ্যেই আপনি এতকিছু জেনে ফেলেছেন যে আমার স্বার্থেই আপনাকে সবটা জানানো দরকার। ট্রেগেনিস পরিবারের সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা আপনাকে আগেই বলেছি। বোনের জন্যই ভাইদের সঙ্গে আমি বন্ধুত্ব স্থাপন করি। টাকা-পয়সা নিয়ে একসময় পরিবারের মধ্যে একটা গোলযোগ দেখা দেয় ও তার ফলে এই মর্টিমার ওদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে যায়। অবশ্য পরে সে গোলযোগ মিটে যায় এবং আমিও সকলের সঙ্গেই যথারীতি মেলামেশা করতে থাকি। মর্টিমার লোকটি ধূর্ত তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি ও মতলববাজ; এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে যাতে তাকে আমি সন্দেহের চোখেও দেখি; কিন্তু তার সঙ্গে কখনও আমার সরাসরি কোন ঝগড়ার কারণ দেখা দেয় নি।

'সপ্তাহ দুই আগে একদিন সে আমার বাসায় আসে এবং আফ্রিকা থেকে সংগৃহীত কিছু কিছু পুরনো কালের আশ্চর্য জিনিস আমি তাকে দেখাই। সেই সময় এই গুঁড়োটাও তাকে দেখাই এবং এর বিচিত্র গুণাগুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে তাকে জানাই, মস্তিষ্কের যে কেন্দ্র থেকে ত্রাসের অনুভূতি নিয়ন্ত্রিত হয় এই ওষুধটি তাকে উত্তেজিত করে এবং আফ্রিকার উপজাতির কোন পুরোহিত যখন কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে কোন ভাগ্যহীন আদিম অধিবাসীর উপর এটাকে প্রয়োগ করে তখন তার পরিণতি হিসাবে হয় সে উন্মাদ হয়ে যায় আর না হয়তো তার মৃত্যু ঘটে। আমি তাকে আরও জানাই, ইউরোপের কোন বিজ্ঞানই এ বিষের হদিস পর্যন্ত করতে পারবে না। সে যে কেমন করে এ বিষটা হস্তগত করল আমি বলতে পারি না কারণ আমি একবারও ঘর ছেড়ে চলে যাই নি। তবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, যখন আমি দেরাজ খুলছিলাম এবং নানান বাক্সের উপর ঝুঁকে পড়ছিলাম, সেই সুযোগে সে দানব-পদ-মূলের কিছুটা সরিয়ে ফেলে। এখন আমার বেশ মনে পড়ছে সে আমাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে জেনে নিয়েছিল, ঠিক ঠিক ফল পেতে হলে কতটা

গুঁড়ো দরকার হয় এবং তাতে কতক্ষণ সময় লাগে। এ সব প্রশ্নের পিছনে তার কোন ব্যক্তিগত কারণ থাকতে পারে এ কথা আমি তখন স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি।

'শিলমাথ-এ পুরোহিত মশায়ের তার পাবার আগে এ কথাগুলি আর আমার মনেও পড়ে নি। শয়তানটা ভেবেছিল, সংবাদটা পৌঁছবার আগেই আমি সমুদ্রে ভেসে পড়ব এবং বেশ কয়েক বছর তো আফ্রিকাতেই কাটাব। কিন্তু আমি সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এলাম। সব ঘটনা শুনেই নিশ্চিত হলাম যে আমার বিষটাই ব্যবহার করা হয়েছে। যদি আপনার মনে এ ব্যাপারের আর কোন ব্যাখ্যা উঁকি দিয়ে থাকে সেটা জানবার জন্যই আপনার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু অন্য কোন ব্যাখ্যাই থাকার কথা নয়। আমি নিশ্চিত হলাম যে মর্টিমার ট্রেগেনিসই খুনী। টাকার লোভে ও পরিবারের অন্য সবাইকে পাগল করে তুলতে পারলে সে একাই সব সম্পত্তির মালিক হতে পারবে এই ধারণার বশেই সে তাদের উপর দানব-পদ-মূল প্রয়োগ করেছে এবং তাদের দুজনের বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়েছে এবং যাকে আমি এতদিন ধরে ভালবেসে এসেছি ও যে আমাকে এতদিন ধরে ভালবেসেছে তার সেই বোন ব্রেন্ডাকে খুন করেছে। এই হল তার অপরাধ; তাহলে তার কি শাস্তি হবে?

'আমি কি আইনের আশ্রয় নেব? কিন্তু আমার হাতে প্রমাণ কোথায়? আমি জানতাম আসল ঘটনা কি, কিন্তু গ্রাম্য লোকদের নিয়ে গঠিত জুরিকে কি এ রকম একটা উদ্ভট গল্প আমি বিশ্বাস করাতে পারতাম? হয় তো পারতাম, হয় তো পারতাম না। কিন্তু হেরে যেতে আমি পারি না। আমার আত্মা প্রতিশোধের দাবী জানাল। মিঃ হোমস, এর আগেও একবার আপনাকে বলেছি, আমার জীবনের বেশীর ভাগ সময় কেটেছে আইনের আওতার বাইরে, তাই শেষ বারের মত আইনকে নিজের হাতেই তুলে নিতে এসেছিলাম। তাই হয়েছে। স্থির করলাম, অন্যের যে পরিণাম সে ঘটিয়েছে, সে নিজেও সেই পরিণামেরই অংশীদার হোক। হয় তাই হোক, নইলে নিজের হাতেই তার উপযুক্ত ব্যবস্থা আমি নেব। এই মুহূর্তে সারা ইংলণ্ডে আর কোন লোক নেই যার কাছে জীবনের মূল্য আমার জীবনের তুলনায় সামান্য।

'সবই আপনাকে বললাম। বাকিটা তো আপনিই বলেছেন। ঠিক যেমনটি আপনি বলেছেন, সারাটা রাত ছটফট করে কাটিয়ে সকালে আমার বাড়ি থেকে বের হলাম। তাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলার অসুবিধার কথা ভেবে আপনি যেমনটি বলেছেন সেই মতই কিছু পাথর সঙ্গে করে নিয়ে গেলাম এবং জানালায় ছুঁড়ে মারলাম। সে নেমে এসে বসবার ঘরের জানালা দিয়ে আমাকে ঘরের ভিতর ঢুকতে দিল। তার পাপের কথা তাকে বললাম। বললাম, বিচারক ও জল্লাদ হয়েই আমি এসেছি। আমার হাতে রিভলবার দেখে বেচারি ভয়ে চেয়ারে বসে পড়ল। আমি বাতিটা জ্বাললাম, তার উপর গুঁড়োটা রাখলাম, এবং ঘর থেকে চলে যাবার চেষ্টা করলেই তাকে গুলি করে হত্যা করব এই ভয় দেখিয়ে জানালার বাইরে গিয়ে দাঁড়ালাম। পাঁচ মিনিটের মধ্যে তার মৃত্যু হল। হায় ঈশ্বর! সে কি মৃত্যু। কিন্তু আমার হৃদয় তখন প্রস্তর-কঠিন, কারণ এমন কোন যন্ত্রণা তো সে সহ্য করল না যা আমার নির্দোষ প্রিয়তমা সহ্য করে নি। এই আমার কাহিনী মিঃ হোমস। কোন স্ত্রীলোককে ভালবাসলে আপনি নিজেও হয় তো এই করতেন। যাই হোক, আমি আপনার হাতের মুঠোয়। আপনি যা খুশি তাই করতে পারেন। আমি তো আগেই বলেছি, কোন জীবিত মানুষই মৃত্যুকে আমার চাইতে কম ভয় করে না।'

হোমস নীরবে কিছুক্ষণ বসে রইল।

অবশেষে প্রশ্ন করল, 'আপনার ভবিষ্যতের পরিকল্পনা কি হল।'

'আমি চেয়েছিলাম মধ্য আফ্রিকাতেই আমার সমাধি হোক। সেখানে আমার কাজ অর্ধ-সমাপ্ত রয়ে গেছে।'

হোমস বলল, 'সেখানে গিয়ে বাকিটা শেষ করুন। অন্তত আমি আপনাকে বাধা দিতে রাজী নই।'

ডাঃ স্টার্নডেল বিরাট দেহটা তুলে দাঁড়াল, গম্ভীরভাবে অভিবাদন জানাল এবং তারপর কুঞ্জবন থেকে চলে গেল। হোমস পাইপটা ধরিয়ে পাউচটা আমার হাতে দিল।

বলল, 'বিষাক্ত নয় এমন যে কোন ধোঁয়াই এখন স্বাগত। ওয়াটসন, আশা করি আমার সঙ্গে তুমি একমত হবে যে, এ ধরনের কেসে আমাদের হস্তক্ষেপ করার কথা নয়। স্বাধীনভাবে আমরা তদন্ত করেছি, তাই স্বাধীনভাবেই আমরা কাজও করব। তুমি লোকটিকে নিন্দা করবে না তো?'

'নিশ্চয়ই না,' আমি জবাব দিলাম।

'ওয়াটসন, আমি কখনও ভালবাসি নি, কিন্তু যদি ভালবাসতাম আর আমার প্রিয়ার যদি এই পরিণতি হত, তাহলে এই আইনলঙ্ঘনকারী সিংহ-শিকারী যে কাজ করেছে আমিও হয় তো তাই করতাম। কে জানে? দেখ ওয়াটসন, যা একান্ত স্পষ্ট তাকে ব্যাখ্যা করে তোমার বুদ্ধির অসম্মান করতে আমি চাই না। জানালার গোবরাটে পাথরের টুকরো দেখেই আমার অনুসন্ধানের সূত্রপাত হয়। গাঁর্জার বাগানে ও ধরনের কোন পাথর ছিল না। ডাঃ স্টার্নডেল ও তার কটেজের দিকে দৃষ্টি ফেরাতেই ওই ধরনের পাথর আমার চোখে পড়ল। দিনের বেলাতেও

বাতিটা জ্বলছিল এবং তার ঢাকনার উপরে কিছুটা গুঁড়ো অবশিষ্ট ছিল—পর পর সূত্রগুলো মিলে গেল। ভাই ওয়াটসন, মনে হচ্ছে এবার এ ব্যাপারটাকে মন থেকে মুছে ফেলে চল আমরা খোলা মন নিয়ে মহান সেল্টীয় ভাষার কর্নিশ শাখার অন্তর্গত চ্যাল্ডীয় ধাতুর আলোচনায় ফিরে যাই।'

তার শেষ অভিবাদন

His Last Bow

শার্লক হোমসের উপসংহার

তখন রাত ন'টা, দোসরা আগস্ট—পৃথিবীর ইতিহাসে ভয়ংকরতম আগস্ট মাস। যে কোন মানুষ ভাবতে পারে, একটি অধঃপতিত পৃথিবীর উপর ঈশ্বরের অভিশাপ ভারী হয়ে নেমে আসছে; গুমোট অবরুদ্ধ বাতাসে কেমন যেন একটা ভয়ংকর স্তব্ধতা ও অস্পষ্ট প্রত্যাশার আভাষ। সূর্য অনেকক্ষণ অস্ত গেছে, কিন্তু পশ্চিম দিগন্তে একটি রক্ত-লালের ঝলক যেন গভীর ক্ষতমুখের মত হাঁ করে আছে। মাথার উপর তারাগুলি জ্বলছে; তার নীচে উপসাগরের বুকে জাহাজের আলোগুলি ঝিলমিল করছে। দু'জন বিখ্যাত জার্মান ভদ্রলোক বাগানের পথের পাথরের দেওয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের পিছনে ঢালু ছাদওয়ালা লম্বা, নীচু একটা বাড়ি। চুনা পাথরের একটা মস্ত বড় পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত বিস্তীর্ণ সমুদ্র-বেলার উপর তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ; চার বছর আগে ভ্রাম্যমান ঈগলের মত উড়ে এসে ভন বর্ক এই পাহাড়টার উপরেই জুড়ে বসেছিল। দুটো মাথা কাছাকাছি এনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই তার নীচু গোপনীয় স্বরে কথা বলছিল। নীচ থেকে তাদের সিগারের দুটো জ্বলন্ত মুখের দিকে তাকালে মনে হবে যেন দুটি অশুভ শয়তানের জ্বলন্ত চোখ অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আছে।

এই ভন বর্ক একটি উল্লেখযোগ্য লোক—কাইজারের বিশ্বস্ত প্রতিনিধিদের মধ্যে তার সমতুল্য মানুষ আর এক-জনও পাওয়া যাবে না। তার গুণাবলীর জন্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইংলিশ মিশনের জন্য তার নামই প্রথম সুপারিশ করা হয়েছিল; কিন্তু সে কাজের দায়িত্বভার গ্রহণ করবার পর থেকে পৃথিবীর যে আধ ডজন মানুষ প্রকৃত সত্যের সন্ধান জানত তাদের কাছে সেই গুণাবলী ক্রমাগত প্রকটতর হয়ে উঠতে লাগল। তাদেরই একজন তার বর্তমান সঙ্গী দূতাবাসের প্রধান সচিব ব্যারণ ভন হেলিং। তারই ১০০-অশ্বশক্তির বেনজ্ গাড়িখানি গ্রাম্য গলি-পথকে আটকে দাঁড়িয়ে আছে। সেই গাড়িতেই মালিক লণ্ডনে ফিরে যাবে।

সচিব বলছিল, 'ঘটনার গতিবিধি দেখে আমার তো মনে হচ্ছে এই সপ্তাহের মধ্যেই তুমি হয় তো বার্লিন ফিরে যাবে। প্রিয় ভন বর্ক, আমার তো মনে হয় সেখানে ফিরে গিয়ে যে অভ্যর্থনা পাবে তাতে তুমি বিস্মিত হবে। এ দেশে তোমার কাজকর্ম সম্পর্কে উঁচু মহলের যে কি ধারণা ঘটনাক্রমে সেটা আমি জানি।' এই সচিবটি একজন দশাসই চেহারার মানুষ; প্রশস্ত, দীর্ঘ শরীর; কথা বলে ধীরে ধীরে, ভারিক্কী চালে, আর রাজনৈতিক জীবনে এইটেই তার প্রধান মূলধন।

ভন বর্ক হাসল।

মন্তব্য করল, 'তাদের ঠকানো খুব শক্ত নয়। তাদের চাইতে অনুগত, সরল লোকের কথা কল্পনাও করা যায় না।'

অপর জন চিন্তিতভাবে বলল, 'তা ঠিক জানি না। তবে তাদের কতকগুলি অদ্ভুত বিধি-নিষেধ আছে, সেগুলি মেনে চলতে শেখা চাই। তাদের এই বাহ্যিক সরলতাই আগন্তুকের পক্ষে ফাঁদস্বরূপ। প্রথম দর্শনেই মনে হয় লোকগুলি খুবই নরম। তারপর হঠাৎ তাদের কঠিন জায়গায় হাত পড়ে; তখনই বুঝতে হবে ঐটেই শেষ সীমা এবং সেটার সঙ্গে মানিয়েই চলতে হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তাদের কতকগুলি স্বাদেশিক বিধি আছে যেগুলি মানতেই হবে।'

অনেক পোড়-খাওয়া লোকের মত ভন বর্ক নিঃশ্বাস ফেলল। 'মানে "সাধারণ সৌজন্য" ও তদনুরূপ ব্যবস্থাদি?'

'মানে বৃটিশ সংস্কার ও তার বহুবিধ বিচিত্র প্রকাশ। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমার একটি মহাভুলের উল্লেখ করতে পারি—অনেক ভুলের কথা স্বীকার করবার হিম্মৎ আমার আছে, কারণ আমার সাফল্য সম্পর্কে সচেতন থাকবার মত আমার কাজের অনেক পরিচয়ই তোমার জানা আছে। ঘটনাটা ঘটে-ছিল আমি যখন প্রথম আসি তখন। জনৈক ক্যাবিনেট-মন্ত্রীর পল্লী-ভবনে এক সাপ্তাহান্তিক মিলন-সভায় আমি আমন্ত্রিত হয়েছিলাম। বিস্ময়কর রকমের অবিবেচনাপূর্ণ সব কথা-বার্তা সেখানে হয়েছিল।'

ভন বর্ক ঘাড় নাড়ল। শুকনো গলায় বলল, 'আমি সেখানে ছিলাম।'

'ঠিক স্বভাবতই সে সংবাদের একটা প্রতিবেদন আমি বার্লিনে পাঠিয়েছিলাম। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের ভাল-

মানুষ চ্যান্সেলর এ সব ব্যাপারে কিছুটা গম্ভীর প্রকৃতির লোক ; তিনি এমন একটি মন্তব্য করে বসলেন যাতে বোঝা যায় যে সব কথাবার্তা সম্পর্কেই তিনি ওয়াকিবহাল। এর মূল খুঁজতে গিয়ে স্বভাবতই আমিই ধরা পড়লাম। ফলে আমার যে কী ক্ষতি হল তা তুমি ধারণা করতে পারবে না। আমাদের বৃটিশ কর্তারা যে সে ব্যাপারে মোটেই নরম মনোভাব পোষণ করেন নি সে কথা তোমাকে নিশ্চিত করেই বলতে পারি। সে ধাক্কা সামলাতে আমার দুটি বছর লেগেছিল। আর তুমি আছ তোমার খেলোয়াড়ী ভঙ্গী নিয়ে।'

'না, না, একে ভঙ্গী বলো না। ভঙ্গী একটা কৃত্রিম ব্যাপার। আমার এ ভাব সহজাত। আমি জন্ম-খেলোয়াড়। আমি এতে সুখ পাই।'

'দেখ, তাতেই আরও ভাল ফল হয়। তুমি তাদের সঙ্গে নৌকো চালাও, তাদের সঙ্গে শিকারে যাও, পোলো খেল, প্রতিটি খেলায় তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা কর, এমন কি তোমার এক হাতে-চার খেলা অলিম্পিয়াতে পুরস্কার পায়। আমি তো আরও শুনেছি, তুমি তরুণ অফিসারদের সঙ্গে বক্সিংও লড়। তার ফল কি হয়? কেউ তোমাকে নিয়ে মাথা ঘামায় না। তুমি একজন "ভাল মানুষ বুড়ো খেলোয়াড়", "জার্মান হিসাবে খুবই ভাল মানুষ", খুব মদ খাও, নাইট-ক্লাবে যাও, শহরময় ঢুঁ মেরে বেড়াও ; তুমি একটি বেপরোয়া স্ফূর্তিবাজ যুবক। আর তলে তলে তোমার এই শান্ত পল্লী-ভবন ইংলণ্ডের অর্ধেক ক্ষতির কেন্দ্র, আর এই খেলোয়াড় জমিদার-তনয়টি সারা ইওরোপের নিখুঁত গুপ্তচর-বিভাগীয় কর্মী হিসাবে চিহ্নিত। প্রতিভা প্রিয় ভন বর্ক—একেই বলে প্রতিভা!'

'তুমি ব্যাজস্তুতি করছ ব্যারণ। কিন্তু এ দেশে আমার চার বছর বসবাস যে অফলপ্রসূ হয় নি সে দাবী আমি নিশ্চয় করতে পারি। আমার গোপন ভাণ্ডার তো তোমাকে কখনও দেখাই নি। আশা করি একমুহূর্তের জন্য ভিতরে যেতে আপত্তি করবে না।'

পড়ার ঘরের দরজাটা উঁচু সমতল জায়গাটার দিকেই খোলে। ভন বর্ক সেটাকে খুলে এগিয়ে গিয়ে বৈদ্যুতিক আলোর সুইসটা টিপল। ব্যারণ ঘরে ঢোকার পরে সে দরজাটা বন্ধ করে দিল এবং জাফরি-কাটা জানালার ভারি পর্দাটা সযত্নে নামিয়ে দিল। এই সব সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে তবে সে তার রোদে-পোড়া খাড়া মুখটা অতিথির দিকে ফেরাল।

বলল, 'কিছু কাগজপত্র চলে গেছে। গৃহস্থালির জিনিসপত্রসহ আমার স্ত্রী গতকাল ফ্লাশিং যাবার সময় অল্প গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র সঙ্গে নিয়ে গেছে। বাকিগুলোর জন্য আমি অবশ্য দূতাবাসের সাহায্য চাইব।'

'তোমার জন্য একদল ব্যক্তিগত অনুচর ইতিমধ্যেই নথি-ভুক্ত করা হয়েছে। কাজেই তোমার বা তোমার মালপত্রের ব্যাপারে কোনরকম অসুবিধা হবে না। অবশ্য আমাদের হয় তো যেতেই হবে না, এ রকম সম্ভাবনাও আছে। ইংলণ্ড হয় তো ফ্রান্সকে তার ভাগ্যের হাতেই ছেড়ে দিতে পারে। তাদের মধ্যে যে কোন বাধ্যতামূলক চুক্তি নেই তা তো আমরা ভাল করেই জানি।'

'আর বেলজিয়াম?'

'হ্যাঁ, বেলজিয়ামও।'

ভন বর্ক মাথা নাড়ল। 'তা কি করে হয় আমি বুঝতে পারছি না। একটা নির্দিষ্ট চুক্তি তো রয়েছে। এ ধরনের অসম্মান থেকে সে কোন দিন মাথা তুলতে পারত না।'

'অন্তত এই মুহূর্তে সে শান্তি পাবে।'

'কিন্তু তার মর্যাদা?'

'ধীরে মশাই, ধীরে। আমরা উপযোগিতাবাদের যুগে বাস করি। মর্যাদাবোধ একটা মধ্যযুগীয় বিলাস। তাছাড়া ইংলণ্ড প্রস্তুত নয়। ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য, কারণ যদিও আমাদের পাঁচ কোটির বিশেষ সমর-কর ধার্য করার ফলে আমাদের উদ্দেশ্যে 'দি টাইম্‌স্' পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন দেবার মতই পরিষ্কার, তবু তাতে এই লোক-গুলির ঘুম ভাঙে নি। এখানে-ওখানে একটু কানা-ঘুষা শোনা যাচ্ছে মাত্র। আমার কাজ তার একটা জবাব খুঁজে বের করা। এখানে-ওখানে কিছুটা বিরক্তির ভাবও দেখা যাচ্ছে। আমার কাজ তাকে শান্ত করা। কিন্তু আমি তোমাকে নিশ্চিত করে বলতে পারি, সমরোপকরণ মজুত করা, সাবমেরিন আক্রমণের প্রস্তুতি, উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিস্ফোরকের ব্যবস্থা প্রভৃতি মূল বিষয়ে কোন প্রস্তুতিই নেওয়া হয় নি। কাজেই ইংলণ্ড এ ব্যাপারে আসবে কি করে, বিশেষত তাদের সামনে যখন আমরা আইরিশ গৃহ-যুদ্ধের মত একটা জানালা-ভাঙা শয়তানী দৌরাত্ম্য খাড়া করে দিতে পেরেছি? ঈশ্বর জানেন, সে কি নিজের ঘর সামলাতেই ব্যতিব্যস্ত থাকবে না?'

'ভবিষ্যতের কথাও তো তাকে ভাবতে হবে।'

'আহা, সেটা তো অন্য ব্যাপার। আমার তো মনে হয়, ভবিষ্যতে ইংলণ্ডের ব্যাপারে আমাদের সুনির্দিষ্ট পরি-কল্পনা আছে। সে ব্যাপারে তোমার তথ্যাদি আমাদের খুবই কাজে লাগবে। আজ হোক কাল হোক, মিঃ জন বুল-এর সঙ্গে আমাদের মুলাকাত হবেই। সে যদি চায় আজই হোক, আমরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত। যদি কাল হয়, তাহলে তো আমরা আরও বেশী করে প্রস্তুত হতে পারব। আমি তো মনে করি, মিত্রশক্তির সহযোগিতা ছাড়া যুদ্ধ

করার চাইতে সে সহযোগিতা নিয়ে যুদ্ধ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। তবে সেটা তাদের নিজস্ব ব্যাপার। এই সপ্তাহটি তাদের ভাগ্য-নিয়ন্তা। কিন্তু তুমি তোমার কাগজপত্রের কথা বলছিলে।' সে হাতল-চেয়ারটায় বসল। তার প্রশস্ত টাকমাথার উপর আলো পড়ে চিকচিক করছে। সে আরাম করে সিগারে টান দিতে লাগল।

ওক-কাঠের প্যানেল-করা থাকে থাকে বই সাজানো মস্ত বড় ঘরটার অপর প্রান্তে একটা পর্দা ঝুলছে। সেটা সরিয়ে দিতেই বড় পিতলে-ঢাকা সিন্দুক চোখে পড়ল। ভন বর্ক তার ঘড়ির চেন থেকে একটা ছোট চাবি খুলে নিয়ে তালার নানারকম কসরতের সাহায্যে সিন্দুকের ভারি ডালাটা খুলে ফেলল।

সরে দাঁড়িয়ে হাতটা ঘুরিয়ে সে বলল, 'দেখ!'

খোলা সিন্দুকের ভিতরে পরিষ্কার আলো পড়েছে। দূতাবাসের সচিব প্রগাঢ় মনোযোগের সঙ্গে সিন্দুকের ভিতরকার কাগজ-পত্র ঠাসা খোপগুলির দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। প্রত্যেকটি খোপের গায়ে লেবেল লাগানো। সে পর পর পড়ে যেতে লাগল—'ফোর্ড', 'বন্দর-প্রতিরক্ষা', 'বিমান', 'আয়র্ল্যান্ড', 'মিশর', 'পোর্টস্মাথ দুর্গসমূহ', 'চ্যানেল', 'রোসিথ', এবং আরও অনেক। প্রতিটি খোপই কাগজপত্র ও নক্সায় ঠাসা।

সচিব বলে উঠল, 'প্রচণ্ড!' সিগারটা রেখে দুটি মোটা হাতে সে তালি বাজাল।'

'আর এ সবই চার বছরের ফসল ব্যারণ। যতই মদ খাই আর জমিদারতনয়ের মত টো-টো করে ঘুরে বেড়াই, কাজকর্ম কিন্তু নেহাৎ মন্দ করি নি। কিন্তু আমার সংগ্রহের আসল মানিকটাই এখনও বাকি, আর ওখানেই সেটাকে দেখতে পাবে।' 'নৌ-সংকেত' কথাটা লেখা একটা খালি জায়গা দেখিয়ে সে শেষের কথাগুলি বলল।

'কিন্তু ওখানে তো একটা বুটিদার পর্দা ঝুলিয়েই রেখেছ।'

'সেকেলে বাজে জিনিস। যে ভাবেই হোক নৌ-বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ সতর্কবার্তা পেয়ে গেছে এবং প্রতিটি সংকেত-বাণী বদলে ফেলা হয়েছে। এটা একটা বড় আঘাত ব্যারণ—সারা অভিযানে আমার শোচনীয়তম পরাজয়। কিন্তু আমার চেক-বই আর ভালমানুষ অল্টামন্টকে ধন্যবাদ, আজ রাতেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ব্যারণ একটা হতাশাব্যঞ্জক ধ্বনি করে উঠল।

'দেখ, আমি সত্যি আর অপেক্ষা করতে পারছি না। বুঝতেই তো পারছ, এই মুহূর্তে কার্লটন টেরেস-এ কাজ শুরু হয়ে গেছে, কাজেই আমাদের প্রত্যেককেই যার যার জায়গায় হাজির হতে হবে। তোমার বড় রকমের একটা আকস্মিক আঘাত হানার খবর পাব বলে আশা করেছিলাম। অল্টামন্ট কি সময়ের কথা কিছু বলে নি?

ভন বর্ক একখানা টেলিগ্রাম এগিয়ে দিল।

'আজ রাতে অবশ্য যাব এবং নতুন স্পার্কিং প্লাগ নিয়ে যাব। অল্টামন্ট।'

'স্পার্কিং প্লাগ, অ্যাঁ?'

'সে একজন মোটর-বিশেষজ্ঞ সেজেছে, আর আমার একটা পুরো গ্যারেজও আছে। যে কোন ব্যাপারেই মোটরের কোন একটা অংশকেই সংকেত-বাক্য হিসাবে আমরা ব্যবহার করি। সে যদি বলে রেডিয়েটর, তাহলে বুঝতে হবে রণ-তরী, যদি বলে ওয়েল-পাম্প, বুঝতে হবে ক্রুজার, এমনি আর কি। স্পার্কিং প্লাগ হচ্ছে নৌ-সংকেত।'

টেলিগ্রামের উপরের লেখাগুলো ভাল করে দেখে সচিব বলল, 'দুপুরে পোর্টস্মাথ থেকে পাঠানো হয়েছে।'

'এই বিশেষ কাজের দরুন পাঁচ শ' পাউন্ড। অবশ্য একটা মাস-মাইনে তো আছেই।'

'লোভী শয়তান। এই বিশ্বাসঘাতকরা অনেক কাজে লাগে, কিন্তু তাদের এই রক্তমাখা টাকাকে আমি ঘৃণা করি।'

'অল্টামন্টকে কিন্তু আমি ঘৃণা করি না। সে খুব কর্মিৎকর্মা লোক। আমি তাকে ভাল টাকা দেই, আর—তার ভাষাতেই বলি—সেও ঠিক ঠিক মাল ডেলিভারি দেয়। তাছাড়া সে বিশ্বাসঘাতক নয়। আমি জোর দিয়েই বলতে পারি, একজন প্রকৃত তিক্ত-হৃদয় আইরিশ-মার্কিনের তুলনায় আমাদের নিখিল জার্মেনি জুংকার দলের যে কোন যুবক তো একটি রক্ত-চোষা বাদুর।'

'ও হো, আইরিশ-মার্কিন?'

তার কথা শুনলে আর তোমার কোন সন্দেহ থাকবে না। বিশ্বাস কর, অনেক সময় আমিই তার কথা বুঝতে পারি না। মনে হয় সে যুগপৎ রাজার ইংরেজী ভাষা ও ইংরেজ রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। কিন্তু তোমাকে কি যেতেই হবে? যে কোন মুহূর্তে সে এসে পড়তে পারে।'

'না। আমি দুঃখিত, এমনিতেই দেরী হয়ে গেছে। কাল ভোরে তোমাকে আশা করব। 'ডিউক অব ইয়র্ক'-এর সিঁড়ির নীচেকার ছোট দরজাটার ভিতর দিয়ে সংকেত-বইটা যখন তোমার হস্তগত হবে, তখনই তোমার ইংলণ্ডের কীর্তি-কলাপের উপর একটি জয়সূচক সমাপ্তি-রেখা টানতে পারবে! আরে! টোকে!' একটা ট্রে-র উপর দুটি উঁচু গ্লাসের পাশে একটা ধুলোয় ঢাকা ভালভাবে সিল-করা বোতলের দিকে সে দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

'যাবার আগে তোমাকে এক গ্লাস দেব কি?'

'না ধন্যবাদ। কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে ভাল জিনিস।'

'অল্টামণ্ট মদের স্বাদ ভালই বোঝে, আর আমার টোকে তার খুবই মনের মত। লোকটি খুব আবেগপ্রবণ; অনেক ছোটখাট ব্যাপারে তার মন রেখে চলতে হয়। তোমাকে বলছি, তাকে ভাল করে বুঝে চলতে হয়।' কথা বলতে বলতে তারা উঁচু জায়গাটার একেবারে শেষপ্রান্তে পৌঁছে গেল। ব্যারণের সোফারের হাতের ছোঁয়ায় বড় গাড়িটা ঝক-ঝক শব্দ করে কাঁপতে লাগল। ধুলো-নিবারক কোটটা গায়ে চাপাতে চাপাতে সচিব বলল, 'মনে হচ্ছে ওগুলোই হার উইচ-এর আলো। সবকিছু কেমন শান্ত, স্তব্ধ মনে হয়। এই সপ্তাহের মধ্যেই হয় অন্য ধরনের আলো জ্বলবে এবং ইংলণ্ডের উপকূল তখন আর এত শান্ত থাকবে না। জেপেলিন সম্পর্কে যা শুনেছি তা যদি সত্যি হয় তাহলে আকাশও হয় তো এতটা শান্ত থাকবে না। ভাল কথা, ও কে?'

তাদের পিছন দিকে একটিমাত্র জানালা দিয়ে আলো আসছিল। সেখানে একটা বাতি জ্বলছে, আর তার পাশের টেবিলে দেশী টুপি মাথায় একটি লাল-মুখ বৃদ্ধা বসে ছিল। সে ঝুঁকে পড়ে সেলাই করছিল, আর মাঝে মাঝে পাশের টুলের উপর উপবিষ্ট একটা বড় কালো বেড়ালের পিঠ চাপড়ে দিচ্ছিল।

'ও হল মার্থা; চাকর-বাকরদের মধ্যে শুধু ওই এখনও এখানে আছে।'

সচিবটি মুচকি হাসল।

বলল, 'সে যেন বটানিয়ার প্রতিমূর্তি—তেমনি পরিপূর্ণ আত্মমগ্নতা ও প্রশান্ত নিদ্রালুতার প্রতীক। আচ্ছা, অরিভোয়া ভন বর্ক'!'—শেষ বারের মত হাত নেড়ে সে লাফ দিয়ে গাড়িতে উঠল; মুহূর্ত পরেই হেড-লাইটের দুটো সোনালী রশ্মি অন্ধকারের বুক চিরে এগিয়ে চলল। সচিব তার বিলাসবহুল গাড়ির কুশনে হেলান দিয়ে আসন্ন ইওরোপীয় ট্র্যাজিডির চিন্তায় এতই বিভোর হয়ে পড়ল যে, গ্রাম্য পথে মোড় নেবার সময় গাড়িটা যে বিপরীত দিক থেকে আসা একটা ছোট ফোর্ড গাড়িকে প্রায় চাপা দিতে যাচ্ছিল সেটা সে লক্ষ্যই করল না।

মোটরের আলোর শেষ রশ্মিটা বহুদূরে মিলিয়ে যাবার পরে ভন বর্ক ধীর পায়ে পড়ার ঘরে ফিরে গেল। যাবার সময় সে লক্ষ্য করল, তার বৃদ্ধা গৃহকর্ত্রী বাতিটা নিভিয়ে শুয়ে পড়েছে। তার মস্ত বড় বাড়ির এই নিস্তব্ধতা ও অন্ধকার তার কাছে একটা নতুন অভিজ্ঞতা, কারণ তার পরিবার ও গৃহস্থালি দুইই বেশ বড়। অবশ্য এ-কথা ভেবে সে স্বস্তিবোধ করল যে তারা সকলেই নিরাপদে আছে এবং রান্নাঘরের ঐ বৃদ্ধা ছাড়া সমস্ত বাড়িটাই তার দখলে রয়েছে। পড়ার ঘরের ভিতরে অনেক কিছু পরিষ্কার করার ছিল; সেই কাজেই সে লেগে গেল। কিন্তু এক-সময় জ্বলন্ত কাগজের গরমে তার সুন্দর মুখখানি লাল হয়ে উঠল। টেবিলের পাশে একটা চামড়ার ব্যাগ ছিল। সিন্দুকের মূল্যবান জিনিসগুলি সেই ব্যাগের ভিতরে সে বেশ পরিচ্ছন্নভাবে সাজিয়ে রাখতে লাগল। সবে কাজটা শুরু করেছে, এমন সময় মোটর গাড়ির একটা দূরাগত শব্দ তার উৎকর্ণ কানে এসে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ দিয়ে একটা খুশির আওয়াজ বের হল, ব্যাগটাকে ভাল করে বেঁধে সে সিন্দুকটা বন্ধ করে সেটাকে তালাবন্ধ করল এবং দ্রুত পায়ে উঁচু জায়গাটায় গিয়ে দাঁড়াল। ঠিক সেই সময়ই একটা ছোট গাড়ির আলো এসে গেটের সামনে থেমে গেল। একজন যাত্রী লাফ দিয়ে নেমে দ্রুত তার দিকে এগিয়ে গেল। গাড়ির সোফার বয়স্ক লোক, মজবুত দেহ, মুখে ধূসর গোঁফ। সে এমনভাবে গাড়িতে বসে রইল যেন তাকে অনেকক্ষণ পাহারায় থাকতে হবে।

ছুটে গিয়ে আগন্তুকের সঙ্গে দেখা করে ভন বর্ক সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল, 'কি খবর?'

জবাবে লোকটি বাদামি কাগজে মোড়া একটা ছোট পার্সেল বিজয়ীর ভঙ্গীতে মাথার উপর নাড়তে লাগল।

সে চেঁচিয়ে বলল, 'মিস্টার, আজ রাতে আপনি আমার দিকে খুশির হাত বাড়িয়ে দিতে পারেন। শেষ পর্যন্ত শুয়োরের মাংস নিয়ে এসেছি।'

'সংকেত?'

'তাকে যেমনটি জানিয়েছি তাই। সিমাফোর (এক ধরনের সংকেত-প্রেরক) আলোক-সংকেত, মার্কনি—মনে রাখবেন, এটা অনুলিপি, আসলটা নয়। সেটা সংগ্রহ করা অত্যন্ত বিপজ্জনক। কিন্তু বস্তুটা আসল, এটার উপর আপনি ভরসা করতে পারেন।' গেঁয়ো ভঙ্গীতে সে জার্মানটির কাঁধে একটা চাপড় দেওয়াতে সে বিরক্ত হল।

বলল, 'ভিতরে চলুন। বাড়িতে আমি একা আছি। এই জন্যই এতক্ষণ অপেক্ষা করে ছিলাম। অবশ্য আসল অপেক্ষা অনুলিপিটাই ভাল। আসলটাই হারিয়ে গেলে তারা সব কিছুই বদলে ফেলতে পারে। অনুলিপিটা নিরাপদ তো?"

আইরিশ-মার্কিন লোকটি পড়ার ঘরে ঢুকে হাতল-চেয়ারে হাত-পা ছড়িয়ে বসল। লোকটির বয়স ষাট, লম্বা, শুকনো দেহ, চোখ-মুখ টানা-টানা; মুখে সামান্য ছাগুলে দাড়ি থাকায় দেখতে অনেকটা সাম-চাচার ব্যঙ্গ-চিত্রের মত। একটা আধ-খাওয়া ভেজা সিগার তার মুখের কোণে ঝুলছিল, এবার চেয়ারে বসে দেশলাই জ্বালিয়ে সেটাকে

আবার ধরাল। চারদিক তাকিয়ে বলল, 'কোথাও যাবার জন্য তৈরী হচ্ছেন না কি? সিন্দুকের উপর থেকে পর্দাটা আগেই সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেদিকে চোখ পড়তেই সে আবার বলল, 'আচ্ছা মিস্টার, আপনি আমাকে বলেন নি যে, ওর মধ্যে আপনার কাগজ-পত্র সব রাখেন?'

'কেন বলব না?'

'সে কি; এ রকম একটা খোলা-মেলা সিন্দুকে? ওরা তো আপনাকে গুপ্তচর বলে মনে করে। যে কোন ইয়াংকি সিঁধেল-চোর যে একটা কৌটো খোলার ছুরি দিয়ে ওটার মধ্যে ঢুকে যেতে পারে। আমি যদি জানতাম যে আমার চিঠি ওরকম একটা বস্তুর মধ্যে পড়ে থাকবে তাহলে আপনার কাছে চিঠি লেখার মত বোকামি আমি করতামই না।'

ভন বর্ক জবাব দিল, 'এ সিন্দুক খুলতে যে কোন যন্ত্র দিয়েই এ ধাতুটা কাটা যায় না।'

'কিন্তু তালাটা?'

'না, ওটা ডবল মেলানো তালা। সেটা কি জিনিস তা জানেন কি?'

মার্কিন লোকটি বলল, 'বুঝিয়ে বলুন।'

'দেখুন, একটা শব্দ এবং কতকগুলি সংখ্যা না মেলালে তালাটা খোলাই যাবে না।' সে উঠে গিয়ে চাবির গর্তের চারদিকে একখানা ডবল-ঘোরানো চাকতি দেখাল। বাইরেরটা অক্ষরের দরুন, আর ভিতরেরটা সংখ্যার জন্য।'

'আরে, এটা তো বেশ মজার ব্যাপার!'

'কাজেই বুঝতেই পারছেন, যতটা সোজা ভেবেছিলেন আসলে ব্যাপারটা তা নয়। চার বছর আগে আমি এটা তৈরী করেছিলাম; বলুন তো আমি কোন্ শব্দ আর কি কি সংখ্যা পছন্দ করেছিলাম?'

সে আমার মাথায় আসবে না।'

'আচ্ছা; আমি বেছে নিয়েছিলাম আগস্ট শব্দটা, আর ১৯১৪ সংখ্যাটা।'

মার্কিন লোকটির চোখে-মুখে বিস্ময় ও প্রশংসা ফুটে উঠল।

'ইস, খুব বুদ্ধির ব্যাপার তো! খুব ভাল জিনিস বেছেছিলেন।'

'হ্যাঁ, সেদিন খুব অল্প লোকই তারিখটা অনুমান করতে পেরেছিল। আজ এখানে আছি, কিন্তু কাল সকালেই সব বন্ধ করে দেব।'

'আশা করি আমারও একটা ব্যবস্থা করে দেবেন। একা একা আমি এই নির্জন পুরীতে থাকছি না। যতদূর বুঝতে পারছি, এক সপ্তাহের মধ্যেই বা তারও আগে জন বুল পিছনের পায়ে লাফাতে লাফাতে ছুট দেবে। আমি বরং সাগরের ওপার থেকে তাকে দেখব।'

'কিন্তু আপনি তো একজন মার্কিন নাগরিক?'

'আরে, জ্যাক জেমসও তো মার্কিন নাগরিক ছিল, কিন্তু সে তো পোর্টল্যাণ্ডে বহাল তবিয়তেই আছে। আমি মার্কিন নাগরিক—এ কথা বললে বৃটিশরা আমাকে ছেড়ে দেবে না। তারা বলে, "এখানে বৃটিশ আইন ও শৃংখলার রাজত্ব।" ভাল কথা মিস্টার, জ্যাক জেমসের কথায় মনে পড়ে গেল, আপনাদের লোকদের আশ্রয় দিতে আপনারা তো বিশেষ কিছু করেন বলে মনে হয় না।'

ভন বর্ক কড়া গলায় বলল, 'আপনি কি বলতে চান?'

'দেখুন, আপনারা তাদের মনিব, নয় কি? তারা যাতে বিপদে না পড়ে, সেটা দেখা তো আপনাদের কর্তব্য। কিন্তু বিপদে তারা পড়ে, আর তার থেকে কখনও কি আপনারা তাদের বাঁচান? এই তো জেমস—'

'সেটা জেমসের নিজের দোষ। সেটা আপনিও জানেন। সে এত বেশী খেয়ালি যে এ কাজেরই উপযুক্ত নয়।'

'জেমস মাথা-মোটা ছিল—আপনার সে কথা আমি জানি। কিন্তু হোলিসও তো ছিল।'

'সে তো পাগল।'

'দেখুন, শেষের দিকে সে কিছুটা বেসামাল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শত শত লোক যদি পিছনে ধাওয়া করে তাহলে দিন-রাত অভিনয় করে চলতে হলে যে কোন লোকেরই মাথা খারাপ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু ধরুন স্টেনার—'

ভন বর্ক ভীষণভাবে চমকে উঠল। তার লাল মুখের উপর সাদার ঈষৎ প্রলেপ পড়ল।

'স্টেনারের কি হয়েছে?'

'কেন, তাকে পাকড়াও করেছে, ব্যাস। গত রাতে তার দোকান ঘরে তল্লাসী চালান হয়েছে; সে আর তার কাগজ-পত্র সবই পোর্টস্মাথ জেলে জমা পড়েছে। আপনারা তো চলে যাবেন, আর সে বেচারির হবে হাড়ির হাল; প্রাণে বাঁচে তো অনেক ভাগ্যি। তাই তো আমি আপনার সঙ্গে সঙ্গেই কালাপানি পার হতে চাই।'

ভন বর্ক দৃঢ়চিত্ত, আত্মস্থ লোক; কিন্তু সহজেই বোঝা যায় যে, এ সংবাদে সেও বিচলিত হয়েছে।

সে আম্‌তা-আম্‌তা করে বলল, 'তারা স্টেনারের নাগাল পেল কেমন করে? এত বড় আঘাত তো এর আগে আসেনি।'

'দেখুন, তার চাইতেও বড় আঘাত আসতে পারে, কারণ আমার বিশ্বাস, তারা আমাকেও ছেড়ে কথা কইবে না।'

'আপনার কথা ঠিক নয়।'

'খুব ঠিক। ফ্রাটন-এ আমার গৃহকর্ত্রীর কাছে কারা সব খোঁজ-খবর করছিল; তাই শুনেই তো বুঝলাম, এবার আমার পালা। কিন্তু আমি জানতে চাইছি মিস্টার, ও ব্যাটারা এ সব খবর পায় কোথায়? আপনার সঙ্গে আমার চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পরে স্টেনারই পঞ্চম লোক যাকে আপনি হারালেন; আর সটকে পড়তে না পারলে আমিই যে ষষ্ঠ ব্যক্তি হব তা আমি ভাল করেই জানি। এ বিষয়ে আপনি কি বলতে চান? আর এ ভাবে আপনার লোকরা গাড্ডায় ডুববে এতে আপনার লজ্জা হয় না?'

ভন বর্কের মুখ লাল হয়ে উঠল।

'এ ভাবে কথা বলার সাহস আপনার হল কেমন করে!'

'মিস্টার, সাহস না থাকলে তো আপনার চাকরিই নিতে পারতাম না। মনের কথা আপনাকে সোজাসুজিই বলছি। আমি শুনেছি কোন এজেন্টের কাজ যখন ফুরিয়ে যায় তখন আপনারা জার্মান কূটনীতিকরা তাদের মৃত্যুতে মোটেই দুঃখিত হন না।'

ভন বর্ক লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

'আমার এজেন্টদের আমি ধরিয়ে দিয়েছি, এতবড় কথা আপনি বলতে চান?'

'সে-কথা তো আমি বলি নি মিস্টার, কিন্তু নিশ্চয় কোথাও কোন সংবাদবাহী পায়রা বা কোন সংকেত কাজ করছে, আর সেটা খুঁজে বের করা আপনারই দায়। সে যাই হোক, আমি আর ঝুঁকি নিচ্ছি না। আমি হল্যাণ্ডে চলে যাব, আর সেটা যত তাড়াতাড়ি পারি ততই মঙ্গল।'

ভন বর্ক ক্রোধ সংবরণ করল।

বলল, 'অনেক দিন আমরা একসঙ্গে কাজ করেছি; আজ বিদায়ের মুহূর্তে আমাদের ঝগড়া করা শোভা পায় না। আপনি চমৎকার কাজ করেছেন, অনেক ঝুঁকি নিয়েছেন; সে সব কথা আমি ভুলে যাই নি। যে ভাবে পারেন হল্যাণ্ড চলে যান; রোটারডাম থেকে নিউ ইয়র্কের পথ পেয়ে যাবেন। আজ থেকে এক সপ্তাহ অন্য কোন জাহাজ নিরাপদ নয়। এই বইটা নিয়ে আমি অন্য সব জিনিসের সঙ্গে প্যাক করে ফেলেছি।'

মার্কিন লোকটি ছোট পার্সেলটা হাতেই রাখল, দিয়ে দেবার মত কোন ইচ্ছা দেখাল না।

বলল, 'কিন্তু ময়দা মাখার কি হল?'

'কিসের কি হল?'

'ময়দার খামি। পুরস্কার ৫০০ পাউণ্ড। বন্দুক-ধারীটা সেই মুহূর্তে বড়ই গড়বড় করতে লাগল; তাকে বাড়তি এক শ' ডলার দিয়ে তবে রেহাই নইলে তো আপনাকে ও আমাকে দু'জনকেই ডুবিয়ে দিত। সে তো বলেই বসল, "আমি কুটোটি নাড়ছি না।" আর তাই সে করত, তবে ঐ এক শ'তেই কাজ হাসিল হল। গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত আমার দু'শ পাউণ্ড খরচ হয়েছে, কাজেই পাওনা গণ্ডা বুঝে না পেলে আমি এটা হাতছাড়া করছি না।'

ভন বর্ক বিরক্তির সঙ্গে একটু হাসল। বলল, 'দেখছি আমার কথার কোন মূল্যই আপনার কাছে নেই। বইটা দেবার আগেই টাকাটা চান।'

'দেখুন মিস্টার, ব্যবসার তাই রীতি।'

'ঠিক আছে। আপনার ইচ্ছামত কাজই হবে।' টেবিলে বসে একখানা চেক লিখে সে পাতাটা ছিঁড়ল, কিন্তু সেটা তার সঙ্গীর হাতে দিল না। বলল, 'মিঃ অলটামণ্ট, আমাদের মধ্যে সম্পর্কটা যখন এই রকম, তখন আপনি আমাকে যতটুকু বিশ্বাস করেন আমিই বা আপনাকে তার চাইতে বেশী বিশ্বাস করব কেন। বুঝতে পারছেন তো?' ঘাড় ফিরিয়ে মার্কিন লোকটির দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'টেবিলের উপর চেকটা রইল। আপনি ওটা তুলে নেবার আগে আমি পার্সেলটা পরীক্ষা করে দেখে নিতে চাই।'

মার্কিন লোকটি কোন কথা না বলে সেটা এগিয়ে দিল। ভন বর্ক ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একটা সুতো ও দুটো কাগজের মোড়ক খুলে ফেলল। তারপর সম্মুখের একখানা ছোট নীল বইয়ের দিকে নীরব বিস্ময়ে একমুহূর্ত তাকিয়ে রইল। মলাটের উপর সোনালী হরফে লেখা রয়েছে "মৌমাছি পালনের বাস্তববিধি সম্বলিত পুস্তিকা।" মুহূর্তের জন্য সেই গোয়েন্দা-প্রধান এই অবান্তর বিচিত্র লেখাটার দিকে তাকাল। পরমুহূর্তে কে যেন লৌহ-মুষ্টিতে পিছন দিক থেকে তার গলাটা চেপে ধরল। তার কুঞ্চিত মুখের উপর চেপে ধরা হল ক্লোরোফর্মে ভেজানো একটা স্পঞ্জ।

ইম্পিরিয়াল টোকের-এর বোতলটা এগিয়ে দিয়ে মিঃ শার্লক হোমস বলল, 'আর এক গ্লাস, ওয়াটসন।'

গাড়ির সোফারটি তখন টেবিলের পাশে বসেছিল। সাগ্রহে সে গ্লাসটা এগিয়ে দিল।

'মদটা বেশ ভাল হোমস।'

'চমৎকার মদ ওয়াটসন। সোফার উপর শায়িত আমাদের বন্ধুই বলেছেন শুনছেন প্যালেসের ফ্রান্স জোসেফের বিশেষ "সেলার" থেকে এ মদ সরবরাহ করা হয়েছে। একটু কষ্ট করে জানালাটা খুলে দেবে কি, কারণ ক্লোরোফর্মের গন্ধে মুখের স্বাদ বাড়ে না।'

সিন্দুকটা খোলা হল। তার সামনে দাঁড়িয়ে হোমস একটার পর একটা খাম খুলে ভাল করে দেখে নিয়ে ভন বর্কের চামড়ার ব্যাগে যত্ন করে ভরতে লাগল। দুই হাতের

কব্জিতে ও পায়ে চামড়ার পট্টি বাঁধা অবস্থায় জার্মানটি সোফার উপর শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমুতে লাগল।

'আমাদের তাড়াহুড়া করবার কিছু নেই ওয়াটসন। কেউ আমাদের বাধা দিতে আসবে না। ঘণ্টাটা বাজাও। বুড়ি মার্থা ছাড়া বাড়িতে আর কেউ নেই। তার ভূমিকায় সে চমৎকার অভিনয় করেছে। ব্যাপারটা হাতে নেবার পরেই তাকে আমি এখানে কাজে লাগিয়েছিলাম। এই যে মার্থা, শুনে সুখী হবে, ভালয়-ভালয় সব কাজ মিটে গেছে।'

হাসিখুশি বৃদ্ধাটাকে দরজার দেখা গেল। সে হেসে মিঃ হোমসকে অভিবাদন জানাল, কিন্তু সোফায় শায়িত লোকটির দিকে তাকাল ভয়ে ভয়ে।

'সব ঠিক আছে মার্থা। তার গায়ে এতটুকু আঘাত লাগে নি।'

'এতে আমি খুশি হলাম মিঃ হোমস। তার দিক থেকে বিচার করলে মানব হিসাবে তিনি দয়ালু। তিনি চেয়েছিলেন, গতকাল তার স্ত্রীর সঙ্গে আমিও জার্মেনিতে চলে যাই, কিন্তু সেটাতে তো আপনার ব্যবস্থার পক্ষে সুবিধা হত না; হত কি স্যার?'

'না মার্থা, তা হত না। তুমি এখানে ছিলে বলেই আমার মনে স্বস্তি ছিল। আজ রাতে তোমার সংকেতের জন্য আমাদের বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছিল।'

'ওই সচিবের জন্য স্যার।'

'আমি জানি। আমাদের গাড়ির পাশ কাটিয়েই তার গাড়িটা চলে গেল।'

'আমার তো মনে হয়েছিল তিনি বুঝি যাবেনই না। আমি তো জানতাম, তিনি এখানে থাকলে আপনার কাজের সুবিধা হবে না।'

'না, মোটেই হত না। যা হোক, আধ ঘণ্টাটাক অপেক্ষা করার পরেই দেখলাম যে, তোমার আলোটা নিভে গেল। বুঝলাম, পথ পরিষ্কার। মার্থা, লণ্ডনে ক্ল্যারিজেস হোটেল-এ কাল আমার সঙ্গে দেখা করো।'

'খুব ভাল কথা স্যার।'

'আশা করি এখান থেকে চলে যাবার জন্য তৈরী হয়েই আছ।'

'হ্যাঁ স্যার। আজ তিনি সাতখানি চিঠি ডাকে দিয়েছেন। যথারীতি আমি ঠিকানাগুলি রেখে দিয়েছি।'

'খুব ভাল কথা মার্থা। কাল সকালেই ওগুলো দেখব। গুড নাইট।' বৃদ্ধা চলে যাবার পরে সে আবার বলতে লাগল, 'এই কাগজপত্রগুলোর খুব বেশী মূল্য নেই, কারণ এ সব খবর অনেক আগেই জার্মান সরকারকে পাঠানো হয়েছে। এগুলো সবই মূল দলিল; নির্বিঘ্নে এগুলোকে আর দেশের বাইরে পাচার করা হল না।'

'তাহলে তো এগুলো কোন কাজেই লাগছে না।'

'ঠিক সে কথা বলছি না ওয়াটসন। এসব কাগজপত্র থেকে আমাদের লোকেরা অন্তত এটা বুঝতে পারবে যে, তারা কতটা জানে আর কতটা জানে না। আমি শুধু বলতে পারি, এসব কাগজের বেশীর ভাগ আমার মারফতেই এখানে এসেছে এবং বলা নিষ্প্রয়োজন যে এগুলো একেবারেই বিশ্বাসের অযোগ্য। মাইন-অঞ্চলের যে নক্সা আমিই এনে দিয়েছিলাম তদনুসারে একটি জার্মান ক্রুজার সোলেন্ট-এর বুকে ঘুরে বেড়াচ্ছে—এ দৃশ্য দেখে আমার শেষ বেলাকার দিনগুলি নিশ্চয় আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। কিন্তু তুমি, ওয়াটসন', হাতের কাজ বন্ধ করে সে বন্ধুর কাঁধে হাত রেখে বলল, 'এখনও পর্যন্ত তোমাকে যে ভাল করে দেখতেই পাই নি। তোমার মুখে কি বয়সের ছাপ পড়ে না?' তুমি যেন আগেকার মত সেই হাসিখুশি ছোকরাটিই আছ।'

'হোমস, আমার যেন বিশ বছর বয়স কমে গেছে। একটা গাড়ি নিয়ে হারউইচ-এ তোমার সঙ্গে দেখা করার তার যখন পেলাম তখনকার মত খুশি জীবনে কদাচিৎ হয়েছি। কিন্তু তুমি হোমস—তোমার কিন্তু বিশেষ পরিবর্তন ঘটে নি—শুধু ওই ভয়ংকর ছাগুলে দাড়ি ছাড়া।'

দাড়িতে হাত বুলিয়ে হোমস বলল, 'দেশের জন্য এটুকু ত্যাগ স্বীকার করতেই হয়। কাল এর একটা ভয়াবহ স্মৃতি ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। চুলটা কেটে আরও কিছু কিছু এদিক-ওদিক করে কাল আমি আগেকার চেহারা নিয়েই "ক্ল্যারিজেস"-এ আবির্ভূত হব, ঠিক যেমনটি ছিলাম এই মার্কিন প্যাঁচ—মাপ কর ওয়াটসন, আমার ইংরেজি ভাষার জ্ঞানটাও দেখছি স্থায়ীভাবে বিকৃত হয়ে পড়েছে—এই মার্কিন চাকরিটা নেবার আগে।'

'কিন্তু তুমি তো অবসর নিয়েছিলে হোমস। শুনেছিলাম, দক্ষিণ ডাউন্স-এর একটা ছোট খামার বাড়িতে মৌমাছি ও বই নিয়েই তুমি সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করছিলে।'

'ঠিকই শুনেছ ওয়াটসন। এই আমার শান্ত অবসরের ফসল, আমার শেষ জীবনের মহান সৃষ্টি!' টেবিলের উপর থেকে বইখানি তুলে নিয়ে সে বইয়ের পুরো নামটাই পড়ে ফেলল—"মৌমাছি পালনের বাস্তববিধি সম্বলিত পুস্তিকা, রাণী-মৌমাছিকে আলাদা করে রাখা প্রসঙ্গে কতিপয় মন্তব্য সহ।" আমি একাই এ সব করেছি। এক-সময়ে যেভাবে আমি লণ্ডনের অপরাধ-জগতের উপর নজর রাখতাম, ঠিক সেইভাবে এই সব ক্ষুদে মজুরদের কাজ-কর্মের উপর নজর রেখে দিবারাত্রির পরিশ্রমে যে ফসল আমি ফলিয়েছি সেটা ভাল করে দেখ।'

'কিন্তু তুমি আবার এ কাজে এলে কেমন করে?'

'সে কথা ভেবে আমি নিজেই বিস্মিত হয়েছি। শুধু-মাত্র পররাষ্ট্র মন্ত্রী হলে হয়তো পার পেতাম, কিন্তু স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী যখন আমার গরীবের ঘরে পায়ের ধুলো দিলেন— ব্যাপার কি জান ওয়াটসন, সোফার উপরকার ওই ভদ্রলোকটি আমাদের লোকদের পক্ষে একটু বেশী ভাল ছিলেন। তার উপমা একমাত্র তিনি নিজে। অবস্থা ঘোরালো হতে লাগল, কিন্তু কেউ বুঝতে পারছিল না কেন এরকম হচ্ছে। কিছু লোককে সন্দেহ করা হল, কিছু লোককে আটকও করা হল; এমনও প্রমাণ পাওয়া গেল যে এ সবের পিছনে একটা শক্তিশালী গোপন কেন্দ্রীয় শক্তি কাজ করছে। সেই শক্তির মুখোশটা খুলে দেওয়া খ বই জরুরী হয়ে উঠল। ব্যাপারটা হাতে নেবার জন্য আমার উপর জোরদার চাপ এল। জান ওয়াটসন, এ কাজে আমার দুটো বছর কেটেছে। অবশ্য এ-কাজে উত্তেজনাও কম ছিল না। আমি যদি বলি, শিকাগো থেকে আমি যাত্রা শুরু করি, বাফেলোতে একটি আইরিশ গুপ্ত সংস্থা থেকে স্নাতক-উপাধি গ্রহণ করি, স্কিব্বারীন-এর কনস্টেবল-বাহিনীকে গুরুতর বিপদে ফেলে ভন বর্কের অধীনস্থ জনৈক এজেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করি এবং তারই সুপারিশে এখানে ভিড়ে যাই, তাহলেই বুঝতে পারবে ব্যাপারটা কত-খানি জটিল। সেই থেকেই আমি তার বিশ্বাসভাজন হয়েছিলাম যদিও তারপর থেকেই তার অধিকাংশ পরিকল্পনা মাঠে মারা গেছে এবং তার সেরা গোয়েন্দাদের পাঁচজন কারাগারে ঢুকেছে। ওয়াটসন, আমি তাদের উপর নজর রাখতাম এবং সময় হলেই তুলে নিতাম। এই যে স্যার, আশা করি আপনার শরীর আরও বেশী খারাপ হয় নি?'

শেষের কথাগুলি স্বয়ং ভন বর্ককে লক্ষ্য করে বলা হল। অনেকক্ষণ ধরেই সে হাঁপাতে হাঁপাতে চোখ মিটমিট করে শুয়ে শুয়েই হোমসের কথা শুনছিল। এবার তার মুখে জার্মান খিস্তির খৈ ফুটতে লাগল; বিষম রাগে তার চোখ-মুখ কুঁচকে যেতে থাকল। হোমস অতি দ্রুত দলিল-গুলি পরীক্ষা করতে লাগল আর তার বন্দী অনবরত খিস্তিখেউর করে চলল।

ক্লান্ত হয়ে ভন বর্ক যখন থামল তখন হোমস বলল, বেসুরো হলেও ভাবপ্রকাশের দিক থেকে জার্মান একটি সেরা ভাষা।' একটা নক্সাকে বাক্সে ভরবার আগে তার এক কোণে চোখ পড়তেই সে বলে উঠল, 'আরে! আরে! এতে তো আরো একটা পাখি খাঁচায় ঢুকবে। অনেক দিন তাকে চোখে-চোখে রাখলেও আমার মনিবটি যে এতবড় ব্লাঙ্কেল সে ধারণা আমার ছিল না মিস্টার ভন বর্ক, আপনাকে অনেক কথার জবাবদিহি করতে হবে।'

বন্দী অনেক কষ্টে সোফার উপরে উঠে বসল। বিস্ময় ও ঘৃণা মিশ্রিত দৃষ্টিতে সে তাকাল তার প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে।

ধীরে ধীরে থেমে সে বলতে লাগল, 'এর শাস্তি তোমাকে পেতেই হবে অল্টামণ্ট। সারা জীবন চেষ্টা করেও তোমাকে আমি শাস্তি দেবই।'

হোমস বলল, 'সেই পুরনো মধুর সঙ্গীত। অতীতে একথা আমি কতবার শুনেছি। লোকান্তরিত অধ্যাপক মরিয়ার্টির মুখেও এটাই ছিল প্রিয় বুলি। শুনেছি, কর্ণেল সেবাস্টিয়ান মোরাণও এই গীতই গেয়েছে। অথচ আমি আজও বেঁচে আছি, দক্ষিণ ডাউন্সে মৌমাছি পালন করছি।'

বাঁধন খুলবার বৃথা চেষ্টায় দুটো জ্বলন্ত চোখে খুনের দৃষ্টি মেলে জার্মানটি চেঁচিয়ে বলল, 'তুমি ডবল বিশ্বাস-ঘাতক, তোমাকে ধিক!'

হোমস হেসে বলল, 'না, না, যতটা ভাবছেন তা নয়। আমার কথা শুনে নিশ্চয় বুঝতে পারছেন যে আসলে মিঃ অল্টামণ্ট নামে কোন লোক শিকাগোতে কোনকালেও ছিল না। আমিই নামটা নিয়েছিলাম, এখন সে নাম মুছে গেছে।'

'তাহলে তুমি কে?'

'আমি কে সেটা সত্যি অবান্তর। তবে মিঃ ভন বর্ক, সেটা জানতে যখন আপনি আগ্রহী তখন এইটুকু বলতে পারি যে আপনার পরিবারের লোকদের সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয় নয়। অতীতে জার্মেনিতে আমি অনেক কাজ করেছি এবং হয় তো আমার নামটা আপনার পরিচিত।'

প্রাশিয়ার ভদ্রলোক কঠোর গলায় বলল, 'আমি সেটা জানতে চাই।'

'আপনার জ্ঞাতি-ভাই হেনরিক যখন সম্রাটের প্রতিনিধি ছিলেন তখন আইরিন অ্যাডলার স্বর্গত বোহামিয়া-রাজের বিবাহ-বিচ্ছেদ আমিই ঘটিয়েছিলাম। আবার নৈরাজ্যবাদী কুপম্যানের হাতে খুন হওয়া থেকে আপনার মায়ের বড় ভাই কাউণ্ট ভন উণ্ডজু গ্রাফেনস্টিনকে আমিই রক্ষা করে-ছিলাম। আমিই—'

ভন বর্ক বিস্ময়ে খাড়া হয়ে বসল।

'একটিমাত্র লোকই তো আছে', সে চেঁচিয়ে বলল।

'ঠিক কথা', হোমস বলল।

ভন বর্ক আর্তনাদ করে সোফায় এলিয়ে পড়ল। তার-পর চীৎকার করে বলতে লাগল, 'অথচ সব খবরই এসেছে তোমার হাত দিয়ে। সে সব খবরের কি মূল্য? আমি কি করেছি? আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে!'

হোমস বলল, 'খবরগুলি কিছুটা বিশ্বাসের অযোগ্য তো বটেই। কিছুটা খুঁটিয়ে দেখাও দরকার, কিন্তু সে সময় তো আপনি পাচ্ছেন না। আপনাদের নৌ-সেনাপতি

দেখতে পাবেন যে নতুন বন্দুকগুলি তিনি যেমনটি আশা করছেন তার চাইতে অনেক বড় এবং ক্রুজারগুলি একটু বেশী তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাবে।'

ভন বর্ক গভীর হতাশায় নিজের গলাটাই চেপে ধরল।

'আরও অনেক বিবরণ যথাসময়েই জানা যাবে। কিন্তু মিঃ ভন বর্ক, আপনার মধ্যে এমন একটি গুণ আছে যেটা জার্মানদের মধ্যে বিরল—আপনি একজন স্পোর্টস্‌ম্যান; কাজেই আপনি যখন বুঝতে পারবেন যে অন্য অনেককে বোকা বানালেও শেষ পর্যন্ত আপনি নিজেই বোকা বনে গেছেন তখন আশা করি আমার প্রতি কোনরকম বিরূপ মনোভাব পোষণ করবেন না। যাই ঘটুক না কেন, আপনি আপনার দেশের জন্য যথাসাধ্য করেছেন, আমিও যথাসাধ্য করেছি আমার দেশের জন্য, এর চাইতে স্বাভাবিক আর কি হতে পারে? তাছাড়া—' ভেঙে-পড়া মানুষটির কাঁধে হাত রেখে সে সদয় স্বরে আরও বলল, 'কোন ঘৃণ্যতর শত্রুর হাতে পরাজয় অপেক্ষা এ তো ভালই হল। ওয়াটসন কাগজগুলির সুব্যবস্থা তো করা হল, এবার তুমি যদি আমাদের বন্দীর ব্যাপারে আমাকে একটু সাহায্য কর, তাহলে আমরা অবিলম্বে লণ্ডনযাত্রা করতে পারি।'

ভন বর্কের মত শক্তিশালী ও বেপরোয়া একটি লোককে নড়ানো খুব সহজ কাজ নয়। শেষ পর্যন্ত দুই বন্ধু তার দুই হাত ধরে তাকে ধীরে ধীরে বাগানের পথ দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে গেলাম; অথচ মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে বিখ্যাত কূটনীতিকের অভিনন্দন কুড়োতে কুড়োতে এই পথেই সে সগর্ব আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে পা ফেলে হেঁটেছিল। সামান্য কিছুটা ধস্তাধস্তির পর হাত-পা বাঁধা অবস্থায়ই তাকে ছোট গাড়িটার বাড়তি আসনটাতে তুলে বসিয়ে দেওয়া হল। তার মূল্যবান ব্যাগটিকে গুঁজে দেওয়া হল তারই পাশে।

সব ব্যবস্থা ঠিক করে হোমস বলল, 'আশা করি বর্তমান অবস্থায় যতটা আরামের ব্যবস্থা করা সম্ভব সেটা করতে পেরেছি। যদি একটা সিগার ধরিয়ে আপনার ঠোঁটের ফাঁকে গুঁজে দেই তাহলে কি আমাকে খুব বেশী অপরাধী মনে করবেন?'

কিন্তু এই ক্রুদ্ধ জার্মান ভদ্রলোক কোন সুখ-সুবিধা নিতেই রাজী হল না।

বলল, 'মিঃ শার্লক হোমস, আপনার সরকার যদি এই ব্যবহারের জন্য আপনাকে সমর্থন করে তাহলে সেটা তো হবে যুদ্ধের সামিল।'

ব্যাগটায় টোকা দিতে দিতে হোমস বলল, 'আর এই সব ব্যবহার সম্পর্কে আপনার সরকারের বক্তব্যটা কি?'

'আপনি একজন বেসরকারী লোক। আমার গ্রেপ্তারের কোন পরোয়ানা আপনার কাছে নেই। সমস্ত ব্যাপারটাই সম্পূর্ণ বে-আইনী ও আপত্তিকর।'

'সম্পূর্ণ', হোমস বলল।

'একজন জার্মান নাগরিককে অপহরণ করা।'

'তার ব্যক্তিগত কাগজ-পত্র চুরি করা।'

'দেখুন, আপনার ও আপনার এই সহযোগীর অবস্থাটা তো বুঝতে পারছেন। গ্রামের ভিতর দিয়ে যাবার সময় আমি যদি সাহায্যের জন্য চীৎকার করি—'

'প্রিয় মহাশয়, সেরকম কোন বোকামির কাজ যদি করেই বসেন তাহলে তো আমাদের গ্রাম্য সরাইখানাগুলোর ছোট ছোট নাম-ফলকগুলো আয়তনে আরও একটু বড় হবে, তাতে তীর-চিহ্ন দিয়ে লেখা হবে 'ঝুলন্ত প্রাশিয়ান ভদ্রলোক।' ইংরেজরা শান্তশিষ্ট মানুষ, কিন্তু বর্তমানে তার রক্তও কিছুটা গরম হয়ে আছে, কাজেই তাকে না ঘাটানোই ভাল। না, মিঃ ভন বর্ক, শান্ত সুবোধ বালকের মত আপনি এখন আমাদের সঙ্গে যাবেন স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে; সেখান থেকে আপনার বন্ধু ব্যারণ ভন হেরিং-কে ডেকে পাঠিয়ে জেনে নিতে পারবেন, দূতাবাসের একটা ভাল সুট এখনও আপনার জন্য সংরক্ষিত আছে কি না। আর ওয়াটসন, তোমার গাড়ি নিয়ে তুমিও আমাদের সঙ্গেই চল; তুমিও তো লণ্ডনেই ফিরবে। চল, ওই উঁচু জায়গাটায় একটু দাঁড়াই, কারণ নিভৃতে তোমার সঙ্গে দুটো কথা বলার সময় আর হয়তো হবে না।'

কয়েক মিনিট ধরে দুই বন্ধু অনেক মনের কথা বলতে লাগল। অনেক অতীত স্মৃতির রোমন্থনে তাদের সময় কাটাল। আর বন্দী ভদ্রলোক বৃথাই হাত-পায়ের বাঁধনকে মোচড়াতে লাগল। গাড়ির দিকে এগিয়ে যেতে যেতে পিছনে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত সমুদ্রকে দেখিয়ে হোমস গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়ল।

'ওয়াটসন, পূবের হাওয়া উঠেছে।'

'আমি তা মনে করি না হোমস। হাওয়াটা গরম।'

'হায় সেকেলে ওয়াটসন, পরিবর্তনশীল জগতে তুমি সেই একই রয়ে গেলে। পূবের হাওয়া অবশ্য আসছে, এমন হাওয়া ইংলণ্ডের বুকে আর কখনও বয়ে যায় নি। বড় ঠাণ্ডা, বড় তীব্র সে হাওয়া ওয়াটসন, হয় তো সে হাওয়ায় আমরা অনেকেই শুকিয়ে ঝরে যাব। কিন্তু সে হাওয়াও তো ঈশ্বরেরই দান; কাজেই ঝড় কেটে যাবার পরে একটি অধিকতর পরিচ্ছন্ন, উন্নত ও শক্তিশালী দেশ সূর্যের আলোয় শরীর এলিয়ে দেবে। ওয়াটসন, গাড়িতে স্টার্ট দাও, কারণ আমাদের যাত্রার সময় হয়ে গেছে। আমার কাছে পাঁচ শ' পাউণ্ডের একটা চেক আছে; সেটাকে তাড়াতাড়ি ভাঙাতে হবে, কারণ যার উপরে চেকটা কাটা হয়েছে সে পারলে চেকটা আটকে দিতেও পারে।'